পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৩রা মার্চ্চ, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৩

সাপ্তাহিক
গৌড়ীয়
ব্যাসপূজা-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইহাতে আছে। উত্তম কাগজে অতি সুন্দর ছাপা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল্য ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

স্পেনের সংবাদ

জেনারেল মোলানো এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, আশা করা গিয়াছিল যে, ৪ঠা মার্চ্চের পূর্ব্বেই মাদ্রিদের পতন হইবে; কিন্তু সরকার পক্ষ যেভাবে বাধা দিতেছে, তাহাতে ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বে মাদ্রিদের পতন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তিনি আরও বলেন, ওভিদোর উপর সরকার পক্ষের অবিরাম প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে সহরটী ক্রমশঃই ধ্বংস হইতেছে।

"লাডেওার ক্যাসল" নামক জাহাজটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জেব্রুস বন্দরে জাহাজটী নোঙ্গর করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাত্রীদের নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাইন বিস্ফোরণের ফলে অনেকগুলি ক্যাবিন চূর্ণ হইয়াছে, তবে কেহ আহত হয় নাই। জাহাজটীর পাশ দিয়া আর একটী মাইন ভাসিয়া যায়। জাহাজের গা ঘেঁসিয়া গেলেও মাইনটী ফাটে নাই। তিনি বলেন, মাইনটী ফাটিলে সকলেরই সলিল সমাধি হইত।

স্পেনের উপকূলে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটায় অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে, বিদ্রোহীরা মাইন ভাসাইয়া দেওয়ায় ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে স্পেনের বহু বন্দরের মুখে মাইন স্থাপন করা হইয়াছে। অবশ্য "লাণ্ডোভারী ক্যাসল" যে, মাইনের ঘায়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা বিদ্রোহীরা পাতিয়াছিল কি সরকার পক্ষ পাতিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

স্পেনের উপকূলে "রয়াল ওক" নামক বৃটিশ যুদ্ধজাহাজে গোলা পড়িয়া ৫জন লোক আহত হওয়ায় স্পেনের স্বরাষ্ট্রসচিব সেনর দেল ভায়ো বৃটিশ রাজদূত মিঃ লেকিং-ফর্বেসের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

সেনর ক্যাবালেরোর স্বরাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা কারণে তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেনের প্রেসিডেণ্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সেনর ক্যাবালেরোর প্রতি বিশ্বাস আছে, কাজেই সেনর ক্যাবালেরোর পদত্যাগ করিলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে মন্ত্রিসভার সাধারণ সঙ্কট অপেক্ষা তাহার ফলও দূর প্রসারী।

ডাক মাশুল এবং চিনি রৌপ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি

১৯৩৭-৩৮ সালের গবর্ণমেণ্টের এক রিপোর্টে প্রকাশ, দেশী চিনির উৎপাদন শুল্ক হন্দর প্রতি এক টাকা পাঁচ আনা হইতে দুই টাকা করা হবে এবং বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক হন্দর প্রতি সাত টাকা চারি আনা এবং পূর্ব্বোক্ত উৎপাদন শুল্কের সম-পরিমাণ অর্থ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ আগামী বৎসর বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক নয় টাকা চারি আনা হইবে। রূপার আমদানী শুল্ক দুই আনা স্থলে, বাড়াইয়া তিন আনা করা হইয়াছে।

(১) বর্ত্তমানে বুক-পোষ্টের মাশুল প্রথম পাঁচ তোলায় তিন পয়সা এবং তৎপর প্রত্যেক পাঁচ তোলার জন্য দুই পয়সা। তৎস্থলে প্রথম আড়াই তোলায় দুই পয়সা এবং তৎপর প্রত্যেক আড়াই তোলায় এক পয়সা করা হইয়াছে। অর্থসচিবের মতে, ইহাতে বুক-পোষ্ট বাবদ ৮ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে।

(২) বর্ত্তমানে পার্শ্বেলের মাশুল ২০ তোলা পর্য্যন্ত দুই আনা ও তৎপরিবর্ত্তে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত চারি আনা হার ধার্য্য হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় পার্শ্বেলের মাশুল বাবদ ৮ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং মোটামুটি আয়ের কোন তারতম্য হইবে না। অর্থসচিব বলেন, বর্ত্তমানে চিঠির যে মাশুল আছে (এক তোলা পর্য্যন্ত এক আনা, তৎপর প্রতি তোলায় অর্দ্ধ আনা), তাহাতে অনেকে চিঠির ওজন তিন তোলায় বেশী হইলে তাহা পার্শ্বেল হারে পাঠায়, ইহাতে ডাক বিভাগের ক্ষতি হয়।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

প্রকাশ, জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের অংশ বাদ দিয়া ভারতের তুলার ও জাপানী বস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অংশ সম্পর্কিত বর্ত্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় এবং জাপান উহা মানিয়া লইবে বলিয়া মনে হয়। জাপানের নির্দ্দিষ্ট অংশ কিরূপে ভারত ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যে বণ্টন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে তাহারও মীমাংসা হইতেছে।

সরকারী রেলের আয়

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দশ দিনে সরকার পরিচালিত রেলসমূহের মোট আয় তিন কোটি এক লক্ষ টাকা হয়। গত বৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা এবার ২৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে।

প্লেগে এক সপ্তাহে ৪৯ জনের মৃত্যু

৬ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে প্লেগে সারণ জেলায় ৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, বস্তীতে ৪৫০ জন লোক আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে ৫০ জন মারা যায়।

১২৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু

কুর্শার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছিল।

আছাড় দিয়া জামাতা হত্যা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে চাঁদপুরীর একটি অল্প বয়স্ক মুসলমান যুবকের শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে।

যুবকের শ্বশুর কন্যাকে নিয়া যাইবার নিমিত্ত জামাতার বাড়ী আসিয়াছিল। কন্যাকে নেওয়া সম্বন্ধে শ্বশুর জামাতায় কলহ হয়। শ্বশুর ক্রোধান্ধ হইয়া জামাতাকে ধরিয়া এক আছাড় মারে। ফলে যুবকটির মৃত্যু হয়।

করাচীতে শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী করাচীর পুলিশ কতকগুলি বাড়ীতে ও দোকানে হানা দিয়া শতাধিক জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও অনেক টাকা হস্তগত করিয়াছে। এইসব জুয়াড়ীরা তুলার বাটকা খেলিয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
। সম্বন্ধ-তত্ত্ব ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। দ্বাদশ-আলবার
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণ-লেশ-সহ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ৷০
৫৩। জৈবধর্ম্মোদয়ঃ ৸০
৫৪। প্রমেয় নির্ণয় ৷০
৫৫। প্রমেয়রত্নাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভাবপথ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংকীর্ত্তন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসার
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী পদ্ধতয়ঃ
৬৩। সটীকশিক্ষাদশমূলম ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠঅপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধনপথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

জীবিত-কালেই অর্থোপায়ের ভাগ্য-লাভের সরল সহজ উপায়

থোক ১৫০০০৲ উপায় করুন

প্রতিযোগীতা নং ১০
বন্ধ হইবার তারিখ ২০।৩।১৯৩৭
ভর্ত্তির ফিস্—প্রত্যেক সেটের জন্য ১৲

(১) বাক্সে যে মূল উত্তরটী রহিয়াছে, তাহার সহিত অঙ্কে অঙ্কে যাঁহাদের উত্তর শুদ্ধরূপে মিলিয়া যাইবে, তাঁহাদিগকে ১৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। (২) দুই বা বহু ব্যক্তির একই উত্তর হইলে, পুরস্কারের টাকা জয়ী প্রতিযোগীগণের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) গ্যারান্টি দেওয়া যাইতেছে যে, যাঁহাদের উত্তর অঙ্কে অঙ্কে শুদ্ধরূপে মিলিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার কম দেওয়া হইবে না। (৪) ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে যাঁহাদের উত্তর প্রেরিত হইবে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক (entry) এন্ট্রি যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকে ১০০০৲ টাকা ও ৫০০৲ টাকার বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৫) ১ নং ও ২ নং চতুষ্কোণদ্বয়ের ঘর পূরণ করিতে প্রতিযোগীগণ ১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি প্রয়োগ করিতে পারিবেন। ১নং ও ২নং চতুষ্কোণের ঘরসমূহের অঙ্কমালার যোগফল লম্বালম্বি, পাশাপাশি ও কোণাকোণি ভাবে যথাক্রমে ১৮ ও ৩৬ হইবে। (৬) যে-সংখ্যাটী একবার ব্যবহৃত হইবে, তাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। (৭) প্রত্যেক সেট চতুষ্কোণের প্রবেশ ফি ১৲ একটাকা মাত্র। প্রবেশার্থী যতসংখ্যক ইচ্ছা (entry) এন্ট্রি সাধারণ কাগজে পাঠাইতে পারেন, তৎসঙ্গে প্রত্যেক সেট চতুষ্কোণের জন্য ১৲ একটাকা হিসাবে মণিঅর্ডার যোগে অথবা ভারতীয় ডাকটিকিট দ্বারা প্রেরণ করিতে পারেন। উত্তরের সহিত মণিঅর্ডার রসিদ পাঠাইতে হইবে। (৮) প্রতিযোগিগণ একত্রে ২৫ সেট ও ১২ সেট উত্তর পাঠাইলে ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকা মাত্র 'প্রবেশ ফি' দ্বারাই পাঠাইতে পারেন। (৯) সংগৃহীত টাকার পরিমাণানুসারে পুরস্কার পরিচালিত হইবে। ১০ দিনের মধ্যে উত্তর প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা ৴০ এক আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঠিকানায় ফলাফল জানিতে পারিবেন। (১০) সকল ব্যাপারে ম্যানেজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং আইনসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইবে।

নিম্নঠিকানায় আপনাদের প্রবেশ-ফি ও উত্তর পাঠাইবেন,—

ম্যানেজার ইণ্ডিয়ান্ ট্রেডিং কোম্পানী
গাবুজীস্ চল্, মসজিদ বন্দর রোড্, বোম্বে নং ৩

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

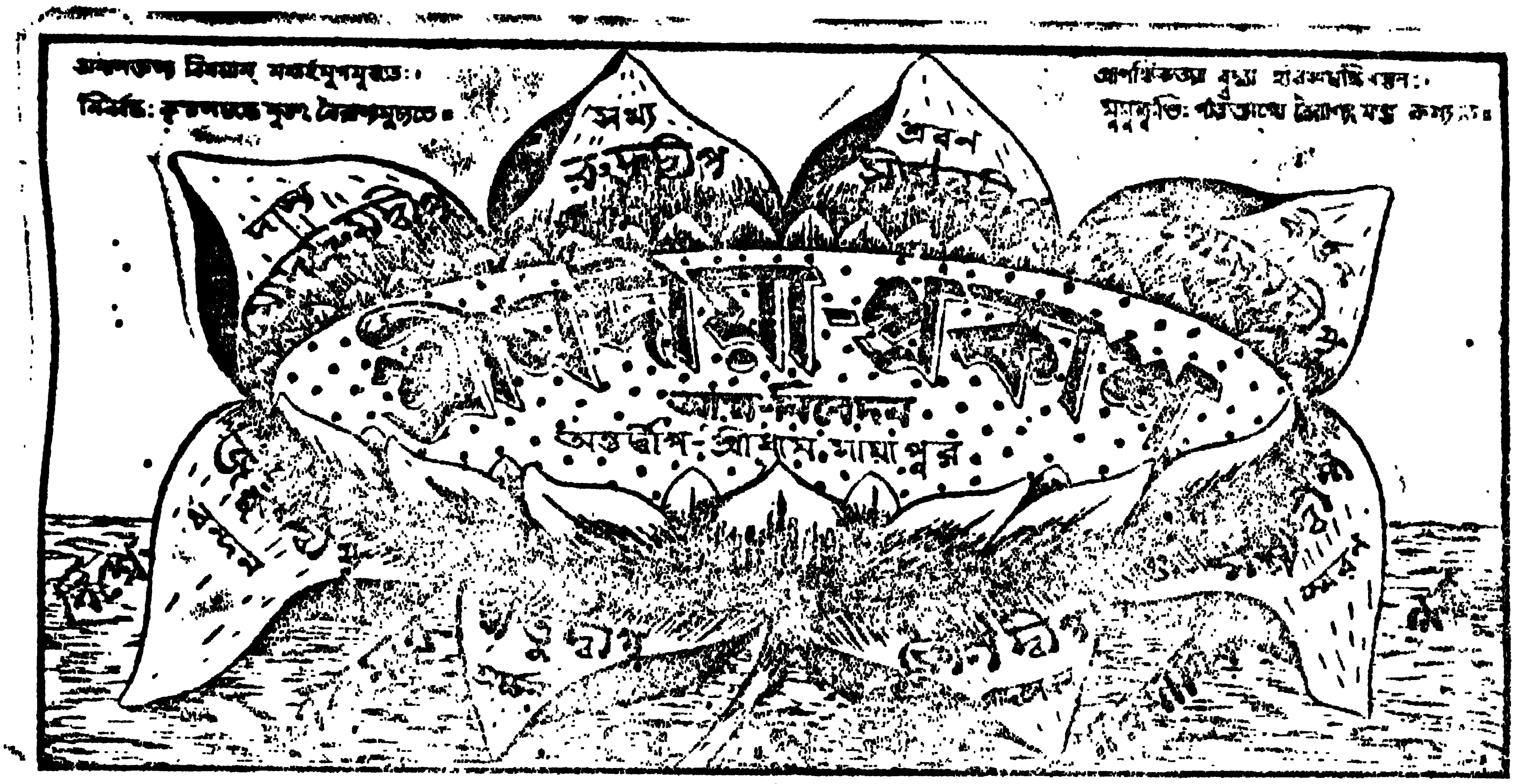

১২শ বর্ষ { ৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ১৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বুধবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকায় শ্রীপাদ বন মহারাজের অভ্যর্থনা

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১০ই ফাল্গুন সোমবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ হইতে ঢাকা আগমন করেন। পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাওয়ায় শ্রীপাদ শিবদাস্কর-বিগত বিদ্যারত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়দ্বয় নারায়ণগঞ্জ হইতে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। স্বামীজী ঢাকা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় গোস্বামী মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, ঢাকা-বাসী শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল মহাশয় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা এবং ভগবৎপ্রসাদমালা ও স্রক্‌চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করেন।

অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল মহাশয় বক্তৃতাদ্বারা বন মহারাজের লণ্ডন প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ বলেন,—ঢাকার মত বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কেহই শুনেন না। কিন্তু বন মহারাজ প্রভুপাদের কথা বিলাতে যে সকল কথা প্রচার করিতে পারিয়াছেন। শ্রীপাদ একবার [illegible] শ্রীপাদ বন মহারাজের [illegible] সেবকগণের পক্ষ হইতে তিনি তাঁহাকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বরণ

বিলাতের বৈশিষ্ট্য

তাঁহারা সমস্তের আকর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জানিয়া থাকেন। গুরুকৃপায় তাঁহার নিকট বহু সম্মানিত ব্যক্তি অবনত হইয়েছেন। আমরা আমাদের ঘরের ছেলে বলিয়াই তাঁহাকে [illegible] অভ্যর্থনা প্রদান করিতেছি। শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ প্রভু তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তি প্রবর্ত্তক বলিয়া আহ্বান করেন। [illegible] একটি বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে পাইয়াও অতৃপ্ত, অশান্ত ও অভাবগ্রস্ত এবং শান্তির বুভুক্ষায় বিব্রত, কারণ যে সেই আদর্শের অতি সামান্য ভাবের প্রার্থী হইলে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীই তাহাকে কেবল সমস্যার সমাধান ও শান্তি প্রদান করিবে।

অনন্তর শ্রীপাদ বন মহারাজ নিজ কৃতিত্বের কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার্শ্বকরই প্রভাব বলিয়া—নিজে যন্ত্র মাত্র, শ্রীগুরুদেব যন্ত্রী ইত্যাদি বলিয়া নিজ গুরুদাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে গুরুবৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। অনন্তর "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া" গীতিটী কীর্ত্তন হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

কপিলপাদায় শ্রীশ্রী[illegible]

প্রকটোৎসব

ময়ূরভঞ্জের 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী গৌড়ীয় সেবক-সমিতি'র উদ্যোগে শ্রীআচার্য্য[illegible] দেবের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে [illegible] তারিখের [illegible]

সভাস্থে একটী সুসজ্জিত মঞ্চের উপরে প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি আরূঢ় করান হইয়াছিল এবং পশ্চাতে রাজাসাহেব প্রভৃতি ও ভক্তবৃন্দসহ নগ্নপদে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কপুপদা টাউনের সমস্ত অনুগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় স্থানীয় মাইনর স্কুল হলে রাজাসাহেবের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমানন্দ ঢোল ও শ্রীযুক্ত যশোদাদুলাল দাসাধিকারী শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদেব্রর আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় ময়ূরভঞ্জ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী গৌড়ীয়-সেবক-সমিতির নিকট নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এরূপভাবে তাঁহার রাজ্যে শ্রীআচার্য্যদেবের শিক্ষা প্রচারের জন্য চেষ্টাপর থাকিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীচরণে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের একান্ত নিষ্ঠা-স্মৃতি চিরস্মরণার্থ রেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট নিবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। শ্রীমদ্ [illegible] প্রভু রাজাসাহেবের নিকট কিছুকাল ছিলেন। রাজাসাহেবের এই চিরস্মরণীয় মহৎকার্য্যে বিশেষ [illegible] [illegible] পরিচালক দম্পতি প্রদান করেন। [illegible] মহাজন পদাবলী ও [illegible] [illegible] সভা ভঙ্গ হয়। সভাতে [illegible] বিভিন্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] হইতে পারে না। [illegible] তাঁহার [illegible] নিযুক্ত থাকিয়া [illegible] শ্রীব্যাসপূজায় অর্ঘ্য প্রদানের যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন। তাই বলি, কে [illegible]! সর্ব্বদা নিজ [illegible] সাথী কৃপা [illegible] আপনার আবির্ভাব-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করতঃ জগতের কাছে উপনীত

[illegible] মায়া কৃপা [illegible] সম্পাদনের [illegible] শ্রীব্যাসপূজার পূজাঙ্গদের [illegible] [illegible] কৃতঃ [illegible] সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিতেছে।

নমো ভক্তিবিনোদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রী[illegible] কৃপাকরে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

কাকুতি করিয়া যার কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করে কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গৌরাঙ্গ, ভূত আনিরুদ্ধ গোবিন্দ ৪৪০

প্রকট-পূর্ণিমা*

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী)

প্রেমময় নিত্য গৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথি আগতপ্রায়। [illegible] ভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির ন্যায় গৌরপ্রকটপূর্ণিমাও পরমানন্দের বস্তু। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে বদ্ধজীব কখনই না আপাতমধুর পারণামে বিষময় ফলাকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব। শ্রীগৌর-ভগবান যখন অনিত্য-ফল-পিপাসু মনুষ্যজাতিকুলের মধ্যে স্বীয় প্রকাশ করিয়া অভিনব অপ্রাকৃত নিত্য [illegible] পথ দেখাইয়া দিলেন, তখন [illegible] জীবের সৌভাগ্য [illegible] আরম্ভ হইল। জগতে অনেক প্রকার উৎসব আছে, কিন্তু প্রকটপূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ সর্ব্বাবতার-অবতারী, তাঁহার প্রাকট্যতিথির উৎসবও সেইরূপ সর্ব্বোৎসবের।

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্তঋতুর [illegible] পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া [illegible] স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] জগৎকে উদ্ধার করায় নিত্য [illegible] উৎসবের পথ দেখাইয়াছেন।

[illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] একথা শ্রীরূপ গোস্বামী [illegible] জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ঠাকুর [illegible] গৌরপ্রকট পূর্ণিমায় [illegible] মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুদিত [illegible] আজ [illegible] অনেকের গৃহে প্রকট-পূর্ণিমার মহিমা

* সজ্জনতোষণী [illegible] ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত

[illegible] জাতীয় পর্ব্বরূপে লক্ষিত হইত। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] মহিমা তাঁহার পার্ষদবংশে ও তদাশ্রিতকুলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু [illegible] ক্রমশঃই বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। আজ বঙ্গের [illegible] হরিকীর্ত্তন [illegible] উৎসবের [illegible] হৃদয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয় কথা, তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার অমিয় লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য যিনি তাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধান পূর্ব্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগৌর জন্ম তিথিতে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন [illegible] ভাগবতগণকে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া [illegible] দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কথা লইয়াই এবারে আমরাও [illegible] সাধারণকে [illegible] আনন্দ সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। [illegible] সকল [illegible] উন্মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত আছি [illegible] এই রসের ক্ষণভঙ্গুর প্রাপ্তিমুহূর্ত্ত উপলব্ধি করিতেছ। তাই বলি, প্রাকৃত [illegible] হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া [illegible] অপ্রাকৃতের উদ্দেশ্যে [illegible] করি। ইহাতে আমাদের [illegible] যে [illegible] হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] জানিব এবং [illegible] উদয় হইয়া [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] প্রেমের লীলায় [illegible]। এমন অসীম [illegible] ছাড়িয়া ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া কখনই ভাল নহে।

প্রভুদাসদাস্য কি পাইব না ?

—::(*)::—

সর্ব্ব অপেক্ষা কার্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং কার্ষ্ণ অপেক্ষা রাধিকাজন শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সেই রাধা-জনগণই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। [illegible] বা গৌরজন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জপুঞ্জ সুকৃতির ফলে গুরুসন্ধানস্পৃহা বা প্রভুসঙ্গলিপ্সা হৃদয়ে একটু স্থান পাইয়াছিল [illegible] মাদৃশ অধমাধম পতিতকেও তৎপাদপদ্মসঙ্গ [illegible] সঙ্গলাভের সৌভাগ্য অযাচিত [illegible] হইয়া দিয়াছেন। কিন্তু [illegible] তাঁহার সেই মঙ্গলময়ী [illegible] কৃপা গ্রহণ করি নাই। তাঁহার কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে তিনি যাঁহাদিগকে আমার নিত্যবান্ধব ও শিক্ষাগুরুরূপে আমার সম্মুখে প্রোজ্জ্বল আদর্শ ও গুরুসেবালাভের একমাত্র উপায় ও অবলম্বনস্বরূপ প্রকট করিয়াছিলেন, অত্র আমি নিষ্কপটভাবে [illegible] শুদ্ধসেবালালাকাঙ্ক্ষার অভাববশতঃ তাঁহাদের আনুগত্য করি নাই, সেই দয়াময়গণকে — কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা নিমগ্ন [illegible] জীবনের [illegible] গ্রহণ করিতে পারি নাই। সেইজন্যই বুঝি, আমার ভাগ্যে [illegible]

[illegible]

আজ বড় দুঃখেই বলিতেছি, প্রভুসেবালাভের একমাত্র উপায় প্রভুদাসদাস্য কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে না?

বদ্ধজীব আমি অত্যন্ত অল্প ও অত্যন্ত [illegible]। দরিদ্র আমার সেবাধন নাই, [illegible] নাই, বল নাই, ভক্তি নাই, এমন কি সেবাকাঙ্ক্ষা বা সেবোন্মুখতাও নাই; [illegible] আবার প্রভুত্ব নাই, এমনি আমার কপাল! তাই আমি এখন আত্মহারা। আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া [illegible] বন্ধু গুরুনিজজনগণ আমাকে অভয় দিয়া সকরুণ অন্তরে বলিতেছেন —"প্রভুর [illegible] আমাদিগকে রক্ষা করিবেন!" কিন্তু হতভাগ্য আমি এই অতর্ক্য ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রভুবাণীতে নির্ভর করিতে পারিতেছি কৈ? প্রভুবাণী বা প্রভুবাণী-মূর্ত্তিবিগ্রহ [illegible] নিজজনগণের দাস্য [illegible] এবার সুবুদ্ধি আমার [illegible] কে? কে তাঁহার

[illegible] সঙ্গ বা অন্তরঙ্গজন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি কৈ, বা তাহা বুঝিবার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইতেছি কৈ? কই, তাঁহাদের সঙ্গপিপাসা ত' আমার জাগে নাই? তবে কি আমি সেবা পাইব না, আমার এত আশা কি হতাশায় [illegible] হইবে? গৌরভক্তগণ ত' [illegible]

[illegible] গৌরভক্তের দুর্লভ সঙ্গ কি আমি পাইয়াও পাইব না, তাঁহাদের কথা কি আমি শুনিয়াও শুনিব না, তাঁহাদের নিকট থাকিবার [illegible] সবই কপালের দোষ, বলিবার কিছুই নাই। তথাপি বলিতেছি, হে আমার নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বান্ধবগণ, আপনাদের দাস্য কি আমি পাইব না?

আমি জগতের দাস নহি, আমি জগদীশ-[illegible] "তদ্ভক্ত-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য"—ইহাই আমার স্বরূপ। হায়! এভাগ্য আমার কবে হইবে, কবে আমি বুঝিতে পারিব যে, প্রভুদাসদাস্য বা তদ্দাসদাস্যই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে কৃত্য এবং শাস্ত্রের এই উপদেশ আমার নিত্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।

[illegible]

অযোগ্য আমি যেন নিত্যকাল গুরুকিঙ্কর-[illegible]

[illegible]

প্রভুসেবা করিবার [illegible] না দেখায়, তাহাই [illegible]

[illegible] জীবনের [illegible]। প্রভুসেবকগণই [illegible] সেবা করেন, মাদৃশ বদ্ধজীব তাহা [illegible] সেবাবঞ্চিতগণকে গুরুসেবা শিক্ষা দিবার জন্য, জগতে গুরুমহিমা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে জগদ্বাসীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই যাঁহাদের জীবনধারণ এবং এজগতে আগমন ও বিচরণ, সেই প্রভুপ্রেষ্ঠগণ কি মাদৃশ পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? অধম সঙ্গাভিলাষী আমিও কি তাঁহাদের কৃপাপাত্র হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবালাভের [illegible] হইব না? [illegible] প্রতি কি আমার কোনকালেই হইবে না? প্রভুনিজজনগণকে কি আমার [illegible] বন্ধু বলিয়া জানিতে পারিব না? 'আমি প্রভুদাস বা বৈষ্ণব' এই দুরভিমানই কি [illegible] জগতে আটকাইয়া আমাকে চিরকালই [illegible]

প্রভুদাসদাস্যলাভের সুযোগ কি আমার হইবে না ?

গুরুসেবকগণ চিরকালই গুরুপক্ষাবলম্বী। তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন ত' দূরের কথা, তাঁহাদের পক্ষগ্রহণের জন্যও কি আমি নিষ্কপট আর্ত্তিমূলে তাঁহাদের নিকট কৃপা-প্রার্থনাও করিব না ? শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীগুরুদেবের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং তিনিই কৃষ্ণসেবা-দানের একমাত্র মালিক, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ তদুপোষ্টগণের নিজস্ব একচেটিয়া ধন। শ্রীগুরুতে গুরুদাসেরই ষোল আনা অধিকার, তাহাতে ভিন্ন-দশ অধিকারও কাহারও নাই। সুতরাং সেই গুরুদাস-জীবন শ্রীগুরুদেবের সন্ধান বা কৃপা গুরুসেবৈকসর্ব্বস্ব, গুরুসেবা-বিভোর, গুরুদেব-দাস্যগণের কৃপা ব্যতীত কিরূপে লাভ হইবে ? ধনী ধন না দিলে কি দারিদ্র ধন পাইতে পারে ? অতএব গুরুসেবা-ধনে বা গুরুধনে ধনবান্ গুরুদাসগণের কৃপাই এখন আমার একমাত্র আশা ও ভরসা, দেখিতেছি। আমি তাঁহাদের চরণে মহাপরাধী হইলেও তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং" উপদেশানুসারে আমি তাঁহাদেরই চরণে পতিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা স্বতন্ত্র; আমার ন্যায় পাপীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছা। তাহাতে আমার বলিবার কিছু না থাকিলেও আমি যে না বলিয়া পারিতেছি না। এখন উপায় কি ? তাই আবার বলিতেছি, হে প্রভো, হে গুরুদেব, আপনার নিষ্কপট সেবকগণের সেবা কি আমি পাইব না ?

দাস্যই আনুগত্য এবং অনুগতই দাস। আমি মুখে দাস্য চাহিতেছি, কিন্তু অনুগত হইতেছি কৈ ? তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ বা গ্রহণ করিতেছি কৈ ? তাঁহাদের বাক্যকে অবাধ বলিয়া গ্রহণ করিবার দৃঢ়তা আমার আসিতেছে কৈ ? তবে কি আমি তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটে অন্তরের সহিত দাস্য চাহিতেছি না ? চাহিলেও দুর্ব্বলতা বা কুসংস্কারবশতঃ তাহা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না, আমি এত দুর্ব্বল ! আমি এত দীন ! অন্তরে বাহিরে কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্য করিবার চেষ্টা করিলে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। নিজ মনকে মত ভালমন্দ বা মঙ্গলামঙ্গলের বিচার ছাড়িয়া তাঁহাদের মঙ্গলকামনা নিজ বিচার গ্রহণ করিলেই আমার সব আশা বা নিরাশার মুখে ছাই পড়িয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্রভাব আমি যে পারিতেছি না, ইচ্ছা থাকিলেও কে যেন করিতে দেয় না। তাই দুর্ব্বল আমি আমার শিক্ষাগুরুবর্গের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি এবং না বলিয়া পারিতেছি না—প্রভুদাস দাস্য কি আমি পাইব না ? গুরুর একমাত্র গৌরব বা [illegible] দয়াময় [illegible] নিজগুণে ক্ষমা করি[illegible] কি আবাকে [illegible] নাই মানস [illegible]
[illegible]
[illegible]
কি শুদ্ধ গুরুসেবার কথা [illegible]
[illegible] কথা [illegible]

না ? স্বেচ্ছাময়গণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন আর নাই করুন, তাহাতে বাধ্য না হইয়া যেন জন্মজন্মান্তর তাঁহাদের কৃপা লাভের জন্য নিশ্চয়তার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি এবং আর যেন তাঁহাদের সহিত সমীচরণের ধৃষ্টতা না দেখাইয়া [illegible] ভৃত্যরূপে তাঁহাদের আদেশ-পালনসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, ইহাই তাঁহাদের চরণে আমার একমাত্র প্রার্থনা।

"সদায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥"

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
পিতা পব শরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে ॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি ॥

শ্রুতির সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ যাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অগোচররূপে, উপনিষদ ব্রহ্মের প্রতিমারূপে এবং যোগশাস্ত্র-কথিত সর্ব্বব্যাপকান্তর্যামী পরমাত্মার অংশস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন, সেই অংশের চিন্ময় নাম রূপ গুণ-লীলাদি দ্বারা নিত্যোদ্ভাসিত ও রসিকপরিকরসমূহবিমণ্ডিত চিল্লীলমিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই পরমতত্ত্বরূপে নিত্যধামে চিরবিরাজিত আছেন। সেই পরমতত্ত্বের কৃপাপাত্র পদ্মসম্ভব চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাবিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদঋষিতে প্রতিফলিত হইয়া তৎশিষ্যগুরু শ্রীল ব্যাসদেবের ভক্তিসমাধির উপলব্ধিগত তত্ত্বসমূহ গুরুপরম্পরাক্রমে অধ্যাবধি শুদ্ধভক্তগণের নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছেন। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্য উক্ত শ্রৌতপথের পথিক নহেন, তাঁহারাই স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রৌতপন্থাশ্রয়ে আত্মমঙ্গলের অপবাদ করতঃ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন মতসমূহ উদ্ভাবন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-নারদ ও ব্যাসের প্রদর্শিত পন্থাই ভাগবত ও পঞ্চরাত্রে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসকথিত পন্থার সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনকল্পে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হইয়া যে প্রণালী জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহাই শ্রীভক্তিবিনোদধারায় প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। যখনই এই নিবন্ধ-কুহক বাস্তবসত্য ঔপাধিক ধর্ম্মের চাকচিক্য-দর্শনে আত্মসংগোপন করেন, তখনই শ্রীব্যাসদেবের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। ভাগবতধর্ম্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসকেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। নিরস্তকুহক পরম-সত্য ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীব্যাসদেব। একায়নপন্থী বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের "শ্রীব্যাস-পূজা" একটি প্রধান নিত্য ভক্ত্যঙ্গরূপে পরিগণিত। পূজা, পূজক ও পূজাবিধির নিত্যত্ব বিঘোষিত করিতেছেন। শ্রীশ্রীব্যাসপূজার প্রথা বৈয়াসিক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়েও বিপুলভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু যাহারা শ্রীব্যাসদেবকে মূল গুরুরূপে বরণ করিবার মৌখিক অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ হইয়াও লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা শ্রীব্যাসবাক্যের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করতঃ শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করে তাহাদিগকেই তত্ত্ববিদ্গণ ব্যাসদ্রোহী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাসদ্রোহিগণ স্ব-স্ব অভিপ্রায় প্রকাশমুখে বলেন যে,—"আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান শিষ্যোপদেশের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, অতএব প্রাপ্য জ্ঞানলাভের পর গুরুশিষ্যরূপ ভেদজ্ঞানের অবকাশ নাই।" প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতবাদীর এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রলাপোক্তি বৈষ্ণব-সমাজের সমালোচনার বিষয় নহে, তাহার পুনরুক্তিই বাহুল্য।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীব্যাসদেবই যে নিত্য-গুরুপাদপদ্ম তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতিদেবী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ অর্থাৎ আশ্রয়-ভগবান্ রূপে অকাট্যযুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শরণাগত শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃত [illegible] স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নির্ব্বিশেষ [illegible] না থাকায় তাহাদের অপবাদ [illegible] [illegible] কো[illegible] দিগ্দর্শন [illegible] নিত্য-লীলাবিলাসিনী চেষ্টার অনুমোদন করেন নাই। অতএব শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা মনুষ্য জ্ঞানবুদ্ধি করিবামাত্র তাঁহাকে রৌরবের পথে পরিচালিত করিয়া থাকে। ভগবদ্বিগ্রহ নিত্য গুরুপাদপদ্মকে যাহারা অনিত্য বা কল্পিত জ্ঞান করে তাহাদের আত্মমঙ্গল যে সুদূরপরাহত তাহা শ্রীব্যাসদেবের লেখনীতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীব্যাসভজনে শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চন করতঃ মহান্তগুরু যে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব এবং মহান্ত-গুরুর পাদপদ্মপূজাই যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে কৃপা-ভিক্ষামুখে অদ্য শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণার্চ্চন জগন্মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অচৈতন্য বাণীর কপট কৃপালাভের নিমিত্ত প্রাকৃত জনগণ মায়ী গুরু পঞ্চমীর আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাগ্যবানগণ এই মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যবাণীই মদীয় নিত্যারাধ্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানকালে ও অনাদিকাল হইতে সেই নিত্য গুরুপাদপদ্ম স্ব-মহিমান্বিত হইয়া বিরাজিত আছেন ও নিত্যকাল থাকিবেন। মাদৃশ বালিশগণের আত্মমঙ্গলের নিমিত্ত কৃপাপূর্ব্বক একদা গুরুতত্ত্ববর্ণনমুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী জনসমক্ষে উপদেশ করিয়াছিলেন,—শ্রীগুরুদেব কখনই গীতার বক্তার প্রতিমাত্র নহেন,—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগকে জানাইয়াছেন ;—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥"

'সর্ব্বতত্ত্বশ শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নয়ন-পথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকটভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামক-রূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেছেন।" (গৌড়ীয় দর্শন—২পৃঃ) মদীয় এই নিত্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্যবাণীই জগতে অবতীর্ণ হইয়া অচিন্ত্যপাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমার্গের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, এবং আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর কবল হইতে অসংখ্য জীব-কোটিকে উন্মুক্ত করতঃ নিত্যচৈতন্যময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। চারি বেদের অগোচর এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন [illegible]

(অতঃপর ৮৯ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রী... বিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, ... গোপাল ... আছেন। ... আদিপ্রচারক ... আছে।
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ...।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। ... কলিকাতায় ... শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। ... প্রচার ... এবং ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক ... ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ... ।
রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
রক্ষক—শ্রীমদানন্দ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী...দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ-প্রাচীন শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, কাল্‌না ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রীদানদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিহার অধিকারী।

১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীনগানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅমৃতদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) তেঁতুলিয়া-কুঞ্জকানন
শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনৃপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ ভালুকাদি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচাপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়
নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ
কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—উপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অপর ভলা দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, বাকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তি... মহারাজ

৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) রাধাকুণ্ড-গৌড়ীয়মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড-গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রী...বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক—শ্রী...দাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে শ্রীগৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি... মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিমেষ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটক-পর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবের নিত্যসেবা
রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণরাউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভ: রত্ন।

(৫৯) অমলি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমলি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ বাঙ্কুরাই (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী
এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেল কোয়ালিটি	৪।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোবা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵
সুজী	৫৸৵—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (এ)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

সুতের দর

অজন্তা	৫৬৲
রামসীতা	৫৫৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পাতিরাম	৩৬০
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

জুতের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন কয়কচ	৪০৲
কর্ণাট পুরনির ফাইন	৪৩৲
চাবার্গ তাথা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

প্রতি মণ

পাকন সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

(কি জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৬।৵০—৬৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫॥৵০—৫৸০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম	৭॥০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৲
নরগা (টী আয়রণ)	৭।৵০—৭৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৲
২৮ গেজ—	১১।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ-	১০৵০
২৬ গেজ-	১১৵০
২৮ গেজ—	১১।০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১০৸০
২৬ গেজ—	১১৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।/১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৮॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪॥০ - ৭৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, বোল্টু গয়রহ ৫।০—৫॥৵০

গোল রড রি ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য ৫॥০—৭।৵০

মুঃ ইস্পাতে আসল ২২॥০, নকল ২১৲।

5টকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ(০)ঃ—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫,	৯-২৫	১১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। পাচন অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(০):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	
" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
সিকি কলম	১২	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৩ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুবাসিত কেশ তৈল, সব রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী ... ১৮নং ... লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

সাময়িক
গৌড়ীয়
ব্যাসপূজা-বাসরে
প্রকাশিত হইয়াছেন
বহু দুষ্প্রাপ্য
চিত্র ও বহু
মূল্যবান প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈ·নি ক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল্য ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] মায়াপুর—২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৪

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই মার্চ্চ ১৯৩৭

(১)

১৪৫৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩২।/৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ কালিপদ ঘোষ দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ২৭৬ ও ২২৩নং খং ২·৯৮ শতক জমি যাহা দেন্দারগণ ওটবন্দী সূরত চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১৩৩৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৬৫৮৩

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ মেহেরুদ্দি মণ্ডল দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিংহাটী গ্রামে ডিঃ সং ২১০নং খং ১০·৫৭ শতক জমির ২৫।✓৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

১৩৬০ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪১।৯

ডিঃসহ ১৭৮✓০

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নিত্যানন্দ দাস দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ১৪৭ নং খং ৪-৩৩ শতক জমির ৭৮৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১৩৭৭ খাংজারী ৩৬ দাবী ৩৭।✓

ডিঃ ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার দিং

দেঃ নলিনীবালা দাসী দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ভরতপুর সামিল ডিঃ সং ৪৫৯নং খং ৫-৬৯ শতক জমির ১২✓১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৩২৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ৫৩।✓

ডিঃ হিঙ্গল কুমারী দাসী দিং

দেঃ যতীন্দ্র মোহন তরফদার দিং সাং গাদিগাছা থানা নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১২৪ নং খং ২-৭৫ শতক জমির ১৬॥✓ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৯২১ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৮॥৩

ডিঃ মহারাজ কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

দেঃ আবল সেখ সাং সোন্দা পোঃ কৃষ্ণনগর

(৭)

১০০৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ২০৮

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ খাতন বিবি দিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে খাজুরী গ্রামে ডিঃ সং ৮৬নং খং ২-২১ শতক জমির ৪।/৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১২০২ খাংজারী ৩৬ দাবী ২৩।✓৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জ্যোতিষ চন্দ্র গাঙ্গুলী সাং ঘাটীশ্বর থানা কোতোয়ালী

থানা কোতোয়ালী মৌজে ঐ ডিঃ সং ২১নং খং ১২-১৬ শঃ জমির ১২॥/১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১৪২৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৯॥✓৬

ডিঃ জেনারেল ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট

দেঃ পাঁচু গোপাল মিশ্র সাং মাঝের গ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সারিণীবাদী অধীন ডিঃ সং ২৯৪।২৯৫ নং খং ৩-৩০শতক জমির ৩।/৫। জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে।

(১০)

১৪৯৭ খাংজারী ৩৬ দাবী ৩৭✓০

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রফুল্ল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ঐ থানা ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাঝের গ্রামে ডিঃ সং ৩৯২নং খং ৭-১৫ শতক জমির ৫।১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে।

(১১)

১৪৯৮ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৪✓

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রতাপ সেখ সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ১১৬১নং খং ·৯৪ শতক জমির ২৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৬৬১ খাংজারী ৩৬ দাবী ১০৬।/৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং বালিয়া ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ৭নং খং ২৯।২ বিঘা জমির ১৬।২॥০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০

(১৩)

১৬৬৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ১২৯/৬

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ দুর্গাপদ দাস দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে চান্দুরিয়া মধ্যে ডিঃ সং ৩১নং খং ০-৯৩ শতক জমির ২॥/৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১৪ ও ৫১৭নং খং ০-৯৮ শতক জমির ৩/৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

১৭০৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ৬২॥/৬

ডিঃ পাঁচুমতী দাসী দিং

দেঃ বেহেস্তার মণ্ডল সাং জানকীনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ সং ৪৮৮নং খং ৩-৯৯ শতক জমিতে দেন্দার ষোল আনা রকম দখলিকার আছে উক্ত ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদির দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(১৫)

১৭০৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ৮৩।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ইকিন সেখ সাং জানকীনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিঃ সং ৩২ নং থং ৪-৩০ শতক জমিতে দেন্দার ষোল আনা রকম দখলিকার আছে উক্ত উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩৯৲

(১৬)

১৭০৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৪৬৬।৶

ডিঃ সুশীলা বালা দাসী

দেঃ জ্যোতিষ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ হাল মোকাম কাছারী গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বল্লালদীঘি সামিল ৬৫৭নং থং ভুক্ত দেন্দারগণের সালিয়ানা ৪২৮৲ টাকার যে ষোল আনা রকম চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব মোকররী পত্তনি জমা লেখাযায় উক্ত জমার খাজনা ৬৫৬নং খতিয়ানের জমিদার নদীয়া মহারাজ কুমার সৌরীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের অভিভাবিকা মাতা শ্রীমতী জ্যোতিন্ময়ীদেবীকে দিতে হয়। উক্ত পত্তনি মহল মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৭)

১৮২৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ১২৭৸৶৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ রামপদ ঘোষ দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৪৬নং থং ৯-২৪ শতক জমির ২৮।৶২ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

১৮৬৯ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৫॥৶৩

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ প্রবোধ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কাটাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঐ ডিঃ সং ৫৩৫৮নং থং ১-৮৬ শতক জমির ১১৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

১৮৭১ খাংজারী ৩৬ দাবী ২৩।৶০

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ আহ্লাদ মণ্ডল দিং সাং নাস্থরিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আলালখালি গ্রামে ডিঃ সং ৫৫৯ নং থং -৮১ শতক জমির ৬৸৶২॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১৮৭২ খাংজারী ৩৬ দাবী ১৯৸৶৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ নকুল মণ্ডল সাং ভাগ্যবন্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে গোবরা গ্রামে ডিঃ সং ৮৫১ নং থং ৩-৭৫ শঃ জমির ১২৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

১৮৭৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩৮।৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্র রায়

দেঃ ভগবতী দাসী সাং জামালপুর পোঃ কালীনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৫১নং থং ১১-৪৪ শঃ জমি ২১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭০৲

(২২)

১৮৭৫ খাংজারী ৩৬ দাবী ২৯১।৶৬

ডিঃ কানাই লাল কুণ্ডু

দেঃ নীরেন্দ্র নারায়ণ বাক্‌চি দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কারমপুর মৌজে ডিহি বক্সী-পুরের অন্তর্গত ডিঃ সং নিম্নলিখিত থং নং অনুযায়ী ৩১৩॥৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ২৫০৲

(২৩)

১৮৭৯ খাংজারী ৩৬ দাবী ১৮০।৶৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ সতীশ চন্দ্র ভট্ট সাং সাহারবাটী থানা নাকাশীপাড়া

থানা নবদ্বীপ মৌজে টোটা পঃ শ্রীনাথপুর মধ্যে ডিঃ সং ২০৭ নং প. হইতে ২১১ নং থং ও মৌজে বামনপুকুর মধ্যে ৮৯৪ নং ৮৯৮ নং থং ভুক্ত মোট ১৩-৭৭শঃ জমির ২৭৸৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

১৯০৫ খাংজারী ৩৬ দাবী ৩৭৸৬

ডিঃ অমূল্য কুমার নাথ

দেঃ অহর ঘরামী দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দুর্গাপুর মধ্যে ডিঃ সং ৫৬ নং থং ১-২১শঃ জমির ৫৸১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১৯০৬ খাংজারী ৩৬ দাবী ২৭৩৫॥৶৬

ডিঃ কমলাবালা দাসী

দেঃ সতীশ চন্দ্র ভট্ট সাং সাহারবাটী থানা নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সাহারবাটি গ্রামে ডিঃ সং ৩।৪।৫নং থং ভুক্ত মোট ষোল আনা রকম ছেপত্তনী স্বত্ব ডিঃ ও ২।৩।৪নং মোকাবিলা প্রতিবাদী শ্রীধীরেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র নাথ, রমণীমোহন সরকারে ১নং দেঃ নামে ষোল আনা রকম বার্ষিক সালিয়ানা ১৪৮৬৸৶৩ জমা লেখা যায়। উহার মধ্যে ডিঃ ।৹ অংশের প্রাপ্য খাজনা বার্ষিক ৭১৩।৶১॥ হইতেছে, উক্ত বাকী পড়া ছে-পত্তনী স্বত্ব ষোল আনা মায় যাবতীয় অধীন স্বত্ব লভ্যাদি ও আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(২৬)

১৯১৫ খাংজারী ৩৬ দাবী ১৪১৶০

ডিঃ দেবীপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং

দেঃ নিরঞ্জন মণ্ডল দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেজুয়াগ্রামে ডিঃ সঃ ২০-৮৫ শঃ জমির ৪০৲৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১৯২১ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪১৸৶৯

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ আশুতোষ দত্ত সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মহেশপুর সামিল ডিঃ সং ৩২ নং থং ২-৪২ শঃ জমির ৷৷৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১০।৩।৩৭

(২৮)

১৪৭৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৯৯॥৶৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ আয়েবনবী মণ্ডল দিং সাং হাতি-শালা পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে হাতিশালা গ্রামে ডিঃ সং ৮৯।৩।৶ বিঘা জমির কাত ৪৪৸৶৫ টাকার যে জমা লেখাযায় উক্ত বাকী পড়া জমার ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

১৭০১ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৭॥৶

ডিঃ পাচুমতী দাসী দিং

দেঃ বাহারালী সেখ সাং জানকীনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশীগ্রামে ডিঃ সং ১৬২নং থং ১-২৬ শঃ জমির দেন্দার ষোল রকমে দখলীকার আছে উক্ত ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকও আওলাত ইত্যাদির দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১৭০২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৯॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছিদ্দিক মণ্ডল দিং সাং ও থানা ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে পলাশীগ্রামে ডিঃ সং ২৫৯ নং থং ৩১-৪ শঃ জমিতে দেন্দার-গণ ষোল আনা রকমের দখলিকার আছে উক্ত উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

১৭০৪ খাংজারী ৩৬ দাবি ৫৭।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজেন্দ্র সেখ দিং সাং ছোট ফুলবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে পলাশী গ্রামে ডিং সং ৪৪৬ নং থং ২-৫২ শঃ উটবন্দি জমিতে দেন্দারগণ ষোল আনা রকমে দখলিকার আছে উক্ত উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩২)

১৫৩১ খাংজারী ৩৬ দাবী ১০৬॥৶০

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ ফকির সেখ দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিংহাটী গ্রামে ডিঃ সঃ ৬৫ নং থং ৬-৪৫ শঃ জমির ১৬৲৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

১৫৯৮ খাংজারী ৩৬ দাবী ২১৸৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ রণজিৎ সিংহ রায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সেজুয়াগ্রামে ডিঃ সং ৩৬৩ নং থং ২-৯৫ শঃ জমির ৫॥৶৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৬০০ খাংজারী ৩৬ দাবী ৩৭।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রমথনাথ সিংহ রায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ সং ২৫১ নং থং ৩-৪৩ শঃ জমির ১২।৶৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তহকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৫)

৩৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৪২৶৯

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং

দেঃ আবদুল বাহেদ মণ্ডল সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ।

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ছোট আন্দালি গ্রামে ডিঃ সং ১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ নং থং ৮-৪৬ শঃ জমির ১৯৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

৩৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ১১৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৪ঠা মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠ-রাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাঁহার বিভিন্ন শাখামঠ-সমূহে গত ২রা মার্চ্চ ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার দিবস ব্যাসপূজাবাসরে ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অর্চ্চন ও বন্দনাদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন, শ্রীভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাপ্রসাদবিতরণ-মুখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পূর্ব্বাহ্নে একটি নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীধামের সর্ব্বত্র উচ্চ কীর্ত্তনরোলে মুখরিত করেন। 'শ্রীসরস্বতীজয়শ্রী' পারায়ণ, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের বিশেষ সংখ্যা পাঠ হয়। অপরাহ্নে একটি বিশেষ সভায় বক্তৃতামুখে আচার্য্যচরিত্র আলোচনা হয়। সমস্ত দিবা-রাত্রব্যাপী নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, রবাহূত অনাহূত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আচার্য্যবিরহোৎসব
শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কভূর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে একটী মহতী আচার্য্যবিরহসভার অধিবেশন হয়। রাও বাহাদুর পী, ভি, কৃষ্ণ রাও পান্তলু গারু এম, সি, এস (রিটায়ার্ড) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত এম্, ভি, সুব্বা রাও এড্‌ভোকেট; ই, ভি, শেষাবতারম্ এড্‌ভোকেট; এম্, কৃষ্ণমূর্ত্তি; এন্, কৃষ্ণরাও; শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রহ্মচারী এম-এ বি-এল্ এবং ভি, কামেশ্বর রাও বি-এ, বি-টি, প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গুণকীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার বিরহে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—১। যে গৌড়ীয়মিশন মানবজাতির উপকার করিবার জন্য বহু মূল্যবান্ কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্য্যাণে কভূরবাসিগণের এই সভা গভীর দুঃখপ্রকাশ এবং ক্ষতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

২। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি দেশীয় এবং ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হউক। প্রস্তাব-গ্রহণ-সময়ে সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সভাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি বিশেষভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

সভায় শ্রীযুক্ত আই, ভি, সায়ন পান্তলু গারু (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর), বি, চেঙ্কায়া (প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ বোর্ড), সতীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, রাম লিঙ্গেশ্বর, রামচন্দ্র রাও প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক যোগদান করেন। শ্রীমঠের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

সভার সাফল্যের জন্য এম্ কৃষ্ণমূর্ত্তি, রাজু গারু প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

আচার্য্যপাদপদ্মে
ভক্তি অশ্রু

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কত নির্ঝর, কতই নদী,
ছুটে আসে সাগর পানে;
রয় না তাঁদের স্বতন্ত্রতা,
সিন্ধু করেন আত্মসাৎ,
আবিলতা পলায় দূরে,
রয় সে বারি-নিধির সাথ্।
সিন্ধু তোমার নয় উপমা,
কোথায় তাঁ'র বিচিত্রতা?
তোমার চরণ-তীর্থ-তীরে
নিত্য নবীন মধুরতা!
গৌরবাণী কৃপাম্বুধি!
শুনে তোমার আবাহন,
ভুক্তি-মুক্তির শিকল কাটি
কত প্রাণের আগমন।
কতই ধারা আস্‌ছে ছুটে
প্রাণছন্দে বেগবান্,
(ভক্তি) রসসিন্ধুর উদারতায়
করছ সবার সমাধান।
মহা-মিলন-তীর্থপুরে আজকে
গুরুপূজার দিন:
ঐক্যতানে বাজ্‌ছে সবার নিবেদিত
চিত্তবীণ্।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা, সবার সেরা উপচার,
তোমার দেওয়া হরিকথা,
মন্ত্র তুব অর্চ্চনার।
সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত ভক্তগণের জীবনধারা,
বাণীপূজার যজ্ঞভূমি, বিশ্বমাঝে করছে
তাঁ'রা।
আমি কোথায়? যোগ্য নহি পূজার দিনে
বড়ই পিছে,
এমন অধম কোথাও নাই, নীচে প্রভো!
সবার নীচে।
তবু আমার এই ভরসা,—যদিও রই
অন্ধকারে;
তপন! তোমার পাবন কিরণ, পাঠাও
দয়ায় আমার দ্বারে।
পারবে এই পতিত-তরে মর্ত্ত্যধামে অবতার,
কৃপা তোমার এমি মহান্, দয়াল!
তোমায় নমস্কার।
নাই অনুরাগ তোমার সেবায়,
কোথায় পাব ভক্তিধন,
কোনদিনই মনের বনে, করিনি ফুল
আহরণ।
(আজ) খুঁজে দেখি জীর্ণ ঝুলি,
সবার পূজা সাঙ্গ হ'লে;
সেবাবিহীন শুষ্ক মরু ভ'রেছে যে
নেত্রজলে;
যোগ্য কিছু নাই দেবতা! যা' দিয়েছ
এনেছি এই—
অশ্রুধারা অর্ঘ্য আজি, চরণ-ধূলায়
সঁপিয়া দিই।
অন্য আশা, অন্য প্রীতি, রহুক দূরে
চাই না তায়।
কোন জন্মের শুভদিনে রেণু যেন
হই গো পায়॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

আকুতি করিয়া যারে কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা, করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥

"যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদাস; সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ গোবিন্দ, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রদ্ধাই সকলের সার

—::(*)::—

বিশ্বাস বা নির্ভরতার অপর নাম শ্রদ্ধা। একদিকে জগৎ ও জগজ্জন আর অপরদিকে জগদীশ ও তৎপরিকরগণ। জগদীশ-ভৃত্য আমাদের জগদীশ ও ভক্তজনগণের সহিতই নিত্য সম্বন্ধ—ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত ও বাস্তব সত্য কথা। জগন্নাথের প্রতি বিশ্বাস বা প্রীতিই জীবের স্বভাব বা সহজ বৃত্তি। তাই শুদ্ধ অনাবৃত জীবগণ চিরকালই হরিগুরুবৈষ্ণবে নির্ভরশীল ও তাঁহাদের প্রীতিবিধানে তৎপর। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে বদ্ধজীব আমাদের কিন্তু নিত্য সত্য, পরমাত্মীয়, আমাদের একমাত্র বন্ধু হরিগুরুবৈষ্ণবে ও তাঁহাদের কথা বা শাস্ত্র-কথায় বিশ্বাস নাই। এখন আমাদের জগতের প্রতি বা জাগতিক কথার প্রতিই বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে। স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের এখন স্বরূপোদ্বোধনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। স্বরূপের উদ্বোধন—হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস বা তৎস্মৃতি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলেই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায়। সুতরাং এতদ্বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণমায়ায় জীবের কৃষ্ণাভিমান বা ভোক্তাভিমান আসিয়াছে। জীবের এই বিকার বা ভবরোগ দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। ইহাই একমাত্র মঙ্গল। যাঁহারা আমাদের নিজের লোক, আমাদের পরম বন্ধু, সেই হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাসই জীবের মঙ্গলের প্রভাত বা আদি সূত্রপাত। এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাধন না থাকিলে মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য শাস্ত্র এই শ্রদ্ধাকে চেতনের বৃত্তি ভক্তিলতার বীজস্বরূপ বলিয়াছেন। এই বিশ্বাসরূপ ভক্তিবীজই সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া ভক্ত্যাকার ধারণ করে। এই শ্রদ্ধা প্রথমে চলা বা অস্থির অবস্থায় থাকিলেও সাধুসঙ্গফলে ক্রমেই অচলা হয় এবং অধোক্ষজ বস্তুতে রুচি ও আসক্তির নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম বা প্রীতিতে পর্য্যবসিত হয়। হরি গুরুবৈষ্ণবে প্রীতিই চেতনের ধর্ম্ম, ইহাই চেতনের পূর্ণ বিকাশ। এই বিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থা শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। সেইজন্য শাস্ত্র সাধন-পথের ক্রমপর্য্যায়ে 'আদৌ শ্রদ্ধা'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব হরি-গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে সযত্নে স্থান দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্রীত্যঙ্কুর'॥
সেই 'রতি' গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥"

হরিসেবাই আমাদের দরকার। শ্রদ্ধাই হরিসেবার বা হরিভক্তির মূল বা জননী। যোগ-যাগ-তপস্যাদিতে ভগবৎ-সেবার কোন কথা না থাকায় তাহা অতি তুচ্ছ। ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথমমুখে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কথায় বা শাস্ত্রে বিশ্বাস ব্যতীত সবই ভক্তির প্রবঞ্চনা—কৈতব বা ছলনা। একমাত্র শ্রদ্ধাই সকলের সার। সৌভাগ্য-ক্রমে যাঁহার হৃদয়ে এই শ্রদ্ধা একবিন্দুও উদিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ক্রমে ভক্তি-রস-সিন্ধু-লাভের অধিকারী হন। জ্ঞান-কর্ম্মাদি ঠগের বিশ্বাসঘাতকতা এবং গোবিন্দ-সেবা ছাড়িয়া দেবদেবীর বহু সহকারে পূজা করিয়া যখন তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু ফলের তুচ্ছত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয়, সেই সময় আনন্দপ্রয়াসী জীবের সাধুজন-সঙ্গের সুযোগ ঘটিলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ক্রমশঃ বলবান্ হইতে থাকে। কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণ যাহাকে শ্রদ্ধা বলিয়া থাকে, তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস তাহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। অতএব আমরা অনেক সময়ে বস্তুজ্ঞানের অভাবে লোককে কাঞ্চন মনে করার ন্যায় কর্ম্মি-জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ-আগ্রহকেই শ্রদ্ধা মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাসরূপ প্রকৃত শ্রদ্ধার স্বরূপ সম্বন্ধে উদাসীন হই। কিন্তু ইহা পতনের কারণ ও ভ্রান্ত বিচার।

শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভগবানের বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধকের একান্ত প্রয়োজন। তবে ইহা সর্ব্বদা সাধুজন-সঙ্গপর হওয়া চাই; নচেৎ পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছে, সেই ভগবদ্বিশ্বাসরূপ চেতনবিকাশালোকটী যেন দুঃসঙ্গক্রমে পুনরায় আবৃত না হয় এবং উহা যেন উত্তরোত্তর সাধুসঙ্গে বৃদ্ধিগত হইতে থাকে, এ বিষয়ে সাধকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে উন্নতির আশা নাই। সেইজন্যই শাস্ত্র আমাদিগকে অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে এবং সৎসঙ্গ-গ্রহণে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই—বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

শাস্ত্রাদি-পাঠে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে, এই শ্রদ্ধা ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই,
যার কৃপা ভক্তি দিতে পারে।"

এই শ্রদ্ধা বিধিমূল ও রুচিমূল ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রের শাসনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা বৈধী শ্রদ্ধা। আর ব্রজবাসিগণের শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি দেখিয়া যে শ্রদ্ধার উদয় সেই লোভময়ী শ্রদ্ধাই রাগানুগা। শ্রদ্ধা ভেদে শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৈধী শ্রদ্ধা বা ভক্তি ধীরগতি আর রাগানুগা অত্যন্ত তীব্রগতি-সম্পন্না। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ব্রজবাসিগণের পূর্ণানুগত্যময় সেবালাভের জন্য হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে কাতর-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা প্রীতি চেতনের সহজভাব সত্য; কিন্তু পুত্রের জননীর স্তন্যের সহজতার চঞ্চলেও যেমন দুর্বিত্ত হৃদয়ে তাঁহার শিক্ষার আবশ্যকতা দেখা যায়, সেইরূপ মায়াজালে জীবের সহজবৃত্তি ভোগ-ত্যাগাদি স্পৃহায় আবৃত হওয়ায় জীবের সহজ ভগবৎপ্রীতি হৃদয়ে প্রকট করিবার জন্য সাধুসঙ্গে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাতে অবহেলা করিলে অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাকে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা না করিলে ফিতে বিপরীত হইবে—ভগবৎপ্রীতিস্থলে জগদ্বাসই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং শ্রদ্ধাই যে সর্ব্বের সার, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে

দীনের পুষ্প

হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের জন্য বিশ্বের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অশ্রুসজলনেত্রে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! প্রতিবর্ষে তাঁহারা সাক্ষাৎ আপনার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আজ আপনি মানবনেত্রের অন্তরালে চলিয়া যাওয়ায়, মাদৃশ মানব আপনার সাক্ষাৎ দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাই তব অন্তরঙ্গ-জনানুগত্যে আপনার অভিন্ন অর্চ্চাবিগ্রহ আলেখ্যের প্রতি সকলেই অশ্রুভরা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করতঃ আপনার অভয়-চরণারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনার কৃপা বাঞ্ছা করিতেছেন।

আর আপনার বিরহতপ্ত অন্তরঙ্গজনগণ আপনার বাণী-প্রচারের সাফল্যের জন্য আপনার শেষ আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া বুক বাঁধিয়াছেন। তাই তাঁহারা বিরহকাতর হৃদয়েও আপনার বাণীমূর্ত্তিবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতেছেন। শুনিয়াছি, যেখানে নিষ্কপট বিরহের উদ্দীপন সেইখানে সেব্যের সেবা করিবার পিপাসা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং সেব্যের দর্শন বিরহের পুষ্টিসাধন করে। তাই আপনার বাণীর পতাকাবাহী অন্তরঙ্গগণ অত্যধিক বিরহকাতর হইলেও আপনার আজ্ঞাবাণী; যে বাণীর মধ্যে আপনি মূর্ত্তিমন্তরূপে বিরাজমান, সেই বাণীবিগ্রহের সেবা করিয়া তাঁহারা আনন্দই লাভ করিতেছেন।

এই বাণীপূজাবাসরে আপনার শ্রীপাদ-পদ্ম-পূজা করিবার মত বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও আমার নাই। আপনার অভাবে যে ক্ষণিক বিরহ প্রদর্শন করিতেছি, ইহা প্রকৃত বিরহ

নহে,ইহা কিঞ্চিৎ অভাবানুভূতি মাত্র ; কারণ সত্য সত্য আপনার বিরহ-বেদনা অনুভূত হইলে আপনার বাণী-সেবায় প্রতি আকৃষ্ট হইতাম এবং আচারময় জীবনযাপন করিতে দৃঢ়চেষ্ট থাকিতাম। কিন্তু কৈ, তাহা ত' করিতেছি না ? তাই ভাবিতেছি, আমার ন্যায় ব্যক্তির গতি কি হইবে ! "আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।" তবুও আপনার শ্রীচরণ পূজা করিবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে ; কিন্তু নিজ অযোগ্যতার দিকে তাকাইয়া, আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে সাহসী হইতেছি না। আমার এই প্রকার দুঃখ দর্শন করিয়া কে যেন আমাকে বলিতেছেন, তুমি বৃথা দুঃখ করিও না, জাগতিক কোন যোগ্যতা বা অযোগ্যতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছায় না। শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন, যতটা সরল হইবে সেই পরিমাণে শ্রীগুরুকৃপালোক পাইবে ও সেই শ্রীগুরুকৃপালোকের প্রভাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদানে যোগ্যতা লাভ করিবে এবং তাঁহার গুণাবলী জিহ্বায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। শ্রীগুরুদেবের গুণগান করিলে আত্মা পবিত্র হয় এবং তিনি কৃপা করেন। এই প্রেরণা-বাণীকে ভরসা করিয়া বলিতেছি—হে গুরুদেব ! আপনার অহৈতুকী কৃপাই মাদৃশ পতিত জীবের একমাত্র ভরসা।

আপনি শ্রীচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। এই বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া আপনি স্বরূপরূপের বাণী আচারময় জীবন-যাপন করতঃ ভারতের সর্ব্বত্র, কেবল ভারতের সর্ব্বত্র নয়, বিশ্বের সর্ব্বত্র শত শত ধারায় নানাবিধ কৌশলের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা একমাত্র আপনিই সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার মঙ্গলময় অবতারের বার্ত্তা শাস্ত্র পূর্ব্ব হইতেই জানাইয়া দিয়াছেন—"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীতে ভক্তবর্গের অগ্রজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যিনি আপনার ন্যায় ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-মন্দাকিনী বিশ্বে প্রবাহিত করিয়া শত সহস্র মায়াকবলিত জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া "সুব্রত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন। তিনিই আবার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-গ্রন্থে আপনার অবতারের কথা প্রকাশ করিতে গিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল স্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।" এই বাণী দ্বারা আপনার প্রাকট্যের কথা আমাদের ন্যায় ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিয়াছেন ; কিন্তু "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥" আমিও ঠিক ঐপ্রকার আপনাকে দেখিয়াও দেখিলাম না, আপনাকে বুঝিয়াও বুঝিলাম না, আপনার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না ! শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্ব্বসময় আপনার আচরণ অনুসরণ করিবার জন্য সকলকে আজ্ঞা করিতেন। ইহা সরস্বতী-জয়শ্রীতে আপনার অনুগত জনগণের বাক্যে দেখিয়াছি।

আপনি যে কার্য্যভার লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই কার্য্য সাধন করিয়া অবশিষ্টাংশ আপনার প্রেষ্ঠ জনের উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই প্রেষ্ঠ জনানুগত্যে সেবা করিবার জন্য মাদৃশ সেবাবিমুখ জীবকে কৃপাশীর্ব্বাদরূপ আজ্ঞা করত সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, ইহাও আপনার পতিতপাবনী লীলার পরিচয়।

আপনি ভাস্কর-স্বরূপ, তাই শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভুর বিরচিত "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা", "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" শ্লোক দুইটী বিশ্বে প্রচার করিয়া অন্যাভিলাষস্বরূপ কর্ম্ম-জ্ঞান আত্মমঙ্গলের পথ নহে, ইহা জানাইয়া ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করতঃ ভক্তিকিরণে বিশ্ব আলোকিত করিয়াছেন। ভক্তি-যাজন করিলে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান কোনটীরই আবশ্যক হয় না। ভক্তিযাজনদ্বারা সমস্তই সাধিত হইয়া যায়, ইহাই আপনি জানাইয়াছেন।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

এই শ্লোকদ্বয় আপনি নির্ভীককণ্ঠে জগতে প্রচার দ্বারা মাদৃশ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তির ফল্গুবৈরাগ্য আচরণে যে অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের লেশ মাত্র নাই,ইহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানাইয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া আপনার প্রচারবৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন

তের প্রকার অসৎ অপসম্প্রদায়কে আপনি কোনদিন প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহাদের আচরণ বৈষ্ণবের আচরণ নহে, ইহা গৌর-ভজনরত ব্যক্তিদের জানাইয়া তাঁহাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐপ্রকার অপসম্প্রদায়সমূহের চেষ্টাকে বৈষ্ণবধর্ম্মজ্ঞানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনার আচারময় প্রচারফলে এখন তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। আপনি বিশ্বে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপন করিয়া বিশ্বের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী বদ্ধজীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনি প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, উৎসবানুষ্ঠান, পত্রিকা প্রচার, মঠ, পরবিদ্যাপীঠ, ভাগবত-পাঠশালা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর পরিক্রমা পুনঃ-প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভক্তগণকে দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করতঃ সহজ ও সরলভাবে শ্রীস্বরূপরূপের বাণী বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই বাণী প্রচারের ফলে কত সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের সুবর্ণ-সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এমন কি, মাদৃশ বিষয়-মদান্ধ, অনর্থবিজড়িত অজ্ঞ মূর্খও আপনার কোটীচন্দ্রসুশীতল চরণছায়ায় আশ্রয় লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু হায় ! আজ তাহা হারাইয়াছি। আর কি আপনার সেই মোহন মূর্ত্তির দর্শন পাইব ? আর কি আপনার মধুর উপদেশপূর্ণ অনর্থ-নাশক বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব ? হায় ! হায় ! হারাইয়াছি, সব হারাইয়াছি ! আপনার ন্যায় আচার্য্যভাস্কর অন্তর্হিত হওয়ার দরুণ বিশ্ব ঘোর অমা-নিশার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। এখন হে গুরুদেব ! আপনার প্রতিভূ অন্তরঙ্গ জনগণের আশ্রয় ব্যতীত আমার ন্যায় মায়াকবলিত জীবের আর অন্য উপায় নাই। তাই আজ শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে আপনার শ্রীচরণ কমলে নিষ্কপট প্রার্থনা এই যে,এ পতিতাধমের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যেন তাঁহাদের অনুগত হইয়া তাঁহাদের বাণী জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পালন করিতে পারি।

হে গুরুদেব ! আপনি পতিতপাবন, এই ভরসা লইয়া আমি আজ এই ব্যাসপূজাবাসরে অতি সামান্য পুষ্পাঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে দেওয়ার জন্য উপস্থিত। জানি না, এ দীনাতি-দীনের অঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মের যোগ্য কিনা, তবে যদি আপনার প্রেষ্ঠজন কৃপা করিয়া এ অযোগ্য ব্যক্তির অঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন, তাহা হইলে হয়ত' পৌঁছিতে পারে, নতুবা আর অন্য কোন উপায় নাই।

আপনার প্রচার-লীলা অনন্ত, আপনার গুণ অনন্ত। মাদৃশ সেবাবিমুখ ব্যক্তির এমন যোগ্যতা নাই, যাহাতে আপনার গুণগান করিতে পারে। আপনার আশ্রিত জনগণ মাদৃশ নগণ্য ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া আপনার অশেষ প্রকার প্রচার-বৈশিষ্ট্যের কথা জানাইয়াছেন। কৃপা করুন, যেন আপনার সেই সমস্ত লীলার কথা জন্ম জন্ম কীর্ত্তন করিতে পারি।

আমি আপনার ঐ শ্রীচরণে অত্যন্ত অপরাধী। এ অধমকে অত্যন্ত পতিতজ্ঞানে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করতঃ সেবাবৃত্তি প্রদান করুন, যাহাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে চির জীবনের মত আত্মাঞ্জলি প্রদান করিতে পারি।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

আপনার অযোগ্য সেবক,
শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

আচার্য্যপাদপদ্মে

ভক্তি-অর্ঘ্য

নমি, ভকতিবিনোদ কৃপাসিন্ধুতটে উদয়
তোমার হয় ;
ধন্য, ধন্য, ধন্য।
মায়ানিপীড়িত, মরণ-আহত,
আর্ত্ত যোগেন্দ্রই
উদয় তোমার ধন্য॥
গৌড়ীয়-গগন-তিমির-হরণ, আচার্য্য-
তপন ধন্য॥
নমি, পুণ্যতমা তিথি, আজ,—
প্রভু-গরবেতে গরবিনী তুমি,
পূজ্যা নিখিল-মাঝ।
গৌরনিজজন, আচার্য্যতপন,
তোমারে ধন্যা করি,—
আপনি আচরি' করিলা প্রচার,
বাণীর বিজয়-ভেরী।
ধন্যা গো, তিথি ধন্যা !
গোবিন্দ-পদাম্বুজ, ভক্তি-প্রদায়িনি !
বিতরি' করুণা-বন্যা॥
প্রভো !
কত গুণী, কতই কবি,
কত সুজন মালাকার,
আনছে হেথায় অর্ঘ্য-মালা,
তোমার চরণ বন্দনায়।
কেউ বা গাঁথে কমলদলে,
কেউ বা গাঁথে কবিতায়,
আর্ত্তি-সূতা সবার আছে
পূজার মালা রচনায়।
তোমার মনের ইচ্ছাগুলি,
পালছে যাঁ'রা অনুক্ষণ,
আজিকার এই সভাস্থলে
হন তাঁরা সেরাই আপনজন।
যোগ্যতম ভক্ত তাঁ'রা,—পাদপদ্ম-মধুকর ;
চৈতন্যবাণী ভজনেতে, নিষ্কপট ব্রতধর।
পাষাণ-পুরীর শাসন টুটি'
আত্মহারা গতির টানে,

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় সোপাণে বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান চতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রদীপ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোর দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রাতভক্ত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাননগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদানদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জীরনগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

১৪) অমুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) হেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীমহাদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরূপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরাউণ্ড দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাজক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ— শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅভিধেয় ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁখবাটি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রী গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়,

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল,গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্র-সম্পাদক মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাক্তভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাউতারা গ্রামে ডিঃ সং ৪৪৮ নং খং ০-৪০ শঃ জমির ১/১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

৩৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৭৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোহরালি খাঁ সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড় আটাকি গ্রামে ডিঃ সং দেন্দারের নামীয় সালিয়ানা ১০।৶ টাকার বাকীপড়া জমায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

৩৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৭৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুলবাছেদ মণ্ডল সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ছোট আটাকী গ্রামে ডিঃ সং ১০ নং খতিয়ানভুক্ত ২।/১ টাকার জমা দেন্দারের নামে অবধারিত আছে। উক্ত বাকী পড়া জমায় ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৩৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩০॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালিপদ দাস দিং সাং বড় আটাকি পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড় আটাকি মধ্যে ডিঃ সং ৫৩।১৬৪।৫৮নং খং ১-০৪ শঃ জমির ৪।৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৩৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ১০৮॥৬

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ তারাপদ ঘোষ সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের সামীল মৌজে উসিদপুর মধ্যে ডিঃ সং ৯২৪ খতিয়ানের লিখিত বার্ষিক ১৮।৶০ খাজনার দেন্দার যে জমা রাখেন উক্ত বাকীপড়া জমাজমির ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

নীলামের দিন ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৭

(৪১)

১৫৩৫ মণিজারি ৩৬ দাবী ১৭১৭৲

ডিঃ গৌরীশঙ্কর আগরওয়ালা

দেঃ শ্রীকুমার সাহা দিং সাং ধোড়াদহ থানা করিমপুর।

থানা করিমপুর মৌজে অভয়পুর ও থানা দৌলতপুর মধ্যে ডিঃ সং দেন্দারগণের নিজাংশে ।৶১৩— আনা রকম জমিদারী স্বত্ব মায় প্রজা আকর আওলাত বিল খাল জমি বৃক্ষাদি সজলস্থল চতুঃসীমাবদ্ধ মালিকী মহল ইহাতে দেন্দারগণের স্বত্ব রকম ষোল আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৪৮৲

(৪২)

১৫৩৮ মণিজারী ৩৬ দাবী ১৯২৬।০

ডিঃ গণপৎরাম আগরওয়ালা

দেঃ ঐ

১। থানা করিমপুর মৌজে ঘোড়াদহ অন্তর্গত মৌজে, মনোহরপুর ওরফে শালা মৌজে, অভয়পুর সেনপাড়া মৌজে, গোপালপুর মৌজে, মাণিকতলা ও থানা দৌলতপুর র অন্তর্গত নিজকামহাটী মৌজে, ভাবালিয়া পাড়া মৌজে বিষ্ণুপুর মৌজে আব্দুলবেড়িয়া মৌজে, সংগ্রামপুর মৌজে উমোরপুর মৌজে ঘোড়ামারা সমেত জলকর বিল কমলাদহ মৌজে হারণগাছি মৌজে শিবপুর মৌজে ফুলবেড়িয়া মৌজে, দুর্গাপুর মৌজে, লক্ষ্মীকোলা মৌজে, সোনাইকান্দি মৌজে, নারায়ণপুর ও থানা নওপাড়া মধ্যে মৌজে দামুকাদিয়া০ এই সকল পৃথক তৌজির মহলে দেঃ নিজাংশে একুনে ।৶১০ আনা রকম জমিদারীস্বত্ব মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, বৃক্ষাদি চতুঃসীমাবদ্ধ মালিকী মহল ইহাতে দেন্দারগণের অংশ ষোল আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২২১৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেঃ নিজাংশে একুনে ৶০ আনা রকম জমিদারী স্বত্ব মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি সহ দরবস্ত হুকুক মূল্য ৪৪৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৬৪৲ টাকার এক পত্তনি জমা মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, বৃক্ষাদি ষোল আনা রকম পত্তনি মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৯৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৬৫৲ টাকার যে এক পত্তনি জমা আছে। উক্ত ষোল আনা রকম পত্তনি জমা মায় প্রজা আকর আওলাত জমি বিল খাল বৃক্ষাদি স্বজলস্থল চতুঃসীমাবদ্ধ পত্তনি মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের ১৫২॥০ টাকার যে এক পত্তনি জমা আছে উক্ত পত্তনি জমা ষোল আনা রকম মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি স্বজলস্থল চতুঃসীমাবদ্ধ ষোল আনা রকম পত্তনি মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৩৭॥০ টাকা।

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৬৫৲ টাকার যে এক পত্তনি জমা আছে উক্ত পত্তনি জমার ষোল আনা রকম মায় প্রজা আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৬৪৲ টাকার যে এক পত্তনী জমা আছে উক্ত পত্তনী জমার ষোল আনা রকম মায় প্রজা আকর আওলাত বিল খাল জমি বৃক্ষাদি সজলস্থল চতুঃসীমা ষোল আনা রকম পত্তনী মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৯৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ১২৲ টাকার একটি ও ৩৪৲ টাকার একটি একুনে ১৫৬৲ টাকার যে দুইটী পত্তনী জমা আছে উক্ত ২টি পত্তনী জমার সামীল মহাল উক্ত ষোল আনা রকম তার মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি সজলস্থল চতুঃসীমাবদ্ধ ষোল আনা রকম পত্তনী মহাল তার দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৪১৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের ৭১॥০ টাকার যে এক পত্তনী জমা আছে উক্ত পত্তনী জমার অন্তর্গত মহল। উক্ত ষোল আনা রকম পত্তনী জমা মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি বৃক্ষাদি স্বজলস্থল চতুঃসীমা বদ্ধ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬১॥০

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ২৭১৲ টাকার যে এক পত্তনী জমা আছে উক্ত পত্তনী জমা ষোল আনা রকম মায় প্রজা আকর আওলাত খাল, বিল, জমি, বৃক্ষাদি স্বজলস্থল চতুঃসীমা বদ্ধ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৩১৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৪২২৲ টাকার যে এক পত্তনী জমা আছে উক্ত পত্তনী জমার মহল ষোল আনা রকম মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি স্বজল স্থল চতুঃসীমাবদ্ধ ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩৬২৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ২৭০৲ যে এক পত্তনী জমা, উক্ত পত্তনী জমা ষোল আনা রকম ছেপত্তনী ও বাহরক পত্তনী জমা মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি স্বজল স্থল চতুঃসীমাবদ্ধ ষোল আনা রকম মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৬৫

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারগণের বার্ষিক ৯৪২।৶৯ টাকা তদধীন ৶১৩।— রকমের বাবদ যে এক দরপত্তনী জমা আছে উক্ত জমার ষোল আনা রকম ইজারা জমা মায় প্রজা আকর আওলাত বিল, খাল, জমি, বৃক্ষাদি স্বজলস্থল চতুঃসীমা বদ্ধ ষোল আনা রকম চিরস্থায়ী ইজারা মহল দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৮৯৲

(৪৩)

১১৮৭ মনিজারী ৩৬ দাবী ১৫৮৻৬

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ শ্রীশচন্দ্র রায় সাং কাঁদিপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে জলকরাবন্দু নোটপাড়া, রাজপুর থানা চাপড়ার অন্তর্গত মৌজে মলুয়াপাড়া হিমুলিং ইত্যাদি ডিঃ সং বার্ষিক ১৪১৶০ রাজস্ব দিতে হয়। উহাতে দেন্দারের —৶। রকম মালিকী স্বত্বাংশ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং বার্ষিক ১৮৮১০ খাজনা দিতে হয়। দেন্দারের উহাতে ৮ গণ্ডা, ১ কড়া, স্বত্বাংশ মালিকী দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৪)

১৫৬৭ মনিজারী ৩৬ দাবী ২৫॥/৯

ডিঃ কমিশনার, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী।

দেঃ ব্রজনাথ গোস্বামী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে রামসীতাপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ১৫৬৫ নং খং ১০২৮ নং দাগের জমির মধ্যে জমি আন্দাজ /১॥ কাঠা তদুপরিস্থিত পাকা ঘর ১টা, পায়খানা ১টা। যাহাতে জমির খাজনা ৬৲ বার্ষিক দিতে দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

১৫৮৫ মনিজারী ৩৬ দাবী ৮৭৮॥৶৩

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড

দেঃ গোকুলচন্দ্র কুণ্ডু দিং সাং জুনিয়াদহ পোঃ ভেড়ামারা

থানা মেহেরপুর মৌজে ৮৭ নং পাটাপুকা দিং যাহার সালিয়ানা সদর রাজস্ব ১৭৯॥০ ও সেস ৮৬৶০ রাজ সরকারে দিতে হয়। উক্ত তালুক মহলে দেন্দারগণ জমিদারী স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার আছে। তাহা নিলাম বিক্রয়ের প্রার্থনা মূল্য ৯৫০৲

(৪৬)

১৬০০ মনিজারী ৩৬ দাবী ১০৮।৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ বসু

দেঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ঐ ডিঃ সং ৭৯ নং খং ১৭-৯৬ শঃ জমির যাহা জমা আছে তাহা দেন্দারের যে নিষ্কর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা জমি, উক্ত জমা জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত বসতবাটি মায় দুয়ার জানালা, আড়া বড়গা ও পুকুর, নালা ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪৭

১৭৩৮ মনিজারী ৩৬ দাবি ২৫৬৶৯

ডিঃ সিদ্ধেশ্বরী দাসী

দেঃ যশোদাকুমারী দাসী সাং ও পোঃ কাটোয়া বৰ্দ্ধমান জেলা

থানা কালিনগর মৌজে কাঁদিহাটি গ্রামে ডিঃ সং ১৫৭ নং খং ৩—৩১ শঃ জমির ৫৲-১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৮)

১৭৭২ মণিজারী ৩৬ দাবী ১১৩৬৵৮

ডিঃ রাধাকান্তপুর উত্তরপাড়া কো: অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ এমানালি সেখ সাং রাধাকান্তপুর উত্তরপাড়া থানা কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে রাধাকান্তপুর মধ্যে ডিঃ সং ১৩৪ নং খং ০১-০৩ শতক জমির ১৭৵০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

১৭৭৭ মনিজারী ৩৬ দাবী ৪২৯৬৩

ডিঃ কালিপদ মণ্ডল দিং

দেঃ অভয়পদ মণ্ডল সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ সং ১০৭ নং খং ০-০শঃ জমির ১০৵৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৫০)

১৯১৩ মণিজারি ৩৬ দাবী ৩৪৵৩

ডিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেঃ বসন্তকুমার চৌধুরী সাং নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়া পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ তেঘড়ি মধ্যে ডিঃ সং ১০নং খং ০-১৮ শঃ জমির ৫৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

(৫১)

১৯৪৬ মনিজারী ৩৬ দাবী ১৮৩৸৵০

ডিঃ দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ শ্যামাপ্রসাদ গোস্বামী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ সং ২৯০৯ নং খং ০-৬ শঃ জমির ১।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০০৲

(৫২)

২০০৬ মনিজারী ৩৬ দাবি ২৩৭৷৵৯

ডিঃ সাবিত্রী দেবী

দেঃ রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঘূর্ণি মধ্যে ডিঃ সং ২৯৬ নং খংভুক্ত ০-২০ শঃ জমির দেনাদারগণের ষোল আনা রকম দখল আছে। উক্ত নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৫৩)

১৮৯৬ মনিজারী ৩৬ দাবী ২৬০।৵০

ডিঃ দি নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ নরেন্দ্র গোপাল গোস্বামী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ সং ২৭১৫ নং খং ০-৩৩ শঃ জমির নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

১৯৮৪ মণিজারি ৩৬ দাবী ৯৩।০

ডিঃ জগৎরাম মণ্ডল

দেঃ বালক সেখ দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারি গ্রামে ডিং সং ৫১২ নং খং-০৯ শঃ জমির ১৷৵৮ জমা। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আং ৫০৲

৫৫

১৪৫২ দেংজারি ৩৬ দাবী ১৬০৯৸৵৩

ডিঃ ব্রজবালা দাসী

দেঃ হাজারীলাল ঘোষ দিং সাং সাড়াবি থানা কুষ্টিয়া পোঃ সাপায়া জেলা যশোহর

১। থানা আলমডাঙ্গা মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬৫৩ নং খং ০-০২ শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ঘরবাড়ী সাজসরঞ্জাম দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১।১২।১৩ পৃথক পৃথক খতিয়ানের ০-০৩ শঃ জমির ৬॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৫৬)

১৬৯২ দেংজারি ৩৬ দাবী ৮০৬৸৩

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড

দেঃ গোলাবদ্দিন সেখ, A. S. I. of polie সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কাঠালপোতা মধ্যে ডিঃ সং ৬৪২ নং খং ০-০৫শঃ জমি তদুপরিস্থিত দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বারী দুই কুঠারী কোঠাঘর সমেত দক্ষিণ ও পশ্চিম সংলগ্ন খোলা রোয়াক দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরাংশে ইটের প্রাচীর, পাকা পায়খানা, কুপ, কাঠাল-গাছ ২টী, পেয়ারা গাছ ১টী, মায় সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মুল্য ৪০০৲

(৫৭)

১৯৫০ দেংজারি ৩৬ দাবী ৭০১৲

ডিঃ নাজির হোসেন জোয়ারদার

দেঃ সদিউদ্দিন বিশ্বাস সাং ও পোঃ চুয়াডাঙ্গা

থানা চুয়াডাঙ্গা মৌজে নিজচুয়াডাঙ্গা মধ্যে ডিঃ সং ২০৪১।২নং খং ১-৮৫শঃ জমির ৪৵১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০০৲

(৫৮)

১৯৫৪ দেংজারি ৩৬ দাবী ৪৪০৵৯

ডিঃ অমিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং ঘূর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঘূর্ণী গ্রামে ডিঃ সরকারের ৩৫২ নং খং ০-২৬ শঃ জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০০৲

(৫৯)

২০২৪ দেংজারী ৩৬ দাবী ৬২৵৮

ডিঃ রাণীবালা দাসী

দেঃ ইদু বিশ্বাস সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালি মৌজে ধুবুলিয়া গ্রামে ডিঃ সং৮০৭ নং খং ৩-৭৩ শঃ জমির ১২৸১ জমার মধ্যে নিজাংশ ॥০ আনা রকম মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য ২৫৲

কলিকাতার বাজার দর

১লা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬।০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিস্কাটন, টাইপ	১০॥৵০
মলিখুব ১০০০ নং	১০৵০
মারহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫.৫০
গিনি	০২২।০১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আবরে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।৵০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ট. (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৯৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পাকিস্থান	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি গুরুদিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ দানা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

)ক জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৬॥৵০—৬৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৫॥৵০—৫৸০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৭॥০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৲
বরগা (টী আয়রণ)	৭।৵০—৭৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১০।০
২৬ গেজ—	১১৲
২৮ গেজ—	১১।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C 1541

সাপ্তাহিক গৌড়ীয়

ব্যাসপূজা-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইহাতে আছে। উত্তম কাগজে অতি সুন্দর ছাপা হইয়াছে।

চৈতন্যোপনিষদ্ প্রকাশিত। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] [মা]য়াপুর—২১শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৫

নীলাম ইস্তাহার

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৭

(১)

৮৭৭ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৩০।৶৩

ডিঃ অমূল্য কুমার গাঙ্গুলী দিং

দেঃ নুরমহম্মদ মণ্ডল দিং সাং আমঝুপী থানা চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আমঝুপী গ্রামে ডিঃ সং ৪৪নং খং ২-৫০ শতক জমির ৪৵১৪ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

১২৯০ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৭৫॥৴

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র সরকার দিং

দেঃ মামেজান বিবি দিং সাং দুধকোনা থানা চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডুমুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৬৭নং খং ১১-৩৬ শতক জমির ২৩।৵৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(৩)

১৩০৭ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ২০৴৬

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী

দেঃ দিদার হোসেন মণ্ডল দিং সাং কাঁদাঘাটা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা চাপড়া মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫২নং খং ৫৩ শতক জমি ও ৬৪নং খং ১৪-০৩ শতক জমি মোট ১৪-৫৬ শতক জমির কাত জমিদার ঠিকাদার ও বাবু অমূল্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিগের ১।৬।৮ ও ১০নং খং ৩৮৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১৩০৪ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৫১।৵৩

ডিঃ মনীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ নিকাইল মণ্ডল দিং সাং পাথুরী থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ২৪৫নং খং ২-২৮ শতক জমির ৭॥৵৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১৪০৫ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৪৪৶৩

ডিঃ নৃসিংহ কুমারী দাসী

দেঃ জোহুর বিবি সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ১৩৬নং খং ২-২৫ শতক জমির ৬৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

১৪০৬ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ১৭৭॥৶৬

ডিঃ মনীন্দ্র কুমার বিশ্বাস

দেঃ আহিরণ বিবি দিং সাং পাথুরী পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ৮৯নং খং ১৫ একর ৬০ শতক জমির ২৫॥৵৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৪০৭ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৩২০।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ধর্ম্মদাসী বোবানী দিং সাং হৃদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ২০৭নং খং ৩১-০৪ শতক জমির ৫১৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

১৪০৮ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৫৯॥৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ১৬১নং খং ২-৬৭ শতক জমির ৯৲৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১৫৫৬ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ২৫৶৯

ডিঃ গৌরচন্দ্র ব্রহ্ম দিং

দেঃ দেলী সেখ সাং ফুলবাড়ী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ফুলবাড়ী গ্রামে ডিঃ সং ৬০নং ও ৩নং খং ৬-৩৯ শতক জমির ৮।৵৭॥ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

১৫৬০ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ২৫৶৬

ডিঃ নেকজান বিবি দিং

দেঃ আইজান বিবি দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৫৬নং খং ২-০৮শঃ জমির ৪৶০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১৫৬২ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৫৮।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আহম্মদ মণ্ডল দিং সাং বাগবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ২২৯নং খং ৪-৭৫ শতক জমির ৮৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲,

(১২)

১৫৬৩ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ২২৯৴

ডিঃ ঐ

দেঃ খতিবালি বিশ্বাস দিং সাং সাতঘাটা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৩১নং খং অধীনস্থ ১৭-৩৯ শতক জমির ৪৮॥০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

নীলামের দিন ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৭

(১৩)

১৪০ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ২৭৮।

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ রাণাঘাট

থানা চাপড়া মৌজে ৫৪নং নারায়ণপুর মধ্যে ডিঃ সং ৯২নং খং ও থানা নাকাশীপাড়া ১০২নং মুড়াগাছা মৌজে মধ্যে ও ৮৯০নং খং জমিদারী স্বত্ব যাহার রাজস্ব জেলা নদীয়া কালেক্টরীতে বার্ষিক ২০৩।৯ টাকা দিতে হয়। ঐ জমিদারী স্বত্ব স্বপ্রজা, জলস্থল, বাগান, পুষ্করিণী, নদ, নদী, নালা, বিল, ঝিল, বন ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১০০০ খাং‌জারি ৩৬ দাবী ৯৬৶৯

ডিঃ ভবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ সুলতান সেখ দিং সাং জানকীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ৬নং উত্তর হাজরাজোতা গ্রামে ডিঃ সং ৩৫০নং খং ও ৩৫১নং অধীনস্থ খতিয়ানভুক্ত ১৮-২৫ শতক জমির ৪০৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৫০

(১৫)

১১৭৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ৭২৮৸৶৯

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং

দেঃ বীরেন্দ্র নাথ সিংহরায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা চাপড়া মৌজে ভাতছালা মধ্যে ১নং খং ঐ থানার সামিল মৌজে ছোট আন্দুলিয়া ২৪১নং খং ঐ থানার বানিয়াখড়ি ৪৮৯নং খং ২৫নং ডোমপুকুরিয়া ৯নং খং সামিল ৪৫নং মৌজে ২৪১নং খং ঐ থানার ৭৯নং মহেশপুর ১৮নং খং ঐ থানার ৮২নং মৌজে ফুলতলা ৫নং খং ঐ থানার ১৩নং মৌজে ইত্যাদি ডিঃ সং সালিয়ানা ৯৮৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০০৲

(১৬)

১০৭৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৮৴৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ গোবিন্দ দাস দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর মধ্যে ডিঃ সং ৯০২নং খং ৩-১৮ শতক জমির ৪৸৶৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৯২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ৪৭২নং খং ৬শতক জমির ২।১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১০৯০ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৭।৴৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ মেহের সেখ দিং সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাপড়া মধ্যে ডিঃ সং ২৩৩নং খং ৫-৪০শঃ জমির যাহা দেন্দারগণ ওটবন্দী সুরত আবাদ করিয়া আসিতেছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

১০৯৮ খাংজারি ৩৬ দাবী ৯৯৲৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ হবিবুল হোসেন বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬৮নং খং ৫-৬ শতক জমির ২৬৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

২। থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭২নং খং ২-৯০ শতক জমির ৯৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

১১৯৯ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৫৸১

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়

দেঃ উমেদালি মণ্ডল সাং গাড়াবা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহানপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬৬নং খং ১৯-০শঃ জমি যাহাতে দেন্দারগণ কর আদায়ে দখলিকার আছে, উক্ত বাকীপড়া জমাজমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ও ফসল ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে

(২০)

১১৮০ খাংজারি ৩৬ দাবী ৯৩।৴৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ মতি মণ্ডল সাং শোনপুকুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে শোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৮৭নং খং ৬-২২শঃ জমির ২৬।৴১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১২০৯ খাংজারি ৩৬ দাবী ৮২৸৶৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ পূর্ণ বিবি দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩২১নং খং ১২-৩শঃ জমির ১০৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২২)

১১১৬ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৫॥৴৬

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ রাম মণ্ডল দিং সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সুধাকরপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৯৭নং খং ২-১২শঃ জমির ৭।১৫০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১২৮৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৩৸৶০

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ শান্তি হালদার দিং সাং বতিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৩৫নং খং ১-৯২শঃ জমির ৪।৹৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৪)

১৩২২ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩৸৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ রহিমুল্লা বিশ্বাস সাং বাদলাঙ্গী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিঃ সং ৩৮০নং খং ২১ ২৫শঃ জমির ৩০৸/৯৸ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১৩৫২ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩১।০

ডিঃ ঐ

দেঃ ইমদেদ হক বিশ্বাস সাং বাদলাঙ্গী পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিঃ সং ১২।১৪৩।৪৩৭নং খং ১০-৯শঃ জমির ৪৩।৴১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

১৩৫৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৫৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তুলুই সেখ সাং কলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিঃ সং ৩১৪নং খং ২-৩৬শঃ জমির ৭॥৴৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

১৩৫৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ৫০॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নহারি বিবি সাং আড়ংসরিষা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আড় সরিষা গ্রামে ডিঃ সং ৭২নং খতিয়ানে ৬-৯১শঃ জমির ১৩।৴৩॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১৩৯০ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৯॥৬

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ দীনতারিণী দাসী সাং রানপুর ওরফে কাঁটাতেডা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে রানপুর ওরফে কাঁটাহুদাগ্রাম ডিঃ সং ৭৩নং খং ৫-৭১শঃ জমির ১২৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২৯)

১৩৮৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৮৸৯

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ দয়ালকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী দিং সাং বাগিয়া পোঃ দেবগ্রাম

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পারকুলা মধ্যে ডিঃ সং ১০৭নং খং ও অধীন ১০১—১২৭নং খং ভুক্ত ২৩-০০শঃ জমির ৩১৷৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৩০)

১৪৬১ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৬॥৶

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং

দেঃ রেয়াজদ্দি বিশ্বাস দিং সাং শিমুলি পাঁচপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে শিমুলি গ্রামে ডিঃ সং ২৩নং খং ও ৩৫নং খং ডিঃ সং ৩-৩১শঃ জমির ৮৷৴০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২

(৩১)

১৪৬২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কারাণ মণ্ডল দিং সাং শিমুলি পাঁচপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে শিমুলি গ্রামে ডিঃ সং ৩৩নং খং ও ৬০নং খং ৬-৮১শঃ জমির ৯৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

১৪৮৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩২৸৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ কালছন বিবি দিং সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দিগড়ী গ্রামে ডিঃ সং ১০৪নং খং ১২-৯শঃ জমির ৪৭৲২॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

১৪৯১ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৮৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ হজুরালি মণ্ডল দিং সাং বাবলাবোন পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা চাপড়া মৌজে পিপলাগাছি গ্রামে ডিঃ সং ২১০নং খং ১৪-৭৬শঃ জমির ২১৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৪৯৮ খাংজারি ৩৬ দাবী ৯০৷৷৭

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং

দেঃ রাম অবতার রায় সাং পাকুড়গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাকুড়গাছি গ্রামে ডিঃ সং ২৫৯নং খং ১৩-২৯ শঃ জমির ২৭।৴০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(৩৫)

১৫১১ খাংজারি ৩৬ দা ৩৮০॥০

ডিঃ কানাই লাল চট্টোপাধ্যায়

দেঃ অমরেন্দ্র লাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে দিগম্বরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০১নং ও ৩১৮নং ও ৩১৫নং,৫৮নং খং ভুক্ত ও চাপড়া থানায় মৌজে কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে ৫৮নং ও ২৬ নং খং ভুক্ত ৫২৲ টাকার পত্তনীজমা লেখা যায়। উক্তপত্তনীজমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক বাকাপড়া সম্পত্তি মূল্য আং ১০০৲

(৩৬)

১৫১৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৭৮৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ বিরেন্দ্র গোপাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে দিগম্বরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০১নং খং অধীন ৩১১নং খং ও ৩১৪।৫৯।৬১নং খংভুক্ত ৫২৲ টাকার এক পত্তনীজমা লেখা যায় উক্ত পত্তনীজমায় দেন্দারগণের স্বত্ব দখল মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক বাকীপড়া সম্পত্তি মূল্য আং ১০০৲

(৩৭)

১৫১৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৮১॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কৃষ্ণদাস রায় সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২১শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে ব্যাসপূজা

গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর কিছুক্ষণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে "শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী" পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

সকাল ৭ ঘটিকা হইতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীসমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, পঞ্চতত্ত্বদেবের মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির ও শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া প্রায় ৯॥০ ঘটিকার সময় সমাধিমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির ও আলেখ্যার্চ্চা নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও বিবিধ কারুকার্য্যাদিদ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়।

বেলা দশ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অনন্তর ভোগারাত্রিকান্তে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অকাতরে বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীসমাধিমন্দিরের সম্মুখে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দজী "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" গীতিটী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিভিন্নস্থানের বহু অভিনন্দনপত্র এবং শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ-সংখ্যা "গৌড়ীয়" ও "নদীয়া-প্রকাশ" পাঠ করা হয়। পাঠান্তে শ্রীপাদ অধদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য, অতুলনীয় অমন্দোদয় দয়া ও পরোপকারের কথা বক্তৃতামুখে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সুললিতকণ্ঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় "যশোমতী-নন্দন" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইলে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠের মন্দিরসমূহ পরিক্রমা করেন।

সমস্ত দিন ও রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তন চলিতে থাকে। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রগণ অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীসমাধিমন্দিরটী অতি-সুন্দররূপে সজ্জিত করেন। তন্মধ্যে শ্রীবনমালী দাসাধিকারী ও শ্রীমঙ্গলানিলয় ব্রহ্মচারীর আপ্রাণ সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। উৎসবের নানাবিধ সেবাকার্য্যে শ্রীধামসেবক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন মহোদয়ের উৎসাহ ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর উদ্যম ও যত্ন দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক বিদণ্ডিগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রয়াগ শ্রীরূপশিক্ষাস্থলীতে অবস্থান করিয়া শ্রীরূপানুগ ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামিপাদের আগমন-সংবাদে প্রত্যহ বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় তাঁহার শ্রীমুখে হরি-কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রয়াগে প্রায় একাদশ দিবস অবস্থান করিয়া কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। তথা হইতে গয়াক্ষেত্রে দুই একদিন প্রচারকার্য্য করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া ঢাকায় শ্রীব্যাস-পূজা-মহা-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী বাজার ও পল্লীতে শুভাগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। সোমেশ্বর মন্দিরে "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তাঁহারা নগরসংকীর্ত্তন ও বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদি করিয়া মেমারীবাসী ভদ্রলোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ৯ই মাঘ নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মচারিগণসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক পর্ব্বত মহারাজ মেদিনী-পুরের মাড়তলা গ্রামের শিবালয়ের নাট-মন্দিরের সভায় উপস্থিত হন এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করিয়া ভক্তি কি প্রকারে লাভ হয়, এই বক্তব্য বিষয়টী বলিতে গিয়া প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥" "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" উল্লেখ করিয়া ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক আলোচনা করেন। ভাগবত হইতে রহূগণের প্রতি মহাভাগবত ভরতের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, মহাজনের পাদরজে অভিষেক ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি তপস্যা দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস পালন দ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দ্বারা অথবা জলাগ্নি-সূর্য্য দ্বারা কখনই লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা অনর্থ-নাশক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তপদধূলির মহিমা বলিতে গিয়া ঝড়ু ঠাকুর ও কালিদাসের উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। ঝড়ু ঠাকুরের পদধূলি ও অধরামৃত সেবা করিয়া কালিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মজল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তাঁর ছাড়ান সংসার॥

"যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি কৃষ্ণদাস; সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ, তিথি গঙ্গোদ্ধারা গৌরাব্দ ৪৫৫

ভক্তদেহ চিন্ময় ভগবন্মন্দির

——::(*)::——

সেবামার্গে সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটী কথা শুনিতে পাই। ভগবানই সেব্য—বিষয়, আর ভক্তগণ তাঁহার আশ্রয়—সেবক-সম্প্রদায়। ভগবানের প্রীতি-বিধানের জন্য ভক্ত যাহা করেন তাহাই সেবা। এই তিনটীই চেতন বস্তু। ইঁহারা অধোক্ষজ এবং নিত্য। ইঁহাদের সম্বন্ধ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ভগবান ভক্তেরই হৃদয়ের ধন, ভক্তগণও ভগবানের নিজ-স্বরূপ। ভক্তগণ চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, ভগবান ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন কাম্য নাই। এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্য চিন্তা স্থান পায় না। তাঁহাদের শুদ্ধ-দেহ—চিন্ময়-ভগবন্মন্দিরে ভগবান নিত্য বিরাজিত থাকিয়া সেবা গ্রহণ করেন এবং সেবকগণও সেবোর সেবা করিয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।

ভক্ত চিরকালই ভক্ত। সেখানে সেবা বিচ্ছেদের কোন কথা নাই। যিনি এক মুহূর্ত্তও ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তিনি সর্ব্বক্ষণ সেবা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সেবা এমনি জিনিস, সেবায় এত আনন্দ। যিনি সেবা করেন তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা করেন, আর যাঁহারা তাঁহার সেবা করেন না, তাঁহারা অহোরাত্র মায়ার সেবাতেই ব্যস্ত। এই গেল ভক্ত ও অভক্ত উভয়ের কথা। ইহা ব্যতীত আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মায়ার সেবা করিতেও ইচ্ছুক নহেন, অথচ চঞ্চলতা ও অযোগ্যতা-নিবন্ধন সেবা করিতেও অসমর্থ। তাঁহারা ভগবৎসেবালাভের অবিচ্ছিন্ন আশা অন্তরে পোষণ করেন মাত্র। ভগবৎসেবালাভের জন্য অনুসন্ধিৎসু যে ইচ্ছুক হইয়াও ইঁহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছেন না। কর্ম্মফলবশতঃ যাঁহাদের হৃদয় হইতে ভোগ-ত্যাগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়ায় তাহা দূর করিতে সাধিতে সাধুসঙ্গের যত্ন করিতেছেন। সাধুসঙ্গলাভ ইচ্ছাবিশিষ্ট ইঁহারা ভক্তিলাভের অধিকারী। তাঁহারা ভক্তও নহেন, অভক্তও নহেন, ইঁহারা—ভগবদ্ভক্তনোন্মুখ বা সেবাভিলাষী। এই নিষ্কপট সেবোন্মুখ সাধকগণই ভগবানের কৃপা পাইবেন। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভগবান ও ভক্তের জন্য তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন তাহা সেবা না হইলেও সেবা-লাভের উপায়। সেইজন্য অন্যান্য মহাজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সকল ভক্ত্যঙ্গকেই শাস্ত্র সাধন বা ভজন-ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় নিষ্কপট সাধুর নিকট বাস্তব হরিকথা শ্রবণই জীবের নিত্যজীবন লাভের একমাত্র উপায়। হরিকথা-শ্রবণমুখে সাধুসঙ্গের অভাব ঘটিলে ক্রমে ধারাবাহিক ক্রমে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-সেবনের দ্বারা আত্মার ভক্তির বাস্তবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ে বিশ্বাসকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিবার যত্ন করেন।

ভগবান ভক্ত হৃদয়েই বাস করেন। ভক্তগণ তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারেন না এবং ভগবানও সেইরূপ তাহাই। ভক্তিলোচনে ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ নাম রূপ গুণ লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভগবানকে হৃদয়ে দর্শন ও সেবা করিয়া থাকেন। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। মহাজনগণও বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ।" সুতরাং আমরা যদি ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী হই, তাহা হইলে ভগবন্নিবাস ভক্তের অনুসন্ধান ও সেবা করিব। এই ভগবৎপ্রিয় সাধু বা বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া কি ভগবানের সেবা হয়? ভগবান যে তাঁহাদের কাছে বাঁধা। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া ভগবানের সেবার যে অভিনয় তাহা দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কি? আমরা আবার অনেকেই বৈষ্ণবের দাস না হইয়াই—বৈষ্ণব-সেবা না করিয়াই বৈষ্ণব হইতে যাই। আমরা অনেকে অভক্ত থাকিয়াও নিজদিগকে ভক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বাস্তবিকই আমি ত' বৈষ্ণব নই—অনুক্ষণ ভগবৎ সেবারত নই। আমার ত' পুরুষার্থ ভগবান নাই! কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-চিন্তা ত' আমাকে এখনও ছাড়ে নাই! সুতরাং আমার ন্যায় পাপী নরাধম ভক্ত হইবে কিরূপে? এবং কনক কামিনী-লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তি-পঙ্কময় এই পাপ-হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠানই বা হইবে কি করিয়া? এতে লজ্জায়, ঘৃণায় আজ গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার কথাই মনে পড়িতেছে।

ভগবদ্ভক্ত—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপবিগ্রহ-শ্রীভগবানের ভগবদ্ভক্ত একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। সেই মন্দিরে বা শ্রীধামে ভগবান আছেন, ভগবানের পার্শ্বে অসংখ্য ভক্ত আছেন এবং লীলা, পুরুষোত্তমের নিত্য-লীলা সম্পাদিত হইতেছে। সেই মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত। মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের সেবায় সেবক সেবাধিকার লাভ করেন। ভক্তের অন্য শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি অনুসারে অথবা আত্মার শুদ্ধ সেবা-লোলুপ বিভিন্ন প্রকার অনুসারে সেবাধিকারী নিত্যস্বরূপবিগ্রহবিশিষ্ট হইয়া ভগবান ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা যে জিনিস পাইয়াছেন, তাহার চেয়ে বড় জিনিস আর নাই, বলিয়া তাঁহারা নিত্যপূর্ণ, অভাবশূন্য। ভগবান সকলেরই মালিক হইলেও ভগবানেরও একজন মালিক আছেন, তিনি—ভক্ত। ভগবান ভক্তের প্রেমবশ্য। আমরা বহির্দর্শনে ভক্তকে দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের এই অন্ধতা একমাত্র ভক্তগণ দূর করিতে পারেন, অপরের শক্তি নাই। ভক্তগণ না দিলে ভগবানকে দেখা যায় না। অথবা তাঁহার সেবা বা ভগবদ্দর্শনের আশা মাত্র। এই বৈষ্ণবগণের অনুগত হইলেই তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে ভগবানের সেবাসৌভাগ্য প্রদান করেন। তাঁহাদের কৃপা হইলেই সকল অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া যায় এবং ভগবদুপলব্ধি করে চিন্ময় জ্ঞানাকদ্বারা জ্যাকেশের সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়। নিষ্কপটে ভক্তসেবাই মঙ্গলের পথ। যতদিন আমরা এই ভক্ত-সেবার কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে না পারিব, ততদিন বঞ্চিতই থাকিব। যখন আমরা নিষ্কপটে ভক্তের শরণ গ্রহণ করি তখনই ভবব্যাধি হইতে ছুটি পাই। নিরন্তর যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন সেই ভক্তগণের আশ্রয়েই—তাঁহাদের শ্রীচরণধূলি উন্মীলিত চক্ষেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। সুতরাং এমন বোকা কে আছে যে, ভক্ত-সেবা ছাড়িয়া দাম্ভিকতামূলে অন্যত্র ভগবানের সন্ধান করিয়া বৃথা সময় কাটায়?

ভগবান্ যখন সর্ব্বক্ষণ ভক্তহৃদয়ে বাস করেন, তখন ভক্তদেহ যে চিন্ময় ভগবন্মন্দির এবং আমাদের নিত্যপূজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির। ইটকাঠপাথর দিয়া গড়া মন্দিরে লেপা, দেখা প্রভৃতি অর্চ্চা রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দেহমন্দিরে ভগবান নিত্য বিরাজমান। এইজন্য ভক্তের দেহকে সচ্চিদানন্দময় বলা হ'চ্ছে। ভক্তের ভগবৎপ্রসাদবিগ্রহ—ভগবানের মন্দিররক্ষার চেষ্টা।"

এ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার সুযোগ হইলে ভগবান্ কোথায় আছেন এবং কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়, প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান সহজ হয়। ভগবানাত্ম-সাৎকারী ভক্তের নাম রূপ গুণ কার্য্যাদি সবই চিন্ময়। 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে।' এই সকল শাস্ত্রবাক্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভক্তগণ ভগবানের 'দ্বিতীয়', সুতরাং তাঁহাদের কথা অজ্ঞ আমি আর বেশী কি বলিব? তবে সৌভাগ্যলাভের একটী কথা অনুকীর্ত্তনে প্রয়াস পাইলাম মাত্র।

—— ——

শ্রীল প্রভুপাদের কথা কতটা বুঝিয়াছি ?

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

খাঁটী কথা বলা। সত্য—মঙ্গলের পথ

আজ কেহ কেহ দুর্ব্বলবার্দ্ধিত্যে সৌভাগ্যবানদের শুধু ভাব লক্ষ্য করিয়া কত কি জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। এই সময়ের মধ্যে বহু রকমের কথা উঠিয়া আকাশে মিশিয়া গিয়াছে বা এখনও যাইতেছে। তবে যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কথা অন্ততঃ আংশিকভাবেও বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনও অসামঞ্জস্য বা বহু রকমের কথা স্থান পাইতে পারে না। কারণ, শুদ্ধ শ্রৌতপন্থা বা ভক্তিবিনোদধারাবলম্বীর এ সব বালাই নাই। তাই তাঁহারা শ্রীল পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতঃ অন্য অভিলাষিতাশূন্য হইয়া কিসে তাঁহার মনোভীষ্ট সুষ্ঠুভাবে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তদাশীর্ব্বাদরূপ অকপট কৃপাও প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হইতেছেন এবং হইবেন,—ইহাই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট সজ্জনগণের কথা। আমি সাধুগুরুর নিকট যাহা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি তাহারই দুই একটী

আজ আত্মশোধনের জন্য অনুকীর্ত্তন করিবার আশা করিতেছি। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এ অযোগ্যকে অনুকীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ দিলে কৃতার্থ হইব। তবে আমাদিগকে একটুকু সাবধান হইয়া শুনিতে হইবে যে, যেন এই বাস্তব সত্যকথাকে আমরা না কখনও আক্রমণ বলিয়া মনে না করি। খাঁটি বা সত্যকথা অনেক সময় আমাদের বহু বর্ষের অর্জ্জিত ধারণা ওলট্‌পালট্‌ করিয়া দিলেও বা আপাততঃ বিপ্লবী বলিয়া মনে হইলেও তাহাই আমাদের নিত্যকাল অনুসরণীয়—অবলম্বনীয় এবং তাহাই বাস্তবমঙ্গললাভের একমাত্র পথ।

শ্রীগুরুদেবের অসমোর্দ্ধত্ব

শ্রীল প্রভুপাদের বাস্তব মূর্ত্তিটি যে কি তাহা মাদৃশ বদ্ধজীবের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। অতীতে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি এবং বর্ত্তমানে যাহা শুনিতেছি, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিলেও সেবিষয়ে সন্দেহ অমাবস্যার আছেই। আবার কোন কোন সময় মস্তিষ্ক দ্বারা বিচার করিতে গিয়া বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছি। শেষ অবস্থায় জানিতে পাই, গুরুদেবের মূর্ত্তি সামাবদ্ধ নহে, তাহা অসীম—অনন্ত; স্ব-স্ব সেবাবৃত্ত্যনুসারে তাঁহার রূপ সেবকের বিশুদ্ধ হৃদয়-মন্দিরে উদিত হন। তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় যা কিছু সবই ভুবনমোহন কৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক। "তাঁহাকে কৃষ্ণাপেক্ষা কম মনে করা ত' দূরের কথা, কৃষ্ণের সহিত সমবুদ্ধি করিলেও তাঁহার অমর্য্যাদা করা হয়। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না,—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানেই মানব-জ্ঞান অল্প প্রকারের। যেদিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবালাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিশুদ্ধ নিজ স্বরূপ আত্মবৃত্তিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা করিতে থাকিব। তৎকালে এক্ষণ-সন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে। মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা কথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। যে সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লক্ষ্ম্যা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকলমঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তিপথে বিচরণজনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোনও অংশে কম মনে করবে না। সাধুসকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—সেবা করা, যদি তা' না করেন, তবে শিক্ষাস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। যাঁর গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে, তিনিই শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে পারেন।" ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

মতভেদ কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভুপাদপদ্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ধারণা উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে যাঁহারা মায়াশ্রয় বা জগদাশ্রয় ছাড়িয়া পূর্ণভাবে তৎপদপদ্মে অভিগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আশ্রয়াভিনয়কারীদের মনঃকল্পিত ধারণার সহিত আশ্রিতগণের শ্রৌতপথের সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য চিরকালই আছে ও থাকিবে। নিষ্কপটভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণানুগত; তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীই তাঁহাদের জীবাতু ও আশ্রয় এবং তদ্বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবন-ধারণোপায়। শ্রৌতপন্থী বলিয়া তাঁহারা শ্রৌতবাণী বা গুরুমুখপদ্মবাণী শ্রবণ বা কীর্ত্তন ব্যতীত মনোধর্ম্মের গৌজামিল মতের আশ্রয়দাতা বা কীর্ত্তনকারী নহেন। তাঁহারা লোকরঞ্জক নহেন—বাস্তবশ্রৌতসিদ্ধান্তবাণীর আপোষহীন নির্ভীক প্রচারক। আশ্রয়বিগ্রহের প্রতি নিয়ন্ত্রণ শ্রীগুরুদেবের অধীনে একমাত্র সেব্যবস্তুর সেবার হস্তরূপেই তাঁহারা নিজেদেরকে সমর্পণ করেন, তজ্জন্য সেখানে মতভেদের দৃষ্ট হয় না। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছার সহিত তাঁহাদের ইচ্ছার পূর্ণ-মিল থাকায় গণমতের অজস্র বাহবা অথবা ভোটের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছার পক্ষপাতী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা শ্রৌত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কিঙ্করাভিমানী।

শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী যাঁহারা যতটুকু তৎপরতায় বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সেই পরিমাণেই তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। বাণীর মধ্য দিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে না দেখিয়া যাঁহারা রক্তমাংসের চক্ষু লইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন বা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে সুন্দর, শিক্ষিত, গম্ভীর, উদার, নৈতিক মহাপুরুষ প্রভৃতি বলিয়াই থামিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাস্তবরূপটী তাঁহারা দেখিতে পান নাই বা শ্রীপ্রভুপাদের চিন্ময়ী কথা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে মনুষ্যবুদ্ধিতে দেখিতে গিয়া মায়িক বা রক্তমাংসময় মূর্ত্তিটী দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাদিগকে কয়েকটী মিষ্টকথা, ব্যবহারিক ভদ্রব্যবহার, পাণ্ডিত্য বা বক্তৃতাময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াই চুপেচুপে বিদায় দিয়াছেন। তাঁহারা নিষ্কপটভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসেন নাই বলিয়া মাদৃশ হতভাগ্য জীবের ন্যায় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার জন্য ভুবনমোহন শ্রীলীলার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বঞ্চকদিগকে, তাঁহাদিগকে মাদৃশ [illegible] বঞ্চনা করিয়াছেন, অমায়ায় কৃপা করেন নাই।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"
(চৈঃ চঃ)

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বুঝিয়া দেখিয়াছেন মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কিরূপ জানিতে পারিয়াছেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও সর্ব্বাংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উক্তিগুলি মনে পড়িতেছে—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ—বলরাম"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম"॥
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।
কেহ বলে,—কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যাঁর যেনমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

কেহ কোনমতে কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহে কেহ নর-নারায়ণ।
কেহ কহে,—"কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন"॥
কেহ কহে—"কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।

অসম্ভব নহে, সত্যবচন সবার॥
কেহ কহে,—"পরব্যোমে নারায়ণ-হরি"।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২য় অঃ)

যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন অথবা সমুচ্চ স্বতন্ত্রতা অন্তরে সমর্পণ করিতে না পারিলেও সৎসঙ্গে—বৈষ্ণবানুগত্যে অবস্থান করিয়া শুদ্ধসেবালাভের জন্য নিষ্কপটে চেষ্টা করিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই সম্বন্ধে উপযুক্ত উক্তিগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাঁহারা স্ব-স্ব সেবাকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির বা সেবাবৃত্তির অবস্থা অনুযায়ী যাহা অনুশীলন করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু তাহাই আবার শ্রীল প্রভুপাদের বাস্তবরূপ টীও নহে।

যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীল প্রভুপাদকে হাট প্যারিকেল-ওয়ালা [illegible] মঠের প্রতিষ্ঠাতারূপে দর্শন করিয়াছেন, বাহ্যিক আচার-বিচার, আড়ম্বর উজ্জ্বল, পাণ্ডিত্য বা প্রচারাদির গৌণ উদ্দেশ্যকে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, হয় ত' তাঁহারা জাগতিক পাণ্ডিত্য, লোকেষণা, উদারতা বা মহানুভবতার চরম আদর্শ শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বাস্তবরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলেন ও পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন,—

(১) বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি পাশ্চাত্য অন্যান্য মিশনের [illegible] পাল্লা দিয়াছেন। তিনি খুব ধনী লোক, তিনি সম্পূর্ণরূপে দেশসেবার পক্ষপাতী না হইলেও উৎসবাদির সময় যাহা করিয়াছেন তাহাও মন্দ নহে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ও পরবিদ্যাপীঠাদি করিয়া দেশে ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় শিক্ষার বিস্তারকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

(২) আবার কেহ কেহ হঠাৎ বিচার করিয়া বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ধনী লোকেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ধনী লোকের সুবিধার জন্যই তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবলমাত্র গরীব বেচারা লোকেরাই গ্রহণ করিত, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ধনী লোকের দেশভ্রমণের কোন ক্ষতি না করিয়া, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া লোকের মধ্যে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

(৩) কেহ কেহ আবার বাড়াবাড়ি বলিতে থাকেন, তিনি জাতি সম্বন্ধে গোস্বামী ঠাকুরদিগের উপরই বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাহাদিগকে পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু তিনি একদিকে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

(৪) অন্য এক শ্রেণীর লোক বিচার করেন, গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা মঠের মধ্যে প্রদর্শনী ও চিত্রাদির প্রচলন করিয়া একটা বায়স্কোপ বা সিনেমার সাহায্য করিয়াছেন। অবসরকালে ও জিনিসটা একরূপ মন্দ নহে। ইহাতে বেশ দেখা ও কলাবোধ কমবেশী দুইটাই চালান যায়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, চৌচাপা চতুষ্টয় সোপাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রকাশকরূপে নদীয়া প্রকাশ প্রমুখ আছে।
রক্ষক শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, অধ্যয়ন, প্রদর্শন-চতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
রক্ষক—শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অণুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভক্তানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদানদয়াল ব্রজবাসী ৮০

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীমহাস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) তেঘরিয়া-কুঞ্জকানন
শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিময়ূখ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়
নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ
কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর-শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অগষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, বাকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দ্বারবঙ্গ গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজের

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গোবিন্দবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদরাধাবল্লভজীর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশবাদ, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ও বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৭) পালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট
রক্ষক শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবত-ভজনানন্দ মঠ
চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীসনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহ্‌, (হাওড়া) এখানে যড়ভুজ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণগদাধরদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩৪৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে দিগম্বরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০১ নং খতিয়ানের অধীন ৩২০নং খতিয়ানে ১নং কুঁদিপুর মৌজের ৩৬৩নং খং ৫নং প্রতাপপুর মৌজার ৬০নং খং ও চাপড়া থানার অন্তর্গত ৬১নং কৃষ্ণদেবপুর মৌজে ৬৩নং খং ও থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ১৮নং চকভামনগর মৌজার ২৭নং খং ও ১৭নং চকতত্ত্বরা মৌজার ১৯নং খং লিখিত যে ৫২৲ পত্তনী জমা দেনদারের স্বত্ব দখল মায় আকর আওলাত বাকী পড়া সম্পত্তি দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০০৲

(৩৮)

১৫৩৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৪৭।৶৩

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ ছুখু সেখ দিং সাং পাথরাদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ সং ৪৭৭ নং খং ২৫-৬৮ শঃ জমির ২৪।৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৬৮৮নং খং ও তদধীন খতিয়ান ৬৮৮ (ক) ও ৬৮৯নং খং ভুক্ত ১-৮৫শঃ জমি দেনদারগণ পৃথকরূপে নাম খরিদ সূত্রে ॥০ আনা রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৪০৲

(৩৯)

১৫৩৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৬১৶৩

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ জহরদ্দি হালসানা দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে বানিয়াখড়ি গ্রামে ডিঃ সং ১৮নং খং ৪৫-০১শঃ জমি ৫৪৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০০৲

(৪০)

১৫৩২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৮৩৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে বানিয়াখড়ি গ্রামে ডিঃ সং ৩০নং খং ও তদধীন ৩১—৩৪নং খংভুক্ত ২-৫৫শঃ জমির ১২।৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪১)

১০ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৯/৯

ডিঃ রাখালদাস তরফদার

দেঃ কৃত্তিধর বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শিবপুরগ্রামে ডিঃ সং ৬৬নং খং ০-৯৩শঃ জমির ৩৸৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪২)

৬৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪০৶৯

ডিঃ নেকজান বিবি দিং

দেঃ মানাউল্লা বিশ্বাস দিং সাং কুঁকড়াদহ পোঃ বাজালখি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৩৮৫নং খং ও তদধীন ২৪৩—২৪৫নং খং ভুক্ত ৪-৫৭ শতক জমির ১০॥৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(৪৩)

৩৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৮৶৬

ডিঃ সুরেশ নন্দিনী দেবী দিং

দেঃ নুরজান মিস্ত দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ভুগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৩৪৩নং খং ১-৪০ শতক জমির ৩৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

নীলামের দিন ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৭

(৪৪)

১০২৮ দেংজারি ৩৬ দাবী ১২৩০॥৶৩

ডিঃ অরুণোদয় মিত্র

দেঃ যোড়শী কুমার বসু দিং সাং রাজাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রাজাপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৭৯নং খং ৩৩-২১ শতক জমি লেখা যায় উক্ত নিষ্কর ভূমিতে আমার স্বত্বাংশ ৵০ উক্ত নিষ্করের জমিদার বাবু শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায়ের সেরেস্তায় ১০৸/৮ টাকা আদায় হয়। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে।

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১ খং ৫২-০০ শতক জমির ১৮।৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম বিক্রয় হইবে।

(৪৫)

১০৮৭ দেংজারি ৩৬ দাবী ২৪॥৩

ডিঃ সুধাময় ভট্টাচার্য্য

দেঃ সত্য সেখ দিং সাং ঘোলপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পানিনালা গ্রামে ডিঃ সং ৪৬৮নং খং -২৪ শতক জমির ১৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০৲

(৪৬)

১৫৫৫ দেংজারি ৩৬ দাবী ৫৫৩৸৶

ডিঃ বিপুলানন্দ মুখোপাধ্যায়

দেঃ রাধিকানাথ সূত্রধর সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১০৩৩নং খং -০৮ শতক জমির ১৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০০৲

(৪৭)

১৬ মণিজারি ৩৭ দাবী ৫২৮৸৶৩

ডিঃ ফণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

দেঃ নিবারণ ঘোষ দিং সাং ও থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে চাপড়া গ্রামে ডিঃ সং ২৩৫নং ও ২৩৭নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬-১৩ শতক জমির ৩৬।১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল— প্রতি মণ

বাদশাহি	৬৸০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতন	৫৸০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলের কোয়ালিটি	৪।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৸০
পেশোয়ারী	১০৲—১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৸০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

বিফাইন, টাইপ	১০॥৶০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৶০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৸৫০
সভরেণ	২২।০।১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।৶ ৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸০—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৪।০—৫।৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৪॥৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
চী (এস)	৪৸৶০—৪৸৶
আটা (কে)	৪।০—৪।৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪৲
গোলাপ	১৪৸০—১৫০
তুষি	১৪৶০—১।৶০

ঘৃতের দর

অমৃত	৫৬৲
রামনৌকা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
[illegible]	৪২।০
[illegible]	৩৩০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাকা গাওয়া	৪১৫০

চুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আমেন গোলাব ফাইন	৫৪৲
লিটল আমেন করকচ	৪০০
করাচি গুরুদিন ফাইন	৪৩৲
হালাগা বাধা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

প্রতি মণ

পারল সাগু	৬।০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
গুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা ৭৶০—৭॥০

ঐ বে-মাকা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেষ্টেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ক্রিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৸০
বরগা টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶০
২৬ গেজ—	১২॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
৬ ই জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি [illegible] হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] গ্রন্থে অকারাদি বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

·:(:✱:):·

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	॥০		১৵০	।০
ইঞ্চ	২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গটিফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, সব রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—১৮নং হরলাল মিত্র লেন, কলিকাতা

পো: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৬

সাপ্তাহিক
গৌড়ীয়

ব্যাসপূজা-বাসরে
প্রকাশিত হইয়াছেন
বহু দুষ্প্রাপ্য
চিত্র ও বহু
মূল্যবান প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পো: শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

ইতালীর অস্ত্রবল বৃদ্ধির বিরাট পরিকল্পনা

রোমের ১লা মার্চ্চের এক সংবাদে প্রকাশ, রাত্রি দশটার সময় ফ্যাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বিষয়সূচী এত দীর্ঘ যে, সমস্ত রাত্রিব্যাপী অধিবেশন চলিলেও বোধ হয় সভার কার্য্য শেষ হইবে না। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া অধিবেশন চলিবার পর বোধ হয় কিছুদিনের জন্য সভা মুলতুবী থাকিবে।

রোমের ২রা মার্চ্চের একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ঐ দিবস রাত্রি ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সভা হয়। কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, (১) সশস্ত্র সৈন্যদের সংখ্যা আরও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইবার জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইবে; (২) রণসম্ভার বিভাগে কমিসারিয়েট জেনারেলের পদ আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বহাল রাখা হইবে; (৩) জাতির ১৮ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক সমস্ত যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির সামরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা হইবে এবং যাহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে হইবে তাহাদিগকে সৈন্যতালিকাভুক্ত করার জন্য মধ্যে মধ্যে সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে। (৪) দ্রুত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার শক্তিলাভের জন্য ইতালীয়ান বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পীদিগকে সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

এলাহাবাদে ভীষণ শিলাবৃষ্টি

এলাহাবাদ জিলার কতকগুলি গ্রামে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে আমের মত বড় বড় শিলা পড়িয়াছে। উহার ফলে চালের টাঁলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বহুদূর বিস্তীর্ণ স্থানের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়াছে। গবাদির মৃত্যুও ঘটিয়াছে। মাটির উপর শিলা একফুট উচ্চ হইয়া জমিয়াছিল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ সাহায্যলাভের আশায় সহরে আসিতেছে।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ

গত ২রা মার্চ্চ অপরাহ্নে এম্পিথিয়েটারে ভাইসচ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯তম সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। সরকারী, বে-সরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন। প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কোটস্থ মহারাজকে ডক্টর অব-ল, দারাণসীর মহারাজা, রাজা বলদেও দাস বিরলা, এ পি ক্রস, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, রাজবলি পাণ্ডে ও স্যার বিশ্বেশ্বর আয়ার প্রভৃতিকে ডক্টর অব লেটার্স এবং শ্রীযুক্ত কে এন লালকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

প্রায় আট শত গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রী দেওয়া হয়; তন্মধ্যে ৩৯জন মহিলাও ছিলেন।

দেরাদুনে প্রবল শিলাবৃষ্টি

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় দেরাদুনে, বজ্রপাতসহ প্রবল শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাগুলি আকারে ডিমের মত বড় ছিল। প্রায় ১ঘণ্টা ধরিয়া বর্ষণ হয়। ফলে রাস্তাঘাটে জল জমিয়া যায় এবং যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ থাকে

হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ

গুজরাট জেলার জালালপুর জাতনে একটা হিন্দু মুসলমান সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একজন কসাই বাজারের মধ্য দিয়া বিক্রির জন্য অনাবৃত অবস্থায় এক ঝুড়ি মাংস লইয়া যায়; কয়েক জন হিন্দু ও শিখ উহার প্রতিবাদ করে, কিন্তু কসাই উহা কর্ণপাত করে না, অতঃপর মুসলমানগণ কসাইকে সাহায্য করিতে আসিলে উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ বাধে। সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন শিখ নিহত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষের কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ শান্তি স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না।

বাখরগঞ্জে নৃশংস ডাকাতি

বরিশালের নলচিঠি থানার অন্তর্গত ভেওতা গ্রাম হইতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাত্রি দ্বিপ্রহরে সাত আট জন লোক ঐ গ্রামের জগত্তারী ধোপানী নাম্নী জনৈকা বিধবার বাড়ীতে চড়াও করে ও বিধবাকে মারধর করিয়া জলন্ত মশাল দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া দেয় এবং পরে ঘটিবাটী বিছানা পত্র সমস্ত লইয়া পলায়ন করে।

প্রকাশ, উক্ত ধোপানী কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জোর তদন্ত চলিয়াছে। লাঞ্ছিতা বিধবাকে বরিশাল হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠান হইয়াছে।

সীমান্তে উপজাতীয় অশান্তি

সীমান্তের আফ্রিদী উপজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের সহিত বৃটিশ সরকারের পুনরায় একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক দিন হইতেই সামরিক ঘাটি পরিত্যাগের বিষয় লইয়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার মীমাংসার সর্ত্তাবলী স্থিরীকৃত হয় এবং উভয় পক্ষের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতিক্রমে ঐ সকল সর্ত্তাবলী লিপিবদ্ধও হয়। কিন্তু ঐ সকল তথাকথিত প্রতিশ্রুতি একদল আফ্রিদী অমান্যই করিয়া আসিয়াছে।

আফ্রিদীরা সামরিক ঘাটিসমূহ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেও একদল আফ্রিদী ঐ সকল সর্ত্ত মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে; ফলে সীমান্ত সরকার তাহাদের ভাতা বন্ধের আদেশ দেন।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদল আক্রান্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ, কাবুরে একদল খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ দলে দুইজন নারী ছিলেন। তাঁহারা কাবুরের নিকটস্থ এক গ্রামে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা এক মাঠে তাঁবু খাটাইয়া শয়ন করেন। মধ্য রাত্রিতে এক ধর্ম্মোন্মত্ত শিখ কুঠার হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একজন পুরুষ ও নারীদ্বয়কে আহত করে। তাঁহাদের চীৎকারে স্থানীয় একজন ডাক্তার বন্দুক লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, আক্রমণকারী পলায়ন করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৪৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৷০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনভক্তি ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। [illegible]োপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ৷০
৬৫। সম্বাদ শিরোমণি[illegible]কম্ ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴৪
৬৭। সারার্থবর্ণনম ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷০
৭০। রামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। বার্ষিক সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রোতপথেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবনচারিত-পাঠে সহ ডাক্তার এক বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বতঃ প্রামাণ্য মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা। ব

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২ শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

ঢাকায় বিরাট্ মহোৎসব

—— ::(*):: ——

অভূতপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের নূতন মন্দিরে প্রবেশ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নব-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণ সহ তদ্দাসানুদাসগণের প্রবেশোৎসব ও আচার্য্য-প্রকটতিথি-পূজোৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩, ২রা মার্চ্চ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথির পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠানুগ বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সমবেত হন। আচার্য্য-প্রকটবাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন হইতে থাকে। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় বিরাট্ সংকীর্ত্তন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐক্যতানবাদ্যের সম্মিলিত রোল, জয়ধ্বনি ও আনন্দকোলাহলের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ অবতরণ করেন। প্রথমে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ রৌপ্য-সিংহাসনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও পাদুকা অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি একটী ময়ূরাকৃতি সুবৃহৎ সুশোভিত মোটরযানে সংস্থাপিত হন এবং আর একটী রৌপ্য-সিংহাসনে শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজীউ, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিগ্রহগণ অধিষ্ঠিত হন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার সম্মুখে দুইটী হস্তীর উপর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত ছত্র ও চামরাদি দ্বারা সেবিত হইয়া বিরাজিত ছিলেন। বিভিন্ন দেশীয় ভক্তগণ এক একটী সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় রচনা করিয়া শোভাযাত্রাকে সংকীর্ত্তন মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ও আলেখ্যাধিষ্ঠিত সিংহাসনে গুরুসেবকগণ ছত্র ও চামরসেবা করিতেছিলেন। ঐ সিংহাসনের নিম্নপ্রদেশে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিপাদগণ একটী কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে আচার্য্যের অনুব্রজ্যা করিতেছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সুললিতকণ্ঠে গৌরবিহিত গীতি-সমূহ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ লইয়া মোটরযানে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করাইয়াছিলেন এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্তবৃন্দগণ সংকীর্ত্তনের সেবা ও অনুগমন করিয়াছিলেন। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ৯০নং নবাবপুর রোডস্থ মঠপ্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া নবাবপুর, বাংলাবাজার, ভালবাজার, সদরঘাট, ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার হইয়া পুনরায় নবাবপুর রোডে উপস্থিত হন এবং মদনমোহন বসাক লেন হইয়া নারিন্দার নূতন মঠালয়ের প্রাঙ্গণে উপনীত হন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য পথের দুই পার্শ্বে, দুই পার্শ্বস্থ অট্টালিকা শ্রেণীতে, অলিন্দে ও ছাদে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, শুধু মস্তক ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শোভাযাত্রার পথে অন্যান্য যান-চলাচল বন্ধ ছিল। পথে দর্শকবৃন্দের এত ভিড় হইয়াছিল যে, পথচলা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রত্যক্ষ দর্শকগণ অনেকেই বলিয়াছেন যে, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী মিছিলেও স্থানীয় এত লোকের সমাগম ও শোভাযাত্রা দর্শনে এতটা উৎকণ্ঠা দেখা যায় নাই। ইহা ঢাকার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব ও অদ্বিতীয়।

শ্রীবিগ্রহগণ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট ও অধিষ্ঠিত হন এবং শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ যজ্ঞবর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমৎ ত্রিপুরানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সেবকগণ যথাবিহিত অভিষেক-পূজাদি সেবা ও পাঞ্চরাত্রিক কার্য্যসমূহ কীর্ত্তনমুখে সম্পাদন করেন। সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিয়া সুবৃহৎ "রাইমোহন-রায়চৌধুরী" প্রবণ-সদনে (নাটমন্দিরে) সমবেত হন। প্রবণ-সদনে শ্রীবিগ্রহগণের অভিমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্য সুসজ্জিত উচ্চ মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত হইলে তৎসম্মুখে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আচার্য্য-পাদপদ্ম-বন্দনাষ্টক শ্লোকাবলী কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব আত্মমর্য্যা চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহার (শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের) রচিত "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু" নামক ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া গ্রন্থখানি অঞ্জলিরূপে প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদ-গণ এবং তৎপরে মহামহোপদেশক আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও অন্যান্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ২ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে আগমন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপাদ বিদ্যা-বিনোদ প্রভুকে কএকবার অঞ্জলিপ্রদান করিতে দেখা গিয়াছে। জানা গেল যে, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয়-সম্পাদক সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদাস; সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীগোবিন্দ, অব্দ ৪৫৪ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান নাই

——::(●)::——

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্যাবাসই মঠ। ইঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠবস্তু। বৈকুণ্ঠেই ইঁহাদের নিত্যাবস্থিতি। তাঁহারা মায়ামরীচিকামুগ্ধ জীবকুলকে নিঃশ্রেয়স্ বিতরণ করিবার জন্য এ জগতে আগমনপূর্ব্বক শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। জগতের অনেক ব্যক্তি জগতে অনেক জিনিষ দিয়াছেন, অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, কিন্তু এ সবই এ জগতের কথা, লঘু কথা—এ জগতে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিবার কথা। গৃহান্ধকূপই এই সকল লোকের যন্ত্রণাময় আবাসস্থল। তাহা কেবলই বাজে কথা, নিজ সুখসুবিধার কথায়ই ভরপূর। বিষ্ণুপদের নামগন্ধও সেখানে নাই। এ জগৎটা এমন জিনিষ! এখানে এত হরিবিমুখতা! সেইজন্যই এখানে এত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত দুঃখ!

মঠ কৃষ্ণের সংসার—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণাগার। আর গৃহ বা সংসার ভোগীর হরিবিমুখ জীবনযাপনের ক্ষণিক পান্থশালা মাত্র। সুতরাং অনিত্য মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান থাকা কি করিয়া সম্ভব? সেইজন্যই বলিতেছি যে, এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ আছে মাত্র।

ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণসংসারের সংসারী, কৃষ্ণলীলার সহায়ক। নিত্য নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করাই তাঁহাদের কার্য্য। তাঁহারা যখন জগজ্জীবকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিবার জন্য—তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসংসারের সংসারী করিবার জন্য এ জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহাদের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমঠ বা শুদ্ধ মঠ জগতে প্রকটিত হইয়া থাকেন এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যানুগ গৌড়ীয়গণেরই লীলাক্ষেত্র বলিয়া সেই সব চিন্ময় মঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়মঠরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া হরিবিমুখ জগতের নিত্য আশ্রয়স্থল হইয়া থাকেন। ভগবান্ একটি, গুরুও একটী, এবং সেই হরিগুরুর সন্তোষবিধানের পন্থাও একটি; অতএব সেই সেবা [illegible]—মঠও যে একটি তাহা বলাই বাহুল্য নহে কি? সুতরাং গোলোকাবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যমঠই যে এ জগতে একমাত্র শুদ্ধভক্তির [illegible] তাহা বোধ হয় নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

শ্রী[illegible]বৈষ্ণব এবং শ্রীধামাদির যেমন আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপনাদি আছে শ্রীমঠেরও সেইরূপ অবতরণাদি দেখা যায়। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিরই কথা আছে; কিন্তু মঠে সকলেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই সতত ব্যস্ত। মঠ বাণীময়—কাঞ্চনময়। কৃষ্ণকীর্ত্তনই মঠের জীবন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনকারিগণই এ মঠের অধিবাসী। এক কথায় মঠের অধিবাসিগণ শ্রীচৈতন্যের [illegible] সহচর বা নিত্য চরণানুচর। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই মঠের মূল মালিক এবং তাঁহার আনুগত্যে মঠবাসিগণের তৎপ্রীতিবিধানমুখে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান জন্য চেষ্টা। মঠবাসীর শয়ন, ভোজন, রন্ধন, কথাবার্ত্তা, হাবভাব, চালচলন সবই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় ও কৃষ্ণাকর্ষী। যাহা যাহা দ্বারা হরিসেবা হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁহাদের হরিজনসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। মঠের সবই কৃষ্ণসেবোপকরণ, সবই চিন্ময়। মঠ নন্দালয়স্বরূপ। সেখানে নিরানন্দের কোন কথা নাই। মঠবাসিগণ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভাবের লেশও তাঁহাদের মধ্যে নাই। কৃষ্ণভজন ছাড়া কৃষ্ণসংসারের সংসারী মঠবাসিগণের আর কোন কৃত্য নাই। ইহাই তাঁহাদের প্রচার্য্যবিষয় ও আচরণীয় ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ মঠবাসিগণের নিত্যকৃত্য ও একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা আচারবান্ প্রচারক; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য কিঙ্করাভিমানী। কৃষ্ণবিমুখ আমরা বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হইয়া মঠবাসিগণকে আমাদের ন্যায় ভোগী ও ত্যাগী মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করি এবং তৎফলে যে মঠবাসিগণের সেবাই শ্রীনামকৃপা বা ভগবৎকৃপা-লাভের একমাত্র উপায়, সেই সজ্জনগণের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলেরই আবাহন করি। মঠবাসিগণ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবাতু। তাঁহারা জানেন, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য সবই শ্রীনাম। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুতঃ স্বতন্ত্র নয়। এই শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ। ভগবানই সম্বন্ধ, ভগবৎসেবাই অভিধেয় এবং ভগবৎপ্রেমাই প্রয়োজন; এই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা সতত কৃষ্ণসেবা-মগ্ন। এই মঠে কুণ্ঠাধর্ম্ম না থাকায় ইহা বৈকুণ্ঠ; এই মঠ আমাদের ভাগ্যে এ জগতে উদিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এ জগতে আর কোথায়ও আশ্রয় নাই। যা' দেখি সবই জল। এ যে দুঃখ জলধি! এখানে কি আর আশ্রয় আছে! সুতরাং সময় থাকিতে আশ্রয় [illegible] শেষে জল খাইয়াই প্রাণান্ত হইতে হইবে। তাই বলি, আর কেন, আর বৃথা সময় নষ্ট কেন? মন! তুমি কি বুঝিয়াও বুঝিবে না? শুনিয়াও শুনিবে না? ঠেকিয়াও শিখিবে না?

প্রকৃত মঠবাসীর এ জগতের কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ নাই। কারণ, এ জগতের সবই অস্থায়ী। তাঁহারা জাগতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের কোনও ধার ধারেন না। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অচিন্ত্যপাদনখশোভায় নিত্যাকৃষ্ট। এ জগতে কেবলই বাধা, রাধা বা আরাধনার কোন কথাই নাই। এখানকার সবই লঘু। সবই নিরানন্দময়। সেইজন্য মঠবাসিগণ এ জগতের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানে জাগতিক সমস্ত জিনিষকে ভগবৎসেবায় নিয়োগ করেন এবং শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া গুরুগৌরাঙ্গের সেবার কথা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করেন। কোন বাধাবিপত্তিই তাঁহাদের সেবায় বাধা দিতে পারে না, এমনি তাঁহাদের অপ্রতিহতা সেবাপ্রগতি। তাঁহাদের সেবা করিলেই জীবের মঙ্গল, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলেই জীবের সিদ্ধি; নতুবা এ জগতে আর দাঁড়াইবার জায়গা নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, কেহ স্বপ্নেও মঠকে এজগতের কোন বস্তু মনে করিবেন না। তাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থল, কৃষ্ণকান্তের শ্রীমন্দির—সাক্ষাৎ শ্রীধাম বা শ্রীগোলোক। এই মঠ মায়াতীত, অধোক্ষজ বস্তু। মঠাশ্রিত বা শরণাগত ভাগ্যবান্ জনগণই এই মঠের স্বরূপ অবগত হইবার বা তাঁহার কৃপা পাইবার যোগ্য। সরলতা ও নিষ্কপট আর্ত্তির অভাবে মঠকে প্রাপঞ্চিক মনে করা স্বাভাবিক।

— —

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

——:●:——

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রাতঃকালে লক্ষ্মৌ-এ "স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্ত" শ্লোকটির বিষয় আলোচনা করেন। যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনন্তদেব দয়া করেন। আর যাহারা দেহ-সর্ব্বস্ব হইয়া জড়দেহের সুখসাধনে ও দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজনের প্রীতিবিধানে ব্যস্ত, এই দেহটীকে বেশ করিয়া সাজাইব, বিলাসী হইব এবং সুখস্বচ্ছন্দে দিনটা কাটাইব—এইরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহাদের প্রতি অনন্তদেবের দয়া হয় না। যে দেহ কুকুরশৃগালভক্ষ্য, ভস্ম বা বিষ্ঠাই যাহার পরিণাম, যে দেহ আমার নয়, সেই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহটাই আমার সর্ব্বস্ব, এইরূপ কুবিচারে যাহারা প্রতিষ্ঠিত এবং আজীবন এই বিচারে লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা যদি হেলা করিয়া নিষ্কপট সাধুর নিকট হরিকথা না শোনে তাহা হইলে ত্রিজগতে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই যে তাহাদের মঙ্গল করে।

বিলাস একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া, জীবের নয়। জীব বিলাসী হইলেই মহাবিপদ, তাহার আর নিস্তার নাই। দৈবী মায়াকে জয় করা যায় না। মায়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সকলেই fail (পরাস্ত) হইয়া যায়। এমন কি, ব্রহ্মাদি মুখ্য মুখ্য দেবমুনিবৃন্দও তাহার কাছে হার মানিয়াছে। এ যে ভগবানের মায়া—তাই তাহার এত শক্তি। ভগবৎসেবা ছাড়িলেই মায়া আমাদের পেয়ে বসে। মায়া—মেপে নেওয়া বুদ্ধি। মায়াতে হরিগুরুবৈষ্ণবকে মাপিয়া বা জানিয়া লইবার প্রবৃত্তি বদ্ধজীবকে গ্রাস করিয়াছে। এই বুদ্ধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। নিরন্তর গুরুগৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহারা এই বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরে মায়ার কোন অধিকার নাই। শরণাগত ব্যক্তিই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ "কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়" বলিয়া গুরুবৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আমার শরীর অসুস্থ, দুর্ব্বলতাবশতঃ কোন কিছু করিতে পারি না; তাই অনেকের নিকট হইতে সেবা লইতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু ইঁহাদের এই সাহায্যের

ক্রমশঃ

প্রতিদান আমি কি দিব? আমি ত' তাঁহাদিগকে পার্থিব জিনিষ দিব না। তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে কি দিব? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট থেকে আমি যাহা পাইয়াছি, সেই প্রভুবাণীই আমার সম্বল। আমার ত' আর কিছুই নাই; সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে তাহাই দিব। তাহা হইলেই তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। সকল ঋণই কৃষ্ণসেবাতেই শোধ হইয়া যায়। কৃষ্ণের দিকে ঠিক থাকিলেই সব ঠিক; নইলে সব গোলমাল।

শ্রীল প্রভুপাদের কথা কতটা বুঝিয়াছি?

(২)

আবার কেহ কেহ মুরব্বিয়ানা বলেন, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্মের ছাঁটকাট দিয়া একটী নূতনধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মটী ঠিক এরূপ নহে; উনি প্রেমের কথা বেশী প্রচার করেন নাই। তবে ইহাতে যদি পান, বিড়ি ও সেবাদাসীর সম্ভ রক্ষা করা হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মটী কেমন বেশ সুন্দর হইত। অনেকেই সানন্দে ইহা গ্রহণ করিতেন।

আর একশ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়ী ও উচ্চজাত্যভিমানীর দল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বলিতে থাকেন, সর্ব্বনাশ! গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সমস্ত মর্য্যাদা নষ্ট করিলেন; আমাদের চিরাচরিত মোড়লগিরি ধ্বংসপূর্ব্বক জীবিকা-সংস্থানের উপায় বিনষ্ট করিয়াছেন। পায়ের উপর পা দিয়া ঠাকুর দেখাইয়া, বোকা শিষ্যদের নিকট হইতে টাকা পয়সা আদায় করিয়া অবাধে যে গাঁজা, তামাক, মদ প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিতাম, তাহা আর ভালরূপে চলিতেছে না। মৎস্য, মাংস ও অন্যান্য ভোগ-সামগ্রীর দ্বারা শরীর মোটা করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া অথচ জাতিকুলমান যথাপূর্ব্ব রাখিয়া বা লোক ঠকাইয়া যাহা করিতাম, তাহাতে বাধা দিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

আর একশ্রেণীর লোক হাঁপ ছাড়িয়া বলেন, গৃহস্থাশ্রমীর সুবিধা করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের এত প্রচার। একদিকে যেমন গরীব, দুঃখী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য একটী পয়সাও খরচ করিতে হইবে না, অপরদিকে শুদ্ধভক্তি-প্রচারযত্নে কিছু সাহায্য না করিয়াও কেবল ঘরে বসিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের পোষণ করিলে অথবা অবসরসময়ে ঘণ্টা নাড়িলেই শ্রীল প্রভুপাদকে কৃতার্থ করিতে পারা যাইবে। গৌড়ীয়াচার্য্য যখন দান-ধ্যানাদিকে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তখন শুদ্ধভক্তি-অনুষ্ঠানে কপর্দ্দকও সাহায্য করিয়া (পাছে দান হইয়া যায়), গৃহস্থবৈষ্ণবগিরির আস্ফালনে সকলকে ফাঁকি দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে [illegible] চালাইতে পারিব।

কেহ কেহ দয়া করিয়া উপদেশ-প্রদান মুখে বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ নিজমতের প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহাতে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা বিশেষভাবেই রহিয়াছে। তিনি এরূপ না করিয়া সকল ধর্ম্মের সঙ্গে একটা দফা রফা করিলে বহু লোকই শিষ্য হইয়া পড়িত।

কেহ মনে করেন গৌড়ীয়মঠাচার্য্য হিন্দুজাতির গৌরব বিস্তার করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচারক পাঠাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মান-সম্ভ্রম বাড়াইয়া দিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ এরূপভাবেও বলাবলি করেন যে, উনি যে মতটা প্রচার করিয়াছেন, সেটা নেহাৎ মন্দ নহে। তবে গৌড়ীয়মঠের লোক অত্যন্ত ভোগী। তাঁহারা সমস্ত অর্থ গাড়ী, ঘোড়া, মটর, বেশভূষা ও আহারাদিতে ফুরাইয়া দেয়। এটা কিন্তু গৌড়ীয়-মহান্তের প্রশংসনীয় ব্যাপার নহে, বরং সেই সমস্ত অর্থ গরীব দুঃখীকে দিলে কাজটা মন্দ হইত না।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ

(৩য় পৃষ্ঠার পর।)

সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রমুখ যে সকল সতীর্থ উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রযোগে ভক্ত্যঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে অঞ্জলিপ্রদান করেন।

অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় মঠের শ্রবণসদনে একটী সজ্জনমণ্ডিত বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরুবন্দনার পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীব্যাসপূজায় প্রেরিত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রভৃতি পাঠান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রদত্ত হয়।

অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় বিজ্ঞাপিত সাধারণ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গৌড়ীয়-ব্যাসপূজা-সংখ্যা হইতে "শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন" অঞ্জলিটীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া বক্তৃতামুখে ঐ বিষয়টী প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেইদিনের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে সারগর্ভ ও মাধুর্য্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তৎপরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ রেঙ্গুণ হইতে প্রেরিত শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের ও কটক সচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দের প্রেরিত অঞ্জলি-সম্পুটিত টেলিগ্রামদ্বয় পাঠ করিয়া আবেগময়ী ভাষায় একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া নিষ্কপট গুরুদাসগণের আনুগত্যে গুরুসেবার কথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের শ্রী[illegible]মন্দির ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণে [illegible] আনুকূল্যকারিগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান ও [illegible] পারদর্শী ব্যক্তিগণকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রদান করেন। তাঁহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তৎপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া", "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়", মহামন্ত্র ও আরাত্রিক কীর্ত্তন করেন; তৎসঙ্গে সঙ্গে আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। ঐ দিবস সমস্তদিন এবং রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত প্রায় ৫০,০০০ ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সুব্যবস্থায় এই প্রকার বিরাট উৎসবটী অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই স্বামিপাদের প্রচেষ্টায়ই শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও বিরাট শ্রবণসদন যথাক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার আহ্বানেই বালিয়াটির ভূমাধিকারিগণ অর্থদ্বারা শ্রীমঠের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নূতন মঠে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ শ্রবণসদন ও সুবিস্তৃত ভূমিতেও তিল ধারণের স্থান ছিল না।

ধন্যবাদের পাত্রগণ

জমি সংগ্রহে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণ এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রাঙ্গ, স্বধামগত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন সুর বি-এ।

জমিদাতা

বালিয়াটির জমিদার শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায়চৌধুরী।

মন্দিরদাতা

স্বধামগত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় চৌধুরীর পুত্রগণ—শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিকুসুম

নাট্যমন্দিরদাতা

শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাভুবনেশ্বরী রায় চৌধুরাণী এবং সাহায্যকারী তাঁহার পুত্রগণ শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুত গোবর্দ্ধনমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, শ্রীযুত ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ।

শ্রীল প্রভুপাদের আসন ও শুদ্ধভজনাগার

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় চৌধুরাণী।

বাগান—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ

খাট প্রভৃতি প্রদাত্রী—শ্রীযুক্তা শশীকুন্তলা দত্ত, ঢাকা; শ্রীমন্দিরের সিংহাসনপ্রদাতা—ঢাকা সিদ্ধীরার রায় বাহাদুর মনোমোহন নিয়োগী রিটায়ার্ড সবজজ ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুনীতিপ্রভা নিয়োগী।

শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে ও বারান্দায় শ্বেতপ্রস্তর প্রদাতা—মেঘনাথ শাহ বণিকের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম শাহ বণিক ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল শাহ বণিক।

প্রসাদসেবন-সদন—তালের (উড়িষ্যা) রাণী সাহেবা শ্রীযুক্তা স্বর্ণমঞ্জরী দেবী

আংশিক-সেবা সাহায্যকারিগণ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস।

শ্রীমন্দিরের প্ল্যান—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সি, ই, এম্, আই, ই, কলিকাতা।

বিভিন্ন সেবাকারী—শ্রীভক্তিবিনোদ বাসাধিকারী, শ্রীশ্রীনাথ সরকার (রিটায়ার্ড পোষ্ট মাষ্টার)

বিল্ডিংএর কার্য্য নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সহিত করার জন্য রহমান ওস্তাগার, (স্বর্ণপদক)।

সিংহাসন-নির্ম্মাণে—নৃপেন্দ্রনাথ বসাক (ডিজাইনার) ও রাজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী (রৌপ্যপদক)।

বিদ্যুৎকার্য্য—যাদব সূত্রধর (রৌপ্যপদক)। ইলেকট্রিকওয়েল—শ্রীযুক্ত দানেশচন্দ্র দেব ভক্তিবোধ; প্রদর্শন ও উৎসবাদির জন্য নানাভাবে সাহায্য—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ সরকার, শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীযুক্ত রাইমোহন, অধ্যাপক সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু,

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ, আচার্য্য-চতুষ্টয় সোপানে [illegible] আছেন। [illegible] প্রাজ্ঞিপ্রচারকবের্গের [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রেস্থান চতুষ্টয় বেদাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীনন্দাদ্বৈত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদানদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমদ্রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) তেঁতিয়া-কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীনৃপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিবল্লভ

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি, (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) শ্রীঈশ-পণ্ডিতের পাট

কাঞ্চনপল্লী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) মাধব-গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)। গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—উপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী।

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টা ভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

সরণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিদপুরা, বেনারস সিটি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। —শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) [illegible]

পোঃ নিমসার, সীতাপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) একস্থানে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) ব্রজেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা। রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)। রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গোপবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্যাগাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭। রক্ষক—শ্রীঅভিমন্যু ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)। শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)। এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরগুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
সভরেণ	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১৷৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷৭

পাতিরাম	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
হামবার্গ দাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খদির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৭৵০—৭৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬৷৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	।/১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা হন্দর	৪৷৷০—৪৸/০
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪৷৷—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
ফ্লিল পাটী, বোলটু গরাদে	৫।৶—৫৷৷৵০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৭৷৷০—৭।৵০

খুঃ ইস্পাত আসল ২২৷৷০, নকল ২১৲
টিকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬৷৷০
তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— :(:*:): ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-	১৬-০	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৪		১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
” ” ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৬৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ”	৫৲
ত্রৈমাসিক ”	২৸০
মাসিক ”	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট,
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফো বড়—১৮নং বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ
অগ্রিম দেয়

ব্যাসপূজা-বাসরে
প্রকাশিত হইয়াছেন
বহু দুষ্প্রাপ্য
চিত্র ও বহু
মূল্যবান্ প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।॰ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৭

বিবিধ সংবাদ

——:(:*:):——

ইংলণ্ডে সমর সজ্জা

লণ্ডনের ৩রা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, আগামী বৎসর অতিরিক্ত ব্যয় ধরিয়া নৌ-বিভাগের আনুমানিক মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইবে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার পাউণ্ড। তিনটী যুদ্ধ জাহাজ, দুইটী বিমান-বাহী জাহাজ, ৫টী ৮ হাজার টনী ক্রুইজার, দুইটি ৫০০০ টনী ক্রুজার, ১৬টী ডেষ্ট্রয়ার, ৭টী সাবমেরিণ এবং ৪৫টি ছোট জাহাজ নির্ম্মিত হইবে। গত বৎসর যত ব্যয় হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার পাউণ্ড অধিক ব্যয় হইবে। নূতন জাহাজাদি নির্ম্মাণ বাবদ ব্যয় হইবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৩ হাজার ২ শত ১৫ পাউণ্ড। ১৯৩৬ সালে যে সব কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য যে পরিমাণ খরচ হইবে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয়ের দ্বিগুণ নৌ-বহরের অন্যান্য খরচের (বড় বড় জাহাজগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করার খরচাসহ; বাবদ ৯০ লক্ষ ৮১ হাজার ৯ শত ৮৫ পাউণ্ড ব্যয় ধরা হইয়াছে। নৌ-বহরের কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার বৃদ্ধি করা হইবে, ফলে কর্ম্মচারীদের সংখ্যা দাড়াইবে ১ লক্ষ ১২ হাজার। নির্ম্মাণ সম্পর্কে ১৯৩৬ সালের লণ্ডন নৌ-চুক্তির সর্ত্তাদি মানিয়া চলা হইবে। ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ লওয়া হইবে এবং বাকী ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৫ হাজার পাউণ্ড কর বসাইয়া আদায় করা হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রণাগারে নূতন যুদ্ধ জাহাজগুলিতে ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কামান স্থাপন করা হইবে।

আসামের নূতন গবর্ণর

অতিরিক্ত সংখ্যায় আসাম গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আসামের গবর্ণর স্যার মাইকেল কীন ৩রা মার্চ্চ তারিখ অপরাহ্নে অবসর গ্রহণ করিয়া শিলং পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবনিযুক্ত গবর্ণর স্যার রবার্ট নীল রীড ৪ঠা মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আসামের গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ দিবস বেলা ১১টার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসের দরবার হলে স্যার রবার্ট রীড, সুরমা উপত্যকার কমিশনার এবং শিলং এর দায়রা জজ মিঃ জি ডি ওয়াকারের সম্মুখে যথারীতি শপথ করিয়া গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৩ ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর জয়লাভ

মাদ্রিদের ৩রা মার্চ্চের "ক্লারিডাড" পত্রিকায় প্রকাশ যে, সরকারী সেনাদল টেলেডোর প্রা[illegible]রিয়াছে এবং আলকাজারের এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। ২৩ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিশ সহস্র সরকারী সৈন্য তালাভেরা ও টলেডোর মধ্যস্থিত গাগুস অঞ্চল অতিক্রম করে। বিদ্রোহীপক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তালাভেরা হইতে টলেডো পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে এবং তালাভেরা হইতে মাদ্রিদ পর্য্যন্ত যে রেললাইন গিয়াছে সেই রাস্তাও রেললাইন সরকারী সেনাদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ঐ রেললাইনের সাহায্যেই মাদ্রিদে তাহাদের সৈন্যদের জন্য রসদ পাঠাইতেছে। এক্ষণে উক্ত রেললাইনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

আগামী ১১ই মার্চ্চ হইতে প্রত্যেকে দৈনিক সাড়ে দশ আউন্স ওজনের রুটির বেশী পাইবেন না।

একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা ঐ দিবস প্রাতে শ্রীমক মহল্লায় গোলাবর্ষণ করিয়াছে। বিদ্রোহীদের অশ্বারোহী সেনাদল অ-সামরিক বহু লোককে হত্যা করিয়াছে ও বহু ক্ষতি করিয়াছে।

কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের আমদানি শুল্ক

আমদানিশুল্ক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুসারে কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। যে সকল দেশের কাঁচা লোহা ও ইস্পাত আমদানির জন্য লাইসেন্স লইতে হয়, সেই সকল দেশ হইতে আনীত কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের জন্য বর্ত্তমানে যে শুল্ক দিতে হয় তাহার পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ১০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। ইস্পাত ও কাঁচা লোহার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নিমন্ত্রিত

প্রকাশ যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "রোডস স্মৃতি বক্তৃতা" প্রদান কারণের জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্টে পুনরস্ত্রসজ্জার প্রতিবাদ

গত ৩রা মার্চ্চ, ছয়ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর পার্লিয়ামেণ্টারী লেবার পার্টি পার্লামেণ্টে সমগ্র ভাবে পুনরস্ত্রসজ্জা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সমগ্র প্রস্তাবটি সম্পর্কে ডিভিসন দাবী না করিয়া তাঁহারা বিভিন্ন খাতের খরচের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই, অতিরিক্ত মুনাফা প্রতিরোধের জন্য কোন রক্ষাকবচ নাই এবং গঠনমূলক শান্তির নীতি অনুসরণ করিবার কোন চেষ্টা নাই, এই সকল প্রশ্ন তুলিয়া শ্রমিকদল খণ্ডভাবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবেন।

ছাদে ছদ্মবেশী পুলিশ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলার গবর্ণর যখন মসাগ্রাম ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া জামালপুর গঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে-ছিলেন, সে সময় জামালপুর গঞ্জের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শীল মহাশয়ের রাস্তার পার্শ্বের বাড়ীর ছাদের উপরে এক অপরিচিত লোককে একাকী দেখা যায়। অন্দরের মধ্য দিয়া অপরিচিত লোক একাকী ছাদে যাওয়ায় শরৎবাবুর পুত্র শ্রীভগবৎচন্দ্র শীল তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহেন, তাহাতে লোকটি উত্তর করে সে সে সাধারণ বেশধারী পুলিশের লোক। শ্রীযুক্ত শীল তাহাকে নামিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে লোকটি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় এবং হাজতে রাখে। সন্ধ্যার সময় ৫০ টাকার জামীনে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯ জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ। ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। খাদন-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)। ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷০
২৭। বৃত্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। ভক্তস্মরণম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনরায়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া পরমাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর [illegible] গ্রন্থে [illegible] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় লেখনীর [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] ৫৫ বিরাট [illegible] মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

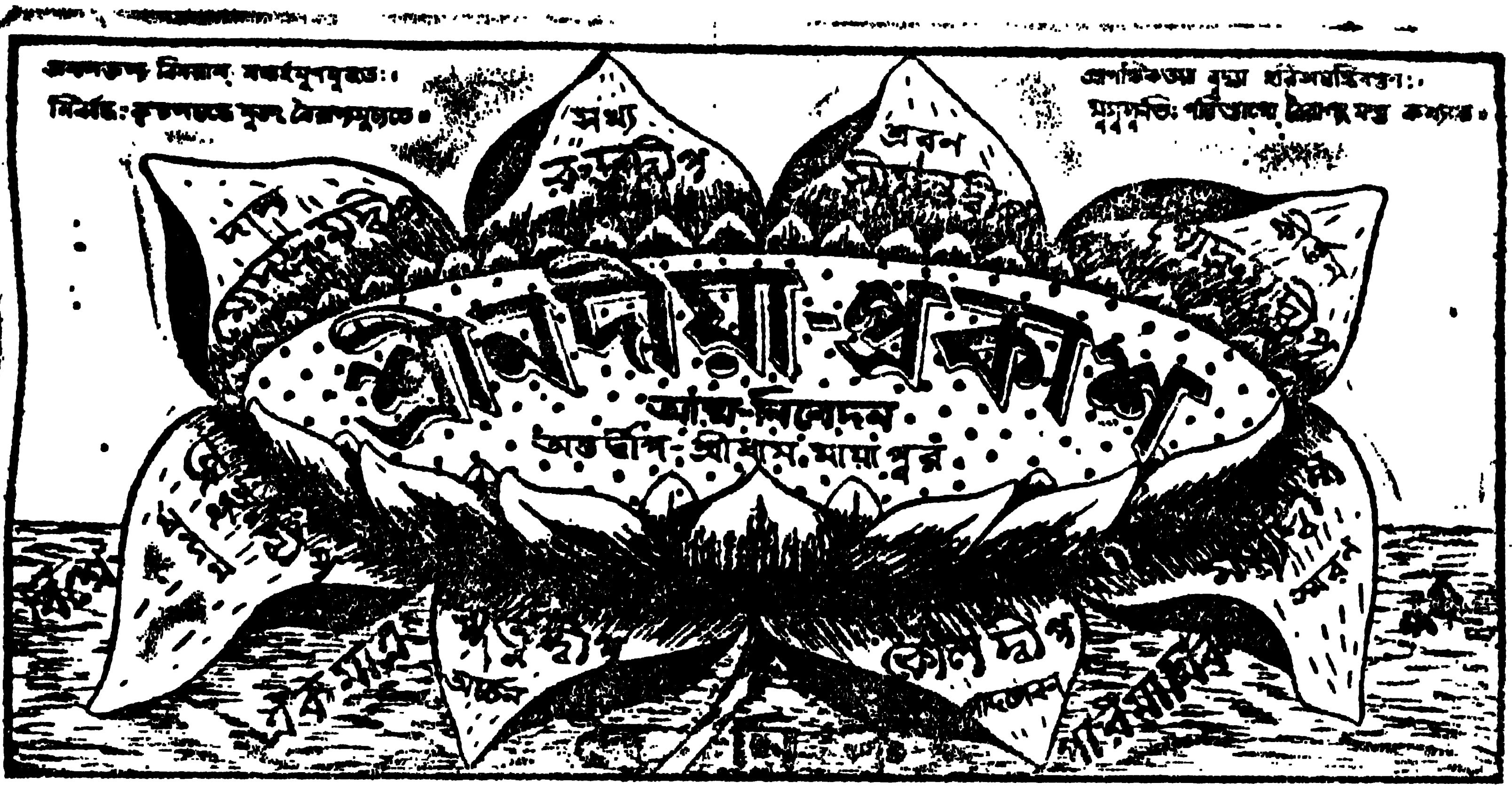

১২শ বর্ষ { ১০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৪শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৭ম সংখ্যা

আচার্য্যবিরহ-সভা

দার্জ্জিলিং সহরে

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটে দার্জ্জিলিং সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে N. N. H. P. হলে, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলাপ্রবেশে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। প্লীডার শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চ্যাটার্জ্জী প্লীডার মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী সভাপতি মহাশয়ের গলায় প্রসাদী পুষ্পমালিকা প্রদানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। একটী উচ্চমঞ্চে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চ্য আলেখ্য পুষ্পমালিকাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনাদির পর প্লীডার শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র বাবু ও রায় সাহেব মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবাসম্পদ্-বৃদ্ধিকল্পে যাহাতে দার্জ্জিলিং-বাসীর সমবেত চেষ্টা নিযুক্ত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য সকলকে আহ্বান করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রাণবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় অযোগ্যতা প্রকাশান্তে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব আকর্ষিণী-শক্তি-সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন এবং মঠটীর সেবাসম্পদ্-বৃদ্ধির সহায়তাকল্পে সভার সভ্যগণকে আহ্বান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" পদটি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদ উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধকে প্রচুরপরিমাণে বিতরণ করা হয়। সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত বি, এম, চ্যাটার্জ্জি রায়সাহেব; শ্রীযুক্ত এস, সান্যাল এম্-এ. বি-এল্ গবর্ণমেণ্ট প্লীডার; শ্রীযুক্ত জি, কে, ব্যানার্জ্জি প্লীডার; শ্রীযুক্ত এস্, সি, গুপ্ত প্লীডার, শ্রীযুক্ত ডি, এন, গুপ্ত হেড্ ক্লার্ক মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীযুক্ত ডি, দুজ্জা ম্যানেজার জেঠমল ভোজরাজ; শ্রীযুক্ত বি, সি, সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পি, কে, চ্যাটার্জ্জি কোলমার্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত শিউকুমার বাস ম্যানেজার রামলাল খেরুলাল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর দার্জ্জিলিং. শ্রীযুক্ত এককড়ি কর হেড্ ক্লার্ক মিউনিসিপ্যালিটি, শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার হেড্ ক্লার্ক পুলিশ অফিস; শ্রীযুক্ত মহাবীর রাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জলাপাহার ক্যাণ্টনমেণ্ট. শ্রীযুক্ত দেবজীবন ভট্টাচার্য্য একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত এন্, এন্, কুশারী বি-এল, শ্রীযুক্ত নরেন্ মহারাজ (রামকৃষ্ণমিশন মঠরক্ষক দার্জ্জিলিং), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু পোষ্টমাষ্টার; শ্রীযুক্ত মুক্তাপ্রসাদ সিংহ; শ্রীযুক্ত অংশুধর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

চাকদহ মহেশ পণ্ডিতের পাটে শ্রীনিত্যানন্দোৎসব ও ব্যাসপূজা

চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-তিথি ও ব্যাসপূজা যথাসাধ্য প্রতিপালিত হইয়াছে। সকালে আরতি, গুরুবন্দনা মন্দিরাদি পরিক্রমা, কীর্ত্তন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহিমা পাঠ ও কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীব্যাসপূজাবসরে প্রপন্নাশ্রিত-পুষ্পাঞ্জলিরিয়ম্

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মনোহভীষ্টস্থাপকপ্রবরাণামস্মত্প্রভূণাং শ্রীমৎ-চরণারবিন্দানামিষ্টসেবালভনবিষয়ে কিং বয়ং ভবদগ্ধপথারাশ্রয়ং লব্ধ্বা ধন্যতমা নো ভবিষ্যামঃ? অধুনা "শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠকুরস্য বাণী-বর্ত্তিকাম্মন্দ্‌দয়ান্ধ-কন্দরে নিত্যং দেদীপ্যমানা সত্যাস্মত্প্রভবো নিত্যসেবায়ামস্মানধিকতরাকৃষ্ট-চেতসঃ করোতু—"মম শ্রীমদ্‌গুরুপাদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ, সাধন-সাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীতাত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু; সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিঃ।" "শ্রীগুরুদেব এব জীবানাং জীবনম্। গুরুদেবৈব জীববৃন্দানামেকমাত্র-কৃত্যম্, অপরঞ্চ গুরুস্বুখবিধানমুখেন কৃষ্ণ-প্রীতিবিধানমেব গৌড়ীয়ভজনবৈশিষ্ট্যম্" ইত্যাদিশাস্ত্রতাৎপর্য্যময়-নিগূঢ়শুদ্ধসেবাকৌশল-সম্পন্নাস্মচ্ছ্রেভ্যো বিজ্ঞাপয়ন্তামাশ্রয়াশ্লিষ্টনবদ্বিগ্রহসেবনং স্বয়মেব বিধায় সমাধিশতাং শ্রীরাধাপক্ষপাতিনাং শ্রীগুরুপাদপদ্মানামঙ্ঘ্রিকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিং জ্ঞাপয়ামঃ, কৃপয়া নিযুক্তস্মান্ তদ্দাসপ্রেষ্ঠদাস্যে।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মা-
মনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥

ইতি—
তবদীয়ানাং নিত্যকৃপাপ্রার্থিনাং
দীনানামযোগ্যানাং
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্।
ফাল্গুনত্রয়োদশদিবসে
শ্রীগোবিন্দপক্ষস্য
৪৫০ তম-গৌরাব্দে
শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠতঃ।

কাকুতি করিয়া যারে কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ গোবিন্দ, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫০

গুরুস্বরূপ ●

(ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শাস্ত্রসকল তিনভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-বিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। এই নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিমার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেরই অংশভূত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন। তত্ত্ব শক্তির পারস্পরে পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্বসম্বন্ধে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একবস্তু হইয়া ৬টি ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। (১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব, (৪) স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান্-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয়তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয়তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশস্বরূপ এবং গুরুদেব এক পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ নাম। শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বন্ধু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। "কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁ'র মাধুর্য্য আস্বাদন।" "কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ"। "ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥" "নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান। আপনাকে করেন' তাঁ'র দাস অভিমান॥" "সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।" "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥" "মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ। দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥" "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥"—এই সকল পদ্য কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদব্রহ্ম-জ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানাইয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ-দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ দৃষ্টিব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই "বয়ং তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম"॥ "ভব যঃ প্রিয়সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। শ্রীশিবো হ্যেষাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদ্ অষ্টভুজং পুরুষম্॥" প্রাচীনবর্হিষের প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীতদ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন —"হে ভগবন্, আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের অল্পকালসঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্-শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগজনের রাগানুগমার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন, 'ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু। শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥' অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদের দিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই আদর কর। শচী-নন্দনকে ব্রজনন্দন জানিবে, গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥' এখানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ। গুরু ভক্তজগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন, "সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পূরি' দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব। গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম-ঠামে, চামরের বাতাস করিব॥" "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়। সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার॥"

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর লিখিয়াছেন, 'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।' অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক জানিতে হইবে তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয় কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরুর উচ্ছিষ্ট শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী গুরুঠাকুর পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতিগ্রন্থে লিখিয়াছেন, "শ্রীমহাপ্রভুর্নৈবনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।' অর্থাৎ শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেব প্রমুখ ভক্তগণের ভক্তি সহকারে পূজা করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু। গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু।' গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধবৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূক্ষ্মরূপে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত হইবে।

● সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা।

আমার আর নিস্তার নাই

——::(৩):: ——

অসাধু ভোগী আমি সর্ব্বক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ। এই তিনটীই আমার প্রয়োজন, তদতিরিক্ত কোন বস্তুর ধারণা আমার নাই। এই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যে একমাত্র ভগবানেরই ভোগের বস্তু, একথা বুঝিতে না পারিয়া আমি সেগুলিকে নিজের ভোগে লাগাইতে ব্যস্ত। কৃষ্ণের সামগ্রী অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী মূঢ় আমি নিশ্চিন্তে ভোগবুদ্ধি করিতে করিতে নরকের পথ প্রশস্ত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি—স্ব-স্ব ভোগময় মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। এই তিনটী জিনিসই যে আমার পক্ষে বিষ ও প্রাণনাশক, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এই বিষ বা কণ্টককে মৃত্যু জানিয়া সযত্নে পরিহার না করিয়া গলাধঃকরণ করিতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী নহে কি? আমি অজ্ঞ জীব, হিতাহিত-বিবেক আমার নাই। তাই আমি কখনও বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। এই জগৎ বিষে পরিপূর্ণ—বিষভাণ্ড-স্বরূপ। সুতরাং এ জগতে থাকিয়া আমি এই বিষয়-বিষের হস্ত হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইব? যে দিকে তাকাই সেই দিকে কেবলই কণ্টক—কেবলই বিষ। এ গুলির সদ্ব্যবহার হইলে আর অসুবিধা নাই। সদ্বৈদ্যের নিকট এই প্রাণনাশক বিষই প্রাণদায়ক হইয়া থাকে। 'আমি বিষয়-বিষ খাইব না, খাইব না' বলিয়া তাহা হইতে তফাৎ হইতে গেলে বিষের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না, পরন্তু অজ্ঞতাবশে বিষ-ভক্ষণ ও তজ্জনিত কষ্টভোগই আমার ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিষয়-কণ্টক ভোগ বা ত্যাগে যত্ন না করিয়া সেইগুলিকে ভগবৎসেবায় লাগাইবার জন্য ভগবৎসেবারত সাধুর আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি ত' তা' করি নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, আমার আর নিস্তার নাই।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই অভক্তি—দেহ-মনের বৃত্তি। আর যুক্তবৈরাগ্য বা সাধুর আনুগত্যই ভক্তি। ইহাই চেতনের বৃত্তি বা মঙ্গলের পথ। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মধ্যে কামিনীই জীবের পক্ষে মহা বিপজ্জনক বস্তু। তাই সাধু-শাস্ত্র কামিনী দর্শন বা কামিনীসঙ্গ 'ত' দূরের কথা, তৎসঙ্গিগণের সঙ্গ হইতেও অনন্ত যোজন দূরে থাকিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-নির্মুক্ত সাধুর সঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই কামিনী-চিন্তা হইতেই হৃদয়ে সংসার-প্রবৃত্তি জাগে এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্য ভগবদ্বিস্মৃতি আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। তখন জীব নিজকে কামিনীর ভোক্তা মনে করিয়া পুরুষাভিমানে মরে। সুতরাং ভোগ্যযোষিৎ ও তাহার প্রভু যোষিৎসঙ্গী পুরুষাভিমানীর দুঃসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া নির্ভীক ও নিরলস হইয়া সাধুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অনুশীলন করিতে হইবে। এই ভাবং প্রবৃত্তি দ্বারাই আমরা এই মারাত্মক বর্ব্বর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। যোষিৎসঙ্গ-প্রয়াসই জীবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের আশায় প্রমত্ত করায় এবং [illegible] প্রয়াস করিতে গিয়া জীব নানাবিধ ক্লেশে জর্জ্জরিত হয়। এ কণ্টক-সংগ্রহেও কষ্ট ও সংগ্রহের পর কণ্টক-ভোগেও কষ্ট এবং আসক্তি-নিবন্ধন ইহা ত্যাগ করাও কষ্টকর; সুতরাং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় সুখ কোথায়? আমি দুঃখী জীব, সুখের কাঙ্গাল, সুখই আমার পরম প্রয়োজন বলিয়া আমি কামনায় পরমোচ্ছিষ্টবৎদেশ কামিনী-সঙ্গে আসক্ত হইয়াছি। সুতরাং আমার আর নিস্তার নাই।

এমতাবস্থায় ভয় পাইলে চলিবে না। আত্মরক্ষার জন্য নির্ভীক সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাহা হইলেই নারীসঙ্গ ও নারী-সঙ্গীর প্ররোচনাকারী যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবার বল আমার হৃদয়ে আসিবে। আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব, রক্ষা পাইব।

সাধুগণ নিষ্কলঙ্ক, নিরন্তর হরিগুরু-বৈষ্ণবচিন্তায় রত। তাঁহাদের হৃদয়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি কোন ইতর চিন্তার লেশমাত্রও নাই বা থাকিতে পারে না। তাঁহারা সেবকাভিমানী, সেব্যের নিত্য সঙ্গী। তাঁহারা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' অর্থাৎ সবই ভগবৎসেবার উপকরণ—এই বিচারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। হরিই তাঁহাদের অর্থ। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ আচার্য্যই তাঁহাদের গুরু অর্থাৎ তাঁহারা এই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অনুগত কিঙ্কর। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে নিত্যকাল অবস্থিত হওয়াই বা গুরু-দাসাভিমানই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তাঁহাদের আর অভাব কিসের যে, তাঁহারা অপর জিনিষের প্রার্থী হইবেন? তাঁহারা এ জগতের কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা কাহারও নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করেন না, বরং কাঙ্গাল দরিদ্র অভাবগ্রস্ত জীব আমাদিগকে কৃষ্ণধনে ধনী করিয়া আমাদের অভাব পূরণের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা করেন। এমনি তাঁহারা দয়াল। এমনি তাঁহারা উদার।

জগতের মানুষ প্রায় শতকরা শত জনই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় নিয়তই বিদ্ধ হইতেছে। যিনি যে পরিমাণে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপী মায়া তাঁহাকে সেই পরিমাণেই ছাড়িয়াছে। এই বিষয় বা কণ্টকের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রকৃত সাধুর নিকট কৃপাভিখারী হইলেই আমরা নিস্তার পাই। এতদ্ব্যতীত কণ্টকবিদ্ধ অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্ত আমাদের মঙ্গলের আর কোন উপায় দেখি না। তাই প্রার্থনা—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীব্যাসপূজাবসরে

প্রপন্নার্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলিরিয়ম্

"নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥
শুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বশরণে
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

হে শ্রীগৌরবাণীমূর্ত্তিশ্রীবিগ্রহাঃ শ্রীল প্রভুপাদাঃ! ভবতাং শ্রীপদারবিন্দযুগল [illegible] পুনরস্মাকং সেবানেত্রবিষয়ীভূতং [illegible]? কিং মন্দভাগ্যা বয়ন্তবতাং শ্রীচরণান্তিক উপবিশ্য শ্রীমুখপদ্মবিগলিতামৃতরসসংযুক্তং ভাগবতকথারসং পুনর্নিষেবিতুং শক্ষ্যাম? হা হা কিং পুনরেকদাপি ভবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীমায়াপুরধামঃ পথি পথি গৌরপ্রেম্না বিচরতঃ স্বভক্তজনৈর্বৃতান্ বিবিধেষ্টগোষ্ঠীং কুর্ব্বতঃ কৃপাদৃষ্টি-মধুরালাপৈশ্চ ত্রিতাপাক্রান্তজনানাং সর্ব্বক্লেশপরিহানানামনুগতানাঞ্চ মধ্যে রাজতো ভবচ্ছ্রীপাদান্ সেবোৎসাহোৎসান্ দৃগ্গোচরী ভূতান্ করিষ্যামঃ? হা হা প্রাণপ্রভবঃ! ভবদাগমনশব্দশ্রবণমাত্রেণ ভবতাং স্বাগতং চিন্তয়ত উৎকণ্ঠিতান্ প্রচুরনবনবায়মান-সেবাসঙ্কল্পসমুল্লাসহৃতান্ প্রিয়পার্ষদজনান্ ধামবাসিনঃ কিং ন স্মরথ? অহহ! অত্রভবতাং শ্রীগুরুচরণানামদর্শনেনাস্মদৃশামস্মদৃশপাপ-জীবিতানাং প্রাণাঃ কথং ধার্য্যন্তে? প্রাণেশাদৈবাস্মাকময়া [illegible] কথং ন ধ্বংসীভূয়েত?

অর্য্যমা, চন্দ্রমাস্তারকাশ্চ প্রত্যহমুদয়ন্ত্যস্তং যান্তি চ পূর্ব্ববৎ, ষড়্ঋতবো গতায়াতঞ্চ কুর্ব্বন্তি পূর্ব্ববদেব। যামা, ঘটিকা, নিমেষাশ্চ যথাপূর্ব্বং সমাবর্ত্তন্তে। ভূতানি পঞ্চ যথাপূর্ব্বং কার্য্যং সম্পাদয়ন্তি। বৃক্ষলতাপ্রভৃতয়ঃ পূর্ব্বানুরূপং পত্রপুষ্পফলানি প্রযচ্ছন্তি। বৃক্ষলতা-প্রভৃতয়ঃ পূর্ব্বানুরূপং পত্রপুষ্পফলানি প্রযচ্ছন্তি। সরিৎসমুদ্রবারিবাহাশ্চ যথাপূর্ব্বং বন্যাপ্লাবন-জলোচ্ছ্বাসাদীন্ কুর্ব্বন্তি। লৌকিক্যো বৈদিকাশ্চ প্রথাঃ প্রবর্ত্তন্তে যথাপূর্ব্বম্। হা ধিক্ ধিক্, হা ভবতোঽন্তরেণ শক্তানামুৎসুকানাং সজীবানাং বলবতাং পূর্ণতাপ্রাপ্তানাং ভবদধীনবিশ্বজীববৃন্দানাং কা নাম শোচ্যতরা দশাঃ সমুপস্থিতাঃ! ধিগ্ ধিগ্ দুরদৃষ্টম্! সর্ব্বস্ব-হীনানামপি সর্ব্বস্বং ভবন্ত এবাসন্। অধুনা ভবতামলিস্মদয়াঃ পরমাপ্তবৈষ্ণববর্গা এবাস্মাকমাশ্রয়া ইতি কথং কথমপি ধৈর্য্যং ধারয়ামঃ। অহো! পুনঃ পুনর্ভবতাং শ্রীমুখবিগলিতাঃ সুধাময়াঃ কথা অস্মদ্ধৃদয়ে সমুদিতা সর্ব্বান্ নো বিকলিতান্ প্রকুর্ব্বন্তি। অহো! ভবতাং পদদ্বন্দ্বাঙ্কিতশ্রীবদনকমল-মন্দাকমধুরাপাঙ্গার্চ্চিত্ৰ্য সদৈব গুরুগৌর-ধামশ্রীবৃন্দং শ্রীরূপরঘুনাথানুগমন প্রবৃত্তিঞ্চ জাগরয়ত! কচিচ্ছ্রীগৌরকুণ্ডতীরং, কচিচ্ছ্রী-বাসাঙ্গনং, কচিচ্ছ্রীভক্তিবিজয়ভবনং, কচিদ্বিশ্রামকরণশ্রবণসদনং, কচিচ্ছ্রীরাধাকুণ্ড-তীরকালক্ষেত্রং, কচিচ্চাপরান্ পীঠান্ মুদা সস্নাতাম্ উপদেশকারিণাং ভক্তগোষ্ঠীপরিবৃতানাং ভবতাং শ্রীমুখোচ্চারিতান্ শ্লোকানসকৃৎ স্মরামঃ—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥
যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থধন্যাতিধন্য-
পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি তস্যা
নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥
পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
প্রতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে
পরংব্রহ্ম॥
বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াবা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

হে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি' রিতিবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীলগোস্বামিপাদাঃ! হে গৌর-কিশোর-ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্টসংস্থাপকাঃ! হে পরবিদ্যাপীঠস্থাপিনঃ! হে ভাগবত-সংশিক্ষ-প্রদর্শনী-প্রদর্শকাঃ! হে শ্রীগৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্র-নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমণ-প্রবর্ত্তন-কারিণঃ! হে শ্রীরূপপাদদেশামৃতাচার-প্রচারকবরাঃ! হে বিপ্রলম্ভরসাভিষ্টগৌর-পার্ষদবরাঃ! হে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-পতয়ঃ! হে শ্রীমন্নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা-পাত্ররাজাঃ! হে শ্রীগৌরধাম-গৌরনাম-গৌরকামপরিপূরকশ্রেষ্ঠাঃ! অয়ি অস্মৎকুল-কৃষ্ণানুশীলনপর দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাপক-ধুর্য্যাঃ। অয়ি কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সর্ব্বস্বসংরক্ষণশীলাঃ! অয়ি শুদ্ধভক্তসজ্জারামপ্রাণপুরুষাঃ! অয়ি নিখিলবিদ্যা-গুণ-শীল-নৈপুণ্যাদিসম্পত্তয়ঃ! অয়ি সহজপরমহংসকুলাধিরাজাঃ! অয়ি অকৃত্রিম-পরদুঃখদুঃখি-শুদ্ধকৃপাম্বুনিধয়ঃ! অয়ি সকল-কৃপাকাঙ্ক্ষিধ্বান্ত-ভাস্করাঃ! অয়ি প্রাকৃতমাতা-[illegible]বাৎসল্যাদিসম্বরাঃ! অয়ি [illegible]প্রবর্ত্তন-চূড়ামণয়ঃ! অয়ি তৃণাদপি সুনীচস্য তরোরপি সহিষ্ণো-শ্চাদর্শস্থাপকপ্রবরাঃ! অহো বত ফল্গুনা যুক্তস্য চ বৈরাগ্যস্যাচারপ্রচারনিরতকৃষ্ণসেবৈক-নিষ্ঠ-গুরুবরাঃ! অহো ভাগবতপররাষ্ট্র-সাহিত্যসম্রাজঃ! অহো কৃষ্ণসেবাবিস্তম্ভয়ো মাধ্বশ্রীমধ্বং সমগ্রজ্ঞানবিজ্ঞানানুযোগকারিণঃ অহো বিবিধপরপত্রার্চ্চাপ্রকট বিধায়কশূর-শ্রেষ্ঠাঃ। অহো জীবন্মুক্তেনৈকষ্ম্যসিদ্ধে-শ্চাদর্শপ্রকাশকাঃ! অহো বিষয়বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মাশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধায়াঃ সেবা-সৌন্দর্য্যাধিক্যপ্রকাশকরসিকবরাঃ! অহো শ্রীগুরু [illegible] বিশ্লেষণেনাসমোদ্ধৃত পরমাশ্রয়ণীয়ত্বস্য চ মহিমকীর্ত্তনেঽনন্যমুখা-দ্বিতীয়প্রচারকাঃ! অহো বিপ্রলম্ভরস-পারতম্যপ্রচারার্থং গোবর্দ্ধনাভিন্নচটকপর্ব্বতে সগণস্য ভাস্কর্য্যাঃ শ্রীনিত্যপ্রকটাভিলাষিণঃ অহো গোবর্দ্ধনপথ-রাধাকুণ্ডতীরবাসমাহাত্ম্য-পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনার্থায় শ্রীচৈতন্যমঠস্থাপন-কারিণঃ! অহো শ্রীনামভজন-পরায়ণমুকুট-মৌলয়ঃ! অহো স্বাশ্রিতভক্তগুণকীর্ত্তন-পঞ্চাননাঃ! অহো অপ্রকটলীলামিষেণ ঈশাবাস্যচমৎকারিতাপ্রকটনায় ব্রজাভিন্নগৌর-ধামস্থরাধাকুণ্ডাশ্রয়কারিণঃ! বয়নস্তভাং নগণ্যা-তিদীনা ভৃত্যা অদ্য পুণ্যাবির্ভাবনাসরে মুহু-র্মুহুর্ব্বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠেন পরমপাবনভবল্লীলা-কথাঃ কীর্ত্তয়ামঃ। শ্রীমদ্গুরুবরচরণানাং নিত্যরূপাশ্রিতভিদস্মদৃশাং নিরাশ্রয়জনমানানাং সেবোৎসাহাধিক্যবৃদ্ধং বর্দ্ধতাম্। ভবচ্ছ্রী-পাদপদ্মদৃগ্ভঙ্গো নিশম্যতাং ভবৎপ্রকটা-প্রকটলীলাতাৎপর্য্যম্। কৃপয়া বিদিক্ষুরস্মান্ দাসানুদাসরূপেণ চিরম। সঙ্কল্পেন শ্রীচৈতন্য-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ ঈশোদ্যান

প্রাচীন নবদ্বীপ, প্রাকপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশকারী নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক— শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান চতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদির তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমদনস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাননগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীহরিরিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক - শ্রীনৃপঞ্জয় ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাগপাড়ী (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস ব্রজবাসী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠাশ্রম

নারিন্দা, ঢাকা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপটাডিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

বদরঘাট, বাঁকিপুর। রক্ষক —শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক – শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর। রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। রক্ষক —শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা। রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক —শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শমশাবাদ, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭। রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মহার হাউস, কর্ণওয়াল, গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক [illegible]।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৪।০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সায়েজ কোয়ালিটি	৪।৵০
সিদ্ধ বেরুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৵০

চিনির দর

চিকাউন, টাইপ	১০॥৵০
হরিকৃষ্ণ ১০০০ নং	১০৵০
কাশহোলা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০-
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
গিনি	২২।০'১০
রূপা বাট প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরেজ—	৩৪।৵০
নিরেস—	৩৪৸৵০
উত্তম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸৵০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

গুড়ের দর

আকবর	৫৬৲
মামগাজা	৫৫৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
দোলো	৪২।০

পান্তিপাড়া	৩১০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬।
রাজা গাওয়া	৪১৸০

সূতের দর

কলিকাতা—১লা মার্চ্চ

আমেন পোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আমেন কারক	৪০৲
কয়াচি পুরলিন কাইন	৪৩৲
ঢাকার্গি লাঘা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
এঙ্গেল টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৴১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪॥০	৭৸৵০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাটী, বোল্টু গরাদে	৫।০—৫।৵০
গোল রড রি-ইন-ফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৫।০—৭।৵০

খুঃ ইস্পাত আসল—২২॥০, নকল ২১৲

চটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

আশুতোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, শিকদার বাগান
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯-
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিস্তার প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যবার সেবন করিতে হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাজা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্থূল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে, কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(঳):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ||০	|৴০	|৴০	|০
" " ইঞ্চি ২৲	১||০	১||০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪||০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যা ৵০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুবাস কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]—১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

সাম্প্রতিক
গৌড়ীয়

ব্যাসপূজা-বাসরে
প্রকাশিত হইয়াছে
বহু মূল্যবান
চিত্র ও বহু
মূল্যবান প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৮

বিবিধ সংবাদ

——:(:*:):——

'শ্রীমায়াপুর' টেলিগ্রাম অফিস

'শ্রীমায়াপুর' টেলিগ্রাম অফিস কোন্ তারিখে খোলা হইবে, তাহা জানিবার জন্য বহু ব্যক্তি আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় কলিকাতা বিভাগের ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (টেলিগ্রাফ) মহাশয়ের ১লা মার্চ্চ তারিখের ০৭১৪(২৮)নং পত্রের যে নকল পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

Subject :—Conversion of the Sree Mayapur Sub-office into Combined Office.

With reference to your letter No. A-B 26, dated the 3rd February 1937, I have the honour to state that the above office will in all probadility be opened on the 30th March 1937.

[আগামী ১৭ই মার্চ্চ হইতে শ্রীমায়া নবদ্বীপব্যাপী বিরাট পরিক্রমা মহোৎসব এবং ২৫শে মার্চ্চ হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব আরম্ভ হইবে। এই সময় শ্রীমায়াপুরে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হয়। সুতরাং এই তারিখের মধ্যে 'শ্রীমায়া-পুর' টেলিগ্রাম অফিস [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] হয়। [illegible] উক্ত ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [illegible] ও নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের [illegible] করিতেছি। সঃ নাঃ]

ল্যাহোরে খানাতল্লাসী

গত ৫ই মার্চ্চ প্রাতে লাহোরে পুলিশ ১২। ১৩ জন সমাজতন্ত্রী নেতা ও কর্ম্মীর গৃহে যুগপৎ হানা দেয়। প্রকাশ, স্থানীয় একটি স্কুল গৃহে এক পুটলী, আপত্তিজনক সাম্যবাদী প্রচারপত্র ও ইস্তাহার পাওয়া যায়। উহার মধ্যে 'লাল ঝাণ্ডোয়া'ও ছিল। উহা কমুনিষ্টদের কার্য্য বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

পাঞ্জাব সমাজতন্ত্রী দলের জেনারেল সেক্রেটারী এবং লাহোর সমাজতন্ত্রীদলের সেক্রেটারীর গৃহ, ব্রাডলস হল, ডি এ ভি কলেজ এবং দেশপাণ্ড কয়েকজন নেতার গৃহে তল্লাসী হইয়াছে।

সম্রাটের অভিষেক উৎসবে ভারতের প্রতিনিধি

[illegible] সম্রাটের অভিষেক [illegible] লিখিত ব্যক্তিগণ বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন:—হিজ হাইনেস আগা খাঁ, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি স্যার মানেকজী দাদাভাই, ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার আবদুর রহিম, বাংলাদেশের [illegible] রামশরণ দাস, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, স্যার লেসলি হাডসন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সেক্রেটারী মিঃ [illegible] রফি।

[illegible] দারুণ শিলাবৃষ্টি

[illegible] এক [illegible]

[illegible]

কৃষকগণ মাঠে কাজ করিতেছিল। শিলাবৃষ্টি দিনা অপ্রত্যাশিত পতিত হয়। মাঠের [illegible] লোকেরা জন্য ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটী করিয়া পলায়ন করে। অনেকে শিলার আঘাতে জখম হইয়াছে। শিলার আঘাতে তিন জনের মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। শিলাবৃষ্টির পরই প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন।

৬৭ হাজার টাকার ষ্ট্যাম্প নিখোঁজ

করিমগঞ্জ ট্রেজারীর ক্যাশ গণনায় ৬৭ টাকার ষ্ট্যাম্পের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রকাশ। এই অমিলের কোন কারণ নাকি কর্ত্তৃপক্ষ বাহির করিতে পারেন নাই।

খনি দুর্ঘটনায় ৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু

গত ৫ই মার্চ্চ সায়াহ্নে আসানসোলের নিকটস্থ পশ্চিম জামুরিয়া কয়লার খনির উপরিভাগের কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া তিনজন খনি শ্রমিক নিহত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কতিপয় শ্রমিক খনিগর্ভে পিলার কাটাই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ধ্বংসস্তুপ এখনও স্থানান্তরিত হয় নাই। কাজেই কতজন শ্রমিকের যে জীবন্ত-সমাধি হইয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

[illegible] দাঙ্গা

[illegible] সংবাদে [illegible] গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে [illegible] এবং নাগার সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত হইয়াছে।

নাগারগণ সাঁওতালদিগের দুইটী ষাঁড়কে খোঁয়াড়ে লইয়া [illegible] ছিল। সেইজন্য দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গায় আরও দুইজন গুরুতর জখম হইয়াছে।

কয়রা জিলার রাসগ্রামে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

প্রকাশ, ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বি বি সি আই রেলওয়ের আনন্দ ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে কয়রা জিলার রাসগ্রামে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে।

— —

চা পানে ১২০ জন বরযাত্রী পীড়িত

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে এক বরযাত্রীদল রেলগাড়ীতে এলাহাবাদ হইতে রাজপুতানা যাইতেছিল। ঐ দলে ১২০ জন লোক ছিল। প্রকাশ, তাহারা গাড়ীতে চা পান করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। তামার পাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া চা রাখা হইয়াছিল বলিয়াই নাকি ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। তাহারা যে গাড়ীতে ছিল, সেই গাড়ীখানা ট্রেণ হইতে কাটিয়া সারারাত্রি টুণ্ডলা জংশনে রাখিতে হইয়াছিল।

করাচিতে ৫ শত লোক গ্রেপ্তার

বদমায়েসদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ দল কর্ত্তৃক হানা দেওয়ার ফলে ৩রা মার্চ্চ প্রায় ৫ শতের অধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। পরে তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর লোটীর নিকট হাজির করা হয়। বোম্বাই পুলিশ আইনানুসারে বিচার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ড ব্যক্তিগণকে ৫্ হইতে ৩্ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সম্বন্ধতত্ত্বচন্দ্রিকা ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—. ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তাবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। বৃত্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ।
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /·
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫ নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। জৈবধর্ম্ম কারিকা বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। নাটক শ্রীগৌরসুন্দরম্ ।০
৬৪। তত্ত্বোদয় ।০
৬৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠাশ্রমপরিচয়ঃ ৶০
৬৭। সারাঙ্গরঙ্গদম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্স অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবৎ ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /।০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

বহু রেফারেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়-আচার্য্য শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত থাকিয়া অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুপম মাধুর্য্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক জগতে এই গ্রন্থ এক অপূর্ব্ব চিত্র-সম্পদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রয়োজনীয় সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

১২শ বর্ষ | ১১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৯ই মার্চ ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ৮ম সংখ্যা

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

—— ::(*):: ——

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে ২।৩।৩৭ তারিখে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিষষ্টি-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট তিথিতে তাঁহারই অপ্রকট জন্য অভাবনীয় বিরহ-ব্যথার সহিত দিবারাত্র সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা স্থানীয় শ্রীপরমহংসমঠে সম্পন্ন হইয়াছেন। পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেস্থানে শৌনকাদি সহস্র ঋষির নিকট পরমহংস শ্রীল সূতগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্রস্মৃতি-বিজড়িত নৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভুর সুবন্দোবস্তে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত একটি উচ্চ আসনের উপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅর্চ্চা স্থাপন করা হয় এবং তৎপাদপদ্মে হিন্দিভাষায় লিখিত অর্ঘ্য স্ব সমবেত ভক্তগণের পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-কীর্ত্তনপূর্ব্বক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভোগারতি সম্পন্ন হইবার পর বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। ফরাক্কাবাদ হইতে শ্রীপাদ যাচক মহারাজ, বেনারস হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ও ত্রিপুরার মাতা ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুত নন্দনন্দিনীশারী, কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ হরিচরণপ্রভু, লক্ষ্ণৌ হইতে সপরিবারে শ্রীযুত অমূল্যকুমার সরকার মহাশয় ও অন্যান্য সজ্জনগণ এবং বহুস্থান হইতে ... এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক উৎসবটিকে অভাবনীয়ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। উৎসব সমাপনান্তে সেইদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভু ও শ্রীযুত অধোক্ষজপ্রভু লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন।

আচার্য্যবিরহসভা

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব দিবসে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ উক্ত দিবসে মঠে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত বহু নরনারীর নিকট আচার্য্যের জগতে আগমনের ও জগৎ হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা, অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। মহারাজের কৃপায় অনেকেই গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্করের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়াছেন। মহারাজ প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দয়া ও আচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উৎসবে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত প্রায় ২০০ শত লোককে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে।

উৎসবের পূর্ব্বদিন শ্রীল তীর্থ মহারাজ বৈকালে উপস্থিত বহু ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনী ও শিক্ষাবলী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। পাঠকালে স্বামীজী মায়াবাদের বেদান্ত করিয়া বহু উদাহরণ দিয়া পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্‌জনগণের হৃদয়ে রেখাপাত করেন।

শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৪।৩।৩৭ তারিখে পদ্মাবাদাশ্রম শিলান্যাস-প্রবেশোপলক্ষে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আচার্য্যচরিত্র আলোচনান্তে সমাগত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এবং কাঙ্গালীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দান করা হইয়াছিল।

ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

হইল না, আমার সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম, তবে কি ব্যর্থ হইল? কিন্তু এত দুঃখের মাঝেও—নিরাশার মধ্যেও আপনার অবিচিন্ত্য করুণার কথা ভুলিতে পারিতেছি না। হে পতিতপাবন প্রভো, আপনি স্বয়ং নবদ্বীপে যে শ্রীনন্দনের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ উপলক্ষে পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিটি সাধারণের যাতায়াতের পথে গমন না করিয়া সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়াও ঢাকার পথে ফিরিয়া যাইবার কালে নবনির্ম্মাণ শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, কীর্ত্তনস্থলী প্রভৃতির ভিত্তি সন্দর্শন করিয়া এবং জলৌক হইতে গোলোকে বিজয় করিবার পূর্ব্বে এই সুবৃহৎ নাটমন্দিরে শ্রীব্যাস-পূজা গ্রহণের অঙ্গীকার করিয়া এ অধম সেবকের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার এই অলৌকিকী দয়া আমাকে নিরাশায় আশা, নিরুদ্যমে উদ্যম এবং নিরুৎসাহে উৎসাহ প্রদান করিয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছে।

হে পরমকারুণিক প্রভুপাদ! আপনার কৃপায় কৃষ্ণের কৃপা, আপনার সেবায় কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। আপনি কৃপাদেশ ও কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আপনার অধম সেবকের দ্বারা আপনার নিজেশ্বরের যে সেবা-সম্ভার-সংযুক্ত ও সেবাস্থলী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, আপনি সদয় হইয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করতঃ সেবককে নিত্যসেবায় নিযুক্ত রাখুন।

হে পতিতপাবন প্রভো! আজ আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য যোগ্যতম সেবকগণ সমাগত। আপনার নিত্যসনাতন পাদপদ্ম শুদ্ধ সেবকগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সুপ্রকটিত। প্রকটাপ্রকট উভয় লীলায়ই আপনার পাদপদ্ম-সেবা সুদুর্লভ হইলেও আপনার ও আপনার ভক্তকৃপায় তাহা সুলভ। সুতরাং আমার পূজাপাদ সতীর্থগণ আমাকে আপনার সেবায় চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন, ইহাই প্রার্থনা।

আপনার চিরভৃত্য
ভারতী

"গৃহস্থের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ-রূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও গৃহমেধীত্ব লাভ হয়; তদ্দ্বারা কোনও কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তগৃহের এই আদর্শ সর্ব্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক-সঙ্গই দরকার, সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

জীব থাকে কোথায়?

——::(০)::——

জীব চেতন বস্তু—অধোক্ষজ বস্তু। জাগতিক কোন কিছু দ্বারা তাহাকে জানা অসম্ভব। জীব অত্যন্ত সূক্ষ্ম—জড়ধারণার অতীত বস্তু। এই চেতন জীবের নাম রূপ-গুণাদি সবই আছে। যাঁহারা মুক্তজীব, তাঁহাদের নাম ও রূপ পরস্পর অভেদ। অহঙ্কার আশ্রয়গ্রহণ করিলে জীবের মনোধর্ম্ম অচিৎ শরীর লাভ করিয়া অংক্ত হয়। তখন সেই বদ্ধজীব পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ ও মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহদ্বারা আবৃত হয়। কিরূপ স্ব-জীব কৃষ্ণস্বরূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সেই হেতু এই জড়-দেহেও ক্ষুদ্র চেতন জীবাত্মার এবং বৃহচ্চেতন ভগবানের অবস্থিতির কথা শুনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥"

(ভাঃ ১১।১১।৬)

'চিদ্রূপ-নিবন্ধন' পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমত্যহেতু সখ্যভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়নীড়ে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াও শক্তি-পুঞ্জবলে সাক্ষিস্বরূপে তথায় বিরাজমান থাকেন। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন এবং অন্তর্যামি-সূত্রে তাহাকে নানা উপদেশও দিয়া থাকেন।

জীব স্বভাবতই সাকার। কঞ্চুক অর্থাৎ দেহাবরণ (জামা প্রভৃতি) দেহের অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্তু সেরূপ হয় না। অতএব জীবের স্বাভাবিক রূপ স্বীকার না করিলে তাহার লিঙ্গ ও স্থূলশরীর-রূপেরও সম্ভব হইত না। জীব পুরুষ নয়, স্ত্রী নয়, নপুংসকও নয়। ভাবানু-যায়ী বা অভিমানানুযায়ী চেতন জীবের আকার হইয়া থাকে। সেইজন্য যখন যে ভাব হয় তাহাতে শুদ্ধজীবেরও স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব হইয়া উঠে। এবং বদ্ধজীবগণ অন্তকালে পুত্র বা স্ত্রী-চিন্তাফলে তদ্ভাব ভাবানুসারে চেতনের সেই সেই আকার হওয়ায় চেতনাবরণ স্থূল-দেহও তদনুরূপ স্ত্রী বা পুরুষাকারাদি ধারণ করিয়া থাকে। এই চেতনজীব অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি জড়দেহে অবস্থানকালে সেই অণুচেতনের ধর্ম্ম সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া, তাহাকে অচিন্ত্য বলা হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর—'অব্যক্তোঽয়ং' গীতার এই শ্লোকের টীকায় "অতিসূক্ষ্মত্বাদব্যক্তঃ তথাপি দেহব্যাপিচৈতন্য-ত্বাদচিন্ত্যঃ অতর্ক্যঃ" লিখিয়া চেতনের দেহ-ব্যাপিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

চেতনজীব হৃদয়েই অবস্থান করেন। ইহা চক্ষুরাদির অগ্রাহ্য বলিয়া অব্যক্ত, মনের অগোচর এবং শ্রুতিমাত্রগম্য বলিয়া অচিন্ত্য—এ কথা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার টীকায় আমাদিগকে জানাইয়া-ছেন। জীবের হৃদয়ে অবস্থান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।১১।৬) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "অস্মিন্ বৃক্ষে আসক্তানাসক্তিপূর্ব্বকং কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাভ্যাং তৌ তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পিপ্পলানাং পিপ্পলাহ-স্বাদো দেহভোগ্যমন্নমেবং কর্ম্মফলমত্ত্যর্থঃ।" আত্মনকালে জীব যে চিন্তায় বিভোর থাকে সেই চিন্তা বা ভাবানুযায়ী পরজন্মে যে তদনু-রূপ প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা মৃত্যুকালে হরিণ-চিন্তা করিতে করিতে রাজা ভরতের হরিণ-দেহ প্রাপ্তির কথায়ই জানিতে পারি।

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ—তটস্থা-শক্তি। এই জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অণু বলিয়া স্বরূপশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিন বৃত্তি জীবশক্তিতে অণুস্বরূপে বর্ত্তমান। হ্লাদিনী-শক্তি জীবে ব্রহ্মানন্দস্বরূপে নিত্যানন্দ, সম্বিদ্বৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্ত্তমান, আর সন্ধিনীবৃত্তি জীবে অণুচৈতন্য আকারে প্রকাশিত। আর মায়াশক্তিতে ইহা ভ্রান্তি, জড়বিষয়ে জ্ঞান এবং জড় ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর প্রকাশক। এই জীব সর্ব্বগত অর্থাৎ স্বকর্ম্মবশে দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি যোনিতে যাইবার যোগ্য। জীব অতি ক্ষুদ্র—জড় পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বল। হয় সে চিদ্বল লাভ করিয়া ভগবানের সেবা করিবে অথবা জড়াশ্রিত হইয়া অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবে। ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারাই জীবের ভগবদুন্মুখত্ব, ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভগবৎ পরাঙ্মুখত্ব হইয়াছে। ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগৃহীত বলিয়া চিদ্বল লাভ করতঃ ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছেন, আর যে সকল জীব ভগবৎ-বিমুখ সেইসকল জীবকে অসহায় দেখিয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া সংসারী করিয়াছে। তাই তাহারা এখন নানা কামনা-বাসনার দাস হইয়া চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ যদি তাহাদের লাভ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীব ভগবৎসেবা-লাভে কৃতকৃতার্থ হয়। প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না হইলে চেতনের উপলব্ধি—সম্যগ্‌জ্ঞান বা স্বরূপের সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। তবে আমরা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ইহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

দুই বন্ধু

(শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস অধিকারী)

কোন এক শারদীয় জ্যোৎস্নাভাসিত মধুর নিশাপে এক যুবক কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট দিয়া মৃদুমন্দগতিতে চিন্তাকুল মনে শ্যামবাজারাভি-মুখে অগ্রসর হইতেছে; এমন সময় বিপরীত দিক্ হইতে আগত তাহার সমবয়স্ক আর এক যুবক হঠাৎ আনন্দাতিশয্যে পূর্ব্ব যুবকের হস্তধারণ করিলে উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষোক্ত যুবকটী বলিল,—"ভাই যদু, এ কি সুখ মিলন! তোমাকে যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিতে পাইব, ইহা আমার চিন্তাতীত। তোমাকে কত জায়গায় কত ভাবেই না সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি তোমার সন্ধান পাই নাই। তোমাকে দেখিয়া আমি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছি আমার স্বরোধ হইতেছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে চল, এক পার্কে বসিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক তোমার সহিত আলাপ করি।" তখন উভয়েই পার্কে বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

মধু বলিল, "যদু তোমার এই অপূর্ব্ব বেশ কেন? তোমার পূর্ব্বের বেশ-পারিপাট্য নাই, মাথায় কোঁকড়ান কাঁকড়া চুলের পরিবর্ত্তে সেকেলে ধরণের নাড়া মাথায় শিখা ও গলায় মালা ধারণ করিয়াছ কেন? বাল্যকাল হইতে যখন আমরা একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম তখন ত' তোমার এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখি নাই। আজ কয়েক বৎসর তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই। তুমি গৃহ ছাড়িয়া যে কোথায় চলিয়া যাও তাহা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে না পারায় আমি দুঃখিত হইয়া বাস করিতেছি এখন তোমার ইতিহাস বর্ণনা কর।"

যদু বলিতে লাগিল—"ভাই মধু, বাল্যকালাবধি হরিবিমুখ পিতামাতার সহিত বাস করিয়া মানবজীবনের পরম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, এই সুদুর্লভ পরমার্থপদ জীবনের অধিকাংশ সময় অনিত্য ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম মনে করিয়া অর্থাৎ বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও ঐন্দ্রিয়িক কর্ম্মকেই নিত্য মনে করিয়া, আত্মঘাতী হইবার উপক্রমকালে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অনুযায়ী হঠাৎ একদিন পরদুঃখদুঃখী, করুণাবতার, পতিতপাবন আচার্য্যের আত্মভাবাভিন্নবিগ্রহ কোনও এক প্রচারক সাধু জীবন্মুক্ত পতিতকে উদ্ধারার্থ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিকে তাঁহার সেই বীর্য্যবতী হৃৎকর্ণরসায়ন কথা উলট-পালট করাইয়া কি এক অদ্ভুতভাবে তাঁহার কথায় আমাকে আকৃষ্ট করাইলেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন আমার যুক্তি তাঁহার সদ্যুক্তির নিকট টিকিল না, তখন আমার বহু বন্ধুবান্ধবের নিষেধ সত্ত্বেও লৌহ যেমন চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, আমার মনও তেমনি তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই জগতের অনিত্যতা, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, স্বজনাখ্য-দস্যুগণের প্রীতির নামে কপটতা বা স্বার্থ-পরতা, কর্ম্মের বন্ধন ইত্যাদি আমার অনু-ভূতির বিষয় হইতে লাগিল। তখন আমার মনে হইতেছিল, আচার্য্যের বাণী-বাহকরূপে এই মহাত্মা কে? যখন আমি তাঁহার পাদপদ্মে আমার আত্মনিয়োগের কথা প্রকাশ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, 'আপনি আমার গুরুপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎ করুন। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের একজন নিতান্ত অযোগ্য কিঙ্কর মাত্র।' পরে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় সেই জগদ্‌গুরুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। যখন আচার্য্যের বাণী শ্রবণের সুযোগ হইল তখন শুনিলাম, তাঁহার ভুবনমঙ্গল বাণীতে সামাজিকতার নামে বেদিপ্রবৃত্তির কথা নাই, পাষণ্ডালয়ে নিজ গৃহ মনে করিয়া তথাকথিত বেশ উঠাইতে

কথা নাই, বুদ্ধের জড়নির্ব্বাণের কথা নাই, সাংখ্যের পরমাণুকারণবাদের কথা নাই, জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসার কথা নাই, আছে কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্‌গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট ব্রজবাসীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার কথা, যাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জনগণ নিত্য তাঁহার অভয় পাদপদ্ম পাইবার আশা করেন, যাঁহার গুণগান শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব, স্মরণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবন করিয়া লক্ষ্মী, অর্চ্চন করিয়া শ্রীপৃথু, বন্দন করিয়া শ্রীঅক্রূর ও দাস্যে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীবলি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই জগদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলে অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া তিনি আমাকে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে স্থান দান করতঃ আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া হরিকথা-বাণী শ্রবণের সুযোগ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার দয়ার কথা-বর্ণনে অক্ষম। তুমি জান যে, পিতামাতার একদিন একটু স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে নিজ পুত্রকন্যার প্রাণহন্তা হয়েন, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু এই আচার্য্য তাঁহার স্বভাবসুলভ মহাবদান্যগুণে তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মযুগলের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে আমি তাঁহার পাদপদ্মের পূর্ণ-কৃপা-লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার পাদসেবায় রত আছি।

মধু—ভাই যত, তুমি আবেগভরে, হৃদয়োচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিলে। আমি কিন্তু তোমার কথা কিছু-মাত্র বুঝিতে পারিলাম না। সৎপথে থাকিয়া আমরা যে কার্য্য করিতেছি তাহার দ্বারা আমাদের কি মঙ্গল হইবে না? কর্ম্ম অন্যায় কেন? জ্ঞানমুক্তিই বা হেয় কেন? শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই বা তোমার এত আদরের কেন? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

যত—মানব ক্ষণকাল কোন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ভাল বা মন্দ কার্য্য করিবেই। সাধারণতঃ মানবের করণীয় কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম। উত্তরতঃ বিকর্ম্মপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আপ্তজ্ঞ ও দূরদর্শী ঋষিগণ শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন। এই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধাত্মক বহু উপদেশ করিয়াছেন। নিষেধাত্মক কার্য্য করণের নাম বিকর্ম্ম। করণীয় কর্ম্ম অকরণের নাম অকর্ম্ম। বিধি অনুযায়ী যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার নাম কর্ম্ম। কর্ম্ম পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত—নিত্য ও নৈমিত্তিক।

শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি-উদ্ভূত জীব স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে যখন ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে বিমুখ হইয়া স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করে, তখনই চিৎস্বরূপ যোগমায়ার ছায়ারূপা মহামায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ ও ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমাত্মক পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহাবরণদ্বয় দ্বারা আবৃত হইয়া এই প্রপঞ্চে প্রেরিত হয়। তখন ঐ আবরণদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধিবশতঃ নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বুদ্ধিতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগাদি দ্বারা যথাক্রমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ গ্রহণ করে। ইহাই জীবের বন্ধাবস্থা। এই অবস্থায় তাহারা অজ্ঞপ্রায় হইয়া দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ নিজকে রাজা, প্রজা, সুখী, দুঃখী, ভৃত্য ইত্যাদি মনে করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ইহা প্রেমবিবর্ত্তে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু সুখী কভু দুঃখী কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে নরকে বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু॥"

এই অবস্থায় জীবের সাধারণতঃ বিকর্ম্মে মতি দেখা যায়। অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অর্থকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করিয়া থাকে। ঐ অর্থ পাইবার জন্য বিকর্ম্ম অবলম্বন করতঃ চুরি, ডাকাতি, পরস্বাপহরণাদি করে। যদিও তাহারা জানে যে ঐ কার্য্যে ধরা পড়িলে ইহজগতের নানাপ্রকার রাজদণ্ড ও লোকনিন্দা পাইতে হইবে, তবুও তাহারা মোহবশতঃ না করিয়া থাকিতে পারে না।

"নিত্যেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা বিশ্বাংশ্চ
দোষাঃ পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহ বাধাপত্তিতেজিংস্তদশাভকামো
হরতে কুটুম্বী॥"
(৭।৬।১৫)
(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১২; ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে

আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি

পতিতপাবন প্রভো, আজ আপনার আবির্ভাব বাসর। শ্রীভগবানের মনোহভীষ্ট পূরণের জন্য আপনি জগতের ভাগ্যে এই তিথিকে অঙ্গীকার করিয়া গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিয়াছিলেন। মায়াধীশ ভগবানের আনন্দবিধানকারী আপনি, মায়াধীশ ভগবানের ন্যায় মায়িক নহে আপনার আবির্ভাব। মায়াবদ্ধ জীবকুলকে মায়ামুক্ত করিয়া বিশ্ব অধুনা ভগবানের সহিত লুপ্ত-সম্বন্ধের পুনঃপ্রকাশের জন্য আপনি বিশ্বে আবির্ভূত হন। আপনার শ্রীচরণে আমি প্রণত হইতেছি।

হে চারুদরদি প্রভো! স্বকর্ম্মবিপাকে সংসার দুঃখ-সাগরে নিমজ্জমান হইয়া যখন হাবুডুবু খাইতেছিলাম, দুঃখপ্রদ সুখকেই যখন সুখ বলিয়া মনে করিয়া বারবার বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছিলাম, দুর্লভ মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যখন আহার-নিদ্রাদি-বিষয়ে নিমুগ্ন হইয়া ছিলাম, ভগবৎ-সেবাবিমুখ আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক স্বজনাখ্য আত্মীয়ের মমতায় যখন আত্মার আত্মা পরমাত্মার অংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া পথহারা পথিকের মত অপথে, বিপথে, কুপথে পরিধাবিত হইতেছিলাম, তখন হে পরমদয়াল প্রভুপাদ! এ দুর্ভাগার দুর্দ্দশা দর্শনে সদয় হইয়া আপনার ভক্তিমন্দাকিনী-প্রবাহে পরিপ্লুত করিয়া এই পতিতকে আপনার সুশীতল পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন দুর্গতের প্রতি, পতিতের প্রতি আপনার এই দয়ার পরিচয় চতুর্দ্দশ ভুবনে সুবিদিত। আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ! মানবজাতি দেহ-মনোধর্ম্মে ভ্রান্ত হইয়া নিজের নাম, ধাম ও কাম-চরিতার্থের জন্য নিরন্তর নিজ-নিজ কায়, মনঃ ও বাক্য নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মবিপাকে বিপরীত ফল লাভ করিতেছে। অসৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য মানবজাতি যে সময়ক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়-বর্গই যে তাহাদিগের বিবিধ ক্লেশের হেতু, ইহা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করাইয়া জীবের কায়মনোবাক্য হৃষীকেশের নাম, ধাম ও কামসেবায় নিযুক্ত করিবার সৎশিক্ষা-প্রদাতা একমাত্র আপনিই। আপনার শ্রীচরণে আমি বার বার প্রণত হই।

হে রূপানুগপ্রবর প্রভুপাদ! ভুক্তি, মুক্তি ও ছলভক্তিরূপ কালকালে অল্পায়ু, বলবুদ্ধিহীন, নিদ্রালস্যাক্রান্ত, কুকার্য্যে নিরত কলিহতজীব অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, উপধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া বিশ্বে যে-কালে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল, ধর্ম্ম-জগতের ঘন-মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত সেই অমানিশায় সুদর্শন আপনি স্বীয় অমিত তেজ, প্রভাব ও দীপ্তিতে বিশ্বকে রূপানুগ কৃষ্ণ-সেবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কত শত বিজ্ঞ জনগণ আপনার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে চিরআশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। আপনার অভয় পাদপদ্মে চিরপ্রণত হই।

হে প্রভু-সেনাপতি প্রভুপাদ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এবং সেনাপতিদ্বারা এই অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীবিগ্রহের সেবা, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও সংশাস্ত্র প্রচার করিয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, আপনিও আপনার প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সেই প্রেম-ধর্ম্মের আচার ও প্রচারধারা প্রবাহিত করিয়া তাঁহারই সেনাপতিত্বের উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—আম্নায়-পরম্পরায় শ্রৌতধারা পুনঃ প্রকট করিয়াছেন। আপনার শ্রীচরণ-কমলে আমি চির আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

হে পরম দয়াল প্রভুপাদ! আপনি অহৈতুকী কৃপাপরবশে এক সময় এই অযোগ্য সেবকের প্রতি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর একটি মনোরম মন্দির সুবৃহৎ হরিকীর্ত্তন-স্থলী ও শুদ্ধভক্ত-সজ্জনাবাসাদি নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় ঐ কার্য্য মাদৃশ অযোগ্যের যোগ্যতাতীত হইলেও আপনার কৃপাদেশই যে সেবাযোগ্যতা-প্রদাতা, এইমাত্র ভরসায় আপনার কৃপা শিরে ধারণ করিয়া ঐ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেবা-পথে উন্মুখতা বৃদ্ধির জন্য কত না বাধা-বিপত্তি প্রদান করিয়াও আপনি আপনার স্বাভাবিক দয়াগুণে আমাকে সেবাপথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন।

হে প্রভো, আজ আপনার আসনে আপনার পূজা—শ্রীমন্দিরে ভগবানের বিজয়োৎসব। আপনি লোকলোচনে প্রকট থাকিয়া সেই উৎসব সম্পাদন করাইবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার একান্ত দুর্ভাগ্যফলে আপনার সেই লীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল না। আপনার সেবার জন্য যে আসন প্রস্তুত করিয়াছি, সেই আসন-গৃহে প্রত্যক্ষভাবে আপনার পাদপদ্ম পূজা করিবার সৌভাগ্য আমার

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশমুদ্রণালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চৈতন্য বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা। 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমন্মথনাথ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বাধম অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাননগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রীআনন্দদাস ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী।

১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) বেতিয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীবাস ভবনের পশ্চিমে নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীননকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমণোপ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

বাসুদেবপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনিকুঞ্জকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীজয়কৃষ্ণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ।

(২৪) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলপুর (ঢাকা)
গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই গৌরাঙ্গদেব নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—[illegible] আচার্য্য অধ্যাপক [illegible] বি, এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রীমদন কুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা
রক্ষক—শ্রীচৈতন্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক শ্রীকেবলা ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বামিনী সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) [illegible] গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম ডাকঘর মথুরা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীবংশীবিলাসদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনীলগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ.

৪৩নং ৩৬ [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাট

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্প্যার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্ ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত
মহোপদেশক ডাঃ শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্ষোয়েজ কোয়ালি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ দাদখানি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵০
মরিসস ১০০০ নং	১০৵০
মায়ফোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।৶১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আওড়ে—	৩৪।৵০
নিরস—	৩৪৸৵০
উত্তর—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৵০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

আলতা	৫৬৲
ডালদাভা	৫৯৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
গাওয়া	৪২৸

পাভিরাম	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন পঞ্চক	৬০৲
ক্যাপ্সি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
চাবর্গ পাথা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাজ	৩॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২ ১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি, জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	৭৶০—৭॥০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীস	।৴১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৪॥০ ৭৸৵০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
ষ্টিল পাটী, গোলটু গরাদে	৫।০—৫॥৵০
গোল রড রি ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৫॥০—৭।৵০
সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০,, নকল	২১৲
টকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ	৬॥০
তুলার হালমণ ৩।০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৭ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

ঃঃ০ঃঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৮৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৫৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫,	১১—১১	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বঙ্গশীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবার্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাজা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের তর্কময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৺০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(::):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্ত

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট,
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৬নং [illegible], কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

সাময়িক

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৯

ব্যাসপূজা-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন • বহু দুষ্প্রাপ্য • চিত্র ও বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইহাতে আছে। উত্তম কাগজে অতি সুন্দর ছাপা হইয়াছে।

চৈতন্যোপনিষদ্ — বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

সোভিয়েটের সমর আয়োজন

——:(:*:):——

হাজার মাইল ব্যাপী দুর্গ নির্ম্মাণ

——(:০:)——

"গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্ত্তা মার্শাল এগোরভ এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুনিয়া পরিদর্শনে যাইবেন। তিনি এই সমস্ত রাষ্ট্রের রাজধানী পরিদর্শন করিবেন এবং এই সমস্ত দেশের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় তথাকার সামরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অনেকে মনে করেন যে, জার্ম্মাণীর সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিলে এই সমস্ত দেশ যাহাতে নিরপেক্ষ থাকে তজ্জন্য রাশিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

সোভিয়েট সংবাদপত্রসমূহে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট তাহার সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত কৃষ্ণসাগর হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত অনুমান ১০০০ মাইল সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভূগর্ভে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী দুর্গশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব দুর্গ ইস্পাত ও কংক্রিট দ্বারা নির্ম্মিত এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া ঐগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে। এমন কি এইসব দুর্গ এরূপ দুর্ভেদ্য যে, বিমান আক্রমণেও উহাদের কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ লৌহ নির্ম্মিত সুদৃঢ়-দুর্গ কবাটে বায়ু প্রবেশের পথ রাখা হয় নাই এবং শোধন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু বাহির করিয়া ঐসব দুর্গকে সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত বাষ্পমুক্ত করার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু কামান ও মেসিন গান এরূপভাবে সজ্জিত রহিয়াছে যে, বিপক্ষ বাহিনীর উপর ঘণ্টায় সহস্র সহস্র গুলী বর্ষিত হইতে পারিবে।

পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য গ্রেপ্তার

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুত শিবনলাল শকসেনাকে গত ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রিতে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ এবং ৪৫২ ধারানুসারে গোরক্ষপুর জেলার কেমপিয়ারগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি নাউতনা নামক স্থানে যাইতেছিলেন ৫ই মার্চ্চ সকালে শ্রীযুক্ত শকসেনাকে গোরক্ষপুর প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিতে চাহিলে তিনি কংগ্রেসপন্থী বলিয়া জামিনে মুক্তি লইতে অস্বীকার করেন।

———

রাজবন্দীর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা

জীবিকার্জ্জনের একটি নূতন উপায় হিসাবে বাঙ্গলা সরকার নাকি ৩০জন রাজ-বন্দীকে ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

এক লক্ষাধিক টাকার ঝিনুকের বোতাম প্রতি বৎসর এই প্রদেশে আমদানী হয়। বাঙ্গলায় ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর সুযোগ সুবিধা ও স্বাভাবিক উপকরণের কোন অভাব নাই, কিন্তু এক ঢাকা জেলা ব্যতীত আর কোথায়ও এই ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর উল্লেখযোগ্য একটি কারখানাও নাই। আর ঢাকায় যে ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার হয় তাহাও তেমন সুন্দর নহে।

বিভিন্ন রকমের ও মনোরম বোতাম তৈয়ারীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই প্রদেশে বোতামের চাহিদা সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। আরও নূতন হোসিয়ারী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর উপকরণাদি সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহার উপকরণাদি অপেক্ষাকৃত কম দামে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এদেশে মিলিবে।

———

স্পেন-যুদ্ধ এখনও চলিতেছে

গিভনের গত ৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ যে, ওভিডোতে রাইফেল ও মেসিনগানের সঙ্গে শাবল লইয়াও লড়াই চলিতেছে।

নগর অধিকারের পথে যে সকল অট্টালিকা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সরকারী সেনাদল সেগুলির নীচে মাইন পুতিয়া উড়াইয়া দিতেছে। মাইন বিস্ফোরণ হইবামাত্র দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সেনাদল রাইফেল না লইয়াই দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবেই দুইদিন ধরিয়া সরকারী সেনাদল লড়াই চালাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বিমানবাহিনীও উপর হইতে ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করিয়া সরকারী সেনাদলকে সাহায্য করিতেছে।

———

বান্নুর নিকটে ভীষণ ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড

গত ৬ই মার্চ্চ বান্নুর কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী দত্তখেল সরাই হইতে একটা দুঃসাহসিক ডাকাতির ও তৎসম্পর্কে হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বিদ্রোহী উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা উক্ত সরাইয়ে হানা দেয় এবং তথাকার যাবতীয় দোকান-পাট লুণ্ঠন করিয়া বহু টাকার অলঙ্কার পত্র লইয়া চম্পট দেয়। এই সব লুণ্ঠনকারীরা ইপির ফকিরের সহচর বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। লুণ্ঠনের সময় উহারা একজন হিন্দু দোকানদারকে এবং একজন খাসদারকে জখম করিয়াছে ও আর একজন দোকানদারকে নিহত করিয়াছে। একজন দোকানদার না কি একাই এই দুর্বৃত্তদিগকে প্রবলভাবে বাধা দান করে। লুণ্ঠনকারীদের ৮।৯জনকে আহত করার পর এবং বাধাদানকারী নিজে আহত হয়।

ভবিষ্যতে এইরূপ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিপুলভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন।

———

২ বৎসরের স্থলে প্রাণদণ্ড

কোন হত্যার মামলা সম্পর্কে একজন মুসলমান যুবকের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতিগণ তাহাকে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, দরখাস্তকারী প্রভৃতি তিন ব্যক্তি শত্রুতা বশতঃ একজন কৃষককে হত্যা করে।

আসামী দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মনরোর এজলাসে আপীল করিলে, বিচারপতি মনরো আসামীর দণ্ডবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আপীল দায়েরের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নোটিশ জারী করেন। বিচারপতিগণ আসামীর আপীল ডিসমিস করিয়া দেন এবং গবর্ণমেণ্টের আপীল মঞ্জুর করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র 8০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সম্বন্ধ তত্ত্বশ্রী 8৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড— ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড - ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। অর্থ-প্রকাশার-দীপিকা ও সংরাব দীপিকা ২।০
৯ বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲০
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আনবন ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্র (সানুবাদ) ।০
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দিগ্‌-দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। [illegible] ।৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ।০
৪১। গীতাবলী ।০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনভক্তি
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ।০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।১০
৪৯। অর্চ্চনকথা ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। জ্ঞানতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সারস্বতবাণী ।০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সাধকামৃত-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ।০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ স্ য়্যাণ্ড আবাসনালাইন্ড রিলেশন
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ।০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীন অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ লেখনী প্রসূত গ্রন্থ। আধুনিক ভাবধারা একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনচরিত-লীলার সহিত এই বিরাট গ্রন্থ আয়তনে ও প্রকাশে সম্পূর্ণ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। গ্রন্থখানি প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংকলিত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

১শ বর্ষ { ১৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১০ই মার্চ্চ, ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৯ম সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজা

— ::(*):: —

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে

গত ৫ই গোবিন্দ ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার গোবিন্দ পঞ্চমী-তিথিতে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাববাসরে "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা" মহা-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ভক্তগণ শ্রীমঠের বিবিধ সেবাকার্য্য করিতে থাকেন। শ্রীমঠের দ্বিতলে সুউচ্চবেদীর উপর নানা-বর্ণের বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-মণ্ডিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। বেলা দশ ঘটিকার সময় শ্রীমঠের ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুদাসগণের আনুগত্যে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনিমুখে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান করেন। তৎপরে বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত আহূত, অনাহূত বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলাকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর উচ্চ-জয়ধ্বনিমুখে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। পরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীগুরুবন্দনার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্যচরিত্র, আচার্য্য আরতি ও ভক্তি-পদ্ম-পঞ্চকাদি পাঠ হয়। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বেরা, সদাগর কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মণ্ডল, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দে, টিম্বার মার্চেণ্ট কলিকাতা, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দাস, রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, ইন্স্পেক্টার, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহান্তি, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ পট্টনায়ক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস শাতরা, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড মেম্বার, শ্রীযুক্ত ভরত সাহু, শ্রীযুক্ত সদানন্দ পট্টনায়ক কন্‌ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত হরিনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বংশীধর পট্টনায়ক, রিটায়ার্ড ডেপুটী প্রভৃতি।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অতি সুন্দরভাবে একটী উচ্চ-সিংহাসনোপরি সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতেছিল। তৎপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া প্রকাশ' এবং ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতাদি পাঠ করেন।

শ্রীপাদ ভূভৃৎ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

পাটনায়

পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি বিশেষ সমারোহের সহিত যথাবিধি পালন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বহুবিধ মূল্যবান বস্ত্র ও সুগন্ধিপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইলে পর অর্চ্চনান্তে মঠ সেবকগণ ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদানমুখে সভা আরম্ভ হইলে পর বিভিন্নস্থান হইতে প্রেরিত ভক্তিকুসুমাঞ্জলিসমূহ পাঠ করা হয়। অনন্তর গ্যাড্ভোকেট শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী হিন্দিভাষায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য চরিত, ভুবনপাবনী লীলা ও তাঁহার বাণীর মহিমা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতার পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর সমাগত প্রায় ৩শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর দিবসও বহু কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠে

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার [illegible] মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন [illegible]ছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যশ্রীমূর্ত্তি একটি সুরম্য মণ্ডপোপরি বিবিধ প্রকার বিচিত্রবর্ণের পত্র, পুষ্প, পল্লব, বস্ত্র ও পতাকাদি দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপন করা হয়। অনন্তর ভক্ত[illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন সমাপনান্তে মঠপ্রাঙ্গণে বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে একটি সভার অধিবেশন হয়। [illegible] বহু সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও [illegible] উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ মিলিতকণ্ঠে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা, আচার্য্যবন্দনা, 'জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' ও আচার্য্য-মাহাত্ম্য [illegible] গীতাবলীসমূহ বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করে।

প্রণামপুষ্পাঞ্জলিসমূহ পাঠ হইলে পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র, তদীয় মহাবদান্যতা ও দয়ার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় ১॥ ঘণ্টা কাল যাবৎ একটী সুন্দর [illegible]পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ

কাকুতি করিয়া যে কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার।

"গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণরূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও গৃহমেধীত্ব লাভ হয়; তদ্দ্বারা কোনও কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যাগীর আদর্শ সর্ব্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক সঙ্গই দরকার, সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ গোবিন্দ, [illegible] পৌষ [illegible]

কৃপা-লাভই সিদ্ধি

— :: ০ :: —

'মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।' এই অপ্রাকৃত স্বরূপবোধই সিদ্ধি। ইহারই নাম পরতত্ত্বজ্ঞান। ভগবদিচ্ছায় জীব বদ্ধ হইয়াছে, আবার ভগবদিচ্ছা হইলেই জীব মুক্ত হইতে পারিবে। ভক্তি-গুরু বৈষ্ণবের ইচ্ছা ছাড়া মায়ামুক্তি অসম্ভব। তাই বলিয়া যে কিছু যত্ন করিতে হইবে না এরূপ কোন কথা নয়। কারণ, চেতন জীব একটা না একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে জড়ে আসক্ত থাকিবে অথবা জড়াসক্তি ছাড়িয়া চেতনের প্রতি প্রধাবিত হইবার যত্ন করিবে। ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই সকলকে উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলাক্রমে জীবের ক্রমোন্নতি হয় সেইজন্যই তাঁহার উপদেশ ও চেষ্টা। জীবের নিজ চেষ্টা দ্বারা সেবার যোগ্যতা উৎপাদন করত তাহাকে স্বীয় অনন্ত-লীলার অমৃত দান করিবেন, এইজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। পিতা অযোগ্য পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তিই দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিয়া অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ প্রেমের পরিচালন। সুতরাং গুরু বৈষ্ণবের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া মৌখিকভাবে তাঁহাদের কৃপার দোহাই দিয়া ভজন-ক্রিয়া বা গুরু বৈষ্ণবের আদেশপালনরূপ সাধনে উদাসীন থাকা সুবিধার কথা নয়।

জড়সঙ্গই জীবের সর্ব্বনাশের কারণ। আর চেতনসঙ্গই সকল মঙ্গলের আকর। শুদ্ধচেতনের সঙ্গপ্রভাবেই জড়সঙ্গলিপ্সা হৃদয় হইতে চিরতরে অপসারিত হয়। তখনই ভগবদনুগ্রহে যে জীবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ইহা জীবের বুঝিবার সৌভাগ্য হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত—চেতনে প্রতিষ্ঠিত স্বরূপসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ মহত্তম পরমহংস গুরুদাস বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত সিদ্ধিলাভের—চেতনের পূর্ণবিকাশরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণেরই বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া তদুপযোগী আদর করিতে শিখিলে তাঁহাদের কৃপাফলে তাঁদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি করতলগত হয়। সেব্য যদি সেবা না দেন তাহা হইলে আমি গায়ের জোরে সেবা পাইব কি করিয়া? তবে নিষ্কপট সেবাপ্রার্থী হইলে দয়াময় হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ সকলকেই স্থান দিয়া সেবাসুযোগ প্রদান করেন। নিষ্কপট না হইলে—ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করিলেই বিপদ্।

যাঁহারা তাঁহাদের কৃপাই মঙ্গলের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল মঙ্গলের আকর সত্য; কিন্তু সেই আচার্য্য কৃপা ভগবানের কথা বা অন্তরঙ্গেরা যদি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আমাদিগকে না শুনান, গুরুদেব যাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, সেই গুরুদাসগণ যদি তাঁহাদের গুরুর সেবায় আমাকে নিযুক্ত না করেন, আমাকে তাঁহাদের অযোগ্য ভৃত্যজ্ঞানে প্রভুপাদপদ্মের সহিত পরিচিত করাইয়া না দেন তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা আমার কোনকালেই হইবে না. শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ মহাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি কোন দিনই আমি পাইব না। সেইজন্যই গুরুসেবা-বাঞ্ছিত আমি করযোড়ে তাঁহাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত সাধুর সঙ্গই জীবকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাদের বাদে গুরুদাসদাস ছাড়িয়া যেখানে গুরুসেবার ধৃষ্টতা দেখা যায়, সেখানে গুরুকৃপালাভের পরিবর্ত্তে বঞ্চনাই আমাদের প্রাপ্য ফল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতা বা আন্তরিক প্রীতিই গুরুসেবার স্বরূপলক্ষণ; কিন্তু যে হৃদয়ে সেবা (?) করিয়াও তাহা প্রকটিত হয় নাই সেই বঞ্চনা-বাঞ্ছী আমাদিগকে লোকপ্রতিষ্ঠার প্রলোভনে হয় মুগ্ধ করিয়াছে, করিতেছে, না হয় করিবে। সুতরাং অকালপক্কের ন্যায় নিজে নিজে গুরুদাস বা বৈষ্ণব সাজিতে যাইয়া গুরুগুরুদাসের চরণে অপরাধ করিয়া লাভ কি? আমার কিসে প্রীতি বা আমি কোথায় আছি, ইহা কি আমি জানিতে পারিব না?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাব্যতীত যেমন কৃষ্ণকৃপালাভ হয় না, গুরুদাসের কৃপা ব্যতীতও সেরূপ গুরুকৃপালাভ করা অসম্ভব? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"যে জন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা তাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥"

বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই, সত্য কিন্তু বৈষ্ণব চিনিব কি করিয়া? নিষ্কপট আশ্রিতের আবার ভয় কিসের? সে ত' নিরাশ্রয় নয়. তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ত' গুরুর উপর, গুরুই তাহাকে রক্ষা করেন, গুরুই তাহাকে সকল কার্য্যে সাহায্য করেন। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের জন্য সতত উদ্গ্রীব হ'ন, পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে গুরুকৃপা লাভের একমাত্র উপায় প্রকৃত গুরুদাসের দুর্লভ সঙ্গের সুযোগ করিয়া দেন। এবং এই গুরুদাসের আনুগত্যই যে গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা জীব তখনই বুঝিতে পারিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন।

গুরুদাস বৈষ্ণবের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস থাকিতে পারে না; ইহা নিখুঁত সত্য কথা। সুতরাং আমরা একথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া যে যাহাই করি না কেন, তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-চিন্তার অধম ব্যতিরেক চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবার স্পৃহা আমাদের অন্তরে অনেকেরই হইতে পারে কিন্তু এই গুরুসেবা সিদ্ধি কিরূপে হয়, সে-বিষয়ে যদি প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে না জাগে এবং সেই প্রশ্নের সুসমাধান যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা বঞ্চিত হইব। কে কতটা পরিমাণে গুরুসেবক, ইহা যখন আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ বুঝিতে পারিলাম না এবং তাহা জানিবার জন্য যখন গুরুদেবের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইলাম না তখন আমার সেবোন্নতি হইবে কি করিয়া? এইরূপ কপট হইলে উন্নতি ত' হইবেই না বরং সেবার জন্য যে স্পৃহাটী হৃদয়ে দেখা দিয়াছিল তাহাও একেবারেই কমিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে গুরুসেবার যে একটা ফিকা ভাব দেখা যায়, বৈষ্ণব চিনিবার সৌভাগ্য না হইলে তাহা আর কতদিন থাকিবে? যদি আমরা গুরুভক্তগণকে চিনিবার সৌভাগ্য না পাই তাহা হইলে তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এসব কথা গুরুপাদপদ্মে অনেকবার শ্রবণ করিয়াও কি আমি সাবধান হইব না? আমি কি চিরকাল কনিষ্ঠাধিকারীই থাকিব? বা বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া তাহারও নিম্নে যাইবার চেষ্টা করিব? তদধীন বৈষ্ণবে মিত্রতারূপ সুসম্বন্ধ বা মধ্যম অধিকার কি আমার কোনকালেই আসিবে না? শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি আমাকে এই মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন না?

কপাল খুব ভাল না হইলে শ্রীগুরু-নিজজনগণের সঙ্গ লাভ হয় না, ইহা নিখুঁত সত্যকথা। এইখানেই কপটতা ও নিষ্কপটতা ধরা পড়ে। নিষ্কপটতাই এসবের মাপকাঠী। নিষ্কপট কৃপার্থী হইলে আপনা হইতে আমাদের সকল সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। জীব কি কখনও নিজচেষ্টা দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? যদি গুরুপাদপদ্মের পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত—গুরুপাদপদ্মে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন সাধু জীবকে সেবিষয়ে সাহায্য না করেন? বৈষ্ণবানুগত্য ছাড়া যে গুরুসেবা হয় না একথা কি আমরা মুখেই বলিব? আমি ত' ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি সেবা করিতে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি হইতে। কিন্তু আমি তাহা হইলাম কি? এই পাদপদ্মধূলি হওয়াই স্বরূপের সিদ্ধি; কিন্তু কই? তাহা ত' হইল না! সেজন্যই বলিতেছি, কৃপালাভ আমার হয় নাই। কৃপাতে আমার সিদ্ধি না হইয়া বঞ্চনাতেই সিদ্ধি হইল। সেবায় সিদ্ধি না হইয়া ভোগত্যাগের প্রলোভনই আমাকে বাহাদুর সাজাইল! তাই বলি, হে গুরুদেব! এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার অন্তরঙ্গগণের সঙ্গসৌভাগ্য আমাকে দান করুন, তাঁহাদের আনুগত্য ও কৃপাই আপনার আনুগত্য ও কৃপা—এই কথা বুঝিবার সৌভাগ্য আমাকে দিন্। এ দুর্দ্দিনে আমার ইহাই প্রার্থনা।

দুই বন্ধু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

শাস্ত্র এই বিকর্ম্মজনিত নানাপ্রকার দণ্ডের কথা বর্ণন করিয়াছেন এবং পরজন্মেও তাহাদের বিকর্ম্মজনিত নীচ যোনিতে অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণান্তর কষ্টভোগের কথা লিখিত আছে। বিকর্ম্মফলেই মানব ইহজন্মে এবং পরজন্মে নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়া থাকে। ঐ দেখ ভাই, একজন খঞ্জ যষ্টিদণ্ড অবলম্বন করতঃ 'আমাকে একটা পয়সা দাও' বলিয়া কাতরস্বরে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। কেন তাহার এই কষ্ট? ইহা তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত বিকর্ম্মের ফল বলিয়া জানিবে। অতএব বিকর্ম্ম আমাদের করণীয় নহে। কোন ব্যক্তিই ইহজন্মে দুঃখ আশা করে না; কিন্তু দুঃখের আংশিক কারণ তাহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত বিকর্ম্ম। অতএব যত্নসহকারে বিকর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

মানব পূর্ব্বজন্মের বিকর্ম্মজনিত দুঃখ ইহজন্মে ভোগকালে নানাপ্রকার শোক করে। কখনও বা অন্যের উন্নতিতে হিংসা করে; কিন্তু উহা না করিয়া নিজ নিজ দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতঃ তন্মূলোৎপাটিত করিবার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন এক বাগানের মালী বায়ুকুণ্ঠস্বভাব ও অজ্ঞতা বশতঃ তাহার বাগানে স্বল্প মূল্যে আম্রকলম রোপণ করিয়াছিল। কালক্রমে যখন ঐ বৃক্ষ ফলবতী হইল তখন ঐ বৃক্ষের ছোট ও অম্লযুক্ত ফলোৎপাদ দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। 'হায়! আমার নিজ রোপিত বৃক্ষে অম্লযুক্ত ছোট আম্র ফলিল, কিন্তু আমার প্রতিবাসীর বাগানে কত বড় ও সুস্বাদু আম্র ফলিয়াছে।' এই দুঃখ শ্রবণে তাহার জনৈক বন্ধু তাহাকে বলিল, "ধৈর্য্য-ধারণ করতঃ আমার কথা শ্রবণ কর। এখন তুমি দুঃখপ্রকাশ করিয়া আর ভাল আম্র প্রসব করাইতে পারিবে না। অতএব তোমার বৃক্ষে কেন অম্লযুক্ত ছোট আম্র ফলিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় আম্রকলম রোপণ-সময়ে ঐ দোষ যাহাতে না ঘটে তাহার যত্ন কর।" তখন মালী বুঝিতে পারিল যে সে যদি বায়ুকুণ্ঠ না হইয়া ভাল আম্রকলম খরিদ করিত তাহা হইলে তাহাকে আর এইপ্রকার দুঃখ করিতে হইত না। অতঃপর সেই মালী নূতন আম্রকলম রোপণ-সময়ে বড় সতর্কভাবে ভাল কলম রোপণ করিত। অতঃপর তাহাকে আর দুঃখ করিতে হইত না। তদ্রূপ আমাদেরও বর্ত্তমান দুঃখের কারণ জানিয়া নিরস্ত থাকা কর্ত্তব্য। অকর্ম্ম না করিলে নানাপ্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। সমাজে যাহাতে বিশৃঙ্খলা না হয় তাহা দেখা উচিত।

মধু—ভাই যদু, তোমার কথিত বিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে, বুঝিলাম। কিন্তু কর্ম্ম করিবার অধিকার কি আমাদের নাই?

যদু—কর্ম্মের অধিকার সকলেরই আছে। পূর্ব্বে তোমাকে জানাইয়াছি যে, কর্ম্ম দুই প্রকার—নৈমিত্তিক ও নিত্য। বস্তুর সহজ বৃত্তি যখন কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাময়িকভাবে অন্য বৃত্তি ধারণ করে তখন ঐ বৃত্তি নৈমিত্তিক বৃত্তি নামে কথিত হয়। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, জলের সহজ বৃত্তি তরলতা। যখন শৈত্যাধিক্যবশতঃ বরফ আকারে পরিণত হয় এবং কাঠিন্যাকার ধারণ করে তখন ঐ কাঠিন্য-ধর্ম্মকেই জলের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই অবস্থাতে জলের নিত্য স্বভাব তরলতা সুপ্ত অবস্থায় বরফের মধ্যেই আছে। নিমিত্ত অবগত হইলেই জলের নিত্য স্বভাব বাহির হইয়া পড়িবে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণ-প্রাপ্তি। এই বাহ্যাবরণে অহং-বুদ্ধিবশতঃ জীবের নৈমিত্তিক কার্য্যের উদয় হইয়াছে। এই নৈমিত্তিক কার্য্যে জীবের অধিকার থাকিলেও ইহাতে নিত্য মঙ্গল বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

মধু—"যদি নৈমিত্তিক কর্ম্মে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল না হয়, তবে শাস্ত্রে কেন যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্মাদির উল্লেখ দেখা যায়?

যদু—বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নিগূঢ়। এইজন্যই শাস্ত্র নিজে নিজে না পড়িয়া কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পড়িতে হয়। বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রবিৎ। তাঁহাদের আনুগত্যে শাস্ত্র পড়িলে উহার যথার্থ অর্থ বুঝা যায়, কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" এই বাক্য মহাজনগণ আমাদের বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার হেতু গাহিয়াছেন। ব্যভিচাররত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে ব্যভিচার হইতে বিরত করাইয়া সুপথে চালিত করিবার জন্যই শাস্ত্রের ঐ প্রকার আদেশ, ঐ কর্ম্মে রত করাইবার জন্য নহে। যেমন রোগাক্রান্ত পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, তদ্রূপ ব্যভিচাররত ব্যক্তিকে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য ঐ কর্ম্মের বিধান।

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"
(ভাঃ ১১।৩।৪৪)

নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি দ্বারা মানব মৃত্যুর পর ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্গাদি লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে সত্য, কিন্তু ঐ সব চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত লোক সেখান হইতে পুনরায় এই জন্ম মৃত্যু ভবাদি ও নানাপ্রকার দুঃখ-পরিপূর্ণ পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হয়।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে
পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং
কামকামা লভন্তে॥"
(গীঃ ৯।২১)

এখানে আসিবার কালে দশমাস দশদিন উর্দ্ধপদে ও হেটমুণ্ডে মাতৃগর্ভে কৃমিকীটাদির দংশনজ্বালা সহ্য করিতে হয়। পুনঃ-জন্ম-কর্ম্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করণান্তে পুনরায় কর্ম্ম করিতে থাকে। এই প্রকারে কর্ম্মের নাগরদোলায় উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়াও জন্মমরণের হাত হইতে উদ্ধার পায় না। অতএব এই নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয় না। এই প্রকারে কর্ম্মচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি জীব কোন ভাগ্যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারে, তবে সেই সুকৃতি হেতু তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুর নিকট যখন শুনিতে পায় যে জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ছাড়া আর একটা নিত্য ধর্ম্ম আছে এবং উহাতেই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়, তখনই তাহা নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারে। নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আর জীবের এই শোকাদি-পরিপূর্ণ ভুবনে আগমন করিতে হয় না, নিত্যকাল নিত্য বৈকুণ্ঠধামে থাকিয়া ভগবানের সেবাসুখ ভোগ করিতে পারে। সেই স্থানের পরিচয় ও পুনরাগমননিবৃত্তি-সম্বন্ধে গীতায় উল্লেখ আছে—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"
(গীঃ ১৫।৬)

ইহাই জীবের পরমাবস্থা ও আত্যন্তিক মঙ্গলের পরাকাষ্ঠা জানিবে।

মধু—"ভাই যদু, আমাকে যদি নিত্য ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কি প্রকারেই বা তাহা আচরণ করা যায় উহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দাও, তবে সৌভাগ্য হইলে আমিও একদিন পালন করিয়া নিত্যমঙ্গল অর্জ্জন করিতে পারিব। এই সমস্ত কথা আমি তোমার নিকট প্রথম শুনিতেছি, ইতঃপূর্ব্বে কাহারও নিকট শুনি নাই।

যদু—নিত্যধর্ম্মের অপর নাম ভক্তি। ভক্তি আত্মার নিত্যা বৃত্তি। জলের তরলতা যেমন জল হইতে পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ আত্মার এই ভক্তিবৃত্তি আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না। সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কেবল যখন আত্মা তটস্থ-ধর্ম্মহেতু ভগবানের সেবা ভুলিয়া মায়ার দিকে ভোগদৃষ্টিতে অবলোকন করে, তখন আত্মার উপর স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী আবরণ আসিয়া জীবকে তাহার স্ব-স্বরূপ বিস্মরণ করাইয়া দেয়। যখনই জীব সাধুসঙ্গে এই পতনের কারণ অবগত হয় তখনই আত্মা যে পরমাত্মার অংশ এবং তাহার ধর্ম্মই যে সেবা তাহা বুঝিতে পারে। অতএব ভক্তি-আলয়ের মূল সাধুসঙ্গ। সর্ব্বপ্রথমেই জীবের কর্ত্তব্য সদ্গুরুপাদাশ্রয়। গুরুপাদাশ্রয় হইলে জীবের শ্রবণ হয় এবং তাহা হইতেই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। অতএব গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা। সম্বন্ধজ্ঞান হইবার পর অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞান লাভ হয়। এস্থানে বদ্ধকালের সম্বন্ধ শরীর, অভিধেয় সৎকর্ম্ম, প্রয়োজন ভোগ। এই ভোগলাভের জন্য ভোক্তাভিমানে জীব চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা শব্দাদি বিষয়কে ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে আত্মার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তখনই ভক্তি অভিধেয় বলিয়া জানা যায় এবং কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ সেবাই যে তাঁহার প্রয়োজন তাহা বোধগম্য হয় এবং দেহ ও মনের নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম স্বতঃই দূর হইয়া যায়।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গ হইতে ভগবানের হৃৎকর্ণরসায়ন বীর্য্যবতী কথা শ্রুত হইয়া থাকে। শ্রবণ যতই সুষ্ঠু হয়, ততই জীবের হৃদয়ে অন্যাভিলাষাদি ধৌত হইয়া প্রথমে ভগবানের পাদপদ্মে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। পরে ঐ শ্রদ্ধা গাঢ় হইয়া সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়ায় নিযুক্ত করায়। ভজনক্রিয়ার পর জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয়। যতদিন অনর্থনিবৃত্তি না হয়, ততদিন জীবের বদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থায় যে সাধন, তাহা বৈধীভক্তি নামে অভিহিত হয়। বদ্ধজীব বহু ইতরকথা শ্রবণহেতু সংশয়চিত্ত-বিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব সাধুসঙ্গ করিতে হইলে প্রথমেই অসাধুসঙ্গত্যাগ করিতে হইবে। অসাধু-সঙ্গরহিত হইয়া সাধুসঙ্গ করিলে সাধুগণ অহৈতুকী কৃপাবশতঃ শাস্ত্রাদির উক্তিদ্বারা আমাদের মনের যাবতীয় সন্দেহ দূর করিয়া ভক্তির উদয় করাইয়া দিবেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অনর্থমুক্তির পর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির উদয় হয়। এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তি; পরে ভজনপ্রভাবে শীঘ্রই কৃষ্ণপাদপদ্মে ভাব ও প্রীতির উদয় হয়। ইহাই প্রেমভক্তি নামে কথিত হয়। এই সমস্ত কথা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে। যদি নিত্যমঙ্গল চাও তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া সাধুসঙ্গ কর—গৌড়ীয়-মঠের কথা শুনিতে চেষ্টা কর।

মধু—ভাই যদু, তোমার কথা শুনিয়া আমার আরও শ্রবণের ইচ্ছা হইতেছে। তুমি গৃহ-ত্যাগী, আমি গৃহস্থ। কি প্রকারে গৃহত্যাগ করিয়া মঠে যাইব? তবে মধ্যে মধ্যে মঠে যাইয়া এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিব। অনেক রাত্রি হইয়াছে। অদ্য বিদায়, নমস্কার।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৶০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৷৶০ ৪র্থ খণ্ড—৷৶০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য্য চতুষ্টয় সোপান [illegible] আছেন। [illegible] প্রাক্তন [illegible] প্রকাশ [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রধান চতুষ্টয় বেদান্ত [illegible] প্রভৃতি গ্রন্থের সমাক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান [illegible]। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমন্দির [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ প্র. [illegible] শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহাপ্রভুকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) প্রেমভক্তি-কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃপকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) কুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরহরি [illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নারিন্দা রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৬) বালিয়াটী গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগাষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয় মঠালয়

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর রক্ষক—শ্রী[illegible] বিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধার [illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) বল্লভানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গোপীবিনোদ রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible]নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলনরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]রমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী. শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিপ্রকাশ এম-এ।

(৫৭) [illegible]শ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—[illegible] মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (হাওড়া) এখানে মড়ুভুজ্জ[illegible] শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩২৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, কর্ণওয়াল,গার্ডেন্স, এস্ ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ফিক্‌টন, টাইপ	১০॥/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাকহোবা সাদা	৯'০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৫৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

মওয়া	৫৬৲
গাওয়া	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
	৪২।০

পাকিস্তান	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
মাজা গাওয়া	৪১৸০

সুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি সুরমিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্স দানা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৯॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি পাথর মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১১॥০—১৩।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০ - ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১১৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	।/১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৪॥০	৭৸/০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৫।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
হিল পাটী, বোল্টু, গরাদে	৫॥০—৫॥৵০
গোল রড রি ইন ফোর্স ড কনক্রিটের	
জন্য	৫॥০—৭॥৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০; নকল ২১৲

টিনের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

ভুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও ৮ জগন্নাথ ঘাট রোড, গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ::(:•:): ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::•::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১	১০—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব মোচন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য; মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১।।০	১।।০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

প্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

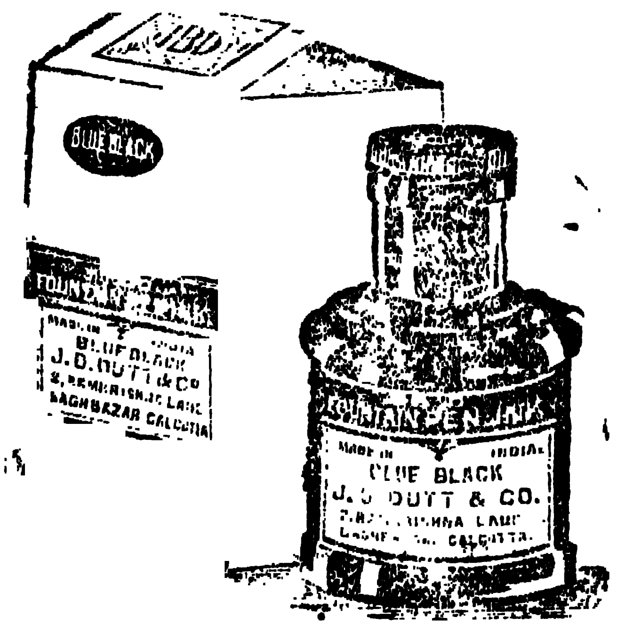

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মো ... —১৮নং ... লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

সাময়িক
গৌড়ীয়

ব্যাসপূজা-বাসরে
প্রকাশিত হইয়াছেন
বহু দুষ্প্রাপ্য
চিত্র ও বহু
মূল্যবান্ প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ফাল্গুন ১৩৪৩, ১১ই মার্চ, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১০

বিবিধ সংবাদ

——:(:*:):——

বিহার সরকারী কৃষি বিভাগ

বিহার সরকারের কৃষি বিভাগের ১৯৩৫-৩৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৩৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পর উত্তর বিহারে যে সকল চাষের জমি বালুকাপূর্ণ হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা সরাইয়া ফেলিয়া যাবতীয় জমি চাষের উপযোগী করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে চাউলের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও ধান চাষের অবস্থা বৈগুণ্যে চাষীদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। ইক্ষুর মূল্য অনেকটা নির্দ্দিষ্ট থাকায় চাষীদের অবস্থা তত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের উদ্যোগে এই বৎসর মুসৌরীতে ইক্ষু সম্পর্কে গবেষণা ও সাবুরে ধান্য সম্পর্কে গবেষণায় যথেষ্ট সাফল্যলাভ করা গিয়াছে। গবেষণার ফলে বিহারের চিনির কলগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইক্ষু ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি ও ইক্ষুমূল্য নিয়ন্ত্রণ হেতু চাষীদের অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়। বিহারের অন্যূন এক কোটি একর জমিতে ধান চাষ হয়।

প্লাবন ও অনাবৃষ্টির সময়েও কি রকমের ধান চাষ চলিতে পারে তাহা লইয়া গবেষণা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। রিসার্চ কাউন্সিলের আবিষ্কৃত নূতন রকমের ধান্য চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ফল রক্ষণ ও বার্লি সম্পর্কে গবেষণা, খাদ্যোপযোগী প্রধান চিনি উৎপাদন, সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী তামাক প্রভৃতি সম্বন্ধেও গবেষণা হইয়াছে। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে, দক্ষিণ বিহারে যে সব উৎপন্ন হয় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বার্লি প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা চলে।

— —

বঙ্গের সাপ্তাহিক মৃত্যুতালিকা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে সারা বাঙ্গলায় কোন্ ব্যাধিতে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় ৪১৬ জন, বসন্তে ১৩০২, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৫৩জন এবং মেনিঞ্জাইটিসে ২৫জন আক্রান্ত হয় এবং কলেরায় ২০৭জন, বসন্তে ৩৬১জন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৯জন, মেনিঞ্জাইটিসে ১৭জন মারা যায়।

আলোচ্য সপ্তাহে কোন্ ব্যাধিতে কোন্ জেলায় কত লোক মারা গিয়াছে তাহার হিসাব এই,—

কলেরায়—বর্দ্ধমানে ১১জন, বাঁকুড়ায় ২জন, মেদিনীপুরে ৬জন, হুগলীতে ১জন, হাওড়ায় ১ জন, ২৪পরগণায় ২৮ জন, কলিকাতায় ৮ জন, নদীয়ায় ৩ জন, মুর্শিদাবাদে ১ জন, যশোহরে ১ জন, খুলনায় ১৭ জন, দিনাজপুরে ৪ জন, মালদহে ১ জন, ঢাকায় ১৫ জন, ময়মনসিংহে ৮ জন, ফরিদপুরে ৫ জন, বাখরগঞ্জে ৩৭ জন, চট্টগ্রামে ৪ জন, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৯ জন, ত্রিপুরায় ৩৩ জন, এবং নোয়াখালিতে ১৬ জন মারা গিয়াছে।

বসন্তে— বর্দ্ধমানে ১৪ জন, বীরভূমে ২ জন, বাঁকুড়ায় ৮৯ জন, মেদিনীপুরে ৪ জন, হুগলীতে ৪ জন, হাওড়ায় ১০ জন, চব্বিশপরগণায় ১৩ জন, কলিকাতায় ১৬জন, নদীয়ায় ১০ জন, মুর্শিদাবাদে ১৫ জন, যশোহরে ৪ জন, রাজসাহীতে ১৪ জন, দিনাজপুরে ১৭ জন, রংপুরে ৭ জন, বগুড়ায় ৩জন, পাবনায় ৬জন, মালদহে ১১জন, ঢাকায় ৫১জন, ময়মনসিংহে ৮জন, ফরিদপুরে ১জন, চট্টগ্রামে ৭৪ জন, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৬ জন, ত্রিপুরায় ২ জন এবং নোয়াখালিতে ১৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৪ জন, মারা গিয়াছে।

মেনিঞ্জাইটিসে হুগলীতে ১ জন, এবং কলিকাতায় ১৬ জন মারা গিয়াছে।

———

মেদিনীপুরে শিলাবৃষ্টি ও বন্যা

মেদিনীপুর জেলায় গত সপ্তাহে এক দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে বেশ শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। একটী ঘূর্ণিবাত্যা কুলাপাড়া, নরঘাট প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘরবাড়ী গাছপালার অনেক ক্ষতি করিয়াছে। ভগবানপুর, পটাশপুর প্রভৃতি থানায় এমন বর্ষণ হইয়াছে যে, বর্ষাকালের মত খাল বিল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শীতের শেষে এরূপ বৃষ্টি দেখা যায় নাই। মেদিনীপুরের নদীতে অল্প অল্প বন্যা হইয়া তীরবর্ত্তী বহু সহস্র টাকার রবিশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষৎ প্লেগের আতঙ্কে ছুটী

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত পরিষদ ছুটি দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন।

গত একেকদিন উক্ত পরিষদের কয়েকটী ঘরে মৃত ইন্দুর পাওয়া গিয়াছে এবং সমস্ত ইন্দুরের দেহেই প্লেগের জীবাণু ছিল। ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে ডিরেক্টর পরিষদ ছুটি দিয়াছেন।

কনেষ্টবলকে প্রহার

সরকারী কর্ত্তব্য পালনে রত ভালতলা থানার এক কনেষ্টবলকে প্রহার করিবার অপরাধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এফ গুড়সন নামক এক ব্যক্তিকে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন ও আসামী জরিমানা দিয়াছে। উহা হইতে ২৫ টাকা কনেষ্টবলটি পাইবে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামী বলে, সে মদের ঝোঁকে কনেষ্টবলকে মারিয়াছিল।

— — —

গুণ্ডা আইনে দণ্ড

কালী বাগদী ও আবদুল রহিমকে গুণ্ডা আইন অনুসারে যথাক্রমে বিশ বৎসর ও ১৫ বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

— —

ডোবার জলে পড়িয়া শিশুর মৃত্যু

প্রকাশ, কাঁচরাপাড়াতে এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রকাশ, ১বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তানকে মাঠে রাখিয়া তাহার মা ক্ষেত্র হইতে শস্য অপহরণ করিতেছিল। মাত্র ৫ মিনিট কাল শিশুটির প্রতি দৃষ্টি না থাকায় সে গড়াইয়া নিকটবর্ত্তী এক ডোবায় পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

———

দস্যুদল কর্ত্তৃক দুইজন নিহত

আম্বালার নিকটবর্ত্তী নারায়ণগড়ের রণজিৎ গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ডাকাতি সম্পর্কে দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছে ও দস্যুদল নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ২৲
২। মধ্যযুগের বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। শ্রীমদ্ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সপ্তগোদাবরী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড — ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড — ৸০; ২য় খণ্ড — ১৲; ৩য় খণ্ড — ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ও সংস্কার ১।০
৯। ... ২৲
বাংলা
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ্ ।০
১৮। ছাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণলীলা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২
২৮। প্রেম বিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
প্রেম বিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সংক্ষেপ স্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (প্রথম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আচারকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। বঙ্গাহ্নিক ।০
৫৩। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৫। গৌরহরির ৸০
৫৬। প্রবন্ধাবলী
৫৫। পঞ্চোপাসনা বা মায়াবাদীর দুর্দশা ।০
৫৬। ...
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্য, টীকাহ) ।০
৫৮। শিক্ষাষ্টক ।০
৫৯। ...
৬০। ...

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ম্ ।০
৬৪। ভক্তিরত্নম্ ।০
৬৫। সাধনার শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থবর্ষিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
৭২। বিবেকানন্দ স
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপটস অব শ্রীচৈতন্য
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। রেলাটিভ গৌড়ীয়মঠ টিচিং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। রেবোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড
কমেন্টারি অন রিলিজিয়ন
৭৮। ... ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন চিত্তে এই বিরাট, আকর ও প্রামাণিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে শীঘ্র কাজে লাগিবার উপযোগী সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

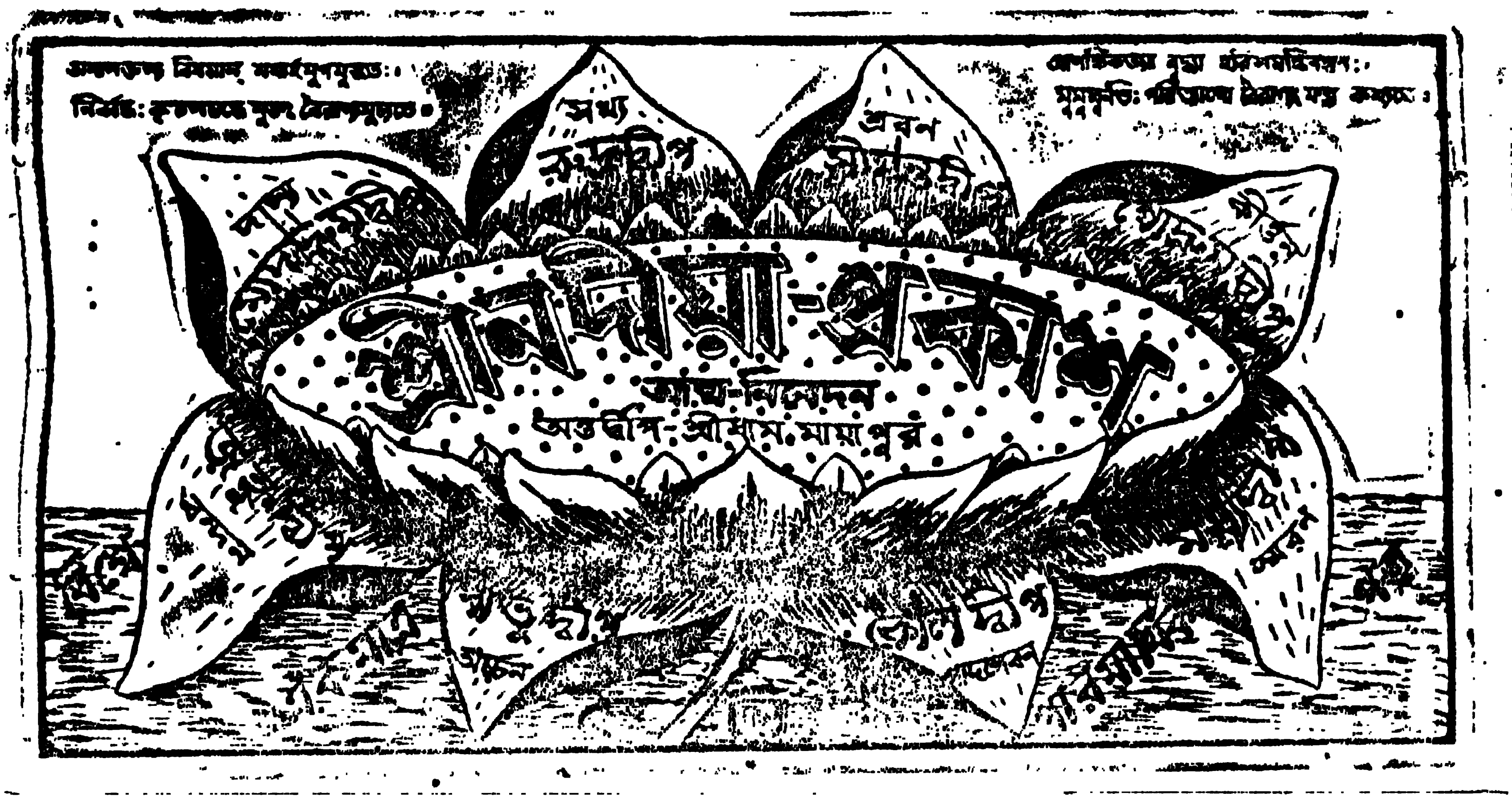

১২শ বর্ষ } ১৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১০ম সংখ্যা

প্রভুপাদে শ্রদ্ধাঞ্জলি

——::(•)::——

কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসিগণের বিরাট্ বিরহ-সভা

কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে স্যর অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জী, জি, সি, আই, ই, কে, সি, এস, আই, ভূতপূর্ব্ব হাইকমিশনার; অনারেবল স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, কে, সি, এস, আই; অনারেবল জাষ্টিস্ দ্বারকা নাথ মিত্র; অনারেবল জাষ্টিস্ সুরেন্দ্রনাথ গুহ; অনারেবল জাষ্টিস্ নগেন্দ্রকুমার মিত্র; অনারেবল নবাব স্যর কে, জি, এম, ফারোকি; অনারেবল স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়; অনারেবল মহারাজা স্যর প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর; মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার; মহারাজা যোগীন্দ্র নাথ রায় নাটোর; মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী সন্তোষ; রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ নসীপুর; স্যর হরিশঙ্কর পাল কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র; ডাঃ সত্যচরণ লাহা শেরিফ, কলিকাতা; স্যর অশোক কুমার রায় য্যাডভোকেট জেনারেল; শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, ভাইস্ চ্যান্সেলার; স্যর ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দি, ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার; স্যর এডওয়ার্ড সি বেনথাল; স্যর মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, ভূতপূর্ব্ব চীফ জাষ্টিস্; এ, কে, ফজলুল হক, কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র; স্যর জর্জ্জ এণ্ডারসন; স্যর আবদুল হালিম গজনাবি; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম, এল, সি; মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ; মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ; স্যর ডাঃ নীলরতন সরকার; স্যর ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী; স্যর বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা; জ্যোতিষ চন্দ্র মুখার্জ্জি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার; নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র এম, এল এ; ডাঃ টি আর মুখার্জ্জি চেয়ারম্যান; মহারাজ কুমার উদয়চাঁদ মহতাব; কুমার বিমলা কুমার মিত্র ও. বি. ই; শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ; অনারেবল বি, কে, বসু সি, আই, ই,; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি, আই, ই; শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ব্যানার্জ্জি এম, এল, সি; শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার; ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ভূতপূর্ব্ব মেয়র কলিকাতা; শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এম, এল সি, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী; রায় বাহাদুর রামদেও চোখানী; রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন; মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন; রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ; রায় বাহাদুর জলধর সেন; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ; অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জ্জি; ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসু; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চাটার্জ্জি; রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি; শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান; শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য মহানগরীর ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট হলে গত ৭ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলেন।

বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মযূরাকৃতি সুসজ্জিত মোটরযানে স্থাপিত আচার্য্য ঠাকুরের সুবৃহৎ আলেখ্যকে অগ্রণী করিয়া বহু বিভিন্ন সঙ্কীর্ত্তনদল এবং তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য ব্যাণ্ড ও স্কাউটের দল বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভেনিউ (দক্ষিণ), এসপ্লানেড (নর্থ) ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, গভর্ণমেণ্ট প্লেস (নর্থ), ওয়েলেসলী প্লেস অতিক্রমপূর্ব্বক সভা আরম্ভের প্রাক্কালে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট হলে উপনীত হন।

সভায় কলিকাতা মহানগরীর বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে বিলাত হইতে আগত লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্যর ফ্রান্সিস ইয়ং হ্যাজবেণ্ড, জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, নসীপুরের রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাঞ্জ, মিঃ জে, এন, বসু; জাষ্টিস ডি, এন, মিত্র, মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ডক্টর স্যর হাসান সুরাবর্দ্দি, কবিরাজ অনাথ নাথ রায়, মিঃ বিজয়কৃষ্ণ বোস, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সন্তোষের রাজা প্রমুখ মনীষিবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় কলিকাতার, তথা সমগ্র বিশ্বের যে ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া (১) বিরহ-প্রকাশ, (২) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদস্যগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও (৩) শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি সংরক্ষণ—এই তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

স্যর ফ্রানসিস ইয়ং হ্যাজবেণ্ড শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে দুঃখ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যখন পরমহংস গোস্বামীজীর জনৈক শিষ্য বিলাতে তাঁহার প্রচারিত বার্ত্তা লইয়া প্রথম গিয়াছিলেন তখন সেই ক্ষেত্রে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তদবধি তিনি এবং তাঁহার আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মিশনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বলেন যে, ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবে হিন্দুসমাজের যে দুরপনেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে। তিনি

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ-[illegible] সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও গৃহমেধীত্ব লাভ হয়; তদ্দ্বারা কোনই কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তগৃহের এই আদর্শ সর্ব্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ-প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক-সঙ্গই দরকার, সামাজিক-সঙ্গ দরকার নহে।"

—শ্রীল [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ [illegible] [illegible] ৬৫

সাধক ও সিদ্ধ

সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে একজন অসুস্থ আর একজন সুস্থ, একজন [illegible] রোগী, আর অন্য জন রোগমুক্ত [illegible]। সুতরাং সুস্থ ও অসুস্থকে একাকার করার ন্যায় অদর্শনবাতিত্যবশতঃ [illegible] সিদ্ধ ও সাধককে সমান মনে করি[illegible] উচিত নয়। [illegible] সর্ব্ব [illegible], সিদ্ধগণও [illegible] বাধ্য [illegible] নিরন্তর [illegible] চিন্তায় রত, [illegible] থাকিয়া [illegible]। এবং [illegible] ও [illegible] ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কার্য্য নাই। তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই [illegible] ভজন [illegible] করেন। [illegible] ভোজন, চালচলন, [illegible] সেবাতেই পর্য্যবসিত। [illegible] — সঙ্গে পরমহংস; [illegible] করিবার জন্য বদ্ধজীব [illegible] [illegible] কৃপায় অনর্থ [illegible] [illegible] বৈষ্ণব-সেবা লাভ [illegible] হন।

[illegible] মহদ্গুরুর চরণ [illegible] সুযোগ [illegible] [illegible], তাঁহারা সাধু [illegible] করিতে [illegible] আগ্রহ [illegible] [illegible]

পাইয়াছেন, সেই নিরন্তর গুরুসেবারত সেবাবিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধ। তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত বস্তু, মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা মহাভাগবত— ভাবুক বা প্রেমিক। "যাঁরা যাঁরা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" "স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।"—ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। [illegible] শাস্ত্রে [illegible] সদ্গুরুচরণাশ্রিত [illegible] ইহা দ্বারা স্পষ্টই [illegible] হয় যে, সদ্গুরুচরণাশ্রয়কারী ব্যতীত অন্যকে [illegible] বলা অনুচিত। [illegible] বা শুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সেবাই [illegible]

একমাত্র [illegible]। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ে [illegible] [illegible] পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক [illegible]। [illegible] জীব [illegible] উঠিবে

[illegible] সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, [illegible], আসক্তি, [illegible] [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রদ্ধা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নাই।

"[illegible] কোন [illegible] জীব। [illegible] পায় [illegible]॥"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিক্রমে এবং অজ্ঞাত সাধুসঙ্গফলে অর্থাৎ কোনও উপায়ে শুদ্ধ সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ-ফলে জীবের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা উদিত হয় তাহা কোমলশ্রদ্ধা বা চঞ্চল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অচল বা দৃঢ় নহে। এই অবস্থায় জীব সাধুসঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেম [illegible] বা সিদ্ধির প্রথম অবস্থা। এইখানেই সাধন আরম্ভ বা ইহাই সাধকাবস্থা।

ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গপ্রাপ্ত জীব তখন অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন ও তাঁহাদের আদেশ-পালনরূপে ভজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হন। এই ভজনক্রিয়া সাধুসঙ্গ ভজন বা গুরুসেবা না হইলেও উহা সেবালাভের একমাত্র [illegible] সেবা [illegible] বা সাধন। ইহাই মঙ্গল [illegible]

[illegible] সকল অবস্থাতেই সাধুসঙ্গ আবশ্যক। ইহা Compulsary. সাধুর আনুগত্যই সাধুসঙ্গ। বাস্তবিক মঙ্গল লাভ করিতে হইলে [illegible] ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে গুরুকৃপাপ্রাপ্ত শুদ্ধ নিষ্কপট সাধুর আনুগত্যময়ী বা অনুসরণময়ী চেষ্টা ব্যতীত [illegible] সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কারণ, তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত সেবা-লাভ ত' দূরের কথা, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা-কনককামিনী-[illegible] যায় না।

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

(চৈঃ চঃ)

"[illegible] করিয়া মন ছাড়ান না যায়। সাধু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

[illegible] কখনও [illegible] হয় না। এইজন্য [illegible] সাধকগণ সাধুসঙ্গ অর্থাৎ [illegible] [illegible] সেবা করেন। সাধুসঙ্গ [illegible] সেবা করিতে [illegible] জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ [illegible] সংস্কারে সাধুর [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে [illegible], [illegible], হিংসা, লোভাদি [illegible] ক্রমে খর্ব্ব হয়। [illegible] হইলে [illegible] অন্য বিষয়ের নিষ্ঠা না [illegible] বিশ্বাস [illegible] ভগব-[illegible] অনর্থ থাকা-কালে [illegible] একনিষ্ঠ হইতে পারে না। [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] নিষ্ঠায় [illegible] হইতে থাকে। এই অনর্থনিবৃত্তি জীবের উন্নতির তৃতীয়ক্রম এবং নিষ্ঠাই চতুর্থ অবস্থা।

নিষ্ঠা হইলেই জীব অধিকতর আগ্রহের সহিত ভজনানুশীলন করেন। তখন সাধুসঙ্গ আরও অধিকতর যত্নের সহিত হইতে থাকে। অনর্থনিবৃত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের অনর্থযুক্ত সাধকাবস্থা এবং অনর্থ-নিবৃত্তির পর জীব অনর্থমুক্ত সাধক। অনর্থমুক্তগণ 'শুদ্ধভক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। অর্থাৎ এই নিষ্ঠা তখন রুচিতে পর্য্যবসিত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে অরুচি জন্মায়। ইহাই জীবের আত্মোন্নতির পঞ্চম অবস্থা। এই রুচি অধিক আগ্রহতা লাভ করিলে অধিকতর অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম আসক্তি হয়। এই আসক্তি পর্য্যন্তই সাধন। নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি সাধকের এই তিনটী অবস্থা মুক্তাবস্থা। এই অনর্থ-মুক্ত জীব মায়ামুক্ত নহেন। সিদ্ধগণই—ভাবুক বা প্রেমিকগণই মায়ামুক্ত। অনর্থ-যুক্তই হউন আর অনর্থমুক্তই হউন, সাধকের [illegible] সকল সময়েই আছে। কিন্তু সিদ্ধের পতনের আর কোন বালাই নাই; সিদ্ধ চিরকালই সিদ্ধ। সিদ্ধ চাউল বা ভাত কখনও চাউল হইতে পারে না। এই আসক্তিতেই সাধনের পূর্ণাবস্থা। এই আসক্তি গাঢ় হইলে তাহার নাম ভাব, রতি বা প্রেমাঙ্কুর হয়। ভাবের এই রত্যা-[illegible] শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ নহে, ভাবই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা লাভ করে। তখন চিত্ত মাসৃণ্য লাভ করে। এই ভাব অনন্যমমতা লাভ করিলে প্রেম হয়।

সাধকগণের মধ্যে কেহ কনিষ্ঠাধিকারী আবার কেহ বা মধ্যমাধিকারী, আর সহজ পরমহংস ভাবুক বা প্রেমিকগণই উত্তমাধিকারী। সাধকগণ সিদ্ধগণের অনুগত। সেইজন্য কনিষ্ঠাধিকারী বা মধ্যমাধিকারী সাধকগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চিন্তানির্ম্মুক্ত, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ নিষ্কপট শুদ্ধ সহজ গুরুদাসগণের—গুরুপ্রেষ্ঠগণের—গুরুর অন্তরঙ্গ নিজজনগণের আনুগত্যে গুরুসেবা করিয়া থাকেন। অনর্থমুক্তির পরই জীব সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। এবং ক্রমে ক্রমে ভাবুক ও প্রেমিক হইবার সৌভাগ্য পায়। [illegible] বৈষ্ণব-কৃপায় মধ্যমাধিকার লাভ হইলে জীব শুদ্ধ-বৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট হইবার বা তাঁহাদিগকে অভিবিশ্বস্ত জানিবার সুযোগ পায়। মূলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই একমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু বদ্ধজীবের সাধারণতঃ হরি গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাস হইতে চাহে না। বিশ্বস্ত নিষ্কপট সাধুর সঙ্গই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায় নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যাবৎ পাদরেণু [illegible] তাবদেব হি ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।"

অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ
সৎসঙ্গ-শাস্ত্র-শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

পূর্ণ-গুরুকৃপা-প্রাপ্তিই সিদ্ধি। এই সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকজীব সর্ব্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। প্রত্যেক দিন কিছু কিছু উন্নতি না হইলে তাহার যথাক্রম অপরাধাদি অনুসন্ধান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন এবং সাধুসঙ্গের দ্বারা তাহা শোধন করিবেন। অনুক্ষণ গুরুদেবমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট বল প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার বলবান্ ভৃত্যগণের দ্বারা হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারে আমাদের হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন। এই ক্রমোন্নতির [illegible] ক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে।

এই সকল কথা যেন আমি সর্ব্বদা স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়া নিরন্তর সেবারত নিষ্কপট গুরুদাসগণের আনুগত্যে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে পারি; তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৭ই মার্চ্চ, ২৩শে ফাল্গুন রবিবার দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় [illegible] স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। মঠের গেটে সেক্রেটারী শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ [illegible] মহোদয় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সভা-মণ্ডপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভায় উপস্থিত গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিশিষ্ট মঠবাসিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ. মহোদয় উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া রৌপ্য কাস্কেটে করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ইহার পর স্যর ফ্রান্সিস শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের বিরহে তাঁহার গভীর সমবেদনা প্রকাশ ও মঠের কর্ত্তৃপক্ষ এবং আচার্য্যবর্য্যের যাবতীয় শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি-এ. মহোদয় মঠের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন, লণ্ডনে নানাভাবে প্রচারের সহায়তা প্রভৃতি কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্যর ফ্রান্সিস্ লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী'র আজীবন প্রেসিডেণ্ট। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্পর্শে আসিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রেমধর্ম্মের মধ্য দিয়া জগতে প্রকৃত মৈত্রী সংস্থাপিত হইতে পারে। উক্ত [illegible] যাহাতে সমস্ত জগতের মধ্যে [illegible] সুসংস্থাপিত [illegible] বিশেষ [illegible] আছেন এবং [illegible] প্রচুর [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছেন।

প্রভুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগামিবৃন্দকে [illegible] পরিচালিত [illegible] প্রতিষ্ঠিত মিশনের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চালাইবার জন্য আরও অনুরোধ করেন।

মিঃ জে, এন, বসু বলেন যে, সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ধর্ম্মজগতে একজন [illegible] অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে, যখন ধর্ম্মজগতে গ্লানি উপস্থিত হয় তখন করুণাময় ভগবান্ [illegible] প্রচারক বা আচার্য্য প্রেরণ করেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, বিশ্বজগৎকে [illegible] মুক্তি দিবার জন্য সরস্বতী [illegible] শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এ জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মিঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] মিশনের যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে [illegible] বলিতে [illegible] মিঃ দ্বারকানাথ মিত্র বলেন যে, আজ সরস্বতী মহারাজের স্মৃতি-পূজা করিবার জন্য [illegible] সকলে এই সভায় সমবেত হইয়াছেন [illegible] সরস্বতী ঠাকুর [illegible] মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য প্রভূত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] অনেকে সরস্বতী ঠাকুরের [illegible] প্রচার [illegible] পূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, এবং [illegible] স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] পাদপদ্মের অতুলনীয় অবদান মহিমা [illegible] পূর্ব্বক বক্তৃতা করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্বামী [illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীচৈতন্যদেবের বার্ত্তা প্রচার করিতে লণ্ডন নগরে যান তখন তিনি (সভাপতি) লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি জানেন যে, তথায় লর্ড জেটল্যাণ্ড, স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড এবং লণ্ডনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বামী বন [illegible] অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ইহা খুব [illegible] বিষয় যে, [illegible] সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্মৃতি-পূজা করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি [illegible] সভায় [illegible] হইয়াছেন। এই সভায় তাঁহার উপস্থিতি নিশ্চয়ই একটা আনন্দের লক্ষণ।

[illegible] তিনি [illegible] তিনি লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সরস্বতী গোস্বামী [illegible] এবং [illegible] তাঁহার [illegible] উপলব্ধি করিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] করিয়াছেন বটে তথাপি তিনি [illegible] রাখিয়া দিয়াছেন [illegible] করা যে, তাঁহার [illegible] নিকট [illegible] তাঁহারই মনোবৃত্তি [illegible] বক্তৃতাশেষে [illegible] বলেন যে, ইহা তাঁহার [illegible] কথা যে, তিনি এই সভায় সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় [illegible] সভায় কলিকাতা মহানগরীর [illegible] পরমহংস [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] হঠাৎ [illegible] প্রকাশ করিতেছে। যে [illegible] গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয় মিশনের [illegible] এবং তিনি [illegible] একটী [illegible] এবং লণ্ডনে [illegible] অন্ধকার [illegible] স্মৃতি-পূজা করিবার প্রার্থনা করেন যেন [illegible] সরস্বতী মহারাজের স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকে।"

[illegible] "আর [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া [illegible] প্রদান করেন যে, [illegible] মহারাজের [illegible] তৎপ্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য তাঁহার এজগতে উপস্থিতি বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল ঠিক, সেই সময়ে তিনি সকলকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই গৃহীত প্রস্তাবের একখানি নকল কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হউক এবং তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক যে, সভায় সভ্যবৃন্দের [illegible] সমবেদনা যেন তিনি সমস্ত গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রসকলে জ্ঞাপন করেন"।

অতঃপর সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্মৃতি চিরস্থায়িরূপে রক্ষাকল্পে একটা কমিটী গঠিত হয়। এ কমিটিতে ২৩ জন সভ্য এবং বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, [illegible] মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা; [illegible] ; মিঃ দ্বারকানাথ মিত্র; [illegible] ; [illegible] ; স্যর বি, এল, মিত্র; স্যর মন্মথনাথ মুখার্জ্জি; মিঃ জে, এন, বসু; মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, মিঃ [illegible] প্রমুখ সজ্জনগণ আছেন।

সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক এবং ডালহৌসী ইন্ষ্টিটিউটের সভ্যমহোদয়গণ যাঁহারা ঐ দিনের এই সভার জন্য [illegible] তাঁহাদের [illegible] ব্যবহার করিতে দিয়াছেন তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সন্ধ্যার সময় সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর আবার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাপূর্ব্বক ঠাকুরের আলেখ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যাওয়া হয়।

"সার্থকতা"

(শ্রীযুক্ত [illegible])

কোটি [illegible] কিছু লাভ নাই,
শ্রী[illegible]
[illegible] পুষ্প [illegible]
[illegible] সেই [illegible] মূল ॥
শ্রীগুরু-[illegible] প্রসাদ,
[illegible] যদি [illegible] মন।
[illegible] সার্থক [illegible] জনম [illegible]
শ্রীগুরু [illegible]-প্রীতি [illegible] অন্বেষণ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৵০; ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড—৵০ ৪র্থ খণ্ড—৵

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় সোপান বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি প্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ মুদ্রালয় আছে।
রক্ষক — শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... ন বড়বাজার ৬১১৬
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান চতুষ্টয় বেদাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত ... পারমার্থিক আচার্য্যাধিক ... কল্যাণের বিতরণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি ... প্রসিদ্ধ।
রক্ষক—শ্রীজগন্মোহন দেবশর্ম্মা ভক্তশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
রক্ষক—শ্রীমদ্দণ্ডিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক —শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক —শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বৰ্দ্ধমান।
রক্ষক —শ্রীদীননাথ ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বৰ্দ্ধমান)।
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রী ...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) সেঁতিয়া-কুরুকানন
শ্রীবাসুদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর,
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনৃপকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীঅনেককৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ মাজদিয়া, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
...পুর, পোঃ ... (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী।

(২১) রাধাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দভূষণ মল্লিক

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ পাদাধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়
নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ
কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক —শ্রীসুবলদাস ব্রহ্মচারী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকল্যান্ড ভিলা দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
হরিদ্বার, সাহারাণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাক্তসার,

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক —শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রহ্মানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।
রক্ষক —শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দগাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেষশায়ী, পোঃ কোতোবন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক —শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক —শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক —শ্রীরবিগৌরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশবালি, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)
এখানে ৪৬ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়
৩ মণ্টর হাউস, কর্ণওয়ালাগার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷৹
মাঝা চাল	৫৷৶৹
ঐ নূতন	৷৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৷৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোম্পানি	৫৷৶৹
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶৹

আতপ —

নূতন আতপ	৪৲—৪৶৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶৹

চিনির দর

বিক টম, ট প	১০৷৷৴৹
মাণিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
আরহোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭৷৷৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫৹
সভরেণ	২২৷৹ ১৹
দর দর, প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪৷৶৹
নিম্নতম—	৩৪৸৶৹
উচ্চতম—	৩৫৷৶৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৴৹—৬৷৹
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৹—৫৷৷৶৹
সুজী	৫৸৶৹—৬৲
আটা (ব)	৫৷৷৶৹—৫৸৹
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸৴৹—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৶৹
আটা নং (৩)	৩৸৶৹—৪৲
পোলার্ড	১৷৷৶৹ ১৸৹
ভুষি	১৷৷৶৹—১৷৷৶৹

মুড়ের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫২৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷৹
প.ভিক্টোরিয়া	৩৯৹।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাজা	৪১৸৹

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন গোলার ফাইন	৫৮৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি পুরনিদ ফাইন	৪৩৲
চাদার্গ গাদা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারস সাগু	৯৷৷৹
সুপারী দেশী	১৩৮৪—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৷৷৹—১০৷৹
শুটি পরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৹—১৩৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

	মাকা ৭৶৹—৭৷৷৹
ঐ বেমার্কা হাল্কা ওজন	৬৷৹—৬৷৷৹
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷৹
বরগা টী আয়রণ	৭৸৹ ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶৹—৮৷৷৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৶৹
২৬ গেজ—	১২৷৶৹
২৮ গেজ—	১৩৷৶৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১১৶৹
২৬ গেজ—	১২৶৹
২৮ গেজ—	১২৷৶৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১৷৷৶
২৬ গেজ—	১২৷৷৹

গ্যাঃ টিকা ২৪—৩০ গেজ

পাঃ ৷৴১০—৷৷৶৹

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বা ওল)	৮৷৷৹
প্লেট কাটি বা বিট কাটা মণ	২৲ ৩৲

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷৷৹ ৭৸৴৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪৷৹—৫৷৹

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸৹

হিন্দ পাটী, বোলটু, নয়াদে ৫৷৹—৫৷৷৶৹

গোল ও রি-ইন-ফোর্স্ড কনক্রিটের

জন্য ৫৷৷৹—৭৷৶৹

মুঃ ইস্পাত আসল ২২৷৷৹, নকল ১১৲

নটকলের হালমণ ৪৸৹, গাটের হালমণ ৬৷৷৹

ভুলাব হালমণ ৩৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ::*:: —

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঠাকুর ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আদর্শ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একজন সহায়হীন বনেদি ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সম্পাদক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই উহার কার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি সংযুক্ত জ্বরাক্রান্ত এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনিবার্য্য সাফল্য হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত করণীয়। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:::):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	১৵০	১৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১ ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] কলিকাতা

13 MAR 37
7 PM

পো: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম' নবদ্বীপ

সাময়িক
গৌড়ীয়

ব্যাসপূজা-বাসর
প্রকাশিত হইয়াছে
•
বহু দুষ্প্রাপ্য
•
চিত্র ও বহু
মূল্যবান্ প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA PR[illegible]

REG NO C 1544

চৈতন্য-উপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পো: শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ১২ই মার্চ, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১১

বিবিধ সংবাদ

——:(::০::):——

রাজনৈতিক বন্দীসম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিবের উক্তি

গত ৮ই মার্চ বাঙ্গলা পরিষদে শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনার প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া গবর্ণমেণ্ট সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন না।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে স্যার হেনরী ক্রেক বলেন, মিঃ বসুর ওজন ১৭ পাউণ্ড হ্রাস পায় নাই। তিনি আরও বলেন, জনসাধারণের নিরাপত্তার পক্ষে যতদিন মিঃ বসুকে আটক রাখা দরকার তদপেক্ষা একদিনও বেশী তাঁহাকে আটক রাখা হইবে না।

অপর একটা প্রশ্নের উত্তরে স্যার হেনরী ক্রেক বলেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ নিজ ক্ষমতাবলে গত জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে স্বাধীনতা সঙ্কল্প পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি যতদূর জানেন, তাহাতে মনে হয় ১৯৩২ সাল হইতে ঐ সঙ্কল্প-বাক্য প্রকাশ্য স্থানে পাঠ করা হয় নাই।

ডাক মাশুল সম্পর্কে সংবাদপত্রকে সুবিধা দান

গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রসমূহকে ডাকমাশুল সম্বন্ধে কিছু সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ যে, ডাক ও তার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস রাজস্ব সচিব কর্ত্তৃক গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী দাখিলীকৃত রাজস্ব বিলের পরিবর্ত্তে এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, দশ তোলার অনধিক ওজনের রেজেষ্টারীকৃত সংবাদপত্র এক পয়সা ডাক মাশুলে বহন করা হইবে।

মূল বিলে ৮ তোলার অনধিক ওজনের রেজিষ্টারীকৃত সংবাদপত্রের ডাক মাশুল এক পয়সা এবং ৮ তোলার অধিক হইতে ২০ তোলার অনধিক পর্য্যন্ত ওজনের সংবাদপত্রের ডাক মাশুল দুই পয়সা ধার্য্য হইয়াছিল

পরিষদে আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজস্ব বিলে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব এই প্রথম।

———

চলন্ত ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

গত ৮ই মার্চ রাত্রিতে যশিদী ও বৈদ্যনাথ ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ১৩নং আপ ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গাড়ী যখন দারোয়ার ব্রিজের উপর দিয়া যাইতেছিল ঐসময় কিছু বাধা বোধ হইতে থাকে।

ড্রাইভার সত্বর গাড়ী থামাইয়া দেয় এবং লাইনের উপর বড় পাথরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সরাইয়া ফেলিবার পর ট্রেণ চলিতে থাকে।

হাবসীদের চরম দুর্দ্দশা

লণ্ডনস্থ হাবসী দূতাবাস হইতে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হাবসীদিগকে ইতালীয়ানদের সহিত একই বাড়ীতে বাস করিতে, একই হোটেলে আহার করিতে এবং একই রাস্তায় ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতালীয়ানরা যে রেস্তোরাতে আহার করে, সেই রেস্তোরায় হাবসীদিগকে প্রবেশ করিতে কিম্বা আহার ইত্যাদি করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি কোন হাবসী যদি ভুলক্রমেও কোন রেস্তোরা অথবা হোটেলে প্রবেশ করে কিম্বা কোন হোটেলওয়ালা যদি তাহাকে পানাহার করিতে দেয়, তবে তাহাকে (হাবসী) দণ্ডভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে হাবসীরা যে সব জায়গায় কাজ করিত, কর্ত্তৃপক্ষ সেই সব জায়গায় ইতালীয়ান ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুধু ইতালীয়ানদিগকেই মোটর চালাইতে কিম্বা হোটেল ও রেস্তোরা সমূহে কাজ করিতে দেওয়া হয়। ফলে হাবসীদের তাহাদের নিজেদের দেশে কোন কাজ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কোন হাবসীকে শ্বেতাঙ্গ চালিত মোটরে যাইতে দেওয়া হয় না। কোন অশ্বেতকায় যদি শ্বেতাঙ্গ ট্যাক্সী চালককে তাহার ট্যাক্সী ভাড়া করিবার জন্য থামাইতে বলে তবে এই বিদ্রোহের (?) জন্য উক্ত অশ্বেতকায় ব্যক্তির দণ্ড হয়। আদিস-আবাবার সমস্ত বিচারকদিগকে তথাকথিত অপরাধসমূহের জন্য হাবসীদিগকে শাস্তি দিতে হয়।

দেওয়াল গাথিবার কালে দুর্ঘটনা

গত ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় বেরিলীতে একটি ৫০ ফুট উচ্চ প্রাচীর হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ার ফলে ৫ জন লোক নিহত এবং ৩জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ও মজুর যখন মিলিটারী সাপ্লাই ডিপোতে একটি প্রাচীর তুলিতেছিল, সেই সময় পার্শ্বস্থ অন্য আর একটী উচ্চ দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে। ফলে উপরি উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে। একজন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক ধ্বংসস্তূপ সরাইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল কিন্তু তথায় আর কোন মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মোটর দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও দুইজন আহত

মজঃফরপুরে ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্যের মোটর ড্রাইভার মহুয়া রোড দিয়া মোটর চালাইবার সময় যখন গোবরধা পুলের নিকট দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটি শোভাযাত্রাও ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। উক্ত শোভাযাত্রার ৩জন লোক তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হইতে যাইয়া উক্ত মোটরের নীচে চাপা পড়ে। ফলে একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং অন্য দুইজন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ড্রাইভারকে ৪০০ টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

———

স্পেন বিদ্রোহীগণের জাহাজ লুঠ

স্পেনের কোন বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় বিদ্রোহীদের একটী মাছধরা জাহাজ "[illegible]" নামক একটি বৃটিশ জাহাজকে থামাইবার জন্য [illegible] অভিমুখে [illegible] আদেশ দেয়। বৃটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন বিদ্রোহীদের আদেশ না মানিয়া ফ্রান্সের [illegible] দিকে জাহাজ চালাইতে থাকেন। প্রকাশ যে, [illegible] একটিও [illegible] না [illegible] বিদ্রোহীরা একটী না একটী বিদেশী জাহাজ আটক না করে। যে সকল জাহাজ তাহারা আটক করে, সেগুলির অধিকাংশই ডেনমার্ক ও নরওয়ের। বিদ্রোহীরা জাহাজগুলিকে ধরিয়া ফেরোলে লইয়া যায় ও তথায় মালপত্র নামাইয়া লইয়া জাহাজগুলিকে ছাড়িয়া দেয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম [illegible] ৪৲
প্রথম হইতে [illegible] স্কন্ধ [illegible] ১৲
দশম স্কন্ধ—
২। [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬
। [illegible] ৪৲
৪ [illegible] [illegible]বলী
১ম খণ্ড [illegible] ২
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। [illegible]বলী
১ম খণ্ড—[illegible] ২
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible]
৮। [illegible] [illegible]
শ্রী[illegible]কা
৯ [illegible]
১০। [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible] ২৲
১২। শ্রীমদ্ভা[illegible] [illegible] বাঁধা) [illegible]
১৩। [illegible] [illegible] সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধকক[illegible] [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ্
১৮। [illegible] আনবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৹
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৶৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বিশ্বনাথ-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।৹
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (ভক্তিনির্ণয়-সংস্করণ) ৸৹
৩১। [illegible] [illegible] সংস্করণ।
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। শ্রীকবলী ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭ [illegible] ৫৲
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি [illegible]
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ৸৹
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক ।৹
৪৬। [illegible]অষ্টক ।৹
৪৭। [illegible] ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরাঙ্গ [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible] বিনির্ণয় ।৹
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।৹
৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶৹
ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
[illegible] ৵৹
[illegible] ৶৹
[illegible] ৵৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।৹
[illegible] ।৹
৬৪। ।৹
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়:
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ গ্লিম্পস্ ইনটু দি [illegible] ॥৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। [illegible] ৵৹
৭৩। [illegible] অব শ্রী চৈতন্যদেব ।৹
৭৪। [illegible]
৭৫। রেখাট. গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৭। [illegible]
[illegible] ।৹
৭৮। ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ।
৮১। [illegible] ।
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵
৮৩। গীতাবলী ৷
৮৪। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রিকা একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে নব রুচি [illegible], আনন্দ ও আত্মতায় স্নাত মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ } ১৮, গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৮শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ১২ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১১শ সংখ্যা

ঢাকায় ব্যাসপূজা

(1)

রেঙ্গুণ হইতে প্রেরিত তার

Tearful offerings from Prabhupad's humble servants in Burma to His Divine Feet with prayer for His eternal service.

Giri

বঙ্গানুবাদ

ব্রহ্মপ্রবাসী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দীন সেবকবৃন্দ আজ শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অশ্রু সিক্তনেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবা প্রার্থনা করিয়া তাহার শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছে।

—গিরি

(2)

কটক হইতে প্রেরিত তার

We grihastha a-grihastha members of Satchidananda Math offer Shraddhanjali to the Feet of Srila Prabhupad. Obeying command of Srila Prabhupad offer Absolute submission to Vasudev Prabhu Successor of Srila Prabhupad in Madhwa Gaudiya Amnaya. Pray mercy of Srila Vasudev Prabhu to enable us under His unconditional guidance perform worship Feet of Srila Prabhupad eternally and today pray blessings all God-Brothers in this. We subscribe to Vyaspuja offering by Bhaktisudhakar Prabhu.

মর্ম্মানুবাদ

আমরা শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের গৃহস্থ এবং অগৃহস্থ সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক আমরা মধ্বগৌড়ীয় আম্নায়ে শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রপত্তি নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার একান্ত আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চনের যোগ্যতা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করুন। আমরা এই বিষয়ে আমাদের সমুদয় সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে যে অর্ঘ্য প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহার সহিত আমাদের নাম সংযুক্ত করিয়া দিতে প্রার্থনা করিতেছি।

কটকের শ্রীব্যাসপূজা

গত ২রা এবং ৩রা মার্চ্চ তারিখে কটক শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে বিরাট সমারোহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সহরের সমস্ত ভদ্রলোকই পূজায় যোগদান করেন। দুই দিনই সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নিরন্তর শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা মূর্ত্তি রথমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। গোদাবরী স্নানার্থী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ প্রভৃতি সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চামূর্ত্তি দর্শন এবং প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হন এবং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সুকৃতি লাভ করেন।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার কে, পি, রেড্ডি কে, সি, আই, ই মহোদয় পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, এই উৎসবে যোগদান করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঐ দিবসই তাঁহাকে বেজওয়াদা হইয়া মাদ্রাজ যাইতে হইবে, এইজন্য তিনি উৎসবে আসিতে না পারায় দুঃখিত।

দুই দিবসই সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ত্তন এবং আচার্য্যচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। শ্রীমঠের প্রাঙ্গণ সভার অধিবেশন সময়ে লোকারণ্য হয়। ৭ই মার্চ্চ রবিবার তারিখেও দরিদ্র লোকদিগকে পুনরায় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় প্রধান উকিল এম ভি, সুব্বা রাও গারু মহোদয় অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২রা মার্চ্চ গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে ১লা মার্চ্চ শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন-উৎসব ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। তৎপর দিবস ভোর পাঁচটায় মঙ্গল আরাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা ও শরণাগতি কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তন হয় এবং অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার পর ভক্তবৃন্দ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করেন। অপূর্ব্ব পুষ্পাবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংস্থাপিত করিয়া তাহা সুন্দর বস্ত্র ও সুরভি পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের সম্মুখে শ্রীব্যাসপূজা ... সভার প্রারম্ভে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মুখপাত্রকত্বে শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও মঙ্গলাচরণ কীর্ত্তন হয়। সভায় প্রথমে ... ক্রমে ... শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য ও গৌড়মণ্ডলে প্রচারবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস বি এল, ইমপোর্টার অমৃতবাজার পত্রিকা। (২) শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাপ্রসাদ বি এল, (৩) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার, গয়া জিলাস্কুলের শিক্ষক। (৪) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস বি-এল। পূর্ব্বোক্ত দুইজন হিন্দি ভাষায় ও শেষোক্ত দুইজন বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অনন্তর মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ কান্তিলাল এম এ, বী বি এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব ও তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

সভান্তে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। এই উৎসবে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের যত্ন ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠে

গত ২রা মার্চ্চ ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার দিবস শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে প্রাতে ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের অর্চ্চন ও বন্দনা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর ... শ্রীপাদ ... প্রভু শ্রীগুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় ... ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে ... পদাবলী কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সম্পন্ন

"গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণরূপ সামাজিকতা করিলে ব্রহ্মচারীর স্মৃতি ও গৃহমেধীর লাভ হয়; তদ্দ্বারা কোনও কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি [illegible] এই আদর্শ সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ প্রার্থীর পক্ষে পারমার্থিক সঙ্গই দরকার, সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ গোবিন্দ, [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

হৃদয়-মল যায় কিসে?

—:•:—

ভগবৎসেবাবিহীন আমাদের [illegible] পাপমলিন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত থাকিয়াও আমাদের বিমুখতা দেখিয়া তিনি উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা বা বাণী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্ আমাদের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া কৃপাপূর্বক আমাদের কর্ণদ্বার দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশ-[illegible] হৃদয়-কমলস্থ [illegible] ভাবকে [illegible] করিয়া দেন এবং [illegible] জীব-হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও [illegible] হয়। [illegible] যেমন [illegible] বিনষ্ট হয়, [illegible] প্রবিষ্ট হইয়া সকল জীবের সকল পাপ নিঃশেষরূপে ধ্বংস করেন।

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"
(ভাঃ ২।৮।৫)

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-[illegible] হৃদয়ের মল [illegible] না; কুষ্ঠ-জলের [illegible] কাম-ক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য [illegible] হইলেও পুনরায় কোনও [illegible] [illegible] আবার [illegible] প্রকাশিত [illegible] বলেন,—মুহুর্মুহুঃ কামলোভ [illegible] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের [illegible] প্রকারে শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা তদ্রূপ হয় না। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং কথারূপে [illegible] জীবের হৃৎকন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক [illegible] হৃদয়মল নিঃশেষে করিয়া থাকেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ [illegible] সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতঃ [illegible] শ্রীহরিকথামৃত [illegible] হইয়া শ্রবণ করেন। যিনি এই হরিকথা [illegible] ও সেবাবুদ্ধি সহকারে শ্রবণ করে [illegible] তাহার হৃদয়ে মায়িক [illegible] অবস্থান করিতে পারে না। [illegible] সহকারে [illegible] করিতে করিতে [illegible] চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া [illegible] হইতে তাঁহাকে নিস্তার করেন। ভগবৎসেবাবিমুখ [illegible] সেবাই প্রয়োজন। [illegible] সকল অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥"
(ভাঃ ১।২।১৭)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীমজ্জগন্নাথ দাসবাবাজীমহারাজস্য

বন্দনাষ্টকম্

(১)

গৌরাঙ্গপাদাম্বুজভৃঙ্গরাজং
শ্রীকৃষ্ণরাধারসমগ্নচিত্তম্।
[illegible]
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্॥

(২)

[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] জগদ্গুরুম্॥

(৪)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্॥

(৫)

বৃন্দাবনে গৌড়পুরে [illegible]
[illegible]
কৃপানিধানং পতিতাতিপাবনং
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্।

(৬)

মায়াপুরে গৌরগৃহং সমাগতং
নৃত্যাঙ্গনাবোধযুতং প্রবোধ্য তম্।
নিদিষ্টবস্তুং নয়নীতগোচরং
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্॥

(৭)

জীবস্য দুঃখরাশিতং দয়ান্বিতং
নিযোজ্য মন্ত্রং ভক্তিবিনোদঠক্কুরম্।
প্রচারয়ন্তং হরিকীর্ত্তনানুগং
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্॥

(৮)

তপস্যমাসে তপনেন্দুমজ্জমে
কোলাখ্যদ্বীপবরে মনোরমে।
ধাম প্রসিদ্ধং জগৎপ্রকাশিতং
ভজে জগন্নাথপ্রভুং জগদ্গুরুম্॥

হে জগন্নাথপ্রভো! [illegible]!
শ্রীগৌরধামে [illegible]।
[illegible] শরণং সমাগতঃ
ভক্তোত্তমস্ত্বং হরিপ্রেম দেহি তৎ॥

শ্রীল প্রভুপাদের কথা কতটা বুঝিয়াছি

(১)

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীল প্রভুপাদ গৃহস্থ বৈষ্ণবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। লাল কাপড় না পরিলে যে হরিভজন হয় না এই কথাই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লোক চুপে চুপে বলেন, শ্রীল প্রভুপাদের কথা আর কেহ বুঝে নাই, কেবলমাত্র আমরাই বুঝিয়াছি; যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, তাঁহারা ঠকিয়া গিয়াছেন; আমরা কিন্তু এ বিষয়ে জিতিয়াছি। মাঝে মাঝে মঠের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া দুইদিকই চালাইতে পারিতেছি। বৈষ্ণব গাত্রে একবার নাম লিখাইয়া তাঁহাদিগকে যখন কিছু টাকা দিতে পারিয়াছি তখন বৈকুণ্ঠজগতের টিকিট ত' আমার জন্য এবং আমার পরিবারবর্গের জন্য কেনাই রহিয়াছে। আর প্রভুপাদও ত' এইরূপ করিতেই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক, ইহজগতে সাধারণ বিচারে তাঁহার দুইটী রূপ। একটী উপাধি অপরটী বাস্তব—একটি বঞ্চনাময়ী আর অপরটী কৃপাময়ী। তবে গৌড়ীয়মঠের বাস্তব ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উপাধির কোন কথা নাই। সেখানে গৌড়ীয়মঠই গৌড়ীয়মঠের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু ঐরূপ প্রতীতির যেখানে অভাব রহিয়াছে সেখানে বাহ্যিক রূপটাই প্রতিভাত হয়। সেই রূপে কেবল ইট-পাটকেল, নৈতিকতা ও গভীর পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ফুটিয়া উঠে। আর দিব্য দর্শনে তৎস্বরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতে হয়।

এক্ষণে বুঝা যায় যে, গৌড়ীয়মঠ ইট-পাটকেল নহেন, ইহা সাময়িক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গড়িয়া উঠে নাই। তজ্জন্য ইহা কালের করালে মিশিয়া যায় না বা যাইবে না। ইহাতে জাগতিক কোন গুণ নাই অথচ সমস্তই আনুষঙ্গিকভাবে ইহার বাহিরের সীমানায় বর্ত্তমান। স্ব স্ব রক্ত-মাংসের চক্ষু দ্বারা যে দর্শন তাহা সত্যদর্শনের বিকৃতি। জাগতিক গুণমায়া, রূপমায়া, ঐশ্বর্য্যমায়া, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া, কর্ম্মমায়া, জ্ঞানমায়া, যোগমায়া প্রভৃতি সেই বিকৃত দর্শনের অন্তরঙ্গ সাথিবর। ইহাদের সাহায্যে অধোক্ষজের বাস্তবরূপটি দেখা ত' যায় না, উপরন্তু তাঁহার অজ্ঞানাবরণই প্রসারিত হয়। সাধুগণের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ অপ্রাকৃত গাঁথারই শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা ভাগবতবাণী। এককথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিব্যমূর্ত্তিটী বাণীময়। কোনও অপ্রাকৃত কবি সেই দিব্য গৌড়পুরের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ গাহিয়াছেন—

* * * নাম গৌড়পুর।
যাঁহার পীযূষরস অতীব প্রচুর॥

* * *

যথা রত্নকুট্টিমময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ লতা-ফল ফুলে অদ্ভুত দর্শন।

* * *

উজ্জ্বল রসের প্রেম সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকাভাব খেলনা-নন্দিনী॥
রাধা-পকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রসপীঠ হৃদে মোর হউন প্রকাশ॥
যে ধামের সীমা বেদ গুনিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে॥
ব্রহ্মাদি শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।

* * *

ত্রিলোক-শোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চন চম্পক ভাসা বসোল্লাসপরা॥
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌড়াটবী গৌরাঙ্গমোহিনী॥
সুরেন্দ্র-বৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহারসময়ী ভক্তি বনিতা-রঞ্জন॥
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।

* * *

* * প্রার্থনা গৌড়পুরে।
বসিয়া চিন্ময় মূর্ত্তি পাই এ শরীরে॥"

পীযূষরসের প্রচুরতা, বৃক্ষ-লতা-ফল-ফুলে অদ্ভুত দর্শন, উজ্জ্বল রসের প্রেমসিন্ধু

দ্বি [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় কথা, যুগ-যুগ ক্রম লীলা প্রাপ্তাজ্ঞান সুখ, ব্রহ্মাদি দেবের অচিন্ত্য ভাবমাধুর্য্য, সর্ব্বতীর্থের সমাবেশ-চমৎকারিতা এবং সর্বোপরি হ্লাদিনী-শক্তির অতুলনীয় প্রেমরসোল্লাসগানে যে গৌড়ীয়মঠ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপুর বা বাণীমঠ মুখরিত, তাঁহাকে ইহ জগতের অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধিবিচারগম্য করিতে গেলে কেবলমাত্র সময় নষ্টই হইবে। সরলতাময় বা পূর্ণানুগত্যময় জীবনটী লইয়া সেই বাণীপুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় আমরা কিছুই বুঝিতে পারিব না। সেই গৌড়পুর—সেই বাণীপুর সেই প্রাণপুর যেখানে সেখানে এ জগতের ন্যায় কাল-কালের কথা নাই, নৈতিকতার গণ্ডী বা উদারতার অভাব নাই, মহানুভবতার দাম্ভিকতা নাই—সেইখানে আছে ইহার বাস্তবতা—পূর্ণতা বা ইহার মূর্ত্তবিগ্রহ, সব ছাড়িয়া সব লইয়া অপ্রাকৃত কামদেব গৌড়ীয়দাসগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের মহোল্লাস।

প্রাগুক্ত মনোধর্ম্মিগণের মত সম্বন্ধে আলোচনা

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা প্রাচীন কালে ভগবৎ-পথে ধর্ম্ম লইয়া বহু বাদ বিসম্বাদের কথা দেখিতে পাই। আনুমানিক ৫৩২ হইতে ৭৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যেই বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচার হইয়াছিল। সেই যুগে এই উভয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কম ছিল না। তারপর মুসলমান আমলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানটাই যেন একটা ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল। এক ব্যক্তি অপর একজন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার ধর্ম্মে আনিবার জন্য নৃশংস অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড চালাইত তাহা ঐতিহাসিকগণমাত্রেই অবগত আছেন। সেই সময়ে ধর্ম্ম লইয়া এক একটি জাতি গড়িয়া উঠিত এবং কালে কালে গুরুবংশ এবং দলাদলিভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহা কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও উহার অভাব ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগতের ভাগ্যে উদিত হইয়াছিলেন তৎকালে ধর্ম্মগগন ঐরূপ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল। বাস্তবধর্ম্মের আলোক সেই যুগে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিধর্ম্মিগণের প্রবল প্রতাপ ও আক্রমণের বিভীষিকা প্রচণ্ডভাবে দেখা যাইত। এই দুর্দ্দিনে কলিযুগপাবনাবতারী গৌরহরি জগতে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বাস্তবধর্ম্মের অপ্রাকৃত উদারতা আ-ব্রহ্মাণ্ড-দেশে মানবের স্বভাবজ ভগবৎসেবোন্মুখী বৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিল। শাস্ত্র বলেন—ধর্ম্ম একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। ইহা আত্মার সহজ বৃত্তি। তজ্জন্য ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিগতভাবে জাতিহিংসা বা ধর্ম্মহিংসা করিলে কেবলমাত্র মনের খামখেয়ালী নশ্বর বৃত্তিগুলিকে পরিতুষ্ট করা হইবে, কিন্তু সত্য ধর্ম্মকে স্পর্শ করাও যাইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবাণী লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি গৌরবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তাঁহার সেই মূর্ত্তবিগ্রহ বা চেতন বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় জগতে অপ্রাকৃত উদারতার কথা বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। হিংসা অহিংসায় প্রমত্ত হইয়া তথাকথিত কোন ধর্ম্মের সহিত পাল্লা দিয়া বা পরামর্শ করিয়া তিনি সময় অতিবাহিত করেন নাই। তবে সত্য প্রচার করিতে গেলে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে সমস্ত মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে হিংসা প্রকাশ নহে, সত্যের পক্ষপাতিত্ব সত্যের বিজয়গান।

সত্য সম্বন্ধে মানবেতিহাসে বিভিন্ন প্রকার ধারণা, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তবে যাহা বাস্তব ধর্ম্ম, বাস্তব সত্য তাহা যাহা তাহাই থাকে, সেটী কোন কালে কোন উপাধিতে বিকৃত হয় না। মানুষ তাহাদের স্ব-স্ব বাসনায় যাহাকে সত্য বা ধর্ম্ম বলে সেটী মনের ভাললাগা, তজ্জন্য তাহা পরিণামে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সত্যের আলোক জগৎকে দেখাইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেই সত্যের নিখুঁত প্রচারক। ভগবান্ বিভু চিৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং একমাত্র ভোক্তা আর জীব অণুচিৎ, তাঁহার সেবক—ইহাই সেই আলোকের কিঞ্চিৎ পরিচয়। সেবার সেবায় বিনিময়ের কথা নাই। সেবাই সেবার ফল।

এ জগতে যাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিতেছি তাহা মুক্তিকামী নিত্য আত্মা, কাহারও নিকট মুক্তিকার সহিত নিজস্ব নাই। আত্মিক স্ফূর্ত্তি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি কিছু সবই সেই দেবের—নশ্বর। ঐগুলি মাটীর বিকৃত অবস্থা না হইলেও মনের কল্পনা। এক সময়ে দুইটী বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল। একটীর মূলে বৃক্ষোপযোগী সার দেওয়া হইল আর একটী নিস্তেজ ভূমিতেই রহিল। দুইটি বৃক্ষ বাঁচিয়া গেল, কিন্তু একটী সতেজ হইয়া ফুলে ফলে শোভা পাইল আর একটী নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সতেজ বৃক্ষটীর সহিত নিস্তেজ বৃক্ষটীর পার্থক্য কি? দুইটীই নশ্বর, একদিন শুকাইয়া যাইবে। তবে মধ্যখানে কিছু দিনের জন্য একটা আনন্দ বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য দেখা গেল মাত্র। মাটীও সেই রকমের। ইহার কার্য্যের যে পথে হইবে সেই পথেই উহাকে দেখা যাইবে, বংশের পর ফুলবাগান রক্ষক করিবে, কিন্তু কালচক্রের অভাব হইলে উহা আর বাহির হইবে না। মনের অতীত রাজ্যের বিচারে ঐরূপ বৈচিত্র্য হওয়া না না হওয়া দুইটীই সমান, উহাদের কোন দাম নাই, যেহেতু দুইটীই অনিত্য ও নশ্বর।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাগুক্ত ঐশ্বর্য্যের বা মুক্তিকার গৌরব দেখাইতে জগতে আসেন নাই। মনোধর্ম্মের পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া তিনি বিভু চিৎ এর সেবার কথা প্রচার করিয়াছেন। দেশসেবা বা জনসেবা করিয়া মুগ্ধ ও মনুষ্যজীবনকে বন্ধনের পথে চালিত করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। মনুষ্যজীবনটী যে কেবল পরমার্থের জন্য তাহা তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। তবে তাহা প্রচার করিতে গিয়া যাহা আনুষঙ্গিকভাবে আসিয়াছে বা করিতে হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার প্রচারকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

ধনী ও দরিদ্র এই দুইটীই মানুষের উপাধি। যেখানে বাস্তব নশ্বর দেহের কথা সেখানে উপাধির আসন নাই। মানুষের স্বভাবজ বৃত্তিই ভগবৎসেবা। দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে তাহা চাপা পড়িলেই আমরা বহির্মুখ হইয়া যাই। মনের বাসনা দমন তাহা সত্যের বিকৃতি। শ্রীল প্রভুপাদের যে কথা তাহা স্বভাবের জাগরণ মাত্র। এই স্বভাবে ধনী ও নির্ধনী ভেদের কথা নাই। ইহাতে জাত ও কুল ছুই চলে না; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ একদিকে আর অন্যদিকে ভগবৎসেবা—ইহা অন্তরের উক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতায় এই কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মনোধর্ম্মিগণের বিচারসমাধান প্রাগুক্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই হইয়া গিয়াছে। কারণ উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি এই দুইয়ের উপাধির অতীত। লৌকিক কর্ম্মবিচার এই উপাধিকে প্রধান। তজ্জন্য সে বস্তুবিচারে কোন ভেদ নাই। লৌকিক বিচারে একটী ভোগী ব্রাহ্মণ আর একটী মাংসাশী চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল উচ্চকোটি বা নিম্নকোটি কোনটারই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অন্যান্য মানুষের আত্মার মঙ্গলকর্ত্তব্য উপদেশকারী ছিলেন। নিত্য সেবার জীবন তিনি প্রদান করিয়াছেন। মানবের স্ব স্ব স্বভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছেন। [illegible] [illegible] আধ্যাত্মিক [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়াছি—ঐরূপ ধারণা দাম্ভিকতা আমাদের অপেক্ষা মনে উদয় হয়। সাধু সাবধান।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, বাস্তববস্তু প্রচার করিতে গিয়া যাহা আনুষঙ্গিকভাবে আসিয়া পড়ে তাহা কাহারও হয় তাহার প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। মঠ-মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ছাপাখানা বা গ্রন্থপ্রকাশ উৎসবাদিও সেই আনুষঙ্গিক উপায় বা কৌশল। এই চাতুরী মানুষের অনাদি প্রবল চিন্তাস্রোতের দিকে প্রবাহমান হইয়াছে। সেই স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া বিপরীত অভিমুখে ফিরাইয়া দিবার জন্য যাহা যা কিছু আয়োজন। মানবের স্বাভাবিক চক্ষুর কাম রুদ্ধ করিয়া ভগবৎচক্ষুর অপ্রাকৃত কাজে যোগ্য করাই উহার কৃত্য।

মন্দিরের উচ্চরশ্মিতে অথবা দেহের পোশাকের বিচিত্রতা যদি কেহ ধর্ম্মকে সভার মত মনে করেন তাহা হইলে তাহার যেমন কাহারও সামান্য দেওয়া হয়, তদ্রূপ যাহারা স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া চতুষ্পাঠী [illegible] প্রেম মনে করেন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলেও তাহার তর্কপটুতা করিতে ব্যস্ত হন, আবার কোন সময় চিটাগুড়ী বুঝিয়া ফেলেন, তাহাদের দুর্দ্দশাও যে প্রাগুক্ত পাগলের মতই হইয়া দাঁড়ায় দেখিবার বিষয়।

মনের বাঞ্ছা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী বিশেষত্ব আছে বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণায় স্থান পাইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় শ্রেয়ঃ বলিয়া কোন বস্তুই মনের কো থাকিতে পারে না। যেহেতু মনের চেহারা বা মনের যা কিছু সবই এই দেহ ইন্দ্রিয়তর্পণরাজ্য বা জগৎ হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য এখানকার শ্রেয়ঃ প্রেয়ের বা ইন্দ্রিয়তর্পণেরই প্রতিধ্বনি। আলোক ও অন্ধকারের সামঞ্জস্য যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ এখানকার শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ের সহিত অপ্রাকৃত রাজ্যের শ্রেয়ের বা প্রেয়ের তুলনা অস্বাভাবিক; কারণ, সেখানে শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের কোন ভেদ নাই। সেখানে শ্রেয়ই প্রেয় এবং প্রেয়ই শ্রেয়ঃ। আমরা এ জগতে থাকিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বা মনের চালনায় সেই শ্রেয়োলাভের উপায় স্বরূপ যাহা নির্ণয় করি তাহা ঠিক নহে। বিশুদ্ধ হওয়া ত' দূরের কথা, অনেক সময় বিরুদ্ধভাবেই উপস্থিত হয়। যাঁহারা এ বিষয় উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনুগত্যই ইহ [illegible] একমাত্র উপায়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর।

বৃক্ষ তারে দেন নিজ চিন্তাক্লিষ্ট বল। মায়া আকিঞ্চন ছেড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ, অষ্টসখী-চতুষ্টয় গোপাল বিরাজিত আছেন। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশকার্যালয় এক বিদ্যালয় আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] ৪২১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] চতুর্থ [illegible] ভক্তগণের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। [illegible] আচার্য্যিক শ্রীমৎ [illegible] বিরাজমান।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি [illegible]। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল [illegible] ভক্তশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক —শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের সমাধি, [illegible] ও শ্রীদামোদরের সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক —শ্রীহরিমোহন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাহ্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪ জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) দেবীতীয়া-কৃষ্ণকানন

শ্রীবাসুদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইসলামপুর, (নদীয়া) রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

পালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) হরিদ্বার গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং, কালিকাপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাজক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বামী ও সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]রমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াপালি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ.

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(৫৯) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible]কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রাজ, (হাওড়া) এখানে [illegible] ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিবাগুডা, (মানভূম)। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মঠার হাউস, কর্ণওয়ালগার্ডেন্স, এস-ডবলিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷৷০
খাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲—১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মালিপুর ১০০০ নং	১০/০
আরহোয়া সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বাট	৩৫৻৫০
দশরেণ	২২।০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।/০—৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
গাউসগোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১৷৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

কলিকাতা	৫৬৲
রামগীতা	৫২৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৩২।০

পাতিরাম	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুর্বদিন ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ দানা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২রা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানের সাঞ্চ	৬৷৷০
সুপারী দেশী	৩০৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷০
শুঁটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
	মাল ৭৵০—৭৷৷০
ঐ বে-বাঁকা ও দুকা নকন	৬।০—৬৷৷০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷০
বরগা টী আয়রণ	৭৸০ ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১০৷৷০
গ্যাঃ বাঁকা ২৭—৩০ গেজ	
	দাম ।/১০—৷৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বা গুল)	৮৷৷০
প্লেট কাটা বা কাটা কাটা মণ	—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০ ৭৸/০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৮।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাটী, বোলটু প্রভৃতি	৫।০—৫৷৷৵০
গোল রড রি রল ফাস্ট কন্ট্রাক্টর	
	প্রতি ৫৷৷০—৭।৵০
স্ক্রু ইস্পাত আসল ২২৷৷০,	নকল ২১৲
টিকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬৷৷০	
তুলার হালমণ ৩৷৷০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট-গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্রাচ খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible] অমোঘ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। কাটিতে সাক্ষাৎ আবক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ॥০	।৵০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪॥০
সিকি কলম ১ ৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; নমুনা সংখ্যা, টিকিট স্বতন্ত্র।

প্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা প্রার্থনীয়

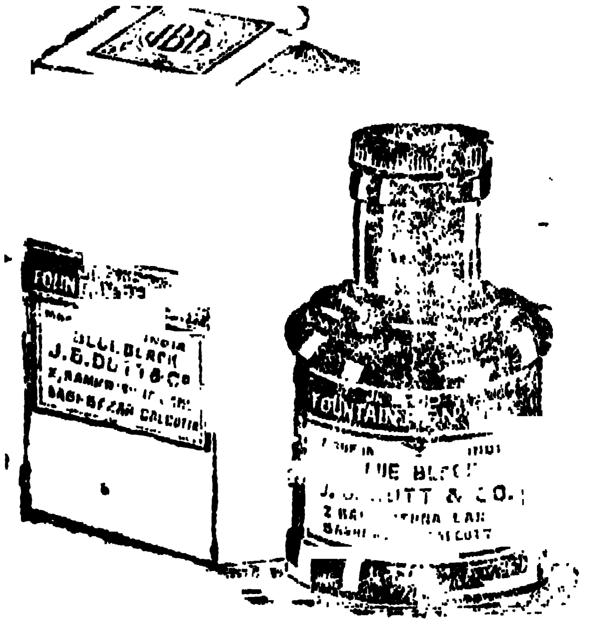

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

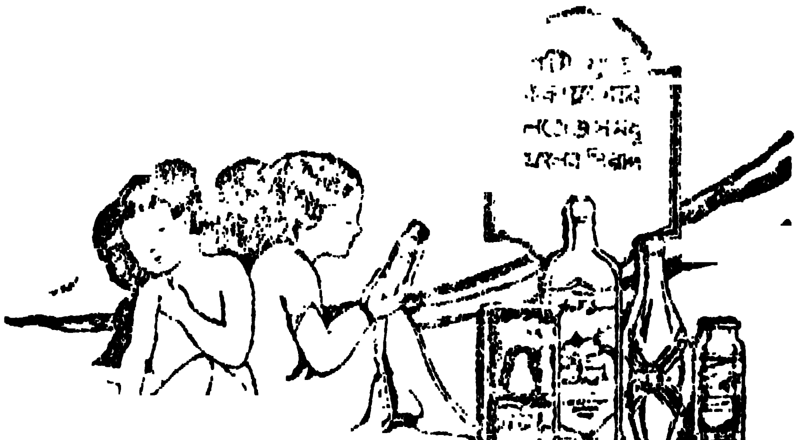

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

চুলের কেশ তৈল, বং বেম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible], কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

সাময়িক
'গৌড়ীয়'

মায়াপুর-শ্রীধামে
প্রকাশিত হইয়াছে।
বহু দুষ্প্রাপ্য
চিত্র ও বহু
মূল্যবান প্রবন্ধ
ইহাতে আছে। উত্তম
কাগজে অতি সুন্দর
ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PR...

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
গৌড়ীয়মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র সকল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] মায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১২

বিবিধ সংবাদ

—:(*):—

বঙ্গীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রকাশ, বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য, রোগ প্রতীকার, সমবায় সমিতি, বাজারের অবস্থা, গল্প ও কাহিনী, জগতের ঘটনাবলী প্রভৃতি প্রাপ্তবয়স্কদিগের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনারই অঙ্গীভূত হইবে। গ্রামের সাব রেজিষ্ট্রারদের মারফৎ উক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইবে; এই সাবরেজিষ্ট্রারগণ সময় সময় পল্লী সফরে বাহির হইবেন এবং উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সহিত আলোচনা করিবেন ও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বে সরকারী ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে মাঝে মাঝে যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এতদ্ব্যতীত যখন সম্ভব হইবে তখনই তাহাদিগকে বাৎসরিক বা মাঝে মাঝে সম্মেলনের আয়োজন করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশে ৭১১ জন কংগ্রেসপ্রার্থী নির্ব্বাচিত

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তর খানার হিসাব হইতে জানা যায় যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের গত নির্ব্বাচনে মোট ৭১১ জন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমস্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের মোট ১০৮৫টি সদস্যপদের মধ্যে প্রায় ৮২৫টি সদস্যপদের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছিল।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেস মনোনীত মোট ৬৪ জন প্রার্থী সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আর বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৮৩ জন বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উড়িষ্যার শিক্ষা সংস্কার

উড়িষ্যা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় এডভাইসারী বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের কারিগরী শিক্ষা এবং অন্য ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার সম্পর্কে মত প্রকাশ করিয়াছেন

নেপালাধিপতির রজত-জুবিলি

রক্সৌলের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ই মার্চ্চ হইতে নেপালাধিপের রজতজুবিলি আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে নেপালে যাইবার জন্য যাত্রিদিগকে বিনা মূল্যে টিকেট দেওয়া হইতেছে। রাজার রজতজুবিলি উপলক্ষে কয়েদীদিগকে মুক্ত দিবার এবং সাত দিন পর্য্যন্ত অবাধ জুয়াখেলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী নেপালে যাইবার জন্য রক্সৌলে উপস্থিত হইয়াছিল। বীরগঞ্জ হইতে এ পর্য্যন্ত ৫০ হাজার ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজ ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘটসংশ্লিষ্ট

মাদ্রাজ ট্রাম কোম্পানীর এজেণ্ট ট্রামওয়ে শ্রমিক সমিতির সম্পাদক মিঃ শ্রাম-সুন্দরম ও অপর ৭৮ জন শ্রমিক ব্যতীত আর সকল শ্রমিককেই কাজে লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রকাশ, যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহাদের সকলের নিকট হইতেই সামান্য কিছু জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। এক বৎসরের জন্য তাহাদের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হইয়াছে।

মানহানির দায়ে ৭০০ টাকা জরিমানা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, বিলাসপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, মানহানির অভিযোগে নাগপুরের 'হিতবাদ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে যথাক্রমে ৫০০ ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বি এন রেলের ডিষ্ট্রিক্ট কমার্সিয়াল অফিসার মিঃ হাউয়ের 'সম্পর্ক' হওয়া সম্পর্কিত ঘটনা উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ হাউয়ে সেই জন্য হিতবাদের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করিয়াছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডে ২ শত গৃহ ভস্মীভূত ও অর্দ্ধলক্ষ টাকার ক্ষতি

ব্রহ্মদেশের মিন্‌জিয়ান জেলার পুইনপ্‌ নামক কোন গ্রামে সম্প্রতি এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ শত গৃহ অগ্নিসাৎ হইয়াছে এবং দশসহস্রাধিক বস্তা ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগুন ৫ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। অনুমান অর্দ্ধলক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

আমেদাবাদে

গত ৮ই মার্চ্চ রাত্রিতে আমেদাবাদ হাতিসিং মিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে পচুর তুলা ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা হইবে।

হিলিতে

গত ৭ই মার্চ্চ দ্বিপ্রহরে হিলিতে পাঁচপুরের নামক আগুন লাগিয়াছিল। কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী উক্ত বাসা ভাড়া লইয়া পাট খরিদ করিতেন। হিলিতে ইঁহাদেরই পাটের খরিদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আগুনে গুদামজাত বহু পাট পুড়িয়া গিয়াছে এবং প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

ছাপাখানায়

গত ৬ই মার্চ্চ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে ঢাকা ফৌজদারী কাছারীর পশ্চিম দিকে রাজার দেউড়ীতে অবস্থিত হটী-ভার্মেল প্রেস নামক একটি দ্বিতল ছাপাখানা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। বহু সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে

একটি গ্রামেই বারটি বালকবালিকা নিহত

লক্ষ্ণৌ জেলার বাহরাইচ গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কাকড়ন নেকড়ে বাঘ গ্রামের বারটী শিশুকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশ, সম্প্রতি এই অঞ্চলে যে শীলাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে বাঘগুলি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া গ্রাম অঞ্চলে ঘোরাফেরা করিতেছে এবং মাঠের কাজে নিযুক্ত বালকবালিকাদিগকে তাহাদের অসহায় পিতা মাতার সাক্ষাতেই লইয়া যাইতেছে।

কয়েক দিন হইতে বাঘের উপদ্রব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্ধ্যার পর পূর্ণ বয়স্ক লোকের ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। পুলিশের সহযোগে লোক জুটিয়া গঠিত এক শিকারী দল সহ গ্রামের লোকজন ব্যাঘ্র শিকারে বাহির হইয়াছে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত - ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। কৈবদন্ত ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৵
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষা ।০
২৭। থাক্রমলিকা গুণগৌরচন্দ্র (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। শ্রী প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
শরণাগতি /০
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩।
৪৪।
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সান্নবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসার সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাসমৃদ্ধ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম্ম ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট্, প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান পারিভাষিক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত; ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ { ১৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ২৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১ শ সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, গোকুলানন্দ, রাধারমণ ও শ্যামসুন্দরাদির শ্রীমন্দির, যমুনা পুলিন, বংশীবট প্রভৃতি সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করেন। অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসোৎসব এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। মথুরার ভক্তবৃন্দ ও বহু স্থানীয় ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রে শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যূষে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর কীর্ত্তন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-শ্রীমূর্ত্তি বিবিধ পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে বেলা প্রায় ১১টা হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভে [illegible] কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ মহোদয় মুক্তপাঠায় ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে জগদ্গুরু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে লিখিত "শ্রী[illegible] নিবেদন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিনব লীলা, তাঁহার প্রদর্শনী প্রচার, পরবিদ্যাপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী-প্রকাশ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, দ্বারে দ্বারে উপযুক্ত প্রচারক প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও নামপ্রেম প্রচার, দৈনিক পত্রিকা দ্বারা প্রচার, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, তাঁহার নিরপেক্ষতা, অসঙ্গ ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা, মায়াবাদ কপটতার নিরসন ইত্যাদি বিষয়ে 'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে' ইহা সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শান্তিপাঠান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর শতাধিক সজ্জনগণকে চতুর্বিধ রসসমন্বিত ভগবৎ প্রসাদ কীর্ত্তনমুখে বিতরণ করা হয়।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে

গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-বাহিনী বালিয়াটী পল্লীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়াছিলেন। সমবেত [illegible] ধনী, নির্ধন, মূর্খ, পণ্ডিত তাঁহাদের স্ব স্ব অভিমান পরিত্যাগ করতঃ [illegible] কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনমুখে [illegible] শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর সুসজ্জিত বেদীর উপর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংস্থাপিত হইলে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে ভক্তগণ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করেন। ভোগারাত্রিকের পর সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম-প্রশস্তি-সূচক 'জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' [illegible] কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীযুক্ত [illegible] রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী [illegible], শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] রায়চৌধুরী [illegible], শ্রীযুক্ত যোগেশমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুক্ত [illegible] রায়চৌধুরী [illegible] মহোদয়গণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে 'পদ্মপুষ্পাঞ্জলি' পাঠ করিলে শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু সময় বক্তৃতা করিয়া গৌড়ীয় হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অশোক অভয় অমৃত-আধার' প্রবন্ধটি আলোচনামুখে পাঠ করেন ও শ্রীশ্রীআচার্য্যবিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে আচার্য্য জীবনচরিতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ত্রিষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে ঐ দিবস শ্রীব্যাসপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে ভোগ-রাগ ও আরতি কীর্ত্তনের পর উপস্থিত নিমন্ত্রিত [illegible] শতাধিক লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় উচ্চমঞ্চোপরি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমালাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। মঠবাসী ব্রহ্মচারীগণ এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌড়ীয়ের "পুষ্পাঞ্জলি" প্রবন্ধ পাঠ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব, বিশ্বব্যাপী শুদ্ধভক্তি প্রচার এবং তাঁহার মহাবদান্যতার কথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপ্রেমবল্লভ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের দানসম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহুলোককে মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ-রূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও গৃহমেধীত্ব লাভ হয়; তদ্দ্বারা কোনও কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তগৃহের এই আদর্শ সর্ব্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ-প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক সঙ্গই দরকার, সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।'

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ গোবিন্দ, অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হওয়াই সার্থকতা

——::(●)::——

পরম-করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিতান্ত অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর আমি তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু কই, তাহা ত' হইতে পারিলাম না! জাগতিক অভিমান ত' আমার গেল না! তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানি-মানদ হইয়া এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে ত' পারিলাম না! হায়! দুর্দ্দৈব! এখন করি কি? নিষ্কপট গুরুদাসগণকে আমার শিক্ষাগুরু, পরমবান্ধব, আপনার লোক জানিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীগুরু শ্রীতিবিধানের সদিচ্ছা ত' আমার হৃদয়ে জাগিল না! জগদবস্থান ছাড়িয়া অধোক্ষজ ভূমিকায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের তলে ত' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না! সুতরাং আমার মঙ্গল হইবে কি করিয়া! শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ শুদ্ধ সাধু, নিষ্কপট গুরুদাসগণকে অবহেলা করিয়া নিজে বৈষ্ণব বা দেবতা সাজিতে গেলাম বলিয়াই কি আমার এই দুর্গতি ঘটিল? নিশ্চয়ই তাই। তাই আজ করজোড়ে সেই গুরুনিজজনগণের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীগুরুদাসগণ শ্রীগুরুদেবের, গুরু ছাড়া তাঁহাদের আর কেউ নাই। গুরুসেবাই তাঁহাদের জীবাতু। শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবকগণই তাঁহাদের মিত্র। আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই তাঁহাদের প্রয়াস। এই গুরুপ্রেষ্ঠগণের দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে না? শ্রীগুরুদেব! কৃপা করুন, যেন জন্মে জন্মে আপনার নিজজনগণের আনুগত্যে আপনার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত লব্ধচেতন সজ্জনগণই এখন আমার আশা ও ভরসা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

নিরন্তর হরিগুরুবৈষ্ণবের চিন্তায় বিভোর থাকিবার সৌভাগ্য ত আমার হয় নাই। সুতরাং নিজেকে গুরুদাস বৈষ্ণব মনে করিয়া ধৃষ্টতা করিতেছি কেন? "আমি বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে ত' আমি অমানী হইতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হওয়া ত' আমার হইবে না, আমি নিরভিমান হইতে পারিব না, অমানিত্ব আমার হৃদয়ে . . পাইবে না, দাসাভিমান ত' আমার হৃদয়ে জাগিবে না, বরং প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়কে কলুষিত করিয়া নরকের পথে লইয়া যাইবে। তাই বলি, হে গুরুদাসগণ! কবে আমি গুরু-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজকে আপনাদের কিঙ্কর বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইব? কবে আপনাদের উচ্ছিষ্ট ও পদজলরেণু আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইবে? কবে আপনাদের দাসাদাসের সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইব, কবে এই অযোগ্যকে আপনারা ভৃত্যজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। আপনাদের আনুগত্য ছাড়িয়া এতকাল গুরুসেবা করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছিলাম বলিয়াই এখনও গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত আছি। তাই আজ কাতর নিবেদন জানাইলাম। নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমার নিজের কোন যোগ্যতা নাই, আমি পাপিষ্ঠ নরাধম। আপনাদের কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। কৃপা করুন যেন কোনও জন্মে শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুদাসানুগামী শুদ্ধা সেবা পাই এবং নিজকে কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া আপনাদের গণে গণিত হইতে পারি। নরাধম আমি আপনাদের সহিত সখ্য করিতে চাহি না, আপনাদের দাস্যই আমার অবলম্বন হউক; শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হওয়াই জীবনের সার্থকতা, আত্মার পরমোন্নতির চরম কথা, ইহা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউক, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা।

শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

●)::——

গত ২রা ফাল্গুন রবিবার শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের সহজ-পণ্ডিত মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু লক্ষ্ণৌ এ সন্ধ্যাকালে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অশুচি জীবের যে কামনা-বাসনা তাহা সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ হওয়া চাই, তাহা না হইলেই অসন্তুষ্টি বা রাগাদির উদয়। এগুলো হরিবিমুখতার লক্ষণ। কামদেব কৃষ্ণ, তিনি মদন-মোহন; তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে। জীবের ন্যায় ভগবানের কামনা-বাসনা অপূর্ত্তির কোন কথাই নাই, স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূরণ হয়। ভগবানের এই স্বেচ্ছার ইন্ধন হওয়া বা যোগান দেওয়াই জীবের ধর্ম্ম। জীব যদি তাহা না করিয়া নকল কৃষ্ণ বা কামদেব সাজে তাহা হইলে কৃষ্ণের চরণে অপরাধ হইবে। মদনমোহন ত' দুইজন নন—একজন। এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া যে মদনমোহন সাজিতে যাইবে, তাহার প্রতি সনাতন প্রভুর কৃপা হইবে না। শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি বৈরাগী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন—কৃষ্ণলীলার সহায়ক বা সঙ্গী। রায় রামানন্দ দেবদাসীকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন, আমাদের চক্ষে মহাভোগীর মত থাকতেন। কিন্তু শ্রীরূপসনাতনের যে বৈরাগ্য, রায় রামানন্দেরও তাই। বৈরাগ্যের দিক্ দিয়া কোনও তফাৎ নাই। এ সব কথা ধরিতে না পারিয়া কেহ বা রায় রামানন্দ, ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করিতেছে, আবার কেহ বা শ্রীরূপসনাতনের অনুকরণে ভজনের অভিনয় করিতে গিয়া বঞ্চিত হইতেছে। শুদ্ধ সাধুর আনুগত্যাভাবে বিচার-ভ্রান্তি আসায় অনুসরণ কাহারও হইতেছে না, কেহই ঠিক পথটী ধরিতে পারিতেছে না। আর একদল আছে, তাহারা ভোগের বিরোধী—ত্যাগী। ভোগে অতৃপ্ত হইয়া নিজেও ভোগ করিতে চায় না, এমন কি পরমভোক্তা কৃষ্ণেরও ভোগের দরকার নাই মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। রায়-রামানন্দ ও রূপসনাতনকে বাহিরের দিক্ থেকে দেখ্তে গেলে পরস্পর অন্যরকম মনে হয়. কিন্তু তা' নয়। সকলেই একতাৎপর্য্যপর—সকলেই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত।

অতঃপর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহ জগতে থাকাকালে একদিন ব্রহ্মার সভায় গমন এবং সেই দেবসভায় 'আপ চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের সুমীমাংসা দ্বারা দেবগণের সন্দেহ-নিরসনের কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরোক্ত যথার্থ শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে এ রাজ্য ও পরমার্থরাজ্য উভয় রাজ্যেরই বিচারক ও মীমাংসক ছিলেন তাহা উল্লেখ করেন। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাদেরই একজন—শ্রীরূপ-রঘুনাথের অভিন্ন-বিগ্রহ। কিন্তু বাহিরের দিক্ থেকে তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিতে গিয়া আমরা উলটা বুঝি। তাঁহার আচারবিচার সবই যে বড় গোস্বামী প্রভুর সহিত এক-তাৎপর্য্যপর, তাহা আমরা অজ্ঞতাবশতঃ বুঝিতে পারি না। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ গেলে ক্রমে ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিব। শ্রীল প্রভুপাদ, বাবাজী মহারাজ ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বস্তু, সে সকল কথা এখন বলার দরকার নাই। শরণাগতের নিকট ক্রমশঃ সবই প্রকাশিত হইবে।

কতকগুলি মূঢ়লোক শ্রীরূপসনাতনকে মুখ ভেঙচাইতেছে, এরা অভক্ত অসাধু। অসাধু দুই প্রকারের—কৃষ্ণের অভক্ত আর স্ত্রীসঙ্গী। স্ত্রীসঙ্গ কেবল কৃষ্ণেরই একচেটিয়া ব্যাপার। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গী যাহারা, তাহারা কৃষ্ণের চরণে অপরাধী। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার স্ত্রীপুত্র সকলেই—ভগবানের সেবক। বৈষ্ণবের একমাত্র চেষ্টা সকলকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য। বৈষ্ণবের সুখ কিসে হয় সেই তালে ও চেষ্টায় থাকিতে হইবে। যদি তাহা না করি অর্থাৎ আমার যদি অন্য রকম বিচার থাকে তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমি মায়ার সঙ্গে জটাপটী খাচ্ছি এবং যাহাতে তাহা (সংসার) বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টায় আছি। বৈষ্ণব স্বতন্ত্র—তাঁহাকে জাগতিক নীতির category-তে ফেলিয়া দেখিতে যাইতে হইবে না বা সেই নীতি অনুসারে তাঁহাকে নিয়ামত করিবার বৃথা চেষ্টাও করিতে হইবে না। তাঁহারা কৃষ্ণের বড় প্রিয়, সুতরাং সেই মদনমোহনগণকে কাঠগড়ার আসামী করিতে যাওয়া অপরাধ। কৃষ্ণকে ত' আমরা জানি না, কৃষ্ণনামও আমাদের হয় না। বৈষ্ণবগণই কৃষ্ণকে জানেন। কৃষ্ণ তাঁহাদেরই জিনিষ, বৈষ্ণব কৃপা করিয়া জগতে আসিয়াছেন, তাঁহার একটু প্রীতিবিধান করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। তাঁহার সবই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। যে কোন উপায়ে বৈষ্ণবের সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই পরমমঙ্গল হইবে, নহিলে সংসার থেকে নিস্তারের আর কোন উপায় দেখি না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

ভক্ত স্বতন্ত্রভাবে নিজ সুখ চান না, কৃষ্ণের সুখ চাহেন। কৃষ্ণের সুখেই

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তাঁহার সুখ। তাঁহাদের সকল কার্য্যই জীবের মঙ্গলজনক। শ্রীল প্রভুপাদ রাধা-কুণ্ড ও আশ্রয়বিগ্রহের মহিমা আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় রত, তাঁহার কেবল আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের মিলনের জন্যই চেষ্টা। একটা চাকা ঘুরিতেছে, সেই ঘূর্ণিত অবস্থায় যদি একগাছা তৃণ কোন মতে চাকায় লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সেও চাকার সঙ্গে উঠিয়া যায়। যেমন এরো-প্লেনের চাকায় যদি একটি ঘাস লাগিয়া যায় তাহা হইলে সেই ঘাসটিও সঙ্গে সঙ্গে আকাশমণ্ডলে উঠিয়া যাইতে পারে। ঘাসের পক্ষে যাহা কোন দিন সম্ভব ছিল না সেই অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে উপরের কোন জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে। বদ্ধজীবের অবস্থাও তাই। সংসার-পতিত জীবের যদি কোনও প্রকারে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে একটুকু সম্বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে সে নিত্যকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়। যাহা—নিজের চেষ্টায়, কোনও প্রকার সাধন-ভজন বা কাহারও দ্বারা অসম্ভব, তাহাও অনায়াসেই হইয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের কথা কতটা বুঝিয়াছি

(৪)

বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, নির্ম্মল, পবিত্র ও পূর্ণ। ইহার মধ্যে কোন গোঁজামিল বা ভেজাল প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। উহা প্রচার করিতে গিয়া বহু 'ধর্ম্মনামে চলা' অপ-সম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্ত তিনি ধ্বংস করিয়াছেন। বহু কামুককে প্রেমিকের কথা আলোচনা করিয়া—অনধিকার চর্চ্চা করিয়া নরকের পথে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, তিনি প্রেমের কথা প্রচার করেন নাই। তিনি ভুবনমঙ্গলময়ী প্রেমবার্ত্তাকে অতি সাবধানে বিলাইবার যত্ন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আচার্য্যত্বই সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অদৈববর্ণকে বা অসুরকে উচ্চজাতি বলিয়া আসন প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই যে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল, ইহা বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণই স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তিই সরলতা বা স্বভাবে ভগবৎ-সেবা, ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যেখানে ইহার অভাব দৃষ্ট হয় সেখানে শূদ্রের বৃত্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, সেখানে চেহারা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ হইতে গেলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে মাতাল সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। এ সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি, তজ্জন্য পুনরুক্তি করিলাম না।

আমাদের যাহার যাহা আছে তাহা নিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে ভগবৎ-সেবা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবার দোহাই দিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিজন-বর্গ লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করা তাঁহার আদেশ নহে। ইংরাজি ১৯১৮ সালে সাক্ষিগোপাল যাইবার পথে একস্থানে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সদ্গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপায় 'সরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থে জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া উল্লেখ করিতেছি—

"গরীব দুঃখীদিগকে আমার কল্পিত কৃষ্ণভজনের পয়সা দিতে হইবে না বা তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড হইয়া যাইবে!! এরূপ অভিনয়ের ছলনায় কৃপণ, নিষ্ঠুর ও পরদুঃখে সহানুভূতিরহিত হওয়া এবং কার্য্যতঃ ভগবৎ-সেবায়ও প্রচুররূপে বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করা কেবল অপরাধ মাত্র নহে, পরন্তু উহা খুবই পাপের কার্য্য। ঐ সকল কপট ব্যক্তিকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় দীন-দুঃখীকে পয়সা কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। যদি দীন-দুঃখীকে পয়সা দেওয়া না হইল এবং ঐ অর্থ ভগবৎসেবায়ও নিযুক্ত না হইল, যদি বিত্তশাঠ্যই করিলাম, কখনও বা নিজের ভোগের জন্য অমিতব্যয়ী হইলাম কিংবা মিতব্যয়ী বা কৃপণ হইয়া নিজেই ভোগ করিলাম, ভগবৎসেবায় ভগবানের অর্থ লাগাইলাম না, অথবা কর্ম্মীর ন্যায় বিচারপরায়ণ হইয়া দরিদ্র দুঃখীকেই 'জীবন্ত নারায়ণ' কল্পনা করিলাম এবং পরাৎপরতত্ত্ব নারায়ণের অস্তিত্বে সন্দিহান হইলাম কিম্বা তাঁহার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বকে নির্ব্বিশেষ মনে করিয়া দীন-দুঃখীর মধ্যেই তাঁহার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব ভাবিয়া লইলাম, তবে আমাদের ভক্তিরাজ্যের কথা শুনা হইল কোথায়? বৈষ্ণব গৃহস্থগণ ত্যাগী নহেন—ভোগীও নহেন; তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন—জড়সবিশেষবাদীও নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ কিসে প্রকারে হয় তজ্জন্যই শুরুপাদপদ্মের আদেশে অনুক্ষণ চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন।"

আর একশ্রেণীর মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় জাতীয়তার বা দেশসেবার দিক্ দিয়া যে অনুকূলবিচার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শ্রীল প্রভুপাদকে একজন কর্ম্মবীর সাজাইয়া ফেলিয়াছে। গৌরজনের সহিত কর্ম্মীদের যে আকাশ-পাতাল ভেদ, তাহা তাঁহারা দর্শন করিবার চক্ষু না পাইয়া অজ্ঞতাকেই আহ্বান করিয়াছেন। হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খৃষ্টানজাতি প্রভৃতি সমস্তই বহির্জগতের কথা। শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্জগতের প্রচারক বলিয়া বাহিরের কোন গণ্ডীই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি যাহার একটু ভগবৎসেবোন্মুখী বৃত্তি দেখিয়াছেন তাঁহাকেই স্বধর্ম্মে বা অন্তর্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন।

যে সময়ে মূঢ়ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে বৈরাগী সাজাইয়া অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ-প্রবাহ চালাইবার জন্য ফল্গুবৈরাগীর বেশগ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে জানাইয়া দিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, তাঁহার বৈরাগ্যের প্রয়োজন নাই, জগতের সমস্ত জিনিষই তাঁহার ভোগ্য। তাঁহার সেবা করিবার জন্য সেবকের যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা বা শুদ্ধ-ভগবৎসেবা।

"শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

যে পর্য্যন্ত আত্মদর্শনের সৌভাগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারধারাকে বুঝিতে পারা যায় না। সাদা কাপড়, লাল কাপড়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতির বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া তাঁহাদের অধিকার ঠিক করিয়া ফেলি, বস্তুতঃপক্ষে এইরূপ বাহ্যিক পরিবরণের গণ্ডীর মধ্যে বাস্তব-ধর্ম্ম বা ভগবৎ-সেবা আবদ্ধ থাকে না। যিনি যে অবস্থায় যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি সেই অবস্থাতেই যদি কৃষ্ণ-সেবা না করেন তবে তাঁহার সেই অবস্থা বা আশ্রম নরকের পথ।

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

উপসংহার

শ্রীল প্রভুপাদকে বা তাঁহার প্রচার-ধারাকে যে-পর্য্যন্ত আমরা স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিব সেই পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। নিজে বুঝিতে গিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িয়া কোন সময় "সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি" অভিমানে "নিজের দাড়ে ঢোল" দেওয়া কয়েকজন লোক-সংগ্রহ করিয়া "উহারা খানিকটা খানিকটা, আমি গোটাগুটী বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি" এইরূপ কুধারণা অন্তরে অন্তরে পোষণ করতঃ অপরাধের চরম স্তরে উপনীত হই।

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি॥
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী"

সাধুগুরুমুখে শুনিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য কথা বুঝিবার একমাত্র উপায় তাঁহার কৃপা বা তদ্ভক্তজনগণের আনুগত্যে নিষ্কপট সেবা। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি—এই তিনটী সেই কৃপা পাইবার সোপানবিশেষ। যাঁহারা পাপ-পুণ্য, ভোগ-ত্যাগ, কুকর্ম্ম সৎকর্ম্ম, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতির ভয়ঙ্কর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, সেই সেবা-স্নিগ্ধ শিষ্যের বিশুদ্ধ হৃদয়খাতে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু যেখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরার অভিনয় বর্ত্তমান সেখানে, শ্রোতৃগণ শ্রীগুরুদেব নিজেকে বা প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন না।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"

গুরু-কৃষ্ণে অভেদদর্শনে পরাভক্তিযুক্ত হইবার দিন আসিলে শিষ্যের নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁহার নিগূঢ় কথা উদিত হন। সেদিন সেই মহাসৌভাগ্যবান শুরুদাস ক্রমপর্য্যায়ে একল বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, দ্বারকেশ, মথুরেশ এবং সর্ব্বোপরি বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নব নব লীলামাধুরী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন।

আমি দাম্ভিক, জড়াভিমানী বদ্ধজীব, তজ্জন্য সেই রাজ্যের কোন কথাই আমার শুষ্ক মরুবৎ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। জানি না, কবে সেই সমস্ত কথা বুঝিবার শুভদিন আসিবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কয়েক দিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন—

"আমরা কোন প্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ১২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "পেপমান্‌রি-পুলাক্রতিরিয়ম"এ ৫ম পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে ২৩ ও ২৮ লাইনে 'ফলো বহু ফল্গুনো যুক্তস্ত বৈরাগ্যাচার-প্রচারনিরত-কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ - অনুবরাঃ।' স্থলে "ফলো বহু ফল্গুনো বৈরাগ্যস্য তুরীয় গুহনকারিণঃ যুক্ত বৈরাগ্যাচার-প্রচার নিরত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ শুরুবরাঃ" হইবে। পাঠকগণ ইহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

[illegible] মঠ

১। শ্রীচৈতন্য [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] গোপাল [illegible] আছেন। [illegible] শ্রীভক্তিপ্রচারকেন্দ্র [illegible] আছে।

রক্ষক [illegible]

([illegible]) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১[illegible] [illegible] উল্টাডাঙ্গা [illegible] রোড, [illegible] কলিকাতা [illegible] ৬১.৯

কলিকাতায় [illegible] শ্রীমঠ [illegible]। শ্রীমঠ [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] গ্রন্থের [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' [illegible] সেবক [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] পাই। রক্ষক [illegible] ভক্তিপ্রকাশ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক [illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ [illegible] (নদীয়া) এখানে ও [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, [illegible] ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রী[illegible]গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, [illegible] ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক — [illegible] ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসুদেবের [illegible] বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক [illegible] অধিকারী

১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীঋতুদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রেতিয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীনিত্যানন্দের পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীনৃপেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(১৮) স্বাগত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ [illegible] গোস্বামী।

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible]পুলিন পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীহরিকিশোর [illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ববঙ্গে প্রচারের কেন্দ্র। রক্ষক — মহা[illegible] মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) মাধব গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলপুর (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।

রক্ষক — [illegible] আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ।

রক্ষক — শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং।

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি,

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] ভাণ্ডার

(৩২) পাট [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], বাকিপুর।

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া।

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, [illegible]

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক — শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) [illegible] স্থপগঞ্জ — শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।

রক্ষক — শ্রীরাধারমণচরণ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] পাঞ্জাব। রক্ষক — শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গোবিন্দগোপালের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার [illegible] রোড, বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রাজপেটা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্দ্ধমান। মঠরক্ষক — অধিকারী শ্রী[illegible]দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক — শ্রীভাগবতদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।

রক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)।

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

৬ই মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লাবখানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৬৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এজাহেড কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

সিকটন, টাইপ	১০৷৷৵০
খশিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাহরোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷৵ —৭।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
ভাউনপোর্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
টা (এম)	৪৸৵০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪৲
পোলার্ড	১৷৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৷৶০—১৷৷৵০

মুড়ের দর

আখরা	৫৬৲
বাদশাহী	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিতার	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাজার	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কর্কচ	৪০৲
করাচি পুরলিস ফাইন	৪৩৲
হামার্গ চাকা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
গোটা খয়ের মণ	১১৲ ১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

	মার্কা ৭৶	৭৷৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।	৬৷৷০
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম		৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)		৮৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)		৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)		৭৸৶০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১৷৷৶০
২৬ গেজ—	১০৷৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৵১০—৷৷৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৮৷৷০

প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪৷৷০ ৭৸৵০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸০

ছিল পাটী, গোলটু গরাদে ৫।০—৫৷৷৶০

গোল রড রি ইন-ফোর্স ও কন্‌ক্রিট জন্য ৫৷০—৭৷৷৶০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২৷৷০, নকল ২১৲

টিকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৩৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ডাক্তার প্রীত সংযুক্ত এলাকাদে নবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবধার্য সাধক হয় কিনা। দাম ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডক্টরেট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলাকা ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রত্যেক গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(*):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাস প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

প্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

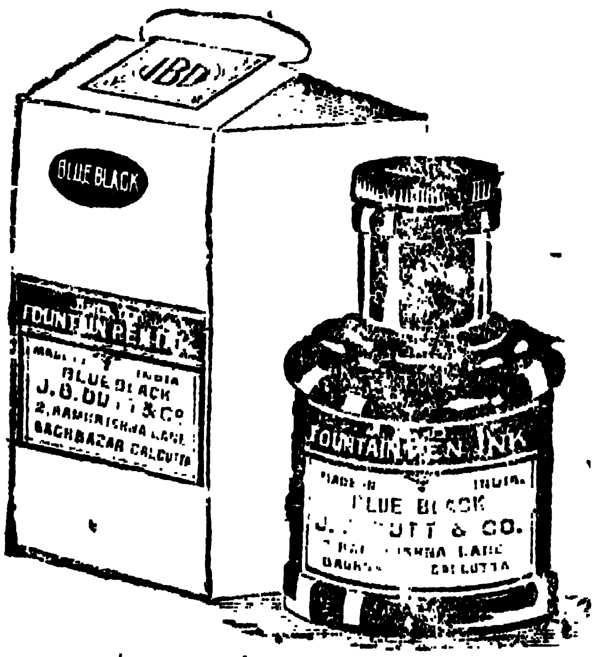

শটিফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা চৈত্র ১৩৪৩, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৪

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্যযুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউক।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——:(:০:):——

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

নদীয়ার পুলিস্ সুপারিন্টেণ্ড মিঃ এস্ কে গুপ্ত এম্ এ, আই পি মহোদয় ৮ মাসের জন্য ছুটি লইয়াছেন। তাঁহার স্থানে খান বাহাদুর এ এম্ খালেক বি-এ, আই পি মহোদয় গত ৮ই মার্চ্চ সোমবার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নূতন নিয়মে ১৯৪০ সাল হইতে ছাত্রদিগের পক্ষে ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ বাধ্যতামূলক হইবে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে এই দুই বিষয় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব বিধায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের এই দুই বিষয়ে শিক্ষকতায় ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তদনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে বর্ত্তমান বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের সময় এপ্রিলমাসের মাঝামাঝি হইতে জুন মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিং ক্লাশ খোলা হইবে।

গোয়ালিয়রে শাসন-সংস্কার

শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান জন্য এবং বিবিধ কার্য্যের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গোয়ালিয়র সরকার শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। শাসনকার্য্যে দায়িত্ব অর্পণ বিষয়েও অনেক অদলবদল হইয়াছে। অদ্য ১৫ই মার্চ্চ হইতে ৮জন মন্ত্রী গঠিত একটী কমিটি মহারাজের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসনকার্য্য পরিচালন করিবেন।

পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট

——:(:০:):——

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর এই সাব কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাঞ্জাবের মার্কেটিং অফিসার উহার সেক্রেটারী। কমিটিতে মোট ২০ জন সদস্য। কমিটি এই সকল বিষয়ে তদন্ত করিবেন—

(১) বর্ত্তমানে যে ভাবে প্রধান প্রধান কৃষিজ পণ্য বিক্রয় হয়, তাহার দোষ গুণ, (২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইহার কতদূর উন্নতি করা সম্ভব; (৩) সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয় (৪) নিয়ন্ত্রিত বাজার।

বিচারকের আসনে মর্কট

মোরাদাবাদ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, তথাকার বিচারপ্রার্থিগণ বিচারকক্ষে প্রবেশ করিয়া একটী মর্কটপ্রবরকে বিচারকের আসনে সমাসীন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। মর্কটবর যে শুধু বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইয়াই ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে, বিচারকের কলম লইয়া নথিপত্রে সে আঁচড়ও কাটিতেছিল। অনেক তাড়া করার পর সে বিচারাসন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

আদালত অবমাননায় ভূতপূর্ব্ব কনেষ্টবল

রসিকাদ্দিন নামক এক পুলিশ কনেষ্টবল চুরির অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার এক নূতন অভিযোগ আনীত হইয়াছে। পুলিশ আইন অনুসারে একটী মামলায় তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। রাঁচির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পুনরায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলে সে তাঁহাকে গালাগালি করে।

আমেরিকায় শ্রমিক অশান্তি

আলামেদিয়া হইতে প্রকাশ, যে সব শ্রমিক শ্রমিকসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদিগকে ক্যালিফোর্ণিয়া প্যাকিং কর্পোরেশনের কারখানায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করায় ২০০ ধর্ম্মঘটী প্রহরীদিগকে আক্রমণ করে। ফলে ১০ জন লোক জখম হয়। তন্মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর; সঙ্ঘর্ষের সময় প্রস্তরখণ্ড, লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কাঁদুনে গ্যাসের ধূমজালে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের স্ত্রীলোক ও শিশুরা তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। ঐ অঞ্চলের সমস্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ওকল্যাণ্ড হইতে পুলিশ আমদানী করিয়া পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা

গত ১০ই মার্চ্চ রাত্রিতে ডারউইনের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে বহু পাকা বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বহু বাড়ীর ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। বহু লোক ঝটিকা উৎক্ষিপ্ত ইষ্টকাদির আঘাতে জখম এবং একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সহরের অধিবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং রাজপথে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রজনী যাপন করে। বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের দুর্গতি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে এরূপ ঝটিকা হয় নাই। ৫০টী মুক্তা উত্তোলনকারী জাহাজ বিপন্ন হওয়ায় গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিলচরে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

এই সহরের প্রায় ২৫ মাইল দূরে ধলাই গ্রামে অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় এক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। ঐ গ্রামে মহেন্দ্র নামে (বয়স ৪৫ বৎসর) এক ব্যক্তি বাস করে। ঐ অঞ্চলে সে মহেন্দ্র বাউল বলিয়া বিখ্যাত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সম্প্রতি সে জেল হইতে খালাস হইয়া আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে তাহার বাড়ীতে এক কীর্ত্তনে আমন্ত্রণ করে। কীর্ত্তনের পর উহার জন্য সে প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট চাঁদা ধরে এবং 'আখড়া' চালাইবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে ঐ চাঁদা দিতে বলে। ইহাতে কতিপয় গ্রামবাসী আপত্তি করে। ইহা লইয়া তাহাদের সহিত উহার বচসা হয়। বচসার সময় নাকি মহেন্দ্র দাও দিয়া একজনকে আঘাত করে। ইহাতে উপস্থিত সকলে এত উত্তেজিত হইয়া উঠে যে তাহারা সকলে মিলিয়া মহেন্দ্রকে বেপরোয়া ভাবে প্রহার করিতে থাকে। উক্ত প্রহারের ফলে শেষ পর্য্যন্ত সে মারা যায়। পরে গ্রামবাসীরা তাহার শব এক পর্ব্বতোপরি গভীর জঙ্গলে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ আসিয়া উহার সমাধি স্থান হইতে তাহার শব তুলিয়া লইয়া সহরে চালান দিয়াছে। তথায় শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হইবে। এই সম্পর্কে প্রায় বার জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —
দশম স্কন্ধ—,
২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
৩। ভাগবতগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
। সম্বন্ধী গ্রন্থ
৪ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲ ৩—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম ৩—৸০, ২য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। টীকা
দীপিকা ১০
৯ জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৹০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৵০
২২। জৈব নক্সা ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দ্বীপ দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। বৃন্দাবনতত্ত্ব ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবিন্দভাষ্যম্ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতের ভক্তিকুলপত্র ৵০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যসমেত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংগোপনী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয় পরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থ দর্শন ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। লেকচার ওয়াইড স অন বেদান্ত ॥০
৭০॥ নারায়ণ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সপার্ষদাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বোম্বাই কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতক্ষরণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রী শ্রী ভগবানের জীবনচরিত-সাগরে মগ্ন হউন এই বিরাট, আকর ও আয়তনের শত মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ১৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, সোমবার | ১৩৩শ সংখ্যা

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

ছত্রভোগে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া গত ১লা মাঘ ছত্রভোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠে শুভাগমন করেন। সুখদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়। ব্যাসপূজার দিবস বেলা ৮টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের শেষে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যমূর্ত্তির আরতি করা হয়। ১০টার সময় অঞ্জলি দেওয়া হয়। অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইলে স্বামীজী মহারাজ বিশেষ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ করেন। পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা কালে যেইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেইস্থান পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমার শেষে বহু নর-নারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেড়ুলীতে

খুলনায় প্রচারকালে গত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ তথায় উপস্থিত ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণসহ দেড়ুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-উৎসব সম্পন্ন করেন।

অরুণোদয়কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে উচ্চ-কীর্ত্তনাদি ও পূর্ব্বাহ্নে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রাতঃকাল হইতে শাস্ত্রবর্ত্তী ভক্তপারায়ণ, গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্য অর্চ্চার আরাত্রিক, অর্চ্চন, ভোগরাগ প্রভৃতি মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী সম্বন্ধে কীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ পালন, সমবেত প্রায় শতাধিক সত্যানুরাগী ব্যক্তি ও ভক্তগণের শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, দুই শতাধিক ব্যক্তির মহাপ্রসাদ সম্মান, সন্ধ্যায়,—সন্ধ্যারাত্রিক, সংকীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শুরু-পরম্পরা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীব্যাসপূজা অঞ্জলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা হইতে বিচ্যুত ক্ষুদ্র চেতন-জীব-সমূহের সেবোন্মুখ স্বাভাবিক বৃত্তির ভূমিকায় অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহার পূর্ণ-শক্তি ভূমিকায় উন্নীত করেন এবং তদ্দ্বারাই অণুচিৎ জীবের ভগবৎ-পাদপদ্ম-সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত শব্দরূপে বদ্ধজীবের আবৃত-চেতনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুতরাং একমাত্র শ্রৌত-পন্থা অবলম্বন দ্বারাই অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সন্নিকটে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে। বিভু-চিদ্ ভগবান্ অণুচিৎ জীববৃন্দের যুগপৎ একমাত্র আশ্রয় এবং একমাত্র সেব্য। সেবা প্রদান এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিভিন্নাংশ অণু-চিৎ জীবসমূহের সেবা গ্রহণের অধিকার বর্ত্তমান। বিভু-চিৎ, সেব্য ভগবানের শক্ত্যংশ-জাত শ্রীগুরুদেব এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীব ও সেব্য ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, বর্ত্তমান তাহা দূরীভূত করিয়া পরস্পরের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অবশ্য বিভিন্নাংশ অণু চিৎ জীব, আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে পূর্ব্বক জাগতিক ভোগ বা ত্যাগকামী হইতেও পারে। কিন্তু তাহার স্বাধীনতার এইরূপ অপব্যবহার দ্বারা জীবের স্বরূপের নিত্যধর্ম হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

পরম দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীগুরুদেব !

আমরা অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিকট আপনার সেবার জন্য সমবেত হইয়াছি। একদিকে জগতের ভোগ ও ত্যাগ এবং অন্যদিকে নিত্য-মঙ্গল এই উভয় পথের যে কোন একটী গ্রহণ করিতে অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা আমাদের আছে। যদি আমরা মঙ্গলের পথ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, আপনি আমাদের অদ্যকার পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের মঙ্গল পাথেয় আপনি পূরণ করিবেন, ইহাও নিশ্চিত। আপনার অনুগত বাণীই আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যদি অদ্যকার অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা আপনার বাণীর দ্বারা স্মরণ দ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে আমরা অদ্যকার অনুষ্ঠিত পরম মঙ্গলের কোনই সন্ধান পাইব না। যদি আমরা নিষ্কপট দৈন্যের সহিত আপনার বাণীর আশ্রয়ে আপনার পাদপদ্ম সেবা-লাভরূপ মঙ্গল-প্রার্থী হই, আমরা আপনার কৃপায় আপনার শুদ্ধভক্তগণের সৎসম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হই। সৎ-সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারাই আমরা পুনরায় শুদ্ধসেবা পথে পরমোৎসাহে এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব।

পারমার্থিক-সম্প্রদায় নিত্য। বহির্ম্মুখ মনুষ্যের কর্ম্মনিপুণতা দ্বারা পারমার্থিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাঁহারা পারমার্থিক-সম্প্রদায়কে জাগতিক সামাজিক ব্যবস্থাবিশেষ কল্পনা করেন, তাঁহারা পারমার্থিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার করেন নাই। পারমার্থিক সম্প্রদায়ে প্রবেশের একমাত্র উপায় ভগবৎ সেবা। আমাদের বর্ত্তমান অযোগ্যতা সত্ত্বেও অবতীর্ণ শব্দাত্মক বাণীর সম্পূর্ণ আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা লাভ হইতে পারে। আপনি প্রকটলীলা, অহঙ্কারপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে শব্দাত্মক বাণীর প্রাকট্য সম্পাদন করেন। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের অবতরণ এবং সমুদয় বদ্ধজীবকে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত শব্দাত্মক বাণীর সেবার যোগ্যতা প্রদান জগদুদ্ধারের নিমিত্ত আপনার প্রকটলীলার পরম করুণার নিদর্শন।

পরম দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীগুরুদেব !

আপনার অপ্রকটের মুহূর্ত্ত হইতেই বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া স্রোতঃপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আপনার অযোগ্য সেবকগণের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে—আমরা যেন আপনার অমায়িক কৃপা দ্বারা শ্রীব্যাস-পূজার পরম মঙ্গলপ্রদ তাৎপর্য্য বিস্মৃত না হই। আমরা অদ্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। শ্রীআচার্য্যদেবের অনুগত আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে যেন গৃহীত হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আপনার অযোগ্য দাসানুদাস
শ্রীদক্ষিণানন্দমঠের সেবকবৃন্দ।

আকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ সেবকগণের অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শনলাভ করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ, সর্ব্বজিৎ সম্বৎসর গৌরাব্দ ৪৪০

জীব

জীব অনন্ত। গোলোক-বৃন্দাবন-গত পার্ষদ বলদেবের কিরণকণ জীবসমূহ মায়াতীত নিত্য মুক্ত। আর যে সকল বৈকুণ্ঠগত নিত্যমুক্ত জীব পরব্যোমপতির পার্ষদ, তাঁহারা মূলসঙ্কর্ষণের কিরণকণ। এই সকল জীব কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত মাদৃশ জীবের ন্যায় কোন কালেই মায়াপার্শ্বস্থিত নহেন। তাঁহারা চিন্ময়ধামবাসী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কি মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছে তাহাও তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা-বেদী, ভগবৎসেবাসুখে মগ্ন থাকিয়া ভগবানের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ। জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্। তাঁহারা দুঃখ, জড়সুখ ও নিদ্রাদি কখনও জানেন না বা সেবা ব্যতীত অন্য স্পৃহা তাঁহাদের নাই। সেবাই তাঁহাদের জীবন। এই জগতের কোন খবরই তাঁহারা রাখেন না। এই গেল গোলোক-বৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যপার্ষদ জীবগণের কথা। ইঁহারা চিরকালই মুক্ত বলিয়া নিত্যমুক্ত। এই দ্বিবিধ জীব ব্যতীত মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত যে-সকল জীব আছেন তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা দেখিতে পান। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখনও পূর্ব্ব ও কখনও পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করেন, সেইরূপ এই সকল তটস্থ জীব জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী। [illegible] উভয়কূল অর্থাৎ মায়াতীত ও মায়াধীন কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। উভয় কূল দেখিতে দেখিতে ভোগোদ্ধার উদয় হইলে তাঁহারা চিৎসূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হন এবং মায়ার যে আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞানকে আবৃত করে সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের অল্প জ্ঞান হওয়ায় জীব অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই জীবগণ দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা একটু ভগবদ্‌যোগাবিষ্ট হইয়া ভগবদনুশীলন করেন, তাঁহারা প্রকৃত বা বিদ্ধ লাভ করিয়া কৃষ্ণপার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হ'ন। আর যাঁহারা স্বতন্ত্রক্রমে অন্যপার্শ্বে স্থিত মায়াকে ভোগ করিলেন, তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য দোষের আশ্রয় করিয়া মায়াবাশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হন। মহাবিষ্ণু মায়ানিক্ষেপরূপ [illegible] সমর্পণ করেন। তখন হইতে জীব বদ্ধ হইয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করেন।

ভগবানের অংশ দুই প্রকার—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্বিধ অবতারগণ সকলেই [illegible] আর জীবগণ বিভিন্নাংশ। শ্রীল [illegible] নির্দেশ ... স্বাংশ ও বিভিন্নাংশের ভেদ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করেন যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহাদের ইচ্ছা, কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপ-গুণের অধিকার ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাঁহাদের ইচ্ছা পৃথক্।

এই সকল স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ জীব যেপর্য্যন্ত [illegible] না হয় ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। সেই কথাই জীবের প্রথম কথা। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই কথা [illegible] অপরাধ। কৃষ্ণকৃপা [illegible] এই অপরাধ যায় না, সুতরাং তদ্ব্যতীত মায়া-মোচন কখনই হইবে না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

বদ্ধজীবগণ মায়া-মুক্তির পর চিদ্‌লোকে প্রবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য পান। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে জীব হন ও কৃষ্ণ শক্তি হইতে সমুদিত হইয়া [illegible] জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপ [illegible] হন। এই চিৎকণনিচিত জীবের স্বরূপ অত্যন্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মহদাকার-স্বরূপের অনুরূপ। জীবের স্বরূপ চিৎকণময় এবং সেই স্বরূপে চিৎকণরচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্যও আছে। জীবের এই মুক্তি দুই প্রকার—স্বরূপমুক্তি ও বস্তু-মুক্তি। জীবগণ ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটী যদিও মায়ার অধিকার বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; ইহারই নাম স্বরূপ-[illegible] । দেহ-[illegible] হইলে কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি বা বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়।

চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি; তিনি যাহা উদ্ভব করেন সে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নহেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত বা বদ্ধমুক্ত। তবে সাধন দ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের আনন্দ ভোগ করেন। চিচ্ছক্তিস্বরূপ শ্রীমতীর কায়ব্যূহগণই নিত্যসিদ্ধ। জীবসকল কৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি বা গুরুদেব যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীবশক্তিও সেরূপ অপূর্ণ শক্তি। চিদ্বল না পাইলে তাঁহার আর নিস্তার নাই। সুতরাং জীবের নিত্য গুর্ব্বানুগত্যই একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বিপদ পদে পদে।

ব্যাসপূজা-অঞ্জলি

পরম-কৃপার্দ্রহৃদয় অস্মদীয় পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব!

অদ্য আপনার ত্রিষষ্টিপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব-তিথিতে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাদের একান্ত শরণাগতি নিবেদনার্থ এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আমরা অদ্যকার পূজা যথোচিতভাবে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য আপনার কৃপালেশ প্রার্থনা করিতেছি।

অদ্যকার বৎসরের অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া অদ্যকার অনুষ্ঠানের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানসমূহের পার্থক্য অনুভব করাইয়া আমাদের চিত্ত অবসন্ন করিতেছে। কিন্তু আমরা অদ্য আপনার কৃপায় ইহাও অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি যে, আপনি অদ্যকার ভীষণ বিপদ হইতে আপনার অনুগতজনদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনার প্রকট কালে যাহাতে আপনার অনুগতজনগণ নিরন্তর আপনার সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন তজ্জন্যই আপনি ব্যাসপূজা পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীশ্রীব্যাসপূজার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, মহান্ত আচার্য্য এই পৃথিবীতে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক সমুদয় নিষ্কপট জীবাত্মাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এবম্বিধ সাক্ষাৎ সেবা দ্বারাই ভগবৎ-সেবা সম্ভব হয়। বদ্ধজীবের পক্ষে ইহাই ভগবৎ-সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। আপনি কৃপা পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীব্যাসপূজার আবশ্যকতা এইজন্যই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য এবং কোনক্রমেই শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীগুরুদেব এই জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তদিগের পূজা প্রকাশ্যভাবে গ্রহণের মহাবদান্যলীলা প্রকাশিত করিয়া বদ্ধ জীবের একমাত্র কল্যাণের পথ প্রকাশিত করেন। প্রকটলীলায় আচার্য্যের এই জগন্মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ কিম্বা অসূয়াপরবশ হইয়া শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনাদর প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় দুর্ভাগা এই জগতে আর নাই।

আমরা আপনার করুণার সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর দান আপনার প্রবর্ত্তিত শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা আপনার কৃপায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, ভগবৎ-সেবার অনুকূল যে সমুদয় অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহা আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ আনুগত্যেই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব এবং আচার্য্য তাঁহার প্রাকট্যদ্বারা বদ্ধজীবকেও তাঁহার সাক্ষাৎ আনুগত্যে সমুদয় শাস্ত্রবিহিত সেবাকার্য্য অনুষ্ঠানের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁহার অপ্রাকৃত ধামে নিত্য প্রকাশিত। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা বদ্ধজীবের নিকট স্বতঃই অপ্রকট। শ্রীআচার্য্যদেব প্রপঞ্চে তাঁহার প্রাকট্যদ্বারা অপ্রাকৃত ধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত বদ্ধজীবের নিত্যসেবা-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্যরূপ অমন্দোদয়দয়া নিত্যকাল সেবা বিমুখ বদ্ধ জীবের প্রতি অযাচিতভাবে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে। আমরা যদি আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা না করি তাহা হইলে আমরা কখনই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা লাভ করিতে পারি না। বদ্ধাবস্থায় জীবের ভাগ্যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণধামের সেবার উদ্দেশ-লাভও আদৌ সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণকৃপা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রাকট্যদ্বারা এই জগতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সেবা বদ্ধজীবের পক্ষেও সুলভ করিয়াছেন।

আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা অনুষ্ঠান দ্বারা সমুদয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেবা সম্পূর্ণভাবে সাধিত

হয়। নতুবা বদ্ধজীবের কল্পিত পূর্ব্বাচার্য্যের স্বতন্ত্র-সেবাদ্বারা অপসাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য। যাঁহারা এক কিংবা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন, আচার্য্যের জগতে প্রাকট্যদ্বারাই বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবৎ-সেবা সম্ভব হয় ইহা তাঁহারা যুগপৎ কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন? তাঁহাদের কল্পিত এক কিম্বা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদের আবশ্যকতাও তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়। ইহাতে এক কিংবা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদের সাংঘাতিক ভ্রম, সন্দেহ নাই।

পরম-কৃপার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব!

আমাদের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপনার শিক্ষার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত একান্ত নির্ভরতা আবশ্যক এইরূপ অনুভূতিদ্বারা আমরা ইহা স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি যে—অদ্যকার অনুষ্ঠান কিছুতেই সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে না, যদি ইহাতে ব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং তদনুরূপ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অবলম্বিত না হয়। শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রকৃত আচার্য্যের সাক্ষাৎ পূজা। আচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-পূজা দ্বারাই শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুরক্ষিত হইতে পারে। শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার শাস্ত্রীয় বিধানের ইহাই একমাত্র সুসঙ্গত তাৎপর্য্য এবং ইহাই আপনার বিশিষ্ট শিক্ষা। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সকাতর প্রার্থনা এই—আপনি কৃপাপূর্ব্বক চিরদিন যাহাতে শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পূজার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারে, আমাদিগকে সেই প্রকার সুমতি প্রদান করুন। আমরা আপনার কৃপায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের প্রকটকালীয় সাক্ষাৎ-পূজা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার একান্ত আনুগত্যে আশীর্ব্বাদ যাবতীয় ভগবৎ-সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব এবং তদ্দ্বারা অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজাও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান একমাত্র ভরসা।

এই ভীষণ বিপন্নাবস্থায় আমাদের এই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য-পালনের উপায় আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। আপনার শ্রীমুখে আমাদের শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে—শ্রীল রূপ-রঘুনাথ প্রভুর বাণী আমাদের পরমপূজ্যপাদ শিক্ষা-গুরুদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণ প্রভু দ্বারা আম্নায়-পারম্পর্য্যে আপনার অপ্রকটলীলার পরবর্ত্তিকালে জগতে প্রচারিত থাকিবে। পরমপূজ্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দ্বারা আচার্য্যের প্রকটলীলার পারম্পর্য্য অধুনা সংরক্ষিত হইতেছে, ইহা আমরা আপনার বাণীর ঐকান্তিক সেবক-সূত্রে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি।

আপনার এই পরম-মঙ্গলকর কৃপা-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত আপনার বাণীর দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আচার্য্যোচিত পূজা সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করাই অদ্যকার তিথিতে আমাদের কর্ত্তব্য বিচার করিতেছি। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে—আমরা যেন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সেবা দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি।

পরম-দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীগুরুদেব!

অদ্যকার শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান আপনি প্রকটকালে কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং অদ্যকার সেবানন্দের পূর্ব্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য আমরা আশঙ্কা করি নাই। আমরা ইহা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতেছি না যে—আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া-দিয়াছেন যে—আপনার বাণীই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। আপনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামের শ্রীপ্রকাশ-বিগ্রহ। আপনার বাণী-শ্রবণে আমাদের অমনোযোগ এবং আপনার বাণীর বিপরীত অর্থ কল্পনার প্রবৃত্তি দ্বারা এবং আমাদের প্রকটকালে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা অতিরিক্ত অনুষ্ঠান জন্য নামাপরাধ দ্বারাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা হইতে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছি। এজন্যই আপনার অপ্রাকট্যের পরবর্ত্তী কালে আমাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পারমার্থিক মঙ্গল লাভে আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হইতেছি। আপনার মহাবদান্য কৃপা দ্বারা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম যে আপনার বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সংশয়হীন হইয়া বাণীর একান্ত শরণাগত হওয়া আবশ্যক। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে—কর্ণের দ্বারা আপনার শ্রীমুখের অপ্রাকৃত শব্দ শ্রবণ দ্বারাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা সম্ভব। অপ্রাকৃত শব্দ কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। তদ্দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কর্ণেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃত-বাণী শ্রবণের সম্ভাবনা হয়। অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণের তাৎপর্য্যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা লাভ সম্ভব। সুতরাং আপনার নির্দ্দিষ্ট কৃপাধারা যদি আমরা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী আমাদের কর্ণদ্বারা প্রশান্ত সহকারে শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট হই তাহা হইলে তাঁহার সেবা দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবায় আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান একমাত্র আশা। সুতরাং অদ্য আপনার ত্রিষষ্টি-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে—আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ পূজা-দ্বারা সম্পন্ন করিবার যোগ্যতা প্রদান করিবেন। আপনার আবির্ভাব-তিথিতে আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ-আনুগত্যে আমাদের সেবা আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে।

পরমদয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীগুরুদেব!

শ্রীব্যাসপূজার এরূপ পরম উপাদেয় তাৎপর্য্য আপনি জগতে প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী মনীষিগণ ইহা আদৌ ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যেহেতু ভগবানের প্রকৃত পূজা শ্রীআচার্য্যের সাক্ষাৎ-পূজা দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং শ্রীব্যাস-পূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভগবানের অপ্রাকৃত শব্দাত্মক-বাণীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবদান সন্দেহ নাই। আপনার প্রকৃত স্বরূপ, আপনার অতিমর্ত্ত্যবাণীর অনুকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের স্মৃতি-পথে পুনরায় উদয় করাইবার প্রচেষ্টাই অদ্যকার পুণ্যতম তিথিতে আমাদের একমাত্র নিবেদিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা।

পরমদয় হৃদয় শ্রীগুরুদেব!

জগতে শুদ্ধভক্তগণের সৎ-সম্প্রদায় আম্নায়-পারম্পর্য্যে প্রকটিত আচার্য্যবর্গগণের কৃপাধারা নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্রীআম্নায় আচার্য্যবর্গগণের প্রকটকালীন লীলার আকর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রকট-লীলার সেবকরূপে শুদ্ধভক্তগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। যে পরিমাণে তদীয় প্রকট কালে আচার্য্যের সেবা আচার্য্যের প্রকৃত আনুগত্য অর্পিত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে তদনুষ্ঠান-কারিগণ ক্রমপন্থা অনুসারে সাধক জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের অপ্রাকৃত নিত্য-সেবারূপ সাধনে সিদ্ধি-লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবায় জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা শুদ্ধভক্তদিগের সঙ্গ হইতে ভগবদিচ্ছা ক্রমে স্খলিত হইয়াছেন। আচার্য্য-সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণের পাপ তাঁহাদিগকে সংসারে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া নানাবিধ উপাধিক ক্লেশ-ভোগের দ্বারা তাহাদিগকে পরিশেষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থী করায়। তখন তাঁহাদের আচার্য্যের অহৈতুক-কৃপালাভের জন্য পুনরায় প্রবৃত্তি জন্মে।

পরমদয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীগুরুদেব!

আমরা এই জগতের নশ্বর দ্রব্য এবং ভাব গ্রহণ ও বর্জ্জনদ্বারা উদ্দেশ্যহীন আত্মপরায়ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন করিয়া প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারি, এইরূপ বিচার ভ্রমণ আত্মবঞ্চনা মাত্র, সন্দেহ নাই। অতএব এইরূপ আত্মবঞ্চনার যোগ্যতা আমাদের চেতনধর্ম্মের স্বতন্ত্রতার সহিত নিত্য অনুস্যূত আছে। কিন্তু আমাদিগের শুদ্ধ-স্বভাব সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ-লাভের আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। আমাদের স্বরূপ স্বরাট্ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবান আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য নিত্য সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ অভিন্ন হইতাম তাহা হইলে উক্ত আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণ অর্থহীন, অস্বাভাবিক ও বস্তুতঃ অসত্য হইত।

স্বতঃই অনুভব করিতে পারি যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিচারে আশ্রয় করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এই জগতের ভোগ ও কর্তৃত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এই জগতের পার্থিব মানবীয় চিন্তাধারা আমাদিগের পারমার্থিক উন্নতির ভোগ ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রলোভনের পথপ্রদর্শক হইতেছে। কিন্তু আপনার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রতি যুগে তাঁহাদের আদর্শ ও উপদেশ দ্বারাই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত সৎ-সিদ্ধান্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচ্যুতি হইলে সেইরূপ মিশ্র কলুষিত চিন্তাধারা জাগতিক ভোগ ও প্রলোভনের আবাহন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আপনি বৈষ্ণব-চিন্তাস্রোতের বিরোধী যাবতীয় মানব কল্পনার মতবাদ সৎ-সিদ্ধান্ত দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাস করিয়াছেন। আপনার প্রদর্শিত সৎ-সিদ্ধান্ত-সমূহ নিত্যই সমাজ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা হইতে পাইয়া থাকি যে মানব কল্পিত মতবাদসমূহের অবলম্বনে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা ও তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা কোনরূপেই সম্ভব নহে। সর্ব্বাত্মরূপ ভগবান

(অবশিষ্ট ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রী[illegible] গোপাল [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ [illegible] আছে। রক্ষক- [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং [illegible] প্রকাশিত [illegible] মঠরক্ষক [illegible] আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক- [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাননগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪। জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী

(১৬) তেঁতিয়া-কুঞ্জকানন

শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) নরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্রকান্ত, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৬। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ গোজোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্যাগাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজ[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	১০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৬॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।৵
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵
আতপ—	
নূতন আতপ	৲-৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
আলিপুর ১০০০ নং	১০/০
আধহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

...কপালের বার	৩৫৻৫০
...রেণ	২২।৵১০
...র বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

...রেঞ্জ—	৩৪।৵০
...নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।
রূপাংকাহন ঐ	৫৸৵—৬৲
চাউসফোর্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

ঢুয়া	৫৬৲
চাঁদপাড়া	৫৫৲
ভুবনেশ্বরী	৪৬৲
	৪২॥০

পাতিরাম	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
হামার্গ শাদা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
জুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।/১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ - ৪৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, বোল্টু নম্বাদে ৫॥০—৫॥৵০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড্ কনক্রিটের

জন্য ৫॥৵—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টকলের হাপমণ ৪৸০, পাটের হাপমণ ৬॥০

তুলার হাপমণ ৬০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

৬ ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ইহার প্রীহা সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব পূরণ করে কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵	৷৴০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৷	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শচীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য:

সুগন্ধি কেশ তৈল, সব রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মো. প্রে.— ১৮নং বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রী

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

দৈনিক

REG NO C 1541

শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশ জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্যযুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

চৈতন্যভাগবত বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা চৈত্র ১৩৪৩, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৪

বিবিধ সংবাদ

—:(:*:):—

স্পেনে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ

বিদ্রোহীদের গোলন্দাজ বাহিনী ১১ই মার্চ্চ প্রাতঃকাল হইতে রাজধানীর উপর প্রবল গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। সহরের কয়েকটী মহল্লায় গোলা পড়িতেছে।

পুয়াদালাজারা যাইবার প্রধান রাস্তার ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড শীত, বারিবর্ষণ ও তুষারপাত সত্ত্বেও প্রবল আক্রমণ চালায়। বটিকাসঙ্কুল আবহাওয়ার দরুণ দক্ষিণ রণাঙ্গনে আক্রমণ চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। জেনারেল মিয়াজা দক্ষিণ পূর্ব্ব রণাঙ্গন রক্ষায় নিযুক্ত দুইটি আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীকে উত্তর-পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন এবং যেমন করিয়াই হউক পুয়াদালাজারা রক্ষা করিবার আদেশ দিয়াছেন

জমা টাকা সম্পর্কে পোষ্ট আফিসে ভীড়

ব্রহ্মদেশের পোষ্ট অফিস সমূহের সেভিংসব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা জমা রাখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট নোটিশ দিয়া জানাইতেছেন যে, ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং উক্ত তারিখের পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মদেশের ডাক-বিভাগের কাজ চলিবে। কাজেই ভারতগবর্ণমেণ্ট আর পূর্ব্ব জমা টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন না। যাঁহারা পূর্ব্বে টাকা জমা রাখিয়াছেন তাঁহারা [illegible] করিলে ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে সমস্ত টাকা উঠাইয়া নিতে পারেন; অন্যথা ধরিয়া লওয়া হইবে তাঁহারা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহাদের টাকা রাখিতে রাজী আছেন। এই মর্ম্মে প্রতিদিন পোষ্ট অফিস হইতে হাজার হাজার নোটিশ বিলি হইতেছে। ডাক কর্ম্মচারীদিগকে দিনরাত্র অবিশ্রাম কাজ করিতে হইতেছে। নিরক্ষর লোকেরা ব্যাপারটা ভাল রকম বুঝিতে না পারায় প্রতিদিন পোষ্ট অফিসে আসিয়া ভীড় জমাইতেছে। তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ডাক কর্ম্মচারীগণ গলদঘর্ম্ম।

— —

বোম্বাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আপাততঃ এক বৎসরের জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই এক বৎসর অন্তে পুনরায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতি ও জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া এক বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা বিচার করিয়া মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

এই প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ এবং বিপক্ষে ৫ ভোট হইয়াছিল। সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল তাহার পক্ষে পাঁচ ভোট এবং বিপক্ষে দশ ভোট হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীমতী মণিবেন মুলজী আরও দুইটি সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য, এই কথাগুলি যেন মূল প্রস্তাব হইতে বাদ দেওয়া হয়। [illegible] প্রস্তাবে বলা হয় যে, পুনরায় জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের যে সর্ত্ত আছে, তাহাও রহিত করা আবশ্যক। এই দুইটি সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

———

নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ

কলিকাতার এক সংবাদে প্রকাশ, যে, লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রীয় অফিস হইতে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের প্রতিনিধিগণ এবৎসর অক্টোবর মাসে ভারতে আগমন করিবেন। প্রতিনিধিগণ ভারতের প্রধান নগরসমূহ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিবেন। এডুকেশন ফেলোশিপের আদর্শসমূহ কি প্রকারে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে, প্রতিনিধিগণ তদ্বিষয় আলোচনা করিবেন। প্রতিনিধিগণ শান্তি নিকেতনে যাইবেন এবং পরে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের ভারতীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে লাহোরে সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

—— —

বোম্বাই ক্রনিকেলের ম্যানেজারের মৃত্যু

'বোম্বাই ক্রনিকেল' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার ও 'সানডে ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা মিঃ এ, জে বাক্‌লের গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি লণ্ডনের ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসেও কাজ করিতেন।

মিঃ বাক্‌লে নাকি কিছুদিন যাবৎ 'সাইয়েটিকা' রোগে ভুগিতেছিলেন, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীকে আক্রমণ

সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রী স্যার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব গত ১২ই মার্চ্চ অপরাহ্নে এক আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, ঐ দিবস বৈকালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রজত জুবিলি উৎসব সম্পর্কে অনুষ্ঠিত একটি উদ্যানসম্মিলনীতে যোগদানান্তর স্যার জাওলাপ্রসাদ যখন নিজের মোটরে উঠিতে যাইতেছিলেন, এই সময় একজন লোক সহসা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা হস্তে জনতার মধ্য হইতে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসে। কানপুরের কলেক্টর মিঃ এল ওয়েন ও অপর এক ভদ্রলোক এই সময় স্যার জাওলা প্রসাদকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য সঙ্গে আসিতেছিলেন। তাঁহার মোটর-চালক অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল সঙ্গী ভদ্রলোকটী তৎপরতার সহিত আততায়ীর আঘাত প্রতিহত করেন। নিমন্ত্রিতগণ তৎক্ষণাৎ আততায়ীকে কাবু করিয়া ফেলে এবং গ্রেপ্তার করে, স্যার জাওলা প্রসাদ লক্ষ্ণৌ চলিয়া গিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে।

———

মোটর দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু ২০ জন আহত

সুচেৎ গড়ের নিকট যাত্রীবাহী দুইখানি মোটর বাসের মধ্যে শিয়ালকোট জাম্মু রোডে এক সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় দুইজন মারা গিয়াছে, এবং ২০জন আহত হইয়াছে। আহতদের ১০ জনকে শিয়ালকোট সিভিল হাসপাতালে এবং অপর ১০ জনকে জাম্মু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

———

শ্যামের সমরসজ্জা

অন্যান্য দেশের ন্যায় শ্যামেও দেশরক্ষার জন্য সমরসজ্জার হিড়িক পড়িয়াছে। ১৯৩৭ সনের বাজেটে যত টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড দেশরক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

শ্যামের জন্য ইতালীতে সাতটী এবং জাপানেও কতকগুলি টর্পেডো বোট নির্ম্মিত হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্যাম অনেকগুলি বোমারু বিমানের ফরমাস দিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। [illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল [illegible] প্রবন্ধাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] ১৲
৮। [illegible] দীপিকা ও [illegible]
[illegible] ১০
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা [illegible]
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। [illegible]
২৭। [illegible] (সানুবাদ)
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। [illegible]
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা [illegible]
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল-[illegible] ।০
[illegible]

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাধ্যসাধন[illegible] ॥৵
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রী[illegible]
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] য্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৵০
৮৩। [illegible] ৵০
৮৪। [illegible] ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গোপনগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল ভাষায় [illegible] একাধারে দর্শন এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, [illegible] ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ { ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭ মঙ্গলবার } ১৪শ সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল বাসুদেব প্রভু

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবক বর্ত্তমান আচার্য্য মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণপ্রভু অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামে শুভবিজয় করিবেন। মঠবাসি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের শিক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

——::(*)::——

অধিবাস-দিবস

অদ্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধি-বাস-দিবস। শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগ-দান করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অধিবাস-কীর্ত্তনাদি এবং শ্রীধামের মাহাত্ম্যাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। জগদ্বাসি বন্ধুবর্গ, আপনারা সম্বৎসরই সংসারকার্য্যাদি করিয়া আসিতেছেন, অদ্য হইতে নয়টি দিন আমা-দিগকে ভিক্ষা দিয়া গৃহকর্ম্মাদি স্থগিত রাখিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমামুখে নবধা ভক্তি যাজনপূর্ব্বক নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমাদের নিবেদন।

আগামী কল্য ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বুধবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন দ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবনাদি পরিক্রমা হইবে। সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই গুরুবন্দনা, 'জয়রে জয়রে জয়' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্প চন্দন-বস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মঞ্চোপরি বিরাজিত হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ প্রভুপাদের জয়ধ্বনিমুখে মঠবাসিগণ আচার্য্যের গলে প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা নদীয়া প্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি পাঠমুখে আচার্য্যদেবের অলৌকিক লীলা, অপার করুণা ও অতুলনীয় অবদান বৈশিষ্ট্যের কথা সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রার্থনামূলক কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত সকলকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে আশ্রমের সেবকগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভাগবতজনানন্দমঠে

গত ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য দিব্য একটী সুবর্ণ-রৌপ্যের সিংহাসনের পুষ্প পল্লব ও বস্ত্রাদিদ্বারা উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপন, পরে ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক চন্দন পুষ্প-দ্বারা অঞ্জলিপ্রদান ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা. সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী সভার অধিবেশনে ভক্তগণ কর্ত্তৃক গুরুবন্দনা, অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়। পরে গৌড়ীয়ের 'আচার্য্য বিরহ-সংখ্যা' হইতে আচার্য্য-চরিত পাঠ হয়। 'নিতাই গুণমণি' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পরে ৩০০ শত লোককে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গনেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গিরি মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই মহা-মহোৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কাশগঞ্জে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রচারকগণ বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গত শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীপাদ যাচক মহারাজ নৈমিষারণ্য শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে গমন করিলে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রচারকগণ গত ২৭।২।৩৭ তারিখে রাজা মহারাজসিংহের বাটীতে ও ২৮।২।৩৭ ও ১।৩।৩৭ তারিখে বারদোরী নামক সহরের মধ্যস্থলে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার ব্যাসপূজা-দিবসে এ, ভি, মি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে ছায়াচিত্র-যোগে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে 'ব্যাস'-গুরুর অর্থ এবং বর্ত্তমান আচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও অন্যান্য আচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার আলোচনা করেন। প্রত্যেক সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—শ্রীযুক্ত মাতাদিন ত্রিবেদী এম-এ, হেডমাষ্টার; শ্রীযুক্ত কালীচরণ গুপ্ত এম-এ, এল এল বি, য়্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত বাবুলাল গুপ্ত বি-এ এল্ এল বি য়্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত মথুরাপ্রসাদ বি-এ, এল এল বি য়্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত শ্যামবাহাদুর বি. এ. এল এল বি ভকিল; শ্রীযুক্ত রাম চট্ট ভরদ্বাজ এম-এ; লালা রোষান লাল; শেঠ কিশোরীলাল চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যাল বোর্ড; বাবু মোহনলাল সেক্রেটারী মিউনিসি-প্যাল বোর্ড প্রভৃতি।

জলপাইগুড়ীতে প্রচার

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ জলপাইগুড়ী জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া বহু ব্যক্তিকে সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিতেছেন। তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণেই যে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয় তাহা অনেকেই বুঝিবার সুযোগ পাইতেছেন। বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ সুধন্বা দাসাধিকারী প্রভুদ্বয় জলপাইগুড়ী মঠবাসীর স্থানে স্থানে যাইয়া ও বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে ষ্টেশন চ্যাংড়াবান্ধা বন্দরে থাকিয়া এবং সম্প্রতি ডামডিম অঞ্চলে থাকিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহার ও হরিকীর্ত্তনে ডুয়ার্স অঞ্চলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

"শ্রীজগন্নাথ— দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ, শ্রাবণ শুক্লা গৌরাব্দ ৪৫০

নির্ভীক কে?

এ জগৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধী। ইঁহাদের কেহই তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী নহেন। মাদৃশ ভগবদ্বিরোধী জীবগণকে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্যই বাস্তবসত্যের পসরা লইয়া ভগবানের নিজজনগণ এ জগতে আগমন করেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্তিজনগণই সেই বস্তু। বর্ত্তমানে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মই যে একমাত্র বাস্তবসত্যের কথা এ জগতে প্রচার করিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নহে। কেহ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা না জানিয়া থাকিলেও জন্ম-জন্মান্তরে সৌভাগ্য হইলে জানিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমার প্রভু বাস্তব সত্যের নির্ভীক প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন আচার্য্যরূপী ভগবান্। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াও শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ। ভয়েরও ভয় যিনি, সেই কৃষ্ণও যাঁহার প্রেমবশ্য, তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অঙ্গ বা অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ভয় অনন্তকোটী যোজন দূরে সশঙ্কিতে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবকগণ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কাহারও অপরাধময়ী স্পর্দ্ধা বা আস্ফালন ভীত বা চঞ্চল না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণতলে দাঁড়াইয়া তাঁহার নির্ভীক প্রিয় সেবকগণের ভিতর দিয়া নিশাইয়া একান্তভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাস্তব সত্যের কথা জগতে প্রচার এবং মায়াগ্রস্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণের দুঃখ ঘুচাইয়া দেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বাহকগণে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার করিবার জন্য ... শিক্ষা গুরু ... পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ... প্রভুর আনুগত্যে কহিয়াছেন, কীর্ত্তন হরিকথা-প্রচারের একমাত্র উপায়। ... শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ... এর সমস্ত ভার —জগতের মঙ্গলবিধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর উপরই অর্পিত হইয়াছে ... তাঁহার আনুগত্যেই শ্রীগৌরবাণীর প্রচার করিবার আদেশ সকল গুরুসেবকগণের উপর রহিয়াছে। তাহারা আজ তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গবাণী প্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন এবং সকলকেই এবিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবার উপদেশ-প্রদানমুখে কৃপা করিতেছেন। মাদৃশ নগণ্য কীটানুকীটও সেই আদর্শ সেবকগণকে অনুসরণ করিবার জন্য অন্তরের চেষ্টা করিতেছে এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিজনগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু যে আচারবান্ প্রচারক, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই কথা; ইহা মাদৃশ বদ্ধজীবের আদেশ বা জবরদস্ত নহে। সুতরাং একথা জগতের নিকট প্রচারই এখন আমাদের কর্ত্তব্য—ইহাই গুরু-বৈষ্ণবাদেশ। সুতরাং আমরা আজ হইতে কাহারও কথা না শুনিয়া, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহাদের নিজজনগণের কৃপাকেই সম্বল করিয়া তৎ কৃপাদেশ-পালনে ব্রতী হইয়াছি। শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ নিজজনগণ ব্যতীত আমাদের আর কে আছে যে, আমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারিব? গুরু ও গুরুজন ব্যতীত কাহারও যদি অন্য কেহ থাকে তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া গুরু ও গুরুদাসগণের সেবায় আত্মসমর্পণ করিব—ইহাই নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর কথা।

যদি আমরা মঙ্গল চাই তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, নিত্যবস্তুকে কেহ ভাঙ্গিতে কিম্বা গড়িতে পারেন না। সেই বস্তু স্বপ্রকাশ—স্বেচ্ছাসই তাঁহার প্রকাশ। তাহাতে বাধা দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ আশঙ্কা করা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। নিত্যপ্রভুর সন্ধানই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। এ সন্ধান আমাদিগকে স্বয়ং প্রভুই দিতে পারেন, আর দিতে পারেন তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণ। একথা প্রভুই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের আর ভাবনা কিসের?

আমাদের যখন কপাল খারাপ হয়, তখনই অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলিয়া ভ্রান্তি আসে। কিন্তু নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর এই সকল বালাই নাই। সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট নিষ্কপটে কেঁদে জানাইলে তিনিই তাঁহার নিজজনের সংবাদ আমাদিগকে দিবেন।

'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।' গুরুকৃপাপ্রার্থী লক্ষ্যভ্রষ্ট গুরুসেবকগণকে অবহেলা করিয়া গুরুসেবার অভিনয় দুষ্টতা মাত্র, একথা যেন আমাদের হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকে এবং আমরা যেন নির্ভীক হইয়া আত্মশোধনের জন্য আমাদের বন্ধুবর্গের নিকট একযোগে এ সকল কথা কীর্ত্তন করিতে পারি, ইহা গুরু-বৈষ্ণবচরণে ইহাই আমার প্রার্থনা।

যদি বাস্তব সত্যকথা প্রচার করিতে আশঙ্কা বা ভীতি আসে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভগবান্ বা ভক্তিজনগণের প্রতি বিশ্বাসও কমিয়াছে। যাঁহার কার্য্য তিনিই করিতেছেন ও করিবেন, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র; সুতরাং আমরা আজ হইতে প্রচারাদির দোহাই দিয়া সাধক ও সিদ্ধকে—মুড়ি ও মিশ্রীকে এক করিবার দুষ্টতা দেখাইয়া অপরাধের আবাহন করিব না। সত্য চিরকালই সত্য এবং সত্যানুগত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই যখন সত্যবিদ্বেষী, একথা যখন আমরা জানি তখন আমাদের পশ্চাৎপদ না হইয়া পরম সাহসভরে পরম সত্যবাণী জগতে প্রচার করাই পরম কর্ত্তব্য নয় কি? নিশ্চয়ই উচিত। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথাই নাই এবং কেহ ঈর্ষাবশতঃ বলিলেই বা শুনিব কেন? সত্যের সেবা করিলে সত্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন এবং তদ্দ্বারা স্ব ও পর সকলেরই মঙ্গল হইবে—ইহাই আমাদের ভরসা। এই সত্যকথা-প্রচাররূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া যদি কাহারও অসন্তোষভাজনও হইতে হয় তাহা হইলেও আমরা লোকরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই প্রীতিবিধানে যত্নপর হইব। আমরা গুরুপেষ্ঠের আনুগত্যে পিয়নসূত্রে সেই বাণীরই নিত্য বাহক। 'ভালমন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।' অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য আমি যেন এজন্মে বা পরজন্মে কখনও না ভুলি যে, শ্রীগুরু ও গুরু-নিজজনগণই আমার নিজজন, আর আমার কেউ নাই, তাঁহাদের মহিমা-কীর্ত্তনই আমার জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে কৃত্য।

"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
বিনোদ-সেবক না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥"

—ইহাই আমাদের অবলম্বন।

গুরু ও নিষ্কপট শুদ্ধ গুরুদাসের কৃপাই তদ্বিজ্ঞান-লাভের উপায়। অনর্থযুক্ত দাম্ভিক জীব আমি তাহা হইতে বঞ্চিত আছি বলিয়াই আমার অজ্ঞানতা বা দাম্ভিকতা ঘুচিতেছে না। তাই যাহাতে দম্ভপরিত্যাগ করিয়া নিজকে তাঁহার পাদপদ্মধূলি মনে করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহাদের সেবা-লাভেচ্ছু হইতে পারি, তজ্জন্য বলবান্ গুরুপ্রেষ্ঠগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি। জানি না, এ অযোগ্য দাসের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি কবে পড়িবে।

যাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, গুরুদেবতাত্ম, তাঁহারাই নির্ভীক। আর বাদ বাকী সকলেই ভয়ে ভীত; "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। ভগবদ্ভক্তগণ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে নিরন্তর গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করেন। মুখর জগৎ তাঁহাদিগকে পাগল বলিলেও সেই হরিরসমদিরাপানমত্ত সজ্জনগণই প্রকৃতস্থ ও জগতের পরমবন্ধু। সেই গুরুপ্রেষ্ঠগণের সঙ্গই যেন আমার জন্মে জন্মে কাম্য হয়—ইহাই নিবেদন।

বিলাপাষ্টকম্

(১)

গুপ্তাহধুনা সৌমাম্বিভি যা সা-
অপ্রাকৃতা কুত্র পুনশ্চ দৃশ্যা।
হাহা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(২)

চৈতন্যচন্দ্রস্য বচো বিচিত্রং
বিশ্বে প্রচার্য্যাচরণেন পূজ্যঃ
হাহা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মে॥

(৩)

শ্রীরূপগোস্বামিপদানুগত্যং
কিং বাহস্য শিক্ষাং সকলায় চাদাৎ।
হাহা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(৪)

কৃষ্ণৈকসম্বন্ধ-বিধানকর্ত্তা
প্রেমাপনার্থং হরিগীতিঘোষঃ।
হাহা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(৫)
গৌরস্য বিজ্ঞপ্তি-সুপালনায়
পাশ্চাত্যদেশেষ্বপি হিনোদমুস্থাম্।
হা হা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(৬)
মুকুন্দ বৈরাগ্যমশিক্ষয়দ্ যঃ-
ত্যাগস্য ফল্গুত্বমগর্হয়দ্যঃ।
হা হা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(৭)
ভক্ত্যেকমার্গস্য সুরক্ষণার্থং
জ্ঞানাঙ্গকর্ম্মাঙ্গনিরাসকারী।
হা হা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

(৮)
গৌড়ীয়নক্ষত্রগণেষু যোঽপি
ভাসীদসৌ ভাস্করবচ্চ দীপ্তঃ।
হা হা পুনঃ কিং গুরুদেব ঈক্ষ্যঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে॥

হে গুরো করুণাসিন্ধো গচ্ছ কৃপামহৈতুকীম্
দাসায় তেঽধমায়াপ্য হরিপদোক্তি-নামিনে॥
তিতিক্ষস্বাপরাধান্ মে ভক্তেষু বহুসংখ্যকান্
স্বপ্রেষ্ঠদাসদাসস্য দাস্যে নিযুঙ্ক্ষ্ব মাং প্রভো॥

গুরুতত্ত্বসম্বন্ধে সমালোচনা

OUR READERS' VIEWS

(Bombay Chronicle 18. 2. 37.)

To The Editor of
'The Chronicle'

Sir,—With reference to the letter which appeared in your issue of February 16, I beg to state again—as already done in the correction of the report of my lecture in your issue of the 11th February—that the reporter misunderstood my words concerning the words of Guruship. I am very glad to see that Mr. A. C. Sen availed himself of the opportunity to give his opinion about the question. I refuted the principle of pseudo-guruship because it is defective in all respects and I told literally. "We should avoid those ignorant fellows who pose themselves as gurus. But we should not cast away the baby with the water. The principle of guruship is in itself not wrong, nay, the only proper method of approaching the Supreme Lord Shree Krishna is through full co-operative submission of Shree Gurudev. It is necessary to make a clear distinction between the pseudo-gurus who without having realised God are propounding so-called messages and informations about Him, but display their own ineligibility by differing in practice from their own theories on one side and the real Guru on the other who never poses himself as master but as the disciple of everybody because he realises from his plane that everything is engaged in the service of the Supreme Lord. It is God who reveals Himself to the sincere seeker after the truth i. e. after the Supreme Person Shree Krishna in the form of the Guru who is not a mundane person but as wholetime servant of the Lord fully conversant with everything concerning His Realm i. e. Guru is simultaneously different and non-different from God and Guru worship and submission to him is not worship of man but the only form of realising the Grace of God and of regaining our dormant function of our soul as the eternal servant of the Supreme Lord Himself and we can not serve and love God without serving and lovin Shree Gurudev."

From this the correspondent Mr. A. C. Sen and the reading public will easily understand that I was laying the greatest stress on the necessity of the real Spiritual Guide for our Spiritual Life and that I am far from escaping or trying to avoid the principle of Guruship. I beg to add that I do not know any other duty but to serve Shree Gurudev. The real Guru is always ready to give full scope to everybody, he never imposes any dogma or practice on the unconvinced judgement of a single individual but he will always tell us that the Truth i. e. Shree Krishna expects our unconditional and exclusive surrender and service because He wants to give Himself fully to us. I furthermore beg to state that the principle of Guruship is not confined to what the correspondent calls 'Hinduism' as Vaishnavism or Sanatan-Dharma i. e. the proper eternal function of the soul has nothing to do with any restriction of race, caste and culture. The proper nature of the soul is not described by the designation 'Hindu' but by the term "Vaishnava" i. e. eternal servant of Vishnu, the All-pervading Supreme Lord and all souls are eligible to serve Shree Krishna whenever they are found to be sincere in their serving submission to Shree Gurudev and his associates.

Finally I beg to state that I do not claim myself to be a Learned Philosopher or knowner of 'Hinduism' or equipped with 'German thoroughness'. I simply understand myself as the most unworthy servant of the servants of my Divine Master Paramahansa Shree Shreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Acharyya of the Gaudiya Mission.

SADANANDA DAS
BRAHMACHARI
Alias E. G. Schulze G.
Math, Bombay.

বঙ্গানুবাদ

বোম্বাই সহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (মিঃ ই, জে, সুলজে) Where east and west can meet" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে জনৈক মিঃ এ, সি, সেন গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "বোম্বে ক্রনিকল" নামক সংবাদপত্রে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ঐ সংবাদপত্রে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

'ক্রনিকলে'র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ১৬ই তারিখে আপনার সংবাদপত্রে যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে রিপোর্টদাতার রিপোর্ট সংশোধন পূর্ব্বক আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম পুনরায় আবার জানাইতেছি যে, সভার বিবরণীর রিপোর্টদাতা 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে মিঃ এ, সি, সেন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। গুরুব্রুবতত্ত্ব সর্ব্ববিষয়ে দোষপূর্ণ বলিয়া আমি তাহার গর্হণ করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, এই সকল মূর্খ গুরুব্রুবগণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের পরিত্যাজ্য। তাই বলিয়া সদ্গুরু পরিত্যাগের কথা বলি নাই। গুরুকরণ প্রথা দোষের নহে, অধিকন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে একমাত্র শরণাগতির প্রভাবেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায়। সদ্গুরু ও গুরুব্রুবের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রাখা আবশ্যক। গুরুব্রুবগণ ভগবদুপলব্ধি না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তথাকথিত সংবাদাদি প্রদান করেন এবং তাঁহাদিগের আচার ও প্রচারে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া অযোগ্যতাই প্রকাশ করেন। অধিকন্তু তাঁহারা শিষ্যের উপর গুরুগিরি করিবার প্রয়াসী। কিন্তু সদ্গুরু কোনদিন শিষ্যের প্রভু হইবার বাসনা না করিয়া সকলেরই শিষ্যরূপে দাসের ভাব প্রদর্শন করেন। কারণ, তিনি তাঁহার ভূমিকা হইতে জানেন যে, সকলেই ভগবানের সেবক ও তৎসেবায় নিযুক্ত। প্রকৃত সত্যানুশীলনকারীর নিকটই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতে। শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত নহেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের সেবক এবং ভগবদ্রাজ্যের সমস্ত তথ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহারই সেবক। গুরুপূজা এবং গুরুপাদপদ্মে শরণাগতি মানবপূজা নহে, অধিকন্তু এইরূপ পূজা ও শরণাগতি ভগবৎ-কৃপালাভের ও স্বস্বরূপ লাভ করিবার একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত ভগবৎসেবা বা ভগবৎপ্রেম আদৌ সম্ভব নয়।

ইহা হইতে পত্রপ্রেরক মিঃ এ,সি,সেন এবং পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্যজীবন যাপনের জন্য আমি সদ্গুরুকরণের আবশ্যকতার উপরই জোর দিয়াছি এবং গুরুকরণ-প্রথার বিরুদ্ধে কোন কথা বলি নাই। আরও জানাইতেছি যে, শ্রীগুরু-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য আমি জানি না। সদ্গুরু যিনি তিনি সকলকেই ভগবৎ-সেবার সুযোগ প্রদান করেন। তিনি অসম্মত কোন ব্যক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ইচ্ছা করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মলাভ বিষয়ে তিনি আমাদিগের সকলকে বাস্তবসত্যের নিকট সর্ব্বাত্মসমর্পণ বা পূর্ণ শরণাগতি প্রদান করিতে শিক্ষা দেন। আমি আরও জানাইতেছি যে, 'গুরুতত্ত্ব' পত্রপ্রেরকের কথিতমত Hinduismএর অন্তর্গত বা সংশ্লিষ্ট নহে। কারণ, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম জীবের নিত্য সেবাবৃত্তি বিষয়ে উহা কোন জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত নহে। 'হিন্দু' এই শব্দদ্বারা জীবের প্রকৃত স্বভাব বর্ণিত হইতে পারে না এবং 'বৈষ্ণব' এই শব্দদ্বারা সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর নিত্যসেবককেই বুঝিতে পারা যায়। সকল জীবই শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে ভগবৎসেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি কোন বিজ্ঞ দার্শনিক কিংবা হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞাতা কিংবা জার্ম্মাণজাতির বৈশিষ্ট্য সমূহে পারদর্শী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি না। আমি কেবলমাত্র আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের (শ্রীগৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যের) দাসগণের জনৈক অযোগ্য দাস বলিয়াই বুঝিয়া থাকি।

স্বাঃ—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
ওরফে—ই, জে সুলজে,
(গৌড়ীয়মঠ, বোম্বে ৭)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বেদিকা পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible], আশ্রয় চৈতন্য সেবায় নিযুক্ত আছেন। [illegible] ভক্তিপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ প্রকাশালয় আছে।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা : টেলিফোন নং [illegible]
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে [illegible] সংকীর্ত্তন, প্রস্থান চতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যিক শ্রীমৎ কৃষ্ণ [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র প্রাচীনকালের সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, ডাকঘর [illegible], বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) কোলিয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীবাস চন্দ্র [illegible] নিকটবর্ত্তী, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতভাবন মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোডঃ পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২০) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালদেব-শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।
অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম, এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনিতাইগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুবরোড (?) রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে বড় ভুবনেশ্বর শ্রী গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল, গার্ডেন্স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ব্রিক চিনি, টাইপ	১০॥৵০
খণ্ডপুর ১০০০ নং	১০৵০
মারকোবা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।৵১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।৵০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড	১॥৵০ - ১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অম্বুরী	৫৬৲
বাঘমার্কা	৫৩৲
ভূবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাঞ্জাব	৩১০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন দোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
হামার্গ লাখা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাবনা সাগু	৩॥০
সুপারী দেশী	১০৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৭৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৬ গেজ—	১১॥৵০
২৮ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৵১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৮॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪॥০ ৭৸৵০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, বোল্টু গরাদে ৫।০—৫॥৵০

গোল রড রি ইন্‌ফোর্স ও কনক্রিটের জন্য ৫॥০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টিকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুষার হালমণ ৬।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:(:*:):-

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১০	১৬-০	-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ মণিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই তাহার কার্য্যতা প্রকাশ পাইবে। জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাস প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

প্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

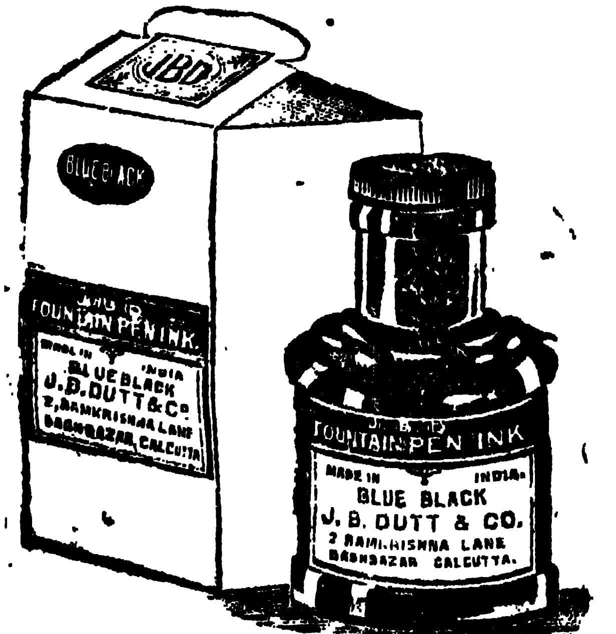

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, নানা রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গো. প্রেস—১৮নং ... কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ভারতের সর্ব্বত্র সমধিক প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা চৈত্র ১৩৪৩, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৫

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিস্তৃত তথ্য যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে।

হ্যণ্ডবিল কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

চৈতন্যোপনিষদ্

অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——:(:*:):——

নদীয়ায় শিলাবৃষ্টি

শ্রীধাম মায়াপুর, ১৩ই মার্চ্চ

অদ্য ভোর হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত দিনের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ৪টার পর হঠাৎ পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কাল মেঘ উঠিয়া সমস্তগগন ছাইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। এই মুষলধারে জল-ঝড়-শিলাবৃষ্টি প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। দুই একটি বৃক্ষ ভগ্ন ব্যতীত আর বিশেষ কোন ক্ষতির সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার পথে ভীষণ দুর্ঘটনা

গত শনিবার মধ্যাহ্ন অনুমান ১০-৫ মিনিটের সময় বৌবাজার ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ের নিকট এক ভীষণ দুর্ঘটনার ফলে ৮৯ জন লোক আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয়জনের অবস্থা শঙ্কাজনক।

প্রকাশ যে, শ্যামবাজারগামী একখানি একতলা বাস বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়া পূর্ব্বদিকে যাইবার সময় বেগে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকগামী দুইটি ডবল ট্রামের মধ্যে আটকাইয়া যায় ইহাতেই দুর্ঘটনা হয়।

সঙ্ঘর্ষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, দুইটি ট্রামই লাইনচ্যুত হয় এবং বাসটির পশ্চাৎ-ভাগ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে ও ঘটনাস্থলে বহু জনসমাগম হয়।

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে জার্ম্মানী ও ইতালীর উত্তর

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন, জার্ম্মানী ও ইতালী তাহার উত্তর দিয়াছে। বার্লিন ও রোমে বৃটিশ রাজদূতদের হাতেই উত্তর দেওয়া হয়। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, উভয় গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ করিয়াই উত্তর দিয়াছেন। বার্লিনে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের স্মারকলিপি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হয় যে, ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে, জার্ম্মাণী পশ্চিম ইউরোপীয় চুক্তি সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে তাহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফলে ইউরোপীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইবে, জার্ম্মাণী পুনরায় পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, লোকার্ণো চুক্তি বুঝিতে সে বলে যে, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর সীমান্ত সম্পর্কে যে গ্যারাণ্টি দেওয়া হইবে বৃটেন ও ইতালী তাহা সমর্থন করিবেন।

অন্য কোন নূতন প্রতিশ্রুতির কথাও বোধহয় জার্ম্মাণ স্মারকলিপিতে আছে, তবে মোটের উপর মনে হয় যে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে তাহার মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মেলব্যাগ নিখোঁজের খবর

গত ১৩ই ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রেল-ষ্টেশন হইতে জব্বলপুরের জেনারেল পোষ্ট অফিসে মেলব্যাগ লইয়া যাওয়ার সময় দুইটী মেলব্যাগ হারাইয়া যায়। ঐ ব্যাগ দুইটিতে ৪০টী রেজিষ্টারী করা ও দুইটি ইনসিওর করা চিঠি ছিল। সম্প্রতি পুলিশ সেই মেলব্যাগ নিখোঁজ হওয়ার রহস্য বাহির করিয়াছে।

একজন সংবাদদাতার কথামত পুলিশ পাঁচজন মেল ব্যাগবাহককে গ্রেপ্তার করে। যাহারা জি পি অফিস হইতে হাত গাড়ীতে করিয়া আর এম এস অফিসে মেলব্যাগ লইয়া আসিত, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাদের দুই একজন ছিল। প্রকাশ, একজন ধৃত ব্যক্তির নিকট হইতে এক হাজার টাকার একখানি নোট এবং মুক্তা বসান ইয়ারিং পাওয়া গিয়াছে।

স্পেন-সংবাদ

ইতোমধ্যে স্পেনে ভীষণ শীত, বৃষ্টি ও বরফ পাতের জন্য মাদ্রিদ রণক্ষেত্রে যুদ্ধের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। সরকার পক্ষ বলেন যে, এ দিবস প্রভাতে গুয়াদালাজারা রোডের উত্তর দিকে বিদ্রোহীদের একটী আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। মাদ্রিদের উত্তরপশ্চিম দিকে বিদ্রোহীদের তৎপরতা বাড়িয়া যাইতেছে এবং রাজধানীর উপরও প্রবল গোলাবর্ষণ করা হয়। অধিকাংশ সেলই সহরের মধ্যস্থানে পড়ে।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রবল তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টি

গত ১২ই মার্চ্চ রাত্রিতে ইংলণ্ডের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে তুষারপাত হইয়াছে। দিনের বেলায় ইংলণ্ডের উত্তর অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি ও বারিবর্ষণ হয় ফলে যানবাহন চলাচলের বিষম অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ঐ দিবস রাত্রিতে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড সীমান্তে সমস্ত রাস্তাগুলি তুষারে আবৃত থাকায় অবরুদ্ধ হয়। উত্তর ইংলণ্ড ও ওয়েলসের বহু স্থানেও ঐরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৬ শত শ্রমিকের পুনরায় কার্য্যে যোগদান

নাগপুর মডেলমিলের ধর্ম্মঘটের অবস্থা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনদিন পূর্ব্বে মিল পুনরায় খোলা হইয়াছে। ঐ দিন প্রায় ২৬ শত শ্রমিক পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। মিলের সকল নারী শ্রমিকই কার্য্যে পুনরায় যোগ দিয়াছে। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে, অবশিষ্ট যে ৮ শত শ্রমিক এখনও কার্য্যে যোগ দেয় নাই, তাহারাও আগামী সোমবারে কাজে যোগ দিবে, তাহা হইলে মিলে সাধারণতঃ যতজন কাজ করিয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ হইবে।

বরিশালে তল্লাসীর হিড়িক

গত ১২ই মার্চ্চ স্থানীয় পুলিশ যুগপৎ যে ২৭খানি বাড়ী খানাতল্লাস করে, তাহা ব্যতীতও আরও ২৩খানি বাড়ীতে স্থানীয় পুলিশ যুগপৎ হানা দেয় এবং বাজেয়াপ্ত পুস্তকাদি সন্ধানে খানাতল্লাস করে। পুলিশ নাকি কতকগুলি পুস্তক ও কাগজপত্র পাইয়াছে এবং কতিপয় যুবক যুবতীকে গোয়েন্দা পুলিশরা অফিসে লইয়া যায়। পরে ঐ সব যুবক যুবতীকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিয়া পুলিশ ছাড়িয়া দিয়াছে।

বিদ্রোহী পক্ষে ২৫ হাজার ইতালীয় সৈন্য

স্পেনীয় মন্ত্রিসভা বহু ইতালীয় সৈন্যদল যুদ্ধে যোগ দিতেছে বলিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। মন্ত্রিগণ বলেন যে ইতালীয় সৈন্যগণ বিশেষ করিয়া মাদ্রিদের নিকটবর্ত্তী রণক্ষেত্রে লড়িতেছে। ইতালীয় সৈন্যসংখ্যা ২৫ হাজার।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ ভক্তশ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-যুক্ত)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। ব্রাহ্মণমন্ত্রিকা গুণগৌরব: (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরবংশমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় প্রবাহরূপে একাধারে বর্ণিত এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র ও বিরাট, আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রমুখ গণের মতের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী Index Glossary সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ | গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ৩রা চৈত্র বঙ্গাব্দ | ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩৭, | বুধবার | ১২শ সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বাসুদেব প্রভু

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৪ই মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী সহ রওনা হইয়া তৎপরদিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌনিবাসী শ্রীযুত অধোক্ষজ প্রভু সপরিবারে, সুপ্রসিদ্ধ ভেটারীনারী সার্জ্জন এবং লক্ষ্ণৌর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ষ্টেশনে শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। ট্রেন কাশীতে আসিলে কাশীবাসী গৃহস্থ ও অগৃহস্থ মঠবাসী ভক্তবৃন্দ এবং আরও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল বাসুদেব প্রভুর গলদেশে সুগন্ধ পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং বিচিত্রবর্ণের পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করতঃ আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। পাটনায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত য়্যাডভোকেট শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী, মঠবাসী ভক্ত ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে পুষ্পমালাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীশ্রীল বাসুদেবপ্রভু কলিকাতায় পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ কলাধিকারী বি-এল্, শ্রীপাদ কৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী ও আরও অনেক ভক্তসহ শ্রীশ্রীল বাসুদেবপ্রভুকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ তাঁহার গলদেশ পুষ্পমালা দিয়া বিভূষিত করিয়া মটরযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান। সর্ব্বত্রই মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ আনন্দভরে 'গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু কী জয়' বলিয়া পুনঃ পুনঃ জয় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রভুশ্রেষ্ঠ শ্রীল বাসুদেবপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে তাঁহার বিরহকাতর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বড় কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহারা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর অনুগত হইয়া শুদ্ধ-মনোহভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-আবির্ভাব উৎসব

গত ১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবার গৌর-ত্রয়োদশী তিথিতে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ, গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজা পাঠ-কীর্ত্তনাদি বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গযাজন মুখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যেক স্থানেরই বহু স্থানীয় ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লোকমঙ্গলকর চরিতাবলী শ্রবণ করিয়াছেন। উৎসবান্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বঙ্গে মহাশংকরীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস মহারাজ বঙ্গ শিলোটে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ঐ সহরে এবং সহরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। প্রথমতঃ কয়েকদিন যাবৎ স্বামীজী মহারাজ এবে গৌড়ীয়মঠেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'রায় রামানন্দ মিলন' পাঠ ও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন।

অশ্রুপ্রসূনাঞ্জলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সারস্বত-নীতে পরমার্থিত্য প্রকাশ'।
সম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈত ভক্তিশাস্ত্র ঘোষ' ॥
প্রকটন করি' ভাগবত-প্রদর্শনী।
সহজে শিখালে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরণি।
গৌড়-ব্রজ নবদ্বীপ পরিক্রমা কর।
কে এমনে কৃষ্ণানুশীলন আদর ॥
নাম ধাম-সেবা-গুরু বৈষ্ণবাপরাধ-
স্বরূপ বিশ্লেষ কর যাতে ভক্তিবাধ ॥
চিদ্বিলাস ও ভক্তির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুমি নাশিতে সে ধ্বান্ত ॥
অসদ্বার্ত্তা, অসচ্চেষ্টা, প্রতিষ্ঠা অসৎ।
অসতের সঙ্গ, বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত অসৎ ॥
কপটতা, কুটিনাটি, ভুক্তি মুক্তি-কাম।
পরিবর্জ্জনেতে তুমি শিক্ষকললাম ॥
কৃষ্ণসেবায় নিখিল জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
ঐক্যজ্ঞান-সমন্বয় করহ বিধান ॥
মহা বৈজ্ঞানিকরূপে প্রকটি জগতে।
সকল বস্তু নিয়োজিছ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতে ॥
"হার্মণিষ্ট" 'শ্রীগৌড়ীয়' 'নদীয়াপ্রকাশ'
'পরমার্থী' 'ভাগবত' 'কীর্ত্তন'-বিলাস ॥
গোলোকের বার্ত্তা যত ইহাদের দ্বারে।
প্রেরণ করিছ তুমি জীবের দুয়ারে ॥
প্রতিবিম্ব বাদপর মর্কট বৈরাগ্য।
রুদ্ধ কর অপ্রাপ্য ফল্গু-বৈরাগ্য ॥
গৌর নাম কৃষ্ণনাম রাধাকুণ্ড আর—।
সর্ব্বোত্তম বিপ্রলম্ভভজনপ্রচার ॥
রাধাদাস্যে কৃষ্ণসেবা গোপীর মাধুর্য্য।
সেই সর্ব্বোত্তম-সেবা-প্রদানকর্ত্তা ॥
হরিদাসাদির শুদ্ধ নামপ্রচারক।
বিপ্রলম্ভ রস-পোষ্টা স্বতন্ত্ররক্ষক ॥
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা-পাত্ররাজ।
ভূবিজ্ঞ পূজিত সদা ভকত-সমাজ ॥
শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মেতে যত দোষারোপ।
নিরাস করিছ করি' শাস্ত্র-সুপ্রয়োগ ॥
সম্পদে-বিপদে ধীর, ধ্যান কৃষ্ণধনে।
সর্ব্বাবস্থা নিয়ামক কৃষ্ণানুশীলনে ॥
রাধাভিন্ন বিগ্রহ হে কৃষ্ণার্পণপর।
কৃষ্ণভক্ত-সেবাগুণ প্রকাশে প্রবর ॥
আশ্রমের আড়ালেতে বিষয়-সেবন।
আশাবন্ধ যোগ্য সৌন্দর্য্যাদিকা-দর্শন ॥
শ্রীনাম কীর্ত্তনাদীন ভজনপ্রণালী।
শিখাও ভক্তের দ্বারে ব্রজরসাবলী ॥
অভিনব প্রভু মোর পতিতপাবন।
আমাপরাধে কৈলে লীলা-সম্বরণ ॥

কোথা গেলে নিত্য প্রভু মোদেরে ছাড়িয়া।
পাব নাকি দেখা আর জনম ভরিয়া?
অঞ্জলি দিবার তরে আসিয়াছে দাস।
বহু আশা বুকে লয়ে, লহ নিজ পাশ ॥
তব পদে নিবেদন হে আরাধ্য মোর।
এনেছি সম্বল ল'য়ে আঁখিভরা লোর।
প্রকট কৈরহ দীন লীলা [illegible]
পূজিব ও শ্রীচরণ যাবে দুঃখভার।
এ কৃষ্ণকুটীর তব আশ্রিত স্থান।
ইহার সেবায় কি গো দিবে শক্তিদান?
ভরসা মোদের মাত্র তব শ্রীচরণ।
মোরা ত' পতিত, তুমি পতিতপাবন ॥

অযোগ্য সেবকবৃন্দ
শ্রীকৃষ্ণকুটীর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ গোবিন্দ, ৪৪৩ গৌরাব্দ, শনিবার ৩৩০

শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ *

(শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নাম-রূপ-গুণ ও ক্রিয়ার বিচিত্রতাক্রমে বস্তুসমূহের পরস্পর বিশেষ। ধর্ম্মদ্বারা ভেদ প্রতীত হয়। মায়াবাদী বলেন, এই জড়জগতে তাদৃশ ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে সেইরূপ চিদ্বিলাস নাই। তত্ত্ববিদগণ বলেন, চিদ্রাজ্যে নিত্য বিচিত্রতা আছে। জড়রাজ্যের বৈচিত্র্য অনিত্য। চিদ্রাজ্যে অদ্বয়জ্ঞান দ্বারা বিবিক্ত গঠিত, জড়মায়ার রাজ্য দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান কালকর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ। স্বপ্নকালের প্রতীত কর্ত্তৃসত্তায় সত্য ও অনিত্য। জাগরকালে স্বপ্নোত্থ প্রতীতি অতীতকালে কর্ত্তৃসত্তায় অধিষ্ঠিত নয়। স্বপ্নভূমি অতিক্রান্ত হওয়ায় জাগর ভূমিতে অনুভবনীয় বিষয়গুলির অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না। জাগরভূমিতে জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং অনুভূতিযোগ্য বিষয়গুলি সত্য হইলেও নিত্য সত্য নহে। অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। চিদ্রাজ্যে বা আত্মজগতে চিদ্বস্তুর ত্রিবিধ শক্তিগত অধিষ্ঠান আছে। দ্রষ্টা নিত্যকাল নিত্যদৃশ্যকে নিত্য দর্শন করেন। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই বস্তুত্রয়ই চিৎ এবং তাহাতে উপাদেয়তা ও আনন্দময় নিরবচ্ছিন্ন নিত্যকাল অবস্থান করে। মায়িক জগতে সচ্চিদানন্দ অনুভূতি অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দময়।

শ্রীভগবান্ নিত্য বিচিত্র লীলাময়। তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানময়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু; তাঁহার অনন্ত ... প্রেমধর্ম্মে ... এই অদ্বয়জ্ঞান ... পরমাত্ম-যোগসাধননিরত যোগীদিগের বা কেবলজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণগণের অভীপ্সিত না হইলেও সেই একই তত্ত্বকে সকলেই লক্ষ্য করেন। ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত সকলেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর আংশিক উপাসক।

ভক্তগণ সকলেই ভক্তিযোগী ও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসক। ইতর যোগী ও ইতর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। ভক্তগণের সহিত কর্ম্মযোগী ... যোগীর ভেদ আছে। তাই বলিয়া ভক্তব্রাহ্মণ ও যোগীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাস্য বস্তুর অদ্বয় ও অখণ্ড জ্ঞানে ভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে সেখানেই যোগী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভক্তগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিরোধ করিতে গিয়াই ইতর ব্রাহ্মণ বা ইতর যোগিগণ ভক্তকে অব্রাহ্মণ ও অযোগী বলেন। পক্ষান্তরে ভক্ত-ধারণায় ভক্তই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বোত্তম যোগী। ভক্ত হরিসেবা ছাড়িয়া ইতর কর্ম্মময় যোগ এবং নশ্বর কৈবল্য স্বীকার করেন না। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আছে। জড়বুদ্ধিতে কর্ম্মমার্গীরগণ বৈকুণ্ঠবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের পরিবর্তে জড় ধারণার প্রবর্ত্তন করেন। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণও মায়াগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্বিগ্রহকেও নানাধিক মায়িক মূর্ত্তি মনে করেন। মায়াবাদী বলেন, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে; মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম আহুত হন; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু, তাঁহার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা নাই। তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ বলেন, ইহাই উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধে মায়াবাদ। দীক্ষারূপ সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে এই মায়াবাদ বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হয় এবং মন জড় ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। পাষণ্ড মায়াবাদিগণ বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত মনে করেন, কিন্তু তত্ত্ববিদ্ দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিত্য নির্ম্মল প্রতীতিতে বিগ্রহ-বিগ্রহীর মধ্যে আপেক্ষিকভাবে দ্বৈতবুদ্ধি নাই। মায়াবাদী পাষণ্ডিগণ জড়ে বুদ্ধি আরোপ করেন

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

প্রথম দিবস

আজ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস। আজ আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, পরমারাধ্য করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিতেছে। যাঁহার জন্যই পরিক্রমা, যাঁহাকে লইয়াই পরিক্রমা, যাঁহার প্রীতির জন্যই এত আয়োজন, এত উৎসব, আজ সেই প্রভু নাই—ইহা চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু করিব কি? উপায় ত' নাই! সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় প্রভু আমার সবই করিতে পারেন। তাঁহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই হউক বা তাহাই তিনি করুন, তাহাতে মাদৃশ নগণ্য কিঙ্করাধম কিঙ্করের বলিবার আর কি আছে? কিন্তু তথাপি যেন প্রাণহীন মনে হইতেছে, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তাই আজ ভক্তগণ গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মুখ তাকাইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে গুরু-গৌর-মনোহভীষ্ট প্রচার করিবার জন্য বুক বাঁধিয়াছেন। সকল কাজেই মনে পড়িতেছে সেই প্রভুর কথা, প্রভুর স্নেহ, প্রভুর দয়া, প্রভুর স্মৃতি এবং সবই অন্ধকার মনে হইতেছে, জগৎ প্রভুহীন বোধ হইতেছে। এ দুর্দিনে আর কেউ নাই দেখিতেছি—একমাত্র গুরুবাণী ও গুরুনিজজন ব্যতীত। তাই আজ আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর ... একান্ত সেবক পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় তত্ত্বসুহৃদ্বর্গের অনুজ্ঞায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি বক্ষে লইয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর অভিন্ন শ্রীমথুরা। ইহা নিত্য। ইহা যে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ছিল না, অধুনা হইয়াছে, এরূপ নয়। তবে ইহা কখনও আত্মগোপন করিয়া থাকেন, কখনও কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। এই শ্রীমায়াপুরে গৌরসুন্দর নিত্যকালই আছেন। আমাদের সৌভাগ্য হইলে এই স্থানেই আমরা গৌরাঙ্গের দর্শন-সেবা লাভ করিতে পারিব। এই শ্রীগৌর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তবে ইনি কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ। এই শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীগৌরকৃষ্ণেরই লীলাস্থান আর নৈষ্কর্ম্ম্য বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিতে আদৌ জড়ের দোষময় অনুভূতি বুঝিতে পারেন না। প্রাকটকালীয় বিগ্রহ ও অর্চ্চা-বিগ্রহে বস্তুতত্ত্বে অখণ্ড জ্ঞান উদিত হয়। এই শ্রীগৌরই মাধুর্য্যলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজিত। কৃষ্ণ-কাঞ্চের সেবাভাগের সৌভাগ্য হইলে এই শ্রীধাম আমাদের অপ্রাকৃত নয়নের গোচরীভূত হইবেন এবং এই শ্রীধামই যে আমাদের নিত্যবাসস্থলী, ও গৌরজনানুগত্যে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামাদি প্রচারই যে আমাদের নিত্যকৃত্য তখনই আমরা বুঝিতে পারিব। শ্রীধাম-বাসীর আনুগত্যে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও সাধুর নিকট শ্রীধাম-মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের ধামাপরাধ অপগত হইলে আমরা ধামসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও কৃপাই সেবা-লাভের উপায়। ইহাতে উদাসীন হইলে আর রক্ষা নাই।

আজ ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতেছেন। মৃদঙ্গ, করতাল, বিচিত্রবর্ণের পতাকাসহ শ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীধাম পরিক্রমায় বর্ণিত হইয়াছেন। অদ্য ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবনাদি পরিক্রমা করিয়া পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। পরিক্রমাকালে নিরন্তর মহাজনপদাবলী, 'দেবেন্দ্র'নাম কীর্ত্তন এবং স্থানে স্থানে শ্রীধাম-মাহাত্ম্যাদি পাঠ হইবে। আগামী কল্য সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

আচার্য্য-প্রাকট্য

(আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ)

আচার্য্য শরণাগতি শিক্ষা দেন। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় গোপ্তৃত্বে-বরণ শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মহাজনবাক্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, একমাত্র পালক, কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহাই আচার্য্যের আচার ও বিচারের ভিত্তি। কৃষ্ণ অনুকূল না হইলে এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। শ্রীবার্ষভানবীর প্রতি কৃষ্ণ নিত্য অনুকূল। সুতরাং শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য দ্বারাই অনুকূল কৃষ্ণসেবা সম্ভব।

আমি স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারি না। শ্রীবার্ষভানবী স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই অনুকূল হইতে বাধ্য। শ্রীমতীর বিচার এরূপ সম্পূর্ণভাবে অনুকূল-কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তিবাঞ্ছা-বিশিষ্ট যে কৃষ্ণ একমাত্র তাঁহারই সেবাদ্বারা প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন। কৃষ্ণ অন্যের স্বতন্ত্র সেবা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না।

ক্রমশঃ

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীগুরুদেব শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেবের আচার ও বিচারের উহাই স্বরূপ। আমার যোগ্যতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ আমার সেবা অঙ্গীকার করেন, ইহা বার্ষভানবীদেবীর বিচার-পদ্ধতি নহে। কৃষ্ণের মনোহভীষ্ট যাহাতে কৃষ্ণ-কৃপায় সকলে একত্রে, সম্পূর্ণভাবে, স্বেচ্ছায়, কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে পারা যায়, উহাই শ্রীবার্ষভানবীর বিচার ও আচার।

আমি কৃষ্ণকে অপরের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সেবা করিতে পারি, ইহা শ্রীবার্ষভানবীদেবীর অনুগত ব্যক্তিদিগেরও বিচার নহে। আমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস, ইহা সত্য। তথাপি কৃষ্ণ সর্বদা আমার প্রতি অনুকূল থাকুন, ইহা আমার বিচার নাও হইতে পারে। সুতরাং আমি যাহাতে কৃষ্ণের মনোহভীষ্ট পালনের প্রকৃষ্ট যোগ্য হইতে পারি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই যত্নশীল হইব। কৃষ্ণের মনোহভীষ্ট যথার্থ অবগত হইতে পারিলেই আমার স্বতন্ত্র বিচার সম্পূর্ণভাবে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই সিদ্ধান্ত আমি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিব। কিন্তু একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীদেবীই কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণের জন্য অনুকূল কৃষ্ণের কৃপায় সর্বতোভাবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা নিযুক্ত করিতে যোগ্যতাবিশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় আমার কর্তব্য কিরূপে নির্ণীত হইবে? আমি কি শ্রীবার্ষভানবীদেবীর একান্ত আনুগত্যপ্রার্থী হইব না?

শ্রীগুরুদেব শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রকাশ-বিগ্রহ। আমি শ্রীবার্ষভানবীদেবীর বিচার ও আচরণের স্বরূপ নিজের যোগ্যতা দ্বারাও জানিতে পারি না। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক তাহার যৎসামান্য আভাস আমাকে জানাইয়া দেন, কিন্তু অনাদি-বহির্মুখ আমি কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। নিজের স্বতন্ত্র যোগ্যতা দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারি, এইরূপ দাম্ভিকতা সর্বদাই আমার প্রয়োজনীয় বোধ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশবাণী এইরূপ দাম্ভিকতা দ্বারা প্রতারিত আমার নিকট তাঁহার বিচার-বৈশিষ্ট্যের নিত্যানন্দদায়িনী অমনোজ্ঞ চমৎকারিতা প্রকাশিত করেন না। আমি গতানুগতিকের ন্যায় আমার শ্রবণ-বিহীন অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা আমার কল্পিত মতবাদ গুরুদেবের শ্রৌতভাৎপর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদ্দ্বারা নিজের দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অনুশীলনের দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া থাকি। শ্রীগুরুদেবের বাণীর প্রকৃত অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছি কিম্বা আদৌ বুঝিতে পারি নাই এই উভয়বিধ মতবাদই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীগুরুদেবের বাণী ও শ্রীগুরুদেব একই বস্তু। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আমাদের নিত্য সেবা, শ্রীগুরুদেবের বাণীও তদ্রূপ তাঁহার একান্ত আনুগত্যে আমাদের নিত্য-শ্রবণ-কীর্তনের বিষয়। শ্রীগুরুদেবের বাণীই শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রকৃত প্রকাশ-বিগ্রহ। আমরা কেবল কর্ণ দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের বাণীর কৃপায় তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীর সেবা করিতে সমর্থ হই। শ্রবণ পরিত্যাগ করিলে, শ্রবণ সম্ভব না হইলে শ্রীগুরুদেবের সেবা-বঞ্চিত হইতেই হইবে।

অপ্রাকৃত শ্রবণ কীর্তনই শ্রীগুরুদেবের শুদ্ধসেবা। শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ শ্রবণ কীর্তন দ্বারা অর্চনাধিকার হইতে ক্রমশঃ ভজনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। মহাভাগবতের শ্রবণ-কীর্তন অষ্টযাম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। এজন্য মহাভাগবতের ক্রিয়ামুদ্রায় কোনরূপ অনুপাদেয়তা সম্ভব নহে।

শ্রীগুরুদেবের স্বীয় ভজনরহস্য যিনি অবগত আছেন, কেবল তিনিই শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত মনোহভীষ্ট পালনের যোগ্যতা বিশিষ্ট। তিনিই প্রকৃত আচারপরায়ণ মহাভাগবত আচার্যপ্রবর। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর আচার ও বিচারের চঞ্চলতা ও অসম্পূর্ণতা মহাভাগবতাচার্যের আচার ও বিচারে কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু যিনি শ্রীবার্ষভানবীদেবীর আচার ও বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, শ্রীমতীর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ আনুগত্য দ্বারাই নিজের স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ সম্ভব, তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না। তিনি নিজের প্রভুত্বভোগী চিন্তাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-পূরণ সম্বন্ধে এরূপ দাম্ভিকতাকে অবরজ সেবকের বিচাররূপে কল্পনা করিয়া শ্রীরূপানুগত্য হইতে চিরতরে বঞ্চিত হন।

আচার্যের আনুগত্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। শ্রৌতপন্থায় এই আনুগত্য লভ্য হয়। শ্রবণ শুদ্ধ হইলে প্রকৃত কীর্তন সম্ভব হয়। মহাভাগবতই একমাত্র প্রকৃত কীর্তনকারী। মহাভাগবতের শ্রীমুখে কীর্তিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রবণই নিত্য গুরুসেবা। শ্রবণ দ্বারাই সমুদয় ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। এই বিচারও প্রতিপাদিত যুক্তিগ্রাহ্য। যাঁহার প্রকৃত শ্রবণ হয় নাই তিনি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারী মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির কীর্তনের শাসনাধীন হইয়া আত্মশোধনার্থ তাঁহার অধিকারোচিত সদাচার পালনপূর্বক শ্রৌতবাণীর অনুকীর্তনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। মধ্যম ভাগবতের একাদশ অনুশীলন ও মহাভাগবতের কীর্তন কখনই তুল্য নহে। মধ্যমভাগবত ইহা বিস্মৃত হইলে তাঁহার অধঃপতন হয়। মহাভাগবত কখনই নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করেন না। তজ্জন্যই দাম্ভিক ব্যক্তি মহাভাগবতের কীর্তিত বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। মহাভাগবতের বিচার ও আচার-গতপ্রেক্ষ ব্যক্তি তাঁহার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় অবগত হইতে পারেন।

মহাভাগবতের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেকে নিষ্কপটভাবে তৃণ অপেক্ষা অধিক হীন বলিয়া অনুভব করিতে পারেন। তিনি সমুদয় ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান পূর্বক নিজেকে সর্বপ্রকার সম্মানের অনুপযুক্ত বিচার করিতে সমর্থ হয়েন। এই অমানি-মানদত্ব-ধর্ম নিষ্কপটে আচরিত হইলে শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক তাদৃশ আচরণশীল অনুগত ব্যক্তিকে শুদ্ধ অনুকীর্তনের অধিকার প্রদান করেন।

গুরুব্রুবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে না। মহাভাগবতের শ্রীমুখে হরিকথা তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া কায়মনোবাক্যে দম্ভ পরিত্যাগপূর্বক নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে। এই একমাত্র সত্যাঙ্গের অনুকূলে যাহা সরলভাবে কৃত হয় তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত সেবা হয়। এই উদ্দেশ্য জগতে প্রকট করিবার জন্যই মহাভাগবত আচার্য কৃষ্ণেচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি এবং তদধীন তদনুগত জনগণের দ্বারা তিনিই কীর্তনমুখে এই উদ্দেশ্য জগতে প্রকট করেন। যাহা দ্বারা কীর্তনের বাধা হয় তাহা ভক্তির প্রাতিকূল্য জানিয়া সর্বতোভাবে বর্জন করিতে হইবে। এই প্রাতিকূল্য বর্জন-সংকল্প শরণাগতির একটি মুখ্য অঙ্গ।

আচার্যের সহিত সম-আশয়-বিশিষ্ট হইলে এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ শৌর্য প্রকৃত উপলব্ধ হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারা যায়। আচার্য স্বপ্রকাশ বস্তু, কিন্তু তাঁহাকে মাদৃশ সেবাবিমুখ জীবের হৃদয়ে প্রকট করাইবার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা তাঁহার দর্শন ও আশ্রয়লাভ সম্ভব হয়। সম-আশয় বিহীন, সেবাবিহীন, সেবা-ইচ্ছা-বিহীন বহির্মুখ চক্ষে আচার্যপ্রাকট্য কদাপি সম্ভব নহে। তজ্জন্য শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর আশ্রয়ে হৃদয়-গুণ্ডিচা-মার্জনে সর্বদা সর্বতোভাবে যত্নবান হইতে হইবে।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

সিদ্ধিকামীর চিন্তাধারা এই যে, ভাবের উৎকর্ষ সাধন না করিয়া বাহিরে অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক। আমি কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে যে অবস্থা লাভ করিয়াছি, তাহাই আমার ভুল সংশোধনের জন্য আমার প্রতি কৃষ্ণের অসীম কৃপা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুকূলে আমার ভাবসংশোধনের যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। কিন্তু সিদ্ধিকামী নিজের কলুষিত ভাবসংশোধনের পরিবর্তে কৃষ্ণেচ্ছাকৃত ঔপাধিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণ [illegible]। আমরা কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন, ইহাই আমাদের স্বরূপের অভিমান। সেই শুদ্ধ অভিমানের অনুশীলন জন্য কৃষ্ণের কোন বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আবশ্যক হয় না। কিন্তু স্বীয় প্রতিযোগী ভাব-সংশোধনের চেষ্টা না করিলে কৃষ্ণের প্রকৃত ইচ্ছাও বুঝিতে পারা যায় না।

কৃষ্ণতারে দেন নিজ চিচ্ছক্তি বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

অশ্রুপ্রসূনাঞ্জলি

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥

আরাধ্যদেব!

আজি তব আবির্ভাব এ শুভ বাসরে।
প্রদানিছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অধম পামরে॥
বঞ্চনার চিত্তভূমি করিয়া কর্ষণ।
পতিতে উদ্ধারি' কৃপা কর বরিষণ॥
করুণ পসার, ভক্তশক্তি করি' দান।
করিবারে বাঞ্ছাপূর্ণ মঙ্গল নিদান॥
অবহেলা, বিমুখতা, সিদ্ধান্তে বিরস।
অবিদ্যা নাশক তুমি দিয়া ভক্তিরস॥
অসমানুরাগ তব বৃত্তি মনসিজ।
অচৈতন্যপ্রীতি নাশ দিয়া পদরজ॥
মূর্তিমন্ত-শ্রীবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যবাণী।
ভাসাইলে এ জগৎ প্রেমবন্যা আনি'॥
অর্চন-কীর্তন দুই সমন্বয় করি'।
বিরহ স্থাপিত, নাশ' অবিদ্যা কাটি।
গৌর নাম ধাম কাম-সেবক প্রবর।
শিখাইলে জগতের সেবা গুরুবর॥
দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম-প্রচারকারী।
স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাচারী॥
স্বরূপ-রূপ সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্য-সেনানী।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-প্রেমময় গ্রন্থখানি॥
বিপ্রলম্ভী রাগানুশীলন-শিক্ষক।
রাধে রাধা-গোবিন্দের সেবা-প্রচারক॥
জীবে গুরু-সেবাদর্শ প্রদর্শনকারী।
রঘুনাথ-দাস গোঁসাই সুনিষ্ঠানুসারী॥
সংকীর্তনময় গুরুবৈষ্ণবস্মরণ।
কর ভাগবতভাষা মঞ্জুষা রচন॥
চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ কর প্রতিষ্ঠান।
গুরুবৈষ্ণব-সেবনে কর শক্তি দান॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথের ভবন শ্রীনিবাস, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, জগন্নাথ চন্দ্রের গোপাল বিগ্রহ আছেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রকাশালয় আছে।

রক্ষক— শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিবিলাস।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রদর্শনী ... ... গ্রন্থের সমাজে আলোচনা এবং প্রেস... । মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক— শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন।

রক্ষক— শ্রীমদ্... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনমন্দির

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক —শ্রী... ব্রহ্মচারী।

১৪। জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ... গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাসারিপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)।

রক্ষক— শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী... দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

৯০ নং দানীপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা

রক্ষক— শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক — শ্রী... ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অশ্বিনীতলা দার্জ্জিলিং।

রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

চরিত্রবন, মাধবপুর, ইউ, পি,

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, বাঁকিপুর।

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয় ঠাকুরালয়

রক্ষক শ্রী...প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

সদর রোড, গয়া।

রক্ষক—শ্রীকপিলদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৯২নং কাদিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

রক্ষক—শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড-গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —শ্রী...নন্দন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।

রক্ষক- শ্রীরাধারমণচরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক —শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক —শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখুপুরা, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭

রক্ষক —শ্রীঅধিষ্ঠান ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রেমদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা

রক্ষক— শ্রীক্ষেত্রপালনন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীবনমালী রমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজের শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ ম্যাডা হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রেসিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল

	প্রতি মণ
বালাম	৬|৹
বাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫|৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫|৹
নাগরা নূতন	৪|৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্কাবেক কোয়ালিটি	৫|৵৹
সিদ্ধ বেগুন	৩|৵৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৵৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০|৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫|৹-৫|৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫|৹-৫||৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৵৹

চিনির দর

চিক-চিন, টাইপ	১০||/৹
মণিপুর ১০০০ নং	১০/৹
কাশীপুর সাদা	৯.৹
কানপুর সাদা	৮|৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭||/৹—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

চাকবাদের বাট	৩৫৻৫৹
গিনি	২২|৵১৹
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরেজ—	৩৪|৵৹
নিম্নতম—	৩৪৸৵৹
উচ্চতম—	৩৫|৵৹
বাজার দরের সর্ব্ব—	৩৫৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬||/৹—৭|৹
সুপার ফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
চাউলধোয়া ঐ	৫||৹—৫||৵৹
সুজী	৫৸৵৹—৬৲
আটা (বি)	৫||৵৹—৫৸৹
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এল)	৪৸/৹—৪৸৵
আটা (কে)	৪||৹—৪||৵৹
আটা নং (৩)	৩৸৵৹—৪৲
গোলাভি	১||৵৹—১৸৹
ভুষি	১৸৵৹—১||৵৹

ঘৃতের দর

অওয়া	৫৬৲
রামলীলা	৫৩৲
ভুমরোয়ী	৪৩৲
পাঞ্জী	৪২|৹

গাজিপুর	৩৯|৹
	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা সাহেবী	৪১৸৹

সুতের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ

আবেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটন আবেন কারক	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
হাবর্গ শাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৯||৹
সুপারী দেশী	১৩৮৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯||৹—১০||৹
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২|৹—১৩||৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৭৵৹—৭||৹

ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৬|৹—৬||৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮||৹
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸৹—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵৹—৮||৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১১|৵৹
২৬ গেজ—	১২|৵৹
২৮ গেজ—	১২|৵৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵৹
২৬ গেজ—	১২৵৹
২৮ গেজ—	১২|৵৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১||৵৹
২৬ গেজ—	১২||৹

গ্যাঃ মটকা ২৪- ৩০ গেজ

পীস ৵১০—||৵৹

বাগান ঘেরা কাটা তার (বা'ণ্ডল)	৮||৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪||৹ ৭৸/৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪|৹—৬|৹

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸৹

চিন পাটী, বোলটু গয়রহ ৫|৹—৫||৵৹

গোল রড বি ইন:কাস ও কনক্রিটের

জন্ত ৫||৹—৭|৵৹

সুঃ ইস্পাত আসল ২২||৹, নকল ২১৲

টেকলের হাপরণ ৪৸৹, পাটের হাপরণ ৬||৹

ভুলার হাপরণ ৩|৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬৮ ও ৯৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট-কোম্পানী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—::॰::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::॰::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫,	৯-২৫	১০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮৹	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরজ্বালা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক, না কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থে ধৃত বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৶০	৶০	১০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	,,	২৸০
মাসিক	,,	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গৌ মুঃ— ১৮নং ২০/২ ... লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে।

রঙিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKAS

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা চৈত্র ১৩৪৩, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৬

বিবিধ সংবাদ

—:(:*:):—

আগামী কংগ্রেসের স্থান নির্ব্বাচন

আগামী কংগ্রেসের স্থান নির্ব্বাচনের জন্য গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল, সেই কমিটি উক্ত সমিতির নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। আগামী ২৮শে মার্চ্চ গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে। রিপোর্ট না কি সর্ব্বসম্মত হইয়াছে, তবে কমিটি চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ কংগ্রেস কমিটি যে সব সর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এই প্রদেশের প্রায় সকল গ্রামেই সেই সকল সর্ত্ত পূরণ হয়। সেজন্য কমিটি নিম্নলিখিত ৩টি গ্রামের নাম আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। খয়রা জেলার বাস ও সুনত গ্রাম ও সুরাট জেলার বার্দ্দোলী তালুকের সিয়াদালা গ্রাম। ইহার মধ্যে যে গ্রাম কর্ত্তৃক পছন্দ করিবার ভার কমিটি গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর অর্পণ করিয়াছেন।

তবে কমিটি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, বার্দ্দোলী তালুকের অন্তর্গত সিয়াদালা গ্রামই কংগ্রেসের অধিবেশনের যোগ্যতম স্থান।

ধর্ম্মঘটীদের জরিমানা করার প্রতিবাদ

রাজশাহী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজের ইণ্টার মিডিয়েট এবং জুনিয়র বি-এ ক্লাসের ছাত্রেরা গত ১১ই মার্চ্চ প্রাতঃকাল হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ঐ দিবস তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। তাহারা পরীক্ষা দিতেছে না। প্রকাশ, শ্রীনিবাস নামক সিনিয়র বি-এ ক্লাসের একজন ছাত্র কলেজ-প্রতিষ্ঠা-দিবস-উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রিন্সিপাল কলেজের নিয়মকানুন ভঙ্গের জন্য ছাত্রদিগকে অত্যধিক জরিমানা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রিন্সিপাল তাঁহাকে পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। ছাত্ররা জরিমানা মকুব করিবার জন্য প্রিন্সিপালকে অনুরোধ করে। শ্রীনিবাসও তাঁহার মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল জরিমানা মকুব করিতে স্বীকৃত হন না। তাহার প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

———

বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানি

বাণিজ্য বিষয়ক সরকারী হিসাবে প্রকাশ ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে ৪ শত পাউণ্ড ওজনের ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৮ গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা বন্দর হইতে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬১৮ গাঁইট এবং চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ১১ হাজার ৪২০ গাঁইট পাট চালান হইয়াছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট কাঁচা পাট রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২৯ গাঁইট ও ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৪৬ গাঁইট ছিল।

———

অগ্নিকাণ্ড উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ভস্মীভূত

গত ১০ই মার্চ্চ বুধবার রাত্রি ৯টার সময় ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়া পুস্তকালয়সহ স্কুলের পাকা বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। পুস্তকালয়ে বহু মূল্যবান্ পুস্তক ছিল।

প্রকাশ, বিদ্যালয়ের দপ্তরী সাধারণতঃ রাত্রিতে পাহারা দিত। ঘটনার দিন সে রাত্রি ৯টার সময় খাইতে গেলে লাইব্রেরী ঘরে অকস্মাৎ আগুন ধরিয়া যায়। দপ্তরী ও স্থানীয় অন্যান্য লোকজন প্রথমতঃ আগুন দেখিতে পায়। শিক্ষক, ছাত্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু লোকজন আসিয়া আগুন নিভাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দেখিতে দেখিতে পুস্তকালয় সহ সমগ্র বিদ্যালয়গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ডাক লুঠ

গত ১২ই মার্চ্চ রাত্রে রক্সৌল ও বীরগঞ্জের মধ্যে রাস্তার উপর একদল ডাকাত দুইজন ডাকবাহক রাণারকে মারপিট করিয়া মেলব্যাগগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। রাণারদ্বয় মেলব্যাগ লইয়া নেপালে যাইতেছিল। মেলে কেবলমাত্র চিঠিপত্র ছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

———

ডিব্রুগড়ে প্রবল ঝটিকা

গত ১২ই মার্চ্চের এক সংবাদে প্রকাশ, ডিব্রুগড়ে প্রবল ঝটিকার ফলে বহু গৃহের চাল উড়িয়া গিয়াছে এবং বৃক্ষ সকল ভূপাতিতও হইয়াছে ও ইলেকট্রিক তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

———

শ্বাসরোধ করিয়া শিশু হত্যা

জব্বলপুর জেলার মুড়ওয়ারা তহশিলের অন্তর্গত বিজয়রাঘোগড় গ্রামের একজন কোন স্ত্রীলোক শিশু হত্যার অভিযোগে জব্বলপুর দায়রা আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটী তাহার একটি নবজাত সন্তানকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে এবং মৃতদেহটী একটি কূপে ফেলিয়া দেয়।

———

ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশন

ম্যাঞ্চেষ্টার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একাধিকবার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে এসিষ্ট্যাণ্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ সম্মানলাভ করিতে ইতোপূর্ব্বে কোন ভারতীয় বা বিদেশীয় সক্ষম হন নাই। শ্রীযুত সেন এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম।

সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১২ই মার্চ্চের সংবাদে জানা যায়, শ্রীহট্ট গভার রাত্রিতে গোসাইগঞ্জের গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক দুইজন সশস্ত্র ডাকাত ধৃত হইয়াছে। সংবাদ বিবরণে প্রকাশ, ধৃত হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ইহারা কোন জমিদারের বাটীতে ডাকাতি করে ও মারপিটের ভয় দেখাইয়া বাটী হইতে দুই হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করে। পরে ডাকাতি করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহারা গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং উভয় পক্ষে লড়াই চালাইবার কালে ধৃত হয়। অতঃপর আরও ৮জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দলে নাকি ২০ জন ডাকাত ছিল। প্রকাশ, ইহাদের সকলেই পাঞ্জাবী এবং ময়মনসিংহে চাকুরী করে।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

সংস্কৃতাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৪৲
[illegible] ২৲
[illegible] ১৲
। [illegible] ৬৲
[illegible] ৫
। [illegible] ৪
[illegible]
[illegible] ৭—৮০
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্য [illegible]
১২। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ১
১৩। [illegible] ৭৲ ।৮০
১৪। [illegible] ।১০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। [illegible] ৬০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৶০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তিটীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible]
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible]
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। [illegible]-মণ্ডল পরিক্রমা ৮
৪৩। সাধনকল্প /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃত (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible]
৫২। [illegible]
৫৩। [illegible]
৫৪। [illegible]
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ।০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাত্বত [illegible] ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লর্ড গৌরাঙ্গ প্রেসেন্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।
৭৪। [illegible] ।
৭৫। শ্রীমদ্ গৌড়ীয়মঠ ইন ডুইং /০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। ইন্যারটিক [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পক্ষি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—ঠাকুর রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible]। সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য লেখকের অনুকরণে [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-[illegible] এই বিরাট, [illegible] ও আধুনিক [illegible] বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ | ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ৪ঠা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১৬শ সংখ্যা

ল বাসুদেব প্রভু

——::(● ::——

শ্রীধামে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী-প্রচারে কৃপাদেশ-প্রাপ্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তসহ বেলা ৩॥০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ ও চৈতন্যমঠ হইতে আগত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ মহোদয় কৃষ্ণনগরস্থ ভক্তবৃন্দ এবং স্থানীয় বহু সজ্জনসহ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে ষ্টেশনটী মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বন্দনা ও সম্বর্দ্ধনা করতঃ মোটরযোগে শ্রীকুঞ্জকুটীরে লইয়া যান।

কুঞ্জকুটীরে আগমন করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তত্রত্য সেবাকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সেবকগণকে উপদেশ-প্রদান-মুখে সেবোৎসাহিত করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনীত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার স্বয়ং অর্চ্চনাদি করিয়া তৎসেবা প্রকাশ করতঃ প্রত্যহ তাঁহার অর্চ্চন, ভোগ ও আরাত্রিক নিয়মিতভাবে করিবার জন্য মঠবাসিগণকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে মোটরযোগে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে লইয়া যান। তথায় কুঞ্জরক্ষক শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমান্তে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক ঠাকুরের প্রিয়-শিষ্য শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিমন্দির ও আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি করেন। অনন্তর তথা হইতে মোটরযোগে নবদ্বীপ-ঘাট অভিমুখে আসিবার সময় স্বরূপগঞ্জে শ্রীধাম মায়াপুরের গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শত শত পরিক্রমার যাত্রী সহ বিচিত্র বর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সুগন্ধি পুষ্পমালাদি দ্বারা মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া নবদ্বীপ-ঘাটে লইয়া আসিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি এল মহোদয় গুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিমুখে বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার গলদেশ মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করেন।

ভক্তবৃন্দ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-কলেবর শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে পাইয়া সানন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে শ্রীমায়াপুর হুলোরঘাটে উপস্থিত হইলে শ্রীধাম হইতে আগত বহু ভক্ত শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার গলদেশে মাল্য-প্রদান করেন। অনন্তর বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ মোটরযানটী শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে লইয়া ধীরে ধীরে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে পৌঁছিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধামাগত শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাসহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে লইয়া যান। ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই "গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু কী জয়" বলিয়া গুরুপ্রেষ্ঠজনের জয়গান করিতে-ছিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুকে প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপে শ্রীধামে পাইয়া গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পরমোল্লাসে শ্রীশ্রীল বাসু-দেব প্রভুর পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া ভক্তগণ শ্রীযোগপীঠ মুখরিত করিয়া তাঁহার গলদেশ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা ভূষিত করেন। অনন্তর শ্রীল বাসুদেবপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষেত্রপাল শিব ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রভাগে শ্রীবাস অঙ্গনাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কিউরেটার ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কতিপয় ছাত্রাদিসহ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গলদেশে মালা-প্রদানপূর্ব্বক উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটে লইয়া যান। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য তথাকার কার্য্যা-বলী পরিদর্শন করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবনে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে গৃহস্থভক্ত ও ভক্তমহিলাবৃন্দ শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও পুষ্পাদিদ্বারা শ্রীল বাসুদেবপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা ও তাঁহার শ্রীধামের শুভবিজয়কে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করেন।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীল বাসুদেব-প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে ভক্তিবিজয়ভবনের তোরণদ্বারে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তি-মধুর প্রভুত্রয় শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দসহ তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে লইয়া যান। প্রভুবিরহকাতর শ্রীল বাসুদেব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বারবার শ্রীসমাধি মন্দির পরিক্রমান্তে পুনরায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দির ও পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দিরে যাইবার কালে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে প্রভুবিরহকাতর ভক্তগণের যে ভাব অবস্থা হইয়াছিল তাহা মাদৃশ বদ্ধজীবের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব।

অনন্তর শ্রীল বাসুদেব প্রভু ভক্তবৃন্দসহ পরমগুরুদেবের শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিক্রমা করেন। সমাগত শত শত ভক্তবৃন্দ "গৌড়ীয়মঠাচার্য্য

(অপরার্দ্ধ ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। দ্রষ্টার দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ নয়নেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন হইতে পারে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ গোবিন্দ, আদি কাবলোল্লাসী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

শ্রীধাম-মহিমা

শ্রীধাম-মায়াপুর ভগবান গৌরসুন্দরের নিত্য বিহারস্থলী। এই শ্রীধাম ব্রজধাম অপেক্ষাও কৃপাময়। ইহা বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই একমাত্র আশ্রয়স্থল। মনোধর্মাশ্রয়হেতু চঞ্চলমতি, ভক্তি উন্মুক্ত, স্বধর্মাপ্রবর্ত্তিত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধ গন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও যে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাস করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করে, এমন অযাচিত করুণাময় শ্রীগৌরধামের কথা আর কি বলিব? যাঁহার কোথাও স্থান নাই সেই নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় শ্রীমায়াপুর, যে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের আরাধনা করিলে বৃন্দাবনেরও আরাধনা করা হয়, যে নবদ্বীপের প্রতি অবহেলা করিলে ব্রজধামের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না, যে নবদ্বীপে সেবোন্মুখ হইয়া বাস করিলে ব্রজধাম অত্যন্ত সুলভ হয়, সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী ব্যক্তিগণের যে শ্রীমায়াপুর-সেবাই অবশ্য আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, যে শ্রীধাম দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, সম্যগ্‌রূপে স্মরণ, দূরস্থিত ব্যক্তিগণের ... অথবা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও বিপ্রলম্ভ রস-প্রদানে একমাত্র সমর্থ, যে গৌরনামের সেবাফলে তৃণাপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানীর মানদানে গর্বকারী, মন্দমন্দস্পন্দিত বিষয়গন্ধে ... ধৈর্য্য প্রভৃতি ... ... স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মপদাদি দণ্ড পরিপালন, রাম-নারায়ণ-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও যে শ্রীগুরু-গৌর-প্রিয় শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা ব্যতীত বেদাদির দুর্লভ শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্‌বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না, যাঁহার কৃপা ব্যতীত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মঙ্গললাভের আর অন্য কোন উপায় নাই, সেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কি আমার মত পতিতকে নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিবেন না? এবং এই অধম কি গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের আনুগত্য কখনও করিতে পারিবে না—

"সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন
যো মে ন নাথোঽন্তরমায়াপুরীং॥"

মহাজনগণও এই শ্রীধামের মহিমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে॥
সপার্ষদ গৌরচন্দ্র নদীয়া বিলাস।
দেখি' প্রেমানন্দাবেশে ছাড়িব নিঃশ্বাস॥
স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-রসে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বন্ধুবর্গে পড়ুক বাজ॥
বৃক্ষ-লতা-ফল-ফুলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের কষ্ট।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে আজ হও তাই হৃষ্ট॥"

দ্বিতীয় দিবস
শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা

গত কল্য ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বুধবার আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগুরুদেবের সমাধিমন্দির শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণা ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, কাজির সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবন পরিক্রমা করিয়া অকব-মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। কল্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থী হইয়া স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে আত্মনিবেদন করিয়া অদ্য শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমায় বহির্গত হইতেছি। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আজ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণযোগ্যতা প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেবোন্মুখ-কর্ণে শুদ্ধ সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া—কর্ণদ্বারে গুরু-গৌরকে

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সঞ্চিত ধন

(শ্রীযুত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল)

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং
লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

গুরুকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনার অভিনয় আজ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছি, কৃপারজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধরিবার ইচ্ছা একদিনও প্রকাশ করি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আদেশ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে কিন্তু আজও তাহা হইয়া উঠে নাই। আমাদের মত অকৃতি হতভাগ্য জীবের অনন্ত হরিসেবা বিমুখতা দেখিয়াই বোধ হয় প্রভু অত্যন্ত দুঃখে অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কার করিলেন। এ লীলা আবিষ্কারের যাহা ইহাই অন্যতম কারণ কিন্তু ইহা মুখ্যকারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। মুখ্যকারণ—তাঁহার নিজ-জন রাগানুগ-সেবকগণকে বিপ্রলম্ভ-সেবার মধ্য দিয়া ভজনের সুবিধা দান।

আমি কিন্তু অনাদিকাল হইতেই বিষয়-লালসায় হরিভজনবিমুখ। বড় আশা করিয়া ছিলাম, আমার মত দীনহীনের উদ্ধার তাঁহা হইতে হইবেই, তাঁহার শ্রীমুখ বিগলিত হরিকথামৃত কর্ণদ্বারে সেবা করিতে করিতে আমার সকল বন্ধন একদিন না একদিন টুটিবেই। তাই তাঁহার অপ্রকটলীলায়

হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যময় জীবনযাপনপূর্ব্বক মনুষ্য-জীবন সার্থক করিতে পারি।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিবার সময় শ্রীগৌরসুন্দরের পাঠ-লীলাক্ষেত্র গঙ্গানগরের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়। এই প্রাচীন সীমন্তদ্বীপ বর্ত্তমান সিমুলিয়া, শোণডাঙ্গা, বামনপুকুরের কিয়দংশ, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর ও শরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। পরিক্রমা সীমুলিয়া হইতে বর্ত্তমান বেলপুকুর নামক স্থান হইয়া শোণডাঙ্গায় যাইবে। তথা হইতে শরডাঙ্গা হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

শ্রীরাধাবল্লভ পাদপল্লব-সেবা রত থাকিয়া আজীবন শুদ্ধানুষ্ঠান করিয়া বৈষ্ণবচরণরজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও যাঁহার করুণা লাভ করা যায় না, সেই শ্রীরাধার কৃপাকটাক্ষ যে শ্রীসীমন্তদ্বীপের নিষ্কপট সেবাফলে লাভ হয়, সেই শ্রীসীমন্তদ্বীপ কি এ পতিতকে কৃপা করিবেন না?

মর্ম্মাহত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। মনে হইতেছিল, আমার উদ্ধার বুঝি আর হইবার নহে। তাই ভাগবতের ভাষায় আমার অবস্থা হইয়াছে—

"অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো
দৃষ্টি প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং
যথা নিশায়ামুডুপে প্রনষ্টে॥"

(ভাঃ ১১।৩০।৪৩)

কিন্তু আজ বুঝিতেছি, অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মত অভাগার ত্রাণের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। তাই অবশ্য আদেশ হইয়াছে শ্রীগুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, গুরুগতপ্রাণ, শ্রীগুরুদেবের বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর—'কীর্ত্তন করিতেই হইবে'। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেও রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিশ্ববিজয়ী নিজপ্রেষ্ঠ সেবকগণকে, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রতি জনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারেন। আমি ত' তুচ্ছ ছার একটা নগণ্য কীটানুকীট জীব! আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বৈষ্ণব-শিরোমণি শম্ভুর কথা "তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।"—গুরুপ্রেষ্ঠের সেবাতেই যে গুরুদেবের পরমপ্রীতি, শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রকাশবিগ্রহ সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিজমুখে অঙ্গীকার করিয়া সেই কথাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে
জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা
মতাঃ॥"

অর্থাৎ আমার ভক্তের সেবাই আমাকে অধিকতর প্রীতিদান করে। তাই শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের, তথা তাঁহার নিজপ্রেষ্ঠ সেবক-গণের করুণার কথা মনে উদিত হইয়া অন্তর আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া পড়িতেছে তাঁহাদের চরণতলে। আর অজস্রধারায় জল আসিতেছে এই চোখে—এই ভাবিয়া যে, এত করুণাও করিয়াছেন, কে আমার গুরুদেব! এই দীনহীন অপদার্থ সন্তানের জন্য, এত অমূল্যধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন—আপনার সেবকরূপে! হে গুরুদেব, যখন এত কৃপাই করিয়াছেন তখন বল দেন, হে বলদেবাভিন্নবিগ্রহ, যাহাতে আপনার মনোহভীষ্টরূপ কৃষ্ণকথা আপনার দাসের অনুদাস হইয়া আপনার প্রেষ্ঠগণের পশ্চাতে থাকিয়া অনুকীর্ত্তন করিতে পারি। আর কৃপা করিয়া উদ্বুদ্ধ করুন সেই সেবোন্মুখ-প্রবৃত্তি, যাহাতে আপনার প্রিয় সেবকগণের সেবা করিয়া আপনার প্রীতি-

—ক্রমশঃ

বিধান করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার অনন্ত জীবনে সগণ আপনার শ্রীতবিধানই এক মাত্র কৃত্য হয়।

হে গুরুদেব, যদিও আমি আপনার কৃপাবঞ্চিত নিতান্ত অযোগ্য কিঙ্করাণুকিঙ্কর, তবুও যেন মৃত্যুর শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগৎকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনার কৃপার তুলনা নাই, এজগতে আপনিই একমাত্র গুরু। "মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।" আপনার বাণীর সেবা ছাড়া জীবের নিত্য কল্যাণের অন্য কোনও রাস্তা নাই।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা।

(আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা শ্রীব্যাসপূজা। 'ব্যাস' এই শব্দ একাধিক শাস্ত্র-বিভাগকারী ও লেখকের উপাধি নহে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। শাস্ত্র-প্রচার, শাস্ত্র-বিভাগ ও শাস্ত্র-রচনা—শ্রীব্যাসদেবের এই লীলা নিত্য। শ্রীব্যাসদেব সেবারূপে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তি শ্রীব্যাসদেব-দ্বারে মন্মহাপ্রভুর করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীব্যাস-ভবনে শ্রীব্যাসপূজার নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছিলেন তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজার সমুদয় উপায়ন অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসপূজার সেবা, যাবতীয় সেবার একমাত্র আশ্রয় সেব্য—শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর নিজের সেবা নিজেই প্রদান করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আশ্রয় শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূজা যে তাঁহার নিজের পূজা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজার নৈবেদ্য স্বয়ং অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ইহা প্রকাশিত করিতেছেন। কিন্তু তথাপি শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকসূত্রে আমরা—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

শ্রীগুরুতত্ত্বের এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিব।

শ্রীব্যাসপূজার সার্থকতা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিহিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-লাভ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ। যদি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাসুলভ হইত তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবালাভ সকলের পক্ষে সুগম করিবার জন্যই শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্যলীলা।

শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও বিচার যিনি গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবালাভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিক্ষা—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" ইহাদ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরস্পরের এই নিগূঢ় সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসপূজার পরম-শুদ্ধ আদর্শ জগতে পুনঃপ্রকটিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুদ্ধ পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদিগের শ্রীব্যাসপূজার নৈবেদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধ্বতন গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীকৃষ্ণদেবের সেবাবিহিত, ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীগৌর-সুন্দরই একমাত্র সেব্য ইহাই শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্যরূপে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ং-প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব জানিতে পারি। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শাস্ত্রবিহিত পূজার একমাত্র অধিকারী—ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজার নৈবেদ্য স্বয়ং অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীব্যাসদেবের কৃত্য আচার্য্যের কৃত্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শক্তি শাস্ত্র-বিভাগ, শাস্ত্র-প্রচার ও শাস্ত্র-রচনা দ্বারা শ্রৌতপন্থা অপ্রতিহত রাখেন। আচার্য্য-পারম্পর্য্য দ্বারা বাণীর সেবা জগতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। শ্রীব্যাসপূজা এইজন্যই আচার্য্যের প্রকট-তিথিতে আচার্য্যের সাক্ষাৎ পূজারূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের প্রকট তিথিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পূজা-দ্বারা আম্নায়-পারম্পর্য্যে ভগবৎ-সেবা জগতে প্রচারিত থাকে।

আম্নায়-পারম্পর্য্য খণ্ডকালান্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ নহে। আম্নায় পারম্পর্য্য নিত্য আচার্য্যপাদপদ্মের পরস্পরের মধ্যে জাগতিক সংখ্যাগত ভেদ নাই। তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ নহেন। পক্ষান্তরে আচার্য্যগণের পরস্পরের ঐক্য ও জড়ীয়বিচার গ্রাহ্য নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাক্ষাৎপূজাও সাধিত হয়।

শ্রীব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপন্থা সম্যক্ স্বীকৃত হয়। আচার্য্য অনর্থযুক্ত জীবের পূজা সম্ভব করিবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। পরম্পরাক্রমে আচার্য্যের অবিচ্ছিন্ন প্রাকট্য দ্বারা আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসপূজা আবহমানকাল এইজন্যই জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অনর্থযুক্ত জীব অপ্রাকৃত লীলার সন্ধান পাইতে পারে না। আচার্য্যের প্রাকট্য-লীলাদ্বারা অনর্থযুক্ত জীব তাঁহার সহিত সেবাসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপ্রকটলীলা আবিষ্কার দ্বারা অনর্থযুক্ত জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। আম্নায়পারম্পর্য্যে অপ্রকট আচার্য্যের অবলম্বন প্রকট আচার্য্যের সেবাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাক্ষাৎসেবা সংরক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল বাসুদেব প্রভু কী জয়" বলিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করতঃ উচ্চৈঃস্বরে মুখরিত করেন। শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে পাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও পরিক্রমার যাত্রিগণের যে কি আনন্দ হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব দৃশ্য ও সন্ধ্যা চন্দ্রকিরণে শোভাযাত্রা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহারা ইহা অন্তরে ধারণা করিতে পারিবেন, আশা করি।

অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হয়। ভক্ত-বৃন্দ পরমানন্দে শ্রীগুরুদেবের নিজজন শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়গান ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে আরাত্রিক সমাপন করিলে পর শ্রীবিগ্রহবরণ নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু সভায় গমন করিলে সমাগত প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়গান মুখে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করেন। অনন্তর পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রণত হইয়া নিজ দৈন্যজ্ঞাপনমুখে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে আসন গ্রহণ করিলে পর সংকীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসোম মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমৎ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিময়ূখ ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর মহিমা ও অনন্ত গুণের কথা পর পর কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীল বাসুদেব প্রভু নিজ স্বভাব-সুলভ দৈন্যমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। তদুপলক্ষে উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তনমুখে গুরু-গুরুজন-সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীল বাসুদেব প্রভুর প্রত্যভিভাষণ

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥"

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয়।
মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্যক্ষয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত মাঝারে॥

আমাদের সকলের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বয়ং দীনতা প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত পয়ার দ্বারা হরিসেবকের ভজনচেষ্টা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আশ্রয়-বিগ্রহ-সম্বন্ধিত বিষয়বিগ্রহের সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি—

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

যাবতীয় বিষয় বিষয়বিগ্রহপ্রেষ্ঠ আশ্রয়-বিগ্রহের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাহা তৎসম্বন্ধী জানিয়া গুরুজ্ঞানে বরণ করিলে কোন অসুবিধা উপস্থিত হয় না। আশ্রয়বিগ্রহের স্বীয় সেবায় অঙ্গীকৃত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে নিজের ভোগ্যজ্ঞান না করিয়া শ্রীগুরুসেবা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সেব্যজ্ঞানে সেবা করিলে কোন দুর্বুদ্ধির উদয় হয় না। আমি যেন আপনাদের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পদ-ধূলি হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণীপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি—বৈষ্ণবপ্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে পারি—ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন।

পাটনায় প্রচার

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা পাটনা গৌড়ীয় মঠের আশ্রয় শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী পাটনা সহরে গরদানী নামক স্থানে বড় সঙ্গতে মহিলা-সভায় 'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হয়েন।

কৃষ্ণতারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আবরণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগদ্গুরুর ভজন-স্থান, [illegible] শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, [illegible] গোপাল [illegible] পাঞ্চিপ্রাপক [illegible]। রক্ষক—শ্রী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] কলিকাতায় শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে প্রাচ [illegible] পোস্তান চতুর্থ [illegible] শ্রীনাম [illegible] সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রদীপ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমন্নৃসিংহ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বনবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪। জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) দেবিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীল [illegible] অমীয় নিকট চক্রবর্ত্তী, পোঃ [illegible] (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়াল, (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রী[illegible] বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)। গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বনবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অশ্রাটী জলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) চাম্পাপুর গৌড়ীয়-মঠালয়

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বগলা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা। রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরগড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)। রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিতাইগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭। রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)। শ্রীগৌড়ীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—শ্রীফেলপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীদালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)। এখানে ষড়ভুজ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্ডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী, এম্-এ, পিএচ্ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।॰
রাজা চাল	৫৸॰
ঐ নূতন	৫॥॰
কাটারীভোগ	৬৸॰—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।॰
মাগরা নূতন	৭॥॰
ঐ পুরাতন	৫৲
এঞ্জিনের কোয়ালিটি	৫।৵॰
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵॰
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৵॰
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।॰
বাঁকতুলসী আতপ	৫।॰ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵॰
পাটনাই আতপ	৫।॰—৫॥॰
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵॰

চিনির দর

চিক টম, টপ	১০॥/॰
মণিপুর ১০০০ নং	১০/॰
সারকোনা সাদা	৯॰
কানপুর সাদা	৮।॰—৯৲
কানপুর লাল	৭॥/॰—৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৲৫॰
সভারেণ	২২।৵১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরেজ—	৩৪।৵॰
নিম্নতম—	৫৪৸৵॰
উচ্চতম—	৩৫।৵॰
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫॰

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬/॰—৬।॰
সুপার ফাইন ঐ	৫৸৵॰—৬৲
কাউনপোর্ট ঐ	৫॥॰—৫॥৵॰
সুজী	৫৸৵॰—৬৲
আটা (ক)	৫॥৵॰—৫৸॰
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এম)	৪৸/॰—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥॰—৪॥৵॰
আটা নং (৩)	৩৸৵॰—৪৲
পোলার্ড	১॥৵॰ ১৸॰
ভুষি	১॥৵॰—১॥৵॰

ঘৃতের দর

আন্দাজী	৫৬৲
ঐ মনীক্তা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।॰

পাঞ্জাব	৫৩।॰
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাঞ্জাব	৪১৸॰

তুলের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

কাপের গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আপেল ক্রাকচ	৪০
কলোনি পুরানো ফাইন	৪৩৲
চার্চ্চ স্ত্রী	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৯॥॰
সুপারী বেলী	১৩৮॰—১৪৸॰
কাটা সুপারী	৯॥৶—১০॥॰
শুটি খদির মণ	১১৲—১২৲—১৬৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।॰—১৩।॰

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রাইজ ওজন

লোহার কড়ি (ওয়েট বা বীম)	
মার্কা	৭৵॰—৭॥॰
ঐ বে মার্কা হল্দা ওজন	৬।॰—৬॥
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ কয়েন (বীম)	৮।॰
নরম টী আয়রণ	৭৸॰—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵॰—৮॥॰
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵॰
২৬ গেজ—	১২।৵॰
২৮ গেজ—	১২।৵॰
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵॰
২৬ গেজ—	১২৵॰
২৮ গেজ—	১২।৵॰
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১॥৵॰
২৬ গেজ—	১২॥॰
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	।/১০—॥৵॰
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮॥॰
প্লেট কাটি বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৪॥॰ ৭৸/॰ হন্দর
গোল রড কাটি, লম্বা ১—৩ ফুট	৪।॰—৬।॰
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸॰
টিন পাটী, গোল্ট্রু গরাদে	৫।॰—৫॥৵॰
গোল ডেরি টিন ফাস ও কনক্রিটের।	
হন্দর	৫॥॰—৭।৵॰

স্টুঃ ইস্পাত আসল ২২॥॰, নকল ২১৲

চটকলের ছালমণ ৪৸॰, পাটের ছালমণ ৬॥॰

তুলার ছালমণ ৩।॰

**সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ**

৬৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ::::: ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::•::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫		১৬-০	-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় পাঁচনই তার কার্য্যতে সহস্রাধিক। প্লীহার বৃদ্ধি, যকৃৎ, কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵॰ আনা, বড় বোতল ১৷৵॰ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডাঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ২	১॥০	১॥০	১
সিকিকলম ৫	৪		৩
অর্দ্ধকলম ৮	৬	৬	৫
এক কলম ১২	১০	১০	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৬	১২
" অর্দ্ধকলম ২৪	১৮
" এক কলম ৩৬	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ১০; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বড় রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই. চৈত্র ১৩৪৩, ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৭

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎ-
সব উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইতেছে।
রঙিন কাগজে উত্তম
ছাপা হইবে গ্রাহকগণ
সত্বর হউন।

চৈতন্যোপনিষদ্
—
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

শ্রীধাম-পরিক্রমা

——:(:*:):——

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আরম্ভ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উদ্যোগে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গত বুধবার হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয়মিশনের মূলমঠ শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সহস্র সহস্র ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী, পাপী-তাপী, পণ্ডিত-মূর্খ, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি করিতে করিতে ধাম-পরিক্রমায় বহির্গত হইয়াছেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবারের যাত্রিসংখ্যা অনেক বেশী এবং দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিক্রমায় জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। সুকৃতিমান সর্ব্বসাধারণ-জনগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বিরাট মহানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করুন।

——

নির্ব্বাচনে রাজকর্ম্মচারিগণকে ভীতি প্রদর্শন

মধ্য প্রদেশের সরকারের এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের গত নির্ব্বাচন সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। সরকার এই ভীতি প্রদর্শনের বিষয় অবগত হইয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহারা সমস্ত রাজকর্ম্মচারীকে জানাইয়াছেন যে, নূতন ভারত-শাসন আইনে এ বিষয়ে প্রতিবিধান আছে। উক্ত আইনে গবর্ণরকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারিগণকে এই ধরণের ভীতি প্রদর্শন করিবার প্রচেষ্টা এবং অসঙ্গত আচরণ বন্ধের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা গবর্ণরকে উক্ত আইনে দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রদেশের সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে ন্যায্য বিচার ও সঙ্গত আচরণ লাভ করেন, সেজন্য প্রয়োজন হইলে গবর্ণর তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

এশিয়া শ্রমিক কংগ্রেস

আগামী ৭ই হইতে ২১শে মে পর্য্যন্ত টোকিওতে নিখিল এশিয়া শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। মাদ্রাজের ট্রেড ইউ-নিয়ান ও শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের নেতা শ্রীযুত ভি শেল ভাপতি চেট্টিয়ারকে উক্ত অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। তিনি ৯ই কিংবা ১০ই এপ্রিল মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই যাইবেন এবং সেখান হইতে টোকিও গমন করিবেন।

——

অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি

আসার বাসায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে পাকো-কুতে মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারীর গৃহে প্রথম আগুন লাগে। সেই সময় প্রবল বাতাস থাকাতে ঐ আগুন শীঘ্রই চারিপাশে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ঘণ্টাদুয়েক এর মধ্যে ২৫০টী গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ম্যাণ্ডালের নিকট টাডাই সহরে আর একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে ফলে তথায় ৫০০টী গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। উভয় স্থানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

৮২ বৎসরে বিবাহ

৮২ বৎসর বয়স্কা মিসেস অলিভ ডিউসোযে ৮৫ বৎসর বয়স্ক মিঃ মাইকেল জেমডানিস নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছেন। পূর্ব্বেও তাহাদের অন্যান্য স্থানে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও সন্তান হয় নাই। ৬০ বৎসর যাবৎ তাহারা প্রতিবেশী হিসাবে বাস করিতেছিল।

——

পেটের মধ্যে বিপুল সম্পত্তি

ইটালীর ট্রিয়েষ্ট সহরের এক ৫৭ বৎসর বয়স্ক শ্রমিককে যখন চিকিৎসকগণ উদরের বেদনার জন্য অস্ত্র করেন তখন তাহার উদরে ১৩টা চাবি, ১টা টিন খোলার যন্ত্র, ৩টা সিগার হোল্ডার ২টা পেন্সিল হোল্ডার ৪টা ছুরি, ১টা চামচ, ৫টা কাউণ্টেনপেন, ১টা সেফটি রেজর, কয়েকটি সূচ, ৫টি মুদ্রা ও একটুকরা কাচ পাইয়াছিলেন।

——

রাণীর মুকুট

রাণী এলিজাবেথের জন্য নূতন মুকুট তৈয়ারী হইতেছে। রাণী মেরীর নিজের যে সকল মূল্যবান মণিমুক্তাদি রহিয়াছে তাহার কয়েকটি তিনি এই মুকুট তৈয়ারীর জন্য দিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হিসাবে রাণী এলিজাবেথ রাণী আলেকজান্দ্রার কয়েকটি মণিমুক্তাও মুকুটে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

রাজপরিবারের বহুমূল্য মণিমুক্তাদি হইতে কয়েকটি রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস সিমসনকে দিয়াছিলেন কিন্তু মিসেস সিমসন তাহা রাণী এলিজাবেথের মুকুটে দেওয়ার জন্য মণ্টকাটের নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

পুনর্জ্জন্ম

ধানবাদের ১লা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ যে, নিকটস্থ কপা কুসমা গ্রামের বউরি মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ৩২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার ২১ বৎসর বয়সে উন্মাদ অবস্থায় গৃহত্যাগ করে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় এবং তাহার সন্দেহযুক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রেল লাইনের ধারে আবিষ্কার হওয়াও তখন প্রকাশ হয়। সম্প্রতি এক সাধু আসিয়া নিজকে বউরি মণ্ডলরূপে পরিচিত করিয়া বলিতেছে যে সে তাহার পত্নী সব গ্রামের সকলকে এবং তাহার সম্পত্তি ইত্যাদি সব চিনিতে পারিতেছে। তাহার পত্নী ও গ্রামবাসীরা কিন্তু এখনও কিছু ঠিক করিতে পারে নাই। এ ব্যাপারে সেখানে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

——

বৃটেনের বিমান বাহিনী

বর্ত্তমান বৎসরে বিমান বিভাগের জন্য বৃটেনের মোট ৮ কোটী ৭৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত পাউণ্ড নিট ব্যয় হইবে। ৫ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড দেশরক্ষা বিভাগের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হইবে তজ্জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহা বাদ দিলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৬ সালে ব্যয় হইয়াছিল ৫ কোটী ৭ লক্ষ পাউণ্ড। এ বৎসর ৩ কোটী ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

——

ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিবাহ

আগামী ২৭শে এপ্রিল ডিউক অব উইণ্ডসরের বিবাহ স্থির হইয়াছে। ভিয়েনা অথবা বুডাপেষ্টে অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। ডিউক অব কেণ্ট ও তৎপত্নীর উক্ত বিবাহে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। লর্ড ও লেডী লুইমাউণ্ট বার্ডেন, লেডী বার্ণার্ড, মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস এবং ডিউক অব উইণ্ডসরের অন্যান্য বন্ধুগণকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, — সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮,
একাদশ স্কন্ধ — ৯,
২। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৯,
৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬
৪। সাধনী ভক্তি ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১।; ৩য় খণ্ড —৮০
৪র্থ খণ্ড ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৮০, ২য় খণ্ড —১।; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্য ...
৮। ... ৩ ...
... ১০
৯। ... ৭
১০। ... ৩
১১। শ্রীচৈতন্য ... (বাঁধা) ৩,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২,
১৩। ... (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। ... (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...
১৫। ... বিরহ ... ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। উপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ... কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১,
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
২২। ... ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা) ১
২৪। গীতা (... টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২,
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দ ... (...) ১,
২৮। ... (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (... সংস্করণ) ৮
৩০। ... ৩
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৩০
৩৫। গীতমালা ... ৩০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৬০
৩৭। ... ৬০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। ...
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৯০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩,
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮
৫৪। ... ।
৫৫। ... মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ... ৫০
৫৭। ... ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ ... ৫০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৫০
৬০। ... /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরণামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। ... ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয় ।০
৬৫। মায়াবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। ... ৫০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ রিভিউ ওয়ার্ক্‌স অন বেদান্ত ॥০
৭০। গৌরভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড
অন্টলজি ॥০
৭২। বিবেটিক ওয়ার্ল্ড ৩০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। ...
৭৫। ... গৌড়ীয়মঠ ... /০
৭৬।
৭৭। ... প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
... ।০
৭৮। ... ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (...) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি ... প্রকাশিত হয়। সডাক ... ভিক্ষা ... কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৪০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্-সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

... কলেজের ... প্রধান ... অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তিশাস্ত্রী ... প্রণীত। সম্প্রদায়-বিজ্ঞানাচার্য্য ... মহোদয়ের গ্রন্থগবেষণা এবং ... লেখনীর অপূর্ব্ব ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... চরিত্র ... জীবনচরিত্র-পাঠে ... এই বিরাট ... চিত্র-সমালোচনা ... তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ... (Foreward), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ | ১২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫০, ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ১৭শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

গত ৩রা চৈত্র বুধবার পরিক্রমার প্রথম দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঠবাসী সেবক ও সমাগত সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক দর্শনান্তে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সমাধিমন্দির প্রভৃতি পরিক্রমণের পর শ্রীগুরুবন্দনা ও উচ্চৈঃকীর্ত্তনে যোগদান করেন। "যে আনিল প্রেমধন", "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম", "ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ।" "উদিল অরুণ পূরবভাগে", এবং পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীনামকীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া ভক্তগণ এক অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠকীর্ত্তনরোলে প্রমত্ত হন। প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকার সময় মঠসেবকবাহিত শ্রীদোলায় বিজয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাকে অগ্রণী করিয়া গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর ও পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ রাগতীর্থ প্রভৃতির মূলগায়কত্বে অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা দ্বিগুণিত সহস্র সহস্র পরিক্রমাযাত্রী নিশান, ডঙ্কা, বাদ্যভাণ্ড, বিচিত্র পতাকা, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া আদৌ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তদীয় অহৈতুকী কৃপা-বাঞ্ছার পর অগ্রসর হইয়া শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসাঙ্গন, যোগপীঠস্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন। তথায় আচার্য্যবর শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আজ্ঞানুসারে উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' হইতে শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসাঙ্গন ও যোগপীঠস্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানসম্বন্ধে পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ 'শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' ও 'নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাপ্রাকট্যের কথা ও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধামের বর্ত্তমান সেবোজ্জ্বলতার যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা আজ সকলের নিকটই প্রতিভাত হইতেছে— প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীতে পাঠ ও বক্তৃতা চলিতে থাকিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঢাকা হইতে কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে পরিক্রমায় যোগদান করেন।

অনন্তর পরিক্রমা শ্রীনাথপুরে শ্রীব্যাসদেবের পাটের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব প্রভু ভক্তিরত্নাকর হইতে 'গঙ্গার ঘোলা', 'পঞ্চশিব', 'মহাপ্রভুর ঘাট', 'মাধাইর ঘাট', 'বারকোণা ঘাট', 'গঙ্গানগর' প্রভৃতি স্থানের কথা পাঠ করেন। শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু যাত্রিগণকে ঐ সকল স্মৃতি স্থান নির্দ্দেশ করেন। অনন্তর শ্রীপাদ রাগতীর্থ প্রভু 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরভ্রমণ, কাজীর বাড়ী, সীমুলিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। তারপর যাত্রিগণ গৌরভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি-স্থানে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে মহাপ্রভুর কাজী উদ্ধার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় ভক্ত চাঁদকাজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে যে নৃ মাত্রেরই অধিকার আছে তাহা মুসলমান কুলোৎপন্ন চাঁদকাজীর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রচারচেষ্টা বর্ণন করেন এবং বৈষ্ণবানুগত্যে ধামপরিক্রমণের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর ভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত মহাপ্রভুর লীলা-অভিনয়কারী শ্রীল শ্রীধরের অঙ্গনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীধরের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতা হয়। যাত্রিগণ তথা হইতে বল্লালদীঘি গ্রামের মধ্য দিয়া শ্রীল মুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে উপস্থিত হন। তথায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর পরিক্রমা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমা পরিচালনে কৃতিরত্ন প্রভুর অক্লান্ত সেবাচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তনসেবাও উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সভায় উপস্থিত হইলে সমাগত সহস্র সহস্র ভক্ত দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়ধ্বনি ও প্রণতিমুখে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীল বাসুদেব প্রভুর গুণমহিমা ও অতিমর্ত্ত্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অতঃপর গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যপাদের হরিকথার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়।

লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২রা ও ৩রা মার্চ্চ দিবসদ্বয় লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে সমারোহের সহিত শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠসেবকগণ প্রথম দিবস সমস্ত দিন অর্চ্চন ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবিন্দপঞ্চমী তিথি পালন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস মঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পাশ্চাত্যে প্রচারের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও দান সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী অতীব চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত গুর্ব্বষ্টক ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ কীর্ত্তন হইয়াছে। উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

লণ্ডনে গৌড়ীয়বাণী

গত ৫ই মার্চ্চ Miss [illegible]. Bowtell লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে আসিয়া মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ ও পরে মহামন্ত্র দীক্ষালাভ করিয়াছেন।

"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন হইয়া থাকেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ গোবিন্দ, নিধি গৰ্ভোদশায়ী গৌরাব্দ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

তৃতীয় দিবস—গোদ্রুম দ্বীপ

গতকল্য আমরা শ্রীধামবাসিগণের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। অদ্য গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। এই দ্বীপটি বর্তমান গাদিগাছা, বালির চর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, দেপাড়া, হরিহরপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেবপল্লী ইত্যাদি।

সুরভি-কুঞ্জ

এই স্থানে সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে সুরভি অবস্থান করিতেন। এইনিমিত্ত এই স্থানের নাম গোদ্রুম। শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটিত সুরভিকুঞ্জ অদ্যাপি বিরাজমান।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

এই শ্রীকুঞ্জ আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরম প্রিয় ভজনস্থলী। এইস্থানেই ঠাকুরের সমাধিমন্দির বিরাজমান। ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধির অতি সন্নিকটেই বিরাজিত। এই সেবায় অতি মনোরম শ্রীগঙ্গা পুণ্যতোয়া শ্রীসরস্বতীর তীরে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তগণের হৃদয়ে গৌরস্মৃতি উদয় করাইতেছেন। আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের একটি ভজনকুটিরও অদ্যাপি এখানে বিরাজমান। কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্যস্থলে ঠাকুরের ভজনগৃহ এবং আর একপার্শ্বে তাঁহার সমাধিমন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি গৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্য বিরাজমান। ঠাকুরের ভজনগৃহে তাঁহার ভক্তিগ্রন্থাগার সুরক্ষিত।

সুবর্ণবিহার

গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ে আমঘাটা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী। এই স্থানটী বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকালে সুবর্ণবিহার আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুবর্ণবিহার কিছুপূর্ব্বে পালরাজগণের রাজধানী ছিল। এই স্থানে সত্যযুগে সুবর্ণসেন নামে একজন প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা সুবর্ণসেন শ্রীনারদের কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত এবং কলিকালে সপার্ষদ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানেই স্বীয় বিলাসলীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীহরির কীর্ত্তন-শ্রবণফলে তাঁহার হৃদয় বিষয়নির্ম্মুক্ত হওয়ায় তিনি একদিন নিদ্রাযোগে কীর্ত্তন-নর্ত্তনশীল শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের দর্শন পান। নিদ্রাভঙ্গের পর সুবর্ণসেন রাজা দৈববাণীযোগে গৌর-সেবার আদেশ পাইয়া একান্তভাবে গৌর-ভজনে মনোনিবেশ করেন।

হরিহরক্ষেত্র

এই পুণ্যভূমি গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ভগবান্ নিজ প্রিয়তম মহেশ্বরের ভক্ত জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত আছেন। যাঁহারা শিবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ না জানিয়া শ্রীহরির প্রিয়তম বৈষ্ণব বলিয়া জানেন তাঁহারাই শ্রীহরির শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী তাঁহারাই শিবের কৃপালাভে সমর্থ।

মহাবারাণসী

অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে বৈষ্ণবপ্রবর মহেশ্বর গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া নিরন্তর গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। গৌরনামকীর্ত্তনপরায়ণ রুদ্রের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব এই স্থানে গৌরনাম কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। এখন সহস্র সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সাযুজ্য ও জ্ঞানিগণ-কাম্য যে মুক্তি লাভ হয় তাহাও পিশাচীবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। এই মহাবারাণসী-ক্ষেত্রে মহেশ্বর নির্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌর নাম কীর্ত্তন করেন।

দেবপল্লী

সর্ব্বসাধারণের নিকট 'দেপাড়া' নামে অভিহিত। ব্রহ্মাদি দেবগণ এস্থানে মন্দাকিনী-তীরে অবস্থানপূর্ব্বক টিলার উপরে ভজনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে মন্দাকিনী ও ভজনকুটিরসমূহ অন্তর্হিত হইলেও উচ্চ টিলা বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঋষিগণের ভজনস্থলীর স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। এখনও দেবপল্লীতে সূর্য্যটিলা, ইন্দ্রটিলা, ব্রহ্মটিলা প্রভৃতি উচ্চ ভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এখানে একটি বৃহৎ মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজিত আছেন। এই শ্রীগোদ্রুমের মহিমা অতুলনীয়।

অপরে কোটী কোটি চিন্তামণি লাভ করুক আর যাহাই করুক অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক আর যাহাই হউক অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অজ্ঞজ্ঞানী স্বয়ং শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক আর যাহাই করুক, কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুমধাম ধূলি-ধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও শ্রীগোদ্রুম ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও না যায়—ইত্যাদি শ্রীধামনিষ্ঠামূলক কথা গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অনন্তমুখে আমাদের জন্য কীর্ত্তন করিলেও কি আমাদের হৃদয়ে শ্রীধামনিষ্ঠা জাগিবে না? শ্রীগোদ্রুম-নিষ্ঠা কি আমার আসিবে না? শ্রীগোদ্রুমবাসলাভ কি আমার হইবে না?

বেহায়া

(অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট যেদিন প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেদিন কোন স্বতন্ত্র বাসনা তাঁহার দ্বারা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা লইয়া যাই নাই। তিনি জগতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট পালনের জন্য বলপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার মনোহভীষ্ট-পূরণই চেতনসত্তার একমাত্র কৃত্য। তজ্জন্য কি করিতে হইবে, কেন উহা করিতে হইবে, কি প্রকারেই বা উহা করিতে হইবে, সে সমুদয় কথা তাঁহার নিকট হইতেই যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে জানিতে পারা যাইবে ইহাও বুঝিয়াছিলাম; সুতরাং কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আশ্রয়লোভী হইয়াছিলাম।

যতদিন তাঁহার কৃপা সবলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল ততদিন তাঁহার মনোহভীষ্ট-স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য তিনি যে সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশিতে ইচ্ছুক হইতেও পারিয়াছিলাম। কিন্তু তখন জানিতে পারি নাই যে এই সৌভাগ্য সেরূপভাবে চিরদিন থাকিবে না। আমার জ্ঞানকৃত বৈষ্ণব অপরাধের ফলে ক্রমশঃ তাঁহার কৃপা আমার চেতনের অনুভূতির গণ্ডী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। এই দুর্ভাগ্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিতেছিল, সেই পরিমাণে পূর্ব্বের অসুবিধাগুলি পুনরায় প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের কথা এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া যেন পূর্ব্ববৎ সৌভাগ্যই অটুট রহিয়াছে; মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল নানাপ্রকার ঘনীভূত অসুবিধার মধ্যেও বাহিরে গতানুগতিকের ন্যায় কতকগুলি প্রাণহীন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এরূপ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বারম্বার সতর্ক করিলেও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। এইরূপভাবে কয়েক বৎসর ধরিয়া মিথ্যাচার অনুষ্ঠানের ফলে ক্রমশঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার ও বিচার-পদ্ধতি হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন যে একমাত্র তাঁহারই কৃপায় তাঁহার মনোহভীষ্ট-পালনের পক্ষে উপায়ের যৎকিঞ্চিৎ সন্ধানলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীর অনুশীলন দ্বারা পুনরায় উহাই চিত্তে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তদ্দ্বারা অন্যান্য কর্ত্তব্য এই কর্ত্তব্যের অনুকূলে অনুষ্ঠিত না হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষবিধান হইতে পারিবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণ দ্বারা কিরূপে গৌণভাবে সমুদয় অকর্ত্তব্য হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার হইতে পারা যায়, প্রত্যেক নিষ্কপট জিজ্ঞাসু শরণাগতের নিকট তাঁহার বাণীই ব্যতিরেকভাবে ইহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যদি কপটতা পূর্ব্বক তাঁহার দয়ার স্বরূপ, যাহা তিনি কৃপাপূর্ব্বক পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াও কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হই, এবং তৎপরিবর্ত্তে অনন্ত অসৎ-বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রদর্শনের বাহ্য অভিনয় করাই কর্ত্তব্য বিচার করিতে থাকি, তাহা হইলে তাঁহার বাণীর প্রকৃত অর্থ কখনই জানিতে পারিব না এবং দুর্ভাগ্যের অবসানও হইবে না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার বাণী-সেবায় অনাদর করিয়াছি। তাঁহার বাণীর সেবা না করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করা যাইতে পারে, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। তাঁহার বাণীর বিরোধী

ক্রমশঃ

আচার সম্বন্ধে তাঁহার বাণীই কৃপাপূর্ব্বক তাঁর প্রতিবাদ করিলে কর্ণপাত করি নাই এবং ঐরূপ উপদেশ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বিচার করি নাই। ইহাই আমার বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ। যদি ইহা কায়-মনোবাক্যে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হই কিংবা মৌখিক স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ পালন না করি কিংবা সর্ব্ববিধ অনাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সুতীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা না করি এবং তথাপি যদি বলিতে চাহি যে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের একজন প্রিয় সেবক, তবে আমার কথা কখনই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রচারের দোহাই দিয়া আত্মসংশোধনের প্রস্তাবগুলি চাপা দিবার চেষ্টা অপেক্ষা প্রচারের অধিকতর বিরোধী চেষ্টা আর কি হইতে পারে?

আমি যদি কপটতাই গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হই, তাহা হইলে আমার দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা প্রত্যেক মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইবে।

গুরু অভিমানী ব্যক্তিদিগের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। এরূপ অনৈক্যের কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য এবং ইচ্ছার একান্ত অভাব। এই পরস্পর বিবদমান গুরুব্রুবদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আশ্রয়গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য। কি উপায়ে, কি উদ্দেশ্যে, কাহার দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট জগতে প্রচারিত হইবে তাহা তাঁহার বাণীর ঐকান্তিক সেবা দ্বারাই উপলব্ধ হইবে, অন্য উপায়ে নহে, ইহা শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিমাত্রেরই মূলসিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাপ্রার্থী হইয়া পূর্ব্বের অপরাধসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে তিনি পুনরায় সেবোন্মুখচিত্তে উদিত হইয়া তাঁহার প্রিয়জনের সেবায় অধিকার প্রদান করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার বাণীর সেবা কিরূপে প্রকট থাকবে তাহাও জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বাণীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তদধীনে সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করা। এই কর্ত্তব্যপালনে পুনরায় কপটতা অবলম্বন করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে জ্ঞাতসারে চিরতরে বঞ্চিত হইব এবং বঞ্চিত হইলেও তাঁহার মনোহভীষ্টে অধিকার উজ্জ্বলভাবে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের চিত্তে প্রকাশিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্রস্বরূপ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমার সেবোন্মুখ চেতনের দ্বারে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর বাহকরূপে গৌড়ীয়গগনে চির দেদীপ্যমান থাকিয়া শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ সম্প্রদায়রূপ অন্ধকার অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারমুখে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতেছেন। মাদৃশ বহির্মুখ জীবের মঙ্গলের জন্য ব্যতিরেক আলোচনারই অধিকতর আবশ্যক। ইহাও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমন্দোদয় দয়ার প্রভাবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম। আর এখন সংসরতাবৃদ্ধিক্রমে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয়ের বিচার ভ্রমপূর্ণ এরূপ নিন্দা শ্রবণাপরাধের জন্য অনুশোচনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি।

পাদ বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

—:(•):—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিষ্কিঞ্চন প্রভু-বিরহকাতর গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ প্রাতে কিছুক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। আমরা তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি।

আজকে রাত্রে একেবারেই ঘুম হয় নাই, বোধ হয় এ জীবনে আর ঘুম হ'বে না। কেবল মরতে ইচ্ছা হ'চ্ছে, তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর কামনা কর'ছি। প্রভুপাদের পর কি আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। কি করে বেঁচে থাকব! কি সুখে! "কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। নরোত্তম দাসের দাস কেন না গেল মরিয়া॥" খাওয়া দাওয়া আর ভাল লাগ্‌ছে না। ভাল ভাল বাছা ক'রে কৃষ্ণের ভোগ দেওয়াই ভাল, আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের ভাল ভাল জিনিষ গ্রহণ করবার অধিকার নাই, উলঙ্গ অবস্থায় উলঙ্গ পার্ব্বতীকে কোলে নিতে মহাদেবই পারেন, আমরা ত' তা পারব না। সুতরাং সে সব জিনিষ মাথায় ক'রে অতি গৌরবের সহিত কৃষ্ণকৃপা জেনে গ্রহণ করতে হ'বে, তা' না হ'লে মুস্কিল। একটু এদিক্ ওদিক হ'লে সহজিয়া হ'য়ে যেতে হ'বে। সহজিয়া আর শুদ্ধভক্তে বাহিরের দর্শনে কোন তফাৎ নাই, অন্তরঙ্গে আকাশ-জমিন ফারাক্। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের সাধ্য নাই—অনর্থ মুক্ত হ'বার।

মহাপ্রভু চলে যা'বার পর শ্রীরূপ-সনাতনের যে প্রকার অবস্থা হ'য়েছিল, আমাদেরও সেইরূপ হওয়া দরকার। আমরা অবশ্য তাঁ'দের কোটি অংশের এক অংশও নহি। আমরা তাঁ'দের পায়ের ধূলো। তথাপি প্রভুপাদ দয়া ক'রে যা' শুনিয়েছেন, যা' দিয়েছেন বা যা ক'রে গেছেন, তা'তে এমন 'কছুতেই আর মন যাচ্ছে না। এ অবস্থায় জাগতিক নানা প্রলোভনের জিনিষ সাম্‌নে আস্‌লেও কি আর তাতে মন যায়? আর মন যায় না, আর কিছু ভাল লাগে না। যা'র ভিতরে আগুণ জ্বল্‌ছে তার ইতর জিনিষে আসক্তি আস্‌তে পারে, না শান্তি হয়? কি আর কর্‌ব! সবই ভগবানের ইচ্ছা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ
চটকপর্ব্বত
পুরী ১৪।৪।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ৩রা এপ্রিল তারিখের Air mail এর পত্র যথাকালে পাইয়াছি। আপনি বাম্বায় গৌড়ীয়মঠের প্রচার ও মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন ও পাঠমুখে প্রচার করিতেছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। • • • হরিকথা-প্রচারকালে প্রপঞ্চে আবির্ভূত গোলোকের ভক্তগণের সকল কথা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ ও সাময়িক পত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' পাঠদ্বারা মনে করিবেন—আপনারা দূরে নহেন, ভক্তগোষ্ঠীতেই আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বম্বে মহানগরীতে প্রচার

গত ১৩।২।৩৭ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বম্বে সহরের বাহিরে 'ক্ষার' নামক সহরে শ্রী ভাগবতই যে প্রত্যেক মনুষ্যমাত্রের একমাত্র অবলম্বনীয়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্ত্তৃক ইহা স্থাপন, অধোক্ষজ বস্তু ভগবানের ভজনই আত্মার একমাত্র পরমধর্ম্ম, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় এবং ভক্তের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিশদভাবে আলোচনা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করা হয়।

স্বামীজী মহারাজ বম্বে সহরের বাহিরে 'সান্তাক্রুজ' নামক স্থানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজীউর শ্রীমন্দিরের অধ্যক্ষগণের অনুরোধে ও অভ্যর্থনায় উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণজীউর শ্রীমন্দিরে গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনদিবস হিন্দিতে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তৃতীয় দিবস উঁহাদের অনুরোধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। শেঠ কেদার-নাথ ভার্গব এম-এ, বি-এল মহোদয়ের ভ্রাতা মিঃ বি, এম, ভার্গব এম-এ, বি-এল, ম্যানেজার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক মহোদয়ের বাটীতে হিন্দিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ শ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হন। এই দিবস পাঠে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ এবং প্রায়োপবেশনোপবিষ্ট শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের 'মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বামীজী মহারাজের পাঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও মঠের কার্য্যাবলীর বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রত্যহই পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

সুরাটে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-রঞ্জন হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সহ বিগত ১৪।২।৩৭ তারিখে বোম্বে প্রদেশের অন্তর্গত সুরাট নামক সহরে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারকল্পে আগমন করেন। স্বামীজী প্রত্যহ স্থানীয় প্রসিদ্ধ বালাজী মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

• • •

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী বোম্বে হইতে সুরাটে আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হন। ঐ দিবস স্বামীজী স্থানীয় 'বিঠ্‌ঠলদাস ঠাকুরদাস হিন্দু গুরুকুলে' বহু ব্যক্তি ও ছাত্রগণের সমক্ষে 'শ্রীগুরুভক্তি' সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় একঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমলজী 'শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। স্বামীজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যহ সুরাটের ঘরে ঘরে গিয়া শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তন করতঃ কলিহত জীবের মঙ্গল বিধান করেন। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ স্বামীজীকে কলিযুগের মহামন্ত্র শ্রীনাম প্রচারে সহায়তা করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তে কেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রী[illegible], শ্রীশ্রীরাধা[illegible], আচার্য্য [illegible] আছেন। [illegible] শ্রী[illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বা ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেলায় শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং গৌড়ীয় [illegible] [illegible] মঠরক্ষক [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible]।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি। পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অণুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], জামপুর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রী[illegible] বনবাসের স্থান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) সেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়ন মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

৯০ নং নবাবপুর রোড ; পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) মাধব গৌড়ীয়মঠালয়

বালিয়াদী, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ. পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিশ্রীর

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]নং [illegible], বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম ডাকঘর মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীপ্রাণময়চৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরমণীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে মহাপ্রভুর [illegible] শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মৃষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস- ডব্লিউ ৭. লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রাচার্য্য সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৷৷০—৭
বাঁকতুলসী	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫
এক্সপোর্ট কোয়ালিটি	৫৷৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪৶০
পেশোয়ারী	১০ ১০৷৷
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ব্লিফ ইন, টাইপ	১০৷৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের সার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২৷০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২

পাটের দর

আংক্লে—	৩৪৷৶০
নিম্নতম—	৩৪৷৷৶০
উচ্চতম—	৩৫৷৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/০—৭৷০
স্থপারফাইন ঐ	৫৷৷৶০—৬
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৶০
সুজী	৫৷৷৶০—৬
আটা (বি)	৫৷৷৶০—৫৷৷০
আটা নং (২)	৪৷৷৶—৫
টা (এস)	৪৷৷/০—৪৷৷৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৶০
আটা নং (৩)	৩৷৷৶০—৪
গোলাউ	১৷৷৶০-১৷৷০
ভুষি	১৷৶০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬
কামধেনু	৫৩
ভুবনেশ্বরী	৪৩
লক্ষ্মী	৪২৷০

পাণ্ডরাম	৫৯০
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাজা	৪১৷৷০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আডেন সোলার ফাইন	৫৪
লিট ল আডেন করকচ	৪০
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩
চাবর্গ দানা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

প্রতি মণ

পাকা সাচ	৯৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৷৷০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷০
গুটি খয়ের মণ	১১—১২—১৪
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা ৭৶০—৭৷৷০

ঐ বে মাকা হালকা ওজন		৬৷০—৬৷৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম		৮
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)		৮৷৷০
বরগা টী আয়রণ	৭৷৷	৮
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৷৷৶	৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৶০
২৬ গেজ—	১২৷৶০
২৮ গেজ—	১২৷৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২৷৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১৷৷৶০
২৬ গেজ—	১২৷৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪ [illegible] গেজ

শীস ১/১০—৷৷৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল) ৮৷৷০

প্লেট কটি বা ছিট কাটা মণ ২ [illegible]

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৮৷৷০ ৭৷৷/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪৷০—৬৷০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৷৷০

টিন পাটী, গোলটু পরাকে ৫৷০—৫৷৷৶০

গোল রড রি ইন.ফাস ও কনক্রিটের

জন্ম ৫৷৷০—৭৷৶০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২৷৷০, নকল ২১

টকলের হালমণ ৪৷৷০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

ডুলার হালমণ ৩৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ::::

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র অনাথ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৩—৫০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৯

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	১০-৫		১৬-০	১৯-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	১০-০৯	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩৬	১২ ১৮,	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবরত জ্বর কত শীঘ্র বন্ধ হয়। মূল্য ছোট বোতল ৷৷০ আনা; বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেজোড়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————— ঃ(ঃ০ঃ)ঃ ——————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১ ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক		
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG NO C 1541

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১ ... আগামী শ্রীশ্রী... সর উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের 'বিভয় কথা' পুস্তক ও ক্যালেণ্ডার সহ ... দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। ... দিন পত্রিকা ছাপা ও ... প্রকাশ ... হইন।

দৈনিক পত্রিকার ... মূল্য ... ভারতের ... বাৎসরিক ... ভিঃ পিঃ ... প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই চৈত্র ১৩৪৩, ২০শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৮

বিবিধ সংবাদ

——:::——

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মনোনীত বে-সরকারী প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে আসিয়াছেন। ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ এবং বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডাও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহ্ণকালে বে-সরকারী পরামর্শদাতাগণের সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক পত্রের বিষয় আলোচিত হয়। প্রকাশ যে, এই পত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, বে-সরকারী পরামর্শদাতাগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত নীতি স্বীকার করা হইবে। তবে প্রস্তাবিত চুক্তির আলোচনা দিল্লীতে না চালাইয়া লণ্ডনে চালাইবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়।

বে-সরকারী পরামর্শদাতাগণ নাকি স্থির করিয়াছেন, লণ্ডনে যাইয়া আলোচনা করিতে তাঁহারা রাজী আছেন। এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করিবার ভার ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হইয়াছে।

——

মোসলেম লীগের সদস্যগণের ... প্রতিনিধিত্ব

মোসলেম লীগের পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যগণ এবং লীগের পক্ষ হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলের সদস্যগণ লক্ষ্ণৌতে এক বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই দলের কোন সদস্য অপর দলের সহিত, কিম্বা গবর্ণরের সহিত কোন চুক্তির আলোচনা করিতে পারিবেন না। যদি কোন আলোচনা করিতে হয়, তবে দলের নেতাই সেই আলোচনা চালাইবেন এবং তাঁহার আলোচনার বিষয় সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে।

——

পুলিশ ও ডাকাতে ১৫ ঘণ্টা ব্যাপী সংঘর্ষ

লুধিয়ানা, যাওলা, ফিরোজপুর ও হিসার এবং নাভা রাজ্যের পুলিশ অনুমান ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একদল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের সহিত লড়াই করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস, বোমা এবং রাইফেল ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। প্রকাশ, লড়াইর ফলে ২জন ডাকাত এবং হিসার রাজ্যের ১জন ঘোড়-সোয়ার পুলিশ নিহত হইয়াছে।

মিঃ ক্ত কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারে অভিজ্ঞ তিনজন লোক লইয়া অগ্রসর হন। ডাকাতগণও দুইদিকেই আক্রমণ করিতে থাকে।

১৫ ঘণ্টা লড়াইর পর মিঃ স্ট অন্যান্য পুলিশ সহ এক ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, দেওয়ান সিং ও অপর একজন ডাকাত মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। তথায় ২টী বন্দুক একটি রিভলবার এবং কিছু গোলাবারুদ পাওয়া যায়।

——

অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ষাট হাজার টাকা ক্ষতি

গত ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্নে লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত রূপসা গ্রামে এক বিষম অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বাজার একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রায় ৬০ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

বাজার সংলগ্ন ডাকঘরের আস-বাবপত্র কতকগুলি কাগজ ও তৈজসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে অনেক চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের নগদ তহবিল এবং হিসাবের খাতাপত্র রক্ষা করা গিয়াছে।

——

সিন্ধুতে নূতন হিন্দুদল

গত সপ্তাহের শেষভাগে ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদস্যদিগকে লইয়া করাচীতে মুখী গোবিন্দরামের সভাপতিত্বে একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে। দলগঠনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। মুখী গোবিন্দরামের গঠিত এই সংখ্যালঘু দলের সহিত সহযোগিতার জন্য উক্ত কমিটী অন্যান্য সংখ্যালঘু দলের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। মুখী গোবিন্দরাম নব গঠিত হিন্দু দলের নায়ক হইয়াছেন।

——

গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থিত হইতে পারে

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট হইতে জানা যায় যে, দলগত নীতি হিসাবে যদিও তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী তথাপি শেষ পর্য্যন্ত কূটনৈতিক চাল হিসাবে তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজীর সর্ত্ত সাপেক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন; কেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, গবর্ণরগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন না।

——

নেপালের সীমান্তে ডাকলুঠ

গত ১১ই মার্চ্চ সন্ধ্যার পর রক্সৌল পোষ্ট অফিস হইতে নেপালের ডাক ৩ মাইল দূরবর্ত্তী নেপাল সীমানায় বীরগঞ্জে লইয়া যাইবার সময় ৩ জন ডাকহরকরা পথিমধ্যে কয়েকজন ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ও তাহারা ডাকের থলি কাড়িয়া লইয়া যায়। ডাকাতদের তাহার মধ্যে কোন রেজিষ্টারী চিঠি না থাকায় ক্ষতি হয় নাই। ডাকাতের কাগজপত্র জঙ্গলে ফেলিয়া গিয়াছে। চম্পারণের পুলিশ ও নেপালের পুলিশও জোর তদন্ত করিতেছে। এখনও আসামী-দের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

১৮০টা গরুসহ ১২ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গরু, ঘোড়া, ষাড় ও মহিষ প্রভৃতি ১৮০টি পশুসহ পাঞ্জাব পুলিশ একদল ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এবার পশু বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী কুঞ্জলা বাস্তিতে রাখা হইয়াছিল। প্রকাশ, গভর্ণমেণ্টের এলাকা এবং বৃটিশ পুলিশ তথায় যায় না। ছদ্মবেশে আসামী ... সিং ও ... নেতা। পুলিশ ... সংবাদ পায় যে, অপহৃত পশুগুলি দলের এলাকায় রাখা আছে এবং রাত্রিতে বাহির হইয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়।

... ২০০ কনেষ্টবল ২৭ জন দারোগা, ৬ জন ইন্সপেক্টর এবং ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিম বস্তি ঘেরাও করিয়া ঐ সব পশু উদ্ধার করেন। পুলিশ ১২জন সন্দেহক্রমে ১২জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পশুগুলিকে ... থানায় রাখা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

গত ১৬ই মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকার সময় গান্ধীজীর বাসভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের মধ্যে যাহাতে একটা বিসম্বাদের সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য সকল মতের মধ্যামাঝি সমন্বয় করিয়া একটি প্রস্তাব রচনার ভার গান্ধীজীর উপর দেওয়া হয়। সকলে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর সভা স্থগিত থাকে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সনাতনী অনুশ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালা ও শ্লোকস্তোত্রঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ৴.
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। জৈবধর্মকুহেলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীতম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স য়্যাণ্ড আনস্থাবেড্ দি হোমন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত-তিমিরারির একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপদ্ম-মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীন অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়-পঞ্চদশবর্ষ-ব্যাপী মনোযোগের সহিত গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অক্লান্ত সাধনার ফলস্বরূপ একাধারে দর্শন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনচরিত-পাঠে বহু চিন্তার এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বহু চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুবর্ত্তী দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ পৃষ্ঠায় প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-কারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচি ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ { ৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২০শে মার্চ্চ ১৯৩৭, শনিবার } ১৩০শ সংখ্যা

গৌড়ীয়গগনে আচার্য্যের শুভোদয়

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা

সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাবেশ

অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ১৭ই মার্চ্চ বুধবার হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ লোক-নয়নে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে পর প্রাকৃত দৃষ্টিতে গৌড়ীয়াচার্য্যের আসন শূন্য মনে করিয়া যখন পাষণ্ডিগণ তাহাদের যথেচ্ছাচারিতা চালাইবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছিল, নেড়া-নেড়ী, আউল-বাউল, সখীভেকী, জাতগোসাঞি প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায়গণের নামে আবার স্বেচ্ছাচারিতার ব্যবসা পূর্ণোদ্যমের সহিত খুলিবার উপক্রম করিতেছিল, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা পাশবদ্ধ মায়াকবলিত বৈষ্ণব বা গুর্ব্বাভিমানী বদ্ধজীবগণ নামাপরাধী, ধামাপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী, গুর্ব্বপরাধী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তবাণী প্রচারের বা শুদ্ধ সাধুগুরুর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল, আর যে-সময়ে মাদৃশ কাণ্ডাবিচারীব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অদর্শনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ বা তদভিন্ন নিজজনগণের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ [illegible] গুরুদাস্যব্রতী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু অনুগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয়গগনে আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ নিষ্কপট জগজ্জনকে অপ্রাকৃত 'মাভৈঃ' বাণীতে অভয় প্রদান করতঃ একান্তিজনের বাড়াইয়া লইয়া গিয়া শ্রীল প্রভু [illegible] জীবগণের সকলের পথ প্রদান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের কথা কীর্ত্তন করিতে আমরা অনন্ত জন্মেও অক্ষম, তথাপি প্রবন্ধাকারে কিছু প্রকাশ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। এক্ষণে আসুন, সত্যানুসন্ধিৎসু বিশ্ববাসী! আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যের জয়গান করিতে করিতে তাঁহার শুভ অভ্যুদয়কে অভিনন্দিত করি—"জয় গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় নবমাধস্তনবর পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী স্বরূপ রূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকী জয়',—'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকী জয়।"

গৌড়ীয়গগনে বর্ত্তমানাচার্য্যের শুভ অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতেই নিষ্কপট গুরুসেবকগণ মঙ্গল লাভ [illegible] পাইতেছেন। এবারের শ্রীধাম-পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা প্রায় তিন চারিগুণ অধিক হইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা, পাঠ-কীর্ত্তন, হইতেছে; শ্রীধাম মুখরিত হইয়া আছে। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদিকে সুশৃঙ্খলা বিরাজিত থাকিয়া যেন বর্ত্তমানাচার্য্যের জয়গান ঘোষণা করিতেছে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধামপরিক্রমার অগ্রণীরূপে ভজন আরতি করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু জয়যুক্ত হউন।

৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বেলপুকুরে পৌঁছিলে তথায় পাঠ ও বক্তৃতাদি হয় এবং তৎপরে [illegible] হইয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয়মঠের প্রেসিডেন্ট আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভায় শুভাগমন করিলে গৃহস্থ ও অগৃহস্থ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি সহস্র সহস্র ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়গান ও তৎপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। অনন্তর [illegible] অনুরোধে শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ বর্ত্তমান আচার্য্য ও বৈষ্ণব-বৃন্দের চরণ বন্দনা করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ দুই একটী কথা বলিলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি এল ভক্তিবিশারদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান আচার্য্যপ্রবরের মহিমা ও গুণের কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমান আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দের চরণ-বন্দনা করিয়া শ্রীধামমহিমা ও পরিক্রমার [illegible] কথা উল্লেখ করতঃ [illegible] শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা কুতর্কবাদাদি খণ্ডন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর নিত্য আচার্য্যত্ব, [illegible], শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে সম্প্রতিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটকালেই তৎকর্ত্তৃক আচার্য্যত্বে [illegible], তাঁহার কৃপাতেই জীবের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীশ্রবণের সুযোগ, তাঁহার [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রবাহিত অপ্রতিহত ভক্তি-বিনোদধারার কথা ও তাঁহার অসাধারণ গুণ-মহিমা অনর্গল কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়ে রেখাপাত করতঃ তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর

(শেষাংশ [illegible] দ্রষ্টব্য)

"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হওয়া যায় এবং সেই সেবোন্মুখ সেবকেরাই শ্রীজগন্নাথের দর্শনলাভ করেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪৩ গোবিন্দ, অবাধ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫০

বাণীই সম্বল

বৃক্ষের কথা যেমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আমার প্রভুর কথা বা বাণীও সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীনাম ও নামী এক বস্তু হইয়াও যেমন নাম অধিক কৃপালু, আমার প্রভুর বাণীও ঠিক তদ্রূপ। আমার প্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্বক্ষণ অবস্থান করেন এবং আমার প্রভু কীর্তনদ্বারে জগজ্জীবকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কৃষ্ণ বিতরণ করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলবিধান করেন। তিনি মহাবদান্য, জগজ্জীবের পরম মঙ্গলবিধানকারী, কৃষ্ণপ্রেমের দাতা। কৃষ্ণাপেক্ষা বড় বস্তু এ জগতে নাই; সুতরাং আমার প্রভুর ন্যায় এরূপ দাতাও সুদুর্লভ। এককথায় এমন বদান্য আর দেখা যায় না। আমার প্রভু অপ্রাকৃত বস্তু। তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শ্রীমতীর প্রকাশ-বিগ্রহ, অভিন্ন স্বরূপ। এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রভুকে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ নয়নে দর্শন করা যায়। ভোগোন্মুখ চক্ষুতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না। আমাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামের সেবা করিতে করিতে কৃপাবান্ নামই যেমন নিকটে সেবোন্মুখের নিকট তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি প্রকাশ করেন, প্রভু হইতে অভিন্ন আমার প্রভুর চেতনময়ী কথাগুলিও সেইরূপ অপ্রাকৃত শব্দরূপে আমাদের শ্রবণ-কর্ণে প্রবেশ করিয়া নিজরূপাদি কৃপাপূর্বক প্রকাশ করতঃ আমাদের নিত্যারাধ্য পরমসেব্য বস্তুরূপে শ্রীকৃষ্ণসহ হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করেন। তাঁহার এই কৃপাবান্ পরমশক্তিশালী উপদেশের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা তাঁহার বপুতে আসক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় শতকরা শতজনই বঞ্চিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা শব্দব্রহ্মরূপী তাঁহার বাণীকেই অবলম্বন করিয়া বাণীর কৃপাভিখারী হইয়াছেন এবং বাণী যাঁহাদের নিকট কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যের মূর্তিতে আমার প্রভুর সন্ধান পরিষ্কাররূপে পাইয়াছেন। সুতরাং বাণী বা শব্দব্রহ্মই যখন অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবস্তুর প্রকাশক তখন পুনরায় যে আমাদের একমাত্র সম্বল এবং তাঁহার কৃপাই যে আত্মোপলব্ধি ও পরোপলব্ধির একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণ বস্তুরে এবং গৌরবাণীতে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশকেই সম্বল করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহাদের কৃপা বা সেবা লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। আর বাণী অবহেলা করিয়া বাহ্যরূপ তাঁহাদিগকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া বঞ্চিতই হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম আদরের বস্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে আমরা স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে কেহ বা বঞ্চিত হইয়াছি, কেহ বা আংশিক কৃপা পাইয়াছি এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকই প্রভুর পূর্ণ কৃপা পাইয়া বৈকুণ্ঠবানের সেবা পাইয়াছি। তাঁহার উপদেশকে অবহেলা করিয়াই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। এ দুর্দিনে তাঁহার বাণীই আমাদের একমাত্র রক্ষক পালক। যে তাঁহার বাণী বা কথা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন সেই গুরুপ্রেষ্ঠগণের কৃপা ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের আর উপায় দেখি না।

আমরা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবকগণ জানি, এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর তাৎপর্য বা গৌর-সারস্বত বাণীর ধারক আমাদের পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু। তিনিই যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা সকলের চেয়ে বেশী শ্রবণ করিয়াছেন, শুধু তাহাই বা বলি কেন, তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা ধারণা ও বুঝিতে পারিয়াছেন, এ সকল কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন এবং বহুবার আনন্দভরে বলিয়াছেন যে, 'আমি এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেও কোন ক্ষতি নাই; কারণ বাসুদেব আমার কথা বুঝিয়াছে, সে জগতের সকলকেও এ সকল কথা দিতে পারিবে। সুতরাং আমার আর কোন দুঃখ নাই।' যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমার কথা বাস্তবিক বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মুখে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর কৃপাই উপলব্ধি করিয়া সেই মহাভাগবতপ্রবরেরই অনুগত হইয়া আছেন ও নিত্যকাল থাকিবেন। তিনিই যে কৃপা করিয়া জগৎকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা জানাইয়াছেন, এ কথা গুরুর আংশিক কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও অবিদিত নহে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রই এ সকল কথা অল্পবিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু যাঁহারা সেবার দোহাই দিয়া অন্য কিছু চাহেন, সেই কপট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল বাসুদেব প্রভু বজ্রাদপি কঠোর ও যমস্বরূপ। তাই তাহারা দিবান্ধ পেচকের ন্যায় তাঁহার কৃপা-কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুই আমার প্রভুর সবচেয়ে প্রিয়। তাঁহার চেয়ে আমার প্রভুর প্রিয় আর কেহই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যিনি প্রভুর রাধাগোবিন্দ সেবার পরমসহায়ক, যিনি প্রভুর সহিত Proper adjusted, সেই অন্যান্যপরস্পর শ্রীল বাসুদেব প্রভু ভক্তমাত্র নহেন, প্রভুর নিত্য সঙ্গী—নিত্য পার্ষদ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তে অতুলনীয় সহজ পাণ্ডিত্য, সহজ দৈন্য, সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব, কীর্তন-নৈপুণ্য, বিনয়-নম্র-ব্যবহার, কৃষ্ণানন্দপ্রদ যুক্তবৈরাগ্য ও সুমধুর কীর্তন, অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা ও সৎসঙ্গগ্রহণে ঐকান্তিকতা, অদম্য পিপাসা ও উদ্যম, গুরু-মহিমা-প্রচারে অনন্যমুখ ও সকলকে গুরুসেবায় লাগাইবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা, আচারময় প্রচারে সুনিপুণ দৃষ্টি, শাস্ত্রে অগাধ সংরক্ষণনৈপুণ্য, ক্লান্তিশূন্য, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় প্রীতি ও রাগ, শ্রীগুরুর প্রীতিবিধানে সর্বক্ষণেই, গুরু-গৌর-মনোভীষ্ট-প্রচারে দক্ষতা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতামূলক ঐকান্তিক শরণাগতি প্রভৃতি গুণের কথা নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এবং ইহা অপেক্ষাও যে তাঁহার কত অনন্ত গুণ আছে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই তাহা জানেন। সেই নিষ্কলঙ্ক গুরুকৃষ্ণের আদরের বস্তুটির গুণকীর্তন করিবার যোগ্যতা মাদৃশ কীটের নাই। তবে তিনি যেন আমাকে কোনকালে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই যেন আমি জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিতে পারি, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা। জীবের প্রতি তাঁহার করুণা ও অনন্তগুণের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আমার স্বতঃই মনে পড়ে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

চতুর্থ দিবস—শ্রীমধ্যদ্বীপ

গতকল্য আমরা কীর্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। অদ্য শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের আশীর্বাদ শিরে ধারণপূর্বক শুদ্ধ সাধুগণের আনুগত্যে স্মরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমায় বহির্গত হইতেছি। এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিরূপ স্মরণযোগ্যতা যাহাতে আমাদের লাভ হয় তজ্জন্য হরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করিতেছি। বর্তমান মাজিদা, ভালুকা, বামনপাড়া, শিমুলগাছি প্রভৃতি স্থানে মধ্যদ্বীপ বিস্তৃত। সপ্তর্ষিভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর ও উচ্চহট্ট এই দ্বীপের বিশেষ দর্শনীয় বিষয়।

বেদ যাঁহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে যাঁহাকে নির্দেশ করেন মাত্র, যেস্থানে অনির্বচনীয় পরমানন্দ-মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব, স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দেবগণও যাঁহার মাধুর্যের কণামাত্র অবগত নহেন, শ্রীরাধিকারমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপ ধামের কৃপা কি আমি পাইব না? শ্রীধাম কৃপা করিয়া কি তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য আমায় দিবেন না? আমি কি নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইব না? মহাজন গাহিয়াছেন—

"ভক্তিতে সংসার-সিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
শ্রীগৌরাঙ্গনামামৃতে থাকে ইচ্ছা যব॥
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেম-সমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে॥
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।
মুক্তি ভুক্তিসম ত্যজ, কিবা স্বর্গ আন॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
মায়াপুরে বাস যদি পাই কৃপাভরে॥"

সপ্তর্ষিভজনস্থলী

মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় মাজিদা বলে। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, ক্রতু এই সপ্ত ঋষি এই স্থানে ব্রহ্মার উপদেশে গৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। পিতা ব্রহ্মার আদেশে অনাহারে অনিদ্রায় নিরন্তর গৌরনাম কীর্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন এবং তাঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া কলিকালে নদীয়া-নগরে তাঁহার প্রকটলীলা ও নামসঙ্কীর্তন-প্রচারের কথা তাঁহাদিগকে বলেন। এই সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপরে অবস্থান করিয়া গৌরহরির আদেশে এস্থানে গৌরকৃষ্ণের ভজনে রত হন।

নৈমিষারণ্য

সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্র জলধারা গোমতী নদী নামে নির্দিষ্ট হইয়া

থাকে। গোমতীর পার্শ্বস্থ স্থানগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। ভাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে স্বগণসহ গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন।

ব্রাহ্মণপুষ্কর

এই ব্রাহ্মণপুষ্করকে কেহ কেহ বামনপোখেরা বা বামনপুরা বলিয়া থাকেন। এই স্থানে সত্যযুগে শিবদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধামের কৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ করেন এবং এই স্থানে পুষ্করতীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য তীর্থভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

উচ্চহট্ট

এই স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। ইহাকে কেহ কেহ হাটডাঙ্গা বলে। এখানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরকথা আলোচনা করিলেন। এইজন্যই ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

শ্রী বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

—::(৫)::—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আমার পূজ্যবস্তু বক্তৃমহোদয়গণ আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন এবং যে-সকল গুণের প্রশংসা করিয়াছেন সবই একমাত্র আচার্য-দামোদর স্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী প্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছুক।

আমরা আজ সকলে বহু ভাগ্যফলে শ্রীধাম পরিক্রমা উপলক্ষ্যে যে-স্থানে সমবেত হইয়াছি উহা অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীল প্রভুপাদ এই মঠের নাম শ্রীচৈতন্যমঠ দিলেন কেন? শ্রীচৈতন্যমঠ কোন কালের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই। শ্রীচৈতন্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু। 'মঠ' শব্দ দ্বারা এমন স্থানকে বুঝায়, যে স্থানে শ্রৌত অপ্রাকৃত শব্দের অনুক্ষণ শ্রবণ ও সংকীর্তনাদি হইয়া থাকে। শ্রৌতবাণীর বিশুদ্ধ শ্রবণ-কীর্তনের জন্যই শ্রীমঠের অধিষ্ঠান। অপ্রাকৃত শব্দই রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলারূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। অমল ভজনানন্দী ভাগবত পরমহংসগণের হৃদয়ে ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান—গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস গৌড়ীয়গণের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। এই শ্রীচৈতন্যমঠই গোবর্দ্ধন, তন্নিকটবর্তী পুষ্করকুণ্ড বা রাধাকুণ্ডে অবস্থান এবং তথায় আশ্রয়বিগ্রহ ও তদভিন্নপ্রেষ্ঠ স্বরূপরূপানুগবিগ্রহের কৃপায় বাস করিবার সৌভাগ্যই গৌড়ীয়গণের ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে কুঞ্জসেবা প্রদান করাই রাধাভিন্নবিগ্রহ গৌড়ীয়াচার্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমোদার লীলা। অনুগত ভাগ্যবন্ত জনগণকে নিজেরই গুরুত্বজ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গে বিষয়-বিগ্রহের মিলন করাইয়া রাধাগোবিন্দের সেবায় অনুক্ষণ নিয়োগ করানই গৌড়ীয়গণের কার্য এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া। ভজনস্থানই—গৌড়ীয়মঠ। গৌড়ীয়গণ দামোদর-স্বরূপের অনুগত। তিনি গৌড়ীয়গণের একমাত্র মালিক এবং শ্রীবার্ষভানবীর দ্বিতীয়স্বরূপ—অতুলনীয় সখা। এই ব্রজস্থিত গৌড়ীয়মঠেই জীবগণকে আনিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বিশ্রম্ভ সেবা প্রদান করিবার জন্য পরমোদার শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ইহাই জীবের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া। গৌড়ীয়সকলের চেষ্টা হইবে যে, জীব ব্রজজনের অনুগামী হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেই বিশ্রম্ভসেবা লাভ করেন। রাধাকুণ্ডতটস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ বা অনঙ্গ সুখদ-কুঞ্জ নিত্য বর্তমান। সেখানে সকলকে নিয়ে কামদেবের কামতর্পণার্থ ইন্ধনরূপে উন্নীত করাই গৌড়ীয়গণের লীলাবৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে শ্রীরাধাকুণ্ডে কুঞ্জসেবা লাভ করা জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বস্তু। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ জগতে তাহাই দান করিবার জন্য প্রকটিত হইয়াছিলেন, গৌড়ীয়মঠ বা স্বানন্দ-সুখদাকুঞ্জ শ্রীচৈতন্যমঠেরই অনুগত।

অন্তর্দ্বীপে বলি মহারাজ নবধা ভক্তির অন্যতম আত্মনিবেদন যাজন করিয়া বামনবিগ্রহ বিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। বলির আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ সেবা নহে। উহা ভক্তের অসম্প্রসারিতাবস্থা। তাঁহার শুদ্ধ কিন্তু অল্প, সেবাপ্রবৃত্তির ফলে তিনি শ্রীবামনদেবকে পাইয়াছিলেন। বামনদেব প্রথমে বলিকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার আত্মনিবেদনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ণতমভাবে সম্প্রসারিত আত্মসমর্পণ করিলে পূর্ণতম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম ভূমিকারূপ মঠের সেবক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটকালের সমগ্র লীলায় আহার, নিদ্রা, বিশ্রামাদি পরিত্যাগ করিয়া অনর্গল অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হইয়া মানবজাতির সেই চরম মঙ্গলোদয়ের জন্য বহু সহস্র গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিয়াছেন।

আমরা যেন দামোদরস্বরূপ-রূপসনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী প্রভুর পদধূলি হইয়া নিত্যকাল থাকিতে পারি। শ্রীগুরুবর্গের পদধূলিই আমাদের চিৎসত্তা। তাহা যেন আমরা লাভ করিতে পারি। নববিধা ভক্তি সাধিত হইবে না—যদি সর্বপ্রথমে আত্মনিবেদন না করি। সর্বাত্মনা প্রপন্ন হইয়া যেন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি—ইহাই আমার নিত্য প্রার্থনা।

শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের ষষ্ঠ-বার্ষিকী স্মৃতি

শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃতি-সভা

শেঠাগা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠবার্ষিকী স্মৃতি উপলক্ষে গত ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, রায় বাহাদুর মিঃ এ আর বসু, শ্রীপ্রেমাচন্দ্র দত্ত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীশিবপদ ঘোষ, রায় বাহাদুর ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস, রাজা জানকীনাথ রায় মিঃ ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি, শ্রীলালিতমোহন বসু, শ্রীমথুরলাল বিশ্বাস, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভুবনমোহন দাস, শ্রীগণেশ পালচৌধুরী, রায়বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ, মিঃ এন সেন (অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), শ্রীযতীশচন্দ্র লাহিড়ী, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য এম-বি, মিঃ জে কে সেন, শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীকামিনীমোহন রায় চৌধুরী, মিঃ এল এম বসু (জেলাজজ), শ্রীসত্যচরণ রায় চৌধুরী, শ্রীভুবনমোহন দাস প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

মিঃ জে এন বসুর প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সভাপতির গলে মাল্য প্রদান করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় সুললিতকণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "শ্রীভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-সংখ্যা" গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন" শীর্ষক প্রবন্ধটি এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় "স্মৃতি-আরতি" কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় ভাষায় এবং অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহোদয় বাংলা ভাষায় শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের প্রশস্তি কীর্তনমুখে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতিমহোদয় ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের দানের বৈশিষ্ট্যবর্ণনমুখে একটী সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। ডাঃ নিয়োগী ও সভাপতিমহোদয় উভয়েই বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে বিরহ প্রকাশ করেন। এতৎসম্বন্ধে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই শ্রবণসদনে সভায় সভাপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া যে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ তাঁহার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা দ্বারা আমাদিগকে সম্মানিত করিতেন, আজ সেই মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অভাবই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি এ মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদপ্রদানমুখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের ভাষণে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাগ্মিতাপূর্ণ হরিকথা কীর্তন-কৌশল ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে শরণাগতি দেখিয়া তাঁহার কথায় সকলেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হন; তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীধাম মাহাত্ম্য ও শ্রীনাম মহিমা কীর্তনপূর্বক শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অনন্তগুণের দিগ্‌দর্শন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। অনন্তর গৌড়ীয়মঠাচার্য মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব নিজ স্বভাবসুলভ মধুরমুখে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া গৃহস্থ ও ত্যাগী সকলে পরমানন্দিত হন। অতঃপর কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। আচার্যপাদ ও বক্তৃগণের হরিকথার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-উপমঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্য [illegible] পূর্ববিগ্রহ শ্রী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, [illegible], আহমাদ্য-[illegible] গোপাল বিগ্রহ আছেন। [illegible] বাগবাজার [illegible] নদীয়া [illegible] আছে।
রক্ষক - শ্রী[illegible] গোস্বামী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালী [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫
কলিকাতার [illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ [illegible] গোস্বামী [illegible] ভাগ্যবান [illegible] সময় [illegible] প্রকাশিত [illegible] আধ্যাত্মিক [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির
[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] পীঠ।
রক্ষক -- শ্রীমদ্ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
রক্ষক - [illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট
পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
[illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক- [illegible] বাবাজী।

(৮) অপ্রকট-কৃষ্ণানুশীলনাগার
রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
[illegible] শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্ননগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর [illegible] স্থান।
রক্ষক [illegible] অধিকারী

১৩ । ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪ । জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক -- শ্রীমদ্ [illegible]

১৫ । সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রৈতিয়া কুঞ্জকানন
শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ । কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক-- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) প্রকাশমঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক -- [illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক -- শ্রী[illegible] মল্লিক

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক— শ্রীমৎ [illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
[illegible] প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়
নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ
কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক -- শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৬) ময়মনসিংহ-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)।
এখানে [illegible] গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—[illegible] আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক শ্রীমদন কুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible] দার্জ্জিলিং।
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
হরিনগর, [illegible], ইউ, পি,
রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক --শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক - শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ
স্বরূপ রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৪২নং কামাচ্ছপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক -- শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক --শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪০) বজ্রমানস-সুখদকুঞ্জ - শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -- শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা।
রক্ষক শ্রীবাসুদেব[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক —শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক -শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।
রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ভক্তিবিবুধ.

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ.
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক-- শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী.
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক —শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাগবাজার, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক- মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক শ্রীপাদ মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক - শ্রী[illegible] বজবাসী ভক্তিরত্ন।

(৫৯) অমর্পি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্পি, মেদিনীপুর।
রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-- শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বৰ্দ্ধমান)।
রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩৭১ নং স্প্যার্কস্ স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ মণ্ডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীমদ্বিদ্যানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে শ্রীজগজ্জীবনা বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাজখানি	৬৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৭০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
কোয়েক কোয়ালিটি	৪৷৵০
সিদ্ধ বেতুপ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
দেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ বাবাদি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুপ	৩৶০

চিনির দর

[illegible]ক টন, টাইপ	১০॥৵০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০৵০
[illegible]বেতোয়া সাদা	৯০
[illegible]নপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
[illegible]নপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

[illegible]ক্যাঙ্কের বার	৩৫৻৫০
[illegible]বেণ	২২৷৩ ১০
[illegible] বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

[illegible]—-	৩৪৷৵০
[illegible]—-	৩৪৸৵০
[illegible]—-	৩৫৷৵০
[illegible]জার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵০—৭৷০
[illegible] ঐ	৫৸৵—৯৲
হাইসংকোঙ্ক ঐ	৫॥০—৫৷৵০
[illegible]	২৸৵০—৬৲
[illegible]টা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
[illegible] (এস)	৪৸৵০—৪৸৶
[illegible]টা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৫৶৵০—৪৲
পোলাড	২॥৶০ ২৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৬৲
বামনীতা	৫৩৲
ফুলেশ্বরী	৫৩৲
[illegible]	৪২৷০

প-[illegible]	৫১০/
ভারতী	৫৬
কাবুলে	
রাঙা গাওয়া	৫১৸০

গুড়ের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আখের গোলার কাইন	৫৬৲
সিট্‌ল আখের গুড়	৫০৲
কাশি পুরানো কাইন	৪৩৲
চাপ গুড় লাখা	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানে মাঙ	৬॥০
সুপারী বেণী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০৷০
শুটি খয়ের মণ	৩১৲—১২৲—১৪৲
[illegible] নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার ষ্টীল— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৶০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হ দ্ধা [illegible]	৬৷০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
[illegible] টি আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৵০
২৮ গেজ—	১২৷৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গজ—	১২৵০
২৬ গজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২৷৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১০॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৵১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ ৪৸৵০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪৷০—৬৷০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
ছিন পাতি, গোসট্ট গবাদে	৫৷০—৫॥৵০

গোল রড বি ইন কাস্ট কনক্রিটের

[illegible]	৫৷০—৭৷৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টিনের ভাগুন ৪৸০, পাটের হাসুয়া আ-

তুলার হাপর ৩৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible]

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫		১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট [illegible] ॥০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১২নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের বিবাদের যুগে এই পুস্তকখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য [illegible] পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধ ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি [illegible] ॥০	৷৵০	৷৵০	১০ [illegible]	
ইঞ্চ ২	১॥০	১॥০	১	
সিকিকলম ৫	৪	৪	৩	
অর্দ্ধকলম ৮	৬	৬		
এক কলম ১০		১০		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি [illegible] ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১	১২
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮
এক কলম ৩৬	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible] পয়সা।

[illegible] জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক, বর্ণ রঙের লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(৮) [illegible] কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG NO C 1541

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই চৈত্র, ১৩৪৩, ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৯

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

পূর্ণ দুইদিন আলোচনার পর গত ১৮ই মার্চ্চ নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বহু ভোটাধিক্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ উক্ত প্রস্তাবের যে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র ৭৮টি ভোট এবং বিপক্ষে ১৩৫টী ভোট হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁহারা কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। এই প্রস্তাব সম্পর্কে সুদীর্ঘ দুই দিনব্যাপী আলোচনায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুক্ত সি রাজাগোপালাচারিয়ার, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত এম এন রায়, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ২৫ জন বক্তা যোগদান করেন। ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের ফল নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়—সর্ত্তাধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে ১৭২টী ভোট ও উহার বিপক্ষে মাত্র ৭০টী ভোট। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির রচিত খসড়া

জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধিদিগকে দিয়া পণ্ডিত জওহরলালের রচিত এই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান হইবে—

"এই নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের সদস্য স্বরূপ আমি শপথ করিতেছি যে, আমি ভারতবর্ষের সেবা করিবার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ভারতীয় জনগণের শোষণ নিবারণ ও তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে এবং কোটী কোটী ভারতবাসীর অসহ্য দুঃখ-দারিদ্র্য যাহাতে দূর হইতে পারে, তজ্জন্য কংগ্রেসের শৃঙ্খলা মান্য করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিব বলিয়া আমি শপথ গ্রহণ করিতেছি।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে মুসোলিনীর আস্ফালন

গত ১৭ই মার্চ্চ সিনর মুসোলিনী ত্রিপোলিতে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও জুলিয়াস সিজারের প্রস্তর মূর্ত্তি উন্মোচন করিবার সময় এক বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন যে, লিবিয়ার মুসলিম জনসাধারণ ইতালীর প্রতি তাহাদের আনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত শোভাযাত্রাদি করিয়াছে তাহাই তাহাদের আনুগত্যের প্রমাণ।

সিনর মুসোলিনী বলেন যে, যে অবস্থার মধ্যে জেনেভায় সকল শক্তি মিলিত হইয়া ইতালীর শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তদপেক্ষা অনেক খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া ইতালীর ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকরা লিবিয়ার নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। মুসোলিনী বলেন, যদি কেউ মনে করিয়া থাকে যে, আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবহারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা হইলে সে ভুল বুঝিয়াছে—আমি সে অপমানের কথা ভুলি নাই।"

আবিসিনিয়ায় ইতালীয়গণ

আবিসিনিয়ায় ইতালীয়দের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া হাবসী সম্রাট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট এক পত্র দিয়াছেন। হাবসী সম্রাট তাঁহার পত্রে রাস দেস্তা ও যুদ্ধে বন্দী হাবসীদের হত্যার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। জেনারেল গ্রাৎসিয়ানিকে হত্যা চেষ্টার পর তিনদিন ধরিয়া সহস্র লোককে হত্যা এবং ধারাবাহিক ভাবে হত্যাকাণ্ড চালানর বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

পাঁচ বৎসরের জন্য সদস্য হইতে পারিবেন না

বিহার গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিহার ব্যবস্থা-পরিষদ এবং বিহার ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে নির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের নির্ব্বাচন ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন নাই বলিয়া তাঁহারা পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর সদস্য হইতে পারিবেন না—

বিহার ব্যবস্থা-পরিষদ:—মিঃ ই সি ডানবী পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর—ইউরোপীয়ান, মিঃ ডবলিউ এইচ মেরিক, বিহার প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশন; মিঃ এস এ রবার্টস ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন।

বিহার ব্যবস্থাপক সভা:—শ্রীযুক্ত কল্যাণী প্রসাদ, হাজারীবাগ, মানভূম—সাধারণ।

মিশরে ছাত্র পুলিসে সঙ্ঘর্ষ

কোন রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে গত ১৮ই মার্চ্চ আলেকজাণ্ড্রিয়ায় কোন এক ছাত্র মজলিসে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় ছাত্র জখম হইয়াছে। গিজাতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে ফলে কায়রো হইতে সমস্ত অশ্বারোহী পুলিশ গিজায় প্রেরণ করার প্রয়োজন হয়। এদিকে কায়রোর ছাত্রদের কতকগুলি দল রোজ এল ইউসেফ পত্রিকা অফিস আক্রমণ করে। ফলে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হতাহত হয়।

ফসল কাটা লইয়া বিবাদ

সম্প্রতি মজঃফরপুর জেলার [illegible] গ্রামে এক দাঙ্গায় চারিজন লোক নিহত হইয়াছে। এক জমির মালিকানা স্বত্ব লইয়া বিবাদ ছিল; সেই জমির ফসল কাটা উপলক্ষে এই দাঙ্গা হইয়াছে।

দাঙ্গাকারীগণ সন্দেহ ও 'আইতান' নামক দুইজন লোককে হত্যা করে। অতঃপর তাহারা দাবপাল ও বালুয়া সোনিয়ার বাড়ী ঘেরাও করিলে বালুয়া পলাইয়া একটি [illegible] চালে উঠিয়া [illegible] চেষ্টা করে [illegible] পুলিশে খবর [illegible] কিন্তু পুলিশ [illegible] পূর্ব্বেই দাঙ্গাকারীরা পাল ও বালুয়া সোনিয়াকে হত্যা করিয়া ফেলে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এ যাবৎ ১৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
[illegible]
[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
[illegible]
[illegible] ৬৲
শ্রীল [illegible] •
[illegible]
[illegible]
৮। [illegible]
১০। [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। প্রাদেশ ভাবনা ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] (শ্রী[illegible] টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্র (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible] দর্শন ৸৹
৩১। সাধন[illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। [illegible] ৵৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। [illegible] ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। [illegible] ৵৹
৪৭। [illegible] ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। [illegible] ৶১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।৹
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible]
[illegible] ।৹
৫৮। [illegible] ৶৹
৫৯। [illegible] ৶৹
৬০। [illegible] ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। [illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ॥৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ রিভিউ অফ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। শ্রীমঠ গৌড়ীয়মঠ ইন ডুইং ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনবায়াসড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] Foreward [illegible] Prefaces [illegible] Contents [illegible] Index Glossary। সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ২৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫০, ৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১০শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

——:০:——

গত ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার আমরা শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। পরিক্রমাসঙ্ঘ প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহির্গত হইয়া [illegible] সহকারে [illegible] হইয়া মহেশপণ্ডিতের পাট পার হইয়া সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] প্রভু সুবর্ণবিহারাধিপতির মহিমা পাঠ করেন। তৎসম্বন্ধে [illegible] পাঠ হয় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর বি এ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ মহোদয় তাঁহার তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনন্তর পরিক্রমাসঙ্ঘ নৃসিংহপল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু তথায় তন্মহিমা পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, জমিদার শ্রীযুত [illegible] রায়চৌধুরী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত সহ মোটরযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা ১০ ঘটিকার সময় মধ্যাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। ইতঃপূর্ব্বে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে এবং 'নদীয়াপ্রকাশ' সম্পাদক শ্রীবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে তথায় আসিয়া যোগদান করেন। পরিক্রমাসঙ্ঘ ১১০ ঘটিকার সময় নবদ্বীপ গোক্রমে [illegible] করিলে পর গৌড়ীয়মঠাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বিপুল সংকীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

অনন্তর সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ঐ দিবস শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীধামে শুভাগমন করেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ ঐ দিবস নবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করেন এবং তথায় রাত্রিতে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় কতিপয় ভক্তসহ মোটরযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর যাত্রিসংখ্যা আশাতীতভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যহই বহু সজ্জন পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য শ্রীধামে আগমন করিতেছেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ মহোদয়ের ঐকান্তিক যত্ন, আগ্রহ ও সুষ্ঠু পরিচালনে পরিক্রমার কার্য্যাদি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসমৃদ্ধ হওয়ায় তিনি এরূপ নির্ভীক ও পরম সাহসের সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। বস্তুতঃ তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার এই সেবাচাতুর্য্য ও পরিচালন কৌশল দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত এবং মানব সমাজের প্রতি তাঁহার অযাচিত কৃপার কথা উপলব্ধি করিয়া আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী।

——

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরষষ্টিতম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ ৬টায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল আরাত্রিক পর ব্যাসাবির্ভাব উদ্যাপন, ভজনিক সঙ্গীত ও মহাভিষেক কার্য্য হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় তত্র অর্চ্চন ও বহুবিধ উপকরণ দ্বারা ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন এবং আরাত্রিকের পর ১১৷০ ঘটিকার উৎকলবাসীর ঐতিহ্য প্রভুপাদের আলেখ্য বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত গৃহে সেবকবৃন্দ সকলেই সমবেত হইলে বহুবিধ বাদ্য ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপর আচার্য্য শ্রীপাদ রামচরণ গোস্বামীজী, অন্যান্য মঠসেবকগণ ও সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে অখণ্ডনাম কীর্ত্তন, পাঠ ও বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হন।

——

শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

——:০:——

গত ১৬ই [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন, কাঁহাকে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব তিথি; তাঁহাকে সবাই বলরাম। বলরামের চেয়েও নিত্যানন্দপ্রভু বড়। কাঁহাকে দ্বাদশীর পালন করিবার কথা [illegible] নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পালনের মধ্যে সব হ'য়ে যাবে। [illegible] অবতারেরও মূল তিনি। নারায়ণ-[illegible] অন্তর্গত বিষ্ণুতত্ত্ব তাঁর বিলাস। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভু ছাড়া কিছুই জানেন না। তাঁর [illegible] তাঁর আর অন্য কথা নাই। [illegible] কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানেন না। মহাপ্রভুর লীলার বড় ভাই নিত্যানন্দ, আর কৃষ্ণের লীলার বড় ভাই বলরাম। তিনি তাঁদের সর্ব্বাবস্থায় সেবা ক'রে থাকেন—আসন, বসন, শয্যা, উপাধান, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি নানাপ্রকারে। অনন্ত, সঙ্কর্ষণ, বৈকুণ্ঠ, বাড়—সবই তাঁর বৈভব। [illegible] এই পর্য্যায় থেকে পারে, তাঁর উপরে মধুরবিচার। [illegible] নিত্যানন্দ প্রভু। সেই মহাপ্রভু [illegible] কথা [illegible] জন্য [illegible] করেছেন। তাঁর সেই তিথি সম্মানের [illegible]। তবে অসমর্থ-পক্ষে [illegible] জলগ্রহণ না ক'রে [illegible] ক'রে যেতে পারে, কিন্তু অন্ন গ্রহণ করা একেবারেই উচিত নয়।

——

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"যদি আমার সহিত একজন লোকও না থাকে, যদি দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি যাঁহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিতেছেন তাঁহারাও যদি একে একে চলিয়া যান, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুদেবের ছাড়ার ... [illegible] ... নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে বিরত হইব না। কোনও সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী ব্যক্তির কর্ণে যদি কোন দিন বাস্তবসত্যের কথা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেইরূপ একটী লোকের দ্বারাই জগতের পরম উপকার হইবে।"

— শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ, সর্ব্বশিব [illegible] গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

পঞ্চম দিবস

আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বতটস্থ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ-চতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়া অতঃপর পঞ্চমদিবসে গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ দ্বীপপঞ্চকের অন্যতম শ্রীকোলদ্বীপ-সহর নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ঋতুদ্বীপস্থ শ্রীগৌরগদাধরমঠে উপনীত হইয়াছি। অদ্য শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা হইবে। এই কোলদ্বীপ অপরাধভঞ্জনের পাট বলিয়া নামে খ্যাত। গৌরপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এই কোলদ্বীপের অপর নাম অপরাধ-ভঞ্জন-পাট হইয়াছে। নামবলে পাপবুদ্ধির আশ্রয় না নিয়া আমরা যদি নিষ্কপটে মহাপ্রভুর শরণাগত হই, তাহা হইলে সপরিকর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাঁহার সেবা প্রদান করিবেন। গোপালচাপাল প্রভৃতি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অতি পাষণ্ডী, দুর্জ্জয় যবন প্রভৃতি নাচনা ... [illegible] ... থাকি, চকাপুর চরণসীমায় উপনীত জগাই-

... নারাই প্রমুখ ভক্ত ও বৈষ্ণব-পরায়ণ ... [illegible] ... অপেক্ষাও অধম ... [illegible] ... ও পাষণ্ড- ... [illegible] ... বসবাসকারী এবং ... [illegible] ... ব্যাপন করিয়াছেন ... [illegible] ... সেই পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধামকে বাদ দিয়া আমরা ... [illegible] ... আমরা ... [illegible] ... কি?

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, ... [illegible] ... কোল ... [illegible] ... গ্রাম, ... [illegible] ... প্রভৃতি ... [illegible] ... কোলদ্বীপের অন্তর্গত। কুলিয়া পাহাড়পুর, ... [illegible] ... শ্রীল বংশীদাস ... [illegible] ... এই দ্বীপে বিদ্যমান।

কুলিয়া পাহাড়পুর

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, ... [illegible] ... শ্রীবরাহদেবের দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ... [illegible] ... রূপে তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। ... [illegible] ... নাম কোলদ্বীপ। এই স্থানে ... [illegible] ... ভগবান 'বরাহ' ... [illegible] ... হইয়া ... [illegible] ... হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের ভজনকুটীর

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যে একজন বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার প্রোক্ত মূলপুরুষ। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বহুবর্ষের মধ্যে নিজপ্রকটলীলা সংগোপন করেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের ও বৈষ্ণবগণকে প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনাম-ভজনে একনিষ্ঠার প্রবর্ত্তক এবং কায়মনো-বাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি গৌড়মণ্ডলে অবস্থানকালে কোন কোন সময় গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এবং অধিকাংশ সময় কোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজনকুটীরে অবস্থান করিতেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

ইনি একজন সিদ্ধবৈষ্ণব। এই মহাত্মা কুলিয়ার মুক্ত চাতায় একটী কুটীরে নিজ-ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইনি আমাদের

সমস্যা ও সমাধান

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ)

মানবজীবনের অনন্ত প্রশ্নের সমস্যা-মূলে এক মৌলিক প্রশ্ন তাঁহার স্বরূপের ধর্ম আচরণ করিবে, কিম্বা তাঁহার স্বরূপের ধর্মের বিরুদ্ধ ... [illegible] ... করিবে? —নিজের বন্ধু হইবে, কিম্বা নিজের শত্রু হইবে?

বদ্ধ অবস্থায় শত্রু দিগকে বন্ধু বলিয়া ভুল হয়। এই ভুল বন্ধায় রাখিবার ... [illegible] ... ইহার দুইটী চেহারা আছে—একটী সুখাধিক্য, অপরটী কর্ত্তব্যতা। এই দুইটি কারণ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় পন্থা মঙ্গলের সঙ্গ— স্বরূপের ধর্মের পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

বদ্ধ অবস্থা হইতে স্বরূপের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ... [illegible] ... উন্নত অধিকারীদের জন্য যত্ন করা প্রয়োজন

... [illegible] ... শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অনুকম্পিত। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় শিষ্যবর্গসহ তাঁহার নিকট গমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আবেগভরে বলেন—'আমার গৌরের নিজজন আসিয়াছেন।' তৎপরে তিনি প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বসান এবং ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শুনা যায়, তিনি প্রত্যহ যে কোন উপায়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের গলায় একটী করিয়া চম্পক পুষ্পের মালা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা শ্রীল বংশী-দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে অনুক্ষণ অর্চ্চন-সেবা ও তাঁহার বহু গুণের কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন যে, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বহির্ম্মুখ লোকবঞ্চনার জন্য যে সকল অসদাচার প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাহা বহির্ম্মুখ জনগণ বুঝিতে পারে না। অগাধ-চরিত্র সিদ্ধবৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-মুদ্রা ভোগী, ত্যাগী ও মিছা-ভক্তগণের কখনও বোধগম্য নহে। আমরা যেন কেহই এই গৌরপ্রিয় সিদ্ধ মহাত্মার বাহিক আচরণ দেখিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ না করি।

ইঁহার পারমহংস্য আচার-বিচার সাধারণ বিচারে অবিতর্ক্য। নবদ্বীপসহরে গেলেই আমরা তাঁহার ভজন-কুটীর-দর্শনের সৌভাগ্য পাইব। ইনি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস-বাবাজী মহারাজের অনুগ্রহে গৌড়ীয়-মঠেরই লোক—গৌরানুগত শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব।

হইবে। নিজের অপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির সঙ্গ দ্বারা এবং সমানাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ বর্জ্জন দ্বারা স্ব স্ব অধিকারোচিত ধর্ম্মপালন সম্ভব। ইহাই পরমার্থনীতির স্বরূপ।

বদ্ধ অবস্থায় দৈববর্ণাশ্রমবিধি পালন না করিলে পরমার্থের অনুকূল আচরণ হইবে। বর্ণাশ্রমবিধির ব্যবস্থা এইরূপ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা, বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা যথাক্রমে উচ্চতর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রাহ্মণের অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং ব্রাহ্মণ অধিকারের সাহায্যে অন্যান্য অধিকারের কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করা, স্মরণ রাখা এবং কার্য্যতঃ পালন করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান তথাকথিত সমাজগুলিতে বৈশ্য-নীতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। শূদ্র-নীতি বৈশ্যনীতির প্রাবল্য খর্ব্ব করিয়া নিজে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা দৈববর্ণাশ্রম-বিধির অনুকূল নহে। এই প্রতিকূল স্রোতে না ভাসাইলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।

বৃত্তি অনুসারে আশ্রম ও বর্ণ এবং তদনুরূপ অধিকারের কর্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি সরলতা, কর্ম্ম—শাস্ত্রালোচনা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অপেক্ষাকৃত অসরল কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তির অনুগত। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—শাসন। বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশ্যে অনুকূল কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা অর্থ-সংগ্রহে নিযুক্ত থাকেন। শূদ্র অসরল, শূদ্রের কর্ম্ম উচ্চবর্ণের দাস্য। শূদ্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণবৃত্তির অনুকূলে যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নহে, তাহাদের কোন দায়িত্ব-পূর্ণ সামাজিক অধিকার নাই। শূদ্র শ্রম-জীবি। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিচালিত সমাজের অনুকূলে উচ্চবর্ণে অবস্থিত ব্যক্তিগণই শূদ্রকে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অধিকারী। উচ্চবর্ণে অবস্থিত ব্যক্তিগণ আশ্রমধর্ম্ম পালন করিবেন। আশ্রমধর্ম্মের চারিটী অঙ্গ যথা-ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। কেবলমাত্র বৃত্ত-ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাস-আশ্রম লাভের যোগ্যতা আছে।

দৈববর্ণাশ্রমবিধি সম্যক্ পালন দ্বারা জগতে পরমার্থের অনুকূলে সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরমার্থের অনুকূলে আচরিত না হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা ঐহিক কিম্বা পারমার্থিক মঙ্গল হইবে না। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের, বৈষ্ণব কার্ষ্ণের এবং কার্ষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর (গৌড়ীয়ের) অনুগত হইবেন। মুমুক্ষুদের এই ক্রমিক অধিকার

স্বীকৃত না হইলে মুক্তকুলও পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের বৃত্তি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানরূপ মহাবদান্যতা, তাঁহাদের কার্য্য—ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার। কার্ষ্ণের বৃত্তি—কৃষ্ণপ্রেমলাভের ইচ্ছা। তাঁহাদের কার্য্য—কৃষ্ণপ্রেমানুশীলন। বৈষ্ণবের বৃত্তি—বিষ্ণুকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার নির্গুণ পূজার ইচ্ছা। তাঁহার কার্য্য—ঐশ্বর্য্যবিচারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নির্গুণ বিষ্ণু উপাসনা। ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্রে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন।

ব্রহ্মধ্যান অপেক্ষা বিষ্ণুর অর্চ্চন, তদপেক্ষা কৃষ্ণভজন, তদপেক্ষা চৈতন্যদাস্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তাঁহাদের লীলাগত-বৈশিষ্ট্য নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা অবিচারে নাম-প্রেম বিতরণ এবং বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিপ্রলম্ভ-সেবা বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের শুদ্ধপ্রেম সম্ভোগ করেন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মূলসঙ্কু বিগ্রহ। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্যদাসগণের প্রেম সেবা গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন এবং পূজা গ্রহণ করেন না। ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। যাঁহারা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তির লোভদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-সেবালাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাঁহারা উন্নত অধিকারে যথাক্রমে বৈষ্ণবতা, কার্ষ্ণত্ব ও গৌড়ীয়ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। গৌড়ীয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলে কার্ষ্ণত্ব সিদ্ধ হয় না। কার্ষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত হইলে বৈষ্ণবতা হয় না। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত না হইলে ব্রাহ্মণতা হইতে অধঃপতিত হইতে হয়। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিবর্গ এবং শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপানুগগণের সিদ্ধান্তে সমুদয়শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হইয়াছে।

শূদ্র যদি বৈশ্যের, বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণবের, বৈষ্ণব যদি কার্ষ্ণের, কার্ষ্ণ যদি গৌড়ীয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার পরিবর্ত্তে নিজের অযোগ্য উন্নত অধিকারোচিত শ্রেষ্ঠত্বপ্রার্থী হয়েন তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের সম্পূর্ণ অমঙ্গল সাধিত হয়। জগদ্গুরু শ্রীরূপানুগ আচার্য্যের একান্ত আনুগত্যে মানববর্গের পক্ষেই স্ব-স্ব বৃত্তি অনুযায়ী অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করা সম্ভব। পরম মঙ্গলের অন্য পন্থা নাই।

পাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কটক, ১১।৩।৩৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বকেয়ম্—

আপনার ৭।৩ তারিখের কৃপালিপি পাইলাম। * কেহই নিত্যবস্তুকে লাঞ্ছিত কিম্বা [illegible] পারে না। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ আশঙ্কা করা অবিবেচনতা মাত্র। আমাদের নিত্য প্রভুর সন্ধানলাভই একমাত্র প্রয়োজনীয়। প্রকটকালে তাঁহার সন্ধান পাইয়াছিলাম অথচ অপ্রকট-লীলায় তিনি অদৃশ্য হইলেন এরূপ সন্ধানলাভ ও অদর্শন উভয়ই ভ্রম। আমরা যদি তাঁহার সন্ধান পাইতাম তাহা হইলে তাঁহাকে হারাইতাম না। আমাদের তিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তবেই আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। তিনি যে আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি? নিজের ক্ষুদ্র অধিকারকে বড় বিচার করিলেই আমরা ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া অপরের অধিকারের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন হই। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব ভ্রম হয়। বৈষ্ণবকে অন্য বিচার হয়। এত সহজ কথা যদি বুঝিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে দাম্ভিকতা ও বৈরাগ্যই (আত্মবঞ্চনা) লভ্য হয়। সেবায় নিরুৎসাহ হইয়া লাভ নাই। সেবা-লাভের ইচ্ছা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-সেবকের কৃপায় ও তাঁহার নিষ্কপট সেবাদ্বারা একমাত্র লভ্য। কতদিন ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অভিনয় করিয়া কি হঠাৎ সাব্যস্ত হইল যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত আর সকলেই ভ্রান্ত? সম্ভবতঃ আমি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবায় আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের যোগ্যতা আছে। মধ্যম অধিকারে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব বিচার আছে, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম বিচার আছে। উহা অবৈষ্ণবের প্রলাপমাত্র নহে। মধ্যম অধিকারের বিচার অনাদর করিলে কনিষ্ঠ অধিকার হইতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। লেখাপড়া জানিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। লেখাপড়া জানিলেও শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবার সুযোগ লাভ হয় না। আমার ন্যায় মূর্খ দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। আমি যদি বিচার করি যে, উহা আমারই যোগ্যতার পরিচায়ক তাহা হইলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবার অভিনয় করিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ শ্রীমদ্ রূপ-রঘুনাথ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রীল বাসুদেব প্রভু জগতে প্রচার করিবেন। এই আদেশ জগতের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা আমার ন্যায় বদ্ধজীবের আদেশ কিম্বা জবরদস্তি নহে। যে আচরণ দ্বারা উহার সম্যক্ প্রচারের বাধা হইবে, তাহা তাঁহার গুরুদ্রোহ সন্দেহ নাই। ইহা আমরা কেন বুঝিতে পারিতেছি না? কেবল কার পাপের চিন্তা করিতে করিতে একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছি!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়া থাকেন। তজ্জন্য মাদৃশ কীটানুকীটের অযথা সিদ্ধান্তবিরোধ আবাহন করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। প্রচারের দোহাই দিয়া মুড়ি মিশ্রী এক করিবার চেষ্টা অত্যন্ত অপরাধজনক সন্দেহ নাই। সত্যের সেবা করিলে সত্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। তদ্দ্বারা কাহারও অমঙ্গল হইবে না। সত্যের সেবা দ্বারা যদি কাহারও অসম্মান হইল এইরূপ আশঙ্কা হয় তাহা হইলে সত্যের সেবার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কৃপা করিবেন যাহাতে জন্ম-জন্ম আপনাদের ন্যায় নিষ্কপট ভক্তের অযোগ্য সেবকের অভিমান পরমার্থরূপে বরণ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারি।

দাসাধম
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দার্জ্জিলিং, আগষ্ট ভিলা

১২।৭।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু,—

তোমার ১০ই জুলাইয়ের পত্র পাইলাম। * * * ভগবান উট, ইন্দুর, গাধা, বাঘ, সর্প, ছুঁচো, বৃশ্চিক, বিষ্ঠা-কীট, প্রভৃতি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব-হৃদয়ও তাহাই। সুতরাং পরের আলোচনায় দিবসক্ষেপ করা অপেক্ষা চৈতন্যচন্দ্রের সুশীতল পদতল আশ্রয় করাই সকলের পক্ষে মঙ্গল। * * যে সকল ব্যক্তি ছোঁয়াচে রোগের ভয় করিয়া পলায়ন করে, তাঁহারা বাড়ী গেলেও যমে ছাড়িতে না পারে। যাহার হইবার হয়, যেখানে থাকুক না কেন তাহার প্রতিবিধান নাই। ভয়গ্রস্ত ব্যক্তি শীঘ্রই অসুবিধায় পড়ে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

— —

মনঃশিক্ষা

(৩)

ভজ, ভজ মন, শ্রীগুরুচরণ,
স্মররে চরিত তাঁ'র।
তোমারে তারিতে, এই অবনীতে,
(যিনি) করুণার অবতার॥

অভিন্ন নিতাই, হেন কোথা পাই,
দীনজনে দয়াময়।
গিয়া দ্বারে দ্বারে, জানাল সবারে,
শুদ্ধা ভক্তিনিচয়॥

কোথায় ছুটিছে গিরির শিখর,—
কোথায় গভীর গিরি গহ্বর,—
(আর) উর্ম্মি উছল বিশাল সাগর,—
প্রচারিলা সব ঠাঁই।
(জয়) কর্ণ রসায়নী, সুধাপ্রবাহিনী
তুলনা যাহার নাই॥

অনুক্ষণ মন, কররে স্মরণ,
শ্রীভাগবত-প্রভাকর।
নীলাচল তটে, [illegible] প্রকটে,
(বহু) পলাইল মায়ার চর॥

(যাঁর) সিদ্ধান্ত-প্রভায়, উলূককুল প্রায়,
কপটীরা গেল ক্ষয়,—
(যাঁরে) সহ ভক্তগণ, মানি' যম সম,
সতত সভয়ে রয়।

ভজ মোর মন, গুরুপদ-ধন,
গৌরবাণী অবতার।
(যিনি) দিয়া নামামৃত, তারিতে জগৎ
সবিলা কৃপা সার॥

সংসার-কারাগারে পরিক্রমা করি'
ত্রিতাপ জ্বালায় বেড়েছিনু জরি',—
প্রভুবর মোর কেশে জোর ধরি'
ধাম-পরিক্রমে নিলা।

এই মায়াকীটে, মহাযোগপীঠে
দেখাল করুণালীলা।
পারিষদ সঙ্গে, কৃষ্ণকথা-রঙ্গে,
কহিতেন সুখোল্লাস।

নিত্য নব নব, মহিমা যাহে সব,
করিলা সুপ্রকাশ॥
চিন্তামণি ধন, চিন্ত ওরে মন!
অজস্র স্মরহে তায়।

বৃথা ভাবনায় গদ্দভের প্রায়
দিন যে তোমার যায়॥
শ্রীরাধামহিমা, গৌর-কৃপাসীমা,—
মূর্ত্তিমান্ গৌরবাণী।

জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রভু ব'লে তাঁরে মানি॥
ওরে মূঢ়মন! কররে ভজন
উদার চরিত তাঁ'র;
বিমুখ জগতে, কৃষ্ণ বিতরিতে,
অশেষ যতন যাঁ'র।

শ্রীঅপর্ণা দেবী

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

শুদ্ধ ভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ববিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাপ্তি প্রচারকগণের ... প্রকাশ বর্ত্তমান আছে। রক্ষক— শ্রীমদ্ ... সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলি ... ফোন ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রী ... আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শন চতুষ্টয় সেবায় ... ভক্তি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা। 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক— শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক— শ্রীমদ্ ... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক— শ্রীমদ্ ... গোস্বামী মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী ... দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ পণ্ডিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা রক্ষক— শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

... ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক— ...

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, ... (বর্দ্ধমান)। শ্রী ... ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক শ্রী ... বিলাস অধিকারী।

১৩ ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রীমৎ ...

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) দেউড়িয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক— শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকানন ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক— শ্রীহরিকিশোর ... ।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী ... ।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

২০ নং নবাবপুর রোড; পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক— শ্রী ... দাস বন্ধচারী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক— মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনবদ্বীপ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক— শ্রীমনঃকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং। রক্ষক— শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ. পি. রক্ষক— শ্রীমদ্ ... ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক— শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয় মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক— শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী ... নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা রক্ষক— শ্রী ... নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক— শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক— শ্রী ... লাল ব্রহ্মচারী।

৪০) বার্ষভানবী দয়িতকুণ্ড— শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা। রক্ষক— শ্রীরাধারমণচরণ দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক— শ্রীবঙ্কবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

পঞ্চমণ্ডী, পোঃ ... জেলা ... (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রী ... গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌর বিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪ নং ... রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক— শ্রী ... ব্রহ্মচারী।

(৫০) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মান্দ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক— শ্রী ... নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক— অধিকারী শ্রী ... চৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীউর নিত্যসেবা রক্ষক— শ্রী ... নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রী ... রমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবন, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিংলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে বড় ... শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৭৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক— শ্রীমদ্ ... গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্ডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি— "গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক— ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্র ও সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
ওভারসেক কোয়ালিটি	৫৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০—৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ট্রিক ইন, টপ	১০৷৷/০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০/০
জাবতোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২৷৷০ ১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরেজ—	৩৪৷৵০
মিডিয়ম—	৩৪৸৵০
উত্তম—	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/০—৭৷
ফ্লাওয়ার কাউন ঐ	৫৸৵০ ৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১৷৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

আওয়া	৫৬৲
রামনগর	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
দেশী	৪২৷০

পাতিভায়	৩৯০৷
ভায়তী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আডেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আডেন করকচ	৪০৲
করাচি খুর্‌সিদ ফাইন	৪৩৲
হামবার্গ লাম্প	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭৷৷০
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৬৷০—৬৷৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৵০
২৮ গেজ—	১২৷৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২৷৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১৷৷৵০
২৬ গেজ—	১২৷৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৷/১০—৷৷৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বা ওল)	৮৷৷০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪৷৷০ ৭৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪৷০—৬৷০

৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, গোলটু পয়সালে ৫৷০—৫৷৵০

গোল রড রি ইন.ফাস ও কনক্রিটের

জন্য ৫৷৷০—৭৷৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২৷৷০, নকল ২১৲

টিকলের হালমণ ৪৸০, পাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৩০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট খোংরাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবজ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। উক্ত গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে যথাসাধ্য শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ||০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১||০	১||০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪||০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, ২৬ রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গো প্রেস— ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

…
…—শ্রীধাম নবদ্বীপ
নদীয়াপ্রকাশ
…সব সংখ্যা
…
… শ্রীমন্
… বিভিন্ন তথ্য
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইতেছে।
রঙিন কাগজে উত্তম
ছাপা হইবে গ্রাহকগণ
সত্বর হউন।

দৈ · নি · ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই চৈত্র, ১৩৪৩, ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

শত শত বালক-বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত টেক্সাস প্রদেশের অন্তঃপাতী টাইলার হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, তথা হইতে ১৫ মাইল দূরে একটী স্থানে বয়লার ফাটিয়া গিয়া একটি স্কুলগৃহের কতকাংশ ধ্বংস হইয়া ৩ শত হইতে ৪ শত বালক বালিকা মারা গিয়াছে। ঘটনাস্থল হইতে স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেলিফোনে টাইলারে খবর দেন। নিকটবর্ত্তী একটী তৈল কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বলে যে, সমস্ত ছেলেমেয়েগুলিই মরিয়াছে। অগ্নিনির্ব্বাপক দল, ডাক্তার এবং শুশ্রূষাকারিণীরা ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। স্কুলটীতে মোট দেড় হাজার ছেলে মেয়ে ছিল বলিয়া মনে হয়। হাণ্ডারসনের একটী তৈল কোম্পানী পূর্ব্ব টেক্সাস হইতে খবর পান যে, স্কুলের ৭৫০ জন ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১০০ জন জীবিত আছে মৃতদেহগুলিকে সার দিয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। পিতামাতারা উন্মাদের মত নিজেদের সন্তানদের দেহগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভা

প্রকাশ যে, উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন তিনজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। সরকারী দপ্তরগুলি তিনজনের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে —(১) অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য ও আইন (২) স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও শিক্ষা (৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ত্ত-বিভাগ।

গবর্ণর স্থির করিয়াছেন যে, আপাততঃ প্রত্যেক মন্ত্রির মাসিক বেতন ১৮০০ টাকা হইবে।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন এখনও ধার্য্য হয় নাই। তবে এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে সভা আহ্বান করার সম্ভাবনা আছে।

জাপান সরকারের বাজেট

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, মন্ত্রিসভা ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৭ হাজার ইয়েন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য পার্লামেণ্টে একটী বিল উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আগামী বৎসরের মোট ব্যয় বরাদ্দ ২৮৭ কোটি ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার ইয়েন হইল। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে নৌবহরের জন্য সামান্য কিছু অতিরিক্ত টাকা ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে মোট ব্যয় বরাদ্দ হইল তাহা মিঃ হিরোতার মন্ত্রিসভার বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা ১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ইয়েন কম; কিন্তু চলতি বৎসরের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা ৫৬ কোটি ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ইয়েন বেশী।

বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র সচিবের সেক্রেটারী

বর্ত্তমানে শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত কাজের জন্য দুইটি বিভাগ আছে। প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই দুইটী বিভাগ এবং রাজনৈতিক বিভাগের এডিশন্যাল সেক্রেটারীর দপ্তরকে একত্র করিয়া ফেলিবেন। মিঃ জে আর ব্লেয়ার আই-সি-এস রিফর্ম কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন। তিনি গত দেড় বৎসর যাবৎ রাজনৈতিক বিভাগের এডিশন্যাল সেক্রেটারীর পদে কাজ করিতেছিলেন।

মিঃ গ্রীনফিল্ডের দুর্ভোগ

গত ১৮ই মার্চ্চের এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মাদ্রাজের লবণ করের কলেক্টর মিঃ গ্রীনফিল্ডকে তাঁহার মোটরের লাইসেন্স পরীক্ষার অজুহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কারিকল থানায় লইয়া গিয়া কয়েক মিনিট আটক রাখা হয় বলিয়া সম্প্রতি একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নতন পুলিশ কর্ম্মচারীদের ভুল বশতঃ নাকি এই ঘটনা ঘটে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সালেমে ভূমিকম্প

"গত ১৬ মার্চ্চ রাত্রি ১২-২৫ মিনিটের সময় সালেমে সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কম্পন মাত্র ৫ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী ছিল। ভূমিকম্পের সময় ঘর্ঘর শব্দ হইয়াছিল। ভূমিকম্পের ফলে দরজা জানালা কাঁপিতে থাকে এবং নিদ্রিত লোকজন জাগিয়া উঠে। এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গান্ধীজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা

গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ৬৭ জন সদস্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। গুজরাটের কোন্ গ্রামে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন করা হইবে, তৎসম্পর্কেই তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবেন। গত সপ্তাহে গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, উক্ত অধিবেশনেও এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই; কারণ অনেকেই তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে অধিবেশন আহ্বান করিতে চাহেন।"

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভ

পূর্ব্বে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে যে দিন স্থির হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বেই ফিলিপাইন পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। ১৯৪৬ সনের স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালেই ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হইয়াছেন। ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট কুয়েজনও উহাতে সম্মত হইয়াছেন। স্বাধীনতা প্রদান সম্পর্কিত কার্য্যসূচী সংশোধন করিবার জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

সিনর মুসোলিনীকে তরবারী উপহার

ত্রিপোলী হইতে প্রকাশ, দেশীয় সামন্তগণ সিনর মুসোলিনীকে একটী মহামূল্য ইসলামের তরবারী উপহার দিয়াছে। সিনর মুসোলিনী উপহার গ্রহণকালে গত ১৮ই মার্চ্চ মার্কেট স্কোয়ারে এক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি সামন্তদের ধন্যবাদ দিয়া বলেন, ইসলামের তরবারী শক্তি ও ন্যায়ের প্রতীক। আমি এই তরবারী রোমে লইয়া যাইব এবং আমার জীবনের অন্যতম প্রিয়তম স্মৃতিচিহ্নরূপে উহা রক্ষা করিব।

অতঃপর তিনি ত্রিপোলীর মুসলমানরা আবিসিনিয়া জয়ে যে সাহায্য করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন। সিনর মুসোলিনীকে যে, তরবারীটি উপহার দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলা সুশাণিত এবং বাঁটটী স্বর্ণমণ্ডিত। তরবারীটি প্রস্তুত করিতে বহু টাকা পড়িয়াছে দুই সহস্র পাউণ্ড।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা)
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণগৌরচন্দ্রঃ (সানুবাদ) ১
২৮। বেদান্তত্বসার (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ।
৩০। দ্বীপ দিগ্-দর্শন ৩
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিস ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০, কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবাস্ত্রণা শ্রীগৌরাঙ্গমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অপূর্ব্ব সাধারণ কাব্য একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন চিত্ত ওর বিরাট, আকর ও আত্মার সহ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

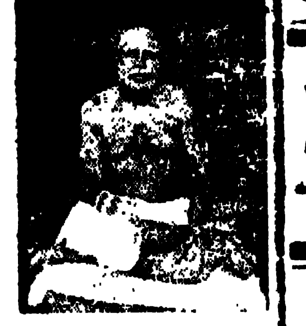

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম { ২৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ২০শ সংখ্যা

নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা।

——:(:*:):——

গত ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ শনিবার আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। মাজিদা গ্রামে শ্রীধাম-মহিমা পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। পরিক্রমা-সঙ্ঘ সুরভিকুঞ্জে উপস্থিত হইলে তথায় সুরভির মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর ভক্তবৃন্দ গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বহুক্ষণ যাবৎ আত্ম-নিবেদনের অত্যাবশ্যকতার কথা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের বিষয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

ঐ দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু বেলা এক ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতুল প্রভৃতি সহ মোটরযোগে গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শুভাগমন করেন। এবং তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া অপরাহ্নে মোটর-যোগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সহ শ্রীধামে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন।

একায়ন মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

গত ১৮ই ফাল্গুন শ্রীব্যাসপূজামহোৎসব-বাসরে কুরুক্ষেত্র শ্রীএকায়নমঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্য মঞ্চোপরি স্থাপন করতঃ তৎপাদপদ্মে সমবেত ভক্তমণ্ডলীসহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

অতঃপর স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহোদয় 'নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অতি-মর্ত্ত্য জীবনী প্রাঞ্জল ভাষায় সুদীর্ঘ ১॥ ঘণ্টাকাল আবেগভরে পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলকেই মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং ৩॥ টার পর সভা ভঙ্গ হয়। পরে সন্ধ্যারাত্রিকের পরও সমাগত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কতিপয় স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

———

"দুর্দ্দিনে আশ্রয় আজি প্রভু বাসুদেব"

(১)

মিত্ত-সেবা-সেবাধ্বংস করি' মথুরায়,
আপন-প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছে পাপ কংসাসুর।
ভক্তবরে বন্দি করি' ভীষণ কারায়,
নিত্য সেব্য বিনাশিতে ধায় কামাতুর॥

(২)

অত্যুচ্চ প্রাচীর ঘেরা অন্ধকারালয়ে,
শত শত বৃশ্চিকের দংশন সহিয়া।
সহস্র প্রহরী-করে পাশবদ্ধ হ'য়ে,
ত'জেছিল বাসুদেবে পরাণ স'পিয়া॥

(৩)

দুষ্ট কংস ভক্তবরে করি' শৃঙ্খলিত,
ভেবেছিল আমি ভোক্তা এই মথুরায়।
অধোক্ষজ বাসুদেব হ'য়ে আবির্ভূত,
পাপ কংসে বধেছিল পরাক্রম সহায়॥

(৪)

তাঁহার কৃপায় ভক্ত লভে কারাগার,
পলকে উন্মুক্ত হ'ল বন্ধনাদি যত।
ছুটে গেল ঘন ঘটা বিপদ পাথার,
ভাগ্যাকাশে সুধাকর হ'ল প্রকাশিত॥

(৫)

অনন্ত সহস্র ফণা ধরিল উপরে,
অদ্ভুত বিপৎপাত কিছু না জানিয়া।
চেয়ে গেল ভক্তবর হরিষ অন্তরে,
নন্দোৎসব জানাইল জগতের ছাপিয়া॥

(৬)

এস ওগো বিশ্বজীব গৌরজন্মোৎসবে,
শুদ্ধ নন্দগৃহে এস যোগমায়াপুরে।
শ্রীঅনন্তবাসুদেব আনুগত্যে সবে,
গুরু-গৌর-আবির্ভাব লভ হৃদিপুরে॥

(৭)

বাসুদেব-কৃপাবলে রবে না ভাবনা,
লঙ্ঘিবে সহজে উচ্চ তর্কের প্রাকার।
বাঁধিতে নারিবে কোন দুষ্টের ছলনা,
মুক্ত হ'বে অনায়াসে মায়া-কারাগার॥

(৮)

বাসুদেব-পদনিম্নে রাখি নিজ শির,
অতুল বিপৎপাতে লভ গো আশ্রয়।
গুরু-নন্দালয়ে এস সজ্জন সুধীর,
ঘুচে যাবে মায়াবাদী পাপ কংসভয়॥

(৯)

বাসুদেবপ্রিয় যত শুদ্ধভক্তগণ
এ দীনেরে কৃপা কর দুর্দ্দিন মাঝারে।
কালচক্র মায়া এই সম্মুখে ভীষণ,
রক্ষা কর এ সঙ্কটে সুদর্শনধারে॥

(১০)

অহৈতুকী কৃপা-শক্তি করি' বিতরণ,
এ দীনের হৃদি করি' শুদ্ধসত্ত্বময়।
রূপানুগ প্রভুপ্রিয় যত ভক্তগণ
বাসুদেব-পদ্ম হৃদে কর গো উদয়॥

সেবাভিলাষী
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণব হইতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—"নিজে শাসিত হও—শিষ্য হও, শাসক হইও না—গুরু হইতে চাহিও না। প্রত্যহ ছই বেলা—সর্বক্ষণ নিজের পাষণ্ড মনকে পাঁচশ বার জুতা মার, দুষ্ট মনকে মায়ার প্রভুত্ব করিতে দিও না।" এত বৎসর পূর্ব্বে কটকে ব্যাসপূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অভিভাষণ-প্রদানকালে বলিয়াছিলেন—"আমি কি এমনই মূর্খ যে, আমি শিষ্যাভিমানীদের প্রদত্ত আমার এত প্রশংসা ব'সে ব'সে শুনব?—এত অভিনন্দন ও সম্মান নিজে আত্মসাৎ ক'রব? আমি এ সকল সম্মান স্বীকার করছি গুরুদেবের সেবার জন্য।" আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুও আচার্য্যের প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কখনও ব্যস্ত নহেন। তিনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া গুরু-পাদপদ্মে সকলের সকল উপাদান পৌঁছাইবার জন্যই আচার্য্যের ভূমিকার গ্রহণ করিতেছেন। আমি সকলকে নিশ্চয়সর হইয়া এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য প্রার্থনা ও নিবেদন জানাইতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্; ভগবচ্চরণে যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, ভগবৎ-কৃপায় বা বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাহার সেই ভগবদ-অপরাধের ক্ষালন হয়। যেমন ভগবান হইতে চক্র বড়, তেমন বিষ্ণুচরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ অধিকতর গুরুতর বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে বৈষ্ণব তাহা ক্ষালন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবানও তাহা ক্ষালন করিবার ভার গ্রহণ করেন না"।

(শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ গোবিন্দ, শুক্রবার, শ্রীগৌরাব্দ ৪৬০

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ষষ্ঠ দিবস

আমরা গতকল্য সোমবার শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। এই ঋতুদ্বীপ বর্তমান চাঁপাহাটী, রাতুপুর বা রাহুতপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটি প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয় ঋতু সকল সময় বর্তমান থাকিয়া গৌর-গদাধরের সেবা করেন বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। শুদ্ধভক্তিগণ এই দ্বীপকে দ্বাদশবনের অন্যতম খদির বন বলিয়া জানেন।

শ্রীগৌরগদাধর মঠ

এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন। এই শ্রীবিগ্রহ গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল বাণীনাথ ব্রজের 'কামলেখা'। বর্তমানে এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস ও শ্রীরামনবমীতে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসবাদি হইয়া থাকে। এইস্থানের সেবার লুপ্তপ্রায় অবস্থা ও অবহেলা দেখিয়া গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ইহা স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় অনুকম্পিত জনের দ্বারা শ্রীগৌরগদাধরের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আজকাল সেবা বেশ সুষ্ঠুভাবেই হইতেছে।

চম্পহট্ট

চম্পহট্টকে সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটি বলা হয়। বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানা ও ই, আই, আর লাইনের সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে এই গ্রাম। এই চম্পহট্ট ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত। সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত এখানে বাস করিতেন। ঐ কালে এই স্থানে প্রচুর চাঁপাফুলের আমদানী হইত বলিয়া ইহার নাম চাঁপাহাটি বা চম্পহট্ট। উক্ত ব্রাহ্মণ চম্পহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেন। বিপ্রের ঐকান্তিক ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের শ্যামসুন্দররূপ-ধ্যানকালে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দররূপে দর্শন দান করেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের উক্ত রূপ দর্শন করিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে অসমর্থতা-নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার অন্তর জানিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় গৌর-অবতারের কথা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে ঔদার্য্যময় বিগ্রহরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন তাহাও তাঁহাকে বলেন। সেই ভক্ত ব্রাহ্মণই কলিযুগে দ্বিজবাণীনাথ নামে এ জগতে প্রকটিত হন। শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু এই চম্পহট্টেই পতিপরায়ণা পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান পূর্ব্বক রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগড়

দ্বাপরযুগে সমুদ্রসেন নামক একজন কৃষ্ণভক্ত রাজা এখানে বাস করিতেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ পাণ্ডুনন্দন ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বঙ্গবিজয়লালসে সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অতিশয় প্রিয়; [illegible] তাঁহাদের আপদে বিপদে [illegible] উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এখন যদি ভীমকে ভয় প্রদর্শন করা যায় বা বিপদে ফেলা যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া রাজা সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত বাণে ভীম ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলে পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রসেনও স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

[স্থান—অবিদ্যাহরণ নাটমন্দির; সময়—১৮ই মার্চ্চ ১৯৩৭ ইং বৃহস্পতিবার। পরিক্রমার ২য় দিবস]

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

ভক্তবৃন্দ, আচার্য্য শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভো ও উপস্থিত পরিক্রমার যাত্রিগণ!

আজ পরিক্রমার ২য় দিবস। গতকল্য আমরা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা করিয়াছি। অদ্য শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমার দিন। নবধা ভক্তির অন্তর্গত শ্রবণ-ভক্ত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য-বিচার ধারা শুদ্ধভক্তসমাজে নিত্যকাল অবস্থিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মপথ প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হয়। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগকে তাঁহাদের পথ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রাপ্যও নির্ব্বিশেষ গতি। যোগিদিগের পথ প্রাণায়াম ইত্যাদি এবং প্রাপ্য বিষয় পরমাত্মার সহিত একত্ব। কিন্তু ভক্তগণের সাধন বা ভজনের মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনই প্রধান। "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথিত হইলেও শ্রবণ ব্যতীত উহা কখনও করা যায় না। শ্রবণের পরই কীর্ত্তন সম্ভব। যাঁহারা সামান্যমাত্রও গৌড়ীয়মঠের কথা শুনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রবণের মাহাত্ম্য অল্পবিস্তর জানেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত কখনও ভক্তিলাভ হয় না। শাস্ত্র বলেন—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥" 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও ভগবদবতার—ইহা সর্ব্বজনবিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবদবতারত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"
(১।৩।৪৫)

তিনি বলিয়াছেন—কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতরণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট 'আত্মারামশ্চ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় ৬৪ প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা জানাইলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের অর্থ কোন প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের সীমায় আবদ্ধ নহে। ভাগবতের শ্লোকের অর্থ শুদ্ধান্তঃকরণেই তৎকৃপাফলে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। উহাতে ভাগবতধর্ম্মে জড়সীমাতে আবদ্ধতার অভাব-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতধর্ম্ম যে কি তাহা শ্রীভাগবতই বলিয়াছেন— ৬।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥'
(ভাঃ ১।১।২)

আত্মনিবেদনকারী প্রকৃত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণ সদ্যঃ সদ্যঃ ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম পরমনির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম। নির্ম্মৎসর না হইলে কখনও ভাগবতধর্ম্ম বুঝা যায় না। ভাগবত মাৎসর্য্যকে এত গর্হণ করিলেন কেন? না—অন্যান্য সকল দোষ মাৎসর্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মাৎসর্য্যের ন্যায় এমন দোষ আর নাই। আমরা হরি-সেবাবিমুখ হইয়া মৎসরতাহেতু এই সংসারে পতিত হইয়াছি। ভগবানের সেবাবিমুখ সকলেই মৎসর। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম রিপুগুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োগের কথা বলিয়াছেন—

"কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

কৃষ্ণসেবায় সকল বৃত্তিগুলির নিয়োগের কথা বলিলেন কিন্তু মাৎসর্য্যকে ত' কোন স্থানে হরিভক্তিতে লাগাইতে বলেন নাই। হরিভক্তির কথায় মাৎসর্য্যের ব্যবহার ত' পাওয়া যায় না। মৎসর ব্যক্তি [illegible] প্রকৃতির। সে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বেষ করিবার জন্য বলিয়া থাকে "আমিই বিষ্ণুবিগ্রহ কৃষ্ণ বা আশ্রয়বিগ্রহ"। ভক্তির আশ্রয় শ্রবণ-কীর্ত্তনের মুখ্যত্ব বাদ দিয়া অন্যান্য কার্য্য যাহাই করা যায়, সবই কর্ম্মকাণ্ড হইবে।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুকৃষ্ণে নিজকে সমর্পণ করিয়া পরে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলেই ভক্তি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবে, নতুবা নহে। প্রথমে অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন, তারপর শ্রবণ

কীর্ত্তন। নতুবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি অনুসারে—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥"

শ্রবণকীর্ত্তনের কসরত করিলে হরিভক্তি হয় না। School এ admission নিলেই ছাত্র হওয়া যায় না; শিক্ষকের নিকট পড়িতে ও শুনিতে হয়। প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ-পঞ্চকের মধ্যে ভাগবত-শ্রবণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতশ্রবণ কোথায় করিতে হইবে? সেজন্য বলিয়াছেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সমুদ্রতরঙ্গ॥"

ভক্তভাগবতের নিকট হইতে গ্রন্থভাগবতের কথা শুনিতে হইবে। তাঁহার নিকটেই পড়িতে হইবে। যাঁহারা সৎসম্প্রদায় ও আম্নায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা সম্প্রদায়হীন বৌদ্ধ ও মায়াবাদী। তাঁহাদের কোন সাধনভজন নাই। তাঁহাদের প্রয়াস সকলই ব্যর্থ হবে। লণ্ডনে যখন বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ এবং তাহাতে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কথা হয়, শুনিয়াছি তখন Sir * * ও Sir * * ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস ও বনমহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আপনারা এখানে বিষ্ণু-বিগ্রহের পরিবর্ত্তে গ্রন্থভাগবত রাখুন। তখন বিগ্রহের আবশ্যকতা আর কি আছে?" এসকল বিচার নির্ব্বিশেষপর; ভগবান্‌কে মানি (?), তাঁহার বাণী মানি (?) কিন্তু বিগ্রহ মানি না। বাণী যাঁহার সহিত অভিন্ন, তাঁহাকে মানিব না!! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকেও বলিতে শুনিয়াছি যে আমরা শিখদের ন্যায় গ্রন্থসাহেবের পূজক নাই। বাণীশ্রবণের জন্য Living Source এর আবশ্যক। নিজে নিজে ভাগবত পড়িব, আর নিজের ইচ্ছামত তাহার অর্থ করিব—ইহা ভাগবত পাঠ নহে।

* * সমাজিদের বিচার—আমাদের গুরুর আবশ্যকতা কি? আমরা বেদ পড়িব। বেদই ভগবান্। গুরুর নিকট অর্থ জানিতে গেলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবেন। আমরা জানি, শ্রুতির কথা গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হয়। বেদ গুরুদেবের কাছ হইতে পড়িতে হয়। আম্নায় ব্যতীত বেদরহস্য কোথাও পাওয়া যায় না। * * সমাজির ন্যায় আমাদের যেন বিচার না হয় যে, যত মূর্খ Composito তাহাদের নিকট হইতে বটতলায় গিয়া বেদ চাহিতে হইবে। ঐ সকল মূর্খকে বিশ্বাস করিলে তাহারা যে বেদের পরিবর্ত্তে আমাকে কদলী প্রদান করিয়া প্রতারণা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি?

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্।" এ সকল শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার। মায়াবাদীর বিচার এই যে—আম্নায় থাকে না। Dr. S. K. Dey এর বিচার—বৈষ্ণবাচার্য্যের আম্নায়এ Gap পড়িয়া যাওয়া—সুতরাং উহা সংরক্ষিত হইল কিরূপে? কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রদীপ * * নন্দীর ও তাঁহার চেলা * * নাথ বসুর কথা—পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামীকে যদি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাদ দিলেন, তবে ঠাকুরের গুরু কোথায় রহিলেন? শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের পর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আম্নায়পরম্পরায় লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং উহা ঐতিহাসিক সত্য নহে ইত্যাদি। ইঁহাদের উক্তির মূলে ভাগবত-গুরুপরম্পরার রহস্যজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাই যে দায়ী, ইঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আম্নায়ের আবশ্যকতা আছে বলিয়াই আচার্য্যগণ গুরুবরণ করেন। মহাপ্রভু সেই বিচার রক্ষা করিবার জন্যই গুরুবরণ করিয়াছেন। তবে কেহ বিবেকানন্দী আর কেহবা গোষ্ঠানন্দী। শ্রৌতধারা চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত-ভাবে প্রবহমান থাকিবেন। ইহা নষ্ট হইবার নহে—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্যই সাত্বতসম্প্রদায়ের একমাত্র সম্পত্তি। গুরুদেব ও গুরু-পরম্পরার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ স্বরূপদামোদর হইতে শ্রীমজ্জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-কিশোর-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুর মধ্যে কোনও পার্থক্য বা মতান্তর নাই। সকলেই একসূত্রে গ্রথিত। আমি আমার অজ্ঞানরূপ চশমার সাহায্যে আচার্য্য বা গুরুকে দেখিতে গেলেই ভুল করিয়া বসি। কিন্তু শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান-রূপ চক্ষু প্রদানপূর্ব্বক আমার ভ্রমলতার শোধন করিয়া আমার নিকট ভগবান্‌কে দেখান। শুদ্ধভক্তগণ কখনও মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবক হইতে চান না। বৈষ্ণবগণের বিচার—

"মদ্ভক্ত-ভক্তপরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ"। বৈষ্ণবগণের বিচার—গুরুদাসসূত্রে আমার অনেক প্রভু হউন। তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ও গুরুসেবা করুন, আমি তাঁহাদের নিত্য দাসানুদাসরূপে অবস্থান করি। আচার্য্য হইলেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়া যান না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, তিনি শক্ত্যাবিষ্ট ও কৃষ্ণের সেবাসুখবিধানকারী। ভাগবতপরম্পরা থাকিবে না, সৎসম্প্রদায়ের শ্রবণমূল উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে, কেবল আচার্য্যের বাণী ও গ্রন্থভাগবত থাকিবেন। আচার্য্যের কার্য্য যাহা জীবোদ্ধার ও জীবে নামদানরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ার কার্য্য তাহা বন্ধ হইয়া যাউক, দীক্ষা-শিক্ষাদির কোন আবশ্যকতা নাই—তাহা হইলে থাকিবে কি? সুতরাং এ বিচার সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য ও বৈষ্ণবের বিচার সম্বন্ধে বলিতেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদিদানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥"

অমানি মানদ না হইলে আচার্য্য হইবার যোগ্যতা হয় না। যিনি আমার কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিকে কৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, তিনিই আচার্য্য। যিনি মাঝপথে আমার সমর্পিত নৈবেদ্য নিজে আত্মসাৎ করিবেন না—কি ডাকাতি করিয়া অপহরণ করিবেন না, তিনিই আচার্য্য। যিনি আমার প্রদত্ত গুরুসেবার উপায়নগুলি সমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন, তিনিই আচার্য্য।

পাশ্চাত্য মনীষী Newton একসময় তদপেক্ষা অল্পমেধাবী জনগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" ইহাতে তাঁহার নিজের পক্ষে দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে তিনি তদপেক্ষা হীন জনগণ হইতে কিছু হীন হইয়া যান নাই।

প্রভুর সেবার জন্য আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি সত্য সত্যই যদি কৃষ্ণের নিকট যাইতে চাই এবং তাঁহাকে আমার সেবা নিবেদন করিতে চাই তবে সেইগুলি আমি কাহার নিকট দিব? কৃষ্ণসেবার স্বার্থ কে আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লইবেন? যিনি কৃষ্ণের স্বার্থ আমার নিকট হইতে আদায় করেন, তিনি গুরু-পাদপদ্ম। আর যিনি শ্রীগুরুদেবের স্বার্থ আমাদের নিকট হইতে বুঝিয়া নিবেন সেই গুরুপ্রেষ্ঠ জনই আমাদের আচার্য্য। মূর্খ লোক মনে করিয়া থাকে—"রাজা হওয়া ভারি মজা"। কিন্তু যিনি রাজা, তিনি প্রজার চিন্তায় অস্থির থাকেন, তাঁহার চোখে নিদ্রা থাকে না। আচার্য্যের কার্য্য কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। আচার্য্যের কার্য্যে পরিপূর্ণরূপে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। কৃষ্ণের নিকট জীবকে পৌঁছাইয়া দিবার কার্য্য সকলে করিতে পারেন না। এখানে স্বার্থের Share এর বা একের জড় স্বার্থের সহিত অপরের জড় স্বার্থের সংঘর্ষ বা কলি বা Challenge এর কোন কথা নাই যে কাহারও জড়ীয় ভোগ্য মোটা Share লাভ না হইলে চলিবে না।

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু আজ নূতন করিয়া আচার্য্য হইতেছেন না। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতেই আচার্য্য। আমরা মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সকলেই এক একটা আশ্রমে থাকিয়া হরিকথা প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে বক্তৃতা করিয়া থাকি, লোককে mission এর কথা শুনাই কিন্তু আমাদের সকলেরই রসদ যোগান কে? আমরা "গৌড়ীয়" "Harmonist" প্রভৃতিতে যে সিদ্ধান্ত পাই তাহা কাহার ইঙ্গিতে? শ্রীল প্রভুপাদ একবার দার্জ্জিলিং এ বসিয়া যখন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তখন উহা শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে দেখিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাহা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদকে ফিরাইয়া দিলে তিনি আমাদের সমক্ষে বলিয়াছিলেন—"আমি নানা কার্য্যে ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকি বলিয়া সব কথাগুলি গুছাইয়া লিখাইতে পারি না। বাসুদেব আমার লেখাগুলিকে সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারে।" আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি, কখনও কোন প্রবন্ধ বা প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যদি শ্রীল বাসুদেব প্রভু অনুমোদন করিতেন তবে তাহাতে প্রভুপাদের আর কোন সন্দেহ থাকিত না। সুতরাং যিনি শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর এ সকল স্বাভাবিক গুণের বিরুদ্ধে বাক্য উত্থাপন করেন ও আপত্তি করেন, তাঁহাকে আমার দূরতঃ দণ্ডবৎ।

Mission এর management এর ভার থাকিবে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী প্রভুর উপর কিন্তু শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচারের ভার থাকিবে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর উপর, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ থাকিতেও ছিল, এখনও সেরূপ থাকিবে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তির কথা ভুলিয়া যখন 'দাস গোদা' বা কর্ত্তা হইতে যাই তখনই যত গোলমাল ও মতান্তর উপস্থিত হয়। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" শ্রীল প্রভুপাদ থাকিতে অনেকে একটী 'Governing body' গঠনের মত করিয়াছিল কিন্তু তিনি কোনদিনই বা কোন মুহূর্ত্তের জন্যও উহার অনুমোদন করেন নাই—ইহা আমরা অনেকেই স্ব-কর্ণে শুনিয়াছি ও জানি। আমরা Governor (শাসক) হইয়া পড়িলে কখনও

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিগ্রহ-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য-চতুষ্টয় গোপাল [illegible] আছেন। কুলাদীন [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-ধর্মশালায় আছে। রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রেমানন্দ চতুর্দশ [illegible] গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক- মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান [illegible]। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীম[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) সমুদ্রগড় গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) দেপ্তিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীলক্ষ্মণদেব পন্থার [illegible], পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া) রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] রক্ষক [illegible] ও কৃষ্ণরূপ

[illegible]

পোঃ [illegible]

[illegible]

রক্ষক- [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক- শ্রী[illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

২০নং নন্দবল্লভপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ।

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবঙ্কুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৮) গোয়াসপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ. পি. রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible]পুর গৌড়ীয় মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষ, সীতাপুর রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) এতস্নানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible]। পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅদিদত্ত ব্রহ্মচারী।

(৫০) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজময় শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-র সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।৹
মাগরা নূতন	৪৷৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৫।৵৹
সিদ্ধ বেলুন	৩।৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹ ৫।৵
ঐ দাদখানি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫।৹—৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেলুন	৩৵৹

চিনির দর

ট্রিক টিন, টপ	১০৷৷/৹
ক্লিপুর ১০০০ নং	১০/৹
মায়হোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮।৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৷/৹—৮৲

সোণা রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৻৫৹
গিনি (সভরেণ)	২২।৵ ১৹
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংশে—	৩৪।৵৹
নিম্নতম—	৩৪৸৵৹
উচ্চতম—	৩৪।৵৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/৹—৬।৹
রূপা কানের ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৹—৫৷৷৵৹
সুজী	৫৸৵৹—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵৹—৫৸৹
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/৹—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৵৹
আটা নং (৩)	৩৸৵৹—৪৲
পোলার্ড	১৷৷৵৹—১৸৹
ভুষি	১৷৷৵৹—১৷৷৵৹

ঘৃতের দর

আড়ঙ্গ	৫৬৲
রাণাঘাটা	৫৪৲
কৃষ্ণনগরী	৫৩৲
[illegible]	[illegible]

সাজিমাটি (?)	
আরজী	৩৫
কাবুলে	৩৬
পাকা পাতা	৪১৸৹

জুটের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ

আসেন লোয়ার লাইন	৫৪৲
সিট্‌ল আসেন স্কয়ার কাট	৪০৲
কর্নালি পুরুলিয় লাইন	৪৩৲
ডাবর্গ শাখা	৫৩/
ঐ লাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ

	প্রতি মণ
পাহাড় সাদা	৬৷৹
সুপারী দেশী	১৩৮৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৷৷৹—১০৷৹
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।৹—১৩৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি, (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৭৵৹—৭৷৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।৹—৬৷৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷৹
নরগা টী আয়রণ	৭৸৹—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵৹—৮৷৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵৹
২৬ গেজ—	১২।৵৹
২৮ গেজ—	১২।৵৹
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵৹
২৬ গেজ—	১২৵৹
২৮ গেজ—	১২।৵৹
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১৷৷৵৹
২৬ গেজ—	১২৷৷৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	।/১০—৷৷/৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮৷৷৹
প্লেট কাটি বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৪৷৷৹ ৭৸/৹ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।৹—৬।৹
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸৹
টিন পাটী, গোলটু গয়াদে	৫৷৷৹—৫৷৷৵৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৫৷৷৹—৭।৵৹

মু: ইস্পাত আসল ২২৷৷৹, নকল ২১৲

টকলের হালদর ৪৸৹, গাটের হালদর ৬৷৹

তুলার হালদর ৩৹

আশুতোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

পুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক শিক্ষা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	-	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাজা, ২৪ পরগণা।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	॥০	৷৵০	৷৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৮৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

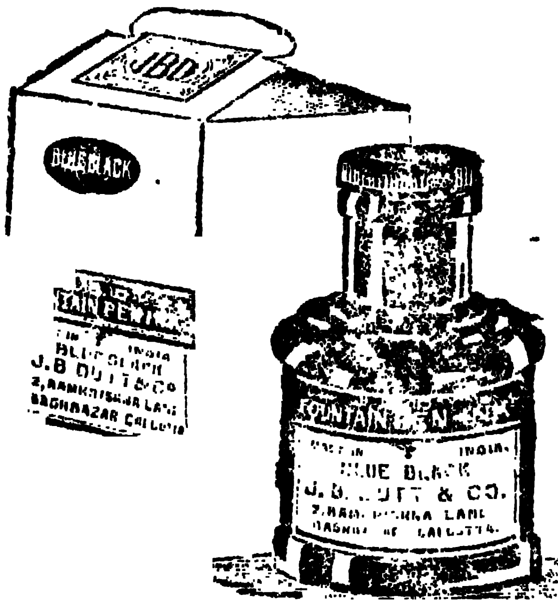

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

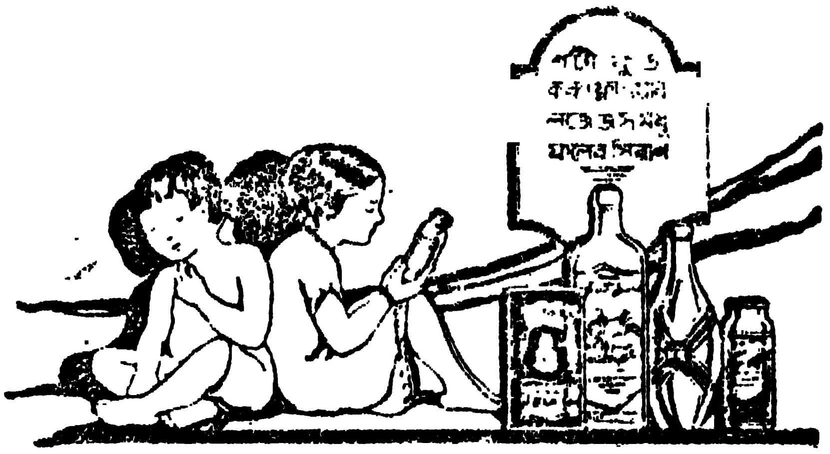

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

‘সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি’ এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফোন বড়বাজার ১৮নং হোমিও প্রেস, কলিকাতা

ফোঃ
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই চৈত্র ১৩৪৩, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২১

গৌরজন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় সম্মেলনে জওহরলালজীর বক্তৃতা

"আমার বিশ্বাস, মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কংগ্রেসের অনুসৃত আদর্শ অনেকটা নীচে নামিয়া আসিবে; কিন্তু এক্ষণে এ সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন আমি একজন অনুগত অনুচরের ন্যায়ই উহার অনুসরণ করিয়া চলিব। এইভাবে চালাইতে চলিতে অবস্থা যখন আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিবে, তখন আমি আপনাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে আমার এই গুরুদায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবার অনুরোধ জানাইব। যে পথ আমার পরিচিত নহে, সে পথে আমি সেনাদলকে কি করিয়া পরিচালিত করিব? এমতাবস্থায় আপনাদের অপর একজন নেতা বাছিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত, তবে আমি এখনই এরূপ কোন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছি না।"

সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটের সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট সমুদয় নেতৃবর্গ নিম্নে অবতরণ করিয়া অপরাপর প্রতিনিধিদের সহিত দণ্ডায়মান হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বেদীর উপর হইতে হিন্দীতে জাতীয় শপথ বাক্যটী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠ হইতে উদাত্তস্বরে তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। এই দৃশ্য অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

ব্রহ্ম রেলওয়ে বোর্ড

গত ১৮ই মার্চ্চ রেঙ্গুণ গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় ব্রহ্ম রেলওয়ে বোর্ডের গঠনতন্ত্র এবং সদস্যদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। রেলওয়েসমূহের এজেণ্ট মিঃ জে ই এল রোল্যাণ্ড রেলওয়েসমূহের চীফ কমিশনার ও রেলওয়ে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ফাইনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ এইচ সি রেনল্ডস ফাইনান্সিয়াল মেম্বার হইবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রেলওয়ে বোর্ডের বে-সরকারী সদস্য মনোনীত হইয়াছেন—

বার্ম্মা চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত মিঃ এইচ এস্ বোল, বার্ম্মিস চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত উ লা বু, বার্ম্মা চাইনিজ চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত মিঃ এস এ এস তায়েবজী এবং চাইনিস চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত মিঃ খু সাইন পো। তাঁহারা আগামী ১লা এপ্রিল হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সদস্য থাকিবেন।

স্পেন-যুদ্ধে সরকারী সেনাদলের সাফল্য

জেনারেল মিয়াজা গুয়াডালাজারা রণক্ষেত্রে মোরাণাকেল নামক একটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতালীর ও স্পেনীয় সৈন্যদলের মধ্যে যে লড়াই সুরু হইয়াছে তাহার প্রথম অঙ্কে স্পেনীয় সৈন্যদলই জয়লাভ করিল দেখা যাইতেছে। ইতালীয় বাহিনী ব্রিহুয়েগায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সরকারী সেনাদল বলে যে, ব্রিহুয়েগা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তে আসিয়াছে।

হুগলী জিলায় বসন্তের প্রকোপ

গত ১৩ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে হুগলী জিলার গ্রামাঞ্চলে বসন্তের প্রকোপ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে এই সপ্তাহে ৩৬ জন ও পূর্ব্ব সপ্তাহে ৪৮ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে উভয় সপ্তাহেই ৯জন করিয়া মারা যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২ ব্যক্তি কলেরায় আক্রান্ত হয় ও ১জন মারা যায়; কিন্তু এই সপ্তাহে মাত্র ১ জনের কলেরা হয়।

লাহোরের দৈনিক 'ধর্ম্মবীর'

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাহোরের দৈনিক পত্র ধর্ম্মবীরের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা করিয়া জামানত তলব করিয়াছেন। তলবানার কারণ দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্মবীরে অনেক মুসলমানের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগে।

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন

আগামী মে মাসে কটকে উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের এক অধিবেশনের চেষ্টা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে শ্রীযুত সারঙ্গধর দাসকে সম্পাদক, এবং শ্রীযুত বিশ্বম্ভর দাস ও এস পি শর্ম্মাকে সহসম্পাদক করিয়া একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মেলনের কার্য্য চলিতেছে

বোর্ডিং স্কুলে বহুসংখ্যক শিশুর মৃত্যুকাহিনী

সোভিয়েট-বিরোধী ধ্বংসকর কার্য্যকলাপের অভিযোগে নভসিবির্স্কে সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে মস্কোতে একটী বিরাট মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা একটী কিণ্ডারগার্টেন বোর্ডিং স্কুল এইভাবে নির্ম্মাণ করে, যাহাতে সহজেই উহাতে আগুন ধরিতে পারে; ফলে তথায় বহুসংখ্যক শিশু আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, কুলাকিনকে ঐ অঞ্চলের ট্রটস্কিপন্থী দল এমনভাবে স্কুলটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিল যাহাতে আগুন লাগিলে উহা একটী মরণ ফাঁদে পরিণত হয়। শয়নাগার গুলি হইতে বাহির হইবার [illegible] দরজা ছিল না এবং [illegible] পাতলা কাঠের দেওয়ালের ঠিক নিকটে স্থাপন করা হইয়াছিল। রাত্রিকালে আগুন লাগে এবং যেটুকু যখন [illegible] আসিতে পারে তখন সে শিশুদিগকে না জাগাইয়াই পলায়ন করে। রাত্রির পাহারাওয়ালারাও তাহাই করে।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আসামীদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের [illegible] উন্নতি দলের শিক্ষা সম্পর্কিত কার্য্যকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করা।

মদের কারখানায় [illegible]

গত ১৬ই মার্চ্চ [illegible] মদের [illegible] আগামী বিকালের [illegible] কমিশনার [illegible] সহ নন্দগ্রামে [illegible]।

পুলিশ [illegible] এবং অনেক [illegible] করার সম্পত্তি [illegible] করিয়াছে। [illegible] লোককে [illegible] করা হয়। [illegible] চলিতেছে।

৪৬ জন শিক্ষক বরখাস্ত

নারায়ণপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কংগ্রেসী সভায় উপস্থিত হইবার এবং কংগ্রেসীপ্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিবার ও কাজ করিবার [illegible] নারায়ণপুর জেলাবোর্ড [illegible] স্কুলসমূহের ৪৬ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০

৯। হৈতন্যবাদ ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। দ্বাদশ স্তবরত্ন ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ের গৌরতত্ত্ব ।০

২২। ব্রজ রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০

২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্র (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ: ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বসূত্র বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়:

৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়: ৴০

৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত

৭০। নামভজন

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস

৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তীকম্

৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুই

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর্যাপ্রলেড ডিভোশন

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচিন্তামণি ।

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র।

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত; বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং লেখনীর অদ্ভুত প্রাঞ্জল ভাবের একাধারে দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবে। এক বিরাট, অভিনব ও আকারের মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্ব-লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রবন্ধ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ২৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫০, ১০ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২৪শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বুধবার | ...শ সংখ্যা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু কী জয়

আচার্য্যপ্রশস্তি ও শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা

(৪)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত অনুগগণ সকলেই যাঁহার আনুগত্যে চিরকাল প্রভু সেবা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী—নিত্য পার্ষদ সেই শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীচরণে আমরা পুনঃপুনঃ কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচারেই প্রভুসঙ্গী শ্রীল বাসুদেব প্রভুর এ জগতে আগমন। তিনি সত্য আচার্য্য। তাঁহার প্রভুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতা, নির্ভরতা, প্রভুর প্রতি প্রীতি ও ব্যাকুলতা ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা, জীবের প্রতি অমায়ায় কৃপা, ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গতি সবই গভীর। সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-সেবার বৈশিষ্ট্য ও প্রভুকে জগতের আপামর সাধারণে বিতরণের জন্য তাঁহার কৌশল ও চাতুর্য্য ভাগ্যবান্ জনগণের নিকট অবিদিত নহে। শ্রীগুরুসেবার পরমাদর্শ, শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তধারার মূর্ত্তবিগ্রহ যিনি, শুদ্ধগুরুদাস-গণের ধ্রুবতারা ও মস্তকের ভূষণ যিনি, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক ভাবসঙ্কল্পবিধানে ব্রতী যিনি, কীর্ত্তন-বিগ্রহ যিনি, আমাদের সকলের সকল উপাদান সানন্দে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন যিনি, যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া শিষ্যগণের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি আর অন্য কেহই নহেন, তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু।

বর্ত্তমানে যিনিই একমাত্র গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর ও জগদ্‌গুরু, যে আচার্য্য-কেশরীর জীবং ভয়েতেই পাষণ্ডগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং যিনি জগতের একমাত্র উপদেষ্টা-রূপে প্রভুকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়া প্রবর দর্শনবানীরূপে জগতে প্রকটিত, গৌর সরস্বতী বাণী প্রচারই যাঁহার মূলমন্ত্র, সেই মহাভাগবতবর আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু জয়যুক্ত হউন।

যাঁহার সেবাই শ্রীল প্রভুপাদের সেবা, যাঁহার কৃপাই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা, যাঁহার আনুগত্যই শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য, যাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য শ্রীগুরুর প্রতি ঔদাসীন্যতা বা গুরুদ্রোহ, যাঁহার জয়েই শ্রীল প্রভুপাদের জয়, যাঁহাকে বাদ দিতে গেলে প্রভুর সহিত কাহারও সম্বন্ধ থাকে না বা থাকিতে পারে না, যাঁহাকে লঙ্ঘন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিয়া আমি প্রভুসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই অত্যন্ত প্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু মাদৃশ অপরাধীর প্রতি নিজগুণে কৃপাদৃষ্টি করুন, তাঁহার শ্রীচরণে আমার ইহাই প্রার্থনা।

গত ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ রবিবার আমরা গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। ঐ দিবস প্রাতে পরিক্রমার সহস্র সহস্র যাত্রী ও বিদেশাগতগণ শ্রীচৈতন্য-মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর পুনঃ পুনঃ নিয়মপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

অনন্তর আচার্য্য বাসুদেব প্রভু তথায় উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার শ্রীচরণে ভূমাবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা ভূষিত করেন। অনন্তর একটি আলোকচিত্র লওয়া হইলে পর পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে অগ্রণী করিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীকোলদ্বীপাভিমুখে গমন করেন। ভক্তবৃন্দ নদী পার হইয়া সমবেতকণ্ঠে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া নবদ্বীপ ষ্টেশনের সন্নিকট স্থানে উপস্থিত হন। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রামাদি করিয়া পরে ক্রমান্বয় চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপস্থিত হন ও তথায় মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

সন্ধ্যায় তথায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হইলে বিদ্বদ্‌গণ বক্তৃতামুখে হরিকথা ও ধাম-মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপর দিবস ভক্তবৃন্দ ঋতুদ্বীপ ও জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করেন।

গত ২১শে মার্চ্চ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ও ডাক্তার এস এন ঘোষ মহোদয় কটক হইতে ও তৎপর দিবস ঢাকা হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ মহোদয় ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ... এবং শ্রীপাদ ... মহারাজ ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সহ পরিক্রমার যোগদানার্থ চম্পহট্টে গমন করেন।

মাদ্রাজে প্রচার

গত ... প্রদেশে শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ সত্য-বাসুদেব দাস ব্রজবাসী এম এ বি এল মহোদয় ... প্রচার হইতে রাজ ... অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ... এবং ... পাবলিক ... শ্রীযুক্ত ... মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কীর্ত্তন করেন।

বেলকুচি নওয়ায় শ্রীব্যাসপূজা

খুলনা জেলার ... গৌড়ীয় মঠ পরিচালক শ্রীপাদ ... মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ... গত ... ফাল্গুন, শ্রীযুক্ত ... বাসভবনে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য মূর্ত্তি ... স্থাপন পূর্ব্বক পুষ্প-মাল্যাদি ও ধূপ, দীপ গন্ধাদি ... পরমাদরে ... শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

সভার প্রারম্ভে কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের অনন্ত গুণাবলী এবং ... কথা শ্রীপাদ ... মহারাজ ... যাবৎ ... কীর্ত্তন করেন। সভা অন্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে ... দেওয়া হয়।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণকে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্; ভগবচ্চরণে যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, ভগবৎ-কৃপায় বা বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাহার সেই ভগবদ্ অপরাধের ক্ষালন হয়। যেমন ভগবান হইতে ভক্ত বড়, তেমন বিষ্ণুচরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ [illegible] গুরুতর ও অমার্জনীয়। [illegible] অপরাধ হইলে বৈষ্ণব তাহা ক্ষালন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবানও তাহা ক্ষালন করিবার ভার গ্রহণ করেন না"।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ গোবিন্দ, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪০

চৈতন্যাব্দ*

(শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible])

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কালগণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খ্রীষ্টজন্ম কাল হইতে বর্ষ গণনা প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত আছে। জাপানে ইহার পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি বর্ষগণনা প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্যসমূহে মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান স্মারকস্বরূপ হিজরী বর্ষ গণনা করা হয়। ভারতের প্রদেশসমূহে আবার অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৫।৩০ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। [illegible], [illegible], কলি[illegible], বা কলাব্দ, ফসলী, [illegible], সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বলাব্দ, বারবাহাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ পঞ্জিকায় গণনা প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অব্দ গণনা বর্তমান অপূর্ণ বর্ষকে পূর্ণ বর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ক্রমশঃ একটা বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ গণনা প্রণালীতে স্থান পায় নাই। তাঁহারা খৃষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষ পূর্ণ না হইলেও এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটি বালিকা দুই সেকেণ্ড অন্তর জন্মিলে ১১টা বালিকা মনে করা [illegible] এরূপ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ১৪০৭ শকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬

[illegible] ৪ বৎসর হইয়াছে মনে করা ভ্রমসঙ্কুল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা যুক্তিযুক্ত। তজ্জন্য পঞ্জিকা-সম্পাদক মহোদয়কে পঞ্জিকার বর্ষগণনায় ভ্রম করা গণিতশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয় বর্তমান কালে কেহ কেহ প্রকটলীলাব্দকে শ্রীচৈতন্যাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা তাঁহাদের সনাতন প্রথা লোপ করিবার উদ্যম হইতে পারে। খৃষ্টীয় পন্থার অনুগমনে তাহারা আধুনিক [illegible] করেন অথবা ভ্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটি অব্দ অধিক স্থাপন করিয়া প্রকটলীলাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন। তাঁহাদের সহিত কোন সাম্প্রদায়িক সজ্জন [illegible] একমত হইতে পারেন না। সময় সময় এ সকল কথা অনেকবার আলোচনা হইয়াছে তৎসত্ত্বেও [illegible] আগ্রহ করিয়া গণনার রীতি গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহারা সমাজপোষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক-শতাব্দ স্থাপন করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য বিধান [illegible]।

গৌরাব্দকে কেহ যেন দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌরধাম নিরূপণে ব্যস্ত না হন, অথবা ৩৬০।৩৬৫।৩৬৬ দিয়া গুণ করিয়া গৌরধামের [illegible] নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সকল বিষয়েও জগতে [illegible] উৎপন্ন হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। অনেক পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌড়ীয়গণ সকলেই প্রকট-গৌরাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করেন। নতুবা সামান্য ভ্রম [illegible] হইলে তাঁহাদিগের গণনাশাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্তগণে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ [illegible] হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা আশা করি, প্রত্যেক সুধী লোকই গৌরাব্দকে [illegible] মনে করিবেন না। সেইজন্যই আমরা সজ্জনতোষণীর অঙ্কে আগামী প্রকট-পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত ৪২৯ প্রকট গৌরাব্দ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিব তৎপর দিবস শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০ হইবে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ, ইচ্ছা ও প্রেরণাক্রমে পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন। তিনি খৃষ্টীয় মিশন-অফিসে কার্য্য করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে কার্য্যনিষ্ঠ হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দগণনা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তজ্জন্যই চৈতন্যাব্দে খ্রীষ্টীয় পন্থা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পঞ্জিকাতে প্রথমে স্থান পায়। পি, এম বাকচীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে অপরাপর পঞ্জিকার গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

* শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ১০ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

সপ্তম দিবস

আমরা গত কল্য শ্রীজহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। ইহা নবধাভক্তি অঙ্গের [illegible] দ্বীপ। এই দ্বীপ বৃন্দাবনলীলার ভাণ্ডীরবন। বর্তমান বিদ্যানগর, মজলপুর, রাজাবরপুর, রামচাঁদপুর, শ্রীরামপুর ও জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এইস্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। জান্নগর, বিদ্যানগর এই স্থানের বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

জান্নগর

একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশী প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডুষে সকল গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃকুলের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী হইয়াছে। কিছুকাল পরে [illegible] গঙ্গাতনয় ভীষ্মদেব এইস্থানে জহ্নুর নিকট অবস্থানপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্ম্মতত্ত্ব আবার তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট কীর্ত্তন করেন। ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহার উপদেশের মর্ম্মার্থ।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ঋষিগণ এইস্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা ক্ষয় করেন। বহু ঋষি এই স্থান হইতে বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। এইস্থানে বাল্মিকী কাব্যরস, ধন্বন্তরী--আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ বেদগান উদ্গান করেন। দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। এইস্থানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনায় বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই স্থানে কপিল সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতম তর্কশাস্ত্র, কণাদ বৈশেষিক-শাস্ত্র, পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র, জৈমিনী মীমাংসাশাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রসকল প্রকাশ করিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপলক্ষে উপনিষদগণ দীর্ঘকালব্যাপী গৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণসঙ্গে শ্রীগৌরসেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলান্তর্গত শ্রীবিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া তথায় বিদ্যানগর স্থাপন করেন।

সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে মহৎ বলিয়া আমার খ্যাতি হউক অথবা ভূতলে [illegible] সিদ্ধি আবির্ভূত হউক, কিম্বা বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বাভীষ্ট কমনীয় চতুর্ব্বর্গ লাভ হউক কিন্তু [illegible] লৌকিকী কিম্বা গৌরধামপ্রীতি ব্যতীত ভক্তগণ কখনই ঐগুলিকে বহুমানন করেন না; সেই দেবদুর্ল্লভ গৌরধামবাস কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে না? নবদ্বীপের যে-স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত সেই দেবেন্দ্রবন্দিত পবিত্রভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম জন্ম [illegible] বাস করিবার আশা কি আমার হৃদয়ে জাগিবে না?

ভক্তবিদ্বেষী কে?

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ)

উগ্রসেনপন্থী পন্থার বিচার-পদ্ধতি ভগবৎ-সেবার অনুকূল ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণে তাঁহার ভোগের ইন্ধনরূপে দর্শন করিতেন। সুতরাং তিনি রামকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনবাসিদিগের সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন নাই। পন্থার বিচার ছিল যে, জগতের সমুদয় সম্বন্ধ বণিগ্‌বৃত্তির অনুশীলনমাত্র হওয়াই কর্ত্তব্য। বৃন্দাবনবাসিগণ রামকৃষ্ণের অভাব অনুভব করিতেছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পন্থা বৃন্দাবনবাসি-দিগের উৎকণ্ঠার প্রকৃত কারণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণ শৈশব হইতে নন্দ-যশোদাকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহাদিগকে মথুরায়

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

আশা করিয়াছে তজ্জন্য প্রাপ্তবয়স্ক বালকদ্বয় দ্বারা যে সমুদয় অভিলাষের আশা করিয়াছিলেন এবং যেজন্য তাঁহারা শিশু দুইটীকে এতদিন যাবৎ লালনপালন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। নন্দ-যশোদা প্রমুখ বৃন্দাবনবাসিগণের প্রতি পদ্মাপক্ষীয়দিগের এরূপ অবিচার কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ চিন্তা করিয়া পদ্মা বৃন্দাবনবাসিদিগের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য তাহা পদ্মাপক্ষীয়গণের মিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃন্দাবনবাসিদিগের প্রাপ্য হিসাব করিতে হইলে রামকৃষ্ণের জন্য একাদশ বর্ষকাল তাঁহারা যে সমুদয় খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন উহার একটা সঙ্গত মোট মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা হইতে রামকৃষ্ণ নন্দযশোদার গোবৎস চরাইয়া যে পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বাদ দিলে নন্দযশোদা প্রমুখ বৃন্দাবনবাসিদিগের মোট প্রাপ্য স্থির হইতে পারিবে। যদি রামকৃষ্ণকে মথুরায় রাখাই লাভজনক হয় তাহা হইলে বৃন্দাবনবাসিদিগের প্রাপ্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের পাওনা মিটাইয়া দিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরুদ্বেগে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন এবং রামকৃষ্ণকে ফিরাইয়া লইবার জন্য পদ্মাপক্ষীয়দিগকে আর বিরক্ত করিবেন না।

জগতে পুত্রের সহিত পিতামাতার সম্বন্ধ—পদ্মানীতিরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা মুখে স্বীকার করিলেও অনর্থযুক্ত অবস্থায় নিজের আচরণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। জগতে কোন পিতামাতাই তাঁহাদের পুত্রকন্যার প্রতি যে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে প্রীতিবিশিষ্ট নহেন ইহা অনুভব করিতে পারেন না। এই অনুভূতিরাহিত্যের দরুণ তাঁহারা শুদ্ধসেবারাজ্যের সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থ উপলব্ধি কিংবা স্বীকার করিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে কতকগুলি অনর্থযুক্ত কপট ব্যক্তি মুখে প্রকাশ্যভাবে সিদ্ধান্ত জানিয়া উহাদ্বারা আর্থিক লাভের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টাও করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রচাররূপ সেবাভিনয়ের বিনিময়ে যদি যে পরিমাণে অর্থ ও পরিশ্রম তাহারা তজ্জন্য ব্যয় করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে তাহারা তদ্রূপ সেবাভিনয়ও অচিরাৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ভূতক পাঠক ও দেবল তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার কথা সকলেই অবগত আছেন। ভূতক সেবক-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তির কথা কখনই অন্তরের সহিত আদর করে না। বাহিরের চেহারা এবং সেবা অভিনয়ের বাহ্যনিপুণতা ভূতক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ইহা তাহাদের ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ। অজ্ঞব্যক্তিগণ এই সমুদয় বাহিরের চাকচিক্যে ভুলিয়া গিয়া ভূতককে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সহিত সমান কিংবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। জগদ্গুরু আচার্য্যদ্বারা ভগবান্ এই সমুদয় ভূতক ধর্ম্মব্যবসায়িগণের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞব্যক্তিদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করেন। আচার্য্যের এই ভুবনমঙ্গল প্রচার-পদ্ধতিকে এই সমুদয় ধর্ম্মব্যবসায়ী এবং তাহাদিগের কপট এবং বঞ্চিত 'শিষ্যাভিমানী' ব্যক্তিসমূহ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দাম্ভিকতা, অভক্তি-পর্য্যায়ের ব্যাপারবিশেষ এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে।

শুদ্ধসেবা ও বণিগ্‌বৃত্তি এতদুভয়ের সমন্বয় আদৌ সম্ভব নহে। শুদ্ধসেবাবৃত্তি ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত উদ্বুদ্ধ আত্মার স্বরূপগত স্বভাব। বণিগ্‌বৃত্তি দেহমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেহমনের স্বাভাবিক ধর্ম্মদ্বারা আত্মবৃত্তি আবৃত অবস্থায় বদ্ধজীবের পক্ষে শুদ্ধসেবার স্বরূপের অধিষ্ঠান সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুপাদপদ্মের কৃপায় বদ্ধজীব তাঁহার আবৃত স্বরূপের বৃত্তির সন্ধান লাভ করিতে পারেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, বণিগ্‌বৃত্তি সেবাধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা অবগত হইয়া তিনি তখন সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভক্তের আনুগত্য বরণ করেন। আচার্য্যের বাণী তখন তাঁহার নিকট পরনিন্দা কিংবা দাম্ভিকতারূপে প্রতীয়মান হয় না। জগতের শিষ্টাচার ও দৈন্য যে সত্যাপেক্ষা হীন স্বরূপগ্রাহী ইহা তখন তিনি বুঝিতে পারেন। দেহমনোধর্ম্মরূপ বণিগ্‌বৃত্তি দ্বারা কোন স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জড়ীয় সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইতে পারা যায় না। শুদ্ধসেবার আবশ্যক অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে উপাসক দেহ মনোদ্বারা ধর্ম্মের নামে কেবল ভীষণ স্ব-পরদ্রোহ আচরণই ধর্ম্মব্যবসায়িদিগের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—৷৵০; ৩য় খণ্ড - ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভুর অভিভাষণ

[স্থান—অবিদ্যাহরণ নাটমন্দির; সময়—৮৫ মার্চ্চ ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আজ আমরা শ্রবণাখ্য দ্বীপ সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। আগামী কল্য কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের পরিক্রমা হইবে। শ্রীগোদ্রুমে আমাদের গুরুদেবের নিত্য কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির যাজনস্থান স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগে প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ভক্তিস্রোতের মূলমহাপুরুষ। গোদ্রুমে তাঁহার নিত্য কীর্ত্তন হইতেছে। আগে অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন, তারপর সীমন্তদ্বীপে শ্রবণ এবং তারপর গোদ্রুমে কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করা যায়।

স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জের মালিক হইলেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু। তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জের সেবাপরিপাটী ভজন পরাকাষ্ঠালাভই জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবার্ষভানবীদয়িত সুললিত শ্যামমহাপ্রভুর প্রিয়তম অনুগ ছিলেন। শ্রীদামোদর স্বরূপের প্রিয়তম জন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন ভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠে—তদীয় ভজনস্থানে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কবে সেই রাধানিত্যজনের দাসানুদাসস্বরূপে তাঁহার সেই নিত্য কুঞ্জে থাকিতে পারিব? শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার অবধি নাই। তাঁহার ন্যায় আর কেহ প্রপঞ্চে আগমন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনহীন জগতে পতিত জীবের নিত্যমঙ্গলবিধানের জন্য এমন দয়া বিতরণ করিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। আমাদের ন্যায় এমন নির্গুণ দীনহীন কাঙ্গাল ও সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য জীবগণকে সেই স্বরূপদামোদরের কুঞ্জে বাসস্থান দিবার এইরূপ অসামান্য দয়ার উদয় আর কাহাতে হইয়াছে? আমি যেন নিত্যকাল সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখবাণীর শ্রবণরূপ নিষ্কপট শিক্ষায় গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বাণী আশ্রয় করিয়া তদীয় অভীষ্ট সেবা করিতে পারি—ইহাই অদ্য প্রার্থনা করি।

বাসুদেব প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বকেয়ম্—

* * আপনি সময় করিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশের জন্য ক্রমশঃ প্রবন্ধ পাঠাইতেছেন জানিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। মনোযোগ সহকারে "গৌড়ীয়" ও "নদীয়াপ্রকাশ" পাঠ করিলে ইহাই "শ্রবণ" আর যে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন, তাহাই "কীর্ত্তন"। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে আপনার হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের কৃপাপূর্ব্বক রোপিত ভক্তিলতাবীজটি সর্ব্বক্ষণ সেচন করিবেন অর্থাৎ নিরন্তর আমরা সকলেই নিত্যকাল এই জগতে ও পরজগতে শ্রীগুরুগৌর-বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিব—ইহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। মত্তহস্তী বৈষ্ণবাপরাধ আসিয়া সেই ভক্তিলতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া না ফেলে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কে কেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবের তিন প্রকার স্তর ও অধিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের যথাক্রমে আদর, প্রণাম ও শুশ্রূষা করিবেন। এবেই ভজনে উন্নতি হইবে। নতুবা নহে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণের কৃপায় উপলব্ধিগুলি নিত্য হইয়া থাকিবে। অতএব চিন্তা নাই। * *

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বরুণকুণ্ডা ৪।১১।৪৩

শ্রী-নদীয়াপ্রকাশ-সম্পাদকবরেষু

গত ৫ই কার্ত্তিকের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রে "গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বাসুদেব প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধ অদ্য শ্রীবঙ্কনাথপুরস্থ গৌড়ীয় প্রবণ সদনে পুরী হইতে আগত শ্রীরাধানন্দ দাস মহাশয় আমাদের সমক্ষে পাঠ করেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু কৃপা করিয়া আশ্রয়রূপে আমাদের আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হইলাম। আমরা সুদূরে থাকিয়া গৌড়ীয়মঠের লোকগণকে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর যে জয়গান উঠিয়াছে তাহাদের এই আনন্দে তাহাতে মিলাইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। আপনার কৃপায় এই খানি শ্রীল বাসুদেব প্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীঅনঙ্গমোহন পট্টনায়ক

শ্রীঅচ্যুত মহাপাত্র
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহান্তিনায়ক
শ্রীবনমালী পট্টনায়ক
শ্রীবনমালী দাস
শ্রীরঘুনাথ মহাপাত্র
শ্রীকৈবল্য বিদ্যানাথ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] ভবনে [illegible] শ্রীশ্রীরাধা[illegible], [illegible] গোপ[illegible] [illegible] শ্রীবিগ্রহ[illegible] [illegible] আছেন।
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible]
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে
[illegible] শ্রীমঠ, [illegible],
[illegible] শ্রীমন্ [illegible] [illegible] গণের সঙ্গ [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশ[illegible]। [illegible] মহোপদেশক [illegible] কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] মহোপদেশক [illegible]।
রক্ষক · শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক — শ্রীমন্দা[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক · শ্রী[illegible]রাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক · শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বি[illegible]নগর, জাহ্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক · শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) গোদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কৃষ্ণনগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) ঋতুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী

(১৬) সেঁউড়িয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীনাম ভবন পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক · শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকমণ্ডলু

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইচ্ছাপালি, (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible]পালি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রীনিকুঞ্জ কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২১) রানাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক শ্রীকুঞ্জলাল মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

৯০ নং মিনাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক— শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আগষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং।
রক্ষক – শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারাণপুর, ইউ. পি,
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসাগর

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়-মঠালয়

রক্ষক - শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া।
রক্ষক— শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দাবিবপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা
রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক – শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ— শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক – শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।
রক্ষক – শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক— শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারী, পোঃ ভোড়োল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনন্দীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পবেষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক – শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক -- শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী – স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রীরসভীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক -- শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক--মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক – শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।
রক্ষক- শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্ভুজ্জ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক---ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালা চাল	৫৸৶
ঐ নতুন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নতুন	৬॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৫।৵
সিদ্ধ বেতুল	৩।৵

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵
পেশোয়ারী	১০ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুল	৩৵০

চিনির দর

ত্রিক টন, টাইপ	১০॥/০
বলিপুর ১০০০ নং	১০/০
আরকোলা দানা	৯০
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৫০
গিনি	২২।০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৭।০
সুপা কাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (ৰ)	৪॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৵০ - ১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

জুতের দর

আড়া	৫৬৲
বাজসীঙা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিআর	চিনি
ভারতী	৪৬
কাবুলো	৩৬
রাণী গাঁওয়ালী	৪১৸০

তুলোর দর

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

আমেরিকান পোলার কাইন	৫৪৲
মিডলিং আমেরিকান বকেট	৪০৲
করাচি মুরশিদ কাইন	৪৩৲
চামার্থ পাবা	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাজ	৭॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীস	।/১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৪॥০ ৪৸৵০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাটী, বোল্টু পয়ারে	৫।০—৫॥৵০
গোল রড রি ইন.কাস ড কনক্রিটের.	
	রড ৫॥০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲
টকলের হালমণ ৪৸০, খাটের হালমণ ৬॥০
তুলার হালমণ ৩৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা তত্রাচ খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫,	৯-২৫		১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাফল্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড পোষ্টাফিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	৷৶০	৷৶০	
" ইঞ্চ	২	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

জে, বি, দত্ত

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

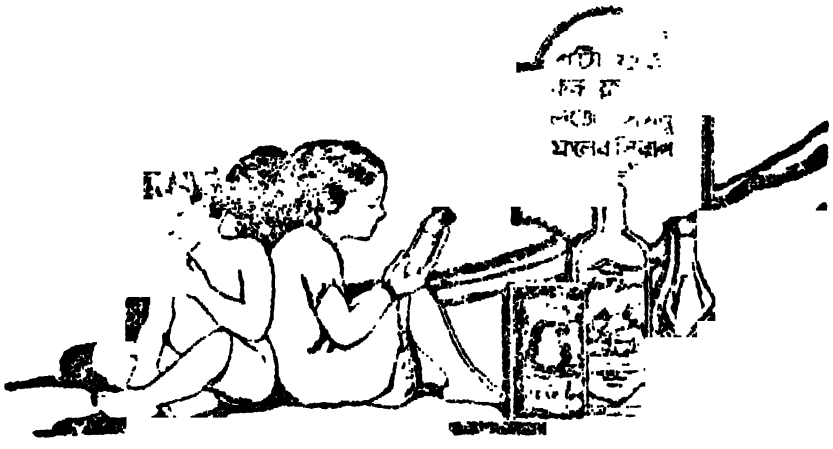

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ২৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ১১ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ২৫শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ২২শ সংখ্যা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু কী জয়

অর্থ ও অনর্থ*

ওঁ বিষ্ণুপাদ

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী ঠাকুর)

অর্থ ও অনর্থ নিরূপণ-বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাসভেদে মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

সাধুগণ বলেন, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীব-মাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয়, কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী, মৎস্য কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস-সহচর তদ্রূপ বৈভব গোলোকাদি ধামসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেখানে অনর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই। যেখানে অর্থ বা কৃষ্ণ আছেন তথায় অনর্থ, সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণ-সংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই। কৃষ্ণ-বিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম-রত্নরূপ মহাধন বদ্ধজীবের বিচারে অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থকবলিত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান; তজ্জন্য তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকে না। সংসার-দুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফল-প্রযত্ন হন না। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পান না। এক সময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটি করেন না। কখনও বা পুণ্যাশ্রয় করিয়া আমুত্রিক সুখান্বেষণে জৈমিনীর শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণ পূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিষয়ী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহং-গ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন এত করিয়াও তাঁহার অনর্থনিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যাণ্ট, সপেনহুয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তকগণের অধীন হইয়া যোগোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কনফুচি, শাক্যসিংহ, কোমত প্রভৃতি মনীষিকুলের অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানী মহাত্মাগণের অনর্থসমূহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ভব-সংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়। কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবল তরঙ্গ দোদুল্যমান হইয়া জীবগণ কোনসময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিলভট্ট, উদয়নাচার্য্য অথবা অর্হৎ-সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে প্রধানতম আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের স্তব স্তবন করেন। দুঃখের বিষয়, তাদৃশ তপশ্চাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহবা অজ্ঞেয়তাবাদ সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ বহু মানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্ব্বাকাদির দাস্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্য-মতের পোষণ করেন। ইঁহারাই যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা এরূপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাহারও কোন সেবা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দূরে থাক, বিষয়গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্যমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন-

বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইনু
শ্রীগৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, গৌরকীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেমলাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ-পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধসাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেইখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতাধর্ম্ম-ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উদ্ধার করিতে পারেন; তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌরকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাখ্য শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশলাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপ শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা; উহাই জীবের একমাত্র নিত্যার্থ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমূহ শ্রীনবদ্বীপধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজানদীর সমগ্র জল-স্রোত নিগুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রাকৃতাতীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতিঃ শ্রীনবদ্বীপের পথ স্বচ্ছরূপে আলোকিত করিতে পারে না। স্বর্গ, নিঃশ্রেয়স জ্ঞানিগণ সত্য, মহঃ, জন ও তপঃ-লোকবাসী সাধুগণ, স্বর্লোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ মর্য্যাদার প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীগৌরচরণদর্শন অর্জ্জন করিতে কোনদিনই সমর্থ হইবেন না। নিষ্কিঞ্চন, অন্যাভিলাষ নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্বসম্পদধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন দৌরাত্ম্য কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে;
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব
স্তুমঃ॥"

*সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কাকুতি করিয়া যাও কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ, আদি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

আচার্য্য-ধারা

(মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

পারমার্থিক জগতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—আচার্য্যের নিত্য প্রাকট্য-স্বীকার। তাই শ্রুতিমন্ত্রে শুনিতে পাই,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" (ছাঃ ৬।১৪।২)

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধজ্ঞান ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

ভক্তিমন্দির ভগবানের আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ যুগে হইয়া থাকে। সকল সময় তাঁহার সেইরূপ লীলা জগতে প্রকাশিত থাকে না; কিন্তু এখানেই ভগবানের অহৈতুকী করুণা যে, তিনি সকল সময়ই তাঁহারই শ্রেষ্ঠ আচার-প্রচারপরায়ণ সেবক ও লোকশিক্ষক ভক্তকে আচার্য্যরূপে প্রকাশিত রাখিয়া জীব-জগতের নিঃশ্রেয়স বিধান ও বৈকুণ্ঠবার্ত্তার অনুশীলনা রক্ষা করেন। অতএব কৃষ্ণভক্ত-সম্প্রদায়ের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদিগণের হাতে সাবধান হইতে পারে বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া অসূয়া অর্থাৎ হিংসা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

শ্রীল প্রভুপাদ অনুবাদে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'শ্রীমৎ আচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। তাঁহার প্রতিবিদ্বেষ। অসূয়া পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার দুর্গতি হয়।"

অন্যাভিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রতিষ্ঠাকামিগণ অনধিকার হইতেই এ আচার্য্যের আচরণ বিষয়ে মৎসর, শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীল প্রভুপাদ সনাতন ভাগবতধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে গুরুবাদের যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বহুবার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শুনিয়াছি যে, সনাতন ভাগবতধর্ম্ম সকল সময়ই 'বহুগুরুবাদ' স্বীকার করেন; আর খৃষ্টান-ধর্ম্মিগণ বা পাশ্চাত্যদেশীয় অন্যান্য ধর্ম্মে 'একজগদ্গুরুবাদ' স্বীকৃত হয়। একজগদ্গুরুবাদের মতে যীশুখৃষ্ট একমাত্র জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপরে জগদ্গুরু আচার্য্যের কার্য্য আর কেহ করিতে পারিবেন না, উহা সম্পূর্ণ gap (শূন্য) থাকিবে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এখানে দেখাইয়াছেন যে, যদি আমাদের সম্মুখে নিত্যকাল মহান্তগুরুর প্রাকট্য না থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কর্ণে অভ্রান্তভাবে আম্নায়বাণী পৌঁছিতে পারে না—আমাদের সংশয় ছিন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ এখানে বলেন যে, আচার্য্যের প্রতিভূরূপে তাঁহার উপদেশাবলী বা শাস্ত্র গ্রন্থই মহান্তগুরুর কার্য্য চালাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে বাইবেলের পূজা, গ্রন্থসাহেবের পূজা প্রভৃতির পক্ষ কেহ সমর্থন করেন। এক সময়ে লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে মন্দির হইবে তাহাতে কি বিগ্রহ থাকিবেন—এই সংশয় উপস্থিত হইলে সাধারণ-তন্ত্রবাদী অর্থাৎ যাঁহারা সকলের মতকেই বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুবিগ্রহের পরিবর্ত্তে সেখানে গ্রন্থ ভাগবত বসাইলে কেহ আর লণ্ডনের মন্দিরে পৌত্তলিকতার আশঙ্কা করিবেন না ও সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ নির্ব্বিশেষবাদকে কিছুতেই সমর্থন করা যাইবে না, সেখানে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিষ্ণুর পূর্ব্বে 'অধোক্ষজ' ও পরে 'বিগ্রহ' নামটি দিলেন; কারণ, বিষ্ণু নিত্যব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং সেই ব্যক্তিত্ব অধোক্ষজ। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যও তদ্রূপ। তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন, তাঁহার নিত্য ব্যক্তিত্ব আছে ও সেই ব্যক্তিত্ব অপ্রাকৃত; প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে অসূয়া করিতে হইবে না।

ভগবান্ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠসেবক আচার্য্যের অপ্রকট লীলায় তাঁহারা অর্চ্চা ও বাণীরূপে প্রকাশিত থাকেন সত্য; কিন্তু বহির্ম্মুখ লোকের নিকট ভগবদর্চ্চা বা আচার্য্যার্চ্চা কোন সংশয় ছেদন করিবার লীলা গ্রহণ করেন না। তখন প্রকট-লীলাকারী মহাপুরুষের আবশ্যকতা হয়। এমন কি, ভগবানের ও আচার্য্যের বাণীসমূহও নানাভাবে নানাজনের দ্বারা ব্যাখ্যাত ও কদর্থীকৃত হয় বলিয়া কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শব্দ ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত মহাপুরুষ বা আচার্য্যের আবশ্যকতা হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলীর মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আবশ্যকতা হইয়াছে।

অর্চ্চার নিকট 'অর্পণ' মাত্র হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ-সেবা, আনুগত্য ও হৃদয়ের সংশয়চ্ছেদনাদি অর্চ্চার নিকট হইতে লাভ করা যায় না। এখনও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পারি—শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট লীলা বিস্তার করিয়া উপস্থিত থাকিলে আমরা যেরূপভাবে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতাম বা তাঁহার নিকট আমাদের হৃদয়ের সন্দেহের কথা বলিয়া সংশয় ছেদন করিয়া লইতে পারিতাম, কিংবা তাঁহার আনুগত্যে সেবায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতাম, তাঁহার কাছে নিজের সেবার কথা জানাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিতাম, তিনি অর্চ্চারূপে এখনও প্রকাশিত আছেন,—এই সিদ্ধান্ত জানিয়াও কি আমরা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের সেইরূপ আনুগত্য ও আশ্রয়ে থাকিয়া সেইরূপই সেবার সুযোগ হইতেছে? বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে আচার্য্য-বিষয়ে যে সমস্যার উদয় হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিয়া এক কথা বলিলে সেই সমস্যার সমাধান আমরা যেরূপ মানিয়া লইতাম, আজ তাঁহার অর্চ্চা ও অসংখ্য বাণী থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহা সেইরূপভাবে মানিয়া লইতে পারিতেছি কি? এজন্যই কোন অর্চ্চা-আচার্য্য বা একজগদ্গুরু বা বিশেষকালে আবির্ভূত আচার্য্যের দ্বারা আমাদের সংশয় ছিন্ন হইতে পারে না। মহান্তগুরুর নিত্যপ্রাকট্য লীলায় এখানেই একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রাকট্য-লীলা অতি স্বাভাবিক ও স্বপ্রকাশ। তবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥

আর সার্ব্বভৌমের প্রতি গোপীনাথ আচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে—

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
(চৈঃ চঃ ম ৬।৮২)

ইংরাজী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা, তখন আমি কলেজের ছাত্র। কটকে কাঠজুড়ি নদীর তীরে প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে একটা গৃহ হইতে সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, সেখানে গৌর-নিত্যানন্দের অর্চ্চা ও কোন একটি ব্যক্তিবিশেষের তৈলচিত্র বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় ক্রমাগত কয়েকদিন প্রাতঃকালে যাইবার পর সেই স্থানের কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী দেখিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে দীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তথায় সংস্কৃতে এম-এ উপাধিধারী তৎসম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম—'আমি যে আপনাদের সম্প্রদায় হইতে দীক্ষা লইব, সেই দীক্ষাদাতা আচার্য্য কোথায়?' তিনি বলিলেন—"আমাদের আচার্য্য কুকুরকে পর্য্যন্ত প্রেমে নাচাইয়াছিলেন, তাঁহার সংকীর্ত্তনে গাছপালা নাচিয়াছিল; কিন্তু সেই আচার্য্য বর্ত্তমানে দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার এই আলেখ্য। আমরা এই আলেখ্যে মন্ত্র ও হরিনাম স্পর্শ করাইয়া লোককে কৃপা করিয়া থাকি।" তাহাতে আমি বলিলাম,—"আমার হৃদয়ে অসংখ্য সংশয় রহিয়াছে, আর হরিনাম করিবার পথে যদি ভবিষ্যতে আরও সংশয় উপস্থিত হয়, তখন কি আপনাদের পটমূর্ত্তি আমার সংশয় ছিন্ন করিতে পারিবেন?" আমি পুরী ও তৎপরে অন্যত্র চলিয়া গেলে ইঁহারা পত্রদ্বারা ঐ ছবির নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি উত্তরে লিখিয়াছিলাম,—"শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কোন ইতিহাসে বা আচার্য্যগণের চরিত্রে এরূপ কোন নজির আছে কি না, আপনারা জানাইবেন।" কিন্তু সেই সংস্কৃতজ্ঞ এম-এ উপাধিধারী ও শাস্ত্রপাঠক বলিয়া অভিমানী ব্যক্তি ইহার কোন নজিরই দেখাইতে পারেন নাই।

যে বৎসর ১০ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে সারস্বত-আসন প্রতিষ্ঠিত হইল, সে বৎসর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এক বিশেষ শিক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুদিন হরিকথা শুনিবার পর সারস্বত আসনে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন,—"আপনাদের গুরুদেব ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, সন্দেহ নাই এবং তিনি খুব পণ্ডিত—এ বিষয়েও আপত্তি নাই; অতএব আমি তাঁহাকে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে আমার মহান্ত-গুরুরূপে বরণ করিয়াছি। কারণ, আমি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ন্যায় এরূপ বৈরাগ্যবান্ ও শ্রীরূপানুগশিক্ষার পূর্ণতম দীক্ষিত আচার্য্য আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমি স্বপ্নে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার লিখিত 'স্তবাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থকে আচার্য্য-অর্চ্চা বলিয়া নিত্য পূজা করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে জানাইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"ঐ ব্যক্তি অন্তরে নির্ব্বিশেষবাদী প্রাকৃত সহজিয়া। সে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর চরণে অপরাধী। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে সে ভক্তির নামে

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাঁহাতে তাহার মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান। শ্রীল রঘুনাথের বাহ্যদর্শনে সে বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যকে সে নির্ব্বিশেষবাদীর বৈরাগ্য বলিয়া ভ্রম করিয়া স্বয়ং ভ্রান্ত ও নির্ব্বিশেষবাদে পরিচালিত হইয়াছে। ঐরূপ অন্যে মন্ত্র বা 'স্তবাবলীর' পূজা—সকলই তাহার ফক্কাকার—মায়ার ফাঁকি, উহা নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ।"

তখনই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"মহান্তগুরুর নিত্য-আবির্ভাব অস্বীকার করিয়া যে-সকল পাষণ্ড—আদর্শ গুরু বর্ত্তমানে জগতে নাই, সুতরাং কাল্পনিক মহান্তগুরু স্বীকার করিয়া খানাবাড়ীর বায়েক্তের মত বা পাদরিকের মত শিক্ষাগুরু স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক,—এরূপ মনে করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী প্রাকৃত সহজিয়া।

আচার্য্যধারা কি ছিন্ন ও শূন্য হয়?

কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি বিক আনুকাল্পিক-সম্প্রদায়ের পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরে আর কোন আচার্য্য হয় নাই ও হইতে পারে না; কারণ, তাঁহার মত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপানুগ-শিক্ষাপ্রচারকারী আচার্য্য দেখা যায় না। তৎপূর্ব্বে কোন এক প্রতাপ শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব অস্বীকার করিয়া কতকগুলি আবোল-তাবোল কথা বলিয়াছিল। প্রতাপ * * নাথী বা * বোসের ও * নাথী দলের এইসকল অপসিদ্ধান্ত শ্রীল প্রভুপাদ খণ্ডন করিয়াছেন। উহা যেন অন্য আকারে আবার আমাদিগকে গ্রাস না করে।

আচার্য্যাভিমান কিরূপ?

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের নামের পূর্ব্বে ও পরে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ, প্রভুপাদ, গোস্বামী প্রভৃতি দেখিয়া অসূয়ামূলে কত কি বলিয়াছে, 'গৌড়ীয়'র 'কুরাজাসুরধ্বান্তভাস্কর' প্রভৃতি প্রবন্ধে সেই সকল সাহজিক-মতবাদের খণ্ডন আছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝিতে পারে না যে, তিনিই আচার্য্য হইতে পারেন—যিনি আপনাকে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ", "ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্যঃ", যিনি আপনাকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের পদধূলি, শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি বিচার করেন। শ্রীর * * শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যাসপূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে যে বিচার করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯২৭ সালের ১০ই জুলাই কটক সচ্চিদানন্দমঠের এক বক্তৃতায় প্রদান করিয়াছিলেন। উহা "অর্চ্চায়ন আচার ও আচার্য্য" শীর্ষক বক্তৃতারূপে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য উহার অনুকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠালোভে গুরু সাজিতে গেলে তাহা বায়সের ময়ূরপুচ্ছ পরিধানের ন্যায় দু'দিনেই ধরা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কোন সত্য সত্য কৃষ্ণসেবাপর মধুরের আবির্ভাব হইলে কৃষ্ণের সেই শ্রেষ্ঠ সেবোপকরণকে অবজ্ঞা করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হইবে—কৃষ্ণের বিলাসে বাধা দিতে হইবে—এরূপ চিত্তবৃত্তি পাষণ্ডতাপূর্ণ।

কৃষ্ণের পর গ্রন্থভাগবতই আচার্য্য, মহান্ত-আচার্য্য নাই!!—ইহা মায়াবাদ

কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিবার পর অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য অধুনা শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। অতএব আচার্য্যের নিত্যপ্রকটলীলার প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে … পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ"—(ভাঃ ১।৩।৪৩) শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরের শ্লোকে বলিয়াছেন যে, এই ভাগবতের বক্তা একজন মহান্তগুরু বা আচার্য্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু এবং তাঁহার শ্রোতৃমুখ্য শিষ্য শ্রীপরীক্ষিৎ ও শ্রীসূত প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিহীন নির্ব্বিশেষের বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। কেবল পুরাণ-ভাগবত থাকিলেই আচার্য্যের কার্য্য চলে না, অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তবিৎ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা আচার্য্যের প্রয়োজন। নতুবা গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীল দামোদর-স্বরূপের —"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" (চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১) এই উক্তিটী বৃথা। অদ্বৈতবাদিগণ, লেখক নব্যগণ সকলেও ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীলশ্রীধরস্বামীপাদ ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিও ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বামী যে না মানে, তারে বেশ্যার মধ্যে গণি।"

দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতে ভেদ বুদ্ধি ছিল; তাই মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

মূর্খ, নাহি জান, আর গ্রন্থ ভাগবত।
যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২১।১৮)

ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও বলিয়াছেন,—

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণকৃপা-পাত্র। (চৈঃ ভাঃ অ ৩।৫৩২)

গৌর-নিত্যানন্দের কার্য্য

স্বয়ং গৌর-নিত্যানন্দ-প্রভু কি করিয়াছিলেন? তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও গ্রন্থভাগবতরূপে তাঁহাদের বাণী ও ভক্ত-ভাগবত মহান্ত আচার্য্যরূপে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন,—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত—বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥ (চৈঃ চঃ আ ১।৯৮-১০০)

নির্ব্বিশেষবাদীর সিদ্ধান্ত

অতএব মহান্ত আচার্য্য ব্যতীত কেবল পুরাণার্ক ভাগবতকে আচার্য্যের প্রতিভূ করিলে সেবকহীন ভগবান্, শক্তিহীন শক্তিমান্ স্বীকার করার ন্যায় নির্ব্বিশেষ-বিচারের আবাহন করিতে হইবে। ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্য না থাকিলে ভাগবতব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিগণ আচার্য্যের আসন কলঙ্কিত করিবে। কেবল অচ্চা-আচার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার নিকটে 'ভুবনমোহিনী রাধে'—এই আখর দিয়া সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও আশ্রয়বিগ্রহের চরণে অপরাধী হইতে হইবে—পরাশক্তিকে জড়শক্তির সহিত সমান করিয়া ফেলিতে হইবে। তখন এক ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ মহান্ত আচার্য্য সিংহ-হুঙ্কারে তত্ত্বান্ধ আমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া বলিতে পারেন,"ভুবনমোহনমনোমোহিনী রাধিকাকে তুমি প্রাকৃত বুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া ভুল করিয়াছ।" নষ্টবুদ্ধিগণের মঙ্গলবিধান একমাত্র মহান্ত আচার্য্যই করিতে পারেন।

মূলে নির্ব্বিশেষবাদিগণ আচার্য্যের নিত্যপ্রাকট্য-লীলা-বিরোধী

কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগণ আচার্য্য বা মহান্তগুরুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা আচার্য্য-কথাটী মুখে স্বীকার করেন এবং ধর্ম্মের কিছু নৈতিক উপদেশ-প্রদানকারীকে আচার্য্য নাম দিয়া উপাসনা-মন্দিরে তাঁহার সহিত উপাসনা করেন। কিন্তু 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে'—এই বিচারটী তাঁহাদের মধ্যে নাই; কারণ, তাঁহারা জড়নিরাকার বা নির্ব্বিশেষবাদী। যাঁহারাই আচার্য্য ধারাকে ছিন্ন বা আচার্য্যকে সাধারণ জড়ের অধীন করিতে চাহেন, কিংবা আচার্য্যের নিত্যপ্রকটলীলাকে কোন-না-কোনভাবে অস্বীকার করেন, তাঁহারাই মূলতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় যে,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—উপদেশ আছে, তাহারই প্রকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যায় মহাপ্রভুর এই বাণীতে—

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত—এই দুই ব্যক্তি অসৎ। বিষয়বিগ্রহের নিন্দন বা বিষয়বিগ্রহ স্ত্রীসঙ্গী আর আশ্রয়বিগ্রহের বিদ্বেষ-কারীই কৃষ্ণাভক্ত বা নির্ব্বিশেষবাদী। যাঁহারা আচার্য্যের নিত্য-প্রকটলীলা স্বীকার করেন না, তাঁহারাই আশ্রয়বিগ্রহ-বিদ্বেষী নির্ব্বিশেষবাদী। নিত্যপ্রকটলীলাকারী মহান্তগুরুর সেবা ও তদানুগত্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেবাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের হস্ত হইতে রক্ষা ও আশ্রয়-সমাশ্রিত বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের ভজনে স্বাধীন হইতে রক্ষা পাইয়া ব্রজ গোস্বামিগণের আনুগত্যে ভজন-পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই আচার্য্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে দেখিতে পাই—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই গুরু বা আচার্য্য হইবার যোগ্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে, আচার্য্য-নিরূপণাত্মক যে-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচারবান্ ব্যক্তিই "আচার্য্য" বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। কতকগুলি অতত্ত্বজ্ঞ ও ভক্তিসিদ্ধান্তে বিবর্ত্তবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতাকে intellectualism বা চিন্তাশীলতার বাড়াবাড়ি মনে করিয়া থাকেন! কেবল চিন্তাশীলতার গতি নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীল স্বরূপদামোদরের যে ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতা দৃষ্ট হয়, তাহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা ইন্দ্রিয়তর্পণ-বর্দ্ধনকারিণী সেবা। শ্রীরূপ—ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের নাম—শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের—গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। এই নাম তাঁহাতে রূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুণ, পরিকর ও লীলা বিস্তার করিয়াছে।

আচার্য্যত্ব বরণে আহ্বান

শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই আচার্য্যত্বে আহ্বান করিয়াছেন। "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী তিনি সর্ব্বক্ষণ সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"সকলে সাধারণ আসন গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে একটা উচ্চ আসন দেওয়া হ'য়েছে—সকলকে জানান হচ্ছে—Zoo-garden-এর (চিড়িয়া-খানার) একটা মস্ত জন্তু দেখ—কেমন দাম্ভিক! এমন মূর্খ—এমন অসৎ—এমন একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ!—পুষ্পমালিকা প্রদান ক'রেছেন আমার গলদেশে! কেমন স্তুতি—বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ-বিশেষণ—আত্মজয়গান শুনছেন—নিজ কাণে ব'সে ব'সে! মনে মনে আনন্দ হ'চ্ছে—মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য করছে!" সেইরূপ পশু—মূর্খ—দাম্ভিক কিরূপে সেইরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচতে পারে?

আমি একজন প্রধান মূর্খ। 'দাম্ভিক' ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না, এ কথা আমি মহাপ্রভুকে জানালাম। তখন ভাবলাম, আমার ভারটা তাঁর উপরই ছেড়ে দেই,—

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আচ্ছাদন ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

দেখি তিনি আমাকে কি কর্ত্তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

যাঁ'র পাদপদ্মে প্রণতি — তাঁ'র একমাত্র শিক্ষা, তিনি আমাকে বলেন —

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা
তা'র' এই দেশ॥"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'ভক্তভাবে'—তাঁ'র ভজন—আমারই মত 'গুরুগিরি' কর — এদের দেশ, এঁদেরও এ কথা বল। চৈতন্যদেব বল্ছেন,—তাঁ'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র' এই দেশ"—এ কথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'তে তাঁ'দিগকে পরিত্রাণ দাও।

এ কথা যে শুনছে, সে হাত জোড় ক'রে বলছে আমি একটা পাষণ্ড অধম, আমি "গুরু" হ'ব! আপনি ভগবান্, আপনি জগদ্গুরু; আপনি 'গুরু' হ'তে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—

"তাহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

য়্যাপথিয়সিস্

শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি, আচার্য্যবৃন্দের পদধূলি জ্ঞানই আচার্য্যাভিমান,—এতদ্রূপ বিচারের আচার্য্যত্ব ব্যতীত অন্যপ্রকার জড়বিষয়ের বড় ছোট অভিমানযুক্ত আচার্য্য প্রকৃত য়্যাপথিয়সিস্। যিনি আচার্য্য তিনি কখনও পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও আশ্রয়সমাপ্তির বিষয়বিগ্রহের এক মাত্র পোষ্যত্ব হ'তে স্বপ্রাপ্তি আত্মসাৎ করেন না। যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ করেন তিনি বা তাঁহারা আচার্য্য হইবার অযোগ্য। এজন্যই শিষ্যনামধারী হইলেই লোকশিক্ষক আচার্য্য হওয়া যায় না।

সুতরাং আচার্য্যের উদয় বা আচার্য্য বলিয়া কাহাকে প্রকাশ য়্যাপথিয়সিস্ বলিয়া মনে করে, তাহারা একদিকে যেমন অতত্ত্বজ্ঞ ও ভ্রান্ত,অপর দিকে আশ্রয়বিরোধ নির্ব্বিশেষবাদী। আর যাহারা আচার্য্যকে নিজের সহিত সমান মনে করে, অর্থাৎ আচার্য্য যেরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ, আমরাও সেইরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ—এইরূপ মনে করে, তাহাদের অপসিদ্ধান্তের দৌরাত্ম্য আচার্য্য নিরাস করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্রত্ব ও দম্ভ প্রকাশ করিয়া দেন। তাই পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—'রূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানি-মানদ ধর্ম্ম' সম্যগ্‌ভাবে র'য়েছে, যা'রা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা নিরয়গামী ভেক-সদৃশ—অপরাধী। কিন্তু আমার মত চণ্ডাল, মূর্খ, নাস্তিক, ক্ষুদ্র, নির্গুণ, অসজ্জন ঐরূপ কথার বিষয় নয়। তা'তে আমি বলি,—আমার মনগড়া এটা নয়—মানবজাতির আইন এটা—এই আইন গুরুপাদপদ্ম ক্রমে আমার নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছে যদি আমি এটা অমান্য করি, তা'হ'লে গুরু আজ্ঞা অপালন-জন্য দোষ আমাতে এসে আমাকে গুরুপাদপদ্ম হ'তে অপসারিত করবে। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে দাম্ভিক হ'তে হয়, পতিত হ'তে হয়,—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরু আজ্ঞা ছেড়ে বাক্যবাক্য কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিত্তস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে নিবৃত্ত ক'রবো—আমি এতদূর দাম্ভিক। (আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ করবে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নেই—এমন কোনও সুবিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নেই—এমন মধুরাস্বাদনতা নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটু কণা হ'তেও ভারী হ'তে পারে।

সেদিনের ছেলে কি আচার্য্য !!

এরূপ বিচার নয় যে, সেদিনের ছেলে কেন গুরু হবে? গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী কেন গুরু হবে? যুবক বা স্ত্রীলোক কেন গুরু হবে? কেবল বৃদ্ধ বা পুরুষই গুরু হইতে পারে। "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়"—ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে জাহ্নবা মাতা, গঙ্গামাতা, শ্রীনিবাস-দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি বাহ্যদৃষ্টিতে স্ত্রীলোক হইয়াও রসকীর্ত্তন ও সিদ্ধান্তনিপুণ ছিলেন বলিয়া আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছিলেন। 'গৃহস্থ আচার্য্য হ'তে পারেন না', শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজ নামক এক ব্যক্তি ইহা বলায় হেমলতা ঠাকুরাণী রূপকবিরাজের কণ্ঠের মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য উহারা 'রূপকটি,' 'তিবাড়া' বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মচারী অবস্থায়ই আচার্য্যের লীলা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রতি লোকের ভ্রান্তবুদ্ধি ও অশ্রদ্ধা করায় তিনি পরে বঙ্গাব্দ ১৩২৪, ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-দিবসে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন।

আচার্য্যনিরূপণ ও নির্ব্বাচন

আচার্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু। তাহা সকল সময়ই যে পূর্ব্বাচার্য্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে, বা না হইবে—এরূপ 'কিছু নহে, কিংবা তাহা লোকের অনুমোদন-সাপেক্ষও নহে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার্য্যত্ব কি তাঁহাদের গুরুবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল? ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব কি ঐরূপভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল?—না, স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছিল? ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই বলিয়া, এমন কি, কোন কোন জাতিগোস্বামি-সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-বংশ-সম্ভূত ব্যতীত অন্য কাহাকেও 'প্রভু' বা 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করা হয় না বলিয়া কি আচার্য্যগণকে—বৈষ্ণবগণকে 'প্রভু' বলা হইবে না? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শাখাগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বা প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তিও যদি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের আচার্য্যত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহাদিগকে দুর্ভাগা জানিতে হইবে না কি? এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকৃত শিষ্য ত্রিদণ্ডিপাদ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—যিনি প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছেন,তাঁহারই আদর্শের বন্দনা করিতে হইবে না কি?

'প্রভু', 'গুরু', 'আচার্য্য', 'ওঁবিষ্ণুপাদ', 'ভগবচ্চরণ'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—প্রভুতত্ত্ব; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় দেখিতে পাইয়াছি যে, স্বয়ং প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যগণকে এবং এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং বৈষ্ণবগণও তাহাতে উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, উত্তর-প্রদাতা বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রভুর ন্যায় বিষয়তত্ত্ব বা অধিষ্ঠানকারীর প্রভু? ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা ত' নির্ব্বিশেষবাদী। বৈষ্ণবগণের বিচার—বৈষ্ণবগণ সেই 'প্রভু'-সম্বোধনটী শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে পৌঁছাইয়া দেন এবং সেই বিচারেই নিষ্ঠা অধিষ্ঠিত থাকেন। যাহার সেরূপ বিচার নাই, সেরূপ ব্যক্তি অপরাধী। গুরুদেবকে শিষ্য 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিলে যে গুরুদেব (?) মনে করে 'আমি বিষ্ণুতত্ত্ব বা আমি প্রভুতত্ত্ব', সে ত' মায়াবাদী—পাষণ্ড।

অর্থপঞ্চকে 'আচার্য্যাভিমান'

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য-লিখিত 'অর্থপঞ্চক'এ দেখিতে পাওয়া যায়,—উপায়-স্বরূপের অন্তর্গত 'আচার্য্যাভিমান'। এই আচার্য্যাভিমান 'আমি আচার্য্য বা গুরু'—এরূপ অভিমান নহে, আচার্য্যের দাস্যে বহু লোক লইয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন—যাহা প্রথম অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাস-পূজায় প্রভুপাদের অভিভাষণে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রভুপাদের অধস্তনাচার্য্য থাকিবে না ?

শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ; শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি পরবর্ত্তিকালের আচার্য্যগণ তাঁহাদের অধস্তন আচার্য্যসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন। আর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ন্যায় অতিমর্ত্ত্য শক্তিশালী, সমগ্র পৃথিবীতে গৌরবাণীপ্রচারকারী আচার্য্যের কি একটিও সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্য থাকিবেন না? আর তিনিও কি এতই অবিবেচক ছিলেন যে, এ বিষয় একটুও ভাবেন নাই? ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিলাস ভক্তিময়ূখ প্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রমুখ বহু বৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে শ্রীমুখে "শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন", 'কীর্ত্তন ও প্রচার করিবেন," সাক্ষাৎ ও স্পষ্টভাবে বলিলেন, সেই মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য শক্তিসঞ্চারিত হইয়াছেন,—এ বিষয়ে অন্ধ অভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কাহারই বা সন্দেহ থাকিতে পারে? তবে মায়ারাণীর আবরণ সর্ব্বত্রই আছে।

সাধারণ উপদেশ

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল প্রভুপাদ এই কথা সর্ব্বসাধারণকে বলিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তিবিশেষকে বলেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ভাগবত মহারাজের ন্যায় নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রবীণ সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সকল নিরপেক্ষ শ্রোতা ও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বলিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের আহ্বানে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঘরে লইয়া আসিলে এবং শ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দিকে তাকাইয়া প্রভুপাদ বলেন,—"শ্রীরূপ-

মনুষ্যত্বের কথাটা প্রচার করিবেন।"* আর ইহাকে যদি সর্ব্বসাধারণের প্রতি উপদেশও বলা যায়, তাহা হইলেও যদি কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সেই সেবাটি অগ্রণী হইয়া করিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা হইলে শ্রীল প্রভুপাদের সেবাকামী প্রত্যেক নিষ্কপট সেবকই পরমানন্দিত হইয়া তদ্বিষয়ে সহায়তাই করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ যদি আদেশ করেন,—'মহাপ্রভুর সেবা কর'; ঐ আদেশ সর্ব্বসাধারণের প্রতি হইলেও যদি আমাদের কোন যোগ্য সতীর্থ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেই আজ্ঞাপ্রতিপালনে অগ্রণী হন, তবে ইহাতে যাঁহারা বাধা দিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ আছে, বুঝিতে হইবে। গুরু ও কৃষ্ণকে খাজাঞ্চি বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-দোহনের যন্ত্র বিচার অন্তরে লুক্কায়িত থাকিলেই গুরু মনোহভীষ্ট-সেবার অগ্রণীকে বাধা দিবার মৎসরতা হৃদয়ে উদিত হয় এবং ঐ মৎসরতা অনেক সময় নিরপেক্ষতা ও গুরুভক্তির নামে মায়াবীরূপ ধারণ করে।

আচার্য্য কি কমিটির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন?

Governing Body শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠাবার মিশনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই গঠন করিতে হইবে—এরূপ আছে। কমিটির সভ্য কি অনাবিল ও ঐকান্তিক বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে নির্ব্বাচিত, না 'ক্রিয়া-নিপুণতার বিচারের দিক্ হইতে নির্ব্বাচিত? যদি বৈষ্ণবতার পারমার্থ্যানুসারে এই কমিটি গঠিত হয় তাহা হইলে এমন অনেক সতীর্থ আছেন, যাঁহারা এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন নাই। তাঁহাদের ক্রিয়াদক্ষতা ও জাগতিক বিচারে কম, হইলেও তাঁহাদের সেবা-বৃত্তি, নিষ্কিঞ্চনতা ও বৈষ্ণবতার পরিমাণ আমা হইতে অধিক। যদি কেবল বৈষ্ণবতার পরিমাণ অনুসারেই এ কমিটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ একনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন সেবা-বৃত্তিসম্পন্ন গুরু-সেবকগণকে বাদ দেওয়ারই বা আমাদের কি অধিকার আছে? এমনও হইতে পারে যে, সেরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মাত্র ২।১ জন থাকিতে পারেন বা ১০।১২ জনের বেশীও থাকিতে পারেন। মন্ত্রণা-পরিষদের গঠিত পুতুল বা ক্রীড়নক বা "রবার ষ্ট্যাম্প" সদৃশ রাজার ন্যায় Governing Body র 'Governors বা শাসকগণের সৃষ্ট "আচার্য্য" (?) পরমার্থ জগৎ সম্বন্ধে হইতে পারে না। আশ্রয়বিগ্রহগণ বা বৈষ্ণবতাই পারমার্থিক জগতে managementকে পরিচালনা করে; management আচার্য্যকে পরিচালনা করে না।

কমিটির দ্বারা মিশনের জগৎসম্বন্ধীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা আচার্য্য নিরূপিত হইতে পারেন না। Governing body বা কমিটী আচার্য্যকে Govern বা শাসন করিতে পারেন না, তাহা হইলে 'আচার্য্য' শব্দ বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় নিরর্থক হয়। 'আচার্য্যে'র বহু শাসক থাকিবে এ কথা মায়াবাদ-অভক্ত-সম্প্রদায়ের। আচার্য্যই শাসক; সেই আচার্য্য রূপানুগধর্ম্মের প্রচারক; তাঁহার বাণী প্রচারের স্থূল সহায়তার জন্যই কমিটীর প্রয়োজনীয়তা—আচার্য্যকে নিয়মিত করিবার জন্য নহে। কমিটি দ্বারা আচার্য্য নিরূপিত হইবে,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার কমিটি-নির্ব্বাচন-প্রস্তাবের মধ্যেও এই বিশেষ কথাটী থাকিত। শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বাপর আদর্শের মধ্যেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তিনি কমিটীর দ্বারা কোন দিন আচার্য্যের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাকে নিয়মিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং কেহ কেহ ইহার পরামর্শ দিলে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। আচার্য্যের শক্তি-সঞ্চারই আচার্য্যের প্রকাশক। কমিটির বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য কৃতিত্ব ও যোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু আচার্য্য-নিরূপণ-কার্য্যটী তাহার অনেক উপরে। উহা কোনপ্রকার ভোটের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বা অন্য কোন আচার্য্যই লোকের ভোটে আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হন নাই। আচার্য্যত্ব স্বপ্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ—একমাত্র কৃষ্ণ-শক্তি সাপেক্ষ; সুতরাং উহাকে যত বাধা দেওয়া যাইবে, ততই উহা উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে।

ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞতা ও অপসিদ্ধান্ত

বৈষ্ণব-ইতিহাসের আর একটা মস্ত অনভিজ্ঞতার কথা শোনা যাইতেছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পরে আচার্য্য ধারায় gap বা ফাঁক আছে! শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অভক্তিপূর্ণ নির্ব্বিশেষবাদ হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায় স্বীকার করিলেন। গুরু-পরম্পরায় বা আম্নায়ে কখনও gap বা ফাঁক থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শিষ্য সাক্ষাৎ মহান্তগুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত না হইলে শিষ্য-পদবাচ্যই হইতে পারেন না। যখনই ঐরূপ গুরু ও শিষ্যের পারম্পর্য্যের ব্যাঘাত কাহারও হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ব্যক্তি বা সেইরূপ দল প্রচ্ছন্ন জাতি-গোস্বামিবাদ বা প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদ আবাহন করিয়া লয়েন। শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-রচিত গীতা-ভাষ্যের মধ্যে বলিয়াছেন,—"ভাষ্যকারের (বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের) অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথ দাস পরমহংস-পদের পথিক-সূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। * * বঙ্গীয় সমুৎকল শ্রৌতপথের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুঞ্জরদন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌত-পন্থা—ভক্তিপথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা—বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত"।

নির্ব্বিশেষবাদীর স্বরূপ

যাঁহারা স্কুল-পালান ছেলেদের মত আত্মঅমঙ্গলে প্রণোদিত হইয়া প্রধান শিক্ষক বা আচার্য্যের আস্তিত্বকে সাময়িকভাবে রহিত করিয়া অর্থাৎ শাসনদণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবার প্রচ্ছন্ন-পিপাসায় আচার্য্যকে অচ্চা বা ঠুঁটোরাম জগন্নাথে পরিণত করিয়া যথেচ্ছাচারিতা অবাধে চালাইবার বাসনায় দৈবী মায়া দ্বারা পরিচালিত, তাহারাই তর্কপন্থী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী। বস্তুতঃ শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় ম্নায়ের ইতিহাস ও সিদ্ধান্ত ইহাই প্রমাণ করে যে, আম্নায়-ধারায় কোন দিনই gap বা ফাঁক যায় নাই। প্রত্যেকেই মহান্তগুরুর সাক্ষাদ্বাণী শ্রবণ করিয়া আচার ও প্রচার দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। তবে সময় সময় আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ বা অধিক নির্জ্জনানন্দী, কেহ বা অধিক গোষ্ঠ্যানন্দীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের 'ব্যাসকূট' ও 'দাসকূট' এই ইতিহাসের সমর্থন করে। যে-কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, তিনি তাঁহার গুরু-পরম্পরা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভারত-পর্য্যটন কালে ও মঞ্জুষার উপকরণ-সংগ্রহকালে যখনই যে-কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানে গমন করিতেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের আচার্য্য ধারার সন্ধান লইতেন। কি সাঁসমাবাদে, কি আড়াইলে, কি নাথদ্বারে, কি গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায়, কি ব্রজমণ্ডলে—সর্ব্বত্রই তাঁহার আম্নায় অনুসন্ধানের আদর্শ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। যাঁহারা এই আচার্য্য ধারার অক্ষুন্নত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন না, তাঁহারা শিষ্যনামের অযোগ্য—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শত শতবার শুনিয়াছি।

বৈষ্ণবাচার্য্যের জয়

বৈষ্ণবাচার্য্যের জয়ে প্রচ্ছন্ন ভোগী ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের হৃদয়ে মৎসরতার উদয় হয়। কিন্তু ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন,—

আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড-পরণাম॥
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম—বিশ্বম্ভর॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈল দঢ়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭-৮)

যখন গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জয়ধ্বনি প্রথম উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন অনেক নাথদল ও অতত্ত্বজ্ঞ-মৎসর-সম্প্রদায় বলিতে লাগিল,—"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় উঠিয়া গিয়া নূতন ছড়া সৃষ্টি হইয়াছে"; প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিতে লাগিল এবং এখনও বলিয়া থাকে—'শ্রীরূপ-সনাতনের জয়ের পরিবর্ত্তে অন্য জয়ের আবশ্যকতা কি?" একবার কাশীতে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছিল—"যদি আপনারা আপনাদের গুরুদেবের জয় না দিয়া শ্রীরূপ-সনাতন বা মহাপ্রভুর জয় দেন, পঞ্চতত্ত্বের জয় দেন, তবে আমরা আপনাদের কথা শুনিতে পারি।" ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশে আমরা ঐ প্রাকৃত-সহজিয়াকে জানাইয়াছিলাম—'গুরু ও বৈষ্ণবের জয়কে যাহারা শ্রীরূপ-সনাতন ও মহাপ্রভুর জয় মনে না করে এবং যে বৈষ্ণব ও গুরু তাঁহার নিজ জয় গ্রহণ করেন উহা শ্রীরূপ-সনাতন ও মহাপ্রভুরই জয় বিচার না করে, তাহারা উভয়েই কৃষ্ণভোগী পাষণ্ড। বৈষ্ণব ও গুরুর জয়—কৃষ্ণেরই জয়। শ্রীল প্রভুপাদের জয়ের দ্বারা শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীকবিরাজ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীমন্মহাপ্রভু—সকলেরই জয় হয়। যেখানে উহাতে বক্তা ও শ্রোতার ভেদবুদ্ধি, সেখানেই পাষণ্ডতা। জীবকে এই পাষণ্ডতা হইতে উদ্ধার করিয়া তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আচার্য্য নিজ-জয়গান স্বীকার-পূর্ব্বক তাহা তাঁহার পূর্ব্বগুরু ও কৃষ্ণের চরণে পৌঁছাইয়া দেন।

একবার কলিকাতার কোন খ্যাতনামা কবিরাজের ভবনে আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"যদি একান্তই আপনারা আপনাদের গুরুর জয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আগে মহাপ্রভুর জয় দিয়া পরে ঐ জয় দিবেন।" কিন্তু আমরা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ভদ্রলোককে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, উহা নির্ব্বিশেষবাদী অভক্তের কথা, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের বা ভাগবত-ধর্ম্মের কথা—

---

* শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।

(ভাঃ ১১। ১৯।২১)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

—(আদিপুরাণ)

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥
কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ।
ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাৎ॥

(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দভাষ্য-ধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতিবাক্য)

কাজেই গুরুদেবাভিন্ন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়ে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয় বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় বা শ্রীরূপ-সনাতনের জয় লুপ্ত হইবে—এই আশঙ্কা উত্থাপন ও শুদ্ধভক্তি-বিরোধি-বিচার।

প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম

আমাদের ধারণা,—হরি-গুরু-বৈষ্ণব যাহার যতটা অধিক খাতাঞ্জাগিরি করেন, যাহাকে যতটা অধিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বা গুরুদেব যাহাকে তাঁহার সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্যাদি প্রদান করেন, তিনি ততটা গুরুদেবের প্রিয়তম! কিন্তু ইহা অভক্তির বিচার। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ এই বিচার খণ্ডন করিয়াছেন। উত্তরভারতে ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য। কিন্তু শ্রীবলভদ্র স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া জনমতের কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, আর দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস ভট্টথারিগণের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ সেবক, কিন্তু গোবিন্দ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। আবার গোবিন্দ হইতেও শ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুর অধিকতর অন্তরঙ্গ ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম—যদিও শ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুর নিকট হইতে অর্থাৎ পুরী হইতে প্রায় পাঁচশতমাইল দূরে বৃন্দাবনে বসিয়া কেবল ভক্তিশাস্ত্র-রচনা এবং নাম-কীর্ত্তন ও নামোপদেশ করিতেন; যদিও গোবিন্দের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের যাবতীয় সেবা করেন নাই, তথাপি শ্রীরূপ-সনাতন যেরূপ মহাপ্রভুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, গোবিন্দ তদ্রূপ নহেন। শ্রীরূপ-সনাতন—সাক্ষাৎ গৌরশক্তি, রূপ-সনাতনের উপরে মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বরূপের দিব। স্বরূপের জনই—গৌড়ীয়।

কোন্ আচার্য্য কাহার কথা কত বেশী লিখিয়াছেন বা কাহার কতটা অধিক খাতাঞ্জাগিরি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ বিচার করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট প্রথমবর্ষের ব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণে প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুমূর্ত্তিতে বহুরূপে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকগণ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে, মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত।" এই বাক্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব বর্ষের বার্ষিক অভিভাষণ মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত, সঙ্গতি রাখিয়া পাঠ করিলে জানা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ অন্বয়ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা গুরু-দর্শনে যখন শিষ্য গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র অভিমান করেন, তখন মহাভাগবত গুরুদেব স্বতন্ত্রতা একমাত্র বিষয়-বিগ্রহেরই একচেটিয়া জানিয়া স্বতন্ত্রতার প্রতীকে বিষয়বুদ্ধি করিয়া তাহার প্রশস্তি গান করিয়া থাকেন। ইহা মহাভাগবত গুরুর অন্বয়ভাবে দর্শন; আবার যখন তিনি ব্যতিরেকভাবে শিষ্যকে সত্য সত্য কৃপা ও আশীর্ব্বাদ করিতে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি উহাকে 'প্রলপিত বাক্য' বা প্রলাপোক্তি বলিয়া মঙ্গলময়ী সত্যকথা কীর্ত্তন করেন। প্রলাপোক্তি বলিবার কারণ এই যে, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া শিষ্য প্রলাপে মনোনিবেশ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরের অভিভাষণে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি অন্বয়ভাব অর্থাৎ গুরু-দর্শন উপসংহার করিয়া ব্যতিরেকভাবে শঙ্কান্বিত হইয়া সত্যকথা বলিতেছেন,—

"তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অন্যাভিলাষ নিত্যসেবা পরিত্যাগ না করেন,—ইহাই আমার প্রলাপোক্তি।"

আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যকে শাসন-বাক্য বলিতেন; কিন্তু যখন শিষ্য শাসন না মানিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতেন, তখন সেই শিষ্যকে সম্মানসূচক সম্বোধনপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন। মহাভাগবত অনুগত শিষ্যকে গুরুদর্শন করেন, আবার অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও শাসন-লঙ্ঘনকারীকেও গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। প্রভেদ এই যে, প্রকৃত শিষ্যকে গুরুবুদ্ধি করিলে শিষ্য মনে করেন না যে, গুরুদেবকে দিয়া আমার প্রশংসা-পত্র আদায় করাইয়া তাঁহাকে আমার খাতাঞ্জি করিতে পারিয়াছি। প্রকৃত শিষ্য নিষ্কপটে ভাবেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন, দীন ও শ্রীগুরুদেবের ভৃত্যগণের মধ্যে অযোগ্যতম। সকল নিষ্কপট সতীর্থের পশ্চাতে আমার স্থান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহার বৈকুণ্ঠের ধূলি হওয়ার বিচার চিত্তে নিষ্কপটে বর্ত্তমান, তিনিই আচার্য্য হইতে পারেন। সুতরাং আচার্য্যের প্রকাশ দেখিয়া অন্যকে বড় হইয়া গেল, আমাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইল, এইরূপ অসূয়া বা হিংসা করিবার কিছুই নাই। যখন শ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস বৈষ্ণবের দাসাভিমান জগতে নিত্য প্রকট রাখিবার জন্য অমানি-মানদত্বের চিহ্নস্বরূপ উপনয়ন-সংস্কার পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জাতব্রাহ্মণ, প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিল, ইঁহারা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণের সমান বা বৈষ্ণব হইতে বড় হইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ প্রাকৃত শূদ্র যে বৈষ্ণব নহে ও দৈব-বর্ণাশ্রমী দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যে পরমহংস বৈষ্ণবের ভৃত্যানুভৃত্য, ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রবর্ত্তন করেন। • • নাগাবল ও প্রাকৃত সহজিয়া-দলের অনেকেই বলিয়া উঠিল, ইহা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদিষ্ট ও উপদিষ্ট আচার-প্রচারে নাই। ইঁহারা নূতন মত সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব হইতে বড় হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ দেখাইলেন, ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার অধীন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শিষ্য, গুরু নহেন। উপনিষদ্ ও বেদান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোবিন্দলীলামৃত হইতে বড় নহে। তদ্রূপ যাঁহারা অন্তরঙ্গ, তাঁহারা মনে করিতেছেন, শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যের উদয়ে ও জয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মহিমা ও জয় খর্ব্ব হইল, বর্ত্তমান আচার্য্য বাড়িয়া গেলেন! এইরূপ আচার্য্য-ধারণা হইতে বর্ত্তমান আচার্য্যগণের বিচার বহুদূরে অবস্থিত। আচার্য্যগণের পদধূলিকেই নিজস্বরূপজ্ঞান ও তাঁহাদের মনোভীষ্টের সেবা করিবার জন্যই অন্যাভিলাষশূন্য এই আচার্য্যের অভ্যুদয়। অতএব তত্ত্বাজ্ঞগণের নিকট এই আচার্য্য-মনোহভীষ্টসেবাময় ব্যাপার অভিনব মনে হইলেও এবং তাহারা বিরুদ্ধ চীৎকার করিলেও শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য-কিঙ্করের নিত্য জয় সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের পত্র

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন-রূপে গৌড়ীয়-আচার্য্যপদে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া আমি পরম সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার গৌড়ীয়-আচার্য্যরূপে প্রকাশ সমীচিত ও সকলের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন লোক ইহাতে কুতর্ক উপস্থিত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইতেছি। আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থাভিনয়ের সংবাদ পাইয়া গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলাম এবং তৎপরদিবস ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীপাদ কুঞ্জদা, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ গুরুবিলাস প্রভু, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু প্রভৃতি আমার সতীর্থ ভ্রাতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই 'বাসুদেব কই, বাসুদেব কই' বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ডাকিয়া আনিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বপ্রান্তে দণ্ডায়মান শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন।" শ্রীল প্রভুপাদের এই আদেশে আমি বুঝিলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই তাঁহার 'প্রভুপাদের মনোহভীষ্টকীর্ত্তনকারী আচার্য্যরূপে নির্ব্বাচন করিলেন। অন্য কাহারও দিকে তাকাইয়া তখন ঐ কথা বলেন নাই এবং শ্রীল বাসুদেব প্রভু উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কথা বলিতেছিলেন; কিন্তু আপনি রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন, ইহা কাহাকেও বলেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ কুঞ্জদাকে দুইটী ছোট ছোট টিনের ক্যাশবাক্স হইতে কি কি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন" ইহা শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই বলিয়াছিলেন।

আমরা যাহা স্বচক্ষে দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি তাহাই আপনাকে জানাইলাম। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ জগতে আর বেশী দিন থাকিব না। এই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কালে কোন প্রকার অসত্য বলিব না এবং সত্যের অপলাপও সহ্য করিতে পারিব না। • শ্রীল প্রভুপাদের এরূপ স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্য-রূপে স্বীকার না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশের বিরোধী বা গুরুদ্রোহী হইতে হইবে, মনে করি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসম্বল ভাগবত
১৫।১।৩৭

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, আচার্য্য-চতুষ্টয় সোপাস্ত বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনবছবি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয় সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধ গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) [illegible]-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী

(৮) [illegible]

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাননগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) ভেতিয়া-কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)। রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশপণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১০নং নবাবপুর রোড; পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ. পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible]

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীবামনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক [illegible]

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রী[illegible] ও শ্রীআলালগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩২৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়? [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(০):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

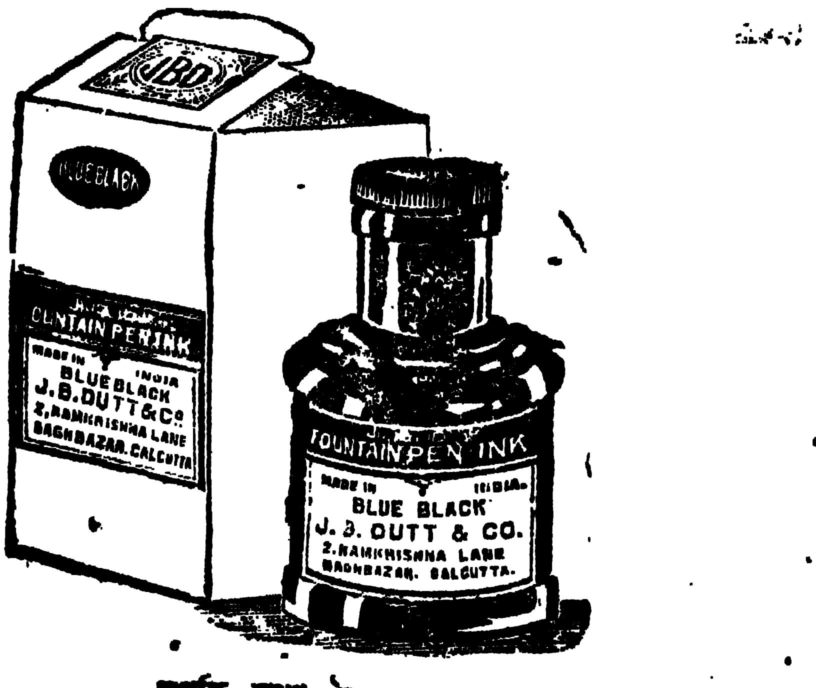

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, সব রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

জো প্রিং— ১৮নং ২৩।১নং ... লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সংখ্যা Regd No. C 1544.

১২শ বর্ষ { ২৯শে গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫০ ; ১২ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ; ২৬শে মার্চ্চ, ইং ১৯৩৭ ; শুক্রবার } ২৩-২৪ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামের সচিত্র বিবরণ

মাহাত্ম্য

বিশ্বে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়া দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের পুরস্কার-বিধানপূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন, সেই বিষ্ণুবিগ্রহগণেরও অংশী—অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-নিকেতন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য অন্যে দূরে থাকুক, স্বয়ং অনন্তদেব অনন্ত মুখে অনন্ত কাল বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। সুতরাং মাদৃশ সেবাবিমুখ জীব যে তাহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে মাদৃশ বহির্ম্মুখকেও কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ শ্রীধামের মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই মহিমা-মহাবারিধি হইতে নিম্নে আমরা মাত্র দুইটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্" ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত "শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা"য় এতদ্বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

"শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্ম-পুরকং
স্মৃতি বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া

[ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহা 'পর-ব্রহ্মপুর' বলিয়া উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন' বা 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজনগণ যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' আখ্যা প্রদান করেন এবং বিরলরসিক ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম সুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে বন্দনা করি।] (শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্)

"নবদ্বীপে যেবা কভু করয়ে গমন।
সর্ব্ব-অপরাধ-মুক্ত হয় সেই জন॥
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ-স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায়॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥

* * *

নবদ্বীপে শুদ্ধভক্তের চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি-মুক্তি সদা রহে দাসীরূপ হৈয়া॥

* * *

ষোলক্রোশ নবদ্বীপ ধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা সংকীর্ত্তনে রত॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরঙ্গ হৈয়া।
নবদ্বীপবাসিগণে পড়ে নানা ছলে॥
(শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য)

সুতরাং মহাজনবাক্যে দেখা যাইতেছে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের কথা কি, এই চতুর্ব্বর্গ যাহার সেবা লাভ করিতে পারিলে ধন্য হয়, সেই পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমাও শ্রীনবদ্বীপ-ধামের কৃপায় অতি সহজে লব্ধ হইয়া থাকে।

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ভবভক্তকাম্মী। গৌরাটবীমুজ্জ্বলভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ॥

শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে আবির্ভূত শ্রীশ্রীঅধোক্ষজ-বিগ্রহ

আকার ও পরিমাণ

শতদল পদ্ম একবিংশতিযোজন-পরিমিত শ্রীগৌড়মণ্ডলের মধ্যভাগে ষোল ক্রোশ পরিমিত অষ্টদল-পদ্ম শ্রীনবদ্বীপধাম বিরাজিত, অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ এবং মধ্যস্থলে কর্ণিকায় অবস্থিত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, নয়টী দ্বীপের সমাহার বলিয়া এই স্থান নবদ্বীপ নামে অভিহিত। দ্বীপ নয়টীর চারিটী—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং অপর পাঁচটী—কোলদ্বীপ, (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ), ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুম জহ্নুদ্বীপ, দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। (সুরধুনীর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু রুদ্রদ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।) গঙ্গা ও সরস্বতী (জলঙ্গী বা খড়িয়া) এবং তাহাদের শাখা প্রশাখা একসময় এমন ভাবে নবদ্বীপে বিস্তৃত ছিল যে, নদীবেষ্টিত দ্বীপ স্পষ্টরূপেই দেখা যাইত। কালক্রমে নদীসমূহের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমানে দ্বীপাকারে দেখা না গেলেও তাহাদের স্থান নির্ণয় করা অসাধ্য নহে।

পাক্ষিক শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে নবধা ভক্তির পীঠ নবদ্বীপ-পদ্মের চিত্র পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৭।৫।২৩) শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে আমরা বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে (২।২২৯ শ্লোকে) দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শ্রীশুকদেব তৎকীর্ত্তনে, শ্রীপ্রহ্লাদ তৎস্মরণে, শ্রীলক্ষ্মী দেবী পদাম্বুজসেবনে, পৃথুরাজ অর্চ্চনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বস্বদান ও আত্মনিবেদনে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদনক্ষেত্র। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ রুদ্রদ্বীপ যথাক্রমে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য-ভক্ত্যঙ্গের স্থান। এই জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই দ্বীপ নয়টীতে স্বতন্ত্র দ্বীপের সেবা-ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ও আশ্রয়গণের প্রকাশ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আশা করি শ্রীধামবাসী বরপুত্রগণের অর্থের সদ্ব্যবহারে সেই কার্য্য অচিরেই সম্পাদিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যোগে ও চেষ্টায় প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী ৯ দিনে নয়টী দ্বীপই গৌরবিহিত-সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য পান। প্রভুবরের নির্দিষ্ট সেবা বর্দ্ধনের জন্য আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নয়টী দ্বীপের মধ্যে সাতটি দ্বীপেই শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে। অপর দ্বীপদ্বয়েও (সীমন্ত দ্বীপে ও কোলদ্বীপে) শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করি।

এক্ষণে আমরা দ্বীপ নয়টীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর

"শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্" গ্রন্থে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকসমূহ এবং আরও বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়—

কদা নবদ্বীপবনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ॥

[কবে আমি শ্রীনবদ্বীপ-বনের অন্তরভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্ষদগণসহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব?]

সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্য-নগরে বসতিং কুরুষ্ব॥

[যদি তোমার সংসার-সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তন-অমৃতরস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর।]

শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীঃ

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি
ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা
নাস্বাদ্যতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং
সম্ভাষ্যতামাপ্নুযু—
র্যে মায়াপুর বৈভবে শ্রুতিগতেঽ-
প্যুল্লাসিনো নো খলাঃ॥

[শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো সেই অসৎ শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে; যে সকল খল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় হয় না।]

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্য-পদং বিদন্তি॥

[বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম-নারায়ণ-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয়ধাম শ্রীমায়াপুরে

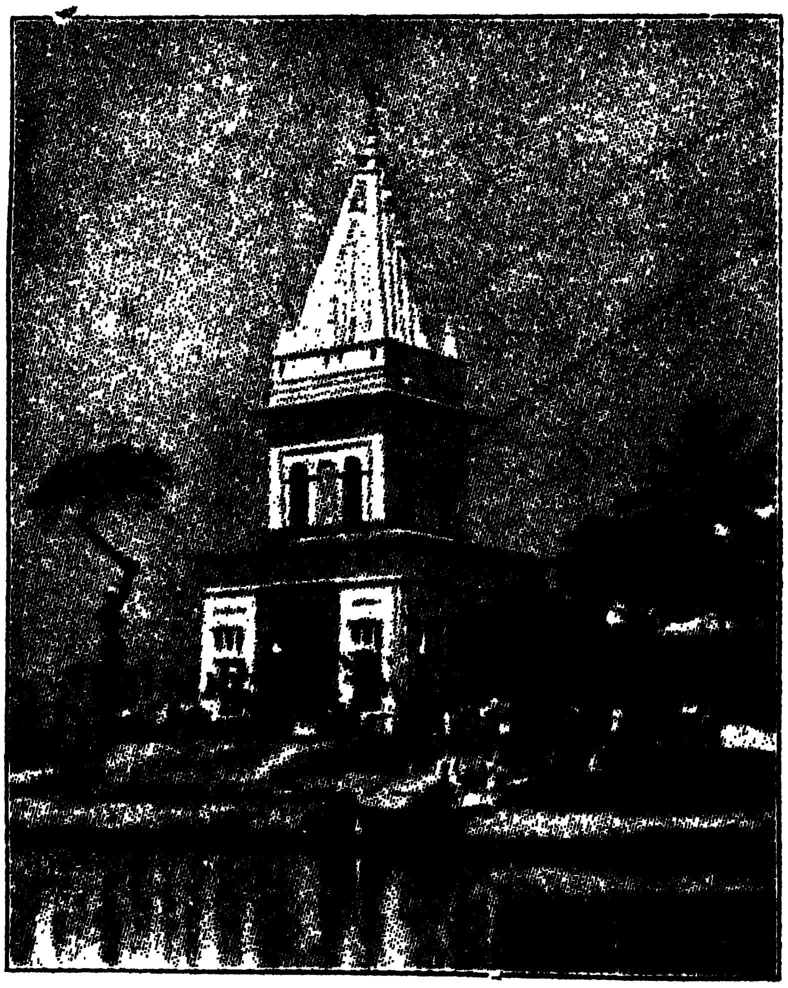

শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির (দ্বারোদ্ঘাটন-সময়ে গৃহীত চিত্র হইতে)

নবদ্বীপে স্বনং পুরটরুচিরং ভাববলিতং মৃদঙ্গাদ্যৈর্বাদ্যৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

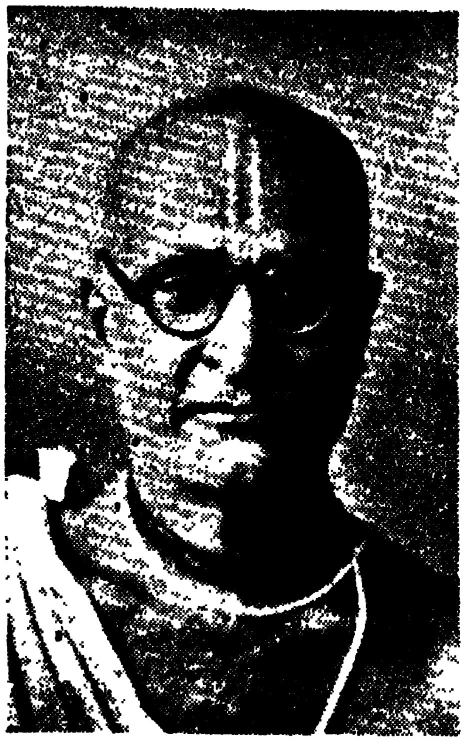

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি প্রভুপাদ

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর
দাস গোস্বামি মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনান্বয়বর

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকী জয়

কোলদ্বীপ-পরিক্রমাযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার
সভ্যবৃন্দ-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীমদনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু।

গৌড়ীয়গগনে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের শুভোদয়

স্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপাশীর্ব্বাদ-লব্ধ; আজন্ম নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবাপরায়ণ; ভক্তিবিনোদবাণীর অনুগত শুদ্ধবৈষ্ণব-গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীবিহিত হরিকীর্ত্তনের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রতিপালিত এবং যৌবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অনুকম্পিত; সর্ব্বস্বাশ্রিতপদ; প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী ও নিত্য হরিকীর্ত্তনের সহায়ক ও শুশ্রূষু-শিষ্যশ্রেষ্ঠ; নিত্য ভক্তিবিনোদবাণীর একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সেবক; গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীদামোদর-স্বরূপের একান্ত অনুগত-জনরূপে সঙ্গীত ও ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা শ্রীল বার্ষভানবীদয়িত প্রভুর নিত্যানন্দ-বর্দ্ধনকারী; শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক; শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরু-পাদপীঠস্থাপক আদি-শিল্পী; শ্রীগুরুবন্দনা-গাথার রচয়িতা ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট স্বরূপরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় পরিপূরণকারী; সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গকে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগে সুদৃঢ়সঙ্কল্প; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর স্বরূপ-রূপানুগ-সিদ্ধান্তে গাঢ়তায় সুনিপুণ; স্বরূপ-রূপানুগ-বিরোধি-সিদ্ধান্ত-খণ্ডনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ন্যায় অদ্বিতীয় শক্তিশালী; শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, সুদৃঢ় শ্রদ্ধ; পাপ-পাষণ্ডগণের ভয়ঙ্কর অথচ নিষ্কপট হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবকগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধক; শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত; শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য, গৌড়ীয়ভাষ্য, অনন্তগোপাল-তথ্য ও যাবতীয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের রচয়িতা ও সমাহর্ত্তা; বাণ্যভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য গণেশের সেবায় অধিষ্ঠিত; শ্রীরূপানুগ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষক; একান্ত গুরুসেবা-পরায়ণ আকুমার সহজ ব্রহ্মচারীর অভিনয়ে পরমহংসকুলবন্দ্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের মনোঽভীষ্ট-সেবা-প্রচারকারী; প্রত্যেক সতীর্থের একান্ত মঙ্গলকামী; নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদগণেরও বন্দনীয় এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের আচার-প্রচার-শিক্ষক; নিখিল ভক্তিশাস্ত্র-পারঙ্গত; শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত; যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষাদাতা; জড়-কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার দম্ভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্যহরিসম্বন্ধি-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাদর্শ-প্রদর্শনকারী; বিশ্ববৈষ্ণব-সভায় বহুকালাবধি আচার্য্য সার্ব্বভৌম-নামে বিদিত; শব্দব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের সার্ব্বাংক্রমের অপরাজেয় কীর্ত্তনকারী; অপতিত চরিত্র; সকল নিষ্কপট সত্যপিপাসু ব্যক্তির প্রাণের গভীরতম স্বাভাবিক শ্রদ্ধার আকর্ষক; শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা উপদিষ্ট ও নিয়োজিত; একায়ন মঠ রক্ষক; কুটীচক ও বহূদক অবস্থাতীত হংসক্ষেত্রে পারমহংস্য-সংহিতার সেবাকারী; ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আচার্য্যের অপ্রকট-লীলায় তমসাচ্ছন্ন গৌড়ীয়-গগনে স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্কের ন্যায় উদিত হইয়া সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। অমানিশার সূচনা হইতে না হইতেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কৃপায় আচার্য্যসূর্য্যের প্রকাশে পরমার্থ-রাজ্যের প্রচ্ছন্ন চোর-দস্যু-সম্প্রদায় বিপদ গণিলেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বাণী তাহাদিগকে সুবুদ্ধিযোগ প্রদান করুন। আর যাহারা উলূকাধর্ম্মের বশবর্ত্তী, তাহাদেরও মঙ্গল হউক। রাজার আসন এক মুহূর্ত্ত শূন্য থাকিলে যেরূপ নানাপ্রকার অরাজকতা ও বিপদের সম্ভাবনা, সেইরূপ আচার্য্যের নিত্য-প্রকট-লীলার আসনও এক মুহূর্ত্ত শূন্য থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই অভক্তির তাণ্ডব-নৃত্য অবশ্যম্ভাবী। যাহারা আচার্য্যের আসনকে এক মুহূর্ত্তও শূন্য রাখিবার পক্ষপাতী এবং তৎপ্রতি এক মুহূর্ত্তও উদাসীন ও অন্যমনস্ক, তাহাদের চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ ও অভক্তিপর বাসনায় আপ্লুত। ভক্তিসুধাকর সেই অভক্তির অন্ধকার এক মুহূর্ত্তও যাহাতে স্থান না পায়, তজ্জন্য স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না বিতরণ করুন। কত শুশ্রূষুগণই আচার্য্যের বাণী কর্ণমূলে পান করিয়া তাহা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন। আচার্য্যের প্রতি মৎসর না হইয়া শুশ্রূষু হইলেই মঙ্গল হয়।

আজ গৌড়ীয়-গগনে উদিত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আম্নায়ের দশমাধস্তনাম্নায়বর আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু জয়যুক্ত হউন। আমরা যেন **"বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"**—শ্রীল প্রভুপাদের এই আদেশ অনুসরণ করিয়া শব্দব্রহ্মের বা অপ্রাকৃত গৌরবাণীর নিত্য সেবা করিতে পারি। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।"

বলতি (সেবা) ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্জ্ঞেয়পদ (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ

'ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র', 'কপিলতন্ত্র', 'ব্রহ্মযামল', 'ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড', শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 'নবদ্বীপশতক' এবং 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরধাম শ্রীমায়াপুরের কথা উল্লিখিত আছে, যথা—

ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে,—

বর্ত্তস্ত্যেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু
গোকুলম্॥

কপিলতন্ত্রে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং
কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে,—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ
সংকীর্ত্তনাগমে॥

ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে,—

কাশারণ্যং ছেদয়িত্বা নদীপার্শ্বে নৃভিঃ কিল।
স্ব-স্ব-জাতীঃ সমাদায় কর্ত্তব্যো বাস এব হি॥
মায়াপুরং কলেঃ সায়ং বৃহদ্‌গ্রামো
ভবিষ্যতি॥

নবদ্বীপশতকে,—

যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতে-
ষ্পূ্যাসিনো নো খলাঃ॥

ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশতরঙ্গধৃত প্রাচীন-বাক্যে,—

মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্।

মহাপ্রভুর লীলাস্থলী

প্রথম চব্বিশ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া সংকীর্ত্তনযোগে নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। তৎপরে সন্ন্যাস-লীলার পর উড়িষ্যায় পুরীতে আসিয়া বাস ও দক্ষিণদেশের সর্ব্বত্র প্রচার করেন।

অবস্থিতি

নদীয়া-জেলার সদর কৃষ্ণনগর মহকুমার অন্তর্গত নবদ্বীপ থানায় গঙ্গার পূর্ব্বপারে —কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের অপর পারে—গঙ্গা ও বর্ত্তমানে জলঙ্গী-ধারা বিধৌতচরণ হইয়া শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মপত্তন, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদিঘী, বল্লালঢিবি, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি প্রাচীন চিহ্ন সহ বিরাজমান। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সমবেত চেষ্টায় প্রতি বৎসর যে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমণ হয়, তাহার প্রথম দিনেই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমণ হইয়া থাকে। ই, বি, আর লাইনে (১) নবদ্বীপ-ঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নবদ্বীপের পারঘাটায় পার হইয়া বা (২) মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া 'খড়িয়া' (জলঙ্গী বা সরস্বতীর নামান্তর) পার হইয়া এক মাইলের মধ্যেই শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগপীঠের সু-উচ্চ শ্রীমন্দির। (৩) ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে বা গো-যানে যাওয়া যায়; এই স্থান হইতে দূরত্ব দুই ক্রোশ বা কিঞ্চিদধিক। ই, আই, আর লাইনে নবদ্বীপ ষ্টেশনে নামিয়া অশ্ব-যানে বা পদব্রজে প্রায় এক ক্রোশ নবদ্বীপ-পারঘাট। তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুর। বর্ষাকালে নবদ্বীপ পারঘাট হইতে নৌকাযোগে অতি সহজে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের ও শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারদেশে আসিবার সুযোগ হয়।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রমণ-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুর গ্রামের নামও কালে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত ও সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত— তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধমহাজন বলিয়া স্বীকৃত বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশমত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের লুপ্ত জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরকে পুনরায় উদ্ধার ও প্রচার করেন। এখনও শ্রীমায়াপুরের অনতিদূরে 'চাঁদকাজীর সমাধি ও এই সমাধির উপর সাড়ে চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের গোলোকচাঁপা বৃক্ষ বিরাজিত আছে।

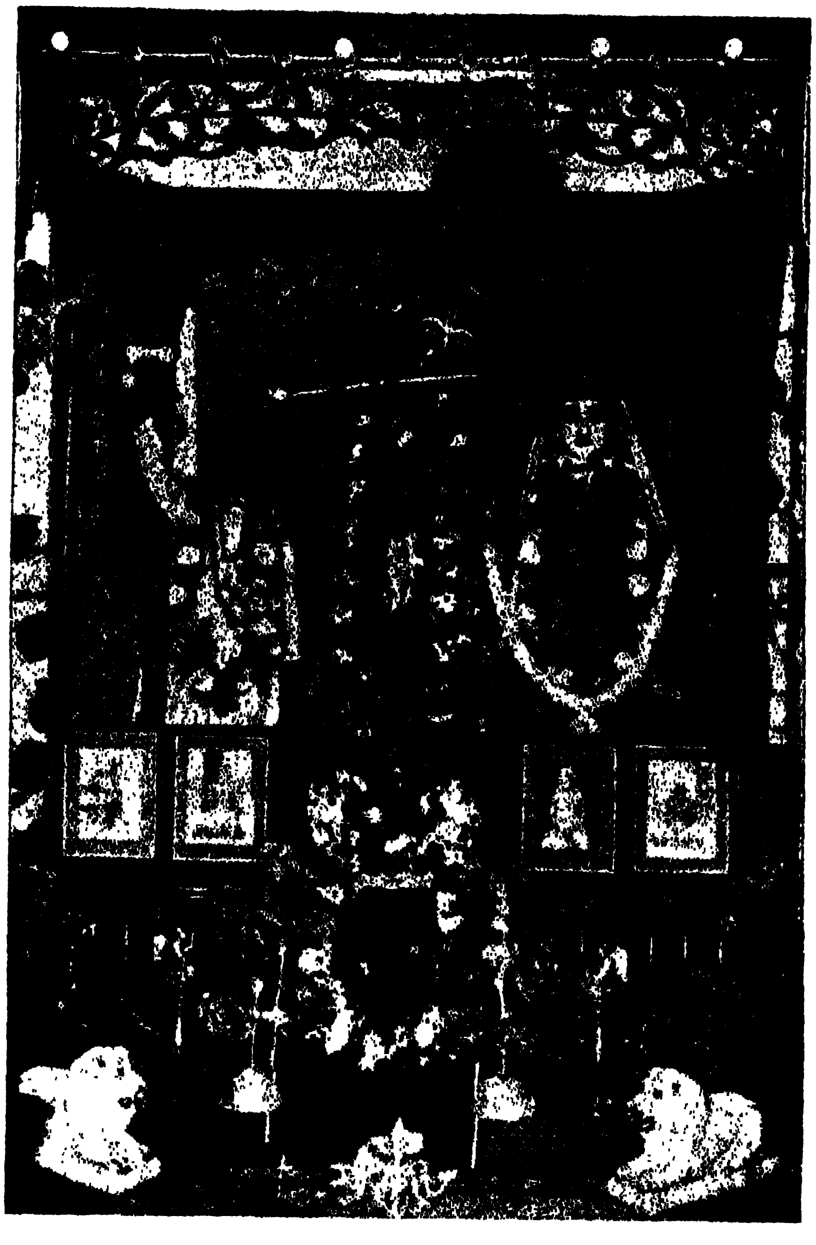

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজিউ

ঐতিহাসিক প্রমাণ

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—Nadia (Navadwip) ancient capital of Nadia District and the residence of Laxman Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya. (Hunter's Imperial Gazetteer 1880).

"নদীয়া (নবদ্বীপ)—নদীয়া জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণসেনের বাসস্থলী। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরী লক্ষ্মণসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

লণ্ডনের বৃটিশ 'মিউজিয়ম্ এবং য়্যাড্‌মিরাল্‌টী'-ভবনে সংরক্ষিত দুইটী মানচিত্র জলঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতরূপে প্রদান করিয়াছে। ১৩৩৪ সালের ১৩ই জুন তারিখে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরের ভিত্তি খননকালে চতুর্ভুজ 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্নমৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত ও শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহদেবতা।

ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্রদেববর্ম্ম-মাণিক্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য, তদীয় পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য এবং তাঁহার তনয় মহারাজ স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে-সি-এস্-আই শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেবল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু। আর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ ও শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, স্বধামগত লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম্-এ, বি-এল্, ঐতিহাসিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরনিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্‌সাহেব, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌-এ, প্রাক্ত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রমাণেরই অভাব নাই। (১) প্রাচীন ইতিহাস, (২) প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য, (৩) শাস্ত্র, (৪) প্রত্যাদেশ, (৫) মহাজন-বাক্য, (৬) স্থানীয় প্রাচীনগণের শ্রুত সুপ্রাচীন প্রবাদ, (৭) নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বি দ্ব জ্জ ন-মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি—সকলেই একবাক্যে বল্লালদিঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান ব[illegible] ন য়া সি দ্ধা ন্ত করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

১। শ্রী[illegible] যোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে—(ক) [illegible] শূতিকা-গৃহে শয়ান শিশু নিমাই; নিকটে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথমিশ্র উপবিষ্ট। (খ) পঞ্চতত্ত্ব, (গ) শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, (ঘ) শ্রীশ্রীগৌর-রাধা মাধব, (ঙ) অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ, (চ) শ্রীশ্রীক্ষেত্রপাল শিব, (ছ) শ্রীনৃসিংহদেব, (জ) শ্রীগৌরকুণ্ড, (ঝ) শ্রীনিতাইকুণ্ড, (ঞ) ভক্তিসুহৃৎ তোরণ, (ট) নিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালা, (ঠ) চিন্তামণি ধর্ম্মশালা, (ড) হরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা, (ঢ) ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা।

২। শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে—(ক) ভক্তগণসহ সঙ্কীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই, (খ) পঞ্চতত্ত্ব, (গ) শ্রীশ্রীরাধামাধব, (ঘ) শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের ও (ঙ) শ্রীল ভক্তিস্বরূপ পুরীমহারাজের সমাধি।

৩। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার।

৪। অদ্বৈতভবন—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ও তৎসেবারত শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

৫। শ্রীচৈতন্যমঠে (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে)—(ক) শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদ প্রাণজীউ, (খ) ব্রহ্ম, (গ) রুদ্র, (ঘ) সনক ও (ঙ) 'শ্রী' সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ) (যথাক্রমে মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজ)—(চ) শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, (ছ) আচার্য্য-শিরোমণি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধি, (জ) শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, (ঝ) দৈনিক [illegible] পারমার্থিক নদীয়া-প্রকাশ-কা[illegible]লয়, (ঞ) শ্রীরাধাকুণ্ড, (ট[illegible]) পরবিদ্যাপীঠ, (ঠ) অবিদ্যা-[illegible] শ্রবণ-সদন, (ড) পরনাট্যমঞ্চ (ঢ) স্বাস্থ্য-নিবাস, (ণ) ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমণের মোহান্ত শ্রীপাদ ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির প্রভৃতি।

৬। শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রী ম ন্দি র—শ্রীশ্রীসীতারাম ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ। ৭। পৃথুকুণ্ড, ৮। বল্লাল দীঘি, ৯। কাজির সমাধি, ১০। বল্লাল ঢিবি, ১১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ও ছাত্রাবাস, ১২। মাধাইয়ের ঘাট, ১৩। বারকোণাঘাট, ১৪। নাগরিয়া ঘাট, ১৫। গঙ্গানগর, ১৬। শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট, ১৭। শ্রীধর-অঙ্গন, ১৮। শ্রীমায়াপুর ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস, ১৯। দাতব্য চিকিৎসালয়, ২০। অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক বালক ও বালিকাবিদ্যালয়দ্বয় প্রভৃতি শ্রীমায়াপুরে বর্ত্তমান।

ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থিগণের অবস্থান জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে 'চিন্তামণি ধর্ম্মশালা', 'ইন্দ্রনারায়ণ-ধর্ম্মশালা', 'ভক্তিসুহৃদ্ভবন', 'হরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা', 'তা রি ণী চ র ণ-ধর্ম্মশালা', 'হরলাল-ধর্ম্মশালা', 'তীর্থকুটীর', 'ভারতী-কুটীর' প্রভৃতি স্থানের ব্যবস্থা আছে।

পরবিদ্যাপীঠাদি

এই স্থানের জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম। এখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাচীন আশ্রমের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। সংস্কৃত পরবিদ্যাপীঠে ভক্তিবিষয়ে নানাপ্রকার উপাধি-পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীমায়াপুর হইতে বঙ্গভাষায় ১২ বৎসর যাবৎ একমাত্র পারমার্থিক "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন।

ভেটের পীড়ন নাই

এইস্থানে কোনপ্রকার ভেট বা ধর্ম্মব্যবসায়াদির চেষ্টা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচার ও নিরপরাধে শ্রীধামের একান্ত সেবার জন্যই এইস্থানে বিষ্ণুস্বার্থপরায় লোকাতীত মহাপুরুষগণের আনুগত্যে ভগবৎসেবাকার্য্যাদি হইয়া থাকে।

উৎসবাদি

প্রতি বৎসর মাঘী ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী অহোরাত্র শুদ্ধনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির নয় দিবস পূর্ব্ব হইতে নয়-দিবসকাল শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়ের আনুগত্যে সহস্র সহস্র যাত্রী বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত নবদ্বীপের নয়টী বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। পরিক্রমার অন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে বিশেষ কীর্ত্তনোৎসব এবং পরিক্রমণ আরম্ভ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই সপ্তাহকাল সমাগত অগণিত যাত্রিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হয়।

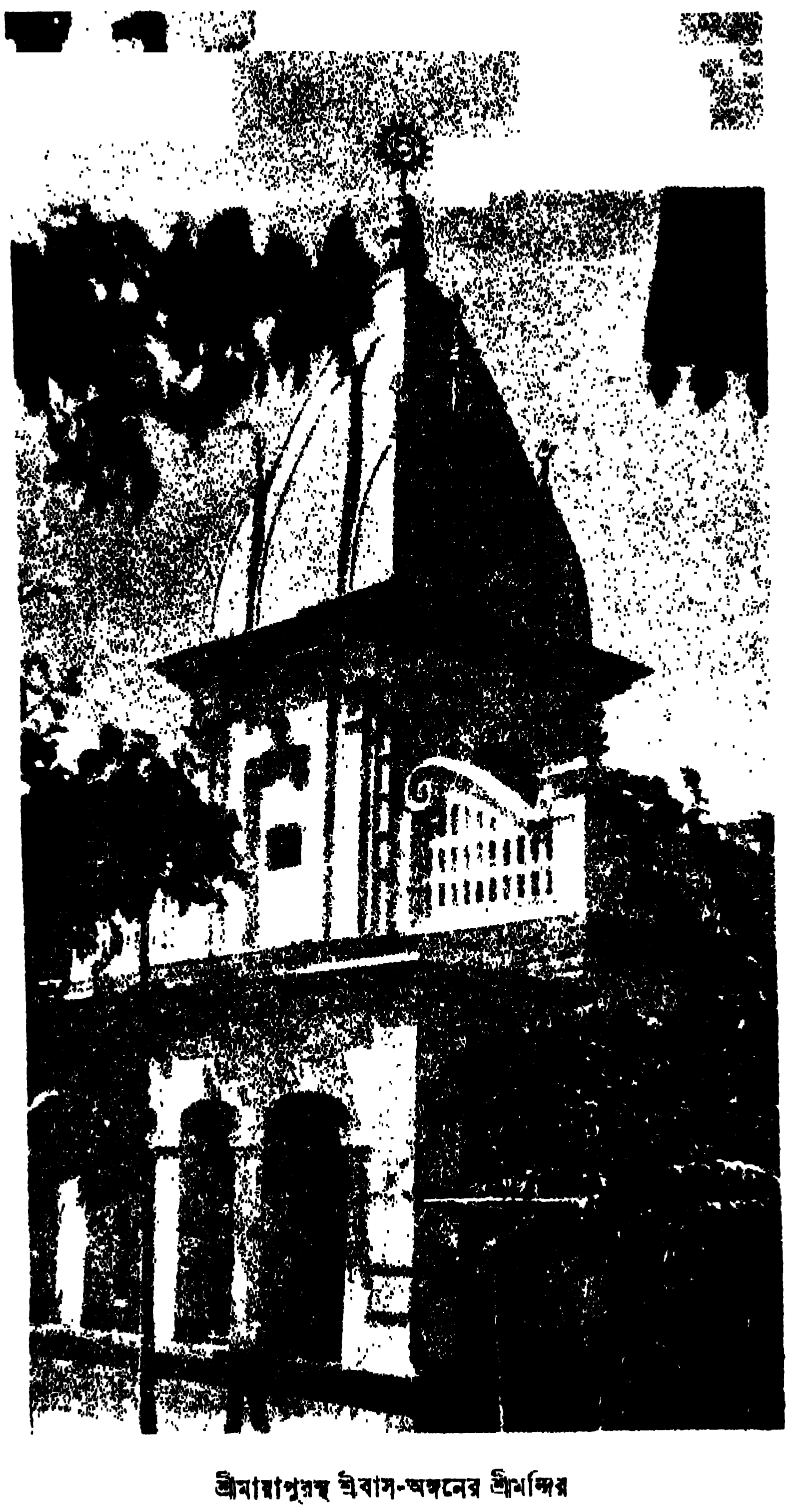

শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির

"দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা। প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একশ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি॥"

সীমন্ত দ্বীপ

—:*:—

"রাধাবল্লভপাদপল্লবজুষাং সর্ব্বস্বনীতাম্বুধাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং
বৈরাগ্যসীমস্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যাশু যদ্দুরত-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দধ্ব
সীমন্তকে ॥
(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

[শ্রীরাধাবল্লভ পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরমসীমা-

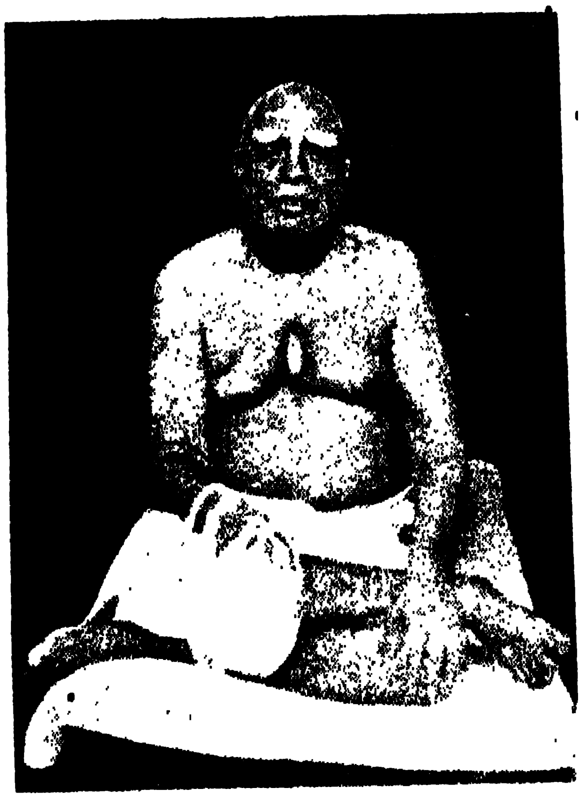

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রাপ্ত) হইয়া, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও, হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপান্ত সীমন্ত-দ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্লভ রাধাকৃপাকটাক্ষ সত্বর লাভ হউক।]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী

শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এইস্থানে শ্রীপার্ব্বতী দেবী শ্রীগৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "সীমন্ত দ্বীপ" হইয়াছে। সেই হইতে এই পার্ব্বতীদেবী সীমন্তিনীদেবী-রূপে পূজিত হইতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যগ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীপার্ব্বতীদেবীর সম্বন্ধ বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি-সর্ব্বেশ্বরী।
একশক্তি দুইরূপ মম সহচরী ॥
স্বরূপ শক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গরূপে রাধা তোমাতে বিস্তার।"

সীমন্ত দ্বীপের সেবাফলে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীবার্ষভানবী দেবীর করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

শরডাঙ্গা

শরডাঙ্গা—শূররাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা (বর্ত্তমান কালের 'শরডাঙ্গা') নামে অভিহিত হয়। এইস্থানে পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজিত আছেন। এইস্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। এইস্থানে প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার সহিত বিরাজ করিতেছেন। পৌরাণিক বাক্যানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে রক্তবাহু নামে এক মহা-বিষ্ণুবিরোধী পাষণ্ডী ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ করিলে সর্ব্বশক্তিমান্ অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে নিজ দয়িতের সহিত এস্থানে শুভবিজয় করেন। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ সহরের সহরডাঙ্গার অপভ্রংশ বলিয়াও বলেন।

শোনডাঙ্গা মেঘার চর

একসময় মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশ ঘোর-মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে অপসারিত হইল। সেইজন্য সেই গঙ্গাচর ভূমি 'মেঘের চর' বা 'মেঘার চর' নামে কথিত হইতেছে।

"কীর্ত্তন করিতে প্রভুর আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ।"

বেলপুকুর

বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' গ্রামের নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। 'মেঘার চরায়' প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে ইহার নাম বামনপুকুর হয়। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বামনপুকুর গ্রাম বেল-পুকুর গ্রাম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।

গোদ্রুমদ্বীপ

—:*:—

"নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে ॥"
(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী।

এই দ্বীপটী বর্দ্ধমান গাদিগাছ বালিরচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—সুরভিকুঞ্জ, আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেব-পল্লী প্রভৃতি।

এই স্থানেই সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ। মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্

মার্কণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে সুরভি অবস্থান করিতেন। তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত শ্রীসুরভিকুঞ্জ অদ্যাপি বিরাজিত।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

এই কুঞ্জ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। এই স্থানেই ঠাকুরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান। ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধির অতি সন্নিকটে বিরাজিত। সমাধি-মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্য বিরাজমান। ঠাকুরের ভজনগৃহে তাঁহার ভক্তিগ্রন্থাগার সুরক্ষিত।

শ্রীকুঞ্জের শোভা অতি মনোরম। ইহা পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুহৃদ—আমাদের পরম গুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী গোস্বামী মহারাজের একটী ভজন-কুটীরও শ্রীকুঞ্জে বিরাজিত।

সুবর্ণবিহার

সুবর্ণবিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের আমঘাটা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী। সুবর্ণবিহার কিছুকাল পালরাজগণের রাজধানী ছিল। অন্তর্দ্বীপ হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে জলঙ্গী নদীর অপরপারে সুবর্ণবিহারের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

রাজা সুবর্ণসেন

সত্যযুগে সুবর্ণ সেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে তিনি এই স্থানে বৈষ্ণববর নারদের দর্শন পান। মহারাজ সুবর্ণ সেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণ ছিলেন। নারদকে স্বীয় রাজধানীতে পাইয়া পরম আদরের সহিত তাঁহার পূজা করেন। বৈষ্ণবপূজার ফলে বিষ্ণুপূজার অধিকার পাওয়া যায়। রাজা সুবর্ণ সেনেরও সেই সৌভাগ্য হইল। তিনি শ্রীনারদের মুখে যে-সকল তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাজা সুবর্ণ সেন নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে সপার্ষদ গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি গৌরনামের মাহাত্ম্য-বর্ণন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—'কবে সেই সঙ্কীর্ত্তনসার কলিযুগ আগমন করিবে, যখন গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় বিশ্ব প্লাবিত করিবেন?' শ্রীনারদমুখনিঃসৃত শুদ্ধ গৌরনামকীর্ত্তন-শ্রবণ করিয়া রাজা সুবর্ণ সেনের বিষয়বাসনার বীজ নির্ম্মূলিত হইল, তিনি প্রেমে গৌরাঙ্গ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় দৈন্যভূষণে ভূষিত হইল, ফলে তিনি একদিন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীগৌরগদাধর তাঁহার আসনে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিতে পাইলেন, উপনিষদুক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষ শ্রীগৌরহরি অনর্পিতচর প্রেমের পসরা লইয়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ভ্রমণ করিতেছেন।

শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামীর সমাধি-মন্দির (শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ)

দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি অতিশয় বিরহকাতর হইয়া 'হা গৌর হা গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন সময় দৈববাণী হইল—'হে মহারাজ! আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন নবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার লাভ করিবেন। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন।

হরিহরক্ষেত্র

এই পুতভূমি গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ভগবান্ নিজ প্রিয়তম সখা মহেশ্বরের তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীহরকে শ্রীহরির প্রিয়তম জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরির শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী।

মহাবারাণসী

মহাবারাণসী অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে বৈষ্ণবপ্রবর মহেশ্বর গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। গৌরনাম-কীর্ত্তনপরায়ণ শম্ভুর কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব এই স্থানে গৌরনাম কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। তখন সহস্র সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধিফলে মানবের যে মুক্তিলাভ হয় তাহা পিশাচীবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। এই মহাবারাণসীক্ষেত্রে মহেশ্বর নির্য্যাণসময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

দেবপল্লী

দেবপল্লী সর্ব্বসাধারণের নিকট "দেপাড়া" নামে অভিহিত। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে অবস্থানপূর্ব্বক টীলার উপরে ভজন-স্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে মন্দাকিনী ও ভজনকুটীরসমূহ অন্তর্হিত হইলেও বহু উচ্চ টীলা বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঋষিগণের ভজনস্থলীর স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। এখনও দেবপল্লীতে সূর্য্যটীলা ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চ ভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনৃসিংহ-কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এইস্থানে একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্দিরটি এখন দেবপল্লীতে দৃষ্ট হয়।

মধ্যদ্বীপ

-:*:—

"রূপয়তু মধি মধ্যদ্বীপলীলা বিচিত্রা
রূপয়তু মম মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধু র্যত্র মধ্যাহ্নকালে॥"
(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

বর্ত্তমান মাজিদা, ওয়াসিদপুর, বামনপাড়া, সিমুলগাছি প্রভৃতি স্থান মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত। সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর ও উচ্চহট্ট এই দ্বীপে বিশেষ দর্শনীয় বিষয়।

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী

মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় মাজিদা বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া গৌরভজন ও গৌরপ্রেমতত্ত্বসম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, কীর্ত্তনফলে ধামের কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজবাসলাভের অধিকারী। পিতৃদেবের নিকট নবদ্বীপের এতাদৃশ মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক অনাহারে, অনিদ্রায় গৌরনামসুধাপানে প্রমত্ত হইলেন এবং দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সত্তত্বযুক্ত হইয়া ভজনকারী এই সপ্তর্ষির প্রার্থনা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে পৌঁছিল। তিনি একদিন মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে সপ্ত ঋষিকে দর্শন প্রদান করেন। সপ্ত ঋষি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব প্রেমের প্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন এবং আরও জানান যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যে নদীয়া নগরে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন তাঁহারা শ্রীগৌরহরির নামসংকীর্ত্তনলীলা দর্শন করিতে পারিবেন। সপ্ত ঋষি শ্রীগৌরহরির আদেশে সেই স্থানে সপ্তটীলার উপর গৌরকৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্য এই স্থানকে সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী বলা হয়।

বনকোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থিতম্। ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে॥

নৈমিষারণ্য

সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্বস্থিত স্থান-সমূহ নৈমিষারণ্য বলিয়া খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এইস্থানে গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—নিত্য, শ্রীগৌর—নিত্য, উভয়েই অভেদ এবং সেব্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ নিত্য। শিষ্যগণ নিত্যকালই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। সুতরাং যে শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত গোমতী-তীরস্থ নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তিনিই যে আবার নবদ্বীপে গৌরভাগবত কীর্ত্তন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে স্বগণ-সহ আগমন পূর্ব্বক গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন।

ব্রাহ্মণপুষ্কর

এইস্থানে সত্যযুগে দিবদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন। পুষ্করতীর্থে স্নানের জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ হয়। তাহার ব্যাকুলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তিনি শ্রীধামের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পুষ্কর-তীর্থরাজের দর্শন পাইয়াছিলেন। তথায় তিনি তীর্থ-ভ্রমণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থ-ময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

উচ্চহট্ট

এই স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। সাধারণ জনগণ ইহাকে হাটডাঙ্গা বলে। দেববৃন্দ এইস্থানে হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌর-নাম কীর্ত্তন করিতেন। এই জন্যই ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

কোলদ্বীপ

:•:-

"জয়তি জয়তি কোলদ্বীপকান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেবপ্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরু-বল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হৃদিনানামদ্ভুতৈঃ সৌভগাঢ্যৈঃ।"

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

কোলদ্বীপ অপরাধভঞ্জনের পাট কুলিয়া নামে খ্যাত। ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, পরে তিনি মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অধমতারণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রথমে দেবানন্দের প্রতি শাসন-বাক্য প্রয়োগ করিলেও পরে তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা চাহিয়া অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ নতশিরে পালন করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল বলিয়া কোলদ্বীপের অপর নাম 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট'।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল-আমাদ, কোলেরগঞ্জ, চরগাদখালি বা গাদখালির চর ও গাদখালীর সংলগ্ন নদীয়া পারমেদিয়া বা গাদখালির পরমানন্দিয়া বা নূতনগ্রাম, তেঘার, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থানসমূহ কোলদ্বীপের অন্তর্গত। কুলিয়াপাহাড়পুর, ভজনকুটীর, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি এই দ্বীপে বিশেষরূপে দর্শনীয়।

পুরুষই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল পুরুষ। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যে নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণব-পঞ্জিকাদি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠতা-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইঁহার গৌড়মণ্ডলে অবস্থান-কালে কোন কোন সময়ে গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এবং অধিকাংশ সময়ে কোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজন-কুটীরে অবস্থান করিতেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

এই বৈষ্ণব মহাত্মা কুলিয়ার নূতন চড়ায় একটী কুটীরে নিজ-ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইঁহার পারমহংস্য-আচার-বিচার সাধারণ বিচারে অবিতর্ক্য।

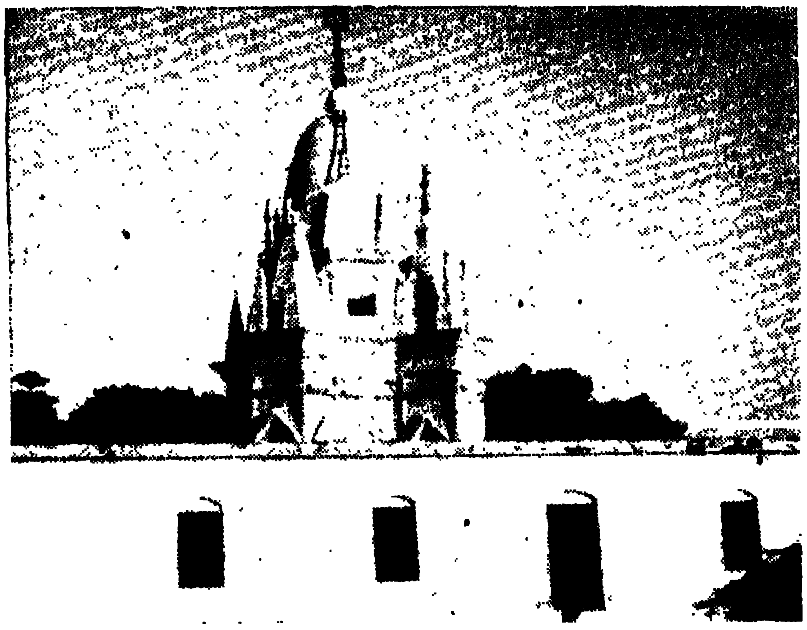

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের ঊনত্রিংশ-চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দির

কুলিয়া পাহাড়পুর

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বাসুদেবনামক জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার সত্যযুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ। এই স্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র-দ্বারা দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের ভজনকুটীর

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধ মহা-

নবদ্বীপ পারঘাট উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহার ভজন-কুটীর দৃষ্টিগোচর হয়।

ঋতুদ্বীপ

"এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজন-স্থান জান
হেথায় বসতি যা'র, প্রেমধন লাভ তা'র,
সুশীতল হয় তা'র প্রাণ॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

ঋতুদ্বীপ বর্ত্তমান চাপাহাটী, রাতুপুর বা রাহাতপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয়ঋতু সর্ব্বসময়ে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌরগদাধরের সেবা করে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। শুদ্ধভক্তগণ এই দ্বীপকে ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম 'খদিরবন' জানেন।

চম্পহট্ট

চম্পহট্টকে সাধারণ ভাষায় চাপাহাটী বলা হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থল থানার অন্তর্গত। সত্যযুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এখানে বাস করিতেন। তৎকালে এইস্থানে প্রচুর চাপা ফুলের আমদানী হইত বলিয়া ইহার নাম চাপাহাটী বা চম্পহট্ট। এই চম্পকহট্ট নাম হইবার বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ চম্পহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবার ফলে ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ ব্রাহ্মণের শ্যামসুন্দর রূপ-ধ্যানসময়ে তাঁহাকে গৌর-রূপে দর্শন দান করেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের উক্ত রূপ দর্শন করিয়া তৎকারণনির্ণয়ে অসমর্থতা-নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় গৌরাবতারের কথা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে এই ঔদার্য্যময় বিগ্রহরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন তাহাও তাঁহাকে বলেন। শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলাকালে কলি-যুগে তদীয় পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে—তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে দ্বিজবাণীনাথ নামে পরিচিত হইয়া এই চম্পহট্ট গ্রামেই অবস্থান করিবেন। গীতগোবিন্দরচয়িতা শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর এই চম্পহট্টে পতি-পরায়ণা পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান পূর্ব্বক রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব সেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরগদাধরমঠ

চম্পকহট্টে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠ অবস্থিত। এই মঠে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। এই শ্রীবিগ্রহ গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল বাণীনাথ ব্রজের 'কামলেখা'। কালক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রাচীন সেবায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এই সেবাভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস ও শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া থাকে।

সমুদ্রগড়

দ্বাপরযুগে সমুদ্রসেন নামক একজন কৃষ্ণভক্ত রাজা এই স্থানে বাস করিতেন।

[illegible] পাণ্ডবগণ [illegible] দিগ্বিজয় [illegible] সমুদ্রসেন [illegible] করিলে [illegible] সমুদ্রসেন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাওয়ার প্রবল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অতিশয় প্রিয়; সুতরাং তিনি তাঁহাদের আপদে বিপদে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন যদি ভীমকে ভয় প্রদর্শন করা যায় বা বিপদে ফেলা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষার জন্য এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া রাজা সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত বাণে ভীম ভীত হইবার অভিনয় [illegible] নিজরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রসেনও স্বীয় ইষ্টদেবকে [illegible] দর্শন করিয়া আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জহ্নুদ্বীপ

"জহ্নুদ্বীপ [illegible]
[illegible]
আপে [illegible]
[illegible]
[illegible]"

জহ্নুদ্বীপ [illegible] বর্ত্তমান বিদ্যানগর, মজলপুর, [illegible] চাঁপাহাটী [illegible] ও [illegible] এইস্থানে [illegible] দর্শন [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] এই [illegible]

জাহ্নগর

কোন সময় জহ্নুমুনি ভাগীরথী-তীরে উপবেশন পূর্ব্বক সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় ভাগীরথী তাঁহার কোশাকুশী ভাসাইয়া লইয়া যান। তখনই মুনিবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডূষে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার [illegible] তপস্যা করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] অদর্শনে ভগীরথ [illegible] হইয়া পড়িলেন [illegible] [illegible] সেবায় সন্তুষ্ট [illegible] নির্গত করিয়া দিলেন। [illegible] ভাগীরথী একটী নাম [illegible]

[illegible] কিছুকাল পরে দ্বাদশ [illegible] ভক্তবীরময় ভীম [illegible] নিকট ভাগবতধর্ম শিক্ষা করেন। পরবর্ত্তিকালে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই ভাগবতধর্ম্ম যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুর সহস্র নাম-স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের সেবাই নিষ্কিঞ্চনের একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা সারদাপীঠ নামে পরিচিত। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা ক্ষয় করেন। সর্ব্বসময়ে সকল ঋষি এইস্থানে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি কাব্যরস, ধন্বন্তরী আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বিদ্যা লাভ করিয়াছেন এবং এই স্থানেই মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র ও শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। আবার এই স্থানেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনা বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করিয়াছেন। কপিলের সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতমের তর্কশাস্ত্র, কণাদের বৈশেষিক শাস্ত্র, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, জৈমিনীর মীমাংসা-শাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাসের পুরাণাদি শাস্ত্র ও নারদাদি ঋষিগণের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহ এই স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছেন। বিদ্যানগরের সুরম্য উপবনে উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকাল ব্যাপী গৌরহরির আরাধনা করিয়াছেন। এইস্থানে [illegible] অবতার [illegible] আলয় ও শ্রীসারদাভবন [illegible] বিরাজিত।

মোদদ্রুমদ্বীপ

"[illegible] মোর সদা হেব মোদদ্রুম শোভা"

[illegible], [illegible], মহেশপুর, বাবলারি [illegible] মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানটী ব্রজের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীরবন। [illegible] পুণ্যাশ্রম-স্থান-দর্শনে যাত্রিগণের সেবা-[illegible] বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম মোদ-[illegible]

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বনবাস-লীলা-কালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক একটী মহাবটমূলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপের দর্শনীয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি শ্রীমোদদ্রুম ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ, শ্রীনারায়ণী [illegible] শ্যামাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয়, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশার্ঙ্গ মুরারির শ্রীবিগ্রহ, বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণপুর, মহৎপুর বা মাতাপুর প্রভৃতি।

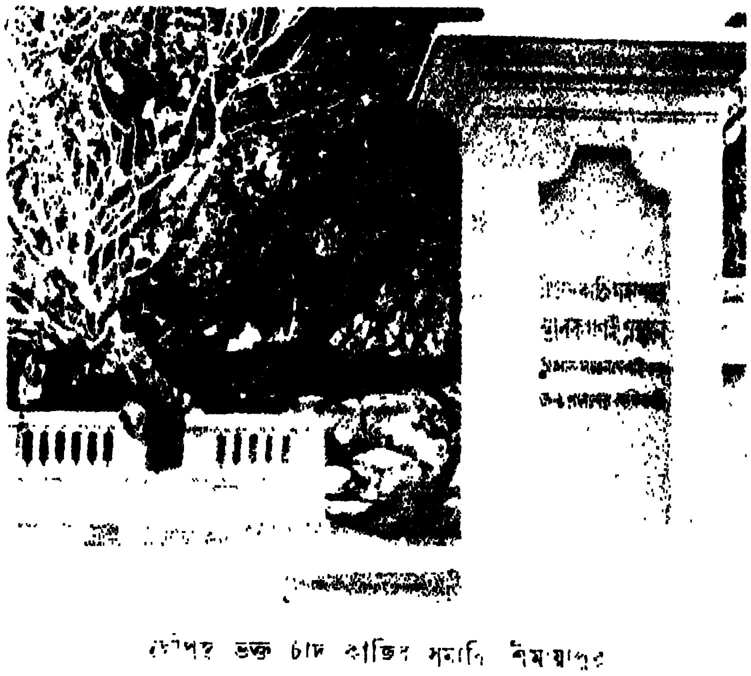

[illegible] ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধি শ্রীমায়াপুর

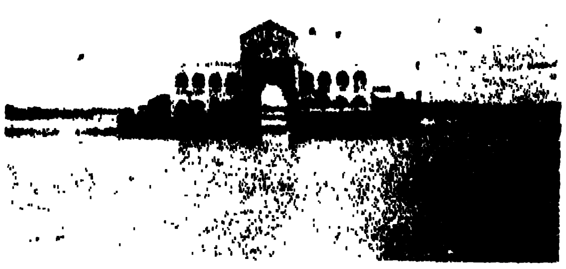

শ্রীযোগপীঠের প্রবেশ দ্বার—ভক্তিবিজয় তোরণ

শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, উক্ত স্থানে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন সেই বিপ্র মিশ্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর কনককান্তি দর্শনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ রামচন্দ্র নিশ্চয়ই স্বীয় দূর্ব্বাদলশ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ-তনয়রূপে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বিপ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে রাত্রিতে স্বপ্ন-যোগে প্রথমতঃ শ্রীগৌরসুন্দরকে, তৎপরে সেই গৌররূপকে দূর্ব্বাদল-শ্যাম-মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলেন।

রুদ্রদ্বীপ

"পদ চর রুদ্রদ্বীপ-ভূমি মনোলোভা"

নীল-লোহিতাদি একাদশ রুদ্র এইস্থানে গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রুদ্রদ্বীপ। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভামাত্র। অষ্টাবক্র ও দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈত-বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধ্যানে রত হইয়াছিলেন। রুদ্র-সম্প্রদায়-আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই স্থানেই শ্রীরুদ্রদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানে অলক্ষ্যে গৌরকৃপারশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

রুদ্রদ্বীপ বা রাতুপুর প্রথমতঃ গঙ্গার পশ্চিমপারে ছিল। তৎপরে কিছুকাল গঙ্গাগর্ভে থাকিয়া বর্ত্তমানে গঙ্গার পশ্চিমে চরাভূমিরূপে উদিত। বর্ত্তমান ইন্দ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই দ্বীপে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

"শুনিয়াছি নবদ্বীপ গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান।
সেই ধাম গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর॥"

—:*:—

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র—পরম পরিপূর্ণ-চেতনময় বস্তু। যিনি এই চৈতন্য-চন্দ্রকে ভজন না করিবেন—তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু॥"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ২য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২৯গোবিন্দ, তিথি গর্ভোদশায়ী, ৪৫০ গৌরাব্দ

শ্রীপ্রকট-পৌর্ণমাসী

পাষণ্ডদলন-প্রেমদান-কার্য্যদ্বয়ব্রতী।
শ্রীনিত্যানন্দনির্ভিন্নতত্ত্বাচার্য্যকোবিদঃ॥
সদ্গুণকরুণাসিন্ধুঃ যঃ প্রপঞ্চে প্রকাশিতঃ।
অনর্পিতচরীং ভক্তিং প্রদদৌ
শ্রীমহাপ্রভোঃ॥
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুঃ স মে।
মানসাখিলিতঃ সেবাসৌভাগ্যং
প্রদদাতু হি॥

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥"

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" নয়— "স্বমপ্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং
রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ-
প্রকটম্॥"

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, ব্রহ্মপুত্র, সরযূ, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, গোমতী, গোদাবরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীগণকর্ত্তৃক কখনও গুপ্তভাবে, কখনও বা ব্যক্তভাবে সেবিত—শ্বেতদ্বীপ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও বৃন্দাবনাদি-তত্ত্বে নিরন্তর পরিপূর্ণ—অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-অবন্তী-দ্বারকার অঙ্গী—নববিধ ভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের অন্তকার বাসন্তী শোভারাণীর স্রৌপাবস্ত্রস্বরূপা পৌর্ণমাসীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনি ব্রজের শারদীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা প্রকৃতি-রাণীর ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী ও শুক্লাষ্টমীর সম্মিলনে পূর্ণবিকাশিতাকারে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক 'অন্যোন্যে সম্ভোগময়' বিষয়াশ্রয়-মিলিত তনু, ব্রজবনবীথিশ্মিতভূষণ-মল্লিকা-মালাস্বরূপা বার্ষভানবী দেবীর কনক-কান্তিতে আবৃত ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণ, মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপু, ঔদার্য্যলীলা-ময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্মৃতি জীববৃন্দের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া নিত্য শ্রীগৌরবিগ্রহের অন্তর্দ্বীপে উপাসনায় সন্তুষ্টকারী ব্রহ্মাকে অন্তরের কথা-বর্ণন, সীমন্তদ্বীপে পার্ব্বতী দেবীকে কৃপা করিয়া সীমন্তে পদধূলি গ্রহণে অনুমতি প্রদান, সুরভির কুঞ্জে সুশোভিত গোদ্রুমে সুরভী গাভী ও ইন্দ্রকে কৃপা, সুবর্ণবিহারে নারদের শিষ্যধারার কৃপালব্ধ জনৈক রাজাকে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ স্বীয় শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ও সুবর্ণ বিগ্রহ (শ্রীগৌররূপ) প্রদর্শন, মধ্যদ্বীপে মধ্যাহ্ন-কালে মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জসহ উদিত হইয়া সপ্তর্ষিকে দর্শন দান, কোলদ্বীপে পর্ব্বত-প্রমাণ কোল (বরাহ)-দেবরূপে জনৈক কোলদেবভক্ত বিপ্রকে দর্শন প্রদান, বসন্তাদি ষড়্ঋতুর শ্রীগৌর আরাধনার স্থান ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্র-গড়ে সিন্ধুকে প্রত্যহ সুরধুনীতে আসিয়া স্বীয় প্রকট-বিহার দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান, চম্পক পুষ্পের বন চম্পকহট্টে (চাঁপাহাটীতে) জনৈক ব্রাহ্মণের চম্পক-পুষ্পে আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া চম্পকবর্ণ শ্রীগৌররূপে দর্শন-দান, জহ্নুদ্বীপে (জান্নগরে) গৌরারাধনরত জহ্নু মুনিকে প্রথমতঃ কৃষ্ণরূপে, তৎপরে স্বীয় সন্ন্যাসি-রূপে সর্ব্বশেষে নদীয়া-বিহারি-রূপে দর্শন-প্রদান, দেবগুরু বৃহস্পতিকে তদীয় (বৃহস্পতির) গৌরারাধন-স্থান বিদ্যানগরে গৌরলীলাকালে প্রকটিত হইতে অনুমতি দান, মোদদ্রুমদ্বীপে রামচন্দ্ররূপে (বনবাস কালে) জানকী ও লক্ষ্মণসহ আগমন-পূর্ব্বক সকলের মোদবৃদ্ধি ও রামবটে জানকীকে শ্রীনবদ্বীপের শোভা-প্রদর্শন এবং মিশ্র পুরন্দরের গৃহে প্রকটবাসরে এই দ্বীপের জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের স্বপ্ন-সমাধিতে দর্শন দান, মোদদ্রুমদ্বীপান্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীনারদকে বৈকুণ্ঠের যাবতীয় গণ ও শোভাসহ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ও স্বীয় উদার বিগ্রহ শ্রীগৌররূপ প্রদর্শন, মহৎপুরে বা মাতাপুরে মহদ্গণের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দর্শনদান, আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রুদ্রদ্বীপে বা রাহুপুরে শ্রীরুদ্রদেবকে স্বীয়-আগমনী-কীর্ত্তনে উন্মত্তকরণ ও দর্শন-প্রদানানন্তর গণসহ প্রাকট্যের ভবিষ্যদ্বাণী-কথন, ভরদ্বাজটীলায় বা ভারুইডাঙ্গায় নবদ্বীপ-দর্শনরত ও শ্রীগৌরধ্যান-নিমগ্ন ভরদ্বাজ মুনিকে দর্শন ও বরপ্রদান প্রভৃতি লীলা অনুশীলন করিবার সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অমন্দোদয়া পরানন্দপ্রদা দয়া বিতরণ করিতেছেন।

অন্তকার পৌর্ণমাসীর অপ্রাকৃত আলোকে যাঁহাদের হৃদয় আলোকিত, তাঁহারা দেখেন,—অচিন্ত্য শক্তিবলে প্রপঞ্চে আগত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত ধাম অষ্টদলপদ্ম শ্রীনবদ্বীপ কোটি-সূর্য্য-প্রভা অপেক্ষা তেজোময়, অথচ কোটি-চন্দ্র-জ্যোৎস্না অপেক্ষা সুশীতল। এই নবদ্বীপ-পদ্মের অষ্ট দল অষ্ট দ্বীপ এবং তন্মধ্যস্থ কর্ণিকাই শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মপুর—নবদ্বীপের গোকুল বা অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর। গোকুলে যে প্রকার গোপ-নিবাসসমূহ বিরাজিত, সেই প্রকার শ্রীমায়াপুরে দ্বিজালয়সমূহ শোভা পাইতেছে। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-ভবন বা পরম-পাবন শ্রীযোগপীঠের দিব্য-চ্ছটায় দশদিক আলোকিত। তথায় শ্রীক্ষেত্রপাল শিব, অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ, শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিতচরণ শ্রীশ্রীগৌর-হরি, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচী দেবীর বাৎসল্য রসের দুলাল শিশু নিমাই শুদ্ধসেবকগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীবাসালয়, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবালয় শ্রীমায়াপুরে বিরাজিত। দিব্যদর্শনে ঈশোদ্যান, সুদৃশ্য রাজপথ, চত্বর, প্রবাহ, প্রণালী, বন, উপবন, সরোবর ও বিপিনাদির সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত। বল্লীবিজড়িত বিটপিবিতানমণ্ডিত গহন-কাননাদিতে বিগতহিংসাবৃত্তি খগ-মৃগ-সিংহ-ব্যাঘ্র-কুঞ্জরাদি পরস্পর সখ্যভাবে আবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরগুণগাথাকীর্ত্তনমুখে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। শাখিকুলের শাখায় শাখায় উপবিষ্ট পিককুল, তথা শুক শারী প্রভৃতি সুমধুর স্বরে শ্রীশ্রীগৌর ও গৌরধাম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। কুসুমস্তবকসমূহে পুঞ্জ পুঞ্জ অলিকুল মধুর গুঞ্জনে সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরহরির কর্ণানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অম্বুজ-শোভিত জলাশয়াদিতে হংসচক্রবাকাদির সানন্দ-বিচরণ দর্শন করিয়া গৌরজন মহাপ্রভুর লীলামৃত ও ভক্তগণের সৌভাগ্য বর্ণন পূর্ব্বক দৈন্যভরে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি
ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরু-
প্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী॥"

শ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমার নির্ম্মল আলোকে সাধক আরও দেখিতে পান,—প্রণতজনপালক, জীবের মোহনাশক, শুদ্ধজীবের একমাত্র নিত্য ধ্যেয়বস্তু, বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল ভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেববৃন্দের বন্দ্য, সর্ব্বশরণ্য, ভক্তার্ত্তিহারী এবং ভবসাগরের একমাত্র ভেলাস্বরূপ মহাভাগবতের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জীবোদ্ধারকল্পে কোনও ব্রাহ্মণের শাপরক্ষার ভান প্রদর্শন পূর্ব্বক সুদুস্ত্যজা সুরেপ্সিতা—অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন-শক্তি রাজলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা-প্রদর্শন ও বাহিরে আচার্য্যরূপ মর্য্যাদা বা বৈধভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া-ছেন এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মায়া-মৃগ সদৃশ মায়াবদ্ধ স্বেচ্ছাভজনী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, পাষণ্ড, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়া প্রভৃতির প্রতি প্রধাবিত হইয়া নিজচরণ-স্পর্শ প্রদানদ্বারা ভগবদ্ভক্তিবিতরণ মুখে মহাবদান্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্লোকদ্বয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন, সেই শ্লোকদ্বয় সহজেই সাধকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি ভক্তিপূতচিত্তে কীর্ত্তন করেন,—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রকট-পৌর্ণমাসীর উজ্জ্বল আলোকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ-নাগরীর কুনাট্য অতি সহজে ধরা পড়িয়া যায়। তাহাদের আত্মবঞ্চন ও পরবঞ্চনাজাত ভীষণ দুরবস্থা দেখিয়া পৌর্ণমাসীর শুদ্ধ সেবকবৃন্দ শিহরিয়া উঠেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরি-ত্যাগ করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে পাষণ্ডদলন ও শুদ্ধপ্রেমপ্রচারণের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। মনুসংহিতায় "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈতৎ সমাচরে-জ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যা-চরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" প্রভৃতি শ্লোক এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসের দণ্ড-প্রদান-প্রসঙ্গে প্রদত্ত উপদেশ সাধকগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া পদে পদে তাঁহাদিগকে সতর্ক করে। ঐ সকল উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া যাহারা প্রাকৃত বিষয়ে নিমগ্ন হয়, তাহারাই উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার অপ-

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

[illegible] কোন অভ্যাভিলাষী দলে [illegible] প্রবৃত্তির পদে কুঠারাঘাত [illegible] সদ্দিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] পৌর্ণমাসীর আলোক হৃদয়ে প্রবিষ্ট [illegible] অসুবিধার হস্ত হইতে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] কোন উপায়েই [illegible] নহে।

[illegible] পৌর্ণমাসীতে প্রবেশের [illegible] বিপুল [illegible] হইবার [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেই কলিযুগ বিনাশি [illegible] সঙ্কীর্ত্তনাদির প্রবর্ত্তক বলিয়া জানেন এবং তাঁহার "শিক্ষাষ্টক" হৃদয়ের রত্ন বলিয়া গ্রহণ করেন (১) নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জন্য ঘোষণামুখে (২) দেশ-কালের শুচি-অশুচির অপেক্ষারহিত শ্রীনামকীর্ত্তনে অনুরাগ না হওয়ায় তাঁহাদের শোচনা, (৩) তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু-অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবার জন্য শক্তি-প্রার্থনা, (৪) ধন-জন-প্রতিষ্ঠাদির কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মে জন্মে ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা, (৫) ভগবৎপাদপদ্মধূলি হইবার অভিলাষ, (৬) সাধ্যভক্তির বাহ্য ও (৭) অন্তর্লক্ষণসমূহের অধিকারী হইবার জন্য আর্ত্তি প্রকাশ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণ-পরতন্ত্রতার জন্য উদ্বিগ্ন হন।

যাঁহারা গৌরজন শুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিয়াছেন, গৌরজনের নির্দ্দেশানুসারে গৌরপ্রিয়ধামে বাস করিয়া গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদেরই অন্তঃকরণ অন্ধকার প্রকট-পৌর্ণমাসীর স্নিগ্ধোজ্জ্বলকিরণে উদ্ভাসিত, শ্রীগৌরজন বা শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া যাহারা অজ্ঞজ্ঞানে অভিমানভারাক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ ভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র-বিচার প্রভৃতি যাহাই করুন না কেন, তাহারা বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস-ভূমিকালাভে কখনই সমর্থ হইবেন না। শ্রীল সরস্বতীপাদ আমাদিগকে এই কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, কর্ম্মিগণ [illegible] যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা-ধ্যান-যোগাদির প্রভাবে যাহা কখনই [illegible] নহে, বৈরাগ্য-[illegible]-ত্যাগ-ভজন-তপস্যাদি দ্বারাও [illegible] উপলব্ধি করা যায় না, অধিক [illegible] প্রবলনিপুণ শ্রীগোবিন্দ [illegible] রহস্য [illegible] প্রেম শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর [illegible] নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]

[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়-গণের ভজনের অসমোর্দ্ধতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজ প্রকট-পৌর্ণমাসীর স্বচ্ছ সুদীপ্ত আলোকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতুলনীয় করুণার কথা উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় হইতে বিরহ-গাথা আকর্ষণ করিতেছে—

"চৈতন্যচন্দ্রস্য [illegible] বিচিত্রং
বিশ্বে প্রচার্য্য [illegible] পূজ্যঃ।
হা হা পুনঃ কিং [illegible] দেব [illegible]
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত[illegible]।"

কোথায় [illegible] "অনর্পিতচরীং চিরাৎ", "শ্রীরাধা কৃষ্ণ [illegible] হ্লাদিনী শক্তি", "সরাধায়া [illegible]" শ্লোকমালায় উদ্দিষ্ট শ্রীশচীনন্দন? কোথায় আজ তাঁহার অন্তরঙ্গ [illegible]? কোথায় আজ শ্রীস্বরূপ-রামরায়? কোথায় আজ শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাসরঘুনাথ? কোথায় আজ শ্রীলোকনাথ-বৃন্দাবন-দাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজ? কোথায় আজ শ্রীনরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব? কোথায় আজ শ্রীজগন্নাথ-ঠাকুরভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর? কোথায় আজ শ্রীগৌরকিশোরের ভক্তিবিনোদ-বৈভব গুরুবর শ্রীসরস্বতীপাদ? কোথায় আজ গুরুবরের স্বপ্রসমাধিতে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস? আজ যে প্রকট-পৌর্ণমাসী!! আজ যে শ্রীযোগপীঠে মহামহোৎসব, আজ আপনারা কোথায়? আমি অজ্ঞানান্ধ বলিয়াই কি আজ আপনারা সকলেই আমার দর্শনের অন্তরালে অবস্থিত? পৌর্ণমাসি, শুনিয়াছি তুমি সকল স্থানই আলোকিত করিয়া বিরাজিত, কিন্তু আমার অন্তরগুহা যে আজও অমানিশার অন্ধকারে আবৃত। আমাকে কি কৃপা করিবে না? আজ সৌভাগ্যবান্ জনগণের বিরহাপ্লুত চিত্তে 'সেবা'-প্রকট-পূর্ণিমার ইন্দু বিরাজিত। তাঁহাদের বিরহ-সেবার ফলে শ্রীযোগপীঠে আজ সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি উদিত। তাই তাঁহারা আজ মহামহোৎসবে আত্মহারা। কিন্তু অজ্ঞ প্রাকৃতজ্ঞানবিমূঢ় আমি আজ শূদ্রজনোচিত শোকে মুহ্যমান হইয়া জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণবঠাকুরগণ—আমার প্রভুর কৃপাসিক্ত সজ্জনগণ, আপনারা শতমুখী দ্বারা আমার কাপট্য বিদূরিত করিয়া আপনাদের পাদপদ্ম-সেবার যোগ্য করিয়া নিন। আপনাদের কৃপা লাভ করিয়া আমি যেন জড়া পার হয়পূর্ব্বক আপনাদের [illegible] করিতে পারি—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

বৈষ্ণবগণ, আপনাদের কৃপায় আমি শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

আপনারা ব্যতীত আর কে পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানাইতে পারে? কেই বা আজ অবতারীর জন্ম-চমৎকারিতা-প্রদর্শনে সমর্থ? আপনারা সকলে আমাকে কৃপা করুন। আপনাদের আনুগত্যে আমি যেন নিত্য শ্রীযোগপীঠ-সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে পারি যে,—

"মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥
যথা নিত্য মাতাপিতা দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে, প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ॥
লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন॥"

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

আপনারা কীর্ত্তন করেন,—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

আপনাদের কৃপা আমাকে সেবোন্মুখ-নয়ন প্রদান করুন। আমি যেন বিশ্বস্ত না হই যে, শ্রীবিশ্বম্ভর নিত্যকাল নিত্য শচীমাতার নিত্যতনয়রূপে বিরাজমান থাকিয়া অনন্ত অপ্রকট-লীলাতেও প্রকট-বিলাস করিতেছেন। গৌরনাগরীর অপরিপক্কতার পূতিগন্ধযুক্ত উদ্গার যেন আমাকে সংক্রামিত না করে। ঔদার্য্যলীলাময় শ্রীগৌরহরিই মাধুর্য্যলীলাময় শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উভয়ের লীলাই তদীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে যুগপৎ চলিতেছে। একটীর প্রতি আদর ও অপরটীর প্রতি অনাদর পাষণ্ডতার পরিচয় মাত্র, ইহা আপনাদের কৃপায় আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আপনাদের আনুগত্যে যেন আমি অন্তরের পৌর্ণমাসীতে কীর্ত্তন করিতে পারি,—

"নদীয়া উদয়-গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপতমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥"

* * *

"দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক • শোক সব নাশল
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ॥"

"দুন্দুভি বাজে শত শঙ্খ গাজে
বাজে বেণু বিষাণ।"

* * *

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহিক বিচারি॥"

* * *

"প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
দশদিকে উঠিল আনন্দ॥
রূপ-কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিঞা॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন-লোভে॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥"

* * *

"অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব আদি করি যত দেব
সবেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নারি রে॥
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষে দেবে মেলি' একত্র হঞা কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি' রে॥
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহ পড়ে স্তুতি কাহারো হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে, গায়, বায় রে॥"

* * *

"দুন্দুভি-ডিণ্ডিম মঙ্গল-জয়ধ্বনি
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে॥"
অন্যোহন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘন ঘন
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া-পুরন্দর জনম-উল্লাসে,
আপন-পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুকে আইলা নবদ্বীপে
চৌদিকে শুনি' হরিনাম রে।
পাইয়া গৌররস, বিহ্বল পরবশ,
'চৈতন্য-জয়-জয়'গান রে॥"

* *

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥"

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে, দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকম

(১)
নিজভাবসুধাস্বদনাতিপরং
বৃষভানুসুতাতনুকান্তিধরম্।
প্রগৃহীতবরদ্বিজবংশজনিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(২)
সিতচন্দনচর্চ্চিতভালতটং
মণিকাঞ্চনভূষিতদিব্যনটম্।
করুণাম্বুধিসদ্গুণরাজিখনিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৩)
বিধুকোটিবিনিন্দিমুখাম্বুরুহং
শ্রিতসাধুজনাখিলকামদুহম্।
দৃঢ়মণ্ডনমন্দিতদেবধুনিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৪)
বিধিশঙ্করবন্দিতচারুপদং
ভূশভর্ৎসনখণ্ডিতকালিমদম্।
পরভক্তি-সুপাবিত-পাপজনিং :
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৫)
অনুকম্পিত-ভদ্র-গজেন্দ্রপতিং
প্রণতাখিলদুর্জ্জনদীনগতিম্।
প্রিয়ভক্ত-প্রচারিত-সৎসরণিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৬)
মদনার্ব্বুদসুন্দরশুদ্ধতনুং
ব্রজপ্রেমসুধাপ্রতিপাত্তিজনুম্।
কলিকল্মষতীব্রতমোদ্যুমণিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৭)
গুণমণ্ডিতপণ্ডিতমণ্ডলিতং
মদবজ্জিতদিগ্বিজয়ি-প্রজিতম্।
ভবসাগরপারমহাতরণিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৮)
স্বজনত্রিদিবেশ্বরসম্মিলিতং
জগদদ্ভুতনর্ত্তনসংরুচিতম্।
হরিকীর্ত্তন-মোহিত-যোগিমুনিং
ভজ ভক্তধনং ভজ গৌরমণিম্ ॥

(৯)
হে গৌর ! বিশ্বম্ভর ! বিশ্বনাথ !
হে দীননাথ ! ব্রজপ্রেমদাতঃ !
শ্রীগৌরদাসং তব দীনদাসং
কারুণ্যরত্নাকর ! রক্ষ রক্ষ ॥

(১০)
গৌরাষ্টকং যঃ পঠতি প্রযত্নাৎ
শৃণোতি বা ভক্তিযুতশ্চ নিত্যম্।
গৌরস্তু রাধাব্রজরাজসূনো-
র্বিশুদ্ধভক্তিং লভতে বিমুক্তঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম

(১)
প্রতপ্তচামীকরকান্তিধারিণীং
মুখারবিন্দচ্ছবিচন্দ্রনিন্দিনীম্।
সুরাগরক্তাম্বররঙ্গরঞ্জিনীম্
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(২)
সুনীলপীতাভপটাঙ্গবন্ধিনীং
কেয়ূর-কাঞ্চী-মণিহার-মালিনীম্।
কৃষ্ণাভ্রবামাঙ্গতড়িদ্বিলাসিনীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৩)
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটশালিনীং
শিঞ্জৎপ্রভাপূরহংসগামিনীম্।
শ্রীকোটিসৌন্দর্য্যবিনিন্দিরূপিণীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৪)
সুগন্ধিপুষ্পাচিতকেশবেশিনীং
স্মিতদ্যুতিদ্যোতিতদন্তকুন্দিনীম্।
জগন্মনোহারি-নটী-শিরোমণিং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৫)
কন্দর্পসম্মোহনচিত্তমোহিনীং
তারুণ্যকারুণ্যসুধাব্ধিবাহিনীম্।
লক্ষ্মীভবানীরতি-কীর্ত্তিবর্দ্ধিনীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৬)
রাসেশ্বরপ্রেমবিলাস-সঙ্গিনীম্
সদা মহাভাবতরঙ্গভঙ্গিনীম্।
শৃঙ্গারচাতুর্য্যসখীসহায়িনীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৭)
ক্রীড়ার্থগোবর্দ্ধননিত্যবাসিনীং
প্রেষ্ঠালিসঙ্গপ্রিয়সঙ্গরঙ্গিনীম্।
স্বকুণ্ডবাসপ্রিয়ভক্তনন্দিনীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৮)
স্বভক্তপ্রেমামৃতসিন্ধুবর্ষিণীং
সংসারসন্তাপবিপাকহারিণীম্।
স্বদাস্যসম্পত্তিভক্তিপ্রদায়িনীং
বন্দে সদা তাং বৃষভানুনন্দিনীম্ ॥

(৯)
হা দেবি ! রাধে, মম প্রাণবল্লভে !
যাচে সদুঃখং তব পাদ-পঙ্কজে।
শ্রীগৌরদাসং পতিতাধমং স্বিমং
স্বদাস্যদানৈঃ কৃপয়া সমুদ্ধর ॥

(১০)
শ্রীরাধিকাপাদসরোজভক্তিং
বিনা বৃথা স্যাৎ বকসত্ত্রসেবা।
রাধাষ্টকং চিত্তহরং ত্রিসন্ধ্যং
ততঃ সুভক্ত্যা প্রপঠন্তু ভক্তঃ ॥

"মায়াবাদাচার্য্য ও সাত্বত-আচার্য্য"

[মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মহুবন ভক্তিশাস্ত্রী এম্. এ, বি-এল্]

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"কথং পুনরিদম্ বগম্যতে—পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি ? উচ্যতে—জ্ঞান-কর্ম্মণোর্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং ন স্মরসি কিম্ ? ইহাপ্যুক্তং—যো হি জিজীবিষেৎ স কর্ম্ম কুর্ব্বন। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনমিতি চ"।

অর্থাৎ ইহা কেমন করিয়া বুঝা যায় যে, ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সন্ন্যাসিগণের জ্ঞাননিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে সন্ন্যাসে অসমর্থগণের কর্ম্মনিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে ? তাহার উত্তর এই :—জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় অলঙ্ঘ্য বিরোধ বিদ্যমান, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? এই ঈশোপনিষদেও কথিত হইয়াছে—'যে বাঁচিতে চাহে সে শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়াই জীবন ধারণ করিবে'। 'এই সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত, অতএব ত্যাগ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজকে পালন করিবে, অপর কাহারও ধনে স্পৃহা করিও না'।

অতএব দ্বিতীয় মন্ত্রটী জ্ঞানীদের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই,—কর্ম্মীদের জন্যই কথিত। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটী এই—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যানুরূপ অনুবাদ এইরূপ হয় :—জগতে যাহা কিছু নশ্বর বস্তু আছে, এই সমস্তকে ঈশ (পরমেশ্বর) দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ; অর্থাৎ 'আমি এই সমগ্র জগৎ'—এই পরম সত্যভাবদ্বারা মিথ্যা চরাচর জগতের সত্তাকে আবৃত করিবে। অতএব 'ত্যক্ত' অর্থাৎ ত্যাগ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজকে পালন করিবে। এই ত্যাগবুদ্ধি অবলম্বনহেতু জগতে কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তু না থাকায় কখনও ধনাদি কামনা করিবে না।

আচার্য্যশঙ্করের মতে ইহার তাৎপর্য্য এই :—"এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়-সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ"; অর্থাৎ চরাচর সর্ব্ব বস্তুতে ঐরূপ আত্মবিচারবান ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার এষণা (কামনা) ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া আত্মাকে রক্ষা করিবে—ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ। আত্মজ্ঞান দ্বারাই আত্মার রক্ষণ হয়।

অতএব এই মন্ত্রে জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের জ্ঞাননিষ্ঠাই উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় মন্ত্রটী এই—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥"

ইহার শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ এই :—শাস্ত্র-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বকই ইহ জগতে শত বৎসর কাল জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে। "এবং" অর্থাৎ এই প্রকারে তুমি মনুষ্যের সম্বন্ধে জীবনধারণের উক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নাই যাহার ফলে 'অশুভ' কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না।

তাৎপর্য্য এই :—"অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ"। অর্থাৎ যাহারা আত্মজ্ঞানবান্ নহে সেই সকল আত্মগ্রহণে অশক্ত ব্যক্তির জন্য শ্রুতিমন্ত্র উক্তরূপ উপদেশ করিতেছেন। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্য করণীয়। ইহাতে 'অশুভ'-কর্ম্মজন্য বন্ধন হইবে না।

অতএব এই মন্ত্রে আত্মজ্ঞানরহিত সন্ন্যাসে অসমর্থগণের কর্ম্মনিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত বিচারে জগতে মনুষ্যজাতির দুইটী জীবনগতি দেখা যায়—একটী সন্ন্যাসের পথ, অপরটী কর্ম্মের পথ।

উক্ত দুই মন্ত্রের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে এই কয়টী কথা পাওয়া যায় :—

(১) আত্মানুশীলনে (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে) যাঁহাদের রুচি ও যোগ্যতা হইয়াছে তাঁহারা এই সংসারে অর্থাৎ কোন বস্তুতে কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না—ত্যাগবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন ; কেননা, আচার্য্য বলিতেছেন "অনৃতমিদং সর্ব্বং চরাচরম্" অর্থাৎ এই সমগ্র চরাচর জগৎ মিথ্যা ; আর "অহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যম্" অর্থাৎ আমিই সমস্ত জগৎ—ইহাই পরমার্থ সত্য।

আচার্য্যের বলিতে গেলে—"সন্ন্যা-

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে, যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

খল্বিদং ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত দৃশ্যমান জগতে অন্য কোন সত্তা নাই, জগতের প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্ম। আমিও সেই ব্রহ্ম; সুতরাং জগতে সর্বত্র আমি ও আমার সত্তা ব্যতীত আর [illegible] নাই।

এই [illegible] আমার [illegible] বা আত্ম-বস্তু [illegible] অর্থাৎ [illegible] বা [illegible] ভোগ [illegible] না; অতএব সর্ব [illegible] [illegible] বা সন্ন্যাসই [illegible] [illegible] অর্থাৎ ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারাই [illegible] অর্থাৎ জীবন ধারণ করিবে।

[illegible]। যাঁহাদের উক্তরূপ আত্মদৃষ্টি (আত্মজ্ঞানবিচার) হইল না, তাঁহাদের জগৎসম্বন্ধে ভোগবুদ্ধি আছে, ইঁহারা সকাম। তাঁহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সন্ন্যাস বিহিত নহে—[illegible] কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত। যাঁহারা আত্মজ্ঞানবিহীন তাঁহাদের কর্ম্মেই অধিকার, আর আত্মজ্ঞানিগণ কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

৩। যাঁহারা সকাম কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, তাঁহারা পাপজীবন বা 'অশুভ' কর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থান করেন?

৪। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে 'অশুভ' কর্ম্মের অর্থাৎ অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে 'অশুভ' কর্ম্মজনিত পাপ বা বন্ধন [illegible]

এস্থলে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে:—

১। আমি আত্মবস্তু বা ব্রহ্মবস্তু, আমিই চরাচর জগৎ, আমার সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই—ইহাই যদি "পরমার্থ সত্য" হয়, তবে এই সমগ্র চরাচর জগৎ "অনৃত" বা মিথ্যা। ইহা কেমন করিয়া হয় এবং জগৎকে "মিথ্যা" বলিবার দরকারই বা কি?

২। আমি এবং অপর সমস্তই যখন ব্রহ্মবস্তু, বা আত্মবস্তু, তখন আমি আত্ম-বস্তুর অপর আত্মবস্তু-সম্বন্ধে ত্যাগ অবলম্বনেরই বা কি প্রয়োজন? যদি জগতের বস্তু অনাত্ম বা জড় হয়, তবে আমি আত্মবস্তুর পক্ষে সেই জড় বস্তু অনুশীলন বা কামনা বিজাতীয়, অপ্রয়োজনীয় অন্যায় অর্থাৎ অকল্যাণের হেতু হ[illegible] পারে বটে। কিন্তু সমস্তই [illegible] সত্তা, তখন [illegible] [illegible] অনুশীলনে ত আত্ম[illegible] [illegible] থাকে! তাদৃশ [illegible] [illegible] না বলিয়া ভোগ বা কাম[illegible] [illegible] সুতরাং আমি-আত্মবস্তুর সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণের কি প্রয়োজন? আত্মার পক্ষে আত্মানুশীলনই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, তাহাতেই আত্মার প্রকৃত জীবন। আমারই আত্মসত্তার বিস্তাররূপ এই চরাচর জগতের অনুশীলনে ত আত্মানুশীলনই হয়, সুতরাং তাহাতে আত্মার "পতনই" হয়,—আত্মার কর্ম্ম-বন্ধন হইতে পারে না।

৩। যদি বলা হয়—দৃশ্যমান জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা,—ইহার কিছু বাস্তব অস্তিত্ব নাই। মিথ্যা জগতের সত্তারূপ প্রতীয়মান অস্তিত্ব সত্যবস্তু ব্রহ্মে 'আরোপ' বা "অধ্যাসের" ফল মাত্র। জগৎ-জ্ঞানটা একটা বিবর্ত্ত-জ্ঞান মাত্র। তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য—এইরূপ আরোপ বা অধ্যাসে কি প্রয়োজন? রজ্জুজ্ঞানে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে বটে। কিন্তু যাহার আদৌ সর্পজ্ঞান নাই অথবা যেখানে আদৌ সর্পের অস্তিত্ব [illegible] হইলে [illegible] হইতে পারে কি?

আর যদি বলা [illegible] দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব একেবারে মিথ্যা নহে, এই জগৎ অনিত্য জড় সত্তা মাত্র। নিত্য সত্তা ব্রহ্ম এই জগতের আধার বা অধিষ্ঠান বলিয়া এই জগৎ নিত্যবৎ ও চেতনবৎ প্রতিভাত হয়। তাই ইহাকেও ব্রহ্ম ব আত্মসত্তা বলা হইয়াছে,—ইহাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—বাক্যের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ এই জগৎ আত্মসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সাত্বত শাস্ত্র ও সাত্বত আচার্য্যগণও জগৎসম্বন্ধে এইরূপ বিচারই [illegible] করিয়াছেন। অতএব এই বিচার গ্রহণ করিলে মায়াবাদিগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্ব শাস্ত্রের বিচারই গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
(ভাঃ ১।৫।২০)

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
(ভাঃ ১০।১৪।২২)

এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব ভগবত্তুল্য অর্থাৎ সত্যবৎ, চেতনবৎ ও আনন্দময়বৎ প্রতীত হয়। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ নহে। কারণ, ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব সার্ব্বকালিক, নিত্যসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ; আর বিশ্বের সচ্চিদানন্দবৎ প্রতীতি অনিত্য, কদাচিৎ হয় বটে। যিনি ভগবান্ তিনি বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। মায়াশক্তিমান্ ভগবান্ হইতে অর্থাৎ ভগবানের মায়াশক্তি হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে। ভগবান্ বিশ্বের কারণ, বিশ্ব ভগবানের (তাঁহার মায়াশক্তির) কার্য্য। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধহেতু বিশ্বকে ভগবত্তুল্য (ভগবানিব) বলা হয়। কিন্তু বিশ্বকারণ ভগবান্ বিশ্ব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য বিশ্ব ব্রহ্মের (ব্রহ্মশক্তির) কার্য্য বলিয়াই বিশ্বকে ব্রহ্মত্বের বিস্তার (অতিদেশ) বলিয়াছেন। (ভাঃ ১।৫।২০)॥

এই নিখিল বিশ্বের স্বরূপ অনিত্য, অর্থাৎ এই বিশ্বের নিত্য সত্তা নাই। কিন্তু ইহা স্বপ্নাভ অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় ইহার তাৎকালিক সত্তামাত্র আছে। বিশ্বে জ্ঞান বা চেতনা লুপ্ত বা আবৃত। ইহা অতীব দুঃখপূর্ণ,—নিত্যানন্দময় নহে। কিন্তু আপনি সচ্চিদানন্দদেহ ও অনন্ত। আপনার মায়াশক্তি হইতে এই জগৎ প্রকটিত হইয়াও আপনাতে (অর্থাৎ আপনিই ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া) ইহা নিত্যবৎ প্রতিভাত॥ (ভাঃ ১০।১৪।২২)॥

সাত্বত আচার্য্যগণের এই বিচার স্বীকার করিলে মায়াবাদাচার্য্য এই ঈশোপনিষদের (শুধু ঈশোপনিষদ্ কেন—সকল শ্রুতি ও বেদান্তের) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অপ্রতিষ্ঠ ও অসমীচীন হইয়া পড়ে। তখন মায়াবাদি-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে উদিত প্রশ্নসকলেরও অবকাশ থাকে না—সকল প্রশ্নেরই সরল সহজ সমাধান হইয়া যায়।

৫। আত্মজ্ঞানবিহীন অতএব সন্ন্যাসে অনধিকারিগণ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া "অশুভ" কর্ম্ম ও তজ্জনিত পাপ বা বন্ধন হইতে দূরে থাকিতে এবং পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারেন বটে কিন্তু পুণ্যকর্ম্ম হইতেও "কর্ম্মবন্ধন" ঘটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২।৪২—৪৪, ৯।২১) হইতেও জানিতে পারা যায় যে বেদের (ত্রয়ীর) পুষ্পিত বাক্যসকল যজ্ঞাদি নানা কাম্য কর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকে; সেই সকল কর্ম্মের ফল ইহ-পরকালে ভোগৈশ্বর্য্যলাভ ও জন্মকর্ম্মপ্রবাহ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ"। (ভাঃ ১।৫।৩৪)॥

এই কর্ম্মফল হইতে মুক্তির বা ইহাকে রুদ্ধ করিবার উপায় কি? সেই গীতা-শাস্ত্রেই কর্ম্মমুক্তি ও কর্ম্মনিরোধের উপায় কথিত আছে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মসকল নিষ্কামভাবে যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল প্রদান করে। সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক, অথবা ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই সেই কর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম হয়। অন্যথা কর্ম্ম নিষ্কামই হইতে পারে না। "আত্মবিনাশায় কল্পতে কল্পিতা পরে"। ভাঃ (১।৫।৩৪)॥ "পরব্রহ্মে কল্পিত হইলেই কর্ম্মসকল আত্মবিনাশক হয়, অর্থাৎ কর্ম্মের 'কর্ম্মত্ব' বিনষ্ট হয়"। ভগবৎসেবোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বস্তুতঃ কর্ম্মশব্দবাচ্য নহে—উহা ভগবদুপাসনা মাত্র। তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা বন্ধনের পরিবর্ত্তে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধিই লভ্য হইয়া থাকে। যথা গীতা—"মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি" (১২।১০)॥

কিন্তু মায়াবাদাচার্য্য উক্ত দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সন্ন্যাসে অনধিকারীর কর্ম্মবন্ধন অটুট রাখিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। কেননা, তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে—অজ্ঞানী "কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব জিজীবিষেৎ"। আচার্য্য সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া কর্ম্মিগণকে "অশুভ" কর্ম্মের বন্ধন হইতে অব্যাহতি দিবার উপায় করিয়াছেন বটে কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা কোথায়? এই যে অগ্নি-হোত্রাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ঈশোপনিষদের নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় "অবিদ্যাই" বলিয়াছেন। "অবিদ্যার—বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা, তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ; কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যাং অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব"॥ মুণ্ডকশ্রুতি ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে "অবিদ্যা"ই বলিয়াছেন। আচার্য্য সেই অবিদ্যারই উপদেশ করিতেছেন; অথচ এই অবিদ্যার ফল—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি"—গভীর অন্ধকাররাজ্যে প্রবেশ।

সাত্বতশাস্ত্রের বিচারে এইরূপ অবিদ্যার উপদেশ প্রদান অনুচিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" (ভাঃ ৬।৯।৫০)

যিনি নিজে প্রকৃত শ্রেয়ের বিষয় অবগত আছেন, তিনি (প্রকৃত শ্রেয়োবিষয়ে) অজ্ঞ ব্যক্তিকে সংসার-বন্ধনের কারণীভূত কর্ম্মের উপদেশ নিশ্চয়ই করেন না। উত্তম চিকিৎসক রোগীর ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা দেন না।

এখন দেখা যাক্, সাত্বত আচার্য্যগণ ঈশোপনিষদের উক্ত দুই মন্ত্রের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহাতে সর্ব্ববিধ তর্কের নিরাস হয় কিনা?

সাত্বত আচার্য্যগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভাবার্থ এইরূপঃ—ঈশ-শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। সকল কিছুরই উপর যাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব,

তিনিই পরমেশ্বর। তিনি অন্তর্যামি পরমাত্মা-স্বরূপে সমগ্র বিশ্বকে ওতঃপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সুতরাং এই পরমেশ্বরবস্তু নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নিষ্ক্রিয় নহেন। তিনি অনন্তশক্তির আধার ও ষড়ৈশ্বর্য্যময় প্রভু। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি নিত্যকাল সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই মায়াশক্তির কার্য্য—তাঁহারই সৃষ্ট; অতএব তাঁহারই অধীন, তাঁহারই ভোগ্য। বিশ্ব তাঁহারই শক্তিকার্য্য বলিয়া ও তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া "সাদির", "ভগবানির" অর্থাৎ নিত্যবৎ প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু এই বিশ্ব এবং বিশ্বে যাহা কিছু তৎসমস্তই নশ্বর।

স্বতঃ পরতঃ প্রকৃত্যাদিশাবাস্তিনিং জগৎ।।
প্রবৃত্তং প্রকৃতিগো যস্মাৎ স প্রকৃতীশ্বরঃ॥
তদধীনপরাতিত্বাৎ তদীয়ং সাধনেব তৎ।
তদন্তেনৈব ভুক্তো অন্যো নাপ্নং পরোহতেৎ॥
(শ্রীমাধবধৃতব্রহ্মাণ্ড-ঈশোপনিষদ্ভাষ্যে পুরাণ বচন)

জীবের নিজ নিজ অদৃষ্ট বা যোগ্যতা অনুসারে পরমেশ্বর যাহাকে যাহা দেন সেই জীব ততটুকু মাত্রই ভগবৎপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিবে, তদপেক্ষা অধিক ধনে ও পরের ধনে কখনও লোভ করিবে না।

সমগ্র বিশ্ব ভগবানের অর্থাৎ কৃষ্ণের। বিশ্বের যাহা কিছু—জীব ও তদিতর বস্তু—সমস্তই কৃষ্ণের; সমস্তই কৃষ্ণের সেবার উপকরণ,—তাঁহারই ভোগ্য। আমরা মনুষ্য-জীবও তাঁহারই সেবোপকরণ, তাঁহারই সেবক, তাঁহারই ভোগ্য। অতএব ভোক্তৃ-অভিমানে আমরা জগতের কোন বস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি করিতে পারি না। আমরা সেবকাভিমানে জগতের সকল বস্তু দ্বারা এক অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের সেবা করিতে পারি এবং আমাদের ভগবৎসেবাজীবন যাপনের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন ততটুকুমাত্র সেবার ফলস্বরূপ কৃষ্ণেরই প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বস্তুতঃ সকলই যখন অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণেরই, তখন জগতের কোন বস্তুই আমারও নহে, অপর কাহারও নহে, "কস্যস্বিদ্ধনম্"—এই ধন কাহার? কৃষ্ণবিস্মৃত ও আত্মবিস্মৃত জীব নিজ আত্মবৃত্তিরূপ কৃষ্ণসেবাতে পরাঙ্মুখ হইয়া কৃষ্ণভোগ্য ধনে ভোগাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্মনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণবিমুখতাই জীবের 'অসুরত্ব'। "অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার"।

কিন্তু কৃষ্ণসেবাময় জীবন ধারণ করিতে পারিলে আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুতে ও অপরের বস্তুতে কখনও লোভ হইতে পারে না, এবং জগতের কোন বস্তুতে আমাদের ভোগাশক্তিও হইতে পারে না। তখন আমরা—"মন্ত্রৌ যেন কেনচিৎ"। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা ত্যাগ। এইরূপ বৈরাগ্যই—'যুক্ত-বৈরাগ্য'।

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥'

এইরূপ কৃষ্ণসেবাময়-জীবনে ভোগের আবাহন নাই, বিষয়ে আসক্তি নাই—ইহা 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' 'অনাশ্রিতের' 'অজ্ঞের' ভোগময় কর্ম্মময় জীবন নহে। প্রকৃত ও পূর্ণ সম্বন্ধজ্ঞান, অর্থাৎ ভগবান, জীব ও মায়া—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান ও পরস্পরের সম্বন্ধজ্ঞানই সেবাময় জীবনের অবিকল্প ভিত্তিভূমি। এই সম্বন্ধজ্ঞানের যথাযথ ধারণা হইতে "অভিধেয়ের" অর্থাৎ সাধন বা কর্ত্তব্যের আবশ্য ও প্রবৃত্তি। কৃষ্ণসেবা বা সেবাময় জীবন যাপনই "অভিধেয়"।

এই "অভিধেয়ে" বা সেবাজীবনে অসাত্বত-শাস্ত্রের ও আচার্য্যগণের নির্দিষ্ট তথাকথিত নৈষ্কর্ম্ম্য ও কর্ম্ম নাই। এই সেবাময় আদর্শে—'জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্'। ভাগবতজীবনের এই নৈষ্কর্ম্ম্যে পূর্ব্বোক্ত "সম্বন্ধজ্ঞান আছে", ইহাতে শুষ্ক-বৈরাগ্য বা কর্ম্মসন্ন্যাসের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত "যুক্ত বৈরাগ্য" আছে, অর্থাৎ ইহাতে বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত নিষ্কাম ভগবৎসেবাকর্ম্মের ত্যাগ নাই; এবং ইহাতে "ভক্তি" অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম আছে। ইহাতে কর্ম্মের অকরণরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য নাই; ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবানের সেবোদ্দেশ্যে কর্ম্ম না করিয়াও অজ্ঞজনোচিত তথাকথিত নিষ্কাম (?) কর্ম্মের ভাণও নাই। ইহাতে লৌকিক অর্থাৎ অজ্ঞজনসুলভ কর্ম্মপরতা বা কর্ম্মহীনতা নাই। অথচ ভগবৎসেবাময় জীবনে কর্ম্মপরতা অর্থাৎ সেবাময়তা আছে; কিন্তু তাহাতে পাপকর্ম্মেরও স্থান নাই, পুণ্যকর্ম্মেরও স্থান নাই। অতএব ইহাতে "অশুভ"-কর্ম্মজনিত, কি শাস্ত্রোক্ত-কর্ম্মজনিত কোনপ্রকার কর্ম্মবন্ধনেরও অবকাশ নাই; ইহাতে "অশুভ" কর্ম্মফল হইতে রক্ষা করিয়া পুণ্যকর্ম্মের বন্ধনশৃঙ্খল পরাইবার ব্যাকুলতা নাই; কারণ,—ভগবৎসেবার—ভগবৎপ্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে, শাস্ত্র কখনও কোথায়ও কর্ম্ম-সংজ্ঞা দেন নাই। এই সেবাকার্য্য ত্রয়ীধর্ম্মে ব্যবস্থিত কর্ম্মের সমজাতীয় নহে। ত্রয়ীশাস্ত্রস্থিত ধর্ম্মকর্ম্মের ফল—সংসার-বন্ধন। "এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে"—(গীতা)। ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মে অজ্ঞেরই অধিকার—পণ্ডিতের নহে। "অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ, প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্"॥ পক্ষান্তরে,—ভগবৎসেবাকার্য্যের ফল—"অন্তে নারায়ণ স্মৃতিঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ইহাই মনুষ্যজন্মের চরম লাভ—"জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ"। তাহাতেই পরম "সিদ্ধিমবাপ্নোতি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ নিষ্কিমবাপ্নোতি—(গীতা)॥

এতাদৃশ কৃষ্ণসেবাজীবন অভিধেয় বা সাধনের যুক্তিমত্তা, শ্রেষ্ঠতা ও কর্ত্তব্যতা যাঁহারা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম—এমন কি, ত্রয়ীব্যবস্থিত সৎকর্ম্ম হইতেও কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের শুষ্ক—ফল্গু-বৈরাগ্য ও শুষ্ক—ফল্গু সন্ন্যাসেও প্রয়োজন নাই। মনুষ্যজীবনের—অথবা জীবমাত্রের জীবনের—পরমসাধ্য কৃষ্ণসেবা ও প্রেমানন্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মায়ার জগতে শত বৎসর কেন—শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও তাদৃশ সেবকের কিছুমাত্র আশঙ্কা ও অসুবিধা নাই। কৃষ্ণসেবা ও প্রেমানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনই—প্রকৃত স্বরূপসিদ্ধ জীবন্মুক্তের জীবন।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

যিনি "তেন ত্যক্তেন" অর্থাৎ ভগবত্তা॥ দত্তেন—ভগবৎ-সেবা পূর্ব্বক ভগবৎ-প্রদত্ত প্রসাদদ্বারাই জীবন ধারণ করেন—অতএব যাঁহার কোন বন্ধনের ভয় নাই—তাঁহাকে তখন নির্ভয়ে উপদেশ করা যাইতে পারে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—ভগবৎসেবা করিয়াই ও করিবার জন্যই এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে, তাহাতে কোন দুঃখের ও ভয়ের কথা নাই। "ত্বয্যেবং নান্যথেতোঽস্তি"—এইরূপ জীবনযাপন-প্রণালী ব্যতীত অন্য কোন-প্রকারে "অশোক-অভয়-অমৃত" জীবনধারণ হইতে পারে না। এতাদৃশ কৃষ্ণসেবাময় জীবনই "শোকমোহভয়াপহা" কৃষ্ণভক্তিতে—প্রেমানন্দে ভরপুর।

"এবং (জিজীবিষতি) ত্বয়ি নহে কর্ম্ম লিপ্যতে — হে মানব, এইরূপে জীবনধারণের ইচ্ছা করিলে তোমার কোন কর্ম্মবন্ধন ও অকল্যাণ ঘটিবে না, কর্ম্মবন্ধন ও অকল্যাণ ত দূরের কথা,—তখন জীবন্মুক্তের জীবনে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

আর যাঁহারা এইরূপ কৃষ্ণসেবাজীবন যাপন করিলেন না তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

'অজ্ঞস্য কর্ম্ম নিরপায়ে কৃষ্ণোপাস্যমকৃত্ব চ জ্ঞানিনোঽপি, যতো হ্রাস আনন্দস্য ভবেৎ স্থাপ্য॥'
(শ্রীমদ্ধবকৃত-প্রমাণ)

কৃষ্ণসেবা যাহারা করে না তাহারা বস্তুতঃ অজ্ঞ। কৃষ্ণসেবাবিমুখ অজ্ঞের কর্ম্মবন্ধন ত' ঘটেই; এমন কি—কৃষ্ণসেবাবিমুখ জ্ঞানিগণের অর্থাৎ জ্ঞানী অভিমানীরও কর্ম্মবন্ধন হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মবন্ধন হইতে নিশ্চয়ই আনন্দ লাভের হানি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কৃষ্ণসেবাবিমুখ তথাকথিত জ্ঞানীরা জ্ঞানের বা মুক্তির অভিমানমাত্র করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান বা মুক্তিলাভ হয় নাই। তাঁহাদের কেহ কখনও সাধন বলে অতি উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলেও সেই স্থান হইতেও তাঁহাদের পতন হইয়া যায়।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

যে অহঙ্কার শাস্ত্রে হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া উক্ত, সেই অহঙ্কারের উপাসনায় উপাস্যে আত্মসমর্পণের ও উপাস্যের কৃপার অপেক্ষা নাই। অতএব অহংগ্রহোপাসনায় হৃদয়গ্রন্থির বস্তুতঃ ভেদ হয় না। সেই কারণে অহংগ্রহোপাসকের প্রকৃত মুক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান হয় না বলিয়া পতন ঘটে।

ইঁহারা প্রকৃত আনন্দ ও মুক্তি হইতে নিজেরাও বঞ্চিত বলিয়া অপরকেও বঞ্চিত করিতে বাধ্য হন।

সাত্বত আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা ও বিচার গ্রহণ করিলে নিজে নিষ্কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞোচিত ত্রয়ীবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান উপদেশপূর্ব্বক অপরের পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে হয় না—অকল্যাণের উপদেশ করিয়া অপরকে ও নিজকে বঞ্চিত করিতে হয় না। সাত্বত আচার্য্যগণ বাস্তব মুক্তি ও পূর্ণানন্দের অধিকারী বলিয়া তাঁহারাই প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী ও পরোপকারী। তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণে সেই বাস্তব নিত্য আনন্দ বিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া এই জগতে বিচরণ করেন এবং দীর্ঘজীবন ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের ভোগ ও ভোগের ভয়ও নাই, অতএব ত্যাগও নাই। তাঁহারা জানেন এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস"। অতএব তাঁহারা কাহাকেও

শ্রীগৌরজয়ন্তী

(শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী)

মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে
।
সৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥
ধ্বান্তং ... নিকর ... সন্তোষয়ন্।
অজ্ঞান ভক্তজনাত্তি ... বিধৌ
পূর্ণ ... কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কার-
বজ্রাঙ্কুরৈঃ,
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ
প্রভুঃ॥

লিপি ও উদ্দেশ্য

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরুবৈষ্ণব-ভগবান তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলেখক শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেবার বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্ট সেবাসিদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের নমস্কার বিধানপূর্ব্বক তাঁহাদের যশঃকীর্ত্তনাদি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সেবাবিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত একমাত্র শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

গুরু স্মরণ

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুতত্ত্বটী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করত নিষ্কপটে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত-কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কারণ গুরুকরণের গুরুত্ব উপলব্ধি না হইলে গুরুস্মরণ সম্ভবপর নহে—মনঃকল্পিত গুরুস্মরণের নামে লঘুত্বের আসনকেই হৃদয়ে স্থান দেওয়া হয় মাত্র।

দেহ-মনোধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত শ্রীগুরুপাদপদ্মে অশ্রদ্ধা ও অনাত্ম-বৃত্তির চরিতার্থকারী

ভোগজীবনের ও ত্যাগজীবনের অমঙ্গল বরণ করিবার জন্য উপদেশ করেন না,—কৃষ্ণদাসমাত্রেই কৃষ্ণদাস্য অনাবৃত ও বিকশিত করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া—

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি
ভিষক্তমঃ॥

গুরুদেবের পাদাবলেহন-স্পৃহা 'গুর্ব্ববলেন' নামে অভিহিত। শ্রুতি বলেন, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান এবং তাঁহার সেই প্রকার ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মেও অচলা আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই শাস্ত্রসমূহের মর্ম্মার্থ উপাদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতির উপদিষ্ট একমাত্র এক শুদ্ধভক্তি-মার্গেই শ্রীভগবৎ-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবের নিত্যত্ব ও অমোঘ মাহাত্ম্য প্রকাশিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিখিল অণুচেতনের নিত্যবৃত্তিস্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণভক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপাসাপেক্ষরূপে অবস্থিতা। মায়াকবলিত জীবগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগুরুরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং জীবসমূহকে প্রাকৃত-চিন্তাস্রোত হইতে নির্মুক্ত করতঃ তাহাদিগকে পুনঃ স্বীয় দাস্যে স্থান প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণদাসাভিমান করিলেও স্বরূপতঃ তিনি পরতত্ত্বের প্রকাশবিশেষ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অতএব আমি সেই নিত্য-গুরুপাদপদ্মরূপে বিরাজিত শ্রীগৌর-প্রকাশের অভয় পাদারবিন্দ স্মরণপূর্ব্বক প্রবন্ধারম্ভে তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিতেছি

বৈষ্ণব স্মরণ

অগ্রে বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত শ্রীভগবানের পূজা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় না। শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবকগণই 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা", অর্থাৎ জীব বৈষ্ণব-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবায় উত্থমবিশিষ্ট হইলেই বৈষ্ণবাবজ্ঞারূপ মত্তহস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রাকৃতাভিমানী বদ্ধজীব কোটীর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। নিষ্কপটে সেবা বুদ্ধির সহিত বৈষ্ণব-চরণে শরণ লইলে অপ্রাকৃত তত্ত্ব বৈষ্ণববৃন্দ জীবের নিখিল বিঘ্নবিনাশপূর্ব্বক তাহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন।

"আমি ত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

ভগবৎ-স্মৃতির ফল

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। ভগবচ্চরণ-স্মরণ ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্তা প্রেমলক্ষণা ভক্তি পাওয়া যায়। অতএব কলিযুগে ভক্তগণের সম্পূর্ণ ইচ্ছায় পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি শরণাগতদিগকে প্রেমভক্তিরূপ মহামূল্য-রত্ন বিতরণপূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতেছেন এবং হুঙ্কাররূপ অশনি নিনাদে ত্রিভুবনের পাষণ্ডগণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী যতি-শেখর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক।

শ্রীশ্রীগৌরধাম-বন্দনা

শ্রুতিষ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোহয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্॥

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্

ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে বিষ্ণুসদন 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজনগণ যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল রসিক ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাস্থাশ্চর্য্য-
রাগান্বিতম্॥
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র
প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং
জীবনম্॥

যেখানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য প্রীতিতে আবদ্ধ অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুল-ফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়া আছে, গৌরকিশোরের সেই চিন্ময়ক্রীড়া-বিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন হউক।

শ্রীভক্তিরত্নাকর এই গৌরধামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ 'মায়াপুর'॥

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর আরাধনা

পরমারাধ্যা শ্রীগৌরজয়ন্তী-দেবী প্রিয় সহচরী পৌর্ণমাসীর সহিত মিলিতা হইয়া, শ্রীগৌরচন্দ্রকে পূত বক্ষে ধারণ করতঃ আজ গৌড়-গগনের পূর্ব্বশৈলে সর্ব্ব সেবা-সম্ভার-সুষমা-সমন্বিত শ্রীমায়াপুরে উপনীতা, বাস্তব অপ্রাকৃত প্রকৃতিরাণী বসন্তের নব কিশলয়বিভূষিতা বল্লী-বিটপি বিতান-বিমণ্ডিতা হোয় দণ্ডায়মান থাকিয়া কুসুমস্তবকসমূহ দ্বারা জয়ন্তীর আরাধনায় নিমগ্না, প্রকৃতিরাণীর প্রেরণায় পরাগ-পারিমললুব্ধ ভ্রমরকুল গুঞ্জ-গীতিতে শ্রীধাম মায়াপুর মুখরিত করিয়া আজ গৌর জয়ন্তীর বন্দন-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে, কলকণ্ঠ বিহগকুল মধুর কূজনে শ্রীগৌরবনের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে। বিশ্বে গৌরজয়ন্তীর আগমনে সুরতরঙ্গিনী আজ প্রেম-পুলকিতচিত্তে কুলু কুলু নাদে আকাশ বাতাস-কানন কান্তার মুখরিত করিয়া গৌর-গুণগানে প্রমত্তা, তাই আজ গৌরবনের পরসেবা-শান্তি-সাগরে নিমজ্জিত শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব গাহিতেছেন ;—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম-পবিত্র-তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর দান

ওঃ পরমপূজ্যা গৌরজয়ন্তী-দেবী, নিখিল অণুচেতনকে তোমার মহিমা শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্তই হতঃপূর্ব্বে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব-লীলা প্রকটিত হইয়াছেন। যিনি অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের সেবকগণের সেবা-বাঞ্ছা পূরণার্থ অজপুরুষ হইয়াও, অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জন্মপরিগ্রহ দ্বারা লীলাচমৎকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই শ্রীগৌরসুন্দরের চিন্ময় নাম-ধাম-লীলা-বৈশিষ্ট্যসমূহ যিনি জগৎকে দান করিয়াছেন, সেই গৌর-প্রকাশ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মই আমার নিত্যাশ্রয় হউক।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবরহস্য

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রোদয়ের বিশেষ তাৎপর্য্যসমূহ তত্ত্বকোবিদগণ এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যরসের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর ; তাঁহাতে সাধনসিদ্ধ জীবের ন্যায় প্রথমে মায়াবদ্ধতা ও তৎপরে মায়ানির্ম্মুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। তথাপি আদর্শ শিক্ষয়িত্রী শচীদেবীতে উক্ত তত্ত্ব শিক্ষার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা শোভা পাইতেছে।

সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্যতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অষ্ট অপরাপ্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয়

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে তৎকালেই সেবাবিগ্রহ শুরুদেব উদিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেবাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে জীবহৃদয়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরলীলায় শচীদেবীর একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যু ও তৎপরে নবগর্ভে মূল-সঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশম গর্ভে পূর্ণাবতারী শ্রীগৌরাবির্ভাবে উক্ত শিক্ষার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র পরম নিত্য বাস্তব বস্তু; এবং তিনি নিত্যকাল লীলা-পরিকরগণের সহিত চিদ্বিলাস-পরায়ণরূপে বিরাজিত। অতএব সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরে দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধির যোজনা করা অনুচিত। এবিষয়ে বিশেষ বিজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে শুদ্ধতত্ত্বাচার্য্যগণের বিচার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

রসরাজের রসাস্বাদন-লীলা

সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ্যাস্বাদ্য বিষয় বর্ণনের প্রারম্ভে অপ্রাকৃত কবিকুল-তিলক শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষে বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম॥
এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিপ্রকার সুখের উদয় হয়;—এই তিনটী বিষয়ে লোভ উৎপন্ন হইলেই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করেন॥

মায়াপথিকদিগের ঔদ্ধত্য

বদ্ধজীব নিজেকে অপর তটস্থাখ্য শক্তির ও অচিৎশক্তির ভোক্তাভিমান করিয়াও সন্তোষলাভের পরিবর্ত্তে নিকষা-নন্দনের অনুসরণে একদণ্ডীর বেশধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুশক্তি অপহরণের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্য অভিমুখে অভিযান করিয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্তাবক-সম্প্রদায়ও "জীব ব্রহ্মবাদ" প্রচারমুখে বিষ্ণুদ্রোহাগ্নিতে আত্মবিনাশ সাধনে যত্নবান্ হয়। বঙ্গদেশে উক্ত পাষণ্ডতার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে জাত "মনুষ্যে পরমেশ্বরবাদের" যুক্তি সমূহ দেখিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :—

মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলি' 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল'॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু 'তুলি' এই বলি 'সত্য' করি।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮২-৮৯)

শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব

অকৃত্রিম গৌরজন ব্যতীত অন্য কেহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত তত্ত্ব প্রদান করিতে পারে না, তজ্জন্যই স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজ দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

দেবদেবেন্দ্রদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদগণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণত পটলীগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্য্যাস বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?"

ফলতঃ যাঁহার যেরূপ রুচি, অধিকার ও যোগ্যতা, তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে সেইভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু "কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়" এই শ্রৌতবাণী স্বয়ং-প্রকাশ বস্তুর অহৈতুকী কৃপা সর্ব্বোপরি বলবতী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু-শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত তদীয় অন্তরঙ্গভক্তবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে নিত্যযুক্ত ও নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট, অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যান্য বিবদমান দেহ-মনোধর্ম্মিগণের কাল্পনিক বিচারে আস্থা স্থাপন না করিয়া—শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গজনগণের অব্যভিচারী প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই সেই অধোক্ষজ গৌরতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীগৌরতত্ত্ব বর্ণনমুখে লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥
(শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর কড়চা)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব প্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্য স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

উপসংহার

স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর প্রমাণাবলীর আবশ্যক না হইলেও প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি শব্দ প্রমাণসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারত্বের নিরূপণ করিতেছেন। যথা—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্।)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥
(মহাভারতের দানধর্ম্মে)

মৎসর-স্বভাবসম্পন্ন সম্প্রদায় নিম্মৎসর ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইয়া উপরিউক্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণসমূহকেও লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তজ্জন্যই সুমেধাদিগণের নিরপেক্ষবাণী অনুকীর্ত্তন করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার সমাপ্তি করিতেছি।

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ॥

শ্রীধাম পরিক্রমণ

শ্রীধামের-স্বরূপ

(শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ।)

ভূ-ভুর্বঃস্বরাদি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডকে দেবীধাম বলে। সত্ত্ব-রজস্তমো ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতি বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকলই প্রাকৃত। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং অব্যক্তা প্রকৃতির অবস্থানরূপ বিরজা নদী অবস্থিতা। বিরজার পরপারে চিন্ময় বস্তুর আকর নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়—ব্রহ্মধাম অবস্থিত। শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যসকল এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ এই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে লয়প্রাপ্ত হয়। "যে বৈ ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" এই ব্রহ্মধামের ঊর্দ্ধদেশে সচ্চিদানন্দময় নিত্য ধামশেষ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। এই স্থানে কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ এবং বৈভব-প্রকাশ অবতারগণ পরিকর-বৈশিষ্ট্যসহ নিত্য বিরাজমান। এইস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি স্মরণীয়—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্॥
সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাঞি বিশ্রাম॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১৪, ১৫)

'পরব্যোম' সম্বন্ধে 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' উক্ত হইয়াছে—

"চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপরে 'পরব্যোম নামে একটি চিন্ময় ধাম আছে; সেই ধাম [illegible] ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদি গুণযুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত, অনন্ত ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠাদিধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার অবতার বিশ্রাম করেন।"

বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে গোলক বা কৃষ্ণধাম অবস্থিত। গোলকের অন্তর্গত দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল বা বৃন্দাবন। আবার এই গোকুলে দ্বিবিধ প্রকোষ্ঠ মাধুর্য্যময়-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপগোপীসহ নিত্য বিহার করেন এবং সেই বৃন্দাবনের ঔদার্য্যময় মূর্ত্তিতে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৩-৮৫)

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে

প্রকোষ্ঠে ছয় তত্ত্বরূপে বিলাস করেন। পরব্যোমের উপরিভাগে যে কৃষ্ণলোক এবং উহা যে দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল ভেদে তিনরূপে বিচিত্রভাবে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল-ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১৬-২১)

শ্রীগোলোক বা শ্বেতদ্বীপের অন্তর্গত ব্রজলোকধাম গোকুল বা বৃন্দাবন সর্ব্বোপরি বিরাজিত। গোলোক-বৃন্দাবন সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিন্ন ধাম। কৃষ্ণের বৈভব শ্রীধাম তাঁহার দ্বিতীয় দেহ প্রকাশ-তত্ত্ব সন্ধিনী বা সত্তাবিস্তারিণী শক্তির মূলশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই কায়বিস্তার। মধুর রস ব্যতীত অন্যান্য রসের যাবতীয় সেবক এবং কৃষ্ণসেবার্থে ব্রজের যাবতীয় সামগ্রী শ্রীবলদেবের সন্ধিনীশক্তি হইতে উদ্ভূত। শ্রীধামের সীমা ও শ্রীধামের লীলাসমূহ অক্ষজজ্ঞানের অবাঙ্মনীয় জড়ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিচারের অন্তর্গত বিষয় নহে। এই জন্য শ্রীধামকে 'শ্রীকৃষ্ণতনুসম' বলা হইয়াছে। শ্রীধামবস্তুটি আধার, তাহাতে ধামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আধেয়। কৃষ্ণ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় বস্তু। তাঁহার শ্রীধাম তদপেক্ষা ন্যূন নহেন। তবে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার শ্রীধাম অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত। "একোঽহং বহু স্যাম্।", "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে কৃষ্ণ হইতেই সকলের বিস্তার হইয়াছে। শ্রীভগবানের শ্রীনাম, শ্রীধাম ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য সকলই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত। কৃষ্ণ হইতে যেমন কৃষ্ণনাম অধিক দয়ালু, শ্রীকৃষ্ণ হইতে তেমন শ্রীকৃষ্ণধাম অধিক-কৃপাময়। শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিমাণ চৌরাশি ক্রোশ। শ্রীবৃন্দাবনের পরিমাণ ষোল ক্রোশ এবং শ্রীনবদ্বীপ ধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। শ্রীবৃন্দাবনধাম ভারতবর্ষের স্বাধীন যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত এবং শ্রীনবদ্বীপধাম ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গদেশে অবস্থিত—এইরূপ খণ্ডধারণার অন্তর্গত শ্রীধাম নহেন বা রেলওয়ের টিকিট কাটিয়া ট্রেণের সাহায্যে অথবা জড় পাথেয় বা চতুষ্পদাদির সাহায্যে তথায় যাওয়া যায় না।

প্রপঞ্চাগত শ্রীধাম এবং গোলোকস্থ শ্রীধাম অভেদ। প্রকট এবং অপ্রকট, ভৌম এবং নিত্যব্রজ ও নবদ্বীপধাম যুগপৎ গোলোকে ও প্রপঞ্চে প্রকটিত। এই সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন— "তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকা-মথুরা-গোকুলাখ্যস্থানত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে, তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্ব-নিত্যত্বালৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাস্পদত্ব-কথনাৎ।" অনুবাদ যথা অনুভাষ্যে—"তাহা হইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতি সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশভেদে বিভিন্নপ্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা' 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়—তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সে নামবিশিষ্ট স্থানসমূহের তদ্রূপত্ব শুনা যায়; যেহেতু অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত নিত্য অলৌকিকরূপ-বিশিষ্ট ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায়, তাহাদিগকেও অভিন্ন জানিতে হইবে।" শ্রীনারায়ণে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা এই ত্রিবিধা শক্তির কথা শাস্ত্রে প্রথিত আছে। মূল-স্বরূপশক্তি অংশিনী শ্রীরাধার অংশ বা কায়বিস্তার শ্রীলক্ষ্মীদেবী। নিজ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-সেবানিরতা এবং তদীয় মনোঽভীষ্টপূরণকারিণী লীলাশক্তি যোগমায়া গৌরকৃষ্ণলীলা-বিস্তারের সহায়কারিণী। ভূশক্তি ধামরূপে বিরাজিতা। শ্রীগৌরনারায়ণের উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং লীলাশক্তি যোগমায়ারূপে লীলার সহায়কারিণী। অতএব ভগবান নারায়ণের বসতিস্থল বৈকুণ্ঠ হইতে কৃষ্ণের জন্মলীলাস্থলী মথুরা বা শ্রীগৌরকৃষ্ণের জন্মলীলাস্থলী যোগমায়াপুরপীঠ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা রাসস্থলী বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্ব্বোত্তম লীলাস্থলী। শ্রীনবদ্বীপে সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনই অভিন্ন ব্রজরাসস্থলী। ব্রজপত্তন শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যভবনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠই অভিন্ন গোবর্দ্ধন এবং তৎসন্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ড অভিন্ন ব্রজস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড। পরমারাধ্যতম অস্মদীয় আচার্য্যদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিগত বর্ষে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে বসিয়া হরিকথা কীর্ত্তনকালে বলিয়াছিলেন— "ধামে ভোগবুদ্ধি ও বৈষ্ণব অপরাধযুক্ত বহির্ম্মুখ কুলিয়াবাসিগণের ধারণার যে স্থান তাহাই ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, তদূর্দ্ধে অবস্থিত গঙ্গানদী বিরজা-নদীস্বরূপ, গঙ্গাতট হইতে গৌরজন্মস্থলী মায়াপুর পর্য্যন্ত শূন্য প্রান্তর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামস্বরূপ। তৎপর নিত্যসবিশেষ সচ্চিদানন্দময় ধাম শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ অভিন্ন মধুপুরী, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস-অঙ্গন অভিন্ন রাসস্থলী। অপেক্ষাকৃত উচ্চপ্রদেশ ব্রজপত্তন চৈতন্যমঠ গোবর্দ্ধন-স্বরূপ এবং তত্রস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজাভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের শ্লোকদ্বয় যেন আমাদের নিত্যস্মরণীয় হয়—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ
বৃন্দারণ্যমুদার-পাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী নঃ কঃ॥
কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

শ্রীধাম-দর্শনের উপায়

আমি চারিধাম, সপ্তপুরী ও সহস্রতীর্থ দর্শন করিয়াছি। আমার আবার দেখিবার, শুনিবার, জানিবার বাকি রহিল কি? এইরূপ ধারণা শ্রীভক্তিদেবী এবং শ্রীধামের চরণে অপরাধ জানিতে হইবে। বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম সকলই মনের ভ্রম
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।"
"তীর্থজল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।"
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-প্রীতিকেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তীর্থ ভ্রমণ করিলেও কিছুতেই চিত্ত স্থির হইবেনা এবং কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারা যাইবে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদাশ্রয় ব্যতীত মায়া জয় করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"
কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮০)

"শুদ্ধ-ভকত চরণ-রেণু
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম-সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল॥

ভক্তসেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা যেমন দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতা শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ধামদর্শন, পরিক্রমণ ও তীর্থভ্রমণাদি তেমনিই অপরাধময় বিচার। ভগবান্ ভক্তের নিকট বাধ্য থাকেন। সেই ভক্তসেবা ব্যতীত ভগবানের প্রীতি কিছুতেই অর্জ্জন করা যায় না। তবে চোষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম শ্রীধাম-পরিক্রমণ এবং তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নহে। তীর্থফল সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন—

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
"নহ্যম্মযানি তীর্থানি

সাধুসঙ্গ লাভ করাই তীর্থভ্রমণের ফল। তীর্থস্থানে জঙ্গমতীর্থ-সাধুগণের দেখা পাওয়া যায় বলিয়া তীর্থভ্রমণ মঙ্গলপ্রদ। জলময় তীর্থ এবং মৃৎ, শিলাদিময় প্রতিমা বহুকাল পূজিত হইলে জীবের মঙ্গল প্রদান করেন, অর্থাৎ জীবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিয়া থাকেন; কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রেই জীবের বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি ভস্মীভূত হয় এবং হরিভজনপ্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার যে নিত্য বসতিস্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই স্থান ব্যতীত অন্যত্র অক্ষজজ্ঞানপ্রমত্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেও ভগবানের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কৃপা লাভ হইবে না।

ভগবান বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

অর্থাৎ সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার 'প্রার্থনায়' বলিয়াছেন,—

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর' এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥

শ্রীধাম [illegible] এবং শুদ্ধ-ভক্তের [illegible]। শ্রীধাম [illegible] হয়। [illegible] প্রকার [illegible] এবং [illegible] হয়। [illegible] ও চৈতন্যমণ্ডলী হরিকথা [illegible] কীর্তন করিয়া আমাদের হৃদয়ের [illegible] করেন, আমাদের [illegible] দেন, আমাদিগকে [illegible] প্রদান করেন, ভবিষ্যৎ অপরাধের কবল হইতে রক্ষা করেন এবং আচারমুখে হরিভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদিগের অনুসরণের পথ নিরাপদ করিয়া [illegible] দেন। সাধুগণ [illegible] এবং [illegible] নিত্য কল্যাণের জন্য [illegible] আমাদিগকে নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি হইতে সতর্ক করিয়া [illegible] উপদেশ করেন। আমরা [illegible] ভবরোগে [illegible] হইয়া গিয়াছি যে, আমাদের রোগকে রোগ বলিয়া মনে হয় না এবং সাধুসঙ্গ [illegible] কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সাধুগণ স্বয়ং আদর্শের দ্বারা [illegible] চিৎস্বাস্থ্যের [illegible] প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমাদের রোগের প্রকোপ কিছু কমিতে থাকিলে এবং পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগে [illegible] আত্মার তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে থাকিলে তখনই আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে যত্নবান্ হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ সাধনে যত্নবান্ হইতে মঙ্গলেচ্ছু কাহার না ইচ্ছা হয়? সেই পঞ্চাঙ্গ-সাধন এই প্রকার—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ, মধ্য, ২২।১২৫-২৬)

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চকের মধ্যে সাধুসঙ্গ সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে যেহেতু অন্য যাবতীয় সাধনাঙ্গ কেবলমাত্র সাধুসঙ্গের উপর নির্ভর করে। এইজন্য "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ" ইত্যাদি [illegible] প্রকার [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমুখের [illegible] প্রয়োজনীয়তা [illegible] সুষ্ঠুভাবে চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ কীর্তন'।
সাধনভক্ত্যে 'সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'ভাব' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

[illegible] অন্তরে [illegible] শুদ্ধ [illegible] বা নিষ্কিঞ্চন সাধুর সঙ্গ অন্বেষণীয় এবং অনুষ্ঠান [illegible]। পাপ পুণ্য, ধর্মাধর্ম [illegible] প্রবল থাকিলে সাধুদের অপ্রাকৃত [illegible] প্রতি আমাদের আদর জন্মে না। [illegible] থাকিলে [illegible] নাম রূপ গুণ লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও [illegible] লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন কোনও রূপে হইতে পারিবে না এবং [illegible] হৃদয়ের [illegible] হইবে না। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] নিকট তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণপ্রেমবান [illegible] নিকট [illegible] চরম [illegible] করেন না। [illegible] নাম [illegible] করা দশ অপরাধের অন্যতম। যাঁহাদের শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি [illegible] নিবেদনের অভাবে শ্রদ্ধা হয় নাই তাঁহাদের নিকট [illegible] হরিকথা কীর্তন করেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীল [illegible] গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সংকীর্তন আমাদের স্মরণীয়। "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।" শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—"...ক্ষুধঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য [illegible] বাহ্যদেশে অবস্থিত হইয়া উহার অভ্যন্তরস্থ মধুর আস্বাদ পাইয়াছি মনে করিলে অথবা পত্রের আবরণে [illegible] শিরোনামা পাঠ করিয়াই পত্রের মধ্যে [illegible] হইয়াছে মনে করা যেমন আত্মবঞ্চনা তেমন [illegible] যাঁহারা [illegible] ভজন [illegible] সাধুগণের [illegible]

[illegible]

পারত ও [illegible] দর্শন। আবার নিষ্কপট [illegible]

[illegible]

[illegible] দর্শন করেন। [illegible] সুতরাং শ্রীধাম, শ্রীনাম [illegible] বিচার [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] মহিমা [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতকার [illegible] বৈষ্ণব [illegible] বিচার [illegible] নিত্যসিদ্ধ [illegible] মনে করা [illegible]। শ্রীল [illegible] ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনের উপায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সাধু যার জড়দৃষ্টি [illegible]।
[illegible] দেখে সেই নবদ্বীপধামে॥
[illegible] গোরাপুর।
[illegible]॥
[illegible] পরিধি।
[illegible]॥
[illegible] দেখিতে না পায়।
নিত্যধাম গোলোক [illegible]॥
[illegible] নবদ্বীপ বৃন্দাবন [illegible]।
নবদ্বীপ সেবা বিনা বৃন্দাবন দূর॥
যে দেখিল গৌর, তার মন বৃন্দাবন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণে না পায় কখন॥
নবদ্বীপে গৌর কৃষ্ণ [illegible]।
পরম রসের বস্তু [illegible]॥
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
কর্ণে স্পৃষ্ট হয় তাঁর সদানন্দ রীতি॥
অষ্টত্রিবেণীবন যে করে সন্ধান।
[illegible]॥
[illegible] যাহার বাঞ্ছা হয়।
[illegible] থাকে [illegible]॥

[শ্রী] [illegible] ভক্ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামি ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

[illegible] বিহারে।
[illegible]॥

[illegible] নামাশ্রিত [illegible] ঠাকুর [illegible]

[illegible] দশা মোর।
[illegible] বিষম বন্ধন
[illegible] সংসার ঘোর॥
[illegible] নবদ্বীপধামে
[illegible]।
[illegible] চরণ আশ্রয়
[illegible]॥

[illegible]

[illegible] সাধনাঙ্গ [illegible]। প্রদক্ষিণ [illegible] রাখিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] ক্রোশ [illegible] এবং [illegible] করা হয়। [illegible] কালে [illegible] শ্রীগৌর-[illegible] পূর্ব-[illegible] করা হয়। [illegible]—

"[illegible]
[illegible] নির্মলম্।
[illegible] ॥"
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

"[illegible] সাধনা
সাধনভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং
হৃদি সাধ্যতা॥"
(ভঃ রঃ সিঃ [illegible] শ্লোক)

[illegible] শ্রীবিগ্রহের [illegible] ইহার [illegible] অর্থাৎ [illegible] দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

সাধ্য [illegible] যখন [illegible] ইন্দ্রিয় সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। [illegible] নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধন'।

[illegible] অবতীর্ণ [illegible] হইয়া [illegible] আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

[illegible]
[illegible] পূর্ব [illegible]
[illegible]
[illegible] কলেবরে॥

সুকৃষ্ণলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মন কৃষ্ণ-পাদারবিন্দে, [illegible] স্বীয় [illegible] স্বীয় চক্ষুদ্বয়, কৃষ্ণভক্তের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম সৌরভগ্রহণে স্বীয় [illegible] (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রভ্রমণে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের [illegible] স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় কাম [illegible] নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

শ্রীহরির ক্ষেত্র পরিভ্রমণে আমাদের পদদ্বয় নিযুক্ত না হইলে [illegible] স্থাবর বৃক্ষ জন্ম হইতে কোনই পার্থক্য লাভ করে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করা বিধেয়। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে নরকে লইয়া যাইতে পারে, আবার বৈকুণ্ঠেও লইয়া যাইতে পারে। অহো! আমাদের বিপথগামী পদদ্বয় কত অস্থানে কুস্থানে, মনোদেবের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কত দেশ-দেশান্তরে, সমতল ও বন্ধুর স্থানে, কত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে ও কণ্টকাকীর্ণ পথে, কত রাজসিক তামসিক স্থানে অক্লেশে অনবরত বিচরণ করিয়া আমাদিগকে যে ত্রিতাপানলে দগ্ধ করিয়া নরকের পথে লইয়া যায় তাহা অবর্ণনীয়। এখনও কি বালক, কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই পদদ্বয় চলচ্ছক্তি-যুক্ত, দেহ কর্মক্ষম; এখন যদি হরিসেবার জন্য বিহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশেষতঃ সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীহরির শ্রীপথে শ্রীধাম পরিক্রমণ না করি তাহা হইলে অন্তিমকালে কি কখনও এ সুযোগ পাইব? শ্রীহরিসেবা সুযোগ থাকিতে থাকিতে করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ তাঁহার সেবার জন্য আমাদিগকে যে কায়মনোবাক্য দিয়াছেন তাহা যদি সামর্থ্য থাকিতে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না করি তবে বস্তুর অপব্যবহারকারী আমি ভগবানের সেই দয়া আর ফিরিয়া পাইব না, আমার পূর্ব্ব সুযোগ ফিরিয়া আসিবে না। আমাদের হইয়া কোনও বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

সামর্থ্য থাকিতে কায়, করি না ভক্তিয়ু তায়,
আলস্য-কালেতে দিবা কাটি।
[illegible] কেবল [illegible], না যাইনু নিতাধনে,
[illegible] জনম হারাইনু।

[illegible] ইন্দ্রিয়কে [illegible] করিয়াছেন। যথা—
[illegible]
[illegible]
[illegible] ভ্রম-ভ্রান্তৌ
[illegible]
(ভাঃ [illegible])

—[illegible] পূর্বের নয়ন বিষ্ণুর [illegible] দর্শন না করে, তাহাদের চক্ষু ময়ূর পুচ্ছের [illegible] তুল্য নিরর্থক। যে-সকল [illegible] হরির লীলাক্ষেত্র [illegible] করে, তাহাদের পাদদ্বয় বৃক্ষ-তুল্য।

তীর্থভ্রমণ, ধামদর্শন বা শ্রীধাম পরিক্রমণ নিজে নিজে অথবা লোকপরম্পরায় [illegible], আত্মঘোষণা, স্বৰ্গাদি, বা [illegible] প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি, সাযুজ্যকামী কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যকেহ যদি কোটি জন্ম [illegible] করিলেও [illegible] এবং শ্রীনামে অনুরাগ হইবে না। এইজন্যই [illegible] মহাজনগণের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন—

গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরব আমি,
প্রণয়িভকত সঙ্গে॥

তীর্থভ্রমণ দ্বারা প্রতিষ্ঠার্জ্জন দেশ দেশান্তরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, পুনঃ স্বাস্থ্যলাভ, বায়ু-পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন জড় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধান, স্বর্গাদিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অর্জ্জন এবং দেহমনের কারণ ক্ষণিক শান্তিলাভই যদি কাম্য হয় তাহা হইলে 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি' সেব্যবস্তু প্রভুর সেবা না করিয়া তাঁহার দ্বারা যমদণ্ড্য শ্ব-শৃগালভোগ্য দেহবিশিষ্ট নিজের সেবা করাইয়া লইবার মত অপরাধ এবং দৃপ্ত হইয়া ভ্রষ্টাচার অভিনয়-কারারূপ দৌরাত্ম্য ও আত্মবঞ্চনা ব্যতীত কিছু নয়। কৃষ্ণবস্তুটি যেমন সৰ্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, সর্বযজ্ঞ-ভোক্তা এবং যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ও ভোগসামগ্রীর একচ্ছত্র ভোক্তৃপুরুষ এবং কাহারও অধীন বা সেবক নহেন—কেবল সেবাগ্রহণকারী—নিখিল রসের নিত্যরসাস্বাদক; শ্রীকৃষ্ণধামও তেমন সকল জীবের সেবাগ্রহণকারী, সকল জীবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা প্রদানকারী, ভক্তজনে অহৈতুকী কৃপাময়, পরম ভক্ত-বৎসল এবং কৃষ্ণতুল্য সৰ্ব্বাকর্ষি ও সচ্চিদানন্দ ময়। যাঁহারা চিন্ময়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সেবা না করিয়া শ্রীধামকে জড় দেশমাত্রসাম্যে দর্শন করে, তাহাতে বাস্তব বিষয়কার্য্য অসৎ-সঙ্গাদিও ব্যবহারিক [illegible] মায়ায় মত্ত হইয়া [illegible]কে, বিষ্ণুভক্তের সহিত বন্ধুত্ব না করিয়া অসুরতুল্য দুর্জনদের সহিত মিত্রতা করে, যাহারা বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিবার পরিবর্তে স্মার্ত্তাচার প্রবর্তন করে এবং যাহারা দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনে যত্নশীল হয় না তাহারা কিরূপে অধোক্ষজ [illegible] শ্রীনামের কৃপালাভ করিবে? সত্য সত্য ব্রজবাস তাঁহাদেরই পক্ষে সম্ভব, যাঁহারা একান্ত-ভাবে শ্রীগৌরবাণীবাহক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন বলিয়া জানিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে মহাপ্রভুর কৃপাবিগ্রহ হইয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম-দর্শন ও শুদ্ধবৈষ্ণব-দর্শন একই কথা। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও সেবাসিদ্ধির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবজন ও শ্রীধামের কৃপা ও দর্শন-তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীরূপানুগগণের অনুগত জনগণের আশ্রয় ব্যতীত ধামদর্শন ও ধামবাস বা ব্রজবাস কোনও জন্মে সম্ভব হইবে না। সেই কারণে বৈষ্ণব-মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

(মন) রূপানুগ সাধুজন ভজন আনন্দ
(ব্রজে বাস যদি চাওরে)।

আমরা বেদান্তসূত্রে শ্রবণ করিয়া থাকি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠশব্দের নিরন্তর আবৃত্তিফলে (সেবাফলে) অনাবৃত্তি—জীবন্মুক্তি অর্থাৎ সংসারচক্রে পুনরাবর্ত্তনরহিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনরাসে আবর্ত্তন বা নিত্যনবনবায়মান মণ্ডলীনৃত্যে সেবাধিকার লাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রে আরও উপদেশ পাওয়া যায় "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দিব্যজ্ঞানোপদেশ লাভের পর শিষ্যের পক্ষে সেই উপদেশ নিত্যকাল অনন্তমুখে প্রত্যেক জীবের দ্বারে নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রৌতপথ। এই শ্রৌত-পথেই পরমসত্য সেবকহৃদয়ে নিত্য আবির্ভূত হন। 'বৈকুণ্ঠশব্দের নিরন্তর আবাহনের দ্বারা গুরুপাদপদ্মৈকজীবন সাধুগণের আনুগত্যে থাকিয়া আমরা যেন অভিন্নতার্পিত হইয়া হরিসংকীর্ত্তনমুখে নিত্যকাল 'অশোক, অভয়, অমৃত-আধার' শ্রীগুরুপাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন বা পরিক্রমণ করিতে পারি, শ্রীধাম-পরিক্রমণকালে শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-নাম-যজ্ঞবাসরে চারণ-গীতি

পূর্ণতম হরি বিশ্বে অবতরি,
[illegible] জীবে করি' দরশ দিল দান।
[illegible], সিদ্ধ মুনিগণ,
পূর্ণ-সেবাধন কেহ না জানে আন॥
যদিও শ্রীরাধিকা পূর্ণ আরাধিকা,
ভক্তত পালে সদা, তবুও সেবা তাঁ'র।
যেমন [illegible], যাহার ঘর্ষণ
[illegible] বিরহে সদায়॥
সে তপ্তাপে যবে বিরাজে বন মাঝে,
তখন ঘর্ষণে ওঠে যে দাবানল।
রাধিকা সেবা হায়! যদিও সুধাময়
বামুক ভগজনে তীব্র হলাহল॥
গোলোক-মাঝে শুনি জনম-ভূমি রাধী,
যদিও অষ্টমী পূর্ণতমা তবু।
শ্রীযোগমায়া তায় প্রকাশে মহীতায়,
পূর্ণরূপে হায়! দেখেনা জীব কভু॥
বরজ ভূমি নট চতুর কপট,
বিদগ্ধ লম্পট মাধুরী দেখি' তাঁয়—
প্রকাশেন রবীতে [illegible],
[illegible]।
ভনিমা আলোকের [illegible]
[illegible]॥
সে শুদ্ধ আত্মায় [illegible] পায়,
সে শুধু দেখে [illegible]।
স্বরাট [illegible] পূর্ণ সেবা [illegible]
সদা যে লীলাপরা, বোঝে না জীব তায়॥
কনক-পুত্তলিকা শ্যামলে আধ ঢাকা
আধেক বাকা চাঁদে প্রকাশে আপনায়।
যাঁহার গান গাহি' কালের পথ বাহি'
একত দেখে চাহি নিখিল জীব-লোক॥
দ্বাপর-নিশাশেষে উদার বক্তি-বেশে
এসেছে জীব দেশে হরিয়া মোহ,শোক।
ভক্তরূপে গাহি' আপনা মানে ধনী,
ত্যাগীর শিরোমণি, পরণে কাঙ্গাবাস;
সে পর আশ্রয় ভাঙছে লোকময়
বিশ্বে তাই হয় তাঁহার পরকাশ—
মধুর জ্যোৎস্নায়, পূর্ণ চাঁদমায়;
চাঁদের করে গড়া সে বর তনু খানি।
হাসি সে মধুঝরা, সকল ব্যথা-হরা,
নিঙাড়ি শত চাঁদ লাবনি হেন মানি॥
হৃদয়ে মনোহর, রাধিকা-ভাবধারা,
বাহিরে তাহারই মিলন গাঢ়তম,—
বরণ শ্যাম তায় কনকরূপে ভায়,
দেখিছে জীবলোক পূর্ণ চাঁদ সম।
গৌর-ভগবান্ জগতে দিতে দান,
হরির নাম-গান অনক রূপে তায়—
নামের হোমানল জ্বালেন উজ্জ্বল,
তাহাতে ঝলমল বিশ্ব-পারাবার।
আলোক জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না করুণায়,
করুণা-ঘন-সার, বিনোদ অবদান॥
'বিনোদবিহারী'র মুর্ত্তি হয়ে যাঁর
বিলাতে রূপানীর জগতে আগুয়ান।

'বিরহ', 'ভক্তালোকে' মাণিক মরকত
হোবেন মহাবেদী সুচারু মনোহর ॥
গৌর-নিজজন করেন আবাহন
শ্রীনাম-যজ্ঞের প্রকাশ তা'র' পর।
সপ্তশিখা মেলি' ঊর্দ্ধে নভঃ 'পরি
বাহু প্রসারি' উঠে উজলি' দশদিক্ ;
ভক্ত কত জন, আসিছে অবিরত,
আলোক-সন্ধানে চাহিয়া অনিমিখ।
বর্ষিছে চন্দন, ঘৃত যে শত ধারে,
সিক্ত ক'রে তায় শুষ্ক ভূমি-তল।
মাদল তুরী, ভেরী যজ্ঞবেদী ঘেরি'
বাজায় অবিরাম বাদক শত দল।
যতেক উদ্‌গাতা মন্ত্র শক্তিকণা
নিহিত গোরাগাথা গম্ভীর স্বরে গায় ;
চেতন সব যারে সে ধ্বনি ঝঙ্কারে
জলদ গম্ভীরে,—বিশ্ব মুরছায়।
স্তব্ধ আর সব বিশ্ব কলরব
ভেদিছে গ্রহাকাশ সে গীতমূর্চ্ছনা ;
কাঁপিছে নভস্তল, শুনিছে ভীতরোদ
সুপ্তি-ভাঙ্গা ধরা চেতন বন্দনা ;
গন্ধ চতুঃসম মাতায় মুনিজনে
মধুর তাহা হ'তে—অমিয়া-মাখা সার।
তুলসী-চন্দন হরিছে প্রাণ মন
আকুল জীব চায় কণা সে আমরার ॥
বিচার-তাপময় স্পর্শ যা'র হয়
জড়তা ক্ষয় ক্ষয় ভকতি পায় দান ;
অতীত ধারণার, শকতি দেখি' তাঁ'র
করিতে পরচার কৃষ্ণনাম গান ॥
শতেক হোতা মিলি আজকে কুতূহলী
অর্ঘ্যে ভরি থালা আহুতি দিতে দান।
সপ্ত-শখা-তলে, সপ্ত পাদমূলে
সপ্ত মণ্ডলে ঘেরিয়া আগুয়ান ॥
'সেবার বিগ্রহ' করেন অহরহঃ
সেবক হৃদয়ের কালিমা মোহ দূর,
চিত্তদরপণ হয় যে মার্জ্জন
গর্ব্ব, অভিমান আপনি হয় চুর।
'শ্রীধর'-সেবা সুধা 'গিরি'-বাণীসার
'ভকতি বৈভব সাগর'-সেবাজল ॥
সকল জীব হিয়া শীতল করি' দিয়া
নাশিছে সমুদয় ভবের দাবানল।
'ভকতি সুধাকর' স্নিগ্ধ সাধুবর
বিকাশে ধরা' পরে প্রেমের ফুলদল ;
তাহার নিত্যালোক হরিছে মোহ শোক,
চিত্ত তমোলোক নাশিছে অবিরল ॥
বিনোদ-বাণী জয় অতুল সেবাময়
শতেক পীঠ-চয় সেবিছে নিত্ত যেবা ॥
বিত্তা-বেদনায় বিশ্বে চেতনায়
দিল সে প্রেরণা পরম বাণীসেবা।
'আনন্দ' অম্বুধি বাড়ায়ে নিরবধি
কাহিনী সুন্দর গাহিতে তৎপর ;
বাণীর বিনোদন করিছে অনুখন
মুগ্ধ তার গানে বিশ্ব চরাচর।
'ভকতি' স্নেহাধারে যে 'দীপ' জ্বলে সদা
'কেবল' ভকতির প্রার্থী তার পাশে,

শ্রীশ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমা-প্রশস্তি

(১)

ফুল গরবে উদিলা আবার
প্রকট-পূর্ণিমা-তিথি গো আজ ;
শঙ্কা ত্যজিয়া নিঃশেষে মন !
শরণ্য তাঁর চরণ মাঝ।
গোলোক হইতে নেমেছে ভুবনে,
চিরমনোরমা পুণ্যা তিথি ;
দ্যুলোকে ভূলোকে, অসীম পুলকে
গাহ সবে, গাও বিজয়গীতি ॥
গৌরশশীর প্রকট-পূর্ণিমা,
বন্দি তোমারে হে কল্যাণি !
চেতনের সুরে, অচেতন-পুরে,
শুনাও কৃপায় গোরার বাণী ॥

(২)

জিনি ইন্দ্রনীলমণি, নবঘন নীলমণি,
রসময় শ্রীরাধারমণ ;
প্রণতপালক শ্যাম, অনুপম গুণধাম,
ব্রজজন-জীবন-রঞ্জন ॥
(কৃষ্ণ) রাধাভাবে অনুরাগী,
নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি'
রাধাভাবে পূরি নিজ হিয়া ;
কান্তি ল'য়ে রাধিকার, নবদ্বীপে অবতার,
(আজি) নিজ নিত্য পারিষদ নিয়া ॥
যশোদার প্রাণধন, এই শচীনন্দন,
ব্রজবন,—এই মায়াপুর ;

স্বাদ অমিয়ার পাইতে অনিবার
করেন বন্দনা রুদ্ধ মধু-ভারে।
শ্রীগুরু-বাণী সার নিঝর শত ধার
সেবক অনিবার সঁপিছে আপনায় ;
জগত পাগলপারা দেখিয়া মরুপারা
স্নিগ্ধ আঁখিতারা গলিত করুণায়।
পূর্ণ সুখ-ধাম পূরাতে গোরা-কাম
করিছে অবিরাম সামের উদ্‌গান ,
জগত-জীবতরে হোমের শিখাপরে
করেন কৃপা-ভরে পূর্ণাহুতি দান।
জয়-শ্রী-মণ্ডিত, জয়শ্রী যাঁর চিত,
গাহিয়া জয়গান তুলিয়া জয়কার,—
জয়ের উৎসবে বিজয় কলরবে
মাতান কীর্ত্তনে মানব বসুধার।
শুনি সে জয়গান ব্রহ্মচারী শত,
গৃহের লোক সব আসিছে দলে দলে ;
যতেক সন্ন্যাসী— অপার গুণরাশি
কহিতে নাহি জানি নমি যে পদতলে।
ক্ষুদ্র চরণ, শ্রদ্ধা সুকোমল,
চিত্ত টলমল, তবুও মনে ভায়—
আশার কণা মোর, শ্রীগুরুকৃপাডোর
আনিবে করি জোর অশোক পদছায়।

—নীলিমা দেবী

সেই সব পরিজন, সেই প্রীতি বরিষণ,
(শুধু) মাধুরীতে ঔদার্য্য প্রচুর ॥

(৩)

গৌরহরি অবতরি' সবারে বলালো হরি,
বিস্তারিয়া প্রেমের ছল।
ভকত আনন্দময়, উচ্চরোলে জয় জয়,
সুখের সঙ্গে জল স্থল ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, করি' রথে আরোহণ,
পারিজাত-পুষ্প বরিষণ।
মানব মূর্ত্তি ধরি কত দেব আগমন'
শচীগৃহে স্তুতি উচ্চারণ ॥
হরিদাসে লয়ে সঙ্গে, অদ্বৈত পরম রঙ্গে
নাচে গায় জোর করিয়া।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ পাইয়া পরমানন্দ
হরি গায় হাতে তালি দিয়া ॥

(৪)

ত্যজিয়া স্বরগ দেশ, ধরিয়া ব্রাহ্মণী-বেশ,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, রুদ্রাণী শ্রীঅরুন্ধতী
গৌরশশী করে নমস্কার ॥
নাম তাঁ'র শ্রীমালিনী, শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সাথ।
মাঙ্গলিকে সাজি ভরি' যায় আজি ত্বরা করি,
হেরিবারে গোলোকের নাথ ॥
অদ্বৈতের প্রাণধন, সতী সীতা ঠাকুরাণী
বিচিত্র বসনভূষা নিয়া।
আসি' শান্তিপুর হ'তে করে ক্রিয়া শাস্ত্রমতে
মাঙ্গলিকে,—যতন করিয়া ॥
নৃত্য করে দেবগণ, সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণ,
সুললিত স্তুতিগাথা গায়।
চৌদিকেতে সুকল্যাণ, গোকুল-সুখের বান,
ধন্য, ধন্য, ধন্য গোরা রায় ॥

(৫)

করুণার পারাবার, ধন্য গৌর-অবতার,
ধন্য আজি হইল অবনী ;
আচণ্ডালে দিয়া প্রেম,—ভক্তিপূত শুদ্ধহেম
পরধনে কৈলে সবে ধনী ॥
অমূল্য অতুল নিধি, বিতরিলে নিরবধি,
কে দেখেছে মহিমা এমন ?
(হরি) নাম নিলে প্রেম দেয়,
যোগ্যতা না বিচারয়,
কি উদার করুণাপ্লাবন !

—অপর্ণা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড
—১৲ : ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

তারের সংবাদ

(১)

কটক হইতে প্রেরিত

18.3.37

Greet auspicious arrival of His Divine Grace Vasudev Prabhu at Sridham.

অভিবাদ্য শুভাগত শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীধামে শুভ পদার্পণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

(২)

ঢাকা হইতে প্রেরিত

18.3.37

News hearty reception Srila Vasudeb Prabhu successor Gaudiyacharyya at Sree Mayapur Nabadwip with Sankirtan of Guru-Gauranga by members Chaitanya Math and Suddha Bhaktas hailed with great joy. Grihastha and agrihastha members Madhwa Gaudiya Math offer sincere homage.

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন সহযোগে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ ও শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃক আন্তরিক অভ্যর্থনার সংবাদ বিপুল আনন্দের সহিত গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অগৃহস্থ ও গৃহস্থ সেবকগণ তাঁহাকে তাঁহাদের নিষ্কপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন।

(৩)

ময়মনসিংহ হইতে প্রেরিত

23. 3. 37.

Rural urban bhaktas members Jagannath Gaudiyamath assembled last night at Math. Math-commander Jadubar presiding all present severally collectively expressed unbounded joy paying homage at advent of present Acharyya Anantavasudev Pravu most worthy beloved lieutenant nominee of His Divine Grace Prabhupad whose mantle rightly naturally falls upon Vasudev Prabhu.

সহর ও পল্লীবাসী ভক্তবৃন্দ এবং জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গতকল্য রাত্রিতে শ্রীমঠগৃহে মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত যদুবর প্রভুর সভাপতিত্বে এক সভায় সমবেত হন। উপস্থিত সকলেই পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুর বর্ত্তমান আচার্য্যরূপে আবির্ভাবে অসীম আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনিই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম ও যোগ্যতম প্রধান সেবক এবং তাঁহার মনোনীত। শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যের মুকুট ন্যায়সঙ্গতরূপে স্বভাবতঃই বাসুদেব প্রভুর মস্তকে ন্যস্ত।

শুদ্ধভক্তি—মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ ... প্রা-
চীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্য ... শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা
পীঠ, ... মন্দির
গোপাঙ্গ ... পরি-
ক্রমা ... আছে।
রক্ষক—শ্রী ... ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। ... ১৯১৫ ...
কলিকাতায় ... আসনে
শ্রীমঠ প্রাপ্তি। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
প্রচার ... ভক্ত
গণের সমাবেশ ... এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
প্রকাশিত ... মহামহোপদেশক
আচার্য্যিক ... বিভাবিনোদ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থানে ... ভবনে ...
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল বেদশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ কাজির
সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস ...।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও
রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক
শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ পণ্ডিত শ্রীগৌরগদাধর-
সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাহ্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিপিন অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ।

রক্ষক—শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণ বিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীবহুদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীপুলিন কুঞ্জকানন

... ভবন ... অধিকারী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

১৭। কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালিয়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণভজন মাধব।

(২২) পুর্ণা গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়াধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

২০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা
মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠাশ্রয়

নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক—শ্রীব্রজরামদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রজবাসী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়গোয়ার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক
শ্রীনিবেদন ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিতানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) নামভজন-গৌড়ীয়মঠপীঠ

ফরিদাবাদ, সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিদীপ

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) গোবিন্দপুর গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নাদরা রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ক্ষীরপুরা, বেনারস সিটি
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা
রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রী মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাতনশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীকেশবলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) বজ্রনাভ সুখদকুঞ্জ শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পাঠবাটী

রক্ষক—শ্রীশ্রীপতি ব্রহ্মচারী

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বর্ষাণা চাকসর মথুরা।
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ গোচেন, জেলা গুরুদাসপুর
(পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গৌরবিনোদরাধারমণ সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে
রক্ষক—শ্রীভক্তিরক্ষক ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীসনাতন ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী
শ্রীনারায়ণচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদরাধারমণজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের
সেবা। রক্ষক—শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর
নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক
শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিত্রশিলা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়াধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী
এম-এ, পি-এইচ-ডি

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

আগামী গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে।

রঙিন কাগজে উত্তম ছাপা হইবে গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই চৈত্র, ১৩৪৩, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ২৫

বিবিধ সংবাদ

—— ::(০ :: ——

ভারতের নয়া শাসনতন্ত্র

মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া লর্ড ক্যাটো বলেন, ভবিষ্যতে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। উক্ত সভায় তিনি মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদ হইতে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। লর্ড ক্যাটো ইহাও বলেন যে, প্রধানতঃ দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপরই এই সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে এবং এপ্রিল মাস হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতের পক্ষে একটা সঙ্কটজনক সময় উপস্থিত হইবে। প্রথমে কোন কোন অংশে স্বায়ত্তশাসনের অভিযোগের প্রশংসাবাদ হইবে এবং বহু অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা হইবে। কিন্তু নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হইবার কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদের কঠোর সমালোচকের দৃষ্টি অবলম্বন করা চলিবে না। একমাত্র দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের দ্বারাই এরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ অল্পসময়ে পারপূর্ণ দেশ এবং রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের লোকবল ও বুদ্ধিবল আমাদিগকে পুনরায় বিস্মিত করিতে পারে

ভারতসচিবের পরামর্শদাতাগণ

ভারত সচিব ভারত শাসন আইনের ২৭৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়াছেন :— স্যার ডেনিস ব্রে, স্যার হেনরী হুইলার, স্যার রেজিনাল্ড গ্ল্যান্সী, স্যার আবদুল কাদের, স্যার এলান পারসন্স, মিঃ মোহন সিং, স্যার এ রামস্বামী মুদালিয়ার, স্যার হোমেস উইলিয়মসন ও স্যার জে এম ক্লে।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার ডেনিস ব্রে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কাজ করিবেন এবং ১লা আগষ্ট হইতে স্যার জোসেফ ক্লে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে

শিক্ষিত বেকার লীগ

লাহোরের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পাঞ্জাবের শিক্ষিত বেকার লীগ নূতন ব্যবস্থা পরিষদে পেশের জন্য একটী মেমোরিয়াল রচনা করিয়াছেন। ঐ মেমোরিয়ালের গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে ঐ মেমোরিয়ালে অধিকসংখ্যক বেকার যুবকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পাঞ্জাবও যাহাতে অবিলম্বে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহার দাবী করা হইবে।

মধ্য প্রদেশের শাসন-পরিষদ

মধ্য প্রদেশের অতিরিক্ত সরকারী গেজেটে সপারিষদ গবর্ণর ঘোষণা করিতেছেন যে, মিঃ জি পি বার্টন পদত্যাগ করায়, মিঃ হেনরী চ্যাপেল গ্রেণফিল্ড তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাবে গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইলেন। গত ২২শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিন হইতে মিঃ বার্টন মধ্য প্রদেশের ফিনান্সিয়েল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন

কংগ্রেস দলপতিগণ আহূত

সংবাদের সর্কুলেশনের মুহূর্ত্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণরের নিকট [illegible] রাজনৈতিক মহল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এবং হিন্দু-শিখ জাতীয় দল স্যার আবদুল কোয়ামের সহিত সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায়, কিরূপ কার্য্যধারা অবলম্বন করা হইবে, সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত সীমান্তের লাট মহোদয় আলোচনা করিবেন বলিয়া সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে এই হিন্দু শিখ জাতীয় দলের উপরই সব নির্ভর করিতেছে।

মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সাহায্য করার জন্য সম্প্রতি স্যার আবদুল কোয়াম আহূত হন। কিন্তু সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলের সদস্যদের হাবভাব দেখিয়া তিনি নাকি এই সব অসুবিধার মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রাজার অভিষেক উৎসবে নূতন টিকিট

কমন্স সভায় গত ২২শে মার্চ্চ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ঘোষণা করেন যে, রাজার অভিষেক উৎসবের স্মরণচিহ্নরূপে বিশেষ এক প্রকার দেড় পেনী দামের টিকিট বাহির করা হইবে। ঐ টিকিটের আকার জুবিলী টিকিটের ন্যায় হইবে এবং উহাতে রাজা ও রাণীর ছবি থাকিবে।

——

"এম এল এ" ও "এম এল সি"

১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে প্রদেশসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণকে 'এম এল এ' ও 'এম এল সি' নামে অভিহিত করা হইবে কি না এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য পক্ষেই বাকি করিয়া উহাদের হইতে তফাৎ করা যাইবে, এই প্রশ্ন সম্পর্কে এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যথাক্রমে 'এম এল এ' ও 'এম এল সি' বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবেন।

——

ডিউক অব উইণ্ডসরের বিবাহ

ডিউক অব উইণ্ডসরের বিবাহ ভিয়েনায় না হইয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত মন্তেন নামক একটি পল্লীতে হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিসেস সিম্পসন আপাততঃ ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মন দিয়াছেন। রাজা জর্জ্জের অভিষেকের পরই বিবাহ হইবে। ডিউক অব উইণ্ডসর ও তাঁহার পত্নী অষ্ট্রিয়ায় করিন্থিয় নামক প্রদেশে অবস্থান করিবেন অষ্ট্রিয়া ও ইতালীর সীমান্তে অবস্থিত পল মুনষ্টার প্রাসাদটী ডিউক অব উইণ্ডসর জুন মাস হইতে ইজারা লইয়াছেন। বিবাহ কালে ডিউক ও ডাচেজ অব কেণ্ট, মিঃ লয়েড জর্জ্জের পুত্র প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেন; বহু মার্কিণ পর্য্যটকও বিবাহ উৎসবে যোগ দিবেন।

——

ষ্টেশনমাষ্টার অপহৃত

ওয়াজিরিস্থান অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ইসাখেল ও লাক্কী মারওয়াতের মধ্যবর্ত্তী ধালেন্দ্রাবাদ রেল ষ্টেশনের হিন্দু ষ্টেশন মাষ্টার একদল দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। রেল কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ষ্টেশনে কর্ম্মচারীদিগকে রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সমস্ত ষ্টেশনে পুলিশ প্রহরীদের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২ ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
গৌড়ীয় রহস্য ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)।০
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। বৃত্তিকলিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৶০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অপপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶০
৫০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। মায়াবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥
৭০। শ্রীনামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড রিলেশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—ঠাকুর রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া তপস্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতঃপ্রবেশ এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর সম্মুজ্জ্বল আখ্যান দ্বারা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে বহু চতুর্দিক এর বিবরণ, প্রাচীন ও আধুনিক বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ওয়ান আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রকাশক ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান আবশ্যক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

নব ৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫০, ১৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২৫শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

——————::(*):: ————

ত্রিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

২৯ গোবিন্দ (গৌরাব্দ ৪৫০), ২৬শে মার্চ্চ (১৯৩৭), ১২ই চৈত্র (১৩৪৩) শ্রীগৌরাবির্ভাব ও আচার্য্যাভ্যুদয়—গৌরপূর্ণিমাতিথির অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ত্রিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের পশ্চিমপার্শ্বে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্য-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকালে ত্রিদণ্ডিপাদগণসহ সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ও আচার্য্যের উচ্চ জয়ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রশস্তিজ্ঞাপক প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের অনুমোদনে মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক সিংহাসনের বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিবার পর সভাপতির আদেশে শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি উদ্বোধন-গীত কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভাগবতরত্ন প্রভু আদৌ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহে এবং পরে সভাপতির গলদেশে মালা প্রদান করেন এবং উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্নপ্রভু আচার্য্যত্রিক প্রভুকে মাল্যদ্বারা ভূষিত করেন। পরে প্রেষ্ঠাগ্রগণ্য শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদগণের গলদেশ পুষ্পমালাদ্বারা বিভূষিত করেন।

অনন্তর সভাপতির আদেশক্রমে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গতবর্ষের সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের অনুমোদনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন :—

(১) মৈমনসিংহ আলোয়ারের জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী।

(২) মেদিনীপুর রোহিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ঙ্গী।

(৩) ডিঙ্গলের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র হুই।

(৪) বিহারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠে অধ্যাপিত ছাত্রগণের কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণের নাম প্রকাশ করেন :—

(ক) শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কলাপ ব্যাকরণে আদ্য ও কাব্যে মধ্য-পরীক্ষা।

(খ) শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ দাসাধিকারী সুপদ্ম ব্যাকরণে আদ্য।

(গ) শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হরিনামামৃত-ব্যাকরণে আদ্য।

(ঘ) শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কলাপে আদ্য।

অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ঢাকা মাধব-গৌড়ীয়মঠের ভূমি, শ্রীমন্দির, নাটমন্দির শ্রীল প্রভুপাদের আসন, ভক্তসজ্জারাম, স্নানাগার, আসবাব, সিংহাসন, শ্বেতপ্রস্তর, প্রসাদসেবনসদন, টিউব-ওয়েল-প্রদাতৃগণের ও মন্দিরের প্ল্যানরচক ও বিভিন্ন সেবা-সাহায্যকারিগণের সেবা স্বীকার করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পরে গৌড়ীয়সম্পাদক মহাশয় শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর তদীয় সর্ব্বাতিশায়িনী মিলনকারিণী শক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণন সহকারে প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং উনবিংশতি মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিপাদের শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টের অনুকূল প্রচারের প্রশংসামুখে দৈন্যভরে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

অনন্তর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণের সেবা স্বীকার পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করে।

শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু মহামান্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ও ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, নশীপুর, কাশীমবাজার, সন্তোষ প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণের ও রাজা বোধজঙ্গ বাহাদুরের সেবা উল্লেখ করিয়া সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবায় বিভিন্ন প্রকারে সহায়কগণের নাম উল্লেখ করিয়া সভার পক্ষ হইতে প্রশংসাবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিগত ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট হল বিনাব্যয়ে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভার জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া উক্ত হলের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী মহোদয়গণ সহৃদয়তা ও সেবা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার উল্লেখ করিয়া মহামহোপদেশক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু ধন্যবাদ দেন। ঐ সভার উদ্যোক্তা কর্পোরেশনের মেম্বর যে সকল সজ্জনগণ ও প্রস্তাবক ও সমর্থক প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রতি সভার পক্ষ হইতে প্রশংসাবাদ ঘোষণা করেন। তৎসহিত মান্দ্রাজ, বোম্বে, রেঙ্গুন প্রভৃতি নগরীর কর্পোরেশন হইতে প্রেরিত শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সহানুভূতিসূচক প্রস্তাবের উত্থাপক ও সমর্থকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি আদি বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সমবেদনা জ্ঞাপন করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং ঐদিনের শোভাযাত্রা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হইতে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট হলে পরিচালন করিতে ২০০ শত বয়স্কাউটের সুব্যবস্থা করায় বঙ্গদেশীয় ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এন্ ভোস মহোদয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থলীলার অভিনয়কালে বিনাব্যয়ে তদীয় শ্রীঅঙ্গের পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্যে পরামর্শদাতা ডাক্তার ও কবিরাজ প্রভৃতি মহাশয়গণের সেবা-কার্য্য উল্লেখ করিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দেন। প্রভুপাদের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই যে সমস্ত সজ্জন প্রভুপাদকে কলিকাতা হইতে স্পেশাল ট্রেণ দ্বারা দ্রুত শ্রীমায়াপুরে

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিষ্ণু [illegible] গোবিন্দ, সর্ব্বশিঃ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীগোদাদেবী*

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আলবরের স্বহস্তরচিত তুলসী কাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ-সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালনপালন করিতেন।

৯৭ কলিগতাব্দে নলবর্ষে বৈশাখমাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থলমাহাত্ম্যগ্রন্থে লিখিত আছে যে, গরুড় বিষ্ণুচিত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়ারূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার গোদামূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মীর গোদা নাম্নী অর্চ্চার উপাসনা-বলে শ্রীবৈষ্ণবগণ মোক্ষলাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অন্যতম। ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও নীলা বা নীলা নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আলবর। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আলবর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আলবর বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটী আলবর স্বীকার করেন। বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্পতুলসী-কানন রচনা করিয়া কাননজ পুষ্পতুলসী সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবান্‌কে সমর্পণ করিতেন, বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বাল্যোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে সকল পুষ্পতুলসী ও মালাদি ভগবান্ বটশায়ীর জন্য পবিত্র-ভাবে সঞ্চয় করিতেন, বালস্বভাববশে গোদা সেই গুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগাঙ্গরূপে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন। ভগবানের জন্য পুষ্পতুলসী তাঁহাকে দিবার অগ্রে তুমি উহাদিগকে নিজ ইন্দ্রিয়ে ভোগ কর, ইহাতে মহাসেবাপরাধ হয়। ভগবৎপ্রসাদই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তাবশেষ দ্রব্য আমি ভগবানকে আহারার্থে দিতে পারিব না। বিষ্ণুচিত্ত সেইদিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দিরে গেলেন ও নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবেশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লওয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন, গোদা মালাদি ধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না বরং তাহা আমার অধিক প্রীতির বিষয় হয় জানিবে। তোমার কন্যা মালাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিনাবধি তিনি তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্মীর অবতার জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্পতুলসী শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

গোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাবসমূহ কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ পাইল।

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদগত অভিপ্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্যমানবের সহিত বিবাহ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন, জানিবার মানসে অষ্টাধিকশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহলসহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পার সংবাদ শ্রবণে আকৃষ্টা হইয়াছেন প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গ-নাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে এই ভাবনায় বিষ্ণু-চিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদার করগ্রহণ প্রস্তাব করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গনাথদেব প্রধান সেবক ভগবদ্দাসের ও অন্য সেবক-মণ্ডলী, ছত্র, আড়ানী প্রভৃতি শ্রীবিল্লিপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদাদেবীকে রাজকীয় সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্ত বটশায়ীর নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্যমানবের পরি-দর্শনের যোগ্য বস্তু নাই, শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মহোৎকলাহলে গীতবাদ্যভাণ্ডাদিদ্বারা দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষশয্যারোহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন; আর নয়নচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

তখন দৈববাণী হইল—বিষ্ণুচিত্ত তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি। পঞ্চ-রাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা-চরিত্র।

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদাদেবী শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়া-ছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গোদার ন্যায় কুলশেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের কর গ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিল ভাষায় তিরুপ্পাবৈ নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল গ্রন্থের নাম নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি।

* সজ্জনতোষণী, ১৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু

এই ভবপারাবারে শ্রীগুরুই কর্ণধার। এই দুঃখময় সংসার-জলধিতে তিনিই একমাত্র স্থল বা আশ্রয়। সেইজন্য পাতিত, জলমগ্ন, দুঃখপ্রপীড়িত মাদৃশ জীববৃন্দের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ আচার্য্যরূপে আশ্রয়স্থল হ'ন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত, "কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ। শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস।"—এই পয়ার হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীগুরুদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞায় কথিত অর্থাৎ ভগবানের প্রকাশ ভগবান্ শ্রীগুরুদেব। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস। সুতরাং শ্রীগুরুদেবে চৈতন্যপ্রকাশ ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া সেবক। সেবাপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব সেব্যের সেবাব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে বিষয়বিগ্রহের অবকাশ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ।

আমরা শাস্ত্রে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা শুনিতে পাই। উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু—উভয়ের লীলাগত ভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমভাবে পূজ্য। দীক্ষাগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষাগুরু-করণের নিষেধ আছে। তবে শিক্ষাগুরুর বহুত্ব শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীব বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপায় ভোগময় দর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ভগবদ্দাস্য করিতে করিতে হরিতোষণ বর্দ্ধিত হয়, সেই হরিতোষণফলে গুরুসেবা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং গুরুসেবাফলে হরিতোষণের প্রাপ্তি ঘটে।

ভাগবত-ধর্ম্ম-শিক্ষকের নিকট হইতে ভাগবত-গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। ভাগবত-ধর্ম্ম-শিক্ষক ভাগবতধর্ম্ম শ্রীনাম-ভজনশিক্ষা দিয়া জীবকে অন্তঃকরণ-শুদ্ধিরূপ প্রয়োজন ফল লাভ করান। সেই সময় আদি-শিক্ষাগুরুর বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর সহায়তায় জীবের শ্রীগুরু-পাদপদ্মলাভ ঘটে এবং জীব গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবকে বিষয়-বিগ্রহের অভিন্ন আশ্রয়তত্ত্ব-জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সেবা করেন। এই শ্রীগুরুদেবের সেবা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে করিতে করিতে জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি অনায়াসে করতলগত হয়। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় কায়-মনোবাক্যে উদাসীন হ'ন, তাঁহাদের গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্য হয় নাই। তবে ত্রিদণ্ডের অভিনয় করিলেই যে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে এরূপ কোন কথা নয়। এই শ্রীগুরু-

পাদপদ্ম চিন্তা এবং সাধুগণের পর্য্যায়ে কোঁতৈরে অবস্থিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজেই শ্রীগুরুদেবকে তদীয় জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয় সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণপদ্ম গুরুর নিত্য অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর আমার নিত্য আশ্রয়স্থল হউন।

এই দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন:—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

জীবমাত্রেরই দীক্ষাগুরু-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা আছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ গুরুরূপী ভগবানের নিকট নিরন্তর কৃপা অনুগ্রহ লাভে উদাসীন থাকিয়া যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞাপূর্ব্বক স্বচেষ্টায় ভগবৎকৃপালাভের দুরাশা পোষণ করেন তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। ভগবৎসেবালাভের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে জীবকে সে-সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু এই ভগবৎকৃপাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য স্বীকার না করিলে শত শত বাসনা আসিয়া গুরুভক্তিহীন জীবকে কেবল সংসারেই বাস করায়, সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহার উদ্ধার হয় না। এক গুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য ভক্তগণ স্মরণাদির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুদেবও শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। এই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তদানুগত্যে সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষাই অভিধেয় নামে কথিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, "আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়-বিগ্রহ। সুতরাং আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। দীক্ষাগুরু সনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিমুখ জীবকে তিনি ভগবৎ-পাদপদ্ম-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু রূপ গোবিন্দ ও তৎশ্রেষ্ঠ-পাদসেবাধিকার-দাতা।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥
জীবের সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥
শ্রীরূপ-সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
এই ছয় শিক্ষাগুরু গুরু যে আমার।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার॥"

যাঁহার কৃপাপ্রদীপ্ত দিব্যজ্ঞানালোক আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, আমাদের সেই নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই, আমাদের দীক্ষাগুরু এবং ষড়্‌গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদাদি ভক্তগণ এবং গৌরজনপ্রিয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণাশ্রিত, গুরুসেবৈকপ্রাণ বৈষ্ণবগণ—সকলেই আমাদের শিক্ষাগুরু।

আমরা সকলের চরণে অসংখ্য প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আনিতে অর্থসাহায্য ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যাহারা মোটরাদি যান অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেবাচেষ্টার শতমুখে প্রশংসা ও ধন্যবাদ উল্লেখ করেন।

শ্রীপাদ তীর্থাশ্রমী মহারাজ খুলনা ও যশোহর, শ্রীপাদ যাচক মহারাজ ব্রহ্মদেশ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ হাওড়া, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে বিবিধ সাহায্যকারী সজ্জনবৃন্দের নামোল্লেখ করিয়া সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ গয়া ও পুরীর মঠদ্বয়ে নানাবিধ সেবাসাহায্যকারী সুকৃতিশালী সজ্জনগণের প্রতি সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী মহোদয় ত্রিদণ্ডিপাদ প্রমুখ বৈষ্ণবগণের নিকট দৈন্যভরে কৃপা প্রার্থনা প্রার্থনা করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ এলাহাবাদ ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকটস্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দির নির্ম্মাণে ও দানাপুর মঠের প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী সজ্জনগণের সাহায্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজ ছিন্দিওয়ারা যুক্তপ্রদেশের প্রচারে সাহায্যকারী সজ্জনবৃন্দের সেবাকার্য্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু মাদ্রাজ, গয়া, পাটনা, কভুর প্রয়াগ ও রেঙ্গুন মঠের সেবকদিগের সেবার প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে মাদ্রাজ বিরহ সভায় মঠসেবকগণের সমবেদনা ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য উক্তপ্রদেশের গভর্ণর, কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর, জেপুরের মহারাজ, কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ নিবেদন করেন। ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে লর্ড জেটল্যাণ্ড, স্যার স্ট্যান্লি ইম্হ জ্যাকসন্, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সম্বিদানন্দ দাস প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের সেবাকার্য্য উল্লেখে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুর বর্ত্তমান পরিক্রমা পরিচালনকার্য্যে প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াও যে অলৌকিক দক্ষতা ও সেবাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্বিঘ্নে নিঃসহস্রাধিক যাত্রীর সুবন্দোবস্ত বিধান করিয়া ধামপরিক্রমা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার গুণগৌরব প্রচার করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। বর্দ্ধমান গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপ্রভু অবস্থানকালে লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থানকালে দর্শনীয়ারোপ্য শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ মহাশয়ের, শ্রীপাদ হরিচরণ ও অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয়ের বিবিধ সেবাচেষ্টার প্রশংসা করিয়া সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ বন মহারাজ তদীয় ব্যক্তিগত কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করেন।

অনন্তর শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বাঙ্গবত্রিদণ্ডিত্ব, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রভুপাদের সেবা ও, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহত্ব, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর গৌড়ীয় ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রচারকার্য্যে শ্রীপাদ গৌড়ীয়-সম্পাদকের সহায়তা, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুর গৌড়ীয়ের সহকারি-সম্পাদকতার কার্য্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সেবা, সহিষ্ণুতা ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পাঠ কীর্ত্তনাদি সেবাকার্য্যে তৎপরতা, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভুর মঠের সভাসমিতির ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারাদি, মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃত্তিবাস ভক্তিময়ূখ প্রভু ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীর নদীয়া-প্রকাশের সেবাকার্য্য, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ, বি, এচ্, বি, টি মহোদয়ের আসামপ্রদেশে প্রচারকার্য্য, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভুষণ প্রভুর নদীয়াপ্রকাশের সেবা, শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর গৌড়ীয় সম্পাদনে সহায়তা, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারীজীর গৌড়ীয়মঠের সর্ব্বতোমুখী সেবা, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ভক্তিভাস্কর প্রভুর পাটনা গৌড়ীয়মঠে বিবিধ সেবাকার্য্য, শ্রীপাদ আউধবিহারী কপূর ভক্তিললাটের প্রচারে সহায়তা, শ্রীপাদ মধুমঙ্গল মহাপ্রভুর বিহারপ্রচারে সাহায্য, শ্রীউপেন্দ্রচরণ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সাগর মহারাজের সেবাকার্য্যে সহায়তা, শ্রীপাদ হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ (শ্রীল প্রভুপাদের বৃহন্মৃদঙ্গ) এর সেবা, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবা, শ্রীপাদ নরসিংহ মহাশয়ের পাঞ্জাবে প্রচারকার্য্য, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভুর পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা, রায় শিবপ্রিয় বাহাদুর মহোদয় শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের খুলনা প্রচারকার্য্যে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাটনা প্রচারকার্য্যে, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বিবিধ সেবাকার্য্যে, উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভুর প্রচারাদি সেবা, শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন ও প্রচারসেবা, শ্রীহরিশচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়নারায়ণ দাসাধিকারিগণের বিবিধ সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ত্রয়োদশ সেবকের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের জন্য বিরহপ্রকাশ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মাহাত্ম্য ও উপদেশ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করা হয়।

অনন্তর পরমারাধ্য সভাপতিমহোদয় সময়াভাববশতঃ সংক্ষিপ্তভাবে বৈকুণ্ঠবাক্য কয়েকটী কথা দ্বারা তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। ইত্যবসরে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকাল সমাগত হওয়ায় শ্রীমন্দিরের ধ্বনিসঙ্কেত পাইয়া শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় সুললিতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের "নদীয়া উদয় গিরি" প্রভৃতি ত্রিপদী কীর্ত্তন করেন। তাহাতে আচার্য্যের অভ্যুদয় প্রভৃতি আবার সংযোজিত হয়। তদন্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়ধ্বনির পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ, আচার্য্য চতুষ্টয় গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ আকরগ্রন্থাবলী প্রকাশালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনবীন ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্বেদ সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমন্দিরে দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) স্বানন্দ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌতপুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) পোড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনৃপকান্ত ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

২০ নং ক্লাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠাশ্রম

নারিন্দা, ঢাকা রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনরহর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) কামাখ্যা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবাদরানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখশাহী, পোঃ ভোডোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীঅধিদন্ত ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রায়ানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরসতীর্থ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ,

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাল্টু, (হাওড়া) এখানে ষড়্ভুজ নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্র'ও সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
ঢাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
রাপসা নূতন	৫॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এডাংরেজ কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ বেতুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ বালাম	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵
খড়িপুর ১০০০ নং	১০৲
বারহোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵
কানপুর লাল	৭॥৶০—৮

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫
গিনি	২২।৵১
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২.

পাটের দর

আংরে—	৩৪।৵
সিরাজ—	৩৪৸৵
উচ্চরে—	৩৫।৵
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫।

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।৶০—৭।০
সুপা: ফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫৸৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
(এম)	৪৸৶০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (ক)	৩৸৶০—৪
পাপড়ি	১৪৶০—১৸০
ঘি	১৪৶০—১৪৶০

ঘৃতের দর

ভয়া	৫৬৲
মনোহরা	৫৫৲
ধনেখালী	৪৩৲
[illegible]	[illegible]

শাজিরাম	৫৯০।
জায়ফল	৯০
কাবুলে	৩৬
ঢাকা পাতা	৪১৸০

তুলার দর

কলিকাতা ১লা মার্চ

মেদে সোনার ফাইন	৫৪৲
মিটাল আমেরিকান	৫০৲
কবাটি খুরদির ফাইন	৪৩৲
হাবর্ণ পাখা	৫০/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ

	প্রতি মণ
পাকল মারু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
খাটি খদির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৶০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
খণ্ড টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গজ—	১২৶০
২৬ গজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶০
২৬ গেজ—	১০॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৴১০—॥৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট ক টিং বা রিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪॥০ ৭৸৶০ হন্দর

রাউণ্ড রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাতি, গোলটু গয়ালে ৫।০—৫॥৶০

গোল রড রি ইন-ফোর্স কনক্রিটের জন্য ৫।০—৭।৶০

বুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টিকলের হাফমণ ৪৸০, গাটের হাফমণ ৬।০

তুলার হাফমণ ৩।০

আশুতোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও ৭ নং আর্মেনিয়ান ঘাট রোড, বড়বাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অন্যতম সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর,	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১০,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেথুয়া, জিলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	৴৹	৴৹	৴১০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৹
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তর

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সব রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফো ২৩— ১৮নং ২১৷১২৭ লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
গৌরজন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব
উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে।
রঙিন কাগজে উত্তম
ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর
আবেদন করুন।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই চৈত্র, ১৩৪৩, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ২৬

বিবিধ সংবাদ

—— ::(০ :: ——

ম্যাট্রিক ছাত্রের সংখ্যা

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭,৫৫০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। গত বৎসর ২৫,৮০০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৎসরের ন্যায় এরূপ অধিক সংখ্যক ছাত্র পূর্ব্বে আর কখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করে নাই।

শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি আন্দোলনের চেষ্টা ও কার্য্যকারিতা সম্পর্কে তদন্ত করার পরে নোবেল কমিটি লর্ড রবার্ট সেসিল ও মসিয়ে লাফারি কটকে শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। উঁহারা উভয়েই আন্তর্জ্জাতিক শান্তি আন্দোলন সমিতির যুগ্ম-সভাপতি ছিলেন। উঁহারা ২ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইবেন।

প্রধান-মন্ত্রীর পদত্যাগ

প্রকাশ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বল-ডুইন আগামী ২৮শে মের পর প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। রাজ-নৈতিক মহলের ধারণা, মিঃ বলডুইনকে অতঃপর আর্ল পদবী প্রদান করা হইবে, মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকেও লর্ড সভায় [illegible] করা হইবে। মিঃ বলডুইনের স্থলে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। স্যার [illegible] এবং মিঃ [illegible] উভয়ের মধ্যে এক জন চ্যান্সেলার হইবেন

দেশীয় রাজ্যে মন্ত্রী পরিবর্ত্তন

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেন্ট স্যার কিষেণ প্রসাদ ৪৪ বৎসর কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার স্থলে স্যার আকবর হায়দারী নিযুক্ত হইয়াছেন। বরোদার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও বিকানীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার মনুভাই মেটা গোয়ালিয়র স্বরাষ্ট্র বিভাগের (আভ্যন্তরীণ বিভাগের) কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যা সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস

সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উড়িষ্যার নিজস্ব সাবর্ডিনেট সার্ভিস থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে সাব-ডেপুটি কালেক্টরগণ যে সমস্ত কাজ করেন নিজস্ব সাবর্ডিনেট সার্ভিসের সদস্যগণও সেই সমস্ত কাজ করিবেন। তাঁহাদের বেতন প্রথম দুই বৎসর শিক্ষা নবিশী কালে ১০০ ও ১২৫ টাকা হইবে। পরে পদে পাকা হইলে প্রথম দশ বৎসরে ১৫০-৮-১৯৬ টাকা এবং পরবর্ত্তী ১৫ বৎসরে ১৯৬-৮-৩০০ টাকা হইবে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে বেতনের ঐ হার প্রচলিত হইবে।

পাঞ্জাব মন্ত্রি সভা

পাঞ্জাবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তিনি অনায়াসেই নিজ দলের লোক লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার নিজ দলের জন্য অর্দ্ধেক পদ রাখিয়া অপরাদ্ধ সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই সংখ্যালঘু বলিতে হিন্দু ও শিখদিগকে বুঝাই-তেছে—তাঁহারা পাঞ্জাবের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইবে না। বাঙ্গালাতেও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙ্গালার যিনি প্রধান মন্ত্রী হইবেন তিনি স্যার সিকান্দারের আদর্শানুযায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলে সংখ্যালঘুদের আক্ষেপের কারণ থাকিবে না।

রাশিয়ায় ঈশ্বর-বিদ্রোহী দল

রাশিয়ার নিরীশ্বরবাদী সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। গত ১৯৩৩ সালে ঐ সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫০০,০০০০। বর্ত্তমানে উহার সভ্যসংখ্যা কমিয়া হইয়াছে ২০০,০০০এর কম। শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার নিরীশ্বরবাদিগণের ৫টি মিউজিয়াম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দেশে নিরীশ্বরবাদ যতই প্রচারিত হউক না কেন পরিশেষে সত্যের সম্মুখে সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে।

টিপসহি লইবার মামলা

মহাকোশলের কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল টিপসহি লইবার মামলার যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহা নাগপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচার-পতি এম বি নিয়োগী ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল রাজদ্রোহের অপরাধে দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দণ্ড ভোগের সময় তিনি যখন সিউনি জেলে ছিলেন, তখন ১৯৩০ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে তাঁহার টিপসহি লওয়া হয়। জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর তিনি ১৯৩১ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে ১৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিয়া সিউনির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] ও মিঃ [illegible] বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করেন। তাহাতে তিনি অভিযোগ করেন যে, ১২ জন সিপাহীর সাহায্যে জোর করিয়া তাঁহার টিপসহি লওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস ও মুসলিমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা

——(×)——

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মুসলিম জনসাধারণকে কংগ্রেসের মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। গত সপ্তাহ হইতে এই সম্পর্কে দিল্লীতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিয়াছে। জমিয়ত উলেমা হিন্দের কার্য্য-করী সমিতির দুইজন বিশিষ্ট সদস্য গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মুসলিম রাজনীতির ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরও জানা গেল যে, জমিয়ত উলেমা হিন্দের মুফতী কিফায়েতুল্লা মৌলানা আহম্মদ সৈয়দ ও অন্যান্য নেতারা পণ্ডিত জওহরলালের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। এই সময় কি ধরণের আলোচনা হইয়াছে, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু যতটা বুঝা যায় পণ্ডিত জওহরলাল মুসলিম জনসাধারণকে কংগ্রেসে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সরল ভাবে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, জমিয়ত উলেমা হিন্দের নেতাগণ তাহাতে খুসীই হইয়াছেন। সরিয়ত আইন ও মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষা সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি পরিষ্কারভাবে বিবৃত করিবার জন্য জমিয়তের নেতা অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২ ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। শ্রীগৌর [illegible] ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬ গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭ যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। আর্য্যপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। নাটক-লক্ষণদর্শমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাঃশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরেটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনরায়েটেড ভিশোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া তপোবনাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় বার্ষিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতধারায় আমাদের একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে এক [illegible] এই বিরাট্, আকর ও আয়তনের গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বীয় মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] ভূমিকাবলী (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও পরিভাষা (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান— মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ   ৪ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩০শে মার্চ ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৮৩শ সংখ্যা

গৌড়ীয়াচার্য্য-পাদপদ্মাশ্রয়

— ::(*)::— —

আমাদের পরম আনন্দের বিষয় গত ২৬শে মার্চ্চ শ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের দশমাধস্তনাধস্তনবর আচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ দিবসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আলোয়ার ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণের সৌভাগ্য বরণপূর্ব্বক শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভক্তবর ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরমারাধ্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবায় এই মহাত্মার আন্তরিক অনুরাগ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

উপনয়ন-সংস্কারগ্রহণ

গত ২৬শে মার্চ্চ (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় (শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী) মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর নিকট শ্রীগৌরমন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের বিরচিত সাত্বত-স্মৃতিরাজ সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিধানমতে মন্ত্রোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর পৌরোহিত্যে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-পাদপদ্মে শ্রীগৌর-আবির্ভাব দিবস হইতে প্রত্যহ বহু ভাগ্যবন্ত সজ্জন শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা লাভের সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সকলকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হইবার কথা পুনঃপুনঃ বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবার কথা উপদেশ করিতেছেন।

— —

লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের প্রচার

লণ্ডন ১৪।৩।।

'গৌড়ীয়' সম্পাদক-সঙ্ঘপতি লণ্ডনগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ (বিশনার: দিগ্‌দর্শনী) মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৬শে মার্চ্চ (১৯৩৭) শুক্রবার অপরাহ্ণে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে 'Who am I'? (আমি কে?) সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ওইদিন অপরাহ্ণে শ্রীমঠের একটি বিশেষ অধিবেশনে "Life and Teachings of Sree Krishna Chaitanya" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কিছু কিছু মহাপ্রসাদও বিতরণ করা হয়।

গোস্বামিপ্রভু আগামী ২৬শে এপ্রিল ১৯৩৭ অপরাহ্ণে লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে লণ্ডনগৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মাননীয় লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'Devotion to God' (ভগবৎ-সেবা) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গোস্বামিপ্রভুর সকল বক্তৃতাই লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য সূচনা করিতেছে।

ভক্তিশাস্ত্রী (প্রবেশিকা)

পরীক্ষার প্রশ্ন

গৌরাব্দ ৪৫০ পূর্ত্তি

গৌরপূর্ণিমা দিবস

সময়—৪ঘণ্টা।

১। বৈষ্ণব কয়প্রকার? তাঁহাদের অধিকার ও কৃত্য কি কি?

২। আচার্য্য স্বীকারের আবশ্যকতা আছে কি? স্বীকার করিলে কি হয়? না স্বীকার করিলেই বা কি হয়?

৩। অর্চ্চন কাহাকে বলে? এবং কি প্রকারে সাধিত হয়? শ্রীমূর্ত্তি কত প্রকার? শ্রীবিগ্রহ ও পটচিত্রের দর্শনে ভেদ আছে? না অভেদ বলেন?

৪। উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন

৫। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন—(ক) আচার্য্য, (খ) দৈববর্ণাশ্রম, (গ) ক্ষর, (ঘ) অক্ষর, (ঙ) প্রকৃতি, (চ) মনোধর্ম্ম, (ছ) চিদ্বিলাস, (জ) আরোহবাদ, (ঝ) অবরোহবাদ, (ঞ) অধোক্ষজ।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পার্থক্য লিখুন—(ক) ভক্তি ও জ্ঞান (খ) ভক্তি ও কর্ম্ম (গ) ব্রাহ্মণবৃত্তি ও বণিগবৃত্তি (ঘ) যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য (ঙ) কাম ও প্রেম

৭। নিম্নলিখিত পয়ারগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥
(খ) চিদ্বস্তু-হীন হৈলে নির্ব্বিশেষ হয়।
কালমায়াতুল্য সেই অপ্রাকৃত নয়॥
(গ) দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
(ঘ) সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস। ১০

৮। শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

সাম্প্রদায়িকতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বঞ্চিত জনগণ নিজ প্রকৃত হিতের প্রতি উদাসীন হইয়া উদারতার ছলনাকারী মূর্খ জনের বঞ্চনাকেই ধর্ম্ম বা কৃপা মনে করে বলিয়া তাহাদের মঙ্গলসিদ্ধির সম্ভাবনা কোন কালেও নাই। পদ্মপুরাণ "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" অর্থাৎ সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই ফলপ্রদ হয় না, একথা জানাইয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। শ্রী ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক এই চারি সম্প্রদায়ই শুদ্ধ সৎসম্প্রদায়—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। উদার মহাশয় এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া সদসৎ বিচার-পূর্ব্বক বাস্তবসত্যগ্রহণে উৎসুক হইলেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

———

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ঘুচান সংসার।

"আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না, কৃষ্ণ যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্যবস্থা করেন, উচ্ছিষ্টভোজী আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা

এবৎসর আমরা গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য সদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর[illegible] ভূষণ প্রভুর আনুগত্যে নির্বিঘ্নে পরিক্রমা করিয়া শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সহস্র সহস্র পরিক্রমা-যাত্রীর সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের [illegible] শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী [illegible] উৎসাহক পণ্ডিত [illegible] বিনোদবিহারী [illegible] পরিক্রমা পরিচালনা ও পরিক্রমার যাবতীয় কার্য্যাদি [illegible] পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] কোন যাত্রীরই কোন অসুবিধা হয় নাই। [illegible] শ্রবণের সুযোগ [illegible] বরণ করিবার [illegible] মহানন্দে [illegible] মনে করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর আন্তরিক সেবা-চেষ্টা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে [illegible]। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও [illegible] সকল [illegible] সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] সুযোগ [illegible] নিকট [illegible]।

[illegible] আধ্যাত্মিক [illegible] উদ্বোধনে ও [illegible]

যাবতীয় কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা যেন তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উত্তরোত্তর আগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারি তজ্জন্য প্রভুচরণে কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি।

পরিক্রমার পর হইতে প্রত্যহই শ্রীধামে সর্ব্বক্ষণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নিরন্তর হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু অসুস্থ থাকিলেও তাঁহার হরিকথা-কীর্ত্তনে বিরাম নাই। তিনি প্রায় সকল সময়েই [illegible] সজ্জনগণের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা বজ্রনির্ঘোষে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা [illegible] সুযোগ পাইয়া শ্রোতৃবৃন্দ [illegible] এইরূপ অনর্গল হরিকথা শ্রবণের এরূপ সুযোগ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এই প্রথমই ঘটিয়াছে। যে যত বড় বা ছোট হউন না কেন, তাঁহার অলৌকিক চরিত্র, অসাধারণ প্রতিভা, ভক্তি-সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা এবং হরিকথা-কীর্ত্তনে অনন্যবুদ্ধি চেষ্টা এবং তাঁহার ভক্তজনানন্দ-বর্দ্ধক সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেহই তাঁহার [illegible] মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে [illegible]। শুধু আমি কেন, এসকল বিষয় দেখিবার সৌভাগ্য অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সভাপতি আচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকে পাইয়া নিষ্কপট প্রভু-সেবকগণের আনন্দের সীমা নাই। [illegible] তাঁহার [illegible] কথা [illegible] কেশ স্পর্শ করিবার শক্তি কাহারও নাই। কৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার [illegible] রক্ষা করিতেছেন। [illegible] তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে [illegible] গৌড়ীয়াচার্য্যের আনুগত্যে [illegible] প্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। তাঁহাদের রক্ষক, পালক — একমাত্র [illegible] শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু। [illegible] তাঁহারা নিশ্চিন্ত [illegible] দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁহারা গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের [illegible] তাঁহাদের নিকট [illegible]। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনধন—যাঁহাকে [illegible] অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য প্রভুপাদ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই গুরু-কৃষ্ণ-[illegible] বিতরণকারী, সহজ আচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীচরণে আমরা যেন কেহ অপরাধ না করি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার ও তদীয়জনগণের শ্রীচরণ-সেবার সৌভাগ্যপ্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ধর্ম্মের খসড়া

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

সেদিন একজন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনারা গোঁড়া সম্প্রদায়, গোঁড়ামী বাদ দিয়ে উদার হ'য়ে পড়ুন, সকল সম্প্রদায় মিলে আপোষ মীমাংসা ক'রে একটা ধর্ম্মের খসড়া তৈয়ারী করুন এবং সেই ধর্ম্ম জগতে প্রচার করুন।" মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব চমৎকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। তিনি প্রাগুক্তি দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তির একটা দিগ্দর্শন করিয়াছেন মাত্র। বিশ্বের বাজারে বা আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা তিনি তাঁহার উক্ত গভীর চিন্তাপ্রসূত উপদেশেই জানাইয়া দিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া গবেষণার ফলে তিনি যে নূতন ধর্ম্মের (?) সৃষ্টিকল্পে খসড়া তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যে মনগড়া একটি ভগবান খাড়া করিয়া তদ্দ্বারা কলে কৌশলে সেবার দোহাই দিয়া স্বক্লিপ্ত প্রবৃত্তি সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা বোধ হয় পারমার্থিক জগতের অতি শিশুও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মহাশয়ের মনঃকল্পিত এই ধর্ম্মের খসড়াকে ইন্দ্রিয়তর্পণের খসড়া বলিলে যেন নামটী আরও সুন্দর হয় বলিয়া মনে হয়।

তিনি দয়া করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই গোঁড়ামী বাদ দিতে উপদেশ করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত সত্য যে, যে ধর্ম্মের মধ্যে গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইয়াছে, তাহাকে বাস্তব-ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম বা সকল জীবের নিত্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি যে স্ব-সুখান্ধ বা স্ব-সুখপরা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাবিবর্জ্জিতা কৃষ্ণসুখময়ী বাস্তব সত্যকথার প্রচারকে গোঁড়ামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার সরলতা বা বুদ্ধিহীনতারূপ ভক্তি-মুখতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কখনও এরূপ ভক্তিবিরোধী ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথার প্রশ্রয় দেন না।

কোনও সময়ে এক ব্যক্তির দুগ্ধ পান করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি দরিদ্রতাবশতঃ বাল্যকাল হইতেই দুগ্ধ পান করিবার কোনও সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। তবে সে লোকমুখে শুনিয়াছিল যে, দুগ্ধ খাইতে অতিশয় সুস্বাদু, দেখিতে সাদা ও জলের মত পাতলা। ঘটনাক্রমে একদিন কোন ফেরীওয়ালা চুণগোলা জল লইয়া 'চাই দুধ, চাই দুধ' বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। তখন ঐ ব্যক্তি দুগ্ধপানের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধ পয়সায় চুণগোলা জল ক্রয় করিয়া পান করিতে লাগিল; কিন্তু একটু পান করিবামাত্রই মুখ পুড়িয়া গেল এবং ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। অজ্ঞানতাবশতঃ পরের মুখে ঝাল খাওয়া কপটের কথায় অন্ধবিশ্বাস করিতে গিয়াই তাহার এই দশা ঘটিল। দুগ্ধাস্বাদ সম্বন্ধে তাহার এই বিকৃত ধারণা মস্তিষ্কে স্থান পাইল। তাই সে সেইদিন হইতে "আর দুগ্ধ পান ক'রব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তাহার পর হইতে কোন ব্যক্তি তাহার নিকটে খাঁটি দুগ্ধ আনিলেও "সেই দুধ, সেই দুধ" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিত এবং মাঝে মাঝে বলিত—"দুগ্ধ আমার পক্ষে সহ্য হইবে না, উহা বড়লোকেরা সহ্য করিতে পারেন।"

এস্থলে চুণগোলা-পানকারীর দুগ্ধ সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। চুণগোলা পান করিয়া সে মনে করিতেছে যে, সে খাঁটী দুগ্ধই পান করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সত্যই দুগ্ধ পান করিয়াছেন, তাঁহারা কি উক্ত ব্যক্তির বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন? এতৎপ্রসঙ্গে আমাদেরও উপরি উক্ত মহাশয়ের প্রাগুক্ত গবেষণাপূর্ণ উপদেশগুলি মনে পড়িতেছে। জগতে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত বুজরুকী ও দলাদলি চলিতেছে—ইন্দ্রিয়তর্পণের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যদি আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সব বুঝিয়া ফেলি,—শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম বা সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ সত্য উদারতাময় বৈষ্ণবধর্ম্মকে গোঁড়া বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দেই তাহা হইলে আমাদেরও অবস্থা যে, "সেই দুধ সেই দুধ" এর অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বহুকাল হইতে যে সমস্ত ঝাপসা আমাদের চোখে পড়িয়া গিয়াছে তাহা দিব্যচক্ষুপ্রদাতা ভব-ব্যাধি চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে না আসিলে কাটিবে না, আমরা সত্যজগতের কোন কিছুই বুঝিতে পারিব না। সেই ঝাপসা চক্ষুদ্বারা খাঁটী বস্তুকেও বিকৃতভাবে দর্শন করিয়া আত্মবঞ্চিতই হইব, বিষ্ঠাকেও চন্দনের ন্যায় মনে করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দুর্গন্ধে মাখিয়া যাইব বা জনমতের নিকট বাহবা পাইবার জন্য সবগুলিকে আঁকড়াইয়া একই থলিতে পুরিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু যিনি যতই

উঠিয়া পড়িয়া লাগুন না কেন, কোনদিনই নিখুঁত সত্যের সহিত মিথ্যার, আলোকের সহিত অন্ধকারের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। সত্য অনন্তকাল সত্যই থাকিবে, তাহাতে কোন দিন ভেজাল প্রবেশ করিতেই পারে না।

গোঁড়ামী আসে কোথা হইতে? যেখানে রহিয়াছে স্ব রচিত মতের প্রাধান্য-বিস্তার, 'ভাম-বড়'-ভাবের উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা, সেইখানেই গোঁড়ামী হৃদয়কে আক্রমণ করে। কিন্তু যেখানে আছে পূর্ণতম উদারতার পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহ, পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহের স্বয়ংপ্রকাশ মহৌদার্য্যময় লীলা-বিগ্রহ, মহৌদার্য্যময়লীলাবিগ্রহের অতি প্রিয়জন মহামহাবদান্যবরের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীচৈতন্যবাণী, সেখানে জাগতিক সঙ্কীর্ণতা ত' দূরের কথা, প্রাপঞ্চিক নৈতিক উদারতাও তুচ্ছতম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যেখানে গুণশ্রেষ্ঠ সত্ত্বও প্রবেশাধিকার না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেখানে কি গোঁড়ামী থাকিতে পারে? যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে সে জগতের কেবল অস্ফুট চিদালোকমাত্রও দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় মাদৃশ বদ্ধজীবের মত সংকীর্ণ ও পিচ্ছিল নহে; তাঁহারা জড়কামতরঙ্গে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে এদিক্ ওদিক্ বিক্ষিপ্ত হন না। স্ব সুখবাঞ্ছায় তাঁহারা জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে গ্রহণ-পিপাসু হন না। তাঁহারা যে কি বস্তু, কত বড় উদার, কত বড় মহান্, তাহা অতি ক্ষুদ্র জড়াপাঙ্কশীল-মানী উপাধিধারীর অথবা হরিবিমুখতারূপ চরম মূর্খতা লইয়া মানবমনীষার দ্বারা বুঝিতে যাওয়া বা মামলা-মোকদ্দমার খসড়ার ন্যায় সকলে মিলিয়া মাথা ঘামাইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়মূলে ধর্ম্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করতঃ তাহা দ্বারা ভগবানকে চিনিয়া লওয়ার প্রচেষ্টা বা তাঁহাকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করা কি দারুণ শিশুর প্রলাপোক্তি নহে? এই সমস্ত যুগ বা মনের উদ্গারের অতি তুচ্ছত্ব ও হেয়ত্ব 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া প্রকাশ' প্রভৃতি বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহসমূহ বহুবার বিস্তৃতভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য অধিক-দূর অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে ধর্ম্ম কি এবং সেই ধর্ম্মপথে বা ভগবৎসেবাপথে কিরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায়, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভগবান্ এক—অদ্বিতীয়, তজ্জন্য ধর্ম্মও এক—অদ্বিতীয়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই বাণীর পূর্ণসার্থকতা এখানে রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র'—এই শ্লোকে ভাগবতধর্ম্মই যে সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম, তাহা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ভাগবতধর্ম্ম কতকগুলি লোকবিশেষের মস্তিষ্ক হইতে স্ব-স্ব-রুচির হিসাবমত খসড়া আকারে সৃষ্টি হয় নাই। ইহা স্বয়ং ভগবান্ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্ম ও পরমাত্মা যাঁহার অধীন, যিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়া চিজ্জগতে স্বীয় অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজমান, যিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দপুরুষ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, আবার যিনি সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী-শক্তির সঙ্গসুখে সর্ব্বদা প্রমত্ত, তাঁহার সেই জগদাকর্ষী অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি জগজ্জীবের দুঃখ-বিনাশার্থ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আম্নায়-ধারায় অদ্যাবধি শুদ্ধভক্তের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই ধারা খণ্ডকালাবদ্ধ বা প্রতিহত হইবার নহে, ইহা অনন্তকাল ধরিয়া সেবাস্নিগ্ধ ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়খাতে নিত্য প্রবাহিত আছে ও থাকিবে। এই ধ্বনি বা বাণী ইহজগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শব্দবিশেষ নহেন। এই বাণী রূপবান। বাণী ও শ্রীমূর্ত্তি পরস্পর অভিন্ন। সেবোন্মুখ কর্ণে যখনই এই বাণী গ্রহণ করিতে করিতে জীবের চেতনোদ্গম—শুদ্ধ হৃদয়ে সেবার প্রাকট্য এবং এই স্বরূপোপলব্ধি বা সেবাব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে সেব্যের উদয় পরিলক্ষিত হয়। তখনই অনন্ত সেবার প্রস্রবণ—মুক্তভূমিকায় নব নব সেবাচমৎকারিতার উন্মুক্ত অনন্ত ভাণ্ডার আমাদিগকে নানাভাবে আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে।

এই বাণী—এই মূর্ত্তি—এই ভাণ্ডার যে ধর্ম্মে রহিয়াছে, তাহা কি মনোধর্ম্ম ও দেহ-ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি? না; মনোধর্ম্মের খামখেয়ালী উচ্ছ্বাসের গোঁড়ামী বা সাম্প্রদায়িকতারূপ সংকীর্ণতা বা হেয়তা এই সম্বন্ধজ্ঞানপথে স্থান পায় নাই। এই চেতন-ধর্ম্মে যে আসক্তি—দৃঢ়নিষ্ঠা বা একান্তিকতা দেখা যায় তাহা দেব, দৈত্য ও নরাদির স্বর্গভোগের জন্য নহে মায়ার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিয়া শ্যাম ও কুল দুই বাঁচাইয়া ভগবানকে মনগড়া ডাকার মত নহে। এই সৎসাম্প্রদায়িকতা বা একান্তিকতা যা কিছু সবই উদারভাব পূর্ণতম বিগ্রহ মূলপুরুষকে লইয়া—মূলবিষয়কে কেন্দ্র করিয়া, গোপবপুবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়জনের সহিত প্রীতি বা বন্ধুত্ব রাখিয়া। ইহা গোঁড়ামি নহে, পরন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা ভগবদনুরাগেরই পরাকাষ্ঠা এবং জীবের প্রতি অসীম কৃপা—জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণের অবাধ ও অদ্বিতীয় পন্থা। ইহার যে কি ভাব, কি ভাষা তাহার কিঞ্চিৎ আভাসেই দেখিতে পাই—

"তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে হয় ও দুটি চরণ
সদা লয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
(যেন) পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥"

জগৎ-পঙ্ক ছাড়িয়া জগদীশ-পঙ্কাবলম্বন বা প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনই ইহার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য। এই একান্তিকতা বা বাস্তববস্তুরক্তি প্রাণহীন—সেবাবিহীন জীবন লইয়া এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। সর্ব্বজীবপ্রাণ শুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত এ জীবনের অন্ধকপর্দ্দকও মূল্য নাই; জগতে তাঁহার কোথাও স্থান নাই, কোনও রূপ নাই, কোনও গর্ব্ব নাই, এককথায় তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার চালচলন, আহার নিদ্রা, শয়ন, স্বপন, রূপ, গুণ, সুর, তাল, লয়, মান যা কিছু সবই সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানকেই লক্ষ্য করিয়া—স্বসুখের লেশমাত্রও সেখানে নাই। ইহা ভগবৎসুখসাধক বলিয়া সকলেরই পরম মঙ্গলপ্রদ।

তারপর সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সম্প্রদায়ের যিনি সভাপতি, যাঁহারা পরিচালক বা সভ্য সেই রূপানুগগণের বিষয় সঙ্কল্পবিকল্পবশবর্ত্তী মনদ্বারা চিন্তা করিতে গেলে বা বিদ্যা, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার দেখিতে গেলে লাঞ্ছিত হইতে হয়। "বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি"—ইহাই তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে। এই সসীম জগতের কোন চিন্তাধারাই সেই অসীম জগতের কোন কিছুই আদৌ বুঝিতে পারে না। অধিক চিন্তা করিতে গিয়া বহুরূপে বিকৃত অথবা অবশেষে নির্ব্বিশেষ ধারণার কোঠে পৌঁছিতে হয়। রুক্মপেষ্ঠ মহাজনগণের পালন পালন চিদবস্তু বা চেতনময়ী শ্রৌতবাণীই এই সাত্বত সম্প্রদায় বা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়। এই বিশালতম সম্প্রদায়কে সঙ্কীর্ণচেতা গোঁড়া বলিলে বা হিংসা-অহিংসাপ্রমত্ত সাম্প্রদায়িক বলিলে তাঁহাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না; পরন্তু নিজেরই অজ্ঞতা বা দুর্ভাগ্যের পরিচয় দেওয়া হইবে। এই সৎ-সম্প্রদায়ের যিনি সভাপতি, তিনি মর্ত্ত্য নহেন, জাগতিক বিচারের সভাপতি নহেন, তিনি বিভুচিৎ—সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি একমাত্র সেব্যবস্তু বলিয়া সকলেই তাঁহার সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে তিনি ভগবৎ-সেবায় আত্মাহুতি-প্রদানরূপ একটী পথের কথাই স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন; তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া চলিতে বলেন নাই, তাঁহার আদেশেই সমস্ত চলিতেছে এবং নিত্যকাল চলিবে। ভগবানই এই সম্প্রদায়ের সভাপতি—সংরক্ষক বা চালক; ইহাই নিত্য, পদবাকী সবই দুদিনের—অনিত্য বা ধ্বংসশীল।

আমরা উপসংহারে জানাইতেছি যে, সুরাসুর এবং সৎ ও অসৎ কখনও এক হইতে পারে না। পদ্মপুরাণোক্ত "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ"—এই শ্লোকে জগতে দৈব আসুরভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা শুনা যায়। ভগবৎ-সুখবিধানকারী বিষ্ণুভক্তগণ দেব, এবং যাঁহারা বিষ্ণুবিরোধী—স্ব-সুখকামী তাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুরস্বভাব। ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রেমিক আর একজন কামী; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, সবসময় ভেদ সৃষ্টি যখন দ্বিবিধ তখন তাহার গ্রহণোপযোগী মত বা সম্প্রদায়ও দ্বিবিধ বা বিভিন্ন না হইয়া পারে না। তাই বলিয়া গোঁড়ামী করিয়া অসতের সহিত সতের সামঞ্জস্য করিতে হইবে না।

সৎ ও অসৎ কখনই এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে না। যেখানে সত্য সত্যের সীমা, অধর্ম্মের সহিত উজ্জ্বল একতা, অগ্নি-শীতল প্রীতি বা আস্তিকের সহিত নাস্তিকের তুলনা যেরূপ অসম্ভব, সৎ সম্প্রদায়ের সহিত অসৎসম্প্রদায়ের সমন্বয় বা তাহাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার কল্পনাও সেইরূপ অলীক। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ "ত্যজেৎ দুঃসঙ্গ মুমুক্ষু সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে বহুবহুল বা বহুমতবাদরূপ অসৎসঙ্গ বা অসৎসম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিয়া সৎসম্প্রদায়ের বা আত্মসম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং শ্রৌতপন্থী বা একায়নপন্থী হইয়া গৌরবান্বিত হন।

উদারতার নামে অনুদারতার বশবর্ত্তী হইয়া উপর্য্যুক্ত মহাশয়ের ন্যায় কলেশ-দর্শিতা বশতঃ স্ব স্বার্থহানির আশঙ্কায় এই নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিকগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব নিষ্মৎসর ধর্ম্মের কথা বা তাঁহাদের অনুবাদ-রূপ চেতনবিকাশের মর্ম্ম যাঁহারা বুঝিতে পারেন না সেইসকল সুকৃতিহীন অর্বাচীন ব্যক্তিগণের সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার নাই। ভগবানের সেবাচাতুরী ও ও সৎপ্রাপ্তোপাদেয়ের উপলব্ধি এবং নিজের মঙ্গল-জ্ঞান যাহাদের নাই, শুদ্ধ সাধুর শ্রীচরণরেণু সৌভাগ্য যাঁহারা পান হারাইয়া আয় ... হইয়া আপনাকে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ, একক ... মনোধর্ম্মী ... উদার ... মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী ... প্রভৃতি বলিয়া অক্রূরের ধৃষ্টতা দেখাইয়া নিজ মঙ্গলের পথে কণ্টক আরোপ করেন।

সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশ ... শ্রদ্ধা যাহাদের হৃদয়ে উদয় হয় নাই, সৎ ...

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

[illegible] , [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible]

(২) শ্রী[illegible]মঠ

১৩০ [illegible] [illegible] স্ট্রীট, [illegible]

কলিকাতা

শ্রীমঠ [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ [illegible] শ্রীমন্দির

এই স্থানে [illegible] শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ [illegible] [illegible] রক্ষক- [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক --শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর। [illegible] [illegible] সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible]

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

ঠাকুরের [illegible] শ্রী[illegible] ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক -- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রী[illegible]-মঠ

চাঁপাহাটী, [illegible] [illegible] (বর্দ্ধমান) [illegible] শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১১) সারস্বত [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible] [illegible], বর্দ্ধমান। রক্ষক — [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible], (বর্দ্ধমান)। [illegible] [illegible] অধিকারী।

১৩ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪ [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী[illegible] [illegible]

১৫। স্বরূপনিকেতন গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক---শ্রীঅদ্বৈত ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

(পোঃ [illegible], নদীয়া)

রক্ষক --শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু

(১৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক-- শ্রী[illegible] [illegible]

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible] পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক - শ্রী[illegible] মুখার্জী।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাসন গৌড়ীয়মঠ

২০ নং নবাবপুর রোড; পোঃ ঢাকা। [illegible] কেন্দ্র। রক্ষক —মহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা

রক্ষক- শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউ মঠ

[illegible] (ঢাকা)

গোপালদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)।

এখানে [illegible] গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible]

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌ এ, বি এল্‌।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক --মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

(২৯) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], [illegible]পুর, চট্ট, পি,

রক্ষক---শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।

রক্ষক---শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগা রোড, গয়া।

রক্ষক - শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ • শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) [illegible] মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক --শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা [illegible] মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)। রক্ষক-- শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন [illegible]

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক —শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব [illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রী[illegible]চৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীআলোয়ারনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর [illegible]জীউর নিত্যসেবা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তি কুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক -মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক - শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর।

রক্ষক --শ্রী[illegible] ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পো অমর্ষি, মেদিনীপুর।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক - শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩২৭ নং স্প্যার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি---"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৬।০
মুগী চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
দাগরা নূতন	৬॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্কারেক কোয়ালিটি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲—১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

মিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
গিনি	২২।৶১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৴০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫।০—৫।৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫।৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪
গোলাপ্ট	১॥৶০ - ১৸০
ভূষি	১৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

আগরা	৫৬৲
বাঘনীতা	৫৫৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিয়াব	৩৯০।
গায়ত্রী	৪৬
কানুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আডেন দোবার ফাইন	৫৪৲
লিটল আডেন ওরকস	৪০৲
করাচি মুরলিদ ফাইন	৪৩৲
হামার্গ গোঁথা	৫০/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
ছাটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৶০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৴১০—॥৶০

বাজার খেকা কাটা তার (বা গুল) ৮॥০

প্লেট ক টিং বা ডিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ ৭৸৴০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটি, গোলাটু গরাদে ৫॥০—৫॥৶০

গোল রড বি টন ফাস ও কর্ণ কটের

দর ৫॥০—৭।৶০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টিকলের হাসমণ ৪৸০, গাটের হাসমণ ৬॥০

ভুলার হাসমণ ৩০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ অপরাঁ ঘাট লোগপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴৩ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৮৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

কাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

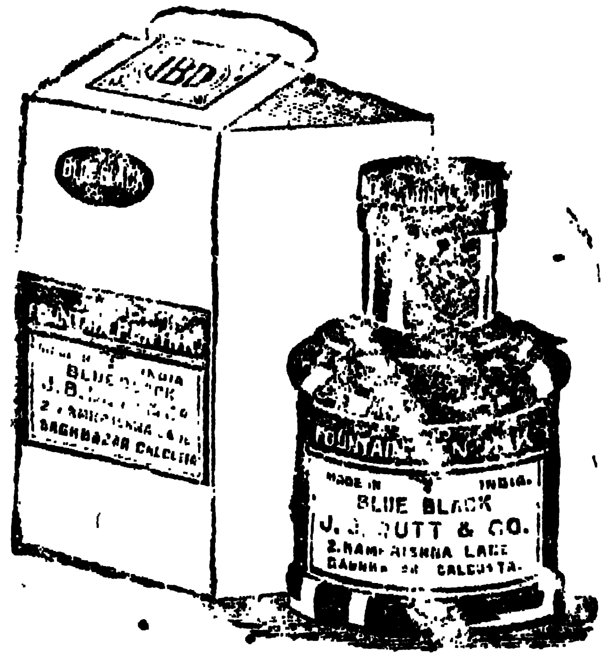

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

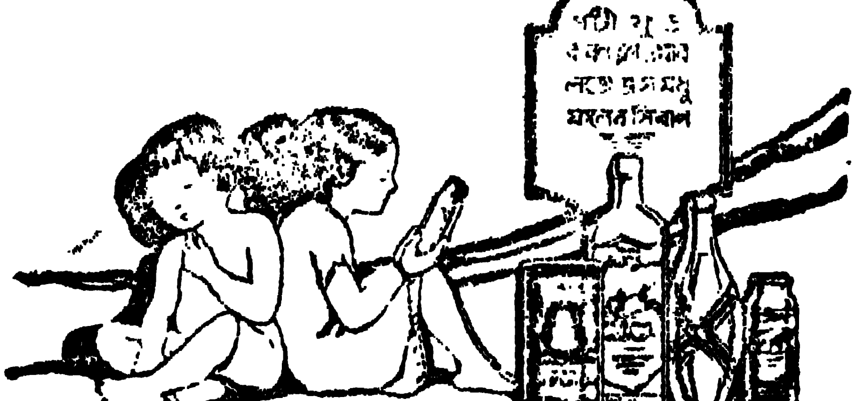

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহুপ্রকার বিভিন্ন বার্লি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible], কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C 1544

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র সমল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই চৈত্র, ১৩৪৩, ৩১শে মার্চ, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ২৭

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্যযুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ?দিন কাগজে উত্তম ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর আবেদন করুন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা [illegible]।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর

বিবিধ সংবাদ

— :০: —

কটক মিউনিসিপ্যালিটী

উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হস্তে কটক মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন:—

তৎকালীন বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৩ সালের মধ্য ডিসেম্বর হইতে ৩ বৎসরের জন্য কটক মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার সরকারের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে উক্ত গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ১৯৩৬ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেন। নানা কারণবশতঃ ১৯৩৬ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে মিউনিসিপ্যালিটি বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যর্পণ করা সম্ভবপর হয় নাই। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং স্থানীয় অফিসারগণের রিপোর্ট ও উড়িষ্যা এডভাইসরী কাউন্সিলের অভিমত অনুযায়ী উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ১৯৩৭ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি নিজেদের হস্তে রাখা স্থির করেন। এই সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর মিউনিসিপ্যালিটির ভার বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, এই ব্যবস্থা সাময়িক, ইহা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের পর পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।

রেঙ্গুন ডাক বিভাগ

আগামী ১লা এপ্রিল ভারত হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ সময় হইতে ব্রহ্মের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে ব্রহ্মের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল বলা হইবে। বর্ত্তমান ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল লেঃ কর্ণেল কুন্টারকে ডেপুটী ডিরেক্টার জেনারেল করা হইবে এবং বর্ত্তমানের দুইজন এসিষ্টাণ্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের স্থলে তিনজন এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার জেনারেল নিযুক্ত হইবে ও নিম্নোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে ঐ পদে নিয়োগ করা হইবে—ইউ থেইন, এ-টি-এম, ইউ বেঙ্গ ও মিঃ জে সি উইলিয়ামস। ডিরেক্টর জেনারেলের অফিস কোথায় হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে সরকারী দপ্তরখানায় উহা বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিচ্ছেদের পর ব্রহ্মসরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ড হইতে সদ্য প্রত্যাগত মিঃ জে এইচ প্যাট্রিক আই-সি-এস এ বিভাগে সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। উ নুন নামক জনৈক বর্ম্মীকে এই বিভাগের আণ্ডারসেক্রেটারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার নয়া শাসন ব্যবস্থা

আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙ্গলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে পর বাঙ্গলা সরকারের স্থায়ী রাজপুরুষদের নিম্নলিখিতরূপ অদলবদল হইবে। বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান অস্থায়ী স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ জি পি হগ পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বতন চীফ সেক্রেটারীর পদে বহাল হইবেন এবং সাধারণতঃ হোম সেক্রেটারী আখ্যায় অভিহিত হইবেন। অস্থায়ী চীফ সেক্রেটারী মিঃ এইচ জে হাইলাম প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইবেন এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ জে ডাস বর্দ্ধমান বিভাগে বদলী হইবেন।

[illegible] বর্ত্তমানে গবর্ণর [illegible] সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইবে না। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ এল জি পিনেল সেই কাজ চালাইবেন।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে মিঃ টটেনহাম, শ্রীযুত কৈলাস বিহারী লালকে জানান যে, ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিভিন্ন প্রদেশসমূহ হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৯৫২, পাঞ্জাব ১১৪৮২, যুক্তপ্রদেশ (দিল্লী) ১,৯৬৭, রাজপুতনা ও মধ্যভারত ৭৯৪, বোম্বাই (সিন্ধুসমেত) ৮১৮ ও মাদ্রাজ ৫৫২, নেপাল হইতে ১,৮৫৯ জন গুর্খা সংগ্রহ করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই।

আদ্দিস আবাবার হত্যাকাণ্ড

সম্প্রতি আবিসিনিয়াতে আদ্দিস আবাবায় তিনদিন ব্যাপী যে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল তাহাতে আবিসিনিয়ার বৈদেশিক সচিব মিঃ হুরুয়ের এক পুত্র এবং আবিসিনিয়ার লণ্ডনস্থ রাজদূত ডাঃ মার্টিনের দুই পুত্র নিহত হইয়াছে বলিয়া রাজদূতাবাস হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীকে হত্যা করিবার চেষ্টার পরে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যুবক তিন জন বিলাতে পড়াশুনা করিয়াছে।

[illegible] ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

[illegible] এক ভীষণ আগুন লাগিয়াছিল। [illegible] ভস্মীভূত হইয়াছে এবং প্রায় ৫০০০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। আগুন নিভাইবার সময় দমকলের তিনজন লোক এবং গুজরাট বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্র আহত হয়। ঘটনার প্রকাশ, যখন আগুন লাগে তখন উক্ত বিদ্যাপীঠের কয়েকজন ছাত্র জনৈক ব্যক্তির বাড়ীর আগুন নিভাইতে যায়। সেই সময় একটি ছাদ আগুনে পুড়িয়া আহত হয়। অতঃপর দমকল আসিয়া পড়ে এবং বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া তাহারা আগুন নিভাইতে সক্ষম হয়।

[illegible] গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৫টি গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। যদিও কয়েকজন অল্প দগ্ধ হইয়াছে, তথাপি দৈবক্রমে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

গত ১৯শে মার্চ ২০৭২০০৩ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ভারত হইতে ইউরোপে এ পর্য্যন্ত ২,২৮,১৭,৬৬,৫৪৭ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে।

টিউবারকিউলোসিস চিকিৎসার ব্যবস্থা

[illegible] টিউবারকিউলোসিস [illegible] মিউনিসিপ্যালিটি ২,৫০০ টাকা দিয়াছে।

লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে টিউবারকিউলোসিস রোগের চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি এই বিভাগের জন্য বার্ষিক ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible]ভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible], [illegible] ৪৲
[illegible]
২। [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬৲
[illegible]
১ম [illegible] ৩য় [illegible]
৪র্থ [illegible]
৬। [illegible]
১ম [illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
১১। [illegible] ২৲
[illegible] বাঁধা) [illegible]
১৩। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
১৪। [illegible] ([illegible] সংস্করণ)
১৫। [illegible] বিশুদ্ধ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। বৈষ্ণবপরিচয় ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি বাঁধা ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব
২১। গৌড়ীয় [illegible]
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত [illegible]
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব [illegible] ।০
২৭। মুক্তাচরিত্রকা [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত ([illegible]-সংস্করণ) ৷০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ ([illegible] সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম [illegible] ৷০
৩৪। ভক্তিতত্ত্ববিবেক ([illegible] পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণনামমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]
[illegible]। শ্রীগৌড়ীয়গুরু[illegible]কমাদর্শ ।০
[illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। [illegible]পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] ৴
৪৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৫। [illegible] ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। [illegible] ৵০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible]সারঃ ॥০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। [illegible] অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজী ॥০
৭২। [illegible] ৷০
৭৩। [illegible] য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রী[illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] য্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
[illegible] ৴১০
৮৩। [illegible] ৴০
৮৪। [illegible] ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ২৲

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible]আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসীর জন্য এবং [illegible] জীবনচরিত-গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম একটি বিরাট, প্রামাণিক ও আকর্ষণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বাইশটি চিত্র-সম্বলিত। [illegible] পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে [illegible] বর্ণানুক্রমে সাজান পারিভাষিক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

[illegible]

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১০শ বর্ষ { ৫ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩১শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, বুধবার } ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদে ও মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণের যত্নাগ্রহে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

উৎসবের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া গত ২১শে মার্চ্চ রবিবার আচার্য্যত্রিক প্রভু কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। ত্রিদিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা অন্যত্র প্রচারে যাইবেন।

* * *

গত ২৮শে মার্চ্চ সোমবার মহামহো-পদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম গিরি মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার প্রভু কলিকাতা, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ঢাকায় শুভবিজয় করেন।

* * *

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীসুন্দর-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীঅঘর-গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] কাব্যপুরাণ ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ [illegible] শ্রীমঠবাসিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সেবাচেষ্টা গুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। [illegible] তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

পরিক্রমান্তে গত ২২শে মার্চ্চ সোমবার বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] সহ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। [illegible] হইতে তাঁহারা বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] [illegible] তীর্থ মহারাজ গত ২১শে মার্চ্চ [illegible] এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ [illegible] পর্ব্বত মহারাজ গত ২[illegible]শে মার্চ্চ [illegible] শ্রীধাম হইতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীধামে অবস্থানকালে গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ্চ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন। স্বামীজী গত ২৯শে মার্চ্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীধাম [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় একজন [illegible] [illegible] মঠটী একাল পর্য্যন্ত একটী ভাড়াবাড়ীতে ছিল। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল [illegible] আমাদের নিজেদের একটী [illegible] স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] যাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজীর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে সম্প্রতি তথায় মঠোপযোগী স্থান ও গৃহাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী ও শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী এই স্থান-সংগ্রহ ব্যাপারে অর্থানুকূল্য করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ যাচক মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্ত মনোভীষ্ট পূরণ সেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন।

—————

আচার-পদ্ধতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। আচার্য্য তাঁহার নিজ আচরণের কথা অপরগণের নিকট ব্যক্ত করেন না, আচার্য্য কখনও নিজেকে 'প্রভু' বলিয়া অভিমান করেন না। তিনি সর্ব্বদা নিজেকে কৃষ্ণসেবকের ভৃত্যানু-ভৃত্য বলিয়া অভিমান করেন।

১৫। প্রাকৃত চিন্তা অথবা প্রাকৃত বস্তু দ্বারা অপ্রাকৃতের সেবা কখনই হয় না, ইহা ভুলিয়া না যাওয়া।

২৬। সাধারণ বাস্তব [illegible] [illegible]-মাত্র আচার্য্যচরণের সংরক্ষিত।

২৭। [illegible] [illegible] সাধারণতঃ মঠে থাকিতে পারিবেন না।

যদি কোন [illegible] সেবা-কার্য্যের জন্য মঠে বাস করিবার অনুমতি পান, তাহা হইলেও তিনি মিশন হইতে [illegible] কোন কিছুর প্রত্যাশা করিবেন না।

২৯। আশ্রিত কোন ব্যক্তি নিয়মিত-ভাবে অন্য কোন পত্রিকা বা [illegible] পুষ্টির জন্য মঠে প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।

৩০। [illegible] বা অভ্যাগত সকল ভক্তগণের প্রতিই বাক্য ও আচরণে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

৩১। আচার্য্যের অনুগত ও তাঁহার বাণীর নিষ্কপট অনুগত যাঁহারা সকলেরই যথোচিত সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহারাই মঠসেবক। এই সেবা [illegible] মিশনের একমাত্র আদর্শ এবং সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক।

৩২। 'সকলের সেবা করা' বলিতে আবার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যকে বুঝাইতে হইবে না।

৩৩। ভক্তি নিরপেক্ষ বাক্য বা আচরণ দ্বারা কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করা প্রচারের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

৩৪। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-সদাচার পালন করিতে [illegible], [illegible] হরিনাম বা দীক্ষার জন্য [illegible] করা উচিত নহে।

৩৫। বালিশ জনসাধারণকে আচার্য্য-[illegible] [illegible] বাণী শ্রবণের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই মিশনের প্রচারকগণের প্রচারের উদ্দেশ্য।

—————

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না, প্রভু যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্ট রাখিয়া থাকেন, উচ্ছিষ্টভোজী আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।"

([illegible] প্রভুপাদ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ [illegible]

আমি কাহার অনুগত ?

——[illegible]——

আমি ত' সিদ্ধ নহি, আমি বদ্ধ: সুতরাং আমি যে অচিদ্‌বস্তুতে আবদ্ধ এবং আমার সিদ্ধি বা প্রাপ্যফল যে অনেক সুখদুঃখময় ইন্দ্রিয়তর্পণ তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। চেতনের সহিত চেতনের সম্বন্ধ বা প্রীতি আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু। পূর্ণচেতনের সহিত আমাদের প্রীতি, আসক্তি বা বিশ্বাস যাহার সংযুক্ত হইয়াছে, চেতনের বিলাস তাহার অভ্যুদিত হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহাতে আমাদের বিশ্বাস বা যাহা আমাদের প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া [illegible] আমরা সাধারণতঃ তাহারই অনুগত হইয়া [illegible]। বদ্ধজীব আমরা সকলে [illegible] কামনা-প্রতিষ্ঠালোলুপ বলিয়া [illegible] দিগকে এই বস্তুগুলি সরবরাহ করিতে পারেন আমরা তাঁহার অনুগত হইয়া [illegible]। স্বরূপজ্ঞানের অভাববশতঃ [illegible] উপলব্ধি না হওয়ায় আমরা [illegible] যাহা [illegible] করি এবং [illegible]বশতঃ [illegible] গণকেই আমাদের আপনজন ভাবিয়া তাঁহাদের আনুগত্যের ছলনায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে গিয়া অসুবিধায় পড়ি। হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ সকলেই [illegible] হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাদের অনুগত হইলে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া দাঁড়ায়। [illegible] আমরা চেতনের সংস্কৃতি হরিগুরুবৈষ্ণবে [illegible] হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মধর্মের [illegible] অনুমান করি কিন্তু মঙ্গলময় [illegible] এই স্বেচ্ছাচারিতা [illegible] আমাদের মঙ্গলেরই [illegible] করিয়া থাকেন। আমরা মঙ্গলময়গণের শুভেচ্ছা ও শুভানুষ্ঠান বুঝিয়া উঠিতে পারি না; তাই পদে পদে বিপদে পড়ি।

সকলই আনুগত্য এবং এই আনুগত্য চেতনের ধর্ম। অণুচেতন অধীন জীব কাহারও অনুগত না হইয়া থাকিতে পারে না। হয় সে হরিবিমুখজনের আনুগত্য করিবে, না হয় সে কলিজনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিবে। পূর্ণচেতন হরিগুরুর সঙ্গ বা আনুগত্যই অণুচেতন জীবের ধর্ম—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। যেখানে ইহার অপব্যবহার দেখা যায় সেখানে ধর্মের বিকৃতাবস্থা হইয়াছে জানিতে হইবে। চেতনের সহিত যেখানে প্রীতি সেইখানেই পরা শান্তি [illegible]। সুতরাং আনন্দের কাঙ্গাল, দুঃখী আমাদের সকলের পক্ষে আচার্য্যের আনুগত্যই যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। [illegible] সদ্গুরু [illegible] [illegible] আচার্য্যপাদপদ্মের [illegible] না করি [illegible] বাস্ত হইলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

যাহার রক্ষক ও পালক নাই তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে কে? সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিরন্তর ভগবৎসেবারত আচার্য্যের অনুগত। আমি যেন [illegible] পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আচার্য্যের অনুগত থাকিবার সৌভাগ্য পাই তজ্জন্য হরিগুরু-বৈষ্ণব-চরণে কৃপাপ্রার্থী।

আমি চাই স্বাধীনতা

(শ্রীকৃষ্ণনন্দন ব্রহ্মচারী)

কে না চায়? ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ভোগী ত্যাগী, মুক্তি-কামী সকলেই চায় স্বাধীনতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ জানে কয়জন? মানুষ 'স্বাধীনতা' বলিতে নিজের ইচ্ছাধীন আচরণকেই বুঝে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান-মুখে যথেচ্ছ বিচরণ করিব, ইহাকেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে। আমি স্বাধীন দেশে বাস করি বলিয়া আমি স্বাধীন একথাও অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়—আমি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন নহি। অন্য দেশের নৃপতির অধীন না হইলেও আমি ত' নিজদেশের রাজার অধীন। রাজার সমস্ত আদেশ পালন না করিয়া পারি না, ইচ্ছামত কোন কার্য্য বা নিরঙ্কুশভাবে জমি-ভোগ করিতে পারি না। সুতরাং যখন আমি অপরের অধীন তখন আমি স্বাধীন কিরূপে?

এ ত' গেল বাহিরের বিচার। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাই, [illegible] আমার এই স্বাধীনতার [illegible] বাহিরের বিচারে স্বাধীন বলিয়া মনে হইলেও আমি প্রকৃতপক্ষে পরাধীন। মনে করুন—আমি কোন দেশের স্বাধীন নৃপতি। আমার এক কটাক্ষে সহস্র সহস্র নরনারী বিনা আপত্তিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমি ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি, বা বিনা অপরাধে লোককে দণ্ড দিতে পারি। আমি ইচ্ছা করিলে রাজ্যে সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারি, বা দুঃখদারিদ্র্যে রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিতে পারি। আমার বাহুতে সহস্র লোকের বল,—ভাণ্ডারে অগণিত ধনরত্ন,—সৌন্দর্য্যে কামদেব মুগ্ধ,—বিদ্যায় সরস্বতীর ঐকান্তিক প্রিয়পাত্র—আমি কাহারও অধীন নই। আমিই প্রকৃত স্বাধীন কিন্তু জাগতিক বিচারে আমি স্বাধীন হইলেও পারমার্থিক বিচারে সম্পূর্ণ পরাধীন। কারণ প্রথমেই আমি মায়ার অধীন। হইয়া মায়ার দাস। কার নানা অভিলাষ।

মায়ার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ। পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ মায়াপাশে যেরূপে আমায় বন্ধন করিয়াছে, তাহাতে আমার ইচ্ছামত কার্য্য করা ত' দূরের কথা, স্থানান্তরিত হওয়াও দুঃসাধ্য। সে বন্ধন ছিন্ন করা আমার মত লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু মূর্খ আমি এ বন্ধনকে অসহ্য কষ্টদায়ক বলিয়া ত' মনে করিই না বরং বন্ধনমুক্ত হইতে চেষ্টা না করিয়া চিরবদ্ধ থাকিতেই ইচ্ছুক। আমার কাছে এ বন্ধন যেন কত সুখদায়ক—কত তৃপ্তিদায়ক। সকলে মিষ্টবাক্য এবং বাহ্যিক মমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ সুখসুবিধার অন্বেষণ করিতেছেন। জনকজননী বলেন,—'এতদিন তোমাকে প্রতিপালন করিলাম, এখন এই বৃদ্ধবয়সে আমাদের সেবা কর।' পুত্র কন্যা—'আমাদিগকে উত্তম খাদ্য, পোষাকাদি দাও, আমাদের সুখের ইন্ধন যোগাও।' আত্মীয়স্বজন বলেন,—'অভাবে আমাদিগকে যথাযথ সাহায্য কর।' এইরূপে প্রত্যেকে স্বার্থসুখ আমার দ্বারা আদায় করিয়া লইতে চাহে। কিন্তু ইহাতে আমি বিরক্ত বা অনিচ্ছা প্রকাশ করি না। আমি মনে করি,—ইহা যেন আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপথে বা অধর্ম্মপথে থাকিয়া যেভাবে পারি, তাহাদের সুখবিধান করিতে তৎপর হইতে হইবে। এই প্রকারে আমি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসার-কারাগারে পড়িয়া আছি।

দ্বিতীয়তঃ আমি ইন্দ্রিয়দাস। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা আমার প্রতি কর্তৃত্ব করিতেছে। চক্ষু চায় প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে, আর আমিও ছুটিয়া যাই সেই দিকে এবং তাহার আদেশে পতঙ্গের ন্যায় সৌন্দর্য্যাগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিতে। কর্ণের আদেশে গ্রাম্য-বাদ্য-রূপ ব্যাধশরে বিদ্ধ হইতেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতে করিতে মরণকেই বরণ করিয়া বসিয়া আছি। এক একটা প্রাণী এক একটা ইন্দ্রিয়ের প্রবলতায় মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়, আর আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছি; সুতরাং অবস্থাটা কিরূপ একবার সুধীমণ্ডলী কল্পনা করুন।

'স্বাধীন', 'স্বাধীন' বলিয়া বাহ্যিকভাবে আমি গর্ব্ব করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাকে স্বাধীন বলা যায় না।

"আমি ত' কামের দাস।
বিষয়বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস॥"

আমার যখন যে কামনা হয় তখন সেই কামনা পূর্ণ করিতে যত্নশীল হই। ইহার দাসত্ব করিতে আমি অনিচ্ছুকও নই। 'লোভ'ও আমার প্রতি প্রভুত্ব করিতেছে। তাহার আদেশ পালন করিতে করিতে আমি অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িয়াছি। এক মুহূর্ত্ত ঐ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। কিরূপে আমার সুখ-সুবিধা হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই আমার মন সর্ব্বদা ব্যস্ত। ইহার আদেশে চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি নানা অসৎকর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। রিপুগণের দাসত্ব করিতে গিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া সময় সময় আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হয়। কিন্তু কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি ইহার কোন প্রতিকারই করিতে পারি না।

বাক্যমনোবেগ, ক্রোধ জিহ্বাবেগ
উদর উপস্থবেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥

* * *

কাম-ক্রোধ ছয়জনে, লঞা ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।

ষড়্‌জনের দাসত্ব করিতে গিয়া আমার প্রাণান্ত হইতে বসিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এখন তাহাদের গোলাম হইয়াছি! এককথায় আমি তাহাদের ক্রীড়ার পুতুল। এমত অবস্থায় আমি রাজা হই বা প্রজা হই, কোটীশ্বর হই বা পথের ভিক্ষুক হই, অথবা তোমরা যাহা কিছুই হই না কেন, স্বাধীনদেশে বাস করিয়াও আমি পরাধীন। 'স্বাধীন' বলিয়া যিনি যতই অহঙ্কার করুন না কেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পরাধীন—মায়ার নফর—কামক্রোধাদির দাস। এ জগতে 'স্বাধীন' বলিয়া কেহ থাকিলে একমাত্র ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণই স্বাধীন। তাঁহারা স্বাধীনদেশে বা পরাধীনদেশে, যেখানেই বাস করুন না কেন, সর্ব্বত্রই তাঁহারা স্বাধীন। স্বাধীন— স্ব + অধীন।

'স্ব' অর্থ 'আমি'। কিন্তু 'আমি' বলিতে ভগবদ্দাস জীবকেই বুঝায়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" এক কথায় যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যদাস বা

তাঁহারাই স্বাধীন। অনেকে হয়তো মনে ক'রতে পারেন—'যাঁহারা দাস তাঁহারা কিরূপে স্বাধীন?' কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়—কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণবগণই প্রকৃত স্বাধীন। তাঁহাদের নিকট বহিরঙ্গাশক্তি মায়াও আসিতে পারে না, ইন্দ্রিয়রিপুগণের কা কথা। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ—"কৈবল্যং নরকায়তে……দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে……" শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, গৌরসুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত গৌর-ভক্তগণের নিকট কৈবল্য বা নশ্বর সাযুজ্য নরকতুল্য, স্বর্গ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত এবং পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময় ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় হয়।

এইখানেই পরমানন্দের উৎস দেখা যায়। সুখপ্রাপ্তির জন্যই আমাদের স্বাধীনতার সন্ধান বা অন্য যা কিছু। কিন্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ অসম্ভব। ভগবদ্দাস্যতাই এই স্বাধীনতার স্বরূপ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া প্রকৃত স্বাধীন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হ'লেই সব অসুবিধা কাটিয়া যায়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই রিপুগুলিকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—

'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অনর্থযুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাস্যরূপ নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারেন, তখনই তিনি ভগবদ্দাস্যরূপ নিত্যধর্ম্মে নিত্যাসক্ত হ'য়ে আত্মমুক্তগণের প্রেমধর্ম্ম লাভ করেন। ইহাই চরম স্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত বন্ধন জাগতিক নশ্বর মায়িক রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত স্বাধীনতার বন্ধন অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণের যন্ত্রমুক্তিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের দাস্য নয়; স্বরাট্ পুরুষের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা—পূর্ণতম শ্রেয়তা ছেদন। এই বন্ধন পরমমুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা করেন। মনোধর্ম্মচালিত ব্যক্তি মনোধর্ম্ম দ্বারা মুক্তি পাবার নানাদিক্ অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, কতই না চেষ্টা চরিত্র করেন,—মুক্ত হ'বার জন্য; কেউ মনে করেন, এ জগতের ক্ষুদ্র সুখ লাভ হ'লেই স্বাধীনতা পাব, কেউ মনে করেন এ জগতে কিছুকাল স্বায়ত্তশাসন লাভ করলেই স্বাধীনতা লাভ হ'বে, কেউ মনে করে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে স্বাধীনতা হ'বে—এরূপ নানা দিক্ দিয়ে জড়িত হ'বার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে করতে লোক যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—অন্যত্র কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝতে পারে, তখন সকল প্রাণের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরমসীমা বুঝতে পারে।"

বৈষ্ণবগণ এ জগতের কাহারও অধীন নন। একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়াই তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীন। স্বাভাবিক প্রীতিবশতঃই স্বেচ্ছায় ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেবা বা আনন্দবিধান না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন কৃত্য নাই।

বৈষ্ণবগণই প্রকৃত প্রেমিক। কিন্তু আজকাল জগতে নানাপ্রকার প্রেমিকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। দেশ-প্রেমিক, মাতৃপিতৃ-প্রেমিক, দাম্পত্য-প্রেমিক প্রভৃতি কত প্রেমিকের কথা যে শুনা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই! কিন্তু এসকলের মূলে আত্মসুখ। এই আত্ম-সুখের নাম 'প্রেম' নয়—তাহা কাম।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

কৃষ্ণভক্ত নিজসুখ চান না। তাঁহারা যাহা কিছু করেন সবই ভগবানের প্রীতির জন্য। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, মাদৃশ বদ্ধজীবের মত নিজ সুখলাভের জন্য নয়। চব্বিশ-ঘণ্টাই তাঁহারা ভগবানের সেবা করেন। ভগবৎ-সেবার জন্য দেহরক্ষার্থই তাঁহাদের প্রসাদাদি গ্রহণ। তাঁহাদের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, গমন—সবই ভগবৎ সুখতাৎপর্য্যময়। স্বপ্নেও তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছুই করেন না। কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের একমাত্র জীবাতু এবং এই চিন্তাই তাঁহাদের জীবনধারণের উপায়।

তাঁহারা কোন কিছুর জন্যই ভগবৎ-সেবা করেন না। ভগবৎ-সুখবিধানের জন্যই তাঁহাদের ভগবৎ সেবা। ভগবৎসেবা ক'রতে গিয়া যত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হউক না কেন, তাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। কৃষ্ণের সুখের জন্য যদি কোটিজন্মও নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয় তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। একসময় কৃষ্ণ মাথা ধরার অভিনয় ক'রলে, তিনি তদীয় প্রিয়সেবিকা গোপীগণের নিকট পদরজঃ চাহিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'উহা বিনা আমার অসুখ আরোগ্য হইবে না।' তাঁহাদের পদরজঃ গ্রহণে কৃষ্ণের অসুখ সারিবে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গোপীগণ বিনা সঙ্কোচে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের চিন্তা—ইহাতে যদি আমাদের কোন অপরাধ হয় বা লক্ষজন্ম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় হউক, কিন্তু কৃষ্ণ রোগমুক্ত হইয়া সুখী হইলেই ভাল। ভক্তের বিচার এইরূপ। ভক্তগণ ভগবানের জন্য যেমন ব্যস্ত ভগবান্ও সেইরূপ তাঁহাদের জন্য সতত উদগ্রীব।

আমি চাই সেই স্বাধীনতা—যাহা কৃষ্ণ-দাস্য। গুরুদেব! আপনি কৃপাময়; কৃপা করিয়াই আমাকে ইন্দ্রিয়াদির দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া আপনার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে বল দিন। নিজ সুখসুবিধা ভুলিয়া আপনার সুখের জন্য যেন ব্যস্ত হইতে পারি। এতদিন আমি কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া রিপুগণের নিযুক্ত থাকিয়া প্রকৃত স্বাধীনতাকে হারাইয়াছি। তাই আজ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুসরণে প্রার্থনা করিতেছি—

"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"
"কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশাঃ
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতান্ অথ যদুপতে! সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

স্মারক লিপি

(আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী)

আচার্য্যের একান্ত আনুগত্য :—

১। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য না করা।

২। তাঁহার বিচার নির্ব্বিবাদে মান্য করা।

৩। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

৪। কোন কার্য্যের জন্য কোন প্রকার পুরস্কারের আশা না করা।

৫। আচার্য্যের বাণী শ্রবণে অরুচি বিশিষ্ট অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মনস্তুষ্টি বিধান না করা।

৬। সিদ্ধান্ত-বিরোধ না করা অথবা অপসিদ্ধান্তের সহিত কোন প্রকার আপোষ না করা।

৭। নিজের অপস্বার্থের (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা অন্যাভিলাষ-প্রশ্রয়ের) জন্য কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ না করা।

৮। ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান করা। (এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিবে যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইবে তবে'॥ সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়।)

৯। ভক্তের সম্মান যাহা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়, তাহা উপেক্ষা করিয়া অভক্তের সম্মান না করা।

১০। আচার্য্যের বাণী আচার্য্য স্বয়ং যেরূপ উপলব্ধি করেন, আমিও তাহা তদ্রূপই বুঝিতে পারি—এইরূপ কল্পনা না করা।

১১। শ্রীভগবানে যে প্রকার পরা ভক্তি, আচার্য্য চরণেও তদ্রূপ নিষ্কপট ভক্তি করা।

১২। নিজভোগ-তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান বা ফল্গুত্যাগী হইয়া আত্মবিনাশ-সাধনে তৎপর না হওয়া বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া না থাকা।

১৩। অভক্ত কোন ব্যক্তি আচার্য্য বাণীর মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে পারেন, এই প্রকার কল্পনা না করা এবং ইহা সর্ব্বদা অস্বীকার করা।

১৪। সর্ব্বক্ষণ ভক্তসেবার সুযোগ অন্বেষণ করা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণের জন্য উদগ্রীব থাকা।

১৫। ভক্তগণের সমক্ষে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অথবা তাঁহাদের বিনা আদেশে কোনপ্রকার বাক্য উচ্চারণ না করা।

১৬। ভক্তি বিষয়ক বা সিদ্ধান্তবিষয়ক কোন কথা লইয়া পরিহাস না করা এবং তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা অথবা ঐ প্রকার অবজ্ঞা সূচক বাক্য শ্রবণ না করা।

১৭। ভক্তিবিরুদ্ধ কোন আচরণ বা বাক্যের সমর্থন না করা।

১৮। আচার্য্য-সেবা বিষয়ে ভক্তগণের নিকট নিষ্কপটে সকল কথা বলা।

১৯। নিজের জন্য কোন প্রকার সম্মান গ্রহণ না করা এবং যাহারা আচার্য্যের প্রতি সকলপ্রকার সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের প্রদর্শিত সম্মান হইতে দূরে অবস্থান করা।

২০। আচার্য্যের সেবার যোগ্য হইবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা।

২১। কাহারও বাক্য বা আচরণে ভক্তিবিরুদ্ধ কোন প্রকার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে তাহা আচার্য্যচরণে নিবেদন করা এবং যতদিন ঐ ব্যক্তি সংশোধিত না হয়, ততদিন তাহার সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করা।

২২। অবৈদিক কোন ব্যক্তি আচার্য্যের সেবা পাইতে পারেন, এইরূপ ধারণা পোষণ না করা।

২৩। ভক্তগণকে সংকেত করিবার জন্য আচার্য্য দেহ দ্বারে যে সকল কথা বলেন তাহা ভুল না বুঝা।

২৪। আচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে,—আচার্য্যের বাক্য এবং আচরণ বুঝিতে কাহারও কোন প্রকার ভুল

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান [illegible]
পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible]
গোপাল [illegible]
শ্রীবিগ্রহ [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible]

(২) শ্রী[illegible] মঠ
[illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা [illegible]
কলিকাতায় [illegible]
শ্রীমঠ [illegible]
[illegible]
ভক্তের সম্বন্ধ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' প্
[illegible]
[illegible] শ্রীমৎ [illegible]

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
এই স্থান শ্রী[illegible] মিশ্রের ভবন [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
রক্ষক—শ্রীমৎ[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃষ্ণ পাদ শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও
রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—
শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-
সেবা। রক্ষক—শ্রীবিশ্বম্ভর অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, জান্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান।
রক্ষক—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক - শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

১৩। ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক শ্রীমহারূপ ব্রহ্মচারী।

১৪। জয়দেব গৌড়ীয় ঠাকুর
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদ্রুমপুর, রক্ষক—শ্রীঅক্ষয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীমাজিদা গ্রামের নিকটবর্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৮) জগদ্বন্ধু আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণকরুণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়ন-মঠ
গোপীনাথপুর, পোঃ ইটাচুনা, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীনরনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible] পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরূপ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীমৎ[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
১০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা
মহোপদেশক শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়
নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ
কমলপুর (ঢাকা)
গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক
শ্রীপ্রণব ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অকল্যাণ্ড রোড দার্জ্জিলিং।
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ, পি,
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

৩৩) দানাপুর গৌড়ীয় ঠালয়
রক্ষক - শ্রীগৌরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বমণা রোড, গয়া।
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮৩নং কালভৈরব, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা
রক্ষক শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক - শ্রীসনাতনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক - শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড
রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।
রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক - শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ
শেখপাড়া, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও
পাঞ্জাব। রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গোপীবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅদিদাস ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী
শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক—শ্রীরবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের
সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর
নিত্যসেবা। রক্ষক - মহামহোপদেশক
শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক - শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকণিয়া, পোঃ রাধাবল্লভপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।
রক্ষক—শ্রীসনাতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়ভুজ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ বাজুবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুরুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
যানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
৩৪৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ মণ্টার হাউস, কাণ্ওয়াল গার্ডেন্স,
এস- ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারী ভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ বেগুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৩৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০ ১১।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৶
ঐ মাঝারি	
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারী ভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶০

চিনির দর

ফ্রিক ট্রে, টাইপ	১০॥৵০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০ ৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৫
সভরেণ	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/
সুপা ফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (৩)	৫৸৶০—৪
পোলাউ	১৪৶০ ১৸০
ভুষি	১॥৶০ ১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পদ্মফুলিয়া	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাভী	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

কালেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন গরুর	৫০৲
কলি পুরানি ফাইন	৪৩৲
চায়না পাথর	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারস সাবু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৵০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুঠি গদির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) সাদা	৭৶০—৭॥০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ কাষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা টী আয়রণ।	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ সীস ।/১০—॥৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (সা গুল)	৮॥০
প্লট কাটা বা হিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০ ৭৸৶০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
ষ্টিল পাতী, গোলটু পরাতি	৫।০—৫॥৶০
গোল রড বিলাতী যাহা ও ভর্নালটের গজ	৫।০—৭।৶০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৲॥০, নকল ১১৲

পাটকলের হালমণ ৪৸০, পাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৬৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃঃঃঃ

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃঃঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্রথম অবস্থা প্লীহা যকৃৎ কামলা প্রভৃতি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত শ্লোকের অকারাদি ক্রমানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(*):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রত্যহের প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
সিকি কলম ১ ৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, সি দত্তের

ফাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

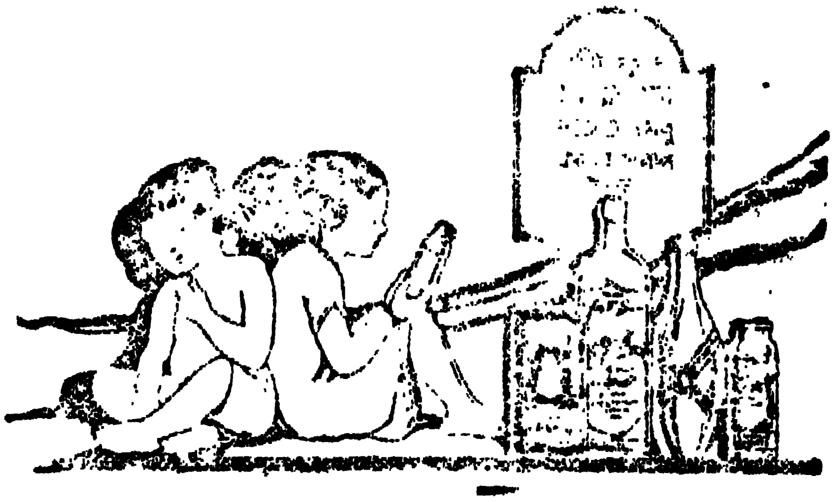

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, ডাঃ বেম হিষ্টিরিয়ার বটিকা এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, সি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] — [illegible] প্রেস, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG NO. C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই চৈত্র ১৩৪৩, ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ২৮

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব
উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে।
রঙ্গিন কাগজে উত্তম
ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর
আবেদন করুন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গে সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ

গত ২৫শে মার্চ্চ বঙ্গের প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট এই উভয় সভাতেই আইন সভার অফিসারদের বেতন সংক্রান্ত বিল পাশ হইয়াছে। প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি ও সেনেটের সভাপতির বেতন মাসিক ২ হাজার টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

ঐ দিবসের কার্য্য শেষ হইলে উভয় পরিষদের অধিবেশনের উপসংহার করিয়া গবর্ণর যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উভয় পরিষদেই পঠিত হয়।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

লণ্ডনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতীয়গণের জন্য পদ খোলা থাকিবার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্বন্ধে ১৯৩৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে যে ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার পর ইণ্ডিয়া অফিস হইতে এই ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে যে, যদিও উপযুক্ত গুণশালী বহু ভারতীয় প্রার্থী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহা হইলেও এই বৎসরের লণ্ডনের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় ভারতবাসিগণের মধ্য হইতে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহাদের দ্বারা মাত্র ১২টি পদ পূর্ণ করা হইবে।

হোলি সম্পর্কে ৮০ জন গ্রেপ্তার

"হোলি" উপলক্ষে গত শুক্র ও শনিবার কলিকাতার রাজপথে বিশৃঙ্খল আচরণ করার অভিযোগে উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন থানার এলাকায় প্রায় ৮০ জন লোক ধৃত হইয়াছে।

পাটনায় মিঃ মাসানী

শ্রীযুত এম আর মাসানী পাটনা আসিয়াছিলেন। ২৬শে মার্চ্চ তিনি এলাহাবাদ যাত্রা করেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আইন সভার সমাজতন্ত্রী সদস্যদের মনোভাব কি প্রকার হইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রী সদস্যরা কংগ্রেসী দলের সহিত একযোগে কাজ করিবেন, তবে প্রত্যেক সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব মতামত জানাইবেন এবং কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যদিগকেও ঐ মতামত বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন।

দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি

বারাণসী বঙ্গালীটোলার শীতলা মন্দিরের নিকট একটী বালকের ছিন্নশির পাওয়া গিয়াছে। উহার সহিত ফুল পাতা ইত্যাদি ছিল। কোন লোক প্লেগের প্রকোপে দেবীর প্রীতির জন্য বালকটিকে বলি দিয়াছিল।

মন্দিরে উপাসনার অধিকার লইয়া দাঙ্গা।

তুমকুর জেলার মায়াসন্দ্র গ্রামের নিকটে এক স্থানে পুলিশের গুলিচালনার ফলে একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, গ্রামের এক মন্দিরে উপাসনা করা অধিকার লইয়া দুই দল লোকের মধ্যে দাঙ্গা হয়। পুলিশ অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য গুলি চালায়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

—(x)—

টোকিও হইতে প্রকাশ, "চুগাই শোগিও সিম্পো" নামক জাপানের একটী বাণিজ্য-পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া আভাস দিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা বলেন যে, আলোচনা সফল হইবে। নূতন চুক্তি অনুসারে জাপান ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে ১৫ লক্ষ বেল তুলা এবং ভারতবর্ষ জাপান হইতে বৎসরে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ গজ কাপড় কিনিবে।

সমাজতন্ত্রীদের আলোচনায় সভার ব্যবস্থা

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ২০শে মে হইতে ৫ই জুন পর্য্যন্ত ১৫ দিন আলমোড়ায় সমাজতন্ত্রীদের আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ সভায় দলের সদস্যরা দলগঠনের কার্য্যে শিক্ষালাভ করিবে। ঐ সময় আলমোড়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিরও অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তথায় উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বিচ্ছেদের পর ব্রহ্মে গমনাগমন

এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতের সহিত ব্রহ্মের আসন্ন বিচ্ছেদের পরও ভারতের ও ব্রহ্মের অধিবাসী বৃটিশ প্রজাগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিনা ছাড়পত্রেই ভারত ও ব্রহ্মে যাতায়াত করিতে পারিবেন, সেইরূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্পেন-সংবাদ

সরকারী বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে বিদ্রোহীরা পেরাল হইতে গুয়াডারামার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া গিয়াছে।

বিদ্রোহীদের বিমানবাহিনী ইজোহোও নামক একটী স্পেনীয় জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করার ফলে উক্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া যান। বহু নাবিকও আহত হইয়াছে। বিমানগুলি পরে নীচে নামিয়া আসিয়া জাহাজের ডেক লক্ষ্য করিয়া মেসিনগান চালায়।

একদল ইতালীয়ান নাবিক এখানে "ডেমোক্রাসিয়" নামক একটি স্পেনীয় পত্রিকার ছাপাখানা আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিতে থাকে। ব্যাপার দেখিয়া উক্ত ছাপাখানার ম্যানেজার একটি বন্দুক লইয়া ইতালীয়ানদের তাড়া করেন। বন্দুকের গুলিতে তিনজন ইতালীয়ান আহত হয়। গুলি খাইয়া ইতালীয়ানরা পলায়ন করে তার একদল ইতালীয়ান টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে। তথায় অনেকবার বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনা যায় এবং একজন ইতালীয়ান নাবিক আহত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য পুলিশ ও সশস্ত্র রক্ষীদলকে আহ্বান করা হয়। গোলমাল থামিবে,

তখন তাহারা ঘটনাস্থলে শোভাযাত্রা রচনা করে এবং জাহাজের রক্ষীদের উদ্ধারধামে নিকরা পুনরায় জাহাজে আরোহণ করে। শান্তি স্থাপিত হইলে দোকানদের অনেক দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি আবার খোলা হয়

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম খণ্ড
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সম্পূর্ণ গ্রন্থ
৫। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-দীপিকা ও সংবাদ দীপিকা
৯। বৈষ্ণবদর্শন
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০
১৫। চৈতন্যশিক্ষায় বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাকৃত রসশতদূষণী ।০
১৯। শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব
২১। গৌড়ীয়-গীতা ।০
২২। অর্চন পদ্ধতি ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত (শ্রীল দাস গোস্বামী) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ।০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। কল্যাণকল্পতরু
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। একাদশী ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহারঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। প্রকৃতা ঈশী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। বাদরার্থ ও জাতিপাত ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুমহিমা ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সারস্বতী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। টীকা-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। দি ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৭৫। গোয়াড্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপ্ল্স্ য়্যাণ্ড আনব্যালান্সড্ ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগোপাল মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মহীশূর গভর্ণমেন্ট কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং প্রাঞ্জল লেখনীর অনুভূতি আশ্রয় করিয়া একাধারে দর্শন এবং অন্য অন্য মহাজনের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, আশ্চর্য্য ও আকর্ষণ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পণ্ডিতগণের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১লা এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার। | ২৮শ সংখ্যা

গৌর-জন্মোৎসব

——:(*):——

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৬শে মার্চ্চ, ১২ই চৈত্র শুক্রবার দোলপূর্ণিমা দিবসে কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের নামাকীর্ত্তনে উচ্চকীর্ত্তন করেন এবং কাশীবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শৃঙ্গার অতি মনোরম হইয়াছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সুসম্পন্ন হয়। বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় হইতে মঠসেবকগণ শ্রী-যমুনা, শুক্রইত, [illegible] ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কীর্ত্তন সমাপ্তে আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু বেলা ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মলীলা পাঠ কীর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মচারীজী পাঠের আদিতে অন্যান্য যুগ হইতে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য যুগের অবতারী ও অবতারের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবানের অবতারের কারণ, শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলা এবং অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীগৌরাবতারে জীবের প্রতি করুণার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

পাঠান্তে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের পূজার্চ্চনা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। আরতি সমাপনান্তে উৎসবে যোগদানকারী পুরুষ ও মহিলা বহু লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে অবস্থ গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। মহিলাগণের মধ্যে পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা নিধুরাণী দেবীর সেবাচেষ্টা সকলেরই আদর্শ-স্থানীয়া।

হেতমপুর রাজবাড়ীতে

গৌড়ীয়মঠের প্রচারক

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও উপদেশক শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকলানিধি মহোদয় [illegible] ব্রহ্মচারী সহ রাঢ় দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত [illegible] ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হেতমপুর পল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন। হেতমপুরের কুমার বাহাদুর (স্বর্গীয় কৃষ্ণনগর মহারাজা বাহাদুরের জামাতা) শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী [illegible] মহোদয় তদীয় সুযোগ্য ম্যানেজার কর্ত্তৃক তথাকার স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ীতে তাঁহাদের বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাইয়া দেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭ঘটিকার সময় হেতমপুর রাজার থিয়েটার হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ সভাগৃহে উপনীত হইলে কুমার বাহাদুর তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। রাজবাড়ীর পক্ষ হইতে স্বামীজী মহোদয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। কুমার বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক উপদেশক শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির পরিচয় [illegible] করেন। তৎপরে কুমার বাহাদুর প্রচারক-গণের পরিচয় প্রদানমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের [illegible] পৃথিবীর [illegible] গৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজের বিশেষ অনুরোধে [illegible] শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টো-পাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নিজ বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপনমুখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের দান ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের [illegible] সম্বন্ধে বেশ কিছু কাল একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজী মহোদয় 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তনমুখে কুমার বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। সর্ব্বশেষে কুমার বাহাদুর একটী সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সভাপতি কুমার বাহাদুরের অভিভাষণের মর্ম্ম

অদ্য এই পারমার্থিক সভায় আপনারা আমাকে সভাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের দানের কথা শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রেম-ধর্ম্মের বাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য জগৎ আজ জড়বাদে মত্ত। আশা করি অতি শীঘ্রই এই জড় মতবাদের পতন হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমবাণীর পতাকার তলে সমগ্র বিশ্ব আনত হইবে। গ্রেট-ব্রিটেন এবং জাম্মাণীর অভিজাতসম্প্রদায়ের অনেকেই গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত [illegible] কথা বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন হইল গৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অকস্মাৎ অপ্রকট লীলায় জগতের অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] শুনিয়াছিলাম। [illegible] সম্প্রতি [illegible] সেবকগণকে [illegible] আকর্ষণ করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা নিষ্কপট সেবকগণ পৃথিবী [illegible] সরস্বতী ঠাকুরের কৃপাশক্তিতে প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। অতঃপর এই সভায় গৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে পুনঃ পুনঃ আন্তরিক ধন্যবাদ [illegible]

সভার আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হয়। বহু [illegible] কুমার বাহাদুরের এই সভায় [illegible] দেখিয়া অতীব আনন্দ [illegible] পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকেন। কুমার বাহাদুরের স্বভাব [illegible] ও [illegible] তাঁহার সরলতা ও সচ্চরিত্রতা সজ্জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কুমার বাহাদুরের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।

"আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না, প্রভু যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্ট রাখিয়া দেন, উচ্ছিষ্ট রাজা আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বিষ্ণু, আদি কাবর্দোমলী ... ৬৬

প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব এই তিনটিই অধোক্ষজ বস্তু। উঁহারা নিজেদের আত্মপ্রকাশ করিলেই নিষ্কপট সেবকগণ তাঁহাদের সন্ধান পান। অন্য কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে জানা যায় না। "কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়?" এই শ্লোকবাক্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং অন্যাভিলাষী জীবের পক্ষে আচার্য্যের নির্ণয় আপনা হইতে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্য কাহাকে বলে, আচার্য্য-স্বীকারের আবশ্যকতা কি, এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বৈষ্ণব-আচার্য্য-মুকুটমৌলি পরমকরুণাময় পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অযাচিত ও অহৈতুকী করুণা করিয়া এই আচার্য্য-মহিমার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন এবং আমরা স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে তাঁহার কথা অনবিচ্ছিন্ন শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। দয়াময় প্রভু আমার, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভৃত্যপ্রভৃতদাসে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার শুদ্ধসেবায় অধিকার প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা ও নিবেদন।

আচার্য্য স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি জগতে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক জগন্মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি বড়ই করুণাময়, আমাদের দুঃখে তিনি বড়ই দুঃখী। তাঁহার করুণার তুলনা নাই। তিনি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার অভিন্নবিগ্রহরূপে শ্রীগুরুকে এ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি বাল্যকাল হইতেই স্বতঃ-প্রকাশিত হইয়াছেন, শ্রী প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবকগণ যাঁহাকে প্রভুবর্ণ প্রকটকাল হইতেই সহজ-আচার্য্য ও শ্রীগুরু বলিয়া জানেন এবং যাঁহার আশ্রিতগণ প্রকটকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং করিবেন, তিনিই যে একমাত্র ভগবদ্‌ভক্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? সেই হরিই বলিয়াছেন, তিনি প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে স্বমুখে সজ্জন-সঙ্গে নিকট সাধনের ঘোষণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ... প্রভুপাদের সেই কথাই আবার তিনি নিষ্কপটে কোনও গুরুসেবকের জন্য হইতে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-কথার কথা প্রচারের আদেশ প্রদানমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, যিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা সকলকে জানাইয়াছেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে আমাদের নিত্যপ্রভু ও নিত্যোপাস্য বস্তু, তিনি ছাড়া যে আমাদের আর কেহ নাই—এই নিত্যসত্যের কথা যিনি নিজে আচরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে উপলব্ধি করাইয়াছেন ও করাইতেছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুপাধি আত্মনিবেদন প্রদান করাই যাঁহার একমাত্র কার্য্য, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সভার শ্রীরূপগোস্বামীর প্রভুবাণী শুদ্ধহৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনকারীরূপে জগতে প্রকাশিত, যাঁহার শ্রীমুখে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শুনিলে সৌভাগ্যবান নিষ্কপট ব্যক্তিগণ আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণে সত্য সত্যই আকৃষ্ট, শ্রীগুরুই যাঁহার সর্ব্বস্ব, প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ, নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম চিন্তাই যাঁহার আভরণ, যাঁহার প্রত্যেক চেষ্টাই শ্রীগুরুসেবাময়, জগতের সমস্ত জীবকে শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যিনি সতত ব্যাকুল, অন্তরে বাহিরে যাঁহার স্বতঃই শুরু স্ফূর্ত্তি, সেই শ্রীগুরুসেবৈকপ্রাণ, গুরুসেবা-সর্ব্বস্ব, পরদুঃখদুঃখী, প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' নিরন্তর মহাভাগবত প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যাঁহাকে না দেখিতে পাইলে অপ্রকট-দিনের সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্যাকুল হইতেন, যাঁহার অদর্শনে প্রেমাম্বুমহাসাগর হইতেও অনন্তকোটীগুণে গভীর শ্রীল প্রভুপাদ অস্থির হইয়া উঠিতেন, গৌরবাণী-প্রচারের মূল স্তম্ভ ও সহায়ক যিনি শ্রীল প্রভুপাদের সেই নিত্যসঙ্গী—নিত্যপার্ষদ প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

বাল্যকাল হইতেই যিনি ভাগবত-ধর্ম্মানুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত, অসৎ মত নিরাসপূর্ব্বক সৎ মত জগতে স্থাপনের প্রবল স্পৃহাগ্নি যাঁহার হৃদয়ে শিশুকাল হইতেই প্রজ্বলিত হইয়াছে, যাঁহার আদর্শ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন এবং যাঁহার সেবাদর্শ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ প্রভুপাদকেও আকৃষ্ট করিয়াছে, যাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই গুরুসেবাময়, গুরুই যাঁহার প্রাণ, তিনি প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যাঁহার প্রথম দর্শনই জীবকে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করাইয়া দেয়, শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ত' দূরের কথা, যাঁহার নির্ব্বাক্ ভাবও জীবকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করায়, যাঁহার আদর্শচরিত্র ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণের প্রেরণা দেয়, যাঁহার দৃঢ়তা অনেক সেবা-বঞ্চিত পতিতের হৃদয়েও আশার সঞ্চার করিয়াছে, যাঁহার প্রতি প্রীতি বা শ্রদ্ধা নিষ্কপট বাক্তিগণের হৃদয়ে আপন হইতেই আছে, যাঁহাকে দেখিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীরও হরি-গুরু-বৈষ্ণব স্মৃতি অন্তরে জাগরূক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, নানা অসুবিধার মধ্যে নিষ্কপট জনগণ যাঁহার দিকে আপনা আপনি ধাবিত না হইয়া পারেন না, শ্রীগুরুদেবের বড় আদরের সেই বস্তুটি প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যাঁহার কথাই শ্রীগুরু-কথা, যাঁহার আত্মগতই শুদ্ধ গুরু-আনুগত্য, যাঁহাতে শ্রীগুরুই গুরুতে শুদ্ধনিষ্ঠ, যাঁহার প্রতি উদাসীন্য গুরুর প্রতি উদাসীন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, যাঁহাকে বাদ দিলে গুরুসেবা-লাভ অসম্ভব, গুরুসেবা প্রদানের একচেটিয়া অধিকার যাঁহাতে আছে, ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারা যিনি শুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করিবার একমাত্র যোগ্যপাত্ররূপে তাহা সংরক্ষণ করিতেছেন, যিনি একমাত্র শ্রীশ্রীল গুরুপাদের অনন্তনর্দ্দেশে গুরু-গৌর-মনোহভীষ্ট প্রচারে দৃঢ়সংকল্প ও সকলকে সেই কার্য্যে প্রেরণা-প্রদানকারী, সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীবিগ্রহ প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যিনি প্রভুসেবকগণের সকলেরই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, যাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন প্রভুসেবকই কোন কার্য্য করিবার ধৃষ্টতা করেন না, যাঁহার কৃপাকণসঞ্চারে নিষ্কপট সেবকগণ নির্ভীকভাবে বাস্তবসত্য প্রচারে দৃঢ়ব্রত, যিনি অন্ধের যষ্টি, পতিতের বন্ধু ও দীনের প্রতি স্বতঃই দয়ালু, যিনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্ব পর-ভাব যাঁহার হৃদয়ে নাই, যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-নির্ম্মুক্ত থাকিয়া সতত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চিন্তায় তৎপর, যিনি কুমতবাদ-খণ্ডনে সিংহসদৃশ, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিগ্রহস্বরূপ, যিনি প্রভুসেবকগণের মস্তকের ভূষণ, সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গজন প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

বৈষ্ণবই বৈষ্ণবকে চিনেন আচার্য্যই আচার্য্যকে জানেন ও জানাইতে পারেন। অন্যে এ সংবাদ কেহই জানেন না। সুতরাং যিনি কৃপাপূর্ব্বক মদীয়াচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে এ জগতে জানাইয়াছেন, যাঁহার কৃপাতেই জীব প্রভুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের সেই পরম প্রিয়তম সহজ-আচার্য্য প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যিনি শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তরহস্য উদ্ঘাটনে অদ্বিতীয়, যাঁহার জীবের প্রতি স্নেহ, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অচলা ভক্তি, তদনুগ এমন কি নিষ্কপট সজ্জন হৃদয়েও রেখাপাত করিয়াছে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত নিষ্কপট শুদ্ধসেবকগণের যিনি অতিশয় প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব সজ্জনের হৃদয়ে সতত প্রদীপ্ত থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে সকলকে আকৃষ্ট করিতেছে, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রকাশবিগ্রহ, যাঁহার এক একটী বীর্য্যবতী কথা জীবের হৃদয়ে বিপ্লব আনয়ন করিয়া জীবকে শ্রীগুরুসেবোন্মুখী করায়, যাঁহার কৃপায় বহু সৌভাগ্যবান জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, যাঁহার নির্ভীক বাণী জীব-হৃদয়ের ভীতি অপসারিত করিয়া পরমোৎসাহে শ্রীগুরুসেবার প্রেরণা দান করে, সেই নিরন্তর কীর্ত্তনপরায়ণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকবর প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

যিনি নিত্যকাল দামোদরস্বরূপের একান্ত অনুগতজনরূপে সঙ্গীত ও ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাঁহার সেবাস্নিগ্ধ শুদ্ধহৃদয় পাত্রে ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারা অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত, 'শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তমাধিকারী সেই তারয়ে সংসার।'—এই বাণীর আদর্শ যিনি, সর্ব্ববিধ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ এবং সৎসঙ্গ গ্রহণে যিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, যিনি সহজ ব্রহ্মচারীর আলয়ে সকলেরই গুরুস্থানীয়, নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদগণেরও বন্দনীয়, জড়-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যাঁহার পাদপদ্ম হইতে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থিত, 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' এবং "মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্" প্রভৃতি শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহ যিনি, 'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥'—এই দৃষ্টান্ত যাঁহার জীবনে দেদীপ্যমান, যিনি বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত, যিনি যুক্তবৈরাগ্যাধিকারী, যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষক এবং শুদ্ধদাস্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, যিনি আজন্ম নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবাপরায়ণ, তিনি প্রভুপ্রেষ্ঠ নহেন ত' প্রভুপ্রেষ্ঠ আর কে?

নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীব্যাস-পূজা

(কুমারী কমল সরকার, লক্ষ্ণৌ)

এবার শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে পরমপূজ্যপাদ পতিতপাবন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস মঠে পরমারাধ্যতম আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার মানসে আমরা লক্ষ্ণৌ হইতে বেলা ১॥০ ট্রেণে নিমসার যাত্রা করিয়াছিলাম। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সঙ্গে শ্রীপাদ সাধক মহারাজ, শ্রীহরিচরণ প্রভু, শ্রীঅনাদিগোবিন্দ প্রভু, শ্রীমাধবানন্দ প্রভু ছিলেন। তা' ছাড়া বাবা, মা, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, দিদিমা নিবুরাণী মা ও অন্য দুইজন ভদ্রলোকও গিয়াছিলেন।

কয়েকটি ষ্টেশনের পর নিমসার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত এবং পাঠশালার পণ্ডিত ও বালক ছাত্রগণ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দর্শন করিয়া সুমধুরনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমরা সকলে পদব্রজেই মঠে গিয়া উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউকে প্রণাম করিয়া দর্শন করিলাম। এই শ্রীপরমহংস মঠে "ভাগবত পাঠশালা" নামক একটি বিদ্যালয় শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থাপিত করিয়াছেন। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে অনেকগুলি প্রাপ্তবয়স্ক ও অনেকগুলি কিশোর ও তরুণ বয়স্ক। অপরাহ্নে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সহিত অনেকে চক্রতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে একটি চক্রমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। একটি গৃহমধ্যে সত্যনারায়ণ মহাবীর, একটি গৃহমধ্যে সূরয-নারায়ণ, একটি গৃহের মধ্যে চক্র-নারায়ণ নামক অষ্টভুজ মূর্ত্তি আছেন—ইনি লিঙ্গরাজ নামে অভিহিত হইতেছেন। পার্শ্বে গণেশ-মন্দির, তৎপার্শ্বে চতুরানন শিব, তন্নিকটস্থ মন্দিরে শ্রীরাম ও জানকী যুগল শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় এবং তৎপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব-বিগ্রহ বিরাজমান। শ্রীল বাসুদেব প্রভু চক্রতীর্থ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মার মানসচক্র এই নৈমিষারণ্যে আসিয়া থামিয়া যায় অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবা-বহির্ম্মুখ মানব প্রকৃতিজাত বিশ্বকে ভোগ বা ত্যাগ করিবার জন্য যে চিন্তা করে সেই চিন্তাস্রোত এইখানেই আসিয়া স্তব্ধ হয়। ইহার পর আর কি আছে, তাহা অধোক্ষজবিমুখ জীব বলিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির সীমার পরবর্ত্তী ভূমিকায় অধোক্ষজ-সেবার জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বাস্তব বস্তুর সেবার জ্ঞান আরম্ভ হইল।" ইত্যাদি। অতঃপর তাঁহার সহিত সকলে ব্যাস-গদিতে উপস্থিত হইলেন। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। বিহগগণ আপন আপন বাসায় বসিয়া কিচিরমিচির শব্দ করিতেছিল। গোমতী নদীতীরস্থ নৈমিষের নাতিনিবিড় অরণ্য নানা প্রকার বৃক্ষ লতা-কীর্ণ। আম, বৈরেয়, নিম্ব, খর্জুর, অশ্বত্থ, কাপথ, তিল, বট, বাবুর প্রভৃতি বৃক্ষ এবং সেফালিকা, মাধবী, প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধে সেই পুণ্যতম দিগ্‌বায়ু আমোদিত করিতেছিল। বর্ষাকালে শ্রীব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব আবার মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীসূত গোস্বামী এখানে শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথকতার বিরাট সভার ধ্বংস অধিকাংশ বালুর ভিতরে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। ব্যাসগদি দর্শন করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সকলে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে সন্ধ্যা আরতি এবং শ্রীনাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভোগ-আরতির পরে সকলে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিন ভোর পাঁচটার সময় মঙ্গল-আরতি ও নাম কীর্ত্তন হইয়া গেলে আমি ও আমার ছোট বোন দুইজন মিলিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজির সেবার জন্য মালা গাঁথিবার আদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। কিছুক্ষণ পর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইল। শ্রীমন্দির সম্মুখে বসিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভু ভক্তগণকে লইয়া অতি করুণস্বরে আবেগভরে—

"শ্রীরূপ-মঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।"

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।"

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।"

"যশোমতীনন্দন"

এই চারিটী গীত গাহিলেন।

গীত সমাপ্ত হইয়া গেলে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে আমরা পরমারাধ্যতম আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের নিত্য প্রিয়তম পার্ষদ। তিনি ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণের উদ্ধারের জন্য ইহজগতে ভগবদ্‌-ইচ্ছায় আবির্ভূত হন। কাজেই ঐ আবির্ভাবের দিন আনন্দ ও ভক্তিভরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মনিবেদনরূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। কিন্তু সেইদিন শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও অন্যান্য ভক্তদিগের চক্ষে শ্রীগুরুদেবের বিরহ-ব্যথার অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। হায়! আমি ত' হরিবিমুখ বদ্ধজীব। মায়ার প্রলোভনে মত্ত! তাই শ্রীগুরুদেবের বিরহ-ব্যথার অশ্রু আমার চোখ দিয়া ঝরিল না। হে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, আপনারা অমায়ায় এই দীনহীনকে দয়া করুন। কিছুক্ষণ পরে মধ্যাহ্ন ভোগারতি হইল। সমাগত অনাহূত, রবাহূত বহু লোক মহাপ্রসাদ পাইলেন। বেলা পাঁচটার ট্রেণে শ্রীল বাসুদেব প্রভু লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন। মঠের সকল ভক্তই শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ষ্টেশন পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভু নৈমিষারণ্যের নাম কেন হইয়াছিল এ বিষয়ে ট্রেণে বসিয়া সঙ্গীদের নিকট এরূপ বলেন—

"ব্রহ্মার মনশ্চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রের পরিধি যে দেশে যাইয়া থামিয়া যায়, সেই সমস্ত পৃথিবী পবিত্র তপোবন-বনভূমিতে নৈমিষ। মানবের অক্ষজজ্ঞান বা প্রাকৃত জ্ঞানের সীমা অতীত হইয়া বিলীন হইলে মনশ্চক্র অর্থাৎ মনোধর্ম্ম স্তব্ধ হয়। ভগবান নিমেষকাল মধ্যে এই অরণ্যে দানব-বল নিহত করেন বলিয়া এই অরণ্যের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। নিমিষ-শব্দে ঋষি-সেবা-স্থল। নিমিষ নামক ঋষির তপোবন-ক্ষেত্র। নৈমিষ-শব্দে নিমিষ বৃক্ষকেও বুঝায়। নিমিষ বৃক্ষপূর্ণ বনভূমিকেও সাধারণে নৈমিষারণ্য বলে।" এই সকল কথা আলোচনা করিতে করিতে আমাদের ট্রেণ বালামৌ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া আমরা মোগলসরাইগামী ট্রেণে উঠিলাম। তখন দিনান্তের ক্লান্ত রবি আকাশের এক পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ভূতলে তখন কর্ম্মের ও লোকের সাড়া মন্দীভূত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পশ্চিম-আকাশ হইতে কি এক লোহিত আভা সমস্ত ভুবনে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরও সেই দিনের মত বিদায় নিলেন। আকাশের মুখে এখন কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন পড়িয়া গেল এবং ধরণী মসীময়ী হইলেন। এই সময় আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল একখানি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পট্ট-শাটীকায় খচিত তারকারাজির ন্যায় জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। শ্রীল বাসুদেব প্রভু সকলকে আকাশে সপ্তর্ষি ও ধ্রুবতারার অবস্থান দেখাইয়া উহার রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর নানা কথার আলোচনা শুনিতে শুনিতে আমাদের ট্রেণ লক্ষ্ণৌতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৯/০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড -৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

যৎ কিঞ্চিৎ

পথ একই,—বহু নহে। মনোধর্ম্ম-পরায়ণ অনেক ব্যক্তি এইপ্রকার ধারণা পোষণ করেন যে, কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথ, যে কোন একটী অবলম্বন করিলেই হইল। যাহার যেরূপ রুচি, তদনুযায়ী পথে চলিলেও একই স্থানে উপনীত হইতে পারা যাইবে। তাঁহারা বলেন, যে-কোন দেব-দেবীর উপাসনার দ্বারা ভগবানের উপাসনা হয়। কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, মনসা ইত্যাদি যে-কোন নামে ডাক না কেন, তাহাতে সর্ব্বেশ্বরকেই ডাকা হয়।

এই সকল স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী জনগণের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আদৌ শ্রবণ হয় নাই; সেইজন্যই তাঁহারা মনগড়া ধারণায় পরমেশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহেন। 'যত মত, তত পথ' মতের সমর্থনকারিগণের কাহারও কাহারও মতে একই দেবতার অংশ যেমন দেবতারও অংশ। এমন কি, প্রত্যেক জীবের এক একটী স্বতন্ত্র দেবতা আছে। অতএব নিজ নিজ রুচির অনুকূল দেবতার আরাধনার দ্বারা একই গতি লাভ হইবে।

শ্রীগীতার বাণী আলোচনা করিলেই এই মনঃকল্পিত ধারণা দূরীভূত হইতে পারে।

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি
পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি
মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥"

যদি সকলেরই একগতি লাভ হয় তবে উপরিউক্ত শ্লোক কি মিথ্যা? শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাণী অপেক্ষা কি মায়াবাদী মনোধর্ম্মিগণের বাক্যই অধিক মূল্যবান্?

সূর্য্য একমাত্র পূর্ব্বদিকেই উদিত হন। যদি পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তরদিকে যাওয়া যায়, তবে কি পূর্ব্বদিকে যাইতে পারিব? তদ্রূপ কৃষ্ণসূর্য্য একমাত্র ভক্তিরই গম্য। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি-পথ অবলম্বনে কখনও শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ হইবে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।

অনিত্য দেবগণের উপাসনার দ্বারা অনিত্যফলই লাভ হইয়া থাকে। আর সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরির আরাধনার দ্বারা তাঁহার নিত্য সেবা লাভ হয়।

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি
মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরিক্রমা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, [illegible], আম্নায়-চতুষ্টয় গোপাল বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য 'নব্দ্বীপ' নদীয়া প্রকাশ ধর্মাশ্রম আছে।
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলি [illegible] টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৮, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রেস্থান চতুষ্টয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি তত্ত্ব [illegible] সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক — শ্রী[illegible] বৈষ্ণবদাস ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক — শ্রীমৎ[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

। সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
[illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক — শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] শ্রী[illegible]
[illegible] রক্ষক
[illegible]

১০ শ্রী[illegible] গদাধর-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
[illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ডাকঘর [illegible], বর্দ্ধমান।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।
[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

১৩ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪ [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীঅন্তদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোপীনাথপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণভজন মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

১৭ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি. এ।

(২৪) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], ঢাকা।
রক্ষক — শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক [illegible] মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলপুর (ঢাকা)
গোপালজীউর বিগ্রহ প্রাচীন সেবা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]
এখানে [illegible] ঠাকুরের [illegible]
[illegible] রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ মদনমোহন।
রক্ষক — [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল।

(২৮) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক — [illegible] শ্রী[illegible]নন্দ [illegible]

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], কামরূপ।
রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, [illegible], ইউ, পি,
রক্ষক — শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভাক্তবাব

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী

৩৩) দানাপুর গৌড়ীয় মঠালয়

রক্ষক শ্রীহরিপদার ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৬ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] যাজক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ — রাধাকুণ্ড

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়পাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] ডাকঘর মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
শ্রী[illegible]নন্দ বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible]
[illegible]। রক্ষক — শ্রী[illegible] গোবর্দ্ধন [illegible]

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৬নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ [illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রীমৎসদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — অধিকারী শ্রী[illegible] দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বসন্তপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধ

(৫৯) অমানি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], হাওড়া
এখানে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাকুড়া (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনডাঙ্গা, পোঃ চিবকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ বৈষ্ণব অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৬৮৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মহার ভাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
তেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ বসু অধিকারী, এম-এ, পিএইচ-ডি।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাখানি	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৫৷৵৹
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৫৲—৪৵৹
পেশোয়ারী	১০—১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

ফ্রিক টন, টাইপ	১০৷৷৴৹
মরিসস ১০০০ নং	১০৴৹
মায়ভোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৷৴৹—৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫৹
গিনি সভরেণ	২২৷৹ ১৹
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আবরেজ—	৩৪৷৵৹
মিডিয়ম—	৩৪৸৵৹
উচ্চতম—	৩৫৷৵৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫৷

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৴ ৬৷৹
সুপারফাইন ঐ	৫৸৴—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৹—৫৷৷৵৹
সুজী	৫৸৵৹—৬৲
আটা (বি)	৫৷৵৹—৫৸৹
আটা নং (২)	—৫৲
ট (এস)	৪৸৴৹—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৵৹
আটা নং (৩)	৩৸৵৹—৪
গোলাট	১৷৷৴৹—১৸৹
ভুষি	১৷৷৵৹—১৷৷৴৹

ঘৃতের দর

কালনা	৫৬৲
রামদীঘা	৫৯৲
ভাগলপুরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷৹

পদ্মফিরোজ	৫৯৹
ভাবতী	৪৬
কাবুলে	৩৫
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন ক্রষ্টল	৫০৲
করাচি গুরলিস ফাইন	৪৩৲
চাকর্ণা পাথা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৯৷৹
সুপারী দেশী	১৩৮৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৷৷৹—১০৷৹
শুঁটি গরিব মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৭৵৹—৭৷৹
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৬৷৹—৬৷৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮৷৷৹
বরগা টী আয়রণ	৭৸৹—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵৹—৮৷৷৹

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১৷৵৹
২৬ গেজ—	১২৷৵৹
২৮ গেজ—	১২৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵৹
২৬ গেজ—	১২৵৹
২৮ গেজ—	১২৷৵৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১৷৷৵
২৬ গেজ—	১২৷৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৷৴১০—৷৵৹

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৮৷৷৹

প্লেট কাটি বা চিট কাটা মণ ২৲—৩

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৬৷৷৹ ৭৸৴৹ হন্দর

গোল রড কাটি লম্বা ১—৩ ফুট ৪৷৹—৬৲৹

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৫৸৹

টিন পাত, গোলটু পরাত ৫৷৹—৫৷৷৵৹

গোল বড় রি টিন ফ্লাস ও কর্নিকেটর

হন্দর ৫৷৹—৭৷৵৹

মুঃ ইস্পাত আসল ২৷৷৹, নকল ২১৲

টকলের হালমণ ৪৸৹, গাটের হালমণ ৬৷৷৹

তুলার হালমণ ৩৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

৮ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আচারবান। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৮—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৬—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পিত্তার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধ্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৫০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর পত্রে।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতোড়, [illegible]।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৩ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(::):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৶০	।৶০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৵ পয়সা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা-প্রার্থনীয়

শটিফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, রং, কলম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে চৈত্র, ১৩৪৩, ২রা এপ্রিল, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ২৯

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। রঙ্গিন কাগজে উত্তম ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর আবেদন করুন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শাসন বিবরণী

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৫-৩৬ সালের বার্ষিক শাসন বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টের প্রথমে ইংরাজী ১৯৩৬ সালের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ১৯৩৫-৩৬ সালের কার্য্যবিবরণী দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের শাসন বিবরণীর ভূমিকায় লেখা থাকিত, "এই রিপোর্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু রিপোর্টে যে সকল মতামত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সমস্তই যে গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন, তাহা নয়।" এবারকার রিপোর্টের ভূমিকায় শুধু বলা হইয়াছে, "এই রিপোর্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত হইয়াছে।"

মহা সমস্যায় প্রাদেশিক লাটসাহেবগণ

বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দল নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করায় ঐ কয়েক প্রদেশের কংগ্রেস দলের দলপতিগণ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য আহূত হন। তন্মধ্যে মাদ্রাজ, বিহার এবং উড়িষ্যার দলপতিত্রয় স্ব স্ব প্রদেশের লাটগণ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অসম্মতি জানাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরগণও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ঐ তিনটী প্রদেশের কংগ্রেস দলপতিত্রয়ও মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এক্ষণে অ-কংগ্রেসী সদস্যগণের সাহায্যে গবর্ণরগণ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের চেষ্টা করিতেছেন এবং সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের অ-কংগ্রেসী দলের নেতাদিগকে আহ্বানও করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা টাকা

ভারত সরকার ও প্রদেশ সমূহের মধ্যে আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নূতন বিধানের ৫৫ ক ধারানুযায়ী সপারিষদ বড়লাট এক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন এবং ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ হইতে উহা বলবৎ হইবে। সপারিষদ বড়লাট এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন প্রদেশের খাতে জমা হইবে—মাদ্রাজ ৩৬ লক্ষ, বোম্বাই ৪৭ লক্ষ, সিন্ধু ৯ লক্ষ, বাঙ্গলা ৪৯ লক্ষ, সংযুক্ত প্রদেশ ৪৫ লক্ষ, পাঞ্জাব ৪৩ লক্ষ, বিহার ২১ লক্ষ, উড়িষ্যা ৯ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ২৫ লক্ষ, আসাম ১৮ লক্ষ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৯ লক্ষ।

কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান-নির্ব্বাচন

গত ২৭শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক সভায় আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার কমিটির প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উপর অর্পণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তাবে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় যে পল্লীর অধিবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই পল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বোরসাদ তালুকের রাসগ্রাম অথবা বার্দ্দোলী তালুকের যে কোনও গ্রাম কংগ্রেসের জন্য নির্দ্দেশ করিবার ইঙ্গিত প্রস্তাবে দেওয়া হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই বলিয়াছেন, গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরে তিনি তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। অতঃপর কমিটী আগামী কংগ্রেসের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিবার এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যের চাঁদা অন্যূন পঁচিশ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

মন্ত্রিত্ব-বিরোধী কমিটীর বিলোপ সাধন

মন্ত্রিত্ব বিরোধী কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের উক্ত কমিটী সম্প্রতি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন বলিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে দিল্লীর অধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর আর এই কমিটীর কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীকে এখন সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের এই উপলক্ষে কমিটির সেক্রেটারী মিঃ কিনোয়াই ও শ্রীযুত মাসানীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সর্দ্দার কবিশের বলেন,—"তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। যদিও আমরা সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু শাসন-তন্ত্র বর্জ্জন ও তাহার অবসান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই।'

১৮ জন শ্রমিকের উপর নিষেধাজ্ঞা

গত ১লা এপ্রিল নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন উপলক্ষে দেশব্যাপী হরতালের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ইহা অবগত হইয়া সহর ও সহরতলিতে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি ৭ দিনের জন্য নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

গত বুধবার ভোরে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৮ জন শ্রমিক নেতা ও কর্ম্মীর উপরও এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও সহরতলী এলাকায় ২৯শে মার্চ্চ হইতে ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন সভা আহ্বান, কোন সভায় যোগদান, বক্তৃতা অথবা শোভাযাত্রা পরিচালনা অথবা পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি কোন কাজ করিতে পারিবেন না। এই ১৮ জনের মধ্যে বোম্বাইয়ের শ্রমিক নেতা মিঃ আর এস নিম্বকর, মিঃ বি ভি কার্ণিকও আছেন।

বেলফাষ্টের রাজপথে দাঙ্গাহাঙ্গামা

সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ১৯১৬ সালের ইষ্টার বিদ্রোহের স্মৃতিউৎসব অনুষ্ঠানের সময় ২৮শে মার্চ্চ ও পরদিবস সন্ধ্যার সময় বেলফাষ্ট নগরীর রাজপথে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ফলে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সাঁজোয়া গাড়ী মেশিনগানসহ রাজপথে টহল দেয়। মিল অঞ্চলের গোরস্থানের (এইখানে উক্ত বিদ্রোহের সময় নিহত কয়েকজন লোককে সমাহিত করা হইয়াছিল) নিকট পুলিশ-বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য ব্যাটন চার্জ্জ করে। এই সময় কয়েকজন স্ত্রীলোকও প্রহৃত হয় বলিয়া প্রকাশ। যুবকেরা 'স্ত্রীলোক-প্রহারকারী' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পুলিশকে আক্রমণ করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় পুলিশ ব্যাটন চার্জ্জ করে। একজন পুলিশ আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে বহু লোক জখম হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০্
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮্
দশম স্কন্ধ — ৯্
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬্
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
৪। সপার্ষদ ভক্তগ্রন্থ ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
৪র্থ খণ্ড — ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড—১্, ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাদেশ-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
২০। গৌড়ের গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় ... ৵০
২২। ... রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (... টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২্
২৬। গীতার কেবলমাত্র ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দমালা ... (সানুবাদ)
২৮। শ্রীকৃষ্ণ... (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০
৩০। ... ৷৷০
৩১। ... (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী ... দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীভজনরহস্য ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমানির্ঘণ্ট ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। ... ৵০
৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবর্দ্ধনোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভূতেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বক্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারা...নম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। ভ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অর্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। ...গীতম্ ।০
...গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। ...ভাগ ।০
৭৭। ... প্রিন্সিপল য্যাণ্ড ... ডিভোশ ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। ...পথ ।০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

...ক্তির অন... পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে সঙ্গ হইবে এই বিরাট, অভিনব ও আকারে বৃহৎ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ড ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫্ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

... চৈতন্যভাগবত ...

...ড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২্ স্থলে মাত্র ৬্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

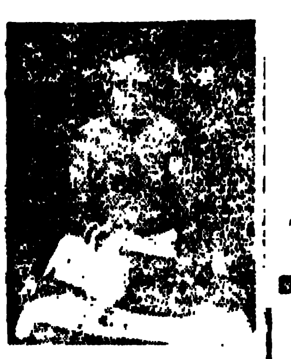

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ ৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ১৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শুক্রবার ২৯শ সংখ্যা

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

——::(*):——

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে

গত ২৬শে মার্চ্চ ১২ই চৈত্র শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে এতদ্দেশীয় ভক্তগণ একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। সকাল হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি কার্য্য অপূর্ব্ব হইয়াছিল। সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া মহাবদান্য তিথি-পূজা করেন। সন্ধ্যার সময় একটী সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ ও আচার্য্য শ্রীপাদ যতনের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ, জগতে তাঁহার অলৌকিক দান প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনান্তে বহু লোককে অকাতরে চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় ভক্তগণের তৎপরতায় উৎসবটী অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আচার্য্যবিরহ ও আচার্য্য-প্রকটোৎসব

পর দিবস ২৭শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যার সময় সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে এবং বৃহৎ সুসজ্জিত সভামণ্ডপে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশের সভাপতিত্বে সমাগত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমক্ষে ভক্তগণ 'আচার্য্য-বিরহ' ও 'আচার্য্য-প্রাকট্য' এই যুগ্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি প্রদানপূর্ব্বক আচার্য্যচরণে শরণাগতির অর্ঘ্য উপহার দেন। মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যতনের ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমিষ্টকণ্ঠে সৎসম্প্রদায়ের নিত্যতা, নিত্যপ্রয়োজনীয়তা এবং আচার্য্যের অন্তর্দ্দশা জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী আবেগভরে সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী অতি গম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ এবং অপ্রিয়সত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া জানান যে, আচার্য্যদেব এই নশ্বর জগতের কোন মানব-অভিমানের বা মহাত্মা ছিলেন না; জগতের কোন কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার আসিবার কিছু প্রয়োজন হয় নাই। তিনি আসিয়াছিলেন জনে জনে কৃষ্ণ বিলাইতে। কৃষ্ণদান-কার্য্য ব্যতীত তাঁহার আর কোন কার্য্যই ছিল না। কৃষ্ণ যাঁহাকে মস্তকে বহন করিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন—শ্রীনবদ্বীপে যিনি নগরে নগরে, সেই বস্তু আনিয়াছিলেন আমার প্রভুরূপে—এই বিশ্ব-বিনোদন মূর্ত্তি পুনঃ আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়া। সেই প্রভুরই জীবনের ধন—জীবনের জীবন—দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয়গগনের উজ্জ্বল আচার্য্যভাস্কররূপে লাভ করিয়া আমাদিগের আর আর আনন্দের সীমা নাই। অতঃপর শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রত্যেকেই শ্রীল আচার্য্য মহিমা কীর্ত্তন করেন।

আচার্য্যের অভ্যুদয়ে সিদ্ধস্বরূপ প্রভুর বক্তৃতা

সর্ব্বশেষে সভাপতির অভিভাষণে বাগ্মিপ্রবর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় আচার্য্যের আবির্ভাব কাহিনী সর্ব্বসাধারণের নিকট হৃদয়গ্রাহী করিয়া ব্যক্ত করেন। আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদ-নামীয় সাম্প্রদায়িকতা বা মৎসরতার মস্তকে অশনি-পাত করিয়া আচার্য্যদেব এক অভিনব বিমল পারমার্থের কথা—পরম অসাম্প্রদায়িক সার কথা—পরম নিত্যমঙ্গলের কথা জগৎকে জানাইতে আসিয়াছিলেন। গৌরবাণী-বক্তায় সমগ্র জগৎকে মুখরিত করাইতে আসিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণ বর্ণন করাইতে হয় এই অলৌকিক কথা জগৎকে জানাইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ প্রভু আরও বলেন—আমাদের ভজনই হইতেছে শ্রীগুরুদেবের জীবন। 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।' তাই করুণাময় প্রভু আমাদের গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে অকূল পাথারে না ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তমণ্ডলীর সমস্ত জগতের কাণ্ডারীরূপে, আশ্রয়দাতারূপে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের ধন, প্রাণের প্রাণ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে। তিনি বলিতে থাকেন—প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—ভক্তিবিনোদধারা ছিন্ন হইবার নহে, তাই গৌড়ীয়গগনে আচার্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন প্রভুপাদের বিগ্রহস্বরূপ শ্রীল বাসুদেবের পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু। তাই আজও আমরা আশ্রয়হীন হই নাই, অকূল পাথারে কূল পাইয়াছি। অতঃপর তিনি অতি আর্ত্ত ও করুণকণ্ঠে একান্তিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করেন—"বাসুদেব প্রভো, আপনি এই কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ে উদিত হউন, আমার আপনাকে সম্যক্ প্রকারে চিনিবার সুযোগ দিন; আমাকে আপনার কৃপা করুন।" অতঃপর তিনি 'গৌড়ীয় ব্রহ্মাচার্য্য শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীল বাসুদেবের পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়!' বলিয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিলে সমবেতকণ্ঠে 'শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। অতঃপর সভাপতির নিকট প্রত্যেকেই সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারীর সর্ব্ববিষয়ে ঐকান্তিক চেষ্টায়—সর্ব্বসাধারণকে অযাচিক ব্যাপারে মুগ্ধ করিয়া আচার্য্য-মহিমা শ্রবণে উন্মুখ করিবার আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

——

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৬শে মার্চ্চ, ১২ই চৈত্র শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর প্রকট পূর্ণিমা-তিথি পূজা মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। নানা প্রকার পত্র-পুষ্প, পতাকা বস্ত্র ও অলঙ্কারে মঠ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—শুভারম্ভ উষাকীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সন্ধ্যারাত্রি ও কীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলা পাঠ ও শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক একটি মনোজ্ঞ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা হয়। সকাল হইতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর লীলা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি ৯টা ঘটিকার সময় উপস্থিত শতাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পরদিন প্রাতেও বহু কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

"আমরা নিজকর্মদোষে বিদ্যা-পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না। প্রভু যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, উচ্ছিষ্টভোজী আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।"

([illegible])

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বৈশাখ [illegible]

অনর্থের দ্বারা অনর্থ যায় না

আমি ভগবদ্দাস—ইহা বিস্মৃত হওয়াই জীবের প্রথম অপরাধ ও সকল অনর্থ বা অমঙ্গলের মূল বীজস্বরূপ। এই আত্ম-বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয় বলিয়া জীব দেহসুখকে আত্মসুখ মনে করতঃ দেহ মনের সুখবিধান করিতে গিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে সুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণই কাম্য হইয়া পড়ে। [illegible] বা [illegible] আত্মোপলব্ধি লাভই সমস্ত অনর্থ। বদ্ধজীবের [illegible] অনর্থের প্রাবল্যবশতঃ নিজেকে ভোক্তা বা প্রভু বুদ্ধি হয়। তজ্জন্য ভোগ্যাভিমান বা সেবকাভিমান হৃদয়ে স্থান পায় না। এইরূপ অনর্থ-গ্রস্ত অবস্থায় থাকাকালে আমরা মনে করি যে, সংসার ভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় তর্পণদ্বারেই আমাদের পরাশান্তি লাভ হইবে, একদিন না একদিন এইভাবেই আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সুখের উদয় হইবে। কিন্তু এইরূপ বিচার ভ্রমাত্মক। কারণ, জলপ্লাবিত স্থানে ভূমিসন্ধানের ন্যায় এই দুঃখময় সংসারে বা অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে সুখের সন্ধান বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের বহির্মুখতাই অনর্থ বা কৃষ্ণ-বিস্মৃতির জনক। ইহাতে আমাদের যত আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, আমরা জড়ানন্দে যত মত্ত হইতে থাকিব, সেবানন্দ বা পরাশান্তি আমাদের নিকট হইতে ততদূরে অবস্থান করিবে। কিন্তু আমরা যদি অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি ছাড়িয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টাদি হইতে পারি তাহা হইলে আমরা [illegible] পাইয়া ধন্য হইব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"[illegible]
[illegible]"

(ভাঃ [illegible])

কর্মকাণ্ডের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হয় [illegible] যেমন মলিন [illegible] অপবিত্র হয় [illegible] ভোগীদের দ্বারা [illegible] সেইরূপ [illegible] সেইজন্য [illegible] কখনও মিটে না, সেই [illegible] নিবারণে না দিয়া [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য ভগবানের প্রীতির জন্য করিয়া থাকেন। ফলে ভোগবাসনা ক্রমশঃ [illegible] কিন্তু ভোগ[illegible] বাধা আমরা বুঝ[illegible] না পারিয়া অসতের [illegible] ভোগাদিতেই এই জগতে বিচরণ করিতে থাকি। ভোগের দ্বারা যে ভোগপিপাসা কখনও নির্বাপিত হয় না, বরং বর্দ্ধিতই হইতে থাকে একথা ভোগী আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতেছি এবং শাস্ত্রও আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(ভাঃ ৯।১৯।১৪)

ঘৃত দ্বারা যেরূপ অগ্নি নির্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্য-বস্তু উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে উপশম প্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের ছাগ-সম্বন্ধ-ইতিহাসে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কোন সময় এক ছাগ বন মধ্যে নিজাভীষ্ট অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কামান্ধচিত্তে উহাকে কোন উপায়ে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে উদ্ধৃত ছাগী উক্ত ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল। অনন্তর কূপলব্ধ ছাগী একদিন নিজ প্রিয়তমকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া ঈর্ষা-বশে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীব দুঃখিতচিত্তে নিজপালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক ছাগের কুব্যবহার বর্ণন করিল। ঐ স্ত্রৈণ ছাগ তখন দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লক্ষ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না। ঐ ছাগ ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে ঐ দ্বিজ ক্রোধভরে ছাগের রতিসামর্থ্য হরণ করিল। ভোগাভাবে দুঃখিতচিত্ত ছাগ নিরুপায় হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাকে রতিসামর্থ্য প্রদান করেন। ঐ ভোগী ছাগ উক্ত ছাগীর সহিত ইন্দ্রিয়-সুখে প্রমত্ত থাকিয়া বহুবর্ষব্যাপী অতিবাহিত করিল, কিন্তু কিছুতেই [illegible]র নির্বেদের উদয় হইল না। পরন্তু ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর কনক-কামিনী প্রভৃতি কোন বস্তুই জীবের ভোগবাসনা পূরণ বা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। তৎফলে জীবের [illegible] ত্রিতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভোগে সুখ নাই দেখিয়া অনাদিকালের [illegible] ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখাতীত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হন।

অনর্থের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ কথা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—"যাহা অনর্থ বটে, তদ্দ্বারা তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মফলভোগপিপাসা কর্ম্মফল-ভোগ দ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নামভজন-বিচারে যে অপরাধ ঘটে, তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ বর্জ্জিতাবস্থায় পুনঃ পুনঃ নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নাম-সাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধ-কালে নামগ্রহণ-সেবার বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কখনই নামসাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ-বলে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু নাম নহে। অপরাধ বিমুক্তাবস্থায় সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না; তবে অনর্থ থাকা কালে অনর্থের অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভক্তি-ফলভোগমূলক কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরিবিমুখতার দ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না।"

যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না। কিন্তু ঐ সব দুগ্ধাদি রোগজনক দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়নযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন-ফলে সেই রোগ নিবৃত্তি হয়। আমরাও যদি ভগবদ্-ভোগ্য জিনিষগুলিকে নিজের ভোগ্যজ্ঞান না করিয়া সেইগুলিকে সেবাজ্ঞানে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করি এবং ভগবদুচ্ছিষ্টভোজী দাসাভিমানে ভক্তোচ্ছিষ্টগ্রহণে যত্নপর হই, তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা করি তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগকে অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। এতদ্ব্যতীত অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, অনর্থ-সঙ্গ অনর্থ-নাশক নহে, অনর্থবর্দ্ধক; আর অর্থসঙ্গই অনর্থনিবৃত্তির একমাত্র মহৌষধ।

দুই বন্ধু

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

মধু—ভাই যদু, অনেকদিন পরে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। ইতোমধ্যে তোমার পূর্ব্বকথামত একদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলাম, কিন্তু মঠাচার্য্যের অপ্রকট-সংবাদে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কোন কথাই শ্রবণ করিবার সুযোগ হইল না।

যদু—ভাই মধু, শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয়-গগন অন্ধকার করিয়া তাঁহার প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজজন, তাঁহারই একমাত্র স্নিগ্ধ ও নিষ্কপট শিষ্য মদীয় শিক্ষাগুরু-দেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকেই তদীয় অধস্তন আচার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন তাঁহারই অধিনায়কত্বে চলিতেছি। তুমি কেন তাঁহার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে না?

মধু—ভাই, একথা আমি শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া কি প্রকারে আচার্য্য হইলেন ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় আমি শ্রবণ করিতে যাই নাই।

যদু—ভাই মধু, তোমাকে আমি বাল্য-কাল হইতেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানি, কারণ, তুমি নিজ বুদ্ধিবলে বিগত যুদ্ধে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করতঃ উন্নতি লাভ কর। অনন্তর স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার মানসে ব্যবসায়াদি করতঃ উন্নতি করিতেছ, কিন্তু এ বিষয়ে সুষ্ঠু বিচার করিলে না কেন? আমার কথা ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। সন্ন্যাসী হইলেই আচার্য্য হইতে পারিবেন, আর ব্রহ্মচারী হইলে পারিবেন না এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। বদ্ধজীব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, আর সন্ন্যাসীই হউন কখনও আচার্য্যপদবাচ্য নহে। 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ সেবক বহির্দৃষ্টিতে যে-কোন আশ্রমেই থাকিবার অভিনয় করুন না কেন, বর্ণা-শ্রমাতীত তাঁহার আচার্য্য বা গুরু হইবার বাধা নাই।

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যাস্তেন কীর্তিতঃ॥"

(বায়ুপুরাণ)

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং আচরণ করতঃ অপরকে আচারে স্থাপন করেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পুরুষ "আচার্য্য" নামে কথিত হইয়া থাকেন। সদ্গুরু আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জীবন গুরুসেবাময়। তিনি আচারবান প্রচারক। তিনি গুরুসেবার মর্ম্ম জানেন, স্বয়ং আচরণ না করিয়া তিনি কখনও কাহাকে উপদেশ করেন না। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিষয়ে তিনি জীবন্ত ভাগবত। ভাগবত দুই প্রকার। গ্রন্থভাগবত আর ভক্তভাগবত। গ্রন্থভাগবত অপেক্ষা ভক্ত ভাগবতের বৈশিষ্ট্য আরও বেশী, কারণ গ্রন্থভাগবতে যাহা বর্ণনা theoritically আছে ভক্তভাগবত তাহা ব্যক্তিগত জীবনে (practically) আচরণ করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবকে শিক্ষাদান করতঃ আচারে স্থাপন করেন। ইহাই আমরা আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপে দেখিতে পাই। শ্রীগুরুদেব তাঁহার গুণাতীত বিষয় নিগূঢ়, নিষ্কপট ও সমর্পিতাত্ম শিষ্যের হৃদয়েই প্রকট করেন। এই প্রকার আত্মসমর্পণই দীক্ষা এবং এই প্রকার সমর্পিত আত্মাই পরব্রহ্মকে জানেন।

'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'

(ছা. ৬।১৪।২)

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, বদ্ধজীব গুরুকরণের পূর্ব্বে গুরুর নিদর্শন তাহার কল্পনার ছাঁচে আঁকিয়া রাখিয়া দেয়, পরবর্ত্তিকালে সেই নিদর্শন যে-কোন বদ্ধজীবে দেখিতে পায় তাহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকে। কেহ মনে করেন, গুরু জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন, কেহ মনে করেন, গুরু সাধারণতঃ মানব অপেক্ষা খুব বড় লম্বা-চওড়া হইবেন, কেহ মনে করেন, গুরু বড় বক্তা হইবেন, কেহ মনে করেন, গুরুর খুব ঐশ্বর্য্য থাকিবে, কেহ মনে করেন, গুরু বড় ত্যাগী হইবেন, তিনি এক বৃক্ষতলে এক রাত্রি বাস করিবেন, এই প্রকার মানব কল্পনাই তাহাদের গুরুকরণের মাপকাঠি। ইহাই যে-কোন মানবে দেখিতে পায় তাহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করে। ইহারা গুরুর স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞ। গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

(মুণ্ডক ১।২।১২)

যিনি ভগবান্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভ করিতে চান, তিনি সমিধ্ হস্তে বেদজ্ঞ ও কৃষ্ণানুভবী সদ্গুরুর নিকট কায়মনোবাক্যে অভিগমন করিবেন। এখানে সদ্গুরুর যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার তাঁহার বাহিরের বেশে বা বর্ণের উপর নির্ভর করেন নাই, কেবলমাত্র বেদজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ এই দুই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি যে-কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, বেদজ্ঞ ও কৃষ্ণানুভবী হইলেই গুরুপদবাচ্য। ইহারই প্রতিধ্বনি আমরা সহজ ও সরলভাষায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মাদৃশ আশয় ও বর্ণাশ্রমবদ্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুর স্বরূপ জানাইয়াছেন।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

(চৈঃ চঃ ম৮।১২৭)

ইহাতেও বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র আশ্রমাচারেই গুরুর যোগ্যতার বিচার নহে। গুরু নরজাতিবিশেষ নহেন। গুরুদেবকে সমস্ত শাস্ত্রেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সেইরূপই জানেন, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীহরি হইলেও বিষয়-আশ্রয়ের অবস্থা স্বীকার্য্য। শ্রীহরি সেব্য-ভগবান্ এবং শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান। শ্রীহরি যে মূর্ত্তিতে নিজের সেবা নিজে করিয়া জীবকে নিজসেবা শিক্ষা দেন, সেই মূর্ত্তিই শ্রীগুরুরূপ

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অতএব শ্রীগুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই। তিনি সর্ব্বদেবময় ও ভগবৎস্বরূপ

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

বৈষ্ণবই একমাত্র গুরু হইবার যোগ্য। যাঁহার যে পরিমাণ বৈষ্ণবতার অভাব তিনি সেই পরিমাণেই লঘু। বৈষ্ণবতার বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নস্থ শ্লোকে জানাইয়াছেন যে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

(শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক)

যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন অর্থাৎ আত্মদর্শনহেতু আপনাকে গুরুবুদ্ধি করেন না, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু অর্থাৎ ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হয়েন না, নিজে মাননীয় হইয়াও যিনি আপনাকে অমানী মনে করেন ও অপরকে সম্মান দিতে [illegible] হয়েন

সর্ব্বদাই শ্রীহরির নাম রূপ গুণ-লীলা কীর্ত্তন করেন আর সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীহরির সেবা ছাড়া আর কিছুই করেন না, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। এই বৈষ্ণবগুরুরূপে আমরা আচার্য্য [illegible] বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে [illegible] যিনি একবার তাঁহার সঙ্গে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনিই এই বর্ত্তমান আচার্য্যের সঙ্গ তৃণাদপি সুনীচতায়, সহিষ্ণুতায়, অমানিমানদত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন। তোমার যদি তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের ও শ্রীমুখবিগলিত সুমধুর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ হইত তাহা হইলে তোমারও আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইত। অতএব আমার অনুরোধ, পুনরায় আর একদিন আচার্য্যের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে কিছু হরি-কথা শ্রবণ করিবে।

মধু—তুমি যাহা তাঁহার কথায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছ। আমি তাঁহাকে কি প্রকারে বুঝিতে পারিব? তথাপিও তোমার বাক্যানুসারে শ্রবণের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে।

যদু—ভাই মধু, তোমার এই প্রকার সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, অনেকে প্রাকৃত-ভূমিকায় থাকিয়া অপ্রাকৃত গুরু বৈষ্ণবতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবের নিকট যাইবার পূর্ব্বে কি প্রকারে যাওয়া উচিত তাহাও আমরা শাস্ত্রকৃপায় জানিতে পারি। যদি আমরা সেই প্রকারে না যাই তবে উপকৃত হইবার পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই বরণ করিব ও বঞ্চিত হইব। উপরে আমরা গুরুর গুরুত্ব আলোচনা করিয়াছি। এখন শিষ্যের কৃত্য বিচার করিব।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

(গীঃ ৪।৩৪)

এখানে আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্‌কে জানিতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবাসহকারে শ্রীগুরুর নিকট যাইতে হইবে। গুরুর নিকট অভিগমনের পূর্ব্বে আমাকে আমার সমস্ত প্রকার জাগতিক জ্ঞানের গরিমা ও অহঙ্কার ত্যাগ করতঃ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া প্রণত গমন করিতে হইবে। ইহার নাম প্রণিপাত। ধৈর্য্য ও মনোযোগসহকারে তাঁহার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করিব। আমার যদি কিছু বুঝিতে অসুবিধা হয় বা কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা বিদূরিত করিবার জন্য কিছু জিজ্ঞাসার নাম পরিপ্রশ্ন। অবশেষে [illegible] কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রীতির নাম সেবা। তাঁহার কথা বুঝিবার ও তাঁহাকে জানিবার উপায় আমার আত্মসমর্পণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যখন তিনি দেখিবেন যে, আমি সত্য সত্যই তাঁহার কৃপাপ্রার্থী তখন তিনি কৃপা করিয়া যে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিবেন সেই বুদ্ধিযোগদ্বারাই তাঁহাকে বুঝিতে ও জানিতে পারিব। অতএব গুরুদেবের কৃপা, আমার আত্মসমর্পণ ও অকপট কৃপা-প্রার্থনাই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। যেকাল পর্য্যন্ত আমার লব্ধ বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ আমি নিজের বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি এই বুদ্ধি [illegible] যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার নিকট আত্মগোপন করেন, অতএব আমি কৃপা ছাড়া আর কি হইবে? গুরুবৈষ্ণবকে বুঝিতে যাওয়া অনেকেই ভ্রান্ত ও বঞ্চিত হইয়াছেন। আমি যদি তাঁহার কৃপা ছাড়া [illegible] না করি তবে তিনি আমাকে কৃপা করিবেনই। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারিব। প্রাকৃত-ভূমিকায় থাকিয়া অপ্রাকৃত বস্তু জানিতে যাওয়া আর রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোক সাহায্যে সূর্য্যদর্শন করিবার চেষ্টা উভয় বিচারই বাতুলতার পরিচায়ক। এই উপায়ে বস্তু-জ্ঞান উপলব্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং তত্ত্ব হইতে বহু দূরে চলিয়া যাইতে হয়। এই পন্থার নাম আরোহবাদ। অধিরোহবাদে পরিশ্রমই লাভ [illegible] উপায় অর্থাৎ বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবদর্শন বা সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে সূর্য্যদর্শন—ইহাই প্রকৃত দর্শন। ইহাই অবরোহবাদ নামে কথিত। ইহাতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি যদি সরলভাবে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার কথা বুঝিতে চাও তবে তুমি কখনও বঞ্চিত হইবে না, অধিকন্তু তাঁহার কথা বুঝিয়া ও আত্মমঙ্গলের পথ বরণ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনেই পরমার্থ ও শ্রেয়ঃ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

—শ্রীঅপরেশ দাসাধিকারী

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
'মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল'॥

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধ ভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

চীন [illegible], [illegible] [illegible], নদীয়া।
শ্রী[illegible] [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible], শ্রী[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] শ্রী[illegible] [illegible]
শ্রীমৎ [illegible] [illegible], [illegible],
প্রভু[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র
প্রকাশিত [illegible]
[illegible] [illegible]।

(৩) গোদ্রুম [illegible] শ্রী[illegible]

এই স্থানে [illegible] [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভু[illegible] [illegible]
রক্ষক- শ্রী[illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীনাম-ভজন

রক্ষক — শ্রীমৎ[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রী[illegible], বামনপুকুর (নদীয়া)
শ্রী[illegible]
সমাধি। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অপ্রকট কৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে শ্রীল [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের [illegible] [illegible]
[illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক —
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রী[illegible]-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।
গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রী[illegible]
সেবা। রক্ষক- [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, [illegible] [illegible], বর্দ্ধমান।
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(১২) মোদক্রম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।
শ্রী[illegible] শ্রীবৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক - [illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(১৪) [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক — [illegible]

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীঅদ্বৈত [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রী[illegible] [illegible],
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক- [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সপ্তগ্রাম [illegible] পাট

[illegible] (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

১০ নং নবাবপুর [illegible], পোঃ ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহা
মহোপদেশক [illegible] [illegible]

(২৪) মাধব গৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা
রক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক [illegible] মহারাজ

(২৫) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)।
এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্য সেবা
[illegible]। রক্ষক - শ্রী[illegible] [illegible]।

(২৭) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]।
রক্ষক — [illegible] [illegible] অধ্যাপক
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

(২৮) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible] সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], [illegible], ইউ, পি,
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], মথুরা।
রক্ষক — শ্রীভক্তি[illegible] যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ — শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা [illegible], মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা [illegible]
(পাঞ্জাব) রক্ষক — শ্রী[illegible] গোবিন্দ ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — অধিকারী
শ্রী[illegible]চৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রী[illegible]জীউর নিত্যসেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর
সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদ[illegible]জীউর
নিত্যসেবা। রক্ষক — মহামহোপদেশক
শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর।
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬০) বাগ্নাপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

বাগ্নাপাড়া, পোঃ [illegible], (হাওড়া)
এখানে [illegible] শ্রী[illegible] সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্প্যার্কস স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ [illegible] টাউন, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস- ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম [illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible] ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাগবতশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২রা মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৬।৵
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

চিকাচিন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাহবোবা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫,৫০
সভরেণ	২২।৵১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৭।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫।৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫।৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অজন্তা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আরেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুর্দ্দনি ফাইন	৪৩৲
চাপ গাধা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পান মাত্র	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥৫
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৭০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৭৵	৭॥০
ঐ সে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা টী আয়রণ।	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।/১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল) ৮॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ ৭৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট ৪।০—৬।০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, বোল্টু নারাজে ৫।০—৫।৵০

গোল রড রি ইন-ফাস ও কনক্রিটের

জন্য ৫॥০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৭॥০, নকল ২১৲

সূটকলের হালমণ ৪৸০, পাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লি

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

— ঃ০ঃ —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০	১২-১৮	১৬-০৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গের পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেজোলা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পত্রায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:•:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে।	।৵০	।৵	।০	
ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
সিকি কলম ১২৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

[illegible]

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

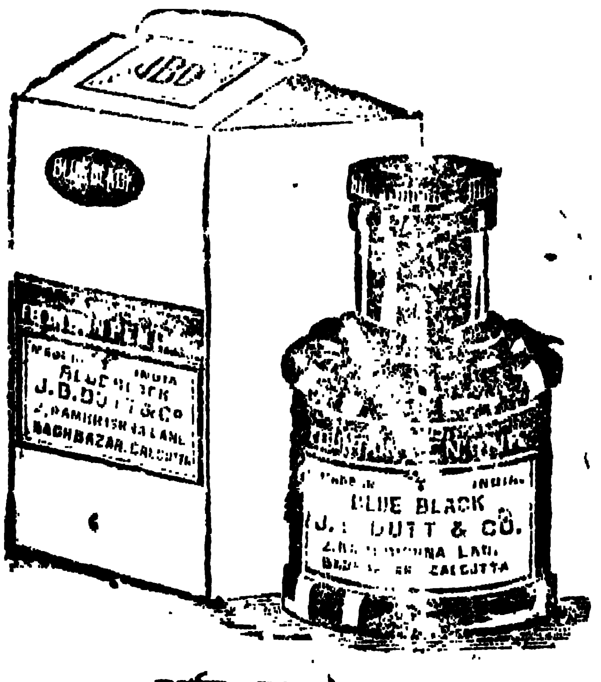

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

লো প্রিঃ—১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র মূল্য /০

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে চৈত্র, ১৩৪৩, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৩০

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব
উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিস্তৃত তথ্য-
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে।
উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম
ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর
আবেদন করুন।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই এপ্রেল, ১৯৩৭

(১)

১৪৩১ খাংজারি ৩৬ দাবী ৫৮দ০

ডিঃ ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট্

দেঃ যুগল তাঁতি সাং ছিকুনী পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ছিকুনীগ্রামে ডিঃ সং ১৫নং খং ১ ৭২শঃ জমির ৯।/১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২)

১৪১০ খাংজারি ৩৬ দাবী ৬১৬৲

ডিঃ পাঁচুগোপাল গড়াই দিং

দেঃ তাসিরন বিবি দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫৩নং খং -২৬শঃ জমির ১৵৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০১২ নং খং -১৭শঃ জমির ৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭২৮ নং খং -৩০শঃ জমির ৪॥০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

১৫৪২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৯৯৲

ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ বসু

দেঃ রজনী সেখ সাং নুতনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর নুতন গ্রাম ডিঃ সং ১১৯৯নং খং -৯:শঃ জমির ১।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

১১৯৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৮দ০

ডিঃ সরোজরঞ্জনসিংহ দিং

দেঃ হরিপদ ঘোষ দিং সাং বিষ্ণুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে সরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ৮২৫খং ১-৩১শঃ জমি যাহা দেনদারগণ ভাগিদারী সূত্রে চাষ আবাদ করিতেছে উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৮০৫ খাংজারি ৩৬ দাবী ৭৫/৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ ছোটশ্যাম দাস কৈবর্ত্ত সাং ফুলবাগান পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দস্তরাটীগ্রামে ডিঃ সং ৩৯নং খং ৪ ২৮শঃ জমির ২৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১৮৫৯ খাংজারি ৩৬ দাবী ১২৫॥/৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং মাঝেরচর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে মাঝেরচর গ্রামে ডিঃ সং ১ ও ১১৯নং খং ১৮শঃ জমির ২।/০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১৮৯১ খাংজারি ৩৬ দাবী ১০৵৯

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ প্রভাতনলিনী দেবী দিং সাং দেব গ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ৩২৪নং খং ২-৭২শঃ জমির ৬॥৵১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৯২৪ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪০।৵৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ আবদুল সত্তার সেখ সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ সং ২৯০ ও ২৫৩নং খং ২-৪৪শঃ জমির ১১॥৵০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

১৯৪২ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৬৷/৬

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ শিবনাথ বিশ্বাস দিং সাং আনাচিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ছোটআটাদি গ্রামে ডিঃ সং ৩১২নং খং ১-৯৮শঃ নিষ্কর জমি মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৯৬৪খাংজারি ৩৬ দাবী ১২।৶৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী দিং

দেঃ অতুলকৃষ্ণ মোদক সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ২৭৫নং খং ও অধীন ২৭৬।২৭৭নং খং৮-৭২ শঃ জমির ৪৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ০৲

(১১)

১৯৭০খাংজারি ৩৬ দাবী ৫৮/০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাল সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৮০ নং খং ১৭-৪১শঃ জমির ২৮।৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১৯৭১খাংজারি ৩৬ দাবী ১১৪।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রামপদ মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪৯৮।১৯৪।১৯৫।১৯৬। ১৯৮ নং খং ১৬।১৬৵০ বিঘা জমির ২৬/০ জমা লেখা যায় উক্ত বাকীপড়া জমার ষোল-আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৯৮৯খাংজারি ৩৬ দাবী ৫০/৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ গগন সেখ ঘরামী দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে চৌগাছা-হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৭০নং খং ৩-৪৭ শতক জমির ১৫।৶/১২॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৯৯০খাংজারি ৩৬ দাবী ১৫৷৶১০

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নন্দলাল দে দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ৭১০নং খং -৯শঃ জমির ১।৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(১৫)

১৯৯৩থা.জারি ৩৬ দাবী ৩৭॥৵৩

ডিঃ ম্যানেজার কাসিমবাজার রাজ ওয়ার্ড ষ্টেট

দেঃ সুহাসিনী দাসী সাং বেলপুকুর পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৭০নং খং এর অধীন ২৭১।২৭৭ নং খং ৭-৮৪শতক জমির ৮।৵৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

১৯৯৪থাংজারি ৩৬ দাবী ১২॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ রহিম মোল্লা দিং সাং দুর্লিয়া

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ১০৬নং খং ১১ ২৯শঃ জমির ১৭৸৵৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৯৯৫ থাংজারি ৩৬ দাবী ১২॥৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নলিনীকান্ত ঘোষ দিং সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে চরকাতলামারী গ্রামে ডিঃ সং ৩২৫নং খং ২৮শঃ জমির ১/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

১৯৯৯ থাংজারি ৩৬ দাবী ৪৪।৩

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ শরৎকুমারী ব্যানার্জি সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৪০।১৪১নং খং ১-৩২শঃ জমির ৩॥/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

২০০১ থাংজারি ৩৬ দাবী ১০৩।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ চান্দুসেখ সাং মুড়াপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৯৮নং খং ৬-৬৮শঃ জমির ১৩॥৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭০৲

(২০)

২০১১ থাংজারি ৩৬ দাবী ১৯৯৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী

দেঃ সুধার ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে শঙ্করপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২৫নং খং ১১ ১৬শঃ জমির ৩৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২১)

২০১৭ থাংজারি ৩৬ দাবী ৩৭৸৵০

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ গোবিন্দ দাস সাং কুলবাগান পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বসন্তপুর মধ্যে ডিঃ সং ৭৮নং খং ৩-৬৬শঃ জমির ৬৸৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৪৭থাংজারি ৩৭ দাবী ২৭৩

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ তারাপদ ঘোষ সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উসিদপুর গ্রামে ডিঃ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

৫৭থা.জারি ৩৭ দাবী ১৩৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোলাম মণ্ডল দিং সাং শিমুলগাছি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শিমুলগাছি মধ্যে ডিঃ সং ৩নং খং এর অধীন ৬৩নং খং ১-৩৪শঃ জমির ১৩৸৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১০থা.জারি ৩৭ দাবী ১৪।৩

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

দেঃ নবেশনন্দিনী দাসী সাং ঐ পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ সং ২৬৭৫ নং খং ৭শঃ জমির ২৭০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

৬৩থাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৸০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ আশুতোষ মৈত্র সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মায়াপুর মধ্যে ডিঃ সং ৬০৮নং খং ১/১ বিঘা জমির ২।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৮৲

(২৬)

২০০০থাংজারি ৩৬ দাবী ১১৩৸৩

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ সেকেন্দার মণ্ডল দিং সাং মুড়াপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মুড়াপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৩ খং ৬-৮২শঃ জমির ২৬৸৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

৬৪থাংজারি ৩৭ দাবী ৪৮/৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ শ্রীমৎ স্বামী সেবানন্দ সত্যাশ্রমী সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং ১১৩নং খং ১০-৬শঃ জমির ৩৮৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৮)

৭২থা জারি ৩৭ দাবী ১৯৸৵৬

ডিঃ নিত্যানন্দ মোদক দিং

দেঃ মাইরন বিবি সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে উসিদপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬৬৯নং খং ৩১শঃ জমির ২০৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

৭৩থা জারি ৩৭ দাবী ১০৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ নেপাল সেখ সাং কৃষ্ণনগর নূতনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা সদর মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ সং ৩৯০৫নং শিকর খং অধীন ৭৯১৬খং শঃ জমির ৩৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য

(৩০)

৭৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ২১৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভবেশচন্দ্র বাকচী Alies Sudir Kumer Bakchi সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে উসিদপুর গ্রামে ডিঃ সং ১২৩নং খং অধীন ৭২৭নং খং ৫০শঃ জমি ও ৮০২নং খং অধীন ৮৬৬নং খং ৩৯শঃ জমি মোট ১-২১শঃ জমির সালিয়ানা ২।৵০ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

৮৪ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৬।৩

ডিঃ এরফান মণ্ডল

দেঃ কড়ু সেখ দিং সাং মহেশগঞ্জ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা মধ্যে ডিঃ সং ৭নং খং ৩২শঃ জমির ৩৲৵৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

৯৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৪৮৸৵৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ মন্মথনাথ পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা মেহেরপুর মৌজে জিতপুর মধ্যে ডিঃ সং ৭০নং ও তদধীন ৫৭০।৫৭১।৫৭২নং খং ভুক্ত ৪৯৪৸০ টাকার যে পত্তনী জমা লেখা যায় উক্ত পত্তনী জমার মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৩০০৲

(৩৩)

১০০ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৩৸০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ ভোলানাথ সাঁতরা সাং সাতকুলে পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বনকর ঘোষপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ১২৩নং খং ২-৪২শঃ জমির উঠবন্দীর চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে, উক্ত বাকীপড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

১০১ থাংজারি ৩৭ দাবী ৮১৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভবেশ্বর মল্লিক সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বনকরগ্রামে ডিঃ সং ৪৭৩নং খং ৩ ১৮শঃ জমির উঠবন্দীসত্রে চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৫০৲

(৩৫)

১০২ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৩৸/৯

দেঃ শ্যাম সেন সাং সাতকুলে পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে ভালুকাগ্রামে ডিঃ সং ৩৬৭নং খং ৪০শঃ জমির উঠবন্দী চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে, উক্ত বাকী পড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ১০৲

(৩৬)

১০৩ থাংজারি ৩৭ দাবী ৪৭॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূতনাথ সাঁতরা দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বনকর ঘোষপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৭৬৭।নং খং ২-৭২শঃ জমির উঠবন্দী সত্রে চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে। উক্ত বাকীপড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

১০৭ থা.জারি ৩৭ দাবী ১৩৮৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিকু মণ্ডল দিং সাং আনন্দবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে ভালুকাগ্রামে ডিঃ সং ৩৩১নং খং ১৬-৩৮শঃ জমির ৪৪৸/৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০

অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

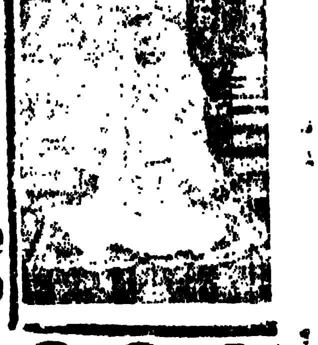

১০ম বর্ষ | বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩রা এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শনিবার | ৬০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে মার্চ সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজও তিনজন ব্রহ্মচারীসহ বঙ্গদেশে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে গমন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর অঞ্চলে গৌরবাণী কীর্তন জন্য গমন করিয়াছেন।

প্রেয়াস্পদ শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধামপরিক্রমাকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের জন্য মহাপ্রসাদ প্রস্তুত ও পরিবেশনাদি বিবিধ সেবাকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আরও নানাবিধ সেবায় সহায়তা করিয়া গুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাচেষ্টা অতুলনীয়। গত ২৯শে মার্চ তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৩১শে মার্চ বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বাহির হইয়া মথুরা অভিমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে তাঁহারা কাশী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিবেন।

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার পথে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে অবতরণ করেন। গত ২৯শে মার্চ তারিখে তথায় শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ শিক্ষা পাঠ করেন এবং শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবস বহু ব্যক্তি পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীরুক্মিণীদিবাকর মিশ্র বেদান্ত-বাচস্পতি নামক মেদিনীপুরের কাঁথির জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত গত ২৯শে মার্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বৈতপন্থী ও শঙ্করাচার্যের মতের বহু মাননকারী। উক্ত মিশ্র মহাশয়ের সঙ্গে প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ও পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের বহুক্ষণ যাবৎ শাস্ত্রচর্চা হয়। মহাশয় শঙ্করাচার্যের বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অপসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে বৃহস্পতি-সদৃশ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ বৈষ্ণবাচার্যগণের বিচার উল্লেখ করিয়া তাঁহার যাবতীয় কুমতবাদ খণ্ডন করেন। এই সময়ে শাস্ত্রবিচার শ্রবণ করিবার জন্য তথায় বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৮শে মার্চ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্ন হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর যথাবিধানে শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরজন্ম পাঠ হয়। শ্রীউদ্ধব দাস প্রভু অতঃপর "গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুকী জয়" ঘোষণ করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলী আশ্রিত শরণাগতগণ ও মঠস্থ সকলের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের যে সকল আদেশ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর প্রতি লিপিবদ্ধ ছিল তাহা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' হইতে সর্বসমক্ষে পাঠ করিয়া সকলকে জানান।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুকে বৈষ্ণবাচার্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই পরম প্রীত হইলাম। শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্তন ও পুনঃ পুনঃ "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুকী জয়" ঘোষণা করিয়া উৎসব শেষ করা হয়।

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৮শে মার্চ শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। বহু স্থানীয় ভদ্রলোক, নেপালী ও মাড়োয়ারী জনসাধারণ এই সংকীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। ছয় শতেরও অধিক নরনারী লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া পাঠকীর্তনান্তে শ্রীগৌর-গুণ-মহিমা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তদনন্তর অধিক রাত্রি পর্যন্ত বহু সংখ্যক কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের সহানুভূতি ও চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

গত [illegible] তারিখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর [illegible] সেবকগণ অরুণোদয় কীর্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পারায়ণ হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সন্ধ্যারাত্রিক ও ভোগারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বর্তমান শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্যের জয়গানমুখে বিচক্ষণতাপূর্ণ একটি সভায় [illegible] আলোচনা হয়। সভার কার্য সংকীর্তন মুখে শেষ হইলে পর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত শতাধিক ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনিমুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়

শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম [illegible] [illegible] আশ্রমের জনৈক সেবক শ্রীকৃষ্ণদাসের মাতার ২৭।৩।৩৭ তারিখে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিধানানুসারে শ্রীউদ্ধব দাসের পৌরোহিত্যে শ্রাদ্ধকৃত্য মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্থানীয় বহু লোককে প্রসাদান্ন বিতরণ করা হইয়াছে।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার।

"আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না, কৃষ্ণ যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করেন, উচ্ছিষ্টভোজী আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বিষ্ণু [illegible] গৌরাব্দ [illegible]

শ্রীহরিনাম

চিন্নীলামিথুন রাধাকৃষ্ণই হরি, লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য দুইরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বা রাধার কৃষ্ণই আমাদের [illegible] শ্রীরাধাই কৃষ্ণের 'শ্রী' বা 'রা' কিছু সব। এই শ্রীরাধাগোবিন্দ 'হরেকৃষ্ণ' নামরূপে সেবোন্মুখচিত্তে উদিত হন। শ্রীনামই তাঁহার প্রথম পরিচয়। বদ্ধজীব আমরা হরিসেবা বিমুখ বলিয়া নামরূপী কৃষ্ণে আমাদের রুচি নাই। আমরা ভাগ্যক্রমে যদি নাম-পরায়ণ সাধুর সঙ্গলাভ করিতে পারি তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমুখে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনামে আমাদের রুচির উদয় হয় এবং শ্রদ্ধার সহিত নিরপরাধে নাম করিতে করিতে শ্রীনাম ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে নিজরূপ প্রদর্শন করান। শ্রীনামের কৃপালাভ হইলে আমরা তাঁহার সেবা লাভের যোগ্য হই। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ নিজজন গণ এই নামরূপী কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এত দয়াল!

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সংসার-সমুদ্রে পতিত। তাই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই, আছে কেবল দুঃখ, অশান্তি, হৃদয়ে বিষম জ্বালা ও দুঃখ। আমরা স্বভাবতঃ অসহায় দুর্ব্বল ও পরাধীন। ভগবানই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা। অণুচৈতন্য জীব আমরা পরমচৈতন্য ভগবানের অধীন ও দাস। সুতরাং পরমচৈতন্যরূপ ভগবানই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা পতিত, তিনি পতিতপাবন, আমরা অজ্ঞান্ধ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমরা মহাদোষী আর তিনি সর্ব্বদোষদর্শী ও দয়াময়। তাঁহার কৃপাই আমাদের সম্বল। তিনি দয়া করিয়া আশ্রয় না দিলে, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার না করিলে এই দুস্তর ভব-সমুদ্র হইতে নিস্তারের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি।

"[illegible] [illegible] কিঞ্চন কর্ত্তুমীশ [illegible]
[illegible] [illegible] শরণ [illegible] গোস্বামিনঃ।
উ[illegible] [illegible] সুদুর্ধি-
[illegible] শরণমহং [illegible] প্রপদ্যে॥"

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত ব্যক্তিগণই মুক্ত আর তদ্বহির্ম্মুখ আমরা মায়াবদ্ধ। সাধনক্রমে ভগবৎ-কৃপা লাভ হইলে জীব মুক্ত হয়। অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধভক্তাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাধকজীব সাধুসঙ্গে নিরপরাধে দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম করিতে করিতে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হ'ন এবং সাধুগুরু-কৃপায় সিদ্ধ হইয়া চেতনের পূর্ণবিকাশ বা রসোদয়ক্রমে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিত্যসেবাধিকার লাভ করত নিশ্চয়—চিন্মুক্ত বা মায়ামুক্ত হ'ন। তখন তাঁহার আর পতনের আশঙ্কা থাকে না।

ভক্তিই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবানের সুখবিধান করা যায় না। সাধন-ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটী বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। ইঁহাদের মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্বাত্মস্বরূপ। অতএব হরিনামই যে সকল উপাসনার মূল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্। কারণ, হরিনাম যে সাক্ষাৎ হরি। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—এ সবই শ্রীনাম। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরেই নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সবই বিরাজমান। এই নাম অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সেইজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই শ্রীনাম সেবোন্মুখচিত্তে উদিত হইয়া জীবকে কৃপাপূর্ব্বক সেবাধিকার প্রদান করেন। সুতরাং প্রথমাবস্থায় শ্রীনামে রুচি না থাকিলেও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় শ্রীনামে জীবের রুচি হয়। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

[অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উপতপ্ত (যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত), তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায় তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ অবিদ্যাপিত্তরোগ উপশম হয়।]

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফল-ভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তিপিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ, কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের জড়ৈর্ব অপনোদনের অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু। শ্রীনাম-ভজন ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জিনিস। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্তপুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গল হয় না। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণের নামই ভক্তি। 'নাম-সংকীর্ত্তন' মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর ছেড়ে দেওয়া—বিদেহ মুক্তি—জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করাই বিধেয়।"

কলিকালে হরিনামই যুগধর্ম্ম,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্র-কীর্ত্তনই জীবের ধর্ম্ম। ইহাই হরি, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

মহাজনগণও বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

এই শ্রীনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্যরস-বিগ্রহ। নাম স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত ও পূর্ণস্বরূপ। সেইজন্য কৃষ্ণনাম বলিবামাত্রই কৃষ্ণরস চিত্তে সহসা উদিত হয়। শ্রীনাম বহির্জ্জগতে অবতরণপূর্ব্বক আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার করান। বৈকুণ্ঠনাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠরূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তজ্জনিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' এই বেদান্তসূত্রও নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন।

হরিনাম হরিজনই দিতে পারেন। নামরূপী হরিকে বিতরণ করিবার সামর্থ্য অন্য কাহারও নাই। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভগবৎপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর নিকটই হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশ্য নহেন, যিনি শুদ্ধসত্ত্বনিষ্ঠ নহেন, যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব হয় নাই, যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণভজন করেন না, এইরূপ ব্যক্তি কৃষ্ণনাম দিবেন কি করিয়া? আরও একটী কথা—নাম ও নামাপরাধ এক নয় এবং অসাধুসঙ্গে হরিনাম হয় না, সাধুসঙ্গেই হরিনাম বা হরিসেবা হইয়া থাকে। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তে লিখিত আছে,—

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয় সদা নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥

নামাপরাধ করিতে করিতে নাম হয় না, তবে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আর্ত্তির সহিত শুদ্ধাহঙ্কারে অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। নামাপরাধ যাহাতে উৎপন্ন না হয় তদ্বিষয়ে যত্ন লইলে শুদ্ধ নাম অতি শীঘ্রই উদিত হন। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণনাম পরজগৎ হইতে এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধ নামের উচ্চারণ হয় না। কিন্তু গুরুকৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই জীবের নামোদয় হয়। তখনই চিৎকণ-স্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। শ্রীনাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য। কৃষ্ণ-স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণনাম অধিক কৃপাময়। স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ হয় তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না; কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। সুতরাং এই জড়জগতে বদ্ধমান জীবনৃন্দের হরিনাম ও হরিনাম-দাতা শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন ব্যতীত এমন পরম বন্ধু আর কে আছে?

জাগতিক প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম সেইরূপ নহেন। বহির্মুখ আমরা তর্ক উত্থাপন করিতে পারি যে,—"সর্ব্বদাই আমরা যে নাম উচ্চারণ করি তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং এস্থলে নামকে জড়জাত বস্তু বা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা হইবে না কেন?" তদুত্তরে গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন। তবে যে, নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হন, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ, তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন উক্তি-বিশিষ্ট পরতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি দ্বারা নৃত্য যেরূপ প্রাকৃত রসে—ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রসে জিহ্বা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনামরসের ব্যাপ্তি হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধনকালে যে নামের অভ্যাস তাহা নাম নয়, তাহাকে নামাভাস বলা হয়।"

অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না। সুতরাং সাধুনিন্দা, শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন বা শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ কুধারণা, নাম-তত্ত্ববিদ্ গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা, হরিনাম-মাহাত্ম্যে অতিস্তুতি জ্ঞান, ভগবন্নামকে কল্পিত মনে করা, নামবলে পাপবুদ্ধি, অন্য কোন শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা, শ্রদ্ধাহীনে নামোপদেশ এবং নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি ও আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্রীনামে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন না করা—এই দশনামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে—ইহাই সাধুশাস্ত্র দেশ।

শ্রীনাম গ্রহণ করিবার সময় বদ্ধজীব আমাদের হৃদয়ে জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করিতে হইবে না। নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ বৃথা চিন্তা ক্রমশঃ অপনোদিত হইয়া যাইবে। সুতরাং অগ্রেই ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া মনোযোগসহকারে দৃঢ়তার সহিত হরিনাম করিতে হইবে এবং হরিনাম করিবার সময় শ্রীনামপ্রভু ও গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। মুখে কৃষ্ণনাম ও মনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে। "মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি।" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোপ করিয়া যায়। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? এই সব কথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন। একলক্ষ হরিনাম প্রত্যহ গ্রহণ না করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে জলগ্রহণ করেন না, একথা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেই পাইয়া থাকি। শ্রীনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য বস্তু। আমরা অনর্থযুক্ত জীব। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। হরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবা যুগপৎ করিতে করিতেই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অনর্থনির্ম্মুক্ত হইয়া আমরা তাঁহাদের শুদ্ধসেবালাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ "বাসুদেবানন্দদাসে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" এই উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন।

আচার্য্য-প্রকটে

[শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী]

এই জগতের কোন লোক গুরু হইতে পারে না। গুরু বস্তু নিত্যসিদ্ধ। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু। মনোধর্ম্মিগণের ভোটদ্বারা যিনি গুরুরূপে নির্ব্বাচিত হন, তিনি গুরু নহেন, বস্তুতঃ লঘু। লঘু বস্তুকে মনোধর্ম্মিগণ স্বেচ্ছায় ফুটবলের মত একবার যেমন উচ্চে তুলিতে পারেন, আবার তেমনি নীচে নামাইয়া দিতেও পারেন। কিন্তু স্বপ্রকাশ গুরুবস্তু স্বাধীন, স্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়। তিনি কাহারও অধীন নহেন, একমাত্র প্রেমবশ্য। তিনি প্রাকৃত কোনও ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা সাধারণ সাধকপর্য্যায়ের অথবা অসাধারণ সাধকাগ্রগণ্য বলিয়া লোকলোচনে প্রতিভাত হইলেও তিনি সাধারণের মত হাড়মাসের থলিওয়ালা মানুষ নহেন। তিনি নিত্য চিদানন্দময় শরীরধারী। অশরণাগত সেবাবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নিজকে গোপন রাখেন। তিনি কপটমানুষ। তাই সারাজীবন তাঁহার সঙ্গে একত্রে থাকিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে সময় সময় বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদিগের যখন বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য প্রবল থাকে তখন তিনি ইচ্ছা করিয়াই আমাদিগের সঙ্গে এরূপ অলৌকিক ও ধারণাতীত ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সকল ভাণ্ডার উজাড় করিয়াও তাঁহার গুরুত্ব খুঁজিয়া পাই না। আমি ত' পাই-ই না, নিজের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের কাছেও সেরূপ কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না, ইহা স্বাভাবিক; কারণ গুরু ত' দূরের বস্তু। আমি জানি, 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' বঞ্চিত হইবার ভাগ্য থাকাকালে আমি এ সমস্ত মুখে মুখে খুব আওড়াইলেও ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টায় উদাসীন থাকি।

গুরু কেন আমার দ্বারা পরিমিত হইবেন? আমার সে ভজনবল কৈ? সে প্রেম কৈ? বাহ্য স্তবের দ্বারা কি গুরুকে বশ করা যায়? একদিন গুরুগৃহে গুরুর সঙ্গে থাকিয়া কি এই বুঝিলাম? হা ধিক্! তিনি ত' আমার খানাবাড়ীর রাহবত নন। কোথায় তিনি গোলোকের ধন, আর কোথায় আমি কর্ম্মের নাগরদোলায় ভ্রাম্যমাণ জীবাধম! গুরুদেব সারাজীবন আমারই পাশে পাশে থাকিয়াও সকলের চেয়ে আমাকেই অধিক ভালবাসিবার অভিনয় দেখাইয়া ... বঞ্চিত হইতে চাই বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াই চলিয়া যান। শরণাগতি ও সেবোন্মুখতাকে বাদ দিয়া সত্বরই আমি লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা-কনক-কামিনী-আদি দোহন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কাছে ঘুরাঘুরি করি তত্তই তিনি আমার সঙ্গে নূতন হইতেও নূতনতর বঞ্চনলীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কর্ণ দ্বারা বাণীসেবার অভাবে যখন আমি সেবা দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইতে চাই, পূজ্যের দ্বারা নিজের পূজা করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি তখনই তিনি আমার নিকট বঞ্চনলীলার আবিষ্কার করেন। অভ্যাভিলাষীর নিকট শ্রীগুরুদেব বঞ্চক। বঞ্চকের নিকট তাঁহার প্রকটে বঞ্চনলীলা—অপ্রকটে বঞ্চনলীলা, সারাজীবন বঞ্চনলীলায় ভরপুর। এত বড় বঞ্চক জগতে আর হয় না। তিনি অপ্রাকৃত যাদুকর। তাঁহার নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করেন তাহার নিকট সেইভাবেই তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন।

শ্রীহরি এবং তাঁহার নাম যেমন অভিন্ন, শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার বাণীও সেইরূপ অভিন্ন। তাঁহার বাণী অচেতন বা ভূতাকাশে বিলীন হইয়া যাইবার শব্দসামান্যবিশেষ নহেন। কাজেই সেই শব্দব্রহ্ম কৃপা বঞ্চনাময়। বাণীরূপে তিনিই স্বয়ং একান্ত সমর্পিতাত্মা, শরণাগত, দীন, স্নিগ্ধ শুদ্ধদাসের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবই যাঁহার একমাত্র জীবনের জীবন, নয়নের মণি, ধন, মান, যশঃ, শ্রী ও সর্ব্বস্ব, শ্রীগুরুদেবের চিন্তা মনে উদিত হওয়ামাত্র যাঁহার সমস্ত শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় দ্রবীভূত হয়, শ্রীগুরুদেবের অদর্শনে যাঁহার নিকট ভুবন অন্ধকার বোধ হয়, ঘুম বন্ধ হইয়া যায়, অন্যাভিলাষের লেশমাত্রও যাঁহার হৃদয়ে নাই, সেই প্রকার একান্ত গুরুদাস ভিন্ন যাহার তাহার নিকট গুরুবাণী আত্মপ্রকাশ করেন না। কপট ব্যক্তিগণ গুরুবাণীর দ্বারে গায়ের জোরে হানা দিলেও বাণী নিজকে বঞ্চনাময়ী মহাসমস্যার সম্পুটে নিজকে আবৃত রাখেন। বাহিরে সেবার ঠাট ঠিক আছে কিন্তু ভিতরে অন্যাভিলাষ—এরূপ সেবকব্রুবের নিকট বাণী মহাসমস্যাময়, মহাপ্রহেলিকাময়। যাহার গুণ্ডিচা-মার্জ্জন হয় নাই, হৃদয়ে যাহার আসন প্রস্তুত হয় নাই, বাণীপূজার শঙ্খ-ঘণ্টা যাঁহার সেবোন্মুখবৃত্তিতে বাজিয়া উঠে নাই, আচার্য্য-বাণী তাঁহার রুদ্ধ দ্বার হইতে বড় দুঃখে ফিরিয়া যান। বাণীপূজার পূজারী যে সে ব্যক্তি হইতে পারে না। তাঁহাকেও আমরা সেবোন্মুখ বুদ্ধিতে চিনিতে চেষ্টা না করিলে বঞ্চনলীলার পড়িয়া যাইব। কখনও বা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব জন্ম ঐশ্বর্য্য শত-শ্রী এইগুলির ভিতর দিয়া ভজন করিতে চেষ্টা করিব, তাঁহার শরণাগতি—নিষ্কপটতা—সরলতা দেখিয়াও দেখিব না, বুঝিয়াও বুঝিব না। কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া গাছতলায় বসিয়া মৌনী বাবা হইয়া নেংটি পরিয়া ছাইভস্ম মাখিয়া একটা কিছুত কিমাকার হওয়া অথবা স্বাধীন অনুভূতির নির্ভীক প্রচারক না হইয়া কপটতার আবরণে আবৃত কপট তৃণাদপি সেজে সাজিয়া মিষ্ট কথায় সকলের তোষামোদ করিয়া লোকরঞ্জনপূর্ব্বক নিজ কার্য্য হাসিল করিয়া লওয়াই বুঝি আমাদের ভজন—ইহাই আমাদের ধারণা; কাজেই আমরা পদে পদে বঞ্চিত হই। এক বুঝিতে আর বুঝি, কাঞ্চন দেখিতে পুঁইয়ের মাচা দেখিয়া বসি। বাণীর স্বরূপপ্রকাশক আমার মত লোকের দৃষ্টিতে প্রাকৃত গুণাদি অসঙ্গত বা অসামঞ্জস্যময় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে আমাদেরই মত একটু ভিন্ন কিছু মনে করি। যিনি তিনিই শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক, তিনিই বাণীপূজার শ্রেষ্ঠ পূজারী, তাঁহারই মার্জ্জিত গুণ্ডিচায় শ্রীগুরুকৃষ্ণের আসন, তিনিই প্রভুপ্রেষ্ঠ, প্রভুর প্রাণের প্রাণ, ... স্বপ্রকাশ আচার্য্য। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)।

(৩৮)

১৪৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৭২।/৯

ডিঃ প্যারীবিহারী মণ্ডল

দেঃ … দেবী সাং হাটগাছা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৬৭০ খং ২৫-২৫শঃ জমির ৪৬৬।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৯)

১৭৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৩৫৪।/৩

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং … পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাজুমগাছা গ্রামে ডিঃ সং … দফা রকম অংশে … জমা আছে উক্ত দরদী স্বত্বের … নামায় … যে দরপত্তনি জমা লেখা যায়, উক্ত দরপত্তনী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(৪০)

২১০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪০।/৬

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

দেঃ রামেন্দ্রকুমার পালিত দিং সাং পানিঘাটা পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে পানিঘাটা গ্রামে ডিঃ সং ১৪৬নং ও তদধীন ১৪৫।১৪২৫নং খ ভুক্ত দেবত্তরের নামে … ১১।/৯ যে নোকরদী জমা আছে উক্ত বাকী পড়া জমাজমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

২। থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৪৮নং খং ১-১৭শঃ জমির ৬।৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে।

(৪১)

২০৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫০৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে পানিঘাটা গ্রামে সং ১৫৫।১৯৬ নং খং ৫-২৯শঃ জমির ১৭৫৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

নীলামের দিন ১০।৪।৩৭

(৪২)

… খাংজারি ৩৭ দাবী ৭২।০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ … মণ্ডল সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে … গ্রামে ডিঃ সং ৩০৬নং খং … জমির ২৭৫০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

১১১০ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩১।৶৯

ডিঃ যতীশচন্দ্রলাল চৌধুরী

দেঃ … সেখ সাং মোমাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে … গ্রামে ডিঃ সং ৬৭১।৮৯০ নং খ ২৬।১৫৮০ বিঘা জমির ২১।৩০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১৪৪০ খাংজারি ৩৬ দাবী ২১৬।৵৯

ডিঃ ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস এস্টেট

দেঃ … দাসী সাং … পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে … গ্রামে ডিঃ সং ৭৭নং খ … দেবত্তরের নামীয় জমার … আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আন্দাজ ১০

(৪৫)

১৪২১ খাংজারি ৩৬ দাবী ২১৬৩

ডিঃ জেনারেল ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস এস্টেট

দেঃ কুঞ্জ দাস সাং চাকুন্দী পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে গোকুলনগর গ্রামে ডিঃ সং ১২৯।১৩।১৭১নং খং ২ ৮০শঃ জমির ১।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৫৩২ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৩১০৸০

ডিঃ রায় গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি বাহাদুর

দেঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং নাটিপোতা পোঃ বামুনপুকুর

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাজুদিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২০০ খং ৬ ৫নং খ … ১১৯/০ দরপত্তনী স্বত্ব দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১২৮নং ও তদধীন …নং খং ৭ ২৮১নং খ ভুক্ত ৮০০০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ৬০নং খ … শতক জমি মায় … কোঠা বাড়ী … ও দালান …টি রান্নাঘর ছোটবাড়ী ১নং দেবত্তরের স্বত্বসহ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐথানা ঐমৌজে নাটিপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৫২১৯নং খ … ২৭০ শতক জমি তদুপরিস্থিত পাকা পুষ্করিণী … ও পাকাস্থায়ী ২কুঠরী একতলা পাকা কোঠাবাড়ী কুয়া পায়খানা ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৪৭)

১৫১৬ খাংজারি ৩৬ দাবী ৬৭।৶৩

ডিঃ হিরন্ময়কুমারী দাসী

দেঃ ধরণীমোহন তরফদার দিং সাং স্বরূপগঞ্জ পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১৬৩নং খং ৩-৮১ শঃ জমির ৩৫৫০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

১৬৭১ খাংজারি ৩৬ দাবী ৪৬।৶৩

ডিঃ শিবচন্দ্র রায়

দেঃ ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াপুর পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে কামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৬নং খং ৫-১০শঃ জমির ৫।০০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ২১৫ ও ৪২৫ নং খং ৪ ৪০শঃ জমির ৭৬৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হুকুক মূল্য আঃ ৭৲

৩। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ৭১২নং ও তদধীন ৭০৩ নং খং ২ ৫৫শঃ জমির ৪।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

১৬৭৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৮১।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রেয়াজালি মণ্ডল দিং সাং মুড়াপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মুড়াপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৯ নং খং ৫-৩৬শঃ জমির ৫।১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐথানায় ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১৫ ও ৪২৫ নং খং ৪-৪০শঃ জমির ৪৬৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৲

৩। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ২২৫। ২২৬ নং খং ২-৭৭শঃ জমির ২।৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐথানায় ঐমৌজে ডিঃ সং ৩২৬। ৩২৭ নং খং ২-৩৩শঃ জমির ৩।৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ৭০৩নং খং ১ ৩শঃ জমির ৫৫০ জমা মায় আকর দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐথানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭০০ নং খং ৫-৬৬শঃ জমির ১২৬।৵০জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৫০)

১৭৮৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৯১০

ডিঃ পার্বতী দাসী দিং

দেঃ জাকর সেখ সাং ছোটকুলবেড়িয়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে পলাশীগ্রামে ডিঃ সং ৮২১নং খং ১-০শঃ জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫১)

১৭০২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৬।৶৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং

দেঃ রামমণী মজুমদার দিং সাং বড়আটাকি পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বড়আটাকি গ্রামে ডিঃ সং ১৩১নং খং -২৮শঃ জমির ১০৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৫২)

১৭৫৩ খাংজারি ৩৬ দাবী ২৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবনী দাসী দিং সাং বড়আটাকি পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বড় আটাকি গ্রামে ডিঃ সং ৮নং খং ১ ০শঃ জমির ৫৮/৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

১৮০৭ খাংজারি ৩৬ দাবী ৫২।/৯

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ বীণাপাণি দেবী সাং ঐ পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী মধ্যে ডিঃ সং ১০৮২নং খং ২-৬৩শঃ জমির ১১।১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫৪)

১৮০৮ খাংজারি ৩৬ দাবী ৫০৸৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ শরৎকালি বিশ্বাস দিং সাং কালিয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়কলিয়ার মধ্যে ডিঃ সং ৭১৪নং খং ১-৩০ শতক জমির ৮৬১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৫)

১৮১১ খাংজারি ৩৬ দাবী ১৭।৶৩

ডিঃ রামবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ বাছিরণ বিবি দিং সাং মোড়াতলা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাটগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৪নং খং ১-৪১ শতক জমির ৸/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক নিলাম হইবে।

(৫৬)

১৯২৬ থাংজারি ৩৬ দাবী ১০৫॥৶৬

ডিঃ ম্যানেজার অগ্রদীপ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট

দেঃ দেলজান বিবি দিং সাং কাদিহাটী পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে সন্তুষপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ১৭৫।১০৯নং খং ৫-৭৩ শতক জমির ১৬।৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

১৯২৭ থাংজারি ৩৬ দাবী ১৬১৸/১

ডিঃ ঐ

দেঃ বৈষ্ণব মাঝি দিং সাং ভাগামন্তপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ভাগামন্তপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৭নং খং ৮-১০ শতক জমির ২৯।৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর, আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৫৮)

১৯১২থাংজারি ৭৬ দাবী ১৩।৭২

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ অশ্বিনীকুমার দত্ত দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ৫৪৯।২৫০নং খং ১-৬৪শঃ জমির ৩/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫ ৲

(৫৯)

১৯৮৭থাংজারি ৩৬ দাবী ৬২৯১২।

ডিঃ বাপালদাস সিংহ

দেঃ কাসেম মণ্ডল সাং ইাদাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দোগাছা ইাদা-ডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৭৪নং খং ৬-৮৩শঃ জমির ১৯৮৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০ ৲

(৬০)

১৯৮৮থাংজারি ৩৬ দাবী ১৪৸৶০

ডিঃ মনোরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ হাজারিলাল মুচি দিং সাং সোন-ডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ সং ৫৬৩নং খং ১-৪০শঃ জমির ৩।১৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫ ৲

(৬১)

২০থাংজারি ৩৭ দাবী ৭২॥০

ডিঃ মন্মথনাথ চৌধুরী

দেঃ গোলজান মণ্ডল সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০৪নং খং ২০/৩০ বিঘা জমির ২৭৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১৫ ৲

(৬২)

৬০থাংজারি ৩৭ দাবী ১৬৪।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আইমুদ্দিন মণ্ডল সাং হটনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পানিনালা গ্রামে ডিঃ সং দেনদারের নামে ৬৸০॥০ বিঘা জমির কাৎ ২৯।৶ ০ টাকার যে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জমার ষোলআনা রকম দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৩)

৭৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৯৸৶০

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ কাঙ্গালী পাকড় শেখ দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে ধুবুলিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২০০।১৭০নং খং ৭-২৯শঃ জমির যে চটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২৫ ৲

(৬৪)

৯৩ থাংজারি ৩৭ দাবী ১২৫১০

ডিঃ রাজকুমারী গুরুপ্রসন্নী দাসী দিং

দেঃ কমালুদ্দী সাং রাজাপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুরগ্রামে ডিঃ সং ৩১৮নং খং ০-৫৭শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৭ ৲

(৬৫)

৯৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ৬৸৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ শিবু মণ্ডল সাং আনন্দবাস পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বনকুল মধ্যে ডিঃ সং ৭১৫।১১৭নং খং ১-৭৬শঃ জমির যে চটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত বাকী পড়া জোত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০ ৲

(৬৬)

৯৯ থাংজারি ৩৭ দাবী ৮২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ এনায়েৎ সেখ মণ্ডল সাং হাটচাপড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ভাতজাংলাগ্রামে ডিঃ সং ৪৫২।৪৭৮।২০১।০৪।১৩৮।২৭৭নং ৫।০শঃ জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৭)

১১০থাংজারি ৩৭ দাবী ২১॥৶০

ডিঃ প্রফুল্লকুমার তলাপাত্র

দেঃ সাহাজদ্দিন ওরফে গণ্ডা সরকার দিং সাং বিটকালো, পোঃ মহেশপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে দোগাছাগ্রামে ডিঃ সং ৫৩।১, ৮২।১ নং খং ১-৩০ শতক জমির ৬।৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১৫৲

(৬৮)

১১১থাংজারি ৩৭ দাবী ১২,৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কোতয়ালি মৌজে দোগাছিগ্রামে ডিঃ সং ৮৫নং খং ১-৮শঃ জমির ১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(৬৯)

১৭৬২থাংজারি ৩৭ দাবি ১০৯৶৬

ডিঃ রাখালদাস সিংহ

দেঃ হারুঘোষ দিং সাং নাকাশিপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নাকাশিপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ২২১নং খং ২১-৮৩শঃ জমির ১৮৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১৫ ৲

(৭০)

১৭৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ৬/০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ ভূপতি কর্মকার সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৬৪নং খং ১০ শতক জমির ৸৶৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২ ৲

(৭১)

১৭৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৯॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৫৮নং খং ০-০৪ শতক জমির ৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

(৭২)

২০৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৮৶০

ডিঃ নারায়ণ চন্দ্র মিত্র

দেঃ মনীন্দ্র কুমার দাস সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ সং ৫০৩১নং খং ৪-৭০ শতক জমির ৭৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৭৩)

২২২ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৫৭।৶

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ রাজেন্দ্র নাথ হালদার দিং সাং শক্ত নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩২৩নং খং ২১।২॥০ বিঘা জমির ১৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

৭৪

২২৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ১০০৮৶

ডিঃ দীনেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ [illegible] মল্লিক দিং সাং সাহেব ডাঙ্গা পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর মৌজে নৃসিংহপুর মধ্যে ডিঃ সং ৪ নং খং ৪৬-২৬ শতক জমির ২১৫ ৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০০৲

(৭৫)

২৩৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৩/৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ শ্রীপদ ঘোষ সাং দাদুপুর পোঃ নাকাশিপাড়া

থানা নাকাশিপাড়া মৌজে দাদুপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫৬১।৫৬২নং খং -৬৪ শতক জমির ১॥৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক ইত্যাদি নিলাম হইবে।

নিলামের দিন ১১।৪।৩৭

(৭৬)

১৯৮৬ দেংজারি ৩৬ দাবী ২১৭৶০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ রামলাল ঘোষ সাং সুজাপুর পোঃ কেতুগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান

থানা কালিগঞ্জ মৌজে কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১নং খং ৭০ বিঘা জমির ৮৮৸ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

নিলামের দিন ১২।৪।৩৭

(৭৭)

১০৩২ দেংজারি ৩৬ দাবী ১৯০১৸০

ডিঃ বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

দেঃ প্যারীলাল রায় দিং সাং জয়রাম-পুর পোঃ দামুড়হুদা

থানা চুয়াডাঙ্গা মৌজে দর্শনা গ্রামে ডিঃ সং ১৪৩নং খং ৪৫-০৮ শতক জমির ৭।১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৮০০৲

(৭৮)

১৬৯১ দেংজারি ৩৬ দাবী ২৬০১।৶৩

ডিঃ বনওয়ারী হালদার দিং

দেঃ [illegible] মামুদ দিং সাং কালক পোঃ বাহাদুরপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ সং ১০৫নং খং ০৪ শতক জমির ১৸০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৮০০৲

(৭৯)

১২৫৩ দেংজারি ৩৬ দাবী ১০৪৸৶৩

ডিঃ অমূল্য কুমার নাগ

দেঃ পশুপতি বিশ্বাস দিং সাং কৃষ্ণনগর বাঁকই ডুলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাকই ডুলা গ্রামে ডিঃ সং [illegible] বার্ষিক ২৬০ [illegible] চিরস্থায়ী মোকররী জমা [illegible] জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৫০

(৮০)

১২৮১ দেওয়ানি ৩৬ দাবী ৭৮৭.৩

ডিঃ অনন্ত দেবী

দেঃ সুলতান মণ্ডল সেখ দিং সাং ঘূর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা সদর মৌজে ঘূর্ণি গ্রামে ডিঃ সং ৮৯নং খং [illegible] শতক জমির [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৪০০

(৮১)

১ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৪৮০

ডিঃ কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু

দেঃ [illegible] দাসী দিং সাং [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ সং ৪৬৬ নং খং [illegible] শতক জমির ৪।৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২৫০

(৮২)

১৭৮ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৫৮।৶

ডিঃ সেকেন্দার সর্দার

দেঃ আহ্বালী সেখ দিং সাং [illegible] খালি পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে জিওরখালি গ্রামে ডিঃ সং ৩৯২নং খং [illegible] শতক [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২০

([illegible])

২০১৭ মণিজারি ৩৬ দাবী ১৫০।৶

ডিঃ দুর্গাপদ দাস [illegible]

দেঃ কমল বালা দাসী সাং [illegible] পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে [illegible] গ্রামে ডিঃ সং ১৪[illegible]নং খং ২-০৫ শতক জমির ৫।৹ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১৪। ৩২৫নং খং ৩-০৮ শতক জমির ৫।৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২০

(৮৬)

২০১৮ মণিজারি ৩৬ দাবী ৫১৮৶

ডিঃ যোগেন দফাদার

দেঃ এজবারি সেখ দিং সাং হাজরা পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৮২নং খং ১-০৮ শতক জমির ২৮/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৫নং খং ৬-৮২ শতক জমির ১১।/৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০

(৮৫)

১২৩৫ মণিজারি ৩৬ দাবী ১২৫৶/১

ডিঃ নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ রমাপ্রসাদ গোস্বামী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ সং ২০৭২নং [illegible] শতক জমির ১।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৬০০

(৮৬)

১২৫৮ মণিজারি ৩৬ দাবী ২২০।৬

ডিঃ পাগলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক,

দেঃ [illegible] সেখ দিং সাং পাগলা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাজাপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৮৯নং খং ৫-৫৭ শতক জমির মধ্যে উত্তরে ৩ কদম দাগ বাদ দিয়া দখল স্বত্ববিশিষ্ট জমি লেখা যায় উক্ত জমি দেনদারের ৷৹ বকম অংশ লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৯০ নং খং ১-২৮ শতক জমির ১৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০

(৮৭)

১২৫৯ মণিজারি ৩৬ দাবী ২১৪৶৩

ডিঃ ভরতপুর রুরাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ গটল মণ্ডল দিং সাং ভরতপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভরতপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪০০নং খং ২-৭৪শঃ জমির ৫.৬ জম, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৮ নং খং ৪-৭৪ শতক জমির ১১।/৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০

(৮৮)

৭৭ মণিজারি ৩৭ দাবী ১৫০।৶৩

ডিঃ শিবদাস ঘোষ

দেঃ [illegible] সেখ দিং সাং বলপুকুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ২২২নং খং ৬-৮৮ শতক জমির ১০৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৫০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২২৪ নং খং -৩৫ শতক জমির ১৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২৫

(৮৯)

১৯৩১ মণিজারি ৩৬ দাবী ২৭।৬

ডিঃ যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেঃ নৃসিংহ দাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং ধর্ম্মদা থানা নাকাশিপাড়া

১। থানা [illegible] মৌজে তরণীপুর মধ্যে ডিঃ সং ১০০৮।১০০৫।১ ১০নং খং [illegible] দেনদারগণের পৈত্রিক স্বত্ব উহার মধ্যে ৷৹ আনা রকম অংশ দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ২

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩০২ ৩১০নং খং লিখিত জমির ১।৷ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৫

(৯০)

৮০ মণিজারি ৩৭ দাবী ৪৮৮৬১

ডিঃ প্রাণগোপাল গোস্বামী

দেঃ হরেন্দ্র গোপাল গোস্বামী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ সং ১১০১।১১০২নং খং -৭০ শতক জমির ১৩।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩০৭ নং খং -১২ শতক জমির ৷৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০০

(৯১)

১৯২৯ মণিজারি ৩৬ দাবী ১৪৯৶৩

ডিঃ বিনয় কৃষ্ণ গড়াই দিং

দেঃ মফেজদ্দি মণ্ডল দিং সাং বেরিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা সদর মৌজে ঝিটকীপোতা মধ্যে ডিঃ সং ২০১নং খং ও তদধীন ২০১ (ক), ২১১, ২১১।১, ২১৩।২১২ (খ) ও ২১৪নং খং যুক্ত ৮-৬২ শতক জমির ১০৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৩০

(৯২)

১৯৩১ মণিজারি ৩৬ দাবী ১৬৯।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছমত সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা থানা কোতয়ালী

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সং ১১২নং খং ১-২৪ শঃ জমির ২৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ১০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১১ নং খং ৮-৮৯ শতক জমির ১০৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ডুক্ মূল্য আঃ ৩০

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	মণ দর
বাদশাভোগ	৬।০
বালাম নতুন	৫৸০
ঐ নতুন	৭৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নতুন	৭৷০
ঐ পুরাতন	৫
[illegible]	৫।৶০
[illegible]	৩।৶০
আতপ —	
[illegible] আতপ	৪—৪৶০
[illegible]	১০—১১।
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫৷০
কাটারীভোগ	৭
ঐ [illegible]	৩৶০

চিনির দর

[illegible], টপ	১০।/০
[illegible] ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৯০
কানপুর দানা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭।/০—৮

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের সোনা	৩৫৻৫০
রূপা [illegible]	২২।০ ১০
দরবার প্রতি ১০০ ভরি	৫২

পাটের দর

আসাম—	৩৪।৶০
[illegible] —	৩৪৸৶০
[illegible] —	৩৫।৶০
বাজার নরুণ দমদম—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট মার্কা [illegible] মণ	৬৷/০—৭।০
[illegible] ঐ	৫৸৶—৬
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷০—৫৷৶০
সুজী	৫৸৶০—৬
আটা (প)	৫৷৶০—[illegible]
আটা নং (২)	৪৸৶—৫
ঐ (দেশ)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪
পোলাউ	১৷৶০—১৸০
ডাব	১৷৶০—১৷৶০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৬
বাঘমারী	৫৬
ভুবনেশ্বরী	৪৬
লক্ষ্মী	৪২।০

কৃষ্ণনগর, [illegible] নদীয়া প্রকাশ প্রেস ওয়াকস হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব
উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে।
মলিন কাগজে উত্তম
ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর
আবেদন করুন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG: NO C 1541

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র-বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র মূল্য /০

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে চৈত্র, ১৩৪৩, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৩১

নীলাম ইস্তাহার

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭

(১)

১১৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ২১৮৵০

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং

দেঃ যোগী সর্দার সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ৮৬৪নং খং ১-১৯ শতক জমির ২॥/৪ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১১৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩৯৮/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিষ্টু ঘোষ দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ১০৩০নং খং ১-৯৭ শতক জমির ৫।/৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

১১৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৮৮/০

ডিঃ ঐ

দেঃ বিজপদ রাজবংশী দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ১৯৬নং খং ১-৬৩ শতক জমির ৩।৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১২০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫২৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সতীশ মণ্ডল দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ১৯৮নং খং ২-৮৫ শতক জমির ৮।৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৫)

১১৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ১০৭৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ হজরত সেখ দিং সাং বড়গাছি পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছী গ্রামে ডিঃ সং ৪০০নং খং ১০-৫৭ শতক জমির ১৪৸৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১১৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫২৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির সেখ সাং পাটপুকুর পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছি গ্রামে ডিঃ সং ২১৫।২৬৯।৭৯নং খং ৩-৪৭ শতক জমির ৭৸৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য ৩০৲

(৭)

১১৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৫৷৶

ডিঃ ঐ

দেঃ আমোদালি সেখ সাং মোটা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছি গ্রামে ডিঃ সং ৩৮নং খং ৪-৭১ শতক জমির ৮॥৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৮)

৯৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৲৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ হাতিশালা

থানা চাপড়া মৌজে মহেশনগর মধ্যে ডিঃ সং ৪নং খং ভুক্ত যে ১২।০ টাকার ভ্যালুয়েশন হইয়া দর ধার্য্য আছে উক্ত বাকী পড়া স্বত্বের সম্পত্তি মায় অধীনস্থ প্রজা ও আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১৫৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ৮৩৸৬

ডিঃ দুলাল রাণী দেবী

দেঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ৩০১নং খং ১-৯২ শতক জমির ২৫।/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

৩৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৫।৯

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং

দেঃ ক্ষিতীশ ঘোষ দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মোটাগ্রামে ডিঃ সং ১০৪৮নং খং -৮৭ শতক জমির ২॥৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১২৩২ খাংজারি ৩৬ দাবী ২১০।৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাটালবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৫০নং খং যে ১৭৭৲ টাকার দরপত্তনী জমার দেনাদারগণের ৫ অংশ ৩৩/৪ দরপত্তনী জমা আদায় করিয়া দিতে হয় উক্ত জমা ও মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

১৭৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩৭৸৶৬

ডিঃ দুলালরাণী দেবী

দেঃ বিষ্টুপদ ঘোষ দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ৭২নং খং ৮-৩৬ শতক জমির ২১।১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

১৯৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৭৭।৶৩

ডিঃ নেকজান বিবি দিং

দেঃ আবদুল মণ্ডল সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৫নং খং ৫-১৬ শতক জমির ১৫।/৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১২৫২ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৬২॥/৯

ডিঃ বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী দিং

দেঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশীয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দসড়ক গ্রামে ডিঃ সং ৭৩৭নং খং-৮০শঃ জমির ৩৩৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১৩৫৯ খাংজারি ৩৬ দাবী ১১৯৶৬

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী

দেঃ গুটিক সেন সাং দুর্গাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বিপ্রচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ সং ১১-২৯ শতক জমির ৩২॥/১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

১৩৫৮ থাজারি ৩৬ দাবী ১০১৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রোমজান সেখ দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বিপ্রচন্দ্রপুর মধ্যে ডিঃ সং ৯১১২৪নং খং ৫-৮৫ শতক জমির ২৮॥১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৭)

২০৬ থাজারি ৩৭ দাবী ১২৩৷৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ নলিন কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং শালিগ্রাম পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে শালিগ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ৭৮১নং খং তদধীন ৭৮১ (ক), ৭৮১ (খ), ৭৮১ (গ), ৭৮১ (ঘ), ও ৭৮১ (ঙ-চ) নং খং ৪২-৮১ শতক জমির ১৷/ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(১৮)

৮৭ থাজারি ৩৭ দাবী ২০৪৷৯

ডিঃ যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ নেংটালী ধরামী দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মহাখোলা গ্রামে ডিঃ সং ৯৩নং খং ৩-৭৬শঃ জমি যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১৫৲

(১৯)

১৫১১ থাজারি ৩৬ দাবী ৩০৸/৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ করিম মণ্ডল দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আড়ংসরিষা গ্রামে ডিঃ সং ২২৫নং খং ২-৩৪ শতক জমির ৭১/১২ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১০৯১ থাজারি ৩৬ দাবী ৩৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নাথান খ্রীষ্টান দিং সাং রামাবাদ পোঃ বাগাদারি

থানা চাপড়া মৌজে রামাবাদ গ্রামে ডিঃ সং ২৭১০৭নং খং ৫-২৯ শতক জমির যাহা ওটবন্দী জোত জমা আসিতেছে লেখা যায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২১)

৯৭৮ থাজারি ৩৭ দাবী ৯৯৷/৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ উন্নসী বালা দাসী সাং লক্ষ্মীগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১৮৭নং খং ও তদধীন ১৮৮।১৮৯। ৯৭৩।৪৭৪নং খং তুক্ত ১৮-০৭ শতক জমির ৩০৷/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২১৭ থাজারি ৩৭ দাবী ১৪১৷৮

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ

দেঃ আপেল মণ্ডল দিং সাং এলাঙ্গী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে এলাঙ্গিগ্রামে ডিঃ সং ৩১৬নং খং ২৪-৮৮শঃ জমির ৬৬০৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

২২০ থাজারি ৩৭ দাবী ৪১৭॥/৩

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ বারেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং নতিপোতা পোঃ দামুড়হুদা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ সং ১১৫নং ও তদধীন ১১৬নং খং ৪৩-৪৬শঃ জমির ৮০৷/১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২৪)

১৫৩৩ থাজারি ৩৬ দাবী ১২৬৷৩

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ জহরদ্দি কালসানা দিং সাং বানিয়াখড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি মোং কাটালপোতা থানা সদর

থানা চাপড়া মৌজে বানিয়াখড়িগ্রামে ডিঃ সং ১৭নং খং ৭-১২শঃ জমির কাত ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

নিলামের দিন ১৬।৪।৩৭

(২৫)

১৪৮৭ থাজারি ৩৬ দাবী ৫০৲/০

ডিঃ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেঃ সতীশ ঘোষ সাং লোহাগাছি পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে লোহাগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৩৬নং খং ও তদধীন ১৩৬।১ ১৩৭।১৩৮নং খং যে নিম্নিত জমা বাবদ ৫৫৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

১৪৬৬ থাজারি ৩৬ দাবী ২২৷৯

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ মন্মথ সেখ দিং সাং কাশিয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সুধাকরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩১৩নং খং ১-২৮শঃ জমির ৪।/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৪৫৯ থাজারি ৩৬ দাবী ৬৬/৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং

দেঃ কেরামত মণ্ডল দিং সাং জাঙ্গীরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে ডুমুরিয়াগ্রামে ডিঃ সং ৬২নং ও তদধীন ৬৩।৭২নং খং ৭৬শঃ জমির ১৪।/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২৮)

১১১ থাজারি ৩৭ দাবী ৭৬/৯

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং

দেঃ তরমুজ সেখ দিং সাং পেটুয়াডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছিগ্রামে ডিঃ সং ৩৯৭নং খং ৩-৪৭শঃ জমির ১০৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(২৯)

১৫০২ থাজারি ৩৬ দাবী ৭৫৷৩

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং through Guardian Nivanani Debi

দেঃ গোছেনালি মণ্ডল দিং সাং সুধাকরপুর পোঃ কাশিয়াডাঙ্গা

থানা নাকাশিপাড়া মৌজে সুধাকরপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৮০নং খং ও তদধীন ২৮৩। ২৮৪।২৮৫নং খং ১১-৪৬শঃ জমির ২৭৬৸/১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১৪১ থাজারি ৩৭ দাবী ৫৩॥/৯

ডিঃ রাধারাণী দাসী

দেঃ শ্রীবাস মোহিনী দাসী সাং দেউলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ২৮নং খং ও তদধীন ৮৯নং খং ৪-২১শঃ জমির ৮৯/১২॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

১৬১ থাজারি ৩৭ দাবী ৫৯/০

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং

দেঃ জীবন বিবি সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভাতগাছিগ্রামে ডিঃ সং ৬১৮,৪৭৪,৯৬২।৮২৫।৮৪১নং খং ৭।১৪ বিঘা জমির ৮/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

১৪০ থাজারি ৩৭ দাবী ১০২৬৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু তরফদার সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৬৪২।৬৫৩নং খং ১২৬৩।/০ বিঘা জমির যে ওটবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত জোত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

৫৩ থাজারি ৩৭ দাবী ৭১৷৬

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ মিশরি বিবি সাং এলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে এলাঙ্গিগ্রামে ডিঃ সং ৫৮নং খং ১-৭৪শঃ জমির ১০/১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

১২ থাজারি ৩৭ দাবী ৪৫।৯

ডিঃ সুধাময় ভট্টাচার্য্য

দেঃ কমলেশচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাণ্ডারখোলা মধ্যে ডিঃ সং ১০০।৫৭নং খং ৩-৪৩শঃ জমির ৮০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

৩৬ থাজারি ৩৭ দাবী ৫০৸/০

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং

দেঃ ক্ষিতীশ ঘোষ দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশিপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরিগ্রামে ডিঃ সং ২৮৪৫নং খং ২-২৫শঃ জমির ৬৷/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৬)

১৫১৭ থাজারি ৩৬ দাবী ২০৸/৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ যুগলমোহিনী দাসি দিং সাং ঐ পোঃ মাজের গ্রাম

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাজেরগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ২২৭নং খং ১১-২৭শঃ জমির ১৬৷৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৬৭ থাজারি ৩৭ দাবী ২৪৬৸/৬

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ } ১০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৩১৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

গত ১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ ঐ দিবস প্রাতঃকালে উচ্চ-কীর্ত্তন এবং মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদনান্তে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তনবাহিনী সহ শ্রীধাম-বৃন্দাবন পরিক্রমণ করেন। পরিক্রমণ কালে তাঁহারা কালীয়দহ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি, শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর শ্রীমন্দির, অদ্বৈত বট, সেবাকুঞ্জ বা নিকুঞ্জবন, আমলীতলা (মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান), শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দির, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দির, শ্রীগোবিন্দের বাজার, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউর শ্রীমন্দির ও পুরাতন মন্দির, শ্রীগোপীনাথের বাজার, শ্রীগোপেশ্বর শিবমন্দির, বংশীবট, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সমাধি ও শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর শ্রীমন্দির, শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর সমাধি, শ্রীগোকুলানন্দজীউর শ্রীমন্দির, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সমাধি ও নিধুবন প্রভৃতি স্থান উচ্চ সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠে আসিয়া সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণের জন্মলীলা-মাহাত্ম্য এবং কপিল-দেবহূতি-সংবাদে ভক্তিযোগের মহিমা বিস্তারিত আলোচিত হয়। এই উৎসবোপলক্ষে বৃন্দাবনের বিভিন্ন শাখামঠ-সমূহের ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নবীবালা দাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুকুট প্রদান করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই উৎসবের যাবতীয় রান্নাবান্না শ্রীমতী সঙ্গে ব্রজবাসী দেবী বহন করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব বাসরে মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস উচ্চবেদীর উপর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আলেখ্য সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হয় ও একটী ফটো তোলা হয়।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় মঠসেবক ও গৃহস্থভক্তগণ শ্রীগুরুবাসগণের আনুগত্যে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যের জয়গান করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে আচার্য্যানুগত্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর বাংলাভাষায় বক্তৃতামুখে শ্রী ভগবানের জন্মরহস্য, স্বরূপে তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট লীলা, বদ্ধজীবের ন্যায় তিনি দেহাদি গ্রহণ করেন না, তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবা বা অপ্রাকৃত, অতএব যেন তাঁহাতে কোন প্রাকৃত দোষ আছে বিচার না করা হেতু বিরুদ্ধ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর শ্রীপাদ আদিকেশব ভক্তিলতাটি প্রভু হিন্দীভাষায় বক্তৃতাসম্বলিত 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর উচ্চ জয়ধ্বনি-মুখে মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ ভক্তউন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রায় ৩০০ লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

ব্রহ্মদেশে প্রচারনিরত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নির্দেশানুসারে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীবাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীজগন্নাথদাস দাসাধিকারী লোয়ার বর্ম্মার মোলমিন নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মোলমিনস্থ ষ্টেশনমাষ্টার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী মহোদয়ের গৃহে মঠসেবকদ্বয় শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধামে শ্রীল বাসুদেব প্রভু

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া শ্রীধামবাসী ও মঠবাসী ভক্তগণ বিশেষ লাভবান্ হইতেছেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আরও কতকদিন শ্রীধামে অবস্থানের কথা আছে।

তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত এস. এন সেন মহোদয়ের গৃহে শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ বলির দানৈকনিষ্ঠামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। প্রায় ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হওয়ার পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দিত হন এবং গৌড়ীয়মঠ ও মঠাচার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত দেওয়ানজী পরম সজ্জন। তাঁহার পরিবারের সকল সদস্য ও সেবকগণ সকলে মিলিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী বিশেষ সেবাভার গ্রহণ করতঃ এক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাকার সরকারী ও পারমার্থিক সকলেই তাঁহার সদাচার-নিষ্ঠায় শিক্ষিত হইয়া সদ্ব্যবহারে প্রশংসক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা এই সজ্জনবরের পারমার্থিক উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু, নবদ্বীপ সপ্তাহ গৌরাব্দ ৪৪১

গৃহাসক্তের পরিণতি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

পার্থিব উন্নতিকামী নানা প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ আশাবিশিষ্ট, গৃহাসক্ত, ভবিষ্যদ্দৃষ্টিরহিত গৃহব্রতগণ বাহ্য জগতের নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া অভিজ্ঞ বিষয়াসক্তজনগণের নিকট স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়ের তর্পণোপযোগী বহু কথা শ্রবণ করে। তাদৃশ শ্রবণ ফলে তাহারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং পুনরায় বিষয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশে তমসাচ্ছন্ন ত্রিযামায় নিদ্রিত হয়। সেই নিদ্রাকালে তাহাদিগের ভগবৎসেবাবৈমুখ্য লাভের উদ্দেশে যে বিশ্রাম তন্দ্রা বা বৃথা কাল যাপন হয় মাত্র। তাহারা নিদ্রাকালের পরবর্ত্তী সময় ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকে। রোগরহিত হইলেই তাহারা প্রাপঞ্চিক স্বভাবগ্রামে কামপারতৃপ্তির চেষ্টায় স্ব-স্ব কিশোর ও যুবাধর্ম্মের সফলতায় ব্যস্ত থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখার্থে পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে গিয়া তাহারা তমোভাবের অঙ্কে সুপ্ত হয় অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তির হস্তে নির্য্যাতিত হয়। দিবাভাগে তাহাদিগের চেষ্টা নৈশচেষ্টার প্রারম্ভিক উপকরণ সংগ্রহে নিয়োগ করিতে হয়। যাহাদের নৈশচেষ্টার উপকরণের অভাব থাকে তাহারা সেই প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশে উদয়াস্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। নিজ নিজ জীবাবৃত্তির উদ্দেশে বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবাহন করে। নৈশচেষ্টার সাফল্য লাভ করিতে গিয়া তাহারা ভাল ভাল জিনিষ ভোজন করে, অতিরিক্ত ভোজন করিয়া ইন্দ্রিয়াসক্তি পোষণ করে; উহা করিতে গিয়া তাহাদের নানা প্রকার নশ্বর উপার্জনে ব্যস্ত হইতে হয়। কেহ বা সকামবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের ছলনায় অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, কেহ বা সমাজ-সংরক্ষণ, কর-সংগ্রহ, প্রজার সুখ বিবর্দ্ধন; কেহ বা কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য; কেহ বা ত্রিবর্ণের ভৃত্যবৃত্তি, কেহ বা শকটচালন নর ও পশু চিকিৎসা, তৌর্য্যত্রিকোচিত কলাশাস্ত্রোপলক্ষে জীবনধারণ প্রভৃতি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া স্ব-স্ব প্রয়োজনের সিদ্ধি করে। আবার যাহাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ নৈশপ্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল, তাহারা নৈশ প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ কুটুম্বগণের ভরণপোষণাদি-কার্য্যে দিবাভাগে নিযুক্ত থাকে। অর্থাৎ অহর্নিশ ইন্দ্রিয়তাড়নায় ব্যস্ত থাকিয়া আত্মবিদগণের সঙ্গ বন্দন করে তাহাতে তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় মাত্র। নিত্যপ্রয়োজনসিদ্ধিতে কিছুই অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। আয়ুঃ অল্প হইয়া আসিলে প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য ও অবশেষে মরণ-ধর্ম্মের কবলে পতিত হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রপঞ্চের শেষ প্রাপ্য মৃত্যুরূপ চরমফল লাভের উদ্দেশে প্রধাবিত হয় তাহাদের জীবদ্দশাকে আত্মবিদ্‌গণ প্রশংসা করেন না।

সাধুত্ব কোথায়

——:*:——

ইহ সংসারে সাধু এবং অসাধু, বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব, সুর এবং অসুর, শুচি ও অশুচি, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা জন্মাবধি নানা কথা শুনিয়া আসিতেছি। আমরা এ যাবৎ একই বস্তুতে উক্ত বিপরীত বস্তুদ্বয়ের সমাবেশ কদাপি কল্পনা করিতে পারি নাই এবং কেহ পারিবেন এরূপ আশাও করি না। তবে কলির রাজত্বে অসম্ভবও সম্ভব বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা জানি, সাধু ব্যতীত সকলেই অসাধু, বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই অবৈষ্ণব, ভক্ত ব্যতীত সকলেই অভক্ত, এবং অকৃত্রিম অকিঞ্চন ব্যতীত বাদবাকী সকলেই কপট ও সকিঞ্চন।

সাধুর প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ, "কৃষ্ণৈক শরণ এই সাধুর লক্ষণ।" কোন ব্যক্তিতে যাবতীয় গুণ থাকিয়াও যদি কৃষ্ণৈকশরণতারূপ প্রধান লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে অসাধু জানিতে হইবে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহার হরিভক্তি আছে তাঁহাতেই সর্ব্বগুণসহ সকল দেবতা বাস করেন।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

যে-সকল কপট ব্যক্তি বাহিরে সাধুর ভাণ করিয়া অন্তরে কৃষ্ণেতর বস্তু মায়ার চিন্তায় ব্যস্ত বা মায়ার ভোক্তা সাজিবার জন্য তৎপর, তাহারা মূল পরম সত্য বস্তু ভগবানের শরণাগতি পরিত্যাগ করায় জগতের কোন অনিত্য বস্তু দ্বারা কামনা-তৃপ্তি করিতে পারে না বলিয়া অশান্তির অনলে পুনঃ পুনঃ দহ্যমান হইতে থাকে। তাহাদের বহু আয়াসে অর্জ্জিত জাগতিক ধনসম্পদ কর্পূরের ন্যায় ক্রমশঃ উবিয়া যায়।

যিনি বৈষ্ণব, তিনিই সাধু। অবৈষ্ণব কখনও সাধু হইতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসত্তা ও তাঁহার চিদ্বিলাস স্বীকার করেন না, তিনি ত' অসুর, তাঁহার আবার সাধুত্ব কোথায়? সাধুত্ব—বৈষ্ণবের লক্ষণ এবং অসাধুত্ব—অবৈষ্ণবের লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

'কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব॥'

বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা, সাধুর সাধুতা এবং ভক্তের ভক্তি তাঁহার আচরণে নিত্য অবস্থিত। বৈষ্ণবের আচার কি? তদুত্তরে আমরা পাই—অসৎসঙ্গ ত্যাগ। অসৎ কে? তদুত্তরে জানিতে পারি—স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্তই অসাধু, কৃষ্ণভোগ্য-বস্তুকে নিজভোগ্যজ্ঞানে প্রভুত্ব করিতে গেলেই যোষিৎসঙ্গ হয়। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, তদ্ব্যতীত সকলেই তাঁহার শক্তিপরিণত বলিয়া প্রকৃতি এবং তদ্ভোগ্য।

যোষিৎসঙ্গ হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামস্পৃহা উদিত হয়। যোষিৎসঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ফল্গুবৈরাগ্য হইতে সূক্ষ্ম ভোগ মুমুক্ষা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। যোষিৎসঙ্গী ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে জীবের যে-প্রকার অধঃপতন ও মোহ উপস্থিত হয়, অন্য কোন প্রকার কার্য্য হইতে সেরূপ অধঃপতন দেখা যায় না। কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা—এই শব্দত্রয়ের মধ্যবর্ত্তীটী হইল কামিনী বা ভোগ্যা যোষা। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হইতেই কনক-কামিনীর প্রতি অবৈধ ভোগদৃষ্টি পতিত হয়। তখন অসুরপ্রকৃতি জীব কৃষ্ণকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে অধিকার করিবার দুর্দ্দমনীয় কামনায় ক্ষিপ্ত হয় এবং অবশেষে আত্মীয় স্বরাট্ বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে। কৃষ্ণকামাগ্নির ইন্ধন না হইতে পারিলে বহির্ম্মুখ জীব নিজে অল্পবিস্তর কৃষ্ণ সাজিবেই সাজিবে। কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারা পর্য্যন্ত কৃষ্ণাভিমান বা ভোক্তাভিমান অল্পবিস্তর আছেই আছে। কৃষ্ণের চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণ অবৈধ লম্পট হইয়া পশুজীবন লাভ করে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত স্ত্রীসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ
শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্
যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা
তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

সাধুত্ব কোথায়? সাধুত্ব কি বাহিরের বেশভূষায়? সাধুত্ব কি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায়? সাধুত্ব কি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই চতুর্ব্বিধ বিষয়মদে? সাধুত্ব কি পাঠ, বক্তৃতা ও লোকমনোরঞ্জন গীতকলায়? সাধুত্ব কি রাবণের ন্যায় দশমুণ্ডের দশনীতিযুক্ত জড়বুদ্ধিমত্তায়? সাধুত্ব কি কর্ম্মবীরত্ব, ধর্ম্মবীরত্ব, জ্ঞানবীরত্ব এবং জড়নীতিবীরত্বে অবস্থিত? সাধুত্ব কি অসাধুর অক্ষজ আরোহজ্ঞানগম্য? সাধুত্ব কি পাশ্চাত্যশালী দলের সংখ্যাধিক্যের ভোটের উপর প্রতিষ্ঠিত? সাধুত্ব কি কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জড়শিল্পিগণের কারখানার কোন বস্তু? সাধু কি ইহজগতের কোন বস্তু?

অহো! সাধুত্ব যে বাহিরের বেশভূষায় আবদ্ধ নয়, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও?
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি শরীর নাচাও

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। জীবের আত্মা কিছু ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নহে। উহা কিছু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও নহে। উহা নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং বর্ণাশ্রমের অভিমান কেবল দেহের ও চর্ম্মের অভিমান মাত্র। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে আমাদের সকল প্রকার যোগ্যতায় ধিক্, আমাদের জন্মে ধিক্, আমাদের ক্রিয়া-নৈপুণ্যে ধিক্, শত ধিক্, শত ধিক্! যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং
ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা
যে ত্বধোক্ষজে ॥
(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

সাধুত্ব ধনজনযৌবন, কুলশীলমান, এবং বাহ্য চাক্‌চিক্যে কখনই অবস্থিত নয়। চৈতন্যের ভৃত্যগণকে বিষয়ধূলিতে অন্ধীভূতচক্ষু মদমত্ত জনগণ কখনই চিনিতে পারে না। অচেতন বহির্ম্মুখ বিষয়িগণ চেতন বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাবে কোটিকল্প তাঁহাদের সহিত বাহ্যতঃ একত্র বাস করিয়াও তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা কিছুই বুঝিতে পারে না। অনুগত ব্যক্তিগণই সাধুকৃপায় সাধুর সন্ধান পান। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে বুঝিবে—এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যাধনকুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে ?

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখে তদীয় ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতার কথা বলিয়াছেন। শ্রীল সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ

কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

সুতরাং ভগবানের দয়া পাইতে হইলে কায়মনোবাক্যে নিরভিমান এবং নিজকে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী বলিয়া অভিমান করিতে হইবে। কৃপা-তরঙ্গিনী সর্ব্বদা নিম্নগামিনী। যিনি নিজকে জগতে যথার্থ অসহায় এবং কৃপা পাইবার অযোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন কৃপাগঙ্গা তাঁহারই নিকট স্বতঃ আবির্ভূত হন।

সাধুত্ব আচরণে প্রতিষ্ঠিত। উহা অন্য কোনও বস্তুতে অবস্থিত নয়। সাধু সাবধান !! সাধু সাবধান !!

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

আচার্য্য-প্রকটে

(২)

অপ্রাকৃত জগতের এ সমস্ত অপ্রাকৃত লীলা আমার ন্যায় সেবাবিহীনের চিত্তে শত সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি নিজের অন্তর্নিহিত সেবার খতিয়ান খতাইয়া না দেখিয়া হৈ চৈ করিতে থাকি। আমি ভুলিয়া যাই—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

অনেক সময়ে আবার আমি মনে করি, আমি ত' বহু সেবাই করিলাম তবে কেন আমার অসুবিধা হইবে? এখানে কিন্তু আমি 'সেবা' মানে অন্যরূপ বুঝিয়া বসিয়া থাকি। বুঝি না, আমারই মত মূর্খকে সতর্ক করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভগবান গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকা, শ্রীঅঙ্গের বিবিধ সেবা, পাক করিয়া খাওয়ান ইত্যাদি বহু প্রকারের নগদ সেবা করিয়াও কালা কৃষ্ণদাস বঞ্চিত হইল, হৃদয়ের নিভৃত গুহাস্থিত অন্যাভিলাষ আত্মপ্রকাশ করিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া কালিয়দহে কৃষ্ণ দেখিতে ছুটিলেন, কিন্তু বহুদূরে থাকিয়াও শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীরঘুনাথ ইঁহারাই মহাপ্রভুর প্রকৃত সেবা করিল। মহাপ্রভুকে, তাঁহারাই সত্য সত্য বুঝিলেন, জগৎকেও বুঝাইলেন। সেবার ফল ইহা নহে যে, সেবার খাতায় জমা হইবে অথচ অনর্থ অন্যাভিলাষ বাড়িয়া যাইবে। সেবা ঠিক হইয়াছে বলিয়া তখনই ধরা হইবে যখনই অন্যাভিলাষ ও অনর্থ শতযোজন দূরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া নিজেই প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিব। নিষ্কপটে নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের গলদ ধরিতে পারিব, কে কতটুকু নিষ্কপটে সেবা করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিব। 'বঞ্চিত হইব না' অথবা 'মঙ্গললাভ করিবই না' এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি করিয়া থাকি তাহা হইলে স্বতন্ত্র খেয়ালী আমার কে মঙ্গল করিতে পারিবে? যখনই আমি মনে করি যে, কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভু সকলের ভিতর তাঁহাকে শাসন ও ভর্ৎসন করিয়াছিলেন কিন্তু আমাকে ত' প্রশংসাই করা হইয়াছে ও সম্মানই দেওয়া হইয়াছে, তখনই আমি শ্রীগুরুদেবকে মায়িক বস্তু বিচারে পুনরায় মাপিয়া ফেলিতে যাইব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ঐ মাপযন্ত্রের ছাঁচে ফেলিয়া এটীকে যখন অন্যরূপ দেখি তখন মহা-সমস্যায় পড়িয়া যাই। মূঢ় আমি ভুলিয়া যাই—শ্রীগুরুদেব সকলের সঙ্গে সকল লীলায় যে একই প্রকারের কার্য্য করিবেন, এরূপ হইতেই পারে না। তিনি স্বরাট্, স্বতন্ত্র, বহুরূপী, অথবা কালা কৃষ্ণদাস এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের চেয়েও আমি যখন অধিক অসরলতার পরিচয় দেই তখন অরণ্যে রোদনই সার হইবে জানিয়া শ্রীগুরুদেব আমাকে শাসন করেন না। সর্ব্বসমক্ষে আমার নিন্দা করেন না বরং জড়প্রতিষ্ঠাদ্বারা আমাকে বঞ্চিত করেন বা ভোগা দেন—

'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।'

আমি অনেক সময় মনে করি, করুণাময় ভক্তবৎসল প্রভু কেন বঞ্চক হইবেন? কিন্তু তিনি যে বঞ্চককুল-চূড়ামণি। অপ্রাকৃত জগতের সমস্ত ব্যাপারই বঞ্চনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট বঞ্চনাময় আর কৃপাপ্রার্থীর নিকট কৃপাময়। বৈষ্ণবগণও বঞ্চক। তাঁহাদের চরিত্র অগাধ। তাঁহারা যে চতুর চূড়ামণির সেবক। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'। এই সমস্ত বঞ্চনলীলার মধ্যে পড়িয়া যখন আমার চারিদিকে সমস্যার ঘন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন বাহ্যপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া আর পাঁচজন আমারই মত বহিরঙ্গ-সঙ্গে হৈ চৈ না করিয়া অন্তর্নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীগুরুদেবের নিকট ক্রন্দন করা বড়ই বুদ্ধিমানের ও ভাল আমার কার্য্য। শরণাগতির অসম্মার্জ্জিত শুচিতার শূন্য সিংহাসনে তাঁহাকে আবাহন করা অনেক ভাল। শ্রীগুরুদেব অন্তর্যামী, দীনবৎসল। আমি নিষ্কপট হইলে তিনি কেন আমায় বঞ্চিত করিবেন? জগতের কত পাপী, তাপী, পশু-পক্ষী, তৃণগুল্মের দুঃখে পর্য্যন্ত তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অঝোরে ঝুরিয়া গেলেন আর আমাকে কি বঞ্চিত করিবার জন্যই তিনি আকর্ষণ করিয়া আনিলেন? কি পুতুল খেলা খেলিতে জগতে আসিয়াছিলেন? 'ছাঁদিবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে—সেই প্রভু ধন্য তারে কেশে ধরি' আনে'—এ সব কি কথার কথা! এসব কি আমার গুরুদেবে প্রযোজ্য নয়? আমার গুরুদেব কি এমনই মেকি? আমার গুরুদেব কি ইহজগতের কোন যোগ্য কিম্বা যোগ্যতর ব্যক্তিবিশেষ, অথবা বড়জোর সামান্য মহাপুরুষ মাত্র যে, আমি বঞ্চিত হইব? মূককে যিনি অবহেলে বাচাল করিতে পারেন—পঙ্গুকে যিনি অক্লেশে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, কাককে যিনি শুভদৃষ্টিপাতমাত্রে গরুড় করিতে পারেন, তিনি কি মাঝপথে আমাকে সমস্যার ঘন অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া চিরতরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবেন? না! না! মস্ত ভুল! তাহা হইলে আমি আমার গুরুদেবকে চিনিই নাই। তিনি কি বস্তু তাহা আদৌ বুঝি নাই। গোড়ায় গলদ করিয়া রাখিয়াছি। নজর না তুলিয়া বৃথা এতকাল দাঁড় বাহিয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছি।

বিপদ কাহার? যাহারা বঞ্চিত হইতে চাহিবে তাহাদের, যাহারা অসরল, কপট তাহাদের, যাহারা ভক্তিলতার উপশাখা-গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে উদাসীন তাহাদের। 'গুরুর 'আমি'রা কেন বঞ্চিত হইবে? অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতা তাহাদের থাকিতে পারে, অন্তর্যামী প্রভু আমার সবই জানেন তবে কি? 'যে যত পতিত হয় তব দয়া তত তায়'। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'। —এসব কি শুধু কথার কথা! আমার গুরুদেব আমাকেই বঞ্চনা করিবেন—আমার প্রভু—যিনি আমার প্রাণ-জীবন-সর্ব্বস্ব তিনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন, এ কেমন কথা! নিখিল বিশ্ব বিশ্বাস করে করুক—আমি কিন্তু ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করি না, ইহা অসম্ভব। আমি কি গুরুবরণ করি নাই? আমি কি আত্মসমর্পণ করি নাই? যদি না করিয়া থাকি তাহা হইলে বাহ্যাড়ম্বর এবং অসচ্চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কপটভাবে নিজেকে আজ হইতেই আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তদুপযুক্ত করিয়া সরলপ্রাণ হইতে হইবে; পুনরায় পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া অ, আ পড়িতে হইবে; নতুবা দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এখনও যদি নিজের কপটতাকে, অযোগ্যতাকে চাপা চাপা দিয়া লোকলোচনে মনোহর সাজিতে যাই তাহা হইলে আমার দুর্দ্দশা রোধ করিবে কে? শরণাগতের সমস্ত কার্য্যই গুরুদেবের ইচ্ছার অনুকূল। অশরণাগতের সমস্ত চেষ্টাই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত। এখনও আমাদিগের সময় আছে; সাবধান হওয়া ভাল।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২।৪।৩৬
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পুরী

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ১৪ই তারিখের air mailএ দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জানিলাম। আপনার সঙ্গের লোকদিগকে উৎসাহের সহিত কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন।

আমরা যে যে স্থানেই থাকি, সে স্থানেই থাকিয়া হরিসেবা করিব—এই বিচার রাখাই কর্ত্তব্য। দূর দেশ মনে না রাখিয়া পত্রাদির দ্বারা পরস্পরের কথা শুনিতে পাইলে এক-স্থানে থাকারই ফল হয়। * * ব্রহ্মদেশে প্রচারকার্য্য করাই আবশ্যক। আপনাদের সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible] আচার্য্য-চতুষ্টয় [illegible] আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] বাগবাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ [illegible]। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত [illegible]। মঠরক্ষক মহোপদেশক [illegible] [illegible] তীর্থ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রী[illegible] [illegible] ভবন বা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক [illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া) এখানে [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible], [illegible] ও রাধ[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, [illegible] ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—[illegible]।

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)। [illegible] স্থান। [illegible] অধিকারী।

১৩ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible]।

১৪ [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনাম চরণ [illegible] নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ [illegible] নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

২১। রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] দাস[illegible]।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

৯০ নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) মাধবগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)। এখানে [illegible] নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল।

(২৮) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক [illegible] [illegible]মানন্দ [illegible]

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ পীঠ

হরিদ্বার, [illegible], ই, পি, রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] ভক্তিসুধাকর

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকীপুর।

রক্ষক—শ্রীবনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

নং [illegible], বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৬ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি [illegible] আশ্রম

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়টী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাস[illegible] (পাঞ্জাব) রক্ষক শ্রী[illegible] গোবিন্দ ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিপ্রকাশ

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রী[illegible]চৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

টিকরপাড়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমৰ্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাছু, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকোদা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৭৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দেঃ জলিল মোল্লা দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছাগ্রামে ডিঃ সং ৬৬নং খং ২০-১৩শঃ জমির ৩৫।৫/৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৮০৲

(৩৮)

১৪১৬থাংজারি ৩৬ দাবী ২২০৸৴৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ মনমোহন হালদার দিং সাং পানিনালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে কল্যাণদহ গ্রামে ডিঃ সং ১৮০নং খং ৩৪-৪৩শঃ জমির ৬৩।৵৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৩৯)

১২৫৯থাংজারি ৩৬ দাবী ২০৩।৴৩

ডিঃ তারাপদ সরকার

দেঃ মোজাম্মেল বিশ্বাস দিং সাং বহিতপুর ওরফে ডুমুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ডুমুরিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৯৩নং খং ২৬-৩৯শঃ জমির ৪৭।/৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৪০)

১৪৫৭থাংজারি ৩৬ দাবী ১৮২৵৬

ডিঃ ঐ দিং

দেঃ আরবিছন বিবি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৮৩নং খং ২৮-২৯ শঃ জমির ৫৩।৵৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১৪৪৮থাংজারি ৩৬ দাবী ২০৸৭

ডিঃ যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ দিং

দেঃ নিতাইচাঁদ বায়েন দিং সাং বহকুলা পোঃ ধর্ম্মদহ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ সং ১৫২নং খং ২২-৪১শঃ জমির ২৯।৵১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

(৪২)

১৪৯৭থাংজারি ৩৬ দাবী ২৮৵০

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ অরবিন্দপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হাটপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৫০১নং খং ও তদ্দীন বাস্তান সমুহভুক্ত ১১-৪৮শঃ জমির ৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

৯৬১থাংজারি ৩৬ দাবী ২৬৸৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ ছইরদ্দি মণ্ডল দি সাং আন্দুলপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দিগড়ী গ্রামে ডিঃ সং ৪৩৬ ও তদ্দীন ৫১।৫২নং খং ১-৯৩শঃ জমি যাহা দেন্দারগণ ভইবন্দী সুত্রে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে উক্ত জমি জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

২৮০থাংজারি ৩৭ দাবী ৫৫৮।০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ কালী ঘোষ দিং সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ সং দেন্দারের নামে ৭২/১৵০ বিঘা জমির কাত ০৭।৵১০ যে ভইবন্দী জোত লেখা যায় উক্ত ভইবন্দী জোতের ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক সাজ, সরঞ্জাম, দুয়ার, জানালা ইত্যাদি ও আকর আওলাত মুল্য আন্দাজ ১০০৲

(৪৫)

৮৫৪থাংজারি ৩৬ দাবী ১৫।/৯

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়, ম্যানেজার চেংলাদিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ নন্দ দাসী দিং সাং ভাতশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ময়দানপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৫৯।১৬০ নং খং -৭২শঃ জমি রেকর্ড হইয়াছে, তাহাতে দেন্দারগণ কর আদায়ে দখলিকার আছেন উক্ত বাকীপড়া জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

১৭৫থাংজারি ৩৭ দাবী ৭৭৸৵০

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ শিশু বিবি দিং সাং এলাকী পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৪নং খং ৭-৫৯শতক জমির ১৪৲১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৪০৲

(৪৭)

১৫০থাংজারি ৩৭ দাবী ১১৮/১

ডিঃ দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ রহিম সেখ নওদা সাংশালিগ্রাম পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নওদাপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৭৬০নং খং ৩-৫৮ শঃ জমির ২০।।১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৪৮)

১০৫০থাংজারি ৩৬ দাবী ৪০৵৬

ডিঃ সুশীলরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ ফড়ু মণ্ডল দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৮২নং খং ৫-১৫শতক জমির ৮।৵৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

(৪৯)

৪১৭থাংজারি ৩৭ দাবী ১২৸০/৩

ডিঃ প্রমোদ চক্রবর্ত্তী

দেঃ কৈচুল মণ্ডল দিং সাং মহেশপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৫০নং খং ৭-৯২শঃ জমির ২০৸২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০৲

(৫০)

৫০থাংজারি ৩৭ দাবী ৭৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভাষাণ ঘটক দিং সাং নারায়ণপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৮৭ নং খং ২ ৫৭শঃ জমির ৬।৵/১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৫১)

৫১থাংজারি ৩৭ দাবী ৯৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছড়ি বিবি দিং সাং মহেশপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৩৫নং খং ১২-৯১শঃ জমির ১৫।৶৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১৩০২থাংজারি ৩৬ দাবী ১১।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মাখনচন্দ্র গড়াই সাং কৃষ্ণনগর চৌরাস্তা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে মহিষপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০২নং খং -১৩শঃ জমির ১৸/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৩৲

নীলামের দিন ১৭।৪।৩৭

(৫৩)

১০৮দেংজারি ৩৭ দাবী ৪৯৮।।/০

ডিঃ মণিমোহন বিশ্বাস

দেঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ১০১।১০২।১০৩নং খং -০৬শঃ জমির ৪০৸৵১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০০৲

(৫৪)

১৭৩৪দেংজারি ৩৬ দাবী ৪২৭।৵০

ডিঃ প্রবোধকুমার বক্সী দিং

দেঃ হেকমত মণ্ডল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে পটীয়া গ্রামে ডিঃ সং ১০৭নং খং ৬-৬৬শঃ জমির ১০।৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৫৫)

১৫০৭দেংজারি ৩৬ দাবী ৫৭১৸৯

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ ধর্ম্মদহ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দহকুলা গ্রামে ডিঃ সং ৪২৫নং খং ১-১৮শঃ জমির দেন্দারের ।০ রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আন্দাজ ১০০৲

২। ঐথানা ঐমৌজে ডিঃ সং ৪১৮নং খং -৭২শঃ জমির দেন্দারের নিজাংশ রকম ।০ চারি আনা দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৩০৲

(৫৬)

১৩২০মণিজারি ৩৬ দাবী ৯৩৫।/০

ডিঃ কুদ্দুস সেখ

দেঃ নায়েব মণ্ডল দিং সাং কালিনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ডিঃ সং ৩৩৮নং খং ১৭-৭১ শতক জমির ৬০।।২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আন্দাজ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৩৫নং খং ১-২১ শতক জমির ১৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২৫৲

(৫৭)

১৪২৯ মণিজারি ৩৬ দাবী ২৪৸৵৫

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল

দেঃ সতীশ চন্দ্র রায় মোং মহেশনগর কাছারী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রাধানগর গ্রামে ডিঃ সং ২১১নং খং ৭-৯০ শতক জমির ।।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ২০৲

কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ কোর্ট
নীলামের দিন ১০।৪।৩৭

(২৩)

১০৮ থাংজারি ৩৭ দাবী

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ সেন দিং

দেঃ বিহারী সর্দ্দার সাং বড় আটাকি পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বড় আটাকি গ্রামে ডিঃ সং ১৫১নং খং ৮-৫০ শতক জমির ৪০।৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মুল্য আঃ ৫০৲

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১২৲	৯৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থণীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গৌ প্রে— ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে চৈত্র ১৩৪৩, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৩২

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ
জন্মোৎসব সংখ্যা

গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য সহ একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। রঙিন কাগজে উত্তম ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর আবেদন করুন।

ঈশ-কেনোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলীর শপথ গ্রহণ

গত ১লা এপ্রিল বেলা সাড়ে দশটার সময় কলিকাতার লাটভবনে গবর্ণর সকাশে বাঙ্গলার নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের আনুগত্য, কার্য্যভার গ্রহণ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করেন। বাঙ্গলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী, সার্জ্জন জেনারেল, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, প্রধান বিচারপতি, কলিকাতার লর্ডবিশপ, মেয়র ও শেরিফ প্রমুখ বহু সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ আবুলকাসেম ফজলুল হককে (প্রধান-মন্ত্রী) লাট সকাশে লইয়া যান ও তাঁহার হাতে শপথ লিপি দেন। লাটসাহেব বিবিধ শপথ পাঠ করেন এবং মিঃ হক সঙ্গে সঙ্গে তাহা উচ্চারণ করেন। এই ভাবে একে একে অন্যান্য মন্ত্রীরাও শপথ করেন। অতঃপর মন্ত্রিগণ নিজ নিজ আসনে যাইয়া শপথলিপিতে তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করেন।

১০টি প্রদেশে শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন

গত ১লা এপ্রিল ভারতবর্ষের ১০টি প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বত্র নবনিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নিজ নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিন বেলা সাড়ে দশটার সময় কলিকাতার লাটভবনের দরবার গৃহে গবর্ণর সকাশে মন্ত্রিমণ্ডলী আনুগত্য, কার্য্যভার গ্রহণ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও ঐ নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ভারতের এগারটী প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ উপলক্ষে সম্রাটের এক শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী ঘোষিত হইয়াছে।

সম্রাটের বাণী

নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন উপলক্ষে গত ১লা এপ্রিল তারিখে সম্রাটের নিম্নলিখিত বাণী ঘোষিত হইয়াছে :—

"শাসনতন্ত্রের যে সমস্ত সংস্কারের জন্য ভারতীয় ও বৃটিশগণ সমভাবে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারই অংশবিশেষ গত ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী হইতেছে। আজ আমি আমার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে এই কথা জানাইতে চাই যে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আমার সমস্ত চিন্তা ও শুভেচ্ছা, এইরূপে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। আমার একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা যে, তাঁহারা যে সুযোগ লাভ করিল তাহা ভারতীয় জনগণের স্থায়ী মঙ্গলার্থ যেন প্রযুক্ত হয়।"

বিমানযোগে টোকিও হইতে লণ্ডন

টোকিও হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া রেকর্ড স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১লা এপ্রিল রাত্রি ১টা ৪৮ মিঃ সময়—জাপানী মনোপ্লেন "ডিভাইন উইণ্ড" যাত্রা সুরু করিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজার অভিষেক উৎসব উপলক্ষে অভিনন্দন জানাইয়া জাপান হইতে যে সকল চিঠি পাঠানো হইতেছে, তাহা উক্ত বিমানই বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

বঙ্গের নূতন মন্ত্রিগণ

বাঙ্গলা সরকারের আফিসসমূহে নাকি আগামী ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিংয়ে স্থানান্তরিত হইবে। আগামী ১২শে এপ্রিল হইতে দার্জ্জিলিংএ উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নূতন মন্ত্রিগণ সকলেই নাকি বর্ত্তমান মাসের মাঝামাঝিই দার্জ্জিলিং যাইবেন এবং আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার মন্ত্রিমণ্ডলীর দার্জ্জিলিং অবস্থানের সময় পক্ষকাল কম হইবে।

এখন হইতে গবর্ণরের শাসন পরিষদের বৈঠক দপ্তরখানায় হইবে। ইহার জন্য একটী কক্ষ নাকি সুসজ্জিত করতঃ পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে।

আগামী জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম বাজেট বৈঠক হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন স্থগিত

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনি জানাইয়াছেন,—১০ই এপ্রিল তারিখে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইবার কথা ছিল; এই অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে। আপাততঃ ওয়ার্দ্ধায় কোন অধিবেশন হইবে না।

করাচীতে বোমা বিস্ফোরণ

তদন্ত করিয়া জানা যায় যে, একটী ২৫ পাউণ্ড ওজনের তাজা বোমা সহর হইতে দেড় মাইল দূরে সম্ভবতঃ লরী যোগে লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল। উহা রাস্তার ধারে ঐ ভাবে পড়িয়াছিল। জনৈক টুকরা লোহা বিক্রেতা উহা দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লইয়া যায়, উহার মুখ খুলিবার জন্য লৌহবিক্রেতার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা উহা লইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, তখন বোমাটী বিস্ফোরিত হয়। ঘটনাস্থলেই একজন লোক মারা যায়, আর একজনের মুখ পুড়িয়া গিয়াছে, অপর ২জন গুরুতররূপে আহত হওয়ায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

জাপানে রাজনৈতিক সঙ্কট

অকস্মাৎ প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐভাবে পূর্ব্বে কখনও প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। খোলাখুলিভাবেই বলা হইতেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির বিশুদ্ধি সম্পাদনের জন্যই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নাকি রাজনৈতিক দলগুলি বোঝাপড়াগিরি করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কিছুকাল ধরিয়া জেনারেল হায়াশী নাকি বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলগুলির উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সামরিক বিভাগ ও প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দিতে বলিতেছিলেন। নূতন কর্ম্মপন্থা লইয়া একটি শক্তিশালী জাতীয় দল গঠিত হইলে নির্ব্বাচনে সেইদল সম্পূর্ণরূপে জয় করিবে, ইহাই তাঁহাদের আশা।

অবশ্য ফ্যাসিষ্ট কর্ম্মপন্থা লইয়া কোন দল বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলি বিপদ এড়াইবার জন্য সকলে একত্র হইয়া কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

৩০শে এপ্রিল সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইয়াছে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গত ১লা এপ্রিল সংবাদপত্রসমূহে ভারতের রাজনৈতিক সংবাদ ছাপা হইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে লণ্ডনস্থ জাপান সংবাদদাতারা সুদীর্ঘ বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র [illegible]
প্রথম [illegible] দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— [illegible]
২। [illegible] বিরাট [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪
৫। [illegible]
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল [illegible] পদাবলী
১ম খণ্ড—৸৹ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible] ও [illegible] দীপিকা [illegible]
৯। [illegible] [illegible]
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্ক) [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল [illegible] ১
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত[illegible] (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible] ৶৹
৩১। [illegible] সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী [illegible] বাঁধা) [illegible]
৩৩। নবদ্বীপধাম [illegible] ৸৹
৩৪। [illegible] পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। [illegible] /১০
৩৬। [illegible] ৶৹
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রী[illegible]
৩৯। [illegible]
৪০। [illegible]
৪১। [illegible]
৪২। শ্রী[illegible]
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। [illegible] /৹
৪৭। [illegible] /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।৹
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible] ।৹
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। [illegible] ৶৹
৫৭। [illegible] (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রী[illegible] ৶৹
৫৯। [illegible] ৶৹
৬০। [illegible] /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।৹
৬৩। [illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়: [illegible]
৬৭। [illegible] ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। দি ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। [illegible] /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৶৹
৭৩। [illegible] য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। [illegible] ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি [illegible] ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আন[illegible] ডিভোসন ।৹
৭৮। [illegible] ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ১
৮১। [illegible] ।৹
৮২। [illegible] /১০
[illegible] /৹
৮৪। [illegible] /৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] /৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ১

[illegible] চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতত্ত্ব [illegible] একাধারে ধর্ম্ম এবং ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে নব [illegible] বিরাট [illegible] মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রী[illegible]চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর

১২শ বর্ষ | ১১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ৩২তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রকট-সভা

(প্রাপ্ত পত্র)

মাননীয় শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

গত ১৫ই চৈত্র সোমবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে স্থানীয় সমস্ত ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে একটি আচার্য্য-প্রকট সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে সভার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উপস্থিত হইলে তিনিই কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি গীত কীর্ত্তনের পর বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয় ঘোষণান্তে বিদ্যাবাগীশ মহোদয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে,— আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী পরম প্রিয়তম সেবক শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুকে শ্রীরূপানুগ ধর্ম্মসংরক্ষকরূপে লাভ করিয়া পরম আনন্দের সহিত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার অনুশীলন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় একান্ত আবশ্যক। সেজন্য ভগবদ্-ইচ্ছাক্রমে জগতে নিত্যকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকট থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ জীবগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহাদের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজন করেন। বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী-ভেদে দুইপ্রকার ভগবদ্ভজনের কথা শাস্ত্রে আছে। গোষ্ঠানন্দীগণের কৃপায় অনেকেই তাঁহাদিগকে জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সঙ্গলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষগণকে চিনিতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন যে আম্নায়-ধারা বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আম্নায় বা ধারা নিত্যকাল অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিতা; গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া কোন কোনও স্থানে বিশেষভাবে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, আর কোথায়ও বা সামান্য বেগে সাগরাভিমুখে বহন করেন, সেই প্রকার আচার্য্যধারাও নিত্যকালই ভাগ্যবান্ জীবগণকে ভগবৎসেবার পথ প্রদর্শনের জন্য প্রকাশিত থাকেন।

শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমান যুগে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরায় একান্ত আচার্য্যরূপে পারমার্থিক জগতে উদিত আছেন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত যেমন ভগবত্তত্ত্ব বুঝা যায় না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীতও শ্রীগুরুতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেও আমরা চিনিতে পারিতাম না, তবে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ তাঁহার আচার্য্যত্বের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের কৃপা লাভ হইলেই এই আচার্য্যপ্রবরের মহিমা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সকলের সকলপ্রকার সন্দেহ নিরসন এবং প্রকৃত গুরুসেবার মর্ম্ম উপলব্ধি করাইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সঙ্গ-সিদ্ধ, আচার-প্রচারে দক্ষ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবক, ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ আচার্য্যের আনুগত্যের দ্বারাই শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্গের সুষ্ঠু সেবা হইবে। অতএব আমাদের সকলের তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যাহাতে নিষ্কপট আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে তাহার প্রার্থনা করিতেছি।

অতঃপর শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা, সদ্গুরুর লক্ষণ এবং সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান আচার্য্য, শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুতে বর্ত্তমান ইহা কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যই শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য; কাজেই আমরা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে থাকিয়া নিত্যকাল যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিতে পারি তজ্জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

তাহার পর ক্রমান্বয়ে শ্রীমান্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাইমোহন বসাক, শ্রীমান্ উপেন্দ্র চন্দ্র বণিক ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ একে একে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীল বাসুদেব প্রভুর চরণে প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে ভক্তগণ যেরূপ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়াছিলেন আজ পুনরায় প্রভুপ্রেষ্ঠ, প্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে আচার্য্যরূপে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত এবং সকলেই আনন্দভরে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়গান পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন এবং কৃপা প্রার্থনা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকুঞ্জদাস চন্দ্র দত্ত
জঙ্গলবাড়ী, ময়মনসিংহ

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব
দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে

গত ২৭শে মার্চ্চ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল আরাত্রিকে যোগদান করেন। আরাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্যসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে উপবাসান্তে সমস্ত দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। এ সভায় শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলার গূঢ় রহস্য পাঠ করেন। পাঠের অন্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা, ভোগরাগ ও তৎপরে আরাত্রিক সম্পন্ন করা হয়। [illegible] উপস্থিত প্রায় ১০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসবে যোগদান করিয়া মাত্র কয়েক ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, (১) ডাক্তার কে, কে, সেন, (২) এন্, চৌধুরী, রামযশ কলেজের অধ্যাপক, ডাক্তার এম, সি মুখার্জ্জী, (৪) রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, (৫) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৬) এ, সেন হিন্দুস্থান সমবায় কোম্পানির চীফ্ এজেন্ট (৭) সি, এন বোস, (৮) শ্রীযুক্ত [illegible] পাল, (৯) পাতিয়ালা ষ্টেটের রাজকুমারদ্বয়—কুমার রঘুরাজ সিং, কুমার পুষ্পরাজ সিং; সি, কে, [illegible] প্রভৃতি।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা ক' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না —এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। আর শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধ হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়

(শ্রী প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বিষ্ণু স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫১

অযাচিত কৃপা

কনক-চেষ্টা, কামিনী-চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—এই তিনটীই হরিবিমুখতা। যাঁহারা কায়মনোবাক্যকে এই তিনটি ব্যাপারের জন্য নিযুক্ত না করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই ভোক্তাভিমান বিদূরিত হইয়াছে। কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা ও আমরা সকলে যে ভগবানের ব্যবহার্য্য বস্তু বা একমাত্র তাঁহার ভোগ্য—এই চেতনের উপলব্ধি তাঁহাদেরই হইয়াছে, যাঁহারাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় নিজকে কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-রাক্ষসী তাঁহাদিগকেই ছাড়িয়াছে, তাঁহারাই যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রী সঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহারাই হরিভজন করিতেছেন; অতএব তাঁহাদের কৃষ্ণভজনে অযোগ্যতা নাই।

'যুষ্' ধাতুর অর্থ সেবা। যাহা কিছু দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সেবা না করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-সেবা করা যায়, তাহাই যোষিৎ বা স্ত্রী। সুতরাং পুরুষাভিমানে কোন বস্তুকে ভোগ্যজ্ঞান করিলেই তাহা স্ত্রী বা স্ত্রৈণ—ভোগ্যা বুদ্ধি হওয়া উচিত নয়। চেতনময় সাধুগণের অভাবগ্রস্ততাই আমাদের এই দুষ্প্রা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কৃপাময় সাধুগণের দুর্লভ সঙ্গলাভার্থ উদ্‌গ্রীব হন। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা ব্যতীত এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে—হরিবিমুখতা বা হরিবিদ্বেষীর কবল হইতে নিস্তারের অন্য উপায় নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ততঃ দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

প্রাকৃত দর্শন বা জড়জগতে ভোক্তৃবুদ্ধিতে ভোগদর্শন স্ত্রীদর্শন বা যোষিদ্দর্শন। এই প্রাকৃত দর্শন ত্যাগের নামই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ। এই ইতরচেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টার নামই সন্ন্যাস-গ্রহণ। যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা এই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুগণ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জীবের জড়াসক্তি ছেদন করেন। অসদ্বিষয়ে আসক্তি-ছেদনই সাধুদিগের স্বভাব। শাস্ত্রকথা বা হরিকথা-কীর্ত্তনই জড়ছেদনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র। এই ছেদনকর্ত্তার বয়স বা কুলের অপেক্ষা নাই। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ আচারবান্ ব্যক্তিই জীবের হৃদ্‌গ্রন্থিছেদনে সমর্থ।

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ যে কোন ব্যক্তি গুরুর কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত নহেন, আমাদের মত তাদৃশ বিষয়ী পাষণ্ডের জগদুদ্ধারকর্ত্তা গুরুর বেষ গ্রহণ করিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রীগুরুদেব সতত হরিসেবাপরায়ণ। সুতরাং হরিসেবাবৃত্তি বাদ দিয়া গুরুর বেষ বা পারমহংসের বেষ লওয়া ব্যভিচার মাত্র। মানুষ গৃহস্থের চেহারায়ও সন্ন্যাসীর উচ্চ পদবী পরমহংস বৈষ্ণব হইতে পারেন। অপর বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর চেহারায়ও পরমহংস বা উচ্চ সন্ন্যাসী থাকিতে পারেন। পরমহংসগণ—আচার্য্যগণ কোন বিধির বাধ্য নহেন। তাঁহারা নিরন্তর ভগবৎসেবায় রত। ইহাই তাঁহাদের স্বরূপ।

আমরা বদ্ধজীব। কিসে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা আমরা জানি না। এমন কি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিক্রমে তাহা জানিবার অনবিস্তর সুযোগ হইলেও নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। হরিসেবার পথে আমাদের মঙ্গলের পথে সাধুগুরুর কৃপাই একমাত্র সম্বল। সেইজন্য সাধুগণ অযাচিতভাবে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন।

'মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান পর-ঘর॥'

শাস্ত্রবাণীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু নির্ব্বোধ আমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুকে শত্রু মনে করিয়া বিপদেই পতিত হই। তবে আমরা যদি নিষ্কপট হই তাহা হইলে আমাদের আর এই সকল বালাই থাকে না। কারণ, নিষ্কপট ব্যক্তিকে ভগবান্‌ই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া তাঁহার মঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেন। তদ্ধেতু তাঁহার সাধুতে অসাধু ও অসাধুতে সাধুবুদ্ধি হয় না এবং তিনি "বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি।" এই বাণী পালনের সৌভাগ্য পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

যাঁহারা অযাচিতভাবে কৃপা করেন, সেই দয়াময় সাধুগণ যে কৃপাপ্রার্থীকে কৃপা করিবেন না, এইরূপ কথা বাতুলতা নহে কি? সাধুগণ যে অযাচিতভাবেই কৃপা করেন, মহাভারতের একটি উপাখ্যানে আমরা তাহা জানিতে পারি। মানস-সরোবরে শাপগ্রস্ত ইন্দ্র শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহু শাবকাদিসহ বাস করিতে থাকেন। একদিন ব্রহ্মা আসিয়া শূকররূপী ইন্দ্রকে বলিলেন, "হে, তুমি অমরাবতীতে যাইয়া ইন্দ্রের আসনে উপবেশন কর, তথায় বহু দাসদাসী তোমার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া শূকররূপী ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে গেল। তখন ব্রহ্মা একে একে ঐ শূকরের শাবকগুলিকে হত্যা করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া ঐ শূকর আকুল ক্রন্দন ও চীৎকারে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। ব্রহ্মাকে মহাশত্রু মনে করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ সে অধীর হইয়া পড়িল। পরিশেষে ব্রহ্মা ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীকেও বধ করিলেন। তখন ঐ শূকররূপী ইন্দ্র সমস্ত আত্মীয় স্বজন-পরিত্যক্ত হওয়াতে ব্রহ্মার উপদেশ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে তাঁহার নিজের স্বরূপও ধীরে ধীরে স্মরণ-পথে উদিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার কৃপায় শূকররূপী ইন্দ্র তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ত' প্রকৃত প্রস্তাবে শূকর নহেন। তিনি যে ইন্দ্র। শূকররূপটি তাঁহার বিরূপ।

সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণফলেই শূকররূপী ইন্দ্রের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। আমাদেরও বর্ত্তমানে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রের ন্যায়ই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি এখন স্থিরচিত্ত হইয়া সাধুগণের কথা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করি, করুণাময় সাধুগণকে শত্রু মনে না করি তাহা হইলে আমরাও স্ব-স্বরূপে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবালাভের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিব। সাধুগণের কৃপা অযাচিত ও অহৈতুকী। আমরা কৃপা না চাহিলেও আমাদের নিত্য বন্ধু তাঁহারা আমাদের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগকে সেবার সন্ধান দেন, আমাদের হৃদয়ের অতন্দ্র-রাশি না সন্দেহাদি চেতনময়ী বাণীর দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করতঃ আমাদিগকে সৎসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা এত দয়াল! তাঁহারা এত বদান্য!! আমাদের ভোগের বা আসক্তির বস্তুতেই তাঁহারা প্রথমমুখে হানা দেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের বদান্যতার কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি একটুকু স্থিরচিত্তে বিচার করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, ডাক্তারের ছুরি ও শিক্ষকের ছড়ির ন্যায় সাধুর এই মঙ্গলময় বাক্য আমাদের অপকারক বা শত্রু নহে পরন্তু মহোপকারক ও পরম বান্ধব। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

'যস্যাহম অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।'

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া এই সকল কথা বিচার করুন্—ইহাই আমার নিবেদন।

শ্রীগুরুদেবই আশ্রয়

(কুমারী চপলা সরকার, লক্ষ্ণৌ)

জগৎ চলিয়া যাইতেছে, আমিও চলিতে থাকি,—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া জন্ম-জন্মান্তর চলিলেও চলার আর নিবৃত্তি হইবে না, পথশ্রান্তিই সার হইবে মাত্র। কালের গা ভাসাইয়া দিয়া কোনক্রমে কাল কাটাইবার বুদ্ধি করিলে সেই বুদ্ধি আগে প্রশংসার যোগ্য নহে। মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। বহু যোনি ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। অতএব এমন যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য-জন্মে যদি কৃষ্ণভজন না করিয়া বৃথা কাল কাটান যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মূর্খতা ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই শ্রীভগবান্ সাধুশাস্ত্রগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ধামই যে জীবের একমাত্র গন্তব্যস্থল ও ভগবৎ-সেবাকার্য্যই যে জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই যে সর্ব্বাপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, ইহাই সর্ব্বদা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবান্ জীবের গতিও বন্ধ করিতেছেন না এবং কার্য্যও বন্ধ করিতে চাহেন না। তবে যে পথ ধরিয়া চলিলে জীব নিত্যধামে উপস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীধাম-পরিক্রমণ-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন এবং ভগবান্ ও ভক্তের কিঙ্করের কার্য্য করিয়া সর্ব্বকাল নিত্য আনন্দে যাপন করিতে পারেন, সেই উপদেশ প্রদান করেন। সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয় ব্যতীত জীব তাঁহার আত্মোন্নতিলাভের যত প্রকারই পন্থা উদ্ভাবন করুন তাহা তাঁহাকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করাইবে। গুরুরূপে কৃষ্ণ ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিয়া সেই সংসারচক্র হইতে মুক্তি প্রদান না করিলে দুর্ব্বল জীবের তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আর কোন উপায়ই নাই। নিত্যধামবাসী

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

নিত্যানন্দময় গুরুদেবই তাঁহার শরণাগত ভক্তকে নিত্যানন্দলাভে অধিকারী করিতে পারেন। তিনি ব্যতীত নিত্যানন্দ দানে আর কাহারও ক্ষমতা নাই। অনিত্য জীবের আনন্দ দুঃখের ছদ্মবেশ মাত্র। তাহা পাইয়া জীবকে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের নিত্যপ্রেষ্ঠ পার্ষদ। তিনি এই পৃথিবীতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া সমস্ত নিষ্কপট জীবাত্মাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এবম্বিধ সাক্ষাৎ সেবাদ্বারাই ভগবৎসেবা সম্ভব হয়। বদ্ধজীবের পক্ষে ইহাই ভগবৎসেবালাভের একমাত্র উপায়। গুরুর উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ না করিয়া বহির্মুখ জীবগণ নিজের খেয়াল মত যে যে পথে চলিয়া যে যে কার্য্য করিয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছে এবং আনন্দের পরিবর্ত্তে সে কেবল দুঃখই লাভ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা মূর্খতার বিষয় আর কি আছে? জীবের সে ভ্রম—সে প্রমাদ দূর করিয়া চির-আনন্দ প্রদান করিতে এক গুরুদেব নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কে সমর্থ? জীবের সর্ব্বপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করিয়া জীবকে ব্রজের মহামূল্য সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণ করিতে এক নিত্যানন্দ ভিন্ন কেহ বা ব্যাকুল? জগতের বিচারে মূর্খ, নীচ-কুলোদ্ভূত, প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাহীন শরণাগত যেসকল অকিঞ্চন জীব বিদ্যা কুল-ধন-মদে গর্ব্বিত জীবগণের নিকট 'অজ্ঞ' 'হেয়', পতিত, ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের আশ্রয়স্থল এক নিত্যানন্দ গুরুদেব ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? গুরুদেব নিত্যানন্দই ধরার বক্ষ হইতে সেই সকল জীবকে সাদরে কুড়াইয়া আনিয়া তাহাদিগকে তাঁহার কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মছায়া প্রদান করেন। আর যাঁহারা নিজেকে দাম্ভিক মনে করেন এবং নিজেকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, 'আমিই ভোক্তা, আর সমস্ত আমার ভোগ্য'—এরূপ ধারণা যাঁহারা নিজের হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দ প্রভু কখনও কৃপা করেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা অকিঞ্চন হইয়া বিক্রীত পশুর ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকেই নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেন। যাঁহারা দীন, নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী তাহাদেরই কাছে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার দ্বার উন্মোচিত হইয়া থাকে।

> পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
> জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
> মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয়।
> মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্যক্ষয়॥
> এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
> এক নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে॥

সুতরাং গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর আশ্রয়ের স্থান কোথায়? গুরুপাদাশ্রয়েই সকল দুঃখের অবসান হয় এবং ভজনের উন্নতিক্রমে নিত্যানন্দ লাভ হয়।

আচার্য্য-কৃপাবিরণ

(শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ)

আচার্য্য ও শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায়

স্মৃতিশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু আচার্য্য-লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—

> "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
> সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে 'আচার্য্য' নামে অভিহিত করেন।

গৃহীত-সংস্কার ব্যক্তিকে দ্বিজ বলে, বেদপাঠী দ্বিজকে বিপ্র বলে এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ', সুতরাং জন্মমাত্রেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যদি শৌক্র-জাতি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রেই দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হইয়া যাইত তাহা হইলে সনাতন শাস্ত্র কখনও উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন না। অপবিত্রকে পবিত্র, অশুদ্ধকে শুদ্ধ এবং অসংস্কৃত শূদ্রকে সংস্কৃত করিবার বিধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৃত্রিমতারহিত স্বর্ণকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিয়া তাহার শুদ্ধতা বা পূর্ণতা সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অসংস্কৃত অশুদ্ধ পাপযুক্ত ব্যক্তিকেই সংস্কার করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
> বেদপাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম
> জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত। তিনি নিজে নিত্যসংস্কারে সংস্কৃত ও বেদজ্ঞ হইয়া বেদ বেদান্তের রহস্য উপযুক্ত শিষ্যের নিকট প্রকাশ করেন। বেদ জ্ঞানময় বস্তু; তাহা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—এই ত্রিতত্ত্বে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম স্থাপন করিয়াছেন। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্। সেই উপনিষদ্ সমূহের সার মহর্ষি বেদব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রাকারে গ্রথিত। সেই বেদব্যাস-লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বা ভাগবতজীবন দ্বিতীয় 'দ্বিতীয় মূর্ত্তি' মহাভাগবত বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণেরও উপদেষ্টা। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব অন্য স্থান হইতে ধার করিতে হয় না। সমস্ত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ বৈষ্ণবে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রাহ্মণেরও দুর্লভ অচিন্ত্য সদ্গুণরাশি তাঁহাতে অধিকতরভাবে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গুরুবৈষ্ণবের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া দীনতারই পরাকাষ্ঠা। বৈষ্ণবাচার্য্য অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব করেন, বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃপাবলে অপরে বৈষ্ণবতা লাভ করেন। বৈষ্ণবদাসানুদাসেরও কস্মিন্‌কালে বৈষ্ণব-কৃপাকণাশক্তি ব্রাহ্মণপর্য্যায়ের নিম্নতন পদবী পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। বিষ্ণুর অভক্ত অবৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণদেবের ভক্তবিদ্বেষকারী ব্রাহ্মণব্রুব ব্যক্তি নিজেই অসংস্কৃত এবং অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত। সুতরাং তাহার আচার্য্য হইবার অধিকার কোথায়? এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
> সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

বৈষ্ণব আপেক্ষিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অতীত ও সাময়িক প্রাকৃত ধারণায় সীমাবদ্ধ নহেন। গুণ এবং কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব প্রভৃতি মহাজনগণ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতে পরিচিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কারুকার্য্য জানে তাহাকে শিল্পী বলা হয়, যে ব্যক্তি চিত্রবিদ্যা জানে তাহাকে চিত্রকর বলা হয়, যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকে চোর বলা হয়, যে ব্যক্তি ক্রয়বিক্রয় করে তাহাকে বণিক্ বলা হয়, যে ব্যক্তি রণনিপুণে সিদ্ধহস্ত ও দুর্ব্বলের রক্ষক তাহাকে বীর বলা হয়, যে ব্যক্তি যুদ্ধের নাম শুনিলে মূর্চ্ছিত হয় তাহাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলা হয়, যিনি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, যিনি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা হয়, যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আচারমুখে প্রচার করিয়া অপর সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া কথিত হন। আচার্য্যের আচরণই আচার্য্যকে প্রকাশ করে। আচার্য্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ এইরূপ বলিয়াছেন—

> আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি
> স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন এরূপ আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

আচার্য্যের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

> আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
> প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
> 'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ
> দুই কার্য্য।
> তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥
> (চৈঃ চঃ অ৪।১০২-১০৩)
>
> আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
> এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
> (চৈঃ চঃ আ৩।২১)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

> যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
> (গীতা ৩।২১)

আচারই আচার্য্যত্বের প্রকাশক। তবে কৃষ্ণপ্রেমিক মহাভাগবতগণের অজ্ঞজ্ঞানীর নিকট প্রতিভাত ভোগ ও ত্যাগের অভিনয় মূঢ়লোকবঞ্চনা মাত্র। কৃষ্ণভক্ত ত্যাগীও নহেন, ভোগীও নহেন। তিনি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী। উত্তমভাগবত যে-কোন অবস্থায় থাকুন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ করেন। আচার্য্য বহির্জগতের কোন বস্তু নহেন। তিনি গণমতের সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে ভুঁইফোঁড়ের মত বড় হইয়া উঠেন না। তাঁহার প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ। আচার্য্য পরমার্থের নির্ভীক প্রচারক। আচার্য্যের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। আচার্য্য কাহারও মনরাখা কথা বলেন না। আচার্য্য জগতের অসংখ্য প্রলোভন ও নির্য্যাতনকে অম্লানবদনে বরণ করিয়া নিত্য-সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও আশা ভরসার উপর নির্ভর করেন না। তিনি চিদ্বলে বলীয়ান্ এবং সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবৎসল কৃষ্ণের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল। তাঁহার ষড়ঙ্গ শরণাগতি, ভজনের অনুকূল ছয়গুণ, ছয় সংসঙ্গ এবং কৃষ্ণের ন্যায় অখিল গুণ আছে। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাস'—এই শাস্ত্রবাণী তাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ করযোড়ে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের সেবা করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে। শ্রীআচার্য্যদেব সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মনোহভীষ্ট পূরণ করেন বলিয়া, তিনি কৃষ্ণমায়ায় বদ্ধ করিবার জন্য কৃষ্ণের সেবকগোষ্ঠী বর্দ্ধন করেন বলিয়া কৃষ্ণই নানাভাবে তাঁহার সহায়তা করেন। আচার্য্য জগৎকে ভোগ্যজ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ঈশোপনিষদে কথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" জ্ঞানে যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাই করেন। তিনি নিজকে দ্রষ্টা বা বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণজ্ঞান না করিয়া দৃশ্য বা কার্য্যজ্ঞান করেন। তিনি শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে নিত্যকর্ম্মপদন্ বলিয়া সেবাপোপাদ্বারা কৃষ্ণমনোনেত্রের আনন্দোৎসব বিধান করেন।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible] ভবনে শ্রী[illegible] [illegible]-

পীঠ, শ্রীশ্রীরাধারমণ [illegible], আগ্রো [illegible]

[illegible] আছেন। [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ

[illegible] আছে।

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

কলিকাতা। টেলি. [illegible] ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে

শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,

[illegible]-চতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ [illegible]

গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র

প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক [illegible]

[illegible] শ্রীমৎ [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান [illegible] বা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] পীঠ।

রক্ষক— শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি ও পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজির

সমাধি। রক্ষক [illegible]।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের সমাধি, শ্রী[illegible] ও

[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান।

গৌরপার্ষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-

সেবা। রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ডাকঘর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(১২) গোবর্দ্ধন গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রী[illegible] স্থান।

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৩। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪। [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক— শ্রী[illegible]।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক— শ্রী[illegible] নায়ক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

২০ নং নবাবপুর রোড; পোঃ ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা

মহোপদেশক শ্রী[illegible]ানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) মাধ্বগৌড়ীয়মঠালয়

নারিন্দা, ঢাকা

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

(২৫) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক— শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৬) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)।

এখানে গদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৭) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৮) নারায়ণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৯) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক - শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(৩০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং।

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], [illegible], ইউ. পি,

রক্ষক - শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিকুমার

(৩২) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।

রক্ষক— শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩৩) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া।

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৫) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নং [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা

বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৭) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

রক্ষক— শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ— শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর, মথুরা।

রক্ষক - শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরী, পোঃ ভেড়োল, জেলা গুরগাঁও

(পাঞ্জাব) রক্ষক - শ্রীনগেন্দ্র গোবৰ্দ্ধন ভক্ত

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর বিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিসদক কৃপাশ্রমী মহারাজ

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫০) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক— অধিকারী

শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা। রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৪) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৫) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের

সেবা। রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর

নিত্যসেবা। রক্ষক - মহামহোপদেশক

শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৮) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৯) অমাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাসি, মেদিনীপুর,

রক্ষক— শ্রী[illegible]কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকড়, (হাবড়া)

এখানে [illegible] শ্রী গৌরাঙ্গের সেবা

বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি— "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক— ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও

মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।৵০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।।০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪।।০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫।।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০।।/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭।।/ ৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি সোণা	২২।০ ১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।।/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫।।০—৫।।৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫।।৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵- ৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪।।০—৪।।৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪.
পোলার্ড	১।।৶০—১৸০
ভুষি	১।।৵০—১।।৶০

ঘৃতের দর

অতুলা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পার্বতী	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

সাবেন গোলাপ ফাইন	৫৪৲
...	৪০৲
...	৪৩৲
...	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬।।০
সুপারী দেশী	১৩৵০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯।।০—১০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲ -১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩।।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

সাঁকা	৭৵০—৭।।০
ঐ বে-সাকা হাল্কা ওজন	৬।০—৬।।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮।।০
বেঙ্গল টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮।।০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১।।৵০
২৬ গেজ—	১২।।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ
পীস ।/১০—।।৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮।।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা
৭।।০ ৭৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাটী, বোল্টু নয়াদে	৫।।০—৫।।৵০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের
জন্য ৫।।০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২।।০, নকল ২১৲

ঢাটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬।।০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধান খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ।৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, কল ও কলম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গৌ প্রেঃ — ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

নদীয়াপ্রকাশ
...সব সংখ্যা।

গৌরজন্মোৎসব
উপলক্ষে শ্রীধাম
নবদ্বীপের বিভিন্ন তথ্য-
যুক্ত প্রবন্ধ ও আলেখ্য
সহ একটী বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হইয়াছে।
রঙিন কাগজে উত্তম
ছাপা। গ্রাহকগণ সত্বর
আবেদন করুন।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে চৈত্র, ১৩৪৩, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৩৩

বিবিধ সংবাদ

বড়লাটের নির্দ্দেশে অনারেবল উপাধি

"বড়লাট নিম্নোক্ত পদাধিকারিগণকে তাঁহাদের পদে বহাল থাকা অবস্থায় "অনারেবল" উপাধি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

১। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ, ২। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি, ৩। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি, ৪। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিগণ, ৫। হাইকোর্ট সমূহের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিগণ। ৬। প্রাদেশিক লাটের মন্ত্রিগণ, ৭। প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজ্যের রেসিডেন্টগণ, ৮। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিগণ, ৯। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার, ১০ অযোধ্যার চীফ্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিগণ, ১১। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ।

ভারতে বিশেষজ্ঞ আমদানী

১৯৩৬ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে কতজন বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য কত ব্যয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যবস্থা-পরিষদে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি পেশ করা হয়:—

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের রাজস্বের বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের জন্য ১২ হাজার টাকা, শিক্ষা বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞের জন্য ৩৯ হাজার টাকা, রেলওয়ে তদন্ত কমিটির তিনজনের জন্য ২॥ লক্ষ টাকা, বেতার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের জন্য ৫৩৫ পাউণ্ড ১০ শিলিং ১১ পেন্স এবং কৃষি-গবেষণা-পরিষদের বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য আনীত দুইজন বিশেষজ্ঞের জন্য ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শিল্প সম্মেলনে ২৩টী দেশের দুই শত প্রতিনিধির সমাবেশ

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিসের উদ্যোগে যে আন্তর্জ্জাতিক বয়ন শিল্প-সম্মেলন হইতেছে তাহাতে ২রা এপ্রিল হইতে প্রকাশ ২৩টী দেশের দুইশত প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে মজুরীর সময় কমাইয়া সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা বা তাহার খুব কাছাকাছি করা এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ।

প্রত্যেক দেশ হইতে একজন সরকারী প্রতিনিধি এবং মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ভারতীয় মালিকদের পক্ষ হইতে মিঃ এম্ বিড়লা এবং ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষ হইতে মিঃ আর বাখলে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন।

বাঙলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ১৯ই মার্চ্চ হইতে ১৮ই মার্চ্চ এই পাঁচদিনের মধ্যে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় ২৬টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই সব ডাকাতির মধ্যে বাঁকুড়া জিলা হইতে ৪টী; হুগলী ও বাখরগঞ্জ প্রত্যেক জিলা হইতে ৩টী; মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, রাজসাহী ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলা হইতে ২টী; বর্দ্ধমান, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ প্রত্যেক জেলা হইতে ১টী করিয়া ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে।

দুইটী ডাকাতির সময় পুলিশ ও গ্রামবাসিগণ ডাকাতদলের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি

আগামী জুন মাসে জেনেভাতে যে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হইবে, তাহাতে ভারত হইতে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ যাইবেন—

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি—স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস, মালিকদের প্রতিনিধি—স্যার হোমি মোদি, মিঃ জি এল মেটা (পরামর্শদাতা); শ্রমিকদের প্রতিনিধি—মিঃ সতীশচন্দ্র সেন, জামসেদপুরের মিঃ ডবলিউ বি আর নাইডু (পরামর্শ দাতা) প্রভৃতি।

হংকং সুরক্ষিতের জন্য ৮০ লক্ষ পাউণ্ড

হংকং-এ দুর্গাদি নির্ম্মাণের জন্য ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের একটী পরিকল্পনা গত ২রা এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করা হইবে না বলিয়া যদি কোন সন্ধি না হয়, তাহা হইলে এই পরিকল্পনার ফলে হংকং একটী "দ্বিতীয় সিঙ্গাপুরে" পরিণত হইবে।

টংলোপুরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে; তাহা ছাড়া আরও দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও দৃঢ়তর করা হইবে। তাহা ছাড়া এখন হইতে হংকং ব্রিটিশ-বিমানবাহিনীর একটী প্রধান ঘাটীও হইবে।

সলিসিটার মিঃ ডি এন মিত্রের কার্য্যভার গ্রহণ

মিঃ ডি এন মিত্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের সলিসিটার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি গত ৩১শে মার্চ্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মার্কিণ কয়লা শিল্পে ধর্ম্মঘট

শ্রমিক নেতা মিঃ জন লুইস জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১লা এপ্রিল মধ্য রাত্রির মধ্যে কোন নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে তিনি অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রে বাধকয়লা শিল্পে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিবেন। মজুরী ও মজুরীর সময় সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে চুক্তি আছে গতকল্য মধ্য রাত্রে তাহার শেষ হইয়াছে।

আমাশয় নিরাময়

দু-দশ দিনের আমাশয় আমরুল রসে করে ক্ষয়,
বেল শুঠের কাথ দিলে, সত্ত্ব যায় আমাশয় চলে,
যদি দেখ রক্ত তাতে, কুরচি ছাল দিবে উথে॥
এতেই হবে রোগ নষ্ট, আমাশা যাবে, ঘুচবে কষ্ট॥

"অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেবাবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না —এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মানবজ্ঞান অন্ধ প্রসারেব। আর শ্রীগুরুদেবকে যথা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

---

১২ বিষ্ণু বৃহস্পতি অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীজীব-শ্রীদাস রঘুনাথ প্রমুখ ষড়্গোস্বামী প্রভুগণ এবং শ্রীল নরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ- শ্রীবলদেব শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরকিশোর, প্রভৃতি গৌরজনগণ সকলেই মহাজন। ইঁহারা কৃষ্ণধর্ম্ম রক্ষা করেন এবং নিজ জীবনে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দেন। এইরূপ মহাজন একজন না একজন সকল সময়েই পৃথিবীতে আছেনই আছেন। তাই তাঁহাদের অপ্রকটে পরমদুঃখদুঃখী করুণাময় ঠাকুর মাদৃশ পতিতের মঙ্গলের জন্য ... রাখিয়া গিয়াছিলেন মদীয়াচার্য্য গৌররাধা নিজজন শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে। এই প্রভু আমার দয়ার সাগর অদোষদরশী, সর্ব্বগুণের আলয়, যাঁহার আনখকেশাগ্র সেবা-শোভাময়, যে শোভায় ভুবনমোহন কৃষ্ণও আকৃষ্ট। তিনি কৃষ্ণের বড় আদরের বস্তু, কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জিনিষ। সেই গোলোকের বস্তু ভূলোকে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিলেও বঞ্চনাকাঙ্ক্ষী আমি তাঁহার সেই পরমোজ্জ্বল পাদপদ্মশোভা দর্শনে বঞ্চিতই রহিলাম! সুতরাং আমার ন্যায় হতভাগা আর কে? আমার নিত্যপ্রভুকে, আমার হৃদয়ের দেবতাকে পাইয়াও হারাইলাম, চিনিতে পারিলাম না, ধরিতে পারিলাম না! এমনি আমার পোড়া কপাল! হায় বিধি, সবই উদ্দেশ! কিন্তু তথাপি তাঁহার অযাচিত ও অহৈতুক গুণের কথা আমার পাপপঙ্কিল হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইয়া এত নিরাশা হতাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার করিতেছে। এই প্রাণহীন দেহে জীবনালোকের প্রারম্ভক সূচনা করিতেছে। প্রভু আমার এমনি দয়াল! এমনি উদার! এমনি গুণময়!

সেই দয়াময় প্রভুর দয়ার তুলনা নাই। আমার চোখ ফোটাইতে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিলাম কৈ? পতিত আমি নরাধম তাই আমি সংসারে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলাম; বাল্যকাল হইতে জাত ও অজাতসারে কেবল প্রভুর জন্য কাঁদিয়াছিলাম। সেইজন্যই প্রভু আজ আমার অন্যাসপদে পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া বহির্মুখ জগতের বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে উদ্বোধক আপন শ্রীচরণ-সেবার পরমসুযোগ দিয়াছেন; আমাকে স্বস্থানে লইয়া ... রূপানুগ সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু হায়! অভাগা আমি করিলাম কি? নীরে বাস করিয়াও পিপাসা মিটিল না! প্রভুকে পাইয়াও প্রভুভৃত্য হইতে পারিলাম না। এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম, তাই ক্রন্দন সম্বল হইল। আমার সেই পরম দয়াল প্রভু আজ কোথায়? শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য-সঙ্গী, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ আজ তাঁহাদেরই কাছে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি এতই কৃপাময় যে, ভক্তিযোগ্যতা আমি তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার নিত্যসঙ্গী, তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ অনুগত জনকে। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমার কিন্তু তখনও যা এখনও তাই। তখনও যেমন নিরাশা হতাশা এখনও অক্রমশঃ। এখনও অন্ধকারের মধ্যে ঘন অন্ধকারের কল্পনা। তাই আজ দুঃখে সেই করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি—হে গুরুদেব! আপনি কৃপাপূর্ব্বক যে মহাজনের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন সেই আপনার নিজজনের সন্ধান কি আমি পাইব না? নিষ্কপট শরণাগত জীবনই তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিলেও আমি কি তাহা ধরিতে পারিব না? তাই আজ সকল সময়েই আপনার কথাই মনে পড়িতেছে এবং দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু তথাপি মৎসদৃশ পাপীগণের অসৎসঙ্গে দিনাতিপাত করিতে গিয়া দিক্-নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি? আপনি ছাড়া আর কে বা আর কাহাকে জানাইব? কেহ বা আর এ হতভাগ্যের কথা শুনিবে? বৃথা প্রলাপ বকিতেছি ও বিরক্ত করিতেছি, নিজগুণে ক্ষমা করুন এবং আপনার প্রেষ্ঠজনের সঙ্গ-সুযোগ প্রদান করুন। ইহা ব্যতীত কেন আর কিছুই না চাই—ইহাই নিবেদন। জানি না, এ দুষ্টের নিবেদন আপনার শ্রীচরণে পৌঁছিবে কি না? তবে আপনি কৃপাময়, ইহাই ভরসা।

গুরুদেব।

অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে মায়াপুরে কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবী মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল কহে দীন দাস এ অধমে॥

আচার্য্য-কৃপাবরণ

(২)

আচার্য্যের আচার্য্যত্বের অসামান্য লক্ষণ এই যে, কৃষ্ণৈকশরণ তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণুতা-সম্পন্ন ও অমানি মানদ হইয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন। তিনি স্বীয় গুরু আশ্রয়বিগ্রহের দাসানুদাস অনুদাসের দাসের কিঙ্কর বলিয়া নিজকে পরিচয় দিতে পরমোল্লাসিত হন। তিনি কখনও নিজকে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ কিঙ্কর অভিমান করেন না। তিনি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে বলিয়া থাকেন -

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব।
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

তিনি শ্রীরূপ প্রভুর পদধূলি বলিয়া নিজকে পরিচিত করেন এবং তাঁহার পাদ-পদ্মধূলি নিত্য ধন বলিয়া জানেন-

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

পরম সত্য আম্নায়পারম্পর্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্যকাল কখন ক্ষীণ, কখনও প্রবল ধারারূপে বর্ত্তমান থাকে। পরম সত্যানুগ যে সৎসম্প্রদায়ের গুরু-পারম্পর্য্যধারাতে প্রবাহিত হয় তাহা ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীল বেদব্যাস বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য পারমহংসী সংহিতার মঙ্গলাচরণে কীর্ত্তন করিয়াছেন এই বলিয়া—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" এই বাক্যে আমরা দেখিতে পাই,পরম সত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধামসহ বর্ত্তমান; সেই কৃষ্ণধামে বা কৃষ্ণের চিন্ময় জ্যোতিঃতে প্রবেশে জীবের কুহক বা কৈতবরূপ অন্ধকাররাশি নিরস্ত হয়; শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই পরম সত্যের ধ্যান সম্ভব হয়। শ্রীল ব্যাসদেব "ধীমহি" এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা ব্যাসানুগ সম্প্রদায়ের নিত্যাস্তিত্ব ও তাঁহাদের হরিসংকীর্ত্তনধর্ম্মময়তার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। তাহা শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে জগতে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের আদি শিষ্য ব্রহ্মা। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ যেই বেদরহস্য-সমন্বিত ভাগবতধর্ম্মে দেবগণেরও মোহ উপস্থিত হয়, তাহা ভগবান্ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করেন।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো
যস্যাং মদাত্মকঃ॥

অর্থাৎ আমার এই বেদসংজ্ঞিত বাণী যাহাতে মদাত্মক ধর্ম্ম অবস্থিত আছে তাহা অসময়ে প্রলয়কালে লুপ্ত হইলেও আমিই তাহা প্রথমে ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছি। ব্রহ্মা হইতে নারদ, তাহা হইতে ব্যাস; ব্যাসশিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ে ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। ব্রহ্মমাধ্বসাম্প্রদায়িক আচার্য্য শ্রীমন্ লক্ষ্মীপতির শিষ্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম কল্পবৃক্ষের মূল শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আবির্ভূত হন। শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্যরূপে আমরা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রভৃতিকে পাই। এই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন এবং জগতে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুপারম্পর্য্য স্বীকারের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং। একসময় অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিয়াছিলেন, "চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥" স্বয়ং ভগবান্ ও অবতারের অবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগতে শুদ্ধভক্তিবিধি সংস্থাপনের জন্যই এই লীলা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীজীব-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-কৃষ্ণদাসকবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ- বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর- ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুর পারম্পর্য্যধারা আগত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়নবমাধস্তনাধ্বর্য্য শ্রীমদ্বার্ষভানবীদয়িতদাসপ্রভুর অভিন্ন প্রেষ্ঠবিগ্রহরূপে আমরা বর্ত্তমানে আচার্য্যবর্য্যরূপে পাইয়াছি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাধ্বর্য্য শ্রীস্বরূপরূপানুগ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুকে। 'যিনি সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি, দামোদরসম আর নাহি মহামতি॥' এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ও শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠবর

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল-

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৮০
ঐ ২০৯	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫
কুয়াবেক কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ বেলুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৯/· ·৪৶০
পেশোয়ারী	৯ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭
ঐ বেলুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাংপ	১০॥/০
জপুর ১০০০ নং	১০/০
মায়হোরা সাদা	৯ ০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

কমালের বার	৩৫৸৫
লণ্ডন	২২।০ ১
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২

পাটের দর

আড়তে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩২০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।০
সুপাংক্‌রন ঐ	৫৸৶—৬
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৶০
সুজী	৫৸৶০—৬
আটা (বি)	৫॥৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫
ঐ (এম)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪
পোলাউ	১॥৶০ - ১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

গুড়ের দর

আড়ঙ্গ	৫৬
ক্ষীরসাগর	৫৯
ভুবনেশ্বরী	৫৩
লক্ষ্মী	৫২।০

পাঞ্জিরোল	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আমেন গোলার ফাইন	৫৪
দিটু ল আমেন নম্বর	৫০
কলো পুরানন ফাইন	৪৩
ঢাকাই গুগা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

প্রতি মণ

পাকা সাত	
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০৷০
শুটি খয়ের মণ	১১—১২—১৪
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী- দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৭৶০— ৭॥০

ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা টী আয়রণ	৭৸০—৮
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৶০
২৬ গেজ—	১২।৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৶০
২৬ গেজ—	১২৶০
২৮ গেজ—	১২।৶০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।/১০—॥৶০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৮॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ২—৩

পাতী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ ৭৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৪।০—৬।০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাতী, গোলটু পত্তরে ৫।০—৫।৶০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কর্নাকটের

হন্দর ৫॥০—৭।৶০

শুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১

চটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

— ::o:: —

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট'

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৶০	।৶০	।০
টাকা ২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টাকা ৬৲	৪॥০
সিকি কলম ১৭৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

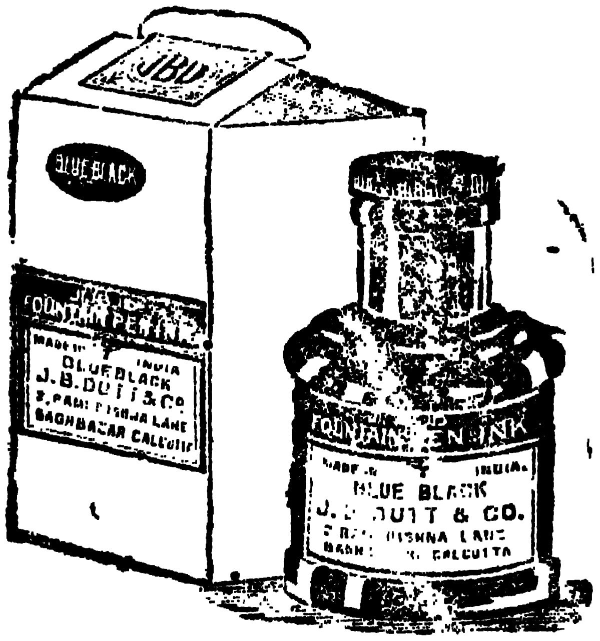

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রবর লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা

বর্দ্ধমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ
পত্রিকা বাহির হইয়াছে।
ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা
অবশ্যাতন স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 154

চৈতন্যোপনিষৎ

বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে চৈত্র, ১৩৪৩, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৩৪

বিবিধ সংবাদ

— - ::(• :: —

পরলোকে রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গার জমিদার রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দেশের সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার দেব-দ্বিজে ভক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, সাধুর প্রতি আদর সকলের প্রশংসনীয়। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসিগণের নিকট সুপরিচিত। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন জগদ্বাসীকে গৌরধাম-প্রচারে ব্রতী হন তখনও এই মহাত্মা শ্রীধামপ্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন ও নানাভাবে সাহায্য করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে গমন করিলে এই সজ্জন-বর তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অশীতিবর্ষাপেক্ষাও অধিক বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা ভগবানের শ্রীচরণে তাঁহার পার-লৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছি।

গুরুদ্বারে শিখ-মুসলমানে সংঘর্ষ

গত ১লা এপ্রিল রাত্রি অনুমান ৯ টায় জগৎপুর সদর আটক জিলার কোট ফতেখানে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এক দাঙ্গা হয়। প্রথমে কোট ফতেখান গুরুদ্বারের শিখ সেবাদারদের সহিত তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মুসলমান অধি-বাসীদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক মুসলমান জনতা দাঙ্গায় যোগ দেয়। এই সময় জনতা গুরুদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে। গুরুদ্বারের দরজা, জানালা ও আসবাবপত্রের ক্ষতি হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এই দাঙ্গায় শিখদের মধ্যে ১২ জন জখম ও একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

পাটনায় ৩২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ১লা এপ্রিল রাত্রি ৮ ঘটিকায় পাটনার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইউনাসের বাড়ীর নিকট আরও ১৩ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এইদলে জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাকান্ত সিংহ, মহম্মদ আমিন, জহিরুল হাসন, আলি আকবর এবং সীতারাম সিংও আছেন। ঐ দিবস পর্য্যন্ত পাটনায় ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পুনর্গঠন

গত ১লা এপ্রিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে জঙ্গীলাট কর্ত্তৃক উত্থাপিত ভারতীয় সেনাদল-আইন-সংশোধন বিল পাশ হইয়াছে। ইহার ফলে সেনাদলের ভারতীয় রিজার্ভ অফিসার-গণ কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে তাঁহারা সেনাদল-আইনের আমলে আসিবেন না।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পুনঃ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য পণ্ডিত এইচ এন কুঞ্জরু ঐ দিবস বেলা ১১॥টার সময় যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া-ছিলেন ঐ সময়েই উহা আলোচনায় পর্য্যবসিত হয় অতঃপর পরিষদের অধি-বেশন মুলতুবী রাখা হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য না থাকার প্রস্তাব

——(×)——

ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্য শেঠ শিবদাস দাগা প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষ যাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য না থাকে এবং যাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বার্ষিক চাঁদা দিতে না হয়, সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলকে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হউক। শ্রীযুত দাগা হিন্দীতে তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ইহাতে পরিষদের সেক্রেটারী মিঃ স্পেন্স আপত্তি জানাইয়া বলেন, সমস্ত সদস্যের ইংরেজী জানেন; একমাত্র যিনি ইংরেজী জানেন না, তাঁহার মাতৃভাষায় বলার অধিকার আছে।

মোটর সহ বন্য হস্তীর কবলে

নওগাঁওয়ের সাব ডেপুটী কালেক্টার আসাম ট্রাঙ্করোড ধরিয়া নওগাঁও হইতে গোহাটী যাইবার কালে এক বন্য হস্তীর কবল হইতে, অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। বড় বড় দাঁতওয়ালা এক বৃহৎ বন্যহস্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় মোটরের গতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। ড্রাইভার গাড়ীর ইঞ্জিন থামাইয়া দিবামাত্র শুঁড় দিয়া হস্তীটি গাড়ীর সম্মুখ ভাগ উঁচু করিয়া তোলে ও ক্রমাগত পেছনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে থাকে, এই সময় ইঞ্জিনের গরম জল হাতীর চোখে ছিটকাইয়া যাওয়ায় হাতীটি কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। গাড়ীর যাত্রীদের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

সীমান্তে উপজাতির উপদ্রব

——(×)——

২০শে ২১শে মার্চ্চ দামদিলে যে সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রকাশ ২২৫নং রয়েল গুর্খা রাইফেলের নায়েক নন্দলাল থাপে, ৬জন রাইফেলম্যান ও একজন সিগন্যালার পাহারায় নিযুক্ত ছিল। প্রাতে অতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পাহারাদারদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ৩০।৪০ জন উপজাতীয় লোক চারিদিক হইতে পাহারাদের উপর লাফাইয়া পড়ে। রাইফেল, খুকরী, ছোরা ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া হাতাহাতি লড়াই সুরু করিয়া দেয়। গুর্খারা আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাহাদের তিনজনের মৃতদেহ পাহারাদারদের সামনেই পাওয়া যায়। পাহারাদের মধ্যে দুইজন মারা যায়, ৬ জন আহত হয়। আক্রমণকারীগণ অনেক অস্ত্রশস্ত্র ঘটনা স্থলে ফেলিয়া যায়।

অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকা এবং ৮টী প্রাণীর জীবনহানি

—— ::(×):: ——

পাটনা মতিহারীতে এক ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। অনুমান ১০০ বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হইয়া এবং ৮টি গৃহপালিত পশাদিপশু মারা গিয়াছে। ৪ জন লোকের শরীরে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ৮০
[illegible] ১৮
[illegible]
[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
[illegible] ৪
[illegible] মহাজনগ্রন্থাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৸৹
৬ষ্ঠ খণ্ড— ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible]
৮। [illegible] ৬ [illegible]
[illegible] ১০
৯ [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৫৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।৹
১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রের (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
[illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৹
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৹
৩৫। গীতমালা ৶৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৷৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। [illegible]
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৸৹
৪৩। [illegible] ৶
৪৪। প্রেমবিবর্ত্ত [illegible] ৶৹
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। তত্ত্বসূত্র ৶৹
৪৭। মধ্যাত্বশ্রুতিঃ ৶৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। [illegible] ১০
৫০। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। বেদান্তরত্নাবলী ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদিশতদূষণী
৫৬। হরিভজন ও ভক্তিপথ ৷৹
৫৭। উপনিষদ্‌ ভাষ্যাদিসহ ।৹
৫৮। শ্রীভগবান [illegible] ৷৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৹
৬০। সাধনাবলী ৶৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶৹
৬৭। সারাৎসারনির্ণয় ৷৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৶৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৲
৭৪। বেদান্তম্‌
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইবোটিক প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনব [illegible] ১৲
৭৮। ব্রহ্মা [illegible] ৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৶৹
৮৪। শরণাগতি ৶৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] শিক্ষাষ্টক ২৲

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬॥৹ কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া উপপ্রচারাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ মহোদয়ের [illegible] গবেষণা এবং [illegible] লেখনীর [illegible] [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-সাগরে মগ্ন হউন! এই বিরাট, [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। [illegible] সহজ পন্থা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ ১৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৩৪তম সংখ্যা

।ধামে কীর্ত্তন

-::(*)::-

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শুদ্ধগৌড়ীয়-বাণীসদন আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অবিজ্ঞাহরণ প্রবণসদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েক দিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

রাণাঘাটে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তি মৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কাশ্যপ ব্রহ্মচারী সহ রাণাঘাট সহরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাসভবনে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীহরিকথা প্রচার করেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ রাণাঘাট শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর বিশিষ্ট নাটমন্দিরে 'শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী' সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা হয়।

রাণাঘাট সহরে ভক্তিশাস্ত্রীজী মহোদয় কয়েকদিন যাবৎ পাঠ কীর্ত্তনাদি করিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত মানগোবিন্দ প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। নিম্নে উক্ত পাঠকীর্ত্তনে যোগদানকারী কতিপয় স্থানীয় শ্রদ্ধালু সজ্জনের নাম উল্লেখ করা হইল—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ [illegible] (নদীয়া-কাহিনী-প্রণেতা), শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, উকীল, শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল [illegible] রঞ্জন চন্দ্র মুন্সী উকিল; ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি; ডাঃ যোগজীবন সরকার হোমিওপ্যাথ; শ্রীযুক্ত শিবনাথ পাল চৌধুরী জমিদার; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার প্রামাণিক; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মানগোবিন্দ প্রামাণিক মার্চেন্ট; শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ নানক প্রভৃতি।

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব

গত ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, গুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র, ভজনগীতি কীর্ত্তন ও পাঠ বক্তৃতাদিমুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী ভগবানের বিভিন্ন অবতারাবলী ও সর্ব্বাবতারের অংশী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও কারণ, তাঁহার সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমবিতরণ-লীলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহামন্ত্র ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। স্বামীজীর [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] শুনা সময় বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরদিবস বেলা ১০ ঘটিকা হইতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্দিরগৃহ ও শ্রীমন্দির নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমালা ও উত্তম বসন ভূষণে বিভূষিত করা হইয়াছিল।

অক্ষেশ পণ্ডিতের পাটে দোলযাত্রা মহোৎসব

ঢাকা কাটাবপুরা শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বাৎসরিক দোলযাত্রা মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে স্থানীয় ভক্তগণের ও মঠসেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ডিঙ্গলে প্রচার

গত ৩১শে মার্চ্চ ১৭ই চৈত্র ও ২রা এপ্রিল ১৯শে চৈত্র ডিঙ্গলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সার্ব্বভৌম উপাখ্যান পাঠ ও ১লা এপ্রিল ছায়াচিত্রে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির তুচ্ছত্ব, সুদামার স্বরূপ, কল্মষপ, নচিকেতা ও যমরাজ, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী, ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, বামন অবতার ও নৃসিংহ অবতার প্রভৃতির বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৩রা এপ্রিল স্বামীজী খপরাস শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসাধিকারী ভাক্তারের মহাশয়ের বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে গৌরবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক স্বামী শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ, মহানন্দ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রী [illegible] রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৪ঠা এপ্রিল রবিবার একরমপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে গমন করেন। তথায় স্বামীজী বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

একখানি পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

বৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই—আমরা জানিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একান্ত একনিষ্ঠ অনুগত সেবক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতারূপে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

এজন্য আমরা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের দশমাধস্তনাম্বয়ের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীচরণে আমাদের অকপট হার্দ্দী আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আশা করি, তিনি আমাদের ন্যায় শ্রীগুরুবিমুখজনকে আশ্রয়দানে কৃতার্থ করিবেন।

ইতি—

ভবদীয় শ্রীচরণে অনুগত দীন সেবকবৃন্দ—

১। শ্রীনীলকান্ত মিশ্র
২। শ্রীকালীদাস গুপ্ত
৩। শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষাল
৪। শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
৫। শ্রীগৌরকারুণ্যকটাক্ষ দাসাধিকারী
৬। শ্রীমদনমোহন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

"আশ্রয়জ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না —এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মনগড়া [illegible]। আর [illegible] নিষ্কপট শরণাগত [illegible] উপাসনা, তখনই শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

ভক্তিতে সবই আছে

অনেকের ধারণা—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি, পরস্পর পৃথক্ জিনিষ। ইহাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সাধনের অর্থাৎ পৃথক্ সাধনক্রমে তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তি লাভ করিতে হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভগবানে যাঁহার ভক্তি আছে, ভগবৎসেবকাভিমান যাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাঁহার ভগবৎজ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা হইতেই উদিত হয়। [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] শুদ্ধ ভক্তির কোন কথা নাই। ভক্ত কখনও [illegible] নির্বেদ বা সন্ন্যাসবাদী নহেন। তিনি [illegible] শুদ্ধ যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভগবানের প্রীতি বিধানে তৎপর।

ভক্তগণ ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তাঁহারা সতত ভগবৎ-সেবা-রসে, ভগবানের সুখসাধনের জন্য নিরন্তর উন্মত্ত। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোন কাম্য [illegible] তাঁহাদের যা কিছু সবই ভগবানের [illegible] নিজ [illegible] সেবোপকরণ জ্ঞান করেন বলিয়া [illegible] বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি বা বিরাগ নাই। যেখানে [illegible] প্রবল অথচ সেই ভোগ তুচ্ছতম বলিয়া মনে [illegible] ত্যাগের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ভক্তের সে সব বালাই নাই। [illegible] তাঁহারা ভৌতিক [illegible] না করিয়া—এ [illegible] কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগবিশিষ্ট না হইয়া নিজের যথাসর্বস্ব [illegible] দিয়া ভগবানেরই সুখবিধান করিয়া থাকেন।

তাঁহার যে পরিমাণ ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হইতেছে, [illegible] পরিমাণে ভগবৎ-[illegible] [illegible] ভগবৎসেবায় অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] যুগপৎ সমানরূপেই দেখা [illegible] [illegible] [illegible] অভাব যেখানে সেখানে [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] এবং স্ফুর্তিপ্রাপ্তি হয়, সেবা-প্রতিকূল বিষয়ে সেই পরিমাণ বৈরাগ্য এবং ভগবদ্বিষয়ে অনুভূতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। [illegible] ভগবৎসেবায় উদাসীন থাকিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে কৃত্রিম বৈরাগ্যের অভিনয় করে, তাহা ভক্তের লক্ষণ নহে বা ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আদর্শ নহে। তাহাদেরই ভগবৎ-সেবারহিত [illegible] কাল্পনিক মাত্র এবং ইহার মূল্য কানাকড়িও নয়। যাঁহারা [illegible] [illegible] এবং [illegible] সেবোন্মুখ, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎসেবার সহিত [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] বর্ত্তমান। সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত যে [illegible] [illegible] বা [illegible] বৈরাগ্যের ছলনা তাহা [illegible] আদরণীয় নহে। কেন না, [illegible] প্রকার [illegible] ঐকান্তিকতা ও বাস্তব [illegible] বিরোধী।

[illegible] কখনও [illegible] [illegible] [illegible] নহেন। [illegible] [illegible] কৃপায় তাঁহার বিষয় [illegible] পারেন। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞান-বৈরাগ্যের স্বরূপ। [illegible] ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের [illegible] [illegible] নাই [illegible] কৃষ্ণভজনের [illegible] পৃথক [illegible] আনুগত্যে কৃষ্ণভক্তেরা [illegible] থাকেন তাঁহারা [illegible] বা সেবোন্মুখ হন এবং তৎসঙ্গে আ[illegible] [illegible] জ্ঞান ও বৈরাগ্য আসিয়া [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত একথা আমাদিগকে [illegible] জানাইয়াছেন—

'বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥'

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

বিশ্ব ও গোলোক

——::(•)::——

চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত এই বিশ্ব বিরোধময়। বিবাদ বা কলিতে এখানে [illegible]। বিশ্বে বিচরণকারী, প্রাকৃতিসেবা-বিমুখ আমরা প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরম ভোক্তা, পরম আস্বাদকের আসনে বসিবার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। ভোগ-কারী আমাদের মধ্যে এই একটি নিয়ত নূতন নূতন [illegible] সৃষ্টি হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর শেষ নাই, কে কাহার উপরে উঠিবে এই চিন্তায় সকলেই ব্যস্ত।

দিকে দিকে আজ ধনশক্তি বর্দ্ধিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া বাহুশক্তিকে নিষ্পেষণ পূর্বক শান্তির দেশে বিজয়-পতাকা উড়াইতে চাহে। সবল [illegible], [illegible] উপর [illegible] [illegible] বিজ্ঞানের [illegible] অবদানরাজির অপব্যবহার করে, ভয়াবহ মারণযন্ত্র নির্মাণে কত উন্নত মস্তিষ্কের চরম শক্তি ব্যয়িত হয়, [illegible] [illegible] নামে চরম অশান্তিকেই মানবে বরণ করিয়া লয়। কেন এরূপ হয়? বিশ্বান্তর্গত ভোগবাদ বা বিরোধই ইহার নিগূঢ় কারণ।

'নাটীসজম', 'ফাসিজম', 'বলশেভিজম' ইত্যাদি কত শত শত রাজনীতিবাদ আজ বিশ্বের বাদ-বিসম্বাদের ভিতর দিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে। সব চঞ্চল এই বিশ্বনীতিগুলির প্রত্যেকটিই অপরাপর গুলির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ব্যগ্র। বিশ্ব মিলন, বিশ্ব শান্তি [illegible] আপাতঃসুখকর মনোহর বাণী মুখে উচ্চারণ করিলেও পরক্ষণেই আমরা [illegible] [illegible] বর্জ্জন করিয়া এককালেপথান্তর হইতে পারি [illegible] না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিশ্বনীতির স্বরূপই এই, স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারচেষ্টাই এখানকার ধর্ম। যেখানে বহু ভোক্তা, সেখানে বিবাদ যে অবশ্যম্ভাবী। সেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানেই বিশ্বের সুখশান্তি [illegible], আর সেখানেই প্রকাশ হইয়া পড়ে,—আমাদের অন্তঃকরণের নগ্ন রূপটা।

বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বিংশ-শতাব্দীর গৌরবোদ্ভাসিত বিজ্ঞান-যুগ পর্য্যন্ত কেবলই বিরোধের অগ্নিময়ী শিখা দৃষ্ট হয়। বিশ্বের বিবাদক্ষেত্রে বিশ্বমিলনের [illegible] (?) শুধু একটা মায়া-মরীচিকা মাত্র। উহার দ্বারা ভোগাভিসন্ধি আরও বাড়িয়া উঠা ব্যতীত হ্রাসের সম্ভাবনা কোথায়?

কামের রাজ্য বিশ্বসংসারে প্রেম নাই। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়গুলি যেখানে উপাস্যের স্থান অধিকার করে, তথায় বিবদমান প্রয়োজন-সংগ্রহেই জীবনের সার্থকতা; রণসজ্জার আহরণই তথাকার কৃত্য। বিশ্ববাসীর অন্তরে শান্তি নাই। তাহার কারণ, বিশ্বের প্রভু হইতে গেলেই সে তাহাকে বাধা দেয়। তাই বাধিয়া উঠে ঘাত-প্রতিঘাতময় প্রবল সংগ্রাম।

পরব্যোমের ঊর্দ্ধভাগে গোলোকের মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠে চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুখ-বিলাস-ভূমি; সেই পরমানন্দ পরমধাম অকুল-রসের সুধাম্বু [illegible] স্থান। সেখানে সেবা-নীতি আছে, বিরোধনীতি নাই। সেখানে আছে,—বাধামাধবের মিলনানন্দবর্দ্ধনে বহু সেবকার সম্মিলিত চেষ্টা; একসুখপর বিচিত্র-সেবা। আছে সেখানে স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়। আশ্রয়ের সঙ্গে প্রাণের কথা মিশাইয়া সেখানে নিত্য-কাল সুমঙ্গল ঐকতানসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতেছে; [illegible] সেবা-সঙ্গীতের ছন্দ পতন হয় না, বেসুর তালে 'বেসুরো' সুর বাজে না। সে সুখ মিলন ধামে একের সুখে সবার সুখ। স্বতন্ত্রভাবে তাঁহারা কোন সুখেরই অন্বেষণ করেন না। যাহারা হ্লাদদেবতার সুখচেষ্টা ব্যতীত নিজপ্রাণমানের অন্য কোন সুখকামনা [illegible] করে, তাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারেন না। বিরোধ-বাদিনী চন্দ্রাবলীর সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। তাই, তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে গাহেন,—

"রাধাপক্ষ ছাড়ি' যেজন সেজন
যে ভাবে সেভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাকে।"

"সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে, সেবির রাধার
চরণ-কল্প তরু॥"

মাধুর্য্যধামে অপ্রাকৃত সেবিকা শ্রীরাধা-গোবিন্দের অঙ্গোপকরণ সংগ্রহ করিয়াই সুখী হয়। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র আশা, স্বতন্ত্র ভাষা বা স্বতন্ত্র হৃদয় নাই। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-সংগ্রহের চেষ্টাকে পদদলিত করিয়া তাঁহারা

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

আশ্রয়বিগ্রহের মনোহভীষ্ট পরিপালন-সেবাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

গোলোকের ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠ—যেখানে কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন-রাস নিত্য প্রকটিত, সেখানেও শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা নীতি ব্যতীত কোন প্রকার বিরোধনীতির স্থান নাই। তথায় সেবকবৃন্দ কীর্ত্তি-বিগ্রহ গৌরহরির সুখ-পরিবর্দ্ধনে নিত্য নিযুক্ত। তাঁহারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া পরম দৈন্যভরে প্রার্থনা জানান—

"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।"

তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, আশার আশা,—গৌরহরির ভজন। এ প্রাণ তাঁহাদের প্রাণ গৌরাঙ্গচাঁদের আরাধনা করেন,—কীর্ত্তনের দোহার গান, তাঁহাকেই তাঁহারা মস্তকে রাখিয়া নৃত্য করেন, তাঁহার পায়ে বিকাইয়া যান। প্রপঞ্চ জগতের ভেদনীতিকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা মহাজনের অপ্রাকৃতবাণী শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন। বহু ব্যক্তি যখন সেবাপর-চিত্তে সম্মিলিত হইয়া হরিকীর্ত্তন করেন, তখনই 'কীর্ত্তন' সংকীর্ত্তন নামে অভিহিত হয়। গোলোকের নামযজ্ঞে বহুর সম্মেলন কোন বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া চিন্ময় মিলনমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

তাই বলি, বিশ্ব—বিবাদময়, আর গোলোক—মিলনময়। বৈকুণ্ঠবাণীই বিবাদময় বিশ্বের একমাত্র কল্যাণের বিষয়, যেখানে বাণী সেখানেই গোলোক, যেখানে বিরোধ সেখানেই বিশ্ব নিদান।

ভৃগুমুনি

এক সময়ে সরস্বতীতীরে মহা-মহা-ঋষিগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং পাণ্ডিত্যের অভিমানে স্ফীত। সেই সময়ে তাঁহারা পরস্পরে ভগবৎ-স্বরূপ-বিচার বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজনের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধান এই বিচার আরম্ভ হইল। কেহ বলেন—ব্রহ্মা বড়, কেহ বলেন—শিব বড়, কেহ বলেন—বিষ্ণু বড়, কেহ বলেন—নারায়ণ বড়। এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময়ে বিষ্ণুবৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রচারমানসে কৃষ্ণেচ্ছায় তথায় বৈষ্ণবপ্রবর ভৃগুমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঋষিগণ খুব আনন্দিত হইলেন এবং নিজেরা সিদ্ধান্ত-নিরূপণে অপারগ হওয়ায় ভৃগুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি বৈষ্ণবপ্রধান, আপনি বিষয়টী মীমাংসা করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই সকলে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে।

ঋষিগণের অনুরোধে সম্মত হইয়া ভৃগুমুনি পরীক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে পিতা ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভৃগুমুনি কিন্তু পরীক্ষা করিবার জন্য কপটতা করিয়া পিতার কথা যেন শুনিয়াও শুনেন নাই এরূপ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি পিতাকে প্রণামাদি কোনও ব্যবহারিক সম্মান পর্য্যন্ত দেখাইলেন না। পুত্রের এইরূপ অসম্মান-যুক্ত আচরণ দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইলেন।

ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিয়া ভৃগু তথা হইতে বিদায় লইয়া মহেশ্বরকে পরীক্ষা করিবার মানসে কৈলাসপর্ব্বতাভিমুখে রওনা হইলেন। তথায় ভৃগুমুনিকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মহেশ্বর ভ্রাতৃজ্ঞানে প্রেমবশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। এ স্থানেও পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগুমুনি বলিলেন,—শিব, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। তাহার কারণ বহু ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, অস্পৃশ্যাদি তোমার কাছে রাখ এবং ভস্ম, অস্থি সব গায়ে মাখিয়া থাক, তোমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না।

ভৃগুমুখে শিবনিন্দা যদিও সম্ভব নয়, তথাপি পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ বলিতে বাধ্য হইলেন। ভৃগুমুনির এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল তুলিয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিরুপায় দেখিয়া অবশেষে পার্ব্বতীদেবী আসিয়া শম্ভুর চরণে ধরিয়া অনেক বুঝাইলেন—দেবীবাক্যে লজ্জিত হইয়া শিব ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। ভৃগুর তথাকার কার্য্য শেষ হওয়ায় তিনি তখন শ্রীবিষ্ণুসকাশে বৈকুণ্ঠ অভিমুখে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, প্রভু রত্ন-খট্টায় শয়ন করিয়া আছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি অলক্ষিতে প্রভুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া ভৃগুকে দেখিয়া প্রভু সত্বরে উঠিয়া নমস্কার করিলেন এবং খুব প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি বৈষ্ণবের সম্মানের জন্য লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া ভৃগুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া উত্তম আসনে বসাইলেন, এবং স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতে লাগিলেন। নিজবক্ষে পদাঘাতের জন্য কোনও ক্রোধাদি ত' প্রকাশ করিলেনই না, উপরন্তু ভৃগুর তথায় শুভ বিজয় পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্মান করিতে না পারায় নিজেকে তাঁহার নিকট অপরাধী বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ভগবান্ বলিতে লাগিলেন, এই যে তোমার পাদোদক, ইহা তীর্থকে পর্য্যন্ত মহাতীর্থ পবিত্র করে এবং আমার সঙ্গে যত লোক-পাল এবং আমার দেহে যত ব্রহ্মাণ্ড আছে সমস্তকে আজ তোমার পাদোদক দিয়া পবিত্র করিলে। তোমার শ্রীচরণচিহ্ন ও ধূলি আজ আমি আনন্দের সহিত বক্ষে রাখিলাম। প্রভুর এরূপ বাক্য এবং বিনয়নম্র ব্যবহার দেখিয়া ভৃগু চমৎকৃত হইলেন এবং ইনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির বশীভূত নহেন; তাহা জানিতে পারিলেন।

দেখি' মহামুনি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর॥
যাহা করিলেন সে তাঁহার কর্ম্ম নয়।
আবেশের কার্য্য ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
বাহ্য পাই প্রীতি প্রভুর দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই' লাগিলা নাচিতে॥
হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবার জীবন।
এই সত্য বলি' নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥

(চৈঃ ভাঃ)

তৎপর তথা হইতে বিদায় লইয়া ভৃগুরাজ পুনঃ সরস্বতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি সকলের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ব্যবহার বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণই যে সকলেরই ঈশ্বর, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ঋষিগণ তখন ভৃগুমুনিকে স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাদের সংশয় ছিন্ন করিয়া পরম উপকার করিলেন। তখন হইতে তাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিষ্ণুভক্তি-যাজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং ব্রহ্মা শিবাদি যে আধিকারিক দেবতা তাহা জানিতে পারিলেন।

বৈষ্ণবরাজ ভৃগুমুনি ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিবার কারণ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ভগবানই কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার ভক্তমাহাত্ম্য জানাইবার জন্য এমন লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবগণকে নিজের কাছাকাছি দেখিতে চাই। তাঁহার ক্রিয়ায় দেখিলেই বৈষ্ণব অপরাধ করিয়া বসি। এই কারণে আমাদের সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। ইহা জানিতে পারিয়াই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যাভার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যে ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥

শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের এই লীলায় আমরা সকল দেবতাকেই ভগবানের সহিত সমান বিচার করিয়া কিম্বা সমান মনে করিয়া যে পাষণ্ডতার আচরণ করি তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত এ সকল কথা যে নিজ নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় অবগত হওয়া যায় না তাহা সরস্বতী তীরবর্ত্তী ঋষিগণের আচরণে শিক্ষালাভ করিতে পারি এবং ভৃগুমুনির আচরণ দর্শনে আমরা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া অপরাধ, অভক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবার সৌভাগ্য পাই।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর, অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ ভগবদ্ভক্ত জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করা মাদৃশ বদ্ধজীবের কর্ত্তব্য। অনেক সময় আমরা বৈষ্ণবগণের প্রতি এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পর্য্যন্ত এই বিচারের আসামী করিতে চাই। মহাপ্রভু অনেক সময় দেবদেবী-দর্শন ও তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান দান করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই, যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত দেবদেবী মনুষ্য বেশে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন এবং স্তুতি করিয়াছিলেন।

—শ্রীসান্ত্বনা দেবী

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী

ভিক্ষা—১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড —১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড—৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে ... [illegible] ... রক্ষক ... [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং ... [illegible] ... কলিকাতা। ... [illegible] ... শ্রীমন্ত ... [illegible] ... রক্ষক ... [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

... [illegible] ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ... [illegible] ... রক্ষক — শ্রীভক্তিগোপাল ... [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক— শ্রীমন্দাস ... [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক— ... [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ... [illegible] ... সমাধি। রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অপ্রকট ... [illegible]

রক্ষক— শ্রীমদ্ ... [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক - শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ ... [illegible] ... শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — ... [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, ... [illegible] বর্দ্ধমান। রক্ষক - ... [illegible]

(১২) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

... [illegible] (বর্দ্ধমান)। ... [illegible] রক্ষক ... [illegible] অধিকারী

(১৩) ... [illegible] মঠ

রক্ষক ... [illegible]

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রী ... [illegible] মিকরবরী, ... [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটির

পোঃ ... [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ... [illegible] আসন

পোঃ ... [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — ... [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধুর

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী ... [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

... [illegible] পোঃ ... [illegible]

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] বজবাসী

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — ... [illegible]

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — ... [illegible]

(২৩) মাদনগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা, পোঃ ... [illegible], ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রী ... [illegible]

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)

গোপালদেব শ্রীপ্রভুর প্রাচীন সেবা। রক্ষক — শ্রী ... [illegible]

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)।

এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক - শ্রী ... [illegible]

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

... [illegible]

রক্ষক — ... [illegible]

(২৭) ... [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক — ... [illegible]

(২৮) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক - ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

... [illegible]

রক্ষক — ... [illegible]

(৩০) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

... [illegible]

রক্ষক — শ্রীমদ্ ... [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... [illegible] রোড, গয়া।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

... [illegible], বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ... [illegible] সেবা

রক্ষক শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

রক্ষক— শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

... [illegible], বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি ... [illegible] মহারাজ

(৩৯) ... [illegible] কুঞ্জ— শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড ... [illegible]

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪২) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ... [illegible] মথুরা।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৩) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৪) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক - শ্রী ... [illegible] বাবাজী।

(৪৫) গোষ্ঠবিহারী মঠ

... [illegible], পোঃ ... [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক - শ্রী ... [illegible] গোবিন্দ ভক্ত

(৪৬) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

... [illegible], থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গোপীনাথ ... [illegible] সেবা বর্তমান।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] অধিকারী।

(৪৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

... [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তি ... [illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৪৮) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

... [illegible], বোম্বে ৭

রক্ষক ... [illegible]

(৪৯) ... [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... [illegible]।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫০) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, প্রযত্নে গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক — অধিকারী শ্রী ... [illegible] চৈতন্য দাস।

(৫১) ব্রহ্মগো...

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫২) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক - শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৩) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক - শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক - শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বীশর্পাল, পোঃ কটক।

এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] মোহন।

(৫৭) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকপিরা, পোঃ ... [illegible], মেদিনীপুর।

রক্ষক - শ্রী ... [illegible]

(৫৮) অমর্সি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্সি, মেদিনীপুর।

রক্ষক - শ্রী ... [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৯) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ... [illegible] (হাওড়া)

এখানে ... [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী ... [illegible] ব্রজবাসী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] অধিকারী,

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান

রক্ষক — শ্রী ... [illegible] অধিকারী।

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ ... [illegible] মহারাজ

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ... [illegible] গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি— "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রী ... [illegible] দাস অধিকারী এম এ, পিএইচডি

... [illegible] প্রকাশিত ... [illegible] সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৮০
রাজা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারিভোগ	৬৮০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মরিশস ১০০০ নং	১০৴০
আরকোরা শাদা	৯০
কানপুর শাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি	২২।০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আয়েন্স—	৩৪।৵০
মিডল—	৩৪৸৵০
উত্তম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৭।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴০—৪৸৴
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাপ	১॥৴০ - ১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অম্বর	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পদ্মফুল	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কপুর	৩৬
রাজা গান্ধী	৪১৮০

সূতের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আমেদাবাদ কোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল অ্যাম্বার নং ২০	৮০৲
কটন পুরিণী ফাইন	৪৩৲
হাবর্ট মিলা	৫১৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানের মাও	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুঁঠ খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
দেশী টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীট	।/১০—।৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট অ্যাঙ্গেল বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥০ ৪৸৴০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৪।০—৬।০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটি, বোল্টু গরাদে ৫।০—৫॥৵০

গোল রড রি ইন ফাস্ ড কনক্রিটের

জন্য ৫॥০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

টিনকলের হালবল ৪৸০, গাটের হালবল ৩॥০

ভুলার হালবল ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, শতবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃঃঃ —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবরত সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড চীনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, স্মার্ত্তবর্গের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	৵০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীন
পত্রিকা বাহির হইয়াছে।
ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদী।। জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে চৈত্র, ১৩৪৩, ৯ই এপ্রিল, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৩৫

বিবিধ সংবাদ

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের অভিষেকে বিভিন্ন দেশের বেতার বক্তৃতা

অভিষেকের দিন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট রাজা যে বেতার বক্তৃতা করিবেন, তাহার পূর্ব্বে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীগণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিবেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিস্বরূপে অভিষেক উৎসবে যোগদান করিতেছেন।

দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট কমিশনের একজন সদস্যও লণ্ডন হইতে বক্তৃতা করিবেন। ভারতের বড়লাট ভারতবর্ষ হইতে এবং বারমুডার গবর্ণর বারমুডা হইতে বক্তৃতা করিবেন।

ডোমিনিয়নসমূহ ও গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণও বক্তৃতা করিবেন। পরিশেষে মিঃ বলডুইনের বক্তৃতার পর রাজা তাঁহার বাণী প্রদান করিবেন।"

সীমান্ত-অঞ্চলে উপজাতীয়দের ৯২ জন নিহত ৬৪ জন আহত

গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে আসাদখেল নামক স্থানে উপজাতীয়দের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে উহাতে ৯২ জন উপজাতীয় মারা গিয়াছে এবং ৬৪ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ২রা ও ৩রা এপ্রিল রাত্রে দিদি সেল ঘাটিতে গোলাগুলী বর্ষিত হইয়াছিল পরদিন রাত্রিও গুলী বর্ষিত হইয়াছিল। শিবির সেতুর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা চলিয়াছিল। ইপির ফকির গত ৩রা এপ্রিল তারিখ উসমনখাই জির্গার বরাবরে এই মর্ম্মে এক জবাব দাখিল করিয়াছে যে, অপরাপর ওয়াজিরি প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া নিষ্পত্তি সম্পর্কে সে কিছু বলিতে পারিবে না।

কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন

গত ৩রা এপ্রিল কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীকে কংগ্রেসী দলের প্রার্থীরূপে দাঁড় করান হইবে। শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্যার হরিশঙ্কর পালের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্র তিনি সভায় পাঠ করেন। তাহাতে স্যার হরিশঙ্কর জানাইয়াছেন যে আসন্ন মেয়র নির্ব্বাচনে তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের মন্ত্রীর বেতন

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য একটী বিল রচনা করা হইয়াছে। তাহাতে বেতন ও ভাতা ইত্যাদি সহ প্রধান মন্ত্রীকে বার্ষিক ৪৮০০০ টাকা এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে ৩৯৬০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কংগ্রেসী দলের সদস্য চৌধুরী কৃষ্ণগোপাল দত্ত এই বিধান সংশোধন করিবার জন্য একটি প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মন্ত্রীকে বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা বেতন এবং ২৪০০৲ টাকা বাড়ী ভাড়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাস্ক সীমান্তে সরকার পক্ষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। সরকার পক্ষের বামব্যূহের ৬০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং বহু রণসম্ভার বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ওলিভেটা গার্ডোভিল, মস্কোট ও ম্যাল্গিও পর্ব্বতাবৃত সাণ্টাক্রুজের দুর্গ দখল করিয়াছে।

মোটরের সাহায্যে ডাকবহন

করিমগঞ্জ পোঃ অফিস হইতে করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে ডাক পৌঁছাইয়া দিবার ও আনিবার জন্য ১লা এপ্রিল হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক মোটর কোম্পানীকে কনট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। এতদিন ডাকহরকরারাই ডাক বহন করিয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইত।

মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ

কাসুরের সাব জজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটীর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত কমিটীর এক্সিকিউটিভ অফিসর এবং প্রেসিডেণ্টকে আদালতের আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে কেন গ্রেপ্তার করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল কমিটী এক স্থানীয় ফ্যাক্টরীর মালিকের বাড়ীর সম্মুখে ময়লা জল রাখিবার স্থান করে। উক্ত মালিক মিউনিসিপ্যাল কমিটীর বিরুদ্ধে নালিশ করিলে উক্ত স্থানে জল না রাখিবার জন্য আইনতঃ নিষেধ জারী করেন। কমিটী আদালতের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিতে বিরত থাকে।

রেল ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিস ভস্মীভূত

শ্রীহট্টের ভাটেরা হইতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ ভট্টপাঠক পোঃ অফিস, ভট্টপাঠক রেল ষ্টেশন ও রেলকর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা।

সিরাজগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

গত ২রা এপ্রিল রাত্রি ১১টার সময় সিরাজগঞ্জ সহরে মেছুয়াবাজার অঞ্চলে এক ভীষণ আগুন লাগে এবং ইহা খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ১৫খানি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। জলের অভাবে আগুন সহজে নিভাইতে পারা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার টাকা।

সামরিক শিক্ষালয় স্থাপনের প্রস্তাব

গোড়াবাজারে চৌরঙ্গীর উপর একটি শারীরিক ও সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোর ও প্রস্তাবিত আরবান ইনফ্যাণ্ট্রির জন্য এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে যে বাড়ী তৈয়ারী করা হইবে, তাহাতে (১) মঞ্চ ও আনন্দসদের একটী বৃহৎ কেন্দ্রীয় হল, (২) অফিসারদের ক্লাব, (৩) একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার (৪) বিশ্রামাগার, (৫) অফিস, (৬) একটি অস্ত্রাগার, (৭) একটি বড় সাধারণ ক্লাব এবং (৮) রান্নাঘর ও চাকরবাকরের বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া আউট ডোর ও ইনডোর খেলাধুলারও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত উহাতে করা হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সংক্ষিপ্ত ঐ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৶০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা-দীপিকা ও সংক্ষেপ দীপিকা ১৲
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রমেয়-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা /০
২২। স্তব-সংগ্রহ ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগৌর কেবল মাধ্ব ভাবা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অক্তকরণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৸০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তকালী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়াল্ড স ৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনরালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এবি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অবদান সুসাধন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে মগ্ন হইয়া এই বিরাট, আলোচনা ও আত্মীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

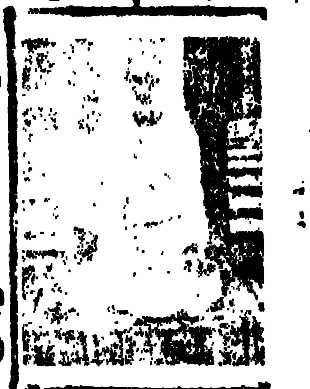

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ { ১৪ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৩০তম সংখ্যা

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে নবমন্দির-প্রবেশোৎসব

জেপুর মহারাজ কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে শুভবিজয়োৎসব গত ৪ঠা এপ্রিল ২১শে চৈত্র রবিবার দিবস বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী সুপ্রশস্ত প্যাণ্ডাল তৈয়ারী হইয়াছিল। মঠের নিকটবর্ত্তী জাষ্টিস্ এস্. এ. সদাশিব আয়ার মহোদয়ের সুপ্রশস্ত বাগানটী ভক্তদের প্রসাদ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির ও মঠপ্রাঙ্গণ অতি উত্তমরূপে সুগন্ধি পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও পিরাঙ্কি স্কাউট্‌দল নানাভাবে সহায়তা করিয়া উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপকেও উপেক্ষা করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, বড় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পণ্ডিত, ধনী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি সেবা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবহোম, সংকীর্ত্তন, বেদমন্ত্র-পাঠ, বক্তৃতা, মহাপ্রসাদসম্মান প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠান উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়ধ্বনি ও উচ্চ কীর্ত্তনের মধ্যে জেপুরের মহারাজা বাহাদুর শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

অপরাহ্ণে জেপুর মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমঠে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত জগন্নাথম পান্তুলু গারু মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'শ্রীমূর্ত্তি' পূজা ও 'বিশ্বে গৌড়ীয়মঠের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী শাস্ত্রী এবং ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম আয়ার মহোদয়দ্বয় জেপুর মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কেন না, মহারাজ বাহাদুর গৌড়ীয়মঠের ন্যায় যে মহান্ প্রতিষ্ঠান এই জড়বাদের যুগে ভগবদ্‌জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন। বহু ব্যাণ্ডপার্টি সারাদিন ধরিয়া বাজনা বাজাইয়া মঠপ্রাঙ্গণটী মুখরিত করিয়াছিল।

পাটনায় প্রচার

গত ৭ই মার্চ্চ মধ্যাহ্ন এক ঘটিকার সময় পাটনা গৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণ গর্দ্দানীবাগস্থ শ্রীযুক্ত হরিনন্দন প্রসাদ নামক জনৈক বিহারী ভদ্রলোকের বিশেষ আহ্বানে তদীয় গৃহে গমন করেন। চৈতন্যবাণী শ্রবণাভিলাষী বহু শিক্ষিত লোকের নিকট শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারীজী হংরাজীতে "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ" উহা পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। ব্যাখ্যামুখে আরও বলেন যে, কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন। উহা ব্যতীত কলিকালে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র জীবের প্রয়োজন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

কৃষ্ণনগরে প্রচার

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় আনন্দবাজারস্থিত ভবনে বিগত ৩১শে এপ্রিল রবিবার রাত্রি ৮ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকাবলম্বনে 'সনাতনধর্ম্ম ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সুললিতস্বরে মহাজনপদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভাস্থলে বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর অধিকতররূপে শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে আমরা কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম,—শ্রীযুক্ত বিনোদ কুমার সেন বি-এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত ... পাল ... ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু ... রুদ্র ... ডাঃ শ্রীযুক্ত ... ভদ্র, শ্রীমায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভৃতি।

* * *

গত ৪ঠা এপ্রিল রবিবারেও পূর্ব্বদিনের ন্যায় মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহোদয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং" শ্লোকাবলম্বনে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব যে হরিভজনে, দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, হরিবিমুখতাহেতু ক্রমশঃ অধঃপতন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ত্রুটি, বাসনার যথার্থ প্রয়োগ এবং মনোনিগ্রহের উপায় ও জীবের একমাত্র গতি হরিনামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে রাত্রি ৮ঘটিকা হইতে দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় সাবহিতভাবে হরিকথা শ্রবণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ মহাশয় মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্বের নাম ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল,—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন বসু ... ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত ... নাথ চক্রবর্ত্তী ... শ্রীযুক্ত ... পোদ্দার, শ্রীমায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভৃতি।

... বিশেষ সজ্জন। তাঁহাদের ... হরিগুরু-বৈষ্ণবের ... মনীষা। আমরা তাঁহাদের ... উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ... শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

"অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। আর শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বিষ্ণু তিথি গভোদশমী গৌরাব্দ ৪৫০

সেই মহাজন কে?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর ও মদীয়াচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—ইঁহারা সকলেই মহাজন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপ্রাপ্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা আব্রহ্মস্তম্ব সকলকেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন সেই মহাজনগণই আমাদের শিক্ষক, আমাদের পথ ও বর্ত্ম প্রদর্শক। মহাজনই মহাজনকে চিনেন, অপরের এ সামর্থ্য নাই। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি।' অন্য পরে কা কথা! ইঁহারাই আচার্য্য—জগদ্‌গুরু ভক্তভাগবতকুল, পরমহংসকুলচূড়ামণি ও জীবের একমাত্র বন্ধু। এই মহাজনগণ একে অপরকে আকারে ইঙ্গিতে, কলেকৌশলে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া থাকেন, এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তাঁহাদেরই কৃপায় আশ্রয়-রূপাবরণের সৌভাগ্য পায়। সুতরাং অপ্রাকৃত মহাজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে এ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন সেই মহাজনের সন্ধান না পাইলে আমাদের ভগবৎসেবার জন্য এ পৃথিবী প্রভৃতি যা কিছু সব কে ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন? [illegible] এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হওয়া উচিত [illegible] কি যে সেই মহাজন কে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব, আচার-ব্যবহার, মনোহভীষ্ট বা অন্তরঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম অপার্থিব স্নেহরাশি—তাঁহার সুশীতল পদছায়ায় নিত্য আশ্রিত যে শিষ্য শিষ্যা অবগত হইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই অমায়ায় কৃপা ও অযাচিত ভূরিদান গ্রহণের জন্য সকলকে যিনি আহ্বান করিয়াছেন—করিতেছেন ও প্রেরণা দিতেছেন, শ্রুতম্ নাটকীয় প্রাণাধিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও যিনি দ্বিধাবোধ করেন না, যিনি এক মুহূর্ত্তও শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, সেই শ্রীল প্রভুপাদাভিন্ন বিগ্রহের সঙ্গ কি আমি পাইব না? আপনারা কি কেহ দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন না সেই মহাজন কে?

মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় মহ মহাবদান্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—আমি মহা দুর্জ্জন হইলেও আমাকে দাঁত দেখাইয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বহস্তে দ্বারাই নিজ রূপা দানাদি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদরের একান্ত অনুগত যাঁহার পাদপদ্মে আমাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় পাইয়া প্রভুর অপ্রকটে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করিলেও আশ্রয়হীন বা বিপদগ্রস্ত মনে করি নাই, যাঁহার দেবদুর্লভ নিষ্কপট চিন্তাকর্ষী মধুর সঙ্গ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণসঙ্গ লাভের আশা-ভরসা দিনদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরভাবে হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে, আমাদিগকে যাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আনন্দিত হইয়াছেন, গুরুসেবার জন্য এত বড় গুরুভার মস্তকে গ্রহণকারী সেই মহাজন কি কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয়ে উদিত হইবেন না? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি কবে জানিব সেই মহাজন কে?

যাঁহার গুণের কথা স্বয়ং অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণেতরবিষয়ে মূকপ্রায় ও সৎসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়-সংক্লেশ আরও বিশেষভাবে যাঁহাতে প্রকার কথা বলিয়াছেন, "আমার কথা সম্পূর্ণভাবে আমি যাহা বলিতে চাই ঠিক সেইটি পূর্ণভাবে যিনি যেমন বুঝিতে পারেন এমন আর কেহই পারেন না", এই কথা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বহুবার বলিয়াছেন, "শ্রীগীতায় পরম নিপুণ হইয়াও যিনি বৈষ্ণবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত" এই কথা এবং যাঁহার অনেক গুণাবলীর কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যমুখে শিক্ষাচ্ছলে "আমাকে প্রাণধ্বংসক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি যেন অনন্তকাল সেই বাস্তবসত্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন দিকে পতিত না হই", এই দৈন্যময়ী বাণী বলিয়া আমাদিগকে যাঁহার দাস্য বা আনুগত্য করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, মায়ার কোন কার্য্য কোন দিনই যে নিত্যসিদ্ধ পুরুষপ্রবরের সম্মুখে উপস্থিতি হইতে পারে নাই, সেই বদান্যবর কবে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন? কে আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন সেই মহাজন কে?

যাঁহার ত্যাগ পরবিদ্যার অনুসরণকারী, শুদ্ধসত্ত্বজীব অনুগমনকারী জগতে আর দ্বিতীয় নাই, সরস্বতীর বরপুত্র জাগতিক মহামহোপাধ্যায়গণও যাঁহার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার নিকট পরাস্ত ও ম্লান হইয়াছেন ও হন, যাঁহার নিকট কাহারও সিদ্ধান্তবিরোধ বাক্য বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই, যিনি কখনও সেবার advertise করিয়া বেড়ান না, পরন্তু নীরবে একান্তভাবে সংগুপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার সেবা করেন, জড় প্রতিষ্ঠা কোনদিনই যাঁহার নিকট বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে পারে নাই, মায়ার কোন গন্ধই কোন কালে কখনও যাঁহাতে নাই, যাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অপার করুণা, স্নেহময়ী শিক্ষা ও মঙ্গলোপদেশ নিহিত আছে, যিনি সম্পূর্ণ নিখুঁত ও খাঁটী, যিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গুপ্তধনের মালিক, যাঁহার কৃপাভূষণে বিভূষিত হইতে পারিলে পরাবিদ্যার বিনোদন করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, নতুবা অপরা বিদ্যায় ডুবিয়া বিপথগামী হইতে হয়—শ্রীল প্রভুপাদের বাণী যাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে, যিনি গুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি সাক্ষাৎ 'গৌড়ীয়', শুধু তাহাই বা বলি কেন, যিনি স্বরূপতঃ গৌড়ীয়াচার্য্য সেই মহাজন কে, তাহা কি গৌড়ীয়মঠ আমাকে কৃপা করিয়া জানাইবেন না?

"স্নেহবিগ্রহে শান্ত—যাহা 'শান্ত' শব্দ অন্তর্হিত" এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাঁহার প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণের হৃদয়ে সুগুপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি অবিনশ্বর গ্রন্থরূপী মন্দিরসমূহে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত এবং বহু গ্রন্থমন্দির প্রকাশসেবার মূলস্তম্ভরূপে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি চিরস্থায়ী গ্রন্থমন্দিরনির্ম্মাণে অভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ শিল্পী, শ্রীরূপ-সনাতনাদির গ্রন্থরচনার ন্যায় যিনি রূপানুগপথে তদ্রূপী। মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগুরুগৌড়ীয় গৌরাঙ্গ মনোহভীষ্ট প্রচারের আদর্শস্থল হইয়াছেন, যিনি দুঃসঙ্গবর্জ্জনে অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ ও অবিচলিত আদর্শ, যাঁহার প্রতি কার্য্য প্রতি চিন্তা, প্রতি আচরণ, প্রতি পদবিক্ষেপ, প্রতি অনুশীলন প্রত্যেকটাই অসৎসঙ্গ বর্জ্জন এবং সৎসঙ্গ গ্রহণের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, কি ব্রহ্মচারী, কি বনচারী, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলেই যাঁহাকে নিষ্কপটতার সহিত হৃদয়ের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন, যিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নিরপেক্ষতার মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার আদর্শ ও গুরুসেবাপ্রাণতা দেখিয়া সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণা ও আচার্য্যরূপী ভগবত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি জীবের সকল সংশয় বা সন্দেহ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অনায়াসে খণ্ডন করিতে মহাবাগ্মী ও মহাপণ্ডিত, যিনি জগৎ ভক্তিশিক্ষকরূপে গুরু-কৃষ্ণেচ্ছায় প্রকটিত, যাঁহারা সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বলিয়াই সকলে চিরকাল মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, যাঁহার স্থাপিত বা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই অনুমোদন করিয়াছেন, যিনি শরণাগতের আদর্শ মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার অটল আদর্শ বহু চঞ্চল ও স্বতন্ত্র জীবকে শরণাগতির পথে আকর্ষণ করিয়াছে, যাঁহার সেবাপ্রাণময়ী আকর্ষণী শক্তি অপূর্ব্ব, গুরুকৃষ্ণের প্রীতিকামনা ব্যতীত জড়প্রতিষ্ঠায় লেশমাত্র যাঁহার হৃদয়ে নাই, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসহচর ও ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় লেখনীর যোগ্যতম লেখক, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী লিপিবদ্ধ করিতে যাঁহার ন্যায় সামর্থ্য আর কাহারও ছিল না, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট স্বরূপ জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ বা গুরুবর্গের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত যাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন প্রাকৃত অভিমান নাই, যিনি প্রভুপাদ-প্রিয়গণের শিরোভূষণ স্বরূপ, যিনি জগদ্‌গুরু, যিনি শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়-সংরক্ষক, যিনি ছায়ার ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণকারী, গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, এই বালক বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবে, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন যে, ইনি শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত হইবেন,—সেই সজ্জনপূজ্য মহাজনের পাদপদ্ম-সেবার অধিকার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া কি আমায় দিবেন না? সেই মহাজনের স্বরূপ কি আমার কখনও উপলব্ধি হইবে না? আমার হৃদয়ের বন্ধু শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ আপনারা এই বাস্তব সত্যের সন্ধান দিয়া আমার মঙ্গলের পথ কি কণ্টকশূন্য করিবেন না? সেই মহাজনের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবগণ কি আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিবেন না?

শ্রীল আচার্য্যপাদের হরিকথার মর্ম্ম

—— ::*:: ——

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্ম্ম ধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীনাম-প্রভুর জয় হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নাম-প্রভু সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হউন। জীব যখন এই নাম প্রভুর আশ্রিত হইয়া সেবা-প্রার্থী হন, তখন তাঁহাদের নিজ নিজ সুখভোগ ধর্ম্মাধর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি ত' নষ্ট হইয়া যায়ই, এমন কি, বর্ণাশ্রমাদি স্বধর্ম্ম এবং কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা ও অর্চ্চনাদির প্রতিও আগ্রহ থাকে না। শ্রীনাম সেবাই ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। ইহা বুঝিতে পারিলে সৌভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বক্ষণ আদর ও প্রীতির সহিত সেই নামপ্রভুর সেবা করেন। সেই শ্রীনামের মহিমার কথা আর কি বলিব? শুদ্ধনাম ত' দূরের কথা নামাভাসেই জীবের সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। সেই নাম-প্রভুই আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণস্বরূপ হউন।

শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চা হইতে অন্তর্যামী, তদপেক্ষা বৈভব, ব্যূহ এবং পরতত্ত্বের পর পর শ্রেষ্ঠতা এবং পরতমতত্ত্ব শ্রীনাম প্রভুর সেবাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা, ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। যেখানে আমি সেই নাম-প্রভুর দ্বারা চালিত হইতেছি না, সেখানে 'আমি' এই অস্মদর্থ ষোল আনা শ্রীগুরুদেবের 'আমি' নহে—আমার আমিত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলির সঙ্গে সাক্ষাদ্ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে। আমার প্রত্যেক আচার-প্রচার, চাল চলন ষোল আনা পরিপূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধানের জন্য, শ্রীগুরুদেবেরই মনোহভীষ্ট প্রচারের জন্য—তাঁহারই অনুমোদিত স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই এই সকল করাইতেছেন, এই বিচার যেখানে নাই,—আমার কাজকর্ম্ম গুরুদেবের অনুমোদিত হইতে পারে, না হইতেও পারে—ভাল হইতে পারে মন্দও হইতে পারে এইরূপ সংশয় যেখানে আছে, সেইখানেই সাক্ষী খাড়া করিয়া অর্চ্চার দ্বারা স্বীয় অপস্বার্থ সাধনের চেষ্টা। অর্চ্চা আমার সুবিধা-অসুবিধা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবেন না—আমি আমার খেয়াল ষোল আনা চরিতার্থ করিতে পারিব এবং উহাই অর্চ্চার অনুমোদিত বলিয়া চালাইতে পারিব,—ইত্যাকার বুদ্ধিই অভক্তিপরা; কেননা দরকার হইলেও ত' আসিয়া আর অর্চ্চা সাক্ষ্য দিবেন না, আমার অর্চ্চিপর দুরভিসন্ধিকে শাসন করিয়া নিয়মন করিবেন না!

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। যেখানে গৌরসুন্দরকে আমার প্রভুর প্রভু এইরূপ আপনবুদ্ধি নাই, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানেই সংশয়ের কথা। অবশ্য কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অর্চ্চারই কথা সহজে বুঝিতে পারেন। সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি এই চক্ষুর ভোগারূপে—এইরূপ যাঁহাদের বিচার, যাঁহারা এইরূপ ধারণায় প্রভুপাদের অর্চ্চাকে মানেন, এইরূপ অর্চ্চার কথা বলেন, তাঁহারাই বড় ভক্ত (?) আর যাঁহারা নামভজন করিতেছেন তাঁহাদের নামের ভিতর গুরুদেব কোথায়? তাঁহারা দামোদর-স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ হইতে ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী পর্য্যন্ত আশ্রয়-বিগ্রহগণের সেবা করেন না শ্রীনামের ভিতর তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা আশ্রয়-বিগ্রহগণকে মানেন না, ইহাই তাঁহাদের বিচার। ঢাকায় প্রচারারম্ভকালে অনেক প্রাকৃত সহজিয়া বলিয়াছিলেন—'গৌড়ীয়মঠ একল গৌরসুন্দরকে মানেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে মানেন না।' শ্রীগৌরসুন্দরই যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বরূপে বিলাস করেন, একাধারে তাঁহাতেই যে সকলেই বর্ত্তমান ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শ্রীনামভজনকারিগণই যে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের মিলন-রূপ অপ্রাকৃত বিলাসের সেবা আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে নামভজনদ্বারা করিতেছেন, একথা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে সেবাবৈশিষ্ট্যলাভবশতঃ মধ্যম ও উত্তম অধিকারের নামভজন-মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিলে ক্রমশঃ কনিষ্ঠ অধিকারের অর্চ্চনে পৌঁছায় অবশেষে অর্চ্চন হইতে চ্যুত হইয়া পঞ্চোপাসনায় পতিত হয়। তাঁহারা অবশেষে আশ্রয়-

অস্বীকার করিয়া বিষয়বিগ্রহকে বিলাসহীন নির্ব্বিশেষ দেখিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে ইহাই জীবের চরম দুর্ভাগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক জীবকে নাম-ভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীকে লক্ষ নাম চিরক্ষ বায় করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গের বহু সহস্র গ্যালন চিরক্ষ বায় করিয়াছেন এই নামভজন শিক্ষা দেওয়ার জন্য—শ্রীনামে দৃঢ়তম বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য। তাহাতেও যদি আমরা এই শ্রীনামের মহিমা—নামভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতা বুঝিতে না পারি তাহা হইলে ইহাপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দুর্দ্দৈব

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার ন্যায় অযোগ্য বালকও আজ তাঁহার সুশীতল শ্রীচরণসেবালাভের সুযোগ অনুসন্ধানের ইচ্ছা পোষণ করিতেছে। ইহা তাঁহারই অমন্দোদয় দয়ার নিদর্শন। তিনি আমাকে তাঁহার স্বীয় শ্রীচরণসেবাদানে করুণা করিবার জন্য আমাকে তাঁহার করুণালাভের সুযোগ দিলেও তাহা গ্রহণ করা আমার স্বীয় সরলতার উপর নির্ভর করে—একথা আমি সাধুমুখে বহুবার শুনিয়াছি। কারণ, তিনি কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। জানি না, আমার স্বতন্ত্রতা আমাকে তাঁহাদের কৃপাগ্রহণ করিবার সুযোগ করে দিবে?

যদিও আমি শুনিয়াছি বা জানি যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অমন্দোদয় করুণা—আমি তাঁহার অকপট করুণাপ্রার্থী ও সর্ব্ব-প্রকারে দাম্ভিকতাহীন না হওয়ায় আমার উপর কার্য্যকরী হইতেছে না।

আমার স্বতন্ত্রতা যেরূপ হইবার জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট কৃপাভিক্ষাও করিতেছি না। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাকে সেইরূপ হইবার জন্য কত প্রকার কত ছলে কত উপদেশ দিতেছেন, কত বুঝাইতেছেন, কিন্তু কই আমার তাহাতে ত' অনুরাগ হইতেছে না। সুতরাং ইহা আমারই অতীব দুর্দ্দৈব ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত দুষ্কর্ম্মের ফল ব্যতীত আর কি?

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব—আমি যে তাঁহার নিজের, একথা বুঝাইয়া আমাকে তাঁহার করিবার জন্য কত প্রকারে চেষ্টিত, কিন্তু হায়! আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, আমি কিছুতেই আমার বাহ্যস্পৃহা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিবার চেষ্টাও করিতেছি না।

যদিও বৈষ্ণববৃন্দ আমাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন, তুমি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মাহুতি দাও, আত্মসমর্পণ কর, তিনিই তোমার সকল মঙ্গল সাধন করিবেন, তোমার স্বতন্ত্রতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর, সহিষ্ণু হও, তিনি তোমার সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তোমার যথেচ্ছাচারী মনকে নিয়মিত করিয়া দিবেন, তোমার কপটতা দূর করিয়া দিবেন, তোমাকে অমল শান্তি প্রদান করিবেন, কিন্তু হায়! আমার যে কিছুতেই বৈ-বৃন্দের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এমনি আমার দুর্দ্দৈব।

আমি ত' অনেকবারই শুনিয়াছি এবং এখনও শুনিতেছি, আমার নিজের চেষ্টায় কিছুই হইবে না। আমি নিজে যাহা করিব তাহাই পরকালে শ[illegible] [illegible] সৃষ্টি

ক[illegible], শ্রীগুরু[illegible] [illegible] আনুগত্যে [illegible] ঠিক থাকিবে [illegible] [illegible] সেবাইবে। কিন্তু হায়! [illegible] [illegible] এইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আমার হৃদয়ের সকল কথা নিষ্কপটে নিবেদন করি. [illegible] বা নিষ্কপটে তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হইতেছি না

বাস্তবিক যদি আমি নিজ্জ তাঁহার [illegible] ইচ্ছাবিশিষ্ট [illegible] তাঁহার উপর সম্পূর্ণ [illegible] নির্ভরশীল হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই করুণার [illegible] করি তাহা হইলে করুণাবতার তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কোটি-চন্দ্রসুশীতল নিজ শ্রীচরণসেবা দান করিবেন, ইহাই ভরসা। সেইজন্য আজ কাতরোক্তিতে প্রার্থনা করিতেছি, হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, হে করুণাসাগর বৈষ্ণববৃন্দ, আপনারা আমাকে শক্তি প্রদান করুন, যেন আমি আমার দুষ্ট মনের কোন কথা না শুনিয়া আপনাদের শ্রীচরণে সকাতরে আমার দুঃখকাহিনী ও দুর্দ্দৈবের কথা বলিয়া আপনাদের ইচ্ছার অধীনে আমার ইচ্ছাকে পরিচালিত ও আপনাদের অহৈতুকী কৃপার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষমান থাকি, আপনাদের সেবালাভের জন্য চেষ্টিত থাকি এবং আপনাদের শ্রীচরণতলে নিত্য-কাল থাকিয়া—"এ অধমে কর দয়া আপনার বলি" এবং 'আপনার করে দাসীয়া এখন শ্রীচরণে দেহ' স্থান' প্রভৃতি অক্ষরের সহিত সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতে পারি।

—শ্রীরাধানাথ দাস

প্রার্থনা

(১)

জীবের কল্যাণখনি [illegible] মহামণি-
যুক্ত 'উপদেশামৃত'-হার,
দিয়া বলে গৌরজন [illegible] অতি সাবধান
[illegible] এই কণ্ঠহার।

(২)

[illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র
মোর ভাগ্যে এবে অন্তর্দ্ধান।
'ভক্ত বাদী [illegible] [illegible] প্রাকৃত জ্ঞান'
বাধে মোর আচার্য্যাভিমান॥

(৩)

আশ্রয়-বিগ্রহ [illegible] সেবা করে লবলেশ
কৃষ্ণভক্ত নিরপেক্ষবাদী।
[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল বাসুদেব
[illegible] হৈল হেন অপরাধী॥

(৪)

[illegible] মহাভাগবত [illegible] সরস্বতী
'[illegible] [illegible]' অবতার।
[illegible] [illegible] দিলা!
রঘুনাথ [illegible]

[illegible] [illegible] শ্রীস্বরূপ-দামোদর
শ্রীল রূপরঘুনাথ আর।
[illegible] শ্রীচরণে [illegible] মোরে অন্তরাল
কুবর্দ্ধন দূর কর মোর॥
[illegible] কৃপাভিখারী

দীন—শ্রী[illegible] রায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মন্দির

ঈশান নগর, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রী[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে।
রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] কলিকাতা,
[illegible] ৪১১৫
[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible]
শ্রীমন্ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] মহারাজ [illegible]
[illegible]

(৩) শ্রীমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

[illegible]
শ্রীমায়াপুর [illegible]
রক্ষক — [illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
[illegible]
সমাধি। রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) [illegible]

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) শ্রীআনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।
এখানে ও [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রী[illegible]
[illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রীগৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান।
[illegible]
সেবা। রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], বর্দ্ধমান।
রক্ষক - [illegible] ব্রজবাসী।

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বর্দ্ধমান।
[illegible]
[illegible] অধিকারী।

১৩। [illegible]

রক্ষক - শ্রী[illegible]

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীভক্তিদীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গৌরনগর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] গোস্বামী

২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাবাস

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা
মহোপদেশক শ্রী[illegible] বি-এ,

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর (ঢাকা)
গোপালজীউর [illegible] প্রাচীন সেবা।
রক্ষক শ্রী[illegible]

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।
এখানে [illegible] নিত্য সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ।
রক্ষক —মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক
শ্রী[illegible] এম এ, বি-এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক - [illegible] শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible]

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর।
রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] বেনারস সিটি
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।
রক্ষক - শ্রী[illegible] যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

৩৯। ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ - শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪২) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা।
রক্ষক — শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৪৩) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৪) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।
রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৫) গোষ্ঠবিহারী মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও
(পাঞ্জাব) রক্ষক শ্রী[illegible]

(৪৬) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।
এখানে গোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান।
রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।
রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৮) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৯) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫০) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী
শ্রী[illegible] দাস।

(৫১) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫২) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৩) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী,
শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর
সেবা। রক্ষক —শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁকাবাজার, পোঃ কটক।
এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর
নিত্যসেবা। রক্ষক -মহামহোপদেশক
শ্রী[illegible] ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক - শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৭) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী [illegible]।

(৫৮) অমৰ্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর।
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৯) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)।
এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক- —শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবরকণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান
রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬২) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক —ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম এ, পিএইচ ডি

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাণশালি	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।৵০
সিদ্ধ বেগুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
বারহোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৸০
গিনি	২২।৵১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আগত—	৩৪।৵০
নিরুত্তর—	৩৪৸৵০
উত্তর—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵ ৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫৸৵০
সুজী	৪৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৪॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাপী	১॥৵০ – ১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

আক্সা	৫৬৲
ভারতীতা	৫৩৲
কুমারেশ্বরী	৪০৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পাণ্ডিচেরী	৩৯০
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাগলা	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন হোলার ফাইন	৫৪৲
লিভারপুল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরুলিদ কাবে	৪৩৲
সমুদ্র খাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী,	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
গুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
গরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাস করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	।৵১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (-বাণ্ডিল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৪॥০ – ৪৸৵০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাতী, গোলটু গয়াদে	৫।০—৫৸৵০
গোল রড রি-ইনফোর্সিং কনক্রিটের	জন্য ৫॥০—৭।৵০

স্থঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

উটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুপার হালমণ ৩০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট সোণাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ঃ০ঃ ——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র, বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সংহিতা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণলেশস্য (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। [illegible]
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। বেদান্তদর্পণ ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। শ্রীটীকা-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বত্রয়
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌-সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল ধারাবাহিক ভাবে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে শত চত্তরী এই বিরাট, আকর ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড তৎসম আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদের ভূমিকাদির (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রয়োজনীয় সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ১২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১০ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শনিবার | ৩৬তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়

গত ৪ঠা এপ্রিল রবিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক সভার অধিবেশনে 'গৌড়ীয়-সম্পাদক' মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "আচার্য্যের অবদানের বৈশিষ্ট্য"-সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঢাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ প্রভুর এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

পাটনায়

পাটনার নূতন সহরবাসী শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ৬ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭।৹ ঘটিকায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। মঠসেবক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদ পাঠ করেন। পাঠে ভক্তাগ্রগণ্য রায়রামানন্দের সহিত গোদাবরী-তীরে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর মিলন এবং জীবের চরম প্রয়োজন পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমার বিষয় আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত সকলে পরমানন্দ লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু ব্যক্তি তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং অন্যান্য স্থান হইতেও হরিকথা শ্রবণের জন্য আহ্বান আসিতেছে। মঠসেবকগণ তাঁহাদের আহ্বানে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

— —

কলিকাতায়

আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২১শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যায় ৫৪।৩ কলেজষ্ট্রীট দাসগুপ্ত কোংর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাদর-আহ্বানে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া ৭॥৹ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে স্বামীজী মঙ্গলময় ভগবানের যাবতীয় বিধানই যে জীবের পক্ষে কল্যাণকর, মনুষ্যজীবনের দুর্ল্লভতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা, সাংসারিক আমোদ-প্রমোদের হেয়তা, নাস্তিক্যবাদ ও আস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে প্রায় ১॥৹ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণে উল্লসিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্বামীজী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতেছেন। তিনি ২।১ দিনের মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচারোদ্দেশ্যে গমন করিবেন।

— —

কাশীতে

গত ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ, কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে গমন করেন।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর চেষ্টায় তথায় একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্তদিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বহুশিক্ষিত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগুরুতত্ত্ব, সম্বন্ধজ্ঞান, দীক্ষা ও দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগুরুপরম্পরা কি? শ্রীআচার্য্যধারা কি? তাহা বিশদভাবে বর্ণন করেন। চিদ্বিলাস শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অকস্মাৎ লীলাসংগোপন, ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত, গৌড়ীয় আচার্য্য-ভাস্করাচার্য্যের অস্তাচলগমনে—গৌড়ীয়গগনে অমানিশাসদৃশ দারুণ অন্ধকার, উলূকসদৃশ দস্যু, তস্কর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প, বৃশ্চিকাদির উপদ্রব, কলির তাণ্ডবনৃত্য, সজ্জনহৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইলেও শ্রীভগবৎকৃপায় পুনরায় আচার্য্য-ভাস্করের উদয়ে সজ্জনবৃন্দের আনন্দ, পাষণ্ডীগণের আতঙ্ক ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম নারদ হইতে বর্ত্তমানে শ্রীরূপানুগধারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও তৎপরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, ৯ম অধস্তন আম্নায়ে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং দশম অধস্তন আম্নায়ে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু। (সভাস্থ সজ্জনবৃন্দের সমস্বরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান গৌড়ীয় আচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়ধ্বনি।) পরিশেষে স্বামীজী বলেন,—শ্রীশুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী সরস্বতী-ধারা কখনও লুপ্ত হইবার নহে, ইহা চিরকাল আচার্য্য-পরম্পরারূপ শুদ্ধখাতে জীব কল্যাণের জন্য প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই বাণীরূপ সরস্বতীধারা শুশ্রূষুগণ কর্ণপুটদ্বারে পান করিয়া এ মরজগতেও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হউন।

— —

শ্রীধামে-কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রত্যহই সকালে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পর দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম উপকৃত ও পরমানন্দিত হইতেছেন।

"অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মানবজ্ঞান অন্ধ পথারের। আর শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

অর্থ ও পরমার্থ

প্রাকৃত অর্থের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই জগতের লোক বড় ব্যস্ত। উহাই 'Business' আখ্যা লাভ করিয়া শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে অত্যধিকরূপে সমাদৃত হইয়াছে। জড়ীয় দেহমনের প্রয়োজনবিচারে আমরা এত অধিক মসগুল হইয়া উঠিয়াছি যে, তদতিরিক্ত আত্মধর্ম্মের কোন প্রয়োজনবিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। 'পরমার্থ' বলিয়া একটি শব্দ বর্ত্তমান সভ্য জগতের নিকট আদৃত হওয়া ত' দূরের কথা, এবং তাঁহাদের কোন আদরের বিষয় হয় না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শিক্ষিতাভিমানিগণ অনেক সময়ে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পরমার্থবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং আপনাদিগকে পারমার্থিক সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত করিবার বিচারবিশিষ্ট হন বটে, তথাপি 'ব্যবহারিক' অর্থ বিপরিত্যাগেনাপি পারমার্থিকগুর্ব্বাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্যঃ—এই বিচার উপলব্ধির অভাবে তাঁহারা ব্যবহারকেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রান্ত হন। পারমার্থিক সদ্‌গুরু প্রথমেই আমাদিগের প্রাকৃত দেহমনোধর্ম্মের অপসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক সৎসিদ্ধান্তস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের অভীপ্সা ব্যাহত হয় বলিয়া আমরা নানাপ্রকার ... করি, প্রকৃত মঙ্গলের কথাকে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র উপকথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই এবং নানা যুক্তির দ্বারা অনিত্য দেহমনের কথারই প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রমুখ হই। অথবা আমার প্রাত্যহিক-জীবনের খতিয়ানে পরমার্থের কোন উল্লেখ না থাকিলেও "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" ন্যায়াবলম্বনে আর্থিক সমাজের ন্যায় পারমার্থিক-সমাজেও বাহাদুরী লইবার চেষ্টায় পরমার্থালোচনায় প্রবৃত্তি প্রদর্শন করি। বস্তুতঃ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের প্রকৃত মঙ্গললাভের পথ সকল প্রকারেই ব্যাহত হইয়া পড়ে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েই ধর্ম্ম বলিয়া একটা আলোচ্য বিষয় দেখা যায়। সুতরাং ঐ বিষয়টির প্রতি যিনি যতই উদাসীন থাকুন না কেন, উহা আদৌ প্রয়োজনীয় নহে—ইহা একেবারেই বলা চলে না। কিন্তু ধর্ম্মকে অনিত্য দেহমনের বিচারাধীন করায় উহার সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রকাশিত হইয়া উহা হইতে জগতে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী সমাজ উহাকে ব্যষ্টিগত ধারণার মধ্যে সীমাবিশিষ্ট রাখিয়া উহার চিন্তা হইতে অবসর কামনা করেন, অথবা বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকের সহিত একটী তাৎকালিক চিজ্জড়সামঞ্জস্য (?) সংঘটন করাইবার উদ্দেশ্যে 'সব ধর্ম্মই ভাল'—এই প্রকার একটি জগদ্বহির্ম্মুখ জনমনোরঞ্জনকারী সমষ্টিগত মতবাদ উত্থাপন করিয়া উদার সাজিতে চাহেন। আত্মার নিত্যধর্ম্মের সহিত অনাত্মার অনিত্যধর্ম্মের এই প্রকার তাৎকালিক আপোষ-চেষ্টা দেশের বা সমাজের কি বাস্তব মঙ্গল সংঘটন করাইতেছে বা করাইবে তাহা জানি না।

সত্ত্ব, রজস্তমঃ ত্রিগুণাক্রান্ত মানবমেধার বিভিন্নমুখিনী, পরস্পর বিবদমানা, অনন্তশাখাপ্রশাখাবিশিষ্টা স্বার্থনীতির মিলনচেষ্টা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রাকৃত দেহমনোগত বৈষম্য বজায় রাখিয়া যে সাম্যের কল্পনা, তাহা 'সোনার পাথরবাটী'র ন্যায় নিরর্থক হইয়া থাকে। জড়ের সহিত জড়ের যে মিলনের চেষ্টা, তাহা কখনই শুভফলপ্রদ হইতে পারে না। জড়ের সহিত চেতনের মিলন চেষ্টাও ভ্রমময়ী। চেতনের সহিত চেতনের মিলনই নিত্য এবং তাহা সদসদ্বিবর্জ্জিত। আত্মধর্ম্ম বা চেতনধর্ম্মেই একমাত্র বিশ্বমানবের মহামিলন সম্ভব। সেখানে স্বার্থগতি একাভিমুখিনী—একায়নপন্থী—এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে সর্ব্বতোভাবে উদ্দিষ্ট হওয়ায় বিবিধ বৈষম্যকারী ছলনার কোন অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবাবিচারেই যেখানে সকলের স্বার্থ কেন্দ্রীভূত সুতরাং তাহাই নিখিল জীবাত্মার মহামিলনক্ষেত্র। যেখানে প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদির কোন বিচার বৈষম্য নাই, জড়ীয় কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলক কোন অপস্বার্থ-সংঘর্ষের অশান্তি নাই, আছে কেবল সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক অদ্বয়জ্ঞান বাস্তবসত্যের বিচার—"গোপী-ভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। মানবজাতি যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিচারধারা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবেন, সেইদিনই ভূলোকে গোলোক প্রকাশিত হইবে—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবাবিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'Proper adjustment' বা প্রকৃত চিৎসমন্বয় কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

শ্রীভগবানের অপাশ্রিতা বহিরঙ্গা মহামায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা প্রভাবে মোহমুগ্ধ মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং বা তদভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(গীঃ ৪।৭-৮)

—ইহাই শ্রীভগবদ্বাক্যে ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কলিহত জীবের কলি বা বিবাদতর্ক প্রশমনের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলে উহা কখনই আর কাহারও ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা প্রশমিত হইবার নহে। আমরা জানি "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম-প্রবর্ত্তন।" "আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়", "পলায় তরঙ্গ কলি পড়িয়া বিভ্রাটে", "শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ" ইত্যাদি মহাজনবাক্য আমাদিগকে কলিদমনবিষয়ে আশ্বাস দিয়া থাকেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের 'নেমি' কলির প্রভাবক্ষেত্রে যতই না কেন প্রভাব বিস্তার করুন, কলিকল্মষনাশী আচার্য্যপাদপদ্মের বিজয়ক্ষেত্রে তাঁহার সেই প্রভাব স্বতঃই কুণ্ঠিত হইবে। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের জয়গান তাঁহার সকল দাম্ভিকতাকে শীর্ণ-বিশীর্ণ করিয়া ফেলিবে।

আত্মমঙ্গলের বাণীকীর্ত্তনকারী আচার্য্যের জয়গানেই জগতের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত এবং সর্ব্বপ্রকার চিৎসামঞ্জস্য বিহিত। আত্মধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন থাকিয়া যাঁহারা দেহমনোধর্ম্মের বৈষম্যকেই সাম্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা কখনই আত্মহিত বা বিশ্বহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বহুমানন করিতে পারি না।

সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের যে-বাণী শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠবিগ্রহ মদীয় নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি অধস্তন আচার্য্যবর্য্য বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে নিরপেক্ষভাবে সকল মঙ্গলকামী সজ্জন-সমাজে আলোচ্য বিষয় হইলেই প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত জগন্মঙ্গল সংসাধিত হইবে। তাঁহার শ্রীমুখে যাঁহারা শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারাই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিয়া নিজমঙ্গলের সহিত বিশ্বের সকলেরই মঙ্গলবিধানে সমর্থ হইবেন। আমরা বিশ্বের সকল সত্যপিপাসু সজ্জনবৃন্দকে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখারবিন্দে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীগাথা শ্রবণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

দরিদ্র কে?

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

ধনহীন অর্থাৎ অভাবযুক্ত ব্যক্তিকে আমরা নির্ধন বা দরিদ্র আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। ধনাগমে এই দারিদ্র্য আর থাকে না, ইহাই আমাদের ধারণা; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বিচার করিলে দেখিতে পাইব, যে ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক তাহারও ধনের আশা যথেষ্ট। কিন্তু অর্থহীন ব্যক্তির নিকট ধনী ব্যক্তি অভাবমুক্ত বলিয়া প্রতীত। তাই তাহারা অভাব-নিবৃত্তির জন্য তাহাদের দ্বারস্থ হয়।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে আগত মানববৃন্দ কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই অভাবগ্রস্ত বা দরিদ্র। ইহজগতে অভাবযুক্ত বা অভাবমুক্ত হইয়া কোন লাভ নাই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই, আমরা সকলেই দরিদ্র—কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাধনবঞ্চিত। শুদ্ধসত্ত্বময় তত্ত্বই একমাত্র নিত্যসত্ত্বাবিশিষ্ট এবং সেই নিত্যসত্ত্বাযুক্ত বস্তুই জীবের নিত্যধন। এজগতে সবই অনিত্য, সবই নশ্বর। ইহা অভাবের রাজ্য কিন্তু পরজগতে নিত্যসত্ত্বাময় পুরুষের নাম, ধাম, কাম, সেবক, তৃণ, গুল্ম, লতা, গোধন, বেণু ইত্যাদি বৈভবসমূহ নিত্য। এই বৈভবসমূহ কৃষ্ণছাড়া কোনদিন অবস্থান করেন না এবং কৃষ্ণও এইসব ছাড়া কোন দিন থাকেন না। সেখানে ভূত ভবিষ্যৎ নাই; সেখানে নিত্যকাল বর্ত্তমান এবং উহা নিত্য নবনবায়মানভাবে বর্দ্ধনশীল। সেই শুদ্ধ

ভাগ্যকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভক্তিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

আমাদের নিকট এখন অচিন্ত্য, অগম্য ; কেননা, আমরা মায়াবদ্ধ, অজ্ঞজ্ঞান-চালিত। প্রকৃত ধন—যে ধন অবাস্তব নয়, বাস্তব নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়স্বরূপ, আমরা সকলেই সেই ধনের অধিকারী হইলেও বর্ত্তমানে নিজ কর্ম্ম গুণ-দোষে সেই ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনশিক্ষায় দেখিতে পাই—

* * *

"পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন।"

কৃষ্ণপ্রেমই হইতেছে একমাত্র মহাধন। 'প্রেম' শব্দটি শ্রবণ পূর্ব্বক যেন আমরা ইহজগতের জড়প্রীতির সহিত উক্ত প্রেমকে একপর্য্যায়ে গণনা না করি। ইহজগতে যাহাকে আমরা প্রেম-আখ্যা প্রদান করি তাহা প্রেম নয়, তাহা কাম। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্যত্র বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম – নির্ম্মল ভাস্কর॥

ইহজগতে ধনী বা নির্ধন সকলেই কামের দাস। এই তমোগুণাশ্রয়ী অন্ধ আমরা তাই স্বরূপের ধনে বঞ্চিত। এই কামনা জাল হইতে যেদিন গুরুবৈষ্ণবকৃপায় মুক্ত হইতে পারিব, সেইদিন উপলব্ধি করিতে পারিব যে, আমি দরিদ্র। এই প্রকার দরিদ্রবৎ জীবন-যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর। যাহাতে এই দারিদ্র্য নষ্ট হয় এবং নিত্যধনে ধনী হওয়া যায়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই নিত্যধন হইতে বঞ্চিত হইয়া অধনে যতন করিবার প্রয়াস আমার কেন? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে নিত্যস্বরূপ কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি ইহার মূল কারণ। যখন হইতে আমরা কৃষ্ণদাস্যের কথা ভুলিয়াছি তখন হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবলভাবে আমা-দিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এবং মায়া দ্বারা আমার স্মৃতির বিপর্য্যয় হইয়াছে। তাই আমি ধনহীন ব্যক্তির ন্যায় যেখানে সেখানে, অর্থাৎ নিজ-কর্ম্মফলে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, কভু নরকে, কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাসপ্রভু এই রকমে ভ্রমণ করিতেছি। বাস্তবিক আমরা কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়াই প্রকৃত দরিদ্র। গুরুবৈষ্ণবদাস্যে নিযুক্ত হইতে পারিলেই এই দরিদ্রতা মোচন হইতে পারে। কৃষ্ণসেবাই তখন আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা হয়। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত ইতরবস্তুতে অভিনিবেশ থাকিলে দারিদ্র্য যায় না। তবে যদি আমরা এই দারিদ্র্য হইতে সত্য সত্য মুক্ত হইতে চাই, তাহা হইলে নিষ্কপট আর্ত্তির প্রয়োজন। কৃষ্ণসেবার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি যখন আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিবে, তখনই বলিতে পারিব—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ 'দরিদ্র-জীবন'।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

কৃষ্ণধনহীন জীবন বৃথা। তজ্জন্য কৃষ্ণ-ধনহীন জীবনকে দরিদ্র বলা হইয়াছে। এই দরিদ্রতা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দাসত্ব করাই প্রয়োজন, তাঁহাদের দাসত্ব করিলেই বেতনস্বরূপ পরম প্রয়োজন কৃষ্ণধন লাভ হয়। এই প্রেমধন-সম্পদের মালিক হইতে পারিলে আর দরিদ্রতা থাকে না, তিনি তখন কৃষ্ণ ধনে মহাধনী। যিনি কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী তিনিই ধন্য। কিন্তু হায়! আমি সর্ব্বক্ষণ অধনের প্রয়াসী। যেদিন জড়বস্তু সমূহে আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণধনে আসক্ত করিতে পারিব, যেদিন সনাতনাভিন্ন গুরু পাদপদ্ম যে ধন জগতে বিলাইবার জন্য আসিয়াছিলেন সেই ধন লাভের জন্য কাপট্য-রূপ আত্মবঞ্চনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ষোল আনা পরিমাণে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা বরণ করিব, সেইদিনই আমার দরিদ্রতা নষ্ট হইবে ; নচেৎ আমি যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থাকিব। শ্রীগুরু-দেব এ জগতে আসিয়াছিলেন আমাদের মত দরিদ্রকে ধনী করিবার জন্য কিন্তু হত-ভাগ্য আমি তাঁহার অযাচিত অপ্রত্যাশিত করুণা গ্রহণ করা দূরে থাকুক তাহা অবহেলা করিয়াছি। যাঁহারা চতুর, তাঁহারা সেবা করিয়া কৃষ্ণধনে ধনী হইয়াছেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যহেতু এমন অযাচিত প্রেমধন-প্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও জড়জগতের আশা-ভোগে মত্ত রহিলাম।

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দেওয়ানগঞ্জ ২৮।৩।৩৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ং—

* * প্রভো, গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী-পাঠে ধন্য হইলাম। আপনারা শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-সেবক, আমার ন্যায় গৃহান্ধকূপে পতিতের কথা সময় সময় মনে করিলে আমার কতখানি কল্যাণ হইতে পারে, তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা আমার কোথায়?

আচার্য্যপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাঁহার যোগ্যপদে নিজগুণে ব ত হওয়ায় আমরা সকলে যেন মৃতদেহে জীবন লাভ করিলাম। আশ্রিত, অনাশ্রিত সত্যান্বিপাসু সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে একটা নৈরাশ্যজনক কল্পনা-জল্পনায় দিন কাটাইতেছিলেন এবং সকলেরই একটা ভয়ানক ত্রাস ছিল যে, যদি জনে জনে আচার্য্য (?) হইয়া পড়েন, তবে আবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এক প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। আজ সর্ব্বশক্তিপ্রদাতা শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে সকলে যে একসুরে যোগ্যতম আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যপদ স্বীকার করিলেন, ইহা অপেক্ষা বিশ্বের হিতকর কার্য্য ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট কথা আর কিছুই নাই ; তাই আমরা উত্তর বঙ্গবাসী ও প্রবাসী শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত, অনাশ্রিত সকলেই সমস্বরে আপনাদের আনুগত্যেই পরমোল্লাসে বলিতেছি— "বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুজী কী জয়।" তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আচার্য্যোচিত সম্মান ও অভিনন্দন আপনার পৌরোহিত্যে অর্পিত হইল। আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া উহা যথাস্থানে পৌঁছাইলেই আমরা ধন্যাতিধন্য হইব। আমরা দীনাতিদীন, আমাদের আর কি সম্বল আছে? শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত বাণীর দ্বারাই তাঁহার ও তদীয় নিজজনের সেবা হয়। তাহা গ্রহণ-যোগ্য কি না, সে বিচার-যোগ্যতাও আমাদের নাই; আপনি সর্ব্বসিদ্ধান্তবিৎ, যাহা ভাল হয় করিবেন। দাসের দণ্ডবৎ। ইতি।

আপনাদের সেবাযোগ্যতাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে "শ্রদ্ধাঞ্জলি"

১। আচার্য্যদেব আপনি নিত্য স্বপ্রকাশ-বস্তু ; আপনার মহিমা আপনার দ্বারাই প্রকাশিত হইবে।

২। শ্রীল প্রভুপাদের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে প্রভাবান্বিত আপনি শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-বিগ্রহরূপেই গৌড়ীয়-জগতে প্রকটিত হইলেন।

৩। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর প্রকাশ-বিগ্রহ, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার না করিলে বাস্তবসত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে

৪। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটাবস্থায় আপনিই তাঁহার পার্ষদরূপে থাকিয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর কার্য্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ-পরীক্ষক ছিলেন। তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

৫। শ্রীনাম ও দীক্ষাদি-গ্রহণকালে আপনিই সকলকে যথাবিহিত উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন।

৬। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ অপরাধ করিলে আপনিই অমায়ায় নিরপেক্ষভাবে দণ্ড-প্রসাদাদি প্রদান করিয়াছেন।

৭। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত চারি আশ্রমীই আপনার নিকট ঋণী, যেহেতু আপনি যথাযোগ্যভাবে সকলের কল্যাণ প্রয়াসী।

৮। আপনাকে কোন বর্ণ বা আশ্রমের গণ্ডীর ভিতরে চিন্তা করিলে আপনার বাস্তবতায় অবিশ্বাস ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে ; ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যাইতে পারে।

৯। আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-কালের আদেশ-প্রাপ্ত আচার্য্য, শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-প্রচারক,—ইহা সকলেরই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ।

১০। আপনার কৃপাই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-লাভ, ইহাতে দ্বিধা-দোষের অবকাশ থাকিতে পারে না। স্বয়ং-ভগবান্ যেরূপ যোগ্যজীবে, যোগ্য ভক্তে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেইপ্রকার অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীগুরুদেব তাঁহার যোগ্য সেবকে থাকিয়া জীবোদ্ধার-কার্য্য করিয়া থাকেন ; সেই যোগ্যতা আপনাতেই বিদ্যমান, আপনারই কৃপায় আমরা যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

১১। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ বর্ষাণে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গে অমায়ায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"আমার কথা দুই তিনজন গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কেহই বেশীকিছু বুঝেন নাই।" তখন সেখানে যাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া সেই বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং আমিও তখন শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাতে সকলেরই সেই দুই তিনজনের মধ্যে একজন আপনিই স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল। তখন হইতেই আমাদিগের লক্ষ্য—শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে আপনিই আচার্য্য।

১২। আচার্য্যদেব, আমি নিতান্ত অযোগ্য, তাহা আপনি বিশেষপ্রকারে অবগত আছেন ; তবে বড় উৎফুল্ল, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের ভক্তগণের আপনার শ্রীচরণে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহার প্রকাশ একান্ত প্রয়োজনবোধে অঞ্জলিস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিলাম। আপনার শ্রীপাদপদ্ম জয়যুক্ত হউন।

দাসাভাস
রাধাচরণ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, প্রধান আচার্য্যপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, আচার্য্য চতুষ্টয় গোপাল নিত্য আছেন। সুপ্রাচীন পত্র-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজের প্রকাশ্যবস্থানর আছে। রক্ষক—শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং, বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রবচন চতুষ্টয়, বেদান্ত শ্রীমদ্ ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

এই স্থান প্রভুজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীমন্দাস্মত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন লীলা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধির পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপাপাত্র প্রচারকাজির সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ পণ্ডিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিজীবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, জাগ্নগর ডাকঘর, বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীকালিদয়াল ব্রজবাসী।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীনারায়ণী ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীনিত্যলীলানন্দ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রীনাকরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীনুপকাশ ব্রহ্মচারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্পদ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাল, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জভূষণ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)। এখানে গদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ। রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ। রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড় জিলা দার্জ্জিলিং। রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

হরিদ্বার, নারায়ণপুর, ইউ, পি. রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, বাঁকিপুর। রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া। রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯২নং ফারিদপুরা, বেনারস সিটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা। রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গাঠুলি

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪২) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা ডাকঘর মথুরা। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরেণু ব্রহ্মচারী।

(৪৩) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৪) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা। রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৫) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ভক্ত

(৪৬) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে গৌরবিনোদনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(৪৮) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭ রক্ষক—শ্রীসর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৪৯) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা রক্ষক—শ্রীভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫০) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—অধিকারী শ্রীগদাধরচৈতন্য দাস।

(৫১) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫২) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৩) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

(৫৪) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৭) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৫৮) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর। রক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫৯) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া) এখানে ষড়ভুজবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬০) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬১) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম) এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬২) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গিরি মহারাজ

(৬৩) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন। রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পি-এইচ-ডি

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ত্রিকাটন, টাইপ	১০॥/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।০
গুপাংকারেন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অজন্তা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিগোধ	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

স্যালেন গোলার ফাইন	৫৬৲
লিট্ল অ্যাসেন সরকঃ	
করাচি গুরদিন ফাইন	৪৩৲
কাম্বেশী গাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৯॥০
সুপারী দেশী	১৩৵০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খদির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
নরগা টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করুগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ শীস	।/১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৪॥০ ৭৸/০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাটী, বোলটু গরাদে	৫॥০—৫॥৵০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৫॥০—৭।৵০

দ্রঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

চটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট'

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। . . . ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধানে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

আগামী আবেদনের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, বলিলেই চলে। কাটতি খুবই অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।৵০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, ...

টন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

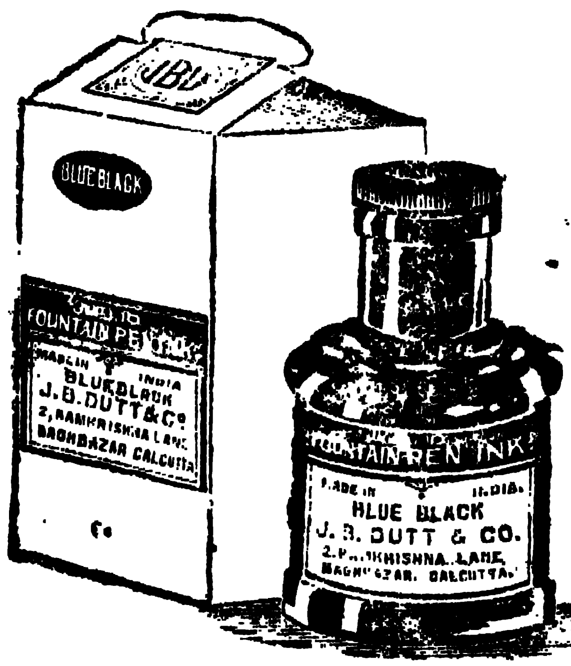

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, নানারকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ভারতের সংবাদপত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে চৈত্র, ১৩৪৩, ১২ই এপ্রেল, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৩৭

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা

বর্দ্ধিতাকারে শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——::(×)::——

বোম্বাইয়ের মন্ত্রি-সভার বৈঠক

গত ৮ই এপ্রিল অপরাহ্নে বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড ব্রেবোর্ণের সভাপতিত্বে লাটের দপ্তরখানায় বোম্বাইয়ের মন্ত্রিমণ্ডলীর এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। এই সভায় সাময়িকভাবে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। সভায় নাকি নূতন মন্ত্রিসভা কি নীতি ও কার্য্যতালিকা অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়। অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত যমুনাদাস মেটার রচিত এক মন্তব্যলিপির উপর ভিত্তি করিয়াই মন্ত্রিসভার আলোচনা চলে। উহাতে নাকি কয়েক দফা আমূল পরিবর্ত্তনের কার্য্য-তালিকা উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য মন্ত্রী উহা পুরাপুরিভাবে সমর্থন করিতে পারেন না। শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা নাকি মাদক-দ্রব্য-নিবারণ-কার্য্যতালিকা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে এবং উহার ফলে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হ্রাস পাইবে তাহা অন্য উপায়ে করধার্য্য দ্বারা পুরণের জন্য প্রস্তাব করেন। এই বিষয়ে কয়েক দফা খুঁটিনাটি বিষয়ে মন্ত্রীরা একমত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্ত্রীদের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য ঘটে নাই।

———

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির সর্ত্তাবলী সম্ভবতঃ ১২ই এপ্রিল, সোমবার নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত হইবে। দলিলটি বোধহয় পরে লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হইবে; কিন্তু সর্ত্তাবলী ১লা এপ্রিল হইতেই কার্য্যকর হইবে।

বাণিজ্য-সচিবের পদে স্যার সুলতান আমেদ

বিগত ১০ই এপ্রিল স্যার সুলতান আমেদ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিবের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন

গত ১১ই এপ্রিল মুঙ্গের হইতে স্যার সুলতান পাটনায় আসিয়াছেন। সেখানে চারিদিন থাকিয়া, ১৫ই এপ্রিল সিমলা রওনা হইবেন।

———

পূর্ণিয়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটিতে গণ্ডগোল

পূর্ণিয়াজিলাকংগ্রেসকমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা-নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে গণ্ডগোল হইয়াছে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাবু মথুরাপ্রসাদ ও বাবু গঙ্গাশরণ সিংহকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তদন্ত করিয়া এইরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন যে, উক্ত কমিটীর নির্ব্বাচনই বিধি-বহির্ভূত হইয়াছে, তজ্জন্য পুনরায় কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ইতোমধ্যে কংগ্রেসকর্ম্মীগণকে সদস্য-ভুক্ত এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে শিলাবৃষ্টি

মুলতান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সম্প্রতি শিলাবৃষ্টিতে যে ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দেরাগাজি খাঁ হইতে ওকারা পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে। অনেক গ্রামের গম প্রভৃতি শস্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুলতানের ২০ মাইলের মধ্যে একটি স্থানে একপাল ভেড়ার মধ্যে একটিও জীবিত নাই। ৫০টি ভেড়ার [illegible] মুলতান হইতে [illegible] হইতে দশ মাইল পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে। খানেওয়াল হইতে উহা লায়ালপুর এবং মণ্টগোমারী এবং তথা হইতে ইরাবতী নদীর উপর দিয়া ওকারা প্রবাহিত হইয়া যায়। মুজঃফরগড়ের ৩১টি গ্রাম, মণ্টগোমারীর ৯ শত গ্রাম এবং লায়ালপুরের বহু গ্রাম ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। মুলতান, খানেওয়াল এবং দেরাগাজি খাঁতেও অনেক গ্রামের ক্ষতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জমির খাজনা ও আবিয়ানা রহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার হইতে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

———

কোডারমায় মেল ডাকাতি

কোডারমা মেল ডাকাতির যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সম্পর্কে জানা যায় যে, দুইজন ডাকহরকরা রাত্রি ১১টার সময় একখানা শকটে কতকগুলি ডাকের ব্যাগ লইয়া ঝুমরীতেলিয়া ডাকঘর হইতে অর্দ্ধ-মাইল দূরবর্ত্তী কোডারমা ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ৪।৫ জন লোক পূর্ব্ব হইতে উহাদের প্রতীক্ষায় রাস্তার পাশে লুক্কায়িত ছিল। উহারা ডাকসহ নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র তাহারা ডাকহর-করাদিগকে বেদম মারপিট করে ও ছোরা দেখাইয়া সবগুলি ব্যাগ লইয়া রাত্রির অন্ধ-কারে আত্মগোপন করতঃ সরিয়া পড়ে। পরদিন সকালে ৪,৫০০ টাকা মূল্যের ইন্সিওর ছাড়া ডাকের আর সকল চিঠি পত্র পাওয়া যায়

১৯২ জন ছাত্রকে শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা

রেওয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, রেওয়ার মহারাজা তাঁহার রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে ৫ লক্ষ এক শত টাকা দান করেন সেই টাকা কিভাবে ব্যয় করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য মহারাজা একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে মহারাজা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভার্থ ১৯২ জন উপযুক্ত ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সব ছাত্রকে প্রতি বৎসর একদল করিয়া মোট ৫টী দলে পাঠান হইবে এবং ষ্টেট তাহাদের খরচ বহন করিবেন।

———

মক্কায় যাইবার জন্য জাহাজ হইতে লম্ফ প্রদান

——(×)——

মক্কা হইতে ১ হাজার যাত্রীসহ 'সাটির' নামক একখানি জাহাজ পেনাংএ পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ, জাহাজখানি যখন কলম্বো দিয়া আসিতেছিল, ঐ সময় একজন হাজি সাঁতার কাটিয়া মক্কা ফিরিয়া যাইবার জন্য জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়ে।

পরীক্ষার জন্য হাজিকে জাহাজের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এমন সময় সে ক্ষেপিয়া গিয়া ডেকের দিকে ধাওয়া করে এবং জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়ে। সে চিৎকার করিয়া বলে যে, তাহার সাঁতরাইয়া মক্কা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা। অবিলম্বে লাইফ বোট নামাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর তাহাকে দেখা যায়। হাজি ঐ লাইফ বোট দেখিয়া আরও অধিক দূরে সাঁতরাইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। লাইফ বোট দ্রুত তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং অনেক ধস্তা-ধস্তির পর তাহাকে তুলিয়া ৬জন লোক তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। পেনাংএ পৌঁছিলে হাজিকে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত ...	৬০
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ ...	২৮
	দশম স্কন্ধ	
২	... বিবৃতি ... ভাগবত	
	আদিলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
	সরস্বতী জয়শ্রী	৪
	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	২
	১ম খণ্ড ৮০ ; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড—৮০	
	৪র্থ খণ্ড—৮০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১; ৩য় খণ্ড—৮০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও	
	দীপিকা	
৯	বৈষ্ণবধর্ম	
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১১	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	
	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৮০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৮০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮।	দ্বাদশ-আলবর	।০
১৯।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা)	১
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়-বক্তৃতা	।৵০
২২।	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
	শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা।	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)	২
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষা	।০
২৭।	মুক্তিমঞ্জরিকা গুণগৌরভ (সানুবাদ)	২
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৮০
৩০	দ্বীপ দিগ্‌-দর্শন	৵০
৩১	সাধনপথ (দ্বিতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২	গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা)	॥০
৩৩	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৮০
৩৪	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫	গীতমালা	৵১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৮০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৴০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৵১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৵১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড)	৩
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরহরেরুদয়ঃ	৮০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বকথাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬	ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	।৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	॥০
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	
৬৩।	টীকা-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	॥৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	সারাঃশবণনম	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	॥০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৭০।	নামভজন	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড	
	অন্টলজী	॥০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৵০
৭৩।	প্রাক্টিক্যাল প্রিসেপ্টস্ অব	
	শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪।	বেদান্তিজম্	।০
৭৫।	হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
	দি ভাগবত	।০
৭৭	ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড	
	আনয়ালয়েড ডিভোশন	।০
	ব্রহ্মসংহিতা	২॥০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)	১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ কল্পতরু	৵১০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

মঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এটি, বি-টি সম্পাদিত, আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় বার্ষিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল ভাষায় তাঁহার একাধারে দর্শন এবং বহু প্রমাণের জীবনচরিত-শাস্ত্রে মহ ... এই বিরাট, আকর ও অতুলনীয় গ্রন্থ মানবজাতির কিম্বিদ্ভিন্ন চিন্তা-সম্পদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণা প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ড তত্ত্ব অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ শব্দসূচী Index Glossary, এই গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

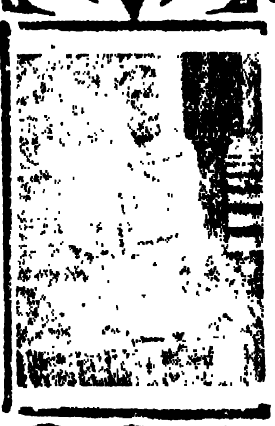

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১০শ বর্ষ ১৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১২ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৩৭তম সংখ্যা

কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণপ্রেম-বার্ত্তা

—— :: * :: ——

শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ সদানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহ ও যত্নে গত ৮ই এপ্রিল ২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের নূতন লাইব্রেরী হলে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও জার্ম্মাণ মনীষী বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী উভয়ে 'Divine love' (ভগবৎপ্রেম) সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা যাবৎ দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমে শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ সহজ সরল ইংরেজী ভাষায় ভগবৎপ্রেমের মহিমা ও পরাকাষ্ঠা, ভগবৎপ্রেমলাভের উপায়, ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, জাগতিক নশ্বর কাম ও অপ্রাকৃত অবিনশ্বর কৃষ্ণপ্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা-কাল যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহার সহজ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বাগ্মিতা ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বাঙ্গলা ভাষায় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা-কাল-ব্যাপী একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে স্বামীজী বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়, চেতন জীবমাত্রেরই নিত্য বিশুদ্ধ অবস্থায়, আত্মার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে এই প্রেমের অনুশীলন, বিশুদ্ধ চেতন জীবের অবস্থানভূমি শ্রীধামের স্বরূপ, আত্মবিশুদ্ধির উপায়, প্রেম আস্বাদনের সাহিত্যিক বুদ্ধি রসাস্বাদক বৈশিষ্ট্য, বদ্ধজীবের সাধনের বিভিন্ন স্তর, সাধনের পরিণতিতে গুরুকৃষ্ণকৃপায় ভগবৎপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জন প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে শাস্ত্রের বহু প্রামাণিক শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক আলোচনা করেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ মহোদয়ের মূলগায়কত্বে গুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্বনাম কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত জার্ম্মাণমনীষী শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুকে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তুলনামূলক বিচারে তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। বক্তৃতান্তেও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মূলগায়কত্বে 'যশোমতীনন্দন' এই গানটী গীত হইয়াছিল।

সভায় প্রায় সাড়ে চারি শত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকিয়া তিনঘণ্টা যাবৎ সশ্রদ্ধভাবে সাবহিতচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুত নৃত্যগোপাল বসু উকীল, শ্রীযুত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য উকীল, শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুত ত্রিবেণী কুমার সেন উকীল, রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার), শ্রীযুত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি হেড্‌মাষ্টার, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ অধিকারী, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুত জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ললিতমোহন দত্ত, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত ধরণীধর সান্যাল, শ্রীযুত মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী, (অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ), শ্রীযুত [illegible] রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অফিসার) প্রভৃতি।

বিরাট্ ধর্ম্মসভা

-::(*)::-

আগামী কল্য বৃহস্পতিবার (৮ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সাল—২৫শে চৈত্র, সন ১৩৪৩ সাল) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের নূতন লাইব্রেরী হলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজজী ও বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী (গৌড়ীয়মঠাশ্রিত জার্ম্মাণ ভক্ত) "Divine Love" (ভগবৎ-প্রেম) সম্বন্ধে কৃপাপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এতজ্জন্য আমরা ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীকে উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিতে সাদরে অনুরোধ করিতেছি। সভায় কীর্ত্তনাদিরও সুব্যবস্থা আছে। ইতি—

বিনীত—

শ্রীনৃত্যগোপাল বসু (উকীল)

শ্রীত্রিবেণী কুমার সেন (উকিল)

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (উকিল)

শ্রীসৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (উকিল)

কৃষ্ণনগর।

৭ই এপ্রিল ১৯৩৭ ইং

শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠেই অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমঠের কার্য্যালয়ে আগামী রবিবার তাঁহার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া কটকে শুভবিজয়ের কথা আছে।

গত ৯ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণনগর হইতে আগত অনুকম্পিত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার শ্রীযুত বিশ্বমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যবিনোদ, উক্ত স্কুল বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষক শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, বৈদেশিক মহোদয়গণের সমীপে কৃষ্ণ ও জ্ঞানের ভেদ এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, সাধুসঙ্গের মহিমা, কৃপালু বৈষ্ণবগণের ও তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই প্রাকৃত দেবীধামের অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর কোন পথ নাই। পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেই স্থানেই মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। আর শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামিঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বিষ্ণু, সপ্তমীর সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৪১

সাধনক্রিয়া ও সাধনশক্তি

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

ঈশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু শুদ্ধ আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না; পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যশালী সাধনক্রিয়া ও নিত্যভক্তিতে কিছু প্রকারভেদ আছে। যে-সকল অঙ্গাঙ্গের যাজন দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—যেমন একটা দর্পণ বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি দ্বারা আবৃত রহিয়াছে; তজ্জন্য এই দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু ঐ দর্পণটীর মুখমণ্ডলকে প্রতিবিম্বিত করার যোগ্যতা কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই, মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব-গ্রহণযোগ্যতা উহাতে পূর্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ দর্পণের উপর হইতে ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলেই যেরূপ উহাতে মুখমণ্ডল পুনরায় দেখা যাইতে পারে, তদ্রূপ জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আসক্তি করিয়া যে, বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিলেই জীবাত্মস্বরূপের শুদ্ধহরিভজনক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। এই 'ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দেওয়া' কার্য্যটীই সাধনক্রিয়া। যেমন সঞ্চিতশক্তি বালুর একটা ইস্পাত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলি। তৎকালে ইস্পাতের ক্রিয়াশক্তি কিছু নষ্ট হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপের নিত্যহরিসেবাবৃত্তি স্বতঃই বিরাজিত। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে; কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্বাবস্থাক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটি আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা, তন্মধ্যে পক্ব ফলটি কাঁচারসের সম্পূর্ণ উপযোগী সাধনক্রিয়া সেজাতীয় পক্বাবস্থা নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—যেমন একটি কাঁচের শিশিতে নির্মল মধু রহিয়াছে; হঠাৎ সেই শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল; ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু উহা মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; শিশির অভ্যন্তরস্থিত মধুকেও জলদ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয় না। পরন্তু কেবলমাত্র মধুর আবরণ-পাত্র কাঁচের শিশিটীর কাদা ধোয়াই আবশ্যক। তদ্রূপ শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না,—বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধনক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ" সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই শুদ্ধা আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ... ... বিকৃত আকৃত 'সাধনভক্তি' ও সাধন ক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ সম্যক্ বুঝিতে না পারায় সর্ব্বত্র নানা প্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধনপ্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। এ গুলি জীবের অনর্থবৃদ্ধির হেতু।

অনর্থ

——::(❀)::——

কৃষ্ণসুখবিধানরূপ প্রেমই অর্থ এবং তদ্বিপরীত স্বসুখবিধানেচ্ছাই অনর্থ বা অভদ্র। আমরা পুরুষ নহি, কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তিনি স্ত্রী নহেন, কাহারও দাসী নহেন। অধীন আমরা সকলেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণের শক্তিরূপা প্রকৃতি। তিনি সকলেরই নাথ—জগদীশ। তিনিই একমাত্র ভোক্তা এবং আমরা তাঁহার ভোগ্য। আমরা শক্তিজাতীয়, শক্তিমান্ জাতীয় নহি। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তিগণের শক্তিত্ব, এতদ্ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্রশক্তিত্ব নাই। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের পূর্ণতা নাই, তাই আমরা পূর্ণশক্তির অনুগত। বদ্ধজীব আমরা কাহার অনুগত, আমাদের কর্ত্তা কি—এ কথা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু গুরুকৃপাপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণ আপনাদিগকে প্রকৃতিজ্ঞানে কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে মূল প্রকৃতিবর্গের অনুগত হইয়া লীলাপুরুষোত্তমের সেবা করিয়া থাকেন। বিষয়বিগ্রহের সহিত আশ্রয়বিগ্রহের মিলনের সমস্তানুকূল্য চেষ্টা—পরম ভোক্তা কৃষ্ণ ও পরমভোগ্যা কৃষ্ণার সুখসম্বন্ধই তাঁহাদের ভজন। এই আশ্রয়ানুগত্য বা আশ্রয়বিগ্রহের শ্রীতিবিধানমুখে বিষয়বিগ্রহের সন্তোষবিধানই তাঁহাদের অর্থ বা প্রয়োজন। এই শুদ্ধ বিচারের বিপরীত বিচার যেখানে সেইখানেই যত অনর্থ, যত গলদ।

যেখানে অর্থ বা প্রেমের কোন কথা নাই, যেখানে ভগবৎসুখসন্ধানের জন্য অখিল চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয় না, সেখানে ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষরূপ অনর্থের তাণ্ডব আছেই আছে। ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ প্রভৃতি সামান্য সম্ভাবনা ভবই অনুগত, কিন্তু অর্থের জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্রহস্যের বিচারাদি তদ্রূপ নহে। এই দুইটির মধ্যে একটি প্রাকৃত অপরটি অপ্রাকৃত, একটী দেহমনের বৃত্তি অপরটি আত্মবৃত্তি বা চেতনের বৃত্তি, একটী আপাতপ্রিয় কিন্তু পরিণামদুঃখকর, আর অপরটী পরম শ্রেয়োসাধক ও নিত্যানন্দপ্রদ। একটী এ জগতের বিচার অপরটী পরজগতের বিচার—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধের কথা। জ্ঞান বিজ্ঞানাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞাপক যে সাধনভক্তি তাহাও অনিত্য পূর্বের চতুষ্টয় হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

"ধর্ম্মাদি বর্গে যেছে এ চারি প্রকার
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্ব-দেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥"

জ্ঞান—শাস্ত্রোক্ত, আর বিজ্ঞান—অনুভব গুরু বা শাস্ত্রের নিকট হইতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আগত জ্ঞানাদি সবই মনোধর্ম্ম। গুরু-কৃষ্ণের কৃপায় যে আত্মানুভব তাহা অনর্থ বা অনাত্মবৃত্তি নয়। এই অপ্রাকৃত অনুভূতি হইতে বিবেক লাভ করিয়া জীব ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পায়। আমরা অনর্থাক্রান্ত মূঢ় জীব। অর্থের সন্ধানস্পৃহা আমাদের হৃদয়ে নাই। সেইজন্যই অর্থজ্ঞ সাধুগণ অনর্থগ্রস্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য অর্থের কথা আমাদের নিকট নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া এসব মঙ্গলময়ী কথা সেবোন্মুখকর্ণে গ্রহণ করেন তাঁহারাই মনোধর্ম্মের অনর্থশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে অর্থলুব্ধ হন।

অর্থবিস্মৃতি বা অর্থাভাবই দারিদ্র্য বা অনর্থের আকর। এই দশা হইতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থ এক কিন্তু অনর্থ অনন্ত। তবে সাধুগণ তাহাকে স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমি শুদ্ধ চিৎকণ কৃষ্ণদাস—এই স্বরূপ-জ্ঞানের কথা বিস্মৃত হইয়া জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি বা অনুভবের অভাবই জীবের প্রথম অনর্থ। আত্মস্বরূপ ভুলিয়া দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ যখন জড়বস্তুতে অহং-মমাদির উদয় হয় তখন জীব আত্মসন্তোষ বা পরাশান্তি লাভের পরিবর্ত্তে অসৎ বিষয়াদি ভোগকে সুখ বলিয়া মনে করে। তাহার এই অনিত্য সুখাদির জন্য যে তৃষ্ণা তাহাই অসত্তৃষ্ণা। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভক্তিপ্রতিকূল সঙ্গ পরিত্যাগ ও ভক্ত্যনুকূল সঙ্গ গ্রহণে অসামর্থ্যরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে শোকাদির উদয়। এতদ্ব্যতীত দশাপরাধ এই অনর্থচতুষ্টয়ের অন্তর্গত।

যে সকল ভগবদ্ভক্ত ভগবানের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া জগন্মঙ্গল বিধান করেন, তাঁহাদের নিন্দা করা, সাধুকে অসাধু মনে করা ও অসাধুকে সাধু মনে করা প্রভৃতি সাধুনিন্দাই প্রথম অপরাধ। মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ-লীলাদিতে পরস্পর ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ ও লীলাদিকে শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন মনে করা, অথবা শিবাদি দেবতাকে ভগবৎ-প্রিয়বুদ্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র ভগবদ্বুদ্ধি করাই দ্বিতীয় অপরাধ। যিনি সকল মঙ্গলের আকর, আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা, সেই সাক্ষাৎ ভগবদভিন্নবিগ্রহ দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীগুরুদেবে সাধারণ মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, তাঁহাকে এ জগতের কোন প্রাকৃত বস্তু বা মনুষ্যবিশেষ মনে করা বা তাঁহার আদেশ পালন না করাই গুর্ব্ববজ্ঞারূপ তৃতীয় অপরাধ; বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা করা চতুর্থ অপরাধ; হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান করা এবং ভগবন্নামসমূহকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করা ইহাই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অপরাধ; নামের দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হয় এই শাস্ত্রবাক্যের সুযোগ লইয়া ভগবানের সুখের জন্য ভগবানের নাম না লইয়া স্বসুখার্থ নাম লইয়া পাপাশ্রয়ের যে দুরাকাঙ্ক্ষা তাহা সপ্তম অপরাধ; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, দান, ধ্যান, ব্রত, হোমাদি অনিত্য ফলপ্রদ প্রাকৃত শুভ কর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবাকে সমান জ্ঞান করা এবং ভগবানের সেবায় অনবধানতা বা প্রমাদ—ইহাই অষ্টম অপরাধ; শ্রদ্ধাহীন, ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ বিমুখ বা ভগবদ্বিদ্বেষীকে উপেক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করা নবম অপরাধ; নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ শ্রীনামগ্রহণে প্রীতি বা শ্রদ্ধা না করাই দশম অপরাধ।

উপরিউক্ত চারিপ্রকার অনর্থ বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ফল। এই সমস্ত আগন্তুক বস্তু। সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে এই সকল অনর্থ ক্রমশঃ জীবহৃদয় হইতে অপসারিত হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা বা অন্য উপায়াদি দ্বারা এই অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না বা ইহাদের দ্বারা স্বরূপের উদ্বোধনও হয় না। সাধুসঙ্গে অধোক্ষজের সেবা বা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের দ্বারাই এই অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শ্রীহরির নাম-গুণাদি শুদ্ধ সাধুর শ্রীমুখে শ্রবণ ও তদানুগত্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের সমস্ত অনর্থ আপনা হইতেই চলিয়া যায়। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-পরিচর্য্যা ও ভাগবত-শ্রবণফলে অমঙ্গলসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিত ভক্তির উদয় হয়। অনর্থগুলি যত যায় মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়। মায়িক-দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয় জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণেই উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি
নৈষ্ঠিকী॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা
শরৎ॥"

যৎকিঞ্চিৎ

ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের পরিচালনায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি বিশ্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ ইহারা জ্ঞানের বিষয়। এই বিষয়-পঞ্চকের প্রভু হইতে গিয়াই আমার যাবতীয় দুর্দ্দশা। এই যে আমার ভোক্তা ও কর্ত্তার সাজ, এই যে আমার দ্রষ্টাভিমান, ইহা আমি কিরূপে পাইলাম? আমার অহঙ্কারবিমূঢ় মনই আজ আমাকে এই অসৎ সজ্জায় সাজাইয়া দিয়াছে। পরম আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে পরম বিষয় শ্রীভগবানের সুখবিধায়ক দৃশ্য হইবার পরিবর্ত্তে, তাঁহাদের দ্বারা নিয়মিত হইবার পরিবর্ত্তে, তাঁহাদের দ্রষ্টা থাকিবার তাঁহাদের নিয়ামক(?) হইবার দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি যোগাইতেছে। তাই তো শ্রীগীতা আমারই জন্য উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া আমি বিশ্বকারাগারে চিরতরে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িতেছি। কারাগারের দ্বার যে রুদ্ধ। হায়! কে আমাকে এই ভোগ ও ত্যাগরূপিণী কনক, কামিনী ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপিণী রাক্ষসীগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্বাতীত রাজ্যে, শুধু বিশ্বাতীত রাজ্যই বা বলি কেন, বৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত চিন্ময় শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে,—একমাত্র সেবা-বস্তুর সুখান্বেষণ-ক্ষেত্রে—যেখানে বহু সেবকের প্রীতিপূর্ণ সেবা একেরই তৃপ্তির জন্য নবনবায়মানভাবে নিয়ত পরিবর্দ্ধনশীলা, সেই জয়শ্রী-ধামে, স্বীয় কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম-ছায়ায় টানিয়া লইবেন? কে আমাকে বিশ্ববন্দার হইতে উদ্ধার করিয়া, বিশ্বেশ্বর শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সুখ-সেবা-পর প্রেম-ভক্তিসিদ্ধান্তে স্বীয় চরণানুগত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন?

হে পরমকরুণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম! আজ আমি বুঝিতেছি, আপনার অশোক অভয় ও অমৃতময় শ্রীচরণ-কৃপা ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। বিশ্ব আজ বহু মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে। সত্যকে আবৃত করিবার জন্য মিথ্যা বা মায়া চাতুরী-জাল বিস্তার করিতেছে,—সে আমাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার বুভুক্ষিত বিরাট্ বদন ব্যাদান করিয়াছে। আমার যে আর উপায় নাই! আমি কোন্টী সত্য আর কোন্টী মিথ্যা, তাহা পর্যন্ত বুঝিতেছি না। বিশ্বের বপু বহুবর্ণচ্ছটা বিস্তার করিয়া আমার নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে!

হে আমার আশ্রয়বিগ্রহ! আমার মত গুরুদ্রোহী পাতকাধম কি কখনও আপনার করুণাসিন্ধুর একটি কণিকা মস্তকে ধারণ করিবার মত যোগ্যতা পাইবে? কবে আমি কুবিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনার অশোকামৃত শ্রীচরণপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণাগত হইব তাহা ত জানি না, কিন্তু আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত যে আমার আর কোন উপায় নাই—তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। আমি শুনিয়াছি ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা গীতিতে,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥"

আমার বহুবিধ কপটতা ও অন্যাভিলাষ আছে বলিয়াই আজ আমি বিশ্বদবের নানাবাক্যে বিলাস্ত ও ভীত হইয়া পড়িতেছি। বহুত দুর্দ্দিন দেখিতেছি। আমি এখনও ইতরমনকে প্রশ্ন করিতেছি,—"মন! তুমি কি চাহিয়া আসিতেছ? তুমি শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অন্তরালে নিজ স্বরূপ লুক্কায়িত করিয়া, কেবলই কি বঞ্চিত হইতে চাও? না,—প্রকৃত সত্য, প্রকৃত কল্যাণ আশ্রয় করিতে চাও?"

আমি বুঝিতেছি, আপনার করুণা আমার অন্তরে জানাইয়া দিতেছে—যদি আমি যথার্থ নিষ্কপটতার সহিত আপনার পাদপদ্মতলে শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বজাত জ্ঞানের কবল হইতে রক্ষা করিবেন। আপনার প্রিয়-জনগণের শ্রীচরণানুগত্যে অবশ্যই কোন না কোন দিন বিশ্বভোগাকাঙ্ক্ষা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আপনার মনোভীষ্ট-সেবা পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত হইব।

যখন আমার হৃদয়ে সেবাবিষয়ক তৃষ্ণা জাগিবে, বিশ্ব তখনই আমাকে তাহার লৌহ-কপাট খুলিয়া দিবে, ভুক্তি-মুক্তির কঠিন শৃঙ্খলগুলি,—যেগুলি অনাদিকাল যাবৎ আমার সেবা-প্রগতির পথে বিষম অন্তরায়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলি নিমেষে শিথিল হইয়া পড়িবে, জাগতিক বিষয়গুলি তখনই আমার সঙ্গে মিত্রাচরণ করিবে—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ আমার সেবা-জীবনের পরম সহায় হইয়া উঠিবে। আর তখনই আমি শ্রীগৌরবাণী প্রচারের যজ্ঞশালায় সামান্য একগাছি তৃণ-তুলরূপে আত্মাহুতি দিবার সৌভাগ্য পাইব।

আমার অন্তরের অন্তস্থলে লোভের ফল্গুনদী বহিয়া চলিয়াছে, সেথার তৃষ্ণা মেটেই জাগে নাই। বিশ্বের চাকচিক্যময় নশ্বর জন্য মত্ত ব্যাকুল, আপনার অভীষ্ট-পূরণ সেবায় তাহার কোটি কোটি অংশের একাংশও ব্যাকুলতা আসিতেছে না।

আমার জাগতিক বিদ্যা বুদ্ধি, ধন-জন, কিছুই [illegible] আছে—বিদ্যা-ধন-জন-লাভের জন্য ভয়ানক ক্ষুধা। আমি সর্ব্বপ্রকারে আপনার কৃপা লাভের অযোগ্য, তথাপি এই ভিখারী-হৃদয় আপনার অতি ক্ষুদ্র সেবা-লাভের আশায় নিত্যকাল আপনার করুণার দ্বারে ভিক্ষুক হইতে চাহিতেছে।

হে করুণার নিত্যপ্রস্রবণ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম! যে বিশ্ব আজ কে কোন্ লক্ষ জন্ম ধরিয়া প্রলুব্ধ হইবার সুযোগ দিতেছে, সেই বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া আমি কবে সত্য সত্য আপনার অমন্দোদয় কৃপার দ্বারে নিত্য ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিতে পারিব? আপনার প্রিয়বর্গের আনুগত্যে নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থনাই আমার কৃত্য হউক।

—অপর্ণা দেবী

একখানি পত্র

বেলুড় ২৪।৩।৩৭

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

পরম পূজনীয় শ্রীল বাসুদেব প্রভো, আপনার ১৩ই মাঘের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়াছি। শ্রীনদীয়াপ্রকাশে—পরমারাধ্য ও পতিত-পাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলা-সঙ্গোপনের পর আপনি কৃপাপূর্ব্বক গৌড়ীয়গণের দশনামধন্য নববর আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া শুদ্ধবাণী দ্বারা সমস্ত জীবহৃদয় আলোকিত করিতেছেন জানিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে আচার্য্যোচিত আমার অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

দাসানুদাস
শ্রীনৃসিংহানন্দ

তারের সংবাদ

আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুর নিকট

Pubna.
Makalia,
27. 3.37

Please accept our shastanga dandabats on your kind acceptance Guruship. You are identical with Srila Prabhupad.

Siddheswar,
Jogesh,
Jatish,
Monohar,
Surendra,
Radhaballav,
Radharaman,
Ramchand,
Anath.

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

মঠ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সোপার্ষদ গান্ধর্বা-চতুর্ব্বিংশ বিগ্রহ আছেন। ভূগর্ভ মধ্যে শ্রীনিম্বার্কাদি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

রক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমঠ, মঠ, মন্দির, প্রেসাদি। ... ভাগবতের সম্বন্ধ আলোচনা ও "গৌড়ীয়" পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীল কর্ত্তাদের উত্তরসূরি।

(৩) যোগপীঠ—শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীগৌরগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্‌... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকালীর শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণাতুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ।

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌরগদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহংসাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌর প্রসাদ অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (নদীয়া) ...

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবনবিহারী অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীনন্দবাবুর গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনবদ্বীপ সেতু পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮ ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর

(১৯) প্রকাশানন্দমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)।

রক্ষক—শ্রীবামনদেব ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিবল্লভ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজী মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নাভিরাম ব্রজবাসী।

(২৫) নিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথতলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদাস, জিঃ নারায়ণপুর, ভঙ্গ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর, বিহার

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কালভৈরবপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীগোপালানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ ... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এষানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পাঠবাড়ী

রক্ষক—শ্রীপ্রণব ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

পোঃ বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ হোদোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীভগবদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) পালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজবিশিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরচুঙ্গা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ ম্লার হাউস, কর্ণওয়াল,গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ভক্তিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত ... শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ...

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ হইতে শ্রীপ্রাণ অনন্তপ্রভু বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর ...

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল-

	প্রতি মণ
রূপশালি	৬।৹
মাঝা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫।৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।৹
মাগরা নূতন	৭।৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারের কোরাকাটি	৫।৶৹
সিদ্ধ বেগুণ	৩।৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০।১
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫॥৹
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুণ	৩৶৹

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৶৹
মরিশস ১০০০ নং	১০৶৹
মাবরোরা দানা	৯৲
কানপুর দানা	৮।৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭॥৶৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫৹
গিনি	২২।৹ ১৹
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আবঙে—	৩৪।৶৹
নিম্নতম—	৩৪৸৶৹
উচ্চতম—	৩৫।৶৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।৶৹—৬।৹
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৹—৫॥৶৹
সুজী	৫৸৶৹—৬৲
আটা (ধি)	৫॥৶৹—৫৸৹
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸৶৹—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥৹—৪॥৶৹
আটা নং (৩)	৩৸৶৹—৪
গোলাউ	১॥৶৹ - ১৸৹
ভুষি	১॥৶৹- -১॥৶৹

ঘৃতের দর

অক্ষা	৫৬৲
রাসমীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।৹

শান্তিপুর	৩৯৹।
ভারতী	৪৩
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

নুনের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আদেন গোলার ফাইন	৫৬৲
লিটল আদেন করকচ	৲
কর্ণাটি সুবিনয় ফাইন	৪৩৲
হামবুর্গ ঘষা	৫৩,
ঐ ফাইন	৫১৲

বেমেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬।৹
সুপারী দেশী	১৩৸৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯॥৹—১০॥৹
গুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥৹—১৩॥৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৶৹—৭॥৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।৹—৬॥৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥৹
বরগা (টী-আয়রণ)	৭৸৹—৮৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶৹—৮॥৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন

২৪ গেজ—	১১।৶৹
২৬ গেজ—	১২।৶৹
২৮ গেজ—	১২।৶৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৶৹
২৬ গেজ—	১২৶৹
২৮ গেজ—	১২।৶৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৶৹
২৬ গেজ—	১২॥৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৴১৹—॥৶৹

গাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	৬৸৹
প্লেট রূপটি বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲

পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৪॥৹ ৭৸৶৹ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।৹—৬।৹
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৪৸৹

টিন পাটী, বোল্টু নয়ায়ে ৫।৹—৬॥৶৹

গোল রড রি ইন ফাস ড কনক্রিটের

জন্য ৫।৹—৭।৶৹

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥৹, নকল ২১৲

চটকলের হালমণ ৪৸৹, পাটের হালমণ ৬॥৹

তুলার হালমণ ৩।৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, শঙ্খবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::○::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অতি মনোরম স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ও প্রবাসের ছাত্র দিগের অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৪	১৪—০	১৮—১,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—৫৩,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত প্রমাণের শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৩ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:০:

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	৭৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ,,	৪॥৵
ত্রৈমাসিক ,,	২৷৷০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ৷০ ভিক্ষা মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, সি, দত্তের

কাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

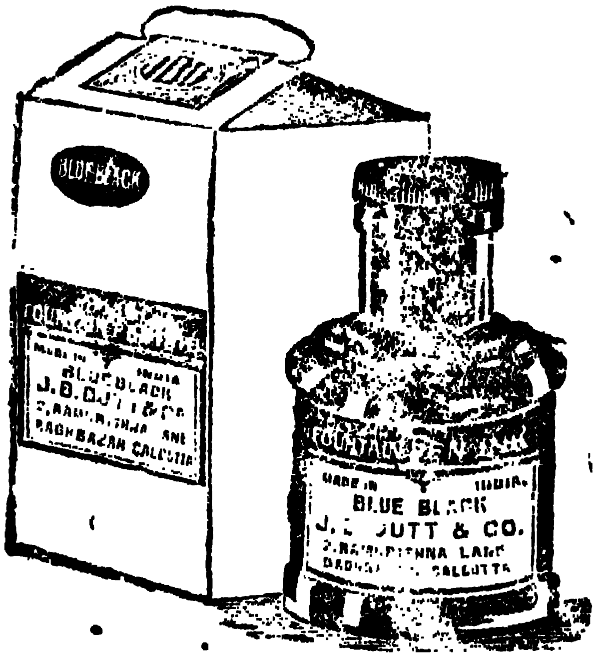

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

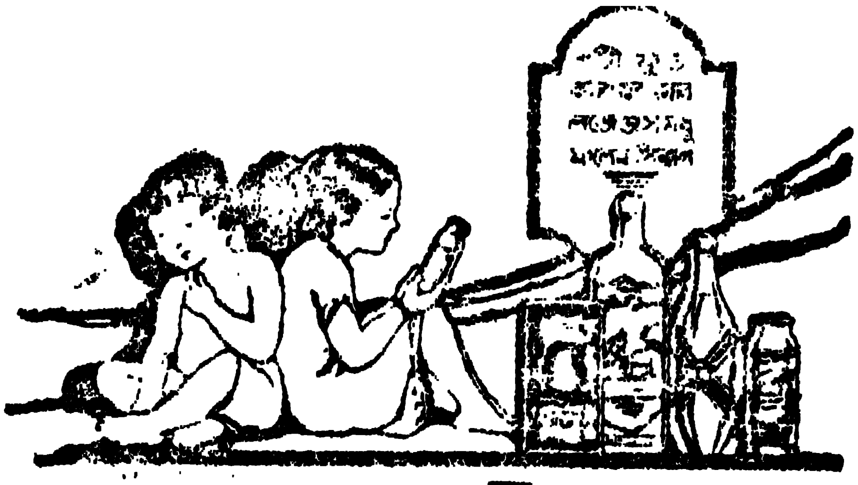

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বং নম্বর ফিক্সিং কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, সি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা
বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। মূল্য মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে ... ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ১০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে চৈত্র, ১৩৪৩, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৩৮

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

কমন্স-সভায় মিঃ বাটলারের বিবৃতি

গত ৮ই এপ্রিল তারিখে পার্লামেণ্টের লর্ডসভা ও কমন্স-সভায় ভারত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। লর্ডসভায় লর্ড লোথিয়াম বলেন যে, কি অবস্থায় কংগ্রেসী নেতারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করা হউক। লর্ড স্নেল এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

উত্তরে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দেন। তাঁহার সারকথা এই যে, মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতিতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, এতদ্বারা লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে।

লর্ড জেটল্যাণ্ড আরও বলেন যে, বড়লাট যদি মহাত্মা গান্ধীকে ডাকিয়া পাঠান এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কি ফল হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। বর্ত্তমানে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যাপার। অধুনা যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হইবে।

পরিশেষে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন যে, গবর্ণরের শাসনতন্ত্রগত ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সঙ্কট দেখা দিয়াছে। গান্ধীজী অথবা কংগ্রেসের অপর কোন প্রতিনিধি যদি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বড়লাট যে, বিশেষ সহানুভূতির সহিত এই বিষয় বিবেচনা করিবেন, তাহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই।

পার্লামেণ্টের কমন্সসভায় শ্রমিক দলপতি মিঃ এটলি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে সহকারী ভারত-সচিব মিঃ আর, এ, বাটলারও উপরোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দেন।

যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদলের অভিযান

উনাওয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় সম্প্রতি কৃষকসঙ্ঘের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বসিলে সহস্র সহস্র কৃষক মার্চ্চ করিয়া লক্ষ্ণৌ পরিষদ-ভবনে যাইবে এবং তথায় কংগ্রেসী দলকে তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-তালিকা গ্রহণের দাবী জানাইবে।

কৃষ্ণনগরে ব্যায়াম প্রদর্শনী

গত ৩রা এপ্রিল কৃষ্ণনগর এ. ভি হাইস্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুত বলাই চ্যাটার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে উক্ত স্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক স্কুলময়দানে বিরাট ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রগণ বহু প্রকার অভিনব ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছে। ওয়ার ব্যালান্সিং ভারোত্তোলন, গ্লাস ব্যালেন্সিং, এরিয়াল ফ্লাইং, চেয়ার ব্যালেন্সিং, ট্রাপিজের সিঙ্গেল ও ডবল খেলা, মোটর আটকান, বোঝাই গরুর গাড়ী বুকের উপর দিয়া ও হাতের উপর দিয়া চালান, লৌহদণ্ড বক্রীকরণ, আঙ্গুল ক্রীড়া, ... খেলা, 'সিঁড়ি', প্যারালেল ও হরাইজণ্টাল বারের খেলা, 'ফীট পয়েণ্ট', 'ডেড পয়েণ্ট', প্রভৃতি ১৭।১৮ প্রকার খেলা দেখাইয়া স্কুলের ছাত্ররা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী

মুঙ্গের জেলার জামুই হইতে প্রকাশ, তথায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে একখানা গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং চারিজন লোক মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, একব্যক্তি তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তানসহ ঐ ঘরে নিদ্রিত ছিল, ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। দরজার নিকটে শুষ্ক জ্বালানী কাঠ ছিল; রাত্রিতে অকস্মাৎ উহাতে আগুন লাগে এবং ঘরের দরজায় আগুন ধরিয়া যায়। বাহির হইবার আর পথ ছিল না; বাহিরের কাহারও সাহায্য পাওয়া যায় নাই। হতভাগ্য দম্পতি সন্তান দুইটীসহ আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

ভৃত্যের হাত কাটিয়া বন্দুক লইয়া পলায়ন

কাম্বেরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহম্মদ সরিফ বহাল সিং নামক একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতকে ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, কাম্বেরের মিউনিসিপাল কমিশনার ও জমিদার খাঁ মহম্মদ ওমরখাঁ তাঁহার স্বগ্রাম হইতে ভৃত্যসহ কথাবওয়ালা ষ্টেশনে আসিতেছিলেন। ভৃত্যের হাতে একটি বন্দুক ছিল। আসামী অকস্মাৎ তরবারিদ্বারা ভৃত্যের হাত কাটিয়া তাহার বন্দুক লইয়া পলায়ন করে। একজন হেড কনেষ্টবল একটি বন্দুক ও পিস্তল সহ আসামীকে গ্রেপ্তার করে।

...র আইন সভার সভাপতি

... উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি-পদের জন্য লালা ... মন্দরাম গান্ধীকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করাইবার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। হিন্দু ও শিখজাতীয় দলের সদস্যগণও নাকি কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই সমর্থন করিবেন।

কটক মিউনিসিপ্যালিটীর শাসন-ভার

বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ১৯৩১ সালে কটক মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃত্ব লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটিকে পুনরায় কর্ত্তৃত্ব ফিরাইয়া দিতেছেন।

উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ লতিফুর রহমান, মিউনিসিপ্যালিটীর শাসনকার্য্য কিভাবে ভালমতে চালান যায় তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৫ই এপ্রিল কটকের বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিমানে টোকিও হইতে লণ্ডন

গত ৯ই এপ্রিল বেলা ৩টা ৩০ মিনিটের সময় জাপ বিমানপোত "ডিভাইন উইণ্ড" ক্রয়ডন বিমানাশ্রয়ে পৌঁছিয়াছে। বিমানপোতখানি টোকিও হইতে রওনা হইয়া ৩ দিন ২২ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

পাটনায় মিঃ এম, আর, মাসানী

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের অন্যতম নেতা মিঃ এম, আর, মাসানী ৮ই এপ্রিল প্রাতে পাটনাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিখিল-ভারত-সমাজতন্ত্রীদলের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মিঃ মাসানী বর্ত্তমানে তাঁহার স্থলে কাজ করিবেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয় গীতা ।৶৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা। ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা /১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব /৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ /১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪ পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ড্‌স ৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তিশাস্ত্র ভক্তশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবপূর্ণ আশ্রয়ে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-শাস্ত্রে নব্য ঢঙের এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণা প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) এ গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান আবশ্যক সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত।
ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

মূল্য—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

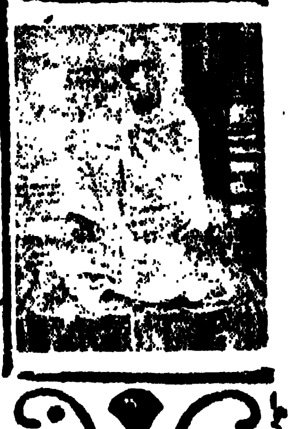

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ১৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৬৮তম সংখ্যা

আহ্বান পত্র

——::(*)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা, ২৮শে চৈত্র, ১৩৪৩

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** যোগ্যতম অধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য মহামহোপদেশক **শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর** কলিকাতা **শ্রীগৌড়ীয়মঠে** শুভবিজয় উপলক্ষে আগামী ৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় আচার্য্য-অভিনন্দনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের **সারস্বত-শ্রবণ-সদনে** একটী সভার অধিবেশন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ

প্রচার-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরে

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। স্বামীজী গত ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার বিহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণনগর আমিনবাজারনিবাসী স্বনামধন্য রায় ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুরের ভবনে হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনমুখে স্বামীজী মানবজীবনের সুদুর্ল্লভতা, ক্ষণভঙ্গুরতা, সাধুসঙ্গে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, কলিস্থানপঞ্চক ব্যাখ্যা, গৌরধাম ও গৌরের অপার করুণা, হরিভক্তিহীন জড়পাণ্ডিত্যের হেয়তা ও চারযুগের ধর্ম্ম বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর বীর্য্যবতী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী হরিকথা কীর্ত্তনশ্রবণে অনেকেই মুগ্ধ হইয়া বিভিন্নস্থানে হরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর মহোদয়ের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টায়ই তথাকার সজ্জনগণ সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছেন। এই মহাত্মা পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া নানাবিধ সেবা করিয়াছেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় শ্রীধামে আগমনপূর্ব্বক শুশ্রূষু হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি ও সত্যানুসন্ধিৎসা দেখিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের সৌজন্য, দৈন্য, বিনয়নম্র ব্যবহার, শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারে উৎসাহ ও সহায়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

কালনাসহরে

শ্রীধাম-মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড্ মাষ্টার মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৬ই এপ্রিল তারিখে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। কালনা প্রবাসী স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের উদ্যোগে তথাকার স্থানীয় টাউনহলে গত ৭।৪।৩৭ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কালনা প্রবাসী উকিল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে কালনার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকুমার মল্লিক, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় শ্রোতৃবৃন্দের সহিত বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপরে ভক্তিবান্ধব প্রভু তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় ১॥ ঘণ্টাকাল সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছে। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন এবং নিজের দৈন্যজ্ঞাপনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতি ও উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মাদ্রাজে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনহলে" শ্রীধাম নবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যানন্দ প্রভু প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্রহ্মমোহনলীলাখ্যান অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ প্রাঞ্জল পাঠ ও সজ্জনবৃন্দ বিদ্যানন্দ প্রভুর পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তাঁর ছাড়ান সংসার॥

"যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিসম্বন্ধ বিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। জীবন্ত মনুষ্য ও দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন, তবে তাঁহারা কেবলমাত্র জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বিষ্ণু, ৩রা পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪১

বৈষ্ণব ও অজ্ঞান

---::(*)::— —

চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই অনিত্য পৃথিবীতে বৈষ্ণব ও অজ্ঞান—এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বিষয়ভোগ-বিমুখ হইয়া নিত্যকাল বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব, আর যাঁহারা বিষ্ণুপূজা করেন না, কিন্তু তাঁহাদেরও বিষ্ণুর পূজা করা একান্ত উচিত, সেই হরিসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণই অজ্ঞান বা অবৈষ্ণব। এই অজ্ঞানগণ বিষ্ণুকথা ব্যতীত ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ইতর কথা শ্রবণ, বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্যতীত জাগতিক রূপ রস-গন্ধাদি বিষয়ের চিন্তা, আহার, বিহার ও বিশ্রামে সময়ক্ষেপ এবং জগতে খাওয়া-দাওয়া থাকাকে ধর্ম্ম মনে করিয়া নানা সৎ ও অসৎ কর্ম্মের আবাহন করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই যেন একটা মস্ত কাযা ও তাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই তাহাদের ধারণা। তাহারা এই সকল বিষয়ের হেয়ত্ব, অনিত্যত্ব ও ভয়াবহত্ব দেখিয়াও দেখে না, এমন কি ঠেকিয়াও শিখে না—নিজ সুখের জন্য তাহারা পাপকেও গ্রাহ্য বা ভয় করে না। পাপই হউক আর পুণ্যই হউক, ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, সে সব বিচার বা ভাল-মন্দ-জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা মানবেতর প্রাণীর ন্যায় কেবল অকার্য্য ও বিকর্ম্মেই রত। এমনি তাহাদের বুদ্ধির দৌড়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ঠিক তাহাদের বিপরীত। নিজ সুখের লেশমাত্রও তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। কিসে ভগবানের সুখ হয় সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া ভগবৎসুখের জন্য নিত্য-নব নব কৌশল বিস্তারে নিপুণ। সকল হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহারা সতত উদ্‌গ্রীব ও তৎপর, কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহারা কৃষ্ণচিন্তাময়। এতদ্ব্যতীত অন্য চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে ঘুণাক্ষরেও স্থান পায় না। সেবাচিন্তা বা সেবালোকের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় সতত আলোকিত থাকায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ অজ্ঞানান্ধকার বা কৈতব তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। তাই তাঁহারা নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিত্যকাল অবস্থান করিয়া তৎকৃত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা মাদৃশ অজ্ঞান জীবের পরমমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের অপর নাম মঙ্গল। ইঁহারা সতত ভগবদুন্মুখ আর অবৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি উন্মুখ ও বিমুখভেদে আচরণ-ভেদ আছে। অজ্ঞান যাহারা তাহারা কর্ত্তাভিমানী প্রভু-অভিমানী। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত জীব যে কিছু করিতে পারে না, এ জ্ঞান তাহাদের নাই। তাই তাহারা কর্ত্তাভিমান সংকল্পাদির দ্বারা সমগ্র জগতের প্রীতিভাজন হইবার জন্য সচেষ্ট। তাহারা কেহই কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না এবং অন্য লোক যাহাতে আমাদের উপাসনা করে তজ্জন্য ব্যস্ত। স্বরূপের উপলব্ধির অভাববশতঃই এই সব কুবিচার তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব বা তদনুগত জনের কিন্তু এইরূপ দুর্ব্বিচার নাই। তাঁহারা জানেন যে, ভগবানের সেবাই একমাত্র কৃত্য; দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য—ভগবৎ-সেবা। আমরা সেই সাধুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ করি না বলিয়া জীবের একমাত্র ধর্ম্ম ভগবৎসেবা আমাদের ভাল লাগে না এবং তদ্ধেতু একটি নিত্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অনন্ত অনিত্য ধর্ম্ম বা অনন্ত কামনা-বাসনা আমাদিগকে গ্রাস করে। এই ভগবদ্বিমুখতাই সকল ক্লেশের মূল, সেজন্য হরিবিমুখ আমরা কেবল ক্লেশই পাই। সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আমাদের সাধুসঙ্গের সুযোগ হয় সেইদিনই আমাদের বিমুক্তি বা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইবার দিন আসে এবং তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা কর্ত্তা নহি, সেব্য নহি, ভগবানই আমাদের একমাত্র কর্ত্তা, একমাত্র সেব্য। তিনি পালক, আমরা পাল্য; তিনি প্রভু, আমরা ভৃত্য। এই সাধুসঙ্গের দিনই জীবের শুভদিন বা মঙ্গলানন্দের প্রথম দিন।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন, আর অজ্ঞান আমরা—পতিত। আমরা দুঃখময় সংসার-সমুদ্রে পতিত। তাই আমাদের ক্লেশের আর সীমা নাই, দুঃখের আর শেষ নাই। আমরা অভাবগ্রস্ত জীব, নানা প্রকারের অভাব আমাদিগকে সর্ব্বদা পেষণ করিতেছে। আমরা দরিদ্র ও মহাদুঃখী, কিন্তু ভগবান্ যাঁহাদিগকে এ জগতে আমাদের মঙ্গলের জন্য পাঠাইয়া দেন সেই বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী, মহাদাতা, পরমদয়াল, বাঞ্ছা-কল্পতরু, পরদুঃখদুঃখী এবং সতত জীবতারণে রত। এই সংসার-সমুদ্রে তাঁহারাই আমাদের একমাত্র রক্ষক, একমাত্র কর্ণধার-স্বরূপ। আমরা যদি তাঁহাদের শরণাপন্ন হই তাহা হইলে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইঁহারা মঙ্গলময় ও বিজ্ঞ। আমাদের সমস্ত মঙ্গলের ভার ইঁহাদেরই উপর ভগবৎকর্ত্তৃক ন্যস্ত। ইঁহারা আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা ও মাদৃশ দীনের একমাত্র বন্ধু। তাঁহারা কৃষ্ণের বড় আদরের বস্তু। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকলকেই সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। তাহাতে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না। সাক্ষাৎ ভগবানই তাঁহাদের একমাত্র নিজ সম্পত্তি—এই ধনেই তাঁহারা ধনী। তাঁহারা—নিষ্কিঞ্চন; এ জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি কোন বস্তুই তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা পরমতত্ত্ব ভুবনমনোমোহন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্যারূঢ় ও লুব্ধ। এই বৈষ্ণবগণের আনুগত্য দ্বারাই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়, তদ্ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর অন্য কোন রাস্তা নাই। এই বৈষ্ণবগণের সেবার মাহাত্ম্য ভগবানের সেবা অপেক্ষাও অধিক। ইঁহাদের সেবার দ্বারাই বিষ্ণুর সুষ্ঠু সেবা হয়। শাস্ত্র বলেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

'ঈশ্বরের প্রিয়—সকল ভক্তগণ।
বেদের যে-হেন বাত অঙ্গুল চরণ॥
মোর ভক্তপ্রতি প্রেম-ভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে॥"

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে যাঁহাদের প্রীত্যাধিক্য, তাঁহারাই ভগবানের প্রিয়পাত্র; আর গুরুবৈষ্ণবের চরণে যাহাদের প্রীতি নাই তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভবপর নহে। মানবপ্রীতি ও বদ্ধজীবের সেবার দ্বারা কখনও ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করা যায় না বা জীবের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় না। এই বৈষ্ণবগণের সেবা-প্রভাবেই জীবের বদ্ধজ্ঞান অপসারিত হয়। সুতরাং এই বৈষ্ণবগণই যে অজ্ঞানান্ধ আমাদের একমাত্র আশ্রয় তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

এই বৈষ্ণবগণ 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অভিমানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি হওয়ার অভিমানই প্রকৃত বৈষ্ণবতা বা স্বরূপজ্ঞান। তাঁহারা গুরুকৃষ্ণের নিত্য অনুগত এবং গুরুবৈষ্ণব-দাসাভিমানরূপ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের ভূষণ, হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাই তাঁহাদের প্রাণ। "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি' নিরন্তর॥" —ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা ও অভিলাষ। এই বৈষ্ণবের কৃপাই ভগবৎ-সেবালাভের বা ভগবৎ-কৃপালাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং 'আমি বৈষ্ণব' এই দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ না করিয়া বৈষ্ণবের সেবক হইয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বা সাফল্য লাভ করা উচিত নহে কি? তজ্জন্য আজ আমরা গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

আচার্য্যদেবের হরিকথা

—— ::(*):: ——

গত ৬ই এপ্রেল মঙ্গলবার রাত্রে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু উপদেশমুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সাধারণ জীব কেউ বা নিত্যমুক্ত কেউ বা নিত্যবদ্ধ, আবার কেহ বা বদ্ধমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ নহেন। বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ নিত্যসিদ্ধ, তাঁরা গুরু। তাঁদিগকে জীব মনে করা অপরাধ। দ্বাদশগোপালাদি—যাঁ'রা বলদেবের গণ, তাঁ'রা জীব ন'ন—বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ।

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী পরস্পর পৃথক্। স্বরূপে তটস্থভাব সুপ্তভাবে থাকলেও বদ্ধজীব তটস্থ নয়, তাঁ'রা বদ্ধ। মুক্ত সম্বন্ধেও তাই, তাঁ'রা সতত ভগবৎসেবা-রত।

শ্রীমতী—গুরু-শিরোমণি; তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়; তাঁ'র চেয়ে কৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। কৃষ্ণ তাঁ'কেই চা'ন। অন্য কা'রও কাছ থেকে সেবা নিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীমতীও ইহা বিশেষভাবে জানেন। কিন্তু তিনি এত উদার যে, কৃপাপূর্ব্বক নিজের অনুগতজনকে কৃষ্ণসঙ্গ বা কৃষ্ণ-সেবার সুযোগ প্রদান করেন। কৃষ্ণের চেয়ে তাঁ'র দয়া ঢের বেশী। কৃষ্ণের সুখ হ'লেই তাঁ'র সুখ। তাঁ'কে অবহেলা বা বিদ্বেষ ক'রেও যদি কেউ কৃষ্ণসেবা করে তাঁ'কেও তিনি সেবা-সুযোগ দেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কখনও দাক্ষিণ্য-ভাব, কখনও

বামাভাব। এই বামাভাবটাই কৃষ্ণের বেশী প্রিয়। চন্দ্রাবলী আদি তাঁ'র বিরুদ্ধাচরণ ক'রলেও তাঁ'দিগকে তিনি কৃষ্ণসেবা দে'ন, এত তাঁ'র দয়া।

যাঁরা রূপানুগ তাঁরা সেব্যের সেবার জন্যই সতত ব্যস্ত। নিজের দিকে তাঁ'দের দৃক্‌পাত নাই। কোন লোককে 'গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করতে দেখ্‌লে প্রভুভক্তের বড় আনন্দ হয়। সেই লোক প্রভুভক্তকে যাহাই বলুক না কেন বা তাঁ'দের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, তা'তে তাঁ'দের কিছু যায় আসে না; বরং সেই প্রভুসেবকগণের সেবা ক'রবার জন্যই তাঁ'রা ব্যস্ত হন। ইহাই রূপানুগ ভজন-রহস্য।

বঞ্চিত

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ)

জনৈক গুরুরূপ শিষ্য-বাটী গমন উপস্থিত। শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন, বাবা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অনিত্য, কখন মরিয়া যাইবে ঠিক নাই। আমারই বা কখন মৃত্যু হইয়া যাইবে, পরিশেষে অনুতাপ করিবে যে, গুরু-পাদাশ্রয় করিতে পারিলাম না। তাই বলি, আজকেই দীক্ষা গ্রহণ কর।

শিষ্য—আপনি ত' কৃপা করিতে প্রস্তুত। আমি কিন্তু কোনরূপ বিধিনিষেধ বিচার করিতে বা পালন করিতে অক্ষম। যদি তা'তে রাজী হ'ন, তবে আমি দীক্ষা লইতে পারি।

গুরুব্রুব—বৎস তাহার জন্য আর চিন্তার কারণ কি? আমার ন্যায় পতিতপাবন গুরুর আশ্রয় লইলে কোন চিন্তার কারণ নাই, তুমি যাহা কিছু কর না কেন কিংবা যাহা ইচ্ছা খাও না কেন আমি তোমাকে উদ্ধার করিবই।

এইরূপ ঘটনা একটী নহে, সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের ভোগপ্রবণ জীব সর্ব্বদা ভোগে ব্যস্ত। সকল কার্য্যের মধ্যেই ভোগ চায়। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে গেলেও ভোগের অনুসন্ধান করে। ভোগিকুল ধর্ম্মের নামে কপটতা করিয়া ভোগের আনুকূল্য সংগ্রহ করিতেছে, আর তথাকথিত শিষ্যগণও তাহাদের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইয়া দিতেছে কিন্তু প্রকৃত সদ্‌গুরুর আচার ও প্রচার কখনও এরূপ নহে। তিনি কখনও শিষ্যকে ভোগ বা যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু অন্তর্যামিসূত্রে শিষ্যের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া তাহার সমস্ত কুটিনাটী, যথেচ্ছাচার, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার কণামাত্র যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয় তজ্জন্য কৌশলজাল বিস্তার করেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে এবং গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারে ইহা সুন্দররূপে দেখিয়াছি।

শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষশূন্য না হইলে ভক্তিই হয় না। আমার যদি প্রচারের ছলনায় দেশ-ভ্রমণ-কার্য্যই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা কিরূপে ভক্ত্যঙ্গ বলা যাইবে? জোর গলায় বলিতে থাকিলাম, আমাকেই এই কার্য্য করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ হইয়াছে, আমিই একমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তি, অপর কেহ নহে। এই সকল অভিমানও ভক্ত্যনুকূল নহে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্য অনেকই আওড়াইতে পারি, লোকের নিকট নিজের ভক্তনাম জাহির অনেক প্রকারেই করিতে পারি। কিন্তু আমি নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে কি পোষণ করিতেছি, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলেই পারি! আমার কি এইভাবেই চিরকাল যাইবে? অন্তর্যামী ভগবান্ কি আমার অন্তরের সুগুপ্ত ভাবটী দেখিতেছেন না? ইহা ত' একবারও ভাবি না! সুতরাং আমা অপেক্ষা বঞ্চিত আর কে আছে?

জীবের ধর্ম্ম

(শ্রীরাধানাথ দাস)

প্রত্যেক পদার্থেরই একটী স্বভাব আছে, উহাই সেই পদার্থের ধর্ম্ম। যেমন জল একটী পদার্থ, উহার স্বভাব তারল্য। সুতরাং তারল্যই জলের ধর্ম্ম।

যেমন প্রত্যেক পদার্থেরই একটি ধর্ম্ম আছে, জীবেরও সেইরূপ ধর্ম্ম আছে এবং উহা একটিমাত্র। বরফ জল হইতে উৎপন্ন হইলেও যখন উহা শৈত্যসংযোগে কঠিন হয়, তখন জলের ধর্ম্ম কাঠিন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু উহা জলের একটি বিকৃত অবস্থা মাত্র, উত্তাপ পাইলে উহা পুনরায় জলে পরিণত হয় এবং তখন তারল্যধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সেইরূপ জীবের একটি ধর্ম্ম আছে। তবে জীবের বদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্ম একাধিক বলিয়া মনে হয়।

জীব চেতন আত্মা, উহা জড় শরীর নহে। দেহপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব ফুরাইয়া যায় না বা আত্মার পতন হয় না। যথা—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"
(গীতা)

দেহ চেতন জীবের আবরণসদৃশ। যথা—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।"
(গীতা)

ইহাতে বুঝা যায়, জীব দেহ নহেন। সুতরাং শুদ্ধ আত্মার প্রকৃত ধর্ম্মই জীবের প্রকৃত শুদ্ধ ধর্ম্ম।

আত্মা কে? আত্মা পরমাত্মার অণু অংশ, তাঁহার অধীন দাস। আত্মার ধর্ম্ম কি? আত্মার ধর্ম্ম—ভগবৎসেবা; কারণ, আত্মা অণুচৈতন্য এবং ভগবান্ বৃহৎ-চৈতন্য; অতএব জীব পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যেমন প্রত্যেক ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তুর আশ্রিত, পৃথিবী যেমন তদপেক্ষা বৃহৎ সূর্য্যাশ্রিত, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র চেতন জীবের বৃহৎ-চৈতন্য শ্রীভগবানই আশ্রয়। সুতরাং শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হওয়া বা তাঁহার সেবাই জীবের ধর্ম্ম। ভগবৎসেবাই যে জীবের ধর্ম্ম, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই—একথা ভগবান্ স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাই—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
* * *
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥

অতএব জীবের নিত্য বা প্রকৃত ধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্য, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ভক্তিস্পৃহা-শক্তিপরিণত জীব আমরা স্বীয় সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—মায়ার এই ত্রিগুণাত্মক শৃঙ্খলে কবলিত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতেছি। এবং ভুলবশতঃ নিজকে দেহ বলিয়া মনে করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের ন্যায় ত্রিতাপদগ্ধ জীবের নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে বন্দী হয়ে মায়াপাশে।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥
এমনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

আমরা এখন আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং শৈত্য-সংস্পৃষ্ট জলের বিকৃতাবস্থা-প্রাপ্ত বরফের কাঠিন্য ধর্ম্মের ন্যায় মায়াকবলিত বদ্ধাবস্থা-প্রাপ্ত আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধর্ম্ম' ধর্ম্মকে নিজেদের প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছি।

বরফ উত্তাপস্পর্শে জল হইলে যেমন জলের প্রকৃত ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমরা যদি সাধুবৈষ্ণব সজ্জনের সুযোগ পাই তাহা হইলে আমরা মায়ামুক্ত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারি।

আমরা স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস, আমরা এইরূপ মায়ার দণ্ডনীয় নহি। এরূপ ভবপারী গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল; নতুবা আর উপায় নাই।

আমাদের এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ এবং পরমার্থদ। এই মনুষ্য-জন্মে নিষ্কপট সাধুগুরুর অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় মুক্ত হইয়া জীব ভগবানের শুদ্ধ সেবা লাভ করত নিত্যকাল তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

কাজেই আমরা যদি এই উপদেশানুসারে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া তদানুগত্যে এই ভবসমুদ্রে দেহতরণী বাহিয়া চলিতে থাকি তবে আমরা এই ভবসমুদ্র পার হইতে সমর্থ হইয়া সদানন্দময় বৈকুণ্ঠে ভগবানের নিত্য দাসরূপে থাকিবার সুযোগ পাইব।

আমরা এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সদ্‌গুরুকে এই দেহতরণীর কর্ণধার জানিয়া যদি ভবসমুদ্র পার না হই তবে আমাদের ন্যায় হতভাগ্য বা আত্মঘাতী আর কে হইতে পারে? পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব তাহাদের ঐ সব দেহ দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইতে পারে না, কিন্তু আমরা এমন দেহরূপ সুপটু নৌকা পাইয়াছি। শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধাররূপে পাইয়াও যদি ভব পার হইতে চেষ্টা না করি তবে আমরা কীট-পতঙ্গ হইতেও অধম নহি কি?

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড ৷৵০; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

ঈশোদ্যান, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রী[illegible] পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] আদিগ্য চতুষ্পাঠী [illegible] প্রদর্শনী [illegible] প্রকাশিত্যালয় আছে। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, পৌষ্যানচতুষ্টয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক – মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভাগবতশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদাশ্রিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অন্তর্দ্বীপ [illegible] শ্রীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক – শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরগদাধর দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউথারা – (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাসথালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক –শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক – মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নীলাচল গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জগয়াড়িজলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ পি

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়-মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং কালিকাপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক- শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষ, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক- শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক – শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ-মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমাল শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্প্যার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্ল্যাষ্টার হাউস, কণ্ওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিহৃদয় গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালামি	৬॥০
রাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাটপ	১০॥৴০
বলিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মায়াহোরা দাবা	৯:০
কাশিপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর দানা	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৸৫০
গিনি	২২।৵ ১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরে—	৩৪৸৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৪।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴০—৪৸৴
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড	১॥৴০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৬৲
রাণীগঞ্জ	৫৩৲
কৃষ্ণনগরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

গাওয়াঘি	৩৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

তুলার দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আমেরিকান সোলার ফাইন	৫৪
মিট্‌ল আমেরিকান	৪০৲
করাচি পুরাতন ফাইন	৪৩৲
চাঞ্চর্গ ধারা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১-৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পাতল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
নরম্যা (টী-আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ বল্টু ২৪—৩০ গেজ শীট	।৴১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৪॥০ ৭৸৴০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাতি, বোলটু পয়রে	৫।০—৫।৵০
গোল রড রি-ইন-ফাস ও কনক্রিটের জন্য	৫॥০—৭।৵০
সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল	২২৲
চটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ	৬॥০
তুলার হালমণ	৩৲০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্‌ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, স্ট্র্যাণ্ড রোড

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

হিন্দু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অমায়িকচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থা সাধ্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	,,	২৷৵০
মাসিক	,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible] জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

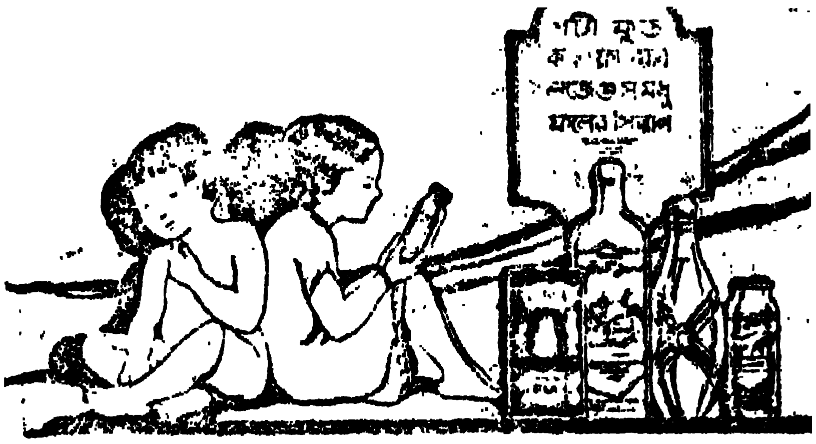

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা
বর্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible] ১৯৪১

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

[illegible] -প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৩১

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

বোম্বাই মন্ত্রিসভার কার্য্যক্রম

গত ৯ই এপ্রিল বোম্বাই গবর্ণরের সহিত নূতন মন্ত্রি-সভার ভবিষ্যৎ নীতি ও কার্য্যক্রম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা চলিয়াছিল। নানা বাদবিতণ্ডার পর গবর্ণর মন্ত্রিগণের প্রস্তাবিত কার্য্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি অনুমোদন করিয়াছেন।

(১) নূতন ট্যাক্স বসাইয়া দশ কোটী টাকার সংস্থান করিতে হইবে।

(২) প্রজাসাধারণের খাজানা এক কোটি টাকা পর্য্যন্ত কমাইতে পারা যাইবে।

(৩) উপাসনা-স্থানের নিকটবর্ত্তী আবগারী দোকানগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ক্রমশঃ মাদক-দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা হইবে।

(৪) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, বাজেয়াপ্ত-সম্পত্তি প্রত্যার্পণ, রাজনৈতিক-প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে শাস্তিমূলক আদেশ অপসারণ, সংবাদপত্রের জামানত ফেরৎ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(৫) ঘোড়দৌড়, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-সামগ্রী এবং হোটেল প্রভৃতির উপর কর বসাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

এই সকল ব্যবস্থা ব্যতীত কৃষি-ঋণ মকুব, বিনা মূল্যে বেকার ও দরিদ্রদিগকে পতিত জমী বিলি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদিগকে সাহায্যদান প্রভৃতিও নূতন মন্ত্রি-সভার কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রমিক-নেতার বিরুদ্ধে মামলা

হাওড়ার জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শ্রমিক-নেতা বলিয়া পরিচিত ঠাকুর সিংহ নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শিবপুর-চটকল-ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শিবপুরে এক বক্তৃতা দেন। তাহাতে নাকি তিনি ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে যাহারা জুট ওয়ার্কস-ইউনিয়নের অনুমতি-ব্যতীত কাজে যোগ দেয়, তাহাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ধর্ম্মঘটীদের অনুরোধ করেন। তিনি নাকি আরও আপত্তি-জনক মন্তব্য করিয়াছেন।

গবর্ণরের বারক্ষী আহত

গত ১০ এপ্রিল রাত্রি একটায় লক্ষ্ণৌ গবর্ণরের বারক্ষী গুলীর আঘাতে জখম হইয়াছে। বারক্ষী জাঠ-সৈন্যদলের জনৈক সৈনিক। সে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এমন সময় শুভ্র পোষাক পরিহিত জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া একটী গুলী ছোড়ে। গুলীটী প্রহরীর পায়ে লাগে এবং সে সামান্য জখম হয়। আগন্তুক গুলী করিয়াই অন্ধকারে সরিয়া পড়ে।

———

সলিসিটরের বিরুদ্ধে মামলা

প্রবঞ্চনার টাকা প্রতারণাসম্পর্কে সলিসিটর এম, কে, রায়চৌধুরী ও রামদেও [illegible] শার বিরুদ্ধে আলিপুরের পুলিশ কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ক্ষুদিরাম বাবু গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে জেরা করা হয়।

তিনি আসামীর কার্য্যের একজন মক্কেল। বর্ত্তমান মামলা ভিন্ন তিনি আর কখনও উক্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নাই। ১৯৩৩ সালের ২৭শে এপ্রিল সাক্ষী রামদেওর বাড়ী রেহানাবদ্ধ রাখিয়া ৬॥০ টাকা হার সুদে ৩০ হাজার টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সর্ত্তসম্পর্কে মৌখিক চুক্তি হয়। সলিসিটর তাঁহাকে বলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে টাকার দরকার হইবে। রামদেও টাকা চাহিলে সাক্ষী ৬ই আগষ্টের মধ্যে ৩০ হাজার টাকা দিতে পারিতেন তিনি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শুনানী স্থগিত আছে।

———

পোষ্টমাষ্টারের কঠোর সাজা

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহেশ্বর প্রসাদ সিংহ গত ১০ই এপ্রিল সাহেবগঞ্জ-ডাকলুঠের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিচারে কর্ণাউলের পোষ্টমাষ্টার জহিরুদ্দী এবং রেল রাণায় দর্শন বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। বিচারক পোষ্টমাষ্টার জহিরুদ্দীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রাণায় দর্শন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিহার ব্যবস্থা-পরিষদের গত নির্ব্বাচনের সময় এই ডাকলুঠ হয়। তাহাতে ৩ হাজার ১ শত ৫০ টাকা খোয়া যায়। পুলিশের তদন্তকালে পোষ্টমাষ্টারের ঘর হইতে ১৬৪৫ টাকা পাওয়া যায় এবং পরে রাণায় স্বীকারোক্তি করে।

———

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতির অফিস হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, আগামী ২৬শে এপ্রিল ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে।

মান্দ্রাজ কর্পোরেশনের প্রতি সতর্কবাণী

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস মান্দ্রাজ গিয়াছিলেন। এই সময় মান্দ্রাজ কর্পোরেশন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ইহাতে কর্পোরেশনের যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, সম্প্রতি মান্দ্রাজ-গবর্ণমেন্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। তবে এই সঙ্গে কর্পোরেশনকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে এরূপ কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে পূর্ব্ব হইতেই যেন গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরী লওয়া হয়, অন্যথা এরূপ ব্যয় বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে।

———

আখের রেলভাড়া কমিল

বিহার গবর্ণমেন্টের আবেদন অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ৭৫ মাইল অপেক্ষা বেশী দূরে আখ প্রেরণ করিতে হইলে রেল মাশুলের হার শতকরা ২৫৲ টাকা কম হইবে। এই বিধান সমস্ত রেলপথে প্রবর্ত্তিত হইবে। আর দক্ষিণ বিহার-সেক্সনের ষ্টেশনগুলি হইতে ডেহরি-অন শোন পর্য্যন্ত আখ প্রেরণ করিতে হইলে রেল মাশুলের হার শতকরা ৪০৲ টাকা কম গ্রহণ করা হইবে।

সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ মেহের আলি

গত ২রা এপ্রিল বোম্বাইর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা মিঃ ওয়াই, জে, মেহের আলীকে সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কর্পোরেশন বিল্ডিংএর সম্মুখে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

ঐ সম্পর্কে অন্যান্য বাঙ্গালীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাদের মামলার শুনানী ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত স্থগিত আছে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সচিত্র শ্রী চৈত্রশ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্ষেপ-সার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদল-আদর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গৌরবগাথা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠগুরুপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরপ্রাঙ্গণ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল। আমাদের ভারত একাধারে ধর্ম্ম এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবে এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ প্রাচীন ও বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দর্শনের প্রসঙ্গ সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ } ১৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৩৯তম সংখ্যা

কলিকাতা মহানগরীতে গৌড়ীয়াচার্য্যের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

মঠবাসী ও নগরবাসী কর্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলে যোগ্যতম অধস্তন শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু আগামী এপ্রিল রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও মহানগরীর মহানুভবগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন উপলক্ষে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মানপ্রদর্শনমুখে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে একটী বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদকে অগ্রণী করিয়া হ্যারিসনরোড, কলেজষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবেন। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে আচার্য্য-অভিনন্দন-উপলক্ষে একটি বিরাট্ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। বহু বিশিষ্ট সজ্জন সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতাদি প্রদান করিবেন। আমরা এই সভায় সজ্জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে সভা

গত ১৯শে চৈত্র, ২রা এপ্রেল শুক্রবার দিবস কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধার যাচক মহারাজ সমাগত সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে ওজস্বিনী ভাষায় 'আচার্য্যধারা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

সহজ-পরমহংস কাহাকে বলে, নীর ক্ষীর-বিচার কি, বলিতে গিয়া স্বামীজী বলেন—অসারভাগ ত্যাগ করিয়া যিনি সারগ্রহণ করেন অর্থাৎ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা ও অন্যাভিলাষাদি পরিত্যাগ করতঃ যিনি নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় রত আছেন, তিনিই পরমহংস-পদবাচ্য।

আম্নায়ধারা বা শ্রীগুরুপরম্পরা—সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। ঐ ধারা কখনও ছিন্ন হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ের দশমাধস্তন বর্ত্তমান আচার্য্য—শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অনন্তগুণ কখন এক-মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে শ্রীবৈষ্ণবের কৃপা হইলে দিগ্‌দর্শন জন্য কিছুমাত্র বর্ণন করিতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও দেখা যায়, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তের একমাত্র মালিক শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দর কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বঙ্গদেশীয় কবির আলোচনায় আমরা একথা জানিতে পারি। সেরূপ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য কিছু শুনিতেন না। দৈনিক-পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, সজ্জন-বিদিত সাপ্তাহিকপত্র শ্রীগৌড়ীয় শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু দেখিয়া দিলে শ্রীল প্রভুপাদের আর কোন সন্দেহের কারণ থাকিত না। পরিশেষে স্বামীজী মহারাজ ১২ বর্ষ ২২শ সংখ্যা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ হইতে আচার্য্যধারা কি, আচার্য্যধারা যে ছিন্ন ও শুষ্ক হয় না, আচার্য্যাভিমানের স্বরূপ, গৌরনিত্যানন্দের কথা, নির্ব্বিশেষবাদীর সিদ্ধান্তের হেয়তা, আচার্য্যের নিত্যপ্রকটলীলা-নির্দ্দেশ, কৃষ্ণের পর গ্রন্থ-ভাগবতসনই আচার্য্য, মহাপ্রভু আচার্য্য নাই বা প্রয়োজন নাই, ইহা মায়াবাদ, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই আচার্য্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় যখন ষোড়শবর্ষীয় আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীশুকদেব গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন বর্ষীয়ান্ মুনিবৃন্দ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বাহ্যবিচারে আশ্রমাতীত পরমহংসগণ আবদ্ধ নহেন। 'প্রভু' 'গুরু', 'আচার্য্য', 'ওঁবিষ্ণুপাদ', 'ভগবচ্চরণ' প্রভৃতি প্রভুপাদের অধস্তনগণে প্রযোজ্য হইবে কি না, সাধারণের উপদেশ বা কমিটীদ্বারা আচার্য্য নির্ব্বাচিত হইবেন কি না, ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞতা ও অপসিদ্ধান্ত, নির্ব্বিশেষবাদীর স্বরূপ কি, প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়ধ্বনিসহ সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শনার্থী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনাভিলাষে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেনারেল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় গত ১০ই এপ্রিল শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে সপরিবারে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধামের বাবতীয় শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হন। শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব প্রভুর নিকট তিনি বহুক্ষণ যাবৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য, জীবের স্বরূপের বা আত্মার ধর্ম্মই যে সনাতনধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে শ্রবণ করেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করেন এবং বলেন, এরূপ প্রকার প্রাণস্পর্শী হরিকথা পূর্ব্বে তিনি শ্রবণ করেন নাই। তিনি পুনরায় শ্রীধামে আসিয়া হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিসম্বন্ধ-বিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। জীবন্ত মনুষ্য ও দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন তবে তাঁহারা কেবলমাত্র ভূ-গর্ভস্থলে আশ্রয় করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ বিষ্ণু, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

গুরুদেব

——::(※)::——

শ্রীগুরুদেব শক্তিতত্ত্ব, শক্তিমত্তত্ত্ব নহেন। তিনি শ্রীমতীর কায়ব্যূহ—শ্রীমতীর প্রকাশ বিগ্রহ। অন্তরঙ্গে শ্রীগুরুদেব শ্রীবার্ষভানবী-স্বরূপ প্রকাশ। তিনি জীব নহেন—জীবপ্রভু। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হন। রাম নৃসিংহাদি ভগবদবতারগণের কার্য্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুগণের রক্ষা, দেবোদ্ধার, ভূভার উদ্ধার, অসুরসংহারাদি কোন নিমিত্তবশতঃই তাঁহারা এ জগতে আসেন না। আমাদের স্বরূপ-রূপানুগ গুরুবর্গের শ্রীমতীর সহিত কৃষ্ণের মিলনের জন্যই একমাত্র চেষ্টা এবং অনুগতগণের প্রতিও তাঁহাদের এই উপদেশ। এই শিক্ষা বিতরণের জন্যই তাঁহাদের এ জগতে আগমন। পরম করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহারা জীবগণকে শ্রীমতীর পদাশ্রিত সেবা দান করেন। ইহা অপেক্ষা বড় দান ও বড় দয়ার কথা আর নাই। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি, ইহাই আমাদের স্বরূপ। জীবগণ বিভিন্নাংশ। জীবপ্রভু শ্রীগুরুদেব তাহা নহেন। তিনি শ্রীমতীর অভিন্ন—সখী-মঞ্জরী।

প্রকৃত গুরু—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন। তিনি মহাভাগবত। তাই সদ্গুরু নিজ শিষ্যকেও নিজ সেবা শ্রীকৃষ্ণলীলার সেবোপকরণ জ্ঞান করেন। শ্রীগুরুদেবের আদৌ বহিঃ-প্রজ্ঞা আদৌ প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা নাই। সুতরাং গুরুদেব ভোগপ্রবৃত্তিতে শিষ্যের কোন সেবা গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত সদ্গুরু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার উদ্দেশ্যে শিষ্যগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় সেবানুকূল্য করাইয়া নিজে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় আবিষ্ট থাকেন। একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বিষয় শ্রীকৃষ্ণসেবার সেবোপকরণ প্রকট ও বিস্তারের জন্যই মহাভাগবত আচার্য্যের শিষ্যকরণলীলা।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম একমাত্র মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবই প্রদান করিতে পারেন, অন্যের এ সামর্থ্য নাই। এক বদ্ধ জীব অপর বদ্ধজীবের সংসার বন্ধন মুক্ত করিতে পারে না—এক অন্ধ অপর অন্ধকে দিব্যজ্ঞান বা দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে অসমর্থ। ভোগপ্রবণতাবশতঃ অসদ্গুরুর আশ্রয়ে যে মঙ্গললাভের কল্পনা তাহা কুকুরের লেজ ধরিয়া সমুদ্র পার হইবার ন্যায় বিফল প্রয়াস মাত্র। শ্রীনাম—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—চিন্ময় বস্তু অপ্রাকৃত বস্তু। সদ্গুরুকরুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই অপ্রাকৃত শ্রীনাম স্বয়ং উদিত হইয়া নৃত্য করেন। শুদ্ধ নামের নিত্যসেবার ফলে জীব অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশের সৌভাগ্য পান। জীবকে এইরূপ নিত্যানন্দের সন্ধানপ্রদানই—শ্রীনাম-ভজনে উদ্বুদ্ধ করাই জীবের শ্রেষ্ঠ উপকার—জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় দয়া—অমন্দোদয়-দয়া। ভাগ্যবান্ জীবগণই শ্রীগুরুদেবের এই করুণা লাভ করিয়া থাকেন। সেবা-বিমুখতাই মায়াবদ্ধের একমাত্র কারণ, তাই পরমকরুণাময় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবলমাত্র নিত্যমঙ্গলকাঙ্ক্ষী হইয়া শ্রীভগবৎ-সেবার বৈভববিস্তারকল্পেই অহৈতুকভাবে জীবমাত্রকে ভগবন্নামমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাহা ঢঙ্ পোশাকী, ব্যবসায় বা লৌকিক অর্থকর ব্যাপারবিশেষ নহে।

গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ লাভ ঘটে। ভক্তিলতার বীজপ্রদাতা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎ-স্বরূপ গুরুদেবকে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর নিকট প্রেরণ-কার্য্যই কৃষ্ণপ্রসাদ। শ্রীমান্ অত্র পরযোগ্য ধনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে ভগবান নিজ প্রিয়জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজ কৃপাশক্তি বিতরণের জন্য মহান্তগুরুকে প্রেরণ করেন এবং সেই আচার্য্যরূপী ভগবান শাসিয়াছ শ্রীগুরুদেব ও শিক্ষক কৃষ্ণসেবারূপ নিত্যধনের দান করিয়া কৃতার্থ করেন। গুরু ও কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই জীবের এক সৌভাগ্য লাভ ঘটে। যাহাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নাই, জীবাত্মার চিদ্‌বৃত্তির অস্ফুটবিকাশবশে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যাহাদের নাই, তাহাদের ভক্তিলতার বীজ-প্রাপ্তি ঘটে না—পরমাত্মীয় হরিগুরুবৈষ্ণবে তাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥'

শুদ্ধভক্তিবিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরদুঃখদুঃখী জগদ্গুরু মহাভাগবতই শ্রীগুরুদেব। তিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ, মন্ত্রবিক্রয়ী বা ধর্ম্মব্যবসায়ী নহেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম নিত্য; গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব, তাঁহারাও নিত্য। ভক্তগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; ভক্তপূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার ছলনা দাম্ভিকতামাত্র—ইহাই শ্রৌতবাণী বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়াচার্য্যদেব গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ভাষ্যে। চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ অঃ লিখিয়াছেন,—"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ, সেই কৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহকে যে পাষণ্ড বিশেষবুদ্ধিতে গ্রহণ করে সেই পাষণ্ডীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গপ্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার লুপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং গৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবক ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তব্রুব ও ভক্ত সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী। তজ্জন্য অসৎসঙ্গিগণকে পরমার্থ-সম্মেলনের সদস্য জ্ঞান করা—ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থবঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে ও তদভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবালাভ কখনও হয় না, তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে। অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তব্রুবসম্প্রদায় যে পথে চালিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। তজ্জন্য ভক্তগণ তাঁহাদের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকাশ-স্বরূপ ভগবানই শ্রীগুরুদেব। ইঁহারা সেবক-ভগবান্—আশ্রয় ভগবান্ আর কৃষ্ণ বিষয়-ভগবান্—সেব্য-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদামার্গে নিত্যানন্দ, আর রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী।

আচার্য্যদেবের হরিকথা

——::(※)::——

গত ৭ই এপ্রিল একাদশী দিবস গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মঠবাসী ভক্তগণের নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী যাহা আমরা স্মৃতিপথে সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীগুরুদেবই আমাদের প্রাণ। তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদিগকে দীক্ষা দেন—ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক'রে দেন। তিনি বড় ভারী জিনিষ। অত বড় জিনিষ এ জগতে বা পরজগতে আর নাই। তিনি কি জন্য অত বড়, তাহা জানা দরকার। তিনি চৈতন্যপাদপদ্মের মধু দিয়ে আমাদের অভাবাকাঙ্ক্ষা দূর ক'রতে বহু চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি আমাদের জন্য এত চেষ্টা করলেও আমরা তা' গ্রহণ করলাম না ব'লেই তিনি অভিমান ক'রে চলে গেলেন। কেউ কৃপা পেয়েছে আবার কেউ বা বঞ্চিত হ'য়েছে।

ভক্ত সেবার বিনিময়ে কিছু চা'ন না। কিসে সেব্যের সুখ হয়, এই তাঁ'র চেষ্টা। আর অভক্ত ভগবানের কাছ থেকে কিছু আদায় করবার তালেই আছে। তা'র স্বভাব হচ্ছে বেণেগিরি। ভগবান্ তা'কে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাদি দিয়ে, বঞ্চনাই করেন। ভক্তের সঙ্গে অভক্তের এইখানেই তফাৎ। সেইজন্য অভক্ত-সঙ্গ ছেড়ে ভক্ত-সঙ্গ করাই দরকার। অভক্তের সঙ্গ করলে অমঙ্গল হ'বে। ভক্তে ও অভক্তে মিল হয় না। আলো এবং অন্ধকার কি কখনও মিশে? যেখানে আলো-অন্ধকারে মিশা-মিশির কথা সেখানে সন্ধ্যা হ'য়ে যায়—সেটা বিরজা—নির্ব্বিশেষবাদ। এই নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ প্রতিষ্ঠাকামী, আশ্রয়বিগ্রহের চরণে অপরাধী। তাই তা'রা ভগবানের কৃপা পায় না। তবে তা'রা যদি প্রভুদয়িত-সামন্ত শ্রীগুরুদেবের—আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত হয় তবে শ্রীগুরুদেব তা'দের কৃপা করেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দই প্রভুদয়িত-সামন্ত। তিনিই যাবতীয় প্রতিষ্ঠার মালিক। তাঁ'র অনুগত হ'লে তিনিই কৃপা ক'রে জীব-হৃদয় হ'তে প্রতিষ্ঠাকে বিতাড়িত ক'রে সেবাসুযোগ দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠাকামীকে কৃপা করেনই না, একথা যেন কেহ মনে না করেন।

চেতন জীব চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। সে কিছু না কিছু করবেই করবে। উন্নতি বা অবনতি এই দুইএর একটা হ'বেই। অতএব আমরা চুপ ক'রে

ব'সে না থেকে ভজনোন্নতির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখবো, গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করব। আমি কে? এ' জগৎটা কি? এ' জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কারণার্ণবশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কি তত্ত্ব, এ সব বিষয় জানা দরকার। এ জগতের স্ত্রীপুরুষ অভিমান থাকলে হরিভজন হ'বে না। আমি কাহার ভোগ্য, তা' জানতে হ'বে। শ্রীধামে নিষ্কপটে বাস করলে শ্রীধামই আমাদের কৃপা ক'রবেন। গৌরধাম ও ব্রজধাম অভিন্ন বস্তু। গৌরধামের কৃপা হ'লেই আমরা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা পা'ব। গৌরই দয়া ক'রে আমাদিগকে তাঁ'র ব্রজরূপটি দেখাবেন।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে হরিনাম পেয়েছি। শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। সুতরাং আদর ও প্রীতির সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করতে হ'বে। হরিনামেই সব হ'বে।

"যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-
ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি
ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং
প্রভবতি॥"

ভোগ ও ত্যাগের বালাই মায়া, বিরজার এপারে ও ওপারে থাকা—উহাই ভব। নাম ত' দূরের কথা, নামের ঈষৎ প্রকাশ বা নামাভাসেও ভোগ-ত্যাগরূপ অজ্ঞান অন্ধকার হৃদয় থেকে আপনিই চ'লে যায়, যা'দের তত্ত্বজ্ঞান নাই, যা'দের দিব্য দৃষ্টি নাই, শ্রীনাম তাঁ'দেরও ভক্তিচক্ষু ফুটিয়ে দেয়, যে চক্ষু সেবাতেই প্রীতি লাভ করে সেই চক্ষু দিয়ে দেয়। শ্রীনাম এত দয়াল। এত তাঁ'র অপার মহিমা! এই শ্রীনামের মাহাত্ম্য কি কেউ সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করতে পারে?

যদি কাঁহারও চিন্তাধারা গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত ভাগ্যক্রমে মিশে যায়, কেহ যদি শ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিন্তাবিশিষ্ট হ'তে পারেন, তাঁ'র তত্ত্ববিচারনৈপুণ্য থাকুক আর না থাকুক তা'তে কিছু যায় আসে না, —এইটাই দরকার। এটা যাঁ'র হয়েছে তাঁ'র আর চিন্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগুরুদেবের বিশেষ কৃপা হ'লেই এইরূপ ভাগ্য লাভ হয়। এইরূপ ভাগ্য খুব কমই দেখা যায়। তত্ত্ববিচার জানা বা না জানা থাকলেই যে তা' হ'বে এরকম কোন কথা নাই; সেটা আকস্মিকী কৃপা, সে-সৌভাগ্য সুবিরল। হরিনামও করতে হ'বে, সুযোগমত শাস্ত্রগ্রন্থাদিও পড়তে হ'বে। শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটাই চেতন; সেই চেতন অক্ষর যদি দয়া ক'রে রূপ দেখান তা'হলেই তাঁ'র মর্ম্ম জানতে পারব, শাস্ত্র-গ্রন্থের উদ্দেশ্য অবগম হ'বে। শাস্ত্রগ্রন্থ দুইভাবে পড়া যায়। আমি গ্রন্থ প'ড়ে বুঝে নেব বা নিজের মনের মত ব্যাখ্যা করব, এতে সুবিধা হ'বে না। শিষ্য হ'য়ে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে হ'বে। গ্রন্থ, অক্ষরসমষ্টি শব্দ আমাকে Regulate করবে, তা' হ'লে আমার মঙ্গল হ'বে। আমি শুশ্রূষু হ'য়ে, অনুগত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করব। উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, নৈলে এগোনো যাবে না। যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, যাঁ'রা বাক্য, মন এবং ক্রোধাদি ষড়্‌বেগ দমন ক'রেছেন তাঁরাই সন্ন্যাসী, তাঁরাই গোস্বামী। সেবাই হচ্ছে মূল।

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

(১)

জয় জয় প্রভুপাদ, অভিন্ন নিতাইচাঁদ,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
পরমহংস-শিরোমণি, মূর্ত্তিমতী গৌরবাণী,
পতিতেরে দয়াময় অতি॥

(২)

জয় জয়াচার্য্যশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ-পরমপ্রেষ্ঠ,
শ্রীরাধার প্রিয়তম জন।
জয় জগতের গুরু, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু,
জয় নিত্য গোলোকের ধন॥

(৩)

জয় শ্রীগোস্বামিবর্য্য, জয় জয় শ্রেষ্ঠ আর্য্য,
জয় জয় গৌরনিজজন।
তব পদে রতি যাঁ'র, জয় জয় হউ তাঁ'র,
জয় তব পারিষদগণ॥

(৪)

গোলোকবিহারী হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
বিতরিলা প্রেমভক্তি-ধনে।
তাঁ'র বাঞ্ছা পুরাইতে, পাঠাইলা অবনীতে,
তোমা হেন নিজ প্রিয়জনে॥

(৫)

উৎকলে পুরুষোত্তমে, গৌরহরি-লীলাভূমে,
উদিত হইয়া দয়াময়।
প্রেমদাতা-শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী,
প্রচার করিলা বিশ্বময়॥

(৬)

শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান, মায়াপুর হেন ধাম,
শ্রেষ্ঠতীর্থ পৃথিবী মাঝারে।
সেই তীর্থ গোপ্যবাস করিয়াছ সুপ্রকাশ,
সর্ব্বলোক জানিলা সংসারে॥

(৭)

গৌড়ধাম, ব্রজভূমি, গৌর-কৃষ্ণলীলা-ভূমি,
ভক্তসনে করি' পরিক্রমা
ধামসেবা প্রকাশিলা, জীবগণে শিখাইলা,
ধামতত্ত্ব, ধামের মহিমা॥

(৮)

পৃথিবী ভরিয়া যত, মঠমন্দিরাদি কত,
স্থাপন করিলা স্থানে স্থানে।
গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী, শ্রীঅর্চ্চা প্রতিষ্ঠা করি',
সেবা সমর্পিলা নিজগণে॥

(৯)

তব অনুগত জনে, সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণে,
গিয়া সবে নগরে নগরে।
শ্রীমদ্ভাগবত কথা, ভক্তিসিদ্ধান্তগাথা
গাহিছেন প্রতি ঘরে ঘরে॥

(১০)

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, উন্মুক্ত করিয়া তুমি,
ভক্তিধর্ম্ম বুঝাইলা জীবে।
অন্য কোন যুগাচার্য্য, করে নাই হেন কার্য্য,
যাহা তুমি করিয়াছ ভবে॥

(১১)

সুদূর পাশ্চাত্যদেশে, পাঠাইয়া নিজদাসে,
গৌরবাণী করিলা প্রচার।
লণ্ডন, জার্ম্মাণবাসী, শুনি' গৌরগুণরাশি,
বুঝিয়াছে গৌরভক্ত সার॥

(১২)

বিভিন্ন ভাষায় কত, ভক্তিগ্রন্থ শত শত,
লিখিয়াছ মঙ্গলবিধাতা।
পরমার্থ পত্রিকাতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-মতে,
প্রচারিলা বৈকুণ্ঠবারতা॥

(১৩)

লুপ্ততীর্থ ছিল যথা, প্রকাশ করিয়া তথা,
স্থাপিয়াছ গৌরপাদপীঠ।
পরবিদ্যা শিক্ষাতরে, স্থাপিয়াছ মায়াপুরে
বিদ্যালয়, পারবিদ্যাপীঠ॥

(১৪)

ছায়াচিত্রে কৃষ্ণকথা, প্রচার করিয়া যথা,
জীবগণে করিলা উদ্ধার।
তোমা সম অন্য কেহ, ধরিয়া মানব দেহ,
জীবে দয়া করে নাহি আর॥

(১৫)

হেন মহা-মহা-দাতা, তোমার করুণা কথা,
উপমা নাহিক ত্রিভুবনে।
কত শত অপরাধ, ও পদে ক'রেছি নাথ,
ক্ষমিয়াছ তুমি নিজগুণে॥

(১৬)

যদি কোন দ্বেষী জন, করি' দুষ্ট আচরণ,
তব পাদপদ্ম ধরে আসি'।
অপরাধ নাহি লও, পরমদয়ার্দ্র হও,
হেন তুমি অদোষদরশী॥

(১৭)

অনন্ত মহিমা তব, বর্ণে যদি অজ-ভব,
তবু তাঁ'রা অন্ত নাহি পায়,
আমি অতি মন্দমতি, নাহি দোষ' অন্য গতি,
শরণ লইনু তব পায়॥

(১৮)

তবপ্রিয় দাসগণে, শক্তি ধরে জনে জনে,
ক'রবারে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সে সব মহাত্মগণে, উরুকৃপা বিতরণে
মো অধমে করুন রক্ষণ॥

—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

যৎকিঞ্চিৎ

রাগমার্গ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। বিধিমার্গে আমরা দ্বারকেশের সেবা পর্য্যন্ত পাইতে পারি। এই রাগ সাধনের দ্বারা লাভ হয় না, শ্রীমতী বা তৎকায়ব্যূহ মঞ্জরীগণেরই কৃপাসাপেক্ষ-লভ্য। এই রাগ নিসর্গ হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। সংসঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলেও ইহা কোন দুঃসঙ্গ স্তব্ধ হইবার নহে, ইহা অপ্রতিহত। আমাদের যদি পরকীয়সেবায় রুচি না হয়, তাহা হইলে আমরা স্বকীয় সেবায় রুচি-বিশিষ্ট হ'ব। তাহাতেও রুচি না হইলে পরপর ক্রমশঃ নির্গুণ, কেবলাদ্বৈতবাদ, নির্বিশেষবাদ, সাংখ্যবাদ, পঞ্চোপাসনা ও পরে জড়বাদী বা বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া মহা অসুবিধায় পড়িব। অংশাংশী, বৈভব, ব্যূহ অপেক্ষা পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ। আর পরতমতত্ত্ব শ্রীনাম-সেবা শ্রীকৃষ্ণসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই নামভজনের কথাই শিক্ষা দিয়াছেন।

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তমমঠ
চটককুটীর পুরী, ৩।৫।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্র পাইলাম। জানিলাম * ও * প্রভৃতি তথায় নিজ নিজ উদর ভরণের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল লোক ধর্ম্মের নামে লোকের নিকট হইতে উপার্জ্জন করে।

মধ্যে মধ্যে আপনাদের পত্র পাইলে বিশেষ সুখী হই। * * যিনি যেখানেই থাকুন ভগবৎসেবা যখন তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় তখন আর পার্থিব দূরত্ব ব্যবধানমুখে গৃহীত হয় না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। স্থানে [illegible] প্রাতিপদ্যবকতোষিনী-প্রকাশ-সম্মেলন আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১২৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হরিনাম [illegible] হইতেছে এবং প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল বেদশর্ম্মা ভক্তশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্দাশিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

শ্রীধাম মায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃপাবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পার (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅনন্তরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাগার

রক্ষক—শ্রীনগানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (প্রাচীন মাজিদার পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী

(১৯) প্রকাশনমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালভীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্র ভক্তিকুমার এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

কলেক্টরী বস্তী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ মিশ্রিখ, জিঃ সীতাপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়-মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

১২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ মিশ্রিখ, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড ইউ, পি

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

সেব মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবজনিতাইদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ জোয়েল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীযুগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনুপানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলাপা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

৩৪৭ নং স্প্যার্কস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কলওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রভুপাদ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পা[illegible] ৩

কলিকাতার বাজার দর

মার্চ্চ ১৯৩৭

'চাউলের' দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেজ কোয়ালিটি	৮।৵০
সিদ্ধ বেগুণ	৩।৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৲-৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ বেগুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০ - ১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
বাঘমার্কা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

...	৩৯।০
ভারতী	৪৬
কামধেনু	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১লা মার্চ্চ

আমেরিকান কোলার ফাইন	৫৪৲
সিট্‌ল আমেরিকান কারকস	৪০৲
কমপিট পুরনিয়া ফাইন	৪৩৲
বোম্বাই পাথা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা. ১লা মার্চ্চ

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০।০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা.	৭৴০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
নরম (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
১৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১১৸৵০
২৬ গেজ—	১২॥০
গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ সীস	।৴১০—॥৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৮॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৪॥০ ৭৸৴০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৪৸০
টিন পাতি, বোলটু পয়রে	৫।০—৫॥৵০
গোল রড রি-ইন-ফাস ও কনক্রিটের জন্য	৫॥০—৭।৵০

লুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲
চটকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০
তুলার হালমণ ৩৸০।

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্‌ লিঃ
ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—॥০॥—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—॥০॥—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥०	।৶०	।৶०	।०
ইঞ্চ	২৲	১॥०	১॥०	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪॥०
" সিকি কলম ১ ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৩৲
ত্রৈমাসিক "	২৸०
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদানুবাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

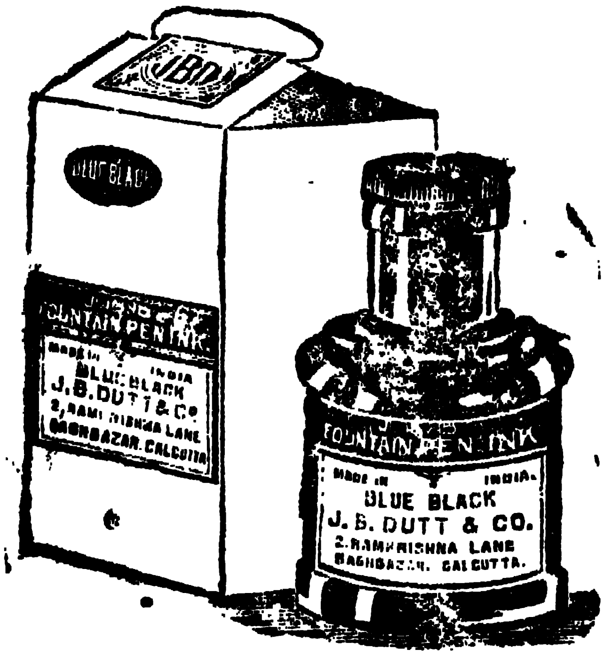

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো [illegible] ৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা
বঙ্গাব্দ বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ
পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে।
ভিক্ষা মাত্র ৵৹ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৪০

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

গুলীভরা পিস্তল ও তাজা কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার

বিনা লাইসেন্সে একটী গুলীভরা পিস্তল ও ৭টী তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে সুরেন্দ্র নাথ দেব বর্ম্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, সংবাদ পাইয়া গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৬টা কিংবা ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুইজন অফিসার কতিপয় পুলিশ সহ সেন্ট্রাল এভিনিউ ও নিউ কল ষ্ট্রীটের মোড়ে আসামীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর আসামী সন্দেহজনক অবস্থায় রাস্তা দিয়া আসিবার কালে তাহারা তাহার পিছু লয়। অতঃপর শ্যামবাজার ও চৌধুরী লেনের মোড়ে উক্ত দুইজন অফিসার আসামীকে পাকড়াও করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলে এবং তাহার দেহ তল্লাসী করিতে চাহিলে আসামী রাস্তার উপর একটী পুলিন্দা ফেলিয়া দেয়। পুলিশ অফিসারদ্বয় উহা তৎক্ষণাৎ মাটী হইতে তুলিয়া লয় ও খুলিয়া উহার মধ্যে একটী গুলীভরা পিস্তল ও সাতটী তাজা কার্ত্তুজ সম্বলিত একটী জলীর বাক্স দেখিতে পায়। তাহারা পিস্তলটী ও কার্ত্তুজের বাক্সটী হস্তগত করে, কিন্তু রাস্তার উপর উহা খুলে না। অতঃপর তাহারা আসামীকে ঐ পিস্তল ও কার্ত্তুজ সহ স্থানীয় থানায় লইয়া যায় এবং তথায় তাহারা তল্লাসীকালে উপস্থিত সাক্ষীর সম্মুখে উহা খুলে। পুলিশ পরে তদন্তকালে আসামীর ঘর খানাতল্লাসী করিয়া তথায় একখানি পাণ্ডুলিপি, 'স্বাধীনতা' ও 'বাঙ্গলার বাণী' নামক দুইখানি পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয়।

———

সম্পত্তির লোভে ভ্রাতৃহত্যা

রোটক জিলার জনৈক ২৮ বৎসর বয়স্ক হিন্দু যুবক কিছু সম্পত্তি পাইবার লোভে ৪টী অল্পবয়স্ক বালককে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। নিহত বালকগণ তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা। আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করিলে হাইকোর্ট পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, রোটক জিলার সিসারাম নামক একজন ধনী জাঠ উক্ত নিহত বালকদের পিতা। আসামী রিসালা সিসারামের জ্ঞাতি। সুতরাং সিসারামের পুত্রেরা জীবিত থাকা পর্য্যন্ত আসামী উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার সম্পত্তি পাইতে পারে না। পুত্রগণের পরেই আসামীর উত্তরাধিকারী হইবার অধিকার ছিল। সুতরাং বালকেরা থাকায় সিসারামের বিরাট সম্পত্তি লাভ করিবার আশা আসামীর একেবারেই ছিল না। সেজন্য একদিন সিসারাম তাহার গ্রামের বাহিরে গেলে আসামী রাত্রিতে তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য আসে। গভীর রাত্রে রিসালা চারিটি বালককেই হত্যা করে।

———

অটোয়া-চুক্তির পরিবর্ত্তন

গত ১০ই এপ্রিলের একটি ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে:—

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই লণ্ডনে অটোয়া চুক্তির পরিবর্ত্তে আর একটী চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, সে বিষয়ে এবং ব্রহ্ম সরকারের পক্ষ হইতে ঐ সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব করা হইবে সে বিষয়ে ব্রহ্ম-সরকারকে তাঁহাদের মতামত প্রকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ভদ্রমহোদয়গণকে পরামর্শ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

———

কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের অধিবেশন

প্রকাশ যে, ৮ই ও ৯ই মে তারিখে এলাহাবাদে সংযুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস পন্থী মুসলমানদের প্রথম সম্মেলন হইবে। যে সব মুসলমান কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারিবেন। এটোয়ার মৌলবী বসিরুদ্দীন আমেদ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

———

স্পেন-সংবাদ

সরকার পক্ষ বলেন যে, প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের পর সরকারী সৈন্যগণ কারাবাঞ্চেলের সামরিক হাসপাতাল দখল করিয়াছে। এই অগ্রগতির ফলে সরকার পক্ষ সেগ্রোভিল ডেমোস্তারও দখল করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে তাঁহারা কারাবিঞ্চাস পাহাড়ও দখল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। উহা দখল করিতে পারিলে ইউনিভারসিটির উপর আধিপত্য করা সহজ হইবে।

———

সীমান্ত সংবাদ

গত ৯ই এপ্রিল প্রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থানের জান্দোলা ও সারবেকাই হইয়া মাজ্রাই হইতে ওয়ানা অভিমুখে একদল রক্ষী যথারীতি রওনা হয়। উক্ত রক্ষীদলের সহিত ৫৫খানি গোলাগুলীপূর্ণ লরী ছিল। ৮খানি সাঁজোয়াগাড়ী এবং ১২৫জন পদাতিক লরী চড়িয়া উহা লইয়া যাইতে ছিল। একখানি বিমানপোতও এই রক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল। ইহা ব্যতীত উহাদের গন্তব্য পথে খাসাদারগণকেও মোতায়েন করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থানে মাসুদগণ সম্পর্কে পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলিয়া সকল দিক হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত মাসে মাসুদগণের যে জির্গা হয় তারপর হইতে মাসুদ মালিকগণ দুষ্ট-প্রকৃতির লোকজনকে জান্দোলা সরবেকাই রোডের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উক্ত রক্ষীদলের অগ্রগামীদল জান্দোলার আট মাইল পশ্চিমে মাসুদ টাঙ্গের পশ্চিম ভাগের নিকটে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহী উপজাতীয় লোকেরা তাহাদের উপর গুলি চালায়। তবে ওয়াজির ও মাসুদ দলের বেপরোয়া লোকজন উক্ত গুলীবর্ষণকারী দলে ছিল। খোরিওয়ালের নামজাদা বদমায়েস লোকেরা উহাদিগকে পরিচালিত করে বলিয়া মনে হয়। খোরিয়া খেলের এই সব লোকজন সাকটু উপত্যকা হইতে এখানে নামিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলে রাজপথে আক্রমণ চালাইবার জন্য উহারা প্রায় ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

———

শিলাবৃষ্টিতে রবিশস্যের বিশেষ ক্ষতি

গত ৫ই এপ্রিল ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকাতে প্রবল শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। এই শিলাবৃষ্টির ফলে তথাকার রবিশস্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৪০
[illegible] ২৮৲
[illegible] ২৲
২। [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬৲
[illegible] ৫৲
৫। [illegible] ১৮
১ম খণ্ড [illegible] ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৪র্থ খণ্ড—৸০
৭। [illegible]
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible] ১
১১। [illegible] ১
১২। [illegible] ১৲
১৩। [illegible] ৸০
১৪। [illegible] ।০
১৫। [illegible] ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ১
২০। [illegible] ।৹০
২১। [illegible] ।৹০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible] ১
২৪। [illegible] ২৲
২৫। [illegible] ২৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৸০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] ।৹০
৩২। [illegible] ।০
৩৩। [illegible] ৸০
৩৪। [illegible] ৶০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। [illegible] ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৵০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। [illegible] ৸০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। [illegible] ৵০
৪৬। [illegible] ৵০
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ॥৹০
৬৬। [illegible] ৵০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ॥০
৬৯। [illegible] ॥০
৭০। [illegible] ৵০
৭১। [illegible]
৭২। [illegible] ৸০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৵০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৵০
৮৩। [illegible] ৵০
৮৪। [illegible] ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। দেনিমারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] [illegible] এবং পাশ্চাত্য দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সিদ্ধান্তের সমাবেশ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] Foreword, [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), [illegible] শেষভাগে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

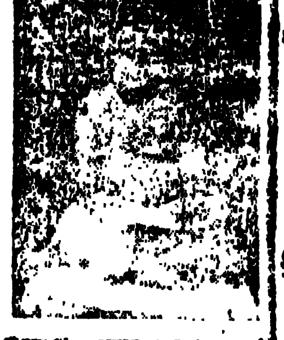

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ২রা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ৪০তম সংখ্যা

...ধামে আচার্য্যবাণী বীণার ঝঙ্কার

—:(*):—

গত ১১ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যার পর রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, মহোদয় ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমূর্ত্তির নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনমুখে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আচার্য্যচতুষ্টয় ও মধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চামূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য আম্নায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার্য্যাভিষেকবিধানের উৎকর্ষ ও তৎ সম্পর্কে শ্রীমন্মাধ্ব গৌড়েশ প্রভুপাদের উক্ত শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রদত্ত উপদেশ, শ্রীল প্রভুপাদের আচার, প্রচার, শাস্ত্রানুশীলন ও লেখনী প্রভৃতির অলৌকিকতা ও অসমোর্দ্ধতা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরের স্থান সম্বন্ধে রায় বাহাদুরকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান, আচার্য্যবরের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য যাঁর সমাধিমন্দিরে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট থাকে তৎসম্বন্ধে বিভিন্নভাবে নিদর্শন প্রদান, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন, অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের পর পর উৎকর্ষ, পরতত্ত্ব-অনুশীলনকারীর ভজনস্তরে অবস্থিত অর্চ্চকের অনুশীলনপ্রণালী ও তাঁহার অর্চ্চার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ও সেইরূপ অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের সেবাপ্রণালী ও সেবকের প্রতি তাঁহাদের কৃপার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু বিষয় উপদেশ করেন। আচার্য্যদেবের নিষ্কপট চৈতন্যবাণী শুশ্রূষু শ্রবণকারী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

বরদা রাজ্যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের অন্যতম উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, রাগালঙ্কার, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকগণ দেড়মাস কাল যাবৎ গোর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত সুরত নামক সহরে অন্তর ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেমবাণী প্রচার করিয়া গত ...ই এপ্রিল তারিখে নবসারী নামক সহরে আগমন করেন। এই সহরটি বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যকারী প্রায় ৮০। ঘর গৃহস্থ বাস করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যদিও তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ তত্ত্বানভিজ্ঞ। এখানে গৌড়ীয়মন্দির নামে একটী মন্দির আছে বটে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নাই; সুরত সহরেও শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি আছেন এবং সেখানেও তিনটী গৌড়ীয়-মন্দির আছে, কিন্তু অবস্থা উভয় স্থানেরই এক প্রকার। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা পাঠে আমরা জানিতে পারি, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সুরত সহরের উত্তরপার্শ্বস্থ তাপী (বর্ত্তমানে তাপ্তী) নদীতে স্নান করিয়াছিলেন এবং ব্রোচ-জিলার অন্তর্গত মাহিষ্মতীপুরে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। এতদ্দেশে তাঁহার শুভাগমনের প্রমাণস্বরূপ সুরতে এবং নবসারিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাইতেছি। কালপ্রভাবে তাঁহার বাণী লুপ্ত হওয়াতে এতদ্দেশবাসিগণ তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধা বাণী জগতে পুনঃ প্রকট করিবার নিমিত্ত তাঁহার করুণাশক্তিবিগ্রহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারই সঞ্চারিত প্রচারকগণ জগতের সর্ব্বত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত কয়েক দিবস যাবৎ উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী স্বামীর রণছোড়জীর মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা পাঠ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তিগণের আগ্রহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছে। আদ্যন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়া ভক্তিমুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

—

গয়ায় প্রচার

গয়া জিলাস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার এম-এ, মহাশয়ের আগ্রহে ও আহ্বানে গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দুই দিবস হরি কীর্ত্তন, পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয়ের শিশুপুত্রের সম্প্রতি লোকান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার পরিবারবর্গ দুই দিন কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু পরিসেবাপরায়ণ মঠবাসিগণের নিকট হইতে শোক-মোহ-ভয়াপহা শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। প্রথম দিবস মঠরক্ষক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের পরলোকগতি প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে ভগবদিচ্ছায় কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু-রহস্য ও অচ্যুতগণের শ্রীভগবানের সেবাতেই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্যানন্দময় ভগবৎপাদপদ্ম লাভ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিবসও মঠরক্ষক প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে রাজা চিত্রকেতুর শিশু পুত্রের পরলোকগমনে শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি ও নারদের উপদেশ-প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। পাঠের পূর্ব্বে মহাজন-পদাবলী ও অন্তে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের লিখিত শোকশাতন গীতটী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে প্রচার

বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারীজী প্রত্যহ শ্রীমঠে হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই সেবায় উন্মুখ হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত। প্রত্যহই বহু সজ্জন হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করিয়া থাকেন। পাঠের আদি ও অন্তে বহু নরনারী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ...শ্রীমঠের হরিকথা-শ্রবণে উৎসাহ এবং মঠের জন্য নানাবিধ সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিসম্বন্ধ-বিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। জীবন্ত মনুষ্য ও দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন তবে তাঁহারা কেবলমাত্র জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫:

আচার ও প্রচার

আচার ও প্রচার এই দুইটি বিষয় সাধনরাজ্যের প্রধান অঙ্গ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগ সম্প্রদায়ে এই দুইটি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য হয়। আচার না করিয়া প্রচার করিলে তাহা কেহ শুনিবে না। তজ্জন্য [illegible] বৈষ্ণবগণের উপদেশ। [illegible] আচরণ করিয়া সময় নষ্ট করিবে না [illegible] শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়—

প্রভু বলে, কেনে ভাই না দেখ তোমার।
লোক না দেখিলে কেনে কি বুঝি ব্যবহার?
লোক না থাকে ধর্ম বেদের কপালে।
যে কথা 'অশন-মদন' বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার সত্য হৈল বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ গঙ্গাপার॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৫)

যত্নে শ্রীগুরু-প্রদত্ত মন্ত্রটি নিত্য নিরন্তর জপ করা, দৃষ্টি [illegible] নিরীক্ষণের যে শক্তির কথা সে উদ্দীপনে দূর না হয় তাহার দর্শন অকর্তব্য। দেবার দর্শন হইলে তাহা দর্শন কর্তব্য হইবে। তৎপরে নাম-সঙ্খ্যা জপ ও কীর্তন। এগুলি আমার [illegible] আমি সেবায় ব্যস্ত আছি এরূপ ভাব দিয়া সেবাকার্যের অভিলাষ [illegible] নিযুক্ত থাকিলে গুরু-প্রদর্শিত নামাপরাধ লঙ্ঘন করা হয়। "সততং কীর্তয়ন্তো মাং" গীতোক্ত বাক্যে সর্বদা ভগবন্নামাদি কীর্তনীয়। অবশ্য ভগবৎসেবাকার্যে যদি প্রকৃতপক্ষে সময় অতিবাহিত হইয়া যায় তাহা মঙ্গলেরই বিষয়, কিন্তু সেবার সময় অতীত হইলেও আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া নামগ্রহণ ত্যাগপূর্বক অসৎ-চিন্তাকে চিত্তে স্থান দিলে ধীরে ধীরে উহা বিষয়ের দিকে লইয়া যাইবে। পরিশেষে আমাকে বিষয়াসক্ত সংসারী করিয়া তুলিবে। মনকে দমন করার জন্যই মন্ত্রগ্রহণ বা জপাদির ব্যবস্থা।

শ্রীতুলসী ভগবানের প্রিয়তমা তদীয় [illegible]। তাঁহাকে জলসিঞ্চনাদি ও স্নান করিয়া সেবা প্রণামাদি না করিলে বা চয়ন না করিলে [illegible] নষ্ট হইয়া যায়। আবার তুলসীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছেদন করিয়া যথা তথা নিক্ষেপ করিলে অনন্তকাল দুঃখভোগ করিতে হয়। তুলসীর ভগ্নাংশ সমাধি দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু তাহার উপর দিয়া মনুষ্য চলাচল করিলে তাহাদের অপরাধ হইবে।

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ সর্বতোভাবে যাজন করা উচিত। অসমর্থ হইলে মুখ্যাঙ্গের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। সকল অঙ্গের শ্রেষ্ঠ পঞ্চ অঙ্গ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

অন্ততঃ এগুলিতে যত্নশীল হইতে হইবে। সর্বপ্রকার সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করা। তাহা না হইয়া চিত্ত অন্যত্র ধাবিত হইলে সমস্ত ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

'আচার' বলিতে সদাচারাদিক সাধুগণের আচরিত বিধির অনুসরণ করা বুঝায় এবং উহা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীসনাতন-শিক্ষা বা হরিভক্তিবিলাস পাঠে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

আচারময় প্রচারই আবশ্যক। আচারহীন প্রচার কপটতারই অঙ্গীভূত, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বাক্য। হরিভক্তির রক্ষা, শ্রীগুরুদেবের প্রীতির জন্য যে কীর্তন, তাহাই হরিকীর্তন বা শুদ্ধ প্রচার আর নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভোগবুদ্ধির জন্য যে কথা বলা হয় তাহা হরিকথা বা কীর্তন নহে। সেইজন্য [illegible] ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিতোষণপূর্ব প্রচার [illegible]—

"আচারে আচরিবে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার প্রচার—নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥"

সম্বন্ধালোক

(শ্রীপাদ অবদমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

'সম্বন্ধ' বলিতে সম্যগ্‌রূপে বন্ধন বুঝায়। আমরা এই জড়জগতে জন্ম-জন্মান্তর জড়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এতদূর জড়াভিনিবিষ্ট হইয়াছি যে, জড় ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে বা তাহার সঙ্গে আমাদের কিছু কৃত্য আছে তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। সর্বক্ষণই আমরা শুনিতেছি ও দেখিতেছি, জড়ে জড়ে যে সম্বন্ধ উহা ক্ষণস্থায়ী, অপস্বার্থপর, হেয়,—সুতরাং তাহা সম্বন্ধ-পদবাচ্যই নহে। প্রভু-ভৃত্য, সখায়-সখায়, পিতা পুত্রে বা স্ত্রী পুরুষে যে সম্বন্ধ আমরা এ জগতে স্বীকার করিয়া প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সেবা আয়ুঃ সমস্তই আমাদের যথা সর্বস্ব তাহাদের জন্য ব্যয় করিতেছি, সেই সম্বন্ধ কতদিন স্থায়ী তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি না। অহরহঃ দেখিতেছি, যাহাকে না হইলে এক মিনিট চলিবে না মনে করি, যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইলে প্রাণ থাকিবে না চিন্তা করি তৎপরমুহূর্তেই কোন এক অজানা শক্তি সেই সম্বন্ধকে জোরপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া এ জগৎ হইতে তাহাকে সরাইয়া দেয়। আবার ইহাও দেখিতেছি, যাহার সম্বন্ধ আমার প্রাণ ধন, মন সব দিয়াও রক্ষা করি সে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিনা কারণে নিজেই আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়; শুধু তাহাই নহে, সে পুতনা রাক্ষসীর ন্যায় স্তন পান করাইবার ছলে মেহপালার ন্যায় সম্বন্ধ দেখাইলেও আমাকে সংহার করিতে সর্বদা চেষ্টিত। আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, ইহাদিগকেই স্বজন ভাবিয়া তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ পরমকরুণাবিশিষ্ট হইয়া আমার এ সকল জাগতিক সম্বন্ধ খণ্ডন করিবার জন্য 'আমি' বা 'আমার' এই উত্তম পুরুষের পুরুষোত্তমের সহিতই যে একমাত্র সম্বন্ধ তাহা জানাইয়া দিলেন। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' এই সনাতন ভাগবতবাণী কর্ণকুহরে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রবেশ করাইয়া আমার স্বরূপই যে স্বাভাবিক কৃষ্ণদাস্য, উহা বুঝাইয়া দিলেন। এ জগতে দেখা যায়, যে ভৃত্য, যে সখা, যে পুত্র তাহার সখা, প্রভু ও পিতার সঙ্গে গাঢ়সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার করিতে পারিয়াছে সেই তাহার পিতার, সখার ও প্রভুর সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুকেই 'আমার' বলিতে পারে। বাড়ীর একজন সাধারণ চাকরও তাহার প্রভুর বাড়ীকে 'আমার বাড়ী' বলিতে পারে, কিন্তু অন্য বাড়ীর একজন বড় লোকও সেরূপ বলিতে পারেন না। সেই প্রকার যে সাধক বা মঙ্গলপ্রার্থী জীব কৃষ্ণের সঙ্গে প্রভু, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধ যতদূর গাঢ়ভাবে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বা তজ্জন্য নিষ্কপটে যত্ন করিতেছেন, পরমার্থরাজ্যে তিনি সেই পরিমাণেই অগ্রসর হইতে পারিবেন।

'সম্বন্ধ' অর্থে আশ্রয়। এ জগতে যে চাকর মনিবের সহিত গাঢ়সম্বন্ধবিশিষ্ট ও মনিবের অত্যন্ত অনুগত সেই মনিবের আশ্রয় পায় এবং মনিবও তাহার সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন। সেইরূপ প্রভু-ভৃত্য আমরাও যদি সম্বন্ধ দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণানুগত্য ও তাঁহাতে প্রীতিবিশিষ্ট হইতে পারি তাহা হইলে প্রভুপাদ-পদ্মের আশ্রিত হইবার সৌভাগ্য পাইব। তিনি নিজগুণে আশ্রয়প্রার্থী আমাদিগকে নগণ্য সেবক বলিয়া নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন।

কৃষ্ণই জীবের সম্বন্ধ এবং কৃষ্ণসেবাই জীবের কৃত্য—ইহাই সাধারণ বিচার। কিন্তু স্বরূপরূপানুগবর্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ অপেক্ষা আশ্রিত জীবগণের মূল-আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধের অধিকতর চমৎকারিতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "সিদ্ধির্ভবতি বা ন ইতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্॥" প্রভৃতি বাক্যে কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের সেবার অধিকতর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন। মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনির্গত বিধানমুখেই শ্রীরূপানুগবিধানের কথা আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুবর্গের উপদেশে পাইয়া থাকি।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও যে কৃষ্ণের সেবা তপস্যা করিয়াও পান নাই, প্রেয়সীগণের নিকটও যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া চতুর্ভুজ দেখাইয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুচতুর কৃষ্ণ যাঁহার নিকট আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চতুর্ভুজ-মূর্তি রাখিতে পারেন নাই, আপনা হইতে দ্বিভুজ-মুরলীধররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, শতকোটী গোপীর সেবাও যাঁহার জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই আশ্রয়কৃষ্ণ—কৃষ্ণপ্রাণা, সর্বকান্তা-শিরোমণি মূলআশ্রয়বিগ্রহাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াই সম্বন্ধজ্ঞানের চরম কথা। "গুরুর আমি" এই অভিমানে বিশ্রম্ভ-গুরুসেবাফলে গুরুর কৃপায় 'আমার গুরু' এই স্বরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া সমস্ত জগৎকে, এমন কি, জগন্নাথ কৃষ্ণকেও গুরুর সম্বন্ধে 'আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু' বা কৃষ্ণরূপে দর্শন করাই সুসম্বন্ধ। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিতে True and proper adjustment. যেমন সাধারণ

মায়ার [illegible] ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

বিধী চেয়ার, টেবিল বা টুল যে কাঠের জোড়া দেয় উহাতে কিছু ঠিকভাবে জোড়া বা সম্বন্ধ না হওয়ায় প্রত্যেকটি খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ মনে হয়। টেবিলের পায়া ও ছাউনীর সঙ্গে সম্যক্ সম্বন্ধ না হওয়ায় শীঘ্রই ঐ জোড়া খসিয়া যায়। কিন্তু ঐ জোড়া বা সম্বন্ধ যদি কোন উপযুক্ত অভিজ্ঞ কারিকরের দ্বারা প্রদত্ত হয় তাহা হইলে যেমন ঐ চেয়ারের জোড়ায় ফাঁক থাকে না এবং পায়া, ছাউনী প্রভৃতি একটী জিনিষই মনে হয় এবং সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, সেই প্রকার যে শিষ্য বা ভৃত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আপনাকে বেশটা উপযুক্তভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে পারেন তখনই তিনি পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে পারেন। আর নিজকে গুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন—শ্রীগুরুস্বার্থ হইতে নিজের স্বার্থ আলাদা বিচারে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ বা জোড়ায় যদি একটু ফাঁক থাকে তাহা হইলে সেই ফাঁক দিয়া স্ব-স্ব দাম্ভিকতা, স্বতন্ত্রাভিমান ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাদি রূপে মায়া প্রবেশপূর্ব্বক জীবকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজকে যথাযথভাবে সংযুক্ত রাখাই একমাত্র সম্বন্ধের শেষ কথা। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে—

রুষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমের আধার এবং নিজকে গুরুপাদপদ্মের ধূলিস্বরূপ তচ্চরণে নিত্য সংশ্লিষ্ট ও তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সুখবিধান করতঃ তাঁহার সুখে তদীয় প্রাণধন বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সুখবিধানের যে চেষ্টা ইহাই সম্বন্ধ ও অভিধেয়ের পূর্ণতম কথা। নতুবা মূল আশ্রয়বিগ্রহ গুরুদেবকে বাদ দিয়া বিষয়বিগ্রহকে যে সুখদানের চেষ্টা অথবা নিজকেই মূল-আশ্রয়বিগ্রহ মনে করা উভয়ই আশ্রয়বিগ্রহের চরণে ভীষণ অপরাধ।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধ-বিচারে "নদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং মন্নাথত্বে" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার নাথ এবং ব্রজবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মন্নাথনাথ—এই সম্বন্ধই জানাইয়াছেন। যাহা চরিতামৃতে—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের চেষ্টা এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের অঙ্গহীনতা ও ভগবৎপ্রাপ্তির কষ্টকর পন্থা দেখাইয়া একমাত্র শ্রীহরিনাম দ্বারাই উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভের কথা জানাইয়াছেন। সম্বন্ধবিচারে যে প্রকার নিজকে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, অভিধেয় বিচারেও জাগতিক সমস্ত কার্য্য এমন কি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা এবং কৃষ্ণমন্ত্র জপ প্রভৃতি কার্য্যও শিষ্যের শুধু পরম অভীষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্যই জানাইয়াছেন।

বৃন্দাবনে নিরন্তর রোদন করিয়া কৃষ্ণকে ডাকা—তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করা—কৃষ্ণকৃপায় জীবনের জীবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবালাভের জন্যই। গুরুসেবাই সাধন, গুরুসেবাই সাধ্য এবং গুরুই জীবনের জীবন স্বরূপ।

"নিতাইর চরণ পেয়ে পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হৈয়া॥"

প্রভৃতি বাক্যে ইহাই প্রকাশিত।

সম্বন্ধ বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা এবং নিজকে তাঁহার পল্লবাদিতে সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে পারিলেই অভিধেয়-বিচারে স্ব স্ব অপস্বার্থ চেষ্টা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। যে প্রকার লতায় জলসেচন করিলেই তাঁহার আশ্রিত পল্লব, পুষ্পাদি তৃপ্তিলাভ করে ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয় এবং তাহাদের পৃথক্ করিয়া জল-সেচনের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারিলে—তাঁহার সহিত নিজকে adjust করিতে পারিলে গুরুপাদপদ্ম-সেবাতেই—তাঁহার সন্তোষেই নিজে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল হয়। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার সহায় হইয়া গুরুর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের ক্ষুদ্রতম সেবকরূপে নিজেকে গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া যে-প্রকার তৃপ্তি হয়, নিজে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা করিয়াও সে প্রকার তৃপ্তি হয় না।

শিষ্য পাল্য—গুরুদেব পালক, শিষ্য যন্ত্র—গুরুদেব যন্ত্রী, শিষ্য নট—গুরুদেব সূত্রধর, শিষ্য দেহ,—গুরুদেব প্রাণ, শিষ্য দৃশ্য,—গুরুদেব দ্রষ্টা। তিনি যে ভাবে রাখিয়া যেরূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন সেইভাবে থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুকানুগত্যে সেইরূপে প্রকাশিত হওয়াই—সেইরূপ সম্বন্ধে গুরুদেবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাই—আশ্রিত থাকাই, গুরুদাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাই, গুরুপ্রীতির জন্য নিজের সর্ব্বসুখ জলাঞ্জলি বা সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ, এমন কি, গুরুপাদপদ্ম-সঙ্গ ছাড়িয়া ব্রজবাস ও গোবিন্দ-সেবায় অনাবশ্যকতাবোধই শিষ্যের গুরুপ্রীতি বা সম্বন্ধের পরাকাষ্ঠা।

"চৈতন্য মালীর কৃপা-জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্টস্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥"
"সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার॥
* * তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥

শিষ্য নিজের ক্ষমতা, যোগ্যতা, নাম, কাম, বাহাদুরী, গুরুসেবার নামে নিজের সেবা করা, গুরুকে প্রচারের নামে নিজে প্রচারিত হওয়া প্রভৃতি স্বস্ব কালাকুড়ি গাছের আধুলির মত জিনিষগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনদের আকর গুরুপাদপদ্মকেই নিজের যথাসর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ এবং গুরুকেই নিজের প্রাণ, ধন, জন, জীবাতু, ইহকালে, পরকালে অনন্তকালের [illegible] একমাত্র রক্ষক একমাত্র পালক ও একমাত্র সম্বল জানিয়া তাঁহার কৃপার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকাই একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন।

তুমি ত' পালক আর রক্ষক আমার।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
নিজচেষ্টা বল প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
এ অধম দাস অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ॥

আমার নিজের অন্যায় আচার ব্যবহার ও শৃঙ্খলাহীনতা প্রভৃতি গুরুদেবই করাইতেছেন বিচারে নিজে উচ্ছৃঙ্খল বা আচারহীন হইয়া নিষ্কলঙ্ক পরমপবিত্র গুরুপাদপদ্মের চরণে অপরাধ করা বা আমার অন্যায় আচরণের আদর্শ দ্বারা অপরের শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে গুরুচরণে অপরাধী হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, এক সময়ে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ পরম দৈন্যভরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ত্যাগীর বেষ নিয়া বদমাইস পাষণ্ডগুলি গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া নিজেরা নরকে যাইতেছে এবং জগতের কাছে নিজেরা কলঙ্কিত হইতেছে, এবং এই সকল দেখিয়া আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভুকেও ঐ প্রকার ব্যভিচার ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া জগতের লোক মনে করিতেছে। সুতরাং আমি আর ত্যাগীর বেষ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর কলঙ্ক হইতে দিব না।" সুতরাং আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, তাঁহার পাদপদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টজ্ঞানে তাঁহার কৃপাবারিতে সিঞ্চিত হইয়া আচার-প্রাণযুক্ত প্রচার-বিশিষ্ট হইলেই কৃষ্ণপ্রেমফল লাভ হইবে। নতুবা জগজ্জাল সৃষ্টিতে [illegible]

কৃষ্ণকে যে প্রকার কেহ কারণ বা ক্ষীরোদকশায়ী অবতার, কেহ নারায়ণ, বামন প্রভৃতি অবতার-মাত্ররূপে দর্শন করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন, আমরা যদি সেই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাধারণ মর্ত্ত্যজীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, সাধকভক্ত বা বৈষ্ণব, কায়ঃমাত্র মনে করি তাহা হইলে বঞ্চিতই হইব। তিনি জানাইয়াছেন, "অধোক্ষজ নারায়ণ সেবকগণ বৈষ্ণব, কৃষ্ণসেবকগণ কার্ষ্ণ কিন্তু রাধার অনুগতগণ বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ—রূপানুগ।"

[illegible] নহে তার মাধুর্য্য আস্বাদন।
কৃষ্ণের সমস্ত [illegible]॥

[illegible] কার্ষ্ণগণ কৃষ্ণেরও উপরে। সেই কার্ষ্ণগণেরও অলভ্য শ্রীগুরু [illegible] কৃষ্ণের [illegible] লীলার [illegible]—আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ। অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর বিষয়াংশ কৃষ্ণ এবং আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সুতরাং তাঁহাকে কৃষ্ণের সমান বা কিছু কম মনে করিলে তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয় ও তাঁহার চরণে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেব এত বড় যে তাঁহার রূপে গুণে ভুবনমোহন কৃষ্ণও মুগ্ধ হন। এই সকল পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরম পরাৎপর তত্ত্ব পরতম আশ্রয়াংশের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারিলেই তাঁহার মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ংই শ্রীগুরুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"শ্রীরাধিকানন্দী এখন যে নেই তা' নয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীরাধিকানন্দীর শ্রীপাদপদ্ম-সেবা আমরা লাভ করিতে পারি। যাহাদের ললিতা-কুণ্ডাদিতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাঁহাদের শ্রীরাধিকানন্দী-পাদপদ্মে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্বতন্ত্র বিচার আসে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা আশ্রয়স্বরূপ জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবাই একমাত্র প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, সমস্ত বাঞ্ছার একমাত্র বাঞ্ছিত—সমস্ত তপস্যার একমাত্র সার—সমস্ত ব্রতের একমাত্র ফল—সমস্ত সাধনার একমাত্র সিদ্ধি—নিজের কর্তৃত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রিত—তাঁহার রক্ষিত—তাঁহার পালিত বিচারে নিজের অপ্রাকৃত স্বরূপ অভিমানের প্রতিষ্ঠাই জীবের চরম প্রাপ্য-আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চৈতন্যলীলার শেষ কথা।"

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শাখা

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরাবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, সোপার্ষদ [illegible] চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] [illegible] আছে।

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] কলকী ষ্ট্রীট, বাগবাজার

কলিকাতা [illegible]

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' প[illegible] ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible]—মহামহোপদেশক আচার্য্য [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রী[illegible] মিশ্রের ভবন বা শ্রী[illegible] মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ [illegible]

এই স্থানে শ্রী[illegible] ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬) [illegible] পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট।

সুপ্রাচীন [illegible], বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌর[illegible] [illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ

[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর[illegible] ও শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় [illegible]

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীমায়াপুরনাথের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—([illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপাল[illegible]মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম-এ, বি-এল।

(২৭) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible] (আসাম)

রক্ষক—[illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible]পুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[illegible]পীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যা[illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

[illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্দ্ধমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মাগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ামানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তি[illegible]টী – [illegible], পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ও [illegible]।

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, ([illegible])

এখানে [illegible] ও শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক শ্রী[illegible] মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ [illegible], [illegible] গার্ডেন্স,

এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রী[illegible] অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক [illegible] শ্রী[illegible] ভক্তি[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রেস্ হইতে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
একারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫।০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টপ	
মাণিপুর ১০০০ নং	
মারোয়াড়ী সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০—৯
কানপুর লাল	৭।৵০—৮৲

সোনা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৲২০
গিনি সোণা	২২।০ ১০
দরবার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আপ্রে—	৩৪।৵০
মিডল—	৩৮৸০
টেনকে—	৩৫।৶০
বাজার দরের সময়—	৩॥০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৵০—৭।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৴—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫।৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এম)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাট	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶

ঘৃতের দর

আওরা	৫৬৲
রামনৌকা	৫৫৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

...	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৭৲
লিভারপুল আদন ব্লক	৪০৲
কর্কচ পুরাতন ফাইন	৪৩৲
রাহ্মণ গাদা	৫৭৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা গাঁদ	৬॥০
সুপ বা দেশী	১৩৵০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০।০
পুটি খদির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২।০—১৩।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মাকা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মাকা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ হালকা জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বড় টী আয়রণ	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০
বিলাতি গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১২।
গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	।/১০—।৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	৮॥০
স্কুট কাটি বা ছিট কাটা মণ	২৲—৩৲
পাটী কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা	
	৪॥০ ৭৸৴০ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৪।০—৬।০
ঐ ,, ৩—১০ ফুট	৪৸০
স্ট্রিপ গাটী, পোর্ট্রে গরাদে	৫।০—৫॥৵০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	
জন্য	৫॥০—৭।৵০

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৭॥০, নকল ২১৲

সুঁচকোলের হালমণ ২৸০, পাটের হালমণ ৩॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট লেন, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—:০:—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

... ... সমুচ্চ বিদ্যালয় ও বোর্ডিং ... ... শিক্ষকগণ ... ও আদর্শচরিত্র। ... ছাত্রগণের জন্য ... সুন্দর ও ... ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ... ফল প্রদর্শন করিতেছেন

মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৫৯
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্তি সর্বত্র ব্যাপক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সংশোধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলোনা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই প্রয়োজন। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের আনন্দের এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। ইহা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত ব্রহ্মে ক্রমানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৶০	৷৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
সিকি কলম ১	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

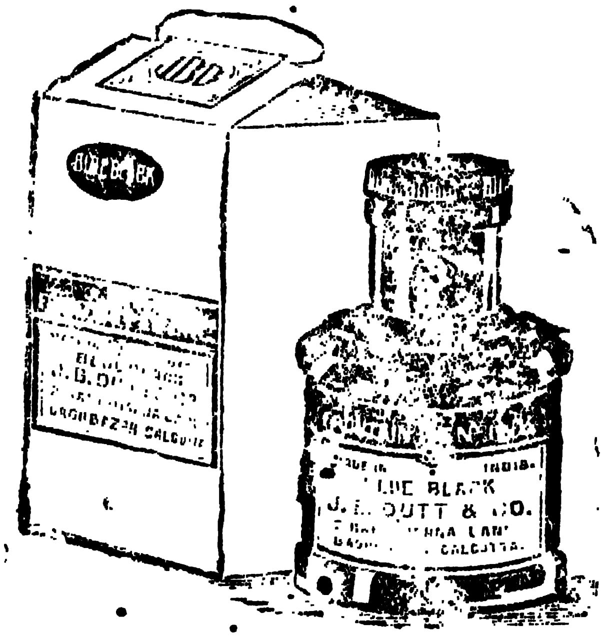

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফোন [illegible] —১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG NO C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৪১

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

চৈতন্যোপনিষদ্

[illegible] অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

সম্রাটের অভিষেকে লৌকিকতা গ্রহণ করা হইবে না

জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, সম্রাটের অভিষেক উৎসবের সময় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন মানপত্র বা যৌতুক গ্রহণ করা হইবে না।

হেল্‌থ অফিসারদের খাদ্য সম্বন্ধে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা

আগামী সপ্তাহ হইতে পাঞ্জাব, বাঙ্গলা সংযুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সিনিয়র হেল্‌থ অফিসারদিগকে ডাঃ আক্রয়েডের অধীনে কয়েক মাস খাদ্য সম্বন্ধে ট্রেনিং লইতে হইবে। তাঁহারা যাহাতে স্ব-স্ব প্রদেশে খাদ্যের পুষ্টিশক্তি সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে পারেন, তজ্জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি

এক সরকারী ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতসরকারের প্রতিনিধি-গণের সহিত জাপ-প্রতিনিধিগণের (বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য) ১২ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শেষ অধি-বেশন আরম্ভ হয়।

মাননীয় মিঃ ডাও ভারত-সরকার ও জাপ-সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার বিষয় যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং জাপ-প্রতিনিধি মিঃ ইয়ারনেকোয়া বলেন যে, তাঁহার উক্ত ব্যাখ্যার সহিত তিনি সম্পূর্ণরূপে একমত। অতঃপর মিঃ ডাও জাপ-প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করায় বাণিজ্যচুক্তির দুই প্রস্ত খসড়া যথারীতি উভয় সরকারের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই এই বাণিজ্যচুক্তির সর্ত্তাবলী সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ এক বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিবেন।

হরতাল উপলক্ষে মিছিলের জের

পাটনার সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে এন সিংহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা এবং ১৮৮ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন;—নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রীদলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ, পাটনা টাউন কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি বাবু রামবৃক্ষ বেণীপুরী, আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা বাকী, বাবু বসবান সিং, বাবু কান্তপ্রসাদ, মান্‌জরে আসান, ও আমেদ হবিব।

তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা ১লা এপ্রিল তারিখের হরতাল উপলক্ষে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া মিছিল বাহির করিয়া বে-আইনী জনতা করিয়াছেন।

ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া

পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া' নামক জাহাজটী গত ৩রা এপ্রিল বোম্বাই হইতে ৬০০ রাজ্যাভিষেক-দর্শনার্থীকে লইয়া যাত্রা করে। গত ১০ই এপ্রিল অপরাহ্ণে উহা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সুয়েজখালে মাটিতে আটকাইয়া যায়।

ডুবুরী নামাইয়া জাহাজের তলদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার তাল বাঁকিয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানও জখম হইয়াছে।

বৃহত্তম রণতরী

গত শনিবার রাত্রিতে বৃটেনের ৪২১০০ টন রণতরী 'হুড' (ইহা বৃটেনের এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম রণতরী) জিব্রালটার ত্যাগ করিয়াছে। এই রণতরী ভূমধ্যসাগর নৌবহরের অধিনায়ক ভাইস্ এডমিরাল জিওফ্রে ব্লেকের নিজস্ব পোত। পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রিতে 'রপসায়ার' নামক রণতরী স্পেনের উত্তর উপকূলস্থিত বৃটিশ নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যাত্রা করিয়াছে।

লাট পরিষদে নূতন প্রস্তাব

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। রেলওয়ে ডাক ও তারবিভাগ, বে-সামরিক বিমান, বেতার, রাস্তা প্রভৃতি যানবাহন ও সংবাদ আদান প্রদানের যাবতীয় বিভাগ স্বতন্ত্র দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া জনৈক সদস্যের তত্ত্বাবধানে রাখিবার যে প্রস্তাব শুনা গিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার যথোপযোগী বন্দোবস্ত হইয়াছে। বাণিজ্য-বিভাগ রেল-ওয়ে-বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিল্প-বিভাগের সহিত যুক্ত করা হইবে।

নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রণাম করিতে অসম্মতিতে উৎপীড়ন

——(×)——

এটোয়া জিলার সমফার গ্রামে সামাজিক উৎপীড়নের ফলে স্বর্ণকার জাতিভুক্ত আটটি পরিবারের যাবতীয় লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার আয়োজন করিয়াছে। প্রকাশ, স্বর্ণকারেরা ব্রাহ্মণদিগকে পাদস্পর্শ করিয়া পরে 'রাম রাম' বলিয়া নমস্কার জানাইত। ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণকারদের নির্দ্দেশ দেয়,—তাহাদের পাদস্পর্শ করিয়া তদবস্থায়ই 'পাদস্পর্শ করিলাম' বলিয়া প্রণতি জানাইতে হইবে। স্বর্ণকারগণ ইহাতে আপত্তি জানাইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছে এবং গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের হুকুম দিয়াছে যে-কেহ স্বর্ণকারদের সহিত কোন রকম সংস্রব রাখিবে তাহাকে ৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এই ভাবে সমাজচ্যুত হইয়া স্বর্ণ-কারদের জীবিকা-সংস্থান দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইয়াছে।

কুলী রমণীর শোচনীয় মৃত্যু

——::(×)::——

ডিব্রুগড় হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটী মাদী হাতী একজন কুলী রমণীকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশ, স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ীর এক হস্তিনী শাবকসহ মাঠের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল। জনৈক কুলী রমণী তাহার কন্যাকে লইয়া মাঠের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। মেয়েটীর হাতে কয়েকগাছা আখ ছিল। হস্তিশাবকের নিকট বালিকাটী আখ লইয়া গেলে হস্তিশাবক বালিকার হস্ত হইতে আখগুলি টানিয়া লয়। বালিকার মাতা হস্তিশাবকের মুখ হইতে আখ কয়গাছি কাড়িয়া লইতে গেলে হস্তিনী রাগিয়া শুঁড় দ্বারা কুলী রমণীকে ধরিয়া ফেলে এবং মাটিতে আছড়াইয়া পদতলে পিষ্ট করে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
অথবা ১২২৩ দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ২
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। স্বতন্ত্র চরিত্র ৬৲
৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড- ৸০
৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। গৌড়ীয় দীপিকা
৯। চৈতন্যময়
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ স্তবাবলী ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় ৵০
২২। ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা। ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফল টীকা গুণদোষ সমন্বিত
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেম বিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। উপদেশামৃত ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। কল্যাণকল্পতরু
৪১। ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনক্রম ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচার ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাধনাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থদর্শিনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। শ্রীমদ্ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড

আন্দ্যান্সেড ভিতোসন

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সপরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল। আধুনিক কালের একাধারে দর্শন এবং অন্যান্য জনগণের জীবনচরিত-গাথা সহ চতুর্থ এই বিরাট, আভিজাত্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১২শ বর্ষ { ২১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৩রা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৪১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নব-বর্ষে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা

——::(*)::——

আগামী নব-বর্ষের শুভদ বৈশাখ মাসে নব নির্ম্মিত **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠায়তনে** 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭৷০ ঘটিকা হইতে শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করিবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ত্রিদণ্ডাগ্রণী ও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজও কএক দিবসের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন।

এই অপূর্ব্ব সুযোগ সকলেই গ্রহণ করুন—ইহাই প্রার্থনা

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, ঢাকা

২৯শে চৈত্র, ১৩৪৩ সাল

বিনীত নিবেদক

শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী

আচার্য্য প্রসঙ্গ

——::(*)::——

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু মাসাধিক কাল যাবৎ এবার শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পরিচালন করিয়াছেন। পরিক্রমাদি অন্তে তিনি শ্রীধামে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন ও বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দকে নানাভাবে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে অভিনন্দন

পরবিদ্যালোচনার পীঠস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামক উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও প্রেসিডেণ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে অদ্য অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হইবে। এতদুপলক্ষে তথায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে ও অভিনন্দন-পত্র পাঠান্তে স্কুলের শিক্ষকগণ আচার্য্যদেবের মহিমাকীর্ত্তনমুখে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

মাদ্রাজে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বর্ত্তমানে মাদ্রাজনগরীতে অবস্থান করিয়া তত্রত্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহোৎসবকালেও তিনি তথায় উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিপোষকতা করিয়াছেন। স্বামীজী বর্ত্তমানে আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

গত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর বৈশিষ্ট্য ও বিচার-প্রণালী, কনিষ্ঠাধিকারস্থিত বৈষ্ণবের অর্চ্চন-প্রণালী ও অর্চ্চার স্বরূপ, মধ্যমাধিকার প্রভৃ বৈষ্ণবের অপর বৈষ্ণবের অধিকার নির্ণয় পূর্ব্বক প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান প্রদান, শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও পরতত্ত্ব শ্রীভগবানে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট উত্তমাধিকারীর আচরণ সম্বন্ধেও স্বামীজী আলোচনা করেন। স্বামীজী আরও বলেন,—সেবা করিতে হইলে প্রথমেই সম্বন্ধের প্রয়োজন; সম্বন্ধবিহীন সেবা মনের খেয়ালচরিতার্থতা মাত্র। সেব্যবস্তু স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত সেবা হইতে পারে না। সেব্যের সহিত সেবকের যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়টী সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার পরই সেবাকার্য্যটী আরম্ভ হয়। সেবারাজ্যে বা চেতনরাজ্যে প্রবেশের মূলেই সম্বন্ধ আলোচনা সম্বন্ধ স্থির হইবার পর অণুচেতন জীব পূর্ণ-চেতনের সেবাভিলাষী হইয়া প্রথমেই সেব্যের প্রিয়তম সেবকের সেবাতেই আকৃষ্ট হন। যাঁহারা আশ্রয়তত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া নিজের সেবার চেষ্টা দেখান তাঁহাদের সেই সেবাড়ম্বর দাম্ভিকতাতেই পর্য্যবসিত হয়। আরাধ্যবস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন চিদ্‌বিলাসবান্; সমস্ত আশ্রয়-তত্ত্বই বিলাসের উপকরণ। আশ্রয়াংশিনী তাঁহার পরিকরসহ তাঁহার একমাত্র আরাধ্যবস্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। চিৎকণ জীব সেব্যের সেবার আদর্শপ্রদর্শক আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে সেবা করিতে পারেন না। তাই মূলে আশ্রয়বিগ্রহেরই আনুগত্যে তাঁহারা বিষয়বিগ্রহের সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহারা আশ্রয়ের পরিকরাদি স্বীকার করেন না বা তাঁহাদের আনুগত্য প্রয়াসী নহেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বিষয়-বিগ্রহেরও বিলাস স্বীকার করেন না। বিলাসের একাংশ স্বীকার করিয়া অপরাংশের অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে বিলাস বিষয়ে অনভিজ্ঞতারই পরিচয়। সুতরাং চিৎকণ জীবের আশ্রয়বিগ্রহরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে তাঁহার এবং তদীয় প্রেষ্ঠগণের সেবাদ্বারা প্রাপ্য বস্তুর অনুসন্ধানই প্রকৃত-পক্ষে প্রয়োজনানুশীলন।

রেঙ্গুনে প্রচার

গত ৭।৪।৩৭ তারিখে একাদশী তিথিতে P. M. G. office এর হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত শশধর চাটার্জ্জি মহাশয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক সুললিতকণ্ঠে ভক্তিমতী শ্রোতৃবর্গের সমাগত শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে একাদশী তিথিমাহাত্ম্য, তিথিকৃত্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মুমূর্ষুর কৃত্য সম্বন্ধে শ্রীশুক-পরীক্ষিত-সংবাদ প্রায় ১৷০ ঘণ্টা-ব্যাপী পাঠ করেন। পাঠশ্রবণে সকলেই প্রীত হন। পাঠের আদি এবং অন্তে শ্রীরাসকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিসম্বন্ধ-বিহীন, তাঁহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। জীবন্ত মনুষ্য ও দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন তবে তাঁহারা কেবলমাত্র জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বিষ্ণু, নিখ গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

দীক্ষা

প্রকৃত দীক্ষা কি?

ভক্তিমার্গে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে আদৌ সম্বন্ধ-জ্ঞান। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানেরই অপর নাম দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানের অভিনয় বা মন্ত্রের উচ্চারণমাত্র দীক্ষা নয়, যাহাতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় তাহার নামই দীক্ষা—ইহাই শ্রৌত-সিদ্ধান্ত।

দীক্ষাপ্রদাতা কে?

মূঢ় জীব আমরা শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। কৃষ্ণভক্তরূপে সদ্গুরুই অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেন, অমঙ্গলের পথ বা অমঙ্গল পথের সন্ধান ও উপদেশ দিয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। ইহাই অভিধেয় সদ্গুরু বা ভজনগুরু। এই সদ্গুরুর নিকটই শুদ্ধ নামভজনের অধিকার বা দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। মন্ত্রগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য জগতের যে পরিচ্ছদ, তাহা অজ্ঞানকৃতবশতঃ তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সেস্থানে মঙ্গল বা বিষ্ণুবৃত্তি-রূপ অধিকার স্থাপন করে।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল কিসে হয় তাহা আমরা জানি না। নিজের মঙ্গল আমরা নিজে করিতে পারি না সুতরাং পতিতপাবনের চরণাশ্রয় না করা পর্যন্ত আমাদের মঙ্গললাভ হয় না—তদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায়ও নাই। ভগবদ্ভজনই—কৃষ্ণানুসন্ধানই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, যে কার্যটী মনুষ্যজন্ম না হইলে অপর কোনও জন্মে হয় না, সেই সর্বাপেক্ষা বড় আত্মধর্মানুশীলনের জন্য সব ছাড়িয়া আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত; এ কথা পর করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের দয়া করিয়া জানান। সদ্গুরু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাবিধানে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকেও যোগ্যতার যোগ প্রদান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন—শিষ্যের পারমার্থিক দ্বিজত্ব সম্পাদন করিয়া তাহাকে শ্রীমূর্তি ও শালগ্রাম সেবায় এবং শ্রীনামকীর্তনে অধিকারী ও প্রবৃত্ত করেন। যজুর্বেদ বলেন—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সেবারূপ ব্রতদ্বারা জীব দীক্ষালাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণা অর্থাৎ সরলতা বা অকপটতা প্রাপ্তি ঘটে আবার সরলতা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধাদ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্য বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এই বেদবাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও (৬।২৩) বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

কঠোপনিষদেও দেখা যায়—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

যে অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের উদয়ে সর্ববিধ পাপরাশির সম্যক্ ক্ষয় হয় তত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই দীক্ষা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। শাস্ত্র আরও বলেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ
কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

দীক্ষা কয় প্রকার?

দীক্ষা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বৈদোক্তা। বেদানুগা আবার দ্বিবিধ—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত ব্যক্তের 'বৈদিকী' দীক্ষা, অযোগ্য-জনে অধিকারি-জ্ঞানে 'পৌরাণিকী' দীক্ষা এবং অনধিকারী বিচারে ভাবী যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশ্যে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন সাত্ত্বিক দশ-সংস্কারের অভাব বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই যুগে 'বৈদিকী' দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার পদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই দশ-সংস্কারের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 'ক্রমদীপিকা', 'সারদা তিলক' 'রামার্চনচন্দ্রিকা' পদ্ধতি অনুসারে লিখিত বিধি-মধ্যে উহা বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগমবিধির কথা সমর্থন করিয়া 'তত্ত্বসাগর-বচন' উদ্ধার করিয়াছেন—

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥'

দীক্ষিতের উপনয়ন সংস্কার

সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে বেদ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করেন। দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। প্রাগনধিকারে মানবকের দীক্ষান্তে দ্বিজত্ব লাভ সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জিবন্ধনাদি সংস্কার অসম্পূর্ণ থাকে না, তাহা পূর্বেই সাধিত হইয়া যায়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। অনন্তর আচার্য্য বিনীত পুত্র অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া মন্ত্র শিক্ষা দিবেন—ইহাই বিধি। শ্রীনারদের 'শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ'—এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যে দশ-সংস্কার-পদ্ধতি অন্তর্গত আছে। সুতরাং দ্বিজত্বের পরে আর শূদ্রভাব থাকে না।

শাস্ত্র পঞ্চরাত্রমতে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র-সমূহ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত, কিন্তু সাত্বত তন্ত্র দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত জন বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রধারণ-ব্রাহ্মণতাদিকরণই তাহার প্রমাণ। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার দিতে সমর্থ।

শাস্ত্রানভিজ্ঞ অনেকের ধারণা—পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা অনুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তাহাদের এই বিচার ভ্রমাত্মক। আগম-পুরাণাদি শাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের আচরণে যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে উপনয়ন সংস্কার প্রদানের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিও এই বাক্য সমর্থন করিয়াছেন।

কলিতে অর্থাৎ বিবাদযুগে 'অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥' এই বিষ্ণু-যামলবাক্যে শৌক্রবিচারের শুদ্ধির অভাব থাকায় আগম বা পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাকেই শুদ্ধি জানা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১১।৩৫) "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥" এই বাক্যে এবং ইহার শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিত "যদ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ" এই টীকায়, নারদ-পঞ্চরাত্রান্তর্গত ভরদ্বাজসংহিতায় (২।৩৪) "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥" এবং 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের শ্রীল সনাতনগোস্বামিকৃত "নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা" এই দিগ্দর্শিনীটীকা-বাক্যে এবং তৎকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৪।৩৭) "দীক্ষালক্ষণধারিণঃ" পদের উল্লিখিত "দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু ধারণাদীনি ধর্তুং শীলং যেষাং তে" এই টীকায়, ব্রহ্মসংহিতার (৫।২৭) শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকৃত 'এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ব্রহ্মণঃ) প্রবৃত্তে দ্বিজত্বসংস্কারেণোপনীতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধি-দেবজ্ঞানং'' এই ভাষ্যে এবং এতদ্রূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধি অনুসারে লব্ধদীক্ষ সকল মানবেরই উপনয়নসংস্কার আবহমানকাল নিত্য বিহিত হইয়াছে। অতএব 'বৃশ্চিক তণ্ডুলক' ন্যায় অনুসারে ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৯ সূত্রের (শ্রীজীব গোস্বামি-পাদকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায়) শৌক্র ও দৈক্ষ্যব্রাহ্মণতা, উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সংস্কার গ্রহণের পরই তাঁহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু 'অনুপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণ-বিচারানুসারে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য। সুতরাং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রগ্রহণের পর শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রমতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদনন্তর মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিবেন।

স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে ১০০ সংখ্যায় ২য় বিলাসে বলেন,—'অতো-

নান্দিকাশ্বেচর 'ক্রমঃ সর্ব্বাঞ্চ কারয়েৎ" টীকায় "আদ্য শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নিষ্ক্রমণান্নপ্রাশনচৌড়োপনয়নসমাবর্ত্তন-বিবাহাঃ।" অর্থাৎ দীক্ষাকামী ব্যক্তিকে গুরুদেব দশবিধ সংস্কার করাইয়া নিবেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিবেন।

কোনও কোনও অকিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণব ভাগবতী দীক্ষা লাভ করিয়া নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরম পরিণতি বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই, কেহ বা শাস্ত্রবাক্য মান্য করিয়া দীক্ষাকালে উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজের উত্তম অধিকার-যোগ্যোচিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী উপবীত প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন বাহ্যে উদাসীন হইয়াছেন।—যথা ব্রহ্মোপনিষদি—"বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥" অর্থাৎ উত্তম অধিকারপ্রাপ্ত ভগবদ্বিদ্ পরমহংসগণ বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ব্রহ্মের সহিত সতত-যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার বাহ্যসূত্রের প্রয়োজন কি? যাহার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয় নাই তাহাকে শ্রুতিবেদ ব্রহ্মসূত্ররূপ স্মারক চিহ্ন দ্বারা পরব্রহ্মে সততযুক্ত থাকিবার উপদেশ প্রদান করেন।

পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণেরও গুরু হইতে পারেন তাহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শৌক্রকান্বয়ে [illegible] শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শৌক্র ব্রাহ্মণগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীদাস-গদাধরের নিকট কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। আবার বড়গাছিনিবাসী নবনী হোড় গোপ-[illegible]কুলে উদ্ভূত হইয়াও দীক্ষিতের চিহ্নস্বরূপ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন এবং শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরও আচার্য্য হন। এখনও তদীয় বংশে দীক্ষিতের উপবীত ধারণ-প্রথা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ-প্রথাও অবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শৌক্র ঘরাণাতে বা চাষাকুলে উদ্ভূত হইয়াও বিপ্রোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমেই তিনি বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকটী উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যদি শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ ও বেদ-পাঠে অধিকার নাই মনে করিতেন তবে কিছুতেই তিনি স্বয়ং শ্রীবলদেব প্রভুকে অধ্যাপনা করাইতেন না বা বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিতেন না।

সম্বন্ধালোক

(২)

এক সময় বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কয়েকজন ব্রজবাসীকে গোবর্দ্ধনের দিকে গমন করিতে দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোক। তাই গোবর্দ্ধনে যান।" তাহা শুনিয়া একজন বলিলেন,—"ইঁহারা রাধাকুণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন।" তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "ইঁহারা রাধাকুণ্ডে আসেন 'শ্যামের রাধা' এই বিচারে কৃষ্ণের সেবার জন্য। রূপানুগগণের বিচার "রাধার হরি শ্রীরূপের প্রাণধন।" তাঁহারা রাধার সুখের জন্যই কৃষ্ণসেবা করেন।" শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল শিক্ষা, আচরণ-রত্নের মধ্যে কৌস্তুভমণি-স্বরূপ, বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সেবা মাধুর্য্য-প্রদর্শক।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই বিষয়বিগ্রহ অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের সেবা-বৈশিষ্ট্য পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বিষয়বিগ্রহের মন্দির হইতেও আশ্রয়বিগ্রহের মন্দির চটক পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে করিতে হইবে।" শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর "সমীপে নীলাদ্রেঃ চটকগিরি" শ্লোকস্থ 'ধাবন্নবধৃতো' শ্লোকে মহাপ্রভু কি নিজজনের দ্বারা অবধৃত হইয়াছিলেন? তিনি চটক পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন না কেন? বিষয়বিগ্রহ গৌরসুন্দরের মন্দির চটকপর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে, ব্যাস মধ্বাচার্য্যাদি আশ্রয়বিগ্রহ আচার্য্যগণের মন্দির তদুপরি প্রদেশে এবং মূল-আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির চটক পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে নির্ম্মিত হইবে। তথায় শ্রীবার্ষভানবী নিজ-গণের সহিত অবস্থান করিবেন। শ্রীগোবিন্দ-দেব সগণ-শ্রীবৃষভানুজার সঙ্গলোভে সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আশ্রয়ের সেবা করিবার জন্য তাঁহার সেবকগণও তাঁহার সঙ্গে সেই উন্নত প্রদেশে থাকেন।' এই সেবকগণেরও সেবক হওয়াই অভিধেয় ও প্রয়োজনের পরম ও চরম কথা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এখানে যে প্রকার শ্রীরাধারাণীর মন্দির ও তথায় শ্রীগোবিন্দ-দেবকে আকর্ষণ করিবার লীলা-প্রকাশ করিতেন, শ্রীগৌরীয় বিপ্রলম্ভলীলা-প্রকাশেও একই কথা; কিন্তু সাধারণ লোকচক্ষে এই দুইটি লীলা বিরুদ্ধজনক বলিয়া মনে হইলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুগত ব্যক্তিগণ ইহার সামঞ্জস্য ও একতাৎপর্য্যপরতা অনুধাবন করিতে সমর্থ।

"বক্তেরকাণ্ড" শ্লোক এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'যত্র শ্রীমাধবে? কমলে' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "এখানেই শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন,—শ্রীমতী তাঁহার কোমল হইতেও অতি সুকোমল শ্রীঅঙ্গে কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করাইতেছেন না, পাছে তাঁহার কর্কশ অঙ্গে সুকোমল কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ হইলে কৃষ্ণের কষ্ট হয়। এইজন্য তিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ না করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জগতে আমরা শুনিয়াছি, এক পণ্ডিত কোন রাজকন্যার নিকট তাহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখাইতে গেলে রাজকন্যা উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, ব্যাস, বাল্মীকি ও ব্যাস এই তিন জনকেই কবি বলিয়া জানি। অন্য কোন [illegible] নাই। কেহ পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিলে তাঁহার মস্তকে আমি পদাঘাত করি। উত্তরে ঐ পণ্ডিত রাজকন্যাকে জানাইলেন, তোমার এই ব্যবহারে আমি খুব দুঃখিত। কারণ, আমার মাথার চুল-গুলি অত্যন্ত কর্কশ; তাহাতে তোমার সুকোমল পাদস্পর্শ হইলে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে, সেই দুঃখেই আমি দুঃখিত। যদিও জড় জগতে চিজ্জগতের কোন উপমাই দেওয়া চলে না তথাপি একদেশিক ভাবে ইহার দিগ্দর্শন করিতেছি মাত্র। পণ্ডিত যে প্রকার রাজকন্যার পদপ্রহারের জন্য নিজের কষ্ট, সম্মানহানি, লজ্জা প্রভৃতি বিষয় একেবারেই চিন্তা না করিয়া রাজকন্যার সুখের কথাই চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার শ্রীমতীও কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শই তাঁহার একমাত্র জীবন-ঔষধ জানিয়াও পাছে তাঁহার নিজের সুখের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে গিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কর্কশতা-দোষে কৃষ্ণের কোন প্রকার কষ্ট হয়—কৃষ্ণের সুখের একটুকুও অসুবিধা হয় এই ভয়ে কৃষ্ণবিরহে মৃত্যু স্বীকার করিয়াও দূরে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাই কৃষ্ণপ্রীতির—কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের—কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা। [illegible] এই দুইটি লীলা বাহ্যদর্শনে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় তথাপি উভয়ই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর।

মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"আমার হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি মানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।"

এই বিচারে নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়ে উদয় করানই শ্রীগুরুদেবের পূর্ণতম কৃপা। কিন্তু কাম, ক্রোধ, দাম্ভিকতা এবং কপটতা প্রভৃতি অশেষ প্রকার রিপুপীড়ন, কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ প্রভৃতি অশেষ প্রকারের ধূলি, কাঁকর, তৃণ, কণ্টক দ্বারা পরিপূর্ণ—শুধু তাহাই নহে, জন্ম জন্মান্তরের বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে সন্তপ্ত, রবিতপ্ত-মরুভূমি-সম আমার পাপময় হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কি প্রকারে বসাইব? তাহাতে হয় ত' আমার সাময়িক কিছু সুখ হইতে পারে কিন্তু গুরুদেবের যে অত্যন্ত অপ্রীতি, অসন্তোষ এবং কষ্ট হইবে। যে পাদপদ্ম শুধু এই জগৎ নহে, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই আরাধ্য, যাঁহার সঙ্গ নারায়ণ-বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর সাধনা, এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাকে বক্ষে ও মস্তকে রাখিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য—কৃতার্থ মনে করেন, সেই পাদপদ্ম আমি কি প্রকারে আমার এই বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ ক্রোধ, দম্ভপরায়ণ কণ্টকাকীর্ণ দেহে স্থাপন করিব? তাই প্রার্থনা—

"অনাথবৎসল তুমি অধম অনাথ আমি
তদীয় সাক্ষাৎ দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
সব ছাড়ি তব দাস্য মাগি॥
অঞ্জলি মস্তকে ধরি' ও-পদে বিজ্ঞপ্তি করি'
আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া, শীতল করহ হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন॥"

এই বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ দাস্য লাভ করিয়া প্রাণ শীতল করাই প্রার্থনীয়। তথাপি তাঁহার যাহাতে সন্তোষ,—তাঁহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই আমার লক্ষ্যতম বিষয় হউক।

তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যেন বুঝিতে পারি যে আমার এই অনাদি-কালের পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতিফলে প্রাপ্ত এই দেহের স্পর্শদোষে তাঁহার অপ্রাকৃত পাদস্পর্শ করাইবার দাম্ভিকতা কখনও না দেখাই এবং শ্রীগুরুসেবার শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান না দেখাইয়া যেন সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রতি বৎসরের প্রথমে, প্রতিমাসের প্রথমে প্রতি দিনের প্রথমে, প্রতি ঘণ্টার প্রথমে, প্রতি মিনিটের প্রথমে প্রতি সেকেণ্ডের প্রথমে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ-সহকারে "[illegible]" বিচারে যুগল করজোড়ে দূরে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রিয়তম সেবকগণের আনুগত্যে তাঁহার পাদপদ্ম সেবা প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীকৃষ্ণের ভবনে শ্রীচৈ [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] আছেন। [illegible] আছে। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible]
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রাপ্তানুষ্ঠান [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক— [illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবরেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
পুরাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ৪৬১ গৌরঙ্গ [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) শ্রীকুণ্ডক শ্রীসুরভীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক -- শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক —শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক- শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক- শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দবাপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(কুলিয়া [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক -শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

১৯) প্রপন্নাশ্রমমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ রামপাল, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক —শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক —শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক — [illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক —মহা- মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপাল মঠ
[illegible], পোঃ ঢাকা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক - শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (আসাম)
রক্ষক - [illegible] শ্রী[illegible]নন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক— শ্রীমনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], [illegible] সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক - শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
২২নং ফরিদপুরা, [illegible] সিটি
রক্ষক -- শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] পি
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৩৭) শ্রীগুরু গৌড়ীয় মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠপটি
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক - শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণ, মথুরা।
রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক - শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক - শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ —পেশোয়ারী,
পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক এ পোঃ পানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক -শ্রীবনমালী গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়াব ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রীসনন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রায়ানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক -শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক - শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমবি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমবি, মেদিনীপুর
রক্ষক- শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।১০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনীশ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তপাঠকপাতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী [illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী নিজ চাউল—

	প্রতি মণ
রাজখানি	৬॥০
ঝাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০–৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাধবোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অত্তরা	৫৬৲
বাগনীরা	৫৩৲
কুমরেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষী	৪২।০

	৫৯০।
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাজরা	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরানদ ফাইন	৪৩৲
চাম্পা গাঢ়া	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৭০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৭৵০—৭॥০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৬।০—৬॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	৮৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	৮॥০
বরগা (টী আয়রণ)	৭৸০—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১১।৵০
২৬ গেজ—	১২।৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১২৵০
২৬ গেজ—	১২৵০
২৮ গেজ—	১২।৵০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১১॥৵০
২৬ গেজ—	১২॥০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।/১০—॥৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল) ৮॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ২৲—৩৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৪॥০ ৪৸/০ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৪।০—৬।০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৪৸০

টিন পাটী, বোল্টু গয়াদে ৫।০—৫।৵

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য ৫॥০—৭।৵০

সুঃ ইস্পাত আসল ২২॥০, নকল ২১৲

5টকলের হালমণ ৪৸০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৩।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যাবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের ব্রহ্ম মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র জ্বরের বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভক্তিসিদ্ধি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলতা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৹	।৵৹	।৵৹		।৹
" " ইঞ্চি ২৲	১॥৹	১॥৹		১৲
সিকিকলম ৫৲				৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		২৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪।৹
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲		১৮৲
" এক কলম ৩৬৲		

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, কত রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মো মু:—১৮নং ২নায়ক্স লেন, কলিকাতা

ঠিকানা: শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা
বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ
পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫১

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম,
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৭ই এপ্রেল, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৪২

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

পরিষদ সদস্যদের সম্মেলন

নাগপুর হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসীদল শীঘ্রই একটী সম্মেলন আহ্বান করিবেন এবং ঐ সম্মেলনে শুধু ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদিগকে আমন্ত্রণ করা হইবে না, মন্ত্রিমণ্ডল প্রভৃতি অন্যান্য নির্ব্বাচিত সদস্যদিগকেও আমন্ত্রণ করা হইবে। সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দল কর্ত্তৃক মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হওয়ায় ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা আলোচনা করা এবং পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা।

ইঙ্গ-ব্রহ্ম বাণিজ্য-চুক্তি

রেঙ্গুনের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, লণ্ডনে অটোয়াচুক্তির অনুরূপ চুক্তির আলোচনার জন্য যে বৈঠক বসিবে, ঐ বৈঠকে প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্য ডাঃ থিনমংব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে থাকিবেন। আগামী জুন মাসে আলোচনা আরম্ভ হইবে। কি-ভাবে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ব্রহ্মদেশের বণিক সম্প্রদায়ের সহিত যোগাযোগ রাখিবেন তৎসম্পর্কে একটি সরকারী ইস্তাহার বাহির করা হইবে। ডাঃ মগ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেট

১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে, সেই বৎসরে আমদানী-শুল্ক ও উৎপাদন-শুল্ক বাবদে যাহা পাওয়া যাইবে বলিয়া বাজেটে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, কার্য্যতঃ তাহা অপেক্ষা ৫০ লক্ষ টাকা অধিক পাওয়া গিয়াছে।

বিগত মার্চ্চ মাসের যে স্বতন্ত্র হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, কোন একটা বিশিষ্ট মালের উপর গৃহীত শুল্ক বাবদে আর বৃদ্ধি নাই, প্রায়—সমস্ত পণ্যের উপর গৃহীত শুল্ক বাড়িয়াছে। পাটের উপর গৃহীত শুল্ক হইতে অর্দ্ধেক টাকা সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে দিতে হইবে। তাহার পর যাহা থাকিবে, তাহাতে আশা করা যাইতেছে, বাজেটের ঘাটতি অন্ততঃ ৩০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা কম হইবে।

———

ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের নব পরিকল্পনা

ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের দিল্লী শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"সম্প্রতি ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, এই সভা, উহা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ-নীতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন নব প্রচারিত স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভেই ইহার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আইন সভায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।"

সীমান্তে উপজাতীর উপদ্রব

গত ১৩ই এপ্রেল বেলা ৯টা ৫০ মিনিটের সময়ে বিমান-বাহিনীর একটি বিমান, মিরণশাহ বিমানঘাটির নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় পাইলট অফিসার মিঃ জে বি পার্কা, মিঃ গ্রেবে ও মিঃ আর ডব্লিউ গিবসের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শিনওয়ার অঞ্চলে উপজাতিদের বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছে। ১০ই ও ১২ই এপ্রেল তারিখে দিনেরবেলায় শিন-ওয়ারে স্কাউটদের ঘাটিতে ভীষণ গুলীবর্ষণ করা হয়। ১১ই এপ্রিল অপরাহ্নে সিনি আগগার নামক স্থানে রাজমাকগামী একটি অ-সামরিক লরীর উপর গুলীবর্ষণ হয়; কিন্তু খাসাদারগণ আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ঐ দিন কয়েকজন সেনাপাল ওয়াজির খাসাদার যখন ... প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছিল, তখন ... একদল টোর্খেল তাহাদের প্রতি গুলীবর্ষণ করে; খাসাদারগণ আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

———

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিয়মাবলী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহকমণ্ডলীর বিগত অধিবেশনে নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—(১) জিলা কংগ্রেস কমিটি-সমূহ গঠনের শেষ তারিখ পিছাইয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত সম্পাদক করিয়াছেন, তাহা মঞ্জুর হইল; (২) যে সমস্ত কংগ্রেস কমিটি গঠন সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে, তাহার মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কমিটিগুলিই বহাল থাকিবে; (৩) ১১ই এপ্রেলের মধ্যে যে সমস্ত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে সেই সমস্ত কমিটির গঠন সিদ্ধ বলিয়া স্থির হইল; (৪) যে সমস্ত স্থানে এখনও নির্ব্বাচন শেষ হয় নাই তৎসমুদয় স্থানের নির্ব্বাচন পুনরায় নির্দ্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে; (৫) ত্রিপুরা হইতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা-পতিকে দেওয়া হইল; (৬) আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে (১৭ই এপ্রিলের পরে) কোন কংগ্রেস কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিরোধের সংবাদ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয়ে না পৌঁছিলে, তাহা বিবেচিত হইবে না।

———

বেহেস্তে যাইবার সোজা পথ

শিওয়ান হইতে খবর আসিয়াছে যে, যাবেদ শেখ নামক একব্যক্তি 'আরাসা' নামক এক ধারালো অস্ত্র দ্বারা তাহার পত্নীকে হত্যা করিয়া দুইটী শিশুপুত্রকেও উক্ত অস্ত্রাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত করিয়াছে। পরে লোকটা থানায় যাইয়া আত্মসমর্পণ করে এবং বলে যে, পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রিত থাকাকালে সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, সে যদি তাহার পত্নী ও পুত্রদের কোরবাণী দিয়া সহীদ হইতে পারে, তাহা হইলে সে সোজা স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারিবে। লোকটার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে—তাহাকে পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখা হইয়াছে।

২২ লক্ষ টাকার স্বর্ণরৌপ্যাদি চুরি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে, বরাইচের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তিনজন লোকের বিরুদ্ধে টিপারাহার মৃত ঠাকুর সাহেবের বাড়ী হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, পাঁচশারী নোট ও অলঙ্কারাদিতে মোট ২২ লক্ষ টাকা চুরি করার অভিযোগে এক মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১৯শে এপ্রেল ৬ই বৈশাখ সোমবার শ্রীরামনবমী উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকার ঐ দিবস নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সারার্থদর্শিনী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা
দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় প্রবন্ধ ।৵
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। কল্যাণকল্পতরু ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারসংগ্রহণম্ ৶০

রোমান ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্‌স অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়োরেটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনরিয়ালাইজড রিজোনস ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফর্স্ট্ ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহামহোপদেশক ... বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল ... একাধারে দর্শন এবং ... ভগবানের জীবনচরিত-সাহিত্যে নব যুগের এক বিরাট, আনন্দ ও আহ্লাদের মান-চিত্র ও রঙ্গিন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

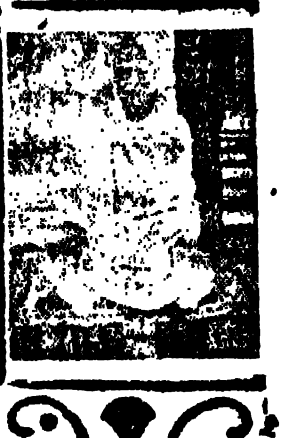

১২শ বর্ষ { ২২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৪৩তম সংখ্যা

লণ্ডনে গৌর-বাণী-প্রচার

——::*)::——

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর সেবা-সাফল্য

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যদেশে গৌরবাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রায় ৬ মাস যাবৎ লণ্ডন-মহানগরীতে অবস্থানপূর্ব্বক সাফল্যের সহিত গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ইতোমধ্যে তিনি লণ্ডনের বিভিন্নস্থানে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া বহু শিক্ষিত সজ্জনকে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, আচারময় প্রচার, নিষ্কপট গুরুসেবা, পবিত্র-জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিতগুণে আকৃষ্ট হইয়া বহু সজ্জন তাঁহার শ্রীমুখ বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেছেন এবং একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজ ভদ্রমহিলাও হরিনামাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উপযুক্ত অধিকারী মনে করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে যে গিরিধারীর সেবা কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন, তিনি লণ্ডননগরের নানাবিধ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাঁহার সেই গুরুসেবা ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সহিত করিতেছেন। তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে গিরিধারীর ভোগের জন্য রন্ধন করতঃ নিজে অর্চ্চন করিয়া তাঁহার অবশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার সহজ, সরল আড়ম্বর-হীন সংযত জীবনযাত্রাপ্রণালী আমাদের আদর্শস্থানীয়। বহুগুণে বিভূষিত হইয়াও তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। "প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার," এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর জীবনে দেখিতে পাইয়া আমরা পরমানন্দিত। তিনি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদলব্ধ। সুতরাং তাঁহার দ্বারা লণ্ডনে যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছে ও আরও হইবে—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, লণ্ডনের সুবিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে ভারতসচিব মহামান্য মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড বাহাদুরের সভা-পতিত্বে আগামী ২৬শে এপ্রিল এক বিরাট্ সভায় অপ্রাকৃত প্রভু একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠভবনেও তাঁহার দুইটী বক্তৃতা হইবার কথা আছে। আমরা পাশ্চাত্যের আচারবান্ প্রচারকবরের প্রচার-সাফল্যের জন্য তাঁহার জয়গান করিতেছি।

———

কুঞ্জ-কুটীরে কৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীরে অবস্থান করিয়া সপ্তাহাধিক কাল যাবৎ বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ও পাঠ কীর্ত্তনাদি দ্বারা চৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। গত ১১ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যার পর পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী ভগবত্তত্ত্ব ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা উপদেশ করিয়াছেন। আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গুরুপূজা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যান তথাপি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ছত্রের তলে দাঁড়াইয়া জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সত্য কথা বলিয়া যাইব। এই সত্য কথা যদি একজন ব্যক্তিও ধারণ করিতে পারেন, তাহাদ্বারা জগতের হিতসাধন হইবে। আর অনন্তকোটি কপট বক্তা যদি বক্তৃতা করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা মঙ্গল হইবে না।" শ্রীগুরুদেব পরদুঃখে দুঃখী, তিনি জীবের দুঃখ বোঝেন, তাই তিনি বিকারগ্রস্ত মানবের কথায় কর্ণপাত করেন না। তিনি যে কত দয়াল তাহা এই শ্লোকটী আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে।

"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মা-
মনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি।"

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতনপ্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

সনাতনাভিন্ন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভজনে অনিচ্ছুক মাদৃশ ব্যক্তিসমূহকে গোলোকের দুর্লভ ভক্তি রস পান করাইবার জন্য যে সকল কল কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা বিচার করিলে দেখি, তিনি কত মহান্, কত দয়াল, কত বদান্য, জীবের ব্যথাতে তিনি কত ব্যথিত! কিন্তু পোড়া-কপাল আমার, তাঁহার বাণীকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছি।

শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুপূজাই সাধকের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এইজন্য অর্চ্চনের প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের পূজা। কেন না, গৌর-কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে বাঁধা। তিনি যদি কৃপা করিয়া গৌর-কৃষ্ণকে দেখান, তবে সাধক দর্শন-সেবা লাভ করিতে পারে, নচেৎ অসম্ভব। গুরু-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ দর্শন হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদাদির চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথম গুরু নারদের চরণে প্রণত হইয়া পূজা করিয়া দীক্ষামন্ত্র লাভ করার পর ভগবান্ তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। গুরুপূজা সুষ্ঠুরূপে হইলেই কৃষ্ণপূজা এবং গৌর পূজা সম্ভব; নচেৎ অসম্ভব।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং
তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ॥
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

গুরুপূজাহীন ব্যক্তির কৃষ্ণপূজা ও গৌরপূজার আড়ম্বর দাম্ভিকতা মাত্র, অতএব গুরুব্রুবের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু-চরণে আত্মপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে। তবেই মঙ্গল, নচেৎ যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব। যিনি যে-পরিমাণে আত্মাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণেই গুরু, গৌর ও কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন; অতএব যখন মাদৃশ ব্যক্তি ভোক্তাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবকতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অর্থাৎ শ্রীগুরু-দেবের চরণে আত্মবলিদান করিবে তখনই প্রকৃত শ্রীগুরুপূজা সাধিত হইবে। সুতরাং শ্রীগুরুচরণে আত্মবলিদান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ভৃত্যানুভৃত্য হইয়া আজ্ঞা-পালন করাই গুরুপূজা।

———

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"যে সকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি হরিসম্বন্ধ-বিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া দৌরাত্ম্য করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। জীবন্ত মনুষ্য বা দেবতা যদি হরির উপাসনা না করেন তবে তাঁহারা কেবলমাত্র জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

মন্ত্র ও মহামন্ত্র

শ্রীনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। তথাপি শাস্ত্রে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া দীক্ষাগ্রহণে উদাসীন হই। ইহা শাস্ত্র লঙ্ঘনজনিত অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৎফলে মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত। মন্ত্রানুগ ভগবন্নাম; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃশব্দাদি ভূষিত অর্থাৎ নামানুগতাভাবযুক্ত। বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগপ্রবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ শব্দের 'ম'কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ—নিবৃত্তি; অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিফলে জীবের জড়াহঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ। মন্ত্রসমূহ ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিকর্ত্তৃক শাস্ত্রবিশেষে নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অঙ্গভাবাপেক্ষারহিত ভগবন্নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ; তাহা হইলে মন্ত্র অপেক্ষা যে নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, নামকীর্ত্তনকারীর সেই নামে দীক্ষার অপেক্ষা কেন? উত্তর এই যে,—যদিও নামভজনকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের তাই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রের কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে (২৮৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,

"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব এবং (ঐ ২৮৪ সংখ্যা)—(দীক্ষাদ্যপেক্ষা) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি॥"

পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ ধ্বংস করে। অপ্রাকৃত হইলে মন্ত্র ও দেবতায় অভিন্ন বুদ্ধি হয়। নাম ও মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয়। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেই মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রের বিধানানুসারে মন্ত্রগ্রহণই বিধি; কিন্তু কৃষ্ণনাম বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয় অর্থাৎ বদ্ধগণ নিরপরাধে নামগ্রহণ করিলে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াও শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

অনুপনীত দ্বিজের যেরূপ স্বকল্প অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত গ্রহণের পরই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার পূজাদিতে অধিকার হয় না। এইজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশ্যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো
জনঃ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ,)

"অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং
বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥"

(হরিভক্তিবিলাসধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন;)

কৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র। আর পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ—মন্ত্রনামে খ্যাত। স্বয়ংরূপ শ্রীনাম কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না; তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ বস্তু। শ্রীনাম মুক্তকুলের উপাস্য। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু নামাষ্টকে 'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন।

এই গুরুপ্রদত্ত দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া শ্রীনামের সেবায়—সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে। শ্রীনাম স্বেচ্ছাময়; তিনি বিধিরও বিধি। সুতরাং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক যে-কোন হৃদয়েই যে উদিত হইতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে বৈধভক্ত আমাদের পক্ষে আকস্মিকী কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রবিধি-স্বীকারই প্রয়োজন। শ্রীনামের এই নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং
চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ
মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥"
(পদ্যাবলী)

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্-
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন,—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নব বিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥"

দীক্ষাকালে ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। তৎপরে তদনুগ হইয়া তাঁহার শিক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রম্ভসহকারে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন। অনর্থযুক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই হরিভজনক্রিয়া। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বেই আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বিধি; নতুবা ফলোদয় হয় না। তাই শ্রীধরস্বামিপাদ 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' এই ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমমধীতং মন্যে, ন ত্বর্থাদজ্ঞস্যোপাধীতং শিক্ষিতং বা অধ্যাপিতং কিঞ্চিদন্যদিতি ভাবঃ" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচরণ ভজয়॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন, "দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতাত্মভুতি সমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্ন ভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়ভোগ-রাজ্যের জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিত্যানন্দময় নিত্য কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার দ্বিচত্বারিংশত্তম অধিবেশনে

——::(*)::——

সভাপতি আচার্য্যবরের অভিভাষণ

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া
শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

আজ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র আরাধ্য যাঁহার পাদপদ্ম, যিনি আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'রাধাকৃষ্ণে'র যুগল নাম, মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীমহাপ্রভুচন্দ্র ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবৈশিষ্ট্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন, ব্রজ ও গৌড়মণ্ডলের মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ, রাধাকুণ্ড ও রাধামাধবাশা প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার বিধান করি। বিরজার পরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গৌরলীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্য-মঠ শ্রেষ্ঠ, তন্নিকটবর্ত্তী শ্যামকুণ্ড বা রাধাকুণ্ড; তথায় আশ্রয়বিগ্রহ ও তদভিন্নপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপানুগ-বিগ্রহের কৃপায় নিত্যবসতিই শ্রীধাম বাস। যিনি কৃপা করিয়া এই সকল শ্রেষ্ঠসম্পদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, সেই আশ্রয়বিগ্রহ, গৌরকরুণাশক্তির বিরহ-বিধুর তাঁ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বিপ্রলম্ভরসে অভিষিক্ত রাখিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট-প্রচার-সেবায় ঐকান্তিক ব্রতী করুন।

আজ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার পরিচালন-মহিমায় পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ-কার্য্য

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই দুই অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামবিদ্বেষিগণের যাবতীয় কুমত নিরাস করিয়া ভক্ত ও অভক্ত নির্ব্বিশেষে সমগ্র জীবকে বিরজায় —গঙ্গায় স্নান করাইয়া বিধৌত-কর্ম্মজ্ঞান-মল হইয়া অধোক্ষজভূমিকা শ্রীধামের দর্শনার্থ অস্বাভাবিক মহাকরুণা বিস্তার করিয়াছেন। আমরা সকলেই যেন তাঁহাদের অনুসরণে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যে শ্রীধামসেবা করি, ধামাপরাধ না করি—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শ্রীধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকি।

শ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিশেষ বস্তু নহেন, তিনি শক্তিমদ্বিগ্রহ। শ্রী, ভূ ও লীলা—এই ত্রিশক্তিযুক্ত বিগ্রহের লীলাশক্তি হইতে শ্রীধাম প্রকাশিত। ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং শ্রীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। অপ্রাকৃত ধামে আসিতে হইলে বিরজা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কারণবারি বিরজার একটি কণা হইতেই গঙ্গা প্রকটিতা। শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হইতে হইলে সেই গঙ্গাস্নান করিয়া অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞানাদির মল বিধৌত হইয়া আসিতে হয়। ভোগ-ত্যাগের অঞ্জন বিধৌত হইলে সেবানেত্রে সেই ধামশোভা দর্শন হয়, নতুবা ধামপ্রদর্শক গুরুর অবজ্ঞা, ধামে ভোগবুদ্ধি, ধামকে অনিত্যবোধ, ধামবাসীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, শ্রীধাম-সেবার ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায়, অর্থোপার্জ্জন, জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা ও ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাস মূলে অর্থবাদ প্রভৃতি ধামাপরাধ উপস্থিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল ধামাপরাধ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর সাবধান করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদের অধোক্ষজ-সেবায় আকৃষ্ট হইয়া অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১), তারিখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই অধোক্ষজের প্রকটস্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাশ্রয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবকবর শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু বিপুল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট স্বরূপ এই ধামসেবা শ্রীপাদ ভক্তিবিজয়প্রভু বরণ করিয়া তাঁহাদের নিত্য আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় প্রভুর এই ধামসেবার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিত্যকিঙ্কররূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ নিত্য শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাধারা অনুক্ষণ নিয়মিত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুগমন করিয়া যেন আমরা শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় জীবন আহুতি দিতে পারি—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

গুরু-পূজা

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

সকল মঙ্গলাকর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিষয় প্রত্যেকের জানা আবশ্যক; নতুবা শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু অগুরুকে গুরুপদে বরণ, এবং গুরুকে অগুরুজ্ঞানে দশবিধ অপরাধের অন্তর্গত গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে অপরাধী হইয়া নরকপথের পথিক হইতে হইবে।

গুরু অর্থাৎ ভারী, লঘুবস্তু নন। জীব ভারী বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া যখনই লঘুবস্তুর আশ্রয় করিয়াছে তখন হইতেই তাহার সংসার। এই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসেবা যিনি দান করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবের প্রণামমন্ত্রে দেখিতে পাই,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অণুকে বৃহদ্বস্তু ধারণ করিতে সমর্থ, আর বৃহদ্বস্তুর আশ্রিত। এই আশ্রিত ধর্ম্মই অণুবস্তুর নিত্যস্বভাব বা স্বরূপবৃত্তি। কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক। তিনি বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয় প্রদানের জন্য আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু অণুবস্তু জীব আশ্রিততত্ত্ব হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ বিপথগামী হইয়া এখন আশ্রয়হীন। এই আশ্রয়হীন, পথহারা ভ্রান্ত পথিক সদৃশ বদ্ধজীবকে যিনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং স্বরূপের আনুগত্যে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবা দান করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগুরুদেব কখনও নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিপালনের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করেন না, কিন্তু আজকাল বহু ব্যক্তি নিজেকে জগতে গুরু বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সতত তৎপর। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা দেখিতে পাই,—

উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
"রঘুনাথ" করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া "নারায়ণ"॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥

এবম্বিধ গুরুব্রুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গুরু ব্রহ্মা, গুরু শিব, গুরুই সব এই মন্ত্র আওড়াইয়া নিজেকে বাসুদেব, নারায়ণ, গোপাল ইত্যাদি বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় পূজা লাভ করিতে চান। এই গুরুনামধারী ব্যক্তিদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শৃগাল বলিয়াছেন। ইহারা শৃগালশব্দবাচ্য কেন, তাহা ধীমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উপরিউক্ত পয়ারগুলি পাঠ ও বিচার করিলে সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন। এতাদৃশ গুরুর পূজায় যদি ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ হইবে, কেন না, এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। ঐ প্রকার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভবসাগর পার হইতে চাই, তাহা হইলে শৃগালের লাঙ্গুল ধরিয়া সাগর পার হওয়ার ন্যায় কেবল পণ্ডশ্রমই হইবে। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথা শাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

এই মনুষ্যজীবন অত্যন্ত মূল্যবান্। যদি প্রকৃত ভজন করাই আমার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে অসতের চরণে এই মহামূল্য জীবনকে উৎসর্গ না করিয়া যিনি আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, যিনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, এমন ব্যক্তির আশ্রয় করা একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব এই জগতের কোন মানববিশেষ ন'ন, বা দুইকৌড়ি কোন বস্তু গুরু নন। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্; তিনি শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠজন। মাদৃশ জীবের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া ভগবান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুদেব গোলোকের ধন, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। এই দেবীধামে গুরুর ছড়াছড়ি নাই। যখন মানবের ভাগ্য ভাল হয়, তখন তিনি অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের স্বরূপ জানিতে পারেন এবং তাঁহার কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করেন।

যদি সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম বরণ না করিয়া গুরুব্রুবের আশ্রয় লই তাহা হইলে গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই নরকের যাত্রী হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সদ্‌গুরু এবং অসদ্‌গুরুব্রুব এই দুইটী চিত্র যদি আমরা সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া সত্য সত্য সরলভাবে বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এক জনের অন্তর জীবের দুঃখে কাতর আর একজনের চিত্ত ভোগবৃত্তি-চরিতার্থ করিবার জন্য বাহিরে দয়ার্দ্রচিত্তাবাপন্ন। একজন স্বরূপের পথপ্রদর্শক, আর অপরজন মায়ার নফর, একজন দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ, একজন কৃপাপ্রকাশের ছলকারী মহা-কপট, একজন অন্ধ অপরজন চক্ষুষ্মান, একজন ভক্তিপথ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ব্যস্ত, আর একজন মায়ার সেবা হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য আপ্রাণ-প্রচেষ্ট। কিন্তু হায়! আমি হীরক চেনিয়া কাচ চাই, তাই আমার মনের মত কথা যেখানে আছে, যিনি মধুর গলায় বলেন, দেখ—বাবা, অত কঠোর আচরণে প্রয়োজন নাই, মাছ খাও, মাংস খাও, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার কর, দিনান্তে একবার 'হা হরি' ব'লে ডাক, তা' হ'লেই সব হ'য়ে যাবে। দেখ না, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কি ব'লে গিয়েছেন—'গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।' আমার মত কথা হ'য়েছে কিনা? একথা শুনিয়া আমি একেবারে মজিয়া যাই, সহজ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। মাছও খাওয়া যাবে, স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘরেও থাকা যা'বে, তবে বৎসরে বৎসরে গুরুদেবের প্রণামী দিতে হইবে, তা মন্দ কি, ভক্ত ব'লে নাম হ'বে! গৌড়ীয়মঠ বড়ই খারাপ তাঁহারা ধর্ম্মকে এত নিয়মকানুনের মধ্যে এনেছেন যে তাহা বলিবার মত নয়। মাছ, পান, তামাক, বিড়ি প্রভৃতি ত' চলিবেই না। এ কি আর ধর্ম্ম! যা'র যে দিকে রুচি, তাকে সেই দিকে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এপ্রকার ভোগান্ধকূপে পতিত ভোগে মুহ্যমান কতিপয় ব্যক্তিকে ব'লতে শুনিয়াছি, 'ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু যে প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এ রকম অনুষ্ঠান খুব কম আছে, কিন্তু এই কঠোর নিয়ম করিয়া খারাপ করিয়াছেন, ধর্ম্মটাকে একটু সহজ করিলে ভাল হয়। তিনি যদি তামাক, পান, বিড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করিতে বাধা প্রদান না করেন, তিনি যদি জাতিগোস্বামীদের অন্ততঃ মুখেও গোস্বামী ব'লে স্বীকার করেন, তিনি যদি এই মন্ত্র-ব্যবসা, বিগ্রহ-প্রসাদ-ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছু না বলেন,—তিনি যদি স্মার্ত্তের বিচার-পদ্ধতি অঙ্গীকার করেন, তাহা হ'লে তাঁহার এত শিষ্য হ'ত যে, অন্য কাহারও এত শিষ্য হইত না, এবং তাঁহার নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐ প্রকার ব্যক্তির কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই, পরন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"আমার আশ্রয় অভিনয় করিয়াছেন এবম্বিধ সকলেও যদি আমাকে ছাড়িয়া

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর,গোপাল আদি চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজিপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীমৎগৌর ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড় [illegible] ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীল বিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা, ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্দ্বিজ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া। ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনরানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসনন্দনদয়াল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবংশীবদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড ভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফারিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একায়নানন্দ-কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা)

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রীবৃজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীপালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড়ভুজনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাণ্ডবকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০/৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠাসন

৩ প্লাটার হাউস, কাওয়েল,গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।৹
নাগরা নূতন	৭৷৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুনের কোয়ালিটি	১।৶৹
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶৹

চিনির দর

কাশীপুর, টাইপ	১০৷৷/৹
নিপুর ১০০০ নং	১০/৹
বরোজা সাদা	৯৹
নপুর সাদা	৮।৹—৯৶৹
নপুর লাল	৭৷৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

ব্যাঙ্কের বার	৩৫৷৹
গিনি	২২।৹ ১৹
বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

ডিস্ট্রিক্ট—	৩৪৷৶৹
উত্তম—	৩৪৸৶৹
উত্তম—	৩৫।৶৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫৹

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/৹—৬।৹
পাকোহন ঐ	৫৸৶—৬৲
ভিসকোব্দ ঐ	৫৷৷৹—৫৷৷৶৹
সুজী	৫৸৶৹—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৶৹—৫৸৹
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
আটা (এম)	৪৸/৹—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৶৹
আটা নং (৩)	৩৸৶৹—৪
পাঁউ	১৷৷৶৹—১৸৹
ব	১৸৶৹—১৷৷৶৹

ঘৃতের দর

	৫৬৲
নশীজা	৫৩৲
মহেশ্বরী	৪৩৲
ঘী	৪২।৹

...	৩১
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

সুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার কাইন	৫৪
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কাদিস পরিষ্কার কাইন	৪৩৲
কারগিল করকচ	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের মসলা	৬৷৷৹
ধুপ বাঁ দেশী	১৩৸৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৷৷৹—১০৷৷৹
গুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷৹—১৩৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৷৷৹—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।৹
ঐ ইংলিশ কম্পানী (বীম)	১০৷৷৹
নরম টী আয়রণ)	১০৲—১০।৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶৹—৮৷৷৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।৹
২৬ গেজ—	১৬।৹
২৮ গেজ—	১৬৷৷৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷৹
২৬ গেজ—	১৬।৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ৷৶১০—৸৹

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১০৷৷৹
প্লেট কাটি বা ছিট কাটা মণ	৪।৹—৪৷৷৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭৷৷৹	৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ৩—১০ ঐ	১৩৷৷৹
টিন পাতী, গোল্টু গবাদে	৮৸৹—১০।৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্ম	৯৷৷৹—১৪৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের হালমণ ৫৶৹, গাটের হালমণ ৬৷৷৹

তুলার হালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ড-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য সামান্য ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রগণের খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। ইহা জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৸৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবর্ত্তি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাজ, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" ইঞ্চ	২৲	১।৹	১।৹	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।৹
" সিকি কলম	১৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, রং রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]—২৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা
বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। অমৃত ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২০ই এপ্রিল, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৪৩

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

ব্রহ্ম-সচিবের পদে মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড

১২ই এপ্রিল প্রাতে উইণ্ডসর ক্যাসেলে এক কাউন্সিলের অধিবেশনে সম্রাট ষষ্ঠ-জর্জ্জ মার্কুইস-অব-জেটল্যাণ্ডকে ব্রহ্ম-সচিবের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

———

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের আমলের পেনী-মুদ্রা

ব্যাঙ্কের মারফতে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের আমলের পেনী মুদ্রা বাহির করা হইয়াছে। টাকশালে নূতন আমলের বিভিন্ন মুদ্রা তৈয়ারী হইতেছে। শীঘ্রই ঐগুলি বাজারে প্রচলন করা হইবে।

নূতন রাজার আমলের মুদ্রাগুলির পরিকল্পনা মোটামুটি পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রার মতনই হইয়াছে। তবে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আমলের মুদ্রার ন্যায় এবারের মুদ্রাতেও রাজার মুখ বামদিকে রাখা হইয়াছে। মুদ্রার অপরদিকে এবার "লাইট হাউস" এর ছবি সংযোগ করা হইয়াছে। ইদানীং কোন কোন প্রকারের মুদ্রা হইতে এই ছবি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

———

সীমান্ত সংগ্রামে ৩০ হাজার সৈন্য সমাবেশ

ওয়াজিরিস্থানে দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী প্রেরণের পর তথায় এখন কিঞ্চিদধিক ত্রিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ হইল। বিভিন্ন বাহিনীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—চারটী ব্যাটালিয়ন সমন্বিত ওয়ানা ব্রিগেড, ছয়টী ব্যাটালিয়ন সমন্বিত রাজমক ব্রিগেড, ফার্ষ্ট ইনফ্যানট্রী ব্রিগেড ও থার্ড ইনফ্যানট্রী ব্রিগেড। এতদ্ব্যতীত জীরন্দায় বায়ু-ব্রিগেডের কিয়দংশ প্রেরিত হইয়াছে।

এই সৈন্যদল পরিচালনার ভার লইয়াছেন মেজর জেনারেল ইভেনর্সার্গ। ইহাদের প্রধান ঘাটি মিরালীতে। মীরান শা ও মানজাইতে রয়াল এয়ার ফোর্সের দুইটী বিমান সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে।

———

'কারখানা-দিবস' পালন

রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ওয়ার্কসপ্স্ কনফারেন্সের একটি স্পেশাল কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৮ই মে ভারতব্যাপী 'কারখানা-দিবস' প্রতিপালন করা হইবে। ঐ দিন কর্ম্মচারীরা জনসভার অনুষ্ঠান করিবে. তাহাদের সকলের উদ্দেশ্যে ও কার্য্যে যে ঐক্য আছে তাহা প্রদর্শনের জন্য শোভাযাত্রা বাহির করিবে। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী শ্রমিকদের নিকট পাঠ করিবে এবং বুঝাইয়া দিবে এবং রেলওয়ের পরিচালকগণ যাহাতে শীঘ্রই ঐগুলি মানিয়া লন তজ্জন্য দাবী জানাইবে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি বিশেষ সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

———

খৃষ্টান-মুসলমানে সংঘর্ষ আসামী সেসনে সোপর্দ্দ

গত ১০ই জানুয়ারী রাত্রে মহীশূরে ফিলোমেনা গীর্জ্জার নিকট খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা থামাইতে যাইয়া পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়, ফলে তিনজন লোক মারা যায়, ১২ জন লোক আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজন সিটি-ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন।

খৃষ্টানরা মুসলমান বালকদিগকে অপহরণ করিতেছে এই গুজব রটনার ফলেই এই হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছিল। এতৎসম্পর্কীয় মামলার শুনানী সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উঠিলে তিনি ৪৬ জন আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

———

জাপ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

——(x)——

ভারত-গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার খানা প্রচার করিয়াছেন:—"ভারত-সরকার এবং জাপান-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ গত ১২ই এপ্রিল যে জাপ-ভারত-বাণিজ্যচুক্তি প্রস্তুত করিয়াছেন উহা ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(১) জাপান যদি ১০ লক্ষ বেল ভারতীয় তুলা ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহারা প্রতি বৎসর ২৮৩০ লক্ষ গজ তুলা-জাত কাপড় ভারতে আমদানী করিতে পারিবে। তাহারা যদি ১৫ লক্ষ মণ ভারতীয় তুলা ক্রয় করে, তাহা হইলে ৩৫৮০ লক্ষ গজ পর্য্যন্ত আমদানী করিতে পারিবে।

(২) ২৫০ লক্ষ গজ কাপড় বেশী আমদানী করা যাইবে এবং উহা পরবর্ত্তী বৎসরের নির্দ্দিষ্ট আমদানীর পরিমাণ হইতে বাদ দিতে হইবে। পূর্ব্বে ঐ অতিরিক্ত আমদানীর পরিমাণ ২০০ লক্ষ গজ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(৩) মোট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আমদানীর কাপড় নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে:—প্লেন গ্রে শতকরা ৪০ ভাগ, বোর্ডার্ড গ্রে শতকরা ১৩ ভাগ, ব্লিচকরা কাপড় শতকরা ১০ ভাগ, কলার্ড প্রিণ্টেড শতকরা ২০ ভাগ, কলার্ড, ডাইড অথবা ওভেন শতকরা ১৭ ভাগ।

(৪) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে তুলা জাত 'ফেণ্ট' ধরা হয় নাই, জাপান উহার আমদানীর পরিমাণ ৮০ লক্ষ ৯৫ হাজার গজে নির্দ্দিষ্ট রাখিতে চাহিয়াছে। ভারত-সরকারও তুলাজাত ফেণ্টের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৩৫৲ টাকার অধিক হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

———

সিন্ধুদেশে শাসন সংস্কার

——::(x)::——

গত এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম বৈঠক বসিবে। স্পীকার নির্ব্বাচন এই অধিবেশনের প্রধান আকর্ষণ। এই পদের জন্য অন্যূন ৬ জন প্রতিযোগীর নাম শুনা যাইতেছে। সদস্যদের মধ্যে জোর তদ্বির চলিয়াছে। সিন্ধু-ইউনাইটেড পার্টি স্পীকার পদ দখল করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অপর পক্ষ নির্লিপ্ততার ভাব দেখাইতেছেন। মন্ত্রিমণ্ডল গাঁটি তহবিল লইয়া ব্যতিব্যস্ত; আর্থিক কারণে বোম্বাই বা পাঞ্জাবের ন্যায় নিজেদের কার্য্যসূচীর কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁহারা ঘোষণা করিতে পারেন নাই।

পরিষদে মন্ত্রী-সমর্থকদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩২; পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদ বা অন্যবিধ চাকুরী পাইয়া আরও কয়েকজন দলে ভিড়িবে। খান বাহাদুর খুহরো ও মিঞা মহম্মদ শা সরকার-বিরোধী দলের চাঁই বিশেষ। প্রকাশ, ইতোমধ্যেই তাঁহারা সেক্রেটারী পদের লোভে স্যার গোলাম হোসেনের বাড়ীর রাস্তায় আনাগোনা করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। গোস্বামিগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-সংহিতা ।৵
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মঙ্গল-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৮
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবিন্দভাষ্যম্ ৮০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংবাদবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তুপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ⁄
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵।
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন এই বিরাট, অতুলনীয় অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ সকলের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যা

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ২৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৪০তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে আচার্য্যদেব

-::(*)::—-

শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক আচার্য্যপাদের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য শিক্ষক ও কোমলমতি ছাত্রবৃন্দের আন্তরিক আবেদনে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৩ই এপ্রেল ৩রা বৈশাখ শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে শুভবিজয় করেন। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পমালাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিচিত্র বর্ণের নিশান এবং মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে মোটরযোগে বিদ্যালয়ে লইয়া যান। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবকে পাইয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী, মঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দ এবং সমাগত সজ্জনগণ পরমোল্লাসে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করেন।

এতদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়, সভামণ্ডপ ও আচার্য্যের আসনাদি বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব সভায় উপস্থিত হইলে সজ্জনগণের অনুরোধে কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এ মহোদয় তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত করেন। অতঃপর একটী আলোকচিত্র লওয়া হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অনন্তর স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত উপদেশক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সুললিতকণ্ঠে 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' এই মহাজন-গীতিটী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ (শ্রীমন্মথমন্মথ দাসাধিকারী) মহোদয় আচার্য্যপাদপদ্ম-বন্দনামূলক একটী সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে পর হেড্‌মাষ্টার মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় কিছুক্ষণ যাবৎ আচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সমাগত সজ্জনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

বক্তৃতান্তে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনটী পাঠ করিলে পর ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে দুইটী বঙ্গভাষায়, একটী উৎকল ভাষায় ও একটি হিন্দিভাষায় লিখিত এই চারিটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়।

পাঠান্তে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজ দৈন্যজ্ঞাপনমুখে অনেকক্ষণ যাবৎ তত্ত্ব-গবেষণাপূর্ণ একটী চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণ প্রদানকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোক সহ সভায় উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদের অভিভাষণের পর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রামকানাই চট্টোপাধ্যায় বি-এ, মহোদয় দৈন্যমুখে নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিয়া সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের মধুরকণ্ঠে "যশোমতী-নন্দন"—এই মহাজন-গীতিটী সুমধুরস্বরে কীর্ত্তিত হওয়ার পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিসহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

সভা ভঙ্গের পর সমাগত শিক্ষক, ছাত্র ও সজ্জনবৃন্দকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, পরবিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয় প্রভৃতি আচার্য্যপাদের অনুসরণে সভায় যোগদান করিয়া সভাটিকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার, নিকটস্থ গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয় এবং আরও অনেক সজ্জন সভায় যোগদান করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আপষ্টভিলা

দার্জ্জিলিং ৯।৭।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ৭ই জুলাইয়ের পত্র পাইলাম। * * * মানুষের মাথাটী বিগড়াইয়া গেলে আর তাহাকে স্বাস্থ্য লাভ করান কঠিন, ইহা সত্য। সকলই কপাল। "অসৎসঙ্গে সত্য করি জানি।" কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অসতের পাল্লায় পড়িলে তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়ই বিকৃত হয়। একত্র সৎ ও অসতের বিচার। * * * তিনি চক্রান্তকারীর দলে ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধামের সেবা তদ্দ্বারা হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীধামের সেবা গুরুব্রত ও চক্রান্তকারীর সেবাতেই পর্য্যবসিত হউক, এই বিচারই প্রবল হইয়াছে। তিনি যদি মঙ্গল চান তবে উঁহাদের পরামর্শ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করুন। চক্রান্তকারীর কুপরামর্শে * * * * দেশত্যাগী হইয়াছেন। ইনিও সেই পথ অবলম্বন করিতেছেন। সুতরাং গুরুব্রত-ধর্ম্মে রত তিনি যে ধামের সেবা কিছু করিবেন, আমার মনে স্থান পায় না। তবে বৈষ্ণবাপরাধ হইলে যাহার চরণে অপরাধ হয় তিনি ক্ষমা করিলে চিত্তবৃত্তি ভাল হয়। নতুবা * স্বস্থানে ফিরিতে হইবে। ধন্য গুরুদেব সঙ্গ! সকলই কলির প্রভাব। তজ্জন্যই কুলিয়া তাঁহাদের পতনসই হইল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ বিষ্ণু, ৪৭ প্রচার গৌরাব্দ ৪৪২

ভক্তের ভিক্ষা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

জড় প্রমাদ পরিপূর্ণ মানব জ্ঞান শুদ্ধ-বৈষ্ণবকেও কেবল অপরের প্রত্যাশী ! সেইরূপ বৈরাগীর মতন সমজ্ঞানে দর্শন করে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণকে পার্থিব জ্ঞান করে—বৈষ্ণবকে নিজের মত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কাম, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার দাস বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করে। প্রাকৃত বিচারে দেখিতে গেলে গঙ্গাজল ও সাধারণ জলে, মহাপ্রসাদে ও ডালভাতে, শালগ্রামে ও রাস্তার প্রস্তরখণ্ডে, শঙ্খে ও মৃতজন্তুর অস্থিতে, গোময়ে ও বিষ্ঠাতে কোন ভেদ নাই, বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়বিধ বস্তুই দেখিতে এক প্রকার বটে।

আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হেয়-বৃত্তি জগতে আর নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কুক্কুরবৃত্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতারূপ অমূল্যরত্নকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের বিচার লোক-বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্ত্বিক বৃত্তি। ব্রাহ্মণ উঞ্ছ-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষা দ্বারা গুরুসেবা করিবেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বানপ্রস্থ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আশ্রমকে ভিক্ষা দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।

আমরা পাপ-ভোজনে রত, চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী; শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের ন্যায় দুরাচারগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু মন্দভাগ্য-অন্ধ আমি দেখি—"শুদ্ধবৈষ্ণব আমারই মত একটি মানুষ—আমার মত তাঁহার অভাব আছে—তিনি আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া লইবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অভাববোধ থাকিতে পারে? তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বীকার, দ্বারে দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দ প্রভুসহ দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিনাম প্রচার ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন।

একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাঁহার অন্ন মাগেন আপনে॥

শুদ্ধবৈষ্ণবের কোনও অভাব নাই।

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাহাতে আমরা অনেক সময়ে মনে করি যে, আমরা বৈষ্ণবকে আমাদের অধিকারের কোনও বস্তু দিয়া তাঁহার কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে।

ধন-মন-জন প্রভৃতি সমস্তই সেই এক-মাত্র বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর সেবার উপকরণ; আমাদের একগাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি ধনের মালিক নহি, ভোক্তাও নহি। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা কিছুই নাই; তুমি নিজে উপলক্ষ হইলে মাত্র। তুমি এই ভাবিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে কর যে, যাঁহার জিনিস তাঁহার ভোগের উহা দিতে পারিলে। বৈষ্ণব গাহিয়াছেন,—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" তুমি আর বলিতে পার,—"আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবায় জিনিস অর্পণ করিতে পারি না যে, আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হবে?" শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—ভগবান্ অভক্ত [illegible] অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে
ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য। তিনি দ্বারে দ্বারে গিয়া বলেন,—"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥" এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে মুক্ত করে। তিনি কৃষ্ণ ও ভগবদ্ভক্তগণের উদ্দেশে অর্থ অথবা দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক নিজে ভোগ করিয়া অন্যের ন্যায় দুষ্কৃতিভাজন হন না। কিন্তু নির্ব্বোধ লোক তাঁহার মাধুকরী-বৃত্তিকে ভক্তিরই আনুষ্ঠানিকরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় না।

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, ভিক্ষাদ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্র-সেবায় কিংবা দেশ ও দশের শারীরিক ও মানসিক অভাবমোচন-কল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া বা নেওয়ার সার্থকতা, নতুবা ভিক্ষা গৃহস্থের উপর একটা কর স্বরূপমাত্র। প্রথমমুখে কথাটা ঠিক ব'লেই বোধ হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—দরিদ্র-সেবা বা দেশ ও দেশের সেবা তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারিব? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয়ত' দশসহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্নদান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ? তাহাদের অন্নের অভাব মোচন করিলে ত' বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত' শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত' মানসিক অশান্তি—যথা পরদ্রব্য গ্রহণ বা পরদেশকে আক্রমণ করিয়া নিজ বা নিজদেশের লোকের সম্ভোগ বর্দ্ধন প্রচেষ্টা, শোক-দুঃখ-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি কত কত নিত্যনূতন অভাব একটির পর আর একটি উপস্থিত হইতেই লাগিল। এইজন্য যাঁহারা দূরদর্শী, নিত্যানিত্য বিবেকী, তাঁহারা বলেন,—তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও, যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া নিজেকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে এইজন্যই তাহার অভাব,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"
(ভাঃ ৩।৯।৬)

এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতন-বৃত্তিকে জাগাইয়া দাও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রসুপ্ত আত্মাও জাগ্রত হইবে, অপর জীবও জাগরিত হইবে।

সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা রিলিফ্ ওয়ার্কস্ বা সেবাশ্রম খুলিয়া চাকুষ কোনও সাময়িক মঙ্গলমাত্র দেখাইয়া দেহাসক্ত বাহ্যমুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ চির-দিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জগজ্জীবকে এই আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

যথার্থ আচারপূর্ব্বক হরিনাম-প্রচারই পারমার্থিকগণের জীবে দয়া; ইহা হইতে জীবে দয়ার আর চরম আদর্শ হইতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভিক্ষার ছলে জগজ্জনের দুয়ারে যাইয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক ঐরূপ সৎকথা প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি—জীবে দয়া, জীবের উপর করস্বরূপ নহে। তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য—(১) মায়া-বদ্ধজীব যে কৃষ্ণভোগ্য দ্রব্যকে নিজের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ-রত ছিল, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করা। (২) হরিকথা শুনাইয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা ও নিত্যমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া। (৩) তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি-সঞ্চয়ে সাহায্য করা, ইহাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীল বাসুদেব প্রভুর হরিকথা

(মর্ম্মাবলম্বনে সঙ্কলিত)

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, সময়—৯ই এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রি ৮॥।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের সহিতই আমাদের ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে। ভোগ কৃষ্ণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। এ জগৎ সেই গোলোক-বৈকুণ্ঠেরই বিকৃত প্রতিফলন। এ জগতের লাম্পট্য ও অন্যাভিলাষ অত্যন্ত হেয়, অনুপাদেয় ও দুঃখপরিপূর্ণ; কিন্তু গোলোকে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম অতি উত্তম এবং সেই কৃষ্ণাভিলাষ পরম বরণীয়। কৃষ্ণের নির্দ্দোষ পরদারলাম্পট্যের সহিত এখানকার তুচ্ছ পুংসা কামুকতাকে সমান মনে করিতে হইবে না। এ জগতের হেয়তা তথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। এ জগতের অনুপাদেয় ভাবগুলি অপ্রাকৃত কামদেবের উপর আরোপ করা এবং কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাকে জাগতিক ব্যাপার মনে করাকেই Anthropomorphism বলে।

আমরা এ জগতে কামক্রোধাসক্ত ভোগী অপেক্ষা জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ত্যাগীর বহুমানন করি। মুক্তি ও শান্তিই (?) এখানকার চরম প্রাপ্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে শান্তরসের কথা, তদূর্দ্ধে পর পর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস। 'ভোগী' হওয়া মানে নিজে কৃষ্ণসাজা, কেন না, ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ আর সকলই তাঁহার ভোগ্য, তিনিই একমাত্র পুরুষ আর বাদবাকী সকলেই প্রকৃতি। ত্যাগী হইয়া পড়িলে জীব ভগবানকে বিনাশ করিতে

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

উদ্ভূত হয়। ত্যাগী মনে করে—"আমারই যখন ভোগ বা বিলাস থাকিল না, তখন ভগবানেরও বিলাস থাকিয়া কোন কাজ নাই, ভগবানের কোন ইন্দ্রিয় থাকিয়া কাজ নাই। ভগবান্ বলিয়া বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বা কাজ কি?" আমার যখন নির্ব্বিশেষ গতি তখন ভগবানেরও তাহাই। ভোগী বরং ভাল; সাধুসঙ্গে তাহার মঙ্গলোদয় হইতে পারে, যেহেতু সে ভগবদ্বিদ্বেষী নয়।

প্রাণিমাত্রেরই ইন্দ্রিয় আছে ও তাহারা তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা স্ব স্ব উপযোগী বিষয়রস অনুভব করে, কিন্তু যাহার ইন্দ্রিয়গুলি paralysed (পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত) সে ভাল-মন্দ, তিক্ত-কটু, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ, সুস্বর-বিস্বর—কোনটীরই পার্থক্য করিতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়বিলাসবর্দ্ধনকামী ভক্ত ত্যাগী ভগবান ও তাঁহার মায়ায় কোনই পার্থক্য দেখে না। যাহারা ভোগে বিরক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করিবার জন্য নিজের সত্তাকে তথা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—Knower, Known & Knowledge এর বৈশিষ্ট্য লোপ করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সঙ্কুচিত বা বিনষ্ট করিতে ব্যস্ত তাহারাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। এই সংসারে কেহই চিরকাল অসুস্থ থাকিতে চাহেন, বা রোগের দরুণ মরিয়া যাইতেও চায় না।—চায় সুস্থ হইয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একবাস করিয়া সুখে দিন যাপন করিতে। আমাদিগকেও ভবরোগমুক্ত হইতে হইবে; মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত Negative Side, মুক্তির পর Positive side হইল কৃষ্ণের বিলাস এবং পঞ্চরসের কোনও রসে সেই বিলাসের কোন সামগ্রী হওয়া, ইহাই সিদ্ধিলাভ। জীবের বদ্ধভূমিকা ব্রহ্মাণ্ড, তদূর্দ্ধে তটস্থ-ভূমিকা বিরজা ও ব্রহ্মলোক, তথায় বিশেষ ধর্ম্ম নাই। তদূর্দ্ধে বাস্তবভূমি বৈকুণ্ঠ ও সর্ব্বোপরি গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। সেখানে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কেবল ক্রীড়াময়

যেহেতু এই জগৎ সেই গোলোকের হেয় প্রতিফলন সেজন্য জীব কৃষ্ণের অতি ক্ষুদ্র শক্তি হইয়াও কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তৃ-অভিমানে নূতন নূতন ভোগ পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। কাহারও যদি এক শত টাকা থাকে সে সহস্র পাইতে ইচ্ছা করে, কাহারও যদি একটি ভার্য্যা থাকে সে বহু পাইতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি। সেই প্রকার একমাত্র ভোক্তা স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম যে কৃষ্ণ তিনিও নবনবায়মান রস চান। এজন্য তিনি বহুবল্লভ। যদিও তিনি শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহারও নহেন, তথাপি শ্রীরাধাই স্বীয় কায়বিস্তার করিয়া বহু অংশদ্বারা এবং বিভিন্নাংশগণকেও নিজগণে গণিত করিয়া অর্থাৎ যূথভুক্ত করিয়া সেই বহু কান্তার দ্বারা বহুভাবে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা বৃদ্ধি করেন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন-কার্য্য সেই শ্রীরাধার সেবিকা-গোষ্ঠী বৃদ্ধি ও কৃষ্ণের ভোগবৃদ্ধির জন্য। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" সাধুসঙ্গ একান্ত কর্ত্তব্য।

যেমন কোনও ডোবা বা খালের পানা যদি কোনও ক্রমে একবার নদীর স্রোতে পড়িতে পারে তাহা হইলে উহা সমুদ্রে যাইয়া পড়ে, তেমন আমরাও যদি সাধুগণের আকর্ষণ ও চিন্তাস্রোতের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারি অর্থাৎ যদি প্রপন্ন হইয়া তাঁহাদের সহিত নিজকে adjust করিয়া নিতে পারি তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব। এস্থলে আমাদিগকে adjusted হইতে হইবে, নিজের বর্ত্তমান অবস্থা ও অক্ষজজ্ঞানবুদ্ধি ছাড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদের অনুগমন করিতে হইবে, আমাকে তাঁহাদের নিকটে যাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে নামাইবার দুর্ব্বুদ্ধি করিতে হইবে না।

ইহ জগতে এক জীব যে অন্য জীবকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয় তাহাতে তাহার অশান্তি ও নিরানন্দ উপস্থিত হয় কেন? অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় কেন? ভোগ করিতে যাইয়া নিজেই ভোগ্য হইয়া পড়ে কেন? না—শক্তিমান্ বা ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। আর সকলেই শক্তিজাতীয় বা ভোগ্যজাতীয়। যেমন এক জন নারী অন্য একজন নারীকে ভোগ করিতে পারে না, তেমন জীবগণ প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ প্রকৃতি বলিয়া অপর জীবকে ভোগ করিতে পারে না; তবে যে সে ভোক্তার অভিমান করে তাহা নিজের দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া এবং অপরের আত্মাকে রক্তমাংসের দেহ মনে করিয়া। জীব জীবকে ত' ভোগ করিতে পারেই না, মধ্যস্থলে মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া পরস্পর বঞ্চিত ও নিরন্তর দুঃখলাভ করে মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কিন্তু আমাদের ন্যায় জড় নশ্বর দেহ নাই। তাঁহার ভোগে কোনই হেয়তা, অনুপাদেয়তা বা দুঃখ নাই। তিনি হইলেন 'নিত্যসুখবোধতনু' অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দময়তনু। তাঁহার সবই ভাল। জীবের পক্ষে তাঁহার কামাগ্নির ইন্ধনরূপে উদ্দীপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুতত্ত্ব

১। শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব।

২। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ লীলার প্রকটকারী।

৩। শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও, বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত।

৪। শ্রীগুরুদেব প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু।

শ্রীগুরুদেব নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরমবরণীয় হইয়া সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব।

৬। শ্রীগুরুদেব অভেদবিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তত্ত্ব।

৭। শ্রীগুরুদেবের সেবায় পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়া নিরস্ত।

৮। নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের ভক্ত, নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটমান।

৯। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয়-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব।

১০। শ্রীগুরুদেব সেবক ভগবান—আশ্রয়-ভগবান, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—বিষয় ভগবান- সেব্যভগবান।

১১। শ্রীগুরুদেব—স্বয়ং-প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ।

১২। শ্রীগুরুদেব বলদেবনিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ; শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন।

১৩। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের নিত্যসেবক; শ্রীবলদেব দশবিধভাবে কৃষ্ণসেবক।

১৪। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদামার্গে নিত্যানন্দ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী।

১৫। শ্রীগুরুদেব আচার্য্যরূপী ভগবান, তিনি ভগবদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ হইয়াও ভগবানের সেবায় নিত্য অধিষ্ঠিত।

১৬। ভগবানই নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

১৭ শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের চেয়ে কোন অংশেই কম নহেন।

১৮। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয়

১৯। শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

২০ শ্রীগুরুদেব সামান্য জীববিশেষ নহেন, তিনি স্বরূপশক্তিপুষ্ট কৃষ্ণপার্ষদ। গুরুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদ। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

২১। গুরুকে অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন ভগবৎপ্রিয়তম বুদ্ধি না [illegible] তাঁহাকে ভগবান হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ ব'লে জা'নবার সৌভাগ্য না হ'লে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যেতে হ'বে, কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।

২২। অকপট অহৈতুক অমন্দোদয়-দয়াবান মহাপুরুষই শ্রীগুরুদেব।

২৩। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ যেমন নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। শ্রীগুরুদেব লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী।

২৪। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সুখবিধানমুখে কৃষ্ণসুখবিধানই গৌড়ীয়ভজন-রহস্য।

২৫। শ্রীগুরুদেব মধুররসে শ্রীমতীর প্রিয়তমা সখী, বাৎসল্য-রসে অভিন্ন নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে অভিন্ন শ্রীদাম সুদাম ও দাস্যরসে রক্তক-পত্রকের অভিন্ন-বিগ্রহ।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আগষ্টভিলা

দার্জ্জিলিং ৭।৭।৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ৩রা জুলাইর পত্র পাইলাম। * * * যাহার কোথাও স্থান নাই, তাহার শ্রীমায়াপুরেই স্থান। "ভূমৌ স্খলিত-পাদানাং মায়াপুরাবলম্বনম্"। সংসার-সুখ প্রবল হইলেই কৃষ্ণে সুখ দিবার চেষ্টা বা ভক্তি হ্রাস পায়, ইহা মায়াবদ্ধ জীব বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্যই শাক্তেয় মতবাদের সহিত যোগমায়া-রচিত চিচ্ছক্তির বিচার এক করিয়া ফেলে। * * *কে হরিকথা শুনান দরকার। তিনি বিষয়ীর চক্রে পড়িয়া আপনাকে ভোগী—কর্ত্তা অভিমান করিতে গিয়া মহাবিপদায় পড়িয়াছেন। পুরী মহারাজ শ্রীধামে আসিলে তোমরা তাঁহার বিশেষ যত্ন করিও। তিনি শ্রীবাসাঙ্গনে থাকিলে * * * * ও * * মহারাজ তাঁহার তত্ত্বাবধান ও যত্ন করিতে পারিবেন * * "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্"। সুতরাং অভক্তগণের সেবা ভক্তগণ করেন না। কিন্তু অভক্তগণ ভক্তের ঘাড়ে চাপিবার জন্য হাত পা বিস্তার করে। * * যদি * * এর ব্যাপারে তাঁহার শুভদৃষ্টির দ্বারা [illegible] করেন তবে উহার বিষয়কর্ম্ম [illegible] পারে। মনোধর্ম্মিগণ যাহা প্রস্তাব করেন তাহা রাখিতে পারেন না। না আচাইলে হাঁড়াদের মনোধর্ম্মের পরিণতি ঠিক হয় না।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ববিদ্যা পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপালের আচা চতুর্দিকে আছে। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান আছে। রক্ষক শ্রীমদ্ ... ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীব্রজগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোর দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রীবেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অন্তুকনকুন্মানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীগোপালদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... নগর, (বর্দ্ধমান

শ্রীরামাবতার ঠাকুর বন্দাবনের স্থান।

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রনাথদাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৬। শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাবা — ... পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

(পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদানদয়াল অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮। ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহারাকান্ত ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

২৩। মাধবগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ... ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীনয়ানন্দদাস অধিকারী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক – শ্রীমহেশ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জিলিং

রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেলা সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাণ্ডার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক— শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবাব রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীগৌরবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক – শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

৩৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক - শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রীবঙ্কবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ ... জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক - শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক - শ্রীলালমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (হাওড়া)

এখানে মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

৩ মণ্ট্রার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে, শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷৷০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
মাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

[illegible]কাটন, টাইপ	১০৷৷/০
[illegible]ফিপুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible]রহোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
[illegible]কশালের বার	৩৫৻৫০
[illegible]রেণ	২২৷৹ ১০
[illegible]র বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

[illegible]রজে—	৩৪৷৵০
[illegible]ন্নতর—	৩৪৸৵০
[illegible]চ্চতর—	৩৫৷৵০
[illegible]জার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

[illegible]পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/০—৬৷
[illegible]পাংকাঞ্চন ঐ	৫৸৵—৬৲
[illegible]উমগোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
[illegible]জী	৫৸৵০—৬৲
[illegible]টা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
[illegible]টা নং (২)	৪৸৵—৫৲
[illegible] (এস)	৪৸/০—৪৸৶
[illegible]টা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
[illegible]টা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
[illegible]পোলাউ	১৷৷/০—১৸০
[illegible]বি	১৷৷৵০—১৷৷/০

ঘৃতের দর

[illegible]ভরা	৫৬৲
[illegible]মনীতা	৫৩৲
[illegible]ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
[illegible]	৪২৷০

[illegible]

[illegible]পাতিভার	৩৯
	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸০

জুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরানা ফাইন	৪৩৲
চাম্পার্ণ শাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাবনা সাগু	৬৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০৷০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲- ১০৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৵১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল) ১০৷৷০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪৷০—৪৷৷

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩৷৷

টিন পাটী, বোল্টু ওয়াসে ৮৸০—১০৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য ৯৷৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্‌ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	[illegible]	১৮—১৬,	[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিতীয় প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড কোর্ট হাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ*ঃ)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

[illegible]

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

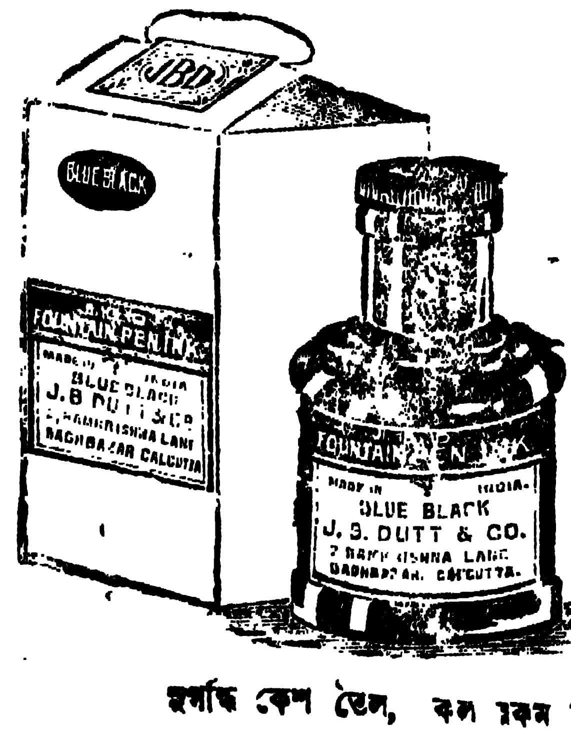

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

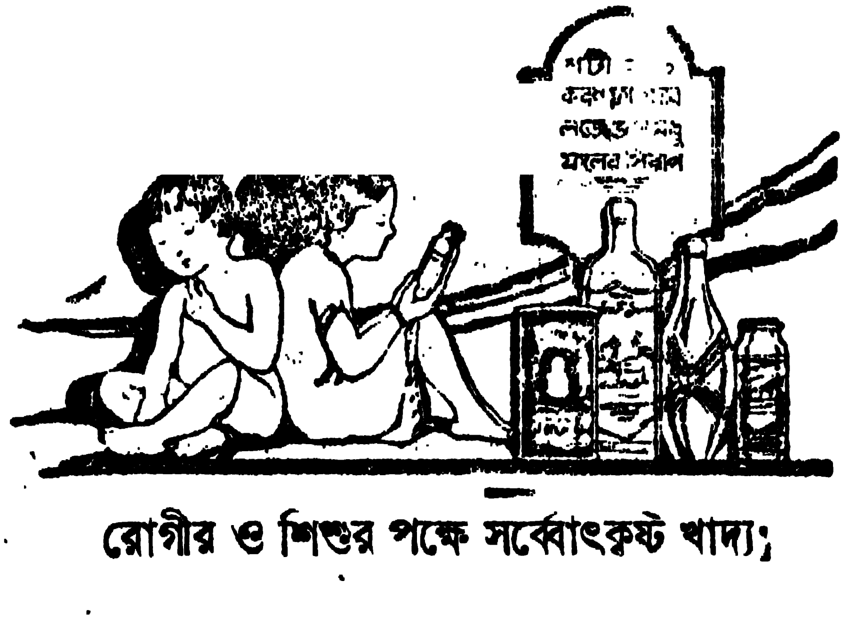

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২১ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৪৪

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

সীমান্ত-সংবাদ

উত্তর বিভাগের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, সেকেণ্ড রাওলপিণ্ডি-ইনফ্যান্ট্রি-ব্রিগেড ওয়াজিরিস্থান চলিয়া যাওয়ায় সামরিকভাবে তাহাদের অবর্ত্তমানে রাওলপিণ্ডি-ব্রিগেড্-এরিয়া নামে একটি নূতন সৈন্যদল গঠিত হইবে। যে-যে অঞ্চল সেকেণ্ড ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের অধীন ছিল, তাহা এক নূতন সৈন্যদলের অধীনে আসিবে। রাওলপিণ্ডি ডিষ্ট্রিক্টের সেনা-নায়ক কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেনাপতি এই সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব করিবেন।

ডাজোরি ও থাইক খেলের মধ্যবর্ত্তী বেহনা খেল গ্রাম হইতে আর একজন হিন্দু অপহৃত হইয়াছে।

——

বোম্বের কংগ্রেসীদলের হুইপগণ

বোম্বাই ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ বি, জি, খের; শ্রীযুত গোরারজী রণছোরজী, মিঃ এল,এম্,পাতিল, মিঃ কে, পি, আম্রোলীকর ও মিঃ এম, এন, পাতিলকে ব্যবস্থা পরিষদে এবং শ্রীযুক্ত হংস মেটাকে ব্যবস্থাপকসভার কংগ্রেসী দলের হুইপ মনোনীত করিয়াছেন।

ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক-সভার কংগ্রেসী দলের নিয়মাবলী রচনা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই উহা দেখিয়া দিতেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দলের নিয়মাবলী অনুরূপে এই নিয়মাবলী রচনা করা হইয়াছে।

বিশ্ব-বস্ত্র-শিল্প-সম্মেলন

বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধাগুলি শিথিল করিবার জন্য বস্ত্র-শিল্প-সম্মেলনে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, মিঃ ব্রজমোহন বিড়লা তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য, বিশেষতঃ মুদ্রাবিনিময়ের কারসাজি ও অন্যান্য ফিকির ফন্দির সহায়তায় যে প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাধার সৃষ্টি করিলে তাহা কিছু অন্যায় হয় না।

ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এই আপত্তি হওয়াতে মূল প্রস্তাবটি সংশোধন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে জাতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা

——::(×)::——

একটি প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্মেলনে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন এবং ঠিকা-মন্ত্রিগণসহ অন্য দলের সদস্যদিগকেও আহ্বান করা হইবে। সম্মেলনে ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্ব্বাচন করা হইবে। অতঃপর গবর্ণরের সম্মতির জন্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে।

মধ্য প্রদেশে সরকারের শৈলাবাস পাচমারীতে ঠিকা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃষকদের এক মিছিল বাহির করিবার কথা হইয়াছে। পাচমারীর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে আপত্তি করিলে গণ্ডগোল হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

২৯ বৎসর পরে আসামী গ্রেপ্তার

গত ১৪ই এপ্রিল জনৈক প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক ব্যক্তিকে হত্যা সম্পর্কে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। প্রকাশ, এই ব্যক্তি ২৯ বৎসর পলাতক ছিল।

আরও প্রকাশ, পলাতক থাকার সময়ে গত মহাযুদ্ধে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করে এবং ভারতের বাহিরে কয়েকটি যুদ্ধ করে। সৈন্য বিভাগ হইতে পেন্সন লইয়া সে পুলিশ বিভাগে ঢুকে এবং সেখানে কয়েক বৎসর কাজ করে। পুলিশ বিভাগ হইতেও পেন্সন্ লইয়া সে কোন ষ্টেটে কাজে নিযুক্ত ছিল; তখন নাকি তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহার সম্বন্ধে সব কথা পুলিশের নিকট বলিয়া দেয়। তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মামলায় কয়েক ব্যক্তির সাজা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, আর বৎসর খানেক যদি সে ধরা না পড়িত, তাহা হইলে হয়ত সে এই মামলার হাত এড়াইতে পারিত। কারণ ৩০ বৎসর বা ঐ রকম কোন সময়ের পরে নাকি সমস্ত নথি-পত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ———

নেতা সহ ২৫ জন গ্রেপ্তার

নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নাৎসী-দলের উপর আক্রমণের আদেশ দিয়াছেন। এ দলের নেতা মেজর জালায় ও অপর ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইবে যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

দলের কেন্দ্রীয় আফিসে খানাতল্লাস করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পুরাপুরি নাৎসী-কর্ম্মপন্থা লইয়া তিনি তাঁহার দল গঠন করিয়াছেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদে রদ-বদল

গত ১৫ই এপ্রিলের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, বিমান বিভাগ, রাস্তা, বেতার-বন্দর এবং এই সকল বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলি যানবাহন-বিভাগ নামক একটী বিভাগের অধীন হইবে এবং স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন, শিল্প ও শ্রমিক বিভাগ অতঃপর বাণিজ্য সচিবের অধীন হইবে।

——

পাঁচজনের মৃত্যু, সাতজন জখম

——(:)——

শ্রীনগর হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী উরি নামক স্থানের নিকট ঝিলামভ্যালী রোডের উপর যে গুরুতর মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, একটী মালবাহী মোটর শ্রীনগরের দিকে আসিতেছিল এবং অপর একটী লরী শ্রীনগর হইতে যাইতেছিল পথে একটী মোড় ঘুরিবার সময় একটী বৃদ্ধ লোক মোটর দুইটীর মধ্যে পড়ে। মোটর চালকেরা বৃদ্ধের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া টাল সামলাইতে অসমর্থ হয় এবং ডাকবাহী মোটর পথ হইতে নিম্নে বিতস্তা নদীতীরস্থ খাদে পড়িয়া যায়। চারজন আরোহী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় (তন্মধ্যে একজন রোড সার্ভে ওভারশিয়ার) এবং এতদ্ব্যতীত আটজন গুরুতররূপে জখম হয়।

অবিলম্বে ডাক্তারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় এবং আহতদিগকে উরি ডিস্পেন্সারীতে স্থানান্তরিত করা হইলে পর একজন মারা যায়। আহতদের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ ... ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সবস্ত্র গ্রন্থ ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খ ৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। মহাপ্রভুর ভাষ্য-দীপিকা ও ...
দীপিকা ১
৯ চৈতন্যদশ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সংহিতা ।৵৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা ।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনভক্তি
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবসমস্যা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৴৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন পথ ।৹
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মহত বেঙ্গল কলেজের হাজতালের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধারণ আবির্ভাব একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র এবং বিরাট, আকর ও আত্মীয় প্রভৃতি মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৬০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান আবশ্যক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

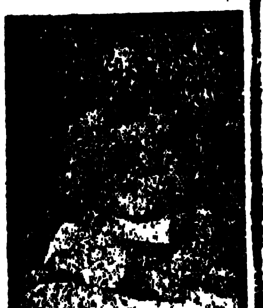

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

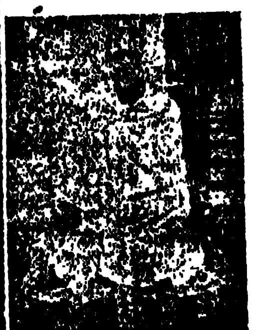

১২শ বর্ষ } ২৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৪৪তম সংখ্যা

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের মিশনারী ইনচার্জ্জ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রায় পাঁচমাস কাল যাবৎ পাশ্চাত্যে গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ইতোমধ্যে তিনি বহুস্থানে বক্তৃতা প্রদান ও ব্যক্তিগত আলোচনা-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ২৯শে জানুয়ারী (১৯৩৭) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় তিনি লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন্ হলে "Divine Love" (ভগবৎ-প্রেম) সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে Miss C. Bowtell নাম্নী জনৈকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা যে একখানি প্রশস্তিসূচক পত্র গোস্বামী প্রভুকে দিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রশস্তিসূচক পত্র

১৩৫ ডাল্‌ষ্টন লেন,
হ্যাকনি ই ৮,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

যে ভগবান্‌কে আমি প্রীতি করি এবং যাঁহার প্রতি আমি অনুরক্ত সেই ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক হইতে পারিলে আমি সুখী হইব। ভগবানের অকৃত্রিম প্রীতিবিধানকারী আপনার ন্যায় একজন ভক্তের সহিত পরিচিত হইতে অনেক দিন হইতেই আমার বাসনা ছিল। আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ভগবদিচ্ছায় তাহাতে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিবেন। আপনার স্থির ও ধীর গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা আপনার কার্য্যের সাফল্য বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস আনিয়া দিতেছে। আপনার অমানিত্বের মধ্যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মহত্ত্ব আছে; আবার সেই অমানিত্বই আপনার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতেছে। আপনার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া মনে হয় যে, আপনি কোন শক্তিদ্বারা চালিত এবং আপনার অন্তরে যেন কোন শক্তি সঞ্চারিত করা হইয়াছে। 'ভগবৎ-প্রেম' সম্বন্ধে আপনার বক্তৃতার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। একজন আদর্শ শিক্ষকের যে আকর্ষণী শক্তি থাকা উচিত তাহা আপনাতে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান আছে।

পাশ্চাত্য-দেশে পারমার্থিক শিক্ষায় বাহ্যিকতা-মাত্রই লক্ষিত হয়; ইহাতে যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে চার্চ্চের ধর্ম্মই লক্ষীভূত হয়। চার্চ্চ যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে। ভ্রান্ত জীব কুলের জন্য চার্চ্চ নরকাগ্নি এবং আবহমানকাল যন্ত্রণাদায়ক দণ্ডের কথা প্রচার করিয়াছে। যে ভগবান্ মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে আনন্দ বোধ করেন, চার্চ্চ সেই রকম ভগবানের দৃশ্য বর্ণন করিয়াছে। যে ভগবান্ আমাদের সকলকে ভালবাসেন, যিনি দয়ালু, সৎ, বিজ্ঞ, পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় ও পূর্ণ-বস্তু, তিনিই কি না ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জীবকুলকে শাস্তি দিয়াই সুখী! এই সমস্ত গল্প মানুষের অনুন্নত চিত্তবৃত্তি, হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা এবং ভ্রান্ত কল্পনা হইতে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও আমি আর অধিক বলিতে চাই না। যেহেতু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের ভয়াবহ অসঙ্গত কথা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, সেজন্য বর্ত্তমানে চার্চ্চ সকল ঐসব বিষয়ে সুর কিছু নরম করিয়াছে। ঐরকমের নারকীজনক ধর্ম্ম হইতে মানবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তমসাচ্ছন্ন জড়সুখে আত্মাহুতি দিয়া নৈষ্কর্ম্য-সর্ব্বস্ব হইয়া যাইতেছে। বাকী অংশ আপনি আপনার পত্রে বর্ণন করিয়াছেন "জড়সুখের কামনা হৃদয়ে উদিত হইয়া মানুষকে দুঃখ-সাগরে . করে' ইত্যাদি। চার্চ্চ সকল খালি হইয়া যাইতেছে এবং অবনতির বা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহা আনন্দের বিষয় যে, প্রাচ্য-জগৎ পাশ্চাত্যে ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিতেছেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, ভারতের পারমার্থিক শক্তি নিশ্চয়ই জগদ্বাসীকে সত্য ও আনন্দের পথে চালিত করিবে। আমার অনেক কথা আপনাকে বলিবার আছে সেজন্য যে-কোন দিন অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার সময় গ্লষ্টার হাউসে আপনাদের মঠে যাইতে পারি। খুব আশা করি যে, আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'মুক্তিবাদ' সম্বন্ধে আপনার যে বক্তৃতা হইবে তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিব।

আপনাদের চিরানুগত—
(স্বাঃ) সি বাউটেল

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবা

শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। ঐ সেবাবিষয়ে সকলেরই যোগ্যতা আছে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য যাহার যাহা আছে তাহা দ্বারাই এই সেবা সাধিত হইতে পারে।

বর্দ্ধমান জিলার আকালপোষ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত নিত্যগোপাল মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মহেশ্বরী দাসী তাঁহার অর্থানুকূল্যে পুরীর শ্রীপুরুষোত্তমমঠের কূপটী বান্ধাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বহুভাবে মঠের ও শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া নিত্য-সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার এই সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক আমরা ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

কুরুক্ষেত্রে গৌরজন্মোৎসব

গত ২৬।৩।৩৭ তারিখে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হরিকথা কীর্ত্তনান্তে বহু সমাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এবং কাঙ্গালীগণকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

রাজনীতি ও শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভগবানের সহিত যোগযুক্ত আত্মাই গুরু ও সাধু। কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবায় যিনি নিযুক্ত তিনিই সন্ন্যাসী। হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইতে হইবে। গৃহস্থকে জানাইতে হইবে— ভেজাল সাচ্চা ব'লে চলে যাচ্ছে। দুধ ও চূণগোলা, ধান গাছ ও শ্যামাঘাস, সতী ও অসতী দেখতে এক রকম। সতী নারী পুলিবে আমায় এক পাত্র। সেই জগৎপতির সেবা শিক্ষা দিবার জন্য যিনি প্রতি দ্বারে দ্বারে যান, তিনি সন্ন্যাসী। অসতীকে সতী নারীই চিনাইয়া দিবে। সাধুই সাধু ও অসাধু চিনাইয়া দিবেন। চেতন সূর্য্যই সাধু। জাগতিকজ্ঞানে সাধুকে মাপিতে যাইতেছে যে সে বঞ্চিত। সাধু কৃষ্ণের শক্তি সঞ্চারিত করেন। উন্মুখকে চিৎসূর্য্য তাঁহার আলোক দান করেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অনন্তকোটী জীব আনন্দ কোলাহলে বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি পথে ঈশ্বর-বিদ্বেষ করবার জন্যে এই কারখানায়—এই মহামায়ার জগে এসে পড়েছে, এদের মধ্যে থেকে একটি লোককে যদি বাঁচাতে পারি তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল [illegible]

গোস্বামী [illegible] প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু, ভক্ত অনিরুদ্ধ [illegible]

রাগ ও বিধি

ভগবদ্ভজনে দুই প্রকার মার্গ পরিলক্ষিত হয়। একটীকে বিধিমার্গ ও অপরটীকে রাগমার্গ বলে। ইহাদিগকে যথাক্রমে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ বলা হয়। যখন শাস্ত্রের শাসনক্রমে কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন আমরা বৈধী ভক্তির অনুগত। আর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকরসমূহের শুদ্ধ ভাবানুগ্য শ্রবণ করিয়া [illegible] আমার [illegible] হইবে, যখন এই লোভ [illegible], শাস্ত্রযুক্তির ও শাসনের অপেক্ষা না করিয়া আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভ [illegible] রুচি হয়, তখন আমাদের রাগমার্গে ভক্তির উদয় হয়। যেখানে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা প্রবল, সেখানে [illegible] লোভোদ্গমের অবকাশ অল্প। লোভোৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-
লক্ষণম্ ॥"

লোভোৎপত্তির জন্য শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক হয় না, স্বীয় যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার উদিত হয় না, কেবল [illegible] শ্রবণ বা [illegible] উদ্দীপন হইলেই লোভ [illegible] হয়। [illegible] গোস্বামিপাদ [illegible] লোভই [illegible]। [illegible] ভাবের [illegible] মহারাজ [illegible] ভাব প্রবল থাকিতে ভজনে লোভ হয় না, লোভেই লোভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বৈধমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ইনি ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা—এই বুদ্ধি হৃদয়ে এক সম্ভ্রম উৎপাদন করে। এই সম্ভ্রমকেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলে। ইহা দ্বারা ভক্তের হৃদয়-গত ভাবের শৈথিল্য সম্পাদিত হয়। আর প্রীতি সঙ্কুচিত হওয়াতে তাহা দ্বারা ভগবান্ প্রীত হ'ন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবানের উক্তিতে আমরা লক্ষ্য করি—

"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥"

(আদি ৩।১৫ ১৭)

কৃষ্ণ প্রেমভক্তিতে শ্রীল [illegible] ঐ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তি আদর করেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বলিয়া জানেন। এই প্রেমভক্তি রাগমার্গের সাধ্য। শ্রীব্রজলীলার মাধুর্য্য কেবল রাগমার্গে প্রাপ্ত সিদ্ধ হয়। এখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের স্থল নাই।

লোভোৎপত্তির জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও লোভনীয় বস্তুর পাইবার উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা লক্ষিত হয়; কারণ শাস্ত্রবিদ্ দ্বারাই ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত যুক্তিদ্বারাই ঐ উপায় প্রদর্শিত হয়।

উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তির দুগ্ধপানে লোভ জন্মে, তখন কিরূপে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে তাহা জানিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। তখন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া দুগ্ধ অপহরণাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে নিরত হয়, তখন তাহার দুগ্ধ-প্রাপ্তি দুর্ঘট হয়, অধিকন্তু তাহাকে দণ্ড-ভোগ করিয়া লাঞ্ছিত হইতে হয়। [illegible] বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা [illegible] হইতেছে। [illegible] ব্যক্তি তাহাকে [illegible] গাভী ক্রয় করিয়া তাহাকে আনয়ন, তৃণাদি প্রদান ও দোহনের প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহার [illegible] ব্যবস্থা করিয়া দেন; কেবলমাত্র [illegible] লোভের [illegible] অভিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে দুগ্ধ হয় না। সেইরূপ হরিভজনে লোভোৎপত্তি হইলে তাহার জন্য উপায় জানিতে শাস্ত্রোপদেশের ও সাধুগণের আচরণের অপেক্ষা হয়। 'সাধুমার্গানুবর্ত্তন' একান্ত আবশ্যক, তদ্ব্যতীত হরিভজনোপায় জানা যায় না। কোনও কোনও ব্যক্তি সাধুমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অনুরাগ হইয়াছে পরিচয় দিয়া নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াও তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠার্জ্জন-তৎপর হইয়া অনুগত লোক দিয়া 'তিনি সিদ্ধ'—এই কথা প্রচার করিয়া অসতর্ক লোকগুলিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালন করেন। জড়দেহে ব্রজগোপীর সজ্জা পরিয়া ভজন-প্রণালীকে উদাহরণ-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। এইরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং
বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব
কেবলম্॥"

ঐকান্তিক হরিভক্তিই উৎপাতের হেতু, এ কিরূপ কথা শাস্ত্র আদেশ করিলেন? এবে চাই কি? ঐকান্তিকী হরিভক্তিই ত' প্রার্থনীয় বস্তু। এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেহ শাস্ত্র-শাসন না মানিয়া লোভেই প্রবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভজন-প্রণালী অবলম্বন ও প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহার ফল স্বরূপ উৎপাতই লভ্য, হরিভক্তি পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের নিজের যুক্তি নহে, [illegible] ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ হঠাৎ-কর্ত্তাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া "আমার মত স্বতন্ত্র" এইরূপ বুদ্ধি পোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ভক্ত নহেন, আর চারি সম্প্রদায়ের তাঁহারা কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহারা ভক্ত নহেন, কেন না সম্প্রদায় ভিন্ন শুদ্ধ ভক্ত নাই,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

লোভনীয় ভাবলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রাগমার্গে ব্রজবাসিগণের অর্থাৎ শুদ্ধ মধুর রসের উপাসকবৃন্দের অনুসরণে সাধকরূপে এমন কি সিদ্ধাবস্থায় সেবারত হইবেন, স্বয়ং প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন না। আবার বলিয়াছেন—

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥"

বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে যে অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, সেগুলি এই রাগ-ভক্তিতেও অঙ্গ বলিয়া সুধীগণ জানিবেন। ইহা রূপানুগ ভজন-প্রণালীর মূল কথা। শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে রাগ দেখান হয়, তাহা অনুরাগের বিষয় নহে, ভগবদ্বিরাগেরই লক্ষণ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এই লোভবিশিষ্ট ভক্তের কোন্ শাস্ত্র অপেক্ষণীয়, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন, সকল উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ঐ শাস্ত্র এবং তৎপ্রতিপাদিত ভক্তি যাহাতে সম্যগ্ বিবৃত হইয়াছে সেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি তদুপকারক গ্রন্থ সকলও তাহাদের জীবনের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র।

রাগানুগ ভজন হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির পুষ্টি। তাঁহার সূত্রস্বরূপেই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-
সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এখানে টীকা করিয়াছেন,—"প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম শব্দের অর্থ নিজ ভাবোচিত লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ। নিজ সমীহিতজন অর্থে স্বাভিলষণীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি। যদিও শ্রীকৃষ্ণই প্রেষ্ঠ তথাপি তদীয় প্রিয়জনের উজ্জ্বলভাবের একান্ত নিষ্ঠা বলিয়া তদীয় প্রিয়জনই অধিক স্বাভিলষণীয়। ব্রজেবাস অথে অসামর্থ্যে মানসবাস।

মূলকথা ভজনমার্গই আনুগত্য-ধর্ম্ম-সম্বলিত। সাধুমার্গ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে আনুগত্যধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং স্ব-প্রণালী প্রবর্ত্তনশীল কখনও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সাধুগণ সাবধান! ইহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

একঘেয়ে

(প্রফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ)

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা বহু চিত্ত আরাধনা করিবার উপযোগী উপকরণ-সংগ্রহ। সমগ্র জগতের কোথায় কি ঘটনা হইতেছে জানিতে পারিলেও সম্পাদকের নিস্তার নাই। কারণ, ঐ সমুদয় ঘটনা যথাযোগ্যভাবে বর্ণনা করিলে উহা বিভিন্নপ্রকারকরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রীতি-প্রদ না হইতে পারে। তজ্জন্যই প্রত্যেক সংবাদপত্রের একটা policy আছে। প্রত্যেক সংবাদপত্রে একটি দলবিশেষকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়।

এই জগতে হরিবিমুখের সংখ্যার অভাব নাই। যে কোন policy অবলম্বন করিয়া হরিবিমুখতার প্রশ্রয় দিতে পারিলে পাঠকগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারা যায়। হরিবিমুখদিগের বহুদল পরস্পরের সহিত বিবদমান হইলেও হরিবিমুখতা বিষয়ে তাহাদের ঐক্য আছে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার অভিযান হরিবিমুখতার বিরুদ্ধে। হরিবিমুখ পাঠক শ্রীপত্রিকা হস্তে লইয়াই উহাতে হরি-কথা ব্যতীত আর কিছু পড়িবার বিষয় পান না। হরিকথা না পড়িয়া এবং না শুনিয়া হরি-বিমুখগণ স্থির করিয়াছেন যে, হরিকথায় বৈচিত্র্য কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য—শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র নিরপরাধে কীর্ত্তিত হইলে তিনি কৃপা পূর্ব্বক বদ্ধজীবের চেতনের একমাত্র বিষয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তখনই বদ্ধজীবের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়। শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রিকায় অপরাধবিচার সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। জড়বৈচিত্র্যের অনুভূতি যে আত্মার পক্ষে নিতান্ত একঘেয়ে ব্যাপার এবং চেতনের ক্রিয়ারাহিত্য অবস্থা, ইহা হরিবিমুখ ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
(গীতা ২।৬৯)

বুদ্ধি দুই প্রকার,—অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়-প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্ব্বভূতে অর্থাৎ জড় মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিত-প্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া আত্ম-রাজ্যানন্দ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তাহাই বিষয় এবং শোকমোহাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে; কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সাংসারিক লোকের সুখ-দুঃখপ্রদ বিষয় সকল উদাসীনভাবে দেখিতে দেখিতে স্বভোগ্য বিষয়সকল যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন।

চির রুগ্ন ব্যক্তির ঔষধের প্রতি যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ এবং কুপথ্যের প্রতি যে স্বাভাবিক রুচি উহা সদ্বৈদ্য কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। আত্মার প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থা এবং তাঁহার স্বাভাবিক কৃত্য সম্বন্ধে হরি বিমুখমাত্রেরই সম্পূর্ণ অজ্ঞতা অনিবার্য্য। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার উদ্দেশ্য এই প্রাথমিক কথাটি অতি পরিষ্কাররূপে প্রত্যেক হরি-বিমুখ ব্যক্তির নিকট গললগ্নী-কৃত-বাসে নিবেদন করা। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের দৈন্য সত্যকে চাপা দিবার জন্য নহে। হরি-বিমুখ ব্যক্তি কপট দৈন্যের আশ্রয়ে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়াই মনুষ্য-জীবনের একঘেয়ে কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

হরি-বিমুখ-ব্যক্তির কার্য্যের যাবতীয় বৈচিত্র্য শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
(ভাঃ ২।১।৩)

উঁহাদের রাত্রিকাল নিদ্রাতে এবং যুবাকাল রতিক্রিয়াতে ব্যয় হয় এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও অদ্যাপি কুটুম্বভরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই একঘেয়ে জীবনের ভীষণ ফলও শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা-পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
(ভাঃ ৭।৫।৩০)

যে সকল গৃহব্রত-ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অন্য লোকদিগের উপদেশ কিম্বা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

দুরবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয় তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না। অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না। সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনায় অপগত হয় না. বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য।

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সেবা একমাত্র কর্ণের দ্বারাই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ অনাবৃত চেতনের একমাত্র সেব্য। তাঁহাকে জানিতে না পারিলে তাঁহার সেবা সম্ভব হয় না। তাঁহাকে জানিতে হইলে তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর নিকটে সেবালাভের উদ্দেশ্যে অভিগমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(গীতা ৪।৩৪)

তুমি এই ভেদ-বিচার পূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক অকপট সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্বনির্ণয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

যিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ গুণাতীত অধোক্ষজ বিষ্ণুর ঐকান্তিক উপাসক (বৈষ্ণব) নহেন, তিনি অপরকে তত্ত্ব উপদেশ করিবার যোগ্য নহেন।

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

যজন, যাজন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য।

প্রকৃত সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া এবং প্রকৃত সদ্গুরুর সর্ব্বতোভাবে অনুগত না হইয়া যাঁহারা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করেন তাঁহারা একঘেয়ে নিরর্থক শব্দ উচ্চারণদ্বারা নিজ বুদ্ধির ক্লান্ত ও পরিশেষে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পাতিত্য লক্ষ্য করিয়া অনন্তবৈচিত্র্যবিশিষ্ট শ্রীনামকীর্ত্তন সেবা একঘেয়ে বিচার করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

যৎকিঞ্চিৎ

হরিকথা হইলেই সুদিন, নতুবা দুর্দ্দিন। সংসারের নানা কথায় আমাদের শান্তি হয় না। হরিকথাই একমাত্র পরমানন্দ ও পরা শান্তি দিতে পারে। নিত্য মঙ্গল কিসে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকই তাহার উত্তর। সংসার আমাদের নিত্য বসতিস্থল নহে। জগতের সম্বন্ধ অনিত্য। অনর্থের জন্য জীবন কাটান উচিত নয়। পরম প্রয়োজনীয় পরমার্থ বস্তু লাভ হইলে আর অভাব থাকে না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর অভাব থাকে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা রূপ মায়া-মরীচিকা-ভোগে আশা মিটে না। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" কামভোগ দ্বারা কামানল নির্ব্বাপিত হয় না। মনুষ্য দেহে হরিতোষণ ও ইন্দ্রিয়তোষণ দুইটি হয়। একটী আলো, অপরটি অন্ধকার। হরিসেবা বন্ধ করিলে মনুষ্য ও পশুতে আর পার্থক্য কি? হরিতোষণ ব্যতীত সবই ইন্দ্রিয়-তোষণ। সাধুসঙ্গে হরিতোষণ-বৃত্তি জাগ্রত হয়। যিনি ২৪ ঘণ্টা নিজে হরিতোষণ করেন ও অন্যকে ২৪ ঘণ্টা হরিসেবায় নিয়োগ করেন তিনিই সাধু। সঙ্গ—সম্যগ্‌রূপে অনুগমন করা। সাধুসঙ্গ—সাধুর ন্যায় জীবনযাপন। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? মনুষ্যই ভগবানের ভজনা করিতে পারে। শ্রীহরি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ নহেন। তাঁহার বিলাস আছে। চেতনের দ্বারা সঙ্গ হয়, তাঁহার সেবা হয়। চেতন চলিয়া গেলে জড়দেহকে কেহই আদর করে না। গৃহস্থ হ'ল আত্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিলনাথই বাদ। Lord of the Universe কোথায়? God-less education দিয়ে কি লাভ হবে? তাহার ফল বিষময়—না তত্ত্ব। দেহ বিশ্বের ছোট সংস্করণ। আমি মালিক, আমি কর্ত্তা, আমার মন দেহ আছে। সুতরাং আমি দেহ বা মন নহি। দেহ ও মনের মালিক—আত্মা বা গৃহস্থ দেহ-গৃহে [illegible] বৎসর, ৫০ বৎসর, ৮০ বৎসর, জোর ১০০ বৎসর বাস করে। গীতা পড়ায় কে? "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" দেশীর মধ্যে পরিচিত সাক্ষি আত্মবিৎ। নিদ্রিত ব্যক্তি অপরকে জাগাইতে পারে না। জাগ্রত সাক্ষী যে-কোন অবস্থায় থাকেন তিনি জগৎকে জাগাইতে পারেন। 'সৎ' বলিতে সাধু। "সত্যং পরং ধীমহি"। যিনি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানান তিনিই সাধু। প্রেমময়ের ভক্ত কি অন্যের দুঃখে দুঃখী হন না। স্বরূপবিস্মৃত আমরা রাজরাজেশ্বরের পুত্র হইয়াও আজ ভিখারী। আমাদের নিজ পৈতৃক সম্পত্তি—প্রেমধন—নিত্যধন। "অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু"। আমরা ভালবাসার পাত্র বিচার করি না। আসক্তি খারাপ নয়। অনিত্য বস্তুতে হইলে তাহা তাপ দেয়। সেইটাকে যত্ন করিলাম না। স্বামি-স্ত্রী কেহ কাহারও প্রকৃত মঙ্গল দেখেন না আমরা নারায়ণের ভোগ্য। এ সকল কথায় আমরা মনোযোগ দিই নাই বলিয়া আজ আমরা প্রেমধনবঞ্চিত।

গুরুকে আশ্রয় করা হয় গুরুগৌরাঙ্গের সেবা পাওয়ার জন্য। হরিতেই পাতিব্রত্য আছে। সতী বলেন আমার পতি বিশ্বপতির প্রতি কেন নিষ্ঠা করেন না? বর্ত্তমান ধারণা—আগে পেট, তারপর ঈশ্বর। কৃষ্ণ প্রেমময়। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। সেই নামে আমাদের নিষ্ঠা কোথায়? মাংস-দৃক্ ও বেদদৃক্ কথাটী মনে রাখা দরকার। গুরুদেব চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেন। গুরু করার পরও যদি সেই মাংস-দৃষ্টি থাকিল তবে আমাদের সেই দিব্যদৃষ্টি হইল কৈ? ক্ষুধা সর্ব্বত্র সমান। বৈষ্ণবের কথা সর্ব্বত্র এক।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমের দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সারস্বত-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ, আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রদিপ্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবতের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ মায়গর, (বর্দ্ধমান) শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎরূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীরামচন্দ্রদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং দবিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীসাধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ ম্যাটার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাটপ	১০॥৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মায়রোৱা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/ ৬।০
স্বর্ণকাঞ্চন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অওরা	৫৬৲
রাজশাহী	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
পাতিরাম	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কর্কচ	৪০৲
করাচি খুরানা ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ শাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাতল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—১০।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৵১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
টিন পাটী, বোল্টু সমেত	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

5টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট দোকানপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচীনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত প্রমাণ অনুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	৵০	৵০	৷০
" ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাস প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲০	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

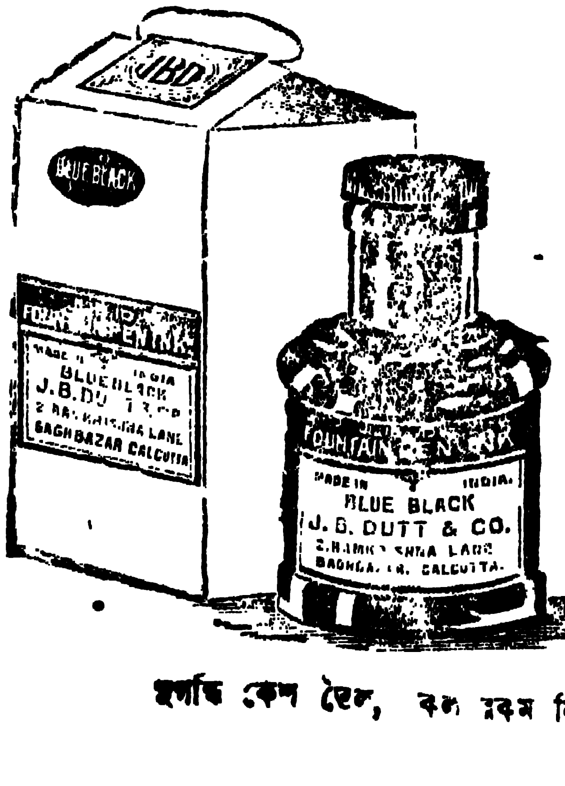

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] লেন, কলিকাতা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২২ই এপ্রিল, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৪৫

বিবিধ সংবাদ

——:০:——

ব্রহ্মের সরকারী দপ্তরখানা

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ এইচ, ক্র আই-সি-এস কয়েক মাস পূর্ব্বে ছুটি লইবার মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু নূতন শাসন-তন্ত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি তখন ছুটিতে যাইতে পারেন নাই। এখন তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ছুটিতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিঃ ক্র ছুটিতে গেলে রেঙ্গুণ ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ ডবলিউ, এইচ, পেটিন আই-সি-এস তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবেন। মিঃ পেটিন নূতন পদে সমাসীন হইলে মান্দালয় হইতে ডিভিসনাল ডেপুটিকমিশনার মিঃ এ, এইচ, ম্যাকক্রেকেন আই-সি-এস রেঙ্গুনে বদলী হইবেন এবং ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

নূতন শাসনতন্ত্র আমলে কতকগুলি নূতন দপ্তরের সৃষ্টি হইবে। সি, আই, ডির দপ্তরখানা, সেটলমেণ্ট-কমিশনারের দপ্তরখানা এবং আরো কয়েকটী দপ্তর খানা অন্যত্র হইতে এখানে স্থানান্তরিত হইবে।

মিঃ এইচ, রামসডেন আই-সি-এস স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ ই, জি, এল্লিডেল আই-সি-এস ছুটিতে গিয়াছেন।

———

বিদেশে ভারতের স্বর্ণ রপ্তানী

গত ১৭ই এপ্রিল পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'রাঁচী' নামক জাহাজযোগে বোম্বাই হইতে ৩৯৬৮৭৩৮৲ টাকার স্বর্ণ আমেরিকা ও ইউরোপে রপ্তানী হইয়াছে।

ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর এপর্য্যন্ত ভারত হইতে মোট ২,৯৬০,৯০০,৯৬০ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইল।

বাঙ্গালার সাহায্যে শিক্ষাদান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী অনুসারে প্রবেশিকার জন্য বাঙ্গলা-ভাষার মারফৎ শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আসামের ৪৭টি ও কলিকাতা সহরের ১৯টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়কে উক্ত নিয়ম হইতে রেহাই দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মারফৎ শিক্ষা দেওয়ার বর্ত্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতার হেয়ার স্কুল, শাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস্ স্কুল, ক্যালকাটা মাদ্রাসা ও ১৬টি মিশনারী স্কুলে ইংরেজী ভাষার মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

———

জগদ্দলে ভীষণ চাঞ্চল্য

গত ১৭ই এপ্রিল প্রাতঃকালে জগদ্দলে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকগণ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে এংলোইণ্ডিয়া গ্রুপের মিলসমূহের ম্যানেজার, ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু কনেষ্টবলের শরীরে সামান্য-রকম আঘাত লাগে।

এই সম্পর্কে অনুমান ১২জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, এংলোইণ্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজার ভোরে বাহিরে আসিলে কুলী-লাইনের দিক হইতে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মিলের নিকট যে সব পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছিল তাহারাও আহত হয়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আরও পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে আসেন এবং লাঠি চালনা করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা পুলিশ অফিসার ঘটনা স্থলে আসিলে একখানি লোষ্ট্র ম্যাজিষ্ট্রেটের শরীরে যাইয়া লাগে। সংবাদ পাইয়া ২৪পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডবলিউ, এইচ, বেমরোজ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসেন।

এংলোইণ্ডিয়া গ্রুপ ৮টী মিল লইয়া গঠিত। মিলসমূহ তাঁহাদের জন্য বন্ধ করিতে হয়।

ঐ দিবসই প্রাতঃকালে মেটিয়াবুরুজের কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আরও প্রকাশ যে, ব্যারাকপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়া বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতাদের উপর কাঃ বিঃর ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

———

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির সর্ত্ত নৈরাশ্যজনক

প্রস্তাবিত ভারত-জাপান বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিবার জন্য একটি বে সরকারী প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত বৎসর শরৎকালে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিনিধিদলকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাই। সম্প্রতি জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেসরকারী পরামর্শদাতাগণের নেতা শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাই বলিয়াছেন, ইহাতে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য দেখা দিবে। সিমলায় যাইয়া বেসরকারী পরামর্শ দাতাগণ একমত হইয়া যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, অধুনা প্রকাশিত চুক্তির সর্ত্তাবলী তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

———

তামাদির মামলা

গত ১৮ই এপ্রিল তামাদি-দিবসে যশোহর আদালতসমূহে ৯০০০ তামাদি মামলার আরজি দাখিল হইয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা এই বৎসরের আরজির সংখ্যা বেশী।

ঐ দিবস খুলনা সিভিল কোর্টে ৪৫৫২টী তামাদি মামলা দায়ের হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জে ৫৭০০র অধিক তামাদির মামলা দায়ের হইয়াছে।

———

সং ফৌঃ আইনে কংগ্রেসকর্ম্মী দণ্ডিত

গত ১লা এপ্রিল শাসনতন্ত্রবিরোধী দিবসে হরতাল সম্পর্কে নয়াদিল্লী টেক্সটাইল ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তাসমেত চৌদ্দ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নরেন্দ্র সিংহ সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারামতে তাঁহাদের প্রত্যেককে ছয় সপ্তাহ হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য ফুল

আছে—দিনে তিনবার তার রং বদলায়। প্রাতে পাপড়িগুলি মসৃণ শুভ্র সাজে দেখা দেয়—তারপর বেলা ২টা নাগাদ সে সাদা রং হয় ফিকা-লাল; দিবা দ্বিপ্রহরে ফুলের রং হয় টকটকে লাল। বৈকালে রং হয় ফিকা নীল; এক ঘণ্টা পরে ভায়োলেট এবং সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আশমানী, বড় ধরেন সারা রাত্রি ... সকালে আবার সাদা রং নব জাগরণ হয়।

এ বর্ণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিকরা বহু গবেষণা করিয়াছেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ রহস্যের মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

[illegible]

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। [illegible]—সমগ্র ৪৲

প্রথম [illegible] স্কন্ধ [illegible] ২৮৲

দশম

[illegible] বিরাট [illegible] ৬৲

৩। [illegible] ৬৲

৪। [illegible] ৪৲

৫। [illegible]

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় [illegible]

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড ৸০

৭। [illegible]

৮। [illegible]-দীপিকা ও [illegible] দীপিকা

৯। [illegible] ১৲

১০। [illegible] ২৲

১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। দ্বাদশ [illegible] ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৶০

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

৩০। [illegible]-দর্শন

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা [illegible]

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড [illegible]

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ।০

৪০। শরণাগতি

৪১। [illegible] /০

৪২। [illegible] পরিক্রমা ৸০

৪৩। [illegible]

৪৪। [illegible]

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। অর্থপঞ্চক /০

৪৭। [illegible] /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।/০

৪৯। [illegible]

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। [illegible] ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।

৫৩। [illegible] ৸

৫৪। [illegible]

৫৫। [illegible]

৫৬। [illegible]

৫৭। [illegible] (ভাষ্যাদিসহ) ।

৫৮। [illegible]

৫৯। [illegible]

৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৪। [illegible]

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠসংপরিচয়ঃ

৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০

৬৯। [illegible] ॥০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—[illegible] ॥০

৭২। [illegible] ।০

৭৪। [illegible]

৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। [illegible]

৭৮। [illegible] ৩॥

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ কল্পতরু

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীমঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। [illegible] আসামী ভাষায় [illegible]। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-সাথে [illegible] এই বিরাট [illegible] মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ১৩০ [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) [illegible] Index Glossary [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ { ২৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৪৮তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যার পর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির নিকট মঠসেবক ও ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন এমন সময় কয়েকজন আগন্তুক সমাধিমন্দিরের দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া উঁকি মারিতেছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেব বলিলেন,—ভগবানকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য স্থূল করিবার প্রবল চেষ্টা আধ্যক্ষিকদের মধ্যে দেখা যায়; আবৃত বস্তুর আবরণ উন্মোচন করিয়া সেখানে কি আছে দেখিবার একটা প্রবল চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মজ্জাগত ভাব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আচরণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কখনও নিজেকে দ্রষ্টা অভিমান করেন না। তিনি নিজেকে দৃশ্য বা ভোগ্য বলিয়াই জানেন, তাই তাঁহাতে এই প্রকার ভোক্তার অভিমানে জগদ্ভোগ প্রবৃত্তি নাই।

অর্চ্চা সুলভ বস্তু। অন্তর্য্যামী তদপেক্ষা দুর্ল্লভ; বৈভবতত্ত্ব তদপেক্ষা দুর্ল্লভ; ব্যূহতত্ত্ব তদপেক্ষা দুর্ল্লভ বস্তু এবং পরতত্ত্ব তদপেক্ষাও দুর্ল্লভ আবার পরতমতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ। এই পরতমতত্ত্বের মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম মথুরায় শ্রীভগবান্ যে লীলা করিতেছেন সেটী পরলীলা, বৃন্দাবনে পরতরলীলা আর গোবর্দ্ধন ও তৎসন্নিহিত রাধাকুণ্ডে পরতমলীলার আবিষ্কার করিতেছেন। এতৎসম্পর্কে তিনি উপদেশামৃতের—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ও "কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা" শ্লোকদ্বয় উল্লেখ করেন। অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব বা ব্যূহের ঊর্দ্ধে যে পরতত্ত্ব লক্ষ্মীনারায়ণ তিনি জন্মলীলা প্রকাশ করেন না। কিন্তু পরতমতত্ত্ব আশ্রয়যুক্ত বিষয় কৃষ্ণচন্দ্র জন্মলীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পরিশেষে বলেন—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখনই "নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি" শ্লোক বলিতেন তখনই তাঁহার গোবর্দ্ধনসন্নিহিত পৃথুকুণ্ড বা রাধাকুণ্ডতীরবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যমঠের কথা হৃদয়ে উদিত হইত।

মান্দ্রাজগৌড়ীয়মঠে পাঠ-কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীমান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করতঃ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তেলেগু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ১২।৪।৩৭ তারিখে মান্দ্রাজ সহরের পদ্মপেটাস্থ সজ্জন ব্যক্তিসমূহের আগ্রহে তথায় একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু 'শ্রীনাম তত্ত্ব' সম্বন্ধে তেলেগু-ভাষায় ১দণ্টা কাল একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ রামগোবিন্দ প্রভুর গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

কৃষ্ণনগরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ মহারাজ কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে প্রায় পক্ষাধিককাল অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনগরের বিভিন্নস্থানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাদর অভ্যর্থনায় আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন বক্তৃতাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য, বাগ্মিতা, শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে ও তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া দৈনিক শত শত শ্রদ্ধালু সজ্জন হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীকৃষ্ণকুটীরে আগমন করিতেন। তাঁহাদের নিকট তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনের দ্বারা মানবজন্মের সার্থকতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জীবোদ্ধারকারী যে সকল ব্যক্তি মনে করেন যে, কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আপেক্ষিক বঞ্চনাময় জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা কিম্বা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারাও শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইতে পারেন, শ্রীনাম তাঁহাদের জিহ্বায় কীর্ত্তিত হন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দেন যে, প্রত্যেক অণুচিৎ জীবের শুদ্ধস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূর্ণ পারমার্থিক স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বিভিন্নাংশ জীব হইতে পূর্ণ অবতারী পূর্ণশক্তি ও স্বাংশ অবতারগণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া জাগতিক অবস্থা প্রাপ্ত করিয়া এই রক্ত-মাংসের দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক জীব ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ এবং নিত্যকাল অহৈতুকী ভগবৎসেবা ব্যতীত তাহার অন্য কৃত্য নাই।

অবতীর্ণ আম্নায়ধারায় আচার্য্যগণের দ্বারা শ্রীনাম নিত্যকালই বৈকুণ্ঠ হইতে এই মর্ত্ত্যজগতে অবতরণ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচিন্তার দ্বারাই জাগতিক দুর্বিপাক হইতে উদ্ধার লাভ হয়। কৃষ্ণচিন্তার অর্গলতা যদি একবার আমাদের চিন্তাস্রোতে উদ্ভাসিত হয় এবং আমাদের কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই এই বিচার হৃদয়ে জাগরিত হয় তাহা হইলে হৃদয়ের যাবতীয় আবর্জ্জনা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

এই পারমার্থিক চিন্তাস্রোত আমাদিগের শোক, মোহ ও ভয়যুক্ত জীবনকে এই সংসার হইতে মুক্ত করিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়। সেখানে সমস্তই আলোক, কোন অন্ধকার নাই, সেখানে কেবলই আনন্দ ও শান্তি এবং বাস্তবিক মৃত্যুতেও আশা ও আনন্দ। সেখানে জীবন পূর্ণ আনন্দ বন্যায় প্লাবিত। ইহাই চিন্ময় ভূমিকা, বাস্তব সত্যের ভূমিকা, যাহার বিকৃত ছায়া প্রতিফলন এই বিশ্ব; সেই ভূমিকায় সকল বস্তুই চমৎকারিতাপূর্ণ, তাহাই আমাদের নিত্য বসতিস্থল।

মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন এক্ষণে আমরা স্থূলদেহ মধ্য হইতে জীবাত্মার দলের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া চৈতন্য দলের অনুশীলন পূর্ব্বক এই নশ্বর ভূমিকা হইতে আমাদের নিত্যবাসস্থল বৈকুণ্ঠলোকে অপ্রাকৃত আনন্দের দিকে গমন করি। আসুন, আমরা আমাদের অন্তঃচৈতন্য জাগ্রত করিয়া পরমেশ্বর বিভুচৈতন্যের সহিত সেবকসূত্রে সংবদ্ধ করি।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অনন্তকোটী জীব আনন্দ কেন্দ্র থেকে বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটিভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ করবার জন্যে এই কয়েদ-খানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে, এদের মধ্যে থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার তা'হ'লে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বিষ্ণু, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

বৈষ্ণব চিনিবে কে?

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

পূর্বোক্তবাক্যে যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ় শ্রদ্ধ হইয়াছেন তিনি উত্তমাধিকারী, যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্ তিনি মধ্যমাধিকারী; যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। এই ত্রিবিধ বিভাগ দ্বারা ভক্ত লোকের বিভাগ হইল কেবল শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রজ্ঞান অধিকারী ব্যক্তির বিভাগ হইল। কনিষ্ঠ জন কেবল 'কৃষ্ণভক্তি ভাল' এইটি বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যে কি বস্তু তাহার [illegible] সিদ্ধ-পরিপাক কি, তাহা জানেন না। এই জন্য কোমল শ্রদ্ধ [illegible] হৃদয়ে জ্ঞানকর্মের মিশ্রভাব [illegible]। সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই সাধক মধ্যমাধিকারী হন। আবার সেই মধ্যমাধিকার-গত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয় তখন তিনি উত্তমাধিকারী হইবেন।

"যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষী লোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি লৌকিক এবং পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চামূর্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা শুদ্ধভক্তি অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি—প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপথে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। ইঁহাকে ভক্তপ্রায় বা 'বৈষ্ণবাভাস' এই সকল শব্দে ডাক করা যায়।

"তাৎপর্য এই যে, যখন তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, মূঢ়জনের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ, তখন তিনি শুদ্ধভক্তগণের মধ্যম ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তাঁহার সর্বভূতে স্বীয় সম্বন্ধে ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবৎপাদে সমস্ত ভূতের বর্তমানতা দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁহার ঈশ্বর, অধীন ব্যক্তি, বালিশ এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না। সেই অবস্থায় তিনি ভাগবতোত্তম হন।" (—অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

মধ্যম ভক্ত ভজনবান হইলেও শাস্ত্রাদিতে ততদূর কুশল নহেন। আর কোমলশ্রদ্ধ বিশেষ কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর ভক্ত উত্তম ভাগবতের স্বরূপ বুঝিবে কি প্রকারে? অনেক কাল ধরিয়া যাঁহাকে উত্তম বলিয়া জানা গিয়াছে এবং তদ্রূপ সম্মান করা হইয়াছে, তাঁহাকে অকস্মাৎ বিনা কারণে অস্বীকার করিতে দেখে বা লঘু প্রতিপাদনের চেষ্টা করলে মধ্যম ও কনিষ্ঠের মধ্যে কোন দোষ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার বাসনা সাধককে অন্ধ করিয়া দেয়, তখন আর তাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অভক্ত-সঙ্গ উত্তমাধিকারীর প্রভাব হানি করিতে পারে না। কিন্তু অভক্তগণ উত্তমাধিকারীর সঙ্গে উত্তম হইতে পারে, যদি তাঁহাদের অপরাধ না হয়; নতুবা কেবল সম্মান টীকা করিয়া চলিয়া গেলে কোন লাভ হইবে না।

"বৈষ্ণব লইয়া ভক্ত, তারে কৃষ্ণ নাহি পায়, আর সব রহে অকারণে"—এই মহাজন বাণী ভুলিয়া তাহা বা উপেক্ষা করিয়া স্বল্পকাল বঞ্চিত হওয়া সর্বনাশের মূল। কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভক্তের সর্বদা উত্তম ভক্তের আশ্রয় প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে অন্য প্রকার বাসনা, সেখানেই স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা। উত্তমের আশ্রয়ে থাকিলে তিনি যেহেতু আমাকে শাসনের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিবেন, নিজ স্বতন্ত্রতাবশে স্বেচ্ছাপূর্বক কার্য করিতে পারিব না, সুতরাং উত্তম-ভক্তকে কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করা প্রয়োজন।

মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥

বাহিরে লোকদেখান গোরা-ভক্তির চেষ্টা দেখাইলে কি হইবে, অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বরূপ ধরিয়া ফেলেন। সুতরাং শাসন গ্রহণ না করিলে 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্।' যদি শুদ্ধ ভাগবতের মুখে সারা জীবন ধরিয়া মহাভাগবতের সুতত্ত্বের কথা শুনিয়া 'কাঞ্চনশূন্য না করিয়া হরিভজন কর'—বাণী শুনিয়াও যদি আমার অন্য বাসনা জাগে—ভোগবাসনা, মোক্ষকামনা, সিদ্ধিকামনা বা দেশকল্যাণকাম অন্তরে উদিত হয়, আর বাহিরে হরিভজনের ছলনা দেখাইয়া অন্তরে অন্তরে ঐ সকল কামনা পোষণের চেষ্টা করি তবে অপরাধের পথ দেখা হইল, সুতরাং শুদ্ধা ভক্তি হইতে বহুদূরে থাকিলাম।

সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিয়া ভজন আরম্ভ করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধকের কতকটা অবস্থা আছে, তন্মধ্যে 'ভজনবঞ্চনী' নামক অবস্থা আসিলে লোকে 'আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আমার কথায় বহু লোক আকৃষ্ট হইতেছে এবং আমার লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা বহু আসিতেছে, সুতরাং উত্তম ভাগবত হইতে আমি আর কি কোন অংশে হীন আছি?'—এই প্রকার অভিমান আসিয়া আমাদিগকে আরও অনর্থের মধ্যে লইয়া যায়। থাকিতে পারে আমার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য, আসিতে পারে বহু লোক আমার বাগাড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়া, কিন্তু আমার কি নিষ্ঠা হইয়াছে? আমি কি রুচি, আসক্তি বা ভাবদশায় উপনীত হইতে পারিয়াছি? তাহা হইলেও 'কৃষ্ণের চরণে হবে উপজয় রাগ। কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নহে অনুরাগ॥' কথাগুলি আমাতে পূর্ণভাবে দেখা যাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সর্বদাই অন্য বাসনা আমার হৃদয়কে ঘোর ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে আমার এতদিন সাধনভজন-চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম হইয়াছে; তাহা হইলে আমার ন্যায় মহা [illegible] অন্যাভিলাষে নিমজ্জিত ব্যক্তি কিরূপে উত্তম ভক্তকে চিনিবে? গৌরশক্তি গদাধরের ন্যায় ব্যক্তিও একদিন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে না চেনার অভিনয় করিয়া আমাদের ন্যায় মহামূর্খদিগকে অভিমান-পঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই তাহা শুনিব না! তাই বলি রে দুষ্ট মন!

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গৌর-জন্মোৎসব

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

(লণ্ডন সহরে কর্ণওয়ালিস গার্ডেন ওনং গ্লষ্টার হাউসে অবস্থিত লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে গত ২৭।৩।৩৭ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চারিশত একান্নতম বার্ষিক আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার জীবনচরিত ও শিক্ষাসম্বন্ধে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা।)

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

আজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চারিশত একান্নতম আবির্ভাব-তিথি। ইউরোপে মার্টিন্ লুথার যখন প্রোটেষ্টেণ্টধর্মের সংস্কারের সূচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষে মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমের বার্তা লইয়া অবতীর্ণ হন। আজিকার এই শুভ-মুহূর্তে আপনারা এইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। এই কার্যে আপনারা যে যত্নের পরিচয় দিয়াছেন এবং যে কৃপা ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি।

আপনাদের বহু কর্তব্য কার্যে নিয়োজিত সময় হইতে এই কার্যের জন্য যে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য ভগবান নিশ্চয় আপনাদিগের উপর প্রীত হইবেন। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান ও ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসবে যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহাদিগের ধর্ম-জীবনের উৎস ক্রমশঃই বর্ধনশীল হইতে থাকে। সময়, অর্থ বা শ্রম ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের জন্য ব্যয়িত হইলে তাহা নিত্য-কালের ব্যাঙ্কে জমা হইয়া যায়। এই সময়

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই বাণী স্মরণ কর,—

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, যাইবেক নাশ॥
প্রেমভক্তি হয় প্রভু চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা বড় মহাভাগ॥
অনিন্দক হই' যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউক প্রাণ মোর॥

ব্যাপারে নিযুক্ত চেষ্টার ফল ভগবদ্‌রাজ্যে আমাদের ভাবি-মঙ্গলের জন্য সঞ্চিত থাকে। এই সমস্ত মঙ্গলদায়ক কার্য্য বা দুঃখের ফল কোনদিন নষ্ট হয় না, অধিকন্তু তাহারা আমাদিগের হৃদয়ে বীজাকারে অবস্থিত থাকিয়া হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন-রূপ জল-সেচন দ্বারা ভক্তিলতায় পরিণত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হয়; সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্ত হইবার দরুণ তাহাদিগকে আর মায়ার কবলে কবলিত হইতে হয় না।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বাকর্ষক ব্যক্তিত্বের বিষয় জগতের সর্ব্বত্র অদ্যাবধি পূর্ণভাবে চিন্তনীয় হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাপ্রভুর চরিত্রের মত আলোচনীয় আর কিছুই নাই। তাঁহার মনুষ্যের মত সুন্দর শরীর ও কমনীয় ঠাম এবং মনুষ্যাতীত অগম্য বুদ্ধিশক্তির প্রাখর্য্যের জ্যোতিঃ এত অধিক ছিল যে তাহার নিকট মনুষ্যোচিত বুদ্ধির পরমোৎকর্ষও খদ্যোতালোকের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। এই সকল অতিমর্ত্ত্য গুণসমন্বিত হইয়া তিনি আদর্শ-জীবনের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে আচার ও প্রচারের এরূপ সমাবেশ দেখা না গেলেও তিনি যাহা প্রচার করিতেন তাহাই আচরণ করিতেন। বৈষ্ণব চরিত-লেখকগণ তাঁহার যে-সমস্ত লীলার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি সাধারণভাবে তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষাসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার জন্য আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ সময় ভিক্ষা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মহাতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুরে গঙ্গানদীর উপকূলে বৈদিক-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণিমার দিন চন্দ্র-গ্রহণ-সময়ে তাঁহার শুভ আবির্ভাবলীলা প্রকট করেন। তৎকালে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দিঙ্‌মণ্ডল হরি-কীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া গঙ্গা-স্নান করিতে থাকেন; ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্য বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পাপক্ষয় ও পুণ্য সঞ্চয় করা। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের আলয়ে নিম্ববৃক্ষতলে অন্ধকার একটী কুটীরে যে স্থানে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন সেই কুটীরটি মহাপ্রভুর অঙ্গজ্যোতিঃতে আলোকিত হইয়া যায়। শ্রীজগন্নাথমিশ্র তদ্দর্শনে আনন্দিত হ'ন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিশেষতঃ তাঁহার গৌরকান্তি দেখিয়া প্রতিবেশী মহিলাগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া সম্বোধন ও প্রীতি করিতে থাকেন। এবং তাঁহার মাতা শচীদেবী নিম্ববৃক্ষতলে তাঁহার জন্ম হওয়ায় তাঁহাকে নিমাই বলিয়া সম্বোধন করেন। জগন্নাথমিশ্রের আত্মীয়গণ ঐ বালকের শৈশবাবস্থায় অনেক অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করেন। ইঁহার চরিত-লেখকগণ ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাল্যাবস্থাতেই বালক নিমাইয়ের পিতৃ-বিয়োগ হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সর্ব্বোত্তম পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হ'ন এবং বাঙ্গলাদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রকাশ্য বিচারে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহসী হইতেন না। অবশেষে যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরী তৎকর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত হ'ন তখন 'নিমাই পণ্ডিত' তৎকালে সর্ব্বোত্তম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হ'ন। এই-ভাবে ন নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচার যে সকল বর্ত্তক শাস্ত্র-বিচারে কেবল-মাত্র হঠকারিতার আশ্রয় করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেন, তাঁহাদের সেই সমস্ত বিচার ও পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করেন।

এই সময় তিনি প্রথমতঃ লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে লক্ষ্মীদেবী ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় মাতা শচীদেবীর অনুরোধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন।

গয়ার জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বর-পুরীর নিকট হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে তিনি ছাত্রদের নব্য অধ্যাপনা-কার্য্য করিতে থাকিলেও এই দীক্ষার পর হইতে তিনি নিরন্তর অবিশ্রান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিয়া অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ছাত্রগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আর ব্যাকরণের অধ্যা-পনকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে নাই। এ সময় তিনি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া রাত্রিকালে ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিবার জন্য অধিষ্ঠান স্থাপন করেন। তথায় তিনি নর্ত্তন কীর্ত্তন প্রচারপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মচ্ছটা ব্যক্ত করিতে থাকেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে অদ্ভুতভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছা যাইতে থাকেন। এই সময় শ্রীধাম-মায়াপুর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পীঠস্থানরূপে পরিণত হয় এবং ভগবৎপ্রেমে মনুষ্য-মাত্রকেই উদ্‌বুদ্ধ করাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য হইয়া পড়ে।

চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি বৈদিক ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর আশ্রম অবলম্বন করেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন ভগবৎ-প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে থাকেন। তিনি লক্ষ লক্ষ জীবকে, এমন কি কতকগুলি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পুরীধামের সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে এবং কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতের সমস্ত ভক্তগণ পুরীধামে তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি নিজের আচরণের দ্বারা বিভিন্নভাবে কি প্রকারে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেন।

শাস্ত্রসম্মত অকৈতব ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিধি-নিষেধ সকল তিনি স্বয়ং আচার ও প্রচারপূর্ব্বক তাঁহার একত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া পুরীধামে বাস করিতে থাকেন। ঐ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে তিনি আর কোন বহি-রঙ্গগণকে তাঁহার ভজনবিষয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে দেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গগণ তৎকালে তাঁহার কৃষ্ণ প্রীতি-বিষয়ে সহায় ছিলেন। কখনও কখনও তাঁহার প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ কৃষ্ণ-লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দা-বনের যমুনা-নদী মনে করিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি তিরোভাব-লীলা প্রকাশ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি পুরীধামে টোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ-শরীরে লীন হইয়া যান।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ বলিয়াই জানেন। কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে মহাবদান্যতার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধিকার ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহকাতরতার আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার পূর্ণশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মদনদেব পর্য্যন্ত মুগ্ধ; সেই জন্যই তিনি মদনমোহন। মদনদেবের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া কি আনন্দ উপভোগ করেন সেই আনন্দের মাধুর্য্যে স্বয়ং কৃষ্ণও মুগ্ধ। অতএব কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া তাঁহার প্রতি শ্রীরাধিকার ভাবসেবা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি নিজকে নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-বৃক্ষের মালীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, এবং জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণপ্রেম-বৃক্ষের ফল সমস্ত বিশ্ববাসীকে বিতরণ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে এই প্রেমফল আস্বাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এবং স্বয়ং মালীরূপে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। এই অনর্পিতচর উজ্জ্বল প্রেমধর্ম্ম তিনি জীবজগতের প্রাপ্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়-গহ্বরের অন্ধকার দূর করিয়া তাহা আলোকিত করুন। যাঁহারা গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছেন যে, সাত্বত শাস্ত্রের অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে পূর্ণ শরণাগত সাধু বা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে একমাত্র শিক্ষণীয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম হওয়ায় জীবের যে সমস্ত কার্য্য ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে বিহিত না হয় তাহার মূল্য অশ্বডিম্বক-তুল্য। নিষ্ঠাবান্ আচার-প্রচারকারী সাধু মুখনিঃসৃত দৈববাণী ভগবদ্বাণীর দ্বারাই এই ভ্রান্ত জগতের জীবকুলের হৃদয়ে বাস্তব-সত্য জানিবার পিপাসা উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব বৈকুণ্ঠরসের পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্য এবং কৃষ্ণ পাদপদ্মে শ্রীরাধিকার অমল প্রীতির পরম চমৎকারিতার বিষয় জগদ্বাসীকে জানাইবার জন্য এই জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আচরণদ্বারা ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রচারের সহিত আচরণের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না এবং এরূপ আর কেহ করেন নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই একমাত্র সম্বন্ধ ও প্রয়োজন।

গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ এবং অন্যান্য সাত্বত হিন্দুশাস্ত্রের বিচার অবলম্বনে মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, একমাত্র কৃষ্ণেই সমস্ত ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; তিনি নিত্যকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। মাধুর্য্যরসে গোপীভাবে এবং শ্রীমতী রাধিকার ভাবে কৃষ্ণসেবাই সেবার পরমোৎকর্ষতা এবং ইহাই পরমার্থ জগতের সর্ব্বোচ্চভূমিকা। পাঁচ প্রকার রসে শ্রীকৃষ্ণভজন হইয়া থাকে। (১) শান্ত (২) দাস্য (৩) সখ্য (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর; এই জগতেও এই পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধ দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন-যোগে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনকেই কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" সকল মন্ত্রের মধ্যে এই "হরেকৃষ্ণ" মন্ত্রটিকেই তিনি মহামন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ইহাই একমাত্র বৈকুণ্ঠ নাম।

শুদ্ধভক্তের 'অপ্রাকৃত কীর্ত্তনে' শ্রীনাম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বৈকুণ্ঠ শব্দ নামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীনামই অক্ষরাবতার পূর্ণ শক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে নিত্যকাল ... কীর্ত্তন করাইয়া থাকেন। সাধুমুখনিঃসৃত শ্রীনাম জাগতিক শব্দের ন্যায় শক্তিহীন নহেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীনামরূপে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন [illegible] পীঠ, [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] রক্ষক- [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ [illegible] শ্রীরূপ পাঠ, [illegible] প্রেম্নানচতুষ্টয়-বেদাধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible] শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পারমার্থিক [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্যিক [illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক -- শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) টকা গৌররূপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক-- শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible] কেবল [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক-- শ্রীমদনরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক -- শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা — (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) [illegible]মঠ

গোদ্রুমপুর, পোঃ তালখোলা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামনাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক -- শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমন্মথনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

[illegible] বন্দী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রীশ্যামলদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চককতা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ মেদিনীপুর, বি, এন, আর

রক্ষক— শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাকিপুর (বিহার

রক্ষক —শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী

৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক— শ্রীভক্তিবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৭২নং নারদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীঅনাদি গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক- শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক- শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক - শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীমদনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক – শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং নম্বর ৭

রক্ষক— শ্রীভক্তি[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক-- শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক - শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক -- শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক -- শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠাসন

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ভক্তিহৃদয় গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রেস হইতে প্রধানক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাতথানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাবরোরা সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/

সোণা রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
সভরেণ	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাউ	১৷৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০
[illegible]	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আরেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আরেন কঙ্কচ	৪০৲
কর্পোরেশন ফাইন	৪৩৲
চাম্পর্ণ শাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬৷৷০
সুপারী রেঙ্গী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুঁটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—১০।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩৷৷০
টিন পাটী, বোল্টু গরাদে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য	৯৷৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

১৬-০	১৮-৩১
১৬-৮	১৮-৩৯
১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

লৌহ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়, বাজারে উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবিলম্বে সারিয়া যায় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতনা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান [illegible] ব্রাহ্মণের প্রশ্নময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible] যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, [illegible] ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, [illegible] পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, [illegible], মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৭৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

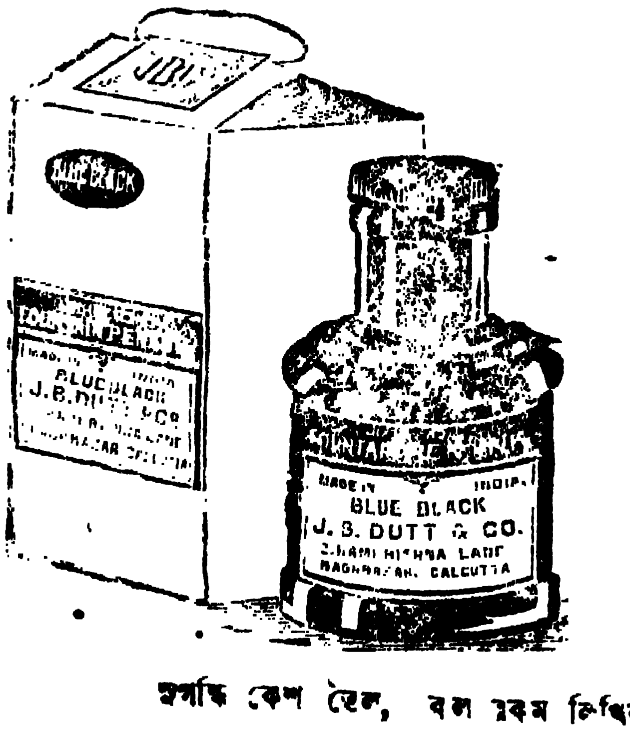

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৪৬

বিবিধ সংবাদ

——:০:(*):০:——

কর্পোরেশনের মেয়র-নির্ব্বাচন

কলিকাতা-কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী-মেয়র নির্ব্বাচন আগামী ২৭শে এপ্রিল মঙ্গলবার হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল ও মিঃ ডি, জে, কোহেন মেয়র-নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল। প্রকাশ তাঁহারা দুইজনেই সরিয়া দাঁড়াইবেন। শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মেয়র-পদের জন্য প্রার্থী। কর্পোরেশনের কংগ্রেসী-দল তাঁহাকে সমর্থন করিবেন।

মেয়র ও ডেপুটী মেয়র-নির্ব্বাচন সম্পর্কে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য গত সোমবার অপরাহ্ণে ডেপুটী-মেয়র মিঃ আব্দার রহিমের পক্ষে কর্পোরেশনের মুসলমান-সদস্যগণের এক বৈঠক হইয়াছিল। সেখানে মিঃ আব্দার রহিমকে মেয়র পদের জন্য প্রার্থী দাঁড় করান হইবে বলিয়া প্রস্তাব হয়।

রেলওয়ে বোর্ডের ফাইন্যান্সিয়েল কমিশনার

গত ৯ই এপ্রিল হইতে ভারত-সরকারের অর্থ-বিভাগের স্পেশাল-অফিসার মিঃ বি, এম, ষ্টেগ আই সি-এস রেলওয়ে-বোর্ডের ফিন্যান্সিয়াল-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত তারিখ হইতে রেলওয়ে বোর্ডের ফিনান্সিয়াল-কমিশনার স্যার রাঘবেন্দ্র রাওকে অর্থবিভাগে বদলী করা হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

বর্ত্তমান বৎসরে বৃটিশ-ভারতে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের-সংখ্যা ১৬৬৫৮৮ এবং উহাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮৬১৯৪০৫ ছিল; তন্মধ্যে বালিকার সংখ্যা ছিল ১০০০০০০এর উপর. উক্ত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সংখ্যা ৩২৭৯৩২; তন্মধ্যে শতকরা ৫৫ জন ট্রেণিং প্রাপ্ত। আলোচ্য বৎসরে যদিও বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা ২৯২টি কমিয়াছে; তথাপি উহাতে ছাত্র-সংখ্যা ২৪২৪৩৭ বাড়িয়াছে। যুক্তপ্রদেশে আর্থিক হিসাবে ক্ষতিকর ছোট ছোট স্কুল উঠাইয়া দেওয়ায় তথায় স্কুলের সংখ্যা ৪১৭টি কমিয়াছে (সর্ব্বাপেক্ষা অধিক); কিন্তু ছাত্র সংখ্যা ১০ হাজার বাড়িয়াছে। ছাত্র সংখ্যা মাদ্রাজে ৭৮৮২৬, বাঙ্গলায় ১৫৮৭৭, বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৭১৫৭, বোম্বাইয়ে ৩০০৭৪ এবং আসামে ১০৬৮৯ বাড়িয়াছে; কিন্তু পাঞ্জাবে প্রায় ৬০০০ কমিয়াছে।

বৃটিশ-ভারতে গড়ে বালকদের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৫২। বিভিন্ন প্রদেশে ঐ সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ:—মাদ্রাজ ৫৫, বোম্বাই ৭৯, বাঙ্গলা ৪১, যুক্তপ্রদেশ ৬৩, পাঞ্জাব ৬৬, বিহার ও উড়িষ্যা ৩৫, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭৫, আসাম ৪৮, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৫৬।

আলোচ্য বৎসরে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ৬৬৯৫৬৩৯৮৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর উহা অপেক্ষা এক লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুর জন্য গড়ে বার্ষিক ৭৷৶০ ব্যয় হয়। বিভিন্ন প্রদেশে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ: মাদ্রাজ ৮৵৫ পাই, বোম্বাই ১৬৷৩ পাই, বাঙ্গলা ২৷৶৯ পাই, যুক্তপ্রদেশ ৭৷৶২ পাই, পাঞ্জাব ১০৷৶৫ পাই, ব্রহ্মদেশ ৭৷/১১ পাই, বিহার ও উড়িষ্যা ৬৲৫ পাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১০/২ পাই, আসাম ৪৷৶৭ পাই এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১২৷৶২ পাই।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদ উপনির্ব্বাচন

গত ১৬ই এপ্রিল, পাঞ্জাব-কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদলের কার্য্যকরী-সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভা সম্প্রতি সর্দ্দার যোগীন্দ্র সিং এম-এল-এ'র পদত্যাগের, ফলে পাঞ্জাব-ব্যবস্থা-পরিষদে যে আসন খালি হইতেছে তাহার জন্য ভগৎসিংয়ের পিতা সর্দ্দার কিষেণ সিংকে প্রার্থী দাঁড় করাইতে পাঞ্জাব-কংগ্রেস-কমিটীকে সুপারিশ করিয়াছেন।

লুধিয়ানা অঞ্চলে প্রবল শিলাবৃষ্টি

শিলা-বৃষ্টির ফলে পাঞ্জাবের দুর্গতির এখনও অবসান হয় নাই এ জন্য ইতোপূর্ব্বেই পাঞ্জাব সরকার পাঁচটি জেলায় দশ লক্ষ টাকা খাজনা রেহাই দিবার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন।

লুধিয়ানা অঞ্চলে ঐ দিবস পুনরায় ব্যাপকভাবে প্রবল শিলা-বৃষ্টি হয়। ফলে কৃষকদের প্রভূতক্ষতি হইয়াছে। মার্কেলের আকার হইতে গলফ খেলার বলের আকারের শিলাসমূহ পতিত হয়। ফলে মাঠের শস্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। মালের কোটলা হইতে গীল পর্য্যন্ত, লুধিয়ানা অঞ্চলে এবং অম্বালা-লুধিয়ানা অঞ্চলে ডোরা হইতে ধান্দারী পর্য্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ সর্ব্বাধিক হইয়াছে। এইরূপ প্রভূত ক্ষতির সংবাদ চগ্গার এবং খাঁপুর, হরণামপুর, পাসাপাকাট, জাসপালোন, কান্দনওয়ালা খান্দরীকালান ও খুন্দ প্রভৃতির সংলগ্ন অঞ্চল হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

স্পেন-সংবাদ

স্পেন-সরকার এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। শীঘ্রই এই সৈন্যদল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে। মিঃ ডব্লিউ. জে, ফ্যারাডে নামক জনৈক ব্রিটিশ স্বেচ্ছা-সৈনিক আহত অবস্থায় 'বালল্যাঙ্গ' নামক ষ্টেমারযোগে জিব্রাল্টরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

মিঃ ফ্যারাডে বলেন যে, গণ-তান্ত্রিকরা প্রত্যহই অধিকতর সংঘত হইতেছে ও দক্ষতা অর্জ্জন করিতেছে। তিনি ইহা মনে করেন না যে, বিদ্রোহীরা কোনদিন মাদ্রিদ, ভ্যালেন্সিয়া ও বার্সেলোনায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে। তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, আলিকান্তিস্থিত আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী ১০০০ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ইটালিয়ান, ১৫০০ জার্ম্মাণ, ৫০০০ ফরাসী, ৬০০ ব্রিটিশ, ৭০০ আমেরিকান, ২০০০ রাশিয়ান, ৩০০ জাপানী, ১৫০ চীনা ও ১০০ ভারতীয়কে লইয়া গঠিত। ১৫০ জনাধিক স্ত্রীলোক (ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফরাসী ও রাশিয়ান) রণাঙ্গনে মেসিনগান লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। আলিকান্তিস্থিত সরকারী বিমান-বহরে ৩০০ হালকা বিমান আছে। এগুলি ঘণ্টায় ২৫০ মাইল উড়িতে পারে এবং প্রত্যেকটীতে চারটী করিয়া মেসিনগান আছে।

ফরাসী-ভারতীয় পরিষদ

গত ১৫ই এপ্রিল ফরাসী-ভারতীয়-পরিষদের এক জরুরী অধিবেশনে চন্দন নগরের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণার্থে এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কারিকলের মিঃ সেণ্ট জিনের প্রস্তাবক্রমে পরিষদ কারিকলে আবার প্রথম ট্রাইবুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্, অন্বয়	৯০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ প্রত্যেক —		২॥
দশম স্কন্ধ		৩
	শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬
৩।	শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৮
	সমগ্রটি একত্র	১
৫	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸		
৪র্থ খণ্ড—৸০		
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০		
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার	
	দীপিকা	১।০
	চৈতন্যদয়	২৲
১০।	গৌড়া। কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	দ্বাদশ-আলবর	।১
১৯।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা)	১৲
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয়-গায়ত্রী	।৶০
২২।	[illegible]	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
	শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬।	গীতার কেবল বাংলা ভাষা	।০
২৭।	সৎক্রমদীপিকা শ্রুতসারভঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০।	দীপ দিগ্-দর্শন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	⁄০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	শ্রীপ্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
	শরণাগতি	
৪১		
৪২।	শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা	
৪৩।	[illegible]	
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	⁄০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	⁄১০
৪৯।	অষ্টকম্	৵১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৩৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গোবিন্দভাষ্য	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভাগবতের ভক্তিরূপণ	৶০
৫৭।	শ্রীশিক্ষাষ্টক (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০	সাধনাপ্রণালী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসারঃ	॥০
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	॥৶
৬৬।	গৌড়ীয়মঠস্বরূপবিচয়ঃ	⁄০
৬৭।	সারাৎশরণম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	॥০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	॥০
৭০।	নামভজন	⁄০
৭১।	বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৶০
৭৩।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭৫।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড অ্যানয়্যালয়েড রিলিজন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২॥০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄১০
৮৩।	গীতাবলী	⁄০
৮৪।	শরণাগতি	⁄০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের তাৎকালের প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অন্তরঙ্গ আস্বাদন কারো একাধারে দর্শন এবং এক দ বৈষ্ণবের জীবনচরিত-পাঠে সম্ভব হইবে। এই বিরাট, আকার ও আয়তনে গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের শাস্ত্র সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড নূতন অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বর্গীয় মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান— মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

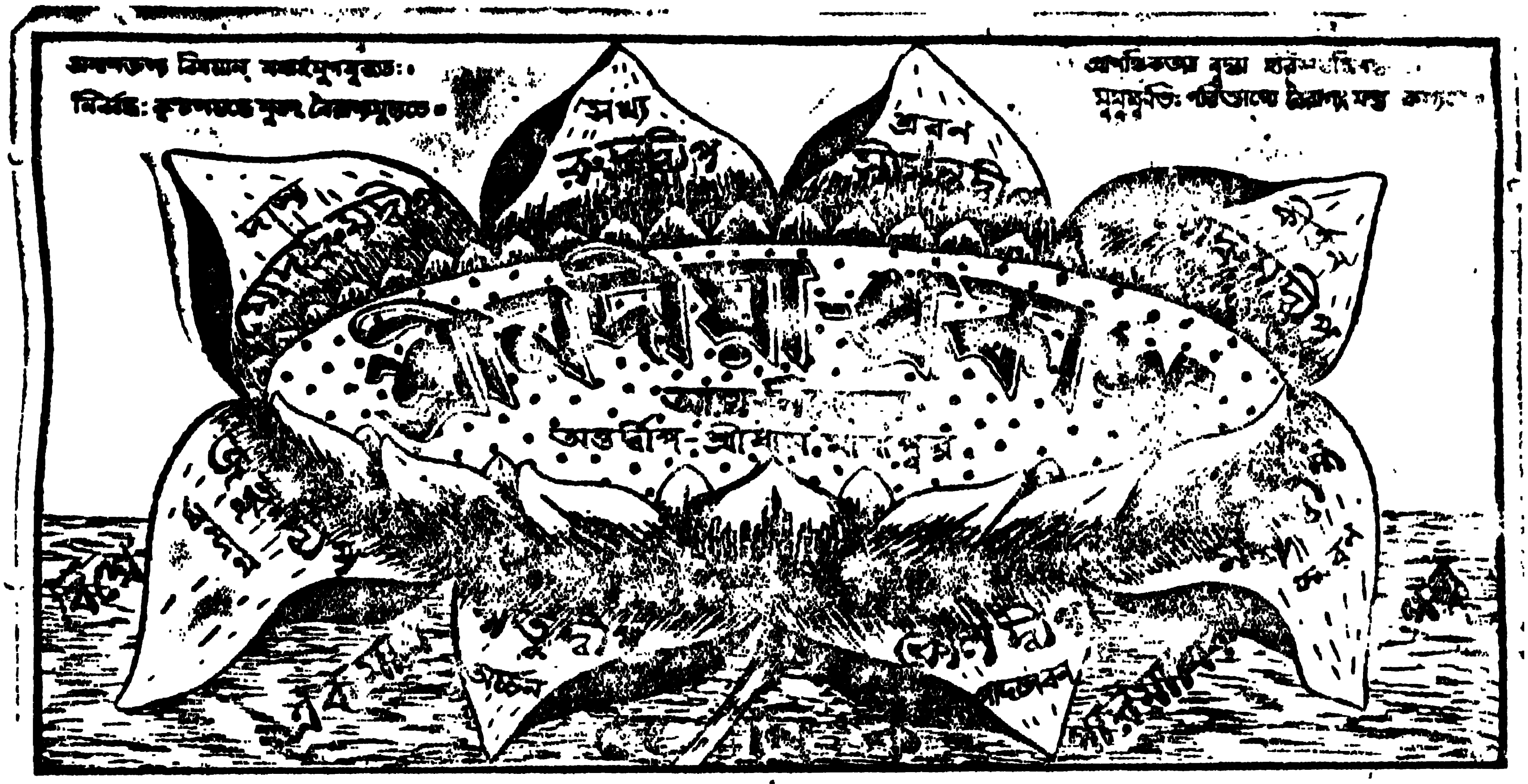

১২শ বর্ষ { ২৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৪৫তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

গত ১৮ই এপ্রিল রবিবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়ের কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তথায় শুভাগমন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনের কথা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বহু ভক্ত কেহ বা ষ্টেশনে পুষ্পমালাদি-হস্তে, কেহ বা নানাবিধ অভিনন্দনপত্রাদিসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যপাদের শ্রীচরণ দর্শন না পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমনপূর্ব্বক আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তৎকৃপাপ্রাপ্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহোদয় কৃষ্ণনগরে বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ প্রমুখ কয়েকজন মঠবাসী ভক্ত ও কতিপয় সজ্জন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য-পাদপদ্ম-বন্দনার্থ রাণাঘাট ষ্টেশনে হাঁসখালি মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী মহোদয় পুষ্পমালাদিসহ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভৃতি আচার্য্যপাদের সম্বর্দ্ধনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদকে অভিনন্দিত করিবার জন্য পাবনা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এবং এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী, গয়া হইতে শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ ও শ্রীযুত ভুজঙ্গভূষণ সরকার, ময়ূরভঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায় ও শ্রীযুত অনঙ্গচরণ মহান্তি, মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুত সাধুচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত তিনকড়ি মল্লিক প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, অমধি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুত গোপালদাস ব্রহ্মচারী, খুলনা বাগেরহাট হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি, ময়মনসিংহ হইতে অলোয়ার জমিদার শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, কালনা হইতে শ্রীযুত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুত গৌরহরি দাসাধিকারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আরও বহু সজ্জন ও বহু ভক্ত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের এবং অন্যান্য সজ্জনবৃন্দের শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে নিষ্ঠা ও তৎপাদপদ্ম অভিনন্দনে আর্ত্তি দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয়ের বিশেষ যত্নসহকারে আপ্রাণ সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীযুত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ আচার্য্য-পূজার উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য যে আন্তরিক সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা নিবাসী ও প্রবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় নাথ বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুত অনন্তদেব ব্রহ্ম, শ্রীযুত ভূদেব ব্রহ্ম, শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ আচার্য্য, শ্রীযুত বনবিহারী গুপ্ত প্রমুখ গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং আরও অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক আচার্য্যপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐদিবস রবিবার সংখ্যায় 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি সংবাদপত্রে অসুস্থতা প্রযুক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় শুভাগমন স্থগিত সংবাদ প্রকাশিত হইলেও উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ পূর্ব্বে কেহই এই সংবাদ পান নাই। আচার্য্যপাদের অনুপস্থিতিতে তাঁহারা সকলেই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত।

মুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে শ্রীরামনবমী উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের নিকটবর্ত্তী রামভক্ত শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন শ্রীরামসীতার মন্দিরে গত ১৯শে এপ্রিল সোমবার শ্রীরামনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রভৃতি স্বামিপাদগণের পরিচালনে এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ রাগতীর্থ ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভুদ্বয়ের মূলগায়কত্বে একটী নগর-সংকীর্ত্তনবাহিনী বাহির হইয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে উপস্থিত হন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে প্রায় একঘণ্টাকাল ভক্তপ্রবর শ্রীমুরারিগুপ্তের ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত চরিতাবলী বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে সংকীর্ত্তনবাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাসাঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন হইয়া পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বৃন্দাবনে প্রচার

গত ২৮শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল রবিবার শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শ্রীগোপাল জিউর মন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোপালের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি সজ্জন। এতদুপলক্ষে তিনি বহু শ্রদ্ধালু সজ্জনব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঠের অন্তে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অনন্তকোটী জীব অনন্ত ক্লেশাগ্রে বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটিভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ করবার জন্যে এই কয়েদ-খানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে, এদের মধ্যে থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামিঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বিষ্ণু, নিদ্‌ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

গৌর ও কৃষ্ণ

অনেকের ধারণা, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত সব হয়, পৃথগ্‌ভাবে কৃষ্ণসেবা করার আবশ্যকতা কি? গৌর ও কৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমাদের মলিন হৃদয়ে [illegible] স্থান পায়। সেইজন্য শাস্ত্র [illegible] আমাদিগকে [illegible]— শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক [illegible] সেবোন্মুখভাবে তাঁহার শ্রীমুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিবার উপদেশ [illegible]।

কৃষ্ণ ও গৌর উঁহারা পৃথক্‌ [illegible] নহেন, উভয়েই মধুর-[illegible]। মাধুর্য্য [illegible] মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই [illegible] প্রকার আছে; [illegible] মাধুর্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুন্দর উদার্য্যলীলাবিগ্রহ আর কৃষ্ণ মাধুর্য্যলীলাবিগ্রহ। উভয়েই স্বয়ংরূপ; [illegible] সাক্ষাৎ গৌর এবং [illegible] সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ এবং [illegible] [illegible] কল্পনা হইতে [illegible]। এই কথা আমাদের [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামিপ্রভু [illegible] [illegible] কবিয়াছেন।

"[illegible] শ্রীগুর্ব্বাদি-[illegible],

[illegible] কৃষ্ণ

[illegible] [illegible] [illegible]।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

রে মন, তুমি বেদ বিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রচুর সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচী-নন্দনকে ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং গুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এইস্থানে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দন গৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন কৃষ্ণরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি নন্দ-নন্দনের সেবার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে স্মরণ করিতে বলিতেন না।

সাধকের কৃষ্ণ-উপাসনার পূর্ব্বাভাসই শ্রীগৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। কৃষ্ণ সুন্দরের উপাস্য-বস্তু। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহার কাছে যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ বিদ্বেষ ধারী অঘ, বক, পুতনার ন্যায় তাহাকে অকালে বধ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই উপাস্য। তিনি নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থী জীবের অপরাধ ক্ষমা করিয়া অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক অনর্থ নির্মুক্ত করিয়া শুদ্ধ-সেবার সুযোগ দেন। পরমকরুণাময় মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রের ন্যায় বিষয়ীকে, প্রকাশানন্দ-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মায়াবাদিগণকে এবং জগাই মাধাইর ন্যায় [illegible] অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় নিযুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। গোস্বামি-পাদগণ এই [illegible]। [illegible] অতি সুন্দরভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রথমে [illegible], তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শেষে শ্রীরাধা কৃষ্ণ-গোবিন্দের [illegible] কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] 'শুদ্ধ গৌরাঙ্গ'—[illegible] মতবাদ প্রচার করেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ আর কৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ। গৌর ও কৃষ্ণ [illegible] [illegible] এই বিপ্রলম্ভ লীলা ও সম্ভোগ লীলার মধ্যে গৌরব ও বৈশিষ্ট্য আছে। [illegible] ভক্তগণের নিকট [illegible] তাহার রাধাগোবিন্দরূপ [illegible] করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও আশ্রয়ভাবে প্রেমমত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত, আর [illegible], রায়রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর [illegible] অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গৌর-সুন্দরের এই বিপ্রলম্ভ লীলাবিলাসের সহায়ক।

শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন, "মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এই দুইটী পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপ-ব্যূহ দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; আবার কোনও স্থলে এক স্বরূপেই একপীঠে থাকেন, অন্যপীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠের সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়েরই উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়ব্যূহ অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান। ইহাই গৌর কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।"

শ্রীল আচার্য্যপাদের অভিভাষণ

[স্থান—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীমায়াপুর।

সময়—১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৭ ইং, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং [illegible]

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে। গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রধান শিক্ষক মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং স্নেহভাজন ছাত্রগণ! আজ আপনারা আমাকে অভিনন্দন দান করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অভিনন্দনে কথিত সেই সকল বিষয় মদীয় শ্রীগুরুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণযুগলে অর্পণ করিয়া এই ক্ষুদ্র সেবার অধিকারী হইলাম। কোন শিক্ষায়তন বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের কথা শ্রবণ করিলে প্রথমেই শ্রীল প্রভুপাদের কথা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা এবং চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি, চতুর্দ্দশ ভুবনপতি কেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও গোলোক-বৈকুণ্ঠের অধিপতি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কথা মনে হয়। তিনি বি[illegible]পে এই শ্রীমায়াপুর ধামে তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যাপকচূড়ামণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিত্য স্বধামগত সেবকাগ্রণী পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকার্য্য-রূপ লৌকিকলীলাচ্ছলে গয়াধামে পিণ্ডদান করিবার জন্য তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। সেস্থানে তাঁহার প্রিয়তম সেবক শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিয়া জগতে আদর্শ গুরুকরণ ও শিষ্য হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। এই লীলা আবিষ্কার করিয়া যখন তিনি এই শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন হইতে তিনি শিষ্যগণকে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আচার্য্যের নিকট —সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত চৈতন্যরসময়বিগ্রহস্বরূপ অপ্রাকৃত শব্দের বা শ্রীনামের রস পান করিয়া সেই কৃষ্ণাভিন্ন শব্দের পরিপূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া তাঁহা দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়গণকে যে শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ —ইহাই আচার্য্যের নিকট অভিগমন। বিদ্বান [illegible] এবং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে প্রতিষ্ঠিত পরমহংস বৈষ্ণবকে বুঝায়। অপ্রাকৃত শব্দের মহিমা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। তাহাই যেন পৃথিবীর সকলের—প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থীর অনু-সরণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হয়। সেই অপ্রাকৃত শব্দের অমোঘ মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য যেন আমরা জীবন ধারণ করি—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা। শব্দনামক 'ধাতু' ও 'প্রত্যয়'যোগে নিষ্পন্ন হয়। 'ধাতু'—শব্দশক্তি এবং 'শব্দ'—শক্তিমান্‌। শক্তিরূপা ধাতুই শক্তিমানরূপী শব্দকে পরিচিত করায়। শব্দ কৃষ্ণ হইল আশ্রয় এবং শক্তিমানই বিষয়। বিষয় ও আশ্রয় পরস্পরের আলম্বন। আলম্বনে পরস্পরের উদ্দীপন হয়। বিষয়, আশ্রয়, ও উদ্দীপন—এই তিনটীকে বিভাব বলে। এসকল কথা কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। উদ্দীপনরূপ প্রত্যয়ের যোগে বিষয়ের সেবামহিমা প্রকাশ করিয়া আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের সেবা করাই ভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণী-সেবা।

আশ্রয়ের দ্বারা সেবিত অর্থাৎ অনুকূলভাব দ্বারা অনুশীলিত যে কৃষ্ণ—সেই অনুকূলার্থবোধক সেবনের অসমোর্দ্ধত্বের কথা নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদ সর্ব্বপ্রথমে জগৎকে জানাইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়ের মহিমাই জানাইয়াছেন। রূপানুগগণ আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ যত স্থানে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ

বিগ্রহের প্রাকট্য ও সেবানুষ্ঠানের কথা আ ঃহয়াছেন সর্ব্বত্রই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বহিদৃষ্টিতে যখনই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদঠাকুরের কথা বলিয়াছেন তখনই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই পরমার্থ শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য অসংখ্য-মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ-শব্দের সেবকরূপে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথাই তিনি গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এখানে প্রকট করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের আনুগত্যে প্রকৃত কার্য, বৈষ্ণব, সাধু বা সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অমোঘ দয়ার কথা স্মরণ রাখিয়া এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেবা লাভ করিবার জন্য সকলেই চেষ্টান্বিত হউন। আচার্য্যপাদপদ্মের আশ্রয়ের একান্ত কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—'আচার্য্যদেবো ভব'। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।' আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই সাধনশ্রেষ্ঠকে লাভ করায়। [illegible] প্রেমলাভ ক[illegible] হইলে [illegible] অবশ্যই আশানীয়। বিশুদ্ধচিত্ত হ[illegible] আশ্রয়বিগ্রহের অনুগমনে প্রকৃত বিদ্যালাভ করাই এই ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সকল বিদ্যার্থী ও শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য। সুবর্ণ লাভ করিয়া সকলেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অভিপ্রেত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনের শিক্ষা লাভ করুন—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

বর্জ্জন ও বরণ

(শ্রী[illegible] দেবী)

দুইটী বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর অপেক্ষাযুক্ত গুণ চেতন-সত্তায় দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, লতা, কীটপতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া চেতন জগতের শ্রেষ্ঠ স্তরে অবস্থিত মানব পর্য্যন্ত সকলেই কতকগুলি বস্তু পাইতে চায়, পাইলে গ্রহণ করে আবার অপর কতকগুলিকে পাইতে চায় না, এমন কি পাইলেও গ্রহণ করে না অর্থাৎ জাগতিক বিষয় সকলের মধ্যে কতক অংশ বরণ ও অপর কিছু বর্জ্জন করে। এই চাওয়া ও না চাওয়া—বরণ ও বর্জ্জন পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বও থাকিতে পারে না। বরণ করিবার স্পৃহা না থাকিলে বর্জ্জনের কোনও কথাই উঠিতে পারে না, আবার বর্জ্জনের ইচ্ছার অভাবে বরণেরও কোনও সার্থকতা থাকে না।

চেতনের ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য এবং ইচ্ছাশক্তি তাহার লক্ষণ। এই ইচ্ছাই ব্যতিরেক ও অন্বয়ক্রমে বরণ ও বর্জ্জন দুইরূপে পরিস্ফুট হয়। মানব ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীই কমবেশী পরিমাণে প্রকৃতির নিয়মাধীন এবং প্রকৃতিগত সংস্কার দ্বারা সর্ব্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয়; এইজন্য দেহধারণের উপযোগী বিষয় তাহারা গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে অনিষ্টকর সমস্ত বিষয় স্বভাবতঃই ত্যাগ করে। এই সকল প্রাণীর মধ্যে যাহারা প্রকৃতির যত বেশী অধীন, প্রকৃতিগত এই সংস্কার তাহাদের ততই বেশী দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীসকল, এমন কি বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি পর্য্যন্ত অনুকূল আবহাওয়া ও খাদ্য এবং অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অত্যন্ত অদ্ভুত কৌশলসকল আপনা হইতেই আবিষ্কার করে। মানবের বিচারবুদ্ধি (rationality) প্রাণিজগতে তাহাকে একচ্ছত্র অধিপতি করিয়াছে। মানুষ instinct-এর উপর [illegible] করে না বা তাহাকে আমল দিতে চায় না। বিচার-বুদ্ধিদ্বারা সকল বিষয় [illegible] মাপিয়া লইবার চেষ্টাই তাহার স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছে। তাই মানবের ইচ্ছা ব[illegible]মুখী। দেহমনের ক্লেশদায়ক বা কখনও আপাতঃসুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখজনক, কখনও উভয়তঃই দুঃখময় এবং কখনও আপাতদুঃখজনক হইলেও পরিণামে সুখকর এরূপ বহু বিষয় মানুষ বরণ করে,—এইখানেই মানবের ইচ্ছার সহিত অন্যান্য প্রাণিজগতের পার্থক্য। অন্য প্রাণী সকলের বরণ ও বর্জ্জনে কোনও পার্থক্য নাই—অর্থাৎ তাহারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে বা প্রয়োজন বোধ করে তাহাও তাহাই করে; কিন্তু মানুষের রুচিজ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি, নীতি-[illegible] অনেক সময় তাহার বরণীয় বস্তুকে গ্রহণ করিতে দেয় না এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধ বিষয়সকলও গ্রহণে বাধ্য করায়। মন্দকে মন্দ জানিয়াও মানুষ তাহাকে গ্রহণ করে এবং স্বীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ সকল প্রাণীই আত্ম-সুখ প্রয়াসী। সুখের ব্যতিরেকে অস্বাচ্ছন্দ্য পশুবৎ বোধ করিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিবিধানের উপায় তাহারা গ্রহণ করে, কিন্তু কেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছে, কেনই বা তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইতেছে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না, অথবা আদৌ এ সম্বন্ধে তাহাদের কোনও ধারণা নাই। অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই তাহাদের অভাবের অনুভূতি এবং অভাব-পূরণের চেষ্টা হইয়া থাকে। মানব বিচারবুদ্ধিবলে সুখান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অভাব বোধ করে এবং তজ্জন্যই অভাবের স্বভাব-নিরূপণে সচেষ্ট হয়। স্ব-সুখ-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া বিশ্বে বিচরণ করিতে করিতে মানব স্বীয় বিচারবুদ্ধি, মেধা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা দুঃখ বা অভাব কি বস্তু, কেন তাহাদের বে[illegible] হয় এবং কেনই বা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহার স্বরূপনির্ণয়ে সচেষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাবশতঃ জীব বিশ্বকে পূর্ণভাবে দর্শন করিতে পারে না। স্বীয় স্বীয় অধিকারানুযায়ী দর্শন-হেতু বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবের আংশিক বিচারে প্রবৃত্ত হন। কেহ [illegible] জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের পরিতোষক বস্তুকে বরণীয় এবং অনিষ্টকর বস্তুকে একমাত্র বর্জ্জনীয় বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সুখবর্দ্ধক বিষয় সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সুখলাভ হয় না। একের স্বার্থ অপরের বিঘ্ন ঘটায়; এইজন্য গণনীত Civic rules সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে সকলেই সুস্বাচ্ছন্দ্য পাইতে পারে তজ্জন্য ব্যক্তিগত বরণ ও বর্জ্জন-স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহু নীতিবাদের উদ্ভব [illegible] দান-ধ্যান, পরার্থিতা প্রভৃতির দ্বারা মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে সকল চেষ্টাই বিফলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দেখিয়া এ জগৎকে কাল্পনিক দুঃখময় বা সুখময় স্থির করিয়া কেহ কেহ মনোময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মগ্ন হইতে চাহেন। আবার অন্য কতক ব্যক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোভী হইয়া স্বর্গাদি-লোক কামনা করেন। স্বর্গ পাইবার আশায় কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া বহু ক্লেশের বরণ ও ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্যের আপাত বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" জানিয়া পরমাত্মানুশীলন দ্বারা আত্মারাম হইবার ইচ্ছা করেন—তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভূতিবিশিষ্ট হইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। কাহারও কাহারও বিচার—"নাল্পে সুখমস্তি" অতএব আমি ব্রহ্ম হইতে পারিলে ব্রহ্মানুভূতি বিশিষ্ট হইব। এই সকল [illegible] বিশ্বের অধীশ্বর লাভেচ্ছায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধকসকল যে যে পন্থা অবলম্বন করেন তাহারই অনুকূল এবং প্রতিকূল বোধ করিবা[illegible] স্বার্থের যাবতীয় দ্রব্য বরণ ও বর্জ্জন করেন। কিন্তু ইহারা সকলেই স্বেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক সুখলাভের পরিপোষণে রত। যে ইন্দ্রিয় আমার স্বরূপের উপলব্ধিক্রমে আমি পাইয়াছি তাহার সুখ সম্পাদন চেষ্টায় কি মঙ্গল থাকিতে পারে?

দেহাত্মবাদিগণের সুখপ্রাপ্তি হয় না, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। শাস্ত্র জানাইতেছেন স্বর্গলোকাদিও জীব চিরকাল ভোগ করিতে পায় না এবং সে আনন্দও হেয়, জড়েন্দ্রিয়-পরিপোষক মাত্র। পরমাত্মানুশীলনে ভগবানের ব্যাপকত্বে আপনার সত্তা মিলাইয়া যে বৈচিত্র্যহীন ব্যাপক আনন্দানুভূতির চেষ্টা তাহা আমাদের স্বরূপগত আনন্দের বৃত্তি বা চেতনের ধর্ম্মকে স্তব্ধ করা নহে কি? ব্রহ্মানুশীলনেই বা জীবের মঙ্গল কোথায়? প্রকৃত সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা জানা যায় জীব কখনও পূর্ণব্রহ্মময় হইতে পারে না। ব্রহ্মে জীব-সত্তা বিলীন হইলে চেতনের ক্রিয়া আর থাকে না; অতএব সেখানে চেতনের বিনাশ-মাত্রই সাধিত হয়।

মঙ্গল বা শ্রেয়ই সকল চেতন সত্তার কাম্য; [illegible] বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক সকল আপাত সুখের আশায় প্রেয়েরই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই প্রেয়ঃ বস্তু পাইবার আশায় কোন বিষয় বর্জ্জন ও কোন বিষয় বরণে মানব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রেয়ের বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে আপাত শ্রেয়ঃ বলা হইতেছে তাহা স্থূল প্রেয়োরূপে প্রতিভাত না হইলেও [illegible]গত। [illegible] স্বসুখ-কামনায় নিজের বিচার-বুদ্ধিবলে শ্রেয়ের অনুসন্ধান করিতে গেলে স্বভাবতঃই আমরা হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভোগময়ী প্রেয়ের আকাঙ্ক্ষাকেই শ্রেয়ের আসন দিয়া ফেলিব। প্রকৃত মঙ্গল যেখানে সেখানে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদগণ জীবের স্বরূপনির্ণয়ে তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাগতিক সুখদুঃখ ও তাহার ভোক্তার পরিচয় দিতে গিয়া বদ্ধ জীবাত্মার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মের ফল এবং সেই কর্ম্মফলের ভোক্তারূপে চিদাভাস মনকে স্থির করিয়াছেন। শ্রী[illegible]নের নিত্য দাসাই যখন জী[illegible] তখন চেতনসত্তার পূর্ণ[illegible] মঙ্গল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণা[illegible] এতেই থাকিতে পারে অন্য কোথাও থা[illegible] সম্ভব [illegible] না। সেইজন্য [illegible] শরণাগ[illegible] [illegible]বের বস্তু যে স্বাতন্ত্র্য বা ইচ্ছাশক্তি তাহার পরিস্ফুরণ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পদের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড —৷৵০, ২য় খণ্ড —৷৵০, ৩য় খণ্ড - ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ (শ্রীধাম-মায়াপুর)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, ব্যাসপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, ... চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। ... বিগ্রহ ... আছে।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন ... ৬১১০

কলিকাতায় শ্রীশ্রীগৌর-... শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, লেক্‌চার ও ... শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... প্রকাশিত হয়। রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ ... গোস্বামী।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... সেবাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক - শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক- শ্রী...রূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬ শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউথারা—(... পল্লার নিকটবর্ত্তী) পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী...নন্দ অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ ..., (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী...দাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর পোঃ ..., (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রী...নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী...নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী...নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী...দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক— শ্রী...শ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) প্রাগ্‌জ্যোতিষ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক – শ্রী...কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

...তলা, দার্জ্জিলিং,

রক্ষক —শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক - শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাসন

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ ... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) বজ্রস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ,

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক - শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক - শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক —শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক - শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক - শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী...নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহ্, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজাদি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক - শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৷৵০
ঐ নতুন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৷৵০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নতুন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মরিশুস ১০০০ নং	১০/০
মারকোয়া সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা রূপার দ

দাম ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
সভরেণ	২২।০১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৷৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৷৵—৬৲
কাউসফোর্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৷৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৷০
আটা নং (২)	৪৷৵—৫৲
টা (এস)	৪৷/০—৪৷৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৷৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০—১৷০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

	৩১
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৷০

সুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্পার্গ খাস	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাতল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৷০ -১৪৷০
কাটা সুপারী	৯॥০ -১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲ -১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ সে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
ববগা টী আয়রণ	১০৲—
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৷৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪- -৩০ গেজ পীস	।৶১০—৷০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৫॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
টিন পাটী, গোল্টু গয়রহ	৮৷০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্ম	৯॥০—১৪৲

খুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

ঢটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডক্টোরিডি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

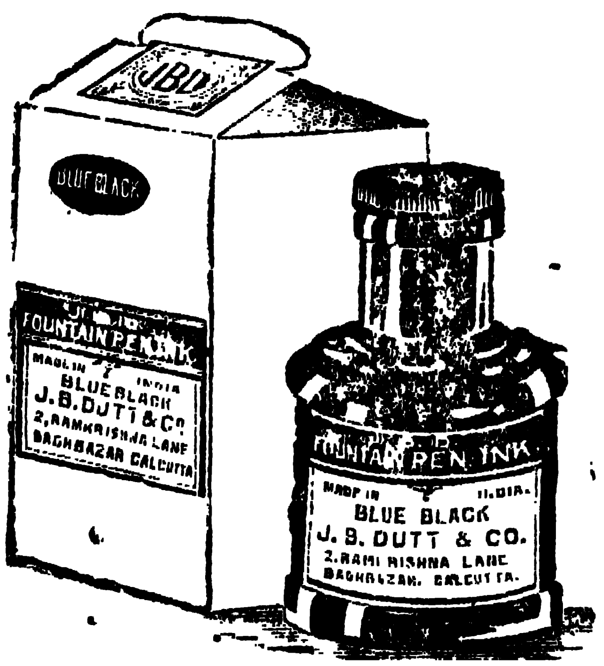

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

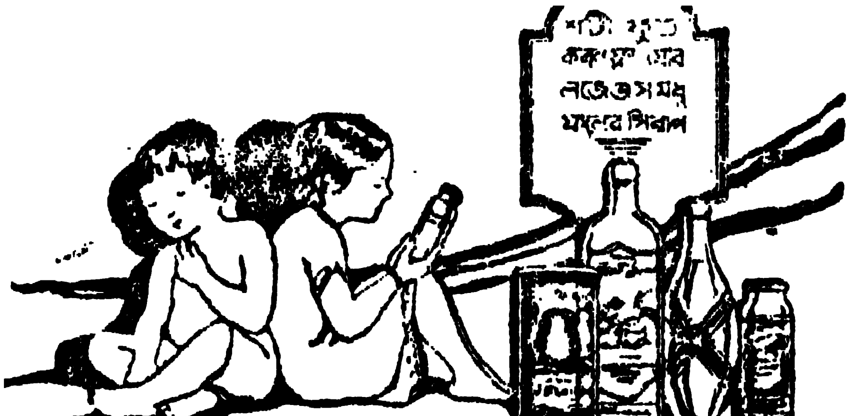

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম:—১৮নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরমহংসকুলচূড়ামণি
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের শ্রীক্ষেত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৪৭

বিবিধ সংবাদ

বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার যুগ্ম-পাবলিক-সার্ভিস-কমিশনের সদস্যপদে কে বা কাহারা নিযুক্ত হইবেন, তাহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। বিহারের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন। কমিশনের দুইজন সদস্যের মধ্যে একজনকে মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিবেন। শুনা যাইতেছে উড়িষ্যা-গবর্ণমেণ্ট খাঁ বাহাদুর ...হক, খানকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। প্রকাশ, কমিশনের সেক্রেটারীর পদ পূর্ণ করিবার জন্য শীঘ্রই প্রার্থীদিগের আবেদন আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে। রাঁচীতে কমিশনের সদর আফিস হইবে।

হায়দরাবাদে সভাসমিতি বন্ধ

নিজাম গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত-সংখ্যা-গেজেটে প্রকাশ, হায়দরাবাদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, দশদিনের জন্য হায়দরাবাদ সহরে সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ইস্তাহারে প্রকাশ, যে সকল বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এবং এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং যে সকল বক্তৃতায় সাধারণের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, হায়দরাবাদ-সহরের মধ্যে দশদিন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন সভাসমিতি বা বক্তৃতা হইতে পারিবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আরও আদেশ দিয়াছেন যে, ঐ দশ দিন পর্য্যন্ত কেহ লোহা বাঁধান লাঠি, কুঠার বা অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারিবেন না। প্রকাশ, মসজিদ হইতে কোরান শরিফ পোড়াইয়া ফেলিবার যে গুজব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ জারি করিয়াছেন।

নির্ব্বাচন নাকচের মামলা

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনে জয়-যুক্ত দুইজন সদস্যের নির্ব্বাচন নাকচ করিবার জন্য ... নটের বিষয়ম্ বিভাগে আরও দুইখানি নির্ব্বাচন নাকচের আবেদন দাখিল হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে একখানি এবং বান্দা-জেলার দক্ষিণ সাধারণ পল্লী নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ সংহের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আর একখানি দরখাস্ত হইয়াছে। শ্রীযুত সম্পূর্ণানন্দ বারাণসী সাধারণ সহর-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আজমগড় ও বালিয়া জেলা হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত মাধোপ্রসাদ খান্নার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধেও দরখাস্ত হইয়াছে।

আমেদাবাদে অসামরিক-বিমান-ঘাটী

আমেদাবাদে একটী অসামরিক-বিমান-ঘাটী নির্ম্মাণ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, ডিসেম্বর মাসে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান বিমানঘাটীর দক্ষিণদিকে একটী গ্রামের নিকট প্রায় এক হাজার গাছ কাটিয়া ফেলা হইবে। একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এরোড্রাম অফিসার উহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান বিমান-ঘাটীর প্রায় এক মাইল উত্তরে সবরমতী নদীর তীরে একটী বেতার ঘাঁটী নির্ম্মিত হইবে। উহার নির্ম্মাণকার্য্য দুইটি মাসে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নকল রেশম উৎপাদনে জাপানের প্রথম স্থান

জাপানী নকল রেশম-উৎপাদক-সমিতি বলেন, "পৃথিবীর মধ্যে" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নকল রেশম উৎপাদক হিসাবে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত বৎসর জাপান ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড নকল রেশম উৎপাদন করিয়াছে এবং ৩ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ড নকল রেশম রপ্তানি করিয়াছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্ম্মাণী ও ইটালী যথাক্রমে ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, ১০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, ১১ কোটি ২০ লক্ষ ও ৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড নকল রেশম উৎপাদন করিয়াছে এবং ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ও ৩ কোটি পাউণ্ড নকল রেশম রপ্তানি করিয়াছে।

উপজাতীয় দস্যুদের উপদ্রব

বান্নু হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, গত ১৯শে এপ্রেল রাত্রিতে বান্নু-জিলার দুইটি স্থান উপজাতীয় দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বান্নু, ডেরা ইসমাইল খান রোডের উপর টাটারখেল নামক কোন একটি গ্রাম আক্রান্ত হয়। অনুমান ৭০ জন ভিট্টানী উক্ত গ্রাম পাহারা দিতে থাকে ও কয়েকবার শূন্যে গুলী ছুড়ে এবং অনুমান ত্রিশজন ভিট্টানী কনৈক হিন্দুর, বাড়ীতে হানা দেয়। দ্বিতীয়তঃ মিরয়ান থানার দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত সোমনাথ নামক গ্রাম আক্রান্ত হয়। অনুমান ২৫ জন ... দস্যু কনৈক মুসলমানের বাড়ীতে হানা দেয় এবং একখানা ... লইয়া যায়। ... ফকীরের ...

বিখ্যাত আবিষ্কারকের মৃত্যু

লর্ড কনওয়ে অব এলিংটন ২০শে এপ্রেল ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি পর্ব্বত-আরোহণকারী ও আবিষ্কারক হিসাবেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আল্পস, আন্দিজ ও হিমালয় পর্ব্বতমালায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিল্প সমালোচক ও শিল্প রসিক ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ঐ বৎসর তিনি লর্ড হন।

চাউলের গুদামে পৌনে পাঁচ লক্ষ টাকার আফিং

গত ১৯শে এপ্রিল রেঙ্গুনের আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মূল্যের বে-আইনী আফিং প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ ঐ দিবস প্রাতঃকালে, ৭নং ষ্ট্রীট, স্থান নিউটনের চাউলের গুদামে খানাতল্লাস করে। সেখানে তাঁহারা ২১৫ ব্যাগ এবং চাউলের বস্তার মধ্যে ২৬১ তাল আফিং প্রাপ্ত হয়। আফিংয়ের তালগুলির ওজন ৩৯ হাজার ৮তোলা। সমস্ত আফিংএর মোট মূল্য ৪লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। গুদামের মালিক স্থান নিউটন এবং দুই জন ভারতীয় মিস্ত্রী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
[illegible] দশম স্কন্ধ [illegible] ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
৩। [illegible] চৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
[illegible] ৪
[illegible]
১ম খণ্ড [illegible] খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—
[illegible]
১ম খণ্ড—৸৹ ২য় খণ্ড—[illegible] ৩য় খণ্ড ৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]
৮। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-[illegible] ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা
২০। গৌড়ীয় গৌরব [illegible]
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৶৹
২২।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা।
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) [illegible]
২৬। গীতার কেবল [illegible] ভাষা ।৹
২৭। মুকুন্দ [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible] [illegible]
৩১। [illegible] ([illegible] সংস্করণ)
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপ ধাম [illegible] ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ৴৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
[illegible] ৴৹
[illegible] পরিক্রমা ৸৹
৪৩। ৴৹
৪৪। [illegible] ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। [illegible]পঞ্চক ৴৹
৪৭। [illegible] ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible] নির্ণয়
৫৫। [illegible] ।৹
৫৬। [illegible] [illegible]
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রী[illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible]
৬৭। সারা[illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিউ [illegible] অন্ বেদান্ত
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য[illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] পিল্‌গ্রিম [illegible] [illegible] ।৹
৭৮। [illegible] ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। [illegible]-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মাদ্রাজ [illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] মহোদয়ের গ্রন্থ-গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে [illegible] এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন [illegible] বিরাট, [illegible] ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সমাজ। [illegible] ও পাশ্চাত্য [illegible] মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান— মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

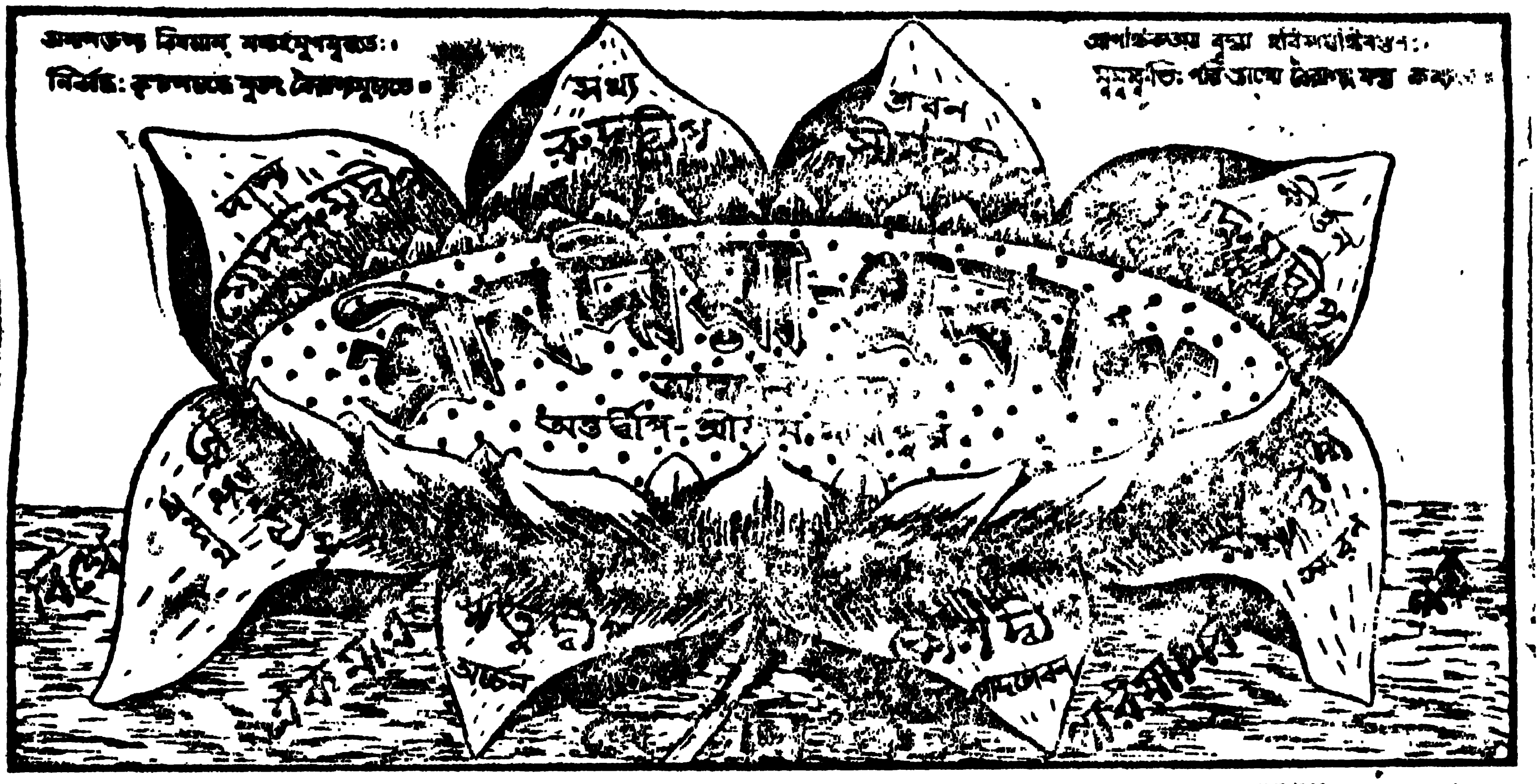

১২ শ বর্ষ { ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৪৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরগদাধরমঠে শ্রীরাম-নবমী উৎসব

গত ১২শে এপ্রিল ৩০ই বৈশাখ সোমবার চম্পাহট্টস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীরাম-নবমী উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী, শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ভক্ত এবং মামগাছি মোদদ্রুমছত্র হইতে মঠরক্ষক শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাস অধিকারী, রাউতারা শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মচারী, বিদ্যানগর শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমহিরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের পূর্ব্ব দিবস রাত্রে গুরু-বন্দনা ও কীর্ত্তনাদি হওয়ার পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

তৎপরদিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। অনন্তর শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবক শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবা বিলাস, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে গৌরোপাসক শ্রীমুরারিগুপ্তের রামনিষ্ঠার কথা প্রাঞ্জলভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করেন। পাঠান্তে ভোগারাত্রিকের পর প্রায় দেড়শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীমঠে সীতা-রামোপাসনার কথা, বজ্রাঙ্গজীর রামভক্তি, নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক 'অক্ষজ-জ্ঞানী' রাবণের ছায়াসীতা-হরণের কথা প্রভৃতি বহু বিষয় ভক্তিশাস্ত্রীজী পাঠমুখে আলোচনা করেন। ভোগী রাবণ যে রাম লক্ষ্মী সচ্চিদানন্দরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে স্পর্শ ত' দূরের কথা, দেখিতেও পায় না, ইত্যাদি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ

গত ২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরের অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে তাঁহাদের স্কুলে বিশেষ-ভাবে অভিনন্দিত করেন। ঐদিবস পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহারা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যান। স্বামীজী বিদ্যালয়ে পৌঁছিলে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সমস্বরে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের, বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও স্বামীজীর জয়গানমুখে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুত অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বামীজীর গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করেন। বিদ্যার্থিগণকর্ত্তৃক মহামন্ত্র ও বন্দনাগীতি কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাপ্তবয়স্ক ভক্তরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বহু উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশমুখে তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য—পরা বিদ্যা বা বস্তুবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব, দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কুমার-কাল হইতেই ভগবদ্ভজনের একমাত্র কর্ত্তব্যতা, সাধুগুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ, নববিধা ভক্ত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পর ছাত্রগণ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিল।

শান্তাহারে প্রচার

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় কয়েক দিবস পূর্ব্বে শান্তাহার রেলষ্টাফের ক্লাবগৃহে বহু শিক্ষিতজনমণ্ডলী-সমক্ষে 'সার্ব্বজনীন ভাগবত-ধর্ম্ম' বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীসুধন্য দাসাধিকারীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহারা তালশোন, কুসুম্বি, আদমদিঘী প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। আদমদিঘীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র নিয়োগীর বাটীতে একটী বিদ্বজ্জনপরিপূর্ণ সভায় শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা-পাঠমুখে শাস্ত্রপাঠ ও শ্রবণের আবশ্যকতা, শাস্ত্রপাঠকারীর এবং শ্রবণকারীর কিপ্রকার যোগ্যতা থাকিলে সদ্য সদ্য আশু নিত্যকল্যাণ লাভ হয় ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তনান্তর উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব কীর্ত্তন করেন। ভাবতত্ত্ব-বিচারমূলে রাধানাথ কৃষ্ণের অস-মোর্দ্ধত্ব ও রসবৈশিষ্ট্যের কথা এবং মহাবদান্য কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভুর মহাবদান্য দানের কথা কীর্ত্তন করেন। 'অভিধেয়-বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব,—রাধাবিনোদ কৃষ্ণ ভক্তিতেই যে কেবলমাত্র বশ হয়েন' বিষয় সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তনান্তর আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে ভজন এবং রূপানুগ ভজনের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া গুরুতত্ত্ব, সৎসম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও নিত্য বৈশিষ্ট্য, সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যের জগদ্গুরুত্ব, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠত্ব ও ভুবনপাবনত্ব প্রভৃতি বিষয় চুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দের সহিত সৎশাস্ত্রসিদ্ধান্তাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীসুধন্য দাসাধিকারীজী সুললিতকণ্ঠে 'যশোমতী নন্দন', 'বলিয়া তোমারে' ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারে তৎপ্রদেশে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২১শে এপ্রিল শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বিষ্ণু, অবায় কার্ত্তিকশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

উপকুর্ব্বাণ*

(ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ১৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—'উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক।'

উপকুর্ব্বাণের [illegible] আছে;—গৌক্রজন্মলাভের পর দ্বিতীয় [illegible] জন্ম। [illegible] দীক্ষা গ্রহণ না করিলে জীব ভাগবত [illegible] হয়।" গর্ভাধানাদি সংস্কার লাভ করিয়া [illegible] ও তৎপর পর বেদাধ্যয়ন জন্য আচার্য্য কর্তৃক [illegible] গুরুকুলে বাস করিবেন। মেখলা, [illegible], দণ্ড, অক্ষমালা, [illegible], [illegible] নিবর্জন জটাধারণ, অধৌত দন্ত ও [illegible] পরিধেয় ও কুশ ধারণ করিবেন। [illegible] উপবেশন নিষিদ্ধ। স্নান, ভোজন এবং [illegible] করিলে [illegible] হইবেন, [illegible] না। [illegible] পূর্ব্বক [illegible], [illegible], [illegible], গো, বিপ্র, গুরু, [illegible] হইয়া উপাসনা [illegible] করিবেন। [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] করিবেন। [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] শুশ্রূষা করিবেন। [illegible]। * এই [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] গুরুকুলে [illegible] [illegible]

[illegible]

করতঃ গুর্ব্বনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন করিবেন।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় সমাবর্ত্তন করিবেন না। আজীবন [illegible] দ্বারা নিষ্কাম [illegible] গুরুদেবা পালন করিবেন। [illegible] ধারণ করিলে তাঁহাদের কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া [illegible] লাভ করিবেন। ব্রহ্মচারী সকাম হইলে উপকুর্ব্বাণ-শ্রেণীস্থ হইবেন। তাঁহারা সমাবর্ত্তনবিধানক্রমে গৃহস্থের ধর্ম্মাশ্রয় করিবেন। নিষ্কাম হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে গুরু-পদাশ্রয়ে [illegible] লাভ করিবেন।

গুরুনিন্দা

শ্রীগুরুদেবের [illegible] কথা। [illegible]

[illegible] আশ্রয়, [illegible] একমাত্র স্থল। সুতরাং তাঁহার কোটিচন্দ্র-[illegible] আশ্রয় না করিলে যে আমরা সকলেই নিরাশ্রয়, তাহা বলাই [illegible]। সেইজন্য মঙ্গলার্থীর প্রথম [illegible] আদৌ সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব [illegible] কোনও নরোত্তম [illegible], তিনি [illegible] নরোত্তম—[illegible]। তিনি জীব নহেন, তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ। কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] বা [illegible] করেন। তিনি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সর্ব্ব ভগবান।

যাহা আমার একমাত্র আশ্রয়, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] ছাড়িয়া [illegible] [illegible] [illegible], আমরা [illegible]। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] কি?

[illegible] অবজ্ঞা [illegible] অপরাধ ও [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible]। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

যিনি সর্ব্বদা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে রত, যাঁহার হৃদয়ে ভোগত্যাগ-বাসনা লেশমাত্রও নাই, যিনি নাম-নামী অভিন্ন জানিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে সতত সচ্চিদানন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবায় রত এবং সকলকে নাম-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, যিনি শ্রীনামের অমোঘ মাহাত্ম্য প্রচারকারী, গোলোকের কথা ভূলোকে আনয়ন বা অবতরণ করানই যাঁহার কার্য্য, যাঁহার কৃপা সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপা এবং যদ্দর্শনই সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন তিনিই শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য। এই শ্রীগুরুদেব 'নামাশ্রয়ই জীবের একমাত্র গতি' এই কথা নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন। অকিঞ্চন একান্ত সাধু মহাপুরুষগণই—নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণই গুরুরূপে বরণীয়। কিন্তু আজকাল গুরু-সেবাবিমুখ [illegible] গুরুনামধারী ব্যক্তিগণ [illegible] গুরুর আসন-[illegible] গুরুনিন্দারূপ তৃতীয় অপরাধ নিরন্তর [illegible], [illegible] তাঁহারা [illegible] নহেন। তাঁহাদের নিকট হরিনাম বা মন্ত্রাদি গ্রহণ করিলে গুরুদেব [illegible] [illegible] করিবেন। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী [illegible] পুনরায় সদ্গুরুপাদাশ্রয় করাই [illegible]।

"[illegible] মন্ত্রং নিরয়ং [illegible]
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

এই [illegible] [illegible] গুরু [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আর যাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] যে কোনও কারণে নাম-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] কি?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]। জাতিবিচার [illegible] [illegible] বা প্রাকৃত [illegible] ব্যাপার [illegible] [illegible]। [illegible] কথা ও সমস্ত জড়-দেহাভিমানের ব্যাপার লইয়া। কিন্তু যেখানে চেতনের কথা—আত্মার কথা, যেখানে জাগতিক বিচার ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ-বিচারের [illegible], সেখানে সেবক বিচার বা সেবা-বিচার ছাড়িয়া জাগতিক অভিমানাদির মূল্য অন্ধকূপদ্ধক নহে কি? যাঁহারা এই বিচারভ্রান্তিতে পতিত সেই জাত্যভিমানান্ধ ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই কুন্তীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

জাতিমদান্ধ, ধনগর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যদৃপ্ত ও সৌন্দর্য্য-স্ফীত ব্যক্তির হরিভজন হয় না, যেহেতু সে গুর্ব্ববজ্ঞাকারী।

আর যাঁহারা গুরুপারম্পর্য্য-বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বমনঃকল্পিত আচারপ্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী। কোনও জগদ্গুরুর শিষ্য-প্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার অনাচরিত, শুদ্ধবৈষ্ণবের [illegible] পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নূতন মত [illegible] চেষ্টাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া গুর্ব্ববজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা গুরুসেবনের নামে গুরুনিন্দা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় মাত্র।

শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করা বা তাঁহার আদেশের লঙ্ঘন করা গুর্ব্ববজ্ঞা। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র নারকী আখ্যা দিয়াছেন। অভিমর্ত্ত্য কৃষ্ণবস্তু গুরুতে এইরূপ প্রাকৃত-বুদ্ধি বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা গুরুনিন্দা। গুরু বা আচার্য্যাপেক্ষা আমরা বেশী বুঝি এইরূপ ধারণা বা বিচার যাঁহাদের, সেই ভক্তিপথ-বিচ্যুত হাম্‌বড়াদার ব্যক্তিগণের মঙ্গলের আশা নাই; কেন না, অবতারবাদ-অস্বীকারকারী বা মহাজনপথ-লঙ্ঘনকারী অধিরোহবাদীর নিত্যসত্য বস্তুর উপলব্ধিতে অধিকার নাই। তাঁহারা অজ্ঞজ্ঞানী বলিয়া এবং গুরুর শাসন স্বীকার না করিয়া গুরুকেও অপরাধী বলিয়া প্রচার করিতে করিতে অপরাধের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ক্রমশঃই সত্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকেন। [illegible] এইরূপ অধিরোহবাদী বা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নহেন। তিনি সত্যাশ্রিতগণের [illegible]—অবরোহমার্গাবলম্বী বা শ্রৌতপন্থী। তাঁহার গুরুতে বা আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবিশ্বাস নাই, তিনি গুরুনিন্দা অপরাধে লিপ্ত হন না। অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া [illegible]। হরিভক্তের আনুগত্যই আমাদের একমাত্র বরণীয়; কারণ, গুর্ব্বপরাধীর সঙ্গ অমঙ্গলজনক। আমরা যেন প্রত্যেকে এই গুর্ব্ববজ্ঞারূপ তৃতীয় অপরাধ হইতে সাবধান থাকিয়া নিষ্কপট সংস্কারে সতত শ্রীগুরুদেবের সেবা নিষ্কপটে করিতে পারি, তজ্জন্য গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

বর্জ্জন ও বরণ

(২)

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" মহাজনগণ শরণাগতিকে এই ষড়্‌লক্ষণময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রেয়োলাভ করিয়াছেন বা যাঁহারা নিত্যকাল শ্রেয়ের অনুশীলনই করেন, এই সকল লক্ষণ তাঁহাদের স্বরূপ স্বভাবগত। যাঁহারা শ্রেয়ের কামী তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও মহাজনগণের নির্দ্দেশানুসারে বর্জ্জন ও বরণ-স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে চেতনের স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। উত্তম ভাগবতের বর্জ্জন ও বরণ-নীতি সাধারণ অজ্ঞজীব বুঝিতে পারে না। মধ্যম ভাগবতের "প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা" দ্বারা বরণ ও বর্জ্জনের সুনিয়মন-পদ্ধতি জীবের নিকট পরিস্ফুট হয়। শরণাগতির প্রথমেই ভগবদ্ভজনলাভের অনুকূল বস্তু গ্রহণে সঙ্কল্প এবং তাহার সহিত প্রতিকূল বস্তুর বর্জ্জনের কথা আছে। ইহাই ভক্তের প্রথম কথা অর্থাৎ ভগবান্নিষ্ঠা এবং অসদ্বস্তুর ত্যাগ। অনুকূল বিষয়ের সঙ্গ বা ভগবন্নিষ্ঠা যদি না থাকে তাহা হইলে প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন হয় না—"নেতি নেতি" বিচারদ্বারা জগৎ কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাজ্য এই ধারণা উপস্থিত হয় এবং ক্রমে "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল" তাহাও ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। তদ্দ্বারা জীবের নিত্য অমঙ্গলই সাধিত হয়।

ভগবৎসেবার প্রতিকূল চেষ্টায় মায়া বদ্ধজীবগণকে নিবিষ্ট করায়। প্রতিকূল বর্জ্জন করিতে গেলে জগদ্দুর্গে থাকিয়া কারাকর্ত্রী জগদ্ধাত্রীর সহিত বিরোধ করিতে হয়—তজ্জন্য বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ,- ভয় যাহা হইতে ভীত হয় তাঁহার অভয় পাদপদ্মের আশ্রিত, তাঁহারা সকল বিঘ্নের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করেন। তখন কারাকর্ত্রীও অনুকূল হন। তিনি নিজেই কারাকক্ষ উন্মুক্ত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের অপেক্ষা করেন। শরণাগতির এই লক্ষণ অস্ফুটভাবে গীতাতেও উক্ত হইয়াছে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" অর্থাৎ প্রতিকূল বর্জ্জনের দ্বারা যে অসুবিধা হইতে পারে, শ্রীভগবান্ তাহা হইতে রক্ষা করেন।

রক্ষক বিশ্বাস হইতেই ভগবান্‌কে নিত্য-পালক এবং আপনাকে তাঁহার নিত্যপাল্য জ্ঞান হয়। ইহাই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। এইখানে ভক্তের সম্বন্ধ-জ্ঞানাশ্রয় লক্ষিত হয়। প্রতিকূল-বর্জ্জন-সঙ্কল্প পর্য্যন্ত স্বীয় ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছাতে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিচার আছে, কিন্তু বরণে purely adjusted বা dovetailing অর্থাৎ খাপে খাপে বা প্রতিপদে ভগবদিচ্ছার সহিত মিলিত অনুকূল স্বতন্ত্রতার বিকাশ দেখা যায়। এখানে ভগবদিচ্ছা ভক্তের অনুকূল হইয়া পড়ে। তাই নন্দ-যশোদার লালনপালন, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যতীত অধোক্ষজ বস্তুর দেহধারণ ও চরিত্রগঠন হয় না এই জ্ঞান বা নিত্যপ্রভুকে স্কন্ধে করিবার আদেশ দান দ্বারা পালকের নিকট ভক্তের শুদ্ধ পাল্যাভিমান ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত প্রাপ্ত হয় না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণকে পালক বলিয়া বরণ করিয়া তাঁহার ঘরে থাকিবার কথা জানাইয়াছেন; অর্থাৎ এই অবস্থায় জীবের চিৎস্বভাবগত হ্লাদিনীর বিকাশ হয় এবং জীব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন। কবিরাজ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু নন্দন দ্বারা গোপ্তৃত্বে বরণের পূর্ণ পরিচয় জানাইয়াছেন, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু পালাইয়া দোলায় করিয়া সাগর পারে [illegible] কোল গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পাল্যাভিমানী কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছার অনুকূলে সুনির্দ্দিষ্ট [illegible] স্থিতিহীন অনেক ব্যক্তি মথুরাপুরী হইতে তাহার নিজের দর্শনে ভাল পাইবার সোনা আনিলে গোস্বামিপাদ উহা দূর করিয়া ফেলিয়া দেন এবং ঐ লোকের মুখ দর্শন করিবেন না এই সঙ্কল্প জানান। সর্ব্বাত্মা নয়নে কোনও দর্শন করিতে পারেন না, কারণ "দেখিলে শেষাকে পড়য়ে মনে"। যিনি কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়াছেন, "কৃষ্ণ তাঁহার বন্ধুল হইতে বাধা," সেই সর্ব্বাত্মসমর্পিকা ভক্তের পাল্যাভিমান যাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে তিনি কোনও কর্ম্মই তাঁহার নিত্যপালকের প্রতিযোগীরূপে অভিমান করেন না।

গোপ্তৃত্বে বরণের সহিত অঙ্গে যে লক্ষণ নিবদ্ধ থাকে, তাহা আত্মসমর্পণ ও দৈন্য। বিষয় বস্তু বরণের সহিত তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ভক্তের দিক্ হইতে আপনা হইতেই সাধিত হয়। সর্ব্বনিবেদিত ভক্তের লক্ষণ-বিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অবশ্যমিত্থং স্বীয়স্য দেহাদিসংঘাতস্য ভেদেকবিক্রয়েণ ক্রেতৃস্বামিনোঃ কিং [illegible] স্বামিনে সমর্পণং। যত্র স্বভরণ পালনচিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে।" "আত্মনিবেদন অর্থাৎ বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় দেহাদি সমষ্টিকে একমাত্র তাঁহারই সেবার জন্য ক্রেতৃস্বরূপ ভগবানে অর্পণ, ইহাতে নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে হয় না।" এইরূপ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত ভক্তই নিরলঙ্কার-পুষ্ট দৈন্যরূপে বিভূষিত হন। দৈন্যশীলতা মহাভাগবতের স্বভাব-লক্ষণ বলিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

> সর্ব্বোত্তম আপনাকে 'হীন' করি জানে।
> 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি মানে॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ২৩।১৫)

বিষয়বিগ্রহের প্রতি শুদ্ধ পাল্যাভিমান তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণের একটী অপ্রাকৃত মাধুর্য্য, কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের নিকট নিজেকে তাঁহার পাল্যাভিমান দ্বারাই অনুকূলভাবে শীলন হয় এবং তাহাতে জীবের চরমকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। আশ্রয়াভিমানী বিষয় আশ্রয়াভিলাষে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-প্রচারলীলা-কালে তাঁহার স্বর্ণাঙ্গন এবং বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আপনাকে পাল্য ও শাসন না দিয়া অভিমান করিয়া তাঁহার আশ্রয় বরণ করিয়াছেন। এই পরমৌদার্য্যময় শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণের দাসানুদাস বা তাঁহাদের পাদপদ্মধূলি হইবার বাঞ্ছাই আমাদের মঙ্গলের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করেন।

আচার্য্য-বন্দনা

(১)

পরমহংস-শিরোমণি জগদ্গুরুবর,
দয়ানিধি প্রভুপাদ [illegible] সবার।
সমাপ্ত করিয়া নিজ প্রকট-বিহার,
অন্তর্হিত হইলেন গৌড়ীয়েশ্বর॥

(২)

অতি নিদারুণ লীলা দেখিয়া তাঁহার,
বিরহ-ব্যথিত চিত্ত ভক্ত সবাকার।
নয়নে ঝরয়ে অশ্রু নিরন্তর ধার,
বিলাপ করেন সবে অতি দুঃখভর॥

(৩)

কৃষ্ণভক্তিবেত্তা আর সর্ব্ব গুণাধার,
গুরু বা আচার্য্য হেন কেবা হবে আর
গৌড়ীয়গগন বুঝি হ'ল অন্ধকার,
'হা হা' বলি সর্ব্বলোক করে হাহাকার॥

(৪)

এ হেন সময়ে করি 'মাভৈঃ' প্রদান,
প্রকাশ হইলা বাসুদেব ভগবান্।
শুনিয়া আচার্য্যবাণী শীতল হইল
তমো মোহ অন্ধকার হৈল সবাকার॥

(৫)

আচার্য্য-প্রকাশ হেরি যত দেবগণ,
জয় জয় হরিধ্বনি করে নিরন্তর।
সকল সজ্জন হৈলা আনন্দে অন্তর,
প্রমাদ গণিল যত অভক্ত মৎসর।

(৬)

ভাগবত ভাষ্যামৃতে প্রভু সবাকার,
ইহাকে আচার্য্য যাঁরে করিলা বিচার।
বাসুদেবানন্দ নাম প্রকাশ নিরন্তর,
কৃষ্ণকার্য্যে সদা, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠবর॥

(৭)

শ্রী-নিকেতন যিনি প্রভু-পরিকর,
প্রভুপাদ-প্রিয়তম নাম খ্যাতি যাঁর।
নিত্য [illegible] সর্ব্বগুণাধার,
বন্দি সেই বাসুদেব প্রভু মো সবার॥

(৮)

কলিযুগধর্ম্ম [illegible] সার,
কৃষ্ণনাম বিনা নহে [illegible] প্রচার।
যে নাম [illegible] যিনি [illegible] সবার,
সেই বাসুদেব প্রভু বন্দি নিরন্তর॥

(৯)

প্রভুপ্রেষ্ঠ [illegible] সদা যাঁর,
[illegible]
শ্রী রঘুনাথ [illegible],
করেন সতত যিনি হইয়া তৎপর॥

(১০)

আশ্রয় [illegible] যিনি মহাবিক্রমের,
[illegible]
যাঁর কৃপাবলে হয় জীবের উদ্ধার,
বন্দি সেই বাসুদেব প্রভু নিরন্তর॥

[illegible]

অধম শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

যৎকিঞ্চিৎ

[illegible] নাম, রূপ, গুণ, লীলাস্মরণের নাম স্মরণ। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তার নাম 'ধ্যান'; অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং [illegible] নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, [illegible] ভক্তির প্রধানাঙ্গ, [illegible] শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ [illegible] ভক্তের মধ্যে [illegible], কেবল শ্রবণ ও স্মরণ [illegible] থাকিতে পারে। [illegible] ভক্তের বৈষ্ণবতা [illegible] হয়, [illegible] হয় না। [illegible] একত্র হইয়া যখন কীর্ত্তন করেন, তখন 'সংকীর্ত্তন' হয়।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

[illegible] ৪র্থ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে [illegible] "বিচার প্রতিকূল-বর্জ্জন" স্থানে "বিচার প্রতিকূল-বর্জ্জন" হইবে। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

---

(১) শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] নদীয়া

শ্রীকৃষ্ণ[illegible]

পীঠ, শ্রীশ্রী[illegible]

চতুষ্টয় [illegible]

[illegible] আছে।

রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী[illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

কলিকাতা। [illegible]

[illegible] শ্রী[illegible]

শ্রীমন্ [illegible]

প্রেমানন্দ [illegible] শ্রীমন্ [illegible]

গ্রন্থের [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible]

[illegible]

লোক[illegible]

আচার্য্যকে [illegible]

(৩) যোগমায়াপুর [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রী[illegible] মিশ্রের ভবন বা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তি[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্বঙ্কিম দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর

সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও

শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত

শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]

অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপাহাটী (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্নগর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬ শ্রীমদ্[illegible] গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। শ্রী[illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-

মহোপদেশক শ্রীমৎ[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক

শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নবভোম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর (ই, আই, পি)

রক্ষক—শ্রীমদনবিনোদ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস

বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

[illegible]

[illegible]গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনুপানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা

বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং [illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৭৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৮৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲-৪৵০
পেশোয়ারী	
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাছচোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা রূপার দর

	প্রতি ভরি
ট্যাকশালের বার	৩৫৻৫০
মজবেণ	২২৷৷০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আবপ্তে—	৩৪৷৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
রাউন্ডমোল্ড ঐ	৫৷০—৫৷৷/০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷/০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৷/০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১৷৷/০—১৸০
ছিব	১৷৷৵০—১৷৷/০

ঘৃতের দর

আকরা	৫৬৲
বামনীজা	৫৩৲
ভুদেশ্বরী	৪৩৲
লম্বা	৪২৷০

পাতিরাম	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আবেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কর্কচ	৪০৲
করাচি খুরাসিদ ফাইন	৪৩৲
চাষার্গ পাথা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৯৷৷০—১০৲

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০৷০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
নরগা টী আয়রণ	১০৲—
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৷৵১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷০—৪৷৷০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০ - ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৭৷৷০

ষ্টিল পাটী, বোলটু গয়রহে ৮৸০—১০৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯৷৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টকলের হাফমণ ৫৵০, গাটের হাফমণ ৬৷০

তুলার হাফমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(:০:):—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭-১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—১৫,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই তাহার কার্য্যতে আছাড় আখক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অলবায় সাধক কর কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং হরীতকীবাগান রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেজোলা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৬ পত্রায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থের অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ‖০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১‖০	১‖০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪‖০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

[illegible] দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

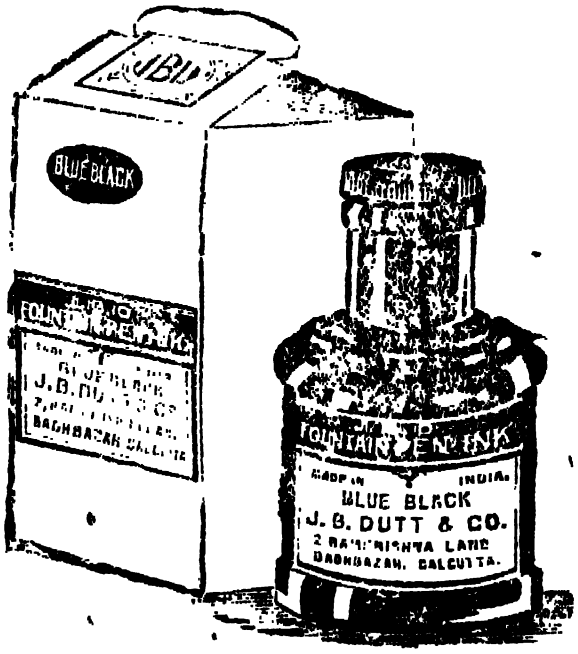

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, কল মজম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৪৮

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কি-কি বিষয়ের আলোচনা হইবে এবং এই অধিবেশনে গান্ধীজী কোন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী বলেন, গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনে কোনও নূতন প্রস্তাব করিবেন না। কংগ্রেসের যাহা করিবার ছিল, তাহা দিল্লীর প্রস্তাবেই এবং উহার পর নেতৃ-বর্গের বিবৃতি দ্বারাই করা হইয়াছে। যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, শুধু তাহা বর্ত্তমান রাখার উপায় সম্পর্কেই ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে আলোচনা হইবে। দিল্লীতে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয় সমিতি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ওয়ার্কিং-কমিটিকে তাহা পাল্টাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

———

আসাম-ব্যবস্থা-পরিষদ

গত ২২শে এপ্রিল একখানা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকারের মাসিক বেতন এক হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশনের সময় দৈনিক ১৫৲ টাকা করিয়া পাইবেন। অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪ দিন এবং শেষ হইবার পরবর্ত্তী ১০ দিনও তিনি ঐ হারে পাইবেন।

সিন্ধু-ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্য সূচী

সিন্ধুর সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ২৭শে এপ্রিল, মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সিন্ধু ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

প্রথম দিন সদস্যগণকে শপথ গ্রহণ করান হইবে। তৎপর তিনটি সরকারী বিল পেশ করা হইবে। প্রথম বিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিলে স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকারের মাসিক বেতন যথাক্রমে এক হাজার টাকা এবং তিন শত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয় বিলে বিহিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন বলিয়াই তাঁহার সিন্ধু-ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

দ্বিতীয় দিন স্পীকার নির্ব্বাচন, ডেপুটী স্পীকার-পদের জন্য মনোনয়ন-পত্র গ্রহণ এবং উক্ত বিলসমূহের আলোচনা হইবে।

শেষ বা তৃতীয় দিন বেলা ১১টার সময়ে সিন্ধুর গবর্ণর বক্তৃতা করিবেন। তৎপর ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচন এবং পূর্ব্বোক্ত বিলসমূহের আরও আলোচনা হইবে।

কংগ্রেসী-দল দুইটী মুলতুবী প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে; তন্মধ্যে একটি লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে এবং অপরটি ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম অধিবেশন পরিষদ-কক্ষে জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট স্থানাভাব সম্পর্কে।

বোম্বাই-প্রাদেশিক-অর্থ-সচিবদের বৈঠকের প্রস্তাব

বোম্বাইয়ের কোন কোন মন্ত্রী প্রাদেশিক অর্থ-সচিবগণের একটা সম্মেলন আহ্বান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্মেলনে জাতি-গঠন-সম্পর্কিত-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক অবস্থানুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে। এই জাতি-গঠন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা কি প্রকার হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। মন্ত্রিগণ এই সম্পর্কিত প্রস্তাবসম্পর্কে বোম্বাই-লাটের সহিত আলোচনা করিবেন। যদি বোম্বাই লাট ও অন্যান্য প্রাদেশিক লাটগণ এই সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে করোনেশনের পর বোম্বাই-মন্ত্রিসভার নির্দ্দেশানুযায়ী অর্থ-সচিব অনারেবল মিঃ যমুনা দাস মেটা এই সম্মেলন আহ্বান করিবেন। বোম্বাইয়ের লাট এবং অন্যান্য প্রদেশের সরকার এই সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়া মন্ত্রিগণ মনে করেন। বোম্বাইতে এই সম্মেলন হইবে।

———

সীমান্তে ৯শত ছাগ ও ৮জন মেষপালক অপহৃত

——:(০):——

গত ২০শে এবং ২১শে এপ্রিল রাত্রে মিরাণ্‌শারাজমাক সড়কের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ২১শে এপ্রিল রাত্রে জান্দোলার আউট-ঘাটিতে গুলী বর্ষিত হয়। মানজাইতেও তিনটী গুলী বর্ষিত হইয়াছিল। ২১শে এপ্রিল ভোরবেলা বান্নু ও মীরাণীর মধ্যবর্ত্তী টেলিফোন-লাইন কাটা দেখা যায়। ১৯শে এবং ২০শে এপ্রিল ডেরা ইস্মাইল খানের মুল্লাজাই নামক স্থানের নিকটে প্রহরী-বাহিনী ১২০জন লোকের একটী দল দেখিতে পায়। রক্ষী-বাহিনীর সহিত সঙ্ঘর্ষের পর উহারা পলাইয়া পড়ে। রক্ষী-বাহিনীর একজন সিপাহী মারা গিয়াছে। অপর পক্ষে কতজন হতাহত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। বান্নু-জেলার বাহার জেহলগ্রামের হিন্দুদের দোকান এক দস্যুদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, ঐ রাত্রেই ৫০জন সশস্ত্র ওয়াজিরী বান্নু-জেলার উত্তর সীমা হইতে ৯ শত ছাগ ও মেষ এবং ৮জন মেষপালককে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

জলাভাব দূরীকরণার্থে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঋণ

——::(×)::——

জব্বলপুরের জল-সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে ও জলাভাব দূরীকরণার্থ জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটি সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটি প্রথমতঃ স্থানীয় সরকারের নিকট প্রার্থনা করিবেন; কিন্তু তাহাতে যদি কোন অসুবিধা হয় তবে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণসংগ্রহের জন্য সরকারের অনুমতি চাহিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

রোগ হইতে চির-মুক্ত

——(×)——

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, একটী লোক সত্বর কুষ্ঠ রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবার দুরাশায় কিভাবে প্রাণ হারায়, তাহার একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যোগামল্লার একজন রাজবংশী কুষ্ঠ-রোগে ভুগিতেছিল। সে লোকের নিকট কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পায় যে, কোন বিষধর সর্পের দংশনের ফলে তাহার রোগ সারিতে পারে। অতঃপর সে খুঁজিয়া একটি কেউটে সাপ বাহির করে এবং সেই সর্প তাহার শরীরে তিনবার দংশন করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত, সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮
দশম স্কন্ধ — ৬
ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড —১; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১
৯। জৈবধর্ম ১
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিবরণ ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। ধ্বান্ত-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৮০
৩০। দীপ-নিভা দর্শন
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৷০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আম্নায় ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বেদান্তীক্রম্ ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ভগবদ্গীতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷
৮১। সাধন পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা, সডাক ৩, বাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্-সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মহীশূর বেদান্ত কলেজের ভাষ্যকারের প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক লিখিত। বেদান্তাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুতত্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে শ্রদ্ধা এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, আকর্ষণ ও আকর্তার বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরবর্তী প্রসিদ্ধ মনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান স্মরণের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

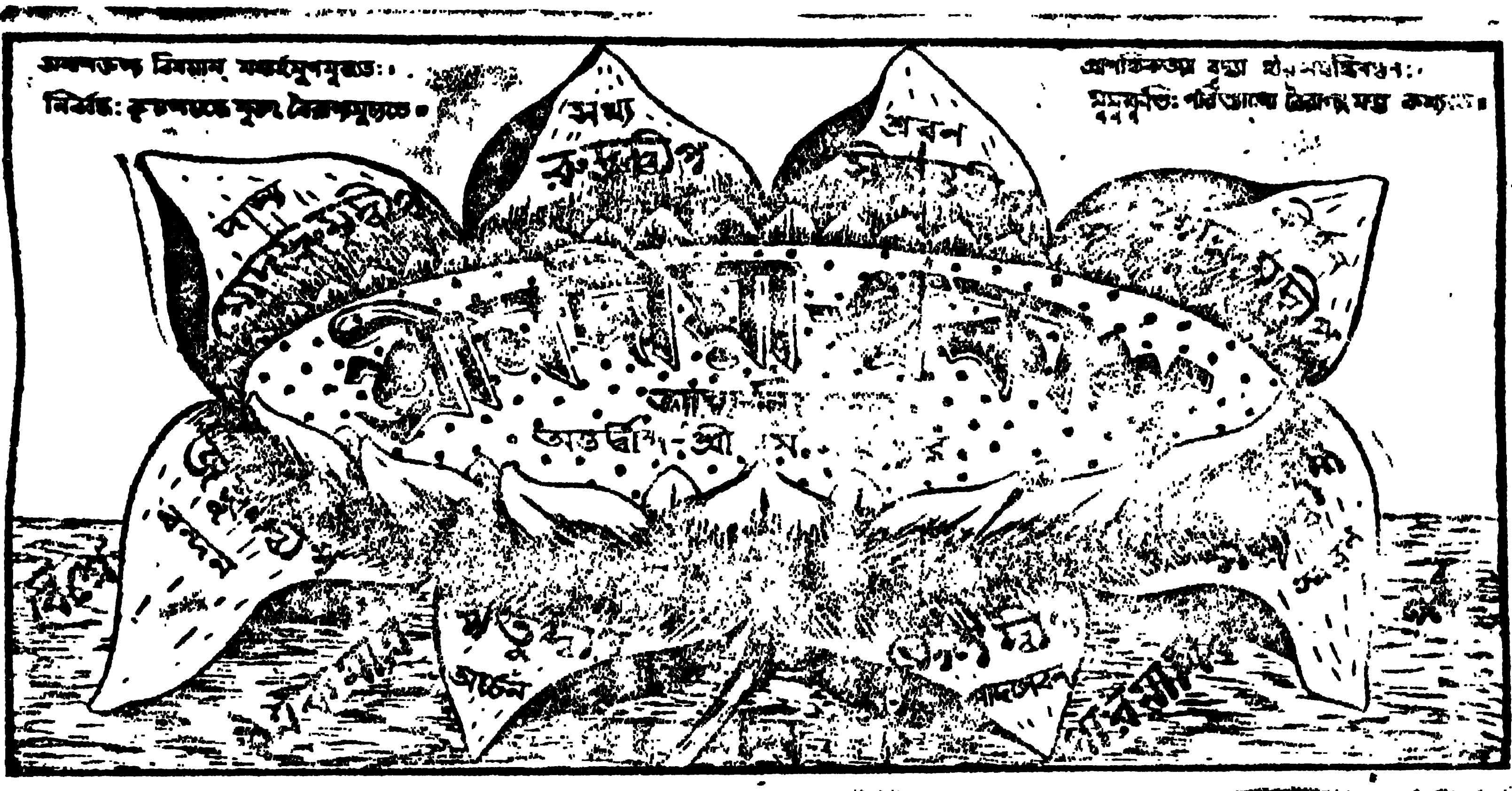

১২শ বর্ষ ১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৪৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগমায়াপুরপীঠের ভক্তগণের আগ্রহে ত্রিদণ্ডিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে "শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান" পাঠ এবং দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও সাধুসঙ্গগ্রহণ বিষয়ে তাঁহার চেতনোন্মেষিণী হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত জ্ঞানভূমিকাই মথুরাধাম। এই শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ কৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরা হইতে অভিন্ন। শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরহরি এস্থানে প্রকটিত হইয়াছেন। এস্থানে ভোগবুদ্ধি বা দেহাত্মবুদ্ধি লইয়া কোটি জন্ম বাস করিলেও ধামের কৃপা হইবে না। আত্মার খাদ্য সাধুমুখনিঃসৃত হরিকথা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করিতে হইবে। শ্রৌতপন্থার অনুগত হইয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবসেবন ও ধামবাস করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য অনুকূলভাবের সহিত অনুশীলন করিতে হইবে এবং অন্যাভিলাষ, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভোগ ও ত্যাগস্পৃহা, জড় স্ত্রী-পুরুষ দর্শন এবং নিজের পুরুষাভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে হরিভজন হইবে না। সর্ব্বোপরি সাধুসঙ্গ ব্যতীত—নিরন্তর সাধুমুখে শ্রবণ ও তাঁহার কীর্ত্তন ব্যতীত আত্মমঙ্গলের কোনই উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী আরও অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদিতে শ্রীপাদ নন্দকুমার ভক্তিশাস্ত্রী কীর্ত্তনরক্ষক প্রভু 'যশোমতী নন্দন'—গীতটী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন এবং অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সকলের প্রতি সেবা মুক্তি চরণচারী' গীতটী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, হেডপণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমত্তীর্থ মহারাজের চেতনদায়ী শ্রবণে সকলেই অত্যন্ত লাভবান হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর হরিকথা কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তিনি প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

গত ২০শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, ভগবৎকৃপালাভের উপায়, আরোহবাদ ও অবরোহবাদ, 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা' শ্লোকের তাৎপর্য্য, সাধুমুখে মনোযোগসহকারে হরিকথা শ্রবণের আবশ্যকতা প্রভৃতি বহু বিষয় অবলম্বনে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বহু প্রশ্নের সমাধান করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীমুখে সুমধুর সুসম্পূর্ণ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হন।

গত ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃগণ নাটমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় অতি প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। কয়েকদিবস হইতে পণ্ডিতজী প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১লা জানুয়ারী তারিখে অপ্রকট লীলা প্রকাশ করার পর হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সম্বন্ধে দেশময় এক আন্দোলন চলিতেছিল যে, কে এই উচ্চপদস্থ গুরু-আসনের অধিকারীকে প্রকৃত সত্যের পথে লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিবেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচিত আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরই সেই ভার আসিয়াছে। শাস্ত্র আলোচনায় দেখা যায়, গুরু বা আচার্য্য সাধারণ জনসাধারণের গড্ডলিকা প্রবাহের ভোটে না সম্প্রদায়বিশেষের চেষ্টায় মনোনীত হন না। তাঁহার কার্য্যাবলী, ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব কৌশল, আদর্শ চরিত্র, নিষ্কিঞ্চনতা, সর্ব্বশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণরাশি আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। বাসুদেব প্রভু বহুকাল যাবৎ শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের নিত্যসঙ্গরূপে যেভাবে শাস্ত্রালোচনা ও মীমাংসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন হইতেই বহু ভাগ্যবানের হৃদয়ে এই আশার উদয় হইয়াছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তিনি জীব উদ্ধার লীলার সহায়ক হইবেন। নানা প্রকার আকারে ইঙ্গিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন অবস্থায়ও ইহা তাঁহার অন্তরঙ্গদিগকে জানিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-আম্নায় পরম্পরায় শ্রীল বাসুদেব প্রভু একাধিপত্যে অধিকার করিয়াছেন।

স্বাধীন-শাসন পত্রিকা

ঢাকা ১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল।

বিরহস্মৃতি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সোনা তুমি, কাঁদায় আজ'
সনাতনে চলিয়া গেলে।
[illegible]
[illegible] দিয়াছিলে।
কোনকালে শ্রীভক্তিবিনোদ
মোরে করিছেন বড় দয়া।
সেই কৃপাডোর [illegible] দানি'
মোরে শ্রীধামে লও টানিয়া॥

কৃপাকিঙ্কর—
অকিঞ্চন শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মধুসূদন, মঙ্গলবার, সপ্তম গৌরাব্দ ৪৪১

ভক্ত ও অভক্ত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

ভাড়াটিয়া, জ্ঞানী, কর্ম্মী বা মিছা-ভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। কারণ, তাহারা সেবাপরাধী। এ বিষয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভাড়াটিয়া—অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র। তাহার অনুরাগ নাই—ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতনভোগী, অর্থ দিলে বাহ্যে হরি-সেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে, নতুবা না, অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সে অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর ভাগবতকে পাঠ করিবার ছলনায় বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ দেখাইয়া ভেট নেয়, প্রণামী বা অর্থ লইয়া কাণে মন্ত্র দেয়, বেতন লইয়া পূজারীর কার্য্য স্বীকার করে।

কামনা ও প্রবৃত্তির সেবক। তাহারা ভগবানের সেবক হইবে কি প্রকারে? জ্ঞানী—মোক্ষকামী, নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে; সুতরাং তাহার সেবা-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না, সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছাভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছাভক্তিকেই সেবা বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তির আবরণ কৈতব বা কাপট্যপূর্ণ। তাহারা সেব্য বস্তু দূরে থাকুক—নিজে সেব্য হইয়া ভগবানকে দিয়া সেবা করাইয়া লইতে চেষ্টা। মুক্তিকামী ব্যক্তির কোনও কাম-বাসনা না থাকিলেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট ঐশ্বর্য্য, ধন, জন, প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ছেলে মনিবের নিকট হইতে জলখাবারের পয়সা, কাপড়টা, জামাটা ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর ছোট জিনিষ চাহিয়া মনিবকে বিব্রত করিয়া থাকে; কিন্তু যে ছেলে চতুর, সে মনে ভাবে ও বলে,—যদি একেবারেই মনিব হইয়া যাইতে পারি, তবে আমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সুখে আনন্দে মগ্ন থাকিব। আর প্রকৃত ভক্ত মনে করে,—আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা করিয়া কেবল তাঁহার সুখ সম্পাদন করিতে পারি। শেষোক্ত ভাবটীই প্রকৃত সেবকের ভাব। শুদ্ধভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কৈতবরহিত অহৈতুকী সেবা। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন না।

"দিক পাঁর ব্রজসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে লগ্ন হবে তাহার স্তবন॥"

তাহার ভক্তিচেষ্টা ভগবৎ-প্রীতির জন্য নহে,—কেবল আত্মসিদ্ধি বা নিজ মুক্তির জন্য। তাহার দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অন্যরূপ উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"
"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে।"

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না, যে ধর্ম্মে বিরাগ জন্মায় না এবং যে বিরাগে তীর্থপাদ ভগবানের প্রীতি বা সেবা উদ্দিষ্ট থাকে না, তাহা বৃথা। এতদ্ব্যতীত গীতা প্রভৃতি ভগবৎ-শাস্ত্রে কায়িক, বাচিক মানসিক—সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবানুকূল কর্ম্মই—ভগবান্ একমাত্র শুদ্ধভক্তের দ্রব্যই স্বীকার করেন।

দুই একটী কথা

আমরা গুরুতত্ত্বের কথা সাধুমুখে অনেক বার শ্রবণ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই ভাল রূপে বুঝিতে পারিলাম না। এমনি আমাদের দৈন্য! শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস, বা শরণাগতির অভাবই এই দুর্দ্দশার মূল কারণ। প্রকৃত গুরুভক্তের সঙ্গ না হওয়াতেই বা তাঁহাদের কথায় বা উপদেশের প্রতি মনোযোগ না দেওয়াতেই সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াও আজ সাধুদের সম্যক্ সন্ধান পাইতেছি না, সেই মহাজন পদবীকে ধরিতে পারিতেছি না। তাই কত দিনেই আজ গুরুবৈষ্ণবের কৃপা-ভিখারী হইতেছি। জানি না, মাদৃশ জনের ও কত দিনে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ হইবে! শ্রীগুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম বা গুরুদর্শন না হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। যদি আশ্রিতের আশ্রয়ই নির্দ্ধারিত না হয়, তাহা হইলে জীবের মঙ্গল হইবে কি করিয়া? সেইজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় এই গুরুতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপ॥"

এই সকল পয়ারাদির তাৎপর্য্য এই যে, গুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পর-তত্ত্ব হইতে অভিন্ন তত্ত্ব। যেহেতু—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস' ইত্যাদি পদে এই বুঝায় যে, যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন যে,—"শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।" শ্রীউদ্ধব-গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ বা মদীয়স্বরূপে বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহাকে মরণশীল মনুষ্য মনে করিয়া অবমাননা বা প্রাকৃত জ্ঞান করিবে না। যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়।"

শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামী অর্থাৎ চৈত্ত্যশিক্ষা-গুরু এবং ভক্ত-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহান্ত-শিক্ষাগুরু।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎ হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করান। চৈত্ত্যশিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরু। তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ জানিবে। গুরু শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রকৃতপক্ষে নিত্যসেব্যসেবক-ভাবান্বিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন তত্ত্ব, ঐক্য নহে। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণের মতে গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণ এইরূপ নির্ব্বিশেষবাদের প্রশ্রয় দেন না, পরন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বই উপদেশ করিয়া থাকেন। সমগ্র শাস্ত্রেই শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুদেবকে তাহাই জানেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব সদা সেবাধিকারী ভগবৎ-প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম। তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবকবিগ্রহরূপে জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। এই গুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত গৌরকৃষ্ণের সেবা লাভ করা যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবগণই ভগবানের সেবালাভে সমর্থ, এবং সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগত ব্যক্তিগণই ভগবানের শুদ্ধভক্ত।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণসেবক। তিনি জীব নহেন। শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বিচিত্রতা থাকিলেও শ্রী গু রু দে ব নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ। যাঁহাদের অন্তর্জ্ঞানের অভাব, তাঁহারা, বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যপ্রকাশমূর্ত্তি গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ নারকী। সেই মলিন হৃদয়েই চৈতন্যপ্রকাশ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে উচ্চাবচ-ভাব স্থান পায় এবং অন্ধ-কূটী-ন্যায়াবলম্বনে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মসঞ্জাতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

অর্থাৎ যে-কাল পর্য্যন্ত হৃদয় ভোগ-বাসনারূপ পাপরাশিতে মলিন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি সম্যগ্রূপে উদিত হয় না। অনেক জন্মের সাধু-গুরুবৈষ্ণবসেবারূপ সুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং সাধুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়।

শ্রীগুরুদেব নাম-প্রেম-প্রদাতা ও শ্রীনাম-মহিমা এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-মহিমা-প্রচারকারী। জীবগণকে মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহার কার্য্য। মাদৃশ পতিত জীবকুলের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তিনি পতিতপাবন। এই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অপরে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন না। এই আচার্য্য শ্রীগুরুদেব যে কি তত্ত্ব তাহা তাঁহার অনুগত হইতে পারিলে বা তাঁহার চিন্তাধারা তৎকৃপায় বুঝিতে পারিলে আমাদের আর জানিতে বাকী থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই,—

"কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"
"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ"

শ্রীগুরুদেব অধোক্ষজ বস্তু—অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় বস্তু। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

গ্রাহ্য নহেন। নিষ্কপট সেবোন্মুখগণের চিত্তে তিনি স্বতঃই উদিত হন। তিনি দয়া করিয়া তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে না জানাইলে আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়'। স্বতঃপ্রকাশ-সূর্য্যসদৃশ শ্রীগুরুপ্রভু তিনি মাদৃশ পতিত জীবের প্রতি অযাচিতভাবে কৃপা-কিরণ বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমি সেই অমন্দোদয় দয়ার গ্রাহক হইতেছি না বলিয়াই আমার অসুবিধা হইতেছে। আমরা যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটীকে আশ্রয় করিয়া সাধুসঙ্গে সেবাপর থাকি, তাহা হইলে কৃপাময় গুরুদেব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে জানাইয়া তৎপ্রেষ্ঠজনের দাস্যে নিযুক্ত করিয়া শুদ্ধ সেবা নিশ্চয়ই দিবেন। আলোক না পাইলে কি অন্ধকার যায়? সুতরাং কৃপালোক লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অন্যমনস্ক হইলে চলিবে না। আশ্রয় ছাড়িলেই যত বিপদ! যত অশান্তি! যত দুঃখ! তাই শাস্ত্র বলেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার কথা মহাজনগণ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। আমার মত অনর্থযুক্ত মায়াবদ্ধ জীব, আজ সেই মহাবদান্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার দীনাতিদীন সেবকাধমের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করুন—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

ক্ষণিক সুখদুঃখময় এই মায়িক জগতের কোন বস্তুর মত শ্রীগুরুপাদপদ্ম নহেন। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়রাজ্যের বস্তু। কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মত দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত বদ্ধজীবের কল্যাণের জন্যই কৃপা-পরবশ হইয়া গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়জন, নিত্যসেবক, করুণার অবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের এ লীলা নিত্যকাল বর্ত্তমান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের পর মাদৃশ পতিত জীব যখন হতাশার মধ্যে ডুবিতেছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী ও অযাচিত কৃপায় তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন আচার্য্যরূপে প্রকট হইলেন। আচার্য্যদেব নিত্য-সিদ্ধ ভগবদ্বিগ্রহ। তাঁহার অচিন্ত্য লীলা আমার মত প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের ধারণার অতীত। সেবা-বিমুখ, অক্ষজজ্ঞান-সম্পন্ন আমি কেমন করিয়া তাঁহার নিত্য কৃপালাভ করিব? আমার কোন যোগ্যতার দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারিব না। তিনি নিজগুণে আমার প্রতি অমন্দোদয়-দয়া প্রকাশ করতঃ নিজেকে জানাইতে ইচ্ছুক হইলে যৎকিঞ্চিৎ জানিবার যোগ্যতা হইতে পারে। তাই তাঁহার চরণে একান্তভাবে আকুলতা প্রার্থনা করিতেছি।

হে গুরুদেব! আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রিত জনগণ মধ্যে আমি অতি নগণ্য কীটানুকীট জীব; আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা লাভ করাই যে জীবের একমাত্র কাম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য তাহা উপলব্ধি করিবার মত সুযোগ আমাকে প্রদান করুন। অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং নিত্য বস্তুর প্রতি অনাসক্তি আমার বহু বহু জন্মের অর্জ্জিত দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ আমাকে প্রতিনিয়ত নিরয়গামী করিতেছে। হে দয়াল প্রভো! আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের স্নিগ্ধ কৃপা ব্যতীত এই দুষ্ট ত্রিতাপের হাত হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইব? শুধু কৃপা করিলেও আমার মত কপট, আনুগত্যহীন ও হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখের চিত্তবৃত্তি এই অহৈতুকী কৃপা গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তা ও কৃপা যাহাই হউক তাহাই যে আমার একান্ত মঙ্গলের জন্য, একথা অকপটভাবে অন্তরে যেন অনুভবনীয় হয়, সে যোগ্যতা আজ শ্রীপাদপদ্মে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি।

গুরুদেব! আমাকে শক্তিপ্রদান করুন, আমার যথেচ্ছাচারী দুষ্ট মনের দ্বারা আর যেন আমি প্রতারিত না হই। আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া আমি যেন অনর্থমুক্ত হইতে পারি এবং কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিত্যানুগত্যে নিত্যসেবকত্ব লাভ করিতে পারি।

গুরুদেব!

কৃপা বিন্দু দিয়া, কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥

শ্রীকনকলতা চৌধুরাণী

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

যৎকিঞ্চিৎ

যাহারা সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইল না এবং ভগবদ্ভজন করিল না, সেই নরনারীসকল আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মার অধঃপতনকারী। ভগবদ্বিমুখতার তারতম্যানুসারেই আত্মার অধঃপতনের তারতম্য হইয়া থাকে। আমরা বহু সুকৃতিফলে বিকচিত-চেতন মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়াছি। কিন্তু হরিবিমুখতা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আবার আচ্ছাদিত চেতন প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়া পড়িব। গৌতম ঋষির শাপে অহল্যার প্রস্তরত্ব প্রাপ্তি ও শ্রীরামচন্দ্রের পদরজঃস্পর্শে উদ্ধার লাভ এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব দেবর্ষি মহাভাগবত নারদের অভিশাপে বৃন্দাবনে বৃক্ষযোনি লাভ এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে উদ্ধার লাভের কথা অনেকে জানেন। বৈষ্ণবের ক্রোধেও জীবের মঙ্গল হয়। চেতনের ক্রমবিকাশে আচ্ছাদিত চেতন প্রস্তরাদি হইতে সঙ্কুচিত চেতন বৃক্ষাদির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা হইতে মুকুলিত-চেতন পশ্বাদির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা হইতে বিকচিত-চেতন সেশ্বর-মানবের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা হইতে পূর্ণ-বিকচিত-চেতন বিধিমার্গের ভক্তগণ, তদপেক্ষা পূর্ণতম বিকচিত চেতন রাগমার্গের মহাভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার দর্শন "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।" "স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥"

সংসারসমুদ্র পার হইতে হইলে গুরুকর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের দাবে সর্ব্বক্ষণ নিয়ম গ্রহণ করিয়া হরিবিমুখ হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়িতেছি। আমরা বিদ্যাশিক্ষা করি উদরভরণের জন্য, সেই বিদ্যার মূল্য কি? দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই মূর্খ আর যিনি বন্ধ মোক্ষাবৎ তিনিই পণ্ডিত। যদি আমরা আত্মঘাতী হইলাম তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিমত্তা কোথায়? অক্ষজজ্ঞানী প্রত্যক্ষবাদী কখনও পণ্ডিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মাতার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া পিতাকে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানিতে চায় তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? সেইরূপ যাহারা শ্রুতিমাতার বাক্য অবহেলা করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া নাস্তিক হয় তাহাদের ন্যায় পাষণ্ড কে আছে? শ্রুতিমাতা, স্মৃতি ভগিনী, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি সমস্বরে হরিভজনের কথা বলিতেছেন। শব্দই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ

মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদিগকে মনন ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। মন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু। শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এই মনোনিগ্রহের কথা বলিয়াছেন। হরিনাম একমাত্র নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের মুখ হইতে শুনিতে হইবে। সাধুগণের মুখে লাগানো হরিকথা শ্রবণেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; শ্রীহরিনাম করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়ের প্রতি আসক্তি-রূপ নোঙ্গর রাখিয়া সংসার সমুদ্র যদি সন্তরণ করা যায় তাহা হইলে কোনই ফল হইবে না। আমরা কিছুতেই ভবসমুদ্র পার হইতে পারিব না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

বিরহস্মৃতি

হে বরেণ্য! বৈষ্ণবরেণ্য
ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামিবর!
তোমার বিরহে গৌড়মণ্ডল
যেন মধ্যাহ্নে এবে লুপ্ত দিবাকর॥
নবদ্বীপধামের অন্তর্দ্বীপে
শ্রীমায়াপুর গৌরজন্মস্থলী।
শ্রীচৈতন্যমঠ তোমার বিরহে
শোভাহীন আজ দেখিছে সকলি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের
নির্ম্মল সিদ্ধান্ত করিলা প্রচার।
শুদ্ধভক্তি কথা জীবেরে শুনালে
ভক্তিপূত করি' বৈষ্ণব-সংসার॥
যথা ব্যাসপুত্র শ্রীশুকগোস্বামী
ভাগবতরস পিয়াল পরীক্ষিতে।
তথা ভক্তিবিনোদ আত্মজরূপে
প্রচ্ছন্ন শুক কি ছিলে এ মহীতে॥
এসিয়া, ব্রহ্মদ্বীপ, জার্ম্মাণ মার্কিণ
ভূমণ্ডলে যত মানব-বাস।
সর্ব্বস্থানে তুমি করিতেছিলে
গৌরচন্দ্রের মহিমা প্রকাশ॥
কত অভাজন দীন দুর্জ্জন
শ্রীকৃষ্ণভজন সুধারস পিয়ে।
উপধর্ম্ম যত করিলে দূরীভূত
রূপানুগ ভজন সজ্জনে দিয়ে
যবে ব্রহ্মনিষ্ঠ দেশ স্বীকার করিলে
সংসার-তারণ-সেতু।
তুমি পত্রদ্বারে এ অধমে লেখেছিলে
'তব বন্ধ নিবন্ধন হেতু।'
বিফলে জীবন যেতেছে বহিয়া
জড়াভিনিবেশ-মগ্ন।
আজ কাল করি জরা আক্রমিল
ভাঙ্গিল না শুভলগ্ন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-বিরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকার শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌড়ীয় পীঠ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] গোলোক [illegible] চতুর্দ্দশ বিগ্রহ [illegible]। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] আছে রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সেবা[illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতার [illegible] শ্রীমঠ [illegible] প্রতিষ্ঠানভুক্ত [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা। [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] থাকেক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যিক [illegible] কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি নিত্যযোগপীঠ রক্ষক—শ্রীমদ্‌গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্বন্দিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) [illegible] দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাদি [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) শুকদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীমান [illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভাবুকমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতারকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজার্ভেটারি [illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কালিন্দিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পাঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল;

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ গুহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, প্রযত্নে গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্‌-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেক কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵০
মরিশস ১০০০ নং	১০৵০
মাকড়োয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
গিনি	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸৵০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪.
গোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১।৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

আগরা	৫৬৲
রামদীতা	৫৩৲
কুমরেশ্বরী	৪৩৲
	৪২।০

পাঞ্জাব	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আসেন দোলার ফাইন	৫৪৲
লিট ল আসেন কয়কচ	৪০৲
কবাটি পুরলিয় ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ পাথর	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০ ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩॥০

ষ্টিল পাটী, গোলটু গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

5টকলের চালমণ ৫৶০, পাটের চালমণ ৬॥০

তুলার চালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়াতে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বালকেরা উহার কার্য্যতঃ অত্যন্ত আদর। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

		সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
		১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		॥০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি		২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম		৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম		৮৲	৬৲		৲
এক কলম		১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

কাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

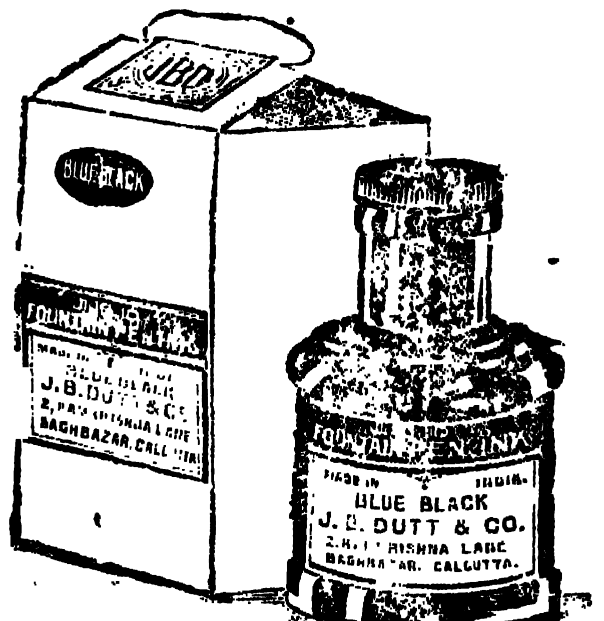

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৪৯

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিশ খোলা হইয়াছে

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

——:(০):(*):(০):——

গতকল্য ২৬শে এপ্রিল (১৯৩৭), ১৩ই বৈশাখ (১৩৪৪), সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর পোষ্ট অফিশ এখন কম্বাইণ্ড অফিশে পরিণত হইল। বহুদিন হইতে এখানে একটী টেলিগ্রাফ অফিশের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে ছিল। এইস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রিকা প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছেন। এপর্য্যন্ত পত্রিকার জন্য সংবাদাদি সংগ্রহে ও আদানপ্রদানে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল; বর্ত্তমানে এখানে টেলিগ্রাফ অফিশ হওয়াতে সে অসুবিধা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

———

রাজ্যাভিষেক ও ভারতে উৎসব

আগামী ১২ই মে সম্রাট ষষ্ঠজর্জ্জের রাজ্যাভিষেক হইবে,। ভারতে ঐ উপলক্ষে উক্ত দিন কোনও প্রকার উৎসব হইবে না। ঐ দিন গভর্ণমেণ্টের ইমারতাদি আলোকিত হইবে না অথবা জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে কোনও অর্থ সংগৃহীত হইবে না; তবে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হইবে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরা যদি কোন প্রকার উৎসবের আয়োজন করেন তাহা করিতে পারেন। ১২ই মে তারিখে ছুটি থাকিবে। ইহা ব্যতীত রাজ্যাভিষেক সম্পর্কীয় উৎসবগুলির মধ্যেও আর একদিন ছুটি থাকিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্কুলের বালকদিগের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, দরিদ্রকে ভোজন করান, আতস বাজি প্রভৃতির আয়োজন করিতে পারেন।

———

পার্লিয়ামেণ্টের উচ্চতর পরিষদে লেডী দেরস্থান

ব্রিটিশ-সরকার লর্ড সভার সংস্কার সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। যদি এই সম্পর্কিত সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে শীঘ্রই উক্ত সভাও লেডী সভা নামে অভিহিত হইবে।

যে সকল অধিকার থাকিলে লর্ডগণ উক্ত সভায় প্রবেশ করিতে পারেন ঐ সকল অধিকার থাকিলে লর্ড-পত্নীদিগকেও উক্ত সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সরকার আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন।

যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে লেডী সেফিল্ড ও লেডী রোনডা সহ ২০ জন লর্ড পত্নী লর্ড-সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

———

১১ জন রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

নিম্নলিখিত রাজবন্দিগণ গত ২২শে এপ্রিল মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইঁহারা দমদমে ক্লাইভ হাউস ট্রেণিং ক্যাম্পে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন:—

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র, (নোয়াখালী); পরিমল মজুমদার (নোয়াখালি); হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী; দিবেন্দু সুন্দর বসু (বরিশাল); সুধাংশুমোহন চক্রবর্ত্তী (ত্রিপুরা); সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী (বরিশাল); নির্ম্মলকুমার অধিকারী; পূর্ণেন্দুবিকাশ সেন (চট্টগ্রাম); সতীন্দ্র বিজয় ভোর (চট্টগ্রাম); প্রফুল্লকুমার গুপ্ত (বহরমপুর) এবং রমেশ চন্দ্র সাহা (বরিশাল)।

———

আলোয়ার রাজ্যে সংঘর্ষ

আলোয়ার রাজ্যের কায়োর নামক স্থানে গুলী চালনার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে আলোয়ার সীমান্ত হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী রেওয়ারী নামক স্থান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, এক মুসলমান জনতা হিন্দুদের শোভাযাত্রায় বাধা দেয়—এই সম্পর্কে পুলিশকে গুলীবর্ষণ করিতে হয়। গুলীচালনার ফলে বারজন লোক মারা গিয়াছে। উহার অধিকাংশই হিন্দু। একজন পুলিশও মারা গিয়াছে। ৬০জন লোককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বহুদিন হইতে নাকি মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। তাজিয়া-শোভাযাত্রা সম্পর্কে মুসলমানদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়াতেই নাকি এই মনোমালিন্যের উদ্ভব। তাজিয়া-শোভাযাত্রা সম্পর্কে আরোপিত বিধি-নিষেধের প্রতিবাদে গত মহরমের সময় মুসলমানেরা তাজিয়া শোভাযাত্রা বাহির করে নাই—উহারা তাজিয়াগুলি রাস্তায় ফেলিয়া রাখে। এবার ঐ রাস্তা দিয়া হিন্দুরা শোভাযাত্রা বাহির করিতে গেলে মুসলমানেরা আপত্তি করে।

হাবড়ায় নববর্ষের কুচকাওয়াজ

——::(x)::——

গত ১লা বৈশাখ হাবড়ার ময়দানে সকালে ৬-৩০ মিনিটের সময় নববর্ষের কুচকাওয়াজ হয়। প্রত্যুষ হইতেই এই অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য লোক সমাগম হইতেছিল এবং ৭-৩০টার মধ্যেই প্রায় ২০,০০০ হাজার লোক সমবেত হয়। বিভিন্ন ক্লাবের বিশিষ্ট পোষাক পরিহিত প্রায় ২০০০ হাজার স্বেচ্ছা-সেবক এই কুচকাওয়াজে যোগদান করিয়াছিল।

———

প্রবল ঝঞ্জাবাতে ৫১ জনের সলিল-সমাধি ও ১৭০ জন নিখোঁজ

——:০:——

উত্তর জাপানের ২২শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সাখালিয়েন উপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলভাগের নিকট টাইফুন (প্রবল ঝঞ্জাবাত্যা) হওয়ায় কতকগুলি মৎস্যধরা জাহাজ বিপন্ন হয়। ফলে ৫১ জন মৎস্যজীবী সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে এবং ১৭০ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

———

আলোয়ারে হত্যাকাণ্ড

আলোয়ার রাজ্যের গরের নামক স্থান হইতে ঐ অঞ্চলের হিন্দু জন-সাধারণ হিন্দু-মহাসভার অফিসে খবর পাঠাইয়াছেন যে, হিন্দুদের উপর গুলী চালনার ফলে ১৫ জন লোক মারা গিয়াছে এবং শত শত লোক আহত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৬০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ ৯৲
২। বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সংহিতা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ⁄১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রমেয়রত্নকণিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্গলপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন - মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্ সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মহাকাব্য মহোদধির সমাহৃত সিদ্ধান্তসমূহের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুত্তমতা আয়াসন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত্র-সারে মহা হইল এক বিরাট, আকর ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা। ব

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

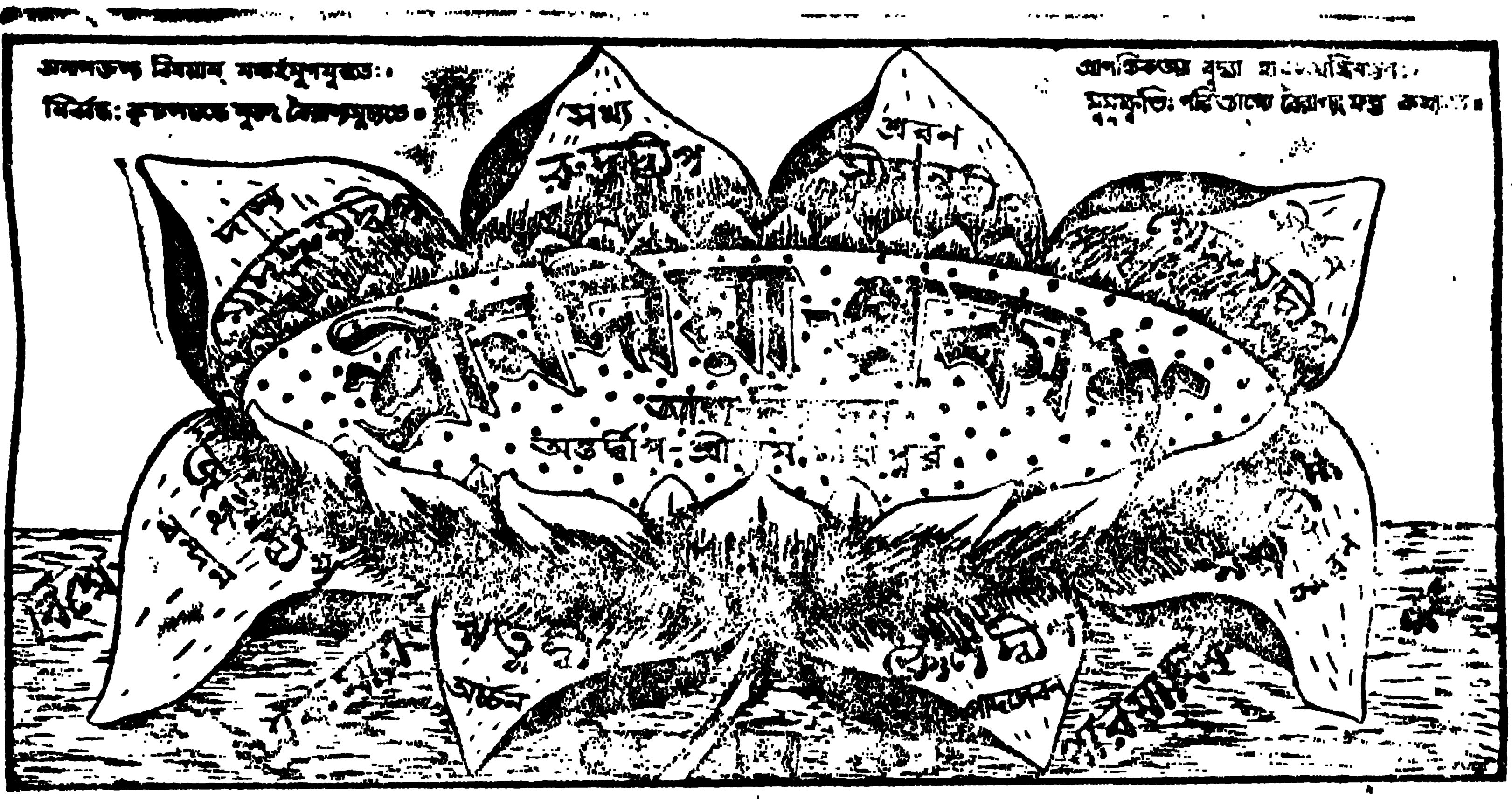

১২শ বর্ষ { ১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৪১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কয়েকদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ও শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ জীবের নিত্য-কল্যাণপ্রদ শ্রীভগবদ্-ভাগবত-মহিমা এবং দুরত্যয়া মায়ার করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কি প্রকারে সেই ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী কৃষ্ণনগরবাসী কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু শ্রদ্ধালু সজ্জনের আহ্বানে গত ২৭শে এপ্রিল তথায় শুভাগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বামীজী কয়েকদিবস তথায় অবস্থান করিয়া পাঠ-বক্তৃতাদিমুখে গৌরবাণী কীর্ত্তন করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্যাভিনন্দনোপলক্ষে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ও ব্রাহ্মণ ভক্ত শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী পাটনায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। স্বামীজী বর্ত্তমানে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিবেন।

বিশ্ববিশ্রুত একমাত্র বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে বিশ্বের একমাত্র পরমার্থানুগত বিদ্যামন্দির শ্রীধাম মায়াপুরস্থ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" কর্ত্তৃক অভিনন্দন প্রদানোপলক্ষে গত ১০শে এপ্রিল শনিবার তারিখের দৈনিক "অ্যাডভান্স" পত্রিকায় নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে —

NEW PRESIDENT OF GAUDIYA MATH.

(From a correspondent)

April 13.

The Teachers and students of the Thakur Bhakti Vinode Institute Sree Mayapur, Nadia organised a big meeting in the afternoon of the 10th instant to accord a most hearty welcome to Paramahansa Sri Srimad Ananta Vasudev Brahmachari, Paravidyabhusan, the new President Acharyya of the Institute in succession to His Divine Grace Paramahansa Paribrajakacharyya-barya Sree Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj the President Founder of Sree Gaudiya Math. Addresses in English, Sanskrit, Bengali, Uria and Hindi were presented to the President by the teachers and students in wellchosen expressions of devotion worthy of the occasion. The meeting was a grand success. At the end Prasadam was distributed to all present.

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীরামনবমী মহোৎসব

গত ২৯শে চৈত্র সোমবার কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ সেবাকোবিদ প্রভুর উপস্থিতি ও সংযোগিতায় শ্রীরামনবমী মহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির পত্র, পুষ্প, বৃক্ষ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতেই কীর্ত্তন হইতে থাকে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় মঠে আহূত একটী সভায় শ্রীপাদ রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় ব্রহ্মচারীজী ঐশ্বর্য্যময়, মাধুর্য্যময় ও ঔদার্য্যময় বিগ্রহগণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীরামভক্ত শ্রীমুরারিগুপ্তের চরিত্র ও লীলাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গের পর উপস্থিত সকলকে ফল ও মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অভী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

—তখনই খুঁজে পাবে তাঁ'র সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরযোগ্য একমাত্র অবলম্বন। আর ভয় ? তখন থেকে তাঁ'কে ভয় ক'রে চলবে ; কারণ, আর ত' সে সেই মায়ামুগ্ধ নশ্বর-সম্বন্ধী জীব নয়। এখন ত' সে প্রভু নয়—কর্ত্তা নয়—ভোক্তা নয়,—তখন সে দাস—সে সেবক—সে ভোগ্য। তাঁ'র প্রার্থনা তখন 'রূপং দেহি', 'জয়ং দেহি' নয়, তাঁ'র প্রার্থনা তখন —'দাস-দাস-দাসাগ্য দাসং দেহি মে প্রভো'! কারণ,—তখন সে 'অভী'। শ্রীমদ্ভাগবতও ব'লেছেন —

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ
তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

শ্রীগুরুদেব! আমার কি গতি হ'বে! আমি যে ভীষণভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম হ'তে সম্পূর্ণ বিমুখ,—তাই জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত মজ্জাগত 'দ্বিতীয়াভিনিবেশ, ভূতের বোঝার মত আমায় চারিদিকে ঘিরে রেখেছে, ভয়বিহ্বল আমার এ জীবনটাকে মরণের চেয়ে অধিক যন্ত্রণাময় ক'রে তুলেছে। প্রভো হে,—আপনার অমন্দোদয় কৃপা-বলে ক'বে সে দিন হ'বে যে দিন বলতে পারব—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভাগী,
তব সুখ যাহে, করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার
কি কাজ

"ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মী জীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ-দর্শনে লোকে ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ মধুসূদন, শ্রাণ্ প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীচৈতন্যের মত

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ। জগজ্জীবকে সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া চৈতন্যদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। কৃষ্ণই ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বা গৌরাঙ্গরূপে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শ্রীমন্মহাপ্রভুই মাদৃশ পতিতের একমাত্র বন্ধু। তাঁহার ও তদ্ভক্ত-কৃপা ব্যতীত আমাদের মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় পন্থা দেখি না। আমরা সংসার দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমাদের হস্তপদাদি বদ্ধ, আমরা অবলম্বনহীন. কাম-ক্রোধাদি নক্র মকরসমূহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটে মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের আর নিস্তার নাই। তাই আমরা তাঁহার শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

'কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরীবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।'

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত-ভাবে বিভাবিত হইয়া আমাদিগকে নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তৎপ্রদর্শিত পথ বা পারমার্থিক মতই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় এবং তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা একটি প্রাচীন শ্লোকে এইরূপ দেখিতে পাই,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম-বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজ-বধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন সেই উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতই অমল-প্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

শ্রীনারায়ণ ষাটগুণ সম্পন্ন এবং সকল বিষ্ণুতত্ত্বের আকর শ্রীবলদেব প্রভু দ্বিষষ্টি-গুণসম্পন্ন। কিন্তু এই বলদেব প্রভু যাঁহার দ্বিতীয় দেহ বা যে স্বয়ং-রূপের স্বয়ং-প্রকাশ সেই কৃষ্ণ চৌষট্টিগুণসম্পন্ন। তিনি সর্ব্বগুণের আকর, সকল মঙ্গলালয়, পরম-মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ। এই শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতি তত্তদ্ অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ত্রিবিধ প্রতীতিই পূর্ণ। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মপ্রতীতি বা ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক প্রতীতি নহে। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ প্রতীতি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম।

আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূর্লোকে বাস করি। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতলাদি সপ্ত অধর লোক সবই চতুর্দ্দশভুবন লোক। উক্ত সপ্তলোক-মধ্যে ভূর্লোকই প্রথম। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী লোক সকাম পুণ্য সঞ্চয়কারী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান। আর তদূর্দ্ধ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোকচতুষ্টয় অপ্রাকৃত নৈষ্কর্ম্মিকগণের প্রাপ্য। এতন্মধ্যে উর্দ্ধরেতাগণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্টকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্যস্থান মহর্লোক; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান জনলোক এবং যতিগণের প্রাপ্য স্থান—সত্যলোক। কিন্তু মুমুক্ষু অর্থাৎ যাঁহাদের ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার দুরাশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে দ্বারকা, তদুপরি মথুরা, তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।

পরব্যোমে যে যে ধাম আছে সেই সেই ধাম এই প্রপঞ্চে প্রকাশিত বা প্রকটিত হইয়া থাকেন। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। এই প্রপঞ্চ সেই ইন্দ্রিয়াতীত চিজ্জগতের বিকৃত হেয় প্রতিফলন মাত্র। এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত যে শ্রীমায়াপুর-গোলোক-বৃন্দাবনাদি ধাম, তাহা প্রপঞ্চাতীত বস্তু। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অপ্রাকৃত শ্রীনামের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ শ্রীধামও সেবোন্মুখচিত্তেই উদিত হইয়া থাকেন। এই প্রভু বস্তু অপ্রাকৃত শ্রীধাম আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন, সেব্যবস্তু। সুতরাং শ্রীধামের কৃপা বা ধামবাসী বা ভক্তবাসিগণের কৃপাতেই আমাদের শ্রীধাম বা ধামেশ্বরের সেবা বা দর্শন লাভ হয়। চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহা প্রাপঞ্চিক বস্তু নহেন। জলসম্পর্ক শূন্য হইয়া যেমন সরোবরে পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চ সম্পর্ক-শূন্য হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনাদি পৃথিবীতে অবস্থান করেন।

অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশ-বিশেষ। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যভাব এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি রূপে বিলাস। তবে অনন্ত বৈকুণ্ঠে অনন্ত বৈচিত্র্য বিরাজমান। বৈকুণ্ঠ-সুখ হইতে অযোধ্যা-সুখ মহান, অযোধ্যা-সুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর এবং গোলোক-বৃন্দাবনবাসী বা ব্রজবাসিগণের যে সুখ তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রসবিশেষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বা সুখ আছে সে সকলও পরমানন্দপ্রদ। সেখানকার দুঃখ বা বিরহ প্রভৃতি পরমানন্দেরই পুষ্টিকারক। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সকল বিষ্ণু অবতারের অবতারী—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশরূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসে নিত্যকাল সেবিত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উন্নতোজ্জ্বলরসে মূল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে এই গোকুলেশ কৃষ্ণের সেবার অসমোর্দ্ধত্বের কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন।

এই কৃষ্ণের সেবালাভের একমাত্র উপায় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। এই শ্রীনাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। ইঁহাতে মায়ার কোন ব্যবধান নাই। এই শ্রীনাম বা অপ্রাকৃতশব্দ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। ইনিই আমাদের নিত্যোপাস্য বস্তু। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন তাঁহারা অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সঙ্গসুখে মগ্ন তাঁহারাই প্রেমিক বা চিদ্রস-রসিক। এই শব্দ শুদ্ধসাধুর শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়া জগন্মঙ্গল বিধান করেন। এই শব্দব্রহ্মের উচ্চারণকেই জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব সাধন ও সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
"প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

আম্নায় ও আনুগত্য

(মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার)

ভগবান্ স্বয়ংই তদনুগত আম্নায়-পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জগদ্গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। অচ্যুত-বংশধারা কখনও চ্যুত বা ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। বাস্তব সত্য, বাস্তবসত্যের কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেব ও তৎ-শ্রবণকারী শিষ্যের নিত্যত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। 'নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাইপদ সদা কর আশ'—ইহাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাণীতে আমরা শুনিতে পাই। যাহারা শ্রীগুরু পারম্পর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিবার বিচারবিশিষ্ট, তাহারা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনর্থ-কবলিত। অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিগুরুর গৌরবের বশবর্ত্তী তৎপ্রকটিত আম্নায়শাখার মূলগুরু ব্রহ্মার হৃদয়ে বাস্তবসত্য বিস্তার করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে অধস্তন লোকপিতামহ পরবিদ্যার সেব্য বেদসত্যাদি প্রেরণ করিবার পরিবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশরূপে অচ্যুত-বংশধারায় অপ্রাকৃত সত্য বিস্তার করিয়াছেন। ইহাই শ্রৌত-সিদ্ধান্ত।

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশবাণীর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া যে তৃণাদপি সুনীচতার কপট অনুকরণ প্রদর্শিত হয় তাহা কখনই সুধীজন-মাত্র নহে। "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ"—ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার ভজনই মহাজনবিহিত।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়'

হরিজন-দ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব ॥
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা' ত কভু নহে অনিত্য বৈভব ।
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব ॥

এই বৈষ্ণবপ্রতিষ্ঠা ভোগবিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে, উহার সেবনই সাধুশাস্ত্র-সম্মত বিচার। যিনি ঐ প্রতিষ্ঠার ভজন-বিচার পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া উহার দ্বারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের বিচার পোষণ করেন, তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞা-উল্লঙ্ঘন জন্য অপরাধী হইয়া গুরুত্বলাভের পরিবর্ত্তে লঘুই হইয়া থাকেন। তাহাতে হরিজন-দ্বেষই তাহার প্রধান ও প্রথম কৃত্য হইয়া উঠে।

'তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা"
—তাহার সহিত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা এক নহে।

"মৎসরতা-বশে তুমি জড় রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্ঠব ।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব ॥"

—এই সকল বিচার বহুমানন করিবার ভাগ্য উদিত না হইলে মাৎসর্য্যই প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া উঠে। এই মাৎসর্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকেই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" অর্থাৎ "এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে মাৎসর্য্য বিহীন ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে' —এই বাক্যে মৎসরতাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করা হইয়াছে।

যাহারা "বৈষ্ণবের পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন"—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"—এই সকল শ্রৌতবাণীর অনুসরণ না করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার বিচার-বরণের পরিবর্ত্তে যাহারা বৈষ্ণব হইয়া যাইবার দাম্ভিকতা পোষণ করেন, তাঁহারা সাধুশাস্ত্রবিগর্হিত-পন্থার বহুমাননকারী বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। নিত্যসিদ্ধ গৌর-নিজজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর ।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর ॥
'আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি ।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী ॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি' ।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার ।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র ॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি ।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"—এই উপদেশ এবং উপরিউক্ত মহাজনবাক্যসমূহ স্মৃতিপটে সর্ব্বক্ষণ উদিত থাকিলে গুর্ব্ববজ্ঞা বা বৈষ্ণবাপরাধরূপ কোন অনর্থ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

শ্রীভগবৎপ্রিয়জনের আনুগত্যে ভগবৎ-সেবার বিচার গ্রহণই পরমার্থবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বর্ণপরিচয়ের কথা। যাঁহারা পারমার্থিক জীবনযাপন জন্য লুব্ধ হইয়া এই বিচারটী বিস্মৃত হন, তাঁহারা আত্মমঙ্গলে উদাসীন থাকিয়া নিজের সমস্ত অমঙ্গলই বরণ করেন। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথায় ইহাই জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট—শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীপ্রচার। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই মনোহভীষ্টসেবার বিচার উদিত হইলে তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ প্রিয়তম জনের আনুগত্য ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-প্রচারের দোহাই দিয়া যাঁহারা আপনাদিগকেই প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা জগতের সমস্ত অমঙ্গল করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-প্রচারই গুরুপাদপদ্ম-প্রেষ্ঠ আচার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বা কৃত্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোনও কৃত্য নাই। নিষ্কপট-সেবকগণ সতত আচার্য্যেরই অনুগত।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

ভয়

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী)

ভয় জিনিসটা এমনই যে, এই প্রাণি-জগৎটাকে একেবারে গ্রাস ক'রে ব'সে আছে। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্দ্ধন, বীর-ভীরু, বিদ্বেষ-বিজ্ঞিত, মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গ কেউ এ'র কবল থেকে বাদ যায় নি। অবশ্য কথাটা কোন নির্ভীক বুদ্ধিমানের নিকট নিশ্চয়ই 'আপত্তিকর ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে, কিন্তু তা' কি করব, "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" সত্যি কথা প্রায়ই কর্ণ প্রীতি-প্রদ হয় না। আর একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অতি বড় নির্ভীকাভিমানীর পক্ষেও এটা বস্তুত ক্ষোভের বা লজ্জার কিছুই নেই। তবে এ'কথা ঠিক যে, আমি হয়ত' বাঘ দেখে তিন হাত পেছিয়ে পড়ি আর তিনি না হয় কেউটে দেখে about turn ক'রে double march করেন—তফাৎ এই পর্য্যন্তই। মোট কথা, বদ্ধজীবমাত্রই ভীতি-কবলিত, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

একটু মন দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝ্‌তে পারা যে এই 'ভয়' জিনিসটা আমাদের মনের একটা অবস্থা বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিজ কোন বস্তুর বা নিজের বর্ত্তমান বা ভাবি বিনাশ শঙ্কা-প্রসূত যে মানস-বিক্রিয়া তাহাকেই আমরা 'ভয়' নামে অভিহিত ক'রে থাকি।

এই ভয়টাকে এড়িয়ে যাবে ব'লেই ত' প্রাণি জগতে এত প্রাণান্ত পচেষ্টা, এই 'আজন্ম-মরণান্ত ছুটাছুটি —কিন্তু এতটুকুও সফল-কাম তা'রা হ'তে পেরেছে কি? অনাদিকালের অদৃষ্ট কর্ম্ম-জনিত জন্ম মরণ-জোয়ার-ভাটা-সঞ্চালিত জীবন-নদীর তটভূমি ক্রমশঃ ভেঙ্গেই চলেছে দারুণ কালস্রোতের একঘেয়ে টানে; জীব হ'য়ে উঠছে আরও ব্যাকুল,—ভাই ভীত হ'য়ে, চলেছে ছুটে আত্মরক্ষা করবে ব'লে, আর স্রোত চলেছে আরও বেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে,—চির অজানিত চির অপরিচিত কোন্ দেশে কে জানে? হায়, এমনি ক'রে কত যুগ-যুগান্তর যে কেটে গেল কে তার ইয়ত্তা করবে?

আচ্ছা, কেন এমন হ'ল? আমার জীবনটা এমন ভীতি-সঙ্কুল—এমন দুঃসহ-দুঃখ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? কেবল একটা 'গেল-গেল' ভয়! সব আছে—স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সবই যথাযথ পরিমাণে বিদ্যমান তবু যেন একটা কেমন 'ভীতু ভীতু' ভাব—একটা অজ্ঞাত অশান্তির ক্ষীণধারা অন্তরের গভীরতম দেশ হ'তে উদ্‌গত হ'য়ে ক্রমবর্দ্ধমানরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তবেই আমি একে কিছু না মনে ক'রে স্ত্রীপুত্রের আবরণে পাশ কাটিয়ে যাব মনে করি না কেন, বস্তুত তা' পারি কি? না—পারি নে—তা' সম্ভব নয়

ভাবের ঘরে চুরি ক'রে বা মনকে চোখ ঠেরে আমাদের যেসব বুদ্ধিমান রাখা-গোছেন 'বেশ আছি' ভাবনায় এপাশ-ওপাশ উল্টে পাল্টে ধরে। মনের উপর রং ফলাতে যতই চেষ্টা করি না কেন, ফল তা'তে হ'বে না কিছুই; পরন্তু—'শ্রম এব হি কেবলম্।' কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মন যদিও আমায় এদিকে ভুলিয়ে রাখতে চায় তথাপি পলাতক সুনীল অন্তর-নিহিত জাগ্রত-সত্যটী যেমন অপকর্ম্মের শত প্রকার সমর্থনের ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে মনের কোণে উঁকি মেরে তার লোভনীয় জীবনটাকে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বিসহ ক'রে তুলে, তেমনি মনের আমার সহস্র সহস্র প্রতারণার মধ্যেও বাস্তব সত্যটী সময় সময় উদিত হ'য়ে জানিয়ে দেয়—আমি অপরাধী, তাই আমার সর্ব্বদা এমন সন্ত্রস্তভাব—জীবন এমন সুখ-লেশ হীন।

আমি এই জড়জগতের ক্ষণভঙ্গুর স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মমত্ব-সম্বন্ধরূপ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছি এবং যেহেতু আমার সম্বন্ধের বিষয় নশ্বর কাজেই 'অদ্য বাব্দশতান্তে বা' বিনাশ তা'র ধ্রুব; সুতরাং আমার সহিত বিয়োগও অবশ্যম্ভাবী। আমার ব'লে যা'কেই ধরতে চাই তাদের কাকেও ত' স্থায়িরূপে দেখতে পাইনা। হায়! হায়! এই বিয়োগের জগতে জোর ক'রে যুক্ত হ'তে গিয়েই না আমার এ সর্ব্বনাশ আমি নিজে ডেকে এনেছি!

ওঃ! অবিমৃষ্যকারিতার কি বিষময় পরিণাম! ক্ষণিকের মোহে জন্মজন্মান্তর ব্যাপী নিদারুণ দুঃখের একমাত্র হেতুভূত এই 'সর্ব্বনেশে' ভয়ের নিকট কতকালের

জানে! যে মুহূর্ত্তে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে স্বরূপবিভ্রান্ত হ'য়ে সম্ভোগ-লালসায় তা'র নশ্বর জগতের সহিত কায়েমী সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে নিয়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল বসিয়েছি অখাতসলিলে ডুবে মরেছি।

কিন্তু এখন উপায়? এমন কি কোন পথ নেই যা'তে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি রক্ষা পেতে পারি? আছে, ঐ শোন ভগবানের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ঐ একমাত্র পথ। —"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। যখন জীব এই প্রাকৃত জগৎ হ'তে নিজকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ক'রে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নপ্রকাশ শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত সম্যক্‌ভাবে সম্বন্ধিত হ'তে পারবে, কেবলমাত্র তখনই হবে তা'র এই কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-উদযাপন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ... শ্রীমায়াপুর, ... শ্রীচৈতন্যদেবের ... শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর ... চতুর্দশ ... শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ...

রক্ষক- ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা ...

শ্রীমঠ ... প্রধান ... গৌড়ীয় ... প্রচার ... সাপ্তাহিক ... প্রকাশিত ...

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক— ... দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তি ... রাধাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান। রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রীবংশীগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা চৌরপাপাদ্ধার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি... মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক— শ্রীভজনানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক ...

(১২) ... গৌড়ীয়মঠ

... শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — ... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাবা — ... নিকটবর্ত্তী

পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক — ... অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — ... অধিকারী।

(১৮) ... আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — ... ব্রহ্মচারী ...

(১৯) ... মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী... সরকার।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বস্যাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... এম, এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

২৮ ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ...বিহার, ... (ই, বি)

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাণ্ডারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী...মাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... গয়া

রক্ষক — শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী, বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

... বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, ... (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রদীপ ... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ...নন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীরঙ্গবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক – শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ গত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রীফেলানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— শ্রীঅনন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহ, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং ... স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মুল্লার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাবলু ৭, লণ্ডন।

টেলি— "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী... ভক্তিহৃদয় গোস্বামী

পুরাতন নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৮।৴০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

চিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
খলিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাহতোয়া সাদা	৯৲০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৷৫০
গভরেণ	২২।৶ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আংরে—	৩৪॥৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাড	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অজরা	৫৬৲
রাধাগীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোনার ফাইন	৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ কাচন	৪৩৲
চাম্বার্গ পাথা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকেল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲-১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০ -১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
নরগা টী আয়রণ।	১০৲—
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গ্যাল্‌ভ)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা হন্দর	৭॥০
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১০॥০
টিল পাটী, বোল্টু গরাদে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট দোকানপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:(:*:):-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবধার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।।০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি ত্তের

ফাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE ... PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগসম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৫০

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রুশিয়ার নৌবল বৃদ্ধি

গত ১৫ই এপ্রিলের কূটনীতিবিদ-মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রতীয়মান হয় যে, রুশিয়া এক বিরাট নৌবহর গঠনের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং শীঘ্রই প্রথম-শ্রেণীর নৌশক্তির মধ্যে গণ্য হইবার দাবী করিতে পারিবে। রুশিয়া তাহার নৌশক্তি-বৃদ্ধির পরিকল্পনা এরূপভাবে গোপন রাখিয়াছে যে, রুশিয়ার বর্ত্তমান নৌবহরের শক্তি সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এরূপ জানা গিয়াছে যে, রুশিয়ার নৌবহর শক্তিতে ও সংখ্যায় জাপ-নৌবহরের সমকক্ষ হইবে। উত্তর মহাসাগরের মারমুরাক নামক স্থানে এই নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি হইবে। রুশিয়ার একটি বিরাট সাবমেরিণ-বহরও রহিয়াছে। ঐ গুলির অধিকাংশই প্রশান্ত মহাসাগরে থাকে। এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

———

ডেপুটী লীডারকে মন্ত্রিপদ-দান

ইউনাইটেড পার্টির ডেপুটী লীডার ডাঃ থেইন মং কোয়ালিশন পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণ হইতে মেমিও যাইতেছেন। সেখানে ব্রহ্ম-লাট ও ব্রহ্মের চীফমিনিষ্টার ডাঃ বা মর নিকট শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করিবেন। তিনি সোমবার রেঙ্গুণ ফিরিয়া আসিবেন এবং মাননীয় ইউ টুন অংজীর নিকট হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইবেন। মাননীয় ইউ, টুন অংজী, শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ইউ, আরবতী হইতে শিক্ষাবিভাগের কার্য্যভার বুঝিয়া লইবেন।

আটোয়া চুক্তির পরিবর্ত্তে আর একটা চুক্তি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য লণ্ডনে এক বৈঠক হইবে। ডাঃ থেইন মং কে ব্রহ্ম-সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছিল। তিনি তখন বাণিজ্য-মন্ত্রীরূপে উক্ত বৈঠকে যোগদান করিবেন।

———

মর্য্যাদা-বোধই অন্তরায়

গত ২৩শে এপ্রিল 'এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সংবাদপত্রে নানারূপ বিভ্রান্ত বিষয় প্রকাশিত হইলেও কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের মিলন সাধনের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চলিতেছে। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের অথবা উভয় পক্ষের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে আলোচনার পক্ষে মর্য্যাদা-বোধই নাকি কতকটা অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের এই কারণ দূর করার জন্য শান্তিদূতগণ ইতোপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দেরই যে, পরস্পরের সহিত আলোচনার জন্য অকৃত্রিম আগ্রহ আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

যদি কংগ্রেসের সহিত লীগের মিলনই হয় তবে এই সর্ত্তে উহা সাধিত হইবে যে, লীগ কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্যক্রম সাধারণতঃ গ্রহণ করিবে। কেবল ধর্ম্মবিষয়ে ও সামাজিক ব্যাপারে লীগের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

———

গীতবাদ্য নিষিদ্ধ

পুণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সোপিয়া,মারুতী-মন্দিরের ট্রাষ্টিদিগকে জানাইয়াছেন যে, হনুমান জয়ন্তী-উৎসব সম্পর্কে ২৫শে এপ্রিল হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত তাঁহারা (ট্রাষ্টিগণ) মন্দিরের সম্মুখে গীত-বাদ্য করিবার যে অনুমতি চাহিয়াছিলেন তাহা দেওয়া যাইবে না। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট লাঠি লইয়া রাস্তায় চলাফেরা নিষিদ্ধ করিয়াও এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

———

দিল্লীতে চুরি নিবারণের ব্যবস্থা

দিল্লীতে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে যে সমস্ত চুরির একাহার পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই বাড়ীর চাকরিগণ কর্ত্তৃক সঙ্ঘটিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ায় দিল্লীর অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের চাকরদের জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সত্যতা নির্দ্ধারণে সাহায্য করিবার জন্য পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল স্পেশাল পুলিশ নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী, যাহারা তাঁহাদের সাহায্য চাহিবেন তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের চাকরদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

———

মৌলবীর আত্মহত্যা

গত ২৩শে এপ্রিল সকাল ৭॥টিকার সময় নর্থ-বেঙ্গল-এক্সপ্রেস-আপ ট্রেনের নীচে পড়িয়া ডোমারষ্টেশনের ডাউন ডিষ্ট্যাণ্ট-সিগনালের নিকটে একটি বৃদ্ধ আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ড্রাইভার লোকটীকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইলে প্রথমতঃ লোকটী সরিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু ট্রেণ নিকটে আসামাত্রই লোকটী পুনরায় ইঞ্জিনের সামনে লাফাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। কি কারণে সে আত্মহত্যা করিল তাহা জানা যায় নাই।

বেকারগণের তালিকা

ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা কত তাহা জানিবার জন্য যে সরকারী কলেজ সকলকে তাঁহাদের ছাত্রদের একটি নির্দ্দিষ্টরূপ বিবরণ সহ তালিকা রাখার জন্য স্থির করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে এক পত্র দিয়াছেন। বিবরণে ছাত্রদের নাম, কলেজপরিত্যাগের বৎসর, কোন তারিখে কি ডিগ্রি লাভ করিয়াছে, বর্ত্তমান পেশা কোন তারিখে প্রথম কাজে নিযুক্ত, মন্তব্য থাকিলে শেষোক্ত বিষয়ের ঘরে। কলেজ পরিত্যাগের পরও ছাত্র বেকার অবস্থায় আছে কিম্বা কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না তাহা জানা গেলে সে কথাও মন্তব্যের ঘরে লিখিতে হইবে।

২০জন নিহত ১৫০ জন আহত

এবোরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় বাজারে একখানা টীনের চালা চাপা পড়িয়া ২০ জন লোক মারা গিয়াছে। এবং ১৫০ জন লোক আহত হইয়াছে। এক প্রচণ্ড ঝটিকায় উক্ত চালাটী ভূপতিত হওয়ায়ই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রকাশ যে, মৃত ও আহত ব্যক্তিরা ঝড় বৃষ্টির সময় ২০০ ফুট লম্বা একখানা টীনের চালার মধ্যে আশ্রয় লয়। এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় চালার থামগুলি ধসাইয়া দেয়, ফলে চালাটি সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হয় ও চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ২০ জন লোকের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কা-জনক। উহাদের হাত পা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র 80৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮
দশম স্কন্ধ — ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৬৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড— ৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ব্রাহ্মণ-আলবর
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-গৌরগীতা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও, শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ)২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। শ্রীদিগ্দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রী প্রেমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ্যপরিচয়ঃ /০
৬৭। সংবাদশনির্ণয় ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ রিভিউ এ্যাডভাইস অন বেদান্ত ॥০
৭০॥ নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বেস্থলীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনঅ্যালেড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাক্ষিক একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়াশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রীর ভক্তিশাস্ত্র. বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আত্মাসক আয়ত্ত আকারে দর্শন এবং এক এক ভগবানের জীবনচরিত-খণ্ডে নব অঙ্কিত এক বিরাট, আকর ও অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুণ্যাশীর্ব্বচন মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী ও দুরূহশব্দ-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

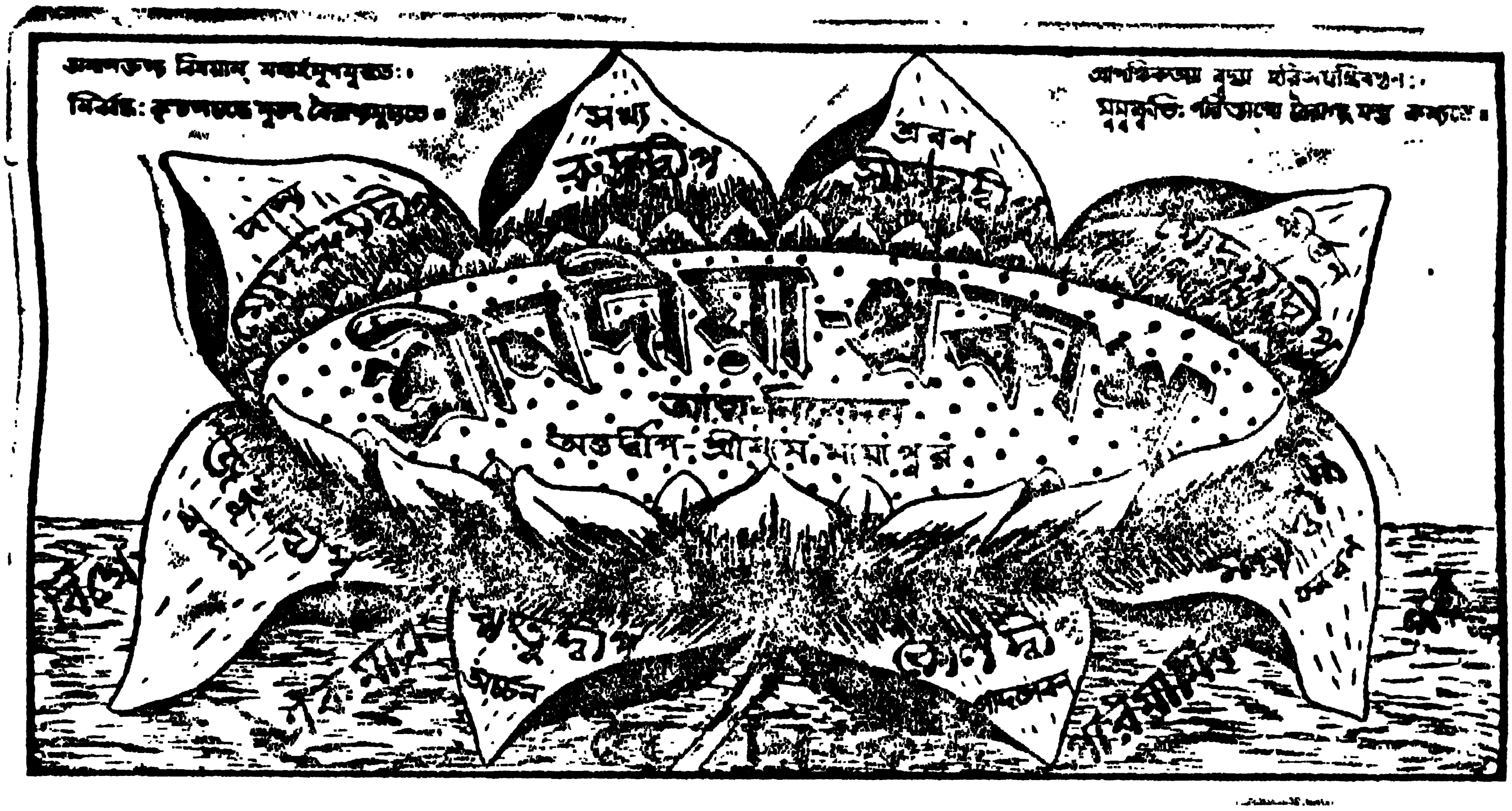

১২শ বর্ষ ৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৫০তম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

—·—:(·):(*):(·:——

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভেচ্ছায় গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৩৭), ১২ই বৈশাখ (১৩৪৪) সোমবার তাঁহার অতি প্রিয়তমস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস উন্মুক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়তম সুযোগ্য অধস্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করতঃ ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবস প্রথমেই স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট সকল সেবকের জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া "By His Divine Grace Prabhupad and Mahaprabhu telegraph opens today. Invoke mercy on all" এই টেলিগ্রামদ্বারা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। ঐ সংবাদ ক্রমশঃ কৃষ্ণনগর, ঢাকা, কটক, মাদ্রাজ, দিল্লী, বম্বে, পাটনা, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, ময়মনসিংহ, লণ্ডন প্রভৃতি বিভিন্ন মঠেও তারযোগে জানান হইয়াছে।

কোয়েম্বাটুরে স্বামী বন

বিভিন্নস্থানে প্রচারকগণের বক্তৃতা

বিশ্ব শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠান আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রজবাসী এম-এ, বি-এল ও শ্রীপাদ ভক্তভূং ব্রহ্মচারী মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিয়া বর্ত্তমানে কোয়েম্বাটুরে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজী ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে পাশ্চাত্য প্রদেশের ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, জেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম একমাত্র মিলনের বাণী অমল প্রেমধর্ম্মের কথা জনতা শিক্ষিত ও অভিজাতসম্প্রদায়ের নিকট বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রচারকগণ কোয়েম্বাটুরে আসিয়াই সহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা বলেন। গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ডোরাই স্বামী আয়েঙ্গার, ভূতপূর্ব্ব জেলা জজ রাও বাহাদুর শঙ্কর আইয়ার, দেওয়ান বাহাদুর বেঙ্কট রাম আইয়ার প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট মহোদয় তাঁহাদিগকে প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। মাদ্রাজ সেক্রেটারিয়েটের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার বি-এ, ভক্তিক্ষমপ্রভু সপরিবারে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতেছেন। সহরের নানাস্থানে পাঠ ও বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় প্রধান উকিল মিঃ পার্থসারথি আইয়ার মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচারকগণের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

* *

স্বামীজী গত ২১শে এপ্রিল বুধবার কোয়েম্বাটুরের 'ওয়াই-এম-সি-এ'তে সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় "ইণ্ডিয়া-এণ্ড-দি-ওয়েষ্ট" (ভারত ও পাশ্চাত্য) সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ এম, আর, আর-ওয়াই, রাও বাহাদুর আর, এস, সঙ্কর আইয়ার বি-এ, বি-এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* * *

গত ২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্বামীজী কোয়েম্বাটুরের 'টাউন হল'এ কোয়েম্বাটুরের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এম-আর আর ওয়াই, ভি, সি ভেলিঙ্গির মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেম" সম্বন্ধে একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় বক্তৃতাতেই বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন

কোয়েম্বাটুর ২২।৪।৩৭

আগামী ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কোয়েম্বাটুরের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রজবাসী এম এ বি-এল মহোদয়ের "শ্রীচৈতন্যদেব ও দক্ষিণ ভারত" সম্বন্ধে এবং ২৪শে এপ্রিল শনিবার ভক্তিবোধ শ্রীপাদ ভক্তভূং ব্রহ্মচারীজীর 'দি সফিকাল সোসাইটি হলে' "হিন্দুধর্ম্ম ও ভারত" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার কথা আছে

কলিকাতায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকদিবস যাবৎ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠে আগত পিপাসু সজ্জনের নিকট ইষ্টগোষ্ঠী ও পাঠ-ব্যাখ্যামুখে সাত্বতশাস্ত্রের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী সম্প্রতি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া কয়েকদিন-যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর সর্ব্বচিত্তহারী পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বামীজী আরও কয়েকদিবস কলিকাতায় অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন।

রেঙ্গুণে প্রচার

গত ৭ই ও ১২ই এপ্রিল তারিখে পি, এম, জি অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুত শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীহরিনামের বিভিন্ন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রভুত্ব, ভক্তাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় ঘণ্টাধিককাল কীর্ত্তন করেন।

* * *

১১।৪।৩৭ তারিখে মিলাড্রন ক্যাণ্টন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত হরশঙ্কর দে মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের গর্ভবিদ্যায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ এবং সেই সাধুমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণীর শ্রবণফলে প্রহ্লাদ মহারাজের অচিন্ত্য প্রভাবের কথা কীর্ত্তন করেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান-আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্ম-জীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ-দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মধুসূদন, ভুত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

সীতাহরণ

শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। তিনি কোন দেব বা মনুষ্য নহেন—বিষ্ণু-বস্তু। সেই ভগবান্ রামচন্দ্রের পরম-প্রিয়তমা, নিত্যসহচরী—আমাদের নিত্যারাধ্যা, স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী সীতাদেবী। সীতারাম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। কেহ কাহাকেও এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদের কথা শুনা যায়, তাহা অসুরমোহিনী লীলা মাত্র। কারণ, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ ও স্বতন্ত্র পুরুষ; সুতরাং তাঁহার দুঃখাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

শ্রীসীতাদেবী স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি, মায়াতীত বস্তু। আর দুষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট রাবণ মায়াবদ্ধ, অজ্ঞান-প্রমত্ত। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ ত' দূরের কথা, মায়াবদ্ধ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব তাঁহার দর্শনও পায় না। সুতরাং দুষ্ট রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে সীতা হরণ ব্যাপারটী কি? উহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সীতাহরণাদি ব্যাপার মোহন-লীলার ন্যায় মায়িক। অধম রাবণ সীতারে স্পর্শ দূরের কথা, সীতার দর্শনও পায় নাই। সে ছায়া-সীতা অপহরণ করিয়াছিল এবং এই ভোগবুদ্ধি-জনিত অপরাধ হেতুই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎ পুরস্তাদনীনয়ৎ॥

(কূর্ম্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ)

সীতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়া-সীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল, মূল সীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন তখন ছায়াসীতা বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এতৎসম্বন্ধে মহাভারত-তাৎপর্য্য-গ্রন্থে ৫ম অধ্যায় ৩২ ও ৩৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীসীতাদেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান রামচন্দ্র যে বিবিধ লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, স্বরূপ শক্তি শ্রীসীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হন। সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য রাবণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলে সীতাদেবী নিজ মায়া প্রতিকৃতি রাবণের অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন এবং তথায় গৌরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন।

কাম্পিল্যনিবাসী শ্রীমাধ্বাচার্য্যাম্নায়স্থ শ্রী ম ল্লা রা য় ণ পণ্ডিতাচার্য্য বিরচিত মণিমঞ্জরী গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গে লিখিত আছে—

ততো দূরং গতে রামে রাবণঃ সহলক্ষ্মণে।
সীতাখ্যাং নীয়তে স্ম দেবী [illegible]॥
রামাগ্রতঃ স্থিতা দেবী ন সন্দেহঃ সমদৃশ্যত।
রূপান্তরেণ কৈলাসং গতা নিত্যাবিয়োগিনী॥
নিত্যং পশ্যন্ নিজাং দেবীং
পুনঃসম্যোগসংভৃতঃ।
রামো ন দৃশ্যতে দেবীভাতুঃ সংকটবানভ॥

* * *

"শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের সহিত (মায়ামৃগ ধরিতে আশ্রম হইতে দূরে গমন করিলে রাবণ সীতাদেবীর ছায়াময়ী মূর্ত্তি অপহরণ করিয়াছিল। ভগবানের নিত্য সহচরী মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবী অন্তর্দ্ধানের অন্তরালে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অবস্থিত থাকিয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসে গমন করেন। নিত্যানন্দময় শ্রীরামচন্দ্র নিজ দেবীকে সতত দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইতেছেন না এমনই সন্তাপগ্রস্ত ব্যক্তির ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন জনগণকে মোহিত করিবার জন্য সীতা পরিত্যাগের অভিনয় মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সর্ব্বব্যাপিনী ভগবচ্ছক্তির ত্যাগ কখনও সম্ভবপর নহে।"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গৌরপার্ষদ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১২৩ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—'বৃহদগ্নি-পুরাণাদৌ রাবণ-হৃতায়াঃ সীতায়া মায়িকত্বং' অর্থাৎ বৃহদগ্নিপুরাণাদিতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ-ব্যাপারের মায়িকত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিতে পাই যে, একজন রামভক্ত বিপ্র রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহরণ হইয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখে আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করতঃ উপবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৈবক্রমে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে হরিকথা প্রচার করিতে করিতে দক্ষিণ-মথুরা বা মাদুরায় শুভাগমন পূর্ব্বক সেই রামভক্ত বিপ্রকে কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গ দান করেন। এবং বিপ্রের হৃদয়-ব্যথার কথা অবগত হইয়া সীতাহরণের সুষ্ঠুসিদ্ধান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিপ্র কহে—"মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নিজলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে, ইহা কাণে শুনি!
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে, এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া মনে না করহ বিচার॥
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু ভাবনা না করিহ মনে॥

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে সীতা অগ্নি কৈল আবরণ॥
'মায়াসীতা' রাবণ নিল,
শুনিলা আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে॥
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥

এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়

(শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিসর্ব্বস্ব)

পরদুঃখমোচনের নামই দয়া। এই দয়া জড়জগতের বিভিন্ন ব্যক্তির কার্য্যকলাপে বিভিন্ন ভাবে লক্ষিত হয়। এই জগতের প্রত্যেক জীবের স্বার্থ অপর জীবের স্বার্থ হইতে ভিন্ন। সেইজন্য এখানে একের উপকারে অন্যের ক্ষতি স্বাভাবিক। যেমন কবিরাজ রোগীর রোগ আরোগ্যরূপ দয়া করিতে গিয়া ছাগলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত করিবার জন্য রোগীর প্রতি দয়া করিলেও বেচারা ছাগ-জাতির উপরে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা করা হয়। এজগতের কোন লোকই এমন দয়া করিতে পারে না, যাহা সকলের প্রতিই দয়া। সুতরাং এই জগতে কাহারও কোন কাহাকে প্রকৃত দয়া বা কাহাকেও প্রকৃত দয়ালু বলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

এজগতের লোক বাদ দিয়া স্বর্গবাসী দেবতাদের কথা আলোচনা করিলেও দেখা যায়, তাঁহারাও সেবার অনুপাতে প্রার্থনা অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। যদি কোন লোক ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের নিকট আপাত-সুখকর বিষবৎ জিনিষও প্রার্থনা করে, তাহা হইলেও তাঁহারা তাহা প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং ইঁহারাও বাস্তবিক দয়াল নহে, স্ব-স্ব-কল্পরূপ ফলদাতা মাত্র।

আজ পর্য্যন্ত শাস্ত্র পুরাণে, বেদ-বেদান্তে কৃষ্ণপ্রেরিত আচার্য্যে, ভগবদবতারে যে দয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দয়া, এমন কি অবতারী কৃষ্ণের দয়া অপেক্ষাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়াই শ্রেষ্ঠতম। ইহা অমন্দোদয়দয়া; তাই তিনি মহাবদান্য। তিনি দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ এই মানবজীবন, যে জীবনে প্রত্যেকেই তাহার সকল আশা, সকল পিপাসা, সকল মঙ্গলের মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে, সেই জীবনটাকে বিষ্ঠা-মূত্রে পরিপূর্ণ শৃগালভক্ষ্য সাময়িক দেহ-সুখের জন্য বিসর্জ্জন দিতে না দিয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন। তিনি মিত্রের নামে শত্রুতা, স্নেহের নামে হিংসা এবং দয়ার নামে নিদয়তা প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া অযাচিত-ভাবে ব্রহ্মাদির দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার দয়ার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

এমন দয়াল নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেম হয় যাঁর দূর দরশনে॥
ঐছে দয়াল অবতার ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে।

কিন্তু এই মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাস দুর্দ্দৈববশতঃ ভট্টথারিগণের কবলে পতিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দয়া করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুরুষোত্তমে আসিয়া তাহার প্রতি বর্জ্জন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌর-করুণাশক্তি মহামহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস হইতেও শত শত দোষী আমার মত সেবাহীন জীবকেও বর্জ্জন না করিয়া শোধন-জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনি ঐরূপ করিয়াও, বোধ হয় আমার উদ্ধার হইল না, এইরূপ স্নেহাধিক্য বশতঃ অধিকতর মঙ্গলপ্রদানের জন্য বলিতেন—"পতনোন্মুখ জীবকে কি কেহ উদ্ধার করিতে পারিবেন না?"

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিলেও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট পুনরায় আবেদন করিয়া কৃষ্ণদাসকে কিছু সেবা প্রদান করিয়া সুদূর গৌড়দেশে মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই নিত্যানন্দ-বিগ্রহ প্রভুপাদ-রূপী পরমদয়াল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই লীলায় কৃষ্ণদাস বা ততোধিক দোষে দোষী শত শত বার পতনোন্মুখ মাদৃশ জীবকে সুদূরে প্রেরণ করা ত' দূরের কথা, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার মহামহাবদান্যতা, ঔদার্য্য-সীমা অভূতপূর্ব্ব দয়ার কথা ভাষায় প্রকাশ করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব?

বিষয়ী প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর অদর্শনে মৃত্যু-বরণ-সংবাদেও সাধক জীবগণকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দান করেন নাই। কিন্তু ঔদার্য্যলীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী যে আচার্য্য অযাচিতভাবে ঐরূপ সহস্র সহস্র বিষয়ী-রাজার কর্ণে হরিকথা মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অহৈতুক দয়াময় প্রভুর দয়ার এককণও প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন তখন—

একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন।
তবে ত' শোভয় বৃন্দাবনের গমন॥

—প্রভৃতি বিচারে কাহাকেও সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হন নাই। এমন কি, বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াও বহুলোক সঙ্গী হওয়ায় সেইবার বৃন্দাবনযাত্রা স্থগিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অসমোর্দ্ধ-দয়াময় প্রভুপাদ এক বিরাট্ অভূতপূর্ব্ব ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অনুষ্ঠান প্রকাশ করিয়া সঙ্গের লোক ত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে বিশ্ববাসীকে সঙ্গে লইবার জন্য, তাঁহাদের গৃহ পরিক্রমা ছাড়াইয়া ধাম-পরিক্রমা করাইবার জন্য, গ্রাম্যকথা ছাড়াইয়া হরিকথা শুনাইবার জন্য, অমেধ্য খাদ্যাদি পরিত্যাগ করাইয়া ভগবৎপ্রসাদ সেবন করাইবার জন্য, স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অজ্ঞ তীর্থভ্রমণের পরিবর্ত্তে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণার্থ ভগবদ্ধাম পরিক্রমার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন গ্রাম্য সংবাদপত্রের দ্বারা, পারমার্থিক সংবাদ পত্রের দ্বারা, হ্যাণ্ডবিল ও প্ল্যাকার্ড দ্বারা, বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়া তাঁহার এই ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, যাঁহারা ভগবান, ভক্ত, ভক্তি, ধাম এবং পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য জানেন না এরূপ ঐতিহাসিকগণ, আমোদ-প্রমোদ রং-তামাসা দর্শনকারিগণ, জলবায়ু-পরিবর্ত্তনপ্রিয় ভোগিগণ, বিভিন্ন দেশ-দর্শনকারী চক্ষুরিন্দ্রিয়সার্থককারিগণ প্রভৃতি অধিকারী অনধিকারী, ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক, যোগ্য-অযোগ্য, জাতি-কুল-ধর্ম্ম, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের ছল দেখাইয়া ব্রজধাম পরিক্রমায় আকর্ষণপূর্ব্বক নিরন্তর চারিভায়ঃ ভক্তি—

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

—এই শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ-পঞ্চকের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মাদির দুর্লভ সুর-মুনি বাঞ্ছিত নিজের অভিমত্য-সঙ্গ ও দর্শন দান দ্বারা জীবের মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা এবং তৎকালে যাহাতে যাত্রিগণকে নিজের স্ব-স্ব জীবন-ধারণার্থ কোন প্রকার চিন্তা করিতে না হয় তজ্জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহাদের সকল প্রকার ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ইতিহাসে হরিভজনের এক স্বর্ণ সুযোগের কথা স্বর্ণাক্ষরে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ সুযোগ দান, ছলে, বলে, কৌশলে এইরূপ সকলকে আকর্ষণ এবং এইরূপ জীবদুঃখকাতরতা ও দয়ার আদর্শ কোন শাস্ত্র ইতিহাসাদিতে বা কোন আচার্য্যলীলায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাই বলিতেছিলাম,—

"এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।"

এমন দয়াল প্রভু কাহারও পাওয়া দূরে থাকুক, কেহ দেখিয়াছেন বা কেহ কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া আমাদের কর্ণে পৌঁছায় নাই। তাঁহার লীলায় অযোগ্য বলিয়া কোন কথা নাই। সকলেই কৃষ্ণসেবার যোগ্য, অনধিকারী বলিয়া কোন কথা নাই, সকলেই অধিকারী। 'নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' শ্লোকের মূর্ত্তিমন্ত প্রচারক, তাঁহার লীলায় বর্জ্জনের কোন কথা নাই। বদ্ধজীবের স্বাভাবিক পতনোন্মুখতা আছে। স্বাভাবিক-বিচারে তাহাকে বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে অধিকতর স্নেহ দয়া এবং কৃপাডোরে আবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি জীবকে হরিভজনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়ার জন্য, তাঁহার সকলপ্রকার অভাব-অসুবিধা দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন,—যিনি ম্লেচ্ছকুলের মঙ্গলের জন্য তত্তদ্দেশেও নিজসেবক দ্বারা হরিকীর্ত্তন-প্রচার ও ভগবদ্বিগ্রহ প্রকট করাইয়া তাঁহাদের নিত্য-মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যিনি হরিভজনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকেও নানা ছলে শ্রীধামে আকর্ষণ করিবার নানা কৌশল বিস্তার করিয়াছেন স্কুল, টোল, পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের দ্বারা ঐ সকল কার্য্যব্যপদেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্র, শিক্ষক, পরিদর্শক এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত আত্মীয় ও তৎপরিচিত বিভিন্ন প্রকারের জনগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে হরিভজনের সুযোগ প্রদান এবং অজ্ঞাতেও অনধিকারী জনগণকে জন্মজন্মান্তরে হরিভজনে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সুকৃতি জন্মাইয়া যে মহামহা-ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝিবার মত শক্তি বা প্রকাশের মত যোগ্যতা আমার কোথায়?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিয়াছি, "সব নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার। সব নিস্তারিতে [illegible]" * * "কেবা [illegible] লে।" শ্রীল প্রভুপাদের চাতুরী, তাঁহার লোক-মঙ্গলের বিভিন্ন প্রকারের ফন্দী, তাঁহার কৃপাদান এমনিভাবে জগতে ছড়াইয়াছেন যে কাহারও কোথা হইতে কোন প্রকারে এড়াইবার সাধ্য নাই। কোন না কোন প্রকারে তাঁহাকে সেই কৃপার কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে: এমনই তাঁহার মহামহাবদান্যতার কৌশল! তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ অন্য যে-কোন লোকও ইহার বাস্তবতা বুঝিতে পারিবেন।

আমরা জাগতিক ও পারমার্থিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শুনিয়াছি, সদ্বৈদ্য রোগীকে অনভীপ্সুকে জোর করিয়া কৌশলে তিক্ত ঔষধ খাওয়ায়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়, শ্রীল প্রভুপাদের আচারে শুধু এইটুকু দয়াই প্রকাশিত হয় নাই, পরন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম-ঔদার্য্য লীলায় এরূপ এক অভিনব ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মুখে বাক্যবিন্যাসের বিষয় নহে বা শুধু তাঁহার অনুগত জনগণেরই মাত্র উপলব্ধির বিষয় তাহা নহে, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ শ্রদ্ধালু একটু অনুসন্ধান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। যে অধোক্ষজ শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম একমাত্র পরম হংসগণের সেবা, যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা শুধু পরম-মুক্তগণেরই লভ্য এবং যাহাতে সাধারণ মানুষ ত' দূরের কথা, ঋষিগণও পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হন, সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা কিপ্রকারে জাগতিক বিচারে নিতান্ত অজ্ঞ ও অযোগ্য সকলকেও অধিকার দিয়েছেন, তাহা সকলেরই লক্ষ্যের বিষয়। তাঁহার সেই অপার্থিব অপ্রাকৃত পিতৃতুল্য স্নেহ ও দয়ার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে। তাঁহার এমনিই দয়া যে, আমরা যে যতই বাহ্য [illegible] যোগ্য হই, দাম্ভিক হই, কৃষ্ণসেবায় অনিচ্ছুক হই কিন্তু তাঁহার অভিমত্য ব্যক্তির প্রত্যেককেই কৃষ্ণসেবায় কিছু না কিছু সুযোগ অন্ততঃ সুকৃতিও করাইয়া দিবেন। তাঁহার এই দেবদুর্লভ দয়ার কথা কি আমাদের নিত্যকীর্ত্তন ও নিত্য স্মরণের বিষয় হইবে না? যিনি আমাদিগকে হরিসেবার সুযোগ দিবার জন্য জাগতিক সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, কলিযুগের জীব আমরা আমাদের অর্থ-চিন্তা, অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা, ডাক্তার কবিরাজের চিন্তা, শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার চিন্তা, মানসিক নানা প্রকার উদ্বেগের ও অপরের চিন্তা সত্ত্বেও যিনি প্রত্যেকের স্ব-স্ব অবস্থা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুসারে সকলেরই সমস্ত প্রকারের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় ব্যাঘাত হইতে দেন নাই, তাঁহার সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ দয়া কি আমাদের পাষাণ হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না? যাঁহারা শ্রদ্ধালু [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন না, তাঁহারা তাঁহার দয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না [illegible] সেই পরম উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকে দয়া করিবার জন্য যিনি কোথাও বা তাঁহাদিগকে সভার সভাপতি নিয়োগ, কোথাও বা ধাম-দর্শন, কোথাও বা মঠের ভিত্তি-স্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানরূপ নানা কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক বালককে লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইবার ন্যায় তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের কর্ণে হরিকথামন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া এবং তাঁহার অভিমত্য অপ্রাকৃত দর্শনদ্বারা তাঁহাদের নিত্য অব্যাহত সুকৃতি লাভের সুযোগ দিয়াছেন, সেই সকল অপার্থিব সুকৃতির [illegible] কথা কি জগদ্বাসীর আলোচ্য বা [illegible] বিষয় হইবে না?

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকার শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

রক্ষক— [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬/১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫

কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে [illegible]

[illegible] সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible]

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক— শ্রীঅনন্তগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমন্দন্দিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমঙ্গলরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮ । ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক— শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক— মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনৃত্যবর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরনারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকাকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক— শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগস্ত্যভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক— শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক— শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুগলমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক— শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

২২নং কারিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক— শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ— শেষশায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গ গুহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াব ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক— পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক - শ্রীজনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজাদি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক- শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্ল্যষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক— ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

প্রচারক— মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬॥০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৶০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাবচোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৷৶০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি সভরেণ	২২।৶১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আবঙ্গে—	৩৪।৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম—	৩৫।৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪
পোলার্ড	১॥৶০-১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৴০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৬৲
রামনগর	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

শালিগ্রাম	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কর্‌মাচি গুরলিন ফাইন	৪৩৲
চাপাগী পাখা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পার্ল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

সাকা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা টী আয়রণ	১০৲—
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ শীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১০॥০
ছিল পাটী, বোল্টু গয়রহে	৮৸০—১০।০
গোল রড রিইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, পদ্মবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

সংস্থাঃ

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৭৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাচন জ্বর কাটিতে অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	I৶০	I৶০	I০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

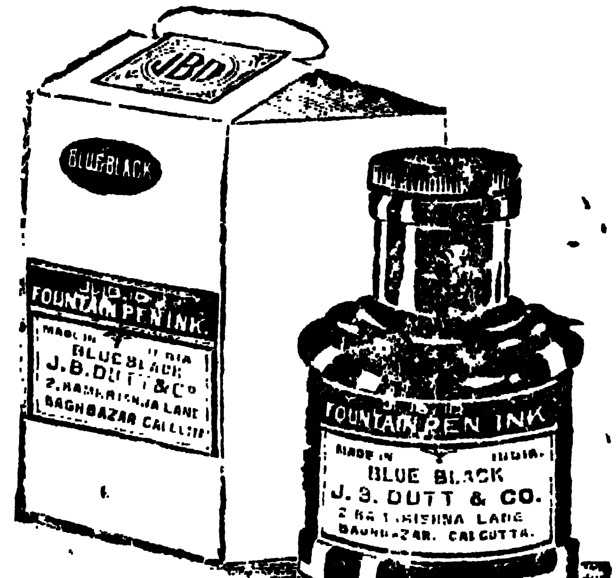

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

জো [illegible] — [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৫১]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(*):(•):——

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা

এই বৎসর জুলাই মাস হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত তিনটী নূতন পদের সৃষ্টি হইবে। সংস্কৃত বিভাগে প্রফেসারের পদ—প্রাথমিক বেতন মাসিক ৬০০৲। প্রতি দুই বৎসরে ৫০৲ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৮০০ পর্য্যন্ত হইবে। বিশেষক্ষেত্রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বেতন ১০০০৲ পর্য্যন্ত উঠিবে। ইতিহাস বিভাগের প্রফেসারের পদ—৬০০৲ টাকায় আরম্ভ প্রতি দুই বৎসর ৫০৲ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০৲ পর্য্যন্ত উঠিবে।

বাঙ্গালা বিভাগের রিডারের পদ—৪০০৲ টাকায় আরম্ভ। প্রতি দুই বৎসরে ৪০৲ বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০৲ পর্য্যন্ত উঠিবে।

ইতঃপূর্ব্বে কোন বিভাগেই প্রফেসার এক হাজার টাকার কম বেতনে নিযুক্ত হইতেন না।

পরিষদের সদস্যগণের স্বাক্ষর-সংগ্রহ

প্রকাশ, বোম্বাই-ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসীদল মন্ত্রীদের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক একটি বিবৃতি রচনা করিয়াছেন, এবং কংগ্রেস দলের হুইপগণ বিগত কয়েকদিন যাবৎ তাহাতে পরিষদের সদস্যগণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন।

উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রীদের উপর ব্যবস্থাপরিষদের আস্থা নাই; সুতরাং পরিষদের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের কথা বলিবার কোনও অধিকার নাই। ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল ইতিমধ্যেই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেক কংগ্রেসী-তরেও নাকি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘটের বর্ত্তমান অবস্থা

বাঙ্গলায় চটকল শ্রমিকদের মোট সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে দেড়-লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। চটকল ব্যতীত কাগজের কল, কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কারখানায়ও ধর্ম্মঘট হইয়াছে। উহাতে মোট ধর্ম্মঘটকারী-শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ হইয়াছে। মোট প্রায় ৬০টি চটকলের মধ্যে ৩৯টি চট-কলের কাজ বর্ত্তমানে বন্ধ আছে। এই ৩৭টি চটকলের মধ্যে ব্যারাকপুর অঞ্চলে ২৭টি, দক্ষিণদাড়ী, কাশীপুর, বরাহনগর। কামারহাটি প্রভৃতি স্থানে এখনও ধর্ম্মঘট, সংক্রামিত হয় নাই।

——

খাদ্যবাহী বৃটিশ-জাহাজ

খাদ্যবাহী ব্রিটিশ-জাহাজ তিনটি বিলবাও পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটি বিদ্রোহী ক্রুইজার ও অপর একটি জাহাজ কয়েকবার সেল বর্ষণ করে; কিন্তু জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, না উহাদের অগ্রভাগের উপর দিয়া গুলী করা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ "হুড" গোলাভরা কামান লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

বিদ্রোহী জাহাজগুলিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, উহারা যদি পুনরায় গুলী করে তাহা হইলে "হুড"ও গোলাবর্ষণ করিবে। বিদ্রোহী জাহাজগুলি তখন চলিয়া যায়।

——

দিল্লীতে হরতালের জের

গত ২৭শে এপ্রিল দায়রা জজ মিঃ এ, এন, ভাণ্ডারী, শ্রীমতী সত্যবতী, মিঃ বি, নরসিংহম্ ও অপর দুই ব্যক্তির আপীলের রায় দিয়াছেন। তিনি আপীলকারীদের দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট আপীলকারিগণ। গত ১লা এপ্রিল হরতাল সম্পর্কে ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার বাহাদুর নরেন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হন। শ্রীমতী সত্যবতীর প্রতি এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, মিঃ নরসিংহমের প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের প্রতি ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

——

শ্রীহট্টে কলেরার প্রকোপ

কলেরা মহামারীরদরুণ শ্রীহট্ট মহকুমায় বহু গ্রামে হাহাকার উঠিয়াছে। রোগের প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতোমধ্যে ১৭৫ খানি গ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে। তিনটী গণ্ডগ্রামে একজনও এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পান নাই পাঁচটি পরিবারের সকলেই মারা গিয়াছে।

গত ২১শে এপ্রিল প্রাপ্ত সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১০ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে দক্ষিণ শ্রীহট্টে কলেরায় মোট ১২১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদ প্রেরিত হইবার সময় প্রাপ্ত এক বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—গ্রামসমূহ ছারখার হইয়াছে।

——

পেশোয়ার সংবাদ

ডেরা ইসমাইল খানের দশ মাইল দূরবর্ত্তী গুলনানগ্রামে গতকল্য রাত্রি আড়াইটায় একদল দস্যু হানা দিয়া দুইজন হিন্দুকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। একজন লোক আহত হইয়াছে। তিনটি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। দুইটী দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই দস্যুগণ সংখ্যায় অনুমান [illegible] ছিল। উহারা দীন-ফকিরের নেতৃত্বে লারকানের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। [illegible] অভিমুখে যে টেলিফোন-লাইন গিয়াছে উহা কর্ত্তিত হইয়াছে।

——

কুস্তি-প্রতিযোগিতা

বালী দক্ষিণপাড়া-সম্মিলনীর পরিচালনায় কেবলমাত্র সখের বাঙ্গালী কুস্তিগীরদের জন্য একটী ভারতীয় কুস্তি-প্রথায় নক-আউট প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিযোগীদের শরীরের ওজনের অনুপাতে ৪টী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—৭, ৮, ৯ ও ১০ ষ্টোন। সকল প্রতিষ্ঠানকেই এই অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

——

নওগাঁ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

গত ১৮ই এপ্রিল, রবিবার অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় স্থানীয় হাই-মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে রাজসাহী জেলাবাসী রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্র-মোহন মৈত্রের সভাপতিত্বে নওগাঁ মহকুমা-প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন হয়। সভায় প্রায় তিনশত শিক্ষক এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

করাচীর গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মিউথান তালুকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে [illegible] নামক একখানি গ্রাম একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। বহু সংখ্যক গরু বাছুর এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে মারা পড়িয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
বৈষ্ণবব্রত ১৲
শ্রীগৌর-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সংহিতা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণলীলা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। কণ্ঠকাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যাদি ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠসংপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ফোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ উইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতোগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতধারা আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-সার এক চমৎকার বিরাট, ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ মানবচিত্ত ও বোধের চিত্র-সমালোচনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বহস্ত লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

"গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

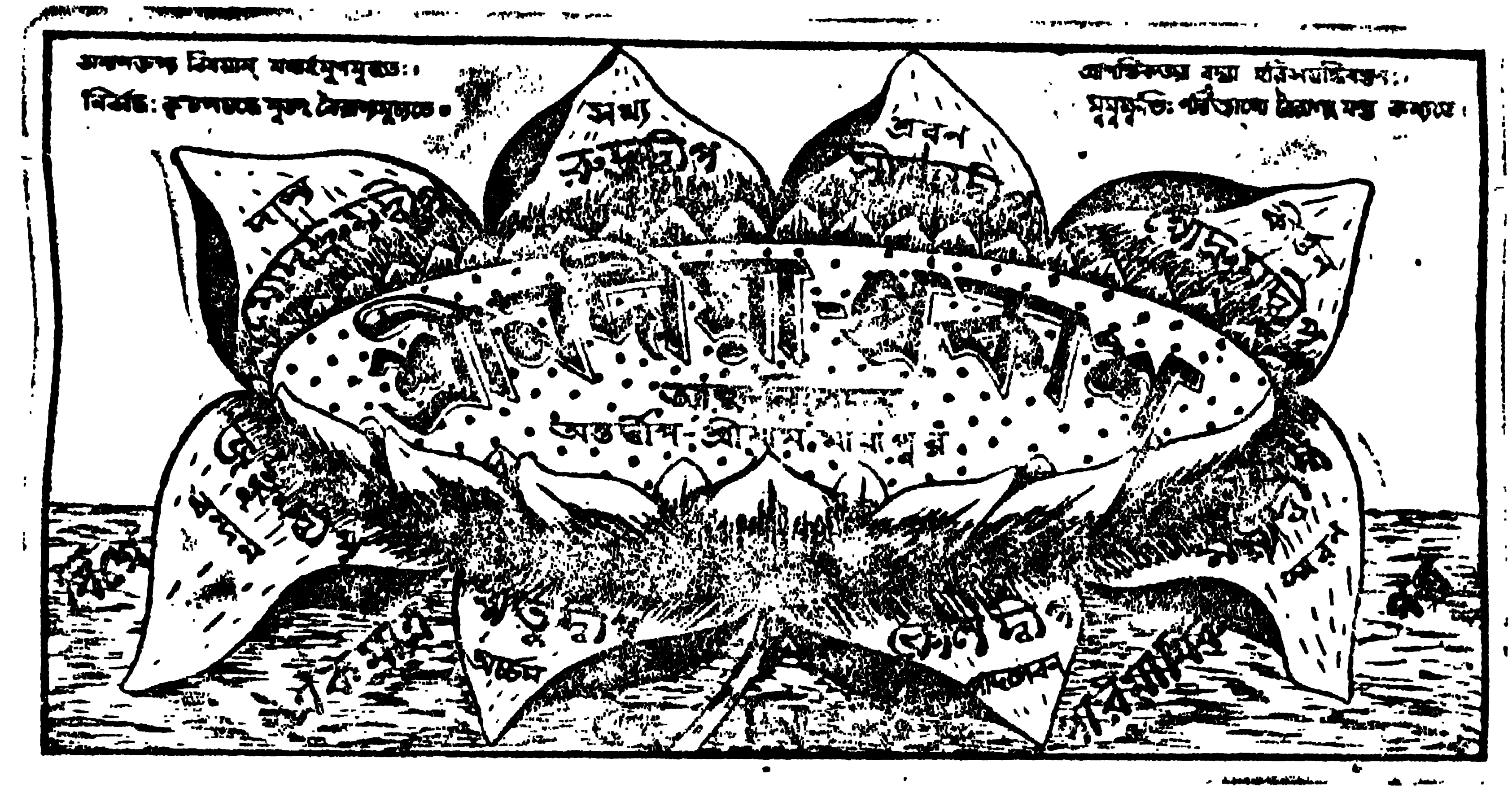

১২শ বর্ষ — ৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৫১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে কীর্ত্তন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠে ও শ্রীধামের গৃহস্থ ভক্তগণের আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীধামের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পাণ্ডিত্যমদে গর্ব্বিত তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী বহু বিষয় আলোচনা করেন। জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীমদে প্রমত্ত ব্যক্তির পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, ভগবদ্ভজনের পথ হইতে তাহারা কতদূরে, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষপ্রমাণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের অনুসরণকারিগণই যে শুদ্ধ ভক্ত-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নিষ্কপটে দুর্লভ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে প্রেমধনে ধনী হইবার যোগ্য তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অর্দ্ধোদাহরণ নাটমন্দিরে সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। চরিতামৃতের মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের—"কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥" ... "কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥" এই পয়ার কয়টী অবলম্বন করিয়া স্বামীজী প্রায় একঘণ্টাকাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অসৎ-সঙ্গপ্রয়াসী ভোগী জীবকুল কামক্রোধাদির দাসত্ব করিতে গিয়া কিরূপে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহা তিনি গীতার "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" শ্লোক উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে তদানুগত্য করিতে করিতে তাহার বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে এবং সেই বিশুদ্ধবুদ্ধি জীব তখন গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে ভগবানের নিকট কিরূপ প্রার্থনা জানায় তাহা—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাঃ" শ্লোক উল্লেখ করিয়া উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন।

———

ধুবুলীতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া তথায় বিভিন্নস্থানে নানাভাবে জীবমঙ্গলকারিণী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার শ্রীযুক্ত ধরণীধর সান্যাল প্রভৃতি স্থানীয় সজ্জনমহোদয়গণের আহ্বানে স্বামীজী কৃষ্ণনগরের সন্নিকট ধুবুলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার বারোয়ারী স্থানে শিবপূজায় এক বিপুল জনসভায় রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকালব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় স্বামীজী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর মাহাত্ম্য, প্রকৃত শিবভক্ত ও বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট বিষ্ণু-বিদ্বেষী তথাকথিত শিবভক্ত-নামধারিগণের আচরণের পার্থক্য, প্রকৃত শিবভক্তের আচরণের বৈশিষ্ট্য ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীর শ্রীমুখে শিবভক্তের প্রকৃত স্বরূপ এবং শৈবশাক্ত ও বৈষ্ণবের আচরণের অভেদত্ববিষয় অবগত হইয়া এবিষয় সম্বন্ধে নূতন আলোক লাভ করিয়াছেন। সভায় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত ধরণীধর সান্যাল (পেস্কার), শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র প্রামাণিক (জমিদার), শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক (ডাক্তার) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় (ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার), রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ [illegible] যাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরায় অবস্থান করিয়া তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কাশ্মীর লক্ষ্ণৌ হইতে [illegible] শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠে গমন করিয়া তথায় তাঁহার নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্মের মহিমার কথা সর্ব্বসাধারণে বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজীর মুখে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

———

রেঙ্গুণে প্রচার

১৮।৪।৩৭ তারিখে শ্রীযুত জে, সি, রায় বার-য়্যাট-ল, মহোদয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উত্তরা দেবীর শরণাপত্তি, পরীক্ষিৎ মহারাজের বিমুক্ত ব্রহ্ম বিধান, বিষ্ণুরাতের মাহাত্ম্য ও বাদ-প্রাচুর্য্য প্রভৃতি বিষয় এবং মাতা কুন্তীর কৃষ্ণস্তব পাঠ করেন।

১৫।৪।৩৭ তারিখে ৪৮নং বেঙ্গলী মেসে দেবহূতি-কপিল-সংবাদ হইতে কালের প্রভাব ও ভবমুক্তির উপায় কীর্ত্তন করেন।

১৬।৪।৩৭ তারিখে শ্রীযুত পি, সি, রায় মহোদয়ের গৃহে ভাগবতের "উরুগায় বন্ধাং" শ্লোক ব্যাখ্যায় সংসারবন্ধনের কারণ ও তৎ[illegible] এবং মুক্তির উপায় কীর্ত্তন করেন।

১৭।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুত জি, পি, দাস মহাশয়ের গৃহে দেবর্ষির দয়া ও দয়ার সাগর দীনবৎসল বৈষ্ণবগণের দয়ার পারম্য কীর্ত্তন করেন।

১৮।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে জগন্নাথ মহারাজের পূতচরিত্র-গাথা কীর্ত্তন করেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তাঁর ছাড়ান সংসার॥

"ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্ম-জীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ-দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা-শ্রবণ নাসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

গৌরভজন

কৃষ্ণই গৌর। কৃষ্ণ একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোনও কথা নাই। কিন্তু গৌরকৃষ্ণ মহা উদার, মহাবদান্য। তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই উপাস্য বস্তু। কৃষ্ণের গৌরলীলায় বা নবদ্বীপলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক উপযোগিতা আছে। এই গৌরলীলা সাধন ও সাধ্য উভয় লীলাই বটে। সাধক গৌরভজন করিতে করিতে গৌরভজন ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণলীলায় চলিয়া যাইবে, এইরূপ বিচার নহে। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ এরূপ কুবিচারের প্রশ্রয় দেন না। এই শুদ্ধ গৌরাঙ্গগত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে, গৌরের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের কৃষ্ণস্বরূপের প্রতীতি হইবে। পতিত জীবের পক্ষে গৌরলীলা আগে, আর মুক্তজীবের পক্ষে কৃষ্ণলীলা আগে। সাধ্যের সৌন্দর্য্য পুষ্টি করিতে গিয়াই গৌরলীলার প্রকাশ। কৃষ্ণলীলার ভাবময় অবস্থাই গৌরলীলা। একটী সম্ভোগময় আর একটী বিপ্রলম্ভময়। এই বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা গৌরের কৃষ্ণস্বরূপের সম্ভোগময়ী লীলারই পরিপোষিকা এবং চমৎকারিতা প্রদর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী। সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা উন্নত লীলায় প্রবিষ্ট যোগ্য জীবের পক্ষে উপযোগী, আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়। কারণ, সিদ্ধির চরম বা সম্ভোগোন্নতাবস্থা শ্রীগৌরলীলাতেই প্রকাশিত।

গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি হইতেই আমাদের হৃদয়ে নানাবিধ উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই কৃষ্ণই যে বিপ্রলম্ভ-স্বরূপে শ্রীগৌর এবং গৌরই যে সম্ভোগময় লীলায় নাগর বা রসরাজ, একথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তজ্জন্য আমরা গৌরের হাতে বাঁশী বা তাঁহাকে গোপালে পরিণত করিবার, গৌরের রাসযাত্রা, রথযাত্রা বা দোলাদি করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করি। লীলাবৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘন করিয়া মনঃকল্পিত বিচার চালাইতে গেলেই অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে প্রকৃত গৌরভক্তের আনুগত্যে গৌরভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলার শ্রীললিতা বিশাখাই গৌরলীলার শ্রীদামোদর-স্বরূপ ও রায়-রামানন্দ, আবার গৌরলীলার স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দই কৃষ্ণলীলার শ্রীললিতা বিশাখা। যেমন কৃষ্ণেরই গৌরস্বরূপ আবার গৌরেরই কৃষ্ণরূপ। গৌর ও কৃষ্ণলীলায় এই অচিন্ত্যলীলার রহস্যটি বর্ত্তমান। গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী তদাশ্রয়হীন অভাগা জীব আমরা এই রহস্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। কিন্তু গুরুগৌরাঙ্গের ভক্তগণ একই কালে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন ও শ্রীকৃষ্ণের ভজন যুগপৎ করিতে পারেন। কিন্তু জড়বুদ্ধি থাকাকালে তাহা চিন্তনীয় হইতে পারে না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে লিখিয়াছেন,—

"গৌররূপে ভেদ যার সেই জীব ছার।
নিত্যধামস্পর্শ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যের পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে।
'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে ভক্তজনে॥
মধুর প্রেমেতে যাঁর হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌরভজন তাঁহার॥
দাস্য পরিপক্ক হবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে॥
সে সময়ে গৌরাঙ্গ তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে ব্রজে সেই নিগূঢ় সুবন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ॥
সেইত সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার॥

শ্রীগৌরাঙ্গভজন দাস্যরস পরাকাষ্ঠা। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্যভামা বা রুক্মিণী জানিয়া তদানুগত্যে গৌরভজন করিতে চান তাঁহাদের গৌরাঙ্গভজনও দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা। যাঁহারা মধুর রসের অধিকারী, তাঁহারা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরের প্রদর্শিত ও প্রদত্ত আশ্রয়ালম্বনগণের অনুসরণে উন্নতোজ্জ্বল রসে কৃষ্ণ-ভজন করেন। কৃষ্ণলীলা যেমন সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী, গৌরলীলাও তদ্রূপ সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। কৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, দ্বারকা ও মথুরা-লীলা, তদ্রূপ গৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপলীলা, ভ্রমণলীলা ও ক্ষেত্রাবস্থানলীলা। ঐশ্বর্য্য প্রধান বিচারে নবদ্বীপের প্রাথমিক লীলা—দ্বারকেশলীলা, শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যবিচারে নবদ্বীপের শেষ ভাগের লীলা—মথুরেশ-লীলা। আর মাধুর্য্যপ্রধান-লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী নবদ্বীপের ও শ্রীনীলাচল লীলা বা গোকুলেশ্বরলীলা এবং গোপীভাবে সম্ভোগময়ী সুন্দরাচল গমন, জগন্নাথমুখে মুরলী দর্শন এবং স্বচ্ছন্দ লীলাকথন। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিভাগের লীলাই ঔদার্য্যময়ী লীলা অর্থাৎ তাহাতে জীবের প্রতি করুণা, উদারতা বা অসমোর্দ্ধ দানের কথা পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণ প্রেমলীলা বা বিপ্রলম্ভ উহার মধ্যে আছেন।

গৌরলীলা অযোগ্য সাধক জীবের পক্ষে উপযোগী বলিয়া ইহাতে যে সিদ্ধের উপযোগিতা নাই, এরূপ নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক,পুষ্টিকারক ও আস্বাদক। অতএব গৌরভজন ও কৃষ্ণভজন বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনর্থযুক্ত ও প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রাধাকৃষ্ণ-ভজনে সামর্থ্য নাই; এই অনর্থযুক্ত বৈষ্ণবগণ যে রাধাকৃষ্ণের ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন তাহার ফলে ইহাদের নারায়ণ সামীপ্য লাভ মাত্র হয়, কৃষ্ণসামীপ্য ঘটে না; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণ ভজনই হইয়া পড়ে।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে গৌরানুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাই বাস্তবিক সাধন-ভূমিকায় গৌরভজন। গৌরানুগত্যে রাধাকৃষ্ণ ভজনকারীকে নারায়ণ-সামীপ্য লাভ করিতে হয় না, রাধাকৃষ্ণই তাঁহার প্রাপ্য হন। আবার গৌরকৃপালব্ধ মধুর রসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ নিত্যসিদ্ধ গৌরশক্তিগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভরসে রাধাকৃষ্ণের ভজন করেন। তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় গৌরভজন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৌর-ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে গৌরসুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজভজন-সুধা প্রদান বা তাঁহারই রসরাজস্বরূপ শ্যাম-গোপরূপ প্রদর্শন করান। গোপী ব্যতীত অন্যের শ্যাম-গোপরূপ দেখিবার অধিকার নাই। অধিক কি, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণেরও নাই। শ্যাম-গোপরূপ-দর্শনে বঞ্চিত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্যই শ্যামসুন্দরের গৌর-লীলার প্রকটন। আবার রসবিচারে গৌর-লীলা কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথক্ও নহে, তাহা কৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট।

আমরা বদ্ধজীব, গৌরের কৃপা ব্যতীত আমাদের আর নিস্তার নাই। আবার গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত গৌরকৃপা লাভ করা অসম্ভব। আবার সদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরু বিচার না হইলে গুরুপাদপদ্মেই যাওয়া হয় না। অতএব মাদৃশ পতিত জীব গুরুকৃপা লাভ করিবে কি করিয়া? গুরু-পাদপদ্মে অভিগমন বা গুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইব কি করিয়া? গুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিরূপ মহা অপরাধ হইতে রক্ষিত হইবে কি করিয়া? তাই নদীয়াচার্য্য গৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে আমরা গুরুকে পাইতে পারি না। সুতরাং গুরু-গৌরকৃপাকাঙ্ক্ষী বদ্ধজীব আমাদের ভক্তশ্রেষ্ঠের আনুগত্য বা দাস্যই যে নিত্যমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পরচর্চ্চা

(আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর)

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তবু তথা ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি সভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥
(চৈতন্যভাগবত মধ্য ১৩।৪১-৪৩)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩৫)

"জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধিনিষেধ দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত-সহকারে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর যে পরিপ্রশ্ন উহাই কৃষ্ণান্বেষণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিপ্রলম্ভ-সেবা—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলায় জগতে সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মৎসর সাধুগণ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বক্ষণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের এবম্বিধ প্রচার ও আচার দ্বারা সমগ্র জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হয়। কৃষ্ণ-

বিমুখ মৎসর বদ্ধজীবের সাধুমুখে নিরপেক্ষ কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ ব্যতীত মৎসরতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার পর পরম-নির্ম্মৎসর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম তিনি আচারমুখে প্রচার করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপের যাবতীয় কৃষ্ণবিমুখ মৎসরতা-পরায়ণ সংসারাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের পূর্ণবিকাশের তাৎপর্য্য আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের মৎসর অধিকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ বুঝিতে গিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পার্ষদগণকে জগতের পরম শত্রু-বিচার করিয়াছিল।

বদ্ধজীব কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ সংসার-কারাগারের কয়েদী। কিন্তু এই সমুদয় কয়েদী সংসার-কারাগারের অন্তর্ভুক্ত বিধানানুসারে সর্ব্বদাই তাহাদের স্ব-স্ব মৎসরধর্ম্ম পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার স্বাধীনতাবিশিষ্ট; তজ্জন্য মৎসরতা আচরণের যথেষ্ট সুযোগ পায়। এই মৎসরতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ পাপপরায়ণগণকে মৎসরস্বভাব বিচার করিয়া নিজদিগকে নির্ম্মৎসর বিবেচনা করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে পাপ ও পুণ্য উভয় প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণবিমুখতার বিষময় ফলরূপে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহারা জাগতিক পাপপুণ্যকে মৎসরতা এবং নির্ম্মৎসরতা বিচার করেন তাঁহারা মৎসর ধর্ম্মে অবস্থিত হইবার জন্য প্রকৃত নির্ম্মৎসর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর কথা এবং আচরণ উল্টা বুঝিয়া থাকেন।

এই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রচারের প্রারম্ভে এবং তৎপরবর্ত্তি-সময়েও ভাগ্যহীন মৎসরসম্প্রদায় তাঁহার জগন্মঙ্গলকর বাণী ও আচরণকে মৎসরতা বলিয়া প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। পুণ্যবান্ ও পাপপরায়ণ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির আচরণ যে সম্পূর্ণ মৎসরতাযুক্ত ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের অবিসংবাদিত প্রতিপাদ্য পরমনির্ম্মৎসর সাধুদিগের প্রচার্য্য বিষয়ের অন্যতম। যদি পাপপরায়ণ কিংবা পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ সাধুদিগের এবম্বিধ সত্য-প্রচারকে তাহাদের সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চা কিম্বা নিন্দা বলিয়া বিবেচনা করেন এবং এই প্রচারে বাধা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন তাহা হইলে তদ্রূপ আচরণ দ্বারা চরম মৎসরতাই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ মৎসর আচরণই শাস্ত্রে বৈষ্ণবনিন্দা নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবনিন্দক কখনই মৎসরতাধর্ম্ম হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে নাই

জগাই-মাধাই এত অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন যে, যখন নবদ্বীপের সর্ব্বত্র যাবতীয় বহির্ম্মুখ ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারে বাধা দিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিতেছিল তখন জগাই-মাধাই এর মদের নেশার ঝোঁকে তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য হয় নাই। তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন

জাগতিক পাপ কিংবা পুণ্য আচরণ কায়তঃ কিংবা বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা রসচর্চ্চা নহে। জাগতিক পাপ কিংবা পুণ্য-কার্য্যের সমর্থন পরচর্চ্চা কিংবা পরনিন্দা অর্থাৎ নির্ম্মৎসর সাধুদিগের নিন্দা। যাঁহারা জাগতিক পাপপুণ্যকারীর গর্হিত আচরণের সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদ না করিবেন, তাঁহারা নির্ম্মৎসর সাধুদিগের চরণে ভীষণ অপরাধী। তাঁহারাই একমাত্র পরচর্চ্চাকারী পরনিন্দক।

কতকগুলি অত্যন্ত মৎসরস্বভাব পতিত জীব পরমনির্ম্মৎসর সাধুর বেষ গ্রহণপূর্ব্বক জগতের পাপী এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের অমঙ্গল সাধনের জন্য প্রকৃত সাধুদিগের পরম নির্ম্মৎসর আচরণ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনকে পরনিন্দা কিংবা পরচর্চ্চা এইরূপ প্রচার করিয়া নিজদিগের মৎসরাভিপ্রায় সাধনের চেষ্টা চিরকাল করিয়া আসিতেছে। চোর তাহার চুরির সুবিধালাভের জন্য চৌকিদারকে চোর বলিয়া থাকে। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ ইহাদের অসদভিপ্রায় অনুসন্ধান না করিলে বিপদে পতিত হইবেন, ইহাও নিশ্চিত।

এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়

মদীয়াচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ব্বে কি কাহারও কোন লীলায় এই প্রকার অতুলনীয় জীবদুঃখ-কাতরতা এবং তাহাদের প্রতি এইরূপ অযাচিত দয়া প্রদর্শিত হইয়াছে? তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুধু জীবকল্যাণের জন্যই চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অনুগতজন, সাধারণ শ্রদ্ধালু, নিরপেক্ষ, পাপী, তাপী, দুঃস্থ, বিদ্বেষী, এমনকি যাহারা তাঁহার হিংসা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগেরও তিনি মঙ্গলকামনা করিয়া বলিতেন, ইঁহাদের সর্ব্বনাশ হউক অর্থাৎ ইঁহারা জগতের সেই বিষতুল্য বিষয়কেই 'সর্ব্বস্ব' মনে করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতেছেন; সেই বিষরূপ বিষয় ধ্বংস হইয়া তাঁহাদের ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হউক। তাঁহারা "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" শ্লোকের অর্থ বুঝুন, তাঁহারা অর্জ্জুনগরের বিদ্যাভিক্ষুগণ ন্যায় বিষয়-নাশে ভগবৎকৃপা লাভ করুন।" তাঁহার এই মহামহামহাবদান্যভাব কথা— অভিনব করুণার কথা, দয়াল প্রভুবরের কথা কি আমাদের সকলের নিত্য শ্রবণ, নিত্য কীর্ত্তন ও নিত্য স্মরণের বিষয় হইবে না?

"ভজিলে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥"

মহাপ্রভুর সময়ে এই কৃপা কালা কৃষ্ণ:

কোন কোন ভক্ত লাভ করিলেও সকলেই তাহা লাভ করেন নাই বা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে কাহারও প্রতি জোর করা হয় নাই। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ কোন সেবক তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি সেবকের উদ্ধারার্থ তাহার পিছন পিছন না ছুটিয়া পারিতেন না, এমন পরম দয়াল প্রভুর কথাও কি আমার পাষাণ হৃদয়ে রেখাপাত করিবে না? তিনি একসময় কোন গ্রীষ্মকালে, গ্রাম্য পল্লীদেশে যেখানে ঘোর চটার মধ্যে লোক বাহির হইলে গরমে মরিয়া যাওয়া অসম্ভব নয় সেখানেও কোন সেবককে উদ্ধার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন তাঁহাকে অন্যত্র যাইবার জন্য আবেদন জানাইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এই ভীষণাদপি ভীষণ গ্রীষ্মে পঞ্চতপার ন্যায় এখানে থাকিয়া সাধন করিব, দেখি, ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া * * * তাঁহাকে হরিসেবার সুযোগ দেন কি না।" বলা বাহুল্য সেই সেবককে তিনি আকর্ষণ করিয়া অদ্যাপি হরিসেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। এরূপ দয়ার কথা কাহারও আচরণে প্রকাশিত হওয়া ত' দূরের কথা, কোনদিন গল্প চ্ছলেও কেহ চিন্তায় আনিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার এই পাষাণ-গলান অযাচিত পরদুঃখকাতরতা ও অমন্দোদয়া দয়ার কথা কি আমাদের হৃদয়ের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানকে পুরস্কার দিয়া এমন কি অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা ভুলাইয়াও তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবে না?

তিনি জগদ্বাসীকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া নিত্য মঙ্গলের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র এমন কি ভারতের বাহিরেও মঠ প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক মঠে বার্ষিক উৎসব এবং উৎসবকালে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদের আয়োজন করিয়া সেইস্থলে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহারা না আসিবে তাহাদের জন্য নগর সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া, কাণা, খোঁড়া ও অন্ধ প্রভৃতির মঙ্গলার্থ দ্বারে দ্বারে প্রচারক প্রেরণ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছেন—কাহারও নিকট হইতে কিছু আনুকূল্য গ্রহণ করিয়া হরি-সেবায় লাগাইয়া-ছেন, লোক সাহায্যে গ্রামে গ্রামে পড়িয়া নরকে না যায় তজ্জন্য বিনামূল্যে বাড়ীবাড়ী বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক, পাক্ষিক সাপ্তাহিক এমন কি সাহায্যে একদিনও বাদ না যায় তজ্জন্য দৈনিক পারমার্থিক-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্রজ-মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রচলন দ্বারা জীবকে সংসারপরিক্রমা হইতে মুক্ত করাইয়া ভগবদ্ধাম পরিক্রমার সুযোগ দান, তাঁহার স্কুল, সংস্কৃত পাঠশালা, ভাগবত-পাঠশালা ও ... প্রদর্শনীদ্বারা লোককে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের কথা শ্রবণ ও প্রসাদ প্রদান করিয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান এবং ... সকল আকর্ষণেও যাহারা ... তাহাদের জন্য তিনি ভারতের লোকসমাকীর্ণ বিভিন্ন সহরে পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রকাশ করিয়া সমস্ত লোকের অজ্ঞাতসারে তামাসা দেখাইবার ছলে আকর্ষণ করিয়া নিত্যমঙ্গলময় হরিকীর্ত্তন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার দয়ার কথা পারমার্থিক ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব, নূতন ও অদ্ভুত।

তাঁহার ... সকল দয়ার কথা লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্মে, কোটী কোটী জিহ্বায় কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা হউক, তাঁহার এই দয়ার কথা যে-কোন জন্মে যে ভাবেই থাকি না কেন, আমাদের নিরন্তর চিন্তনীয় ও অনুক্ষণ দোষরূপে হৃদয়ে স্থান লাভ করুক। এমন দয়াল প্রভু হয় নাই বা আর হইবে না। তাঁহাকে পাইয়াও হারাইলাম! বুঝিয়াও বুঝিলাম না! দেখিয়াও দেখিতে পারিলাম না! ধরা দিবার জন্য আসিলেও ধরিতে পারিলাম না! সুতরাং আমার মত হতভাগ্য জগতের ইতিহাসে কে আছেন। তাঁহার দয়ার কথা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার সাক্ষাৎ দয়া অবহেলা করায় আমি তাঁহার সমস্ত প্রিয়জন কর্তৃক পরিত্যক্ত—অশেষ দুঃখ লাঞ্ছনা-তুচ্ছতি-রূপ নানা প্রকার অন্যাভিলাষের দ্বারা নিপীড়িত। এহেন সঙ্কটাপন্ন নিরাশ্রয় অবস্থায় একমাত্র আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে তুলিয়া লউন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নহার
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীকৃষ্ণ শচীর বক্ষে শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব
শ্রী... শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
... বিগ্রহ ... আছেন। ... গ্রন্থ
... প্রকাশিত ... অদ্যাপি ...
রক্ষক ... ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা, ... ।
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে
শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
প্রভুপাদের ... আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
ও ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক
... ।

(৩) যোগমায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ...

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি ... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী... বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
ইহা গৌররূপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ।

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—
শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন
অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক —শ্রী...রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউইহাটা —(... নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী... অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক —শ্রী...দাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তি...।

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক —শ্রী...রাধারমণ ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক —শ্রী...নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী...নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাদ্রাসগৌড়ীয়মঠ

নারায়ণগঞ্জ পোঃ ... , ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক— মহা-
মহোপদেশক শ্রী...নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক —শ্রী...শ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

... , পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত ... এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক— মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) ... ভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... , কামরূপ (আসাম)
রক্ষক —শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... , দার্জিলিং
রক্ষক —শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... নারায়ণপুর, ইউ, পি
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক —শ্রীরূপানন্দদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

... ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক— শ্রী...দানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক— শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক —শ্রী... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক— শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এক ... কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক— শ্রীবঙ্কবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক— শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক — শ্রীগোবিন্দ ... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস
বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রী...নন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

৫৪। পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— শ্রী...নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
ভক্তিসুধাকর এম-এ

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাবড়া)
এখানে ষড়্ভুজ ... শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক —শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৮০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীমৎ ... ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৬।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

জিকাটন, টাটপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
আবকোরা সাদা	৯'০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
সভরেণ	২২।০১০
দর বাট প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

আওয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
কল্যা	৪২।০
পাতিরাম	৩৯
ভাবতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

জুটের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরনিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ হাম্বা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা টী আয়রণ	
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০ -৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা হন্দর	৭॥০—৮৲
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
হিল পাটী, বোল্টু, পয়াদে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲

স্টঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲
চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০
তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, পোস্তাবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(:৹:): —

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের ব্রহ্ম মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড পোষ্টাফিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	↿৴৹	↿৴৹	↿৹
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

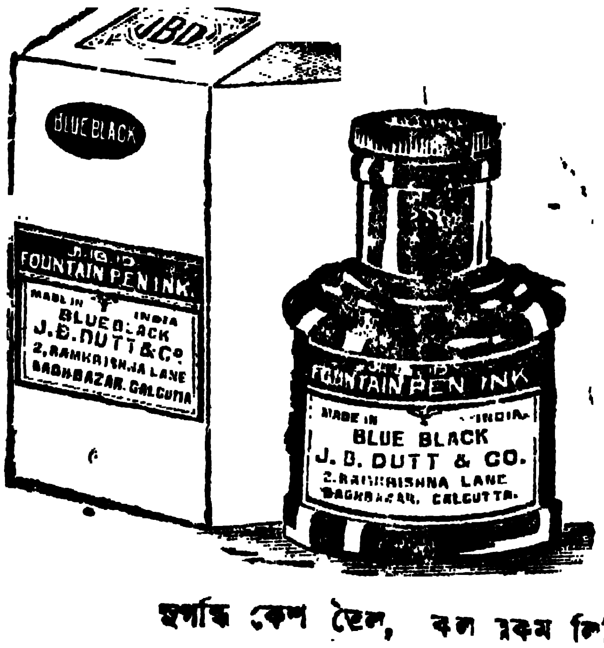

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

লো ব্রাঃ— [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

শ্রীবিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মূলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1545

শ্রীরূপানুগধনপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৫২]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

স্পেন-সংঘর্ষ

মাদ্রিদের উপর বিদ্রোহীদের বোমা বর্ষণের ফলে ১৫০ হইতে ২০০ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং তদপেক্ষাও বেশী লোক আহত হইয়াছে। গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এরূপ প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ আর কখনও হয় নাই বলিয়া বলা হইতেছে। প্রতিদিন বোমাবর্ষণ হইতেছে এবং কখনও কখনও দুই তিনবারও বোমাবর্ষণ হইতেছে। মাদ্রিদ-রক্ষা-কমিটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থানে ১৮ জন সদস্য লইয়া একটী মিউনিসিপ্যাল-কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিল সমস্ত অ-সামরিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং মাদ্রিদ-রণক্ষেত্রের সরকারী সৈন্যগণ সেনর মিয়াজার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেন।

চরকা-সঙ্ঘের বিহার-শাখা

নিখিল-ভারত-চরকা-সঙ্ঘের বিহার-শাখার ১৯৩৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশ—

আলোচ্য বৎসরে সঙ্ঘের মূলধন ২লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ছিল। বিহার প্রদেশে উহার ২৬টি উৎপাদন-কেন্দ্র এবং ১৮টি বিক্রয়-কেন্দ্র ছিল। ঐ সমস্ত কেন্দ্র ১৫৩জন সঙ্ঘ কর্ম্মী দ্বারা পরিচালিত। আলোচ্য বৎসরে ২২২৫০০৲ টাকার খাদি বিক্রীত হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর ৩০০৫০০৲ টাকার খাদি বিক্রীত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর হইতে মজুরীর হার বৃদ্ধির ফলে খাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার বিক্রয় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

চটকল-ধর্ম্মঘট

শ্রীরামপুর এলাকায় ৬টী চটকলের প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিক সোমবার ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘটকারী-শ্রমিকের সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক হইল। প্রায় ৪০টী মিলের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সোমবার যে ৬টী মিলে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহাদের নাম—ডালহৌসী, নর্থব্রুক, চাপদানী নূতন ও পুরাতন, ইণ্ডিয়া এবং প্রেসিডেন্সী জুটমিল। সোমবার দুপুর বেলা ভদ্রেশ্বরের এঙ্গাস জুট-মিলের এবং তেলিনীপাড়ার ভিক্টোরিয়া-জুট মিলের শ্রমিকরা কাজে না আসায় মিল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে, ইহাতে ৭৫০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিল। নর্থ শ্যামনগর মিলের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও মিলের কাজ সোমবার অধিকক্ষণ চলিতে পারে নাই। বেলা তিনটার সময় শ্রমিকরা মিল হইতে বাহির হইয়া আসে। ঐ মিলে ৪ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কুণ্ডিল নগর

নদীয়া হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদে প্রকাশ, মিস্‌মীপাহাড়ের মধ্যে একটী অতিকায় লোহার কপাটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, সদীয়া হইতে ৪০ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন মিস্‌মী শিকার খুঁজিতেছিল; সেই সময় তাহারা ঐ দরজাটি দেখিতে পায়। কপাট দুইখানির একটির সহিত অপরটি প্রকাণ্ড এক তালা দিয়া বন্ধ করা এবং চৌকাঠটি পাথর ও ইষ্টক দিয়া গাঁথা প্রাচীরে আবদ্ধ। মধ্যে কি আছে, দরজা না ভাঙ্গিলে তাহা জানিবার উপায় নাই।

পার্ব্বত্যজাতিরা ধনরত্ন লাভের আশায় দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছিল।

রায়বেরিলীতে খাজনা রহিত

শিলাবৃষ্টি-বিধ্বস্ত রায় বেরিলী জেলার প্রজাদের ১০৪০০০ টাকা খাজনা মকুব করা হইয়াছে। রাজস্বসচিব বিধ্বস্ত-অঞ্চল পরিদর্শনকালে এই রাজস্ব মকুব ঘোষণা করেন।

যাদুকরের পেটে ১৮খানা ছুরি ও অন্যান্য জিনিষ

——::(×)::——

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, 'উইজার্ড' উপনামে পরিচিত এক ব্যক্তি উত্তর ভারতের সামরিক কর্ম্মচারী, সৈন্য ও জাতীয় রাজন্যগণের নিকট যাদুবিদ্যা দেখাইত। ঐ ব্যক্তির বাড়ী রাওয়ালপিণ্ডিতে। যাদু দেখাইতে সে সাধারণতঃ কলম-কাটা ছুরি আস্ত খাইয়া ফেলিত। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সেণ্টজর্জ্জ-হাসপাতালে তাহার পেটে অস্ত্র করা হয়। তাহার পেটে ১৮খানা ছুরি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে ১১খানা সস্তা দামের কাঠের হাতল-লাগান ছুরি এবং পাঁচটি লোহার হাতল। তাহা ছাড়া তাহার পেটে আরও দুইটি ছুরির পার্শ্বস্থ লোহার অংশ, পাঁচটি চেপ্টা লোহার পাত (ঐগুলি বোধহয় ছুরির মধ্যস্থ অংশ), ছুরির তিনটি ফলক, দুইটি লোহার চাবী, লোহার ৬টি ছোটবড় আংটা (ঐগুলি সাধারণতঃ ছুরিতে লাগান থাকে) এবং কতকগুলি ছোট ছোট পেরেক পাওয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি ১৫ বৎসর ধরিয়া খেলা দেখাইয়াছে। কিন্তু ৪ মাস পূর্ব্ব হইতে সে ঐ খেলা-জিনিশগুলি আর বাহির করিয়া ফেলিতে পারিত না। কিন্তু তৎপর সে আরও তিনবার খেলা দেখায়। সে পেটে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকে। একজন ডাক্তার এক্সরে ফটোগ্রাফ লইয়া তাহাকে অস্ত্রোপচারের জন্য বোম্বাই পাঠায়।

শান্তিভঙ্গের জন্য বেত্রদণ্ডের বিধান

——:(০):——

গত শনিবার মালের কোটলায় শান্তি বিরাজমান ছিল এবং তথায় কোন শোভাযাত্রা বাহির করা হয় নাই।

এপর্য্যন্ত যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ২৫ জন নারী। গ্রেপ্তার হইতে রেহাই পাইবার জন্য প্রায় ২৫০ জন লোক সহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহাতে জনতা আয়ত্তের বাহিরে না যায় তজ্জন্য সৈন্য-বিভাগ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, কেহ গুণ্ডামি কিংবা শান্তি ভঙ্গ করিলে তাহাকে প্রকাশ্যে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ঐ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

ঘরের ছাদ হইতে ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় যাহারা জখম হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশ। তাহাদের মধ্যে একজনের মাথায় গুরুতর জখম হইয়াছে। এপর্য্যন্ত পুলিশ ভয় দেখাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলীবর্ষণ করিয়াছে, উহাতে কেহ হতাহত হয় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ...
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণব [illegible] বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১
। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল সাধুর ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্গলপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিরূপণ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবালী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান [illegible]মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতত্ত্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, আজনম ও আহতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমালঙ্কৃত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুন্দর মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান আবশ্যক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

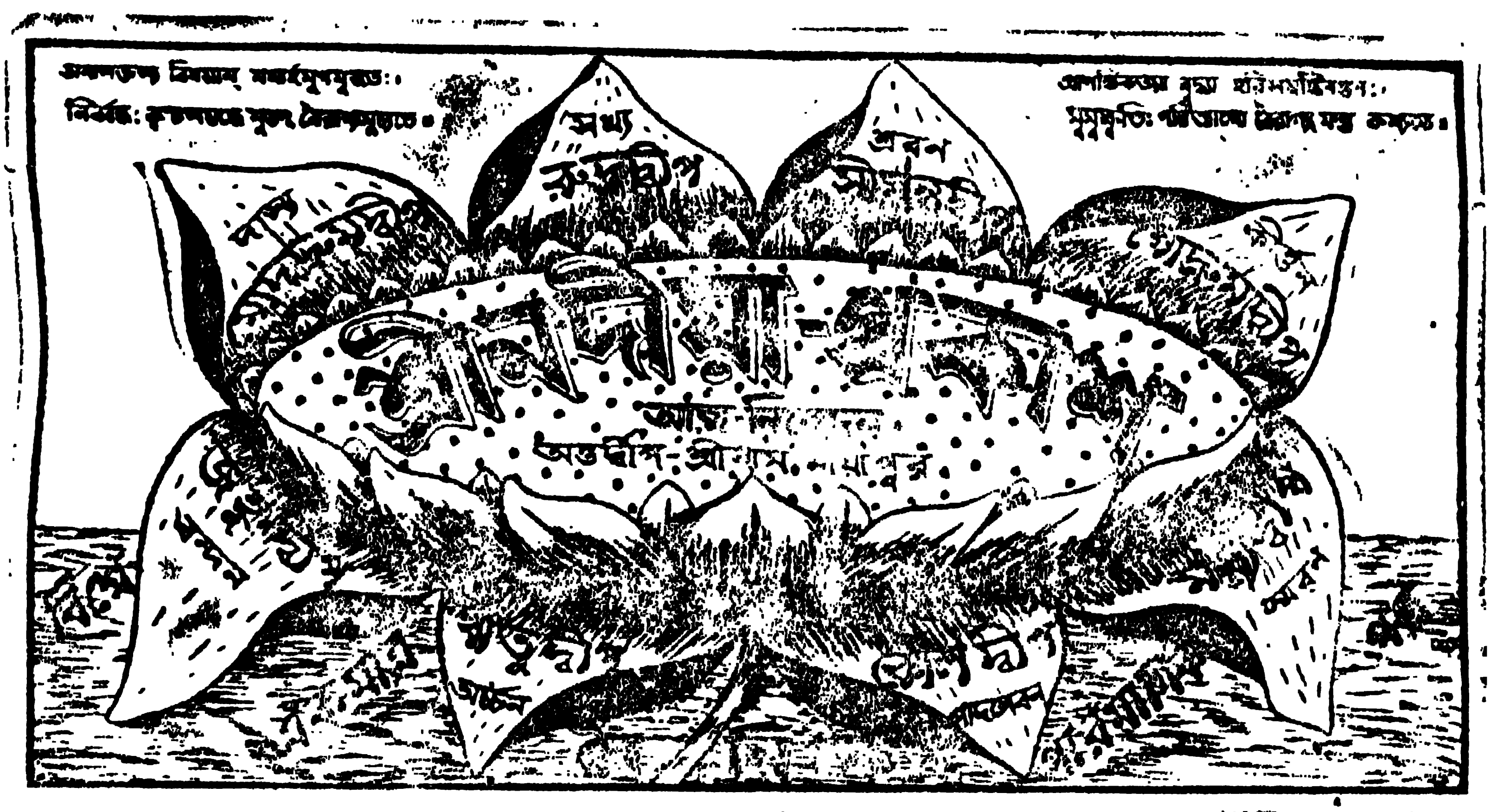

১২শ বর্ষ | ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ৫২তম সংখ্যা

লণ্ডন—শ্রীমায়াপুর

——:০:——

তারযোগে আদান-প্রদান

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্নে উচ্চসংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমায়াপুর টেলিগ্রাফ অফিসের প্রথম কার্য্যারম্ভের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট সকল সেবকের জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বিভিন্ন স্থানে তারযোগে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। গত ২৭শে এপ্রিল সকালে পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে নিম্নলিখিত সংবাদটী তারযোগে প্রেরণ করেন,-

"By Grace of Prabhupad telegraph opened invoke mercy"—"পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইয়াছে। কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।"

* * *

লণ্ডন হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এবং ২৬শে এপ্রিল তারিখে লণ্ডনের 'ক্যাক্স্টন্ হলে' মহামান্য মার্ক্‌ইস্-অব্-জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে "ভগবদ্ভক্তি" সম্বন্ধে প্রদত্ত তদীয় বক্তৃতার সাফল্য জানাইয়া নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

London 27.4.37 (Recd) 28.4.37

Sree Chaitanya Math

Sree Mayapur

Congratulation Meeting grand success.

—Bhaktisaranga.

——

ধামে কৃতিরত্নপ্রভুর হরিকথা

গত ২৪শে এপ্রিল শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠসেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের কতিপয় শিক্ষক ও মঠসেবকের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটী কথা নিম্নে উল্লিখিত হইল

পরমহংসগণই আচার্য্যের লীলা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে ভজন-প্রভাবে মায়ামুক্ত হইলে তিনি কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব হন। তখন তাঁহার পূর্ব্বের বদ্ধাবস্থার দোষাদি তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা অপরাধ। নিত্যসিদ্ধের সহিত তিনি তখন সমপর্য্যায়ভুক্ত হন। অনর্থযুক্তাবস্থায় 'পথ'-স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধের মধ্যে তখন কোন ভেদভাব দর্শন করা উচিত নহে। কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে তিনি তখন আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন।

ভাগবত ও পঞ্চরাত্রমার্গানুসারে আচার্য্য-পরম্পরা দুইপ্রকারে রক্ষিত হইতে পারে। প্রথমটীর বৈশিষ্ট্য ভজনমার্গে আশ্রয়বিগ্রহ ভাগবতের পরম্পরায় ভজনানন্দিগণের নিকট প্রসিদ্ধ। ঐকান্তিক নামভজনকারী ভক্তগণ ক্রমে পাঞ্চরাত্রিক গুরুর আনুগত্য ত্যাগ না করিয়া স্বীয় ভজনপুষ্টি, শিক্ষা ও পারিপাট্যের নিমিত্ত ভাগবতমার্গে শিক্ষা-গুরুর আনুগত্যে বিগ্রহগণের সেবা করিয়া থাকেন।

মন্ত্রদীক্ষাগুরু একজন—দুই না বহু হন না, কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন বলিয়া শুদ্ধভক্তসমাজে স্বীকৃত এবং শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত; এতদুভয় দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার বা ভেদরূপ দর্শন শিষ্যের পক্ষে কখনও কর্ত্তব্য নহে। তবে পরস্পরের বৈশিষ্ট্য এই যে— শিক্ষাগুরুবর্গ শ্রীনাম-ভজনাশ্রয়ে ভাগবতমার্গীয় এবং দীক্ষাগুরু পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রাশ্রয়ে অর্চ্চনমার্গীয় গুরুদেব। পাঞ্চরাত্রিক বিধান ভাগবতবিধানের অনুগত হইয়া একই অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণসেবায় অবস্থিত।

আচার্য্যধারায় কোন প্রকার gap বা ফাঁক থাকে না। শ্রৌতবাণীর ধারা অটুট সংরক্ষণের নিমিত্ত কখনও এক প্রকার থাকিতেও পারে না। তবে প্রত্যেক আচার্য্য আপনাদের প্রকাশগত বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক-বৈভবজ্ঞান-রহিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ না করিয়া স্বয় বিপ্রলম্ভ-ভাবে শিষ্যগণের নিকট আচার্য্য-পরম্পরা গুপ্তভাবে রক্ষা করেন। তদ্বলে সাম্প্রদায়িক-বৈভবজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপন করিলে তাহাদের মূঢ়তা, অযোগ্যতা ও অনধিকারই প্রকাশ পায়। সৎসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা-রহস্যগুলি হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, মাঠে, হাটে অযোগ্য ও অনধিকারীর নিকট চিরদিনই গূঢ়, গুপ্ত ও লুক্কায়িত থাকে ও থাকিবে।

——

আচার্য্যভাস্কর

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আদর্শস্থানীয় হয়। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, কৃষ্ণৈকশরণ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ, অমানী, মানদ, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, অপ্রাকৃত কবি ও পণ্ডিত, বাগ্মী, শাস্ত্রযুক্তো সুনিপুণ প্রভৃতি এবং এই অনন্ত সদ্গুণ যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে সেই আচার্য্যবর্য্যের সদ্গুণাবলীর কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যাঁহার উপলব্ধি বিষয় হয়, তিনি ভবকূপ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন। অতএব হে গুরুবর্গ, আমি কি কপটতা ছাড়িয়া সেই আচার্য্যভাস্করের কৃপাকিরণ আপনাদের কৃপায় লাভ করিতে পারিব না? যাঁহার কৃপাতেই ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়, যাঁহার চরণে অপরাধ করিলে স্বয়ং ভগবানও তাহা ক্ষমা করেন না, আমি কি সেই গুরুদেবের চরণে চিরকালই অপরাধী থাকিব? হে করুণাময় বৈষ্ণবগণ, আপনাদের শ্রীচরণে আমার কাতর প্রার্থনা—আপনারা আমাকে অহৈতুকী কৃপা করুন, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত-বিগ্রহ পরমপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মী জীব নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামিঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মধুসূদন, নিত্য গৌড়ীয়াব্দ গৌরাব্দ ৪৫১

দাস

'দাস' শব্দটি এ জগতে অত্যন্ত হেয় ঘৃণিত, কিন্তু পরজগতে ইহা পরমোপাদেয়। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু এবং তাঁহার কান্তা, তাঁহার পিতামাতা, এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সেবক বা দাস। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর বাদ বাকী সকলেই তাঁহার ভোগ্য। সকলেই এক বাক্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। কিন্তু এ জগতে ঠিক তাহার বিপরীত। এ জগতের প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, কান্ত-কান্তা সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্বাভিমানী। ইহাদের মধ্যে একে অপরের দাসত্ব করিবার ছল দেখাইলেও অন্তরে প্রভুত্বাভিমানে পূর্ণ। এখানে কেহ কাহারও অধীন হইয়া থাকিতে চায় না, সকলেই নিজ নিজ সুখ চায়। সেইজন্যই এ জগতে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ এবং নানা অশান্তি দেখা যায়। ভগবানের সেবায় যে কি অসীম সুখ আছে তাহা আমাদের উপলব্ধি না হয় বলিয়াই আমরা দাস্য সম্বন্ধে এরূপ বিকৃত ধারণা পোষণ করি। শাস্ত্র বলেন—

'কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্ম-সুখ নহে তার এক বিন্দু॥'

ভগবান স্বয়ং দাস্য করিয়া যে সুখ অনুভব করেন তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পান তাঁহার সেবক-সেবায় তাঁহার সেবা করিয়া। কৃষ্ণদাস্যের এমনি মহিমা!

কৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য একথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সকল রসেই পূর্ণদাস্য বিরাজমান।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজের যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরাও করেন কৃষ্ণের দাসী অভিমান॥

শিবাদির ত' কথাই নাই, স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আদি সঙ্কর্ষণতত্ত্ব শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভুও আপনাকে সর্ব্বদা গৌরকৃষ্ণ দাস জ্ঞান করেন।

নিত্যানন্দ কৃপা করি কৃষ্ণের ভৃত্যাদি মানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

এমন কি, কৃষ্ণ দাস্যে এত সুখ আছে যে, সেই সুখ আস্বাদন করিবার জন্য ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং রাধাভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে এ জগতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস্যের এত মহিমা, কৃষ্ণদাস্যে এত সুখ! সুতরাং এমন লোক কে আছে যে, এই সেবাসুখজনিত পরমানন্দ-লাভে বঞ্চিত থাকে? সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রসমূহে কৃষ্ণদাস্যের কথা বিস্তৃত হন নাই।

অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করেন, বৈষ্ণবেরা কতকগুলি সেবক-প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ তাঁহারা ইহলোকেও দাস অর্থাৎ ভগবানের অধীন থাকিতে চান আবার পরজগতেও অধীন অবস্থাকেই বরণ করেন। যদি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে অধীন থাকিতে হল তাহা হইলে লাভটা কি হইল? মূঢ়দের এই বিচার-চাতুর্য্য তাহাদের অজ্ঞতারই পরিচয়। তাহারা এ জগতের দাস্য পরজগতে টানিয়া লইয়া যাইতে চায় বলিয়াই তাহাদের এই বিচার ভ্রম। ভগবৎসেবাসেবায় বুদ্ধিমান বাক্যের প্রশ্রয়

দাস্যের অসামান্য মহিমার কথা ইহা আমরা জানি না। কিন্তু

কবি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
যাতে দাস সহিত কৃষ্ণ ভজন॥
তাহে মহিমা বলে সম্বন্ধ নাম।
...পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

আমরা অজ্ঞতাই এখানে নানা ভাবে থাকি। কিন্তু সেখানে স্বাধীনতা যে কিসে লাভ হয়, সে জ্ঞান আমাদের নাই। সেই জন্য আমাদের কেবল পরিশ্রম ও চাকরী সার হয়। এ জগতে দাস্য বন্ধন এবং পরাধীনতা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু সেই জগতে স্বরাট্ পুরুষের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা, পূর্ণতম আনন্দ বা পূর্ণতম মঙ্গল। তাহাতে দুঃখের কোন কথা নাই। এই দাস্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর, নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর নহে। এখানকার ঘৃণিত দাস্যের সহিত সেখানকার পরমোপাদেয় দাস্যের ইহাই পার্থক্য। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র শুদ্ধগৌরাঙ্গজগতে এই কৃষ্ণদাস্যের অমন্দোদয়ী প্রচারে দৃঢ়ব্রত।

আমাদের ধারণা যে, ইহজগতে প্রভুত্বই লোভনীয়; কেননা, দাসজীবনে আজ্ঞাবাহী কুকুরের ন্যায় কেবল কষ্টই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্য অপেক্ষা প্রভুত্বেরই আদর করা উচিত। সুকৃতিবর্জ্জিত ভাগ্যহীন আমরা বৈকুণ্ঠ ও মায়িক জগতের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারি না বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা উপস্থিত হয়। ভগবৎকথায় ও আত্মার একমাত্র বৃত্তি একথা সাধুমুখে না শ্রবণ করার দরুণই আনন্দের কাঙ্গাল আমরা অনিমিত্ত মঙ্গলাদের একমাত্র উপায় যে ভগবৎসেবা, তাহাতে উদাসীন হইয়া ভোগ যোগে সুখানুসন্ধান করিতে গিয়া বঞ্চিত হই।

ভক্তগণ সতত সেবানন্দে মগ্ন। তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। দুঃখের লেশও সেখানে নাই। তাঁহারা পরমদয়াল ও পরদুঃখ-দুঃখী। তাই আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা-সুখ প্রদানপূর্ব্বক আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করিবার জন্য তাঁহারা এ জগতে আগমন করেন। তাঁহাদের শ্রীমুখে আমরা শুনিতে পাই,—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভগবানের সেবা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বিষ্ণুদাস্যে লোকই জীবের মঙ্গল উৎপাদন করে। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের ঐকান্তিকী সেবা লাভ হইলে জীবের পরম মঙ্গল হয়। ভগবদ্দাস্য ব্যতীত—ভগবানের প্রীতিবিধান ব্যতীত—আনন্দময়ের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের আর শান্তিলাভের কোন উপায় নাই। সেইজন্য আজ আমরা হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে তাঁহাদের নিত্যদাস্য প্রার্থনা করিতেছি এবং অপর সকলকে করযোড়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

তোমার 'বনা বার্থ দরিদ্র জীবন!
'দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ)

"অনবানন্দ্য দৈবশিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমৎপদপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"
"ভবদ্বন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥"
"মত্তত্রস্ত করীন্দ্র মধুকৈটভারে
সংপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য পরিচারক-ভৃত্য ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

কর্ণ দ্বারা বাণীর সেবা

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোনই রাস্তা নাই একমাত্র সেবা ছাড়া। মহাজন-বাক্যেও আমরা দেখিতে পাই—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গীতেও জানিতে পারি—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা, নিরন্তর খেদ উঠে মনে।" এই সেবা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব এ জগতের কোন বস্তু-বিশেষ নহেন। এ জগতের মলিন জীব, কর্ম্মের নাগর-দোলায় ভ্রাম্যমাণ যুগযুগান্তরের অপরাধী জীব অপরাধ থাকা কালে মায়া পিশাচী দ্বারা আক্রান্ত, মতিচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা নিজে নিজে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশের কথা বা সেবা-সৌষ্ঠবের কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই পরম-করুণাময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিজ জন-সঙ্গে আমাদের নিকট নিজেই আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সদ্‌গুরু, তাঁহার ভিতর দিয়াই অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দেখা যায়। এ জগতের তথাকথিত গুরুব্রুবগণের মত তিনি অস্বচ্ছ নহেন। তিনিই আমাদিগকে সেবা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই জানিতে পারি, সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উদয় না হইলে সৎসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে যাবতীয় অনুষ্ঠান কর্ম্ম হইয়া যায়। সেগুলি সেবার মত দেখা গেলেও উহা দেবীধামে ত্রিতাপ জ্বালার কারাগারে চিরবদ্ধ থাকিবার হেতুভূত হেয় পাপ অথবা অস্থায়ী পুণ্য-কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন

পাপে না করিহ মন অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।

কপট আমরা সরলতার অভাববশতঃ প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাই না। তাই আমরা নিজ সুখকেই ভগবৎসেবা বা ভগবৎসুখ বলিয়া ভ্রান্ত হই। তৎকালে আমাদের নিত্যমঙ্গল হয় না। কিন্তু নিষ্কপট সেবক-কুলই সেবা কাহাকে বলে, একথা ভগবৎকৃপায় বুঝিতে পারেন এবং শ্রীগুরুদেবও তাঁহাদিগকেই অমায়ায় কৃপা করিয়া থাকেন। কিন্তু কৈ? তাঁহাদের ধন-জন-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এ সব ত' কিছু বাড়িয়া চলে না, তাহারা যে কাঙ্গালেরও

অধম হইয়া থাকেন! কিন্তু সচ্ছাস্ত্র বলেন, এইটাই গুরু-কৃষ্ণ-কৃপার বাহ্য লক্ষণ। যথা—

"তাঁহার কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপাট ছাড়ি করে ভিখারীর কর্ম্ম॥
কলিকালে তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীদবিরখাস।
রাজ্যপাট ছাড়ি কৈল অরণ্যে বিলাস॥
যে বৈভব লাগিয়া জগৎ চেষ্টা করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে॥
(চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর কৃপা এই সমস্ত দীন সেবকেরই উপর অজস্রধারে বর্ষিত হয়। শ্রীনিবাস, শ্রীহরিদাস ও শ্রীধর ইত্যাদি দীন-হীন কাঙ্গাল ভক্তগণকে প্রেমভরে বাহুবদ্ধ করিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'আমি কেমন করিয়া এইসব ভক্তকে ছাড়িয়া যাইব?' তিনি যে দীন দয়াদ্র নাথ! দীনের প্রতিই যে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব!

'দীনেরে অধিক দয়া করেন' ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

* * *

'বড় করিয়া মোর কাঙ্গাল-ভক্তগণ।
দেখিলেই তোমরা তারে করিবা সম্মান॥'

সুতরাং সেবার কথা তিনিই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন, যাঁহার অন্তর বিগলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে দীনাদপি দীন হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তসিদ্ধান্তবাণী কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিয়াও অন্যাভিলাষের আস্তাকুড় অন্তরে পুষিয়া রাখিলে বাহিরে যত সেবার কাচ কাচা যাউক না কেন, সবই ব্যর্থ হইয়া যায়, ফলে ভববন্ধন বাড়িয়াই চলে।

অন্যাভিলাষ বাড়িয়াই চলে—সেবা ও কর্ম্মে গোলমাল হইয়া যায় বর্দ্ধিত বাণী-শ্রবণের অভাবে। আমার গুরুদেব এই সত্যবাণী পুনঃ পুনঃ জগৎকে জানাইয়াছেন—'নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই একমাত্র কান ছাড়া।' নববিধ ভজনের প্রথমেই দেখিতে পাই,—'শ্রবণ' শ্রবণ হয় না—যদি না সাধুর আনুগত্যে শুশ্রূষু হইয়া তাঁহার নিকটে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রবণের মূলে আবার 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা'—এই তিনটী বস্তু যুক্ত না থাকিলে শ্রবণের মত দেখা গেলেও তাহা শ্রবণ নহে। অনেক সময়ে অন্যাভিলাষিতা যাহাতে ধরা না পড়ে তাহার জন্য নিষ্কপট ঐকান্তিক এবং শ্রবণেচ্ছু ভক্তের সঙ্গে একইভাবে শ্রবণ করিতে বসিয়াও, এমন কি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক শুশ্রূষুর কাচ কাচিয়াও 'অশ্রবণ' ফল মাত্রই সম্বল হয়। শ্রবণকারী কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা প্রকৃত শ্রবণের স্বাভাবিক ফল।

"হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।"

শ্রবণকীর্ত্তনকারী আবার শ্রুত এবং কীর্ত্তিত বিষয় নিজেও পরিচিত থাকেন। পরন্তু অন্যাভিলাষীর সবই অনুকরণ। তাহার শ্রবণও যেমন অনুকরণ, কীর্ত্তনও তেমনই আনুকরণিক, কপট উচ্ছ্বাস, প্রাণহীন অচেতন বাণী, ঢঙ্গবিপ্রের মতই তাহার সকল প্রচেষ্টা। কীর্ত্তিত বিষয়ে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত নহেন—আচরণের কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে গেলে যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তিনি তাঁহার কপট কীর্ত্তন আর কতক্ষণ চালাইবেন? কীর্ত্তনকারীর সেবায়—বাণীপূজায় যিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তন কিন্তু অকৃত্রিম। তাঁহার কীর্ত্তনই জগন্মঙ্গল, জগৎপাবন। চেতনবাণী তাঁহারই জিহ্বায় নাচিতে থাকে। তখন ক্ষুদ্র মুখের কথকতা আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না, বৃহৎ মৃদঙ্গের আবরক হইয়া পড়ে।

সেবার মূল—শ্রবণ, ফল—কীর্ত্তন, প্রেমের পরিণত ফল কীর্ত্তিত বিষয়ে অবস্থান। সেবা—শ্রবণ-কীর্ত্তন মহামন্ত্রে ও সর্ব্বময়। ঐকান্তিক সেবা করিতে ধন, জন, পাণ্ডিত্য, বর্ণ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি-শ্রী, স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, জাতি, কুল, দেশ, পাত্র কিছুরই আবশ্যক হয় না, যদি সম্যক্ কর্ণার্গল খোলা থাকে। একদিন কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বড়ই ব্যাকুল হৃদয় লইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'জগতের কত বড় বড় ব্যক্তিসকল কত কি দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতেছেন, আমারও ইচ্ছা হয় সেবা করি, কিন্তু আমার যে কিছুই নাই, কি দিয়া আমার প্রভুর সেবা করিব?' তিনি তখন অসুস্থ শীর্ণাবস্থায় মাথা তুলিতে পারেন না, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনিয়াই অতিকষ্টে কোনরূপে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক করুণ প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাকে স্নাত করিয়া কোমল মধুর করুণ-কণ্ঠে অতি স্নেহভরে বলিয়াছিলেন, 'কান দিয়ে সেবাই বড় সেবা।' সেই করুণ সুরের ঝঙ্কার আমার মর্ম্মস্থলে এখনও গাঁথা আছে এবং চিরদিন থাকিবে। সেই চেতনবাণী—বৈকুণ্ঠবাণী। তখন তাঁহার যে করুণায় বিগলিত দীনদয়াদ্র সেবাবৎসল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা ভুলিব না। যদিও সে কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র কিন্তু আমার তখন মনে হইয়াছিল ঐ কয়েক মুহূর্ত্ত এই জগতের কতকালের ঊর্দ্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন বুঝিয়াছিলাম অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ দ্বার সেবা হইলেও কর্ণদ্বারা বাণী শ্রবণ বা চেতনবাণীর সেবাই শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেই সর্ব্ব সুমঙ্গল লাভ হয়। বাণী-শ্রবণে উদাসীন থাকিয়া বৃথা হৈ চৈ এ মনোনিবেশ করিলে—'শ্রম এব হি কেবলম্' সার হইবে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন বলিয়াছেন—'কর্ণ দ্বারা বস্তু দর্শন হয়।' এই সমস্ত দিব্যবাণীর মর্ম্ম তখনই বুঝিতে পারা যাইবে, যখন শ্রবণ বিষয়ে কোন অমনোযোগই থাকিবে না। সুতরাং সেবা কথাটা শুনিলেই আমাদের চমকিত হইবার কোন কারণ নাই। দীন হীন কাঙ্গালেও ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সে সেবা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে—সেইটাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা। সেইটি হচ্ছে সশ্রদ্ধ হইয়া চেতনবাণী শ্রবণ করা। সেইটী আর কিছুই নহে মাত্র 'কর্ণ দ্বারা বাণীর সেবা।'

আচার্য্য-ভাস্কর

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী)

শ্রীভগবান যেরূপ স্বপ্রকাশ, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্, রসময়, লীলাময়, চিন্ময় অভিন্নবিগ্রহ অপ্রাকৃতলীলার আশ্রয় ও নিত্যসহচর সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ, মায়াতীত ও একমাত্র ভোক্তা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, স্বয়ম্প্রকাশতত্ত্ব। আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব কোন মায়িককালের বা ত্রিগুণের অধীন জীব বা মুক্তজীবমাত্র নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবানের সহিত এক দেহ, ভগবদভিন্ন বিগ্রহ। তৎকৃপা ব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"

ভগবান প্রাকৃত বাগ্মিতা, মেধা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা লভ্যবস্তু নহেন, পরন্তু তিনি যাঁহার প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া অহৈতুকী কৃপা করেন অর্থাৎ যখন জীব সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও আত্মনিবেদন ছাড়িয়া দিয়া বলেন—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়াপদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভকত গৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
[illegible]
[illegible]
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি তুঁহু সর্ব্বময়॥
বিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুঁহু হামার পরাণ॥
(শরণাগতি)

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৩)
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম।
(রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে)

—তখনই কৃষ্ণ সেই প্রপন্ন জীবকে তাঁহার স্বীয় সুদুর্লভ পাদপদ্ম-সেবামৃত প্রদান পূর্ব্বক ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

এরূপ সম্পূর্ণ শরণাগতি বা নির্ভরতা সাধুগুরুর সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। "আচার্য্যবান পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)। সদ্গুরু হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তিনিই ভগবানকে জানিতে পারেন। আচার্য্যের সেবা বা সম্যক্ আনুগত্যদ্বারা আচার্য্যের কৃপা লাভ করেন তিনিই ... জীব পূর্ণ চিদ্ধর্ম্ম কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ এবং তাঁহার নিত্যদাস। তখনই জীব আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করেন।

সূর্য্য যেরূপ কোন পার্থিব আলোর সাহায্যে প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন, ধর্ম্মসংরক্ষক বৈকুণ্ঠবস্তু আচার্য্যদেবও তদ্রূপ সমস্ত মানব-মনীষার অতীত প্রতিপাদন করতঃ স্বয়ংই আবির্ভূত হন। বৈকুণ্ঠ-পুরুষই বৈকুণ্ঠবস্তুকে চিনিতে পারেন এবং তাঁহার অনুগত হইলেও তাঁহার কৃপায় অপর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারেন। সূর্য্য উদিত হইলে বহুপ্রাণীর আনন্দ হইলেও কোন কোন প্রাণিবিশেষের তাহাতে কষ্টই হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ আচার্য্যভাস্করের আবির্ভাবে অন্যাভিলাষিতারূপ অন্ধকার ... হইলেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আচার্য্যদেব অমন্দোদয়দয়া প্রকাশ করতঃ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণী-মন্দাকিনীর নিত্য ধারাকে সংরক্ষণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজনমুদ্রা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করেন।

তদ্রূপ ব্যক্তি যেরূপ সূর্য্যদর্শনে অসমর্থ হইলেও নিষ্কপট ... [illegible] ... অসমর্থ হইলেও ... কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে সেই আচার্য্যভাস্করের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবন সকলের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে [illegible] গোদ্রুম-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী [illegible] চতুষ্টয় [illegible] আছেন। [illegible] শ্রীব্যাসপূজা [illegible] মঠে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রী[illegible] শ্রীমঠ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক [illegible] কৃষ্ণবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান জগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীবেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিতের [illegible] বসবাসের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীসত্যাশ্রম গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —([illegible] নিকটবর্ত্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

১৮ ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২০ করিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক -শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক -মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত ভজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, কর্ণওয়াল-গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
একায়েক কোয়ালিটি	১৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

সিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাদ্রাজোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দ

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
গিনি	২২৷০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪৷৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬৷
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
গোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
বাসন্তীকা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷০

পাণ্ডিয়ান	৩১
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ শাখা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲-১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০৷০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ৷৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০॥

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪৷০—৪॥

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ১০৲—১২॥০

ফ্লিস পাটী, বোল্টু পয়াদে ৮৸০—১০৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্ম ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

৫টকলের হালমণ ৫৴০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-ঃঃঃঃ-

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট'—

-ঃঃঃঃ-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তদ্ব্যতীত খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। কাটিতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	[illegible]
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ং ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] ৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৪, ১লা মে, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৫৩]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(*):(•):——

ষড়যন্ত্র মামলার রায়

গত মঙ্গলবার আলীপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল টিটাগড়-ষড়যন্ত্রমামলার রায় দিয়াছেন। ২৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে এই চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছিল যে, তাহারা ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কলিকাতা, ২৪পরগণা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, আসাম, জামসেদপুর, বারাণসী প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই নাকি তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই মামলার আসামীরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। এই মামলা সম্পর্কে ৩১জনকে গ্রেপ্তার করা হয়; তন্মধ্যে দুইজন রাজসাক্ষী হয়। ট্রাইবিউন্যাল ১৩ জন আসামীকে মুক্তি দিয়া ১৭জনকে দণ্ডিত করেন আসামীরা নিম্নলিখিতরূপ দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে :—

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রফুল্লকুমার সেন—১২ বৎসর দ্বীপান্তর, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী—১০ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত—৮বৎসর কঠোর কারাদণ্ড, নিরঞ্জন ঘোষাল—৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড, কান্তিকচন্দ্র সেনাপতি, হরেন্দ্র মুন্সী, জীবন ধুপী, শান্তিরঞ্জন সেন, জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী—৫বৎসর কঠোর কারাদণ্ড, দেবপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে, জগদীশচন্দ্র ঘটক—৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীমতী পারুলবালা মুখুয্যে, শ্রীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, বিভূতিভূষণ বাঁড়ুয্যে—৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এতদ্ব্যতীত আসামী সুধাংশুবিমল দত্তের উপর তিন বৎসর বোর্ষ্টাল স্কুলে থাকিবার আদেশ হইয়াছে। নিম্নলিখিত বারজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে—ধনেশ ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে, অজিতলাল মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর দে, জীবনকৃষ্ণ দে, জুড়ান গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবব্রত রায়, মাখন দত্ত, বীরেন বসু, কালীপদ ভট্টাচার্য্য ধীরেন্দ্রনাথ ধর।

মুক্তিপ্রাপ্ত-আসামীদের মধ্যে প্রথম তিনজন অন্যান্য মামলায় দণ্ডিত হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। সর্ব্বশেষে যে, তিনজনের নাম আছে, তাহারা রাজবন্দী। অবশিষ্ট ছয়জনের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর দে, জীবনকৃষ্ণ দে, জুড়ান গাঙ্গুলী এবং দেবব্রত রায়—এই চারিজনকে পুনরায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে সুদীর্ঘ আলোচনা

——:(•:——

এলাহাবাদে গত ২৭শে এপ্রিল ১২ ঘণ্টাব্যাপী ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলিয়াছিল। রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়াই রাত্রি ৯টার সময় কমিটির অধিবেশন স্থগিত থাকে। পরদিবস সকাল ৮টায় কমিটির পুনরধিবেশন বসে।

শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইবার পর হইতে এতদ্দেশে বা বিলাতে সরকার পক্ষ হইতে যে সকল বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে এবং মিঃ বাটলার কমন্স সভায় যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, ঐ সম্পর্কে কমিটির আলোচনা শেষ হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি ঐ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, "কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই সকল সরকারী ঘোষণার কোনটীর মধ্যেই গান্ধীজী যেরূপ প্রতিশ্রুতি চাহেন, তদ্রূপ কিছুই নাই"। ওয়ার্কিং কমিটির দুই-একজন মাত্র সদস্য নাকি কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, উহা আর অবনমিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই বিষয়টীর আলোচনার শেষ হইবার পর অপরাহ্ণের প্রার্থনাদির পর ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, উহাতে বিভিন্ন আইন সভায় অনুসরণের জন্য কংগ্রেসী কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ লইয়া আলোচনা চলে।

এতাবৎ কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন আরম্ভের সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি রচনা করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল, প্রস্তাবিত গণ আন্দোলন ব্যাপকতা ও বিশালতায় উহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

———

আমেরিকায় আবার ভীষণ প্লাবন

ওহেটেহিও নদীর বাঁধ ছাপাইয়া বন্যার জল সহরে প্রবেশ করিয়াছে। একপ বন্যা গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই। বন্যার ফলে ছয় সহস্র নরনারী গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং আরও এক সহস্র নরনারী নৌকার অভাবে বিপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আশ্রয়প্রার্থী নরনারীগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথ দিয়া পলায়ন করিতে থাকে। তাহারা শুধু একমাত্র সম্বলস্বরূপ তাহাদের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া যায়। ওহেটেহিওর অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে জলের দুর্ভিক্ষ ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে; কারণ সমস্ত পাতকূয়া বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। সৈন্যদল সহরে উপস্থিত হইয়াছে।

অবিরাম বারিবর্ষণের ফলে পেনসিলভানিয়া, ফিল, মেরীল্যাণ্ড ও ওয়েষ্টভার্জিনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পুনরায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহারা এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ওহেটিও নদীর জল বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে আরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। হার্জ্জিনিয়ায় ৬ জনের মৃত্যু ও অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছে। সহস্র সহস্র পরিবার পোটোম্যাক ও জেমস নদীর তীর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই অঞ্চলের সহর সমূহ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও লোকালয় হইতে কতক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ

——:(•:——

গত ২৭শে এপ্রিল নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চেয়ারম্যান, এবং রায় সাহেব পঞ্চানন গাঙ্গুলী ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯
ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড —৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খ ৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গী শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতায় কেবল মাধব-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাবলিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০ সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। ক্রিট ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০॥ নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবাচার্য্য ।০
৭৫। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিব্বিতাবার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক; সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"কৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং লিপিকুশলতা অদ্ভুত সাধারণ ভারতী একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু চিত্র এক বিরাট, আনন্দ ও আত্মীয় দুই মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ের প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দসূচী ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত; ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

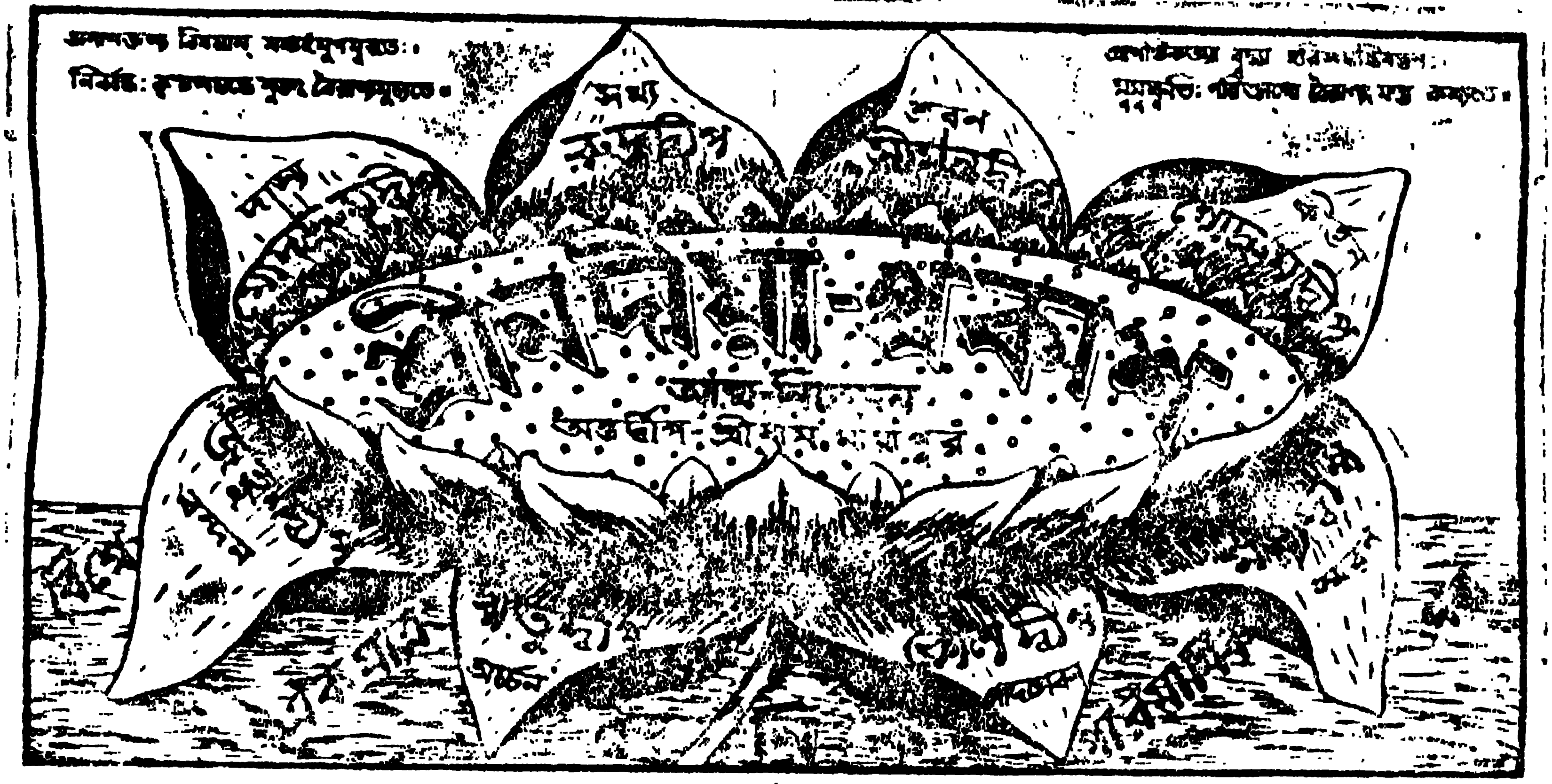

১০শ বর্ষ { ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা মে ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৫০তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ গত [illegible] এপ্রিল মঙ্গলবার [illegible] পাঠকগণ সম্প্রতি প্রকাশিত "[illegible]" গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—"[illegible] জগতের সাধারণ [illegible] বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক যে অর্থে ব্যবহার করেন বা তথাকথিত সাধু আখ্যাপ্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ সেরূপ অর্থে 'অভী' শব্দের ব্যবহার করেন নাই; তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক গৌরবপূর্ণ নিগূঢ় অর্থে এ শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। জগতের [illegible] আবদ্ধ ব্যক্তিগণ 'অভী' শব্দটী দৈহিক ও মানসিক বলপ্রভাবে নির্ভীক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ভয়ের কারণ কি এবং কোথা হইতে এই ভয়ের উৎপত্তি হইতেছে, এই নির্ভীকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং কি প্রকারে সত্য সত্য নির্ভীক হইতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু এই ভয়ের কারণ এবং তন্নিবৃত্তির প্রকৃত উপায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন। [illegible] আমরা জানিতে পারিয়াছি,—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।" ভগবদ্বিমুখ জীবেরই মায়াবশতঃ ভগবান্ ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু আছে এইরূপ অভিমান হয় এবং সেই সকল বস্তুর প্রতি আধিপত্য করিবার একটা দুর্বুদ্ধি জাগে; তাহার ফলে সেই বস্তুর উপর আধিপত্য করিবার [illegible] হয়।

কিন্তু সদ্গুরুকৃপায় বস্তুর স্বরূপ [illegible] জ্ঞান লাভ হইলে [illegible] দ্বিতীয়াভিনিবেশ [illegible] হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত সকল বস্তুর সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারেন। তখন [illegible] তাঁহাদের মায়িক বস্তুর ভয় [illegible] দর্শন করিয়া মায়াদ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।

শ্রীধামে দর্শনার্থী

গত [illegible] মঙ্গলবার শ্রীধাম-দর্শনাভিলাষে কলিকাতা সেণ্টপল কলেজের [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র [illegible] এম-এ, সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও পঞ্চতত্ত্বের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও যোগপীঠের সেবক শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী [illegible] ও শ্রীমায়াপুরের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী মহোদয়দ্বয় তাঁহাদিগকে [illegible] শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রভৃতি দর্শন করাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। [illegible] মঠের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শন এবং শ্রীধামের মাহাত্ম্য ও শ্রীধামসেবার পরম মঙ্গল লাভের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরম প্রীত হন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ২৫।৪।৩৭ রবিবারের সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন [illegible] মহাশয়ের ভবনে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী মহারাজ অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং উহা যে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ চিন্তা-প্রণালীপ্রসূত নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ সমুদয় বৈষ্ণবগণের [illegible] তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। [illegible] চতুর্বিধ [illegible] ভগবদ্বহির্মুখতা-নিবন্ধন বিবিধ ক্লেশপ্রাপ্তি, পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম মহিমাকীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুকে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন ক্ষেত্র গঙ্গাতীরস্থ শুকতলে সমবেত ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, গৌতম এবং নারদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বিবিধ দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা মহামহা-ঋষিদের সমবেতভাবে [illegible] অবলম্বন [illegible] বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা [illegible] তিনি সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। [illegible] সময়োচিত মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তারের সংবাদ

কোয়েম্বাটুর হইতে প্রেরিত

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন প্রচারক বর্ত্তমানে দাক্ষিণাত্যে কোয়েম্বাটুর সহরে জীবের নিত্যকল্যাণপ্রদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অমল প্রেমধর্ম্মের কথা অপামর সাধারণের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন।

[illegible] তাঁহারা [illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] স্থানে তাঁহারা [illegible] অনুষ্ঠান করিয়াছেন। [illegible] শিক্ষা ও তাঁহার কৃষ্ণানুশীলনের লীলাবলীর কথা অবগত হইয়া [illegible] বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

[illegible] অবগত আছেন [illegible] গৌরবাণী [illegible] অভ্যুদয়ে [illegible]।

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ আফিস খুলিবার পর হইতেই প্রত্যহ আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে তারযোগে প্রেরিত সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতে [illegible] প্রকাশের [illegible] প্রকাশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবার বিশেষ সহায়।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিশেষ [illegible] হইতেছে। [illegible] শ্রীমায়াপুর টেলিগ্রাফ আফিস [illegible] তাঁহারা [illegible] করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাওয়া যায় না। মনোধর্ম্মজীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্য বস্তুকে পূজা মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ দর্শনে লোকে ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন, অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

বিষ্ণু-সেবা

আমরা জানি আর না জানি, আমরা সকলেই ভগবানের ভৃত্য। সুতরাং সেই ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা করা আমাদের প্রত্যেকেরই যে কর্ত্তব্য তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। কিন্তু সেবা করিবার পূর্ব্বে এই বিষ্ণু-সেবা জিনিষটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। নচেৎ যাহা বিষ্ণু-সেবা নহে তাহাকে বিষ্ণুসেবা জানিয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা বেশী। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারে না, তিনিই অধোক্ষজ। সেই পরম স্বতন্ত্র অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তু বা অধোক্ষজ জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। তখনই আমরা তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই। নতুবা এই বিষ্ণুবস্তু জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং অসাধারণ বিচারশক্তি প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারা সম্যগ্রূপে জানা ত' দূরের কথা, আংশিকভাবেও অবগত হওয়া যায় না। যাঁহারা তাঁহাকে প্রাকৃত বস্তুর মত মনে ... নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ভোগবুদ্ধিতে মাপিতে যান, তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুবস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু তৃতীয় অর্থাৎ চতুর্থমানের বস্তু। তৃতীয় মানে অর্থাৎ জড়কুণ্ঠকায় আকাশে তাঁহাকে ধারণা করা যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভগবানের সংবাদ-বাহক, ভগবৎ পরিকরগণের কথা আমাদের কাছে আনিয়া দেন। শ্রীগুরুমুখনিগলিত বৈকুণ্ঠের সংবাদ একমাত্র কর্ণের দ্বারাই গ্রহণ করা যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। যিনি লণ্ডন দেখিয়াছেন তাঁহার নিকটেই লণ্ডনের সংবাদ শুনিতে হইবে। তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। তাহা হইলে আমরা বিষ্ণু, বিষ্ণুসেবা এবং বিষ্ণুসেবক— বস্তুত্রয়ের কথা বুঝিতে পারিব। ইহারই নাম অবরোহবাদ বা শ্রৌতপথ। ইহাই সনাতন পন্থা বা সেবাপথ।

আমরা সেবাধর্ম্ম ছাড়িয়া বর্ত্তমানে মায়াধর্ম্মে অবস্থিত। তাই আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষ্ণুকেও মাপিয়া লইতে যাই। কিন্তু তিনি ত' আর ভোগ্য বস্তু নহেন। নিত্য সেব্য বস্তু তিনি—আমি তাঁহার ভোগ্য সেব্য বাস্তব বস্তু তিনি। তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা। যেখানে বিষ্ণুসেবার ছলনায় বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্যাভিলাষ বর্ত্তমান, সেখানে বিষ্ণুসেবা নাই—তাহা বিষ্ণুসেবাও নয়। আমরা ত' আর কর্ত্তা নই, কর্ত্তা—বিষ্ণু। তিনি আমাদের চাকর নন, আমরাই তাঁহার চাকর—গোলাম বা তাঁবেদার। তাঁহার গোলামী করিতে পারিলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। ইহাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম। শাস্ত্র এই বিষ্ণুসেবার স্বরূপের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(চৈঃ চঃ)

আমরা এখন জানিলাম যে, বিষ্ণুপ্রীতির নামই বিষ্ণুসেবা। কিন্তু এই বিষ্ণুসেবা লাভ করা যায় কি করিয়া? এই বিষ্ণুসেবা তিন প্রকারে লাভ করা যায়—'কর্ম্মণা, মনসা, গিরা।' শ্রীমদ্ভাগবত 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' ও 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' প্রভৃতি শ্লোকে এই সেবা কিরূপে করিতে হয় এবং ইহা লাভের উপায় আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

নিরন্তর ভগবৎসেবারত সাধুর সঙ্গই এই সেবালাভের একমাত্র উপায়। সাধুর সঙ্গ অর্থাৎ শরণাগত হইয়া সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত অধোক্ষজ-সেবার কথা বুঝা যায় না। সেইজন্য living source-এর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। নতুবা শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না, এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিব। সাধুসঙ্গ ব্যতীত বিষ্ণুসেবা লাভ ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তিও হয় না।

বর্ষারম্ভে আত্ম-সংশোধন

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

বঙ্গদেশীয় গণনানুসারে একটি বৎসর কালস্রোতে মিশিয়া গেল। এইরূপ কত কত বৎসর, কত কত যুগ যে কালসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের আয়ুর পরিমিত কালও সেই কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কাহারও বা সম্পূর্ণ ফুরাইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কত নবীন জীবনের অরুণোদয় হইয়াছে আবার কত জীবন উষারম্ভের প্রাগবস্থাতেই অস্তমিত হইয়া উদয়াস্তের অনিত্যতা জ্ঞাপন করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে। মায়াদেবীর ছল-চাতুরী অসংখ্য মানবজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকে কুহক-মায়া-মরীচিকায় ফেলিয়া ভ্রান্তিদেবীর ক্রোড়ে ঘুম পাড়াইয়াছে। ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া মনুষ্য যে সময়ে জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটু ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছে সেই সময়ে জগতের অসংখ্য সমস্যারাশি মনোরাজ্যে নিত্য নূতনভাবে উদিত হইয়া মানব-বুদ্ধিকে কোথাও বা সত্যের ছলনায় ভুলপথে চালিত করিয়াছে বা করিতেছে। কত সন্দেহ, কত বাদ, কত প্রতিবাদ সমস্যারাশিকে দিনের পর দিন অধিকতরভাবে বিস্তৃত করিয়া তুলিতেছে। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত ও কর্ণ বন্ধ করিয়া সমস্যা সমূহের বিরাট বাস্তবতা অস্বীকারপূর্ব্বক দিন দুপুরে ডাকাতি করিবার ইচ্ছা করিতেছে। কেহ কেহ সমস্যাসাগরের কুলকিনারা না পাইয়া মাঝপথে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, কোথাও বা সমস্ত সমস্যা শাস্ত্রভাব ধারণ করিয়াছে, আবার কোথাও বা সমস্যারাশি প্রবেশাধিকার না পাইয়া লজ্জিত হইয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে

যাঁহারা সমস্ত সমস্যা অতিক্রম করিয়াছেন অথবা যাঁহার মধ্যে কোনকালে সমস্যার প্রশ্ন উদিত হয় নাই তাঁহারা বা তিনি বিশ্ববাসীকে বিরাট সমস্যার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সমস্যাবিহীন দেশের আলোময়ী চৈতন্যবাণী-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন। সেই চৈতন্যবাণীর নিত্য সুযোগ্যতম ভাণ্ডারী, যিনি ... পাদপদ্মের এত মহিমা। সুতরাং শুদ্ধসাধুর পদরজে অভিষিক্ত হওয়াই যে সেবালাভের একমাত্র উপায় তাহা বলাই বাহুল্য।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

সহজ সরল স্বভাবোল্লসিত গোলোকরাজ্যের পরামৃতবাণী জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়াছিলেন, আজ প্রায় চতুর্দ্দশতম বর্ষ পরে গত বর্ষে সেই জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটে বিশ্বে এক মহাঘোর কুজ্ঝটিকার যুগ আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। সুযোগ পাইয়া মায়াদেবী তাঁহার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য সত্যের উপর মিথ্যা যবনিকাপাতের কল্পনা করিতেছিল। কিন্তু সেই কল্পনা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। নব-বর্ষে শুভ অরুণোদয়ের প্রাক্কালে গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাম্বয়বর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট সহজ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়গগনে আচার্য্য-ভাস্কররূপে উদিত হইয়া মানব মনোজগতে বাস্তবতার আলোকে অলীক স্বপ্নরাজ্যের অসৎসিদ্ধান্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সৎসিদ্ধান্ত-সূর্য্যের উজ্জ্বল্য পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। নববর্ষের মঙ্গল-... ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও অন্যান্য গৌড়ীয়াচার্য্যগণের সহিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর আশা-ভরসা বর্ত্তমান জগতে শ্রীরূপ রঘুনাথের বাণীর শ্রেষ্ঠতম আচারবান্ প্রচারক—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাণের বন্ধু গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভু জয়যুক্ত হউন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাভিন্ন অন্তরঙ্গ সেবকগণ জয়যুক্ত হউন। শ্রীল প্রভুপাদপদ্মানুগত বৈষ্ণবগণ জয়যুক্ত হউন। শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত মহা সৌভাগ্যবান্ শিষ্য সেবকগণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিবার জন্য একরূপ শ্রদ্ধা লইয়া মঠবাস করিতে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা অতিঅল্পে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই আজ বর্ষারম্ভে আত্মসংশোধন পূর্ব্বক নিষ্কপট গুরুসেবা লাভাকাঙ্ক্ষী প্রভুনিজজনগণের শ্রীচরণে আমার অন্তরের প্রচ্ছন্ন গলদগুলি নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই অধমকে কৃপা করুন, আমি যেন শুদ্ধ সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আমার বর্ত্তমান অবস্থা ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিতে গেলে, এতদিন এত উৎসাহের সহিত কাহার বা কিসের কেন সেবা করিয়াছিলাম তাহা যেন শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক ধরাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদকে অন্তরে অন্তরে মর্ত্ত্যজীব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম বলিয়া আজ তাঁহার বপু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ চিন্তাস্রোতের গণ্ডীর মধ্যে না

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥

আমার যথেচ্ছাচারিতাকে আদরের সহিত প্রশ্রয় দিতেছি। কখনও বা মনের খামখেয়ালী উচ্ছ্বাসকে 'তাঁহার প্রেরণা' ভাবিয়া মন কলা খাইয়া আচার প্রচারের নামে যে ভ্রমভূমির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটের পর "হাহা প্রভু কোথা গেলা শ্রীল প্রভুপাদ" বলিয়া সাশ্রুনয়নে চীৎকার করিয়া যে অজ্ঞাত বা জ্ঞাত কপট ক্রন্দনে পিচ্ছিল হৃদয়ের দূরোচিত শোকভাব দেখাইয়াছিলাম তাহা আজ ধরা পড়িয়াছে। প্রবন্ধ বা কবিতাদি লিখিয়া, কীর্ত্তন বা বক্তৃতাদির আড়ম্বর দেখাইয়া অথবা অন্যান্য কার্য্যাদি বিপুল উৎসাহের সহিত সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যে প্রতিষ্ঠা আদায় করিতাম আজ তাহার সুযোগ না দেখিয়া বা বঞ্চিত হইবার সুযোগ না পাইয়া মৌনীবাবা সাজিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, কোথাও বা কপট নির্জ্জন ভজনানন্দীর দলবৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী হইয়াছি। কোথায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার আদেশে তাঁহার নিজজনানুগমনে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিব, তাহা না করিয়া বিষ্ঠাসম কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য গুরুসেবা হইতে প্রস্থান লইয়া সুদুর্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনকে বৃথায় নষ্ট করিয়া দিতেছি। কখনও চুপে চুপে ভাবিতেছি, "এতদিন প্রভুপাদের ত' অনেক সেবাই করিলাম, প্রভুপাদকে কৃতার্থ (?) করিয়া দিলাম, এখন জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন স্বাস্থ্য নিবাসে হাওয়া খাইয়া স্বাস্থ্য ভাল রাখিয়া সাধনভজনে জোর দিই। আবার কখনও বা নিরক্ষের ভাবে ভাবুকতা দেখাইয়া ধীরে ধীরে তমোগুণজাত আলস্য বা জাড্যের পথে অগ্রসর হইতেছি। এতদিনের আমার গুরুসেবার ফল কি গুরুসেবার অভাব দেওয়ারূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই পরিণত হইল আমি এতদিন গুরুসেবা করিয়াছি না মনঃসেবা করিয়াছি তাহা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে, যদি আমি আত্মমঙ্গলেচ্ছু হই।

সাধু-গুরুমুখে শুনিয়াছি যে, সেবা-সেবক রাজ্যে অন্যাভিলাষের স্থান নাই। সেব্যের সহিত সেবকের প্রাণের টান বা সম্বন্ধ সেখানে বর্ত্তমান। সম্বন্ধজ্ঞানের পর সেবকের যে প্রয়োজন তাহা অভিধেয়সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশের প্রথমেই জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক জ্ঞানের পর যে সেবা তাহাতে আর বিরাম নাই, বরং নবনবায়মানতাই রহিয়াছে। যেখানে আমি (সেবক) নিত্যকাল থাকিব, আমার সেব্য নিত্যকাল থাকিবে, এবং আমি (সেবক) ও আমার সেব্যের মধ্যে যে কার্য্য বা সেবা তাহা নিত্যকাল থাকিবে— এইরূপ চেতনোপলব্ধি হইয়াছে সেইখানেই অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত রাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবার গান আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার প্রকট বা অপ্রকট যেন লুকোচুরি খেলা। বিপ্রলম্ভমুখে তাঁহার বা কৃষ্ণের অধিকতর সেবা-চমৎকারিতার কথা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বিপ্রলম্ভমুখে কি করিয়া সেবার উৎকর্ষ হয় তাহা অন্তরঙ্গ পারিষদগণের বা নিষ্কপট শুশ্রূষক গণেরই উপলব্ধির বিষয়। কপট গুরুসেবাভিমানী, বৈষ্ণবাভিমানী মাদৃশ পতিতের সে অধিকার নাই। আমি মনে মনে যাহা ধারণা করিয়াছি বা করিতেছি, তাহা সে জগতের বিপ্রলম্ভ সেবার উপলব্ধি নহে, কারণ, তাহা অপ্রাকৃত।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের একটু সেবা-প্রবৃত্তি দেখিলে বাস্তব সেবা রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া আমাদিগকে শতমুখে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু মাদৃশ হতভাগার এমনই দুর্দ্দৈব যে, তাঁহার উৎসাহকে সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে না লাগাইয়া নিজের যশঃ বা কীর্ত্তি মনে করিয়া চিরকাল বঞ্চিত হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের জ্বলন্ত আদর্শ বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেব প্রভুও আমাদের একটু গুরুসেবার প্রবৃত্তি দেখিলে আমাদিগকে সর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু আমার এমনই পোড়া কপাল যে, তাঁহার গুরুসেবাময় উৎসাহকে "আমার বেশ কৃতিত্ব আছে, তাই উনি আমার সম্মান করেন, আমি মঠে না থাকিলে মঠ চলিবে না, আমি খুব বড় সেবক" এইরূপ অভিমানে স্ফীত হইয়া এখনও বঞ্চিত হইতেছি। সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা মায়ার উত্থান-পতনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কখনও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়রাজ্যে, কখনও পরোক্ষ কর্ম্মরাজ্যে আবার কখনও বা অপরোক্ষ জ্ঞানরাজ্যে বা নির্ব্বিশেষরাজ্যে পদার্পণ করিতেছি, বাহিরে সাধুর বেশ অভিনয়ে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সেদিন কোনও নিষ্কপট সেবকের উপলব্ধিময়ী সেবাবিষয়িণী শ্রৌতগীতিতে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, সেবা কোনও দৈহিক, মানসিক বা বাচনিক ব্যায়াম-বিশেষ নহে। দর্শনের পর সেবা আরম্ভ হয়। তজ্জন্য প্রথমাবস্থায় কর্ণদ্বারা সেবাবস্তুর দর্শন করা প্রয়োজন। সেই দর্শন অবিকৃতভাবে হইলে শুদ্ধসেবা আরম্ভ হয়, অর্থাৎ যাঁহারা দর্শন করিয়া বাস্তবিক সেবা করিতেছেন তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে সেবা বস্তুটী কি, সেবকটি বা কি এবং সেবাটাই বা কি তদ্বিষয়ে শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রবণ শুদ্ধ হইলে পর অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি আবরণ অপসারিত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ কীর্ত্তন হইতে থাকে। শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তন হইলে গোলোকের কথা হৃদয়ে উপলব্ধি হয়। তখন আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের নব নব সেবা চমৎকারিতা চেতনেন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। জানি না, এইরূপ সেবালাভের শুভদিন আমার কবে আসিবে।

যদিও আর এ জন্মে একটীবারও শ্রীগুরু মুখপদ্ম হইতে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের সুযোগ হইবে না বলিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, যদিও অল্প বয়সে শ্রীগুরুপাদপদ্মতাঁরা হইতে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা এ জীবনে আর করিতে পারিলাম না বলিয়া একটা হতাশ ভাব মনে উদিত হইতেছে, যদিও তাঁহার সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদ, সাক্ষাৎ সেবোৎসাহ আর পাইব না ভাবিয়া মনে মনে অন্ধকার দেখিতেছি, তথাপি তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয়গণে আচার্য্যরূপে প্রকটিত করিয়া যে নবীন আশার সঞ্চার করিয়াছেন তাহাতে মনের সাময়িক উচ্ছ্বাস বন্ধ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদানুগত নিষ্কপট গুরুসেবকগণের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর মূল পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শ্রীরূপ-রঘুনাথবাণী বা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার-প্রচার-যজ্ঞাগ্নিতে তাঁহাদের আনুগত্যে যাহাতে এই ক্ষুদ্র জীবনটীকে আহুতি দিতে পারি তজ্জন্য তাঁহারা এই অযোগ্য অধম দাসকে অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া যোগ্যতা প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে এ দাসের একমাত্র প্রার্থনা।

যৎকিঞ্চিৎ

কৃষ্ণরতিই সকলপ্রকার ভজনযাজনের মুখ্যফল। ভক্তিবিজ্ঞদিগের সকল কার্য্যের ভক্ত্যঙ্গত্বই সম্মত, কর্ম্মাঙ্গত্বই পরিত্যাজ্য। জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা কাহারও ভক্তিমন্দির প্রবেশের ঈষদুপযোগিতা হয়, তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নহে; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপন্ন করে, কিন্তু ভক্তি সুকুমার স্বভাবা। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, [illegible] জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির [illegible] পারে না, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তিদ্বারা তাহা অনায়াসেই লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন করে যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়রাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্তবৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাজ্য। সকল বিষয়ই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্তবৈরাগ্য, হরিসম্বন্ধি বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মুমুক্ষুগণের পরিত্যাগ করার নাম ফল্গুবৈরাগ্য; অতএব ভক্তিকাণ্ডে জ্ঞান ও বৈরাগ্য পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

ভক্ত-জীবন আরম্ভ হইলেই জীব মায়ামুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু বস্তুগত মায়ামুক্তি ভক্তিসাধনের পরিপক্কাবস্থা আসিলেই ঘটিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে কেবল স্বরূপগত মায়ামুক্তিই ঘটিয়া থাকে। জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-শরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত মায়ামুক্তি হয়। সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জড়দেহ-পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসর্জ্জন দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশা থাকে, ভাব-ভক্তির হয় না।

মায়ামুক্ত জীব আদৌ দুই প্রকার— নিত্যমুক্ত ও বদ্ধ-মুক্ত। যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তাঁহারাও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব ও মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবেরা পরব্যোম-পতির পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মূল সঙ্কর্ষণের কিরণ-কণ। মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক বৃন্দাবননাথের পার্ষদ, তাঁহারা তদ্ধামস্থ বলদেবের কিরণ-কণ। বদ্ধমুক্ত জীবগণ তিন প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত, মাধুর্য্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতির্গত। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্য্যপ্রিয় তাঁহারা পরব্যোমনাথের নিত্যপার্ষদগণের সহিত সালোক্য লাভ করেন, সাধনকালে যাঁহারা মাধুর্য্যপ্রিয়, মোক্ষলাভের পর তাঁহারা নিত্য বৃন্দাবনাদি ধামে সেবাসুখ ভোগ করেন; যাঁহারা সাধনকালে অভেদ অনুসন্ধানে রত তাঁহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্ম সাযুজ্যরূপ সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হন।

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয় প্রকাশের [illegible] সংখ্যায় [illegible] পৃষ্ঠার [illegible] কলমের [illegible] মকি [illegible] অনুসন্ধানে [illegible] সেবা [illegible] তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় আমাদিগকে আকৃষ্ট করে না?" স্থলে "এমনকি [illegible]দের সেবা [illegible] তাঁহারই পাদপদ্ম-সেবায় আমাদিগকে অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট করিবে না?" হইবে।

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]
পীঠ, [illegible]
[illegible]
শ্রীচৈতন্য [illegible]
রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬০ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা [illegible] ৫১২৬
কলিকাতার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] গৌড়ীয় [illegible]
[illegible] রক্ষক [illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩ গোদ্রুম [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে [illegible]
[illegible] মহাপ্রভুর [illegible]।
রক্ষক — শ্রীগোপাল [illegible]

(৪ শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে [illegible] এবং
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট
স্থপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া।
ইহা [illegible] শ্রীচাঁদ কাজীর
সমাধি। রক্ষক — [illegible]

(৮) শ্রীসুরভিকুঞ্জ শ্রীলনাগার [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ [illegible] নদীয়া)
এখানে [illegible]
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible]
শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর [illegible]-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় ; বর্দ্ধমান।
[illegible]
শ্রী[illegible] রক্ষক [illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], নদীয়া
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক — [illegible]

১৫ / [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬ শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

১৭ শুক্লকুটীর
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক — [illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক — [illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] রক্ষক — মহা
মহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
[illegible] পোঃ ঢাকা
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible]
[illegible] অধ্যাপক
[illegible] এম এ, বি এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
[illegible] (আসাম)
রক্ষক [illegible] গোস্বামী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], [illegible], বি, পি
রক্ষক — [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)
রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ, পি)
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন মথুরা
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড ; মথুরা
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ,

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],
পোঃ [illegible], জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণ[illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা
রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক — [illegible], মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা
বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়
৩ মহার হাউস, কণ্ওয়াল গার্ডেন্স,
এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পিএইচ ডি
[illegible] — মহামহোপদেশক পণ্ডিত
[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
বাঁশ চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
দাদখানি	৫।০
বাঁশমতি নূতন	৬৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলসর কোয়ালিটি	৮।৴০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲—১২।০
বাঁশফুলী আতপ	৫।০—৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲—৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

শিকাটন, টাইপ	১০॥৴০
ফরিদপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাখতোয়া সাদা	৯ ০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
জব্বলপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

ফাষ্ট—	৩৪॥৴০
মিডল—	৩৩৸৴০
বটম—	৩২।৴০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৪০

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৭।০
স্প্রাংকাউন ঐ	৫৸৵—৬৲
রেডিসগোল্ড ঐ	৫।০—৫॥৴০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫।৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴০—৪৸৵
আটা (কে)	৪।০—৪॥৴০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড	১॥৴০—১৸০
ভূষি	১৸৵০—১॥৵০

সুতের দর

অজন্তা	৫৬৲
রাজনন্দিনী	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
বঙ্গলক্ষ্মী	৪২।০

পান্ডিয়ান	৫১
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমের গোলার কাইন	৫৪
পিট্ল আমের করকচ	৪০৲
করাচি পুরনিম ফাইন	৪৩৲
হামার্গ পাথা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা টী আয়রণ	১০৲—
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৴১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১০॥০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাতী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ -১০ ঐ ১৭	-১৭॥০
টিন পাতী, বোলটু পেরেক	৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, নন্দবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধায়ক খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৮—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৪

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৯	১৯-৩৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৯-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-	১২ ১৮	১৬-৩৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবধি সাধক এই কিনা ... ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রত্যাতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵০		৷৵০	৷০
" " টাকা ২৲	১৷৷০		১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক-বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম— ১৬নং বনমালী সরকার লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' শ্রীমায়াপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 15[illegible]

শ্রীরূপানুগবরণপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৩রা মে, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৫৮]

নীলাম ইস্তাহার

——:(•):(*):(•):——

দ্বিতীয়মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৪ই মে, ১৯৩৭

(১)

১১ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৪॥/৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ রহমতুল্লা মণ্ডল দিং সাং গাটরা পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে গাটরা গ্রামে ডিঃ সং ২২২-২২৩নং খং ৬-১৪ শতক জমির ৩॥৶১১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৯১ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৮২৸৶৬

ডিঃ সুশীলা বালা দাসী

দেঃ আয়নদ্দি সেখ সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৫২৫নং খং -৯৬ শতক জমির ৩॥৶• জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪৮৬ নং খং -৩৮ শতক জমির ॥৶১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৯৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে জমিদার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সরকারে মালিয়ানা ষোল আনা রকমে ৩॥• টাকা [illegible] একটী রায়তী স্থিতিবান্ জমা প্রচলিত আছে ঐ জমায় দেনদার আয়নদ্দি সেখের /১০/ আনা রকম অংশ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানা রাজাপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৫৩নং খং ১-৯২ শতক জমির ২৸৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫নং খং -৪৪ শতক জমির ॥৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১নং খং -৩৪ শতক জমির ॥৶• জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১০১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬১।৶৩

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ ভুতি বিবি সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পারকুলা গ্রামে ডিঃ সং ১৩১নং খং ৫-১৬ শতক জমির ১০৸• জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১১০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬২।৶•

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ ছলেমান মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ সং ৬৩০নং খং ৩-৬৬ শতক জমির ৮॥• জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

১৯১ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৭।৩

ডিঃ মৃণাল কান্তি ত্রিবেদী দিং

দেঃ উছমান সেখ সাং পেটুয়াভাজা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বড়গাছি গ্রামে ডিঃ সং ১৩৫নং খং ১-৫৫ শতক জমির ৩৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

১৯৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৪।৶৩

ডিঃ দামিনী বিবি দিং

দেঃ ফতেমান বিবি দিঃ সাং ভীমপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভীমপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৬১নং খং -৯২ শতক জমির ৩।৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৯৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ৯॥/৯

ডিঃ দামিনী বিবি দিং

দেঃ ফতেমান বিবি সাং ভীমপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভীমপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩২৫নং খং -৫৪ শতক জমির ১॥৶৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

২১৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৮৸/৬

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ রাধারাণী দাসী সাং চাকদহ মোকাম দেউলিয়া কাছারী পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৫৯৮।৫৯৯নং খং ৭-৪৩ শতক জমির ৭॥৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

২৪৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৫/৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ রাখাল বিশ্বাস সাং তিলকপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৮৫৮নং খং ৯/১৶• বিঘাজমির ৩৶• জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

২৮১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৮১৸১১৳

ডিঃ নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ নীরোদ চন্দ্র ঘোষ সাং ১৪নং মহেন্দ্র ঘোষ রোড, পোঃ শালিখা ও জেলা হাওড়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে দিগম্বরপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬১নং ও ১৬২নং খং অন্তর্গত ও ঐ থানা অন্তর্গত কাদিপুর মৌজায় ৬৫নং ও ২৩৯নং খং অন্তর্গত থানা চাপড়া মৌজে মলুয়াপাড়া ৩০নং খং ডিঃ সং ১৭-৫৩ শতক জমির ১৮৸৶• জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

৩০০ খাংজারি ৩৭ ২১৶•

ডিঃ শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

দেঃ জয়চান্দ সেখ সাং নওপাড়া পোঃ মুড়াগাছা

থানা কালীগঞ্জ মৌজে নওপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ২৩৬নং খং ৬৪ শতক জমির যাহা রায়তি দখলি স্বত্ব সূত্রে হইতেছে উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৩০১ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৫৸৩

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ সৌদামিনী দাসী সাং মাধবপুর পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৩১নং খং ১৮-৫৯ শতক জমির ২২॥• জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

৩০৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩১২।/৯

ডিঃ শ্রীমতী রাধারাণী দাসী

দেঃ কটিক চন্দ্র দাস দিং সাং দেউলিয়া পোঃ বাজালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৮৪৪নং খং ৫৭-৫৬ শতক জমির ৫১।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

১৪৬৯ থাংজারি ৩৬ দাবী ১৭০।/১

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ কাত্যায়নী বর্ম্মানী সাং মুক্তাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মুধাকরপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০২নং খং ২-৪৫ শতক জমির ৮।৶১৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

১৫২০ থাংজারি ৩৬ দাবী ৫৵৶

ডিঃ অমৃতহরি স্মৃতিতীর্থ

দেঃ শশধর কর্ম্মকার দিং সাং তেঘরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিঃ সং ১৫০৮০ খং ৬-৭৪ শতক জমির ১২।৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

১৫৫৪ থাংজারি ৩৬ দাবী ১১৶৯

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস দিং

দেঃ মহম্মদ সেখ দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে হরনগর মধ্যে ডিঃ সং ১৫০২০ খং -১৭ শতক জমির ৷৶০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২২৩ নং খং -৯৫ শতক জমির ১।৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩৲

নীলামের দিন ১৫ই মে, ১৯৩৭

(১৭)

৬৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ৭০৲

ডিঃ বনবিনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া

দেঃ খাতাউল্লা গাজি দিং সাং বহির-গাছি পোঃ বহিরগাছি

থানা চাপড়া মৌজে ডাংনা গ্রামে ডিঃ সং ৪৩নং খং ৬-২১শঃ জমির ১।৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৮০ থাংজারি ৩৭ দাবী ৫৭।৶২

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ আজগর বিশ্বাস সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩০নং খং ৪-৩১শঃ জমির ১১৸৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

১৩৪ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৬৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কায়েমদ্দি বিশ্বাস দি সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৭৮ নং খং ১-১৪ শঃ জমির ।৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪৲

(২০)

১৩৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ২২৷৴

ডিঃ ঐ

দেঃ আখেরালি সেখ সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৪০।১৪৬৩ নং খং -৬৩শঃ জমির ২৸৶১৭৷ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৲

(২১)

১৩৬ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩৬৷৶৯

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ কাটু সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৭৪নং খং ১-৬৯ শঃ জমির ৪।৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১৩৭ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৬৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইন্দু সেখ দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৮৯নং খং -৪২ শঃ জমির ১।৶৭। জমা মায় তদুপরিস্থিত আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪৲

(২৩)

১৫২ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৩৸/৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র রায়

দেঃ ফকির চাঁদ মণ্ডল দিং সাং চন্দপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মলুয়াপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৭৮ নং খং ১৫-৪০ শঃ জমির ২৸৷ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

১৬২ থাংজারী ৩৭ দাবী ১০১৶৩

ডিঃ কৈলাস কামিনী দেবী দিং

দেঃ পূর্ণ বিবি দিং সাং বেতবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৭১ নং খং ৬-১২ শঃ জমির ১০৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৫)

১৬১ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৬৷০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ২০১ নং খং -২৩শঃ জমির ১৮৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে মধ্যে ডিঃ সং দেন্দারের -২৭শঃ ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১৫ নং খং -৬৪শঃ জমির ৩।৴.০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩৲

(২৬)

১৬৯ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৫।১২২

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং

দেঃ জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ২০১নং খং -২৩ শঃ জমির ১৮১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারের ১-২৯শঃ ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারের ১-০০ একর জমির কাত বার্ষিক ২/১০ টাকার কোর্ফা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৲

(২৭)

১৭৩ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৮।৹

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং

দেঃ জহুরান মণ্ডল দিং সাং পাঁচিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মথুরাপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৬৪ নং খং ১-২৯শঃ জমির ৪৷১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

২১৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ২০/৯

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ ঠাণ্ডু সেখ সাং বানিয়াখড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চকজিধা গ্রামে ডিঃ সং ৪৯নং খং ২-৪৩ শতক জমির ওতান্দো জমা প্রচলিত আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৯)

২২৭থাংজারি ৩৭ দাবী ১২৸৶০

ডিঃ জামিরন নেছা বিশ্বাস দিং

দেঃ গোদারমণ মণ্ডল দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ সং ২৩৯নং খং -১৮শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

২৮৩থাংজারি ৩৭ দাবী ১৮৫৸/৯

ডিঃ মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ অশ্বিনীকুমার পাল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছাগ্রামে ডিঃ সং ৩৩০নং খং ১২-১৬শঃ জমির ২২৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

৩৭৯থাংজারী ৩৭ দাবী ৫/৬

ডিঃ দুর্গানাথ বন্দোপাধ্যায় দিং

দেঃ পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল দিং সাং দহকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া ও সাব্ রেজিষ্ট্রী কৃষ্ণনগরের মধ্যে ডিঃ সং ১৮৪নং খং -২৭শঃ জমির ।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

(৩২)

৩৮০থাংজারি ৩৭ দাবী ৭৸/১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ফনী সেথ দিং সাং আদমপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাঁচকুলি গ্রামে ডিঃ সং ৩৫৯নং খং -৬৫শঃ জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

৩৮১থাংজারি ৩৭ দাবী ৪॥/১০

ডিঃ দুর্গানাথ বন্দোপাধ্যায় দিং

দেঃ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল দিং সাং দহকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দহকুলা গ্রামে ডিঃ সং ১৬৬নং খং -৪০ শঃ জমির ৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

(৩৪)

১৪১৯থাংজারি ৩৬ দাবী ১৭৲ ৩

ডিঃ প্রবোধ কুমার রায়

দেঃ মহম্মদ খাঁ দিং সাং রাধানগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রাধা-নগরগ্রামে ডিঃ সং ১৬১নং খং ১৪-৪৯শঃ জমির ৩১৲১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৬০নং খং ১৬-৭১শঃ জমির ৩০।৶৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

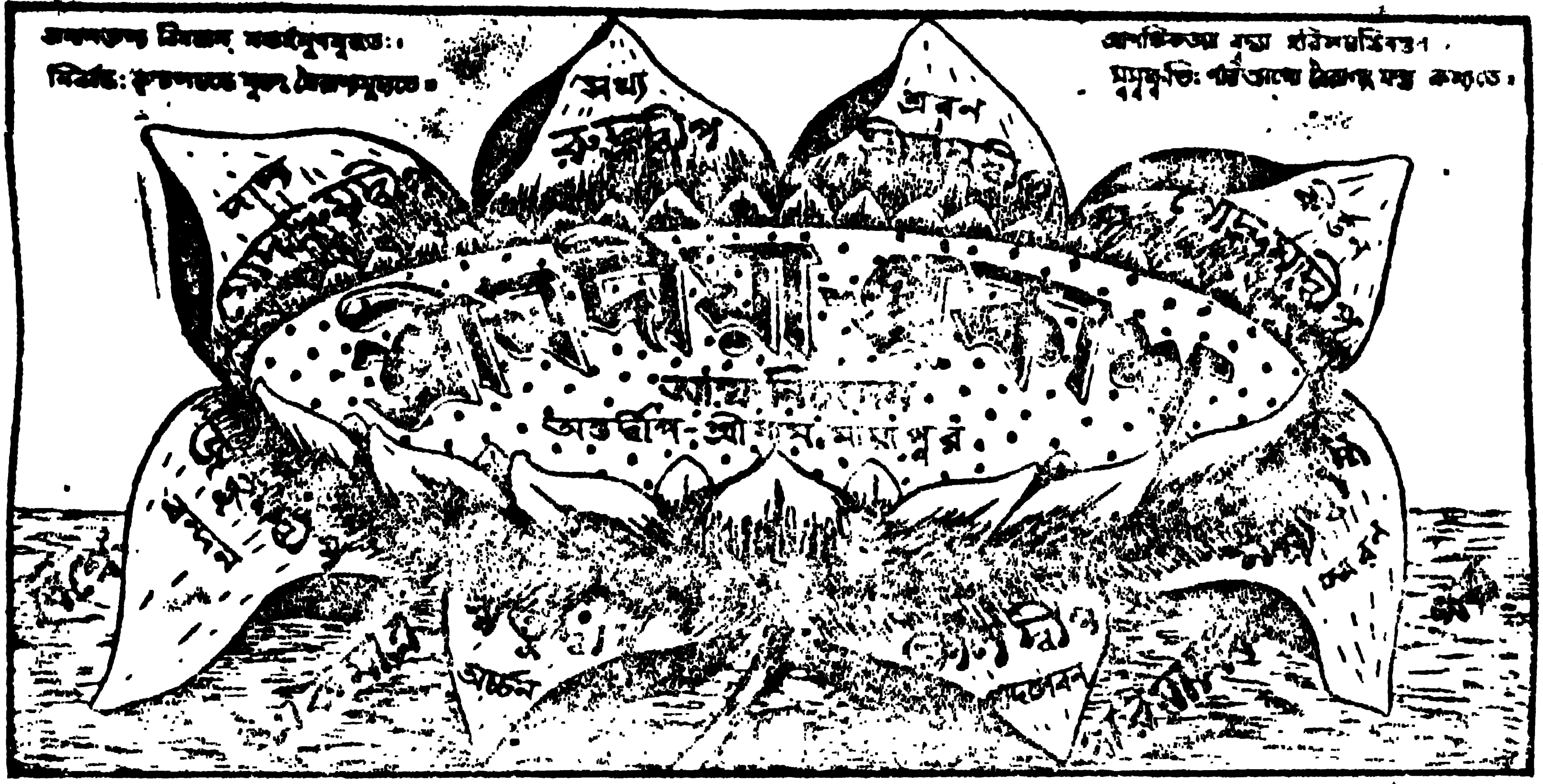

১৫শ বর্ষ | ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা মে ইং ১৯৩৭, সোমবার | ৩৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে কোয়েম্বাটুর সহরে এক বিরাট্ সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "ভারত ও পাশ্চাত্য দেশ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। জেলাজজ শ্রীশঙ্কর আয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামীজীর নাম শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে বহু শিক্ষিত লোক সভাস্থলে আগমন করেন। বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী হয় যে, পরদিবসের অধিবেশনে অসংখ্য লোক উপস্থিত হন এবং সহরে একটা বিরাট্ সাড়া পড়িয়া যায়। ঐ দিবস শ্রীপাদ বন মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বুঝাইয়া দেন যে, একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপরকেও সেই পথে পরিচালিত করিতেছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ বলেন যে, শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনে এরূপ ব্যাখ্যা তাঁহারা কখনও শ্রবণ করেন নাই।

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীসত্যনারায়ণ দাস ব্রজবাসী এম-এ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোয়েম্বাটুর সহরে এক মহতী সভায় "শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সহরের প্রধান ধনী ও থিওসফিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ বেঙ্কট রামাণ আয়েঙ্গার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা শ্রবণে ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, ভক্তিতত্ত্ব এবং [illegible] অধিকার সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর কথা এপর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা কথা এতই সুন্দর যে, স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বক্তা স্বামীজীকে পুনরায় ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। নানাস্থান হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান আসিতেছে। কয়েকজন ধনী লোক সেখানে একটী স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্যও অনুরোধ করিতেছেন

গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভু কোয়েম্বাটুরের থিওসফিক্যাল হলে একটি বিরাট্ সভায় "হিন্দুধর্ম্ম ও নবভারত" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতায় সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সকলকেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে ভক্তি অনুশীলন করিবার জন্য আহ্বান করেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভেলাঙ্গিরি গাউণ্ডার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পাটনায়

গত ১৮ই এপ্রিল ৫ই বৈশাখ রবিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাটনা সিটি-নিবাসী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কিরীটভূষণ সাহের সাদর অভ্যর্থনায় তাঁহার বাড়ীতে শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তনার্থ গমন করেন। শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাদি-কারীরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদ হইতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সমগ্র দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীর পরাজয় ও তাঁহার উদ্ধার বিষয় সহজ সরল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পূর্ব্বে [illegible] চল [illegible] নানাপ্রকার উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করেন। মহাপ্রভু [illegible] সাক্ষাৎ ভগবান এবং তাঁহার আবির্ভাব [illegible] কিরূপ [illegible] নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাহার পর শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী ইংরাজী ভাষায় অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা ও বিশেষত্ব অতি সুন্দরভাবে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। ভগবদ্ভক্তগণলীলাদি মহিমাপূর্ণ এই নিত্য পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয় তাহাও বক্তৃতামুখে বলেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত [illegible]। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদা[illegible] হয়।

কৃষ্ণনগরে শ্রীল তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগরের কতিপয় সজ্জনের আহ্বানে তথাকার আনন্দময়ী তলায় গত ২৮শে এপ্রিল বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় স্বামীজী আনন্দময়ের সন্ধান হইতেও জীবের নিরানন্দ কেন এবং কি প্রকারে প্রকৃত আনন্দলাভ করা যায় তাহার উপায়, প্রকৃত আনন্দময়ী কে, সেই আনন্দময়ীর সন্তানগণের আচরণই বা কিরূপ, ঐকান্তিক আনন্দের সেবকগণের প্রকৃত অনুশীলন [illegible] আচরণাবলীর আবাহন-[illegible] ফলে [illegible] পরপ্রাপ্তি, [illegible] [illegible] আলোচনা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী গীত হইয়াছিল।

মায়াবাদী ও বৈষ্ণব

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ভক্তিরিত্যম্।

[illegible] নির্জিত গতন্ত্রযীমত্রঃ॥

বারাণসী নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে কেবল মায়াবাদী এরূপ নয়। তাঁহাদের অনুগ পঞ্চ উপাসক গৃহস্থসকলও মায়াবাদী। যিনি মায়াবাদ-মত স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই মায়াবাদী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মধুসূদন, সর্ব্বাণীশ সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীভক্তিমার্গ

(ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

যাহা অভক্তের পথ নহে, যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে, তাহাই শুদ্ধভক্তি-পথ। 'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন' বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রাকৃত মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরিসেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই।

নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব-সহকারে অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্ব্বোপাধিমুক্ত সেবা বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে। মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম ভক্তি জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণময়, মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দুরাশাবশে ব্যতিরেকভাবে মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয় তখনই তাহার স্বরূপবিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা' শব্দে নহে বা নিন্দনীয়া, 'যা' অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা 'মায়াতে অনর্থ' অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃতাভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ অন্বয়ক্রমে কৃষ্ণাশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয়সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়, যাহা ভোগ্যরূপ নিজ দুঃস্থিতা বলিয়া নিত্যকৃষ্ণদাস্য জানেন, যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মম্ভরিতা থাকে নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ-সেবনপ্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তির কথা কথিত হয়, তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে। অপবর্গ লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যে স্থলে বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে স্বীয় ভোক্তা-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম; সেখানে মায়া সহ এক ভগবান্ বস্তু যোগ্য ও জীব পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, নিয়সখি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তি-ধর্ম্ম নহে। মহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদির উপদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে ভবৈষ্ণবগণের উপাস্য মাতৃত্ব কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেননা, তাদৃশ সত্তা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদিগণ মুখে গৌরভক্ত হইয়া কৃষ্ণবস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণসহ মায়ৈকত্ব আরোপ করিতে গিয়া ভক্তিধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রবৃত্তিই 'ভক্তি' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড়সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকারভেদ মনে করে, তাহারা এক-প্রকার সহজিয়া; অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোগ্যা স্ত্রী-মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রেই প্রাকৃত। স্ত্রৈণভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব-নাশে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ইঁহাদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় বৈধী-সাধন-ভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ইঁহারা তাঁহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিতে চান না। কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলি দিয়া থাকেন। ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের তুরীয় বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রচুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহধর্ম্ম ও নিজ, নিজ, ইন্দ্রিয়তর্পণে আনন্দলাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়িগণ স্বজাতিতে স্বদেশে, স্বদলে থাকিয়া রসগান শুনেন, ও ভক্তিকে পার্থিব মাটিয়া যা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধগৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এ সকল কথা সুন্দরভাবে "মজিল কৃষ্ণে" প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ-ভোগতাৎপর্য্যাপর সম্ভোগ রসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়। শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ ২০১ সংখ্যা।

"নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

"অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং
দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ান্-
অন্তরায়ো ব্যধায়ি॥"

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥"

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কপিল মাতাকে, বলিলেন, নিহেতুক ব্যবধানরহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে তাঁহারা আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্য লাভ ও আমার সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি-সম্ভোগ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন, ইহাই আন্তরিক ভক্তিযোগ। ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এ বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তিসাধকগণের নিদর্শনস্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভাবসমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগা সাধক নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আবাহন না করিয়া বসেন তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিজাশ্রিতগণকে সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্যপথ নিয়াছেন আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই।

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এইহেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ
তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম॥
নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়।
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥

যাঁহাদের নৈসর্গিক সহজজ্ঞান উদয় হয় নাই, তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথমমুখে দেখিতে পান না, তজ্জন্যই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশ আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজনপ্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাদের নিষ্ঠানাম্নী অবস্থা সাধনভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধি অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আবার রুচির উদয় হইয়াছে, বিষয়-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে, এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নির্ব্যলীকত্বের ব্যাঘাত। "যেষাং স এব ভগবান দয়য়েদনন্তঃ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

সর্ব্বাত্মনা শ্রবণদো বদি নির্ব্বাণীকং। তে হৃতপ্রাপ্তিভক্তি চ সেবমানাং তৈনাং মনাংসিবিতিদীঃ খণৃগালভক্ত্যো ॥" শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও বর্ণনাছেন—"বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বস্তু কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান।" যাঁহাদের

কৃত্রিম রুচি, তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান. তখন অপরাধই বৈষ্ণবরূপতা জানিয়া রাগানুগীর বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তি-লতাকে উপড়াইয়া ছিড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন। 'শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরেভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কেবলং' হইয়া বিধিভক্তির উপযোগিতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন-ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগা মার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাগোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা-মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধাভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সংশয় নিরাস হইলে বিচার-প্রধানমার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হওয়া রুচি-প্রধানমার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধান মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পবিত্রাকাঙ্ক্ষীর স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগামার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবত-সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নাম-শ্রবণ-ফলে অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ, গুণ-শ্রবণ ও লীলা-শ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী; যেহেতু বাহ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগমার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্যবিশেষ।

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—'তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যক্ উদিতে রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু, নাম-রূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ং। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং সঞ্জাতাঞ্চেৎ জাতরুচীনাং পরমসুখদং।" যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণ-নাম-রূপগুণ-বৈশিষ্ট্য-লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিবে।

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধ ভক্ত নিজ পরিচয় সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন। নামভজনে নামোচ্চারণ-কারীর অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারে তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য-ধর্ম্মদ্বয়-গ্রহণের যেটী সুবিধা, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই; তবে জড়গৃহাসক্ত বা স্ত্রৈণ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গু বৈরাগ্যাশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

কণ্ঠহার

বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম কি?

বৈষ্ণবের ঠাঁঞি যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেমবাধ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ)

কৃষ্ণ হইতে বড় কে?

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হইতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৬)

দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ কি?

সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ।
মানুষের এদেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

মহাপ্রসাদ ও অন্নে ভেদ কি?

অন্নবুদ্ধি করি যেবা করয়ে ভক্ষণ।
মহাপাতকী সে, তার নরকে গমন॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহ নষ্ট হয় সে শূকর-যোনি-জন্ম॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কি?

'কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?'
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

ভক্তগণ কাঁহারা?

ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যেহেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম)

মিত্র ও শত্রু কে?

সংসারে যতেক জীব সেই মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

সাধন-বল কি?

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল॥

(চৈঃ চঃ)

মায়াবাদী ও কৃষ্ণ

(কুমারী চপলা সরকার)

যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস হইতে বাসনা করেন তিনি যেন মায়াবাদী না হন।
শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ' দুই ত' 'সমান'॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ-স্বরূপ'॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপ 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ'।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব—চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ, যাতে মহাবহির্ম্মুখে॥

যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক। মায়িক শব্দের অর্থ এই যে, মায়া-মিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে শুদ্ধতত্ত্ব নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। কার্য্য উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন। শুদ্ধ তত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য। রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত। রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড় শব্দাধীন। রাম-কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রামকৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে বা বলে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন, কিন্তু বিষ্ণু নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রামকৃষ্ণাদি নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য এই মাত্র জপ করিবেন। তখন আর কৃষ্ণের রূপেরও ধ্যানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মায়াবাদী রামকৃষ্ণের স্বরূপকে তত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এইজন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণ-নাম নয় তাঁহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। বস্তুতঃ শ্রৌতপথে স্বীকৃত আচার্য্যের নিকট শ্রবণানুগতো আমরা জানি যে, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ বিগ্রহ তিনিই একতত্ত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জড়াতীত ও মায়াতীত অতি শুদ্ধ তত্ত্ব। কৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা-সূত্র ছিন্ন হইয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তিই মায়াবাদীর অনুসন্ধেয় ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের নির্ব্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য। কৃষ্ণ-স্বরূপের এক অংশ পরমাত্মা। অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে, শুদ্ধতত্ত্ব যে কৃষ্ণ তত্ত্ব, তাহা তিনি জানেন না। বদ্ধজীবের দেহ ও জীবরূপ দেহী পরস্পর পৃথক্ অর্থাৎ বদ্ধজীবের নাম রূপ ও সিদ্ধ কৃষ্ণদাসস্বরূপ—পরস্পর পৃথক্, যেহেতু জীবে একটি সিদ্ধতত্ত্ব ও একটি মায়িকতত্ত্ব মিশ্রিত আছে। কৃষ্ণে কিন্তু সেরূপ নাই। কৃষ্ণের সেরূপ থাকারও প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ চিচ্ছক্তির দ্বারা কৃপা প্রকাশে স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে কখনও জীবের ন্যায় জড়মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা নিত্যকাল সমস্ত লীলা করিতেছেন। সেইসকল লীলা তাঁহার কৃপায় যোগমায়ার দ্বারা জড়জগতে প্রকট হইয়াছে। তাহা কেবল কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির পরিচয়। নির্ব্বোধ জীব আপনার ন্যায় কৃষ্ণকে হীনবল বুঝিয়া মায়াশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ জড়জগতে প্রকট হইতে পারেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয়।

কোন জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারা অধোক্ষজ কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। বহির্ম্মুখ মানবগণের প্রাকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ দেখিতে পায় না এবং প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণনামও উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে সমস্তই জড়তত্ত্ব। ভক্তি একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, জীবের চিদধিষ্ঠানে তাঁহার অধিষ্ঠান। যখন শুদ্ধভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে প্লাবিত করেন তখন জড় ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে। তখনই যে কৃষ্ণ-বিগ্রহের দর্শন ও কৃষ্ণনামের উচ্চারণ হয়, তাহাই প্রকৃত শুদ্ধকৃষ্ণনামের রূপের সেবা হইয়া থাকে। মায়াবাদী—শুদ্ধ-ভক্তিবিহীন, কেবল পার্থিবজ্ঞানের চালনায় ব্রহ্মাদি তত্ত্বের ব্যতিরেক অনুশীলন করেন। অতএব মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণাপরাধী। ইহাতে [illegible] হইবে যে, মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণ কীর্ত্তন শুদ্ধভক্তের অনুমোদন [illegible] নয়; কেন না, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়। তাহা কেবল

অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া-আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। [illegible] শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] প্রকাশিত গ্রন্থাগার আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন [illegible] ৪১১০

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীম [illegible] শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা, ভক্তিশাস্ত্রী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রী[illegible] এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন [illegible]পুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অগুরুকুঞ্জ শ্রীনামগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

১০। গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible]পুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি [illegible], বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনেশ্বরের [illegible]। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—([illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮। ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালবুনি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমদ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড় [illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিবাস [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

২৮। সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমনঃকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অক্‌ল্যাণ্ডভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, 'জং' সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ভারতীসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

৩৩। গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৫২নং ক্ষারদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) একচক্রানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড পাঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশায়ী,

পোঃ কোশী ([illegible]) গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

৪৮। ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং চম্‌বান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক শ্রীগোবিন্দপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয় মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল, বিল্ডিং নাম্বার ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রায়রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁকাগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ও [illegible]।

(৬০) অমাথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাথি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

২৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মাণ্ডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

নীলামের দিন ১৭ই মে, ১৯৩৭

(৩৫)

২৭মনিজারি ৩৭ দাবী ৩৪২৩/৩

ডিঃ নিতাই কর্ম্মকার

দেঃ অমরনাথ চক্রবর্ত্তী বড়শিমুলিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কালিদাস গ্রামে ডিঃ সং ১০০নং খং ১৪-৭৮শঃ জমির ১৩৲ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ৭০৲

(৩৬)

১১১দেঃজারি ৩৭ দাবী ২৯৫৸/০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার

দেঃ পরেশনাথ রাজ সাং ভাতছালা পোঃ চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে ভাতছালা গ্রামে ডিঃ সং ১৬৯নং খং ১৪-০২শঃ জমির ২০৻৯ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(৩৭)

১২৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ২৫০৻৬

ডিঃ প্রেমিলা বালা দাসী

দেঃ পঞ্চানন গড়াই সাং কাশিয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ১৭নং খং -০৮ শঃ জমির বক্সি-তয়ারী ঘর করগেটটিনের চাল ইত্যাদি দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১২৮মনিজারি ৩৭ দাবী ৪৬৵/৩

ডিঃ মাণিকচন্দ্র নন্দী

দেঃ মেনাজদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে কড়ুইগাছি গ্রামে ডিঃ সং ২৭নং খং সালিয়ানা ষোলআনা রকমে ১৯৷৷১০ টাকার রায়তীমোকররী জমার মধ্যে দেনদারগণের ১/৫ একের পাঁচ অংশের জমা জমি দরবস্ত হকুক মুল্য ২৫৲

(৩৯)

১৭২ মনিজারি ৩৭ দাবী ১২৭৸৶৬

ডিঃ আশুতোষ ব্রহ্ম দিং

দেঃ রামমোহন ব্রহ্ম সাং গুটিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে গুটিয়া গ্রামে ডিঃ সং দেনদারের /১৷— রকম জমিদারীস্বত্ব হইতেছে ও যাহার বার্ষিক রেভিনিউ ৬৸/৩ টাকা রাজস্ব নদীয়া কলেক্টারীতে আদায় দিতে হয় ও সেটেলমেণ্ট ১নং খতিয়ানে লিখিত হইয়াছে তাহা দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

২৩২ মনিজারি ৩৭ দাবী ৩৫/০

ডিঃ কৃষ্ণপদ বল দিং

দেঃ শিবু দাস দিং সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পাটকাবাড়ী গ্রামে ডিঃ সং ৫৯১নং খং ৩-৮৫শঃ জমির ৭৷১০ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ১০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭৪৮ নং খঃ -৮০শঃ জমির ১৷৫ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৪১)

২৫৬মনিজারি ৩৭ দাবী ৯৯৵৩

ডিঃ যোগমায়া দাসী

দেঃ দীনেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিং সাং মহেশপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৮৫নং খং -২শঃ জমির ২৷/৩ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মুল্য আঃ ৫০৲

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালামখানি	৬৷৷০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ব্রিকাইন, টাইপ	১০৷৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহেরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৻৫০
সভরেণ	২২।০১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৫২৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪৷৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫০

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ::*:: —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুদক্ষ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গতবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লিহার প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভিস্ট্রিট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪.	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎ
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সুগন্ধি কেশ তৈল, কল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী প্রেস— ১৮নং বনমালী সরকার লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্নেহাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবরাপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৪ঠা মে, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৫৭]

নীলাম ইস্তাহার

——:।০।:(*):।০।:——

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই মে, ১৯৩৭

(১)

১৯১১থাংজারি ৩৬ দাবী ৩০৪৬৸৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

দেঃ অজিৎকুমার ওরফে রাম চৌধুরী দিং সাং ও পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালি মৌজে হরিণডেঙ্গী গ্রামে ডিঃ সং ১১১৫নং ও তদধীন ১১১৬নং খং হইতে ১১১৯নং খং ২৪-০৬শঃ জমির ১৫৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১২থাংজারি ৩৭ দাবী ৪৪৷৴৬

ডিঃ ত্রিপুরাপ্রসাদ পাল চৌধুরী

দেঃ এবাদৎ সেখ দিং সাং হাঁজরাপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে হাঁজরাপোতা গ্রামে ডিঃ সং ২৪৪নং খং ৬-৮২ শঃ জমির ১৮৵১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৩)

৯২থাংজারি ৩৭ দাবী ২০।৶৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়াগ্রামে ডিঃ সং ১৪৭।৬নং খং১-০১ বিঘা জমির ৩।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৩০থাংজারি ৩৭ দাবী ২১।৶০

ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ হরিদাসী বৈষ্ণবী সাং পাড়ুইপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কোতয়ালী মৌজে নলদহগ্রামে ডিঃ সং ২৫৬।২৫৭ নং খং ১ ৪৪শঃ জমির ২৸৵০ জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১০ই মে, ১৯৩৭

(৫)

২৭০থাংজারি ৩৭ দাবী ৪২।৶৩

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ সাজেমন বিবি সাং চরিংডাঙ্গা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে ব্রজনাথপুরগ্রামে ডিঃ সং ৬৯নং খং ১-৩৯শঃ জমির ৫৷৵১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

২৬৯থাংজারি ৩৭ দাবী ১০১৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ থানা ঐ মৌজে ফরিদপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৭৩নং খং ৩-১৯শঃ জমির ১৩৸২৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৭)

২৪৮থাংজারি ৩৭ দাবী ১৫।১১

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ কালিপদ মণ্ডল দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারীগ্রামে ডিঃ সং ১০১নং খং -৯শঃ জমির ১।৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

২৪৭থাংজারি ৩৭ দাবী ৫৭৲৩

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ শশধর কুণ্ডু দিং সাং বসন্তপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৫১।৩৫৭ নং খং ১-৩৮শঃ জমির ১০৸৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

২০৪থাংজারি ৩৭ দাবী ৭৮৸৯

ডিঃ হরিময় অধিকারী দিং

দেঃ সুবেদার সেখ সাং রাউতাড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে রাউতাড়াগ্রামে ডিঃ সং ৪১৯নং খং ৪-০৪শঃ জমির ১৪৲১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

১৮১থাংজারি ৩৭ দাবী ১৯.৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ খোকা ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুরগ্রামে ডিঃ সং ২১৭নং খং ১-১১শঃ জমির ২।৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১১৯থাংজারি ৩৭ দাবী ৮৫৬৸৵১

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ যামিনী মোহন চক্রবর্ত্তি দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ৫৯০নং খং -১৬শঃ জমির ৩৷৯পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৯৭নং খং -১১শঃ জমির ১৮৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৯৮ নং খং -১১ শঃ জমির ১।৶১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫২৮ নং খং -১৪শঃ জমির ১৮৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

১০৯থাংজারি ৩৭ দাবী ৫২৸৵৬

ডিঃ শ্রীকান্ত মণ্ডল

দেঃ লোকমান সেখ সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতয়ালী মৌজে সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ সং ১৩৫।১৩৬ নং খং ২-১৬শঃ জমির ৮৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

১১৯৮থাংজারি ৩৬ দাবী ২৩০৫?

ডিঃ রাধা গোবিন্দ সেন দিং

দেঃ [illegible] দিং সাং [illegible] পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে বাগনাথপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬১নং খং ২-২৮শঃ জমির ৭১৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০৪ নং খং ৮শঃ জমির ১১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১২০৯ থাংজারি ৩৬ দাবী ৬১ ১৪

ডিঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ ছোটেলাল রাম কৈবর্ত্ত সাং কুল বাগান পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে চরদন্তবাটী গ্রামে ডিঃ সং ৩৯নং খং ৪-২৮শঃ জমির ৯৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৫)

১৮৪৩থাংজারি ৩৬ দাবী ১১০৩৮৶৬

ডিঃ হীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং

দেঃ সুরপতি ভৌমিক দিং সাং কেমিরদিয়ার মোং কুঠী বামাদী পোঃ গাংনী

থানা গাংনীমৌজে ১৫নং বামাদীগ্রামে ডিঃ সং ২০৫ ও তদধীন ২০৬-২০৯, ২১১, ২১২, ২১৫-২২২, ২২৬-২৫১, নং থং ৮৩ ৩৫শঃ জমির ৮৬৷৷৪ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(১৬)

১৮৪৪থাংজারি ৩৬ দাবী ১০৮৪৷/৯

ঐ

দেঃ ঐ

থানা গাংনী মৌজে ঐ ডিঃ সং ১৯৭নং ও তদধীন ১৯৮, ১৯৯, ২০১—২০৪নং থং ৩৫-৩৮শঃ জমির ৫৩৵৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(১৭)

১৮০৯ থাংজারি ৩৬ দাবী ৫০৷৶৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ শিবকালি বিশ্বাস দিং সাং কালিয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কড়কড়িয়াগ্রামে ডিঃ সং ১৮০নং থং ৬-৭১শঃ জমির ৭৷১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৮১ নং থং —১৭শঃ জমির ১৷৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

১৬৬৮থাংজারি ৩৬ দাবী ৩৩৬/৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ পৃথ্বীশকুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রাখালগাছিগ্রামে ডিঃ সং ১১নং পত্তনী দেন্দারগণের পত্তনীস্বত্বে অদ্যাবধি আদায় করিয়া আসিতেছে উহার মূল্য ৫০৲

(১৯)

১৬৪৯থাংজারি ৩৬ দাবী ৮৮৷৯

ডিঃ রাজনন্দিনী দেবী

দেঃ পৃথ্বীশকুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রাখালগাছিগ্রামে ডিঃ সং ১২নং থং দেন্দারগণের পত্তনীসত্ববাবদ বার্ষিক ৫০৲ টাকা পত্তনী খাজনা ডিক্রীদারগণের দেন্দারের আদায় দিতে হয় ঐ সম্পত্তি মায় দরবস্ত হুকুকসহ মূল্য আঃ ৫০৲

নীলামের দিন ১১ই মে, ১৯৩৭

(২০)

১১২ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৬৷৶৩

ডিঃ হরেকৃষ্ণ দাস চৌধুরী

দেঃ কুমান ঘরামী দিং সাং নওপাড়া পোঃ মুড়াগাছা

থানা কোতয়ালী মৌজে নওপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৬০২নং থং ১-৬৫ শতক জমির ৬৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১

(২১)

৪২ থাংজারি ৩৭ দাবী ৬০৷/৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ যতীন ভট্ট দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিল বাসুখালী গ্রামে ডিঃ সং ৮১ ও ৮২নং থং ৩-৯০ শতক জমির ১৭৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

৩৭৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৫৸৶

ডিঃ রতিকান্ত সাহা

দেঃ ভোলা নাথ ঘোষ দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ২৭৮৯নং থং ৪-৬০ শতক জমির ৭৸/০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

৩৭৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৬৷০

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ রঞ্জন ঘোষ দিং সাং পণ্ডিতপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পণ্ডিতপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৬।৭৬নং থং ৪/৪৶ বিঘা জমির ৪৸৶১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০

(২৪)

৩৫৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ৪৮৷৷৶৩

ডিঃ রতিকান্ত সাহা

দেঃ কৈলাশ কামিনী দেবী দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ২৬৬৫নং থং ৫-৪০ শতক জমির ৮০৶ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

নীলামের দিন ১২ই মে, ১৯৩৭

(২৫)

১১৮ দেংজারি ৩৭ দাবী ২১৬৸৶

ডিঃ রাধাগোপাল দত্ত দিং

দেঃ বিলাত মণ্ডল দিং সাং গহরাপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে গহরাপোতা গ্রামে ডিঃ সং ২৭৭১নং থং -৫২ শতক জমির ৷৶০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(২৬)

২০২ দেংজারি ৩৭ দাবী ৬৮৸০

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং

দেঃ কালিপদ কর্ম্মকার দিং সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে পুরুলিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৮৫নং থং -৭১ শঃ জমির ২৷৷৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে মিড়া গ্রামে ডিঃ সং ৩১৩নং থং -০৮ শতক জমির ১৮৬ পাই জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১২ নং থং -৭৬ শতক জমির ২/৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৭)

১৯৬০ দেংজারি ৩৬ দাবী ২২৯৬৸/৯

ডিঃ দুর্গাপদ সরকার

দেঃ ত্রাহিপদ সরকার দিং সাং রাখালগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে রাখালগাছি গ্রামে ডিঃ সং ২৫৪নং থং ২-৩২ শঃ জমির ১৫৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৬৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫৫ নং থং -৭৫ শতক জমির ২৷৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৩৫৲

৩। ঐ থানা মৌজে ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ২৪৭নং থং ২-৬৪ শতক জমির ২৷৷৶৮ পাই জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১৬ নং থং -৬৪ শতক জমির ২৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৬৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫৮ নং থং -৪১ শতক জমির ৷৶০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩০৭নং থং ১-২৪ শতক জমির মধ্যে দেন্দারের নিজাংশ ৷৷০ মূল্য আঃ ৪০৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেন্দারের পিতার নামে ৫/০ টাকার যে জমা দেখা যায় উক্ত জমার দেন্দারের নিজাংশ ৷০ আনা মূল্য আঃ ২৮৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪০নং থং ৪-৫২ শতক জমির ১৫৸ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৫৬ নং থং ১-১৭ শতক জমির ৩৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২১৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৩ নং থং -৭৫শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২১৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে রাখালগাছি গ্রামে ডিঃ সং ১০০নং থং ৪-৫শঃ জমির ৬৷৷/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৯৫৲

১২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০১নং থং ১-৬০ শঃ জমির ৫/০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

১৩। ঐ থানা মৌজে ব্রাহ্মণপাড়াগ্রামে ডিঃ সং ২২২ নং থং ২-২৯শঃ জমির ৪৸/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬৫৲

১৪। ঐ থানা ঐ মৌজে রাখালগাছিগ্রামে ডিঃ সং ২৪৩নং থং ১-৬৫ শঃ জমির ৬/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৩৫৲

১৫। ঐ থানা ঐ মৌজের সাধনপাড়াগ্রামে ডিঃ সং ১২নং থং ২-৫শঃ জমির ৬৲৬পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০৲

(২৮)

৩০ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৩৫৷৷৯

ডিঃ সুধাশশী দেবী

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সোনাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সরকারে ৩৭৭নং খতিয়ানে ৯৩০-১৪শঃ জমির ৬৮৩৷৶৬পাই জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০০০০৲

২। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সোনাডাঙ্গাগ্রামে ডিঃ সং ২নং থং ১০০-৩৩ শতক জমির ৬৮৩৷৬পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০০৲

(২৯)

৮৫ মণিজারী ৩৭ দাবী ২০৬৫৸৶৯

ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন দিং

দেঃ কমলাবালা রায় দিং সাং চৌড়হাঁস পোঃ কুষ্টিয়া

১। থানা কুষ্টিয়া মৌজে বারখাদাগ্রামে ডিঃ সং ১১৩৯ নং খতিয়ানে ৫-৭৬ শতক জমির ৮৲৬ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আন্দাজ ২৫০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৯৬ ও ১৯৭ নং থং ১-৫১ শতক জমির ১৸৶০ আনা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা চৌড়হাঁস মৌজায় ডিঃ সং ৪৪৩নং থং -৩৮শঃ জমির ২৷৷৶৬পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানা বারখাদা মৌজায় ডিঃ সং ১১৩৫ নং থং ২-৬৫ শতক জমির ৫৶৬

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

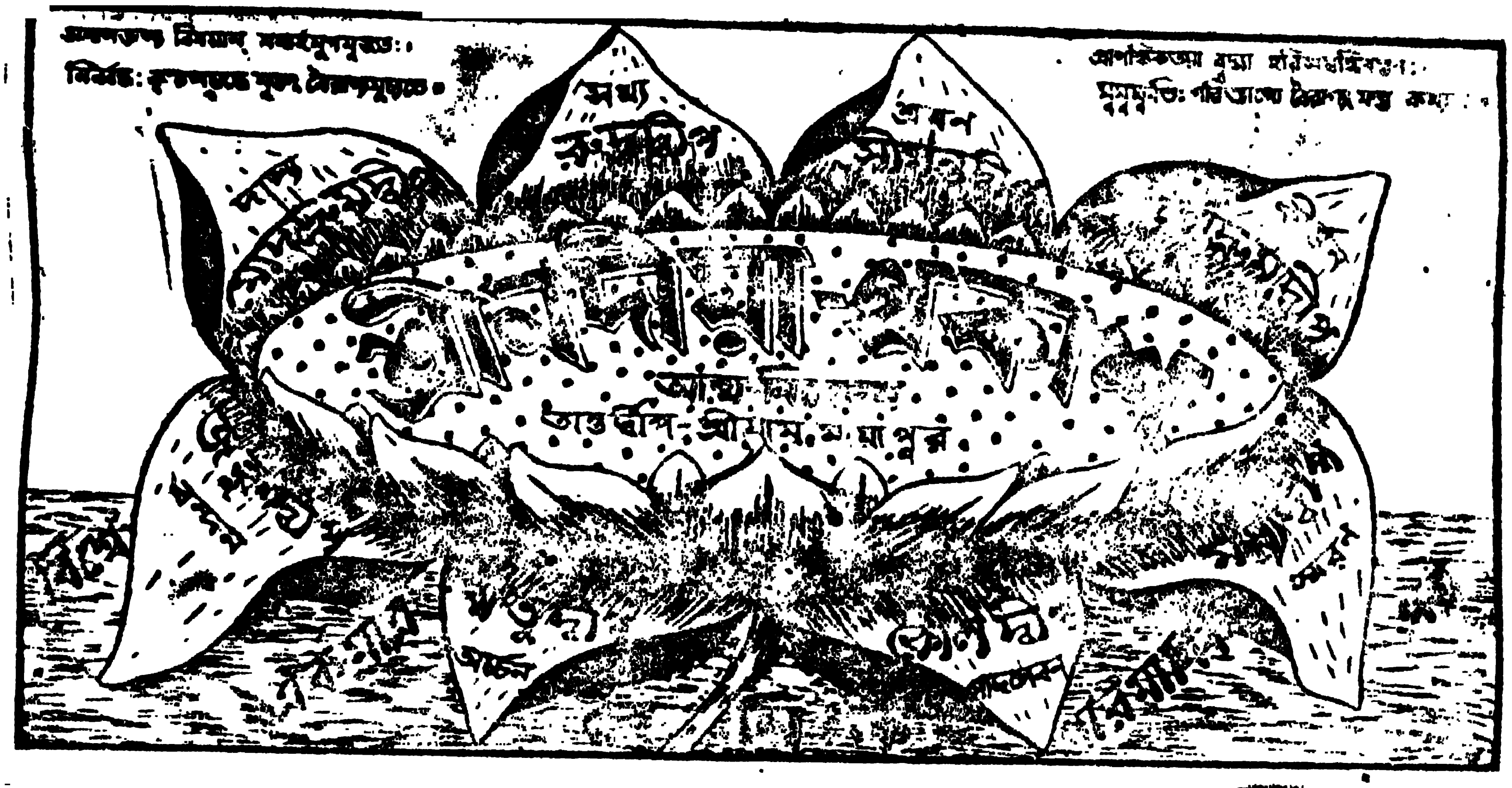

১৫শ বর্ষ } ৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা মে ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৪৭তম সংখ্যা

লণ্ডন-সংবাদ

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় লণ্ডনের গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহার নিকট শুদ্ধসনাতন ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গোস্বামীজী লণ্ডনের সর্ব্বত্রই কৃতিত্বের সহিত প্রচার-সাফল্য লাভ করিতেছেন শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত। গোস্বামীজী তথায় কয়েকটী বিশেষ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বক্তৃতায়ই বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক বিচার প্রণালী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

Miss C. Bowtel নামক জনৈকা উচ্চবংশোদ্ভূতা শিক্ষিতা ইংরাজ মহিলা, Mrs. M. E. Brocard নামক জনৈকা উচ্চবংশীয়া শিক্ষিতা ফ্রান্সদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা, Mrs. C. M. Breach নামক জনৈকা ইংরাজ-মহিলা, Mrs. R.S. Nehra B.A. Attorney President, Central Hindu Association, England) প্রভৃতি ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ গোস্বামীজীর নিকট চেতনময়ী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার আচারময় প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিতেছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ গত ২৮শে এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অভিধাহরণ নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সনাতন শিক্ষা পাঠ করেন। পাঠে স্বামীজী কৃষ্ণবিস্মৃতি-হেতু জীবের বহির্ম্মুখতা, বহির্ম্মুখ জীবদের জন্য মায়াপিশাচী কর্ত্তৃক তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ আবরণদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে দণ্ডীকরণ, কামক্রোধাদি ষড়্ রিপুর বশীভূত হইয়া নিরন্তর মায়াকর্ত্তৃক লাঞ্ছনা প্রাপ্তি, এইরূপে মায়াক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোক ও অধোলোকে পরিভ্রমণ, ভাগ্যক্রমে সাধুদর্শন হইলে তৎসঙ্গ ও উপদেশফলে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ এবং সাধুগুরু কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

যোগপীঠে কীর্ত্তন

গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বহু হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। প্রথমতঃ শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবান্ধব প্রভুর মূলগায়কত্বে "শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম কেবল ভক্তিসদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মতে"। এই গানটী গীত হইবার পর পাঠ আরম্ভ হয়। [illegible] বলেন,— অন্যান্য অবতারগণ যে বর প্রদান করেন নাই সেই এতাদৃশ সুদুর্লভ পরমোজ্জ্বল রস প্রেম অকাতরে নির্ব্বিচারে আপামরে বিতরণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের শ্রেষ্ঠতা। ভক্তির পরাকাষ্ঠা, মাধুর্য্য রসাস্বাদন করাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বগণসহ এই জীবজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া সেই অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমধন ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। স্বয়ং বিষয় বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া আমাদের মত অনধিকারী, বহির্ম্মুখ জীবের সম্মুখে গোলোকের সুদৃঢ় অর্গলের সুসংবদ্ধ দৃঢ় কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এত দয়াল!

স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিসম্বন্ধে বলেন যে,— একমাত্র শুদ্ধভক্তিই জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-পদপদ্মে পৌঁছাইতে সমর্থ। এইজন্য ভক্তিদেবীকে কৃষ্ণাকর্ষিণী বলা হয়। সেই ভক্তির কণিকামাত্র হৃদয়ে উদিত হইলে উহাই ক্রমে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সিঞ্চন প্রভাবে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া অবশেষে কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান করিয়া থাকে। [illegible] উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেন।

মাদ্রাজে প্রচার

বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের মূল কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে। ঐ বাণীপ্রচারের সহায়তাকল্পে টেলিগ্রাফ অফিস উন্মুক্ত করার মানসে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ [illegible] টেলিগ্রাফ আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] একান্ত প্রয়োজনীয় এই টেলিগ্রাফ আফিসের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় তাঁহারা পরমানন্দিত হইয়াছেন।

[illegible] করিয়া তিনি পরে [illegible] হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ

কার্য্যারম্ভ

গত অক্ষয়তৃতীয়া ১৩ই বৈশাখ ১৩৪৪ [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] বিপুল [illegible] মধ্যে টেলিগ্রাফ [illegible] উদ্বোধন করেন। শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই এখানে রেলওয়ে লাইন খোলা হইবে।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥

"কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বলস্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী ভোগ্যা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ মধুসূদন, শুক্লা পঞ্চমী গৌরাব্দ ৪৪১

বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

যাঁহারা সবিশেষ বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব। আর নির্গুণ বিষ্ণু-উপাসকগণই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম বৈষ্ণব। গুরু-বৈষ্ণবপাদাশ্রয়ে তাঁহাদের কৃপায় যাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে, সেই সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই গুরুবৈষ্ণব-আনুগত্যে ভজন করিতে করিতে বৈষ্ণব হন অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার অধিকারী হন। জীবের স্বরূপে ব্রহ্মত্ব-ধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান আছে। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপায় মায়াবাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেই ব্রাহ্মণগণ অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইবার সৌভাগ্য পান, তখনই তাঁহাদের ভাগ্যে শুদ্ধ ভগবৎসেবাধিকার লাভ ঘটে। শাস্ত্র বলেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যবাণীতে আমরা পাই—'ভগবত্তার অন্তর্গত ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব; বৈষ্ণবতায় দেবত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব অবস্থিত।' এই ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসগণই ব্রাহ্মণ। যাঁহার একলক্ষ টাকা আছে, তাঁহার যেরূপ সহস্র টাকাও আছে সেইরূপ যিনি বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরও গুরু, সেই বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বৈষ্ণবগণ নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইয়া সতত কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত। তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বলিয়া জগদ্‌গুরু। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। তাঁহারা পতিতপাবন, পতিতের বন্ধু।

অব্রাহ্মণ কখনও গুরু হইতে পারেন না। গুরু মাত্রই—ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণই বা বলি কেন, ব্রাহ্মণগণেরও নিত্যোপাস্য। জগতের লোক মূঢ়তাবশতঃ শূদ্র বা সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহাই বলুক না কেন, তথাপি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে তিনিই ব্রাহ্মণ—গুরু। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাতে আনুষঙ্গিকভাবে ব্রহ্মজ্ঞতা আছে। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন; কারণ বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও সকল ব্রাহ্মণের গুরু—জগদ্‌গুরু, নামাচার্য্য, পরমবৈষ্ণব। জগৎপূজ্য ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণের গুরু-বিচারে সম্মান করিতেন। তাই যদুনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিগণ হরিদাস ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও শান্তিপুরে অনেক ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিবার উপযুক্ত একটিও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া ত্রিপুরুষের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার নিজ স্বভাবসুলভ দৈন্য প্রকাশ করিলে আচার্য্যের অগ্রণী শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

'তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন'।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণ-কালে হরিদাসকে কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন। যাঁহাদের এই সকল সদাচার দেখিবার চক্ষু নাই, তাঁহারাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে। তাই বলি, বৈষ্ণবমাত্রেই ব্রাহ্মণ, শুধু ব্রাহ্মণই বা বলি কেন, বৈষ্ণব সকল ব্রাহ্মণের গুরু, আব্রহ্মস্তম্ব সকলের গুরু—জগদ্‌গুরু। সুতরাং বর্ণাশ্রমাতীত বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ মনে করা অপরাধ ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবজ্ঞাপক। সাধু সাবধান!

—————

আচার্য্যতা

(শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ)

প্রাকৃত বা জড়বিদ্যা ষড়ঙ্গ-সহিত বেদজ্ঞানেই পরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। অপরা বিদ্যার বহু শাখার উদ্দেশ্য চতুর্ব্বর্গ লাভ বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রাপ্তি। শাস্ত্রে অন্য ত্রিবর্গের ধিক্কার করিয়া চতুর্থ বর্গ মোক্ষেরই প্রাধান্য স্থাপিত আছে। বদ্ধ জীবের দেহগত বা মনোগত ধর্ম্ম বহুমুখিনী ধারায় প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ ভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছা-শক্তিতে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যের প্রকাশ এবং বহির্ম্মুখ নিসর্গের প্ররোচনায় জীবসমূহের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে কর্ম্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য। এই প্রকারে সকল জীবের, এমন কি মনুষ্য বা দেবতাসমূহেরও অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিভিন্ন ধারণায় পৃথক্ পৃথক্ রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু এইগুলি তাৎকালিক বা বিনশ্বর। স্থূল পদার্থ দেহ ও মনের নশ্বরতা যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ তাহাদের নিসর্গগুলিরও নানাবিধ অবস্থানে নানাত্ব ও ধ্বংসশীলতা বৈদিক কর্ম্মবাদ ও পূর্ব্বমীমাংসাদি অধিকারী ভেদে তাহারই কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস করিয়াছেন, তথাপি বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরমধর্ম্ম, পরমার্থ, পরমকাম ও পরমমোক্ষের সন্ধান অপরাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও ঘুণাক্ষরে জ্ঞাত হইতে না পারিয়া কেবল পরস্পর বিবদমান রহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবগণের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক পাণ্ডবের অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী আবরণের অন্তর্গত আত্মার বা দেহীর সর্ব্বপ্রকারে অবিনশ্বরতা এবং তাহারই স্বভাবের নিত্যতা একমাত্র পরমধর্ম্ম, পরমার্থ, পরমকাম ও পরমমোক্ষ রূপে নানাবিধ উদাহরণ দ্বারা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফলরূপে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থাকারে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যহেতু জীবের বহুত্ব এখানে প্রয়োজন-বহুত্বের আবাহন করিবার সুযোগ পায় নাই। জীবের চিন্ময়ত্ব ও তদীয় স্বভাবের চিন্ময়ত্ব যদিও ভগবদিচ্ছাক্রমে চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার লীলাপোষণ করিতেছে, তথাপি সমস্তই একায়নমার্গাবলম্বী বা একমাত্র ভগবদিন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টাপর হওয়ায় কোন প্রকার অনৈক্যের অবসর নাই। সেই নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম বা পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বাস্তববস্তুর সর্ব্বথা প্রীতি-সম্পাদনই অণুচিৎ জীবমাত্রের একমাত্র পূর্ণ স্বভাব। ইহা কোন খণ্ডকালের বা সীমার অন্তর্গত না হওয়ায় কোন প্রকারে খণ্ডিত বা সঙ্কুচিত হইবার যোগ্য নহে।

কর্ম্মপ্ররোচক বেদবাদ বিস্তারের নিমিত্ত কতকগুলি শৃঙ্খলা সংগঠন করিতে প্রাচীনগণ যে সমুদয় সংহিতাদির প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে 'আচার্য্য' শব্দের নিরুক্তি বা ব্যাখ্যা যাহা করিয়াছেন তাহা গৌণ লক্ষণ হইলেও পরমার্থমার্গে গ্রহণে আপত্তি নাই। সংহিতা-শিরোমণি মনু বলেন,—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন দান করিয়া কল্প বা যজ্ঞবিদ্যা ও রহস্য বা উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডী জনগণ ইহাতে যে ব্রাহ্মণ বা বেদপুরুষের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, উপনয়ন বা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছাইবার কৌশল, রহস্য বা তদীয় অন্তরঙ্গ লীলাবিলাসের অনুভূতি, এই অর্থগুলি ভুলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া গতানুগতিক ন্যায়ে জনসংঘের বাহুল্যের সহিত আচার্য্যবাহুল্য স্বীকার করিয়া বৃথা বিড়ম্বিত হইতেছেন। তাঁহাদের ক্ষয়িষ্ণু কর্ম্মস্রোতের বিরতির সন্ধান কোনকালে পাইতেছেন না। আবার কয় দল জ্ঞানিসম্প্রদায়ও আপনাদিগকে বৃথা মুক্তবোধে আত্মবিনাশ বরণ করিয়া বঞ্চিত হন। এই উভয়পথে তাঁহাদের কল্পিত আচার্য্যের বহুত্ব অপ্রতিহত-প্রভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। শ্রীগীতায় উল্লিখিত আছে—"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।" কর্ম্মবাদে বেদের শাখা বহু এবং আচার্য্যেরও বহুত্ব অনিবার্য্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা ইতরবিষয়ে অভিলাষিগণ অব্যবসায়ী অর্থাৎ নানাচিত্ত বা অস্থিরমতি। সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজন অনুসারে সম্বন্ধ বা অভিধেয়ের নির্দ্ধারণের আবশ্যকতা বহু আচার্য্যের অবতারণা করাইয়া থাকেন। কিন্তু একায়ন বা ভাগবতমার্গে একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে সমস্ত তাৎপর্য্য একীভূত হওয়ায় তাহা যুগপৎ বহু মহান্ত আচার্য্যের অসম্ভাবনা ও অনাবশ্যকতা প্রতিপাদিত করে। যদিও ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া অনেকেই আচার্য্যত্ব-গৌরবে সম্মানিত হন, তথাপি তাঁহারা তাৎকালিক জগদ্‌গুরুর বা মহান্ত আচার্য্যের মর্য্যাদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (মহত্তম) বৈকুণ্ঠপুরুষে উপহার দিয়া আপনাকে তদীয় দাসানুদাস ভাবিয়া তদীয় মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়প্রযত্ন থাকেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষগণ স্বয়ং কৃষ্ণেরই কায়ব্যূহ—তদীয় প্রকাশ বিগ্রহ হইয়া সেবকলীলায় জীব-শিক্ষা-বিধানার্থ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তদীয় পারিকরগণ তাঁহার সঙ্গেই অবতরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রত্যেকেই আচার্য্য হইলেও, তাঁহাদের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা অতি সুদুর্ল্লভ হইলেও পরিকর আচার্য্যগণ কদাপি মূল

অভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ আচার্য্যের সেবকত্ব ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার আসন অধিকারের স্পর্দ্ধা করেন না। উহা কেবল শাঙ্কর-মতাবলম্বী মায়াবাদীর অহংগ্রহোপাসনার গোকবঞ্চনাময়ী পদ্ধতিতে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের কাল্পনিক ব্রহ্মজ্ঞানিগণ প্রত্যেকেই আচার্য্য হউন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত সাধুগণ কেবল সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজনপর বৈকুণ্ঠপুরুষের মনোঽভীষ্ট-সেবাকেই প্রতি মুহূর্ত্তেই একমাত্র কৃত্য মনে করিয়া থাকেন।

বদ্ধজীব আমরা কখনও বৈকুণ্ঠপুরুষের কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা পরিচয় লাভ করিতে পারি না। আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা তাঁহার জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিয়া তাঁহাকে আত্ম-সাম্যে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাপরাধী রামচন্দ্রপুরীর অনুসরণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। অবশ্য গুণময় জগতে আগত তাঁহার পরিচয় গৌণভাবে দৃষ্ট হইলেও গুণাতীত সেই অপ্রাকৃত বস্তুর সেই পরিচয় তদ্রূপ নহে, উহা সাধু, শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য। তবে তদীয় অন্তরঙ্গ পরিকরগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রকৃত পরিচয় এবং বহিরঙ্গ সেবক-বর্গ বাহ্য পরিচয় আমাদিগের নিকট কৃপা-পূর্ব্বক জানাইলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা তদীয় মনোঽভীষ্টপূরণে আকৃষ্ট ও ঐকান্তিক সদাগ্রহের সদানুপাতে তদীয় পরিচয়ের মর্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ বা তদীয় নিজজন বৈকুণ্ঠপুরুষগণ মহামায়ার কারাগারে অনন্তকালব্যাপী শাসনাধীন মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি তৎপরিচয় গুপ্ত রাখিলেও, এমন কি, তদীয় সেবাবিহীন স্বর্লোকবাসী দেবগণেরও তাঁহার লক্ষণ-জ্ঞানের অসামর্থ্য থাকিলেও, তাঁহার নিত্য-পার্ষদবর্গের নিকট তিনি গুপ্ত থাকিতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের অন্তরঙ্গতার পরিমাণ অনুসারে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন, ইহাই আবার তাঁহার স্বেচ্ছাময়ত্বের বিলাস-পরাকাষ্ঠা। সাধারণ মনীষার অক্লান্ত চেষ্টাও যাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞানলাভে অসমর্থ, পূর্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত অথচ আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবরূপে আপাতপ্রতীয়মান প্রকৃত নারায়ণধামের অধিবাসিবর্গের তিনি নিতান্ত অধীন বা করায়ত্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে আচার্য্য মহিমা কীর্ত্তন ছলে বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

আচার্য্যকে আমারই অভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহ জানিবে। মর্ত্ত্য বা মরণশীল মানবের তুল্যতায় দর্শন করিয়া স্বয়ং অপরাধী হইবে না। তিনি গুরু বা ভারী বস্তু এবং সর্ব্বদেবতা তাঁহাতে পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান। ভগবানই জীবগণের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী আশ্রয় জাতীয়ের লীলা করেন বলিয়া তত্ত্বাবেই গ্রহণীয়। ভগবানের প্রকাশ বা কায়ব্যূহ ক্রমে ব্রহ্মা নারদাদিরূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দেব-নরলোকের নিত্য কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া নিত্যধামে লইয়া পূর্ণসেবায় নিযোগ করিতে ব্যস্ত আছেন। সে ধারা যে দিন বিলুপ্ত হইবে, সেদিন ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু পৃথিবী প্রভৃতি লোকে থাকিবে না এবং ধরায় ধরায় লুপ্ত হইয়া যাইবে। অচিন্ত্য কৃপাবারিধি তিনি কি জীবের দুঃখে কদাপি স্থির থাকিতে পারেন? অবশ্যই একমূর্ত্তিতে তাঁহাকে থাকিতেই হইবে। যদিও গ্রন্থ-ভাগবত তাঁহার অপর শ্রীবিগ্রহ, তথাপি তদীয় শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত কৃপাপাত্র ব্যতীত গ্রন্থভাগবতের আচার্য্যত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব হইয়া পড়ে। সুতরাং উভয়েরই যুগপৎ পৃথিব্যাদির অবস্থানের সহিত স্থিতি অল্পকালে ভগবদিচ্ছায় অন্যত্র বিকাশ। পৃথিবীর প্রলয়ে পৃথিবীতে অদৃষ্ট হইলেও ব্রহ্মার উৎপত্তির সহিত ইঁহার অবতরণ এবং শক্ত্যাবিষ্ট বৈকুণ্ঠপুরুষদ্বারা সেই চিন্ময়বাণীর প্রচার। ভগবান্ বলিলেন,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের কথিত বিবিধ শ্রেয়ের পথগুলি প্রত্যেকেই প্রধান, কি তাহাদের একতমের প্রাধান্য হইবে? আবার আপনার কথিত নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বসম্মত, অথবা কেবল আপনার সম্মত? ইহার উত্তরেই ভগবানের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক। তিনি বলিলেন—সমস্ত মতই বেদ হইতে উত্থিত। সমস্ত বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য আমার ভক্তিযোগ। ইহা হ্লাদিনীর সার বলিয়া আমার স্বরূপভূত। আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এইজন্য আমার ভক্তিদ্বারা আমাতে চিত্তের আবেশ হইয়া থাকে। অতএব এই নিষ্কাম ভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক বেদবাণী প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ দিয়াছিলাম। সুতরাং ব্রহ্মবাদিগণের কথিত আমার ভক্তি ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃ-গুলির আমার প্রাপ্তিযোগ্যতা না থাকায় তাহাদের মধ্যে একটীর বা সবগুলির পৃথক্ ভাবে প্রাধান্য জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন আছে?

ব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-পরম্পরাক্রমে অবতীর্ণ আচার্য্যধারায় এই নিরপেক্ষ ভাগবতী বাণী বা শ্রীকৃষ্ণাত্মক ধর্ম্ম অথবা সরল ভাষায় ভক্তি-যোগ বর্ত্তমানকালের অনতিপূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রকাশিত ছিলেন। করুণাময়ের অফুরন্ত করুণার নিঃস্রবণের গতি অব্যাহত থাকায় সেই আচার্য্যবরের প্রিয়সেবক, বাণীবিলাস, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ তদীয় মনোঽভীষ্টপূরক, তাঁহার আনন্দসারের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুতে আচার্য্যত্ব সহজভাবেই সমাগত হইলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর-শ্রীবদনের অন্তিমবাক্যোক্ত নির্দ্দেশে কৃপাপ্রাপ্ত্য শুদ্ধ-প্রচারের একমাত্র পাত্রত্বে ইঁহাকে বরণ করা হইয়াছে। আমরা বাহ্য প্রকৃত ব্যক্তিগণ তাহা বরণ করিতে পারি না। না পারি, আচার্য্যদেব স্বীয় আলোক বিস্তার করিয়া আমাদের দৃষ্টিতে প্রেরণ না করিলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কদাপি তাঁহার স্বরূপদর্শনে সমর্থ হয় না। তবে আচার্য্যের নিত্যসেবক অন্তরঙ্গগণ তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাহাতে সন্দেহবান্ ব্যক্তিগণ নিতান্ত দুর্ভাগা বা অভিসন্ধিমূলে মৎসরতা-বশে বহির্ম্মুখতার কষ্টি-পাথররূপে উদীয়মান। পূর্ব্বাচার্য্যের সহিত সম্পর্করূপে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ, আচার্য্যধারার পুষ্টিসাধন এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনন্য বৈশিষ্ট্যের সমগ্র আচার-প্রচারই তাঁহাকে পূর্ণ হইতে আচার্য্য করিয়াই রাখিয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর প্রমুখ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালের পরবর্ত্তী যুগের আচার্য্যগণের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদ কৃপালুতার যে সকল বৈশিষ্ট্য আচার সহিত প্রচার দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইঁনিও পরিপূর্ণভাবে সেই আচার্য্যের অবদান-বৈশিষ্ট্যের শিক্ষকরূপে আবাল্য নিযুক্ত থাকিয়া তাহারই অসমোর্দ্ধ প্রকাশে সহস্রশীর্ষ অনন্তদেবেরই লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, এতদপেক্ষা আচার্য্যত্বের অন্য কোন শ্রেষ্ঠপ্রমাণ নরলোকে আবির্ভূত হয়েন কিনা, মাদৃশ অজ্ঞজীবের তাহা বোধের বিষয় হয় না।

পূর্ব্বগুরুগণ আচার্য্যের গুণের বিচারে বলিয়াছেন যে, "সমস্ত গুণগণ পরিপূর্ণরূপে আচার্য্যবর্য্যে প্রকাশ লাভ করেন। তন্মধ্যে আমাদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানপ্রকাশের জন্য কতিপয়ের দিগ্দর্শন করিতে গিয়া বলিলেন, তিনি—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু মাদৃশ [illegible] জনের প্রতি তদীয় [illegible] সর্ব্বদা সুস্পষ্ট রাখিবার যত্ন করিলেও [illegible] সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার অবসর লাভ করিয়াছি, এমনকি তদীয় অপ্রাকৃত দেহে [illegible] সহিত অন্যান্য অলৌকিক গুণসমূহের নিত্য প্রকট লক্ষ্য করিয়াছি। [illegible] বা আত্মাভিমান আমাকে তাঁহার কৃপালোকে বঞ্চিত রাখিলেও [illegible] করুণাধারা বিস্তারিত হইয়া [illegible] আমার মুখচন্দ্রের সম্মুখে তাঁহার [illegible] আলোক বিস্তার করিতে পরাঙ্মুখ থাকে নাই।

পূর্ব্বোক্ত মত [illegible] গুণের মধ্যে কৃষ্ণৈক-শরণতাই মুখ্য লক্ষণ বলিয়া সাধুশাস্ত্রে [illegible] শুনিবার অবকাশ পাইয়াছি। অন্যান্য গুণগুলি উহারই সহচররূপে নিত্য অবস্থান করেন। "এই কৃষ্ণৈকশরণতা সেই গুরু হয়।" [illegible] বিধা শরণাগতির পরিপূর্ণ আদর্শ আমাদের আচার্য্যের লোকোত্তর কার্য্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রতি তাঁহার সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ [illegible] করিতে অবশ্য কাহারও বাকী নাই। আবার অনন্তদেব আসিয়াছিলেন তদায় অভীষ্টদেবকে প্রদান করিতে। কিন্তু আমি যোগ্যতাহীন হওয়ায় তাঁহার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও [illegible] পরাঙ্মুখ থাকায় তিনি লোকলোচনে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন; [illegible] আচার্য্যদেব আমার সম্মুখে আসিয়া অন্য প্রধান [illegible] নিত্যলীলাময় [illegible] [illegible] কৃপালুতার তুলনা [illegible] বলিয়া সাধুগণের বিশ্বাস। তিনি কি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয় হইতে অনাদিকাল, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবর্জ্জনারাশি তদীয় সম্মার্জ্জনী-যষ্টিকার প্রবল-প্রহারে সুদূরে অপসারিত করিতেছেন না? তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় হয় নাই?

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, শ্রী[illegible] [illegible] চতুষ্টয় [illegible] আছেন। [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে।

রক্ষক—[illegible] সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible] শ্রীমৎ প্র[illegible] [illegible] [illegible] গ্রন্থের সমালোচনা [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] আচার্য্য [illegible] [illegible]

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব জন্ম মহাযোগপীঠ

রক্ষক—শ্রীব্রজগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপক্ষ

(৪) শ্রীনাম অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদানন্দ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অম্বুকুসকৃষ্ণমুকুন্দিনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা রক্ষক—শ্রীহরিসাধন [illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীনামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতার, —[illegible] পল্লার নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দয়াল অধিকারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাসপাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

বৈঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমুকুন্দানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপারভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বমণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীমুহুসন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হেমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্দ্ধমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক শ্রীফেলনানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্সি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রী গৌরাঙ্গের সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০/৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসখিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১১৫ ৲

৫। মিরপুর থানা গোবিন্দপুর মৌজে ডিঃ সং ১৫৭নং খতিয়ানে ৪-১৩শতক জমির ৩৷২ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজা ডিঃ সং ৪৫৩ নং খতিয়ানে ৩-২৪ শতক জমির ৫৴৹ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৭। থানা কুষ্টিয়া মৌজা চৌরহাঁসগ্রামে ডিঃ সং ১৩৪৪নং খং -২৬শঃ জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত ঘর-দরজা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৬২ ও ১৬৩ নং খং ২-৯০ শতক জমির ৬৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজায় ডিঃ সং ১৫৪০নং খং ১-৫২ শতক জমির ২৷৹ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০ ৲

(৩০)

১২০ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৪৮৵৬

ডিঃ নাবালক মহারাজ কুমার সৌরীশচন্দ্র রায়বাহাদুর

দেঃ কুমারনাথ শুকুল দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোবিন্দ সড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৭৩৯ নং খং ও তদধীন ৭৩৯ ও ৭৪০নং খতিয়ানভুক্ত ২-৩৫শতক জমি আছে উক্ত নিকর জমিতে সত্বাংশ রকম ।০ আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। এ থানা ঐ মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে দেনদারের যে নিষ্কর জমি আছে উক্ত নিষ্কর জমিতে দেনদারের স্বত্বাংশে রকম ।০ আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সঃ দেনদারের নামে বার্ষিক ষোল আনায় ৬৲ টাকার যে জমা আছে উক্ত জমা সমেত আকর আওলাত আদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

১২১ মণিজারী ৩৭ দাবী ২১৴৩

ডিঃ বসন্তকুমার মোদক

দেঃ গিরিন্দ্র দুবে সাং দোগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দোগাছিয়াগ্রামে ডিঃ সং ২৬৬নং খং—৪৭ শতক জমির ৯৷৫ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

১২৮ মণিজারী ৩৭ দাবী ১৭১৶০

ডিঃ অমূল্যচন্দ্র হাইত

দেঃ নূরমহম্মদ মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সাহেবনগর মধ্যে ডিঃ সং ৩৫ নং খতিয়ানে ১৯-৩৫ শঃ জমির ৩১৷৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১নং খতিয়ানে ৩—২৩শঃ জমির উক্ত দেনদার খরিদসূত্রে ষোলআনা রকমের সত্ববান ও দখলিকার আছে, উক্ত ওটবন্দী জোতজমি মায় তদুপরিস্থিত বাড়িঘর দুয়ার ইত্যাদি আকর আওলাদ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানা কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজে ডিঃ সং ১০৪নং খং ৩-১৫ শতক জমি উক্ত জোত দেনদার খরিদসূত্রে ষোল আনা রকমের সত্ববান্ ও দখলিকার আছে উক্ত ওটবন্দী জোত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আদি দরবস্ত হুকুক দেনদারের ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

১৩৩ মণিজারী ৩৭ দাবী ৪০৮৷৯

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ ভূষণচন্দ্র পাল দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারীগ্রামে ডিঃ সং ৯১২নং খং -৮৪ শতক জমির ২৶৯ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

১৫৫মণিজারী ৩৭ দাবী ৯৭৯।০

ডিঃ ইন্দুপ্রভা দাসী

দেঃ ক্ষেত্রনাথ পাল চৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে গোবিন্দসড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৩৯৭নং খং —১৩শঃ জমির ৩৴৪পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৯৭৯।০

(৩৫)

১৮৩ মণিজারি ৩৭ দাবী ৭৫৭৶০

ডি ভোঁড়ালাল তালচাঁদ

দেঃ শশীমোহন সাহা দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নিত্যানন্দ পাড়ার মধ্যে ডিঃ সং ৩৯৭০ নং খং -১৪ শঃ জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬০০৲

(৩৬)

১৮৫মণিজারী ৩৭ দাবী ১৫৬৷৵৩

ডিঃ নগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেঃ শিশিরকুমার দাস সাং বাবলারী পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলারী দেওয়ানগঞ্জ মধ্যে ডিঃ সং ৫০নং খং ৪-৪২শতক জমির ৭৷৶০পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত সাজ সরঞ্জাম দরজা জানালা ও আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

(৩৭)

১৯৭মণিজারী ৩৭ দাবী ৩৪৯৴৬

ডিঃ রামরঞ্জন মণ্ডল

দেঃ বামনদাস মণ্ডল সাং জামালপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজা জামালপুরগ্রামে ডিঃ সং ২১৬নং খং ৫—৬৩শতক জমির ১০৴৮ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০ ৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২১৫ নং ও ৪৪৫নং খং ৪—৪০শতক জমির ৪৶৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

শ্রীধাম-মায়াপুরে

:(:*:): —

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট'.

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।.

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেতালীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পাচনের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জিহ্বার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক কত ভাল। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ট্যাংরা রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালি, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, কল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

জো ক—১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাক্রমিক
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদ
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৫ই মে, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৫৬]

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০):(০):—

অস্ত্র আইনের অভিযোগে ধৃত যুবক

অস্ত্র আইনের ১৯ (ক) ধারার অভিযোগে কালীপদ ওরফে বিশ্বনাথ ঘোষাল নামক যে যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহার প্রতি আগামী ১৩ই মে পর্য্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১২ই এপ্রিল ভোরে গোয়েন্দা বিভাগীয় দারোগার তত্ত্বাবধানে পুলিশ আসামীর ক্ষুদিরাম বোস-লেনস্থ বাসাবাটী খানাতল্লাস করিয়া ঐ বাটীর পায়খানায় যাইবার পথের দ্বারে পার্শ্ববর্ত্তী "ঠাকুর বাড়ীর" সংলগ্ন স্থানে একটি টিনের চোঙ্গার মধ্যে ২টি রিভলবার ১টা বোমা ও ১৫৩টি কার্ত্তুজ পায়। পুলিশ এই সম্পর্কে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়।

বে-আইনী আফিম

৬ সের সাড়ে ৮ ছটাক বে আইনীভাবে রক্ষিত আফিম লইয়া মেছুয়াবাজারের দিকে যাইবার সময় সেনট্রাল ডিটেক্‌টিভ বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী আর, জি, কর রোডে এক রিক্সাতে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। উক্ত আফিমের মূল্য প্রায় ১ হাজার টাকা।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

গত ৩০শে এপ্রিল চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি করিবার অপরাধে ২ জন শিখকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ আসামীদ্বয় জিয়াগঞ্জ ও হাউইন্দ ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে চলন্ত ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় লাফাইয়া উঠে এবং দুইজন যাত্রীকে মারপিট করিয়া তাহাদের টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র সহ ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রস্থান করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদক দণ্ডিত

বিচারপতি মিঃ কোষ্টেলো ও মিঃ দীন মহম্মদ 'গুজরানওয়ালা গেজেটের' সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক লালা জাহাঙ্গীর চাঁদ ও গুজরানওয়ালা হইতে প্রকাশিত 'মিলাপ খালসা' পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক সর্দ্দার ঈশ্বর সিংহকে আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতঃ ৫০্ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে মামলার খরচা দেওয়ার আদেশও দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, তাহারা কাগজে এই মর্ম্মে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, গুজরানওয়ালার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিরুদ্ধে দায়ের কতকগুলি মামলা অন্য আদালতে প্রেরণ করা উচিত।

জাল মুদ্রা

আলীপুরের সেকেণ্ড পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, হক, দাগী আসামী শেখ তেজারকে জাল মুদ্রা রাখিবার অপরাধে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মুক্তির পর তাহাকে ২ বৎসর পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। প্রকাশ, আসামীর নিকট ২টী জাল আট-আনি এবং চারিটী চারি-আনি পাওয়া যায়। তাহার নিকট কিছু চরস ও আফিংও পাওয়া যায়।

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

——::(×)::——

চুরির অপরাধে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর আই, এন, মুখার্জ্জি, সেখ মামাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মুক্তির পর তাহাকে ১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর আদালতকে জানান যে, আসামী পূর্ব্বে আরও ২৫ বার দণ্ডিত হইয়াছে এবং ১৯২১ সালে গুণ্ডা-আইন অনুসারে ১০ বৎসরের জন্য তাহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। অভ্যাস চোর হিসাবে তাহার নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা আছে।

বর্ত্তমান মামলার বিবরণ এই যে, একজন যাত্রী শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট বাস হইতে নামিতেছিল সময় আসামী তাহার পকেট হইতে ১৷০ আনা সহ একটী থলে চুরি করে।

বন্দুকের গুলীতে বালক হত

বোরসী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি এ গুলীবর্ষণের ফলে ১২ বৎসর বয়স্ক এক বালক হত হয় এবং অপর একজন আহত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মিগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন:—পণ্ডিত ... শর্মা, ঠাকুর পৃথ্বীরাজ সিংহ, মিঃ এম আজিজ আহম্মদ খাঁ। তাঁহারা সকলেই যুক্তপ্রদেশ-ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি কংগ্রেসসেবী এবং শেষোক্ত ব্যক্তি মুস্লিম লীগের সদস্য।

কংগ্রেস কর্ম্মিগণ বলিতেছেন যে, দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ গুলী বর্ষিত হয় নাই; ইচ্ছা করিয়া বালকদ্বয়ের উপর গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে।

জেলা ইন্সপেক্টর যে পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ৫৭তম দাউট ইনফ্যান্ট্রীর কর্পোরাল ফিলিপকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী বিচারার্থ চালান দিয়াছে।

বিবাহ বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড

উত্তরপাড়া মাখলাড়ী 'রাজেন্দ্র ভবনে' শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গত শুক্রবার রাত্রি ... সময় আগুন লাগিয়াছিল। ... অর্দ্ধ ঘণ্টা চেষ্টার পর সকলে মিলিয়া আগুন নিভাইয়া ফেলে।

রাজেন্দ্র ভবনে ... [illegible] বিবাহ ... [illegible] ছিল; ... বাড়ীর মধ্যে প্রকাণ্ড ... বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ ... আগুন ... মণ্ডপে আগুন ধরিয়া যায়। বিবাহ বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া যায় ... বাড়ীর লোকেরা আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। সকলে ... [illegible] ... চেষ্টা করিতে থাকে ... [illegible] ... মণ্ডপটি ... [illegible] ... নিভাইয়া ফেলা হয়। প্রকাশ ... [illegible] ... একজন কর্ম্মচারী আগুন নিভাইবার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরপাড়া থানার কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং আগুন নিভাইতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৫। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪.
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯ বৈষ্ণবমঞ্জুষা ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। জাদন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ের ... ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ
২৬। গীতার কেমন মাধব ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণাসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেম বিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷০
৭০। ... ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ড স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনইম্প্যানেলড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কচ জেনেরাল কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ... বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রগাঢ় গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য গৌরবের ... একাধারে দর্শন এবং ... ঐতিহাসিক-তত্ত্বে ... এক বিরাট, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ ... ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। ইহাতে ... পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ ... তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। ... তাঁর সঙ্গে শ্রীল বাণী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-কারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), এ গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

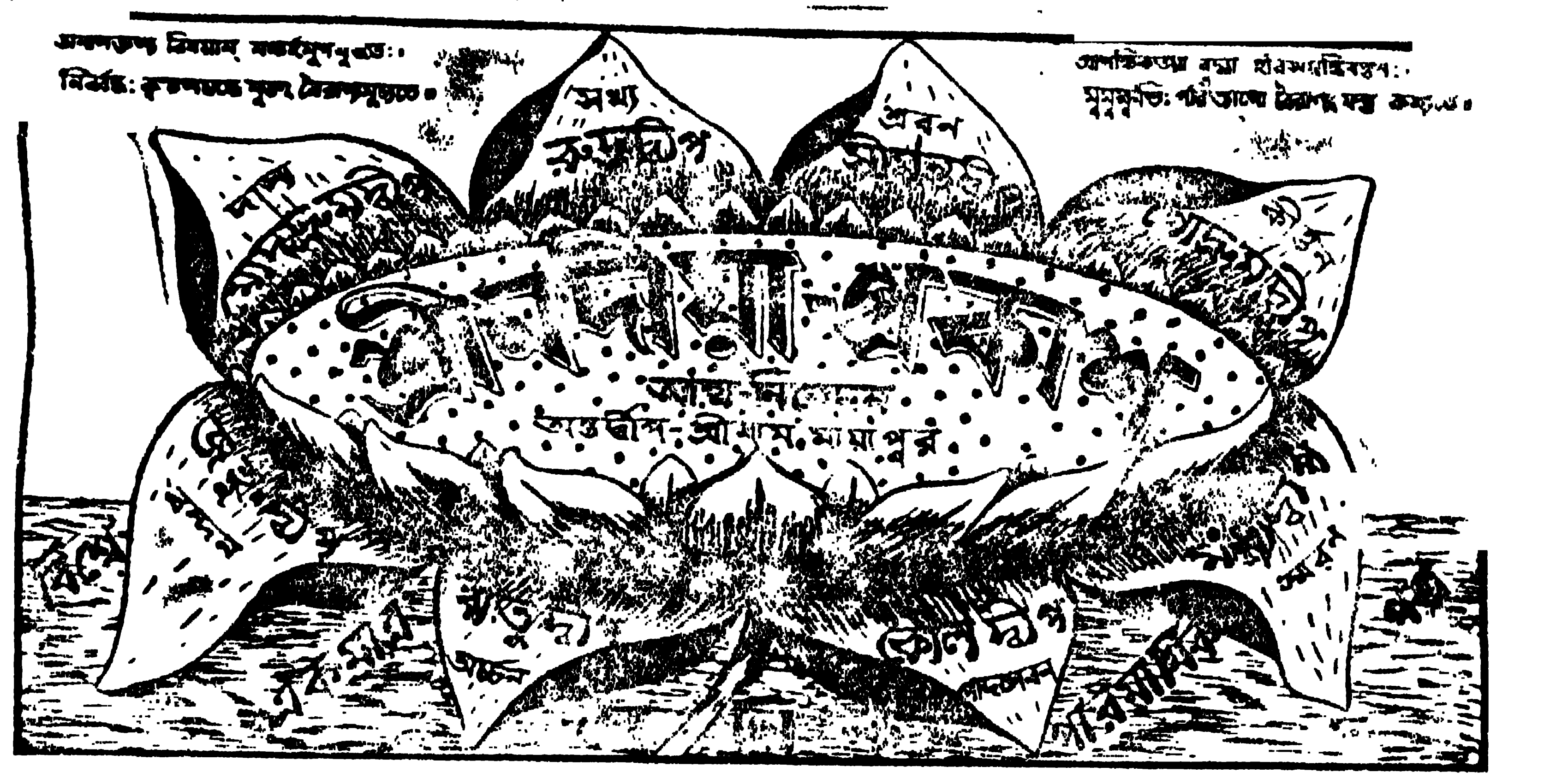

১২শ বর্ষ } ১০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই মে ইং ১৯৩৭, বুধবার } ২৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

বিগত ২৩শে এপ্রেল শুক্রবার অপরাহ্ণ [illegible] ঘটিকার সময় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে'র ছাত্রদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে বহুক্ষণ যাবৎ বিশেষ গবেষণাপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী বলেন, অনর্থ চারি প্রকার—তত্ত্বভ্রান্তি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ। এই চারি প্রকার অনর্থই পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। তত্ত্বভ্রান্তি অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপোপলব্ধির অভাব। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস, আমি সেবক' এই তত্ত্বটি ভুলিয়া গেলেই যত অসত্তৃষ্ণা আসিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া বসে। সে তখন ভোক্তাভিমান করিয়া জগতের সব কিছু ভোগ্য দ্রব্য আমার তৃপ্তিবিধান করুক এই বলিয়া ভোগ করিতে ছুটিয়া চলে। অর্থাৎ তখন জীব অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ায় ভোগ করিয়া বাসনা চরিতার্থ করিতে চায়, ফলে ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ-প্রয়াসের মত "ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"। স্বামীজী বলেন—কৃষ্ণেতর যে কোন বিষয়ে অভিলাষই অসত্তৃষ্ণা বা অন্যাভিলাষ। 'অন্য' শব্দটী একটী আপেক্ষিক শব্দ অর্থাৎ এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্বে একটি অপেক্ষাধিক পদমাত্র পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। 'অন্যাভিলাষ' বলিলে [illegible] বোধক শব্দ ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি বুঝায়।

প্রসঙ্গতঃ স্বামীজী বলেন যে, কেহ কেহ নদীয়াপ্রকাশ বা গৌড়ীয়ের ভাষা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন; এবম্বিধ অভিযোগকারিগণ জানেন না যে, সাধারণ কবি বা সাহিত্যিকগণ সর্ব্বত্র সাহিত্য 'সাহিত্য' রক্ষা করেন না বলিয়া পদের একটী শব্দের দশটী প্রতিশব্দ বা অর্থ করা সম্ভব হয়, এমনকি 'দরিদ্র-নারায়ণ' প্রভৃতি স্ববিরোধী শব্দও তাঁহারা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন, 'কল্যাণ' বা নদীয়াপ্রকাশ যে [illegible] করিয়াছেন তাহার একটা সকারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেহেতু কোন সাধারণ আভিধানিক শব্দের দ্বারা ভাব অনেক সময় সম্যক্ প্রকাশ করা যায় না, আর করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা দ্বারা যথাযথ অর্থ প্রকাশিত হইবে না, অধিকন্তু ভিন্ন [illegible] দিয়া বাধা পড়া [illegible] যাইবে। [illegible] কোন শব্দের পারিভাষিক বিষয় কি তাহা যথাযথভাবে অবগত আছেন। শব্দের বিধিবদ্ধতা সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান থাকা নিবন্ধন তাঁহারা শব্দের অবিধিবদ্ধতাগত অর্থপ্রকাশ করেন না। আগাগোড়া দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে, একটা অপারেশন করিতে একজন শিক্ষিত সার্জ্জন যতটুকু বিবেচনার সহিত কার্য করেন, কেবল হাতুড়ে ডাক্তারের পক্ষে তাহা মোটেই প্রয়োজন হয় না। তাহার একখানা ছুরি পাইলেই হইল, [illegible] হইলেই হয়।

অতঃপর স্বামীজী সরল ভাষায় করিয়া বলেন, হৃদয়দৌর্ব্বল্য মানে—ইহা করা উচিত [illegible] বিবেচনায় তৎসম্পাদনে শিথিল-প্রযত্ন হওয়া। হরিভজন একান্তই করণীয়; কিন্তু তাহাতে স্ত্রী পুত্রের অসুবিধা হইবে বা ধন-বিষয়-বিলাস পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। হৃদয়দৌর্ব্বল্যের মূলে অন্যাভিলাষ বা অসৎ-তৃষ্ণাই বর্ত্তমান। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি প্রবল বলিয়াই কৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে হৃদয় এমনভাবে কাঁদিয়া উঠে। তখন জীব 'অহং ভোক্তা' 'অহং কর্ত্তা' 'আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ' ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই উপাধিক বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া কার্য্য করাই অপরাধজনক অনর্থ। এই অপরাধ আবার বহু প্রকারের—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ইত্যাদি। জীবকুলকে এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে 'নিষ্কিঞ্চনানাং মহীয়সাং পাদরজ'ই একমাত্র সমর্থ। শুধু তর্ক বা বিতণ্ডায় কিছুই হইবে না। "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া"। একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভক্তদের পদরজোদ্বারা নিজকে অভিষিক্ত করিতে হইবে অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চনের [illegible]

গ্রহণ করিতে হইবে—সোজা কথা আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, আত্মসমর্পণে ভাগাভাগি চলে না, তার ভাগবতের চরণাশ্রয় বলিতে শুধু 'লেকচার' না ঝোলায় মালা ঘুরায় না।

কাশীতে প্রচার

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে প্রায় একমাসকাল যাবৎ শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। [illegible] উপাখ্যান শেষ করিয়া এক্ষণে দেবহূতি ও কপিলোপাখ্যান পাঠ করিতেছেন। [illegible] বিষয়গুলি বিশেষ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। প্রায় [illegible] শ্রোতা প্রত্যহ ভক্তি সহকারে পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

("আনন্দবাজার" ১২ই বৈশাখ, ১৩৪৪ রবিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব [illegible] বর্ত্তমানে গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। [illegible] বাঙ্গলা, সংস্কৃত [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] তিনি অনন্তবাসুদেবের [illegible] ও প্রচারকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বলস্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র শক্তি নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী ভোগ্যা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মধুসূদন, [illegible] অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ [illegible]

ভগবৎপূজা ও ভক্তপূজা

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—ভগবান্ ও ভক্ত মায়াতীত বস্তু। মায়ার [illegible] বাঁধা কর্ম্মযোগি বা ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী বেশে পরিচিত দেহাত্মাভিমানী মাদৃশ বদ্ধজীব মায়াক্রান্ত। ভগবৎ-সম্বন্ধের অভাবে বা প্রথমত কুকর্ম্মের [illegible] আনন্দময়ের সন্ধান না পাইয়া আমরা [illegible] স্থানে আনন্দের সন্ধান করিতে গিয়া [illegible] পরিণামে দুঃখ [illegible] কেবলই [illegible] হইয়াছি। এই সংসারকাননে [illegible] ক্লান্ত মাদৃশ জীবের সুখ নাই, শান্তি নাই, মধ্যে মধ্যে আছে কেবল [illegible] আশা এবং মুহূর্ত্তের আনন্দ [illegible] পর আরও অধিক দুঃখ। [illegible] সকলেই অন্ধ, আমাদের [illegible] জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি নাই; অথচ আমাদের মধ্যে আনন্দ চায় না, এমন লোক একটিও নাই; কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? আমরা কি আমাদের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতেছি? অনুতপ্ত হইয়া আমরা কেন জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি—এ সব মঙ্গলজনক প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে জাগিয়াছে কি? বা আমরা উত্তর উদ্গ্রীব হইয়াছি কি?

কাম-ক্রোধাদি [illegible] -সমাকুল সংসার-কাননে বা [illegible] আমরা কেবল ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি এবং এই সংসার-দাবানলে আশ্রয় কোথাও পাইতেছি না। তাই সতত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। এতদিনে—সংসার-দাবানল হইতে সতত দগ্ধাবস্থায় আমাদিগকে রক্ষা করিবার কি আর কেউ নাই? আছে বৈ কি? আমি চাই না, তাই পাই না। যদি আমি নিষ্কপটে তাঁহাদের শরণাপন্ন হই তাহা হইলে আমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দয়াময়গণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। মাদৃশ দুঃখী জীবকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যে থাকেন! নইলে এত জোরের সহিত বলিতেছি সেই দয়াময়গণ আছেন কোথায়?"

ভগবান ও ভক্তগণই এই জগতের কাণ্ডারী। তাঁহারা ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই। এই জগতে আর এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই নরকগামী, প্রবঞ্চক সংসারী। সুতরাং সেই পরমকল্যাণময় ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের পূজা, সেবা বা সঙ্গ যে আমাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? [illegible] -পরিবার বা গুরু-বৈষ্ণব দাসাভিমান প্রবল যেখানে মায়ার কোন সম্পর্কই নাই। মায়াক্রান্ত জীবসমূহের [illegible] কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা নহেন, তাঁহারা তাঁহাদেরও প্রণম্য। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম অথবা অন্য দেবগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন। কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া [illegible] শাসন করিবার দুরাশা পোষণ করিলে [illegible] সাধন করেন। এই বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্ম বন্ধন নাই। ইঁহারা অগ্নি, সূর্য্য [illegible] অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী। [illegible] বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলভোগী মানব নহেন, তাঁহারা ভগবানের অবতারবিশেষ। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের অবতারের ন্যায় তাঁহারা লোকের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন। মাদৃশ জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের [illegible] আগমন বা [illegible] বৈষ্ণবরূপে [illegible] প্রকাশ। [illegible] ভগবান্ ও ভক্তের যে [illegible] ভক্তের একমাত্র অবলম্বন [illegible]।

ভগবান্ এবং ভক্ত আমাদের একমাত্র পূজ্য। তাঁহাদিগেরই সেবা আমাদিগকে করিতে হইবে। তাঁহাদের [illegible] স্বীকার করিবার সৌভাগ্য [illegible] আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে [illegible] আমাদের ভক্তের প্রতি [illegible] হয় না বা তাঁহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া জানিতে পারি না। তাই প্রথমে অর্চ্চা হইতে ভগবৎপূজায় ভক্তির প্রারম্ভ বা মঙ্গলের সূচনা হয়। [illegible] কেবল তর্ক-বিতর্কদ্বারা হৃদয় পিষ্ট এবং জীবন বৃথা ব্যয়িত হইতে থাকে। এই অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজাই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে অবহেলা করিলে গুরুতর আমাদের আর মঙ্গলের আশা নাই। কিন্তু এই [illegible] ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি বা শুদ্ধচিন্ময় বুদ্ধি হওয়া দরকার। প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া যে ভগবৎপূজা তাহা পৌত্তলিকতারই প্রকার-ভেদমাত্র। প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট পূজক আমরা যদি ভক্তসঙ্গে শুদ্ধ-চিন্ময়বুদ্ধি লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই ভগবানের শুদ্ধ সেবা করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয়।

এই জগতে জীব চিন্ময়বস্তু, আবার জীবের মধ্যে যিনি বিষ্ণুভক্ত তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময়। জড়, জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবে চিন্ময়বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞান যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভগবৎপূজা করিতে হইবে। ভগবৎ-পূজা ও ভক্তসেবা একই কালীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি-পূজা করিলে [illegible] বিষয় পরিষ্কার [illegible] না [illegible] প্রকারও [illegible]। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই ত্রিবিধ সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হইলে অন্ধকূট-[illegible] একটি ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়; বস্তুতঃ উহা শুদ্ধ নহে। কেন না, উহাতে ভক্তির পূর্ণস্বরূপের উপলব্ধি নাই।

ভক্তগণই ভগবানের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন ও ভগবানকে প্রকাশ করেন। ভগবান্ ভক্তের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হন। এই ভক্তগণই ভগবানের বিগ্রহ; ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা শরীর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় নিযুক্ত থাকে, ভগবদঙ্গস্বরূপ ভক্তগণও তদ্রূপ অঙ্গী ভগবানের সেবাতেই নিরত থাকেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিপতি [illegible] যেরূপ অঙ্গ [illegible] তুষ্ট হয়, সেরূপ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিপতি ভগবান্ [illegible] তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের পরিতৃপ্তি হয়। অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর স্বতন্ত্রভাবে সেবা যেরূপ [illegible] সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, ভগবদঙ্গস্বরূপ ভক্তকে ছাড়িয়া ভগবানের সেবাতেও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হয় না। ভগবান্ ভক্তের প্রাণ এবং ভক্তও ভগবানের জীবনস্বরূপ। পরস্পর কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাই ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, যাহারা স্বতন্ত্রভাবে আমার ভজনা করে তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে
ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা
মতাঃ॥

ভক্তগণ শুদ্ধসত্ত্ব, নির্ম্মলচিত্ত, সতত ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর। পাপমলিন-চিত্ত আমাদের ভক্তসঙ্গ ব্যতীত নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। কারণ, অর্চ্চা ত' আর আমাদিগের সঙ্গে কথা বলেন না বা আমাদিগকে শাসন করেন না। কিন্তু ভক্তগণ কপটিমাত্ররূপে আমাদিগকে ভগবানের সন্ধান দেন, ভগবানের গুণের কথা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করেন, আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেন, শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা আমাদের হৃদয়গ্রন্থি বা সন্দেহাদি দূরীভূত করিয়া আমাদের চেতনের বৃত্তিকে জাগরিত করেন। সুতরাং ভগবৎ-সেবা-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় উপায় ভক্তগণকে বাদ দিয়া ভগবৎ-সেবা পাওয়া যাইবে কি করিয়া? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি
যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং
দাম্ভিকা জনাঃ।"

(লঘুভাগবতামৃত)

যাঁহারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না, অর্থাৎ তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত নিরবয়বরূপে দর্শন করেন কিম্বা নিজেকে আশ্রয়বিগ্রহ ভগবদ্ভক্ত মনে করেন, তাঁহাদের গোবিন্দ-পূজা দাম্ভিকতা মাত্র, উহা শুদ্ধভক্তি নহে। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবৎ-পূজার ছলনা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়ার ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। এই জন্যই মহাজনগণ দাম্ভিকতার অবসর না দিয়া শুদ্ধভক্ত-পূজাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুও ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণো-
রারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে হইলে ভক্তসঙ্গই অত্যাবশ্যক। ভক্তের কৃপা ব্যতীত গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥

আচার্য্যতা

(২)

আত্মার স্বাস্থ্যদ্বারা শরীর ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিবিধ উপায় বা ভজন-মার্গের সর্ব্বপ্রকার সুবৈজ্ঞানিক কৌশল শ্রীল আচার্য্যদেব উচ্চকণ্ঠে আমাদের নিকট উদ্‌ঘোষিত করিতেছেন, কতনাবই না তিনি অসাধু চিনাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞানের সেবালাভার্থে হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতী বার্ষভানবীর অভিন্নবিগ্রহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সকলের নিকট ধরাইয়া দিতে তিনি নিরন্তর কি চেষ্টান্বিত নহেন? তিনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত হইয়াও মধ্যম ভাগবত বা সাধকের লীলা দেখাইয়া আমাদের শোধনকার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত নহেন কি? এতদপেক্ষা পরম কৃপালুতার আর কি নিদর্শন থাকিতে পারে?

তাঁহার মূর্ত্তিমান্ নিত্যাক্ষমাবিগ্রহই তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহারে অকুতোদোষতার পরিচয় দিতেছে। আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রত্যক্ষাশরীর বেশে উপস্থিত হইলেও তাহার পরাস্থানন্ত্র ত্রিদণ্ডীশ্বরের জগদ্বরণীয় অবশ্যই সজ্জনগণ লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং তাদৃশ অজাতশত্রুর দ্রোহাচরণের সম্ভাবনা কোথায়?

তদীয় হৃদয়ের কুসুমকোমলতা অনবরত সকলের প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও পরমসত্য শ্রীগুরুদেবের অসমোদ্ধ্ব প্রচার কার্য্যে নিয়মসমূহের প্রতি তাঁহার কঠোরতা কি আমাদের লক্ষ্যীভূত হয় নাই? সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত পরমার্থে বিঘ্নকারী বা গোলোযোগ চালাইবার পক্ষে বজ্রাদপি ভীষণমূর্ত্তিতে দেখিয়া থাকেন। পরমার্থমার্গের পথিকগণের সামান্য পথভ্রষ্ট হইবার কালেও কি তাঁহার সেই মূর্ত্তি মনে পড়ে না? তাঁহার সত্যাসারত্বের উপমা একমাত্র পূর্ব্বাচার্য্যগণ।

চণ্ডাল কুক্কুরাদি যোনিতে উৎপন্ন প্রত্যেক জীবকে তিনি হরিদাসজ্ঞানে যেভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিবিধান করিয়া জীবোদ্ধার সম্বন্ধের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই একান্তদর্শনের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

বাল্যাবধি তদীয় হরিসেবাময়তা ও চরিত্রের অনাবিলতা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ রাখিয়াছে। মহামহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন আত্মসুখী শুকদেবকে দেশকালপাত্রাদি নির্ব্বিশেষে যিনি বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত তাঁহার বদান্যতার অন্য কোনও আদর্শ উপস্থাপিত করা একান্ত মূর্খতা। তাঁহার লেখনী, বক্তৃতা, কণ্ঠস্বর কি কোনদিন কোন প্রকার লোকহিংসাময় কার্কশ্যের আভাস প্রকাশ করিয়াছে? তাঁহার সর্ব্বতোমুখিনী মৃদুতা সকলকেই তদীয় চরণাভাসে মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় নিত্যাসক্ত রাখিয়াছে। হয়ত' যাদৃশ দুই এক জন ক্ষীণপুণ্য বহির্ম্মুখের বিপ্রলিপ্সা তাহা মনে মানিয়াও মুখে অস্বীকারের স্পর্দ্ধা দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জগজ্জীবের কিছু হানির আশঙ্কা নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবসেবায় নৈরন্তর্য্য কি তাঁহার শুচিতা এবং তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তৃণাদপি সুনীচতা ও অকিঞ্চনতা শিক্ষা দিতে উদাসীন রহিয়াছে? অভিমানাভিনিবেশে তাঁহার প্রতি নিমেষে, প্রতি মুহূর্ত্তের আচরণ, বাণী এবং নানাচেষ্টা কেবল মনুষ্যজাতির কেন, স্থাবর জঙ্গম প্রাণিমাত্রেরই কিরূপ অনির্ব্বচনীয় উপকারসাধনে নিয়োজিত আছেন তাহা কি পোড়াকপাল আমাদের প্রণিধানযোগ্য হইবে না?

সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ হৃষীকেশের সেবা নিরত তাঁহার অশক্তিক্ক নিষ্কৃতা প্রাকৃত সংসারের লোভনীয় বিষয়বস্তুর কদাচ ক্ষোভ লাভ করিতে দৃষ্ট হয় নাই। তিনি তীব্রভক্তিযোগে অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের অহৈতুকী সেবাদ্বারা নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অকামনার পরিচয় অনাবশ্যক। ভজনের প্রতিকূল সকল প্রয়াস তাঁহাকে আক্রমণে অক্ষম হইয়া নিত্য ও স্থির রাখিয়াছে। প্রাকৃত বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার কোন প্রকার লেপ সংঘটিত না হওয়ায় রিপুষট্ক বা অন্যান্য দশটি সর্ব্বদা তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত থাকিয়া ধন্য হইতেছে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের আদর্শে তিনি তাহাদিগকে পরমকাম না স্বরাটের কামসেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। কেহ কখনও কি তদীয় অবাল্য আচরণমধ্যে যাবৎপর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু ভোজনের বা প্রভুর অনাহারের কোন প্রকারের অন্যথা দর্শনের সুযোগ পাইয়াছেন?

মহাবদান্যের অনুশীলনকারীরাই জগতের বন্ধু হন। স্বয়ং আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপরকে তাদৃশ উপদেশে অনুপ্রাণিত করিবার নিরন্তর আদর্শ-প্রদর্শক তাঁহাতে কি প্রকারে প্রমাদের যোগ্যতা আসিবে? অমানি-মানদধর্ম্ম তাঁহাতেই পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে সাধারণ লোকে ভুল প্রতিষ্ঠাশা আরোপ করিবার সুযোগ পান, এজন্য সর্ব্বক্ষণ পূর্ণভাবে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা সত্ত্বেও বক্তৃতামধ্যে কখনও তিনি বক্তৃতা লইবার পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই, অথচ সমস্ত উপদেশ ও সিদ্ধান্তবাক্যের দ্বারা উৎসাহিত করিয়া অপরাপর বৈষ্ণববৃন্দকে অপ্রাকৃত প্রতিষ্ঠায় ভূষিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সামাজিক ও পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির যোগ্য সম্মান প্রদানে তাঁহার সর্ব্বাগ্রসরতা সকলের দৃষ্টিগোচর করিতেছেন। সিদ্ধান্তসমূহের যাথার্থ্যে আত্মবলাবলম্বন থাকায় বহির্ম্মুখের অপসিদ্ধান্তের বন্যা তাঁহাকে কোন প্রকার ক্ষোভিত করিতে পারে নাই। শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীনামপ্রচারে তাঁহার অবর্ণনীয় করুণা বর্ত্তমান স্থানকালপাত্রোপযোগী হইয়া কিরূপে সর্ব্বসাধারণ্যে বিকশিত হইতেছে, তাহা অপলাপ করিবার যোগ্য জীব পৃথিবীতে এখনও আছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার একসেবকত্ব, ভক্তি, মৈত্রী, অপ্রাকৃত ব্যবহার, শ্রীরূপানুগদিগের এবং গৌড়ীয় গোস্বামী কর্ত্তৃক অনর্পিত বস্তুর অভিধেয়ত্বের স্মরণ, তাঁহার জাগতিক ব্যাপারে মৌনতা এবং স্বাভাবিকভাবে পরের গোপনীয় এবং নিষ্কপট অনুষ্ঠান দ্বারা ... যে, তাহার বর্ণনা কেবল পুনরুক্তিমাত্র।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা তাঁহাকে ... বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব রহস্য শিক্ষাদান মার্গের প্রচারে একমাত্র পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া গেলেন। তাহাতে, অপ্রাকৃত সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণ বিষয় সর্ব্বতোভাবে দেদীপ্যমান এবং শুদ্ধবৈষ্ণব বেদান্তের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে বিরাজিত থাকিয়া যিনি বর্ত্তমান যুগোচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মনোহভীষ্ট শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচারকার্য্যে অগ্রণী হইয়া চতুর্দ্দিকে দেবগণপ্রার্থিত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের আকর হইতে সদ্বিষয়সমূহ বিতরণ করিতেছেন, যিনি অপসম্প্রদায়গুলির এবং অসম্প্রদায়গণেরও শত শত কণ্টক নিরন্তর পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত সম্প্রদায়ধারা প্রবহমান রাখিয়াছেন, তাঁহার আচার্য্যত্বে আমার যেন প্রতিজন্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা থাকে। অহৈতুককরুণাপারাবার শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বদাই ... এক দিনকে যেন ... তাঁহার পাদপদ্মে নিযুক্ত রাখেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরমপূজ্য আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাঁহার প্রতি নামাশ্রয়গুলিতে অমানন্দিকের সংশ্লিষ্ট করিয়া আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে আদেশ করিয়া বিধান করেন, আমার এমন দিন আসিবে, যেদিন আমি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীঅনুকম্পারূপ ... শ্রীল শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় করিতে পারিব? ... যিনি আমায় তাঁহার অযোগ্য দাসানুদাসের সাহায্যে প্রসাদ গ্রহণ করান। ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয় !

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবান সকল মঙ্গলের আকর, সকল মঙ্গলই তাঁহার পাদপদ্মে অবস্থিত। যে-কোনও প্রকারে তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে পারিলে জীবের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ভগবানের সেবা হইতে আমরা যে কোনও বস্তু লাভ করি না কেন, তাহা নিত্যই মঙ্গলকর ও শ্রেয়। অভক্তগণ মনে করে তাহারা ঐ পরমানন্দ বস্তুর সন্ধান রাখে না; কিন্তু বিদ্বান্ ভক্তগণের একমাত্র কৃত্য—ভগবানের সেবা। সেই সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান কৃপাপূর্ব্বক সেবকের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান যখন তাহাকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ তুচ্ছ ফল প্রদান করিয়া বঞ্চনা করেন না, তখনই জীব মুক্ত হইয়া প্রেমসেবাপ্রাপ্তিতে কৃতকৃতার্থ হন। সুতরাং বহির্দশায় ইন্দ্রিয়ের সুখ-সমৃদ্ধির অভাব দেখিয়া ভক্তের ভগবৎ-প্রসন্নতা লাভ ঘটিল না মনে করা মূর্খতামাত্র।

মানবের সহিত পশুর অনেকস্থানে বিষয়-ভোগের সৌসাদৃশ্য আছে। পশুগণ বা মানবনামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণ হরি-ভজনের যোগ্যতা লাভ করে না। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা এই যে, তিনি হরিকথামৃত সাধুগুরুর মুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান। যে ভাগ্যহীন মানব তাদৃশ সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, তাহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে। সেইজন্য নিরীশ্বর নৈতিক চরিত্রকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

রক্ষকত্বং ন জানাতি বক্ষকস্যেন শিক্ষিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

চয়ন

গৌড়ীয়মিশনের নূতন আচার্য্য

("আনন্দবাজার"—১৪ই চৈত্র, ১৩৪৩ রবিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

কৃষ্ণনগর, ২৭শে মার্চ্চ

গত ২৭শে মার্চ্চ নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের তিরোধান হেতু তাঁহার স্থলে মহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে উক্ত মিশনের আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিরোধানের পূর্ব্বে শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক উক্ত মিশনের পরিচালনার জন্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে সেক্রেটারী ঘোষণা করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর,গোপাল আদি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। শুদ্ধপাঠন গ্রন্থ-মুদ্রিপ্রচারকল্পে নদীয়া প্রকাশ মুদ্রালয় আছে। রক্ষক— শ্রী...বি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সুসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাতরা (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক—শ্রীস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ.

গৌড়পুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগিরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক - মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগর্টাতলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাজ্ঞিক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ.

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল,গার্ডেন্স,
এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬।০
বালাম	।৫৸০
ঐ মোটা	৫।০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭
বাঁকতুলসী	৫।০
মুগমা মোটা	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫
রেঙ্গুন বেলাম সিদ্ধ	।।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪—৪৵০
পেশোয়ারী	১০-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫।০
কাটারীভোগ	৭
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

চিকাটন, টাটল	১০।৵০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
আখরোয়া দানা	৯.০
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর দাল	৭।৵০—৮

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৫০
গিনি	২৪৷০-১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৮

পাটের দর

আবৃত্ত—	৩৪।৵০
কুষ্টিয়া—	৩৪৸৵০
উত্তর—	৩৫।৵০
বাজার বন্দের দাম—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।/০—৬
সুপার ফাইন ঐ	৫৸৵—৬
হাউসহোল্ড ঐ	৫।০—৫।৵০
সুজী	৫৸৵০—৬
আটা (ঘি)	৫।৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫
ঐ (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (বে)	৪।০—৪।৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
গোলাপ	৯৵০ ৯৸০
ঘি	১৸৵০—১।৵০

মৃতের দর

মুকেরা	৫৬
রামলীলা	৫৩
ভুবনেশ্বরী	৪৩
লক্ষ্মী	৪২।০

গাজিপুর	৩৯
আরতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
মধ্য বাংলা	৪১৸০

তুলার দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেদ সোলার ফাইন	৫৪
লিটল আমেদ করচ	৪০
কবাতি পুরলিন কাটন	৪৩
ঢাবর্ণ গাথা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রায় মণ
পানের মাল	৬৷০
সুপারী রেণী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷০—১৫০।০
শুঠি খরিদ মণ	১১ -১২—১৪
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৷০—১০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮।০—৯
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	১০।০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
[illegible] আয়রণ	১০—৮
[illegible] আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন !	
২৪ গেজ—	১৫
২৬ গেজ—	১৬
২৮ গেজ—	১৬
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৭ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬৷০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১।০
প্লট কাটি বা চিট কাটা মণ	৪।০—৪৷০
পাটী কাটি ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭।০, ৮ হন্দর
গোল বড় কাটি লম্বা ১—৩ফুট	১০—১৩
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০—১৭।০
টিন পাতি, গোলটু গয়ারে	৮৸০—১০।০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
রুড	৯।০—১৪

ঢুঃ ইস্পাত আসল ২৪, নকল ২৩

টটাক্সের হালদর ২৫০, গাটের হালদর ৬৷০

তুলার হালদর ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬, ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ডাঃ	৭—৩৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৮	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৬৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয়। কার্য্যে অতুল্য সাধক। [illegible] প্রাপ্ত সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অজ্ঞাত সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵০	৷৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

জো ইং ... ২নং ... লেন, কলিকাতা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৬ই মে, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৫৭]

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০):(০):—

বিলবাও সংবাদ

বিলবাওয়ের বে-সামরিক অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার কাজ খুব শীঘ্র আরম্ভ হইবে। বিলবাওয়ে ২টি বৃটিশ-জাহাজের ক্যাপ্টেনগণ ঐ সকল জাহাজে যত বালক বালিকা ধরিবে, তাহা সেণ্টজিয়ান ডি লুজেতে স্থানান্তরিত করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, তাঁহারা এইভাবে ৫,০০০ বালক বালিকা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। কতক কতক বালক-বালিকাকে ব্রিটিশ-ডেষ্ট্রয়ার ও ফরাসী-ডেসপ্যাচ-বোটে করিয়া বেয়োনে লইয়া যাওয়া হইবে।

লণ্ডনে প্রকাশ যে, বালক-বালিকারা যাহাতে নিরাপদে জাহাজে উঠিতে পারে এবং তিন মাইল সীমার মধ্যে জাহাজগুলি যাহাতে নিরাপদে থাকে, তজ্জন্য বাস্ক-গবর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন। তিন মাইল সীমার বাহিরে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ অপেক্ষা করিবে। তাহারা ঐ জাহাজগুলি ফরাসী বন্দর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া লইয়া যাইবে।

সীমান্তে হিন্দুদের লাঞ্ছনা

ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্য মিঃ ভজুরাম গান্ধী, দিল্লীর মিঃ আসফ আলীর নিকট লিখিয়াছেন :—

"ওয়াজিরিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে কোন ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার এখানে আসিয়া কিভাবে বান্নু ও ডেরা-ইসমাইল খাঁ জিলার হিন্দু অধিবাসিগণ অপহৃত হইতেছে, তাহাদের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইতেছে এবং দোকান পাট পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা দেখিয়া যান। হিন্দুগণ বাড়ীঘর ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহা কল্পনার বস্তু।"

বন্দুকের লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি

—::(×)::—

ইপির ফকিরের অনুচর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। যাহারা যুদ্ধে আহত হইয়া ফিরিতেছে, তাহারা অপরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছে। বিদ্রোহী উপজাতিরা খাদ্যাভাবে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে: সুতরাং আশা হইতেছে, শীঘ্রই উপজাতির উপদ্রব দূর হইবে

সীমান্তের বিশৃঙ্খল এবং অশান্ত অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অস্ত্রশস্ত্রের লাইসেন্স দিতে কৃপণতা করিতেছেন না। পূর্ব্বে যাহাদের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের ৩০০ জনকে নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও ১২০০ বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া স্থির হইয়াছে।

সম্প্রতি সীমান্তের গবর্ণর বান্নুতে আগমন করিয়াছেন।

বিহার ব্যবস্থা-পরিষদ

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিহার ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, এখন তাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। শুনা যাইতেছে, সরকারী দপ্তরখানার প্রত্যেক বিভাগে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বিভাগ এবং বাজেটের উপকরণ সমূহ আগষ্টের মাঝামাঝি দাখিল করেন। কেন না বাজেট সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ সে ক্ষেত্রে পরিষদের আলোচনার জন্য কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার যথেষ্ট সময় পাইবেন।

ভূপর্য্যটক

ফরিদপুরের পালং নিবাসী শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায় গত ২৩শে এপ্রিল যশোহর পৌঁছিয়াছেন। সুধীর বাবু প্রায় ১১মাস পূর্ব্বে পদব্রজে ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। সমগ্র ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিবার পর তিনি জগৎ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে তিনি সমগ্র আসাম প্রদেশ, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সহর পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এখানে তিনি স্থানীয় চিত্তরঞ্জন ক্লাব কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভ্যর্থিত এবং ক্লাব হইতেই তাঁহার থাকিবার স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়। সুধীরবাবু যশোহর হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

শৈল বিহার পরিত্যক্ত

এবৎসর যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের শৈল-বিহার পরিত্যক্ত হইয়াছে, তবে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাহারা নিজেদের ব্যয়ে শৈল বিহারে গিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া শৈলাবাসে যাইতে পারেন। ইতোমধ্যেই বিভাগীয় কমিশনারগণকে এবং রাজস্ববিভাগের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরকে এই বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের সভ্য ও চেয়ারম্যান এবং সেটেলমেণ্ট কমিশনার ইচ্ছা করিলে ১লা মে হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এবং ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৩ দিনের জন্য নৈনীতালে যাইতে পারেন।

আত্মহত্যা বলিয়া সন্দেহ

কুমীরা মিলিটারী ক্যাম্পের কনেষ্টবল কালীপদ ঘোষালকে গত ৩০শে এপ্রিল প্রাতে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার শরীরে গুলীর ক্ষত চিহ্ন আছে। গতকল্য তাহাকে যে স্থানে পাহারায় মোতায়েন করা হয় তথায় তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

গোলযোগ

গত ২৯শে এপ্রিল একই দিনে প্রাচীন-পন্থী গ্রীক ধর্ম্মসঙ্ঘের ইষ্টার-উৎসব এবং মুসলমানদের নেবিমুসা তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি হয়। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে উভয় অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে।

প্রথমতঃ, নির্ব্বাচিত গ্রীক ধর্ম্মাধ্যক্ষ আর্চ্চবিশপ টিমোথিয়াস যখন খৃষ্টের দ্বাদশ সহচরের প্রতিনিধিস্বরূপ বারজন বিশপের পদধৌত করার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছিলেন তখন তাঁহার উপর ডিম, বিলাতি বেগুন ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আরব ভিন্ন অন্য কাহাকেও ধর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করা হইলে প্রাচীনপন্থী গৃহস্থগণ এইভাবেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ প্রাচীন সহরের একটী নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া যাইবার জন্য জিদ করায় ব্রিটিশ ও প্যালেষ্টাইন পুলিশের সাহায্য লওয়া হয়। যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া একজন আরব ইনস্পেক্টর তিনবার গুলী করেন। ফলে সহরের দুইজন আরব মুসলমান সামান্য আহত হইয়াছে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড - ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০ দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় - মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্র বেদান্তাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অবদান। আধুনিক কাব্যের একাধারে দর্শন এবং ভক্তির জীবনচরিত-পাঠে সব এইরূপ বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও শব্দার্থ (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৩শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই মে ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৫৭তম সংখ্যা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে উৎসব

আগামী ২৫শে বৈশাখ (১৩৪৪), ৮ই মে (১৯৩৭) শনিবার হইতে ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয়-ব্যাপী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান হইবে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ তথায় গমন করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন।

২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে মঙ্গলবার সাধারণ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সকলেরই ইহাতে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

উৎসব-তালিকা

২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে শনিবার প্রাতে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা; সন্ধ্যায় আরতি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পাঠের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন।

২৬শে বৈশাখ, ৯ই মে, রবিবার প্রাতে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় আরতি। রাত্রি ৮ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে, সোমবার শ্রীহরিবাসর, প্রাতে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় আরতি ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে মঙ্গলবার প্রাতে উষঃকীর্ত্তন; সাধারণ মহোৎসব; বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সমাগত সজ্জন ও দরিদ্র-দিগকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইবে।

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ গত ১৪ই বৈশাখ ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অপর দুইজন সেবকসহ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শুভাগমন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে বহু শিক্ষিত সজ্জন ও জমিদারবংশীয় ভদ্র-মহোদয়গণ প্রত্যহ শ্রীমঠে সমাগত হইতে-ছেন। স্বামীজী মহারাজ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকটও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীহরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রবণ-সদনে কয়েক দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন

নিত্যধামে শ্রীপাদ কান্ত ব্রহ্মচারী প্রভু

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা-পাত্র ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপালজীমঠের সেবক শ্রীপাদ শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভু বিগত ৩০শে এপ্রিল (১৯৩৭) শুক্রবার রাত্রি ১০।। ঘটিকার সময় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীকান্ত প্রভু পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রিত হওয়ার পর হইতে একান্তভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্যে নিষ্কপটতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত মাধুকরী ভিক্ষা ও মঠের অন্যান্য সেবাকার্য্য করিয়াছেন। আনুগত্য, সরলতা ও সেবাপ্রাণতাদ্বারা তিনি গুরুবৈষ্ণবের অতি প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহার শরীর একটুকু অসুস্থ হইয়া পড়িলে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশানুসারে তিনি কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার এতই সেবাপ্রাণতা ছিল যে, তাঁহাকে নিষেধসত্ত্বেও সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি কোনদিন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া মাধুকরী ভিক্ষায়, কোন দিন বা মাসিক চাঁদা আদায়ের জন্য বাহির হইয়া পড়িতেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রায়ই অতি কাতরভাবে বলিতেন—"আমি নিতান্তই দুর্ভাগা, তাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি, সেবাহীন জীবনধারণ আমার পক্ষে অতি কষ্টকর মনে হইতেছে; আপনারা আমাকে কৃপা করুন—যাহাতে আমি জন্মজন্মান্তরে আপনাদের একটুকু সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারি।" অপ্রকটের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাধিকার লাভের জন্য এইপ্রকার কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার এই কাতর প্রার্থনায় কোনপ্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, ইহা সত্য সত্যই তাঁহার প্রাণের কথা, তাহা শ্রবণমাত্রই অনায়াসে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইত।

হরিকথা-শ্রবণেও উক্ত ব্রহ্মচারী প্রভুর এত অনুরাগ ছিল যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের পাঠ ও বক্তৃতার সময় অসুস্থ শরীরেও শ্রীগোপালজীমঠ হইতে প্রায় দেড়মাইল রাস্তা হাঁটিয়া তিনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইতেন ও ভক্ত মহোদয়গণের সহিত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি কাহারও কখনও সেবা গ্রহণ করিতেন না এবং নিজে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াও যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহার জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ না পান, এজন্য সর্ব্বদা অতি সাবধান থাকিতেন। আমরা আজ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শ্রীকান্ত প্রভুর ন্যায় একজন আদর্শ নিষ্কপট শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-সেবৈকপ্রাণ শ্রীগুরু-সেবকের নিত্যধাম-প্রয়াণে বিশেষ বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তাঁর ছাড়ান সংসার॥

"কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বলস্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী ভোগ্যা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫

স্বতন্ত্রতা

বিভুচেতন ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র বস্তু। জীব এই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অণু অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণু পরিমাণে না থাকিয়া পারে না। সুতরাং পূর্ণ চিদ্বস্তু ভগবানে যে স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম আছে তাহা চিৎকণ জীবে নিশ্চয়ই অল্প পরিমাণে থাকিবে। চিদ্বস্তুমাত্রেরই স্বতন্ত্রতারূপ একটি ধর্ম্ম আছে। সেই নিত্য ধর্ম্ম হইতে বস্তুকে পৃথক্ করা যায় না। এই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিলেই জীবের পরমানন্দ লাভ হয় এবং যেখানে ইহার অসদ্ব্যবহার সেইখানেই মায়াভিনিবেশ বা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

সবই ভগবদিচ্ছায় হয়—এই সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়া আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার যখন ঈশ্বর কর্ত্তৃকই প্রেরণীয় তখন আমাদের আর দোষ কোথায়? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবৎ-প্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই হ'ত, ভগবদ্বিস্মৃতি হ'ত না।"

ভগবান্ করুণাময়—মঙ্গলময়, সবই তাঁহার করুণা। আমরা কর্ম্মফলবশতঃ এ জগতে নানাভাবে দুঃখ পড়ি বলিয়া ভগবানের উপরেই যত দোষ চাপাই, কিন্তু তাহা ভ্রান্তি বা অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনেকে মনে করেন, জগতে দুঃখ রাখিয়া ভগবান্ অন্যায় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমাদের ভগবদ্বিমুখতা নষ্ট করিবার জন্য ভগবান্ এজগতে দুঃখ রাখিয়াছেন এবং এ জগৎ যে আমাদের নিত্য বাসস্থান নয়, তাহা প্রতি পদে পদে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যখন আমরা ভাগ্যক্রমে সুখ বা দুঃখকে ভগবৎ-কৃপা বলিয়া জানিতে পারিব, তখনই আমাদের মঙ্গল হইবে। এই দুঃখের মধ্যেও যে আমাদের কি মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নোক্ত শ্লোকেও ইহার সদুত্তর দিয়াছেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

যাঁহারা মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি চান, তাঁহারা নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ, দয়াময় ও মঙ্গলময় ভগবানের উপর কোনও দোষ না চাপাইয়া তাঁহার প্রত্যেক বিধানের মধ্যেই দয়া তাঁর অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা জানেন, করুণাময়ের আবার নিষ্ঠুরতা কোথায়? সর্ব্বমঙ্গলাকর ভগবানে আবার দোষের সম্ভাবনা কিরূপে হয়? তাই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ নিজেরই দোষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করেন এবং ভগবদ্ভজন গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যময়ী সেবা দ্বারা ভগবৎ-প্রীতিবিধানে যত্নপর হন। নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থী হইলে সাত্ত্বিক অনুকূল বিচার আপনা হইতেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন আর সেবাবিরুদ্ধ প্রতিকূল বিচারের অবকাশ থাকে না। চেতনোন্মেষী সেবোন্মুখতাক্রমে নিষ্কপট ব্যক্তিগণ সমস্ত অসুবিধাকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার করিয়া ভগবানের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষই যাহাদের কার্য্য সেই মহাপরাধী বদ্ধজীবগণ যে ভক্ত ও ভগবানের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজে বেশ ভাল লোক সাজিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এই পৃথিবী বা সংসার ভগবানের পরীক্ষার স্থল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে সাধু গুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হইবে অর্থাৎ আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে না। শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় যেমন মাতাপিতা শিশুর রুচি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার কাছে টাকা, পয়সা, খৈ, ধান, বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ রাখেন এবং শিশু রুচি অনুসারে সেগুলি গ্রহণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ আমাদের রুচি পরীক্ষা করিবার জন্য পাপপ্রবৃত্তি দিয়াছেন। আমরা বুদ্ধিমান্ হইলে তাহা হইতে সতর্ক থাকিব।

ভগবান্ সকলেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার যিনি আশা করেন, ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনেক অসুবিধা আনিয়া ফেলেন। সে সকল দেখিয়া ব্যস্ত হইলে চলিবে না। গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে এ সকল প্রশ্ন সমাধান করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহা হইলেই ভগবৎ-সেবার সুযোগ হইবে। রোগী অনেক সময় মঙ্গলকামী দয়ালু ডাক্তারকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। ভবরোগগ্রস্ত আমরাও যদি সেইরূপ ভগবানের দয়ার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠুরতার আরোপ করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কোন কালেই হইবে না।

ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না। যদি তিনি চেতনতায় বাধা দিতেন তাহা হইলে তাঁহার নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দেওয়া হইত। তিনি নানাভাবে চেতনজীবের নিকট সৎ ও অসৎ ব্যবহারের কথাগুলি জানাইয়া তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। ভাগ্যবান্ জীবই সে সকল কথা ধরিতে পারেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—'স্বতন্ত্রতা লাভ জীবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে; কেন না, স্বতন্ত্রতাহীন জীব জড়বস্তুতুল্য, নিতান্ত হেয়। এজগতে ক্লেশ চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে পেষণ ও দগ্ধ করিলে স্বর্ণ নির্ম্মল হয়, জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক জগৎরূপ পীঠের উপর নিপীড়িত করিয়া তাহাকে সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার। এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণলীলায় জীবের যে ক্লেশ তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রদ এবং অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।'

স্বতন্ত্রতা পাইয়াছি বলিয়া যে তাহার অপব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নয়। আমাদের যখন বিবেকবুদ্ধি আছে, তখন চিরকাল মূর্খ না থাকিয়া প্রকৃত পণ্ডিত সাধুগুরুর নিকট থাকিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ভালমন্দ বিচার করতঃ ভগবৎ-সেবা বরণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করা উচিত নহে কি?

স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা একটী রত্নবিশেষ। ইহা আমাদের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা। করুণাময়ের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া আমরা যেন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য সহজ পরমহংস মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" শুভ-বিজয়োপলক্ষে—

"শ্রদ্ধাঞ্জলি"

হে পতিতপাবন প্রভো! শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিবার পর যখন আমরা আশ্রয়হীন বলিয়া নিজদিগকে ভাবিতেছিলাম, তখন আপনি গৌড়ীয়গগনের উজ্জ্বল ভাস্করস্বরূপ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে আমাদের সম্মুখে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়া সকলের হৃদয়েই নব নব আনন্দ ও প্রেরণা জাগরিত করিতেছেন। আজ আমাদের সৌভাগ্যের নিশায় সুপ্রভাত যে, আপনার কৃপাপ্রভাবে নিশ্চয়ই মনের মলিনতা দূরীভূত হইবে এবং ভক্তিরাজ্যের পথিক হইবার জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা লালসা জাগরিত হইবে। আপনার কি অপূর্ব্ব প্রভাব! আপনার প্রভাবদ্বারা আমাদের ন্যায় নিতান্ত অধমও কৃষ্ণভজন করিবার জন্য উন্মুখ হইতেছে। আপনি যদি কৃপা করিয়া এই অযোগ্যদিগকেও কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা দান করেন তবে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব।

হে বর্ত্তমান গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক! বর্ত্তমানে এই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন যুগে শ্রীল-প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ প্রবলভাবে প্রবাহিত করিবার জন্য আপনার এই প্রপঞ্চে শুভাগমন।

হে আচার্য্যদেব! আপনি প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকেও হরিসেবাপরায়ণ হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি যদি কৃপা করিয়া প্রভুপাদের স্বরূপ জানান তবেই আমরা জানিতে সমর্থ হই। প্রভুপাদ আপনারই ধন এবং আপনার হৃদয়েই তিনি অবস্থিত আছেন। এই বিপৎসঙ্কুল যুগে আপনিই আমাদের প্রাণহীন দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন।

হে বাস্তবসত্যের পুনঃসংস্থাপক প্রভো! শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই যেন আমাদের মনে হইতেছিল যে, পুনঃ গৌড়ীয়গগন অপরাধঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইল এবং কলিতে মিছাভক্তসম্প্রদায় আচার্য্য সাজিয়া ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বশক্তিপ্রদাতা শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে ও আপনার গুরুগম্ভীর হুঙ্কারে 'পলায় দুরন্ত

কর্ণ পড়িয়া দিলাটে।" আজ আমরা সকলেই আপনাকে যোগ্যতম আচার্য্যরূপে পাইয়াছি—ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

হে আচার্য্যবর্য্য! আমাদের যথার্থই প্রতীত হইতেছে যে, পরম আরাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণাময় দানের মধ্যে আপনি একটী অমূল্য বস্তু ; বিশ্ববাসীর নিকট তিনি যাহা দান করিয়াছেন কালের প্রবাহে আমাদের ন্যায় হতভাগা ব্যক্তির নিকট তাহার বিস্মৃতি ঘটিতে পারে, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার পাইলেই সেই মহান্ দানের কথা মনে পড়িয়া থাকে।

হে সজ্জনপরমহংস! আপনার অপার গুণমহিমার কথা আমাদের ন্যায় অধম কি করিয়া ব্যক্ত করিবে? আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যোগ্যতা দান করেন তবেই কৃতকার্য্য হইব, নচেৎ সবই মূঢ়তার পরিচয় মাত্র। আপনার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি যেন আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের নগণ্য সেবকসূত্রেও অবস্থান করি এবং মাঝে মাঝে এইস্থানে আপনার শুভদর্শন পাই। আমরা নিতান্ত অযোগ্য তাহা আপনি বিশেষভাবে অবগত আছেন। আমরা যেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অন্তঃশিক্ষা ভুলিয়া গিয়া বাহ্য শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া অসুবিধায় না পড়ি—ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আপনার কৈঙ্কর্য্যই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল হয় এবং আমরা আপনার আশীর্ব্বাদলব্ধ আদর্শ শিক্ষকগণের আনুগত্যে পরমোল্লাসে আপনার জয় গান করি। জয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সজ্জন পরমহংস মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয়!!

আপনার শ্রীচরণের নিত্য
সেবাভিখারী—
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অযোগ্য
'ছাত্রবৃন্দ'

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

আমার বান্ধব

(শ্রীসান্ত্বনা দেবী)

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি মানবমাত্রেই লাভ করিয়া থাকে। যেখানে আমার অধিষ্ঠান সেখানেই আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবাদির পরিচয়। প্রথমতঃ স্থূল জড় দেহ সম্বন্ধে মাতা-পিতা, তৎপর তাঁহাদের সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় সম্বন্ধের সৃষ্টি। 'বন্ধু-বান্ধব' বলিতে যাঁহারা আমাদের প্রকৃষ্টরূপে হিত কামনা করেন তাঁহাদের বুঝায়। এখন 'আমি' বলিতে যদি আমার এই বাহিরের স্থূল দেহটাকে বুঝায়, তাহা হইলে সবই ঠিকই আছে এবং এই দেহের পরিচর্য্যা ও দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের সেবাই মনুষ্য-জীবনের চরম কথা হইয়া দাঁড়ায়। জগতে 'আমার বান্ধব' বলিয়া যাঁহাদের জানিয়া লইয়াছি তাঁহারা এই অনিত্য জড় দেহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বস্তুতঃ তাঁহারা আত্মমঙ্গল বা নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন। ইহার কারণ, তাঁহারাও আমার ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট। সেখানে দেহ-মন ব্যতীত আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণ অভাব। এক অন্ধ যেরূপ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, তদ্রূপ আমার তথাকথিত বান্ধব যাহারা তাহারা আমাকে আত্মমঙ্গলের পথ দেখাইতে পারে না। তাই আমার এহেন নিঃসহায় বান্ধবহীন অবস্থা দেখিয়া পরম দয়াল ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনধর্ম্ম-শিক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু দ্বারায় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥

তদুত্তরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" 'আমি কে?' যতক্ষণ না তাহা নির্দ্ধারিত হয়, ততক্ষণ আমার কুত্রাপি আমি ভুলিয়া স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকি। আমার সুহৃদবর্গের নিকট হইতে আমি শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি—আমার এই স্থূল জড়দেহটাই 'আমি' এবং মায়ার সেবাই আমার কৃত্য এবং জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হওয়াই আমার প্রাপ্য ফল। কিন্তু সাধু ও শাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, জীব তটস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিত। ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারে আবার তাহার অপব্যবহারও করিতে পারে। দুই দিকের একদিকে যাইতেই হইবে। আমাদের চিত্তবৃত্তি সাধারণতঃ বহির্ম্মুখিনী, কাজেই বহির্বিষয়েই সতত ধাবিত। ভগবান্ বৃহৎ-চৈতন্যবস্তু আর আমরা অণুচেতন জীব। এই ক্ষুদ্র চেতন মায়াবশ জীব আমরা মায়াধীশ ভগবানের দাস, ইহা জানিতে পারিয়া সেই ভাবে কাজ করিতে পারিলে মায়ার দাসত্ব হইতে ছুটি লাভ করিতে পারি। মুখে 'আমি ভগবানের দাস' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম আর কার্য্যতঃ মায়ার দাসত্ব করিতে থাকিলাম তাহাতে আমার কোন দিনই সুবিধা হইবে না এতজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

জাগতিক পিতামাতা এমনই বান্ধব যে, সন্তান যদি দুশ্চরিত্র হইয়া থানা ডোবায়ও পড়িয়া থাকে, তাহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সেই সন্তান যদি আত্মমঙ্গলেচ্ছায় সাধুসঙ্গ কিম্বা ভগবদ্ভক্তি-যাজনে অগ্রসর হয়, তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহার কারণ, সন্তান আজ দুশ্চরিত্র হইয়াছে, আবার কালই মতি ফিরিলে তাহাকে আমার ভোগের ইন্ধনরূপে পাইতে পারিব। আর ভগবদ্ভক্ত হইয়া গেলে সন্তান কেবল ভগবানেরই স্বার্থ দেখিবে, ভগবানেরই ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, আমি ভোগ হইতে চিরবঞ্চিত হইব। আমার হরিবিমুখ-বান্ধব-গণ! আপনারা প্রহ্লাদ মহারাজের অসুর পিতা হিরণ্যকশিপুর চরিত্র সকলেই জানেন। হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিল জড়-বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া পুত্রকে দিয়া নিজের ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করাইয়া লইবার জন্য। কিন্তু যখন দেখিল পুত্র ইহার বিপরীত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল, তাহার সেবার পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর সেবা শিক্ষা লাভ করিল তখন নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে যমদ্বারে প্রেরণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? পিতা হিরণ্যকশিপুর সকল বার্থ হইল। আমার এইরূপ হিতকামী (?) বান্ধবগণের কথাই ভাগবতের ভাষায় বলিতে পারি—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

আমার যে ক্ষণভঙ্গুর দেহ আমার বান্ধবগণের এত প্রিয় বস্তু সেই দেহ ছাড়িয়া যখন 'আমি' বিদায় গ্রহণ করি তখন এই দেহের মূল্য কাণাকড়িও থাকে না। আত্মীয় সেই তখন তাহাদের নিকট অপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এ হেন দেহের পরিণাম চিন্তা করিয়া জনৈক ভক্ত মহাজন গাহিয়াছেন—

এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার।
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি এত করি, না ঘুচিল ভ্রম।
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি, মরণ নিকটে [illegible]সে।
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত।
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে।
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হবে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত।
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন্ সন্ধান॥

এখন স্বতঃই আমার অন্তরে প্রশ্নের উদয় হইতেছে, আমার পরম বান্ধব কে? আমাকে যাইতে হইবে পশ্চিমে, আমি চলিয়াছি বিপরীত দিকে। এরূপ দিগ্‌ভ্রান্তিকালে আমার এমন বান্ধব জগতে কে আছেন, যে আমার গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? তাই এমন দুর্দ্দিনে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার কথা স্মরণ হইয়া মনে পড়িতেছে,—

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥

ভবসমুদ্রে পতিত এহেন নিঃসহায় বান্ধব-হীন অবস্থায় একমাত্র গৌরজন ও 'গুরুজন' ব্যতীত আমার বান্ধব আর কে আছে?

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব-চরণে প্রার্থনা

পুণ্যক্ষেত্রতটে রম্য 'শ্রীচৈতন্যমঠ'।
'শ্রীগোবর্দ্ধন' রূপে [illegible] প্রকট॥
'অবিদ্যাহরণ' 'শ্রীমানসগঙ্গা'।
আচার্য্য-[illegible] নিপুণ-তরঙ্গা॥
[illegible] ভয় নাহি [illegible]।
[illegible]কথা [illegible] চারু॥
[illegible] অন্ধ।
কেমনে দেখিব এই প্রেমের সম্বন্ধ
কি ভাগ্যে [illegible] মাথুর-ভবন।
[illegible]॥
[illegible] বাসুদেব।
[illegible]॥
[illegible], ক্রোধ আর [illegible]।
[illegible]॥
কৃপা করি [illegible] নিজ সঙ্গে।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] উপেক্ষা;
[illegible] যোগ্যপ্রকাশ।
[illegible] কর মোরে দাস॥

নিত্যকৃপাভিখারী
শ্রীলালা মদনমোহন রায়

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, সাঙ্কর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। শুদ্ধপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি-প্রচারকল্পে 'নদীয়া'-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভাণ্ডারী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎরূপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসনন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঋতুপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ বাধক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ.

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ কোশোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল ভ্যাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্কাবেক কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ বাবাদি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ক্রিস্টাল, টাউন	১০॥/০
খণ্ডপুর ১০০০ নং	১০/০
মাজদোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৷৫০
গিনি	২২।০১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আগষ্ট—	৩৪।৵০
নভেম্বর—	৩৪৸৵০
ডিসেম্বর —	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।০
ফ্লাওয়ার ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
আটা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
গোলাই	১॥/০ - ১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

গুড়ের দর

আখরা	৫৬৲
হাজারীজা	৫৩৲
কুমারখালী	৪৩৲
ধলা	৪২।০

পাস্তিবাম	৩১
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
ঢাকা গাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আমের কমক	৪০৲
করাচি পুরনিদ কাইন	৪৩৲
আমেরিকা গাবা	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০ —৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ —	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস —৸০

বাগান ঘেরা কাটা তার (বা' ওয়ার) ১॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪।০—৪॥০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭॥০ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩॥০

টিন পাতি, বোল্টু গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল বড় ডি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য ৯॥০—১৪৲

নুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

ঢেঁকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ভি ৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই উহার কার্য্যতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সাধারণ মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৷০	।৵০	।৵০	
ঐ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের প্রস্তুত [illegible]।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

গৌড়ীয় শ্রীমায়াপুর
শ্রীধাম
[illegible]
শ্রী[illegible]সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের মনোভিষ্ট
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব পাল ৫
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৭ই মে, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৫৮]

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(০):(০):—

সীমান্তে আবার হাঙ্গামা

একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১লা ও ২রা মে রাত্রিতে জালের শিবিরের উপর সামান্য চোরা গুলী বর্ষিত হয় এবং কয়েক স্থানে টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তিত হয়। এতদ্ব্যতীত উত্তর ওয়াজিরীস্থানের অবস্থা ১লা ও ২রা মে তারিখে শান্ত ছিল।

অতঃপর মীর আলী ও জালের শিবিরের মধ্যে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ঐ দিবস দিনের বেলা মীর আলী-জালের শিবির রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে চোরা গুলী বর্ষিত হইয়াছে। রাজমাকবাহিনী রাজমাকের বাহিরে টহল দিয়া বেলা অনুমান দ্বিপ্রহরের সময় রাজমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। টহল দিবার সময় বিদ্রোহীদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয়; ফলে শত্রুপক্ষের কয়েকজন হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সরকার পক্ষের কেহই আহত হয় নাই।

গত ১লা ও ২রা মে রাত্রিতে দক্ষিণ ওয়াজিরীস্থানের ওয়ানার নিকট রক্ষীদলের উপর চোরা গুলী বর্ষিত হয় কিন্তু কেহই হতাহত হয় নাই।

ইপির ফকির আরসলকোটের নিকটেই অবস্থান করিতেছে। প্রকাশ যে, সে শিঘ্র মাসোয়া উপজাতির লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে।

—

জাপ-মন্ত্রিসভা

গত ৩রা মে প্রাতে জেনারেল হায়াসী ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিবেন।

নির্ব্বাচনের ফলে প্রতিনিধি সভার ৪৬৬টী আসনের মধ্যে সরকার পক্ষের লোক মাত্র ৪০টি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত আলোচনা ও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর জেনারেল হায়াসী ঘোষণা করেন যে, তাঁহার আশা আছে, রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান মনোভাব পরিবর্ত্তন করিবেন। ঘোষণায় বলা হয় যে, দেশের ও বৈদেশিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, জাপান গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে এবং ঐ বিপদ অতিক্রম করিতে হইলে রক্ষণশীল ও চরমপন্থী কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ না করিয়া মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিয়া বহুবিধ সংস্কার সাধন করিতে হইবে। জেনারেল হায়াসী বলেন, "আমি আশা করি যে, প্রতিনিধি সভার নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণ বর্ত্তমান পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝিয়া দেশশাসন কার্য্যে সহায়তা করিবেন এবং নিঃস্বার্থভাবে জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জাপানের উপযোগী নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবেন।"

—

উন্মত্ত সৈনিকের কাণ্ড

গত ২রা মে প্রাতে মীরাটের ১০২নং পাঞ্জাবসৈন্যবাহিনীর জনৈক সিপাহী উন্মত্ত হইয়া দুইজন সিপাহীকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশ আসিয়া উক্ত সিপাহীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

—

দুর্ঘটনা

গত শনিবার বোম্বাই টেলিফোন কোম্পানীর দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সহিত মিঃ লেসলি গর্ডন নামক একজন ইউরোপীয় ইন্সপেক্টর ও মিঃ রহিমউল্লা নামক একজন পাঠান লাইনসম্যান আহত হইয়াছিল। তাহারা আঘাতের ফলে মারা গিয়াছে। মিঃ বারলে নামক একজন ইউরোপীয়ান ফোর-ম্যান্ দুর্ঘটনার দিনই মারা যায়।

এই দুর্ঘটনায় সহরে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক্ষণে দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সিন্ধু-গবর্ণমেণ্ট একজন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যন্ত্র মেরামতের জন্য উক্ত টেলিফোন কোম্পানীর বোম্বাই অফিস হইতে ইউরোপীয় মিস্ত্রী বিমানযোগে সেখানে আসিয়াছে।

—

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

গত ২রা মে একখানি মালগাড়ী দোনাকোন্দা হইতে নন্দয়ালে যাইতেছিল। রাত্রি ৮টা ৫০মিনিটের সময় নন্দয়ালের নিকটে গাড়ীখানি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

—

বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

মাদ্রাজের টাঙ্কুর নিকটবর্ত্তী আত্মনকাবরম গ্রাম হইতে তিন ব্যক্তির বজ্রপাতে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

সীমাদ্রি শ্রীরামলু মনোলা মণ্ডকলি ও নেলী গড্ডডি নামে ৩০ বৎসর বয়স্কা জনৈকা রমণী এবং আরও ৩ ব্যক্তি বৃষ্টির সময় রাস্তার পার্শে একটা তেঁতুল গাছের নীচে আশ্রয় লয়। এই সময় বজ্রপাতে পূর্ব্বোক্ত ৩ জনের মৃত্যু হয় অপর ৩ জন অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

গহনার লোভে শিশুহত্যা

—::(×)::—

গত ১লা মে জি, আই, পি রেলের মেল-পার্শ্বেল সংক্রান্ত মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনবৎসর বয়স্ক একটি বালককে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী মহম্মদ উমার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই যে, গত ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের দিন বালকটী আসামীর বাড়ীর নিকটে খেলা করিতেছিল। আসামী (বয়স ৪০ বৎসর) বালকটির হাতে মিষ্ট দিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যায় এবং ধারাল ছুরি দিয়া বালকটির গলা কাটিয়া ফেলে। ফরিয়াদী পক্ষের বর্ণনা মতে বালকটীর গায়ের অলঙ্কার লইবার উদ্দেশ্যে আসামী এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল।

অতঃপর আসামী বালকটীর মৃতদেহ একটী বাণ্ডিল পুরিয়া লক্ষ্ণৌ লইয়া যায় এবং সেখানে জি, আই, পি রেলের মেল-গাড়ীর একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে বাণ্ডিলটী রাখিয়া আসে। তারপর আসামী অন্য ট্রেণে বড়বাকি ফিরিয়া আসে। এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কাহারও সন্দেহ হয় নাই।

ট্রেণখানি ঝাঁসী পৌঁছিবার পরও উক্ত পার্শ্বেলটীর মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং ঝাঁসী ষ্টেশনে পার্শ্বেলটী নাম ইহা দেওয়া হয়। সেখানে রেলওয়ে পুলিশ পার্শ্বেলটী খুলিয়া লোমহর্ষক হত্যার ব্যাপার বুঝিতে পারে।

বড়বাকির জেলাবোর্ডের কেরাণী আবদুল করিম মৃতদেহটী সনাক্ত করিয়া বলে যে, ঐ বালক তাহারই ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ২৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ১৲
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ১৲
১৮। দ্বাদশ-আলবর
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গৌরবচন্দ্রিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ১৲
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মধ্বের ভাষা ১৲
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ১৲
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩০। দীপ দিগ্দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১৲
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ১০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ১০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ১০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ১০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ১০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেমর ৷৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলানুকরণঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ১০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ১০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ১০
৬৫। সাত্বতাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংসবর্ণনম্ ৷৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। ন্যু ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ১০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ১০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনএলেডেড ডিভোসন ১০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১০
৮১। সাধন-পথ ১০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—উড়িয়া রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রোজ্জলবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং অবতার ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে সব শেষের এক বিরাট, আকর ও আনন্দময় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবর্ত্তীর প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দসূচী (Index Glossary)। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ — ১২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৪শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই মে ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৫৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নবগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে বিগত দুই সপ্তাহকাল ধরিয়া নবদ্বারাণের অন্তর্গত নৌসারী নামক সহরে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিগত ১০।৪।৩৭ তারিখে স্থানীয় The Theosophical Societyর 'Noshir lodge' নামক সুবৃহৎ হলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রী, বাগালঙ্কারপ্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী এবং শিক্ষার বিষয় বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে বক্তৃতা হিন্দিভাষায় হইয়াছিল। সুবৃহৎ হলঘরটী বহুশিক্ষিত পার্শী ও হিন্দু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিতজী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল-প্রেমধর্ম্ম কালপ্রভাবে কিপ্রকারে অপসিদ্ধান্ত ও কুসিদ্ধান্তদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছিল এবং উক্ত প্রেমধর্ম্মের উজ্জ্বল্য-বিধানকারী শ্রীগৌরকরুণাশক্তি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় কি প্রকারে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বিপুলভাবে জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিক নিপুণতা, তাঁহার ভগবৎসঙ্গীত সংকীর্ত্তনে স্বভাবসিদ্ধ সুনিপুণতাকে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আদর্শরূপে অনুসরণ করিবার জন্য সকল শিষ্যকে অনুক্ষণ আদেশ দিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক আশ্রিতকামী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ তাঁহার নিকট হইতে আশ্রমধর্মের যাবতীয় শিক্ষার জন্য চিরঋণী হইয়া রহিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের প্রধানতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরমহংস-বেশ-প্রাপ্ত ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের মহান্ত নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রণবানন্দ বাবাজী মহারাজ, ক্ষেত্রসন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ পরমহংসবেশপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান্ শ্রীল রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক কবিরত্ন-শ্রীভক্তিভূষিত কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, বিশ্ববিশ্রুত ও পরমপ্রভাবশালী একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, গৌড়ীয়মঠের মূলমঠ শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অসংখ্য সভ্য ও গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনগণ আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট তাঁহাদের নিত্য পারমার্থিক জীবনের ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর জন্য চিরঋণী বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শাস্ত্রযুক্তিতে ও বেদান্তশাস্ত্রে অভিমর্ষণ নিপুণ ও পারঙ্গত। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শের উদাহরণ প্রদান করিতে সর্ব্বদাই শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবারই শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, তাঁহার কথা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ন্যায় আর কেহ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বুঝেন নাই। তাঁহাতে সকল দিক দিয়া আচার্য্যের লক্ষণ আছে বলিয়া তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় 'সার্ব্বভৌম আচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যাবতীয় পত্রাদি শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারাই লেখাইতেন এবং তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থরচনাদি অর্থাৎ বাণীসম্পুটের কার্য্যের মূল অধ্যক্ষরূপে শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকেই নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বেও শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যেই পারমার্থিক বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর-আনয়নকারী প্রধান লেখক গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে ও পারমার্থিক ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান লেখক 'হার্ম্মনিষ্ট' পত্রিকার প্রধান সহকারী সম্পাদক, ইংরাজী ভাষায় সুবিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-গ্রন্থ-লেখক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয়কে যথাক্রমে গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ, হার্ম্মনিষ্ট ও বিবিধ গ্রন্থরচনার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে আচার্য্যগণের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, যেমন রামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীধর, শ্রীবিশ্বনাথ, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব, বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃপুনঃপ্রবাহের দুইজন বিশিষ্ট আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ইঁহারা সকলেই গ্রন্থরচনা ও শ্রৌতবাণীসম্পুটের সেবা করিয়া আচার্য্যপদবীতে জগতের নিকট অভিনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়ম্নায়ের নবমাধুর্য্যনায়কবর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে সেই শ্রৌতবাণী-ভাণ্ডারের অধিকারে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারিগণের মন অবাধে ও যোগ্যরূপে নিজের কার্য্য করিতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

—আনন্দবাজার, ১৮ই বৈশাখ, শনিবার ১৩৪৪)

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

'কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বলস্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী ভোগ্যা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মধুসূদন, নিশি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

বৈষ্ণবভৃত্য ও বণিক্‌ভৃত্য

বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বরদানোদ্যত শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন—

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।"

হে ভগবন্, আপনা হইতে যে ব্যক্তি কোন প্রকার অন্যাভিলাষ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, সে বণিক্।

'আশিস্'-শব্দের পর্য্যায়-শব্দ—আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, সর্পের বিষদন্ত প্রভৃতি। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট আশিষপ্রার্থী ব্যক্তিগণ হরিগুরুবৈষ্ণব-ভোগী বা তাঁহাদিগকে খাজাঞ্চি, খানাবাড়ীর রায়ত বা বাগানের মালী করিবার অভিলাষযুক্ত। ইহারাই শ্রীরূপের ভাষায় অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই "ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতিটি উল্লেখ করিতেন। ইহারই নাম বণিকের বৃত্তি বা শ্রীল প্রভুপাদের কথিত নুগরা পন্থার নীতি। 'সজ্জনতোষণী'তে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'কর্ম্মীর কাণাকড়ি' শীর্ষক প্রবন্ধেও বণিকের স্বভাব ও বৈষ্ণবের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যাহাকে "অতিরিক্ত অর্থ ও বাতাতরীর গরম" বলিয়াছেন, তাহাই বণিগ্‌বৃত্তির অন্যাভিলাষে প্রদীপ্ত থাকে। অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের বণিগ্‌বৃত্তি উদিত হইলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। প্রতিষ্ঠাশারূপ জড়মায়ামৃগতে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা করে। বণিগ্‌বৃত্তির কামুকতা শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় কামিনীময় জগৎ দর্শন করে, প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা-শ্বপচরমণী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে তাহারই মত ব্যভিচারিণী মনে করে এবং জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা দ্বারা পরমার্থকে ক্রয় করিয়া লইতে পারা যায়—ইহা মনে করে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "মদ্‌ভৃত্যভৃত্যপরিচারক-ভৃত্যভৃত্যঃ" এবং "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবের ভৃত্যত্ব উপলব্ধি জীবের স্বরূপজ্ঞানে মুক্তাবস্থা বলিয়া জানাইয়াছেন। যিনি বৈষ্ণবের ভৃত্যানুভৃত্য হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; আর ধনমদ, রূপমদ, কুলমদ নরকে পচ্যমান ব্যক্তিগণেরই আস্ফালন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—"অর্থের লোভ যেন আমার নিত্য পরম শত্রুরও কোনদিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুরও মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যেসকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে অর্থাৎ যাহাদের অর্থসংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশা বা কনক-কামিনী-ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও যেন সেইসকল পাষণ্ডের মুখদর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আর একটী পত্রে লিখিয়াছেন,—"বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কথনও পরামর্শ গ্রহণ করিবে না অর্থ বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না কর্ম্মীর কাণাকড়ি ও অতিরিক্ত অর্থের গরম ও বাতাতরী মনে করিয়া থাকে যে, বৈষ্ণবতা অর্থের অধীন, অর্থের বাহাদুরীতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে এই ধারণাটি বদ্ধমূল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ রিক্তহস্তে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া দেখাইয়াছেন—"প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার।"

প্রকৃত নির্ভীক শুদ্ধ হরিগুরুবৈষ্ণবানুগতাময় প্রাণই প্রচার করিতে পারে। তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও সমস্ত দেবতা সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া সেইরূপ মহাপুরুষের সেবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।

তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে কেবল এইটুকু প্রার্থনা—আমরা যেন পণ্যানীতি বা বণিক্‌নীতির ভৃত্য না হই। আমরা যেন নিষ্কপট গুরুসেবকগণের বা বৈষ্ণবগণের ভৃত্যানুভৃত্য হইতে পারি। এইজন্য যদি হরিদাস ঠাকুরের দাসানুদাসসূত্রে আমাদের কোটি-কোটি নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, কামিনী-জিত অপরাধী রামচন্দ্র খাঁ যদি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়

যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব)

যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান যুগে স্বীয় নূলোকচুম্বিত আচার-প্রচার দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেরূপ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহা অন্য কোন যুগে কোন আচার্য্য কর্ত্তৃকই সেরূপ স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। অন্যাভিলাষিগণের অনেকেই বৈরাগ্যের ভাণ প্রদর্শন করিয়া জড়কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মর্কট স্বভাবতঃই অস্থির, কিন্তু গৃহস্থের ঘর হইতে খাদ্যাদি অপহরণের জন্য সে যেমন কিছুকাল দিগম্বর অবস্থায় পরিব্রাজক ভিক্ষুর ন্যায় বিচরণ করে, কখনও বা ফলমূল, কদলী-ভোজন এবং বনে বাসাদি করিয়া বৈরাগ্যাভিনয় প্রদর্শন করে এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ অভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, স্মার্ত্ত, কপট সহজিয়াদের ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর অনুকরণে রাধা-কুণ্ডে বাস (?) এবং ফল্গুবৈরাগ্যাদি যাবতীয় চেষ্টা সবই মনোধর্ম্মের সাময়িক উত্তেজনা এবং জড়স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়া থাকে। রাবণের সীতা-হরণের জন্য বৈরাগ্য বা ত্যাগস্বীকার, বিশ্বামিত্রের বৈরাগ্য, সৌভরী ঋষির বৈরাগ্য, এমন কি শাক্য-সিংহের বৈরাগ্যও 'বৈরাগ্য'-শব্দবাচ্যই নহে। এসকল সংসারের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া সেই ভয় হইতে উদ্ধাররূপ অধিকতর ভোগের সুবিধার জন্য সাময়িক ত্যাগ মাত্র।

ভোগিকুল যখন এজগতের সমস্ত জিনিষই তাহার নিজের ভোগের ইন্ধন জানিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়া "অন্তরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের ভাণ্ডার" প্রভৃতি বাক্যের পরিচয় দিতেছিল ও এজগতের মালিক জগন্নাথকে বঞ্চনা করিতেছিল এবং জ্ঞানিগণ ভোগীদের ইহলোক ও স্বর্গলোকের ভোগ অচিরস্থায়ী জানিয়া চিরস্থায়ী ভোগের আশায় সাযুজ্যমুক্তি লাভের আশায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং জগন্নাথের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি না থাকা সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে নিজের ন্যায় স্ত্রীজিত মনে করিয়া বেশ্যা-প্রেরণ ও তাঁহার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে নানাভাবে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করে, তথাপি কাক সর্ব্বদাই কাক, কোকিল সর্ব্বদাই কোকিল। ইহা সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে।

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

বিশ্বের সমস্ত জিনিষের ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এর 'সর্ব্বং' এবং 'যৎকিঞ্চিৎ' শ্লোকে 'সমস্তং হি তৎ' এর গূঢ় অর্থই যে যুক্তবৈরাগ্য তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন। 'যুক্তবৈরাগ্য' অর্থে—কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বা প্রণয়রজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ থাকিয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি সহজ বিরাগ।

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন, এ জগতের প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুই কৃষ্ণসম্বন্ধী, কৃষ্ণসেবোপকরণ বা কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী-দর্শনে যমুনা স্মৃতি উদ্দীপনলীলায় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক দৃশ্যবস্তু দর্শনেই কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয়। দৃশ্য বস্তুতে নিজ ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচার এবং নিজেকেও দৃশ্য বা কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ কৃষ্ণসেবার অন্তর্গত বস্তুকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধিবিচারে গ্রহণ বা ত্যাগের বিষয় মনে করেন। কিন্তু এ জগতের সকলই কৃষ্ণসেবার বস্তু এবং আমাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধি-বিচারে ত্যাগ বা ভোগের বিষয় নহে; উহা মায়াবাদ। পরন্তু প্রত্যেক জিনিষকে কৃষ্ণের সেবাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে।

যাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-বিরহে দুঃখিত, কৃষ্ণের জন্য পাগল, তাঁহারা এ জগতের কোন জিনিষে স্ব-পর-ভেদ দর্শন না করিয়া সকলই কৃষ্ণের জ্ঞানে তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত করেন। যেমন পুত্রহারা মাতা পাগলিনী হইয়া পুত্রেরই অনুসন্ধান করে, তখন তাঁহার লজ্জা-জ্ঞান থাকে না, দেহাদির ক্রিয়া অভ্যাসে হয়, ভালমন্দ আহার, সূক্ষ্ম কি মোটাবস্ত্র পরিধান, এমন কি গায়ে বস্ত্র আছে কি না সে বিষয়েরও অনুভূতি থাকে না, সে গাড়ীঘোড়া মোটরে আরোহণ করুক অথবা পায়ে হাঁটিয়া যাউক, অঙ্গ ধূলায় ধূসরিতই হউক অথবা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নই হউক সেদিকে তাহার লক্ষ্য থাকে না, পুত্রপৌত্রাদির পরিচর্য্যা, গুরু-বর্গের সেবা, দেহের মার্জ্জনভূষণ প্রভৃতি সাংসারিক কর্ত্তব্য বা সম্ভোগ চিন্তার বিষয়েও সে উদাসীন থাকিয়া কেবল পুত্রের জন্যই ব্যাকুল থাকে, সেইপ্রকার ভক্তগণ নিত্য-পতি শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর হইয়া সর্ব্বক্ষণ "তোমার দর্শন বিনে অধন্য এ রাত্রি দিনে, এই কাল না যায় কাটন"। প্রভৃতি বিচারে জগতের সমস্ত বৃক্ষ-লতা-তরু-গুল্ম, মানুষ সকলেরই নিকট সর্ব্বক্ষণ সেই প্রাণনাথের সন্ধান করেন। তাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষয়সংগ্রহ অথবা বৃক্ষতলে বাস ইহার মধ্যে ভোগ বা ত্যাগের চিন্তার অবসর নাই। তাঁহাদের গাড়ী, ঘোড়া, মোটর,

ত্রৈশে চাপা বা পদব্রজে চলা প্রভৃতি প্রতি পদবিক্ষেপই কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য। কৃষ্ণবিরহকাতর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর প্রতি পদবিক্ষেপ প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সকলই সেব্যের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য, এবং এ জগতের প্রত্যেক বস্তুই সেই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বিধায় সকল বস্তুকেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার প্রচেষ্টা।

রাজার যে কালেক্টর যত উপযুক্ত তিনি তাঁহার রাজ্যের তত বেশী ও ভাল জিনিষ রাজার সেবায় নিযুক্ত করেন এবং ইহাই তাঁহার একমাত্র কৃত্য। এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র মালিক কৃষ্ণের অদ্বিতীয় কালেক্টর বা প্রিয়তম সেবক শ্রীল প্রভুপাদ এ জগতের সমস্ত জিনিষই এ জগৎ হইতে কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিয়া সেই অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া "সমস্তং হি তৎ" এর সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার সেবার জন্যই প্রাণ-রক্ষার্থ তাঁহার প্রসাদস্বরূপ কিছু গ্রহণ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন—ইহাই তাঁহার যুক্ত বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষায় যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ—'আসক্তি-রহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।' অর্থাৎ এই জগতের সমস্ত বস্তু কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে নিজে ভোগ বা ত্যাগের আসক্তি ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করাই যুক্ত-বৈরাগ্য। তিনি জানাইয়াছেন, শ্রীগুরু-দেবের ব্যবহৃত কোন বস্তুই যে-প্রকার সেবকের ভোগ বা ত্যাগের বিষয় নহে পরন্তু যথাযথরূপে গুরুসেবায় নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য, সেই প্রকার এ জগতের সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা উহা আহরণ করিয়া তাঁহার সেবায় লাগাইলেই কৃষ্ণের কৃপা পাইব। যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন তিনিই শ্রীগুরু-দেব। যুক্ত-বৈরাগ্যবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন-তনু সহজ-পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদ লোকশিক্ষার্থ কখন কখন চাতুর্ম্মাস্যকালে স্বহস্তে রসুই করিয়া শুধু অন্নাদি কোন পাত্রাদি ছাড়া ভূমিতে রাখিয়া হস্ত ব্যবহার না করিয়াই মুখ দ্বারা গ্রহণ প্রভৃতি বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম পালন করিতেন, আবার কখনও লোকমঙ্গলের জন্য হরিকীর্ত্তনার্থ বলিতেন,—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমানি-মানদ শিক্ষাদানার্থ হরিকথা-কীর্ত্তনকালে একখানা আসন হাতে করিয়া রাখিতেন এবং হরি-কথা-শ্রবণকারী ভক্তগণকে মান-দানার্থ ঐ আসন প্রদান করিতেন; তাহাতে কতকগুলি মূর্খলোক মনে করিয়াছিল, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বোধ হয় সত্য সত্যই সাধারণ লোক; সেইজন্য অনেকে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন না। সুতরাং এ জগতের যত ভাল আসন আছে সবগুলি সংগ্রহ করা আমার দরকার হইয়াছে। জগতের লোকগুলি অন্ততঃ বাহিরের দিকে ঐ সকল দর্শন করিতে আসিলেও তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের মঙ্গল করিয়া দেওয়া যাইবে। গুরুসেবার জন্য আমাকে এ সকল করিতেই হইবে। এ প্রকারে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে ঐশ্বর্য্যপতিরও আকরবস্তু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। আশ্রয়লীলাকারী বিষয়-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ প্রমুখ নিত্যারাধ্য শিক্ষাগুরুবৃন্দ হরিভজনেচ্ছু সাধকজীবের কল্যাণের জন্য অশেষ প্রকারের বৈরাগ্য নিজেরা আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আর শ্রীল প্রভুপাদ একদিকে সাধকজীবশিক্ষার্থ বৈরাগ্যলীলা প্রদর্শন, অপর দিকে সমস্ত বস্তু কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ঐ সকল বস্তু স্বীকার করিয়াও কিরূপে প্রকৃত বৈরাগ্য রক্ষা হয় তাহার অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। আচার্য্য গোস্বামিবৃন্দের আচরণ সম্বন্ধেও দেখা যায়—

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক
রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্করুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥

এই প্রকার অকৃত্রিম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ও অনিকেত অবস্থায়, এমন কি একটা বৃক্ষের তলে একাধিক দিন না থাকিয়া জড়বস্তুতে যে আসক্তি ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদও সেইরূপ কখনও পর্ণকুটীরে বাস আবার হরিকীর্ত্তন প্রচারের সুবিধার জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস উভয় অবস্থায় কিরূপে প্রকৃত বৈরাগ্য ও অনিকেতত্ব সংরক্ষিত হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"মহাভাগবত অনিকেত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী নাই এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী ভগবৎ-পাদপদ্ম-ধূলিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়াসদনরূপ জড়েন্দ্রিয়তর্পণপরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত তত্ত্বাংশীর অংশ বিশেষরূপ স্বরূপ-উপলব্ধিতে যে ভেদজ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িকভেদবিচারে অচিন্ত্যত্বের ব্যাঘাত করে; তাদৃশোপলব্ধি ভাবরাহিত্যই অনিকেতত্ব"। এখানে কৃষ্ণের প্রিয়তমজন আচার্য্য হিসাবে সমস্তই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন এবং গুরুপাদপদ্মের ধূলিতেই জীবের নিত্য নিবাস জানাইয়া তথায় মানসে বাসপূর্ব্বক বাহিরে কৃষ্ণসেবার জন্য সকল জিনিষ গ্রহণের শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শুধু নিজে নিজে ভজনপূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ অপেক্ষাও হরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়া এক-দিকে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার সেবকবুদ্ধি ও বৈভববুদ্ধি, অপরদিকে জগদ্বাসী, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতির নিত্যমঙ্গলার্থে হরিকীর্ত্তন ব্যবস্থাই অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া জানাইয়াছেন। উহাতে আপন মঙ্গল আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া যায়। তিনি পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন, "সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতী আমি নহি। যেহেতু ঐ সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরও ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জ্জুনের ন্যায় বৃক্ষ-যোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। প্রচ্ছন্নভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া অবলম্বন পূর্ব্বক 'কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী' ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে"।

তাঁহার এই সকল আচার-ব্যবহার শুধু নিজ ভজনপর সাধকজীবমাত্রের ন্যায় নহে, পরন্তু উহা কৃষ্ণের ভারপ্রাপ্ত ভুবনমঙ্গল, অতি-মর্ত্ত্য, অসমোর্দ্ধ আচার্য্যের বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করে। তিনি নিজ সুখভোগের জন্য কাহাকেও কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেন নাই। কিন্তু গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য—তাঁহাদের সেবার জন্য নিজ সুবিধা অসুবিধার দিকে না তাকাইয়া 'অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন। গোবিন্দ কহেন মম সেবা সে নিয়ম।' প্রভৃতি বাক্যানুসারে সকল বস্তুই কৃষ্ণের সেবোপকরণ, আমাদের নিজ ভোগের সুখসুবিধার জন্য ভাল, মন্দ, গৃহবাস, বনবাস যত খারাপ জিনিষই হউক না কেন তাহাও যখন শ্রীভগবানেরই 'সমস্তং হি তৎ' এর মধ্যে তখন তাহাতেও আমার ভোগের অধিকার নাই; কিন্তু গুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য সকল জিনিষই গ্রহণ করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের যেপ্রকার ভেদ আছে অর্থাৎ বিভিন্ন উচ্চ নীচ, ভাল-মন্দ, যোগ্যাযোগ্য মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ যে যত রকমেই কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে যে স্থানে অবস্থিত, যাহার যতটুকু গুণ আছে, যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপ-ভাবে উন্মেষিত হইয়াছে তাহা লইয়াই যে সে একমাত্র সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া যেপ্রকার সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় নাই।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখের এসোসিয়ে-টেড প্রেসের সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়াধস্তনাম্বয়বর-আচার্য্য-পরম্পরায় একাদশ-আচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসবের সময় শ্রীমায়াপুরে বিঘোষিত হইয়াছেন। আমরা এই সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত ও আশ্রয়হীন নিরাশার সাগরে আশার ভেলা লাভ করিয়াছি। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ১৯১১ সালে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ-বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং ওঁ-বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করেন। তখনই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুকে শ্রীরূপানুগধর্ম্ম-কীর্ত্তনের জন্য প্রচুর শক্তিসঞ্চার করিয়া-ছিলেন। শ্রীল পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সদাচার সম্পন্ন বৈষ্ণব-গৃহে আবির্ভূত হন। তাঁহাতে আজন্ম গুরু ও গ্রন্থভাগবতের সেবায় ও শব্দব্রহ্মের কীর্ত্তনে নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। শ্রীনব দ্বীপচন্দ্রের ন্যায় আচার্য্য বিদ্যাভূষণপাদ অতি শিশুকালে হরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন করিতেন, হরিনাম-শ্রবণে তাঁহার ক্রন্দন নিবৃত্ত হইত। অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিশুকালেই শ্রীমদ্ভাগবতকে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারীর বেশে মহা-ভাগবত। তাঁহার অপার্থিব নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ, তাঁহার যুক্তবৈরাগ্য, তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা, তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় স্বাভা-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধ্য... পৃষ্ঠ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমঠ ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর,গোপাল আদি চতুর্দ্ধা বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রত্ন তথ্যাবধানে নদীয়া প্রকাশ'সম্পাদন আছে। রক্ষক- শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা; টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক —শ্রীমদ্দীক্ষিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) তথা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গ... অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব দত্তের ... স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক –শ্রীনরানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক –শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপরাজিতা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক –শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রমী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) ... মঠ

পোঃ ...

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্লিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল-গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
রাজা চাল	৫৷৹
ঐ নূতন	৫৸৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৬৷৵৹
সিদ্ধ বেলুন	৩৷৵৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৵৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫৸৹
কাটারীভোগ	
ঐ বেলুন	৩৵৹

চিনির দর

হিকাইন, টাপা	১০৸৴৹
রংপুর ১০০০ নং	১০/০
মায়রোকা দানা	৯৹
কানপুর দানা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৸/৹—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি সোনা	২২৷৵১০
বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আবেদ—	৩৪৷৵৹
মধ্যম—	৩৪৸৵৹
উত্তম	৩৫৷৵৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৸/৹—৬৷
সুপার ফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৹—৫৸৵৹
সুজী	৫৸৵৹—৬৲
আটা (বি)	৫৸৵৹—৫৸৹
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/৹—৫৸৵
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	৩৸৵৹—৪
গোলাড	২৸৵৹ ২৸৹
ভূষি	১৸৵৹—২৸৵৹

গুড়ের দর

আড়রা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷৹

পাতিয়ালা	৩৯
ভারতী	৪৬
কাবুলে	৩৬
ঢাকা পাতলা	১১৸৹

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিভারপুল এডেন করকচ	৫০৲
করাচি পুরানিক ফাইন	৪৩৲
চাবুর্ণ লাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬৸৹
সুপারী দেশী	১৩৵৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৸৹—১০৸৹
শুটি খয়ের, মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৸৹—১৩৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸৹—১০৲
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৸৹—৯.
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৹
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵৹—৮৸৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৬৸৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৸৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—৸৹
বাগানের ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৸৹
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৪৷৹—৪৸৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৸৹ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১২৸৹
টিন পাতি, গোলটু পরাতে	৮৸৹—১০৷৹

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

হন্দর	৯৸৹—১৪৲
নূঃ ইস্পাত আসল ২৪৲,	নকল ২৩৲

ষ্টকলের হাফমণ ৫৵৹, গাটের হাফমণ ৬৸৹

তুলার হাফমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃঃ০ঃঃ

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। উত্তম খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয়। কার্টিস অত্যন্ত আধিক। তাহার প্রীহা সংযুক্ত কাশ্যাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও ব্রাহ্মণ মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষান্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

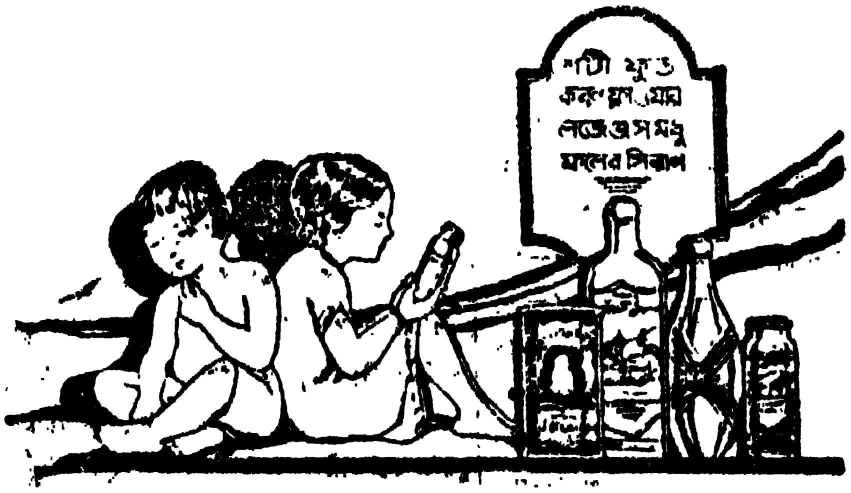

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, হরেক রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :— ২১নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীধাম—শ্রীমায়াপুর
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
শ্রীবিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] -২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ৮ই মে, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৫৯]

বিবিধ সংবাদ

প্রতারণার অভিযোগ

দক্ষিণ সদরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ... এজলাসে এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজারের নামে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ প্রকাশ, ... কলিকাতার ... লাইফ ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডে তাঁহার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। বৎসরাধিক পূর্ব্বে ... দেবীর মৃত্যু হওয়ায় উক্ত পলিসির টাকা পলিসি-এযাইনী ব্রজগোপাল গোস্বামীর প্রাপ্য হয়। ব্রজগোপাল গোস্বামী ঐ টাকা দাবী করিলে সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার এন, এম, চৌধুরী তাঁহার নিকট একটি ... পাঠাইয়া দিলেন যে, ... পাঠাইলেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। তদনুযায়ী ... পাঠান হয়। তারপর এক-বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াসত্ত্বেও টাকা পাঠান হয় নাই। ইতোমধ্যে উকীলের চিঠি দেওয়ায় কোন ফল হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট এন, এম, চৌধুরীর নামে পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষে উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন গোস্বামী ও ... ভূষণ রায় উপস্থিত ছিলেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের

...

বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের শেষ ভাগে অথবা জুলাই মাসের প্রথমে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাজেট আলোচনা হইবার ব্যবস্থা হওয়ায় আসাম কংগ্রেসী-দলের পার্লিয়ামেণ্টারী অফিস শিলংএ স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত ৩০ এপ্রিল সমস্ত কাগজপত্র সহ পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ এস, আর, দত্ত গৌহাটী হইতে শিলং রওনা হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, কংগ্রেসী দলের দলপতি আসামের প্রধান মন্ত্রীকে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ছয় মাসের বাজেট হিসাবের একটা কপি তাঁহার নিকট অগ্রিম পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ, ঐ কপি পাইলে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার বাজেটের সহিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী বাজেটের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার পক্ষে কংগ্রেসী দলের সুবিধা হইবে।

বৃহৎ ভল্লুক শিকার

বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী থানার অন্তর্গত ধামসিমলা মৌজার বনে একটী ৭ ফুট দীর্ঘ ভল্লুককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এতদঞ্চলে এত বড় ভল্লুক অতি বিরল।

প্রকাশ, উক্ত বনে ভল্লুকের উপদ্রবের সংবাদ পাইয়া বাঁকুড়া-সদর হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নারায়ণ বসু কর্ম্মকর্তা, বি, ডি, আর, ... মুখার্জ্জি, একজন পুলিশ কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ... উকীল ... পুত্র ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সেরেস্তাদার জজ কোর্ট ... । ... বনের মধ্যস্থিত একটী নালার পাশে একটি বৃহৎ ভল্লুক তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ভল্লুকটী খুব সম্ভব জলের সন্ধানে তথায় আসিয়াছিল ভল্লুকটি দেখিয়া শিকারীরা গুলী করেন। গুলী বিদ্ধ হইয়া ভল্লুকটী গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে। শিকারীর দল কিন্তু মাত্র ভীত না হইয়া ভল্লুকটীর সন্ধানে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। কিছুদূর যাইয়া তাহারা বনের মধ্যে ভল্লুকটীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পায়। ঐ রাত্রিতে উহাকে সদরে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

কুমিল্লায় সিংহলী পর্য্যটক

বাইসাইকেল যোগে পৃথিবী ভ্রমণকারী সিংহলের বিংশবর্ষীয় বৌদ্ধ যুবক মিঃ রেজিন্যাল্ড এ, এম, সিল্‌ভা সম্প্রতি কুমিল্লায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি গত ১লা জানুয়ারী মাদ্রাজের কোয়ালা-লামপুর হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত ৮ হাজার মাইলের উপর পথ অতিক্রম করিয়াছেন।

বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৫ই বৈশাখ ভেড়াকান্দার বালা-মহাশয়দের বাড়ী আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। বেলা . ঘটিকার সময় বাড়ীর মেয়েরা ধান সিদ্ধ করিতেছিল, দৈবাৎ তখন ঘরে আগুন লাগিয়া যায় ফলে বাড়ীর ১০।১৫ খানি গৃহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। নিকটে তেমন জলাশয় না থাকায় লোকজন একখানি গৃহও রক্ষা করিতে পারে নাই।

গত শনিবার ঠিক সন্ধ্যার সময় সাহাজাদপুরের অন্তর্গত ... এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটী মুসলমান ও ৭টী হিন্দু পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। অনেকগুলি করগেট টিনের এবং খড়ের ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

গত মঙ্গলবার করোণার মিঃ ৫, সি, দত্ত জুরীসহ বোচনী জেসওয়ারিণ নাম্নী একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করেন। প্রকাশ যে, ২৩শে এপ্রিল তারিখে উক্ত স্ত্রীলোকটী কাটাপুকুরে পোর্টকমিশনারের একটি ট্রেণের তলায় চাপা পড়ে। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ রেলওয়ের মালগাড়ীর তলায় চাপা পড়ায় বোচনী জেসওয়ারিণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া করোণারের জুরী রায় দেন। জুরীদের রায়ের সহিত করোণার এই মন্তব্য জুড়িয়া দেন যে, এইরূপ ধরণের দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য অধিকতর কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

সুন্দরী জেসওয়ারিণ বলে যে, বোচনী তাহার আত্মীয়া। গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে সে ও বোচনী পোর্ট কমিশনারের রেলওয়ে লাইনের দুইটী স্থির মালগাড়ীর মধ্যে বসিয়া আহার করিতেছিল। এই সময় ইঞ্জিন সান্টিং করিতে আরম্ভ করায় সাক্ষী দৌড়াইয়া চলিয়া যায়; কিন্তু বোচনী চলিয়া যাইতে না পারায় চাপা পড়ে। অতঃপর সাক্ষী বলে যে, সান্টিং আরম্ভ করার পূর্ব্বে ইঞ্জিনচালক কোন ... দেয় নাই।

বিশ্বনাথ মিসির বলে যে, ইঞ্জিন চালক হুইসেল দিয়াছিল ও ... ইঞ্জিন চালাইয়াছিল। একটা চীৎকার শুনিতে পাইয়া ইঞ্জিনচালক ইঞ্জিন থামায় এবং সাক্ষী ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিতে পায় যে, ... উপর দিয়া ইঞ্জিনের চারিটি চাকা ... গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯ বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। দ্বাদশ আলবর ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৹
২২। ভজন রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষা ৷৹
২৭। শ্রীকৃষ্ণলীলা স্তবঃ সোরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
৩০। দ্বীপ দিগ্-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৬৪। ভক্তস্তবম্ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৹, কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈষ্ণব-রাজধানী শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মধ্য প্রদেশ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর বেদান্তাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমূল্য ভাষাবলীর আকর্ষণা একাধারে ধর্ম্ম এবং ভক্তিসাধনের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন করিবে। বিরাট, আকার ও আয়তনে গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্রসম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৫৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

১২শ বর্ষ { ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১ ২৫শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই মে ১৯৩৭, শনিবার } ১৯তম সংখ্যা

লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে সভা

::(*):——

সভাপতি মহামান্য মার্কুয়েস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড

——::(*):——

'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে অপ্রাকৃত প্রভুর একঘণ্টাব্যাপী সারগর্ভ বক্তৃতা

বিগত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ টায় ক্যাক্সটন হলে ভারতসচিব মাননীয় মার্কুয়েস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের আহ্বানে একটি সাধারণ সভা হইয়াছিল। মহামান্য মার্কুয়েস অব জেট্‌ল্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মেসার্স এক, এ গোয়েন লিমিটেড আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ডাঃ বেকর বাংলা ভাষায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিবার পর সভাপতি মহোদয় বলেন—"ডাঃ বেকর ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার গীত বাংলা সঙ্গীত অদ্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

"অদ্যকার মিটিংএর বক্তা পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী কিছুকাল যাবৎ ইংলণ্ডে ধর্মসম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করিতেছেন। আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে এদেশে সর্বপ্রথম গৌড়ীয়-মিশনের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যতম শিষ্য স্বামী বন এদেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়া এখন সম্ভবতঃ ভারতে প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন। পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী বর্তমানে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া মিশনের প্রচারকার্য্য করিতেছেন। তিনিই অদ্য ভারতীয় ধর্মের একটী বিশেষ ধারা—'ভগবদ্ভক্তি'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

"আমার ধারণা, হিন্দুধর্ম্মে—বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ধরিলে, মুক্তিলাভের তিনটি প্রধান পন্থার কথা আছে। 'মুক্তি' অর্থে জন্ম, জীবনধারণ, জরা, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্মরূপ সংসারের গতাগতি হইতে উদ্ধারলাভ বুঝায়। মুক্তিলাভে উক্ত তিনটী পন্থা মোটামুটী এইরূপ—(১) জ্ঞানের পথ; এই পথাবলম্বনে পরজগৎ সম্বন্ধে একটী সাহিত্য বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) কর্ম্মের পথ; হিন্দুধর্ম্মের পূজা-ব্রত ইত্যাদি কর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা এই পন্থাবলম্বী। (৩) ভগবদ্ভক্তির পথ; অদ্য এই শেষোক্ত পন্থা সম্বন্ধে পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী বক্তৃতা করিবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাদিগকে সেই বিষয়ে কিছু বলিবার-জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বলেন,—"যে অভিভাষণ আমরা অদ্য শ্রবণ করিলাম তাহার সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করিতেছি যে, বিশেষ গম্ভীরভাবে চিন্তা না করিয়া এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। আমি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত এ, বি গোস্বামীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। তিনি এই দেশে পরমসুখে অবস্থান করুন, ইহা আমাদের আন্তরিক বাসনা।"

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য লণ্ডনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে কেহই কোনরূপ সন্দেহমূলক প্রশ্ন উপস্থিত করেন নাই। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে 'Simply brilliant', 'excellent', 'wonderful', 'well done', 'very nice', 'I have greatly enjoyed', 'most learned', 'wish you success' ইত্যাদি বিশেষ প্রশংসাসূচক মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Present—

(1) Lord Lamington G.C.M.G, G.C.I.E.; (2) Mr. S. K. Brown C.B. C. V. O.; (3) Sardar Bahadur Sarder mohan Sing, Member India Council; (4) Major J. B. Paget. (5) Eloise Moeller, Executive Secretary Southern California Regional Council, World fellowship and woman's International Peace Crusade American Lady). (6) Mrs. Scheohain (German lady); (7) Mrs. M. E. Procard (French lady); (8) Colonel P. T. Etherton; (9) Mr. Edward Davis; (10) N. Khys Davids, D. Litt; (11) The Rev. J. and Mr. Moffet; (12) Mr. F. H. Brown, C. I. E.; (13) Mrs. C. M. Beach; (14) Miss. Lehmbeck; (15) Miss Ashworth; (16) Miss G. Bowtell; (17) Mr. Subha Row; (18) Mr. Harold Outram, News Photo Editor, the Associated Press of Great Britain Ltd. (19) Mr Oldham; (20) Sir John Cumming; (21) Lt. Colonel Eric Murray; (22) Miss Sioyed; (23) Miss Boyd. (24) Mr. B. K. Singha; (25) Mr. B. K. Choudhury; (26) Mr. J. B. Choudhury and many other ladies & gentlemen.

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার।

"কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথ', অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বলস্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্র শক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী ভোগ্যা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মধুসূদন, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে

(::•:)::

আমরা অমৃতের সন্তান। সুতরাং আমরাও অমৃত। কিন্তু অমৃত আজ মৃত্যুর কবলে কবলিত হইল কি প্রকারে? জীব স্বরূপতঃ অমৃত হইলেও অত্যধিক দুর্বলতাবশতঃ তাহার মায়াক্রান্ত বা মৃত্যু-দ্বারা আক্রান্ত হইবার যোগ্যতা আছে এবং স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়াই তাহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা অমৃতের সন্তান অমৃত, এই কথা ভুলিয়া গিয়া জড়াভিমানে প্রমত্ত হইয়াছি বলিয়াই দেহাত্মবুদ্ধির প্রাবল্য আমাদের হৃদয়কে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছে। দেহের বিনাশকে আমার বিনাশ মনে করিতেছি বলিয়াই সতত ভীত হইতেছি। সুতরাং এই অবিদ্যা বা জড়াভিমানকে বিদূরিত করিয়া স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাববশতঃ আর ভয় থাকে না। দেহাত্মবুদ্ধি বা মায়াবুদ্ধি পরিমুক্ত হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি বা স্বরূপোদ্বোধনের নামই মৃত্যুঞ্জয়; কারণ, চেতন ত' আর জাত বা সৃষ্ট বস্তু নহে যে তাহার ধ্বংস হইবে।

এখন কথা এই যে, আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিজদিগকে বাঁচাইতে হইবে, নতুবা দুঃখের আর পরিসমাপ্তি নাই। এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিতে চায় না এমন লোক জগতে নাই। কিন্তু কি করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে হয় একথা প্রায় কেহই জানেন না। স্বয়ং অমৃত বা অমৃতের দূতগণই আমাদিগকে ইহার সন্ধান দিতে পারেন, হরিকথারূপ মৃতসঞ্জীবনী-সুধা বিতরণ করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে চিরতরে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা আর কেহই নহেন—তাঁহারা বৈকুণ্ঠজন—শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী।

আমরা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া দুইটি পথের কথা শুনিতে পাই। প্রেয়ঃ-পথটি মৃত্যু-আহ্বানকারী পথ। সেই ইন্দ্রিয়তর্পণপর পথ গ্রহণ করিলে মৃত্যুকে জয় করা ত' যায়ই না, বরং ভেকের কোলাহল দ্বারা কালসর্প আনয়নের ন্যায় মৃত্যুকেই আহ্বান করা হয় মাত্র। শ্রেয়ঃপথ—সেবাপথ বা শ্রৌতপথই মৃত্যুঞ্জয়ের পথ। সেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একটাই জিনিষ। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া সেই বৈকুণ্ঠ-পথে আর কোন কথাই নাই। যাঁহারা সর্বক্ষণ অমৃতের চিন্তায় ব্যস্ত সেই অমৃতগণই—সাধুগণই আমাদিগকে এই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। যিনি আমাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই আমার পিতা, তিনিই আমার বান্ধব, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার সব। এই বিপদ হইতে যিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহার সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ না করিয়া আমাদিগকে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে এবং সতত স্মরণ রাখিতে হইবে—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥"

[ভাগবতের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজাগ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।]

হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে কেবল কৃষ্ণেতরকথারূপ বিষ প্রদান করে। আর সাধুগণ মৃতসঞ্জীবনী-সুধাস্বরূপ শ্রীহরিকথা আমাদের নিকট কীর্তন করিয়া আমাদিগকে অমৃতের সন্ধান দেন। এই শ্রীনাম-সুধা যদি আমরা সেবোন্মুখ-কর্ণে আদরের সহিত পান করি, তাহা হইলে আমাদের জড়াভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি সেই সুধা পান না করি অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট না হই, এই মৃত্যুঞ্জয়ী মহৌষধী গ্রহণে বিতৃষ্ণ হই তাহা হইলে আমরা বাঁচিব কি করিয়া? তাই বলি, সাধু সাবধান!

এখানে ভোক্তা সাজিয়া ভোগদর্শনে আমরা যাহা দেখি, তাহাই আমাদের পক্ষে বিষ বা মৃত্যুবাণ। কিন্তু সাধুগুরুর সঙ্গপ্রভাবে যদি আমাদের জাগতিক প্রত্যেক বস্তুকে ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া দেখিবার সৌভাগ্য পাই তখন সবই আমাদের নিকট মঙ্গলজনক হইয়া পড়ে; কেবল কুদর্শন ও সুদর্শনের ভেদমাত্র। একই জিনিষ অনেক সময় ব্যবহার-তারতম্যে কুফল ও সুফল প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের যখন জ্ঞানমন্দ জ্ঞান বা সদসদ্ বিচার নাই—তখন সদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য নহে কি?

আমরা যখন সেবক, তখন সেবা করিলেই আমাদের সব গোলযোগ কাটিয়া যায়, কিন্তু হরিসেবা ত' তামাসার কথা নয়! এত' আর গাছের ফল নয় যে পাড়িয়া খাইব! কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটাইয়া হরিসেবা করিতে পারে। সুতরাং এখন করি কি? এখন ক্রন্দন ছাড়া, আনুগত্য ছাড়া আর গতি নাই। জন্ম নামক যোষিৎ, ঐশ্বর্য নামক যোষিৎ, পাণ্ডিত্য নামক যোষিৎ, সৌন্দর্য নামক যোষিৎ এবং আরও কত প্রকার যোষিৎ যে আমাকে কতভাবে প্রলুব্ধ করিতেছে, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে? এই সকল যোষিৎকে যদি কৃষ্ণের সেবায় নিযোগ করিতে পারা না যায় তাহা হইলে আমার আর নিস্তার কোথায়? 'কন্তু আমার ত' কোন সাধ্য নাই দেখিতেছি। আমি যে অতি দুর্বল, অতি দুর্মুখ, ভীষণ অপরাধী, পাপী জীব! আমি আজ নিরুপায়! কাম-ক্রোধাদি বঞ্চক রিপুগণ বন্ধুর সাজে আমার গলায় অসচ্চেষ্টা-রজ্জু লাগাইয়া আমাকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। এখন আর কোন উপায় না দেখিয়া বঞ্চকশত্রু কৃষ্ণের নর্মরক্ষক গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট কাতরভাবে করুণ প্রার্থনা জানাইতেছি; তাঁহারা রক্ষা না করিলে আমার আর রক্ষা নাই। তাই সব ছাড়িয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং
বিচিন্তয়॥"

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

ভবি ভুলিবার নয়

(শ্রীনীলিমা দেবী)

কতকগুলি লোক আছে যাহারা যতই কেন না অনুরুদ্ধ হউক বা তিরস্কৃত হউক, নিজের অপস্বার্থ এক চুলও ছাড়িতে রাজী নহে। তাহাদের সম্বন্ধে কথায় বলে 'ভবি ভুলিবার নয়।' আত্ম-সুখৈষণাই আমার হৃদগত বৃত্তি। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মন সর্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ। শাস্ত্রাদি আলোচনা (?) করিয়া আমি একটু অধিকতর ধূর্ততা অর্জন করিয়াছি, তজ্জন্য 'ব'কো আর ঝ'কো আমি কাণে দিয়েছি তুলো, মার আর ধর আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো' এ' জাগতিক সুবিধাবাদের এই চরম নীতিকে বরণ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইতে পারি নাই। আমার বিচার—উক্ত নীতিদ্বারা আমার ভোগ-পিপাসার স্থূলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং সাধারণ লোকের নিকট সাধুতা বজায় রাখা গেলেও প্রকৃত সাধুগণকে ফাঁকি (?) দিতে পারিব না। শাস্ত্রের কপট আশ্রয়ে আমার ভোগময়ী পিপাসার জাল ফেলিতে ব্যস্ত হইতেছি, এমনি দুরদৃষ্ট!

শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা আত্মশোধন হয়, পরবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়; শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পূত চরিত্র আলোচনা দ্বারা জীবের ত্রাণ হয়, শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় এবং সাধুসঙ্গক্রমে ভজনোন্নতি ও দুর্বল হৃদয়ে বল লাভ হয়। আমি শাস্ত্রদ্বারা নিজের কুযুক্তি পোষণের জন্য নজির প্রদর্শন, সাধু-চরিত্র-প্রসঙ্গদ্বারা নিজভোগময়ী প্রবৃত্তির সমর্থন এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার সুযোগ শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শাস্ত্রবাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল—'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।' মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ এবং অনিত্য হইলেও অর্থদ। মনুষ্যদেহকে যখন এত বহুমানন করা হইতেছে, তখন তাহার যত্ন করা আবশ্যক। যদি বল নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্যই বহুমানন করা হইতেছে তথাপি নরতনু ভজনের মূল। অতএব সেই তনুটা যদি স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও পুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা না রাখি, তাহা হইলে সেই মূলবস্তুটিরই অসম্মান করা হইল। ইহাতে যখন আমার ভোগিত্ব ধরা পড়িয়া গেল

তখন বলিলাম—'ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।' সংসারে আসক্তি না থাকিলেই হইল, বেশী নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়া ত' ভাল নয়, কারণ উহা দ্বারা ফল্গু-বৈরাগ্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামীও উপদেশ করিয়াছেন—'যথার্হ-মুপযুঞ্জতঃ॥' সকলের দেহমন একরূপ নহে, সুতরাং সকলের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণও একরূপ নহে। কিন্তু যখন শুনিলাম 'যথার্হ' যথেচ্ছবাদ নহে এবং যথা-যোগ্যের পরিমাণও পাওয়া গেল শাস্ত্রের এই বাক্যে—

'যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥'

স্বনির্ব্বাহ শব্দের তাৎপর্য্য ভক্তিনির্ব্বাহ বলিয়া যখন নির্দ্দিষ্ট হইল তখন নজির দেখাইলাম—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কি বহু-বিলাস-বাসন স্বীকার করেন নাই?

দীক্ষাগ্রহণের অভিনয়-কালে যখন বৈষ্ণবগণ বলিলেন, "সদাচার সকল পালন করিবেন ত'? এই সকল বিধি-নিষেধাদি পালন করিলে ভজনে উন্নতি হয়।" আমিও তখনই পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম। গৃহস্থের ঘরে সাধারণতঃ যেমন রোগীর সম্বন্ধে ডাক্তারেরা যে সতর্কতা বা শুশ্রূষার বিষয়ে উপদেশ দেন তাহার শতকরা ৫০ ভাগ না মানিলেই চলিবে এইরূপ সাব্যস্ত করেন। আমিও সেইরূপই ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গৃহী, আমাদের কি আর অতটা চলে? পাঁচ জনের সঙ্গে চলাফেরা করিতে হয়, ভদ্র (?) সমাজে মিশিতে হয়, তাহারা যদি বিদ্রূপাদি করে তাহা হইলে ঐ সকল নিন্দাদি শ্রবণ দ্বারা আমাদের অপরাধ হইবে এবং নিন্দা করিবার জন্য তাহাদেরও অপরাধ হয়। ভক্তি-সদাচার-পালনে কুণ্ঠিত হইলেও নজির দেখাইতে একটুও কালবিলম্ব হয় না, তখনই বলিয়া ফেলি—তিলক মালা নিলেই কি বৈষ্ণব হওয়া যায়? তা ছাড়াও সকল বাহ্যানুষ্ঠানের দিকে বেশী আদর হওয়াটাও ভাল নয়। উহাতে নিয়মাগ্রহ হইবে। উপবাস করিতে হইলে জিহ্বা ও উদরবেগ প্রশমনের নিমিত্ত ক্লেশ বোধ হয়। আমি বলিলাম, উপবাস করার মুখ্য উদ্দেশ্য হরিনাম করা, শরীর শোষণ ত' নয় এবং কপট দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলি, হরিনামই যখন করিতে পারিতেছি না তখন কেবল দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া কি লাভ? হায়, যদি শ্রীহরির নিকটে বাসই উপবাসের অর্থ বলিয়া জানিতে পারা যায় তবে শ্রীহরিনামে বিষয়ে আসক্তি বৃদ্ধি হয় সেই হরিতোষণপর ব্রতে অধিকতর যত্নপরায়ণ হইতাম না কি?

বিদ্যা, ধন প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইতেছে। স্বীয় কর্ম্মফলে কখনও কিছু লাভ হয়, কখনও হয় না; আবার কখনও সে লব্ধধনও বিনষ্ট হয়। তখন মুহ্যমান হইয়া পড়ি। এই সময় যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া বলেন—দেখুন, আপনি দুঃখিত হইবেন না, শ্রীভগবদ্বাক্য "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" আমি তখনই বলি—দেখুন, অমুক অমুক বৈষ্ণবগণ তাঁহারা কি ভগবানের কৃপাপাত্র ন'ন? কই তাঁহাদের ত' কোনো অসুবিধা হইতেছে না। আমার পরশ্রীকাতরতা দেখিয়া তাঁহারা হয় ত' বলিলেন—তাঁহাদের অর্থাদি কৃষ্ণসেবার উপকরণ। আমি তখন মনে করিলাম যে, আমার বৈষ্ণবতাকে ইঁহারা খর্ব্ব করিয়া দিতে চাহিতেছেন। আমি উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকি—কৃষ্ণের সংসার প্রতিপালন করা দরকার। আপনারা বলিতে-ছেন এসকল বিদ্যা-ধন-জন যখন কেবল বিমুখতাই বর্দ্ধন করায় তখন ঐ সকলের পিছনে আর কেন বিছা যত্ন করিতেছেন,—নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করুন কিন্তু বিদ্যা-ধন-জনাদি সবই ত' হরিসেবারই উপকরণ, আর আমরা কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী না হইলেও চেষ্টা ত' করিতে হইবে সুতরাং 'একবার না পারিলে দেখ শতবার' এই বুলি ধরিয়া মায়া যতই আমাকে লাঞ্ছনা দিয়া হরিভজনোন্মুখ হইবার সুবিধা দিক না কেন, আমি নির্লজ্জের মত সেই পুনঃ পুনঃ সংসারে লাথি খাইতেই প্রস্তুত। কখনও বলি—"অমুকের যদি ধন না থাকত তাহা হইলে কিরূপ নিশ্চিন্ত-মনে হরিভজন করেন দেখা যাইত"। যদি কেহ বলেন,—কেন অন্য এক জন সেবক দেখুন, গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না কিন্তু কিরূপ উৎসাহের সহিত হরিভজন করিতেছেন। আমি উত্তর দিই, "আহা, কি করবেন, সংসারের অশান্তিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন, অশান্তি দূর করিবার ক্ষমতা নাই—কি করেন শান্তি পাইবার আশায় সংসারের প্রতি আর যত্ন না লইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। হায়! আমি শুনিয়াও শুনিলাম না—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

আমার কনককে ভোগের জনক জ্ঞান করিয়া শুদ্ধ ভাগবতের শ্রীমাধব-সেবার অর্থকেও ভোগের উপকরণ জ্ঞান করিয়াছি। আমি যেরূপ ভোগ্য-বস্তুর অভাবে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত আশঙ্কায় ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইতে থাকি, বৈষ্ণবগণের আপাত-দুঃখ দর্শনে আমারই ন্যায় তাঁহারাও অভাব-পীড়িত ও তাপক্লিষ্ট, ইহাই মনে করি। আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিল না—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ।"

সাধুগণ বলিলেন, "আপনি বিত্তধনাদি উপার্জ্জন করিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ঐগুলি গোবিন্দের সেবায় লাগাইয়া দিন, আপনার পরিশ্রম ও পরিশ্রম-লব্ধ বস্তু উভয়েরই সার্থকতা হইবে"। আমি দেখিলাম, অর্থাদি ভগবৎ-সেবায় লাগাইতে গেলে আমার ভাগে কম পড়িয়া যাইবে। তখন বলি—দেখুন, 'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম'। অতএব ভক্তহৃদয়ই তাঁহার মন্দির, তবে আচার্য্যদেব যে মন্দিরাদি করিতেছেন, উহা কেবল প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তিগণের সুকৃতি অর্জ্জনের জন্য। আমার মত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বিত্তহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তি আচার্য্যের জগদ্ব্যাপী প্রচারের আর কি সেবা করিবে? অতএব গৃহমেধী হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধের সময় কাঠবিড়ালীর কথা শুনি নাই? আমি যদি সত্যসত্যই ধনবিদ্যাহীন বলিয়া জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আনন্দের সহিত বলিতাম না কি?—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্‌।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

কখনও কখনও অস্ফুটভাবে বলি—গৌড়ীয়মঠ সত্যবস্তুর প্রচার করিতেছেন বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রচারের সহিত মিল হয় না। এঁদের মধ্যে সেরূপ বৈরাগ্য ত' কই দেখিতে পাই না। ইঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অভ্রভেদী মন্দির করিয়াছেন, তাহা ভালই,—শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীও করিয়াছেন। উদয়াস্ত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শত শত গ্যালন সেবাময় রক্ত নিঃশেষ করিয়া গৃহ-ব্রতদিগকে হরিকথা শ্রবণ করান এবং মহাপ্রভুর সেবার উপায়ন সংগ্রহ করেন, পরে মহোৎসবে কৃষ্ণপ্রসাদ দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করাইয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দেন—তাহাও ভাল, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও মহোৎসবাদি করিয়াছেন; তবে মন্দিরাদি করিলেও গোস্বামিগণ কিরূপ সুকঠোর বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন প্রচারকগণও ঠাকুরের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—"গৃহে থাক বনে থাক ইথে তক অকারণ"। আমাদের যখন গৃহে থাকিতে হইতেছে তখন তাঁহারা বনে না হউক গ্রামের প্রান্তে কুটীরাদিতে থাকিলেই পারেন। হায় রে মন আমার! শুধু ভুলিয়াই ক্ষান্ত নও, ভুলাইবার জন্যও বেশ জাল সৃষ্টি করিতে চাও। নিজের বেলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (?) সাজিবে এবং গোস্বামিবর্গের বৈরাগ্যকে, ভোগবুদ্ধিতে ত্যাগের ভূমিকামাত্র জ্ঞান করিয়া—যাহাতে আমার ভোগের কড়িতে হাত না পড়ে, তজ্জন্য অপরকে বৈরাগ্যবান্‌ হইবার উপদেশ দিবে!

ভক্তি-গ্রন্থাদি পাঠে আমার মোটেই রুচি নাই। কখনও বলি, বহুশাস্ত্র-কলা-ভ্যাস উচিত নয়। আবার অন্য সময় বলি, ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করা উচিত কিন্তু উহার ভাষা বড়ই কঠিন। যদিইবা কিছু তাহার বোধগম্য হয়, তাহাও মোটেই কর্ণ-মন-রসায়ন নহে। সত্য নিরপেক্ষ হইলেও একটু রুচিকর না হইলে পড়িবার আগ্রহ আসিবে কেন? যখন জড়সাহিত্য লইয়া মসগুল হইয়া থাকি তখন বলি যে, ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গেলেও কিছু ভাষার কেরামতি জানা দরকার, কীর্ত্তন করিতে গেলে বাগ্‌বৈখরীর দরকার, তজ্জন্যই এই গুলি আলোচনা করিতেছি।

সাধুগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে আমার ভয় হয়। তাঁহাদের কাছে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতে গেলে আমার গলদ কোথায় তাঁহারা ধরিয়া ফেলিবেন। আমি বলি আমার কীর্ত্তনের যোগ্যতা কোথায়? আমি শুধু চুপ করিয়া শুনিয়া যাইব, পরিপ্রশ্নেরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহারা ত' অন্তর্যামী অতএব আমার মনের কোথায় কি আছে তাঁহারা বসিয়া অনুসন্ধান করুন এবং হরিকথা উপদেশ করুন। শ্রবণও ত' আমি করিতে পারি না, কারণ সাধুসঙ্গ আমার সহ্য হয় না। নজির দেখাই—"সাধুর নিকটে থাকিলেই কি সাধুসঙ্গ হয়? আমরা বৈষ্ণব চিনি না, অধিকক্ষণ তাঁহাদের নিকট থাকিতে গেলে অপরাধ করিয়া বসিব"। আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, বহির্ম্মুখ অজ্ঞলোকের নিকট দুইচারিটা শাস্ত্রের বুকনি শুনাইতে পারিলে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। পাষণ্ড-দলনবানা শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম পাষণ্ডীদলন ও পাষণ্ডী উদ্ধার করিতে পারেন। তাঁহার অনুগত সেবকগণ তাঁহার আনুগত্যে বহির্ম্মুখ লোককে হরিকথা উপদেশ করিতে পারেন; আমি শ্রীগুরু-দেবের সুশীতল পদছায়া আশ্রয় না করিয়াই 'সাধুগণ কীর্ত্তনের অধিকার দিয়াছেন' এই হুকুমা লইয়া বহির্ম্মুখ লোকের নিকট উপস্থিত হইলাম, ফলে লাভ হইল দুঃসঙ্গ।

(ক্রমশঃ)

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

কার।

(১) শ্রী...

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাঙ্গ আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশক, প্রচারকদের 'নদীয়া'-প্রকাশ'মুদ্রালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবত-সম্বন্ধীয় ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমন্দাঁইত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবেণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদক্রম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

(১৩) ... মঠ

পোঃ ...
রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(১৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিস্তূপ

(১৯) রাকায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সঙ্কেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রাপ্রভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

রক্ষক ... ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয় মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরাসবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গাঠুলী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী,

পোঃ ফোদোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅখিলবন্ধু ব্রহ্মচারী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস; কর্ণওয়াল-গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

৮ই মে, ১৯৩৩ —

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
বাদাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫।।০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
দাদখানি	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাজলা কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ বেতুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲—১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵০
ঐ বালাম	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেতুণ	৩৵০

চিনির দর

বিকাইন, টাইপ	১০॥/০
যশোহর ১০০০ নং	১০/০
মাড়োয়ারী সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৸৫০
গিনি	২২।৵১০
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আগামী—	৩৪।৵০
মার্চ—	৩৫৸৵০
ডিসেম্বর -	৩৬।৵০
বাজার বন্ধের পূর্ব্বে—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

ষ্টেট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।
সুপা-ফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
ক্যাণ্ডকোন্ড ঐ	৫।০—৫।৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪।৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলার্ড	১৸৵ ১৸০
ভূষি	১।৵০ ১।৵০

গুড়ের দর

আখের	৫৬৲
খেজুর	৫৩৲
ভেলি	৪৩৲
চিনি	৪২।০

পাঁচিশমি	৫৪
জীর	৪৬
কাপুরে	৩৬
বাজা পাবনা	৪১৸০

সুতোর দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আধেন সেলার ফাইন -	৫৪৲
সিটিং আধেন কয়েকট	৪০৲
করাচি পুরাণি ফাইন	৪৩৲
কার্ড শাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস — ৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥
পাটি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
টিন পাতি, বোল্টু পরাগে	৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

ঐ	৯॥০—১৪৲

খুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

দুটকলের হাতমণ ৫৵০, গাটের হাতমণ ৬।০

তুলার হাতমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি, ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, লক্ষ্যবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে খোরাক ও বেতনাদির মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৩	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৩-৩	১৮-০১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৩-৮	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৩-৩৮	

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মধুর পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার্ ও লিভার দোষ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রত্যুতাতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	৵৹	৷৵০	৵০	
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০	১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲		৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৸০
সিকি কলম ১ ৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক	৬৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা ।০	নমুনা সংখ্যার টিকিট পাঠান।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সর্ব্বপ্রকার কেশ তৈল, ... এবং নানাবিধ ঔষধ ... আমাদের নিকট পাইবেন।

ঠিকানা

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

... নং ... লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বল্পাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ১০ই মে, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৬০]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

রাজস্ব-সংশোধন কমিটী

গত ৬ই মে মাদ্রাজের ভূমি-রাজস্ব সংশোধনের জন্য উক্ত ভূমি-রাজস্ব-প্রথার বিষয় আলোচনার জন্য মাদ্রাজ-সরকার যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত সরকারী সদস্যগণ থাকিবেন—স্যার নর্ম্মান মার্জোরী ব্যাঙ্কস (চেয়ারম্যান), মিঃ জে, এইচ, হল, এবং রাজস্ব ও অর্থ-বিভাগের সেক্রেটারী দ্বয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটীর বে-সরকারী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—দেওয়ান বাহাদুর সুব্রিয়া মুদালিয়র, শ্রীযুক্ত বি, রামচন্দ্র রেড্ডি এবং দেওয়ান বাহাদুর হেগড়ে (দক্ষিণ কানাড়া জেলাবোর্ডের সভাপতি)।

রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী কমিটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

পাঞ্জাব-ব্যবস্থা-পরিষদ

প্রায় দেড় মাস পরেই সিমলাতে পাঞ্জাব-পরিষদের বাজেট-অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন দলের সেক্রেটারীগণ পরিষদ অফিসে বিল এবং প্রস্তাবের নোটীশ পাঠাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে ছাঁটাই-প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। উক্ত দলের আদর্শানুযায়ী পরিষদে কার্য্য চালান হইবে। এই সম্পর্কে যে সকল ব্যক্তি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, কংগ্রেস-দলপতি তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছেন। ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে নিম্নতন পদের চাকুরীর মাহিনা সম্পর্কিত বিল উপস্থিত করা হইবে। ঐ সময় কংগ্রেস দল উচ্চ-মাহিনা এবং মন্ত্রীদের মাহিনা সম্পর্কে ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে সকল মিউনিসিপালিটির কর্তৃত্ব সরকার হস্তগত করিয়াছেন, সেইগুলি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। লাহোর মিউনিসিপাল কমিটীও সরকার হস্তগত করিয়াছেন, উহা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে এবং এই সম্পর্কে একদল প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

তারকেশ্বরের রিসিভার পদচ্যুত

——(x)——

গত ৬ই মে তারকেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের রিসিভারকে অপসারিত করিবার আদেশ দিয়া হুগলীর জিলা-জজ রায় দিয়াছেন। বর্ত্তমান রিসিভারকে সরাইয়া দিবার জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা ও ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির পক্ষ হইতে আদালতে আবেদন জানানো হইয়াছিল। বর্ত্তমান রিসিভারের বিরুদ্ধে নানাবিধ অনাচার, এষ্টেট পরিচালন ব্যাপারে অব্যবস্থা, অযথা অর্থব্যয় প্রভৃতি বহু অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। নূতন রিসিভার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রিসিভার তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

দুই শত বিদ্রোহী নিহত

গত ৬ই মে এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গত ৪ঠা ও ৫ই মে রাত্রিতে মিরালী ও ডাণ্ডাছাউনীতে কয়েকবার গুলী-বর্ষিত হয় এবং মিরালি ও মিরণসার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার দুর্ব্বৃত্তগণ কাটিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। গত ২১শে এপ্রিল হইতে ওয়া যে পর্য্যন্ত নিম্ন পর্বত্য অঞ্চলে স্থলপথে ও বিমানে অভিযান চালাইবার ফলে বিপক্ষ পক্ষে নিম্নলিখিতরূপ হতাহত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে—নিহত ২০০শত জন, গুরুতরভাবে আহত ১৫৭ জন, বন্দী ১১১ জন। যে সব ব্যক্তি সামান্য আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে ইহার মধ্যে ধরা যায় নাই। কারণ ঐরূপ আহতদের সংখ্যা কখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ভিট্টানী জির্গার মতিগতি সন্তোষ জনক। টাটা এবং ওয়ারাস্পান অঞ্চলের ভিট্টানীরা সৌহার্দ্দ্যের জামিনস্বরূপ ৪১ জনকে সমর্পণ করিয়াছে। অবশিষ্ট ৯ জনকেও ৬ই মের মধ্যেই সমর্পণ করিবে বলিয়া উহারা প্রতিশ্রুতি দিয়া দিয়াছে।

বিমানের বিপদ

—— ::(x):: ——

গত ৫ই মে এথেন্সের নিকটে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় ভারত হইতে ডাচ-বিমান-কোম্পানীর যে বিমানটি রওনা হইয়াছিল তাহা টাটই বিমান-ঘাটিতে নামিতে না পারিয়া এথেন্সের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ১২ মাইল দূরে ভাউনা নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডাচ-বিমান-কোম্পানীর লণ্ডনস্থ হেড-অফিস ঐ সম্বন্ধে কোন খবর পান নাই। তাঁহারা বলেন যে, গত শনিবার ভারত হইতে যে বিমানটী রওনা হইয়াছিল, ঐ দিবস বেলা সাড়ে তিনটার (বৃঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) সময় তাহার টাটইতে আসার কথা ছিল।

অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি

গত ৬ই মে সকাল ৯॥ ঘটিকার সময় ১৬নং এপোলো ষ্ট্রীটস্থ খাকারসে মুলজী বিল্ডিংসএ আগুন লাগিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে চারি দিকে উহার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত হইয়া পড়ে। বহু দিনের মধ্যে বোম্বাইতে এই প্রকার বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা বলিয়া স্থির হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী এবং কেরাণীকুল অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াছে।

সকাল ১০ ঘটিকার সময় একটা বিরাট অগ্নিস্তম্ভ বিকট শব্দ করিয়া পাঁচতলার উপর হইতে পতিত হয়। দমকল উহাকে নিভাইবার চেষ্টা করে। এই বিল্ডিংএর নিকটে যে সকল দালানে ব্যাঙ্ক অফিস আছে, ঐ সকল ব্যাঙ্ক ও অফিসের মালিকগণ অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। ডালামখানি ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের দালানের মধ্যে একটা রাস্তার মাত্র ব্যবধান।

একটা ফিল্মের ঘরে প্রথম আগুন লাগিয়াছিল বলিয়া কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন জানা গেল যে, উক্ত দালানে কোন ফিল্মই ছিল না।

আগুন লাগিবার পনর মিনিটের মধ্যেই বহু দূর হইতেই ধোয়া দেখা যায়।
তাহা সত্ত্বেও সহরের সমস্ত দমকল উক্ত এলাকায় আসিয়া আগুন নিভাইবার কাজে লাগিয়া যায় এবং আগুনকে বাগে আনা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই লাট ঘটনাস্থলে আসেন এবং দমকল বাহিনীর কার্য্য পরিদর্শন করেন। অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে মনে করিয়া তিনি চলিয়া যান।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তকমল্লিকা গুণসোমঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৫
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৫
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তপরিচয়ঃ
৬৭। সায়ংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিবারাণসী শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।
সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অবদানরূপ ভাষায় অপূর্ব একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু তথ্য এবং বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজানো পারিভাষিক শব্দাবলী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাদিভবভয়াদ্ নিত্যমুক্তানং মহাপ্রভুমনুব্রতঃ।
নির্বাহঃ কৃষ্ণকথাশুভ্রপুঞ্জ চৈতন্যমুদ্রিত।

প্রকাশকস্য শুদ্ধা হরিভক্তিবস্তুনঃ।
সমৃদ্ধিঃ পরিচয়েন চৈতন্যচন্দ্র মন্ত্র করণায়।

১২শ বর্ষ { ১৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই মে ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৬০তম সংখ্যা

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধামে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ ভক্তবৃন্দের নিকট চেতনময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সকলেই নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী সকলকেই তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিতেছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভক্তবৃন্দসহ ২১ দিন মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় অলোয়া গ্রামে শুভবিজয়ের কথা আছে।

মহামহোপদেশক আচার্য্যাদিক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তি-শাস্ত্রী এম-এ মহোদয় কয়েকদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ৬ই মে সন্ধ্যার পর তিনি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দের নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বর্ত্তমান শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদের অমন্দ গুণাবলী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরম উপকৃত হন।

কীর্ত্তনের সাহায্যে কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে-ছেন। বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত কৃষ্ণনগর আমিনবাজার নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার) স্বামীজীকে প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যোগে কৃষ্ণনগরের বিভিন্নস্থানে ও শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীচৈতন্য-বাণী বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছে। তিনি প্রত্যহই হরিকথা-প্রচারার্থ সভার সুবন্দোবস্ত করিয়া বহুলোককে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন। তাঁহার হরিকথা শ্রবণে উৎকণ্ঠা, সেবায় পরমোৎসাহ, হরিকথা প্রচারের জন্য আপ্রাণচেষ্টা, স্বাভাবিক দৈন্য এবং গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা সকলেরই আদর্শস্থানীয়। এইরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবোৎসাহ দেখিয়া আমরা সানন্দে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। হরিকীর্ত্তন-প্রচারে সহায়তাও কীর্ত্তনাখ্যানুশীলনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার কীর্ত্তন-সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

কৃষ্ণনগরে কীর্ত্তন-সভা

কৃষ্ণনগর বারের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বসু মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৪ঠা মে মঙ্গলবার তদীয় ভবনে বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আম্নায়পারম্পর্য্যে আগত ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রথমে স্বামীজী শ্রীভগবানের প্রিয়তমজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাঙ্কপূত কৃষ্ণনগরের মহিমা, ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে ও তৎপরে শ্রীধাম মায়াপুর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের বক্তৃতা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। ভগবান কৃষ্ণ হইতে আম্নায়পারম্পর্য্যে আগত শ্রৌতবাণীই একমাত্র শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় বিষয়; ভগবদভিন্ন সেই বাণীর আশ্রয়েই জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত ব্যক্তি নিষ্কপট, গোলোকাদৈতব, অপ্রাকৃতবাণী কীর্ত্তনে সমর্থ এবং তাঁহার কথা শ্রবণেই জীব বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবা-লাভে সমর্থ হন। শ্রীগুরুদেব ও ভক্তগণ-ই সেই মঙ্গলময়বাণীর বাহক। জগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান; বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনাথের কথা শ্রবণের সুযোগ নাই। বিশ্বনাথের কথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ... শাস্ত্রীয় শাস্ত্রে সুনিপুণ ও শিষ্যের সর্ব্বসংশয়-ছেত্তা। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অসম্পূর্ণ, তাহা দ্বারা পূর্ণবস্তু বা অধোক্ষজ বস্তুর সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় না; সুতরাং আম্নায়-ধারায় আগত শব্দব্রহ্মের আনুগত্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

পরিশেষে স্বামীজী সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সাধক ও অসাধকের পার্থক্য, সাধকগণের উন্নতির ক্রমপন্থা, বদ্ধ ও মুক্তজীবের মধ্যে পার্থক্য, মুক্ত জীবই যে একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় অধিকারী এবং কাম ও প্রেমের পার্থক্যের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নামোল্লেখ করা হইল।

বাবু ত্রিদিবচন্দ্র ব্যানার্জ্জী (প্রথম মুনসেফ, কৃষ্ণনগর), বাবু বঙ্কুবিহারী চাটার্জ্জী (সাবজজ), বাবু ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী (উকিল), বাবু রাজেন্দ্রনাথ দাস (পীড়ার আলপুর), বাবু প্রফুল্লকুমার বসু (ম্যানেজার গোভাবাগান বাগান), বাবু প্রফুল্লচন্দ্র ব্যানার্জ্জী (ডাক্তার), বাবু নারায়ণ মুখার্জ্জী (উকীল), বাবু ত্রিবেণীকুমার সেন (উকীল), বাবু জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জ্জী (উকীল), বাবু হীরালাল ব্যানার্জ্জী (জেলা অফিসার জেলাবোর্ড), রায় ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার) প্রভৃতি।

পশ্চিম ভারতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের ... সদানন্দ ... (...) শ্রীমদ্ ... ব্রহ্মচারী সহ কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। সদানন্দজী পরে তথা হইতে এলাহাবাদে প্রচারার্থ গমন করেন। এখানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তিনি তথাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, একাউণ্ট্যাণ্ট

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মধুসূদন, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫১

সবই ভগবৎকৃপা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

সুখ, দুঃখ ও সুখ-দুঃখ-মিশ্র অবস্থাত্রয়দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করেন। তিনি পরম কারুণিক। জগতে দুঃখের সমাবেশ দ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতিপদে মঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, পৃথিবী যে আমাদের নিত্য বাসস্থলী নহে ইহাও দেখাইতেছেন; যে কয়দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাহাতে কেবলমাত্র শুদ্ধ হরিতোষণ ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যে বৃথা প্রয়াস করিতে হইবে না অনেকে মনে করেন, জগতে দুঃখ রাখিয়া ভগবান্ অন্যায় করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জগতে দুঃখ-...

অভ্যন্তরে এমন এক পরম উপাদেয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে যে, যাহার দ্বারা আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র

তত্র জগদ্গুরো।

ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদ পুনর্ভব-

দর্শনম্ ॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান মদঃ

পুমান্।

নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-

গোচরম্ ॥

(ভাঃ ১।৮।২৫-২৬)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহা-প্রভুকে যে কথা নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনারা জানেন,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

ভগবদ্বিমুখতা বিনাশ করিবার জন্য 'দুঃখ' ও ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয়জ 'সুখ' সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা সুখ ও দুঃখ—উভয় বিধানকেই ভগবানের 'কৃপা' বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিব, তখন হইতেই আমাদের মঙ্গল উদিত হইবে

হাসপাতাল

চিকিৎসাগারের অপর নাম হাসপাতাল। শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত জনগণের চিকিৎসা এখানে হইয়া থাকে। এখানে কতকগুলি চিকিৎসক আছেন তন্মধ্যে এক জন প্রধান, অন্যান্য সকলেই তদধীন। এই চিকিৎসকগণের বিভিন্ন কাজের সহায়তার জন্য আবার কতকগুলি লোক থাকে। এখানে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণই আশ্রয় পাইয়া থাকে; সুস্থ হইলেই চলিয়া যায়। কিন্তু এখানের চিকিৎসকগণ ব্যাধি না হইবার মূল কারণ নির্ণয় করেন না বা তদ্রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। কাহাকে কখন কি ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে তাহার কোন স্থিরতা নাই।

দেহরোগগ্রস্তগণের চিকিৎসার ন্যায় ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যও গৌড়ীয় হাসপাতাল খোলা আছে। যাঁহারা ভবব্যাধি বিদূরিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া থাকেন। এখানে চিকিৎসক মাত্র একজন।

চিকিৎসাগারে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের অধীন থাকিতে হয়। নিজ স্বতন্ত্রতাবশে কোন দ্রব্য ব্যবহার করা বা কুপথ্য গ্রহণ করা ইত্যাদিতে ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ঔষধ আশু ফলদায়ক হয় না। সুতরাং চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া যাহা বিধি ও নিষেধ তাহা বলিয়া দেন।

ভবরোগগ্রস্তগণের চিকিৎসার জন্যও তদ্রূপ বহু বিধি ও নিষেধ আছে। যথা, আমিষাদি ভক্ষণ, দ্যূত, পান, স্ত্রী, সুনা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। আর সর্ব্বদা সৎসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনই বিধি। বিধি ও নিষেধের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই যে, সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে এবং কদাপি তাঁহাকে ভুলিতে হইবে না।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো

ন জাতুচিৎ"

কোন কোন ব্যাধিতে অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক হইলে চিকিৎসক রোগীকে নিজ আয়ত্ত করিতে কোনও বশীকারক মাদক ঔষধ ব্যবহার করেন, যাহাতে রোগী সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া চিকিৎসকের এমন বাধ্য হইয়া যায় যদ্দ্বারা তিনি রোগীর অঙ্গে স্বেচ্ছামত অস্ত্র চালাইলেও রোগীর বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই থাকে না। ঈদৃশ অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে রোগীকে বিরেচক দিয়া তাহার উদরস্থ কুপিত বা সঞ্চিত মলরাশি বিদূরিত করা হয়। ভবব্যাধিগ্রস্তগণের জন্য ইহা হইতে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ বন্দোবস্ত আছে। রোগীর উদরে অবস্থিত মলরাশি অন্যাভিলাষ, অসৎমত প্রভৃতি বিষয়সকল। ঐ সকল বিদূরিত করা বা অস্ত্রোপচার করার একমাত্র উপায়—সদ্যুক্তি। 'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।' সাধুবৈদ্যগণ কেবল শাস্ত্রযুক্তিরূপ অস্ত্রোপচারমুখে মনের ব্যাসঙ্গরূপ মলিনতা বিদূরিত করেন।

চিকিৎসাগারে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের দীর্ঘকাল থাকিতে থাকিতে ঐ সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহারা তখন মনে করে আমরাও চিকিৎসা করিতে পারি। আমরা আর এই প্রধান চিকিৎসকের অধীন থাকিব কেন? কিন্তু এই অভিমান তাহাদের অনেক সময় অসুবিধা ঘটায়। ভবরোগের হাসপাতালের চিকিৎসকও অনেক সময় একাকী সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিতে না পারিয়া দুচারজন সহায়কারী গ্রহণ করেন। তাহারা কিছুকাল পরে মনে করে যে, আমরাও পৃথগ্ভাবে চিকিৎসা করিব আর এই সাধুবৈদ্যের অধীন থাকিব না। দেহরোগের চিকিৎসায় উহা আংশিক সম্ভব হইলেও অপ্রাকৃতরাজ্যে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তথায় সমস্ত এই জড় বাক্য-মন-নয়নের বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই প্রকার অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তিগণ জাতিগোস্বামী নামে কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দাবী এই যে "আমরা ত' চিকিৎসকের বংশের বা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছি।" কিন্তু এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, সাধুসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশমত ভগবদ্ভজন করিয়া মুক্ত না হইতে পারিলে তাদৃশ যোগ্যতা সম্ভব হইবে না। সাধুর নিকট অনেকেই গমন করিতে পারে, তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়া থাকা বা তাঁহার কিছু সেবাও করিতে পারে, কিন্তু সাধুর উপদেশ অনুসারে ভজন করা চাই। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবদুপাসনা কর্ত্তব্য। সাধুর নিকট অধিকদিন অবস্থান করিলে বা অধিক সেবা বা আত্মসমর্পণের অভিনয় করিলেই কি দাবী অধিক হইবে?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাম্নয়বর শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংরক্ষক মহামহোপদেশক সহজ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" শুভাগমন উপলক্ষে

"অভিনন্দন-পত্র"

——::(॰:॰:)::——

হে পতিতপাবন প্রভো! আজ আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' আগমন করিয়াছেন। তাই ইহা আমাদের চিরস্মরণীয় মহাসৌভাগ্যের দিন।

হে পরমকৃপাময় আচার্য্যদেব! যখন গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর মুক্তকুলশ্রেষ্ঠ পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিশ্ববাসীকে এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে বিরহসাগরে নিমগ্ন করিয়া অপ্রকট লীলা প্রবেশ করিলেন, তখন আপনি জগতের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে গৌড়ীয়গগনে উদিত হইলেন। যেমন রাজাসন এক মুহূর্ত্তও শূন্য থাকিলে রাজ্যমধ্যে অরাজকতা দেখা দেয় সেই প্রকার জগতে আচার্য্য না থাকিলে অভক্তির তাণ্ডবনৃত্য দেখা যায়। আপনি অভক্তির সেই তাণ্ডবনৃত্য বিনাশকারী। তাই আপনার শুভোদয় আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে অপার আনন্দ দান করিতেছে।

হে প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ! আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত যথার্থ স্নেহবিগ্রহ। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার মহিমা অনন্তমুখে জগতে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন; শ্রীল প্রভুপাদের সেই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপার্ষদ আপনি। আপনি তাঁহার 'অনুভাষ্য', 'গৌড়ীয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের একমাত্র সহায়ক ও

আমার অনর্থনিবৃত্তি হইল কি না, অন্যাভিলাষ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা দূর হইল কি না, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি কয়ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ভগবচ্চরণে চিত্তস্থাপন করিতে পারি আর কয়ঘণ্টাই বা মায়ার চিন্তা, ভোগের চিন্তা বা অন্যাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা বিচার করিলেই আমার স্বরূপ ধরা পড়িবে। নতুবা অভিমানভরে বৈষ্ণব সাজিতে গেলে—

'আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে

অমানী না হব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে

হইব নিরয়গামী ॥

প্রচারক। একান্ত গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর অভিনয় করিলেও আপনি পরমহংসকুলসম্রাট শ্রীস্বরূপ-রূপানুগের মনোঽভীষ্ট প্রচারকারী এবং আজন্ম হরিভক্তিপরায়ণ ও সহজ-পরমহংস।

হে সিদ্ধান্তবিগ্রহ! কৃষ্ণের কথা যেই প্রকার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই প্রকার শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবিগ্রহ আপনি। এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর ভাণ্ডার বা গৌর-সরস্বতীর বীণাযন্ত্র আপনি। আমরা সেই বাণী-সেবার অভিলাষী।

হে আরাধ্যদেব! কি প্রকারে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা করিতে হয় সেই শিক্ষার একমাত্র আদর্শপ্রদর্শক এবং প্রথম প্রবর্ত্তক আপনি। জানি না, কত যুগ-যুগান্তরের সুকৃতিফলে এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, কেবল আপনার আকর্ষণী শক্তিতে। নতুবা আজ জগতের কোন বহির্ম্মুখ স্রোতে ভাসিয়া যাইতাম, কে জানিত? আমাদের মঙ্গলার্থ আপনি সতত চেষ্টিত। তাই আপনি আমাদিগকে শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-বন্দনার আদেশ করিয়াছেন। সেই বন্দনা-গানের রচয়িতা আপনি। আপনার হরিসেবাময় জীবন জগতে প্রতি মুহূর্ত্তে সহজ দৈন্যের, সহিষ্ণুতার, অমানি-মানদত্বের ও সৌজন্যের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে গুরুপরম্পরায় যাঁহারা অবস্থিত আপনি তাঁহাদের অভিন্ন-বিগ্রহ এবং তাঁহারা সকলেই আপনার হৃদয়ের ধন। তাই আপনার জয়গানে বা আরাধনায় তাঁহারা জয়যুক্ত হ'ন।

হে ভুবনমঙ্গল গুরুদেব! আপনি অসৎসঙ্গবর্জ্জন এবং সৎসঙ্গবরণের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলেই আপনাকে নিষ্কপটতার সহিত স্বীয় হৃদয়ে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। যিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নিরপেক্ষতার মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার আদর্শ ও গুরুসেবা-প্রাণতা দেখিয়া সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণা ও আচার্য্যের ভাবত্তায় দৃঢ়বিশ্বস্ত, যিনি জীবের সকল সংশয় বা সন্দেহ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অল্পবাক্যে খণ্ডন করিতে মহাবাগ্মী ও মহাপণ্ডিত, যিনি জগতে ভক্তিশিক্ষকরূপে গুরুকৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকটিত, যাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বলিয়াই সকলে চিরকাল মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, যাঁহার স্থাপিত বা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চিরদিন অনুমোদন করিয়াছেন, যিনি শরণাগতের আদর্শ, যাঁহার অটল আদর্শ বহু চঞ্চল ও স্বতন্ত্র জীবকে শরণাগতির পথে আকর্ষণ করিয়াছেন, যাঁহার সেবাপ্রাণতার আকর্ষণী শক্তি অপূর্ব্ব, গুরুকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকামব্যতীত জড়প্রতিষ্ঠার লেশমাত্র যাঁহার হৃদয়ে নাই ও যিনি তাঁহার যাবতীয় লিখনের যোগ্যতম অনুসরণকারী, সেই ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষক আপনি। আপনি ছায়ার ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণকারী। গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ইনি বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবেন" এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'ইনি শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং আমি এই জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও কোন দুঃখ নাই, কারণ ইনি আমার কথার আচারবান্, প্রচারকারী। ইনিই জগতে শ্রীরূপানুগদের কথা প্রচার করিবেন।" আপনিই সেই সজ্জনপূজ্য মহাজন। যাঁহারা সেবার দোহাই দিয়া অন্য কিছু চাহেন সেই কপট বাঞ্ছকগণের নিকট আপনি বজ্রাদপি কঠোর এবং যমস্বরূপ।

হে অপ্রাকৃত শিক্ষকবর! জগতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রদান করিবার জন্য আপনি নানাপ্রকারে সতত চেষ্টিত থাকিয়া জগতের জনগণকেও প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। আপনিই নির্ভীককণ্ঠে জড় বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও উন্নতির হেয়ত্ব শতমুখে বর্ণন করিয়া এবং পরবিদ্যার পরানন্দদাতৃত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে জীবগণকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন।

হে কল্যাণ মহাদাতৃপ্রবর অনোম-ন্মুখে! শ্রীগুরুকৃষ্ণের আদরের বস্তু আপনি। আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত-গুণাবলী বর্ণনা করিবার মত ভক্তি, ভাষা ও যোগ্যতা আমাদের মত অধম কীটের নাই। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি। তিনি এবং তাঁহার অন্তরঙ্গগণই আপনার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। তবে আপনি যেন আমাদিগকে কোনও কালে আপনার ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া স্বীকার করতঃ আপনার সেবায় নিযুক্ত করেন, ঐ আকাঙ্ক্ষা লইয়াই আমরা জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিতে পারি—ইহাই আপনার শ্রীচরণে এই দীনহীন অজ্ঞান বালকদিগের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীধাম মায়াপুর।

১৭ই এপ্রিল ১৯৩৭, শুক্রবার।

ভবদীয় নিত্যসেবকৃপাপ্রার্থী -

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের
'ছাত্রনিবাসের ছাত্রবৃন্দ'।

ভবি ভুলিবার নয়

(২)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যদি কখনও মিষ্ট কথা-দ্বারা আমার চিত্তশোধনের নিমিত্ত কিছু প্রশংসাদি করেন আমি তখনই সেগুলি আমার সাধুত্ব জাহির করিবার সার্টিফিকেট স্বরূপ প্রচার করিয়া বেড়াই। আবার যদি কখনও কিছু শাসন করেন তখন আমি মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হই, কিন্তু সম্মান খর্ব্ব হইবার ভয়ে বাহিরে বলি, 'আমার প্রতি স্নেহ ও কৃপা প্রকাশ করিয়া তিরস্কার করিয়াছেন অর্থাৎ আমাকে তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গ সেবক জানিয়া আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

কিন্তু অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি। আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের লোভদুষ্টদুষ্ট বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া মনে করিয়া-ছিলাম যে, সাধুগণকে বোকা বানাইয়া দিব। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সুচতুর। সেখানে ভাবের ঘরে চুরি চলে না। সাধুগণ শাস্ত্র-বাক্যে আমার স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
নিথোহভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপি
ঈশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

ভবি ভুলিবার নয়। সাধুশাস্ত্র বাক্যকে নিজকামনার বাজারে পণ্যদ্রব্য করিয়া খুব বাহাদুরী করিয়া লইলাম মনে করিয়া স্ফীত হইতেছি, কিন্তু তাহাতে ঠকিয়াছে কে? আমার প্রতারণায় তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হ
ফাঁকি দিবার মত আমার নিজের
আমি নিজেই ঠিক নাই কি তাঁহারা—
"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—এই বাণী লইয়া নামিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ফাঁকি দিতে যাইয়া সদ্বস্তু গ্রহণ না করিয়া অনিত্য বস্তু গ্রহণ করিলাম, আলোক ত্যাগ করিয়া অন্ধকার বরণ করিলাম এবং অমৃত ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিলাম, তাহাতে ক্ষতি হইল কাহার? আমার মন ভুলিবার নয় বলিয়া যে দম্ভ প্রকাশ করিতেছি তাহা আমাকেই মৃত্যুর পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। একবার একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে ইহাই দেখিব নাকি যে, আমি ভুল করি নাই বলিয়া যে আস্ফালন করিতেছি সেটাই আমার মস্ত ভুল?

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" আমি যে দেহকে 'আমি' মনে করিয়া তাহার সুখবিধানে তৎপর হইয়াছি, ভুল আমার সেইখানেই যে কি? আমার সকল জীবনই ভুলে পূর্ণ। "তাঁতে বিসরি মন তাতে সমর্পলু অব মঝু হব কোন কাজে"। জীবনের প্রারম্ভেই ভুল করিয়া বসিয়াছি। ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমেই সংসার-লাভ।

"আমি তব নিত্যদাস ভুলিয়া মায়ার পাশ
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।"

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আচার্য্য-আরতি

জয় জয় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
জয় জয় প্রভুপাদ অগতির গতি॥
জয় জয় পরমহংসকুল-শিরোমণি।
জয় জয় মূর্ত্তিমতী শ্রীচৈতন্যবাণী॥
জয় জয় গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়।
জয় জয় তব প্রিয় জনগণ জয়॥
নীলাচল-ধামে মাঝে হইয়া উদয়।
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিলা বিশ্বময়॥
চারি বর্ণাশ্রমী রাখি' আপন সদনে।
শিক্ষা দিলা কৃষ্ণসেবা পরম যতনে॥
কত দীন হীন জনে উদ্ধার-কারণ।
আপনে মাগিয়া ভিক্ষা করিলা পালন॥
তোমাসম অন্য কেহ জগত-মাঝারে।
জীবে দয়া করে নাই নরদেহ ধ'রে॥
আজি তব এই শুভ আবির্ভাব-দিনে।
তব কৃপা কণা মাগে এ অধম জনে॥

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

পশ্চিম ভারতে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জেনারেল, ডেপুটেশন ও ম্যাজিষ্ট্রেট, এডভোকেটগণের নিকট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকলেই আচার্য্যের নিকট সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা তথা হইতে নবাবগঞ্জ প্রচারার্থে গমন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পত্রার্থ টেক্সট রয়্যাল ১ম খণ্ড
১৬—৮০; ২য় খণ্ড
—১, ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

মঠ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ ব্রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থলী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপীনাথ ও চারি চতুর্দ্ধা বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিসম্বলিত প্রকাশ্য পাঠাগার আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রানুশীলন প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও দৈনিক পাক্ষিক প্রভৃতি পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরেবতীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অমুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌর বর্দ্ধ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চম্পহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরঙ্গকাশ ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অপার্ট্টালা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে।

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজগ্রাম (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মল্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৮।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ফাইন, টাইপ	১০॥৴০
...পুর ১০০০ নং	১০৴০
বহোরা দানা	৯.০
...পুর দানা	৮।০—৯৶০
...পুর লাল	৭॥৴০ ৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

...দের দাম	৩৫৷৫০
রূপ ..	২২।৶১০
দাম প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

...জে—	৩৪।৶০
...ম—	৩৪৸৶০
...র —	৩৪।৶০
...র বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

...ট ময়দা প্রতি মণ	...৶০—...।০
...ফাইন ঐ	৫৸৶০—৬...
...পাোস্ক ঐ	৫।০—৫।৶০
	৫৸৶০—৬...
...ট (বি)	৫।৶০—৫৸০
...ট নং (২	৪৸৶০—৫৲
(এল)	৪৸৶০—৪৸৶
...ট (কে)	৪॥০—৪॥৶০
নং (৩)	৩৸৶০—৪৲
...উ	১॥৶০ - ১৸০
	১৸৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

...ং	৫৬৲
...তা	৫৩৲
...বরী	৪৩৲
	৪২।০

পাতিরাম	৩৯
...	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা খাজা	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদের লোয়ার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদের করকচ	৪০৲
কয়াতি পুরদিল কাইন	৪৩৲
হাবর্ণ সাদা	৫৩৴
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাতল সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাঁচা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲ ৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮।০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

...—৸০

সাধারণ মেরা কাটা ছাদ (বার্কেল)	১॥০
প্লেট কাটিং ব্রাকেট কাটা মণ	৪।০—৪॥০

পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

...৭॥০... হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ...৩—৯ ...	১০৲—১৩॥০
টিল পাতি, বোল্টু গরাদে	৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

...ইস্পাত ...

চটকলের হাপমণ ৫৶০, গাটের হাপমণ ৬॥০

...

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড ...

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, ...বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(::):—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধায়ক খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ৪৲	১৷০	১৷০	১৲	
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যা- ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

প্রো. [illegible] নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়বর্ষপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সমাজশীর্ষ-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ১১ই মে, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৬২]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

ইঙ্গ-জাপ বিরোধের সম্ভাবনা

সম্প্রতি শ্যাম-রাজ্যের দেশরক্ষা-সচিব কর্ণেল লাউং বিলও জাপানের মতলব সম্পর্কে বেতারে এক চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা দিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবা মাত্র জাপান হংকং ও সিঙ্গাপুর দখল করিতে পারে। ঐ কারণেই ইংলণ্ড সিঙ্গাপুরের নৌ-ঘাটির জন্য অত অর্থব্যয় করিতেছে। সিঙ্গাপুর অধিকৃত হইলে ইংলণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সিঙ্গাপুর দখল করিতে হইলে জাপান প্রথমে শ্যাম অধিকার করিবে এবং পরে সিঙ্গাপুর আক্রমণের জন্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যে সকল জাপানী আছে তাহারা গোলযোগ বাধাইবে। ইংলণ্ড শ্যামকে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু শ্যামের যদি উপযুক্ত সামরিক শক্তি না থাকে তাহা হইলে শ্যাম-রাজ্য অন্যান্য শক্তির রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে মাত্র। জাপানের নিকট হইতে শ্যাম-রাজ্যের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার জন্য ইংলণ্ড চেষ্টা করিতেছে। জাপান রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ঐ আশঙ্কাতেই মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম দিকে দুর্গাদি ও সৈন্যদের ঘাটি নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

আপীলের রায়

গত শুক্রবার হাইকোর্ট বৈদ্যবাটী-বড়যন্ত্র-মামলায় আপীলের রায় দিয়াছেন। আসামী নিতাই ৫ বৎসর, জলধর ৬ বৎসর, রাধারমণ ৩ বৎসর, সুধাসিন্ধু ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং বাকী তিনজন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১৯৩৫ সালের ৩১শে মে চুঁচুড়ার স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে নিতাই জানা ৭ বৎসর, রাধারমণ অধিকারী, সুধাসিন্ধু দে ও জলধর চট্টোপাধ্যায় ৬ বৎসর, চিন্তামণি আঢ্য ও শশধর চট্টোপাধ্যায় ৫ বৎসর, নির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত ৪ বৎসর এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ও বীরেন রায় চৌধুরী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অতঃপর হাইকোর্টে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট আসামীদের দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া মন্তব্য করেন, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ আসামীদের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ ছিল, ঐ অপরাধে আসামীদের প্রাণদণ্ড হইতে পারে; স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ঐরূপ মামলার বিচার করিতে পারেন না।

অতঃপর ঐ মামলার বিচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করেন। ১৯৩৬ সালের ১০ই অক্টোবর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল রায় দেন। এবার নিতাই ৭ বৎসর, রাধারমণ ৬ বৎসর, সুধাসিন্ধু, শশধর, চিন্তামণি ও জলধর ৫ বৎসর এবং দুর্গাদাস ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় ও অবশিষ্ট ২ জন মুক্তিলাভ করে।

———

প্রতারণার অভিযোগ

——(x)——

চাঁদপুর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবেদুরের এজলাসে স্থানীয় উকীল মৌলবী আবদুল রহমান সাহেব প্রতারণার অভিযোগে দঃ বিঃ র ৪২০ ধারা মতে অভিযুক্ত।

প্রকাশ, মুলাম গাজী নামক এক ব্যক্তি নাকি আসামীর নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখে। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য মুলাম আদালতে নালিশ করে; কিন্তু তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায় এবং খরচের জন্য সে দায়ী হয়। আসামী খরচের টাকা আদায়ের জন্য ডিক্রী জারী দেয় এবং মুলামের এক স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে। মুলাম আপোষে আসামীর টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া ক্রোকী সম্পত্তি খালাস করে। ইহার পর নাকি এই সকল বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া আসামী পুনরায় ঐ ডিক্রী ছমেদার জমাদার নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া মুলামকে বঞ্চনা করে। ইহা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া যায়।

ফরিয়াদী পক্ষে কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পর মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

———

সত্যাগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি

——:(x):——

সোলিয়া মারুতি-মন্দিরের সত্যাগ্রহ সম্প্রতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ৭ই মে সকাল বেলায় ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য দলের নেতা মিঃ এল, বি ভোপৎকার সত্যাগ্রহ করিবার জন্য মন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন। বহু লোকের একটি মিছিল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়। এই সময় পুলিশ-দল জনতার উপর লাঠি চার্জ্জ করে। ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য মিঃ জি, এস, মহাজন প্রমুখ কয়েকজন আহত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট সদস্য মিঃ এল, বি, ভোপৎকার ঐ দিবস প্রাতে ৮টার সময় সোলিয়া মারুতি মন্দিরে গমন করেন। ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য দলের সেক্রেটারী মিঃ আর, এস, রাজোয়াড়ে, মারুতি মন্দিরের ট্রাষ্টি মিঃ এন, এন ক্ষীরসাগর, মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য মিঃ জি, এস, মহাজন প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বে মিঃ ভোপৎকার তিন মিনিট বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি জনতার উপর পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদ করেন। অতঃপর মিঃ ভোপৎকার ও তাঁহার সঙ্গীরা মন্দিরের ঘণ্টা বাজান। এই সময় পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

———

কনেষ্টবল জখম

——:(•):——

ভিজাগাপট্টমের রিজার্ভ পুলিশের এক জন কনেষ্টবল একটী গুলীভরা দোনালা রাইফেল লইয়া যাইবার সময় উহা হঠাৎ নির্গত হইয়া কনেষ্টবলটি গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

উক্ত রিজার্ভ পুলিশের কনেষ্টবলটী আর একজন কনেষ্টবলের সহিত চারিজন বন্দীকে কুড্ডালোর জেল হইতে বহরমপুর জেলা জেলে লইয়া যাইতেছিল। গত ১লা মে অপরাহ্ণে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-এক্সপ্রেস-ট্রেণে উহারা বেজোয়াদা ষ্টেশনে পৌঁছে এবং কনেষ্টবলটী বন্দীদিগকে প্রাক্‌কালনাগারে লইয়া যায়। তথা হইতে [illegible] গুলীভরা রাইফেল হঠাৎ [illegible] ফলে যে কনেষ্টবলটীর হাতে উহা ছিল, তাহার বাম[illegible] উড়িয়া যায়; সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় ও তাহার শরীর দেশ হইতে অনবরত রক্তপাত হইতে থাকে। তাহাকে স্থানীয় সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাহার চিকিৎসা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৫
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সারস্বতী জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible] ও সংস্কৃত দীপিকা ১৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৵
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible]-দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ১৲
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি-একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।
সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কচ চার্চ কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, বেদাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল। আধুনিক কালে [illegible] একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-শাস্ত্র [illegible] এই বিরাট, আধুনিক ও অতীতের [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] ভূমিকাবলী (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, (জেলা—নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

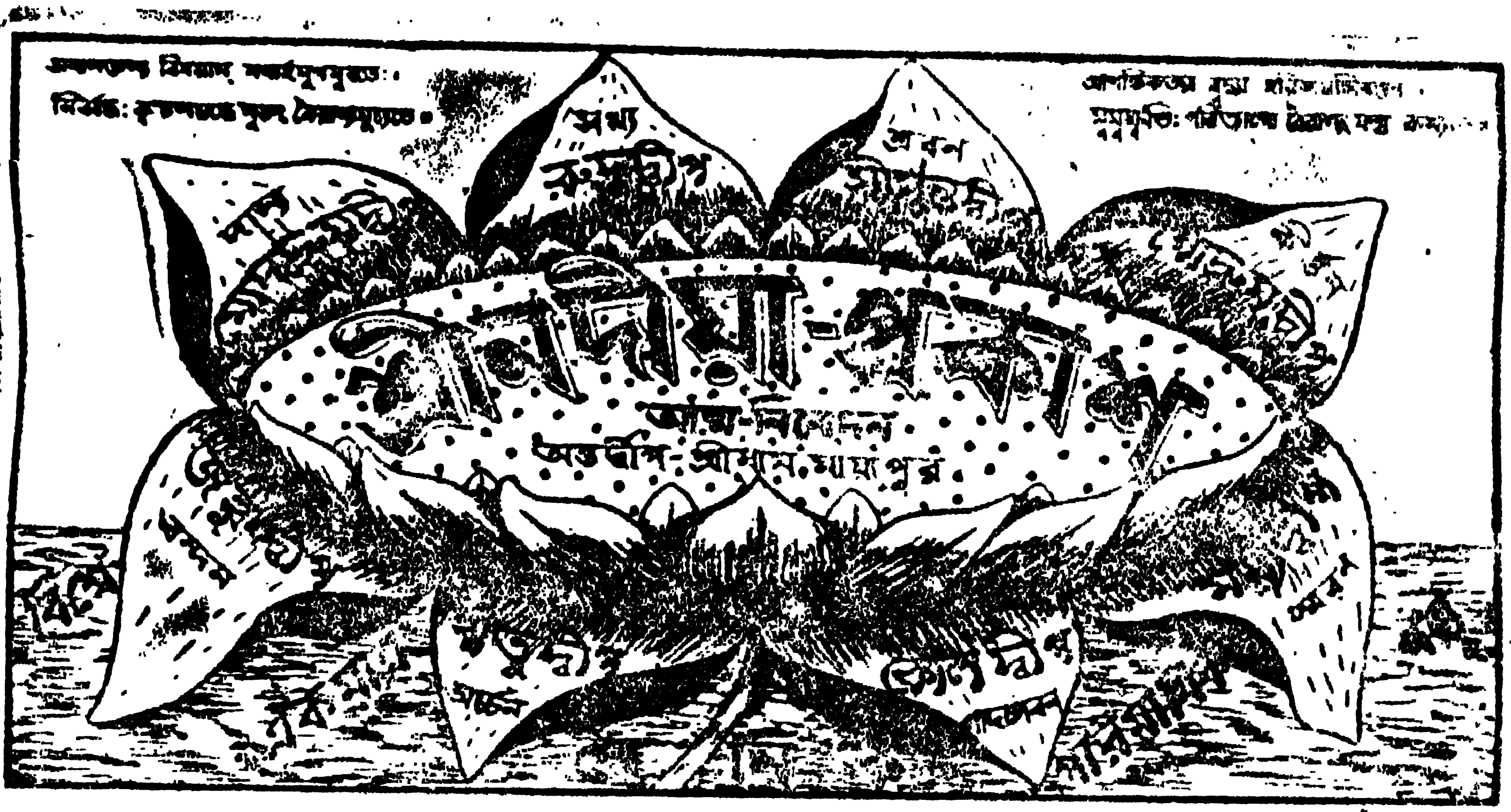

১২শ বর্ষ { ১৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই মে ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার { ৬২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় কয়েকদিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া গত ৭ই মে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পৌঁছেন। কৃতিরত্ন প্রভু ঐ দিবস ভক্তবৃন্দের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং তৎপরদিবসই পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করেন।

গত ৩০শে এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহাশয় পাটনা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ২রা মে অপরাহ্নে রওনা হইয়া পুনরায় হাজারিবাগে যাত্রা করিয়াছেন।

বরোদায় প্রচার

বিগত ১২।৪।৩৭ তারিখে বরোদার গৌড়ীয়-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শ্র দ্ধা বি শি ষ্ট ব্যক্তিগণের আ গ্র হে বহু গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ছায়াচিত্র যোগে শ্রী গৌ র সু ন্দ রে র লীলাচিত্র প্রদর্শন করেন। উক্ত দিবস উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রী হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই দিবস সভায় বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুশিক্ষাপূর্ণ বাণী শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অতঃপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অন্যান্য দিবসও সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়াছে।

প্রচারকগণ নৌসারীর প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত ৩০।৪।৩৭ তারিখে গোদ নামক স্থানে আগমন করেন। এখানে তাঁহারা অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের সংলগ্ন একটী বাড়ীতে অবস্থানপূর্ব্বক স্থানীয় ভাগ্যবন্ত জনগণের গৃহে গৃহে যাইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত বাড়ীটী নর্ম্মদানদীর তীরেই অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীগৌরসুন্দর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ব্রোচ জেলাস্থ মাহিষ্মতীপুরে শুভ-পদার্পণ করিয়া নর্ম্মদায় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ মাহিষ্মতীপুরের কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। মনে হয়, উক্ত স্থানের নামান্তর হওয়ায় তদ্বিষয়ে কেহ কোন সংবাদ রাখেন না।

হুগলী ও বর্দ্ধমানে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভ ক্তি শা স্ত্রী ভক্তিবিনোদ ম হো দ য় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত জামগ্রামে শ্রীপাদ ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর বাসগৃহে অবস্থান করিয়া বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতে থাকেন। জামগ্রাম, পাণ্ডুয়া, কুলটী, বাদলা প্রভৃতি স্থানে প্রায় এক মাসকাল হরিকথা প্রচার করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ৪ঠা মে শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু নানাভাবে তাঁহাদের প্রচারের সহায়তা করেন।

রেঙ্গুনে প্রচার

গত ২১।৪।৩৭ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ রেঙ্গুন শ্রীযুত এম, কে, নাথ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সনাতন-শিক্ষা" ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সমবেতভাবে হরিকীর্ত্তন হয়।

২২।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ রেঙ্গুনের "আসাম বেঙ্গল সমাজে" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

২৩।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুত যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'নিমি-নবযোগেন্দ্র'-সংবাদ পাঠ করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন হয়।

২৮।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ রেঙ্গুন কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার শ্রীযুত ইউ, এল, চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত "মুচুকুন্দের স্তব" পাঠ করেন ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও লীলাচমৎকারিতার কথা হৃদয়গ্রাহিভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর স্বামীজী সুললিতস্বরে "মনঃশিক্ষা"-বিষয়ক সংকীর্ত্তন করেন।

২৫।৪।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ পোর্টকমিশনার আফিসের অন্যতম অফিসার শ্রীযুত এস, এন, রায় মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠমুখে সদাচার ও অসদাচারের কথা আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

২৬।৪।৩৭ তারিখে শান্তিরঞ্জন নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর সৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমোদদ্রুমছত্রে উৎসব

গত ৬ই মে রামনবমী শ্রীমোদদ্রুমছত্রে শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে [illegible] দাসাধিকারী, [illegible], শ্রীপাদ বৃন্দাবন [illegible] ভক্তিমধুপ, [illegible] ভক্তিবিগ্রহ [illegible] উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর মূল-গায়কত্বে নগর সংকীর্ত্তন করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিমধুপ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু প্রায় সমস্ত দিন ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের জীবন চরিত পাঠ করেন। [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে মহিমা কীর্ত্তন করিয়া [illegible] আনন্দদান করেন।

এতদুপলক্ষে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ও স্থানীয় গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহোদয়ের সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অপ্রাকৃত শব্দকে বহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সেখানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ নন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মধুসূদন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

ভক্তিলতা

ভক্তি—লতা। লতা যেরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কল্পবৃক্ষরূপ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেরূপ এই ভক্তিলতার আশ্রয়স্থল। পাপিগণ প্রাপ্ত [illegible] লোক এবং পুণ্যাত্মা ও কর্ম্মিগণের স্থান স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক, একবারে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই লতার আশ্রয় নাই। এমন কি, [illegible] ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের প্রাপ্যস্থান ব্রহ্মলোকেও এই ভক্তিলতার স্থান নাই। তাই ভক্তিলতা এইসকল ভেদ করিয়া পরব্যোমে যান, যেখানে [illegible] ভগবান নারায়ণের সেবা [illegible]। ভক্তিলতা তথা হইতেও বর্দ্ধিত হইয়া পরব্যোমেরও ঊর্দ্ধলোক গোলোক বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক [illegible] আশ্রয় পান এবং তথায় শুদ্ধ [illegible] মধুর [illegible] কুলের সেবা করিয়া [illegible]। এমন কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

ভক্তির অপর নাম কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণ-প্রীতি। ইহাই শুদ্ধভক্তদের নিত্যা বৃত্তি বা স্বভাব এবং এই ভাবকে হৃদয়ে প্রকট করার জন্য যে চেষ্টা তাহারই নাম সাধন। শুদ্ধভক্তগণ—নিজ[illegible] স্বরূপে অবস্থিত থাকায় সতত ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ; তাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাঁহারাই শুদ্ধভাবে ভজন করেন। এই ভক্তগণ সর্ব্বদাই ভগবানের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ভগবানের করুণা ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। এইরূপ অবস্থাতেও তাঁহারা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন না পরন্তু সতত সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও সেবা ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

ভগবদ্ভক্তগণের [illegible] অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। [illegible] বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাই এই ভক্তিলতার বীজ। [illegible] ভাগ্যবলে ইহা লাভ হয় [illegible] বীজটিকে অবহেলা না করিয়া [illegible] করিবার যত্ন করাই [illegible]। ইহাকে পায়ে ঠেলিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন হওয়া মহা [illegible] আর কিছুই নহে। মহাভাগবত সাধুর সঙ্গপ্রভাবে অর্থাৎ তাঁহার নিকট [illegible] শ্রদ্ধাবর্দ্ধিনী হরিকথা শ্রবণ করিলেই এই শ্রদ্ধাবীজ [illegible] পরিণত হইয়া অর্থাৎ [illegible] হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে [illegible] প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করায়। সেইজন্য সাধকের পক্ষে সর্ব্বদা [illegible] সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব [illegible] যিনি যেন দয়া করিয়া [illegible] প্রাপ্ত ভগবদ্বিশ্বাসরূপ [illegible] অসৎসঙ্গের কবলে পড়িয়া বা [illegible] না ফেলেন। [illegible] এইরূপ কার্য্য কেহ করিবেন না। শ্রদ্ধাহীন অসাধুর সঙ্গ করিলে [illegible]। সুতরাং অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া এই অমূল্য বস্তুটিকে সাধুসঙ্গ দ্বারা [illegible] ও সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা [illegible]।

ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে [illegible] সেবা-[illegible] নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জিত হয়, তখনই এই সুকৃতিবলে আমাদের হৃদয়ে [illegible] স্থান পায় অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বাস জন্মে। এই ভাগ্যবান জনগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের নিকট নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থনা করেন, সেই সকল মঙ্গলকামী জীবের নিকটে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার প্রেষ্ঠজনকে গুরুরূপে পাঠাইয়া দেন। অতএব ভগবৎ-কৃপাতেই যে সদ্গুরু পাওয়া যায় তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ভগবৎ-কৃপায় জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার ও তদনুগ সাধুগণের সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়। এই শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে অনর্থও সেই পরিমাণে নিবৃত্ত হয়। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে এই শ্রদ্ধাই নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমপন্থায়ই জীব কৃষ্ণপ্রেম ধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য পায়।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কিছুই করেন না; [illegible] তাঁহার সেবকগণের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকলের সকল সেবা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। এই শ্রীগুরুদেব [illegible]। 'আমি [illegible]' [illegible] রূপানুগ [illegible] অর্থাৎ [illegible]।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "[illegible] রাধাকৃষ্ণ [illegible] পায়।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন—

"রাধাপদ [illegible] মিলে।
রাধার [illegible]॥"
"রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥"

শ্রীগুরুদেবের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে সেই শ্রীগুরুদেব [illegible] নহেন। বৃন্দাবন-বাসীর নিত্যসিদ্ধ স্বভাব থাকায় তিনি নিত্যসেবা-পরায়ণ থাকেন। শ্রীগুরুদেব পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ বা কৃপা আচার্য্য-দ্বারায় আমাদের নিকট উপস্থিত হন; কিন্তু দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমরা সেই কৃপা-প্রদাতা, আমাদের একমাত্র প্রাণবন্ধু ও হৃদয়দেবতাকে হৃদয়ে স্থান দিই না বা তাঁহার কথা শুনিয়া চলি না, তাঁহার শুভেচ্ছার প্রতি নির্ভর করি না, তাঁহার নিজ-জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিবিশিষ্ট হই না। সুতরাং আমাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে?

বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিতক্ষেত্রে তাহা বপন করত জলসেচন করিলে যেরূপ লতার অঙ্কুর উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে লব্ধ ভক্তিলতা-বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার ফলে ভক্তিলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ভক্তিলতা—হরিগুরুবৈষ্ণবে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ততই ছিন্ন হয়। এই সময় ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণব অপরাধ মত্তহস্তী বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে; সুতরাং জীব এই সকল উপশাখা-রূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ অস্ত্রচ্ছেদনদ্বারা প্রথমেই ছেদন করিবেন। এ সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তনে রত হইলে গুরুকৃপায় জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণই ভগবৎ-সেবা। অপ্রাকৃত শব্দই আমাদের উপাস্য বস্তু এবং এই শব্দের অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাবলীর শ্রবণ কীর্ত্তন অবশ্যই আমাদের নিত্য কৃত্য। এই ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুদ্ধ বৈষ্ণবদের নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে। অসৎ লোকের নিকট হরিকথা শুনিলে [illegible] হইবে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] করিতে সমর্থ। পরিপ্রশ্ন ও সেবাদিমুখে বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে। [illegible] কথা [illegible] না। 'কীর্ত্তন' বলিতে [illegible] নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি। আমরা কে, আমাদের কর্ত্তব্য কি, আমরা কি করিতেছি, এ সকল শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার সময় [illegible] মনে রাখিতে হইবে। ভগবানের [illegible] জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। আমরা যদি সরল অন্তঃকরণে শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভগবৎ সেবা ইহা জানিবার সৌভাগ্য পাই, তাহা হইলে ভগবৎ স্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত করিবে।

যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের নিকট সেবাপ্রার্থী হন তাঁহারা ভগবৎকৃপায় অতিমর্ত্ত্য গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গলাভের সুযোগ পান, পরম-করুণাময় গুরুবৈষ্ণবগণ সেই কৃপার্থীকে নিজজনে কৃপা করিয়া থাকেন; এমন তাঁহাদের বদান্যতা, এমন তাঁহাদের উদারতা! এই মঙ্গলময়গণের কৃপাই জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখি না। কিন্তু সেই ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বা প্রীতি হইল না। তাঁহাদের কাছে থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াও আমি তাঁহাদিগকে প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। যাঁহার কৃপাই প্রভুকৃপা-লাভের একমাত্র উপায়, সেই প্রভুপ্রেষ্ঠের সঙ্গে ত' আমার দেখা হইল না! তাঁহার [illegible] হইবার ইচ্ছা ত' আমার হৃদয়ে জাগিল না! তাই আজ অবনতমস্তকে করযোড়ে

কৃপাভিক্ষা করিতেছি। জানি না, কবে সেই প্রভুশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের অযাচিত কৃপা এই নরাধমের প্রতি বর্ষিত হইবে। সেদিন আমার কবে হইবে যেদিন আচার্য্যানুগত শুদ্ধ নিষ্কপট বৈষ্ণবগণ আমাকে তাঁহাদের ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মসেবায় অধিকার দিবেন।

আচার্য্যপ্রকটে দীনের প্রার্থনা

(শ্রীহরিরমণ ব্রহ্মচারী)

'মানবজীবন একমাত্র হরিভজনের জন্য' এই বাণী যাঁহার অহৈতুকী করুণার বলে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল এবং যে করুণাময়ের অহৈতুকী বাণীর [illegible] চরণে [illegible] মঙ্গলের পথ দেখাইয়া [illegible] ছিল, [illegible] আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible]। সেই আশ্রয়দাতা প্রভু আমার [illegible] বাস্তব বোধগম্য নহে। [illegible] মঙ্গল চান, জড়ভোগের হাত, [illegible] করিতে [illegible] দয়ার কথা [illegible] উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের দয়া নিকট [illegible] দয়া সর্ব্বস্ব [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহে ও দয়ায় লালিত পালিত হইয়া হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য এই জ্ঞানে, তাঁহার [illegible] নিশ্চিন্তমনে [illegible] ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, অর্থাৎ আমার প্রভু আমার ন্যায় সেবাবিমুখ জীবের সেবাবিমুখতা দর্শন করিয়া আমার নিকট আত্মগোপন করিলেন। গৌড়ীয়গগনে অন্ধকার [illegible] হইল, তিনি নিত্যধামে নিত্যারাধ্য প্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন, এই নির্ম্মম অসহনীয় বাণী যখনই আমার কর্ণগোচর হইল তখন জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, হায়! তাহা হইলে আমার আশ্রয় কোথায়? নিরাশ্রিত আমি যদিও করুণাময়ের কৃপায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই আশ্রয়দাতা, নিত্য বান্ধব, নিত্যপ্রভু আমার আর এ জগতে নাই। তখন আশা-ভরসাশূন্য হইয়া নানা চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আলোড়ন করিতেছিল। সেই সময়ই আমার প্রভুর নিজজন অন্তর্যামিরূপে আমাকে শান্তি দিবার জন্য জানাইলেন, প্রভু নিত্যকাল আছেন, আমরা নিত্যকাল তাঁহারই আশ্রিত। এই বাণী আমাকে কিঞ্চিৎমাত্রে প্রবোধ দান করিলেও শান্তি পাইলাম না; মনে ভাবিলাম, প্রভু আমার নিত্য আশ্রয়দাতা সত্য, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন হইতেও বঞ্চিত [illegible], সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার নিকট শিক্ষিত হইব? আমার ন্যায় [illegible] বহির্ম্মুখ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রয় প্রয়োজন। আমি যদি কাহারও আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া, 'আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিজ আশ্রিত,' এই বুদ্ধি লইয়া [illegible] নিজ মঙ্গলের পথ [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা হইতে [illegible] মঙ্গললাভ করিতে পারিব না। [illegible] আমার আমার প্রভুর প্রকাশিত [illegible] প্রকাশ' ও 'শ্রীগৌড়ীয়' [illegible] আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিজ [illegible] বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটের [illegible], [illegible] ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণ প্রভুকে শিষ্যগণের [illegible] দান করিবার জন্য [illegible] রূপে প্রকাশ করিয়া [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] তাহাই কার্য্য করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হইবেন এবং আমরা [illegible] লাভ করিতে পারিব। এই কথা আমাকে [illegible] আশ্বাসপ্রদান করিল। [illegible]

যখন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন হইতে শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনের মধ্যে শ্রীল [illegible] বাসুদেব [illegible] শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল [illegible] বাসুদেব প্রভু [illegible] রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ইহা মাদৃশ বদ্ধজীবের পক্ষে মঙ্গলকর ও আনন্দপ্রদ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর প্রকটিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে করুণার ধারায় জীবনিচয়কে প্লাবিত করিয়াছেন, সেই সকল ধারায় সকল-পরমহংস আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ কৃপাপ্রার্থী জীবসমূহকে অবরোধের বাণীতে সম্যক প্রকারে প্রেরিত করিয়া স্বরূপ রূপের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পদ দান করিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর এই প্রকার করুণার কথা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে এবং আমার মনে হয়, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবকমাত্রেই এই শুভসংবাদে পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] আমাদের চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেলেও আমাদের দুঃখে তিনি সর্ব্বক্ষণ [illegible], [illegible] আমাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে রাখিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য মাদৃশ বদ্ধজীব নহেন; যদিও তিনি সাধারণ জীবের সহিত [illegible] আছে, তথাপি তিনি [illegible] নহেন। আচার্য্যতত্ত্ব মাদৃশ জীবের [illegible] নহে। আচার্য্য স্বপ্রকাশিত [illegible] কৃপা করিয়া যখন অজ্ঞানান্ধ [illegible] নিকট প্রকাশিত হয়েন তখন [illegible] কৃপালোকে তাঁহাকে [illegible] আচার্য্যকে মর্ত্ত্যজ্ঞান বা [illegible] জ্ঞানে [illegible] [illegible] পথের পথিক হইব।

অগ্নির সহিত খেলা করা [illegible] সর্পের সহিত খেলা করিতে যাওয়া [illegible] পক্ষে যেমন ক্ষতিজনক সেই প্রকার [illegible] ভূমিকায় অবস্থিত আমাদের [illegible] নিজধারণা অনুযায়ী আচার্য্যের [illegible] বিপজ্জনক। আচার্য্য আমাদের মত [illegible] নহেন। আমি আচার্য্যকে প্রকাশ [illegible] পারি, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। মনোধর্ম্মী আমার গড়া এবং আমার ভাঙ্গা [illegible] সমান। আচার্য্যতত্ত্ব আমার ভাঙ্গা গড়ার মত নহে; তিনি নিত্য [illegible] ভূমিকায় অবস্থিত। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার মহিমা যাঁহাকে জানান, তিনিই একমাত্র জানিতে [illegible]।

আমি বিষয়মদান্ধ জীব; আমার ইন্দ্রিয় নিচয় সর্ব্বক্ষণ সেবারাজ্য হইতে [illegible], [illegible] সেবা রাজ্যে নিজকে [illegible] অভিমান করি, সে অভিমানের সেবার বিনিময়ে কামের কবলে [illegible] রহিয়াছে। তাই, হে [illegible] শ্রী বাসুদেব প্রভো, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার ইন্দ্রিয়নিচয়কে কোনও বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া আপনার আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা নিত্যকাল [illegible] করিতে পারি।

আপনি শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন। আপনার দয়া অনন্ত। "জানি আমি মহাশয়, যশোবাঞ্ছা নাহি হয় কিন্তুমাত্র তোমার হৃদয়ে" ইহা শ্রীল প্রভুপাদে পূর্ণ মাত্রায় ছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদের সকলই আপনাতেও পূর্ণমাত্রায় আছে। কৃপা করুন, যেন প্রতিষ্ঠারূপ চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে দূরে থাকিয়া নিত্যকাল হরিভজনে নিয়োজিত থাকি।

আপনি অনন্তগুণের খনি। অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রীবাসুদেব যে অক্ষজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ইহা আপনি [illegible] আমাদের [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] যেমন [illegible] কৃপা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] পারেন না।

[illegible], মর্ত্ত্যবুদ্ধি আমার দ্বারা [illegible], শ্রীল প্রভুপাদ যে কি বস্তু তাহা [illegible]। আপনার অহৈতুকী [illegible] আপনার [illegible] আমার [illegible] থাকুক, [illegible] আমার

চয়ন

শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ

[illegible]

[illegible], ২২শে বৈশাখ সোমবার)

[illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] ১৩৪১ [illegible] বৈশাখ (১৯৩৪) [illegible] (শ্রীধাম মায়াপুর) [illegible] খোলা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ [illegible] ৬-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল [illegible] অফিসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ

[illegible]

[illegible] ১৩৪১ [illegible] বৈশাখ (১৯৩৪) সোমবার শ্রীমায়াপুরে [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible] খোলা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল [illegible] প্রভু ঐ দিবস অপরাহ্ন ৬-৪৫ মিনিটের সময় প্রথম টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রত্যেক [illegible] বক্তৃতারাজি [illegible] ১ম খণ্ড—[illegible] ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড [illegible] ৪র্থ খণ্ড—।৷০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, মাকন্দ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, [illegible] চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। [illegible] আছে। রক্ষক — [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত। [illegible] গৌড়ীয় পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি বলা [illegible]। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক- শ্রীমদ্দ্বি [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অপুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবল্লভ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতপাড়া —শ্রীশ্রীমাজিদা গ্রামের নিকটবর্ত্তী পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীনন্দলাল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক -মহা মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীজীবন ভক্তিশাস্ত্রী এম বি-এল।

২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অশোকাতলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনমালী রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, [illegible], ইউ, পি

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক - [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কেশীঘাট, বৃন্দাবন

(৪০) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন আশ্রম মহারাজ.

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক - শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক —শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ— শেখপারী,

পোঃ হোড়েল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅভয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক —শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— [illegible] অধিকারী

(৫৬) ভুবনেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক - শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক -মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমরাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাই, মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৷০
বাঁকতুলসী চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
বালাম নূতন	৭৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
গুজরাট কোরা'পাটি	১।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০০—৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ত্রিকাউন, টাইপ	১০৷৷/০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি	২২।০ ১০
বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আসাম—	৩৪।৶০
নারায়ণগঞ্জ—	৩৪৸৶০
উত্তম	৩৫।৶০
বাজার বস্তার দর—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পোষ্টাই ময়দা প্রতি মণ	৬৶/০—৭।০
দুগ্ধ কাঞ্চন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাইকোর্ট ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (১)	৪৷৷৶০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৶—৫৲
ঐ (এল)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৷৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪
গোলাই	১৷৷৶০ ১৸০
ভূষি	১৷৷৶০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অজয়	৫৮৲
কামধেনু	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিখাম	৩৯
ভাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৬
ঢাকা গাওয়া	৪১৸০

সূতের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেদ গোলার কাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আমেদ করকচ	৪০৲
কলিকা পুরাতন কাইন	৪৩৲
চারগাঁ নামা	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পান মাত্র	০ ৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷০—১০৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ কম্বুক (বীম)	১০৷৷০
এরূপ টী আয়রণ	১০৲—৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
বীম ০	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪৷৷০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১২৷৷০
টিন পাতী, বোল্টু গরাদে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৯৷৷০—১৪৲

নুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালদণ ৫০/০, গাটের হালদণ ৬৷০

তুলার হালদণ ৬৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃঃ০ঃঃ —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৫	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা। ছোট বোতল ৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্পোরেশন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থে কথিত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।/০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুবাসিত কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী [illegible] ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

গৌড় শ্রীমায়াপুর
শ্রীবিগ্রহ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ১২ই মে, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৬২]

বিবিধ সংবাদ

—:•):(•):(•):—

গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি

"ব্রিটেনের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রগুলি ইতালী ও ইতালীর সৈন্যদলের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করায় 'ডেলী মেল', 'ইভনিং নিউজ' ও 'অবজারভার' ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ইংরাজী সংবাদপত্রের ইতালী প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। লণ্ডনস্থিত ইতালীয়ান সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।"

ইতালীয়ান সংবাদপত্রসমূহে যে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা প্রচারিত হওয়ায় তাহার চরম পরিণতি ঘটিল।

নূতন ব্যবস্থা

তারকেশ্বর এষ্টেটের পদচ্যুত রিসিভার বাবু অমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ীর নিকট হইতে চার্জ বুঝিয়া লইবার জন্য হুগলীর জিলা জজ, হুগলী জজ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত নাজির বাবু অংশুপ্রকাশ চ্যাটার্জীকে প্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রিসিভার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাবু অংশুপ্রকাশ চ্যাটার্জি সাময়িকভাবে তারকেশ্বর এষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

আদেশ অমান্য

সিটি-ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালোর জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক মিঃ জি, আর আলীকে মহীশূর পুলিশ আইনের ৭০ ক ধারার সহিত পঠিত ৩৯ ও ৪১ ধারা অনুযায়ী ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মিঃ আলী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বাতো ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার অভিযোগে গত ২৬শে জানুয়ারী পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রীয় সমিতি

বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়াছেন বলিয়া ঐ দিবস ঘোষণা করিয়াছেন। সভাপতি—বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সম্পাদক—শ্রীযুত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ, সহঃ সম্পাদকদ্বয়—বাবু মথুরাপ্রসাদ এবং মিঃ সাহকাহির মুনিম, সদস্যবৃন্দ—শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, অধ্যাপক আবদুল বারি, রামদয়াল সিং, বিপিন বিহারী বর্ম্মা, স্বামী সহজানন্দ [illegible], রামনারায়ণ সিং, সত্যনারায়ণ সিং, অতুল ঘোষ, শিবনন্দন মণ্ডল।

ফাঁসির আসামী খালাস

—::(×)::—

লায়ালপুর জিলার কোন গ্রামের মোড়ল, তাহার পুত্র ও তাহার এক ধাঙ্গড়কে হত্যা করিবার এবং তাহার পত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগে হোসিয়ারপুর জিলার করম সিংহের প্রতি দায়রার বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে সে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মনরো তাহার আপীল মঞ্জুর করিয়া তাহাকে খালাস দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯২২-২৩ সালে পাঞ্জাবে বাবর-আকালী আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল ছিল। উহার উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত লোকদিগকে হত্যা করা। ঐ আন্দোলনের ফলে বহু ডাকাতি ও নরহত্যার মামলা রুজু হয়; উহাদের মধ্যে বাবর-আকালী মামলা প্রসিদ্ধ। ঐ মামলার পলাতক আসামী বাখ্যাম সিংহ সরকারের অনুরক্ত লোকদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পলা সিংহ ও বর্ত্তমান আসামী করম সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর তাহারা আটজন বন্দুক ও রিভলবার লইয়া ১৯২৩ সনের ১০ই এপ্রেল রাত্রিতে মোহন সিংহ নামক এক মোড়লের বাড়ী আক্রমণ করে। তাহারা মোড়ল, তাহার পুত্র ও ধাঙ্গড়কে গুলী করিয়া হত্যা করে। তাহার পত্নী ও বন্দুকের গুলীতে আহত হয়।

আসামীদের মধ্যে একজন পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত হয়, অপর একজন রাজসাক্ষী হয় এবং পাঁচজন দণ্ডিত হয়; আপীলকারী করম সিংহ দীর্ঘকাল পলাতক ছিল; সে অল্পদিন পূর্ব্বে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

সম্পত্তির লোভে নাবালক খুন

—:(•):—

ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, দেব এজলাসে কেরাণীগঞ্জ থানার কালারচর নিবাসী বাবুআলী কাজি তাহার ১১।১২ বৎসর বয়স্ক ভাইপো ইব্রাহিমকে খুনের উদ্দেশ্যে হরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীর ভ্রাতা ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে মারা যায়। তাহার পর হইতেই আসামী তাহার ভাইপো ইব্রাহিমের সম্পত্তি নানা উপায়ে হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সেই চেষ্টা সফল হয় না।

৮ই মার্চ মাসে আসামী তাহার ভাইপো ইব্রাহিমকে মাটি কিনিয়া দেওয়ার অজুহাতে আটার হাটে লইয়া যায়। কিন্তু সেখান হইতে আসামী বাবুআলী একা ফিরিয়া আসে। আসামীকে বালকের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে যে, সে ইব্রাহিমের খবর জানে না। কয়েকদিন পরে ইব্রাহিমের মৃতদেহ আটার হাটের নিকটবর্ত্তী মাঠের ভিতরে একটি গর্ত্তের মধ্যে মাটি চাপা অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্ত করিয়া আসামীকে দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করে।

কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর আলী আহম্মদ সরকার পক্ষে মামলা চালাইতেছেন।

চোর ভ্রমে গুলী

এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমেদাবাদ জিলার [illegible] গ্রামের মোড়ল চোর ভ্রমে গুলী করিয়া এক ব্যক্তিকে হত্যা এবং অপর একজনকে জখম করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, জনৈক কৃষক উক্ত মোড়লের নিকট গিয়া বলে যে, তাহার বাড়ীতে চোর আসিয়াছে। উক্ত মোড়ল গুলীভরা রিভলবার লইয়া উক্ত কৃষকের বাড়ীতে উপস্থিত হন। পরে সে [illegible] দুইজন গ্রামবাসীকে উক্ত কৃষকের বাড়ীর দিকে যাইতে দেখে এবং চোর ভ্রমে তাহাদিগকে গুলী করে। ফলে একজন নিহত ও একজন আহত হয়। পুলিশ উক্ত মোড়লকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, —সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯ জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাঁথা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত-গুণগৌর ৮ঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৷৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৷০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্যপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্‌ ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্‌ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্‌ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্র বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনবদ্য অবদান দ্বারা একাধারে দর্শন এবং শ্রীভগবানের জীবনচরিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক বিরাট, অভিনব ও আদর্শস্থানীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত পারিভাষিক সূচীপত্র (Index Glossary) এবং অন্যান্য বিষয়ে অলঙ্কৃত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

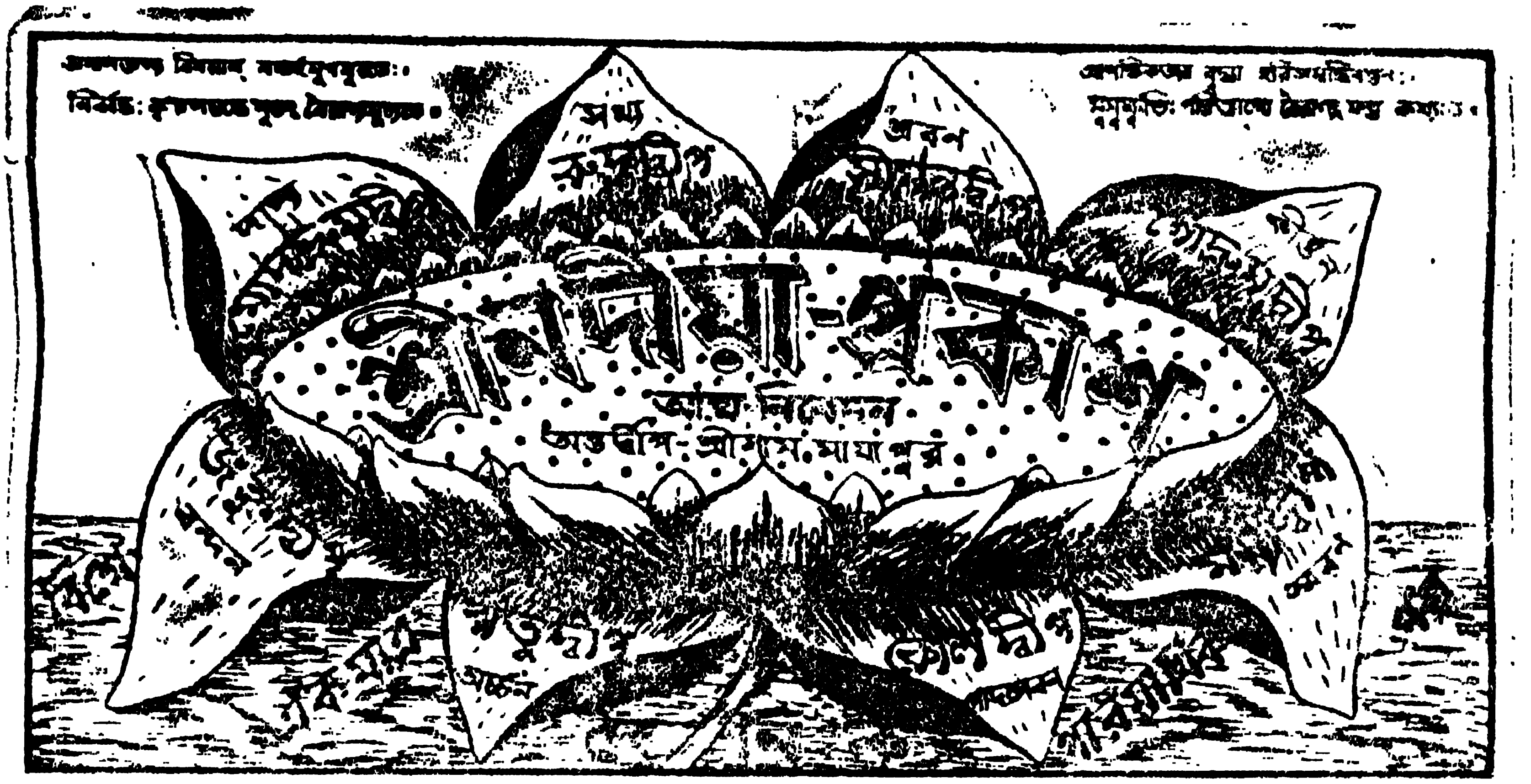

১২শ বর্ষ | ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই মে ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৬২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৮ই মে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বেলা ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব আত্মপ্রসাদের বিষয়ের সেবা, স্বরূপজ্ঞান, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার মহিমা, ভজন বিধান, বিধি ও নিষেধ প্রভৃতি বহুকথা কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করেন। তাঁহার এই বীর্য্যবতী বাণী সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল।

তৎপরদিবসও বেলা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় একঘণ্টাকাল মায়া ও কৃষ্ণ, কাম ও প্রেম, ভগবৎ-কৃপা লাভের উপায় প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

কৃষ্ণনগর আমিনবাজার-নিবাসী রায় শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর গত ৯ই মে রবিবার শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম দর্শনার্থ সপরিবারে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া রায় বাহাদুর মহোদয় ঐ দিবসই অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ বর্ত্তমানে আলিগড়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ বহু ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেছেন। স্বামীজীর ২।১ দিন মধ্যে বৃন্দাবনাভিমুখে হরিকথা প্রচারার্থ গমনের কথা আছে।

গত ৬ই মে বৃহস্পতিবার গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ঐ দিবস প্রাতে মঠরক্ষক পণ্ডিত [illegible] রূপবিলাস ব্রহ্মচারী [illegible] মহোদয় কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূত-জীবন-চরিত্র আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর উপদেশপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১লা মে শনিবার গয়া-নিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের [illegible] গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ [illegible] গদাধর ব্রহ্মচারীজী কতিপয় ভক্তসহ তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ও সজ্জনব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী মহোদয় কোচবিহার ধর্ম্মসভাগৃহে বহু শিক্ষিত সজ্জন মণ্ডলীর সমক্ষে গত ৩০শে এপ্রিল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষার কথা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিতেছেন এবং সকলের সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে আকৃষ্ট করিতেছেন। তাঁহার আচারময় প্রচারে সেখানে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

গত ২২শে, ২৩শে এবং ২৫শে এপ্রিল তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কোয়েম্বাটোর লিটারারি এসোসিয়েশনের আহ্বানে "শ্রীচৈতন্য এবং প্রেমধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

প্রথম কয়েকদিনের বক্তৃতা এরূপ চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল যে ২৫শে তারিখে [illegible] সভাগৃহে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীপাদ সভাপতি [illegible] ব্রজবাসী এম-এ, মহোদয় জনসাধারণকে [illegible] জানাইয়া দেন যে, এক সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব সারা দক্ষিণদেশ প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এ কথা আ[illegible] নিষ্কাম প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রোতৃবর্গ শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] আচরণ এবং প্রচার বিষয়।

তাহার পর শ্রীপাদ বন মহারাজ দেড়-ঘণ্টাকাল [illegible] বক্তৃতা দেন। [illegible] সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ এরূপ মুগ্ধ হন যে তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীপাদ বন মহারাজ আরও [illegible] বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিবসে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজীও একটি [illegible] বক্তৃতা দেন।

[illegible] নিবাসী শ্রী[illegible] দাসাধিকারী [illegible] ব্রহ্মচারী ও [illegible] কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী [illegible] নগরে হরিকথা প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তথায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাটীতে ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। পর-দিবস [illegible]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই মে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার কৃপা করি' কৃষ্ণ তাঁর ছাড়ান সংসার॥

"অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সেখানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ নন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মধুসূদন, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

নির্গুণ

মায়াবাদী অথবা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'নির্গুণ' বলিতে যাহা বুঝেন, উহার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে; পরন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীহরির অনন্ত বিচিত্রতা আছে। সৌভাগ্য হইলে চেতনের বিচিত্রতা বা বিলাস বৈচিত্র্য আমাদের উপলব্ধি হয়। জড়বৈচিত্র্য বা বিচিত্রতা তাহাতে নাই বলিয়া তাঁহাকে নির্বিশেষ নিরাকার মনে করা নিতান্ত মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা বর্ত্তমানে যা' কিছু দেখিতে পাই সে সবই পরিবর্ত্তনশীল। বৈকুণ্ঠবস্তু সেইরূপ মরণের কোন বস্তু নহেন। এখানকার সকল বস্তুই অনিত্য আর বৈকুণ্ঠের সকল বস্তুই নিত্যানন্দময়। সেই বৈকুণ্ঠের লোকের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহাদের কৃপায় আমরা সেখানকার সন্ধান পাইতে পারি। নতুবা আমাদের অনুমানে নিজ বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা সে জগতে যাওয়া ত' দূরের কথা, সে জগতের কোন সন্ধানও পাইতে পারি না। অথচ সেই সেবার রাজ্যে বা বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

হরি সকলেরই প্রভু, আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক। তিনি কাহারও সেবা করেন না। এমন কি কাহাকেও তিনি বাধ্যবাধকতায় রাখেন না। সৃষ্টি ও সংহারাদি কার্য্য তিনি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার দ্বারাই করাইয়া থাকেন। তিনি সেবা—সকলেরই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ণমাত্রায় সেবাগ্রহণ করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। এই ভগবানের সেবা শুদ্ধকায়মনোবাক্যে তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে সম্পন্ন করিতে হইবে। তিনি স্বেচ্ছাচারী, কাহারও বাধ্য নহেন। এই পরমচতুর ভগবানের মনোভাব বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সুতরাং তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণরূপ সেবা আমরা কি করিয়া করিব? আমরা ভগবানের মনোভাব বুঝিতে পারি না সত্য কিন্তু এই অন্তর্ধানেরও একজন অন্তর্যামী আছেন, তিনি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার অনুগত তাঁবেদার বা গোলাম হইতে পারিলে আর চিন্তা নাই। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়া পড়ে।

সেবক হইয়া সেবা করিতে হইবে, শরণাগত হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিতে হইবে, ইহাই ভক্তের বিচার; কিন্তু কর্ত্তা হইয়া শ্রবণ করিব, দর্শন করিব, কীর্ত্তন করিব, তপস্যা করিব প্রভৃতি অভক্তগণের সেবোন্মুখ বিচার যদি আমাদিগকে গ্রাস করে তাহা হইলে এ জগৎ হইতে আমাদের মুক্তি হইল না, গুরুদেবের ভক্তাভিমান আমাদের জাগিল না জানিতে হইবে।

আমরা সকলেই কৃষ্ণের গোলাম; কিন্তু একমাত্র যেমন সকল প্রকার সেবার প্রীতি বিধানরূপ সেবা করেন, কর্ত্তাভিমানে আমরাও সেইরূপ সর্ব্বক্ষণ নিজ সুখে ব্যস্ত আছি। এ বিচার হইতে উদ্ধার পাওয়া দরকার। এই অন্যরূপ বিচার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় পরিপ্রশ্ন, সেবাপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুর কথা শ্রবণ। তাহা হইলেই আমরা আর স্বেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষরূপ মহাবিপদে পড়িব না, সকলের একমাত্র রক্ষক শ্রীগুরুদেবের আমাদিগকে

রক্ষা করিবে, তাঁহাদের অযোগ্য কৃপাকণা প্রদান করিবেন যে তাঁহাদের কৃপা হইলে আমাদের সংসার প্রীতি নিবৃত্ত হইবে, শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হইবে।

হরিকথা শ্রবণ করাও সেবা। যে সকল কথা হরির প্রীতি সম্পাদন করে না পরন্তু এ জগতের লোকদের ভোগ বাড়ায় তাহা হরিকথা নহে; যিনি শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করেন তিনি গুরু, আর যাঁহারা শ্রবণ করেন তাঁহারা শিষ্য। অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া যাঁহারা শুদ্ধভাবে—নিষ্কপটভাবে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ভগবানের মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের কৃপা ধরিতে পারেন। হরিকথা-শ্রবণকারীমাত্রেরই শরণাগত হওয়া দরকার। যাহারা হরিকথায় মনোযোগ দেয় না তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ক'রলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হয় না। হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহল বা উৎকণ্ঠা থাকা দরকার।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ সবই সেবা। তবে শ্রবণীয় বস্তু হরি হওয়া চাই। কারণ, হরি ব্যতীত যে জিনিষ তাহা মায়া বা বিশ্ব। এ বিশ্বের কথা ত' আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এখন হরিকথা শুনা দরকার। আমাদের কপাল ভাল হইলে আমরা সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ হরিকথার অনুসন্ধান করিব। নতুবা বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে, আমাদের জীবন বৃথা যাইবে। সাধুশাস্ত্র বলিয়াছেন, যেদিন ভগবৎ কথার সুযোগ না হয় সেইদিনই দুর্দ্দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

ভগবান সদ্‌গুণাকর। তাঁহাতে জড়ের বিচিত্রতা বা চেষ্টা নাই। তিনি অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। তিনি প্রাকৃত গুণাতীত বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছেন। এই নির্গুণ বস্তু শ্রীহরির আনন্দের একমাত্র উপায়। নির্গুণ না হইতে পারিলে অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণাতীত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিলে নিত্যসুখবোধবস্তু চিদ্বিলাসী ভগবানের সেবা করা যায় না। ভক্তের কৃপা হইলেই আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয়।

আচার, প্রচার ও বিচার

সাধু ও শাস্ত্রবাক্যে আমরা আচার, প্রচার ও বিচার নামক তিনটি কথার কথা শুনিতে পাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল মনোধর্ম্মী লোক ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন তাঁহারা কেহ হয় ত' বিনা আচারে এবং বিনা বিচারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধর্ম্মানভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে বাহবা লইতেছেন। আবার কোনও স্থলে দেখা যায়, কেহ হয়ত আচার করিতেছেন কিন্তু প্রচার করিতেছেন না। আচার ও প্রচার যেখানে শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইতেছে সেই স্থানেই 'বিচার' কথাটী স্থান পাইয়াছে। নতুবা মনোধর্ম্মী হইতে কোন বিচার কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আচার, প্রচার ও বিচার এই তিনটী বিষয়ের একত্র সমাবেশ আম্নায়-পারম্পর্য্যে গুরুপরম্পরা-ধারা ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

এই মহাজন-কথিত বাণীর সার্থকতা একমাত্র ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আচারে, প্রচারে ও বিচারে পরিস্ফুট হইয়াছে। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধপ্রেমধর্ম্ম আচার ও বিচারমুখে বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন, তিনি সমগ্র জগতের গুরু। "কেহ মানে, কেহ না মানে সব তাঁরে দাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

এই কলিযুগেই সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আচার ও বিচারের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহাদের নিজজনগণ শুদ্ধভক্তি মুক্তভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয়কে যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় না দিয়া তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিসদাচারই স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাতের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিহ তুঁহে ভক্তি সদাচার॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রচারকার্য্যে দেখা যায়—

দীন হীন পতিত পামর-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচার-কার্য্যেও লোকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রথম কার্য্য ছিল নাম-প্রেম প্রচার করিয়া পতিত পামর জীবকুলকে উদ্ধার করা, আর দ্বিতীয় কার্য্য ছিল, যে সকল পাষণ্ডীর দল জগতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইয়া লোকের অকল্যাণ সাধন করিতেছে, বিচারের দ্বারা সেই সমস্ত পাষণ্ডিগণকে দলন করা। যে সকল যথেচ্ছাচারী ধর্ম্ম-প্রচারক যথেচ্ছাচারিতাকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছিলেন, অপরাধিগণ নামপ্রেমপ্রদাতা জগদ্গুরু তাঁহাকেই তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রদর্শন না দিয়া সেই কুমতবাদ ধ্বংস করতঃ তাঁহার জগদ্গুরুত্ব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে পরিচয় দেন তাঁহারা শতকরা প্রায় শত জনই মায়াবাদ-দোষদুষ্ট। যাঁহাদের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন তাঁহারাও মায়াবাদী, কাজেই প্রচারকের মায়াবাদ-দোষ তাঁহারা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণ তাঁহারাই বা কিসে কম ছিলেন! তাঁহারাও বিশ্বের লোকের নিকট প্রিয় ছিলেন। তাঁহারা লোককে মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিতেন। অধুনাও দেখা যায়, যেখানে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানেই লোকসমাগম বেশী এবং বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। যেখানে শুদ্ধভক্তির কথা, নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের কোনও কথা

নাই সেস্থানে লোকসমাগম কম, এবং সেই সাধুগণের সঙ্গ করিতেও লোকের যত ভীতি। যথেচ্ছাচারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ জগতের লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের নির্ম্মল চক্ষু রঞ্জনরশ্মি-সদৃশ। অজ্ঞ লোকে কিছুই ধরিতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদের নিকট যত ছলধর্ম্ম বা মায়াবাদাদি-দোষ সব ধরা পড়িয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিচারের দ্বারা কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিবর্গের মায়াবাদ-দোষ খণ্ডন করিয়াছিলেন। যতক্ষণ না মহাপ্রভুর নিজজন বৈষ্ণবগণের বিচার অনুসরণ করিবার যোগ্যতা হয়, ততক্ষণ জানিতে হইবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় হয় নাই।

বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠের আচার, প্রচার ও বিচারের কথা গুরুকৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া যাঁহারা সত্য সত্যই নিষ্কপট ভগবৎকৃপা-প্রার্থী, তাঁহাদের অন্তর হইতে মায়াবাদরূপ বিষাক্ত গ্যাস ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া তাঁহারা ভগবৎ-সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতেছেন। যাঁহারা অসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের বিষয়ে বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু
বিদ্যতে॥

অসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না।

যেরূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে নন্দ যশোদার গৃহে আনন্দের উৎস ছুটিয়াছিল আবার কংসের হৃদয়ে ভয়াবহ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, গৌড়ীয় আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবে এবং তাঁহার প্রচারকার্য্যেও সেইরূপ সজ্জনবৃন্দের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিল আবার দুরন্ত কলির চেলা পাষণ্ডকুল চতুর্দ্দিকে প্রমাদ গণিয়াছিল।

ভগং মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"
(মহাজন-পদাবলী)

গীতায়ও আমরা শ্রীভগবদ্বাক্যে জানিতে পাই—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত যে ধর্ম্ম দুষ্কৃত জনগণের ব্যভিচারের কবলে পড়িয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় আবার তাঁহার নিজজনের দ্বারা তাহা পুনঃ সংস্থাপিত হইয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিল। এই শুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হওয়ার জন্য আচার্য্যদেব তাঁহার নিজজনকে প্রভূত শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া লোকলোচনে অপ্রকট লীলা করিয়াছেন। এই প্রচারকগণ যে অমূল্য সম্পদ্ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্মুখস্থিত মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সুদুর্লভ ভাগবতের কথা জগদ্বাসীকে অকাতরে দান করিয়া জগজ্জীবের পরম উপকার করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন—

বক্তবাসী জন প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে "ধন"।
প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতার জন্য সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে না। এইজন্যই মায়াদেবীর এত দণ্ডের আয়োজন। যাঁহারা এই দেবী ধামের মনুষ্য-বিশেষ নহেন, কেবলমাত্র আমাদের ন্যায় ভগবদ্বিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইয়া পরম মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই যাঁহাদের প্রপঞ্চে অবতরণ সেই সব আচারবান্ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণই জীবকল্যাণে বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও বিচারমূলে প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ইঁহাদের বিষয়ই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য
সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি
ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥"

প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ কৃষ্ণবহির্মুখ, অধর্ম্মনিরত ও অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় ভক্ত পুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীসান্ত্বনা দেবী।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৳০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৳০ ৪র্থ খণ্ড—৳০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*:*)::——

কনিষ্ঠাধিকারী জীব ভক্ত ও অভক্ত চিনিতে পারেন না বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসাধুর সঙ্গফলে অধিকার উন্নত হইলে জীব ভগবানে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। তখনই সেই মধ্যমাধিকারী জীবের ভগবৎসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্ত বলা হয়। তখন তিনি জগদ্গুরুর হৃদয় মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করেন। সেই প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেবা প্রবৃত্তি সুষ্ঠু প্রণালী বিহিত হয়। যখন আমরা চৈতন্যভক্তের সঙ্গফলে সৎ ও অসৎকে চিনিবার যোগ্যতা পাইয়া আদরের সহিত জ্ঞাতভাবে সাধুগণের সঙ্গ করি তখন ভজনপরায়ণ ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিবার প্রণালী আমাদিগকে শিক্ষা দেন। কনিষ্ঠাধিকারে একদেশদর্শিতা বশতঃ জীবের প্রকৃত সৌভাগ্যোদয় হয় না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবসঙ্গ-প্রভাবে জীবের ধর্মাভাস ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্ত-বিমুখতা ক্ষীণ হইতে থাকে। উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সেবা-বিলাসক্রমে যাঁহাতে ভগবদধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া জীব কৃতার্থ হন। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে মহাভাগবতের শ্রীচরণে সুদৃঢ়-বিশ্বাসসম্পন্ন হইবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই ভগবানে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট। তাঁহারা ভক্তের চিন্ময় শরীরকে অচির পরমায়ুবিশিষ্ট প্রাকৃত বস্তুবিশেষ মনে করিয়া নিরয়গামী হন না।

শুদ্ধভক্তের সঙ্গফলে জীবের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ্যজাত লাভ হয়। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভক্তগৌরাঙ্গের সেবায় বিভোর সেই শুদ্ধ অন্তরঙ্গ-সেবকগণের কৃপা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং চৈতন্য প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে গৌর রাধাভিন্ন তনু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হয় না। কারণ, সেই হরিজনগণই সর্ব্বদা চিন্ময়রস আস্বাদিত হইয়া ভবগৌরাঙ্গকে পূজা করিয়া তাঁহা হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই কৃষ্ণভক্তগণেরই অনুসরণই অকুণ্ঠ কৃষ্ণানুশীলন।

ভক্তের বর্ণাশ্রমাদি থাকিলেই যে কৃষ্ণভক্তি হইবে, এরূপ কোন কথা নাই; বরং আভিজাত্য, শিক্ষা, প্রচুর অর্থাদি অনেক সময় কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধ হইয়া থাকে। একমাত্র কৃষ্ণে উৎকট শ্রীতিতেই কৃষ্ণ বশ হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জাতি-কুল ক্রিয়া-ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেম-ধন, আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥"
(চৈঃ ভাঃ)

শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রীতির তারতম্যানুসারেই জীবের ভগবৎ প্রীতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়। ইহার অভাব যেখানে সেখানে ভগবদনুরাগের কোন কথা নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবে দৃঢ়বিশ্বাস না হইয়া ভগবানে যে শ্রদ্ধা তাহা স্থায়ী বা দৃঢ়শ্রদ্ধা নহে।

অধোক্ষজ বাসুদেব

গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব অদ্বয় বিহার।
অধোক্ষজ সেই সত্ত্বে করেন বিহার॥
সেই ত বিশুদ্ধ হৃদি বাসস্থান।
'বসুদেব' নাম তাঁর ভাগবতে গান॥
বসুদেব-হৃদে তিনি হন প্রকাশিত।
'বাসুদেব' নাম তাঁর শাস্ত্রেতে বিদিত॥
তাঁহার প্রকাশে হয় অসুর উল্লাস।
[illegible] প্রাকৃত লোভা করে [illegible]॥
[illegible] বক [illegible]।
[illegible] সকলে [illegible]॥
[illegible] এল সকল প্রথমে।
বিশাল বপুটী তাঁর [illegible]॥
[illegible] অলক্ষ্যে এল শকট অসুর।
পদাঘাতে ভেঙ্গে গেল সে শকটের দুর॥
তৃণাবর্ত্ত দৈত্য এল ধূলি উড়াইয়া।
বাসুদেবে লয়ে যায় [illegible] ছলিয়া।
অধোক্ষজ বাসুদেব গলা চেপে তার।
করেছিল সে দৈত্যের স্বরূপ প্রচার॥
বলদেবের [illegible] ভালপাড়।
অসুরের পড়েছিল বিরাট্ পাহাড়॥
তারে বধ কৈলা হরি বিক্রমে অতুল।
[illegible] শরীর [illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
বাসুদেব [illegible]।
বিশ্ববিশ্ব কৈল তার [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
বাসুদেবে [illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] বিনি॥
[illegible] বিহার বিহরি।
[illegible] তাহে শান্তিদাতা হরি।

—শ্রীভক্তিগোবিন্দ দাস

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] ভবনে শ্রী[illegible] পীঠ, [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] আছেন। [illegible] সুবর্ণ [illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে। রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫ কলিকাতায় শ্রী[illegible] প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা এবং "গৌড়ীয়" পত্র ও [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক [illegible] কুঞ্জবিহারী [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্দ্বিজ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীম[illegible]পুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা [illegible] শ্রী[illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible]গর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব[illegible] ঠাকুর [illegible] বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমহা[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতপাড়া—(শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — [illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক শ্রীমদ্[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ [illegible] বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— [illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহায়ণ [illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সাহারাণপুর, ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ.

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক— শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ —শেরশাহী,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌ[illegible]

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং রোড।

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোবিন্দনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক —শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক —[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible]গলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) বাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

বাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজ, (হাওড়া)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাহাদুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি - "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রূপশালি	৬॥০
বাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নতুন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেক কোরা'লা	।।৵০
সিদ্ধ বেরুণ	৩৷৵০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৵০

চিনির দর

ফাইন, টাইপ	১০॥৴০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০৴০
[illegible] সাদা	৯।০
[illegible]পুর সাদা	৮।০—৯৵০
[illegible]পুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

কগালের সাদা	৩৫.৫০
[illegible]	২২।০ ১০
[illegible] প্রতি ১০০ ভরি	[illegible]

পাটের দর

বঙ্গ—	৩৪।৵০
[illegible]—	৩৪৸৵০
[illegible]	৩৫।৵০
[illegible] বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

[illegible] ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬॥০
[illegible] ঐ	৫৸৵—৬৲
[illegible] ঐ	৫।০—৫।৵০
[illegible]	৫৸৵০—৬৲
[illegible] ([illegible])	৫।৵০—৫৸০
[illegible] নং (২	৪৸৵—৫৲
[illegible])	৪৸৴০—৪৸৵
[illegible] ([illegible])	৪।০—৪।৵০
[illegible] নং (৩)	৩৸৵০—৪
[illegible]	।৷৵০ - ১৸০
	১৸৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৬৲
[illegible]	৫৩৲
[illegible]	৪৩৲
	৪২।০

পাতিশাক

জীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন কয়কচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ কাইন	৪৩৲
কাষ র্গ কাষা	৫৩৴
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাঞ্জ সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নুতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা :টসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
এরগা [illegible] আয়রণ	১০৲— ৮৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮।০
টাটা গ্যাঃ করগেট সীট	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
সীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা সিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	২০৲—১৭৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১২॥০
টিন পাতী, বোল্টু নয়াদে	৮৸০—১০।০
গোল বড় রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	
জন্য	৯।০—১৪৲
সুঃ ইস্পাত আসল ২৫৲,	নকল ২৩৲

চটকলের চালমণ ৫৵০, খাটের চালমণ ৬৲ ভুষার চালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৩-৫ জগন্নাথ ঘাট লেন, লালবাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—৩৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় কম্পজ্বর ত্যার কার্টিত লক্ষণ আবক'ট জিহ্বার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড কোর্ট হাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৶৹	।৶৹	
" ইঞ্চ	২৲	১।৹	১।৹	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।৹
" সিকি কলম	১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

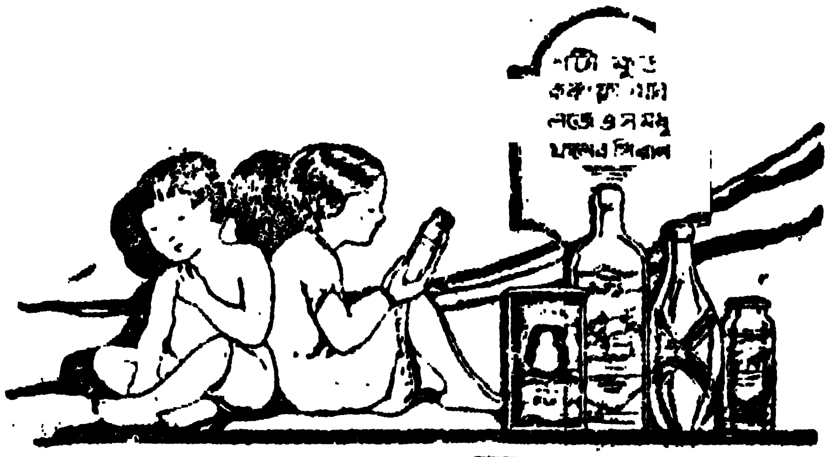

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠি

দৈনিক
নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA PRAKASH

REG NO C 1541

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের ভক্তিভিক্ষু
আকবন্যাঞ্জ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকসংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৩ই মে, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৬৩]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(⁎):(০):——

ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন

ভারত সরকারের সেক্রেটারী মিঃ, জি, এইচ, স্পেন্‌স্ মহোদয়ের সিমলা হইতে ১৯৩৭ সালের ১লা মে তারিখের এক বিজ্ঞাপন অনুযায়ী জানাগিয়াছে যে, বড়লাট দরবারের কাউনসিল অব ষ্টেটএর সভ্য অনারেবল্ মিঃ জে. সি, বানার্জ্জি (পশ্চিম-বঙ্গের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সভ্য) মৃত্যুতে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সভ্য নির্ব্বাচনের আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নূতন সভ্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক প্রাগুক্ত মৃত সভ্যের পদ পূরণ করিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের ১০ই জুলাই-এর মধ্যে ঐ সভ্যপদ পূরণ করা হইবে।

———

বাংলা সরকারের অভিমত

বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ জি. পি, হগ্ মহোদয়ের ১৯৩৭ সালের ১লা মে তারিখের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, যেহেতু ভারত সরকারের উপরোক্ত বিজ্ঞাপনানুযায়ী পরলোক গত মিঃ জে, সি, বানার্জ্জির স্থানে নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইবে, সেই অর্থে কাউনসিল-অব ষ্টেটএর নির্ব্বাচন প্রণালীর বিধি অনুযায়ী ঘোষণা করা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচন জন্য এবং নির্ব্বাচন অফিসারের নিকট মনোনীত ব্যক্তির কাগজ দাখিল করিবার জন্য আগামী ১০ই মে ধার্য্য করা হইয়াছে; এবং এই সমস্ত কাগজ পত্র পরিদর্শন জন্য আগামী ১৭ই মে ধার্য্য হইয়াছে। আরও ধার্য্য হইয়াছে যে আগামী ১১ই জুন তারিখের মধ্যে রিটার্ণিং অফিসার আবেদনকারী সভ্যবৃন্দের বেলট-পেপার পাঠাইবেন। এবং ঐ সমস্ত বেলট-পেপার এটেষ্টিং অফিসার দ্বারা মঞ্জুর করাইবার জন্য আগামী ২২শে জুন তারিখ শেষ দিন ধার্য্য হইয়াছে।

———

পাঞ্জাব পরিষদ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সর্দ্দার যোগীন্দ্র-সিং পাঞ্জাব-ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করায় যে সদস্যপদ শূন্য হয়, তাহাতে কংগ্রেসের মনোনীত সর্দ্দার তেজসিং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সর্দ্দার তেজ সিং একজন অন্ধবীণ। অপর ৫ জন নির্ব্বাচনপ্রার্থী নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

———

সদস্য নির্ব্বাচন নাকচ

যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি. ডি মার্টিনের নিকট মাগুরা লোকাল-বোর্ডের অভিযোগের শুনানী হইয়াছে। উক্ত বোর্ড হইতে যাহারা যশোহর জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

সদর লোক্যাল বোর্ড হইতে যাহারা জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচনও বাতিল করিয়া দিয়াছেন, কারণ নির্ব্বাচনের সময় অবৈধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

—

স্যার মীর্জ্জা মহম্মদ ইসমাইল

——:(০):——

গত ৮ই মে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় আর্থিক বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে নাকি বড়লাট মহীশূরের দেওয়ান স্যার মীর্জ্জা মহম্মদ ইসমাইলকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। স্যার মীর্জ্জা মহম্মদ এক্ষণে উটকামণ্ডে আছেন। তিনি বোধ হয় আগামী ১৭ই মে নাগাদ বাঙ্গালোর আসিবেন এবং এখানে পাঁচদিন অবস্থানের পর দিল্লী যাইবেন।

———

আর্থিক সমস্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙ্গালাসরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে গত ৮ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ও ট্রেজারার এবং ডাঃ জে, সি, ঘোষ দার্জ্জিলিং আসিয়াছেন।

———

নরহত্যা মামলার রায়

———:(×):———

মুর্শিদাবাদের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে কে হাজরার এজলাসে দণ্ডবিধির ৩২৫। ৩০৬ ধারায় অভিযুক্ত আলি সেখ, সফাদের সেখ, মজাহর সেখ ও আতাহার সেখের বিচার জুরীর সাহায্যে হইয়া গিয়াছে। জুরীগণ আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আসামী আলী সেখকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অন্যান্য তিন জন আসামীকে ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। এই মামলা মহুপুর হাঙ্গামার মামলা নামে পরিচিত।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, মহুপুর গ্রামের ইসমালী সেখ ও ওসমান সেখের সহিত আসামীদিগের জমির সীমানা লইয়া কলহ হয়। ক্রমে দাঙ্গায় পরিণত হইলে ওসমান সেখ ও ইসমালী আহত হইয়া বহরমপুর সদর হাসপাতালে প্রেরিত হয়। তথায় কয়েক দিন মধ্যে ইসমালী মারা যায়। অপর ব্যক্তি সারিয়া উঠে।

প্লেগ ও বসন্ত

উত্তর বিহারে এখনও প্লেগের প্রকোপ বর্ত্তমান। গত ১৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে প্লেগে সারণ, মজঃফরপুর ও চম্পারণ জিলায় যথাক্রমে ১৯, ১০ ও ১জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মানভূম ও শাহাবাদ জিলায় বসন্ত সংক্রামক আকারে বিস্তৃত হইতেছে; আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র প্রদেশে ৭৬৭জন বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৬৭জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কলেরায় ১৭২জন আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

———

দিনে দ্বিপ্রহরে নৃশংস খুন

মীরপুর হইতে ৬ মাইল দূরে একদল ডাকাত একজন মুসলমান যুবককে দিন দুপুরে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত মুসলমান যুবকটী কিছু টাকা পয়সা লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে জিনিষ পত্র কিনিতে যাইতেছিল; পথিমধ্যে ৪জন ডাকাত তাহাকে ধরে এবং তাহার টাকা পয়সা চায়। কিন্তু যুবকটী উহা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা তাহাকে কুঠার দ্বারা আঘাত করে। ফলে সে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। আততায়ীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

———

জল প্লাবন

আটক অঞ্চলে সিন্ধুনদের জলপ্লাবনের ফলে তিন হাজার একর ভূমির শস্য নষ্ট হইয়াছে, উহার ফলে কৃষকদের ৫০ হাজার টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে এবং সাত হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সাহায্যের জন্য সিন্ধু সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯ নৈবেদ্য ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। যামুন-আলবন্দ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গান-হৃতা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীপ্রকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেম ভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমচাকচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৸৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সনাতনাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের চারিজনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারমার্থিক লেখনীর অনুভবক্ষম আদরের কারণ একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু বর্ষের এক বিরাট, আকর ও আদরণীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ ক্রমের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

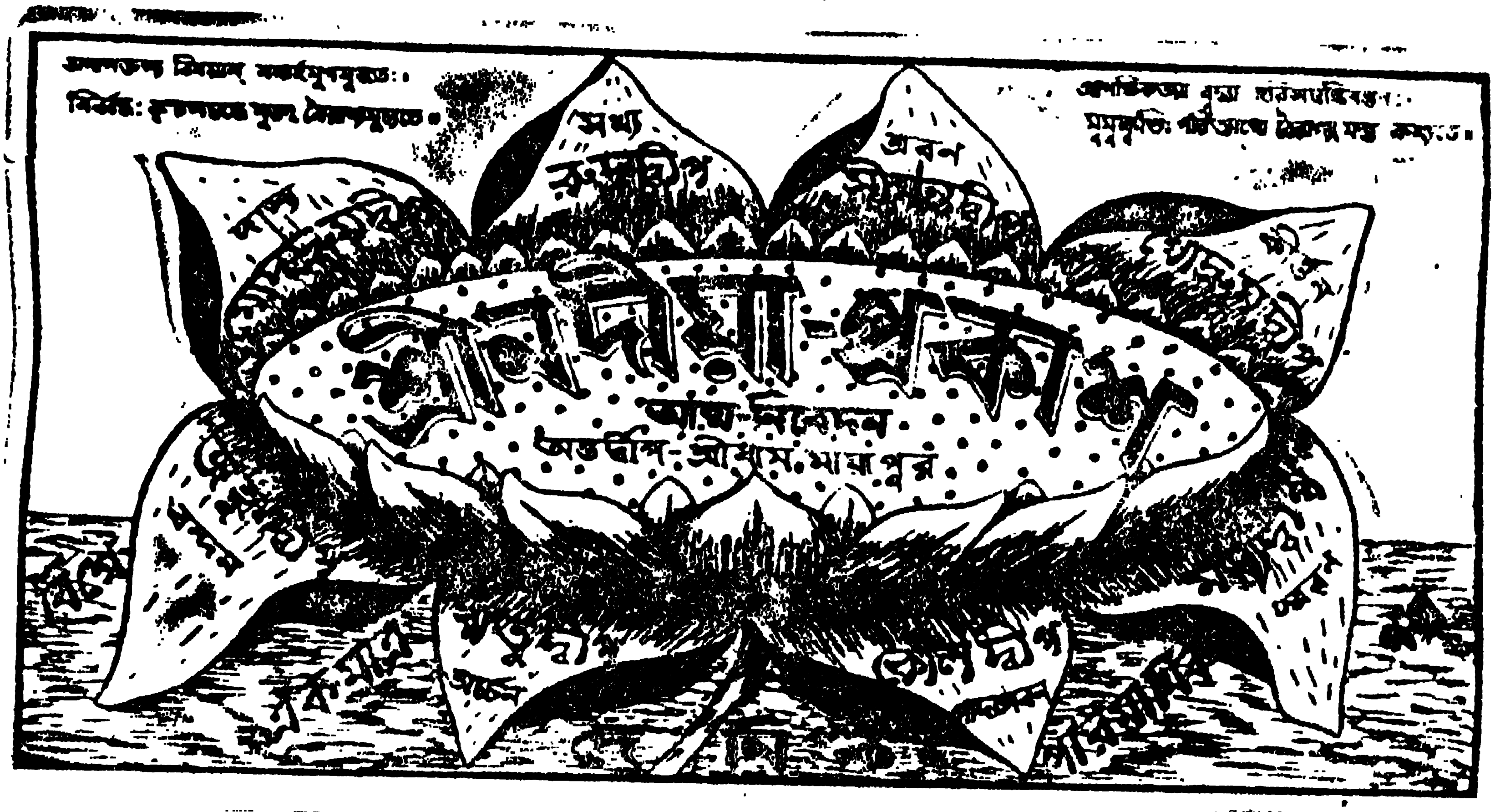

১২শ বর্ষ | ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই মে ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৬৩তম সংখ্যা

আলোয়া অভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতে প্রায় দুইমাস কাল শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীহরিকথামন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া ধামবাসী ও শ্রীধামযাত্রী ভক্তগণকে সেবোৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা ও সেবোৎসাহবর্দ্ধক প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোৎফুল্ল ও পরমানন্দিত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম আদৌ ছিল না। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত চেতনবাণী সকলকে তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার আলোয়ার জমিদার শ্রীআচার্য্যকৃপাপ্রাপ্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় এবং ময়মনসিংহবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সাদর আহ্বানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ১১ই মে মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় বহু ভক্তসহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মোটরযোগে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে শুভাগমন করিয়া তথা হইতে রাত্রি ৭.৪৮ মিনিটের ট্রেণে ময়মনসিংহ অভিমুখে শুভবিজয় করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-বাণতীর্থ; শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুত ঈশান দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাস প্রভৃতি বহু ভক্ত, কৃষ্ণনগর হইতে রায় ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর এবং কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদের অনুসরণ করেন। কলিকাতা হইতে আরও কতিপয় ভক্ত রাণাঘাটে শ্রীশ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মে উপস্থিত হন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

কৃষ্ণনগরে হরিকথা-কীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তথাকার বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতনী বাণী কীর্ত্তন করিয়া গত ১০ই মে সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-সমীপে উপস্থিত হন।

গত ৬ই মে বৃহস্পতিবার তারিখে স্বামীজী মহারাজ কৃষ্ণনগরের নেদিয়ার পাড়ার ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে এক ঘণ্টারও অধিককাল যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তনকালে স্বামীজী কলিযুগের একমাত্র অবলম্বনীয়, সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। কলি অর্থে বিবাদ; সুতরাং এই বিবাদময় যুগে হরিকীর্ত্তনের মধ্যেও তর্কের আবাহন দেখা যাইতেছে। তর্কের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না, পরন্তু অমঙ্গল বা আত্মবিনাশই লাভ হইয়া থাকে। আমাদের চিত্ত হইতে কলির স্থান দ্যূত-ক্রীড়া, মাদকদ্রব্য-সেবন, পশুহিংসা ও অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গাদিতে সে বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকা আবশ্যক। একমাত্র হরিকীর্ত্তন আশ্রয় করিলেই অনর্থযুক্ত নরককর এই পথভ্রষ্টতা হইতে আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারি। নিত্য মঙ্গলপ্রার্থী পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রকলানিলয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই কৃষ্ণকীর্ত্তন আশ্রয়েরই কথা উপদেশ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজও গুর্ব্বাজ্ঞাপালনে যত্নপর হইয়া নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহকারে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণফলে নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তন আশ্রয়ের কথাই উপদেশ করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীজী সম্বন্ধজ্ঞানের কথা, প্রত্যেক বস্তুর সহিত আমাদের প্রকৃত ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, প্রকৃত সাধুসঙ্গের ফল কি, প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করেন। আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

চয়ন

(অমৃতবাজার পত্রিকা ৯ই মে)

MAYAPUR TELEGRAPH OFFICE.

OPENED BY PRESIDENT ACHARYA OF GAUDIYA MATH

Srila Ananta Vasudev Para-Vidyabhusan, who was recently succeeded to the spiritual headship of the Gaudiya Mission inaugurated the opening of Sree Mayapur Telegraph Office by sending the first cable invoking the blessing of Mahaprabhu Sree Krishna Chaitanya on all souls.

Sree Mayapur is the headquarters of the Gaudiya Mission. The place already possesses a considerable number of beautiful and noble shrines erected on the historic sites and a number of institutions for the teaching of religion and for Sastric research. Sreedham Mayapur is surrounded by a beautiful and open landscape and is easily accessible from Calcutta and most places of Bengal.

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সেখানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মধুসূদন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫:

গতি

ভগবান সূর্য্য-স্বরূপ। সেই চিৎসূর্য্যের কিরণকণ স্বরূপই এই জীবনিচয়। এই জীবনিচয়ের মধ্যে কেহ বা বদ্ধ কেহ বা মুক্ত। প্রীতিই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম হওয়ায় জীবকে প্রীতিধর্ম্মা বলা হয়। জীব স্বরূপতঃ 'চিৎ-কণ বা অণু বলিয়া তাহার স্বরূপ ও অল্প অপূর্ণ। তাহার স্বরূপে স্বভাবতঃ যে আনন্দ-কণ আছে তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়। কৃষ্ণদাসাভিমানে বা কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, কোটি ব্রহ্মানন্দ তাহার একবিন্দুতুল্যও নহে। জীব ক্ষুদ্র হইলেও গুরুকৃষ্ণের কৃপায় তিনি পরানন্দের অধিকারী হইতে পারেন।

জীবমাত্রেই হয় ভগবদনুগত, না হয় মায়ার অনুগত। যাঁহারা ভগবদনুগত তাঁহারা পরানন্দে মগ্ন, আর যাঁহারা ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন তাঁহারা সংসারে পতিত। নিষ্কপট সেবোন্মুখ জীবের উচ্চ গতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার সহায়, মায়াশক্তিও সেইরূপ জীবের সংসার বন্ধন বা ভোগের সহায়ক। এই মায়া দেবীও নানা, অলৌকিকা—বৈষ্ণবী। ভগবদ্বিমুখের প্রতি ইঁহার পরাক্রম অসীম। চিহ্ন না পাইলে ইঁহাকে জয় করা যায় না। জীবের সংসারোপযোগী এই জড় ব্রহ্মাণ্ডকে তিনিই প্রসব করিয়াছেন। এই ভোগায়তনরূপ স্থূল এবং লিঙ্গ দেহও তৎকর্তৃকই নির্ম্মিত। ভগবদ্বহির্মুখতাই সংসারবন্ধনের একমাত্র কারণ। এই জীব জড়জগতে বা চিজ্জগতে

উৎপন্ন হন নাই। ইহজগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। ভগবৎ-সেবা অপেক্ষা জড় ভোগে অধিক প্রীতি হওয়ায় জীব স্বেচ্ছাক্রমে সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোনও দোষ নাই। করুণাময় ভগবান দয়াপরবশ হইয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলালসার জন্য এই জড় বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব তিনি এইরূপভাবে গঠন করিয়াছেন যে, অল্পদিনের ভোগেই জীবের তাহাতে বিরাগ উপস্থিত হয়, এবং তৎফলে জীব সাধুসঙ্গের দ্বারা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবৎ-সেবার সুযোগ পান।

ধর্ম্ম একটি মাত্র, তাহা কৃষ্ণসেবা। এই ভগবৎসেবার অভাব যেখানে, সেখানেই নানা মনোধর্ম্মের সৃষ্টি। জীব বদ্ধ হইলেই তাহার দুঃখ। তখন সে মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কষ্ট পায়। জন্মগ্রহণ করার পর জীবের ক্রমশঃ বিষয়জ্ঞান লাভ হয়। বিষয়-ভোগ করিতে করিতে জীব তাহাতে এত আসক্ত হইয়া পড়ে যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন কার্য্যই থাকে না। তখন রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়সমূহ সেই মানবচিত্তকে নানা নিযুক্ত করে। মায়া-কবলিত মূঢ় মানবগণও তাহাতেই উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক জীবের শীঘ্র উদিত হয় না। ভাগ্যক্রমে যাহার এইরূপ বিচার উদিত হয়, সে তখন নির্ব্বিণ্ণচিত্ত হইয়া স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইভাবেই বদ্ধজীবের স্বরূপ সন্ধান-প্রাপ্তি ঘটে।

সুযোগ কোথায়?

(শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী)

ইহজগতে মায়াবদ্ধ মানব সর্ব্বদাই কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া উপর্য্যুপরি আলম্বন ও সুখদুঃখ পরিবর্ত্তনশীল সুখ-দুঃখাত্মক অবস্থাকেই শান্তি মনে করিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মেই আসক্ত হন এবং স্বীয় ভোগ-নিমিত্ত সকল কার্য্যেই একটা সুযোগ সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা মুড় অর্থাৎ সুকৃতিহীন মানব একমাত্র কৃষ্ণসেবাই স্বরূপ উপলব্ধি করেন। স্বীয় প্রভু ভগবানের সেবা করা সেই মূল কর্ত্তব্যটির প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সুখবিধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট কেহ ভগবানের কথা বলিতে চাহিলে তাঁহারা বলেন—আমাদের সুযোগ কোথায়?

কৃষ্ণসেবাবিমুখ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব প্রতিমুহূর্ত্তে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়াও ঐ প্রকার ক্লেশকর ও ঘৃণ্য অবস্থা হইতে পরিমুক্ত হইবার উপায় অনুসন্ধান করে না। কারণ, জন্মজন্মান্তর এই প্রকার ত্রিতাপক্লিষ্ট ও দগ্ধ ব্যক্তিকে জলে নিমজ্জিত ও দীর্ঘকাল কষ্ট প্রদানের নিমিত্ত ক্ষণিক উত্তোলনের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখাভাসকেই তাহারা একমাত্র শান্তি মনে করে। যেরূপ কোন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পূতি-গন্ধময় কদর্য্যস্থানে শয়ন করিয়া বলিতে থাকে, বাঃ কি আনন্দ! কি শান্তি! কোন সুস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাকে ভূতে বা পিশাচী আক্রমণ করে নাই এমন ব্যক্তি সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে জোর করিয়া অন্যত্র পবিত্র স্থানে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে যেরূপ চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে থাকে ও পূতিস্থানেই অবস্থানের চেষ্টা করে, মহামায়া-কবলিত জীবগণেরও অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। যথা—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়॥
আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥

সংসারাসক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের কষ্ট দেখিয়া কোন ভবরোগবৈদ্য দয়াময় সাধু কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারাও ছটফট করিতে থাকেন এবং যদি ধনবান্ ব্যক্তি হন তাহা হইলে বলেন, "আমি বড় ব্যস্ত, আমার এক মুহূর্ত্তও সময় নাই যে আপনাদের নিকট বসিয়া শাস্ত্র কথা শ্রবণ ক'রব, কোন দিন সুযোগ হইলে দেখা যাইবে।" আর যদি দরিদ্র ব্যক্তি হন তাহা হইলেও বলেন—"আমারও আদৌ সময় নাই, কারণ আমি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়াও স্ত্রীপুত্রাদি পোষণে অসমর্থ; অতএব আমার সুযোগ কোথায় যে আপনাদের কথায় কর্ণপাত করব?"

এই উপরিউক্ত দুই শ্রেণী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরই ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচি দেখা যাইতেছে না; কেন না, ভগবৎকথায় কিঞ্চিৎ রুচি উৎপন্ন হইলে বিষয়াসক্তি তৎপরিমাণে শিথিল হইত ও ভগবৎকথা-শ্রবণেরও সুযোগ হইত।

হরিসেবায় সুযোগের অভাবের মূল কারণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাব। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে কায়মনোবাক্যে যে-কোন ভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন কিম্বা শ্রীহরিবাসর জন্মাষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া থাকেন তাহা হইলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। এ প্রকার সুকৃতি জন্ম জন্মান্তরে পুঞ্জীভূত হইলে সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ ভোগাসক্ত মনুষ্যগণের অবস্থা বলিতেছেন—

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥

(ভাঃ ৭।৬।১০)

পুনঃ—

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্বং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।১৭)

দৈহিক সুখলিপ্সু জীবগণ স্বেন্দ্রিয়তর্পণ, দেহসম্পর্কীয় স্বজনগণের পরিপোষণ এবং ভোগের মূল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নিজ প্রিয়তম প্রাণকেও বিপন্ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন কার্য্যে রত হন। মনুষ্য কীটাদির অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত হইয়া কুটুম্বভরণপোষণ-কার্য্যে যে তাহাদের কেবল পরমায়ুঃক্ষয় ও ভগবৎসেবারূপ পরমার্থ-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা জানিতে পারে না। কোশকার কীট যেমন নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজের বহির্নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, তদ্রূপ বদ্ধজীব সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া ভোক্তা অভিমানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মফলের আশায় কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে শান্তিলাভ না করিলেও উদর-উপস্থ বেগ তৃপ্তিসাধনকেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা মনে করিয়া পুনঃপুনঃ কর্ম্মেতে আবদ্ধ হয়, সুতরাং তাহাদের হরিভজনের সুযোগ কোথায়?

স্বভাবতঃ কর্ম্মে অনুরক্ত জীবের এইরূপ বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মপাক হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

(গীঃ ৩।৯)

মনুষ্যের কায়মনোবাক্যে কৃত যাবতীয় কর্ম্মসমূহ তদর্থে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া কেবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কৃত হইলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। আর সেই কর্ম্ম নিজের ভোগের জন্য কৃত না হইয়া অন্য কোন প্রাণীর সেবা, বা সমাজের সেবা সমগ্র জগতের লোকের দেশমনের সেবা, কিংবা কোন দেবতার সেবায় অর্পিত হইলেও তাহাদ্বারা সাময়িকভাবে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় বটে কিন্তু

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তাহাতে জীবের একমাত্র সাধ্য পঞ্চমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমানন্দ লাভ হয় না।

সুকৃতিই সুযোগের কারণ। সেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিদ্বারাই জীব প্রথমে সাধুসঙ্গ, পরে সাধুগুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করত সকল অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ হরিসেবার সুযোগ পান। তখন তাঁহারা সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন সাংসারিক দুঃখকষ্টে উদ্বিগ্ন হন না ও সুখভোগেতে স্পৃহাশূন্য হইয়া শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে স্মরণ করতঃ জগতের যাবতীয় বস্তুসমূহকে ভগবৎসেবার উপকরণরূপে দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন। কেবলমাত্র সুকৃতিহীন হতভাগা জীবগণই ভগবদ্ভজনের সুযোগ খুঁজিয়া পান না।

মন! হাসি পায় কেন?

— ::*:: –

এই পরিদৃশ্যমান নশ্বর বিশ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখ বা শান্তির নামে প্রভুত্ব করিতে গিয়া প্রভু হইতে চায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধাবস্থায় প্রভুত্ব করিতে গিয়া অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়ার নিকটে পরাস্ত হইয়া নিজ আত্মস্বরূপ ভুলিয়া মায়ার এই জড় কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ শূকর-বিষ্ঠার ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। মায়ার ক্রীড়নকত্বে পরিণত হইয়া স্বরূপবিস্মৃত তখনঃ সে নিজ ক্ষুদ্র অবস্থাকে বহুমানন করিতে করিতে এই জড়জগতে বহুরূপে যোষিতের সঙ্গ করিয়া তমোদ্বারে উপস্থিত হয়। জন্মাভিমান একটি যোষিৎ, ঐশ্বর্য্যাভিমান একটি যোষিৎ, পাণ্ডিত্যাভিমান একটি যোষিৎ, রূপাভিমান আর একটি যোষিৎ। শুধু এই চারিটি যোষিৎ নহে; ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু যোষিৎই মনোলোভা রূপসী হইয়া বদ্ধজীবের নয়ন সরণীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিপথগামী করে। উঃ মন, তুমি কি দুর্বিষহ অবস্থায় পতিত হইয়াছ, ইহা কি একবারও চিন্তা করিয়াছ?

বিশ্বদর্শনে মুগ্ধ তোমার ভগবানের অযাচিত কৃপায় সদ্গুরুপাদাশ্রয়াদি লাভ হইয়াছে। কিছুদিন সেই পরিকল্পনাটি বাস্তবসত্যের পথে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইলেও প্রাক্তনকর্ম্মবশে ঘটনাক্রমে এতদিনকার কীর্ত্তন, এতদিনকার প্রচার, এতদিনকার শিক্ষা, এতদিনকার সাধনা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের 'সেবাই' পরম ধর্ম্ম, সমস্তই মায়ার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া নরদেহ-নৌকা এখন লণ্ডভণ্ড হইতে চলিল! হায়! হায়! মন, উপায় কি? এখনই ত' সব ফাঁসিয়া যাইতেছে। এখনই ত' মায়া-সলিল-সমাধি লাভ করিতে হইবে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? আজ যে 'চাম্ খোপাই' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাসানুদাস ভাবের আমূল উৎপাটন করিয়া নিজে ত' দূরের কথা, যিনি পরমারাধ্য শ্রীবার্ষভানবীর নয়ন-তারা, সেই প্রভুর উপর পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে, চির উপাস্য, চির-প্রণম্য তাঁহারই আসন অর্থাৎ গুরুপদবী (?) অধিকার করিবার জন্য [illegible] ঘটাইতেছ। এমনি তোমার তত্ত্ববুদ্ধি! মন, এখন ত' তুমি পাক্কা মায়াবাদী নও, বিচাররূপ কষ্টিপাথরে—পাক্কা মায়াবাদী বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছ, দেখিতেছি। মন, তোমার সেবক ভাব দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, এখন সেব্যের আসন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছ! তুমি আচার্য্য হইতে চাহিতেছ! ওহে মন! একবার পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিয়া ভাল দেখি, আচার্য্য হইবার উপযুক্ত কিনা? দর্শন-বিচার দিক্ হইতে নয়, সাধারণ দুই একটী ব্যাপার দেখিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। তুমি আচারবান্ অথবা আচারহীন, তুমি সদাচারী অথবা মিথ্যাচারী, একথা তুমিই একবার বুঝিয়া দেখ না! শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্" শ্লোক আলোচনা করিলেই, মন তুমি বুঝিতে পারিবে তুমি কোথায় আছ। দেখিতেছি, তুমি এখন কেবল তোতা পাখীর মত পড়িয়াছ, পড়াইয়াছ, কত ধানে কত চা'ল হয়, তাহা একদিনও কি হিসাব নিকাশ করিবার সময় পাও নাই? কেবলই বাক্যের ঝড় বহন করিয়া প্রতিষ্ঠা-রূপ বায়ু-পূরিত পদগোলকের অবস্থা লাভ করিয়াছ!

তাই বলি মন! তোমার ভজন রাজ্যের উন্নতিকল্পে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইল। তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছামত চলিতে পার। কিন্তু ভাব দোষ কেন? 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার' বিচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া কিপ্রকারে ব্যবহার করিয়া থাক? যাঁহারা সমস্ত দেহ-সুখাদি পরিবর্জ্জন করিয়া দিবারাত্র গুরুগৌরাঙ্গের সুখের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদের সেবোপযোগী দেহ-সংরক্ষণার্থ যথাযোগ্য দ্রব্যাদি দিতে তোমার কষ্ট হয় কেন? অথচ মন, তুমি ত' নিজের বেলায় বেশ ঠিক আছ, ত' কোন ত্রুটী দেখা যায় না একটু ত্রুটী হইতে না হইতেই তুমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়। এই ত' তোমার বিচারের দৌড়! মন, এ সকল তোমার প্রভুত্বের লক্ষ্মীছাড়া আর কি? তুমি আবার বড়াই করিতে যাও! কিন্তু দেখ, নিষ্ঠাবান্ গুরুসেবকগণের কি সহিষ্ণুতা, কি দৈন্য! তাঁহারা তথাপি প্রভুত্বের জন্য তোমার আদেশপালনে বিমুখ নহেন। মন! ইহাই কি তোমার গুরুত্ব, ইহাই কি তোমার আচার্য্যত্ব, ইহাই কি তোমার প্রভুত্ব! মন! তোমার রকম সকম দেখিয়া, তাই বলি, হাসি পায় কেন? বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিবার তোমার প্রয়াস নয় কি? যদি তুমি প্রকৃত আচার্য্য হও তাহা হইলে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী প্রভুপাদের চরিত্র দেখ:—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

মন, এখন তুমি কোথায়? মায়ার কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার ক্রীড়নক হইয়া ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ! তাই বলি মন, হাসি পায় কেন?

মন, চাঞ্চল্যই তোমার ধর্ম্ম, সেই চঞ্চলতাবশে এমন একদিন গিয়াছে যে, তুমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান করিবে অথবা গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিবে, এইরূপ উভয় সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইয়াছিলে, ইহা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? পূর্ব্ব ইতিহাস একেবারে হজম করিয়াছ, যাঁহার কৃপায় আজ দাঁড়াইতে শিখিয়াছ, তাঁহারই প্রতি কৃতঘ্নতা! ধন্য মন, তোমার স্বভাব! তুমি মোটেই স্থিরবান্ নও, এখনও সাবধান হও, নতুবা ভাগ্যে দুঃখ নিশ্চিত আছে! তুমি গুরু হইতে চাহিতেছ, বেশ ভাল কথা; একবার একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি, তুমি কি তোমার স্বরূপ দেখিয়াও দেখিবে না! মন, তুমি আর সহজিয়া হইও না, কেবল বোকা লোক ভুলাইয়া বা মন্ত্র দিয়া গুরুগিরি করিবার ধৃষ্টতা রাখিও না। ভাই সহজিয়া, তুমি রক্ষা কর, তোমার মোহ-মূর্ত্তি লুকাইয়া কর. তুমি আর প্রলোভন দেখাইও না, আমায় বিপথগামী করিও না!

মন! এখন বেলা অনেক হইয়াছে; বেশী কথা বলিবার সময় নাই। এইরূপ দুই একটী নয়, অসংখ্য ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িলে তুমি তখন কোথায় রহিবে? মন, হাসি পায় কেন, বুঝিতেছ কি? তাই বলি, সাবধান হও, এখনও সময় আছে।

"[illegible] সদা
মন, মঙ্গল চাও
ভুলিও আমার
দেখিলে সকলেই জিজ্ঞাসা করিবে, মন, হাসি পায় কেন?

শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রীজগমোহন দাসাধিকারী।

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক
শ্রীচৈতন্যমঠাদি দশাধিক শতমঠাধ্যক্ষ বর
গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্
অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর
শ্রীশ্রীপাদপদ্মে

"শ্রদ্ধাঞ্জলি"

আচার্য্যদেব! গৌড়ীয়গগনে আপনার শুভোদয় জয়যুক্ত হউক।

আপনি নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতবর ও স্বপ্রকাশতত্ত্ব; আপনার স্বজ্যোতিতে আপনি নিত্য প্রকাশিত।

আমাদের প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটে তমসাচ্ছন্ন গৌড়ীয়গগনে স্বপ্রকাশ উদ্ভাসিত আদিত্যের ন্যায় উদিত হইয়া আপনি সজ্জনগণের আনন্দবিধান করিতেছেন।

গৌড়ীয়াচার্য্যরবি লোকলোচনের অন্তরাল হইলে অন্ধকারাবৃত পারমার্থিক রাজ্য ভীষণ হিংস্র, বাঘ, ভল্লুক, সর্প ও চোর-দস্যুরূপী মায়াবাদ, সহজিয়াবাদ ও নানাবিধ জড়ভোগপরতন্ত্রবাদীর দ্বারা আক্রান্ত ও কলির তাণ্ডবনৃত্যাদি হইবে বলিয়া সজ্জনগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইলেও, আপনার শুভোদয়ে তাঁহারা নিঃশঙ্কিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

আপনি শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ও রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে সিদ্ধহস্ত।

বিপ্রলম্ভরসপোষ্টা আচার্য্যবরের অপ্রকটে বিরহাকুল তাঁহার আশ্রিতজনগণের দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপণার্থই গৌড়ীয়গগনে আপনার শুভোদয় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, গুরুশ্রেষ্ঠ আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণে স্থান দিয়া আপনার নিরন্তর নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের সেবা আমাদিগকে প্রদান করুন।

আমরা বড়ই অধম ও পতিত, এই কৃপা করুন যাহাতে আমরা জন্মজন্মান্তরে আপনার শ্রীচরণের ধূলি হইয়া থাকিতে পারি।

ভবদীয় শ্রীচরণসেবাকাঙ্ক্ষী অযোগ্য
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন

পীঠ, শ্রীগৌরাঙ্গ-

চতুর্দশ রূপে

শ্রীবিগ্রহ

রক্ষক-

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৪১১।

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে

প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত প্রমুখ বৈষ্ণব গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হাস্মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রপন্ন

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্বিশ্বি দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীবৈরাগ্যকেবল পঙ্গুলোম মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ বাঘনাপাড়া (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্গৌরপ্রভা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা — শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনন্দদুলাল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ পুরীচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকেশোব ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুবনেশনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীশ্যামদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমধ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসদ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ওরিষার, ভাঃ সাহারণপুর, হুউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভাক্তসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপানুগদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াব ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বিতীয় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাম্দু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টাগ হাউস, কর্ণওয়ালগার্ডেন্স,

এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅভয়প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৪

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৸৹
রাঙ্গা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৭৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেল কোয়ালিটি	১৷৶৹
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶৹
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹—৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫॥৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶৹

চিনির দর

ত্রিকাইন, টাউপ	১০॥৶৹
হরিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মারহোরা দানা	৯.০
কানপুর দানা	৮৷৹—৯৶৹
কানপুর লাল	৭॥৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গভরেণ	২২৷৹১৹
রূপা বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আওয়ে—	৩৪৷৶৹
মধ্যম—	৩৪৸৶৹
উত্তম -	৩৫৷৶৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴৹—৬৷৹
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৹—৫॥৶৹
সুজী	৫৸৶৹—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶৹—৫৸৹
আটা নং (২	৪৸৶—৫৲
টা (এল)	৪৸৴৹—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥৹—৪॥৶৹
আটা নং (৩)	৩৸৶৹—৪
সোলাউ	১৷৶৹ - ১৸৹
ভুষি	১॥৶৹—১॥৴৹

ঘৃতের দর

অভরা	৫৬৲
মাখনীরা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
কল্যা	৪২৷৹

পাঞ্জিরায়

ক্ষীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸৹

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪
লিট্‌ল আদেন করকচ	৫০৲
কণ্ডাচি গুরনিস ফাইন	৪৩৲
চাবর্গ দাখা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাও	৬॥৹
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯॥৹—১০॥৹
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥৹—১৩॥৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥৹ ৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥৹—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥৹
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
কোণ আয়রণ (কোনা)	৭৸৶৹—৮॥৹

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৬॥৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৹ —৸৹

বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল)	১॥৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷৹—৬॥৹

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥৹ ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১১॥৹
টিন পাটী, বোল্টু পরাগে	৮৸৹—১০৷৹

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্ত ৯॥৹—১৪৲

ফুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৶৹, পাটের হালমণ ৬॥৹

ভুলার হালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বাঙ্গলার [illegible] কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা! [illegible] ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডকোর্ট হাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " চাক	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪.	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৭৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :৮নং বলাইবসাক লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখ্য ভৃত্য আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৪, ১৪ই মে, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৬৮]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

বিলবাও সীমান্তে সংগ্রাম

গত ৮ই মে ১৬টী ট্যাঙ্ক, মেশিন-গানবাহী বহু মোটর সাইকেল, বিমান ও পদাতিক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীরা বাস্ক বাহিনীকে আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা বলে যে, তাহারা সালুবা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করিয়াছে। বাস্ক সেনাদলের ঠিক উত্তর দিকেই উক্ত পর্ব্বত অবস্থিত। বাস্ক সৈন্যদল বলে যে, তাহারা ছয়টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। উক্ত রণক্ষেত্রের অন্যান্য দিকেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্রোহীরা বলে যে, তাহারা বিলবাওর উত্তরে ৯ মাইল দূরে মুনগুইয়া গ্রাম দখল করিয়াছে।

———

লণ্ডন ত্যাগ

লণ্ডনস্থ ইতালীয় সংবাদদাতাদের অবিলম্বে ইতালীতে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে সমস্ত ইতালীয় সংবাদদাতা লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছেন।

———

দুঃসাহসিক মেল-ডাকাতি

দানাপুর মহকুমার অন্তর্গত সাদিসপুরে এক দুঃসাহসিক মেল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ই মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় যখন একজন ডাকপিয়ন স্থানীয় ডাকঘর হইতে একটি মেল ব্যাগ লইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতেছিল, সেই সময় পথিমধ্যে তিনজন লোক তাহাকে ধরে এবং ছোরা মারিবার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে মেল ব্যাগটী ছিনাইয়া লয়। অতঃপর লোক তিনটী অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া পলায়ন করে। উক্ত মেল ব্যাগে একটি একশত টাকার নোট, দশটী টাকা, একটি রেজিষ্টার্ড চিঠি এবং কতিপয় সাধারণ চিঠিপত্র ছিল। পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

রহস্যজনক মৃত্যু

গোয়েন্দা পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আই-সি ম্যাকনেলীকে গত ৯ই মে বেলা এগারটার সময় তাঁহার কক্ষে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার শরীরে কতকগুলী গুলীর আঘাত ছিল এবং বন্দুকটী মৃতদেহের পাশেই পড়িয়া ছিল।

মিঃ ম্যাকনেলীর বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে তিনি ভারতীয় পুলিশ বিভাগের কাজে যোগ দেন, তাঁহার পূর্ব্বে তিনি চারিবৎসর মহাযুদ্ধের সময় কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে একজন আইরিশ ও চিরকুমার ছিলেন।

—

পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ

——:(×):——

শ্রীহট্টের ই-এ সি মিঃ আর আর থাউন্দের আদালতে পুলিশকে আক্রমণ করার দায়ে সতেরজনের বিরুদ্ধে এক মামলা চলিতেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২০শে ডিসেম্বর ভোর বেলায় শ্রীহট্ট সদর থানার ছয়জন পুলিশ কর্ম্মচারী গোটাটিকার একজন ফেরারী আসামীকে ধরিবার জন্য যায় লোকটি গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রায় ত্রিশ জন লোকের জনতা পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে, ফলে পুলিশের কেহ কেহ জখম হয়। ঘটনার সংবাদ পাইয়াই পুলিশের ইনস্পেক্টর একদল পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং এগার জন লোককে গ্রেপ্তার করেন।

চট্টগ্রামে শিশুহত্যা

স্পেশ্যাল জজ মিঃ ——র সঙ্গে একমত হইয়া জেলা ও দায়রা জজ মিঃ ——, আই, সি, এস, ভিক্টোরিয়া শিশু হত্যাকারী সাচীকে সাতবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন অন্য আসামী কালু বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত চকরিয়া থানার বিলচরি গ্রামে লেদার অলকানন্দ শিশু বাস করে। সে স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার রাখিয়া টাকা লগ্নী করিত। আসামী সাচী, কালু এবং আরও ছয়জন একদিন রাত্রে যাইয়া শিশুকে গলা টিপিয়া হত্যা করে এবং তাহার কাঠের ও টীনের বাক্সাদি ভাঙ্গিয়া গহনা-পত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ফরিয়াদী পক্ষে মামলা দায়ের করেন।

———

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব

কলিকাতা কর্পোরেশন গত সোমবারের সভায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগদান করিবেন না এবং এ উৎসব সম্পর্কিত কোন কাজে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে কোনরূপ অর্থব্যয় করা হইবে না।

রাজ্যাভিষেকে যোগ না দিবার জন্য এবং কোনরূপ অর্থব্যয় না করিবার জন্য কাউন্সিলার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন, তাহা ৪৭ ভোটে কর্পোরেশন সভায় গৃহীত হয়। ২৩জন কাউন্সিলার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায়ও গত সোমবার কর্পোরেশনের উৎসবে যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সংবাদপত্রে রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত ৯ই মে সরকারী এক ইস্তাহারে প্রকাশ,—জাঞ্জিবারে প্রবাসী ভারতীয়দিগের অবস্থা সম্পর্কে এবং ক্লোভিং কমিশন কমিটীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ক্লোভিং কমিশন কমিটীর যাবতীয় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গোপন রহিয়াছে সুতরাং সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। এখনও সকল বিষয় ভারতগবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেছেন।

জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ

ইংলণ্ডের রাজার অভিষেক উৎসবে যোগদানের জন্য "কিউবা" নামক কিউবান একটি যুদ্ধজাহাজ লণ্ডন যাইতেছিল পথে ইংলিশ চ্যানেলে প্রবল কুয়াশার মধ্যে জাহাজটী একটি তৈলবাহী জাহাজের উপর গিয়া পড়ে। সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধ জাহাজটি জখম হইয়া যায়। তৈলবাহী জাহাজটি "পাকউনার" জন্য তৈল লইয়া আসিতেছিল যুদ্ধ জাহাজটি বোধহয় উৎসবে যাইতে পারিবে না।

——

লণ্ডনে গ্রেপ্তার

গত ৮ই মে রাত্রিতে ওয়েষ্টমিনিষ্টারের মধ্যে সোভিয়েট মার্কিণ সংবাদপত্র সম্পর্কে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সকলেই পুলিশ সংবাদের সাহায্য পাইয়াছে। উত্তরবেঙ্গী, বাঙ্গালা ও সাধারণ প্রভৃতি স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকদল সভা করিবার জন্য আসিয়াছে প্রকাশ, ৩৬ জন মহিলা পদত্যাগ করে, কিন্তু তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—
ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ১৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও ...স্কার
দীপিকা ১৲
৯ বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভাস্কাবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-দশক ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল সম্বন্ধ ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। মায়াবাদীর দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধামগ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ... প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। ... পরিক্রমা ৶০
৪৩। সাধনগুচ্ছ ৵০
৪৪। ... ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অঙ্কলন ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৵০
৬০। সাংবাদিনী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সাবাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭ ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং প্রতিভাপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

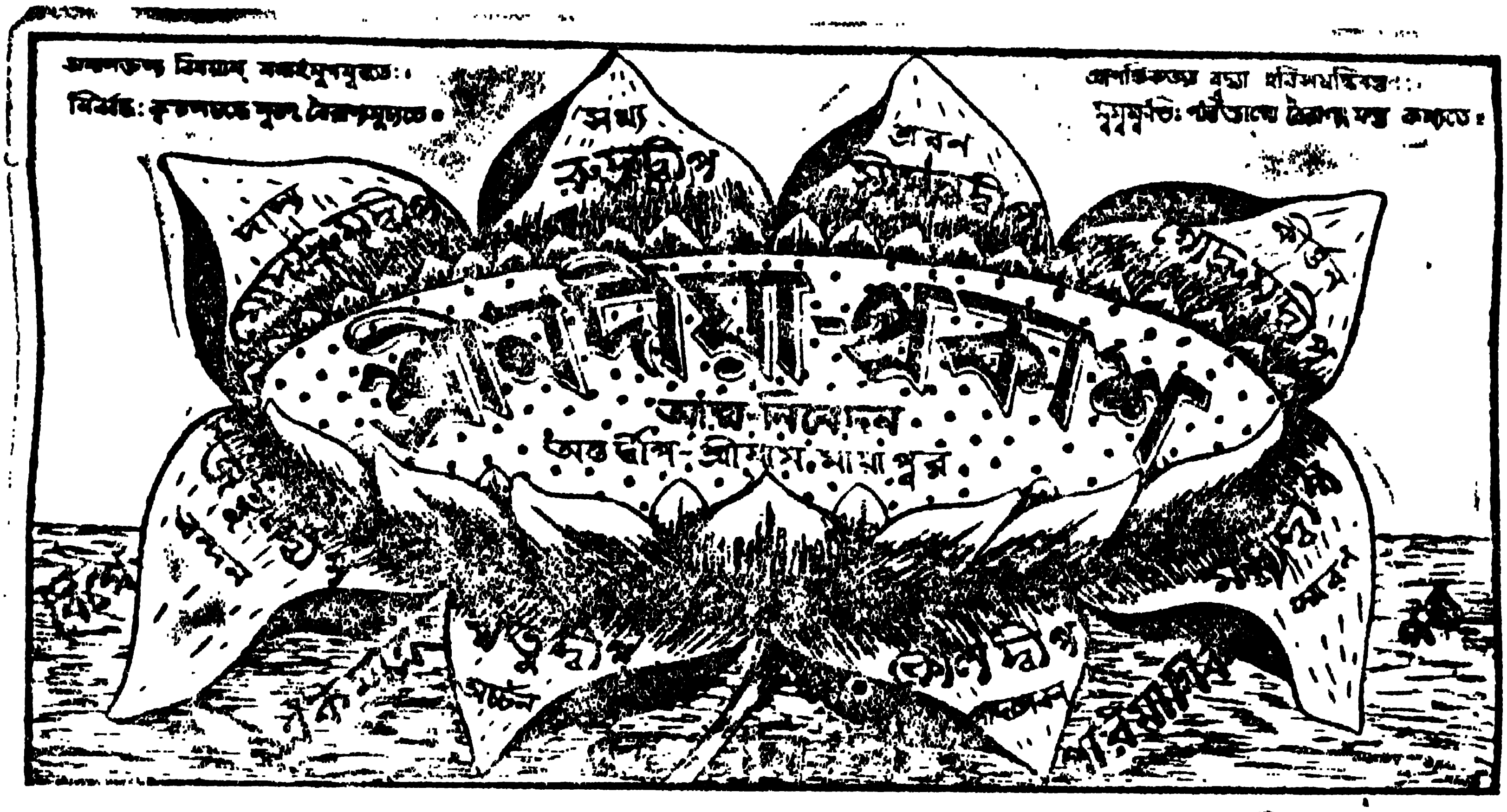

১২শ বর্ষ | মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৩১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই মে ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ৬৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে গত ৭ই মে শুক্রবার একাদশী তিথিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা" শ্লোকটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—স্বভাবতঃই কৃষ্ণ-বহির্মুখ বলিয়া গৃহব্রতদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না, এমনকি নিজে নিজে শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারাও তাহাদের মতি পরিবর্ত্তিত অর্থাৎ কৃষ্ণোন্মুখ হয় না। 'গৃহব্রত' বলিতে শুধু গৃহস্থাশ্রমীকেই বুঝিতে হইবে না। 'গৃহ' মানে শুধু মাটীর ঘর বা দালান কোঠা নহে, তাহার মানে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—অর্থাৎ things of enjoyment অথবা এক কথায় বলিতে গেলে ভোগোপকরণের ইন্ধনকেই গৃহ বলা যায়। কথিত আছে "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই গৃহ। এই প্রকার গৃহমেধিগণের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না।

তাহারা নিজকে ভোক্তা মনে করে, আর ভগবানকে তাহাদের কামনানলের একজন সুদক্ষ ইন্ধনসরবরাহকারী বলিয়া মনে করে। ভগবানকে তাহারা এইজন্য দয়াময় বলে যে, তিনি নয়নাভিরাম রূপ—জিহ্বা-তৃপ্তিকর রস—ঘ্রাণ-তর্পণপর গন্ধ—সুকোমল স্পর্শ—কর্ণশ্রুতিপ্রদ শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাহা ভোগ করিবার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও দিয়াছেন। আহা ভগবানের কী দয়া!

কিন্তু সাধু মহাজনদিগের দর্শন এইরূপ নহে। তাঁহারা ভগবানের দয়ার নিদর্শন দেখিতে পান—তাঁহার স্বাভাবিক চিন্ময় বিলাসপল্লীর মধ্যে—সংসার-কারাগারে বিমুখ জীবকুলের জন্য মায়ার দ্বারা শাস্তির ব্যবস্থার মধ্যে—মায়াবদ্ধ জীবের আনন্দকল্পে তাঁহার সপার্ষদ প্রকটলীলার মধ্যে।

কর্ম্মিগণ বিষ্ণুবিগ্রহের লীলা অস্বীকার করিয়া কৃষ্ণচরণে অপরাধী, আর জ্ঞানীরা 'সোহহং' বলিয়া নিজেকেই একমাত্র ভোক্তা মনে করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রাবণ কংস শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকলের সহিত সমান ক্ষমতাশালী না হইলেও অন্ততঃ ছোট খাট ভোক্তা হিসাবে আমরা অনেকেই আছি। এই প্রকার গৃহব্রতদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না।

পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদির মায়িক সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অর্থাৎ নশ্বর না ছাড়িয়া রঙের কাপড় পরিয়া মাথা মুড়াইয়া বা religious class attend করিয়া কিছুই হইবে না। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইতে পারিলে মঠে আসিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়া লালকাপড় পরিয়াও গৃহী। এইপ্রকার গৃহব্রতদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না।

পাটনায় প্রচার

গত ৩রা মে ২০শে বৈশাখ সোমবার পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সহরের উপকণ্ঠে গরদানীবাগ নামক স্থানে জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভগবান্ কপিলদেবের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে জীবকল্যাণার্থ মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ কপিলদেবের হরিবিমুখ বিষয়াসক্ত জীবকুলের কষ্টপ্রদ নরকাদি গতিলাভ ও নিষ্কপট শরণাগত ভগবদ্ভক্তের নিত্যানন্দপ্রদ ভগবৎপাদপদ্ম লাভ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

চয়ন

টাঙ্গাইলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য

(আনন্দবাজার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪)

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত অলোয়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরীর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ১১ই মে (১৯৩৭) মঙ্গলবার অলোয়া যাত্রা করিবেন। আচার্য্যদেব তথায় উক্ত ভূম্যধিকারী মহোদয়ের নবনির্ম্মিত ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে দিবসচতুষ্টয় অবস্থান করিবেন। প্রত্যহ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অলোয়ায়

(কেশরী, ১০ই মে, ১৯৩৭)

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অলোয়ার সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় মঠ-সেবক-সমভিব্যাহারে আগামী ১১ই মে অলোয়া যাত্রা করিবেন। আচার্য্যদেব উক্ত ভূম্যধিকারীর ভবনে দিবস-চতুষ্টয় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তন করিবেন। প্রত্যহ বিশিষ্ট ভক্ত-বৃন্দের বক্তৃতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যা পীঠের ছাত্রগণের পরীক্ষার ফল

কাব্যের উপাধি

১। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (২য় বিভাগ)

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের মধ্য

১। শ্রীঅমৃতানন্দ দাস (২য় বিভাগ)

ঐ আদ্য

১। শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী (২য় বিভাগ)

২। শ্রীনিত্যানন্দ দাস (২য় বিভাগ)

৩। শ্রীগোপীনন্দন গোস্বামী (২য় বিভাগ)

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সেখানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ নন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মধুসূদন, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪১

মহাপ্রসাদ

বৈষ্ণব-ভৃত্যানুভৃত্যগণ সকলেই কৃপা-প্রসাদ-ভিক্ষু। ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহই তাঁহাদের প্রার্থিতব্য বিষয়। মহাভাগবতগণ সমগ্র জগৎকে শ্রীভগবানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন! সমগ্র জগৎই তাঁহাদের নিকট প্রসাদ। ভগবদ্ভক্তগণই সমগ্র জগৎকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, অন্যের এ সামর্থ্য নাই। নিষ্কপট মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই ভগবদ্ভক্তের কৃপা বা প্রসাদ পাইবার জন্য লালায়িত। তবে কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, ইহা নির্ণয় করা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। ভগবানের প্রসাদ এবং সেই ভগবান্ যাঁহাদের সম্পত্তি সেই ভক্তগণের প্রসাদ উভয়ই আমাদের অত্যাবশ্যক। এই ভগবৎ-প্রসাদের নামই মহাপ্রসাদ আর ভক্তের প্রসাদই মহা-মহাপ্রসাদ বলিয়া কথিত।

এই মহাপ্রসাদ চেতন বস্তু, জাগতিক কোন বস্তুবিশেষ নহেন। এই মহাপ্রসাদ-সেবাফলে জীব প্রপঞ্চ জয় করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের এই ভুক্তাবশেষ বা মহাপ্রসাদ আমাদের ভাল না লাগিলে আমরা এ জগতের কাহারও প্রত্যাশী বা প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া অমেধ্যাদি গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইব। ভগবান্ যাঁহাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা কখনই প্রসাদ গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎ-প্রসাদ প্রদান করিবে এবং সদাচারী ও আভিজাত্যাভিমানী কর্ম্মজড়গণকে অনিবেদিত বস্তু, সামাজিক সম্মান ও অর্থাদি প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিবে।

"স্বজাতীয়ৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্
দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ
সমর্পয়েৎ॥"

(হরিভক্তিবিলাস)

আমরা বদ্ধজীব, বৈকুণ্ঠবস্তুতে আমাদের বিশ্বাস নাই। জড়সংসার আমাদের কেবল জড়েই প্রীতি, চেতনের কোন সন্ধানই আমরা রাখিতে চাহি না। আমরা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—মলিনচিত্ত ব্যক্তির বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হয় না। যথা—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥
যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত দুর্দৈবগ্রস্ত জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। ভগবদ্ভক্তের প্রতি অসূয়া করিলে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আনুগত্য করিলে আমরা অনায়াসেই ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারি। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ লভ্য হয়, আর হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না।

তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ। ইহা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ, আর ভক্ত-উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ জীবের প্রতি বিশেষ-বিশেষ অনুগ্রহ। কাহারও কাহারও মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইলেও বিশেষ সৌভাগ্যবান না হইলে মহামহাপ্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। ভক্তগণ ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা জানেন যে, ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু কঠিন হইলে বিষ্ঠা এবং তরল হইলে মূত্র নামে অভিহিত। ভক্তগণই ভগবান্‌কে খাওয়াইতে পারেন। আবার ভক্তমুখেই ভগবান্ ভোজন করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং
ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥"

(ব্রহ্মপুরাণ)

মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু। তিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন। তাহা অশুচি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলেও সমগ্র অশুচিগ্রস্ত জীবজাতিকে পবিত্র করিতে সমর্থ। কুক্কুরের মুখস্পর্শে ইহা অপবিত্র হইয়া যায় না, পতিতপাবন বস্তু পতিত-স্পর্শে কখনও পতিত হইয়া যান না। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এ কথা অনাদিকাল হইতে এখনও প্রচারিত ও প্রচলিত আছে

'কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥'

ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও ভগবৎ সেবা হয় না। সুতরাং ভক্তকে অসন্তুষ্ট করিয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভের চেষ্টা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা অনেক সময় নিজেকে ভক্ত বলি অথচ ভক্ত ব্যতীত অপর ব্যক্তির আনুগত্য করি, হরিসেবার প্রতিকূলাচরণগুলিকে সদাচার বলিয়া চালাইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করি। এই সকল ব্যক্তির বাক্‌চাতুর্য্যে ভুলিয়া ব্যক্তিগণ বিপথগামী হয়, ভগবৎপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়। আমরা যদি সেইসকল বঞ্চকের অনুগমন করি, তাহা হইলে আমরা কখনও ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব না, প্রপঞ্চ জয় হইবে না, পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কেবল কষ্টই পাইতে হইবে। ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিনটী আত্মার পুষ্টিকারক। এই তিনটি বস্তুর সেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়, শাস্ত্রবাক্য। ভক্ত কালিদাস ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়' ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ —এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হইতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস॥

শ্রীচৈতন্যদেব ও চৈতন্যভক্তের কৃপা হইলে কাহারও এই বিষয়বস্তুতে অবিশ্বাস থাকে না। শাস্ত্রে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শ্রীমহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং ইহার সম্মানের কালাকাল বিচার নাই। সেই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব ইহা প্রাপ্তিমাত্রেই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা
দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-
বিচারণা
ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

'মন্দিরে ভক্তি নির্দ্দেশ'

(শ্রীনীলিমা দেবী)

শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ আবৃত চিন্তামণিনিকর-রচিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শত সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। সেই গোবিন্দদেবের মন্দির দর্শন করিয়া নয়ন মনের চরিতার্থতা বিধানের জন্য কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ভ্রমণ করি। ভগবন্মন্দির দর্শন করিতে যাইয়া কখনও দেখি তড়িদালোকে আলোকিত সুউচ্চ চূড়া-সমন্বিত বিরাট সৌধ, কখনও ইট-কাঠ-পাথরে নির্ম্মিত স্তিমিত দীপশিখা-শোভিত ধ্বংসোন্মুখ (প্রাচুড়?) পুরাতন (?) প্রকোষ্ঠ, কখনও তৃণ আবরিত মৃৎকুটীর দেখিয়া ফিরিয়া আসি। মনে করি, প্রপঞ্চে যখন ভগবান্ আসিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই মায়া মিশাইয়া আসিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মন্দিরসমূহে এরূপ বৈষম্য দেখা যায়। কেহ বা বলেন, বস্তুতঃ মন্দিরাদি সকলই মায়িক বস্তু তবে সাধনার জন্য উহাতে ভগবদারোপ প্রয়োজন—ইত্যাদি, চরমে সকলই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণাতেই লীন হইবে।

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, পরম সবিশেষবস্তু পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতীতিকে স্বীয় পদনখ-শোভায় ধিক্কৃত করিয়া আপনাকে অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ, পরতত্ত্বরূপে জীবের হৃদয়ে উদিত করান। নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং ভগবান্ এবং

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তাঁহার প্রকাশরূপ সকলেই নিত্য অভিন্ন-স্বরূপে বিরাজিত। শ্রীভগবদ্ধাম বা শ্রীভগবানের আরাম অর্থাৎ বাসস্থলী ভগবল্লীলার অন্তর্গত।

ভগবান্ বাদরায়ণি অধোক্ষজ ভগবানের গুণবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥"

শ্রীহরি নির্গুণ বস্তু। শ্রীহরির অবতারসমূহও নির্গুণ। শ্রীহরির অর্চাবতার শ্রীহরি হইতে অভিন্ন। অবিকারী বস্তুর সহিত বিকারী বস্তুর সংযোগ কখনই সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবত "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" এই বাক্যদ্বারা অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবদর্চাবিগ্রহে শিলা প্রভৃতি জ্ঞানরূপ পাষণ্ডতাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন। নাম, রূপ, গুণাদি-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীভগবান্ যোগমায়াশ্রয়ে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন পরন্তু প্রপঞ্চকে আশ্রয় করিয়া উদিত হন না। শ্রীভগবানের মন্দিরের বাহিরে জগৎ অবস্থিত হইলেও শ্রীমন্দির জগতের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বা জগতের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। ভগবন্মন্দির শ্রীবিগ্রহ হইতে ভিন্ন নহেন—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। জড়ীয় বিচারের ভালমন্দ বা কুণ্ঠাদগ্ধ তাহাতে আরোপ করিতে যাওয়া নারকীয় বুদ্ধি মাত্র। শ্রীভগবান তাঁহা হইতে অভিন্ন ভগবন্নিকেতনের কথা বলিয়াছেন

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, দ্যূত অর্থাৎ অক্ষাদি ক্রীড়ার স্থান তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন গুণাতীত বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীভগবন্নিকেতনের বাহিরে সকল স্থানই উক্ত গুণত্রয়ের আশ্রিত। কিন্তু সেজন্য শ্রীভগবন্নিকেতনকে উহাদের সমপর্যায়ে বা সমভূমিকায় অবস্থিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট মনে করিতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হইবে।

ভগবান অর্চ্চারূপে জগতের জীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত হন। নামী ভগবান হইতে অভিন্ন শ্রীনামও শব্দব্রহ্ম এবং অক্ষরার্চ্চারূপে জগতে প্রকটিত। শ্রীগুরুদেব বা ভগবৎপ্রেষ্ঠগণের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীভগবানের রূপ-গুণ লীলা-কথা বর্ণন সকলই শব্দব্রহ্ম এবং যখন তিনি অক্ষরে সম্পুটিত হন তখন অক্ষরার্চ্চারূপে স্বপ্রকাশিত হন। শ্রীনামের সেবা মানবের বহু সুকৃতির ফলে লাভ হয়। যাঁহারা শত জন্ম ধরিয়া সেবাপরাধশূন্য হইয়া অর্চ্চন করিয়াছেন তাঁহাদের মুখেই শ্রীহরিনাম উদিত হন। শ্রীহরিনামাশ্রয়াভিলাষে অর্চ্চন করিলেই শুদ্ধার্চ্চন হয়। সেবোন্মুখ জিহ্বা শব্দব্রহ্মের নিকেতন। সাধক কনিষ্ঠাধিকার হইতে মধ্যমাধিকারে উন্নীত হন ভক্ত-ভাগবতের সেবাদ্বারা। ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দ সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। ভক্তদেহ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় মন্দির। যেখানে ভক্তভাগবতের সেবার আবাহন হয় না, তাহা ভগবন্নিকেতন নহে। আপাতদৃষ্টিতে ভক্তবিদ্বেষগণকে ভগবন্নিকেতনে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অতি সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে শ্রীভগবন্মন্দির হইতে বহু শত যোজন দূরে অবস্থিত জানিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রদ্ধা দৃঢ় না হওয়ায় ভগবানের জঙ্গম নিকেতন অপ্রাকৃত চিন্ময় ভক্তদেহ মন্দিরের প্রতি তাঁহার আদর নিষ্ঠা স্থাপিত হয় না। তিনি যদি কোন রূপে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার ভগবদারাধনা কেবল পাষণ্ডতার অভিব্যক্তি মাত্র। মধ্যমাধিকারের পথে অগ্রসর হইতে গিয়া যদি তিনি "নাম বিগ্রহ স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন 'চিদানন্দরূপ'" এই শ্লোক মুখে আওড়াইয়াও আপন হৃদয়মন্দিরে এ তিন চিদানন্দরূপের স্ফূর্ত্তির জন্য ভক্তভাগবতের চরণ একান্ত আশ্রয় না করেন তাহা হইলে জড়ীয় দম্ভ অহঙ্কারমূলে বাহিরে 'ভক্তকাচ' কাচিলেও অন্তরে আশ্রিত-বিদ্বেষী নির্বিশেষপর হইতে হয়। ভক্তগণ যেখানে বাস করেন তাহাই ভগবন্নিকেতন। সেই স্থানে গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় বলিয়া নাম, ধাম ও পরিকরের সহিত কৃষ্ণ বিরাজমান থাকেন। সে বৃন্দাবনে আনের অর্থাৎ মায়ার স্থান কোথায়? শ্রীভাগবত গ্রন্থ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ। গ্রন্থের কলেবরই ভাগবতরূপী কৃষ্ণের নিকেতন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, শ্রীগোস্বামিপাদগণের উপদেশে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও কেবলমাত্র শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন অপেক্ষা শ্রীনামভজনের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন। যেখানে নামের অনুশীলন হয় তাহাই ভগবন্মন্দির। ভগবন্মন্দির অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার—সেখানে আশ্রয়বিগ্রহের অনুকূল বিষয়বিগ্রহের অনুশীলন হয়। একমাত্র সংকীর্ত্তন দ্বারাই অনুকূলার কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন সম্ভব। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—ভগবন্নিকেতনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে বহু সেবোন্মুখী জিহ্বা একত্রে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবার জন্যই জগজ্জীবকে উপদেশ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হরিনামামৃতোক্ত 'সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন' এই মুখ্য সাধন-পঞ্চকের বিচারে বলিয়াছেন—"এই শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে নামভজনই সর্ব্বমঙ্গল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন-ফলে জীব হরিসংকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা করেন, অঙ্গের দ্বারা জীব সংকীর্ত্তন করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত করেন।"

ভক্তসেবা বাদ দিলে শ্রীবিগ্রহের সেবা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ভক্তের বাণীসেবা বাদ দিয়া ভক্তসেবার অভিমানও বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগোবিন্দের মহাপ্রভুর সেবকগণ কৃষ্ণনামের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ কৃষ্ণনামাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গেরও সেবাই করিয়াছেন শব্দব্রহ্মের অঙ্গকক্ষ—ব্যাপারেরই শ্রীগুরুদেবের আচার্যলীলা। এই আচার্যলীলার সহায়করূপে তাঁহার বাণীর আনুগত্য। তাঁহার বপুসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে মঙ্গল—নিত্য বস্তুর বপু ও বাণীতে পরতত্ত্বের বিচারে সম্বিৎ [illegible] অধিষ্ঠান সম্বিতের উৎস সন্ধিনী-শক্তি ই হ্লাদিনী। যেখানে হ্লাদিনীর অবতার নাই সেখানে ভক্তের বপুসেবা বা শ্রীবিগ্রহের সেবা কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। বাণী বৈভবই শ্রীগুরুদেবের লীলা। যেখানে বাণীর পূর্ণানুশীলন নাই তথায় বপুসেবার অভিনয়ে নিজ স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির চরিতার্থতামাত্রই সম্পাদিত হয়। "The Vedanta its Morphology and Ontology"তে শব্দই একমাত্র পরমার্থপথের পথপ্রদর্শকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "Our initiative faculty shows an unlimited scope to our whims but those are of no use, if such whimsical orders are not carried out by the Transcendental Authority for reasons best known to Him". অন্য স্থানেও লিখিয়াছেন—"Sound will bring us to the

শ্রীবাসুদেবেরই বা সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ। শ্রীবাসুদেব কখনও পৃথক থাকেন না। যিনি তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদা শব্দব্রহ্মের অনুশীলনে নিযুক্ত [illegible] অক্ষরার্চ্চার অর্চ্চন প্রকট করেন তাঁহার শব্দ সম্বন্ধের নিত্য [illegible] স্থলী। তাহাতেই আচার্য্যের স্বপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার হৃদয়বিহারীর সেবাই করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিত্যসমাধিযোগে যে পূর্ণপুরুষকে নিজান্তর্ন্তরে দর্শন করেন,—তাঁহাকেই নিখিল জীবাত্মার নয়নগোচরীভূত শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট করেন। শ্রীগুরুদেবের মনই বৃন্দাবন। শ্রীগুরুদেবের চিত্ত বৃন্দাবনবিহারীর বিহারস্থলী, তাহাই সমষ্টি কীর্ত্তনরূপে প্রকটিত হয়। জীবের ধারণাকল্পিত মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ নহেন পরন্তু তাহা পুতুল মাত্র। গোলোক, অন্তরা, প্রবিকেন্দ্রীয় কৃষ্ণ বা অন্যক চিত্তের কৃষ্ণ এবং ভক্তের প্রাণনাথ কৃষ্ণ সকলই এক নহে। শ্রীমন্দিরে [illegible] মধুর স্থান বা [illegible] ভক্তগণের [illegible] প্রীতির আনুষঙ্গিক [illegible] নহেন। শ্রীমন্দির মানব ধারণার অতীত [illegible]। ভগবন্মন্দির শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। যেখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীবিগ্রহরূপে বিলাস করেন সেস্থান মায়াবদ্ধ জীবের জড়-ইন্দ্রিয় দূরে থাক, বিশ্বের নিমিত্ত কারণ [illegible] বা [illegible] মূলতত্ত্ব মহৎসত্ত্ব [illegible] প্রকটিত হন না। ভগবন্নিকেতন মূলসঙ্কর্ষণের [illegible] কার্য [illegible]; তাঁহার প্রতি অনুগমনমাত্র।

[illegible] এই মন্দিরে [illegible] কোথাও নাই। শ্রীগুরুদেবের ভিন্ন প্রকাশের [illegible] দর্শন না করিলে ভগবন্নিকেতন আর [illegible] রূপে প্রতিভাত হন না—ভগবন্নিকেতনরূপেই দৃষ্ট হয়। তখন এ মন্দির মস্জিদ বা গোনারিটি প্রভৃতি [illegible] মন্দির [illegible] কিম্বা অন্য একটি মানব মাটির কুটীর মাত্র [illegible]। তখন কখনও [illegible] কারিগর আনিয়া [illegible] প্রস্তর [illegible] দ্বারা না স্বর্ণের [illegible] দ্বারা [illegible] মন্দিরকে গড়িয়া বানাইয়া [illegible] যে মন্দির [illegible] তাঁহাকেই দেখে আমরা [illegible]। শ্রীরাধা-সহিত নীল গোবিন্দদেব [illegible] প্রেমালী-[illegible] পরিবৃত হইয়া [illegible] দিবা-রত্নাগারে নিত্য বিরাজমান। তাঁহাকে কথা হইতে আনয়ন ইট, কাঠ, মাটী, পাথর, সোনা, হীরা—যাহা কেবল মাটির বিকার মাত্র তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিব—ইহা নির্বিশেষ বিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা [illegible] প্রকটিত করেন—ইট, কাঠ, সোনা, মাটী, পাথর [illegible] নহে। [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবানের সম্বন্ধ বুঝিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া দেখি যে তাহার সৌন্দর্য্যের [illegible]। [illegible] উন্নত [illegible] কামনাতীব সম্বন্ধের [illegible] ইট, কাঠ, মাটী, পাথর বা সোনায় [illegible] আছে, কিন্তু [illegible] মনে হয় [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] নিক্ষেপ [illegible] উপাদের বলিয়া [illegible] কিন্তু অভক্ত-[illegible] ইট কাঠ সোনা হীরার মূল্য পরমার্থ-বিচারে অন্ধ-কপর্দ্দকও নয়। (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] [illegible], [illegible], কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]।

রক্ষক — শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রী[illegible] ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible] [illegible]অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভবতারণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

ছাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জম্বুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দ্বাদশ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা — শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ বক্রনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভজন-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্পদ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সদ্বৈদ্য পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগৌরকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রীসংবেশনাথ অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহা মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ,

(২৪) গোপালজীউর মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) পল্লী গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমদ্ভেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড় [illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহেরব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি এল

২৭। গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) কামাখ্যা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চৈতক, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অক্ল্যাণ্ড রোড, দার্জিলিং

রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবপ [illegible], গয়া

রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রাধাস্যামানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়পাঠশালা

রক্ষক — শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

দ্বিজন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেরগড়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং নং ৭

রক্ষক — শ্রীঅধিষ্ঠান ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রীপ্রণবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথদেবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ,

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

৬০। অমাধ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাধ, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মারার গার্ডেন্স, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭. লণ্ডন।

টেলি— "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রীসাম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তপঞ্চপাতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রাজখানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৷d০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬d০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৭৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৮৷৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
সভরেণ	২২৷৹১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আগেরে—	৩৪৷৶০
নিম্নতম—	৩৪d৶০
উচ্চতম —	৩৫৷৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷৴০—৬৷০
প্যাকেহেন ঐ	৫d৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৶০
সুজী	৫d৶০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৶০—৫d০
আটা নং (২	৪d৶—৫৲
টা (এল)	৪d৴০—৪d৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৶০
আটা নং (৩)	৩d৶০—৪
পোলাউ	১৷৷৶০—১d০
ভুষি	১৷৷৶—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অওরা	৫৬৲
কামদীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷০

পাতিরাম

তাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১d০

সুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুবনিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ ভাঘা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাণের সাথ	
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪d০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲ ৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭d৶০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—d০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা রিভেট কাটা মণ	৪৷০—৫৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩৷৷০
টিন পাটী, বোলটু গরাদে	৮d০—১০৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
	রড ৯৷০—১৪৲

ষ্টঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

পেটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪d০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ পাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

[illegible] রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] জ্বর কাটাতে উত্তম সাধক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতি লাইনে প্রতি সাইজে ॥০	।৶০	।০০	।০
" " ইঞ্চি ২০	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	[illegible]
এক কলম ১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিন্ন মূল্য।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, [illegible] কার্ডিং এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

পোঃ ...
দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরীপালক শ্রীমন্মহাপ্রভুর-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা ১৩৪৪, ১৫ই মে, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৬৫]

বিবিধ সংবাদ

—:(•):(•):(•):—

সোনিয়া মারুতি সত্যাগ্রহে এতাবৎ ৮০০ জন গ্রেপ্তার

গত ১১ই মে সোনিয়া মারুতি মন্দির সত্যাগ্রহের ১৭শ দিবস। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিবস প্রায় ১০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "মারহাট্টা"র সম্পাদক মিঃ জি, ভি, কেটকার, মিঃ চৌন্দ রাজ, মিঃ আর এন মাণ্ডলিক এম-এল-এ, "কেশরী"র সহকারী সম্পাদক মিঃ ডি দিবাকর ও মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন কাউন্সিলার আছেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভের হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৮০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীদের প্রতি বঙ্গীয় বর্ণাশ্রমসঙ্ঘ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সোনিয়া মারুতি মন্দির সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা ১৭ই মে পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে সরকারী অনুকম্পা

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, কে সেন মেদিনীপুর, খড়্গপুর, ঘাটাল ও তমলুকের উপর হইতে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গত ১১ই মে মধ্যরাত্রি হইতে সান্ধ্য আইন, পরিচয়পত্র রাখার ব্যবস্থা ও বাইসিকেল চালনা সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। নির্দ্দেশ কিন্তু মেদিনীপুর সহরের নিষিদ্ধ অঞ্চলসমূহের রাস্তাগুলি সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না। মেদিনীপুর, ঘাটাল ও তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির সীমা মধ্যে ... কাঁথি সহরে আসা যাওয়া সম্পর্কে পুলিশে খবর দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও ১৭ই মে তারিখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৫ই মে তারিখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আগামী কংগ্রেসের স্থান মনোনীত

"গুজরাট সমাচারে"র বারদোলীর সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গান্ধীজী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাদেব দেশাই সমভিব্যাহারে আগামী কংগ্রেসের স্থান নির্ব্বাচনের জন্য বারদোলী তালুকের সৈদলা, হরিপুরা ও আভা গ্রাম পরিদর্শন করেন। উঁহারা ঐ বিষয়ে বারদোলী তালুকের কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে তাঁহারা পৌঁছেন নাই। তবে জানা গিয়াছে, হরিপুরা গ্রামই আগামী কংগ্রেসের স্থান হিসাবে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হইয়াছে। টিথল হইতে এ বিষয়ে সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

আই, এ আই, এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম ১০টী করিয়া ছাত্রের নাম

১৯৩৭ সালে ৩৩৫৯ জন ছাত্র আই এস-সি পরীক্ষা দেয়; তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭৫০, দ্বিতীয় বিভাগে ৮৮১, তৃতীয় বিভাগে ২০৪, এক বিষয়ে ২৯, দুই বিষয়ে ২ জন এবং তিন বিষয়ে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইবার শতকরা ৫৫'৭ জন ছাত্র আই-এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসরের উত্তীর্ণের হার ছিল ৫৯'২।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম দশটী স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে:—

১। কুমুদ নাথ চৌধুরী (রিপন কলেজ), ২। শৈলেন্দ্র কুমার সেন (প্রেসিডেন্সী), ৩। মনীষী মোহন সেন ঐ, ৪। নির্ম্মল কুমার রায় ঐ, ৫। সুনীলকান্তি সেন (সেণ্ট জেভিয়ারস্), ৬। খগেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক (সেণ্ট পলস্), ৭। হরিভূষণ ভড় (স্কটিশ চার্চ), ৮। রামপ্রসাদ গাঙ্গুলী (প্রেসিডেন্সী), ৯। সুকুমার চৌধুরী (সেণ্ট পলস্), ১০। কুমুদকান্ত রায় (প্রেসিডেন্সী),

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ আই, এ, পরীক্ষায় প্রথম দশটী স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ:—

১। প্রভাতকুমার ঘোষ (রিপন কলেজ), ২। মহম্মদ লুৎফর রহমান (সেণ্ট পলস্), ৩। রামচন্দ্র মুখার্জ্জি (প্রেসিডেন্সী), ৪। ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ময়মনসিংহ, আনন্দমোহন কলেজ) ৫। বিভাকর ভট্টাচার্য্য (ময়মনসিংহ, আনন্দমোহন কলেজ), ৬। সুনীলকুমার মুখার্জ্জি (বিদ্যাসাগর), ৭। নির্ম্মলকুমার বসু (আশুতোষ কলেজ), ৮। সিতাংশু মৈত্র (রিপন), ৯। মলয়কুমার ভাদুকদার (প্রেসিডেন্সী), ১০। কপিল চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট পলস্)।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস ও মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় পরিষদে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা পূরণ করার জন্য উপনির্ব্বাচন হইবে। ১৮ই মে তারিখের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে। আসাম মুসলমান কেন্দ্রের নির্ব্বাচন ২৮শে জুন হইবে।

অ মুসলমান কেন্দ্রে নির্ব্বাচন নিম্নোক্ত তারিখে হইবে:—

করিমগঞ্জ ও শিলংয়ে ১২ই জুন, কাছাড় ও সুনামগঞ্জে ১৪ই জুন, দক্ষিণ শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও শ্রীহট্ট সদরে ১৫ই জুন।

বোম্বাই মন্ত্রীদের কার্য্যসূচী

বোম্বায়ের মন্ত্রিমণ্ডলী কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের যে কার্য্যপন্থা ঘোষণা করিয়াছেন উহা ঠিকভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইলে এক বৎসরের কার্য্যের জন্য ১২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে; তন্মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক ৪১ লক্ষ, ভূমি রাজস্ব খাতে ২৪ লক্ষ, অরণ্য বিভাগ সম্পর্কে ৫ লক্ষ, মাদকদ্রব্যাদি নিবারণ খাতে ৩০ লক্ষ, চিকিৎসাব্যবস্থাদি খাতে ১০ লক্ষ, পল্লী অঞ্চলে জলসরবরাহ ৫ লক্ষ, কুটীরশিল্প, কৃষি ও পল্লী অঞ্চলে রাস্তাদি নির্ম্মাণ খাতে ১০ লক্ষ, মোট ১২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। এই ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত আয়ের উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে বিবেচনা চলিতেছে। মন্ত্রিমণ্ডলী আশা করেন যে এই কার্য্যপন্থা তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। জনগণের সর্ব্ববিধ উন্নতিবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী তাহাদের কার্য্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিবেন; এজন্য মন্ত্রিমণ্ডলী সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

কলিকাতার মেয়র সম্বর্দ্ধিত

গত রবিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের শিব মন্দিরে কলিকাতা জৈনগণ মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে ... পাঞ্জাবী ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত ... পাঠ করেন। ... মানপত্র মেয়রকে প্রদান করা হয়।

মেয়র উত্তর দিতে উঠিয়া বলেন,—তিনি তাঁহার পূর্ব্বসূরিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন। এই উপলক্ষে মেয়র ধর্ম্মশালা পরিদর্শন করেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড— ৩য় খণ্ড—৸০
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
ক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। কীর্ত্তন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মু[illegible] গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] /
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড আনয্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিস ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৶০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় [illegible] একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে এক নূতন ও বিরাট আদর্শ ও ভারতীয় বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকারের ও গ্রন্থ-[illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

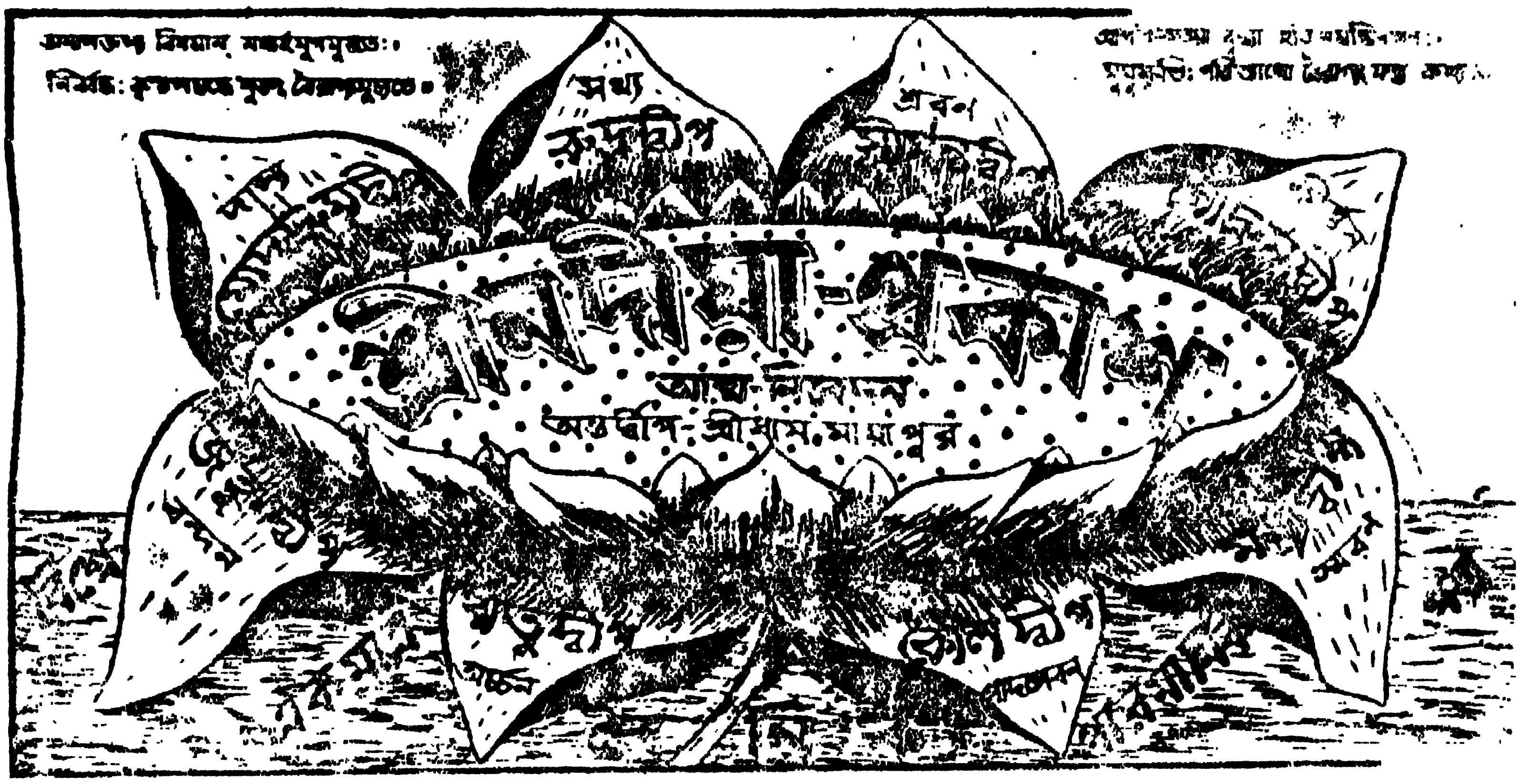

১০শ বর্ষ { ২০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই মে ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::(::)::—

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা

গত ১০ই মে সোমবার পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অভিনবগঠিত নাটমন্দিরে সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মিলনের প্রস্তাব প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকালে স্বামীজী "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" প্রথমে এই শ্লোকটী উল্লেখ করিয়া ভজনোন্মুখ কাহারা, বিষয়ের সহিত কিরূপ ব্যবহারের দ্বারা জীব বিষয়ী হয় এবং এই বিষয়ী কাহারা, বিষয়ের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রকৃত বিষয়ী, নিষ্কিঞ্চন কাহারা, তাঁহাদের আচরণ কিরূপ, সংসার সমুদ্রসদৃশ কেন, যোষিতের প্রকৃত অর্থ কি ও যোষিৎসঙ্গের পরিণাম কি, সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তের নিকট স্বর্গলোক, মোক্ষ বা নিরয়ের অবস্থায় প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না এবং ভক্তের সঙ্গফলে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।" "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্", "দুরাপা হ্যল্পতপসঃ" প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়া ভগবানের সেবা হইতেও যে ভক্তের সেবার অধিক মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। স্বামীজীর পাঠ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

আচার্য্যের অভ্যুদয়ে সাময়িক পত্রসমূহ

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ের দশমাধস্তনাশ্রয়বর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরের গত গৌরপূর্ণিমাবাসরে আচার্য্যলীলা প্রকাশ সম্পর্কীয় সংবাদ ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা বিভিন্নভাষায় প্রকাশ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকা, 'দৈনিক বসুমতী', 'কেশরী', 'বন্দেমাতরম্', 'অমৃতবাজার'-পত্রিকা, 'য়্যাড্ভান্স', ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'স্বায়ত্তশাসন' পত্রিকা, কটক হইতে প্রকাশিত 'উৎকল দীপিকা,' এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'দি লিডার' এবং দিল্লী হইতে 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' প্রভৃতি পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তন্মধ্যে 'কেশরী' ও 'দি লিডার'-পত্রিকা আচার্য্যদেবের আলেখ্য সহ এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

—

শ্রীধাম-মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিসের উদ্বোধন-কার্য্য গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৩৭) সম্পাদিত হইয়াছে। এ সংবাদও বিভিন্ন পত্রিকা-সমূহে প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

চয়ন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য

(কেশরী, ২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার স্থলে তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন ও মহামহোপদেশক শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন

—

মন্দিরকেতনং নির্গুণম্

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভগবন্মন্দিরকেতন। সেইখানেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ভক্তের নয়নানন্দবর্দ্ধক শ্রীমূর্ত্তিতে বিরাজমান। সেই শুদ্ধ মন্দির বিগ্রহ কখনও নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করিয়া লোকলোচনে প্রকাশিত হন, আবার কখনও হন না। কেবল অপ্রাকৃত সেবায় ভক্তির সংশয় থাকিলেও যেরূপ তাঁহার ভক্ত সেবা দ্বারা কোন সংশয় থাকে না সেইরূপ যেখানে আম্নায়-পরম্পরাগত ভগবদ্বাণীর আচারময় সেবাকারী ভক্ত থাকেন সেইস্থান ভগবন্মন্দিরকেতন সন্দেহ নাই—যেস্থানে ভক্ত নাই সেস্থানে শ্রীবিগ্রহ ভগবানের অবস্থান কোথায়?

ভগবন্মন্দিরকেতনে বাস না করিলে নির্গুণ ভগবানের সাক্ষাৎ হয় না। ভগবানের আবাসস্থলীতে অপ্রাকৃত ভক্তবৃন্দগণ বাস করেন। তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয় ও ভজন করিলে ভজনকারী ভক্তও নির্গুণ হন। শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাপ্রভু—মহাবদান্য। শ্রীগীতভাগবত— স্বরূপ-রূপ-বিনোদ বাণীর সিদ্ধান্ত-সঙ্কলন ভুবনে মহাতীর্থে উক্ত রূপ বিতরণকারী শব্দ। তথায় সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ, অহর্নিশ গান, ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম্ম, বিবাদ, কোলাহল নাই; বেদান্তের শ্রীনাম ও তদনুরূপ উচ্চ বৈদিকভাষা ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হয়। আশ্রয়বিগ্রহের সেবার এই অনুকূলাবস্থাই চরম পারিতব বিষয়। কীর্ত্তন দ্বারাই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং কীর্ত্তনই কৃষ্ণসেবানন্দ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করাইয়া থাকেন। কীর্ত্তনই নিখিল মঙ্গল করিয়া কীর্ত্তনকারীর মনোভিলাষপূরণ করে এবং কীর্ত্তনই ভগবৎসেবাপরায়ণগণের একমাত্র কর্ত্তা। সেই স্বরূপ ও গৌরপরিকরগণের নিত্যসেবক ভগবন্মন্দিরকেতন ব্রজপথিকগণের নিত্য ধামস্বরূপ বস্তু।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং
পরং ধীমহি।"

—

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"অপ্রাকৃত শব্দকে নাচন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লে সেখানে শব্দ শব্দী হ'তে পৃথক্ ন[য়]। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ [illegible]

ভগবদ্দর্শন

শ্রীভগবান অধোক্ষজ বস্তু। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এই অধোক্ষজের [illegible] নিত্য সেবা ও নিত্য-বিলাসের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ভোক্তা বা সেব্য-[illegible], তিনি সকল দেবতা, সকল মানব, পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা—এক কথায় [illegible] একমাত্র [illegible]; [illegible], বৈকল্য, অপ্রাপ্য [illegible] প্রকারে তিনি আমাদের নিকট [illegible] হন। তিনি কাহারও ক্রীত বা [illegible] বস্তু নহেন। তিনি [illegible], জীবের [illegible] বস্তু নহেন [illegible]। অনেকের ধারণা—[illegible] করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] নয়। জীব নিত্য [illegible]। তটস্থ শক্তি হইতে ইহার প্রকাশ হইয়াছে। জলও নয়, স্থলও নয়—এইরূপ [illegible] তট; এই তটে কেহই অবস্থান করিতে [illegible] না। হয় জলে, না হয় স্থলে—[illegible] অর্থাৎ পরক্ষণেই জীবকে যাইতেই হইবে। এইরূপ অবস্থান হইতে জীবের উৎপত্তি। [illegible]বিমুখতা ও সেবোন্মুখতা উভয়শক্তি [illegible] আছে বলিয়া ইহাকে জীবের ধর্ম। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের সেবক বলিয়া সেবাই তাঁহার নিত্য-ধর্ম। চেতনের ধর্মই স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা, সুতরাং জীব কৃষ্ণ[illegible] হইলেই যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখনই তাহার কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে। আবার সাধু-গুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ হইলে জীব স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের সেবা করিবার সৌভাগ্য পায়। ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সমস্ত অতিক্রম করিয়া সর্বক্ষণ থাকিতে পারেন বলিয়াই তিনি অধোক্ষজ। তিনি কৃপাপূর্বক নিজে দর্শন না দিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন তখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হন। সুতরাং তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়, তাঁহাকে তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জানা যায় না, তাঁহাকে নিজ চেষ্টাদ্বারা জানিতে না গিয়া তৎকৃপার প্রতি নির্ভর করাই উচিত নহে কি? আমরা যদি তাঁহাকে জানিতে বা মাপিতেই পারিব তাহা হইলে তিনি সেব্য বা প্রভু কেন? প্রভু ত' মাপার বস্তু নন, তিনি ত' সেব্য। সেব্য বা প্রভুই ত' [illegible] থাকিতে পারেন, এ সমস্ত ত' তাঁহারই এক চেষ্টা। তবে মাপামাপি গ্রহণে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? আর যাহাকে জানিয়া লইতে পারি সে ত' আমার চাকর। ভগবান ত' সেরূপ ধরণের কোন বস্তু নন।

বদ্ধজীব আমরা প্রায় সকলেই সর্বক্ষণই [illegible]। দেখিতে পাই আর নাই পাই, ঠিক আর [illegible] একবার দেখা চাই। [illegible] বিচার মাপামাপির চাল, কিন্তু মাপামাপির বাহিরে তাহা চাহিবে কি কারণে? কিন্তু বুঝি [illegible] কে? এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি, কোন [illegible] আমাদের [illegible] হয় [illegible] যদি বাস্তবিক [illegible] তাহা হইলে এরূপ দুর্দশা আর থাকিবে না।

[illegible]

[illegible] যায়
পার [illegible]
[illegible]
[illegible] এক মনের ধারা
[illegible] না। সেবোন্মুখ
কর্ণ ও সেবোন্মুখ [illegible]
উদিত হইয়া থাকে।

[illegible] হইতে সেবোন্মুখের [illegible]। আমরা সেবোন্মুখ না [illegible] ভগবানের শ্রীমূর্তি [illegible] চক্ষে দেখিতে [illegible] করিয়া থাকি বঞ্চিতই হই। তিনি ত' দৃশ্য বস্তু নহেন যে, তাঁহাকে আমরা দেখিয়া লইব। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা, তিনি দয়া করিয়া যদি আমাদিগকে দর্শন দান করেন এবং আমরাও যদি তাঁহার দর্শন বা সেবার উপযোগী হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারি তবেই তাঁহার দর্শন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই শ্রৌত-পথ ছাড়িয়া যদি আমরা শ্রীবিগ্রহকে ভোগ্য জ্ঞান করি, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, অপরাধ-ক্ষালনের জন্য বা তাঁহাকে ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান করিয়া দর্শন করিতে যাই, অথবা অযোগ্য তত্ত্ববিচারে তাঁহার নিকট না যাই, তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্যই যদি আমাদের তৎসমীপে গমন না হয়, এক কথায় সেবাবাঞ্ছা ব্যতীত যদি অন্য কোনও বাসনা লইয়া আমরা প্রভু ভগবানের নিকট যাই তবে তিনি আমাদের মলিন চিত্ত দেখিয়া দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে দর্শন না করিতেও পারেন। সেইজন্য নিষ্কপট হইয়া তাঁহার নিকট যাওয়াই ভাল। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইলে আমাদের এই পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

চেতন জীব এখন খুব দুর্বল। হরিকথাই [illegible] পুষ্টিকারক খাদ্য। [illegible] কর্ণ দ্বারা যদি আমরা সাধু-গুরুর নিকট হইতে আদরের সহিত আত্মমঙ্গলকর হরিকথামৃত পান করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি স্বতঃই উদিত হয়। ইহার অভাব না [illegible], ইহাতে [illegible] যেখানে সেইখানেই [illegible], সেইখানেই বদ্ধতা এবং সেইখানেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। না থাকিলে কি দেখে বল হয়? তবে এ [illegible] দর্শন কর্ণের দ্বারা। শ্রবণাগ্রহেই [illegible] সুদর্শন লাভ হয়। তখনই জীব সাধু-বৈষ্ণব-কৃপায় কৃতকৃতার্থ হয়। এ দর্শন প্রাকৃত দর্শন নহে, এ দর্শন অপ্রাকৃত। এই দর্শন জড়-জগতের ন্যায় সম্ভোগ নহে, ইহা সেবারই দ্যোতক। সেবোন্মুখ কর্ণ, সেবোন্মুখ জিহ্বাদি দ্বারাই এ দর্শন সম্ভব হয়। এই দর্শনই ভজন।

যুগাবতার

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা)

যখন অসজ্জনদিগের জড়ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া সনাতনধর্মের গ্লানি আনয়ন করে, তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধাম ও পরিকরগণসহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ধর্মের কণ্টকসমূহ দূর করিয়া দেন। সাধুগণের রক্ষা দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং সনাতনধর্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অনন্তরূপে প্রকটিত করিয়া অনন্তবৈকুণ্ঠসমূহে চিন্ময়লীলা প্রকাশ করেন। স্বয়ংরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন লীলাবিলাসের জন্য তিন অংশে প্রকটিত হন—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। এই তদেকাত্মরূপ দুই প্রকার—বিলাস ও স্বাংশ। অবতারসমূহ স্বাংশ হইতেই আবির্ভূত হন। স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবই যাবতীয় অবতারের প্রকটকারী। অবতার ছয় প্রকার—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও যুগাবতার। ইহার মধ্যে পুরুষাবতারত্রয় নিত্যকাল ব্রহ্মাণ্ডের অন্দর পারে অবস্থান করেন, অন্যান্য অবতারাদির ন্যায় লোকসমক্ষে আপনাকে প্রকাশ করেন না। এই অবতারত্রয় নৈমিত্তিক নহেন। গুণাবতারও পুরুষাবতারের ন্যায় সাধারণ লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন না, উপাসকের [illegible] ধ্যানযোগে কদাচিৎ দর্শন দান করেন মাত্র। ব্রহ্মার প্রার্থনায় যে অবতার হয় তাহা মুখ্যতঃ লীলাবতার ও যুগাবতার। লীলাবতার রাম-নৃসিংহাদি পঞ্চবিংশাত্মক এবং যুগাবতার চতুঃসংখ্যক। ইঁহারা প্রত্যেক যুগে আবির্ভূত হইয়া যুগধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করেন।

সত্য অথবা কৃতযুগে জীবগণ ধ্যানযোগে আত্মস্থিত অন্তর্যামী বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। ভগবান্ সত্যযুগে শুক্লবর্ণ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে আবির্ভূত হন। এই শ্রীমূর্তিতে তিনি সত্যতপা কর্দম ঋষিকে দর্শন দান করেন ও তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করেন। ত্রেতাযুগের ধর্ম যজ্ঞ। এই যুগে শ্রীভগবান্ রক্তবর্ণ ধারণপূর্বক যজ্ঞ-করণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতা উভয় যুগেই ভগবান্ চতুর্ভুজ-রূপে প্রকাশিত হন। দ্বাপরে শ্রীহরির অর্চন দ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধানই কৃত্য। দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান্ শ্যামবর্ণ পরিগ্রহপূর্বক অর্চন শিক্ষা দেন এবং কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের প্রবর্তন করেন। ভিন্ন ভিন্ন যুগে শ্রীহরির আরাধনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি-দর্শনে এরূপ অনুমান করিতে হইবে না যে, কৃষ্ণসংকীর্তন কেবলমাত্র কলিকালের জন্যই বিহিত, অন্যসময়ে উহার কোন উপযোগিতা নাই। বস্তুতঃ সকল প্রকার অনুষ্ঠানাদিই কীর্তনমুখে কৃত্য এবং কীর্তন সকল যুগেই শ্রীভগবানের উপাসনার মুখ্য অঙ্গ। তবে অপরাপর যুগে জীবের আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ ছিল এবং ধর্মও কলিকালের ন্যায় এত দুর্লভ হইয়া

পড়ে নাই ; সেইজন্য তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন কলিকালে জীবকুল অত্যন্ত অসদাচারী ও অরুচিবিচারপর হওয়ায় এবং তাহাদের আয়ুঃ নিতান্ত অল্প হওয়ায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের অপ্রযুক্তভাবে তাহাদের পক্ষে যুগধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র কৃত্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পৃথক্ প্রকট লীলা প্রকাশ করেন। ইঁহারা যুগাবতার নহেন। প্রতি দ্বাপরে ও কলিতে ভগবানের অংশে যে অবতারদ্বয় প্রকটিত হন তাঁহারা স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ নহেন। প্রতিযুগেই স্বয়ংরূপের অবতার হয় না। শ্বেতবরাহ-কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বত মনুর রাজত্ব কালে ৭১ মহাযুগের ২৭ মহাযুগ গত হইলে অষ্টাবিংশতি মহাযুগের দ্বাপরযুগের শেষে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও সেই মহাযুগেরই কলি যুগের প্রারম্ভে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ নবজলধর শ্যামকান্তি বিশিষ্ট এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায়। অন্যান্য দ্বাপর বা কলিযুগে যে অংশাবতার অবতীর্ণ হন তাঁহাদের বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণবর্ণ এবং শুকপত্রবৎ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ। যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

ইনি পূর্ব্বে যুগানুরূপ শ্বেত, রক্ত এবং পীত এই তিনটি বর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বাক্যে সত্য ও ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ অংশাবতারের রূপ বর্ণন করিয়া দ্বাপর ও কলিযুগে আবির্ভূত মূল অবতারীর রূপই বর্ণন করিয়াছেন, ঐ দুই যুগের যুগাবতারের রূপ বর্ণনা করেন নাই। সত্য ও ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্ প্রকটলীলা করেন না। সেই জন্য অবতারের রূপ-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ঐ দুই যুগের অংশাবতারের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন এক বিশেষ দ্বাপর ও তৎপরবর্ত্তী কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ প্রকটলীলা করেন বলিয়া বিশেষতঃ যখন ঐ শ্লোক বলা হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া স্বয়ং অবতারীরই রূপবর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ যুগানুরূপ বা নৈমিত্তিক নহে। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার রূপ পরস্পর অভিন্ন বলিয়া এই শ্যাম ও পীতবর্ণ নিত্য। স্বয়ং অবতারী যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন তখন আর স্বতন্ত্রভাবে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। যদিও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা মূল অবতারীর অবতরণ-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তথাপি ঐ কার্য্য তাঁহার দ্বারা গৌণভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। কেন ভগবানের যুগে যুগে এইরূপ অবতরণলীলা করিবার প্রয়োজন হয় তাহ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিত্যসত্য বেদধর্ম্ম জগতে নিত্যকালই বর্ত্তমান থাকে। উহা এই কালাধীন বিশ্বে অন্তর্গত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট সাময়িক ধর্ম্মমাত্র নহে। জীব ভগবদুন্মুখ হইলেই এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় লাভে সমর্থ হন। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের সাধারণ গতি সনাতন পন্থার বিপরীতমুখী। নশ্বর ভোগভূমিকায় অবস্থিত জীবের অনন্ত ভোগস্পৃহা পরমনিত্য হইবার পরিবর্ত্তে কালের প্রবাহে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতে থাকে এবং ধর্ম্মের ধারে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যখনই বাস্তবধর্ম্ম এইরূপ ভোগাকাঙ্ক্ষীদিগের লোভমোহ লোকতত্ত্বে আপনাকে গোপন করেন তখন ধর্ম্ম সংস্থাপন নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হন। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে অধর্ম্মের বিনাশ ও সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য অবিদ্যানাশকারী [illegible] শ্রীহরি প্রপঞ্চে আপন চিন্ময় ধাম ও পার্ষদসহ অবতরণ করেন।

সাধুগণের রক্ষার জন্য ভগবানের অবতরণের আবশ্যকতা হয় কেন? তাঁহারা কি নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন না? প্রাকৃতিক কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ্ হইতে সাধুগণের উদ্ধারের জন্য ভগবানের আগমন হয় না। অনন্ত বিশ্বপালক সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে জগতে কেহই সমর্থ নহে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

[হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতে বদ্ধসৌহৃদ অর্থাৎ দৃঢ় প্রীতিযুক্ত। তাঁহারা কখনও ভ্রান্ত হন না। অর্থাৎ মুক্তাভিমানিগণের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।]

শ্রীভগবানের তীব্র বিরহদুঃখে কাতর হইয়া অনন্যচিত্ত সাধুগণ যখন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শনের আশায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন তখন ভক্তের বিরহজনিত দুঃখভার অপনোদনের জন্যই ভক্তবৎসল ভগবানের আবির্ভাব হয়।

—শ্রীঅসীমা দেবী

'মন্দিরকেতত্ত্ব নির্ণয়'

(২)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীই অর্চ্চাবিগ্রহ এবং মন্দিরের স্বরূপ জানাইতে পারেন। "আমরা কিছু জগতে ইট, কাঠ, পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের পিয়ন মাত্র" শ্রীব্যাসাসনারূঢ় গুরুদেবের বিনোদবাণীর নিকেতন গ্রন্থাদি হইতে শ্রীবিনোদপ্রাণনাথের নিকেতনে ভিন্ন বুদ্ধি করিলেই ইট, কাঠ, পাথরের মাটির বুদ্ধিতে কর্ম্মের আবাহন হইবে মাত্র।

শ্রুতি পরম্পরাগত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-বহনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পালন যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম নিষ্ঠায় করেন, যাঁহার শ্রীভগবানে যেরূপ ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেরূপ ভক্তি নাই, তিনি গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতে পারেন না। যাঁহার জীবন বাণীময় নহে, যিনি প্রকৃত নিরপেক্ষ বা জীবদুঃখ-দুঃখিত নহেন তাঁহার পক্ষে [illegible] সুদ-সংযোগ করা অসম্ভব। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অর্চ্চন দ্বারা উদরভরণাদিতে যেরূপ শ্রীবিগ্রহ পূজার পরিবর্ত্তে পুতুলপূজাই হয় সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিকল্পে শ্রীচৈতন্যগ্রন্থ পাঠ বা দর্শনে বাণী অর্চ্চার দর্শন হয় না, কাগজ ইত্যাদিই দৃষ্ট হয়। বিগ্রহে শিলাবুদ্ধির ন্যায় ভাগবতের অক্ষরাচ্ছাদিত অক্ষরাদি শ্রীগুরুদেবের বাণীতেও শব্দমাত্র জ্ঞান হয়। এই বুদ্ধিতে যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীশ্রবণ বা গ্রন্থাদি পাঠ করেন তাঁহাদের শব্দব্রহ্মের সেবা না হইয়া [illegible] প্রতারণা মাত্র। শিল্পগণ এবং [illegible] ভগবানকে [illegible] জন্য যে সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন শব্দ সমষ্টি সেই শব্দগুলিই গ্রন্থ করিয়াছেন, তথাপি শিল্পগণ বা [illegible] শব্দব্রহ্ম নিকেতন বলা যায় না। যাঁহারা উদরভরণাদির নিমিত্ত পাঠ বক্তৃতাদি করেন তাঁহাদের কখনও কিছু শব্দ ব্রহ্মের সেবা যুক্ত হয় না। জয়দেব-বিদ্যাপতির শ্লোক লিখিয়া যাঁহারা কামবৃদ্ধি করিতে চান, তাঁহাদের সেই অক্ষরসকল বাণীর অর্চ্চা নহে বা সেই পুস্তকসমূহও কিছু ভগবন্নিকেতন নহে। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তের বাণী, ভগবদ্বাণী এবং নিজেদের কথা [illegible] ভক্ত ও ভগবানের অপ্রাকৃত কীর্ত্তনের তুলনা করেন তাঁহাদের সেই কথা [illegible] পাপজনক মনোবৃত্তিজাত লেখনীদ্বারা অক্ষর সন্নিবেশিত করিলে সেই সকল পুস্তক কেবলমাত্র রজস্তমোগুণাশ্রিতই হইবে, পরন্তু ভগবানের নির্গুণ সেবাময় কখনই হইবে না। স্বরূপ-দামোদরাভিন্ন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবের বাণীলীলার [illegible] গুরুদেবগণ সেবককে অগ্রণী করিয়া যাঁহারা [illegible] সিদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তীতে বাণীর নিকেতন করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদিগকেই বাণীর অর্চ্চক বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"মুক্তপুরুষগণ তাঁহাদের অগ্রণীকেই ভগবৎসেবায় সহযোগে সমর্থ বলিয়া বিচার করেন, আর বদ্ধভূমিকায় অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া জড়ের প্রভু হইবার বাসনায় মাতিয়া উঠিয়া জীব কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপা [illegible] বিবিধ ভোগে [illegible] হন। যেস্থলে মুক্তপুরুষের সন্নিকর্ষে হ্লাদিনীর সেবায় নিষ্ঠা, সেখানে বিশ্বের [illegible] পরিবর্ত্তে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান—তথায় প্রকৃতির ক্রিয়া বলবতী নহে। সেখানে আনন্দকে বাধা দিবার জন্য হ্লাদিনীর [illegible] পরিমাপিকা গুণপ্রসবিনী শক্তি ক্রিয়াবতী নহে। তজ্জন্যই [illegible] মাপিয়া লইবার [illegible] মায়াবদ্ধ জীববৎ জড়ভোক্তা নহেন বলিয়া জড়ের প্রভু হইবার জন্য [illegible] জনগণের বিচার পোষণ করিতে পারেন নাই। "অনয়া মীয়তে" -বুদ্ধির সেবা করিতে গিয়া কেহ যেন "অনন্তবাসি" শ্লোকোদ্দিষ্ট বুদ্ধি হ্লাদিনীর পরিচয়ে নিপুণ না হন,—ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।"

প্রাকৃত অর্থ প্রতিপত্তি দ্বারা বৃন্দাবন-বিলাসী ভগবানের মন্দির প্রকটিত হন না। বাগ্‌বৈখরী, মধুর ছন্দোবন্ধে বাক্যবিন্যাস দ্বারা কীর্ত্তনবিলাসী নামব্রহ্মের নিকেতন সেবাবিমুখ ভিক্ষায় প্রকাশ হন না, উত্তম কাগজ প্রভৃতি শিল্পচাতুর্য্য, মেধা বা বিদ্যাদ্বারা বাণী অর্চ্চার নিকেতন গ্রন্থ প্রকাশিত হন না। [illegible] —

গ্রন্থের আবাহন করেন। নিজ গুরুপাদপদ্ম সেই দুর্বলহৃদয়ের [illegible]। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন,— "আমরা দেশের লোকের সংসার কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্ভক্তের [illegible] সমালোচনা করি [illegible] নিরপেক্ষ ও সমর্থ লোকের সহিত [illegible] 'গৌড়ীয় পত্র' ও 'গৌড়ীয়মঠ'। [illegible] লোকের scale-up করা —তাঁহাদের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত হউক।" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়-পত্র ও গৌড়ীয়মঠ একই বস্তু।

যেখানে ভক্ত মহাজনোপাসিত বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] প্রতিষ্ঠিত ও [illegible] সংকীর্ত্তনবিলাসী শ্রীগৌরহরির বাণীর নিকেতন গ্রন্থাদির অর্চ্চন হয় এবং সেই গ্রন্থের অর্চ্চনকারী জঙ্গম ভগবন্নিকেতন যেখানে নিত্য বাণীপূজায় রত তাহাই

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রক্ষক

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬[illegible] কালী[illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৯১১৪
[illegible]
শ্রীমঠ [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
[illegible]
[illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
[illegible]
[illegible] মঠরক্ষক [illegible]
[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক— [illegible] দেবশর্ম্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) [illegible]লীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।
[illegible] দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান।
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, [illegible] শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতপাড়া —[illegible]দেবের পাটের নিকটবর্ত্তী পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাল, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপোল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি
রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাকিপুর (বিহার)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রজবাসী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়-মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রাম ঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ- শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রীবর্দ্ধিতবাধাদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগোবিন্দগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক —শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রী[illegible]চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক— মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী [illegible]

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
রামশালি	৬৷৷০
বাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
বালাম নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেক কোয়ালিটি	৬৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০—৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ত্রিকাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাহমোদা দানা	৯ ০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের দর	৩৫৻৫০
গিনি	২২৷৹ ১০
রূপার দর প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪৷৵০
মধ্যম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম -	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬৷০
ক্রপাংকাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৪৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ঐ (এম)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪.
গোলাটি	১৷৷৵০ - ১৸০
ভূষি	১৷৷৵০ ১৷৷৵০

গুড়ের দর

	৫৬৲
রামনীতা	৫৩৲
কুসমেশ্বরী	৪৩৲
সাদা	৪২৷০

পাতিগুড়

ভীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেন গোলার কাইন	৫৪৲
সিট ও আমেন ওয়ফট	৪০৲
কওঁচি পুরনিদ কাইন	৪৩৲
কাপ্পার্গ ভায়া	৫৩/
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৬৷৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০০ ১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০——১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷০—৪৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩৷৷০
টিন প্যাটী, বোলটু, গয়াড়ে	৮৸০—১০৷০
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	
জন্য	৯৷৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে উক্ত গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	৷৴০	৷৴০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬	৪৷০
সিকি কলম	১০৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, নানা রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়পালক বরেণ্য-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপাদপ্রিয় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১৭ই মে, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৬৬]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(✱):(•):——

কলিকাতায় টাইফয়েড সম্বন্ধে আলোচনা সভা

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে টাইফয়েড রোগ কলিকাতা সহরে সংক্রামকভাবে দেখা দিয়াছে এবং ঐ রোগে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৪ সালে উক্ত ব্যাধিতে ৫৫০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং উহার অনুপাত শতকরা ৫৩। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১০৭৪ জন লোক ঐ ব্যাধির কবলে পতিত হইয়াছে এবং ঐ রোগে মৃত্যু অনুপাতে ৯'৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ রোগ সহরের কোন নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে সীমাবদ্ধ নহে। উহার বিস্তৃতির কারণ ও স্থান ঠিকমত নিরূপিত হয় নাই। এই রোগ বিস্তার ও নিবারণের কার্য্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের সহিত উহার সম্পর্ক নিরূপণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন প্রচার-বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার ১৪ই জুন বেলা ৫-৩০ মিনিটের সময় "এলবার্ট হল" গৃহে একটী বিশেষ আলোচনা সভার অধিবেশন হইবে।

ডাঃ বি, সি, রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ এল, এম, বিশ্বাস, ডাঃ আর সি রায়, ডাঃ ব্রজগোপাল সাহা, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু ও লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জী বক্তৃতা করিবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের আই-এ পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ সালের আই-এ, পরীক্ষায় মোট ৬১৮৬ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিল; তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১০৩৬, দ্বিতীয় বিভাগে ১৯১৭, তৃতীয় বিভাগে ৪৪৫ ও এক বিষয়ে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইবার শতকরা উত্তীর্ণের হার ৫৫ জন। গত বৎসর শতকরা উত্তীর্ণের হার ছিল ৫৫'৯।

ভারতের বাহিরে চিনি রপ্তানী

ভারতবর্ষ হইতে এক ব্রহ্মদেশ ব্যতীত সমুদ্রপথে আর অন্যত্র চিনি রপ্তানীর কোন ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক শর্করা সম্মেলনে করা হয় নাই। ইহাতে ভারতের ব্যবসায়ী মহলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সরকারী মহলের মত এই যে, ভারতে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ এখনও এরূপ হয় নাই অথবা অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলেও উহা কি এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে নাই যে, তাহাতে মূল্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিয়া বিদেশে যাইতে পারে। ভারতে উৎপাদিত চিনির খরচ শুল্ক বাদে মণপ্রতি ৮॥০ আনা পড়ে। বিদেশী চিনির উৎপাদন খরচ পড়ে প্রতি হন্দরে (প্রায় ১ মন ১৫ সের) ৩ টাকা। কাজেই ভারত হইতে চিনির রপ্তানী করিয়া বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করার কোন কথাই উঠিতে পারে না। অবশ্য যদি ভারতের চিনির অবস্থা অর্থনীতির দিক দিয়া অনুকূল হইয়া উঠে এবং দেশে ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ চিনি আবশ্যক, তাহা সরবরাহ করিয়াও চিনি উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে তখন বিদেশের বাজারে চিনি রপ্তানীর কথা বিবেচনা করা যাইবে এবং আগামী বৎসর পুনরায় আন্তর্জ্জাতিক শর্করা সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে ঐ সম্পর্কে দাবী উত্থাপন করা যাইবে।

আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন সহরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

——:(×):——

গত ১৩ই মে প্রাতঃকালে সেণ্ট ষ্টিফেন্স গ্রীণস্থিত রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত বারুদ বিস্ফোরিত হওয়ায় ধ্বংস হইয়াছে। রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের মূর্ত্তির উপর ইহা দ্বিতীয় আক্রমণ। ১৯২৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে একটী বোমা বিস্ফোরণের ফলে উহার ক্ষতি হইয়াছিল। বিস্ফোরণের ফলে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীসমূহের জানালাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া বহু বন্দুক ও গুলী-বারুদ পাইয়াছে

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

গত তিন মাসের মধ্যে কাগজের দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে; বর্ত্তমানে এই বর্দ্ধিত মূল্য হ্রাস পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, কারণ সুইডিস ব্যবসায়ীরা বাজার চড়া রাখিবার জন্য উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতে উৎপন্ন কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও বাজার চড়া রাখিতেছে। সংবাদপত্রের মালিকগণ ও সরকারই কাগজের প্রধান ক্রেতা; তাই কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের অসুবিধা সর্বাধিক। কাগজের মূল্য যে শুধু দ্বিগুণ হইয়াছে তাহা নহে, বর্ত্তমানে আমদানী শুল্ক শতকরা পাঁচ টাকা। এজন্য ব্যবসায়ীদিগকে অনেক বেশী টাকা দিতে হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে এই সম্পর্কে অনেক আবেদন করা হইয়াছে।

আগরতলায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

আগরতলা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, রাণী ও মহারাজকুমারদের ও কয়েকজন রাজকুমারের বাসস্থান গত ১৩ই মে বেলা ৫টার সময় আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। দুইটি শিশুও এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে—অনুমান লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হইয়াছে। গৃহহীনদিগকে আশ্রয়দানের জন্য স্কুল বোর্ডিংগুলি খালি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণ ও সিপাহীগণ সাংঘাতিকভাবে সহিত লড়িয়া আগুন আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছে। প্রকাশ যে, তাঁহাদের রন্ধনস্থান হইতেই অগ্নির উৎপত্তি হয়। বাতাস প্রবল থাকায় উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। পুরা এক ঘণ্টাকাল অবিরত চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তের মধ্যে আসে। বাজে মালপত্র সম্পত্তি [illegible] সম্পর্কে তদন্ত আদেশ জারী করিয়াছেন। [illegible] দুইটী লোক [illegible] গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজপরিবারে এইরূপ আকস্মিক বিপদে বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে।

দারিদ্র্যের জ্বালায় পুত্রকন্যা হত্যা

[illegible] কালীকিশোর দাস, [illegible] অপরাধে [illegible] হইয়াছিল। [illegible] হত্যা করিয়াছে। [illegible] প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কালীকিশোর এখন [illegible] জেলে আছে। আসাম গবর্ণমেণ্ট তাহাকে মুক্তি দিতে আদেশ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্ষেপসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। [illegible]
১০। [illegible] কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভজন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গুণঃসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ দিশা-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপ্রণ ৴০
৪৪। [illegible] ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। বঙ্গসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। গুরুস্তবম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্যপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। ব্রহ্মসংহিতা
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটেড রিলেশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বৈদিকবাণী শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসাম ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুপম প্রকাশন ক্ষমতা একাধারে দর্শন এবং মহাপ্রভুর জীবনচরিত-সাথে মধ্য হইতে এক বিরাট, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রভৃতি মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রামাণ্য মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

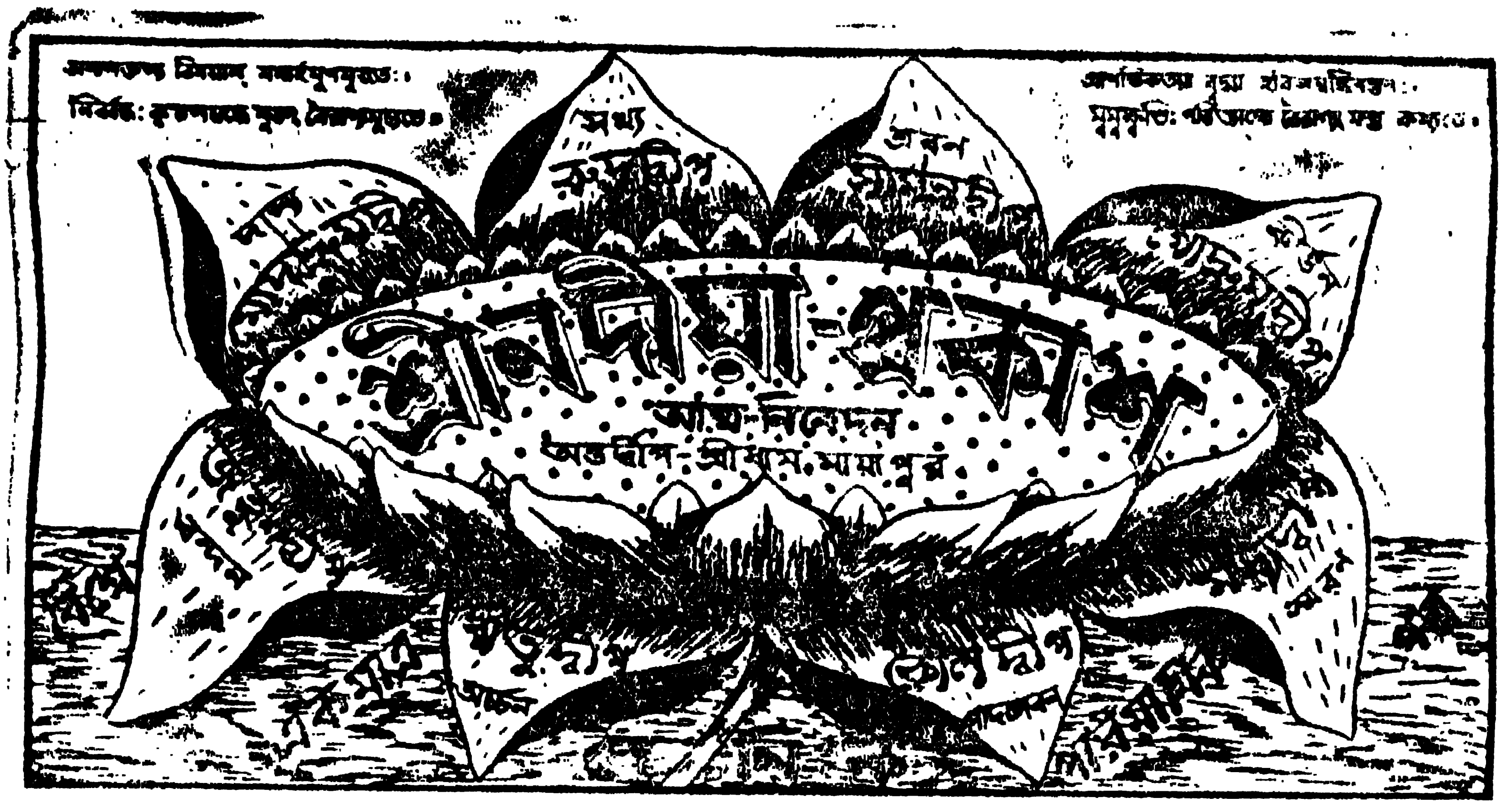

১২শ বর্ষ | মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই মে ইং ১৯৩৭, সোমবার | ৬৬তম সংখ্যা

অলোয়ায় শ্রীআচার্য্যদেব

বিভিন্নস্থানে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে গত ১১ই মে মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে অলোয়া অভিমুখে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। বিপুল সম্বর্দ্ধনার সহিত ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবস সন্ধ্যার পর কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে কলিকাতা হইতে কটক বাঙ্গালা কলেজের সিনিয়র প্রফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, কুমার শ্রীযুক্ত প্রকাশকুমার দেব বাহাদুর, শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীশরৎ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদনুগমন করেন। পাটনার এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরী প্রসাদজীও কৃষ্ণনগরে আসিয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদনুগমন করেন।

১২ই মে প্রাতে ট্রেণ সিরাজগঞ্জে পৌঁছিলে বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি পুষ্পমাল্যাদিসহ আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করেন। অলোয়ার ধর্ম্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহোদয় সগণ আচার্য্য-দেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্বীয় কর্ম্মচারিবৃন্দকে সিরাজগঞ্জে পাঠাইয়া-ছিলেন। তথা হইতে ষ্টীমারযোগে রওনা হইয়া তাঁহারা বেলা ১১টায় চারাবাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছেন। ষ্টীমার ঘাটে একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণববৃন্দের অবতরণের জন্য ৩টী সুসজ্জিত সুবৃহৎ নৌকা ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিচিত্রবর্ণের পতাকা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তনদল সহ বিপুল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনসঙ্ঘ তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তীরে অবতরণ করিবামাত্র আচার্য্যদেবের সম্মানার্থ চতুর্দ্দিক তোপধ্বনি ও সহস্র সহস্র কণ্ঠে আচার্য্যদেবের বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শচীবাবু ও অপর সকলেই শ্রীআচার্য্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করেন। অতঃপর জনসঙ্ঘ আচার্য্যদেবকে লইয়া সুসজ্জিত মোটরযোগে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে অলোয়া গ্রামের সন্নিকটস্থ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সুবৃহৎ ভবনে উপস্থিত হন। ঐ দিবস বৈষ্ণববৃন্দসহ আচার্য্যদেব উক্ত দীনেশ বাবুর গৃহে অবস্থান করেন। উক্ত ভবনের সম্মুখেও শ্রীআচার্য্যদেবের শুভাগমনোপলক্ষে একটী সুবৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুরুবৈষ্ণবসেবৈকপ্রাণ শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যদেবকে পাইয়া পরম উল্লাসভরে গোষ্ঠীসহ নানাভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অকলঙ্কগৌরাঙ্গ ভক্তিমৈত্রেয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভু বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যচরণের শুভবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আচার্য্যপাদপদ্ম দর্শনার্থ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

মাদ্রাজে প্রচার

মাদ্রাজ সহরস্থ চণ্ডীচক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যশোদা লাল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক মহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহার বাটীতে গত ৩।৫।৩৭ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রকাশ প্রভু 'দুর্লভ মানবজন্ম', 'অনাদি করম ফলে', 'মহামন্ত্র' ও 'পঞ্চতত্ত্ব' গান করেন।

মহোপদেশক প্রভু ব্যাখ্যামুখে বলেন,—হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন একমাত্র সাধু অর্থাৎ যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। এবম্বিধ সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীভগবানের গুণাবলী শ্রবণ করিলে জীবের সুমঙ্গল লাভ হয়। তাই পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ মহারাজ ম্রিয়মাণ অবস্থায় অবস্থিত আদৃশ জীবের মঙ্গলার্থ প্রশ্নমুখে শ্রীমৎ শুকদেবের শ্রীমুখে ভাগবত কথা-শ্রবণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় শ্রোতার আনুগত্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহ শ্রবণ করিলে প্রকৃত শ্রবণ হইবে।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির জন্য কি কর্ত্তব্য এবং তাঁহার কিসব শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য ও ভজনীয় এবং কোন্ কোন্ কার্য্য বা অকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহার প্রশ্নের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥

গৃহেতে আসক্তচিত্ত পঞ্চসূনাপর আত্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অসংখ্য বিষয় শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় আছে।

'গৃহমেধী' শব্দের অর্থ গৃহকে যাহারা মেধ অর্থাৎ কেন্দ্র করিয়াছে, গৃহই যাহাদের সর্ব্বস্ব। গৃহেতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিই গৃহ-মেধী; পঞ্চভূতাত্মক দেহে বা গৃহিণীতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিও গৃহমেধী। সূক্ষ্মদেহ ও পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ, সেই আত্মা অক্ষর, অব্যয় ও নিত্যবস্তু। সেই আত্মাতে যখন আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব তখন আর এই গৃহমেধীর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে না।

আমাদের ন্যায় ম্রিয়মাণ ব্যক্তির পক্ষে নিরন্তর হরি শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। হরি ছাড়া অন্য গতি জীবের নাই। এই হরির কথা শ্রবণ করিতে হইলে হরিকে জানেন এমন ব্যক্তির নিকট গমন করা আবশ্যক। তাঁহাদের কৃপাকে অবলম্বন করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

অপ্রাকৃত শব্দকে শ্রবণ ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সেখানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে সেই শব্দ আমার কর্ণে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মধুসূদন, সপ্তমী, সঙ্গমল গৌরাব্দ ৪৪

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত*

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থায় অবস্থিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার অস্তিত্বের মিথ্যা হয়; মায়াবাদী বলেন, প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা, কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুব্ধ)। জীব-সত্তায় বদ্ধত্ব বিবর্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহিজ্ঞান বিবর্তবাদ-প্রসূত; প্রকৃত-বস্তু-তত্ত্বজ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত বলে।

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত বিষয় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী তটস্থা শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন। বিভুচৈতন্য ভগবান্ তটস্থশক্তিজাত নহেন, অণুচৈতন্য জীব তটস্থ-শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গা-শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়া-শক্তির অধীন। জড় জগৎ

*সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

ও বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানভাগগত রেখাকে তট বলে তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান। বিভুচৈতন্য যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন তৎকালে তিনি তটস্থ-শক্তির পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব লাভ করেন না; কেন না, শক্তি শক্তিমানের অধীন এবং তদাংশ শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্বশেমুষীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিটি বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তথাকার বস্তুসকল তদ্রূপ-বৈভব-নিচয়; জীব তটস্থ বিগ্রহ এবং প্রধান অবিদ্যা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থভাব, তদ্রূপবৈভবের পরিণাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

ভগবান্ অন্বয়ভাবে তদ্রূপবৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেকভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন, তটস্থধামে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন।

জীব তটস্থ-সম্বন্ধবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে পরিচিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ শরীর ও মন তাঁহার আশ্রয়দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন, জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহজগতে নিকৃষ্টত্ব অনুভব করেন; বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। অসৎসাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি-বাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অধিবাস নিজ বদ্ধধর্মের প্রাবল্য দূরীয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং তটস্থ ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া বিচার-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। নির্বিশেষবাদের বুদ্ধিচাতুরী তটস্থধর্মের অস্ফুট বিকাশ মাত্র।

বেদান্তমতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থ-ধর্ম্মের স্পষ্টোল্লেখান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্বিশেষ মত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য-বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ-বৈভবের নিত্য সম্বন্ধান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্মবঞ্চনা মাত্র; যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রই প্রাকৃত, হেয় ও কালক্ষুব্ধ। নিত্যানন্দ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না। তজ্জন্য তিনি বিবর্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজ-বাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন। তজ্জন্যই শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্বিশেষ মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিয়া ছয়টী কথার অবতারণা করিয়াছেন। রামানুজ বলেন, নির্বিশেষবাদীর কল্পিত মত প্রচারের সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয় তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ-গ্রহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নির্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত মতে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতা-বশতঃ সত্য নিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্ত রাজ্যের স্বরূপপরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্বক তটস্থ অবস্থাকেই মুক্তাবস্থা বলিয়া লাভ হয়। তটস্থাবস্থার নির্বিশেষ মত আদৃত। মায়াবাদী তটস্থ রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার অস্মিতা পুনরায় মায়াশক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে। আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাঁহাদের পণ্য-দ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ত্রুটি করে না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তাস্রোত কখনই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্তাত্ব অস্বীকৃত। নির্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়াও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

সাধুগণ বলেন, ভগবৎসংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন, তটস্থ লক্ষণ-লাভই মুক্তি। অচিন্ত্য অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবান মায়াবাদীর কল্পিত নির্বিশেষবিধি স্বীকার না করিয়া তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে পূর্ণৈশ্বর্যে নিত্য বিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য নিত্য অবাহত রাখিতে পারেন এবং তাঁহার অনুকরণে জীবের বদ্ধ সংসার বা দেবীধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধজীবের অবস্থাত্রয় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান তটস্থশক্তি-বিশিষ্ট জীবের দেবীধামে বদ্ধ সংসার গ্রহণ অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্যধর্ম্ম।

প্রধান অর্চ্চক ও আচার্য্য শ্রীরামানুজ

(শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীরঙ্গমস্থিত মঠ প্রকৃতপক্ষে উৎসবশূন্য হইয়াছিল। যদিও শ্রীপাদ তিরুবরঙ্গ, মহাপূর্ণ, বররঙ্গ প্রভৃতি মহাশক্তিধর ও ভক্তনপরায়ণ শিষ্যগণ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই বদান্যবর সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয় ভক্তি-রক্ষক ও ভক্তবৎসল আলওয়ান্দারের বিরহে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিরুবরঙ্গ শ্রীরঙ্গমস্থ মঠের মঠাধ্যক্ষ। তিনি পরম ভাগবত ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বৈষ্ণব-গণকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন।

একদা তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমাদের প্রাণ-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ একবৎসর আমা-দিগকে বিরহসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনাবধি আমরা সুমধুর ভাষায় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ও শাস্ত্রের গূঢ় ব্যাখ্যা শ্রবণে বঞ্চিত হইয়াছি; সুতরাং কিপ্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা জগতে প্রচারিত হইতে পারে? শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ নশ্বর জগতে কেন আবির্ভূত হইলেন, তাহা জগদ্বাসী শ্রবণ না করিলে তাহারা মায়াবাদী ও ভোগী হইয়া আত্মবিনাশ করিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না হইলেই জগতে দলাদলি বা নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। এ জগতের জীব মহা কপট। শ্রীভগবানের কথা কেহই শুনিতে চায় না, কখনও বা কেহ কিছু শ্রবণ করিলেও তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। এই অসৎ জগতের কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর শ্রীগুরুদেব আপনাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, পুনরায় আচার্য্যপাদপদ্ম জগতে প্রকাশিত না হইলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজন প্রতিবন্ধকগুলির হস্তে পড়িয়া কোমলমতি সাধকগণ নষ্ট হইবে। আপনা-দের স্মরণ থাকিতে পারে মুনিবর অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীরামানুজকে দর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপূর্ণ শীঘ্রই সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামানুজকে লইয়া আগমন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন। রামানুজ মুনিবরের দর্শন না পাইয়া বড় ব্যথিত হইলেন। আমি ভাবিলাম, ইনি শ্রীযামুনমুনিনির্ব্বাচিত মহাপুরুষ। কারণ, সমাধিস্থলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-বাক্য এবং মুনিবরের মুষ্টিমোচন-কাথা এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

"শ্রীগুরুমুখে সকলেই শ্রীরামানুজের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছেন; রামানুজ যে অবতার-পুরুষ তাহা তিনি বার বার বলিতেন। রামানুজ শীঘ্রই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দ্বারাই জগতে শ্রীগুরুমহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। তিনিই সম্প্রদায় আচার্য্য। কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনি পাষণ্ডী বা নারকী বলিয়া গণ্য হইবেন।" সমবেত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুরু-বর্গের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চিপুরে যাত্রা করিলেন। রামানুজ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমহাপূর্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। হঠাৎ শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। শীঘ্রই মহাপূর্ণের চরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইলেন। কিছুদিন পরে শ্রীরামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবরদরাজের সেবা করিতে লাগিলেন।

বররঙ্গ যখন শ্রীরামানুজকে কাঞ্চিপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে আনয়ন করিলেন, তখন মঠবাসী বিশুদ্ধ স্বভাব বৈষ্ণবগণের ও যাবতীয় নগরবাসীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় তিনি সকলের সন্তাপ-নিবারণ ও ভক্তপ্রতিপালন-শক্তি প্রকাশ করিলেন। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে সজ্জনগণ আচার্য্য-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীরামানুজের যশোরাশি তড়িদ্বেগে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক মহাশয়ের চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি অন্যান্য অর্চ্চকগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! সপ্তপ্রাকার-বিশিষ্ট শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে ষষ্টি বৎসর সময় লাগিয়াছে, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। আর আমি শ্রীমন্দিরের প্রধান অর্চ্চক। আমারই মতানুসারে সকলে কার্য্য কর। আমার রাজসম্মানের কথা কেহই অজ্ঞাত নহে। আমার আদেশ সর্ব্বত্র বলবান্। রামানুজ আজ শ্রীযামুন-মুনির গদি অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। তাহাকে শ্রীরঙ্গনাথের দ্বিতীয়-বিগ্রহ বলিয়া সকলে স্বীকার করিলেও আমি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ, শ্রীরঙ্গ-নাথের আমিই প্রধান অর্চ্চক। আমার সিদ্ধান্ত ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষে দুষ্ট হইতে পারে না, যদি আমার সিদ্ধান্ত ভ্রমযুক্ত হইত তাহা হইলে আমি প্রধান অর্চ্চক হইতে পারিতাম না। সুতরাং আমি এই মন্দিরের মালিক। তোমরা আমার বিপক্ষতাচরণ করিলে সেইদিনই সপ্ত-প্রাকারের বহিঃসীমান্ত দর্শন করাইব। আমার অধীনে থাকিলে কেহ কোনদিন তোমাদের কেশ-স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি তোমাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসি। ঠিক করিয়া অর্চ্চন করিবে, ভুল না হয়, আরতির সময় হইয়াছে, তোমরা এখন যাও।"

কীর্ত্তনবিগ্রহ আচার্য্যকে অস্বীকার করিলে অর্চ্চকগণ নাস্তিক হইয়া যায়, অর্থোপার্জ্জনই সেবার কারণ হয়। অর্থ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির সাধক বলিয়া অর্থের প্রয়োজনীয়তা অধিক। অর্থের জন্য দেবার্চ্চনা করিলে কেবল নামে অর্চ্চিত হয়। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহদর্শনে ভেট, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যবসা ও মহাপ্রসাদ-বিক্রয় ইত্যাদি অর্চ্চকগণ অবলীলা-ক্রমে চালাইতেছে। আমাদের দেশে কোন গোস্বামী বলেন, আমার ঠাকুরবাড়ীটি যদি কলিকাতা মহানগরীতে হইত তাহা হইলে অর্থ উপার্জ্জন হইত। আচার্য্যের আনুগত্য পরিত্যাগ করিলেই অর্চ্চকগণ বঞ্চক হইয়া যায়। এক্ষণে শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চকের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইল। নিজের প্রতি জনসাধারণের পূর্ব্ব ভক্তি হ্রাস দেখিয়া প্রধান অর্চ্চক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিরূপে তিনি এই কণ্টকের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি পাইবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন

দুষ্টহৃদয়ে পৈশাচিক বৃত্তি সহজেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বেই রামানুজ-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দিবস নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, আজ রামানুজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাহাকে অন্নের সহিত বিষ প্রদান করিতে হইবে। এই নরাধমটা জীবিত থাকিলে আমাদের 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতে হইবে। বিষ-পেটিকা কোথায় আছে তুমি জান। অধিক আর কি বলিব, তুমি বুদ্ধিমতী, সাবধানে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে।" নরপশুর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী স্মিতবদনে লোচনভঙ্গি দ্বারা কার্য্যপটুতা প্রকাশ করিলে আনন্দোৎফুল্ল অর্চ্চক প্রেমভরে পিশাচীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রসাদেই তোমার মত মনোবৃত্ত্যনুসারী ভার্য্যা লাভ করিয়াছি। আজ আমি নিষ্কণ্টক হইব।"

মধ্যাহ্নে যতিরাজ ভিক্ষার্থ অর্চ্চকালয়ে আগমন করিলেন। অর্চ্চকপত্নী অতি সমাদরে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলেন এবং স্বয়ং পাদমার্জ্জনা পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

যদিও সেই পাপীয়সীর হৃদয় বজ্রসম কঠিন তথাপি শ্রীরামানুজের সারল্যময় বদন এবং দেবতুল্য কান্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার হইল। সে যখন বিষমিশ্রিত অন্ন লইয়া রামানুজকে প্রদান করিবে তখন তাহার বুদ্ধি অপহৃত হইল। সে ক্রন্দন করিয়া কহিল, "বৎস, যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, অন্যত্র গিয়া ভিক্ষা কর। এ অন্ন গ্রহণ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি পতির আদেশ পালন করিতে পারিলাম না জানিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" রামানুজের ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এমন কি অন্যায় করিয়াছি যাহাতে প্রধান অর্চ্চক আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া কাবেরীর দিকে চলিতে লাগিলেন

শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের দর্শন লাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। আদ্যোপান্ত সমস্তই তাঁহার নিকট বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "হে গুরো, আমি প্রধান অর্চ্চকের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছি। এই ভীষণ মহাপাতক হইতে সে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা বলুন।" গোষ্ঠীপূর্ণ কহিলেন, বৎস, তোমার ন্যায় মহাপুরুষ যখন সেই দুরাত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তখন আর চিন্তা কি? অচিরাৎ সে পাপমার্গ পরিত্যাগ করিবে। শ্রীরামানুজ মঠে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু ফল-মূল গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের করুণার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান অর্চ্চক স্ত্রীর আচরণে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন, স্ত্রী অবলা জাতি, তাহার দোষ মার্জ্জনীয়। দুষ্ট অন্য উপায় স্থির করিয়া কিছু শান্তি অনুভব করিলেন। রামানুজ প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গনাথজীর আরতি দর্শন ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অদ্য প্রধান অর্চ্চক শ্রীরামানুজের হস্তে চরণামৃতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রদান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিলেন। রামানুজ চলিয়া গেলে অর্চ্চক আনন্দে শ্রীরঙ্গনাথজীর স্তবাবলী পাঠ করিতে করিতে গৃহে গমন করিয়া সুখে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে আশ্রয় লাভ করিলেন। 'কল্য প্রত্যূষে রামানুজের দেহ শ্মশানে গিয়া দর্শন করিব। অদ্য শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় আমি নিষ্কণ্টক হইলাম' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শত শত কণ্ঠে—'জয় যতিরাজ, জয় যতিরাজ জয় যতিরাজ' সুমধুর এই মনোহর কীর্ত্তন গান শ্রবণ করিয়া প্রধান অর্চ্চকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীরঙ্গমের বহু নরনারী নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আচার্য্যোচিত সম্মানে শ্রীরামানুজের চতুর্দ্দিকে আনন্দভরে নৃত্যগীতাদি করিতেছে, যতিরাজের বদনে স্ফূর্ত্তি নাই, নয়নযুগল আনন্দধারায় অভিষিক্ত। তাঁহার দেবদুর্লভ কান্তি ও অমানুষী শক্তি দর্শন করিয়া সেই রাক্ষসের হৃদয়ও বিগলিত হইল। তখন তিনি অস্থির হইয়া জনতা ভেদ করতঃ যতিরাজের পাদমূলে পতিত হইয়া পাগলের ন্যায় 'বিষ, বিষ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সকলেরই চক্ষু প্রধান অর্চ্চকের দিকে পড়িল। অর্চ্চক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার ন্যায় নারকী আর কেহ নাই, আমাকে বধ কর, বধ কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজন। আমি আর দূষিত জীবন বহন করিতে চাহি না। আমি প্রধান অর্চ্চক হইয়া যতদূর অন্যায় করিতে হয় করিয়াছি। আমি ভাবিতাম, আমার উপর আবার কে আছে? কিন্তু আমি এখন দেখিতেছি, আমি প্রধান অর্চ্চক নহি, আমি সর্ব্বপ্রধান বঞ্চক। আমার গতি কি হইবে? আজ আপনার কৃপায় আমার এই জ্ঞান লাভ হইল। আমি জীবনে বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, ধনীর জুতা বহন করিয়াছি, তথাপি বিষ্ণুবৈষ্ণবের পদধূলি স্পর্শ করি নাই। আমি প্রধান অর্চ্চক বলিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছি, কিন্তু আপনার চরণে ঘোর অপরাধী। আপনি মানব নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীরঙ্গস্বামীর দ্বিতীয় দেহ ও শ্রীযামুনপাদের অভিন্নমূর্ত্তি। আমি দুর্দ্দৈব বশতঃ পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারি নাই। আপনার কীর্ত্তি চিরকাল থাকিবে।" যতিরাজ স্নেহপরবশ হইয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন। তদীয় করস্পর্শে অর্চ্চকের সমস্ত সন্তাপ দূর হইল। আচার্য্যকৃপায় আজ তাহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। ... প্রধান অর্চ্চকের প্রতি শ্রীরামানুজের অহৈতুক কৃপাবলোকনে সকলে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন, "জয় আচার্য্যপাদপদ্মের জয়! জয় আচার্য্য শ্রীরামানুজ কি জয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পদের রত্নরাজি
ভিক্ষা ১ম খণ্ড—৷৵০ ২য় খণ্ড —৷৴০ ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে প্রতিষ্ঠিত মঠ, পর্ববিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা গোবিন্দ [illegible] চতুর্দ্দশ বিগ্রহ [illegible] আছেন। [illegible] প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থাদি [illegible] আছে। রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতা [illegible] শ্রীমঠ [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল [illegible] ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অষ্টকুঞ্জ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) মাদন [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীনারায়ণাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারি—([illegible] নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া) রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকেশব ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষারণ্য, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এক[illegible]নন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গাঠুলী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোডীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীমদনানন্দকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে শ্রীগুরুদেব [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পি-এইচ-ডি

প্রচারক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
রাজা চাল	৫৸৹
ঐ নতুন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷৹
মাগরা নূতন	৪৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
একাদেক কোয়ালিটি	৫৷৵৹
সিদ্ধ বেঙ্গুন	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵৹
পেশোয়ারী	১০৲—১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵৹

চিনির দর

চিকাটন, টাইপ	১০৷৷/৹
মনিপুর ১০০০ নং	১০/৹
মারহোয়া সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷/৹—৮৲

সোনা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৷৫৹
সভরেণ	২২৷৹ ১৹
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আবে—	৩৪৷৵৹
মধ্যম—	৩৪৸৵৹
উত্তম -	৩৫৷৵৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/৹—৬৷৹
কুপাকোহন ঐ	৫৸/—৬৲
কাউসলোভ ঐ	৫৷৷৹—৫৷৷৵৹
সুজী	৫৸৵৹—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵৹—৫৸৹
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/৹—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷৹—৪৷৷৵৹
আটা নং (৩)	৩৸৵৹—৪
পোলাউ	১৷৷/৹ - ১৸৹
ভুষি	১৷৷৵৹—১৷৷৵৹

গুড়ের দর

আউশা	৫৲
বাবনীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
চম্পা	৪২৷৹

পাতিয়াম

ভাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন কয়কচ	৪০৲
করাচি সুরলিন ফাইন	৪৩৲
হামবুর্গ লাম্পা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকে সাগু	৬৷৹
সুপারী দেশী	১৩৮৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯৷৷৹—১০৷৷৹
গুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷৹—১৩৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৷৷৹—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷৹—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷৹
নরম (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵৹—৮৷৷৹
টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
২৮ গেজ—	১৬৷৷৹
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৷৷৹
২৬ গেজ—	১৬৷৹
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৷৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷৹—৪৷৷৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷৷৹ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩৷৷৹
টিন পাতি, বোল্টু নরাবে	৮৸৹—১০৷৹
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের জন্য	৯৷৷৹—১৪৲
সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲,	নকল ২৩৲
চটকলের হালমণ ৫৵৹, পাটের হালমণ ৬৷৹	
তুলার হালমণ ৪৸৹	

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃ(ঃ০ঃ)ঃ —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৮,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাস্তবিক ইহার কার্য্য অদ্ভুত আশ্চর্য্য। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধ্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

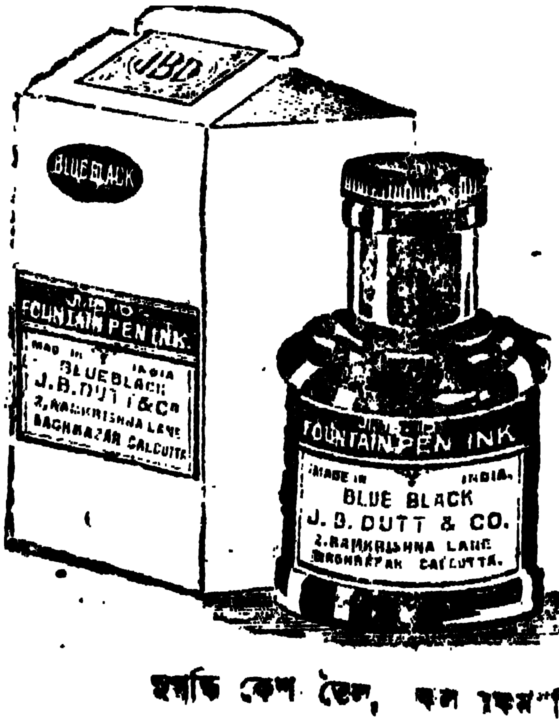

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুবাসিত কেশ তৈল, কল মকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফো ... নং ... লেন, হরিপুরা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীপাদপদ্মনর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১৮ই মে, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৬৭]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

ব্রিটীশ সাম্রাজ্য সম্মেলন

গত ১৪ই মে বেলা ১০ ঘটিকার সময় সেণ্ট জেমস প্রাসাদস্থিত রাণী এনির কক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ লায়ন্স এবং অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রতিনিধিগণ অধিবেশন আরম্ভ হইবার অৰ্দ্ধঘণ্টা কাল পূর্ব্বে উপস্থিত হন। জেনারেল হার্টজগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য প্রতিনিধিগণও অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ ঠিক সময়ে উপস্থিত হন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিঃ ষ্ট্যান্‌লী বলডুইন রাজা ও রাণীকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন; জেনারেল হার্টজগ প্রস্তাবটী সমর্থন করেন।

অতঃপর মিঃ বলডুইন ডোমিনিয়ান-সমূহ ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, "ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাইতেছি"। অতঃপর মিঃ বলডুইন ঘোষণা করেন যে, "আমরা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, পররাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য রক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপার আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের এই আলোচনা আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমার বিশ্বাস এই যে, আমরা যে মূলনীতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্বকলহ ও সন্দেহপূর্ণ মনোভাব দূর করিবার চাবিকাঠি।"

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগসূত্র রক্ষা সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ও সম্মেলনে আলোচিত হয়।

জাহাজের সহিত সজ্ঘর্ষে কেরোসিন বোঝাই নৌকাডুবি

গত শুক্রবার বেলা ৩॥ ঘটিকায় সালিখায় কেরোসিন তেল বোঝাই একখানা বড় নৌকা এস, এস খড়্গপুর নামক একখানা জাহাজের সহিত টোক্কর খাইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। নৌকাখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই নৌকায় বজবজের আশুতোষ ভড় এণ্ড সন্সের ২,২০০টী কেরোসিন বোঝাই ৪গ্যালন টিন ও ২৫টি এক গ্যালন টিন ছিল। বজবজের বর্ম্মাশেল কোম্পানী হইতে ঐ তেল আশুতোষ ভড় এণ্ড সন্সের নারকেলডাঙ্গার গদীতে পাঠান হইতেছিল।

ভোজনে বিপত্তি

লাক্ষ্ণৌয়ের কোন একটী মজলিসে আহার করার পর কুড়িজনের অধিক নরনারী ও শিশু গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শরীরে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহাদের মধ্যে অনুমান ১২ জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। একটি শিশু একঘণ্টাকাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মারা যায়। অনুসন্ধানক্রমে জানা যায় যে, টোমেইন (পচনকারক ক্ষার বিষক্রিয়ার ফলে শিশুটীর মৃত্যু হইয়াছে।

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে ভীষণ বিস্ফোরণ

ভ্যালেন্সিয়ার বৃটিশ দূতাবাসে এক খবর আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে "হাণ্টার" নামক যে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজটী টহল দিতেছিল তাহাতে বিস্ফোরণের ফলে ৮ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হইয়াছে। নিরপেক্ষতা কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ীই স্পেনের উপকূলে পাহারা দিতেছিল। বিস্ফোরণের পর স্পেন সরকারের যুদ্ধ জাহাজ "জেমপ্রিমেরো" "হাণ্টার জাহাজটিকে আলমেরিয়ায় আনয়ন করে এবং উক্ত জাহাজের কর্ম্মচারিগণ বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের লোকজনের সহিত সদ্ব্যবহার করে। বাহির হইতে কোন কিছু নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেই বিস্ফোরণ হইয়াছে এই কথাই বলা হইতেছে। তবে বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে এখনও কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। হাইপেরিয়া নামক আর একটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে এবং নৌবহরের তৃতীয় বাহিনীর অধিনায়ক আসিয়া পৌঁছিতেছে। তিনি বার্সিলোনা হইতে "আরথুসা" যুদ্ধজাহাজযোগে তথায় পৌঁছিবেন।

জিব্রালটারের খবরে প্রকাশ যে, তথা হইতে "হার্ডি" নামক যুদ্ধ জাহাজটী ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত জাহাজটী "হাণ্টার" জাহাজের হতাহত ব্যক্তিদের লইয়া আসিবে।

মারুতি মন্দিরে সত্যাগ্রহের অবসান

গত ১৩ই মে মধ্যরাত্রে পুণা মারুতি মন্দিরের উৎসব শেষ হইয়াছে। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীযুক্ত এল-বি ভোপৎকার সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে মারুতি মন্দিরে গীতবাদ্য নিষিদ্ধ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারানুসারে যে আদেশ দেন তাহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। গত ১৯ দিন ধরিয়া নিরুপদ্রবভাবে সত্যাগ্রহ চলিয়াছে। তাহাতে কংগ্রেসপন্থী, ডেমোক্রাট, সনাতনী ও উদারনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রায় এক হাজার লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ডেমোক্রাট দলের নেতা শ্রীযুক্ত এল, বি, ভোপৎকার এই সত্যাগ্রহ চালাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই আইন সভার কংগ্রেস দলের নেতা মিঃ বি, জি, খের বোম্বাই লাটের নিকট ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার মোট ২০১ জন সদস্যের মধ্যে ১০৯ জনের স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার উপর স্বাক্ষরকারীদের আস্থা নাই; সুতরাং তাঁহারা ঐ মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা পরিষদ অথবা এই প্রদেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার, উপদেশ দিবার কিংবা কাজ করিবার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করেন না।

অভিষেক উৎসবে দুর্ঘটনা

শোলাপুর হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, যে, গত ১২ই মে [illegible] উৎসব উপলক্ষে [illegible] জন্য অস্থায়িক [illegible] চাপে তিনজন লোক [illegible] আহত হইয়াছে। সেজন্য সিনেমা দেখান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পুলিশ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কিছু সংখ্যক [illegible] আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, - সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সমগ্র শ্রী [illegible] ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ।০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷০
৪র্থ খণ্ড—৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৷০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯ বৈষ্ণবম্ ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৲
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০
৩০। [illegible] দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও [illegible] ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সংখ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনরায়েড ডিসেন্সন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন। [illegible] বিরাট, আকর্ষণীয় মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

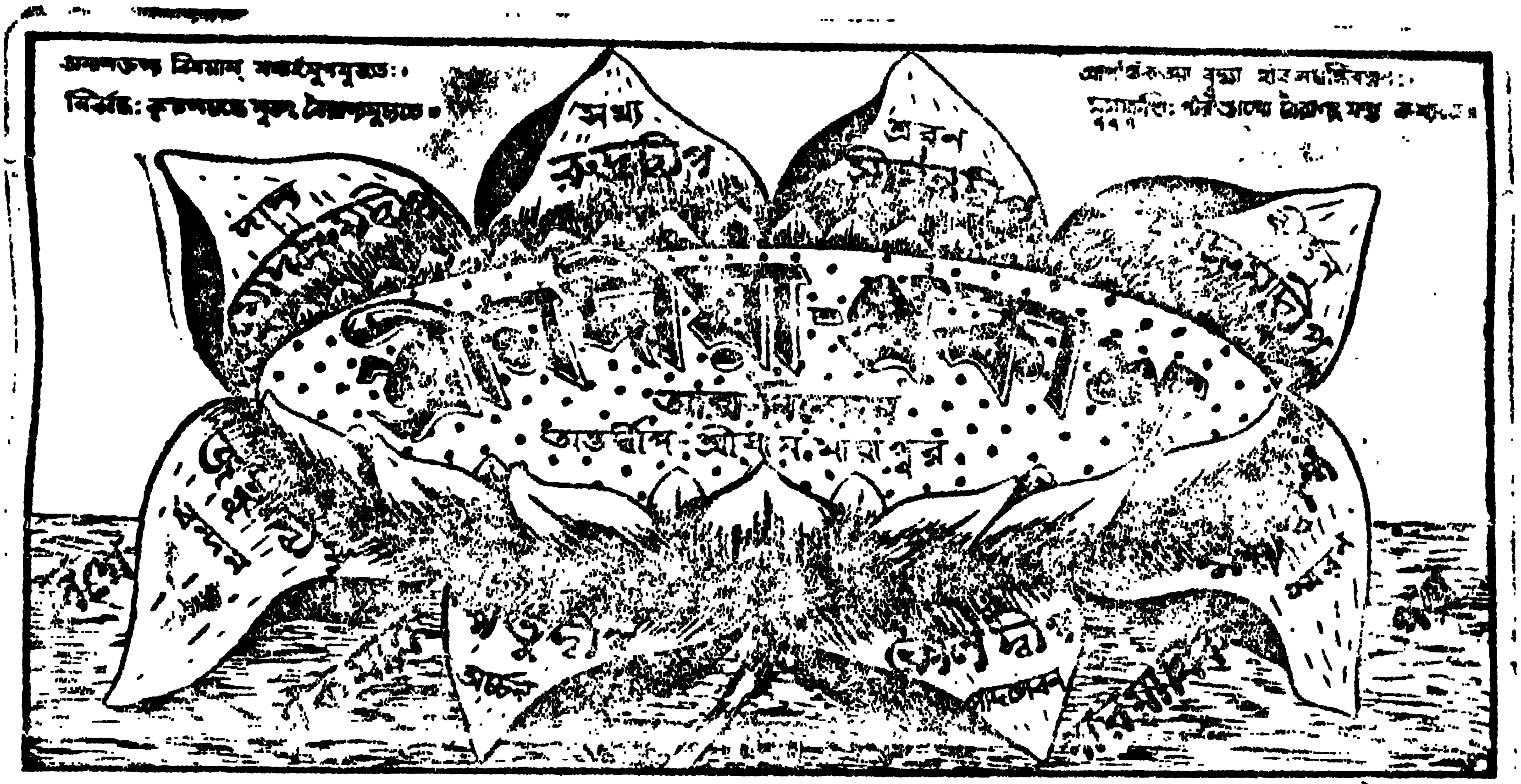

১২শ বর্ষ | ২৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই মে ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ৬৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকথা

গত ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার আকনমঠবাড় শ্রীচৈতন্যমঠের অনাত্মাহরণ সময়সদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ‘তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।’ এই পয়ারের ব্যাখ্যামুখে বলেন—ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে বহু সুকৃতিফলে জীবের যথার্থ সাধুর সঙ্গলাভ হয়। সেই সাধুগুরুর সঙ্গ হইলে তাঁহাদের শুশ্রূষা, সমাধান [illegible] পিশাচীকে তাড়াইবার কথা উপদেশ দেন।

স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দুইটী আবরণ আত্মার উপর পড়ায় জীব আত্মবিস্মৃত ও কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া জড়াভিমানে প্রমত্ত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের হৃদয়স্থ মলিনতা দূর করত তাহাদিগকে অপ্রাকৃতাভিমানযুক্ত ও নির্মল করিয়া কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। এমনই তাঁহার অপার করুণা! শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীব নির্মলচিত্ত হইলে সেই শুদ্ধসত্ত্বে শ্রীনামোদয় বা কৃষ্ণাবির্ভাব হয়।

‘উপদেশ’ শব্দের আর একটি অর্থ—কৃপাদেশ। শ্রীগুরুদেব প্রণত শিষ্যকে কৃপাদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহার মঙ্গলবিধান করেন। শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবার অধিকার যে লাভ করে নাই, বুঝিতে হইবে

অক্সফোর্ড টাউনহলে পরমার্থ-সভা

গৌড়ীয়মিশনারী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা

গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডনে থাকিয়া অনেক [illegible] কৃপাপ্রদান ও ইংরেজীতে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ পরমার্থবিষয়ে [illegible] আগ্রহ হইতেছেন। [illegible] হইতে গোস্বামী প্রভুকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ আসিতেছে। অক্সফোর্ডের সজ্জনগণ গোস্বামী প্রভুকে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসের ২রা তারিখে অক্সফোর্ড টাউনহলে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় গোস্বামী প্রভু একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সে বড়ই দুর্ভাগা। তাহার মত দুর্ভাগা আর কেউ নাই।

যেখানে হরিকথা-শ্রবণের ও কীর্ত্তনের অভিনয় আছে কিন্তু সেবার চেষ্টা নাই সেখানে সম্পূর্ণতার অভাব। হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে এবং একসঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশও পালন করিতে হইবে। এই দুই কার্য্যই সমান্তরালভাবে চলিবে। শ্রবণ ব্যতীত সেবা হইবে না, সেবা ব্যতীত শ্রবণ হইবে [illegible] একটি বাদ দিয়া অন্যটী হয় না। যাঁহারা শ্রবণপরায়ণ তাঁহারা জানেন, শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ [illegible]

জীবন ধারণ কিরূপ কষ্টকর—[illegible] ভোগময়!

প্রাণ, অর্থ, কায় এবং বাক্যদ্বারা শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ পালন এবং [illegible] শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে [illegible] শিষ্য হইবার যোগ্যতা [illegible] ছাড়া মায়ামুক্তির কোন পথ নাই। হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীগুরুসেবা—দুইই একতাৎপর্য্যপর। ‘ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা [illegible] নিস্তার পেয়েছে কেবা।’ মায়ার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে হইলে [illegible] কৃপাদেশ পালন এবং হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

[illegible]কেশনে রাজা ও রাণীর দীর্ঘজীবন কামনা

[illegible] ১২ই মে তারিখে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ করোনেশন দিবসে মঠে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মঠটী এবং শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বলরূপে [illegible] করা হইয়াছিল এবং সংকীর্ত্তনাদিও [illegible] হইয়াছিল। অবশেষে রাজা [illegible] ও রাণী [illegible] দীর্ঘজীবন কামনা ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য্যপরিচালনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল। দরিদ্র কাঙ্গালী ভোজনও [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা ও রাণী [illegible] দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসনাদি কার্য্য পরিচালনা [illegible] তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করা হইয়াছিল।

[illegible] লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের [illegible] ভাবের নিত্যমঙ্গল [illegible] বিষয়ের আলোচনা — [illegible] বিষয়ের উপদেশ স্বরূপোদ্বোধের [illegible] লাভ হয়। সুতরাং এ সুযোগ সকলেরই বরণীয়।

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি’ কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥

"দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্ট-সিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়; তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন আন্দাজে ঢিলমারা; এই দর্শন জিনিষটাই—ভজন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মধুসূদন, শ্রাণ্ প্রচার গৌরাব্দ ৪৪১

রাগ ও জ্ঞান

শুষ্ক উপলব্ধির নাম জ্ঞান এবং রসযুক্ত উপলব্ধিই রাগ বলিয়া কথিত। জ্ঞানে কাঠিন্য আছে, কিন্তু রাগ তদ্বিপরীত অর্থাৎ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিন্তার সমাপ্তি, কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের হেতু আছে, কিন্তু রাগ অহৈতুকী। জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃত হয়। জ্ঞানে সন্তোষ, কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা দেখা যায়। জ্ঞান উদাসীন আর রাগ তৎপর। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ আর রাগ আনন্দের স্বরূপ। অতএব চিদানন্দময় জীব জ্ঞান ও রাগবিশিষ্ট অথবা জ্ঞান ও রাগাত্মক। জ্ঞান জীবের স্বরূপ আর রাগ জীবের বৃত্তি। যখন ঐ রাগবৃত্তি পরমেশ্বরে পূর্ণরূপে অবস্থান করে, তখনই জীব মুক্ত।

প্রাকৃত জগতের সহিত যদিও অপ্রাকৃত জগতের তুলনা সম্ভব নহে, ত বোধগম্য করিবার জন্য একটি তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক পদার্থে আকর্ষণ বলিয়া একটি গুণ আছে; প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে, উহা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম। বৃহৎ পিণ্ড ক্ষুদ্র পিণ্ডকে আকর্ষণ করে। সেইজন্য যে কোনও দ্রব্য পৃথিবীর দ্বারা আকর্ষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বে পদার্থসকল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে সমুদয় চিৎপদার্থ পূর্ণচৈতন্য পরমেশ্বর কর্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয়। চিৎ-পদার্থের এই আকর্ষণই রাগ।

মুক্তজীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিই রাগরূপা শক্তি। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। মুক্ত অবস্থায় ভক্তি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই; বিশুদ্ধ রাগাত্মিকাই তাহার স্বরূপ। জ্ঞান আধার কিন্তু ভক্তি আধেয়। আধার আধেয়ের অঙ্গ নহে। তদ্রূপ বৈরাগ্যও ভক্তির অঙ্গ নহে। পরমেশ্বরে অনুরাগ হইলে অপরাগ আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্যই থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য না থাকিয়া পারিবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির সহচর, ভক্তির অঙ্গ নহে।

অনুকূল-গুরুপাদপদ্ম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার।

শ্রীশ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরমকরুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাভিরূপ, নিত্যস্বরূপ, স্ববিলাসরূপ শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়কে প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টপূর্ত্তিকারী শ্রীস্বরূপরূপের আনুগত্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গজনের আনুগত্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টপূর্ত্তিকারীর আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টসেবা সর্ব্বতই আমাদের পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান বা সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই আনুগত্য-বিচার ছাড়িয়া দিব, আপনাকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত নিরতান্তঃকরণে সমর্থ বলিয়া বিচার করিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন হইবে। ভক্তিহীন নামহ সর্ব্বনাশ। পরবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার প্রথম মুখে যদি "আমি-জানা সংকল্প একবার ধরলাম" — এই বিচার প্রবল থাকে, যদি আমরা শ্রীগুরুদেবের প্রিয়তম জনের শ্রীগুরুপাদপদ্মদর্শনের অন্তরঙ্গ দর্শন যে বিবর্ত্তে নিজেই গুরুদেবকে দিবার জন্য ধাবিত হই, তাহা হইলে দশনের অনাথায় কৃপা হইতে বঞ্চিত মদগুরু জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনেক সময় আমাদিগের নিকট অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথা বলিয়া শ্রীবার্ষভানবীদয়িত কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা জানাইতেন। শৈব্যার কৃষ্ণ বা চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ আমাদের 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়' নহেন অর্থাৎ তাঁহারা যেভাবে কৃষ্ণকে শ্রীরাধাবিরহিতভাবে দর্শন করিতেন, তাহা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অনুগত সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় নহে। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃষ্ণই আমাদের অনুকূল কৃষ্ণ। তাঁহার আনুগত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কৃষ্ণদর্শন, তাহা আমাদের অনুকূল নহে। তদ্রূপ শ্রীবার্ষভানবীদয়িতপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয়তমজনের আরাধ্য যে গুরুপাদপদ্ম তাহাই আমাদের অনুকূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপ্রিয়তমের গুরুদর্শনের একান্ত আনুগত্যই আমরা শ্রীল প্রভুপাদ-কথিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বলিয়া জানি। এই অনুকূল-গুরু পাদপদ্মানুশীলনই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউন, ইহাই সজ্জন সমাজে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদ তদনুগত সেবকসম্প্রদায়ের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন—"সকলে রূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন, শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন, সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দুই দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন, শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না; জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না; নিজভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়বেন না, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন। * * জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সম্বল। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ আপনারা অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। * * জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই, * * আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ চিন্তাস্রোত শ্রীরূপ-কীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না ক'রে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।"

পরমকরুণাবতার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত আশীর্ব্বাণীকে যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ মস্তকে ও হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শিষ্য পরিচয়ের সার্থকতা, নতুবা প্রকৃত স্বার্থগতি না বুঝিয়া অপস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সজ্জর্ষ বা বিবাদ তর্কনল কলির আবাহন অনিবার্য্য বলিয়া জানিব। শ্রীগুরুদেব আমাদের প্রতি কত করুণার্দ্র হইয়া আমাদিগকে ঐরূপ আশীর্ব্বাদ শুনাইয়া গিয়াছেন। যিনি তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারে অগ্রণী হইতেছেন, তাঁহার আনুগত্যে শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবাই আমাদের প্রধান কৃত্য হউক এবং আমরা জানি, তাহাই আমাদের শিষ্যাভিমানের একমাত্র সার্থকতা। অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই মিলিয়া মিশিয়া থাকা সম্ভব হইতে পারে। নতুবা অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচারানুসরণের ছলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বিচার প্রবল হইলে 'মিলন' বলিয়া জিনিষটি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এক অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব সত্যেই মিলন বিদ্যমান। সেখানেই সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে।

হরিভজনই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, নতুবা "আমি শিষ্য হব থাকিয়া সর্ব্বদা না লব পূজা কার", বিচারের পরিবর্ত্তে "নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদিদানে হ'বে অভিমানভার" অবস্থা আসিয়া পড়ে। শ্রীরূপানুগাচার্য্যোক্ত অত্যাহারাদি ও কর্ম্মজ্ঞানাদি-অনাত্ম। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিবার বিচার হইলে তৃণাদপি, অমানিত্ব, মানদত্বাদি হরিভজনের যোগ্য সদ্গুণ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, নতুবা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবারই বিচার পরিপুষ্ট হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এ প্রকার আদৈবসম্পদবিশিষ্টগণের সম্বন্ধে শ্রীভগবদুক্তি সকলেরই আলোচ্য হওয়া আবশ্যক।

প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদির উচ্চতা বা নীচতাদি অনাত্মবিচার শুদ্ধ আত্মবিচারের সহিত পার্থক্য স্থাপন করায় উভয় সহিত আত্মার নিত্যোপাস্য ভগবদ্ভজনের কোনই সম্পর্ক নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের স্বরূপ পরিচয়-প্রদানপ্রসঙ্গে প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদির কোন প্রাধান্য স্থাপন না করিয়া "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বিচারের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত "যেই ভজে, সেই

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

বড়'' এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুসরণ করিতে পারিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে পরিমুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিতে সমর্থ হইব এবং তখনই বুঝিব,—

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥

—এই মহাজনবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? শিষ্য-অভিমানই অর্থাৎ শাসনযোগ্য হইবার বিচারই আমাদের অনর্থনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। যে-মুহূর্ত্তে গুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাসাভিমান হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বনের দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া পড়িবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। গুরু কৃষ্ণের দাসানুদাসাভিমানেই গুরুত্ব সম্যক্ প্রকাশিত। 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণীতে যে গুরু হইবার আদেশ, তাহা 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ' এই শ্রীমুখবাণীকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিয়া। এই 'কৃষ্ণ উপদেশ' কাহারা করিবেন কে?—যিনি সর্ব্বতোভাবে ''শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'' বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবতাত্মা হইয়া 'অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত' একা বা কেবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি 'কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা', শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পরিনিষ্ঠিত চিত্ত, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী যাঁহা হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করে, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীরূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অনন্ত লহরী নিত্য প্রবহমানভাবে নর্ত্তনবিলাসপর, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিদেবী অষ্টাত্রিংশচ্চিদ্বিলাস প্রকট করিয়া শ্রীরাধারাণীদিগের সুখবিধান-তৎপরা, যিনি শ্রীগুরুকৃষ্ণের মনোভীষ্ট সেবার যাবতীয় সদগুণকে অধিকার করিয়া শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয়, তিনিই শ্রীগৌর বিনোদবাণী কীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ। শ্রীগুরুদেবের বাণীর কীর্ত্তনকারীর সেবারী করাই শ্রীগুরুদাসানু দাসগণের একমাত্র বিচার। তাহা হইলেই শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইবেন, তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

কৃষ্ণশ্রবণহীনের অধমতা

(কুমারী কমলা সরকার)

যাহাদের জ্ঞান নাই সেই নিত্যানিত্য-বিবেকহীন ভোগপ্রমত্ত প্রাণিগণই 'পশু'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আমরা সাধারণতঃ চতুষ্পদ প্রাণীকেই পশু বলিয়া থাকি। আর যে সব জীব পশু-পক্ষ্যাদি প্রাণিগণকে পালনের অভিনয় করেন, বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া জগতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, যাহাদের হিতাহিত বিবেকবুদ্ধি আছে তাহারাই মানব বলিয়া পরিচিত।

কৃষ্ণবিমুখ জীব আমরা ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কেবল কষ্টই পাই। চৌরাশি লক্ষ যোনিভ্রমণের পরে সত্য মানব-জন্ম লাভ হয়।

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

ভগবৎ-সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পশুসকল আহার, বিহার ও নিদ্রায় বৃথা দিন কাটায় বলিয়া তাহাদের জীবনের কোনও মূল্য নাই। মনুষ্যজীবন অতিকষ্টে লাভ হয়। রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়ভোগ মানবেতর পশু-পক্ষ্যাদি জন্মেও হইতে পারে। সুতরাং অনিত্য বিষয়-ভোগের আশায় বৃথা দিনাতিপাত না করিয়া অনাত্ম জন্য বিষয়-ভোগের জন্য রাখিয়া দিয়া এই জন্মেই নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য যত্ন করা—অন্যান্য ইতর বিষয় পরিহার পূর্ব্বক দুষ্প্রাপ্য সাধুসঙ্গে হরিসেবার জন্য তৎপর হওয়া যে মনুষ্যমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। পশুর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? এ বিষয়টী বিচার না করিয়া মনুষ্য ও পশুর পার্থক্যের মধ্যে আমরা যদি একটি কাল্পনিক ধারণা পোষণ করি, মনুষ্যের জীবনধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য বিষয়ে যদি আমরা অনভিজ্ঞ থাকি, আমরা যদি বিচারপরায়ণ না হইয়া আবাচক হই, যদি সুসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অপসিদ্ধান্ত হৃদয়ে পোষণ করিবার স্পৃহা করি অর্থাৎ সেবাবিচার ছাড়িয়া ভোগপরায়ণ প্রমত্ত হই, তাহা হইলে স্বস্বরূপ উপলব্ধির অভাবে আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও জীবন সার্থক করিতে পারিব না। সাধারণের ধারণা, মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচার ভ্রমাত্মক, কারণ এই বিচার-শক্তি অনেক সময়ে অনেকানেক পশু-পক্ষীতেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মনোধর্ম্মের বহুমানন না করিয়া এই সব তারতম্য বিচার পরিহার করাই সুধীগণের কর্ত্তব্য।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—
"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়—একথাটি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবেতর পশু হরিভজন করিতে পারে না, মানুষ হরিভজন বা কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে পারে; এইখানেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য। যথা—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

বহু জন্মজন্মান্তর ভ্রমণ করিয়া লোকের পর জীব সুদুর্লভ, অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ মানবজন্ম লাভ করে। এই মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য জন্মে হরিভজন হয় না। এই নরদেহটী ভবসমুদ্র পার হইবার পটুতর নৌকাসদৃশ। সুতরাং ভগবৎসেবাই যে মানবজন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভগবদ্-বিজ্ঞান-লাভ করাই মনুষ্যজীবনের ফল। এই গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে—সেবার দিকে অগ্রসর হইবে, নতুবা পশুত্বের দিকে—হরিবিমুখ হইয়া আহারবিহারাদি ইন্দ্রিয়তর্পণের পথে ধাবিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত এই মনুষ্যজন্মের সুদুর্লভত্ব ও পরোপকারিত্ব ভগবন্মুখে বলেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

মনুষ্যদেহ সুদুর্লভ হইলেও বর্ত্তমানে লাভ হইয়াছে বলিয়া ইহা আমাদের পক্ষে সুলভ। সংসারসমুদ্রে পতিত বদ্ধ আমরা [illegible] বিপদগ্রস্ত। [illegible] কৃপা ব্যতীত আমাদের আর নিস্তার নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"স সাধুবর্গ-বলেন [illegible] কাম
ক্রোধাদি নক্র-[illegible] কণ্টকতাম্।
[illegible]
সৌরাজ্যং [illegible] কৃপাবলম্বনম্॥"

বদ্ধজীবমাত্রেই সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়া কাম ক্রোধাদি [illegible] বিপদ্‌গণের দ্বারা সতত আক্রান্ত। [illegible] কৃপায় এই [illegible] পার হওয়া [illegible]। [illegible] এক সময়ে [illegible] দরকার। [illegible] নৌকা [illegible] বিশেষ দরকার। সেইজন্য [illegible] ভগবান সংসার [illegible] জন্য নরদেহরূপ এই নৌকাটি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেই গুরুরূপে ধারণ করিয়া [illegible]

এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকার কর্ণধারস্বরূপে জীবগণকে [illegible] প্রাপ্য হইতে লইয়া [illegible] পাকেন। যাঁহারা এই [illegible] ভগবানকে এই মনুষ্যদেহরূপ [illegible] প্রদান করেন অথচ তাঁহার [illegible] গ্রহণে সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই ভাগ্যবান; আর যাহারা এরূপ পরমমঙ্গলবাণী পরাঙ্মুখ হইয়া অনিত্য, অন্ধকারসদৃশ জীব-মনোহারিণী মায়ার জালে আবদ্ধ হয় তাহারা আত্মঘাতী।

হরিবিমুখ মানবগণ স্ব স্ব ভোগপর বিষয়-কথা হৃদয়ে স্থান দেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধ হইয়াছে তাঁহাদের হৃদয়ে বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। সুতরাং সেই সকল হরিসেবাপর বৈষ্ণবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা যদি বুদ্ধিমান্ হই, তাহা হইলে মানবজীবনের সুদুর্লভত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহকালের ও পরকালের নিত্য সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীহরিকথা নিত্যকাল শ্রবণ করিব। যাঁহারা এই পরমমঙ্গলময় কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য কথা ব্যস্ত তাহারা মনুষ্য-নামের অযোগ্য।

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ
পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম
গদাগ্রজঃ॥"

যাহাদের কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

সারকথা

হরিভজন এক্ষণে কিরূপ?

[illegible] জানিবে নিশ্চয়।
[illegible] হয়॥
[illegible]
[illegible]
([illegible])

অনর্থোপশমের উপায় কি?

নাম সংকীর্ত্তনে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ২২)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]
প্রাচীন [illegible], ঠাকুর [illegible]পুর, নদীয়া।

[illegible]

(২) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩) [illegible] শ্রী[illegible]
[illegible]পুর
[illegible]
শ্রীমন্মহা[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল দেবশর্মা [illegible]

(৪) শ্রী[illegible] অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ [illegible]
এই স্থানে [illegible] ভবন এবং
সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক [illegible]

(৭) [illegible] পাট
প্রাচীন [illegible]পুর, [illegible] (নদীয়া)
[illegible]
সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস [illegible]

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক [illegible]

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

[illegible]

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ
চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
[illegible]
[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]

সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(১২) [illegible]
[illegible], পোঃ [illegible]

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible]দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible] নিকটবর্ত্তী)

১৭ [illegible]

রক্ষক [illegible]

১৮ [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক [illegible]

(২১) [illegible]ঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—[illegible] মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধব গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] রক্ষক [illegible]
[illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ
[illegible], পোঃ ঢাকা
রক্ষক—[illegible]

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
[illegible] অধ্যাপক
[illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
[illegible] (আসাম)
রক্ষক [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ
[illegible]পুর, [illegible]
রক্ষক—[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বিহার)
রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক— [illegible]

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক —[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
রক্ষক শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক —শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৭৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
[illegible]
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রী[illegible]গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধরের
সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত
শ্রী[illegible] বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)
শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।
রক্ষক - শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) [illegible]— [illegible], পুরী
রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
ভক্তিসুধাকর এম্ ও।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ও [illegible]।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], (হাওড়া)
এখানে [illegible] সেবা
বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)
রক্ষক [illegible] দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ [illegible], [illegible] গার্ডেন্স,
[illegible], লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—[illegible] অধিকারী
এম-এ, পিএইচ-ডি
প্রচারক— [illegible] পণ্ডিত
শ্রী[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস ওয়াকস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
মহোপদেশক [illegible] ভক্তিকুসুম [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

প্রতি মণ

ভাদশালি	৬৷৷০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নতুন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেক কোয়ালিটি	৬৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিকাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫,৫০
গুকরেণ	২২৷০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪৷৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম —	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়-	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷/০—৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
ক্রাউনমোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলার্ড	১৷৷৵০ – ১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
কুমারেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷০

পাস্তিরাম

শীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা পাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোনার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি সুরমিস ফাইন	৪৩৲
চাপর্গা খাঘা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১০৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

প্রতি মণ

পাকা সাগু	৬৷৷০
সুপারী রেণী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷৷০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	০ —৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷০—৪৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷৷০ - ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩৷৷০
টিন পাতী, বোল্টু পয়রাদে	৮৸০—১০৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৷৷০—১৪৲
সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲,	নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবনীয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... জ্বর কাটিতে অদ্বিতীয়। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব মোচন হয় কিনা। ... বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ১৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

প্র... দ্ধ জে, বি দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

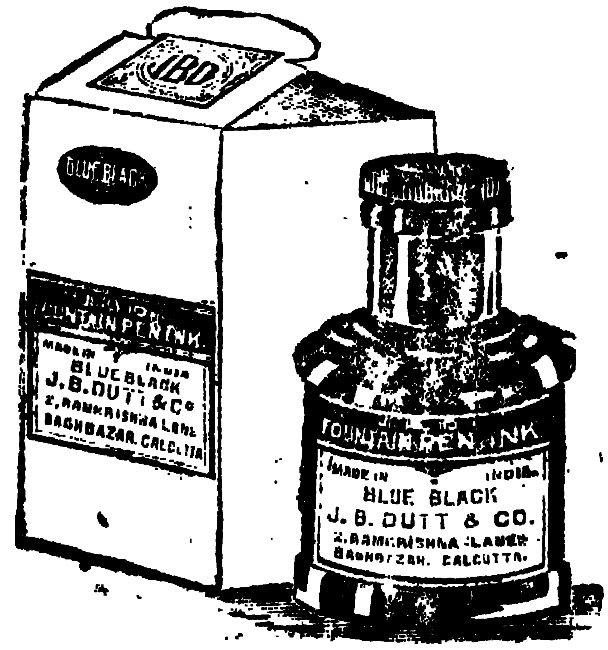

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ— ১৮নং ... লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীনবদ্বীপধামপালক
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১৯শে মে, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৬৮]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(*):(•):——

দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি উৎসব

গত ১৫ই মে কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত দিলীপ রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক প্রমথ সরকার, শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বাগচি, শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীযুত ব্রজরঞ্জন রায় প্রভৃতি এতদুপলক্ষে কৃষ্ণনগর আসিয়াছিলেন।

বৈকালে কৃষ্ণনগর টাউন হলে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। এই সময় তরুণ ভাস্কর্য্যশিল্পী কার্ত্তিকচন্দ্র পালের নির্ম্মিত দ্বিজেন্দ্রলালের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ রামানন্দ বাবু উন্মোচন করেন। স্থানীয় যুবকগণ দ্বিজেন্দ্রলালের লিখিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করেন। শ্রীযুত দিলীপ রায়ও এই সভায় মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত করেন। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের বক্তৃতার পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

সিম্সন-উইণ্ডসর বিবাহ

খুব সম্ভব আগামী ২রা জুন বুধবার ডিউক অব উইণ্ডসরের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। অবশ্য তাহার দুই একদিন আগে বা পরেও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; প্রথমে, আরও কিছু পূর্ব্বেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিবাহের তারিখ অভিষেক উৎসবের তারিখ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। সেই উদ্দেশ্যেই ভিয়েনাস্থ ব্রিটিশ রাজদূত ওলফ গাংএ ডিউক অব উইণ্ডসরের নিকট গিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহে ডিউক অব উইণ্ডসর ও মিসেস্ সিম্সনের সংবাদ যেরূপ শিরোনামা দিয়া ছাপানো হইতেছে তাহাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খুব বিচলিত হইয়াছেন। মিসেস্ সিম্সন ও ডিউক অব উইণ্ডসর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। ছয়মাস ধরিয়া তাঁহাদের অতি সামান্য কার্য্যকলাপও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রকাশ, নাৎসি ব্রিটিশ কনসাল মিঃ উইলিয়াম কিউমিং গ্রাহাম ব্রিটিশ সিভিল ম্যারেজ আইন অনুযায়ী বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

নোয়াখালির আদালত স্থানান্তরি

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আগামী ২রা জুলাইয়ের পরিবর্ত্তে আগামী পূজার ছুটির পর মাজদীতে আদালত খুলিবার চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইতোমধ্যে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় রাজস্ব বিভাগীয় রেকর্ডসমূহ মাজদীতে স্থানান্তরিত করা হইবে।

আবিসিনিয়ার রাজধানী দেসীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব

——:(•):——

আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবা হইতে দেসীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী একটি বিশেষ মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করিয়াছেন। গত কয়েক দিবস যাবৎ সিনর মুসোলিনী তাহা বিবেচনা করিতেছেন। যে উচ্চ মালভূমির উপর আদ্দিস-আবাবা সহর অবস্থিত ইতালীয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে অত্যন্ত নীরস ও নিরানন্দ এবং ইউরোপীয় অফিসারদের বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। অপর পক্ষে দেসী সহর যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহার আবহাওয়া তদপেক্ষা অনেক ভাল এবং তাহার উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া দেসী সহর সামরিক দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটী রাস্তার সঙ্গম স্থান। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই রাস্তাগুলি গিয়াছে। লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী আসাব বন্দর হইতে যে রাজপথটির নির্ম্মাণ কার্য্য এখানে শেষ হইতে যাইতেছে উহার দ্বারা দেসী সহর সমুদ্রোপকূলের সহিত সংযুক্ত। প্রস্তাবিত রাজধানীর একটা প্রধান সুবিধা এই যে, উহা হইতে সমুদ্রোপকূলে যাইতে হইলে জিবুতীর সহিত আদ্দিস-আবাবার সংযোগকারী ফরাসী রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হয় না। আর একটী বিষয় দ্বারাও সিনর মুসোলিনীর সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হইতে পারে, তাহা এই যে, দেসীতে দেশীয় অধিবাসীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বলিয়া ইতালীয় কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত বিভ্রাটে পড়িতে হইতেছে।

আলবানিয়ায় বিদ্রোহের সূচনা

——(×)——

ভিয়েনা হইতে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আলবানিয়ায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। খারাপ ফসল এবং রাজকোষের অর্থাভাবই ইহার কারণ। রাজকর্ম্মচারীদের বেতন বাকি পড়ায় তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদায় করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে রাজা জোগকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক সিনর মুসোলিনীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ঋণের সর্ত্ত এই যে, (১) ৩০,০০০ ইতালীয়কে আলবানিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে দিতে হইবে। (২) খনিজ দ্রব্য ও তৈল সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা ইতালীকে দিতে হইবে; (৩) আলবানিয়ায় যে সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার আছেন তাঁহাদের স্থানে ইতালীয় অফিসার গ্রহণ করিতে হইবে; (৪) ইতালীয় ও ক্যাথলিক স্কুলসমূহ পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে; (৫) উপকূলবর্ত্তী দুর্গাদি আরও বাড়াইতে হইবে; (৬) আরও বিমান-ঘাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং ডুরাজো পোতাশ্রয়টী আরও বড় করিতে হইবে; (৭) প্রত্যেক মন্ত্রীর দপ্তরেই একজন করিয়া ইতালীয় সংগঠনকারী রাখিতে হইবে।

ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও গবর্ণমেণ্ট বিরোধী তীব্র প্রচারকার্য্যের প্রতিকারকল্পে রাজা জোগ একটি বন্দীনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইতোপূর্ব্বেই কয়েকশত ছাত্র তথায় প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সন্দেহে সৈন্যদলের ৪২জন অফিসারকে সরাসরিভাবে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। বহু বেসরকারী সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে ৫ শতাধিক গৃহ ভস্মীভূত

——::(×)::——

গত বুধবার বালেশ্বর জেলার কটক জেলার গাঁ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ৫ শতেরও অধিক গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া খুদা রোড হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কতিপয় গবাদি নাকি দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

গৌড়ীয় ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
আকারে বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবর
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵
২১। গৌড়ীয় সাহিত্য ৷৵
২২। ভজন রহস্য ৷
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ১৲
২৭। দুর্ব্বলের অশ্রুমালিকা গুণগৌরব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ১০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। শ্রীগৌড়দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ১০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ১০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমপ্রদীপিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ১০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ১০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১০
৫৬। ভারতবর্ষে ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ১০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ১০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ১০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ১০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ ওয়াড স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৵০
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ১০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ১০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১০
৮১। সাধন-পথ ১০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পক্ষান্তরে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণ"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ছাত্রদের প্রধান প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হইবে এক বিরাট, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান আবশ্যক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

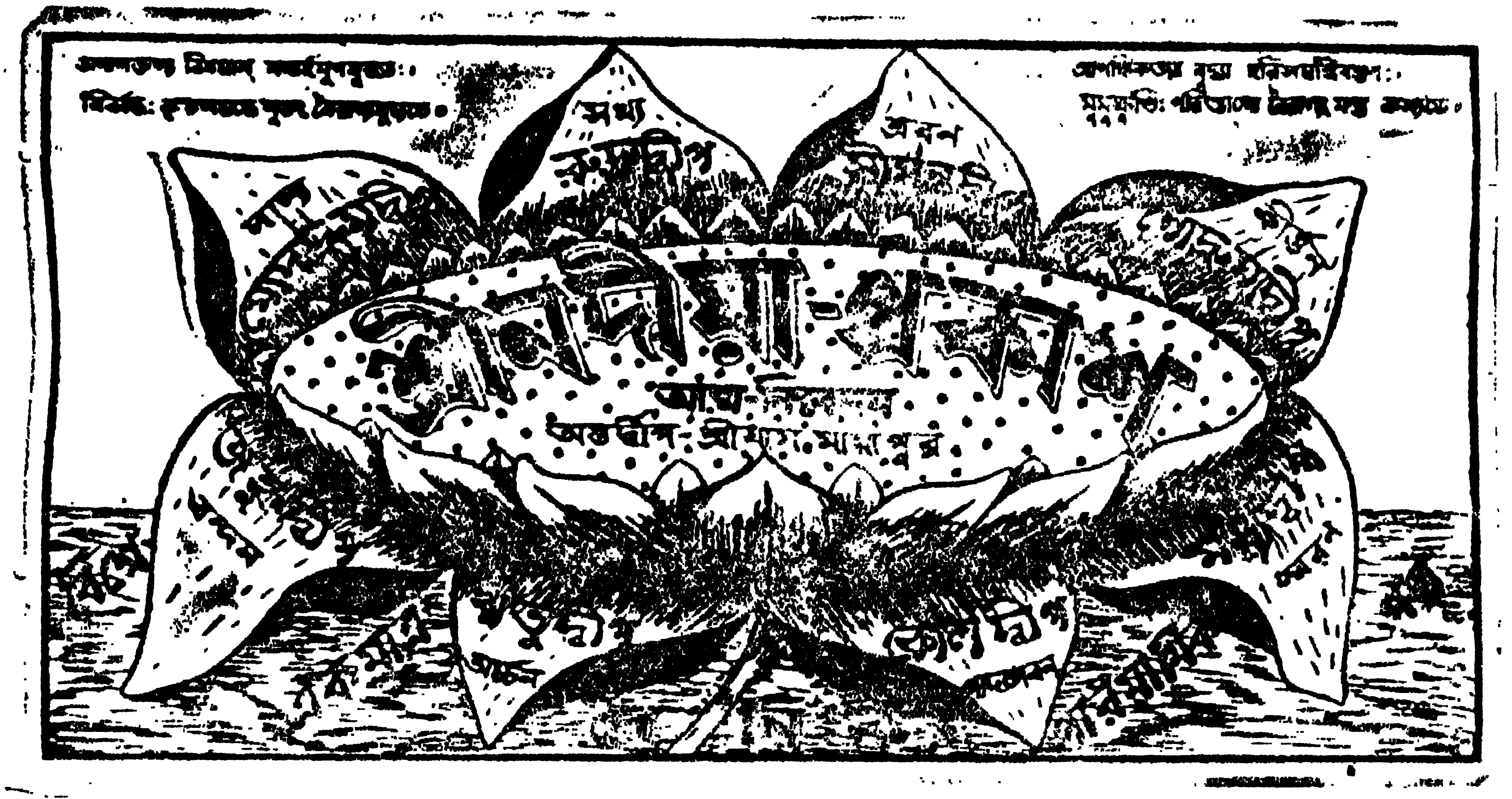

১২শ বর্ষ | ২৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে মে ইং ১৯৩৭, বুধবার | ৬৮তম সংখ্যা

মৈমনসিংহে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শুভবিজয়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর মৈমনসিংহ অলোয়া গ্রামে শুভপদার্পণ

——— ::(*):: ———

সর্ব্বত্র বিপুল সম্বর্দ্ধনা, সহস্র সহস্র দর্শনার্থী সজ্জনবৃন্দের প্রবল উৎকণ্ঠা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ইংরেজী ১১ই মে (১৯৩৭) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগুরুবর্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আলোয়াভিমুখে শুভযাত্রা করেন। শুভ বিজয়ের প্রাক্কালে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর প্রসাদী মালা দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে তাঁহার অনুগমন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন বাগ্মন বি-এল, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রত্নতীর্থ, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ব্রহ্ম, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ ঈশান প্রভু দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীপাদ হরিপদ ভক্তিবিধু, শ্রীপাদ হরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রভুচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

শ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণ প্রায় ৩ই ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর ভক্তিকুটীরে পদার্পণ করেন। তথায় শ্রীভাগবত-প্রেসের ম্যানেজার শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ, কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আগত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, কৃষ্ণকুটীরের সেবকবৃন্দ, রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর বি ই, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন বসু, বি-এ এবং শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল গাঙ্গুলী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ জয়ধ্বনি এবং পুষ্পমালাদিদ্বারা আচার্য্য পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ঐদিবস সায়াহ্নে কৃষ্ণনগরের সর্ব্বজনপরিচিত উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় সহ কৃষ্ণনগরবাসীর মুখপাত্ররূপে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাত্রি প্রায় পৌনে আট ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আগত ভক্তবৃন্দ এবং কৃষ্ণনগর হইতে তাঁহার অনুকম্পিত রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-ই, পাটনার অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী প্রভৃতি সহ কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে রওনা হন। শ্রীমৎ কৃষ্ণনগরের বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন আচার্য্য-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী প্রভু আচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃষিশিল্পী প্রভু অন্যান্য সেবক-গণ সহ আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদীয় অনুগমনকারীর ট্রেনে আরোহণ এবং উপবেশনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর এম. এ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর বংশধর জমিদার শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্র, কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দেব বাহাদুর, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবারত্ন, শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী প্রভৃতি রাণাঘাটে আসিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন।

ট্রেন (১২ই মে বুধবার) ভোর ৬টায় বিশাল যমুনানদীর তটে সিরাজগঞ্জঘাট ষ্টীমার ষ্টেশনে পৌঁছিলে অলোয়া হইতে আগত শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র ঘোষ কতিপয় ভদ্রলোক সহ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদনুগামী ভক্তগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দের সহিত ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া বেলা ১২টার সময় চারাবাড়ী ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছেন।

পথিমধ্যে ষ্টীমারে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী, ত্রিদণ্ডি-পাদগণ হরিকথা কীর্ত্তন এবং তদনুগত ভক্ত-বৃন্দ শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধ সংকীর্ত্তন করিয়া যাত্রীগণকে মুখরিত করেন। আলোকিমাদহ উপকণ্ঠ হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের চেতনোন্মেষক সুমধুর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। প্রথমে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু শ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-নাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভু 'দুর্ল্লভ মানব-জন্ম', শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্ট-সিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে হাত্‌ড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়; তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন আন্দাজে ঢিলমারা। এই দর্শন জিনিষটাই—ভজন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মধুসূদন, ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

সুখ ও দুঃখ

কর্ম্মফলবাধ্য জীব আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। এই দুঃখময় সংসারে যে প্রকৃত সুখের লেশমাত্রও নাই, দুঃখী জীবের পক্ষে যাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা যে দুঃখেরই প্রপ্রচুর বা বাহক এবং দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ক্ষণিক সাময়িক শান্তি, একথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই এই দুঃখময় স্থানে সুখের সন্ধান করিতে গিয়া কেবল কষ্টই পাই। রোগাদি যেমন আমাদের দুষ্কর্ম্মের ফলানুসারে আপনা আপনিই আমাদের উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ কর্ম্মফলানুসারে আপনা হইতেই আসে; সুতরাং তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ সুখে দুঃখে বিচলিত না হইয়া সতত মঙ্গলময় কৃষ্ণের উপরই নির্ভর করিয়া তদনুকূল অনুশীলনমুখেই জীবনযাপন করিয়া থাকেন।

আমরা সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যাই এবং সুখ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। আর যখন দুঃখ আসে তখন কেবল সুখের স্বপ্নই দেখি, সুখের আশায় পাগল হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করি। ভক্তের কিন্তু এ সকল বালাই নাই। তিনি সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া ঐরূপভাবে দুঃখকে টানিয়া আনেন না। তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্‌ যদ্‌ ভবাং ভবতু ভগবন্‌ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহার কথা—

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ' ভব-সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥

যাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন—নিজের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত ভার তাঁহাকে দিয়া তৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন, তাঁহাদের চিন্তা ভগবানই করেন। কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, সবই দয়াময়ের দয়ার নিদর্শন-স্বরূপ,—এই বিচারে ভক্ত প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই পরানন্দময়।

সুখ দুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই যত বিপদ্। সুখ ও দুঃখ সবই ভগবানের কৃপা, আমাকে শোধন করিবার জন্যই তাঁহার এই সুবিধান—এই বিচার ভক্তের। এইরূপ সুবিচার আমাদের নাই বলিয়া আমরা নিজে নিজে আমাদের নিজের বন্দোবস্তটা করিতে চাই। কর্ত্তা ত' আমি নই, সুতরাং অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে? কর্ত্তৃকারের কার্য্য যদি কুম্ভকার করিতে যায় তাহা হইলে কি অসুবিধা হইবে না?

আমরা যাহাকে দুঃখ মনে করি, ভক্ত তাহাকেই ভগবৎ-কৃপা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন, তাই তাঁহারা অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর থাকেন। আর আমাদের এমন কপাল যে, সুখের মধ্যেও কেবল দুঃখের বিভীষিকা দেখি, সতত উদ্বিগ্নচিত্তে জীবন কাটাই।

ভক্তগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর, কৃষ্ণের সুখেই তাঁহাদের সুখ। আর আমরা ইন্দ্রিয়ারামী। নিজের সুখ হইলেই আমাদের সব। আর এই ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধা যেখানে সেইখানেই যত বিপদ। ভক্তগণের বিপদ কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। ভগবৎসেবায় বাধা পড়িলেই তাঁহারা বিপদ্ গণেন, কৃষ্ণের সুখে বাধা পড়িলে তাঁহারা জগৎ অন্ধকার দেখেন। কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহারা নিজে অনন্ত দুঃখভোগ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। তাই তাঁহারা বলেন—

'তোমার সেবায়　　দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ　　পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস　　ভুলিনু এখন
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার　　তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥'

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্তগণ দুঃখ বলিয়াই জানেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের বরণীয়। কৃষ্ণের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহা ভক্তি বা ভক্তির অঙ্গ। সুতরাং কৃষ্ণ-সুখের জন্য যে সাময়িক সেবা-দুঃখ বরণ তাহা দুঃখ নহে—ভক্ত্যঙ্গযাজন এবং ইহা অবিদ্যানাশক বলিয়া পরমাদরণীয়। এই সেবাদুঃখের দ্বারা অনাদিবহির্ম্মুখতা-দুঃখ চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এমন বোকা কে আছে যে, অনন্তদুঃখ-নাশকর এই সাময়িক সেবাদুঃখ বরণ করিয়া পরানন্দের অধিকারী না হয়। ভক্তগণ ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরশীল বলিয়াই এ সকল কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

মৈমনসিংহে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শুভবিজয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

'ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ' এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু 'রাধাকৃষ্ণ বল বল' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

চারাবাড়ী ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

আচার্য্য-পাদপদ্মের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ষ্টীমার ষ্টেশনে অলোয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভৃতি সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ পুষ্পমালাদিসহ অবস্থান করিতেছিলেন। আচার্য্যপাদপদ্মকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সহস্রাধিক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ অম্লানবদনে সহ্য করিয়া লৌহজঙ্গ নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকা হইতে শ্রীমদ্ আচার্য্য-পাদপদ্ম ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত নদীতীরে পদার্পণ করিলে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর অগ্রণীরূপে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় আচার্য্যদেবের গলদেশ বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ঐকতান-বাদ্য পরম সুমধুর তালমান-সংযোগে বাদিত হইতেছিল। শঙ্খ, ঘণ্টা এবং জয়ধ্বনি দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া সকলের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছিল। আচার্য্যের শুভপদার্পণ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিবার জন্য একবিংশতিসংখ্যক তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। ঘাটে একটি মনোরম তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে আচার্য্যদেবের আগমনের অগ্রদূতরূপে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ মোটরবাসযোগে বেলতা গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও কতিপয় ভক্ত। পরবর্ত্তী মোটরযোগে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রভৃতি সহ বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় বেলতা গ্রামে ময়মনসিংহের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র গুহ মহোদয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। গৃহের সম্মুখভাগে রাস্তার উপরে একটি সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আচার্য্যপাদপদ্ম ভক্তবৃন্দের সহিত উক্ত গৃহে ১২ই মে বুধবার দিবস অবস্থান করেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পর গুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমেয়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'ব্যাধ-নারদ' সংবাদ পাঠ করেন। গ্রামবাসী প্রায় তিনশত ভদ্রলোক এবং মহিলা পাঠে যোগদান করিয়া অতি আগ্রহের সহিত হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

অলোয়াভিমুখে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

বেলতায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ মহোদয়ের গৃহে প্রত্যূষে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমেয়ে প্রভু শ্রীগুরুবন্দনা, 'জীব জাগ জীব জাগ' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী প্রভুকে অগ্রণী করিয়া অলোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তি আচার্য্যপাদপদ্মকে অলোয়াগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য সুসজ্জিত মোটরযান

বিচিত্র ঐকতানবাদ্য, নিশান, ডঙ্কা ও সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ বেলতা গ্রামস্থ উক্ত গৃহ-প্রাঙ্গণে উপনীত হন। বেলা ৬ ঘটিকার সময় সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী বাদ্য, তৎপরে বিচিত্র-বর্ণের পতাকা, সংকীর্ত্তনমণ্ডলী, তৎপরে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের সুসজ্জিত মোটরযান, তৎপশ্চাতে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী, পশ্চাতে মোটর বাস ও প্রাচ্য ঐকতানবাদ্য আচার্য্যের জয় ঘোষণা করিতে করিতে অলোয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন; মধ্যে মধ্যে তোপ-ধ্বনি হইতে থাকে। পথিমধ্যে শোভাযাত্রা 'সন্তোষ' গ্রামে সন্তোষের মহারাজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের রাজবাটীর নিকটে পৌঁছিলে তদীয় সুপ্রসিদ্ধ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সজ্জনবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার গুহ নিয়োগী মহোদয় অন্যান্য শিক্ষকবর্গ এবং ছাত্রবৃন্দসহ আচার্য্য-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং সেই স্থানে ১২টি তোপধ্বনি করা হয়। স্থানীয় পুলিশ-ষ্টেশনের কর্ম্মচারিবৃন্দও সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রার সহায়তা এবং শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। বেলা ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব নারীগণের হুলুধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য বিচিত্র বাদ্য, তোপধ্বনি ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়ধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভামণ্ডপে চন্দ্রাতপতলে উপ-বেশন করিলে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভুর মূল-গায়কত্বে শ্রীগুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ শোভাযাত্রা-সন্দর্শনে এরূপ আকৃষ্ট হ'ন যে, তাঁহারা বলিতে থাকেন এরূপ শোভাযাত্রা আর কোনদিন তাঁহারা এ প্রদেশে দেখেন নাই। তৎপর বেলা পৌনে আট ঘটিকার সময় শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী মহোদয়ের নূতন ত্রিতল গৃহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা অগ্রণী-রূপে একটি সুদৃশ্য দোলায় স্থাপিত করিয়া বাদ্য-ঘণ্টা-কীর্ত্তনসহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিপাদ এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহিত প্রবেশ করেন। শ্রীবিগ্রহের গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে শ্রীপাদ ভক্তিমধুর প্রভুর মূলগায়কত্বে সপ্তবার উক্ত গৃহ পরিক্রমা হয়। গৃহপ্রবেশ উৎসবের প্রারম্ভে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু "গৃহপ্রবেশের সার্থকতা ও প্রকৃত গৃহস্থের আদর্শ" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বঙ্করে ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় ও শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসৈরের প্রভু প্রয়োজনীয় হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে মহা-প্রসাদের বিচিত্রতা ও সর্ব্বোপরি শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভুর সেবাচেষ্টা ও দৈন্য সমস্ত বৈষ্ণবের আনন্দবিধান করে।

উক্ত গৃহপ্রবেশোৎসবোপলক্ষে ঢাকা হইতে আগমন করেন শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিললাম, শ্রীযুত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ,বি-এল,শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দাসাধিকারী ও কতিপয় ভক্ত। ময়মনসিংহ হইতে আগমন করেন শ্রীপাদ যজ্ঞবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উরুক্রম দাস অধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জানন্দ দাস অধিকারী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সুধাংশু মোহন রায় প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম-অভিনন্দন-সভা

সায়াহ্ন ৬॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে বিশিষ্ট ভদ্রলোক, জমিদার, শিক্ষক এবং ছাত্রবর্গ-মণ্ডিত একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়।

প্রথম দিনের সভা

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ কাব্য পুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় শ্রীগুরু বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করেন, অতঃপর মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যজ্ঞবর দাসা-ধিকারী এম-এ, বি-এল 'পঞ্চতত্ত্ব' নাম কীর্ত্তন করেন। পুনরায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' গীতিটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব সভাস্থলে প্রবেশ করিলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করেন। শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসা-ধিকারী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রভৃতির গলদেশে মাল্যদান করেন। আচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' পাঠ করেন এবং পাঠান্তে রৌপ্যাধারে রক্ষিত অভিনন্দনপত্রটী শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রদান করেন। গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী বি-এ মহাশয় 'সশ্রদ্ধ অভিনন্দন'টি পাঠ করেন। অনন্তর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাপতিরূপে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সুগম্ভীর ও চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু সভাস্থলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পরিচয়-প্রদানমুখে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তারপর একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ তীর্থমহারাজ 'সনাতন-ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য জমিদার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল।

ময়মনসিংহের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত মতিমচন্দ্র রায় এম্-এ,বিএল, জমিদার বালকবন্ধু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী বি-এ, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু নিয়োগী, শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ধর, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হীরালাল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন গুহ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ শর্ম্মা নিয়োগী, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার গুহ নিয়োগী এম্-এ, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ সরকার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমৃত [illegible] শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসাক, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত হরিলাল সেন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পাল এম্-এ, বি-এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন তরফদার এল্-এম্-এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [illegible], শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ধর, শ্রীযুক্ত রাধিকা [illegible] দত্তবণিক, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন [illegible] শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার, [illegible] বঙ্কলাল ভৌমিক বি-এ, [illegible] জগদানন্দ দত্তবণিক, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার, শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর সরকার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ গুহ, শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ [illegible] শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন কর, শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অম্বিকা-চরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ [illegible] বালিনী হাইস্কুলের [illegible]), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, জমিদার বালিয়াটী, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরীপ্রসাদ অ্যাড্ভোকেট, পাটনা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল, ময়মনসিংহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ কটক, রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর, বি-ই কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণদেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র কাঁথি, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন ভক্তিপ্রকাশ বি-এল, শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, [illegible] উরুক্রম দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ ব্রজবাসী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি।

দ্বিতীয় দিবসের সভা

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহাশয় শ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক এবং শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবান্ধব প্রভু "শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব সভাস্থলে প্রবেশ করিলে বিপুল জয়ধ্বনি পূর্ব্বক সভাস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিলেন। আচার্য্যদেব স্বয়ং মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভুর পরিচয় সভাস্থলে প্রদান করেন। অতঃপর ভক্তিবান্ধব প্রভু 'গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বলিতে দণ্ডায়মান হইয়া [illegible] ঘণ্টা কাল উহার মুখবন্ধ ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যদেব শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বিশেষ পরিচয় সভাস্থলে প্রদান করিলে তিনি 'গৌড়ীয়', 'গৌড়ীয়মঠ' ও 'গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য', [illegible] 'অদ্বৈত বাদ', ভক্তি ও অভক্তি সম্বন্ধে ওজস্বিনী সুমধুর ভাষায় বেদান্তের রহস্যোদ্ঘাটনমুখে অনেকক্ষণ উপর বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর [illegible] প্রভু অ্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরী প্রসাদের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি এক ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় সুযুক্তির সহিত গৌড়ীয় মঠের দান, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ দর্শনের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

[illegible] প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল [illegible] হরের ও প্রয়োজন বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। সভার অন্তে শ্রীপাদ [illegible] মহাশয় 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থান [illegible] ঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ, [illegible] আছে। [illegible] আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোর [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং বাগবাজার [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং [illegible] ৪১১৪ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় পত্র ও [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক মহোপদেশক [illegible] শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরলীলার দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস [illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীদাস ঠাকুরের পাটের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটির

পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) ভবরোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চন্দ্রকোনা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আগ্রাজীলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমন্তাকুঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনস্ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কারবপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) এজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুবল ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরগুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কণওয়াল,গার্ডেন্স, এস-ডাবলিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
মোটা চাল	৪৸০
ঐ নতুন	৪৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
মাগরা নতুন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
প্রত্যেক কোয়ালিটি	।৷৴০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৷
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

ত্রিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
আয়রোয়া সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি	২২।৵ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভ—	৩৪৸৵০
নরম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম -	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩২

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০ -৬।০
স্পাংকোনে ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৴০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি.)	৫।৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
ট. (এম)	৪৸৴০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
গোলাউ	১॥৴০—১৸০
ভুষি	১৸৵০—১॥৴০

গুড়ের দর

অওয়া	৫৬৲
ধামনীতা	৫২৲
কুলমেদরী	৪৩৲
লম্বা	৪২।০

পাতিয়াম	
জীরা	৪৬
কাবুলে	৩৬
মোটা গাওলা	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আবেন গোলার কাইন	৫৪
লিট্ল আবেন গরক	৪০৲
কবাটি পুরনিদ কাইন	৪৩৲
ডাবল গোলা	৫৩৴
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৯৷০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খয়ির মণ	১১৲—১২৲ ১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাতী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৭॥০	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
টিন পাতী, বোল্টু গয়রহ	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৯॥০—১৪৲
স্ঃ ইস্পাত আসল ২৪৲,	নকল ১৩৲

চটকলের হালদর ৫৵০, পাটের হালদর ৬৷০

তুলার হালদর ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট, গোলপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—::ঃ::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধান খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুযোগ

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। জ্বর কাটিতে অভ্রান্ত আদর্শ। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অধ্যায়সার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।।০	।৵০		।৵০	।৫০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷০		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, রং বেরং বিভিন্ন কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

ফো. [illegible] ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২০শে মে, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৬৯]

বিবিধ সংবাদ

—:(•):(ক):(•):—

ভারতে বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত-সরকারের শিল্প ও শ্রমিক বিভাগ হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিয়া এক সার্কুলার জারী করা হইয়াছে।

সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা গেলেই বেকারের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ হইবে। নির্ভরযোগ্য হিসাব সংগ্রহ করিতে হইলে আইন করার প্রয়োজন হইবে বলিয়া ভারত-সরকার মনে করেন।

যে চারটী বিষয়ে ভারত-সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি নিকট জানিতে চাহেন তাহা নিম্নরূপ :—

(১) হিসাব ও তথ্য সংগ্রহ করা কি বাঞ্ছনীয়?

(২) ঐ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কি আইন প্রণয়ন করা উচিত?

(৩) তথ্য সংগ্রহ ও হিসাব প্রস্তুত করা ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি সহযোগিতা করিতে কি প্রস্তুত আছেন?

(৪) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সমর্থন যদি অধিকাংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি সম্পর্কে ঐ ধরণের প্রস্তাব আনা প্রয়োজন তাহা আইন-সভাগুলিতে আনয়ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? ঐ সম্পর্কে মালিক প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে ১লা অক্টোবরের মধ্যে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

আবিসিনিয়া যুদ্ধের ব্যয়

গত ১৪ই মে রোমা হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালের অতিরিক্ত খরচের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীর ১১শত ২৫ কোটি লীরা ব্যয় হইয়াছে।

লাহোরে মোটর দুর্ঘটনা

---::(ক):: ---

গত ১৫ই মে, এক মোটর দুর্ঘটনায় ফরিদকোটের মহারাজার পরিবারভুক্ত কয়েকজন লোক ও রাজসরকারের তিনজন পুলিশসহ সর্ব্বশুদ্ধ ২৮জন লোক আহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ফরিদকোটের মহারাজার পিতামহী পাঞ্জা সাহেবে তীর্থপর্য্যটনের পর মোটরযোগে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ঐ মোটরখানার পশ্চাতে মহারাজের লোকজন ও কতিপয় সরকারী পুলিশ বোঝাই একখানা বাস আসিতেছিল। মোটরখানা দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় রাস্তায় যে ধূলা উড়িতেছিল, হঠাৎ সম্মুখ হইতে যে আর একখানা বাস আসিতেছে, তাহা পেছনের পূর্ব্বোক্ত বাসের চালকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফলে দুইখানি বাসের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং দুইখানি বাসই বিধ্বস্ত হয়। উভয় বাসের আরোহীরাই গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। লাহোর হইতে তিনখানা এ্যাম্বুলেন্স যাইয়া আহতদিগকে মেয়ো হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে।

ঘুষের দায়ে দারোগা অভিযুক্ত

ডিব্রুগড়ের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এন ভট্টাচার্য্য নওবৈচা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মিঃ মনেশ্বর কলিতার বিরুদ্ধে দঃ বিঃর ৪২০ (প্রতারণা) এবং ১৬২ (ঘুষ লওয়া) ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী ফুকনবাড়ী টি এষ্টেটের ম্যানেজার ডাঃ অশীতরঞ্জন বাগচীর নিকট হইতে ঘুষ আদায় করে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, চা-বাগানের কুলীদের কোন মামলা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে ঐ দারোগা ফুকনবাড়ী চা বাগানে যাইয়া বাগানের মালিকের নিকট কুড়ি টাকা ঘুষ চাহে। বাগানের মালিক তৎক্ষণাৎ এই বিষয় ডিব্রুগড়ের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ এস, এন, মৈত্র আই, সি, এস এর নিকট রিপোর্ট করেন। কোন রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে কমিশনার তথায় গিয়াছিলেন। মিঃ মৈত্র তাঁহার স্বাক্ষরিত ১০্ টাকার দুইখানি নোট দারোগাকে দিবার জন্য মিঃ বাগচীর নিকট দেন। তদনুসারে ঐ নোট দারোগাকে দেওয়া হয়। দারোগা ঐ নোট দুইখানি পকেটে রাখিবামাত্র মিঃ মৈত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং দারোগার পকেট হইতে ঐ নোট উদ্ধার করেন। দারোগাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।

জাল পুলিশ কর্ম্মচারী

মিঃ গোমেস নামক এক ব্যক্তি এক জাল পুলিশ-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। শ্যামপুকুর পুলিশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মিঃ গোমেস তাঁহার পত্নীর সহিত ব্যাণ্ডেল যাইবার উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে যখন ট্রেণে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন তখন খাকী পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলে যে, সে পুলিশ কর্ম্মচারী, সে দমদমের কোন ঘটনা সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। সে তাঁহাদের সহিত দমদম ষ্টেশনে যায়। তথায় সে মিঃ গোমেস ও তাঁহার পত্নীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া এক ঠিকা গাড়ীতে করিয়া তাঁহাদিগকে শ্যামবাজারের মোড়ে লইয়া যায়। তথায় সে মিঃ গোমেসকে তাঁহার জিনিষপত্র থানায় জমা দিবার জন্য তাহার হস্তে দিতে বলে। তদনুসারে তিনি তাঁহার প্রায় ৫০্ টাকা মূল্যের জিনিষ তাহার হস্তে দেন। অতঃপর পুলিশের বেশধারী ব্যক্তি মিঃ গোমেসকে গাড়ী হইতে নামিতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে ঐ গাড়ীতেই বাড়ী যাইতে বলে। গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইলে সে মিঃ গোমেসকে কোচমানকে ডাকিয়া ফিরাইতে বলে; কারণ তাঁহার পত্নীকে ঠিকা গাড়ীতে একাকী পাঠান সঙ্গত নহে।

মিঃ গোমেস গাড়ী থামাইবার জন্য উহার পিছনে দৌড়াইতে আরম্ভ করেন; ইত্যবসরে ঐ ব্যক্তি তাঁহার জিনিষপত্র সহ উধাও হয়।

সিনর মুসোলিনীর জুন মাসের শেষে জার্ম্মাণী যাইবার কথা

প্রকাশ বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী সিনর মুসোলিনী জুন মাসের শেষে জার্ম্মাণীতে আসিবেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বার্লিনে থাকিলে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্টের ভবনে রাখা হইবে। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেন।

সদ্ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ মাত্র — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
আদ্যন্ত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
অমৃতপ্রবাহভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৫৲
। সজ্জনতোষণী কণ্ঠহার ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় গৌরত্ত্ব ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
গীতা (বর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীভারত কেবল মাধব ভাষা ।০
২৭। মুক্তিকোপনিষদ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীভাগবত দর্শন ৷৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। শরণাগতি
৪১।
৪২। পরিক্রমা
৪৩।
৪৪। পত্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাঃশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। থিয়েটিক ওয়ার্ড স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনর‍্যালয়েড ডিভোসন ।০
২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮১। সাধন-পথ ।
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৩৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌ি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আধুনিক প্রণালীতে একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনচরিত-প্রণয়ে এক চরম বিরাট, আকর্ষণীয় ও অতুলনীয় মানচিত্র ও চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতবাদের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬৩০ পৃষ্ঠায় প্রায় সকল পূর্ণ বাণী। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচিপত্র Index Glossary, এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, (জেলা—নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

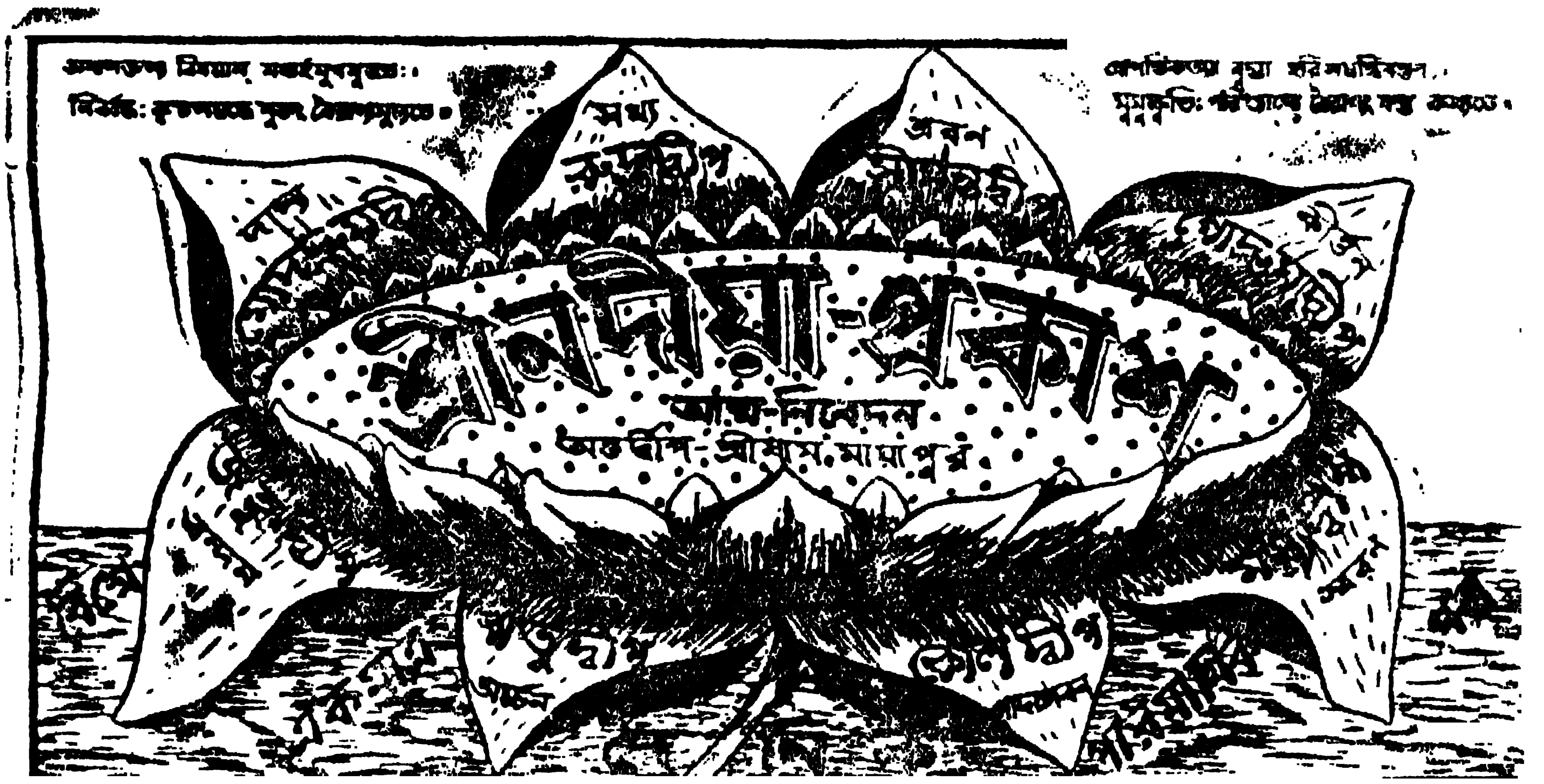

১২শ বর্ষ { ২০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে মে ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৬৯তম সংখ্যা

ঢাকা অভিমুখে শ্রীশ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্য

——::(*)::——

নগরবাসী কর্ত্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ময়মনসিংহের অলোয়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের আহ্বানে তথায় দিবস-চতুষ্টয় অবস্থান করিয়া সভা-সমিতি ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঢাকাবাসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গত ১৬ই মে রবিবার দ্বাদশজন ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অলোয়া হইতে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন। ঢাকাবাসিগণ আচার্য্যদেবকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

——:০:——

তৃতীয় দিবসের অধিবেশন

গত ১৫ই মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অলোয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয় 'শ্রীগুরুবন্দনা', 'দশাবতার স্তোত্র', 'নিতাই পদ-কমল' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল সাগর মহারাজকে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়া দিলে স্বামীজী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান' সম্বন্ধে ১-১৫ মিঃ কাল যাবৎ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর আচার্য্যদেব বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিলে স্বামীজী মহারাজ উক্ত বিষয়ে এক ঘণ্টাকাল যাবৎ বহু তথ্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নপ্রভু ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের পরিচয় করিয়া দিলে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় পোণে এক ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহজ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেতনময়ী ভাষায় অর্দ্ধঘণ্টার উপর একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ধর বি-এ (অধ্যাপক বিশ্বভারতী) মহোদয় দৈন্যজ্ঞাপনমুখে বক্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্ত্তৃক মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে জমিদার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম্ এ, বি-এল, ময়মনসিংহ বারের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি বহু ভদ্র মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের নিকট পরমার্থ-বিষয়ে বহু কথা শ্রবণ করেন।

———

অলোয়ায় গৌড়ীয়মঠের সভাপতি

(কেশরা ২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার)

গৌড়ীয় মঠের সভাপতি ও আচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৩ই মে টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত অলোয়ায় উপস্থিত হইলে তথাকার গ্রামবাসিবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যাকালে এক বিরাট্ জনসভায় জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী একটী রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। অলোয়ার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন গোস্বামী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। আচার্য্যদেব তাঁহাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দান করেন ও সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন।

———

বঙ্গানুবাদ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পূজনীয় শিক্ষাগুরু পণ্ডিত গোস্বামীজী আপনার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে যে রেখাপাত করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে এই পত্র লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং আমার নিত্যমঙ্গলের জন্য আপনার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আমার শিক্ষাগুরুকে আপনার সম্বন্ধে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার প্রভুর সিংহাসনের অব্যবহিত নীচেই আপনার সিংহাসন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই জগতে আপনিই তাঁহার একমাত্র বন্ধু। অতএব আমার শিক্ষাগুরু আপনার নিকট হইতে আমার নিত্যমঙ্গল সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছে।

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখের কাক্সটন হলের সভা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পণ্ডিত গোস্বামীজীর বক্তৃতায় অসাধারণ যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতা জ্ঞানোদ্দীপক এবং সম্পূর্ণ চিত্তাকর্ষী হইয়াছিল [illegible] ঐ রকম [illegible] [illegible] বক্তৃতা দিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের যথেষ্ট [illegible] করেন।

আপনি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

আপনার কৃপাপ্রার্থী
(স্বাঃ) [illegible]

"দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্ট-সিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে [illegible] মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা নির্ণয় করে দেয়; তারপর বাস্তব বস্তুর প্রতি [illegible] হয়ে থাকে। দর্শন না [illegible] আন্দাজে ক্রিয়ারা [illegible] দর্শন ক্রিয়ার [illegible]"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মধুসূদন, [illegible]

হরিস্মৃতি

হরিবিস্মৃতি বা হরিবিমুখতাই আমাদের রোগ। হরিস্মৃতিই এই [illegible] মহৌষধ। [illegible] মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই। [illegible] স্মৃতি-আলোকে হৃদয়ে [illegible] নিরন্তর থাকে না। [illegible] শ্রবণ ও কীর্ত্তন [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] হইলে কীর্ত্তন [illegible] আপনা হইতেই [illegible] হরিস্মৃতি [illegible] স্থান পাইলে সেই [illegible] নিরন্তর হরিসেবা [illegible]

[illegible] করিতে হইবে। [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিতে [illegible] হৃদয়ের মলিন বা অন্ধকার দূরীভূত [illegible] জীবের মঙ্গলোদয়ের [illegible] হয়।

[illegible] আমাদের [illegible] নাই [illegible]

আর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। ইহাই তাঁদের একমাত্র বিধি ও [illegible] একমাত্র নিষেধ। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে কীর্ত্তন [illegible] হয়। তখনই আমরা নিষ্কপটে হরি-কীর্ত্তন করি, [illegible] আমাদের হরি-স্মৃতি আসে। আবার শ্রবণকীর্ত্তন করিতে হইলে [illegible] নিকট শ্রবণ করিতে হইবে, সেই সাধুগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করা দরকার। [illegible] বিষ্ণুর সেবাপেক্ষা [illegible] —একথা যখন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি তখনই [illegible] হয়। [illegible] আত্মসমর্পণ [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] কর্ত্তব্য হয়। [illegible] কাহারা বা [illegible] সেবা করিবার [illegible] জানে না। [illegible] কঠিন। [illegible] সেই [illegible] করেন, [illegible] হরিকথা কীর্ত্তনকারী সাধুর [illegible]

সঙ্গ লাভ করিতে হইলে হরিবিমুখদের [illegible] থাকিলে অসৎসঙ্গ [illegible] করিতে হইবে। [illegible] অসৎসঙ্গ না করিলে [illegible] নিষ্কপট সাধুগুরুর [illegible] আমাদের [illegible] তাহাদের সঙ্গ [illegible] করিতে হইবে। [illegible] কৃষ্ণপ্রীতি [illegible] হরিকথা [illegible] কিরূপে [illegible] ভক্তির [illegible] কলাকার [illegible] আমরা [illegible] তাহাদের হইতে [illegible] আমাদিগকে [illegible] বা আচার [illegible] বিরোধী [illegible] সঙ্গ হইতে অনন্ত-কোটী যোজন দূরে থাকিতে হইবে। নতুবা [illegible] আমাদিগের [illegible] বা গুরুসেবা-বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী হইবে [illegible]

পড়িবে। আমরা সাধক জীব; আমা-দিগকে সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিতে হইবে। সাধু অসাধু চিনিয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গের জন্য ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে; নতুবা আমাদের মঙ্গলের আর অন্য কোনও উপায় দেখি না। মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ নিজে নিজে ইহা অনুধাবন বিবেচনা করিবেন।

[illegible] হরি-[illegible] চলে। [illegible] বা [illegible] কম-[illegible] কিন্তু [illegible] বা [illegible] দিন দিন [illegible] বিশ্বাস [illegible] প্রেরণা [illegible] ইহা [illegible] মঙ্গলপ্রার্থীর [illegible] উপলব্ধির বিষয় নহে।

[illegible] লাভ করিয়াছি। [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন [illegible] আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। [illegible] হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে, [illegible] আমাদের [illegible] কীর্ত্তন করিতে হইবে না। অপ্রাকৃত বস্তুর [illegible] অপ্রাকৃত নাম, অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত লীলা এবং অপ্রাকৃত পরিকর বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন [illegible] হইবে। [illegible] কায়মনো-বাক্য [illegible] কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন ও মানসিক কীর্ত্তন [illegible] দরকার। কারণ মন যদি হরিকীর্ত্তন না করে, [illegible] থাকে, [illegible] সম্যক্ কীর্ত্তন [illegible] সকলে [illegible] সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন [illegible] বুদ্ধিমান হইলে [illegible] থাকিয়া, কর্ম্মিগণকে [illegible] কাজে নিযুক্ত না করিয়া [illegible] কীর্ত্তনে [illegible] হরিকথায় [illegible]

[illegible] হরি-কথা ভিন্ন আর অন্য কোন চিন্তা নাই। [illegible] দরকার। নতুবা [illegible] শ্রবণকীর্ত্তন [illegible] হরিস্মৃতি [illegible] ভক্ত [illegible]

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাই স্থান পায়। সেইজন্য দন্ত ছাড়া শ্রবণকীর্ত্তন করিবার আদেশ ও উপদেশ গুরুবর্গ আমাদিগকে দিয়াছেন। যদি এই আদেশ লঙ্ঘন করি তাহা হইলে অনর্থনিবৃত্তি ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তিও হইবে না। অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণপ্রীতির পরিবর্ত্তে কামদর্শন বা সংসারই লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ

[[illegible] গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible] রায় [illegible] বাটি; [illegible] রাত্রি [illegible] ঘটিকা।]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরমভাগবত শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলী! আজ আপনারা আপনাদের স্বাভাবিক নির্ম্মল হৃদয় ও অনুগ্রহভাবের [illegible] দীনহীনের প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আপনাদের নিকট মহাজনের অনুগমনে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না,—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লেই যেই তার পাপ হয়॥

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এই। সমগ্র শাস্ত্র, [illegible] ও তাঁহার অকৃত্রিম ভাষা শ্রীমদ্ভাগবতের আচার-প্রচারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিগণ আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে—নিজে নিজকে আচার্য্য, গুরু বা বৈষ্ণব অভিমান করিও না। যখনই জীব নিজকে বৈষ্ণব বা ভক্তের পূজার্হ জ্ঞান করে তখনই প্রতিষ্ঠাশা তাহাকে নিরয়গামী করায়। কিন্তু শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু আজ আমাকে তাঁহার অভিনন্দনের মধ্যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের একটী উক্তি আছে—"আমাকে প্রাপঞ্চিক

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেবদাস্য পরিত্যাগ করিয়া কোন দুর্বুদ্ধিতে পতিত না হই।" এতৎসম্বন্ধে পাছে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় এইজন্য আমার বক্তব্য—'বাসুদেব' শব্দে ভগবান। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার মত মায়াবদ্ধ জীবের দাস্য করার উক্তিটি করিয়াছেন, তজ্জন্য গললগ্নীকৃতবাসে আমার নিবেদন এই যে ইহা যেন কেহ কখনও ধারণা না করেন। অবশ্য শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু নিজ গুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে শিষ্যের দৃষ্টিতে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক। পাছে অপরের কোনও প্রকার বিপরীত ধারণা হয় সেইজন্য আমার ব্যক্তিগত ধারণা নিবেদন করিলাম।

আর একটি কথা—

সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাং সমাসমে [illegible]।
[illegible]
মনোবাক্[illegible] ধারয়েৎ বহিঃ॥

যে [illegible] তাহার মহত্ত্ব কোথায়? [illegible] আমার, [illegible], নিরানন্দ বস্তুর প্রতি তাহার [illegible]। সুতরাং [illegible] কোন মহত্ত্ব থাকিতে পারে না। আমার কোন মহত্ত্ব নাই, তথাপি অনেক [illegible] আমার প্রতি যে [illegible] প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে নিজেদের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। [illegible] কি করিয়া নিজের [illegible] প্রশংসা সহন করা যায়—এ শিক্ষা আমি আজ লাভ করিলাম। তজ্জন্য আমি এই গ্রামবাসীদিগের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু [illegible] যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমি আমার শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। আমার গুরুদেবের প্রতি [illegible]

[illegible] করিব না। সকলেরই এই বিচার হওয়া দরকার। আমি গুরুগোষ্ঠের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভুর [illegible] করিয়া রাখেন। যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার [illegible] গোলোকে পাবণ করেন।

গ্রামবাসিগণের প্রতি পুনরায় আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

ভক্তসেবা

— ::*:: —

সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে আমরা ভক্তসেবা ও ভগবানের সেবা বলিয়া দুইটী কথা পাই। আমরা অনেকে মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া ভক্তসেবা বাদ দিয়া নিজে নিজে ভগবানের সেবা করিতে যাই, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বদ্ধজীব সর্ব্বতোভাবে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। এই দোষচতুষ্টয় বিদূরিত করিতে আমাদের ঐ দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ সমর্থ নহে। দোষযুক্ত জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়, পূর্ণচেতন অধোক্ষজ ভগবানের সেবা লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য গুণাতীত ভগবানের সেবকের সেবা লাভ করিবার জন্য সতুনিষ্ঠ হওয়া অগ্রে প্রয়োজন।

একমাত্র ভগবানের ভক্তই ভগবানের অতি প্রিয় এবং ভগবানও একমাত্র ভক্তেরই প্রিয়। ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় যে, তিনি ভক্তের অধীন হইয়া যান। ভক্তের নিকট তাঁহার কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। তিনি নিজেই ভক্তের বিষয় বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

আমি ভক্তপরাধীন। হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।

প্রিয়জনের সেবোপচার ব্যতীত ভগবান স্বয়ং কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। কাজেই যাহার প্রিয়জন ভক্তের সেবা করিতে পারিলেই ভগবানের সেবা স্বরূপে সাধিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং কর্তৃক প্রাপ্ত সেবা নিজে আত্মসাৎ না করিয়া তাহা [illegible] যে [illegible] দিয়া থাকেন [illegible] হাটে, মাঠে, ঘাটে যে সকল ভক্তের ছড়াছড়ি দেখা যায় রূপ [illegible] কপট ভক্তের সেবায় কোনও কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ঐরূপ কপট ব্যক্তি কেবল আত্ম[illegible]

[illegible]

গৌরাঙ্গের সেবা ব্যতীত যাঁহার অন্তরে কোনও অভিলাষ স্থান পায় না তিনিই ভক্তপদবাচ্য।

সাধারণতঃ মনুষ্য বা অন্যান্য ইতর প্রাণীর ভিতরে দেখা যায় যে, যে যাহাকে যে ভাবেই যাহা দান করিতে থাকে সে তাহাই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। নিজ নিজ অভাব পূরণ হইলেই হইল। দাতার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া গ্রহীতা গ্রহণ করে না। কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অভাব বলিয়া কোনও কথা না থাকায় তিনি ঐরূপ যে কোনভাবে তাঁহার সেবা করিলে তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন এরূপ নহে। আমরা যাবতীয় বস্তু নিজে ভোগ করিতে চাই; তবে ভগবান যখন একজন আছে আংশিকভাবে তাঁহার কিছু সেবা না করিলে পাছে অপরাধী হইতে হয়, অথবা তাঁহাকে বঞ্চিত করা ঠিক নয় এইরূপ কপটবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা তাঁহার কিছু সেবার অভিনয় করিয়া থাকি; কিন্তু [illegible] নহে। [illegible] যাবতীয় বস্তুই ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া জানেন। ভগবান ব্যতীত নিজের কিম্বা অপরের ভোগ্য কোনও বস্তু আছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, চিন্তা, জল, বায়ু, [illegible] ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভগবানের সেবার লাগাইতে একমাত্র ভক্তই সুদক্ষ। [illegible] দিয়া আমরা ভগবানের সেবা করিতে গেলে তাহা শোড়া 'ডুমুরের' মত থাকে, [illegible] আর কি হইবে? আমরা [illegible] সোড়শোপচারে সেবার অভিনয় করিলেও আমাদের কপটতার দরুণ তাহা [illegible]

[illegible]

ক্ষুদ্র দিয়াও ভগবান অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু অভক্তের বহু আড়ম্বর যুক্ত সেবাও (?) তিনি গ্রহণ করেন না। [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] বিদুরের ক্ষুদ্র সেবা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন [illegible] আমরা [illegible]

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] একমাত্র ভক্তসেবার যে সকল উপদেশ দান করিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অনধিকারী [illegible]

[illegible]

করিয়া করিতে হয় তাহা [illegible] আমার [illegible] করিতেছি [illegible] দেখা যায় [illegible] গ্রহণ [illegible] বলিয়া [illegible] দণ্ডবৎ [illegible] ভগবানের সেবার [illegible] তাহা যে আমার [illegible] করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। [illegible]

ঐরূপ [illegible] দেখিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"[illegible] তু যে পার্থ
[illegible] ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
[illegible] ভক্তাশ্চ তে মতাঃ॥"

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট লিখিত

135, Dalstone Lane
Hacteney, London, E. 8
April 30th. 1937.

His Grace M. M. Pandit
Ananta Vasudev Vidyabhusan
B. A.

Dear Prabhuji,

Kindly excuse me for intruding on your valuable time, but the impression made upon my heart by my affectionate Master Pandit Goswamiji about your Holiness, has given me a desire to write to you and I crave your blessings for my eternal welfare.

I have heard my Master speaking of your Grace so highly as to place you just below the throne of his Divine Master and he has several times told me that you are the best friend he has in this world. My heart, therefore seeks to approach you for necessary instructions regarding my eternal welfare.

The meeting at the Caxton Hall on April 26th was a very successful one. Lord Zetland and all there present highly appreciated the transcendental beauty of Pandit Goswamiji's utterances. It was simply brilliant and most impressive, and he is the right man in the right place. We in the west have much to learn to him.

With my most humble obeisances, I am your humble servant
(Sd) Celia Bowtell.

বঙ্গানুবাদ

[illegible]
[illegible]

[illegible]

আপনার মূল্যবান সময় কিছু অপহরণ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার [illegible] শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] সেবা, পরবিদ্যা-মঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা [illegible] চতুর্দশ [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible]

(২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] ৪১১৪ [illegible] [illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] গৌড়ীয়, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গ্রন্থের সম্যক আলোচনা [illegible] ও [illegible] পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible]

(৩) যোগমায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌররূপ-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবলবানুদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পুলে (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাতুয়ার (বর্দ্ধমান)। শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহত্তরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীমদ্ [illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড় বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চহাক, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড ভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২২নং কারদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেসশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্দ্ধমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে মণ্ডুকদ্বীপ প্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮নং ৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল-

	প্রতি মণ
বালাপানি	৬॥০
মোটা চাল	৫৮০
ঐ নতুন	৫।৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেক কোয়ালিটি	১।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷১
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৪।০-৪॥০
কাটারীভোগ	৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
রূপোর	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নরম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম -	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।/ ৬।০
স্বপ্না-কানন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাউ	১॥৵০ - ১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

কাওরা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম

আঁর	৪৬
কানুলে	৩৬
মাকা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আবেন পোলায় ফাইন	৫৪৲
লিটুল আদেন করকচ	৪০৲
কবাচি গুরদিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বাগাঁ পাথর	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রায় মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
গুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲ -১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
রিল পাটী, বোল্টু গয়রহে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲
সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲,	নকল ২৩৲

৭টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, পোস্তাবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধু ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৮—৩১,	১৩—২৩	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্রীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচাইনিজ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তর্গত প্রত্যেক কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা /০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২১শে মে, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৭০]

বিবিধ সংবাদ

——:॰:(॰):॰:——

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের উপনির্ব্বাচন

গত ১৭ই মে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার মিঃ উইলকিনসন ফরিদপুর জেলার চাটুরিয়ার মৌলবী সেকেন্দর আলি চৌধুরীকে বাখরগঞ্জ-ফরিদপুর গ্রাম্য মুসলমান কেন্দ্র হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মিঃ এ কে ফজলুল হক পদত্যাগ করায়, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এই সদস্য-পদ শূন্য হইয়াছিল। পিরোজপুরের মিঃ গেয়াজ-উদ্দীন আহম্মদ ও বরিশালের মিঃ মহম্মদ হোসেনও এই নির্ব্বাচনের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

——

বাঙ্গলার নূতন সার্জ্জন জেনারেল

বিহারের সিভিল হাসপাতালসমূহের ইনসপেক্টর জেনারেল কর্ণেল পি এস মিলস আই, এম, এস বাঙ্গলার সার্জ্জন জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সার্জ্জন জেনারেল মেজর জেনারেল ডি, পি, গয়েল অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

——

পাবনায় বসন্ত রোগ

পাবনা সহরে বসন্তের প্রকোপ অনেক কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় উহা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৪ই মে তারিখে আবার নয় দশজন এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

মন্ত্রীসভা গঠন সমস্যা

ভ্যালেন্সিয়া হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সেনর ক্যাবালেরো মন্ত্রী সভা গঠন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ভ্যালেন্সিয়া হইতে প্রাপ্ত স্পেনীশ প্রেস এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, সেনর ক্যাবালেরো স্পেন গবর্ণমেন্টকে যুদ্ধের ভিত্তিতে গঠিত করিবার যে পরিকল্পনা বিভিন্ন দলের সম্মুখে উপস্থিত করেন তাহাতে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার পন্থা কারোপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী উচ্চতর সমরপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং শেষ মীমাংসার ভার দেশরক্ষা সচিবের উপরই অর্পণ করা হয়। কমিউনিষ্টগণ এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহার ফলে সোস্যালিষ্টগণ মন্ত্রি-সভায় যোগদান করিতে অসম্মত হয়।

——

ফ্রান্সে স্পেনীয় বিমান বহর

সরকার পক্ষের ১৭টী বিমান বিদ্রোহী-দের অবস্থান স্থল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য গত ১৭ই মে প্রাতঃকাল পাঁচ ঘটিকার সময় সান্তান্দার ত্যাগ করে, কিন্তু পথভ্রষ্ট হইয়া প্রাতঃকাল ৫॥ ঘটিকার সময় পাউতে অবতরণ করে। এই বিমানগুলির মধ্যে ১০টীর প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া মেসিন গান আছে। ফরাসী বিমানসচিব বিমান-গুলিকে এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল হইলেই ফরাসী সামরিক বিমান বহরের পাহারাধীনে বিমানগুলি এইস্থান ত্যাগ করিবে।

——

টলেডোতে বিদ্রোহীদের সাফল্য

প্যারিস হইতে এক সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি টলেডোতে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সরকার পক্ষের দশ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া বিদ্রোহীরা দাবী করিতেছে।

——

ইংলণ্ড অভিমুখে স্পেনের আশ্রয়হীন শিশু ও নারী

গত ১৬ই মে "হাবানা" জাহাজ ৪০০০ার আশ্রয়প্রার্থীদের লইয়া বোর্ডো রওনা হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই শিশু ও নারী। বাহির দরিয়া পর্য্যন্ত "হাবানা"কে স্পেনের সরকারী যুদ্ধ জাহাজগুলি পাহারা দিয়া লইয়া যাইবে। বাহির দরিয়ায় পৌঁছিলে ২টী বৃটীশ রণতরী "হাবানা"র রক্ষার ভার লইবে। বৃটীশ দূত স্পেন হইতে বৃটেনে দুই হাজার শিশু প্রেরণ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই "হাবানা" ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে উক্ত শিশুদের ইংলণ্ড পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে।

——

সান্টানডার অভিমুখে বিদ্রোহী সেনা

রেয়টারের খবরে প্রকাশ যে, সৈন্য বোঝাই ছয়টী মাছ ধরা জাহাজসহ "ভালেরাস" ও "কানারিয়াস" নামক দুইটি বিদ্রোহী যুদ্ধজাহাজকে সান্টানডারের উপকূলে দেখা গিয়াছে। বিলবাওএ জনরব এই যে, উক্ত সৈন্যগণ সম্ভবতঃ বিলবাও ও সান্টানডারের মাঝামাঝি কোন স্থানে অবতরণ করিবে।

——

কলিকাতা সহরে কলেরা

গত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতায় কলেরার প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের অধিকাংশ হাসপাতালেরই কলেরা ওয়ার্ডগুলি রোগীতে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। সোমবার ক্যাম্বেলে ৪৬টি কলেরা রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঐ দিন মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী কর্পোরেশনের সভায় জানান যে, তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিফোন পাইয়াছেন যে, ক্যাম্বেলে কর্পোরেশনের কলেরা ওয়ার্ডটি একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ রোগী-দিগের স্থান সঙ্কুলান করিতে পারিতেছেন না। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া অন্য ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৫টী অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ফলে এই হইয়াছে যে, রোগীরা পরস্পর পরস্পরের গায়ে গায়ে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। মেয়র বলেন, তাঁর কাছে যে খবর এসেছে [illegible] দিয়াছে বলা যাইতে পারে। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য মেয়র কর্পোরেশনকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

——

বালক হত্যায় গোরা-সৈন্যের জরিমানা

মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১৭ই মে ৫২নং পাঞ্জাব [illegible] কর্পোরাল [illegible] দায়ে অপরাধে [illegible] মৃত্যু ঘটান [illegible] করিয়া [illegible] টাকা অর্থদণ্ড [illegible] করিয়াছেন। রায় দেওয়া মাত্র আসামী আদালতে জরিমানার টাকা জমা দেয়।

কর্পোরাল ফিলিপস্ গুলী করিয়া কেনার নামক একটি চামার বালকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। জরিমানার টাকা বালকের পিতাকে দেওয়া হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ৬৲
৩। [illegible]
[illegible]
[illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
[illegible]
৯। [illegible] ২
১০। [illegible]
১১। শ্রী[illegible] ১
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ১৲
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible]
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।০০
২১। [illegible] ।০০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রী[illegible] ও শ্রী[illegible] ১
২৪। [illegible]
২৫। [illegible] ([illegible] টীকাসহ) ১
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৸০
৩১। [illegible] সংস্করণ)
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] ৸০
৩৪। [illegible] ([illegible]-পরিক্রমা) ।০
৩৫। [illegible] ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৷০
৩৭। [illegible] ৷৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। [illegible] ৵০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ।০
৫৭। [illegible] ৷৷০
৫৮। [illegible] ।০
৫৯। [illegible] ৷৷০
৫৯। [illegible] ৷৷০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০
৬২। [illegible] ।০
[illegible] ।০
[illegible] ।০
[illegible] ৷৷০
[illegible] ৵০
[illegible] ৷৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৵০
৭১। [illegible] ।০
৭২। [illegible] ৷৷০
৭৩। [illegible] অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৵০
৭৬। [illegible] ১
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ১॥০
৭৯। শ্রী[illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৵১০
৮৩। [illegible] ৵০
৮৫। [illegible] ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible] ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

[illegible] গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী [illegible] মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

[illegible] কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এজি, বি-টি সম্পাদিত, আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রী চৈতন্যদেব"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এম-এ মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] লেখনীর [illegible] [illegible] এবং [illegible] জীবন [illegible] [illegible] [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। [illegible] সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রী চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

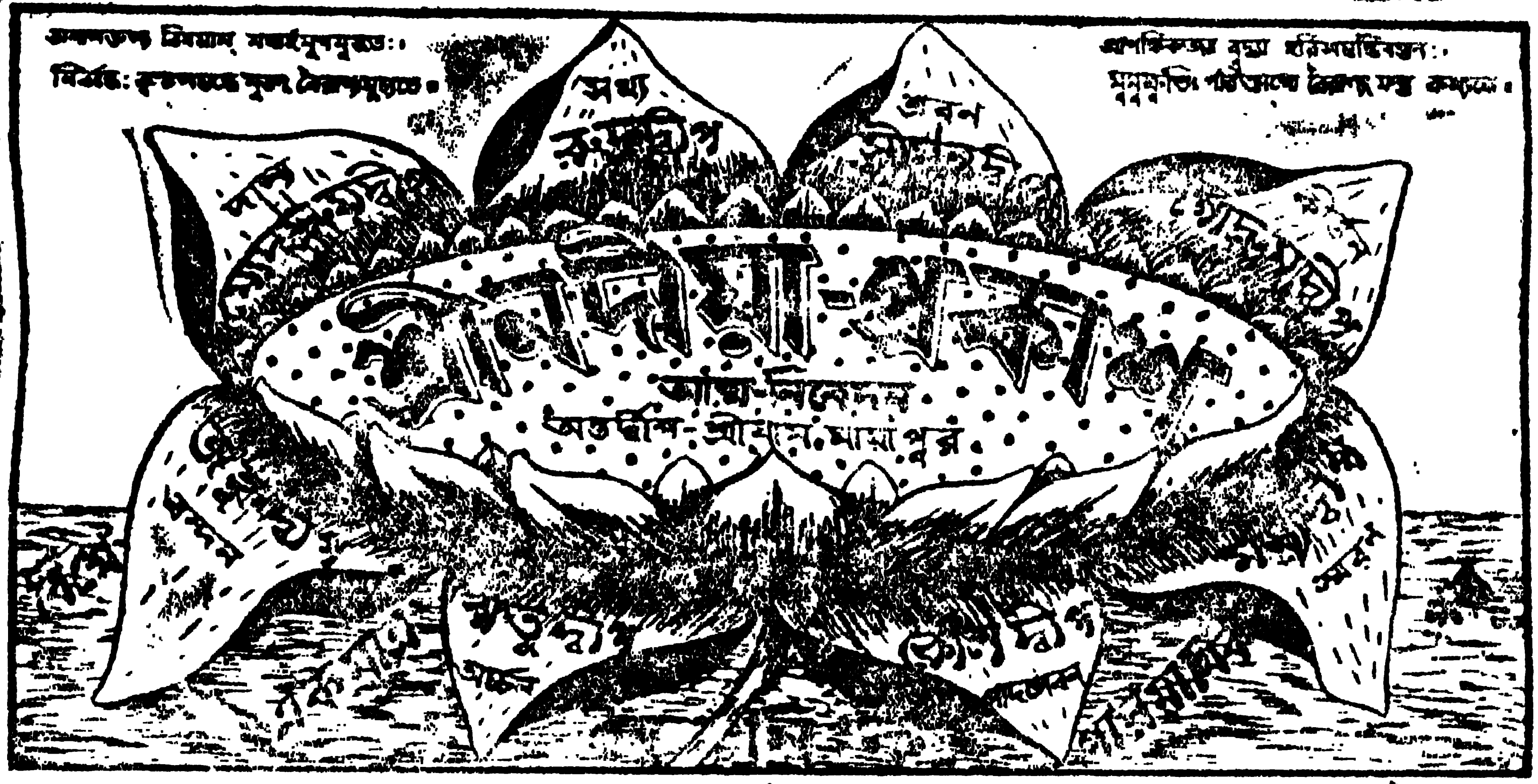

১২শ বর্ষ { ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে মে ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৭০তম সংখ্যা

অক্সফোর্ডে ধর্ম্ম-মহাসভায় অপ্রাকৃত প্রভুর নিমন্ত্রণ

আগামী ২৪শে জুলাই বক্তৃতা

নিমন্ত্রণ-পত্র

[ওয়ার্ল্ডস্ কংগ্রেস অফ ফেইথস্-এর চেয়ারম্যান স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড পাশ্চাত্ত্যের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য প্রচারক গৌড়ীয়মিশনের মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে উক্ত কংগ্রেসে 'পৃথিবীতে ধর্ম্মের আবশ্যকতা' বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল]

WORLD CONGRESS OF FAITHS

Oxford congress, July 23rd to 27th, 1937.

Balliol & Somerville Colleges.

INTERNATIONAL PRESIDENT

H. H. The Maharaja Gaekwar of Baroda.

CHAIRMAN

Sir Francis Younghusband

SECRETARY

Arthur Jackman

17, Bedford Square
London W. C. I.
30th April, 1937.

Dear Mr. Goswami,

In continuation of the world congress of Faiths which was held in London last July, we are holding another congress in Oxford between July 23rd and 27th The general subject is 'The world's need of Religion' which will be considered under different aspects and we will be very grateful if you would do us the favour of delivering an address at a public meeting devoted to the consideration of 'The world's need of Religion' o Saturday, July 24 at 8 30 P. M.

We are inviting representative spokesman of all the great religions to deliver addresses. As at last year's congre each of these will be followed by a dis cussion. And basing our hopes on previous experience we are confident that keen interest will be aroused among persons whose interest is most worth gaining

These addresses will be subsequently published.

Yours sincerely
Sd. Francis Younghusband

Mr. A. B. Goswami
Missionary-in charge
Gaudiya Mission, London.

বঙ্গানুবাদ

ওয়ার্ল্ডস্ কংগ্রেস অফ ফেইথস্

অক্সফোর্ড কংগ্রেস, জুলাই ২৩ হইতে ২৭ তারিখ (১৯৩৭) পর্য্যন্ত।

বেলিয়ল ও সামারভিল কলেজসমূহ

ইণ্টারন্যাশনেল (আন্তর্জাতিক) সভাপতি—হিজ হাইনেস্ গাইকোয়ার অফ বরোদার মহারাজা

চেয়ারম্যান্—স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড

সেক্রেটারী—আর্থার জেকম্যান।

সাধারণ সভা—অক্সফোর্ড টাউনহল।

শনিবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৩৭ রাত্রি ৮॥ ঘটিকা।

১৭ নং বেডফোর্ড স্কোয়ার
লণ্ডন ডব্লিউ সি ১
৩০শে এপ্রেল, ১৯৩৭

সম্ভ্রমস্থ মিঃ গোস্বামী,

গত জুলাই মাসে লণ্ডনে যে ধর্ম্মসম্বন্ধী ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস হইয়াছিল তাহার অনুরূপ এবৎসর আগামী ২৩শে জুলাই হইতে ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত অক্সফোর্ডে ঐরূপ আর একটি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ঐ কংগ্রেসে 'পৃথিবীতে ধর্ম্মের আবশ্যকতা' (The world's need of Religion) সাধারণ আলোচনার বিষয় থাকিবে এবং ঐ বিষয়টি বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্নভাবে আলোচিত হইবে। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ২৪শে জুলাই শনিবার রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সভায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতিনিধিগণকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। গত বৎসরের মত এবৎসরও প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে বক্তৃতাসম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা থাকিবে। বিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পারি যে, মাননীয় ব্যক্তিগণের ঔৎসুক্য [illegible] হইবে।

এসকল বক্তৃতা বা আলোচনা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

আপনার একান্ত অনুগত
(স্বাক্ষর) স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড
মিঃ এ, বি, গোস্বামী
মিশনারী ইন্ চার্জ্জ
গৌড়ীয়মিশন, লণ্ডন।

বেহালায় প্রচার

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর [illegible] দুর্গাবাড়ীতে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ মঙ্গল পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্ট সিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়; তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন আন্দাজে ঢিলমারা। এই দর্শন জিনিষ টাই—ভজন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মধুসূদন, নিত্য [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

ধর্ম্ম

চেতনজীব-মাত্রেই ভগবানের সেবক। ভগবান্ বিভুচৈতন্য আর জীব অণুচৈতন্য। ভগবানের সহিত তাহার নিত্য [illegible] সম্বন্ধ। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত তাহার যে সম্বন্ধ বা সম্বন্ধ, তাহা সম্বন্ধ নহে, পরন্তু বন্ধনস্বরূপ। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য। জীব ভগবানের অধীন। ভগবান্ মাত্র একজন। সুতরাং চেতনের ধর্ম্মও একটি, বহু নহে। প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি নিত্যধর্ম্ম আছে। যেমন জলের ধর্ম্ম দ্রবতা, প্রস্তরের ধর্ম্ম কাঠিন্য, সেইরূপ জীবের ধর্ম্ম [illegible] বা [illegible]। ইহার [illegible] [illegible] [illegible] নিত্যধর্ম্মের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] আমরা [illegible] কেবলা ভক্তির প্রতি উদাসীন [illegible] প'ড়য়াছি বলিয়াই চঞ্চল মনের [illegible] নানামতবাদ বা অন্য ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। এইরূপ বিপদ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক।

সমস্ত ভাব আর নিত্যধর্ম্ম ভুলিয়া [illegible] ধর্ম্ম [illegible] [illegible]কেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বহুমানন করি [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] দুইটি [illegible] ভোগবাঞ্ছা আর মোক্ষ-কামনা [illegible] ত্যাগধর্ম্ম। এই ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছলনা; সুতরাং এ গুলি তমোধর্ম্মের অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥

জীব চিৎস্বরূপ বস্তু। জীবের স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম। শুভাশুভ কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ বা ধর্ম্মার্থ কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতি জীবের স্বধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। এই ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের কবল হইতে [illegible] [illegible] না পারিলে জীব-হৃদয়ে নিত্যধর্ম্ম বা ভক্তির প্রকাশ সম্ভব-পর নহে। তাই শাস্ত্র বলেন,—

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ)

সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ সবই অন্যধর্ম্ম; তা আত্মধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্ম নহে। [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এমন কি [illegible] [illegible] হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। সুতরাং আমরা যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজের সুখ [illegible] [illegible] করিতে [illegible] তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল হইবে [illegible] [illegible] অপর জীবেরও [illegible] অনিষ্ট করা হইবে। তাহাতে আমার নিজের বা অপর কাহারও সুবিধা হইবে না। কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-ধর্ম্মে ব্যস্ত না হইয়া স্বধর্ম্ম-যাজনে যত্নপর হই, অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করি, তাহা হইলে যুগপৎ নিজের ও জগদ্বাসী সকলেরই পরমোপকার করা হইবে।

ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটা মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম আর একটা আরাধনার ধর্ম্ম অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবাধর্ম্ম বা ভক্তি। ভগবান্ অতীন্দ্রিয় বস্তু। সুতরাং মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম দ্বারা—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদি সমস্তই মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম বা অভক্তি। এগুলি [illegible] [illegible] আর ভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগতি, অন্যাভিলাষ বা সেবাই—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ শুদ্ধ চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সবই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম—জীবের স্বরূপের অপব্যবহার, [illegible] [illegible] বা [illegible] সৃষ্টি।

ভক্তি ব্যতীত জগতে যত ধর্ম্ম আছে সবই হয় ভোগ না হয় ত্যাগধর্ম্মের অন্তর্গত অথবা তাহাদের অনুগত। ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মে উপাসক—দৃশ্য, ভোক্তা আর উপাস্য—দ্রষ্টা, ভোক্তা; অন্যান্য ধর্ম্মে উপাসক দ্রষ্টা, উপাস্য দৃশ্য—এইরূপ বিচার। প্রভু ত' একমাত্র দ্রষ্টা। আমরা যখন প্রভু নহি, পরন্তু ক্ষুদ্র জীব, তখন আমরা দ্রষ্টা হব কি করিয়া? ভগবান প্রভু—সেব্য বস্তু; তিনি কাহারও চাকর নহেন। তাঁহার কামনাপূর্ত্তিই ভৃত্যের জীবনের কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মেই কেবল নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি [illegible] [illegible]-[illegible] কথা পাওয়া যায়। আর অন্যান্য সকল-ধর্ম্মেই ত' নিজের দিকে কিছু আছেই দেখিতেছি। সুতরাং ইহা ত' শুদ্ধসেবা বা শুদ্ধধর্ম্মের কথা নহে; অতএব ইহা সেবার নামে ছলনা নহে কি? সেইজন্য বলিতেছি ভক্তিই একমাত্র পরমধর্ম্ম। আর সবই আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। ভক্তিই শান্তির উৎস আর অভক্তি অশান্তির আকর। কোনটী অকপট বাস্তবসত্য বা শুভপ্রদ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহা স্থিরচিত্তে বিচার করুন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

[illegible] কাল। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করা [illegible] কঠিন। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু দয়া করিয়া নিত্যধর্ম্মের কথা আমাদিগকে জানাইবার জন্য [illegible] পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সেই শুদ্ধা ভক্তি বা সনাতন-ধর্ম্ম।

"আরাধ্যো ভগবান্ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] প্রেম পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

ভক্তিই যে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম, একথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-
ভয়াপহা॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদোক্ত 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোকও নবধাভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের নিত্যধর্ম্মের বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

(স্থান—অলোয়া, জমিদারবাড়ী।
কাল—রাত্রি ৯টা, ১৪ই মে শুক্রবার, ১৯৩৭।)

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥

পূজনীয় শ্রীবিগ্রহসেবাবৃন্দ, সতীর্থ ভক্ত-বৃন্দ এবং শ্রদ্ধালু সজ্জনমণ্ডলি !

আপনারা এ পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলেন। তন্মধ্যে প্রথম বক্তা সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে, দ্বিতীয় বক্তা [illegible] [illegible] মতবাদ নিরাস এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতবাদের [illegible] প্রচার করিয়াছেন। পরিশেষে তৃতীয় বক্তা বিশেষ করিয়া গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] বক্তৃতার মধ্যে আমরা অনেক সুন্দর কথা জানিতে পারিয়াছি।

তাঁর [illegible]বাদকে নিরাস করিয়া [illegible] যে [illegible] [illegible], উহাকে নিরাস করিয়া [illegible]বাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible]বাদকেও নিরাস করিয়া পরিশেষে অধোক্ষজ [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। আরও একটু বলিবার আছে। সেইটি কেবল [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] কথা। উহা উর্দ্ধতন অপ্রাকৃত বা কেবলাদ্বৈতের কথা। তাহার অপর নাম ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার কথা। ইহা আমরা শ্রুতি, বেদ বা আম্নায় হইতে প্রাপ্ত হই। এই আম্নায় বা গুরুপরম্পরায় আম্নায়-প্রতিপাদ্য

সত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইটী জাগতিক কোন মেধা, বক্তৃতা, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ক্রিয়াকলাপ, পূজার্চ্চনাদি ও বহু দেবোপাসনা দ্বারা পাওয়া যায় না। সেই পরম সত্যবস্তু কৃপা করিয়া প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং বা নিজজন দ্বারা নিজকে প্রকাশ করেন এবং পরম সত্য প্রচার করেন। ইহার নাম আম্নায়।

সংক্ষেপে একটি শ্লোকের মধ্যে সমস্ত ব্যক্ত করিতেছি। বেদশাস্ত্র আমাদিগের নিকট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা জানাইয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সম্বন্ধ কোন্ বিষয়টি? তাহাতে লক্ষ্য করি—বেদ প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষের কোন কথাই বলেন নাই, অপরোক্ষেরও অতীত অধোক্ষজের কথা বলিয়াছেন। অধোক্ষজের ধারণা হইতেই নিত্য সনাতন ও চেতনময় ধর্ম্মের আরম্ভ। আর একটি বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তন করেন সম্বন্ধ বিষয়ে, তাহাই কেবল বা অপ্রাকৃততত্ত্ব। গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের অভিধেয়ত্ব নিরস্ত হইয়াছে। অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনই গৌড়ীয়মঠের অভিধেয়-বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজন-বিচারে কৃষ্ণপ্রীতিই গৌড়ীয়মঠের প্রয়োজন-বৈশিষ্ট্য।

প্রয়োজন বৈশিষ্ট্য বিচারে কৃষ্ণপ্রেমের সহিত কৃষ্ণের মিলন করানই গৌড়ীয়গণের [illegible]তা।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ
পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্।
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ॥
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি
হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

আম্নায়ের অর্থ বেদ। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে যে অখণ্ড সত্য মনুষ্যজাতির নিকট অবতরণ করিয়াছে তাহাই আম্নায়। উহা শ্রীহরিকে পরম তত্ত্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ দ্বারায় এই জগতে লভ্য হয়। শ্রীহরির স্বরূপ কি? উত্তর—সর্ব্বশক্তিমান্। এই পদটি বিশেষণ-জাতীয়। বিশেষ্য বস্তুটী কি?—বিশেষণ-সমন্বিত রসাব্ধি—তিনি দ্বাদশটী রসের মূর্ত্তি। তিনি দ্বাদশটী রসের পরিপূর্ণ আধার। তিনি অখিলরসামৃতসমুদ্র। ইহার দ্বারা গৌণ রসকে নিরাস করিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যের যে কাব্য বা সাহিত্য তাহার মূল নায়ক তাঁহাকে বর্ণন করিয়াছেন। [illegible] সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তিনি অন্যের [illegible] পরিচালিত হন না। তিনি অন্যের সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া যেটুকু দেন, তাহা বঞ্চনা মাত্র। তাঁহাকে পাইতে হইলে পূর্ণভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার বহু শক্তি থাকিলেও 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' এই মন্ত্রদ্বারা শ্রুতি তাঁহার তিনটি শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ত্র্যধীশকেই শ্রীহরি বলে। এই হরিই শ্রীরাধামদনমোহনরূপে সম্বন্ধের অধিদেবতা, শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে অভিধেয়ের অধিদেবতা এবং শ্রীরাধাগোপীনাথরূপে প্রয়োজনাধিদেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হন; শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য এইটুকু।

হরি পরমতত্ত্ব বা সেব্যতত্ত্ব। সেবকতত্ত্ব জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। স্বাংশ তাঁহার সহিত অভিন্ন। বিভিন্নাংশ জীব তাঁহার সহিত ভেদাংশে অবস্থিত। মায়াকবলিত জীব বিভিন্নাংশ। ভাবাৎ অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা জীব বিমুক্ত হয়। সাধনদশা পার হইয়া রতির সঙ্গে সামগ্রীর মিলনে রসের উৎপত্তি এবং রসের উদয়ে ভাব।

সেব্য সেবক দুইটি লইয়া সম্বন্ধ। উহা যুগপৎ ভেদ ও অভেদ প্রকাশ। উহা অচিন্ত্য। পরিমাণগত ভেদ কিন্তু উপাদান বা শক্তিবিচারে অভেদ। সমস্তই শ্রীহরির ভেদাভেদ প্রকাশ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। অনন্তকোটি জীব ইহার মূল খুঁজিয়া পাইবে না। জগৎ শ্রীহরির শক্তি-পরিণত। শ্রীহরি মায়াধীশ এবং জীব মায়াবশযোগ্য। শ্রীহরি শক্তির আশ্রয়। জীব তটস্থা-শক্তি হইতে উদ্ভূত। শ্রীহরি পরাশক্তির সহিত নিত্য বিলাসবান্। 'অভিধেয় বৈশিষ্ট্য—'সাধনং শুদ্ধভক্তিং'। শুদ্ধভক্তির বিপরীত মিশ্র বা বিদ্ধভক্তি। শুদ্ধভক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন। শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

যে ক্রিয়াতে অন্যাভিলাষ নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যেখানে অন্যাভিলাষ নাই। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ ভক্ত, ভজনীয় ও ভক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তাহাই শুষ্কজ্ঞান বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান।

পরোক্ষবাদকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায়। আমি ফল পাইব, এই বিচার হইতে যে ক্রিয়া তাহাকে কর্ম্ম বলে, 'কর্ম্ম শুদ্ধভক্তি'—'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং'—আনুকূল্য দ্বারা অর্থাৎ রোচমানা প্রবৃত্তির দ্বারা অনুশীলন। এস্থলে কৃষ্ণানুশীলনই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণু বা ভগবদনুশীলনের কথা এস্থলে বলা হয় নাই, হরি বা কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ হইলেন—অখিলরসামৃত মূর্ত্তি। অন্যান্য সম্প্রদায় যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'কৃষ্ণ'শব্দটি সেই প্রকার নয়। ইহাতে রূপ, গুণ, বিলাস আছে। সমগ্র বিশেষণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া যে বিশেষ্য আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহার অনুশীলন। এখানে ভেজাল বা মিশ্রভাব নাই। ত্যাগ বা গ্রহণের বশীভূত অবস্থায় থেকে যে ভাব—নিছক নির্গুণ সেবা-প্রবৃত্তির কথা। এইটি শুদ্ধভক্তি। ইহা আর একটি বৈশিষ্ট্য। হরির বা কৃষ্ণের বিশুদ্ধভাবে যে প্রীতিবিধানের চেষ্টা তাহাই আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। সাধন করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা সাধ্য। বিলাস-সমন্বিত কৃষ্ণের প্রীতি সাধ্য। ইহা গৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তন করেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ। বেণু বা মুরলী দ্বারা পরিকরগণকে আকর্ষণ করিয়া বিরাজমান শ্রীগোপীনাথ। এই তিন ঠাকুর একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। গৌড়ীয়মঠের একমাত্র আরাধ্য শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। সেখানে কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা সেবা নাই। সেই গৌড়ীয়মঠে যাঁহারা অবস্থান করেন তাঁহারাই প্রকৃত গৌড়ীয়।

"লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন"

শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য দেশে শ্রীগৌরবাণী প্রচার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তদীয় মঠের হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্ ডব্লিউ ৭ লণ্ডনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিগত শ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ইংরেজী ভাষায় 'The Gaudiya Mission, London' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া [illegible] পাঠ করিয়াছেন। বিগত ৯ই এপ্রিল ১৯৩৫ তারিখে মহামান্য [illegible] আর্ল অব জেটল্যাণ্ড, পি-সি, জি-সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, যখন নূতন কাউন্সিলে [illegible] গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ 'Devotion to God' [illegible] সহাস্য বদনে [illegible] করিয়াছিলেন তখন এই পুস্তিকা উহার [illegible] হইয়াছে।

পুস্তিকাখানির ছাপা, ছাপা ও কাগজ [illegible]। [illegible] ও প্রবেশের [illegible] চিত্র [illegible] ও [illegible]গণের সহিত [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে [illegible] একখানি নিবেদন [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতঃপর ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, [illegible], [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর চমৎকারিতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] লেখনীমুখে মহাপ্রভুর শিক্ষার [illegible] প্রচার, পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সকল বিশ্বস্ত মঠ-মন্দির, গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা, প্রদর্শনী, প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা অভিনব [illegible] প্রকাশ প্রভৃতি বিষয় গোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন।

গোস্বামীজী এই পুস্তিকায় ধর্ম্মের স্বরূপ, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব, মহাপ্রভুর শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি ও শিক্ষার মহত্ত্ব, জীব, মায়া ও ঈশ্বরতত্ত্ব, তাঁহার বিবিধশক্তি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়া গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, প্রচারপ্রণালী, কার্য্যাবলী এবং মঠের সভ্য হইবার নিয়মাবলীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমাংশে গোস্বামী প্রভু লণ্ডনে থাকিয়া যে সকল স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া লণ্ডনে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য যেরূপ শুদ্ধপ্রচারময় জীবন, ঐকান্তিকী তৎপরতা, নিষ্কপট সেবা প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন তদ্দর্শনে সজ্জনমাত্রেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি শুধু বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও হরিকথা প্রভৃতিতেই তাঁহার প্রচার নিবদ্ধ রাখেন নাই, পরন্তু গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াও মহাপ্রভুর বাণী [illegible] কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী লেখনী, পাণ্ডিত্য, আলোচ্য বিষয়ের পরিষ্কার বিশ্লেষণ-[illegible] সহিত সকলের [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] প্রচার [illegible] [illegible] কথায় [illegible] প্রকাশ [illegible] আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি। তাঁহার সেবাকুশলতা ও উৎসাহিতা [illegible] হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

[illegible]
ভিক্ষা—১ম খণ্ড [illegible] খণ্ড
—[illegible], ৩য় খণ্ড [illegible] ৪র্থ খণ্ড—৸০
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক— [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ [illegible] রোড, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible]

রক্ষক—শ্রীজনগোপাল দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌড়ীয় [illegible] [illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৮) অমৃতকুণ্ড [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধামাধব [illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান।

রক্ষক— [illegible]

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬ শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা —(শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গে প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরকোণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্রকণা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) কারস্তভ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ নারায়ণপুর, ৮ৰ্ড, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবর্দ্ধন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ব্রাউন রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীসাদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রাধানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী।

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপরী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলব্রজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ ম্যানর হাউস, কর্ণওয়ালগার্ডেন্‌স্‌, এস্ ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসাম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নূতন	৭৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এডারেক কোয়ালিটি	৬৷৵০
সিদ্ধ বেরুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৵০

চিনির দর

চিনাইন, টাকণ	১০৷৷৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷৴০—৮৲

সোনা-রূপার দর

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি	২২৷০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪৷৵০
মধ্যম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম –	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৴০—৬৷
পোস্তাকার ঐ	৫৸৵—৬৲
ডিসকোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (১)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
(এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৴০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাই	১৷৷৶০—১৸০
	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

কন্ধা	৫৸৲
মৈনীতা	৫৩৲
খোনবাগী	৪৩৲
জঙ্গা	৪২৷০

পাতিরাম

ভাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

সুমের দর

কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল

আবেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কর্ণি গুর্নিস ফাইন	৭৩৲
হামবর্গ সাদা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল

	মণ
পাকা মাছ	৭৷০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷০—১০৷০
শুঁটি হরিদ্রা মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৭০—১৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা ৯৷০—১০৲

ঐ বে-মাকা হাল্কা ওজন	৮৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৮৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৷০— ৫৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১১৷৷০
ছিল পাটী, বোলটু প্রভৃতি	৮৸০—১০৷

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯৷০—১৪৲

পুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পাঁচনসেবন করিবার পর অল্পদিন মধ্যে সুস্থ হইয়া ধাতুর কাঠিন্য প্রাপ্ত হন। পিতার প্রীহা যকৃৎ ভাল হইবে ও নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অসুখ সারিবে। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্যানালওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬		৪৷৷০
সিকি কলম ১৲		১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲		১৮৲
এক কলম ৩৬৲		

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা [illegible]

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

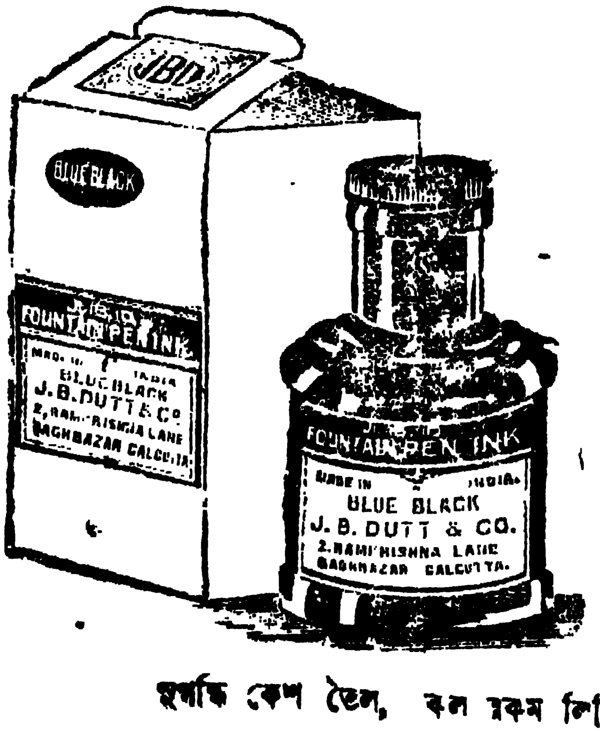

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, বহু রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো, প্রা — ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীশ্রীমায়াপুরধর্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২২শে মে, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৭১]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

নদীয়ায় গতিপুরে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৪ই মে মধ্যাহ্নে মেহেরপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গতিপুর গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে।

জানা গেল, একটি মুসলমান পরিবারের রান্নাঘরে আগুন ধরিয়া যায় এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ১৮টী পরিবারের প্রায় ৪০।৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় যুবকবৃন্দ ও মেহেরপুরের বহু লোক এই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে উক্ত কৃষক পরিবারসমূহ সম্পূর্ণ রূপে গৃহহীন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহাদের পরিধানের বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু রক্ষা পায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক তিন হাজার টাকা। উন্মুক্ত আকাশ তলে দুঃস্থ সর্ব্বহারা কৃষকগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মেহেরপুরে একজন স্ত্রীলোক ও একজন বালক নিহত

গত ১৬ই মে নদীয়ায় মেহেরপুর মহকুমার উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বারিপাতও হইয়া গিয়াছে। ঝড়বৃষ্টি প্রায় এক ঘণ্টাকাল ছিল ঝড়ের ফলে বহু বাড়ীঘর ও গাছপালা পড়িয়া গিয়াছে। মেহেরপুর সহরের উপর কয়েক স্থানে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

জলপাইগুড়িতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি

গত ১৭ই মে রাত্রিতে জলপাইগুড়িতে প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে। সেখানকার বাড়ীঘর গাছপালা সমুদয় লণ্ড-ভণ্ড ও কালীবাড়ীর বাজার একরূপ ভূমিস্যাৎ হইয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি আহতও হইয়াছে। সাহাবাজপুর ও তেলামাই গ্রামের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বহু বাড়ীঘর ও অনেক বড় বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছে।

পাবনায় প্রবল বারিবর্ষণ

গত ১৬ই মে অপরাহ্নে পাবনায় ঝড়ের সহিত প্রবল বারিবর্ষণ হইয়াছে। এরূপ প্রবল বর্ষণ বর্ত্তমান বর্ষে ইহাই প্রথম। এই বারিবর্ষণের দরুণ বসন্তের প্রকোপ প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঝড়বৃষ্টিতে ময়মনসিংহে রেল লাইনে ক্ষতি

গত ১৭ই মে সংবাদ পাওয়া গেল, গত ১৬ই মে সন্ধ্যার সময় টাঙ্গাইল ও জামালপুর মহকুমায় ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগে ঝিনাই নদীর উপর ই বি আর-এর যে পোল আছে, তাহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পোলের উপর দিয়া ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় কোন ট্রেণ যাতায়াত করা সম্ভব হয় নাই। বিলম্বে ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে যাত্রিগণ হাটিয়া পোল পার হয়, এপারে অন্য গাড়ীতে তাহারা ময়মনসিংহে আসে। সংবাদ পাওয়া যায় যে, ঢাকা জিলার পশ্চিম দিকেও ঐ প্রকার ঝড় হইয়াছে। জামালপুর মহকুমার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া এক প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বেলা ১ ঘটিকার সময় ঝড় আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ঝড়ের অবসান হয়। এই ঝড় যে সকল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে। বহু বড় বড় বৃক্ষ ও বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব রাজা এডোয়ার্ডের বিবাহ

আগামী ৩রা জুন তারিখে চেটোউ কাণ্ডে নামক স্থানে ডিউক অব উইণ্ডসরের (ভূতপূর্ব্ব রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড) বিবাহ সম্পন্ন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

রাজপরিবারের কেহই নাকি এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না।

দৌলতপুর কৃষিবিদ্যালয়

গত রবিবার খুলনার দৌলতপুর কৃষি-বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যতালিকা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে প্রকাশ, শীঘ্রই অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে এবং জুলাই মাস হইতে কাজ আরম্ভ হইবে।

বিদ্রোহীদের বিলবাও অভিযান

বিলবাওয়ের উপর হইতে বিদ্রোহীদের আক্রমণের চাপ সরাইয়া দিবার জন্য বাস্ক প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট সেনর এগুইরে ক্যাটালোনিয়াবাসীদের ৮ দিনের মধ্যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ক্যাটালোনিয়ার প্রেসিডেণ্ট সেনর কোম্পানীজ জানাইয়াছেন যে, অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে এবং তিনি সেনর এগুইরের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

গত ১৭ই মে বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা পড়িয়া আমোরাবেইটায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে। প্রবল বারিপাত সত্ত্বেও সমস্ত দিন ধরিয়া আগুন জ্বলিয়াছে। সহরটি এখনও অবশ্য বাস্কদের হাতে আছে। সামান্য পিছু হটিলেও বাস্ক সেনাদল বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়।

আমোরো বেইটায় ভীষণ যুদ্ধ

আমোরা বেইটার রণক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। রবিবার হইতে লড়াই সুরু হইয়াছে। যে গ্রামে লড়াই চলিতেছে তাহা পূর্ব্ব দিকস্থ দুর্গশ্রেণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। বিলবাওয়ের চতুষ্পার্শ্বে যে লৌহব্যূহ রচিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার পূর্ব্বে জেনারেল মোলা ঐ গ্রাম ও দুর্গাদি দখল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভীষণ বাধা অতিক্রম করিয়া বিদ্রোহীরা আমোরা বেইটার পার্শ্ববর্ত্তী থানাগুলি পাহাড় দখল করিয়াছে।

ভ্যালেন্সিয়ায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন

সেনর নেগ্রিণ নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। সেনর জোস গিরাল পররাষ্ট্র সচিব এবং সেনর ইণ্ডালেসিও প্রিয়েতো দেশরক্ষা সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনর কাবালেরোর সময় যেমন "পপুলার ফ্রণ্ট" (সম্মিলিত দলগুলির লোক লইয়া গঠিত) গভর্ণমেণ্ট ছিল, এখনও ঠিক তাহাই থাকিল; তবে মন্ত্রীদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৫ হইতে ৯ করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভায় ৩ জন সমাজতন্ত্রী ও দুইজন কম্যুনিষ্ট আছেন।

ভোজ খাইতে যাইয়া বিপত্তি

"বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকায় এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই মে [illegible] হজযাত্রী মদনপুরার [illegible] এক ভোজ খাওয়ার পর হঠাৎ পীড়িত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কয়েকজনকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাইতে হয়।

যাহারা ভোজ খাইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশকে হাসপাতালে পাঠান হয়, খাদ্যে বিষ ছিল সন্দেহে পুলিশ সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য হস্তগত করিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ [illegible] ২৮৲
[illegible] খণ্ড— ৯৲
[illegible] বিরাট শ্রী[illegible] ৬৲
[illegible] ৬৲
৪৲

[illegible]বলী
[illegible] ৩য় খণ্ড—৸০

[illegible]দেবের পত্রাবলী
১ম [illegible] ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড
[illegible]
[illegible]-দীপিকা সংস্কার
[illegible] ১.০
৯ [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶
২১। গৌ[illegible] ।৶
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১
২৪ গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫ গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষা ।০
২৭। যু[illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দাস দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪[illegible]। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ⁄০
৪৪। [illegible] ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। রত্নমালাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংস্কারদীপিকা ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যনামামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সবস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠরূপপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড [illegible] ডিভোসন ।০
৭৮ ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। [illegible]বলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সপরশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতরূপ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবে এই বিরাট আকারে ও অত্যাধুনিক স্তর সম্পাদনে ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যতা দর্শনে প্রাসঙ্গিক সতের সাহিত্য তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩০ অধ্যায়ে শেষ সকল পূজ্য ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুণ্য মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

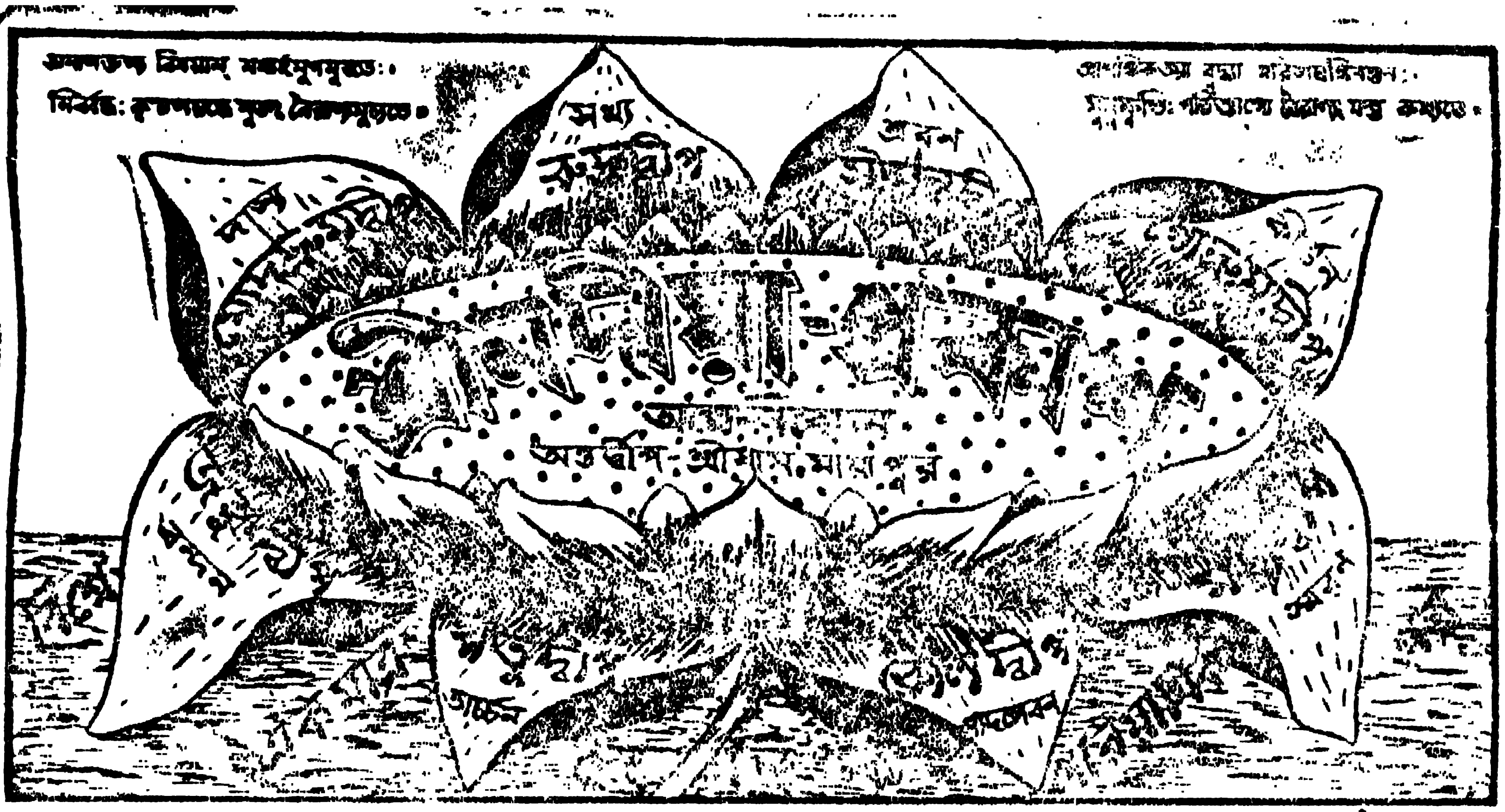

১২শ বর্ষ | ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে মে ইং ১৯৩৭, শনিবার | ৭১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যের ঢাকা নগরীতে শুভবিজয়

আচার্য্যদেবের বিপুল শোভাযাত্রাসহকারে সম্বর্দ্ধনা

নগরবাসী ও মঠবাসী কর্ত্তৃক অভিনন্দন প্রদান

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত যোগ্যতম অধস্তন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ময়মনসিংহ আলোয়াতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন করিয়া বহু ভক্ত সহ গত ২রা জ্যৈষ্ঠ মোটরযোগে খাঁনার ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে বেলা ১১টার সময় বাষ্পীয়পোতযোগে শুভযাত্রা করিয়া গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় বুড়িগঙ্গাঘাটে উপস্থিত হন। ঢাকাবাসী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নাগরিকমণ্ডলী স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সেবকবৃন্দ বিপুলসংকীর্ত্তনদল, ঐক্যতানবাদ্য, বিচিত্র বর্ণের পতাকাদি লইয়া বহু পূর্ব্বেই উক্ত ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাষ্পীয়পোত নয়নপথগামী হইলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ও আচার্য্য পাদ-পদ্মের জয়ধ্বনি দ্বারা তৎস্থান মুখরিত করেন। আচার্য্যদেব ষ্টীমার হইতে তীরে অবতরণ করিলে সজ্জনগণ তাঁহার গলদেশ বিচিত্র সুগন্ধি কুসুমমাল্যে বিমণ্ডিত করিয়া ও তৎপাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিয়া আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনা করেন এবং সুসজ্জিত মোটরযোগে আচার্য্যবর্য্যকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার মধ্যে বাবুর বাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, ভিক্টোরিয়া পার্ক, জনষ্টন রোড ও ওয়ারী দিয়া নারিন্দা পল্লীস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সম্মুখে উপস্থিত হন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্মুখে ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সম্মুখে দুইটি অত্যুচ্চ তোরণের শীর্ষদেশে "শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শুভা-গমন" কথাটি বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত অক্ষরে লিখিত ছিল। আচার্য্যদেবের মোটর-যান শ্রীমঠদ্বারে উপস্থিত হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ শিবদাসব্রহ্মবিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীমঠের পক্ষ হইতে এবং বহু সজ্জন ঢাকা-বাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণত হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতল গৃহে উপনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সেবকগণকে সেবাসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্নে বহু ভদ্র-লোকের নিকট ঘণ্টাধিককাল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করেন।

আচার্য্য-অভিনন্দনার্থ উপস্থিত সজ্জন-গণের মধ্যে কতিপয়ের নাম উল্লেখ হইল,— রায় বাহাদুর শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী (অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ), [illegible] শ্রীযুত [illegible] নাগ, [illegible] শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী, ঢাকা মিউনিসি-প্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত মন্মথ [illegible] বি-এ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নাগ এম্ এ, বি-এল, মনোমোহন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিরজামোহন দে, স্বায়ত্বশাসন পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র দে [illegible], কলিকাতা হইতে আগত পরম ভাগবত শ্রীপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় [illegible] ইত্যাদি।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয় [illegible] করিবার জন্য এবং [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] ভক্তবৃন্দকে গ্রহণ করিবার জন্য [illegible] করিয়া সপার্ষদ আচার্য্যের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সম্মুখে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত পতাকা, [illegible] বিরাট সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও [illegible], [illegible] প্রভৃতি বিচিত্র [illegible] ঐক্যতান-বাদ্য, তৎপশ্চাৎ আচার্য্যদেবকে বহনকারী মোটরযান, [illegible] বিদ্যাভূষণপ্রভু [illegible] মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী [illegible] মহারাজ, শ্রীযুত [illegible] এম্ এ, [illegible] কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, পাটনার [illegible] শ্রীযুত [illegible] প্রসাদ, [illegible] উপদেশক [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যানুগমনে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ পর্য্যন্ত আগমন করেন। শ্রীমঠের সম্মুখে [illegible] কদলীবৃক্ষ, বিচিত্রবর্ণের পতাকা, [illegible], [illegible], নারিকেল ও [illegible] এবং [illegible] ছিল। [illegible] পূর্ণ [illegible]।

[illegible] আগমনে ঢাকা-[illegible] হইয়াছেন। [illegible] শ্রীল [illegible] নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

"দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্ট-সিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা নির্ণয় ক'রে দেয়; তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন আন্দাজে ঢিলমারা। এই দর্শন জিনিষ টাই—ভজন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫৭ মধুসূদন, অব্দায় কাঁরোদশায়ী গৌরাব্দ ১০:

প্রহ্লাদ

— :: ● ::——

প্রহ্লাদ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি কৃষ্ণচরণে নিত্য উন্মুখ। তিনি ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদ প্রদান করেন, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম প্রহ্লাদ।

বৈষ্ণবগণ জন্ম মৃত্যুর অতীত। কৃষ্ণ ইচ্ছায় তাঁহাদের এ জগতে আবির্ভাব হয়। তাই ভগবৎ-প্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য কুলে হিরণ্যকশিপুর গৃহে কয়াধুর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জননী উদরে অবস্থানকালেই প্রহ্লাদ নারদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া গর্ভেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কৃষ্ণনাম জপ করিতে আরম্ভ করেন। কয়াধু অন্তঃপুরে সেই কৃষ্ণনাম-ধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন।

গুরুকৃপায় প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতে ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কিছু জানিতেন না। কনক-কামিনীতে দৃঢ়াসক্ত বিষয়াভিমানী হিরণ্যকশিপু জাগতিক বহির্মুখ শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রহ্লাদের প্রতি যত্নের ত্রুটি রাখিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মুখে কেবল হরিনাম— কেবলই মধুর স্বরে কাতরকণ্ঠে ডাক— 'কেবল হরিবোল, কেবল হরিবোল'। দিন হরিনামে রত, হরি-চিন্তায় রত থাকিলে, তাঁহার কি আর জগতের বস্তুর স্বাদ লয়, না ভাল লাগে?

একদিন হিরণ্যকশিপু পঞ্চমবর্ষের শিশু প্রহ্লাদকে কত আদরের সহিত 'তুমি কোন্ বিষয় ভালভাবে শিক্ষা করিয়াছ' জিজ্ঞাসা করিলে নিরন্তর ভগবৎ-সেবারত ভক্ত প্রহ্লাদ আনন্দের সহিত নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ
স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥'

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

প্রহ্লাদ বলিলেন—শ্রীহরির নাম গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন, তাঁহার রূপগুণলীলাদি স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন - এই নববিধা ভক্তি-যোগে ভগবদ্ভজনই জীবের উত্তম শিক্ষা।

হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু বালকের মুখে হরিসেবার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল, তাহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে জগৎ অন্ধকার দেখিয়া পুত্রের অমঙ্গল চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। তাহার একান্ত ইচ্ছা - পুত্রকে বিষয়ী করা চাই —হরিসেবা-হইতে বঞ্চিত করা চাই। তজ্জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সেই পাঁচ বছরের শিশুকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইল, পাষাণ সহিত বাঁধিয়া জলে, অগ্নিতে ও সমুদ্রে নিক্ষেপ এবং পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিধন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ভক্তবৎসল ভগবান্ যে তাঁহার সহায়। সেই শিশুর কেশাগ্র স্পর্শ করিবার শক্তি কি কাহারও আছে? সে যে সুদর্শন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর চেষ্টা বৃথা, অবশেষে নাশই তাহার প্রাপ্য ফল।

অত্যাচারের আর শেষ নাই। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু প্রহ্লাদের সেদিকে দৃকপাতও নাই। তিনি সতত ভগবচ্চিন্তায় ব্যস্ত। কিন্তু ভক্ত নিজের জন্য ব্যস্ত না হইলেও ভক্ত-বৎসল ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তাই তিনি ভক্তের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই নৃসিংহদেব বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর প্রাণ নাশ করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন। প্রহ্লাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর চাহিতে বলিলেন; সুচতুর ভক্ত প্রহ্লাদ মৃদু হাসিয়া কহিলেন,— "জীবন আমার জন্ম হইতে ভোগসুখে লিপ্ত। তার উপর আপনি আমাকে বর দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না। আপনি দয়াময়, আমাকে রক্ষা করুন। আমি কোন বরই চাহি না। প্রভো, যে আপনার দর্শন পাইয়া আপনার চরণ-সেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে, সে ত' আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্। স্বামীর নিকট যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য কিছু প্রার্থনা করে, সে সেবক নহে; আর যিনি নিজ প্রভুত্ব ইচ্ছায় সেবককে কামনার দান করেন তিনিও সেবকের হিতেচ্ছু প্রভু নহেন। আপনি ত' আমার তেমন প্রভু নহেন; আমিও ত' অপর প্রত্যাশা করিয়া আপনার সেবা করি নাই; সুতরাং আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। তবে আপনি একান্তই যদি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন - যেন আমার হৃদয়ে কোন ভোগবাঞ্ছা উদিত না হয়, কারণ ভোগবাঞ্ছাই জীবের অনর্থ সাধন করে।"

ভক্তবৎসল ভগবান প্রহ্লাদকে অযাচিত কৃপা করিয়া অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ তাঁহার আদেশমত পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শেষ করিয়া যথাসময়ে দ্বিজগণ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পরে নিরাবাধে বহুকাল রাজত্ব করিয়া কাল-প্রাপ্তে ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ করিলেন।

আমরা ভগবদ্ভক্ত অসুরবংশোদ্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পরম পবিত্র জীবনী কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে যত্ন করিলাম। আগামী পরশ্ব সোমবার শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব। আমরা ঐদিনে সেদিন কিছু আলোচনা করিব। অদ্য দৈত্য-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের যে একটি উপদেশের কথা পুনরায় ব্যক্ত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

ভক্তগণ সর্ব্বভূতহিতৈষী এবং অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই প্রহ্লাদ বালকগণের সঙ্গে বড় মিশিতেন না, সতত ভগবচ্চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। একদিন দৈত্য বালকগণের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তাই তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মধুর-বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"ভাই সকল, এই মনুষ্যজন্ম বড়ই দুর্লভ, বহু জন্মের পর আমরা এই পরম সুযোগ লাভ করিয়াছি। সুতরাং এই পরমার্থপ্রদ দুর্লভ জীবন হেলায় না হারাইয়া জীবন সার্থক করাই ভাল। শ্রীকৃষ্ণভজনই মানবজীবনের একমাত্র সাফল্য। কৃষ্ণভজনই মানবকর্ত্তব্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। উহাতেই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি বা পরমানন্দ লাভ হয়। এই মনুষ্য দেহ পরমার্থদ কিন্তু অনিত্য, কখন যে ইহার পতন হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া কৌমারকাল হইতেই আমাদের কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দেব-দৈত্যাদি সকলের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সকলেই সর্ব্বদা তাঁহারই শরণ লও, সর্ব্বদা তাঁহাকেই স্মরণ কর, তাঁহার প্রীতির জন্যই তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সকল বিদ্যা, সকল কর্ম্ম তাঁহারই সেবায় সার্থক হয়, নতুবা সমস্তই ব্যর্থ। শ্রীকৃষ্ণে মতি যাহাতে আসক্ত ও দৃঢ় হয় সেই ধর্ম্ম বা সেই কর্ম্ম করাই ভাল। সদ্গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুশাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন, শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা, তদীয় পাদপদ্মধ্যান, সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি জ্ঞান, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার এবং সমস্ত লব্ধবস্তু কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ—এ সমস্তই ভগবদ্ভজনের অঙ্গ। ইহা হইতেই কামাদি ইন্দ্রিয় জয় এবং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ হয়। সুতরাং তোমরা সকলে আজ হইতেই এই ভাগবত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে।'

——

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

[বিষয় শ্রীচৈতন্যের মহাদান

স্থান—অলোরা শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটী। সময়—রাত্রি ৯ ঘটিকা, ১৫ই মে ১৯৩৭ইং]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

আজকার বক্তৃতার বিষয় "শ্রীচৈতন্যের মহাদান"। এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে গেলে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম অন্তরঙ্গ জন তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই অনুসরণ করিয়া ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জন শ্রীল দামোদরস্বরূপ আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কে? উপনিষদ্ বা বেদান্তে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের 'তনুভা'—দীপ্তি—কান্তি—অঙ্গের প্রভা।

যিনি শাস্ত্রে পরমাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষ, তিনটি পুরুষাবতার—কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই সকলই শ্রীচৈতন্যদেবের অংশবৈভবমাত্র। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যিনি, তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণ বা চৈতন্য হইতে জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। শ্রীল দামোদরস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই পরিচয় বলিয়াছেন।

তিনি আর একটি শ্লোকে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা সকলেই জানি যে, দানের মূলে দয়ানাম্নী একটি প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। দয়া হইলে দান করিবার প্রবৃত্তি হয়। সেটী শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে ছিল। তাঁহার দয়া নয়টী লক্ষণে লক্ষিত। দয়ার এসব লক্ষণ আর কোথায়ও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, এজন্যই তাঁহার দান মহাদান। শ্রীচৈতন্যের দয়ার স্বরূপ—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু কাশী হইতে পুরীতে আসিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন—হে শ্রীচৈতন্যদেব, তুমি দয়ানিধি। তোমার দয়া অমন্দোদয়া। অমন্দ অর্থাৎ ভাল—যাহা মঙ্গল উদয় করায়; অর্থাৎ যেখানে বিরোধ বা হিংসা নাই। যাহা নিত্য, সুন্দর, চেতন, আনন্দময় জ্ঞানময়, এরূপ দয়া আমাদের সকলের প্রতি হউক। সেই দয়াটি নয়টি লক্ষণযুক্তা। 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া'—অতি হেলায় যাহাতে খেদ উদ্ধূলিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্লেশবীজ হেলায় দূরীভূত হইয়াছে যাহা দ্বারা—অতি হেলায় সমস্ত ক্লেশের মূলবীজ উৎপাটিত হইয়া যায় যাহা দ্বারা, এস্থলে সর্ব্বত্র 'বিশেষণে তৃতীয়া' বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

'বিশদয়া'—নির্ম্মলা। 'প্রোন্মীলদামোদা'—'প্রোন্মীলৎ' উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে এমন আমোদ বা গন্ধ যাহাতে। অর্থাৎ ভগবৎসেবার গন্ধে আমাদিগকে আমোদিত করিয়া দিতেছে যে দয়া। 'শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা'—উপশান্ত হইয়াছে শাস্ত্রবিবাদ বা শাস্ত্রসমস্যা—পরস্পরের মধ্যে বাদবিতণ্ডা যাহাতে। 'রসদা'—ভক্তিরসকে দান করে যাহা। 'চিত্তার্পিতোন্মাদা'—যে দয়া জনের চিত্তে উন্মাদ আনয়ন করে। 'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা'—যাহা নিত্যকাল ভক্তিতে প্রীতি বর্দ্ধন করে। 'শমদা' বা 'সমদা'—'শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ' তাহা দান করে, অথবা কৃষ্ণরসরূপ যে মদ তাহার সহিত বর্ত্তমানা, অথবা 'মদা (রাধয়া) সহ বর্ত্তমানঃ' যে 'সমঃ' অর্থাৎ গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, তাঁহাকে দান করে যে দয়া। অর্থাৎ রাধার সহিত রাধানাথকে লাভ করায় যে দয়া। 'মাধুর্য্যমর্য্যাদা'—ঐশ্বর্য্য শিথিল করায় যেখানে, যেখানে কেবল মাধুর্য্যরসে কৃষ্ণসেবা, যে ধামে কৃষ্ণ পঞ্চরসের আশ্রয়গণ-কর্ত্তৃক সেবিত হন। মাধুর্য্যধাম গোলোক বা বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা অভিভূত হইয়াছে। এইরূপ যে মাধুর্য্যভাব, তাহার মর্য্যাদা, সম্মান বা গৌরব যাহা দ্বারা হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, তোমার দয়া শুভ উদয় করুক। শ্রীল দামোদরস্বরূপ নবলক্ষণে লক্ষিত এই শ্রীচৈতন্যদয়ার কথা জানাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আর একজন প্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু দুইটী শ্লোকদ্বারা মহাপ্রভুর মহাদানের কথা বলিয়াছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন, যিনি 'মহাবদান্য'—মহাদাতৃশিরোমণি; 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ'—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণকে দিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণ নিজে। তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার কান্তি—গৌর। এই একটিমাত্র শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলা সকলই আছে। পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রূপ গৌরকান্তি, গুণ—মহাবদান্যতা, লীলা—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান। ২য় শ্লোকটি এই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

'অনর্পিতচরী'—যাহা পূর্ব্বে কখনও অর্পিত হয় নাই। পরমা অহৈতুকী কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'—মধুর রতিতে যে সেবা উহাই উন্নত উজ্জ্বলরস, তদযুক্তা 'স্বভক্তিশ্রী'—নিজভক্তির শোভাকে প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কতকগুলি শব্দ আছে; তন্মধ্যে 'রস' একটী। রসের স্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এরূপ বলিয়াছেন—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে
স রসো মতঃ॥

মানুষের চিন্তাশীলতা যতদূর যাইতে পারে, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে গতি তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাহা চমৎকারিতাপূর্ণ ভাবভূমিকা। বিশুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে এবং সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ যেখানে নাই, কেবল চেতনময়ী সেবাপ্রবৃত্তি যেখানে বর্ত্তমান, এমন অবস্থায় যাহা আস্বাদিত হইতেছে তাহাই রস। স্থায়ীভাব রতির সহিত সামগ্রীর সম্মেলনে রস হয়। বিষয় ও আশ্রয়—উভয়ই আলম্বন। স্থায়ীভাব চারিটী।

সহস্রবদন শেষদেব—যাঁহার মস্তকের উপর সর্ষপের ন্যায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে, সেই অনন্তদেব অনন্তকোটী বৎসরেও যাঁহার মহাদানের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনিই মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর। সেই শেষদেবের অংশীর অংশীর অংশী যে শ্রীচৈতন্য, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণ তাঁহার দয়াসম্বন্ধে যাহা নিজেরা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন তাহারই দিগ্দর্শন করিতেছি মাত্র।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জীবের প্রতি পরমদয়ার্দ্র হইয়া বলিতেছেন—হে জীব! শ্রীচৈতন্যের দয়া যে কত বড় তাহা অনুভব কর। তাহা হইলে তুমিও বিস্মিত হইবে। কৃষ্ণপ্রেমটি কি?—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা
নিগদ্যতে॥

ফলভোগকামনা ও ত্যাগকামনার মলিনতা যেখানে ত্যক্ত হইয়াছে; আর অত্যন্ত মমত্ব হইয়াছে বিষয়ের প্রতি—কৃষ্ণ ও তাঁহার সেবক সেবিকাগণের প্রতি, এমন যে ভাব যাহা তরল নয়—ঘন, সেই ভাবকে পণ্ডিতগণ 'প্রেম'শব্দে সংজ্ঞিত করেন। কৃষ্ণবশকারিণীকে নিজ ঈশ্বরী বলিয়া যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয় যে ভাব সেই ভাবকে 'প্রেম' বলে। যাহার চিত্ত যত মসৃণ অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য, সেইখানেই প্রেমবস্তুটি পরিষ্কার প্রকাশিত হয়।

সেই প্রেমটী কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুতে পর্য্যাপ্ত নয়। এটী যিনি দান করিয়াছেন তিনিই প্রেমদাতা। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমদাতা। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে মহাবদান্য বলিয়া স্তব করিয়াছেন। সেখানে ভক্তির চূড়ান্ত উন্নতি সেইটী শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে সেবকের রূপ ধারণ করিয়া লোকে দান করিয়াছেন। এই নিজভক্তি লোকে দিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব।

অতএব "শ্রীচৈতন্যের মহাদান" সম্বন্ধে যতই কীর্ত্তন করিয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই। অনন্ত কোটি বৎসর যাবৎ কেন, মাহাকল্প এই কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমার ও অনন্ত জীবগণের সম্বল। এই কথা কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া বাসর রাত্রি শেষ করা যায় না। এ কথা শুনিয়া অন্ততঃ আলোচনা করা দরকার।

আমার পরমবান্ধব অলোয়ানাসিগণ এত দৈন্য ও সময় প্রদান করিয়া আমার ন্যায় একজন দীনহীন কাঙ্গালের কথা শুনিবার জন্য যে সমবেত হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আমি আন্তরিক ও হার্দ্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মঙ্গল-কীর্ত্তন

সাধুসঙ্গ

সেই সাধু বাসুদেব-সম্বন্ধ বর্জ্জিত।
সেই সাধু জেনো মন বঞ্চক প্রেরিত॥
যে সাধু বাক্যের সার বাসুদেব-প্রীতি।
তাঁর পাশে আছে নিত্য মঙ্গলের স্থিতি॥

শাস্ত্রবাণী

যে শাস্ত্রেতে বাসুদেব-ভগবান নাই।
তাহাতে আছে কাল মায়া জেনো সদা ভাই।
যে শাস্ত্রেতে গেয়ে সদা বাসুদেব-জয়।
সেই শাস্ত্রবাণী নিত্য মঙ্গল-নিলয়॥

গুরুকৃপা

বাসুদেব-সেবা-সঙ্গ বিমুখ যে জন।
শ্রীগুরুবঞ্চক সেই কপটী দুর্জ্জন॥
বাসুদেব-সেবাফলে হবে মায়াজয়।
যাহারে সেবনা দিলা গুরু কৃপাময়॥
সেইজন বাঞ্ছে নিত্য বাসুদেব-সঙ্গ।
শ্রীগুরুদেবের সেই হয় অন্তরঙ্গ॥

বাসুদেব সর্ব্বময়

বাসুদেব সর্ব্বশাস্ত্রে বেদনতুইয়।
বাসুদেব সর্ব্বযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হয়॥
বাসুদেব যোগশাস্ত্রে মহা যোগেশ্বর।
সর্ব্ব অনুষ্ঠান বাসুদেব-পরিক্রম॥
জ্ঞানীর অন্বেষণ বাসুদেব হয়।
তপস্যা সকল হেতু বাসুদেবময়॥
সর্ব্বধর্ম্ম মাঝে সেই বাসুদেব গান।
বাসুদেব বিনা কিছু নাহি ভক্তগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে যাও বাসুদেবে মতি।
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বাসুদেব গতি॥
কাল নীতি দেশ নীতি বাসুদেব হয়।
মহাকালে সেবে বাসুদেব-পদদ্বয়॥
তেন বাসুদেবপদ হৃদয়ে ধরিয়া।
গাও মন গুরুবাণী নাচিয়া নাচিয়া॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর নদীয়া। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান [illegible] [illegible] রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং [illegible] চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] ও [illegible] প্রকাশিত [illegible] আচার্য্য [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীনবদ্বীপ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস [illegible]।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible]

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। [illegible] শ্রীগৌর গদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible], ([illegible])

শ্রী[illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতপাড়া—(শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী) [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন
[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) [illegible]মঠ
[illegible]পুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) [illegible] পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ [illegible]অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ [illegible] বিনোদ বিদ্যা[illegible]

(২৪) গোপালজীউর মঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস [illegible]বাসী।

(২৫) নিতাই গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম, এ, বি, এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
২২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
[illegible]পুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]নন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible]নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) [illegible]—স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ,

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ
রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন,

(৬০) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) বাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্ধ, ([illegible])

এখানে শ্রী[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮৩নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩ মেয়ার ভাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, [illegible], লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসাধ্যনন্দ দাস অধিকারী এম, এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেড়ে কোয়ালিটি	৮।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাহতোয়া সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোনা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।৫০
গিনি সোনা	২২।০ ১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম —	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥/০—৬।
ফ্লাওয়ার ঐ	৫৸৵—৬৲
কাউনপোর্ট ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলার্ড	১॥৵০ -১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অক্সা	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাঞ্জিরাম

ক্ষীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আমেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
জাহাজ খাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাজ	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০।০
শুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০ - ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৭॥০

ছিল পাতী, বোলটু গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯।০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃঃঃ —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেকবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অভাবনীয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮ -	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গের পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও তাহার কীর্ত্তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যায় সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸৹
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য;

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible] ১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৪শে মে, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৭২]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

পাটনায় বোমা বিস্ফোরণ

গত মঙ্গলবার পাটনা সহরে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আহত যুবক শিউপ্রসাদ চাঞ্চল্যকর উক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, শিউপ্রসাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছে তাহাতে সে বলিয়াছে যে, সে ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক, খাজে কালান বোমার মামলার বিচারক পাটনার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ মতাকিকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহারা মিতানঘাটে একটি বনের ভিতর বোমা তৈরী করিতেছিল। দৈবাৎ বোমা ফাটিয়া যায় এবং সে ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীগণ কিছুদূরে ছিল বলিয়া আহত হয় নাই। প্রকাশ, শিউপ্রসাদ তাহার অন্যান্য সঙ্গীদের নামও প্রকাশ করিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, খাজেকালান বোমার মামলার ৫ জন আসামীর মধ্যে ৩ জনকে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ কাদমকুয়ামের একটী বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া জগদমপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। জগদম বিহার সমাজতন্ত্রী-দলের একজন সদস্য। এই পর্য্যন্ত মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে গোয়েন্দাপুলিশ স্থানীয় পুলিশ ঘটনার দিন রাত্রিতে জোর খানাতল্লাসী করিয়া মিতানঘাটের একটী জঙ্গল হইতে পোড়া কাগজ, কাপড় এবং এসিডের ছোট ফাইল, সিগারেটের ভাঙ্গা টিনের বাক্স প্রভৃতি পাইয়াছে এবং যে সমস্ত স্থানে রক্তের দাগ ছিল প্রকাশ, তাহাও আবিষ্কার করিয়াছে। চন্দ্র নামক একজন মোটরচালকের বাড়ী হইতে একটী রক্তমাখা সাইকেল পাওয়া গিয়াছে।

———

ইংলণ্ড অভিমুখে স্পেনীয় শিশুর দল

"হাবানা" জাহাজে যে চার হাজার স্পেনীয় বালকবালিকা ইংলণ্ড যাইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ইংলণ্ডে অবতরণ করার অনুমতি দিয়াছেন। হাবানা জাহাজ সোজা সাদাম্পটনে রওনা হইবে। সমস্ত শিশুদের মধ্যে বালিকার সংখ্যা বেশী থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বৃটিশ সরকার জানাইয়াছেন। বৃটিশ সরকারের ইচ্ছানুসারে স্পেনীয় শিশুদের সহিত বহু সংখ্যক পাদ্রী, ডাক্তার এবং নার্সও প্রেরণ করা হইয়াছে।

———

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার নূতন প্রস্তাব

গত ২২শে মে সাংবাদিকদের অভ্যর্থনা সভায় নূতন জার্ম্মাণ রাজদূত ডাঃ ডিকহোফ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক জাতি একটি অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত অস্ত্রই ত্যাগ করিতে পারে। তিনি বলেন যে, প্রথমে গ্যাস এবং কয়েক প্রকার বোমা ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

তিনি বলেন যে একেবারে অনেকগুলি অস্ত্র ত্যাগ করার যে প্রস্তাব কেনেভায় হইয়াছে তদপেক্ষা ঐ ভাবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ত্যাগ করা অনেক সহজ; ঐ ভাবে কাজ করিলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হইবে।

ডাঃ ডিকহোফ বলেন যে, জার্ম্মাণী এক্ষণে অস্ত্রবলে অন্যান্য দেশের সমান হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে এবং হের হিটলার অনেকবার বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী অস্ত্রবলে অন্যান্য শক্তির সমান হইলে তিনি নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইবেন।

———

ভারতের উপকূলে জাহাজ চালনা

জাপানের কন্সাল জেনারেল মিঃ ইনোপাওয়া গত ১৮ই মে সিমলায় আসিয়াছেন। তিনি আসিবার ভারতের উপকূলে জাপানী জাহাজ চালান সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্টের মতামত ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে কি-কি করিয়াছেন, তাহার কোন সরকারী সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে অনেকের ধারণা এই যে, ভারতের উপকূলে জাপানী জাহাজ চালানের যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে তাহাতে ভারতীয় জাহাজের কোন অনিষ্ট হয় বলিয়া জাপানী গবর্ণমেণ্ট মনে করেন না, ইহাই ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে। অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন আইন প্রণয়নে অগ্রসর হইবেন কি না, ইহা জাপানী গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের উপরই নির্ভর করে। জাপানী গবর্ণমেণ্ট যদি একাজই এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নীতি মানিয়া লইতে রাজী না হন, তাহা হইলেই আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতে পারে।

———

পাবনায় বসন্ত-মহামারী

সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে বসন্ত মহামারীর ভয়ানক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় চারি হাজার লোক বর্ত্তমানে উক্ত রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছে এবং প্রত্যহই বহুলোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইতেছে। রোগ প্রশমনের জন্য নাকি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। এ বিষয়ে সরকার কর্ত্তৃক অবিলম্বে তদন্ত পূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলন

বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে আয়র্ল্যাণ্ডের কোন প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই। গত ১৯শে মে আইরিশ পার্লামেণ্টের সভায় আইরিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিতে গিয়া মিঃ ডি ভ্যালেরা বলেন,—"১৯৩২ সালে অটোয়ায় এক সাম্রাজ্য সম্মেলন হইয়াছিল। তখন আমাদিগকে যে অবস্থায় ফেলা হইয়াছিল, আমরা আর সেইরূপ অপমানের মধ্যে যাইতে চাহি না। সেই সম্মেলনে বৃটিশ মন্ত্রীরা নবাগতের চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, আইরিশ [illegible] রক্ষা করিবেন না। আইরিশ প্রতিনিধিগণ যখন অটোয়ার পথে যাত্রা করিয়াছেন, তখনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিজাত পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করেন। ইহার ফল অসন্তুষ্ট আইরিশ প্রতিনিধিরা নিশ্চয় অটোয়া হইতে চলিয়া আসিতেন; কিন্তু তখন তাঁহারা কানাডার গবর্ণমেণ্টের অতিথি হইয়াছিলেন বলিয়া একরূপ করেন নাই।"

[illegible]

[illegible] সীমা সম্বন্ধে [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে না। আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের মনোভাব [illegible] ধারণার উদ্ভব হইতে পারে, কেবল মাত্র এই কারণেই আমরা সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না।"

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত,—[illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড ১, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—
৬। [illegible]
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১; ৩য় খণ্ড— ৸০
৭। [illegible]
৮। [illegible] ও [illegible] দীপিকা
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible] (বাঁধা)
১২। [illegible] (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি ([illegible])
১৪। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] ([illegible] টীকাসহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেম বিবর্ত্ত ([illegible] সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। [illegible]
৪১। [illegible] /০
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্পণশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।১০
৪৯। [illegible] ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-খণ্ড) ৩
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। [illegible] নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible] ৶০
/০

সংস্কৃত ভাষা প্রকাশিত

৬০। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থাপরিবেদ: /০
৬৬। সারা[illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। [illegible] —[illegible] অ্যাণ্ড অর্টার্ড ॥০
৭২। বিশেটিজ ক্লাসিস ৵০
৭৩। [illegible] অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদ [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ।১০
৮৩। [illegible] /০
৮৪। [illegible] /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো: বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল [illegible] একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে এক অতুল এক বিরাট, [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

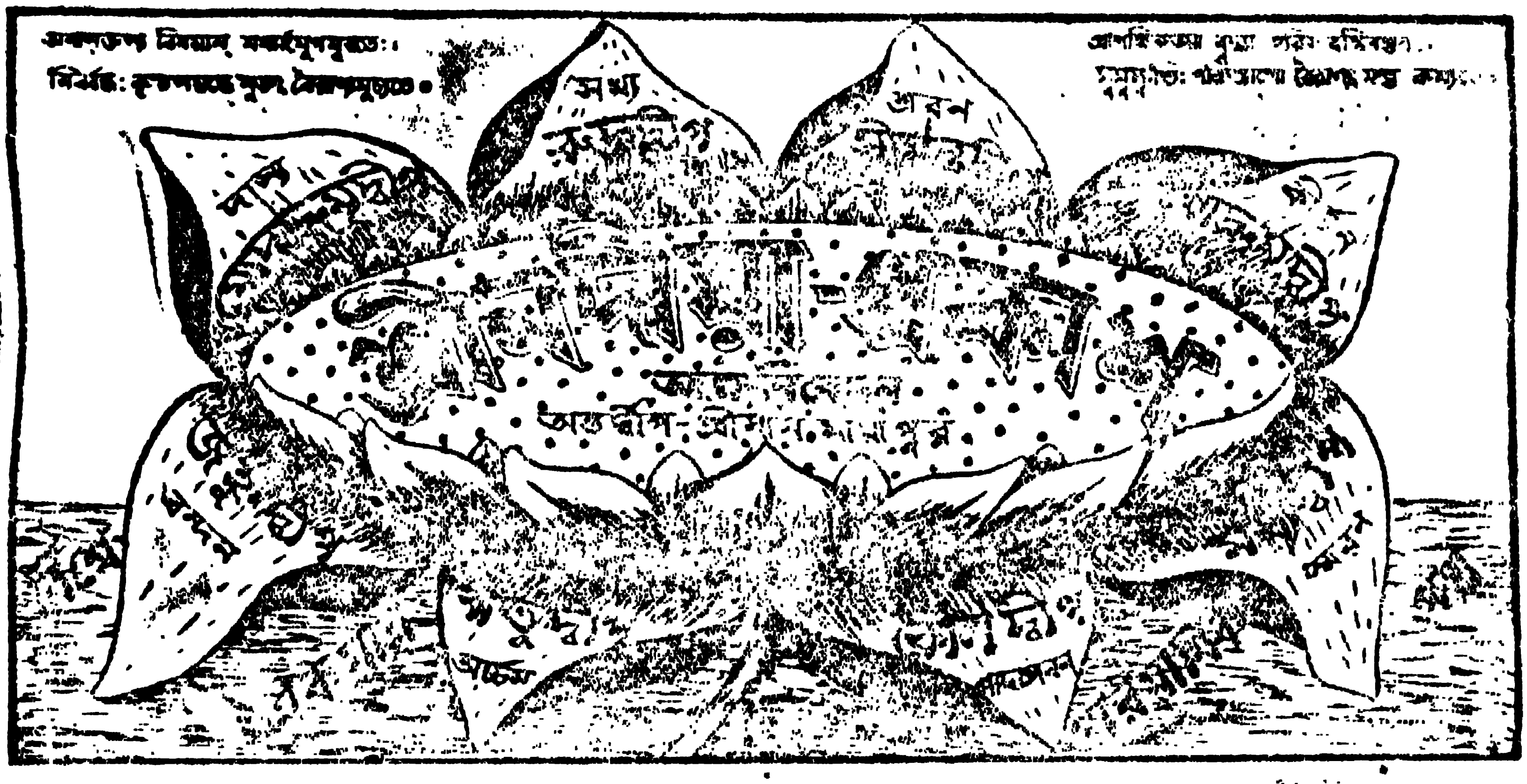

১২শ বর্ষ | ২৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে মে ইং ১৯৩৭, সোমবার | ৭-তম সংখ্যা

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভা

বিরাট্ সভায় নগরবাসী, মঠবাসী ও মহিলা ভক্তগণের অভিনন্দন-প্রদান

গত ১৯শে মে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় আচার্য্য অভিনন্দনার্থ শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঢাকাবাসী বহু বিশিষ্ট সজ্জন সাগ্রহে যোগদান করেন। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য সংস্কৃত শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে, ঢাকা পুরবাসীর পক্ষ হইতে ও মহিলা ভক্তগণের পক্ষ হইতে তিনটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা দ্বারাও আচার্য্যশংসন হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ৬॥ হইতে ৭টা পর্যন্ত গুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনাদি হইবার পর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ 'সেবা-কুসুমাঞ্জলি' পাঠ করিয়া আচার্য্যদেবকে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস 'অভিনন্দন' ও অপর্ণা দেবী 'শ্রদ্ধাভিনন্দন' পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, (বার এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী) এবং যোগেশচন্দ্র দাস জমিদার সংক্ষেপে আচার্য্য-মহিমা ও আম্নায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। [illegible] সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব একটী সুন্দর প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। অভিনন্দনাদি পরে প্রকাশিত হইবে। নিম্ন-লিখিত সজ্জনগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন

রায়বাহাদুর শ্রীমনোমোহন নিয়োগী, অবসরপ্রাপ্ত জজ; রায় বাহাদুর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস, চেয়ারম্যান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস জমিদার; শ্রীঅনন্ত [illegible] চৌধুরী জমিদার; শ্রীসুধাংশু-রঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; শ্রীমণীন্দ্রকুমার বসু বি-এ সেক্রেটারী মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীপঙ্কজকুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল; শ্রীনরেন্দ্র-নারায়ণ রায় চৌধুরী বি-এল, সেক্রেটারী বার-লাইব্রেরী; শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীহেমন্তকুমার রায় চৌধুরী বি-এল; শ্রীমন্মথ-মোহন সাহা বি-এল; শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু; শ্রীমহেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী বি-এল; শ্রী [illegible] মোহন [illegible] [illegible]

জমিদার; [illegible]

[illegible]; [illegible] অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রী [illegible] বি-এল; [illegible] চৌধুরী জমিদার; রায় সাহেব [illegible] মোহন [illegible] অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার; [illegible] ডিপুটি [illegible] [illegible]; [illegible] চন্দ্র ঘোষ [illegible]; [illegible] বসু, [illegible] [illegible] [illegible] দাস; শ্রী [illegible]; [illegible] দাসগুপ্ত, [illegible]; [illegible] সাহা কন্ট্রাক্টর; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ, প্রাচ্যকোবিদ।

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

ঢাকা, ১৯।৫।৩৭

[illegible] জ্যৈষ্ঠ [illegible] মে [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঢাকা নারিন্দা-পল্লীস্থ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা ও অপরাহ্ণ ৪ [illegible] মি-ঃ ৬টা ৩০ মিঃ পর্য্যন্ত [illegible] বক্তৃতা [illegible]

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণতম ত্রিদণ্ডি-স্বামী ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের আদি [illegible] ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ; বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগ-বত শাস্ত্রের পরম পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, কটক র‍্যাভেন্স-কলেজের [illegible] ও 'ভাগবতী' পত্রিকাদ্বয়ের সহকারী সম্পাদক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর; শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] বঙ্গের [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible]; পাটনা হাইকোর্টের খ্যাত [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত [illegible] সেন; কলিকাতা [illegible] রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পঞ্চম পুত্র সহৃদয় শ্রীযুক্ত-[illegible] [illegible] কুমার [illegible] [illegible] [illegible] বেদান্তকরণ [illegible]

[illegible] ৭টা

[illegible]

[illegible] [illegible] শ্রীমদাচার্য্যদেবের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া [illegible] হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] মধুসূদন, [illegible] গৌরাব্দ [illegible]

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত*

(শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

আমরা [illegible] ও [illegible] মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। [illegible] গ্রন্থাদিতে [illegible] অনেক স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। [illegible] বাংলায় করিয়া [illegible] কি [illegible] কহেন তাহাই আমাদের এস্থানে আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি [illegible] প্রকাশমান না হইয়া [illegible] অনিত্য [illegible] করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ [illegible] প্রকাশিত কার্য্যের কারণ [illegible] বুদ্ধির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। [illegible] জ্ঞান যেকালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে [illegible] কালের [illegible] দেখিতে না পান [illegible] কারণকে [illegible] প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন। [illegible] প্রকাশমান [illegible] প্রাকৃত। জীব [illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] করিয়া ভোগ করেন। [illegible] কোন সময় [illegible] প্রীতি হয়, [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] গুণের [illegible] প্রকাশ করে। [illegible] রজো-গুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমমত্বে অধিকারী হন। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতি [illegible] প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর [illegible] প্রাপ্ত করিতে পারেন নাই। [illegible] ব্রহ্মা ও রুদ্র অঘটন-ঘটন পটীয়সী 'বিষ্ণুমায়া'র গুণ বলিয়া অভিহিত হন। বিচারবর্জ্জিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

[illegible] নারকী মতঃ।"

প্রাকৃত রাজ্যে [illegible] নশ্বর; [illegible] কখনও বা [illegible] করিয়া [illegible], কখনও রবি করণ [illegible] স্মৃতি। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বদ্ধ ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। [illegible] স্বর্গাদি প্রকাশমান [illegible] সমস্তই প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। [illegible] অনিত্য, আত্মধর্ম্মের [illegible] ভোগের বিষয় ভোগ করেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি বা [illegible]। [illegible] জীব [illegible] আপনাকে সুখী মনে করেন, আবার ভোগ [illegible] অপ্রাপ্তি [illegible] দুঃখবহির্ভূক্ত অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন। প্রাকৃত [illegible] প্রকৃতি। বদ্ধজীবের [illegible] ভোগোন্মুখ [illegible] অবস্থিত। [illegible] একটি বিস্তৃত [illegible]

[illegible] আশ্রয় করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা [illegible]।

[illegible] প্রাকৃত [illegible] কোথাও [illegible] নাই। ভগবান [illegible]

ভক্তগণ [illegible] করেন। তাঁহার অপ্রাকৃত রাজ্য [illegible] সুখ-ভোগাদি [illegible], বরং হরিসেবা [illegible] নিত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখ দুঃখ-ভোগের [illegible]

জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন অপ্রাকৃতরাজ্যে ভগবদ্ধামে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ-মতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থভাবময় নির্গুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ নিত্য বিচিত্রতাহীন অপ্রাকৃতরাজ্য। কিন্তু [illegible] নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হওয়া প্রকৃতির অতীতরাজ্যে [illegible] নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন একথা তাঁহার কোন সংবাদই রাখেন না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে [illegible] [illegible] শক্তি [illegible] কাল [illegible] পারেন। বিশুদ্ধ [illegible] বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের [illegible] প্রাকৃত ভোগ নাই। [illegible] জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব [illegible] হইয়াও তাহা [illegible] অপ্রাকৃত রাজ্যের বিষয় বুঝিতে পারেন। কেবল [illegible] বদ্ধভোগাভিমান [illegible] করিয়া [illegible] বিমুখ [illegible] ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠবস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা [illegible]। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] নির্বিশেষবাদী [illegible] জ্ঞানী [illegible] অপ্রাকৃতের [illegible] অপ্রাকৃত শব্দটি [illegible] নহে। 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন' [illegible] [illegible] নির্ব্বিশেষ-ভাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিলাসহীন আধারকে [illegible] থাকেন। তাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য মায়া [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত নহে। মায়াশক্তি [illegible] বিচিত্রতা [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত [illegible] সহিত প্রাকৃত-বিশেষের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্ব দৃষ্ট [illegible] মনে করেন যে, অপ্রাকৃতলীলা ও তদ্রূপবৈভব তাঁহাদের জড়ভোগ-চিন্তার অন্যতম অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকা বিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত, অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধভাববিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধফলে এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকারভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

শ্রীনৃসিংহদেব

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।

আজ [illegible] পরমপবিত্রা শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য সমাগতা। আমরা আজ এই পুণ্য তিথিবরা ও ভক্তিবিঘ্ননাশন শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণবন্দন করিতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের প্রতি সদয় হউন এবং অযোগ্য আমরা যাহাতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুগৌরমনোহভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিবিধান করিতে পারি তজ্জন্য তচ্চরণে কৃপাবাঞ্ছা করিতেছি।

শ্রীনৃসিংহদেব পরব্যোমস্থিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠের অন্যতমের অধীশ্বর সরস্বতী-লক্ষ্মী-নাথরূপে বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ বিগ্রহ। তাঁহার দক্ষিণদেশে নিম্নস্থিত হস্তে চক্র ও ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে পদ্ম এবং বামদিকের ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে গদা এবং নিম্নস্থিত হস্তে শঙ্খ শোভিত।

এই শ্রীনৃসিংহদেব অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও মহাকালস্বরূপ এবং ভক্তের নিকট মহাবিঘ্ননাশন বরাভয়প্রদ। তিনি অভক্তের নিকট উগ্র, অনন্ত, জ্বলন্ত বিভীষণ এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ; আবার ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট সুকোমল কুসুম অপেক্ষাও [illegible]। তাই শাস্ত্র বলেন—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

—সিংহ যেরূপ উগ্র [illegible] হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি স্নেহপূর্ণ, শ্রীনৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি নিজ ভক্তগণের প্রতি স্নেহপূর্ণ। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্ত ও ভক্তির মর্য্যাদারক্ষার্থ জগতে প্রকটিত

* [illegible]

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥

হন। যেখানে যেখানে ভক্ত ও ভক্তির উপর বিঘ্ন ও প্রতিকূল চেষ্টা, সেই সেই স্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার। শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তির প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশক। আমরা সত্যযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারক প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেখিতে পাই। মহাভাগবত প্রহ্লাদ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাল্যকালেই শুদ্ধভক্তিধর্মের কথা নির্ভীকভাবে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপু ভগবৎ-সেবায় আরত মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নিজ পুত্রজ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া এবং নিজকে প্রকৃতির ভোক্তা ঈশ্বর মনে করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধ করিয়াছিল। যখন বিষ্ণুর্বয়-ভগবদ্দর্শনকারী মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ মদীয় অধ্যাপককে ও ভক্তের [illegible] তাহাকে সেই বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদের প্রতি অবৈধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। সে ভগবদ্ধামকে নিজের ভোগ্য এবং প্রহ্লাদকে নিজের সেবোপকরণ বলিয়া বিবেচনা করায় দুর্ভাগ্যবশতঃ কোথাও ভগবানের সত্তা দেখিতে পাইল না। হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি এবং ভক্তের প্রতি তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্তির বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবিদ্বেষীকে বিনাশ করিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেব বিষ্ণুভক্তির শুদ্ধ প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশনরূপ বিগ্রহ। [illegible] প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিষ্কাম। ভগবৎসেবাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশ মাত্রও নাই। কিন্তু বাসনাযুক্ত ব্যক্তি অর্থের সুগম বা লাভ হয় এবং স্বার্থ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির ইচ্ছায় সর্ব্বোপাধিক [illegible] বিঘ্নবিনাশের জন্য [illegible] গণেশের পূজা করিয়া থাকেন, [illegible] গণ সেভাবে ভগবানের উপাসনা করেন না। ভগবৎসেবার প্রতিকূল বা বিঘ্ন বিনাশের জন্যই তাঁহারা নৃসিংহদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রেমময়ের সেবার নির্ব্বিঘ্নতা নিষ্কপট সেবকমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। তাহার দ্বারা সেবার প্রীতির পূর্ণতাই সাধিত হয়। শ্রীগুরুগৌর-মনোহভীষ্টপূরণ ব্যতীত ভক্তের আর অন্য কোনও বাঞ্ছা নাই। এই শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতিকূল বিষয়ই বিঘ্ন বা অনর্থ। ইহা পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। তাই ভক্তগণ বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট কৃপাভিক্ষা করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম লইয়া যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্য্যে নিযুক্ত হন শ্রীনৃসিংহদেব মায়াদ্বারা তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার বিঘ্নবিনাশের জন্য নৃসিংহনাম উচ্চারণ করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

গৌরপার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস বৈষ্ণবসমাজের শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য—নৃসিংহ-উপাসক। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের অনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-হরির পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীও একজন বিশেষ বিখ্যাত নৃসিংহ-উপাসক ছিলেন। আমরা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নৃসিংহভক্তির কথা শুনিতে পাই। মদীয় প্রভু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুও ভক্তগণকে স্বয়ং আচরণ করিয়া শ্রীনৃসিংহভক্তির কথা শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই অনুগত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন সেই আচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] কৃপাভিক্ষু আমরা তাই প্রতি বৎসরই শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস উপবাস ও বিশেষভাবে হরিকথা কীর্ত্তন-মুখে নৃসিংহ-আরাধনা করিয়া থাকি এবং এ বৎসরও আজ শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-দিবস আমরা সর্ব্ববৈষ্ণবগণের শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইতেছি।

"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

[পাটনাইর জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নবগৃহ প্রবেশোৎসব-দিবসে গৃহপ্রবেশের প্রাক্কালে ১৩ই মে, বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় কীর্ত্তিত।]

গৃহপ্রবেশ নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নয়। সকল চেতন ও অচেতনের মালিক কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই গৃহের অধীশ্বর। তিনি স্বয় গৃহী। তিনিই সংসারী। তাঁহার গৃহে যেন নিত্যকাল বাস করিতে পারি। গৃহবাসের সার্থকতা—সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নতুবা গৃহবাসে সর্পবাসের ফল হইতে পারে।

যে গৃহে ভগবদ্ভক্তগণ বাস করেন, যেখানে নিত্য কৃষ্ণভজন হয়, সেখানে কৃষ্ণভজনকারিগণের দাসানুদাসসূত্রে বাসই প্রকৃত বাস। নতুবা, হরিভজনহীন গৃহ সর্পের আবাসস্থল অন্ধকূপের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বর্জ্জনীয়। যে গৃহে কৃষ্ণভজন হয়, তাহা গোলোকের ন্যায় নির্গুণ;—'যে দিন গৃহে, ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।' সে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল কার্য্য, উহারই নাম প্রকৃত গৃহবাস। যিনি কৃষ্ণকেই সর্ব্বস্ব জানেন, তাঁহার বাসস্থান সাধুর আশ্রম। যাগ বা বিবাহাদির এবং ক্ষেত্র বা কলকারখানাতে যে ক্রিয়াসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এই গৃহটী সেখানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

'ত্যজেত সংসার কর ছাড়ি' অনাচার'—কোথাও যেন সেবার প্রতি সকল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। ভজনের সহিত বাস করিতে হইবে। 'আমিই গৃহের মালিক', 'গৃহের দ্বারা আমার সুখ হইবে'—এই রূপ বিচার-গোলোকই হইবে [illegible]। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে গৃহের সংসারে বাস করিতে হইবে। যেখানে আমার হৃদয়ে শ্রীগুরু বিগ্রহের সেবা প্রকাশিত হয়, তাহা নিত্য অপ্রাকৃত স্থান। আমরা শ্রীগুরুদেবের গৃহে বা কক্ষে নিত্যকালে নিবাসকের ন্যায় বাস করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা এবং সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা। শ্রীমান্ শচীনন্দন প্রভু তাহার [illegible] গৃহবাসের সহিত আমার প্রভুর পাদপদ্মে সেবা বিস্তারের সহায়তা করিয়া প্রকৃত গৃহস্থের আদর্শ হউন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরম আরাধ্যতম পরমপূজনীয় গুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রত্যাশিত অপ্রকট লীলা প্রকাশের পর বাত্যাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে কর্ণধারবিহীন তরণীর নিরাশ্রয় যাত্রীদের ন্যায় আমরা শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠবাসী ও গৃহস্থ সেবকবৃন্দ মহাসঙ্কটের মধ্যে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছিলাম। এই ঘোর দুঃখপারাবার সংসারসমুদ্রে বিপতিত মাদৃশ হতভাগ্য জীবনিচয়কে কে রক্ষা করিবেন, কে এই ভীষণ দুর্দ্দিনে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য পথে চালিত করিবেন, [illegible] কত চিন্তাই [illegible] উঠিল [illegible]। আমাদের ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় উদ্ভাসিত করিবেন, এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। [illegible] প্রভুপাদের [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] আচার্য্যাভিষেকে কৃপাপূর্ব্বক [illegible] উদিত হইয়া [illegible] আনন্দ দান করিয়াছেন। এই সময় [illegible]

হায়, আকিঞ্চন [illegible] ভুবন॥

[illegible] আমরা আমাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সর্ব্ববিধ গুণাবলী বর্ণন করিবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা আমাদের আদৌ নাই। তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদলব্ধ [illegible] নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, [illegible], বৈরাগ্য ও ভজনানন্দে আদর্শ [illegible] সেবাপরায়ণ [illegible]। [illegible] অনুকূল প্রকাশে আনন্দিত না হন এমন লোক জগতে অতি বিরল, [illegible] স্বাভাবিক বৈষ্ণবভাব গুণে সকলেই মুগ্ধ।

'তাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম তাঁহাকে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান' এই মহাজনবাক্যের সার্থকতা আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হই। "যার মহাপ্রভু দিলেন বৈষ্ণব-শক্তি"। তাহার অনন্ত অতুলনীয় গুণরাজির প্রশংসা যাহা স্বয়ং পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—"[illegible] ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগতে আর নাই এবং এই প্রকার বিষয়-বিরাগী মহাপুরুষ আমি কখনও দেখি নাই।" 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'—এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা শ্রীল বাসুদেব প্রভুতে [illegible]।

সকলের [illegible] [illegible] "আমাদের নিত্যারাধ্য [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] থাকিয়া [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] পালন করিয়া [illegible] [illegible] আমরা [illegible] করিতেছি।

[illegible]

" [illegible]

" [illegible] মুখোপাধ্যায়

" [illegible] [illegible]

" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible]

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, [illegible]

কলিকাতা। [illegible]

[illegible]

শ্রীমন্ [illegible]

প্রেমানন্দ [illegible]

শ্রীদেব [illegible]

ও [illegible] রক্ষক

প্রকাশক [illegible]

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) শ্রীশুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর পাট

[illegible] মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহ [illegible] মহারাজ

(৯) শ্রীনন্দন-শ্রীবন-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীভক্তিবল্লভ ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিহারী অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দাপাল গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (প্রেমানন্দ ঠাকুরের বাটীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

১৭ কুলিয়া [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) বারাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

[illegible] অধ্যাপক [illegible] এ, বি এল।

২৭। সোয়াপাড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible] (আসাম)

[illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] দার্জ্জিলিং

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, [illegible] ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং ফাবেদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৬। পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী পুরী গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পরাগপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible] পারপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং, বোম্বে।

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীরাধানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্দ্ধমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনুব্রানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই [illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাগবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিকবচ।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীনরহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রী[illegible] সেবা বর্দ্ধমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনবকৃষ্ণদাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মন্ট্রাস হাউস, কণ্ডওয়াল গার্ডেন্‌স,

এস-ডব্লিউ ৭। লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসাধনানন্দ দাস অধিকারী

এম এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেরে, কামালেটি	।৷৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪৵০
পেশোয়ারী	৲ ১০।৷
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।৶১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵
বাজার বন্ধের সময়—	৩২

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
ডাউসফোল্ড ঐ	৫॥০—৫৷৶০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২)	৪৸৵—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
গোলাউ	১॥৴০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম	
ভীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	।১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিভারপুল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরাতন ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ পাথা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

মেদিনী মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পান সাজা	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
ছুটি গরম মশলা	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১১॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বলটু (টি আয়রণ)	১০৲—৮৲
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।

গ্যাঃ মটকা ২৪—২ গেজ

পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডল)	১।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৩॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১০—৩ফুট ১০৲—১১৲

ঐ ঐ ১০৲—১১॥

টিন পাটী, বোল্ট গবাদে ৮৸০—১০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ১৬৲

টেকালের হাপমণ ৫৵০, গাটের হাপমণ ৩॥০

তুলার হাপমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— শ্রীশ্রীঃ ——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তদ্ব্যতীত খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ ...

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র অব্যর্থ ... আগ্রহ। ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবশ্য আরোগ্য হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। ... পৃথক।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(●):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে

শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ॐ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

—:০:—

[illegible] শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে [illegible]
[illegible]
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব [illegible] ৮ [illegible]
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিবিধ ছবি [illegible]
হইতে সংশোধিত
[illegible]; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(●):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগবর্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠগোপ্তা শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৫শে মে, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৭৩]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

অভিষেক উপলক্ষে বন্দীর মুক্তি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ৫ জন থাচিন প্রমুখ ছয় জন রাজবন্দীকে এবং ব্রহ্ম-বিদ্রোহ সম্পর্কে দণ্ডিত ২ শত বন্দীকে সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ৫ জন থাচিন রাজবন্দীর মধ্যে ৩ জন রেঙ্গুণ জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। ২০শে মে রাত্রিতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আর ২ জন থাচিন রাজবন্দী জেলা জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকে ও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ষষ্ঠ রাজবন্দী হইল উনথান্ট জেলা কাউন্সিলের সম্পাদক। এক্ষণে রাজবন্দীদের মধ্যে কেবলমাত্র কুঙ্গী ইউ, নগিনদা জেলে রহিল। তাহার বিষয় এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

ভারতের মধ্যে বিমানডাকের ব্যবস্থা

সিমলার সংবাদে প্রকাশ, ভারতের মধ্যে বিমান ডাক চলাচলের পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ভারতে বিমান চলাচলের পথ শীঘ্রই স্থির হইবে। ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। আগামী অক্টোবর মাস হইতেই বিমান ডাক চলাচল সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিমানপোত-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়ার উপর উহা নির্ভর করিতেছে।

ডাকমাশুল হ্রাসের ব্যবস্থা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে ডাকমাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফলে ব্রহ্মগবর্ণমেণ্ট ডাকমাশুলের হার কিছু কমাইতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী আগষ্ট মাসে প্রতিনিধি-সভায় যখন বাজেটের আলোচনা হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট ডাকমাশুলের হার কমাইবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। উহাতে সম্ভবতঃ পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্য দুই পয়সা করিয়া কমান হইবে। তারের মাশুলের পরিবর্ত্তন হইবে না; বর্ত্তমান বৎসরের ফল দেখিয়া আগামী বৎসর ঐ বিষয় বিবেচিত হইতে পারে।

উকীলহত্যায় ৪জনের প্রাণদণ্ড

চট্টগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে মে চট্টগ্রামের দায়রা জজ হত্যার এবং হত্যার জন্য অপহরণের অভিযোগে যথাক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩৬৪ ধারানুসারে সাতকানিয়ার উকীল হত্যা মামলার আসামী আব্বরআলি, ইয়সুফআলি, নিজামতআলী এবং আমিন সরিফের প্রতি প্রাণদণ্ডের এবং আসামী ইমাম সরিফের (বয়স ১৫ বৎসর) প্রতি যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জগবন্ধু চৌধুরী প্রমুখ আর সকল আসামীই প্রমাণাভাবে অব্যাহতি পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় সাতকানিয়া মুন্সেফী আদালতের উকীল যোগেন্দ্রলাল দাস মহাশয়কে আসামী জগবন্ধু চৌধুরী জরুরী কাজ আছে বলিয়া তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যান। জগবন্ধুর বাড়ীতে যাইবার সময় নাকি আসামীরা উকীল যোগেন্দ্র বাবুকে হত্যা করে। আসামীদের সহিত যোগেন্দ্র বাবুর শত্রুতা ছিল। পর দিবস সাঙ্গু নদীর ধারে এক দ্বীপ হইতে যোগেন্দ্র বাবুর শব পাওয়া যায়। তথায় ঐ শব পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল।

রায়ে দায়রা জজ বলিয়াছেন যে, এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার তিনি আর কখনও করেন নাই।

শিকারপুরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা

শিকারপুরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন হিন্দু মারা গিয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় এক মসজিদে একখানা কোরাণ অপবিত্র করা হইয়াছে এরূপ দেখা যায় এবং উহা হইতেই এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। এই ঘটনায় মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দলে দলে মসজিদের নিকট সমবেত হইতে থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দমিত রাখা হয়। তথাপি সহরের অন্যান্য অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। একজন হিন্দু ব্যবসায়ী নিহত এবং কয়েক জন আহত হয়। সুক্কুর হইতে ৫০ জন পুলিশ ঐ অঞ্চলে যায়। বর্ত্তমানে আর কোন অশান্তি নাই।

উপজাতীয়গণের অত্যাচার

সিমলার এক সরকারী ইস্তাহারে ওয়াজিরিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, গত ১৯শে ও ২০শে মে উপজাতীয় দলে অনুমান ২০ জন লোক বান্নু জিলার বাণ পেজু রোডের নিকট মসকোয়ালা গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা একটি দোকান লুঠ করে এবং ৪ জন হিন্দু বালিকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; এতদ্ভিন্ন গ্রামের বহু পশুও তাহারা অপহরণ করিয়াছে। অতঃপর তাহারা বেইন পাশের ভিতর দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যায়। ওয়ানিখেল জোয়াকির মালিকগণ অপর একটি অপহৃত হিন্দুকে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

রিভলবারসহ গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, রামগঞ্জ থানার অধীন এক গ্রামে ডাকাতি করার চেষ্টা করিবার সময় দুইজন হিন্দু যুবককে রিভলবারসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য জামিন তলব

লাহোরের হিন্দী মাসিক পত্রিকা "কৌমুদী" প্রকাশের জন্য লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক হাজার টাকা জামানত চাহিয়াছেন। ১০ দিনের মধ্যে এই জামানতের টাকা জমা দিবার আদেশ তিনি দিয়াছেন। [illegible] 'স্বদেশ' নামক এক [illegible] পত্রিকা প্রকাশের জন্য নামজারীর আবেদন করা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ উহার সম্পাদককে তাঁহার পত্রিকার নাম পরিবর্ত্তন করিতে বলেন এবং তদনুসারে নাম পরিবর্ত্তন করেন।

জুয়াচুরি সংক্রান্ত চুরি

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] দিয়া [illegible] আনিয়াছে।

[illegible] দেওয়া হইলে পুলিশ [illegible] খানাতল্লাস করে। এক সম্পর্কে এক [illegible] যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
[illegible] —
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
। [illegible]
৫ [illegible]
১ম খণ্ড ৷৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। [illegible]
১ম খণ্ড—৷৹, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। [illegible]
৮। [illegible] ও [illegible] ১৹
৯ [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]
১৩। হরিনামচিন্তামণি (২য় সংস্করণ) ৷৹
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। [illegible] ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। [illegible] ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
২১। [illegible] ।৵৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। [illegible] ও [illegible] (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] ([illegible]-টীকা-সহ) ২৲
২৫। [illegible] (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। [illegible] ।৹
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।৹
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] ৷৹
৩৪। [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। [illegible] ।৹
৩৯। [illegible] ।৹
৪০। [illegible]
৪১। [illegible] ৵৹
৪২। [illegible] ৷৹
৪৩। [illegible] ৵৹
৪৪। [illegible] ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵৹
৪৬। [illegible] ৵৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹
৪৯। [illegible] ৵১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। [illegible] ।৹
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। [illegible] ৵৹
৫৭। [illegible] ([illegible]) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৵৹
৫৯। [illegible] ৵৹
৬০। [illegible] ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।৹
৬৩। সটীক-[illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ॥৵৹
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৵৹
৬৭। [illegible] ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। [illegible] ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। [illegible] ৷৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। [illegible] ।৹
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। [illegible] [illegible] য়্যাণ্ড [illegible] ।৹
৭৮। [illegible] ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ [illegible] ।৹
৮১। [illegible] ।৹
৮২। [illegible] ৵৹
৮৩। [illegible] ৵৹
৮৪। [illegible] ৵৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপকের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্র। বেদান্তাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রোতগবেষণা এবং প্রাঞ্জল লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীশ্রীভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অনিন্দ্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৭৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রয়োজনীয় সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রী[illegible]ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

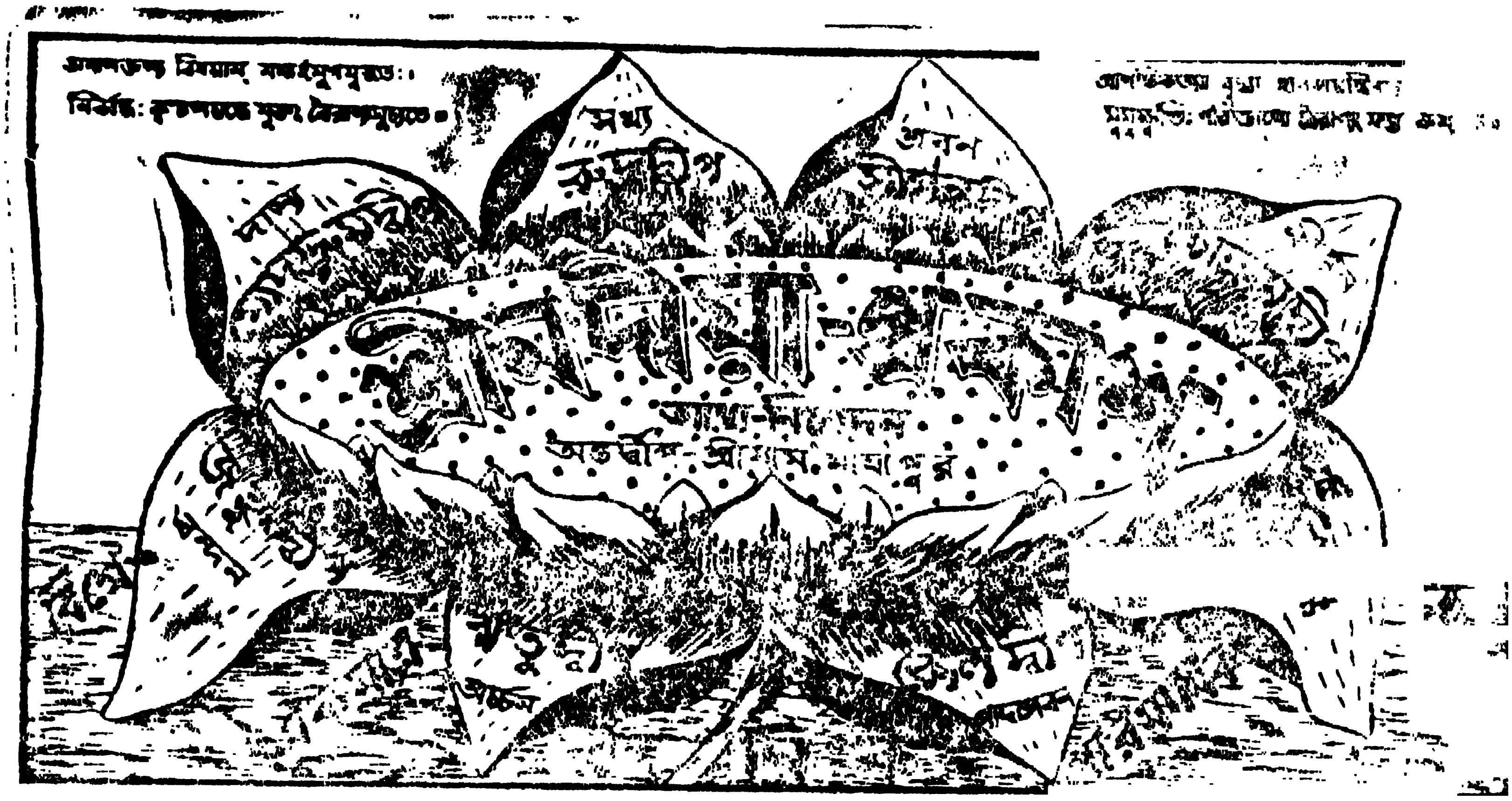

১২শ বর্ষ { ৩০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৭১, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৮৪, [illegible] মে ইং ১৯৭৭, মঙ্গলবার } [illegible] সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে কথা

বিগত [illegible] বৈশাখ শুক্রবার দিবস জামসেদপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ বি-টি মহাশয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং বৈষ্ণবগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ [illegible] লাভ করেন। গত মঙ্গলবার তিনি বজবজ [illegible] মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাতীর্থ প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ [illegible] মঠবাসিগণের নিকট প্রায় ১ ঘণ্টা কাল কপটতা ও শুদ্ধভক্তি, অনুসরণ ও অনুকরণ এবং 'শ্রীনাম কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

মাদ্রাজে প্রচার

মাদ্রাজ, ১৬।৫।৭৭

গত ৬ই মে হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শ্রীমাবাস উটাকামণ্ড সহরে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচার করিতেছেন। ঐ দিবসই তদীয় সহকারী শ্রীপাদ মহাবান্ধবা দাস ব্রজবাসী প্রভৃতি কোচিন রাজপ্রাসাদে যাইয়া [illegible] সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ১১ মাইল দূরবর্ত্তী কোট নামক পার্বত্য সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন এবং শ্রীপাদ মহাবান্ধবা দাস ব্রজবাসী এবং শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজী মাদ্রাজের ভূতপূর্ব অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ টি, আর, বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ মাদ্রাজের গবর্ণর বাহাদুরের প্রাসাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচার করেন। গবর্ণর বাহাদুরের সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের ইংলণ্ড থাকা কালে পরিচয় হয়। সস্ত্রীক গবর্ণর বাহাদুর শ্রীপাদ বন মহারাজকে ১৩ই মে [illegible] তদীয় প্রাসাদে অপরাহ্ণে [illegible] আহ্বান করেন।

উটাকামণ্ডের কেরালা ক্লাবের [illegible] শ্রীপাদ বন মহারাজকে [illegible] [illegible] স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি ১৪ই মে [illegible] কালে [illegible] গমন করিয়া হরি[illegible] উপদেশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

নারায়ণগঞ্জ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ

বিশ্ববিশ্রুত গোলোকগত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কুলাভিষিক্ত [illegible] অধস্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয় আচার্য্য শিরোমণি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার সভাপতি পরমহংস শ্রীশ্রীল [illegible] বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দের প্রার্থনায় তিনি কৃপাপূর্ব্বক আগামী ৯ই জ্যৈষ্ঠ, [illegible] মে রবিবার নারায়ণগঞ্জে শুভাগমন করিয়া স্থানীয় [illegible] লাইব্রেরীতে শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিবেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় একটী সাধারণ সভায় নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে একটী [illegible] প্রদান করা হইবে। আপনারা এই সভায় সকলে যোগদান করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন

বিনীত নিবেদক—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল)

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল)

শ্রী[illegible] সোম (মোক্তার)

শ্রী[illegible] রায় (বি, এল)

চয়ন

গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

[illegible] মহতী জনসভায় অভিনন্দন পত্র দান

[illegible]

[illegible], ১৫ই মে

[illegible]

[illegible] একটী [illegible] প্রদান করেন।

[illegible]

[illegible] ১৫ই মে, রবিবার।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

"আমার শ্রীগুরুদেব জগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার ক'রে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব মধুরপ্রেম, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণভক্তি অর্পিত বার্ষভানবী-প্রাণ!"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ মধুসূদন, স্বানু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৪১

মূলসঙ্কর্ষণ ও মহাসঙ্কর্ষণ

— ::•:: —

আমরা অনেকেই তত্ত্ববিষয়ে উদাসীন থাকিতে চাই। তত্ত্ববস্তুটি কৃষ্ণ। তত্ত্বস্ফূর্ত্তি বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না হইলে যে জীবের মঙ্গল হয় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব থাকিলে যে ভক্তিপথে প্রবেশাধিকার ঘটে না, একথা আমাদের ভালভাবে জানা নাই বলিয়াই আমরা তত্ত্বালোচনায় অমনোযোগী হই। তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গাভাব বশতঃ সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ববিষয়ে রুচি না হওয়ায় আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা বা হরিকথা শ্রবণাদিতে বিশেষ দৃষ্টি দিই না; তজ্জন্য আমাদের উন্নতিও বিশেষ দেখা যায় না। তবে তত্ত্বালোচনা সাধুসঙ্গ আনুগত্যে করিতে হইবে। অনেকের ধারণা, এসব তত্ত্বালোচনায় সময় ক্ষেপণ করার দরকার নাই। কিন্তু এরূপ বিচার অযৌক্তিক ও আলস্যজ্ঞাপক; শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥'

কীর্ত্তন জাবিকতা ছাড়িয়া অনুকূল বিচারপর্য্যা হইতে হইবে। অলস হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাই মহাজনগণের এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া এই একটী কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়বিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ এবং কৃষ্ণলীলার প্রধান সহায়।

'সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্যকায়ব্যূহ কৃষ্ণ-লীলার সহায়॥'

শ্রীবলরামই মূল-সঙ্কর্ষণ। যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপগত অংশরূপে মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলাস্বরূপে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী —এই মূর্ত্তিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন এবং শেষ-সংজ্ঞক 'অনন্ত' রূপে ছত্র, পাদুকা শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদি দশদেহে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ, মথুরা দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই আদি চতুর্ব্যূহ প্রকাশ করত নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকায় এই আদি চতুর্ব্যূহে অন্য সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধ চিন্ময়। আদি চতুর্ব্যূহে যিনি মূল-সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয় ব্যূহ-চতুষ্টয় প্রকাশে তিনি মহাসঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত।

গোলোকে অর্থাৎ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহ অবস্থিত। তাঁহাদের প্রকাশ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। 'মূল সঙ্কর্ষণ' বলিতে বলদেবকে বুঝায় এবং 'মহাসঙ্কর্ষণ' বলিতে মহাব্যোমস্থিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে বুঝায়। মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত মহাসঙ্কর্ষণ বলদেবের স্বরূপ। বলদেবই মূল আকর বস্তু। এই বলদেবরূপ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ, কলা ও বিকলারূপে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর বিবিধ পুরুষাবতার মুলমায়াবল মাধুর্য্যশক্তিপ্রভাবে জগদ্ব্যাপার ধারণ ও পোষণ করেন। গোলোক-ভূমিকায় যে বস্তু বলদেব বা মূল সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ সেই বস্তুই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় মহাসঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ। মূল-সঙ্কর্ষণ দ্বিভুজ, আর মহাসঙ্কর্ষণ চতুর্ভুজ।

বস্তুতঃ, রাম কৃষ্ণ আদি সকল লীলাবতারের মূল অবতারী—শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সমানদর্শী প্রকাশতত্ত্ব মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব সকল অবতারের বীজস্বরূপ। এসব কথা সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ করিবার আরও ইচ্ছা রহিল।

এ'রোগের ঔষধ কোথায়

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস অধিকারী)

আমি ফাঁকি দিয়াই কৃষ্ণকে পাইতে চাই, এমনি আমার দুর্বুদ্ধি! সাধারণ ভোগী লোক তবুও সরলভাবে স্বীকার করে যে, সে ভোগী—দুর্ব্বলতার দরুণ ভোগ ছাড়িতে পারিতেছে না, কাজেই তাহার লজ্জাও আছে, সঙ্কোচও আছে। কিন্তু কৃষ্ণভজন করিতে আসিয়া আমার এ'কি দুর্দ্দশা হইল! মুখে আমি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই যে, কৃষ্ণভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে ছুটিলে দেবীধামের কারাগার হইতে কোনদিনও মুক্তি নাই; কিন্তু কার্য্যের বেলায় আমি সাধারণের চেয়েও অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে ধাবিত হই! সরল বালিকাকুল ও গৃহস্থগণ আমাকে গুরুর সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তুতে তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে আমার একচেটিয়া অধিকার বর্ত্তমান ইহা মনে করিয়া সমস্ত ভোগসম্ভার আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। আমিও নিজের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট গোপন করিয়া এগুলি দেদারসে হজম করিতে থাকি। কপটতা, লোকপ্রতারণা, দাম্ভিকতা এই সমস্তই আমার অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণভজন করিতে গুরুগৃহে আসিয়াছেন সেই সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ গুরুদাসগণকে আমি চাকরেরও অধিক করিয়া ফেলিয়াছি। গৃহে আমার একটী চাকরও জুটিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু এখানে আসিয়া সে সব পাইয়াছি। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এসব কথা যে কোন ভূতেমসাগরে আমাকে হজম করিয়া দিয়াছে তাহার খবরই নাই। কাহারও মঙ্গল করিবার দিকে আমার খেয়াল নাই, সবারই উপর চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিয়া, সবাইকে দাবাইয়া দিয়া নিজের বৈষ্ণবতা জাহির করিতে খুব উৎসাহ আছে। মনকে বুঝ দিচ্ছি আমি কত বড় গুরুসেবক! আমার সেবা করিলেই ত' এই সব বালিশের দল ধন্যাতিধন্য হইয়া যাইবে, কারণ ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'। কাজেই আমি নিঃসঙ্কোচে—গুরুসেবা করিতে যাঁহারা গুরুগৃহে আসিয়াছেন সেইসব একান্ত সরল গুরুদাসগণকে ভবসিন্ধু হইতে আশু উদ্ধার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে (?) সত্য সত্য যথার্থ গুরুসেবায় বাধা দিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিই। একটু গরমের আঁচ পড়িতে না পড়িতেই আমার কৃষ্ণভজনোপযোগী চিদানন্দময় (?) দেহকে বাতাস খাওয়াইয়া শীতল করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের হাতে তালের পাখা দিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণবসেবায় কত সুযোগ দিই! অপটু হস্ত অবশ হইয়া আসিলেও এবং অত্যন্ত সম্ভ্রমনিবন্ধন তাহারা মুখে কিছু না বলিলে বা আমার প্রকৃত স্বরূপ না চিনিলেও আমি তাহাদিগকে ছাড়িব কেন? তাহারা যে গুরুসেবার সুযোগ লাভ করিবার জন্য গুরুদাস-বোধে আমার কাছে আসিয়াছে! নিজে ত' ভোগী হইয়া নরকের দিকে ছুটিয়াছি অধিকন্তু আমার নিকট আগত গুরুদাসগণের গুরুসেবার উপায়ন মাঝপথে আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছি, এমনি মৎসর আমি! এমনই নিষ্ঠুর আমি!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গানে আমি বহুবার পড়িয়াছি,—

'আমিত বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥'

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? আমি যে উন্মাদ হইয়াছি! পিছনে ফিরিয়া চাহিবার কি আর আমার সুযোগ আছে? কি বস্তু লাভের আশায় এখানে আসিয়াছিলাম আর আজ কোথায় ছুটেছি? সাজ সজ্জায় ঠিক, কাহারই বা কম? রাবণ, কালনেমি এদেরই কি সাধুর সজ্জা কম ছিল? সাধারণের একটা দোষ—তাহারা সাক্ষাৎই ভোগী, আমার কিন্তু ভোগ ত' আছেই, তাহাকে অন্যপ্রকারে লোকলোচনে প্রতিভাত করিবার জন্য আবার কপটতাও আসিয়া ছুটিয়াছে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা, লোভ, ক্রোধ একে একে সবই আসিয়া জুটিয়াছে। সবগুলিকেই আমি যুক্ত-বৈরাগ্য নামে চালাইয়া দিবার জন্য কত প্রকারের কূটনীতি যে অবলম্বন করিতেছি তাহার আর ইয়ত্তাই নাই। এই সমস্ত করিতেই কি গুরুগৃহে আসিয়াছিলাম? না মাঝপথে এই সমস্ত উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইল? এখন এ'সব বুঝিবারও প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। এখনও যে আত্মস্থ হইয়া বিচার করিলে নিজের দারুণ অধঃপতনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারি সেদিকে আমার খেয়াল আদৌ নাই—ছুটিয়াছি তাই ছুটিয়াই চলিয়াছি! মুখে আউল, বাউল, সহজিয়া, মায়াবাদী, গৃহব্রতদিগকে খুব ধমকাইয়া এই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই কৃষ্ণ-ভজন বলিয়া জগৎকে ধাপ্পা দিতে ছুটিয়াছি। মনে এক প্রবল ভরসা (?) এই আছে যে, আমি সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়াছি, আমার আর কি? আমি ত' প্রহ্লাদ হইয়া গিয়াছি, বিষ খাইলেও আমার কাছে তাহা অমৃতে পরিণত হইয়া যাইবে! আমি যাহাই করি না কেন, আমার যিনি থানা-বাড়ীর রাইহত আছেন, তাঁহার এক স্বাভাবিক ধর্ম্মই আছে, 'চৈদেবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে। সেই প্রভু ধন্য যে কেশে ধরি' আনে।" কিন্তু আমি বুঝিতেছি না, শ্রীগুরুদেব আমাকে বহু প্রকারে কেশাকর্ষণ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আমি যদি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী, মতলবী, বৈষ্ণব অপরাধী বা গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনকারী হই তাহা হইলে গুরুদেব আর কি করিবেন! সুতরাং আমাকে কষ্ট পাইতেই হইবে।

কৃষ্ণের সঙ্গে, শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বেনিয়ার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছি! যেহেতু আমি সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগুরুদেবকে কৃতার্থ (?) করিয়া দিতে মঠে আসিয়াছি, সুতরাং কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা হউক আর না হউক, কৃষ্ণভক্তির মূল উপদেশ মহাবাক্যসদৃশ 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' শ্লোকে আস্থা স্থাপন হউক আর নাই হউক, অন্যান্য অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মঠ-মন্দিরে নিজের উচ্চ আসন বিস্তার করিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ! শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কিছু অধিক পরিমাণে দোহন করিয়া লইতে পারিলেই কার্য্য হতে।

অনেক সময় আবার মঠবাসের সময় অনুসারে আমার বৈষ্ণবতার দাবী বাড়িয়া যায়, যেহেতু আমি পুরাণো লোক, বহুদিন হইতে মঠবাস করিতেছি, এসমস্ত নূতন লোক আমার অনেক পরে আসিয়াছে, আমি আদি কালের ঠাকুরমার মত মঠ-মন্দিরের জন্ম-ইতিহাস সব বলিয়া দিতে পারি, আমার বয়সও অনেক হইয়াছে, একটা জীবনই এই মঠের সংশ্রবে কাটাইয়া দিলাম, অতএব এখানে আমার দাবী সবাইর উপরে! আমি কিন্তু একবারও চিন্তা করি না গৃহ ছাড়িয়া মঠ-মন্দিরে আগমন করিবারই বা আবশ্যকতা ছিল কি? গৃহ কি অপরাধ করিয়াছে? শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজের দগ্ধোদর পূর্ত্তি না করিয়া পূজাবস্থ শালগ্রাম হইতে একটু দূরে অবস্থান করিলেই ত' বরং অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মঠ-মন্দিরে আসিয়া বিষয়ীর মত দাবী বুঝিয়া লওয়া — দোকানদারী করা, এসব ত' নারকীর বুদ্ধি। চিন্ময় মঠ-মন্দিরকে ইট, কাঠ, পাথর-বুদ্ধি করিতেই কি এখানে এলাম? যুক্ত-বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া ভোগের পিছনেই যদি অপ্রতিহত বিক্রমে ছুটিতে হয় তাহা হইলে গাছতলা বাসই ত' আমার ছিল ভাল!

'কৃষ্ণভজন' মানে আমি যেন বুঝিয়াছি পুতুল খেলা—সংসার-সুখেরই আর এক নূতন অধ্যায়! আমার ভোগেরই কিছু ইন্ধন যোগাইয়া দিবার জন্য যেন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীরূপের আচরণ অনুসরণ করিবার আমার ত' আদৌ প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু ষড়্গোস্বামী কৃষ্ণের জন্য কত কি করিলেন! পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণও কত কি করিলেন! শ্রীগুরুদেব শ্রীস্বরূপরূপে বসিয়া কত কি শিক্ষা দিলেন! তাঁহাদের সবারই ত' যুক্ত বৈরাগ্য, ফল্গু বৈরাগী ত' তাঁহারা কেহই নহেন। রাজমন্ত্রী সনাতন যখন রাজ্যপাট সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরতলে ঘুরিতে লাগিলেন, দারুণ কৃষ্ণবিরহে ব্যথিত হইয়া তাঁহার যখন দেহবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য আসিল, অনিয়মে দেহ যখন কণ্ডূরসায় আক্রান্ত হইল, তখন একদিন তিনি জগন্নাথের রথচক্রতলে দেহ পাত করিবার অভিলাষ পোষণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া পরম আদরে বলিলেন,—

'সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
তবে কোটী দেহ ত্যাগ ক্ষণেকে করিয়ে॥'

শ্রীল রঘুনাথের চরিত্রে দেখিতে পাই,—রাজার একমাত্র আদরের দুলাল রঘুনাথ তরুণ বয়সে সমস্ত ভোগবিলাস, মাতাপিতা, সুন্দরী ভার্য্যা, রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া যেন তেন ভাবে জীবন-যাপন পূর্ব্বক যথা তথা পড়িয়া থাকিয়া কি কঠোর, কি তীব্র কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দভরে বলিতেন—'রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।' সেই রঘুনাথেরও কিন্তু যুক্তবৈরাগ্য। তাঁহারও প্রেমের ভজন। আমি কিন্তু রূপ সনাতন-রঘুনাথ এঁদেরই অনুগত, এঁদেরই দাসানুদাস, এঁদেরই শ্রীচরণের ধূলি মুখে মুখে কল্পনা করিয়া কায়াকালে মনে করি, গুরুবর্গ এ প্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিয়াও যে বস্তু লাভ করিয়াছেন আমি আরামে বিরামে বিলাসে ব্যসনে থাকিয়াও ঠিক সেই বস্তুই লাভ করিব; এক তিলও ঊনিশ বিশ নহে। আমি রূপ-রঘুনাথের চেয়েও ভাগ্যবান কিনা, তাই কৃষ্ণ আমার জন্য [illegible] ভোগের ভিতর দিয়া বসুলাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কখনও বা নববিধানপন্থী হইয়া বলি—'রঘুনাথের ভজন আজকালকার জন্য নহে'। তা দিক!

আমি একটী বুঝিতে মোটেই চেষ্টা করি না যে, আমার মত ভোগীকে যদি গাছতলা সম্বল করিয়া তক্র মাত্র পান করিয়া নিজ-দেহ-রক্ষণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে হইত তাহা হইলে আমি কোন দিনই কৃষ্ণভজন করিতাম না, তাই পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব আমার মত হাজার হাজার লোককে বিষয় বিষয়বিষ হইতে বলে আকর্ষণ করিয়া সৎসঙ্গারামে আরামে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনের সুযোগ দিবার অভিনব বন্দোবস্ত করিয়াছেন, নিজে পরম নিষ্কিঞ্চন পরমবিরক্ত মহাবিরক্তানন্দী মহাভাগবত হইয়াও বহির্মুখ মনোধর্ম্মিগণ-চড়ালকার দ্বারা বলে আক্রান্ত ও সমালোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিজে গোষ্ঠানন্দী সৎসঙ্ঘারামের সেনাপতি ও কর্ণধার হইয়াছেন। মূঢ়, অন্ধ, অপরাধী পামর আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিপরীত বুঝিয়া তাঁহার চরণে ঘোর অপরাধ সঞ্চয় করি। ভাবি, আমিও বা কেন অত কঠোরতা করিতে যাইব? 'জয় রূপ সনাতন' এসব কথা সভাসমিতি ও লোক-বঞ্চনার জন্য থাকুক—আমি যাহা আছি তাহা আছিই।

শ্রীগুরুদেব আমাকে সংসারী হ'তে চেয়েও নিশ্চিন্ত রাখিয়াছেন, কেন? কুলে নিজের বাড়ী করিয়া আপনার প্রাণাধিক বস্তুগুলি নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য কি? না,—তাহা নহে। ঐ নিশ্চিন্ততার সুযোগ লইয়া আমাকে দিবারাত্র চব্বিশঘণ্টা কৃষ্ণ ভজন করিতে হইবে, ইহাই শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রায়। ঐ নিশ্চিন্ততা হারাইয়া দেওয়া কাটাইয়া দিবার জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে দেন নাই! কিন্তু হায়! ঐ নিশ্চিন্ততা আমার কাল হইল। ঐ নিশ্চিন্ততা না থাকিলে হয় আমি এই কপট কৃষ্ণভজন করিতে আসিতাম না—না হয় কৃষ্ণভজন করিতে আসিলেও সাধনের কঠোরতার সঙ্গে [illegible] পলাইত। কিন্তু আজ আমি যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া অবাধে ভোগ চালাইতেছি। কপটতা আমার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাই সমস্ত প্রকার দাম্ভিকতাকে সরলতা, কখনও বা বৈষ্ণবোচিত দীনতা বলিয়া বাজারে চালাইবার চেষ্টায় আছি! কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব প্রকৃত রূপ-রঘুনাথের অনুগত আজও যে ভক্তিবিনোদধারা উজ্জ্বল করিয়া আছেন, তাঁহাদের আচার, তাঁহাদের বিচার, তাঁহাদের বৈষ্ণবতার কষ্টিপাথরে কপট বৈষ্ণবতা ধরা পড়িয়া যায়, ময়ূরপুচ্ছ সুশোভিত আমার মত কাকের ময়ূরপুচ্ছ ময়ূরের সভামধ্যেই খসিয়া পড়ে। নির্ব্বোধ আমি কখনও ছুটিয়াছি রায় রামানন্দের আসন লুটিতে, কখনও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, কখনও রাজর্ষি জনকের আসন দাবী করিতে! সাধন কোনদিনই করিলাম না, সিদ্ধির কাছ কাটিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল—গুরু হইবার বড়ই সাধ— এ বেদনা রাখি কোথায়? তাই আজ করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

—

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

বিরহে প্রার্থনা

যত দিন যায় [illegible] মনে পড়ে
তোমার অমল কায়া।
মানব-জীবনে অপার দেশের
যেন আসিছ কথা॥
বিনোদ-বৈভব বাণী সরস্বতী,
ওগো বসন্তী, কৃষ্ণপ্রিয়া সতী;
(তব) দরশন বিনে এ ছার জীবনে
পাই আজি বড় ব্যথা।
আশার কাননে কুসুম তুলিয়া
আপন মনের মাঝে,
এনেছিনু ধীরে সেবিতে চরণ,
পড়ালে নিরাশা-ছায়ে।
[illegible] দরশি পতিতপাবন
যেন শুনিতে আমি চরণে,
কার প্রেমিণাত কর আশীর্ব্বাদ,
(যেন) রহে গো চরণে মতি।
অমনী মধিকা সংসার ভুবনে
যা আজি নবনেশ!
সতী সীতারে সহিতে আদরে
ভুলাইতে তোমার দেশ॥
কি হবে উপায়, এ বিপদ ঘোরে?
তুব জন সঙ্গ দাও কৃপা ক'রে
অমনী কুহকে পড়েছি বিপাকে
জীবন হইল শেষ।
লীলা সংগোপনে ব'সে গো সেদিন
বলিলে মধুর স্বরে—
"রূপ পদধূলি হ'বে মনে মোরা,
থাকও, তোমরা মিলে।
বিরহ-সেবায় আশ্রয়ের তলে,
গাহ রূপ গান, 'বাসুদেব' মূলে;
সময় আসিলে, যাবে সকলে,
তোমরা স্বদেশে চ'লে।
তব উপদেশ কভু না ভুলিব
[illegible]
[illegible] পথে [illegible],
তোমার বচন [illegible]
(ওগো) মহাজন বাণীর মূরতি
আমি মূঢ়জন অভাজন অতি,
করুণ নয়নে চাহি দীন জনে
(দাও) বাণীপদ সেবা আজ॥

—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্বন্ধের বক্তৃতাবলী
ভিক্ষা:— ১ম খণ্ড—।০; ২য় খণ্ড
।০; ৩য় খণ্ড ।০ ৪র্থ খণ্ড—।০
প্রাপ্তিস্থান— শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন [illegible], ঢাকা [illegible] নদীয়া। [illegible]

[illegible] রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি [illegible]। রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক — [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন [illegible], বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক — [illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)। এখানে [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রী[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। [illegible] শ্রীগৌরগদাধর [illegible] সেবা। রক্ষক — [illegible]

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী।

(১৩) অন্তর্দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — [illegible]

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] নিকটবর্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

১৭। [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible]

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible]

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক — মহোপদেশক [illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক — [illegible]

২৫। [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম. এ, বি. এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

[illegible]

রক্ষক — [illegible] সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], পি

রক্ষক — শ্রী[illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক — [illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) রাধাকুণ্ড সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ভাক্তিকা

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী) শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — [illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — [illegible] মনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ও কবর।

(৬০) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) বালিঘাই প্রপন্নাশ্রম মঠ

বালিঘাই, পোঃ [illegible], (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজীর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমুরকলা, পোঃ চেকপুরা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] ভক্তিহৃদয় গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸৹
মাঝা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫॥৹
কাটারীভোগ	৬৸৹—৭৲
বাঁকতুলসী	৫।৹
মাগরা নূতন	৪॥৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৮।৶৹
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶৹
পেশোয়ারী	১০৲—১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫॥৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶৹

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴৹
মরিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মারকোথা সাদা	৯।৹
কানপুর সাদা	৮।৹—৯৲৹
কানপুর লাল	৭॥৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫৹
গিনি	২২।৹ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৶৹
নিম্নতম—	৩৪৸৶৹
উচ্চতম -	৩৫।৶৹
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴৹—৬।৹
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
ডাউমণ্ড ঐ	৫॥৹—৫॥৶৹
সুজী	৫৸৶৹—৬৲
আটা (বি)	৫॥৶৹—৫।৹
আটা নং (২	৪৸৶—৫৲
ঐ (এস)	৪৸৴৹—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥৹—৪॥৶৹
আটা নং (৩)	৩৸৶৹—৪
পোলাউ	১॥৶৹—১৸৹
ভুষি	১॥৶৹—১॥৶৹

ঘৃতের দর

অম্বা	৫৬৲
রামলীলা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।৹

পাতিরাম

ভাঁব	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

তুলোর দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আমেরিকান পোলার ফাইন	৫৬৲
লিটল আমেরিকান করকস	৪০৲
করাচি গুবলিন ফাইন	৪৩৲
চায়না লাখা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের মাথা	৬॥৹
সুপারী দেশী	১৩৮৹—১৪৸৹
কাটা সুপারী	৯॥৹—১০॥৹
শুটি পাবনা মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥৹—১৩॥৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥৹—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥৹—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥৹
বরগা (টী-আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶৹—৮॥৹

টাটা গ্যাঃ করুগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।৹
২৬ গেজ—	১৫।৹
২৮ গেজ—	১৬।৹

ইংলিশ গ্যাঃ করুগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥৹
২৬ গেজ—	১৬।৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৹	—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১॥৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।৹—৬॥৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৭॥৹ ৮৲ হন্দর	
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥৹
টিন পাটী, পোল্ট্রি গরাদে	৮৸৹—১০।৹
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
হন্দর	৯॥৹—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

নটকলের হালমণ ৫৶৹, গাটের হালমণ ৬।৹

তুলার হালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্ত্বাবধানে খোরাক ও সেভেনসানাদি খরচ মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেঙ্গলোর পাচন। জ্বর ছাড়িতে বিলম্ব থাকিলে অন্ততঃ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থে [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(॰:॰):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	৷০
ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৭৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত

ইহাতে গুম্ফিত করা

হইয়াছে।

—— ——:০:——

নিঃসংশয়ে শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই

এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ

পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-[illegible] রয়েল ৮ পেজী

আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে

মুদ্রিত। ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

অথচ ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(॰:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈ নি ক

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকসংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৬শে মে, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৭৮]

বিবিধ সংবাদ

——:০):(*):(০):— —

লক্ষ্ণৌএ সিয়া ও সুন্নিতে ভীষণ দাঙ্গা

গত ২০শে ও ২১মে রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ সহরে চকে সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে ১২৫ জনের অধিক লোক আহত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৬০ জনের আঘাত গুরুতর। দশ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৌলানা জাফর উল-মুলুক গুরুতর আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, সিয়াগণ "ইদাদিগদ" উৎসব উপলক্ষ যখন "তাবারা" আবৃত্তি করিতেছিল, তখন সুন্নিগণ উত্তেজিত হইয়া লাঠি হস্তে তথায় উপস্থিত হয়। উহার ফলে উভয়পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়। পুলিশ তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপন করে। স্থানে স্থানে পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যক যে "মাদেসাহেব" আবৃত্তি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিরোধ ছিল। ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। উহার রিপোর্ট এখনও পেশ করা হয় নাই।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য লক্ষ্ণৌসহরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। এই আদেশ একমাস কাল বলবৎ থাকিবে; তদনুসারে একসঙ্গে পাঁচজনের অধিক লোক জমায়েৎ হইতে এবং লাঠি বা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। দাঙ্গার ফলে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত কংগ্রেস নেতা মৌলানা জাফর উল মুলুক আছেন। তিনি উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করিতে গিয়াছিলেন। তাজী বাদে খাঁ নামে আর একজন বিশিষ্ট সুন্নি আহত হইয়াছেন। উঁহাদের উভয়কেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার জন্য ৬২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে ফাঁকা আওয়াজ করিতে হইয়াছিল। সহরে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। দোকানপাট বন্ধ।

দুইটী শোচনীয় মৃত্যু

গত শুক্রবার করোনার [illegible] মর্গে গিয়া মন্মথ দাস (২১) এবং [illegible] ঘোষ (৪৫) নামক দুইটী লোকের মৃতদেহ পরিদর্শন করেন।

প্রকাশ যে, মন্মথ দাস কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের জনৈক মণিকারের পুত্র এবং তাহার পিতার সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়ায় সে কতক পরিমাণ নাইট্রিক এসিড সেবন করে ১৭ই মে তারিখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

সতীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে। প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট হাউস প্রেস অতিক্রম করিবার সময় সে মোটর চাপা পড়ে। ১৮ই মে তারিখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

—

চীনে দুর্ভিক্ষ

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, ভীষণ জলাভাব ও দুর্ভিক্ষের ফলে কানসু, জেচুয়েন কিউচাও ও হোনান প্রদেশে লক্ষ লক্ষ লোক উপবাস করিতেছে। ইতোমধ্যেই সহস্র সহস্র লোক মারা গিয়াছে। বহু লোক ঘাস, গাছের ছাল, এমনকি কাদা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

———

নৌকা-ভ্রমণে বিপদ

[illegible] কোম্পানীর মিঃ [illegible], চাপম্যান [illegible] ২০শে মে [illegible] নৌকা [illegible] হইয়াছেন। [illegible] প্রকাশ যে, তিনি [illegible] নৌকা-বিহার করিতেছিলেন। নৌকা [illegible] উপর [illegible] দিকে [illegible] হঠাৎ [illegible] উল্টাইয়া যায়।

মিঃ চাপম্যান [illegible] জলে পতিত হন। তিনি [illegible] দক্ষিণ তীরের দিকে অগ্রসর হন; [illegible] এই [illegible] নৌকা [illegible] উদ্ধার করে। [illegible] মিঃ চাপম্যান কর্মপ্রিয় [illegible] এবং ভাল [illegible] খেলোয়াড় ছিলেন।

পাঁজিয়া ডাকাতি মামলার রায়

——

[illegible]

[illegible] সরকার যে কয়েদ খালাস [illegible]। অপর ৪ জন আসামী [illegible] হইয়াছে। তন্মধ্যে আসামী [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে অপর [illegible] আসামীর শাস্তি সম্বন্ধে আগামী ২৯শে মে হুকুম দেওয়া হইবে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ গত [illegible] নভেম্বর রাত্রি অনুমান ২॥ ঘটিকার সময় আসামীগণ [illegible] থানার [illegible] গ্রামের [illegible] প্রবেশ করিয়া [illegible] মারপিট করে ও [illegible] টাকার অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে।

———

পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড

—— ——

[illegible]

মামলার বিবরণে প্রকাশ [illegible] নভেম্বর [illegible] নন্দলাল [illegible] পুলিশ [illegible] কাজল নন্দলাল [illegible]

[illegible] করে। [illegible] একজন [illegible] ছিল, তাহার নাম ছিল [illegible] রায়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] ৪০্
[illegible] — ২৮্
[illegible] — ৯্
[illegible] বিরাট শ্রীচৈতন্য[illegible] ৬্
৩। [illegible] ৬্
। [illegible] ৪্
৫ শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]বলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১্ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১্ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৭।
। [illegible] ৪ [illegible]
[illegible] ১০
৯ [illegible] ২্
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
২০। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২১। গৌড়ীয়[illegible] ৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] ([illegible]-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২্
২৬। গীতার কেবল [illegible] ।০
২৭। [illegible] ([illegible]) ১্
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। [illegible]
৪১। [illegible]
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। [illegible]ষ্টক /০
৪৬। [illegible]ষ্টক /০
৪৭। [illegible] /০
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণব[illegible]-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩্
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible]লী বা মায়াবাদিশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। শ্রী[illegible] ([illegible]) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত[illegible] ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ [illegible] অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵
৭৩। [illegible] য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।
৭৪। [illegible] ।
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /
৭৬। [illegible] ।
৭৭। [illegible] [illegible] ।
[illegible] ২৷০
[illegible] ১৫্

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। [illegible]
৮৪। [illegible] /

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের লোকগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল [illegible] প্রকারে দর্শন এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট [illegible] আকার ও আন্তরিক গ্রন্থ [illegible] ও [illegible] চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সুচারু [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫্ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২্ স্থলে মাত্র ৬্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

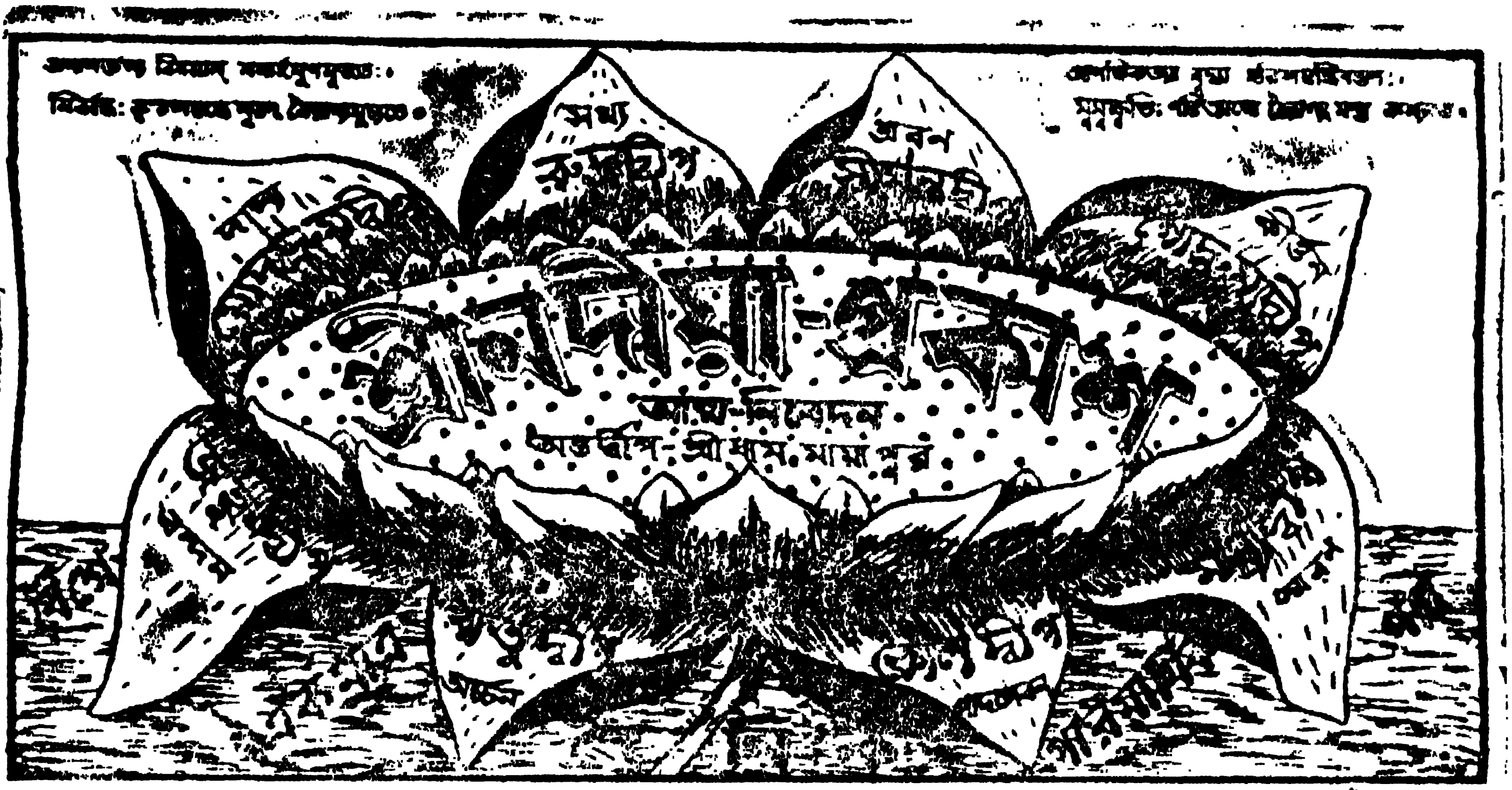

১২শ বর্ষ { ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে মে ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৭৪তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বরোদায়

শ্রীচৈতন্যমঠসেবক উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ও উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী প্রভৃতি প্রচারকগণ বর্ত্তমানে বোম্বে নগর হইতে বরোদায় গমন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। বরোদার ধর্ম্মপিপাসু সজ্জনবর্গ প্রচারকগণকে পাইয়া তাঁহাদের নিকট আত্মধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বসাধারণে উহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন।

বরোদার 'সাহিত্য-সভা' ও 'সহধর্ম্মচারিণী সভা'র কর্ত্তৃপক্ষগণের আগ্রহে ও যত্নে গত ১১ই মে মঙ্গলবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী যমুনাদাস ব্যায়ামমন্দিরে রাওবাহাদুর এম্-এ, সুদাবর, বি-এ, এল-এল-বি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে একটী হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় সভার সম্পাদকগণ উক্ত বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বেই বিশেষরূপে সাধারণে বিজ্ঞাপিত করায় বহু শ্রোতা বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

"শ্রীশিবছত্রপতি জন্ম-মহোৎসব সমিতি"র উদ্যোগে গত ১৩ই মে বৃহস্পতিবার শিবচৈতন্য-ক্রীড়াভবনে শ্রীমান্ প্রো. ঠা, মুন্সী মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শ্রীচৈতন্যদেবের আচার ও শিক্ষা' সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই মে শনিবার তারিখে পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু ঐ স্থানে শ্রীমান্ অ, সি, প্রধান মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'ভগবৎপ্রেম ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বরোদাবাসী সজ্জনবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের নিকট আত্মধর্ম্মের অভিনব তথ্য অবগত হইয়া পরম-চমৎকৃত হইয়াছেন।

চব্বিশপরগণায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া গত ২৪শে বৈশাখ শুক্রবার ২৫ পরগণা জেলার অন্তর্গত গোয়ালবাটি সোনাটিকি গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। উক্ত রাত্রিতে শ্রীচরিতামৃত ও জনৈক ব্রহ্মচারী সাক্ষিগোপাল বিষয় পাঠ করেন। স্বামীজী মহারাজ গত ২৬শে বৈশাখ রবিবার সোনাটিকিতে শুভাগমন করিয়া রাত্রিতে ছায়াচিত্রযোগে গুরুতত্ত্ব বিষয় বিশদভাবে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বিমুখতাবশতঃ জগজ্জীব কিরূপভাবে অর্থ, পরমায়ু ও বুদ্ধির অসদ্ব্যবহার করিত, জাতি, কুল ও ধনমদে গর্ব্বিত মানবসকল কিরূপভাবে বৃথা সময় অতিবাহিত করিত তাহা বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী গত ২৭শে বৈশাখ সোমবার সোনাটিকি হইতে বেড়াচাপা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া সকাল ও সন্ধ্যায় সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৮শে বৈশাখ মঙ্গলবার ইটিন্ডা গ্রামস্থ ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে স্বামীজী মহারাজ বেড়াচাপা হইতে ইটিন্ডায় গমন করেন। স্থানীয় খেয়াঘাটে বহু সজ্জনমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বনীগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে লইয়া যান। উক্ত বাটীতে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উচ্চ আসনোপরি স্থাপন করা হয় এবং স্বামীজী মহারাজ চরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠ প্রসঙ্গে বদ্ধজীবের ত্রিতাপের কারণ, সদ্গুরুর লক্ষণ, সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর পার্থক্য, গুরু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় স্বামীজী মহারাজ প্রায় ৩॥ ঘণ্টাকাল সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী গত ২৯শে বৈশাখ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত সমাগত মণ্ডলীর নিকট গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করেন।

৩১শে বৈশাখ শুক্রবার স্বামীজী মহারাজ শ্রীচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' সম্বন্ধে পাঠ করেন। পাঠে স্বামীজী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থ মহাপ্রভুর নিকট জীব-স্বরূপের বিষয় জিজ্ঞাসা এবং তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
* * * *
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

— প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রদ্ধাভিনন্দন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অদোষদরশি দেব! উরকৃপা করি'
অমায়ায়,
ছাড়াইয়া মায়াসক্তি রাখি তব শ্রীচরণ ছায়,
নিত্যানন্দাশ্রম প্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী
তাঁহার চরণপদ্মে দান কর শুদ্ধা সেবামতি,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই, প্রভুপাদ ওহে
মহাজন,
জনমে জনমে যেন স্তুতিগাথা করি বিঘোষণ,
মোদের রুদ্ধ কণ্ঠ, ক্ষীণ হাতে অতি
ক্ষীণস্বর,
তবু যেন জগতে দর্শিয়ে বর তব্ দক্ষর।
শ্রদ্ধার কলিকা এক, পাঠাইয়াছি মনস্ম
প্রাণে,
অযোগ্য যে বজনার, তবু নিও তোমার
চরণে।

ঢাকাবাসিনী ভক্ত মহিলাগণের পক্ষে
শ্রীসুষমা দেবী
শ্রীঅপর্ণা দেবী
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সাল

"আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকটলীলা-বিস্তার-কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার ক'রে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; রাগমার্গে স্বরূপাসক্ত শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি আশ্রয় বার্ষভানবী-প্রকাশ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ ত্রিবিক্রম, ভৃগু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রবণ ও কীর্ত্তন

ভক্তিমার্গের প্রথমেই সাধুগুরুর মুখে হরিকথা শ্রবণ এবং তাহার পর কীর্ত্তন। যিনি কীর্ত্তন করিবেন সেই বক্তা চেতনময় না হইলে অপ্রাকৃতের কীর্ত্তন হয় না। বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠশব্দের বক্তা নিষ্কিঞ্চন। তিনি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ চেতনময়ী বাণীর দ্বারা শ্রোতাকে নিমন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় ভোগের কিঞ্চনতা পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে নিষ্কিঞ্চন করাইতে পারেন। কীর্ত্তনকারী ভগবানের পূর্ণাশ্রিত হওয়া চাই—ভগবানের শুদ্ধভক্ত হওয়া চাই এবং শ্রোতাও শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রবণ করা চাই। তাহা হইলে চেতনের বিকাশ দেখা দিবে। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা সাধুসঙ্গেই কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মনোধর্ম্মসহকারে আকর্ষক কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিব।

আমি কি করিব, আমার কর্ত্তব্য কি, এ সব কথা যদি আমি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট না শুনি, তাহা হইলে আমার জীবন নিয়মিত হইবে কি করিয়া? যদি কাহারও নিকট না শুনিয়া স্বেচ্ছাচারিতার বশে আমার যাহা ভাল লাগে তাহাই করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি প্রেয়ঃপন্থী হইয়া পড়িলাম, আমি নিজের অমঙ্গলটা নিজেই করিলাম। সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থী গুরুর দরকার এবং তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করা আবশ্যক। সাধুমুখে মঙ্গলোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা আবার সাধুর নিকটেই কীর্ত্তন করা দরকার। সাধুগণ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; আমি তাঁহাদের নিকট শুদ্ধ-বিষয় কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা আমার ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত আমরা যদি অকপটভাবে কীর্ত্তন করি তাহা হইলে চৈত্ত্যগুরুও তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

শ্রবণ ও কীর্ত্তন দুইটি ভক্তির প্রধান অঙ্গ; একটী বাদ দিলে ফললাভ হয় না। পক্ষী দুইটী ডানার সাহায্যেই উড়ে। একটী ডানা কাটিয়া দিলে তাহার যে অবস্থা হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনের একটী বাদ দিলে জীবেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটে। শ্রবণ নিত্য, কীর্ত্তনও নিত্য। উহা চিরকালই সমভাবে চলিবে। ভগবান্ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় ভগবৎ-কথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবানের এত দয়া যে, অপূর্ণ আমরাও পূর্ণ তাঁহাকে তাঁহার কৃপায় অনায়াসে পাইতে পারি। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ ঘটে না। পূর্ণের নিকট খণ্ডানন্দ বা পরিমিত আনন্দ লাভ করিয়া আমাদের আশা মিটে না। শ্রীহরিনাম পূর্ণবস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব দয়া করিয়া সর্ব্বক্ষণ পূর্ণের সঙ্গ করিতে—সকলকে সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই পূর্ণের সঙ্গ অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এইরূপ নহে—হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে [illegible] হয়। কীর্ত্তনকারী যখন কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার কথা স্মরণে আসেন। সুতরাং নিরন্তর কীর্ত্তনই যে নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতিলাভের সহজ উপায়, তাহা অনায়াসেই অনুমেয়। যাঁহারা সুমেধা তাঁহারাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন; আর কুমেধাগণ অভক্তি-[illegible]বা তাঁহাদের কীর্ত্তনে রুচি নাই। শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণও নহেন, আবার কৃষ্ণ হইতে অন্য কেহ নহেন। শ্রীবার্ষভানবী সুমেধাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর শ্রীগৌরসুন্দর এই সুমেধাগণের মূলপুরুষ।

কৃষ্ণ কি জিনিষ, তাহা আমরা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজসর্ব্বশক্তি শ্রীনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌণ ও মুখ্যভেদে ভগবানের নাম অনন্ত। গৌণনামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্যনামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। কীর্ত্তন সর্ব্বদাই করিতে হইবে, নচেৎ ইতরকথা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। যদি আমরা হরিকথা শ্রবণ না করি তাহা হইলে অন্য কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিব না। অনেকেই হরিকথা ছাড়িয়া মৌনধর্ম্মাবলম্বন করেন, উহা কপটতা ও প্রতিষ্ঠা-কামনা মাত্র। মৌনী হইলে শ্রবণ এবং স্মরণের দ্বারও রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা হরিস্মরণকে অবহেলা করে, পরমমঙ্গলময় হরিস্মৃতি অপেক্ষা যাহাদের অন্য স্মৃতি ভাল লাগে তাহারাই নির্জ্জনতা-প্রয়াসী ও মৌনী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করে। ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনই সাধুগণের জীবন। ইহা ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না। শ্রবণ-কীর্ত্তন সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা। সুতরাং ভক্ত ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া থাকিবে কি করিয়া? আমরা বদ্ধজীব, তাই আমাদের হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি নাই। যাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রুচি আছে, তাঁহাদের ইতর-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হয় না। সুতরাং সাধুসঙ্গ করাই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনান্বয়বর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্গপালক
প্রচারকবর শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস
ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভুচরণের সহিত মদীয় প্রপূজ্যচরণ পতিতপাবন গৌড়ীয়বৈষ্ণববৃন্দের
শুভপদার্পণোপলক্ষে

"প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি"

—————::(●)::—————

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণববৃন্দের সহিত পতিতোদ্ধারক পরদুঃখ-দুঃখী আপনার এই দীনচেতা গৃহমেধীর গৃহে শুভপদার্পণে আজ এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইল। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের যে উপদেশামৃত এ অধমের কর্ণাঞ্জলিতে সেচন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি,—

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয় পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ॥

(ভাঃ ৪।২২।১১)

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের শ্রীচরণামৃত-বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাস-স্থান বৃক্ষের ন্যায় সতত মৃত্যুভয়প্রদ।

তাই আপনার ও আপনার পরমমিত্র ভুবনপাবন বৈষ্ণববৃন্দের নিজ-কার্য্য না থাকিলেও আপনাদের পামরতারণ মহান্ত-স্বভাব আপনাদের পাদতীর্থের দ্বারা এই নবগৃহকে অভিষিক্ত করিয়া আমার ন্যায় গৃহারামী দীনচেতার নিত্যমঙ্গলসাধনের জন্য আজ এরূপ অপ্রত্যাশিত কৃপা-বিস্তার করিয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর নিত্য-জন আপনাদের শুভাগমনে এই নবগৃহ আজ শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত হইল।

হে আচার্য্যবর্য্য, যখন পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে কৃপাপূর্ব্বক এই গৃহ-দেহাসক্ত জীবাধমের ভবনে মদীয় পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দকে প্রেরণ করিয়া কিছুকাল পরে আমাদিগের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়তম স্থান শ্রীপুরুষোত্তমের গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে তাঁহার পদপ্রান্তে স্থাপন-পূর্ব্বক এই অনভীপ্সু অনাদিবহির্ম্মুখের কর্ণে শ্রীনামসুধারস প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে আপনারই হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনারই কৃপোপদেশে আমাদের মনোধর্ম্ম ছেদন করিবার আদেশ আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। আজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-ব্যথায় আমাদের হৃদয় বিধুর-ব্যাকুল। এদিকে কলি-কুক্কুরকুল শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য ভীষণ চীৎকার করিতেছে, গৌড়ীয়গগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, চোর-দস্যু-নিশাচর-দৈত্য-দানব আবার আনন্দে রুদ্রনৃত্য ও বিকট চীৎকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, বহুরূপিণী নাস্তিকতা আবার মনোমোহিনী মায়াবীরূপ ধারণ করিয়া অভিসারে বহির্গত হইয়াছে। এমন সময় জগদ্গুরু গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আপনার অভ্যুদয় আমার ন্যায় শত শত অনর্থগ্রস্ত সত্যপিপাসু জীবের পরম-মঙ্গলদায়ক হইয়াছে।

হে স্বরূপ-রূপানুগবর গুরুদেব, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, অন্ধ ও সর্ব্ববিষয়ে হীন। তবে আমার একমাত্র ভরসা,—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" আমি ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর শ্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন পরম নির্ম্মল ভুবনপাবন বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণাভিকে

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। আমি সর্ব্বতোভাবে দীন-দরিদ্র হইলেও ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-গৌরপ্রিয়জনগণের পাদপদ্মমূলে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি। ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ আমাকে নিত্য বাসুদেব-দাস্য দান করিয়াছেন। আজ ভক্তিবিনোদ-বাণী-গৌর মহান্ত-গুরুর উদয় না করাইলে ভক্তিবিনোদ-ধারা রুদ্ধ করিবার অদৈব-চেষ্টার প্রাবল্য ও নির্ব্বিশেষবাদের রাজত্ব হইত। তখন আত্ম-হত্যাকেই ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বরণ করিতাম। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার অভি-ভাষণে ভক্তিবিনোদ-আম্নায়ের নিত্যত্বের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুর পর শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায় বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহার প্রবাহ শ্রীউদ্ধবদাস ও শ্রীমধুসূদন দাসের মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ - ভক্তিবিনোদ - গৌরকিশোর-সরস্বতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই বিনোদ-গৌরবাণী সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-ধারার শ্রীরূপানুগ-ত্রিবেণী-সঙ্গম-প্রবাহরূপে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণাভিন্নবিগ্রহ মদ্‌গুরু শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুতে প্রবাহিত হইয়াছে।

মদীয় শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, মদ্‌গুরুপাদপদ্ম শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের নিবেদন অনুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়া-ম্নায়ের শ্রীব্যাসপূজা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই প্রার্থনা-নিবেদন বিজ্ঞপ্তি করায় তিনি তাঁহাকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই কীর্ত্তনানুসারে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরবর্ত্তী শ্রীব্যাসপূজার জন্য তাঁহার সমস্ত অভিভাষণই লিপিবদ্ধ করেন এবং সে-বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-বৃন্দের পক্ষ হইতে পরমারাধ্য প্রভুপাদকে যে প্রথম ভক্তপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ শ্রীব্যাসার্চ্চবিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই লেখনী-প্রসূত। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের নিত্য-প্রবাহশীলতা স্থাপন করিয়া একদিকে যেমন নির্ব্বিশেষ-বাদকে ধ্বংস করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি ইঙ্গিতক্রমে তাঁহার অধস্তন একমাত্র মহান্তগুরুপাদপদ্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, —"আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-দাস্য পরিহার করিয়া কোন কুযুক্তিতে পতিত না হই।" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী আমারই শিক্ষার জন্য বিতরিত হইয়াছে। যখন শ্রীল প্রভুপাদকে আমি শ্রীপুরুষোত্তমে বলিয়াছিলাম—"শ্রীল বাসুদেব প্রভু-প্রমুখ আপনার ভৃত্যবর্গকে আমার এত আপনার বোধ হয় কেন?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"ইঁহাদের সহিত যে আপনার অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধ রহিয়াছে।" তাই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত সেই উপদেশ-শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমি আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা বা শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন আহরণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

হে বাঞ্ছাকল্পতরু পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিষ্কপট ভৃত্যবর্গ, আপনারা এ অধমকে আজ এই কৃপা করুন—যেন শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বাণীটি অনুক্ষণ হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া নিত্যকাল আপনাদের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিতে পারি। স্বরূপতঃ বদ্ধজীব হইয়া নিজেকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভুবন-দর্শন বা বিশ্ব-দর্শনের দস্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীনীলাপুরুষোত্তমের সেবাধিকার পাইতে হইলে বিষয় বিগ্রহ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রকাশ-স্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীঅনন্তবাসুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে উদিত হন। বাঞ্ছাকল্পতরু পতিতোদ্ধারণ আপনাদের কৃপায় আমি সেই আচার্য্যপাদপদ্মসিন্ধুর তটে উপনীত হইয়াছি। হে পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ, আপনারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অত্যন্ত নিজ-জন, তাঁহার মনোহভীষ্টের পরিপূরণকারী, তাঁহার অপ্রাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহার পাদপদ্ম হইতে অভিন্ন, আপনারা জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিবার শক্তি ধারণ করেন, আপনারা আমার নিত্যশিক্ষাগুরু, শ্রবণগুরু, বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম, আপনারা আমার গুরুপাদপদ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার নিত্যমিত্র, সহচর, সজাতীয়াশয়, আপনারা আমার কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি গ্রহণ করুন, আপনাদের সেবকানুসেবকের সেবার অধিকার প্রদান করুন। আপনারা কৃপা করুন—যেন আশ্রয়-বিষয় "বাসুদেবপরা ধর্ম্মঃ, বাসুদেবপরা ক্রিয়া ও বাসুদেবপরা গতিঃ" শ্লোকের উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্বন্ধজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাসুদেবের পাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। পুনরায় ও পুনঃ পুনঃ আপনাদের সকলেরই শ্রীশ্রীচরণকমলে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা আমাকে নিত্যকাল শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার প্রদান করুন। ইতি—

নিত্যগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-সেবাপ্রার্থী
দীনাধম সেবকাধম
শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী
অলোয়া, কাগমারি, মৈমনসিংহ
তাং ৩০শে বৈশাখ ১৩৪৪ সাল

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায় দশমাধস্তন আচার্য্যবর
শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর
ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে

শ্রদ্ধাভিনন্দন

গৌড়ীয় গগন-রবি প্রভুপাদ পতিতপাবন,
তাঁহার পরমশ্রেষ্ঠ, নিত্যসিদ্ধ ওহে মহাজন!
আচার্য্য-তপন যবে অপ্রকট কৈলা আবিষ্কার,
বিরহ-তিমির আসি' আচ্ছাদিল মরম সবার,
গোলোকের মাধুর্য্যেতে পরিপূর্ণ হরিকথা সার,
কে বর্ষিবে নিরন্তর অফুরন্ত ধারা করুণার?
শ্রান্ত-ক্লান্ত বিশ্ব-পান্থে শুনাইয়া সঞ্জীবনী-বাণী,
সেবার অমৃত রাজ্যে স্নেহভরে কে লইবে টানি?
পুনঃ বুঝি ধর্ম্মধ্বজী উচ্চকণ্ঠে করিয়া হুঙ্কার,
আঁধারের সুযোগেতে আরম্ভিবে কাপট্য-প্রচার,
সেবাকার্য্যে অনিবার কে লভিবে নবীন চেতনা,
সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় বা দিবে কোন্ জনা।
এই মত কত চিন্তা, তীব্র দুঃখ বেদনায় শত—
অবিরল নেত্রজল বর্ষিয়াছে সজ্জনেরা যত।
আচার্য্যই রক্ষা করে সুবিমল আম্নায়ের ধারা
ভকতিবিনোদা দয়া,—কভু নাহি হবে স্রোত-হারা।
হে প্রভুসেবকশ্রেষ্ঠ, ধন্য তুমি করুণাসাগর!
তোমার প্রকাশে আজি সাধুগণ প্রফুল্ল অন্তর।
আজি নাই ভয়,—
গৌড়ীয়গগনে তুমি হে জ্যোতিষ্ক! হয়েছ উদয়।
স্বপ্রকাশ দীপ্ত জ্যোতিঃ পথনাশে দেখায়েছে পথ,
সুসিদ্ধান্ত কৃপালোক, বিনাশিছে যত দুষ্ট মত।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা আচরিয়া করিছ প্রচার,
আচার্য্য! তাই তো তুমি বন্দনীয় আমা সবাকার।
শ্রীগুরুসেবন-যজ্ঞে প্রভো, তুমি হোতা সবাকার,
সবারে বিলাতে সেবা নিরন্তর আগ্রহ তোমার।
প্রভুপাদ বাঞ্ছাপূর্ত্তি জীবনের একমাত্র ব্রত,
অশেষ উপায়ে দেব! প্রভুপ্রীতি সাধিছ সতত।
গৌরবাণী-বীণা-যন্ত্র! বাণী তব হৃদয়ের ধন,
শুদ্ধা ভকতির গাথা সুধা-স্বরে গাহি অনুক্ষণ;
অনুকূল-কৃষ্ণচর্চ্চা, ভূলোকে গোলোক অবতার,
(তুমি) বিদ্যাবধূ জীবনের তুষ্টিকামে অগ্রণী সবার।
হে আচার্য্য, হে করুণ, আমাদের বড় আশা মনে,
(যেন) তোমার করুণা-বলে প্রভুসেবা পাই এ জীবনে
বহু জন্মজন্মান্তরে, সুদূর কোন না কোন দিন
চরণ-যুগলে আজি এ মিনতি নিবেদিছে দীন
জ্ঞান-কর্ম্ম অনাবৃত, আর অন্য অভিলাষ ছাড়া,
অনুকূল কৃষ্ণচর্চ্চা, সর্ব্বোত্তমা ভক্তিরসধারা!
তাহার রক্ষক তুমি হে আচার্য্য, প্রভু-প্রিয়তম!
ভকতিসিদ্ধান্তবেত্তা কেবা আর আছে তোমা সম।
রূপানুগ প্রভুপাদ স্বরূপের সিদ্ধান্ত ভাণ্ডার,
তব প্রতি সমর্পণ করিলেন দায়িত্ব তাহার।
রূপ-রঘুনাথ-কথা ভূতলে করিয়া প্রচারণ,
প্রভুপাদ-মনোহভীষ্ট নিরন্তর করিছ পূরণ,
কঠোর বৈরাগ্য তব, কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি,
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীতে অচঞ্চল নির্ব্বিকার মতি।
অসতের যম-সম, সজ্জনের পরম সুহৃৎ,—
উপদেশামৃত দিয়া করিতেছ সকলের হিত
সহজ পরমহংস, ভাগবত সিদ্ধান্ত-নিপুণ,
পরদুঃখে সদা দুঃখী চিত্ত তব নবনীত করুণ।
অনন্ত সদ্‌গুণরাশিবিভূষিত উজ্জ্বল জীবন।
প্রতিষ্ঠা চাহ না দেব! প্রতিষ্ঠা যে করে আকিঞ্চন;
সেবিতে ও-পদযুগ' সুনির্ম্মল বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,
একান্ত আগ্রহভরে সেবা আশে করিছে সুনিষ্ঠা।
(কৃষ্ণ সেবা ছাড়া, অন্য বাঞ্ছা, ভক্তি নয়, ভোগ তার নাম,
বজ্রসম দৃঢ়ভাবে ঘোষিতেছ তুমি অবিরাম।
ভাগ্য নাই বন্দনার, মোরা যে দুরাচার অধম,
নাহি কৃমিসম কীট, ত্রিভুবনে আমাদের সম

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি সংরক্ষণ নদীয়া-প্রকাশ দপ্তরালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানত্রয়ীয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধগ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ও ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউ —(প্রাচীন, হরেল পল্লীর নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিত্যলাল অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ,

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনরহর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী।

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে মহাপ্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫৷০
দাদখানি নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৬৷৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাহপ	১০৷৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার " "	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২৷৹ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪৷৶০
নিম্নতম—	৩৪৸৶০
উচ্চতম —	৩৫৷৶০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৶—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৶০
সুজী	৫৸৶০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৶০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৶—৫৲
টা (এস)	৪৸/০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৶০
আটা নং (৩)	৩৸৶০—৪.
পোলাউ	১৷৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৷৶০ -১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২৷০

পান্তিরাম

ক্ষীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুর্জিন্দ ফাইন	৪৩৲
চাম্বর্গ সাধা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকে সাগু	
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷০—১০৷০
গুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৷০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৶০ —৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	১৬৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পাস —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (গ্যাগুল	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৪৷০—৭৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭৷৷০ —৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১১৷৷০
ষ্টিল পাটী, গোলট্‌ গরাদে	৮৸০—১০৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের জন্য	৯৷৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টেকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—— ::::: ——

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট *—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা যকৃৎ জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থের বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪.	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৷০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের পেপারে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৮৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত [illegible] বহু চিত্র
ইহাতে [illegible]
আছে। ভিক্ষা
৫৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:০:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আচার্য্যসম্রাট শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৭শে মে, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৭৫]

পাঁচ বৎসরে এম, বি পরীক্ষা

——:(•):(*):(•):——

এম-বি পাশ করিতে হইলে ৬ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে হইত কিন্তু গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সভা ঐ অধ্যয়ন-কাল ৬ বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসর করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুসারে যদি কেহ পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও প্রাণিতত্ত্ব (বায়োলজি) লইয়া আই-এস-সি পাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ বৎসরে মেডিক্যাল কোর্স শেষ করিতে দেওয়া হইবে।

যদি সে বায়োলজি না লইয়া পাশ করে ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভর্ত্তি হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়োলজি, বোটানি, ও জুয়োলজিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তাব লইয়া সেনেটে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

সিণ্ডিকেট সাধারণ আই-এস-সি কোর্স ব্যতীত একটী পৃথক মেডিক্যাল আই-এস-সি কোর্সও প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে নানা অসুবিধা দেখা দিবে বলিয়া সভায় অনেকে আপত্তি করেন। এই বিবেচনায় প্রস্তাবটী পুনরায় বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেটে প্রেরিত হয়।

এম-বি-ডিগ্রি কোর্স সম্পর্কে যে নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর ১৯৩৮ সালের পূর্ব্বেই উহা আমলে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়।

অধ্যাপক নিয়োগ

গত শনিবার সেনেট ডাঃ নীরেশচন্দ্র গুহকে ৪ বৎসরের জন্য ফলিত রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই পদে এইচ, কে, সেন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষও এক বৎসরের জন্য সংস্কৃত ও কম্পারেটিভ ফাইলোলজি বিভাগে অবৈতনিক লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্পেশ্যাল রিসার্চ-স্কলার হিসাবে কাজ করিতেছেন।

ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি

মিঃ সুবোধচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল, ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ-ট্রাভেলিং বৃত্তি লাভ করিয়া অঙ্কের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য আমেরিকা গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। এই বিবেচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসরও (১৯৩৭) তাঁহাকে ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি (বিজ্ঞান) দিয়াছেন।

ডাঃ বি, রামচন্দ্র রাওকে ১৯৩৭ সালের জন্য আর্টে ঘোষ-ট্রাভেলিং বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার গবেষণার বিষয় হইতেছে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রা-নীতি।

৯২নং আপার সারকুলার রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজ সম্প্রসারণের জন্য (জমির মূল্য সমেত) ৪০ হাজার টাকা শনিবার সিনেট সভায় মঞ্জুর হইয়াছে।

রেল শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, মুসলমান পর্ব্ব "ঈদ-মিলাদ" উপলক্ষে ২৪শে মে তারিখে ছুটি ঘোষণা করেন। তদনুসারে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের কর্ত্তৃপক্ষও ঐ দিবস তাঁহাদের কারখানা ছুটি থাকিবে বলিয়া জানাইয়াছিলেন। এই আদেশের প্রতিবাদ করে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের লোক ও কারেজ ওয়ার্কসপের প্রায় ৬০০০ জন শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কারখানার মধ্যে বসিয়া থাকিবে, এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে।

শ্রমিকেরা বলে যে, ২২শে তারিখে শনিবার এবং ২৩শে তারিখ রবিবার পড়িয়াছে। অতএব এই দুই দিনই কারখানা ছুটি থাকিবে। তারপর যদি ২৪শে তারিখ সোমবার দিনও কারখানা বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহারা একাদিক্রমে তিন দিন কোন মজুরী পাইবে না। ইহাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে। অতএব ২৪শে তারিখের ছুটি বাতিল করিয়া দেওয়া হউক বলিয়া তাহারা কর্ত্তৃপক্ষকে জানায়। রেলওয়ে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে কর্ণপাত না করায় শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করে।

রেলওয়ে কারখানার পরিচালকগণ কোন সাড়া দেননা। ইহার ফলে প্রায় ৬০০০ শ্রমিক কারখানার মধ্যে বসিয়া থাকে। শ্রমিকেরা কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ করে নাই। পাছে অশান্তির উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কায় পুলিশ আমদানী করা হয়। পুলিশেরা কারখানার চারিধারে টহল দিয়া ফিরিতে থাকে। ইতোমধ্যে রেলের একেণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট রেল কর্ম্মচারীরা সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন।

রাত্রি ১০টার সময় শ্রমিকেরা স্বেচ্ছায় কারখানা ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। তবে ঐ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকগণের কোন আপোষ মীমাংসা হয় নাই।

৪৬ জনের কারাদণ্ডাদেশ

গত ২২শে মে রংপুরের মহকুমা-হাকিম মেনানগরহাট গুলিনাবী মামলার রায় দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোট ৫০ জন আসামীর মধ্যে ৪৬ জনের প্রতি বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে আসামী তপন রায়, আফিজুল্লা, একাববকশ, পাচু খলিফা এবং মহেন্দ্র উদ্দীনের প্রতি তিন ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের এবং মুক্তিলাভের পর এক বৎসর সংভাবে থাকার জন্য মুচলেকা দিবার আদেশ দিয়াছেন। অপর ১৬জন আসামীর প্রতি ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। পুলিশের গুলী চালনায় সচ্চিদানন্দ নামে যে আসামীর পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে, তাহার প্রতি আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার আদেশ ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়াছেন। [illegible] এবং [illegible] অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

প্রায় ৯ মাস এই মামলার শুনানী চলে এবং সরকারী পক্ষে প্রায় ৮০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

শোচনীয় দুর্ঘটনা

হরিদ্বারের এক সংবাদে প্রকাশ, রায়পুর কালেজ পুলের নিকটে ৫ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪জন [illegible] হইয়াছে। [illegible]

যখন প্রস্তরের একটী নালা খনন করিতেছিল সেই সময় হঠাৎ ঐ নালার একাংশ ধ্বসিয়া যাওয়ায় শ্রমিকেরা চাপা পড়ে এবং উক্ত ঘটনা ঘটে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
। সংস্কৃত ভাষ্য ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ২৲
৮। শ্রীভক্তিসার-প্রদীপিকা ও ... সার
প্রদীপিকা ১।০
৯। প্রেমবিবর্ত ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৴
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তামাল্যিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ দিন দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। হরিভজন ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। ভক্তিপ্রদীপম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারসংগ্রহণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ উজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন--মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল অধ্যয়ন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অত্যন্ত ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থ-কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

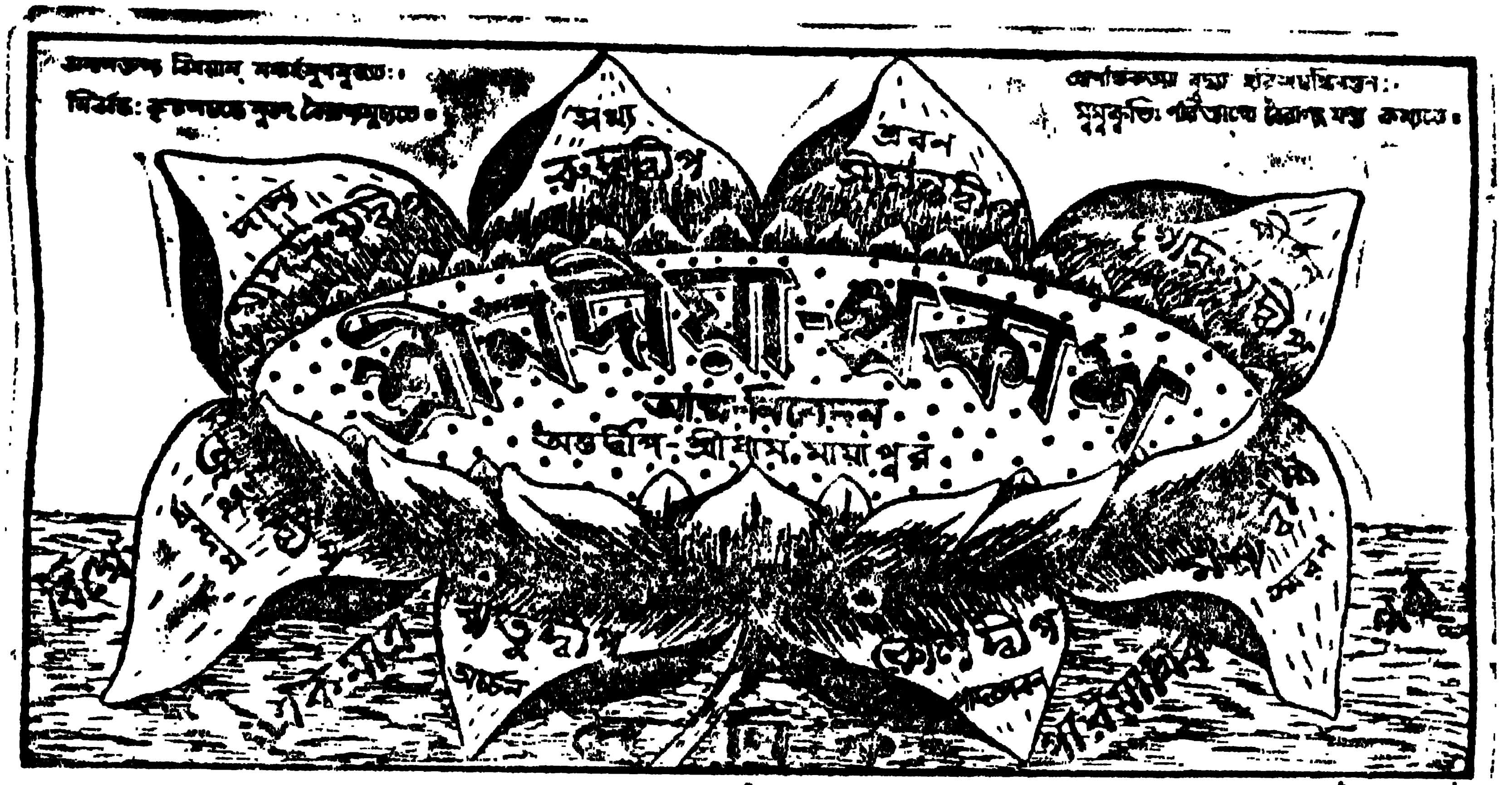

১২শ বর্ষ } ২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে মে ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৭০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ

গত ২৪শে মে সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের উৎসব উপবাস ও নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ প্রাতে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তথায় বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। প্রায় সমস্ত দিনই হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে থাকে। অনন্তর অপরাহ্নে ভক্তগণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর নিধনলীলা ও ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি কৃপার কথা বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে কীর্ত্তন হয় এবং বিপুল সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গোয়ালিয়রে প্রচার

(তারের সংবাদ)

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল প্রেমধর্ম্মের কথা সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়া গত ১৪ই মে ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার গোয়ালিয়র সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী ও বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দের বিপুল আনন্দবিধান করিতেছেন। গত ১৮ই মে মঙ্গলবার স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা'-সম্বন্ধে লাইব্রেরীতে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

চয়ন

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে অদ্য ১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে উষাকীর্ত্তন, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, মহাজন-পদাবলী সংকীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার যাজন হইবে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

(কেশরী ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)

শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

—:০:—

ঢাকায় গৌড়ীয় মঠের সভাপতির সম্বর্দ্ধনা

(সংবাদদাতার তার)

ঢাকা, ২০শে মে

গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও সভাপতি শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঢাকায় আসিলে পর ঢাকার জনসাধারণ ও গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ গতকল্য সন্ধ্যা ৭টার সময় মঠপ্রাঙ্গণে তাঁহাকে এক জনসভায় অভ্যর্থনা করেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। একটী সুদৃশ্য রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে অভিনন্দন-পত্রটি দেওয়া হয়। ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বিশিষ্ট জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুত যোগেশ দাস ও গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিশেষভাবে আচার্য্যকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করেন। আচার্য্যদেব সুন্দর এক বক্তৃতায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলেন যে, তাঁহার কোন কৃতিত্ব নাই, সকলই তাঁহাদের মঠের ভক্তবৃন্দের কার্য্যকলাপের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন যে, প্রকৃত আচার্য্যের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা সাধারণকে উপদেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপূজায় নিযুক্ত করা।

সভার শেষে কীর্ত্তন গান হয় ও সকলের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(কেশরী, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪৪)

প্রণতি ও পুষ্পাঞ্জলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হে রূপানুগ আচার্য্যপ্রবর! শ্রীনামের শরণ গ্রহণই বেদান্তের চরম উপদেশ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের একমাত্র শিক্ষা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবদান্য মহাপ্রভুর শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাম গ্রহণ করিতে শ্রীল অনন্তবাসুদেব-দাসকে সদা অনুশীলনের আদেশ করিয়া আপনাকে শ্রীরূপানুগ-শিক্ষক শ্রীনামাচার্য্য ও শিক্ষাগুরু বলিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরা যেন শ্রীল প্রভুপাদের সেই স্পষ্ট আদেশ পালন করিয়া বাণীরূপে আপনার আনুগত্যে সুকৃতিপ্রাপ্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামাচার্য্যের প্রথম আচার্য্যগণের প্রতি নিষ্কপট [illegible] করিয়া বলিতে পারি,—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোন [illegible] পারিত না হয়।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার ক'রে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী প্রকাশ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ ত্রিবিক্রম, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৫৫:

আত্মা

——::*)::——

আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। ইঁহাদের মধ্যে একটি ভগবান ও অপরটি জীব। জীবগণ পরমাত্মার অংশ। ভগবানের অংশ দুই প্রকার—এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্য প্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশগণ সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিভিন্নাংশগণই অনন্ত জীবনিচয়।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ এই যে, পরমাত্মা নিত্য প্রভুত্ব মহাবলশালী ও সকল কার্য্যে পটু ও সমর্থ, আর জীবাত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া অপূর্ণ ও অক্ষম। সুতরাং জীবগণকে কোন বলবতী শক্তি দ্বারা চালিত হইতে হইবে। নচেৎ তাহাদের অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী। যেখানে ভগবানের নিত্যাধীন জীবের ভগবান্ বা ভগবানের প্রিয়তম সেবক স্বরূপশক্তিগণের আনুগত্যের অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানেই জীব নানা দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায়। জীব যখন দুর্ব্বল তখন তাহাকে সবলের আনুগত্য করিতে হইবে বা তৎকৃপায় সবল হইয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধানে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার আর দুঃখ থাকিবে না।

পরমাত্মা এক, কিন্তু জীব অনেক। তিনি নিত্য শুদ্ধ; কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। তিনি নিত্য নির্ম্মল কোনো কালে আর জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিনতাপ্রাপ্ত। ভগবান্ নির্গুণ—গুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তু, তিনি কখনও প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ করেন না, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব বাসনা-দোষে প্রাকৃত বস্তুতে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। ভগবান্ অপ্রাকৃত গুণাধীশ, কিন্তু জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে পারেন। তিনি সকলেরই আশ্রয়, কিন্তু জীব তাঁহার আশ্রিত। তিনি সাক্ষী, জীবের সকল কার্য্যই দর্শন করেন। তিনি বৃহৎ, কিন্তু জীব অণু, এইস্থানে তাঁহাতে ও জীবে ভেদ এবং তিনিও চেতন জীবও চেতন, এইখানেই জীব ভগবানের সহিত অভেদ। ইহা অচিন্ত্য। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদের কথা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা গ্রন্থে বিভিন্নাংশ জীব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, চিন্তামণি হইতেও যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না; কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়, স্ব-স্ব কার্য্যের দাম্ভিকতা ও স্বতন্ত্রতা লাভ করে। কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিক গুণ ও শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রকৃত ধর্ম্ম পায় না। এই জীব জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অপ্রকৃত।

অনেকে বলেন, যখন সকল সময়েই জীবের সহিত ভগবান্ অবস্থিত আছেন, তখন জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কেন? তদুত্তর এই যে, জীব স্বতন্ত্র এবং মায়াবশযোগ্য। যখনই সে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে তখনই তাহার এই দুর্গতি হয়। ভগবান্ স্বেচ্ছাময়। তাঁহার উদ্দেশ্য ভক্তগণ ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারেন না। সুতরাং এইসকল অতীন্দ্রিয় বিষয় তর্ক দ্বারা বুঝা যাইবে না। যদি আমরা কখনও তাঁহার অনুগত হইতে পারি তাহা হইলেই ইহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

জীবাত্মা শুদ্ধ বস্তু। তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া জীবের দেহে যে আত্মাভিমান হয় তাহাই তাহার বন্ধন। সুতরাং তাহার বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপভ্রম—... বিনা অবলম্বন মাত্র, স্বপ্নে শিরচ্ছেদনাদির ন্যায় মিথ্যা মাত্র। ফলে পতিত চক্ষের কম্পন দেখা দিলে, আত্মার ব্যাপারও কতকটা তদ্রূপ। অনেকের ধারণা, জীব বলিয়া পৃথক কোন বস্তু নাই, জড়দেহই জীব; কিন্তু ইহা ভুল। কারণ জড়ের চেতনতা নাই এবং জীব যখন দেহ হইতে চলিয়া যায় তখন দেহ অকর্ম্মণ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা জীব যে দেহ নহে তাহা কতকটা বুঝা যায়। অন্য সময় এই চেতন আত্মার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

স্বহস্তাভিষিক্ত যোগ্যতম শুশ্রূষু সেবকবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-

আম্নায়দর্শনাধস্তন শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপালক-

প্রচারকবর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রেষ্ঠসেবক

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে

'প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি'

::(*)::

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য! নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মপরাগাবিষ্ট ঢাকা-নগরীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আপনার শুভবিজয়কে আমরা সানন্দে ও সশ্রদ্ধান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার শ্রীমুখ বিগলিত ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী সুধাসারে আমাদের কর্ণকুহরে বরণ করিবার যোগ্যতা দান করুন।

হে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে যখন ঢাকা নগরীতে প্রথম শুভপদার্পণ করেন তখন আপনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষু সেবকরূপে আচার্য্যের অনুগমন করিয়া শ্রীরূপানুগবর ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর পরিবেশক-বিপণি-মালার যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা সরস্বতীজয়শ্রীতে অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রায় আপনাতেও আজন্ম ব্যবহারিক দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন পূর্ব্বক সৎসঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রকাশ করিয়া 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমরা এতটা মূঢ়মতি, স্থূলবুদ্ধি ও সিদ্ধান্তে অলস যে, শ্রীল প্রভুপাদের ঐ ব্যাখ্যার একটী কথাও তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু একমাত্র আপনিই ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম সম্যক্ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা আমাদের জন্য লিপিতে সংরক্ষণ করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তখন আপনি শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল সংরক্ষিত বাণী শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে তথ্য ও বিবৃতি আকারে প্রকাশ করিয়া এবং স্বয়ং উহা সরল ভাষায় আমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া বেদান্তের 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

হে স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ! আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর 'সন্ধ্যাবলী' জগতে প্রকাশ না করিলে আমরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর একমাত্র অহৈতুক-দানবৈশিষ্ট্য-রূপ অনুক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনের শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতাম। যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারী বলিয়া নিত্যকীর্ত্তিত হন—যাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা সমস্তই মূর্ত্তিমান্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীস্বরূপ—যে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীল কবিরাজের বাণী—

> **সিদ্ধান্ত** বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
> ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ়-মানস॥
> (চৈঃ চঃ আ ২।১১৭)
>
> চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
> তবে ত' জানিবে **সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ**॥
> (চৈঃ চঃ অ ৫।১৩২)
>
> তোমার **সিদ্ধান্ত** সঙ্গ করে সেই জনে
> 'এক'বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে॥
> (চৈঃ চঃ ম ২০।১৯৪)
>
> তবে সনাতন সব **সিদ্ধান্ত** পুছিলা।
> ভাগবত-গূঢ় **সিদ্ধান্ত** প্রভু সকল কহিলা।
> (চৈঃ চঃ ম ২৩।১০৯)
>
> রায় কহে,—কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
> যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥
> (চৈঃ চঃ অ ১।১২৩)

—প্রভৃতি শ্রৌতবাণী নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া জীবের চিত্তকে ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত চিচ্ছোণিত ব্যয় করিয়াছেন, যে 'সিদ্ধান্ত' পরিত্যাগ করিলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও মায়াবাদ, ভুক্তি-মুক্তিপিশাচী ও মায়া-রাণীর বহুরূপিণী

ঐন্দ্রজালিক নৃত্য প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে গ্রাস করে, সেই সিদ্ধান্তকে যখন কেহ কেহ 'মানসিক ব্যায়াম' (intellectualism) বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তখন আপনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-প্রভুপাদের দ্বিতীয়-স্বরূপ আচার্য্যকেশরিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত রক্ষণ ও পোষণ সেবাকেই শাস্ত্রে ও মহাজনগণের আচরণে 'আচার্য্যত্ব' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তই সেবার রূপে প্রকাশিত; সিদ্ধান্তবিহীন সেবা ও বুদ্ধিমত্তা কর্ম্মবীরত্ব ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবীরত্ব মাত্র, ইহা শ্রীল চৈতন্যসরস্বতীর ন্যায় আপনিও অনুক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। আপনি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম শুশ্রূষু বা শ্রবণকারী, এই জন্যই আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রেষ্ঠ। আপনার ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সিদ্ধান্ত আর কেহই সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারেন নাই,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমার অন্ততঃ কোটিবার শ্রবণ করিয়াছি। ইহাই আপনার বাণী-শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান সাক্ষ্য। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিয়া তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের অন্তরঙ্গ শুশ্রূষা বা শিষ্যত্ব যতটা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজক-লীলাভিনয়কারী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছেন; আপনি তাঁহার সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া শ্রবণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ লাভ করিয়াছেন, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা, লেখনী ও সিদ্ধান্ত—যাহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য, তাহা একমাত্র আপনিই সুবোধ করিয়া দিতে সমর্থ, ইহা আমরা নিরন্তর লক্ষ্য করিয়াছি। এখনও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে, বক্তৃতাবলীতে, অভিভাষণে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে এমন অনেক কথা আছে—যাহার সাধারণ তাৎপর্য্যও কোন জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা আমরা কেহ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আপনি অতি সরলভাবে সেই সকলের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ দক্ষ। আপনি আচার্য্যের বাণীর ভাষ্যাচার্য্য—আপনি আচার্য্যের বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষু, এইজন্যই আপনি বাণীশ্রেষ্ঠ।

আপনার চরিত্র গোকুলবাণী-মহোৎসবময়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকালে নানাপ্রকার চর্ব্ব্য চূষ্য-লেহ্য-পেয় সামগ্রীর মহামহোৎসবের দ্বারা লোকাকর্ষণ করিয়া যখন শ্রীল প্রভুপাদ বাণী-বধির জীবকুলকে চৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন আপনি গৌড়ীয়পত্রে বিচিত্রবাণী-সম্ভারের দ্বারা গোকুল-মহামহোৎসব প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছিলেন। আপনিই চতুর্থবর্ষ 'গৌড়ীয়ে' 'প্রাকৃত-সহজিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধকে 'পুরাণা নালতের শুক্ত', 'সহজিয়ার চিত্র' প্রবন্ধকে —"কোমল-নিম্বপত্র সহ ভাজাবার্ত্তাকু", 'নব্য-গ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী'কে—'দধি', শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বককে 'পুষ্পান্ন' ও 'পেচরান্ন', শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্রকে—'কানিকা', শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠাষ্টকমকে—'বেশুনী', শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টককে—'পায়সান্ন', পরম গুর্ব্বষ্টকমকে—'গৌর-পিণ্ড শাক' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী-মহামহোৎসব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ বা বপুতে অতি নিবিষ্ট হইয়া আমরা যাহাতে বাণীর প্রতি অমনোযোগী না হই, তজ্জন্য আপনি চিরদিনই শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় বহুভাবে সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীল রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু নবীন উপাসকগণের জন্য বপুর্দর্শনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার কথা কণ্ঠসরকণ্ঠে জানাইয়াছেন। আমাদের নিবেদন-জ্ঞাতায় নিত্যবৃদ্ধিতে বাণীর প্রতি বধির হইয়া বপুর প্রতি আকৃষ্ট হইবার অধিক যোগ্যতা আছে; কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে যেরূপ সতর্ক করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগকে সতত সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা আপনার এই বাণী বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, আপনি অপ্রাকৃত বাণী ও বপুতে ভেদ দর্শন করেন। কিন্তু আপনার বাণী জানাইয়াছেন,—ইহা তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা। আপনি বাণীমূর্ত্তিবিগ্রহ দর্শনকে নিরাস করেন না; কিন্তু বাণীহীন বপু বা কাঠ-পাথর-রক্তমাংস দর্শন অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় "ভৌমে ইজ্যধীঃ" করিয়া তদ্দ্বারা প্রাকৃত প্রয়োজন-সিদ্ধির চেষ্টাকেই গর্হণ করিয়াছেন। বাণীর শুশ্রূষায় আমরা আমাদিগকে অপ্রাকৃত 'বপুতে' নিত্য-দৃশ্য ও ভোগ্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। তখন অপ্রাকৃত বাণী ও বিগ্রহে ভেদ আরোপ হয় না, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বেদান্তের ভূমিকায় কথিত Morphology ও Ontologyর বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয়াচার্য্যগণ নিত্যসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ, তাঁহারা ভক্ত সম্প্রদায় বা গণমতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন না। গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আপনার প্রকাশও সেই প্রণালীরই অনুগমন করিয়াছে। আচার্য্য সকল ক্ষেত্রেই যে পূর্ব্বাচার্য্যের দ্বারা বা সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন,—এরূপ বিধি বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসে নাই। শ্রীরামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বারা আচার্য্যরূপে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হন নাই বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষের দ্বারা আচার্য্যরূপে স্বীকৃত হন নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের দ্বারা, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর বা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা জাগতিক বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ন্যায় কিংবা দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির মহান্তগণের উত্তরাধিকারীর ন্যায় দলিল-পত্রে অধস্তন আচার্য্য বলিয়া সাধারণের নিকট প্রচারিত হন নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মনোঽভীষ্ট-প্রচারে নিত্য-সিদ্ধ ঐকান্তিকতা, আম্নায়-বাণীর সেবায় একনিষ্ঠতাই স্বতঃসিদ্ধভাবে তাঁহাদের আচার্য্যস্বরূপ অতি স্বাভাবিকরূপে জগতে প্রকাশ করিয়াছে। আপনারও সেইরূপ নিত্যসিদ্ধভাবে পাষণ্ডদলন ও শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনরূপ শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ সেবার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত।

আপনি শ্রীচৈতন্য-মঠাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তথা অখিল নিষ্কপট নিঃস্বার্থ ভাগবতগণের দ্বারা আচার্য্যরূপে বৃত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠ বলিতে শ্রীচৈতন্য বাণী'-প্রচারই লক্ষিত হন। গৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গাং। সেবোন্মুখ, ভজনোন্মুখ না লইয়াই মঠ, দালান-কোঠা মঠ নহে।" আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ আপনার আচার্য্যত্বকে সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে তাহা 'মঠ' পদবাচ্য হইবে না, উহা ভাবলোক্য দালান-কোঠা বা শ্রীচৈতন্যকথা-বিহীন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ইহাই বলিয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্যমঠানুগ সেবোন্মুখ ও ভজনোন্মুখ ভক্তগণের সজ্জারাম—গৌড়ীয়মঠসমূহের প্রত্যেক নিষ্কৃৎসর ও নিষ্কপট সেবকই আপনাকে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন।

আপনি সত্য ভাগবত পরমহংস। কেন না, শিমন্তাবর্ত, জগদগুরু শ্রীমদ্বক্রপাদ, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদপ্রমুখ আচার্য্যগণ জানাইয়াছেন যে, [illegible] প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, [illegible] পরমহংস-পরম্পরা। আপনি [illegible] বা কনিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের পরমহংস-পদবীর প্রতি প্রাপ্য বস্তু নহেন। যাহারা আচার্য্য-বাণীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না, তাহারা আপনার সত্য ভাগবত পরমহংসত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মোহগ্রস্ত হইবে, ইহাও আপনার আচার্য্যত্বের একটি করুণা। আপনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের সমস্ত শ্রী ও বৈভবকে তাঁহাদের শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আশ্রয়-সম্পত্তিরূপে 'বন্ধের ভোগোপকরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বা 'বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি বিভ্রান্ত দর্শন করিয়া মৎসরস্বভাবসুলভ ভক্তিবিরোধ বা জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা তত্ত্ব, শাস্ত্র প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ও ভগবদ্ভক্ত হইতে বিচ্যুত। শ্রীল প্রভুপাদ একদিন এই সকল কথা 'কবাধ্যায়-দর্শন-জ্ঞাদর' প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছিলেন। একদিন মহাপূর্ণ শিষ্য রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য কোন প্রকার [illegible] হইলেন না। দেখিয়া ভক্তবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তগণের এই সন্দেহ নিরসনকল্পে আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলিয়াছিলেন,—

"[illegible] প্রকারেণ [illegible] শিক্ষাপ্রদানম্।
অতঃ তেনোক্তমার্গেণ [illegible]"

চাক্ষুষ

"গুরু শিষ্যের লক্ষণ কি, অর্থাৎ তিনি শ্রীগুরুর নিকট কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইহা শিখাইবার জন্যই শ্রীগুরুদেব এরূপ আচরণ করিয়াছেন। অতএব আমি তৎপ্রদর্শিত মার্গই আশ্রয় করিব, উহার অন্যথা করিব না।

শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"গাছে বসে দোলাতে [illegible] হ'বে না। আমি গুরুর কাজ করছি, কিন্তু যদি আমার জয় দিতে হ'বে না—[illegible] প্রচার কার্য্য [illegible] এইভাবে বলি—বেশী ক'রে আমার জয় দাও, তা'হলে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কপট সম্প্রদায়—[illegible] স্বার্থ-কামি [illegible] মনে করছেন—গুরুর আসনে ব'সে [illegible] কিরূপে? প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'গুরু' জ্ঞান ক'রবে। [illegible] অমানি-মানদ ধর্ম্ম [illegible] র'য়েছে, যাঁরা [illegible] দর্শন করে, তা'রা নিবাক্ষেপ [illegible]—[illegible]"

[illegible] আপনার [illegible] মহাপুরুষ। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনোঽভীষ্ট [illegible] আচার্য্য [illegible] মানের [illegible], আচার্য্য মহিমা-কীর্ত্তনরূপ [illegible] শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত [illegible] আদর্শ স্থাপন করিলেন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible]।

[illegible]

ঐ, শ্রীমায়াপুর, [illegible]

[illegible] আছে।

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] ৭১১৫।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রী[illegible]। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible] শ্রী[illegible] ভক্তিভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক— শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্বঙ্কিম দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগৌর[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। এস্থানে শ্রীগৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) শ্রীগুরুকৃষ্ণ-শ্রীলনগাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রী[illegible] গৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান

শ্রীবাসুদেব ও শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা — (শ্রীসাক্ষীগোপাল পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনারায়ণ অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাকালপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা।

রক্ষক — শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আলুবাড়ী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, ৩নং মায়াপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীমদ্‌ করুণা ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাকিপুর (বিহার)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক — শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং হরিশ্চন্দ্র, বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেখপাড়া,

পোঃ ভোভোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) থানেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রো কল্যাণবাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমার্শি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্শি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মান্দ, (হাবড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ী

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী

এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল-

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৩।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪৵০
পেশোয়ারী	৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫,৫০
সভরেণ	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম —	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৴০—৬৷
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷০—৫৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪.
পোলাউ	১৷৶০—১৸০
ভুষি	১।৵০—১৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৩৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম

ভীর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওরা	৪১৸০

সুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরদিন ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্স লাম্প	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পারক সাগু	৬৷০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷০—১০৷০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲-১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷০—১৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৯৷০—১০৲

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৷০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲—
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন

২৪ গেজ—	
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ০ —৸

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১৷০
প্লেট কাটিং বা চিট কাটা মণ	৪।০—৬৷০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩৷০

হিল পাতী, বোলটু, গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯৷০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আস্তিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপবাদ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং অক্রুরদত্ত রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত

ইহাতে গুম্ফিত করা

হইয়াছে।

:০:———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ

পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী

আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে

মুদ্রিত। ৬৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

আছে, ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:*:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

[illegible]
শ্রীশ্রীমদ্ [illegible]
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৮শে মে, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৭৬]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

সাম্রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

বৃটিশ-সাম্রাজ্য-সম্মেলনের একটী প্রধান সিদ্ধান্ত হইবে এক বিরাট "পূর্ব্ব এশিয়া নৌ-বাহিনীর" সৃষ্টি ; এই বাহিনীর কেন্দ্র হইবে সিঙ্গাপুর। স্যার স্যামুয়েল হোর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ-সাম্রাজ্য সামুদ্রিক ; সুতরাং সুদূর প্রাচ্যের বাণিজ্য পথগুলি এবং ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলি রক্ষার জন্য তিনি একটী স্বতন্ত্র বিমান-বহরের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দেন।

হিসাবে দেখা যায় যে, এই "পূর্ব্ব এশিয়া নৌ-বাহিনী" গঠন করিতে ৭ কোটি পাউণ্ড খরচ পড়িবে এবং উহা সম্পূর্ণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নৌ-বহর নির্ম্মাণ ও রাখিবার ব্যয় ভারতবর্ষ ও ডোমিনিয়নসমূহকেও বহন করিতে হইবে। নৌ-বাহিনীটি রাখিবার খরচা পড়িবে ১কোটী ২০লক্ষ পাউণ্ড। বৃটেন আপাততঃ উহার শতকরা ৬৪ ভাগ দিতে রাজী হইয়াছে ; বাকীটা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ভাগা ভাগি করিয়া দিবে। ভারতের ভাগে কতটা পড়িবে, তাহা ঠিক করাই একটা প্রধান সমস্যা। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ইহার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ করিবেন ; তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইবেন যে, তাঁহাদের সহিত এই ব্যাপারে কোন পরামর্শ করা হয় নাই এবং সিঙ্গাপুরের ঘাটির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা নহে—অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে রক্ষা করাই উহার বড় উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সাম্রাজ্য সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটি গুপ্ত বৈঠক হইবে এবং ঐ বৈঠকে ভারত-সম্পর্কে জাপান যে কি বিরাট সমরসজ্জা করিতেছে এবং কি সব মতলব করিয়াছে তৎসম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্যসমূহ জানান হইবে। সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থা যদি পুনঃসংগঠিত না করা হয়, তবে জাপান নাকি সোজা শ্যামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বৃটিশ ভারতের এক ভয়ঙ্কর প্রতিবেশীরূপে দেখা দিবে। জাপানী চরদের সাঙ্কেতিক কার্য্যকলাপের বিবরণ সম্বলিত সরকারী কাগজপত্রও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে দেখান হইবে।

পূর্ব্ব এশিয়া নৌ বাহিনীতে নিম্নলিখিত বিভাগ থাকিবে :—(১) পাঁচটী 'ক্যাপিটাল শিপে'র একটি স্কোয়াড্রন ; (২) দুইটি ক্রুজার স্কোয়াড্রন ; (৩) তিনটি ডেষ্ট্রয়ার দল এবং তাহাদের পাশের জাহাজ ; ইহাদের মোট সংখ্যা হইবে একশত।

—

স্পেনে শান্তিস্থাপন সম্ভব কি ?

——(४)——

স্পেনে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে বৃটেন যে প্রস্তাব করিয়াছে ফ্রান্স,জার্ম্মাণী ও বেলজিয়াম তাহাতে সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছে। কিন্তু স্পেনের সরকারপক্ষ ও বিদ্রোহীপক্ষ উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ভ্যালেন্সিয়ার স্পেনীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর চার ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনের পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না করা পর্য্যন্ত শান্তিস্থাপন সম্ভবপর হইবে না।

বিদ্রোহী পক্ষের সংবাদপত্রসমূহ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাটি [illegible] সরকারী মহল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে কোন আলোচনা চালাইতে রাজী নহেন, কারণ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে তাহারা শত্রুপক্ষীয়দের চাতুরী বলিয়া মনে করেন।

——

গালীর অভিযোগ

——:০:——

সিনর গায়দা "জিওর্ণেল দি'ত্যালিয়া" পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে নিরপেক্ষতা ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া তাহার জন্য দায়ী। স্পেনে যুদ্ধবিরতির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, এই প্রবন্ধের ফলে তাহা সুদূরপরাহত হইল।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকের ও মে মাসের প্রথম দিকের কয়েকটী তারিখের নাম করিয়া তিনি বলেন, ঐ সমস্ত তারিখে জাহাজ ও অন্যান্য যান-বাহনের সাহায্যে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের নামে স্পেনে যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "জমাট দুগ্ধ" লেবেল দিয়া ৩০ টন গোলা-বারুদ এবং "বাইকারবোনেট" লেবেল দিয়া কয়েকটন বিস্ফোরক ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রেরণ করা হইয়াছে। [illegible] সরকারী সংবাদ হইতে পুর্ব্বোক্ত [illegible] উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

সিনর গায়দা বলেন, স্পেনীয় [illegible] নিকট জেলে-নৌকাগুলিকে যেরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত জেলেদের দেশীয় [illegible] অফিসার প্রতিবাদ করেন [illegible] জন্য [illegible] চাহেন। সিনর গায়দা বলেন, এই জেলে নৌকাগুলি বে-আইনী কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

——

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

——:০:——

গত ২৩শে মে রাত্রে লাহোর জেলার কাসুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে একদল ডাকাত লোক [illegible] সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা ৫ [illegible] গুলী করিয়া খুন করিয়াছে এবং দুইজনকে আহত করিয়াছে। একদল পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহারা ধরা পড়ে নাই।

[illegible] গ্রামের দুইটি দলের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। প্রকাশ যে, [illegible] একটির [illegible] পুলিশ [illegible] করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত দলপতি তাহার দলের অন্যান্য লোক লইয়া বন্দুক প্রভৃতি [illegible] হয়। [illegible] একটি [illegible] করিয়া [illegible] কিন্তু যাহা [illegible] সেখানে পুলিশ [illegible] করে। [illegible] গ্রামে [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাহার [illegible] জন্য অন্য গ্রামে গমন করে। [illegible] তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। [illegible] তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
ভাগবত বিরাট সংস্করণ [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬
। সরস্বতী [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৲
৮। সংকীর্তন [illegible] ১০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিগ্রহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যগোবিন্দ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার ।০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়-বন্দনা ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] সংস্করণ) ।৶
৩২। [illegible] (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৷৵
৪৩। সাধন [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। পঞ্চসংস্কার ।০
৫২। মানমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম ৶০
৬০। সাধনামৃত ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাবরণ দর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ভিউ এ্যাউস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপটস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বেষ্কটীকম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শ লেখনীর অক্লান্ত আয়াসে করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু তথ্য এই বিরাট, আনন্দ ও আত্মার মধ্য মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রামাণ্য মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা। প্রথম খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে মে ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ৭৬তম সংখ্যা

না রা য় ণ গ ঞ্জে আ চা র্য্যা ভি ন ন্দ ন স ভা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পার্ব্বতীপুরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী পার্ব্বতীপুরের সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথাকার দুর্গামণ্ডপে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিবস শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে তথাকার সকলেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য লীলার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ লাভ করেন।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে শনিবার হইতে দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী ঢাকার বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক মহোৎসব অহর্নিশ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই প্রত্যূষ হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বিবিধ ভক্ত্যঙ্গযাজন করা হইয়াছে। উৎসবের তৃতীয় দিবস ২৭শে বৈশাখ সোমবার অপরাহ্নে শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী রচনা করিয়া বিচিত্রবর্ণের বহু পতাকা ও আশাসোটাদি পরিশোভিত হইয়া ঢাক, বাঁশী ঐকতানবাদন, ও মৃদঙ্গ-করতালাদিসহ উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বহির্গত হইয়া বালিয়াটি পল্লীটি পরিভ্রমণ করেন।

উৎসবের চতুর্থ দিবস ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে মঙ্গলবার শ্রীমঠে সাধারণ মহোৎসবে [illegible] করেন ভক্তগণ।

নারায়ণগঞ্জে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

-:০:-

নগরবাসী ও গৃহস্থভক্তগণকর্ত্তৃক অভিনন্দন প্রদান

(তারযোগে প্রাপ্ত)

নারায়ণগঞ্জ, ২৫শে মে

বিশ্ববিশ্রুত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্ট আচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বহু বৈষ্ণব-সমভিব্যাহারে গত ২৩শে মে রবিবার ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে শুভবিজয় করিয়াছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণ, উকীল সমাজের সভ্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গৃহস্থভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন ও বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধিত করেন। একটী সুবৃহৎ সভায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত নগরবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে দুইটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। তথাকার স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বরদানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী বি-এ, বিদ্যালঙ্কার মহোদয়দ্বয় নগরবাসিগণের পক্ষ হইতে এবং গৃহস্থ ভক্তগণের পক্ষ হইতে যথাক্রমে দুইটী অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে অর্পণ করেন। বারদীর স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্, বার এট্‌-ল, [illegible] হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র এবং উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র রায় মহোদয়গণ যথাক্রমে আচার্য্যাভিনন্দন-সভায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে [illegible] প্রদানমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরূপানুগ পূর্ব্ব আচার্য্যগণ হইতে শ্রৌতপ্রণালীতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টাকালব্যাপী গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল আগ্রহ ও অভিনিবেশ [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করেন।

[illegible] সাত্ত্বিক কীর্ত্তনের পর হইতে নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, অনাহুত, [illegible] বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহোৎসবকার্য্য [illegible] জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী [illegible] মহোদয়ের পরিচালনে উৎসবের কার্য্য অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুনে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সম্প্রতি রেঙ্গুনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। [illegible] শ্রীভগবানের নাম মহিমা কীর্ত্তন ও [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible] মহারাজ [illegible] পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। [illegible] করেন ভক্তগণে॥

"আমার গুরুদেব জড়জগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার ক'রে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব মধুরদ্রবময় রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী প্রকাশ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ ত্রিবিক্রম, নিধি গঙ্গাজলাশ্রী গৌরাব্দ ৪৫১

দৈন্য

দৈন্য আশ্রিত সেবকমাত্রেরই সহজ ধর্ম। ইহা বৈষ্ণবগণের শ্রীঅঙ্গের ভূষণস্বরূপ। হৃদয়ে এই দৈন্যভাব না থাকিলে সম্যক ভগবৎসেবায় সম্যক্ প্রকারে নিয়োজিত করা যায় না। ভোগপ্রবৃত্তিই আমাদের চিত্ত দৈন্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে সেবা সেইখানেই দৈন্য, আর যেখানে সেবার বিপরীত ভোগ ও ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, সেখানে এই অভাব। কুলীন, পণ্ডিত, জড়াভিমানিগণের চিত্তে দৈন্যের উদয় সহসা হয় না, কিন্তু দীনের প্রতি দয়া স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। অমানী হইবার অভ্যাস না করিলে দীনতা আসে না। কোন অভিমান না থাকাই দৈন্য। এক কথায় দৈন্য একমাত্র ভগবৎসেবকেরই [illegible] দৈন্যভাবের একচেটিয়া সম্পত্তি। ধন, কৌলিন্য, কান্তি, বিদ্যা এবং রূপাদি থাকুক আর নাই-ই থাকুক, তাহাতে জড় অভিমান থাকিবার কোন বাধা নাই। দৃশ্যতঃ নির্ধন, অপণ্ডিত, অকুলীন ও রূপহীন হইলেই যে তাহার চিত্ত দৈন্যবিভূষিত হইয়াছে তাহা নহে। অনেক সময়ে বাহিরে সাধারণ চক্ষে ইহারা দীন বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহাদের অন্তর যথেষ্ট অভিমানপূর্ণ থাকায় তাহাদের চিত্তে দীনতা স্থান পায় নাই, তাহারা নির্ধনাভিমান দূর করিতে পারে নাই, তদ্রূপ [illegible] হইতে দূরে করিয়া দিয়া তথায় ভগবানের আসন পাতিতে পারে নাই, তাহারা ভগবানের কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই অর্থাৎ শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাবারি সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইলেও তাহাদের উষর চিত্তক্ষেত্রে তাহা রস নাই। সুতরাং বাহিরের দৈন্য আর অন্তরের দৈন্য যে একবস্তু নহে—ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

জাগতিক ভোগোপকরণগুলি হরি-ভক্তির পথে অনেক স্থলে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেই জন্য এইগুলি যাহাদের নাই বা কম আছে তাহাদের ভক্তিপথে চলিবার অনেক সুযোগ আছে এইমাত্র বলা যায়। সেইজন্য কুন্তীদেবী কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

'জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥'

সংসারে যাহাদের সৎকুলে জন্ম আছে, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহাদের অহঙ্কার খুব বেশী। এই অহঙ্কারে পাছে তাহারা সংসারে গর্ব্বিত থাকে বলিয়া তাহাদের চিত্তে ভগবৎ চিন্তা স্থান পায় না, ভগবৎ-কথা শ্রবণে অবসর তাহাদের হইয়া উঠে না। ভগবৎ-সেবা কার্য্যে সম্মানিত্বের যোগ্যতা তাহাদের [illegible] হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ভগবানের সেবার যোগ্য নহে। কারণ, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ হইতে না পারিলে ভগবন্নাম চিত্তে উদিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

জীব সেবোন্মুখ না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকিলে কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারে না। ভোক্তার দম্ভ কখনও উপলব্ধি বা সহনশীলতা নাই। সেই জন্য জড়াভিমান বা জড় প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার পক্ষে অপরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট ও কৃষ্ণসেবায় অভিনিবিষ্ট হইয়া অপরাধ শূন্য, সুনীচ, গুণ-গ্রাহী, সহনশীল, নিজ প্রতিষ্ঠালাভে উদাসীন ও অপরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদগ্রীব। তাঁহারা নিজকে ভগবানের সেবক বলিয়া অপরের [illegible] তাঁহাদের অন্য কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত নিজ সুখের জন্য কোন কামনাই নাই বলিয়াই তাঁহারা ভক্তিদ্বারা অভিমান ত্যাগ করিয়া দাসাভিমানে নিষ্কপট থাকিয়া সতত সেবানন্দে বিভোর। সেই শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে সর্ব্বপ্রাণী-পদদলিত তৃণ হইতেও অধম জ্ঞান করেন। সেই শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনও বৈষ্ণব বা গুরু জ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য বা সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। ইহারই নাম অকৃত্রিম দৈন্য বা শুদ্ধ সেবকাভিমান।

কপটতা করিয়া বাহিরে কাঁদাকাটি ভাব দেখাইলেই দীন হওয়া যায় না। অকৈতবে শরণাগত না হইলে যথার্থ দৈন্যের উদয় হয় না। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত জাগতিক সব ছাড়িয়া সর্বাত্মভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তির বৈষ্ণবতা স্থিত। পরম ভক্ত বজ্রাঙ্গজীর ভগবদ্বিদ্বেষী রাবণের লঙ্কা-দহন-কার্য্য তাঁহার দৈন্যেরই পরিচায়ক। ইহাতে দৈন্যের অভাব বুঝিতে হইবে না। ভগবৎ-সেবার জন্য যাঁহার প্রাণ এত ব্যাকুল, ভগবদ্দাসাভিমান ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই সেই সেবকাভিমানী বজ্রাঙ্গজী মহারাজ দৈন্য-গুণে বিভূষিত নহেন ত' এ গুণে গুণী আর কে? তবে তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই করেন না, ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় চেষ্টা বা অনুষ্ঠান ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

নিজ চেষ্টা দ্বারা দীন হওয়া যায় না—ভগবৎকৃপালাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে চিত্ত যত নির্ম্মল হইতে থাকে ততই নিজের দীনতা, ক্ষুদ্রতা ও কৃষ্ণপ্রেমধন হীনতারূপ দারিদ্র্যের কথা ক্রমশঃ উপলব্ধি হয়। অন্য উপায়ে ইহা সম্ভব নহে। সেইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বরচিত 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে 'নিত্যধর্ম্ম ও সংসার' বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছেন—"কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই, ভক্তিসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে।" এই কথাটি শুনিয়া হয় ত' কোনও কোনও গৃহত্যাগী নামধারী ব্যক্তি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিতে পারেন। বিশেষতঃ যাঁহারা অজ্ঞাতাভিলাষ প্রেরণায় গৃহত্যাগের অভিনয় মাত্র করিয়া ব্রহ্মচারী অবস্থায় আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা নিজেকে বোকা বলিয়া ধারণা করিয়া হয় ত' হতাশ হইয়া পড়িবেন, কেহ কেহ হয়ত' গুপ্তভাবে গৃহ ভাঙ্গাইয়া অন্যসম্প্রদায়ী জনগণের সহিত গোপনে গোপনে পরামর্শ করিয়া যোষিদ্রূপতৃপ্তির যোগাড় দেখিবেন। পক্ষান্তরে গৃহমেধী বৈধ বা অবৈধ লম্পট গৃহস্থবৈষ্ণব-ব্রুবের দল নিজদিগকে অতি বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া কখনও একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আবার কখনও বা বহুবল্লভ সর্বাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ঘোর নরকের পথে অগ্রসর হয়। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের উপরিউক্ত বাণীর তাৎপর্য্য কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী উভয়েরই উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্তের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কি না, তদ্বিষয়ে সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যানুসারে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

জৈবধর্ম্মের অপর নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। জীবের স্বভাববৃত্তিই বৈষ্ণবতা। জীব স্বভাবতঃ বা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা ভগবদ্দাস হইলেও যাঁহার শুদ্ধভক্তি বা ভগবৎ-সেবাবৃত্তি সাধুগুরুকৃপায় মায়িক আবরণমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব, আর যাহার সেই বৃত্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বিভিন্ন প্রকার আবরণে আবৃত রহিয়াছে তিনি অবৈষ্ণব। শাস্ত্রানুমোদিত জাগতিক আশ্রমাদি বিচারে 'গৃহস্থ' ও 'গৃহত্যাগী' শব্দদ্বয় 'বৈষ্ণব' শব্দের পূর্ব্বে বসিয়া 'গৃহস্থ বৈষ্ণব' ও 'গৃহত্যাগী বৈষ্ণব' এই শব্দ দুইটী রচিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব-বিচারে 'গৃহস্থ' ও 'গৃহত্যাগী' শব্দ দুইটিকে উপাধিবিশেষ বলা যাইতে পারে। কারণ, শুদ্ধবৈষ্ণব কোন দেশকালপাত্র বা বর্ণাশ্রমাদির মধ্যে আবদ্ধ নহেন, তবে ব্যবহারিক জগতের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে কোন আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিগণের মঙ্গলোদ্দেশে তাঁহাদের ভগবদ্ভজনের ক্রমোন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। তবে গৃহস্থের সহিত গৃহত্যাগীর কোন কোন বিষয়ে আচারের পার্থক্যমাত্র রহিয়াছে—

দুঁহে গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব বিচার।
দুঁহে ভক্তি অধিকারে পৃথক্ আচার॥
দুঁহার মাহিমে যুক্তবৈরাগ্য বিধান।
সুজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহার সব পরিমাণ॥

(সাধককণ্ঠমালা)

ভগবৎ-সেবাভিলাষী স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধারণ জীবগণের পক্ষে অবলম্বন না করিয়া মহাজনগণের নির্দ্ধারিত বিধি বা শাস্ত্রবাক্যসমূহ অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে গৃহস্থ বৈষ্ণব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না; উপযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহ-শব্দবাচ্য। সেই অবস্থায় যে ভক্ত থাকেন, তিনিই গৃহস্থ

ভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়দেহের পঞ্চ জ্ঞান-দ্বার দিয়া জড়বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষুদ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন; নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক বা চর্মদ্বারা স্পর্শ করেন; জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যা'ন। ইহার নাম বহির্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্মপত্নী কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুগীত শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকে। তাঁহার হস্ত ভক্তাঙ্গ-স্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম ও বৈষ্ণবসেবন এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থভক্তেরই সম্ভব।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনমহোদধিতে আচার প্রচারময় আদর্শ জীবনে প্রস্ফুটিত এই অমূল্য বাণী কেবল গৃহস্থের নহে, গৃহত্যাগীরও এই আদর্শ বা বাণী সুষ্ঠুরূপে অনুসরণ করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। শুদ্ধভক্তিরূপাবলম্বী গৃহত্যাগী সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণ অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ বা ভজনবিঘ্ন কারবার উদ্দেশে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা লৌকিক আত্মীয়স্বজনাদির সঙ্গবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গ পরিহার বাহ্য উপকরণ বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই সকল সাধক দুর্ভাগ্যক্রমে কোনওদিন সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কবলে পড়িয়া পতিত হইতে পারেন না — এইরূপ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তজ্জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৎসমুদয়কে অবিচলিতভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে উপদেশ কারয়াছেন। বিশ্বজগতে যেরূপ ইন্দ্রিয়চালনার অপব্যবহার চলিতেছে মঙ্গলকামী নিষ্কপট গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী ভক্তগণ তাহা বন্ধ করিয়া স্বরাট পুরুষোত্তমের ইচ্ছানুযায়ী গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়নিচয়কে চালিত করিবার জন্য তৎপাদপদ্মে নিবেদন জানান অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক তদানুগত্যময় জীবনযাপনে ব্রতী হন। অভক্তগণ বর্তমান বা ভাবী ইন্দ্রিয়সুখপুষ্টিবাঞ্ছায় স্ত্রী পুত্রাদি লালনপালন করে, কিন্তু গৃহস্থ ভক্তগণ স্ত্রীকে কৃষ্ণদাসী এবং পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহার পরিচারক ও পরিচারিকাজ্ঞানে সেবাসেবানন্দে মগ্ন থাকেন। ভক্তগণের সহিত অভক্তগণের ইহাই পার্থক্য।

অভক্ত গৃহস্থগণ কখনও অনাসক্ত হইতে পারেন না। শুদ্ধ ভক্তগণই প্রকৃত অনাসক্ত ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট। 'আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব'- এ অন্তর্ভুক্ত ভক্তের, অভক্তের নহে। যিনি ভক্তিমার্গে যত উন্নত তাঁহার ইতরাসক্তি তত কম। যিনি যে অবস্থায় যে অধিকারেই থাকুন তাঁহার সেই অবস্থায় বা সেই অধিকারেই সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন—ইহা সাধুশাস্ত্র বাণীতে আমরা জানিতে পারি। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়েরই এই মহাজন বাক্যসমূহ অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—

"যোষিৎসঙ্গী জন কৃষ্ণাভক্ত আর
দুই সঙ্গ পরিহরি।
তব ভক্তজন সঙ্গ অনুক্ষণ
কবে বা হইবে হরি।
* * *
নিষ্কপট মতি বৈষ্ণবের প্রতি
এই ধর্ম কবে পাব।
কবে এ সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে
তব ব্রজপুরে যা'ব॥"
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

অনাদিকাল হইতে আমরা দেবর্ষি, রাজর্ষি পাণ্ডবাদি বহু গৃহস্থভক্তের কথা শুনিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশিবানন্দ সেন প্রভৃতি অনেকেই গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের সহিত সাধারণ গৃহস্থভক্তের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। মহাজনগণ তাঁহাদিগকে —সেই সমস্ত গৃহস্থ ভক্তগণকে নিত্যসিদ্ধ ভাগবতোত্তম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। সাধারণ মায়াকবলিত জীবের ন্যায় সংসার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহারা জগতে আবির্ভূত হন নাই। জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের ইহজগতে আগমন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংসারে নিপতিত জীব কিরূপ পদ্ধতিতে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া ক্রমোন্নতিপথে ভজনপথে অগ্রসর হইবেন, তাহা শিক্ষা দিবার উদ্দেশেই তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রমলীলাভিনয়। তজ্জন্য সাধারণ গৃহস্থের সমপর্যায়ে আমরা তাঁহাদিগকে যেন না আনিয়া ফেলি, এ বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকা প্রয়োজন।

কোমলশ্রদ্ধ প্রাকৃত গৃহস্থ ভক্তের মায়াসংসার করিবার বাসনাই প্রবল রহিয়াছে। এই বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধ গৃহস্থভক্তের অনুসরণে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হয়। তাঁহারা কৃত্রিমতার আশ্রয়ে গৃহত্যাগী হইলে অকালপক্কতার দরুণ লম্পট বা ব্যভিচারী হইয়া পড়িবেন। তজ্জন্য কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়াই উচিত, পতনের আশঙ্কা নাই—ইহা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ স্বল্পরুচিশালী, বহির্মুখ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, অপরবর্গী, ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবল ব্যক্তির জন্য উপদেশ করিয়াছেন। "পতনের আশঙ্কা নাই" এতদ্বারা বুঝা যায় যে, যখন গৃহস্থ ভক্তগণের শরীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা প্রবল হইয়া উঠে তখন তাঁহাদের সেই বাসনা বিরক্তির সহিত কখনও মুখে কখনও অন্তরে ভগবৎস্মরণ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৃহাশ্রমে পূর্ণ করিবার সুযোগ পান। ঐরূপভাবে বিরক্তির সহিত ভোগ স্বীকার করিলে কোন দিন অন্তর্দৃষ্টি হইবার আশা থাকে তবে এইরূপ গৃহস্থ যে শুদ্ধ গৃহস্থভক্ত হইবেন তাহা নহে, এবিষয়ে আমাদিগকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে।

'ভোগ' বলিতে যে কেবল কামিনীসঙ্গই লক্ষ্য করে এরূপ নহে, কনকের কথায় বাগ্‌ভোগ, কামভোগ, ক্রোধভোগ, মনোভোগ, জিহ্বাভোগ, উদরভোগ, উপস্থভোগ প্রভৃতি বহু বাসনা পরিতৃপ্তির কথা বোঝানো হইয়াছে। গৃহস্থভক্তগণকে এ সমস্ত ইন্দ্রিয়বেগ দমন করিবার জন্য মহাজনগণ উপদেশ করিয়াছেন। তবে সকল কাজ ভগবৎসেবার উদ্দেশে সাধিত হওয়া আবশ্যক। গৃহত্যাগী শুদ্ধ ভক্তগণ সমস্ত বেগের কবল হইতে পূর্বেই রক্ষা পাইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীউপদেশামৃতে' "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি'তে লিখিয়াছেন—"এতৎ মহোপদেশ কেবল গৃহী ভক্তের পক্ষে, কেন না, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জন গৃহত্যাগের পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।"

যে সমস্ত গৃহমেধী ব্যক্তি শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তের কথাগুলি অনুকরণ পূর্বক [illegible] ভোগের জন্য সাজিয়া প্রতিষ্ঠালাভে [illegible] ভোগ চালাইতে থাকে, সাধুসঙ্গে [illegible] হরিকীর্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা [illegible] "আমি কৃষ্ণের সংসার করিতেছি; আমার স্ত্রী কৃষ্ণের, পুত্রকন্যা এবং বিষয়সম্পত্তিও তাঁহার, আমি একটী বড় গৃহস্থ-বৈষ্ণব এবং মহাজনগীতি [illegible], আমার আর কিছুই নাই, সবই ভগবানের, [illegible] নাম রক্ষক' [illegible] বুলি মুখে আওড়াইয়া নিজেকে [illegible] একটী বড় [illegible] সাজিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা কনককামিনীর উপর বেশ আধিপত্য করেন। শ্রীরামচন্দ্রের চরণে [illegible] অপরাধী। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারে বা ভগবৎসেবার উদ্দেশে নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চন গুরুবৈষ্ণবগণ কিছু অর্থাদি ভিক্ষা চাহিলে—"আমার কিছু নাই, সবই ভগবানের" এই বৃথা বাগাড়ম্বরের [illegible] ধরা পড়িয়া যায়। অন্তরে কনকাসক্তি বা কনকের উপর মায়ামমতা প্রবল থাকিলেও "আমি ত' ভগবানের সেবা করিতেছি" এই কপটকথার [illegible] দেখাইয়া সাধুসম্প্রদায় [illegible] হইতে চিরবঞ্চিত [illegible] নিজের কপটতার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণের সংসার হইতে দূরে থাকেন, মায়ার [illegible] ক্রমে ক্রমে দুর্ভাগ্য আনয়ন হইতে থাকেন। আবার কোন কোন গৃহস্থভক্ত সাধুগুরু-বৈষ্ণব কনক কামিনীর ভোগ-কবল হইতে একটু অবকাশ পাইলে প্রতিষ্ঠালাভে লালায়িত হইয়া "আপনি সাধুবৈষ্ণবগণের মত সেবা করিয়াছেন, আপনার সংসার ত' কৃষ্ণের সংসার" প্রভৃতি খোসামোদের আশায় [illegible] মনোরঞ্জন [illegible] না পাইলে [illegible] সেবা, ভজন দিয়া বসেন। কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী প্রত্যেকেরই এই মহাজনবাণীসমূহ অনুক্ষণ স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন।—

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম —সর্বধর্মসার।"
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া [illegible] হয় ভুল।
তোমার কনক [illegible] জনক
কনকের [illegible]
কামিনীর কাম [illegible]
[illegible]
কনক কামিনী
ছাড়িয়া

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমারাধ্য [illegible] মহারাজ
ভিক্ষা — [illegible] খণ্ড
[illegible] ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন [illegible], [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুষ্পাঠী [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, [illegible] সংকীর্ত্তন, [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত [illegible] রক্ষক [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা [illegible] [illegible] সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক —[illegible]

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর[illegible] ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible]

শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫ । সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাহুটপাড়া —শ্রী[illegible]দেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ । কুলিয়া-গৌর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible], বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক -শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible] সাহেবপুর, চট্ট, পি

রক্ষক - শ্রীমদ্[illegible]রঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং অগ্নিকুণ্ড, বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ —শেষশায়ী.

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীব্রজরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪১নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫ । ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক -মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক - শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮নং [illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণ্ওয়াল্‌গার্ডেন্স, এস্ ডব্লিউ ৭. লণ্ডন।

টেলি - "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মাঝা দাদ	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৮।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মরিশুর ১০০০ নং	১০৴০
মারচোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নরমে—	৩৫৸৵০
উচ্চে—	৩৫।৵০

বাজার বন্ধের সময়—

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
চাউসফোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸০
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৴০—১৸০
ভূষি	১॥৴০—১॥৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৩৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম

ভাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৫
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরাদিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্পা পাথর	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
সুঠি থবিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১১॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা ৯॥০—১০৲

ঐ বে মাকা হাল্কা ওজন ৮॥০—৯৲

ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম

ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲- ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০ —৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ০ —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১॥০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪।০— ৪॥০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০- ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটি, লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩॥০

ফ্লিস পাটী, বোল্ট্ গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

দড়কলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৫৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—০৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় রেহালার পাচন ইহার কার্য্যতি অভাব আবক। লিভার প্লীহা, সংক্রামক জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্তরায় আশংকা দূর হইবে। ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থের কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্কের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।ধনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্ষপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২৯শে মে, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৭৭]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(*):(•):——

মিঃ এটলির উক্তি

গত ২৪শে মে রাজ-পরিবারের বৃত্তি সম্বন্ধে কমন্স-সভায় আলোচনা আরম্ভ হইলে মিঃ সি, আর, এটলী রাজ-পরিবারের বৃত্তি মাত্র এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হউক বলিয়া এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিকতা সমর্থনের অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা কিম্বা সামান্য টাকা বাঁচাইবার জন্য তিনি ঐ প্রস্তাব আনয়ন করিতেছেন না। তিনি বলেন যে, রাজ-পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হউক, ইহা শ্রমিকরাও চায়, অভিষেকোৎসব কালে তাহারা জনসাধারণের মনোভাব কি তাহার পরিচয় পাইয়াছে। সাধারণ লোকে আড়ম্বর ইত্যাদি পছন্দ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে উৎসব আড়ম্বর করা আর বরাবর বাঁধা নিয়মে উৎসব আড়ম্বর করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উৎসব আড়ম্বরের একটা বাঁধা ধরা নিয়ম থাকাতেই রাজার জীবনযাত্রা এত জটিল হইয়া উঠে। রাজার সর্ব্বদা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন না। রাজাকে কিভাবে অথবা কি পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। রাজ-পরিবারের বৃত্তি যেভাবে মঞ্জুর করার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা শ্রমিকরা সমর্থন করিতে পারেন না।

মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, মিঃ এটলী তাঁহার প্রস্তাব লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিবেন না।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় রাজ-পরিবারের জন্য এপর্য্যন্ত যেরূপ আড়ম্বর ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে তাহা বজায় রাখাই সকল রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা। উদার-নীতিক দলের নেতা স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার বলেন যে রাজার দ্বারা যথেষ্ট কাজ হইতেছে। তবে সকলেই আড়ম্বর ইত্যাদি কমানোর পক্ষপাতী।

লর্ড ক্র্যানবোর্ণের বিবৃতি

——::(:*:)::——

গত ২৪শে মে কমন্স-সভায় স্পেন সম্পর্কে কয়েকটী প্রশ্নের এক সুদীর্ঘ উত্তর দিতে গিয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলেন যে, স্পেন হইতে সমস্ত বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। নিরপেক্ষতা-কমিটি এই সম্পর্কে যে সব কমিটি গঠন করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া স্পেন হইতে বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে একটী কার্য্যকরী পরিকল্পনা স্থির হইবে বলিয়া আশা করা যায়। লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলেন যে, বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যাহাতে যথোপযুক্ত সময় পাওয়া যায়, তজ্জন্য সম্মিলিতভাবে স্পেনের সরকারপক্ষ ও বিদ্রোহীপক্ষকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করা যায় কি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন।

অতঃপর লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বাস্ক গবর্ণমেণ্ট গুয়েরনিকা ধ্বংস করা সম্পর্কে যে তদন্তের অনুরোধ জানাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার এই সম্পর্কে ফরাসী, জাম্মাণ, ইতালীয়ান, পর্তুগীজ ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক তদন্তের প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। নিরপেক্ষতা-কমিটীর অধিবেশনে এই সব বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া তিনি বলেন।

প্রতারণা মামলার জের

ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান রামপ্রসাদ সাহা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতারিত করিতে সহায়তা করিবার অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। উহা ডিসমিস্ হওয়ায় তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য মঙ্গলবার কলিকাতার চীফ্-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, গুপ্তের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

মামলার প্রধান আসামী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আপনাকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী রামপ্রসাদ সাহা বলিয়া পরিচিত করিয়া তাঁহার নামে ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অভিযোগে ইতিপূর্ব্বেই এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদের পক্ষ হইতে উকীল মিঃ ডি, সিলভা বলেন যে, তাঁহার মক্কেল বাঙ্গলা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আদালতে আত্মসমর্পণ ১৫দিনের জন্য স্থগিত রাখা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

নূতন "রেকর্ড"

গত ১৪ই মে ভিয়েনার একটী বহুজন-পঠিত চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ যে, একজন সাধারণ চীনা কারিগরের স্ত্রী এক সঙ্গে আটটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। ভিয়েনার "ডি ষ্টুণ্ডে" পত্রিকা বলেন, কয়েকটী ক্ষেত্রে এক সঙ্গে পাঁচটী বা ছয়টী সন্তান প্রসবের কথা জানা যায়; কিন্তু ইতিহাসে এক সঙ্গে আটটী সন্তান প্রসবের কোন উল্লেখ নাই। আটটী শিশুই (সাতটী ছেলে এবং একটী মেয়ে) সুস্থ ও সবল আছে।

স্কটল্যাণ্ডের একটী স্ত্রীলোকের ১৮ বার গর্ভ হয়, তন্মধ্যে ১১ বারে [illegible] সন্তান প্রসব করে। [illegible] সন্তানের অপর একটী জননী ১৬ বার যমজ সন্তান এবং ছয়বার তিনটী করিয়া সন্তান প্রসব করে। রুশিয়ার একটী স্ত্রীলোকের ২১ বারে ৭১টী সন্তান হয় এবং গোল্ডকোষ্টের একটী নিগ্রো-রমণী দ্বিতীয়বার যমজ সন্তান, তৃতীয়বারে চারিটী সন্তান এবং ৪র্থবারে ছয়টী সন্তান প্রসব করে। অপর একটী স্ত্রীলোকের [illegible] যমজ সন্তান, [illegible] তিনটী করিয়া [illegible] এবং [illegible] চারটী করিয়া সন্তান [illegible] [illegible] হইতে জানা যায়, [illegible] শিশুর জন্মের মধ্যে [illegible] ১৪০টী ক্ষেত্রে তিনটী করিয়া শিশু এবং একটী ক্ষেত্রে চারটী করিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। এক সঙ্গে পাঁচটি বা ছয়টী শিশুর জন্ম খুবই

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible] ৪০৲

[illegible] ১৲

[illegible] ১৲

[illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ১৲

৬। [illegible] ১৲

। সরস্বতী [illegible] ১৲

[illegible]

১ম খণ্ড ৮০ [illegible] ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রী[illegible] [illegible]বলী

১ম খণ্ড—৸০ [illegible] ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্য[illegible]

৮। [illegible] ১০

৯ [illegible] ১৲

১০। গৌড়ীয় [illegible]

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুম [illegible] (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০

২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রী[illegible] শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব [illegible] সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। শ্রী[illegible] কেবল [illegible] ।

২৭। [illegible]

২৮। [illegible] (অনুবাদ) ।

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸

৩০। [illegible] ৶০

৩১। [illegible] (সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ।০

৩৩। [illegible] ৸০

৩৪। [illegible] পরিক্রমা ৸০

৩৫। [illegible] ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৵০

৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা ৸০

৪৩। [illegible] ৵০

৪৪। [illegible] ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible] ৵০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০

৪৯। [illegible] ১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। [illegible] উপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রী[illegible] ৶০

৫৯। [illegible] ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। [illegible] ।০

৬৪। [illegible] ।০

৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০

৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অব বেদান্ত ॥০

৭০। নামভজন ৵০

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৶০

৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইংরেজি [illegible] [illegible] [illegible] ।০

৭৮। [illegible] ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০

৮৩। গীতাবলী ৵০

৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রাসঙ্গিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

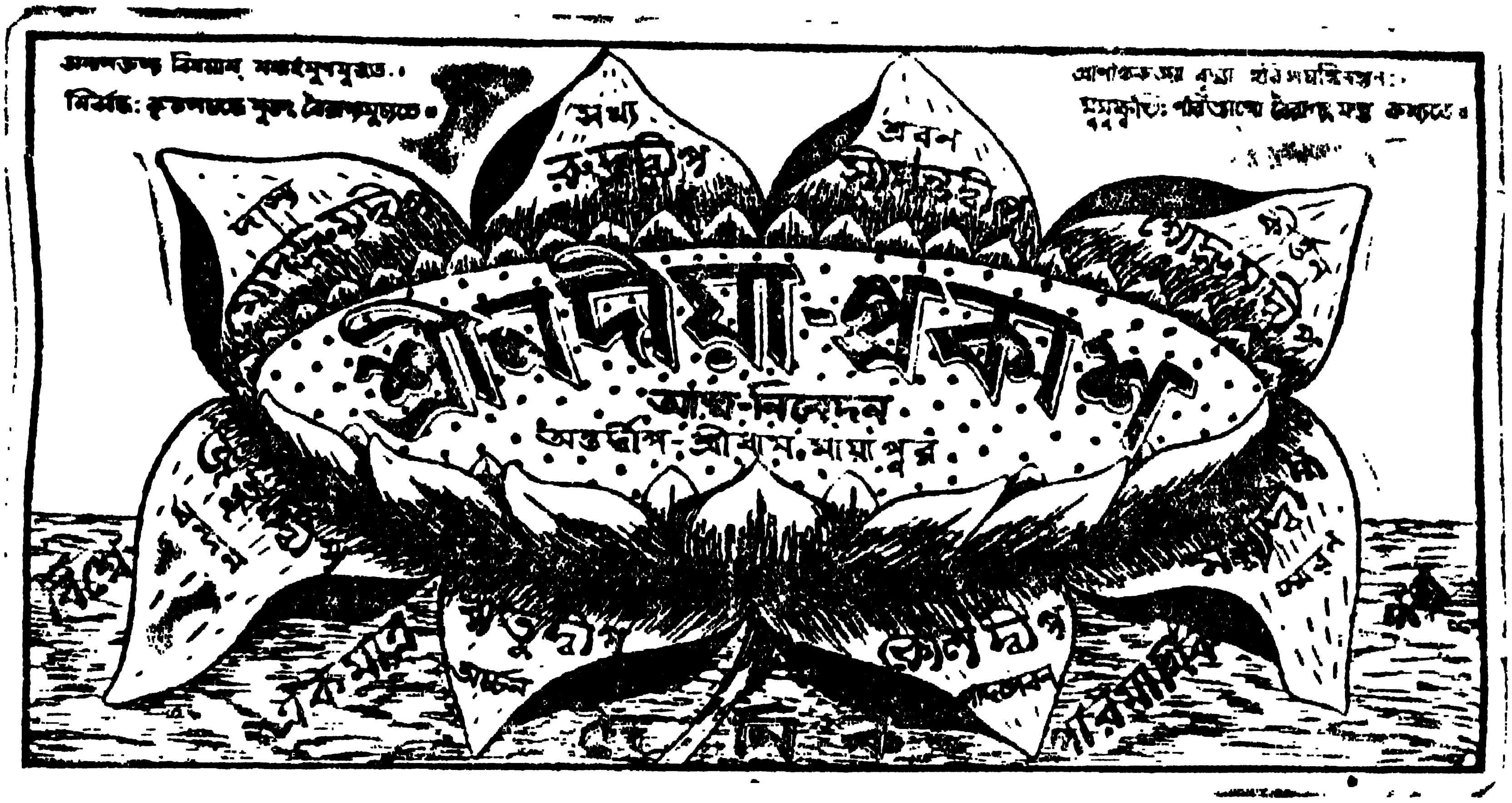

১২শ বর্ষ { ৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে মে ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৭৭তম সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

—·—:: * ::—·—

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবনমঙ্গল বাণী আচারমুখে প্রচারিত হইতেছে। এমনকি পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণও শুদ্ধ চৈতন্যভক্তের শ্রীমুখে সুবিমল ও নির্মৎসর ভাগবতধর্মের কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছেন। ইহাই জগতের প্রতি করুণাময় আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ মহাদান এবং অমন্দোদয়দয়ার পরাকাষ্ঠা।

বর্ত্তমানে লণ্ডনে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়-সম্পতি, ভক্তবৎকুলভূষণ, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসম্বর্দ্ধিত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়। তাঁহার আচারময় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর দান ও শিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার আনুগত্যময় প্রচার-সাফল্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিজয়বৈজয়ন্তী পাশ্চাত্যে উড্ডীন হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত।

মুক্তহস্তো শ্রীপাদ গিরি মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবান্তে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রচারোদ্দেশে দিল্লী নগরীতে গমন করেন। তথায় তিনি রেলওয়ে বোর্ডের কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী ও বড়লাট-পরিষদের উচ্চ-পদস্থ কতিপয় সভ্যের সহিত পরমার্থ-বিষয়ে বহু কথা আলোচনা করেন। মাননীয় স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস মহোদয়ের সঙ্গেও মানবের পরমধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর আলোচনা হয়। অতঃপর স্বামীজী রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-সেবার জন্য জয়পুর ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় দিল্লী হইয়া হরিদ্বার অভিমুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। বর্ত্তমানে স্বামীজী মহারাজ হরিদ্বারের সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠের সেবকগণাদি প্রস্তুত প্রভৃতি মঠের সৌষ্ঠব-বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত আছেন। সারস্বত-গৌড়ীয়মঠের উন্নতিকল্পে স্বামীজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

চয়ন

শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ
ঢাকা অধিবাসিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ঢাকা, ২০শে মে

গত কল্য ১৯শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ঢাকার অধিবাসী ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে মঠ-ভবনে কলিকাতা কেন্দ্রীয় গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুকে দুইখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সত্যেন দাস ঢাকাবাসীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠ করেন। অভিনন্দন পত্রখানি একখানি রৌপ্যাধারে রক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর ছিল। ঢাকা উকিল সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস এবং গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের বিবিধ [illegible] কথা [illegible] দেন এবং আচার্য্যদেব তাঁহাদের উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাকে যে সমস্ত প্রশংসা করা হইল তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু উহা ভগবানেরই চরণে সমর্পণের জন্য। তিনি আরও বলেন যে, উপদেশাবলীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা-বিধায়কদের শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপূজার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই আচার্য্যের কার্য্য। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সুর আচার্য্যদেব এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ অর্পণ করেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং পরে মঠের সেবকবৃন্দ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

(বন্দে মাতরম্ শুক্রবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাকৃত সহজিয়া, গৃহব্রত বা ফল্গুবৈরাগী হইও না। নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিও না।

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

"যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থল যতই আত্মীয়স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তঃকরণে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।"

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড)

"গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষার দ্বারা প্রকাশ্য সম্পদবৃদ্ধি উভয়েরই [illegible]।"

(পত্রাবলী ২য় খণ্ড)

"গৃহস্থধর্ম্মের উপর উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাঁহাদের প্রয়াস এবং বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যাঁহারা 'হরিভজনি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যেসকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও বৈষ্ণবধর্ম্মে অর্পিত, তাঁহাদের চরণরেণু মাথায় ধরিয়া [illegible]।"

(পত্রাবলী [illegible])

[illegible] শ্রীল [illegible] স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

"জীবন অনিত্য স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকট জান।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
এ আশা বিফল জান॥"

"আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার ক'রে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের সর্ব্বনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী প্রেষ্ঠা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ ত্রিবিক্রম, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪:

অভক্তি

শুধু সেব্যের আনন্দবিধানের নামই ভক্তি। ইহাই চেতনের একমাত্র নিত্য বৃত্তি। শ্রীহরি সকলের একমাত্র সেব্য-বস্তু। সুতরাং এই হরির সুখবিধান যেখানে সেইখানেই ভক্তির কথা, আর যেখানে ইহার অভাব সেইখানেই অভক্তির প্রবেশাধিকার। যাঁহাদের ভক্তি আছে, তাঁহারা ভক্ত। এই ভক্তির স্বরূপ তাঁহারাই সম্যগ্‌রূপে জানেন। যাঁহারা এই ভক্তগণের আনুগত্য অস্বীকার করে তাহারা ভক্তির স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং তাহা হইতে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণসুখানুসন্ধান, কৃষ্ণানুরাগ বা কৃষ্ণপ্রীতি এই অপর নাম ভক্তি। এক কথায় কৃষ্ণের সুখ যেখানে নাই তাহাই অভক্তি।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের চেতনের বৃত্তি লুপ্ত না হইলেও বর্ত্তমানে সুপ্ত; সুতরাং আমরা অভক্ত। কৃষ্ণানুসন্ধান বা কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা আমাদের নাই। আমরা নিজসুখের জন্য এখন সতত ব্যস্ত আছি; কৃষ্ণকে বাদ দিয়া এই যে হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবে নিজ-সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা ইহা চেতনের ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অচেতনের ধর্ম্ম—অভক্তি। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটাই মনোধর্ম্ম; ইহার কোনটাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। ভক্তেরা ... কখনও ভোগী কখন ... নহেন। আবার ত্যাগ দেখাইয়া ভোগীর নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করা, অথবা নিজের ভোগের জন্য কিছু গ্রহণ করিতে যাওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা—অভক্তি। অনেকের ধারণা—ভোগের চেয়ে ত্যাগ ভাল। কিন্তু ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে অপেক্ষাকৃত পরমার্থ-সাধক বলিয়া বিচার করা সমীচীন নহে। কারণ, ভক্তিলতা ভোগ ও ত্যাগ কোন ভূমিকায়ই উদিত হন না। যেখানে অন্তর বা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে নিজসুখবাঞ্ছাই প্রবল, সেখানে কৃষ্ণ-সুখবাঞ্ছা ভক্তি স্থান পাইবে কি করিয়া? কাজেই ভোগ বা ত্যাগ কোনটীই সেবা বৃত্তির জনক নহে। এ দুইটীই অভক্তি-পথ বা প্রেয়ঃপথ—ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ।

নবীন সাধকের চিত্তবৃত্তিতে প্রথমমুখে যে ত্যাগের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা প্রায়ই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বাবস্থা এবং জড়বাক্যের নিকট অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যাপার। অভক্তি থাকাকালে ত্যাগ ও গ্রহণ এই উভয় বিষয়ে আমাদের অল্পবিস্তর রুচি থাকে। কিন্তু সাধন করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণবকৃপায় যখন আমাদের আত্মবৃত্তি বিকশিত হয়, তখন সমস্ত বিষয়কে হরি সেবানুকূল করিবার সুবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে জাগে। বদ্ধজীব আমরা এখন জাগতিক সমস্ত বিষয়কে নিজের ভোগ্য দেখিতেছি। মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তিতাহেতু কখনও এগুলিকে ত্যাগ করিয়া আমাদের সুখ হইতেছে, আবার কখনও এগুলিকে গ্রহণ করিয়া সাময়িক শান্তি পাইতেছি। ইহার ফলটা আমি পাইতেছি। সুতরাং এগুলিকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জ্ঞানে তৎসেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে সেগুলিকে নিজসুখদায়ক ও দুঃখদায়ক মনে করিয়া যে ত্যাগ বা গ্রহণের চেষ্টা তাহা ভক্তি নহে—অভক্তি। অনর্থযুক্ত সাধক আমাদের হৃদয়ে ভোগ ও ত্যাগের চেষ্টা অল্পবিস্তর থাকিলেও সেই বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া গুরুবৈষ্ণব আনুগত্যে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে, অভক্তিপথ বা স্বেন্দ্রিয়তর্পণের পথ ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখসাধক ভক্তিপথের আশ্রয় লইতে হইবে। নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণসুখ অন্বেষণই গুরুবৈষ্ণবের সুখের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে; নতুবা মনঃকল্পনা বা মনোধর্ম্মকেই ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে। ভক্তিতে যে নিজসুখের লেশমাত্রও নাই, একথা আমরা প্রথমাবস্থায় বুঝিতে পারি না। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে এসকল কথা ক্রমশঃ উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের কোন উপায় নাই।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী

(২)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে গৃহস্থভক্তগণের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে গৃহত্যাগী ভক্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিবার আশা করিতেছি। আমাদের মধ্যে এইরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারে, গৃহস্থ ভক্ত হইয়া যদি শুদ্ধভক্তি লাভ করা যায় তবে গৃহত্যাগী হইবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বপ্রথমে মানুষের অধিকার বা প্রবৃত্তি বিচার করিয়া জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মানবের দুইটি প্রবৃত্তি—বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি ও অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি। বৈদিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক্ বৃত্তি বলে। শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া লিঙ্গদেহ মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং মন হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বার অবলম্বনপূর্ব্বক বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি। জড় বিষয় হইতে মনে ও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তি-স্রোত পুনরায় বহিতে থাকে তখন অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি প্রবল সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আগ্রহে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয় তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অবস্থাটি জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।"

যে সমস্ত জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি প্রবল—স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি কামনায় হৃদয় ভরপুর তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধা হইলে সংসার-চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে যে অবস্থায়ই থাকি সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ। সাধুসঙ্গ ফলে ঐ সমস্ত বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হওয়া অন্তর্ম্মুখ হইলে তাঁহারা তখন নিরন্তর হরিভজন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিতে পারেন। যদি গৃহস্থভক্ত সাধুসঙ্গ না করেন তবে সংসারে স্বেন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা তাঁহাদের

অসাধুসঙ্গ করিলে স্বসুখ-কামনারূপ অভক্তি বাড়িয়াই চলে। সুতরাং মঙ্গল-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রকেই অসাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে প্রয়াসী হইতে হইবে।

প্রবৃত্তি কখনও ভগবৎ-সেবাপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধুসঙ্গের অভাবে তাঁহারা সাধু সাজিবার জন্য ভক্তের বুলি আওড়াইয়া জগতের লোকের সহিত ধাপ্পাবাজি করিতে শিখেন এবং এই প্রকারে গৃহমেধী বা স্ত্রৈণ হইয়া পড়েন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাগুক্ত গ্রন্থ হইতে কপট গৃহস্থভক্তাভিমানীর সংসার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রশ্ন। "তাঁহার (কপট গৃহস্থভক্তাভিমানীর) সংসারকে কি কৃষ্ণসংসার বলিব না?

উত্তর। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান; সেখানে অপরাধ নাই।

প্রশ্ন। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বৈষ্ণবতা ছাড়িয়াছেন বলিবেন?

উত্তর। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক্ বস্তু; নামের বলে যেখানে পাপ দেখিবে, সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিবে।

প্রশ্ন। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থভক্ত হইতে হীন?

উত্তর। ভক্তই যখন নন তখন কোন ভক্তের সহিত তাঁহার তারতম্য বিচার নাই।"

মহাজনগণের এই সমস্ত বিচারে দেখা যায়, গৃহস্থাশ্রম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুবিধাবাদী দলের যথেচ্ছাচারিতা চালাইবার আড্ডাখানা-বিশেষ নহে। সেখানকার সবই কৃষ্ণসেবার উপকরণ। যদি সেখানে সৎসঙ্গের অভাব হয়, তবে সেই গৃহ বা স্থান নরকের পথ বা দ্বারস্বরূপ। সুতরাং সাধুসঙ্গলিপ্সু, কৃষ্ণার্থে গৃহত্যাগী ব্যক্তি যে কত ভাগ্যবান্ তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। গৃহত্যাগী শুদ্ধভক্তের অধিকার লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—'আদৌ স্বাভাবস্পৃহাশূন্যতা', সর্ব্ব জীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ-ব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য অভাব-কালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা, জীবনে মরণে রাগাদিদ্বেষ-রাহিত্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'মযানন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢাম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥'

(ভাঃ ৩।২৫।২২)

কপিলদেব সাধুর স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—সাধুগণ ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি আসক্ত না হইয়া একমাত্র ভগবৎস্বরূপকেই অনন্যভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্য যাবতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ম্ম এবং স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

নিবেদন

——::(*)::——

গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বিশ্ববিখ্যাত পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতম অধস্তন শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্তমান আচার্য্যদেবর ও বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় এই ময়মনসিংহ সহরে প্রথম শুভাগমন করিবেন। আচার্য্যদেবের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদি ত্রিদণ্ডিস্বামী ও প্রচারকবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, বেদান্ত ও ভাগবতশাস্ত্র সুপণ্ডিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ও হারমণির পত্রিকার সহকারী সম্পাদক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পরম ভাগবত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, কলিকাতা শোভাবাজারের পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-তৎপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম কুমার শ্রীযুক্ত পত্তিতকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, নারায়ণগঞ্জের ডেপুটি পোস্টমাস্টার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রলাল দাসগুপ্ত বি-এ, ঢাকা জগন্নাথকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম, এ, বি, এল, প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আগমন করিবেন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদেবের সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিবার জন্য এবং আচার্য্যদেবের অবস্থানকালে তাঁহার ও প্রচারকবর্গের মুখে বাস্তব কল্যাণপ্রদ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবর্গকে অনুরোধ করিতেছি।

বিনয়াবনত—

শ্রীমহিমচন্দ্র রায়

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার

শ্রীব্রজমোহন ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী

কে কিরূপ বয়সে গৃহত্যাগ করিবেন তাহার কোন বিধি নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত বহু সুকৃতির বলে অল্প বয়সেই কেহ কেহ গৃহত্যাগ করেন। শ্রীশুকদেব জন্মমাত্রই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন, অমুকের ছেলে বালক, সে কেন গৃহত্যাগ করিবে, অমুকের পুত্র তাঁহার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বা পিতামাতার সেবা ছাড়িয়া কেন গৃহত্যাগ করিল, তাহার অসহায়া স্ত্রীকে এখন কে দেখিবে, অমুকে বুড়ো বয়সে সংসার ছাড়িল কেন, শেষ বয়সে নাতি নাতনীর ছোটো মিষ্ট কথা না শুনিয়া বা সকলের কাছ হইতে সেবা আদায় না করিয়া এরূপ কার্য্য কেন করিল? এইগুলি অত্যন্ত অধর্ম্ম। এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তির প্রলপিত বাক্য নিষ্কপট গৃহত্যাগীকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার প্রাণ তাঁহার আরাধ্যদেবের সেবাপথে ছুটিয়াছে বলিয়া দেব, যক্ষ, রক্ষ, স্বজনাখ্য দস্যু প্রভৃতি কেহ তাঁহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে না।

কিন্তু গৃহত্যাগ যাহাতে কৃত্রিম না হয় তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতে লোকগণনার হিসাবে প্রায় ২০ লক্ষ তথাকথিত গৃহত্যাগীর বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ হয় ত' উদরভরণের জন্য ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, কেহ কেহ স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া শ্মশান-বৈরাগ্যের তাড়নে মর্কট বৈরাগী সাজিয়া পড়িয়াছে। কেহ হয় ত' বৈষ্ণবতার ছাঁচ গায়ে চাপিয়া গৃহত্যাগাভিমানে কতকগুলি সেবাদাসী যোগাড় করিয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিতেছে, আবার কেহ কেহ দেশসেবা, সমাজসেবা, জীবসেবা প্রভৃতির নামে স্বেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতেছে। এতদ্ব্যতীত তথাকথিত ধর্ম্মজগতে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার মনোধর্ম্মের তরঙ্গে ভোগী বা ত্যাগী সাজিয়া মঙ্গলের পথে চিরতরে কণ্টকারোপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রাগুক্ত অধম বা দুর্ভাগা তথাকথিত মর্কট গৃহত্যাগিগণ যে জগতের জঞ্জাল বা ভারস্বরূপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় স্বেন্দ্রিয়তর্পণের আশা-ভরসা সংজ্ঞোপলব্ধিমুখে চিরতরে নিরাশা-সলিলে ডুবাইয়া দিয়া অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত কামসাগরে মিলিত হইবার জন্য সাগরাভিমুখিনী নদীর ন্যায় আনুগত্য-স্রোতস্বতীতে অবিরুদ্ধভাবে চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও যেন আমরা উপযুক্ত ভোগী বা ত্যাগীর সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া আমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী সাধারণ মনুষ্য মনে না করি, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। তথাকথিত গৃহত্যাগিগণের মধ্যেও যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ ঘটনাক্রমে "নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে" এই সাধুবাণীর উদাহরণস্বরূপ শুদ্ধভক্তিরাজ্যে আসিয়া পড়েন, তবে তাঁহার প্রতি তাঁহার অতীত জীবনের কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া দোষারোপ করা বা সাধারণ জীব মনে করাও ভীষণ অপরাধ।

স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ করিবে কিনা ইহার উত্তরে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করিয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমল শরীর ও কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নহে।"

আমরা মহাজন-পদাঙ্কানুসরণে গৃহত্যাগী ভক্তগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিব। প্রথমতঃ গৃহ ভগবদ্ভজনের বিরোধী হইলে অনন্যরূপ সাধুসঙ্গলাভের জন্য এক শ্রেণীর সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভগবৎসেবাপ্রতিষ্ঠানে বা মঠাদিতে বাস করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্যক্তিগণের যে সমস্ত অনর্থই বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা নিষ্কপট হইলে শীঘ্রই সাধুসঙ্গবলে উন্নত স্তরে আরোহণ করিতে থাকেন এবং সাধুসঙ্গকৃপায় ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত অনর্থরাশিই কাটিয়া যায়। আর একশ্রেণীর লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতিবলে স্বভাবতঃই সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। সংসার ভগবদ্ভজনের অনুকূল হউক বা না হউক তাহা তাঁহাদের দেখিবার সময় থাকে না। তাঁহাদের নিরন্তর শুদ্ধ সাধুসঙ্গের প্রবল পিপাসা তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রমের তথাকথিত [illegible] সম্বন্ধ ত্যাগ করাইতে বাধ্য করে। এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় বিরল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যিনি যে শ্রেণীভুক্তই হউন না কেন তাঁহার সেই অবস্থাতেই অবিচলিতভাবে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাপথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত অনর্থ বিদূরিত হইল না বলিয়াই যে সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া সংসার পত্তনপূর্ব্বক স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ করিবার জন্য ছুটিতে হইবে, ইহা কোন মহাজনই উপদেশ করেন নাই। মহাজনের বহু সুকৃতিফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়, প্রত্যেকেরই এরূপ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সেই সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া স্ত্রীসঙ্গ করিতে করিতে স্ত্রীসঙ্গকামনা দাম্পত্য ব্যাধিতে [illegible] ভোগ করিতে করিতে [illegible] চলিয়া যাইবে, এরূপ হতভাগ্য হঠাৎ-বিচারকদলকে শাস্ত্রের "ন জাতু কামঃ কামানাং"—শ্লোকটি এই জীবন অজ্ঞতার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন [illegible]

করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম স্নেহ বা তাঁহার আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য বহু ব্যক্তিকে বহুরূপ কৌশলে নিরন্তর সাধু-সঙ্গলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মায়ার ক্ষণিক কপট স্নেহ বা ভোগময়তার পথে আর না ছুটিয়া তাঁহার সেই অপ্রাকৃত নিত্য স্নেহপ্রীতিসেবালাভের জন্য জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন সকলেরই যত্নপর হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য।

আজকাল কেহ কেহ বিচার করিয়া দেখেন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের পক্ষ হইয়া একটু টানিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গৃহত্যাগীর পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের কথার সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধভক্তিপথাবলম্বী শ্রৌতপন্থী মহাজনগণের মধ্যে কখনও অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। কোন মহাজনই 'বানরের গলায় মুক্তার হার' পরাইবার পক্ষপাতী নহেন। তবে সমস্ত আচার্য্যগণের সহিত তুলনামূলক বিচারে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। ইহা অসামঞ্জস্য নহে। শ্রীল প্রভুপাদ এতদ্যুগে নিষ্কিঞ্চন গুরুপাদপদ্ম অর্থাৎ ত্যক্তসর্ব্বস্বকে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ অপেক্ষা জনসাধারণকে সাধুসঙ্গলাভের অধিকতর আশাতীত সুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহার আচার্য্যত্ব বা নিত্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। প্রাগুক্ত অজ্ঞ জনসাধারণ শ্রীল প্রভুপাদের নিম্নলিখিত বাণী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাদের উক্তির অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"যাহাদের মঙ্গল [illegible] তাহাদের [illegible] গ্রহণ করা [illegible] না।"

(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড)

"যাহারা অসাধু [illegible] সাধুবুদ্ধি [illegible] ভ্রম করে, তাহারা কালকে ইন্দ্রিয় ফাঁকি দিবার ন্যায় অজ্ঞানতার [illegible] পাড়বে।"

"[illegible]"

"[illegible]"

[illegible] [illegible] না হইয়া [illegible] ব্যস্ত হওয়া। [illegible] সাবধান! [illegible] ছলনায় [illegible]

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ঐ, শ্রীশ্রী [illegible] আছে। [illegible] প্রাচীন [illegible] আছে। রক্ষক- [illegible] গোস্বামী মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন – বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] প্রেস, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সমাজ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] দৈনিক [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্য [illegible] ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিবিলাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামসীতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীশ্রীরাম [illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রীতারকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক – শ্রীশ্যামলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক— শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

২৭। গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বেদান্তীর্থ

(২৮) নরকোপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণতলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক – শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক – শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক – শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক – শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোর [illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা, পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঃ

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক – শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক – শ্রীগোপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অতুলানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক – শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক – শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক – শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণ্ওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি —"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পি-এইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নরম	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেঞ্জ কোয়ালিটি	৫।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৶০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
গিনি	২২।৹১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম —	৩৫।৵
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
ক্রাউনগোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৴০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫।৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৬৲
টা (এস)	৪৸৴০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলার্ড	১॥৴০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫২৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম

ভাঁর	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কঙ্কচ	৫০৲
করাচি গুদাম ফাইন	৪৩৲
কাম্বাগ ডাম্বা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেস্‌টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
নরম টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১২৲
২৬ গেজ—	১৩৲
২৮ গেজ—	১৩৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ —	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
ষ্টিল পাটি, বোলটু গরাদে	৮৸০—১০।০
গোল রড বি-ইনফোস ও কনক্রিটের হন্দর	৯॥০—১৪৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

খটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

ঢালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্‌ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভীষ্ট সাধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড চীনাবাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:※:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" ইঞ্চি ২	১৷৷৹	১৷৷৹	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৷৹
সিকি কলম ১৫	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

———:o:———

নিঃসংসয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(o):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

[illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৩১শে মে, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৭৮]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১০ই জুন, ১৯৩৭

(১)

১৬৬৬ খাং জারী ৩৬ দাবী ৩০৪৮/০

ডিঃ শিবনারায়ণ দত্ত

দেঃ রাধিকা নাথ বিশ্বাস সাং কোল পোঃ মেহেরপুর

১। থানা করিমপুর মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ সং মোট ৭১৫॥ যে পত্তনী জমা লেখা যায় উক্ত পত্তনী জমায় দেনদারের ১০৫/০ মহলে উক্ত পত্তনী সত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩নং খতিয়ানে বার্ষিক ১৩১১॥৶৩ যে পত্তনী জমা লেখা যায় উক্ত সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত আকার আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫নং খতিয়ানে বার্ষিক ৩৭৩৶৯ পাইর যে দরপত্তনী জমা প্রচলিত আছে উক্ত দরপত্তনী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৪০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৬নং খতিয়ানে বার্ষিক ৪৯০॥৮ যে জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য ৪৪৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং বার্ষিক ১১৯॥০ যে পত্তনী জমা লেখা যায় উক্ত পত্তনী জমায় দেনদারের ১৪৫/০ আনার অংশে দেয় খাজনা ৩৲ টাকা হইতেছে উক্ত পত্তনী সত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৫৭৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০নং খতিয়ানে সরকারে বার্ষিক ৮২৯৶১০ গণ্ডা যে দরপত্তনী জমা প্রচলিত আছে উক্ত দরপত্তনী জমায় ১৪॥— কাহি রকম সত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৫৫৲

(২)

৬ খাং জারী ৩৭ দাবী ৫২৬৶

ডিঃ কৃষ্ণচৈতন্য দাস মহান্ত দিং

দেঃ রাই সুন্দরী গোস্বামী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে ১১৭৫ নং খতিয়ানে ডিঃ সং ০২৭ শতক জমির মধ্যে ০৫ শতক ভৌরসী জমির কাত বার্ষিক ৮৲ টাকা খাজনা উক্ত জমি জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৬০৲

(৩)

৭৭ খাং জারী ৩৭ দাবী ৭৬৯৷/০

ডিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং

দেঃ নেছারুদ্দি মণ্ডল দিং সাং নহির গাছি পোঃ ঐ

১। থানা রাণাঘাট মৌজে আড়ংঘাটা নারায়ণপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫২ ক, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১নং খতিয়ানের ২৭ ৯৮ শতক জমির দেনদারের ৫৵৩॥ রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং উক্ত খতিয়ানের অধীন দেনদারগণের নামে দখল কারীদের ২৫১নং খতিয়ান ও তদধীন ২৫২নং খতিয়ান হইতে ২৬৪নং খতিয়ানের অন্তর্গত ২৫৫১।৩৮৫৯।২৫৫০।২৮০৮।২৮০৯।৩১২৮। ৩৮৪০।২৬৫৪।২৬২৭।২৮১০।২৬২৮।২৬৫৫। ২৩৮০।২৪২১।১৫৭৬।২৩৯২।২৪২০।২৩৯০। ২৬৭১।২৩৯১নং দাগের লিখিত ১১-৭৯ শতক জমির মায় ষোল আনা রকম অংশ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ১০০

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং উক্ত খতিয়ানের অধীনে দেনদারগণের নামে দখলি ২৬০নং খতিয়ানে ও তদধীন ২৬৬নং খতিয়ান হইতে ২৭২নং খতিয়ানের অন্তর্গত ঐ মৌজার ২৭৯নং খতিয়ান ও তদধীন ২৮০নং খতিয়ান হইতে ২৮২নং খতিয়ানের অন্তর্গত এবং ঐ মৌজার ২৮৩নং খতিয়ান ও তদধীন ২৮৪নং খতিয়ানের অন্তর্গত এবং ঐ মৌজার ২৮৫নং খতিয়ান ও তদধীন ২৮৬নং খতিয়ান হইতে ২৮৯নং খতিয়ানের অন্তর্গত এবং ঐ মৌজের ৯৯৯নং খতিয়ান ও তদধীন ১০০০নং খতিয়ানের অন্তর্গত এবং ঐ মৌজার ১০০১ খতিয়ান ও তদধীন ১০০২নং খতিয়ান হইতে ১০০৭নং খতিয়ানের অন্তর্গত ৩৬-৯০ শতক জমির ষোল আনা রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৪। থানা হাসখালি মৌজে ৬:৬৭ দত্তপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৭ (ক) ১১।৯।১৭।১৭।১০। ১৫নং খতিয়ানের অধীন দেনদারগণের নামে সেটেলমেণ্ট জরিপের ৪৩৫নং খতিয়ান ও তদধীন ৪৩৬নং খতিয়ান হইতে ৪৪৭নং খতিয়ানের অন্তর্গত ১১-৭৯ শতক জমির ষোল আনা রকম অংশ মায় তদুপরি আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৫। থানা রাণাঘাট মৌজে আড়ংঘাটা নারায়ণপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫২ (ক) ৪৩নং হইতে ৬০নং খতিয়ানের অধীন দেনদারগণের নামে সেটেলমেণ্ট জরিপের ৯৯০নং খতিয়ান ও তদধীন ৯৯১নং খতিয়ান হইতে ৯৯৩নং খতিয়ানের অন্তর্গত ২-৫২ শতক জমির দেনদারগণের ॥০ আনা রকম অংশে ১ ২৬ শতক জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজা ডিঃ সং সেটেলমেণ্ট জরিপের ৯৯১নং [illegible] ও তদধীন ৯৯৫নং খতিয়ান হইতে ৯৯৮নং খতিয়ান এবং ১২০৪নং খতিয়ানের অন্তর্গত ষোল আনা ও ৫৩২ দাগের ।০ আনা রকম অংশ দেনদারগণের মোট ১-৭৬ জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ [illegible]

৭। থানা হাঁসখালি মৌঃ ৬৫নং পাড়িজাবাড়ী গ্রামে ডিঃ সং ৬৮৭নং খতিয়ান ও তদধীন ইস্তাহার লিখিত খতিয়ান প্রভৃতির অন্তর্গত ২০-১৭ শতক জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা রকম দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ২০০৲

৮। থানা রাণাঘাট মৌজে [illegible] গ্রাম ডিঃ সং ১ [illegible] ইস্তাহার লিখিত [illegible] ১৬-২২ শতক জমির মধ্যে দেনদারগণের ৫৵১৩॥ অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ১ (ক) নং খতিয়ান ও তদধীন ইস্তাহার লিখিত খতিয়ানগুলির অন্তর্গত শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর দরবস্ত চকুক মূল্য আঃ ১০৲

৯৬ খাং জারী

[illegible]

দেঃ [illegible] সাং নবদ্বীপ আমলকি পাড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপের সামিল ডিঃ সং ২৩৬১নং খং ০১৩ শঃ জমির ৩৶১ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

১৩০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৭৫৮/৬

ডিঃ ভূষণচন্দ্র নাথ

দেঃ উজ্জ্বল মণ্ডল দিং সাং শোনডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা কোতোয়ালী মৌজে শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সঃ ৭৬২ খতিয়ানে ৩-৮৮ শঃ জমির ১১৷৵৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫

(৬)

১৫০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪১/৩

ডিঃ মাধবকান্তি দাসী

দেঃ ছাদের সেখ দিং সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে পানিনালা গ্রামে ডিঃ সঃ ৪৬৫ নং খতিয়ানে ১-৩১ শতক জমির ৵৹ জমা মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

২৩০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৬৷৩

ডিঃ আবদুল মজিদ ওস্তাগার দিং

দেঃ রহমৎ উল্লা সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ১৬৫ নং খতিয়ানে ৬-৪৪ শঃ জমির ৮৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

২৯১ খাংজারি ৩৭ দাবী ২২৷৵

ডিঃ ঐ

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সঃ ৯২নং খতিয়ানের ১-৮৭ শঃ জমির ২/৪ পাই জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০৲

(৯)

২৯৪ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৫৷৮৯

ডিঃ হামিদানেছা বিবি

দেঃ নাজিছার বিবি দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সঃ ৩২৯ নং খতিয়ানে ২-৩৭ শ জমির অর্দ্ধেক ১-১৮½ শঃ জমির কাত বার্ষিক ,২৸৹ আনার অর্দ্ধেক ১৷৵৹ আনা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

২৯৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ২২৷৶

ডিঃ আবদুল মজিদ ওস্তাগার দিং

দেঃ আকবর আলি সর্দ্দার দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সঃ ২১০ নং খতিয়ানে ১-৯৭ শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৩১৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ২১৮৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রহমৎ উল্লা সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সঃ ৭৭নং খতিয়ানে ও তদধীন ৯০।৮০।৮৫।৮২।৭৯।২,৮০,৮১, ৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৩-৮৮ শঃ জমির ৫।৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৩৪৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ১০৬৷/৩

ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ আমেনা খাতুন বিবি দিং সাং খামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে ঐ ডিঃ সঃ ২৭৪ ২৪৬।২৪৮।২৪৯।২৫০।২৫২।২৫৪ নং খতিয়ানে ৬-৫৩ শঃ জমির ১১৲ টাকা জমা মায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

৩৬৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ৬৭/৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজষ্টেট

দেঃ শশী মল্লিক দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৫০ নং খতিয়ানে ৬-১৭ শঃ জমির ষোল আনা রকম অংশ জমা রায়তী স্থিতিবান সহ মায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

৩৯৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ২২।৫

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ স্বর্ণলতা দাসী সাং মাটিয়ারি পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ সামিল মাটীয়ারী মৌজায় ডিঃ সঃ ৫১৮ নং খতিয়ানভুক্ত -১৭ শঃ ৬.৯৭,৩।৴৮ পাই জমা ও তদুপরিস্থিত সাজসরঞ্জাম কড়ি বরগা ইত্যাদি সহ ষোল আনা দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(১৫)

৪১৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩৭৮৸৶৬

ডিঃ যজ্ঞগোপাল কুণ্ডু চৌধুরী দিং

দেঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ঘোড়াইক্ষেত্র গ্রামে ডিঃ সঃ ৮নং খতিয়ানে ১০৬৬ ১০ শঃ জমির ৬৪০ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

নীলামের দিন ১১ই জুন, ১৯৩৭

(১৬)

৯১১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৯/৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী

দেঃ অতুল ঘোষ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কতোয়ালী মৌজে পাবমেদিয়া গ্রামে ডিঃ সঃ ২৬৯।২৭০।৫২৯ নং খঃ ৵/২ বিঘা জমির চাষ আবাদ দ্বারা দখলকার আছে উক্ত বাকীপড়া জোত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

৫২৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ৬১৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দাসু সেখ নওদা দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২১ নং খঃ ৭৮৩৮৶ বিঘা ওটবন্দী জমি চাষাবাদ দ্বারা দখলকার আছে উক্ত বাকীপড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২৫৲

(১৮)

৫২৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৭৮৶৩

ডিঃ ঐ

দঃ মাখন ঘোষ পাকা দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বাহাদুরপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৮০ নং খং ৭/৸৶ বিঘা ওটবন্দী জমি চাষ আবাদ দ্বারা দখলিকার আছে উক্ত বাকীপড়া জোতের জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

৩৭৪ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৮৶১

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ রাণী বিবি দিং সাং ছুটীপুর পোঃ বাদলগাছি

থানা কালিগঞ্জ সামিল আকন্দবেড়িয়া মৌজায় ডিঃ সঃ ৩০৯ নং খ ৬-১৮ শঃ জমির ১৫৷৷৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ২০৲

(২০)

৪০২ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪২৬৷/০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দিং

দেঃ গণেশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৯ নং খং ২৯-৬১শঃ জমির ৬৮৷৶৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

(২১)

৪৩১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪০৫৷/৬

ডিঃ নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং সাং দেওয়াসিন পোঃ কাটোয়া

থানা কালিগঞ্জ মৌজে সাহামামুদপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৩৪ নং খং ৩২-২৬ শঃ জমির ৬৪৲১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০০৲

(২২)

৪৭২ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৫৪২৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে চাকুন্দি গ্রামে ডিঃ সং ৩৯নং খং ১০৮-২শঃ জমির ১৫০৷৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৩)

৪৪৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৪৸৬

ডিঃ আশুতোষ বাকচি দিং

দেঃ হুচুক সেখ দিং সাং কাশীবাস পোঃ কোতয়ালী

থানা কোতয়ালী মৌজে উশিদপুর গ্রামে ডিঃ সং ১৫৯ নং সং ৬-৩৮ শঃ জমির ২৩৷/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০৲

(২৪)

৪৫০ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৷৶৩

ডিঃ মোল্লামহম্মদ আবদুল হালিম দিং

দেঃ জলিল সেখ দিং সাং বাবুনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বানপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৪১৫নং খং তপশীলের বর্ণিত জমির ১৷৶৭॥ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(২৫)

২৩৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৭।/৩

ডিঃ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য দিং

দেঃ মনমোহন ভট্টাচার্য্য দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বহিরগাছি

থানা কোতয়ালী মৌজে সাকিনপাড়া গ্রামে ডিঃ সরকারে ২৫০ নং খং -২১শঃ জমির ২।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং

(২৬)

২২৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৬১৷৶৬

ডিঃ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

দে রাধিকানাথ বিশ্বাস দিং সাং কোলা পোঃ মেহেরপুর

থানা চুয়াডাঙ্গা মৌজে ১নং আলোকদিয়া গ্রামে ডিঃ সং ১০নং খং ৵/২॥= ২বিঘা জমিদারী স্বত্বাংশের দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

২৭

৩০২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৯৸০

ডিঃ নিতাই চন্দ্র নাথ দিং

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

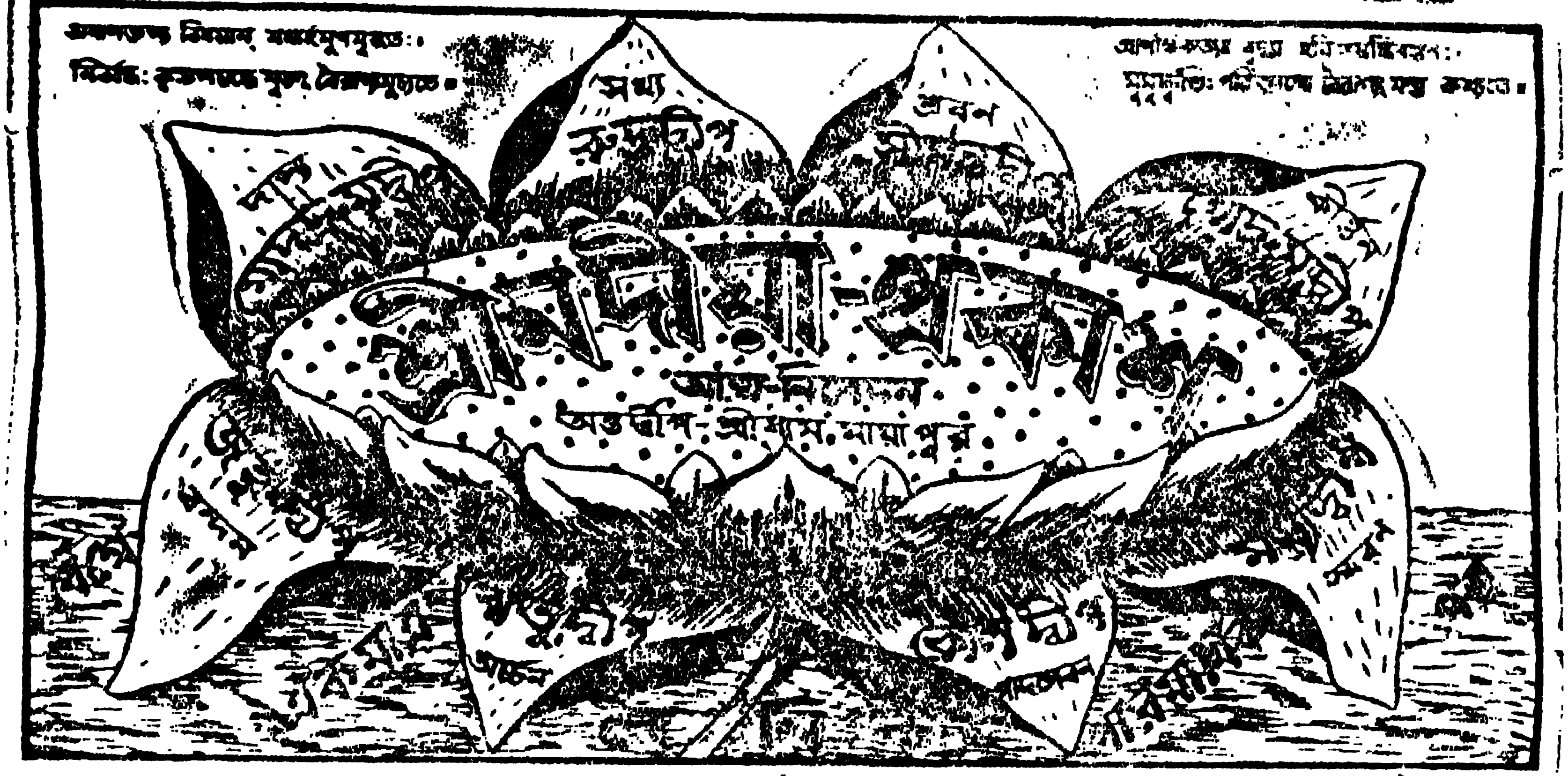

১২শ বর্ষ | ৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩১শে মে ইং ১৯৩৭, সোমবার | ৭৮তম সংখ্যা

ময়মনসিংহে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সম্বর্দ্ধন

টাউনহলে সুবৃহৎ সভায় আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন-প্রদান

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ময়মনসিংহ, ২৮শে মে

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ভক্তগণ সমভি-ব্যাহারে অদ্য প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণ, ভদ্রমহিলাগণ, মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত প্রভৃতি বিপুল জনসংঘ উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভবিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের অত্যুল্লাস ও মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিল। বিচিত্রবর্ণের পতাকা, বাণ্ডপার্টি, মৃদঙ্গ, করতালাদি বিবিধ বাদ্যসহ বিপুল সংকীর্ত্তন বাহিনী শোভাযাত্রাসহকারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীমঠে লইয়া যান। আগামী কল্য অপরাহ্ণে স্থানীয় টাউনহলে একটী মহতী সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন প্রদান করা হইবে।

কলিকাতাভিমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য শ্রীপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রায় তিন সপ্তাহকাল যাবৎ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে অলোয়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বেদান্ত ও ভাগবতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডীর অন্যতম সভ্য 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পরমভাগবত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত [illegible] সেন, [illegible] রাজপরিবারের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দেব বাহাদুর, ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক ও বাগ্ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ এম্ এ, বি-এল প্রমুখ বহু [illegible] নির্দিষ্ট সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তগণ গৌড়ীয়মঠের গভর্ণিং বডির [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যাইবেন।

ভারত সম্রাট্ ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক

সম্রাট্ পরিবার কর্ত্তৃক গৌড়ীয়মিশনারী শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিমন্ত্রিত

হোয়াইট্ হলে মার্শিয়নেস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড

[illegible]

[illegible]

উপযুক্ত প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠসেবক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমানে লণ্ডন নগরে [illegible] প্রচারে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তিনি রাজপরিবার কর্ত্তৃক হোয়াইটহলে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। নিমন্ত্রণপত্রটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিমন্ত্রণ-পত্র

To have the honour to meet Their Royal H[illegible]

and Duchess of [illegible]

His Majesty's Government [illegible]

Britain and Northern Ireland request

Pandita A. B. Goswami, Missionary in charge, Gaudiya Mission

London

at a reception at the India office, on Tuesday,

the 18th May, 1937, [illegible] p. m.

The Secretary of State for India and the Marchioness of Zetland

[illegible] the guests.

"আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণরূপে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকটলীলা বিস্তার করিয়া নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব [illegible]; রাধাপাদে [illegible] দর্শনে কৃষ্ণভক্তি অভিন্ন [illegible]-প্রাণ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ ত্রিবিক্রম, মঙ্গলবার [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৯

গৌরভক্ত ও গৌরভোগী

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। কেহ বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র, আর পরে ভজনবিচারে শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও তাঁহার লীলা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময়-বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী [illegible] স্বরূপিণী।

কলিযুগে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরকে [illegible] গৌরনাগরীরূপ অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বলমধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজন প্রণালী বুঝিতে না পারিয়াই [illegible] জগতে এইরূপ অনর্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে গৌর-ভোগী বলে।

ক্রমশঃ

প্রভু ও বিভু

ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর—পরমেশ্বর। পরতত্ত্ব নারায়ণ বা বিষ্ণুতত্ত্ব অনেক তিনি। এই গোবিন্দের প্রকাশমূর্ত্তি বৈভবপ্রকাশ মূল নারায়ণ বলদেব প্রভু। এই বলদেব-নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া গৌরকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় না। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, আর বলদেব প্রভু স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁহার স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। 'প্রকাশ' অর্থে [illegible], আর 'বিলাস' অর্থে [illegible]। 'প্রভুতা' অর্থে নিয়ামকতা সামর্থ্যযুক্ততা। আর 'বিভুতা' অর্থে সর্ব্বব্যাপকতা [illegible]। এ জগতের লোকের দ্বারা এ সকল অর্থ সম্যক্ বুঝা যায় না। ভগবৎকৃপাতেই ইহা জীবের উপলব্ধির বিষয় হয়।

বিভু ও প্রভু [illegible]। বৈভবপ্রকাশের [illegible] তিনি বিভু; আর যিনি প্রকাশ করিতেছেন তিনিই প্রভু।

প্রভু—বাসুদেব, বিভু—সঙ্কর্ষণ। ক্রমে বিলাসমূর্ত্তি বলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহা হইতে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি রাম নৃসিংহাদি অবতারের কারণ, গোলোক বৈকুণ্ঠের কারণ, ব্রহ্মাণ্ড কারণ ও বিশ্বের কারণ।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল [illegible] পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঢাকা নগরীতে [illegible] উপলক্ষে ঢাকা নগরবাসিগণ ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠবাসী [illegible] গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ [illegible] সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঢাকা নারিন্দা [illegible] শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা আহ্বান করেন। [illegible] ফলে শ্রীশ্রীল [illegible] মঠাচার্য্য [illegible] উৎসব [illegible] এবং [illegible] চতুর্দ্দিকে মণ্ডিত ছিল। অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যদিও সেই দিবস প্রচুর বৃষ্টিপাত ও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল, তথাপি আচার্য্যদেবের সভায় আগমনমাত্র আকাশের সমস্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল। সভার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইল। প্রথমে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী আসন হইতে উত্থিত হইয়া সভায় আচার্য্যের অভ্যর্থনা করিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তনের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' সভায় পাঠ করিলেন। তৎপরে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয় সভায় আচার্য্য সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া ঢাকা নগরবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করিয়া একটি [illegible] সেই অভিনন্দন পত্রটি [illegible] প্রদান করিলেন। ঢাকাবাসিনী ভক্ত মহিলাগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "অভিনন্দন"টি পূজনীয়া শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী সভামধ্যে পাঠ করিলেন। তৎপরে ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বি-এল, '[illegible]'-পত্রিকার সম্পাদক [illegible] ও বাঙ্গালার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস ও '[illegible]'-পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] যথাক্রমে আচার্য্য [illegible] তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিবার পর সভামধ্যে আচার্য্যদেব একটী নাতিদীর্ঘ [illegible] প্রদান করেন। নিম্নে ঐ সকল অভিভাষণ প্রকাশিত হইল। আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে একটি [illegible] সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর সমবেত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্তগণ এই উৎসবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শ্রীধাম মায়াপুরের একনিষ্ঠ সেবকবর শ্রীপাদ [illegible] রায় ভক্তিবিজয় প্রভু অক্লান্তভাবে ও অবয়া উৎসবে সেবা করিয়াছেন।

সভায় ঢাকাবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বি-এল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলেন—"শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব, আপনার শুভাগমন উপলক্ষে ঢাকাবাসী আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। যে মহাপুরুষের সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার আদর্শে আপনি সাধন-ভজন করিয়া আপনার আচার্য্যোচিত চরিত্র গঠন করিয়াছেন, যে মহাপুরুষের কৃপাভিষিক্ত হইয়া আপনি আচার্য্যপদে আরূঢ় হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষের এই যুগে আবির্ভাবের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যুগ প্রয়োজনানুসারে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব লোক-মঙ্গলের জন্য যে ভক্তি-প্রবাহের প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল স্তরের লোকই অল্প-বিস্তর প্লাবিত হইয়াছিল। বন্যার জল যখন সরিয়া যায় তখন যেমন স্থানে স্থানে আবিলতা রাখিয়া যায়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যদেব যে উচ্চতম আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর সেই আদর্শ আবৃত ও আবিলতাযুক্ত হইয়াছিল। আপনারা কেহ অবগত হইবেন না! অনেক নেড়া-নেড়ী চৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া ধর্ম্মের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি যেরূপ কোন জিনিস রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটা জিনিষের সংস্পর্শে আসিয়া রূপ পরিবর্ত্তন করে, কাঁসাও সোনা হয়, সেইরূপ আমরা মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াও তদ্রূপ মহত্তা লাভ হয়। আপনার শ্রীগুরুদেবের তিরোধানে হয় ত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অনাচার ও অবান্তরতার ভাব প্রবেশ করিত, কিন্তু আপনি মহাপুরুষের কৃপাভিষিক্ত হইয়া [illegible] হওয়ায় বৈষ্ণব-বিশ্বের এবং দেশের দশের বিশেষ আশা হইয়াছে। আপনি গৌড়ীয় সমাজকে সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। আমাদের জাগতিক ধন বা ঐশ্বর্য্যবল নহে, আপনাদের প্রাণ ও আদর্শ চরিত্রই একপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সম্বল।

আমরা হিন্দু, গুরু বা আচার্য্যে বিশ্বাস আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। বেদ এই গুরু পরম্পরা প্রবাহের নিত্যত্বের কথা বলিয়াছে।—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য
কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ
তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

তন্ত্রেও এই গুরুপ্রবাহের কথা বর্ণিত আছে। গ্রন্থে ত' কত উপদেশই লেখা আছে; কিন্তু গ্রন্থ পড়িলে সকল সময় হৃদয়ে সাড়া দেয় না। মন্ত্র-উপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিলেও মহাপুরুষের জীবন্ত আদর্শ ও বাণী সম্মুখে না পাইলে

আমরা কখনই মঙ্গলের পথে চলিতে পারি না। এইজন্যই আচার্য্য বা গুরুপ্রবাহের কথা হিন্দুশাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। আপনি গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের স্বাভাবিক যোগ্যতম অধস্তন ও আচার্য্য। ইতঃপূর্ব্বে আপনাকে আমার দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম। আপনাকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার, পরম পণ্ডিত ও 'শান্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—

"শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ, আজ আমাকে শ্লেষ্মা বিজড়িত কণ্ঠে কিছু বলিতে হইতেছে; সুতরাং আমি অধিক কিছু বলিতে সমর্থ হইব না। আজ আমরা বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। ঢাকাবাসীর বহু সুকৃতির ফলে তাঁহার অপার্থিব সঙ্গ ও ভুবনমঙ্গল উপদেশবাণী শ্রবণ ও মননের সুযোগ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আচার্য্যদেবের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মায়াপুর গৌড়ীয় মঠের অদ্বিতীয় আচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটে সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎ এক মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও নিরাশার সাগরে ভাসমান হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য তদ্গুণাভিষিক্ত গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে গৌড়ীয় গগনে উদিত হইয়া ভক্তিধারাকে সঞ্জীবিত রাখিবেন, ভক্তিপ্রচার করিবেন—ইহা আমাদের ভরসা ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। যদিও আচার্য্যদেব বাহ্যদৃষ্টিতে বয়সে নবীন, তথাপি তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্র, অলৌকিক পাণ্ডিত্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য, মতান্তর অসদাচার দমনে কঠোরতা, তাঁহার যুক্তবৈরাগ্য সম্যক্‌ভাবে তাঁহাকে তাঁহার গুরুদেবের যোগ্যতম অধস্তনরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই বিষয়ে কোন সমাজ বা ব্যক্তির কোন সংশয় নাই। তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যের নিদর্শন, তাঁহার অনাড়ম্বর একান্ত হরিসেবাময় জীবনযাত্রা যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না।

যখন জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে বিদ্বেষ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই সময় প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ভারতে ও ভারতেতর স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক যোগ্যতম অধস্তনেও আমরা সেই গুণ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহার বিজ্ঞতা ও আদর্শচরিত্র আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ঢাকাবাসীর নিকট আমার নিবেদন—তাঁহারা যেন এই মঠকে অতিশয় প্রিয়বস্তু জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বতোভাবে এই মঠের প্রচারে সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প হন।"

অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণের পর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার শর বি-এ মহাশয় ধন্যবাদ-জ্ঞাপনমুখে প্রসঙ্গে বলেন যে, আজ সারাদিন যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল, তাহাতে কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে, উন্মুক্ত স্থানে এরূপ একটী বিরাট সভার অধিবেশন সম্ভব হইতে পারে। যে ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় ও আচার্য্যের নির্দ্দেশে এইরূপ দুর্যোগের মধ্যে নির্বিঘ্নে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, সেই পরমকরুণাময় ভগবান্‌ ও আচার্য্যদেবকে সর্ব্বপ্রথম আমি সশ্রদ্ধ জ্ঞাপন করিতেছি। আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া ঢাকায় আগমনপূর্ব্বক ঢাকাবাসী জনসাধারণের যে আনন্দবর্দ্ধন ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক সম্প্রদায়কে অনুগৃহীত করিলেন, সেজন্য আমরা সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার তৃতীয় ধন্যবাদের পাত্র সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী। তাঁহারা এরূপ দুর্যোগের মধ্যেও এত বিপুলভাবে এখানে সমবেত হইবেন, ইহা আমরা আশাই করিতে পারি নাই। তাঁহারা এতক্ষণ যেরূপ মনোযোগের সহিত আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন ও আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

চতুর্থ ধন্যবাদ আমার অদৃষ্টকে প্রদান করিতেছি। কারণ, হয় ত' এ সময়টী পরনিন্দা, পরচর্চ্চা কি বাজে গল্পগুজবে কাটাইতাম, কিন্তু সেই সময় মহাপুরুষের মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার যে সৌভাগ্য লাভ করিলাম, তজ্জন্য আমার অদৃষ্ট ধন্যবাদার্হ।

আগামীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ প্রকাশিত হইবে।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের

ঢাকায় শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

হে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য! আপনি গোলোকগত পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের স্বাভাবিক যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে ঢাকায় শুভাগমন করায় ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের এই অভিনন্দন-প্রদানের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে। আমরা আপনার আচার্য্যোচিত অভিনন্দন করিতেছি।

হে গৌড়ীয় মহাত্মা! আপনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে আপনার শ্রীগুরুদেব ও পরমেশ্বর গুরুদেবের সংস্পর্শে থাকিয়া আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সর্ব্ববিদ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন। আপনার আদর্শ বিমল চরিত্র, ভগবৎসেবাপরায়ণ দীনতা, সেশ্বর বেদান্তদর্শনে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি, অপ্রাকৃত-সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক পারদর্শিতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে আপনার অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব অধিকার, আপনার আচার প্রচারে একনিষ্ঠতা, হরিকথা-কীর্ত্তনে অসামান্য নিষ্ঠা ও জীবের আত্মমঙ্গলের জন্য আন্তরিক চেষ্টা আপনাকে আপনার শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

হে শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ! ঢাকা নগরীতে আপনার শ্রীগুরুদেব কয়েকবারই শুভাগমন ও মঠস্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরে আপনার শ্রীগুরুদেব উদ্বোধন করিয়া ঢাকাবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, এই আশা পোষণ করিতেছিলাম। আজ তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরে তাঁহারই যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে আপনার শুভাগমন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন আমাদের অন্তরে আপনার শ্রীগুরুদেবের পদাঙ্ক স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের [illegible] শ্রীভগবানের নামে ও প্রেমে প্রেমিক মহাভাগবত।

ঢাকানগরীতে বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] আপনার [illegible] প্রকৃত বৈষ্ণব আচার্য্যের [illegible] ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ চরিত্র প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ অবধারণে ও [illegible] সত্যানুসন্ধিৎসু ও শ্রদ্ধাবান্‌ জনগণকে সহায়তা করিবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা-বিবর্জ্জিত, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক আত্মধর্ম্ম, তাহা আপনি [illegible] হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

পরোপকারই সাধুদের [illegible]। [illegible] আপনার [illegible] হরিকথামৃতের [illegible] বিতরণের [illegible] আচার্য্যরূপে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহ আপনাকে এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি—৩৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৪৪।

ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দের পক্ষে নিবেদনকারী—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র (সিভিলিয়ান, রায় বাহাদুর), শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন নিয়োগী (রায় বাহাদুর), শ্রী[illegible] কুমার দাস রায় বাহাদুর—চেয়ারম্যান ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী), শ্রী[illegible] রায় জমিদার), শ্রী[illegible] দাস (জমিদার), শ্রী[illegible] দাস (রায় বাহাদুর), শ্রী[illegible] দাস (২ নম্বর), শ্রী[illegible]মোহন দাস (জমিদার), শ্রী[illegible] চৌধুরী (জমিদার), শ্রী[illegible] দাস (এম-এ, বি-এল), শ্রী[illegible] দাস (বি, এল), শ্রী[illegible] দাস (এম, এ, বি, এল), শ্রীমণীন্দ্রকুমার শর (বি, এ সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী), শ্রী[illegible]কুমার সেন, (এম এ, বি-এল), শ্রী[illegible] দত্ত (বি, এম্, বি, এম্ বি), শ্রী[illegible]চন্দ্র রায়, শ্রী[illegible] রায় চৌধুরী (এম-এ, বি-এল), শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য (বি-এল), শ্রী[illegible]মোহন সেন (এম এ, বি, এল) [illegible] চৌধুরী (বি, এল [illegible] বসু [illegible] রায় [illegible] চৌধুরী (বি, এল [illegible] দাস [illegible] (বি, এল [illegible] ঘোষ [illegible] গুহ (এম এ, বি-এল) [illegible] ঘোষ (জমিদার), শ্রী[illegible]কুমার ঘোষ (এম, এ, বি, এল) [illegible] দে (উকিল), শ্রী[illegible] ঘোষ চৌধুরী (বি, এল), শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ (ইঞ্জিনিয়ার) প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্দশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে
রক্ষক— [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী [illegible] কলম্বী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] [illegible] ৭১১
কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন [illegible]
শ্রীমদ্ [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] গৌড়ীয় [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] প্রচার
[illegible] [illegible] বিদ্যালয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক— [illegible] [illegible] ভক্তিপ্রসাদ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক— [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরবিরোধী শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর শ্রীরাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
শ্রীগৌরগদাধর [illegible] [illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রীহরিচরণ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক— [illegible] অধিকারী।

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
[illegible] [illegible] বন্দাবনের স্থান।
রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্বাচার্য্য গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible]দেব [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible]দাস অধিকারী।

১৮। ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী[illegible]নাথ [illegible]কারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] [illegible], [illegible], রক্ষক—মহা- [illegible] [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপাল গৌড়ীয়মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢা[illegible]
রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক — [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক — [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সাঃ[illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, বি
রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)
রক্ষক — শ্রীবনোয়ারীগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible]মাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ই, বি)
রক্ষক— শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

৪৪ সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;
রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক— শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬০) অমর্দ্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দ্দি, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মান্দ্র, (হাওড়া) এই স্থানে [illegible] শ্রী[illegible]গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কনওয়ালাগার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএচ-ডি
প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

[illegible] ৬ ৫ ... বর্জিত ট লেখা ন সময় ভৃতি দ্রুপের পাইয়ে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম-ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দে: কোবাদ সেখ দিং সাং গলদা পো: কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দক্ষিণ ঝিটকী-পোতা গ্রামে ডিং সং ২৮ নং খং ও তদধীন ৬০২।৩৮৭নং খং ৩-১০শ: জমির ১০॥/৫ জমা মায় তদপরিস্থিত আকর অওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ০৲

(২৮)

১২২ মণিজারি ৩৭ দাবী ৬৮।৯

ডি: নরহরি ঘোষ

দে: দ্বিজপদ দাস দিং সাং রুদ্রপাড়া পো: শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিং সং ১০৫।১০৬নং খং -১৬শ: জমির ৮/৬ জমা, মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ১৫৲

(২৯)

২৩৯ মণিজারি ৩৭ দাবী ১৪০৮৯

ডি: কালিদাসী দেবী

দে: গোপাল সেখ চালনা সাং পুরুলিয়া পো: বেলপুকুর

থানা কোতয়ালী মৌজে পুরুলিয়া গ্রামে ডিং সং ১৫৫নং খং ৬-৭৯ শ: জমির ২।৬ ও ৮৴ দিবা ॥৴৭ ও ২৯০ রকম নির্দিষ্টের রায়তি দিতে হয়। মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২৫৲

নীলামের দিন ১২ই জুন, ১৯৩৭

(৩০)

১১৭ দেংজারি ৩৭ দাবী ৭৯৬৮/

ডি: চন্দ্র কান্ত ধনি দিং

দে: ব্রজরমনী দেবী সাং ও পো: নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ পোড়াঘাট ৭ জমি আন্দাজ /১।০ কাঠা খাজনা ৪০ আট আনা বাদ নবদ্বীপ নিবাসী শ্রী সন্তুয় চন্দ্র বাক্‌চি মহাশয় দিগরের খাজনা দিতে হয়। উক্ত জমির উপর বৈঠকখানা ও পুরুধারী পাকা ২টী কুঠারী ও রোয়াক ও সিঁড়ি মায় সাজ সরঞ্জাম কড়ি ও কূপ পায়খানা প্রোচীর দরজা প্রভৃতি সম্পত্তির আট আনা অংশ মূল্য আ: ৪০০৲

(৩১)

১৩৩ দেংজারী ৩৭ দাবী ২৪১১॥৬

ডি: গৌরচন্দ্র গোস্বামী

দে: পাঁচু সেখ দি. সাং ও পো: নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ ডিঃ সং ১০৬৪ নং খং /২॥০ কাঠা জমির ৮৴/১৮॥০ জমা, মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডি: সং ১০৬৪ নং খং /২ কাঠা জমির ১/১।০ জমা মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডি: সং ৪৪৭ নং খং /১॥০ কাঠা জমি ১৲ টাকা জমা, মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ৩০০৲

(৩২)

৩০৪ দেংজারি ৩৭ দাবী ৮৪৯৮৴১

ডি: অমিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দে: হেমন্ত কুমার চৌধুরী সাং নেদিয়ার পাড়া পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নেদিয়ারপাড়া গ্রামে দি: সং ৩৯১৯ নং খং কালিদাস চৌধুরী মহাশয়ের নামে যে ৬৮০ টাকার মৌরসী জমা লেখা যায় ঐ জমা মায় তদপরিস্থিত পাকা ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম কুঠারী প্রভৃতি দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৪০০৲

(৩৩)

৭৫৪ দেংজারি ৩৭ দাবী ১৩৬৯।৶

ডি: মেসার্স পূর্ণচন্দ্র পাল এণ্ড কোং

দে: ঈশ্বর চন্দ্র সাহা দিং সাং নবদ্বীপ পো: ঐ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ ডি: সং দাগ নং ৬১৩১ সদর রাস্তার উত্তর ।০৮ ছটাক জমির ২৮৴ জমা, মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১২০০

(৩৪)

৩৮৭ দেংজারি ৩৭ দাবী ২১৪৩॥/৬

ডি: মৃণালিনী দেবী

দে: শ্যামকুমার রক্ষিত সাং গোয়াড়ী মো: মহাবাজপুর পো: বাজালঘি

থানা কোতয়ালী মো: গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক দাস পাড়ার মধ্যে ডি: সং ৪৬২ নং খং /৩॥০ জমি আন্দাজ, ৩॥০ টাকা খাজনা দিতে হয়। মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫০০৲

(৩৫)

৩৯৬ মনিজারী ৩৭ দাবী ১০৩৭।৶৯

ডি: নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় দিং

দে: ললিত মোহন হালদার সাং গোপীনগর হাল মো: রাণাঘাট ছোটবাজার পো: রাণাঘাট

থানা রাণাঘাট মৌজে হাটরপুর গ্রামে ডি: সং ২৪৪নং খং ৪৬-৫২শ: জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর উহাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্ব হইতেছে দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

(৩৬)

৩৫৩ মনিজারি ৩৭ দাবী ৯৩৮৶৩

ডি: মুরারিমোহন কুণ্ড

দে: কালিপদ নাথ মো: কৃষ্ণনগর পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ডি: স. ১৪২নং খং -১১শ: জমির ৩৶১০ জমা, মায় তদপারিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ৫০৲

(৩৭)

৩২৫ মণিজারি ৩৭ দাবী ১৫৩৸৶৩

ডি: ইন্দুপ্রভা দাসী

দে: ক্ষেত্রনাথ পালচৌধুরী দিং মো: গোয়াড়ী পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর সামিল ডি: সং ৩১৭নং খং -১৩শ: জমির /৬ জমা মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০০৲

(৩৮)

২৭৬ মণিজারি ৩৭ দাবী ৩৮।৶

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ

দে: বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং গোয়াড়ী পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডি: সং ৩৯১৫নং খ. ৩-২৬শ: জমির নিষ্কর জমা প্রচলিত আছে এবং ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন ২৩৮১ দাগে ও ২৩৯২ দাগে যে জমি লেখা আছে তৎসমুদয় মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০৲

(৩৯)

২৭৫ মণিজারি ৩৭ দাবী ২৩॥৯

ডি: ঐ

দে: ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডি: সং ৩৯১৪নং খং ৩-২৪শ: নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি প্রচলিত আছে এবং কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর সামিল ২৩৮১ ও ২৩৯২ নং দাগে ১৭৪৬নং holding এবং ২৩৯১ দাগে ১৭৪৫নং holding ও ২৩৮৩, ২৩৮৫ ও ২৩৯০ দাগে উপরিউক্ত মৌজায় ১৯২নং খং ১৭৭১নং holding সমুদয় মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০৲

(৪০)

২৭৪ মনিজারি ৩৭ দাবী ৩৮৸৶৩

ডি: ঐ

দে: ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর অধীন ডি: সং ১৯২নং খং ২-৯৫শ: জমির ৪৫৲ জমা মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০৲

(৪১)

২৩৩ মণিজারি ৩৭ দাবী ১৩৶০

ডি: ঐ

দে: ঐ

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর ডি: সং ৩৯১৪নং খং ৩-২৪শ: নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি যাহা প্রচলিত আছে তৎসমুদয় মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০

(৪২)

২৩২ মণিজারি ৩৭ দাবী ১৮।৶৬

ডি: ঐ

দে: ঐ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর অধীন ডি: সং ১৯২নং খং ২-২৪শ: নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমা প্রচলিত আছে তৎসমুদয় মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০৲

(৪৩)

২০৮ মনিজারি ৩৭ দাবী ১১১।০

ডি: দেবরাণী দাসী

দে: ভুবন মণ্ডল দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পো: ঐ

১। থানা চাপড়া মৌজে বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডি: সং ৩২১নং খং ৬-৩৯শ: জমির ৩৩।/১৭॥০ জমা মায় তদপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ৪০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডি: সং ৩৯৫ নং খং ৬-৯৬শ: জমির ১৬৮/১০ টাকা জমা মায় তদপারিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আ: ২০৲

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৬।০
বালাম নূতন	৪।০
ঐ পুরাতন	৫৲
ভাঙ্গেল কোয়ালিটি	৮।৶০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৸০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫॥৶
ঐ মাঝারি	৫৸০
পাটনাই আতপ	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷/০
বলিপুর ১০০০ নং	১০/০
বাংলা দানা	৯।০
কানপুর দানা	৮।০—৯৶০
কানপুর দানা	৭৸০—৮৲

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(❋):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৫; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ সকলশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি[illegible]
সর্ব্বস্ব
[illegible]
আকরমঠরাজ

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকসম্বাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১লা জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৭৯]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৫ই জুন, ১৯৩৭

(১)

৪৭১ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৫১৯৮৵৬

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ ধীরেন্দ্র নাথ সরকার দিং সাং নতিপোতা থানা দামুড়হুদা

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পদ্মমাগ্রামে ডিঃ সং ১১৫নং খং ও মৌজে নিড়াইপুর খং নং ১২৮ ও মৌজে পাদবেল গাঁও খং নং ২৮১ অন্তর্গত ৪৩.৮৬ শতক জমির ৮০৷৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(২)

৩১৯ থাঃজারি ৩৭ দাবী ১৩৷০

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ তজরম বিশ্বাস দিং সাং বিলকুমার পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেড়াই গ্রামে ডিঃ সং ২২নং খং ২-০৮ শতক জমির ৬৷১৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

২৮৫ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৩২১৮৬

ডিঃ তারক দাস দত্ত দিং

দেঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাটালপোতা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা চাপড়া মৌজে ভীমপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬নং খং দেন্দারের নামে সালিয়ানা ১১৬৮ টাকার যে জমা জমি প্রচলিত আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

১৪৭ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৫২॥

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায়

দেঃ জ্যোতিষ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে নাটীকাপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ১৯, খং ৭৫॥ টাকার যে দর মৌরশী জমা প্রচলিত আছে, উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

২৫২ থাঃজারি ৩৭ দাবী ১২৮৵৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী দিং

দেঃ তাহাজদ্দি মণ্ডল দিং সাং লোকনাথপুর পোঃ বেলডাঙ্গা

থানা কালিগঞ্জ মৌজে সেজনা গ্রামে ডিঃ সং ৬নং খং ১২৮ বিঘা জমির ২৫৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪০৲

(৬)

১৪৪৯ থাঃজারি ৩৬ দাবী ১৮৷৶

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী

দেঃ কুদরত আলি মণ্ডল দিং সাং নাজিরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পিপড়াগাছি মধ্যে ডিঃ সং ১৭০নং খং ১৪.৭৬ শতক জমির ২১৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

৯২ থাঃজারি ৩৭ দাবী ১৪৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং সাং মাধবপুর, পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পিপড়াগাছি মধ্যে ডিঃ সং ২২৮নং খং ৭.১৪ শতক জমির ৫৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

২৯৬ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৪৭৷৬ ও ১০৶৩

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ আহম্মদ মণ্ডল দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৯৭ ও তদধীন ৯০-৯৮নং খং ৫.৬৬ শতক জমির ১২৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য ১০

(৯)

২৯৮ থাঃজারি ৩৭ দাবী ২৮৬৶

ডিঃ ঐ

দেঃ মনিমোহন ঘোষ দিং সাং লক্ষ্মীগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ২৭০নং খং ১৩-৫৭ শতক জমির ৩৭৷৶৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১০)

২৯৭ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৮২৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিরাজ বিবি দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৩৯১নং খং ও তদধীন ৩২২-৩২৩নং খং ১২.৯৭ শতক জমির ২৭৷৫৷৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

১২৬ থাঃজারি ৩৭ দাবী ৩২।

ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ আব্বাস মল্লিক দিং সাং টেমনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সুধাকরপুর মধ্যে ডিঃ সং ২৬নং খং ১-৯১ শতক জমির বটবন্দী জমা লেখা যায়। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১৬ নং খং ১-৯১ শতক জমির বটবন্দী জোত জমা লেখা যায়। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮১ ও তদধীন ২৯৪.৩৪৪নং খং ৫৮ শতক জমির বটবন্দী জোত জমা লেখা যায়। মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং [illegible] নং খং ১-০৮ শতক জমির বটবন্দী জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং [illegible] নং খং [illegible] শতক জমির বটবন্দী জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

(১২)

২৬৮ থাঃজারি ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] সাং কড়কড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কড়কড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং [illegible] খং ১১-৭১ শতক জমির [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ

(১৩)

৩৬৩ থাঃজারি ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] সাং কড়কড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কড়কড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৬২নং খং ও তদধীন ৩৯০। ৩৭১।৩১০।৪২৫।৫৩১নং খং ৯.১৯ শতক জমির ৫৭.৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১৫২১ খাংজারি ৩৬ দাবী ৩৭৮৮/৬

ডিঃ [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী

দেঃ [illegible] দিং সাং [illegible] পোঃ মেহেরপুর

১। [illegible] গ্রামে ডিঃ সং ৭০নং খং [illegible] শতক জমির [illegible] জোত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০ [illegible]

[illegible] সং [illegible] শতক জমির [illegible] জোত জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ [illegible]

(১৫)

৬১০ খাংজারি ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া [illegible] গ্রামে ডিঃ সং ১৬৭নং খং [illegible] শতক [illegible] তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক [illegible]

১৬৫০ খাংজারি ৩৬ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] দিগম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে [illegible] গ্রামে ডিঃ সং ৩৭নং খং [illegible] শতক জমির [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০

(১৭)

২২৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ১১১৩/

ডিঃ [illegible]নাথ সিংহ রায়

দেঃ [illegible] চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible] গ্রামে ডিঃ সং [illegible] খং [illegible] জমা লেখা যায় উক্ত জমি জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩০০ [illegible]

নীলামের দিন ১৪ই জুন, ১৯৩৭

(১৮)

৬০৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ২০।৴৬

ডিঃ [illegible] চন্দ্র [illegible] দিং

দেঃ এব্রাহিম মোল্লা দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ শ্রীমন্তপুর

থানা চাপড়া মৌজে [illegible] গ্রামে ডিঃ সং ৭১নং [illegible] ১৩৬৮ [illegible] জমির [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫ [illegible]

(১৯)

৬১২ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৭।০৫

ডিঃ [illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ [illegible] সাং [illegible]পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে [illegible]পাড়া মধ্যে ডিঃ সং [illegible] শতক [illegible] জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১২ [illegible]

(২০)

৩৫২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৯২৸৴৩

ডিঃ জ্যোতিষ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ এরাজদ্দি সেখ দিং সাং কুলকামি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৭৫নং খং ৩/৩, বিঘা জমির কাত যে ওটবন্দী জোত লেখা যায়, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪৮৴

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ এবাদত মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ সং ১৬৮নং খং ৭-১৬ শতক জমির ৫৷৴ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২৮৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪৭।৵৩

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ নিবারণ ঘোষ সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ঐ ডিঃ সং ১৩৬নং খং ৮ ৮৯ শতক জমির যে ওটবন্দী জোত লেখা যায়। তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১৭১ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩৮৬/৩ ও ১২৷৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং

দেঃ রামমোহিনী দাসী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৩১৭নং খং ৪-২৭ শতক জমির ৮৷৴ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

৩২৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ২২৷৵৩

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী

দেঃ গোসাই দাস মণ্ডল দিং সাং গোটপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেলাই গ্রামে ডিঃ সং ৭৬নং খং [illegible] ৭৭নং খং ৪-৬০ শতক জমির ১২৮/১৮॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

২৭৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪৩৷৯

ডিঃ মা নেজার অর্দ্ধদ্বীপ ওয়ার্ডসেষ্টেট

দেঃ নিমাই ঘোষ সাং কচুরিয়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দলা গ্রামে ডিঃ সং ৮৩নং খং ১৫২ শতক জমির ৮৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

১১৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৭৷৯

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ নফর সেখ দিং সাং আড়বেলাই পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেলাই গ্রামে ডিঃ সং ১০৪নং খং ৭ ১২ শতক জমির ১২।/১২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫৲

নীলামের দিন ১৬ই জুন, ১৯৩৭

(২৭)

১১০ দেংজারি ৩৭ দাবী ২২৪।৬

ডিঃ প্রফুল্লকুমারী দাসী

দেঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ৫৬৭নং খং -৩৫শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৯৮৪নং খং ১-৩৮ শতক জমির ৫৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮৭৪নং খং ২-১১শতক জমির ৫৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৮)

২৩৯ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৬৪।০

ডিঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেঃ জ্যোতিপ্রসাদ মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ পূর্ব্বস্থলী

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দলুইপুর গ্রামে ডিঃ সং ৪নং খং ৩ তদধীন ৬নং খং বার্ষিক ৩৫০৸৴০ টাকায় যে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী দরপত্তনী জমা লেখা যায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১৫১৲

(২৯)

২৬১ মনিজারি ৩৭ ৬৩৩।৶৬

ডিঃ পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

দেঃ রামনারায়ণ সিংহ সাং আকন্দডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আকন্দডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং ৪২৪নং খং ৪-৪৬শঃ জমির ১৲হিসাবে আদায় দিতে হয়। দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪৬৭নং খং ৭-৩৩শতক জমির ওটবন্দী জোত জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত

১৬৬ মনিজারি ৩৭ দাবী ২৫৮৵০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

দেঃ জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া মৌজে হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ সং ২০১ন খং -২৭শতক জমির মধ্যে -২৩শতক জমির বার্ষিক ১৮১০ টাকা দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট ওটবন্দি জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১-০০শঃ জমির বার্ষিক খাজনা ২/১০টাকা মায় তদুপরিস্থিত আকার আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৭৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং দেকারের -৮৫শতক ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত প্রভৃতি দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৪৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

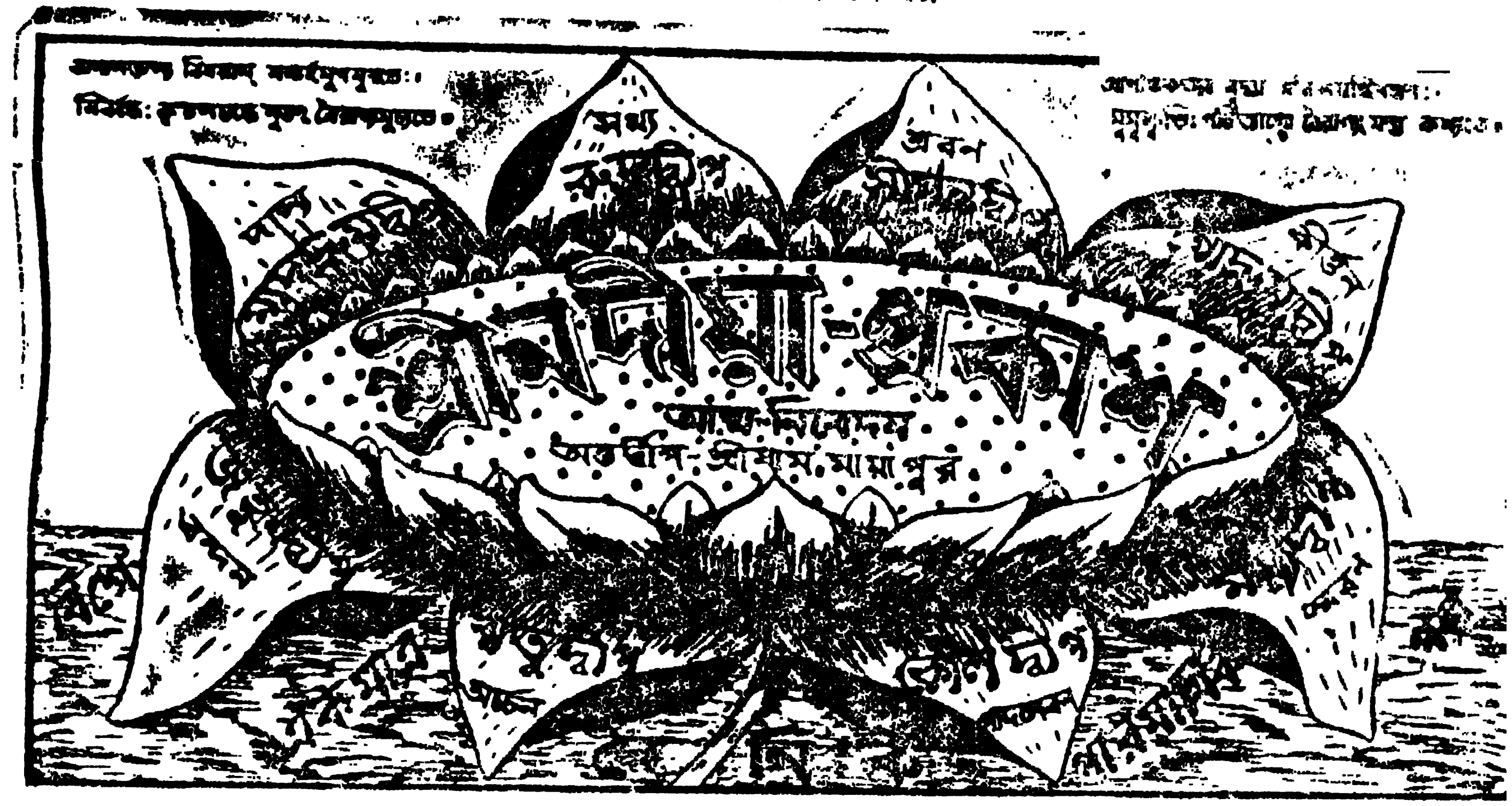

১২শ বর্ষ | ৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা জুন ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } [illegible]তম সংখ্যা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে
শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-উৎসব

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনার পর শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র-নাম সংকীর্ত্তন এবং শ্রীমন্দির-পরিক্রমণান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হয়। সারাদিন ব্যাপিয়া মঠসেবকগণ নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রীনৃসিংহমন্ত্রে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন করেন এবং শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, ভক্তিবিধুর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরু-বৈষ্ণব বন্দনা, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত 'গুর্ব্বষ্টক' এবং পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনের পর মতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজ এবং হিরণ্যকশিপুর আচরণের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া ভক্তবাৎসল্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর শ্রীনৃসিংহদেবের মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আবেগভরে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ের ধন বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে প্রহ্লাদ মহারাজ ও ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্যসূচক মহিমা কীর্ত্তন করেন।

পরিশেষে প্রার্থনাজ্ঞাপনমুখে বলেন—বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুটমৌলি পরম করুণাময় পরমারাধ্যতম সর্ব্বজীবাশ্রয় গৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণব জগতে যে-প্রকার অন্যাভিলাষিতার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবার সূচনা দেখা যাইতেছে—এই উৎসবদিনে আমরা যেন সকল প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া অকুণ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

ঢাকায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য

বিশ্ববিশ্রুত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি অল্পদিন হয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত ভারত ও বহির্ভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত যোগ্যতম গুরুসেবকবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায়শ্বমাধ্বতন শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় শুভাগমন উপলক্ষে [illegible] রেল ব্রাঞ্চের সম্মুখে ও মঠের সম্মুখে নানাবিধ পত্রপুষ্পসমন্বিত [illegible] তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সহরের বিশিষ্ট রাস্তার উপর দিয়া এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। আচার্য্যদেব ঢাকানগরীর নারিন্দাস্থিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনবরত ভুবনমঙ্গল হরিকথামৃত [illegible] করিতেছেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথার ছন্দের [illegible] করিয়া লইতেছেন। [illegible] জ্যৈষ্ঠ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীনাকগৌড়ীয়মঠের [illegible] হইতে শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের পালক ওঁ শ্রীগুরুর সংবর্দ্ধনার্থ এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, প্রফেসার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ও মহিলাদের আগমনে সুসজ্জিত সভামণ্ডপটী পূর্ণ হইয়াছিল। ঢাকানগরীর জনসাধারণের পক্ষ হইতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় সত্যেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুর এম, এ, র মহাশয় আচার্য্য-বন্দনা করিয়, একটী [illegible] কারুকার্য্যখচিত রৌপ্যাধার [illegible] প্রদান করেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও মহিলাদের তরফ হইতে দুইটী অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। [illegible] বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এবং [illegible] বিখ্যাত পরিবারের জমিদার ও [illegible] পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যদেবের যে কৃপাপূর্ব্বক ঢাকায় আগমন কর[illegible] বিশেষ মঙ্গল [illegible] করিয়া অদ্বিতীয় সহৃদয়তা করেন। তাঁহারা ইঁহাদের [illegible] আমাদের সম্বন্ধে [illegible] ধারণা পোষণ করেন এবং আচার্য্যদেবের প্রচারকেন্দ্র ঢাকা শ্রীমাধ্ব[illegible]কে একান্তিকভাবে সহযোগিতা করিয়া আত্ম-মঙ্গল লাভের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

প্রত্যুত্তরে আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব-সুলভ সিদ্ধান্তপূর্ণ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহাশয়ের তিরোধানে জগতে [illegible]। ঢাকা নগরীতে শুদ্ধ সনাতন-বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনরায় ব্যভিচার [illegible] বলিয়া যে আশঙ্কা [illegible] ছিল, তাহা নিশ্চয়ই নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে না। [illegible] ব্যক্তি [illegible] হইয়াছেন [illegible] আগামী [illegible] ঢাকায় [illegible] প্রকাশ করিবে।

(স্বাস্থ্যশ[illegible], [illegible] জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)

আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকটলীলা-বিস্তার কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকট-লীলা বিস্তার করে নিত্য কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব সকলশ্রেষ্ঠ; রাধিকাদেবী অক্লান্তশিল্পীর দর্শনে কৃষ্ণভক্তি অধিক বাঞ্ছনীয় [illegible]

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible], শ্রীধাম মায়াপুর গৌরাব্দ [illegible]

লৌল্য

লৌল্য অর্থাৎ [illegible] ভক্তিরত্নের [illegible] নানা [illegible] হইয়া যে অভিপ্র [illegible] এই লৌল্যবশতঃ আমরা [illegible] আমরা লৌল্য অর্থে স্থান [illegible] হইতে [illegible] অপসারিত হয়। [illegible] লোভের পথের না [illegible] করেন।

[illegible]

হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাধু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে ভোগ মোক্ষবাঞ্ছা শিথিল হইয়া পড়ে। শুদ্ধ মাধুর সেবা ও অনুবর্ত্তন-ক্রমে কপটতা বা ইন্দ্রিয়সুখ হ্রাস হইলে [illegible] লৌল্য অর্থাৎ লোভ [illegible] জীবজন্ম চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্ত হয়। [illegible] তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। এই হরিকথা শ্রবণফলে আমাদের হৃদয় হইতে [illegible] অপসারিত হয় এবং সাধু-সঙ্গের ফলে ভগবৎসেবার লৌল্য অর্থাৎ লোভ জন্মে। [illegible] আমাদের [illegible] প্রেমের উদয় হয়, [illegible] হয় না। [illegible] না জন্মিলে বিষয়নিবৃত্তি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। [illegible] এই লৌল্যরূপ ভক্তি [illegible] কোটিকোটি জন্ম [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] যোগ্যতা হয় না।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

[illegible] আছে যে, [illegible] হইলে আর কিছুই [illegible] কৃষ্ণভক্তির নিয়ম, [illegible] আর সকলের [illegible]

[illegible]

সমস্ত [illegible] লৌল্য হইবে [illegible] অর্থাৎ [illegible] না।

[illegible] মনের [illegible] মনকে [illegible] আবশ্যক। মন স্থির হইলেই [illegible] করিতে হইবে। [illegible] বিবিধ [illegible] মনকে [illegible] হইবে—ইহাই [illegible] ও শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]

[illegible] এই লৌল্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি পরমপূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর

আলোয়াগ্রামে কৃপা-পদার্পণোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসিগণের

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন

—— ::(*)::—

পরমপূজনীয় আচার্য্যদেব, আজ এই গ্রামবাসী আপনার অপ্রত্যাশিত শুভপদার্পণে উৎফুল্ল ও কৃতার্থ হইয়া এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনদ্বারা আপনার প্রতি ও পরম পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের রাতুল শ্রীচরণ পূজার অধিকার যাচ্ঞা করিতেছে।

আপনি অপার্থিব দয়ারসাগর বিশ্ববিশ্রুত [illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী প্রচারের অদ্বিতীয় সেবক। আপনার সতীর্থ বৈষ্ণবসহ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা [illegible]। আমরা ক্ষুদ্র [illegible] জীব, আপনাদের মহিমা গান করা আমাদের পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস। তবে আপনাদের অহৈতুকী কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মহাশয় আপনার অনুকম্পিত [illegible]। তাঁহার ন্যায় সজ্জন ও [illegible] কৃপায় আমরা এই গণ্ডগ্রামে [illegible] শুদ্ধপ্রাণ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণ-স্পর্শে পরম পবিত্র হইলাম। আজ এই গ্রাম মহাতীর্থ হইল।

আপনি বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য কুলতিলক। আপনি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন ও তাঁহার বাণী কীর্ত্তন-মনোভাবের পরিপূরক। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের অদ্বিতীয় [illegible], আপনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। আপনি কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠ।

বর্ত্তমান যুগে যেরূপ চতুর্দ্দিকে মানুষের নানা প্রকার আন্দোলন দেখা যাইতেছে, তেমন প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের স্বরূপ লোকের নিকট নানাপ্রকার আবরণে আবৃত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, সনাতনধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অপধর্ম্ম ও আচার প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনার ভুবনবিখ্যাত শ্রীগুরুদেব ঐসকল অপধর্ম্ম নানাভাবে বিদূরিত করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বহু দুরাচার উৎপাটিত করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতম শিষ্যরূপে অনুক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া শাস্ত্রবাণী ও সদাচারে পারঙ্গত হইয়াছেন। আপনার শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণতা ও ভগবৎসেবায় সুদৃঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া আপনাকে আচার্য্য শিরোমণি বলিয়া বরণ করিতে সত্যপ্রিয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ বেদান্তের দেশ। আপনি ভক্তি-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নিরঙ্কুশ আচার্য্যবর্য্য। আপনার আদর্শ আচার প্রচারময় জীবন বেদান্তের সারস্বরূপ। আপনার কৃপায় আবার ভারত ও ভারতের বাহিরে বিভিন্নস্থানে বেদান্তের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। প্রকৃত বেদান্তসার যে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা আপনি বর্ত্তমান যুগে প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই দিনে আপনার সহগামী বৈষ্ণববৃন্দের সহিত আপনার ন্যায় আচার্য্যের অভ্যুদয় ও লোকমঙ্গলের অভিলাষকে আমরা সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দিত করিয়া এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিলাম। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮ সন।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী (বি-এ), শ্রীনলিনীমোহন বসু শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ নিয়োগী, শ্রী[illegible]নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকুমুদবন্ধু নিয়োগী, শ্রীভূপতিনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীবিকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীপশুপতিনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীগোপালচন্দ্র স্বর্ণকার, শ্রীমাখনলাল সরকার, শ্রীমদনমোহন সরকার, শ্রীজগদীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীহারাধন নিয়োগী, শ্রীকিশোরী-মোহন গুহ নিয়োগী, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীহরিপ্রসাদ শর্ম্মা নিয়োগী, শ্রীললিতকুমার গুহ নিয়োগী, (এম-এ), শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত (বি-এ) শ্রীবিকাশ সরকার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীঅমরহরি দত্ত, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীকেদারনাথ বসাক, শ্রীব্রজমোহন ঘোষ, শ্রীগোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, শ্রীহরিলাল সেন প্রভৃতি।

শ্রীল আচার্য্যসম্বর্দ্ধনা

কমলাপুর শ্রীগোপাল-জীউর মঠে

ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠের সেবকবৃন্দ ও কমলাপুর গ্রামের সজ্জনবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সাদর আহ্বানে বিশ্ব-বিশ্রুত গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৪) বুধবার দিবস অপরাহ্ণ [illegible] ঘটিকার সময় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ, [illegible] শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ [illegible] মোহন দাসাধিকারী শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীগোপালজীউর মঠে শুভবিজয় করেন। উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ ও কমলাপুর গ্রামবাসী [illegible] সজ্জন পূর্ব্ব হইতেই খোল, করতাল, পতাকা ও [illegible] ঐকতান বাদ্যের সহিত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দ্বারা আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া যাইবার জন্য অগ্রপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্য-দেব তথায় উপস্থিত হইলে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হন। শ্রীমঠের সম্মুখভাগে একটি সুন্দর তোরণ, কদলীবৃক্ষ, মঙ্গলঘট ও লতাপাতা-বেষ্টিত কুঞ্জদ্বারা শোভিত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও মহিলাগণ দণ্ডবৎ প্রণাম, জয়ধ্বনি, হুলুধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা যথোচিত আচার্য্য সম্মান-প্রদর্শন এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর গলদেশে পুষ্পমালা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত গৌড়ীয় আচার্য্যরূপে বরণ করেন।

অতঃপর শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভার উদ্বোধন-সঙ্কীর্ত্তনরূপে গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করা হইলে শ্রীগোপালজীউর মঠের কমলাপুর গ্রামবাসী বর্ষীয়ান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী প্রভু গোপালজী মঠের সেবকবৃন্দ ও কমলাপুর গ্রামের সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপর স্বাস্থ্য-শাসন পত্রের সম্পাদক ও ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে ভক্তিবোধ কবিকৌমুদি মহোদয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,—"জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু আজ অহৈতুকী কৃপাগুণে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামে শুভপদার্পণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই আমরা শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আমাদের আচার্য্যরূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব, এরূপ আন্তরিক দৃঢ় আশা সর্ব্বক্ষণ পোষণ করিতে-ছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আমাদের এই আশার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট শুদ্ধ-ভক্তি-কথা জগতে আচার-প্রচারমুখে বিস্তার করিবার জন্য এই আচার্য্যদেব [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের সময় [illegible]

শ্রীমায়াপুরে গৌরজন্মোৎসবের দিবস [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে [illegible] করা হয়, তখন আমাদের তথায় [illegible] থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমরা আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র পল্লীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া যে কিরূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, তাহা বলনাতীত। শ্রীল আচার্য্যদেবের কোনপ্রকারে সেবা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র সকাতর প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন চিরকাল আচার্য্যদেবের একান্ত অনুগত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ

অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন—

[illegible]

[illegible]

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও কমলাপুরবাসী সজ্জনবৃন্দ! আজ আপনারা আমাকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন,—এই অভিনন্দন আমার নিত্যারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই প্রাপ্য। আপনাদের এই অভিনন্দন আমি মাথায় করিয়া নিয়া আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ দিতেছি। বাস্তবিকই কাহারও মনে করা উচিত নয় যে, আমি এই অভিনন্দন গ্রহণ করার অধিকারী। যিনি নিজকে গুরু, আচার্য্য, বৈষ্ণব, প্রভু, বরণীয়, আরাধ্য প্রভৃতি মনে করেন, তিনি গুরুপদের পাত্রক নহেন— তিনি কখনও সদ্গুরুপাদাশ্রয় করেন নাই। জগতের যত সম্মান, মর্য্যাদা আসুক না কেন সমস্তই আমার প্রভুর প্রাপ্য; কারণ, তিনি সমস্ত সম্মান-মর্য্যাদার মূল আকর, তিনি শ্রীভগবানের সেবক-বিগ্রহ, তিনি সেবাসেবার দ্বারা সকল সম্মান মর্য্যাদার একমাত্র প্রাপক শ্রীভগবানকে বশ করিয়াছেন। যেমন যে শ্রীভগবান হইতে পৃথক নন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনিই একমাত্র এই অভিনন্দন পাইবার অধিকারী। আপনারা [illegible] [illegible] বৈষ্ণব, সজ্জন ভক্তবৃন্দ ও কমলাপুরবাসী

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবার যে অধিকার দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক

[illegible] শ্রীবাসের—বৈষ্ণবদাসের [illegible] [illegible] কথা—"[illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইব নিরন্তর [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] দরকার।

[illegible] [illegible] লখিত।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] হয়।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] [illegible] অভিনন্দন [illegible] [illegible] একান্ত কামনা। আমি পুনরায় পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, [illegible] ও [illegible] সজ্জনবৃন্দকে আমার [illegible] [illegible] জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিবার পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর প্রভু ও শ্রীপাদ দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ কবিকৌমুদি প্রভৃতি

বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র

আচার্য্যবর, [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু [illegible] [illegible] [illegible] স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য-[illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] প্রকট-কালে [illegible] [illegible] [illegible] সেবোত্তম [illegible] [illegible] [illegible] সুসিদ্ধান্তের [illegible] [illegible] [illegible] আপনার গুরুদেবের ন্যায় [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত-নিপুণতা, [illegible] [illegible] [illegible] দয়া, [illegible] [illegible] [illegible] আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। [illegible] [illegible] বহু লোক [illegible] [illegible] [illegible] সেবা প্রাপ্ত

[illegible], কমলাপুরে এই গোপালজীর [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোপালজীর [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। আমরা [illegible] [illegible] অভিনন্দন-পত্রদ্বারা আপনাকে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বরণ করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] ১৩৪৪, [illegible]

[illegible]

[illegible] কমলাপুর [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible] এই সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমায়াপুর ... শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ ... শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, যোগপীঠ আছে ... আছেন। ... প্রচারকেন্দ্রে নদীয়া ... আছে।

রক্ষক- ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ...

কলিকাতায় ... শ্রীমঠ ... কীর্ত্তন, ... সংকীর্ত্তন, ... গ্রন্থের ... ও ... পত্রিকা ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ ... বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্ ... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

ইহা ... শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

বৈষ্ণবাচার্য্য দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমৎ ... ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

(১৭) কুলগুরু টীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রী... অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিস্বরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী... গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বসবর্ত্তী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীব্রজদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীনবকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক- শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... ব্রাহ্মণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক —শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাযক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ ... ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ কোশীকলাঁ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গগৃহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীঅগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক— শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অচ্যুতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
বাগরা নূতন	৭॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্‌স্ট্রা কোয়ালিটি	৫।৴০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
বড়িপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারকোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৻৫০
সভরেণ	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
ন্যূনতম—	৩৪৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।০
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এম)	৪৸৴০—৪॥৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৮৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাকিস্তান	
ভারী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ লাল	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
শুটি খরিদ মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা টী আয়রণ	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ০ —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৫॥০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১১॥০

টিন পাটী, পোষ্ট, গরাদে ৮৸০—১০।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কর্না কটের

হন্দর ৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৩॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই জোর কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবলম্ব সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং বনফীল্ডস্ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থের বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(※):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে কোন লাইনে ৷৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন চরিত্র

ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা

হইয়াছে।

—:০:—

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠে পুণ্যঃ বহুশাস্ত্রের

পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী

আকারে এন্টিক কাগজে চিত্রসহকারে

মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিভিন্ন হাফটোন ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

আছে। ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

:(০):

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; ১৪।২নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ২রা জুন, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৮০]

ভূতপূর্ব্ব রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের বিবাহ

——:•):(•:(•):——

সম্প্রতি এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ডিউক অব উইণ্ডসর স্থির করিয়াছেন যে, মিসেস্ ওয়ালিসওয়ারফিল্ডের (মিসেস্ সিম্পসন্) সহিত তাঁহার বিবাহের পর কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন না। আগামী ৩রা জুন সিভিল-ম্যারেজ-আইন অনুসারে এই বিবাহ হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বা যাজকমণ্ডলের কোন কার্য্যের ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কিনা মিঃ হারম্যান্ রোজার্সকে ২২শে মে সন্ধ্যায় একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'হাঁ না' কিছুই বলিতে চাহেন না। ডিউকের পক্ষ হইতে তিনি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। দ্বিপ্রাহরিক জলযোগের সময় প্যারিসস্থ বৃটিশ-মন্ত্রী মিঃ ডিউলয়েডটমাস্ অল্পকালের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে তিনি পুনরায় প্যারিস যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের পরই উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিউক ও মিসেস ওয়ালিস্ ওয়ারফিল্ড কিছুদিন হইতেই ধর্ম্মসম্মত বিবাহের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ বিবাহের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠান বাদ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি কারণ ঘটিল মিঃ রোজার্স্ তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না। তবে মিঃ রোজার্স বলেন, ভবিষ্যতে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবার কতকটা সম্ভাবনা আছে। রাজ-পরিবার ও বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত ডিউক অব উইণ্ডসরের ঝগড়া হইয়াছে বলিয়া মার্কিন-সংবাদপত্র সমূহে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে মিঃ রোজার্স্ বলেন, "রাজপরিবারে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না।"

মার্কিন ও ফরাসী সংবাদপত্রসমূহে খবর বাহির হইয়াছে যে ডিউক যাঁহাদিগকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দেন নাই।

প্রকাশ, ডিউক অব কেণ্টকে কর্তৃপক্ষ জানাইয়া দিয়াছেন যে ডিউক অব উইণ্ডসরের বিবাহে তাঁহার উপস্থিতি মোটেই তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে না। এড ও লেডি মাউণ্ট্ব্যাটেনকেও একথা ইঙ্গিতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে; রাজপরিবারের সহিত ইঁহাদেরও সম্পর্ক আছে।

———

ইপির ফকিরের রহস্যপূর্ণ গতিবিধি

প্রায় প্রত্যেক দিনই সীমান্তের অবস্থা-সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়া ওয়াজিরিস্তান অঞ্চলের সামরিক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ জানান হইতেছে। তথাপি, সীমান্তে যে প্রকৃত প্রস্তাবে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। কেন-না, সীমান্তের সামরিক অভিযান বড় কম দিন হয় চলিতেছে না। অথচ কতদিনে যে ইহার অবসান হইবে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহারও কোন আভাস দিতে পারিতেছেন না। অদূরভবিষ্যতে উপজাতীয় সমস্যার যে কোন মীমাংসা হইবে উপজাতীয়দের আচরণ দেখিয়া তাহা মনে হইতেছে না। কেন-না, উহারা দিন দিনই অধিকতর শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। ঘাঁটিতে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে দিন দিনই অধিকতর সংখ্যায় সেনা সন্নিবেশ করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনী শত্রুদমনে অবিরত নিযুক্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি ইরাক হইতে চারখানি ভ্যালেন্সিয়া বিমান ওয়াজিরিস্তানে ব্যবহারের জন্য ধার করিয়া আনা হইয়াছে। শাকটু নদীতীরে তিনটি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। এইরূপ বিরাট আয়োজন দৃষ্টে সহজেই বোঝা যায়, ওয়াজিরিস্তানে বেশ বড় রকমেরই লড়াই পাকাইয়া উঠিয়াছে। তবে, এতৎসম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শত্রুসংখ্যা মাত্র নয়শত হইতে তেরশত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। অথচ ৯ই মে হইতে ২৩শে মে তারিখের মধ্যে উপজাতীয়দের ২২৩জন মারা গিয়াছে এবং ১১৮জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। কিন্তু নিহতের সংখ্যার অনুপাতে প্রতি একজন নিহতের স্থলে চারজন আহত হইয়াছে বলিয়া যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আহতের সংখ্যা অনুমান নয়শত ধরিতে হয়। ইপির ফকির এক রকম অনেক লোক সেনাবাহিনী অবিরত তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। ফকিরকে তাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে অবিরত তাড়া করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু বিনা এরোপ্লেনে বিনা মোটরে ফকির এই বিরাট আয়োজনকে ফাঁকি দিয়া সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া ফিরিতেছে। কোনক্রমেই তাহার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। সামরিক কর্তৃপক্ষও কখনও যে ইপির ফকিরের সাক্ষাৎলাভ করিবেন সে বিষয়ে বিশেষ আশাশীল নহেন। সীমান্তের এই সকল সামরিক অভিযান শেষ হইলে আলীনগরের ফকিরের ন্যায় বহু কেহ আর ইপির ফকিরের নামও শুনিতে পাইবে না।

ওয়াজিরিস্তানে সম্প্রতি বর্ত্তমানে ৩৫ হাজার সেনা মোতায়েন আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নবমবাসী-বাহিনী ওয়াজিরিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইপির ফকির এক্ষণে ওয়াজিরিস্তানের দক্ষিণে মাসুদ অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। মাসুদগণ এযাবৎ কাল সরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। এক্ষণে মাসুদদিগের বিরুদ্ধেও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি না তাহা ফকিরের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর উপর নির্ভর করিবে। মাসুদদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তৎপর মাসুদদের সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে।

———

চীন-ব্রিটিশ সীমানা

গত ২৮শে মে চীন-বৃটিশ-সীমানা কমিশন সম্পর্কে একটী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ইস্তাহারে কমিশনের কারণ এবং কমিশন কতটা কাজ করিয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কমিশন সীমান্তের আবিষ্কৃত সমগ্র অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বৃটিশ-[illegible] অঞ্চল বিশদভাবে জরিপ করিয়াছেন। কমিশন গত ২০শে এপ্রিল [illegible] তাঁহাদের কার্য্য শেষ করেন এবং [illegible] তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল হয়। উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটী সীমা-রেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা মানচিত্রে সন্নিবেশ করা হইয়াছে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত সীমানার প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে একথা বলা যায় না।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
ভাগবত বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিরস তত্ত্ব ৷
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। দ্বাদশ আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বলদেবের টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আম্নায় [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। জৈবধর্ম্ম বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনপথ ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লজিক য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। **পরমার্থী** —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতক্ষরণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীশ্রীভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

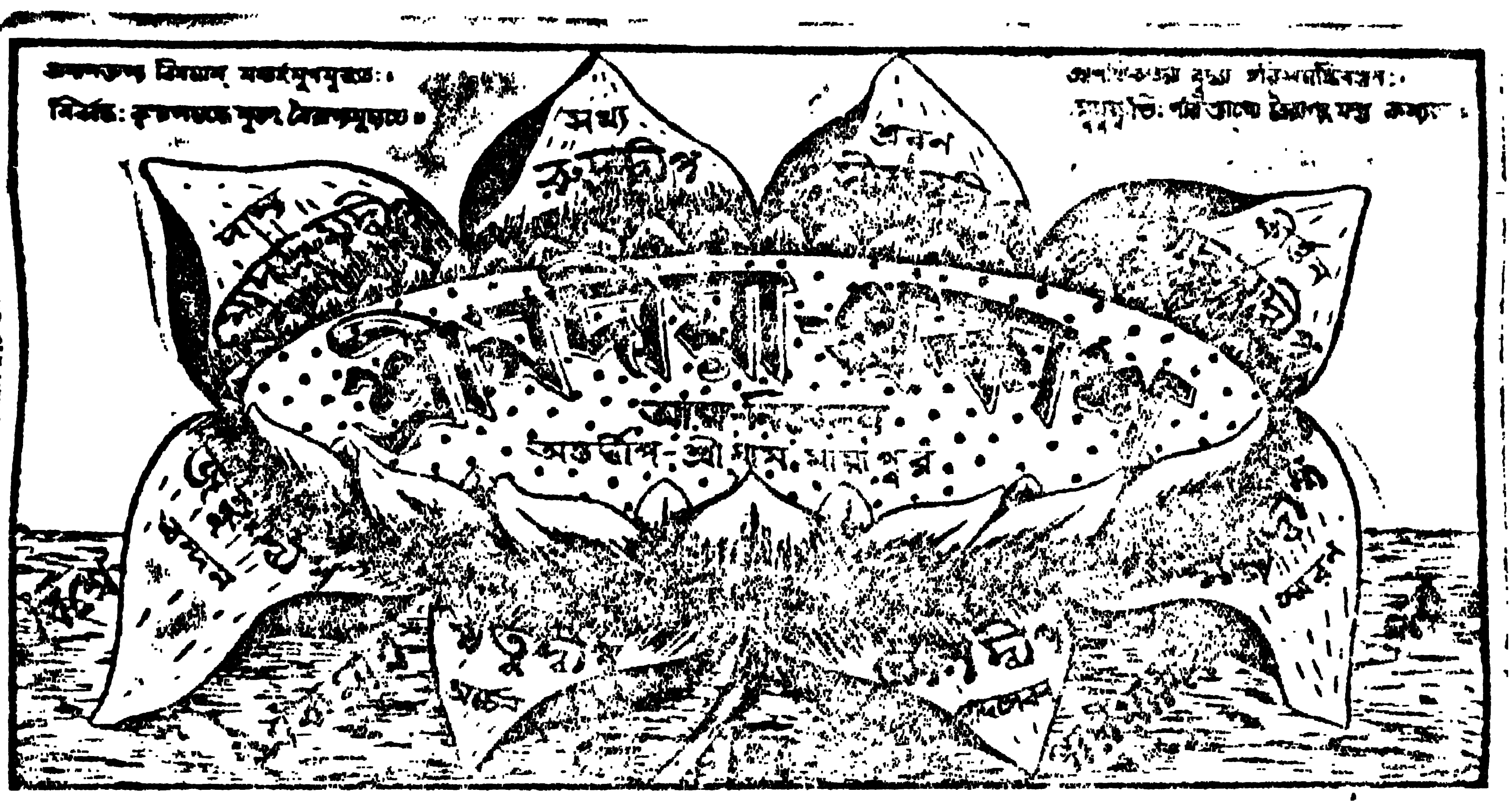

১২শ বর্ষ ৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ১০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে জুন ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৮০তম সংখ্যা

ময়মনসিংহে আচার্য্য অভিনন্দন-সভা

—:০:—

দেশবাসী ও মঠাশ্রিত ভক্তগণ কর্তৃক অভিনন্দন-প্রদান

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৮শে মে শুক্রবার ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পৌঁছিলে তত্রত্য জনসাধারণ ও গৃহস্থ এবং মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবকে বিপুল [illegible] সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া যান। পরদিবস ২১শে মে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউন-হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তথায় নগরবাসী [illegible] পক্ষ হইতে মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র গুহ বি, এল মহোদয় একটী শ্রদ্ধাভিনন্দন পাঠ পূর্ব্বক উহা একটী সুরম্য রৌপ্যাধারে সম্পুটিত করিয়া আচার্য্য-করকমলে অর্পণ করেন।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে মঠোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয় একটী 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি' এবং শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী [illegible] পদ্যে স্বরচিত "শ্রদ্ধাঞ্জলি" পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব একটি [illegible] করেন। [illegible] হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত [illegible] মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত হইল—

শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র গুহ বি, এল, চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটি; [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] কুমার [illegible] এম, এ, বি-এল, পাব্লিক প্রসিকিউটার; শ্রীযুক্ত [illegible] সেন বি-এ, হেড মাষ্টার [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত বি-এল, উকীল; [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]; কুমার শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ [illegible] এম, এ, (জমিদার); শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত বি-এল, উকীল; শ্রীযুক্ত [illegible] উকীল, বি-এল, উকীল, সেক্রেটারী [illegible] মঠসভা; শ্রীযুক্ত [illegible] মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible] দাস কাবরাজ; শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার, মোক্তার; [illegible] দে, বি-এল, উকিল; শ্রীযুক্ত [illegible] লাল সাহা, মার্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল, [illegible] [illegible] সাহা।

শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন [illegible] মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী, বি, এল, উকীল; শ্রীযুক্ত [illegible] পোদ্দার, মোক্তার; শ্রীযুক্ত [illegible] গুহ এম-এ, প্রফেসর; শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী এম্, এ, [illegible] এ, [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] বি, এল, শ্রীযুক্ত [illegible] মার্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী, মোক্তার, শ্রীযুক্ত [illegible] কাঞ্জিলাল ([illegible]); শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার এম এ বি এল উকিল; শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার এম-এ বি এল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible]

[illegible] গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] প্রভুর আদেশে [illegible] বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

—

গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণ প্রচারক [illegible] উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু [illegible] কিছুদিন [illegible] ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া [illegible] সহকারী-সম্পাদক ও [illegible] অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন ঘোষ বি-এ, মহোদয়ের সহিত [illegible] কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। গত [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

—

[illegible] প্রচার করিয়া [illegible] মহারাজ [illegible] হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ভক্তিপ্রকাশ [illegible] স্বামীজী [illegible] করিয়াছেন।

"আত্মবৃত্তি ভক্তি কিন্তু উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাজেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল। পূর্ণ অগ্রসর হইলে পূর্ণ মঙ্গল। কিন্তু অভক্তিযোগাদি পথে তা' নয়, সেখান থেকে পতিত হ'লে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হ'বে। ঐ গুলি সব আরোহবাদ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ ত্রিবিক্রম, শুক্র আনন্দ গৌরাব্দ ৪৫১

আত্মনিবেদন

'আত্মনিবেদন' অর্থে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগতিকেই বুঝায়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং
তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ভক্তির অনুকূল বিষয়কে অঙ্গীকার, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় ত্যাগ, ভগবানকে রক্ষাকর্ত্তারূপে বিপদের আশঙ্কায় অভাব, তাঁহাকে পালকরূপে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন-সাধনে চেষ্টাপরতার অভাব, সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই নিদেশাধীনত্ব এবং নিজেকে তাঁহার যথেষ্ট কৃপালাভে দৈন্যাধিক-জ্ঞান-বোধ—শরণাগতির এই ছয়টী লক্ষণ বিশেষভাবে ভক্তে পরিলক্ষিত হয়।

আমি অতি অধম, আমার কোনও যোগ্যতা নাই, একমাত্র আপনার অহৈতুকী কৃপাভিন্ন আমার অন্য কোনও উপায় নাই, এমন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই, সেই কর্ম্মফল আমাকে সতত পেষণ করিতেছে, তজ্জন্য আমিই দোষী, আর কাহারও দোষ নাই; সুতরাং কর্ম্মফলানুসারে আমাকে যাহা ভোগ করিতে হয় হউক, কিন্তু হে ভগবান, জন্মজন্মান্তরে যেন সাধুসঙ্গে—আপনার দাসগণের আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার শ্রীচরণে মন রাখিতে পারি, আমি আজ হইতে আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম, আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন; এখন আমার দেহগৃহাদি সবই আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম, আমি আজ হইতে আর আমার রহিলাম না, সর্ব্বতোভাবে আপনারই হইলাম, আমার নিজ সুখের জন্য আমি আর কিছুই করিব না—ইত্যাদি ভাব আত্মনিবেদিত ভাগ্যবানের হৃদয়ে সতত জাগে। তখন তাঁহার আর কোন চিন্তাই থাকে না। তাই তিনি নিজ রক্ষাবিধানের জন্য আর চেষ্টা করেন না, সুখ বা দুঃখ সকলকেই ভগবানের কৃপা জানিয়া সকল অবস্থাতেই ভগবানের সেবায় নিমগ্ন থাকেন। [illegible] ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরশীল। মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়ের প্রতি নির্ভর করিয়াই তিনি জীবনযাপন করেন। যেখানে শুদ্ধ আত্মনিবেদন বা ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতা সেখানে অন্য কোন কিছুর স্থান পায় না, যেখানে তাহার অভাব সেখানেই যত গোলযোগ, সেইখানেই আত্মরক্ষার্থ স্বাধীন চেষ্টা। যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, ভগবান্ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার অযোগ্য দাস, এই দাসাভিমান যাঁহার জাগিয়াছে তাঁহার কি আর কোনও চিন্তা থাকে? [illegible] নিশ্চিন্ত, [illegible] যে [illegible] কি চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবেন? [illegible] বাহ্যিক [illegible], ইহা আমাদের অনুভূতির কথা। সেইজন্যই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, নচেৎ আর রক্ষা নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বাহ্যিক [illegible] তাহা হইলে [illegible] প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বা সম্পূর্ণ নির্ভরতা [illegible] না, [illegible] ভীত হইতে থাকিব। জানি না, আত্মনিবেদন বা [illegible] সম্পূর্ণ নির্ভরতা আমার কবে হইবে। [illegible], কবে [illegible] রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া নিশ্চিন্তে সেবা করিতে পারিব।

আত্মনিবেদন সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'দেহদ্যর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনচিন্তা ন ক্রিয়তে, [illegible]' [illegible] বা অপর [illegible] জন্য আর [illegible] করিতে হয় না, সেইরূপ ভগবানকে দেহাদি অর্পণ করিয়া [illegible] আত্মসমর্পণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু বলিয়াছেন — 'আত্মনিবেদন বলিতে নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া তাঁহারই জন্য কার্য্য করা এবং নিজের সাধন-সাধ্য সমস্ত তাঁহাতে অর্পণ করাকেই বুঝায়। একমাত্র তাঁহারই জন্য সমস্ত চেষ্টা প্রযুক্ত হইবে। যেমন বিক্রীত পশুর পোষণের জন্য বিক্রেতা আর চেষ্টা করেন না, ক্রেতাই তাহার মঙ্গলবিধানের যত্ন করেন, পশুও [illegible] ক্রেতার কার্য্য করে আর বিক্রেতার কার্য্য করে না, সেইরূপ। আত্মনিবেদনে নিজের জন্য আর কোনও চিন্তা থাকে না; তখন সকল কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্যই কৃত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপানুগদের আনুগত্যময় জীবন যাপন করেন এবং সতত ভগবচ্চরণে [illegible] জ্ঞাপন করিয়া থাকেন যে—

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে।
পড়িনু হে আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি সেত' সত্য নয়।
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ

[স্থান—ঢাকা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, আচার্য্য-অভিনন্দন-সভা। কাল—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পূজনীয় বৈষ্ণবগণ, পূজনীয়া গুরুভগ্নীগণ, [illegible] সজ্জনমণ্ডলী ও মাননীয়া মহিলাবৃন্দ! আজ আপনারা আমার [illegible] মঙ্গল পাঠ বা বক্তৃতা করিয়াছেন, সমস্তই আমি সেই সকল অভিনন্দন ও প্রশস্তি আমার নিত্যারাধ্য শ্রীমদ্ গুরুদেবের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিলাম। এই সমস্ত অভিনন্দনই তাঁহারই প্রাপ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্বন্ধে বলিবার আছে। আমার পরিচয়,—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয়, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম যেই শুনে তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক। আমাদের সকলেরই অর্থাৎ যাঁহারা সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদের এইরূপই বিচার থাকা একান্ত আবশ্যক যে মুহূর্ত্তে কাহারও 'গুরু', 'বৈষ্ণব' বা 'সেব্য' অভিমান প্রবল হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সেই অভিমানকারী স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে—

আমি ত' বৈষ্ণব, এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব॥

শ্রীগুরুদেবের—আচার্য্যের এই সকল বাণী আমাদিগকে অতি কুদ্রুল জড়ীয় প্রতিষ্ঠাশা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের নিকট, সমাগত সজ্জনগণের নিকট একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'পত্রপুষ্পাঞ্জলি'র শেষ পৃষ্ঠায়—

"আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-দাসের পরিহার করিয়া অন্য কোন উপলব্ধিতে পতিত না হই" এই বাক্যটীর দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষ লক্ষিত হইয়াছে কেহ যেন মনে না করেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি বাসুদেবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহার মহাভাগবতোচিত অপ্রাকৃত দর্শনে সকল জীবকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান বা গুরু দর্শন করেন। গুরু কখনও নিজেকে 'গুরু' বলেন না, বৈষ্ণব কখনও নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলেন না, বা অন্তরের কোন নিভৃত কোণেও বিচার করেন না। ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রহস্য। ইহা যাঁহারা লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য নহেন।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্যাভিমানিমাত্রেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইলে তিনি 'দাসোঽস্মি' বলিয়া প্রণাম করিতেন। আত্মগোপন চলনে—সকলেরই বস্তুদর্শন পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার মহাভাগবতীয় অপ্রাকৃত বিচারে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব-দর্শন করিতেন। স্বীয় অভীষ্টদেবের বৈভব-দর্শন—অদ্বয়ভাবে দর্শন। আর ব্যতিরেক-

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

ভাবে তাঁহার বিচার যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই তিনি "প্রলাপ"-বাক্য শুনাইয়া ভজনোন্মুখ করিতেছেন, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"অন্তরঙ্গভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ। ব্যতিরেকভাবে তাঁহারা আমার ভজনাপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত।" বহির্দৃষ্টিতে—শিষ্যগণের দৃষ্টির দিক হইতে বলা হইতেছে তাঁহারা 'প্রলাপ' শুনিবেন। সেখানেও শিষ্যগণকে তিনি মান দান করিয়াছেন, তিনি 'প্রলাপ' বকিতেছেন, আর ভজনোন্মুখ শিষ্যগণ ভজনবৃদ্ধির জন্য সেই 'প্রলাপ' শুনিতেছেন। 'প্রলাপ' বলিবার কারণ এই—জীব স্বতঃ, গুরুর বাক্যকে [illegible] প্রলাপ-জ্ঞানে [illegible] [illegible] হইতে পারেন। [illegible] [illegible] শিষ্য ও [illegible], আর [illegible] [illegible] [illegible] বা শিষ্যাভিমান হইয়া যাওয়া। [illegible]

মান করিয়াও আমরা শিষ্য [illegible] আমরা এমন কৃপালুক শ্রীগুরুদেবের বাণী শুনিয়া এই বিচারই নিত্যকাল হৃদয়ে জাগ্রত রাখিব যে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর বহির্দৃশ্য দর্শন করিয়া যেন নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না করি। যেখানে নিজকে দ্রষ্টা জ্ঞান করিব, সেখানে দৃশ্যবস্তু নষ্ট করিবে, সেখানে প্রকৃতদর্শন নাই। যদি দ্রষ্টা অভিমানে বাহিরের কাহারো দর্শন করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ মায়ার বিলাস বা জড়বিচিত্রতায় ভোগী হইয়া পড়িব। এই কারণেই নিকষেশনতা আমরা—আইকোনোক্লাষ্ট (Iconoclast) আমরা ধ্বংস করিয়া দিব। যেখানে বস্তুতে চক্ষুপ্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ-পাওয়া সেখানেই ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগকারীর [illegible] নিরাকৃত থাকিবে। আমরা যেন সেরূপ [illegible] আবাহন না করি। আজ [illegible] সুন্দর কথা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। "আচার্যদেব কি বিদ্যা [illegible] প্রাপ্য"—আচার্যপাদপদ্ম হইতেই শিক্ষাবিদ্যা বা অধোক্ষজ সেবাজ্ঞান লাভ হয়। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় সকলকে এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় তাঁহার অসংখ্য কার্য্যের মধ্যেও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক আমাদের ন্যায় ভিখারী ব্যক্তিগণকে মান দান করিয়াছেন এবং এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরের জন্য নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি গত বৎসর আমাদের শ্রীগুরুদেবের অভ্যর্থনার সময়েও নানাপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। তিনি ঢাকা পৌরপ্রতিষ্ঠানের উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াও বিনয়ের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট প্রচারে অনুকূলতা করিবেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

বাস্তবিকই বহির্দর্শন পরিত্যাগ করিয়া চেতনদর্শনে ভগবদিন্দ্রিয়ের আশ্রয়গ্রহণে যে মিলন তাহাই চিরস্থায়ী। দেহ-দৃশ্য ও লোকগুলি [illegible] যে দ্বন্দ্ব [illegible] [illegible] অবশ্যই ঘটায়, যে মনোবৃত্তি উৎপাদন করে তাহা ভগবদিন্দ্রিয়ের অনুকূলে কখনও সম্ভবপর নহে। অতএব সম্বন্ধ বিগ্রহের সুসংস্থা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয় এবং নবনীলনন্দনের মধুর হইতে সুমধুর চর্য্যা প্রকাশিত হইতে থাকে। আশ্রয়বিগ্রহ যেখানে আশ্রয়-সমাশ্রিত [illegible] বিগ্রহের সুখানুসন্ধান হয়, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানই মঠ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তনকারীই 'মঠ'-শব্দবাচ্য।

আমি আমার পূজনীয় সতীর্থ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও গুরুভগিনীগণকে, পরমশ্রদ্ধাস্পদ সজ্জনমণ্ডলী ও মাননীয়া মাতৃমণ্ডলীকে তাঁহাদের [illegible] সময়, স্নেহ ও আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদানের উৎসাহ প্রদানের জন্য আমার হৃদয়ের অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সহিত যেন নিত্যকাল হরিকথা কীর্তনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"বিশ্ববন্ধু"

সংসার-[illegible] জীবে যিনি কৃপা করি'।
শিক্ষা দেন কৃষ্ণভজনে সাধুপথ ধরি'॥
সংসারের জড়সুখ দিয়া বিসর্জ্জন।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী যাঁহার জীবন॥
আচারবিহীন জন আচার্য্য না হয়।
'কথা' 'কাজে' ভিন্ন হ'লে কপটী কহয়॥
'আচার' 'প্রচার' যিনি শিক্ষা দেন নর।
'গুরুশ্রেষ্ঠ' 'গুরুসঙ্গী' সেই গুণধাম॥
গুরুরূপে ভক্তিদাতা যেই মহাজন।
বিশ্ববন্ধু বিশ্বমাঝে তিনি মহাজন।

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

নারায়ণগঞ্জে শুভাগমনোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসিগণের

শ্রদ্ধাভিনন্দন

আচার্য্যবর, আপনি বিশ্ববিশ্রুত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের যোগ্যতম শিষ্যরূপে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতির পদে বৃত হইয়া নারায়ণগঞ্জে এই প্রথম শুভাগমন করিলেন। আপনার শ্রীগুরুদেব কিছুকাল পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে শুভবিজয় করিয়া তাঁহার উপদেশবাণী কীর্ত্তন ও কৃপাপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণের শ্রদ্ধাভিনন্দন স্বীকার করিয়াছিলেন। আপনাকে তৎস্থলাভিষিক্ত দেখিয়া আপনার এতদ্দেশে শুভাগমনে আমরা সেইরূপ আচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

আচার্য্যদেব, বর্ত্তমানে পৃথিবীময় যে অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার নির্ব্বাপণ ও বিশ্বশান্তি অনাবিল প্রেমধর্ম্মের প্রচার ব্যতীত আর কিছুতেই সম্ভব নহে। আপনি প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নাম ও প্রেমপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম সেবক। আপনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, পরা বিদ্যায় বিভূষিত, ভগবানে পরম প্রেমিক ও জীবে দয়ালু। আপনার [illegible] [illegible] নৈষ্ঠিক গুরুসেবাপর ব্রহ্মচর্য্য, অসদাচার-দমনে অসামান্য কঠোরতা, আপনার আদর্শ নির্ম্মল চরিত্র, ভগবানের শক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আপনার অসাধারণ ভক্তিক্রিয়া [illegible] সহজে [illegible] সুনিশ্চিত আপনাকে বর্ত্তমান যুগে যোগ্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-পদবীতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত করিয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম নানা উপাসিদ্ধান্তে আবৃত হইয়া মর্য্যাদা, পবিত্রতা ও সর্ব্বজনীন সাম্প্রদায়িকতার আপোষস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আপনার শ্রীগুরুদেব সেই মর্য্যাদা, পবিত্রতা ও অসংসাম্প্রদায়িকতাকে নিরাস করিবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible]। আপনিও আপনার শ্রীগুরুদেবের ন্যায় [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] পাণ্ডিত্য, আদর্শ আচরণ [illegible] নির্ম্মল চরিত্র ও অপূর্ব্ব অলৌকিক সাধননিষ্ঠা, প্রতিপাদনে অলৌকিক আশ্চর্য্য শক্তি, সনাতনধর্ম্মের যাবতীয় উপাধিকে বিনাশ করিয়া আপনি বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্লাবন আনয়ন করিবে। আপনি যোগ্যতম আচার্য্য যোগ্যতম শিষ্য। আপনি আপনার গুরুদেবের বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। আপনি জয়যুক্ত হউন। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৪৪।

নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনের পক্ষে বিনয়াবনত নিবেদক—

শ্রীমদনমোহন পোদ্দার	শ্রীশশাঙ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত (বি, এল)
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র [illegible] (উকিল)	শ্রীনলিনীকান্ত বসাক (উকিল)
[illegible]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাক্তার)
[illegible]	উকিল
শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল)	শ্রী[illegible] সরকার (সেক্রেটারী)
শ্রীতারানাথ দে (চেয়ারম্যান নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি)	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত (বি-এল)
শ্রীকৃষ্ণ[illegible] চন্দ্র (চেম্বার অব কমার্স এসোসিয়েশন)	শ্রীপ্যারীপ্রসন্ন ঘোষ (মোক্তার)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

শ্রী [illegible] নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রী [illegible] [illegible]

ব্রহ্মক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] প্রভুপাদ [illegible] [illegible] ও [illegible] রক্ষক [illegible] আচার্য্য [illegible]

(৩) যোগপীঠ মন্দির শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর।

এই স্থানে শ্রী [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৭) কাজি-সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রী [illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible] ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible]

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রকটিত শ্রী [illegible]-সেবা। রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১১) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible]

শ্রী [illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান।

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] নদীয়া

রক্ষক শ্রী [illegible]

(১৪) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী [illegible]

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী [illegible]

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী [illegible]

১৭। কুলিয়া [illegible]

পোঃ [illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible]

(১৮) [illegible]

(১৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২৩) মালদহ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক [illegible]

(২৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(২৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible]

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক শ্রী [illegible]

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী [illegible]

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], বিহার

রক্ষক শ্রী [illegible]

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible]

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৩৯) শ্রীচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ [illegible] (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক—শ্রী [illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

রক্ষক—[illegible] মহারাজ

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক—শ্রী [illegible] বাবাজী

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী [illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরচন্দ্রানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—[illegible] ও শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী [illegible]

(৬০) অমবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible] (হাওড়া)

এখানে [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মন্টার হাউস, কনওয়াল, গার্ডেন্স,

এস. ডাব্লিউ ৭. লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম. এ. পিএইচ ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদাম্বুনাচম্পতি-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
মাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৩।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারছোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।০ ১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪।৵০
সর্ব্বনিম্ন—	৩৬৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৬

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৴০—৬।
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
ক্রাউনগোল্ড ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৬৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এম)	৪৸৴০—৪৸৶
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৯৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিরাম

ভারী	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোনার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ ভাঙ্গা	৫৩৴
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাজ	৬।০
সুপারি দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
ঘুটি গরিব মণ	১১৲—১২৲—১৮৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৯॥০—১০৲

ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
বরগা (টী-আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬।০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১॥০

প্লেট কাটা বা ছিট কাটা মণ ৪।০—৪॥০

পাটী কাটা ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ১০৲—১৩

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ১০৲—১৩॥০

টিন পাটী, বোল্ট, গরাদে ৮৸০—১০।

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯॥০—১৪৲

স্ক্রু ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ঃ০ঃ ——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাস মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যকৃত প্লীহাগ্রস্ত রোগীর একমাত্র উপায়। জ্বর কাটাইতে অদ্বিতীয়। একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সাধক হইবে। ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থধৃত [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন	৷৷০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চ	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬		
" সিকি কলম	১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	,,	২৷৷০
মাসিক	,,	

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে [illegible]
[illegible] ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
[illegible] পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে [illegible]
মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র [illegible]
ইহাতে [illegible]
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০:———

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপালব্ধ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকসংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৩রা জুন, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৮১]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

নবগঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা

নবগঠিত মন্ত্রি সভায় ১৫জন রক্ষণশীল, চারিজন 'জাতীয়' উদারনৈতিক ও দুইজন "জাতীয়" শ্রমিক দলের সদস্য আছেন। নিম্নে মন্ত্রিগণের নাম দেওয়া হইল:—

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন—প্রধানমন্ত্রী, স্যার জন সাইমন—রাজস্ব সচিব, স্যার স্যামুয়েল হোর—স্বরাষ্ট্র সচিব, মিঃ এন্টনী ইডেন—পররাষ্ট্র সচিব, মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড—ডোমিনিয়ন সচিব, মিঃ অর্মস বি-গোর—উপনিবেশ সচিব, লর্ড জেটল্যাণ্ড—ভারত সচিব, মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী—বাণিজ্য সচিব, মিঃ এ. ডাফ কুপার—নৌ সচিব, লর্ড সুইণ্টন—বিমান সচিব স্যার টমাস ইনস্কিপ—দেশরক্ষা সচিব, লর্ড হ্যালিফাক্স—লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল, লর্ড হেলসহ্যাম—লর্ড চ্যান্সেলার, লর্ড ডিলাওয়ার—লর্ড প্রিভিসিল, মিঃ ওয়ালটার ইলিয়ট—স্কটল্যাণ্ড সচিব, স্যার কিংসলী উড—স্বাস্থ্য সচিব, লর্ড ষ্ট্যানহোপ—শিক্ষা সচিব, মিঃ মরিসন—কৃষি সচিব, মিঃ আর্ণেষ্ট ব্রাউন—শ্রমসচিব, ডাঃ লেসলী বার্গিন—যানবাহন সচিব; নূতন মন্ত্রি-সভায় মিঃ আর, এ, বাটলারের স্থলে লর্ড ষ্ট্যানলী সহকারী ভারত-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বাটলার শ্রম-সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

নব নিযুক্ত সহকারী ভারত সচিব লর্ড ষ্ট্যানলী আর্ল অব ডার্বির পুত্র। ইনি ১৯৩৪—৩৫ সালে শ্রম-সচিব ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সচিবের পদেও কাজ করেন। ১৯৩৫ সালের জুন মাস হইতে ইনি শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন। লর্ড ষ্ট্যানলী ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রি-সভায় প্রবেশ করেন।

———

নিখিল-এশিয়া-সঙ্ঘ গঠন

——:০:——

জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ-হায়াসী একটি নিখিল-এশিয়া-সঙ্ঘ গঠনের জন্য আগামী বৎসরের প্রথম দিকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এঙ্গোরাস্থ জাপানী রাজদূত ইস্তাম্বুলেই এই বিষয়ে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের মতামত জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকের বিশ্বাস যে, মুস্তাফা কামালপাশা প্রস্তাবের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যাম, আফগানিস্থান, সাউদি, আরব প্রভৃতি দেশ ইস্তাম্বুলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে, পারস্য ও সঙ্ঘে যোগদান করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আগামী বসন্তকালের প্রথম দিকেই টোকিওতে সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ করা হইবে; কারণ এশিয়াখণ্ডের বিভিন্ন জাতি লইয়াই এই সঙ্ঘ গঠিত হইবে। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ন্যায় ডাচ ইষ্টইণ্ডিজের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকেও সঙ্ঘে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু চীন হইতে এখন পর্য্যন্ত কোনও আশাপ্রদ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বলে যে, জাপান যে পর্য্যন্ত তাহার সহিত একটি অনাক্রমণ-চুক্তি করিতে সম্মত না হয় সে পর্য্যন্ত সে এই সঙ্ঘে বা উহার প্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারে না।

ভ্যালেন্সিয়ায় বোমা বর্ষণ

বিদ্রোহীদের বিমান হইতে ২৮শে মে ভ্যালেন্সিয়া পোতাশ্রয়ে 'ক্যাবিন' নামক একটী জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়, সাতজন নিহত এবং আটজন আহত হয়। আটজনের মধ্যে তিনজন বোধ হয় বাঁচিবে না। জাহাজটী ডুবিয়া গিয়াছে।

বিমান আক্রমণের ফলে ঠিক কত লোক মারা গিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত শব ব্যবচ্ছেদাগারে ১৭টী মৃতদেহ আনীত হইয়াছে। যে সকল বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বৃটিশ দূতাবাসের কর্ম্মচারী লেফটেনাণ্ট পিয়ারসনের বাড়ীও আছে। বোমাবর্ষণের সময় তিনি বাড়ী ছিলেন না। মার্কিণ দূতাবাসও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তবে দূতের কোন আঘাত লাগে নাই। বিদ্রোহীদের ছয়টী বোমারু বিমান ইভিজা দ্বীপ হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

———

জার্ম্মাণ জাহাজের উপর বোমা

জার্ম্মাণ-সংবাদ সরবরাহ-বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ নৌসেনাধ্যক্ষ ভ্যালেন্সিয়ার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ না করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

স্পেনে যাহাতে বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত না হয় তজ্জন্য বিভিন্ন শক্তি স্পেনের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছেন। পাহারায় নিযুক্ত জাহাজগুলির বিমান বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। পালমার নিকটে আল বারোস নামক জার্ম্মাণ টর্পেডো বোটের উপর বোমা পড়ার পর জার্ম্মাণ সরকার ভ্যালেন্সিয়া-গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। পাহারায় নিযুক্ত জার্ম্মাণ জাহাজগুলিকে আক্রমণের জন্য বলশেভিক বিমান-বাহিনী বার বার উদ্যত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

———

স্পেনে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব

স্পেনে যুদ্ধ বিরতির জন্য বৃটেন যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া তাহার মূলনীতি মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ বিরতির পূর্ব্বে প্রথমে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে এবং মূর সৈন্যসহ সমস্ত বিদেশী সৈন্যদের স্পেন হইতে সরাইয়া লইতে হইবে বলিয়া রাশিয়া জেদ ধরিয়াছে।

———

মার্কিণ পত্রিকার মন্তব্য

স্পেনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাবের সমালোচনা করিয়া চরমপন্থী নিউ রিপাবলিক পত্রিকা বলেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, গ্রেটব্রিটেনের রক্ষণশীল-মন্ত্রি-সভা মহাশয়দের আশঙ্কায় যতই উৎকণ্ঠিত হোন না কেন স্পেনের ব্যাপারে তাঁহাদের আর একটী বড় রকমের ভাবনার বিষয়ও আছে। দেশে ও বিদেশে তাঁহাদের যুদ্ধ-বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী অনুগামিগণ স্পেন-গবর্ণমেণ্টের জয় কামনা করিলেও তাঁহারা তাহা চাহেন না। ফ্যাসিজমের অগ্রগতিকে তাঁহারা যেমন ভয় করেন পৃথিবীর যে কোন স্থানে সোসাল ডেমোক্রাসির অগ্রগতিকেও তাঁহারা তেমনই ভয় করেন, হয়তো বেশীই ভয় করেন। সাম্রাজ্যিক স্বার্থের দিক হইতে নিশ্চয়ই স্পেন জার্ম্মাণ বা ইটালী কাহারও পদানত হয় ইহা কখনও পছন্দ করিতে দিবে না কিন্তু উহার বহুমূল সংস্কার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি বা এমন কি সম্পূর্ণ দেশীয় ধরণের সোসালিষ্ট ভাবাপন্ন কোন গবর্ণমেণ্টেরও বিরোধিতা করিতে উহাকে তেমনই প্রবুদ্ধ করিবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, — সমগ্র ৪৮৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲

দশম স্কন্ধ ৮৲

২। শ্রীগৌড়ীয়-বিরাট শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ৬৲

৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। শ্রীসরস্বতী চরিত ৫৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹

৪র্থ খণ্ড ৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড —৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড— ৸৹

৭। শ্রীনামভজন ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৹

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹

১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹

১৯। ভাগবতের কৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹

২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৶৹

২২। [illegible] ।৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীনবদ্বীপ... (বাঁধা)

২৪। [illegible] (টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ) ২৲

২৬। প্রভাব কেবল সাধন ভাষা ।৹

২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (সানুবাদ)

২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।৹

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸

৩০। শ্রীপাদ-দর্শন ৹

৩১। [illegible] ।৹

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹

৩৫। [illegible] ৴৹

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।৹

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹

৪০। শরণাগতি ৴৹

৪১। গীতাবলী ৴৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। [illegible]

৪৪। গৌড়ীয় কণ্ঠিকা

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹

৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹

৪৯। অর্চনকণ ৴১৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬। [illegible] ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹

৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ

৬৩। সটীক-[illegible] ।৹

৬৪। [illegible] ।৹

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৶৹

৬৬। [illegible] পরিচয়ঃ ৴৹

৬৭। [illegible] ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹

৬৯। এ গ্লিম্পস্‌ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹

৭০। নামভজন ৴৹

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যান্ড অণ্টলজি ॥৹

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶৹

৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹

৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।৹

৭৫। গোয়ার্ট্ গৌড়ীয় মঠ্‌স্‌ ইজ ডুইং ৴৹

৭৬। দি ভাগবত ।৹

৭৭। [illegible] অ্যান্ড [illegible]

৭৮। [illegible]

৭৯। [illegible] (ভজন প্রদান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹

৮১। সাধন-পথ ।৹

৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৴১

৮৩। গীতাবলী ৴

৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ঠাকুরের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — তৈলঙ্গ ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন — মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কর্তৃক এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতধারা... তৎকালের দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনচরিত-পাঠে বহু উজ্জ্বল একটি বিরাট, ... ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান স্থানাদির পরিচয়-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

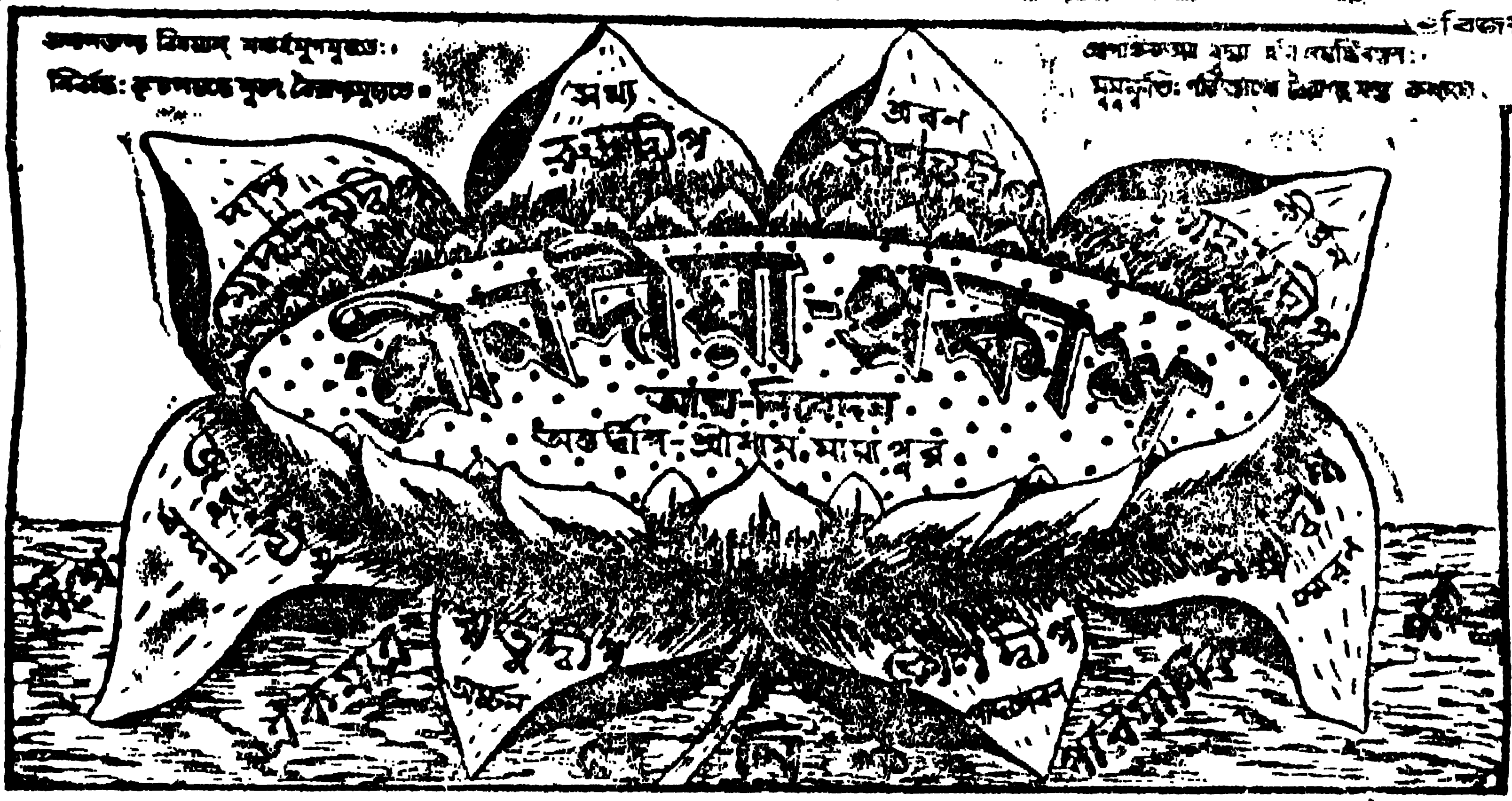

১২শ বর্ষ ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা জুন ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ৮০তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভবিজয়

ভক্তবৃন্দ ও নগরবাসিগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

——::*::——

সারস্বত শ্রবণ-সদনে মহতী সভা

——::(*)::——

আচার্য্যদেবের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা

গত ৩১শে মে (১৯৩৭) প্রাতঃ ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের স্বহস্তাভিষিক্ত যোগ্যতমাশ্রয় বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর, অলোয়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে মঠাশ্রিত ভক্ত ও স্থানীয় সজ্জনগণকর্ত্তৃক পরমাদরের সহিত অভিনন্দিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, অলোয়ার জমিদার শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি, ই, কুমার শ্রীযুত প্রভাতকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুত কিশোরীমোহন বসু বি-এ, শ্রীযুত অভয়দেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ভক্তসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চসংকীর্ত্তনের মধ্যে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়কালে বিভিন্ন ষ্টেশনে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু ভক্ত ও কলিকাতার সজ্জন নাগরিকগণ প্রায় একশত মোটরযান ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদিসহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিলে পর গৌড়ীয়মঠাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের জয়ধ্বনির সহিত বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়ধ্বনিতে প্লাটফরম্ মুখরিত হইতেছিল। অতঃপর ত্রিদণ্ডিপাদ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ এবং সজ্জন নগরবাসিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পসজ্জিত মোটরযানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া আসা হয়। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের তোরণে মঠবাসী ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎপ্রণতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ-সদনে উপস্থিত হন। তথায় পূর্ব্ব হইতেই একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত সভামণ্ডপোপরি নির্দ্দিষ্ট আসন অলঙ্কৃত করিয়া [illegible]। ভক্ত ও সজ্জন নাগরিকগণের পক্ষ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়ের নিবেদনে 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা পরে প্রকাশ করিবার আশা করিতেছি। তাঁহার বক্তৃতার পর স্কটিশ চার্চ্চ-কলেজের অধ্যাপক, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মন্মথনাথ বসু মহোদয় বলেন—

আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে যে সদুপদেশ প্রদান করিলেন, সেই সদুপদেশ যাহাতে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় আমাদের হৃদয়ে [illegible] আমাদের একমাত্র বিষয় হউক। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণীর কথা ভুলিয়া অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িব, [illegible] সেই মুহূর্ত্তে আর শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিবার অধিকার থাকিবে না। আচার্য্যদেব আজ আমাদিগকে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] গৌড়ীয়মঠবাসী সম্বন্ধে যে মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন [illegible] থাকিলাম। আমরা তাঁহাদের মত মহাপুরুষের সান্নিধ্য পাইয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গলাদের সৌভাগ্য বরণের চেষ্টা করিব। শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের নিকট উত্তমা ভক্তি বা কেবলা ভক্তি সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন সেই ভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সমাগত সজ্জনবর্গকে ধন্যবাদ [illegible] প্রবন্ধের শেষ অংশে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ ত্রিবিক্রম, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

কর্ত্তব্য কি ?

আমরা যখন ভগবানের সেবক তখন ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সেবাই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণানুরাগ চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি, ইহা দেহ-মনের সাময়িক বৃত্তিবিশেষ নহে। এই ভক্তি হৃদয়ে উদিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ইহা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে কি করিয়া? যাঁহাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই, যাঁহারা আমাদের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেইরূপ নিষ্কপট ভগবৎ-সেবকগণের নিকট মনোযোগ সহকারে সেবা-বুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ-সেবা লাভ করা যায় না।

ভগবানের সকল বিধানই মঙ্গলজনক। সুতরাং মানসিক ও দৈহিক কষ্ট বা দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি তাহার ধনাদি আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি। কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহার নিকট হইতে নিজ স্বার্থসাধনের সুযোগের অভাব দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে। সুতরাং আপনা হইতেই তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।

আমরা যদি এজগতে থাকিবার বন্দোবস্তের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করি, এজগতের রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী বা দরিদ্র সাজি তাহা হইলে আমাদের হরিভজন হইল না। হরিভজনের একমাত্র উপায় সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও আমরা যে হিসাবে সেই জিনিষেরই বদলায়। অকৈতবদের আনুগত্যে হরিভজন করিলেই সব গোলযোগ কাটিয়া যায়, নতুবা ইহার বিপরীত অবস্থাপ্রাপ্তি। ভোগী বা ত্যাগী হইতে হইবে না। নিজ সুখের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের সুখের জন্য যত্ন করিবে। এক কথায় শুদ্ধ ভক্তানুগত হইয়া ভগবানের অনুকূল অনুশীলন করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না, ক্রমে ক্রমে আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবে।

হরি সকলের সেব্যবস্তু। তাঁহার সেবা করিলেই সকলের সেবা হইয়া যায়। আর তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা যাহাই কিছু করি না কেন, সবই হরির বাহ্য অঙ্গ মায়ার সেবায় পর্য্যবসিত হয়। অনন্তকাল যদি আমরা এইরূপ ভাবে মায়ার সেবায় ব্যস্ত থাকি তাহা হইলে কোনকালেই আমাদের মঙ্গল হইবে না, পরা শান্তি বা কৃষ্ণসেবানন্দের বিন্দুমাত্রও আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। সুতরাং সব ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যানুগ ভক্তগণের অনুগত হইতে হইবে, একমাত্র তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। সেবকের সেবাই কর্ত্তব্য, সেবা-ছাড়া তাহার অন্য কোন কথা নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা হরির সেবা ক'রব, হরিজনের সেবা ক'রব, আর যাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পাচ্ছেন না তাঁ'দের সেবা ক'রব—যাতে ক'রে তাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পারেন। আর হরিজনের বিদ্বেষী যাঁ'রা তাঁ'দেরও সেবা ক'রব উপেক্ষা দ্বারা। ঈশ্বরের সেবকই আমাদের Best friend, তাঁ'দের সঙ্গে মিত্রতা ক'রব। আমার যে সকল Friend এর understanding power কম ব'লে তাঁ'রা অজ্ঞানতায়, দৈন্য-দশায়, শূদ্র দশাদি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছে বিষ্ণু সেবার কথা ব'লব যদি তাঁ'রা বিদ্বেষী না হন। আর যাঁ'রা বিদ্বেষী হ'য়েছেন তাঁ'দের সঙ্গে non-co operation ক'রব।

"যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—হরিভজন করেন, তাঁ'কে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য ক'রব। অজ্ঞানগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিয়ে হরিভজন করা'তে হ'বে, তাঁ'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' আর দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে tempt ক'রে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া।"

গুণ দোষ বিচারে নিজ নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহাকে গুণ বলে। অধিকারের বিরুদ্ধ ব্যাপারে ধাবমান হইলে উহাই দোষের ব্যাপার হয়। অধিকার অনুসারে স্বরূপের উপলব্ধির তারতম্য ঘটে। যাহার যে অধিকার সেই অধিকারে থাকিয়াই হরিভজন করিতে হইবে। গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি বা এঁচোড়ে পক্ক হইবার বিচার গ্রহণ করিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। রোগীর পক্ষে সুস্থের পথ্য গ্রহণ করিতে হইবে না, বা সুস্থ ব্যক্তিকে রোগী-পর্য্যায়ে অবস্থিত মনে করিয়া তাঁহাকে রোগীর পথ্য দিবার দুষ্টতা করিতে হইবে না। অর্থাৎ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, মুক্ত ও বদ্ধ—এ বিচার ঠিক রাখিতে হইবে। আবার রোগী ইচ্ছা করিলেও উত্তম চিকিৎসক তাঁহাকে কুপথ্য দেন না। সেইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অজ্ঞলোকের নিকট অধিকার-বহির্ভূত কথা বলেন না বা বলিলেও তাহার পক্ষে তাহা ফলদায়ক হয় না। অজ্ঞলোক কর্ম্মপ্রিয়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগরূপ নিঃশ্রেয়সের কথা তাঁহারা ধরিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদিগকে ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের উপদেশ দেওয়াই উচিত। অধিকারবিচারে উপদেশ ভেদও স্বীকার্য্য। উহার অন্যথা আচরণে অসুবিধারই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আমরা বদ্ধজীব, নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে অসমর্থ। এমতাবস্থায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা বা মনের জল্পনা কল্পনা ছাড়িয়া সোজাসুজি বিদ্বান্ ভক্তগণের আনুগত্য করাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের রাস্তা। এই আনুগত্যই জীবের জীবন স্বরূপ ও পরম মঙ্গলপ্রদ। আর ইহার অভাব যেখানে সেইখানেই যত অশান্তি, যত গলদ।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে গত ২৮শে মে শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখুটী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদানমুখে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রশ্ন—'চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা কিরূপে হয়?

উত্তর—ভগবানের সেবাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত প্রকৃতির অন্তর্গত একটী বস্তু। প্রকৃতির অধীনে থেকে প্রকৃতির অন্তর্গত কোন শক্তি বা প্রক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—
'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥'
মুকুন্দসেবাদ্বারা যে প্রকার মন নিগৃহীত হয়, যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি পতঞ্জলিকৃত অষ্টাঙ্গযোগের বিধানে চিত্ত সেই প্রকার শুদ্ধপ্রাপ্ত হয় না। মন বা চিত্ত প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু। ইহাকে নিগ্রহ তিনিই ক'রতে পারেন, যিনি প্রকৃতির অতীত। জীবাত্মাই প্রকৃতির অতীত। ঐ জীবাত্মা যখন জাগ্রত হ'বেন, অর্থাৎ তাঁ'র ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি যখন জাগ্রত হ'বে তখনই মন আত্মার অধীনস্থ হ'য়ে একাগ্র বা একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণতা লাভ ক'রবে এবং তখনই উহা শুদ্ধি প্রাপ্ত হ'বে। ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি জীবাত্মার গঠনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। যেমন জলের তরলতা, অগ্নির দাহিকা-শক্তি ইত্যাদি। বস্তুর ধর্ম্ম বাদ দিয়ে বস্তুর চিন্তা হয় না।

যাঁ'রা কৃত্রিমভাবে চিত্তকে শুদ্ধ ক'রতে যায় তা'রা দরজা বন্ধ ক'রে পাগলের পাগলামি ছাড়াতে যায়। কিন্তু তা' হয় না। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের মননধর্ম্মের ধ্বংসই স্বরূপসিদ্ধি। যে মনে ভোক্তৃ অভিমান আছে সেই মনের ভোক্তৃত্বাভিমানের ধ্বংসই স্বরূপসিদ্ধি। 'আমি দ্রষ্টা'—এই অভিমান ত্যাগ ক'রে যখন 'আমি দৃশ্য'—এই অভিমান আসবে মনটি তখন ধামে পরিণত হ'বে। সেই মনে ভগবৎপ্রকাশ হয়। এই বিশুদ্ধ মন আর আত্মা একই জিনিষ। এই শুদ্ধ মনই বসুদেব, সেই বসুদেবেতেই বাসুদেবের আবির্ভাব হয়।

মুকুন্দের সংকীর্ত্তনই মুকুন্দের সেবা। মুকুন্দের সেবাদ্বারাই চিত্ত নিগৃহীত হয়। চিত্ত নিগৃহীত হ'লেই স্বরূপে অবস্থান। যিনি স্বরূপে অধিষ্ঠিত তিনিই বৈষ্ণব। মুকুন্দের নামের মধ্যেই মুকুন্দের সব আছে; মুকুন্দের নামেই তাঁ'র রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা বর্ত্তমান আছে। যখন আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে আনতে যাই অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁ'কে মেপে নিতে যাই তখনই তিনি drop scene ফেলে দেন মায়ার আবরণ ফেলে দেন। সেইজন্য তাঁ'কে অধোক্ষজ বলা হয়। অধোক্ষজ শব্দের অর্থ—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জাতং জ্ঞানং যেন সঃ।" 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বর্ণমালা দ্বারা উদ্দিষ্ট যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে অতিক্রম ক'রে তিনি বর্ত্তমান। ভগবান্ স্বরাট্—পূর্ণ স্বাধীন। আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাঁকে আনবার চেষ্টা করা তাঁ'র স্বাধীনতাকে খর্ব্ব ক'রবার চেষ্টা। কিন্তু তা' তিনি সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ ক'রে দেন। এইটিই তাঁ'র স্বাতন্ত্র্য। তাঁ'র স্বাধীনতার সঙ্গে আমার স্বতন্ত্রতার proper adjustment হ'লেই মঙ্গল—তাহাই ভক্তি। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের প্রতীতির অভাবই চিত্তশুদ্ধি। গুরুদেব মন্ত্র দ্বারা—যে মন্ত্রে তিনি সিদ্ধ তাহা দ্বারা ঐ drop scene উঠিয়ে দেন। আবরণ উঠে গেলেই মন তাঁ'র একমাত্র আরাধ্য ভগবান্‌কে পুরোভাগে পেয়ে তাঁ'র দিকেই ধাবিত হয় আর পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তখনই মন একাগ্র হয়।

প্রশ্ন—মথুরার কৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি এক?

উত্তর—কৃষ্ণ-বস্তু এক, তাঁ'র বহুত্ব নাই। দেশ-কাল-পাত্রের অধীশ্বর তিনি

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

অপমোক্ষ তত্ত্ব। স্থান-কাল-পাত্রগত বিচার দ্বারা যে কৃষ্ণের নির্ণয়, তা' কৃষ্ণবস্তু ন'ন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণেতর বস্তু এক নহে। কৃষ্ণ মানবজাতির ধারণার অন্তর্গত বস্তু ন'ন। তিনি মানবের ধারণানুগামী অন্য জীবের সমজাতীয় কোন বস্তু ন'ন। ইতিহাসের অন্তর্গত মানবের ধারণার অন্তর্গত কৃষ্ণ ন'ন। কালে প্রকাশিত হ'লেও কালের অন্তর্গত পাত্র তিনি হ'ন না। কর্ম্ম অপচক্রে ভ্রমণ করতে করতে যখন আমার চক্ষুর গোচর হন তখন তাঁ'কে দেখতে পাই। কিন্তু যদি আমি তদ্দ্বারা তাঁ'র জন্ম নির্ণয় করি, তা'হ'লে আমার মূর্খতা হ'বে।

কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ আর মথুরার কৃষ্ণ এক বস্তু। তাঁ'র কার্য্য সেবা গ্রহণ করা। সেবক বা আশ্রিত তাঁ'কে সেবা দিবেন। কিন্তু এই সেবাতেও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারী সেবকের নিকট কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ। মথুরার কৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মধ্যে লীলাগত পার্থক্য বর্ত্তমান। লীলা ও ক্রিয়ার পার্থক্য আছে। ক্রিয়ার ফল পাপ বা পুণ্য —দুঃখই হউক বা সুখই হউক ফলটা আমি পাব—এই কামনামূলে যা' করা যায়, তা' কর্ম্ম, তা' 'সু' হ'লে পুণ্য আর 'কু' হইলে পাপ। দু'টাই ক্ষণিক এবং পরিবর্ত্তনশীল—নাগরদোলার মত। এর নাম সংসারভ্রমণ। ভগবানের সংসারভ্রমণ নাই, তাঁ'র বন্ধন নাই, তাঁ'র কর্ম্ম নাই। বিরূপেতে 'আমি' বুদ্ধি ক'রে যে ক্রিয়া তা'র নাম কর্ম্ম। ভগবানের কাজকে বলে 'লীলা'। তা'তে কেবল চমৎকারিতা আছে, তাহা জ্ঞানঘনমূর্ত্তি। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানময় ভগবানের যে ক্রিয়া বা লীলা তা'তে অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা আছে। অর্জ্জুনের সেবা প্রবৃত্তি এক প্রকারের এবং মথুরাবাসীর অন্য প্রকারের। অর্জ্জুনের সখ্য গৌরবময়, কিন্তু মথুরাবাসীদের বিশ্রম্ভময়। সেই তারতম্য অনুসারে অর্জ্জুনের নিকট ভগবানের সখ্য প্রকাশে গুরুত্ব বর্ত্তমান, কিন্তু মথুরাবাসীর নিকট তিনি আরও নিকট-সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে সখ্য-বাৎসল্যাদিক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর চমৎকারিতাময়। এই সকল কথা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর নিকট উচ্চশ্রেণীর পাঠের ন্যায় ভক্তিপথের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর নিকটও দুর্ব্বোধ্য।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী চেতনোন্মেষিণী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হ'ন। ঐ দিবস হরিকথা-কীর্ত্তনকালে বহু সজ্জন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোক্তার; শ্রীযুত রাজেন্দ্র মুখুটী, মোক্তার; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার; শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত উকিল; শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুত শচীনাথ রায়, জমিদার; রায় বাহাদুর কে, সি, রায়; ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র পাল; শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, মার্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, মোক্তার; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা, মোক্তার; শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসাক, মার্চেণ্ট; শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু, মার্চেণ্ট; কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রভাতকৃষ্ণ রায়; শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি এ; শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র দাসাধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়াচার্য্য-কেশরী পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

শুভপদার্পণোপলক্ষে

আর্ত্তি-নিবেদন

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব, নারায়ণগঞ্জে আপনার শুভপদার্পণোপলক্ষে নারায়ণগঞ্জবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ আপনার পাদপদ্মসেবার অধিকার পাইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সঙ্গদানের সৌভাগ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজ-জন, তাঁহার মূলাভিষিক্ত ও শ্রীচৈতন্যবাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই আপনি আচার্য্যের সর্ব্ববিধ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আপনার কঠোর শাসন, আদর্শ যুক্তবৈরাগ্য, কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি আত্যন্তিক বিতৃষ্ণা ও আশ্রয়বিগ্রহের পরম বিষয়ের একনিষ্ঠ সেবায় সকলকে আদর্শ আচার ও প্রচারের দ্বারা আকর্ষণ আমরা অনুক্ষণ আপনার চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি।

আপনি পাপ-চরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট ভয়ঙ্কর, অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তিগণের নিকট কৃতান্ত-স্বরূপ; কিন্তু আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট কুসুম হইতেও কোমল ও অকৃত্রিম স্নেহবিশিষ্ট। যে-সকল গুরু-সেবক বিন্দুমাত্রও নিষ্কপটে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার শুভ-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনি আপনার সমস্ত প্রদান করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে গুরুসেবার পথে অগ্রসর করাইতে কোটি চেষ্টায় চেষ্টাবিশিষ্ট। আপনি কোনপ্রকার আত্ম-বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া নীরবে, এমন কি, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে গুরুসেবকের যাবতীয় সহায়তা করিয়া থাকেন—ইহাই আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোন্ গুরু-সেবক কোন্ সেবায় দক্ষ, তাহা আপনি যেরূপভাবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, এরূপ আর কেহই পারেন না। আপনি গুরু-সেবকের বাহ্য আচার দর্শন না করিয়া তাঁহাদের সেবাবৃত্তি দর্শন করেন বলিয়াই বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-মূর্খ পণ্ডিত-নির্ব্বিশেষে সকল সেবোন্মুখ জীবাত্মস্বরূপই আপনার কৃপাভাজন হইয়া থাকেন। কেবলমাত্র কপটতা ও পাপকে আপনি প্রশ্রয় দেন না, এজন্য আপনার উপদেশ ঐ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয়। আপনি তোষামোদ না করিয়া প্রত্যেক গুরু-সেবককে আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ উপদেশ করেন। আপনি লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইবার উদ্দেশ্যে কোনদিন কাহারও অন্যায়ের অবৈধভাবে প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই, নির্ব্বোধ বিষয়স্পৃহার প্রশ্রয় দেন নাই, কোমলশ্রদ্ধকে নিত্যমঙ্গলের কথা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

আচার্য্যবর্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আপনার চরিত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত বলিয়াই আপনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য। এ বৎসর গৌরজন্মদিবসে গৌরজন্মস্থলীতে আপনি শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য বলিয়া প্রকাশিত, নির্ব্বাচিত, অভিনন্দিত ও পূজিত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শত শত ক্ষেত্রে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; এমন কি, কোন কোন প্রচারক ও গৌড়ীয়মঠসেবককে আপনার কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া আপনার দ্বারাই তাঁহাদিগকে সংশোধিত করাইয়াছেন। আমরা যেন শ্রীগুরুদেবাভিন্ন আপনার সেই অমায়ায় শাসন কৃপালাভে ধন্য হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ সন, রবিবার।

কৃপাভিখারী —আপনার অযোগ্যদাসানুদাস

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নারায়ণগঞ্জবাসী সেবকবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভবিজয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমুখে সমস্ত নগরবাসী সজ্জনবৃন্দের নিকট বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণের আবেদন জ্ঞাপন করেন। তৎপর শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' এই মহাজন-পদটী কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জন ষ্টেশনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, গৌহাটী হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, কাশী হইতে আগত শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, গয়া হইতে শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি এ, মাদ্রাজ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীঅচ্যুত ব্রহ্মচারী, মথুরা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুপ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়, কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ প্রাণানন্দ সেবাবিলাস, [illegible] শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নীলবর্ণ [illegible] শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা হইতে গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চৈতন্যমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী ভক্তিসোপান, শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে ঢাকা হইতে শ্রীপাদ সুধীররঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল মহোদয় আচার্য্য-পাদপদ্ম দর্শনার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রী[illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] আছেন। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের নদীয়া প্রকাশ[illegible] আছে। রক্ষক—শ্রী[illegible] সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, পি ৪১১২

কলিকাতা

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গ্রন্থের [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ [illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীচৈতন্যদেবের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীচৈতন্য [illegible] দেবশর্ম্মা, ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) শুক্রকুণ্ড কুক্ষানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ পণ্ডিতের শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিনোদ অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউগাছা—(শ্রী[illegible]দেব পণ্ডিতের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

বাঁধাশালী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ভুটিয়াবস্তী, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ভবিষ্যৎ, অঞ্জ সাধনপুর, উড়ি, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণ রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফকিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ মাধব মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবৃষভানুনন্দিনীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ তোতোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) সনাতনগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীমৎ[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীআলালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম,এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, (ঢাকা)

এখানে মঠ-ভূমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসাংখ্যতীর্থ-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	লাড়ি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
নাগরা নূতন	৪৷৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৮।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷/
মণিপুর ১০০০ নং	১০,/
মারহোরা সাদা	৯৲
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৻৫০
সভরেণ	২২৷৷৵১০
রূপার বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আরম্ভে—	৩৪৷৵০
মধ্যক্রম—	৩৪৸৵০
উচ্চক্রম—	৩৫৷৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৷/০—৬৷
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
কাইসগোল্ড ঐ	৫৷৷০—৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫৷৷৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এম)	৪৸/০—৪৸৵
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪৲
পোলাউ	১৷৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	
শ্যামলীতা	৫২৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাতিগ্রাম	
ভার	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাজনা	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
কড়াচি গুরশিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বাগা লাখা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

প্রতি মণ

পানের মসলা	
সুপারী দেশী	১৩৮০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯৷৷০—১০৷৷০
জুটি গরিব মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২৷৷০—১৩৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী — দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
টাকা	৯৷৷০—১০৲
ঐ বেঙ্গাকী হালকা ওজন	৮৷৷০—৯৲
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	
বরগা (টী আয়রণ)	১০৲— ৮৲
এঙ্গল আয়রণ (কোনা)	৭৸/০—৮৷৷০

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৷৷০
২৬ গেজ—	

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০

শাম

বাগান সেরা কাঁটা তার (বাঁধন)	১৷৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৬৷৷০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	১০৲—১২৷৷০
টিন পাতী, বোতল গরাদে	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিট	
হন্দর	৯।০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২০৲

নিকেলের হালমণ ৪০/০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ-কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

১৬ ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

সংলগ্ন

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে চলতি কাটতি ঔষধ আছে। জিলার প্রতি সংস্কৃত কবিরাজ এবং ডাক্তার ও পুরস্কৃত হইয়া একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবর্ত্তি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের অন্দোলন যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তর্গত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৴০	৷৴০	৷০
ইঞ্চ ২৲	১৷৷০	১৷৷০	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্কের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 154[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীর্ব্বাদিক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৪ঠা জুন, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৮২]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

সীমান্তের ক্রমবর্দ্ধমান উপদ্রব

ওয়াজিরিস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে,—

১৭ জন ডাকাতের একটী দল বান্নুর এক মাইল উত্তরস্থিত ধারখেল নামক একখানি গ্রাম লুঠ করিয়াছে।

কাহারও প্রাণহানি ঘটিয়াছে বলিয়া কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই কিম্বা কেহ অপহৃত হয় নাই। তবে বারখানি দোকান লুঠ হইয়াছে এবং উক্ত গ্রামে একখানি দোকান পোড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতের দল [illegible] জন্য গোরাফেরা কারলেঙ্ক দক্ষিণ-ওয়াজিরিস্থানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। সম্প্রতি আসাদকোটে প্রথম ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদল, দ্বিতীয় ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছে। তারপর উভয় সৈন্যদল একযোগে পাসালখেলের অভিমুখে রওনা হইয়াছে। এ অগ্রগমনে তাহারা কোনও বাধা পায় নাই।

গত ২৮শে ও ২৯শে মে সাকটু উপত্যকায় রাত্রি বেশ শান্তিতে কাটিয়াছে। দত্তখেলের দক্ষিণে বৃটিশ সৈন্যের যে ঘাঁটি আছে, রাত্রিতে সেখানে অতর্কিত গুলীবর্ষণ চলিয়াছিল।

ধারখেলবাজার লুঠ

গত শনিবার রাত্রিশেষে বান্নুর তিন মাইল দূরে, প্রায় ৮০।৯০ জনের এক দস্যুদল নামক ধারখেলের বাজার লুঠ করিয়াছে। তাহারা কতকগুলি দোকান লুঠ করে এবং জনৈক হিন্দুমহাজনের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দেয়। সীমান্তের রক্ষিগণ তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে গমন করে; কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দস্যুদল পলাইয়া গিয়াছিল।

অর্থসচিব রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না গত শনিবার বান্নুতে পৌঁছিয়াছেন। হিন্দু ও শিখদিগের দুইটী ডেপুটেশন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। তাহারা তাহাদের বক্তব্য মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট পেশ করিয়াছে। আগামী রবিবার মিঃ খান্না নাকি ধারখেল রওনা হইবেন।

বৃটিশের বিষম সমস্যা

ওয়াজিরিস্থানে বর্ত্তমান বিদ্রোহের উত্তেজক ফকির [illegible], ওয়াজিরিস্থানের দক্ষিণে মাসুদরাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। গত তিন মাস কাল অনুচরগণ সহ ফকির আসাদকোটে অবস্থান করিতেছিল। আসাদকোটে বৃটিশ সৈন্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ফকির সদল বলে পলায়ন করে।

দুই দিক হইতে আসাদকোটের উপর আক্রমণ চলে। কিন্তু ফকিরের ক্ষিপ্রকারিতায় আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে ফকির স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং ঠিক কখন ফকির আসাদকোট ত্যাগ করিল, সে সমস্যার নিরসন করা কঠিন। দুই দিন যাবৎ বৃটিশ সৈন্য আসাদকোটে এবং তৎসন্নিহিত স্থানে অবস্থান করিতেছে।

এখন ফকির মাসুদ রাজ্যে গমন করিয়াছে। এ যাবৎ মাসুদগণ বৃটিশের সহিত বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় উপর ফকিরের অনুসরণে মাসুদ রাজ্যে সৈন্য পরিচালনা করা হইবে কিনা তাহাই এখন সমস্যার বিষয়। ভবিষ্যতে ফকির কোন্ পন্থা অবলম্বন করে, তাহা না বুঝিতে পারিলে বৃটিশ সৈন্যের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করা কঠিন।

সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, শত্রুপক্ষের লস্করদিগের অনেকে [illegible] গমন করিয়াছে। শত্রুপক্ষের উৎসাহও এখন অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে।

সরকারী সংবাদ

গত ২৯শে মে একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ:—গত ২৫শে মে ইরাক হইতে বোমা নিক্ষেপকারী নবী ভ্যালেন্সিয়া বিমান ভারতবর্ষে রওনা হয়। [illegible] বিমান ২৭শে মে বেলা [illegible] মিনিটের সময় করাচী [illegible] বাকি একটির সময় [illegible] বিমান ওয়াজিরিস্থানের জন্য আনা হইয়াছে।

গত ২৭শে মে সরকারপক্ষে কর্পোরেল ভেরিটি, লেইট, প্রাইভেট জে লেফাড, আর সিম্পসন, জে মুর, ডি জোহেনসন, এন ম্যাকক্রেকেন ও অপর একজন গুলীবিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও ২০জন আহত হইয়াছে।

গত ২৭শে ও ২৮শে মে রাত্রিতে রাজমাক ক্যাম্পে চোরাগুলী বর্ষিত হয়। [illegible] সাহায্যে ইদাক দিক হইতে [illegible] বর্ষণ হইয়াছিল। তিনটি স্থানে [illegible] রাস্তা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] বিস্ফোরণ হয়। খুব সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

আদালতে ঘুষের অভিযোগ

ময়মনসিংহ জেলায় দেওয়ানী আদালতের কেরাণী এবং ভৃত্যগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চারুমিহির' বহুদিন যাবৎ অবিরত লেখালেখির ফলে এখানে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এম, এম, মালিক, বার-এট-ল, 'চারুমিহির' সম্পাদককে ঐ সব অভিযোগ সম্পর্কে তিনি যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সত্বর তাঁহার (জেলা জজের) নিকট দাখিল করিতে বলিয়াছেন। জেলা জজ তাঁহার পত্রে [illegible] বলিয়াছেন: "আপনার পত্রিকার [illegible] সংখ্যায়, এই জেলার দেওয়ানী আদালত সমূহে দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ ছাড়াও এই জেলার সমস্ত বিচারবিভাগ সম্বন্ধে ব্যাপক ও সাধারণ ভাবে দুর্নীতির কথা [illegible] হইয়াছে। এই দুর্নীতি সম্পর্কে আপনার পত্রিকার উক্ত [illegible] সম্পর্কে [illegible] কোন বিচারক [illegible] না বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। তাহাদের কোন সময় সময় এইরূপ মনে হয় যে, মামলাকারীদের নিকট হইতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ঘুষ লওয়া ইঁহারা প্রকাশ্যভাবেই সমর্থন করেন।'

জেলা জজের এই পত্র [illegible] ছিল।

ইহাতে জেলার সকল মামলা মোকদ্দমাকারী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম খণ্ড— ৯৲
অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড —৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ ...
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিবৃত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আনন্দ ।০
১৯ ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।০
২১। গৌড়ীয় ... ।০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফল ... (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তকৌস্তুভ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮০
৩০। দীপ দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৶০
৩৭। শ্রী ... খণ্ড ৷৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্‌ ।০
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। সংকেত ৵০
৪৪। ... ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৷৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৷৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৶০
৬০। সারাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম ৷৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিওটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনডাইভার্স্যাল রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সপার্ষদাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

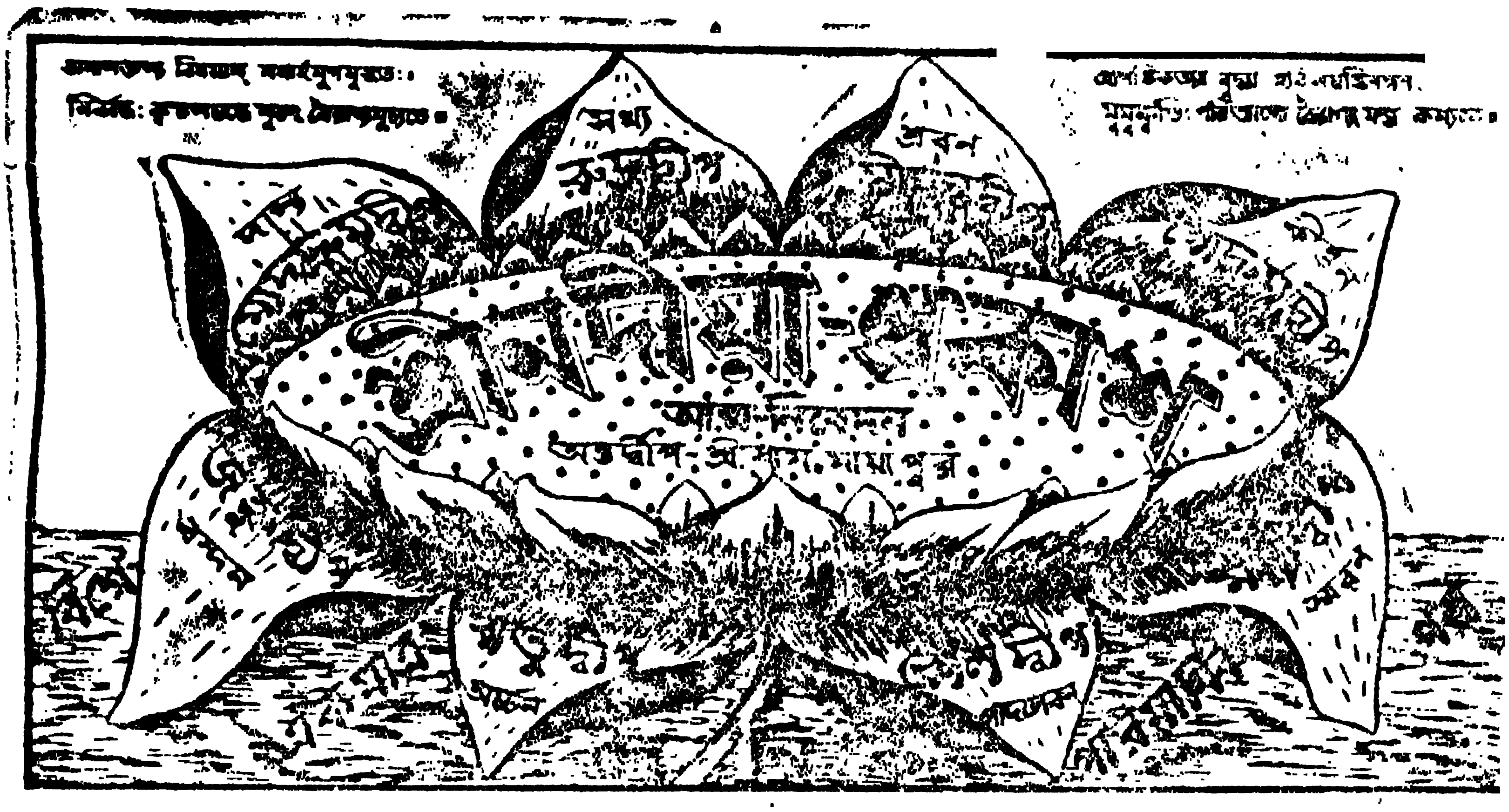

১২শ বর্ষ { ১০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই জুন ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১২তম সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশে ও তদানুগত্যে গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে সোমবার তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে, শ্রীগয়া গৌড়ীয়মঠে, শ্রীপাটনা গৌড়ীয়মঠে, শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে, দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ সমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠাশ্রিত ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী প্রভাতীসুরে কীর্ত্তিত হয়। বিভিন্নস্থানে দ্বিপ্রহরে, অপরাহ্নে এবং সন্ধ্যার পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং ব্যাখ্যামুখে ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের প্রতি বাৎসল্য এবং ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি তাঁহার কঠোর আচরণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তের চরিত্র বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্থানে শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহাদি অতি উজ্জ্বলরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং রাত্রিতে পাঠ-কীর্ত্তন দি অন্তে উপস্থিত সকলকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবসম্পাদন-নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানেরই মঠাশ্রিত সেবকগণের সর্ব্বচেষ্টা প্রশংসনীয়।

—

নেলোরে প্রচার

শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী বাগ্মীরত্ন ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী রাগানুগ মাদ্রাজ হইতে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে নেলোরে গমন করেন। তাঁহারা তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীভাগবতশাস্ত্র হইতে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বরদাস্থরে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ

মূলমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা বম্বে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পক্ষাধিক কাল ধরিয়া বরদা সহরে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিয়াছেন। প্রচারকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া সহরস্থিত জনগণকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

* * *

বিগত ৯ই মে তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী, রাগালঙ্কার প্রভু Mr. M. T. Adalja, I. S. E. Chief Engineer মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ... [illegible] ... উপদেশ ... [illegible] ... নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া বুঝাইয়া দেন। অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

* * *

বিগত ১১ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ... [illegible] ... জুম্মাদাদা ব্যায়াম মন্দিরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। Raj Ratna Mr. S. A. Sudhalkar, B. A. LL. B., Law Remembrancer, Ex. Judge মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের ... [illegible] ... মঠের প্রচার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল।

* * *

বিগত ১৩ই মে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় স্থানীয় ... [illegible] ... Mr. P. T. Munshi, Advocate মহাশয়ের ... [illegible] ...

লণ্ডনে প্রচার

— [illegible] —

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক ও গৌড়ীয়মঠের ... [illegible] ... লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট প্রচারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া ... [illegible] ... Mrs. Clun ... M. Beech নাম্নী একজন বিদুষী ... [illegible] ... শ্রীমুখে ... [illegible] ... কথা বিশেষ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করেন। ... [illegible] ... এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

... [illegible] ... প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় ... [illegible] ... প্রশংসা করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

"আত্মবৃত্তি ভক্তি নিত্য উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাজেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল। পূর্ণ অগ্রসর হইলে পূর্ণ মঙ্গল। কিন্তু অভক্তিযোগাদি পথে যাওয়া, সেখান থেকে পতিত হ'লে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। ঐ গুলি সব আরোহবাদ"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ ত্রিবিক্রম, নিধি গঙ্গোদশাব্দী গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব

—:০:—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আদি-লীলায় অর্থাৎ তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপের লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়াগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলায় তিনি নারায়ণরূপেই প্রকাশিত।

'শ্রী', 'ভূ' ও 'লীলা'—ইঁহারা ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বিগ্রহ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণেরই শক্তিত্রয়। 'ভূ' শক্তির শক্তিমান্ শ্রীশ্রীনারায়ণ। অতএব 'ভূ' শক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পতি—শ্রীগৌরনারায়ণ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাতিব্রাত্যধর্ম্মে স্বাতন্ত্র্যভাব নাই, লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণের সহিত পত্নীভাববিশিষ্টা বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্য ভাবাবলম্বী নহেন—লক্ষ্মীর দাসী মাত্র; তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত-অভিমানে কোন বাধা নাই। তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতের 'নাগরী' অভিমান হইতে পারে না; কারণ তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌরসুন্দরের ইচ্ছানুরূপ নহে। গৌরসুন্দর কখনও ইচ্ছা করেন না যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও সপত্নী হউক, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও কখনও ইচ্ছা করেন [illegible] তিনি কাহারও সহিত সাপত্ন্যধর্ম্মবিশিষ্টা হন। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ 'নাগরী' সাজিতে যান বা ভজনমার্গে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্যে গৌরসেবার ছলনা দেখান, তাহা হইলে তাহা অপরাধ আনয়ন করিবে।

অনেকে কল্পনা করেন, যখন গৌরই কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও রাধিকা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামিশাস্ত্রে কোথাও নাই। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী ভগবান্ বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বৃষভানুনন্দিনীর একজন সহচরী বলিয়া পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌর নারায়ণের বৈধপত্নী। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের পতি-পত্নী ভাব বা রস নারায়ণ-শক্তি 'ভূশক্তি'-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌর নারায়ণে বর্ত্তমান। গৌর নারায়ণ তাঁহার শক্তির নামে এইরূপভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা নিত্যকালই গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রত্যধর্ম্মে বা নারায়ণের লক্ষ্মী [illegible] মধুর রস সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা দাস্যের স্তরেই অবস্থিত। কিন্তু মাধবদয়িতা কৃষ্ণপত্নী সতী-শিরোমণি রুক্মিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কিন্তু সেইরূপ বৈধ বিচারের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং নারায়ণী দেবীর রস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উপর চাপাইলে বা ব্রজরসানুগত্যে গৌরভজনের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য গৌর ভজনের একাকার করিলে রসাভাস-দোষ, তত্ত্ববিরোধ ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন চিত্তবৃত্তি বা সেবা হইতে পারে না।

ব্রজগোপীগণ রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইবার জন্যই ব্যস্ত। রাধাদাস্যই তাঁহাদের সম্বল।

শ্রীরাধার সুখ কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধা পদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥

—ইহাই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত কথা। এইজন্যই রাধাপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজনের পরাকাষ্ঠা ইহাদের মধ্যেই [illegible] স্বপ্নে ও বিপ্রলম্ভের নিত্যলীলায় বিষয়। তাঁহাদের হৃদয়ে এইরূপ ইচ্ছা থাকিলেও শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্য ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করাইয়া থাকেন। কিন্তু 'ভূশক্তি'-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কখনও তাঁহার [illegible] সহিত মিলন হউক, ইহা ইচ্ছা করেন না বা 'ভূ' শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। সুতরাং গৌর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৌরসুন্দরকে নাগর বলিয়া অভিহিত

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

[স্থান—ময়মনসিংহ, শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ। কাল—২৮শে মে ১৯৩৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা]

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

সমস্ত বেদান্তগ আস্তিক আচার্য্যমাত্রেই শ্রুতি বা বেদকে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া [illegible] করা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অপরাধ ব্যতীত আর কি?

অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; আর ভজনমার্গে গৌর গদাধরের উপাসনা—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রবল। অর্চ্চনকারী যে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা হইয়া থাকে। কারণ, ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে রসের সেবা হইতে পারে না। অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রম বুদ্ধি প্রবল। বৈধ অর্চ্চনকারী তাঁহার উচ্ছিষ্ট ফল কৃষ্ণকে সেবন করাইতে সাহসী হন না কিংবা অবৈধ সাহস দেখাইয়া অধিকার লঙ্ঘন করেন না। সুতরাং তাঁহার সম্ভ্রমরূপা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে যে পূজা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা। কিন্তু ভজনমার্গে এইরূপ ঐশ্বর্য্য বা সম্ভ্রম-বুদ্ধির কোন কথা নাই। অতএব রাগমার্গে শ্রীগৌর গদাধর সেবিত হইয়া থাকেন। ভূশক্তি স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নারায়ণ শক্তি। অতএব শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার পূজা—বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে গৌরপূজা যে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যেরূপ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ উভয়ে উপাস্যের অধিকারীর নিকট তাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তদ্রূপ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াও লক্ষ্মীনারায়ণরূপে ভজনীয় বস্তু।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরসুন্দরের প্রেম-ভক্তি দান-প্রচারকার্য্যের সহায়কারিণী; আর শ্রীগদাধর বিপ্রলম্ভরস-বিলাসের সম্প্রেষ্ঠ সহায়কারী। আমরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অল্পবিস্তর আলোচনা করিলাম। আশা করি সকলেই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌর-গদাধরের সেবার বৈশিষ্ট্য ও ঐক্যের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন।

স্বীকার করেন। সেই বেদ তিনটি বিষয় লইয়া জগতে প্রকটিত—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু—সম্বন্ধ, প্রাপ্তির উপায়—অভিধেয় ও ফল—প্রয়োজন। ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি সম্বন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব, দ্বিতীয় শ্লোকে অভিধেয়—ভক্তি, আর তৃতীয় শ্লোকে প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম। নিরূপণ করিয়াছেন।

এই শ্লোকে 'অত্র' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে—

'অত্র'—এই শ্রীমদ্ভাগবতে কৈতবশূন্য পরমধর্ম্মের কথা আছে।

'অত্র'—এই শ্রীমদ্ভাগবতে শিবদ বাস্তব-বস্তুর কথা আছে।

'অত্র'—এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ দ্বারা ভগবান্ শুশ্রূষু-হৃদয়ে সদ্য অবরুদ্ধ হন।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। অপরম বা অবরধর্ম্মের কথা নহে, সর্ব্বাপেক্ষা পরম, চরম, চূড়ান্ত একমাত্র পরমতত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শুধু তাহা বলিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, প্র-পূর্ব্বক উজ্ঝিত, ত্যক্ত, [illegible] কপটতা যে ধর্ম্মে তাহা ভাগবতে নিরূপিত। যাহা কপটতা, তাহা এই শাস্ত্রে নাই। ভিতরে বাহিরে যেখানে দুই প্রকার ভাব তাহাই কপটতা। সেবাপ্রবৃত্তি আত্মাতে আছে, কিন্তু বাহিরে অন্য প্রকার প্রবৃত্তি যখন বর্ত্তমান—অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগপ্রবৃত্তি যখন আছে তখনই কপটতা। অন্যান্য শাস্ত্রে ন্যূনাধিক এই কপটতার কথা আছে। ধর্ম্ম অর্থ কামই কপটতা। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাইবার যে কথা, তাহাও কপটতা। পৃথিবীর সকলেই ভোগ চায়। সেই ভোগ যে ত্যাগ করিয়াছে, সে না জানি কত বড় লোক—ইহা সমস্ত জগৎ মনে করে। পাপী পুণ্যবানকে বড় বলিয়া মনে করে, ভোগী ত্যাগীকে বড় মনে করে। সমস্ত শাস্ত্র ত্যাগকে উচ্চ আসন দিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত তাহা দেন নাই। ভগবানের সেবা প্রবৃত্তিই পরম-ধর্ম্ম, তাহার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। তাহা আত্মার নিত্যকাল নিত্য। তাহাতে ভুক্তাও নাই বিশ্রামও নাই, যেখানে ভোগের পর বিশ্রাম, তাহার পর ভোগ এই প্রকারের কথা নাই। বিরূপের অভিমান আছে বলিয়া মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যেখানে বন্ধনই নাই সেখানে মোক্ষের কথাও নাই। আত্মার স্বভাবে বন্ধন নাই সুতরাং মুক্তিরও দরকার নাই। ব্যারাম ভাল করাটাই চরম কথা নয়। রোগ নিরাময়ের পর আত্মীয় স্বজনের সহিত স্বচ্ছন্দে একত্রে বাসের বিষয়ই চরম কথা। সুস্থ ব্যক্তি এ সব বিচার করিতে পারেন। তাঁহাদের বিচারই গ্রাহ্য। যাঁহারা মুক্ত অর্থাৎ কোন-

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

কালেই যাঁহারা বদ্ধ হন না—এমন নিত্য মুক্তের বিচার গ্রাহ্য। যাঁহারা আত্মাতে অবস্থিত, তাঁহাদের বিচারই গ্রাহ্য। বন্ধন ভোগ, মোচন বা মুক্তি বাহিরের কথা। সিদ্ধি—স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—ভগবৎ-সেবা লাভ করা। সেই ধর্মই ভাগবতে আছে, তাহা মৎসরতা-হীন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, -এই পাঁচটী রিপু যাহাকে পীড়ন করিতেছে সে মৎসর বা হিংসুক। হিংসা সেবাপ্রবৃত্তির বিপরীত। যেখানে সেবা সেখানে হিংসা নাই। কাম-ক্রোধাদি স্বরূপে আছে বলিয়া তাহার বিকৃতাবস্থা অমঙ্গল উৎপাদন করে। জীব-স্বরূপে মাৎসর্য্য নাই। ঐ পাঁচটী প্রবৃত্তি ভগবৎসেবার অনুকূল হইয়া শুভ ফল উৎপাদন করে—সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করে। 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে'। কাম—বাসনা কেবল কৃষ্ণসুখবিধানের জন্য। তাহার ফল অমঙ্গল প্রসব করে না। 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে'। সেবাবস্থ ও তাঁহাকে যিনি সেবায় বশ করিয়াছেন সেই ভক্তের প্রতি যে বিদ্বেষ করে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে অমঙ্গল প্রসব করে না। প্রিয়তমের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা হইলে তাঁহার প্রতি অপরের বিরুদ্ধাচরণে ক্রোধের উদয় হয়। যেমন কোন সন্তানের পক্ষে মাতৃসতীত্ব ধর্ষণ একান্ত অসহ্য, সেই প্রকার ভগবান্ বা ভগবানকে যিনি বশ করিয়াছেন এবং যিনি সেই ভগবানকে বিলাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহার প্রতি যদি কেহ নিন্দা বা দৌরাত্ম্য করে, তাহা হইলে ভক্তের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক. সেই ক্রোধে অমঙ্গল আনয়ন করে না—শুভ ফলই উৎপাদন করে। 'লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।' মাছ লোভের বশবর্ত্তী হওয়া বড়শীতে আকৃষ্ট হয়। তাহার মাংস অপরে খায়। কিন্তু সাধুসঙ্গে নবনবায়মান কথা একটা রুচি—লোভের প্রকৃত ব্যবহার। ইহা দ্বারা বন্ধন হয় না, ভগবানের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 'মোহ ইষ্টলাভ বিনে'—মোহই বন্ধন বিরহে অনাসক্তা। 'হরি সর্ব্বস্ব, জীবাত্মার একমাত্র আরাধ্য, সেই ভগবানের বিরহে এত যাতনা হয়, যাহাতে মোহ আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। মদ—অহঙ্কার—মত্ততা—সেবায় মত্ত হ। ভগবান বা ভক্তের মহিমা গানে সেবকের মত্ততা। এই অহঙ্কার বিশুদ্ধ—তাহাতে 'আমি ভগবানের দাসানুদাস' কেবল এই বুদ্ধি আছে। শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপে সেই 'অহং' আছে। প্রকৃতিজাত অহঙ্কার ধ্বংসশীল ও অমঙ্গলপ্রদ।

এই পাঁচটি প্রবৃত্তি বিকৃতভাবে অশুভ আনয়ন করে, কিন্তু স্বরূপে মঙ্গলপ্রদ এবং জীবাত্মায় নিত্য বর্ত্তমান। মাৎসর্য্য জীবাত্মার স্বরূপে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও মাৎসর্য্যের কথা নাই, মাৎসর্য্যের কথা সেখানে থাকিতে পারে না। নির্ম্মৎসর সাধুগণের বা বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্মের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে

'বেদ্যং'—জ্ঞেয়, যাহা জানিতে হইবে। নিত্য জ্ঞানময় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় যে বস্তু, তাহাই জ্ঞেয়।

'বাস্তব বস্তু'—নিত্য জ্ঞানময় আনন্দময় বস্তুর নাম। ইহা কাল্পনিক নহে। বাস্তববস্তু নিজের নিজত্ব বজায় রাখিতে পারেন। বস্তু হইতে নিষ্পন্ন 'বাস্তব' শব্দ। তাহার পরে আবার বস্তু বলা হইয়াছে। বাস্তব বস্তু বলিলে positive existence যাঁহার আছে তাঁহাকে বুঝায়। পূর্ণতম বস্তুই বাস্তব। তিনি কি করেন? শিব'—মঙ্গল দান করেন, তাহাই 'শিবদ', তাহার নাম পর অপ্রেম অমঙ্গল- ক্লেশ। প্রেমেই অবিরোধ - মিলন। ইহা হ্লাদিনীর ক্রিয়া। প্রেম—বিলাস, আহ্লাদের পর যে বিলাস তাহা শুভ—উদ্দেশ্য।

'তাপত্রয়োন্মূলনম্'—নিবারণ করা; আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ের মূল বীজ অবিদ্যা—ভগবদ্বিস্মৃতি। ভগবানের স্মরণই নিত্য নিস্মৃতি অবিদ্যা। ভগবানকে ভোগ—অবিদ্যা। এই ভাগবতে সেই অবিদ্যা উন্মূলিত হইয়াছে।

'মহামুনি'—মুনির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বা নরনারায়ণ ঋষি। তাঁহার কৃত যে শাস্ত্র তাহা শ্রীমদ্ভাগবত; ইহা থাকিতে আর কোন চিন্তা নাই। এই ভাগবত থাকিতে অন্য শাস্ত্রের দরকার কি? অন্য শাস্ত্র ধ্বংস হইলেও ক্ষতি হইবে না।

ভাগবত অনুশীলনই আত্মধর্ম্মের অনুশীলন—আত্মধর্ম্মের সহিত বিচার করিয়া যদি তাহা শ্রবণ করা যায় বা পাঠ করা যায়। বক্তার স্বাধীনতা বা প্রকৃত অনুশীলন যাহা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। এইভাবে যাঁহারা শুশ্রূষু তাঁহারাই সুকৃতি এবং কৃতিমান—সৌভাগ্যবান। তাঁহারাই ঐ শ্রবণে সদা ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন।

হরিনামের অনুশীলনই—পরম ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে সেই পরম ধর্ম্মের কথা অর্থ হরিনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ শব্দ ভগবন্নামের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের কথা এখানে আছে।

যাঁহারা ভাগবত মানেন, তাঁহারা গৌড়ীয় পথ স্বীকার করেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ বহু শিক্ষিত সজ্জন শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে আগমন করিয়াছিলেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য
সহজ-পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর
ময়মনসিংহে শুভপদার্পণোপলক্ষে
—শ্রদ্ধাঞ্জলি—

বরষের শেষে, নিশা অবসানে,
গৌড়ীয়-জগত বিষাদিত মনে।
"সিদ্ধান্তভাস্করে" না হেরি' উদিত,
দিশাহারা হ'য়ে হইল মূর্চ্ছিত।
অমানিশা সম নিবিড় আঁধার,
আবরিল চিত্ত ভক্ত সবাকার।
অসীম, অনন্ত নিরাশা প্রবল,
করিল চিন্তায় সবায় বিকল।
সুযোগ লভিয়া যত দুষ্ট নর,
অপস্বার্থ লাভে হইল তৎপর।
সংজ্ঞা প্রাপ্তে পুনঃ ভকত সজ্জন,
যে যথায় ছিল বিলুপ্ত চেতন।
দুঃখের সাগরে হ'য়ে নিমগন,
কাতরে ডাকিল শ্রীমধুসূদন।
ভকত জনের করুণ ক্রন্দন,
কাঁপাইল গোলোকে প্রভু নারায়ণ।
চকিতে অমনি সে প্রভু তখন,
আড় পাতি চায় সজল নয়ন।
ভকতের দুখ সহিতে না পারি,
নিজ প্রেষ্ঠ জনে পাঠাইল শ্রীহরি।
পরিচয়ে তাঁর কিবা প্রয়োজন,
কে না চিনে সেই প্রভু নিজ-জন।
ছায়া সম নিত্য গুরু সহচর,
সিদ্ধান্ত বাণীর ভাষাকারবর।
দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব যাঁহার ব্যাখ্যায়,
সহজ, সরল লোকের ভাষায়।
হ'য়ে প্রকাশিত অজ্ঞজন তরে,
অপসারি' ভ্রম দিল উৎকৃষ্ট জ্ঞানে।
"রূপ-রঘু বাণী" জানাতে সবারে,
আদেশিল প্রভু স্বপ্ন করি' সারে।
"অমৃতের ধারা" রক্ষিবার তরে,
প্রভু দিলা সেই ঈশ্বরে।
সেই) প্রভু বাসুদেব বিনা অন্য কেবা,
জানে যথাযোগ্য শ্রীগুরুর সেবা।
ভকত সমাজে চির-পরিচিত,
যাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র বিদিত।
যাঁর খ্যাতি বটে "সিদ্ধান্ত সম্রাট"
যাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ, বিরাট।
শাস্ত্র-যুক্তি-বল বুদ্ধির প্রাখর্য্য,
কাহাতে অদ্ভুত জ্ঞানী, যোগী, আর্য্য।
যাঁর সৌম্য মূর্ত্তি, সুস্মিত বদন,
সরসআলাপ মধুর কীর্ত্তন।
পুষ্প সম যাঁর শুচিতা, মৃদুতা,
বজ্র সম যাঁর অতি কঠোরতা
যাঁর বীর তেজ অপেক্ষা-শীলতা,
যা কথা চূর্ণিছে সকল অস্মিতা।
পান্ডিত্যের তেজ ঘৃণা মাৎসর্য্য,
অতি অভিমান জড়-শাস্ত্রজ্ঞতা।
যাঁহার সুনীর শাসন-বাণীতে,
কাঁপায়ে তুলেছে অপরাধি চিত্ত।
যাঁর নিরপেক্ষ বিচারের তরে,
অপরাধিগণ শঙ্কিত অন্তরে।
সূর্য্যের আলোকে পেচকের ন্যায়,
পলাইছে দূরে সভয় হিয়ায়।
জগদ্গুরু সেই প্রভুবরে আজ,
পাইয়া হেথায় আমাদের মাঝ।
হৃদয়ে আনন্দ ধরে নাকো আর,
কি দিয়ে আমরা পূজিব তাঁহার।
অশোক অভয় চরণকমল,
বরাভয় পদ স্নিগ্ধ, সুশীতল।
যত্নে মোদের বাহিক পাতা,
হৃদয় পেতে।
সাধু আশিষে,
দানে দয়াময় অধমতারণ।
কৃপা দৃষ্টি করি' আমাদের পানে,
শুদ্ধা ভক্তি দেহ ভজনের রতি।
মোর ভাগ্যে পড়িয়া আমরা,
হ'য়ে আত্মহারা।
তুমি বিনা আর,
হ'বে কাণ্ডার।

অন্যান্য উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু উকিল পবিত্র চরণ গুহ. শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত, উকিল; শ্রীযুক্ত মোহন দত্ত, উকিল; শ্রীযুক্ত প্রমথ কুমার সাহা, মোক্তার; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় উকিল; শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চৌধুরী, মোক্তার; শ্রীযুক্ত দেবীচরণ রায় মোক্তার; শ্রীযুক্ত সেবানন্দ চৌধুরী, উকিল; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উকিল; শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র তালুকদার, ডাক্তার; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল রায়, উকিল; শ্রীযুক্ত অটল বিহারী কর, উকিল।

ময়মনসিংহবাসী গৌড়ীয়গণের, ১৩৩৭। মঠাশ্রিত ভক্তগণপক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্রজপত্তন [illegible] শ্রীনবদ্বীপ, বেদবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, [illegible] চতুর্দশ [illegible] আছেন। [illegible] প্রাচীন [illegible] প্রকাশিত আছে।

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

কলিকাতা। [illegible]

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীমঃ [illegible] [illegible] শ্রীমঠের [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible] আচার্যদেব [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক — শ্রীহরিগোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীনরসিংহ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রীবরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এস্থানে গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভবতারণদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রকটিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কাজগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রীমদ্রঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

১৫) স্বরূপবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ স্বরূপগঞ্জ, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীঅভয়চরণ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) ঐকান্তিক মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইসলামপুর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরাধাকান্তের ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী।

২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড় বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসর্ব্বভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহরিডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক- শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া, পোঃ বাঁকিপুর (বিহার

রক্ষক —শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগা রোড, গয়া

রক্ষক —শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কারনপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক— শ্রীঅক্ষরানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ই, পি

রক্ষক - শ্রীভক্তিবিনোদ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীসুদর্শন ব্রহ্ম

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক— শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

শ্রী (৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক -শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক— শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক —শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক —শ্রীপ্রমদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক —শ্রীনিত্যবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— শ্রীগুণানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক - শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীললিত মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিঙ্কুরিয়া, পোঃ দাঁতনেপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভবানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে শ্রীশ্রীগৌররাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাস

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক-- শ্রীতরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক --শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৭০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি —"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

২৮শে মে, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬৸০-৭৲
বাঁকতুলসী	৫।০
দাগরা নূতন	৪॥০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেক কোয়ালিটি	৫।৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৵০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

সিঃ হুইল, টাকা	১০॥৵০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাদ্রোবা সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপার দর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার " "	৩৫৲৫০
সভরেণ	২২।৵১০
দর বার প্রতি ১০০ ভরি	৮৲

পাটের দর

আংস্ত—	৩৪।৵০
নিম্নতম—	৩৩৸৵০
উচ্চতম—	৩৫।৵০
বাজার বন্ধের সময়—	৩৫

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬॥৵০—৭৲
সুপারফাইন ঐ	৫৸৵—৬৲
কাউনপোর্ট ঐ	৫॥০—৫॥৵০
সুজী	৫৸৵০—৬৲
আটা (বি)	৫॥৵০—৫৸০
আটা নং (২	৪৸৵—৫৲
টা (এস)	৪৸৵০—৪৸৵
আটা (কে)	৪॥০—৪॥৵০
আটা নং (৩)	৩৸৵০—৪
পোলাউ	১৪৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৬৲
রামসীতা	৫৩৲
ভুবনেশ্বরী	৪৩৲
লক্ষ্মী	৪২।০

পাউডার	
ভার	৪৬
কাবুলে	৩৬
রাজা গাছড়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

আদেন দোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বাগী দানা	৫৩/
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
পানের সাঁও	৬॥০
সুপারী দেশী	১৩৸০—১৪৸০
কাটা সুপারী	৯॥০—১০॥০
গুটি খয়ের মণ	১১৲—১২৲—১৪৲
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১২॥০—১৩॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯॥০—১০৲
ঐ বে মার্কা হাল্‌কা ওজন	৮॥০—৯৲
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীম	
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০॥০
নরম টী আয়রণ	১০৲— ৮৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৭৸৵০—৮॥০

টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৲
২৬ গেজ—	১৬৲
২৮ গেজ—	১৬৲

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৬।০
২৮ গেজ—	১৬॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫॥০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ বটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ০ —৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১॥০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪।০—৪॥০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	১০৲—১৩৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	১০৲—১৩॥০
টিল পাটী, বোল্টু পরাত	৮৸০—১০।০
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের জন্য	৯॥০—১৪৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের চালমণ ৫৵০, গাটের চালমণ ৬॥০

ভুলার চালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

:((::)):

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::०::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহালোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালীর চির আদৃত অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বরে ইহা অমোঘ। পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবরত জ্বর বন্ধ হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:০:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵০	৷৵০	৷০
" ইঞ্চি ২	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷৷০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"চেতনা"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

হুগলী বেঙ্গল কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অনুপম ও অভিনব গ্রন্থ মনোহর ও উজ্জ্বল চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary), সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

— —

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গভৃত্য আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৫ই জুন, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৮৩]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(*):(•):——

ঘনঘটা

জার্ম্মাণী কার্টেজেনার উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া বার্সিলোনা হইতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে জার্ম্মাণ প্রচার সচিবের দপ্তর তাহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত দপ্তরের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন যে, এইরূপ গোলাবর্ষণের কোনও খবর পাওয়া যায় নাই।

আলমেরিয়ার উপর গোলাবর্ষণের ফলে হতাহতের যে সর্ব্বশেষ হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, মোট ২০জন লোক মারা গিয়াছে এবং ১৫০জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক ও শিশু আছে। হতাহতদের পূর্ণ তালিকা পাইতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

আলমেরিয়া হইতে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী টেলিফোন যোগে ভ্যালেন্সিয়ায় জানাইয়াছেন যে, বিদেশী জাহাজগুলি ফিরিয়া আসিবে এই ভয়ে গত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া লোকে সহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। গোলাবর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের কারখানা বিকল হইয়া পড়ায় সহরে সারারাত্রি ধরিয়া অন্ধকার বিরাজমান রহিয়াছে। সহরের জল সরবরাহ-ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

মাদ্রিদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গুয়াদারামা-পর্ব্বতমালার বরফ গলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সৈন্যগণ সেগোভিয়াস্থ বিদ্রোহী ঘাটির দিকে একটী গুরুত্বপূর্ণ অভিযান আরম্ভ করিয়াছে

ভারত-সচিবের আবেদন

——(২)——

পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল সদস্যদের এক ঘরোয়া-বৈঠকে ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতের কংগ্রেসীদলকে মন্ত্রিত্ব ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, "হিন্দুদের সদ্গুণাবলী বিশেষভাবে তাহাদের গঠন-শক্তিতে আমার গভীর আস্থা আছে। বহু নৈরাশ্যের মধ্যে আমার এখনও এই বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুরা তাহাদের প্রতিভা ও ক্ষমতা ভারতের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। গ্রেট ব্রিটেন আন্তরিকতার সহিত তাহাদিগকে সাহায্য করার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহারা যেন তাহা অবহেলা না করেন অথবা গ্রেট ব্রিটেন তাহাদিগকে একটী সাধারণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সহযোগিতার যে অনুরোধ জানাইয়াছে তাহারা যেন তাহা প্রত্যাখ্যান না করেন—এইরূপ অনুরোধ করা কি বেশী হইবে? এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য যে শুধু এই দুই জাতিকে সমানভাবে চেষ্টা করিতে হইবে তাহা নহে পরন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা দ্বারাই তাহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমাদের উভয় জাতির ইতিহাসের সঙ্কট সময়ে উভয় জাতির নিকট ইহাই আমার একমাত্র আবেদন।"

বিজয়-অভিযান

গত ২৬শে মে তারিখ পেন্দু-গিরিবর্ত্মে ট্রেণ আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে। ঐ ট্রেণে অগ্রগামী দলের একটী বাহিনী এবং মেসিন-গান দলের একটী বাহিনী ছিল। গিরিবর্ত্মের এক অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে শত্রুপক্ষীয় কতিপয় লোক ট্রেণের যাত্রাপথে দণ্ডায়মান হইয়া ট্রেণ থামায়। ইঞ্জিনে একটী মেসিন-গান বসান হইয়াছিল, উক্ত মেসিন-গান হইতে তৎক্ষণাৎ গুলী চালান হয় পার্শ্বস্থিত পাহাড় হইতে শত্রুপক্ষীয়গণ গাড়ীগুলিতে গুলি চালায়। এদিকে গাড়ীর অভ্যন্তরবর্ত্তী মেসিন গান বাহিনীর লোকেরাও গুলী চালায়—শত্রুসৈন্য তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। পার্শ্বের অতিশয় খাড়া থাকায় সেই খাড়াই ডিঙ্গাইয়া উঠিয়া শত্রুসৈন্যের অনুসন্ধান খুব কঠিন ছিল। ট্রেণ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে এবং বিনাবিঘ্নে আসিয়া পৌঁছায়। ট্রেণের মধ্যে সৈন্য আছে—উপজাতীয়গণ তাহা অনুমান করিতে পারে নাই। পরে মেসিন-গান ও রাইফেলের গুলীবর্ষণ দেখিয়া অনেকটা ভড়কাইয়া যায়। শত্রুপক্ষে কয়েকজন সম্ভবতঃ হতাহত হইয়াছে। তবে সঠিক সংখ্যা অবগত হওয়া যায় নাই।

ইপির ফকিরের গুহায় রহস্যজনক দলিল পত্র

—— ::(:•:):: ——

আর্সালাকোটে ইপির ফকির যে গহ্বরে বাস করিতেন, অধুনা সেই গহ্বরটি বৃটিশ সৈন্যের দখলে আসিয়াছে। এই গহ্বর হইতে একটি বাক্স পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বহু দলিলপত্র আছে। ঐ সব দলিল গুলি কোন ভাষায় লিখিত, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। এগুলির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট দেওয়া হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, দলিলগুলি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির রহস্যভেদ করিতে পারিলে সীমান্ত-সমস্যা সম্বন্ধে নূতন আলোক পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে।

টরিখেল জাতির 'মতিগতি'

ইপির ফকিরের নেতৃত্বে যে সকল উপজাতি লড়াই করিতেছে, তাহাদের মধ্যে টরিখেল জাতির উপরেই সর্ব্বাধিক চাপ পড়িয়াছে। যুদ্ধে তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখন নাকি তাহাদের মধ্যে ভীষণ রকমের আত্মকলহ দেখা দিয়াছে। তাই তাহারা আর যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না। কতিপয় টরিখেল জাতির পক্ষ হইতে নাকি গবর্ণমেণ্টের সহিত বোঝাপড়া করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিমানপোত হইতে পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। তাহাতে এই মর্ম্মে একটা "জিরগা" বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে এরূপ "জিরগা" বসিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ টরিখেলদিগের অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া "জিরগা" বসাইবার সুযোগ দিবেন।

ইপির ফকির নাকি বৃটিশের পরম শত্রু ও বিশ্বস্ত। তবে ইদানীং রিপোর্টে ইহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহা বিশ্বাস করেন না। যে ... ইপির ফকির আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

প্রকাশ, পলিটিক্যাল এজেণ্ট ইহাদের ... জানাইয়াছেন যে, প্রথমতঃ ইপির ফকিরকে গবর্ণমেণ্টের হাতে ধরাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর আপোষের কথাবার্ত্তা চলিবে—তৎপূর্ব্বে নহে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম খণ্ড ২৲
২। বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবন্দন ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ের গৌরবগাথা ।৶৹
২২। কৃষ্ণরহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ ভক্তমণ্ডলী (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।৹
২৭। মুক্তিমঞ্জুষা শুদ্ধগোরক্ষঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গৌরমাধুরী /৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। শ্রী প্রেমবিলাস ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনকল্প
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাধ্যসাধন /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিশিকৃত্যম্ ।৹
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টোলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶৹
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্‌স য্যাণ্ড আনয়ার্ল্ডলি রিলিজন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধনপথ ।৹
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
একখানি গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

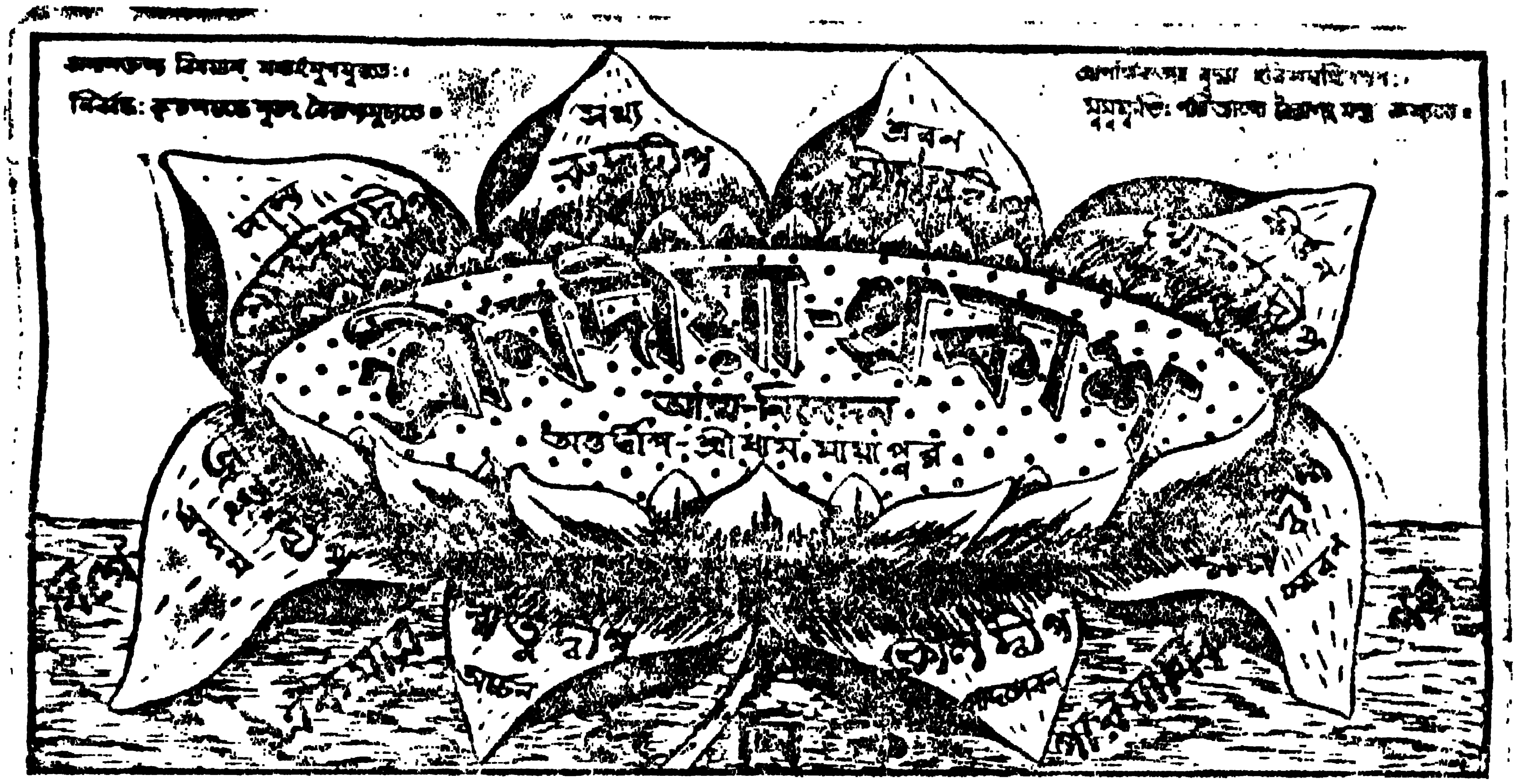

১২শ বর্ষ } ১১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই জুন ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৪৩তম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত গোস্বামী অধস্তন বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আচার্য্যরূপে গত ৩১শে মে, ১৯৩৭ প্রথম কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠানকে নগরবাসিগণ ও গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন ও মঠাশ্রিত ভক্ত কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। অনেকে ঐ সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পরে তথায় আসিয়া আচার্য্যপাদপদ্মে তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ১লা জুন মঙ্গলবার ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় [illegible] ব্রহ্মচারী ও শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় মঠসেবক সহ টাঙ্গাইল মহকুমার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। পরিশেষে পাথরাইল, [illegible], [illegible] প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস [illegible] গ্রামে অধিকারী পরম ভাগবত শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে আগমন করেন। শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible] শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-দিবসে তাঁহাদের পাইয়া অত্যধিক আনন্দপ্রকাশ করেন। পরিশেষে সভায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রচারকগণ গত ২৪।৫।৩৭ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম-বন্দনার্থ ময়মনসিংহ শ্রীভাগবত-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন।

শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়াপাড়া, [illegible] প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ছনবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া [illegible] এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরিকীর্ত্তনের স্থানে উপস্থিত হইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

৪ঠা তারিখ মঙ্গলবার স্বামীজী মহারাজ ছনবাড়ী হইতে আড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গমন করেন এবং সন্ধ্যা প্রায় ৭॥ ঘটিকা হইতে বহু সজ্জনমণ্ডলীর নিকট গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা ও তাঁহার দান, গুরুতত্ত্ব ও বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে সজ্জনমণ্ডলীর নিকট ত্রৈকালিক [illegible] শ্রীভগবানের কথা শ্রবণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করেন। [illegible] স্বামীজী— "[illegible] সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া সেবোন্মুখ কাহারা, তাঁহাদের মুখে ভগবান্ কীর্ত্তিত হন তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

বরোদায় প্রচার

বিগত ২৫শে মে শনিবার সন্ধ্যা [illegible] বরোদার [illegible] 'Divine Love and Universal Brotherhood' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় Baroda Municipality Vice Chairman Mr. A. S. Pradhan, Advocate মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] সভাপতি মহাশয় [illegible] প্রদান করিয়া সভার [illegible] করেন। সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

বরোদা ষ্টেটের Chief Engineer Mr M. T. Adalja I. S. E. মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী পুনরায় তাঁহার বাড়ীতে দুই দিবস কীর্ত্তন করেন। ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইলেও তাঁহার নিরভিমানিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বিশেষ শ্রদ্ধা[illegible]। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে একটি [illegible] কাল [illegible] হইয়াছেন। আমরা [illegible] ও তাঁহার [illegible] তাঁহার নিত্য-মঙ্গল ও সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

পাটনায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] হরিকথা প্রচার করিয়া [illegible] সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে হরিকথা-প্রচারের জন্য পুনরায় তিনি পাটনায় গমন করিয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আত্মবৃত্তি ভক্তি কিন্তু উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাজেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল। পূর্ণ অগ্রসর হইলে পূর্ণ মঙ্গল। কিন্তু অর্দ্ধপথে যদি পতন হয়, সেখান থেকে পতিত হলে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। এই গুলি সব আরোহবাদ।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম, [illegible] ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

বৈরাগ্য

মায়াবদ্ধ জীবের বিষয়ে যে আসক্তি, তাহাই রাগ। আর এই বিষয়াসক্তির অভাবই বিরাগ। মায়াবদ্ধ জীবের বিষয়ানুরাগ স্বাভাবিক ও সহজ। মুক্তজীবের অবস্থা ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বদ্ধজীবের বিষয়বৈরাগ্য। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণানুরাগ যত উদিত হইতে থাকে ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। হৃদয়ে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে সহজেই জীবহৃদয়ে বৈরাগ্য স্থান পায়। বৈরাগ্য কখনও আয়াস দ্বারা লাভ করা যায় না। কৃষ্ণে রাগ না হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ কিরূপে সম্ভব? ভাল জিনিষ না পাইলে কি কেহ খারাপ জিনিষের আশা ত্যাগ করিতে পারে? আলো না আসিলে কি অন্ধকার যায়? প্রবৃত্তিবৈরস্যে কৃষ্ণের সেবানুসন্ধানস্পৃহা হৃদয়ে না জাগিলে ভোগ-ত্যাগাদি ইতর স্পৃহা হৃদয় হইতে কিরূপে যাইবে? শ্রীগীতা বলিয়াছেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(গীতা)

দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণানুরাগ সুপ্ত অবস্থায় থাকায় বিষয়রাগ প্রবল হইয়াছে। তাহা বিষয়ত্যাগমাত্রেই যায় না; কেন না, মনে মনে বিষয়স্পৃহা প্রবল থাকে এবং উত্তম সঙ্গ বা গুরুবৈষ্ণবাশ্রয় ত্যাগ করিলেই পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণ রস-আস্বাদন হয় তখন সহজেই বিষয়-রস-তৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া হৃদয়ে স্বাভাবিক কৃষ্ণানুরাগ দেখা দেয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরমফল নয়, বৈরাগ্য জ্ঞানের অঙ্গ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির দুইটি সন্তান। মুক্তি ভক্তির পরিচারিকা। শাস্ত্র বলেন—

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে
তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ॥
(পদ্মপুরাণ)

বদ্ধজীবমাত্রেই স্বভাবতঃ কপট; তাহারা সবের মধ্যে কপটতা চালাইতে চেষ্টা করে। সেইজন্য মহাজনগণ বৈরাগ্যের দুইটি নাম দিয়াছেন—একটি মর্কট বা ফল্গু বৈরাগ্য, আর অপরটি যুক্তবৈরাগ্য। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দুইটির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"
"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥"

নদীয়াচাঁদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অতি সহজ ভাষায় ইহার অর্থ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"
হরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোক-দেখান বা ফল্গু বৈরাগ্যের প্রশ্রয় দেন নাই। বরং লোকসংগ্রহার্থ তিনি আবশ্যকমত যথাযোগ্য ভোগ্য গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত—ভগবানের সেবক। তাঁহারা জগতের কোন বস্তুকে নিজের ভোগ্য জ্ঞানে ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না। পরন্তু ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানে সমস্তই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

শ্রীচৈতন্যভক্তগণ বিলাসী বাবু নহেন। তাঁহাদের বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু পরম সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা তথাকথিত বৈরাগী নহেন, তাঁহারা অনুরাগী অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্যবান্। কৃষ্ণেতর বস্তুতে তাঁহাদের স্বাভাবিক বিরাগ। ইহা তাঁহাদের অভ্যাস করা কৃত্রিম ব্যাপার বিশেষ নহে। যথাযোগ্য বস্তু গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত না হইলে আধিক্য বা অল্পতায় পরমার্থের ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ
তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

রাধাদাস্য বা শুদ্ধভক্তির অপর নাম বৈরাগ্য। ইহারই নাম যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বা প্রেমময়-রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত থাকা। সারগ্রাহিগণ বৈরাগ্য ও দাস্য এই দুইটিকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা জানেন, রাধাদাস্যই বৈরাগ্য-পরাকাষ্ঠা বা একমাত্র বৈরাগ্য বিবেক। যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী, দা... কর্ম্ম বা [illegible] জ্ঞানীর যে বৈরাগ্যের কথা শুনা যায় তাহাতে এই শুদ্ধবৈরাগ্যের লেশমাত্রও নাই। এমন কি, মহাতপস্বী মৌনব্রতধারী বাল্মীকি মুনি, পরমাত্ম ভজনশীল ঋষিগণ, সনকাদি মুনিগণ, যুগান্তর সাধনকারী ব্রহ্মাদি তপস্বিগণের বৈরাগ্যের সহিতও এই বৈরাগ্যের তুলনা হয় না। কারণ ইঁহাদের বৈরাগ্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই। সিদ্ধার্থ বা শঙ্করাচার্য্যের যে বৈরাগ্য তাহাও অকিঞ্চিৎকর, অযুক্ত, ফল্গুবৈরাগ্য মাত্র। আমরা যে যুক্ত বৈরাগ্য বা শুদ্ধবৈরাগ্যের কথা বলিতেছি তাহা একমাত্র কৃষ্ণবিলাসিনী বৈরাগ্য-বিদ্যাস্বরূপা শ্রীরাধার অনুগগণে—একমাত্র শ্রীরূপানুগগণেই নিত্য বিরাজিত। বিপ্রলম্ভই এই বৈরাগ্যের পরিভাষা। এই বৈরাগ্যে নিজ ভোগসুখের লেশমাত্রও নাই, তাহাতে আছে কেবল সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোমুখী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ। এই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যের নামই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের অপর নাম বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান—কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে পাইবার অতৃপ্ত—অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণসেবা-লালসা। এই অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন নদীয়াচাঁদের গৌরবাণী নিত্যজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। এই বৈরাগ্যের আদর্শ একদিন প্রদর্শন করিয়াছিলেন ষড়্গোস্বামী প্রভু প্রমুখ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ এবং এই বৈরাগ্যের জাজ্বল্যমান বা জ্বলন্ত আদর্শ দেখিবার সৌভাগ্য পাই আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও নিত্য সঙ্গী জগদ্গুরু বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুতে—যাঁহার কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, হাব-ভাব এবং আহার-নিদ্রাদিও পরিপূর্ণ কৃষ্ণভজন; শ্রীচৈতন্যপার্ষদবৃন্দের ন্যায় যাঁহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আনখ-কেশাগ্র, কায়মনোবাক্য শয়নে স্বপনে, অশনে ভ্রমণে অবিরাম কৃষ্ণসেবানুসন্ধানতৎপর, এককথায় যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সতত আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট-বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে ব্যস্ত থাকিয়া সকলকে সেই দেবদুর্লভ সেবাদানে উদগ্রীব ও ব্যাকুল।

এই গেল যুক্তবৈরাগ্যের কথা। আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে বৈরাগ্যের ভাণে জড়-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে যে বাহ্চেষ্টা তাহাই মর্কট বা ফল্গুবৈরাগ্য। মর্কট বা বানর স্বভাবতঃই চঞ্চল, গৃহস্থের ঘর হইতে খাদ্য অপহরণের জন্য কিছুক্ষণ ধৈর্য্য বা অচঞ্চলতা প্রদর্শন করিলেও পরমুহূর্ত্তেই উহার নিজ স্বভাব প্রদর্শন করিয়া ফেলে। মর্কট দিগম্বর হইয়া পরিব্রাজক ভিক্ষুর ন্যায় বিচরণ করে, কদলী, ফলমূল প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভক্ষণ করে, বনে বাস করে, নিজ অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য সাময়িক স্থিরত্ব প্রদর্শন করে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ধর্ম্মী, কপট বিদ্ধভক্ত ও প্রাকৃত সহজিয়াদের বৈরাগ্যও সেইরূপ—কোনও না কোন অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য। আমাদের প্রত্যেকের এই অন্যাভিলাষরূপ কাঁটা হইতে সাবধান থাকা আবশ্যক। এই বৈরাগ্যোদয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

'বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥'

ভগবান বাসুদেবে যিনি শুদ্ধভক্তি করেন, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুক জ্ঞান উদিত হয়। ফলানুসন্ধানরহিত আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধজ্ঞান বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ ইঁহাদের মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধজ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, জীব তাঁহার নিত্যসেবক এবং ইতর জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য-ভূমি। এই জগতে চিৎকণরূপ জীব বহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ডস্বরূপ বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান তাহাই সম্বন্ধজ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয় তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীবচিত্তে ভক্তিবলে উদিত হয়। ভক্তির ক্রিয়াদ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতে যে

তাচ্ছিল্যভাব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিত জ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ভক্তিই শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধ-বৈরাগ্যের একমাত্র জননী।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

গত ২২শে মে শনিবার প্রাতে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেব বাগবাজারস্থ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের আসন-ঘরে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি হরিনাম কি প্রণালীতে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করায় তাঁহাকে সেই সম্বন্ধে উপদেশ-প্রদানমুখে বলেন যে, নামাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে হরিনাম-গ্রহণ ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে নামের ফল পাওয়া যায় না। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, হরিনাম-গ্রহণাবধি তাঁহার শারীরিক ব্যাধির অনেক লাঘব হইয়াছে। তদুত্তরে আচার্য্যদেব বলেন যে, দৈহিক বা মানসিক ব্যাধির নিরাময় অভিলাষ অথবা হরির প্রীতি ব্যতীত অন্যাভিলাষযুক্ত হইয়া হরিনাম করিলে নামের চরণে অপরাধ হয়। তৎফলে জাগতিক দুঃখের সাময়িক লাঘব হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা হরিবস্তু লাভ হয় না। সুতরাং তাহাতে নামগ্রহণকারী বঞ্চিত হইলেন। শ্রীযুক্ত হরানন্দ দাসাধিকারী প্রশ্ন করিলেন যে, মহাভাগবতের পতনের আশঙ্কা আছে কিনা? উত্তরে আচার্য্যদেব বলেন যে, মহাভাগবত দুই প্রকার—বৈকুণ্ঠের লীলায় প্রবিষ্ট ও বৈকুণ্ঠের দ্বারে সমুপেত। বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট ব্যক্তির পতনের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কেবলমাত্র দ্বার পর্য্যন্ত যিনি পৌঁছিয়াছেন তাঁহার পতনের আশঙ্কা আছে। যথা জয় বিজয়। জয়-বিজয় নারায়ণের সেবক হইয়াও যখন নারায়ণের বিলাসে বাধা প্রদান করিলেন তখন তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা হইল। সনকসনন্দনাদি চতুঃসন বৈকুণ্ঠে প্রবেশের অভিলাষ জানাইলে জয়-বিজয় তাঁহাদিগকে নারায়ণের প্রিয় বলিয়া চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে সেবার বাধক-জ্ঞানে বাধা প্রদান করিলেন। এখানে ভগবানের বিলাসে বাধা-প্রদানকারী থাকিতে পারে, এক প্রকার প্রতীতি অপরাধজনক। কেবল 'ভাব' পর্য্যন্ত যিনি পৌঁছিয়াছেন তাঁহার পতনের আশঙ্কা আছে, কিন্তু স্থায়ীভাব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই সামগ্রীচতুষ্টয়ের সংযোগে যে রসের পরিণতি, তাহাতে যিনি অবস্থিত তাঁহার পতনের কোন আশঙ্কা নাই। সিদ্ধ অবস্থায় সাধন-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সিদ্ধির পর সাধন-সিদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার কথা স্মৃতিপথে আনয়ন করিলে নরমাত্রবুদ্ধ্যানুসারে তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়। সিদ্ধ মহাভাগবত কোন প্রকার বিধির বাধ্য নহেন। সুতরাং তাঁহার আচরণ নিম্নভূমিকা হইতে বিচার করিতে গেলে শাস্তি আসিয়া অপরাধে নিমজ্জিত করিবে। (উদাহরণস্বরূপ চিত্রকেতু ও মহাদেবের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছিল।)

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেবশর্ম্মা ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিভূষণ, বাচস্পতি, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মহোদয় উপস্থিত হইয়া কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রথমতঃ তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হরিনাম করিবার সময় ইষ্টের ধ্যান করা উচিত কি না? উত্তরে আচার্য্যদেব বলেন যে, ইষ্টকে আমার বদ্ধ মনের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা বিফল। নাম স্বয়ং শুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, তখনই সেই স্বরূপের ধ্যান সম্ভব। তৎপূর্ব্বে কল্পিত চেষ্টায় মায়ার ধ্যান হইবে। অধ্যাপক মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং' শ্লোকে জানা যায় যে, সত্যযুগে ধ্যান দ্বারাই ভগবানের আরাধনা হইত। তখন ধ্যান কিরূপে সম্ভব হইত? সত্যযুগে সাধারণতঃ সকলের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ছিল, সুতরাং তখন ধ্যান সম্ভব হইত। কিন্তু ধ্যান দ্বারা পূর্ণতমভাবে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া যায় না সুতরাং তাহার ফলও অসমাপ্ত। কিন্তু কলিকালে নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবান পূর্ণতমভাবে সেবিত হন। কলিকালে চিত্তের মলিনতা আছে। কিন্তু নাম শ্রবণদ্বারাই তাহা মার্জ্জিত হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উদয় হয়।

চয়ন

গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যদেবের নারায়ণগঞ্জে আগমন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নারায়ণগঞ্জ, ২৩শে মে।

গত ২৩শে মে, রবিবার গৌড়ীয়মিশনের সভাপতি আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঢাকা হইতে মোটরযোগে নারায়ণগঞ্জে আগমন করেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক বিশেষ সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু জন-সমাগম হইয়াছিল।

(কেশরী, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরের শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-শ্রবণ-সদনে আচার্য্য-ভাস্কররূপে শুভোদয় উপলক্ষে

"প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি"

গৌড়ীয় আচার্য্যরবি লভিলেন উচ্চাচল-গগনে,
প্রকাশিয়া অজানতা প্রবেশিল যবে হরির পুরে।
বিরহে কাঁদিছে ধরা হাহাকারে অতি ক্ষুণ্ণ মন,
কোথা গেল প্রভুপাদ! এতদিনে কোথা গেলে দূরে!!
সংসার মরুর মাঝে শান্তিকণা না হেরি নয়নে
ধু ধু মরুভূমি হায়—কোথা পান সন্তাপিত যারা
কাপট্য প্রবল বাত্যা ওই আসে গভীর গর্জ্জনে
কাঁদায়ে নিরাশ্রয় নিত্য শুদ্ধ দিশেহারা॥
নানাভাবে ঘোর কাল সংসার আচ্ছন্ন করিল
করে সদা পাপ-বাধা কৃষ্ণ হেতু সেই বাণী-ধারা,
গৌরবাণী প্রকাশন পুনঃ হেতু বিলাস রাসন,
'কাম পূর্ণ-স্বার্থপুরে কেন এবে প্রেমের বাজার'॥
সুগভীর অন্তরে অতি ঘন অমা অন্ধকারে
শ্রী এক করুণা-জ্যোৎস্না বিলাইয়া শুভ্র সুধাকর
ভক্তি-কুমুদিনী প্রস্ফুটিত করি সুখ ধারে
বিরহানল তাপ নিবারিল দুঃখ দূরতর॥
বিশ্বের সৌভাগ্য-নবসূর্য্য আলোকিত স্নিগ্ধ ছটায়
বালকগণ হেথা সম্মুখে আচার্য্য-ভাস্কর
কেটে গেল ঘোর অমা কুমতির সিদ্ধান্ত প্রভায়
লুকাইল কে কোথায় নিশাচর স্বার্থপর অনুচর॥
হে আচার্য্য মহাপ্রাণ! গৌরবাণী প্রিয়তম তুমি।
তোমা হেরি শ্রীগৌড়ীয়ে সারস্বত-শ্রবণ-সদন
মুখরিত, বাণী হেথা প্রভুপাদ পাদপদ্ম চুমি
প্রস্ফুটিত ভক্তিসিন্ধু সবাকার প্রাণের স্পন্দন॥
রূপ-রঘুনাথবাণী প্রচারিতে অবনীমণ্ডলে
জানাইলা প্রভুপাদ তুমি যোগ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার
আচারে প্রচারে তুমি মূর্ত্তিমান আদর্শ ভূতলে
বর্ণাশ্রমী ত্রিদণ্ডী তুমি গৌরবাণী-রূপ অবতার॥
পৃথিবীর বহু স্থানে এক একে করিতে গমন,
শিক্ষার্থীর দ্বীপ খণ্ডে গৌরবাণী নিত্য নিত্য করি
তব অম্ল শরীরের শ্রমে নাহি কোন ক্লম;
সুজনের বন্ধু তুমি দুর্জ্জনের ভয়ঙ্কর অরি॥
এই ভিক্ষা তব পদে মোরা নিত্য যাচি দয়াময়,
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ছাড়ি যেন নাহি যায় মতি,
তোমার পবিত্র নামে মুক্তকণ্ঠে গাহি জয় জয়
ও-পদকমলে কাম ভক্তি ভরে পুনঃ পুনঃ নতি॥

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী; শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী; শ্রীজ্ঞানেন্দ্র [illegible] (রায় বাহাদুর, রূপনগর [illegible] অধিকারী, [illegible] ব্রহ্মচারী; শ্রীনিবাস দাসাধিকারী; [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌর কৃষ্ণ দাসাধিকারী; শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅনন্তদেব দাসাধিকারী, কৃষ্ণ-কারুণ্য ব্রহ্মচারী; [illegible] ব্রহ্মচারী; শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী; শ্রীঅখিলকুমার গাঙ্গুলী, S. C. Sirkar, শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী; Rupavilas Brahmachari, Amritananda Dasadhikari, Nandalal Dasadhikari, শ্রীমঙ্গলময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের আকর মঠ। প্রভুপাদ আচার্য্য [illegible] এখানে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ও নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক— [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় [illegible] এখানে [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক [illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক— [illegible]।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমন্মহিম [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— [illegible]।

(৭) কাজি সমাধি পাট

ভূপোহিন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক— শ্রীগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রী [illegible] -মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাঙ্গনাথ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক— শ্রীমহাতপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) কৃষ্ণনগর [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীমুকুন্দ বিগ্রহ [illegible] বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রীমঙ্গলদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক— মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক— শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, 'জঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, শব্জীবাগ

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক— শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক— শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাযাবর মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রীপুরন্দর ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক— শ্রীবংশীবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ— শেখপাটী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক – শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক— শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড কল্যাণদাস বিল্ডিং রোড ৭

রক্ষক— শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রীপ্রণবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক— পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১৭০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(   ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল-গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক— ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক— মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
রাজপানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাকপ	১০॥/০
মরিশপুর ১০০০ নং	[illegible] /০
মারচোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০ -৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৵১০

পাটের দর

আংক্ষে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬। -৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
কাউসলোভ ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৶০ —১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

গুড়ের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

চুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি পুরনিস ফাইন	৪৩৲
চাঙ্গা গাঘা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৲—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৯।৵০—৯
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৵১৫০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, পোস্টু. গরাদে	৮।০—৯॥০
গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
ঐ	৯৲—১০

স্ক্রু ইম্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টেকলের হালমণ ৫০/০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লিঃ

৬ ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

ধাম-মায়াপুরে

—— ::০::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০:

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেমালোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডব্লিউটিং রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গবেষক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত শব্দানুক্রমণী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে

মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২,	১॥০	১॥০	১,
সিকিকলম ৫,	৪.	৪,	৩,
অৰ্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	,
এক কলম ১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫,	১২,
অৰ্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৬,
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পাঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ [illegible] পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৭ই জুন, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৮৪]

বিবিধ সংবাদ

বিবাহ উৎসব

গত ৩রা জুন বেলা ১১টা ৪৭ মিনিটের সময় ডিউক অব উইণ্ডসরের সহিত মিসেস ওয়ালিস ওয়ারফিল্ডের (মিসেস সিম্পসন) বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মঁসিয় এবং মেয়রের [illegible] সিভিল-ম্যারেজ-আইন অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মঁসিয়ের মেয়রের প্রশ্নের উত্তরে ডিউক অব উইণ্ডসর এবং মিসেস ওয়ালিস ওয়ারফিল্ড পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানাইলে পর মঁসিয়ের মেয়র বলেন যে, আইনের নামে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ডিউক অব উইণ্ডসর এবং মিসেস ওয়ালিস ওয়ারফিল্ড বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নব বিবাহিত দম্পতি পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গীত কক্ষে চলিয়া যান উহা একটী গির্জ্জায় পরিণত করা হইয়াছিল। সেখানে গিয়া তাঁহারা উভয়ে [illegible] আচ্ছাদিত বেদির উপর ভর দিয়া রেভারেণ্ড [illegible] জার্ডিনের সম্মুখে নতজানু হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। অতি সাধারণভাবে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

নাঙ্গা পর্ব্বত অভিযান

গত ১লা মে তারিখে মনোমুগ্ধকর ও প্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে হিমালয় অভিযানকারী জার্ম্মানদল গোলাপ হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। এই অভিযান দলে সাতজন পর্ব্বতারোহণকারী, তিনজন বৈজ্ঞানিক ও হিমালয়-প্রত্যন্তদেশবাসী কতিপয় ভারবাহক আছেন। তুষারবিমণ্ডিত নাঙ্গা পর্ব্বতাভিমুখে অভিযান করাই এই অভিযান-কারীদের উদ্দেশ্য। গত ১৯৩৪ খৃঃ অনুরূপ একটি অভিযানকারীদল নাঙ্গা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে গমন করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যধিক তুষার [illegible] ও আবহাওয়া [illegible] [illegible] হেতু উক্ত অভিযানকারিদল উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই; এ বৎসরের অভিযান [illegible] মণ্ডিত হইবে তাহা এখনও [illegible] রহিয়াছে।

শ্রীহট্ট কংগ্রেস-কমিটীর সভা

বিগত ২৩শে মে শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভা [illegible] হয়। উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমা কংগ্রেসের নির্ব্বাচন ব্যাপারে উক্ত মহকুমার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীযুত [illegible] বসুর [illegible] [illegible] শ্রীযুত [illegible] দত্ত, অবলাকান্ত গুপ্ত ও বীরেন্দ্রনাথ দাস যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সফল করিবার জন্য জিলা বোর্ডের উকিল শ্রীযুত হরেন্দ্রমোহন মজুমদার ও [illegible] পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করায় উহার পক্ষে যাহাতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সম্পাদক মহাশয় ঐ তারিখের সভার প্রারম্ভে সভার কার্য্য এক দিনের জন্য স্থগিত রাখিবার অনুমতি চাহিয়া এক বিবৃতি প্রদান করেন এবং তদনুসারে সভার কার্য্য ২৪শে তারিখ রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থগিত হয়।

গত ২৩শে তারিখের স্থগিত সভা ২৪শে তারিখ সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। অতঃপর শ্রীযুত হরেন্দ্রমোহন মজুমদার বিরোধ অমীমাংসিত রহিল বলিয়া জানাইলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়।

বরিশাল উকিল সভা

গত ২৩শে মে বরিশাল উকিল সভার [illegible] উক্ত সভার কর্ম্মকর্ত্তৃ মণ্ডলীর নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত রায়সাহেব [illegible] চক্রবর্ত্তী সভাপতি, বাবু [illegible] [illegible] সহঃ সভাপতি [illegible] সম্পাদক এবং [illegible] সহঃ সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাকাতি

গত ২রা জুন [illegible] একদল ডাকাত কর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছে বলিয়া সংবাদ [illegible]।

[illegible] রাত্রিতে [illegible] নামক স্থানে একদল ডাকাত [illegible] নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কোন [illegible] বাড়ী আক্রমণ করে। [illegible] ডাকাতেরা তাঁহাকে [illegible] করিয়া হত্যা করে। [illegible]

উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষে সংঘর্ষের ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে [illegible] হয়।

[illegible] টাকা মূল্যের [illegible] করে।

১৪৪ ধারা জারী

[illegible] ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। [illegible] কোন [illegible] পাঁচজন বা ততোধিক লোক একত্র হইয়া [illegible] লাঠি, সড়কি [illegible] বহন করিতে পারিবে না।

ক আদেশ জারী করিয়াছেন। এক মাসকাল এ আদেশ কার্য্যকরী থাকিবে। যাহারা এ আদেশ ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে [illegible] ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

জাপানের মনোভাব

জনৈক সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে [illegible] বলিয়াছেন যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে [illegible] চুক্তি হইয়াছিল, তাহা আর এখন বলবৎ নাই, সুতরাং জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে [illegible] বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা হইয়াছে এবং নৌবহর নির্ম্মাণের বিষয় জাপানের অভিপ্রায় কি তাহা বৃটিশ সরকার অবগত আছেন।

[illegible] আরও বলেন, যখন [illegible] কামান নির্ম্মাণে [illegible] করে, [illegible] তখন [illegible] আলোচনা হয় নাই।

যশোহর ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

যশোহর [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] নামে এক ব্যক্তি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] নাম মাত্র সংযুক্ত। তাহাকে অবিলম্বে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথায় রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

সংস্কৃতাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible] ৬৷০

[illegible]

[illegible]

১ম খণ্ড ৬৷০ [illegible] খণ্ড—৬৷০

৪র্থ খণ্ড—৬৷০

৬। শ্রীল [illegible]পাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড [illegible] খণ্ড—[illegible] ৩য় খণ্ড ৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]

৮। [illegible] দীপিকা [illegible]

১০। [illegible] ২

১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] (বাংলা) ২

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা) ১

১৩। হরিনাম[illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৬৷০

১৪। সাধকমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণব[illegible] ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব [illegible]

১৭। [illegible] ৷০

১৮। দ্বাদশ [illegible] ৷০

১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাংলা) ১

২০। গৌড়ীয় গৌরব [illegible]

২১। [illegible] ৷০

২২। [illegible] ৷০

২৩। [illegible]

[illegible] (বাংলা) ১

২৪। [illegible] ([illegible] টীকাসহ) ২৲

২৫। [illegible] ([illegible] টীকাসহ) ২৲

২৬। [illegible] কেবল [illegible] ৷০

২৭। [illegible]

২৮। বেদান্ত[illegible] ([illegible]) ৷০

[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০

৩০।

৩১। [illegible]

৩২। গোস্বামী [illegible] (বাংলা) [illegible]

৩৩। [illegible]

৩৪। [illegible] নবদ্বীপ [illegible] [illegible]

৩৫। [illegible]মালা [illegible]

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]

৩৭। [illegible] খণ্ড [illegible]

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] [illegible]

৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ৷০

৪০। [illegible]

৪১। [illegible]

৪২। [illegible]

৪৩। [illegible] ৵০

৪৪। [illegible] ৵০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০

৪৬। অর্গলাষ্টক ৵০

৪৭। [illegible] ৵০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০

৪৯। [illegible] [illegible]

৫০। [illegible]-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। [illegible] ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। [illegible] ৷০

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬। [illegible] ও [illegible] [illegible]

৫৭। [illegible] ([illegible]) ৷০

৫৮। [illegible]

৫৯। [illegible] [illegible]

৬০। [illegible] ৵০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত [illegible]

৬৩। [illegible]

৬৪। [illegible]

৬৫। [illegible]

৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible]

৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। [illegible] ৷৷০

৭০। নামভজন

৭১। [illegible] [illegible] এ্যাণ্ড

[illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য[illegible] ৷০

৭৪। [illegible] ৷০

৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৶

[illegible] ৷০

৭৭। [illegible] এ্যাণ্ড [illegible] ৷০

৭৮। [illegible] ২৷৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ([illegible]) ১৷৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷০

৮১। [illegible] ৷০

৮২। [illegible] ৶১০

৮৩। [illegible] ৵০

৮৪। [illegible] ৵০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি [illegible]কালে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———০———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রের
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই জুন ইং ১: | সোমবার | [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য [illegible] বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ [illegible] পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলীর নিকট অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে [illegible] শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোৎসাহে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। [illegible] ভগবৎ-প্রধান [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত এক [illegible] কিরূপ [illegible], কিরূপ [illegible] এবং কিরূপ [illegible] তাহা [illegible] উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার এই [illegible] অহৈতুকী কৃপা যে কত লোককে [illegible] ত্যাগ করাইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়াছেন তাহা তৎকৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের উপলব্ধির বিষয় নহে।

বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা

গত [illegible] তারিখে [illegible] ইষ্টার্ণ [illegible] ম্যানেজার মিঃ বি, এন, [illegible] মহোদয় তাঁহার [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে [illegible] প্রায় ঘণ্টাধিককাল [illegible] ও মহানন্দে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার মহোদয় [illegible] বাড়ি। [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] মঠের [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। তাহার সেবা [illegible]

শ্রীনৃসিংহজয়ন্তী

—:০:—

রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে

[illegible] রেঙ্গুণ [illegible] [illegible] পরমহংস [illegible] [illegible] উপলক্ষে [illegible] [illegible] মহারাজ [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। [illegible] মহারাজ [illegible] [illegible] [illegible] আচার্য্য মহারাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাহ্নে [illegible] নিকট শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব অধ্যায় পাঠ করেন। অতঃপর [illegible] সমাগত [illegible] ও [illegible] মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible]

[illegible] ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় [illegible] করেন। [illegible] কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন [illegible] আমরা [illegible]। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের [illegible]।

[illegible] ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত কামাখ্যা পাল, শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি।

চয়ন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

sity of absolute spiritual leadership as laid down in the Shastras the most glorious example of which had been [illegible] career and utterances of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. The selection of his successor has been an act of spontaneous homage to the most deserving disciple of His Divine Grace by those who have sincerely tried to follow in word and act the real spirit of his teaching.

His Divine Grace Paramahansa Srila Ananta Vasudev Paravidyabhusan Prabhu made a [illegible] to the effect that it was his duty to tender without reservation to the feet of His Divine Master all praises that have been offered to him as a mark of respect to his office. He warned his audience not to suppose that the Madhwa Gaudiya Math is made of brick or that Sree Bigraha is made of stone which can be exploited by such [illegible] thought. They would thereby expose themselves to chastisement at the hands of the iconoclast who denies the transcendence of the True Math and Sree Bigraha. It is the obligatory function of the bona-fide Acharyya to help all willing souls to realise the transcendental nature of true [illegible]

A vote [illegible]

[illegible] Sri [illegible] nality. The function was preceded and followed by Sankirtan [illegible] by the devotees of the Math and the honouring of Mahapra[illegible] by all.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর পরিচালিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ ফিব্রুয়ারী, শনিবার ১৯৩২ গৌরাব্দ ৪৪৫

শিষ্য ও শিষ্যব্রুব

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য সম্প্রদায় সকলেই শ্রীআচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন। কতিপয় নির্বোধ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তগণের এই কথা বিচার না করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বহুমানন করিবার ছলে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভক্তি-প্রবর্ত্তন-কার্য্যের খণ্ডন করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ অদৈব কার্য্যের দ্বারা গদাধরবিরোধী পাষণ্ডগণকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিত্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈত-পাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপট আমায় অদ্বৈত প্রভুর প্রশংসার ছলে তদীয় প্রভুর নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত প্রভু কখনই সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যাভিমানীকে নিজভৃত্য না বলিয়া ত্যাগই করেন।

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্যভৃত্য বৈষ্ণবগণ সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য উৎপাদন করিয়া ভেদ প্রতিপাদন করে অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে তদ্রূপ ভেদ দর্শনের নিমিত্ত যে বিবাদের ছলনা দেখা যায়, সেইসকল কথা সাধারণ কপটতা-বাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—কপটজনগণের উভয়ের ঈশ্বর বা প্রভু। সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের বিবাদ-প্রসঙ্গ কথাকে নির্ব্বোধ সরল ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ লোকগণের সহিত সমজ্ঞান করিয়া যদি নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করেন তাহা কেবল উহা তাহাদের মূর্খতা মাত্র।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়-আশ্রয়-ভেদে বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্য্যে ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্ত্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ড ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেন না, তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে ভিন্নতাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণুসেবা বঞ্চিত অহঙ্কার তাহাদিগকে ‘প্রভু’ সাজাইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয় আশ্রয় বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের লীলায় পরম্পরাধিকারের আনুকূল্য জানিতে উহার ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকরবৈশিষ্ট্য বিচার রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ গ্রহণ, তাহাতে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অদ্বৈতবাদকে বা বিষ্ণুসেবা বঞ্চিত ধর্ম্মের সাধনকারীকে ‘অবৈষ্ণব’ না জানিয়া বৈষ্ণব ভ্রান্তিতে আদর জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।

প্রয়োজন

আমরা শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা শুনিতে পাই। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। জীবজগৎ, জড়জগৎ, চিজ্জগৎ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তদ্বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে ‘কৃষ্ণের নিত্য দাস’—জীব উহা জানিতে পারে। এই সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তি ক্রমশঃ প্রেম পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রেমভক্তিই প্রয়োজন, তাহা ঐহিক পারলৌকিক ভোগময় নহে। ভগবানের সহিত যখন জীবের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ জীব যখন ভগবানের সেবক, তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কি কার্য্য থাকিতে পারে? আবার সেবার প্রীতির নামই যখন সেবা, তখন ভগবৎসেবার জন্য ভগবৎপ্রীতিবিধান ব্যতীত জীবের আর কি প্রয়োজনই বা সম্ভব? এই শ্রৌত-সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম যেখানে, সেইখানেই হরিবিমুখতাবশতঃ প্রয়োজনের বহুত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবদ্ভক্তগণের ভগবৎ-প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-সুখেই তাঁহাদের সুখ। সুতরাং ভগবৎ সুখই তাঁহাদের প্রয়োজন। কিন্তু হরিবিমুখ কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি নিজসুখের জন্য ব্যস্ত বলিয়া, সমস্তই নিজে লাভ করিবার জন্য উৎসুক হওয়ায় তাঁহাদের প্রয়োজন পরস্পর বিভিন্ন। তাই ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ ত্রিবর্গকেই সুখকেই কর্ম্মিগণ প্রয়োজন বলেন। আর মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ জ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণের নিকট প্রয়োজন বলিয়া নির্ণীত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্য ভোগী—স্থুলভোগী বা কুভোগী, আবার কেহ বা প্রচ্ছন্নভোগী—ত্যাগী। অন্যাভিলাষী ইঁহারা ইন্দ্রিয়ের একান্ত দাস। তাহারা জানিয়া দাস, ইন্দ্রিয়গণ—হরির সেবক না হইয়া। একথায় তাহারা সকলেই কামুক। কিন্তু ভক্তগণের কৃষ্ণ সুখ ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষ নাই বলিয়া তাঁহারা নিষ্কাম ও শান্ত। তাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্যই ব্যস্ত ও তাহাতেই প্রমত্ত; সুতরাং তাঁহারা প্রেমিক। ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষকামী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি অশান্ত ভোগকামী। কিন্তু ভক্তগণের সেবাকামনাই প্রবল। ইঁহারা উভয়েই সিদ্ধ, তবে একজন বিষয়ে সিদ্ধ আর একজন সেবায় সিদ্ধ—ইহাই পার্থক্য। অন্তরে-বাহিরে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে হরিসেবা বৈষ্ণববিদ্বেষ করাই ভোগী কর্ম্মী জ্ঞানীর স্বাভাবিক কার্য্য। তাহারা চৈতন্যবিমুখ। শাস্ত্র বলেন—

‘আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কোনও ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে
কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

শুদ্ধভক্তগণ অভক্তগণের ন্যায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের প্রার্থনা এইরূপ—

কো বাশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥

(ভাঃ ৩।৪।১৫)

[হে ঈশ! তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটির মধ্যে কিছুই দুর্লভ নহে। তথাপি হে ভূমন, তোমার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত আমি আর কিছুই চাহি না।]

সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু সুখ কিসে হয়, ইহা না জানায় আমরা সুখের জন্য যাহা কিছু করি তাহাতে সুখ হয় না। তাহার মধ্যে মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে দুঃখ-নিবৃত্তিকর ক্ষণিক সুখ দেখা গেলেও তাহাতে দুঃখের মাত্রাই বেশী। সেইজন্য ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখকে দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখচর বলা হয়। সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় ইন্দ্রিয়সুখ বা নশ্বর সুখ সুখ নয়। নিত্যসুখই সুখ এবং তাহাই প্রয়োজন। মোক্ষে অনন্ত দুঃখনিবৃত্তি ব্যতীত কোন কিছুই লাভ নাই। সুতরাং সেবার প্রীতিবিধানময় নিত্যানন্দই প্রয়োজন।

ভক্তগণ ভগবানের সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না; কেন না তাঁহারা ভগবানের পাদসেবায়ই স্পৃহা করেন এবং তৎসেবা চেষ্টায় পরমানন্দ এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করেন। তাঁহারা পরস্পর ভগবানের সেবন কথা বলিয়া ও শুনিয়া যে এক প্রকার অতিশয় সুখ লাভ করেন তাহা বদ্ধজীব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভগবান তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তৎসেবা ছাড়িয়া কিছুই লইতে চাহেন না। সুতরাং সেবায় যে কি এক অভিনব, অনির্ব্বচনীয়, অপ্রাকৃত-স্ফূর্ত্তি, নবনবায়মান চমৎকারিতা বা নিত্য বর্দ্ধমান আনন্দ আছে, তাহা ভক্তিতে বঞ্চিত আমরা কি করিয়া উপলব্ধি করিব?

প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতি মধু। এই প্রীতি কৃষ্ণবিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতরবিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। কৃষ্ণপ্রীতি শুদ্ধচেতনের নিত্য বৃত্তি। ইহা পরানন্দময়ী। ইহাতে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। ইহাই জীব-মাত্রেরই একমাত্র কাম্য ও প্রয়োজন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতমাধস্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর শ্রীস্বরূপ রূপানুগ শুদ্ধ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংরক্ষকবর

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভুবরের শ্রীচরণকমলে

"ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি"

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব! আজ মৈমনসিংহের মঠবাসী ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন। আপনি আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম এই নগরের শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে প্রথম শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা আপনার শুভাগমনকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধাভক্তি ও দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হে স্বরূপ-রূপানুগ আচার্য্যবর! আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুমুখে শুনিতে পাইয়াছি, নিত্য পরমসত্য বাস্তব বস্তু বৈকুণ্ঠসত্য—নিত্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে নিজ জনের দ্বারা জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত বাহিনী গঙ্গা যেমন নিজ-প্রভুর চরণামৃত জগতে বিতরণ করেন, তদ্রূপ আম্নায়-ধারাও অবিচ্ছিন্নভাবে পরম্পরাসূত্রে জগতে প্রকাশ করেন। তাহারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে নির্গত আম্নায় ধারার নব অবতরণ মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আপনার অভ্যুদয়।

দেশ-কালের অন্তরালে গঙ্গাধারার আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইলেও তাহা এক অখণ্ড, অভিন্ন প্রবাহমাত্র। আম্নায়-ধারার প্রকাশ-বৈচিত্র্যেও তদ্রূপ একত্ব, অখণ্ডত্ব ও অভিন্নত্ব নিত্য অবস্থিত। ইহা শাস্ত্র ও সাধু সম্মত সুসিদ্ধান্ত। অন্যথা [illegible] অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। আপনার পূর্ব্বতনরূপে গৌড়ীয়গগনে সমুদিত পরমোজ্জ্বল আচার্য্য ভাস্কর আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইচ্ছাক্রমে নিজেকে বিশ্বের স্থূলদৃষ্টি হইতে সংগোপন করিলে আমরা তাঁহার বিরহে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইলেও তাঁহার নিত্য অখণ্ড কৃপাধারা 'অনন্তবাসুদেব' স্বরূপে সংরক্ষিত জানিয়া নিজেকে একেবারে নিরাশ ও নিরাশ্রয় মনে করি নাই। আপনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত মনোহভীষ্ট পূর্ণরূপে বুঝিতে ও পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনি শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পারঙ্গত, আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা জগতে কীর্ত্তন করিবেন— আপনার সম্বন্ধে এবম্বিধ বহু বাণী পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে তদীয় শ্রীমুখে বহুস্থানে বহুবার শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমাদের অনেকেরই হইয়াছে। আপনি বহু অকপট ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে [illegible] নিজ প্রচার [illegible] করিয়াছেন [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তের উপদেষ্টা ও বিচারে আপনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় স্বরূপ ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটাবস্থায় সর্ব্বদাই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ ইঙ্গিত করিয়া কীর্ত্তন করিলেও সকলেই কি বুঝিতে, কি দেখিতে আপনার অলৌকিক কৃপা আনুগত্য ও আনুগত্যের অপেক্ষা করিয়াছেন,—ইহাও আমরা নিজে লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং এই সকল পরোক্ষোক্তি ও বাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল। এতৎসমস্ত কি আচার্য্যদের নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিচায়ক নহে? আম্নায় বিম্পর্য্যে সাতত্ত্ব-সাম্প্রদায়িক আচার্য্যদের উত্তরাধিকার আপনাতেই বর্ত্তে—এরূপ ধারণা এখন হইতেই সকল অকপট হরিসেবাপরায়ণের হৃদয়ে দৃঢ়তর হইয়াছিল। তাই আমরা সকলে অধীর আগ্রহে ও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আপনার শুভ আত্মপ্রকাশ-ক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

হে আচার্য্য প্রকাশ বিগ্রহ! একই সূর্য্য দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্যরূপে ও লৌকিক অভিনব সূর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎকে আলোকোদ্ভাসিত করে। সূর্য্যের পুরাতন প্রকাশ লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন না করা পর্য্যন্ত তাহার পরবর্ত্তী প্রকাশ জগতে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সমগ্র জগৎ দিনাধিপতি সূর্য্যের চরণেই সমস্ত পূজা অর্পণ করিয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আপনার সর্ব্বক্ষণ আত্মগোপন-চেষ্টার মাধুর্য্য সকলের দৃষ্টি ও হৃদয়কে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। কিন্তু পূর্ব্বতন আচার্য্যের লীলা সংবরণে আপনার আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বোক্ত সংগোপন-চেষ্টা-মাধুর্য্যের আদৌ ব্যাঘাতক হয় নাই। আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ উভয়ই একই সূত্রে গ্রথিত, একই ভাবে অনুপ্রাণিত; প্রতি নিষ্কপট-নিরপেক্ষ পূজ্য আচার্য্যের পদাঙ্কের অকপট ঐকান্তিক অনুবৃত্তিই এই উভয়ের প্রাণ। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—প্রবল দৈন্য ও কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়তা—এই ভাব মহাজন-চরিত্রের স্বাভাবিক ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেদিন শুনিলাম বিগত বর্ষের ফাল্গুন মাসে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীবাসুদেবপূজা বাসরে আচার্য্য-প্রকাশের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইলে তখন আমরা আপনার আচার্য্য সেবার বার্ত্তিকে নিজ নিজ হৃদয়ের অকপট প্রেরণায় পরম নির্ভর ও আনন্দোল্লাসে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট পাদপূরণার্থ সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে আপনার আত্মপ্রকাশকে আমরা আমাদের স্ব স্ব পরমার্থ জীবনের নিত্য আকাঙ্ক্ষিত ও অবিসংবাদী পরম সৌভাগ্যময় বস্তু জানিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি অহৈতুকী কৃপায় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হে পরম করুণ আচার্য্যদেব! আপনার সিদ্ধান্তবাণী নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা আপাততঃ কঠোর প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অমৃতপদ ও কল্যাণনিলয়। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপনে ব্রতী হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী ধারণ-পূর্ব্বক জগতের জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করুন এবং আমাদের ন্যায় দীনপ্রকারে অযোগ্যদিগকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় নিত্য আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনার পরিজনগণের সেবায় নিযুক্ত করুন— আপনার শ্রীচরণে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ভিক্ষা।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিলাষী
শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ
মৈমনসিংহ
তাং ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ সন।

শ্রীল প্রভুপাদের

বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্বন্ধের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—।০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড ।৵০ ৪র্থ খণ্ড —।৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

চয়ন

গত ২২শে মে, ১৯৩৭, মঙ্গলবার 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় [illegible] যে ঢাকায় 'কর্মবীর' পত্রিকায় গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের ঢাকায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

PRESIDENT ACHARYYA OF GAUDIYA MATH.

Hearty Welcome at Dacca

(From a Correspondent)

Dacca, May 22

The citizens of Dacca and the devotees of the Dacca Madhwa Gaudiya Math presented addresses of welcome to His Divine Grace Paramahansa Srila Ananta Vasudev Paravidyabhusan, the President-Acharyya of Gaudiya Math, on his first visit to this city as the spiritual head of the Gaudiya Mission at a large meeting in the premises of Sree Madhwa Gaudiya Math attended by many prominent citizens, held on the 19th instant at 7 p. m. in foul weather.

On his arrival at Dacca His Divine Grace was cordially welcomed and taken in a procession to the new temple of the Gaudiya Math.

At the public meeting of thousands of the leading people of Dacca assembled on the occasion, Rai Bahadur Satyendra Nath Das, Chairman, Dacca Municipality, presented to the President Acharyya of the Gaudiya Math an address on behalf of the people of Dacca which was signed by most of the leading citizens and contained in a very beautiful silver casket. His Holiness Tridandi Swami Srimad Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj presented another address on behalf of the devotees of Sree Madhwa Gaudiya Math. Sjts. Narendra Narayan Chaudhury, Secretary Dacca Bar Association, [illegible] Chandra Das [illegible] Math [illegible] Srijut [illegible] Vidyavinode, Editor of 'Gaudiya' addressed the meeting in tendering their homage to the new spiritual leader of the Gaudiya Mission. The speakers dwelt on the neces

[অপরপৃষ্ঠা ২য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য]

[illegible] মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। [illegible]
কলিকাতা [illegible]
শ্রীমন্ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩) শ্রীমায়াপুর-[illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]
এই স্থান [illegible]
শ্রীমন্[illegible]
রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত[illegible] ভবন [illegible]
[illegible] বর্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — [illegible]

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
ইহা [illegible]
[illegible]। রক্ষক [illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
এখানে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible] ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক —
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible]
অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমাধব [illegible] গৌড়ীয় মঠ

রাউতপাড়া ([illegible] নিকটবর্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুলিয়া কুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিস্তুপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ [illegible]অধিকারী।

(২৩) মধ্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহা
মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ [illegible] বি, এ

(২৪) গোপালজীউর মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক [illegible] আচার্য্য অধ্যাপক
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) নরকোণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ই, পি
রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম [illegible], [illegible]
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] সিটি
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ই, পি।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস
বিল্ডিং, বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের
সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।
রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক — [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীল [illegible]দাস
ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(৬০) অমরী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরী, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)
এখানে [illegible] শ্রী[illegible]রাজের সেবা
বর্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক — শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible] গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন।
টেলি "গৌড়ীয়" লণ্ডন।
রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী
এম-এ, পি-এইচ ডি
প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীমদ্[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-সম্পাদিত ও
[illegible] শ্রী[illegible]কান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেক্স কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাচপ

মরিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা দানা	৯।০
কানপুর দানা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫॥০
গুণ্ডরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬। —৬।৶০
স্নোফ্লেক ঐ	৬৲—৬৶০
ক্রাউনহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
শ্রী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৯৲
কাবুলে	৩৯৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন গোলার ফাইন	৫৪
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরাদন্ত ফাইন	৪৩৲
হামবুর্গ দানা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

প্রতি মণ

পাকা সাগু	৮।
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০ ১১।
গুটি খদিরমণ	১৫।০—১৭।
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা ৯৲—৯।০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৯।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নবসা টী আয়রণ)	৯।৶০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৪।০

পাটী কাটিং ৩- ৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ফ্লিশ পাটী, গোলটু, গরাদে ৮।০—৯॥০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯৲—১০৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৫৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

ড ৫ জগন্নাথ ঘাট রোড ঘাটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃ০ঃ—

হাই ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেকবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা।

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২১	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাচন ক্ষুধা বৃদ্ধি ও বলকারক। জ্বরের প্রতি সাধারণ জ্বর নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর দূর হইবে। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রী শ্রীচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা (?) কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতক্ষরণ আস্বাদন করিবার একমাত্র দর্পণ এবং [illegible] শ্রীশিক্ষা-পাঠে [illegible] এই বিরাট, [illegible] সমালোচনা। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট Index Glossary। [illegible] ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান— [illegible] গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রী[illegible]

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপাদক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ৮ই জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৮৭]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

বৃটিশ সাম্রাজ্য-সম্মেলন

গত ৩রা জুন সাম্রাজ্য-সম্মেলনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে দেশরক্ষা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পুনরস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি-গণের সহিত কোন কথা গোপন না রাখিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন বিষয় লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ডোমিনিয়ন গুলির মধ্যে কোন মতবিরোধ হয় নাই।

গত একপক্ষ কাল সাম্রাজ্যসম্মেলনে আন্তর্জাতিক সমস্যা বিশেষ করিয়া আর্থিক ও ইউরোপীয় সমস্যা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক হইতে ডোমিনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও আলোচনা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি ও অটোয়া চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয় নাই। বিষয় দুইটীর জটিলতাই ইহার জন্য দায়ী। আলোচনা দীর্ঘ-কাল ধরিয়া চলিবে। বিশেষজ্ঞগণ উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সম্মেলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে ঐ দুইটী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

——

অহম্ রাজাদের স্মৃতি

উত্তর দেহিং বিভাগে জমি চাষ করিবার সময় একজন চাষী একটা কামানের সন্ধান পায়। চাষী স্থানীয় ফরেষ্টরেঞ্জার মিঃ এ, কে চৌধুরীর নিকট এই খবর দেয়। মিঃ চৌধুরী তখনই তথায় যান এবং আরো মাটী খুঁড়িয়া আর একটী কামানের সন্ধান পান। কামান দুইটীকে মারঘারিটা লইয়া যাওয়া হয়। একটী কামান ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ফুট ৮ ইঞ্চি ব্যাস এবং অপরটী ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ফুট সাড়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাস। একটীর ওজন ৩ মণ ২১ সের এবং অপরটির ওজন ২ মণ ১৪ সের।

কামানের উপর অসমীয়া এবং উর্দ্দু ভাষায় লেখা আছে:—

"রাজা গদাধর সিংহ অহম রাজ এবং শ্রীশ্রীসূর্য্যনারায়ণ দেবের (কোচরাজ, কুচবিহার) নীরস্তের স্মরণে; ইহারা ১৬০৭ শকাব্দে যবনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

এই রাজাগণ মীরজুমলাকে কামরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। যবন বলিয়া মীরজুমলাকেই বুঝাইতেছে।

——

অগ্ন্যুদ্গার

"টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে নিউ ব্রিটেনের রাজধানী রবাউল সহরটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। রবাউল সিড্নী হইতে ১৮০০ মাইল উত্তরে। অষ্ট্রেলিয়া "ম্যাণ্ডেট" বলে এই স্থানটি শাসন করিয়া থাকে।

রবাউলের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ভালকান ও মাতুপী নামে যে দুইটি দ্বীপ আছে, তাহাতেই উক্ত আগ্নেয়গিরিটি অবস্থিত। অনেকদিন যাবৎ ইহা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। সহসা গতশেষ রাত্রে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব হইতেই অধিবাসীরা সতর্ক ছিল বলিয়া প্রাণহানি ঘটে নাই।

'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদে আরও জানা যায় যে, একটি দ্বীপ প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং আর একটি দ্বীপ সমুদ্র-গর্ভে জাগিয়াছে।

——

বেকারদের অনশন প্রস্তাব

পাঞ্জাবের শিক্ষিত বেকার সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলেন যে, সঙ্ঘের বহু সভা এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা চাকুরী অথবা সাহায্যের জন্য বেকারদের দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গবর্ণরের বাসস্থানে অথবা সিমলা বড়লাটের সম্মুখে আমরণ অনশনব্রত অবলম্বন করিবেন। এই সকল চরমপন্থীদিগকে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এইরূপ চরমপন্থা অবলম্বনের সময় এখনও আসে নাই, এখনও আশা আছে যে, সরকার বেকারদের দুঃখদুর্দ্দশার সম্বন্ধে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন; তবে যদি কখনও এই চরমপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন সত্যই হয় তাহা হইলে সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি তৎসম্পর্কে অবশ্যই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবেন।

——

শ্রমিক-সংবাদ

সম্প্রতি এক মর্ম্মে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কাঁকিনাড়ার এ, ডি মিলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ যে, 'ববিন' বাক্সের লইয়া জনৈক শ্রমিক ও জনৈক ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর মধ্যে ঝগড়া হয়। উক্ত ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারী উক্ত শ্রমিককে সতর্ক করিয়া দেন এবং তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হন। এই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী ববিন নিক্ষিপ্ত হয়। উক্ত ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারী ইহার প্রতিবাদ করিলে সমস্ত শ্রমিকরা গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেয় এবং মিলের বাহির হইয়া যায়। ববিনটী উক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর গায়ে লাগে নাই। শ্রমিকরা অপরাহ্নে কার্য্যে যোগ দেয় নাই। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয় এবং চারিজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। মহকুমা হাকিম মিঃ জি, ই, এম, ব্যাটব্রিজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মিল অঞ্চলে পাহারা বসাইবার ব্যবস্থা করেন।

গ্রামে বাঘ

গাইবান্ধা থানার অন্তর্গত চকবরুল-গ্রামে গত রবিবার বৈকালে একটী বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। পরদিন বেলা অনুমান ৪ঘটিকার সময় ক্ষেত্রে কাহারও জনৈক চাষী ঝোপের ভিতর একটী বাঘ দেখিতে পায়। এ বাঘ পাওয়া মাত্র বাঘিয়া থানায় খবর দেওয়া হয় ও সবকারী মেক্রেটারীদ্বয় মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ ও মৌঃ মোমতাজল হক সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আবদুল ওয়াহেদ সাহেব প্রথমে বাঘটীকে গুলী করেন। গুলী বাঘটীর চক্ষুভেদ করে। বাঘটি বেগে শিকারীর দিকে ধাবিত হয়। উভয়পক্ষে অন্যতম শিকারী মোমতাজল হক পুনরায় গুলী করেন এবং ঐ গুলী বাঘের পাঁজরা ভেদ করে। বাঘটী মারা যায় … আরও একটী বাঘ … ঢাকা দেয়। উহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ খোলা-ঘাটের জঙ্গল হইতে বাঘ দুইটী এতঅঞ্চলে আসিয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, প্রথম ১৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৲
দশম স্কন্ধ — ৮৲
অনুভূত শ্রীমদ্ভাগবত ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড — ১৲, ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সংক্ষিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের দৈনিকী ও [illegible]
গীতিকা ১৲
৯। [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ১৲
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲
১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বিরহ তত্ত্ব ১৲
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৲
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। শ্রীশ্রীভজন রহস্য
১৯। অর্চ্চনপদ্ধতিক কুসুমমালা (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ।৵০
২২। জৈব-ধর্ম্ম ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (বলদেবের টীকাসহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল শব্দ ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমাধুরী কণ্ঠহার (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তভজসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌ দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। [illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অকিঞ্চন .১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ১৲
৫১। শিক্ষাষ্টক ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবকৌমুদী ও ভক্তিরূপ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্দর্শনঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবপরিচয়ঃ /০
৬৭। গৌরাঙ্গস্মরণম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ভেদান্তিক পিস্মিসিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যাটেড্ ডিভোশন ।০
৮। বজ্রনাভ ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /.০
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পুনঃ প্রকাশিত হইল। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন — মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

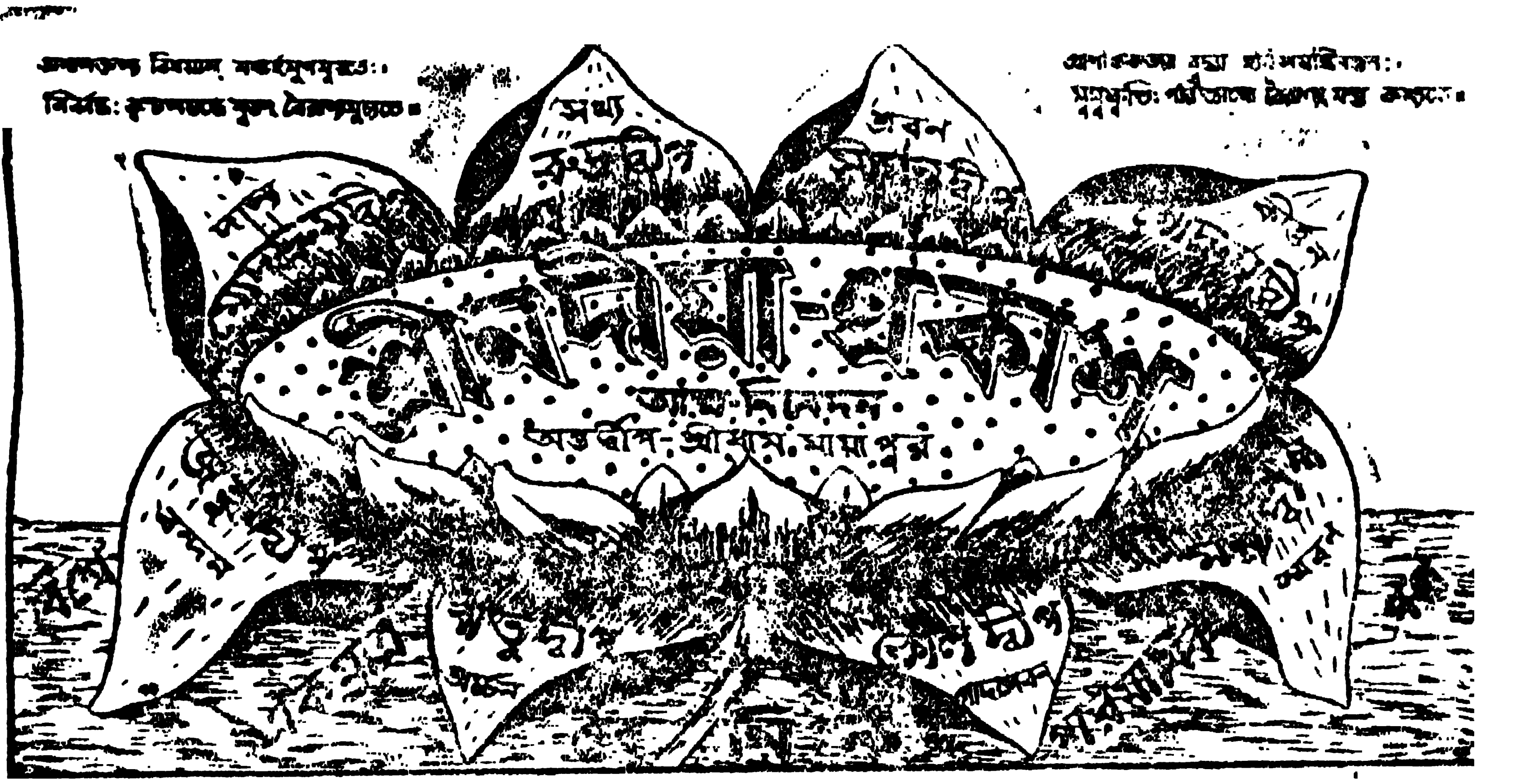

১২শ বর্ষ { ১৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৮ই জুন ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৮৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন

গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির ভেপ্যান্‌মান ত্রিদণ্ডিপাদ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত শ্রীমঠে আগত [illegible] ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি[illegible] মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ বি-এ ও ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বক্ষণ [illegible] শ্রীমঠের সর্ব্বত্র হরিকথার প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। গত ২রা জুন বুধবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ [illegible] [illegible] হৃদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'হরেনাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং [illegible], নাম-কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ সেবন"—এই প্রধান পঞ্চ সাধন ভক্ত্যঙ্গের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ চমৎকৃত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কলিকাতায় রায় রামানন্দের বিরহ মহোৎসব

গত ৩০।৫।৩৭ তারিখ বাগবাজারে শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীগুর্ব্বষ্টক, [illegible], পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তৎপরে [illegible] [illegible] গোস্বামী সমভিব্যাহারে মানসিক [illegible] বিবিধ কীর্ত্তনকারী সহ শ্রীমঠে আগমন করেন এবং বাগবাজারস্থ [illegible] সহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। [illegible] নানাবিধ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায়-রামানন্দ-মিলন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া নিত্যসুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কুচবিহারে প্রচার

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী কিছুদিন যাবৎ কুচবিহার সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বাণী প্রচার করাতে তথাকার বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় তাহাতে আকৃষ্ট হন। স্থানীয় সিভিল-সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু জলধর [illegible] সাদর আহ্বানে [illegible] তাঁহার বাটীতে ধারাবাহিকভাবে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন। অতঃপর স্থানীয় [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]কুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, পি-আর-এস ও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহাদের ভবনেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ইতঃপূর্ব্বে কুচবিহার সাধারণ ধর্ম্মসভায়ও বহু সজ্জন সমক্ষে ধারাবাহিকভাবে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছে। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারীজী সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা শ্রবণে বহু লোক তাহাতে আকৃষ্ট হন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জলধর মিত্র (সিভিলসার্জ্জন), শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য (রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জন), শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য এম এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত [illegible] রায় (স্টেট [illegible]) শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাল মুখার্জ্জী (রিটায়ার্ড ডাক্তার), শ্রীযুক্ত [illegible] কর (ব্যাঙ্ক অফিসার), শ্রীযুক্ত [illegible] (মাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী এম-এ, পি আর-এস (জমিদার) প্রভৃতি বহু সজ্জন নানাপ্রকারে আন্তরিকতার সহিত প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। কুচবিহার ধর্ম্মসভার সাধারণ সেক্রেটারী ও স্থানীয় [illegible] [illegible] ডাক্তার) [illegible] মুখার্জ্জী [illegible] ভাবে [illegible] [illegible] মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও অসমোর্দ্ধ [illegible] স্বীকার করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সহরে একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

GAUDIYA MISSION IN LONDON

LORD ZETLAND'S TRIBUTE TO PT. GOSVAMI

(By Air Mail.)

London, May 15.

Mahamahopadeshaka Pandit .. B. Gosvami, Bhakti Shastry, (Hindu Preacher) Missionary-in-charge, Gaudiya Mission, London, recently delivered a lecture on "Devotion to God" at Caxton Hall under the presidentship of the Secretary of State for India. Among those present were Lord Lamington and Mrs. Rhys Davids.

After the lecture which was much appreciated, the Marquess of Zetland said: "I feel that the address this afternoon calls for [illegible] [illegible] and I should like to convey the gratitude of this audience to Pandit A. B. Gosvami and to wish him a continuous happiness during his stay here in this country."

—Reuter

(The Pioneer, May 2'

"গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী রাধারাণী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা কৃষ্ণের ভোগোদ্দেশ্যে। শ্রীমতী ও গোপীগণ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর সম্ভোগের জন্য—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরম ভোগ্যের সম্ভোগ সুখের জন্যই গৌড়ীয়গণের আনুগত্য … আপনাদিগকে প্রকৃত ভোগ্য মূল প্রকৃতিবর্গের আনুগত্যে … লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা। এইজন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধশাক্ত বলা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ ত্রিবিক্রম, গুরু পঞ্চমী গৌরাব্দ ৪৫১

মৎসরতা

পরশ্রীকাতরতা—পরের উৎকর্ষ দেখিতে বা সহ্য করিতে না পারার নামই মৎসরতা। চেতনের স্বরূপে মৎসরতা নাই। যেখানে নির্ম্মৎসর সাধুদের কথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথা নিত্য বিরাজমান। ষড়রিপু প্রবল হইলে চেতনের স্বরূপ ধর্ম্ম হইতে মৎসর দশা প্রকাশ হয়। তখন সেই জীবের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বিদ্বেষ মানবের অঙ্গ হইয়া পড়ে। এই মৎসর ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ … দ্বারা সতত পরিচালিত হইতে থাকে। নিজ দুর্ব্বাসনা প্রবল এবং … কপট হরিভক্তি … কপটতাপূর্ণ বিধানময়ী ভক্তির কথা সাধুর কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেও তখন সে তাহা বুঝিতে পারে না; বরং … ভক্তবিদ্বেষের মাত্রা বর্দ্ধন করিতে করিতে ক্রমশঃ অমঙ্গলের পথেই ধাবিত হইতে থাকে। মৎসরতার ইহাই পরিণাম। অপরাধের ইহাই বিষময় ফল।

মৎসর ব্যক্তিগণ অসাধু—কপটতার দাস। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষবাঞ্ছাই তাহাদের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং … প্রাণ আসন পাতিয়াছে সেখানে কৃপাকণামূর্ত্তি শুদ্ধভক্তি স্থান পাইবে কি করিয়া? কিন্তু ভগবদ্-ভজনপরায়ণ সাধুর হৃদয়ে মৎসরতা নাই। তাঁহাদের হৃদয় সেবোন্মুখিত হওয়ায় অতি কোমল। সেখানে কাঠিন্য, কার্কশ্য, পরদোষ-দর্শন প্রভৃতির স্থান নাই। শ্রীমদ্ভাগবত এই সাধুগণের আচরিত নির্ম্মৎসর, প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে এই হরিভক্তি বিরুদ্ধ মৎসরতা, হিংসাদির স্থান পায় নাই। এই হিংসা বা মৎসরতা সেবা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ও মহা অমঙ্গলপ্রদ। সুতরাং ইহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়।

এই মৎসরগণ ইন্দ্রিয়তর্পণপর। নিজ সুখের বাধা পড়িলে তাহারা করিতে পারে না এমন কোন কার্য্য নাই। এইরূপ অত্যধিক ইন্দ্রিয়ারামতাবশতঃ তাহারা ভগবানের কথায় কাণ দিতে সময় পায় না বা আবশ্যকতা বোধ করে না। তাই তাহারা এ সকল ভুলিয়া ক্রমশঃ ভগবানে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে। ভগবানে যাহার বিশ্বাস নাই সে নাস্তিক, অপরাধী। যাহাদের এই অপরাধপ্রবৃত্তি প্রবল হয় তাহারাই ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষে … পড়িয়া থাকে এবং তাহাকেই গৌরবান্বিত করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে। তখন তাহাদের আর ভক্তগণের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট থাকে না; নিজের নিষ্কপট বন্ধুগণকে শত্রু ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতক ভণ্ডদিগকে পালনকর্তা জানিয়া তাহাদিগকে পরমাদরের বস্তু বলিয়া মনে করে। মৎসরতাকলুষিত … মৎসরতা ত্যাগ করা ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। এই দুর্দ্দৈব যাহার হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহার মঙ্গল সুদূর পরাহত। তাই মৎসর আমি আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। জানি না, এই মৎসরতার হস্ত হইতে ভগবান্ কবে আমাকে রক্ষা করিবেন।

মৎসর ব্যক্তি ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া দিন দিন নাস্তিক হইয়া পড়ে, ভগবানকে ভুলিয়া অপরকেই হৃদয়ে স্থান দিতে থাকে। … ভগবান ও ভক্তবিষয়ে … অপেক্ষা … নাস্তিকের … পরিণাম আরও অধিক ভয়ঙ্কর। কারণ ইহারা … অপরাধী।

ভগবদ্বিদ্বেষ অপেক্ষা ভক্তবিদ্বেষ অধিক শোচনীয়। ভগবদ্বিদ্বেষফলে জীব নিজেকে … বঞ্চিত করে, কিন্তু সাধুবিদ্বেষের ফল তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অমঙ্গলদায়ক। কারণ, এই অপরাধ ভগবান ক্ষমা করেন না। এই সাধুবিদ্বেষের বিষময় ফলের কথা শাস্ত্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥"

হরিজনের নিন্দায় জীব যাবতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সহ … মহারৌরব নামক নরকের নিত্য অধিবাসী হয়। সাধারণ কর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে ফল কর্ত্তাই পাইয়া থাকে। কিন্তু যে নিন্দা অসৎ সঙ্গের জনক … পূর্ব্বের অন্যায় কৃতকর্ম্মসমূহের জন্যও দায়ী। সুতরাং সাধুনিন্দা বা সাধুবিদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কারণ, এই সাধুনিন্দাই প্রথম নামাপরাধ ও ভগবৎসেবালাভের প্রধান বাধা। আমরা যদি এই সকল শাস্ত্রবাণী অবহেলা করিয়া মৎসরতাক্রমে সাধুর নিন্দা করি এবং সেই নিন্দাদ্বারা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি বা তাহাতে যোগের অনুমোদন করি, তাহা হইলে আমরা হরিসেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিতই হইলাম। আমাদের হরিনাম গ্রহণ করা দূরে থাক, হরিনামের স্থানে অপরাধই সঞ্চিত হইল মাত্র। … বৈষ্ণবের … হইবে না; উপরন্তু সেই বৈষ্ণবগণের নিন্দা-প্রশংসায় উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গ … সাধুসঙ্গে হরিসেবায় জীবনযাপনে … হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অসাধুর সঙ্গ কোনক্রমেই করা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

'বৈষ্ণব চরিত্র　সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ　না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥'

'রাধাপক্ষ ছাড়ি'　যে জন সে জন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা-　পক্ষপাতী সদা
কভু না হেরিব তাকে॥'

প্রশ্ন হইতে পারে—সাধু অসাধু চিনিব কি করিয়া? যিনি শুদ্ধসেবা চান তাঁহাকে অর্থাৎ নিষ্কপট ব্যক্তিকে ভগবানই সাধুসঙ্গের সুযোগ দেন। আরও জানা যায় যে, শুদ্ধ ভক্তিবিরোধী প্রতি যে ক্রোধ বা তাহার সঙ্গত্যাগ ইহা বৈষ্ণব আচার বা ভক্তির অনুকূল হওয়ায় ইহা অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে মঙ্গলপ্রদ অর্থাৎ তদ্দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস কম না হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অসৎসঙ্গফলে শুদ্ধসাধুর বিদ্বেষাদি করা হইয়াছে তাহা ভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়ায় তদ্দ্বারা জীবের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ তদ্দ্বারা হৃদয়ে হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমশঃ কমিতেই থাকিবে; ফলে ভগবদ্বিমুখতা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। এই চেতনের উন্নতি অবনতি লক্ষ্য করিয়া নিষ্কপট ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই বুঝা উচিত যে, তাঁহারা ভক্তবিদ্বেষী অসতের প্রতি ক্রোধ করিতেছেন, না সাধুবিদ্বেষ করিয়া মঙ্গলের পথে কণ্টক আরোপ করিতেছেন। নিজের সেবাপ্রবৃত্তি কমিয়া যাইতেছে, না বর্দ্ধিত হইতেছে এই বিষয়ে যাহারা নজর রাখে না সেই অসরল ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা প্রলাপ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিষ্কপটের হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এ'কথাগুলি একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব।

নির্ম্মৎসর সাধুগণ পাপিষ্ঠ, … পাপপুষ্ট ব্যক্তিগণের অভদ্র-ভাবসমূহ ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বদা দয়াবিশিষ্ট; কিন্তু আমার ন্যায় মৎসর জীব সাধুর দয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত জানিয়া সাধুও আমার ন্যায় মৎসর, কপট, অর্থলিপ্সু, কামুক, প্রতিষ্ঠাকামী, … বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে—এমন জীবের দুর্দ্দৈব! সাধুতে রিপুচাঞ্চল্য কিঞ্চিন্মাত্রও থাকা অসম্ভব। কারণ

"কনক-কামিনী　প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

জীব মাৎসর্য্যের দাস হইয়া যখন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দংশন দ্বারা জর্জ্জরিত হইতে থাকে, তখনই একমাত্র মঙ্গলকারক করুণাময় গুরুবৈষ্ণবের বাক্যসমূহ তাহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। যদি আমরা সদ্গুণবিশিষ্ট এবং নির্ম্মৎসর সাধুর সঙ্গ বা আনুগত্য করি তাহা হইলেই সাধুকে গুরুজ্ঞান হয় এবং সেইদিনই সাধুর কঠোর বাক্যকে আমরা চরিত্রের জন্য উপকারী বলিয়া জানিতে পারি। জানি না, এই সৌভাগ্য আমার কবে হইবে। কবে আমি মাৎসর্য্যাদির দাসত্ব ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণবের দাস হইবার সুযোগ পাইব।

সাধুর স্বভাব অসাধুকে শোধন করা, তাহাতে মৎসরতা নাই। আর অসাধুর ধর্ম্মই পরশ্রীকাতরতা বা মৎসরতা। শ্রীকৃষ্ণই সাধুর একমাত্র রক্ষক। সাধু ভগবানের পরম আদরের বস্তু, হৃদয়ের ধন। তাই সাধুর জন্য ভগবানই নিজে ব্যস্ত। সুতরাং তৎপ্রতি বিদ্বেষ পোষণপূর্ব্বক ভগবানকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি সকলেরই হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অতএব এইসকল কুসিদ্ধান্ত ছাড়িয়া সত্যের আনুগত্যই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে কি? হায় দুর্দ্দৈব! আমি কি এসকল কথা বুঝিয়াও বুঝিব না? দুর্দ্দৈব কি আমাকে কেবলই বাধা দিবে? অতএব আমাকে ধিক্ আর শত ধিক্, আমি ত' আমার গলদ সবই জানি; তবে আর ধৃষ্টতা কেন? যাঁহারা আমার এক-

মান মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই নিষ্কপট সাধুগণের প্রতি আমার এরূপ অসহযোগিতা কেন? মঙ্গলময় ভগবান্! আমায় কৃপা করুন, করুণাময় গুরুদেব, এ বিপদে রক্ষা করুন!

গুরুকৃপালাভের উপায়

(শ্রীযুত অনিলকুমার গাঙ্গুলী বি-এ)

বনপথে, যে গ্রাম-নদী শৈল, যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈলা যে যে স্থানে।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রাকালে বলভদ্র ভট্টের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনগমনকালে যে যে স্থানে যে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া লইলেন। পথে তিনি ঐ সমস্ত স্থানে উপনীত হইবামাত্র প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও তৎপার্ষদভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী অভিন্ন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর কৃপালোক ব্যতীত কাহারও কোনকালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাস্থানসমূহে গমন এবং তাঁহার অপ্রাকৃতলীলা দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই বা হইবে না। জড়ানন্দসেবাপরায়ণ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবজ্ঞাহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মধুর লীলা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়াই তাহাদের সাধনের চরমফলরূপে বরণ করিতে বাধ্য হন। ইঁহারা জড়বিলাস হইতে জয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মবিনাশ সাধনে যত্নবান্ হন। আর প্রাকৃতসহজিয়াগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মহাপ্রভুর লীলাস্থানসমূহ দর্শন করিতে যাইয়া অপরাধ সঞ্চয় করে এবং প্রাকৃতভাবে অভিভূত হইয়া বঞ্চিত হয়। পচা, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা-মূত্র কৃমিকীটপূর্ণ শবতুল্য-দেহের তাণ্ডব কামকে প্রেম বলিয়া বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা তাহাদের সকল সময়েই আছে।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত কামদেব। শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী নিত্যবৃন্দাবন-লীলায় বদ্ধজীবের প্রবেশাধিকার নাই। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন পরমৌদার্য্যময় বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় বদ্ধজীবেরও প্রবেশের যোগ্যতা হইতে পারে। বিষয় বিগ্রহের আশ্রয়বিগ্রহের সেবা প্রাণাপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহকে সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার পরমমনোহারিতা ও উৎকণ্ঠা প্রদর্শনকল্পেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলা। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না—যতদিন না আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিত্যসেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইব। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবেশের যোগ্যতা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় প্রবেশের অধিকার না হইলে অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিত্যসেবকের কৃপা লাভ না করিলে গৌরলীলায় প্রবেশও কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইয়াছে এবং পরে থাকিবে না—ইহা ভক্তিরাজ্যের কথা নহে। নিত্যভূমিকার নিত্য আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি। সেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্য। ইহা হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব সর্ব্বদিক্ষু ভুবনপাবন নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমক্ষেই অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন কোন জীবের কোন কালে শ্রীল প্রভুপাদের পরমধন-লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই এবং হইবে না। শ্রীল বাসুদেব প্রভু যদি কৃপা করিয়া কাহাকেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবার অধিকার প্রদান করেন, তবেই তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবেন; নচেৎ তাঁহার পাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবার অভিনয় দ্বারা নামাপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মায়িক চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যকাল ভ্রমণ করিতে হইবে। 'বাসুদেবানুকূল্যে থাকিয়া যেন সদা হয় নাশ'—ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী।

জীবের পতন

[শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা অবলম্বনে শ্রীযুত নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব গত ১২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে বহু ভক্তসমক্ষে কথা-প্রসঙ্গে উপদেশ করেন আমাদের যোষিৎসঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শত শত বার আমাদিগকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
'যোষিৎ'-সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

যোষিৎশব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়কে লক্ষ্য করা হইতেছে। যোষিৎ ও পুরুষ এই দুইটী শব্দ পরস্পর আপেক্ষিক। ভোক্তার অভিমানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য বিষয়জাতের সহিত সম্পর্কই যোষিৎসঙ্গ। আমি স্বয়ং দ্রষ্টা, বস্তুগুলি আমার দর্শনীয়, আমি শ্রোতা, যাবতীয় শব্দ আমার শ্রবণীয়, আমি ঘ্রাণকারী, সর্ব্বপ্রকার গন্ধই আমার ঘ্রাণযোগ্য, আমি আস্বাদক, আমার জিহ্বার দ্বারা সমস্ত প্রাণীর খাদ্য আস্বাদন করিতে হইবে ও আমি স্পর্শক, সমুদয় কোমল ও মসৃণাদি বস্তু আমার স্পর্শ্য, এই প্রকার ভোগবুদ্ধি লইয়া বস্তুর সান্নিধ্যে উপস্থিত বা অবস্থানই যোষিৎসঙ্গ। তাহাতে স্বরাট্ পুরুষ একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনাকে ভগবানের সহিত প্রতিযোগীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করা হয়। এমন কি আমিই একমাত্র ভোক্তা, জগতে যাবতীয় ভোগ্যবস্তু কেবল আমারই ভোগ্য, অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই, অতএব সমস্ত অভ্যাগণকে গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং আমিময়, ইত্যাদি ধারণা মনোমধ্যে অহমিকা তৎসহযোগিনী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করায়।

এই প্রকার বিষয়গুলিতে সঙ্গ অর্থাৎ সম্ভোগভাবে গমন করিলে বা তাহাদিগকে আপন ভোগে লাগাইলে তাহাকে বিষয়ী, যোষিৎসঙ্গী বা ভোগী বলা হইয়া থাকে। বিষয়ী হইলে কৃষ্ণকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে মায়ার বন্ধন হয়। অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানভ্রম, দুঃখকে সুখবোধ, অভক্তকে ভক্তিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক প্রকার বিবর্ত বা মোহ উৎপন্ন হয়। মোহের পর্য্যায় বা সমানার্থক শব্দ দম্ভ, অজ্ঞান, কৈতব, ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা ইত্যাদি। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য প্রকার যাবতীয় চেষ্টাই এককথায় মোহের কার্য্য। এই মোহের চরম সীমায় জীবের নির্ব্বেদবন্ধায় সন্ধান। নিজে ব্রহ্ম সাজিবার উদ্দেশে ভগবানের ব্রহ্মকে লোপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি। এই প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ এবং তাহার সঙ্গীর সঙ্গ করিলে যেরূপ অজ্ঞান বা মোহ জন্মায় এবং তাহার ফলে যেরূপ বন্ধন হয়, অন্য কোন প্রকার সঙ্গফলে সেই প্রকার মোহ বা অজ্ঞান ও বন্ধন ঘটে না। ইহা দৃঢ়তম বন্ধন, ইহা হইতে মুক্তি পাওয়া বড়ই কঠিন। মনুষ্যের চরম দুর্ভাগ্যফলেই এই প্রকার বন্ধন ঘটে। পাঁচপ্রকার ক্লেশ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়, অবিদ্যা, অস্মিতা, শোক, ভয় ও অভিনিবেশ; এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ তাহাকে নানাপ্রকারে পীড়ন করে। বৈধ বা বেদোক্ত বিধানে ঐ প্রকার বিষয় ভোগের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু অবৈধভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অবৈধ যোষিৎসঙ্গের আর ক্ষমা নাই। তাহাতে অপরাধ জন্মে। গুরুবৈষ্ণবের নিকট, নিত্যানন্দের নিকট অপরাধ বড়ই গুরুতর। তাহাতে ঘোর নরকে পতন ত আছেই, পরন্তু সেই অপরাধ ক্রমে উন্নত সমাজ ভিতর ঢোকে। উহাদের সঙ্গ ও অনুশীলনে নিরয়গামী লাভ হয়। ভগবান তাহাদিগকে বধ করিলে তাহারা সাযুজ্যমুক্তি সম ফল লাভ করে।

ভক্তির পথে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনভক্তির স্তর পার হইয়া ভাবভক্তিতে পৌঁছিলেও বিষ্ণু বা বৈষ্ণবচরণে অপরাধের ফলে পতন হইয়া থাকে। আর দশ হইয়া দ্রোণাচার্য্য নাম পাইয়া আবার বিপ্র ..., সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবগুলির অবস্থা প্রাপ্তি না দিয়া পর্য্যন্ত পতনের সম্ভাবনা। স্বরূপসিদ্ধ হইয়া প্রেমী হইলে আর পতন নাই।

অত্যুক্তা নাস্তি পুনরন্য যাদি কহিঞ্চিৎ।
ব্যতিক্রমলক্ষ্মীভর্ত্তৃ ...॥

এইরূপ সাধনসিদ্ধগণেরও অপরাধের ফলে, ভগবানের বা ভক্তগণের প্রীতি ছেদের ফলে, ভগবানের আজ্ঞা নিজে ভোগ করিবার ফলে একান্ত বা সাযুজ্যে হইতে বিচ্যুত হইয়া নিরয়ের পতি লাভ করিতে হয়।

অর্জ্জুন ভগবদ্ভক্ত; তাঁহার জন্য দ্রোণাচার্য্য তিনি অর্জ্জুনব্যতীত একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে অঙ্গীকার না করায় সে অর্জ্জুনের সঙ্গে মাৎসর্য্য করিয়া দ্রোণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইল। ফলে ভগবান্ প্রথমে ঐ দ্রোণের দ্বারা তাহার ঐ অস্ত্র নিপুণতার মূল উপাদান দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করাইলেন। আবার অপরাধের পূর্ণতায় ভগবদ্দ্রোহের ফলে তাকে স্বহস্তে নিধন করিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থা দিয়া দিলেন। আহা! চরমশাস্তি হইল না যেন। বৈষ্ণবচরণে অপরাধীদের এই প্রকার কঠিনতম শাস্তি। এই দুই সময়ে নিষ্কৃতির বা ত্যাগের সম্ভাবনা হইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—ঐ প্রকারে যেমন মোহ ও বন্ধন ঘটে অন্য কোন প্রকারে সেরূপ ঘটে না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১ম খণ্ড ॥০, ২য় খণ্ড ...

৩য় খণ্ড ৷০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-সমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

রক্ষক— [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান যোগপীঠ।

রক্ষক — শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

রক্ষক—[illegible]

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ। [illegible]

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌরগদাধরের সেবা রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible]

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়িগাছা (সমুদ্র ভদের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) পঞ্চকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ভাগপাড়ি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ [illegible]।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। [illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক —মহা[illegible] শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস [illegible]।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহাটিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ভরিদ্বার, জিঃ নারায়ণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক —শ্রীমদ্‌[illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম ছাউয়, লব্‌ [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক —শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী বেড়ে, গয়া

রক্ষক —শ্রীরূপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক —শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাজক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক— শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেকবাড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক - শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিষ্ঠ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন,

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল-

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৮৮০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫।০
ঝিঙ্গাশাল নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৪৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৬॥০
পেশোয়ারী	১০৲, ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৷৵০
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৸০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০৵০
মাদ্রাজী সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৷৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা রূপার দর।

প্রতি ভরি	
ট্রাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেন	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আড়াই—	৪০৸০
নিম্নতম—	৩০৸০
উচ্চতম	৯১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৫৲—৬৷৵০
ডাউমণ্ডেড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৷৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (১)	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামদাস	৫৭৲
ভবানীপুরী	৫০৲
মুরারী	৪৫৲

পাটগ্রাম	৪৬।০
ভার	৪২৲
কাবুলে	৩২৲
রাজা পাক্কা	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আমেরিকান গোলাব ফাইন	৫৪৲
ব্রিটিশ আমেরিকান	৬০৲
কলাপ মুরশিদ ফাইন	৪৩৲
জাপানী সাদা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
লবঙ্গ মাঝা	৩।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
জুট খলিমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার লৈহানী— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বীম)

সাধা	৯৲—৯।০
ঐ ব্যাবসায়ী ও লক্ষণ	৮—৮।০
ঐ টাটা নমস্টে বরের বাসমর সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ বড়বর (বীম)	১০।০
বহর টী আয়রণ	৯।৵০—৯।০
রেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস	১৷৵১৫—৮০
সাধারণ পেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ফুট	৯।০—১০।০
ছিল পাতী, বোল্টু পবাদে	৮।০—৯॥০
গোল রড বি-টনকোস ও কর্ণকাটিং	১০৲

জল ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

নটবলের তালমণ ৫৷৵০, গাটের তালমণ ৬।০

তুলার তালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ
১৬ ও জগন্নাথ ঘাট রোড, পোস্তা, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" —

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং ঘর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ভক্ষ্য ও প্রসাদ বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক শিক্ষা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৭—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

এডোলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পক্ষে ইহা একমাত্র উপায় বলিলেই চলে। কার্তিক মাসের আবশ্যক। ইহার প্রতি সংযুক্ত তালিকার এবং নতুন ও পুরাতন জ্বর একবারে সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব দূর করে কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডক্টোরিডি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতনা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ঐতিহাসিক-ভাবে [illegible] এই বিরাট, আড়ম্বর ও আবশ্যক গ্রন্থ মানচিত্র ও বহুল চিত্র-সম্বলিত। [illegible] প্রাসঙ্গিক [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ভূমিকায় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দ-সূচী (Index Glossary)। সম গ্রন্থখানি [illegible] ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২,	১৷০	১৷০	১,	
সিকিকলম ৫,	৪,	৪,	৩,	
" অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,	
" এক কলম ১২,	১০,	১০,	৮,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩,	৪॥০
" সিকি কলম ১৬,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
" এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১,

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।২নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, জুন. ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৮৬]

বিবিধ সংবাদ

———:(•):(*):(•):———

শিয়া ও সুন্নীদের বিরোধ

শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ দাঙ্গা হইয়া যাওয়ার পরেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য যে কমে নাই তাহা তাহাদের দুইটি সভায় গৃহীত প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সম্প্রতি মাধে সাহেবা কমিটির এক সাধারণ সভায় স্থির করা হইয়াছে যে, আলসপ তদন্ত কমিটির নিকট সুন্নী সম্প্রদায়ের মতামত ও অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। ঐ সভায় এই মত প্রকাশ করা হয় যে, সম্প্রতি শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়া গেল তজ্জন্য শিয়া সম্প্রদায় দায়ী। তাহারা নবম রবিয়ল দিবসে এবং তাহার পূর্ব্বে উত্তেজনা ও আক্রমণাত্মক কার্য্য চালাইতেছিল। মাধে সাহেবা সম্পর্কে সুন্নী সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী যাহাতে কাহারও প্রভাবে অগ্রাহ্য না হইয়া যায়, তজ্জন্য যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। সুন্নী সম্প্রদায়ের নেতারা যে যুক্ত আপোষ কমিটি গঠন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন তাহা সমর্থন করা হয়। এদিকে সহরের শিয়ারা প্রস্তাব করিয়াছে যে, সুন্নী সম্প্রদায়ের নেতারা অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিয়া শিয়াদের উপর দোষারোপ করিয়া প্রস্তাব পাশ করিতেছে। সুন্নীদের এ কার্য্য ও মনোভাবের প্রতি জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সুন্নীরা গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ এবং বিশেষ করিয়া ১৯৩৫ সাল হইতে শিয়াসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া দেয়াল, পত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতেছিল। গত মহরমের সময় তাহারা শিয়াদের প্রচার বন্ধ তাজিয়াদারী ও মাতমের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালায়। তাহারা শিয়াদের নবম রবিয়ল দিবসের উৎসবের নিন্দা করিতেছিল। সম্প্রতি যুক্ত আপোষ কমিটি গঠনে আপত্তি জানাইয়াছে। শিয়া সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে; সুন্নী সম্প্রদায়ের নেতাদের অদূরদর্শিতার ফলেই সহরে বর্ত্তমান অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, শিয়ারা তাহাদের দাবী লইয়া শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার সঙ্কল্প জানায়। শিয়া সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছে যে, মাধে সাহেবা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করায় সুন্নী সম্প্রদায় আশা করিতেছে যে, দাঙ্গা করিয়া তাহারা তাহাদের দাবী আদায় করিবে।

কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ

শ্রীযুত গান্ধীর শেষ বিবৃতি সরকারী মহলে অধিকতর মৈত্রীসূচক বিবেচিত হইলেও উহা বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের পথ সুগম করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। রাজপুরুষগণ এখনও এই যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, ভারত-শাসন আইনে মন্ত্রীদের পদচ্যুতির কিংবা পদত্যাগের বিধান করা হইয়াছে, গভর্ণরগণ কি জন্য মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন? সম্প্রতি মিঃ সি, রাজা গোপালাচারী বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস অচল অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য পথের বাহিরে যাইবে না। সুতরাং কংগ্রেস-সেবিগণ কিরূপ প্রথমে লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং পরে লর্ড ব্রাবোর্ণ ও স্যার হ্যারি হেগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদচ্যুতি লইয়া বৃথা সময় ক্ষেপ করিতেছে।

শ্রীযুত গান্ধীর বিবৃতির মর্ম্ম ভারত-সচিবের অফিসে পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কর্তৃপক্ষগণ ভারত-সচিবের উপদেশের প্রতীক্ষায় আছেন।

———

আবিসিনিয়ার মহম্মদ-আলি ফার্ম

আবিসিনিয়ার মহম্মদআলী ফার্ম্মের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গোলামালি বাজনওয়াজ সম্প্রতি এডেন হইতে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিবৃতিপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আবিসিনিয়ার ইটালিয়ান গবর্ণমেণ্ট কারবার গুটাইয়াফেলিবার সময় আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন।

অন্তরীণ-নির্দ্দেশের জের

কুমিল্লার সদর-মহকুমা-হাকিম শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র আচার্য্য অন্তরীণ নির্দ্দেশের অভিযোগে রাজবন্দী শ্রীযুত সুধীর বক্সীর প্রতি ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, সুধীরবাবু গত ২০শে মার্চ্চ তাঁহার বাসার নিকটস্থ দোকানী শ্রীসুরেন্দ্র দাসের সঙ্গে কথা বলেন। অন্তরীণ আদেশানুসারে বাগিচাগাঁও নিবাসী ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। বিচারক তাঁহার মন্তব্যে বলেন, সুরেশ বাবু গত ছয় মাস যাবৎ বাগিচাগাঁয়ে দোকান দিয়া থাকিলেও ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, কাজেই আইনতঃ তাঁহার অপরাধ ঘটিয়াছে

সুধীর বক্সীর বিধি ভঙ্গের মামলার শুনানী ৪ই জুন হইবে।

———

নিখিল ভারত হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন

আগামী ১১ই হইতে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত গয়াতে মিউনিসিপ্যাল হলে নিখিল ভারত হোমিওপ্যাথিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইবে। কলিকাতার ডাঃ জে-কে রায় এম ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া) সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। যাহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিতে চাহেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইবেন।

শারদা আইন ভঙ্গ

বিক্রমপুর পাচগাঁও নিবাসী জানকীনাথ গোপ তাহার ৯।১০ বৎসর বয়স্ক নাবালিকা কন্যা মঙ্গলাকে দীঘিরপাড় নিবাসী সতীশচন্দ্র গোপের সহিত বিবাহ দেওয়ার অপরাধে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এন মজুমদার আই-সি-এস উক্ত জানকী গোপকে এবং তাহার জামাতা সতীশ গোপকে শারদা আইন অনুসারে পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এবং উক্ত বিবাহে সাহায্য করিবার অপরাধে জানকীর ভ্রাতা লক্ষ্মীলাল গোপকেও পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীরা অপরাধ স্বীকার করিয়া দয়া ভিক্ষা করে। ঐ দিবস আসামীরা জরিমানার টাকা না দিয়া কারাদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

উক্ত বিবাহের পুরোহিত মনোমোহন দাস বর্ম্মণের বিচার আগামী ১০ই জুন মুন্সীগঞ্জে হইবে। ——

পল্লী সংস্কারকার্য্যে মাণ্ডার রাজা

মাণ্ডার (এলাহাবাদের নিকট অবস্থিত) রাজা একটি পল্লীসংস্কার কেন্দ্র খুলিবার জন্য ভারত-সেবা সমিতির উত্তর-ভারত-শাখাকে এক হাজার বিঘা ভূমি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কি ভাবে পল্লী-সংস্কারের কার্য্য হইবে তৎসম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
অথবা ৫৫৯৩ দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১
৯ চৈতন্যমঙ্গল ১
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আদর্শ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।৵০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (বলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। নাম-নির্দ্দেশন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেশখর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মগায়ত্রী ।০
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োরেটিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড অ্যানয়াচেড রিলেশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

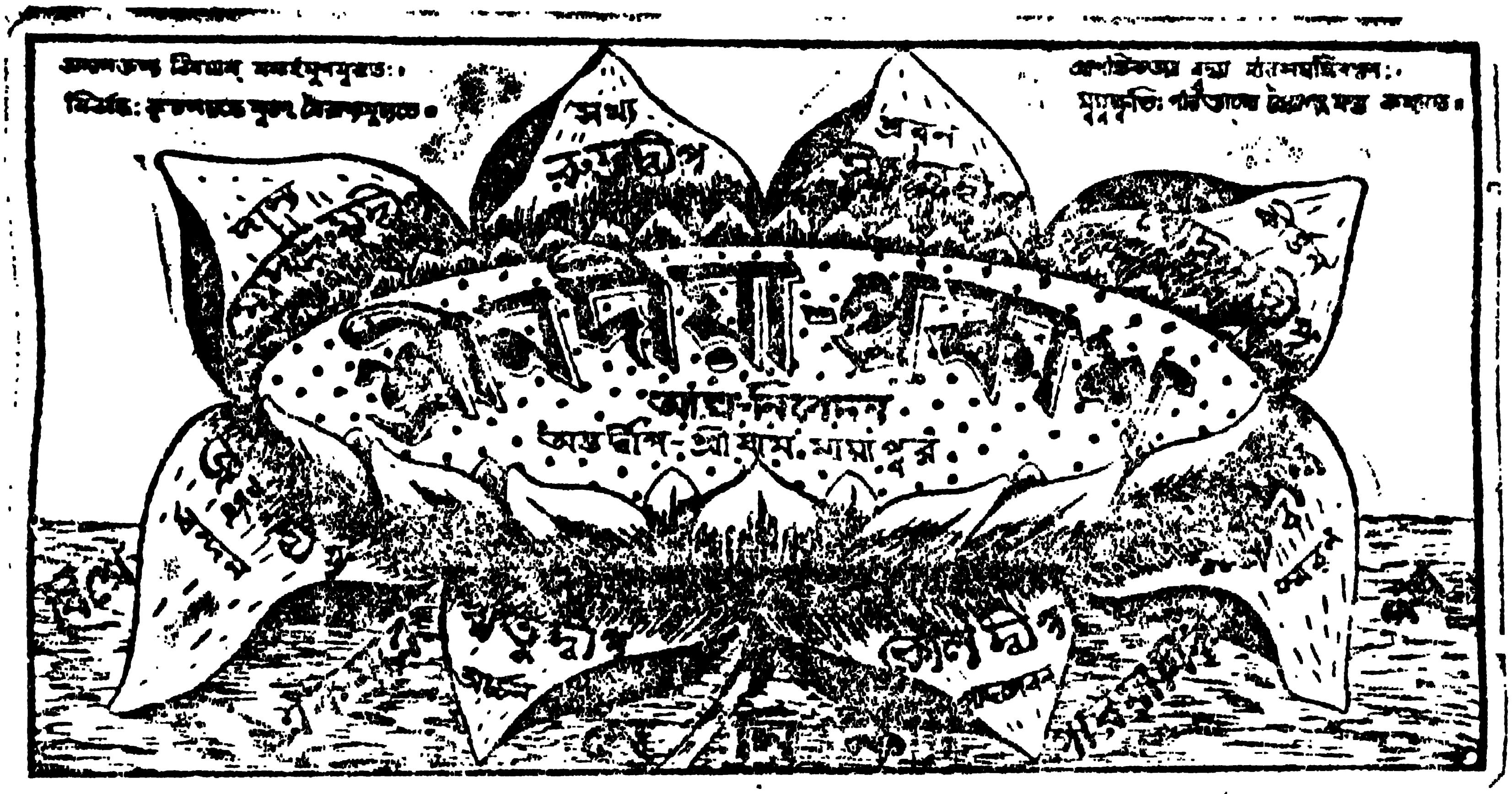

১২শ বর্ষ | ১৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই জুন ইং ১৯৩৭, বুধবার | ৮৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

শ্রীচৈতন্যমঠদর্শনে নদীয়া জেলার এস. পি

গত ৬ই জুন (১৯৩৭) রবিবার তারিখে নদীয়া জেলার সুযোগ্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ খান বাহাদুর আব্দুল খালেক ও সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টর সাহেব শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি অহিন্দু হইলেও হিন্দুদিগের তীর্থস্থানাদি দর্শনে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

কৃষ্ণকুটীরে কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম ভক্ত বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর নিয়মিতভাবে পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

গত ১৮ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ষোড়শ অধ্যায় হইতে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের প্রসঙ্গ পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পাটনায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ পাটনা-গৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্ত্তন এবং দৈনন্দিন সেবাপূজাদি হইতেছে। প্রতিদিন প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তন, নয় ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও ভোগারতি, সন্ধ্যায় আরতি ও পাঠকীর্ত্তনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের নিয়ামকত্বে ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন। মধ্যে মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃমণ্ডলী মঠসেবকগণকে সাদর আহ্বান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-শ্রবণের জন্য স্ব স্ব গৃহে আমন্ত্রণ করিতেছেন। গত ১৩ই মে ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার পাটনার শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের গৃহেতে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায় পাঠ হয়। গত ১৬ই মে ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার পাটনা সিটির শ্রীযুত বাবু [illegible]নাথ সাহার সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহেতে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় পাঠ হইয়াছে। শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

২৪ পরগণায় স্বামী অরণ্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রাম নিবাসী ভক্ত শ্রী[illegible] মহাশয়ের ভবনে হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, ভগবানকে বাদ দিয়া আমাদের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে না, ভগবদ্বিমুখতাই জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের একমাত্র কারণ, ভগবান সচ্চিদানন্দময়; অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব-বস্তু, আমরা তাঁহার তটস্থা শক্তি হইতে জাত, চিরদিনই তাঁহার নিত্যদাস, যে সময় তাঁহার নিত্যদাসত্ব ভুলিয়া বিষয়ভোগ কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি সেই সময় হইতে আমাদের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, বৈষ্ণব-গুরুর সদুপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সকল দুঃখ হইতে নিবৃত্তি ও নিত্য লাভ ঘটে ও নিত্য নব নব আনন্দের উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। স্বামীজীর পাঠ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন।

—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দৈনন্দিন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা, সম্প্রদায়-আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনের পর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের "সারস্বত-শ্রবণ সদনে" নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী অনুসারে প্রত্যহ "হরিকথা-কীর্ত্তন" অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানে সজ্জনবৃন্দের যোগদান সাদরে প্রার্থনীয়।

মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তন—প্রাতঃ ৫টা [illegible]।

১। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা—(শ্রীপাদ [illegible])—প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭টা

৩। কীর্ত্তন—প্রাতঃ ৭টা—৭-৩০টা

৪। [illegible] প্রাতঃ ৭-৩০—৯-৩০

৫। অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিক—প্রাতঃ ৯-৩০—১২-৩০

৬। পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী—(শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী)—মধ্যাহ্ন ১২-৩০

৭। [illegible]—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে—

৮। শ্রীগীতা ও উপনিষদের ব্যাখ্যান—পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি, এ, (কাব্যতীর্থ) অপরাহ্ণ ৩-৩০ টা—৪ টা

৯। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকার অপরাহ্ণ ৪ টা—৬ টা

১০। প্রশ্নোত্তর—(শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ উড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ) অপরাহ্ণ [illegible]—৭ টা

১১। সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তন—সন্ধ্যা ৭ টা—৮ টা

১২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা—রাত্রি ৮ টা—৯টা (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ)

১৩। কীর্ত্তন—(শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী) ৯টা—৯-৩০

১৪। শয়নারাত্রিক—রাত্রি ৯-৩০টা—১০টা

—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরম ভোগ্যের পরস্পর সুখতাৎপর্য্যেই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে প্রকৃতি-জ্ঞানে মূল প্রকৃতিবর্গের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা। এইজন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধ-শাক্ত বলা হয়

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ ত্রিবিক্রম, ভাদ্র অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

ধ্রুব

স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উত্তানপাদ দুইটী দারপরিগ্রহ করেন; সেই স্ত্রীদ্বয়ের নাম সুরুচি ও সুনীতি। তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রেয়সী ছিলেন, সুনীতি তাদৃশ ছিলেন না। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। একদা রাজা উত্তানপাদের ক্রোড়ে সুরুচিপুত্র উত্তমকে দর্শন করিয়া সুনীতিপুত্র ধ্রুব পিতৃ-ক্রোড়ে আরোহণেচ্ছু হইলে রাজা ক্রোড়ে লওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না, পরন্তু রাজাসনে উপবিষ্টা সুরুচি গর্বিতভাবে ঈর্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন—"হে ধ্রুব! তুমি রাজপুত্র হইলেও রাজাসনে বসিবার অযোগ্য। রাজাসনে বসিবার বাসনা থাকিলে তপস্যা দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর। বিমাতার এতাদৃশ কঠোর বাক্যে পরমব্যথিত-চিত্তে বাষ্পাকুল-লোচনে ধ্রুব মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলে পুত্রকে দর্শন করিয়া—অন্তঃপুরস্থ লোকমুখে সুরুচির দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া সুনীতি দুঃখে আত্মহারা ও দাবাগ্নিদগ্ধা পরিম্লান বনলতার ন্যায় অধীরা হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—'হে পুত্র, আমার ন্যায় দুর্ভাগা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াই তোমার এতাদৃশ অবস্থা। রাজা আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করিলেন। যদি রাজসিংহাসনে আরোহণের অভিলাষ থাকে তবে বিমাতার কথানুরূপ তপস্যাদ্বারা পরমপুরুষ ভগবানকে পরিতুষ্ট কর। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ-নিষেবিত সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তোমার দুঃখ অপনোদনের আশা নাই। তুমি অনন্যশরণ হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা কর। জননীর এইরূপ বিলাপ ও সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্রুব মনঃসংযম পূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনারদ যোগবলে ধ্রুবের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বৎস! অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের মূল জান, তাহাতেই পরিতুষ্ট হও। তোমার জননীর উপদিষ্ট যোগদ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ বহু জন্মের সাধন সাপেক্ষ; বালক এতাদৃশ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'প্রভো, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উত্তম পথ উপদেশ করুন, যাহা অবলম্বনে আমি ত্রিভুবন মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট পদবী লাভ করিতে পারি যে, আমার পিতৃ-পিতামহ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।' ধ্রুবের এই বাক্য শ্রবণে দেবর্ষি নারদ পরম প্রীতি সহিত কৃপা পরবশ হইয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার জননীর নির্দ্দিষ্ট কথাই অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের ভগবচ্চরণারবিন্দ-সেবাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়; অতএব যমুনার পবিত্রতট পুণ্যতম মধুবনে গমন করিয়া কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীভগবান্ হরির আরাধনা কর।' ধ্রুবকে এইরূপ উপদেশ করিয়া পরমগুহ্য দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"হে রাজন্! তোমাকে বিমর্ষ ও চিন্তামগ্ন দেখিতেছি কেন?" উত্তরে রাজা পরমব্যথিতচিত্তে পুত্রের অপমান ও তাহার জননীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া অরণ্যমধ্যে সন্তানের বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে পরমপুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি তৃতীয় দিবসে সামান্য কপিত্থ ও বদরীফল ভক্ষণ করিয়া ভগবদর্চ্চনায় প্রথম মাস অতিবাহিত করিলেন, তদনন্তর প্রতি ষষ্ঠদিবসে শীর্ণ তৃণপত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করতঃ দ্বিতীয় মাস, পরে প্রতি দশম দিবসে জলমাত্র পান করিয়া তৃতীয়মাস, তদনন্তর প্রতি দ্বাদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া চতুর্থমাস পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় অতিবাহিত করিলেন। এই প্রকার কায়মনোবাক্য প্রভৃতি নিখিল ইন্দ্রিয়সমূহ অব্যভিচারিভাবে বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানে নিয়োগ করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ধ্রুবের নিষ্কপট সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক সুদৃঢ় ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্রুবের সম্মুখে আবির্ভূত হইবামাত্র ধ্রুব নয়নদ্বয় উন্মীলন করতঃ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ভগবান বেদময় শঙ্খদ্বারা তাঁহার কপোলদ্বয় স্পর্শ করিয়া ধ্রুবকে পরমার্থ জ্ঞান প্রদান করিলেন। তখন ধ্রুব শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মাদিদেবগণের চতুর্দ্দশ-ভুবন পতি। পরম নিঃস্পৃহ, নিষ্কাম সাধুসকল পরম পুরুষার্থজ্ঞানে আপনার ভজনা করেন, কিন্তু নিখিল হিতসাধনতৎপর আপনি তুচ্ছ সকামজন, অকাম ব্যক্তিগণের রক্ষা করিয়া থাকেন।" সত্যসঙ্কল্প দীননাথ ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট অন্তর্যামী ভগবান্ কহিলেন—"হে বৎস! আমি তোমার হৃদয়ের সঙ্কল্প অবগত হইয়াছি। তোমার পিতা রাজ্যভার তোমার করে অর্পণ করিয়া পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইবেন। তুমি ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সহস্র রাজ্যপালন করিবে। যদিও বিমাতা সুরুচি তোমার প্রতি হিংসাপরবশ ছিলেন তোমার হৃদয়ে তৎপ্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি না থাকিলেও আমার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও দোষাচরণ আমি সহ্য করি না। তোমার প্রতি সুরুচির ঈর্ষাভাবহেতু তাহার তনয় উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া বিনষ্ট হইবে এবং সুরুচি পুত্রের অদর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। রাজ্য উপভোগের পর পুনঃ আমার পরিচর্য্যায় তোমার আত্মা নিযুক্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া আপনার ধামে গমন করিলেন। প্রজাসকল দূর হইতে ধ্রুবকে দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে রাজসন্নিধানে প্রত্যাগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে দেবর্ষি নারদের বাক্য তাঁহার স্মরণ হইল এবং পুত্র দর্শনার্থ উৎসুকান্তঃকরণে ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ ও অমাত্য বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণখচিত রথারোহণ পূর্ব্বক রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলার্থ অসংখ্য শঙ্খ-দুন্দুভি বংশীধ্বনি ও বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষীদ্বয় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের অনুগমন করিলেন। উপবনসমীপে ধ্রুবকে দর্শন করিয়া রাজা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, পুত্রও পিতা-মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। রাজপুরের প্রত্যেক প্রাসাদ, রাজপথ এবং উচ্চ দুর্গোপরি রম্য ভূমিকা-সকল চন্দনধারা চর্চ্চিত ও কুসুমপুঞ্জে সুশোভিত হইল। রাজা উত্তানপাদ অত্যন্ত স্নেহবশতঃ স্বর্ণখচিত সুবৃহৎ ভবন ধ্রুবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রাজা উত্তানপাদ অশেষ সদ্গুণসমূহে বিভূষিত, প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইলেন এবং পরে তাঁহার বিবাহ দিলেন। উত্তম চিরকুমার থাকিয়া একদিন মৃগয়া গমন করিয়া অরণ্যমধ্যে বলবান্ যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হন; তদীয় মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানার্থ অরণ্যে গমন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ধ্রুব স্বীয় ভ্রাতার এরূপ নিধন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধান্বিত হইয়া জয়শালী রথারোহণ পূর্ব্বক যক্ষভবন অলকাপুরে যাত্রা করিলেন। হিমালয় কন্দরে রুদ্রানুচর ভূতগণ-সেবিত এবং গুহ্যকসঙ্কুল এক পুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পুরী-সমীপে উপস্থিত হইয়া ধ্রুব মহারাজ শঙ্খধ্বনি করিলেন। মহাবলশালী অসংখ্য যক্ষসেনাগণ সসজ্জ হইয়া ধ্রুবকে আক্রমণ করিল। ধ্রুবের ধনু-নিক্ষিপ্ত উগ্র শরে বিপক্ষপক্ষের অসংখ্য যক্ষ ও রক্ষসেনা বাণাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সিংহকর্তৃক আক্রান্ত যূথপতি হস্তীর ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে এক গভীর শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ ও ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের ধ্বনিতে দিগন্ত পূরিত হইল এবং তাঁহার সম্মুখে রুধির, শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষণ হইতে লাগিল, গগনমণ্ডল হইতে সুবৃহৎ পর্ব্বত হইতে পাষাণ এবং মুষলবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত কালসর্পসমূহ রোষবশতঃ নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তীসমূহ চতুর্দ্দিকে উন্মত্তবৎ ধাবমান হইতে লাগিল এবং সমুদ্র সাতিশয় প্রবল তরঙ্গে স্থানসকল প্লাবিত করায় প্রলয়ের ন্যায় গভীর শব্দ আরম্ভ হইল। ক্রূরমতি যক্ষগণের এবম্বিধ আসুরী মায়িক ভীতিপ্রদ উৎপাতে ধ্রুব বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া নারায়ণাস্ত্রে শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। গুহ্যকদিগের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া মনু মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে ধ্রুবের সন্নিধানে আগমন করতঃ শুদ্ধজীবাত্মার স্বরূপ, নশ্বরদেহের অকিঞ্চিৎকরতা কীর্ত্তন করিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ পরমার্থীদের কায়মনোবাক্যে পরমপুরুষ ভগবানের প্রেমভক্তি-সহকারে পরিচর্য্যাই একমাত্র কর্ত্তব্য

বলিলেন। অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাবে জীব স্ব স্বরূপবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া অনিত্য দেহাভিমানে প্রাকৃত বস্তুর ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং ভোগের ব্যাঘাতে বিবাদতৎপর হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশবাণী শ্রবণে ধ্রুব যুদ্ধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস করতঃ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক লোকবৎসল হইয়া ষট্‌ত্রিংশ সহস্র-বৎসর অবনীমণ্ডলে প্রজাপালনানন্তর স্বীয় পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্যশালী ধনাগার, অন্তঃপুর, সুরম্য বিহারভূমি এবং আসমুদ্র ধরামণ্ডল প্রভৃতি মায়িক বস্তুসমূহকে অনিত্য উপলব্ধি করিয়া তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে নিরত থাকিয়া শান্ত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্লোভ বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র, শ্রীভগবানের প্রিয় হইয়া পার্ষদগণের প্রাপ্য প্রকৃতির অতীত পরম আনন্দময় বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপরায়ণ উত্তানপাদ রাজতনয় ধ্রুব চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য হইলেন।

রূপানুগ পন্থা

(শ্রীপাদ শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী)

রূপানুগ বৈষ্ণবের ব্যস্ততা শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার জন্য তত নাই যত ব্যস্ততা আছে শ্রীভগবানের দর্শনযোগ্য হইবার জন্য। শ্রীভগবানের চিন্ময় নয়নের উৎসব সাধন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানই তাঁহাদের বড় কাম্য। তাঁহারা জানেন, শ্রীভগবানই দ্রষ্টা এবং জীব দৃশ্য, জীব দ্রষ্টা নহে।

যাহারা শ্রীরূপের অনুগত নহে, যাহারা সাজসজ্জায় বৈষ্ণব হইলেও কার্য্যতঃ অবৈষ্ণব; শুধু অবৈষ্ণব কেন, যাহারা কৃষ্ণকেই ভোগ করিবার ভোগবাসনা বিশিষ্ট, যাহারা সুরূপ, সুন্দর না হইয়াই কৃষ্ণদর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেই সমস্ত অপরাধী অর্ব্বাচীন ব্যক্তিই মনে করে যে, অনর্থনিবৃত্তি না হইলেও, কামিনীর ভোক্তা সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে নিস্তার না পাইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণকামিনীর বিষয় অনুশীলন করা চলে। তাহারাই মনে করে,— পায়খানা ও আস্তাকুড়-সদৃশ দুর্গন্ধ মলিন হৃদয়ক্ষেত্রেও কাঞ্চনসদৃশ অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম আসিয়া আবির্ভূত হইবেন। তাই তাহারা নিজেরা প্রস্তুত না হইয়া, সুসজ্জিত, সুন্দর না হইয়া মলিন হৃদয়ের দুর্গন্ধ আস্তাকুড় ও বিষয়-ভোগ-পিপাসার পুরীষাগার সুমার্জ্জিত না করিয়াই—গুণ্ডিচা-মার্জ্জনবিষয়ে অন্যমনস্ক হইয়াই 'ভ্রমর-গীতা' ও 'রাস-পঞ্চাধ্যায়' লইয়া মত্ত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। তাহাদিগকে এই সমস্ত 'এঁচড়ে'-পাকামির হাত হইতে সতর্ক ও নিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

'প্রেমের সাধন-'ভক্তি' তা'তে নৈল অনুরক্তি
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥

(কল্যাণ-কল্পতরু)

শ্রীরূপের অনুগতসম্প্রদায় কিন্তু এই 'ভ্রমর-গীতা, ও রাস-পঞ্চাধ্যায়' আলোচনা করিবার সম্যক্ অধিকারী হইবার উদ্দেশ্যে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অপ্রাকৃত ব্রজবধূগণের চরণ সরোজে আশ্রয় লইবার জন্যই লুব্ধ হইয়া তাঁহারা পারকত্বকামিনী-ভোগরূপ ভোগবাসনার মূল পর্য্যন্ত শুদ্ধবৈষ্ণবকৃপায় উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রোষিত বন্ধু-লাভের জন্য যত ব্যাকুলতা জাগে তিনি ততই রূপানুগত্যে স্বরূপে সজ্জিত হইতে থাকেন। বৈষ্ণব-নামধারী অবৈষ্ণববৃন্দ কিন্তু এসমস্ত রহস্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা মনে করে, প্রেমের রাজ্যে—রাধারাণীর কুঞ্জে তাহারাই হানা দিয়া ফেলিল আর রূপানুগগণ বঞ্চিত হইলেন। তাহারা মনে করে, প্রেমান্ত্র-মুকুল তাহারাই খাইয়া ফেলিল আর রূপানুগ-গণ শাস্ত্রাদি ঘাটাঘাটি করিয়া শুষ্ক জ্ঞানরূপ নিষ্ফল খাইয়াই জীবন শেষ করিয়া দিল। তাহারা মনে করে—স্বারসিকী সেবা করিয়া তাহারাই কৃতার্থ হইল, 'মান-মাথুর' গাহিয়া তাহারাই কাঁদিয়া ভাসাইল, নাচিয়া কুদিয়া অশ্রু পুলক-কম্পের (?) বহর দেখাইয়া তাহারাই জগৎ চমকাইয়া দিল আর রূপানুগ বৈষ্ণবগণ বৃথা একটা আশাবন্ধ পোষণ করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও 'নাম-সংকীর্ত্তন' গাহিয়াই জীবন কাটাইল।

বস্তুতঃপক্ষে শ্রীরূপের অনুগত বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দিয়াও এই সমস্ত বৈষ্ণব-নামধারী অপরাধী অজ্ঞকুল শ্রীরূপের বাণী ও মহামূল্য উপদেশ শ্রবণে উদাসীন রহিল। শ্রীরূপের বাণী নামমাত্র শ্রবণ করিলেও কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন তাহারা কোনদিনই বোধ করিল না।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
ক্রমঃ॥

শ্রীরূপের এই শ্লোকটী পাঠ করিলেই ভজনের ক্রমপদ্ধতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধন-ভজনের কষ্ট স্বীকার না করিয়া সিদ্ধির কাচ কাচা বিড়ম্বনা মাত্র। অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে প্রেম ত' দূরের কথা, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির অবস্থাও আসে না। কাজেই বৃথা বাহ্যতার মূল্য কি? সত্য সত্যই যদি বস্তু লাভ জন্য আমাদের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকে তাহা হইলে ক্রমপন্থায় অগ্রসর হইলে সত্বরই ফল ফলিবে। রূপানুগ বৈষ্ণবগণ ক্রমপন্থায় অগ্রসর হইবার যত্ন করেন। তাঁহারা বৃথা কাহারো দুর্লভ মনুষ্যজীবন নষ্ট করিবার পক্ষপাতী মোটেই নহেন। তাই তাঁহারা কপট-প্রেমে উন্মত্ত না হইয়া দৈন্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম-ধনকেই লক্ষ্য করিয়া সাধু ও গুরুর আনু-গত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসসহ সেবাপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

স্কুল ছেলে যেমন পরীক্ষায় কি হইবে না হইবে সে বিষয় বৃথা জল্পনা কল্পনায় সময় নষ্ট না করিয়া, পরীক্ষায় পাশ করিলে যে আনন্দ হইবে, পড়ার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া সেই ভাবী আনন্দের কল্পনা জল্পনা করিতে যেমন তাহারা মোটেই রাজী নয়, সময়ে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিলে পাশ নিশ্চয়ই করা যাইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-হওয়া-জনিত যথার্থ নির্ম্মল আনন্দ আপনা হইতে আসিবে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আশাবন্ধ তাহারা যেমন হৃদয়ে সর্ব্বদাই পোষণ করে, রূপানুগ বৈষ্ণব-বৃন্দও সেই প্রকার সিদ্ধ অবস্থার অলৌকিক ক্রিয়ামুদ্রা সাধনকালেই অনুকরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ভজন সাধনের মহামূল্যবান সময় বৃথা কপটতায় আলস্যে উদাসীনতায় নষ্ট করেন না। প্রেমলাভের অদ্বিতীয় একমাত্র পন্থা সুভজন ও সুসাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃথা এঁচড়ে পাকামিতে দুর্লভ মনুষ্যজীবন হেলায় নষ্ট করিতে তাঁহারা মোটেই রাজী নহেন।

তাঁহারা খুব ভালই জানেন যে, শ্রীভগবানের দ্রষ্টা আমরা নহি, শ্রীভগবানই আমাদিগের দ্রষ্টা। তাঁহারা জানেন, দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আমরা ইচ্ছা করিলেই লাভ করিয়া ফেলিতে পারি না; শ্রীভগবানের কৃপা হইলে, বিশেষতঃ তাঁহার একান্ত দাসগণের কৃপা হইলে তাহা অতি সহজ ও সুলভ হয়। কিন্তু কৃপা ও প্রেমের কথা আলোচনা করিতে হইবে শ্রীরূপের বাণী উপেক্ষা করিয়া, রূপানুগ-পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিতে থাকিলে বৃথা পরিশ্রমমাত্রই সার হইবে। সরল সাধনপন্থার ধার না ধারিয়া কপট প্রেম লইয়া টানাটানি করা বাতুলতা

[illegible] এর প্রেমের গান গা[illegible] হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি [illegible] কথা অপেক্ষা রূপানুগ বৈষ্ণব-গণ [illegible] নীরবভাবে লোক-চক্ষুর [illegible] হওয়ার চরণে 'রসো বৈ সঃ' প্রভুর অখিলরসামৃতসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতেই অধিক ভালবাসেন। ঐ সমস্ত লোকনিন্দক-বণিকদের কপটতা ও এঁচড়ে পাকামীর প্রশ্রয় দিতে গিয়া লোকশিক্ষক শ্রীবৃন্দাবন নিরস্তকুহক সত্যবাণীর একান্ত সেবক রূপানুগগণ কোন দিন কোন কালেও নিজভজন রূপানুগ-পন্থা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা কপট অনুকরণপ্রিয় নহেন। তাঁহারা মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। তাঁহারা দল ভারী করিয়া জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিতে জগতে আসেন নাই। মহাজনের প্রদর্শিত রূপানুগপন্থার অদ্বিতীয় একমাত্র পন্থা জগতের লোককে জানাইতে আসিয়াছেন।

এক নহে

১। গুরু ও গুরুব্রুব
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ
৩। ভোগ ও যুক্তবৈরাগ্য
৪। বৈষ্ণবের শিক্ষা ও ভোগীর উদরায়ের চেষ্টা
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম (সু ও কু)
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ ও মর্কটবৈরাগ্য
৭। বৈষ্ণবের একাদশী পালন ও স্মার্ত্তের একাদশী
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)
১০। মূল উৎপাটন ও শাখা কর্ত্তন
১১। [illegible] ও আসক্তিহীনতা
১২। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ
১৩। পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহসেবা
১৪। মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুভূতি
১৫। কাম ও প্রেম
১৬। মন ও আত্মা
১৭। বণিক বুদ্ধি ও শ্রীগুরুসেবা
১৮। জড়রাগ ও চিদ্রাগ
১৯। মায়ার দেহ ও দেহীর পরিচয়
২০। পূতনা ও যশোদা

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

—ধামভাবনী—

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ মত

(১) চৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যমঠ ... শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ ... চতুর্দ্দিকে ... আছেন। ... প্রকাশিত হইতেছে। রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি ... গোস্বামী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... কলিকাতায় ... শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। ... পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রসঙ্গ ... ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — মহোপদেশক ... আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক — ... দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমৎ ... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রীনরেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমাধাইপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অমৃতকুন্ড কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীনারায়ণী-ঠাকুরাণী (বৃন্দাবনদাস) ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রীমৎস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ফাঁসিতলা, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের পাট

কামালপুর, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

শহর খাব, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, গর্দ্দানীবাগ

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রীরূপলাল ব্রহ্মচারী এ

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৬২নং ক্ষীরোদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীপ্রদ্যুম্নানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীপ্রকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রীঅখিলেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রীভগবদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(৬০) অমৃত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমার, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীভবেক্রম দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ ম্যাষ্টার হাউস, কণ্ওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷৹
ঝাজা চাল	৫৮৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৷৹
বাগরা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
রূপশাল কোম্পানী	৪৲
সিদ্ধ বেরুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেরুণ	৩৵৹

চিনির দর

ত্রিকাটন, টাউপ	১০৷৷/৹
মনিপুর ১০০০ নং	১০/৹
মারোচোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹
কানপুর লাল	৭৷৷/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷৹
দক্ষবেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৲৷৹

পাটের দর

আবক্রে—	৪০৮৹
নিম্নতম—	৪০৮৹
উচ্চতম —	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵
স্নপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৷৹—২৷৷৵৹
পোলাউ	১৷৷৵৹ — ১৸৹
ভূষি	১৷৷৵৹—১৷৷৶৹

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামবীজা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬৷৹
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
ঝাঝা গাওয়া	৪১৮৹

সুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন হোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুবলিক ফাইন	৪৩৲
চাপরা শাখা	৫৫৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাতর সাজ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷৹—১১৷৹
শুটি খদিরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কাড় (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৲—৯৷৹
ঐ নে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯৷৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৹
নরম টী আয়রণ।	৯৷৵৹—৯৷৷৹
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ —	১৫৷৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৷৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ-	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৷৹

গ্যাঃ নাটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৵১৫—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০৷৹
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭৷৹—৮৲	হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
ষ্টিল পাটী, বোল্টু গরাদে	৮৷৹—৯৷৷৹
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৲—১০৲

ষ্টিঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের চালমণ ৫৵৹, গাটের চালমণ ৬৷৹

তুলার চালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

[illegible] ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— ::•:: —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::•::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক বৃত্তিদান

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৩৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অসুখ সারে কি না। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৲ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য; মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত আশ্চর্য্য একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনচরিত-সারে সপ্ত শত এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বহু চিত্র-সম্বলিত; প্রাচী ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে পৌর সকল সুষ্ঠু বাণী। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-কারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দের সূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ প্রকাশনী, ম্যানেজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনের ॥০	৷৶০	৷৶০	৷০	
" " টাকা ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲		১৮৲
" এক কলম ৩৬৲		

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর
শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বধামগমনিক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১০ই জুন ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৮৭]

বিবিধ সংবাদ

শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভারত ও জাপান

জাপানের প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের যে অসুবিধা হইতেছে, তাহার বিষয় তদন্ত করা হইবে বলিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতার ভারতীয় বণিক সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে এই সম্পর্কে তাঁহারা এক বিবৃতিপত্র দাখিল করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অভাবঅভিযোগের বিষয় যদি ভারতীয় বণিক-সমিতিকে জানান হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিবৃতি-পত্রের মধ্যে তাহার কথা উল্লেখ করা হইবে।

ময়মনসিংহে শিক্ষা-কর

ময়মনসিংহের মধ্যবিত্ত ভূমাধিকারিগণ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিণ্ডারশ্লির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই জেলায় বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা-কর প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিযোগ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা বলেন, পাটই এই জেলার প্রধান ফসল। পাটের বাজার মন্দা পড়াতে এই জেলার আর্থিক অবস্থা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা হইতে খারাপ। এই অবস্থায় এই জেলায় নূতন কর প্রবর্ত্তিত করিলে লোকের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তা ছাড়া, প্রজার দেয় সেসের দায়িত্ব ভূমাধিকারীর বহন করিতে হইলে ভূমাধিকারীর পক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে। এই অবস্থায় ভূমাধিকারিগণকে প্রজার দেয় সেস্‌ হইতে রেহাই দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়।

মিঃ কিণ্ডারশ্লি সকল কথা শুনিয়া বর্ত্তমানে সেস, আদায় বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে লিখিবার সময় তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন।

মহিলা আশ্রম

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বাগবাজার এবং নন্দলাল বসু লেন স্থিত মহারাজা কাশিম-বাজার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে কলিকাতা-হিন্দু-মহিলা-আশ্রমের প্রথম বার্ষিক সভা হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা মিসিসেন, শ্রীযুক্তা উজ্জ্বলা ঘোষ, শ্রীযুক্তা কিরণবালা ঘোষ, শ্রীযুক্তা কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, মৃণালকান্তি ঘোষ, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ দত্ত, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য রাজেন্দ্রচন্দ্র সরকার, রায়বাহাদুর হেমন্তকুমার মল্লিক, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, পণ্ডিত বলাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ কেশবলাল রায়, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্পেনের সমুদ্রে জাহাজ

স্পেনের সমুদ্রে যে সকল জাহাজ পাহারা দিতেছে, তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া সম্প্রতি লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ রাজদূত ভনরিবেনট্রপ ও মিঃ ইডেনের মধ্যে আলোচনা হয়। পাহারাদার জাহাজগুলির গায়ে সমুদ্র ও আকাশপথ হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, এমন চিহ্ন অঙ্কিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে "ডয়েটস্‌লাণ্ড" উপর বোমা-বর্ষণের ন্যায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে না। কিরূপ চিহ্ন অঙ্কন করা হইবে, নৌবিভাগকে তাহা স্থির করিতে বলা হইয়াছে। স্পেনের দরিয়ায় যে সকল বৃটিশ-যুদ্ধ-জাহাজ আছে, সেগুলির গায়ে বড় বড় করিয়া লাল, সাদা ও নীল দাগ কাটা আছে। কামান বসাইবার স্থানে এবং যে সকল স্থানে সচরাচর নজর পড়ে, সেই সকল স্থানে ঐরূপ চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

জার্ম্মাণ পত্রিকার মন্তব্য

বৃটেনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সম্ভবতঃ হের ভনরিবেনট্রপ শীঘ্র বার্লিনে আসিবেন। ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে, বৃটেনের প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত আলোচিত হইতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ পত্রিকাসমূহে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে বুঝা যায় যে জার্ম্মাণী কোন ঝুঁকি লইতে চাহে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "নাখট আউস গার্ডে" পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত পত্রিকা বলেন যে, কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে বিভিন্ন শক্তির নৌবিভাগের কর্ম্মচারীদের বৈঠকে তাহা লইয়া আলোচনা করিলে সুবিধা হয়, কিন্তু বলশেভিক বিমান-বাহিনী যদি কোন জার্ম্মাণ জাহাজকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে নিকটস্থ উক্ত জাহাজের সেনাধ্যক্ষ ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বৈঠকের আশায় বসিয়া থাকিতে পারেন না।

অর্থ-সচিব সম্মেলন

সম্প্রতি এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, বিহারের অর্থ-সচিব নবাব আমিন [illegible] বোম্বাইয়ে যাইয়া অর্থ-সচিব সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন না। তাহার অনুপস্থিতিতে সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য ফিনান্স সেক্রেটারী মিঃ এইচ, সি, প্রায়র আই-সি-এস বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

মীমাংসা

সম্প্রতি মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, পালঘাটে [illegible] এক বৈঠক হয়। তাঁহার সন্ধির সর্ত্তসমূহ আলোচিত হয়। এই সময় গবর্ণমেণ্টপক্ষীয় ও গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রকাশ। ফলে উভয় দলের মধ্যে লড়াই বাধে এবং [illegible] হয়।

আপোষ মীমাংসার বিষয় আলোচনার জন্য মীমাংসার জন্য একটী কমিটী বসিয়াছে। শীঘ্রই তাঁহার অধিবেশন চলিবে।

প্রকাশ যে, উভয়পক্ষ এইরূপ [illegible] স্থাপনে সম্মত হইয়াছে যে [illegible] ইতোপূর্ব্বে ১০০টী [illegible] জমা দিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা আরও [illegible] জমা দিবে। [illegible] লোকেরা [illegible] [illegible] [illegible] নবাবের [illegible] মালিক [illegible] আরও এক বৎসরকাল বাজেয়াপ্ত থাকিবে, কম্পাউণ্ড খাম্বারের [illegible] পুনরায় কার্য্যে গ্রহণ করা

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। প্রকৃতি ভক্তি ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। উপদেশামৃত ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। আদর্শ-আচার ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বিশ্বনাথের টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধুর্য ভাষা ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (অনুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (অনুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷০
৩০। শ্রীশিক্ষাষ্টক ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭। ঐ পরিক্রমা খণ্ড ৷/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনচন্দ্র ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। প্রেমামৃত ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷/০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৷/০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৷/০
৬০। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম ৷/০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷
৭২। দি এটিক ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। এসোটেরিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনবাউন্ডেড ফিলোসফি ৷
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধনপথ ৷০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশবর্ষে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গ্রথিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

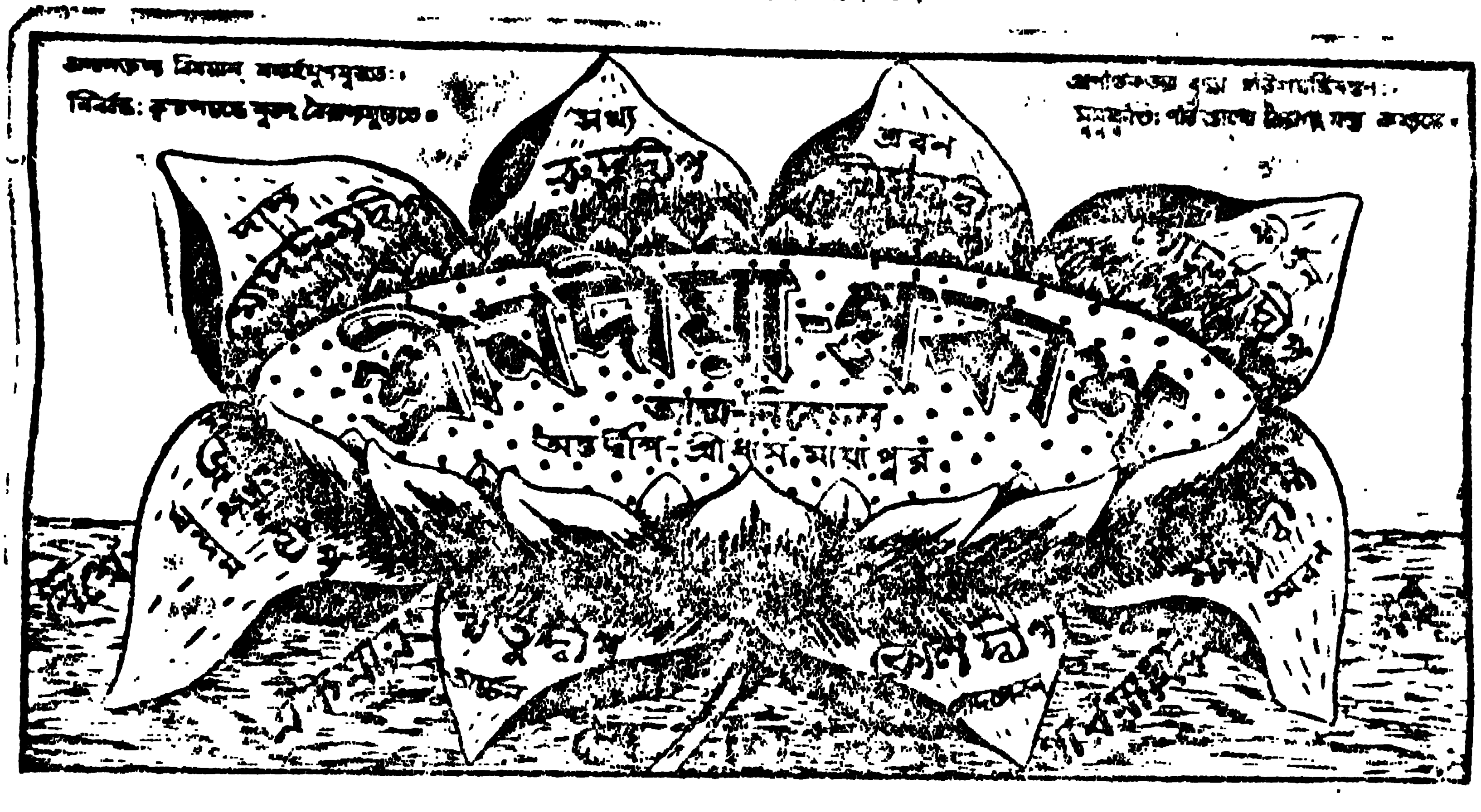

১২শ বর্ষ { ১৩ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই জুন ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } [illegible]তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু বর্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্যের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করিবার জন্য কিছুদিন পূর্বে তথায় গিয়াছিলেন। তথাকার কার্য সম্পাদনান্তে গত ৬ই জুন রবিবার তিনি শ্রীধামে প্রত্যাবর্তন করিয়া আচার্যদেবের নির্দেশমত শ্রীচৈতন্যমঠের এবং শ্রীধামের অন্যান্য মঠসমূহের যাবতীয় সেবাকার্যাদি পরিচালন ও পরিদর্শন করিতেছেন।

পুরীতে প্রচার

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজকে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান। সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীচরিতামৃত হইতে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীর প্রতি মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার কথা বিশেষভাবে কীর্তন করেন।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার লক্ষ্মীকান্তপুর নিবাসী শ্রীঅমৃতাচরণ দাস মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী প্রায় ২ ঘণ্টাকাল 'শ্রীহরিনাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞান বাস্তববস্তু। তিনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন, একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যময়ী সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই তিনি স্ফুরিত [illegible]। সেই নাম ও নামী অভিন্ন :

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি॥"

শ্রীহরিনাম করিতে হইলে সর্বপ্রথমে সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও আদেশানুসারে আমরা ভগবানের সেবা করিতে পারিলে ভগবানের কৃপাভাজন হইতে পারিব। বেদ ও উপনিষৎ [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] সদগুরু।

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

গুরুদেব প্রাকৃত [illegible] কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন। তিনি নাম-প্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বিগ্রহ। আমরা ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি আমাদের হৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য বা মহান্তগুরুরূপে আমাদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

নামতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব বিষয়ে স্বামীজী সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট বহু কথা কীর্তন করেন।

দিনাজপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী দিনাজপুর জেলান্তর্গত [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়া সম্প্রতি বালুরঘাট সাবডিভিসনে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাকে প্রচার কার্যে [illegible] সুসম্পন্নভাবে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী প্রভৃতি সজ্জনগণ প্রচারকার্যে সহায়তা করিয়াছেন। স্থানীয় বাজারে [illegible] ধারাবাহিকভাবে 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ হয়। [illegible] মহোদয়গণ [illegible] আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] প্রচারকপ্রবরকে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবার জন্য নিজ বাড়ীতে সাদর আহ্বান করেন। সেখানে দক্ষিণদেশের [illegible] রামানন্দ বিপ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন ও কথোপকথন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। [illegible] [illegible]

[illegible] মোহন [illegible] আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে একদিন চরিতামৃত পাঠ হয়। [illegible] পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহাজন পদাবলী কীর্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে উক্ত স্থানে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উৎসব

[illegible] সম্পন্ন হইয়াছে, [illegible] প্রকার দম্ভের বিজ্ঞাপন [illegible] না হইয়া নিয়ম উল্লেখ করিয়া এবং শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য, শ্রীহরি নাম প্রেমপ্রদাতা [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা এবং [illegible] যে শ্রীহরিনামকীর্তনে আমাদের সর্বমঙ্গল সাধিত হয় প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির নানাবিধ চিত্রিত পুষ্পাদি এবং বৃক্ষাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। [illegible] মহাপ্রসাদ [illegible] হয়। [illegible] [illegible] আত্মীয় [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব সেবাদির ব্যবস্থা করেন।

প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

([illegible] পদ)

[illegible] [illegible] একমাত্র [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীগোপীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] অধিকারী শ্রীরূপনারায়ণ [illegible] অধিকারী (সেক্রেটারিয়েট), শ্রীকিশোরী-[illegible] সাহা, শ্রী[illegible] সাহা, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

"গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা কৃষ্ণের ভোগ্য নহে। শ্রীমতী ও গোপীগণ [illegible] কৃষ্ণের নিত্য [illegible] সেবা হয়। [illegible] সহিত শ্রীমতীর সম্ভোগের জন্য—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও [illegible] [illegible] গৌড়ীয়গণের আদর্শ চরিত্র আপনাদিগকে [illegible] মূল [illegible] অনুগত হইয়া লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা। এই জন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধ-শাক্ত বলা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রী[illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ ত্রিবিক্রম, আদি [illegible], গৌরাব্দ ৪[illegible]

শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর

(ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ
গোস্বামী ঠাকুর)

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্ত-বৈষ্ণবের পালক। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে উদ্ধারকার্য প্রচার করিবার জন্য গৌড় দেশে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান পার্ষদরূপে ছিলেন। [illegible] [illegible] সেই [illegible] মহাশয় 'বণিক' [illegible] লৌকিক [illegible] বুদ্ধি করিলে [illegible] হইবে। তিনি [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] তিনি সাধারণ [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] দ্বাদশ [illegible] গোপাল।

[illegible] বৈষ্ণব কোন ভেদ নাই— কেবল [illegible] একজন [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] বুঝাই, [illegible] হইবে। আমরা অনেক সময় [illegible]— নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকর বৈকুণ্ঠবস্তুসমূহকে মায়িক বুদ্ধির দ্বারা অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গিয়া অপরাধ সঞ্চয়পূর্বক বসিয়া থাকি,— "[illegible] আমাদের ন্যায় কর্মফল-বাধ্য জাতির অন্যতম। কতদিন আমরা অনেক সময় সুবর্ণ বণিক্-কুল জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি—শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন আমাদের এক-একজন 'গোষ্ঠীপতি' উদ্ধারণ ঠাকুর।"

সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুবর্তন করিয়া [illegible] করেন, তবেই তিনি [illegible] সুবর্ণ বণিককুলে উদ্ভূত হইলেও সমগ্র জগতের নিকট হইতে উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব-সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু যদি তিনি [illegible] বা ব্রাহ্মণাদি কুলজাত [illegible] না করেন, তবে [illegible] সাধারণ প্রাকৃত ব্যক্তিমাত্র। সেইসকল ব্যক্তি উদ্ধারণ [illegible] বৈষ্ণবসম্মান লাভ করিবার যোগ্য নহেন। যদি কেহ [illegible] তাঁহাকে সুবর্ণ বণিককুলীয় মনে করেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তে প্রাকৃতবুদ্ধি করায় তিনি শাস্ত্র ও সাধুগণ কর্তৃক 'নারকী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক [illegible] হইবেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত বলিয়া এবং শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible]।

[illegible] নিত্য বৈষ্ণবে
[illegible]
[illegible], বৈষ্ণবাবতারে করিলে নামাদি নির্ণয়ে
[illegible]।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
[illegible]
[illegible] সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমধী
[illegible]
[illegible] নিত্য [illegible]
[illegible] হিমালয় [illegible]
[illegible]॥
(পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণবকে জাতিবুদ্ধি করার ন্যায় [illegible] আর নাই। শ্রীল উদ্ধারণ [illegible] সুবর্ণ বণিক মনে করিবে যাহারা [illegible] উদ্ধারণ ঠাকুরের কুলোদ্ভূত [illegible] করেন, [illegible] লৌকিক বুদ্ধি [illegible] নারায়ণে [illegible] করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই নরক [illegible] থাকেন।

শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ; আমার গুরুদেব—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দা-ভিন্নস্বরূপ। আমার পরমগুরুদেব যাঁহাকে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার পরমগুরুদেবের নিকট অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপ। বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিচিত্র ভাব-বিলাস। তাই বলিয়া আমার গুরুদেব কোনদিন কখনও বলেন নাই যে, 'আমি নিত্যানন্দ'। তিনি সর্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস—গৌরভক্তের মনোভীষ্টের সেবাকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অন্তরে [illegible] কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেপ্রকার আমার গুরুদেবকে নিত্যানন্দ [illegible] কিছু বলে, সেপ্রকার পাষণ্ডীর সহিত আমার মন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার না হয়।

পূর্বকালের [illegible] মানুষ অবতারে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধারণ [illegible] নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। [illegible] উদ্ধারণ নহেন। তাঁহাকে আমরা অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব।

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে লোক-চক্ষে স্বীয় বর্ণ-[illegible] ব্রাহ্মণের সুবর্ণবণিক বৃদ্ধি করেন নাই। কোনও সদ্গুরু দীক্ষা প্রদানান্তে শিষ্যকে পুনরায় 'পতিত' রাখিয়া নিজে 'পতিতপাবন' নাম ধারণ করিতে পারেন না। শিষ্যই আচার্যের প্রিয়তম পাত্র; 'শ্রী' শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানকে ভোগ প্রদান পূর্বক 'নিত্যকাল' সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করেন। শিষ্যকে শাস্ত্রে [illegible] অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের 'উচ্ছিষ্টভোজী' বলা হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শৌক্র ব্রাহ্মণের [illegible] বৈষ্ণব সার্বভৌম প্রভৃতি বা শূদ্র ব্রাহ্মণের হস্তে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতেন না, তাঁহারা ভ্রান্ত। শ্রীল গৌরসুন্দর অজ্ঞান-কর্ম-সম্প্রদায়ের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইবার জন্য সময় সময় ঐরূপ আচরণ করিলেও বুদ্ধিমান্ সারগ্রাহী ভক্তগণের প্রতি তাঁহার ঐরূপ শিক্ষা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্বক অক্ষজজ্ঞানে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ পাইতে গিয়া অনেক দুর্ভাগা বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষা কখনও পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা শাস্ত্রীয় সদাচার শিক্ষাই দিয়াছেন।

বকাসুর

——:০:——

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বয়স্যদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে পিপাসার্ত হইয়া চারণভূমির নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে জল-পানার্থ গমন করিলেন এবং গোবৎসদিগকে জলপান করাইয়া নিজেরাও জলপান করিলেন। তখন একটী অপূর্ব ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা সকলেই বজ্রপতনে গিরি-শৃঙ্গপাতের ন্যায় শব্দশ্রবণে শব্দের কারণানু-সন্ধানপর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই প্রকাণ্ড জন্তুবিশেষ দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ জন্তুটা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের নিকটবর্তী হইতে থাকিল। তখন সকলে প্রাণীটাকে বৃহৎ বক জানিতে পারিলেন এবং ভীত হইলেন। কিন্তু সহসা কংস-প্রেরিত বককপী এ অসুর বৃহৎ তুণ্ড বিস্তার করিয়া [illegible] বালকৃষ্ণকে গ্রাস করিল। শ্রীবলরাম প্রভৃতি উপস্থিত সকল বালকগণই আকস্মিক বিপদ্দর্শনে প্রাণ-সমান অগ্রজের প্রাণনাশ হইল মনে করিয়া [illegible] হইলেন। [illegible] বকাসুর কংসাদির [illegible] মানসে কৃষ্ণচন্দ্রকে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ভগবানের আশা দুরাশা হইল [illegible] অগ্নির ন্যায় বকাসুরের তালু-দেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অসুর অসহ্য যন্ত্রণায় [illegible] বক তখন বালকৃষ্ণকে অক্ষত অবস্থায় মুখগহ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল এবং পুনরায় যখন নন্দ-নন্দনকে গ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিল তখনই নিশ্চয়ের অসুরের চঞ্চু ধারণ করিয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় আকাশে নিক্ষেপ করিলেন; ফলে অসুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। [illegible] এই লীলাদর্শনে বালকগণ মৃত-[illegible] জীবনপ্রাপ্তির ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তখন আকাশ-পথে থাকিয়া পুষ্প-বর্ষণ, শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্র-পাঠে দেবদেবের পূজা করিলেন

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের ঐ লীলাদর্শনের অযোগ্যতা থাকিলেও জড়জগতে ঐরূপ ভাবাদর্শের অভাব নাই। চলিত কথায় লোকে বলে যে—'বকঃ পরমো ধার্মিকঃ।' বক একটা পাখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজন্তু উহার আহার্য। সেই আহার্য সংগ্রহের জন্য বক জলাশয়ের নিকট সাধুভাব ধারণ করিয়া পালক ইত্যাদি গোপন করিয়া একাগ্রমনে ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় অবস্থান করে। নিরীহ জল-জন্তুগণ সেই শত্রুকে মৃত বস্তু জানিয়া নির্ভয়ে যখন বকের নিকট আগমন করে, তখন 'ধর্মধ্বজ' বক অতর্কিত মৎস্যগণকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। আমরা মানুষ,

আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ বক স্বভাব-বিশিষ্ট সর্ব্বস্ব মহাপুরুষ অনেকেই আছে। তাহারা বাহিরে সর্ব্বত্যাগী, নিরস্ত ব্যক্তির পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া নিরীহ জনগণের নিকট আপনাদিগকে সংসার নির্লিপ্ত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। সরল ব্যক্তিগণও অকপটে উপরিউক্ত মিথ্যা-সাধুদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ অর্থাদি দ্বারা সেবা করেন। কিন্তু সাধু নিন্দা বকরূপ অসৎ-সকল গৃহস্থবর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিকন্তু তাহাদিগের ভক্তিরূপের তুলনা স্বরূপ হয়। উক্ত বকাসুরগুলি বাহ্যত্যাগের চিহ্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী। তাই বলিয়া বিরক্ত পুরুষের বেশগুলি আদরণীয় নহে, অধিকন্তু প্রকৃত বিরক্ত মহাজনগণই আমাদের সেবা। যাঁহারা বেশ [illegible] তুলসী মালা [illegible] করেন না, তাঁহারা যদি বলেন, যে ব্যক্তি বাহ্যত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কোনরূপ [illegible] নাই [illegible] ব্যক্তির দম্ভ [illegible] অপরাধ হয়, উভয়ের বুদ্ধিমান সকল ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, বিরক্ত পুরুষের আচরণে কোনরূপ দোষ নাই। যেহেতু তিনি বিরক্ত বেশধারণ করিয়া, কামিনী ও প্রতিষ্ঠায় তাঁহার আসক্তি নাই। যদি আসক্তি দেখা যায় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বক অথবা বানরের ন্যায় বিরক্ত সাধু বলিব। কেন না, দোষী ব্যক্তির দোষবর্ণনায় তাহার নিন্দা হয় না, বরং উপকারই হয়। কিন্তু হায়! কাল কলি; কলির মোহে পড়িয়া সাধুগণেরও অধিকাংশ পণ্ডিতগণের আর এইরূপ নির্দ্দোষ বাক্য অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির দোষ ও প্রকৃত গুণবানের গুণবর্ণনা সহ্য করিবার শক্তি অল্প। তাই আজ সাধুগণের [illegible] বিস্তার হইতেছে। যেন সাধুগণের আদরে আমরা বাস্তব [illegible], কিন্তু প্রকৃত সাধুগণ—যাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলে মায়াবদ্ধ জীব আমরা অনায়াসেই মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি—তাঁহারা [illegible] হইতেছেন। হায়! হায়! অপরাধী আমরা আমাদিগের গতি কি হইবে? হে ভক্তপাদ ভগবান! আজ আমরা মোহজালে পড়িয়া! আমাদিগকে প্রকৃত সাধুগণের সন্ধান করিবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করুন। জীব আমরা—তোমারই নিত্যদাস; আমরা তোমাকে ভুলিয়া কষ্ট না কষ্ট পাইতেছি! তাই জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার সেবায় ব্যাকুল হই। কিন্তু প্রভো! সে পথ কণ্টক বহুল চিহ্নধারী বা চিহ্নহীন দুষ্ট সাধুগণ বকাসুরের ন্যায় আমাদিগের ভক্তিজীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে

"ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি"

শ্রীকৃপাস্বরূপ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইহজগৎ হইতে অপ্রকটলীলার অকস্মাৎ অজ্ঞান-লীলা-প্রকাশে প্রবল-বাত্যা-চালিত বিপদসঙ্কুল মহার্ণবে কাণ্ডারীবিহীন অর্ণবযানস্থ গতি-বিহীন নিরুপায় আরোহিগণের ন্যায় যখন গৌড়ীয়মঠাশ্রিত মঠবাসী ভক্তগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ মহান [illegible] দুঃখ-পাথারে [illegible] কে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান [illegible] [illegible] সরস্বতী দ্বারা চৈতন্য-কর্ত্তৃক মায়া [illegible] এবং [illegible] করিয়া আপনার [illegible] পূর্ণোদ্যমে পরিচালিত করাইয়া শ্রী [illegible] গৌড়ীয় মঠের সেবা নিয়োগ করত মায়াজাল হইতে উদ্ধার করিলেন, [illegible] করিতেছিলাম, [illegible] সেই সময় শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার জন্মস্থলীতে [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিলষিত নিত্য [illegible] পরমহংস আপনাকে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ গৌড়ীয়সম্প্রদায় সংরক্ষক গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর-রূপে [illegible] সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্ববাসী সজ্জনবৃন্দের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। এই পরম শুভজনক সংবাদ পাইয়া আমরা সকলেই পরমানন্দাপ্লুত হইয়া আপনার মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্মে এই অতি সংক্ষিপ্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত আমাদের ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর! আপনার দুর্লভ [illegible] অনন্ত গুণাবলী বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের নাই। তথাপি আমরা ক্ষুদ্র জীব [illegible] আপনার গুণাবলী নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তবে আমাদের আন্তরিক ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলির অল্পরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিবার প্রয়াস করিতেছি মাত্র।

হে নিত্যসিদ্ধ মহাজন! শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আপনি শৈশবকাল হইতেই আপনার [illegible] রুচি, বিষয়-বিরক্ত [illegible] কুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-পালন, শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগ যুক্তবৈরাগ্যের সম্যক্ সেবাময় পরম আদর্শ স্থাপন, শ্রীস্বরূপদামোদর [illegible] ন্যায় বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা, মায়াবাদাদি-কুমত খণ্ডন-দক্ষতা, হরিকীর্ত্তনে স্বতঃসিদ্ধ কণ্ঠমাধুর্য্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ইত্যাদি আপনার অনন্য প্রকার অপ্রাকৃত গুণাবলী অনেক নিষ্কপট ও আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণকেই চিত্ত হরণ করিয়াছে। অনন্তগুণসম্পন্ন আপনি জয়যুক্ত হউন!

হে জগদ্গুরো! আপনার স্বতঃপ্রকাশ আচারবান্ মহাত্মা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর নাই এবং ঐ প্রকার বিমল-নিষ্ঠ মহা-পুরুষ আমি কখনও দেখি নাই' এই সকল [illegible] বাণীর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। 'আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥' এই বেদবাক্য-প্রমাণে সর্ব্বাদিসম্মত। আপনার [illegible] লোকশিক্ষার্থ প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাকালে সমস্ত [illegible] প্রকার [illegible], তাঁহার হইতেছে বলিয়া যথন অনুভব নিত্য বোধ হইলেও অবশেষে আপনার [illegible] জ্যোতির্ময় [illegible] প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া বিশ্বময় [illegible] করিবে ইহা ধ্রুবসত্য।

হে শ্রীরূপানুগ প্রবর! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "বাঞ্ছা নাহি [illegible] থাকিবে, সদা এই নাম", "আমাকে প্রাকৃত বেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাস্তবের দাস্য পরিহার করিয়া কোন অন্য চিন্তাতে পতিত না হই" ইত্যাদি উপদেশ সম্পূর্ণ ভাবে পালন নিমিত্ত আমাদের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও নিষ্কপট কল্যাণকামী আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগলে আমরা যেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সম্পাদনে আমাদের এই [illegible] করিতে পারি, ইহাই আপনার কোটিচন্দ্রশীতল শ্রীচরণ কমলে ও আপনার একান্ত অনুগত বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ভবদীয় অহৈতুক-কৃপাপ্রার্থী

বোম্বে গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ —

শ্রী [illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible], Dossabhai S. Dalal (দোসাভাই এস দালাল), শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী, Raghab Chaitanya Das Brahmachari, শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দানন্দ দে, Sadananda Das Brahmachari (Alias Ernst Georg Schulze).

শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি

হে শ্রীমদাচার্য্যবর! নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম-পরাগ বিভূষিত এবং শ্রীমদ্ গৌড়ীয়মঠের দশমাধ্যক্ষ আপনি শ্রীশ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] আচার্য্যাসনে কৃপাপূর্ব্বক গৌড়ীয়-আসনে উদিত হইয়া নিত্যশ্রী সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন; সুতরাং আমরা [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] ও গৃহস্থ সেবকবৃন্দ [illegible] সমভিব্যাহারে আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আমাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হে সকল পরমহংস আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল [illegible] আপনি [illegible] ও অকিঞ্চন [illegible] কৃপাবশতঃ [illegible] শ্রীরূপ-রঘুনাথের [illegible] পরিপূরণকারী এবং মায়ামুগ্ধ সংসার দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণকারী। হে জগদ্গুরো, এই জগতে অবিদ্যা অন্ধকারে আপনি স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্কের ন্যায় উদিত হইয়া আমাদের সকল দুঃখ এবং মোহান্ধকার দূর করিতেছেন। এমন কোনও পাপী তরাইতে নাই—এমন কোনও সংসার চক্রকে ভুলিবে নাই—কোনও মনুষ্যদেবতার নাই যা নাকি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন একটি কণা হইতেও ভারী হইতে পারে। হে গুরুদেব! আপনার শ্রীচরণে এই কৃপা প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবকরূপে থাকিতে পারি। [illegible] [illegible] মহাভাগবত [illegible] কাহারও [illegible] পদপল্লবধারী শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রেষ্ঠজন। আপনি শ্রীল রঘুনাথ-দাসের মনোভাবের শিক্ষাগুরুরূপে। [illegible] প্রতাপ বুদ্ধির [illegible] এবং [illegible] প্রাকৃত সহজিয়াদের [illegible] মোহপাশে হইয়া [illegible] মহাবোধের পথে [illegible] দেখিয়া আপনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] করিতেছেন।

হে আচার্য্য [illegible] আমাদের [illegible] পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর [illegible] জয়।

([illegible] হইতে প্রাপ্ত)

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীমন্দিরে [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক — [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩ [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] মহোপদেশক [illegible] [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্‌গোপাল দেবশর্ম্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্দির [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গোস্বামী দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গদাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫ । সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ধ্যান গৌড়ীয় মঠ

রাতুপুর (শ্রীগৌর [illegible] নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮ । ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদড়াল, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গ প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক [illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) বালিয়াটি গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ গোস্বামী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীমদ্[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]পুর ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

[illegible], মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বাদগা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বাদগা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ - [illegible],

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) থানেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক- শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে

রক্ষক— শ্রীঅখিলেশ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক —পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫ । ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক- শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— [illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত জনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দদাস ব্রজবাসী [illegible]।

(৬০) অমানি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমানি, [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঙ্‌, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রী[illegible]র সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকমল গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মন্টার হাউস, কণ্‌ওয়াল-গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

টেলি—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক— ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালামখানি	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

বিস্কাইন, টাইপ	১০॥৶০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৶০
মারহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥ ৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আধ্মে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৶০—৫।০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
মুন্সীগঞ্জ	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	২০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিয়ালা	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আবেদ তোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আবেদ করকচ	৪০৲
করাচি পুরাতন ফাইন	৪৩৲
চাপরা পাথা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পানের মশলা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০ ১১।০
গুটি সিরিমল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৲—৯।০
ঐ বেশী ৪ পঞ্চা ওজন	৮৲—৯।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
ষড়পা টী আয়রণ	৯।৶০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩-১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, বোল্টু গরাদে ৮।০—৯॥০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯৲—১০

মুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

পাটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদির খরচ মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২ ১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচলিত। ইহার গুণ সম্বন্ধে কালোজ্বর নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার পালক ও জ্বর। বড় বোতল ১৸০ আনা, ছোট বোতল ৸০ আনা। পাইকারি দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড চায়না বাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলিয়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৷০	।৵০	।৵০	।০
" " টাকা ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অপূর্ব্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীবনচরিত-শাস্ত্র পাঠ করুন এই বিরাট, আকর ও আকরাদি বহু মানচিত্র ও বিচিত্র চিত্রসম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও অন্য কয়েকজনের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর- হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের প্রকাশিত
আকরগ্রন্থ
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১১ই জুন, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৮৮]

বিবিধ সংবাদ

বৃটেনের প্রস্তাবের উত্তরে ইতালী

গত ৫ই জুন গভীর রাত্রিতে জানা যায় যে, কাউন্টাকয়ানো বৃটিশ-রাজদূত স্যার এরিক ড্রামণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবের ইতালী যে উত্তর দিয়াছে তাহা তাঁহার হাতে দেন।

উত্তরে বৃটেনের প্রস্তাবের দুইটী দফা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যথা ইতালী নিরপেক্ষতা-কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে এবং স্পেনের দরিয়ায় নিরাপদ অঞ্চলের বিস্তৃতি সাধনের প্রস্তাবে ইতালী সম্মত। প্রস্তাবের তৃতীয় দফা অর্থাৎ ভবিষ্যতে অবরোধকালীন নিযুক্ত চারিটী শক্তির মধ্যে কেহ আক্রান্ত হইলে অবিলম্বে চতুঃশক্তির বৈঠক ডাকিয়া পরামর্শ করা সম্পর্কে ইতালী এখন কিছু বলিতে চাহে না। ঐ প্রস্তাব কার্যকরী হইবে কি না তৎসম্পর্কে ইতালী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে।

আর্ক ডিউক অটোর আবির্ভাব

ভিক্টোরিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আর্ক ডিউক অটো উত্তর-স্পেনে বিদ্রোহীদের এলাকায় কালিষ্ট স্বেচ্ছা-সৈনিকদের ন্যায় রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিলে হাপসবুর্গ রাজবংশধরগণ স্পেনের সিংহাসন দাবী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, বিদ্রোহী-মহল তাহা অস্বীকার করিয়াছে।

আর্ক ডিউক অটো বিস্কো উপসাগরের উপকূলবর্তী লিকেইটোস্থিত পল্লীভবন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা এই পল্লীভবনের অধিকারিণী এবং এই স্থানেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল।

স্পেনের সিংহাসনে রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের ভ্রাতা ডনকার্লোর বংশধরদিগের দাবীর সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল কালিষ্ট নামে অভিহিত।

সীমান্তে অভিযান

গত ৫ই জুন রাত্রিতে মাদামীর ছাউনীতে গোলাগুলী বর্ষিত হয় এবং রাজাক ও ডামদিল ছাউনীতে গুলী বর্ষিত হয়, কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ব্রিগেডিয়ার মিঃ মেনার্ডের নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেড-বাহিনী মাদামীর ছাউনীর দিকে অগ্রসর হয় এবং সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকার মধ্যে সাবানী আফগানদের উৎপীড়নের দাবানী-মারাই স্থানটী দখল করিয়া অধিকার করে। বাবানী নাবাই অধিকারের পর বান্নু-ব্রিগেড জানাতান্দ দিকে অগ্রসর হয় এবং উহার তিন মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া তথায় একটি ছাউনী বেলা তিন ঘটিকার মধ্যে স্থাপন করে। প্রথম ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেড বাহিনী বেলা আড়াই ঘটিকার মধ্যে মাদামীতে প্রত্যাবর্তন করে। দিনমানে কোনরূপ বাধা শত্রুপক্ষ দেয় নাই। সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারারের প্রথম ব্যাটালিয়ানের ই, এম নামে সৈনিকটী ৬ই জুন আহত হইয়াছে।

সিনর মুসোলিনীর নূতন সম্মান

হের হিটলার সিনর মুসোলিনী ও কাউন্টাকয়ানোকে "গ্রাণ্ড ক্রস অডার অব দি জার্ম্মাণ ঈগল" পদবীতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহা জার্ম্মাণীর অন্যতম উচ্চতম সম্মান। একমাত্র পুনঃ এই পদবীর সৃষ্টি হয় এবং একমাত্র জার্ম্মাণীর হিতকামী বৈদেশিকদের জন্যই এই পদবী সংরক্ষিত রাখা হয়। সিনর মুসোলিনী ও কাউন্ট কিয়ানোই সর্ব্বপ্রথমে এই উচ্চতম সম্মান লাভের অধিকারী হইলেন বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের বন্দোবস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ও আসাম ডিষ্ট্রিক্ট মিলিটারী হেড কোয়ার্টারের সম্মতি পাওয়া গেলে জুলাই মাস হইতেই সামরিক শিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ্যবিষয় গুলির অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে, এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম এ বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। মিলিটারী হেড কোয়ার্টাস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সী ও আসাম ডিষ্ট্রিক্ট জি ও সি'র পরামর্শ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বেঙ্গলার অফিসার সামরিক বিদ্যার অবশিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষা দিবেন,—এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে।

কামান আবিষ্কার

মার্গেরিট (আসাম) ফরেষ্ট-অফিসের এলাকায় যে দুইটী প্রাচীন যুগের কামান পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরাংশের লেখগুলি পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন আসামের উচ্চ, প্রসিদ্ধ [illegible] কামানগুলির গায়ে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বাক্যাংশ খোদিত আছে:—

১। আমীর সা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আমীরের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

২। সৈয়দ আলেম দারোগার অধীনস্থ সর্দার আলী খান ১০৭৬ হিজরীসাল। কামান দুইটি গাঢ় নীল রঙে রঞ্জিত।

বাবা গুরুদিৎসিং

লাহোরে রায়বাহাদুর রঘুনাথ, সৈয়দ মোহন সা এবং মিঃ মৃদুলিতকে লইয়া গঠিত পোলা ইলেকসন ট্রাইবুনালের কোমাগাটামারু-পোতী বাবা গুরুদিৎ সিংয়ের আবেদনের শুনানী হয়। বাবা গুরুদিৎ সিং দক্ষিণ-অমৃতসর শিখ-নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত পরিষদের সদস্য সর্দার প্রতাপ সিংয়ের নির্বাচনে আপত্তি করিয়া আবেদন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সর্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের জ্ঞানী শের সিং, সর্দার কিষণ সিং এবং অন্যান্য কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

ময়মনসিংহে শিক্ষাকর

শিক্ষাকরের প্রতিবাদে ময়মনসিংহ জেলার গোয়ালন্দপুর থানার এলাকাধীন এবং পূর্ব্বদী ইউনিয়নের অধিবাসী প্রজাবৃন্দের এক বিরাট সভা হয়। শিক্ষাকর দানে জেলাবাসীদের অসামর্থ্য জানাইয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অভিযোগ

[illegible] মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত, - সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম খণ্ড পর্য্যন্ত - ২৮৲
দশম খণ্ড— ৩৲
শ্রীমদ্ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible] ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ আলবর
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বাঁধা টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা ([illegible] টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীজীব কেবল মাধ্ব নাগা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ)
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। শ্রী প্রমাণ খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। [illegible] ৵০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। [illegible] পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনাষ্টক ৴
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। প্রমেয় বিবেক ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৫৯। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬০। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible] বিজয়ষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠাপাদিচয়ঃ
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৵০
৮৩। [illegible] ৴
৮৪। [illegible]

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিমৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

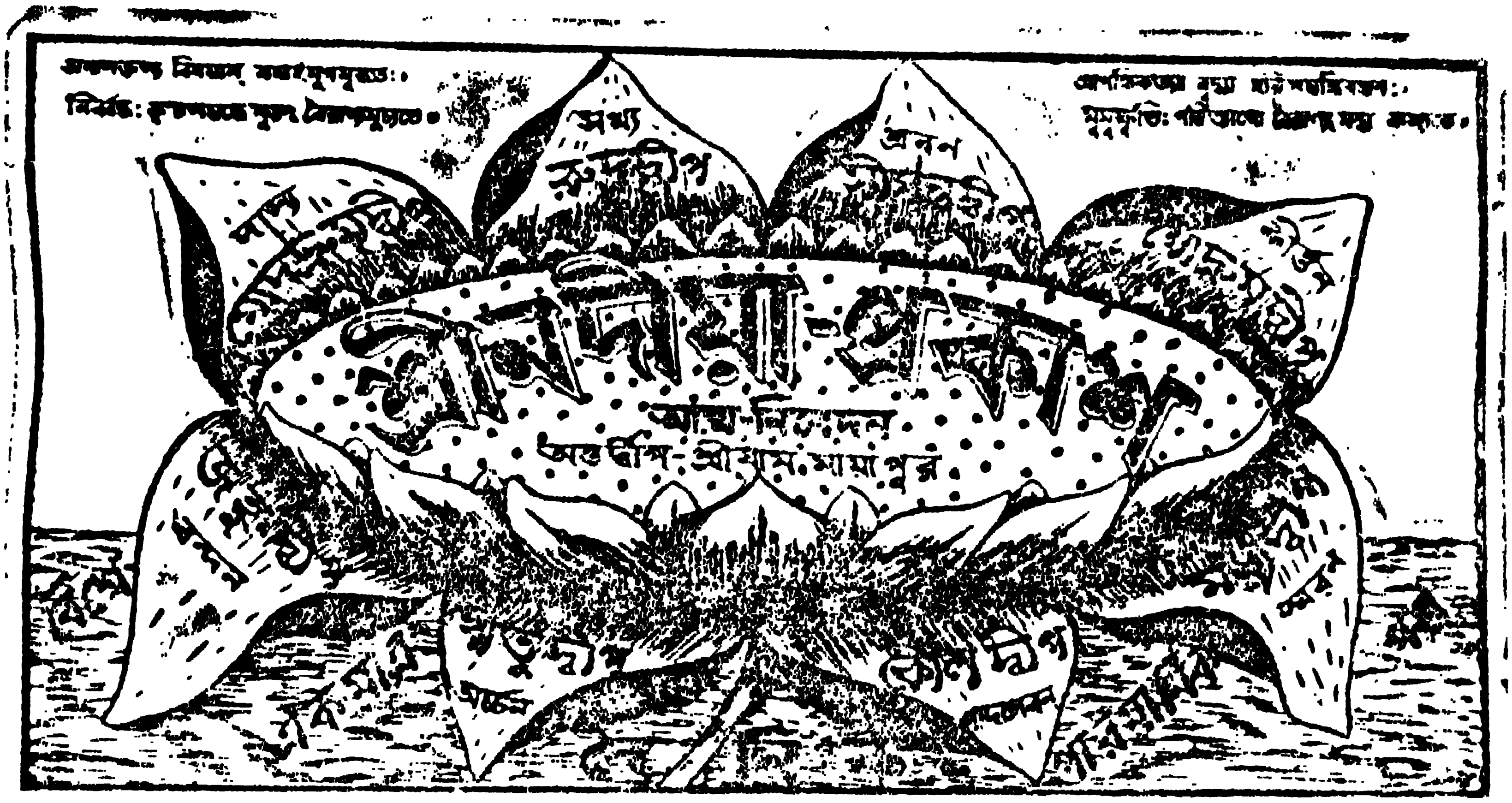

১২শ বর্ষ　১৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১১ই জুন ইং ১৯৩৭, শুক্রবার　৮৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:•:—

শ্রীধামদর্শনে

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর পূর্ববঙ্গে শুভাগমনে এবার ঢাকা প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—কৃষ্ণকথা ভজনপদ্ধতির কথা বিপুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

গত ৭ই জুন সোমবার ঢাকার জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা এম, এস সি, বি এল মহোদয় এবং ৮ই জুন মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীধামের মঠমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিয়া এবং মঠবাসী ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীধামতত্ত্ব ও শ্রীধামেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে শ্রীযোগপীঠস্থ ভক্তগণের আগ্রহে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগ-তীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ হইতে মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রসঙ্গ একঘণ্টা কাল পাঠ করেন।

উক্ত প্রসঙ্গ পাঠ কালে কাশীবাসী, মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসামান্য দৈন্যলীলা, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ দ্বারা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের চিত্ত হরণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] মায়াবাদিগণের উদ্ধারের জন্য যে দৈন্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, মহাপ্রভুর দৈন্যের সুযোগ লইয়া যদি কেহ তাঁহাকে হীন মনে করে তবে তাহার নরকগমন হইবে, কৃষ্ণভক্তের আচার প্রচার-লীলাপালক শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় উদার নিষ্কপট [illegible] শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিখিল লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও, বিমুখ বঞ্চিতের প্রতি কৃপা ও তাঁহাদিগকে উন্মুখ করিবার জন্য যে দৈন্য-লীলা, উহার তাৎপর্য্যজ্ঞানাভাবে যদি কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজীব মনে করে তবে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ', 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যানুসারে গুরুবৈষ্ণবাপরাধে নরক লাভ হইবে এবং কৃষ্ণভজনই যে বদ্ধজীবের একমাত্র প্রয়োজন বিষয় তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজনপদ কীর্ত্তিত হয়।

পুড়ায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পুড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে দুর্গাবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদলাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বিষয় ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা বিষয় কীর্ত্তন করেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার চাঁদপুর নিবাসী শ্রীনলিনীরঞ্জন মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা কীর্ত্তন করেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতের—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

এই শ্লোক আলোচনা করেন। স্বামীজী আরও বলেন, যে সকল জীব 'বস্তু সম্বন্ধীয়' বস্তু হইতে চ্যুত হইয়া 'কর্ত্তাহম্' বুদ্ধি দ্বারা মায়ায় [illegible] হইয়া এই সংসারে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারাই অবৈষ্ণব। যাঁহারা নিজের স্বরূপ ও ভগবানের স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব।

অম্বিকাতে উৎসব

অম্বিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে সেবা পূজা ও পাঠকীর্ত্তনাদি প্রত্যহই অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত [illegible] তৃতীয়া দিবসে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবোপলক্ষে উপস্থিত বহু ব্যক্তির নিকট সন্ধ্যায় শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেবার আদর্শ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীপাদ অনন্তবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর হরিকথা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অনুগত থাকিয়া উপদেশ পালন করিলে আমাদের অমঙ্গল অনায়াসেই কাটিয়া যায়। অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করিতে হবে, সাধুর কাছে অনেকদিন হরিকথা শুনিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের মঙ্গলোদয় হইবে।

নিষ্কপটভাবে হরিনাম করা দরকার। [illegible] বিচার করিবে না। শুধু নিষ্কপটে [illegible] সঙ্গ থাকিলে চলিবে না, সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে। হরিনামের কালাকাল বা স্থান অস্থান বিচার নাই।

'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥'

শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় হরিসেবা করিতে হইবে। তাঁহাদের দেহ প্রাণ দিয়া হরিনাম না করিলে হয় না।

[illegible] আরও অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রায় প্রত্যহই সমাগত সজ্জন ও মঠবাসীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার চেতনময় বাণী ও আদর্শ চরিত্র সকলেরই গুরুগৌরাঙ্গের চরণে রুচি বৃদ্ধি করে।

"গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরম ভোগ্যের পরস্পর সুখতাৎপর্য্যই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে প্রকৃতি-জ্ঞানে মূল প্রকৃতিগণের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা। এইজন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধ শাক্ত বলা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ ত্রিবিক্রম, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫১

আচার্য্য

—:০:—

যদু—ভাই মধু, গৌড়ীয়মঠ গুরু সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেছেন তাহা অভিনব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন, জগতে গুরু বা আচার্য্য মাত্র একজন। [illegible] নহেন, নরাকৃতি [illegible] মানব! কিন্তু আমরা ত' একেবারে তাহা শুনি নাই? আমরা জানি, যিনি কুলরীতি অনুসারে মন্ত্র ও দীক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মর্য্যাদা মনুষ্যই গুরু। [illegible] বল?

মধু—হাঁ! তোমার এই ধারণা কতকটা ঠিক। তাঁহারা লৌকিক ও কৌলিক গুরু বটেন। গুরু অনেক-প্রকার হইতে পারেন; যেমন পাঠশালার গুরু, বাদ্যশিক্ষার গুরু, লৌকিক গুরু এবং পারমার্থিক গুরু ইত্যাদি। তবে গৌড়ীয়মঠ ইঁহা হইতে [illegible] গুরুর কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, কৃষ্ণপদাশ্রয়কারী বা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারেন এমন গুরুর কথা—যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-প্রপন্ন, যিনি সকল মঙ্গলের আলয় ও সর্ব্বজনাশ্রয়।

যদু—ভাই মধু, তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা মোটা বুদ্ধির লোক, এ'কথাটা একটু সহজ করিয়া মোটামুটি বুঝাইয়া বল।

মধু—ভাই, এসব কথা বুঝা মোটা বুদ্ধি বা সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ নয়। জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা ধন-জনাদির দ্বারা এসকল বুঝা যায় না। ভগবৎকৃপায় নিষ্কপট অন্তঃকরণে শরণাগত হইলে সবই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। যদি শুশ্রূষু হইয়া শুদ্ধ সাধুর শ্রীমুখে এ'সব কথা না শুনি তাহা হইলে এ সকল কথার মর্ম্ম আমাদের অন্তরে উপলব্ধি হইবে না। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নিজের অহঙ্কারাদি ছাড়িয়া শুদ্ধ সাধুর আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট মনোযোগ সহকারে এ'সব কথা শ্রবণ করিয়া তদনুশীলনে যত্নপর হ'ন। গৌড়ীয়মঠ বলেন,—শ্রীগুরুদেব ভগবদ্বস্তু। তিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবানের পরমপ্রিয়তম সেবক—ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক।

যদু—এ আবার কি কথা? তবে কি গুরু আমাদের মত মানুষ ন'ন?

মধু—লৌকিক বা কৌলিক গুরুগণ আমাদেরই মত বা আমাদের চেয়ে কাল-দেশপাত্রে পাণ্ডিত্যে উন্নত মানুষ বটেন, কিন্তু পারমার্থিক গুরুদেব মানুষ নহেন। তিনি অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, জগতে ভগবানের শিক্ষা দিবার জন্য পরব্যোম হইতে ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জগতে আসিত ভগবৎপার্ষদ বা গৌরকৃষ্ণ-জন।

যদু—তাঁহাকেও ত' আমরা মানুষই দেখি।

মধু—সংসারের একরূপ মহাপুরুষ মানুষের চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হ'ন না। কিন্তু কেবল [illegible] তাঁহার স্বরূপ দর্শন হয় না। শরণাগত—শুশ্রূষু শিষ্যের নিকট তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার জগতে স্বার্থবুদ্ধি নাই, যিনি গুরু মুখে মানেন কিন্তু তাঁহার শাসন স্বীকার করেন না, তাঁহার শাসন স্বীকারমূলে আত্ম-পদের পরিবর্ত্তে যিনি [illegible] নিকট বঞ্চনা বা আত্মপ্রশংসার পাত্রী হন, তিনি গুরুদেবের সাক্ষাৎকার পা'ন [illegible] বুদ্ধি বশতঃ উক্ত আলোচনা [illegible] তাঁর অন্য পরিচয় [illegible] হন না, যে আবার শিষ্য কিসের [illegible] কিন্তু নিজেই শিষ্য [illegible] শিষ্যের পক্ষে মনুষ্যবুদ্ধি বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি নাই।

যদু—গৌড়ীয়মঠ বলেন, গুরু দশ পাঁচটা নয়। জগতে বা জগতের মাত্র একজন। [illegible] জগতে অনেক সাধু; তবে তাঁহার বরাবর বা অন্তরঙ্গে আরও দুই চারিজন সাধু থাকিতে পারেন। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ"—ইহাই তাঁহাদের কথা। এটা কি ঠিক? এটা গোঁড়ামি নয় ত'?

মধু—এটা গোঁড়ামি কিসের ভাই? এইটাই ত' খাঁটী সত্য কথা। সতী কি বলে যে, তাহার অনেক স্বামী আছে, না সৎপুত্র বলে তাহার অনেক পিতা আছে। গুরুদেবের কৃপায় যাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছে, সকলেই ভগবানের সেবক, এই জ্ঞান হৃদয়ে উদিত হওয়ায় যিনি এক পিতার পুত্ররূপে সকলকে আত্মীয় দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, জগতের একমাত্র পিতাপিতার সহিত যাঁহার সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হইয়াছে, জগদীশ্বর পুরীর জগন্নাথ-দর্শন লাভ হইয়াছে, তিনি কেন বলিবেন না, তাই 'আমার পিতাই সকলের পিতা?'—'মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ'। যাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে সেইরূপ ব্যক্তি কি কখনও বলেন যে, ভগবান্ অনেক আছেন বা গুরু অনেক আছেন? এটা কি সম্ভব? [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণব-ভাগবতানুসারী গৌড়ীয়মঠবাসিগণ বলেন, ধর্ম্মও অনেক নাই, গুরুও অনেক নাই, ভগবান্ও অনেক নাই। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয় তেমন ধর্ম্মও একটী এবং ভগবান্ও একজন। সেই ধর্ম্মের নাম আত্মধর্ম্ম, আর আত্মধর্ম্ম না হইলেই বাদবাকী সবই দেহ ও মনের ধর্ম্ম। মনোধর্ম্ম অনেক, কিন্তু আত্মধর্ম্ম অদ্বিতীয়, তবে তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। তাহা একদেশের ধর্ম্ম নয়। তাহা নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। সুতরাং গুরুসম্বন্ধে ভুল ধারণা করিলে অমঙ্গলগর্ত্তে পড়িতে হইবে।

যদু—তবে কি জগতে গুরু সব সময়ে থাকেন না, মাঝে মাঝে আসেন?

মধু—না, এরূপ কথা নয়। আচার্য্য-ধারা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। একজন না একজন ভগবৎ-প্রেরিত গোলোক-বৈকুণ্ঠের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ এজগতে সকল সময়েই থাকিবেনই থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে আরও দুই চারিজন যোগ্য বাকী যে থাকিতে পারেন না, এরূপ কথা [illegible] তবে থাকিলেও মহত্তর বৈকুণ্ঠ-পুরুষই প্রচার কার্য্য করিয়া থাকেন, আর বাকী সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। যেখানে একের সঙ্গে অপরের অমিল নাই, সেখানে আছে কেবল গুরু-গৌরমনোঽভীষ্টের ঐকতান, সবই একসুরে গাঁথা। এক কথায় সকলেই একমুখী অর্থাৎ সকলেই ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্যপর।

যদু—আচ্ছা, গুরু কি করেন?

মধু—শ্রীগুরুদেব আমাদের নিত্য-বান্ধব, জীবের জীবনস্বরূপ। এই মর্ত্ত্য-জগতে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্যপুরুষ যদি কেহ থাকেন তবে তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা আমাদের কোটি কোটি জন্মের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দেন, আমাদিগকে অপ্রাকৃত শান্তিনিকেতনে লইয়া যান। তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎসেবায় ব্যস্ত। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের পরমমঙ্গল সাধিত হয়। বৈকুণ্ঠরাজ্য হইতে যিনি না আসিয়াছেন, তিনি যদি হরিকথা বলিতে যা'ন তাহা হইলে তাহাতে ভ্রম প্রবেশ করিবেই করিবে। সেইজন্য ভগবৎ-প্রেরিত শ্রীগুরুদেব এ জগতে আসিয়া জীবের নিকট নিত্যমঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করাই—নিরন্তর ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকিয়া সকলকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহার কার্য্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই।

যদু—ভাই মধু! এরূপ গুরুর সন্ধান কি করিয়া পাওয়া যায়?

মধু—সদ্গুরু অতিমর্ত্ত্য পুরুষ, তাঁহাকে মর্ত্ত্যজীব কখনও চিনিতে পারে না। ভগবানের কাছে নিষ্কপটে কৃপা ভিক্ষা করিলে সেই নিষ্কপট ব্যক্তিকে ভগবানই শুদ্ধ সাধুগুরুর সন্ধান দেন। অতিমর্ত্ত্য পুরুষের কৃপোদ্ভাসিত ও শরণাগত সজ্জনই এই সদ্গুরুর সন্ধান দিতে পারেন। তিনি আমাদের নিকট বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু নামে পরিচিত।

আত্মমঙ্গল-লাভের পথ

(শ্রীমতী কনকলতা রায় চৌধুরাণী)

এই জগতের লোকের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যজাতি আমরা দেহমনোধর্ম্মে কতখানি আসক্ত হইয়াছি। আমাদের এই বহির্ম্মুখ জীবনের মূলমন্ত্রই একমাত্র ভোগ। কালের জ্ঞান আমরা অতি অল্পায়ুঃ, সুতরাং ইহার একটী দিনও ভোগ ব্যতীত বৃথা নষ্ট না হয়, দেহমনের ভোগের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির পথে কোন অন্তরায় না ঘটে ইহাই সর্ব্বক্ষণ চিন্তা। এই যে ভোগের আসক্তি ইহার পরিণতি সর্ব্বক্ষণ চোখে দেখিয়াও চিত্তবৃত্তির একবিন্দু পরিবর্ত্তন দেখা যায় না—এমনই বহির্ম্মুখ ও মায়ামুগ্ধ আমরা!

এই প্রকার মনোধর্ম্মের বহুমাননকারী আমরা ভগবানকেও আমাদের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির একটী যন্ত্রবিশেষ বলিয়াই মনে করি। যখনই আমাদের ভোগের কোন অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই আমাদের ভোগাবস্থার অসুবিধা দূর করিবার জন্য

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

ভগবানের শরণাপন্ন হই এবং ইহাকেই 'ভক্তি' বলিয়াও বহুমানন করি।

তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মূল বিষয়ের অবতারণা যেরূপ অসম্ভব, স্বরূপের অনুভূতি না হওয়ায় স্বরূপভ্রম অর্থাৎ বিরূপকে স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্তি ও আত্মধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞতাও সেইরূপ স্বাভাবিক। এই অজ্ঞতা—আমাদের কিভাবে দূর হইবে, সে চেষ্টাও আমাদের নাই। বিশ্বের নানা অনিত্য বিষয়ের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া, অতি দুর্লভ মনুষ্য জন্মের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছি! কত জন্ম-জন্মান্তর এইরূপ ছুটিয়া কত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি ইহার শেষ নাই। এইরূপ উদ্দেশ্যহীন হইয়া কেবলি কি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা ছুটাছুটিই করিব? আত্মমঙ্গল-লাভে একটুও সচেষ্ট হইব না কি? দেহমনের গোলামী ত' অনেক জন্ম ধরিয়াই করিয়াছি; তাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ দুঃখ ছাড়া আর কিছু ফল বলিয়া বুঝিতেছি না। এখন এই আত্মমঙ্গল কেমন করিয়া লাভ করিব? যদি বা কোনক্রমে দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে ছুটী লাভ করিলাম কিন্তু তথাকথিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ফাঁদে পড়িয়া পুনরায় ঐ ভোগ-প্রমত্ততারূপ আসক্তিতেই নিমজ্জিত হইব নাকি? তবে কি আর আমাদের আত্মমঙ্গল লাভের কোন পথ নাই?

ঐরূপ উদ্দেশ্যহীন জন্মজন্মান্তরের কোন সময়ে দৈবক্রমে আমাদের অজ্ঞান সুকৃতি হয়। সেই সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে আমরা আত্মমঙ্গল-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হই এবং সদ্গুরুর দর্শন লাভ করি। নিষ্কপটে সেই সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত আত্মমঙ্গলের সূচনা হইল। বহুজন্মের দুষ্কৃতি ও দুর্দৈব আমাকে এত সহজে নিষ্কৃতি দিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের এমনি মহিমা, যত অযোগ্যতা-সত্ত্বেও তিনি পতিতকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন। যোগ্যের প্রতি ত' তাঁহার স্বতঃই কৃপা হয়, অযোগ্যকেও তিনি কৃপা করিয়া যোগ্য, যোগ্যতর ও সুযোগ্যতম করিয়া তোলেন—ইহাই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা। এই আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণ হইয়া, নিত্য ও চিরমঙ্গল—নিঃশ্রেয়স লাভ করা প্রত্যেক মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য ও কাম্য এবং আত্মমঙ্গল-লাভের পথও একমাত্র ইহাই।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে আচার্য্যকেশরি! গৌড়ীয়গণের উজ্জ্বলতায়র পরমারাধ্যতম পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অকস্মাৎ লীলা-সংগোপন করিলে পর এই ভব-মহাসমুদ্রে পতিত দেহ-তরণী কাণ্ডারীবিহীন হওয়ায় ভীষণ দুর্বিপাকের আবর্ত্তে 'ত্রাহি, ত্রাহি' শব্দ চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইতেছিল, এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবেন, কে আমাদিগকে ভবসংসার হইতে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তায় বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মঠবাসিগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ আমরা সকলে নিরাম উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতেছিলাম, নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় সহস্র সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, এমনি সময়ে, এমনি দুর্দ্দিনে পুনরায় সহসা আশার আলোক নয়নগোচর হইল। [illegible] মাভৈঃ শব্দ ধ্বনিত হইল; আর নাই শ্রীগৌরপদকী পূর্ণিমায় কলিতমোরাশি দূরে করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী ভগবৎপার্ষদ-প্রবর আমাদের নিত্যপূজনীয় অমল সহজ পরমহংস আপনি শ্রীশ্রীচৈতন্যাম্নায় দশমাধিকারী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠান-সংঘ রক্ষক স্বপ্রকাশ আচার্য্যবর্য্যরূপে গৌড়ীয়গগনে উদিত হইয়া জীবের প্রতি অহৈতুক-কৃপা বিতরণে স্বীয় মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রজবাসী সজ্জনবৃন্দের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

এই নিত্যমঙ্গলময় শুভ সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়া অদ্য প্রণামপুরঃসরে আপনার শ্রীচরণ-সরোজে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ের আর্ত্তি, বিজ্ঞপ্তি অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি জানাইতেছি।

হে সিদ্ধান্তকৌমুদি! আপনি ভক্তিসিদ্ধান্ত-সলিলে আমাদিগকে স্নান করাইয়া পূর্ণ পূর্ণ ভাবে আজন্ম অজ্ঞান মল বিদূরিত করুন আপনি যদি এই সঙ্কটকালেও প্রচ্ছন্ন থাকেন (গুপ্ত থাকেন), যদি আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া আমাদের যাবতীয় ভার গ্রহণ না করেন, তবে এ ভীষণ বিপদ্ হইতে কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে?

হে অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারিন্ শ্রীল আচার্য্যদেব!

আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার "শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কান্তি" প্রকটিত করিয়া সেবাদানে আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনি নিজগুণে অমায়ায় কৃপা না করিলে "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, পতিত জীব আমরা কোন দিনই আপনাকে ধরিতে ও চিনিতে পারিব না। আপনার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল; শুনিয়াছি, দীনজনের প্রতি আপনার অসীম করুণা! "দয়ালুর অকৃতজ্ঞতাবিকম্পিতা সর্বৈরশু দৈন্যত্র সমাগতে সুরাঃ।" আপনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, [illegible] মৌনী [illegible]। এ সমস্ত অনন্তগুণ পরিপূর্ণ ভাবে আপনাতে বিরাজ করিতেছে। আমরা আপনার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের দুই একটীর দিগ্দর্শন করিয়া আত্মশোধন প্রয়াসী হইলাম মাত্র। করুণাময় আপনি নিজগুণে আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করুন।

হে ভগবঞ্জো! আপনি অমল সহজ পরমহংস এবং ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ। অযোগ্য, ভাষাজ্ঞানহীন মূর্খ আমরা কি দিয়ে [illegible] আপনার [illegible] করিব? আপনি নিজগুণে আমাদিগকে কৃপা করুন ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

হে গৌড়ীয়গগনের উজ্জ্বল-ভাস্কর আপনার অমল সেবা সৌন্দর্য্যের কৃপাকণা পাইলেই আমরা ধন্যাতিধন্য হইয়া যাইব। আপনিই একমাত্র বৈষ্ণবাচার পালন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট-প্রচারক। আপনার নিষ্কপট, অকলঙ্ক চরিত্রের কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে! শ্রীল প্রভুপাদ আপনার ন্যায় সুযোগ্য মহাজনকেই শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের সাক্ষাৎ আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আপনার আনুগত্যই আমাদের মঙ্গল হউক।

হে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ আপনার জয় হউক! আপনার ভাগবত [illegible] পাদের জয়। আপনার [illegible] পদ-নখ শোভা [illegible] হইবে।

যাহারা আপনাদিগকে [illegible] পরিত্যাগ করত বিষয়ানন্দী [illegible]। যায়, তাহারা পতিত, অহংগ্রহোপাসক! শ্রীভগবান্ তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী বলেন,—

"নিজ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে নহ [illegible]"

তাই আজ আমরা সংপ্রদায়, [illegible] কোটিকণ্ঠে, অনন্তকালে [illegible] বিধান [illegible] গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] করিতেছি। আপনার কৃপা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ অসম্ভব। আমরা আপনার শ্রীচরণানুগত্যে যেন শ্রী প্রভুপাদের আদেশবাণী পালন করি পারি ইহাই আপনার শ্রীচরণসরোজে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি।

কৃপাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম, শ্রীব্রজবিহারী দাস বাবাজী, শ্রীসুবোধকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, Upendra Brahmachary; Girindra Krishna Ray, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোপাল দেবশর্ম্মা, B. Tauki Proshad (Advocate) ইত্যাদি।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু গত ১৮ই মে শুক্রবার সান্ধ্যকালে মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার গুরু-সেবাময় জীবন প্রত্যেকেরই আদর্শস্থানীয়। তাঁহার শ্রীমুখে আচারময়ী [illegible] শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত [illegible] হন।

বহু কষ্টের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। এই মানবজন্ম পরমার্থপ্রদ। অন্য জন্মে ভগবদনুশীলনের সুযোগ হয় না। আমরা হরিবিমুখ, তাই মায়া আমাদিগকে দুঃখ দেয়। এখানে প্রকৃত সুখ নাই। [illegible] না করিলে কষ্টের সীমা থাকে না। দস্যারা [illegible] প্রাণে না মারিয়া বেঁধে করিয়া কষ্ট দিবার জন্য [illegible] যেমন তাহাদিগকে [illegible] হইল, মায়া জীবকে সেইরূপ [illegible] [illegible] দিতে পারিব, [illegible] কখন [illegible] এক দুঃখ; এ জগতের ক্ষণিক সুখও দুঃখই, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজন করিলে আর কষ্ট পাইতে হয় না। জীব স্বরূপে হরিভজন করিতে পারে, হরিবিমুখ নিজের [illegible] হইতে পারে। [illegible] হরিসেবা [illegible] সদ্ব্যবহার করেন। ইহাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। হরিভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন গতি নাই।

[illegible] দুঃখ নিরন্তর [illegible] সর্ব্বদা ইহাদের [illegible] নাই। তখন তাহার আর [illegible] থাকে না। বৈকুণ্ঠে গেলে আর [illegible] হয় না। সিদ্ধের —গোলোকের পথ নাই, তাঁহারা পতিতপাবন আমাদিগকে প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবা করিতে [illegible] আমরা মঙ্গল চাই। তাঁহাদের

(অবশিষ্ট ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধ ভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible] বাগবাজার, [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] প্রচার [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মহাযোগপীঠ।

রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী [illegible] দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর। নদীয়া। [illegible] সমাধি। রক্ষক — শ্রী [illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী [illegible] দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান। গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী [illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর [illegible] স্থান।

রক্ষক — শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ীঘাট (বলদেব [illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১৭) কঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তারণপুর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী [illegible] বজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী [illegible] মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রী [illegible] বি-এ

(২৪) গোপীনাথ মঠ

কমলাপুর পোঃ, ঢাকা

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী [illegible] এম, এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রী [illegible] সেবাতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী [illegible] কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহায়ণ [illegible], দার্জিলিং

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক — শ্রী [illegible] ভক্তিকুমার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, পত্রজোবাগ

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] দশাশ্বমেধ [illegible] পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তি [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেখশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং [illegible]

রক্ষক — শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রীজগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রী [illegible] বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী [illegible] দাস ব্রজবাসী [illegible]।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী [illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লাস্টার হাউস, কনওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭. লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রী [illegible] দাস অধিকারী এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রচারক — মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস [illegible] হইতে শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাতি মণ
বাদশাখানি	৬॥০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাডেক্স কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪ —৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	
খড়িপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	পাতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি সোণা	২২৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আবক্তে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬। ৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
গোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১।৵০—১॥/০

ঘৃতের দর

অন্নপূর্ণা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাতিরাম	৪৮।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

সুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ দানা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পার্ল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুঁটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

	দর প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা	৯৲—৯।০
ঐ ঐ মাকা হাল্কা ওজন	৮৲—৯।০
ঐ টাটা স্টেস উড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নরম টী আয়রণ	৯।৵ —৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০ —৯৲
টাটা গ্যাঃ করুগেট-টীন	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ পীস ।৵১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ফ্ল্যাট পাটি, বোল্ট্, গরাদে ৮।০—৯॥০

গোল রড রি-ইনফোস ও কর্নক্রিটের জন্য ৯৲—১০৲

খাঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

নটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—— :::*::: ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—— ::o:: ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার কার্য্যতি অত্যাধিক। জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অসময়ের সাথক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানা সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রোবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ... ... জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, আকরণ ও আকারে গ্রন্থ মানচিত্র ও ... চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রয় অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মন্তব্য (Foreward), গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান পুস্তকের সূচীপত্র Index Glossary। সঙ্গে গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১২ই জুন, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৮৯]

বিবিধ সংবাদ

——:০:(০):০:——

ইতালীর নৌ যুদ্ধাভিনয়

বিগত ৭ই জুন নেপলস উপসাগরে ৭০টি সাবমেরিণ সমবেত হয়। সম্ভবতঃ অত অধিক সংখ্যক সাবমেরিণ পূর্ব্বে কখনও একত্র সমবেত হয় নাই। সিনর মুসোলিনী ফিল্ড মার্শাল ভন ব্লোমবার্গকে ইতালীয় সাবমেরিণ বহর দেখান। সমুদ্রবক্ষে আটি মাইল স্থান জুড়িয়া ছই সারি সাবমেরিণ সাজানো হয়। সিনর মুসোলিনী ফিল্ড মার্শাল ব্লোমবার্গ "ডুকাচাওঁ" নামক রণতরীতে আরোহণ করিয়া সাবমেরিণের সারির মধ্য দিয়া চলিয়া যান। এক সারি ক্রুইজার ও ডেষ্ট্রয়ার তাঁহাদের অনুসরণ করে।

যুদ্ধ বাধিলে ইতালী কি করিয়া ভূমধ্য সাগরের পথ বন্ধ করিয়া দিবে সাবমেরিণ বহর দেখাইয়া তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে যে নৌ-যুদ্ধাভিনয় প্রদর্শিত হয় তাহাতে ১৫টি ক্রুইজার ও ৪২টি ডেষ্ট্রয়ার যোগ দেয়।

———

জার্ম্মাণীর মনোভাব

স্পেনের সমুদ্রে খবরদারীতে নিযুক্ত জাহাজগুলি ভবিষ্যতে আক্রান্ত হইলে নিজ জাহাজের কেবল আত্মরক্ষা করিবে মাত্র বৃটেনের ঐ প্রস্তাবের বিরোধীতা জার্ম্মাণী করিবে বলিয়া মনে হয় না, পরস্পরের সহিত পরামর্শ করার নীতির যাহাতে যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে তজ্জন্য বর্ত্তমানে একটা সূত্র আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

জার্ম্মাণী প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বদ্ধ পরিকর নহে। পরামর্শ করার নীতি যাহাতে অর্থহীন হইয়া না পড়ে এবং আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য জার্ম্মাণী উদ্বিগ্ন। জার্ম্মাণী চায় যে, আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক। ফ্রান্সের উত্তরে দেখা যায় যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই।

রাজনৈতিক মহল বলেন যে, জার্ম্মাণী ও বৃটেনের মধ্যে খানা [illegible] আলোচনা সন্তোষ জনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। মনে হয় যে, জার্ম্মাণী এই সপ্তাহের শেষ দিকেই পুনরায় নিরপেক্ষতা কমিটিতে যোগ দিবেন।

——

লক্ষ্ণৌ প্রতিনিধি পরিষদের উপ-নির্ব্বাচন

ইউপি[illegible] মফ [illegible] কেন্দ্র হইতে [illegible] প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় উক্ত সদস্য পদ ত্যাগ করেন। উক্ত শূন্য আসনের উপ নির্ব্বাচনে ইউনাইটেড [illegible] পার্টির প্রার্থী [illegible] নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই আসনের জন্য পাঁচ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

——

বিদ্রোহীদের বিমান আক্রমণ

স্পেনীয় [illegible] [illegible] সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের বিভিন্ন সহর হইতে বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক বিমান আক্রমণের ও গোলা বর্ষণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিমান হইতে বিলবাও সহরে প্রবলভাবে বোমা বর্ষিত হয়। ফলে অনেক বে সামরিক লোক নিহত হইয়াছে।

বিদ্রোহী ক্রুইজার রণতরী 'কানারিয়া' ঐ দিন বার্সিলোনার উত্তর উপকূলে অবস্থিত কতিপয় সহরের উপর গোলাবর্ষণ করে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয় নাই এবং লোকজনও বড় বেশী হতাহত হয় নাই।

গত ৮ই জুন এই ভ্যালেন্সিয়া বন্দরের উপর বিমান হইতে বোমাবর্ষিত হয়। [illegible] সমুদ্রে ফেলা গিয়াছে, তাহাতে প্রাণহানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ঐ তারিখে বিদ্রোহীরা বিমান হইতে, মাদ্রিদ সহরের উপর দেড় ঘণ্টাকাল বোমা বর্ষণ করে। ৯ শত শেল নাগরিকদের সহরের উপর বর্ষিত হয় বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। তবে হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য।

——

স্যার তেজ বাহাদুরের বক্তৃতা

গত ৭ই জুন স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও স্যার [illegible] [illegible] লণ্ডনে একটি ভোজ সভায় সম্মানিত অতিথিরূপে আহূত হন।

স্যার তেজ বাহাদুর বক্তৃতা দিবার সময় বলেন যে, ভারত ও বৃটেনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে চিনিতে হইবে। তিনি বলেন, "আপনারা আমাদের যাদুঘরের পুরাতত্ত্বের বিষয় বলিয়া মনে না করিয়া মানুষ বলিয়া মনে করিবেন। আপনারা জানিবেন যে, আমাদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে।"

[illegible] জানিবেন যে সকল ভারতীয় যুবক ইংলণ্ডে আসিয়াছেন তাঁহারা [illegible] করিয়া বলেন যে, ভারতীয় যুবকগণ ইংলণ্ডে ভারতের দূত হিসাবে কাজ করেন। তিনি বলেন যে তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র দেখিয়াই বিদেশে ভারতকে বিচার করা হয়। ভারতবাসী ও ইংরাজগণ পরস্পরকে যদি চিনিতে পারেন তাহা হইলে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বিদেশে কেহ ভ্রান্ত ধারণা করিতে পারিবে না।

——

পোষ্টাল ও আর, এম, এস, ইউনিয়ন

গত ৯ই মে অপরাহ্ন পাঁচটার সময় শ্রীহট্টের [illegible] ভবনে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] এম. এ, বি. এল এম. এল এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ পোষ্টাল ও আর, এম, এস ইউনিয়নের শ্রীহট্ট শাখার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুমোদিত করা হইয়াছে।

——

অকস্মাৎ একসঙ্গে ৩০ জন অসুস্থ

[illegible] [illegible] নামক স্থানের এক [illegible] [illegible] ৩০ জন লোক [illegible] অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, [illegible] হইতে [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। পুলিশ [illegible] [illegible]।

———

অতিরিক্ত গরম

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ১১৫ ডিগ্রী হইয়াছিল। নাগপুরে [illegible] [illegible] জন আক্রান্ত হয়। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৩৲

[illegible] ২৮৲

[illegible] ৯৲

[illegible] ৬৲

৩। [illegible] ৬৲

। [illegible] ৪৲

৫ [illegible] বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹

৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রী[illegible] প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। [illegible] ১৲

৮। [illegible] ও [illegible] ১৷৹

। [illegible] ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸৹

১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরহ তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। [illegible] নিবন্ধ ।৹

১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹

২১। [illegible] ।৶৹

২২। [illegible] ।৹

২৩। শ্রী[illegible] ও

শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹

২৭। [illegible] (সানুবাদ)

২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।৹

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত ([illegible]) ৸৹

৩০। [illegible]

৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)

৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ।৹

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)

৩৫। গীতমালা

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]

৩৯। শ্রীগৌরচন্দ্রের [illegible]

৪০। [illegible]

৪১। [illegible]

৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা

৪৩। [illegible]

৪৪। [illegible]

৪৫। নবদ্বীপশতক ৶৹

৪৬। [illegible] ৶৹

৪৭। [illegible] ৶৹

৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১৹

৪৯। [illegible] ৷১৹

৫০। [illegible] (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। [illegible] ।৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹

৫৩। [illegible] ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।৹

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶৹

৫৭। [illegible] ([illegible]) ।৹

৫৮। [illegible] ৶৹

৫৯। [illegible] ৶৹

৬০। [illegible] ৶৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।৹

৬২। [illegible] সরস্বতী [illegible] ।৹

৬৩। [illegible] ।৹

।৹

৬৪। [illegible] ৷৷৶

৬৫। [illegible]

৬৬। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯ [illegible] বেদান্ত ৷৷৹

৭০ [illegible]

৭১। বেদান্ত—[illegible] ম্যাও

[illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible] প্রেসেপ্টস্ অব

শ্রী[illegible]

৭৪ [illegible]

৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

৭৭। [illegible] ম্যাণ্ড

।৹

[illegible] ১৫৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

। [illegible] ।৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮১। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible] ২৲

[illegible] চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST** প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷৹।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** -মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।

সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত্র

ইহাতে গুম্ফিত করা

হইয়াছে।

———:০:———

নিম্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র

পাঠের ও সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-পদ্যের পথমধ্য বয়েল ৮ পেজী

আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে

মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

আছে ; ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

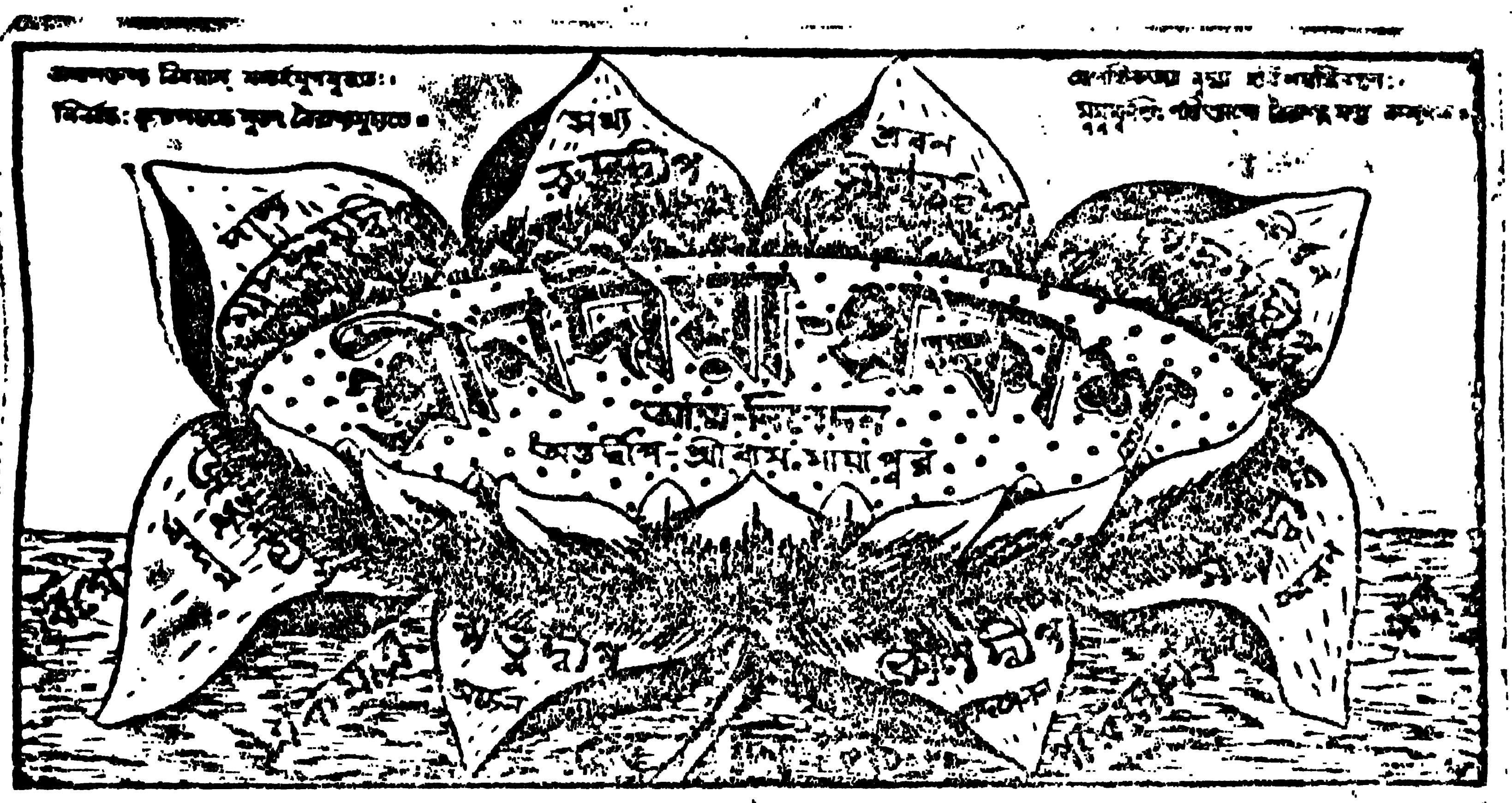

১৫শ বর্ষ — ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই জুন ইং ১৯৩৭, শনিবার — ৪৯তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মিশনের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণের দিবস হইতেই নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও শ্রীগৌড়ীয়মণ্ডপে হরিকথা-কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত হইতেছে।

গত ৬ই জুন রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন হইলে আগত বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান" বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও উক্ত বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা-মুখে বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

গত ৮ই জুন মঙ্গলবার ও ১০ই জুন বৃহস্পতিবারেও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় উক্ত শ্রবণ-সদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীপাদ মনোহর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল্ মহোদয় যথাক্রমে "গীতায় ভক্তি" ও "আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং বক্তা মহোদয়ের বক্তৃতান্তে তিনি বহু সংসিদ্ধান্তপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রত্যহই সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

ইহাতে অধোক্ষজের বিচার দেখান হ'চ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত যিনি। তাঁতে নিষ্কামা, অহৈতুকী, নিরপেক্ষা ভক্তি হ'লে মানুষের সমস্ত অনর্থ একেবারে কেটে যায় আত্মা তখন সুপ্রসন্নভাবে অবস্থান করে।

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

মানুষের পরম ও চরম কল্যাণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ ভক্তি। তা' হ'তেই চতুর্ব্বর্গ ও জ্ঞানাদি আপনা হ'তেই আসে, পৃথক চেষ্টার দরকার হয় না। তাঁকে ত্যাগ ক'রে যাঁরা কেবল জ্ঞানের জন্য প্রয়াস পায় তা'দের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। যেমন ধান ফেলে রেখে আগড়া বা তুষ কুটলে কখনো চাল বের হবে না। তা'তে কেবল কষ্টই সার হ'য়ে থাকে। এই ভক্তি মানুষকেই লাভ ক'রে থাকে। ইহা বিশেষ মনগড়া খেয়াল নয়। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" মানুষ প্রকৃত সঙ্গ ক'র্লে ভগবানের গুণ সমস্ত শুনতে শুনতে শীঘ্রই তাঁ'র প্রতি আদর, ক্রমে ভক্তি জন্মে যা'বে। অনেক সময় নিজের জ্ঞানাভিমানের চেষ্টায় ফল ও নিজ দেহের বিনাশ দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা' যদি ভক্তিবিহীন হয় তা'তে কোনো আশানুরূপ তা' থেকে কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। কর্ম্মাদির ফল ভগবানে অর্পিত না হ'লে আর কি ব'লতে হয়? ভগবানের প্রীতি একমাত্র কাম্যবস্তু। পুণ্যকর্ম্ম ক'রে পৃথিবীতে দিন কয়েকের মত কিছু সুখ হ'তে পারে। আবার ভক্তি আর্থ কিছু লোকের পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু চরম কল্যাণ থেকে দূরে থেকে লাভ কী কি? চতুর্ব্বর্গের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষের কথা বলা হয়, এখানে কল্যাণের এই বিবেচনা উপস্থিত হ'লে তা'কে মুক্তির হেতু হয়। [illegible] নিজের স্বার্থের কথা নয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" আমার প্রকৃত জীবস্বরূপ আবৃত করা—তুচ্ছ আবরণগুলো থেকে অবসর পাওয়া।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ
প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন
নির্গুণো ভবেৎ॥"

প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ শ্রীহরির ভজনে জীব নির্গুণ হ'তে পারে। [illegible] গুণ থেকে মুক্ত হয় তখন নিজের [illegible] সেবাতে [illegible] থাকে। কেবল মুক্ত হ'লে শেষ হ'ল না।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

কোটি মুক্ত মধ্যে একজন ভক্ত পাওয়া দুষ্কর। কেবল মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য নহে।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈক-
ত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

আমার সেবার আনন্দ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা মুক্তিকে তুচ্ছ ক'রে থাকেন। সর্ব্বোচ্চ [illegible] পর, [illegible] ত্যাগ ক'রে কেবল সেবারসে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ইহার পর, প্রথম বিচার তাঁকেই [illegible] ভগবানের সেবা [illegible]। অহৈতুক-সেবার কথা [illegible] ভগবৎসেবার [illegible] বর্ণিত হ'য়েছে। [illegible] শ্রীভাগবতের স্থান [illegible]। [illegible] সর্ব্বোত্তম [illegible] বর্ণিত হ'য়েছে। মহাপ্রভু সেই [illegible] ভাগবতের [illegible] কৃপাদির [illegible] দ্বারা প্রচার ক'রেছেন। [illegible] একমাত্র ভাগবতের কথা [illegible] ব'লেছেন। [illegible] কোথায় [illegible]? [illegible] শ্রীল ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] গোস্বামী [illegible] ক'রে গেছেন। [illegible] শ্রীভাগবতের [illegible] ভক্তগণের [illegible] শ্রেষ্ঠ দান। [illegible] কথা [illegible] ভাবিবার। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের উচ্চতার তুলনা নাই।

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরম ভোগ্যের পরস্পর সুখতাৎপর্যেই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞানে মূল প্রবৃত্তিগণের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা। এইজন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধ-শাক্ত বলা হয়।'

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ ত্রিবিক্রম, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৪১

যোষিৎসঙ্গ

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রই যোষিৎ। তবে রূপ রসাদি পূর্ণমাত্রায় কামিনীতে আছে বলিয়া 'যোষিৎ' বলিতে সাধারণ লোক কামিনীকেই লক্ষ্য করেন। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা এবং সকলই তাঁহার যোষিৎ। অতএব এ জগৎ বা পরজগতের সমস্ত যোষিতেরই ভর্ত্তা একমাত্র কৃষ্ণই। সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া কৃষ্ণযোষিৎ অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্য। আমাদের কোনও বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগের অধিকার নাই। সকলই যোষিৎ-পতি কৃষ্ণের জন্যই গ্রহণ বা ত্যাগ করা যাইতে পারে। এ জগতের বা পরজগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণের ভোগ্য কিন্তু আমাদের সেব্য। যদি আমরা সেইসকল কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করি, অর্থাৎ ভোক্তাভিমানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদির দ্বারা তাহার সঙ্গ ক'রতে যাই অর্থাৎ সেই সেই বস্তু দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত হই তাহা হইলে অপরাধ পঙ্কে নিমগ্ন হইব অর্থাৎ সংসারই আমাদের পাপাফল হইয়া দাঁড়াইবে। ভোগবুদ্ধি লইয়া এসকল বস্তুর সান্নিধ্যাকাঙ্ক্ষা বা তদ্ভোগের চেষ্টাই বিপজ্জনক যোষিৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং স্বরূপবিস্মৃতি-বর্দ্ধক এই যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন। কৃষ্ণকে ভোক্তা জানিয়া সমস্ত বস্তু কৃষ্ণ সেবায় উপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ সেবকাভিমান পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ে না জাগিলে, কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার রহস্য অবগত না হইলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যেখানে কিছু সংগ্রহের চেষ্টা সেখানেই যোষিৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ। প্রত্যেক বস্তুর কৃষ্ণের সহিত কি যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা গুরুবৈষ্ণবকৃপায় জানিতে না পারিলে যোষিৎসঙ্গের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। যোষিৎসঙ্গনির্মুক্ত নিষ্কিঞ্চন সাধুর কৃপায় আমাদের এই সুদর্শন লাভ হইতে পারে।

জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। স্বীয় ধর্ম্মের অপব্যবহার-ক্রমেই এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবে ভোগবুদ্ধি করে। এই যোষিৎসংসর্গে জীবের যেরূপ বন্ধন ও মোহ উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ দ্বারা সেরূপ হয় না। যোষিৎসঙ্গ যেমন ভয়াবহ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গও সেইরূপ বিপজ্জনক।

যেখানে নিজসুখ পিপাসা প্রবল বা নিজের দিকে তুলা সংগ্রহের চেষ্টা সেইখানে হয় ভোগ না হয় ত্যাগ। আর যেখানে ফলটা হরিগুরুবৈষ্ণবই পান সেইখানে সেবা। মন মহাপ্রাণী। নিজের সুখানুসন্ধান ব্যতীত তাহার অন্য কোন কার্য্যই নাই। সে ভগবানের সেবা কোনদিনই করিবে না। তবে আমি যদি ভগবানের সেবা করি তবে সে আমার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া পারিবে না। সুতরাং ভোগ্য যোষিৎ বা তাহার প্রভু যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ সযত্নে দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভীক ও নিরলস হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অনুশীলন করিতে হইবে। নারীচিন্তা বা যোষিৎচিন্তা ও তৎসঙ্গ হইতেই সংসার ও ভগবদ্বিস্মৃতি হয়। এই যোষিৎসঙ্গের প্রয়াস জীবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের আশা প্রদান করিয়া কুপথে লইয়া যায়।

...ল ক্লেশই বৃদ্ধি পায়। আনন্দই জীবের পরম প্রয়োজন; কিন্তু সেবানন্দ-বঞ্চিত বদ্ধজীব জড়ানন্দলাভের আশায় কামনার পরবশে পরিশেষে কামিনীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গে আবদ্ধ হয়।

যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা ... হইতে না হয় বৰ্দ্ধিতই হয়। সেজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে যুক্ত হন অর্থাৎ সতত ঐকান্তিক শরণাগতির সহিত জীবনকে ... করিয়া ভগবানের অনুশীলন করেন। 'আমি ভোগী, আমি ভোক্তা'—এই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল থাকিলে সে চিন্তা থাকে না। সুতরাং সাধুসঙ্গ করিবার যত্ন করা প্রয়োজন। নতুবা যোষিৎসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হইবেই হইবে এবং তৎফলে আমাদের মঙ্গললাভেও দেরী পড়িবে। এমন কি, অসৎসঙ্গ প্রবল হইলে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথায়ই অতিবাহিত হইতে পারে।

পাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

সভাপতি—শ্রীশ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেব

স্থান—গৌড়ীয়মঠ, সারস্বত শ্রবণসদন

কাল—৬ই জুন (১৯৩৭), সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা

বিষয়—ধর্ম্মশাস্ত্রে ভাগবতের স্থান।

স্বামীজী আদৌ গুরু-বৈষ্ণব-মহাপ্রভু রাধারমণাদি অভীষ্টবন্দনার পর বলেন—শাস্ত্রগ্রন্থগুলি আমাদের শাসন ক'রবার জন্য পৃথিবীতে আছেন, আমাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তিগুলি অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় দেখে তা'দের নিয়মিত সংযমিত সুশৃঙ্খলিত না ক'রলে মঙ্গল পা'ব না—এই বিচারেই শাস্ত্রগুলির যোগ্যতা—শাসন ক'রবার প্রণালীটাই শাস্ত্র নাম পেয়েছে। এই শাস্ত্রগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারে জগতে প্রচারিত। প্রথম প্রকার শাস্ত্র শ্রেষ্ঠমানবগণের মনঃসাধ্যায় ক'রত; তা'তে কিছু সাময়িকভাবে মঙ্গল পৌঁছে দিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্রগুলি শ্রৌতশাস্ত্র নামে কথিত; তা'রা লোকমঙ্গলের জন্য শ্রৌতপরম্পরায়, অপ্রাকৃত রাজ্য থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ক'রেছেন। মানবকল্পিত শাস্ত্র-নামে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থগুলি আরোহমার্গ, বা অভিজ্ঞতা-জাত; ধর্ম্ম বা পুণ্যলাভ, অর্থ বা অবাস্তর প্রয়োজন-সিদ্ধি, কাম বা বাসনার পরিপূরণ এবং মোক্ষ বা পুণ্যাদিকগুলির প্রতি বিতৃষ্ণাহেতু সত্ত্বত্যাগ দ্বারা আত্মবিনাশ ইত্যাদি স্বার্থগুলিকে কেন্দ্র ক'রে যা' নির্মিত হ'য়েছে, সুতরাং সেগুলি আরোহমার্গে, পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। তা'দের দ্বারা ইহলোকের বা পরলোকের ক্ষণিক বা অচিরস্থায়ী কিছু সুবিধার কথা আছে, কিন্তু তা'তে পরমশ্রেয়ঃ বা প্রকৃত মঙ্গল দিতে পারে না। কুণ্ঠজগতের কুণ্ঠাধর্ম্মবিশিষ্ট ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষচতুষ্টয়যুক্ত সসীম ইন্দ্রিয়বর্গের সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত শাসনবাক্য কখনও আত্মার মঙ্গল ক'রতে পারে না। অনাত্ম বা জড়চিন্তা দ্বারা আকাশ ও ভ্রান্ত থেকে কিরূপে আত্মবস্তুর নিত্যমঙ্গল ক'রতে পা'রবে? কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত অসীম অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক হ'তে ভগবানের বাণীরূপে দোষচতুষ্টয়রহিত মহাজন-পরম্পরায় শ্রৌতবিধানে আগমন ক'রেছেন। তিনি পূর্ণচিন্ময়, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ভগবানের কাছ থেকে তাঁ'র প্রিয় নিজজন মহাজন-পরম্পরায় সমাগত হওয়ায় স্বরূপে তাঁ'র নিত্যসেবক জীবকে পরমমঙ্গলের পথ দেখাতে সমর্থ। তবে এই শ্রৌতশাস্ত্র সর্ব্বজগতের সকল অংশে সমানভাবে আবির্ভূত ন'ন। দেশ, কাল, পাত্র, মানবের ভক্ত্যাদি অনুসারে তাঁ'দের বহিরঙ্গ-ব্যবস্থা বা অর্থবোধের তারতম্য হ'য়ে থাকে। পরমার্থ-বিষয়ে ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের অগ্রণী ও শিক্ষক—একথা সর্ব্ব-সংবাদিরূপে সত্য। একমাত্র ভারতে যে-প্রকার পূর্ণভাবে পরমসত্যের আবির্ভাব ও প্রকাশ সেরূপ অন্য কোথাও হ'তে পারে না। এতে কোন প্রকার স্বার্থপ্রণোদনের কথা নাই। এটা এখন সকলে স্বীকার করেন।

জাগতিক সমস্ত সমজাতীয় বস্তুর যেমন একটা বৈজ্ঞানিক বিচার করা যেতে পারে, তেমনি ধর্ম্মজগতেও যোগ্যতম ব্যক্তিগণ শাস্ত্রগুলির তারতম্য বিচার ক'রতে পারেন। সাধারণ লোকে কাচের সঙ্গে হয় ত' হীরকের ভেদ জানিয়ে দিতে পা'র, কিন্তু জহুরী ব্যতীত আর কেউ হীরকগুলির মধ্যে বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ দেখিয়ে দিতে পারে না। সেইরকম ধর্ম্মজগতে যাঁরা অভিজ্ঞতম, তাঁরা একটা মানদণ্ড দিয়ে তুলনা ক'রে তা'দের তারতম্য ধা'রে দিতে পারেন।

পৃথিবীতে এক সংখ্যেরও অধিক 'ধর্ম্ম' নামে মতবাদ প্রচলিত থা'ক্লেও সবগুলির মূল্য সমান নহে বা 'যত মত তত পথ' কথাটার কোন মূল্য নাই। আবার পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিক লোক অনুসরণ করে ব'লে তা'দের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মটাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলতে হ'বে, পরমার্থ জগতে এরূপ নিয়ম নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এক সময় পৃথিবীর মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের বিচারের বা অনুষ্ঠানের বিষয় হ'য়েছিল—তা'ব'লে তা'কে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপথ বলা যা'বে না। গণমতের প্রাবল্যে ধর্ম্ম বিচারণীয় নহে। ধর্ম্মের লক্ষণটা জান্‌ক'রে বুঝতে হ'বে, তা'র সঙ্গে যা ধর্ম্ম নয় তা'র পার্থক্যটা অবধারণ ক'রতে হ'বে; যে সব উপাদানের অভাবে অধর্ম্ম হ'য়ে যা'বে বা যে সব উপাদানের যোগে ধর্ম্মত্ব বজায় থা'কবে তা' নিরূপণ ক'রতে হ'বে। নামসাম্যে সকলকে একই বস্তু বিচার নিতান্ত অজ্ঞতামাত্র। প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুরূপে বিচারণীয়। পৃথিবীতে ধর্ম্মনামে প্রচলিত মতগুলি কেহ বা ভাগবত-ধর্ম্মের সোপান আবার কেহ বিরুদ্ধভাবমাত্র। বিচার বিষয়ে জড়তা বা অনাস্থা হ'লেই আমরা অগ্রাহ্য ক'রে বলি—যা' আছে ঠিক আছে, গোলমালের প্রয়োজন নাই। সামান্য রাজনীতি প্রভৃতি সামান্য ক্ষণিক আপাত-সুখকর ব্যাপারে আমরা বহু প্রকার বাদ-বিচার না ক'রে কেবল অন্ধভাবে গ্রহণ করতে অসমর্থ হ'য়ে তা'দের মধ্যে পার্থক্য বিচার ক'রতে জীবনপাত করছি, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়টা এলেই মাথা না ঘামিয়ে একটা রফা ক'রে নিচ্ছি। ধার্ম্মিকগণ কখনও এ'রকম রফা করেন না। পার্থিব বিষয়ে যখন সূক্ষ্মভাবে বিচার না ক'রলে চলে না তখন পারমার্থিক পথ

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চরণারবিন্দ। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া প্রবল॥

নির্বিচারে গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হ'তে পারে ?

শ্রৌতশাস্ত্রগুলি পার্থিব অভিজ্ঞতাকে তাচ্ছিল্য ক'রে, তা'দের নিরাস ক'রে জীবের প্রতি করুণাবশতঃ অবতরণ করেন। স্বার্থ-প্রণোদিত হ'য়ে আমাদের পার্থিব বস্তুর ধারণা। বিভিন্নজাতীয় পৃথক্‌মেধাসম্পন্ন মানবের নিকট তা'দের স্বার্থহিসাবে ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলিরও ভাবগ্রহণ পৃথক্ পৃথক্ হওয়া সম্ভব। আমাদের মত কীটপতঙ্গাদি প্রাণী-দিগেরও বস্তু-বিষয়ে স্বার্থের পরি-পোষক ধারণা হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং শ্রৌতশাস্ত্রেরও স্বার্থের খাতিরে বিভিন্ন অর্থ হওয়া নিঃসন্দেহ অস্বাভাবিক নহে।

পূর্ণসত্য বস্তুই আমাদের প্রকৃত স্বার্থ বা পরমার্থের পরিপূরণে সমর্থ। সেই সত্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশ থেকে শ্রুতি-সাহায্যে কর্ণবেধন স্নান সম্পাদন ক'রে থাকেন এবং ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত দোষ অপসারিত ক'রে দেন। তা'রা লাভবিচারে অভিভূত হ'য়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল, তা'দের সেই ভ্রান্তিগুলি সরিয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্পণ ক'রে দেন। লোকের অভিজ্ঞতার ধারণাকে হ্রাস ক'রে এই জ্ঞান কর্ণ-পরম্পরায় পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বেদ জগতে ভগবানের বাণীরূপে অবতীর্ণ। যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি পরাভূত—নাগাল পায় না—বেদ সেখান থেকে এ'সেছেন। সুতরাং বেদের প্রামাণিকতা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীর মানবশ্রেষ্ঠ আর্য্যসমাজ বেদ স্বীকার করেন। কিন্তু স্থানে স্থানে বেদের উপর অনেক কটাক্ষ আছে। যেমন ভগবান্ বলেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-
বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং
প্রতি॥"

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো
ভবার্জ্জুন॥"

এ' সব স্থানে বেদকে গর্হণ করা হ'য়েছে। বেদ কল্পতরু বা কামধেনু-সদৃশ। সুতরাং তাঁহাকে কেহ কর্ম্মপর, কেহ জ্ঞানপর, আবার কেহ বা উপাসনাপর ব্যাখ্যা করতে পারেন। কর্ম্মকাণ্ডে "রোচনার্থা ফলশ্রুতি" প্রভৃতি বাক্যে কেবল কর্ম্মে আটকাতে নিষেধ করা হ'য়েছে। আবার "ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" ইহাতে কর্ম্মীদিগের বুদ্ধিকে কর্ম্ম থেকে আকর্ষণ ক'রতে বারণ করা হ'চ্ছে। এই প্রকারে পরস্পর বিবদমান বাক্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য মনীষার সাহায্যে ঠিক্ ক'রতে গিয়ে প্রায়ই নির্ব্বিশেষবাদে আটকে থাকে। বেদ বহু প্রাচীনকালে প্রকটিত হ'লেন। আধ্যাত্মিকগণের বেদ বুঝবার উপাদান ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি পরবর্ত্তী কালে জগতে প্রচলিত হ'ল। তা'র সাহায্যে বুঝতে গেলে এইরূপ বিপদ্ও হ'বেই! আম্নায়-পারম্পর্য্য বা গুরুপরম্পরার আনু-গত্যে কোন বিপদের সম্ভাবনা হ'তেই পারে না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" এই সব শ্রুতিবাক্যে আম্নায় ধারার আনুগত্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে। নতুবা অপরোক্ষভাবের প্রবলতা এসে নির্ব্বিশেষবিচারে দাঁড় করাবে।

ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা বেদের অর্থ পূরণ করা হ'য়েছে। শ্রুত বা মন্ত্রগুলির অতীব সংক্ষিপ্ত আকার বা বেদের মধ্যে পরিত্যক্ত কথাগুলির ব্যাখ্যা উপাখ্যানের দৃষ্টান্তে বিশদভাবে পুরাণে বর্ণিত করা হ'য়েছে; "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ।" পুরাণগুলি বাজে গল্প নহে। বাস্তব ব্যাপার দেখিয়ে বেদের অর্থটি বিশদ করাই পুরাণের উদ্দেশ্য। বেদে যে সব তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধ ব'লে প্রতীয়মান হ'বার সম্ভাবনা আছে, পুরাণের দৃষ্টান্তে সেগুলিকে পূর্ণ আকার দিয়ে যথার্থ তাৎপর্য্য প্রদান হ'য়েছে। সাধারণের পক্ষে মূল বেদ অপেক্ষা পুরাণ দ্বারা অর্থনির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা আছে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্বয়ং বেদ বিভাগ ক'রে ১৮টী পুরাণ প্রকাশ ক'রেছেন। মার্ক-ণ্ডেয়াদি পুরাণের নাম থা'কলেও সেই ঋষি উহার প্রকাশক নহেন। তাঁ'দের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বেদই অধিকারভেদে পুরাণ-রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন। প্রাচীনকালে এই আঠারটী পুরাণে শতকোটী শ্লোক বা গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাহা লোপ হ'য়ে এখন লক্ষ মাত্র শ্লোক প্রচলিত। মাধ্যন্দিন শ্রুতি ও সামবেদীয় কৌথুমীশাখায় পুরাণকে পঞ্চম বেদরূপে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। বেদে স্ত্রী শূদ্র-দ্বিজবন্ধুদিগের অধিকার নাই। কিন্তু পুরাণে সকলেরই অধিকার আছে। উহাতে নামের প্রাধান্য থাকায় অধিকতর কৃপাময় এবং সকলের অধিকারদাতা। সুতরাং পুরাণকে বেদাদির তুলনায় হেয়চক্ষুতে দে'খলে চ'লবে না, বরং আমাদের পক্ষে অধিক আদরের বস্তু।

এই অষ্টাদশ পুরাণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে, বিষ্ণু, নারদ, গরুড়, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত সাত্ত্বিক পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ তামসিক ব'লে প্রসিদ্ধ। সাত্ত্বিক পুরাণাদিতে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত আছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার এবং তামসিক পুরাণে শিবাদি অন্যান্য দেবতার মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত। শ্রৌতকথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে হ'লে সাত্ত্বিক পুরাণের আশ্রয় অত্যাবশ্যক। সাত্ত্বিক পুরাণ ছয় খা'নির মধ্যে আবার ভাগবতই শ্রেষ্ঠরূপে আশ্রয়ণীয়। বেদের সারগুলি সূত্রাকারে ব্যাসদেব বেদান্ত-গ্রন্থে সংরক্ষণ ক'রেছেন। আবার সমস্ত পুরাণের সারভূত ভাগবতকে তা'র ভাষ্যরূপে প্রকাশ ক'রলেন। সুতরাং বেদের তাৎপর্য্যবোধে উহাকে নিরাপত্তার সহিত গ্রহণ করা যায়। শ্রীজীবগোস্বামীর মতে পুরাণের সমস্ত লক্ষণগুলি ইহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। বেদের প্রকৃত তাৎ-পর্য্য ইহাতেই সংরক্ষিত। ইহার সৃষ্টি নাই বা বিনাশ নাই। কখনও আমা'দের দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তর্হিত হ'য়ে থাকেন। প্রথমে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের নিকট হ'তে ব্রহ্মার হৃদয়ে চতুঃশ্লোকরূপে আগমন করলেন। নারদ-কৃপায় ব্যাস-হৃদয়ে উহা বর্ত্তমান আকা'রে বিকাশ লাভ ক'রেছে। গরুড় প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণে উহাকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য, মহাভারতের তাৎপর্য্য এবং সমস্ত বেদের অর্থদ্বারা সমৃদ্ধ বলা হ'য়েছে। কেহ কেহ দেবীভাগবতকে আসল পুরাণের অন্তর্গত ক'রে শ্রীমদ্ ভাগবতকে আধুনিক ব্যক্তিবিশেষের রচিত ব'লে প্রমাণ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন। দয়া-নন্দ সরস্বতী ও Wilson প্রভৃতি বলেন যে, উহা বোপদেবের তৈরী। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। তিনি হরি-লীলা প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বিচার অব-লম্বনে রচনা ক'রেছেন। এই হেতু ভাগ-বতকে রচয়িতা হিসাবে তাঁ'র স্কন্ধে চাপান হ'য়েছে। কিন্তু তিনি তাঁ'র 'মুক্তাফল' গ্রন্থে ভাগবতের টীকাকার আখ্যা শ্রীধরের নাম উল্লেখ ক'রেছেন। আবার মধ্বাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে ভাগবত-তাৎপর্য্য-গ্রন্থে উহাকে অন্যতম প্রমাণরূপে ব্যবহার ক'রে-ছেন। শঙ্করাচার্য্যের যে সকল স্তবাবলী পাওয়া যায় তাহা ভাগবতের ভাষা ও বিষয় অবলম্বনে রচিত এরূপ বুঝা যায়।

ভাগবত নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥'

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে প্রকাশিত হ'লেন।

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্॥
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল—স্বাভাবিকভাবে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রলে দেখা যায় যে,—শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা স্থির ক'রে প্রথম সূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি রূপে বেদান্তের প্রকৃতি আছে এবং 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' দ্বারা বেদান্ত সমাপ্ত হ'য়েছে। শ্রীমদ-ভাগবতেও 'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ' ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ এবং 'নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে সমাপ্ত হ'য়েছে। এই প্রকারে বেদান্তসূত্র প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যা-স্বরূপে ভাগবতের শ্লোকাবলীর সঙ্গতি ও উদাহরণ দ্বারা বিশদীভাব অবগত হওয়া যায়। ইহাতে বেদ, কাব্য ও পুরাণের এক অলৌকিক সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 'সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্'। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের সারাংশ সংগৃহীত হ'য়েছে।

'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ
ক্বচিৎ॥'

(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের বিন্দুমাত্র আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছুতে প্রীতি থাকতে পারে না।

"প্রোজ্ঝিতকৈতব" অর্থাৎ সম্পূর্ণ-রূপে ছলনাবর্জ্জিত অন্যাভিলাষ-চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা প্রভৃতি রহিত বাস্তব সত্য বস্তুর কথা আবির্ভূত হ'য়েছেন।

'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥'

এক বড় কথা ভাগবত ব'লেছেন। ইহার নিরস্তকুহক সত্য কথা শুনবার জন্য খুব শক্ত মেরুদণ্ডওয়ালা লোকের দরকার। সত্যবস্তুর সমস্ত শক্তি ইহাতে সমর্পিত। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা ইহার কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আবার ইহারই সাহায্যে সদ্যঃঅবরুদ্ধ ভগবান শুশ্রূষু হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'য়ে যা'ন। শ্রীমদ্ভাগবত মানুষের সর্ব্ব-প্রকার উদ্বেগ নিরাস ক'রে দিয়ে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবানের কথা জানিয়েছেন। তাঁ'র কথা তিনি স্বয়ং না জানালে কা'রও কোন প্রকার চেষ্টায় জানা যায় না।

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ" ... "নচাস্য কশ্চিৎ চিরং বিচিন্বন্"।

সুদীর্ঘকাল অন্বেষণ ক'রেও তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত তাঁ'র বিষয় অবগত হ'বার চেষ্টা একান্ত বৃথা।

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি।"

তিনি সমকারণ সচ্চিদানন্দবস্তু মায়া-দ্বারা উদ্ভূত হ'তে ... পারেন না! জগৎ ভগবানের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। জীব পরতন্ত্র হ'য়েও মায়ার আশ্রয়ে নানাবিধ অসুবিধা পাচ্ছে।

(অবশেষ অন্য পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible]
শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]
শ্রী, [illegible]
চতুষ্পাঠী [illegible]
শ্রীবৃন্দাবন [illegible]
রক্ষক—[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]
[illegible] শ্রী[illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]
[illegible]
গ্রন্থের [illegible] আলোচনা [illegible]
[illegible]
প্রকাশ [illegible] রক্ষক—মহামহোপদেশক
আচার্য্যত্রিক [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible]
সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা [illegible] শ্রীচাঁদকাজির
সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর [illegible] ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—
শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]
অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী[illegible]

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক – শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) কুলিয়ায় [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্নগর গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) কৃষ্ণকুটির

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক – শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুস্পা গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক – মহা
মহোপদেশক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক
[illegible] এম, এ, পি এইচ।

২৭। গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম

রক্ষক —মহোপদেশক শ্রী[illegible]

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, আই, পি

রক্ষক – শ্রীমদ্[illegible] অধিকারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]
পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible] (ই, আই, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কৃষ্ণবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ।

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক- শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ [illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible]গিরিধরের
সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত
শ্রী[illegible] বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।

রক্ষক– শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক – মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

রক্ষক – শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী [illegible]।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], (হাওড়া)

এখানে [illegible] শ্রী[illegible] সেবা
বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(   ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,
এস- ডব্লিউ ৭. লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রী[illegible]নন্দ দাস [illegible]
এম এ, পি-এইচ-ডি

সেবক—মহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারকোবা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি(?)	২২৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আবক্রে—	৪০৸০
নিরুত্তম—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাদসভোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (১)	৫৴০—৫।৴০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥—২॥৵০
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
দুর্গা	৪৫৲

শান্তিরাম	৪৬।০
ভার	৪৮৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

সুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোনার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন কর্কচ	৪০৲
কর্যাচি পুরানিয় ফাইন	৪৩৲
চাম্পাগী লাবা	৫৫৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৫।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুট খাবিশ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৲—৯।০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮—৯০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৯।৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৭ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৵১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৬০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ষ্টিল পাটী, বোল্ট গরাদে ৮।০—৯॥০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

গজ ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩

নারিকেলের তালমণ ৫৵০, গাটের তালমণ ৬॥০

তুলার তালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রদিগের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুযোগ

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১	১০—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পক্ষেকার একমাত্র উপায় বালগাই [illegible] কার্য্যের সহায়ক। [illegible] প্লীহা যকৃত্ [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যত্র যাইতে হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম্ম ও জগতের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানবের ও বিশ্বের চিন্তা-জগতে এক চির নূতন আলোক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ প্রকাশনী, মায়াপুর। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৮৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	
মাসিক "	২৸০
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।	১৲

বিরাট সংস্করণ

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:০:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের শুদ্ধাভিষিক্ত
আবরণবান্ধব
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, ১৪ই জুন, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৯০]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(০):(০):——

ভারতীয় শিক্ষা-বুরো

সিমলা হইতে ১০ই জুন সুদীর্ঘ এক ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, পুনরায় ভারতে শিক্ষা-বুরো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার করিয়াছেন। উক্ত বুরো নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবে:—

(ক) শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রামাণিক পুস্তকাবলীর ও সাময়িক পত্রিকাসমূহের এক পুস্তকাগার পরিচালন; (খ) বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কীয় পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা; (গ) প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের পক্ষে মূল্যবান এবং উপকারী বলিয়া বিবেচিত শিক্ষা সম্পর্কীয় পুস্তিকা ও রিপোর্ট মাঝে মাঝে প্রকাশ করা; (ঘ) ভারতের শিক্ষা-উন্নতির বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশ; (ঙ) প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের বা কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ সরবরাহ।

এই বুরোটী ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির সেক্রেটারী এই বুরোর কিউরেটর নিযুক্ত হইবেন।

এইরূপ বুরো গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ব্যয় সঙ্কোচের জন্য গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে উহা তুলিয়া দেওয়া হয়।

কাগজ-শুল্ক সম্বন্ধে ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত

সিমলা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্রের কাগজের উপর শুল্ক সম্বন্ধে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই গত মাসে সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ সিমলাতে ডেপুটেশন পাঠাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার আর কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

গত ৯ই জুন স্যার পার্সি হার্ড কমন্স সভায় বলেন যে, ১৯৩৫ সালে তার যোগে সংবাদপত্রের সংবাদ প্রেরণের মাশুলের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, উক্ত হার হ্রাস করার সুবিধা এবং সংবাদপত্রের কাগজ বিনা শুল্কে ভারতে আমদানী করা সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন কি না। বাণিজ্য সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলীর পক্ষ হইয়া স্যার জর্জ ডেভিস উত্তরে বলেন যে স্যার পার্সি হার্ডের প্রস্তাবের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

ব্রহ্মদেশের ডাক ও তারের মাশুলের হার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে স্যার জর্জ ডেভিস বলেন যে, ঐ সম্বন্ধে সাম্রাজ্য সাংবাদিক সম্মেলন যে মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা ভারত ও ব্রহ্ম সরকারকে জানান হইয়াছে।

চীন-জাপান সম্পর্কে ব্রিটেন

প্রকাশ যে, ব্রিটেন ও জাপানের মধ্যে প্রাথমিক কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে এবং সাম্রাজ্য-সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন সমস্যা-সম্পর্কে লণ্ডনে সরকারীভাবে আলোচনা আরম্ভ হইবে। গত ২১শে মে পররাষ্ট্র-সচিব স্যাটো ইঙ্গজাপানী আলোচনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার নিকট তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন এবং এই সমস্ত আলোচনায় তাঁহার নীতিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন চাহেন।

"জাপানের এশিয়া নীতির সাফল্যের দিক হইতে ইঙ্গ জাপানী সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করার গুরুত্বের উপর পররাষ্ট্র-সচিব বিশেষভাবে জোর দেন।

উত্তর চীনে জাপানের বিশেষ অধিকার পরিহার করিয়া নয়, তাহার জন্য জাপান এই সমস্ত আলোচনার চেষ্টা করিবে। তাহার পর চীনে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতার জন্য আলোচনা চলিবে।

গান্ধীজীর বিবৃতি

নিখিল-ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের অস্থায়ী সম্পাদক মিঃ এম আর মাসানি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের নিকট নিম্নোক্ত ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন:—

"গান্ধীজী এবং শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে দিল্লীতে গৃহীত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবে যে সকল সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে অনেকখানি সরিয়া যাইবার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছিল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে তাহা দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও অনেকখানি নতি স্বীকার করা হইয়াছে। আমার মনে হয় দিল্লীতে গৃহীত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবে যে সকল সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম করিয়া যাহাতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা না হয় তজ্জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের সমর্থনে জনমত গড়িয়া তুলিবার জন্য আপনারা স্ব-স্ব প্রদেশে জনসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করুন।"

মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট

মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন কবে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তবে মনে হইতেছে যে, আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগেই পরিষদের অধিবেশন হইবে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগ কতকগুলি বিল রচনায় ব্যাপৃত আছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যক্রম অনুসারেই এই সমস্ত বিল রচনা করা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের দপ্তর এই মাসের শেষভাগেই নাগপুরে চলিয়া যাইবে। তবে গবর্ণর ও মন্ত্রিগণ সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানেই থাকিবেন।

যুক্তপ্রদেশে প্রবল ঝড়

গত মঙ্গলবার যুক্ত প্রদেশে যে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাপকভাবে পা[illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে হইয়াছিল। রাত্রিতে দেরাদুনে এই ঝড়ের ফলে ইলেক্ট্রিকের তার ছিন্নভিন্ন হয় এবং সমগ্র সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বহু গাছ উপড়াইয়া পড়ে। এক গাছের তলায় তিনজন লোক আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ গাছ উপড়াইয়া পড়ায় লোক তিনটি পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [illegible] ঝড়ের বেগ [illegible] যানবাহন চলাচল [illegible] হইয়াছিল। একখানি মোটর [illegible] মুখে অগ্রসর হইবার [illegible] যায়, ফলে মোটরখানি [illegible] যায়। ইহা ব্যতীত রাস্তায় আরও অনেক স্থানের ক্ষতি হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
গৌড়ীয়ভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ১৲; ২য় খণ্ড— ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার ।০
৯ [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ের গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বিশ্বনাথের টীকা সহ) ২
২৫। গীতা (বলদেব-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল সম্বন্ধ ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible]
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী নরোত্তম দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] দর্পণ ।০
৪০। [illegible]
৪১। গীতাবলী
৪২ [illegible] পরিক্রমা
৪৩। [illegible] /০
৪৪। [illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। পঞ্চসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ ।০
৫৩। গৌবকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ম্ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বদর্শনম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাঃশরণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টোলজী ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩ গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগোড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগোড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷॥০।

৪। **পরমার্থী** -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** – মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ ১১ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই জুন ইং ১৯৩৭, সোমবার } ৯০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:○:——

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ তীর্থমহারাজের হরিকথা

গত ১৭।৫।৩৭ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠপ্রাঙ্গণে সমাগত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা প্রসঙ্গে কতিপয় মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

সম্বন্ধ ব্যাপার সংঘটিত না হইলে নরনারীর পরস্পর ইন্দ্রিয়গত কার্য্যাদি যেমন ব্যভিচারময় তেমনই ভগবানকে অবগত না হইয়া জীবাত্মার যে হরিসেবার (?) ছলনা,—হরিকথা বলা, হরিনাম করা প্রভৃতি, তাহাও ব্যভিচার-দোষযুক্ত হয়।

"সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।"

জগতের নানাবিধ জ্ঞান-ক্রিয়াপ্রভাবে জীবের অভিমান আসিতে পারে, এজন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। শ্রবণ ঠিক না হইলে সাধুসঙ্গ না হইয়া কুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ হইল কিনা তাহার পরীক্ষায় আমরা সাধু ও অসাধু সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে কি না দেখি।

সদ্গুরুপাদপদ্ম আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানোৎপত্তির কার্য্য করিয়া দেন। তিনি শ্রীভগবানের অভিন্নতনু। শ্রীগুরুদেব Transparent medium না হইলে সম্বন্ধজ্ঞান দান কার্য্য করিতে পারেন না।

যেখানে উত্তম পুরুষ অস্মি-এর আমার সাধনীয় কার্য্যাদি পুনঃপুনঃ সহিত dovetailed হইয়াছে সেখানে সম্বন্ধজ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে। অপিলগ্রামে সম্প্রতি ... প্রকাশিত শীল প্রভুদের জানিবেন যে, আমাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অবস্থিত। এই সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া যদি যে-কোন কার্য্যে তাঁহার সেবা হইবে নচেৎ ঐ সমস্ত কার্য্যে বিষময় বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান ভক্তির প্রচারে যে আত্মাগণ বা পরমাত্মার তাহাতে পরমাত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। ... বাদ দিয়া বিশ্বে যে-কোন ধর্ম্মপালন বা Religious আদর্শ থাকে এবং প্রমাদাদি-দোষযুক্ত। Christ Heavens থাকেন। তিনি এখানকার সব Sinners'দের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজকে নিজে Crucified হইয়া স্বর্গে যান। Christ-এর followers'দের বৈকুণ্ঠসম্বন্ধে ধারণা নাই কিংবা তাঁহারা অক্ষজপন্থারাও পারেন না।

জীব প্রাকৃতভাবে ভগবান্ কৃষ্ণের সেবাবিহীন হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। প্রবঞ্চকাদি যেরূপ স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে বদ্ধজীব কাম বা আপনাকে কেন্দ্র করিয়া সেইরূপে এই বিশ্বভুবনে ব্যস্ত। কামবাসনা দ্বারা চালিত উদৃশ বদ্ধজীব অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ তাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। যেহেতু চেতনবস্তুর দয়া ব্যতীত অচেতনের এই প্রবল আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণের আশা নাই। এই জন্য সর্ব্বক্ষণ স্বরূপ দেখা যায়। শ্রীগুরুদেবের পূর্ণ কৃপাময় বস্তুর সেবকেরই কৃপায় সকল কার্য্য হয়। তাঁহার কৃপাতেই কৃষ্ণকীর্ত্তনে জীবের ক্ষতির উদয় হইয়া থাকে।

বসিরহাটে প্রচার

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিবেককুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ স্বামীজী মহারাজ বসিরহাটের শ্রীযুক্ত হীরালাল সাহা মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গমন করেন। এখায় কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

সভাপতি শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অভিভাষণ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অবৈধকারী কৃষ্ণের কথা, সর্ব্বোত্তম আরাধিকা শ্রীমতী রাধারাণীর একমাত্র আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বোত্তম এই প্রভুর উন্নত ও বিস্ময়কর ভাবা অশোক, অভয়, অমৃতের আধার ভক্তিযোগ উপস্থিত হয়।

গোপীবল্লভ সহিত বিচ্ছেদের নাম শোক—উহা অজ্ঞতার লক্ষণ। শুদ্ধভক্তগণের বুঝা হয় না, ডাক'র কাছে দুঃখ কথা। ভগবানে ভক্তি ছাড়া শূন্যতা নাই যে যাহা। ভগবানের এক নামই অশোক। মোহ—অজ্ঞান, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ভ্রম। জ্ঞানে অজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞান, আলোকে অন্ধকার, অন্ধকারে আলোক, বিনাশকে আবদ্ধ, অবিনাশকে বিনাশ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, বৈকুণ্ঠে অবৈকুণ্ঠ, অবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ এই প্রকার বোধই মোহ। শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসঙ্গে অজ্ঞান দূর করিয়া জ্ঞানের বিজয় প্রকাশ পায়; বিশোধিত ... ভয়ের কারণ লোপ পায়, মায়ার আবরণ, শঙ্কা ইত্যাদিও আসে না, কেবল জ্ঞানময়, আনন্দময় বিলাস-ব্যাপার, অন্তর-বাহিরে এক অন্বয়ের বিলাস বর্ত্তমান; তখন দুইটী বস্তু কেবল চিৎ-কণ বিদ্যমান হয়; অমল, বিমল, কুণ্ঠা থাকে না। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসঙ্গে যখন লোকের অবাধিত অহৈতুকী সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তি হয়, তখন অন্য দুঃখ আলোচনার দরকার কি? অপর শাস্ত্রে শত লোকে চেষ্টা হয়, এই শাস্ত্রে সাধারণ জনগণের অজ্ঞতার কারণ সমস্ত ভাবে আরম্ভ করা যায়, সকল ব্যবস্থাই হয়। কোটি জন্মের পুণ্যফল সুকৃতির ফলে যদি সৌভাগ্যশালী সজ্জনের কর্ণে তিনি প্রবেশ করিয়া যান।

কৃষ্ণ বদনে পাবে অপ্রাকৃত সব। ভক্তি ... পুরাণে বহুবর্ণিত।

শ্রীমদ্ভাগবতখানি জ্ঞান-প্রকাশ বস্তু—দুইটী আলোক করে দর্শন করিলে তিনি দুই প্রকার আলোকে সন্দর্শন করেন। ভগবানের স্বরূপ, ভগবানের রূপ, তাঁহার পরিকরগণের কথা, ভক্তগণের কথা, বৈকুণ্ঠ কথা, গোলোকের কথা, অবতারের কথা, সাক্ষাৎ বা অপ্রাকৃত বিলাস-বৈচিত্র্য কথা বলিয়া দেন, কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাবিলাসের কথা জানিতে দেন। ... এই সকল কথা আমাদের নিত্যকাল সেবায় অনুশীলনীয় করিলে।

"[illegible] বা গোপীগণের সেবা করেন, তা কৃষ্ণের [illegible]। শ্রীমতী ও গোপীগণ [illegible] কৃষ্ণের [illegible] শ্রীরাধার [illegible] গৌড়ীয়গণ [illegible] নিজের প্রাকৃত [illegible] সেবা। এজন্য গৌড়ীয়গণকে শুদ্ধ শাক্ত বলা হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

[illegible]

[illegible]

শ্রীল [illegible]

গৌড়ীয় [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ [illegible] [illegible]

সাধকজীবনে [illegible]

([illegible] গোস্বামী [illegible])

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] বাণ [illegible] বান দ [illegible] নাম [illegible] এবং তাঁহাদিগকে [illegible] কর। [illegible] ভোগ [illegible] করিবেন না। [illegible] [illegible] শুদ্ধ [illegible] দর্শন করিবে [illegible] দর্শন করা [illegible] থাকিবে না, [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইবে [illegible] ধম্মনে [illegible] না।"

[illegible] শিক্ষা [illegible]

[illegible] হরিভজনের উদ্যোগ প্রদানের জন্য আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। [illegible] হরিভজনের [illegible] করিতে পারেন, সেই [illegible] প্রয়োজন নাই। [illegible] হরিভজনে [illegible] তাঁহাদের জন্য [illegible] নিকট [illegible] চেষ্টা করিল [illegible] পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান [illegible] তাঁহাদের [illegible] অসুবিধা [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] কোনও প্রকার [illegible] [illegible] শ্রীবিগ্রহের [illegible] সেবা [illegible] করিবেন [illegible] করিয়া থাকিতে [illegible] করেন, [illegible] অবস্থার সমস্ত [illegible] করেন, প্রতিদিন [illegible] হরিভজন [illegible] করিবার [illegible] মহা- [illegible] [illegible] হরিভজন [illegible] করিতেছেন [illegible] বাক্তিগণই [illegible] [illegible] হইয়া পড়িয়া [illegible] তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি [illegible] শ্রবণ করিয়াছেন তিনি [illegible] তাঁহার পাদপদ্মে নিজেকে [illegible] করিয়াছেন।"

"অনর্থাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কখনও কীর্ত্তিত হন না। কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্ত [illegible] জীব যদি নিষ্কপটে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু গৌর নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ গৌরনিত্যানন্দ আমার উদর ভরণ, [illegible] যত্ন না আমার মনোবাঞ্ছা [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] যদি মুখে 'গৌর গৌর' বলি তাহা হইলে আমাদের [illegible] হইবে না, [illegible] হাওড়া কলিকাতার [illegible] কিন্তু [illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] মাইল [illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] [illegible] এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার থাকিলেও [illegible] হইলাম। সেইরূপ কেহ নামাপরাধ গ্রহণ করিয়াও [illegible] কীর্ত্তন করিতেছি মনে করিলে [illegible] আমাদিগকে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম দান করিবে না। একদল [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সময় বাংলাদেশে কোন সম্প্রদায় 'ভজ গৌর নিতাই, [illegible] নিতাই' বলিতে বলিতে [illegible] করিয়াছিল। এরূপ [illegible] গৌর নিত্যানন্দ নামাপরাধ [illegible] গৌর নিত্যানন্দের নাম নহে। 'গৌর'-নাম কীর্ত্তন করিবার নামে [illegible] প্রেমের উদয় হইবে, অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে।"

"পুত্র [illegible] নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াই 'পুত্র' নামে অভিহিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া [illegible] সেই পুত্র 'পুত্র' [illegible] [illegible] পুত্রের আকার না গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। তাহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী [illegible] পাপকার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটিও হরিভজনের অঙ্গরূপে অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব-পুত্র ও অবৈষ্ণব-পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব-পিতায় এই ভেদ।"

সভাপতি শ্রীল গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[গত ৬ই জুন (১৯৭৭), রবিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণসদনে [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকর্তৃক "পদ্মশাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভাগবতের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান-[illegible]]

"[illegible] শাস্ত্রপ্রমাণ [illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]।"

"[illegible]
[illegible]
[illegible]।"

"[illegible]
[illegible] অদ্বৈত-
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নমঃ।"

"[illegible]
[illegible]
[illegible] বেদান্তরসজ্ঞানম্
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]।"

সমস্ত শাস্ত্রের [illegible] স্থান অধিকার [illegible] 'শাস্ত্র' [illegible] শাসন করা যায়, যাঁর বিধি নিষেধগুলি শৃঙ্খলা থেকে [illegible] পৌঁছিয়ে দেয় তাহাই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র [illegible] তিন প্রকার [illegible], [illegible], [illegible]। [illegible] ও [illegible] ফল [illegible]। কর্ম্মশাস্ত্রের সম্বন্ধ [illegible], প্রয়োজন [illegible] ক্রিয়াকলাপ; [illegible] ও মনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় [illegible] ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি। [illegible], অজ্ঞানময়, নিরানন্দপ্রাপক।

জ্ঞানশাস্ত্র কর্ম্মশাস্ত্রের উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণকে অতিক্রম ক'রে অপরোক্ষ-প্রমাণ বলে নির্বিশেষ বস্তুর সন্ধান দেয়। তাহার সম্বন্ধ ব্রহ্ম, অভিধেয় জ্ঞান বা বেদান্ত অনুশীলন, ফল বৈরাগ্যমূলা মুক্তি।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।

ভক্তিশাস্ত্রের সম্বন্ধ ভগবান্, অভিধেয় ভক্তি, ফল বা প্রয়োজন ভগবৎপ্রীতি বা প্রেম। ভিটী শাস্ত্রেই বিধি ও নিষেধ বর্ণিত হ'য়েছে, তা'দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিধি ও নিষেধ কি? শাস্ত্র ব'লেছেন—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মৃতিই বিধি এবং তাঁর বিস্মরণই নিষেধ। এই দুইটী কথার অন্তর্গত সমস্ত বিধি ও নিষেধ। যে শাস্ত্রে ইহাকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে, তাহাই ভক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের বিনাশ চরম ফল। তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ ব্যাপার। ভক্তিশাস্ত্র চতুর্থবেদ অধোক্ষজ ব্যাপারের বিষয়। তাহা সৎ, চিৎ [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নাই। [illegible] [illegible] ক্ষমতা আছে। [illegible] সেবা ক'রতে পারে। সে সকল বিষয় অনুভব করে, তাহা স্বপ্রকাশ—নিরবচ্ছিন্ন, অবাধ আনন্দময়। অজ্ঞান বা নিরানন্দ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ বস্তুর পাইবার উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত, সেই অধোক্ষজের প্রীতি যে শাস্ত্রের প্রয়োজন তাহাই ভক্তিশাস্ত্র। ভক্তিশাস্ত্র সাত্ত্বিক, কিন্তু ইহাকে কেবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র নহে; উহার আরও বৈশিষ্ট্য আছে। উহা পারমহংস্য সংহিতা। উহা রাজস বা তামস শাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক কোন শাস্ত্র নহে। শ্রীমদ্ভাগবতকে শাস্ত্রে পারমহংস্য সংহিতা বা সাত্বত শাস্ত্র ব'লেছেন—

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"

উহা বেদান্তের সার। [illegible] বেদ বিভাগকর্ত্তা, বেদান্তসূত্র রচয়িতা নিজেই ভাগবতের প্রকাশক। উহা যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং
কুবর্ত্ম তৎ॥

ঋগাদি বেদগুলি, মহাভারত (ইহার মধ্যে গীতা ও বিষ্ণুর সহস্র নাম), শাস্ত্র অনুগত স্মৃতি, মূলরামায়ণ, সাত্বত-পুরাণ ও পঞ্চরাত্র এইগুলি প্রকৃত শাস্ত্রনামের যোগ্য। অন্য শাস্ত্র নামে কথিত গ্রন্থগুলি [illegible] ব'লে ব'লেছেন। 'রাত্র' শব্দে জ্ঞানকে বুঝায়—পাঁচ প্রকার জ্ঞানের বিষয় যাতে বর্ণিত, সে শাস্ত্র পঞ্চরাত্র। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বৃদ্ধবৈষ্ণব আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্ব এই কয়টীকে শাস্ত্র ব'লেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ; অন্যগুলিতে [illegible] মল আছে। অন্য পুরাণে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন এবং বর্ণাশ্রমে [illegible] অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে যাঁর সেবা করা দরকার সেই বিষ্ণুর কথা ব'লেছেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অতীত পরম মঙ্গলের বৈষ্ণবগণের প্রিয়, নিত্য আরাধনীয় শ্রীমদ্ভাগবত। প্রতি অধ্যায়-শেষে সেইজন্য বলা হ'য়েছে—

"ইতি পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং
যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং,
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং
পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান বিরাগ ভক্তিসহিতং
নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো, [illegible]
বিমুচ্যেন্নরঃ॥"
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

ইহা নির্ম্মল পুরাণ। বৈষ্ণবসাধুদের প্রিয়। কেবল পারমহংস্য-জ্ঞান ইহাতে [illegible] আছে। ইহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে; ইহার শ্রবণ, পঠন ও বিচার দ্বারা শুদ্ধভক্তি উদিত হ'য়ে জীবের মায়াবন্ধ দূরীভূত ক'রে দেয়। [illegible] [illegible] সমস্ত শাস্ত্র [illegible] নিগূঢ় অর্থ। মহাভারতের অর্থ ইহাতে নির্ণীত হয়; ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। গায়ত্রীর মূলের 'ধীমহি' শব্দে 'সত্যং পরং ধীমহি' শব্দ [illegible] প্রথম শ্লোকে ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপাস্য আছে নিত্য—আমরা সকলে ধ্যান করি। ধ্যানের বিষয়টি এক, কিন্তু ধ্যান-কারীর বহু। [illegible] [illegible] [illegible] বিষয় নহে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] গায়ত্রী নিত্যঃ নিত্যবাদ, নিত্য ধ্যান [illegible] [illegible] দোষের বহু যে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হ'য়েছে, এমন গায়ত্রীর ব্যাখ্যা যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই প্রকাশিত [illegible]। অর্থ ইহাতে নির্ণীত হ'য়েছে। তিনি স্বয়ং অন-প্রবাদাদিরহিত হ'য়ে নিজের কথা বলেন, [illegible] অবিসংবাদিত সত্য। তাহাতে নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। এই পুরাণে শাস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্ণাশ্রমাদির অতীত থেকে বহু দূর সিদ্ধান্ত করা যায়, অন্যান্য পুরাণে সেই সিদ্ধান্ত ব'লেছেন ব'লে মনে। তার উপর আর কিছু আছে কিনা একথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন নি।

বর্ণাশ্রমের গুরু বৈষ্ণব বা পরমহংসগণের প্রিয় কৃষ্ণের উপাসনার কথা ভাগবতে ব'লেছেন, সাংখ্য, তর্কশাস্ত্র, বিলাস, প্রকাশ বা বৈভবের উপাসনা বলেন নাই, নিত্য—স্বয়ং কৃষ্ণের কথা বলা হ'য়েছে।

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ম্।'

স্বয়ং কৃষ্ণের কথা বর্ণিত হওয়ায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী পরমহংসগণের ইহা পরম প্রিয়।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অবলম্বন হ'য়ে অনুশীলন ক'রলে পুরুষোত্তম [illegible] [illegible] পা'রবে। শ্রীভাব প্রতিপাদ্য পুরুষোত্তম, তাঁহার উত্তম প্রকাশ তাঁহার [illegible] [illegible]। বর্ণাশ্রমের [illegible] [illegible] [illegible] হ'লে, স্বরূপে [illegible] না হ'লে কেবল [illegible] [illegible] [illegible] থাকলে তাঁর সেবা [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] [illegible] অন্তরাগমার্গে ভজনকারীদের [illegible] [illegible]। তিনি অন্যাপেক্ষাশূন্য-স্বরাট্, অন্য দ্বারা চালিত বা প্রকাশিত হন না। সকল কারণের কারণ তাঁকে বিশ্বময় [illegible] অন্তর্যামীরূপে [illegible] ও [illegible] কালের নিত্যকাল যাঁরা অনুশীলন করেন তাঁরা [illegible]—পরমহংস [illegible]। [illegible] [illegible], অকিঞ্চন, কৃষ্ণজ্ঞানবিরোধবর্জ্জিত, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] তাঁরই পারমহংস্য; তিনি অদ্বয়জ্ঞান, অসমোর্দ্ধ বস্তু। তাঁর [illegible] নাই—সমান বা অধিক নাই। সেখানে বাধা বা কুণ্ঠা নাই। তিনি নিজের স্বতন্ত্র অবাধভাবে রাখেন। [illegible] [illegible] অবলম্বন [illegible] [illegible] [illegible]। মায়াবদ্ধঃ সেবার অভাব সেবক, কিন্তু ভাগবতে সেবা অপেক্ষা সেবকের [illegible]। আবার আরাধকের অভাব [illegible]। [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible], অভাব প্রচুর, আত্মা-জ্ঞান [illegible]। তাহাতে সত্ত্ব বা [illegible] [illegible] [illegible] করে না। এই সেবার সেবাহীন [illegible] আছে, এইজন্য ইহা [illegible]। [illegible] পুরাণে পারমহংস্য বস্তুর কথা কীর্ত্তিত নহে, কিছু [illegible] কথা আছে, আংশিক কিছু উপাসনা, [illegible] অর্থ [illegible] কথা বা চতুর্বর্গ [illegible] [illegible] আছে; উপাসকের [illegible] কথা আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; আরাধ্য বস্তুর সুখ দিয়ে [illegible] আরাধকের স্বার্থ কিছু বর্ণিত আছে। কিন্তু ভাগবতে কেবলা, অমলা, অহৈতুকী ভক্তির কথা আছে, [illegible] প্রবর্ত্তন [illegible] [illegible] হ'য়েছে। [illegible] পরিপূর্ণতার কথা বর্ণিত, জ্ঞেয়, অপ্রমেয়, অতিক্রমী জ্ঞান, নিরানন্দ দৃশ্য পদার্থকে নিরাস ক'রে কেবল চেতনমাত্র বর্ণিত। অজ্ঞান—জড়, অচেতন, নিরানন্দ। যাহা নিজের কর্তৃত্ব পরিচালনা করে তাহাই জ্ঞান। [illegible] জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের কথা, যাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহাদুরি করে [illegible] কথা [illegible]। [illegible] কেবল শুদ্ধ-বিজ্ঞানের কথা [illegible] [illegible]। [illegible] বিজ্ঞানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভ্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] প্রেম। [illegible] জ্ঞান, বিজ্ঞান ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কামনাময় কথা, [illegible] অনুভব অনুশীলনীয়।

[illegible] কামনার [illegible] [illegible]— কথা। [illegible] কাম [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] নাই [illegible] [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]— সর্ব্বাপেক্ষা সকল [illegible] সেবার [illegible] [illegible] [illegible] হ'য়েছে। [illegible] [illegible] হ'য়ে তা' শুনলে [illegible] ভগবান হৃদয়ে আবদ্ধ হ'ন [illegible]। আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হ'লে [illegible] হ'তে না। [illegible]— [illegible], [illegible]—[illegible]। [illegible] বিষয় মনে মনে বিচার ক'রে [illegible] [illegible] ক'রতে হ'বে। [illegible] [illegible] [illegible] করা আবশ্যক; [illegible] [illegible] অপরাধের [illegible] [illegible]। তা' [illegible] না ক'রলে [illegible] [illegible] হ'বে না। ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে; নরমাত্রেই—[illegible], শূদ্র, [illegible], শুদ্ধশাস্ত্র অবর [illegible] লোকেরও অধিকার আছে। "[illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] অনু-শীলনকারী [illegible] [illegible] [illegible] এক-মাত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপাসিত হ'য়েছে। [illegible] [illegible] এই সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ ক'রলেন। পরমপুরুষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-

(ক্রমশঃ পরে ২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পেছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] শ্রী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] চতুষ্ট্য বিগ্রহ আছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণপাদবকর্ষে [illegible] প্রকাশিত [illegible] আছে। রক্ষক শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, [illegible] শাস্ত্রের সমালোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] লোকশিক্ষা হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক [illegible] [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রী বিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমাধব অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রীমঙ্গলরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনরহরানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউ [illegible] ভাবন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

(১৮) ভাগবত আসন

[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইটাগাছি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সারঙ্গ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) ভগবান গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ দেবতীর্থ

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অবজারভেটরী হিল, দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিগাঁও, [illegible] গোপালপুর, ঢক্ক, পি

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসার

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, শব্জীবাগ

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪৯নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেখপায়ী,

পোঃ কোহোদ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গবাড় টাক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, ব্লক ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অদ্ভুতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

( ) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মর্টন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, গ্লস্টার রোড ৭, লণ্ডন।

ফোন—"গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক—ডাঃ শ্রীসম্বিদানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, পিএইচ ডি

প্রচারক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]

মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক [illegible]

[illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাঁদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৷৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৴
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৴০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৴০

চিনির দর

চিকাইন, টাইপ	১০॥৴০
মতিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোরা দানা	৯।০
কানপুর দানা	৮।০—৯৴০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
সভরেণ	
চাঁদিরবার	৫৩।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৴০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৴০
চাউসলো ঐ	৫॥৴০—৫৸০
	৬৲—৬৴০
আটা (বি)	৫৸০—৫৴০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৴০
পোলাউ	১॥৴০—১৸০
ভুষি	১॥৴০—১॥৴০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
স্বামী	৪৫৲
পাতিরাম	৪৬।০
তার	৪৬
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি গুরুদিন ফাইন	৪৩৲
চাম্পাণী লাল	৫৩৲
ঐ ফাইন	৩১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাকা মরিচ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭।
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি দারুচিনি	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

ঢাকা	৯৲—৯।০
ঐ বেশী হাল্কা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৯।৴০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪-৩০ গেজ

পীস	।৴১৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৬—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল বড় কাটি লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, সোল্ডার গরাদে ৮।০—১।০

গোল বড় রিইনফোর্স ও কর্ণা কাটিং

৬ক্ত ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

পিতলের হালদণ ৫৴০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালদণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড্পটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— :(:•:): ——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আহার ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৩

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ব্যবহারে ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জীবনরক্ষক কি না। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ স্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলিয়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বচসার যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া প্রকাশ্যে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ বর্ণনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান স্থাননির্দেশ সূচীপত্র (Index Glossary)। সম্প্রতি গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(*):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চে	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি ও মাসিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধাভিন্ন আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৫ই জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৯১]

বিবিধ সংবাদ

——:০):(০:(০:——

প্রধান মন্ত্রীর নূতন পরিকল্পনা

গত ১০ই জুন এক সংবাদে প্রকাশ, সাম্প্রিয়েটেড প্রেসের দার্জ্জিলিং মন্ত্রি-সভার বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার শরৎকালীন অধিবেশন বসাইবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন পক্ষে নাকি এই বিষয়টীর উপর জোর দেন যে বঙ্গ-ভঙ্গ-রদের সময় ভারত সচিব এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ঢাকাকে বাঙ্গলার দ্বিতীয় রাজধানীস্বরূপ গণ্য করা হইবে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইত কিন্তু পরে কোন কোন কারণে তাহা বন্ধ করা হয়। এক্ষণে ঢাকাকে পুনরায় বাঙ্গলার ২য় রাজধানী হিসাবে গণ্য করিয়া তথায় আইন সভার বৈঠক বসান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণরেরও নাকি এই প্রস্তাবে মত আছে, তবে তাঁহার মতে বে-সরকারী মহল হইতেই এই প্রস্তাব আসা উচিত। দুই-একজন ছাড়া আর সকল মন্ত্রীই নাকি এই প্রস্তাবে প্রধান মন্ত্রীর সহিত একমত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলন

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের অধিবেশন আগামী ২৩শে জুন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। কারণ উক্ত সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত পট্টভী সীতারামিয়া উক্ত তারিখের পূর্ব্বে আসিতে পারিবেন না। সম্মেলনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহু দেশীয় রাজ্যের প্রজার এই সম্মেলনে যোগদান করিবার সম্ভাবনা আছে।

রেলষ্টেশনে ডাকাতি

অমৃতসর-নরোয়াল লাইনের দক্ষিণা রেলওয়েষ্টেশন হইতে একদল সশস্ত্র ডাকাতের আক্রমণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ডাকাত দল রাত্রি অনুমান দশটার সময় বন্দুকের গুলী ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। এদিকে ষ্টেশন মাষ্টারও বন্দুক লইয়া বাহিরে আসেন এবং ডাকাত দলের গুলীর পাল্টা জবাব দেন। ডাকাত দল তখন পশ্চাতে হটিয়া যায়। রাত্রি অনুমান ২টার সময় ডাকাত দল পুনরায় রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করে। চৌকীদারকে বন্দুকের ভয় দেখাইয়া বদ্ধ করে এবং নগদ টাকা পয়সা ও অন্যান্য জিনিষপত্র লইয়া চম্পট প্রদান করিয়া পলায়।

উভয় পক্ষের সংঘর্ষের সময় একজন ডাকাত নাকি নিহত হয়।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সাত লক্ষ টাকার ক্ষতি

লাহোর, চাম্বাপাহাড়ের উপর চাম্বা সহরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সাত লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। উহাতে জমিদার ও রইসদের ৩৩টি বাড়ী একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। ঐ স্থানে একখানি বাড়ী তৈরী হইতেছিল। প্রকাশ, একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা তাহার পার্শ্বেই কতকগুলি লোহার স্তূপের মধ্যে পড়ে। তাহা হইতেই আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

সমুদ্রে স্নান করিতে যাইয়া জজের অপমৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার কানারার জিলা এবং দায়রা জজ মিঃ ডেনিস কিনকেইড, আই-সি-এস কারোয়ারে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। প্রকাশ, মিঃ কিনকেইড সকাল ৬টা ৮৫ মিনিটের সময় বাংলো হইতে বাহির হন এবং মোটরযোগে সমুদ্রে স্নান করিতে যান। জলে নামিবার আধ ঘণ্টা পরে তিনি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। পিয়ন এবং মোটরচালক দৌড়াইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে যায়। কিন্তু তাহারা সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্রোতে ভাসিয়া যান। সমুদ্র খুব উত্তাল উদ্দাম ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দেহ উদ্ধার করা হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বাহাতে চলাচল করে, তাহার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

গান্ধীজীর তিথল হইতে ওয়ার্দ্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন

তিথল হইতে গান্ধীজী সদল বলে ১১ই জুন সোজা ওয়ার্দ্ধা আসিয়া পৌঁছেন। তিথল সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। সেখানে একমাস অবস্থানের ফলে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ওয়ার্দ্ধা আসিয়া পৌঁছিবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি সেবাগাঁও চলিয়া যান।

বি-এ ও বি-এস্ সি পরীক্ষার ফল

এবার মোট ৪২৮৮ জন ছাত্র বি, এ পরীক্ষা দেয়; তন্মধ্যে ২৮ জন ফার্ষ্ট ও ৩১৩ জন সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পাইয়াছে; ১৯০ জন ডিষ্টিংশন পাইয়া ও ১৮৭৫ জন ছাত্র সাধারণভাবে পাশ করিয়াছে। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ২৪০৬ শতকরা পাশের হার ৫৩'৯। গত বৎসর উত্তীর্ণের হার ছিল ৬২'৪৪।

বি এস সি পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৯১৫; তন্মধ্যে ১৭ জন ফার্ষ্ট-ক্লাশ, ২৭ জন সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স ও ১২২ জন ডিষ্টিংশনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাধারণ ভাবে ৩৫৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৭১; গত বৎসর বি, এস, সি তে শতকরা ৪৬'১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল; এইবার উত্তীর্ণের হার ৬৩'১।

বিহারে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ

উত্তর বিহারে প্লেগের প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। বিগত ২২শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে একমাত্র [illegible] জন লোক প্লেগে মারা গিয়াছে। কিন্তু কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় কলেরায় যথাক্রমে ১৩৫ এবং ৭৭ জন মারা গিয়াছে। মোট ২১০ জন ১৬৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। সমগ্র প্রদেশে কলেরায় মোট ৫৫১ জন আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ২৮৫ জন মারা যায়। বসন্তে মোট ৮৬৬ জন আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ১৩০ জন মারা যায়।

তিনটি বালিকার সলিলসমাধি

গত ১২ই জুন বেলা [illegible] সময় ফরিদপুর হাট গ্রামের [illegible] নিবাসী বাবুর চেষ্টা কন্যা ৮ বৎসরের ও ১০ বৎসর বয়স্কা এক বালিকা পুকুরে স্নান করিতে যায়। তিন জনেই জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬
[illegible] ২
[illegible]
[illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
। [illegible] ৪
[illegible]
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—[illegible]
৬। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ১.০
[illegible] ২

৪৫। নবদ্বীপশতক /।
৪৬। অর্চ্চনাকাণ্ড /।
৪৭। সদাচারস্মৃতি /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০

১১। [illegible]
১২। [illegible] ১৲
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। [illegible] ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ১৲
২০। [illegible] ।০
২১। [illegible] ।০
২২। [illegible] ।
২৩। [illegible]
[illegible] ২
২৪। [illegible] ২৲
২৫। [illegible] ২৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] ।০
[illegible] ।০
৸০

৩৪। [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। [illegible]
৩৯। [illegible]

৪১। [illegible]
৪২। [illegible]
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ॥৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ভিজিট টু শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] ॥
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible] ।০
[illegible]

[illegible] ১৫৲

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

[illegible] ।০
[illegible] ।০
[illegible] ৵১০

৮৭। [illegible]

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ৲

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় বার্ষিক সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

—— ১০২ ——

[illegible]
[illegible]
[illegible]
লাভ করিতে পারিবেন।
[illegible]
[illegible]
মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পন্ন
[illegible]
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

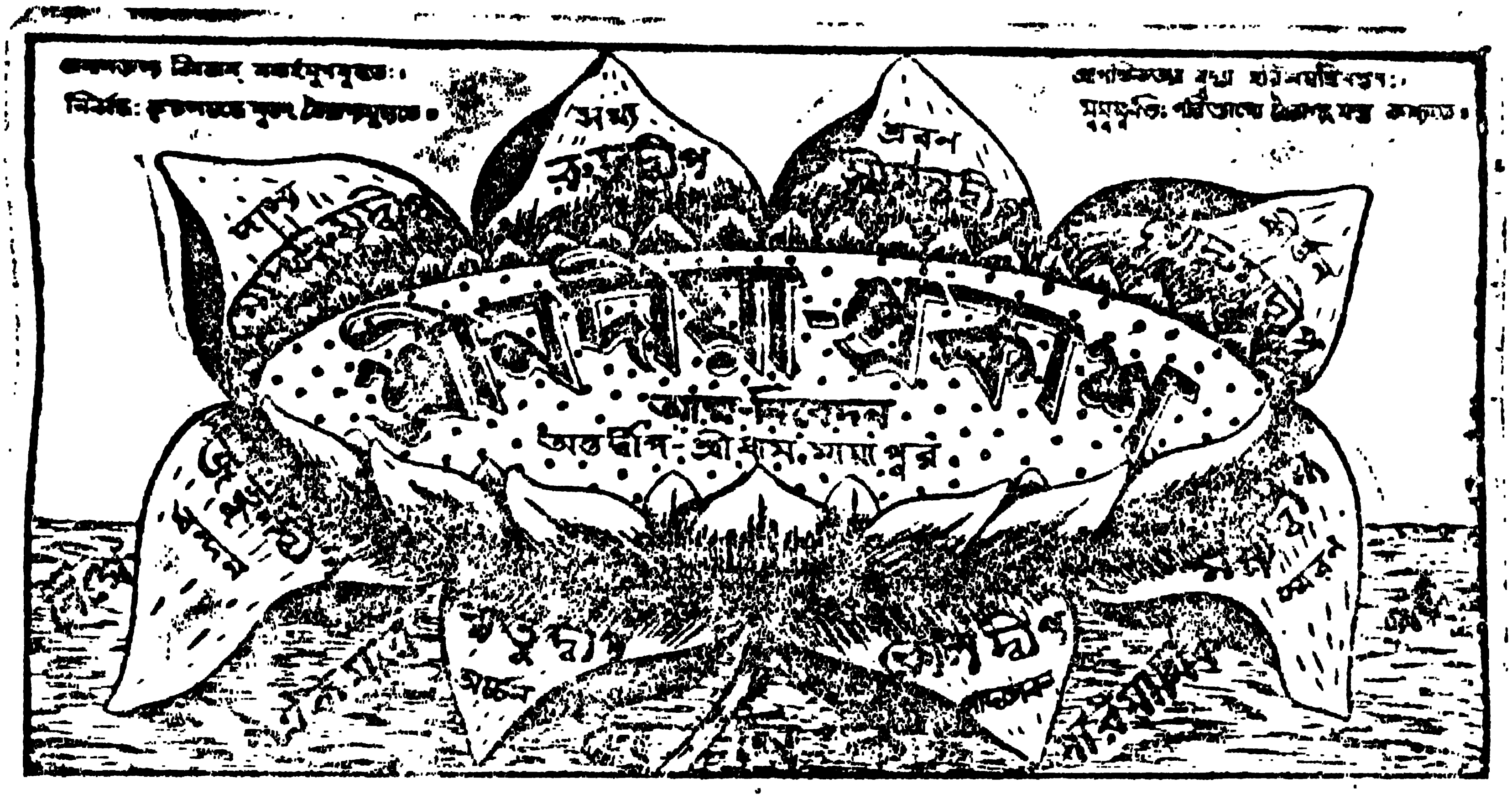

১৫শ বর্ষ { ২১ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ১লা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই জুন ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ৪১তম সংখ্যা

আচার্য্যাভিনন্দন

আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] প্রভুকে [illegible] শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান করিবেন।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ৯ই আষাঢ় ১৮ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয় "শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয়" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীল গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশমত তদীয় আশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত মঠাশ্রিত প্রচারকগণ মহানগরীর বিভিন্নস্থানে সজ্জন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় শুদ্ধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ গত ৭ই জুন হইতে [illegible] জুন পর্য্যন্ত কলিকাতা [illegible] শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] দিবসে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। ঐ দিবস [illegible] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ [illegible] সজ্জনব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট কতকটী পারমার্থিক প্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্বামীজী মহারাজ তৎসমুদয়ের সুন্দরভাবে উত্তর প্রদান করেন।

— —

বিহারে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] শ্রৌতী মহারাজ গত ৮ই জুন শুক্রবার পাটনা হইতে মোটরযোগে রওনা হইয়া পরদিবস হাজারীবাগে পৌঁছেন। হাজারীবাগে পৌঁছিয়া বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] মোটর কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এম্, এন, গাঙ্গুলী ও উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়দ্বয়ের নিকট স্বামীজী বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী [illegible] হইতে গত ৭ই জুন সোমবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। গয়াতে অবস্থান করিয়া তিনি তথাকার মঠে আগত ব্যক্তিগণের নিকট এবং স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-সন্দেশবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

——

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ

গত [illegible] দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারীজী সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম বন্দনার পর প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠমুখে বলেন, প্রহ্লাদ মহারাজ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ; তিনি শ্রীভগবানকে প্রেষ্ঠরূপে আহ্লাদ প্রদান করেন ও [illegible] সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম প্রহ্লাদ। তিনি দৈত্যকুলে হিরণ্যকশিপুর গৃহে কয়াধুর ক্রোড়ে আবির্ভূত হন। কিন্তু ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে [illegible] ব্যক্তির গৃহে আবির্ভূত এবং সর্ব্বক্ষণ অসুর বালকদের সঙ্গে থাকিলেও হরিবিমুখতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ, তিনি আমাদের মত সাধারণ বদ্ধজীব বিশেষ ছিলেন না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে শ্রীল নারদ গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিনাম উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন পাঁচ বৎসরের বালক তখন হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বহির্ম্মুখ বিদ্যা শিখাইবার জন্য গুরুগৃহে পাঠান ও [illegible] একদিন পুত্র আদরের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"বাবা প্রহ্লাদ! তুমি কোন্ বিষয় ভালভাবে শিক্ষা করিয়াছ"? তদুত্তরে নিরন্তর ভগবৎসেবারত ভক্ত প্রহ্লাদ আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন,—"শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ

ভক্তির [illegible] যাজন করাই জীবের [illegible] শিক্ষায় আমি উত্তম বলিয়া বুঝিয়াছি।"

[illegible] মহারাজের উক্ত— "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা" শ্লোক আলোচনা [illegible]

এবং [illegible] অনেক কথা কীর্ত্তন করেন [illegible] অসৎসঙ্গ [illegible] হয় না। [illegible]

[illegible] কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার [illegible] কোন লোকের কোন মঙ্গল হইবে না [illegible]

[illegible] ব্রহ্মচারীজীর [illegible] মহোৎসবেলা [illegible] হয়।

— —

ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চুন-গোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান্ জমিন্ ফারাক"।

অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই ঝগড়া-ঝাটোর প্রস্তাব আছে,—"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"।

[illegible]

শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ ত্রিবিক্রম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

পারমার্থিক

পরমার্থ যাঁহারা যাজন করেন তাঁহারা পারমার্থিক। এই পরমার্থ সম্বন্ধে নিজের লোককে বিভিন্নরকমের ধারণা পোষণ করিতে দেখা যায়। অনেকের মতে, যাঁহারা স্মার্ত্তবিধি মানেন না, কেবলমাত্র শাস্ত্রের [illegible] পারমার্থিক। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা মাছ [illegible] খান না তাঁহারাই পারমার্থিক। আবার বাহ্য চিহ্ন [illegible] কেহ কেহ পারমার্থিকতা [illegible] বলিতে হইবে [illegible] মাধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ [illegible] লোককেই পারমার্থিক ম[illegible] বা পরমার্থ প্রকাশের [illegible] বঞ্চিত হয়। যদি [illegible] শুদ্ধ পারমার্থিক বা শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ হয়, [illegible] এক সম্বন্ধ [illegible] [illegible] কামনা [illegible] বাহ্যে [illegible]

বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণই সেবা বা পরমার্থ, আর ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদি সবই অভক্তি—কৈতব বা বঞ্চনা। অহৈতুকী সেবাচেষ্টা ব্যতীত ইতর-সেবাচেষ্টা শুদ্ধ ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে অন্যের চেষ্টা নাই, সেখানে আছে কেবল অন্যের সেবা বা পরমার্থ-অনুশীলন।

'পরম' ও 'অর্থ' এই দুইটি শব্দ লইয়াই পরমার্থ। 'পরম' শব্দে শ্রেষ্ঠ, এবং 'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কর্ম্ম-মাত্রেরই কোন না একটা উদ্দেশ্য আছে। যেমন ধর্ম্ম করাই অর্থের উদ্দেশ্য, [illegible] করাই [illegible] উদ্দেশ্য, [illegible] করাই [illegible] পুণ্যসঞ্চয় করাই [illegible] এই সকল উদ্দেশ্যই [illegible] বাসনার অর্থ। এই সকল অর্থ বা উদ্দেশ্য আদায় করিবার জন্য অনর্থ [illegible] করিয়া থাকে। যেমন বর্ত্তমান কালের উদ্দেশ্য [illegible] পুনরায় [illegible] দ্বিগুণ অর্থ লাভ করে। [illegible] অর্থ [illegible] করিয়া [illegible] বা শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এইরূপ কর্ম্ম ও অর্থের [illegible] ছাড়া আর কিছুই নয়। [illegible] করিতে [illegible] সাধারণের [illegible] [illegible] ভক্তিজিজ্ঞাসার [illegible] অর্থ কামের [illegible] বা [illegible] করিতে আমাদের [illegible] উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়, সেই ভগবৎসেবারূপ অর্থ ভগবদ্ভক্তগণের [illegible] আর কখনও কল্পকথা বা [illegible] না। [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ [illegible] জীবের চরম অর্থ বা পরম প্রয়োজন। একমাত্র ভক্তগণই পরমার্থ [illegible] পারমার্থিক, আর [illegible] সকলেই অপারমার্থিক অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী ইত্যাদি।

যাঁহারা [illegible] করেন, [illegible] নানা [illegible] প্রয়োজন, সেই ইন্দ্রিয়তর্পণের বাঞ্ছাপূর্ণ [illegible] পরমার্থিগণকে [illegible] করেন [illegible] জন্যই তাঁহাদের [illegible] বা [illegible], তাঁহারাই পারমার্থিক। আধিক ও পারমার্থিকের কোন [illegible] নাই, কেবলমাত্র [illegible]। একজন নিজেদের [illegible] কেবল ভগবৎ-সুখ [illegible]; একজন প্রভু-অভিমানী, অপর এক-জন দাসাভিমানী; একজনের দেহ বা গেহের নিত্য স্বরূপ আত্মীয়স্বজনই সর্ব্বস্ব আর একজনের ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বস্ব ও জীবন সর্ব্বস্ব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত
যাব
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ
কর্ম্মভিঃ॥

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।৯-১১)

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম ও কামের ফল সুখ, এই বলিয়া জীবসকলকে ধর্ম্মে প্রলোভিত করেন; কিন্তু পারমার্থিক লোক এইরূপ সকৈতব সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের পরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্ব স্বরূপে পুনরবস্থান তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম্ম বলে। [illegible] ধর্ম্মের ন্যায় ঐ ধর্ম্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম—এইরূপ নয়। ধর্ম্মাচরণে অর্থ আনুষঙ্গিক উৎপন্ন হইবে এবং উৎপন্ন অর্থ আনুষঙ্গিক কামকে প্রসব করিবে; কিন্তু কাম পরম ফলরূপ ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ ফলকে উদ্দেশ করিবে না অর্থাৎ আপবর্গ্য-ধর্ম্মশীল পুরুষের যথার্থ কাম সমস্তই জীবন-নির্ব্বাহরূপে আদৃত হয়। জীবন রক্ষণ হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ পরমার্থ লাভ হইবে। অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন সেই তত্ত্ব তিন প্রকার ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব এবং ভগবত্তত্ত্ব।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

[কাল—৮ই জুন, ১৯৩৭, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট।

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সারস্বত শ্রবণ-সদন

বিষয়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য।

সভাপতি—শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।]

গীতা-মাহাত্ম্যে আছে—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ
শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥"

অন্য শাস্ত্র প'ড়ে লাভ নাই। সে সমস্তের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে গীতা ভাল ক'রে পড়তে হবে। শুধু টীকার সাহায্যে বা নিজের অনুস্বার বিসর্গাদির বড়াই দিয়ে, ব্যাকরণ-কোষাদির সাহায্য নিয়ে গীতা বুঝতে গেলে বঞ্চিত হ'তে হবে। অহঙ্কার থাকা পর্য্যন্ত, আমি বুঝে নিতে পারি এই প্রকার বিচার থাকা অবধি গীতা বুঝবার সামর্থ্য হ'তে পারে না। তাঁতে গীতা নিজেকে প্রকাশ করবেন না, সাধারণ বঞ্চনা করবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কুর্ম্মক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তিনি নিত্য ক'রে গীতা পড়তেন, তাঁর পড়বার সময় চক্ষুর জল, স্বেদাদি উদগত হ'ত। স্থানীয় পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অনুযোগ ক'রলেন এই ব্রাহ্মণ উচ্চারণ জানেন না—সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান নাই, অশুদ্ধ হ'য়ে যায়, এঁর গীতা পাঠ হচ্ছে না, তা' শোনা কা'রও উচিত নয় ইত্যাদি। মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেলেন—তাঁর গীতা পড়বার সময় অতীব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের সারথিরূপে যেন কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত আছেন এবং অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, এই প্রকার অনুভূতি আসায় তাঁর চক্ষু হ'তে অনর্গল-ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, শরীরে রোমাঞ্চ উদিত হয়, তিনি আত্ম-সংবরণ করতে পারেন না। যদিও তাঁর সংস্কৃত-জ্ঞান বা ভাষার তাৎপর্য্য-বোধ নাই এবং উচ্চারণ অশুদ্ধ হয়, তথাপি সমগ্র পাঠকালই এই প্রকার অনুভূতির দর্শনীভূত প্রকৃতি বাধা হন। এই কথা শুনে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র তাঁরই গীতা-পাঠে অধিকার আছে, আর কা'রও নাই, এই কথা জানালেন।

'[illegible] বদতি বিষ্ণায় মূর্খো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥'

পণ্ডিত লোকের ভাষাজ্ঞান, উচ্চারণ ইত্যাদি শুদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ অনুরাগ না থাকায় তাতে মনোভাব বিশুদ্ধ না হওয়ায় কৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করেন না, অথচ মূর্খও যদি ভাবশুদ্ধি লাভ করে, তা'র অজ্ঞান বা অশুদ্ধি, উচ্চারণাদির দোষ না ধ'রে বিশেষ-ভাবে কৃপা করেন।

'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা
ন চ টীকয়া।'
(শ্রীধরস্বামী)

শ্রুতি বলেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।'

ভগবৎকৃপার প্রধান উপায় ভক্তি অব-লম্বন না করলে নিজের বুদ্ধি বা টীকাকারের পাণ্ডিত্য তাঁকে ভগবানের গান বুঝতে সাহায্য করে না। আমার বাগ্মিতা দ্বারা হয় ত' কতকগুলি কথা বুঝিয়ে লোককে মুগ্ধ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তা'তে শ্রোতৃগণ কি লাভ পাবেন; ভগবানের কৃপা তাঁদের কাছে আসবে না। সুতরাং গীতাপাঠের পূর্ব্বে প্রণালীটা জেনে রাখা দরকার। ঠাকুর-ঘরে যাবার সময় আমাদের অশুদ্ধ পোষাক বা সাহেবীয়ানা ত্যাগ ক'রে শুচি হয়ে ঢুকতে হয়, সেইরূপ আমাদের পাপ-বুদ্ধি বা সমস্ত প্রাকৃত অভিজ্ঞতা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ শরণা-গত না হ'লে কখনও গীতাপাঠের ফল পাব না।

গীতায় ১৮ অধ্যায় ৭০০ শ্লোক আছে, এজন্য ইহাকে সপ্তশতী বলে। প্রথম ছয়

অধ্যায়ে কর্ম্মের, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রাধান্য বিচার দেখিয়ে মধ্যম অধ্যায়ষট্‌কে ভক্তির প্রোনো কঠিন সম্পুট বা কৌটার খোলের মধ্যে সুরক্ষিত বহুমূল্য মাণিক্যের মত রক্ষিত ক'রেছেন।

'পূর্ব্বাপরয়োঃ মধ্যবর্ত্তি বলবান।'

এই ন্যায়ে যদি কেহ মনে করেন, শেষে জ্ঞানের কথা ব'লেছেন ব'লে জ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ্য, তা'হ'লে তিনি গীতা বুঝতে ভুল করবেন।

কোন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় ক'রতে হ'লে ৬টি বিষয় লক্ষ্য ক'রতে হয়।

'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্‌।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥'

উপক্রম অর্থে আরম্ভ, উপসংহার—শেষ, অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, অপূর্ব্বতা, ফল—বৈশিষ্ট্য, অর্থবাদ—প্রশংসা, উপপত্তি—প্রমাণ। এই ছয় প্রকার লক্ষণ আলোচনা ক'রলে ভক্তিই একমাত্র গীতার বিষয় বুঝতে কাহারও কষ্ট হ'বে না। উপক্রমে আমরা দেখতে পাই—ধৃতরাষ্ট্র ব'লেছেন—

'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধ-সাহায্যের জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়ে নিদ্রার ছলে শ্রীকৃষ্ণ শায়িত থাকলেন। দুর্য্যোধন মনে করল কৃষ্ণও আমাদেরই আত্মীয়ের মধ্যে একজন। সুতরাং নির্ভীক হ'য়ে মাথার কাছে গিয়ে ব'সল। মনে ক'রল প্রথমে চোখ চাইলেই আমাকে দেখতে পাবেন এবং প্রতিজ্ঞানুসারে ওঁকে পেয়ে যা'ব। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁ'র পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে আপনাকে দীনহীন মনে ক'রে পায়ের কাছে গিয়ে ব'সলেন। তিনি ভাবলেন—ভগবানের মাথার কাছে ব'সবার স্পর্দ্ধা বা ধৃষ্টতা আমার নাই। তা'তে ফল হ'ল—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন ক'রলেন, এবং দুর্য্যোধনকে সমস্ত নারায়ণী সেনা দিয়ে বাধিত ক'রলেন।

"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে
জনার্দ্দনঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁ'দের জয় হ'ল। এখানেও দেখতে পাই যে, নিষ্কিঞ্চনতায় ভক্তিতে ভগবান্‌ বাধ্য হ'য়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন—সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য সমবেত হ'য়ে আমার পুত্রেরা এবং পাণ্ডবেরা কি করল? এই প্রশ্নটা যেন নিরর্থক মনে হয়। আমি গায়ে তেল মেখে গামছা কাঁধে গঙ্গার দিকে যাচ্ছি, তা'তে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি কোথা যাচ্ছ?' এ প্রশ্ন কি নিরর্থক নয়? কারণ ঐ সমস্ত লক্ষণে সে ত' স্পষ্টই জানতে পারছে যে আমি স্নানে যাচ্ছি, তবে জিজ্ঞাসা কেন? যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ দৌত্য ক'রে গিয়ে পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য চাইলেন, পরে পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা চাইলেন, তা'তেও রাজি না হ'য়ে দুর্য্যোধন বললে—বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমাণ জমিও আমি দিব না। তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ নিশ্চয় হ'য়ে গেল। আত্মীয়-বান্ধব, সমস্ত সহকারী সকলের সৈন্য নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকে উভয়পক্ষে যুদ্ধস্থানে মিলিত হ'য়েছেন। সুতরাং যুদ্ধই অবধারিত। এখানে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের সার্থকতা কোথায়? —আছে, কুরুক্ষেত্র একটি পুণ্যস্থান, ঐ স্থানে পূর্ব্বপুরুষ কুরু নামক ধার্ম্মিক রাজা যজ্ঞ ক'রে ছিলেন। তাহা সমন্তপঞ্চক তীর্থ। তীর্থস্থানে গেলে মহা পাপীরও মন দ্রব হয়। অতএব সেখানে গেলে সেখানে কিছু ধর্ম্মকাজ করতে পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেহ হ'য়েছিল—পাছে তাহার পুত্রেরা সেই তীর্থমাহাত্ম্যে যুদ্ধ না ক'রে শান্তিস্থাপন ক'রে ফেলে। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রকার সন্দেহ কি সমীচীন নহে? ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। অন্ধের কোন বস্তু দেখবার যোগ্যতা তাঁ'র ত নাই। কিন্তু দেখুন, তাঁ'র পুত্রদের প্রতি কি প্রকার আসক্তি! দুর্য্যোধনদিগকে ব'ললেন 'মামকাঃ' অর্থাৎ আমার পুত্রেরা। যুধিষ্ঠিরাদিকে বললেন—'পাণ্ডবাঃ', যেন কত পর লোক। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রমাণ ক'রলেন—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণের নাম আহার। বিষয়গ্রহণ ইন্দ্রিয়দ্বারা না ক'রলে অনেক সময় তা'র অঙ্গগুলি বদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু বিষয়ভোগের পিপাসা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যপদার্থ না দেখলেও পুত্রস্নেহে কত আকুল ছিল, তা' দেখবার বিষয়।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌।
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে॥"

ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমে উপায়ে বদ্ধ করলেও—বিষয় থেকে পৃথক্‌ থাকলেও মন বিষয়গুলির স্মরণ করে। তখন তা'কে কপটী মিথ্যাচারী ব'লে জেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হ'লেও তাঁ'র বিষয়লোলুপতা খুবই প্রবল ছিল। তা' ত্যাগ ক'রতে চেষ্টা ক'রলে পিপাসাটা আরও প্রবল হ'য়ে উঠে। আবার বিষয় ত্যাগ ক'রলেই নিষ্কৃতি হ'বে না। হরিদ্বারে গঙ্গার প্রবল স্রোতটা বন্ধ করবার চেষ্টায় পাথরের বাঁধ দিলেও নিষ্ফল হ'তে হ'বে। বুদ্ধিমান্‌ লোক বরং তার গতিটা খাল কাটিয়ে অন্য দিকে কিছু ফিরিয়ে কাজ করিয়ে নে'ন। চক্ষু-কর্ণাদি বন্ধ ক'রে রাখলে ভোগবাসনা বন্ধ হ'বে না। তবে অমৃত-রস বা আনন্দস্বরূপ ভগবানের সেবারসের আস্বাদন পেলে চতুর্বিষয়রস আর কোন প্রকারে থাকতে পারবে না। বিষয়ী অমৃত-রসের আস্বাদে সামান্য চিটাগুড়ের প্রতি ঘৃণাই এসে যায়। প্রথম শ্লোকের বিচারেই আমরা ভক্তির কথা স্পষ্ট দেখতে পাই।

উপসংহারে কি ব'লেছেন, দেখা যাক—

"সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

যদিও গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের বহু প্রশংসা ক'রেছেন, নানা প্রকার অধিকারের নানাবিধ ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন, তথাপি শেষে বললেন—একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। তোমার সামাজিক, ব্যবহারিক, দৈহিক প্রভৃতি সমস্ত রকমের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে একমাত্র আমি তোমার রক্ষক, ইহা মনে ক'রে আশ্রিত হও, তা'তে আমি তোমার ঐ সব ধর্ম্মত্যাগের জন্য যে পাপ হ'বে মনে করছ সমস্ত মোচন ক'রে দেব। ঐ সব বিষয় নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিও না। অতএব দেখা যাচ্ছে, উপসংহারেও সেই ভক্তির কথা।

অভ্যাস—পুনরাবৃত্তি। কোন্‌ কথাটা তিনি পুনঃ পুনঃ গান ক'রেছেন,

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥'

যজ্ঞ অর্থে বিষ্ণু। তাঁ'র ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ ক'রতে হ'বে। ভগবানে অর্পণ না হ'লে সমস্ত বস্তুকে অন্ন বা খাদ্যের পাপ বলা হয়। উপনিষদেও ব'লেছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং
জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥"

জগতে যা' কিছু দর্শন করা যায় বা যা' আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর তা' সবই ভগবানের বস্তু। সে সকল ভগবানে অর্পণ ক'রলে, তাঁ'র প্রসাদ ব'লে গ্রহণ ক'রতে হ'বে। কর্ম্মীর বিচার—আমি স্বর্গ, ইহলোক ও পরলোক ভোক্তা, সুতরাং ভগবান্‌কে ভোগ করাতে গিয়ে আমি কি ভোগ ক'রব? এই প্রকার বিচার গীতার প্রতিপাদ্য নহে।

জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে গীতা ব'ললেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাম্‌॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্‌॥"

ব্রহ্মোপাধিনিষ্ঠ হ'য়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রেও সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি হ'য়ে অনির্ব্বচনীয় শোক বা মোহে অধীন হ'ন না। এই অবস্থায় তাঁহারা আমার ভক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। তাঁ'দের সুখদুঃখে সমান বোধ হ'য়ে গিয়েছে।

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

সকল অবস্থায় সমান ভাব উপস্থিত হ'য়ে সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি হ'লে ভক্তির আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। শুকদেব মুক্ত হ'য়েও মায়ার আক্রমণের ভয়ে বার বৎসর গর্ভে বাস ক'রেছিলেন। জন্মিলেই মায়ার আক্রমণে পড়তে হয়, এই ভয়ে বনে চ'লে গেলেন। কিন্তু ভাগবতের কথা শুনে তাঁ'র মন আকৃষ্ট হ'য়েছিল। কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাশক্তি [illegible] অতএব [illegible] হ'লে কৃষ্ণ তাঁ'কে আকর্ষণ ক'রে নে'ন।

যোগের কথা ব'লবার সময় গীতায় ব'লেছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥"

তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও হঠযোগী ইঁহাদিগকে প্রকৃত যোগী বলা যায়। এই সকল প্রকার যোগীর মধ্যে যাঁ'র মন কেবল আমাতেই আবিষ্ট হ'য়েছে এবং শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজন ক'রছেন তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আবার ব'লছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং
নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥"

যেন মন থাকে আমাকে ভজনা কর। আর শরণাগত হ'য়ে সমস্ত সমর্পণ ক'রে আমার সেবা কর, তা'তে আমাকে পাবে।

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ
প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। যাঁ'রা আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না, তা'রা ভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে। [illegible]

(ক্রমশঃ)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভক্তিতে ভক্তিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

অধুনা [illegible] মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible]

[illegible]

রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালী [illegible] রোড, [illegible], কলিকাতা [illegible]

[illegible]

শ্রীচরণ [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]। রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) [illegible] সমাধি পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] সুখদ-কুঞ্জ

[illegible] পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

[illegible]

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] স্থান।

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible] মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক - [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ ([illegible])

রক্ষক - শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক — মহোপদেশক [illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক [illegible] আচার্য্য [illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক [illegible] মহোপদেশক শ্রী[illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] হাউস, [illegible]

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক - শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গাঠুবাড়ী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। [illegible] রক্ষক — পণ্ডিত শ্রী[illegible] বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক - শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী — [illegible], পুরী

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস [illegible]

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible]।

(৫৯) [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible]।

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible] ([illegible])

[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩ মণ্টার হাউস, [illegible],

[illegible] ৭, লণ্ডন।

টেলি — "গৌড়ীয়" লণ্ডন।

রক্ষক — ডাঃ শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

[illegible]

প্রচারক — মহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতী-সম্পাদক ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মাজা চাল	৫৷৵০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সেলেন্স কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	

চিনির দর

কাশীপুর ফাইন, টি-ডপ	১০॥৵
কাশীপুর ১০০০ নং	
কারচোরা সাদা	
কানপুর সাদা	৮।০-
কানপুর লাল	৭॥৵—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

গিনি	
কলালের বার্	
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

নারায়ণগঞ্জ—	৪০৷৹
সিরাজগঞ্জ	৪০৷৹
মধ্যম—	৪১।০
উত্তম—	
[illegible] রক্তের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৲—৬।৵০
পাকেজেন ঐ	৬৲—৬৵০
গোল্ডেন ঐ	৫॥৵০—৫৷০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
(কে)	৪৷০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পালার্ড	১॥৵০—১৷০
ঘি	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

ভয়সা	৫৭৲
পাতি	৫৭৲
দানেশ্বরী	৫০৲
	৪৫৲

পাতিরাম	৪৮।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৷০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন মোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
কবাটি পুরবিদ ফাইন	৪৩৲
চাপাগ লাপা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

প্রতি মণ

পানের মাপু	৮।০
সুপারী দেশী	১৯।০—১১
কাটা সুপারী	১০৷০—১১।০
সাদা পিপুল	১৫।০—১৭।০
[illegible] পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৲—৯।০
ঐ বে-মার্কা তাপ্তা সকল	৮৲—৯০
ঐ টাটা টিসটেড জয়েষ্ট বীমসর সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নরম টী আয়রণ	৯।৵০—৯॥০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫।০
২৮ গেজ—	১৫।০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—৷০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
গেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোল্ট্, গরাদে	৮।০—৯॥০

গোল রড বি-টনমেন্ট ও কনক্রিটের

হন্দর ৯৲—১০৲

দুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

নটরুদের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৭৬।৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ::॰:: —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—— ::॰:: ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—২১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫২,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০		১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮		১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৭৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় সমস্ত পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় বাঙ্গালায় ইহার কাটতি অত্যধিক। আপনি ইহা সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সমূলে ধ্বংস হইল। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা:—১১নং ইন্টালিডি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ কেওড়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়-গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] ভারতীয় প্রাসঙ্গ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মন্তব্য (Foreward), [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচীপত্র (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান [illegible] Index Glossary। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে॥	৷৵০	৷৵০	৷০	
" " টাকা ২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲	
" সিকিকলম ৫৲	৪·	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ও	৪৷৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(*):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৬ই জুন, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৯২]

বিবিধ সংবাদ

গুয়াদালাজারা রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম

প্যারিসের গিভ্রেখাস্থ বিদ্রোহী কেন্দ্রের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গুয়াদালাজারা রণক্ষেত্রে উঁহাদের উপর আন্তর্জাতিক বাহিনীর এক আক্রমণের সময় স্পেন গবর্ণমেণ্টের বহু সৈন্য নিহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত।

বিদ্রোহীরা বলে যে, এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকটী বিদ্রোহী ঘাটী বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা; কিন্তু বিদ্রোহী গোলন্দাজ-বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে সরকারপক্ষের সৈন্যগণ তিনবার আক্রমণের পর হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

বাহ্রাম খাঁর আত্মসমর্পণ

গত ১০ই জুন সিমাতে মার্কিণ মাসুদ জির্গায় যে অধিবেশন হয়, তাহার আদেশ অনুসারে গত ১২ই জুন প্রাতঃকালে বাহ্রাম খাঁ ও তাহার ভাই আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যে সুরক্ষিত বাড়ী হইতে বাহ্রাম খাঁ সৈন্যদের পরিচালিত করিত সেই বাড়ীও পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ওয়াজির বিভাগের কমাণ্ডার মার্কিণ মাসুদ জির্গার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, মার্কিণের বাহ্রাম খাঁর শত্রুতা এবং তোদা চীনা ক্যাম্পে যে চোরাগুপ্তা বধ হইয়াছে তাহাতে যে লিপ্ত আছে বলিয়া তিনি তাহার সুরক্ষিত বাড়ী ধ্বংস করিতে চাহেন। জির্গা অনুরোধ করে যে, বাহ্রাম খাঁকে আত্মসমর্পণের সুবিধা দিতে হইবে এবং ঐ বাড়ী তাহারাই ধ্বংস করিবে। তাহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলে বাহ্রাম খাঁ ও তাহার ভাই আত্মসমর্পণ করে এবং জির্গার আদেশ অনুসারে ঐ বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের অবস্থা শান্তিপূর্ণ কিন্তু উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অসচ্চরিত্র একদল লোক ইপির ফকির ও তাহার ভাই শের জামানের প্ররোচনায় সৈন্য ও স্কাউটদিগকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছে এবং রাস্তা চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে।

ইপির ফকিরের নিকট ডেপুটেশন প্রেরণে সুফল

উত্তর ওয়াজিরিস্তানের [illegible]খেলের চন্দু নামক যে হিন্দু বালকটী অপহৃত হইয়াছিল তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

চন্দুকে যখন অপহরণ করা হয় তখন উক্ত গ্রামের কয়েকজন মুসলমান মালিককে লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধিদল ইপির ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল ফকিরের অনুচরদিগের এই প্রকার অপহরণ বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং চন্দুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বলেন। বালককে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ফকির প্রতিনিধিদলকে প্রতিশ্রুতি দেন। ফকির নিকবাল নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বলেন। অতঃপর বালকটিকে তাহার গ্রামে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

দামাদলের নিকট হইতে হরনাম সিং নামক একজন মোটরচালক এবং অপর এক ব্যক্তিকে অপহরণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহারা মিরনশাহে পৌঁছিয়াছেন।

পশ্চিম ইউরোপীয় চুক্তি

জানা গেল যে, প্রস্তাবিত পশ্চিম ইউরোপীয় চুক্তি সম্বন্ধে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মতামত বিবৃত করিয়া একটী নূতন নোট লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। ফ্রান্সের মতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত না হইলে কোন চুক্তিরই কোনও মূল্য থাকিতে পারে না; আক্রমণকারী কে রাষ্ট্রসঙ্ঘই তাহা স্থির করিবেন।

এই বিষয়ে জার্ম্মাণী এখনও কোনও মতামত প্রকাশ করে নাই। জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া জানিতে চাহেন। প্রকাশ যে ফ্রান্স ফরাসী সোভিয়েট চুক্তিও বজায় রাখিতে চায়, কিন্তু এবিষয়ে জার্ম্মাণী তাহাতে আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছে।

একণে যখন ফ্রান্স জার্ম্মাণী ও ইটালী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গত নভেম্বর মাসের স্মারকলিপির উত্তর দিয়াছে তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীকে পুনরায় তাহার মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে মধ্যস্থের কাজ করিতেছেন। মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, একথা যদিও কিছুতেই বলা চলে না তথাপি বৃটেন ও ফ্রান্সের মতের মিল একটি শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

জঙ্গলে নিহত ভ্রাতৃদ্বয়

প্যারি[illegible] বাগনোলিসের নিকটে এক বনে দুইজন বিশিষ্ট ফ্যাসিস্ট-বিরোধীর শব আবিষ্কারের পর পুলিশ অনেক ইটালীয়ানকে আটক করিয়াছে।

উক্ত নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের নাম কার্লো ও নেলো (অথবা সেবাটিনো) রোসেলি। উভয়কেই ছোরা মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহাদের শবের পার্শ্বেই একখানা ছোরা পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের হত্যায় যে উহা ব্যবহৃত হয় নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। [illegible] উপর উহা রাখা হইয়াছে। উহাতে '[illegible]' শব্দটি লেখা আছে। [illegible] ইচ্ছুক ইটালীর অধিবাসী।

নিহত [illegible] পকেটে দুই হাজার ফ্রাঙ্ক [illegible] পাওয়া যায় নাই। আর তাঁহার ভ্রাতার কাগজপত্রও যেমন ছিল, তেমনই আছে।

এই হত্যাকাণ্ড আবিষ্কারের পর এক থানার মধ্যে রক্তমাখা একখানা মোটর গাড়ীও পাওয়া গিয়াছে। ঐ মোটরের [illegible] ছিল। গাড়ীতে, বিদেশীর কার্তুজ এবং একটি [illegible] কৌটা ভরা বারুদ এবং তাহার সহিত সংযুক্ত ও গজ লম্বা পলিতা ছিল। উক্ত পলিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] বোধ হয় উহা নিভিয়া যায়।

কার্লো রোসেলি [illegible] দণ্ডিত হইয়া লিপারী দ্বীপপুঞ্জে [illegible] গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে পলায়ন করেন। তৎপর হইতেই তিনি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন চালাইতে থাকেন। সম্প্রতি তিনি স্পেন হইতে আহত হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। স্পেনে তিনি ফ্যাসিষ্টবিরোধী একটি ইটালীয়ান বাহিনী গঠন করেন।

সিংহলে ভীষণ প্লাবন

কয়েক দিন ধরিয়া [illegible] ভীষণ প্লাবন দেখা দিয়াছে। [illegible] নিকটবর্তী গ্রাম এককালে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় সমাজসেবী দল বন্যার্তদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রী[illegible]—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৬৲
[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। [illegible] ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৬ষ্ঠ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সর্ব্বসম্বাদিনী দীপিকা ও [illegible] দীপিকা ।১০
৯ [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। শ্রীনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ [illegible] ।০
১৯। ভক্তিরত্নাকর কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগান কেবল মাত্র ভাষা ।
২৭। মুক্তকমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। জীব-শিক্ষা-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা /০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible]-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। আর্য্যপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পঞ্চাংশ বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তমালিকা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম
৬৫। মায়াবাদ শিক্ষাষ্টকম
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণম ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। [illegible] ৵/০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন্‌ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্‌স য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

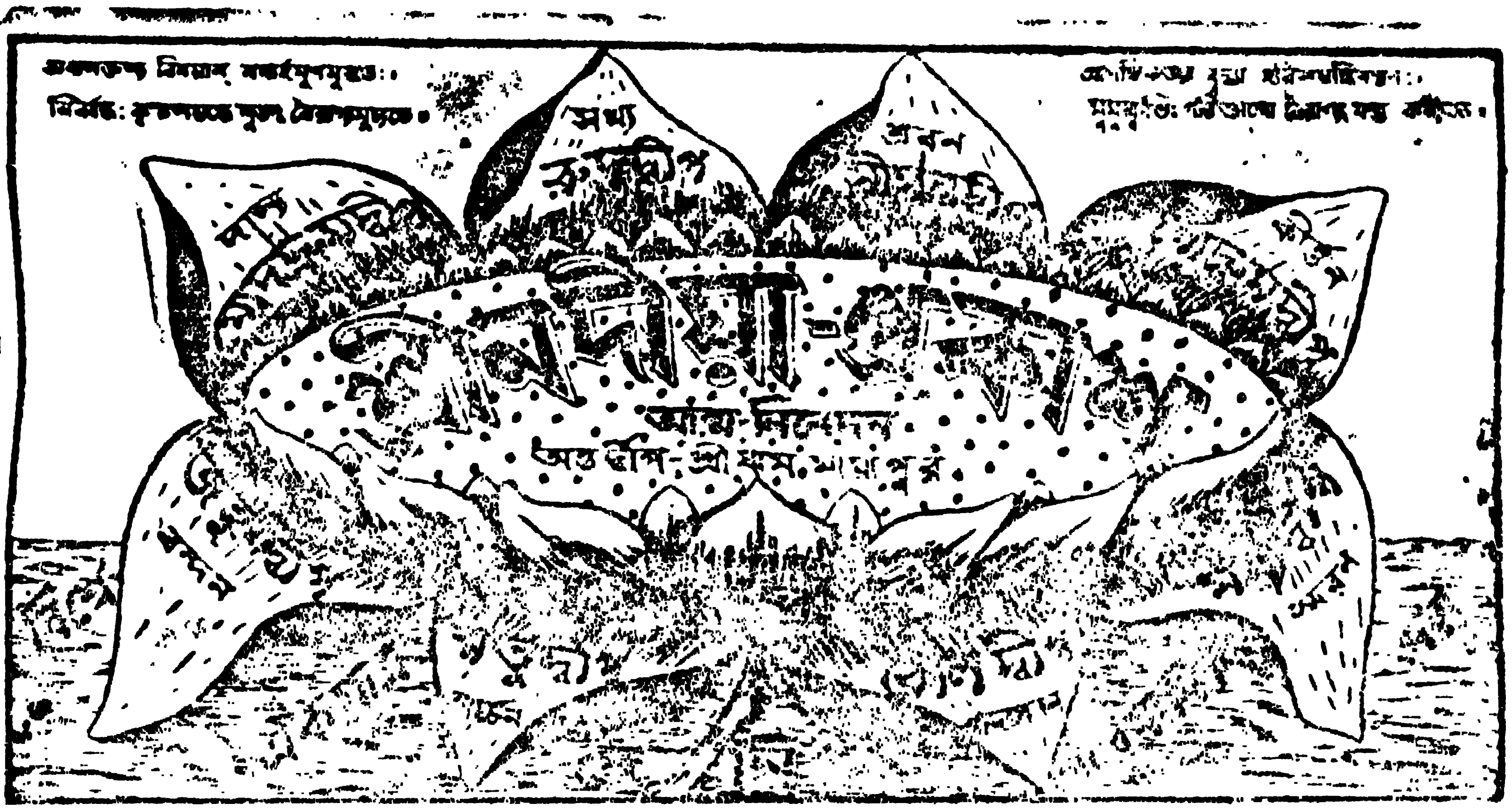

১০শ বর্ষ { [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১, [illegible] বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, [illegible] জুন ইং ১৯৩৭ [illegible] { ২৯০ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

[illegible] গোবিন্দ [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] বৎসর [illegible] মধুর [illegible] নিখিল-শাস্ত্রনিষ্ণাত [illegible] অপূর্ব্ব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তের সুখবিধানের জন্য ভগবানের [illegible] নিষ্কিঞ্চন শ্রীল [illegible] পুরীপাদের [illegible] কীর্ত্তন করেন।

সাহিত্যানুশীলনে শ্রদ্ধা

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপ্রসাদ [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীপাদ [illegible] মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁহারা ভগবানের স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ ও ভক্তের স্বরূপ জানেন, তাঁহারাই [illegible] ভক্তের কৃপণ। কৃপণ দরিদ্র নহে। [illegible] না। [illegible] না। [illegible]

[illegible] না। [illegible] আমার [illegible] ভক্তিকে [illegible] সেই আমার নিষ্কপট ভক্ত লাভ করিবে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। [illegible]

[illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, [illegible]

—

ভক্তের [illegible] এ [illegible] দৌরাত্ম্য [illegible] প্রকৃত [illegible] স্থায় উভয়ের মধ্যে "আসমান জমিন ফারাক"।

[illegible] সহিত আমাদের [illegible] চলিবে [illegible] হিংসা করি। [illegible] সদা মৌন ধরি"।

([illegible])

[illegible]

শ্রীল [illegible] গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ [illegible], [illegible] পৌষ ৪৬১

পঞ্চসংস্কার

—:০:—

শাস্ত্রে [illegible] [illegible]

[illegible] পাঞ্চরাত্রিক মতে বিবিধ বৈষ্ণব-লক্ষণ সম্বন্ধে [illegible] উক্ত হইয়াছে।

উক্তঞ্চ—

[illegible]

[illegible]

মন্ত্র [illegible]

[illegible]

কাশীখণ্ডে—

[illegible]

[illegible] সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ নাম মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটিকে পঞ্চসংস্কার বলে। [illegible] ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে চেষ্টা করেন তাঁহারা এই পঞ্চসংস্কারে [illegible]

[illegible]

মন্ত্রমধ্যঃ—

[illegible]

যিনি উদ্ধব, [illegible] ও বিদেশী— [illegible]

[illegible] করা [illegible]

'পুণ্ড্র' শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আকৃতি বহুবিধ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর হরিমন্দির। বৈষ্ণবমাত্রেরই উহা ধারণ করা কর্তব্য।

হরিদাসত্বসূচক কোন একটী নামগ্রহণকে 'নাম' বলা হয়। যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়ে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দ দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি দাস্যাত্মক নাম দেখা যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের [illegible] নাম [illegible] কথা [illegible] হয়। [illegible] 'কবিকর্ণপূর', 'প্রেমনিধি' প্রভৃতি [illegible] নাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

[illegible] অনুরূপ [illegible] সম্বন্ধ [illegible]

[illegible] সকল [illegible] হইয়াছে, [illegible]

—

সভাপতি শ্রীল তীর্থ মহারাজের অভিভাষণ অবলম্বনে লিখিত

[illegible]

[illegible]

[illegible] সকলের চোখ ফুটেছে। [illegible] উচ্ছিষ্ট—গুরুদেবের

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চরণারবিন্দ। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে দেয়া [illegible]

আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে ভগবদগুণানুশীলনের ছলনায় অদ্বৈতবাদ, নির্বিশেষবাদ প্রভৃতিতে [illegible] সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বহুকাল থেকে হ'য়ে আসছে। আচার্য্য ধারা ছেড়ে দিলে মায়াবাদ এসে সমাজকে গ্রাস করে, একথা সকলেরই জানা [illegible]। তথাপি নূতন ক'রে সেই পথের চেষ্টা মর্ত্ত লোক [illegible] কে করে? যাঁরা অপরাধী হ'য়ে [illegible] থেকে [illegible] হ'য়ে যায়।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ

শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥"

পদ্মনাভ ভগবান, তাঁর কথা পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছেন। ব্রহ্মা হ'তে নারদ, তাঁ'হতে ব্যাস-শুকদেব-মধ্ব-মহাপ্রভু [illegible] এইরূপ পরম্পরায় শুনেছেন। [illegible] পারম্পর্য্য গ্রহণ না করলে [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] গীতা [illegible] [illegible], জ্ঞান ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। [illegible] সমস্ত ভাষায় [illegible] [illegible] লোক [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] সাথে [illegible] আমাদের [illegible] না [illegible] গীতা [illegible] না।

"[illegible] সমুদ্ধরামি [illegible]

[illegible]

[illegible]"

[illegible] কৃষ্ণ, তাঁহার শরণাগত হ'লে তবেই [illegible] কাটে। নতুবা কাঁ'রও [illegible]। [illegible] নাই, নিজের চেষ্টা [illegible] কথা। একমাত্র তিনি [illegible] কৃপা ক'রতে পারেন। [illegible] সকলের কাছে ব'সে আছেন, কিন্তু কেউ [illegible] পারেন না। [illegible] ক'রবার জন্য [illegible]। তিনি [illegible] নিজের হৃদয়ে [illegible] রেখেছেন। [illegible] তাঁ'রই শরণ গ্রহণ ক'রলে তিনি তাঁ'র প্রিয়তম [illegible] দিবেন। [illegible] একমাত্র [illegible] কি? আবার তিনি পাপী তাপী সকলকে ডেকে ডেকে কৃপা দিচ্ছেন, যাতে [illegible] তাঁ'র প্রিয়তম [illegible] নিজের হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখতে পারে।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্

মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন

মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

জ্ঞানী বহু জন্মের পর [illegible] আমার শরণাগত হয়, তখন সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন ক'রবার সৌভাগ্য পায়। শরণাগতের অভাবে [illegible] নির্বিশেষ গতি লাভ করে। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ॥" কেবল ভগবানের জন্য কৃত কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'। তাঁ'র জন্যই কর্ম্ম ক'রতে হ'বে। অন্য উদ্দেশ্যে কর্ম্ম ক'রলে, এমন কি, নিজে কিছু ফল আদায় ক'রে নেব, [illegible] মনে ক'রে কর্ম্ম ক'রলে কেবল কর্ম্মবন্ধনেই [illegible] থাকবে।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি

মতোঽধিকঃ।

কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী

ভবার্জ্জুন॥"

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং

স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান [illegible] উদ্দেশে কৃত হয় [illegible] ভগবানের প্রেমভক্তি লাভ করায়, [illegible] হ'লে নাশ পাবে।

"[illegible] মামভিজানাতি যাবান্

যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে

তদনন্তরম্॥"

[illegible] হ'তে [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] পায়।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ

সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত

একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ

মম প্রিয়ঃ॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই [illegible] প্রকার লোক সুকৃতিশালী হ'য়ে আমার ভজনা করে। [illegible] আমার [illegible] কৃপায় যখন তাদের [illegible], জিজ্ঞাসা, [illegible] ও জ্ঞানাদি [illegible] হ'য়ে যায়, তখন তা'রা মুক্তাভিমান হয় এবং আমার [illegible] ভজন ক'রতে পারে। আবার জ্ঞানী [illegible] ক'রে যখন বিশুদ্ধ হন, তখন একমাত্র ভক্তিযোগে [illegible] হ'য়ে [illegible] প্রকার ভক্ত অপেক্ষা [illegible] লাভ করে। অনন্যভক্তিযুক্ত জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমিও জ্ঞানীদের অত্যন্ত প্রিয়। আত্মাকে না জানা [illegible] কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিতে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকে। দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। তাতে আত্মবুদ্ধি হ'লে তা'র প্রকৃতস্বরূপ [illegible] হ'য়ে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে [illegible] ব'লেছেন—দেহ ও মন আত্মার পোষাক। আত্মা চেতন বস্তু, তুমি আত্মা। আত্মা চেতন। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ আছে। ভগবানই প্রেমের বিষয়। জীবসমূহ আশ্রয়। প্রেম লাভ ক'রতে হ'লে শরণাগতি [illegible]। সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আমার শরণাগত হও, আমি তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট ক'রব। [illegible] হ'লে আমি তোমাদের রক্ষা করব। আমি [illegible] করা [illegible]। সব ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে দাও। আমি যা' বলছি তা' শুন। তোমার পরম স্বার্থ [illegible] সিদ্ধ হ'বে।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে

নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং

ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

[illegible] [illegible] কর্ম্মজড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মূঢ় [illegible]। মানবের [illegible] [illegible], [illegible], কর্ম্ম, ঈশ্বরবাদী, [illegible] ও [illegible] লোকেরা নরাধম। [illegible] [illegible] ক'রে কেবল [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] আশ্রয় ক'রেছেন [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক'রবার [illegible]। [illegible] আমার [illegible] করে না। এই দুষ্কৃত লোকদের [illegible] ক'রে সুকৃতি লাভ [illegible] ক'রে, তাঁদের [illegible] আমার জন্য আমি [illegible] করি।

"[illegible]। [illegible], মধ্বঃ প্রব্রবীতে।

[illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং

প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

[illegible] নম্র, [illegible]।

[illegible]।

[illegible] আমাতে [illegible]। [illegible] শুদ্ধ [illegible] আমার ভজনা করেন, তাঁ'রাই [illegible]। [illegible] অনন্যভক্ত [illegible] [illegible] আমার কথা কীর্ত্তন ক'রে [illegible]। [illegible] শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা [illegible] ও [illegible] প্রেমলাভ ক'রে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমার ভজন করেন, [illegible] [illegible] [illegible], তাঁ'রা আমার [illegible] [illegible]। তাঁ'দেরকে কৃপা ক'রবার জন্য আমি তাঁ'দের আত্মাতে আবির্ভূত হ'য়ে [illegible] জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা তাঁদের [illegible] অজ্ঞান অন্ধকার একেবারে নাশ করি।

এই [illegible] [illegible] [illegible] সময়, [illegible] প্রয়োজন [illegible]। [illegible] শ্রীমূর্ত্তি [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রতিভাত হ'বেন। এইজন্য—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ

ভজনক্রিয়া।

ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা

রুচিস্ততঃ।

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে [illegible]

ক্রমঃ॥"

শ্রদ্ধা হ'তেই [illegible] [illegible] সোপান [illegible] হ'বে। [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] লাভ ক'রলেই জীবের চরম প্রয়োজন সিদ্ধ হ'য়ে যায়, [illegible] বেদান্তের কিছু নাই। গীতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই প্রতিপাদিত হ'য়েছে।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

(২)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পালন ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জ্জুন ব'ললেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং

ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং

শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

'কৃপণ' শব্দের অর্থ [illegible] ব'লেছেন—

'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কৃপণ [illegible] না।

"[illegible]"

[illegible]

[illegible] বাক্যম্,

[illegible]

[illegible]"

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর [illegible] পীঠ, [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী [illegible] বাগবাজার, [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

রক্ষক— [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ [illegible]

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক - [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৭) [illegible] সমাধি-পাট

[illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] সুরভি-কুঞ্জ

[illegible] নদীয়া।

এখানে [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীশ্রীগৌর [illegible] শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর [illegible]-মঠ

[illegible]

১১ সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীনাথ[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীনবদ্বীপ, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্দ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীধাম [illegible] নিকটবর্তী)

[illegible]

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

১৭ [illegible]

১৮। [illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], নদীয়া।

রক্ষক [illegible] গোস্বামী।

(২০) [illegible]

[illegible], নদীয়া)

রক্ষক [illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক – [illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— [illegible] অধিকারী।

(২৩) ঢাকা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক [illegible]

(২৪) গোপালজী [illegible]মঠ

[illegible] ঢাকা

রক্ষক [illegible]

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক – [illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], ই. পি

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], বিহার

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] সিটি

রক্ষক [illegible]

(৩৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

[illegible] ইউ, পি)

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], মথুরা

রক্ষক [illegible] মহারাজ

৩৮। শ্রী[illegible] মঠ,

[illegible], মথুরা

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

[illegible], মথুরা

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—[illegible]

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

[illegible], মথুরা

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা বর্তমান। [illegible] শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], (পুরী)

শ্রী[illegible] ও [illegible] সেবা।

রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক [illegible]

৫৫। ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী

রক্ষক- [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক- [illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible] (উড়িষ্যা)

রক্ষক —[illegible]

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক [illegible]

(৫৯) [illegible] মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(৬১) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

[illegible]

[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক -- [illegible] অধিকারী,

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

( ) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,

[illegible]

লণ্ডন, [illegible]

রক্ষক --[illegible] পণ্ডিত

শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস হইতে [illegible] ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও [illegible] ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাটপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯৷
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵
কানপুর লাল	৭॥/০—৮

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪।০
গিনি	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
ডাউসফোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরমিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্পার্গ খাখা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাকা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি খয়ের মল	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৲—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৯।৵০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ নটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিল পাটী, বোল্টু, গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের

জন্য ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ১৪৲, নকল ১৩৲

টেকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

ভুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ঃ০ঃ ——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেতালের পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের সদ্যঃফল মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ কেওয়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে [illegible] এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে [illegible] এই বিরাট [illegible] মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচীন ও আধুনিক [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা গৌড়ীয়মঠ, ওয়ারী, ঢাকা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগবরপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকবরবাজ [illegible] শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক

ভারতের সর্ব্বত্র সকল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৭ই জুন, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৯৭]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):*:(০):——

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা

গত ১১ই জুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমওয়েল-সমিতির এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত সচিব [illegible] জেটল্যাণ্ড বলেন "ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, গত ৮ই জুন তারিখে লর্ড সভায় আমি শাসনতন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছি তাহাতে মিঃ গান্ধীজীর প্রস্তাব শাঁসের [illegible] গ্রহণ করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই এরূপ কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না। আমার বক্তব্যের এরূপ একটা অর্থ যে কিরূপে আবিষ্কার করা হইল তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

"আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা এই যে, গবর্ণর ও মন্ত্রিগণের মধ্যে কোন গুরুতর মতভেদ হইলে। আমি মনে করি, এরূপ মতভেদ অতি কদাচিৎ হইবে। উভয় পক্ষেরই ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ম্ম স্থির করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমার মনে কোনও একটা মতভেদের প্রকৃতি ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই সরাসরি মন্ত্রিগণকে বরখাস্ত করা অথবা মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে বলার জন্য গবর্ণরদিগকে পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করাইয়া রাখা অপেক্ষা উভয় পক্ষের কর্ম্ম নির্দ্ধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।"

গবর্ণরদের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে যে, বিবিধ ধারণা হইয়াছে তাহাতে প্রথমে যে ধারণার উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে গবর্ণরদের শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইবে, দ্বিতীয় প্রকার ধারণা অনুযায়ী আবার গবর্ণরদের বন্ধু ও সহযোগী বলিয়া মনে হইবে।" লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন যে, তিনি দ্বিতীয় ধারণাই বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ধারণাই সত্য। [illegible] নূতন শাসনতন্ত্রকে কাজে লাগানোর জন্য যাহারা ইহা মানিয়া লইয়া মন্ত্রি[illegible] [illegible] তাঁহাদের আহ্বান করিতে [illegible] সহিত সহযোগিতা করিবে [illegible] প্রশ্ন [illegible] উহা বক্তাদের উত্তর শেষ।

—

সিটি কোর্টিং সাহিত্য সম্মেলন

বিগত [illegible] বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় [illegible] "সিটি কোর্টিং সাহিত্য সম্মেলনের" তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। ময়মনসিংহ জিলার ও অন্যান্য স্থানের অনেক গণ্যমান্য লোক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির অভিভাষণ খুব সরস ও বিবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ ছিল।

অতঃপর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [illegible] মহাশয় "কবি গানে [illegible] ময়মনসিংহের স্থান" এবং [illegible] প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটী খুব চিত্তাকর্ষক এবং বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ণবাবু [illegible] কবি [illegible] সে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহা সত্য সত্যই সকলের বিস্ময়ের বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

অবশেষে এ পুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনগোপাল চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করেন।

অতঃপর "ময়মনসিংহ সম্মিলনীর" পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। [illegible]

[illegible]

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সিটি কোর্টিং-এর কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় সকলকে [illegible] আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। রাত্রি [illegible] সভার কার্য্য শেষ হয়।

—

ইউনিয়ন বোর্ডের অর্থ আত্মসাৎ

[illegible] দৈনিক [illegible] ইউনিয়ন-বোর্ডের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে [illegible] থানার [illegible] ইউনিয়ন বোর্ডের [illegible] অনাদায় [illegible] কার্য্য [illegible] ১৫০ টাকা [illegible] করেন। প্রকাশ, আসামী [illegible] ১৮০০ [illegible] টাকা [illegible] আত্মসাৎ করেন।

—

সীমান্ত প্রদেশের গ্রামে দাঙ্গা

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের [illegible] গ্রামের দুইজন মুসলমান তাঁহাদের লোক জনের মধ্যে এক [illegible] দাঙ্গা হইয়াছে। ফলে তিনজন লোক গুলীতে মারা গিয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, একটি সামান্ত [illegible] লইয়া উভয় দলের ঝগড়া বাধে। তাহাতে উভয় পক্ষ [illegible] আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে পুলিশ আরও তদন্ত করিতেছে।

মিলে অনশন ধর্ম্মঘট

শ্রীনগর মিলের [illegible] প্রায় ৮০০ শ্রমিক [illegible] ১১ই জুন মিলের মধ্যে [illegible] অনশন আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রমিকদের অভিযোগ এই যে, মজুরী সংক্রান্ত [illegible] মালিকের দ্বারা মীমাংসা করাইবার প্রস্তাবে মিল কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন নাই। রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রমিকেরা মিলের মধ্যে [illegible] এবং তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা [illegible]

চল্লিশ শত টাকার নোট উদ্ধার

[illegible] [illegible] ট্রেনের [illegible] শ্রেণীর কামরায় [illegible] একটী [illegible] চামড়ার ব্যাগে [illegible] টাকার নোট [illegible] শিলিগুড়িতে সংবাদ [illegible] ভদ্রলোক শিলিগুড়ি রেলওয়ে পুলিশে [illegible] রেলওয়ে পুলিশ [illegible] আরোহী [illegible] নামক জনৈক [illegible] চালান দেওয়া হইয়াছে। [illegible] এখন [illegible] আছে। [illegible] আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। প্রকাশ, এই ঘটনা সম্পর্কে শিলিগুড়ি রেলওয়ে পুলিশের একজন কনেষ্টবলকে সন্দেহ করা হইয়াছে এবং উক্ত কনেষ্টবলকে শিলিগুড়ি হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রী[illegible]—মহৎ ৬১
[illegible] ১৩২০ ... [illegible] — ২৮৲
প্রথম খণ্ড ৵
[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। [illegible] ৪.
৪ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১, ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্র[illegible]দের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; খণ্ড—, ; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈ[illegible] ১৲
৮। [illegible] দীপিকা [illegible] সংস্করণ
দীপিকা ১০
৯ [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। স্বানন্দ-আনন্দ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড় ও গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভক্তসেবকঃ (সানুবাদ) ১.
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। [illegible] /০
৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা -
৪৩। [illegible] /০
৪৪। প্রেম[illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরবিধুদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (মায়াবিদ্বেষ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ [illegible] ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible]
৬৭। সারার্থবর্ষিণী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ,
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ।
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাক্ষিক একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।১০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এসি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

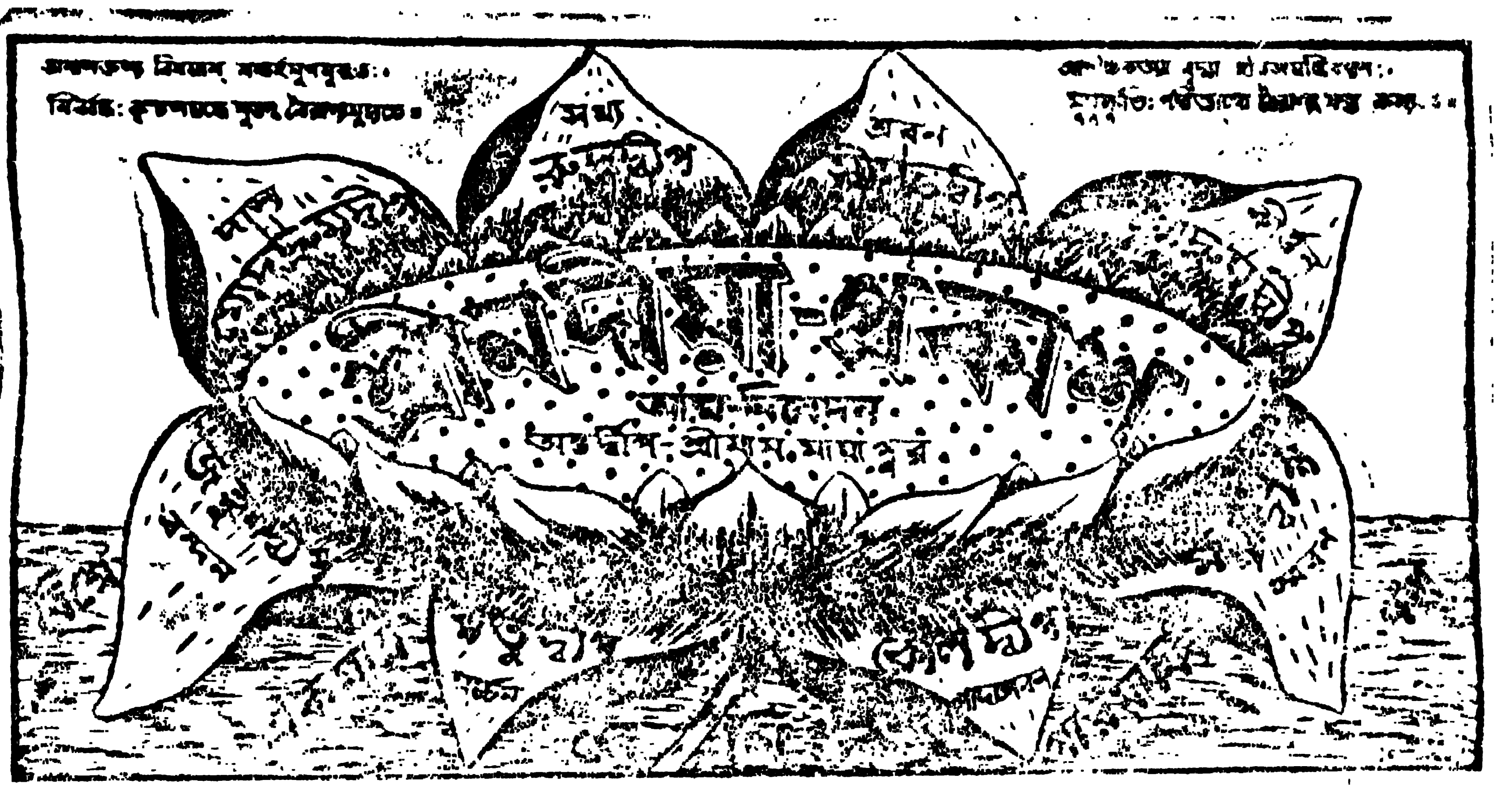

১০শ বর্ষ | শ্রীনবদ্বীপ, গৌরাব্দ ৪৫১, ৩রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই জুন ১৯৩৭, | ৯৩তম সংখ্যা

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) [illegible] এবং তাঁহাদের [illegible] ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের এ সমস্ত [illegible] অন্যায়ভাবে [illegible] করিয়াছেন [illegible] ভাড়িবার [illegible] উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মণ্ডপ [illegible] নানা কথা [illegible] প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কোন মঠের বা [illegible] সহিত [illegible] কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত [illegible] মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডি (Governing Body) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সাস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থানে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং, শ্রীগৌড়ীয়মঠসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং কোন উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনপ্রকার কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(চেয়ারম্যান)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

এলবার্টহলে বিরাট সভা

আগামী কল্য সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কলিকাতার এলবার্টহলে গৌড়ীয় সম্পাদক বাগ্মীপ্রবর মহামহোপদেশক অধ্যাপক [illegible] সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় "[illegible] ও [illegible]" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

"আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রদান করিতে পারিলেন। পরন্তু [illegible] মানিলেন না, কেবল যুক্তিবলে নির্ব্বাণ বা শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বেদান্তের ছাত্র শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিলেন। সাধারণতঃ বেদ শঙ্কর অথচ বিচারে [illegible] লোকদিগকে তিনি [illegible] প্রবেশ করাইবার যোগাড় দিলেন। লোকে ভাবিলেন না যে তিনি শ্রুতবোধন [illegible] জন্য তাঁর যুক্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন।

ক্ষতি বলিয়াছেন—জীব আনন্দের অংশকারী। কিন্তু আনন্দের মধ্যে [illegible] আনন্দের [illegible] করে কে? [illegible] পৃথক্ সত্তা [illegible]। সমুদ্রের জলে একবিন্দু জল মিশে গেলে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আস্বাদকের আনন্দের আস্বাদন নাই। অতএব জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব যথার্থ। নিত্য অদ্বয়জ্ঞান নিত্য শক্তি জীবের অস্তিত্বও নিত্য। আনন্দের অধিকারে তিনি নিত্যকাল [illegible]

উদ্দীপ্ত [illegible] নিত্যধাম [illegible] থাকিবেন। [illegible] পরিণত [illegible] ভগবানের [illegible] পরম-মঙ্গলদায়ক কৃপায় [illegible] প্রদান করা। তাহাতে তাঁর [illegible] নাম। তাহাতে [illegible] করেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থের কথা আছে। [illegible] ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম [illegible] অনুশীলন হবে। আবার [illegible] ভাল করে [illegible] বরণ করিব, [illegible] হয়। তাহাতে [illegible] আনন্দের আস্বাদন কোথায়? [illegible] পারিলে, [illegible] আছে। [illegible] আনন্দ পরম প্রয়োজন। [illegible] চাহিতে আপনি [illegible] আনন্দ [illegible] আনন্দ [illegible] করিয়াছেন [illegible] অপার করুণাবশতঃ তিনি [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] অধিকার [illegible]

[illegible] পরমা শান্তি লাভ হয়। এই প্রকারে দেখা যায় আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবে সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমোক্তের কথা ভাবনায় [illegible] এবং শেষোক্তের কৃপা উন্মুখ-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তুব ও চুণ-গোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান জমিন ফারাক"।

অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দ্বন্দ্ব ত্যাগের প্রস্তাব আছে,—"বৈষ্ণব চরণ সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"।

(শরণাগতি ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ ত্রিবিক্রম, আদি কার্ত্তিক [illegible] গৌরাব্দ ৪৪০

বিদ্যা

বিদ্যা দুই প্রকার। পরাবিদ্যা বা পরমার্থবিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যা। ঋগ্বেদাদি বেদচতুষ্টয় মধুপুষ্পিত বাক্য, শ্রুত্যাদি কল্পসমূহ, শিক্ষা, [illegible] শাসনের ব্যাকরণ, [illegible] নিরুক্ত, ছন্দোগ্রন্থ এবং কালনির্ণয়ের জ্যোতিষ — এই জাতীয় বাক্য এবং গ্রন্থ সকলই লৌকিকী বিদ্যা; [illegible] অপরমার্থিক [illegible]। [illegible] এই সকল শাস্ত্র আলোচনা করিলে কর্ম্মফলভোগের কর্ম্মকাণ্ডে তাহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই অপরা বিদ্যা হরিবিমুখ [illegible]। কিন্তু যে আত্মবিদ্যা-প্রভাবে হৃদয়ে কৃষ্ণ [illegible] জাগে বা পরমার্থবুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। সাধুগণের এই বিদ্যা [illegible] হয়। ইহা শুদ্ধা বিদ্যা বা [illegible] বিদ্যা।

[illegible] বৈষ্ণবগণ; [illegible] তাঁহাদের কথা। [illegible] আমরা [illegible] এই [illegible] মধ্যে দুইটী [illegible] ভগবান্ অন্য একটী জীব। [illegible] ভগবানের সেবায় বিমুখ হওয়া সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতেছে। যখন এই জীব সাধুসঙ্গফলে ভগবদিচ্ছারূপ অবিদ্যা নির্ম্মুক্ত হইয়া বিরত হইবেন, তখনই তিনি নিজের দুর্ব্বাভিমান ছাড়িয়া বৈষ্ণবাভিমান উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখনই তিনি সকল লৌকিক বস্তু হইতে জগৎকে পৃথক্ অন্য পক্ষীকে অপ্রাকৃত ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার সেবার নিমিত্ত উপলব্ধি পূর্ব্বক [illegible] মগ্ন হইবেন। তখনই তিনি সদ্বিদ্যালাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধি [illegible] প্রাপ্ত হওয়া সম্পাদনে পরিহার করিয়া বদ্ধ অবস্থা হইতে—জীবের স্বরূপের হইতে নিম্মুক্ত হইয়া, সুকৃতিপথে হরিদাসাদনে ধন্য হইয়া নিশ্চলতা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ভগবদ্বস্তুই সর্ব্বক্ষণ সেবা এবং তিনি সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। [illegible] তিনি একমাত্র [illegible] এবং তাঁহারই সমস্তের মিলনে [illegible] অবস্থান। [illegible] জীবের অপর বস্তুর সহিত মিত্রতা করিতে হইলে উভয় মিলিয়া একত্রিতভাবের [illegible] ভগবানের সেবা করাই একমাত্র কৃত্য। ইহাই বিদ্যার ফল। কিন্তু যেখানে ভগবৎ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভোগ বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক নিজভোগস্পৃহার [illegible]—ইহাই অপরা-বিদ্যার ফল।

'আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব'

[সরস্বতী [illegible] প্রদর্শনী [illegible] প্রদত্ত [illegible]]

বক্তা—মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি [illegible] এম্-এ, [illegible]।

কাল ১৯৩৭, ১০ই জুন, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, [illegible]

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের [illegible] বন্দনা পূর্ব্বক [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible]—ভারতের দর্শনালোচনার ইতিহাসে এই বিষয়টির গুরুত্ব বহু [illegible] মনীষী [illegible] আলোচিত হয়েছে। [illegible] সমুদ্র মন্থন করিয়া এবং [illegible] এই বিষয়ের [illegible] বহু [illegible] হ'য়ে আসছে। এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনার যোগ্যতা আমার একেবারেই নাই; আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির পূর্ণতম বিচার শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে শ্রবণ বা ধারণা ক'রবার সুযোগ আমি পাই নাই। সুতরাং বিষয়ের গুরুত্ব বিচারে বিশেষ [illegible] বক্তৃতা শুনবার আশা যাঁরা ক'রেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিরাশ হ'বেন। তবে পূজ্যপাদ গুরুবর্গের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আত্ম-শোধনের জন্য আমার নিতান্ত অপটু ভাষায় কিঞ্চিৎ বলতে অগ্রসর হ'য়েছি।

আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেবের মতামত আলোচনার পূর্ব্বে তাঁদের স্বরূপের কিছু পরিচয় আবশ্যক। তা' হ'লে আচার্য্য রূপে তাঁদের স্থান কত উচ্চে তা জানা যাবে। শঙ্করাচার্য্যপাদ সাক্ষাৎ শিবাবতার হ'য়েও ভগবদ্ভক্তরূপে ভগবানের আদেশ পালন করতে ৮ম শতাব্দীতে ভারতে অবতরণ ক'রেছিলেন। অসুরগণকে মায়ামুগ্ধ ক'রবার দরকার হয়েছিল। তিনি বাদদেবের [illegible] মায়াবাদ-রূপ [illegible] প্রচার ক'রেছেন। বিমুখ জীবগণকে পৃথিবীর শেষ জীব সম্প্রদায়কে [illegible] স্থাপন ক'রে [illegible] ব্যবস্থা করাই [illegible]। [illegible] শঙ্কর [illegible] বৌদ্ধাদি [illegible] প্রচার ক'রে [illegible] বিমুখ ক'রলেন। তিনি স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলেছিলেন—

'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥'

ইহা সৎ বা সনাতন শাস্ত্র নহে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার ইহাতে নাই। নিত্যবস্তু লাভের উপায় নাই। ভগবান্ পদ্মপুরাণে বলেছেন—

'মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।'

লোককে ভগবানের পরাঙ্মুখ করা বা অসুরমোহন ভগবানের একটী লীলা। ইহাতে সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পুরুষের প্রতি কোন অন্যায় আরোপ করা যায় না। অসুর ভগবদ্বিমুখ যখন আসে তখন ভক্তগণের বিনাশ, সাধুগণের সংরক্ষণ ও ধর্ম্ম স্থাপন ক'রে থাকেন। সাত্বত বৈষ্ণবগণের বিচারে শিব [illegible]। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' তাঁর নিত্য বৈষ্ণবতার পরিচায়ক। [illegible] বাক্য [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] তিনি স্বীকার করেন। [illegible] মায়াকে ভগবানের [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] এবং ভগবানের আদেশে অসুরমোহন তাঁর কার্য্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপবিচারে আমরা দেখতে পাই—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে আমরা ব্রহ্মের কথা শুনি। তিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্বিশেষ বস্তু। উপনিষদের স্বার্থ গ্রহণ করলে, পূর্ণতার অপেক্ষা ত্যাগ মাপতে গেলে ব্রহ্মের নির্বিশেষ প্রতীতি হয়। উপনিষদে তাঁকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব'লেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ছটা। ভাগবতেও অদ্বয়ব্রহ্মের কথা আছে। বেদান্ত ও ভাগবতের ব্রহ্মের বস্তুর একত্ব থাকলেও প্রতীতির তারতম্য আছে। উপনিষদের আধ্যাত্মিকবাদীর আরোহমার্গে ব্রহ্মই নির্বিশেষ ব্রহ্ম। ভাগবতের মতের বিরোধী নহে। ঐ প্রকার ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি মাত্র। আবার জগতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত অন্তর্যামি-তত্ত্ব পরমাত্মা। তিনি প্রতি জীবের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন।

এই যে অনন্ত বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমাত্মা, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আংশিক প্রকাশ। পরিপূর্ণ প্রকাশ নহেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, পূর্ণ যশঃ, সমগ্র শ্রী, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য যাঁ'তে আছে তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। তিনি পরিপূর্ণতম পরাৎপরতত্ত্ব বা স্বয়ংরূপ। তাঁ'র হ'তে বিভিন্ন প্রকার অবতারাদির প্রকাশ। তিনি মূল আকর বস্তু। অন্য অবতার বা আংশিক প্রকাশ তাঁ'র অন্তর্ভুক্তভাবে নিত্যকাল বাস ক'রছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, পূর্ণতম, সনাতন। তাঁতে ও শ্রীচৈতন্যে কোন ভেদ নাই। ইহা হ'তে পরতত্ত্ব আর নাই।

স্বরূপদামোদর বলেছেন—'রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥' কৃষ্ণের স্বরূপ চৈতন্যদেবকে প্রণাম করি। তিনি যদি স্বয়ং কৃষ্ণ তবে কৃষ্ণের মত কাল তাঁ'র দেখতে নয় কেন? কারণ, রাধার ভাব ও কান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত। অন্তরে রাধার মনোবৃত্তি ও বাহিরে তাঁর অঙ্গকান্তি—এই দুটি তিনি গ্রহণ ক'রেছেন। এইজন্য বাহিরে রাধার মত গৌরবর্ণ দেখাচ্ছে। তবে রাধা কি ভগবান্ কৃষ্ণ হ'তে পৃথক্ কোন তত্ত্ব? না, তিনি অভিন্ন বস্তু নন। তিনি কৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণের হৃদয়ের আনন্দের বিকারই রাধারূপে পরিণত হ'য়েছেন। কৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তিটি যা'কে আনন্দ উপভোগ ক'রবার জন্য মূর্ত্তি ধারণ ক'রে রাধা নাম পেয়েছেন। তিনিই কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তর্পণকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা ক'রে থাকেন, এজন্য তিনি রাধা ব'লে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের দেহেরই ঐ আনন্দাংশ। সেটী তাঁকে রস দিবার জন্য তাঁ'র নিত্যগোলোক বা ভৌম বৃন্দাবনলীলায় রাধা-নাম নিয়ে আসেন। অর্থাৎ কৃষ্ণেরই আনন্দের মূর্ত্তিমতী আরাধনা। পূর্ণ-আনন্দ

বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের আস্বাদনলীলাও নিত্য। এই কৃষ্ণশক্তি রাধা নিত্যকালই কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান। তিনি শক্তিমান্, রাধা তাঁর শক্তি, সুতরাং তাঁরা একাত্মা অর্থাৎ এক শরীর হ'য়েও লীলারস আস্বাদনের জন্য দেহভেদ স্বীকার ক'রেছেন। শক্তি বাদ দিয়ে শক্তিমান্ থাকে না। অগ্নি থাকলেই দাহিকাশক্তি থাকে। দাহিকাশক্তি বাদ দিলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না যদিও তাদের পৃথক্ সত্তা হয় তথাপি তারা একই বস্তু। রাধা ও কৃষ্ণ এই দুয়ে দেহের অদ্বয়ত্ব হানি করে না। শক্তি নিত্যকাল শক্তিমানস্থকে বর্ত্তমান। কৃষ্ণের তাঁর আনন্দময়ী। ভিন্ন না হ'য়েও পৃথক্ দেহ ধারণ করেছেন। আস্বাদক ও আস্বাদ্য দুটি বস্তু হ'য়েছে। আনন্দময়ের গুণের দ্বারা আস্বাদকের আস্বাদ্য থাকা চাই। তাঁর চেয়ে বড় বা তাঁর সমান কোন বস্তু নাই। তবে আস্বাদ্য বস্তুকে পৃথক্ দেহ দিয়ে তিনি আস্বাদন করেন, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ লীলা। কৃষ্ণ স্বয়ং ভোক্তা হ'য়ে তাঁর হ্লাদিনীশক্তিকে ভোগ ক'রছেন। এই কৃষ্ণ ও রাধা দুই স্বরূপ, আবার একত্র রূপ হ'য়ে এখন অর্থাৎ এই কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় চৈতন্য আখ্যা পেয়ে প্রকট হ'য়েছেন। এই চৈতন্যলীলায় তিনি ভক্তরূপে আস্বাদন ক'রেছেন। অবশ্য তাঁর চৈতন্যাবতারের কারণ তিনটী আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও ভক্তরূপে লোকশিক্ষার জন্য আচরণ ক'রে আচার্য্য-লীলা ক'রেছেন। তিনি সত্যই মহাপুরুষ বা আচার্য্য নহেন। মানুষ-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করে পৃথিবীতে বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদন করলেন ব'লে তিনি মানুষ নহেন। পিতা যদি ছেলের শৈশব থেকে তার মঙ্গলের জন্য তার সেবায় ব্যস্ত থাকেন, তা'হলে তাঁর পিতৃত্ব উড়িয়ে দিয়ে পুত্রের সেবক ব'লে ধারণা ভুল। স্বয়ং ভগবান্ আচার্য্যলীলা অঙ্গীকার ক'রলে কি তাঁর ভগবত্তা অস্বীকার ক'রতে হয়। এই বুদ্ধিতে আমরা কোনকালে ভগবৎসমীপে পৌঁছাতে পারব না। শঙ্কর ও চৈতন্য যদিও আচার্য্যলীলায় সমান তথাপি চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। সেবকরূপে শিক্ষা দিয়ে স্বয়ংই সেই সেবা গ্রহণ ক'রেছেন।

এই দুই আচার্য্যের শিক্ষার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাব দেখতে পাই। যদি একটী পূর্ব্বদিক বলা যায়, তবে অন্যটী পশ্চিম। শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীতে তাঁর অসুরমোহন জন্য ভগবানের বিমুখতা প্রচার ক'রে বেদান্তাদির যে সব ভাষ্য রচনা ক'রলেন পরবর্ত্তী সময় সাত্বত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ তাহা নানাভাবে খণ্ডন ক'রলেন। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য ও শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্য্যপাদগণ তাঁর মায়াবাদ খণ্ড বিখণ্ডিত ক'রলেন। তাঁরা সনাতন ধর্ম্ম বা জীবের প্রকৃত স্বভাব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন ক'রলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-মত নিরাস ক'রে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য ভাগবতের বিচার প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। কাশীর সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দের ভুল দেখিয়ে তাঁকেও ভাগবতের বিচারে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। নীলাচলে রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম নবীন সন্ন্যাসীর আশ্রমরক্ষণে সাহায্য ক'রবার জন্য খুব স্নেহ দেখিয়ে বেদান্ত শ্রবণ করালেন। এক সপ্তাহ শ্রবণ ক'রে মহাপ্রভু তাঁর বিচারে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত হ'য়ে যাচ্ছে দেখালেন। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার দেখিয়ে তিনি সমস্ত ক'রে নিজের মতে আনলেন। উপনিষদ্ ও বেদান্ত একই বস্তু। উপনিষদে ভগবান্ ও তাঁর পরিকরগণ নিত্যস্বরূপে আছেন। বেদান্তের নানারূপ মতবাদের বা ভ্রান্ত বিচারের নিরসন ক'রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন রূপে এক ধারায় প্রকাশ করলেন। সেইটি বেদান্তসূত্র। বহু বৎসরের পর তাঁর গুরু নারদের কৃপায় চতুঃশ্লোকীরূপে ভগবান্ তাঁর হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে সেই বিস্তৃতিরূপ বেদান্তবাণী শ্রীভাগবত আকারে প্রকাশ করলেন, স্বয়ং সূত্রকর্ত্তা তার ব্যাখ্যা লিখলেন। তার চেয়ে আর কোন্ ব্যাখ্যা অমন হ'তে পারে? তাই বলা হ'য়েছে—

"শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্।"

সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যায় প্রকৃতার্থ আচ্ছন্ন হ'চ্ছিল। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য—মূল সূত্রের তাৎপর্য্য বিস্তৃত ক'রে বলা। কিন্তু তা' না হ'য়ে চাপা প'ড়ছিল।

মায়াবাদে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। জগতে বহু জীব অদৃষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁদের নিয়ম বা শৃঙ্খলাগুলি অনুসন্ধান ক'রলে তাঁদের কোন কারণের জিজ্ঞাসা হয়। সেইটী—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র। অস্তিত্বের অনুভূতি হ'লেও তাঁর পরিচয় নাই! জগতের কারণ আছে, কিন্তু তার পরিচয় নাই, নাম, রূপ, গুণ, আকার, নাই, তিনি নিরাকার, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, নিঃশক্তিক। পার্থিব বস্তুগুলির আকার, গুণাদি আছে। সেই উপাধিগুলি সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ব্রহ্মেরও নাম, রূপ, গুণযুক্ত হ'লে ধ্বংসশীল হ'বে। ব্রহ্ম যখন নিত্যসত্তাবান্, তাঁর ধ্বংস নাই, অতএব ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণাদির অস্তিত্ব নাই। তিনি অনাম, অরূপ, নিঃশক্তিক, নিরাকার ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—শক্তির কার্য্য দেখেই কারণের পরিচয় হ'য়ে থাকে। ব্রহ্মের শক্তির কার্য্যগুলি সকলের প্রত্যক্ষ বা অনুভবনীয়। শক্তির কার্য্য থাকলে শক্তিমানের সন্ধান হয়। অতএব সেই বস্তু ব্রহ্ম হ'লে কেন নিঃশক্তিক হ'বেন। কার্য্য আছে, কিন্তু কারণ নাই, এরূপ ত' হ'তেই পারে না।

শঙ্করাচার্য্যের বিচার—বিশ্ব বস্তুতঃ সত্য নহে। কেবল ব্রহ্ম আছেন। বিশ্বই ব্রহ্ম। জীবও বিশ্বান্তর্গত পদার্থ-বিশেষ, সুতরাং সেও ব্রহ্ম। ব্রহ্মের শক্তি, নাম, রূপ নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—যদি একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব থাকে, তবে জীব বা জগতের প্রতীতি কেন? শঙ্করদেব সেটুকু কি? শঙ্কর জবাব দিয়েছেন—এইটা অজ্ঞানধারা আবৃত হ'লে জগৎ বা জীবের প্রতীতি। ইহা তৎকালিক ভ্রান্তি মাত্র। প্রকৃত বিচারে দেখা'তে অবিদ্যাকে ব্রহ্মের সমকক্ষ ধ'রতে হয়। অতএব অদ্বয়ত্ব থাকে না। বাস্তবিক শঙ্করমতের অদ্বয়ত্ব ঠিক নহে। ব্রহ্ম শক্তিমান্ বস্তু। তাঁর বাহিরে ও ভিতরে আছে। তাঁর সত্তা [illegible] কথা মাত্র নহে। তিনি বিগ্রহবান্ নিত্য সাকার ও অনন্তশক্তির আধার ও অনন্তলীলাময়। তবে তাঁর দেহ জড় বা বিকারশীল নহে। অতএব নশ্বরতা তাঁতে নাই। তাঁর রূপ গুণাদি সমুদয় সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁতে অদ্বয়ত্ব বা ব্রহ্মত্বের হানি হয় না। অনন্তশক্তির মধ্যে তাঁর তিনটী প্রধান শক্তির পরিচয়ে যাবতীয় লীলাবিলাস। ঐ শক্তিত্রয় অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা নামে পরিচিত। ইহার পরিণতিতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম। ব্রহ্মের বিকারে জাগতিক বস্তুর মত তাঁর অন্যথাত্ব আসে এই আশঙ্কায় শঙ্কর শক্তি [illegible] স্বীকার করেন নাই। কিন্তু [illegible] ব্রহ্ম নিত্য পরিণামী হ'লেও তাঁর [illegible] নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ঐ অবিকারের [illegible] লাভ হয়। তাহা কেবল বস্তুর [illegible]। শঙ্কর বলেন—মায়িক বিবর্ত্তানুসারে সমুদয় পূর্ণ [illegible] ঈশ্বর। কিন্তু তাহা ও [illegible] স্বপ্ন-সমান; যেহেতু মায়িক প্রতীতি মাত্র। বাস্তব নহে, অজ্ঞানবশতঃ হ'য়ে এরূপ [illegible]। চৈতন্যদেবের মতে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কদাচ [illegible] নাই। বিগ্রহ [illegible] মায়িক [illegible], তাহা [illegible]। [illegible] তাঁর স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা-শক্তির [illegible]। [illegible] তিনি নিত্যলীলা করেন। ধামও নিত্য সচ্চিদানন্দ। তিনি তটস্থা শক্তিদ্বারা অনন্তকোটী জীবকে প্রকাশ ক'রে থাকেন, জীবও তদ্রূপ বিভিন্নাংশ অণু-চিদানন্দ বস্তু। [illegible]

[illegible] অর্থাৎ [illegible] ভগবান্ বিলাস [illegible]। তাঁর [illegible] অনন্ত [illegible]। অনন্ত [illegible] সহিত সম্বন্ধ [illegible]। কেবল [illegible] বা [illegible] আছে। তটস্থ শক্তিতে [illegible] বা মায়া শক্তি বা অন্তরঙ্গা বা চিৎশক্তির প্রভাব আছে। মায়াশক্তি-প্রকটিত বিশ্বে বা অন্তরঙ্গা শক্তিপ্রকটিত বৈকুণ্ঠ [illegible] জীবের আছে। [illegible] সমষ্টি [illegible] আচ্ছাদনের [illegible]। তদ্রূপ জীবের স্বরূপ [illegible] অপর শক্তির [illegible] আছে। জীব কদাপি [illegible] নহে। [illegible] থাকে না। জীব মায়াযুক্ত হ'য়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লে বৈকুণ্ঠে [illegible] ক'রে। জীব মায়ার [illegible] প্রভাব [illegible] শক্তি। সুতরাং [illegible] দিকে যাবার যোগ্য। আত্মবিস্মৃত হ'লে [illegible] মধ্যে পড়ে। আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হ'লে নিত্যকাল আনন্দ [illegible]। কোন অনাদিকাল [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] নিত্যস্বরূপ ভুলে মায়াবদ্ধ হ'য়েছে। [illegible] স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে নিত্যধাম গোলোকে তাঁর গতি।

মায়া বহিরঙ্গা শক্তি। তিনি মহামায়া বা দুর্গা নামে জগতে প্রসিদ্ধ। মহামায়ার ধাম জগৎ, [illegible]। [illegible] নাম পায়। [illegible] মধ্যেও ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে নির্লিপ্তভাবে বাস ক'রছেন। তিনি মায়াধীশ, কিন্তু জীব মায়াবশ।

শঙ্করের আশঙ্কা—ব্রহ্ম জীবরূপে বা জগদ্রূপে পরিণত বললে তাঁর বিকার বলা হয়, তাঁতে অনিত্যতা এসে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা তা' নয়। [illegible] শক্তিই পরিণাম [illegible]। [illegible] বিকাশ। শ্রী[illegible] বলেন—[illegible] শক্তিতে [illegible]। [illegible] স্বরূপে [illegible] তাঁর ইচ্ছাক্রমে শক্তি পরিচালিত হ'য়ে জগতের সৃষ্টি ক'রেছেন। [illegible] প্রয়োজন হ'য়েছে। [illegible] গ্রহণ ক'রে [illegible]। সচ্চিদানন্দ [illegible] নাই। [illegible] [illegible] একই। [illegible] নিজের [illegible]

(অন্যান্য [illegible] দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

[illegible] মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

রক্ষক [illegible] ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রী[illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবন্ধিত হয় ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মহাযোগপীঠ। রক্ষক — শ্রী[illegible] [illegible] দেবশর্ম্মা, [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) শ্রীসুরভিকুঞ্জ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) শ্রীআনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিশ্বপ্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরগদাধরের [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible]

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান।

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়িগাছি ([illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইটাগাছি, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক - শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক —মহা-মহোপদেশক শ্রী[illegible] বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক - মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক মহোপদেশক শ্রী[illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible]পুর, [illegible]

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]পুর [illegible], পি)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কৃষ্ণবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক - শ্রীভক্তি[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible] দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ— [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, কল্যাণদাস [illegible] ৭

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] গিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible] গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক —পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible]নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী— স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ঠাকুর।

(৬০) আমলী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলী, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬২) চৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ

ভুসুবরণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,

[illegible]-টন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে [illegible] মুদ্রক [illegible] সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউলে—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
মাকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাঁকতুলসী	৫৷৷০
বাগদা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ঝিঙ্গাশাল কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাদ্রাজ	
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৲
ঐ বেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
আখচোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷০
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫৩।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলার্ড	১৷৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গারড়া	৬১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৭৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরদিন ফাইন	৪৩৲
চাম্পার্ণ দানা	৫৫৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

প্রতি মণ

গোটা সুপারি	
তু বা দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১।০
গুটি খয়ের	১৫।০—১৭।৵
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

লোহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার লোহা—   দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৲—৯৲
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
গরগা টী আয়রণ	।৵০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৵১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৪০।

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, বোল্টু, গধাদে ৮।০—৯৷৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

::০::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮		১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রমণ পক্ষীদাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সম্বন্ধে বালক এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাফল্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রত্যেক গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(*):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন		।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ	২৲		১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১৬৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৭৲
ষাণ্মাসিক "	৪৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ও বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া জগদ্বাসী ধন্য হউন। এই বিরাট, আকারে ও আয়তনে সর্ব্ব মাধুর্য্যে ও ইতিহাস সম্বলিত। ভারত ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলক শিক্ষাপ্রসঙ্গে প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents)। গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত Index Glossary। সচিত্র ও সুবৃহৎ সংস্করণ। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৮ই জুন, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ৯৪]

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বিলবাও-এর দুর্ভেদ্য "লৌহ-বেষ্টনী" ভেদ

সেণ্ট-জীন দেলুজের এক সংবাদে প্রকাশ, দুইদিন ধরিয়া প্রচণ্ড সংগ্রামের পর বিদ্রোহিগণ বিলবাওএর দুর্ভেদ্য "লৌহ বেষ্টনী" দুইস্থানে ভেদ করিয়াছে, এবং তাহার মধ্য দিয়া দলে দলে উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। বিলবাওএর উপকণ্ঠে এক্ষণে বিদ্রোহীদের দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ হইতেছে। বাস্ক গবর্ণমেণ্টের একটী শক্তিশালী দল নাকি মনে করেন যে, বিলবাওএর আত্মসমর্পণ অপরিহার্য্য।

বিলবাওএর এক সংবাদে প্রকাশ, বাস্কগণ স্বীকার করে যে, [illegible] ভেদ করিয়া বিদ্রোহিগণ বিলবাও "লৌহ-বেষ্টনীর" প্রথম লাইন এক স্থানে অধিকারে সমর্থ হইয়াছে। [illegible] পর্ব্বতশিখর হইতে বাস্কগণ দুই মাইল স্থান [illegible] হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। বিদ্রোহীদের এই স্থানীয় সাফল্যের ফলে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হতাশ হইবার কারণ ঘটে নাই।

বিলবাও হইতে সাত মাইল দূরে সর্ব্বত্র পর্ব্বতমালা ধরিয়া বৃত্তাকারে যে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী রহিয়াছে, তাহাই বিলবাও এর "লৌহ বেষ্টনী" নামে অভিহিত। এই দুর্গশ্রেণী তিন সারি পরিখা এবং স্থানে স্থানে ছয় সারি কাঁটা তারের বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত। দুর্গগুলি পরস্পরের সহিত পরিখা দ্বারা সংযুক্ত।

ভিক্টোরিয়ার এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বিলবাওএর বাহিরের দিকের দুর্গসমূহের উপর বিদ্রোহীদের দূর পাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ হইতেছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, [illegible] বিদ্রোহীদের [illegible] অব্যাহত রহিয়াছে।

সীমান্তে উপজাতীয় উপদ্রবের অবস্থা

গত ১৪ই জুন এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, [illegible] গত ১২ই জুন সকালে [illegible] করা হইয়াছে।

গত [illegible] জুন [illegible] বিদ্রোহীদের [illegible] আক্রমণ হয়। [illegible] মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ স্থানে [illegible] দলের একটি ঘাঁটি আছে।

মাসের প্রথম ভাগে [illegible] দিকে ছোট ছোট টহলদার দলগুলির উপর [illegible] হয়। [illegible] ১৩ই জুন [illegible] কয়েকটী শিবিরে [illegible] প্রায় দুই মাইলের ক্ষতি করিয়াছে।

ভাগলপুর জেলা কংগ্রেস-কমিটি

ভাগলপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, জেলা বোর্ড এর নির্ব্বাচনপ্রার্থিগণ আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করান হইবে। [illegible] জেলা হইতে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবীকে লইয়া একটি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাপরা জেলায় মশরাকে বিহার রাষ্ট্রীয়-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। উহার সভাপতি [illegible] জেলা কংগ্রেস কমিটী ডাঃ সৈয়দ মামুদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে।

—

হরণ

[illegible] নাম [illegible]

[illegible] ৫০০ টাকা [illegible] দাবী করিয়াছে [illegible]

[illegible] মুক্তিপণ না দিলে তাহার পুত্রকে হত্যা করা হইবে, [illegible] একবার ৮০০ টাকা [illegible] একবার ১,০০০ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে [illegible] ৫০০ টাকা দিয়া বালকটিকে মুক্ত করিয়া আনে।

ভারতের লাক্ষা রপ্তানি

[illegible] ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত হইতে [illegible] পরিমাণে লাক্ষা রপ্তানি হইয়াছে। [illegible] অধিক পরিমাণে লাক্ষা আর কখনো ভারত হইতে রপ্তানি হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ২০৪৯৯৫১১ টাকা মূল্যের ৮৩৬৮০৫ হন্দর লাক্ষা রপ্তানি হইয়াছে।

মিথ্যা পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ

বরিশাল [illegible] উকিল [illegible] মিথ্যা [illegible] ৪১৭ ধারায় [illegible] করা হইয়াছে। প্রকাশ, [illegible] আসামী [illegible] টাকা [illegible] প্রকাশ, [illegible] হইয়াছে। [illegible] বরিশাল [illegible] কয়েকজনকে [illegible]

—

গোয়ালায় মৃত্যু

[illegible]

[illegible] ২ ঘণ্টার সময় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ৪০৲
[illegible] ২৮৲
[illegible] –
[illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬৲
[illegible] ৪৲
৫ [illegible]
১ম খণ্ড [illegible]; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। [illegible]
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
[illegible]
[illegible]
[illegible]
৯ [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]
২০। [illegible]
২১। [illegible]
২২। [illegible] ।০
২৩। [illegible]
[illegible]
২৪। [illegible] ২৲
২৫। [illegible] ২৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৸০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] ।৶০
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] ৸০
৩৪। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা [illegible]
৩৫। শ্রীকৃষ্ণ [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]
৩৯। [illegible]
৪০। [illegible]
৪১। [illegible]
৪২। [illegible] পরিক্রমা
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।৴১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। [illegible] (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। [illegible]
৫৪। [illegible]
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদের [illegible]
৫৬ [illegible]
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ।০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৷৹০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

[illegible]

৭। [illegible]
৭১। [illegible] ৷০
৭২। [illegible] ৷০
৭৩। [illegible]
[illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।
৮১। [illegible] ।
৮২। [illegible] ৴১০
৮৩। [illegible] ৴
৮৪। [illegible]

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible] ২৲

[illegible] – [illegible] চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন -মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের পেপার্মণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

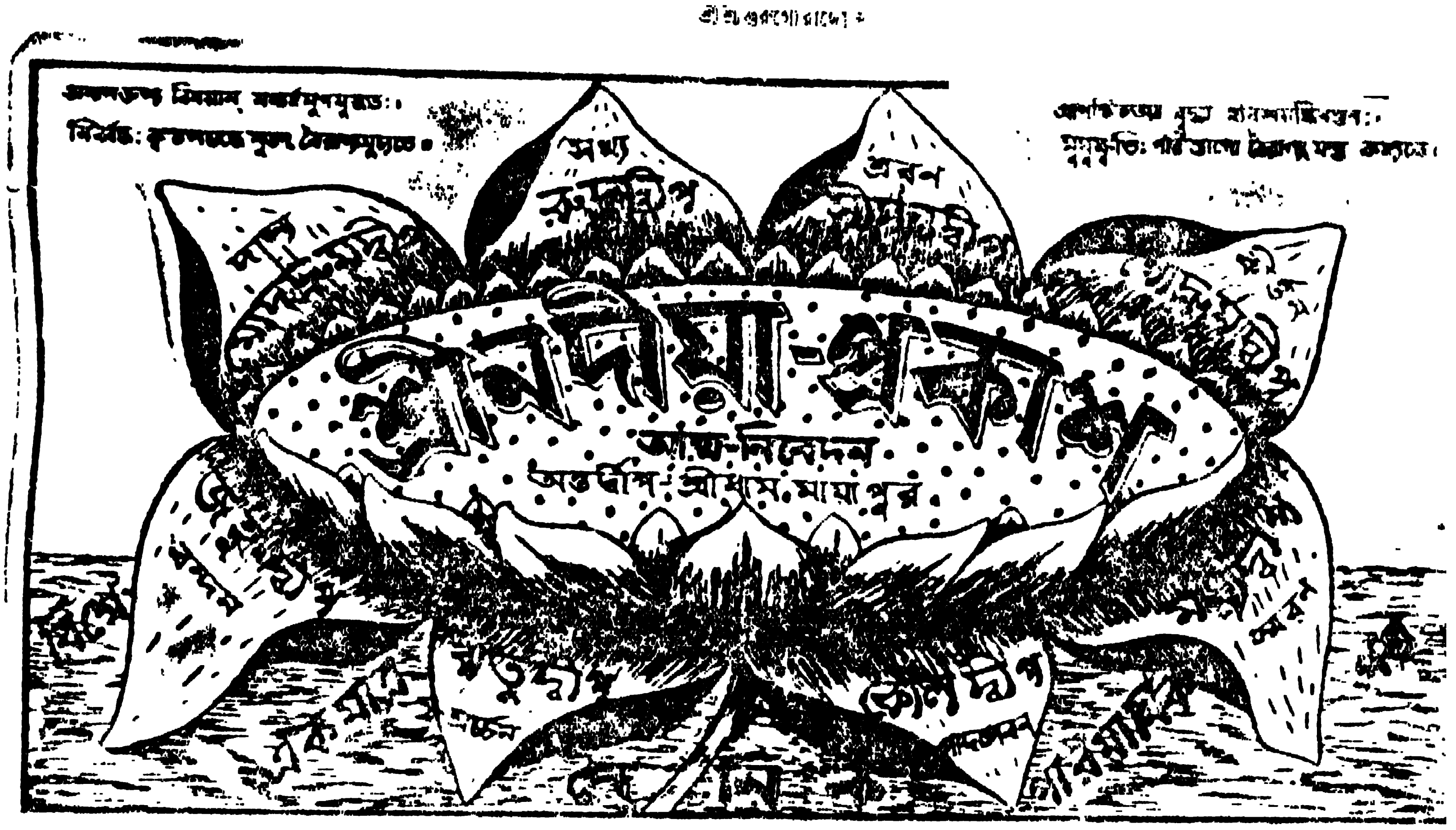

১০ম বর্ষ ৪ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই জুন ইং ১৯৩৭, শুক্রবার { ২৪৩তম সংখ্যা

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদাত্মজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত দলিল-পত্র ও অর্থাদি তাঁহারা অন্যায়ভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দায়িত্ব এড়াইবার আশায় সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বালিগঞ্জে একটী মঠস্থাপন পূর্ব্বক নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা কোন মঠের বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের প্রচারিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনরূপ কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে হরিকীর্ত্তন

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যাকালে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণপুরাণ তীর্থ মহাশয় শ্রীবাসাঙ্গনের ভক্তবৃন্দের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায় হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস প্রসঙ্গ ১ ঘণ্টাকাল পাঠ করেন। "সংকীর্ত্তন আরম্ভ মোহার অবতার। ঘরে ঘরে করাইমু কীর্ত্তন প্রচার"— এই শ্লোক ব্যাখ্যাকালে পণ্ডিতজী শ্রীমহাপ্রভুর অভীপ্সিত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই জীবগণের একমাত্র কৃত্য এবং কলিযুগে সাধক অন্যান্য অর্চ্চন-পদ্ধতি হরি-কীর্ত্তনের অনুগত হইলেই সার্থক ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন, বৈষ্ণবের পূজা বাদ দিয়া কখনও বিষ্ণু-পূজা হয় না; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার প্রিয়জন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে প্রাকৃতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে গুর্ব্বাজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ অনিবার্য্য, ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে নিত্যযুক্ত, সুতরাং কোনটী বাদ দিয়া কোনটি হইবে না; বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা বড়। বৈষ্ণবের লক্ষণ—

'কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব।'

বৈষ্ণব সরল আর অবৈষ্ণব কপট। যেহেতু মহাজন বলেন—

"কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।

অতঃপর তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

'নিরবধি সেবা ফল জ্ঞান-অগোচর মনে।
মোর অঙ্গস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অঙ্গ পাইবে না দিয়ু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিয়ু অকারণ ভোগ॥

পয়ারদ্বয় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কৃপা লক্ষ ভক্তির মধ্যে সহজ পার্থক্য এই নির্দ্দেশ করেন যে, বৈষ্ণব ব্যক্তি তাৎকালিক সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ও বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও অন্তরের সব কথা—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়"
"(হরি) ভক্ত সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল।'

—ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না; সাধু ও অসাধুর পার্থক্য অসাধু ব্যক্তি দেখিতে পায় না, কিন্তু সরল সাধুদের অনুগত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে দেখিতে পান। কারণ, অন্তর্যামী ভগবান, জীবের চিত্তবৃত্তি অনুসারেই তাহাকে চালিত করেন। পাঠের আদিতে 'সঙ্কল্প' ও অন্তে 'প্রেমের ঠাকুর গোরা' কাব্যটি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণে পরমানন্দিত হন।

—

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ

আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আচার্য্যদেবের প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুগ্ধ ও চূণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান্ জমিন্ ফারাক"।

অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই অসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে,—"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"।

পত্রাবলী ৩য় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ ত্রিবিক্রম, নির্জলৈকাদশী, গৌরাব্দ ৪৫১।

বৈষ্ণব-স্বভাব

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা আমাদের একমাত্র কৃত্য। এই পরমানন্দময়ী সংক্লেশ-নাশিনী কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সমর্থ। শ্রীগুরুদেব অচিন্ত্য-শক্তিশালী অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমের দ্বারা বশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের প্রাণবন্ধু। উভয়ে উভয়ের বশীভূত। এই শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণসেবালাভের অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু গুরু ত' এ জগতের কোন বস্তু নহেন যে আমরা তাঁহাকে জানিয়া লইব। তিনি ত' চৈতন্য-বস্তু—অপ্রাকৃতবস্তু। এমন কি কৃষ্ণের সেবা করিয়া তিনি কৃষ্ণের চেয়েও বড় হইয়াছেন। সুতরাং এত বড় বস্তুর সন্ধান আমরা কি করিয়া পাইব? অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব। আবার এই সর্ব্বজ্ঞাপায় শ্রীগুরুদেবেরও অন্তর্যামী একজন আছেন। তিনি আর কেহই নহেন—তিনি শুরুপেষ্ঠ, গুরু দ্রবণীয়, গুরুসেবৈকপ্রাণ, গুরুসেবা-বিরোধ-ভঞ্জন বৈষ্ণব বা গুরু-নিজজন। এই মহাপুরুষ ব্যক্তিই অত বড় বস্তুর সন্ধান আমাদিগকে দয়া করিয়া প্রদান করেন। তিনি তাঁহার সন্ধান না দিলে বা কৃপা না করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে লাভ করা যায় না। তাই অনেক সময় ভগবৎকৃপায় গুরুদেবকে লাভ করিয়াও তাঁহাদের আনুগত্য বা কৃপার অভাবে তাহা পাইয়াও হারাইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীগুরুদেবের একান্ত নিজ সম্পত্তি, শ্রীগুরুদেবও ঐকান্তিক গুরুদাস বা গুরুপুত্রগণেরই নিজস্ব ধন। শ্রীগুরুদেবে তাঁহাদেরই ষোল আনা অধিকার। অন্যের তাহাতে তিলমাত্রও অধিকার নাই। সুতরাং এই গুরুকৃপা বা গুরুসেবা লাভ তাঁহাদেরই পূর্ণকৃপাসাপেক্ষ। আমরা যদি বিদ্যা-বৈভব বা বিচারনৈপুণ্য-বলেও বাহাদুর হইয়া তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া গুরুসেবার ছলনা করিতে যাই, তাহা হইলে বঞ্চনাই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা সেবা বাঞ্ছিত বদ্ধজীব, বৈষ্ণব-দাসাই আমাদের স্বরূপের বৃত্তি। সুতরাং বৈষ্ণব না সাজিয়া, নিজেকে বৈষ্ণব মনে না করিয়া, বৈষ্ণবের দাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতঃ 'বড় আমি'র পরিবর্তে 'ভাল আমি' হওয়ার জন্য যত্ন করাই প্রয়োজন।

আমরা শুনিলাম যে বৈষ্ণবের দাস্যই আমাদের একমাত্র কৃত্য। কিন্তু বৈষ্ণব না চিনিলে বৈষ্ণব সেবা করা যায় না। অতএব আমরা বৈষ্ণব চিনিব কি করিয়া? শাস্ত্র বলেন—বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি। অন্য পরে কা কথা! বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব চেনা যায় না। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের স্বরূপ জানাইলেই আমরা তাঁহাদের মহিমা অবগত হইতে পারি।

'কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়।'

সাধু চিনা যায় না সত্য, কিন্তু নিষ্কপটে তাঁহাদের সঙ্গ করিলে তাঁহাদের কৃপাতেই তাঁহাদের সন্ধানে অবিশ্বাস পাওয়া যায় এবং তখনই সাধু ও অসাধু চিনিবার সুযোগ হয়। স্বভাবাদি দেখিয়াও অনেক সময় নিষ্কপট ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে হইলে বৈষ্ণবের স্বভাব জানা উচিত। তাঁহাদের কার্য্যাদি দেখিয়া স্বভাব জানিতে পারা যায়। যাহারা শঠ তাহারা নিজ স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করতঃ প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না। দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহাদের কাপট্য ধরা পড়িয়া যায়। বেশী কপট হইলে অনেক সময় লোকে তাহাদের কপটতা ধরিতে না পারিলেও নিষ্কপটের হৃদয় যেন সহজে তাহাকে গ্রহণ করিতে চায় না, সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে স্থান দিবার স্পৃহা যেন জাগে না। এইরূপ দোদুল্যমান ভাব তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। পরে সেইরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিষ্কপট ব্যক্তির নিকট ভগবানই দয়া করিয়া কপটের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন।

বৈষ্ণবের স্বভাব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন,—

'মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥'

ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহানুভবের চিত্ত পুষ্পের ন্যায় কোমল। ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে তাঁহার চিত্ত স্বতঃই আর্দ্র হয়। আর ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ দৃষ্টিগোচর হইলে তাঁহার অতি কোমল চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়। যে সমুদয় প্রতিকূল বিষয়াদি তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না। জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, কিন্তু জীবের বৈষ্ণববিদ্বেষ বা ভগবদ্বিদ্বেষ দেখিলে তিনি জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন। তারকব্রহ্ম বিগ্রহ-মুখে বালকের প্রতি কৃপা এবং মৌনাবলম্বন বা বাহিক ব্যবহার দ্বারা বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়। তিনি কোনদিনই সাধুর সহিত অসাধুর সমন্বয় বা একাকার করেন না। 'পাষণ্ডদলন আর প্রেম প্রচারণ' এই উভয় লীলাই তাঁহার জীবনে দেখা যায়। সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল হৃদয় হন। আবার যখন ভজনের প্রতিকূল হয় তখন তিনি কঠিন হইয়া স্ত্রীপুত্রের বন্ধনের মধ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন। সম্বন্ধ বা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি দেখিলে মৈত্রীসহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। আর সম্বন্ধ-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠোর হইয়া পড়ে। অতএব দুষ্প্রবৃত্তির প্রশ্রয় তিনি কোনদিনও দেন না। তবে কখনও কখনও তিনি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের দুর্লভ সঙ্গ-সদালাপমুখে তাহাদিগকে সংশোধিত হইবার সুযোগ প্রদান করেন মাত্র; সেও যদি একটু মঙ্গল চায় বা সম্পূর্ণ বিরোধী না হয় তবে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব সাধারণ মনুষ্যে দেখা যায় না। এইরূপ অলৌকিক স্বভাব যাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় তিনিই মহানুভব বৈষ্ণব।

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদাই পবিত্র ও পরম নির্ম্মল। বৈষ্ণবের সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কপট সাধক উন্নত অধিকারীর শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ-দ্বারা ও তাঁহার আদর্শ আচরণ অনুসরণ করিয়া তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ উচ্চাধিকারে উন্নীত হইতে পারেন—প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন।

সভাপতির অভিভাষণ

[গত ১০ই জুন ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে "আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীপাদ যতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ,বি-এল্ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সভাপতিরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত]

যখন ভারতকে বৌদ্ধবাদ, শূন্যবাদ, নিরীশ্বর নাস্তিকবাদ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে সমস্ত লোক বিপথগামী হ'চ্ছিল, বেদ না মেনে অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'চ্ছিল, তখন ভগবানের আদেশে শিবাবতার শঙ্করের আসবার দরকার হ'য়েছিল। সেই নাস্তিক্য-বাদকে বেদবাহ্যবাদ নিরাস ক'রে চিন্মাত্র-বাদের প্রতিষ্ঠা তিনি করেছেন। কিন্তু ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

ব্রহ্মা ভগবানের মায়ায় মোহিত হ'বার পর নিজের ভুল বুঝে পরে স্তব ক'রছেন। যাঁ'রা তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে নিজে-দের চাঞ্চল্যজ্ঞানের উপর ভার স্থাপন ক'রে আরোহপন্থায় কৃচ্ছ্রসাধনপূর্ব্বক তোমার অন্বেষণ ক'রতে যায়, তাদের বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা ক'রতে পারি না। আরোহপন্থায় যম নিয়মাদি দ্বারা অতি কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা কিছুদূর অগ্রসর হ'লেও যাঁ'রা তোমাকে অনাদর করায় পতিত হ'য়ে যায়। শঙ্করের পথই আরোহপথ। আরোহমার্গ—নেতি নেতি বিচার। বাক্যমনের অগোচর বস্তু কখনও প্রাকৃত অভিজ্ঞতার বিচারে পাওয়া যায় না। কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাদি ক'রলেও ভগবান্ না মানায় উপরে উঠেও আশ্রয় না পেয়ে নীচে প'ড়ে যায়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অদ্বৈতবাদ যুক্তিতে তাঁ'রা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটি বিনাশে নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিঃশক্তিক ব্রহ্মের কল্পনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া।
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব, তোমার ভক্তেরা তোমাতে ভালবাসায় আবদ্ধ। তাঁ'রা কখনও তোমার পথ থেকে চ্যুত হয় না। মুক্ত ব'লে যাঁ'রা অভিমান করে, তাঁ'দের মত ভক্তদের অধঃপতন নাই। তাঁ'দিগকে তুমি সুরক্ষিত

ক'রে রেখেছ। তা'রা বিঘ্নবিনাশকারী গণেশেরও মস্তকে পদবিক্ষেপ ক'রে বিচরণ ক'রে থাকে।

আরোহপন্থের উদাহরণটা রাবণের সিঁড়ি বাঁধার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়। রাবণ স্বর্গে পৌঁছা'বার জন্য সিঁড়ি বেঁধে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত উঠ্‌ল। আকাশে কিছু অবলম্বন না পেয়ে শেষে সেখান থেকে গড়িয়ে একেবারে মাটীতে প'ড়ে গেল। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্বল ক'রে যাঁ'রা পরমপদের সন্ধান করেন, তাঁ'রা কিছু উঠে আবার অধঃপতিত হ'ন। শঙ্কর আচার্য্য হয়েও নির্ব্বিশেষবাদ, জীবব্রহ্মৈক্যবাদ প্রচার ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নির্ভর ক'রে শাঙ্করগণ মোক্ষ বা সাযুজ্য চায়। ভোগীগণের একই ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি অবলম্বন ক'রে মায়াবাদীরা চায় মুক্তি।

দুইজন জুলিখোর স্কীম তৈরী ক'রে একজন দেখলে নবাব হবার আশা দেখছে। টিকা চা নিয়ে অল্প ক'রে [illegible] ঘণ্টা বা দশ মিনিট ব'সে থেকে, টিকা ধরে না দেখে দ্বিতীয় বার [illegible] ক'রে একটু বেশী লম্বা ক'রে হাতটা বাড়িয়ে টিকাটা নিয়ে চার মিনিট অপেক্ষা ক'রল। কারণ টীকা কি ধরে? কর্ম্মী নানাপ্রকার বিপদ্ দেখে, জ্ঞানীরা দ্বিতীয় [illegible] মত একটু [illegible] আকাশ দেখালে যায়।

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভোগ বা মোক্ষের বাসনা হৃদয়ে থাকতে জীবের কখনও আনন্দের আশা সফল হ'তেই পারে না।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো, চরম কল্যাণ আপনাকে লাভ করতে হ'লে সেই ভক্তির পথ একমাত্র তাকেই অবলম্বন ক'রতে হবে। ভক্তের সামান্য কৃপা হ'লেই ঐ জ্ঞান আপনি পা'বে। তার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করতে হ'বে না। কিন্তু সেই ভক্তিকে অনাদর ক'রে যাঁ'রা অন্য পথে বা নিজের চেষ্টায় জ্ঞান লাভ ক'রতে দৌড়ায় তাঁ'দের কেবল পরিশ্রমই সার হয়, কষ্টগুলাই তাঁ'দের লাভের বিষয় হয়। প্রকৃত ধান ছেড়ে দিয়ে ধানের মত দেখ্‌তে তুষ বা আগড়াকে যদি কেউ মুষল দিয়ে সারাদিন আঘাত ক'রে তথাপি তা'র থেকে অন্ন চা'লও পাবে না। কেবল পরিশ্রম ক'রে শরীরের ব্যথাটা লাভ ক'রবে।

নির্ব্বিশেষবাদীর মতে শ্রীবিগ্রহ নাই, আচার্য্য নাই, গুরু নাই। 'অপাণিপাদঃ' ঠাকুরের আবার হাত, পা, মুখ, চোখ কেন? ঠাকুর ত' ঠুঁটোরাম! তা'র গয়নার দরকার কি? বরং সেই গয়নাগুলা আমরা ব্যবহার ক'রতে পা'রলে ঘরের গিন্নিকে খুব তুষ্ট ক'রতে পারা যা'বে। এই ত'ল হ'চ্ছে নির্ব্বিশেষবাদীর — মায়াবাদীর বিচার। এই বিচার পেটুকলোভীদের মধ্যে প্রবল। লোকে দে'খলে এরা ত' ভোগ কচ্ছেনা, বেশ ভাল লোক। কিন্তু তারা লু'কিয়ে লু'কিয়ে কত ভোগ ক'রছে একটু বিচার ক'রলে দেখ্‌তে পাবে।

কিন্তু গীতা, বেদ, উপনিষদ, ভাগবতাদি শাস্ত্র বা মহাজনদের কাছে শু'নতে পারি — তিনি শ্যামসুন্দর, চিন্ময়বপুধারী। ঈশ্বরের কল্যাণ [illegible] জীব কল্যাণ [illegible]। যাদের ভোগের অপেক্ষা অধিক নাস্তিক। কর্ম্মীর পুণ্য কাজ ক'রে স্বর্গে যায়, আবার পাপের কাল শেষ হ'লে চন্দ্রলোক ক'রে। পাপের ফলে নরকে যায়। এই প্রকার সর্ব্বদা [illegible] থাকে। একটি জীব উঠ্‌ল, সেটা জল করা গেল; আবার একটা উঠ্‌ল, তা ভাল হ'লেও আবার একটা উঠ্‌ল। এই দেখে যদি আমি দু'টো দিয়ে গলাটা কেটে দিই তবে আর ফোঁড়া হ'তে পারল না। চিরকালের মত ফোঁড়া উঠ্‌বার সম্ভাবনা চলে গেল। জ্ঞানীদের বিচারটা এইরূপ আত্মহত্যার মত। তা'রা ভগবানের অস্তিত্ব নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরের অস্তিত্ব এবং জীবের স্বরূপ অস্বীকার ক'রতে চায়। কিন্তু আমরা দে'খলাম, এ বিচার সমীচীন নয়। মহাপ্রভুর মতে — "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" "সাধু পাইলে কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥" তিনি স্বয়ং আচরণ না ক'রে না দেখা'লে ব্রজের প্রেম কেউ বুঝ্‌তে পা'রত না। এই জন্য তাঁ'র আচার্য্যতা।

রাধাকৃষ্ণের সেবাই নিত্যধর্ম্ম। কৃষ্ণের প্রতি প্রেম কিঞ্চিৎ শিথিল হ'লে অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠের বিচার আসে। তা'র নীচে পর পর বিচারে একলবাসুদেব, জীববধ, পঞ্চোপাসনা, বহ্বীশ্বরবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ ইত্যাদি। মায়াবাদের কানাকানি বিচার। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হ'লে বাধাগোবিন্দ দেবের বিগ্রহ জলে ডুবা'তে,মানব ধর্ম্ম ক'রে ছুটাছুটি করি। সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়ে ভক্তের ভাবে প্রেমধর্ম্ম শিখিয়েছেন। তাঁ'র সঙ্গে শঙ্করের তুলনাই হয় না।

শ্রীগুরুদেবের নিজজন

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী)

ভোগ ও ত্যাগের সুদৃঢ় আবরণে চির বধির এই জড়জগতের কর্ণদ্বয় ভেদ করিয়া কাঁহার বজ্রগম্ভীর অথচ অমৃতস্যন্দিনী বাণী জগন্ময় মরমে প্রবেশ লাভ করিল? কোথায় এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে প্রতারকের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাঁহার অভিনব লীলা বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে অনাহূতভাবে উপস্থিত হইল? শঙ্করাদি শঙ্করাচার্য্যের অন্তর বিনোদন মায়াবাদ পত্রিকা ভেদ করিয়া শুদ্ধভক্তি [illegible] বিকশিত করিল? কোন চতুর্দ্দশ [illegible] ভক্তি সম্প্রদায় [illegible] গোলোক [illegible] শ্রীরাধা-গোবিন্দপাদপদ্ম পাওয়াইয়া উল্লসিত চিত্ত বৈষ্ণবগণকে আত্মানন্দে কাহার জ্ঞান গোর হতে বিদায় হইল? কাঁহার বিক্ষিপ্ত শব্দ পারিষদ সেবক — শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ও চিদ্বিলাসের বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিল?

কে জানাইল অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অধোক্ষজ বস্তু? চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কখনও বা মনোধর্ম্মীর কল্পনা জনা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বহু শত যোজন দূরে অবস্থিত, একমাত্র কেবলভক্ত নিষ্কপট সাধুদিগের আচারেই তাহা লভ্য; ভক্তি ব্যতীত কিছু হয় নাম চলিতেছে সবই মর্কট - ছলনাময়, একথা এই লীলা-চপল বিশ্ববাসীকে কে শুনাইল?

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বেদ-বাণী, কেবল বিষ্ণুভক্ত অকৈতব ভক্তি এবং [illegible] অধোক্ষজের একমাত্র অবলম্বন, কাহা হইতে কে প্রচার করিল? গোলোকের ধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের মণি [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পাদপদ্মের-লীলা-সঙ্গ মানসে এই ভূলোকেও নিজ জন সমূহ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন — এই পরম আশ্বাসপূর্ণ বাণী জগৎ [illegible] পাথারে নিমজ্জমান জগতে কে বহন করিয়া আনিল? শ্রীধাম গোলোক-বৃন্দাবনের পরমগোপনীয় [illegible] প্রেম এবং রূপালী [illegible] শ্রীনামের [illegible] ও [illegible] ভক্তির [illegible] সেই অপ্রমেয় বস্তু বিলাইবার নিমিত্ত বিতরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-নাম প্রেম বিতরণ প্রচার করিবার জন্য কাঁহার অপার ও অপূর্ব্ব পরমদয়া লীলাপ্রদর্শনকল্পে আজ অপ্রাকৃত জনগণের দ্বারে দ্বারে অনাহূতভাবে স্বেচ্ছায় উপস্থিত?

মুহুর্মুহুঃ প্রলয়কালানল উদ্গীরণশীল সুউচ্চ আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গদেশে মায়ারাক্ষসীর প্রবাহ [illegible] কড়াইয়া নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রামগ্ন অবোধ বিশ্ববাসীকে সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাহার বাক্যচ্ছটার প্রিয়তম পুত্র হইয়াও কাঙ্গালের বেশে পাগলপারা— আপনারা কে আজ পরম স্নেহভরে অনুস্বরে— "ওরে উঠ্‌! ওরে একটিবার জাগ!" বলিয়া কণ্ঠে ও বাক্যে তাহাদিগকে ডাকিতেছেন! কদাচিৎ কেহ জাগিল! যাহারা জাগিল না, তাহাদের কেহ মরণের কোলে প্রসুপ্ত মধুর আবেশে ভীষণ পলায়নবৃত্তি আরম্ভ করিল, আর তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা বহিতে লাগিল?

কে এমন পরম দয়াল অবতার? যে মহাজন, অবিদ্যা-পুরীতে অনর্থক্লেশাগ্র নিমজ্জমান এই কলিহতকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কণ্ঠে ধরিয়া লইয়া মুক্তিকূলের নিত্য-সেবা এই শ্রীধামে আনয়ন করেন— অহো, সেই পরম দয়ালের কথা কে বলিবে! আমার মত অপরাধী অযুত জিহ্বায়, অযুত কণ্ঠে, অযুত জন্ম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কীর্ত্তন করিলেও তাঁহার দয়ার একটুও বলা হইবে না। সেই অহৈতুক কৃপাময় নিজগুণে মুগ্ধ অবিদ্যা-মলোপলিপ্ত এই অপরাধীর প্রতি [illegible] নিক্ষেপ করিয়া [illegible] এবং সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য ও অধমকেও— "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" সেই শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাকটাক্ষ-বল লাভ করাইতে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল!

কে—কে তিনি এমন অমন্দোদয়দয়াময় প্রভু? তিনি আমার শিক্ষাগুরু আমার নিত্যারাধ্য গুরুদেবের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিজজন

বিশ্বদ্রোহী

জগতাদি-গতৌষধি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
মুক্তকুল-সেব্য ভুক্তকর্ণ রসায়ন॥
সেই সে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায়।
বিষয়ে আসক্ত যা'র চিত্ত না'হি যায়॥
বেদোক্ত হা যা বাধা [illegible]।
[illegible]
আত্মঘাতী, পশুঘাতী সেই জন হয়।
বিশ্বজন দ্রোহী, [illegible] নিশ্চয়॥

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় [illegible] [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ [illegible] প্রকাশ [illegible] আছে
রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৭৫১০
কলিকাতায় শ্রী[illegible] [illegible] আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা এবং [illegible] [illegible] [illegible] পত্র প্রকাশিত [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বাগ [illegible] ।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রী[illegible] [illegible] ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক - [illegible] [illegible] ভক্তি[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক —শ্রীমৎ[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক— [illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রীদীপকবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া
রক্ষক --শ্রীমহ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক --শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইসলামপুর, (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মুকুন্দ-পণ্ডিতের পাট

কাঞ্চনপল্লি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক – শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক মহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

(২৮) কামরূপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চবকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষারণ্য গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সীতাপুর, ইউ, পি
রক্ষক শ্রীগোক[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, নবজাবাগ
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সাহাপুর ইউ, পি)
রক্ষক - শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] যাযাবর মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড মথুরা
রক্ষক— শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক - শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক – শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক---শ্রীগোরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) কোশী গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ কোশী, মথুরা
রক্ষক— শ্রীবনবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ তোলোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক --শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক--শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তি[illegible]

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ- ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

নীলগাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক- মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক --শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্সি, মেদিনীপুর
রক্ষক -- শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেওঘরিয়া অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৩।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,
ওয়েষ্টকেনসিংটন
লণ্ডন, ডাব্লউ ১৪
রক্ষক---মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী পত্রবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৸০
বাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲, ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাদ্রাজ	৫৲, ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০—৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, চিনি	১০
[illegible]পুর ১০০০ নং	
মারকোরা সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—[illegible]
কানপুর লাল	[illegible]

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	[illegible]
গিনি সোনা	[illegible]
চাঁদির বার	৫৩৷০

পাটের দর

আগষ্ট—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার শেষের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
সুপারফাইন ঐ	৭৲—৬৵০
কাউনপোর্ট ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৯৲—৮৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷০
পোলাউ	১৷৷৵০ ১৸০
ভূষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

আড়ৎ	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬৷০
ভাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন গোলার ফাইন	৫৪
লিভারপুল আদেন করকচ	৬০৲
করাচি গুড়িয়া ফাইন	৬৩৲
চাটগাঁ লম্বা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
[illegible]	১০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭
[illegible] সুপারী	[illegible]
গুঁড়ি [illegible]	১৩৷০—১৩৷
[illegible]	১৭৲—১৮৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টিটাগড় [illegible]— হর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ষ্টেঞ্জ বা নাম)

	৯৷০ ৯৲ ৯৷০
ঐ [illegible]	৮—৯০
ঐ [illegible] বরের বীমগর্ডার সাইজ	১০
ঐ [illegible] ([illegible])	১০৷০
[illegible] টি আয়রণ	[illegible]—৯৷০
[illegible] আয়রণ কোনা	৮৷০—৯৲
[illegible] কড়িত টীন।	
২৪ গেজ	[illegible]

টিটি [illegible] প্লেন শীট

	১৫৲
২৬ গেজ	

গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৭৲
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—২০ গেজ

দাম	।৵১৫—৸০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০
গ্রেট কাঁটা বা ছিটি কাঁটা মণ	৪০৲—৪০৷০
পাটী কাঁটা ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাঁটা [illegible] ১—৩ ইঞ্চ	৯৲—১০
ঐ "	৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷
ছিল পাটী, বোল্ট নবারে	৮৷০—৯৷
গোল বড় রি-ইনফোস ও কন্‌ক্রিট	
	হন্দর ৯৲—১০

সুঃ ইস্পাত আসল ২৬৲, নকল ২৯

টিকলের হাফমণ ৫৵০, গাটের হাফমণ ৩৷৷

ভুলার হাফমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

ঃঃঃ

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

[illegible]

[illegible] পাশে [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র [illegible] টাকা ব্যয়। এই [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে [illegible] পরীক্ষায় উত্তম [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্রদের [illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible] বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

রেলের সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৯,	১০—৩১	১৩—[illegible]	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭ ১৭,	১১—৩	১৪—[illegible]	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১৬	[illegible]	১২ ১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible] দূষিত জীর্ণ শীর্ণকায় [illegible] একমাত্র [illegible] কেশ কাটার [illegible] আবশ্যক। [illegible] প্রতি মস্তক [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একেবারে [illegible] যে আপনার [illegible] আবশ্যক হইবে না। মূল্য কৌটা [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। [illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] অক্ষরে প্রমাণাদি [illegible] ও সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইন ১০	।৵০	।৵০	।০
" এক ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে পাঁচ লাইন [illegible]	৪॥০
" সিকি কলম [illegible]	১২৲
" অর্দ্ধকলম [illegible]	১৮৲
" এক কলম [illegible]	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (অগ্রিম দেয়)	[illegible]
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

[illegible] সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার [illegible]।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] Foreword [illegible] Preface [illegible] Contents [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫, [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা [illegible]

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক [illegible] "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত [illegible]। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিস্ট" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র [illegible] হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈ নি ক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৯শে জুন, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ৯৫]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(০):(০):——

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলন

গত ১১ই জুন লণ্ডন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনের অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া একটী সাম্রাজ্য-ক্রয়-পরিষদ স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছে, কমিটি তাহা অনুমোদন করেন নাই। কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইম্পিরিয়াল-ইকনমিক কমিটি প্রস্তাবিত কার্য্যাদির অধিকাংশই সম্পাদন করিতে পারিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ-সচিব মিঃ হাভেঙ্গা এই কমিটির সভাপতি। কমিটির রিপোর্টে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কমিটির কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং উহা বজায় রাখিবার জন্য ও উহাতে ব্রহ্মদেশের একজন প্রতিনিধি লইবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

রিপোর্টে আরও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য কমিটির বরাদ্দ বার্ষিক বিশ হাজার পাউণ্ড হইতে বাড়াইয়া বাইশ হাজার পাউণ্ড করা হউক।

আগামী মঙ্গলবার সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে সাম্রাজ্য সম্মেলনের শেষ পূর্ণ অধিবেশন হইবে। প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণ সোমবার শেষবারের জন্য আলোচনা করিবেন।

মাদ্রিদ ত্যাগের আদেশ

গত ১৪ই জুন এক সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল মিয়াজা মাদ্রিদের সমস্ত অসামরিক অধিবাসীদিগকে অবিলম্বে মাদ্রিদ ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহারা মাদ্রিদে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগকে, তা'রপর সহরবাসীদিগকে এবং সর্ব্বশেষে সহরতলীর অধিবাসীদিগকে সহর ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

বিদ্রোহীদের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিলবাও লৌহ ব্যূহের সেনাপতি মেজর ল্যালেকো বন্দী হইয়াছেন। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহী সেনাদল দশটার অধিক কামান, শত মেসিনগান অধিকার করিয়াছে। রাইফেল যে কত অধিকৃত হইয়াছে তাহা গণনা করা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বিলবাও বাহিনীর এক সহস্রেরও অধিক সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং একশতেরও অধিক সৈন্য নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ১৫ গাড়ী বোঝাই যুদ্ধের রসদ ও অধিকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিলবাও নগর উপকণ্ঠে লা'লসরাস নামক একটি স্থান বিদ্রোহীরা দখল করিয়াছে। বিলবাও হইতে খবরটি অবশ্য সমর্থিত হয় নাই। আর একটি খবরে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা সরকারপক্ষের চার হাজার সৈন্য বন্দী করিয়াছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজে সৈন্য পরিচালনা করেন। রণক্লান্ত বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থ নূতন সেনাদল আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারত আমাদের বিমাতা

মৌলানা জাফর আলী খাঁ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পর প্রথম বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস ও মুসলমানদের তরফ হইতে সমান সমান সদস্য লইয়া একটি সালিশ বোর্ড গঠন করিয়া উহার উপর ভারতের মুক্তিলাভের জন্য কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ের ভার দেওয়া উচিত। বোর্ড এমন কর্ম্মপন্থা স্থির করিবেন যাহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অনুসরণ করিতে পারে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার আগ্রহে মুসলমানেরা অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন নহে তবে পার্থক্য এই যে, মুসলমানেরা প্রথমে ভক্তি করে ইসলামকে, তৎপর ভারতমাতার স্থান; কারণ ইসলামই তাহাদের জননী, আর ভারতমাতা তাহাদের বিমাতা।

দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ

গত ১০ই জুন লাহোর স্থানীয় পুলিশ মোল্লা মীর দীন মহম্মদ এবং মালিক [illegible] নামক আরও দুইজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ইত্তিহাদ-ই-মিল্লাতের নেতা মির্জ্জা ফিরোজউদ্দিনের রিপোর্ট অনুসারে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ২৭শে মে দিল্লী গেটের বাহিরে কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস নির্ব্বাচক প্রার্থী আবদুল খালেকের পক্ষ হইতে সভা আহূত হয়। ঐ সময় ধৃত ব্যক্তিরা নীলকোর্ত্তাদিগকে আক্রমণ করে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে ১০০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশ আহত

গত ১৩ই জুন প্রত্যূষে কেতিবাজারে জনৈক মুসলমান একজন পুলিশ কনেষ্টবলকে ছোরা মারায় ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, কনেষ্টবলটী ঐ মুসলমানটীর উপর সন্দেহ হওয়ায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে এবং পুলিশটী যখন তাহার জিনিসপত্র খানাতল্লাসী করিতে যায় তখন মুসলমানটী একটী ছুরি বাহির করিয়া তাহাকে আঘাত করে। ফলে কনেষ্টবলটী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আততায়ী পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ সময়ে কেতিবাজারে যে সার্জ্জেণ্টটী পাহারায় নিযুক্ত ছিল সে তাহার পিছু পিছু অনুসরণ করিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কেবল পুলিশ সময়মত আসিয়া পড়াতে আর কোন রকম গোলমাল হইতে পারে নাই। আহত কনেষ্টবলটীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণের মামলা

লাকসাম দৌলতগঞ্জ রায় বাবুদের বাড়ীর হাতীর উপদ্রবে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে; এই সম্পর্কে ত্রিপুরা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া আবেদন করা হইয়াছে। সদর মহকুমা [illegible] [illegible] তদন্তের পর [illegible] ভাবে হাতী রাখিবার জন্য মালিকের বিরুদ্ধে মামলা আনিবার অনুকূলে মত দিয়াছেন।

প্রকাশ ঐ জমিদার রায় বাবুরা একটী হাতী ক্রয় করিয়া আনিয়া রাখেন। ঐ হাতীটী গত ২৯শে মে প্রত্যূষে শিকল ছিঁড়িয়া উন্মত্তের মত চলিতে থাকে ও উহার আক্রমণে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ [illegible] [illegible] ছেলাম [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় এবং মৌলবী ফজলুল হক আহত হয়। [illegible] ব্যক্তি কুমিল্লা হাসপাতালে মারা যায়। এতদ্ব্যতীত হস্তীর উপদ্রবে ১৮ খানা কুটীর ভূমিসাৎ এবং শস্য ও তৈজসপত্র নষ্ট হয়। মাহুত বহু চেষ্টায় হাতীটীকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রী[illegible],—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে নবম খণ্ড প্রত্যেক— ২৮৲
দশম খণ্ড — ৯৲
বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ৮৲
। সরস্বতী জয়শ্রী
৫ শ্রী[illegible]র বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য়
খণ্ড—১।০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৮
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] ১৲
৮। [illegible] দর্শিকা ও [illegible]
দর্শিকা ১।০
৯ [illegible] ১৲
১০। [illegible] ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ।০
১৪। [illegible]
১৫। [illegible] ।০
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় [illegible] ।৶০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও
শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] ([illegible] টীকা-সহ) ২৲
২৫। [illegible] ([illegible]-টীকাসহ) ১৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। বেদান্ত[illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৮০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। [illegible] ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরোদয়ঃ ৮০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ [illegible] অন্ বেদান্ত
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী য্যাণ্ড
অণ্টলজি ॥
৭২। [illegible] ৷০
৭৩। [illegible] য্যাণ্ড [illegible] অব
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবইজম ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। শ্রী[illegible] ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। **পরমার্থী** -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** —মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।
সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু মাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

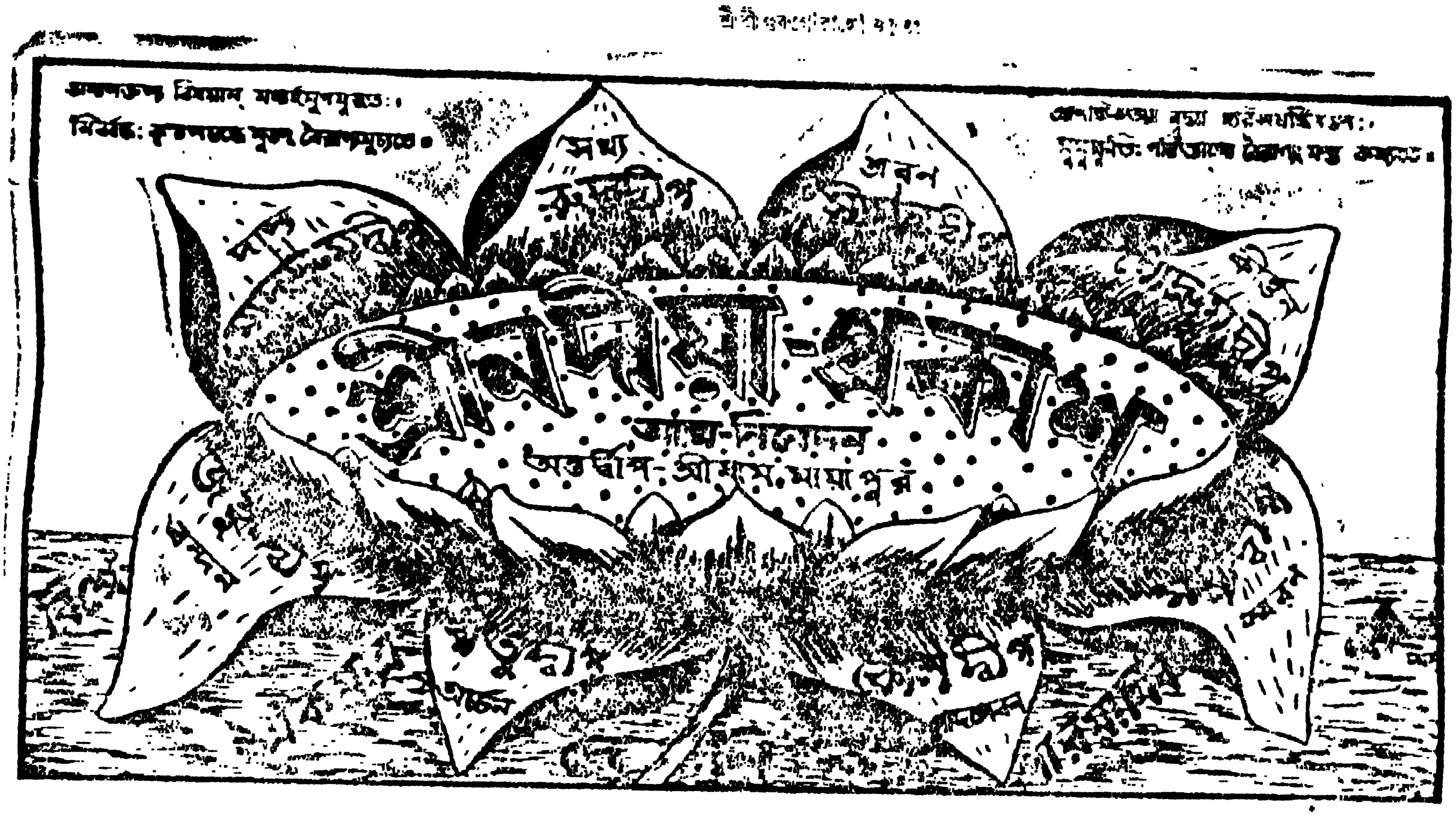

১ম বর্ষ { ২৫ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে জুন ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

———

বসিরহাটে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ [illegible] বসিরহাটে অবস্থান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। [illegible] স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মজুমদার এম, এ, বি এল, মহাশয়ের আলয়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ [illegible], কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও [illegible] পার্থক্য, [illegible] আমাদের [illegible] দুঃখের একমাত্র কারণ, ভক্তিবিহীন মানব ও সাধারণ পশুগণের পার্থক্য, [illegible] হইলেই আমাদের [illegible] লাভ ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেন। স্বামীজী আরও বলেন—আমরা [illegible] হইলে [illegible] হইয়া যাই, তখন [illegible] না [illegible] করণ বস্তুর [illegible] আমাদের [illegible] হয়; [illegible] নানাপ্রকার [illegible] দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শেষে [illegible] ত্যাগ করিয়া থাকি; শ্রীমন্মহাপ্রভু ভোগ ও ত্যাগ-পরিবর্জ্জিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু, "[illegible]" এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া-

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস [illegible] কর্তৃক [illegible] ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] বিরোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও [illegible] যে সমস্ত [illegible] আদি তাঁহারা অন্যায়ভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছেন [illegible] দায়িত্ব এড়াইবার আশায় সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠস্থাপন প্রভৃতি নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। [illegible], [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] ঠাকুর মহারাজ [illegible] মঠের শাখা কোন মঠের বা [illegible] সহিত [illegible] সম্পর্কিত না কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা [illegible] কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সাসপেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত [illegible] অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনপ্রকার কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

ছিলেন; অবশ্য আমরা মহাজন-গীতিতে দেখিতে পাই,—

"কাঙ্গালের কাম [illegible] নহে তব ধাম
[illegible] মালিক কেবল যাবে।"

সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্ন কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মজুমদার এম এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি-এল, [illegible] বাবু [illegible]; শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]; শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার [illegible] মাষ্টার [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত কালী[illegible] চৌধুরী সরকারী উকিল; শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল; শ্রীযুক্ত [illegible] বি-এল; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

[illegible] মহারাজের বসিরহাটের [illegible] স্বামীজী মহারাজ [illegible] [illegible] করেন। [illegible] স্থানীয় [illegible] ছিল।

[illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] স্বামীজী মহারাজ [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন

ভক্তের ক্রিয়া ও মুদ্রা বিজ্ঞের দৌরাত্ম্য থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে প্রকৃত পেশাদার জপ ও তপ [illegible] ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান জমিন ফারাক"।

[illegible] শ্রীল [illegible] সহিত আমাদের [illegible] ভাবের অভাব আছে,—"বৈষ্ণব চিনিতে সকলে নারিবে, যেই নিজে হিংসা করি [illegible] না সংসারে ফিরে, থাকে সদা মৌন ধরি"।

([illegible] ৩য় খণ্ড)

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৪৮ শ্রীগৌরাব্দ, [illegible] ৫৫

জপ ও কীর্ত্তন

অনেকের ধারণা, কোনও স্থানে উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্ত্তনের বিধান নাই, [illegible] মনে মনে জপই প্রশস্ত। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক ও অশাস্ত্রীয়। মনে মনে হরিনাম জপ্য বটে এবং কীর্ত্তনীয়ও বটে। [illegible] মনে মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে পারেন এবং [illegible] মঙ্গলও [illegible]। নাম শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible] প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন না করিলে কাহারও শ্রবণের [illegible] না। সুতরাং উচ্চ কীর্ত্তনের [illegible] মঙ্গলকে আমরা [illegible] পারি না। শাস্ত্র, গুরু ও [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তন অনেকটা [illegible] কলিকালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। [illegible] ঠাকুর বলিয়াছেন

"[illegible] হৈতে শতগুণ পুণ্য হয়।

[illegible] কহে, শাস্ত্রে [illegible] কয়॥

[illegible] সে [illegible] আপনে সে তরে।

উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥

অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন [illegible]।

[illegible] প্রভাবে সর্ব্ব [illegible]॥"

"[illegible] পুনাতি [illegible]"

[illegible] হরিনাম জপ করেন তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ, [illegible] ব্যক্তি জপকালে [illegible] নিজেকেই পবিত্র করেন কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে, [illegible] অর্থাৎ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

আমরা কামিনী কাঞ্চনের [illegible]। আমাদের হৃদয় ভক্তর [illegible] জগদ্গুরু [illegible] আমাদের [illegible] বলা [illegible] না। আমাদের [illegible] হরিনাম [illegible] হইবে। [illegible] থাকিলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম [illegible] উচিত। শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন,—"হরিকীর্ত্তন না করিলে জীব [illegible], কারো না [illegible] হয় না। [illegible] সাধুসঙ্গে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] করিলে [illegible] হইবে এবং [illegible] পাদন করিবে।"

আমি অপরাধী জীব। এখন নাম করিতে গেলে নামাপরাধ হওয়া যাইবে, সুতরাং অনেকক্ষণ যাবৎ নাম না করাই [illegible]; এইরূপ বিচার [illegible] নহে। [illegible] হইবে বলিলে কি [illegible] দিতে হইবে? না [illegible] সাবধান থাকিয়া সেবা করিতে হইবে? নামগ্রহণ-বিষয়ে [illegible] অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়-নিষ্ঠা বিশ্বাসই [illegible] অভাব নাই—এরূপ বিচার [illegible] নয়। [illegible] অপরাধ না হয় [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] এই শ্লোকের [illegible] দিতেছেন [illegible] [illegible] হরিনাম [illegible] হইবে। [illegible] হরিনাম [illegible] হইবে—হরিনাম [illegible] হইবে। মনে [illegible] আমরা [illegible] শ্রবণ করি, তাহা হইলে [illegible] আমাদের কামিনী কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠাদি [illegible] হইয়া চিত্ত হরিসেবোন্মুখ হইবে এবং সেই সেবোন্মুখচিত্তে ক্রমে নামাভাস [illegible]

গোড়ীয়মঠ নূতন কি বলিতেছেন?

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

বিশ্বে দর্শনের বাজারে প্রবেশ করিয়া কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, জগতে ত' বহু মতই দেখা যাইতেছে 'যত মত' [illegible] ভাব কাছে বড়' এরূপ একটা মতবাদও [illegible] পোষণ করিতেছে; কেহ কেহ 'সকল ধর্ম্ম সমান' একথাও বলিতেছেন, [illegible] প্রকারের [illegible] গোড়ীয়মঠ নূতন কি

[illegible] হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান রহিত নিরপরাধ [illegible] নামাভাস করে। এই নামাভাস [illegible] প্রধান [illegible] হয়। [illegible] প্রকার [illegible] নামাভাস [illegible]

[illegible] আছে [illegible] উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব [illegible] উচ্চারণ করিতে পারে না। [illegible] উচ্চারণ [illegible] হইতে পারে? [illegible] অনুকরণ ও অনুসরণ [illegible] [illegible] ন্যায় [illegible] উচ্চারিত হইলেও [illegible] তাহা চিন্ময় [illegible] হয় না। [illegible] বিশেষ লক্ষ্য [illegible] নাম শ্রবণ করিতে না পারিলেও [illegible] নিকট হইতে তাঁহাদের কৃপায় [illegible] নাম শ্রবণ করিতে পারে এবং [illegible] পরম-মঙ্গল লাভ হয়। সুতরাং [illegible] [illegible] সুযোগ পাইয়া যে কোনও জীব জীবন্মুক্ত হইতে পারে [illegible] জীবনে যে কত মঙ্গলপদ তাহা কি আর বলিয়া শেষ করা যায়?

[illegible] নিজেকে [illegible] করে, [illegible] একটি ব্যক্তি নিজেকে [illegible]

[illegible] হৃদয়ের মধ্যে [illegible] করিতে হইবে? [illegible] বিচার করিলে [illegible] [illegible] উচ্চনামকীর্ত্তনকারী কেবল [illegible] নিজে [illegible] ও পরকে [illegible]; সুতরাং কেবল জপকারী অপেক্ষা [illegible] নামকীর্ত্তনকারী যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বলিতে বসিয়াছেন? তাঁহারাও কি এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মত একটা দলবিশেষ, না অন্য কিছু? প্রশ্নকর্ত্তা গৌড়ীয়মঠের নূতনত্ব বুঝিবার পূর্ব্বেই কতকগুলি গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী হইতেছে— 'যার যা' ধর্ম্ম, তাই তা'র কাছে বড়' এইরূপ মনঃকল্পিত বিশ্রী [illegible] [illegible] গৌড়ীয়মঠ বলেন, তাঁহাদের (গৌড়ীয়মঠের) ধর্ম্মই অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মই—

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।

ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

—এই বাণী অনুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা [illegible], তাহা হইলে এই কথা শুনিয়া [illegible] কাহারও মনে হইতে পারে—এটা একরকমের 'ভাল বড় [illegible] দল'। [illegible] এই কঠিন সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইবে? [illegible] বিচার [illegible] আবশ্যক। [illegible] ধর্ম্মের নামমাত্র [illegible] পরিবর্ত্তনের [illegible] এই সময় [illegible] নিকট [illegible] হইবে।

'গৌড়ীয়মঠ', 'নূতন' এবং 'কি বলিতেছেন' এই কয়টি শব্দেই একটা আলোচনা দরকার; [illegible] একটা [illegible] যায়।

[illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] যাহা [illegible] করিয়াছে [illegible] [illegible] হইতেছে [illegible] যেখানে গৌড়ীয়মঠ এবং [illegible] দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে সেখানে তাহাতে কোন [illegible] দূর হইতে পারে; [illegible] মনে করিতে হইবে। সমস্ত [illegible] ত্রিদণ্ডি-[illegible] বাণী এবং সেই বাণীর যাঁহারা অনুসরণকারী না মূর্ত্তবিগ্রহ তাঁহারাই গৌড়ীয় এবং সেই গৌড়ীয়গণ যেখানে তাঁহাদের প্রভুর আরাধ্য চিন্ময়বাণী কীর্ত্তন করেন সেই স্থানই গৌড়ীয়মঠ। [illegible] গৌড়ীয়মঠকে প্রকৃত [illegible] গৌড়ীয়মঠবাসীর [illegible] নহে। কৃপা [illegible] প্রয়োজন। কিন্তু [illegible] গৌড়ীয়মঠের কথা, সমস্ত ধর্ম্মের [illegible] বিচারে একটা হিসাব নিকাশ ও আলোচনার পর [illegible] বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সেইটীই বক্তৃমিকায় অবস্থান-[illegible] প্রবর্ত্তন। [illegible] 'নূতন কি বলিতেছেন' তাহা বুঝিবার [illegible] সময় আসে

নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যে দর্শন তাহা এই জড়কর্ণে শ্রুত বাণী-দর্শন অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চেতন ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিতে আসিয়া পড়ে। তখন উহার নবনব [illegible] বিষয় হয়। সেই সময়ে বলা যায়, 'গৌড়ীয়মঠ নূতন কি বলিতেছেন।'

তথাকথিত সর্ব্বজগতে ভগবৎসম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যতটুকু ধারণা হইয়াছে, সে সমস্তই ভগবানের [illegible] প্রকাশ। [illegible] বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার বিচারে এই সমস্ত [illegible] থাকিলেও [illegible] মনের [illegible] পদার্থ। [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] নির্বিশেষবাদের [illegible] প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে [illegible]। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] সম্যক্‌ [illegible] করেন। [illegible] গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে [illegible] দ্বারা [illegible] বিবর্ত্ত [illegible] যাচে। [illegible] দ্বন্দ্বের [illegible] সম্প্রকাশ পদর্শন করিয়াছেন। [illegible] বস্তুর নিত্য নবীনত্ব, [illegible] একটি বস্তুর [illegible] প্রাচীনত্ব [illegible] রবির উদয় হইয়াছে। সেই রহস্য বুঝিবার জন্য যখন মানবমনীষা [illegible] মেধা বা পাণ্ডিত্যের বড়াই লইয়া [illegible] করিয়াছে, সেই সময়ে [illegible] পরমহংসোপাস্য ভাগবতধর্ম্মের "[illegible] প্রেরেন্দ্রেন [illegible]"-শ্লোকরূপ গৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্লোক [illegible] করিয়াছে। আবার পরবর্ত্তী সময়ে [illegible] বাক্যের [illegible] দেখিয়া প্রথম চেষ্টা নষ্ট করিয়া "[illegible] প্রতিপাদন [illegible]" এই শ্লোকটিতে [illegible] বিশেষ আবশ্যকতা [illegible] 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌॥" এই উপনিষদ্‌বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার এই কীর্ত্তনের পরই থামিয়া যান নাই—তাঁহারা বলিয়াছেন—

যত্র দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

আরও একটু অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয়মঠ সবিশেষ রাজ্যের সেবাবৈচিত্র্যের নব নব বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] শক্তির আবৃত দর্শনকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত বস্তুকে চিৎবৈচিত্র্য [illegible] বৈকুণ্ঠ বা ঊর্দ্ধ্ব গোলোক-প্রতীতিতে সেবোপকরণরূপে দর্শন করিবার

অধস্তনাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপদ্মে যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধস্তন বলিয়া একটি কথা শুনা যায়। যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যকে [illegible] আচার্য্য জানিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের [illegible] হইতে [illegible] এবং তাঁহাদের অধস্তনাচার্য্য একটি হইয়া আসিয়াছেন। ইহাকেই [illegible] বলিয়া অভিহিত করা হয়। [illegible] আচার্য্য-[illegible] মহিমা [illegible] শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] মহিমা আমরা [illegible] শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামিপাদের কৃপায় [illegible] করিতে সমর্থ হইয়াছি। দামোদর স্বরূপ প্রভু কৃপা করিয়া [illegible] শ্রীরূপ [illegible] প্রকাশ [illegible] রহিয়াছে। [illegible]—

[illegible]
[illegible] ভূরি [illegible]
[illegible]।
[illegible] কলিযুগপাবনাবতার
[illegible] শ্রীমদ্গৌরসুন্দরঃ [illegible] ভক্তশ্রেণী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥

ইহার পর শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু [illegible] বাক্যসমূহের কারণ— 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে। শ্রীরূপপাদের [illegible] লিখিয়াছেন। [illegible] গৌড়ীয়ের [illegible] মানবজাতি [illegible] আসক্তি [illegible] বা একটি বৈষ্ণবী [illegible] বিশ্বাস করিয়া [illegible]। আবার ঠিক সেই সময়ে [illegible] ভোগ বা ত্যাগের [illegible] যুক্তবৈরাগ্যের [illegible] করিয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামসেবায় স্বরূপ-[illegible] পরিণত [illegible] সেবক-রূপের আদর্শে [illegible] মান আধিক্য [illegible] যা কিছু সমস্তই [illegible] করিয়াছেন। [illegible] চরম ও পরম [illegible] এবং [illegible] শেষ কথা। [illegible] নূতন কি বলিতেছেন', ইহাই তাহার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

— —

[illegible] অধস্তন শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপপাদের কৃপা প্রকাশ করিয়া [illegible] তাঁহার অনবচ্ছিন্ন মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] মানবের জন্ম জন্মে একমাত্র [illegible] বিষয়।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
[illegible]

[illegible] শ্রীল [illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] করিয়াছেন। শ্রীল [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] করিলেন। [illegible] প্রকাশিত করিয়াছেন [illegible] মাধুর্য্য [illegible] টীকা করিয়া তাঁহার [illegible] সম্পাদন করিয়াছেন। [illegible] প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদ ও মায়াবাদ পরিপুষ্ট হইয়া [illegible] আচ্ছন্ন করিবার [illegible] সময় [illegible] কেন্দ্রীভূত [illegible] বাম [illegible] করিয়া বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য বিধান করিয়া [illegible] আচার্য্যগণের মহিমা আরও অধিকতর [illegible] করিলেন। [illegible] শ্রীল [illegible] মহিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] প্রকাশিত [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] প্রকাশিত [illegible] অপসম্প্রদায়ের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রকাশিত [illegible] এবং অপধর্ম্মের ছলনা [illegible] করিয়াছেন নূতন করিয়া [illegible]—

[illegible] অধস্তনের কথা। [illegible] করিতেছে। [illegible] অবদানসমূহ [illegible] উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি [illegible] অদ্বিতীয় [illegible] বলিয়াছেন—[illegible] কোনও বস্তু [illegible] একটি মূলকথা [illegible] আচার্য্যের [illegible] বলিয়াছেন [illegible] এক্ষণে [illegible] কাহারও [illegible] বলিয়া [illegible] অবস্থান [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] এবং [illegible] [illegible]

— [illegible] দেবী

—

আপনাকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

অদ্ভুত [illegible] মঠসমূহ

১। [illegible]

প্রাচীন [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible] আছে।

[illegible]

(২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার,

কলি[illegible] ৪১৫৮

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র

[illegible] বেদী [illegible]

[illegible] রক্ষক [illegible] শ্রীপাদ

[illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] ভবন বা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—[illegible] ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পো: শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible]

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

[illegible] বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা [illegible] শ্রী[illegible]

সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পো: স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের সমাধি, শ্রী[illegible] ও

শ্রী[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, [illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible]

[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন

[illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, [illegible] (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পো: [illegible], নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইপাড়া (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) কুলিয়া [illegible]

পো: [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পো: [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পো: হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পো: চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পো: [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহা-

মহোপদেশক [illegible] বি

(২৪) গোপাল [illegible] মঠ

[illegible] পো: ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পো: [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: ময়মনসিংহ

রক্ষক—[illegible] অধ্যাপক

শ্রী[illegible] এম, এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পো: গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পো: [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পো: [illegible], মহাদেবপুর, [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম [illegible]

পো: [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পো: দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পো: নিমসার, [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পো: মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পো: রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠপাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পো: নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পো: বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পো: [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পো: থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পো: রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পো: কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: বালিয়াপাড়া, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গমাধবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পো: পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পো: [illegible], পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়া, পো: কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পো: [illegible], মেদনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিরত্ন।

(৬০) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পো: অমাই, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পো: রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬২) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,

[illegible]

লণ্ডন, ডাব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র [illegible] সম্পাদিত ও

মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৷৷০
মাঝা চাল	৫৷৷০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁক তুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৮৲
সিদ্ধ বেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিষ্কাইন, টিটাগড়	১০৷৵
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৲
মানভোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵
কানপুর লাল	৭৷৷০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৬৷
গুজরেণ	৩২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৷৷০
নিম্নতম—	৪০৷৷০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৷৷০
	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৷০—৫৷৷৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫৷৵০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৷৷০—৪৷৷৵০
আটা নং (৩	২৷৷০—২৷৷৵
পোলার্ড	১৷৷৵০—১৷৷০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
গ্রামদীঘি	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
আদ্রী	৪৫৲

পাঞ্জাব	৪৯।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৷৷০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন [illegible] ফাইন	৫৪৲
লিভারপুল আদেন করকচ	৪০৲
[illegible] ফাইন	৪৩৲
[illegible]	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাবনা মাল	
সুপারী [illegible]	১৬৷০
কাটা সুপারী	১০৷৷০
	১৫৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

[illegible]— প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

সাদা	৯৲—৯৷০
ঐ [illegible]	৮—৯০
ঐ [illegible] বীমসহ [illegible]	১০
ঐ [illegible] (বীম)	১০৷০
[illegible] (টী আয়রণ)	৷৵০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৷০—৯৲

[illegible] করগেট টীন

২৪ গেজ—	[illegible]
	১৫৷

[illegible] প্লেন সীট।

২৮ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৪ গেজ—	১৫৷৷০

[illegible] করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ ঝটকা ২৪—৩০ গেজ

পাঁস ৷৵১৫—৷৷০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪৲—৪৷০

পাটী কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল ২৬ কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটী, গোলষ্ট গরাদে	৮৷০—৯৷৷০

গোল রড [illegible] ও কনক্রিটের

	৯৲—১০৲

সুঃ [illegible] আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

টিকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

:::*:::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২২	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] তাহার কার্য্যকরী [illegible]। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], [illegible]।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থের বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের [illegible] গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতকর আস্বাদন করিয়া একাধারে বর্ণন এবং [illegible] অনবদ্যান্ত [illegible]-পারে মগ্ন হউন এই বিরাট, আজন্ম ও আশ্চর্য্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রকা[শ]

-:(::):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" ইঞ্চ ২,	১৷৹	১৷৷৹	১,
সিকিকলম ৫,	৪,	৪,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,	৬,	৬,	৫,
এক কলম ১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৷
" সিকি কলম ১	১২,
অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
এক কলম ৩৬,	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা ৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

---:(•):---

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২১শে জুন, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ৯৬]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

—:০):(০):(০):—

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

১৪ জনের মধ্যে ১২ জন উত্তীর্ণ

এবৎসর শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেশ ভালই হইয়াছে। ১২ জন মধ্যে ৩ জন প্রথম বিভাগে, ৮ জন ২য় বিভাগে ১জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ

১। শ্রীবিজয় গোপাল দে,
২। শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
৩। শ্রীপ্রমোদ কুমার মজুমদার,

দ্বিতীয় বিভাগ

৪। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
৫। শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ,
৬। শ্রীশৈলেশ চন্দ্র খাঁ,
৭। শ্রীঅবনী নাথ ভাদুড়ী,
৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভাদুড়ী,
৯। শ্রীনিত্যানন্দ রায়,
১০। শ্রীদোলগোবিন্দ দাস,
১১। শ্রীদোলগোবিন্দ চন্দ্র,

তৃতীয় বিভাগ

১২। শ্রীরাধাশ্যাম দাস,

বাস্ক সেনাদলের বীরত্ব

মিঃ ইডেন কমন্স সভায় একটী প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় গত ১৫ই জুন অপরাহ্নে বলেন যে, বাস্ক সেনাদল এখনও বিলবাও রক্ষা করিতেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের সরাইয়া লওয়া হইতেছে এবং বাহির দরিয়ায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষার ভার বৃটিশ নৌবাহিনী গ্রহণ করিয়াছে।

ভিক্টোরিয়ার একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা পাঁচ হাজার বাস্ক-সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

বাস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পররাষ্ট্র সচিব একটী তার পাইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষ একটী বিরাট বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনী লইয়া বিলবাও সহর ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা যাহাতে তাহা করিতে না পারে তজ্জন্য কূটনৈতিক দিক দিয়া সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবার জন্য বাস্ক গবর্ণমেণ্ট মিঃ এণ্টনী ইডেনকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। মিঃ ইডেন হেন্দাইস বৃটিশ-রাজদূতকে এই তারের মর্ম্ম জানাইয়াছেন তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের এই আন্তরিক আশা জ্ঞাপন করেন যে, এইরূপ কোন কার্য্য করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে।

ভারত ও ব্রহ্ম সচিবের পদ

গত ১৫ই জুন লর্ড সভায় মন্ত্রী-বেতন-বিলের আলোচনা কালে লর্ড অনস্লো জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারত সচিব ও ব্রহ্ম সচিবের পদ পৃথক্ করা হইলে তাঁহাদের একজন লর্ড সভায় থাকিবেন কি না।

লর্ড জেটল্যাণ্ড উত্তরে বলেন, বর্ত্তমানে ভারত-সচিব ও ব্রহ্ম-সচিব একই ব্যক্তি। ভবিষ্যতেও এই রীতিই অনুসৃত হইবে এবং দুইটি পৃথক্ পদ সৃষ্টি করা হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। আর যদি হয়ই, পার্লামেণ্টের ভোটের দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইবে। গবর্ণমেণ্ট শুধু শুধু বেতনভুক মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইতে চাহেন না।

দ্বিতীয়বারের জন্য বিলটীর আলোচনা শেষ হয়।

প্রবল বিদ্রোহ

গত ১৬ই জুন সরকারী বিবরণ হইতে দেরেক অঞ্চলের কুর্দ্দি উপজাতীয়দের মধ্যে প্রবল বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। প্রকাশ যে, ঐ সব উপজাতীয়দের সর্দ্দারগণ গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত সংস্কারসমূহের বিরোধী ছিলেন।

বিদ্রোহ দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিমান-বহর সহ ২৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীদের পক্ষে সহস্রাধিক লোক হতাহত হয়। সরকার পক্ষে ১৭ জন নিহত ও ১৮ আহত হয়। অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে।

শান্তিরক্ষায় বৃটিশ সাম্রাজ্য

গত ১৫ই জুন লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্মেলনে কোন চুক্তি করা হয় নাই, কারণ চুক্তি করিলে বিভিন্ন ডোমিনিয়নের পার্লামেণ্টগুলির অনুমোদন ব্যতীত তাহা কার্য্যকরী হইত না। নিম্নলিখিত সাধারণ কয়েকটী বিষয়ে সম্মেলন একমত হইয়াছেন:—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির আশ্রয় না লইয়া সহযোগিতা ও আপোষ মীমাংসার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি অথবা কোন চুক্তি সর্ত্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ কোন কারণে কাহারও আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাহার অস্ত্রবল প্রয়োগ করিবে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সম্মেলন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি ও শান্তি রক্ষার চুক্তি পৃথক রাখা উচিত।

বিলবাওয়ে বিদ্রোহীদের বেড়াজাল

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাস্কদলকে বিলবাওএর দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে তাড়াইয়া রাজধানী ঘিরিয়া ফেলাই বর্ত্তমানে বিদ্রোহীদের আক্রমণের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক বিলবাওএর দক্ষিণপূর্ব্ব সহরতলী গ্যালডাকানো দখলকার এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাফল্য।

প্রকাশ যে, বাস্কগণ উক্ত সহরতলী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উহা ধ্বংস করে এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের একটি কারখানা উড়াইয়া দেয়। গ্যালডাকানোতে প্রায় দুই হাজার বাস্ক সৈন্য হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পাণ্টা মারিনাতে দুইশত বাস্কসৈন্য প্রতিআক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু দুই দিক হইতে দুইটি বিদ্রোহীবাহিনী তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করায় তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

বিদ্রোহী পক্ষের সংবাদে প্রকাশ যে, "লৌহ বেষ্টনী" ভেদ করার পর বিদ্রোহীরা প্রায় ১০,০০০ বাস্ককে বন্দী করিয়াছে।

স্পেনের সাহায্যার্থ মিঃ ডিমিট্রফ

স্পেনসরকারের সাহায্যার্থ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মিলিত আন্তর্জ্জাতিক পরিষদের একটি মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আলোচনায় ঘোষণার পর তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সম্পাদক মিঃ ডিমিট্রফ দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সম্পাদক মিঃ [illegible] নিকট এক [illegible] জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

মিঃ [illegible] প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া তার দেওয়ায় মিঃ ডিমিট্রফ অবিলম্বে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য কোমিণ্টার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের পাঁচজন প্রতিনিধিকে জেনেভায় প্রেরণ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮্
দশম স্কন্ধ — ৯্
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯্
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬্
। সম্বন্ধ ... ৪্
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১্ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড ... ৩য় খণ্ড—৸০
শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ বৈষ্ণব... ২্
১০ ... ২্
১১ শ্রীচৈ... (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় ... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (বলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২্
২৬। গীতার কেবল মূলের ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমঞ্জরী ... ১্
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রী প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবনাপথ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী নিযুক্তয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবাবলীচয়ঃ
৬৭। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড্ ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।
সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

**গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।**

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪্ টাকা।

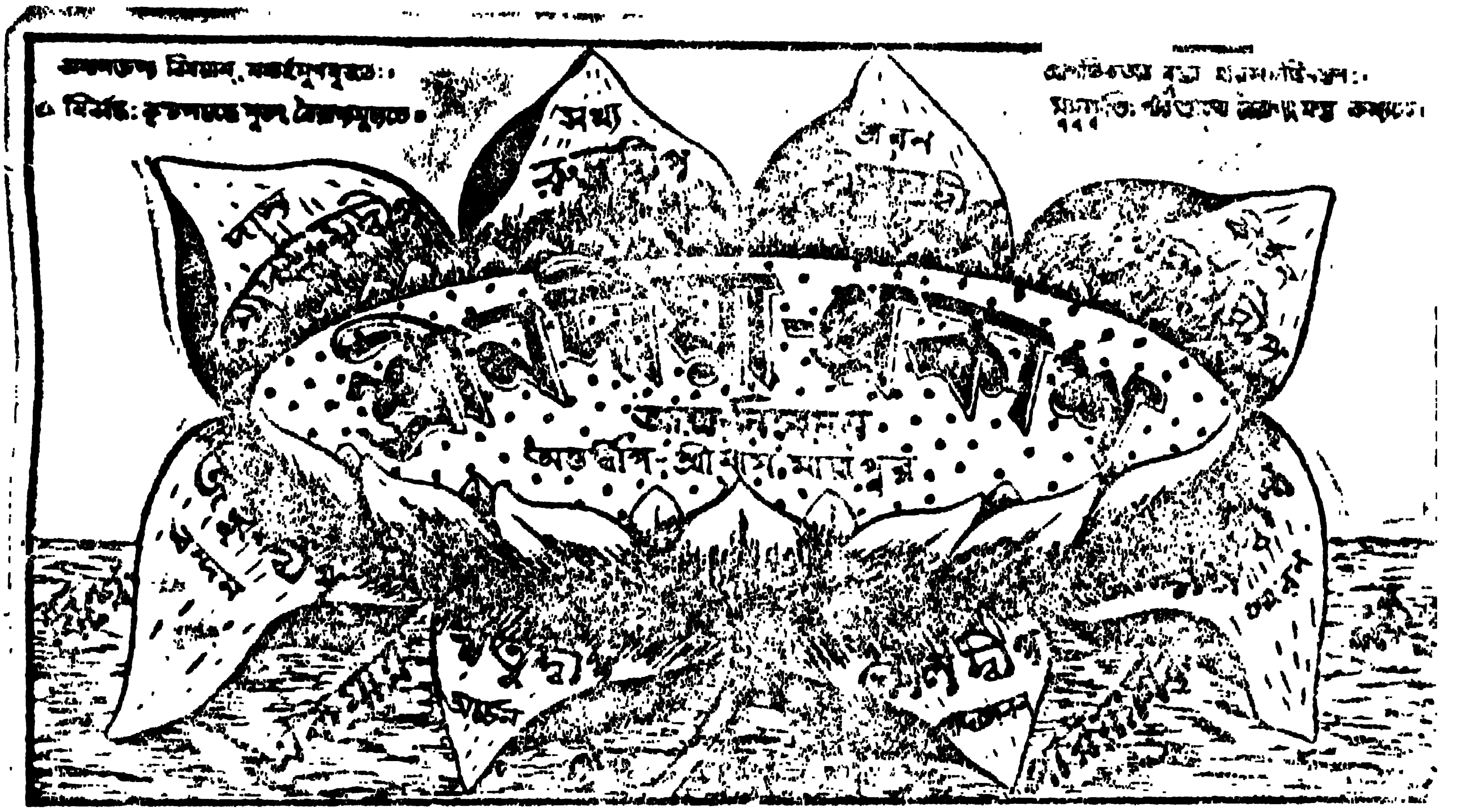

১৫শ বর্ষ — ২৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে জুন ইং ১৯৩৭, সোমবার — ৪৩তম সংখ্যা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠাচার্য্যের অভিনন্দন

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় অভিনন্দন প্রদান

গত ২রা আষাঢ় ১৬ই জুন বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীচৈতন্যমঠস্থ বিভিন্ন মঠসমূহের সেবকবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে একটী মহতী সজ্জন সভায় আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগসত্ত্বেও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শ্রীগৌড়ীয়াশ্রিত কলিকাতা প্রবাসী ও নিবাসী বহু ভক্ত এবং বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আচার্য্যাভিনন্দনোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও সারস্বত-শ্রবণ-সদনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আসন ঘরে অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ ডি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম-এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত এম এ, ডি-এস্ সি, ডি আর, এন সেন সলিসিটর, মিঃ এন, কে ঘোষ, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট শুভাগমন কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব সারস্বত-শ্রবণ-সদনে উপস্থিত হইলে বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও আচার্য্যদেবের জয়ধ্বনিতে সারস্বত-শ্রবণ-সদন মুখরিত হইয়া উঠে। আচার্য্যদেব সভামণ্ডপের আসন পরিগ্রহ করিলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শারদেন্দু সেন মহাশয় আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্য দ্বারা বরণ করেন। নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ বন্দনা কীর্ত্তন করিয়া 'আচার্য্য বন্দনা' পাঠ করেন। (স্থানান্তরে আচার্য্য বন্দনা প্রস্তাবাম্‌ পাঠকগণের জন্য প্রকাশিত হইল।)

তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি-এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে সংস্কৃত 'অভিনন্দন পত্র' পাঠ করেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' নামক বঙ্গভাষায় লিখিত অভিনন্দনটি পাঠ করেন। অনন্তর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক, হারমোনিষ্ট পত্রিকার সহকারী প্রধান সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও সর্ব্বভারতীয় অন্যতম সভ্য মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] সান্যাল এম-এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে ইংরেজী অভিনন্দনটী পাঠ করেন। তৎপরে গৌড়ীয়মঠের মুখপত্র গৌড়ীয়ের সম্পাদক ও সর্ব্বভারতীয় অন্যতম সভ্য [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের আচার্য্যাভিনন্দন প্রদানের সার্থকতা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] উদ্দিষ্ট 'আনন্দোচ্ছ্বাস', শ্রীযুক্ত [illegible] সভাপতি শ্রীকৃষ্ণদাস গৌড়ীয়মঠের অভিনন্দনপত্র, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী উদ্দিষ্ট মায়াপুর [illegible] সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী অভিনন্দন পাঠ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিক ভক্তগণের শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রেরিত সংস্কৃত 'অভিনন্দন', কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবকবৃন্দের 'প্রীতি-অর্ঘ্য' এবং [illegible] ভারতের বাহির হইতে আগত [illegible] অভিনন্দন ও পত্রাদি প্রভৃতি পাঠ [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] একটী বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেবের পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি [illegible] ও প্রণতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতা সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতাবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাক্ষিণাত্য, কাশ্মীর, পাটনা, পাবনা, বিটিশগড় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের [illegible] অভিনন্দন পত্রাদি সভায় পাঠ করেন। গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে সর্ব্বভারতীয় অন্যতম সভ্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবৈভব মহোদয় [illegible] সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ [illegible] বলেন যে, আচার্য্যকে [illegible] শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বপ্রথম [illegible] একমাত্র [illegible] এই কথাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অতএব যাঁহারা আচার্য্যকে সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁহারাই গুরুভক্তশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। অতঃ

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

"[illegible] প্রবেশ করিবার যাঁহাদের প্রয়াস বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত ও 'ছুঁচ্‌ মিশ্রণি' সাজিয়াছেন, [illegible] সব শ্রীনাম [illegible] করেন [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া তাঁহাদের সেবা [illegible] লোকের মঠবাসীর [illegible] আবশ্যক।"

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল [illegible]

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ ত্রিবিক্রম, [illegible]

ভক্তের চিন্তা নাই

নিত্যসত্য, [illegible] সর্ব্বশেষ্ঠ [illegible] ভাগবতে [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] না। [illegible] শুদ্ধভক্তের চরণে [illegible] থাকেন; ভক্তকে [illegible] উদাসীন করিবার [illegible] করেন, [illegible] কাশা হইতে [illegible] না। [illegible] উপরোক্ত [illegible] [illegible] আবাহন করিবার [illegible] বোধ করেন না। কুলশেখরপ্রমুখ [illegible] অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিয়া থাকেন—

সত্যাং কিতো কিং [illegible]
[illegible] ছাপাঃ [illegible] কেন।
সত্যাজলৌ কিং পুরুধান্যপলো
দিগন্তিযাতো মাং কিং তরুনো॥
চীরাণি কিং পথি ন [illegible]
[illegible]।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

([illegible])

[illegible] পথ, [illegible] উপাদান থাকিতে [illegible] পাইবেন কি? [illegible] বর্ত্তমান [illegible] প্রয়োজন? [illegible] সংগ্রহের [illegible] কি?

[illegible] কি [illegible] নাই, [illegible] কি [illegible]?

[illegible] ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন [illegible] কি [illegible] [illegible]?

[illegible] কৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন, [illegible]

[illegible] মনে করে—[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] থাকেন।

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার [illegible] [illegible]—

[illegible] কৃপা করি'।
[illegible]।
[illegible] নাম।
[illegible]।
[illegible], আশীর্ব্বাদ, [illegible]।
[illegible] বিশ্বাস [illegible]॥
[illegible] স্বীকার।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥

[illegible] অনেক [illegible] [illegible] দেখা যায়, [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible], [illegible] বিদ্যমান। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] [illegible] 'নিমন্ত্রা' অর্থাৎ [illegible] কৃষ্ণের ভোক্তা, তাঁহার সেবোপকরণ, শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পাদপদ্ম সর্ব্বত্র বিরাজিত, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের কিঙ্করানুকিঙ্করগণের কৃপাপ্রার্থী, কৃষ্ণপাদপদ্মই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, কৃষ্ণসেবানুকূল কার্য্যই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তৎপ্রতিকূল যাবতীয় কার্য্য নষ্ট হউক—ইত্যাদি শরণাগতির বিচার [illegible] হয়।

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"

এই বিচারটি যেখানে অনাদৃত হইয়া আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বিচারের [illegible] প্রয়াস [illegible] হয়, সে স্থানে শরণাগতির অভাব-নিবন্ধন কৃষ্ণানুরাগের একটী [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] না। [illegible] এবং [illegible]—ইহাই ভাগবতের সর্ব্বপ্রধান কথা। যাঁহারা এই [illegible] ও [illegible] [illegible] লক্ষ্য না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible], তাঁহারা কখনও [illegible] [illegible] অর্জ্জন করেন নাই। [illegible] [illegible]। [illegible] সম্পূর্ণ পারমার্থিক [illegible] ও [illegible] [illegible] কখনই [illegible] [illegible] না।

[illegible] শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাপ্রদানচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—যেখানে এই বৈষ্ণব সদাচার-পালনে [illegible] না হয়, [illegible] [illegible] [illegible] হইতে বঞ্চিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ধর্ম্মের সারকথা।

শ্রীল গৌরকিশোর-প্রণতিঃ

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রণতিঃ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল-জগন্নাথ-প্রণতিঃ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমশ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্য-বন্দন ✱

—:०:—

শ্রীল আচার্য্যপ্রণতিঃ

সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসম্প্রদিষ্টা
কলৌ বিবাদেন প্রচাল্যমানা।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
শ্রীগৌরাঙ্গগুরুংপদং [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
বন্দে [illegible]॥
[illegible]
[illegible]।

নমঃ পরমহংসায় গৌরবাণীবিনোদিনে।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
নমো [illegible]।
গোকুলোৎসবনাম [illegible]॥
শ্রীমদ্বংশীদাসদেবকানাম্।

নমঃ পরমহংসায় [illegible]।
[illegible]॥
নমঃ শ্রীরাধিকা [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] নমোঽস্তু তে॥
[illegible]।
[illegible] নমঃ॥
[illegible]।
দিশতে পরমশ্রেষ্ঠগৌরাঙ্গায় তে নমঃ॥

কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
[illegible]

শ্রীল-প্রভুপাদ-প্রণতিঃ

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

✱ (গত ১৬৬ [illegible] (১৯৭৭) বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভায় পঠিত)

যাঁহারা সেই আচার্য্য সম্মান প্রদানের জন্য এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রাণ, অর্থ, কাম ও বাক্যদ্বারা নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ভক্তির অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করায় আমাদের পূজ্য ও শ্রদ্ধার পাত্র। বিভিন্ন স্থান হইতে আচার্য্যের প্রতি যেসকল অভিনন্দন রচিত ও আগত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে হইলে তিন চারি দিন আবশ্যক। ঐ সকল অভিনন্দনের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটি সভায় পঠিত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় সেই নির্দ্দিষ্ট অভিনন্দনপত্রসমূহও পাঠ হইতে পারিল না। ইহাতে অভিনন্দন প্রদানকারিগণ যেন ক্ষুণ্ণ না হন। আমরা তাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত এবং শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের সেবন-প্রবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন [illegible]। সর্ব্বশেষ [illegible] উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীর সুললিতকণ্ঠে মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তনে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় উপস্থিত গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত ও কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জনগণের নাম প্রদত্ত হইল — গৌড়ীয়মিশনের [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত [illegible] গভীর গিরি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেব সাগর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ [illegible] যাজক, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, এম-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] এম এ, বি-এল, পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ, কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রভাত কৃষ্ণ দেব, রায় বাহাদুর শ্রীপ্রমোদচন্দ্র সেন, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিমঙ্গল, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ঘোষ (Mr N. G. Ghosh) শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভবভঞ্জন ভক্তিসৌরভ বি-এল, শ্রীপাদ জগৎকারণ দাসাধিকারী বি-এ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ রায়-পুরাণকাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীপাদ অনন্তদেব ব্রহ্ম, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিষ্ণুপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মাধবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ রুক্মাঙ্গদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধারণদাস ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ অজয়গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ, ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ প্রেম প্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মদনমোহন আচার্য্য কলাকোবিদ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, শ্রীপাদ [illegible] মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible], শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] দাস [illegible], শ্রী[illegible] নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক [illegible] বসু, পি এইচ ডি, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, অধ্যাপক [illegible] প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এস্ সি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার (State artist to H. H. Maharaja of Patiala), ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী বি এল, শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দে, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ [illegible], শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সেন মল্লিক, শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত [illegible] বসু, শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী বি এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোকনাথ [illegible] বি এ কাব্যতীর্থ ডাক্তার কুমুদিনীকান্ত সেন, [illegible] রায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন দাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার ইত্যাদি।

আচার্য্যাভিনন্দনোৎসবে একটী মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উপস্থিত শত শত ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সকলেই [illegible] ও আচার্য্যের অভিনন্দনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মুখরিত করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যের অদ্ভুত-পূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও আচার প্রচারময় চরিত্রের প্রশস্তি গান করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই মহামহোৎসব চলিয়াছিল।

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বর্দ্ধিষ্ণুগণ কর্ত্তৃক বিরোধী ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থাপিত ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত চলিতেছে তাঁহারা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠস্থাপন করিয়া নানা কথা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, [illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় মিশন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা কোন মঠের বা [illegible] তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত [illegible] মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

[illegible] সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত [illegible] তারিখে গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের পদ হইতে সাস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত [illegible] উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible] মহাশয়ের নাই এবং যদি কেহ তাঁহারা উক্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনপ্রকার কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৩ সাল, ৩১শে [illegible]; ১৪ [illegible], ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী (পদ্মা),
সচ্চিদানন্দ [illegible] (কুঞ্জবাবুর পুত্র — নন্দ),	[illegible] ব্রহ্মচারী,
শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর [illegible]),	[illegible] ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন	শ্রী[illegible] বন,
(পূর্ব্বনাম পরমানন্দ ব্রহ্মচারী)	[illegible] ব্রহ্মচারী,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	[illegible] ব্রহ্মচারী
শ্রী[illegible] ভারতী,	শ্রী[illegible],
বরদাকান্ত ব্রহ্মচারী,	[illegible] ব্রহ্মচারী
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	[illegible] দেব,
শ্রী[illegible]	শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,
নিতাই দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রী[illegible] দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রী[illegible] অধিকারী,	[illegible] ব্রহ্মচারী,
শ্রী[illegible] পর্ব্বত,	নন্দলাল ব্রহ্মচারী,
(পূর্ব্বনাম [illegible] পুরী)	শ্রী[illegible] দাসাধিকারী
শ্রী[illegible] গোস্বামী,	শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী[illegible] ভক্তিসার,	শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	[illegible]

[illegible] আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রকাশক —		[illegible]
[illegible]	}	শ্রী[illegible] রায়
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট		(গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
বাগবাজার, কলিকাতা।		শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
		(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

প্রাচীন [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা [illegible]

[illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমন্ [illegible] সংকীর্তন, [illegible]

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীচৈতন্য [illegible] মিশ্রের ভবন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভূমি [illegible] পীঠ।

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক [illegible]

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)

ইহা [illegible] শ্রী[illegible] সমাধি। রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

বাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান

শ্রী[illegible] স্থান।

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

উত্তরা [illegible] নিকটবর্ত্তী

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক [illegible]

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — [illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক— শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible] বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) সদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক [illegible] আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] বি, এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক [illegible] শ্রী[illegible]

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক - শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) [illegible]পুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible]

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোপবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ - [illegible],

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌর[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible] গিরিধারীর সেবা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible]নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক - [illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— [illegible] মদনমোহন।

(৫৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক- শ্রী[illegible] ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৩) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] প্রভুপাদ[illegible] সম্পাদিত ও

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সচেঞ্জ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

ফ্রিকাইন, টাটপ	১০॥/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারচোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৭॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
কাউনপোর্ট ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলার্ড	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

গুড়ের দর

আওরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি পুরাতন ফাইন	৪৩৲
চান্দার্গ সাদা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাকা মাল	০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুঠি খরিদ মণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার কোম্পানী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৯৲-৯।০
ঐ নে-মার্কা হালকা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা স্টেনডেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বর্গা টী আয়রণ	।৵০—৯॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৮৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাটী, গোলটু, গরাদে	৮।০—৯॥০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্ম	৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ১৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্‌ লিঃ
৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে চোর কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্রাচীন সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থধৃত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ... ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অঙ্কন ও আকারে ১২ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ মনীষীগণের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary)। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান— মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৴০	৷৴০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
সিকি কলম	১২	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগবরপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয়
আকর্ম্মসেবক
শ্রীচৈতন্যমঠের
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
বিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২২শে জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ৯৭]

বিবিধ সংবাদ

স্পেনের উপকূলে খবরদারী

লণ্ডনস্থ ইটালীয়ান ও জার্ম্মাণ রাজদূত যুক্তভাবে একটা ইস্তাহার প্রচার করিয়া জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিরপেক্ষতা-কমিটীতে পুনরায় যোগদানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা নিরপেক্ষতা-কমিটীর চেয়ারম্যান লর্ড প্লিমাউথকে জানাইয়াছেন যে, স্পেনীয় উপকূলে খবরদারীর পরিকল্পনা সম্পর্কে ১২ই জুন [illegible] চতুঃশক্তির মধ্যে যে নৌ-চুক্তি হইয়াছে, তাহার ফলে জার্ম্মাণী ও ইটালী নিরপেক্ষতা কমিটীর সহিত পুনরায় সহযোগিতা করিবার ও স্পেনীয় দরিয়ায় খবরদারীর কার্য্যে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

পশু-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি

ফুকা নিবারণের পরিকল্পনা এবং কলিকাতা সহরে দুগ্ধবতী গাভীসমূহের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির উদ্যোগে গত বুধবার অপরাহ্ণে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। উহাতে জনসাধারণকে ফুকা নিবারণ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে অনুরোধ, গরু দুধ দেওয়া বন্ধ করিলে গোয়ালাদের নিকট হইতে উহাদিগকে ক্রয় করিবার জন্য অর্থের সংস্থান করা, প্রচার কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া; কলিকাতা কর্পোরেশনকে লাইসেন্স বিহীন খাটাল উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা লাভের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ; বাঙ্গলার লাট ও মন্ত্রিসভাকে অবাধ গাভীহত্যা নিবারণের জন্য আইন প্রণয়নের অনুরোধ এবং বাঙ্গলা সরকারকে বঙ্গীয় ফুকা নিবারণ আইন প্রবর্ত্তনের অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ভবন প্রতিষ্ঠা

পাটনায় একটী "কংগ্রেস ভবন" নির্ম্মাণ সম্পর্কে বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি বিবেচনা করিতেছেন। এই ভবন নির্ম্মাণ করিতে ৫০ হাজার টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উক্ত ভবনে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, পাটনা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং সহর রাষ্ট্রীয় কার্য্যালয় থাকিবে। ভবনে একটী বড় হল থাকিবে।

ধর্ম্মঘট

গত ১৭ই জুন বেলঘোরিয়ার জুটমিলের [illegible] ও স্পেশ্যালিটি বিভাগের স্ত্রী মজুরগণ কাজ বন্ধ করিয়া মিলের মধ্যে বসিয়া থাকে (অবস্থান ধর্ম্মঘট)। উহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ মিল বন্ধ করিয়া দেন। গতকল্য ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য সকালবেলা চটকলের মজুরদের এক বিরাট সভা হয়।

ধর্ম্মঘটী স্ত্রী-মজুরগণ আরও দুইজন স্ত্রী মজুর নিয়োগ করার দাবী করে। তাহারা বলে যে, [illegible] বিভাগেও দুইজন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী মজুর নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রমিকগণ তাহাদের অভিযোগ মিলের ম্যানেজারকে জানাইয়াছে এবং তাহাদের অভিযোগপত্রের নকল প্রধান মন্ত্রী, শ্রমসচিব ও শ্রম-কমিশনারের নিকটেও পেশ করিয়াছে।

সম্প্রতি বরাহনগরের কাশিপুর ময়দানে সুধীন্দ্র প্রামাণিকের সভাপতিত্বে চটকল মজুরদের এক সভা হয়। সভায় যে সকল মিলে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, অবিলম্বে যাহাতে সেগুলি খোলা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য মন্ত্রীদের অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিনর মুসোলিনীর উষ্মা

স্পেনের গুয়াদালাজারা রণক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্টদের পরাজয় সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রসমূহ যে "অপবাদ" রটনা করিয়াছে, সিনর মুসোলিনী তীব্র ভাষায় তাহার এক উত্তর দিয়াছেন। "পপলো দি ইতালিয়া" নামক পত্রিকায় বেনামী-ভাবে উক্ত জবাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, "শত শত ফ্যাসিষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং দুই হাজার ফ্যাসিষ্ট আহত হইয়াছে। কিরূপে, কখন এবং কোথায় ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে, তাহা আজ বলা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা স্পষ্ট যে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে।"

অতঃপর উক্ত জবাবে বলা হইয়াছে যে, উক্ত রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করা ভুল হইয়াছে এবং শত শত আহত-লোক-পূর্ণ বড় ট্রেন লইয়া হাসপাতালের দিকে যাইতেছে। এমন সময়ে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংবাদপত্রসমূহ নানা প্রকার কটূক্তি ও কুৎসা রটনা করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। বৃটিশ এবং ফরাসীর কয়েকটী চরমপন্থী সংবাদপত্রসমূহ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে।

"রিয়াসৎ" পত্রের জামানৎ দাবী

"গবর্ণর পাঞ্জাব সে কিয়া কুছ বোলা" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে 'রিয়াসৎ' পত্রের তিন হাজার টাকা জামিন দাবী করা হইয়াছিল। লাহোর হাইকোর্ট উক্ত আদেশ বহাল রাখিলে উক্ত পত্রের সম্পাদক মিঃ দেওয়ান সিং [illegible] প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমতি চাহিয়া হাইকোর্টে আবেদন করেন। গতকল্য প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দীন মহম্মদ [illegible] আবেদনের শুনানী হয়। বিচারপতিগণ আবেদন গ্রহণ করিয়াছেন এবং সরকারপক্ষকে উপস্থিত থাকিবার জন্য এডভোকেট-জেনারেলকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শুনানীর তারিখ পরে জানান হইবে।

বিষ্ণুপুর বোমার মামলা

শিলিগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, বিষ্ণুপুর বোমার মামলার ফেরারী আসামী সুধাংশুপ্রসাদ সিংহ মাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, আর, [illegible] আই, সি, এসের এজলাসে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আসামীকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। [illegible] কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। বিষ্ণুপুরের বাগানে [illegible] বলদেবদাসের উপর বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে পুলিশ দুই বৎসর [illegible] এক মামলা [illegible] ফেরারী সুধাংশুপ্রসাদের সন্ধান করিতেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাব

বৃটিশ [illegible]

[illegible] বর্ত্তমান চুক্তিগুলি কার্য্যকরী হইতেছে না দেখিয়া ফ্রান্স বোধ হয় উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
[illegible] ৲
[illegible] ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। [illegible] ৪৲
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৷৶৹
৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৹, ২য় খণ্ড— [illegible] ৩য় খণ্ড—৷৶৹
৭। [illegible]
৮। [illegible] ও [illegible]
৯
১০। [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। [illegible] চতুর্থ সংস্করণ ৷৶৹
১৪। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible]
১৮। ব্রাহ্মণ আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৶৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও
শ্রীমদ্[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) [illegible]
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।৹
২৭। যুক্তিদীপিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৹
৩০। দ্বীপ দিগ্দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপ ধাম গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
[illegible] ভাবতরঙ্গ ও [illegible] ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ ভাষ্যাদিসহ ।৹
৫৮। প্রাকৃতরসশতদূষণী ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ [illegible]
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সনীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। সাত্বত [illegible]কম্ ৷৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। [illegible] ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। [illegible]
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ১
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনম্যানেজেবল [illegible] ১
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিঃস্বসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

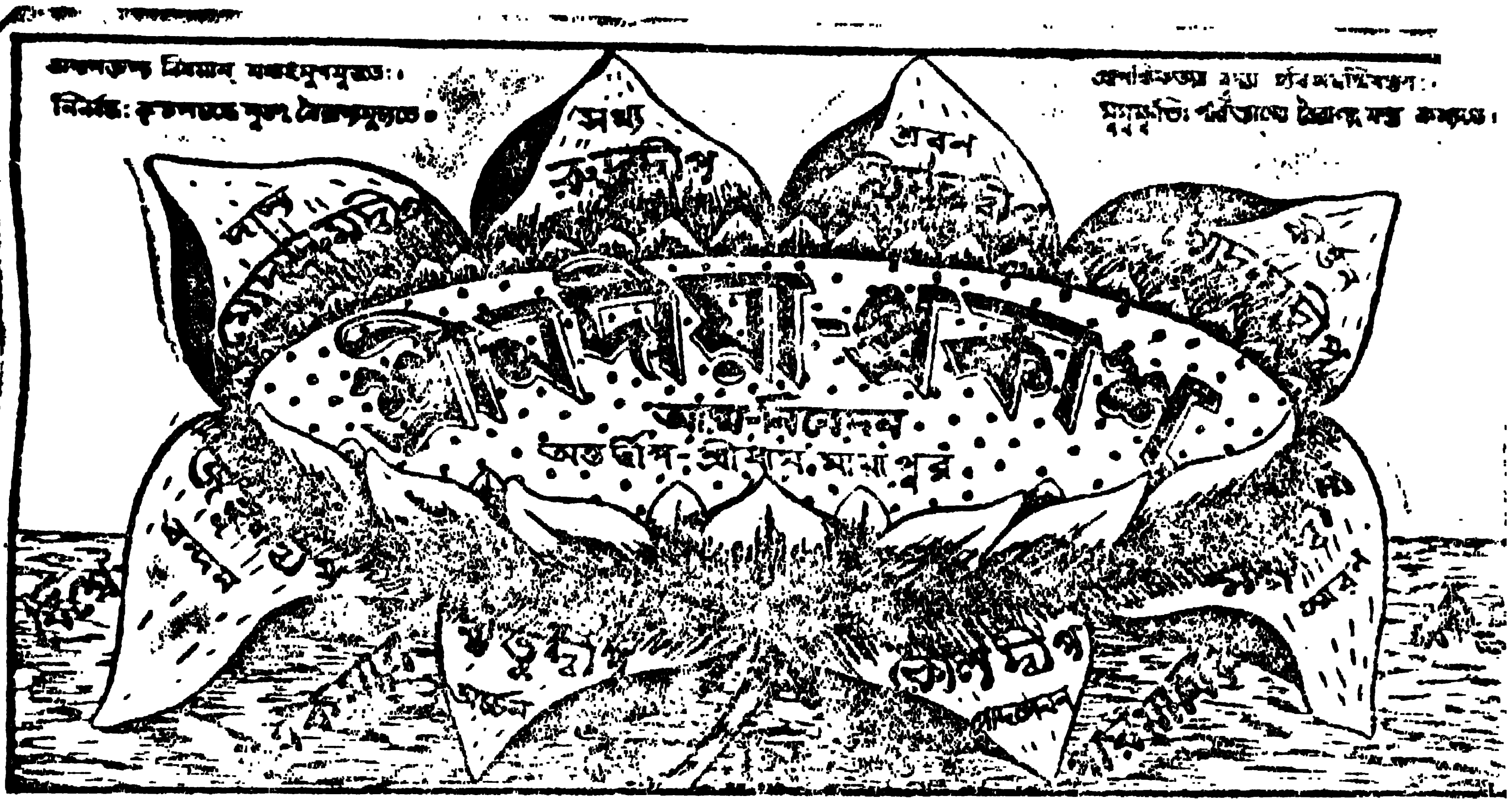

১২শ বর্ষ ২৮ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে জুন ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ২৭৩তম সংখ্যা

এলবার্ট হলে বিরাট্ সভা

গৌড়ীয় সম্পাদকের অভ্যর্থনা

গত ১৮ই জুন ১৯৩৭, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলবার্ট হলে গৌড়ীয়মিশনের কর্তৃপক্ষগণের পরিচালনাধীনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভার জন্য পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় সুসাহিত্যিক অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম. এ, মহোদয় শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন বাহাদুরের সমর্থনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহোদয় আসনগ্রহণকালে দৈন্যমুখে বলেন—আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় আমরা তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম। আমার ন্যায় নিতান্ত অধম, অযোগ্য সেবকের উপর যে গুরুভার ন্যস্ত হ'য়েছে, তা' বহনে অক্ষম হ'লেও, সভাপতিত্বের কোন যোগ্যতা আমার না থাক্‌লেও দায়িত্ব বিশেষ নাই। কারণ, এরূপ ধর্মসভায় সভাপতির কার্য্য কেবল বসিয়া থাকা। যাঁ'র কার্য্য তিনিই পরিচালনা ক'রবেন। এই ভরসায় আমি আসন গ্রহণ ক'রতে সাহসী হ'য়েছি। অদ্যকার বক্তা সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়। তাঁ'র কথা শুনবার জন্য আজ আমরা সকলে উপস্থিত হ'য়েছি। তাঁ'র বক্তব্য বিষয় 'শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয়'। আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি তাঁহাকে বিষয়টী ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ ক'রছি।

অতঃপর পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ভক্তি-স্নিগ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইবে। সভায় শ্রোতৃমণ্ডলী সমাগত প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত হইয়া আগ্রহ সহকারে একাগ্রভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় একটী সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহা আগামীতে প্রকাশ করা হইবে।

অনন্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় সভাপতি মহাশয়ের জ্ঞানগাম্ভীর্য্য, সাহিত্যিকতা, সজ্জন-সমাজে উচ্চ সম্মান, ধর্ম্মমর্য্যাদা ও বিবিধ সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সৌজন্যের সমুচিতপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ-বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহ ও সৌজন্যের জন্য বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা ও গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে হার্দ্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বক্তার প্রতিও তাঁহার বক্তৃতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী পুরীমহারাজ সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক যে পত্র দিয়াছিলেন [illegible] সেই পত্রখানি সভামধ্যে পাঠ করেন।

শ্রীহরিঃ

১৮ই জুন, ১৯৩৭

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়েষু—

মহাশয়

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় আমি দুঃখিত। অনিচ্ছাকৃত আমার এই অপরাধ অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা ক্ষমা ক'রবেন। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়—

(স্বাঃ) শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা

অতঃপর [illegible] মধ্য হইতে রায় নলিনীমোহন সান্যাল এম. আর, এ, এস 'মহাকবি' মহাশয় শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তগণকে [illegible] নিত্য আরাধনার [illegible] বর্ণনা করিয়া [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতের 'নানা প্রশ্নোত্তরমালা' নামক অধ্যায়ের [illegible] বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'তৃণাদপি সুনীচেন' ও 'হরের্নাম' শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন।

সভার প্রারম্ভে উপদেশক শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীর মুখপাত্রকরে গৌড়ীয়মঠ সেবকগণ 'যশোমতী নন্দন' এই গীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। সভার শেষেও উক্ত ব্রহ্মচারীজী মহানন্দ-কীর্ত্তন করেন।

এলবার্টহলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে ক'তিপয় ব্যক্তির নাম—

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ, [illegible] কলেজ; [illegible] ; শ্রীযুক্ত [illegible] ; [illegible] ; শ্রীবিশ্বেশ্বর [illegible] ; [illegible] নাথ সেন; শ্রী [illegible] ; শ্রীরাধিকামোহন সেন; [illegible] ; [illegible] রায়; [illegible] রায়, শ্রীঅনিল [illegible] ; শ্রীকালীচরণ ঘোষ; শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দ [illegible] ; শ্রী [illegible] চক্রবর্ত্তী; [illegible] বাগচী; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র [illegible] ; [illegible] শ্রী [illegible] মজুমদার, [illegible] বসু, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়; [illegible] অধিকারী [illegible] ; [illegible] শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী [illegible] শাস্ত্রী [illegible] কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণ [illegible] ; রায় নলিনীমোহন সান্যাল এম. আর, এ, এস, [illegible] ; শ্রীযুক্ত [illegible] অধ্যাপক [illegible] ; [illegible] ; শ্রী [illegible] ; [illegible] অধ্যাপক [illegible], মহামহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ; [illegible] ; শ্রীপাদ [illegible] রায় [illegible] প্রভৃতি।

"শুদ্ধ [illegible] উচ্চ [illegible] প্রচার করিবার [illegible] প্রয়াস [illegible] বিষয় বিষে [illegible] [illegible] জন্য 'শুদ্ধ নির্গুণ' সাজিয়াছেন [illegible] সঙ্গ [illegible] কোনদিনও প্রার্থনা করেন না। [illegible] [illegible] অতএব [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] তাঁহাদের সেবা [illegible] জন্য প্রত্যেক নরবাসীর [illegible] আবশ্যক।"

([illegible])

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ ত্রিবিক্রম, [illegible] [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-বাণী

শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীকৃষ্ণসেবা পৃথক নহে। শুকদেব কৃষ্ণসেবন [illegible] [illegible] রহিত। [illegible] [illegible] সেবা [illegible] আর [illegible] করেন না। [illegible] শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের চরণে [illegible] যাঁহাকে নিত্য সেবা [illegible] হইবে [illegible] শ্রীগুরুদেব [illegible] [illegible] নহেন। তিনি [illegible] [illegible] করে [illegible] প্রাপক [illegible] [illegible] প্রদান করেন। [illegible] আমাদের নিকট [illegible] জীবের প্রধান কর্তব্য। [illegible] যদি [illegible] সেবা না করি, যদি তাঁহাকে [illegible] করি, তাহা হইলে আমার চিত্তের [illegible] উপস্থিত হইবে। [illegible] পক্ষে [illegible] অনুগত্যে সেবা করা ও [illegible] শ্রবণ করা দরকার।

যিনি বলেন—"আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি", তাঁহার নরক গমন হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবের [illegible] শিক্ষা করিতে হইবে। নিজেকে [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] হয়। কৃপা [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়।

বৈকুণ্ঠ কথা-শ্রবণ—ভগবৎসেবা। নিজের মানসিক [illegible] লইয়া থাকায় [illegible] [illegible] [illegible] হয়। এতদ্‌ প্রসঙ্গ [illegible] নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে। [illegible] লোকের নিকট হরি-কথা শুনিতে গেলে [illegible] [illegible] অসৎ [illegible] হইবে। সরল অন্তঃকরণে [illegible] নিকট বৈকুণ্ঠ শ্রবণ করিলে, [illegible] শ্রবণ ও কীর্তনই ভগবৎসেবা, ইহা [illegible] [illegible] হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকি, আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে।

[illegible] অভিমান হইবে [illegible] [illegible] হইবে—[illegible] [illegible] থাকিবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] নষ্ট করিতে পাপ [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] বিষ্ণুমায়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বদ্ধ-জীবের [illegible] [illegible] হইবে। নিজ [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থা হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আমরা নিজের বুদ্ধির জোরে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] শ্রবণে সকল [illegible] [illegible] হইয়া, আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে সকল [illegible] [illegible] [illegible], তাহাতে [illegible] নাই। আমাদের [illegible] function গুলি properly adjusted [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা [illegible] [illegible] এই প্রকারে [illegible], [illegible], [illegible], আস্বাদন এবং স্পর্শ [illegible] [illegible] [illegible] বাস্তব [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগাই, কিন্তু [illegible] [illegible] নাই—ইহাতে [illegible]। [illegible]—[illegible] [illegible] না, কিন্তু [illegible] আমি বলি—[illegible] [illegible], [illegible] নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বহস্তাভিষিক্ত যোগ্যতমাধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরের শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

আচার্যবর! আমাদের সকলের জীবাতুস্বরূপ নিত্যারাধ্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের বিরহসিন্ধু অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়কে [illegible] করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গৌড়ীয়গগন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার গৌড়ীয়গণ [illegible] পতিত হইয়া দিশাহারা ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ সময়ে গৌড়ীয়গগনে শ্রীল প্রভুপাদের পরিপূর্ণ কৃপা-[illegible] আপনার ন্যায় [illegible] আচার্য্যদেবের আবির্ভাব সকলের হৃদয়ে নবীন আশার [illegible] করাইয়াছে।

হে গৌড়ীয়মঠাচার্য! আপনি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী এবং সুদীর্ঘকাল শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিয়মাধীন [illegible] তাঁহার পাদমূলে অপরিচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible] ও প্রধান [illegible]। তাহাতে আপনি যে শ্রীল প্রভুপাদের পতাকা ধারণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট আচার ও প্রচার সেবায় সকলকে [illegible] করিতেছেন [illegible] [illegible], এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হে আচার্য্যপাদ! গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূর্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসবাণী উদ্ধার করিয়া আচার্য্যের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা আপনাতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকটিত। আপনাতে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-[illegible] পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible], [illegible], [illegible] পরিবর্জ্জনরূপ বৈষ্ণবাচারে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। আপনি শাস্ত্রার্থ [illegible] [illegible] আচার ও প্রচার-পরায়ণ, সুতরাং 'আচার্য্য'-নামের [illegible] আপনাতে বিরাজিত।

হে স্বরূপরূপ [illegible] আচার্য্যবর! শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরি-দাসকে বলিয়াছিলেন,—

আচার করয়ে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার॥
আচার, প্রচার—নামের করহ দুই কার্য। তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীনামের—[illegible]—শ্রীচৈতন্যবাণীর "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের আচার ও প্রচারে প্রধান পুরুষই আচার্য্য; '[illegible]', সেই [illegible]—এই শ্রীচৈতন্যবাণী অনুসারে এবং শ্রীরূপের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকের অনুসরণে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবরণ-রহিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী ও সেই শিক্ষা প্রচারকারী পুরুষই [illegible] [illegible] আচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে আপনার চরিত্রে সেই শ্রীরূপশিক্ষার প্রকাশিত।

হে পরবিদ্যাভূষণ প্রভো! শ্রীস্বরূপ রূপ-রঘুনাথ কবিরাজ-নরোত্তম বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর সম্প্রদায় জীবাতুস্বরূপ এবং পরবিদ্যাবধূর জীবন ও মুক্ত-কুলের উপাস্যধন অপ্রাকৃত [illegible] আপনি তাঁহাদের অনুগমনে আশ্রয়-সমাশ্রিত-বিষয়-বিগ্রহরূপে, নাম-নামী, নাম রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর, নাম লীলাবিগ্রহরূপে জীবন-সর্বস্ব করিয়াছেন। যেমন বেদাদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে, [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম আপনার অদ্ভুত [illegible] এবং শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত খণ্ডনে আপনাতে প্রভুপাদের সর্বাতিশ কৃপাশক্তি আমাদিগকে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়াচার্য্যের শ্রীল বিশ্ব-নাথগুণ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য বিদ্যাভূষণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিস্তার ভূষণস্বরূপ আপনি বেদান্তবিরোধিমতবাদসমূহ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই খণ্ডন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন।

আম্নায়মর্য্যাদাসংরক্ষক আচার্য্যদেব! শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহদ্‌শ্রুতি ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্ধবগীতার ভগবদ্বাণী হইতে জানাইয়াছেন যে, "যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-ক্রমে বেদ-সংজ্ঞিত বাণীর [illegible] অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই নিত্যমত স্বীকার

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল।

করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা লোপ হইলে বেদ-সংহিতা বিশুদ্ধ বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়'। যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ডমত প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির অনুচর, ইহাতে সন্দেহ কি? শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী দৃঢ় করিয়া স্বীয় কৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকেই স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণী অনুসারে আপনি গুরুত্যাগবাদ বা ঋত্বিক্-বাদ মতবাদকে নিরাস করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ধারা সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিদ্ধান্তের এক-তাৎপর্য্যবাদ হইতে শ্রীবিনোদবাণীর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিচার এবং "শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার কর" আপনার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের এই সাক্ষাৎ উপদেশ অনুসরণে আপনি সর্ব্বতোভাবে আম্নায় নিত্যকাল সংরক্ষণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে সকল সময়ই এইরূপ মহাপুরুষ বা আচার্য্যের আবির্ভাব সম্ভব নহে। তাহা না হইলে জগৎ রুদ্ধ হইয়া যায়।

আচার্য্যদেব! গুরুত্যাগ স্বীকার রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ, এক তাৎপর্য্য স্বীকার-রূপ অনর্থনিবৃত্তিবাদ, অচিদ্বিলাসী বা চিদ্বিলাস-বিরোধী ভোগী ও ত্যাগী মহাজনবাদ, আচার্য্যের আচরণের নিত্যত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিকতাবাদ-সমূহকে নিরাস করিয়া আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের সংরক্ষণে ব্রতী হইয়াছেন। আপনার কায়মনোবাক্যের আচরণে ও বাণীতে আমরা এখনও দেখিতে পাই, যিনি সর্ব্বোপরি শ্রীগুরুদেব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে উদ্ধার করেন, তিনিই আচার্য্য। আপনাতে সেই লক্ষণ দেদীপ্যমান। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" —বাণী যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা পাষণ্ডী। 'আচার্য্য', 'পরমহংস', 'বিষ্ণুপাদ', 'ভগবৎস্বরূপ' এক একটি সমপর্য্যায়ের কথা। ইহাই ভাগবতসিদ্ধান্ত।

"হে আচার্য্যপাদ! "ভক্তিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না" এবং "আবার শীঘ্রই প্রকাশক সত্যানুরাগী ব্যক্তি আসিবেন..." শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন এই বাণী কখনও মিথ্যা হইবার নহে। তাই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের কৃপাদেশ ও প্রেরণায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর অধস্তনরূপে—শ্রীগুরুকৃপায়। ভক্তিবিনোদধারার সংরক্ষকরূপে আপনার উদয়কে আমরা সাষ্টাঙ্গে অভিনন্দন করিতেছি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের এক সঙ্কটময় অবস্থায় অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। বহুরূপী ভোগবাদ, মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ, বিশ্বপ্রেমকর্ম্মী চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, ঐন্দ্রজালিক প্রচ্ছন্ন বাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি সহস্র বাহ্য লোকের নাস্তিক মতবাদ, অবৈধ সহজিয়াবাদ ও নানা মনোধর্ম্ম সঙ্কুল সংকীর্ণ প্রলাপ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদ আজ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে। বহির্ম্মুখগণের নানা আকারে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা লইয়া নিয়ামক ও প্রভু সাজিয়াছে—বিপথগামী সম্প্রদায় আলেয়ার অনুসরণ করাইতেছে। এরূপ সঙ্কটময় সময়ে ভক্তিবিনোদ-ধারা রক্ষার পূর্ণতম কৃপাশক্তি সঞ্চারিত, নিরপেক্ষ নির্ভীক সমন্বিত, সকল অপসিদ্ধান্ত-নিরাসে শ্রীচৈতন্যবাণীর ন্যায় শক্তিধারী আচার্য্যের অভ্যুদয় ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়দয়া ভক্তিবিনোদ দয়াবিতরণকারিণী মহাবিপ্লবিনী বাণীধারার সংরক্ষণ হইতে পারে না। আপনাতে ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর সেই সর্ব্ববিঘ্ন-বিধ্বংসিনী কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আজ আপনাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-রূপে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠের জয় সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত হউক। বাস্তবসত্যের জয় হউক। জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
২রা আষাঢ়, ১৩৪৪

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিখারী—
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেবের সর্ব্বতোভাবে বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত ভাবে তাঁহারা অন্যায়ভাবে হস্তগত করিয়াছেন; উপার্জনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠরূপ প্রতিষ্ঠান নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মিশন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কোন মঠের বা সম্পত্তির সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত কথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মঠের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত তারিখে গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সাস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহোদয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কাজকর্ম্ম (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তৎপর যদি কেহ উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনরূপ কাজকর্ম্ম (Transaction) করেন, তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পাঞ্জা),
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (কৃষ্ণানন্দ পূর্ব্ব—নাম),	সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারী,
শ্রীমৎ প্রাণানন্দ দাসাধিকারী (কৃষ্ণানন্দ পূঃ নাঃ),	শ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	শ্রীভাগবত বন,
(পূর্ব্বনাম রামানন্দ ব্রহ্মচারী)	অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীনারায়ণ ভারতী,	শ্রীসুরেশ [illegible],
নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী,	[illegible] ব্রহ্মচারী,
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	শ্রীগোপাল দে,
শ্রীভক্তিবিলাস সরস্বতী,	শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী,
নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রীরাধারমণ অধিকারী,	ব্রজবল্লভ ব্রহ্মচারী,
শ্রীকৃষ্ণরূপ পণ্ডিত,	জগন্নাথ অধিকারী,
(পূর্ব্বনাম ভক্তিস্বরূপ পুরী)	শ্রীঅনন্তরাম বিশ্বাস
শ্রীভক্তিসদন ভূপালগিরি,	শ্রীঅবিনাশ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার,	শ্রীরাধাবিহারী ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	রামানন্দ ব্রহ্মচারী।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

নিবেদক—
শ্রীঅনন্তবাসুদেব
([illegible])
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির

[illegible]

([illegible]) শ্রীবাস অঙ্গন

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]

সেবা বর্ত্তমান। [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক [illegible]

(৭) কাজি সমাধি পাট

[illegible]

[illegible]

[illegible] রক্ষক—[illegible]

(৮) [illegible]

[illegible]

রক্ষক—[illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ

[illegible]

[illegible]

ঠাকুরের [illegible]

শ্রীরাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১০। গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী.

[illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাইঁ [illegible]

শ্রীবাসচৈতন্যের [illegible] স্থান।

রক্ষক—[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পাদ, রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নিকটবর্ত্তী)

[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] নদীয়া।

রক্ষক—[illegible] ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) [illegible]

[illegible] পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible] পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

[illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—[illegible]

[illegible] বি, এ,

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible], ঢাকা

রক্ষক—[illegible]

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

২৬। জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—[illegible]

শ্রী[illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ী

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, [illegible], ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপাঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম

বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত জনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ভক্তিব্রত।

(৬০) অমাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাধি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৬।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,

[illegible] টন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] প্রভুবিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১৫ই জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালামখানি	৬।৷০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ত্রিকাটন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
স্পাংকোহেন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৶০
পোলার্ড	১৷৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৷৶০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

অন্তরা	৫৭
রামসীতা	৫৭
ভুবনেশ্বরী	
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাণ্ডিরাম	৪৪।০
গৌর	৪৯৲
গবুলে	৩৮৲
গাভা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

রেল গোলার ফাইন	৫৪
পটল আদেন করকচ	৪০৲
চাঁদি খুবলিন ফাইন	৪৩৲
স্বর্ণ লাঘা	৫৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

প্রতি মণ

পাকা মাল	
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১।০
গুটি খয়েরমণ	১৪।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী — দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৲—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	১৶০—৯।০
কোণ আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৪৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস	১৶১৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা শিট কাটা মণ	৪০৲—৪০।০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
রিল পাটী, বোলটু গবাদে	৮।০—৯৷৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কর্নাক্রেটের

জন্য ৯৲—১০৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, স্ট্র্যাণ্ডব্যাঙ্ক

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যুত্তম সুযোগ।

পরীক্ষায় যাহারা গড়পড়তা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৫ ২২	—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বালকদের জ্বর কাটাতে অত্যন্ত সাধক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসমাজের বাদ-বিসম্বাদের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত শ্লোকের বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের শ্রীঅন্বেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচীন ও আধুনিক যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary)। গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷৷০	১৷৷০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬	৪৷৷০
" সিকি কলম	১ ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২৩শে জুন, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ৯৮]

বিবিধ সংবাদ

—:•):(•):(•):—

নূতন টিকেট

নূতন রাজা ষষ্ঠ জর্জের ডাক-টিকেট আগামী আগষ্ট মাস হইতে বিক্রয় হইবে। প্রথমতঃ শুধু এক আনা, তিন পয়সা, দুই পয়সা এবং এক পয়সার টিকেট পাওয়া যাইবে। এক টাকার ডাক টিকেট মঞ্জুরীর জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ছয় পয়সা এবং দুই আনার টিকেটের নক্সা এখনও বিবেচনাধীন আছে এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রকাশ, নূতন ডাক টিকেটে বর্ত্তমান ডাক টিকেটের অপেক্ষা আরও ভাল রং দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার

স্পেনের প্রেস-এজেন্সীর মারফৎ জানা গিয়াছে যে, মাদ্রিদে এক বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গুপ্তচর হিসাবে বহু লোক ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেনাধ্যক্ষগণসহ দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সকলেই অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ যে, ষড়যন্ত্রকারিগণ দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রের দূতাবাসের ভিতরে থাকিয়া শক্তিশালী বেতারযন্ত্রের সাহায্যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হেড কোয়ার্টারের সহিত নিয়মিতভাবে সংবাদ আদান প্রদান করিত।

ষড়যন্ত্রকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহারা [illegible] লোককে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। "পি ও, ইউ, এম" বা ট্রটস্কীপন্থীদের সহিত ষড়যন্ত্রকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলিয়া প্রকাশ। পি, ও, ইউ, এম, বা "পুম" দলের বিশিষ্ট সভ্যগণ ব্যতীত মাদ্রিদ সেনাবাহিনীর সেক্রেটারী মেজর লুগান, ট্যাঙ্ক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হ্যারাগন, নূতন সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আরিনল প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গবেষণার সময়ে বিস্ফোরণ

চিকিৎসার কার্য্যে ব্যবহৃত অক্সিজেন যাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুহ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। ঐ দিবস তিনি লেবরেটরীতে নানা যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—এমন সময় বিস্ফোরণের ফলে তিনি আহত হইয়াছেন।

এই সহরে কোনও রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হইলে অতি উচ্চহারে মূল্য দিতে হয়। অধ্যাপক গুহ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অতি অল্প ব্যয়ে অক্সিজেন উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। একদিন অক্সিজেন দেওয়ার ব্যয় বাবদে এখন ৫৲ টাকা দিতে হয়। অধ্যাপক গুহ দেখাইয়াছেন যে, মাত্র দুই আনা ব্যয়ে একদিনের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন উৎপন্ন হইতে পারে। এই ব্যয় আরও কমাইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

সুখের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব হইতে সতর্ক ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বিস্ফোরণ সত্ত্বেও তাঁহার আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই। তিনি ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন।

হুগলী-জেলা ছাত্র সংসদের উদ্যম

হুগলী-জেলা-ছাত্র সংসদের উদ্যোগে চন্দননগর স্থিত কার্য্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী একটী আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। গত ৭ই জুন হইতে দৈনিক আড়াই ঘণ্টা করিয়া এই আলোচনা চলিয়াছিল। প্রায় ২৫ জন ছাত্র প্রত্যহ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরপর আলোচিত হইয়াছে।

১। বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা, ২। সামাজিক অর্থনীতি ও বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর কৌশল, ৩। মার্ক্সবাদী অর্থনীতি, ৪। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ৫। গণ আন্দোলনের নীতি, ৬। জগতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবধারা, ৭। ভারতীয় পরিস্থিতি।

উক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি এরূপভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, যে কোন যুবক বা ছাত্র নিতান্ত সাধারণ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর চিন্তার অনুশীলন করিতে পারে। এক একজন ব্যক্তি এক একদিন একটী বিষয় লইয়া বক্তৃতা করেন। পরে সেই সমুদয় বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রগণ নিজেরাই নূতন বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছাত্রেরাও আধুনিক জগতের সহিত পরিচিত হইতে পারে তজ্জন্য ছাত্র সংঘ এরূপ আর একটি সহজ ক্লাশ খুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করিয়া নানা বিষয়ে তর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

অমৃতসরের অবস্থা শান্ত

গত ১৯শে জুন বৈকাল হইতে সহরের অবস্থা শান্ত আছে। পুলিশের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর জেনারেল ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমগ্র রাত্রি ও পরদিন সকালে টহল দিয়া বেড়ান। আরও দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গোরাসৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ এখনও অশান্তিপীড়িত অঞ্চলে পাহারায় মোতায়েন রহিয়াছে। ব্যবসায়ী অঞ্চলে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। দাঙ্গায় আহত হইয়া যে মুসলমানটি মারা গিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মুসলমানেরা হরতাল করিতেছে। কংগ্রেস-কর্মীরা দলবদ্ধভাবে সহর পরিভ্রমণ করিতেছেন। পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার [illegible] আরও কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীর সহযোগিতায় গতকল্য দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

নূতন কয়লার খনির সন্ধান

সম্প্রতি এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, আসামে খাসিয়া ও গারো পর্ব্বতমালার নিকট এক বিস্তীর্ণ কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং উহার একাংশ খনন করা হইয়াছে। উহাতে এক শত কোটি টন কয়লা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। উক্ত কয়লা কতকটা সস্তাদরের ব্যয়ে উত্তোলন করাও সম্ভব হইবে। তবে আপাততঃ এই কয়লা খনন কার্য্য সম্ভব কি না তাহা খনন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আর উহাতে বাজারে ব্যবহারোপযোগী কয়লা পাওয়া যাইবে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। জায়গাটি দুর্গম। কাজেই খনির কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রাথমিক একটা রাস্তা প্রয়োজন হইবে।

শ্রীহট্ট এবং আসামের অন্যান্য স্থানেও কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তবে সেগুলিতে এখন খনন-কার্য্য আরম্ভ করা চলিবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্, —সমগ্র ৬
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত — ১
দশম খণ্ড
[illegible] বিশটি শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible]
৩। [illegible] শ্রী[illegible]চরিতামৃত ১
। [illegible] ১
৪ শ্রী[illegible]পদাবলী [illegible]
১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—১
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। [illegible]পদাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড [illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। [illegible] [illegible]
[illegible] ১
৯ [illegible] ১
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ১
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। [illegible] বিবর্ত্ত-[illegible] ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। [illegible] ।
১৮। [illegible] ।
১৯। [illegible] (বাঁধা)
২০। [illegible] ।
২১। [illegible] ।৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রী[illegible] ও
শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। [illegible] ([illegible]) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
২৬। [illegible] ।৹
২৭। [illegible] ([illegible]) [illegible]
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible] ৷৹
৩১। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ।৵৹
৩২। [illegible] রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৹
৩৫। গীতাবলী ৴৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। [illegible] ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। মহাভাগবতৈঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। [illegible] ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। [illegible]বলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। [illegible] (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। [illegible] ৶৹
[illegible] ৶৹
[illegible] ৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ॥৹
৬২। [illegible] ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible]পরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারা শরণম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ মিউ ওয়াড স অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড
অন্টোলজি ॥৹
৭২। বিগোটেড ওয়াল্ডস ৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপটস্ অব
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। [illegible] ভাগবত ১
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড
আনরাইজেড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান —চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** -মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

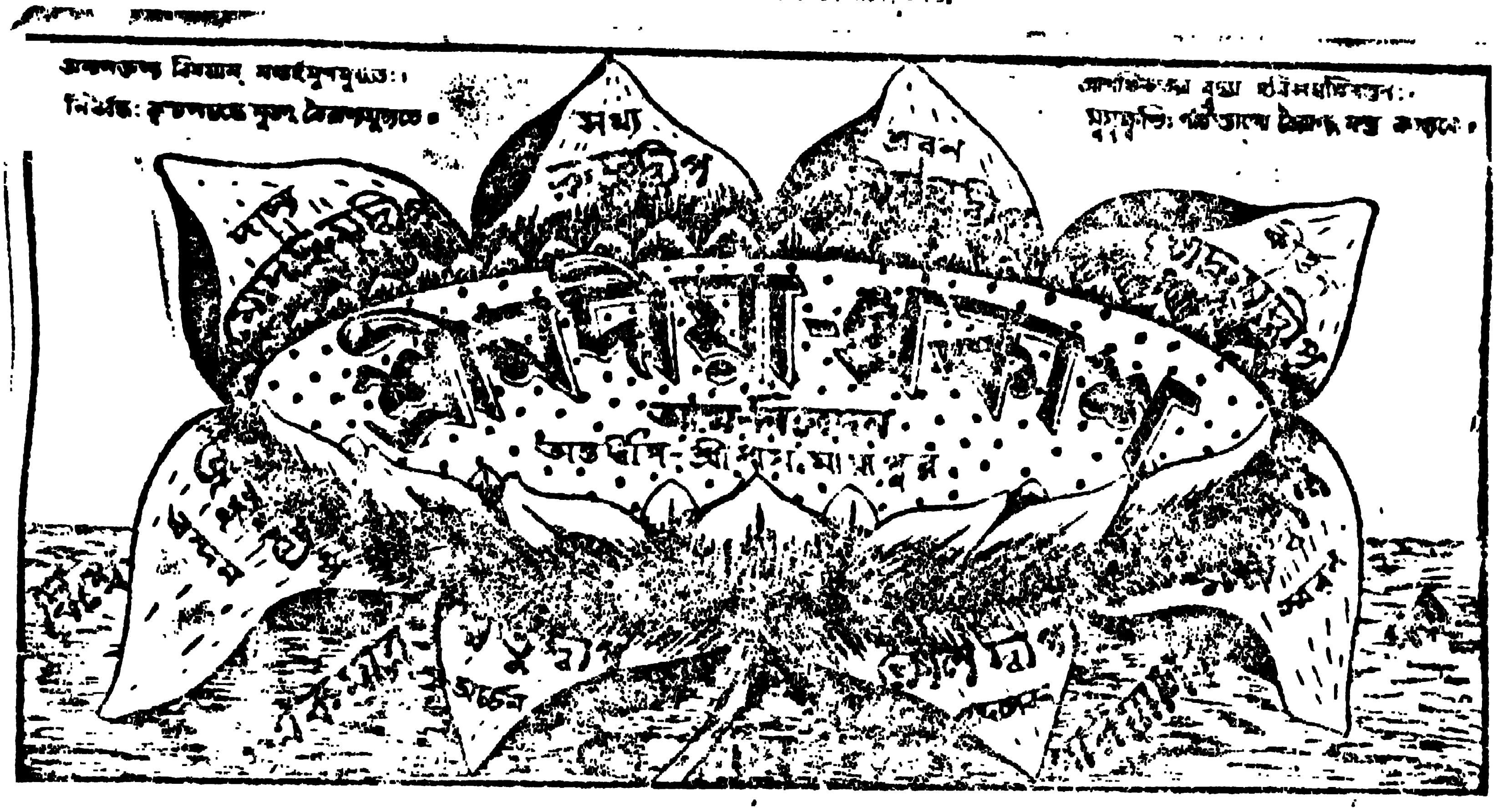

১০শ বর্ষ { শ্রীশ্রী গৌরাব্দ ৪৫১, ৯ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে জুন ইং ১৯৩৭, বুধবার } ৪৮তম সংখ্যা

ভারত সম্রাটের সহিত অপ্রাকৃত প্রভুর সাক্ষাৎকার

GAUDIYA MISSION IN LONDON

INVITED BY HIS MAJESTY KING EMPEROR.

(By Air Mail.)

London, 15th June.

"Their Majesties have been pleased to command Lord Chamberlain Earl of Cromer to invite Pandit A. C. Banerjee alias Pandit A. B. Goswami, Missionary in-charge, Gaudiya Mission, London and President Editorial Board 'Gaudiya', India at the Buckingham Palace on Tuesday, 22nd June when he will be presented to Their Majesties by the Most Hon. The Marquess of Zetland, Secretary of State for India who recently presided over one of his lectures and introduced him to Their Royal Highnesses The Duke and Duches of Gloucester."

অনুবাদ

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন

মহামান্য ভারত-সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত

মহামান্য ভারত-সম্রাট মহোদয় ও মহামান্যা ভারত-সম্রাজ্ঞী মহোদয়া গৌড়ীয়-মিশনের পাশ্চাত্য প্রচারক, গৌড়ীয় সম্পাদক সঙ্ঘের সভাপতি, শ্রীপাদ অভয়ারণ্য ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহোদয়কে ২২শে জুন মঙ্গলবার বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাট দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে লর্ড চেম্বারলেনকে (আর্ল অব ক্রোমার) আদেশ করিয়াছেন। ঐ সময় মহামান্য ভারত-সচিব মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড গোস্বামী মহোদয়কে সম্রাট দম্পতির সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। মহামান্য ভারত-সচিব সম্প্রতি গোস্বামীজীর এক বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এবং গোস্বামী প্রভুকে ডিউক অব গ্লষ্টার ও ডাচেস অব গ্লষ্টারের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রকট-প্রকাশন

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ত্রিবিক্রম, ৬ই অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫১

অভক্তি মার্গ

(ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই তাহাই অভক্তিমার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর কামনা ও নির্বিশেষ আবরণ নাই কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেক ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গ ... যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভা ও অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকে ভক্তি বলিয়া প্রচার করিতেছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই শ্রীরূপগোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সন্দেহ সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিমানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। 'অনু' শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। 'শীল' ধাতুর অর্থ এস্থলে প্রবৃত্ত হওয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য সম্বন্ধীয় চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মানস ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলনই।

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সাক্ষাৎ নন্দ নন্দন ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোক মধুরিম পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন

* শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ... ।

মাধুর্য্যাদি ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সর্ব্বদেব ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তু হইতে ভগবানের নিত্য অবতারসমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিমুখ জীবকে ভগবান ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। নারায়ণ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া নিজ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া প্রেমসেবা লাভ করিতেছেন,

ভক্তি উদিত হইলে জীব ভগবৎসেবা লাভ করেন। ভক্তভক্তিমান ভগবান্ কৃষ্ণের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি লুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অন্য কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। যেমন তাঁহার ভক্তিশূন্য হইয়া লক্ষ্য ব্রহ্মকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন; সুতরাং যোগিগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম কৃষ্ণের আংশিক এবং বেদান্তের প্রকাশ বিশেষ। কৃষ্ণেতর সত্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হওয়ায় ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না।

যখন কখনও বা সংসারে পরমাত্মা, কখনও বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পরমদেবতা, কখনও বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি আবির্ভাবিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃ ভোগপ্রবণতাপর হইয়া, কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, ইচ্ছা ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বরণ করেন। আবার কোন সময়ে স্বীয় বিদ্যা ও প্রভুত্বে বাধ্য হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে লোপের জীবনই চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিতে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু স্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন নিজে বা অপরকে বুঝাইতে বা পারেন না। সেই সকল বঞ্চিত লোকের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পুতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধানরহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা কৈতবী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত অন্যাভিলাষ-পরম্পরা। যথেচ্ছাচারী কৃষ্ণকামী বা অজ্ঞানসেবী কৃষ্ণজ্ঞানিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্যকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যস্ত, যাঁহারা পাণ্ডিত্য-বিস্তারশীল, যাঁহারা বেদশাস্ত্রের জন্য উদগ্রীব, যাঁহারা ... আত্মীয়বর্গে বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখভোগবত দেশ বা আশ্রমের মাৎসর্য্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশভ্রষ্ট হইয়া অন্যাভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তিরূপেই দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তু কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরোক্ষ অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান ভক্তগণের যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রই জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার জন্য হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উন্মেষ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই, অথচ ভক্তি-মার্গে অগ্রসর হইয়াছে এরূপ কখনও হয় না। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ'। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্মকৈতব অন্তর্নিহিত আছে। কৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে বিনাশিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধা ভক্তিকে তাঁহার বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অসংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে কদর্থ করিয়া পুনঃ করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত অর্থাৎ প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মৃত্যু পোষণ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গুবৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত না হয়। বস্তুতঃ অবস্তুজ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির গুণ, গৌণ বা আরোপ মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সত্তায় ও দাস্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব সেই জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান। জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মায়িক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রদ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটি বিক্রম কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তিপিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, "হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লব্ধ হয়।" শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিক্ষা দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু, কোমলা সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান বা বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার প্রয়োজন নাই, আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই।

জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল বস্তু ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মও অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না, ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গসমূহই অভক্তিমার্গ।

বিচক্ষণ * * পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তি মার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তপথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্ত বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রত্যভিভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সারস্বত-শ্রবণসদন, আচার্য্যাভিনন্দন সভা।

কাল—১৬ই জুন (১৯৩৭), বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকা।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডিস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ, সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্রদ্ধাস্পদ সজ্জনমণ্ডলী ও মাননীয়া মাতৃগণ, আপনারা অদ্য যে বিনিময় অভিনন্দন, শ্রদ্ধাভিভাষণ প্রভৃতি কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলেন, আপনাদের অনুগমনে সেই সকল অভিনন্দনাবলীর শ্রোতা ও আপনাদের দাসানুদাসসূত্রে আমার নিত্যারাধ্য ও সর্ব্বস্বচরণ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তাহা পৌঁছাইয়া দিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিলাম। এই যে সৌভাগ্য ও সুযোগ আজ আপনারা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আপনাদের দাসানুদাস আমার অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাকে জানাইয়াছেন,—

পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়॥
এমন নির্ঘৃণা মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥

আমার ব্যক্তিগত নিত্য ও নিষ্কপট অভিমান যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-কথিত পরিচয় অনুসারে না হয়, তাহা হইলে আমার মত দুর্ভাগা আর কাহারও নাই; প্রত্যেক গুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাসের এই অভিমানই থাকা দরকার।

এরূপ নিষ্কপটভাবে অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবের স্বরূপেই এই অভিমান অনুস্যূত রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত সম্মান, সমস্ত মর্য্যাদা, সমস্ত গৌরব, বিশ্বের মানবজাতি যাহা দিতে পারে ও দিতে পারে না,—বিশ্বের কথা দূরে থাকুক, ইহার ঊর্দ্ধতন দেশ পরব্যোমেরও যে সম্মান বা মর্য্যাদা যাঁর নিকট অতি তুচ্ছীকৃত হয়, পরব্যোমের ঊর্দ্ধ পুর এবং পুরেরও ঊর্দ্ধতন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দেখুন।)

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত দলিলপত্র ও সম্পত্তি তাঁহারা অন্যায়মত স্থানান্তরিত করিয়াছেন তৎসমস্তের দায়িত্ব এড়াইবার আশয়ে সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠস্থাপন পড়তি নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ মিশন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা কোন মঠের বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের পদ হইতে সাসপেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনওরূপ কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্ষ),
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (কুঞ্জবাবুর পুত্র [illegible]),	নিকুঞ্জ [illegible] [illegible],
শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা),	শ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন	শ্রীভক্তিকুঞ্জদেব বন,
(পূর্ব্বনাম পরমানন্দ ব্রহ্মচারী)	অভিভূষণ ব্রহ্মচারী,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,	শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,
বরদরাজ ব্রহ্মচারী,	[illegible] ব্রহ্মচারী,
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	[illegible] দেব,
শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি,	[illegible] দাসাধিকারী,
নিতাই দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রীব্রহ্মদাস অধিকারী,	কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত,	নন্দলাল অধিকারী,
(পূর্ব্বনাম ভক্তিস্বরূপ পুরী)	শ্রীঅক্ষয়জ্ঞান দাসাধিকারী
শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী,	শ্রীঅতীন্দ্রিয় নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার,	শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বিনীত নিবেদক
শ্রীভক্তিপ্রসাদ [illegible]
(গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
শ্রী[illegible] সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

[illegible], [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] [illegible], বাগবাজার, [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]। রক্ষক [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

[illegible] পোঃ [illegible] নদীয়া। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১০। গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের [illegible] স্থান। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্বদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ [illegible]কুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব।

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible], [illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) আসাম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] প্রচার কেন্দ্র, রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], ঢাকা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], [illegible], পি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বেহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ [illegible] মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

[illegible], মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রী[illegible]নাথের ও শ্রী[illegible]গোপীনাথের সেবা।

রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—[illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ,।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবন্ধু।

(৬০) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৬১ [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

৬২। আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড, [illegible]

লণ্ডন, [illegible] ১০

রক্ষক—[illegible] পণ্ডিত

শ্রী[illegible] ভক্তি[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী পুরবিদ্যানন্দের সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৷৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
জাহাজের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

বিকাইন, টাকপ	১০৷৵৹
শ্রীপুর ১০০০ নং	১০৵৹
মাদ্রাজী সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৷৵৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনিসোনার বার	৩৬৷৷৹
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২৷৹

পাটের দর

আদেশে—	৪০৸৹
নিম্নতম—	৪০৸৹
উচ্চতম —	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৵৹
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৵৹—৫৷৵৹
আটা (এম)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹— ৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৷৹—২৷৷৵৹
পোলাউ	১৷৷৵৹ —১৸৹
ভূষি	১৸৵৹—১৷৷৵৹

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
শ্যামদাস	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
দশমী	৪৫৲

পাতিহাঁস	৪৬৷৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা পাখা	৪১৸৹

চুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

সাদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
পটুল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি সুরাদিদ ফাইন	৪৩৲
পোরবন্দর ঢাকা	৫৭৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
বাবলা সাগু	
সুপারী দেশী	১৬৷৹ -১৭
কাটা সুপারী	১০৷৷৹ - ১১৷৹
গুটি খয়িরমণ	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৲—৯৷৹
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমস্ব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৹
বরগা টী আয়রণ	৷৵ —৯৷৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৭৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৫৷৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৷৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৮
২৬ গেজ—	১৫৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪— ৩০ গেজ

পীস	৷৵১৫—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৲
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০৲—৪০৷৹

পাটী কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷৹—৮৲ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷৹—১০৷৹

ষ্টিল পাটী, গোলটু গরাদে ৮৷৹—৯৷৷৹

গোল বড় রি-ইনফোর্স ও কর্ণা কটের

ওজন ৯৲—১০৲

ক্সঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ২৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵৹, গাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— :::•:::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

——::•::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৩—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালার তাহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ডাক্তার প্রীতি সংযুক্ত ব্যালাষ্ট এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্বাধীন গবেষণা এবং সাধক লেখনীর অনুভব আশ্চর্য্য করিয়া একাধারে দর্শন এবং অন্য ও অন্যান্য জীবনচরিত-সাহিত্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও নানা চিত্র-সম্বলিত। ইহাতে পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসঙ্গ সকলের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৪৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (Foreward), গ্রন্থকার ও অন্য কয়েক ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary)। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয় মঠ (শ্রীগৌড়ীয় প্রেস), বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জিলা—নদীয়া

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	৷৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ	২	১॥০	১॥০	১
সিকিকলম	৫	৪	৪	৩
অর্দ্ধকলম	৮	৬	৬	৫
এক কলম	১২	১০	১০	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬ ... ৪॥০

সিকি ... ১২

অর্দ্ধকলম ২৪ ... ১৮

এক কলম ৩৬

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ... ৩

ত্রৈমাসিক " ... ২৷৷০

মাসিক " ... ১

প্রতি সংখ্যা ১০ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার শুদ্ধ পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২৪শে জুন, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ৯৯]

বিবিধ সংবাদ

)ঃ*ঃ(

আন্তর্জ্জাতিকসাহিত্য-সম্মেলন

এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে প্যারিসে বিভিন্ন দেশের পি, ই, এন ক্লাবের পঞ্চদশ আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, ৪০টী কিংবা ততোধিক দেশে এই আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যিক সঙ্ঘের শাখা রহিয়াছে। প্যারিসের অধিবেশনে ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী ডি, ফিল (অক্সন) ভারতীয় পি, ই, এন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেক্রেটারী হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সংস্কৃত ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তা হিসাবেও তাঁহার নাম আছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত বোম্বাইয়ের মারাঠী সাপ্তাহিক চিত্রার সম্পাদকও দর্শক হিসাবে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সমাগত প্রতিনিধি-দের সম্বর্দ্ধনা করিবেন। প্রতিনিধিগণ [illegible]াম, ভার্সাই প্রভৃতি স্থান দেখিতেও [illegible]বেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। অধিবেশন [illegible] হইলে পর প্রতিনিধিগণ কয়েকদিন [illegible]য়র ও নরম্যাণ্ডির বিভিন্ন স্থানে [illegible]ইবেন।

পি, ই, এন ক্লাবের আন্তর্জ্জাতিক [illegible]বেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত [illegible]ে:—

(১) বর্ত্তমানের যুগের সাহিত্যের [illegible] বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতি আছে কি

(২) অনুবাদ ব্যতিরেকে আর কি উপায়ে সংস্কৃতির বিস্তার হইতে পারে?

(৩) বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের সাহিত্যে কি উপায়ে সমষ্টির প্রকাশ দেওয়া চলে।

(৪) বর্ত্তমান সামাজিক গঠনে কাব্যের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইতে পারে।

নিরপেক্ষতা কমিটির আবেদন

স্পেনের অধিবাসীদের গৃহে ও পরিবারে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের উভয় পক্ষকে অনুরোধ করিতে নিরপেক্ষতা-কমিটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইবেন।

এতৎ সম্পর্কে কমিটির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সৈন্যদলের অযুদ্ধকারী কর্ম্মচারীদের রক্ষার জন্য এবং রাজনৈতিক কারণে সরাসরি বা গুপ্তভাবে গুলী করিয়া মারা বন্ধ করিবার জন্য স্পেনের উভয় পক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। কমিটি অনুরোধ করেন যে, উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক জামিন স্বরূপ যাহারা আটক হইয়াছে এবং যুদ্ধের সময় যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করিতে হইবে, ভবিষ্যতে জামিন স্বরূপ আটক করিবার রীতি ত্যাগ করিতে হইবে এবং অন্যান্য দেশের যাহারা বর্ত্তমান সংগ্রামে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে কমিটি উভয় পক্ষকেই সমস্ত অরক্ষিত নগর, গ্রাম, ও অসামরিক ধরণের অন্যান্য জিনিষের ধ্বংস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন

ডাকাত দলের সহিত সঙ্ঘর্ষ

গয়া জিলার গুবরা থানার চক্র-পিয়াস গ্রামের ধনী গৃহস্থ জনার্দ্দনের বাড়ীতে গত রবিবার রাত্রিতে ৫০।৬০ জন ডাকাত লাঠি গাঁড়াসা, বর্শা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লুঠের উদ্দেশ্যে চড়াও করে। জনার্দ্দন ও তাঁহার চারি ভ্রাতা ডাকাতদের সাড়া পাইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। আধঘণ্টার উপর উভয় পক্ষে ভীষণ লড়াই চলে। ডাকাতদল অল্পক্ষণের মধ্যেই অবস্থা বেগতিক বুঝিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত তিনজনকে কোন রকমে বহন করিয়া লইয়া পলায়ন করে। পুলিশ পর-দিন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে চলচ্ছক্তিহীন একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। জনার্দ্দনের দুই ভ্রাতাও এই সঙ্ঘর্ষে ভীষণ আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়; প্রকাশ, তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

২৭ লক্ষ টাকার ইক্ষু বিক্রয় হইল না

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল যুক্ত প্রদেশের ইক্ষুচাষীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার পরিষদ-সদস্য শ্রীযুত শিব্বন লাল শকসেনার উপর অর্পণ করেন। শ্রীযুত শিব্বনলাল তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, "এই বৎসর চিনির কারখানা গুলিতে মাত্র ৬০ লক্ষ মণ ইক্ষু ব্যবহার করা হইয়াছে, এখনও মাঠে প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ মণ ইক্ষু পড়িয়া আছে, উহা ব্যবহৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কৃষকেরা উহাতে আগুন লাগাইয়া দিতেছে, উহাতে তাহাদের প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।"

রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সময়-মত দায়িত্ব বুঝিতে পারিলে কৃষকদের ঐ ক্ষতি হইত না। ইক্ষু যাহাতে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য তাহারা চেষ্টা করিতে পারিত। চিনির কারখানগুলি এতকাল বহু টাকা লাভ করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারিত না। সমগ্র জুন মাস যদি চিনি প্রস্তুত করায় বাধা করা যাইত তাহাতে চিনি প্রস্তুত কারীদের বিশেষ ক্ষতি হইত না, শ্রীযুক্ত শকসেনা তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন,—চিনির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করায় ই ঐ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, চিনি প্রস্তুতকারীরা ইক্ষু-চাষীদের উপর ঐ শুল্ক চাপাইয়া দিয়াছে।

প্রবল বারিপাতে প্লাবনাশঙ্কা

——(*)——

কয়েক দিন যাবৎ ডিব্রুগড়ে অবিরত বারিপাত হওয়ায় ঘোরতর প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্রের জল ৪ ফুট বাড়িয়া গিয়াছে। সহরের নর্দ্দমা ও মালপথের মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্রের জল যাইয়া সহরের নিম্নভূমি সকল প্লাবিত করিতেছে। নদীর জল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভাঙ্গনও পূর্ণোদ্যমে সুরু হইয়াছে। সহরবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চল হইতেও সংবাদ আসিয়াছে যে, ব্রহ্মপুত্রের জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষেত্রের শস্যগুলির প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ···· ৯৲
অন্যান্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
। সবস্বতী জয়শ্রী ৪
৫ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড —১ খণ্ড —৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯ জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹
১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় সন্দর্ভ ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।৹
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ।০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৵০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আচনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ॥
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵
৬৭। সারাশিবর্ণনম্ ৴

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যানালয়েড রিলিজন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵১
৮৩। গীতাবলী ৵
৮৪। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵১

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া মঠাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্য্যায় প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

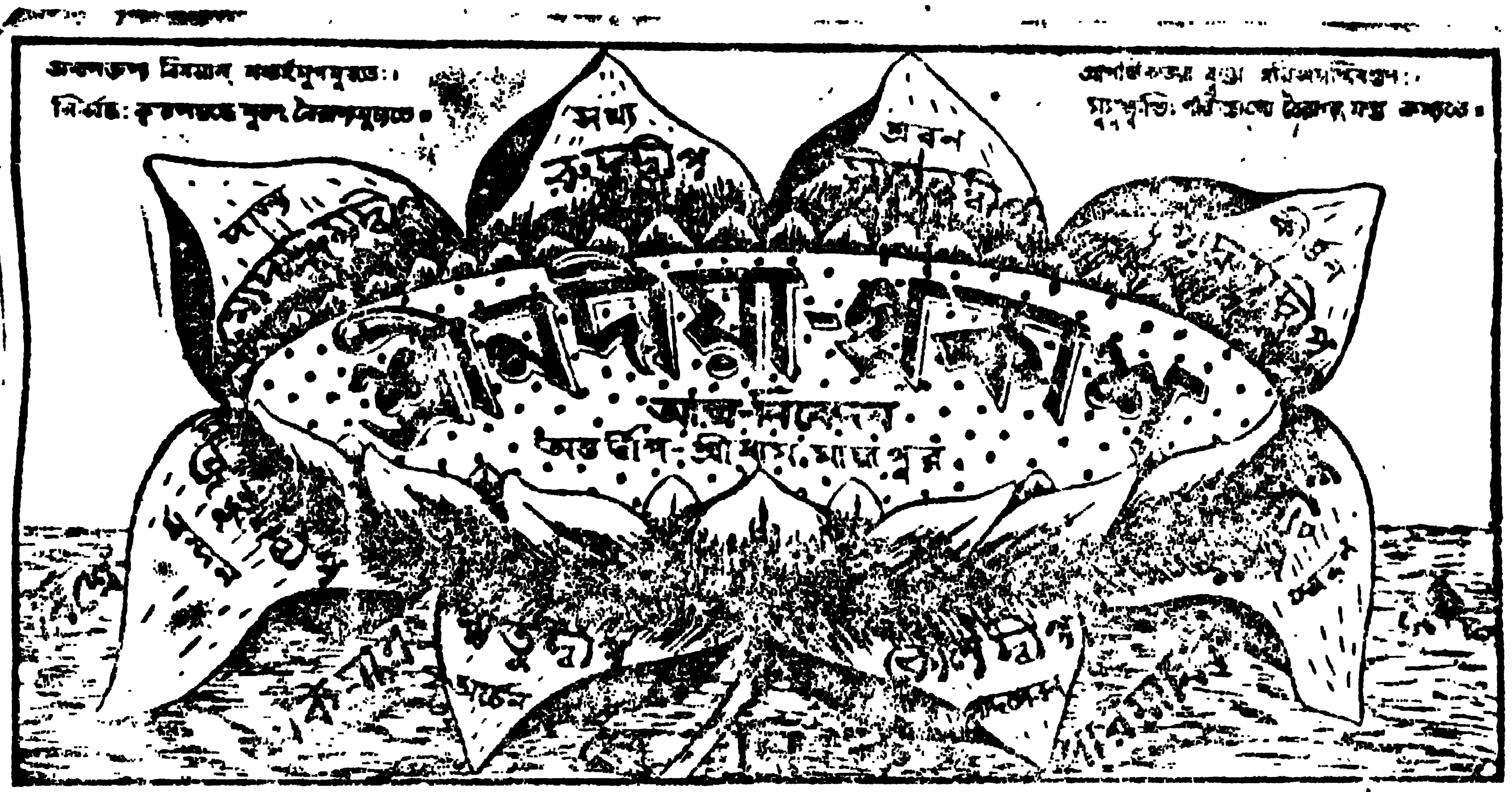

১২শ বর্ষ ৷ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৫শে জুন ইং ১৯৩৭, শুক্রবার ৷ ৯৯তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১৫ই জুন মঙ্গলবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিকৃপানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতজীর পাঠে সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

গত ১৬ই জুন বুধবারে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌ এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কাশীতে মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় এক ঘটিকাল বহু উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নকুলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অনন্তর বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অভিনন্দনার্থ সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু গৃহস্থ ভক্ত এবং স্থানীয় ও বিদেশাগত বহু সজ্জন এই সভায় যোগদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অবদান ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

বসিরহাটে স্বামী অরণ্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার বসিরহাট নিবাসী পরলোকগত ভাগবতনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পূর্ব্বে সেই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তথায় স্বামীজীর একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার প্রথমে স্বামীজী বলেন,—"নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মধূলিতে এই স্থান উপবনে পবিত্র হইয়াছে, বহু সৌভাগ্যফলে আমি সেই মহাপুরুষের শ্রীমুখনিঃসৃত যে বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তাহারই একটী অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য এই মহাতীর্থময় পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন বা বর্ত্তমানে জীবিত নাই, তাঁহারা যে সকলেই বহু সৌভাগ্যবান হইতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই"। পরে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ স্বামীজী মহারাজ 'মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য' সম্বন্ধে বহু সজ্জন সমক্ষে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্থানীয় হীরালাল বাবুর বাটীতে অবস্থান করিয়া সমাগত সজ্জনের নিকট স্বামীজী হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা।

গত [illegible] সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "[illegible] স্বরূপ" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজী সাম্প্রদায়িক [illegible] কাহারা [illegible] বা [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] জীবনে এবং এই প্রকার [illegible] অধিকারী [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] আত্মপ্রশংসনের [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] স্বামীজী [illegible] বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বক্তৃতা শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে [illegible] বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার [illegible] হইয়াছিল। সকলেই স্বামীজীর বিশেষ প্রশংসা করেন।

দৈববর্ণাশ্রম-স্মৃতি-বিধানানুসারে বিবাহ

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ময়মনসিংহ জিলার [illegible] শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শ্রীপাদ [illegible] চক্রবর্ত্তী (দাসাধিকারী) ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যার (শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] বিবাহ [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] [illegible]

আনন্দ উচ্ছ্বাস

(ভক্ত পুত্রের পত্র)

শ্রী [illegible] প্রদীপ,
প্রতি [illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible]।

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষী

[illegible] দাস, ভক্তিশাস্ত্রী।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

৭ই আষাঢ়, ১৩৪৪।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"গৃহ ব্রত-ধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'ভক্ত মিশ্রণি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোনদিনও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও শুদ্ধভক্তসঙ্গে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।"

(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ বামন অদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

বৈষ্ণবাবজ্ঞার ফল

নামাপরাধ-মধ্যে বৈষ্ণবনিন্দাই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥
(পাদ্মে)

নামাপরাধ সাধুর নিন্দা শ্রীনাম-প্রভু কখনই সহ্য করিতে পারেন না। পরন্তু নামাপরাধীর নিত্য সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। কারণ, ঐ সাধু শ্রীনামের খ্যাতি জগতে প্রচার করিয়া থাকেন, এজন্য সাধুনিন্দা নামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে।

শাস্ত্রান্তরে বহু শাস্ত্রে বৈষ্ণবনিন্দার ফল সম্বন্ধে নানাপ্রকার উক্তি আছে,—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ ১ ॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ ২ ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥
(স্কান্দে)

জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্ যদি বৈষ্ণবান্ ॥ ৫ ॥
(অমৃত-সারোদ্ধারে)

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬ ॥
(দ্বারকামাহাত্ম্যে)

যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭ ॥
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে।
ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮ ॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্।
গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুধ্যতি ॥ ৯ ॥
(ব্রঃ বৈঃ)

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংসুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ১০ ॥
(ভাঃ ৪।৪।১৩)

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ১১ ॥
(ভাঃ ৫।১০।২৫)

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেদবৈষ্ণবনিন্দকারসম্ভাষণেন কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা ॥ ১২ ॥
(ভক্তিসন্দর্ভে ১৫৩)

ভগবান্ বিষ্ণু শত শত জন্ম পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবঠাকুর যদি অবমানিত হন তাহা হইলে বিশ্বাত্মা শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না ॥ ১ ॥

যে মূঢ়গণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে তাহারা পিতৃগণ সহ মহারৌরবসংজ্ঞক নরকে পতিত হয় ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের হনন, নিন্দন বা দ্বেষ করে অথবা বৈষ্ণবগণকে অভিনন্দন না করে, দর্শনে হৃষ্ট না হইয়া বরং ক্রুদ্ধ হয় উক্ত ছয় প্রকার অপরাধকারীর পতন হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে বৈষ্ণবের সম্মান করিয়া পশ্চাতে তাঁহাদের অবজ্ঞা করিলে সবংশে সংক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবদের পীড়া দান করিলে জন্ম প্রভৃতি যাহা কিছু সুকৃতি সবই নাশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহাদিগের মস্তক যমপুরীতে সুতীব্র করাতের দ্বারা দ্বিধা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে সকল ব্যক্তি হৃষীকেশ অথবা পুণ্যরূপী তদীয় ভক্তের নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা মহাঘোর ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের পৃথিবীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত কীট দ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকে। তাহার দর্শনমাত্রেও পুণ্য নিশ্চিতরূপে নাশ হয় এবং ঐ দর্শনকারী ব্যক্তি গঙ্গাস্নান ও সূর্য্যদর্শন করিলে শুদ্ধ হয় ॥ ৭-৯ ॥

যাহারা জড়দেহে আত্মা বলিয়া জ্ঞানকারী তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহদ্ব্যক্তিগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন তথাপি তাঁহাদের পদরেণুগণ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে, অতএব অসতের মহদ্বিনিন্দাই শোভনীয়; কারণ তদ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই লব্ধ হয় ॥ ১০ ॥

মহতের অবমাননা করিলে শূলপাণির ন্যায় অতি সমর্থ ব্যক্তিও অবিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১ ॥

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি—শতধনু নামক রাজা ভগবদারাধনতৎপর হইলেও বেদ ও বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত অল্প সম্ভাষণ-দোষে কুকুরযোনি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যত পাপ হয় প্রজাগণেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে ॥
সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যাঁর।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বদা তাঁহার ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৫ম)

শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কই ॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৩)

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন।
মোর এই সত্য সবে শুন দিয়া মন ॥

* * *

যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া।
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পোড়ে।
যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে ॥

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায় সর্ব্বধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৯শ)

যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥
শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে ॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ ॥
বিদ্যা-কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে, সে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ-জন ॥
(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব-নিন্দার মূল কারণ বিষয়ানুরাগ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গলার্থে বৈষ্ণবের চেষ্টাসমূহও ভোগীর চক্ষে বিসদৃশ মনে হয়। তাহাতেও ঐ সকল মূঢ়গণের বৈষ্ণবাপরাধ আরম্ভ হয়। তাহারা ভগবদ্ভজনের অভিনয় করিলেও উহা কার্য্যতঃ বৃথা হইয়া যায়। কারণ—

কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি তদনুবর্ত্তী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা অসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয় তাহা হইলে ঐ সকল দোষ অপরাধেরই বাধ্য এবং পুণ্যাপুণ্যের জনক বা বাধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানা বিলাসোপকরণযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের বিবিধ উপচারাদি অত্যাদৃত হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র-শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রদর্শন তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদির দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় নাই।

(—ভক্তিসন্দর্ভে ১৫৩ অনুবাদ)

সভাপতির অভিভাষণ

[গত ১৮ই জুন (১৯৩৭) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কলিকাতা এলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'শ্রীচৈতন্য ও শ্রৌত-পথ' বক্তৃতায় সভাপতিরূপে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম্-এ, কর্ত্তৃক প্রদত্ত]

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ! আমরা আজ যে কার্য্যের জন্য উপস্থিত হ'য়েছি, তা' সফল হ'য়েছে। আমি এই সভার শ্রোতা হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আপনারাও আমারই মত শ্রোতৃরূপে এসেছেন। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় আমাদিগকে শ্রৌত-ধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম কি, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাঁ'রই ধারা বজায় রাখ্‌ছেন। আমাদের বেদকে শ্রুতি কেন বলা হয় তা' বক্তা বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বেদ ব্যর্থ নয়। গুরুপরম্পরায় সেই জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হ'য়েছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই এ জ্ঞান বিতরণ ক'রতে পারেন, আর কেহই পারেন না। তাঁ'দের আনুগত্য না করলে লোকে ভুল পথে চ'লে যাবে। শ্রুতি সনাতন ধর্ম্ম। সেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভগবানই আচার্য্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। বেদান্ত বেদেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদান্তের কথা শ্রৌতপারম্পর্য্যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন. তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই ধর্ম্ম গুরুপরম্পরায়ই অবগত হওয়া যায়। তা' জানতে হ'লে আচার্য্যের একান্ত প্রয়োজন। সেই আচার্য্য বা গুরু কে ?—যিনি ভগবানের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশিয়ে দিতে পেরেছেন, যিনি ভগবানের একান্ত নিজজন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই যে গীতোপনিষদের কথা স্বয়ং ভগবান ব'লেছেন, যা' সমস্ত গীতার মধ্যে সার কথা —সব ছেড়ে দাও, সর্ব্বতোভাবে আমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেইভাবে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যাভিলাষী না হ'য়ে যে গুরুদেব অবতীর্ণ হ'ন—যুগে যুগে আগমন ক'রে তিনিই বাস্তবসত্যের কথা প্রচার ক'রে যান। সেইজন্য উহার নাম শ্রুতি। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বদ্ধজীব, তাঁ'র কথা বুঝ্‌তে পারি না। পাছে ভুল বুঝি, এজন্য গুরুদেব আমাদিগকে তাঁ'র প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিয়ে দেন। তাঁ'র কৃপা না হ'লে বিকৃত-বুদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য উত্তম বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শুনতে হ'বে। সে কীর্ত্তন হৃদয়ের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ ক'রবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানিয়েছেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। আমাদের মত হতভাগ্য জগাই মাধাইকে উদ্ধার করার জন্য নিত্যানন্দের আজ দরকার—আচার্য্যের আবশ্যক। (এই কথাগুলি সভাপতিমহোদয় অত্যন্ত আবেগভরে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতেছিলেন, সভাস্থিত ব্যক্তিগণও তৎকালে সম্মতিসূচক করতালি ধ্বনি ক'রিয়াছিলেন।) আচার্য্যের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত —শ্রৌতপথের অনুসরণ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিষয় আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারব না। পণ্ডিত মহাশয় আজও এই কথা আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁ'র কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁ'র উপদেশ গ্রহণ ক'রে যেন আমরা কৃতার্থ হ'তে পারি ইহাই ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা হউক

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাত্বত-শ্রবণ-সদনে শুভোদয় উপলক্ষে

"আনন্দ-উচ্ছ্বাস"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বিশ্বে প্রচারিতে,
লভিয়া বিজয়মালা বাণীপ্রিয় জন,
প্রভুপাদ জয়গান গাহিতে গাহিতে,
ভুবনে উদিলে আজি আচার্য্য রতন।
পাইয়া আচার্য্যপদ নাচে ভক্তগণ,
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে করে জয়গান,
রত সবে সেবিবারে আচার্য্য-চরণ,
অতুল আনন্দে পূর্ণ সবাকার প্রাণ।
ধরণী অপূর্ব্ব বেশ ধরিয়াছে আজ,
স্তরে স্তরে সাজাইয়া নানা উপায়ন,
নব কিসলয়-দলে ও' চরণ পূজি'
আরাধ্য-আরতি করে হ'য়ে হৃষ্টমন।
চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ,
আর্য্যগণ বেদ-মন্ত্রে করে স্তুতি-গান,
শ্রীপদকমল-প্রান্তে ভকত সজ্জন
লভিয়া আশ্রয় আজি উল্লাসিত-প্রাণ।
অনন্ত করুণা তব কে বর্ণিতে পারে,
নব কিশোরের সেবাদাতা মহাজন,
অন্ত নাই সে দানের এ বিশ্ব মাঝারে,
বাণীরে বিলাইতে তব আগমন।
সুন্দর-আনন্দময় অঙ্গ তোমার,
দেখাইতে হৃদাকাশে ভক্তি-সুধাকর,
বলে সবে ভুক্তি-মুক্তি ক'র' পরিহার
প্রণত হও গো জীব যথায় ঈশ্বর।
ভুক্তি অন্ধকার নাশি' ভক্তির প্রদীপ,
রচিছে সেবার কুঞ্জ সবার হৃদয়ে,

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভুর বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত দলিল পত্র ও অর্থাদি তাঁহারা অন্যায়রূপে স্থানান্তরিত করিয়াছেন তৎসমস্তের দায়িত্ব এড়াইবার অভিপ্রায়ে সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বালিগঞ্জে একটী মঠস্থাপন প্রভৃতি নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কোন মঠের বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের পরিকল্পিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

তদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যা[illegible] গত ১লা জুন তারিখে গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকপদ হইতে সাস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনপ্রকার কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্কা),
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (কুঞ্জবাবুর পুত্র),	সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী,
শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা),	শ্রীভূমা ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন (পূর্ব্বনাম পরমানন্দ ব্রহ্মচারী)	শ্রীভক্তিহৃদয় বন,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	অভিভূষণ ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,	সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী
বরদারাজ ব্রহ্মচারী,	শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি,	শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব,
নিতাই দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী,
শ্রীব্রজনাথ অধিকারী,	শ্রীরামানন্দ দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত, (পূর্ব্বনাম ভক্তিস্বরূপ পুরী)	কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী,
	নন্দলাল অধিকারী,
	শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী
শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী,	শ্রীঅতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার,	শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] ঈশোদ্যান, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রী[illegible], [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] ৪১১৫ [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) শ্রীমায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible] শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ। রক্ষক [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অমুকৃষ্ণকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রী[illegible] মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী

১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিশ্বাসপাড়া, পোঃ কালনা (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বৰ্দ্ধমান)

[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরদ্বীপ (বাবুর হাটের পথের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক [illegible]

(২৪) গোপালজীমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকীপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীচৈতন্য [illegible]পীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪৪) নন্দের [illegible]বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible]গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ভক্তি[illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরাম[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(৬০) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৮০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ক্রেম্বারোম রোড, [illegible] টন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible] সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	
ঐ পুরাতন	
ওয়ারেন্ড কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲-৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপারদর

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৭৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
ডাউসগোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলার্ড	১৷৷৶০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

জওরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৭৷০
ডার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৸০

নুনের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি গুরুদিন ফাইন	৪৩৲
চাম্পার্স খাম্বা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

	প্রতি মণ
পাতন সাগু	০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
গুটি খয়িরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৯৲—৯৷০

ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৲—৯০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
নবগা টী আয়রণ)	৷৵০—৯৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৪৲
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৷৵১৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ১০৲

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৪০৲—৪০৷০

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০

ছিল পাটী, বোলটু, গরাদে ৮৷০—৯৷৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯৲—১০৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৪৲, নকল ১৩৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

জ্বারি পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় রাজসাই ঔষধ কার্টতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অসুখের সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি ক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অভিনব ও অত্যুজ্জ্বল গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু দর্শগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASI

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সচল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২৫শে জুন, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১০০]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(০):(০):——

নদীয়ার গ্রামে বজ্রপাত

গত ১৭ই জুন বজ্রপাতের ফলে কামাদপুর গ্রামের দুইজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং দুইজনের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদেরও অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঐ দিনই বালী গ্রামের মাঠে বজ্রপাতের ফলে একটি মহিষের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে এবং একখানি চালা ঘরে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।

ভূপর্য্যটক বিমল মুখার্জ্জী

বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক বিমল মুখার্জ্জি দীর্ঘ সাত বৎসরে পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করিয়া গত রবিবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ঐ দিন প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুত মুখার্জ্জীকে অভ্যর্থিত করা হয়। সভাপতি শ্রীযুত রায় চৌধুরী শ্রীযুত মুখার্জ্জীকে তাঁহার অসামান্য সাফল্যের জন্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, শ্রীযুত বিমল মুখার্জ্জীর ভূপর্য্যটনের এই সাফল্য চিরদিন বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে। তিনি আশা করেন যে, শ্রীযুত মুখার্জ্জী তাঁহার ভূপর্য্যটনের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালীর উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিবেন। অতঃপর শ্রীযুত মুখার্জ্জী সকলকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহার ভূপর্য্যটন কাহিনী বিবৃত করেন।

আমেরিকায় ডাঃ কালিদাস নাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ গত ২২শে জুন আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২তম বার্ষিক উপাধি বিতরণী সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে ডাঃ নাগ ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছেন। তিনি ২৮শে জুন হইতে ৬ সপ্তাহকাল বক্তৃতা করিবেন। তিনি উপাধি-বিতরণী সভায় "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ঐ কথা কয়টী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে লিখা আছে। ডাঃ নাগ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাপান হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতের বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সম্পর্কে ভারতবাসিগণকে সম্বোধন করতঃ বড়লাট নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বাণী দান করিয়াছেন।

"গত দুই মাস যে সকল আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছে, আমি মনে করি, তাহাতে ভারতের অচল অবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত মতামত ও যুক্তিই আপনাদের সম্মুখে উত্থাপিত হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই একটী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, নেতা হউন বা অনুচরই হউন, প্রত্যেকেই গঠনমূলক কার্য্যের পন্থা অবলম্বন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন। যাহাই ঘটুক না কেন, আপনারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, ঘোরতর নৈরাশ্য উপেক্ষা করিয়াও আমি ভারতবর্ষে পূর্ণ পার্লিয়ামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির নীতি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলস প্রচেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যে সিদ্ধান্ত শোচনীয় মনে করি, যদি সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিণামস্বরূপ যদি কয়েকটী প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র স্থগিত হয়, তবে শীঘ্র সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না; তাহাতে আমরা যতই দুঃখিত হই না কেন, প্রতিকারের কোনও উপায় থাকিবে না। সেই অবস্থায় মহামূল্য সময়ের অপচয় হইবে এবং আমার আশঙ্কা হয়, ক্রমিক শাসন সংস্কার তাহাতে বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। যাহা হউক আমি মনে করি না যে, এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে, কারণ আপনাদের উপর আমার আস্থা আছে এবং ভারতের অদৃষ্ট শুভ বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। আমরা যে পথ অবলম্বন করিব, তাহা অনেক সময় অন্ধকারময় ও কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া মনে হইবে—যে ধ্রুবতারা আমাদের পথ নির্দ্দেশ করিবে, অনেক সময় তাহা স্তিমিত হইয়া আসিবে, কখন বা উহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে; কিন্তু বিশ্বাস ও সাহসের শক্তি অসীম। আসুন, এই দুঃসময়ে সাহস সঞ্চয় করিয়া, আত্মবিশ্বাস রাখিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে আমরা একযোগে অগ্রসর হই।"

বিলবাও নগরীর পতন

সম্প্রতি এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, বিলবাও নগরীর পতনের সংবাদ সালামাঙ্কা হইতে বেতারযোগে সর্ব্বত্র প্রচার করা হয়। বিদ্রোহীরা রাস্তায় তাড়াতাড়ি লাউড-স্পীকার বসাইয়া বিলবাও পতনের সংবাদ প্রচার করে। বিদ্রোহীদের সমর্থনকারীরা খবর শুনিয়া আনন্দোৎসব সুরু করিয়া দেয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাদল যখন বিলবাও নগরীর উপকণ্ঠে প্রবেশ করে তখন সমগ্র নগরীতে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। ১৩ শত রাজনৈতিক বন্দী বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত যোগ দেয়। অনেক দিন উক্ত বন্দিগণ বাস্ক-গবর্ণমেণ্টের হাতে বন্দী ছিল।

নাঙ্গা-পর্ব্বতশিখরে মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা

নাঙ্গাপর্ব্বত-অভিযাত্রীদল তুষার স্তূপ স্খলিত হওয়ায় বিপদাপন্ন হইয়াছে বলিয়া গিলগিটের পলিটিকাল এজেন্টের নিকট হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে অভিযাত্রীদের মধ্যে সাতজন ও নয়জন গুর্খা-কুলীর মৃত্যু হইয়াছে।

অভিযাত্রীদলের নেতা ডাঃ কার্ল ভিয়েন নিরাপদ আছেন। পলিটিকাল এজেণ্ট সাহায্যের জন্য ঘটনাস্থলে যাইতেছেন।

ফোর্থ প্রিন্স অব ওয়েলস গুর্খা রাইফেলস-এর লেপ্টেন্যাণ্ট ডি-এম্ বি-স্মার্ট বর্ত্তমানে গিলগিট স্কাউটদের সঙ্গে আছেন এবং অভিযাত্রীদলে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

হিমালয় বিশেষজ্ঞগণ এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান আবহাওয়া নাঙ্গা পর্ব্বত আরোহণের পক্ষে অনুকূল নহে। শরৎকালই এরূপ অভিযানের পক্ষে প্রশস্ত সময়।

ইতোপূর্ব্বে আরও দুইবার নাঙ্গা পর্ব্বত আরোহণের চেষ্টা শোচনীয় দুর্ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে এইরূপ দুর্ঘটনার ফলে মিঃ মামারী নামক একজন ইংরেজ ও দুইজন কুলী নিহত হয়। পুনরায় ১৯৩৪ সালে অনুরূপ দুর্ঘটনা হয়। তাহাতে চারিজন জার্ম্মানের মৃত্যু হয়। সেবারও উক্ত অভিযাত্রী দলের নেতা মার্কেল ছিলেন।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪৮০

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

। সরস্বতী জয়শ্রী ৪

৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড— ৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১০

৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। ব্রাহ্মণ আচরণ ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

২১। গৌড়ীয়-পদ্ধতি ।৶০

২২। ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০

২৭। মুকুন্দমালিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৵০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵

৪১। গীতাবলী ৵০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০

৪৬। অর্পণশতক ৶০

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চনকণ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণনামেশ্বর ৶০

৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০

৬০। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যভাগবতসারঃ ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। মায়াপুরবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্‌স ৶০

৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীয়ম্ ।০

৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; ভলুম ওয়ান ; ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন — মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধ-ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড, রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায়-সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

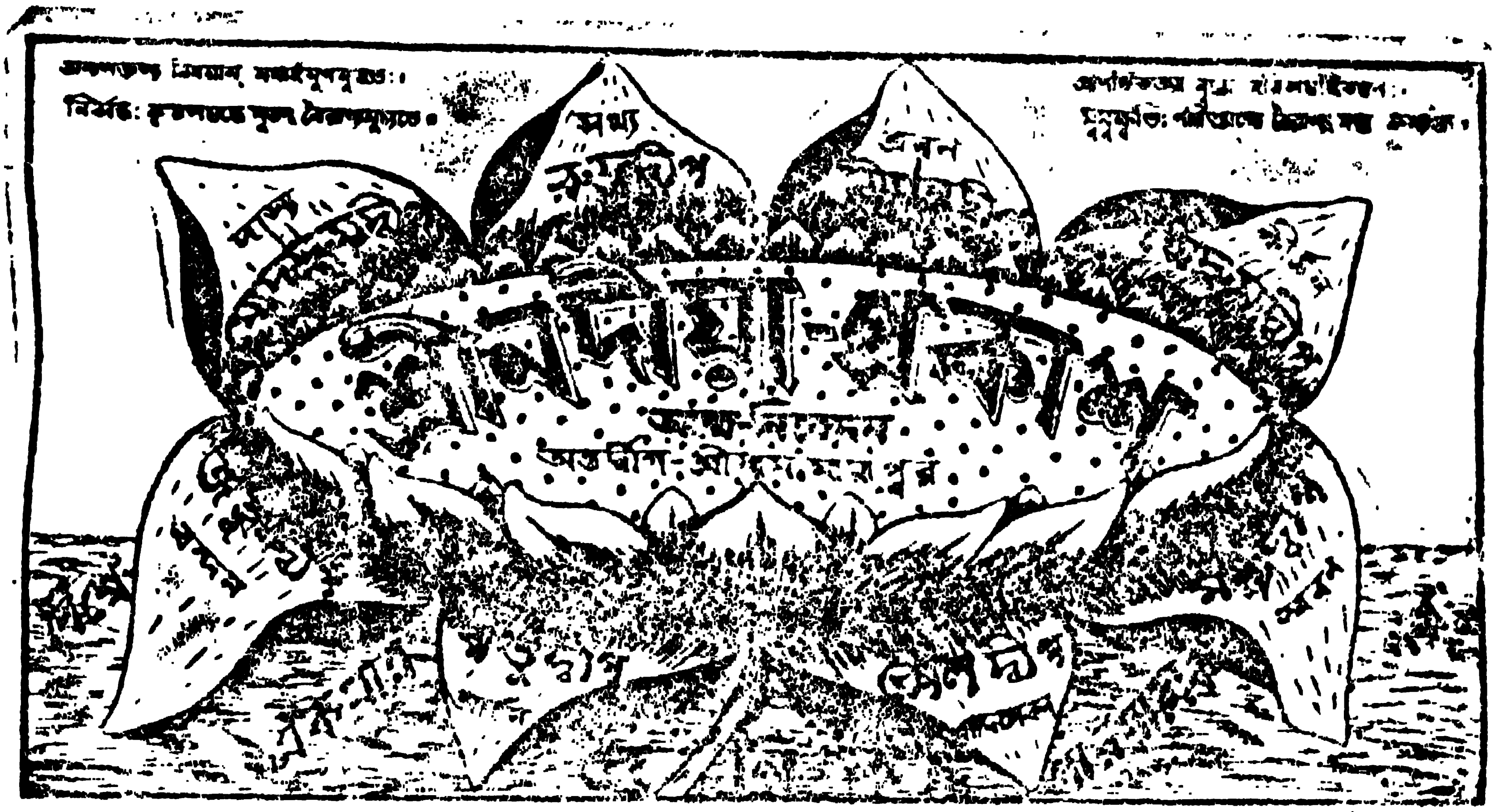

১২শ বর্ষ | বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ১১ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে জুন ১৯৩৭ শুক্রবার | [illegible]তম সংখ্যা

সম্রাট্‌দম্পতির নিকট অপ্রাকৃত প্রভুর হরিকথা কীর্ত্তন

বাকিংহাম প্যালেসে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু

———:*:———

সম্রাট্‌ দম্পতির নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী কীর্ত্তন

গৌড়ীয়মঠের পাশ্চাত্ত্য ভাগবত প্রচারক গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible] সম্প্রদায়-বৈভব-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়কে মহামান্য সম্রাট্‌-দম্পতি বাকিংহাম প্যালেসে গত ২২শে জুন মঙ্গলবার সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। গোস্বামীজী ঐ দিবস বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্য ভারতসচিব কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সম্রাট্‌ দম্পতি ও রাজমাতা মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁহাদের নিকট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অলৌকিক চরিতের কথা, গৌড়ীয়মঠের [illegible] বাণী প্রচারের বিষয় এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত [illegible] প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্রাট্‌-দম্পতি গোস্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ঊড়ুলোমি মহারাজের হরিকথা

গত ২২শে জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ মঠস্থ বহু ভক্ত এবং সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বাণী [illegible] যাবৎ হরিকথা উপদেশ করেন।

কীর্ত্তনকালে স্বামীজী বলেন যে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

—এই নবটি ভক্ত্যঙ্গ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নিরূপিত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উক্ত নয়টি, কয়েকটি অথবা এ কোন একটি অঙ্গ [illegible] নিষ্ঠার সহিত যাজন করিতে পারিলে অবশেষে পরমার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে। অবশ্য আত্মনিবেদন সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে। অন্যথা কোন ভক্ত্যঙ্গই যাজন করা সম্ভব হইবে না।

এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রসঙ্গ বর্ণন-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে—মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব [illegible]। [illegible] মধ্যে তাঁহাকে সঙ্গে ভজন করিবে। [illegible] ও [illegible] মহারাজ [illegible] তাঁহার [illegible] নিকটে আসিয়া মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের মধ্যে [illegible] হইয়া শাস্ত্র পরীক্ষার্থ ও সমস্যা উত্থাপন করিলেন। মহারাজ ঐ [illegible] প্রকার [illegible] ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। সমাগত সমস্যার আলোচনা বিভিন্ন স্থান হইতে মুনি, ঋষি এবং ঋষিগণের মধ্যে বহু হইলেন এবং মহারাজের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্বন্ধে সমাধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কোন সুমীমাংসায় পৌঁছিতে পারিলেন না। যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কোন বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত অথবা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] হইতে পারিতেছিলেন না। [illegible] বালকটির [illegible] সেই অবধূত সমস্তের মধ্যে [illegible] ছিল না। সকলেই কেবল [illegible] অপ্রাসঙ্গিক করিতেছেন, কিন্তু নিশ্চয় হইতেছে না। মহারাজ [illegible] হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন সময় হঠাৎ শুকদেব [illegible] আগমন করিলেন। সমাগত সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বিশেষ সমবেত মহাত্মাগণ প্রতি সম্মান প্রদর্শনান্তর 'চতুর্দ্দিক' মহারাজকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "[illegible]—আপনি চিন্তিত হইবেন না; [illegible] মানবের পরম [illegible] লাভ করা সম্ভব হইবে। অতএব [illegible] হরিকথা 'শ্রবণ' করিলে সকলেরই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

[illegible] শুকদেবের কথা শুনিয়া মহারাজ [illegible] একাগ্রচিত্তে তাঁহার অনুমোদন করিলেন। মহারাজ [illegible] [illegible] শ্রীশুকদেবের [illegible] সমাগত মুনিগণের [illegible] পরিক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইলেন। [illegible] মহারাজ [illegible], "আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়াছে।"

[illegible] মহারাজ [illegible] শুকদেব গোস্বামীর [illegible] মহারাজ পরীক্ষিৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তনকারীর যথার্থ [illegible] এবং শ্রোতার নিষ্ঠা [illegible] অনুসারে প্রয়োজন লাভ হইয়া থাকে।

———

ভক্ত কৃপাদ্বারা হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। [illegible] কৃপা করেন ভক্তগণে।

"গৃহব্রত-ধর্ম্মের উৎসন্ন ও ভোগের প্রশমন করিবার যাঁহাদের প্রয়াস নাই, বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হুক্কা-মিঞা' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোনদিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণসেবায় অর্পিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার কথা প্রত্যেক মঠবাসীর পক্ষে প্রাণ হইতেও আবশ্যক।"

(পত্রাবলী ২য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ বামন [illegible] গৌরাব্দ [illegible]

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

হরিকথা বাদ দিয়ে যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা পুতুল-পূজা। হরিকথা-শ্রবণের অভাবে লোক [illegible] নিমজ্জিত হইতেছে। হরিনাম [illegible] কীর্ত্তনে [illegible] লোক [illegible], কেবল খোলকরতাল দলের কোনও সুবিধা হইবে না। [illegible] বাধ্য হয়। [illegible] সেবা [illegible] বলা হয়। তাঁদেরকে হরি[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] অনুষ্ঠান। সকলই [illegible] হয়। কৌপীন নষ্ট আর না নষ্ট, হাবাতে হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। কপটতা পরিত্যাগ কর, অনুসরণ কর, অনুকরণ করিও না। আলস্যে দিন কাটাইবে না। [illegible] গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ পাঠ [illegible] পড়িবে।

অনুসরণ ও [illegible] সাধন ও সিদ্ধ [illegible] সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। [illegible] অনুকরণ [illegible] যাইবে। [illegible] মন কখনও প্রবেশ [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] থাকিলে আমার একটা দল, উহার একটা দল—এইরূপ একটি দলাদলি [illegible], পরস্পর [illegible] হইতে হয়। ভগবদ্ভজন বড় কঠিন চীজ। তাঁহাদের অনুকরণ করিলে আর অধোগতি নাই। কপটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

বিষয়—শ্রীচৈতন্য ও শ্রৌতপথ।
স্থান—কলিকাতা এলবার্ট হল।
কাল—১৮ই জু[illegible], ১৯৩৭, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত মাননীয় সজ্জনবৃন্দ! আজ আমাদের বক্তব্য বিষয়—'শ্রীচৈতন্য ও শ্রৌতপথ।' অনেকের ধারণা, শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রবাহিত মত প্রচার না ক'রে ব্যক্তিগতভাবে একটি সম্প্রদায় রচনা ক'রেছেন। আমরা কোন কোন স্থানে শুনতে পাই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম নাকি বহু লোকের [illegible] ধর্ম থেকে পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মকে সনাতনধর্ম্ম ব'লতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ কথার সার্থকতা এবং যুক্তিযুক্ততা কি? তিনি বাস্তবিকই কি এমন কোন মতবাদ প্রচার ক'রেছেন যা' সনাতন ধর্ম থেকে পৃথক? যাঁ'রা বাঙ্গালার লোক [illegible] কথা অবগত আছেন, তাঁ'রা জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতকে মূল প্রমাণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত; তাহা ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম। শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তনকে বাহন ক'রে তাঁ'র কথা প্রচার ক'রেছেন। এই কীর্ত্তন কি? কীর্ত্তন বললে, যেখানে শ্রবণ ব'লে একটা জিনিষ থাকে। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল মন্ত্র। একজন কীর্ত্তন করেন, অন্য জনে শ্রবণ করেন। আমি আপনাকে ব'লছি, কিম্বা শুনছেন। আবার পর কিরা আবার সেই কথার অনুকীর্ত্তন করেন, ইহাই শ্রৌতপথ। ইহাই ভারতের সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য; ভারতের ধর্মের দর্শন শ্রবণের দ্বারা দিয়া। শ্রীচৈতন্যদেব কলিহত জীবের জন্য এই শ্রৌতপথ সুগম ক'রে ব'লেছেন। [illegible] পর কীর্ত্তন দ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ হয়। এই শ্রৌতপথ স্বীকার ক'রলেই সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য স্বীকার ক'রতে হ'বে। আচার্য্য, গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত শ্রবণ হ'তে পারে না। কীর্ত্তনকারী নিত্য, শ্রবণকারী নিত্য ও শ্রবণের কার্য্যও নিত্য। অতএব শ্রৌতপথ স্বীকার ক'রতে হ'লে আচার্য্য, আচার্য্যবাণী ও শিষ্য-স্বীকার অপরিহার্য্য।

এই শ্রৌতপথের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

'বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।'

আচার্য্যদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ আছে। [illegible] ব'লেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও আচার্য্য স্বীকার ক'রবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। তিনি শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে স্বীকার ক'রেছেন। সেই শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য কোন সম্প্রদায় যাহা লুপ্ত [illegible] তাহাই উদ্ধার ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রে [illegible] সহজ ধর্ম স্থাপন ক'রেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগগণ—যাঁ'রা 'অবৈদিক-সম্প্রদায়' ব'লে [illegible] ব্যাসদেবকে স্বয়ং ভগবান্ ব'লে জানেন। সেই ব্যাসদেবের লক্ষ্য আছেন, এই প্রকার মত তাঁ'রা স্বীকার করেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণের বিচারের বৈশিষ্ট্য—আচার্য্যের সহিত ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। তিনি শক্ত্যাবেশ অবতার। কোন বিশিষ্ট জীব ভগবচ্ছক্তি আবিষ্ট হ'লে তাঁ'কে শক্ত্যাবেশ অবতার বলা যায়। ভগবান্ কৃষ্ণ ব্যাস বা গুরুরূপে আবির্ভূত। স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যদেব আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে শ্রৌতপথের বিশেষ স্থাপন ক'রেছেন।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকে জানা যায়, আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানবেন। কখনও অবমাননা ক'রবেন না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অবমাননা করবার বুদ্ধি মানবজাতির বহির্মুখতার সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। বিধিলিঙ্ দ্বারা ভগবান্ প্রত্যয়ের নির্দ্দেশ ক'রেছেন। মর্ত্ত্যবুদ্ধি ক'রে মৎসরতা, অসূয়া, হিংসা ক'রবেন না। তাঁ'কে মানুষ, নিজের মত বা কিছু বেশী শক্তিশালী ব'লে মনে ক'রলে 'আমার ভগবানের কথা' অবহেলার জন্য অপরাধ হ'য়ে যায়। আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ, এইজন্য তাঁ'কে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলা হয়। তথাপি তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি বা গোপীপতি নহেন, [illegible] অচিন্ত্যভেদাভেদভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আচার্য্য ব'লব, অথচ অনর্থযুক্ত জীব মনে ক'রব, তাঁ'কে বিষ্ণুপাদ ব'লব না, তা' হ'তেই পারে না। আচার্য্য ব'লব অথচ তিনি দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না, ইহা কপটতা মাত্র। 'আচার্য্য' ব'ললেই চৈতন্যচরিতামৃতের, ভাগবতের, শ্রুতির বাণী মেনে নিতে হ'বে।

গৌড়ীয়গণের আচার্য্য পরমহংস বর্গ। বর্ণাশ্রমী বিষ্ণুর উপাসনা ক'রতে পারে, কিন্তু গোপীভর্ত্তা কৃষ্ণের উপাসনা ক'রতে পারে না।

'এত সব ছাড়ি' আর বর্ণ শ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।'

সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। এইজন্য শ্রীভাগবতের ধর্ম্মকে পারমহংস্য ধর্ম্ম বলা হয়। 'ভাগবতা' ইতি [illegible] বৈষ্ণবগণই ভাগবত। এখানে 'বৈষ্ণব' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভজনশীল যাঁহারা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করে। ভাগবতে অপ্রাকৃত সারগ্রাহী পরমহংসগণের সহজ-স্বভাব বা সম্পূর্ণ কথা সমালোচিত হ'য়েছে। 'ভাগবত', 'পরমহংস', [illegible] শব্দ একই পর্য্যায়ের। শুদ্ধ বৈষ্ণব—গোপীজনবল্লভের সেবক। বর্ণাশ্রমের অতীত অবস্থা না পেলে তাঁ'র সেবা ক'রতেই পারে না। শ্রৌতপথের প্রথম প্রতিজ্ঞা—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' বাক্যে প্রথমেই আচার্য্য পদে প্রণত হ'তে হ'বে, সুতরাং আচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন ক'রতে হ'বে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করার অর্থে -

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।'

—এই প্রকারের অনুশীলনকেই বুঝায়। ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দান। ইহা তিনি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু দ্বারা অন্যান্যদিগকে শিখিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি।।"

ভগবানের নিকট নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা অন্য কোন প্রকার ভোগবাঞ্ছাদি কিছুই প্রার্থনা ক'রতে হ'বে না। কেবল স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়ের ইন্ধনস্বরূপ যা'তে আমি হ'তে পারি, তাঁ'র জন্য তাঁ'র প্রীতিবাঞ্ছাহেতু আমার সকল চেষ্টা ও প্রার্থনা। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

'যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।'

ভগবানকে ভোগ ক'রব, তাঁ'কে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব ইহাই বণিগ্বৃত্তি।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল

আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভগবানের ইন্ধন হওয়া। প্রকৃত ভক্তি আচার্য্যের অনুগমনেই সম্ভব। আচার্য্যাধিকারকরূপ প্রথম পরীক্ষা অগ্র ক'রলে ভক্তি হয় না। আচার্য্য কি শিক্ষা দেন? যিনি নিজের নিষ্কপট অন্তরের অনুরক্তি পোষণে সকল জীবের দাসানুদাস বা সকলের পদরেণু হ'বার অভিমান পোষণ করেন, তিনিই আচার্য্য। ভক্তিপথে চ'ললে নিষ্কপট দৈন্য আসে। আচার্য্যদেবেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈন্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি প্রকাশিত হয়। ইহা সাধারণ মত। 'শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়'। শ্রীচৈতন্যবাণীতে আমরা এই কথাই পাই। তিনি কেবল সাময়িক জড় ভারতবাসীর জন্য এই সমস্ত কথা বলেন নাই। জীবমাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের জাগরণই তাঁ'র ধর্ম্মের প্রচারবৈশিষ্ট্য। জীবের স্বরূপের নিত্যসিদ্ধতার, স্বাভাবিক বৃত্তির নিত্যসিদ্ধ, প্রকটিত ক'রে দেওয়া চৈতন্যের ধর্ম্মের প্রচার। তাহা শ্রবণদ্বারাই গৃহীত হয়। আমি কর্ণ দ্বারে নিদ্রিত থাকলে কেবল শব্দ দ্বারাই আমাকে জাগান যায়, অন্য কোন প্রকারে তাহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবানকে জানিবার উপায় কি? ইন্দ্রিয়ের দাস আমাদিগের নিকট অতিমর্ত্ত্য নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী আমাদের কর্ণে যদি প্রবেশ করে, তা'হলে আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতন জাগরিত হবে—প্রেমের মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'বে—পরমপুরুষ প্রেমের একমাত্র আস্পদ আবির্ভূত হ'বেন। চৈতন্যবাণীতে উদ্বুদ্ধ হ'তে হ'লে সজ্জনকের আনুগত্যে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাণীর অনুসরণ ক'রতে হ'বে। কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের অস্বীকারে চৈতন্যের দাসাভিমান অসম্ভব।

সম্প্রতি শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের স্থাপন পরিকল্পনার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছিলেন—"কেহ কেহ বলেন যে, গ্রন্থ ভাগবত স্থাপিত হ'ক। কিন্তু কেবল গ্রন্থ ভাগবত থাকলে তা'র প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হয় না, আমার হৃদয়ের কপটতা বিদূরিত হয় না এবং আমি নিষ্কপট হই না। কিন্তু ভক্ত ভাগবত আমার সকল প্রকার কৈতব দূরীভূত করিয়া আমাকে নিষ্কপট ক'রতে সমর্থ হন। সেইজন্য আচার্য্য-মুখনিঃসৃত বাণী মঙ্গলপ্রদ।"

'এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥"

গ্রন্থভাগবতের অস্তিত্ব ও ভক্তভাগবতের নিত্য বাস্তিত্ব আছে। গ্রন্থভাগবত অক্ষর আকারে শব্দব্রহ্মরূপে আসিয়াছেন। গ্রন্থভাগবতই আচার মূর্ত্ত হইয়া আচার্য্যরূপে প্রকাশিত। অন্ধ বাণীতে আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য সনাতনধর্ম্মের কথা শ্রুতিতে বর্ণিত হ'য়েছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আচার্য্যদেব বলেন —

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর-উপকার কি? শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাই—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

হরিকথামৃত আমাদের তপ্তজীবনকে শান্তি দান করেন। সেইজন্য যাঁরা হরিকথামৃত বিতরণ করেন, তাঁরাই ভূরিদ। শ্রীচৈতন্যদেব সেইজন্য মহাবদান্য ব'লে শ্রীল ... কর্ত্তৃক বর্ণিত হ'য়েছেন।

যেমন তিনি নিত্য, তাঁর বাণী যেমন নিত্য, তাঁর বাণীর বাহকও নিত্য প্রকাশ নিত্য। ইহাই সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য: এই সনাতনধর্ম্মের ধারা কখনও বন্ধ হয় না। আচার্য্যবাণীধারা চিরকাল গুরুপরম্পরা অনুসারে প্রবাহিত ক'রে চৈতন্যদেবের নিত্যমঙ্গল সাধন ক'রছেন: ... না, তা'হলে ...

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ... যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন, তাঁরা ... যে, ঐ বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারা ... যে ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাস—মধ্ব—মাধবেন্দ্র—ঈশ্বরপুরী—স্বরূপ, সনাতন—জীব—কবিরাজ—ভক্তিবিনোদ—সিদ্ধ গৌরকিশোর ও বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত প্রবাহিত হ'য়ে এসেছেন। গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সর্ব্বতোভাবে ঐ গোস্বামী ধারাকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ রাখতে চেষ্টা ক'রছেন।

ভগবানের চৈতন্যবাণীর মধ্য দিয়ে সম্বন্ধ হ'লে কোন প্রকার অসম্বন্ধ আসতে পারে না, সুতরাং কোন প্রকার বিবাদের আশঙ্কা নাই। অপরাধহীন মিলনেই বিশ্বশান্তি সম্ভব হয়। সেইজন্য আমাদের সর্ব্বদা ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনীয় যেন আমরা তাঁর চেতন-বাণীর অনুশীলনের মধ্য দিয়া তাঁর সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ সম্পূর্ণ রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹, ৪র্থ খণ্ড—৸৹
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্য-মঠ

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত্যে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত দলিল পত্র ও সম্পত্তি তাঁহারা অন্যায়রূপে স্থানান্তরিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দায়িত্ব এড়াইবার আশায় সাধারণের মধ্যে ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠস্থাপন প্রভৃতি নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কোন মঠের বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের প্রচারিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে গত ... তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকপদ হইতে সাস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থানে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম. এ. মহোদয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম. এ. মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনরূপ কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্কা),
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (কুঞ্জবাবুর পুত্র—বঙ্ক),	সিদ্ধনাথ ব্রহ্মচারী,
শ্রীমচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা),	শ্রীরূপ ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন	শ্রীভক্তিসদয় বন,
(পূর্ব্বনাম পরমানন্দ ব্রহ্মচারী)।	অভিরাম ব্রহ্মচারী,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,	শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,
ব্রজরাজ ব্রহ্মচারী,	প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী,
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	শ্রীপ্রণবানন্দ দেব,
শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি,	শ্রীযদুনন্দন দাসাধিকারী,
নিতাই দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রীনয়নানন্দ দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রীরঙ্গদাস অধিকারী,	কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত,	নন্দলাল অধিকারী,
(পূর্ব্বনাম ভক্তিস্বরূপ পুরী)	শ্রীসত্যজ্ঞান দাসাধিকারী
শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী,	শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার,	শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রী [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা, [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর [illegible] আছে।

রক্ষক - শ্রীমদ্ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে [illegible], কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] তাহার সভা [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] সেবা [illegible]। মঠরক্ষক [illegible] শ্রীপাদ লক্ষ্মীচরণ দাস ভক্তিবিবেক।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক [illegible] গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিপ্রদীপ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমন্নৃসিংহ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অম্বুকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস [illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবামনাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা [illegible] (শ্রীমাধাইয়ের পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী [illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগীরথী [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইন্দ্রানী (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কৈলাসপাল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী [illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউর মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়দা [illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ [illegible] এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রীমনঃকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠ পীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ মেদিনীপুর, [illegible]

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পাটনা

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) এরুজ্জ্বলানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদনবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী [illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোশালী, পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী [illegible] ভক্তিপ্রকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌর [illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী [illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিতাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী [illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়িয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভাগবতজনানন্দ [illegible] ঠাকুর।

(৬০) অমাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ [illegible] (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেন্সিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী গুরুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম অধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২২শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫,
কাটারীভোগ	৭,-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বাগরা নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫,
জাহাবেঙ্গ কোয়ালিটি	৪,
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৮,—৪॥০
পেশোয়ারী	১০, ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫, ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭,
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোবা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮,

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের দর	৩৪॥
রূপোর	
চাদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১,

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপার ফাইন ঐ	৬,—৬৶০
কাউন্সলেড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬,—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫,—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অন্নপূর্ণা	৫৭,
রামসীতা	৫৭,
ভুবনেশ্বরী	৫০,
লক্ষ্মী	৪৫,

পাতিরাম	৪৯।০
ভার	৪৬,
কাবুলে	৩৮,
বাজা গাওয়া	৪১৸০

সুতের দর

কলিকাতা ৫ই জুন

আবেদ নোলার ফাইন	৫৪,
লিটল অ্যাবেন কর্কস	৪০,
কর্ণফুলি পুরানো ফাইন	৪৩,
তাম গা লাঘা	ৠ০,
ঐ ফাইন	৫১,

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ৫ই জুন

প্রতি মণ

পান সাজ	
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭,—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৯,—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮,—৯০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০,
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৷৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯,
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৫,
২৬ গেজ—	১৫,
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৪
২৬ গেজ—	১৫।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
শীট	।৶১৪—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০,
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৪০,—৪০।০
পাতি কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০ ৮, হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯,—১০,
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতি, বোলটু নয়ার	৮।০—৯॥০
গোল ও রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
রড	৯,—১০,

খুঃ ইস্পাত আসল ২৪, নকল ২৩,

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃঃ০ঃঃ —

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যক্ষগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭, টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অনন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—৩

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৫	১১-৪০	১৬০	১৮-৩০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

গৌর পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলার ঘরে ঘরে আবির্ভাব। তাহার প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং গ্রেষ্টারিঞ্জ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৩ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—— :(:০:): ——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	।৴০		।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲			৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১ ৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর [illegible] [illegible] এই বিরাট [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার্য্য সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রয়াপেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

REG NO C 1844

বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মূলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২৬শে জুন, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১০১]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(●):(০):——

লর্ড বলডুইনের কৃতিত্ব

জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিশ্বাস, ভূতপূর্ব্ব রাজা এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ কালে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড বলডুইনের দূরদৃষ্টি, সাহস ও সহানুভূতিপূর্ণমনোভাব সেই সঙ্কট অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। লর্ড বলডুইন ঐ ব্যাপারে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহাতে খুসী হইয়া সেই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি লর্ড বলডুইনের হাতে আড়াই-লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করেন। বৃটেন ও ডোমিনিয়নগুলির ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর হয় তদুদ্দেশ্যে ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে, ইহাই দাতার ইচ্ছা। লর্ড বলডুইন ঐ টাকায় একটী নূতন ট্রাষ্ট স্থাপন করিয়াছেন। ট্রাষ্টীরা স্বাধীনভাবে ঐ ট্রাষ্ট পরিচালনা করিবেন। তবে তাঁহারা শুধু আন্তঃসাম্রাজ্যিকবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্যই ঐ ট্রাষ্টের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ যাহাতে উক্ত পরিকল্পনা হইতে বাদ না পড়ে তজ্জন্য দাতা অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ অনুরোধ রক্ষা করিয়া উক্ত ট্রাষ্টের নিয়মাবলী এরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে যে, বৃটেন ও ডোমিনিয়নগুলির স্বার্থ আছে এরূপ যে কোনও ব্যাপারে ভারত যোগ দিলে ঐ ট্রাষ্টের তহবিল হইতে ভারতকে টাকা দিবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

দেড়লক্ষ অধিবাসীর বিলবাও ত্যাগ

সমগ্র স্পেন জাতির নিকট একটী বিজ্ঞপ্তি পত্রে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বিলবাওএর পতন হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, বিলবাও হইতে দেড় লক্ষ লোককে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—আক্রমণকারীর অধীনে বাস করার চেয়ে তাহারা গৃহত্যাগই শ্রেয়ঃ মনে করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাস্ক-দেশ অপরাজিত রহিয়াছে এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে, বিদেশী ফ্যাসিষ্টদিগকে বিনাদণ্ডে স্পেনে আক্রমণকারী সৈন্যদল ও রণসম্ভার প্রেরণ করিতে দেওয়া। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, বাস্কের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও স্পেন গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সংগ্রামের পরিণতি সম্বন্ধে মোটেই নিরাশ হন নাই। জার্ম্মাণ যুদ্ধ-জাহাজ "লিপজিগের" উপরে স্পেনীয় সাবমেরিণ কর্ত্তৃক টর্পেডো নিক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া স্পেন-সরকার বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রে জার্ম্মাণীর অভিযোগসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত প্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মিঃ ইডেন ২১শে জুন কমন্সসভায় প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বিলবাও আক্রমণের জন্য বিদ্রোহীরা যে তিন প্রকার বিমান ব্যবহার করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি যে সকল খবর পাইয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, বোমারু, পর্য্যবেক্ষণকারী এবং লড়ুয়ে এই তিন প্রকার বিমানের সবগুলিই ইতালী ও জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃঢ়তা

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল-লইয়া কিছুকাল যাবৎ নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সম্প্রতি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কি না? অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সেই ক্ষমতা নাই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেরই সেই ক্ষমতা আছে; সুতরাং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উপস্থিত করা যাইবে না।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্ট এই অসুবিধার কথা বুঝিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-আইন সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আরও জানা গেল যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সং-শোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছেন।

এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পত্রালাপ হইয়াছে।

সীমান্তের বর্ত্তমান অবস্থা

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৮ই ও ১৯শে জুন রাত্রি শান্তিপূর্ণভাবেই কাটিয়াছে। খরিয়ম ঘাটিতে মাত্র দুইটি গুলী ছোড়া হইয়াছে। গত ১৯শে জুন রাজনী ও রাজমাকের মধ্যে রাস্তারক্ষক সৈন্যদের উপর কয়েকবার গুলী ছোড়া হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে দেজাওলা এবং রাজমাকের নিকট চোরা গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহ আহত কি নিহত হইয়াছে বলিয়া কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

গত ২০শে জুন ওয়াজিরিস্থান-ডিভিসন ও বান্নু-ব্রিগেড্ দাথাতে রাজমাক-ব্রিগেডের সহিত একত্র হইয়াছে।

কঠোর দণ্ড

সাড়ে নয় হাজার টাকা সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে পঞ্চানন কোঙার নামে একব্যক্তি বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, সি, ধর কর্ত্তৃক দুই বৎসর সশ্রম কারা-দণ্ড ও একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী তাহার রনোক গত আত্মীয় বৈদ্যপুরের মণীন্দ্র নাথ কোঙারের বিধবা পত্নী উমাশশী দাসীর সাড়ে নয় হাজার টাকার গহনা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার নাম করিয়া আনিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল।

বে-আইনী কার্ত্তুজ রাখার মামলা

হাওড়ার ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, হায়দার সোনবার বে-আইনী কার্ত্তুজ রাখিবার দায়ে অভিযুক্ত হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ মহম্মদশরাফ খানকে উক্ত মামলায় মুক্তি দিয়াছেন।

আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, নির্ব্বাচন সম্পর্কিত ব্যাপার হইতে এই মামলার উৎপত্তি। মিঃ মহম্মদ শরাফ খানের প্রতিপক্ষ তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য মামলা সাজাইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদীপক্ষের কাহিনী অবিশ্বাস করিয়া আসামীকে মুক্তিদান করেন।

ফরিয়াদীপক্ষে সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার গাঙ্গুলী এবং আসামীপক্ষে শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন প্রভৃতি অন্যান্য উকীল ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৪৮৹
[illegible] ২।৹
[illegible] ২
[illegible] [illegible]
৬। [illegible] ৬
[illegible] ৪৹
৫ [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। [illegible]
৮। [illegible]
[illegible]
৯ [illegible] ২৲
১০। [illegible]
১১। [illegible] ২
১২। [illegible]
১৩। [illegible] ৸৹
১৪। [illegible]
১৫। [illegible] ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। [illegible] ।৹
১৮। [illegible] ।৹
১৯। [illegible]
২০। [illegible] ।৮৹
২১। [illegible] ।৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রী[illegible]
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ১
২৪। [illegible]
২৫। [illegible] টীকা [illegible]) ১
২৬। [illegible] ।৹
২৭। [illegible] (মাধুর্য্যাদি) ২৲
২৮। [illegible] ([illegible]) ।৹
২৯। [illegible]) ৸৹
৩০। [illegible]
৩১। [illegible])
৩২। [illegible])
৩৩। [illegible] ৸৹
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় [illegible] ।৹
৪০। [illegible] ৴৹
৪১। [illegible]
৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা ৸৹
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible] ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। [illegible] ৴৹
৪৭। [illegible] ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।৹
৫২। [illegible] ([illegible]) ।৹
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible] ।৹
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।৹
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible] ([illegible]) ।৹
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ॥৹
৬২। [illegible] ।৹
৬৩। [illegible] ।৹
৬৪। [illegible] ।৹
৬৫। [illegible] ॥৵৹
৬৬। [illegible] ৴৹
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। [illegible] ॥৹
৭০। [illegible] ৴৹
৭১। [illegible]—[illegible] ॥৹
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] অব
শ্রীচৈতন্য[illegible] ।৹
৭৪। [illegible] ।৹
৭৫। [illegible] ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। [illegible]
[illegible] ।৹
৭৮। [illegible] ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ([illegible]) ১৫৲

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹
৮১। [illegible] ।৹
৮২। [illegible] ৴৹
৮৩। [illegible] ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ২৲

[illegible] চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন [illegible] শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ৺বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

বিশ্বের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে [illegible] গ্রন্থ
পাঠের সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-[illegible] রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
[illegible] চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

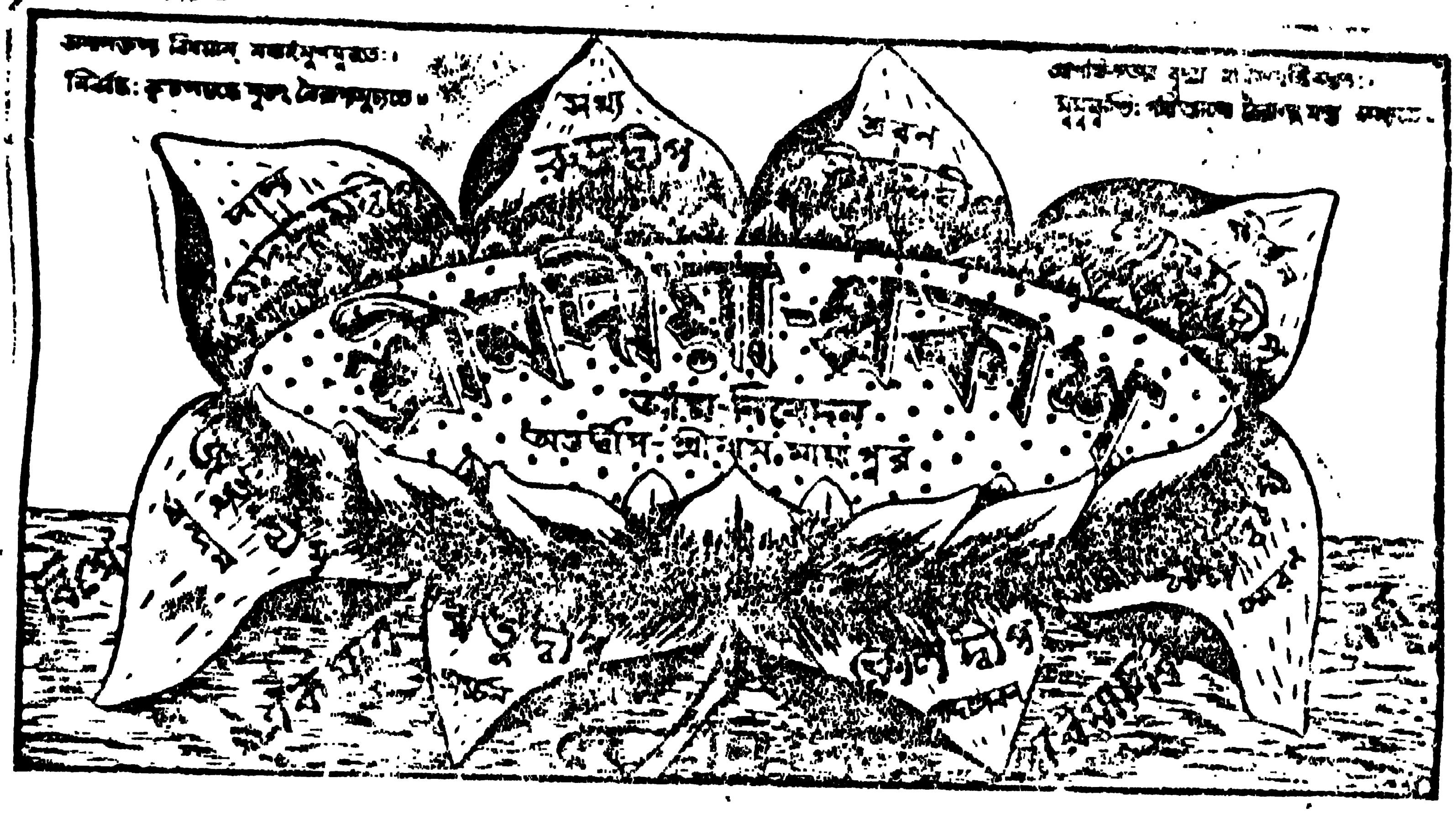

১২শ বর্ষ ৩ বামন গৌরাব্দ ৫১. আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে জুন ইং ১৯৩৭, শনিবার } ৩১তম সংখ্যা

লণ্ডন-মঠে অলৌকিকভাবে শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি প্রকট

লণ্ডনে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর অত্যাশ্চর্য্যরূপে শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি-লাভ

—::(*)::—

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সুযোগ্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমানে লণ্ডনের ওয়েষ্ট কেন্সিংটনস্থ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া লণ্ডন-নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশমত তাঁহার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারোদ্দেশে যাইবার প্রাক্কালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক দৈনন্দিন সেবার জন্য তিন গণ্ডকী, গোমতী ও গোবর্দ্ধন শিলা [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় নিয়মিত গোস্বামীজী প্রত্যহ প্রভুদত্ত শিলাত্রয়ের বিধিমত সেবা-পূজাদি সম্পাদন করিতেছেন।

গত ১৬ই জুন (১৯৩৭) বুধবার (কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠাচার্য্যদেবের অভিনন্দন-দিবসে) শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রাতে প্রায় ৯ ঘটিকার সময় লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের সম্মুখস্থ ওয়েষ্ট কেন্সিংটনের রাস্তার উপর দিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন, সেইসময় দৈবকৃপায় হঠাৎ একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হ'ন। শ্রীমূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ বাসুদেব-বিগ্রহ। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে গদা ও ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ এবং বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং নিম্ন হস্তে পদ্ম বর্ত্তমান। শ্রীমূর্ত্তি অতীব মনোরম ও সাক্ষাৎ চেতন-বিগ্রহ বলিয়া স্ফূর্ত্ত হয়। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু ঐ দিবস হইতেই পূর্ব্বোক্ত শিলাত্রয়ের সহিত উক্ত শ্রীমূর্ত্তিরও সেবাবিধান করিতেছেন।

পরমদয়াল শ্রীল প্রভুপাদ জড়কোলাহলপ্রমত্ত বিশ্বের বাগ্‌বৈখরী স্তব্ধ করিয়া জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে মঠ ও বহু বাণী-বিগ্রহ নিয়োজন করিয়াছেন। সেই বাণীমূর্ত্তির সংরক্ষক ও মুক্তকীর্ত্তনকারিরূপে যাঁহারা [illegible] অপার কৃপায় আজ আমরা বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে পাইয়াছি। আবার তাঁহার কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তনকারিরূপে তাঁহার নিজজনগণকে পাইয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

গত ২৪শে জুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'মহাভাগবতের দর্শন ও বদ্ধজীবের দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান এবং হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কয়েক দিবস যাবৎ মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু [illegible] প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। উঁহার গভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ ও সারগ্রাহিতাপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমোপকৃত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত সকলেই শ্রীমঠের বিভিন্নস্থানে হরিকথা আলোচনা হইতেছে।

উৎকল প্রদেশে প্রচার

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশে অন্যতম শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] মহোদয় গত ২২শে জুন তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরুষোত্তম অভিমুখে রওনা হইয়া পরের দিবস কটক [illegible] উপস্থিত হইয়া সভায় উক্ত মঠের [illegible] মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত ১ম পরিচ্ছেদ হইতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-বিকার-প্রকাশ ও [illegible] সকল শাস্ত্রের সকল প্রশ্নের মীমাংসাপূর্ণ ও কৃষ্ণময় উপদেশ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং [illegible] বর্ত্তমান গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের [illegible] বিষয় [illegible] বুঝাইয়া দেন।

তথা হইতে গত ২৫শে জুন তারিখে শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইয়া তথায় ভক্তবৃন্দসহকারে অবস্থান পূর্ব্বক বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট পাঠকীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প. বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপস্থিতিতে এবং নির্দ্দেশমত কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহর্নিশ জগচ্চেতনোন্মেষিণী শ্রীভাগবতী বাণী কীর্ত্তিত হইতেছেন। যেস্থানে ভাগবতগণ উপস্থিত থাকিয়া সকলে ভগবদ্ভাগবতগুণগাথা কীর্ত্তন করেন সেই স্থানই প্রকৃত মঠ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্চ ভক্তগণের প্রশংসা করিবার যাঁহাদের প্রয়াস এবং বিষয় বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'ভজ মিস্তিরি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোনদিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে-সকল নিষ্কিঞ্চন হরিভজনে অনুরাগী ও গৌরসুন্দরে অর্পিতচিত্ত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রজবাসীর স্পৃহা প্রবল হইয়াই আছে।"

(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন অবায় ক্ষাবোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫.

লক্ষণ

যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় তাহার নাম লক্ষণ। স্বরূপ ও তটস্থ ভেদে এই লক্ষণ দ্বিবিধ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপলক্ষণ। আর যে লক্ষণ অবস্থা-বিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। সকল বস্তুরই যেমন দুইপ্রকার লক্ষণ আছে, বৈষ্ণবেরও সেইরূপ দুই প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন। শাস্ত্র বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

জীবমাত্রেই ভগবানের সেবক; সুতরাং সেবাই তাহার গুণ। এই সেবার অভাব যেখানে, সেখানে আবার গুণ কোথায়? সেই বাস্তব সদ্‌গুণের আকর-স্বরূপ।

'সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥"

অতএব, বৈষ্ণবগণের গুণ অনন্ত। তবে সার রূপে কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী এই ছাব্বিশটি লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণসমূহের মধ্যে 'কৃষ্ণৈকশরণতা' গুণটীই বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ, আর অপর-গুণগুলি তটস্থ-লক্ষণ।

বৈষ্ণবের এত গুণ থাকিতে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই বা কেন স্বরূপ-লক্ষণ হইল, ইহা মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, জীব স্বরূপতঃ চিৎসূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ; অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল বহির্গত হইয়া স্বপ্রকাশিত হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণমণ্ডল বহির্গত হইয়া বিমুখস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

কৃষ্ণৈকশরণতারূপ স্বরূপ লক্ষণই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব। সুতরাং তাহা কখনও জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া থাকে মাত্র। উপযুক্ত সময় হইলেই জীব ভাগ্যক্রমে মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিলে উহা পুনরায় প্রকাশ পায়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম্মের যতই আলোচনা হয় ততই সেই ধর্ম্মের উন্নতি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্র বলেন, সাধুসঙ্গই কৃষ্ণ-ভক্তির জন্মমূল। এতদ্ব্যতীত স্বরূপ-উদ্বোধনের অন্য কোন উপায় নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ তাঁহাদের মধ্যে অপর উক্ত পঁচিশ প্রকার গুণ স্বতঃই উদিত হয়। যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হয় সেখানে সেই পরিমাণেই এই পঁচিশ প্রকার গুণ প্রকাশ পায়। ভক্তি যতই বৃদ্ধি হয় এইসকল গুণও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেস্থলে এই সকল তটস্থ গুণের অভাব অথবা অভাব সেস্থলে ভক্তিরও অভাব অনুমান বুঝিতে হইবে। কোন কোন স্থলে ভক্তি নাই, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে ঐ সকল গুণ লক্ষণ দেখা যায়, সেস্থলে ঐ সকল গুণ কুলটা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় অযথা-র্থ। ভক্তিহীন ব্যক্তির ঐ সকল গুণ স্থায়ী হয় না বা উন্নতিলাভ করে না। তাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা বা অর্থলালসা থাকায় তাহাদের প্রেতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধু-সঙ্গক্রমে ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত তটস্থ গুণসমূহ স্বভাবতঃ উদিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তিকেও জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥'

যাঁহারা ভক্ত্যুন্মুখ তাঁহারা স্বভাবতঃই সর্ব্বজীবে দয়াশীল। তাঁহারা কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, বাস্তবসত্যকে একমাত্র সার জানেন, সকলজীবে সমদৃষ্টি করেন। তাঁহারা নির্দ্দোষ, যথার্থ বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন। সকল জীবের যথাযোগ্য উপকার করাই তাঁহাদের কার্য্য। কৃষ্ণ-সেবা-কামনা ব্যতীত অন্য ইতরকামনা তাঁহাদের হৃদয়ে না থাকায় তাঁহারা শান্ত। জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহাতিরিক্ত বিষয়ে তাঁহারা উদ্যমরহিত। তাঁহারা স্থিরবুদ্ধি, কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে তাঁহারা বশীভূত করিয়াছেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী বস্তু-মাত্র তাঁহারা স্বীকার করেন। অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদক-সেবনাদি তাঁহাদের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহারা সর্ব্ব-জীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অপর আলোচনা-রহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল। তাঁহারা কৃপাদক্ষ, ভগবল্লীলা-বর্ণনে কবি ও সেবা-পটু। তাঁহারা অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

(শ্রীসুজনসুহৃদ দাসাধিকারী)

কলিযুগ-পাবনাবতারী, লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশিক্ষাষ্টকে আমরা শিক্ষা-সার প্রাপ্ত হই। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ভজনের কথাই বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন অর্থাৎ সংকীর্ত্তনই তাঁহার শিক্ষা।

'সংকীর্ত্তন' শব্দের অর্থ সম্যক্ কীর্ত্তন। যখন কোন বস্তুর সম্যক্ কীর্ত্তন করা হয় তখন সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য এই পঞ্চধা বস্তুটীই শ্রীনাম। শ্রীনাম শ্রীনামী হইতে অভিন্ন।

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥'

শ্রীকৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ংকৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। এই কলিযুগের ধর্ম্ম একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে অর্চ্চন দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচারে শ্রীনামই সম্বন্ধ, শ্রীনামই অভিধেয় এবং শ্রীনামই প্রয়োজন। শ্রীহরি-ভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কৃত্য নাই। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, স্ত্রী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, রূপবান, পুণ্যবান, পাপী যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাহাদের অন্য সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ব্যতীত। 'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।' যাঁহারা শ্রৌত-পথাবলম্বী মহাজন তাঁহাদের আনুগত্যে যদি কীর্ত্তন করি তবেই হরি-সঙ্কীর্ত্তন হয়। উদরের উপশম বা কীর্ত্তন-ব্যবসায় বুদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিম্বা লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশার জন্য যে কীর্ত্তন, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে, মায়াকীর্ত্তন। এই প্রকার কীর্ত্তনের অভিনয় শ্রীনাম প্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথে অভিযান ছাড়া আর কিছুই নহে। শ্রীনাম গ্রহণের কোন কালাকাল বিচার নাই।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

শ্রীনাম স্মরণের কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ ভোজন, শয়ন, ও নিদ্রা কোনকালেই শ্রীনাম-স্মরণের কোন অসুবিধা নাই।

'কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ বস্তু, শ্রীনামপ্রভুও তেমনি স্বপ্রকাশমান বস্তু।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বায় উদিত হন। সেবোন্মুখ হওয়ার একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের দ্বারা অহর্নিশ আনুগত্যসহকারে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করা। বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়—শ্রবণ। সাধুসঙ্গে আদরের সহিত নিরপরাধে হরিনাম করিতে করিতেই শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক উদিত হন।

'অসাধুসঙ্গেতে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥'

অসাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম হয় না, সর্ব্বদা নামাপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীনাম ও নামাপরাধ বাহ্যদৃষ্টিতে এক প্রকারই মনে হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যেমন ধানগাছ ও শ্যামাগাছ বাহ্যদৃষ্টিতে এক প্রকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ফলকালে উভয়ের

পার্থক্য আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে। শ্রীনাম পরমকরুণাময়। হেলার সহিত (অপরাধশূন্য) শ্রীনামেই যখন জীবের মঙ্গল লাভ হয়, তখন শ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম করিলে যে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

'মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥'

শ্রীহরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, মানব যদি একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন তবে শ্রীনাম তৎক্ষণাৎ নর-মাত্রকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর স্বরূপ-বর্ণনে বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

শ্রীহরিকীর্ত্তনের অধিকারী কে? যিনি তৃণাপেক্ষা নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যাঁহার তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণ আছে, আর যিনি অমানি মানদ। মৎসর ব্যক্তি—যিনি সর্ব্বদা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানে মত্ত, তাঁহার শ্রীনামকীর্ত্তনে অধিকার নাই।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"

শ্রীহরেকৃষ্ণনামই কলিযুগের একমাত্র মহামন্ত্র। ইহা দ্বারাই আমাদের একমাত্র প্রাপ্য বস্তু যে পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইব, কিন্তু কোনও কল্পিত ছড়াকাটায় নামাপরাধ-কীর্ত্তন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার দ্বারা আমাদের প্রোপ্যবস্তু পাওয়া যাইবে না। শ্রীনামাপরাধের দ্বারা যে ত্রিতাপ জ্বালা আমরা অনাদিকাল হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার বৃদ্ধিই করা হইবে মাত্র,—যেমন কুপথ্যদ্বারা রোগী রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে তদ্রূপ। নামাভাসের ফল মুক্তি।

হরিদাস কহেন, যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥

শ্রীনাম-ভজনে দৃঢ়তার একমাত্র আদর্শ—যাহা আমরা নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস প্রভুর চরিত্রে পাই। শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'তরোরপি সহিষ্ণুনা' এই চরণের জ্বলন্ত আদর্শ ও শ্রীহরি-কীর্ত্তন-নিষ্ঠার মূর্ত্তবিগ্রহ। যে দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেই পথেই আমাদের প্রত্যেকের অনুগমন করা প্রয়োজন।

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

জনক-জননী হইতে প্রাপ্ত এই হাড়-মাংসের থলিটি কিছু চিরস্থায়ী বস্তু নহে; একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। সুতরাং হরিভজনের দ্বারা তাহার সার্থকতা করা উচিত নহে কি? শ্রীভগবানের নাম শ্রীভগবান্ পরস্পর পৃথক্ বস্তু নহেন। মায়িক বস্তুর নাম যেরূপ কল্পিত, ভগবানের নাম সেরূপ বস্তু নহে। জীবের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস অর্থাৎ জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের শ্রীহরিনাম গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য নাই। সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই জীবের একমাত্র কৃত্য শ্রীনাম-ভজন। সমাজ ও শাসক-সম্প্রদায় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভুর উপর যদিও খুব অত্যাচার করিয়াছিলেন তথাপি তিনি নিরবচ্ছিন্ন শ্রীনাম কীর্ত্তন ছাড়া মায়াকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে রাজী হ'ন নাই। অত্যাচারের একমাত্র আরাধ্যবস্তু শ্রীনাম-প্রভুর সেবা তিনি বাদ দেন নাই। ইহাই নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীনাম-প্রভু অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। 'কৃষ্ণ' এ দুইটি বর্ণের মধ্যে কত যে অমৃত নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভাষা ইত্যাদির দ্বারা বোধগম্য নহে। শ্রীনাম প্রভু যখন কৃপা করিয়া আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকিবেন তখন কোটি কোটি মুখ শ্রীনাম-প্রভুর গুণানু-কীর্ত্তনের জন্য বাঞ্ছা হইবে এবং শ্রবণের জন্য অর্ব্বুদ কর্ণের স্পৃহা জন্মিবে।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরোধী ব্যক্তিগণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদাত্মজো ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সমস্ত দলিল পত্র ও অর্থাদি তাঁহারা অন্যায়ভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধের দায়িত্ব এড়াইবার আশায় সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বাগবাজারে একটী মঠস্থাপন পূর্ব্বক নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা কোন মঠের বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের পরিচালিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সংস্রব নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা ... তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয়মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সস্‌পেণ্ড (Suspend) করিয়া তাঁহার স্থলে মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম এ মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তজ্জন্য যাঁহারা উক্ত শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনরূপ কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনও প্রকারে দায়ী হইবেন না। ইতি সন ১৩৪৪ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪ই জুন, ১৯৩৭।

আচার্য্যবিরোধিগণের তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ,	পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্ষা),
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী (কুঞ্জবাবুর পুত্র—বঙ্গ),	নিত্যহরি ব্রহ্মচারী,
শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা),	শ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী,
শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন	শ্রীভক্তিহৃদয় বন,
(পূর্ব্বনাম পরমানন্দ ব্রহ্মচারী)	অভিরাম ব্রহ্মচারী,
কানাইলাল ব্রহ্মচারী,	সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,	শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,
বনবাজ ব্রহ্মচারী,	প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী,
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,	শ্রীসুদর্শনচন্দ্র দেব,
শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি,	শ্রীযদুনন্দন দাসাধিকারী,
নিতাই দাস ব্রহ্মচারী (কাল),	শ্রীনবানন্দ দাসাধিকারী (আসাম)
শ্রীবংশীদাস অধিকারী,	কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত,	নন্দলাল অধিকারী,
(পূর্ব্বনাম ভক্তিস্বরূপ পুরী)	শ্রীঅনন্তদাস দাসাধিকারী
শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী,	শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার,	শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী,
হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী,	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী নামের তালিকা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

১। শ্রীধাম [illegible]

শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীমায়াপুর নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শ্রী, শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] চতুর্ভুজ [illegible] শ্রীবিগ্রহ [illegible]। রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা। [illegible] ৪১১ কলিকাতায় শ্রী[illegible] শ্রীমন্ [illegible] শ্রীমন্ [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] ও [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — [illegible] সখীচরণ রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]।
রক্ষক — [illegible]।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

বামনপুকুর, [illegible] (নদীয়া)। [illegible] শ্রী[illegible] সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অমুকুলকঞ্জাদ্রুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া। এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। [illegible] দ্বিজবাণীনাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীশ্যামানন্দের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক — শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীমদ্ [illegible] নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)।
রক্ষক [illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

১৯। একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচারকেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক — মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম, এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক — শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিদ্বার, [illegible] সাহারাণপুর, ই, আই, পি
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক — শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নারদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ও, আর, পি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশীঘাট, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ জোগোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(৬০) অমারি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমারি, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজ (হাওড়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৩নং ৩০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ [illegible] মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্লোষ্টার রোড,
[illegible]টন
লণ্ডন, সাউথ ১৪
রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৸৹
ঝাঞ্জা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
বালাম নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
কাচরেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	॥৴৹
কাশিপুর ১০০০ নং	৹৴৹
মারহেবা সাদা	৯৲৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৸৴৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷
সভরেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫১৷৹

পাটের দর

আবন্থে—	৪০৸৹
নিম্নতম—	৪০৸৹
উচ্চতম—	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৹
সুপা-ফাইন ঐ	৬৵৹
হাইগ্রেড ঐ	৫৸৴৹—৫৸৹
সুজি	৬৲—৬৵৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৴
আটা নং (২)	৫৴৹—৫৷৴৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২৷৹—২৸৵৹
পোলার্ড	১৷৷৴৹—১৸৹
ভুষি	১৷৷৵৹—১৷৷৴৹

ঘৃতের দর

কতরা	৫৭৲
রামনগর	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লম্বা	৪৫৲

পাতিওয়ার	৪৯৷৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

সূতের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আদেল সোনার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকন	৪০৲
কলাস মুর্শিদ ফাইন	৪৩৲
হাঙ্গা পাখা	৫৬৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারেক সাজ	৮৷
সুপারী দেশী	১৩৷৹
কালি সুপারী	১০৷৷৹
গুটি খয়ের	৫০৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৹—৯৷৹
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵৹—৮৷৹
ঐ টাটা স্টিলেড জয়েষ্ট বীমসর সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৹
বরগা টী আয়রণ	৮৸৵৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ	১৩৷৹
২২ গেজ	১৫
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৫৷৹
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৲
২৬ গেজ—	১৪৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৫—৩০ গেজ

শীস	৷৵১০—৸৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸৹
গেট ও টি বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲

ঐ ৩—১০ এ ৯৷০— ৷৹

ছিল পাতী, বোল্টু গদাদে ৮৷০—৯

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸৹—১১

সুঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

ঢটকলের ডালমণ ৫৵৹, পাটের ডালমণ ৬৷৹

তুলার ডালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

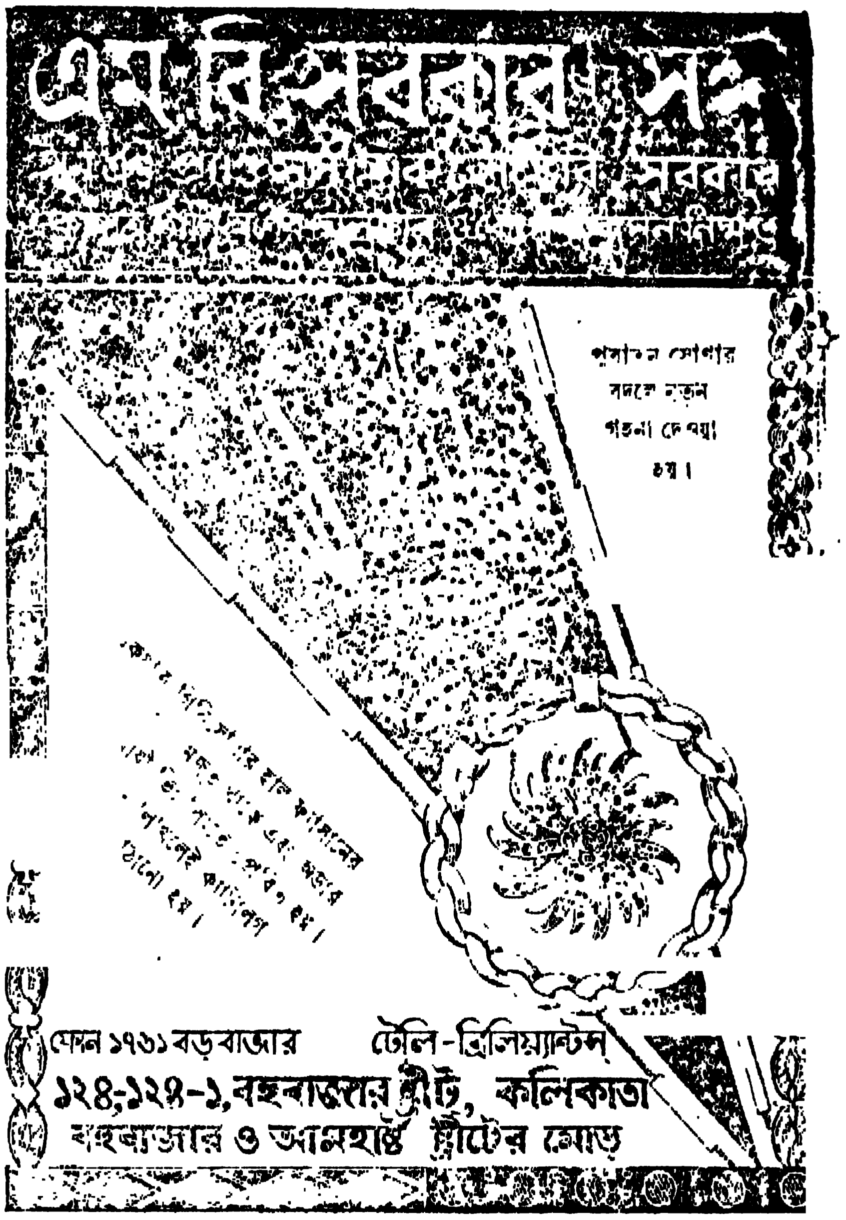

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৬,	৮—৭,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	৯—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৩	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	১১-৪০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫১	১-৫৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১	১২-১৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় বাংলার ঘোর কাটিত অত্যন্ত আবশ্যক। ভিতরে প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ১৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে [illegible], শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:০:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৶০	৷৶০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲	১৷৷০	১৷৷০	
সিকিকলম ৫৲	৪০	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৷০
সিকি কলম ১৫	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম.এ. বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের গ্রেষণা এবং [illegible] লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত পাঠে রত হউন। এই বিরাট [illegible] ও আকারে গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— ——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২৮শে জুন, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১০২]

বিবিধ সংবাদ

—:•):(•:(•):—

সীমান্তের অশান্তির গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি

শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক প্রবলভাবে গোলাগুলী বর্ষিত হওয়ায় এবং ২৫০ জনের একটী উপজাতীয়-বাহিনীর সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে ৭ জন লোক মারা গিয়াছে ও ৭৭ জন আহত হইয়াছে। এই উপজাতীয় দলটী ২২শে জুন রাত্রে রাজমাক-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করায় ঘোরতর সংগ্রাম হয়—এই সময় একজন ভারতীয় সেনানী মারা যায়। গত ২৩শে জুন রাজমাক-বাহিনী বায়ু-বাহিনীর ও ওয়াজিরিস্থান-স্কাউট-বাহিনীর সহযোগিতায় টরওয়ামের দিকে অগ্রসর হয়। ভোরবেলা অভিযান করতঃ বায়ু-বাহিনী সরাওয়াজিনারাই নামক স্থানটী অল্প সময় লড়াইয়ের পর দখল করে। সকাল ৭।১০ মিনিটের সময় বিরোধী পক্ষ আক্রমণে প্রবল হইয়া উঠে। শত্রুপক্ষ মাসুদজাতীয় সেহারআলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাজমাক-বাহিনী বায়ু-বাহিনীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় কিন্তু শত্রুপক্ষের বাধাদানের শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকায় বাহিনীকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়—তবে বেলা ৫ টার মধ্যে রাজমাক ও ওয়াজিরিস্থান-বাহিনী টরওয়াম পৌঁছায়। বায়ু-বাহিনী পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী সন্ধ্যা ৭ টায় ওয়েসিক্যাম্পে ফিরিয়া আসে। সাউথ ওয়াজিরিস্থান স্কাউট-বাহিনী-সারাওয়াজিনারাইতে চলিয়া যায়। দিবাভাগে উপজাতীয়গণের উপর ভূপৃষ্ঠ হইতে ও বিমানপথ হইতে আক্রমণ চলিতে থাকে; ইহাতে অনেক লোক মারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ হতাহত ছাড়া সরকারপক্ষের ৫ জন খাসাদারও আহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ রণতরীর রহস্যজনক গতিবিধি

জিব্রাল্টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে সংখ্যক জার্ম্মাণ-যুদ্ধ-জাহাজকে আলজেসিরাসের নিকট দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে উহাদের গতিবিধি সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তাঞ্জিয়ারে একটী তৈলবাহী জাম্মাণ জাহাজ রহিয়াছে; উহাই বোধ হয় যুদ্ধজাহাজগুলির খাটী নির্দ্দেশ করিতেছে।

বার্লিনের রাজনৈতিক মহল মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধজাহাজগুলি জায়গামত যাইয়া না দাঁড়ান পর্য্যন্ত নৌ-সজ্জা সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইবে না।

রোমের এক সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের নিকট ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ রাখায় এই কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের অবস্থা নিরাপদ নহে।

ভ্যালেন্সিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, পররাষ্ট্র-সচিব দেনর গিরল ঘোষণা করিয়াছেন, ভ্যালেন্সিয়ার নিকট যে জার্ম্মাণ নৌ-মহড়ার কথা উঠিয়াছে তাহা যদি শান্তিপূর্ণ হয় তাহা হইলে ভ্যালেন্সিয়া কিছুই করিবে না।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার জের

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত পাঁচজন মুখার্জ্জি প্রভৃতি ৫ বাকি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে আলিপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল আসামীদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মিঃ এস. সি. তালুকদার, মিঃ দীনেশ চন্দ্র রায়, মিঃ প্রফুল্লকুমার রায় ও মিঃ অজিত কুমার দত্ত আপীলের দরখাস্ত পেশ করেন।

দুর্দ্দান্ত ডাকাত গ্রেপ্তার

গোয়ালিয়র, ঢোলপুর এবং আগ্রার দুর্দ্দান্ত ডাকাত মাওয়াশিয়াকে গোয়ালিয়রের পুলিশ এক অভিনব ফন্দি করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রকাশ, গোয়ালিয়রে সে অনেক অমানুষিক কাজ করিয়াছে। সে জীবন্ত নরনারীকে অগ্নিদগ্ধ করিত। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে গ্রেপ্তার এড়াইয়া থাকে। সংবাদ পাইয়া গোয়ালিয়র পুলিশের ইন্সপেক্টর পৃথ্বী সিং একটি বাড়ীতে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ঐ বাড়ীতে সে লুকাইয়া ছিল। ঐ বাড়ীতে একটি রাইফেল ও কিছু গুলা-গোলা পাওয়া যায়।

মাওয়াশিয়ার খোঁজে চম্বলের দুইটি পুলিশ দল ঘুরাফিরা করিবার সময় একটি ডাকাত দল তাহাদিগকে আক্রমণ করে। পুলিশ তাহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করায় শিতার সিং নামক একজন কুখ্যাত ডাকাত নিহত হয় শিতার সিং মাওয়াশিয়ার দলের লোক ছিল।

গুজরাট জেলায় শিখ ও মুসলমান

গুজরাট জেলার জালালপুরে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। রাওয়ালপিণ্ডি-রেঞ্জের পুলিশের ডি. আই. জি., অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীসহ ঘটনাস্থলে গিয়াছেন। তিনি নিজেই দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাবের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল আগামী সপ্তাহে তথায় আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত দুইমাসের মধ্যে গুজরাট জেলার জালালপুর তহশিলে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে। এই অঞ্চলের ৬০টী গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা সম্পর্কে পাঞ্জাবের পুলিশকর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছেন। এই অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয় বাবদ এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে এবং উহা দাঙ্গাকারীদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

শুল্ক প্রতারণার মামলা

গত বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট পুলিশ-কোর্টে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এ, সি, সানালের এজলাসে নেপালে চালানীমাল সম্পর্কে ভারত সরকারকে শুল্ক ফাঁকি দিবার অভিযোগে রোহিত রাম, মঙ্গল সিং ও অপর পাঁচজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলার আর একদফা শুনানী হয়।

স্পেশ্যাল পাব্লিক প্রসিকিউটর মিঃ কে ডি, সেনের প্রশ্নের জবাবে কাষ্টমস্ এপ্রেজার মিঃ এ, এস, মেহোজ বলেন, তিনি কতকগুলি বিলসহ 'বি' ফরমে ডুপ্লিকেট ফেরৎ দেন দরখাস্ত ও কতকগুলি মাল চালানের রসিদ প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। বিলগুলির অধিকাংশই আসামী মঙ্গল সিং (সনাক্ত করণ) স্বাক্ষর করিয়াছিল।

সাক্ষী 'এপেজার' এন, এল, দত্ত বলেন, একখানি 'বিল অব এন্ট্রি'তে মালের পরিচয় দুই ইঞ্চি পাড়যুক্ত ধুতি বলিয়া লিখিত ছিল।

পাব্লিক প্রসিকিউটর আদালতকে এ বিষয়ে লক্ষ্য করিতে বলেন, মূল চালান বহিতে ধুতির পাড় দুই ইঞ্চি বলিয়া লিখিত থাকিলেও, নেপালে প্রেরিত যে মাল পুলিশ আটক করিয়াছে তাহাতে এক ইঞ্চি পাড়যুক্ত ধুতি পাওয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত – ২৮৲
প্রথম খণ্ড
[illegible] ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপাষ্টকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালা [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। ধাম দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণম্ ৶০
৬০। সা[illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible]সারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST – প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় – মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত – হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী – শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন – মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

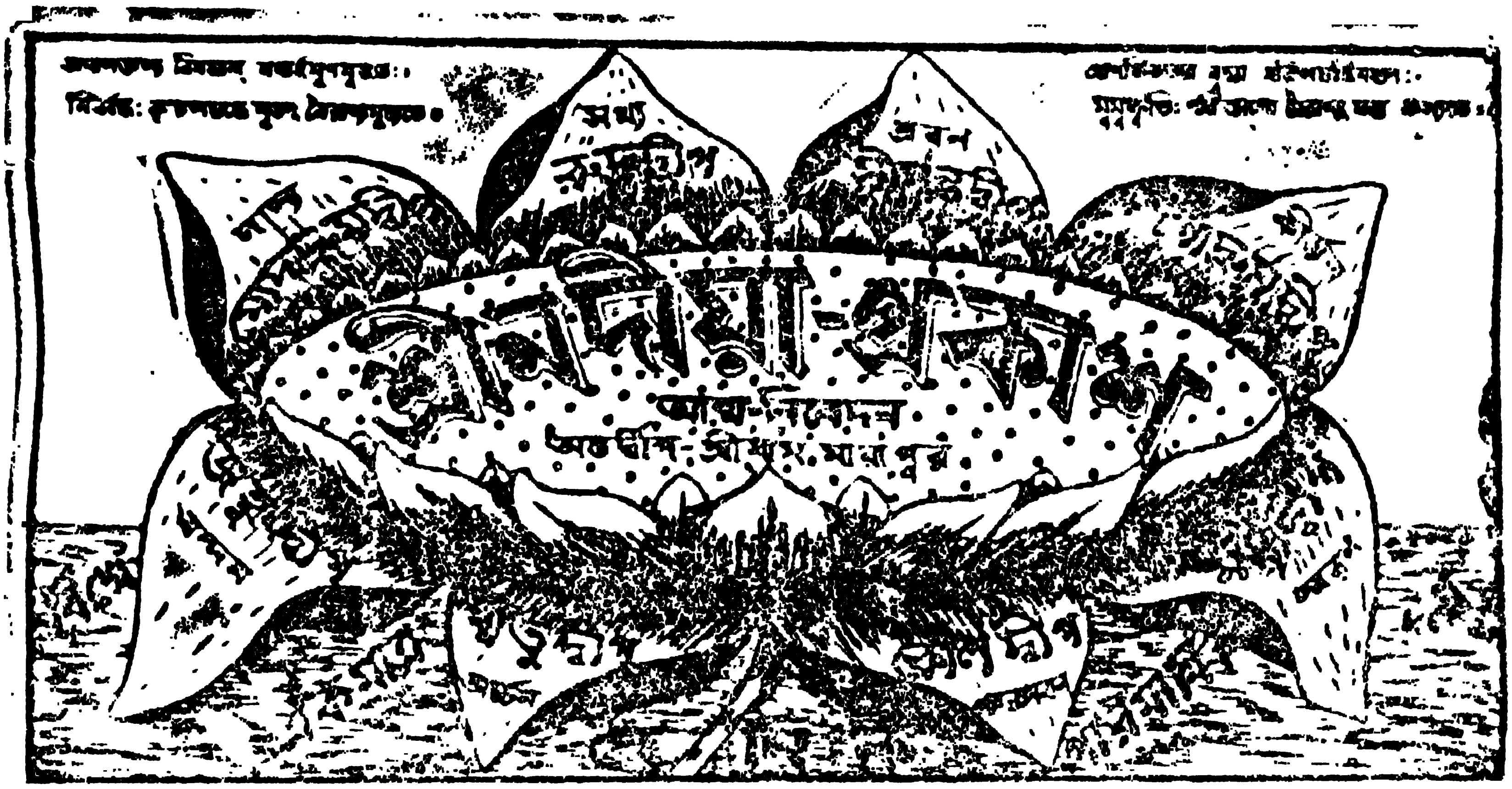

১২শ বর্ষ { ৫ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৪ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে জুন ইং ১৯৩৭ সোমবার } ১০০তম সংখ্যা

লণ্ডনে শ্রীবাসুদেব-মূর্ত্তি

শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

33 Fairholme Road
West Kensington
London W. 14.
Wednesday
16.6.37.

[illegible] প্রতিষ্ঠিতপ্রণয়মূর্ত্তি সতঃ।
[illegible] ভক্ত বাসুদেবম্॥

ভাঃ ৭।২২।২৯

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অসংখ্যকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, এ অধমের কোটির সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের কিছু সেবা করিয়া মরিতে পারি। অদ্য প্রাণের একটী অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি।

অদ্য প্রাতে প্রায় নবীন সময় শ্রীপাদ-[illegible] শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যখন West Kensington এর রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিলাম, তখন দৈবক্রমে একটী বিগ্রহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীমূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ ও আমার হাতের অঙ্গুলির [illegible] অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ। দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্তে [illegible] ও ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং বামদিকের নিম্নহস্তে চক্র ও ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম। শ্রীমূর্ত্তিটী অতীব মনোহর ও সাক্ষাৎ চৈতন্যময় বলিয়া স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ যেন শুনাইল—ইনি "শ্রীবাসুদেব" মূর্ত্তি। বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। পুষ্পাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্চ্চন সেবা করিতেছি। [illegible] ও গোস্বামী এবং শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিধারী জীউর সহিত অদ্য হইতে ইঁহারও সেবা আরম্ভ করিলাম। আপনার কৃপা হইলে আপনাদের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া আমার জীবনসন্ধ্যায় অবশিষ্ট কয়েকটা দিন যেন শ্রীবাসুদেবদাস্যে অতিবাহিত করিতে পারি। শ্রীমূর্ত্তির গঠন দেখিয়া মনে হয়—ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের উপাসিত শ্রীমূর্ত্তি। * *

দাসানুদাস—
অপ্রাকৃত

ঢাকা গোপালজীমঠের বার্ষিক উৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] অবস্থান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ও তাঁহার কৃপাদেশানুসারে গত ৯ই আষাঢ়, ২৩শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস ঢাকা কমলাপুর শ্রীশ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক মহোৎসব অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক সমারোহে ও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে ঢাকা, কমলাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থানের ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। মঠের ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, গুরুবন্দনা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বেলা ১১॥ হইতে প্রায় ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ রাগ-কাব্য পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার ও তাঁহার কৃপালাভের জন্য উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অসামান্য আর্ত্তি, শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ, অনবসরকালে জগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবাবেশে আলালনাথে গমন প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী "পরমকরুণ পহুঁ দুই জন" গীতিটি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগ [illegible] অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত [illegible] ও [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রভু, [illegible] শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু [illegible] শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, [illegible] ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় [illegible] সহিত বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন। উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের উত্তমরূপে শৃঙ্গার করা হয় এবং শ্রীমন্দিরের [illegible], কীর্ত্তন ও [illegible] জন্য একটী বিস্তৃত চন্দ্রাতপ [illegible] হয়। [illegible] শ্রীযুক্ত শশধর [illegible], শ্রীযুক্ত বিমল [illegible], শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বনকান্ত ঘোষ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন নাগ এম এ, বি-এল, শ্রীপাদ প্যারীমোহন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ললিতাপ্রিয় দাসাধিকারী প্রভৃতি।

"অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই নামের পরমধর্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা। ভগবদ্ধর্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভজনানুগত্যে সেবোন্মুখ হওয়া কৃপাপ্রার্থনার পরিবর্তে ফলকামী দুর্বলচিত্তে নিজ স্বস্বরূপ-সংরক্ষণ সংস্থাপনের আবাহন মাত্র।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরো জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

● নামন প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গ ●

একলব্যের গুরুভক্তি

গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিত্য সেবনীয় বস্তু, আর শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পরম প্রিয়জন, প্রীতিভাজন অভিন্ন সেবকরূপে শ্রীগুরুদেবের সেবা সম্পাদনকারী। ইঁহাদের মধ্যে একজন সেব্য ও একজন সেবক। শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধান করাই শিষ্যের কার্য্য। তদ্ব্যতীত শিষ্যের আর অন্য কোন কার্য্য নাই। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় সেখানে গুরুভক্তি নাই, সেখানে আছে কেবল গুরুভক্তির নামে গুরুবিদ্রোহ। কিন্তু সদ্গুরু ও সৎশিষ্যের আচরণে পরস্পর স্বার্থবুদ্ধি, বিদ্বেষ বা হিংসাদি নাই। সেখানে শুধু প্রেমের আদান প্রদান। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রাণ এবং শিষ্যও গুরুদেবের প্রাণ। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের জীবনসর্বস্ব, গুরু ছাড়া শিষ্যের আর কেহ নাই। শ্রীগুরুদেবের যাহা ইচ্ছা, শিষ্যেরও তাহা ইচ্ছা। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ। শ্রীগুরুদেবের সুখের জন্য প্রকৃত শিষ্য নরকবাসও ক্লেশ বোধ করেন না। এমনি তাহার শ্রীগুরুদেবের প্রতি টান। শ্রীগুরুদেবের যা কিছু তাহাই তাঁহার যা কিছু কাম্য। এক কথায় শিষ্য শ্রীগুরুগতপ্রাণ। শ্রীগুরু প্রীতিবিধান-মুখেই তাঁহার কৃষ্ণসুখবিধানের প্রয়াস।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা বড় বস্তু। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু, মর্ত্ত্য মানুষের মত তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। কেন না, সেই কৃপালু শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রার্থী হইয়া আচার্য্যের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব ও তাঁহার কৃপা অবগত হওয়া যায় না। সেইজন্যই unconditional surrender (প্রণিপাত), honest enquire (পরিপ্রশ্ন) এবং serving temper (সেবা বুদ্ধি)—এই তিন প্রকার আচরণ দ্বারা শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। নতুবা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়।

বদ্ধজীব আমরা অনেকেই এই শ্রৌত পথানুসরণ না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে গমনাভিনয় করি বলিয়া আমাদের মঙ্গলের পথ কণ্টকাকীর্ণ থাকে, প্রকৃত শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় আমাদের লঘুত্ববুদ্ধি যায় না। তাই বোকারাম আমরা বলিয়া থাকি যে, আমার গুরু একজন শ্রেষ্ঠ হইলেও আমার মত বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। তিনি যখন ইংরেজী জানেন না, আমার অন্তরের ভাব বুঝিবেন কি করিয়া? যখন তাহার যোগ্যতা আমার মত নয় তখন তিনি আবার কিসের গুরু? তিনি আমার অন্তর্যামী কিসের? বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলে কি গুরু হওয়া যায়? ইত্যাকার অসার ধারণা আমাদিগকে ক্রমশঃ বিপথে লইয়া যায় এবং শেষে উহা গুরুবিদ্বেষে পরিণত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস না হওয়ায় শ্রীগুরুনিজজনগণের প্রতিও বিশ্বাস হয় না, ফলে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পতনের পথে নিয়া যায়। অতএব যদি গুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাসহীনতা জন্মে, নাস্তিকতা তাকে গ্রাস করে। অপরাধের ইহাই পরিণাম। গুরুভক্তির নামে ছলগুরুভক্তির ইহাই ফল! গুরুসেবার নামে গুরুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার প্রবৃত্তি ইহাই পরিণতি!

গুরুভক্তি বা শ্রদ্ধা কেবল মুখের কথা বা বাহ্যিক একটি আচার মাত্র নহে, ইহা অন্তরের অন্তস্থলের কথা, চেতনের কথা বা বৃত্তি। প্রকৃত গুরুভক্তির সঙ্গ না হইলে এই কথাটি বুঝা যায় না। অতএব পুস্তকে গুরুভক্তি একটি দেখানোর কাজ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র সমূহে তাহা এতকীর্ত্তন করিয়াছেন এবং আমাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন। যেখানে শুধু গুরুর নিজ কথা নাই, সেরূপ গুরুভক্তির মূলে অভিসন্ধানের পরিবর্তে স্বার্থপর নিজস্ব জাত বা অন্য ভাবের স্থান পাইতেই থাকিবে। তাহাতে অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধানস্পৃহা নাই; পরন্তু সেখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-আকাঙ্ক্ষাই প্রবল আকার ধারণ করিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার আশা জীবকে প্রলুব্ধ করিতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা তদ্ভিন্নতনের চরণে শরণাগতি বা আনুগত্যের অভাবেই আমাদের হৃদয়ে এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা প্রবল হয়। মহতের পাদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অসুবিধা কাটে না। তাই বলি, সাধু সাবধান!

আমরা অনেকেই নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের নাম শুনিয়াছি। হরিবিমুখ আমরা আমাদের ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী ধারণায় একলব্যকে একজন আদর্শ গুরুভক্ত বলিয়া মনে করি। কেহ কেহ গুরুভক্তরূপে তাঁহার চরিত্রে গুরুভক্তির নামে হরিগুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষ ও আসুরভাবই দেখিতে পান। অদূরদর্শিতাবশতঃই আমরা এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়া ভুলক্রমে উহাকে গুরুভক্তির আদর্শ দেখিয়া গুরুবিদ্বেষকেই এবং গুরুর প্রকৃত সেবকের অর্থাৎ গুরুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিদ্বেষ করিয়া ছল-গুরুভক্তি প্রদর্শন করাকেই গুরুভক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। এই প্রবন্ধে আমাদের অসুবিধা দূর করিয়া সে কথা প্রকাশ করিয়া দেব।

একলব্য যে গুরুভক্ত নহে, পরন্তু গুরুবিদ্বেষী, ইহা তাঁহার আচরণ হইতেই সুধী ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে পারেন। বর্তমানেও একলব্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন গুরুবিদ্বেষী যে আদৌ নাই এমন নহে। বাস্তবিক একলব্যের ন্যায় অনেক গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তি পরম গুরুভক্ত বলিয়া প্রচারিত আছেন।

গুরুর সেবাই—গুরুর সুখবিধানই—শ্রীগুরুর মনোহভীষ্ট পূরণই শিষ্যের কার্য্য। এই আদর্শের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া একলব্য শ্রীগুরুর অন্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য গুরুর নিত্যমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও সেবাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং গুরুকে পক্ষপাতিত্বদোষদুষ্ট মনে করত নিজে কাল্পনিক গুরু কল্পনা করিয়া গুরুবিদ্বেষের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। একলব্যের এই গুরুসেবা গুরুপ্রীতিবিধানের পরিবর্তে নিজেন্দ্রিয়প্রীতিবিধায়ক হওয়ায় উহা ছল-গুরুভক্তি বা গুরুবিদ্বেষেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহির্ম্মুখ সমাজে এই আদর্শ সম্মানিত হইলেও নিষ্কপট আস্তিক গুরুনিষ্ঠগণ ঐরূপ কপট গুরুভক্তির প্রশ্রয় না দিয়া সেরূপ কপট গুরুসেবককুলের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অভিলাষপূরণে বা প্রীতিবিধানে যত্নপর হন।

একলব্য কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়াছিলেন। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য কৃষ্ণভক্তবিদ্বেষী একলব্যের গুরুভক্তির আদর্শ গুরু দ্রোণাচার্য্যের প্রীতি আকর্ষণ করে নাই। তিনি কৃষ্ণসখা অর্জুনকে প্রকৃত গুরুকৃষ্ণভক্ত জানিয়া ঐ আদর্শ গুরুভক্তের সন্তোষবিধানকল্পে অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষরূপ পাষণ্ডতা বা জড়প্রতিষ্ঠা বিনাশকল্পে একলব্যের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করাইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের এই আচরণ প্রকৃত আচার্য্যের আচরণ। আচার্য্য গুরুসেবকদ্রোহকে গুরুদ্রোহ বলিয়াই জানেন। গুরুসেবকের বিদ্রোহী হইয়া যে গুরুভক্তিপ্রদর্শনের অভিনয় তাহা অর্দ্ধ কুক্কুটী-ন্যায়ের ন্যায় ভণ্ডামি মাত্র।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী ভগবান্ একলব্যের এই অসুরভাবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। একলব্য শ্রীভগবানের হস্তে নিহত হন। আমাদের সকলেরই শ্রীমদ্ভাগবতের এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্কপট গুরুভক্ত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ চিত্তে বিপরীত অর্থাৎ গুরুসেবাবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথাবলম্বনে লিখিত

শিষ্যের অপর নাম সেবক। যেখানে সেবাবৃত্তির অভাব সেখানে শিষ্যত্ব আসে নাই। সেবা জিনিষটা হচ্ছে—শ্রবণ ও কীর্তন। এই শ্রবণের সহিত কীর্তনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যিনি কীর্তন ক'রছেন না, তাঁ'র শ্রবণ হয় নাই বুঝতে হ'বে। বধির কখনও শ্রবণ করতে পারে না, তজ্জন্য কীর্তন ক'রবার শক্তি তা'র লোপ পেয়েছে। বধিরের শব্দমাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান নাই। সুন্দরের সহিত কুৎসিতের কি পার্থক্য আছে সেটা সে বুঝতে পারে না। গ্রামোফোনের গান এবং বাঁদরের চীৎকার তা'র কাছে সমান। আজকাল কতকগুলি বধির একসঙ্গে মিলে একটা দল বেঁধে "যত মত তত পথ", 'সকল ধর্ম্মই সমান' এরূপ একটা রব তুলেছে বধির-সম্প্রদায় বলছে—জল একটা বস্তু; যেমন জলের water, aqua, পানি প্রভৃতি নাম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির ভাষার মধ্যে প্রচলিত হ'লেও জলই উদ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবদ্বস্তুর কোন Particular নাম, রূপ, গুণ, লীলা বা পরিকরাদি কিছুই নাই; তাঁ'কে ইচ্ছামত যে-কোনভাবে একটা নাম দিয়ে ডাকলেই হ'ল। ইন্দ্রিয়াতীত ভগবদ্বস্তুকে জড়-ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জল-জাতীয়, তেজজাতীয় বা বায়ুজাতীয় পদার্থবিশেষ মনে ক'রে তা'রা বস্তুর বৈশিষ্ট্য খুঁজতে না পেরে সকলকে এক ক'রে ফেলেছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ক'ল্পিত জড় উদাহরণ নিয়েই ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বস্তুকে মাপতে গিয়ে তা'রা মস্ত ভুল ক'রে ব'সেছে। জল, water, aqua বা পানি প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চারণ ক'রলে জলনামীয় দ্রবণ পদার্থটি মুখে আসছে না। এখানে শব্দের সহিত বস্তুর ভেদ হ'য়ে যাচ্ছে। এই জড় উদাহরণেও বুঝা যাচ্ছে যে, জলের কেটা

particular attribute আছে। সেই attribute—জল, water, aqua বা পানি নামের মধ্যে এসে পড়ছে না।

ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদি নিত্যকাল বর্ত্তমান। তাঁ'র নাম-নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। 'গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ' নামের মধ্যে সমস্ত অপ্রাকৃত রসের চিন্ময়ত্ব ও ভগবানের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ব'লে তিনি দূরে আছেন, এই ধারণায় 'হরে কৃষ্ণ' সম্বোধনসূচক নামে ডাকতে হয়। কৃষ্ণনাম—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। অপরাধশূন্য হ'য়ে ডাকলে নামপ্রভু কৃপা ক'রে তাঁ'র রূপ-গুণাদি প্রকাশ করেন।

নব আশা

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

নিজ কর্ম্মদোষে প্রভো! হারায়ে তোমায়,
আপনার ভাগ্যে নিন্দা সতত গোপনে;
কত দুঃখ পাই তাহা কহন না যায়,
জান প্রভো তা সব তুমি থেকে অন্তর্মনে।

কভু না আসিতে পেলো, ডেকেছিলে দাসে,
প্রতীক্ষা ক'রেছিলে, চেয়ে পথপানে,
কতক্ষণ যাবে দাস তোমার সকাশে
পাষাণ না দ্রব হ'লো সে কথাশ্রবণে।

না দেখি' উপায় শেষে, 'নিজজন দ্বারা
ভিক্ষা করে চেতনার করিতে সঞ্চার,
যতন করিয়াছিলে অনেকের দ্বারা,
চৈতন্য না হ'ল তবু এ হতভাগার।

যতই ডাকিতে প্রভো, ততই পিছনে
হটিতাম বেগভরে, একপায় হ'তে,
পশিতাম শত্রু ব'লি' তব নিজজনে,
পালাতাম সদা হ'তে দূর হ'তে দূরে।

করুণ আহ্বান তব শুনিনি শ্রবণে,
তা'র ফল হাতে হাতে পেতেছি এখন;
অনুতাপে দিনপাত—অশ্রু-বরিষণে,
যদ্যপি এখন এবে বৃথা এ ক্রন্দন।

দন্ত না হা'রালে সদা মর্য্যাদা দাঁতের,
মূঢ় না বুঝিতে পারে অজ্ঞতার দোষে,
প্রকট যখন ছিলে সাক্ষাতে মোদের,
চিনি নাই তোমা প্রভো, চিনিয়াছি শেষে।

হাতে পেয়ে কোহিনূর ফেলার হেলায়,
অতল সাগর জলে হায় নিজদোষে,
সে কথা ভাবিলে উঠে বুক ফেটে যায়
এদুঃখ লয়ে প্রাণ যাবে অবশেষে।

এবে মাত্র আছে প্রাণ এই ভরসায়,
শুনিয়াছি প্রভুপাদ, তুমি নিত্য সত্য,
সপ্রতিজ্ঞ উদ্ধারিতে আপন জনায়,
কোন জন্মে উদ্ধারিবে তব নিজভৃত্য।

আর এক নব আশা জাগিতেছে মনে
রাখিয়া গিয়াছ প্রভো! কীর্ত্তিত তরে
পূর্ণশক্তি সঞ্চারিয়া নিজ প্রেষ্ঠ-জনে,
রাখিবে যাঁহার কৃপা এপাতকী নরে।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভো তুমি, বাসুদেবে প্রীত,
আশীষ করিও দীনে সদা অমায়ায়,
তবাভিন্ন বাসুদেবে সদা থাকে চিত
তাঁহা হ'তে মন যেন কোথা নাহি যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাম্বয়বর-শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক নিখিলশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আচার্য্যকেশরিরূপে শুভপ্রাকট্যোপলক্ষে—

আর্ত্তি-অঞ্জলি

-:: *::-

হে ভক্তিবিনোদগৌরবাণীপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর! ভক্তিবিনোদগৌর সরস্বতীর পদাশ্রিত কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীকুঞ্জবাসীদের অতি দীন সেবকাভাস আমরা আপনাকে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শ্রীচরণে আমাদের আর্ত্তি অঞ্জলি প্রদান করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

হে শ্রুতকাব্যাগ্রবর! আপনি শ্রীস্বরূপ দামোদরাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় ভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ ও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সম্বন্ধিত নিবিষ্ট, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভলীলার সহায়ক ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক। এজন্য আপনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় 'আচার্য্য সার্ব্বভৌম' নামে বিশেষিত। শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণনামের কথা প্রচার করিবার সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং ভক্তিবিনোদ ধারাসংরক্ষক আচার্য্যরূপে আপনাকেই প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনার নিত্যাশ্রয়ে যেন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সেবা করিতে পারি।

হে মহাভাগবত আচার্য্যবর! শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবত-আসন স্থাপন করিয়া তাঁহার ভাগবতস্বরূপ 'বৃহৎ মৃদঙ্গে'র অনুবর্ত্তসেবার ভার আপনার উপর প্রদান করিয়াছেন। তখন হইতেই আমরা আপনার আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অধিকার পাইয়াছি। এই কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ আপনার দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীস্বরূপ দামোদর-বিগ্রহ স্বরূপ 'গৌড়ীয়'র প্রকাশ করেন। তখনই শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আপনি গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'াদি বাস্তব ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রচার সেবা-ভার শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র আপনার উপর সংস্থাপন করিয়া আপনাকে ভাগবত ধর্ম্মাচার্য্যরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা অসংখ্যবার শ্রবণ করিয়াছি যে, আপনার ন্যায় ভাগবত-শাস্ত্রে পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। আপনি গৌর বিনোদ-বাণীর নিত্যসেবী—শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আপনি সর্ব্বপ্রথমে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"দৈব-বর্ণাশ্রম কোন পৃথিবী-বিখ্যাত তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্যত্ব-সম্বন্ধে খণ্ড-প্রতিম যুক্তি দেখাইয়া জনৈক গোস্বামি নামধারীকে পরাভূত করিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাহা কি অকাট্য-যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না?" শ্রীল প্রভুপাদ তখন আপনাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহা অচিরেই সাধিত হইবে। আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, যেরূপ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে গলতা-গদিতে অসৎসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদও তদ্রূপ আপনার দ্বারা অচিরে বেদান্তভাষ্য-বিরোধী অবৈধমতবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিবার জন্য আপনাকে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার দ্বিতীয় বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে এখন ভাগবতের যে কিছু বিদ্ধভক্তি বিরোধী অবৈদিক পাষণ্ড মত মহাবৈদিক আবরণে সজ্জিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগন্মোহনকারী হইয়া উঠিয়াছে, সেই মতবাদ শ্রীল প্রভুপাদের শক্তি-সঞ্চারিত আপনার অকুতোভয় সিদ্ধান্তরাজিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত হইবে।

হে সজ্জনবন্ধু সদাচার্য্যপাদ! পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণে আপনার পারমহংস্য সংহিতার ও কৃষ্ণনগর একায়ননরের সেবার যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "গৌরকিশোরদাসের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত একায়নমঠ কুটিচক ও বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসক্ষেত্রে পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র স্থাপন-মুখে সজ্জনগণের স্থাপনকালে অপর ক্ষেত্র বিশংবর্ষ শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারীর চেষ্টায় স্বানন্দসুখদের নিত্যএকায়ন-মঠোদ্ঘাটন তাহার অব্যবহিত পরেই সম্পাদিত হইয়াছে। * * * অজ্ঞানগণের জ্ঞানগরিমার ও সনাতন-শ্রীরূপ পুষ্ট শ্রীজীবের পরম বিমল ভাগবতসন্দর্ভের সোপানে উঠিয়া নিপুণগণের আত্মকল্যাণ-বিচারে একায়নত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি আপনার শ্রীরূপানুগত্য, একায়নত্ব ও সজ্জনসমগ্রতার কথা বলিতে পারেন।

হে নামভক্তিবিনোদাচার্য্য! এই কৃষ্ণনগরের অতিবৃদ্ধের শ্রীগোদ্রুমে সরস্বতী তীরে শ্রীপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে আনন্দ-সুখদকুঞ্জ প্রকাশ এবং আপনাকে ঐ স্থানে শ্রীনামহট্টের পরিমাজক বলিয়া জানাইয়া কীর্ত্তনাখ্য দীপ হইতে কীর্ত্তনমুখে অপ্রাকৃত নামসুধা বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশরূপ কুঞ্জকুটীর শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে—"বাস্তব-পরিপূর্ণ-কথা ছাড়িয়া সদা লহ নাম"। আমরা যেন এই সেই প্রভুপাদের শিরোধার্য্য করিয়া আপনার দাসে অপ্রাকৃত নামের সেবা করিতে পারি।

আপনার স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্যত্বের অন্তর্নিহিত এই যে তাহা শ্রীনামহট্টের পরিমাজক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুভসমৃদ্ধীয় কার্য্য নিরন্তর সম্পাদন করিয়া আমাদের দৈন্যভূমিকে শ্রীনামপ্রভুর অধিষ্ঠান-আসনের জন্য পরিমার্জ্জিত নির্মল ও যোগ্য করিতেছে। আপনি প্রত্যেক একান্ত আত্মসমর্পণকারী গুরুসেবক ও সতীর্থের অত্যন্ত নিরপেক্ষ বান্ধব। তাঁহাদের সুহৃদ শুভানুধ্যায়ী, গুরুসেবার সর্ব্বতোভাবে সাহায্যকারী পরমহিতৈষী আচার্য্য। 'তোষামোদকারী কখনও 'গুরু' বা প্রচারক হইতে পারে না, তাহারা লঘু বা প্রতারক' শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী আপনার নির্ভীক ও অকপট সত্যকথা-কীর্ত্তনময় চরিত্রে জাজ্বল্য-মূর্ত্তির ন্যায় বিকশিত রহিয়াছে। আপনি মানবীয় মনোধর্ম্মের অন্তর্নিহিত কপটতার মূল ছেদন করিয়া 'অচ্যুত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য'। আপনার যুক্ত বৈরাগ্য, কঠোর ও নিরপেক্ষ শাসন, নিষ্কপট গুরুসেবকগণের প্রতি তুলনারহিত অকৃত্রিম স্নেহ, অন্যাভিলাষ ও কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার অন্বেষণশূন্য মায়ার মোহনবিদ্যা ছাড়াইয়া দিয়া সকলকে সংকীর্ত্তন ও আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তের অতিমৌলিকতা সর্ব্বতোভাবে আপনাকে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে আশ্রয়হীন, কর্ণধারহীন আমরা এই বিপুল ভবসাগরে নানা-মতবাদ-বেষ্টিত কলিকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ভব-সমুদ্রে আপনাকে একমাত্র নিত্যাশ্রয়রূপে পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

আপনার অকপট কৃপাপ্রার্থী

দাসানুদাস

কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীরের সেবকবৃন্দ

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৷৹ ৪র্থ খণ্ড—৷৹
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১ শ্রীচৈতন্যমঠ

স্থান নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট স্থান, শ্রীব্রজপত্তন, শ্রীপ্রধানতক সেবা প্রচারক আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ ... আছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ... আছে। রক্ষক— ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬। কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, ... কলিকাতা ... শ্রী ... সম্মুখ, ... প্রতিষ্ঠিত ... 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক শ্রীমৎ ... শ্রীপাদ ... গোস্বামী মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ—মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী... দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

বামনপাড়া, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর। নদীয়া। এখানে গৌরসুন্দর শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... গোস্বামি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপাবন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—... অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাঙ্গনের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী...রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রী... পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী...নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

চাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী...নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী...নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী... ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

... মেদিনীপুর ...

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ...কিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী...রূপ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

... বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৬ পরমহংস মঠ,

... নৈমিষারণ্য ...

রক্ষক—শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

৩৭ শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী... মহারাজ

৩৮ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

...পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী... প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ... ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোস্বামী,

পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী...গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌড়ীয়মঠ ... রোড ... বোম্বে ...

রক্ষক—শ্রী... দেবশর্ম্মা।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রী... বিগ্রহের সেবা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ অধিকারী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রী...গৌরাঙ্গ...গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

৫৪ পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫ ভক্তিকুটী ... পুরী

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ...

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

...বাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬০) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী...কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ ... গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ... রোড, ... কেন্সিংটন লণ্ডন, ...

রক্ষক—... মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী... ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
খাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

...কোইন, টাইপ	১০॥৴০
...পুর ১০০০ নং	১০৴০
...দোবরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
...রেণ	২২৲
চাঁদির বার	

পাটের দর

...বের—	৪০৸০
...তম—	৪০৸০
...তম—	৪১।০
...জার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

...টেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
...কোহিনূর ঐ	৬৲—৬৵০
...টিসেন্ডে ঐ	৫॥৴০—৫৸০
...জী	৬৲—৬৵০
(বি)	৫৸০—৫৸৴০
...টা নং (২	৫৴০—৫।৴০
...(এম)	৫৲—৫।০
(কে)	৪৸০—৪৸৵০
...নং (৩)	২॥০—২॥৵০
...লাউ	১॥৴০—১৸০
	১॥৴০—১॥৴০

ঘৃতের দর

...	৫৭৲
...জা	৫৭৲
...শ্বরী	৫০৲
	৪৫৲

পাতিয়াম	৪১।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸০

ফুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলাপ ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৬০৲
কলিঙ্গ পুরনিম ফাইন	৪৩৲
হামবর্গ শাদা	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মশলা

কলিকাতা ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পানের মশলা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০ ১১।০
শুটি খরিদমণ	৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা লিমিটেড ওয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়ষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৮৸৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০ ৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাতি, বোলটু গরাদে	৮।০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের	
	৮৸০—১১৲

খুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

5টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট কোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

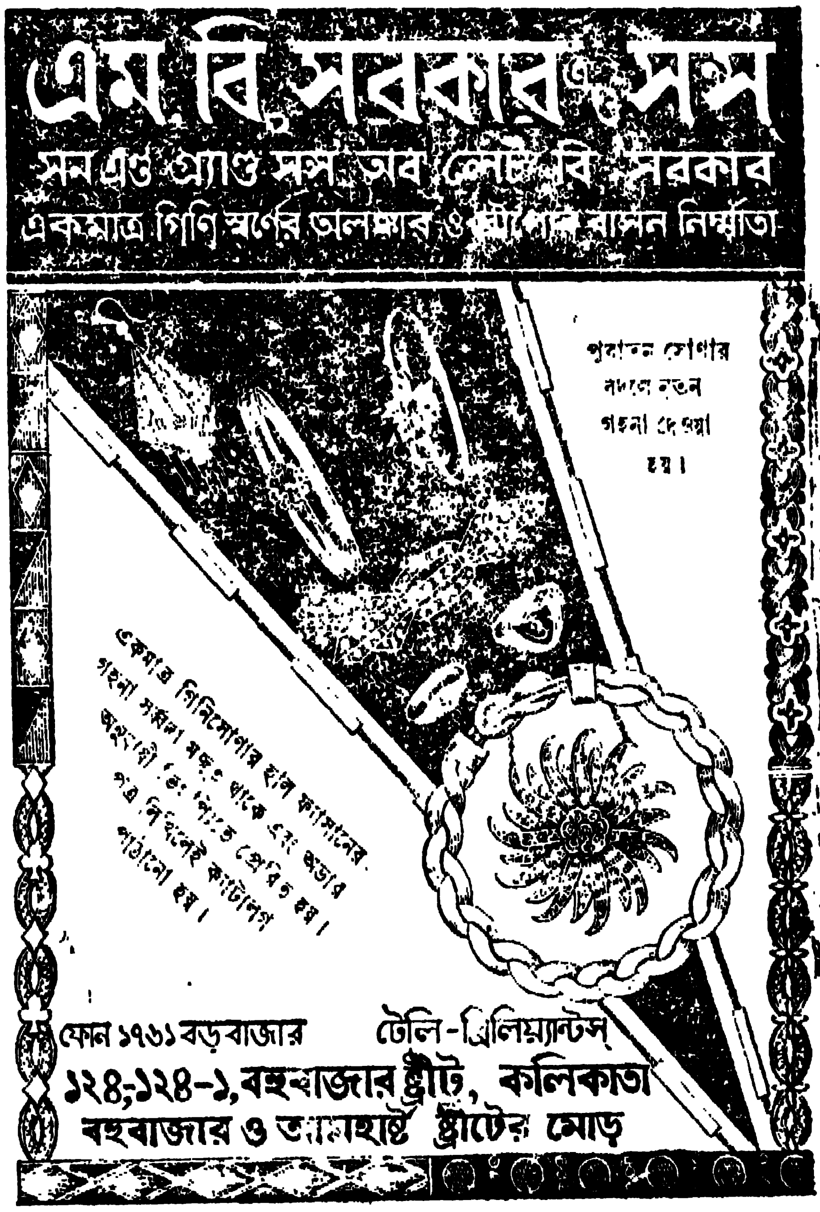

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—০,	২০—৩২
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০০	১২ ১৮	১৬ ৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেশালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীব শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় যাহা ... কাটিতে অদ্ভুত ... জ্বরের প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলোয়া, ২৪ পরগণা।

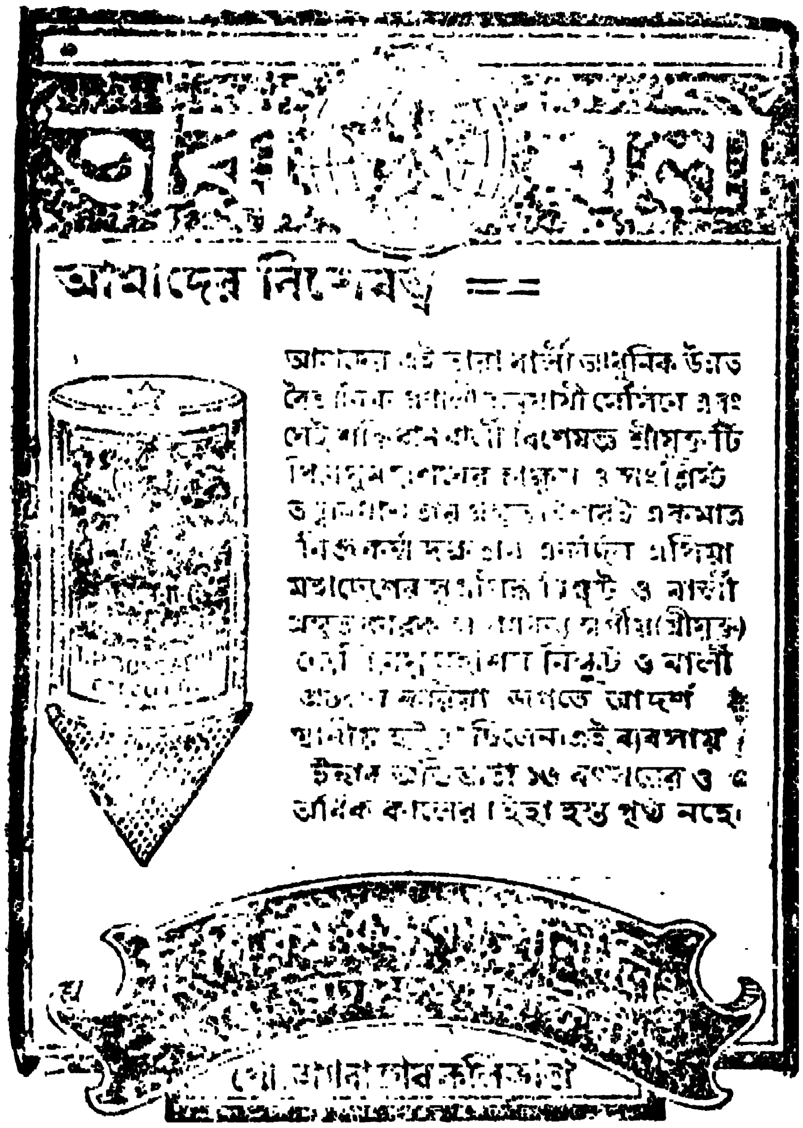

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(*):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	॥৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" ইঞ্চ	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥৹
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ।৹ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(*):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১১শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—[illegible]ই আষাঢ়, ১৩৪৪, [illegible]শে জুন, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা [illegible]]

বিবিধ সংবাদ

অভিনব চিকিৎসা

[illegible]

মেল ষ্টীমারের দুর্ঘটনা

[illegible] ... প্রাণহানি ঘটে নাই।

বিরাট মামলা

রামনগর এষ্টেটের (বিহার) পরলোকগত রাণী ছত্রকুমারী দেবী ঘোষের দুইটী

[illegible]

চটকল শ্রমিকদের সভা

[illegible] ... আবশ্যকতা বর্ণনা করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক

[illegible]

দুর্ঘটনার কিছিক

[illegible]

ইউরোপের গুরুতর পরিস্থিতি

[illegible]

[illegible] ... প্রকাশ।

৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৪০
[illegible] ১৬৲
[illegible] ৯
২। [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪
৫। [illegible]
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড ১৲
৬। [illegible]
১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] ১৲
৮। [illegible] ৷০
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] ১৲
১১। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। শ্রীনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আগবত [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেবের টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] (অনুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। [illegible] ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। [illegible] ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদিশকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। বিশ্বটিউড ওয়ার্ডস ৶০
৭৩। [illegible] অ্যাণ্ড প্রিসেপটস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible]

প্রাপ্তিস্থান - চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - [illegible] গোস্বামী [illegible] সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন - [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

——————:০:——————

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
ডবল-ক্রাউন প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও ৮৩ চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

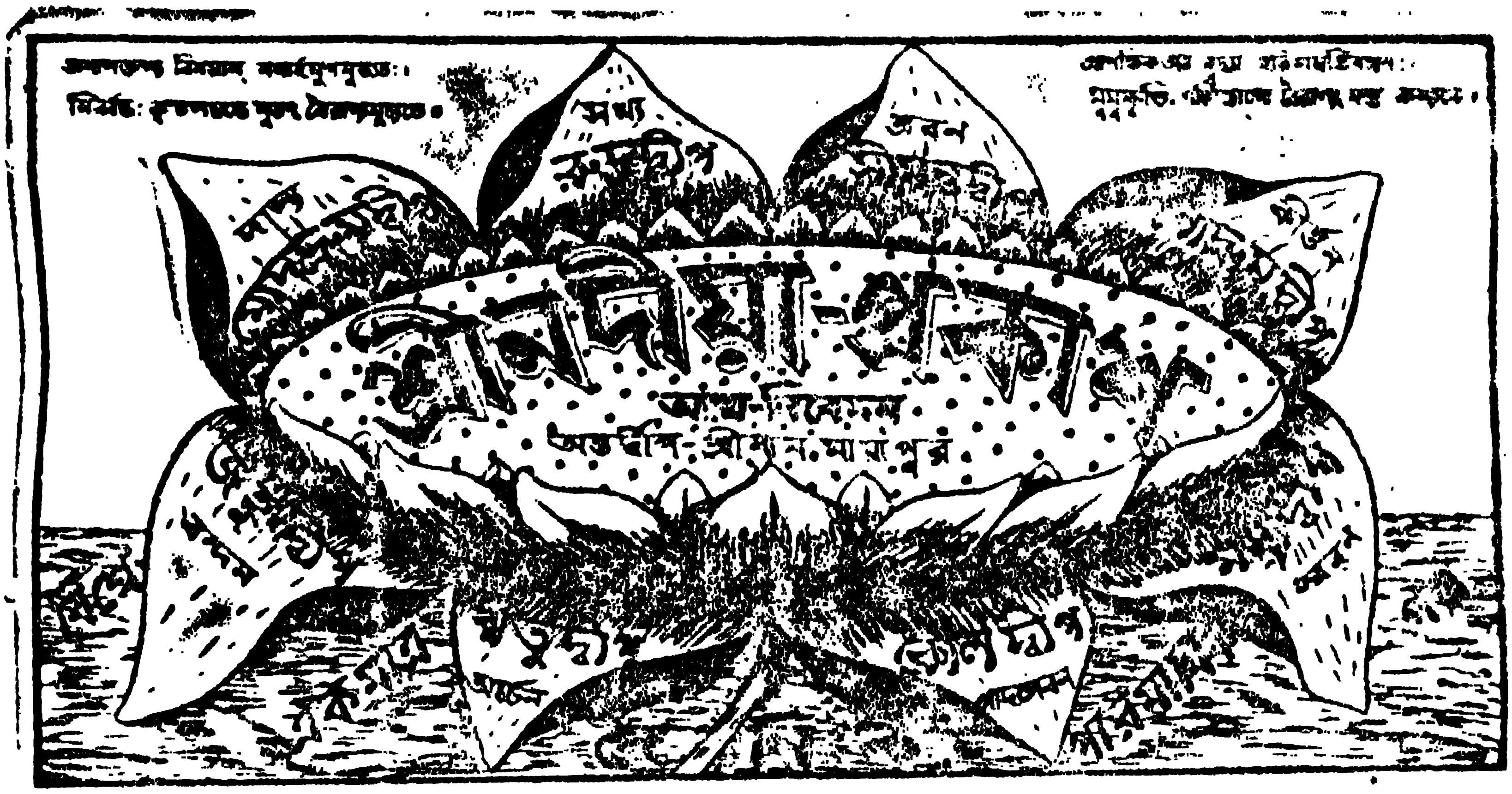

১২শ বর্ষ ৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে জুন ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১০৩তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত তার ও পত্র

তার

Lucknow 15 20

SRILA VASUDEVPRAVU
Gaudiyamath Calcutta Baghbazar
KINDLY ACCEPT OUR BHAKTI KUSUMANJALI TO YOUR HOLY FEET. INVOKE MERCY. EXCUSE ABSENCE.

SARKAR.
(Amulya Kumar Sarkar)

পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধানবাদ
১৫।৬।৩৭

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মেষু অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পূর্ব্বিকেয়ম্ :—

প্রভো, নানা অসুবিধাবশতঃ সাক্ষাদ্ভাবে এতদিন আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমাদের দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া ক্লিষ্ট আছি। পঞ্চদশ খণ্ড ৪৪ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় অবগত হইলাম যে, আগামীকল্য শ্রীগুরুপাদাশ্রিত গৌড়ীয়গণ আপনার শ্রীপদকমলে শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান করিবেন। আমরা স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় এই পত্র দ্বারা আমাদের হৃদয়ের [illegible] অন্তঃস্থলের শ্রদ্ধাভিনন্দন প্রদান করিতেছি। কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া [illegible] করিবেন এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা হইতে কোন দিনে বিচ্যুত না হই। ইতি—

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী
শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ (উকিল)
শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী
শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধানবাদপ্রবাসী সেবকবৃন্দ

ময়মনসিংহে প্রচার

ময়মনসিংহ জেলার [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীযুক্ত জগমোহন ভক্তিশাস্ত্রী সহ চট্টগ্রাম জেলার [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে গমন করত বিগত ৬ই ও ৭ই আষাঢ় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৬ই আষাঢ় স্থানীয় পাব্লিক লাইব্রেরী হলে ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় প্রায় তিনঘণ্টা কাল ওজস্বিনী ভাষায় ভাগবত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। পরন্তু, 'ভজ গৌরাঙ্গ ...' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা গেল।

শ্রীযুক্ত কালীমোহন কাঞ্জনগোর (জমিদার ও রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর), শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন দত্ত এম-এ বি-এল (জমিদার), শ্রীযুক্ত [illegible]লাল চৌধুরী বি-এ, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী [illegible] বি-এ বি-টি (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী বি-এ (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত [illegible] নন্দী বি-এ, ডাক্তার [illegible] লাল এল-এম-এফ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বল বি-এ প্রভৃতি।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব

গত ৯ই আষাঢ় (১৩৪৪) ২৩শে জুন (১৯৩৭) বুধবার শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস হইতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর অধ্যক্ষতায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। আগামী ২৪শে আষাঢ় ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব বার্ষিক বিরহোৎসব হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। নীলাচলবাসী [illegible] দেবের ইচ্ছায় প্রচারকগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথায় গমন করিয়া উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

গত ১৪।৬।৩৭ তারিখে শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পুরী হইতে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া তথাকার স্থানীয় সজ্জনগণের নিকট [illegible] এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা [illegible] হইতে 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫।৬।৩৭ তারিখে উক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পুরুষোত্তম মঠের রক্ষক শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধবের সহিত রওনা হইয়া উক্ত দিবস রাত্রে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তৎপর দিবস উক্ত মঠে স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয়ের [illegible] একটী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বহু ভদ্রলোক ও ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য [illegible] পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের চরিত্র পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়কে [illegible] অনুরোধ করেন, কিন্তু সেবাকার্য্যের জন্য ভক্তিশাস্ত্রী উক্ত [illegible] হইতে রওনা হইয়া তৎপর দিবস অমরি গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি প্রত্যহই পাঠকীর্ত্তনাদি করিতেছেন।

"অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা। ভগবদনুগ্রহই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। ভগবদনুগ্রহে বেদানুগ হইয়া [illegible] জাগতিক সম্বন্ধের [illegible] ভক্তিযোগেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল।"

(শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে

[illegible] গৌরাব্দ ৫৫

বৈষ্ণব-স্মৃতি*

(শ্রীমদ্ভক্তিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্র বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া [illegible] করেন তাহা সাধারণতঃ স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফলের জন্য সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। [illegible] জ্ঞান [illegible] নিষ্কাম [illegible] বিষ্ণুমায়াকে [illegible] জ্ঞানে ব্যবহারিক বিধান মান্য করেন। [illegible] ব্যবহারিক কর্ম্মগণকে [illegible] বিধান [illegible] সম্প্রদায় [illegible] কর্ম্মকাণ্ডের [illegible] কামনা লক্ষ্য করিয়া [illegible] কামনাবিহীন [illegible] সংজ্ঞা পালন করেন। [illegible] এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলই [illegible] মাত্র। ভক্তের [illegible] ভক্তি [illegible] হয়। [illegible] করা বা [illegible] নিজ [illegible] কামনা [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] উদ্দেশ্য

নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলকামী ও কামনাহীন ভক্ত কখনই একপ্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান কৃষ্ণসেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য নিজ মায়িক সুখ [illegible] অপরের উদ্দেশ্য অপ্রাকৃত

[illegible] মহাশয়ের মতো [illegible] বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত [illegible] বিশেষ [illegible] সম্বন্ধে [illegible]

পঞ্চরাত্র-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারিকস্মৃতি শাস্ত্র [illegible] বিষয়। বৈষ্ণবগণ বৈদিক [illegible] পুরাণসমূহে তাঁহাদের উপ-[illegible] স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথার্থ ব্যবহারিক [illegible] কর্ম্মকাণ্ডের [illegible] বৈষ্ণব [illegible] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য [illegible] পারমার্থিক [illegible] বৈষ্ণব জীবনের জন্য বিধিনিষেধ প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে [illegible] গোস্বামীর শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাঁহার [illegible] বঙ্গদেশীয় [illegible] ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহারিকগণের স্মৃতির পক্ষে প্রাকৃত [illegible] নিবন্ধের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব [illegible] রচনা করেন। [illegible] অনেকগুলি [illegible] পার্থক্য [illegible] করিয়াছেন। ভারতের [illegible] নিজ নিজ [illegible] ব্যবহার [illegible] হইয়াছে দেখা যায়।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন স্মৃতিশাস্ত্রের [illegible] অবলম্বন এক, তখন বিধানবিষয়ক [illegible] পার্থক্য কেন হইল? [illegible] বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবস্মৃতি-[illegible] [illegible] প্রতি [illegible] কর্ম্মফলবাদী [illegible] বিশ্বাস নাই, এজন্য তাঁহার [illegible] [illegible]

বিষ্ণুমায়াকে ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের [illegible] অনুগমন করিতে বাধা [illegible] কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি [illegible] করিতে বাধা নাই। পরমার্থিগণের [illegible] কোন কোন স্থলে [illegible] অঙ্কুর রাখিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করা যায় না। ইহা কেবল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীস্বরূপরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রভুর আচার্য্যলীলা-প্রকাশে

অভিনন্দন-পত্র

-::(*)::-

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌরধামাভিন্নজন অস্মদীয়াচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রকটলীলা সংগোপন করিলে আমরা বিরহ-বাত্যাবিক্ষিপ্ত অবস্থানকালে আপনাকে তদীয় প্রকট বিগ্রহ আচার্য্যরূপে গৌড়ীয়গণের দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া আপনার পাদপদ্ম অভিনন্দিত করিতেছি।

হে অনন্তগুণধাম!

আপনার অনন্ত গুণরাশি বর্ণন করি, এই প্রকার ক্ষমতা আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাইয়াছি, যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই সকল গুণ লাভ হয়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধনে ধনী, নিষ্কিঞ্চন, ভক্তসম্বন্ধহৃদয়, শুকদেবতুল্য আপনি এ অনন্তগুণের আশ্রয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

হে স্বরূপরূপানুগ সিদ্ধান্তসংরক্ষক

আপনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বীণাযন্ত্র। এই বাণীর নিরন্তর তান-মান লয়যোগে শব্দ

ভক্তিসিদ্ধান্তের যে ঝঙ্কার উত্থিত হইয়া সঞ্জীবনী-সুধা বিতরণ করিতেছে, তাহা আপনার কৃপায় আমাদের এবং সকল বিশ্ববাসীর একমাত্র আস্বাদনীয় হউক।

হে মহাভাগবতবর!

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মযুগল-গহ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বরূপ সনাতন-রূপ-রঘুনাথ জীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব জগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী আম্নায়-ধারায় অবতরণপূর্ব্বক যে ভক্তিবিনোদ-ধারা বিশ্বে অপ্রতিহত গতিতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে সেই ধারার পরবর্ত্তী যোগ্যতম অনুগরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনি তাহা বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিতেছেন। আমরা যেন এই পরম্পরা-ধারায় [illegible] থাকিয়া আপনার আনুগত্যে সকলমঙ্গলালয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুশ্রূষা নিষ্কপটে করিতে পারি।

হে আবির্ভাবকবর!

ভক্তিবিনোদ-ধারায় নিষ্ণাত শুদ্ধ বৈষ্ণবালয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক "আ-প্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্"-বাণীর মূর্ত্ত আদর্শরূপে বিরাজিত থাকিলেও আপনার সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সকল বর্ণাশ্রমীকেই আপনার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিয়াছে।

" আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।

তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।"

—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর এই বাণীর অনুসরণে আপনাতে আচারের সহিত যে গোবর্দ্ধনী-প্রচারনিষ্ঠা দেদীপ্যমান, তাহা আপনার আচার্য্যত্বের রশ্মি বিকীরণ করিতেছে।

তাহাদের [illegible] বর্জ্জিত [illegible]

মার্জিত [illegible] যখন [illegible] নিজ [illegible] উপলব্ধি করিবেন তখন আর তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থিগণ বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসারে কর্ম্মফলের [illegible] নির্দ্দিষ্ট করিবেন। নিরাশ্রয় স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল প্রয়োগে কখনই সমর্থ হইবেন না।

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করত ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্ত-গণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মতের পরিচয় দেন, কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া পরিচয় করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কালকাল [illegible] বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচার [illegible] বৃথা বিবাদের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থিগণের শিক্ষণীয় জ্ঞাপক। প্রাকৃত বলে যাঁহারা বলী সেই অপ্রাকৃত বিচার রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করিবেন—আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

হে শ্রীল প্রভুপাদাভিন্নবিগ্রহ!

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত থাকিয়া প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ আপনি যে সিদ্ধান্ত-লোক বিকীরণ করিতেছেন তাহার অনুবর্ত্তী হইলেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা-কালেও আমরা দেখিয়াছি, প্রবন্ধ নিবন্ধাদি আপনি দেখিয়া দিলেই তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য, গৌড়ীয়ভাষ্য, অনন্তগোপাল তথ্য এবং যাবতীয় গ্রন্থাদি রচনাকালে আপনিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। তথ্যাদি-সংগ্রহ-ব্যাপারে ও

* [illegible]

কৃষ্ণ তাঁরে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল॥

গুরুমনোভীষ্ট প্রচারে আপনার নৈপুণ্য ও কৌশল অদ্বিতীয়। আপনার যুক্তবৈরাগ্য, আপনার অমল চরিত্র, আপনার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাহীনতা, নিষ্কিঞ্চন কণ্ঠে অনুকূল-কৃষ্ণকীর্ত্তন, আপনার প্রতিভাবত্ত্ব, যথাযথভাবে বাণী-সংরক্ষণ নিপুণতা শ্রীল প্রভুপাদকে বিপুল আনন্দ প্রদান করিত। শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রমুখ যে সকল সতীর্থ গুরুসেবক আপনার কৃপায় গুরুপাদপদ্মের আদেশক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমৃদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদেরও কর্ণধাররূপে শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

হে পারমহংস্য ধর্ম্মরক্ষকবর!

আপনি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সংরক্ষণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে জানাইতেছেন—(ক) নিত্য বিবর্ত্ত আশ্রয় বিবেকহীন বদ্ধ জীবের বিষয়-বোধরূপে অসৎ-স্বার্থ [illegible] রূপে কদর্থ প্রচারের [illegible] সাধনবোধময় মুক্তকুলোপাস্য সেবোদ্দেশ্য শাস্ত্র দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যময় গোপীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার প্রভাব; (খ) অকাল পক্কাবস্থায় মনে মনে কল্পনাযোগে কৃষ্ণলীলা স্মরণ ও কাল্পনিক সিদ্ধ প্রণালী-যোগে নিজ্জন-ভজন না করিয়া বহু-ভক্তগণের সঙ্গে বহু-গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমভজন-প্রথায় তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় আচার-প্রচার; (গ) অল্পকাল মধ্যে নৈবদ্যালোচনা মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি, শ্রীগৌরাঙ্গের কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে ও আলালনাথে রথযাত্রা সঙ্কীর্ত্তন, ক্ষেত্রমণ্ডলের কোণারকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজনবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাধ্যাহ্নিক কুসুমচয়নাদি প্রভৃতি; (ঘ) আধিকারিক বিচারে একই বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতা-রাম ও দ্বারকেশের উপাসনা পরম্পরা অধিক [illegible] যুক্ত হইলেও সর্ব্বোপরি পরম [illegible] নন্দনের উপাসনার স্থান, তন্মধ্যে [illegible] মধুররসে উপাসনার—আলালনাথে গৌর [illegible] নাথ ও গোপীনাথের সেবার সমাবেশ। এতদ্ব্যতীত আপনি শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনবৈশিষ্ট্য আরও বহু কথা আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনে তৎসমুদয়ের উল্লেখ সম্ভবপর নহে।

হে! অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকবর!

আপনার কৃপাপ্রার্থী আমরা যেন প্রভুপ্রেষ্ঠ আপনাকে সতীর্থবোধে আপনার ভক্তি পারতম্যপূর্ব্বক আপনার সহিত বন্ধুত্ব বা সমস্থান করিবার ধৃষ্টতা না করি। শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী—নিত্যপার্ষদ আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন ভোগ ও ত্যাগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম অনুসরণে যুক্তবৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য-মহামহোপদেশক

শ্রীমদ্‌অনন্ত-বাসুদেবপরবিদ্যাভূষণ-প্রভুবরাণাং

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়াবসরে

অভিনন্দনপত্রমিদম্

——:::*:::——

(১)

[illegible] ভক্তিবিনোদবাণী-
দয়োদয়ে ধামনি বৈষ্ণবানাম্।
সম্বন্ধিতঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনে যঃ
প্রেমপ্রকাশাম্বুজবন্ধুবালঃ॥

(২)

যো যৌবনে ভক্তিবিনোদদেব-
শ্রীগৌরবাণীকৃপয়া সমৃদ্ধঃ।
[illegible]
শ্রীমদ্‌গুরুদেবেন [illegible]॥

(৩)

যো নিত্যসংসর্গি [illegible]
[illegible] কীর্ত্তনেষু।
[illegible]
[illegible]॥

(৪)

[illegible]
[illegible] সুলব্ধা।
[illegible]
[illegible]॥

(৫)

আচার্য্য সাম্প্রদায়িক [illegible]
[illegible]।
সিদ্ধান্তবিদ্ [illegible]
সদা সদাচারপরায়ণোঽসৌ॥

(৬)

আচার্য্যমাচার্য্যবরাশ্রিতং যঃ
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(৭)

শ্রী [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(৮)

যস্যাপি চৈতন্যমঠে [illegible]
শ্রীমদ্‌গুরোঃ পাদপীঠে মহত্ম্।
[illegible] ভক্তিসুধাব্ধি [illegible]
[illegible]॥

(৯)

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(১০)

[illegible]
গৌড়ীয় [illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(১১)

[illegible]
[illegible]।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ [illegible]
[illegible]॥

(১২)

[illegible] শ্রীরঘুনাথদেব-
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(১৩)

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

(১৪)

[illegible]
[illegible]।
গৌড়ীয়াচার্য্য [illegible]
[illegible]॥

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবকবৃন্দেন পরিকল্পিতম্

কলিকাতা ১৬ নং বাগবাজার [illegible] চক্রবর্ত্তী-ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible]

শ্রীচৈতন্য-বাণী সেবায় আত্মনিয়োগকারক সর্ব্বাত্মা শ্রীগুরুদেবের অনুগামী হইতে পারি! আপনার অমৃত কোমল বাণীতে কৃষ্ণভজনলাভে নিরন্তর গৌর প্রচারের লীলা আমাদিগকে অহৈতুকভাবে রক্ষা করুক। মহাজনানুগ আপনি জয়যুক্ত হউন!!

সেবাভিলাষী—

শ্রীকৃষ্ণদ্বীপগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

[illegible] উত্তম পুরুষ [illegible] বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন [illegible] বৈষ্ণবদিগের সমাদরে দৃঢ়বান হও।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ

[illegible] বৈষ্ণবের [illegible] সমান সম্মান করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

[illegible] দিবানিশি যাপন করিবে না। [illegible] তাহাকে কখনও [illegible] করিবে না।

[illegible] যে শ্রীভক্ত [illegible] তদীয় ভক্তগণের [illegible] একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া [illegible] তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। [illegible] বিনাশপ্রাপ্ত হয়, [illegible] ও বৈষ্ণব-[illegible] পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবসেবায় উপায়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া [illegible] সর্ব্বদা উপেয় বুদ্ধি করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিলে অন্য কোনও [illegible] প্রকার বুদ্ধিকে 'উপায় বুদ্ধি' বলে। [illegible] বৈষ্ণব-সেবা [illegible], এই বুদ্ধিকে 'উপেয় বুদ্ধি' বলে।

পুষ্প, চন্দন, [illegible] সুগন্ধ দ্রব্য [illegible] কখনই করিবে না; [illegible] কেবল [illegible] দ্রব্য করিবে।

[illegible] বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নামকীর্ত্তন-কারী [illegible] আনন্দ লাভ না করাই [illegible] মধ্যে একটি অপচার বলিয়া [illegible] জানিবে।

[illegible] সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না।

বৈষ্ণব [illegible] বলিয়া পূজা প্রণাম করেন, তাঁহাকে অনাদর করিলে অপরাধ হয়।

আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের [illegible] সম্বন্ধ মাত্র [illegible] সহিত [illegible] সহসা [illegible]

[illegible]

[illegible] সংবাস করিবে না। [illegible] যদি [illegible] ধারণ করে, তথাপি [illegible] সহিত সংবাস করিবে না।

আপনাকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া থাকিবেন

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীকৃষ্ণ[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

[illegible]

কলিকাতা [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রী[illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীচৈতন্য [illegible] জন্ম [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]াধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible]

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

[illegible] শ্রীচাঁদকাজীর

সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগদাধর ও

শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত

শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible] অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

শ্রীবাসাঙ্গনের [illegible] বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া গৌড়ীয় মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ধামাত গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠাল[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র রক্ষক—মহা

মহোপদেশক শ্রী[illegible]ানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক

শ্রী[illegible] এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

২৮। সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]পুর, চট্ট, পি

রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষ, [illegible], পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ [illegible]

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস

বিল্ডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস বর্ম্মন [illegible] ভক্তিব্রত।

(৬০) অনাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুরকৃষ্ণ, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০/৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেন্সিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম মণ
	৬॥০
মাঙা দাদ	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নতুন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ঢাকাই কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গল	৩৷৵০

আতপ—

নতুন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ খামারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গল	৩৵০

চিনির দর

বিকানীর, টাইপ	১০॥/০
কানপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোবা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের সোণা	৩৫॥
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

লাইটেস্ট—	৪০৸০
মিডিয়ম—	৪০৸০
উত্তম—	৪১।০
সাধারণ বন্দের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা দাম মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হোয়াইটসল্ডে ঐ	৫।৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (১	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলার্ড	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

আকরা	৫৭৲
রামপাড়া	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাটিওয়ার	৪৲।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাঙা পাথরা	৪১৸০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেরিকান গোলার ফাইন	৫৪৲
মিটার আমদন করকচ	৬০৲
করাচি পুরাতন ফাইন	৪৩৲
ঢাকাই পাখা	৫৫৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিক ২৬শে জুন

দাম

পানের ম্যাক	৮।০
সুপারী বেলী	১৬।০— ১৭
কাটা সুপারী	১০॥০ — ১১।০
শুটি সুপারী	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নং পাটনাই	১৭৲ —১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার বিক্রী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে মার্কা হলকা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নম্বর টী আয়রণ।	৮৸৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৭।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—৸০
বাধান পেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	২৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৸০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০ - ৮৲ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

স্প্রিং পাতী, পোলক্ট্র গরাদে ৮।০—৯।০

গোল ও চৌ বি-ইন্‌কোম ও কর্ণ কাটিং

হন্দর ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

নটকলের চালমণ ৫৵০, গাটের চালমণ ৬॥০

তুলার চালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত পারিবারিক সেবসকল ঔষধ।

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, প্রভৃতি সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৷০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শশীভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা পল্লাব) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

ঠাকুর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সদাচারের। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আহারাদি সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উদরের বলিষ্ঠ ভোর কান্তি লাভে সক্ষম। জ্বরের প্রকৃত সংস্কার ক্রমশঃ নষ্ট ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

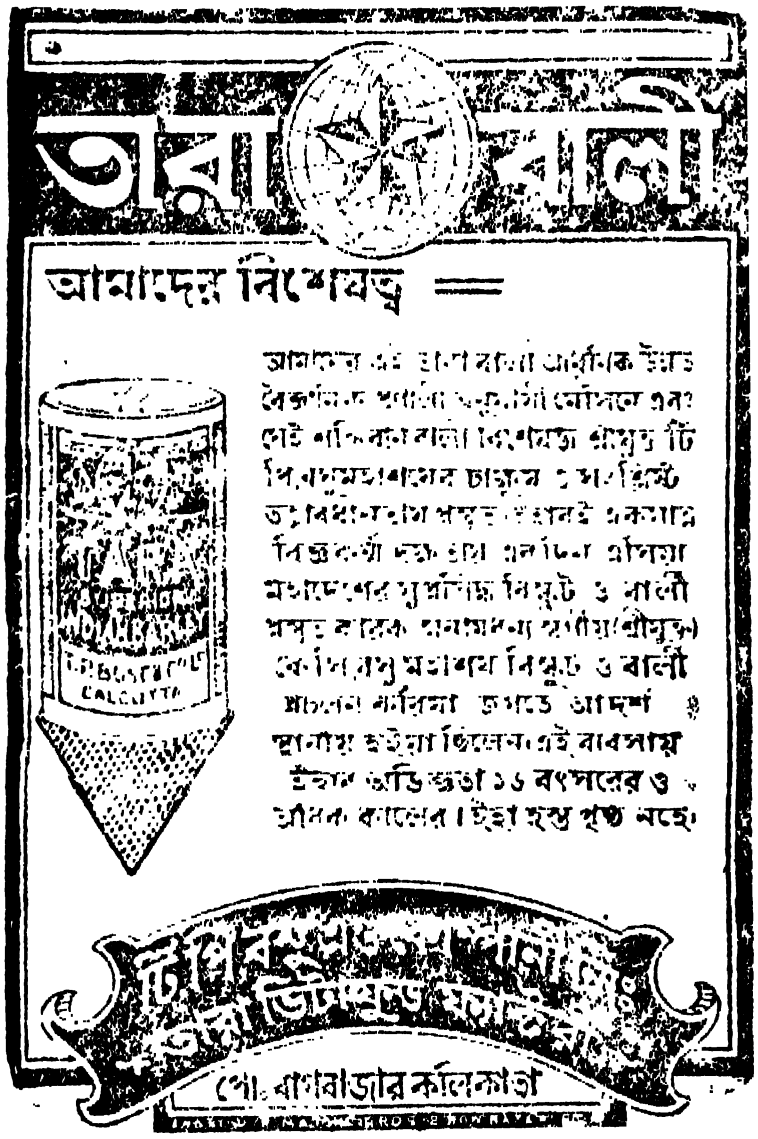

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	১॥০	
[illegible]		৩৲
[illegible]		৫৲
[illegible]		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible]	৪॥০
	১২৲
[illegible]	১৮৲
[illegible]	১০৲

চাঁদার হার

[illegible]	
[illegible]	৩৲
[illegible]	২৸০
[illegible]	
[illegible]	

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণব [illegible] রত্ন [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে উহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

[illegible] পারমার্থিক [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রকাশিত [illegible] হইতেছে। [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible]। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

[illegible]। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার [illegible] হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'- শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ৩০শে জুন, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১০৪]

নীলাম ইস্তাহার

——:(০):*:(০):——

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯।৭।৩৭

(১)

৩৯৩ খাজারি ৩৭ দাবী ১৪৮০

ডিঃ রামবেণু বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ রামদাস দাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ২৫০ নং খং ও তদধীন ৫৮১, ৩৯৯, ৬৭৫, ৯০ নং খং ২.৯৮ শঃ জমির ১১৷৷৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(২)

৩৯২ খাজারি ৩৭ দাবী ১০৮৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ কুরম সেখ সাং ছুটীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে আন্দুলবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ১৫১ নং খং ১.৭৭ শঃ জমির ৪৷৷৯ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(৩)

২৯৩ খাজারি ৩৭ দাবী ২৫।৴০

ডিঃ হামিদন নেছা বিবি

দেঃ নাইছন বিবি সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

১। থানা কোতয়ালী মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৩২৬ নং ও তদধীন ৩২৭ ও ৩২৮নং খং ৩.৮৪শঃ জমির ৩৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৫৫ নং খং ও তদধীন ২৫৮, ২৫৭, ২৫৬ নং খং ৩.৩৪ শঃ জমির ৭।৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(৪)

৫৩৬ খাজারি ৩৭ দাবী ১২২১৷৵৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ রামচরণ বিশ্বাস দিং মৌঃ কাছারী আনখুপী পোঃ মেহেরপুর

থানা মেহেরপুর মৌঃ জ দারিকাপুর ১০ নং খং ও তদধীন ৫নং ১১নং খং ডিঃ সং ৫১৬৲ টাকার যে পত্তনী জমা লেখা নাম মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০০০৲

(৫)

৫২২ খাজারি ৩৭ দাবী ২১৴৯

ডিঃ বসন্ত কুমার মল্লিক

দেঃ হারাপদ ঘোষ দিং সাং কুকুণপুর পোঃ ধমদা

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কুকুনপুর গ্রামে ডিঃ সং [illegible] নং খং ১.০৯শঃ জমির ২৸০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১৫৲

(৬)

৫১৮ খাজারী ৩৭ দাবী ১২৸৴০

ডিঃ ফেলু বিবি দিং

দেঃ সত্য সেখ ধাবক দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সং ৯৫নং খং ১৫ শতক জমির ১৷৴৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(৭)

৪৩৭ খাজারি ৩৭ দাবী ১২৸৴৩

ডিঃ হাজারী বালা দেবী দিং

দেঃ রহিম সেখ মণ্ডার সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৬১০নং খং .৪০শঃ জমির ১৲ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৫৲

(৮)

৪২৩ খাজারি ৩৭ দাবী ১৫৴০

ডিঃ নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং

দেঃ নলিনীবালা গোস্বামী সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ৯২।১২২নং খং ১.৮৫শঃ জমির ৫৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২০

(৯)

৬২০ খাজারি ৩৭ দাবী ৭৩০৸০

ডিঃ মাতঙ্গিনী দেবী দিং

দেঃ জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাকচি দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ করিমপুর

থানা করিমপুর মৌজে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সং সালিয়ানা বার্ষিক ২৬১. টাকা পত্তনী জমায় করদায়ে স্বত্ববান ও দখলকার আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫০

নীলামের দিন ১০।৭।৩৭

(১০)

৪০২ খাজারি ৩৭ দাবী ৯২৬।৴০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ গণেশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং শরবধু পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে শরবপুর গ্রামে ডিঃ সং ২১৯নং খং ২৯.৩১শঃ জমির ৬৬৷৴৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ৭৫৲

(১১)

৩৬৫ খাজারি ৩৭ দাবী ৬৪৴৩

ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ শশী মল্লিক দিং সাং মুরুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চিৎপালপুর মধ্যে ডিঃ সং ১৫০নং খং ৬.৫৫শঃ জমির মোল জানা জমা বার্ষিক [illegible] স্বত্ব আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৫৲

(১২)

২৪৭ খাজারি ৩৭ দাবী ১৮.৬

ডিঃ যোগেন্দ্র সিংহ

দেঃ [illegible]বালা দাসী বৈরাগী দিং সাং ৭ পোঃ মাজদিয়া থানা নাকাশীপাড়া

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে আসাদিয়া মধ্যে ডিঃ সং ৮২নং খং .১৮শঃ জমির ৩৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮৩।৮৪।৮৫নং খং .১১শঃ জমির ১৷২ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ২.

(১৩)

২১৬ খাজারি ৩৭ দাবী ১৫৸৬

ডিঃ কান্তি চন্দ্র ঘোষ

দেঃ বিভূতিভূষণ দাস সাং পাটীশ্বর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে পাকুনি গ্রামে ডিঃ সং ৩৫২ নং খং ১.১১শঃ জমির ১৷৵০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(১৪)

২১১ খাজারি ৩৭ দাবী ৩১৷৵১

ডিঃ রামবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ প্রহ্লাদ চন্দ্র সেন দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ সং ৯৭৬নং খং ১.৪০শঃ জমির ৫৷৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আং ১০৲

(১৫)

১৯১ খাজনাদি ৩৭ দাবী ১১৮।১

ডিঃ ... মোহন ভাদুড়ী দিং

দেঃ ... দাস সাং ফকিরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

থানা ... মৌজে ... দিঃ সং ... শতক জমির ... জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

৪৯১ খাজনাদি ৩৭ দাবী ২৭।/৯

ডিঃ অশ্বিনীকুমার নন্দী

দেঃ আমির হামজা সেখ দিং সাং ... পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে নগেন্দ্র গ্রামে দিঃ সং ১১৭২নং ও তদধীন ১১০০নং খং ১ ৪।নং জমির ১৬০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

(১৭)

৪৮৫ খাজনাদি ৩৭ দাবী ৫৬।০ ৮

ডিঃ ... মহম্মদ আবদুল হালিম দিং

দেঃ ... মণ্ডল দিং সাং ...দ্বীপ পোঃ ...পুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৩৮।০ খং ২ ৫নং জমির ৬৫০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৪৭৮ খাজনাদি ৩৭ দাবী ১৫৭।০

ডিঃ ...ন্দ্র রায়

দেঃ ... দফাদার দিং সাং মুক্তাপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মুক্তাপুর গ্রামে দিঃ সং ২২৪।৪৯ নং খং ২৪ ১১নং জমির ৬০।৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১৫০

নিলামের দিন ২।৭।৩৭

(১৯)

৪৪ মানিজারী ৩৭ দাবী ১৩৮৵

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বাগচি

দেঃ ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ অন্তর্গত ডিঃ সং ২৪৩৮নং খং ...১১ শতক জমির নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য ২৫

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৪৩৬ নং খং ॥১ কাঠা জমির তাহার উপরিস্থিত পাকা দালান, কোঠাঘর, পাকা পায়খানা, প্রাচীর আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫...

(২০)

২৮১ মানিজারী ৩৭ দাবী ১৮৮৶৯

ডিঃ কিসেন সিং দিং

দেঃ নেফাউদ্দিন আহম্মদ সাং কামারী পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর দিঃ সং ২১৮০নং খং ও তদধীন ২১৬২নং খং ...১৮শতক জমির ১৵৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৩০৲

(২১)

৩৯৯ মানিজারি ৩৭ দাবী ১১৩৮৶

ডিঃ কানাই লাল কুণ্ডু

দেঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও পোঃ মেহেরপুর

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে ১৮০নং মাধকড়া অন্তর্গত ডিঃ ৩২১নং খং ১৯ -৮১ শতক জমির ৵১৩৮৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০১ ও তদধীন ১০১ ক, খ, ঘ, ঙ, গ নং খং ৫-৫৪ শতক জমির ৵১৮৬ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১০৲

(২২)

৪৬৩ মানিজারি ৩৭ দাবী ১৬৬।১

ডিঃ ভূপেন্দ্রশ্বর ভট্টাচার্য

দেঃ উপেন্দ্র নাথ হালদার সাং নূতন শহরনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর অধীন দিঃ সং ৪৭৬৩ নং খং ২৪।৩০ কাঠা জমির জমি প্রতি বিঘা ২৲ টাকা নিরিখে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ও চালাঘর ওগায়রহ সমেত ষোল আনা রকম দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৩নং খং ১-১৭ শতক জমির ১।৵১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৩০৲

(২৩)

২৫ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ১৩৩৩।৶

ডিঃ রাজ নলিনী দেবী দিং

দেঃ সত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালী মৌজে গোয়াড়ী মধ্যে ডিঃ সং ৪৩৮নং খং ০৮ শতক জমির ৩৸/ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৪৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩১৭ ও তদধীন ৩১২নং খং ০৮ শতক জমির ১৵৪৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৩৫০৲

(২৪)

২০৭ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ২১৬৪।৵

ডিঃ কালিপদ দত্ত

দেঃ জাহানাম খাঁ দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ তেহট্ট

১। সাং গোয়ালপাড়া তেহট্ট থানা নাকাশীপাড়া মৌজে রাধানগর মধ্যে ডিঃ সং ১৫৩নং খং ও তদধীন ১৫৪নং খং ১১-৩৪ শতক জমির ১৮৵১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৫০ নং খং ও তদধীন ১৫১-১৫২নং খং ১০-৭২ শতক জমির ২।/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য ৫০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৮৯ নং খং ৫-৮১ শতক জমির ১১।৷/২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৩৭ নং খং ৬৮ শতক জমির ১৷/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৩৮ নং খং ০৮ শতক জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা মোগলখানা রকম ।৵৯ যে রায়তি-স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১১৯ নং খং ২৭ শতক জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা মোগলখানা রকম ২।১ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৪০নং খং ১০ ৫ শতক জমির ২।৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য ৫৲

৮। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৪১নং খং ১১-০৭ শতক জমির ৫৪।১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১০০৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৪২নং খং ৩ ৫৮ শতক জমির ৭৵২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২০৲

১০। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৪৩নং খং ১২ শতক জমির ১।২ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

১১। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৪৪নং খং ২৮-১৭ শতক জমির জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১২৫৲

(২৫)

২২০ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৫৪৪।০

ডিঃ লোহারাম গঙ্গোপাধ্যায়

দেঃ হোসেনালি দফাদার সাং জামালপুর মুক্তাপুর পোঃ কালিগঞ্জ

১। কালিগঞ্জ মৌজে জামালপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২৫ ও তদধীন ৫৬৪নং খং ৪-৩৯ শতক জমির ৬০।৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫৩২।১নং ও তদধীন ৫৩৩নং খং ৩ ৬৮ শতক জমির ২৩।৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

৪৩৩ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৮৫২৬।৯

ডিঃ জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ গৌর ঘোষ দিং সাং নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়া থানা নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘড়িপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ২২১ নং খ মৌরশি জমি জমা আন্দাজ ।১ কাঠা ও তাহার উপরিস্থ টীনের ঘর ও প্রাচীর পায়খানা ও আকর আওলাত প্রভৃতি দরবস্ত চকুক খাজনা ২।০

(২৭)

৪৬২ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৯০৭৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং নবদ্বীপ তেঘড়িপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘড়িপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৮০১নং খং ১৩ শতক জমির ২।০ কাঠা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৮০১২নং খং ৫০ শতক জমির ৮৵ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ১০০৲

(২৮)

৪৭১ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ৪১০।/৩

ডিঃ কাশীশ্বরী দাসী

দেঃ যতীন্দ্র মোহন সরকার দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে সোমুড় গ্রামে দিঃ সং ২১৮নং খং ২৮৩নং জমির ১৫।৵৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২০০৲

(২৯)

৫০৬ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ১০৬৸/১

ডিঃ নরেন্দ্র ঘোষ

দেঃ সুফল ঘোষ দিং সাং শ্রীনাথপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপ মৌজে টোটা গ্রামে দিঃ সং ৵৩ বিঘা জমির ২।/২।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৵২ বিঘা জমির ১.৫।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ।২ কাঠা জমির ।৵০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫৲

(৩০)

৫৪১ দেওয়ানি ৩৭ দাবী ২৫১/৬

ডিঃ সুরূপা সুন্দরী দেবী দিং

দেঃ রামপদ রুদ্র দিং সাং জয়রামপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫১৩নং খং ও তদধীন ৫৪২নং খং৪-০৩ শঃ জমির ২।/৭ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত চকুক মুল্য আঃ ৫০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

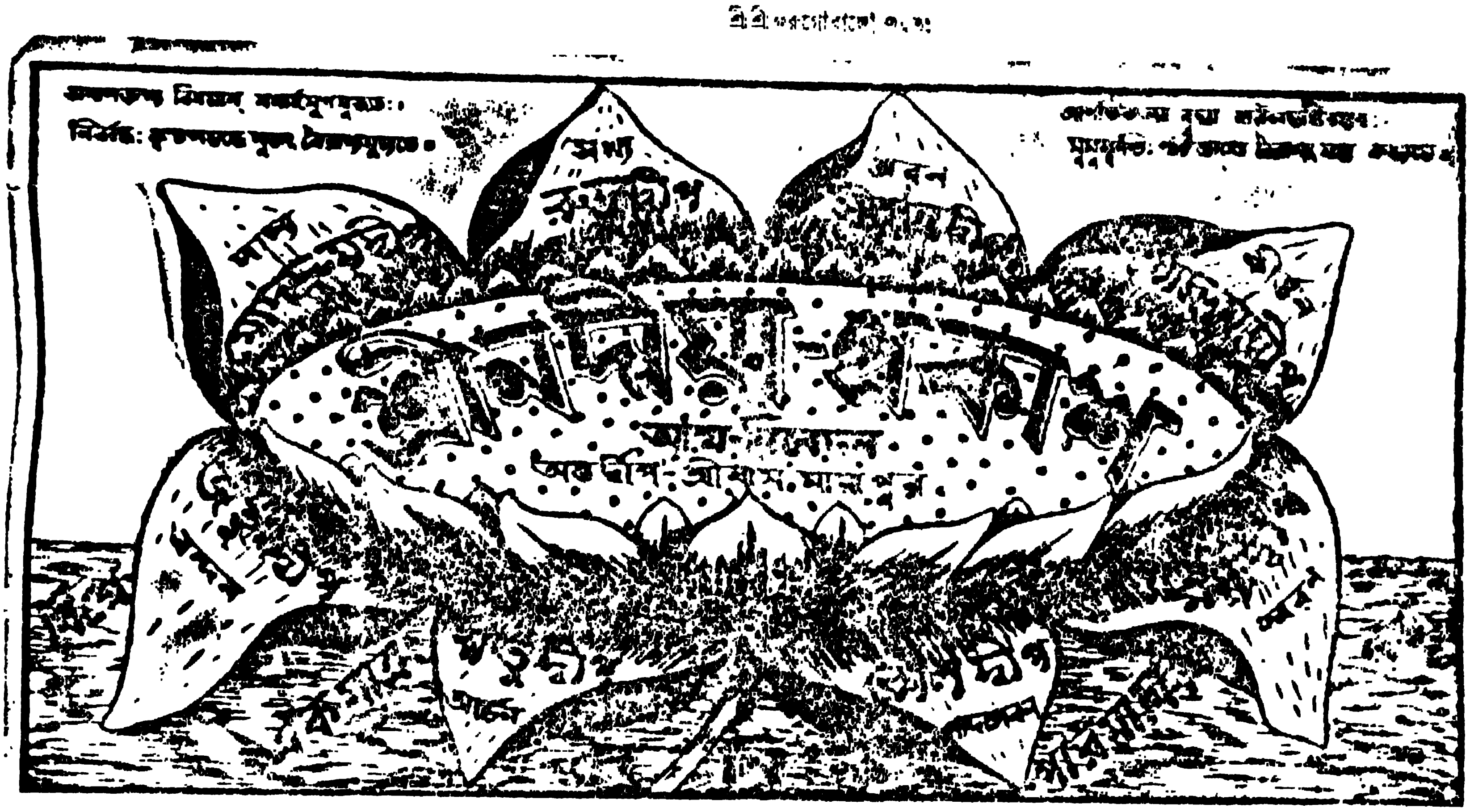

১২শ বর্ষ | ৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে জুন ইং ১৯৩৭, বুধবার | ৪৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ২নং মোহনবাগান লেনস্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুসহ মিলন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

শ্রীবাসবিহারী মজুমদার বি এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত মুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এস, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এম এস-সি, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ বসু এম-বি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র বি এস সি, এম বি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত কমলকুমার বসু, শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ সেন ইত্যাদি।

হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয় মঠ-সৌষ্ঠব

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সেবোৎসাহে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আরব্ধ হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও সেবকগৃহাদি নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে এই মঠের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করেন। পরলোকগত বিবেদীর সদুপায় প্রবিদায় রায়সাহেব লালা চান্দা পাসান সম্প্রতি ভাতুসিংহ মঠের পূর্ব্বে এবং মঠের ঠিক গঙ্গার অতি নিকটে সত্বরের মধ্যস্থলে একটা বসত্যোপযোগী স্থান দিয়েছে দান করিয়াছেন। উক্ত জমির উপরেই মঠটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসার মহোদয় শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস অধিকারী, শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণের সহ গত ১৩শে জুন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী এক্সপ্রেসে পুরী রওনা হইয়া তৎপর দিবস শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু গত ১৮শে জুন শুক্রবার শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরীর বিভিন্ন স্থানে পাঠ কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। মহোৎসবের সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ঈশান প্রভু দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রমুখ বৈষ্ণবগণও শ্রীমঠে উৎসবে যোগদান করিতেছেন।

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তন

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে মঠরক্ষক মহোপদেশক পরমহংস শ্রীপাদ ... প্রভুর আদেশে ও নির্দ্দেশক্রমে দৈনন্দিন সেবাকার্য্য এবং পাঠ, কীর্ত্তন ও সাপ্তাহিক অধিবেশন বিশেষ সুশৃঙ্খলতার সহিত চলিতেছে।

গত ২০শে জুন রবিবার তারিখে ও তৎপূর্ব্ব রবিবার দিবসের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যদেবের 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের অধিবেশনে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এবং গত ২০।৬।৩৭ তারিখের অধিবেশনে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু উভয়েই বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু শ্রোতা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। গত ২০।৬।৩৭ তারিখে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মনের প্রতি

(শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী)

(১)

মন তুমি হবে সদা চিনি না তোমায়,
বায়সের সম তাই নয়ন মুদিয়া,
কদর্য্য ভক্ষণে তব চেষ্টা দেখা যায়,
যাহা হেরি' রহিয়াছি মরমে মরিয়া।

(২)

মন, তুমি ভাবিতেছ নিজকে বৈষ্ণব,
যদ্যপি তাহার চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই,
মহত্ত্ব, দম্ভ আর আপন গৌরব,
ইহা ছাড়া তব মাঝে কিছু নাহি পাই।

(৩)

"অমানিতা" বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ,
বিন্দুমাত্র তাহা নাহি তোমার ভিতর,
কর্ত্তাগিরি, গুরুগিরি, ভোগ্য আয়োজন,
সেবিতেছ বিষয় তব চিত্ত নিরন্তর।

(৪)

গুরুর অবজ্ঞা আর সাধুর নিন্দন,
নিষ্কিঞ্চন বিষ্ণুজনে বিদ্বেষ অপার,
করিয়াছ এই সব অনেক কুক্ষণ,
পাপিষ্ঠা, প্রভুর তুমি করিতেছ বিচার।

(৫)

'গুরবৌ', 'গোষ্ঠে' আর গোষ্ঠবাসী জনে,
দন্ত ত্যজি' প্রেম-প্রীতি করিবারে তরে,
কর না বিনতি করি' করুণ-বচনে,
বলিয়া গেছেন প্রভু অতি সকাতরে।

(৬)

বুঝিয়া না বোঝ এ কি! ওরে মূঢ় মন,
শ্রীগুরুর তত্ত্বোপদেশ উপেক্ষা হেলায়,
অহঙ্কার, দম্ভ লয়ে নিরন্তর,
অনন্ত নিরয়-পথে ধাইতেছ হায়!

(৭)

মহতের সম্মান, দয়া, দৈন্য,
নিজাভিমান শূন্য, সাধু সঙ্গ সেবা,
গুণ-কীর্ত্তন মত্ত, হবে অপার,
পাবে নাম হবে হৃদয় তোমার নির্ম্মল।

(৮)

ইহা সময় থাকিতে বলি ওরে মূঢ় মন,
কণ্টকের খোঁচা আর অঙ্কুশ আঘাতে,
বিক্ষত হ'বার কিছু নাহি প্রয়োজন,
এবেও সুপথে চল, হরি পাবে হাতে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই মানবের পরমধর্ম্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা। ভগবদনুগত্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। ভগবজ্জনানুগত্যে সেবোন্মুখ হইয়া কৃপাপ্রার্থনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকথা-দর্শনাদিতে [illegible] স্বতন্ত্র সর্ব্বক্ষণ সাম্রাজ্যবাদের আবাহন মাত্র।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বামন ভূং, অনিরুদ্ধ (গৌরাব্দ ৪৫১)

বিষয়ী ও বৈরাগী

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশের জন্য ব্যস্ত, আর এক শ্রেণীর লোকের লক্ষ্য — কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ-জ্ঞানানুশীলন। ইন্দ্রিয়তর্পণপর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে ততই নাস্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়; আর জীবহৃদয়ে ভগবদিন্দ্রিয়ের তর্পণ চেষ্টা যে পরিমাণে স্থান পাইতে থাকে বা ভক্তিপথে শ্রদ্ধা যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই আস্তিকতা জগৎকে অধিকার করিয়া বসে। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রথমে বিশুদ্ধ নাস্তিকতাবাদ, দ্বিতীয়স্তরে সন্দেহবাদ, তৃতীয় স্তরে অজ্ঞেয়বাদ, চতুর্থ স্তরে মায়াবাদ এবং অবশেষে শূন্য-বাদ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। আর যেখানে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ-কথা বা অধোক্ষজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ সেখানে চিদ্বিলাসের বিচারে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও একপাদবিভূতির বিচার পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রুক্মিণীশ এবং রাধাগোবিন্দের ক্রমমাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এরূপ বাস্তবের অর্থাৎ চিচ্ছক্তিহীন শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অবাস্তব কল্পনা—নাস্তিকতা বা নির্বিশেষবাদের প্রথম পদবিক্ষেপ বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমতাৎপর্য্যপর ভক্তগণ এই বিচার গ্রহণ করেন না।

মায়াবাদিগণ নির্বিশেষবাদের পক্ষপাতী আর ভক্তগণ নিত্য সবিশেষবাদস্বীকারকারী। এই নির্বিশেষবাদিগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আর বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট আস্তিক। মায়াবাদিগণ আরোহবাদী—শরণাগতির বিরোধী, আর ভক্তগণ অবরোহবাদী নিত্য ঐকান্তিকী শরণাগতির পক্ষপাতী।

জগদ্বাসী আমরা ভোগ ও ত্যাগের কথাই জানি। এতদতিরিক্ত অধোক্ষজ ভক্তির কথা আমরা ধারণা করিতে পারি না—যদিও এই ভক্তিই চেতনের নিত্যা বৃত্তি আর এতদ্ব্যতীত সবই মনোধর্ম্ম। ভোগী বা বিষয়িগণ ভোক্তৃবুদ্ধি নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, আর ত্যাগিগণ প্রচ্ছন্ন ভোগী বা বিষয়ী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েরই নিজ সুখবাঞ্ছা প্রবল থাকায় উভয়েই হরিবিমুখ। কিন্তু ভক্তগণের হৃদয়ে নিজসুখাকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্যই ব্যস্ত। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ স্বাভাবিক বলিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বা আসক্তি নাই। তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রীতি ব্যতীত অন্য প্রীতি না থাকায় তাঁহাদের গ্রহণের বা ত্যাগের কোনও বস্তু এ জগতে বা পরজগতে নাই। কৃষ্ণ-সুখই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহাদের গ্রহণ বা ত্যাগ যা কিছু সবই কৃষ্ণসুখের জন্যই।

আমরা বদ্ধজীব। সুতরাং বিষয়স্পৃহা আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর আছে। তবে আমরা সাধক অর্থাৎ শুদ্ধভক্তসঙ্গে আমাদের ভগবদনুশীলন করিবার সুযোগ হইয়াছে বা এইরূপ সৎ স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে অল্পবিস্তর জাগিয়াছে। ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। আমরা যে বিষয়ী ও বৈরাগীর কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, ইহা সাধক সম্বন্ধেই কথা। এই সাধক গৃহস্থও হইতে পারেন, আবার গৃহত্যাগীও থাকিতে পারেন।

অনেকে মনে করেন, বিষয়ী লোকের বৈরাগ্য নাই এবং বৈরাগীর বিষয় নাই। একথা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ, অতি-বদ্ধ বা অতি-ভোগীর বৈরাগ্য নাই এবং মহামুক্ত বা সিদ্ধের বিষয় আদৌ নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গে যে-কোনও আশ্রমে থাকিয়া ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়-স্পৃহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তাঁহারা ভক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া সেই গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী সাধকগণকে কেবল বিষয়ী বা কেবল বৈরাগী বলা যায় না। উভয়েই সাধুগুরুকৃপায় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

বিষয়ে অবস্থিত ব্যক্তির বৈরাগ্য হওয়া অসম্ভব নহে, বরং সুবিধা থাকিলে—সাধুসঙ্গের সুযোগ থাকিলে সেই অবস্থাতেও অনেকে বৈরাগ্য সাধন করিয়া থাকেন। বিরাগ উদিত হইলেই যে বিষয়-ত্যাগ হয় তাহাও নয়। সাধক যে-পর্য্যন্ত স্থূলদেহে অবস্থান করেন সে পর্য্যন্ত দৈহিক কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত বিষয়ই থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেই বিষয়ী। সদ্গুরু লাভ করিয়া যিনি নির্বিষয়ি-ভাব বাঞ্ছা করেন তিনি ক্রমে ক্রমে অনর্থনিষ্ঠাকে বিষয় নির্মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, যখন তিনি সফল হন তখনই তিনি স্বভাবতঃ বৈরাগী হইতে পারেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়িয়া সংসার-ত্যাগের বাসনা জানাইলে প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় কিছুদিন সদ্গৃহে বাস করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করতঃ পরে সুযোগ পাইয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ সমীপে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন—

"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবনরক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদরভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যদিও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ তথাপি জীবগণকে বিষয়ে অবস্থিত হইয়া ক্রম চেষ্টার দ্বারা কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করা যায় তাহার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিয়াছেন।

অনেকের ধারণা যে, গৃহস্থগণ বৈষ্ণব নহেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব—এই বিচার নিতান্ত অমূলক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যিনি ভগবদ্ভজন করেন তিনিই বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহাকে কোন কিছুর অন্তর্ভুক্ত করিতে যাওয়া অন্যায়। মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রায় অনেকেই গৃহস্থ বৈষ্ণব। কলিকালে যেরূপ দৌরাত্ম্যের প্রাবল্য তাহাতে বৈষ্ণবগণ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পক্বাবস্থা লাভ না করেন সে পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণভজন করিবেন—সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে যত্নপর হইবেন, ইহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যাবতারের পার্ষদবর্গ অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া কিরূপে উচ্চ বৈষ্ণবতা শিক্ষা করিতে হয় তাহা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অল্পজ্ঞানাবস্থায় বাস্তবিকই সংসার-ত্যাগ উচিত নয়। তবে সংসারে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বিশেষভাবে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। নচেৎ গৃহব্রতধর্ম্মে আমরা আটকাইয়া যাইব। এককথায় যেখানেই থাকি সাধুসঙ্গ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতে পারিব। সাধুসঙ্গ না করিলে সকল অবস্থাতেই উৎপাতের আশঙ্কা আছে।

পারমার্থিক বৈরাগীর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে গ্রাম্যকথা
না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

সারকথা

মুক্ত কে?

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥

কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ কি?

তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যাঁর অরণ্যে বিলাস॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩)

আগে কৃষ্ণসেবা না দেহরক্ষা?

বাপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি, যে খাইব।
নিজকর্ম্মে—যে আছে, সে আপনে মিলিব॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯)

বিধি ও নিষেধ কি?

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মূলবিধি তাই।
শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি যাহে, নিষেধ মূল তাই।

(প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমহংস

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে—

প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

-::(*):

আচার্য্যদেব! আমরা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীবাসী। আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপযুক্ত বৈষ্ণববৃন্দ সশ্রদ্ধ অভিনন্দন সর্ব্বস্থান হইতে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আপনার শ্রীচরণে অভিনন্দন দেওয়ার যোগ্যতা আমাদের আদৌ নাই। আমরা পতিত অধম; আপনি পতিত-পাবন। তাই আপনার শ্রীচরণে প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আমরা ধন্য হইব।

শ্রীরূপানুগবর্য্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ আপনি। জন্মে জন্মে যেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন প্রভো! শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিবার পর তাঁহার নিদ্দেশানুযায়ী যখন তৎস্থলাভিষিক্ত আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় শ্রীধাম মায়াপুরে আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্বতঃ-প্রকাশিত হইয়াছেন তখন আমরা কাণ্ডারী-হীন অবস্থায় আপনাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আপনি যে আচার্য্যধারা সংরক্ষণ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র তাহা পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণববৃন্দের নিকট আমরা অবগত হইয়া আসিতেছিলাম। আচার্য্য কখনও মানুষের দ্বারা নিরূপিত হইবার বস্তু নন। তিনি শ্রীভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ, স্বয়ং প্রকাশবস্তু। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় অসংখ্য বাধাবিঘ্ন ও অজ্ঞানরাশি আপনার উদয়ালোকে বিদূরিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই আপনার মহিমা উত্তরোত্তর আরও উজ্জ্বলভাবে বিঘোষিত করিতে-ছেন।

ভোগের বস্তু যখন আমাদের সম্মুখে আসে এবং তাহা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার সুযোগ হয় তখন মনে হয় তাহা একবার ভোগ করিয়া লই। কিন্তু তাহার মালিক যে একমাত্র ভগবান্ তাহা তখন আমাদের মনে উদিতই হয় না। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে আমাদের শুনিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সকল লোভ পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠার লোভ পরিত্যাগ করা বড় কঠিন।

"কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

এই গুলি শ্রীবিষ্ণুর মায়া, ইহা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে এবং আপনার কৃপায় ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া শ্রীভগবানের এবং সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, ইহা আপনার শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

আচার্য্য-বিরোধীর মঙ্গল কোনকালেই হয় না। তাহার ঐ অস্ফালন দৈবশাসনে ক্ষান্ত হইয়া যায়। আচার্য্য-বিরোধীকে ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না। আচার্য্য-দেবের আনুগত্য পরিহার হওয়া মানে ভগবানের সেবা হইতে চ্যুতি পাওয়া। সুতরাং নিত্য-সিদ্ধ আচার্য্য আপনার আনুগত্যে থাকিয়া যেন আমরা সেবাময় জীবন যাপন করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আপনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিগ্রহ। আপনার সেবা দ্বারাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা পাওয়া। আপনার জয়েই শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের জয় ঘোষণা হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "বাসুদেবানন্দ দাস্যে থাকিয়া হরিনাম লও নাম" এই বাণী শিরোধার্য্য করিয়া যেন আমরা হরিসেবা-ময় জীবন যাপন করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের শেষ প্রার্থনা।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—
সেবক দাসানুদাস
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ,
(সেনহাটী নিবাসী)
শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী
শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী
শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী
শ্রীসুধাংশুনাথ দাস
(সাহাজাদপুর নিবাসী),
শ্রীঅনাথবন্ধু দাস
শ্রীসদানন্দ দাস
(বেড়ানিবাসী)
শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসাধিকারী
শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী
শ্রীমনোমোহন দাস
শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসাধিকারী
শ্রীযতীশচন্দ্র দাসাধিকারী
শ্রীবিজয়গোবিন্দ দাসাধিকারী
শ্রীবসন্তকুমার দাসাধিকারী প্রভৃতি।
(হাটুরিয়া জগন্নাথপুরনিবাসী)
জেলা পাবনা।
তাং ১লা আষাঢ়, ১৩৪৪।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনাম্বয়বর শ্রীস্বরূপরূপানুগ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য-পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ-

প্রভুবরাণাং শুভাভ্যুদয়োপলক্ষে—

হার্দ্দাভিনন্দন-পত্রমিদম্

——::(*)::——

জয়তাসানন্দশ্রীবাসুদেব উদারধীঃ।
বিদ্যাভূষণপাদঃ শ্রীগুরুপৃষ্ঠঃ মহাপ্রভুঃ ॥
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যঃ সিদ্ধান্তনিপুণো বরী।
সদাচারসংযুক্তঃ শুদ্ধচিত্তো দয়ান্বিতঃ ॥
কেশবীয় স্বকীয়ৈঃ নিষ্কামৈঃ কেশ ...।
কিন্তু মৎসরাক্রান্তা যে তথা পরগুণেষ্বসৌ ॥
বজ্রাদপি কঠোরো যো ভক্তিবিদ্বেষিকেষু চ।
কোমলঃ সুমনোভ্যশ্চ সুমঙ্গলকরঃ ...।
জয়তি সেবকাদর্শো বাদেশ্বিভবর্দ্ধিকঃ।
গৌররাধারাধনাকাম সেবামোদপরঃ প্রভুঃ ॥

হে পতিতপাবন-কৃপাময় শ্রীমদাচার্য্যদেবাঃ! শ্রীমদ্গুরুকৃপাকোপলানুনা ... সম্প্রাপ্য নয় নীলোৎপলতোষিতাঃ সুনিশ্চয়াৎ সন্ততাঃ। যথা কশ্চিদ্দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ সাধুঃ ত্রাণো মহাজলধিমগ্নানামিমু স্নেহবশাৎ পরপারে সুখেন প্রেষয়তি তথাপারকারুণ্যাবিষ্টঃ শ্রীলপ্রভুপাদা অনাদিভবার্ণবপরিত্রাণায় নানাবিধকুঘ্নটিকাসমাচ্ছন্নসদনে ভবত এব নিরাপদপটুতমসাবর্ণ্যকরণকাণ্ডেন স্বীয় সাক্ষাৎকৃপাকণেন চ সংরক্ষিতবন্তঃ। অতো বিলাসময়শ্রীমঠ-কাণ্ডারে সেবাধনকুশল ভবন্তঃ সংলক্ষাঃ! উজ্জ্বলশ্রীপাদচৌর্য্যাবিমত্তলেশ-স্তস্তামান্ধতমসচ্ছন্নে ভক্তিগগনমার্গে অত্র ভবন্তঃ শ্রীমৎপাদা এব সিদ্ধান্তবাণীবৃষ্টিকারাতিশয় প্রদর্শকাঃ।

হে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবাণীগৌরবৈকবিজ্ঞাঃ! বিষয়পানাচ্ছন্নানাং কল্প ... নামকঞ্জরনন্দনানাং ... এব, যতঃ শ্রীকৃষ্ণনামরূপগুণলীলাঃ পারক্যবৈশিষ্ট্যানাং কদাপি বিদ্বাংসো নাভিবদন্ মন্ত্রভবতাং সিদ্ধান্তবাণীশ্রবণযোগে এবাস্মাকং নাগমিষ্যাম। অপিচ, "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী, সংস্থাপ্যাধি-বিনষ্টং চ তেষাং প্রবর্ত্তেন নিষ্পন্নম্। ইত্যেকেন ভক্তিকেন-সেবনঃ ভক্তকষ্টাতে॥" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যবচনেন শ্রীপাদপদ্মদর্শনে ভক্তিবাণীর্দ্দিশবৈধ চ শ্রীভক্তের ভক্তিসোৎস্ব ভক্তকৌশেন প্রদর্শিতানি। সর্ব্বত্রাত্মানাং নিরন্তরঃ অত্যুগ্ৰ... গুণগাথা-শ্রবণার্থো নাহমিমার্হি ভবদ্ভক্তি-মেব নিক্ষিপ্যসেদাঞ্জলিম্ শ্রীগুরুমাশ্রিত্য নাবাগমিষ্যাম।

হে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিকুলেশ গুরুসেবা-পরায়ণাদর্শাঃ পরমহংসাঃ! হে শ্রীগুরুপাদানাং হরিসংকীর্ত্তনসহায়কাঃ! হে কৃষ্ণকৃপার্শ্বশ্রেষ্ঠাঃ! হে শুদ্ধভক্তিযোগেষু ইব সিদ্ধান্তসর্ব্বস্ব-নিপুণাচার্য্যপাদাঃ! হে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-শাসনেষু নিষ্কঞ্চনাঃ! হে ব্রহ্মাণ্ডগো-লকাদিমধ্যবর্ত্তিপাদপদ্মাশ্রয়কারাঃ! হে অকুতো-ভয়প্রদাঃ! হে শরণাগতবৎসল শিক্ষাচার্য্যোত্তমাঃ! হে ভক্তিবিরুদ্ধ-পাষণ্ডমতখণ্ডনাঃ! হে শ্রীমদ্ভাগবতরসময়-মূর্ত্তিপ্রতিপাদকাঃ! হে শ্রীগৌরচরণনি-ষেবিনঃ নিখিলপ্রতিপাদকানা নীলাচলপুন-কারিণঃ! হে প্রভুপাদানাং নাম সংস্থাপক-বরাঃ পরাগত্যৈকনিষ্ঠাঃ বয়মত্র ভবতাম্... মাচার্য্যপাদানামনুদিনগুণসংকীর্ত্তনলেশপাব-ধারয়িতুং ন সমর্থাঃ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥

অত এব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়েষু ভবদীয়া ভগবতো গুণাশ্রয়ঃ শুদ্ধানন্দ কথমনর্থ-মন্দপ্রচারস্য ভক্তগণানাং "সদ্গুরৌ প্রীতিঃ" ইতি ভাবাৎ?

শ্রীলগুরুপাদপদ্মের প্রকটলীলাপরেশাৎ প্রাপ্তগম্যভাগবতাপদিশাঃ শাস্ত্রানুসারেণ ... মাত্র নিন্দা ... কৃপাং প্রার্থয়ামহে। যস্মাৎ শাস্ত্রেঃ—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"

হে কৃপাসিন্ধবঃ পরদুঃখদুঃখিনঃ! "বিবন্ধ মম দৃষ্ট্বা, অপ্রাপ্য পাদরজঃ পিনষ্টু মাম" এবম্প্রকারপূর্ণপ্রবণাগতিময়ী বাণী ভবৎপাদানুসরণকারিণো বহুজন্মজন্মান্তরেহপি লভন্তু।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

ইতি—
আচার্য্যপাদানাং সেবাপ্রার্থিনাং
পরমানন্দনাং কৃপাপাত্রাণাম্
শ্রীচৈতন্যমঠস্থঃ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং [illegible] স্ট্রীট, [illegible]

[illegible]

কলিকাতা, [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — [illegible]

(৭) [illegible] পাট

[illegible], শ্রীমায়াপুর, [illegible], নদীয়া।

[illegible] শ্রী[illegible]

[illegible]। রক্ষক শ্রী[illegible]।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ

[illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া।

এখানে [illegible]

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর[illegible] ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

[illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — [illegible]।

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible], নদীয়া।

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৭) [illegible] কুটীর

পোঃ [illegible], নদীয়া।

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible], ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকুন্দী (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible]।

(২১) রানাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহো[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রী[illegible]।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক — মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম, এ, বি, এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)।

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, বি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বেহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক শ্রী[illegible]।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

[illegible],

রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

বরষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ ফোড়োল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী [illegible], পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বহেড়েদেশপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] বজবাসী ভক্তিরত্ন।

(৬০) অমাধি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমাধি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাওড়া)

রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমরকুলা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — শ্রী[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্লেণ্ডাওয়ার রোড, ওয়েষ্টকেন্সিংটন লণ্ডন, এস, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ [illegible] প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৹
ঝাঁকা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫॥৹
নাগরা নূতন	৪৶৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুন	৩৷৶৹
আতপ —	
নূতন আতপ	৪৲—৪॥৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৭৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুন	৩৶৹

চিনির দর

ক্রাইস, টাইপ	১০॥/৹
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/৹
...রচোরা সাদা	৯৹
...নপুর সাদা	৮৷৹—৯৶৹
...নপুর লাল	৭॥/৹—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
...খালের বার	৩৪॥
...সল	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩৷৹

পাটের দর

...রেজ—	৪০৸৹
...বিশ্বস্ত—	৪০৷৹
...ছত্রম —	৪১৷৹
...বার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷৹—৬৷৶৹
ফুলা কাইন ঐ	৬৲—৬৶৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৷৶৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৶৹
আটা নং (২	৫/৹—৫৷/৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৸৹—৪৸৶৹
আটা নং (৩)	২॥৹—২॥৶৹
পোলাউ	১॥৶৹—১৸৹
ভূষি	১৸/৹—১॥/৹

মুতের দর

আড়ষা	৫৭৲
রামগঞ্জ	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাহিত্রাম	৪৮৷৹
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঙ্গা গাওধী	৪১৸৹

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরুদিন ফাইন	৪৩৲
চাষর্গ লাধা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পানের মাজ	৮৷৹
সুপারী দেশী	১৬৷৹—১৭
কাটা সুপারী	১০॥৹—১১৷৹
ধুটি খয়ের	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৮৸৶৹—৯৷৹
ঐ সে মাকা হালকা ওজন	৭৸৶৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷৹
গরাদে টী আয়রণ	৮৸৶৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ —	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ -	১৫॥৹
২৮ গেজ—	১৫॥৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৫৸৹
২৬ গেজ —	১৫৷৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৶১০—৸৹
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডল)	৯৸৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৹—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৭॥৹ ৮৲ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টীল পাটী, গোলটু গরাদে	৮৷৹—৯৷৹
গোল রড রি ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸৹—১১৲

রুঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

টিকলের হালমণ ৫৶৹, গাটের হালমণ ৬৷৹

তুলার হালমণ ৪৸৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ

১৬-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপ্রভুর প্রিয়

আরোগ্য ভবন

প্রাণাধিক ... আরোগ্য !!

... নিরাময় হইতেছে।

১০ নং ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট'

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোলাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা মোট শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠালঙ্করণের

অনঙ্গ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় রমণী, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহার কার্য্যতঃ অভ্রান্ত ও আশ্চর্য্য। ইহার প্রীতি সংক্রান্ত ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অজ্ঞাতে সারিতে হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———— :(:॰:): ————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা।০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— —:(॰):— ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গিক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ১লা জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১০৫]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•:——

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব একাউন্টের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ করিয়াছেন।

বাজেটে দেখা যায়, ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট আয় ২৬, ৮৪ ৮৪২, টাকা ও মোট ব্যয় ৩০, ২০, ৭৭৯, টাকা; সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় ৩, ৩৫, ৯৩৭, টাকা বেশী হইবে। কিন্তু কয়েকটি [illegible] কারণে চলতি বৎসরের বাজেটে প্রাথমিক অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্বৃত্ত হইবে। চলতি বৎসরে ৩, ৫৯,৩২৮, টাকা হাতে থাকিবে, ইহা হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালের ঘাটতি মিটাইয়াও বৎসরান্তে ২৩, ৩৯১, টাকা হাতে থাকিবে।

ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আভাস দেন যে, গবর্ণমেণ্টের স্পেশ্যাল অফিসার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ হয়ত দুই লক্ষ টাকা বেশী হইবে।

সমবেদনা

নাঙ্গা-পর্ব্বত-অভিযানে দাৰ্জ্জিলিং হইতে প্রেরিত বাহকদলের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদে তথায় গভীর শোকের ছায়াপাত হইয়াছে। যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে এখন পর্য্যন্ত পাকা খবর দেওয়া হয় নাই। তাহারা নিতান্ত অস্থিরচিত্ত, খবরের কাগজ পড়িতে পারে না। লোক মুখে শুনিয়াছে যে, একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। [illegible] হইয়া তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খোঁজ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, বিস্তারিত কিছুই জানা যায় নাই। তবে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং কয়েকজন মারা গিয়াছে একথা ঠিক। এই কথায় আত্মীয় স্বজনদের মনে অতিমাত্রায় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। কেহ কেহ একবার আশঙ্কা করিতেছে যে, তাহাদের আত্মীয় মারা গিয়াছে আবার আশা করিতেছে যে, হয়তো বা তাহার আত্মীয় ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছে। এই আশা-আশঙ্কার সংশয় দোলা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে কেহ নাই।

শ্রীনগরে মুসলমান জনতার উপর পুলিশের গুলী

——(×)——

শ্রীনগরে এখনও ১৪৪ ধারানুসারে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। গত ২৬শে জুন মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহের দলের মুসলমানেরা উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শ্রীনগরে একটি শোভাযাত্রা বাহির করায়, উত্তেজিত জনতার সহিত পুলিশের গুরুতর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সরকারী হাসপাতালে ৬০ জনেরও অধিক আহত পুলিশ নাকি চিকিৎসিত হইয়াছে। দুইজনের আঘাত অতি গুরুতর এবং দুইজন পুলিশের নাকি সন্ধান মিলিতেছে না। প্রথমে পুলিশ লাঠি চালায়, তারপর গুলী চালায়। উত্তেজিত জনতার কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহ গ্রেপ্তার হইয়াছে। শান্তি-রক্ষার জন্য সেনাদলকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং সহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সৈনিকগণকে মোতায়েন করা হইয়াছে। এখন সহরে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

কাশ্মীরবাসীদের অধীন পুঞ্চ রাজ্য হইতে আর একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যায়, গত ২৫শে জুন তথায় আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। শুক্রবারের জুম্মার নামাজের পর প্রায় ৮ হাজার মুসলমান নাকি মন্ত্রীসভার নিকট তাহাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য পদব্রজে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হয়।

ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলীম সম্মেলনের সভাপতি সেখ মহম্মদ আবদুল্লা, পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজ এবং সর্দ্দার বুধ সিং গত ২৭শে জুন তথায় রওনা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন

গত ১০ই জুন মৌলবী সাহাবুদ্দীন আহমদ বি, এল, সাহেবের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ জিলা যুবক সংগঠন সমিতির উদ্যোগে ময়মনসিংহ-মুক্তাগাছা টাউন হল-প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল ময়মনসিংহ-জিলা যুবক-সংগঠন-সমিতির সভা মৌলবী হৈদরুদ্দীন আহমদ বি, এল, সহকারী সভাপতি খালেক ফজলুর রহমান রণহাসানী ও সম্পাদক ফয়জুদ্দীন হুসেন অবিলম্বে শিক্ষা আইন কার্য্যকরী করিবার পক্ষে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বিনা শিক্ষা-কর ধার্য্য যদি এই আইন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে শিক্ষা-কর যাহাতে সকলের উপর ধার্য্য করা হয় এবং যাহারা কর না দিবার অজুহাতে শিক্ষা আইনকে স্থগিত রাখিবার আন্দোলন করিতেছেন, তাহাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সভাপতি সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ১৯৩০ সাল হইতে এই আইনকে নানা ভাবেই কেবল পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। যদি এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার শুভ মুহূর্ত্তে কেহ বাধা প্রদান করে, তবে আরো দীর্ঘ কালের জন্য ইহা হয়ত চাপা পড়িয়া থাকিবে।

সীমান্ত সংবাদ

রাজমাকের নিকট সেনাবাহিনী সেনাদলের উপর ২৫শে জুন রাত্রিতে সামান্য পরিমাণ গোলাগুলী বর্ষণ হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। ঐ দিবস রাত্রিতেই স্পিনোয়ামের নিকট টেলিফোনের লাইনের ক্ষতি হয় এবং [illegible] আক্রান্ত হয়। গত ২৫শে জুন রাত্রিতে রাজমাক ও বান্নু-বিগেড দক্ষিণওয়াজিরিস্থানের স্কাউট-বাহিনীর সহযোগিতায় রাজমাক হইতে বাহির হইয়া চাগমালাই পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং উক্ত রাস্তাটী বিপদমুক্ত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কয়েকটি চলন্ত দলের সহিত সংঘর্ষ হয়; কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কোনরূপ বাধা পাওয়া যায় নাই। উক্ত বাহিনী খসেন উপত্যকায় অবস্থান করে এবং ফিরিবার সময় কোনরূপ বাধা পায় না; কেহ হতাহতও হয় নাই। গত ২৫শে জুন প্রধান [illegible]-বাহিনী সারউদ্দকাইয়ে অবস্থান করিয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible],—দশম ৪০
[illegible] ২০
[illegible] ৯
২। [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৮
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড —৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড—১, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১।
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিবৃতি [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিনোদের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমা (বাঁধা)
২৪। গীতা ([illegible] টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ।০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রং (সানুবাদ) ৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৹০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধন[illegible] ৵০
৪৪। [illegible] /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। [illegible] /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible]সারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। [illegible]বর্ণনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। [illegible] অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] পিক্‌চার্স [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ২॥০
৭৯। [illegible] ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণকল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন - মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

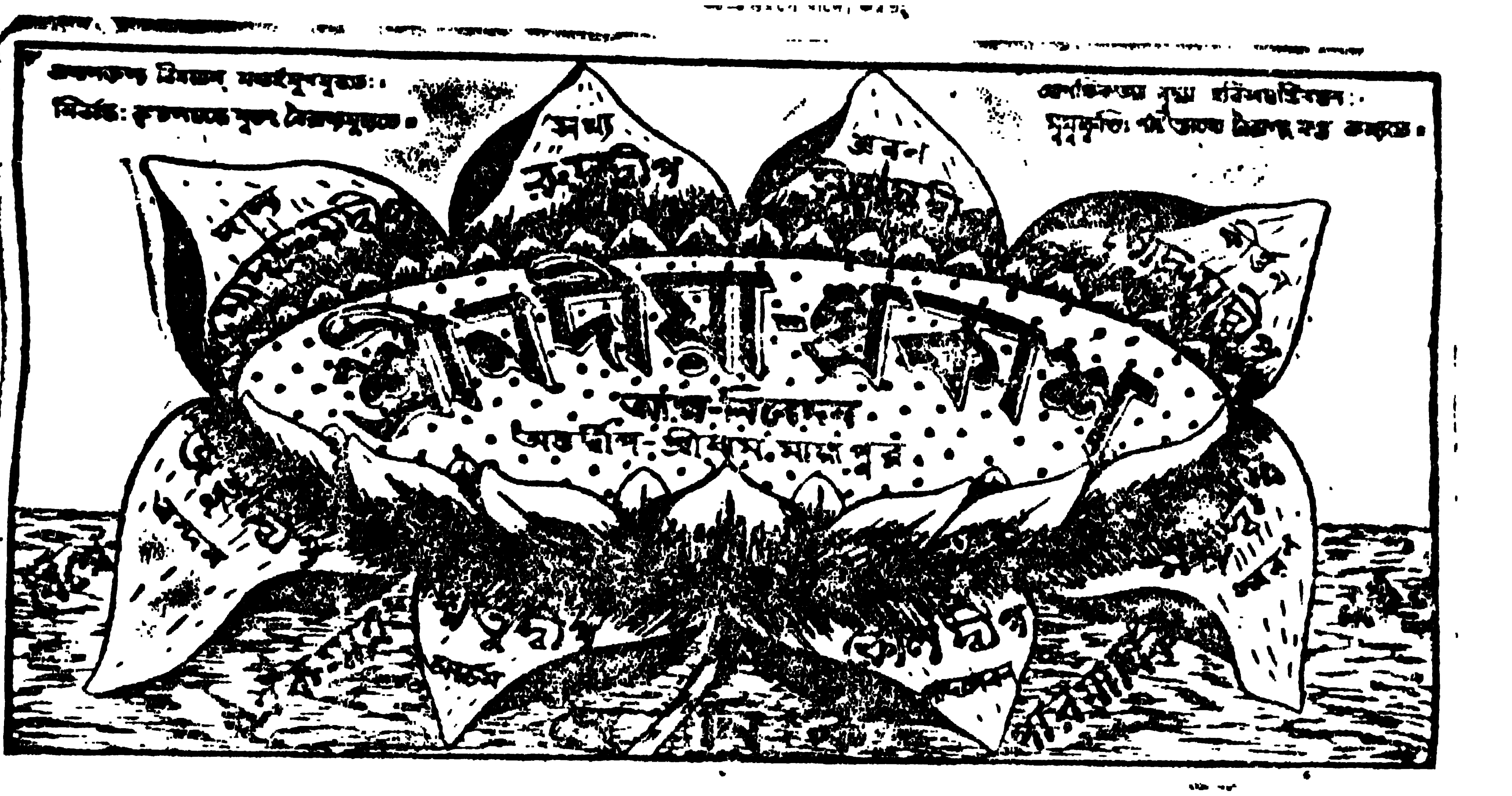

১২শ বর্ষ ৮ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১লা জুলাই ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৩তম সংখ্যা

ধামে হরিকথা

গত ১৪ই জুন সোমবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আলোচিত হয় যে, সাধুগণ এ জগতের অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কেহ নহেন। সাধারণতঃ এজগতে যাহারা আসে তাহারা সকলেই অপরাধী। অপরাধী না হইলে এত কারাগারে আসিবে কেন? কারাগারের সকলেই চোর, ডাকাত বা ঐরকম একটা কিছু অপরাধী কিন্তু তাই বলিয়া আবার রাজকর্ম্মচারী বা রাজা যদি পরিদর্শনকল্পে জেলে আসেন তাহা হইলে যেমন তাঁহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে নাই অথবা মনে করিলে মহা ভুলই করা হয় তদ্রূপ সাধুগণ বা সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব - যিনি কেবলমাত্র সংসার দাবানল দীপ্ত-জীবকুলকে ত্রাণ করিবার জন্য কারুণ্যঘনাঘনত্বপ্রাপ্ত হইয়াই সপার্ষদ এই দেবীধামে শুভপদার্পণ করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধেও এরূপ কোন ধারণা মহা অপরাধজনক।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে অতল, বিতল, পাতালাদি হরিবিমুখ অধঃলোকে পাপী জীবগণ বাস করে। ভূরাদিলোকত্রয় কর্ম্মাবর্ত্তে পতিত সকাম পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের গতা-গতি ক্ষেত্র। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া সমাবর্ত্তন করেন তাঁহারা মহর্লোকে এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান তপঃলোক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু গমন করিলে কি হইবে, তাহাদের নিত্যস্থিতি কোথায়ও নাই। কর্ম্মবিপাকে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের চতুর্জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার চেষ্টা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন।

মনুষ্য দেবতা আমরা সকলেই বদ্ধজীব। আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত বশতঃ নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। ব্রহ্মাও যদি হরিভজন না করে তবে তাঁহাকেও নীচযোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন,—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে উক্ত চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা বীজ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস লাভ করেন। এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্রই শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

'তৎ'—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। 'বিজ্ঞানার্থং'—শুধু জ্ঞানার্থং নয়; এমন জ্ঞান ত পুঁথি পাঁজি পড়িয়াও অনেক হইয়া থাকে; তাই বলিয়াছেন 'বিজ্ঞানার্থং'। 'বি'—বিশেষরূপে জ্ঞান অর্থাৎ উপলব্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা-লব্ধ-বলে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষীকরণ।

সেবা-লোভী ব্যক্তি। "গুরুমেব"—এই "এব" কারটী নিশ্চয়ার্থবোধক অব্যয়। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরুরই নিকট যাইতে হইবে, লঘুর কাছে নয়। এবং সেটী অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ একমাত্র গুরু বস্তু ছাড়া সর্ব্বগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত আর কেহই যুক্ত নহেন। লঘু মানেই হইতেছে সেই পরাবস্থা হইতে বিযুক্ত। স্বয়ং বিযুক্ত বস্তু বিযুক্ত বস্তুরকে কিভাবে যুক্ত করিবে? অতএব বলিয়াছেন—"গুরুমেব" নতুবা ঠকিতে হইবে। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" "অভিগচ্ছেৎ" শুধু "গচ্ছেৎ" নয়, অভিগচ্ছেৎ অর্থাৎ বিনা টিকেট না করিয়া যাইতে হইবে। অমনি শুধু শুধু "গচ্ছেৎ" হইলে ত' কত রাম-শ্যামা, যদু মধু সর্ব্বদাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসা যাওয়া করিতেছে তাহা হইলে ত' তাঁদেরও হইলাই হইত। এইজন্য বলিয়াছেন 'অভিগচ্ছেৎ'। 'শ্রোত্রিয়ং'—নিখিল বেদপারঙ্গত। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'—পরমব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত। 'শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ' এই বিশেষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকাতে "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম এবং অভিগচ্ছেৎ, নচেৎ অন্যম্ গুরুম্" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন নিখিলবেদার্থ জ্ঞান অথবা অক্ষুণ্ণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তা-নৈরন্তর্য্য আর কাহারও সম্ভবপর নয়। কাজেই অন্য কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না। 'সমিৎপাণিঃ' এই বিশেষণটী 'সৎ' অর্থে গুরুকরণাভিলাষী ব্যক্তির বিশেষণ। সমিৎ মানে যজ্ঞ-কাষ্ঠ বা সেবোপকরণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়কামীকে তাহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট যজ্ঞানলে নিজকে সমিধরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে বিকাইয়া দিতে হইবে। তবেই গুরুপদাশ্রয় সম্ভব হইবে, অন্যথা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীগুরুদেব বা তদীয় নিজজনগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোথাকার কেহ নহেন? তাঁহারা গোলোক-বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরম আদরের বস্তু, কেবল পতিতোদ্ধার লীলা, সেবকটুকুরই এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন, তাঁহারা বিরজার পরপারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিন্ময়ধামে চিরতরে আশ্রয় লাভ করত সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন, এখানে আর আসিতে হয় না।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম
পরমং মম।"

কিন্তু এই চতুর্দ্দশভুবনের মধ্যে কোথাও [illegible] নাই।

"[illegible]
পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।"

বিরজার পরপারে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম। তথায় নারায়ণ ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বিস্তার করিয়াছেন। তাহার ঊর্দ্ধে শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। সেখানে ঐশ্বর্য্যকে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

"অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই সুমেধাদের পরমধর্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসাদ। ভগবদনুগ্রহই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবচ্চরণারবিন্দে সেবোন্মুখ হওয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি; [illegible] দর্শনাদি [illegible] সাধুসঙ্গবাদের আবাহন মাত্র"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

★ বামন আর কারোদেশওয়া গোস্বামী ★

মাৎসর্য্য

'মাৎসর্য্য' শব্দের অর্থ অনেকেই অনেক প্রকার করিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া ও ঈর্ষা প্রভৃতি অর্থেই মাৎসর্য্যশব্দ ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণবগণ যে মাৎসর্য্য শব্দের প্রয়োগ করেন তাহা ভেদের পাত্রকল্প, পর ব্যতীত আর কিছুই নহে। নির্মৎসর সাধুগণই প্রেমিক। তাঁহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্যের স্থান নাই। কারণ, সর্বদা শ্রীভগবানে তাঁহারা নিমগ্ন থাকেন। এই মাৎসর্য্য চেতনা হইতে হয়। সুতরাং যাহারা শুদ্ধ চেতনাময় অবস্থিত তাঁহাদের নিস্তব্ধ হৃদয়ে এ মাৎসর্য্যের স্থান পাইবে কি করিয়া? কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ মোহ এই ছয়টির পূর্ণ সমাবেশ যেখানে সেইখানেই মাৎসর্য্য থাকে। বদ্ধজীবগণই এই রিপুর কবলকবলে কবলিত।

বদ্ধজীব আমরা ষড়্‌রিপুর বশীভূত। রিপুগণ আমাদিগকে ক্রমশঃ নানা প্রকারে ভাবে দোষী করাইয়া দিতেছে। ইহা আমাদের দুর্দ্দৈব! এমতাবস্থায় ভগবানের শরণাগত হওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম
দাস্যে॥

জড়বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই কামের উৎপত্তি। এই কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানরূপে বিষয় লোভ, বিষয়লোভ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ মোহ, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মদ হয়, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের স্বরূপবিস্মৃতিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হয়। স্বস্বরূপ ভ্রম হইতেই কামরূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে সুদূরে নিক্ষেপ করে। সেবকাভিমান হৃদয় হইতে দূরীভূত হইলেই জীবের এই দশা হয়। সুতরাং বদ্ধজীব আমাদের এই সর্বনাশা হৃদয় ভাবাবেগের জন্য সতত সতর্ক থাকিয়া সঙ্গ করিতে হইবে সাধুদের অনুগত হইয়া ইহাদের দমন করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বিপদ্ পদে পদে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ এ সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মোহে মদ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। আর মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম সবই আছে। মন প্রাণ দেহ-সব, গুণাদি, জাতি, বিশ্ব সকলকে নষ্ট করে।

জীবের সমস্ত ক্লেশই মাৎসর্য্যের অধীন। [illegible] বিনা সমস্ত এবং প্রতিষ্ঠা ও পূজা সবই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবাদি [illegible] একদিকে আর মাৎসর্য্য ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। কারণ, যিনি পরদুঃখে দুঃখী তিনি কখনই কাহারও দুঃখ করেন না। ভগবানের প্রতি যাঁহার মন তাঁহার হৃদয় ভুল করে না এবং তিনি সকল প্রতিষ্ঠাদিকে দূর করিয়া বিষ্ঠা জ্ঞান করেন। সুতরাং মাৎসর্য্যশূন্য বা শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মর্ম্মানুগত হইয়া প্রকাশিত হন। মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ধন মদ, রূপ মদ, আভিজাত্য মদ, বিদ্যা মদ ও অভিমান-বর্দ্ধক থাকে না। তাঁহার হৃদয়ে কোন অভিমান না থাকায় তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। তাঁহার শত্রু, মিত্র, হিংসা ও দ্বেষ আদি নাই। তাই তিনি বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু অর্থাৎ পরম দয়ালু। সেই সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা না থাকায় তিনি অমানী। ভগবৎসেবা ছাড়া এরূপ নিষ্কপট ব্যক্তিগণের অন্য কৃত্য নাই। তাই তাঁহারা সতত ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং সকলকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করেন। ইঁহারা জগদ্‌গুরু ও জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি চেতনের বৃত্তি। ইহার অভাব যেখানে অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বা প্রীতির পরিবর্তে অশ্রদ্ধা—অবিশ্বাস বা বিদ্বেষ যেখানে, সেইখানেই জীবের সর্বনাশ—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার প্রবল আশা এবং সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু যে বৈষ্ণব তাঁহাদের উপদেশ প্রভৃতি কলিবার দুঃখের অবকাশ। এই মাৎসর্য্য চণ্ডাল যাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহার আর মঙ্গলের আশা নাই—যদি তিনি নিষ্কপটে পুনরায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে শরণাগত না হন।

মাৎসর্য্য বা বৈষ্ণব বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া মানে ভক্তির বিপরীত দিকে গমন—চেতনের বিকৃতিকরণ বা আত্মহনন নহে। এই মাৎসর্য্যকে যাঁহারা স্থান দিতে চাহেন না, এমন কি, স্বপ্নযোগেও মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন, সেই জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এরূপ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং পাষণ্ডের সঙ্গ হইতে শতকোটী যোজন দূরে অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"চৈতন্যের ভক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥"

যাঁহারা নির্মৎসর তাঁহারা সাধুনিন্দা করেন না, এবং দশবিধ নামাপরাধের অন্য ও অপরাধগুলিকেও হৃদয়ে স্থান দেন না। যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা সাধুনিন্দারূপ মহা অপরাধ হইতে নিজেকে সতর্ক রাখিয়া সতত শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে ইঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের সকল অনর্থ দূর হইয়া যাবে তখন আমরা ভোগ ও ত্যাগ বা জাগতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণের হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারি না সত্য কিন্তু না পারিলেও আমরা যেন সাধুগণকে পরিত্যাগ দিব না। শুদ্ধ গুরুবৈষ্ণবের কৃপাশক্তির আশায় তাঁহাদের আনুগত্যে সেবোন্মুখ থাকিব। তাঁহারা করুণাময়। আমাদের প্রতি একদিন না একদিন তাঁহাদের কৃপা হইবেই হইবে। তখন নিষ্কপটে হইয়া আমরা শুদ্ধ সেবা লাভ করিতে পারিব। অনর্থযুক্ত অবস্থায় একমাত্র নিষ্কপটতা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় দেখি না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একখানি পত্র

১৫ ৬।৩৭

শ্রীশ্রীমহাভাগবত-চরণমূল সংশ্রিত-রিক্ত দণ্ডবর্য্যাদপুরস্কিয়েষু—

প্রভো,

অনেকদিন যাবৎ শ্রীমদ্‌গুরুপাদপদ্ম সকল-পরমহংস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীঅঙ্গের সমীচীন কুশল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি। দয়াপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত থাকিব। শ্রীশ্রীল আচার্য্য চরণে আমার ভূমালুণ্ঠিত অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইবেন। আগামী ২রা আষাঢ়—শ্রীগুরুপদাশ্রিত গৌড়ীয়গণ তাঁহাকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবেন তাহা অদ্য 'শ্রীগৌড়ীয়' পাঠে অবগত হইলাম। আমিও একজন শ্রীগুরুপদাশ্রিত অযোগ্য এবং গৌড়ীয়গণের অযোগ্য সেবকাভাস। এই নিত্য-সম্বন্ধহেতু আমারও ইচ্ছা হয় গৌড়ীয়গণের সহিত শ্রীল আচার্য্য চরণে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার দুর্দৈব আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ হইতে বহুদূরে আবদ্ধ করিয়াছে, অতএব আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া এই দাসানুদাসের [illegible] আচার্য্যদেবের শ্রীচরণামৃতে অর্পণপূর্ব্বক আমাকে চিরঋণী করিবেন। [illegible] এই দাসানুদাসের বর্ষোপলক্ষ এক; আপনি শ্রীভক্তি-বিনোদ চৈতন্যবাণী-বিলাসের অজ্ঞান বিজ্ঞান এই অধমের কর্ণে প্রদান করিয়া নিত্য কৃপা করিয়াছিলেন। ইহকালে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিলাসীগণ, অযোগ্য হইলেও এই দাসানুদাসকে তাঁহার শ্রীচরণ সেবা দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমার দুর্দৈববশতঃ তাঁহার শুদ্ধসেবাধিকার না পাইতে পাইতেই তিনি আমার জন্মভূমি ও সেবা বিস্তৃত দর্শন করিয়া অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু সেই আক্ষেপ করুণাময় শ্রীবিনোদচৈতন্য-সরস্বতী স্ববিলাস চৈতন্য-বিগ্রহ অবতার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করাই প্রকাশ পাইলেন। এই মহাভাগবত-পরমহংস আচার্য্যবর্য্য শ্রীঠাকুরের বিগ্রহ যেন প্রণতি গ্রহণ করিয়া অমায়ায় নিত্যকাল এই দীনহীনকে কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করেন—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের নিত্য প্রভু। এই অযোগ্য দাসানুদাস তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীমন্দিরের সেবাভিলাষী। শ্রীবিনোদচৈতন্য-বাণী-বিগ্রহের বা শুদ্ধ গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের লেশ তাঁহার কৃপাতেই আমার পাষাণ হৃদয়কেও কিছু স্পর্শ করিয়াছে।

তাহা আর কখনও ত্যাগ করা যাইতে পারে না এবং চিরপরিচিতরূপেই তাহা মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ-গোস্বামী যথার্থ স্থান হইতে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াই আমাদের পূর্ব্বপরিচিতরূপেই কর্ণ-কুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। সেই অপ্রাকৃত বিনোদ চৈতন্যবাণী বিগ্রহমধ্যে মূর্ত্তবিগ্রহ হইয়া শ্রীল বাসুদেবস্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তদনুগত আমাদের সেবাবিমুখিনী চঞ্চলমতি নিত্য স্থির হউক। তাঁহাকে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুনশ্চ নিবেদন—এখানের officer-in-charge Gorumahisani Thana শ্রীভাগবত চন্দ্র নন্দী মহাশয় বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি ১ মাস হইল এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃপক্ষের বক্তব্য"—নামক একখানা পত্র আসিয়াছে। তাহাতে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, Swami B. H. Bon ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ... বোধ করিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীগুরু গৌড়ীয়ের—শ্রীবিনোদ চৈতন্যবাণী বিগ্রহের সেবা করিলে এরূপ মত প্রকাশ করিবার ইচ্ছাই থাকিত না। "কায়েন মনসা গিরা"—মহাপ্রভুর এ কথা না মানিয়াই আধুনিক মোহান্তদের ধারণা ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা তাঁহার ভাগবত পাঠাদি অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা মনে পোষণ করিয়া আত্মনিন্দাদি বিদ্বেষবাদিগণের সঙ্গত কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্‌।
সেবা পুণ্যারণ্যতমো মুকুন্দাং
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।"
যত্রাম্বুরক্তাঃ সহসৈব ধীরাঃ
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্‌।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

(ভাঃ ১।১৮।২১-২২)

পরমহংস-শ্রেষ্ঠের কৃষ্ণানুরাগই স্বরূপ-লক্ষণ, "অথাকেশো অপি কাকানি স এব দৈবো মাপ্রোতি"—ইত্যাদিতে "ধীর ব্যক্তির দেহগেহাদিকে ত্যাগ। নির্গুণমনসো যথা ও অহিংসা (হিংসা দেহাভিমানে অজ্ঞগণকে কৃষ্ণভজনোপদেশ ব্যতীত যাহা উপদেশ দান।) এবং উপশম তটস্থ লক্ষণ। (২) কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মাঃ প্রিয়াঃ পরমহংসানাম্‌ ভাঃ ১।৮।২০ ॥ (৩) পরমহংসানাং ভক্তিযোগ-বিধানার্থং ॥ (৪) পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ পর-মেনাপ্যযোগ সমাধিনা পরিভাবিতঃ। (৫।১।২৭)

ইহাদের নামাদি যতপ্রকার দীনস্বভাবের ... থাকিলেও তাঁহারা কেন যে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন কে জানে—কাহার উদ্দেশ্যের মনোরঞ্জন করিতে কি? না বর্ত্তমান "গৌড়ীয়দেব" মধ্যে আমরা আছি, তাহা প্রচার করিবার জন্য কে জানে? মহান্ত অবজ্ঞেয়ার ফল কি এই? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন মহান্ত পাদ-সেবার ফল এইরূপ—"ন তে স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ। যে ত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ (ভাঃ ৪।৯।১২)। শ্রীচৈতন্যবাণী বিলাস-বিগ্রহ শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-সেবা না করিলেই এইরূপ বুদ্ধি হয়। এই নিরপেক্ষ বোধ হয় মঠের প্রত্যেক বর্ণাশ্রমী-মানী ও ত্যাগীক সকলেরই শ্রীগুরুগৌড়ীয়ের সেবা পক্ষে আবশ্যক। দশমনবপক্ষ, বৈষ্ণব, গোস্বামীর আলোচনাদির একান্ত আবশ্যক। আমাকে তাঁহারা এই বিষয় জানাইতে সাহস করেন নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, সকল পরমহংস আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমদ্বাসুদেব পরমহংস নামধেয় মুকুন্দ-প্রেষ্ঠের শ্রীচরণে যেন জন্ম জন্ম মতি স্থির থাকে। Mail train ফেল করেছি, Express ফেল করা আর আমাদের উচিত নয়। আচার্য্যপ্রমুখ সমস্ত মঠবাসীকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন।

ইতি
তদীয় দাসানুদাস
শ্রীদামোদরস্বরূপ দাসাধিকারী
Gorumahisani
via—Tatanagar,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

আগরতলা, দার্জিলিং
২রা আষাঢ়, ১৩৪৮

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে দার্জ্জিলিঙস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, সেবা, পূজা, ভোগ-রাগ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথিগণের ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইবে।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠানে সকলে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিরত্ন)
সম্পাদক
শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী—মঠরক্ষক।

আমি

(শ্রীঅসীমা দেবী)

সেবার একটি কণ করিতে চয়ন
কণ্টকের পথ বাহি' চলিয়াছি ধীরে,
ভোগের আশায় মোর এ দুই নয়ন
কুসুম-চয়ন লাগি' চারিদিকে ফিরে।

সেবার কুসুম কত ফোটে থরে থরে—
অন্ধ আমি নাহি পাই দরশ তাহার।
জগতের নাথে চাহি জগতের পরে
আমি যে জগৎ, শুধু জগৎ আমার।

বনজ-বিপিন-বন বনজ কাননে
বনজ-কুসুম-সেবা করেন গ্রহণ;
আমি মর্ম্ম না বুঝিয়া বৃক্ষ সেবাদানে
বিশ্বরাজে নাহি তাঁরে করিতে অর্চ্চন।

সেবা নয় হায় মোর এ শুধু ছলনা
হীন আমি, দীন আমি, আমি দুরাচার
বেদ দম্ভ লোভ জপ্ত জ্ঞান ও কল্পনা
সেবক সাজেতে আমি মূর্ত্তি অহঙ্কার।

মূঢ় আমি, তুচ্ছ আমি, আমি ত' কপট;
মিথ্যাভাষী সদা আমি ক্রোধপরায়ণ।
অসৎ দাম্ভিক আমি, কামুক লম্পট,
পরস্ত্রীকাতর-চিত্ত চিরসাজা মন।

নিরুদ্যোগী আছে সদা পূর্ণ করুণায়;
নিরখিছে চতুর্দ্দিকে মোরে 'নরমায়া'।
অধম জনার কিরে নাহি কোন গতি?
কিরূপে হইবে লাভ শ্রীচরণ ছায়া।

সারকথা

ভক্তবাঞ্ছা কি অপূর্ণ থাকে?

ভক্ত মনে যে হয় তা' না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত মনোকথা॥
(চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণবের দিন কি ভাবে যায়

কৃষ্ণকথা বিনে কেহ বাঞ্ছা না পায়।
দিবারাত্র ভাসে প্রেম সমুদ্র-পাথারে॥
(চৈঃ ভাঃ)

কলির লোক কিরূপ?

হইবে অনেক লোক ভাগ্যহীন অধম।
না বুঝিবে তত্ত্ব বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥
মিথ্যা স্বার্থে মত্ত হবে নাহি লজ্জা জ্ঞান।
না জানে কোথায় কিছে হবে কল্যাণ॥
(ভঃ রঃ)

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য কি?

বিপদেও কভু নাহি করিল আক্ষেপ।
কৃষ্ণ পাইবার বিনা নাহি শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥
(চৈঃ ভাঃ)

দুর্গতি যায় কিসে?

"—অলক্ষ্য কহয়ে সাধবী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কভু না ঘুচে দুর্গতি॥
(চৈঃ ভাঃ)

কোন্ পথে ভগবদ্দর্শন হয়?

পুরুষ দিকে তাঁকে মানী অন্ন খুঁজে।
মনের আদি লভিবেক তোমার ভাগ্যেতে॥
এহো শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ
ভক্তি।'
'ভক্ত্যৈ' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

কৃপা কি শাস্ত্র-শাসনাধীন?

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীধামে হরিকথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভাব নাই, শুধু ... হরিকথা শ্রবণের সময়ে দুটো, ... একটী ... বর্ত্তমান।

এই সময় ... সমবেত সজ্জনবৃন্দের শ্রবণ সুযোগের আশ্বাস প্রদান করিয়া অনেক মঠবাসীক ... হরিকথা কীর্ত্তনকারে মুক্ত লাভ করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬ [illegible] বাগবাজার, [illegible] [illegible]

শ্রীমঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক শ্রী[illegible] [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রীব্রজেন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

পূর্ব্বপাড়া শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবের মকর কুন্তলবেদের স্থান।

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) প্রকাশানন্দ মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক - শ্রী[illegible] নায়ক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক -মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দ ব্রজবাসী।

(২৫) মদন-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক - শ্রীমদনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, [illegible], [illegible], পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) রুক্মানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড [illegible]

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক —শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীনরনারায়ণ অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী —স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রি-দণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর [illegible]।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(৬০) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (মালদহ)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদয় গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রবোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যা[illegible] সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	লাট, মণ
বালাম	৬॥০
মাজা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

হোয়াইট, টাকপ	১০॥/০
[illegible]পুর ১০০০ [illegible]	১০/০
[illegible]বচোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা রূপার দর।

	প্রতি ভরি
[illegible]ক্সালের বার	৩৭॥০
[illegible]রেণ	২২৲
চাঁদির বার	৫২।০

পাটের দর

আরঙ্গে—	৪০৮০
[illegible]মুক্ত—	৪০৮০
ইউ[illegible] —	৪১।০
[illegible]বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
গোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রাধাসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাবিত্রাম	৪৯।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা গাবদা	৪১৮০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৫০৲
কম্পানি সুরলিন ফাইন	৪৩৲
হামবুর্গী [illegible]	৫২৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পানের মসলা	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
কুচি খয়ের[illegible]	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা লিমিটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৭।০
২৬ গেজ -	১৫৲
২৮ গেজ -	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ —	১৫॥০
২৮ গেজ —	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, গোলটু গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিট

জন্য	৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

টকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি ৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত
[illegible]

আরোগ্য[illegible]

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল শূল, [illegible], উদরাময়, কৃমি, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় [illegible] ঔষধ [illegible] হয় নাই

[illegible] নিরাময় হইয়াছে।

[illegible] ছোট [illegible] আনা।

কবিরাজ [illegible] কবিভূষণ।

(চাকা [illegible]) [illegible] ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—— ::০:: ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—— ::০:: ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] জ্বর কাটিতে অত্যন্ত সাধক। [illegible] সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবরত সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

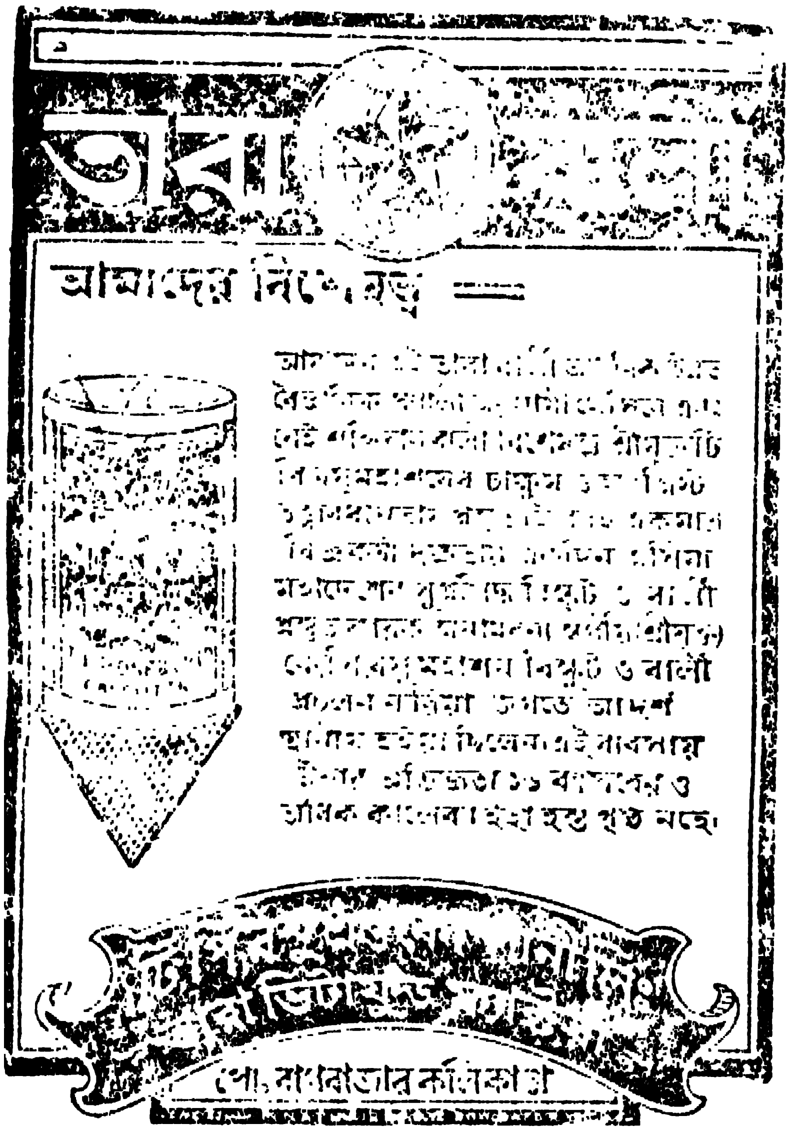

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—— :(:*:): ——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১৷০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
" এক কলম ১৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— :(০): ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের সুহৃৎ ভক্তি
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৪, ২রা জুলাই, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১০৬]

নীলাম ইস্তাহার

——:(•):(*):(•):——

কৃষ্ণনগর, ২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১৪।৭।৩৭

(১)

৮৯ খাজারি ৩৭ দাবী ৪৮।৩/৯

ডিঃ দ্বিজেন্দ্র কুমার প্রামাণিক দিং

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক দিং সাং চারাতলা লক্ষীগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাপড়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৯৪নং খং ও তদধীন ৩৯৫—৮০২ ও ৩৫—৪১২নং খং ৪-৬০ শতক জমির ৫।০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২)

২১২ খাজারি ৩৭ দাবী ১৭২।৴০

ডিঃ নৃসিংহ কুমারী দাসী

দেঃ শ্যাম মণ্ডল দিং সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে পাথুরী গ্রামে ডিঃ সং ২২৭নং খং ১৩ ৪৬ শতক জমির ৪৩৲১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১১৲

(৩)

৩০৪ খাজারি ৩৭ দাবী ৯১৫৸০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ নজরদ্দি মণ্ডল দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৩৭৯নং খং ও তদধীন ৮৯৬, ৪১৯, ৭৩০, ৭৫২নং খং ১৩।৩ বিঘা জমির যে ভটবন্দী জমা লেখাযায় তাহা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক আঃ ২৫৲

(৪)

৩১৮ খাজারি ৩৭ দাবী ৬৩৶৯

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ ফকির সেখ মহালদার দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেতাই গ্রামে ডিঃ সং ৬১নং খং ১৯ শতক জমির ৫৶৩৸/০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৮৲

(৫)

৩২২ খাজারি ৩৭ দাবী ২০৭।৩/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছামিরদ্দিন নিকারী সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়বেতাই গ্রামে ডিঃ সং ৮৬নং খং ৪-২১ শতক জমির ১৭৸৶১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

২০৫ এ খাজারি ৩৭ দাবী ৬৩৶৯

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ বনমালি মণ্ডল দিং সাং বা নরাখাড় পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বানিয়াখাড় গ্রামে ডিঃ সং ২১৫নং খং ২-৯৭ শতক জমির ভটবন্দী জোত জমা লেখাযায় মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৭)

৪০৬ খাজারি ৩৭ দাবী ১২২॥৴

ডিঃ ঐ

দেঃ নেহাল সেখ হালসানা দিং সাং বান্দাখোলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বান্দাখোলা গ্রামে ডিঃ সং ১৫৫নং খং ৪-৭১ শতক জমির ২৫৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

৪০৭ খাজারি ৩৭ দাবী ৯৬৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বামনদাস ঘোষ সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিলকুমারী গ্রামে ডিঃ সং ১৭৭৫ শতক জমির ২৪।/১৮॥— জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

৪০৮ খাজারি ৩৭ দাবী ৯১৸৶৬

দেঃ ঠান্ডু সেখ সাং বানিয়াখড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আলফা গ্রামে ডিঃ সং ১৩৯নং খং ৮-২৮ শতক জমির যে ভটবন্দী জোত জমা লেখাযায়, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৪১৩ খাজারি ৩৭ দাবী ১২।৸/০

ডিঃ ঐ

দেঃ আবু সেখ ফরাজী সাং বানিয়াখড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চকজিদা গ্রামে ডিঃ সং ২২নং খং ১-৯৯ শতক জমির ভটবন্দী স্বত্ব লেখা আছে তাহাতে দেন্দার স্বত্ববান ও দখলিকার আছে উক্ত ভটবন্দী জোত স্বত্ব জোক নিলাম হইবে মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৪৪৮ খাজারি ৩৭ দাবী ২৭৸৶০

ডিঃ বসন্ত কুমার গুহ ম্যানেজার A. W. Estate

দেঃ মোহিত কুমারী দাসী সাং মায়ের গ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সারিন্দা গ্রামে ডিঃ সং ৪।/১১ বাকা পড়া জমার সান আনা রকম দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৫৫৮ খাজারি ৩৭ দাবী ১৪৫।৶৯

ডিঃ গোলাপসুন্দরী দাসী

দেঃ আমেনদ্দিন মণ্ডল দিং সাং দিগড়ী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে দিগড়ী গ্রামে ডিঃ সং ১৭০নং খং ৪৬-২৫ শতক জমির ৪৬॥/১৩৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৪৬৬ খাজারি ৩৭ দাবী ৭৮।৬

ডিঃ রাখাল দাস সিংহ

দেঃ মোহিনী মোহন গুহ দিং সাং রতনপুর পোঃ মেহেরপুর

থানা চাপড়া মৌজে রাধানন্দ মধ্যে ডিঃ সং ১৭৭নং খং ৫-৯৭ শতক জমির যে ভটবন্দী জমা লেখা আছে তাহাতে দেন্দারগণের ষোল আনা অংশ উক্ত ... জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

৫০৬ খাজারি ৩৭ দাবী ৯১৸৶৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ বিনোদ সেখ সাং বাঙ্গালঝি পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ সং ২১৫নং খং ২৬।১৫০ বিঘা জমির ... ১৫ জমা, মায় ... আকর আওলাত দরবস্তু হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৫২৪ খাজারি ৩৭ দাবী ৫৭৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ খোকা সেখ দিং সাং আন্দুলবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে চাবাগলা গ্রামে ডিঃ নং ১৭নং খং ১১ ... বিঘা ... ৮৷১০ কমা মধ্যে তৎপার্শ্বিক ... আকর আদায় দরবস্থ দেনুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

৫২৭ খাজানাদি ৩৭ দাবী ১৮/০

দেঃ ... দিং সাং ...
পোঃ ...

থানা চাপড়া মৌজে ... ডিঃ নং ... আকর আদায় দরবস্থ দেনুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১৪৬৯ খাজানাদি ৩৮ দাবী ১৭২১/০
ডিঃ বিশ্বনাথ ... দিং
দেঃ কালায়না ... সাং ...
পোঃ ...

থানা ... মৌজে ... গ্রামে ডিঃ নং ... খং ... ৮৷৴০ ... আকর আদায় দরবস্থ দেনুক মূল্য আঃ ২৫৲

দেঃ হাজারী মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণকলী
পোঃ বাজারদিয়া

থানা চাপড়া মৌজে কৃষ্ণকলীগ্রামে ডিঃ ... করগেট টীন ও খাপ্রা সরঞ্জাম ও দরবস্থ ... মূল্য আঃ ৩০৲

কলিকাতার বাজার দর

(জৌক ... পয়ার)

... দর পাঁচ চক্কর
... কাঠ ... ।

মাঝি ৮৸৵০—৯।০
... ৭৷৵০ — ৮।০
... মার্কা ১০৲
ঐ ... ।
নবগী ... ৮৸০ —৯।০
... ৮৸০—৯৲
টিন, ... করগেট টীন।
... ।

নীলামের দিন ১৬।৭।৩৭

(১৮)

২৬৩ খাজানাদি ৩৭ দাবী ১০৲৬৩
ডিঃ ছুরমান ...
দেঃ ... সাং শিকড়া
পোঃ বাগানিয়া

থানা চাপড়া মৌজে শিকড়া গ্রামে ডিঃ নং ৩০নং খং ৭/৩ ... দখলে ... যে যে জোত ... আছে ... দেনদারের ... আনা ... আকর আদায় দরবস্থ দেনুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

২৯৩ খাজানাদি ৩৭ দাবী ৬২৫৸৴৩
ডিঃ ... দাসী
দেঃ সত্যেন্দ্রনাথ পাল সাং গোয়াড়ী
পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে ... ডিঃ নং ... সদর জমা ১২০৷৷০ হইতেছে ও সেস ৫২১৷৵০ হইতেছে উক্ত দেনদারের ... অংশের পড়তাসিক সদর রাজস্ব ৫১২ ও সেস ... হইতেছে উক্ত ... দেনদার স্বত্ববান্ ও দখলকার আছেন, উক্ত ... স্বত্ব ... দখল, স্বত্ব, সমেত ... আকর আদায় আদি দরবস্থ দেনুক মূল্য আঃ

(২০)

৩১৬ খাজানাদি ৩৭ দাবী ৬১৷৴৩
ডিঃ প্রভাসচন্দ্র সিংহ

১৮ সেক—
... করগেট।
২৪ সেক— ১৩।
... — ১৫
... ১৪ ... সেক
... ৷৵১০—৮

বাগান ... (...) ২৸০
... কাঠ ... ৩৷৷০—৪৲
... কাঠ ... ফুট দর

৭৷০—৮৲ ...

গোল বড় কাটি ... ১—৩ফুট ৯ —১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ই ৯।০ - ১০।০
টিন ... ৮৷০—৯৷০
গোল ... ... ৮৸০...
... ৬২৲, ... ৷
... ৬৵০, ... ৯৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
... লিঃ
... কোম্পানী, ... বাজার
কলিকাতা

মহাপরাক্রম প্রোমর
আগ্নেয় ভস্ম
প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায় !!
কলেরা, জ্বর, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।
লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।
বড় শিশি ৷০ ছোট শিশি ।০ আনা।
কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।
(ঢাকা ...) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।
১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে
—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়
... বিদ্যালয় ও বোর্ডিং ... । বিদেশী ছাত্রগণের ... সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে ... মাত্র ৭৲ টাকা ... । এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ... ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।
মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা
পরীক্ষায় যাহারা ... নম্বর রাখিতে পারিবে, ... শ্রেণীর ... ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।
সম্পাদক—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ ... কবিকণ্ঠাভরণের
বৈদ্যনাথের পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... জ্বর কাটিতে অদ্বিতীয় । লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

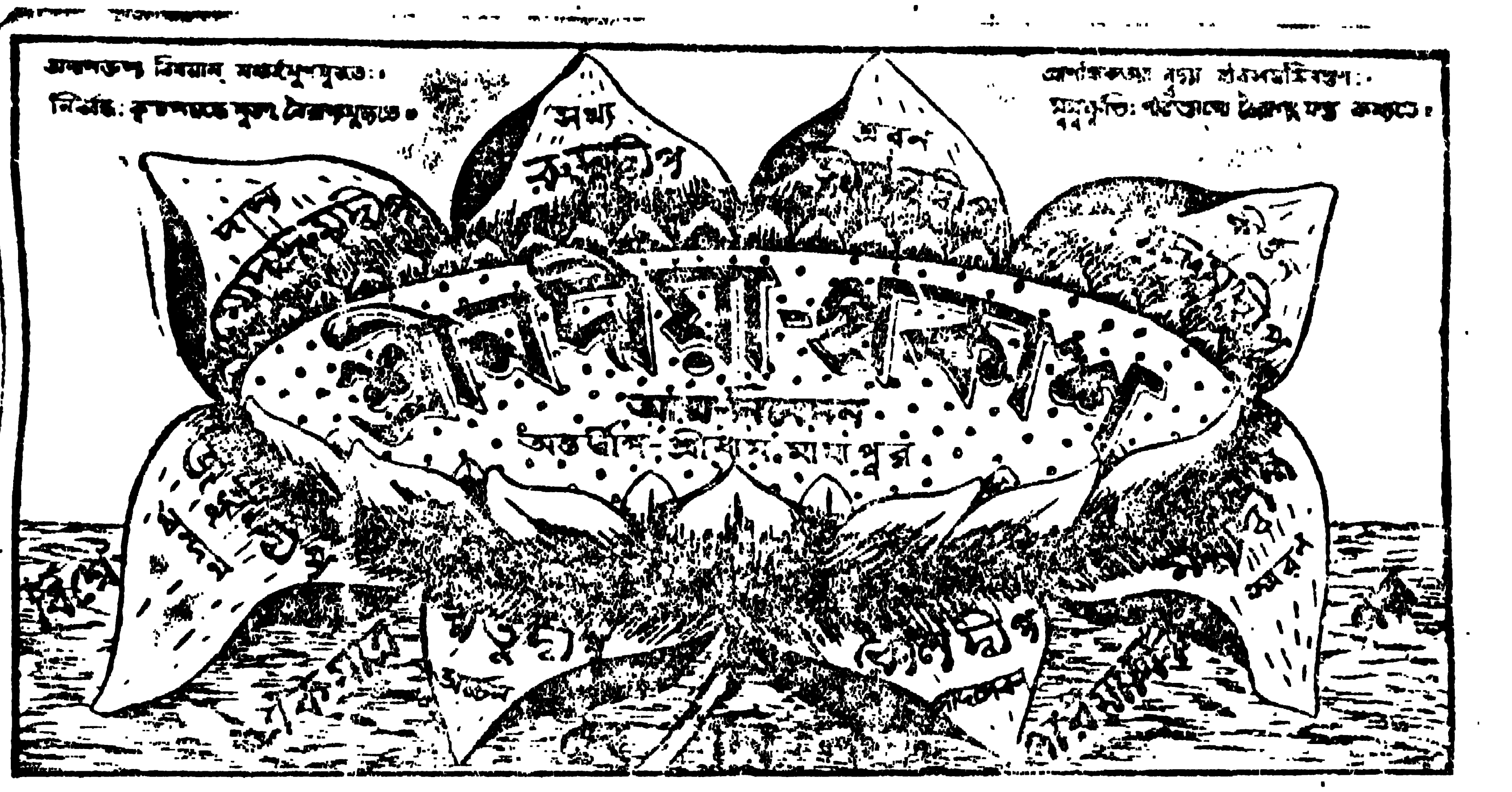

১০ম বর্ষ ৯ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২রা জুলাই খৃঃ ১৯৩৭, [illegible] সংখ্যা

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ১৮ই জুন সোমবার সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু [illegible] হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু, আগত [illegible] সজ্জনগণের নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু হরিকথা প্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের [illegible], অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যদেহের শ্রেষ্ঠত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রচেষ্টার [illegible] [illegible] সংকল্প ও অসংকল্প [illegible] [illegible] ও নশ্বরত্ব, জীবের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির মধ্যে আত্মহনন-কারী মায়াবাদীদের [illegible] উল্লেখ করিয়া পরিশেষে আত্ম-অনুশীলনকারী ভক্তের [illegible] আচরণ ও অনুশীলনের উপাদেয়তার বিষয় বর্ণন করেন। [illegible] মধ্যে আবার কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণযুক্ত মিশ্র ভক্তি ও কর্ম্মাদি আবরণশূন্য অমল বা অহৈতুকী ভক্তির [illegible] এবং সকলেরই [illegible] [illegible] [illegible] কারিতার কথা উল্লেখ করিয়া বিবিধ [illegible] [illegible] দ্বারা সকলের সহজ বোধগম্য করিয়া বিষয়গুলি আলোচনা করেন। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর [illegible] অহৈতুকী কৃষ্ণ-ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিষয় শ্রবণ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তি অতীব প্রীত হন। সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রত্যহই মঠবাসী ও আগন্তুক ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। [illegible] হরিকথা শ্রবণে [illegible] মুগ্ধ।

— — —

পল্লীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] [illegible] [illegible] মহারাজ সহ [illegible] [illegible] [illegible] মানকর [illegible] [illegible] ম্যানেজার। মহাশয়ের গৃহে গত ১০ই আষাঢ় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাগবত ২য় স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বামীজী গত ১১ই আষাঢ় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহারাজের [illegible] [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] আলোচনা [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্বামীজী গত ২০ আষাঢ় শনিবার [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষার কথা প্রবর্ণন [illegible] করিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজীর মানকর ও [illegible] হইয়া পুরী রওনা হইবার কথা।

— — —

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরমহংস জগদ্গুরু গোস্বামী মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমলে অর্পিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

হে আচার্য্যদেব! আমরা [illegible] দীন হীন কাঙ্গাল, কলিকলুষ [illegible] [illegible] ভাগী। আমাদিগকে আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় ও আমাদিগের প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্যাণ বিধান করিতে আজ্ঞা হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] আমরা এতদিন [illegible] [illegible] [illegible] করিতে-ছিলাম। কিন্তু সেই [illegible] [illegible] ও সেবায় আমাদের [illegible] [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা, আপনার [illegible] [illegible] মহিমা গ্রহণ করিতে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] কৃপায় শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] [illegible] আপনার অনন্ত [illegible] [illegible] [illegible] এবং যে [illegible] আমরা আমাদের [illegible] হউন, আপনার মহিমা কিঞ্চিৎ অত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনের পন্থা নির্দ্ধারিত করি।

আমরা গুরুবর্গের নিকট শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আকার [illegible] [illegible] [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] [illegible] মঙ্গল ও আনন্দ আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] কাটিয়া যাওয়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মের [illegible] [illegible] [illegible] পাইলাম।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্যাণময় [illegible] আমরা অত্যন্ত দোষে দোষী। [illegible] [illegible] ক্ষুদ্র, মায়া-[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আপনার শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উক। তবেই আমরা [illegible] [illegible] [illegible] আপনার শ্রীপাদপদ্ম [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিবার [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] নিবাসী মহকুমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible], [illegible] রায়, [illegible] [illegible], [illegible] বর্ম্মণ, [illegible] [illegible], [illegible]), শ্রীলাল-[illegible] [illegible], [illegible] রায়, শ্রীরবীন্দ্র নাথ [illegible] [illegible] ।।

শ্রীগুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই নৃ-মাত্রের পরমধর্ম্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা। ভগবদনুগ্রহই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্ত্যানুগত্যে সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণকৃপাপেক্ষার পরিবর্ত্তে চক্ষুরূপ দর্শনাদিতে নিজ স্বতন্ত্রতা-সাধক সম্ভোগবাদের আবাহন মাত্র।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ বামন তিথি ত্রয়োদশ্যাং পৌষ, ৪৪১

সন্ন্যাস

সর্ব্ব আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসাশ্রম। তজ্জন্য সন্ন্যাসী সকল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু। উহা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—ধীর ও নরোত্তম।

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥
যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ
আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স
নরোত্তমঃ॥
(ভাঃ ১।১৩।২৬-২৭)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তিরহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধনস্পৃহা ত্যাগ দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত।

যে আত্মবান্ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক ও পরকীয় উপদেশবশতঃ বৈরাগ্য লাভ করিয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন তিনিই নরোত্তম।

প্রথম প্রকার সন্ন্যাসের নাম বিবিদিষা-সন্ন্যাস। তিনি পরমাত্মাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অবগত না হওয়ায় চলিতে থাকেন। সেজন্য তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নরোত্তমসন্ন্যাসের অপর নাম বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। তিনি বস্তুতত্ত্ব বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিয়া হরিকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ সংসারকূপ ত্যাগ করেন। নরোত্তম-সন্ন্যাসে কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি প্রবলা। ধীর সন্ন্যাসী অপেক্ষা নরোত্তম সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। অনেক সময় ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয়ে কেহ কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ সন্ন্যাসের মর্য্যাদা অল্প কালের মাত্র। কারণ, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। তবে যদি ঐ ব্যক্তিদের ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-লাভে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় হয় তবেই প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

আবার কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-সন্ন্যাস ও ভক্তি-সন্ন্যাসের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কলিতে কর্ম্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ। জ্ঞানসন্ন্যাস অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের বিচার শুদ্ধ নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

সুতরাং একমাত্র ভক্তি সন্ন্যাসই কলিতে কর্ত্তব্য ও তাহারই প্রশংসা শ্রীচৈতন্যদেব করিয়াছেন—

প্রভু বলে, সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন

"চতুর্থাশ্রমী শারীর ভক্তাঙ্গ-বিচারে বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ড ধারণের সহিত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরমহংস বৈষ্ণবগণ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর বেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহাজনগণ ত্রিদণ্ড-বেষ ধারণ করিতেন। পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। কৌলিক-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের সহিত চতুর্থ জীবদণ্ডের সংযোগে যে একদণ্ড বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গতই ত্রিদণ্ডবিধান। একদণ্ডি সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের এক অংশমাত্র বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত অনেক বিবর্ত্তবাদপর ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য-সেবকভাব ও মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্করানন্দী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

"শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথানুসারে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল, ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তি বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ। সুতরাং ব্রহ্মসাযুজ্য প্রকারভেদে লীন হইয়া নির্ব্বিশেষ হওয়াকেই মুক্তি বলিয়া মনে করেন। আত্মবিনাশবাদী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডি' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড-সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই, ত্রিদণ্ডধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতকেই বহুমানন করেন, বাহ্যপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।"

সুতরাং পরাত্মনিষ্ঠাই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি অন্তরে তাহার অভাব লক্ষিত হইয়া কেবল বাহ্যতঃ দণ্ড-গ্রহণই সার হয় তবে উহার কোন প্রশংসা করা যায় না। এজন্যই ভাগবতে (১১।১৮।১৭) বলিয়াছেন যে, দেহ ও চিত্তের সংযম না থাকিলে কেবলমাত্র বেণু ধারণ দ্বারা সন্ন্যাসী হয় না। বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৮।১২) শ্লোকে পরিব্রজ্যার কথা নির্দেশ করিয়াছেন—

যদা কর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ন্যস্তাগ্নিঃ
প্রব্রজেত্ততঃ॥

যদি কর্ম্মফলজনিত পরিণামদুঃখকর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসমূহে সম্যক্ বিরাগ উৎপন্ন হয় তবে অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এরূপ অবস্থা না হইলে অনধিকারী ব্যক্তির সন্ন্যাস গ্রহণ সর্ব্বথা ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গলজনক। যথা—

যস্ত্বসংযত ষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৮।৪০-৪১)

যিনি জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত অজিত কামাদি ষড়্বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়বাসনাগ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্য দেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং উভয় লোক হইতে বঞ্চিত হন।

ঐ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত বিবৃতি—"ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে তৎফলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই রহিত হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য জীবকে অসংযত করিয়া তোলে। তখন তিনি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কায়-মনো-বাক্য দণ্ড হইতে বিরত হন। আপনাকে ত্রিদণ্ডী জানিয়া মনোধর্ম্মে চালিত হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য দূরীভূত হয়। বদ্ধজীব তখন আপনাকে অন্তরে কামকিঙ্কর জানিয়াও বাহিরে কপটতামূলে 'ত্রিদণ্ডগ্রহিতা' বলিয়াও প্রদর্শন করেন। ভগবদ্ভক্তিরহিত জনগণ 'অবিপক্বকষায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ধর্ম্মবিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি ধ্বংস না হওয়ায় তাঁহারা আত্ম-প্রতারণা ও ভগবৎসেবাপ্রতারণা-প্রভাবে লোভপ্রবৃত্তিক্রমে ভগবদ্বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেন। ঐ প্রতারকগণের কোন মঙ্গল হয় না। পাপকারী ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভজনে সমর্থ হন না।"

অনেকে বাহ্যিক সন্ন্যাসের বেষ গ্রহণ না করিয়াও কায়মনোবাক্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত 'ত্রিদণ্ডী'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি তার আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহাদের আনুগত্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত অনেক ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থও অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মুকুন্দসেবাই একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছেন। তাঁহারা বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদর ও উপস্থবেগ সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়া 'গোস্বামী' হইয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্বলোক-গুরু। তাদৃশ মহাপুরুষগণকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল বাহ্যিক বেষ গ্রহণ করিয়া মর্কটবৈরাগ্যমূলে হাঁড়ি চরাইয়া বেড়াইলে কখনও ত্রিদণ্ডী বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। তাহারা অসংযত ষড়্বর্গ সুতরাং ঐহিক পারত্রিক উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।১৭।৩৩)—

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ-স্পর্শ-সংলাপ-ক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥"

[গৃহস্থ ব্যতীত অন্য সকলে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীলোকের প্রতি নিরীক্ষণ, স্পর্শন, সম্ভাষণ ও পরিহাস পরিত্যাগ করিবেন। মৈথুনরত প্রাণিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।]

এই শ্লোকটি সর্ব্বদা অগৃহস্থ ব্যক্তির স্মরণীয় ও পালনীয়।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ
প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে—
প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

-::(*)::-

হে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-বিগ্রহ-প্রেষ্ঠ-সেবক স্বয়ংপ্রকাশ আচার্য্যবর্য্য! আপনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-প্রবেশের অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিগ্রহের দ্বিতীয় স্বরূপে আপনার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব গৌড়ীয়গণনে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া কীর্ত্তনৈকপ্রাণ গৌড়ীয়গণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা-কালে তাঁহার ইঙ্গিতে শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাঁহাদের হৃদয়াসনে আপনাকেই ভাবী আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই নিষ্কিঞ্চন জনগণের মনোহভীষ্ট রূপ বহিঃ প্রকাশ করিয়া কলিকোলাহল স্তব্ধ করত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী কলিনিপীড়িত মিছাভক্তগণ আচার্য্যকেশরী বাণীবিগ্রহ আপনার অমল সৌন্দর্য্যদর্শনে বঞ্চিত।

হে ভক্তিবিনোদধারা-সংরক্ষক পুরুষবর্য্য! "ভক্তিবিনোদধারা কখ রুদ্ধ হইবে না" এই প্রভুপাদ বাণীর সত্যতা অক্ষ আপনি আপনার আকুমার বর্ত্তনা, কনক কামিনীপ্রতিষ্ঠারহিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতজীবন এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত পারদর্শীতারূপ আদর্শ দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা অপরাধবশে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীধারা বা আম্নায়ধারার নিত্যত্ব দর্শন করিতে না পারিয়া মায়াবাদিগণের-বিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তি হইতে চিরবঞ্চিত হন।

হে শ্রীগুরুদেবে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তবর! আপনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-সঞ্চারিত যথার্থ স্নেহবিগ্রহ; সেই হেতু আম্নায়বাণী আপনাতেই পূর্ণ আধার লাভ করিয়াছেন আম্নায়পারম্পর্য্যে বর্ত্তমানে শ্রৌতবাণী আপনাতে সংরক্ষিত হওয়ায় পরবিদ্যাধার আপনার আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তে কখনই প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না। আপনি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর যোগ্যতম শুশ্রূষু; সেই হেতু বর্ত্তমানযুগে একমাত্র আপনিই বিশ্ববাসীর নিকট শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা কীর্ত্তন-প্রচারের যোগ্যতম পাত্ররূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বহু জনের শ্রবণ-সুযোগ লাভ হইলেও কীর্ত্তনের অধিকার সকলের থাকে না; এই আদর্শ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাই। একইকালে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট হইতে বহু ঋষি ও মুনিগণের ভাগবত শ্রবণের সুযোগ হইলেও পরবর্ত্তিকালে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীসূত গোস্বামীর মুখে উক্ত ঋষির নিকট কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সহস্র বিশিষ্ট ঋষি মৎসরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভাগবতবাণী শ্রবণ করিয়া পরম-মঙ্গল অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

"তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং আমি এই জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও কোন দুঃখ নাই, কারণ তিনি আমার কথার আচারবান্ প্রচারকারী" শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি আপনাকে বিশেষ ভাগবতধর্ম্মকীর্ত্তন-কারী আচার্য্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব হে আচার্য্যদেব! আপনার আনুগত্য ব্যতীত কে শ্রৌতবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবে?

হে ত্রৈতক্রমায় দশনাধস্তন পরমহংস গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর! আপনার আচার্য্যত্ব-প্রকাশ গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতে এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করিল। আপনার আচার্য্য-প্রকটকাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে সুধী বাস্তবগণ বৈষ্ণবজগতের এক স্বচ্ছ দর্শন লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। প্রথমেই আপনার আচার্য্যত্বের ইহা একটী বিশেষ অবদান। আপনি গৌড়ীয়গগনে অদ্বিতীয় ভাস্কররূপে উদিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের আনুগত্যময় বৈষ্ণবতা এবং কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ মৎসর মিছাভক্ত-গণের অবৈষ্ণবতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'পরায় তরঙ্গ কল পড়িয়া বিপাকে' এই মহাজনবাক্যের সত্যতা আপনার কৃপায় আজ বৈষ্ণবজগৎ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনার আচার্য্যত্ব গৌড়ীয়াচার্য্যগণের স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রতিপাদন করিয়া জনমত প্রচলিত মোহসনাদ-স্থাপনের চিন্তাস্রোতকে বিকৃত করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনরহামা ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের ন্যায় আপনার ভক্তিসিদ্ধান্ত লেখনী নিত্যকাল আপনার আচার্য্যত্বের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিবে।

হে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-প্রকাশকবর নিত্যসিদ্ধ কৃপাময় আচার্য্যদেব! আপনি কৃপাপূর্ব্বক অমিয়-নিমানন্দ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে বিশ্বে প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর কতই না মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আপনার শ্রীল প্রভুপাদ প্রীতিবর্দ্ধনকারী ভক্তিসিদ্ধান্ত-লেখনী শ্রীল প্রভুপাদের আত্মমর্য্যাদা স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। যে সমস্ত সজ্জনবৃন্দ আপনার যে পরিমাণ আনুগত্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন শ্রীল প্রভুপাদও সেই প্রকার স্বীয় সেবাময় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সেবাগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার আনুগত্য ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের যে সেবা—তাহা সেবার ছলনা মাত্র। অপ্রাকৃতগ্রন্থের আনুগত্যহীন রূপানুগ ভজন, তদ্ব্যতীত ভজন অগৌড়ীয়। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট লীলাপ্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও গৌড়ীয়গণের ভজনসার 'শ্রীরূপ-পাদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি' রূপাপূর্ব্বক এই শ্লোক কীর্ত্তনদ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। হে কৃপাম্বুধারার বর্ত্তমান আচার্য্যদেব, কৃপা করিবেন যেন নিত্যকাল আপনার আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের সেবার সুযোগ লাভ করি।

আপনার নিত্য-সেবাপ্রার্থী

গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ—

শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী (ব্র রা) শ্রীগয়াপাল-পঙ্কজ দায়াধিকারী, শ্রীজয়দাধর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্রগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাস (ভক্ত), শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ সরকার, শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (ভেটারীনারী ইন্স্পেক্টর), শ্রীযুত চারুচন্দ্র মজুমদার (এম্-কম্), শ্রীযুত লোকনাথ সহায়, বাবু শ্রীকান্ত লাল (জমিদার), বাবু শ্রীচাঁদ, রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিং (জমিদার), শ্রীযুত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (বি এ, গভর্ণমেন্ট প্লীডার), শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায় (সাব্ এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই বহির্ম্মুখ বুদ্ধি। মনোধর্ম্ম ইন্দ্রিয়কে চালন করে বহির্দর্শনের দিকে মনোধর্ম্মী জীবের মঙ্গল হয় না। গৃহ—ভোগের আধার মাত্র। চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় যেস্থানে আমাদের ভোগপর দর্শন তাহাই গৃহ। বৈকুণ্ঠ গৃহে বাহ্যদৃষ্টিতে না থাকিয়াও ভোগ-চিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহব্রত-ধর্ম্মই লাভ হয়। তাহাকেই গৃহমেধী বলে। বিশ্বের বন জঙ্গলাদি যেখানে আছে সেইখানেই গৃহব্রতাভিমান বর্ত্তমান। গৃহব্রতধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে থাকিতে প্রতিষ্ঠাবদ্ধ হইয়া সাধু-মুখে হরিকথা শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গল লাভ হয় না। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগবতের শ্রীমুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল লাভ হয় না। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণপর না হইলে চারিতচরিত-কাব্য বা বাস্তবাশীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা গৃহব্রতের লক্ষণ। তাহাদের দুই একবার সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত না খাইলে চেতন হয় না। ভগবানের বা ভাগবতের সেবাকেই একমাত্র সর্ব্বোত্তম কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে না তাহারাই গৃহব্রত। তাহারা জড়-ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশ্বের ভোগে ব্যস্ত থাকে। জড়ের প্রভু হওয়ার দরুণ উহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না।

ভগবদ্ভক্তের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর পাদপদ্মই অবলম্বনীয়। যেকাল পর্য্যন্ত না গুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি সেইকাল পর্য্যন্ত চরমমঙ্গললাভের পথে চলাই সুরু হইল না। বৈবী ভক্তি ও গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না।

বিশ্ব বস্তুতঃ ভগবানেরই ভোগ্য। এই বিশ্ব জীবভোগ্য—ইহাই জড়ভোগরূপ কর্ম্ম-কাণ্ড। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। গুরুকৃপা না হইলে বস্তুদর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য [illegible]
প্রাচীন [illegible], [illegible], নদীয়া।
শ্রী [illegible]
পীঠ, [illegible]
[illegible]
রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬নং [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]
রক্ষক — [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক — [illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible]
সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
ইহা [illegible]
সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible]

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
[illegible]
শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রী[illegible]
অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
বাউগাছি, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

শ্রী[illegible]
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমন্মধ্বাচার্য গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ শুক্লগুম্ফ
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক [illegible] গোস্বামী

(২০) [illegible] পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible]
[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক
শ্রী[illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
পোঃ [illegible] (আসাম)

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া
রক্ষক শ্রী[illegible]

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible], পি।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

৩৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রী [illegible] গৌরচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

৪০। [illegible] কুঞ্জ
পোঃ [illegible], মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — [illegible]

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
রক্ষক শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পাঞ্জাব)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], [illegible]
[illegible]
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা
রক্ষক — শ্রী[illegible]

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], (মাদ্রাজ)
শ্রী[illegible]
সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক পণ্ডিত
শ্রী[illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ [illegible], (পুরী)
শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫। ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
[illegible]

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ পীঠ
রক্ষক শ্রী[illegible]

(৫৯) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible]

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) [illegible] প্রপন্নাশ্রমমঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (হাওড়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

৬[illegible] রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩৩নং [illegible] রোড,
[illegible]
লণ্ডন, [illegible]
রক্ষক — [illegible] পণ্ডিত
শ্রী[illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] পত্রিকার সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। শ্রাদ্ধ আদর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় গীতা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। মুকুন্দমালা ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দিগ্-দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। ধর্ম্মবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সংখ্যাবাণী ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৫। তত্ত্বসূত্রম
৬৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থবর্ষিণম ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ গ্লিম্পস ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ৴।
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। বিগেটিভ ওয়ান্ডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। ব্রহ্মণীজম ।০
৭৫। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাত বৎসর হইতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দুস্থানী ভাষায় পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রের পেপারমণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

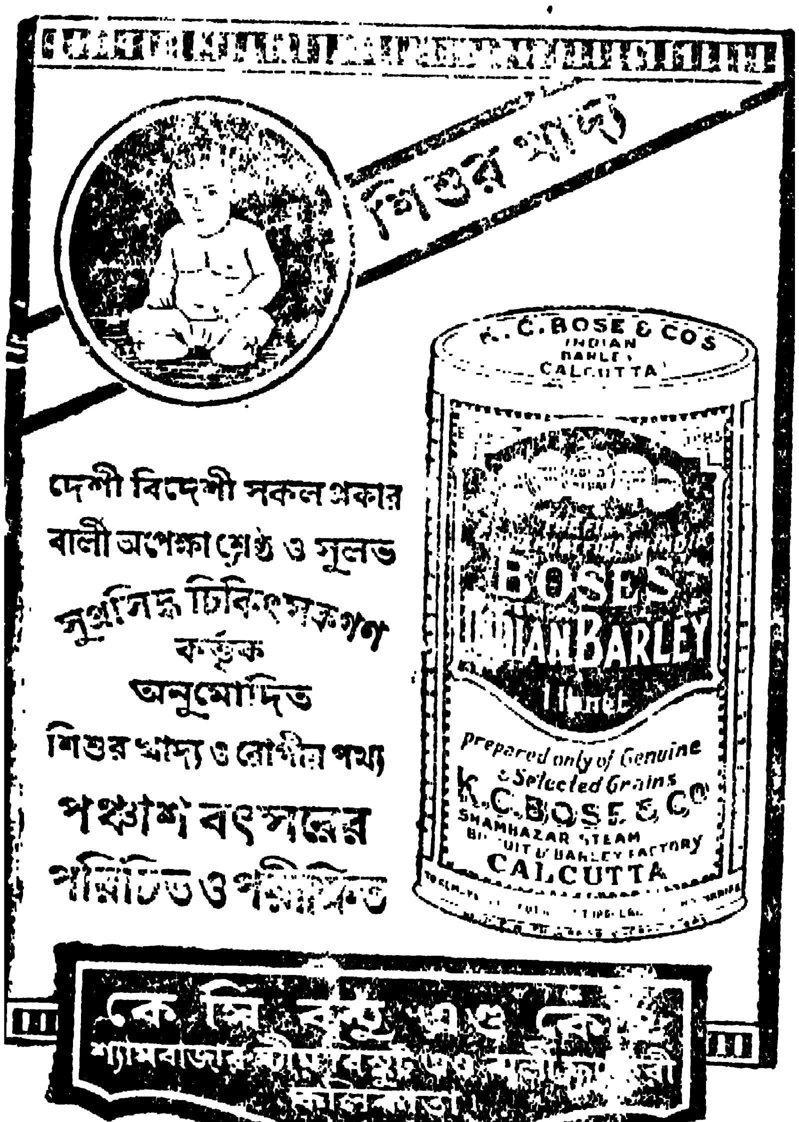

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

-প্রকা।

:(:০:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬

" সিকি কলম ১২ ৪।০

" অর্দ্ধকলম ২৪ ১২৲

" এক কলম ৩৬. ১৮৲

৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ২৲

ত্রৈমাসিক " ৫৲

মাসিক " ২৸০

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্গপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৩রা জুলাই ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১০৭]

বিবিধ সংবাদ

ইংলণ্ডের রাজার বক্তৃতা

গত ২৮শে জুন ৮০ হাজার ভূতপূর্ব্ব সৈন্য হাইড পার্কে রাজা ও রাণীর সম্মুখে মার্চ করিয়া চলিয়া যায়। মহাযুদ্ধের পর ঐরূপ বিরাট আকারের কোন কুচকাওয়াজ ইংলণ্ডে হয় নাই।

রাজা ও রাণীর উক্ত বেদীমঞ্চের পার্শ্বে এক হাজার বিকলাঙ্গ সৈন্য চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়াছিল। কুচকাওয়াজ শেষ হইতে দেড় ঘণ্টা লাগে।

রাজা বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন যে, তিনিও "ভূতপূর্ব্ব সৈন্য সমিতির" অন্যতম সভ্য। অন্যান্য দেশের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যগণ যাহাতে বৃটেনে আসিতে পারে ও বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যগণও যাহাতে অন্যান্য দেশে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানিয়া রাজা আনন্দ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিজিত ও বিজয়ী উভয়ের পক্ষেই যুদ্ধ কিরূপ মারাত্মক। আমরা যদি জগৎকে ঐ কথা বুঝাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমরা মানব জাতির মহোপকার সাধন করিব।"

সিনর গায়রার স্পষ্ট কথা

মীমাংসা দপ্তরের সরকারী মহলে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে, সিনর গায়দার বিবৃতিতে তাহারই আভাস পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সিনর গায়দা লিখিয়াছেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স যদি স্পেনের সমুদ্রে পাহারা দিবার একচেটিয়া অধিকার পায়, তাহা হইলে স্পেন যখন কমিউনিষ্টদের কবলে পতিত হইয়া পড়িবে, ঠিক সেই সময়েই স্পেনে কমিউনিষ্টদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহায্য করা হইবে মাত্র। সিনর গায়দার উল্লিখিত বিবৃতি ও হের হিটলারের বক্তৃতা অনুমোদন করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলে [illegible] স্পষ্টই উপলব্ধি করিবে বলিয়া যে পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ইতালী অবিলম্বে কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করিবে। ইতালীর সংবাদপত্রসমূহ আবার তীব্রভাবে বৃটেনকে আক্রমণ করিতেছে।

'গিয়র্ণেল' নামক একটি পত্রিকা স্পেনের সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন:—

"আমরা যদি বলি যে কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করা হয় না।"

লণ্ডন অভিমুখে হের ভন রিবেনট্রপ

গত ২৮শে জুন অপরাহ্ণে হের ভন রিবেনট্রপ লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছেন। ইতালী ও জার্ম্মানীর স্থলে বৃটেন ও ফ্রান্স স্পেনের সমুদ্রে পাহারা দিবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তৎসম্পর্কে জার্ম্মানীর মনোভাব কি, তাহা নিরপেক্ষতা-কমিটিকে জানাইবার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত ও ব্রহ্মের নূতন শাসনতন্ত্র

ভারত ও ব্রহ্মের সহকারী সচিব লর্ড ষ্ট্যানলী গত ২৮শে জুন কমন্স সভায় ভারত ও ব্রহ্ম সম্পর্কে চারটি বিল পেশ করেন। তিনি বলেন যে, পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারেই বিলগুলি পেশ করা হইতেছে।

প্রথমটিতে প্রধান বিচারক ব্যতীত ফেডারেল কোর্টের অন্যান্য বিচারকদের পেন্সন ধার্য্য করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের ছুটি সম্পর্কিত নিয়মাবলী স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে হাইকোর্টের বিচারকদের সরকারী অভিধা 'ডিষ্ট্রিক্ট জুডিশিয়াল কমিশনারের' স্থলে "জজ" করা হইয়াছে।

তৃতীয়টি পেশ করিতে গিয়া লর্ড ষ্ট্যানলী বলেন যে, গত মার্চ্চ মাসে পার্লামেণ্ট প্রাদেশিক ভারত শাসন আইন-গুলির ধারাগুলিকে নূতন ভারত শাসন আইনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য একটি হুকুমনামা অনুমোদন করেন। এদিকে ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা দরকার হইবে, তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই পূর্ব্বের হুকুমনামার কিছু রদবদল ও সংশোধন করা। নূতন হুকুমনামা পেশ করা হইয়াছে।

চতুর্থটি [illegible] ব্রহ্ম সম্পর্কে এবং ভারত সম্পর্কে তৃতীয় হুকুমনামার অনুরূপ।

উক্ত চারটি বিল গৃহীত হইবার পর কমন্স সভায় বিতর্ক মুলতুবী রাখা হয়।

পাঞ্জাব পরিষদে বিক্ষোভ

গত ২রা জুন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সহকারী [illegible] প্রায় ৩০ জন সদস্য সভা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে দেখা যায় যে [illegible] আসিয়া স্পীকারের পার্শ্বে বসিয়াছেন। [illegible] দেওয়ান [illegible] ইহার প্রতিবাদ করেন, তিনি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, ইহাতে পরিষদের সদস্যদের অপমান করা হইয়াছে।

এই ব্যাপার লইয়া [illegible] সহিত দেওয়ান [illegible] কাটাকাটি হয়। [illegible] তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলেন।

এই সময়ে পরিষদের কংগ্রেসী দল-পতি [illegible] কংগ্রেস [illegible] ৩০ জন সদস্য সভা হইতে বাহির হইয়া যান।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অপরাধে দণ্ড

[illegible]

[illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
	৫৸০
ঐ নূতন	৫ৎ
কাটারী ভোগ	৭ৎ—৭॥০
বাঁক তুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫ৎ
[illegible]	৪ৎ
সিদ্ধ [illegible]	৩।৵০

আতপ

নূতন আতপ	৪ৎ—৪॥০
[illegible]	১০ৎ—১০।০
বাঁক তুলসী আতপ	৫০—৫।৵
ঐ [illegible]	৫ৎ—৫৵০
[illegible] আতপ	৫।০—৫।০
[illegible]	৭ৎ
ঐ [illegible]	৭৵০

চিনির দর

রিফাইন, [illegible]	১০॥৵০
[illegible] ১০০০ নং	১০।৵০
আরকোলা [illegible]	৯।০
কানপুর [illegible]	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥০—৮ৎ

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৫।০
গিনি	২ৎ
চাঁদির বার	৫।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৸০
উত্তম —	৬।০
[illegible]—	৬১ৎ

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬৸০
সুপারফাইন ঐ	৬ৎ—৬৵০
হ্যাণ্ডমেড ঐ	৫৸৵০—৫৸০
সুজি	৬ৎ—৬৷৵০
আটা (ব)	৫৸০—৫৸৵০
আটা ন (২)	৫ৎ—৫।০
সুজি (এস)	৫ৎ—৫।০
আটা (কে)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
গোল ডি	১॥৵০—[illegible]
ভুষি	১॥৵০—১॥০

ঘৃতের দর

অস্ত্র	৫৭ৎ
বাসমতী [illegible]	৫৭ৎ

ভুবনেশ্বরী	৪০ৎ
লক্ষ্মী	৪৫ৎ
[illegible]	৪১॥০
[illegible]	৪৬ৎ
কাবুলে	৩৬ৎ
রাজা [illegible]	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টিটাগড় [illegible] — দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ওয়েট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ [illegible] মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেষ্টেড ওয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০ৎ
ঐ [illegible] (বীম)	১০।০
নরম (টি আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
[illegible] (কোনা)	৮৸০—৯ৎ

টাটা গ্যাং করগেট টীন।

	১৩।০
২৪ গেজ —	১৫ৎ
২৬ গেজ—	১৫।০

টাটা প্লেন সীট।

২৫ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ —	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

[illegible] করগেট।

২৭ গেজ—	১৫৸০
২৮ গেজ—	১৫।০

[illegible] ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—।।০
[illegible] (বাণ্ডিল)	৯৸০
[illegible] কাটা মণ	৩॥০—৪ৎ

[illegible] ৩০০০ ফুট লম্বা

৭॥০—৮ৎ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯.—১০ৎ

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন প্লেট, [illegible] ৮।০ ৯।০

[illegible] ও কর্ণ কাটিং

[illegible] ১০—১১ৎ

[illegible] আসল ৩২৩ৎ, নকল ২২ৎ

[illegible] ২৵০, [illegible] ২৸০

[illegible] ৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible] কোম্পানী, বড়বাজার

কলিকাতা।

মহৌষধ

অগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফলে প্রমাণ মাত্রায়!!

[illegible] পেটফাঁপা, উদরাময়, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় পেটের [illegible] এরূপ [illegible] ঔষধ আর [illegible] হয় নাই।

লক্ষ [illegible] রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ॥০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা [illegible]) [illegible] ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা [illegible], কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— :০: —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার [illegible]; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ৎ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারেন, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাজ্বর পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-[illegible] জীর্ণ শীর্ণকায় [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] কাটতি [illegible] অধিক। [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible] ২৪ পরগণা।

১২শ বর্ষ ১০ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ১২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা জুলাই ইং শনিবার } ১০৭তম সংখ্যা

আসানসোলে প্রচার

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের আনুগত্যে ব্রহ্মমণ্ডলে গৌরবাণী-প্রচারে ব্রতী খ্যাতনামা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী অপর ৬ জন মঠসেবক সহ গত ২১।৬।৩৭ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল সহরে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা তথায় অবস্থানপূর্ব্বক স্থানীয় ধর্ম্মপিপাসু সজ্জনগণের অত্যাগ্রহে প্রতিভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ চেতন-বাণী গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের হরিকীর্ত্তন রোলে অনাদি-সুপ্ত নাগরিকগণ সম্প্রতি তাঁহাদের পক্ষে নূতনবৎ প্রতীয়মান আত্মধর্ম্মের কথায় জাগরণের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছেন। নগরের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন। এক এক ব্যক্তি একদিন দুই দিনের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইতেছেন। আসান-সোলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আম্নায়বাণীর কীর্ত্তন-প্রচেষ্টা এই মাত্র প্রথম।

গত ২৪শে ও ২৫শে জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্থানীয় বিদ্যালয়ের সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কমলাকিঙ্কর সিংহ মহাশয়ের সাগ্রহ আহ্বানে নগরের একাংশে বুধা নামক পল্লীতে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সুপ্রশস্ত বারান্দায় ছায়াচিত্রযোগে আত্মধর্ম্মপ্রসঙ্গ, কৃষ্ণলীলা ও শ্রীনামতত্ত্ব প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হন। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী তাঁহার স্বভাব-সুলভ প্রাঞ্জল ও তেজোদৃপ্ত অবাধ ভাষার সাহায্যে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করায় তাহা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তার বিশেষ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উভয়দিনই বহু মহিলা ও বিশিষ্ট সজ্জন-বৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। প্রারম্ভে ও শেষে সুললিত বিশুদ্ধ নামকীর্ত্তন সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

গত ২৬শে জুন শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত হরেরাম ঘোষ হাজরা মহাশয়ের বারান্দায় উক্ত ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল ত্রিদণ্ডিস্বামীজীর মূলগায়কত্বে সুমধুর নাম-কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বড়ই উল্লাসকর হইয়াছিল। স্থানেও বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার আগমন হইয়াছিল।

গত ২৭শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজ নগরের অপরাংশে পুরাতন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের আবাস ভবনে 'শ্রীগীতা' বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আহূত হইয়া যথাসময়ে তথায় শুভবিজয় করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপ্রশস্ত বারান্দায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তনমুখে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণাবলী উল্লেখ পূর্ব্বক প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল সুবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে কথাগুলি শ্রবণ ও অনুমোদন পূর্ব্বক প্রশংসা করিয়াছেন। এবং আরও একদিন কিছু কথা শুনিয়া হৃদয়শোধনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ঐ সভার উদ্যোগী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ও গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বাবু শিষ্টসৌজন্যের পরিচয় দিয়া বিশেষ আস্থা দেখাইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। শ্রীপাদ জয়নারায়ণ প্রভুর মৃদঙ্গবাদ্যনৈপুণ্য ও সুললিত গৌরবিহিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

ঐদিন সায়ংকালে ৮ ঘটিকার সময় গুরুগোবিন্দৈকনিষ্ঠ নগরের বিখ্যাত ধনিক ও বদান্যবর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত পশুপতি গরাই মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে ২ ঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতেছে দেখিয়া গৌড়ীয়গণ আসান-সোলের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।

প্রত্যহই নানা স্থান হইতে বিশেষভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য সাগ্রহ আহ্বান আসিতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৯শে জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীচৈতন্য মঠের অবিদ্যাহরণ প্রবচন-সদনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় সমাগত ছাত্র ও শিক্ষক ভদ্রমহোদয়-গণের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায় হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীবাস-ভবনে অবস্থিতি, শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী-দেবীর বাৎসল্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দ সেবা, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতি পরীক্ষা, শ্রীবাসপণ্ডিতের নিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] শঙ্খ দর্শন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব আনন্দ ও শ্রীবাসকে বরদান, নিত্যানন্দের বাল্যভাবে বিবিধ লীলা, [illegible] গৌর ও নিত্যানন্দকে পঞ্চম বর্ষীয় বালকবেশে [illegible] কৃষ্ণবলরামের সহিত বিবিধ ক্রীড়া [illegible] দর্শন [illegible] তাহা শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক শচীমাতাকে তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করণ, মহাপ্রভুর নিতাইকে নিমন্ত্রণ, নিত্যানন্দের প্রভুগৃহে ভোজন, ভোজনকালে শচীমাতার গৌর-নিত্যানন্দের অঙ্গে [illegible] কৃষ্ণবলরামের [illegible] প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। [illegible] ও অন্যে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৭শে জুন রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়-[illegible] সভাপতি [illegible] ঘণ্টা [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্যগণের [illegible] সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

"সর্বোপাধি অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই মনুষ্যের পরমধর্ম। তাহারই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা। ভগবদনুগ্রহই ভক্তজনের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্তানুগত্যে সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রবিষ্ট হইলে সেইরূপ [illegible] নিত্য [illegible] [illegible] সাধুসঙ্গের [illegible] [illegible]

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

---

১০ শ্রাবণ [illegible] [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৫২

বৈষ্ণবধর্ম্ম

পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুর আকর বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর মায়া দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষ্ণু-বহির্মুখ বিষ্ণুবাচক অবস্থায় প্রতীত হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অন্তরালে [illegible] [illegible] রূপে বিষ্ণুর অবস্থান [illegible] [illegible] হয় এবং যাঁহারা বিষ্ণুর সেবকরূপে [illegible] উদ্যোগ [illegible] তাঁহারাই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। [illegible] নিবাসস্থান নাই, [illegible] [illegible] [illegible] আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' জানেন না [illegible] আবৃত বিষ্ণুমায়াকে [illegible] [illegible] উহাদিগকে জানিয়া আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব' অভিমান করেন। বিষ্ণুমায়ার ঐ জগতের দুর্গুণকেই '[illegible]' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান করেন। পূর্ব্বকালে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, [illegible], ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবদিগের [illegible] [illegible]। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, মধ্ব ও শ্রীমদ্রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবদ্ধ। বৈষ্ণবগণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন এবং পরব্যোমে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে [illegible] [illegible] হয় না।

পরব্যোমে চিদ্বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় বস্তু চিন্ময়ের সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ চরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধি কাল-প্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্ধকার ধারণ করিয়াছে। [illegible] [illegible] ধারণা কামে, [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible], '[illegible] [illegible]' [illegible], '[illegible]' [illegible], '[illegible]' [illegible] '[illegible]'—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল কথায় [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছে। [illegible] প্রচারিত [illegible] বৈষ্ণব ধর্ম্মের [illegible] [illegible] :—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম 'কীর্ত্তন-[illegible] ধর্ম্ম'। [illegible] অহৈতুকী অপ্রতিহত [illegible] [illegible] [illegible]।

(২) [illegible] [illegible] [illegible] কোন প্রকার [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহার [illegible]।

(৩) [illegible] [illegible] ও [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে কোন প্রকারে অসম্মান করেন, [illegible] মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত [illegible] [illegible] নাই, [illegible] অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু [illegible] বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক [illegible] [illegible] করেন না। [illegible] ব্যবহারিক [illegible] [illegible] [illegible] করাকে তিনি [illegible] নিন্দনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] ঠাকুর হরিদাসকে [illegible] [illegible] ও শ্রীরামানন্দের মুখে [illegible] [illegible] করিবার লীলা-প্রদর্শন, [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুর হরিদাসকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দাম্ভিক ব্যক্তি তাঁহার অপ্রাকৃত অবস্থার পরিচয় [illegible] হইতে পারেন না; বৈষ্ণবী-দীক্ষা বিধানের দ্বারা [illegible] বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাঁহার সাক্ষাৎ দল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রবংশগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সঙ্গ [illegible] [illegible] করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি [illegible] কৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনি সঙ্গপদবাচ্য নহেন। [illegible] পারলৌকিক, লৌকিক সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবপদধূলির চরণাশ্রয়ের কথা [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গ ত্যাগকেই 'বৈষ্ণব-আচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ,—(১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত [illegible] [illegible] [illegible] সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর বিচারই তাহার সাক্ষ্য।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর করেন নাই।

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমলপ্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও নামাভাস হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু সকল জীবে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রচারের নামে অর্থ [illegible] পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত [illegible] স্থানসমূহ বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ভক্ত-পরায়ণ, [illegible] [illegible] কলিকাতায় [illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শে জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রাপঞ্চিক প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ ইঁহাদিকে অপমান, তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস [illegible] প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলে জগতের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

রথ

(শ্রীঅমীয়া দেবী)

'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে' রথে ভগবান্ শ্রীবামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। [illegible] [illegible] লক্ষ লক্ষ লোক রথযাত্রার সময় ভগবানকে রথে দর্শন করিয়া থাকে। কেহ বা কলাবেচার সহিত রথ দেখা এক সঙ্গে দুই-ই সম্পন্ন করে, কেহ বা রথ দেখা বাদ দিয়া কলা-বেচাকেই [illegible] করে, আর যাঁহারা কলাবেচার সুযোগ [illegible] করেন তাঁহারাও [illegible] [illegible] মধ্যে, কেহ বা [illegible] [illegible] বা [illegible] সাজসজ্জাদি দর্শন করিতে করিতে অপর চক্ষে দোকানগুলির [illegible] বা সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কোথায় কি রকম পাওয়া যাইবে তাহারই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। [illegible] ভগবান শ্রীবামনদেব সকলের [illegible] [illegible] বলি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সকল দান করিবার পর নিজের দেহ মন-প্রাণ [illegible] '[illegible]' অবশিষ্ট ছিল তাহাও ভগবান্ [illegible] হইলে বামনদেবের পূর্ণ দর্শন পাইয়াছিলেন। মনঃ প্রাণ দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এক চক্ষু দিয়া শ্রীবামনদেবকে দর্শন করিয়া ফাঁকিতালে জন্মমরণ-মালার [illegible] ঘুচাইয়া লব,—এই [illegible] বুদ্ধির পরিচয় দিতে গেলে বামনদেবের পাদ-পদ্মের [illegible] দাঁড়া না পড়িয়া মায়াদেবীর পাদপদ্মে [illegible] হইয়া [illegible]

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

থানির চারিদিকে অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতে হইবে।

জগন্নাথ নির্ব্বিকার চলচ্ছক্তিহীন নহেন, ইহা জানাইবার জন্যই তাঁহার রথযাত্রা। সংসারের গতাগতি ছাড়িয়া ভগবানের রথের অনুগমন করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় ব্রতী হইয়া ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-পূরণে যত্নবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহা হইলেই রথে শ্রীবামনদেবকে দর্শন করা সম্ভব।

জগতের বিরাট সম্প্রদায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভিলাষ দ্বারা চালিত হইয়া রথের গতি স্তব্ধ করিবার ইচ্ছায় মিলিত হয়। রথের আকর্ষণকারী সেবকসম্প্রদায়ের গতিকে বাধা দেওয়ার জন্যই তাঁহাদের অভিযান। ভগবানে অনন্যশরণ হইলেও অপর বিরাট অভক্ত জনসংঘকে তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে বিরত করাইবার সময় যখন দৌর্ব্বল্য আসে তখন ভগবানকে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথে পার্থসারথিরূপে দর্শন করি। ভগবৎসেবার প্রাতিকূল্যকে সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছেদ না করিলে তাঁহার পূর্ণ সুখবিধান সম্ভব হয় না। ভগবানের গমনপথ কোন কুসংস্কারে আবৃত করিলেই কি সেবার সর্ব্বাঙ্গীনত্ব সম্পূর্ণ হইবে? পথের কণ্টকও তাই দূর করা আবশ্যক। কণ্টক-উন্মোচনে যেখানে দ্বিধা আছে সেখানে পূর্ণতমা শরণাগতি নাই। ভগবান্ সেখানে নিজেই নিজের সেবাবিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সেবার কণ্টক দূর করিয়া কিভাবে সেবা-পথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা জানাইবার জন্য রথী সেখানে সারথি হইয়াছেন। পার্থ বলিয়াছেন, 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'। অচ্যুতও রথস্বামী দ্বারা সেবকত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সেবার বিষয়ে তিনি উপদেষ্টা। সেবকের সেবাকৌশলের জন্য সেবা অপেক্ষা করিতেছেন না—সেবা সেবককে সেবা-কৌশল জানাইতেছেন—

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপ-
পদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"
গীতা—২।৩)
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"
(গীতা ১৮।৬৬)

সেবার বিচারে একটা ক্লান্তি অর্থাৎ প্রাতিকূল্যের সহিত অনুকূলতার রক্ষা করিবার স্পৃহা জীবের উদিত হয়। এই রক্ষাদ্বারা সেবকধর্ম্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক আপন চিত্তের শান্তিপ্রিয়তা বা অলসতার বহুমানন দ্বারা সেবাকুণ্ঠাকে প্রশ্রয় করিবার যে চেষ্টা উপস্থিত হয় সেবক সেই প্রতিকূল ভাব হইতে সেবাসম্পত্তি রক্ষণের জন্য সেবাকেই আশ্রয়রূপে জানে। "সাধ্‌ মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বিচারে এইরূপ শরণাগতি নাই; সেবার পুষ্টি-বিচারে শরণাগতির পূর্ণতমতা তাহাতে নাই। বলির দ্বারে বামনদেবকে অথবা শরণাগতির চরমতাক্রমে পাণ্ডবদিগের দ্বারে স্বপ্নে নিদ্রাগত পাণ্ডবকুলের পাহারায় নিযুক্ত ভগবান দণ্ড হস্তে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর—রূপানুগগণের বিচারে সেবার অন্যরূপ পরিদর্শিত হয়। সেবার প্রতিকূলতা দূর করিবার জন্য সেবকই রক্ষাকর্ত্তা সাজিয়া দ্বারদেশে পাহারায় নিযুক্ত। তিনি নিজেই বিরজাগড়ের পারে দেবীধামে সকল প্রতিকূলতাকে সরাইয়া দেন—বৈকুণ্ঠে যাইতে দেন না।

পার্থসারথির বিচার রূপানুগবাসিগণের নহে, তাঁহারা দারুক-সারথির রথে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রতিকূলতাকে সম্মুখে রাখিয়া অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে সাধারণে কৃষ্ণকে দেখাইতে তাঁহারা বলেন না। অনুকূলের পূর্ণতমতা যেখানে নাই সে অবস্থা হইতে তাঁহাদের পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণকে তাঁহারা সরাইয়া লইয়া যান। সেখানে কালিন্দীপুলিনস্থ বেণুর পঞ্চমতানে রথের গতি নির্দিষ্ট হয়। বংশীর সেই নির্দেশানুসারে সারথি পথের ইঙ্গিত পান। শরণাগতি সেখানে চরম সুষ্ঠুতা লাভ করিয়াছে। ষড়ঙ্গ শরণাগতির পরিঅনুশীলনের মধ্যেই কেবল সেবাকে সেবাগ্রহণ করাইয়া সুখী করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে রূপানুগগণ রথের পুরোভাগে কৃষ্ণসহচরীগণকে রাখিয়া নীলাচল হইতে সমস্ত মঙ্গল বস্তুগণ নিয়া স্ব স্ব সুশীতল সুরম্য কুঞ্জে লইয়া যান। নীলাচলের রাজবেশ, রাজসম্পদ তাঁহাদের সেবার প্রতিকূল। তাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া বিরহাদি ভাবে জগন্নাথদেব—সুন্দরাচল-মার্জ্জনে নিযুক্ত হন। নিজের সংসারে ভগবানকে রক্ষীরূপে সেবক করেন না। ভগবানের নিত্যবর্ত্তী তাঁহার বিহারস্থলের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া ভগবানকে আনিতে যান। কৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণাপেক্ষা করেন না, তাঁহাকে সেবা-গ্রহণ করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ জানান। সেখানে সেবা আর সেবাকৌশল শিক্ষা দিবার জন্য উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে পারেন না, সেবকের সেবাকৌশলে তাঁর মুগ্ধ হইয়া লুব্ধ হন—সেবা-গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতাতে অগ্রসর হন।

অন্যাভিলাষশূন্য, গতিহীন, গতিশীল দলের ন্যায় নির্গুণ সাক্ষী বা চেতনরূপে রূপানুগগণ তাঁহাকে দর্শন করেন না। তাঁহারা বিরাট লীলাপুরুষোত্তম কমললোচনের সেবার জন্য রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার নয়নোৎসব বিধান করেন। আবার অনবসরে চতুর্গুণিত বিপ্রলম্ভ মাধুরীদ্বারা সেবা করিবার জন্য আলালনাথ গমন করেন।

শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে সুন্দরাচলাভিমুখে গমনের বিচার গ্রহণ না করিতে পারিলে আলালনাথের গৌরব সেবাধিকার লাভ হয়। সেখানে গোস্বামিগণের যে পূর্ণতমা শরণাগতি তাহা অস্ফুট। ভগবানে কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষী, নির্গুণ বিচার হইলে আমাদের আলালনাথের সেবাসৌভাগ্য পণ্ড হইয়া পড়ে, তখন [illegible] দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম দর্শনে বাঞ্ছা আসে; পুরুষোত্তম দর্শন হইতে চ্যুত হইয়া কাম [illegible] অবাক্ত [illegible] উদিত হইতে থাকে; তখন ব্রহ্মনন্দনীলা [illegible] এ স্থান পুনঃ [illegible] পদ্মবনে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। সেখানে থাকিয়া সাক্ষাৎদর্শন-বুদ্ধি প্রবল হইলে [illegible] কতু কাশবত বৈষ্ণবাধীন বাস্তবে পাঠাইয়া দেন। কাম্যের অনুশীলনে স্থায়ী থাকিয়া বৈকুণ্ঠবিহারের অবাধিত বৈভবী বা বিরজাগড়ের পারে দেবধামে ফিরিতে হয়।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন গৌড়ীয়ের উৎসব নহে। তাঁহারা সেবাকে বৈকুণ্ঠে দিবার জন্য রাজী নন। অক্রূরের রথের বিচার পৌরজন অনুকূল মনে করেন, কিন্তু ব্রজজন বা রূপানুগগণ অক্রূরের রথে প্রতিকূলতাই দর্শন করেন—তাঁহারা অন্যায় শঙ্কিত হইয়া পড়েন। কুরুক্ষেত্রাদির মিলন চলে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণ দল তাঁহাকে অক্রূর, ব্রহ্ম, সাক্ষী, নির্গুণ, চেতনরূপে দর্শন করিতে বাধ্য হন, কেহ বা যুদ্ধ, শাস্তা, বন্ধু, সম্বন্ধীরূপে পূজা করিতে অগ্রসর হন। পৌরজন অক্রূরের রথের অপেক্ষা করেন, আর ব্রজজন বা রূপানুগজনগণ সকলের মত সম্মোহনের ছলে বিপ্রলম্ভ ভাবে ভাবিত হইয়া আগমন করেন এবং অপূর্ব্ব সেবাকৌশল দ্বারা কৃষ্ণকে উহাদের মধ্য হইতে বাহির করাইয়া তাঁহাকে ব্যতীত কৃষ্ণের সুখ সম্পাদিত হইতে পারে না তাহারই অনুগমন করান।

বৃন্দাবনের পঞ্চবাণে নিনাদিত বেণুধ্বনির সহিত রথচক্রধ্বনি একতানে মিশাইয়া। সেই মিলিত তানের সহিত চৌদ্দমাদলে গৌরজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দর গৌরজনের প্রিয় গোষ্ঠ "কৃষ্ণসহচর" গানের উদ্দেশ্যে 'সংকীর্ত্তন হরি' বলিয়া নৃত্য করিয়াছেন।

অতএব সেই গৌরবিহিত কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতে হইবে, তাহা হইলে দীনদয়ার্দ্রনাথ শ্রীভগবান্ হৃদয়-বৃন্দাবনে রথে আবির্ভূত হইবেন; সেইজন্যই রূপানুগগণ সর্ব্বদা গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে হৃদয়মন্দির মার্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। অহঙ্কারে মত্ত আমি, অপরাধ-দগ্ধ আমি জানি না, কবে এই সৌভাগ্যের উদয় হইবে—শ্রীরূপানুগগণের রামানন্দ সমন্বিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্নানে মগ্ন হইয়া হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিতে পারিব।

সারকথা

—:০:—

ভক্ত কি বিধির বাধ্য?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের সেবাবিধি।
কেবল আপনে বলেন প্রভুপাদ॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল পতিত চূর্ণ হয়েন ভারে
(৬০: ভাঃ)

সংসারোদ্ধারণের উপায় কি?

সর্ব্বলোক, সর্ব্বাধার কারণের কারণ।
তাঁর ভক্তি হয় জীবের সংসার তারণ॥
'সংসার'
তাহার চরণ পাইতে 'পুরুষার্থ-সার'॥
(চৈঃ চঃ)

দুঃখ সংসার পারের উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী — অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব—সার॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেবহার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার॥
চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণবনিন্দুকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আর যদি নিন্দাকর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে—এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ?

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপি ভক্তের বশ স্বভাব আমার॥
(চৈঃ ভাঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পর্কীয় রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড
৩য় খণ্ড —৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
প্রাপ্তিস্থান — শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ... শ্রীবাসাঙ্গন ... চন্দ্রশেখর ভবন ... শ্রীচৈতন্যদেবের ... সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

...

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা ... রক্ষক—...

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—...

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান; রক্ষক—...

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—...

(৭) কাজি সমাধি পাট

শ্রীমায়াপুর, ... নদীয়া। ... রক্ষক—...

(৮) অপ্রকট ... শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—...

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাম্পাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—... অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ ...,

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—... অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...পুর, নদীয়া

রক্ষক—... ব্রহ্মচারী।

১৪। জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—... ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

... রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (... নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—... অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—... অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ... (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ... গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী...কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী... মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী...দাস ব্রজবাসী।

(২৫) ... গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ ... (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

২৬। জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

..., পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক ... অধ্যাপক শ্রী... বি, এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী...কুমার ব্রহ্মচারী।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ..., ... ই, আই, রি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী...কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ..., বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ... ই, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...লাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

...পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ...নন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড ... বাটী

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী... আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...বিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—...,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী...ব্রহ্মচারী

(৪৮) ...গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ..., কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী...গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ভক্তিবিকাশ

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ ...নন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী... মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাক্তবর।

(৬০) অমৃধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমৃধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী...ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ ... (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী...কৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬(৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০৮৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ... রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডাব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্... ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা বা

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিলাইনের হার লাইন ।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১৸০	১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৬৷৷০
" সিকি কলম ১ ৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	,,	২৸
মাসিক	,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন ৯০০ শত পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র ... এখান হইতে পক্ষিশাবক প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। এখান হইতে পাক্ষিক ... পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৭।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

জ্বর
হইতে
মুক্তি
লাভ করিতে
রবিনসনের
"পেটেন্ট"
বার্লি
সেবন করুন

B.3

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] প্রবর্ত্তিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমান প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৫ই জুলাই ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১০৮]

বিবিধ সংবাদ

ব্রহ্মের ভারতীয় বন্দী

ব্রহ্মদেশের কারাগারে [illegible] মুক্তির দাবী জানাইবার জন্য [illegible] নিকট এক ডেপুটেশন [illegible] হইয়াছিল। [illegible] গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে [illegible] জন বাঙ্গালী ছিলেন।

প্রকাশ যে, স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত ডেপুটেশনের [illegible] আলোচনা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] বন্দীর মুক্তির দাবী জানান হয়। [illegible] সরল-ভাবে [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে উত্তর দিবেন এবং প্রত্যেক বন্দীর কথা সহানুভূতি ও সহৃদয়ে বিবেচনা করিবেন।

বাঙ্গলার মুক্তিপ্রাপ্ত [illegible]

গত [illegible] বাঙ্গলার [illegible] রাজবন্দীদের [illegible] মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের কর্মসংস্থান এবং বেকার অবস্থায় থাকাকালে তাহাদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] জন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। [illegible] কমিটি [illegible] সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কমিটির সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কুমার [illegible] এবং শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় [illegible] শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী এই কমিটির [illegible]। কমিটি নিজেদের মধ্য হইতে [illegible]

লইয়া [illegible] একটি [illegible] কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন।

স্বর্ণ সংবাদ

[illegible] স্বর্ণ [illegible] করিয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] ভারত হইতে স্বর্ণ [illegible] করিয়া [illegible] অনুসন্ধান করিতেছেন।

[illegible] স্বর্ণ [illegible] একটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] পর একটী [illegible] হইবে।

কুমারী জাপ জাহাজের [illegible]

[illegible] হইতে প্রেরিত সরকারী [illegible] 15 [illegible] নিকট [illegible] একটি জাহাজের উপর এক জাপ-[illegible] জাহাজ [illegible] একটি [illegible] নিকট [illegible] একটি ক্ষুদ্র [illegible] তাহাদের উপর [illegible] করে। ফলে [illegible] হয় এবং একজন নাবিক নিহত ও [illegible] জন আহত হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে সহযোগিতা

[illegible] কোম্পানীকে লইয়া একটি সম্মেলন [illegible]

[illegible]

[illegible] নদী প্লাবিত

[illegible]

[illegible] বহরমপুরের [illegible]

[illegible] ভারতীয় বালিকা

[illegible]

[illegible] পরিষদের আয়ুষ্কাল এক বৎসর বৃদ্ধি

[illegible] প্রকাশ [illegible] পরিষদের [illegible]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন [illegible]

[illegible]

কলিকাতার বাজার দর

১৮ই জুন, ১৯৩৬

[illegible] দর

দেশী [illegible]

বালাম [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৭
[illegible]	[illegible]

চিনির দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
কানপুর [illegible]	[illegible]
কানপুর [illegible]	[illegible]

সোণা রূপার দর।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

পাটের দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

আটা ও ময়দার দর

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সুজী	[illegible]
আটা (ব)	[illegible]
আটা [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
আটা (ক)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ঘৃতের দর

[illegible]	৪৭৲
[illegible]	৫৭৲

[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৫৲
[illegible]	৪৸০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

লৌহ ও হার্ডওয়ার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

[illegible]

কলিকাতা।

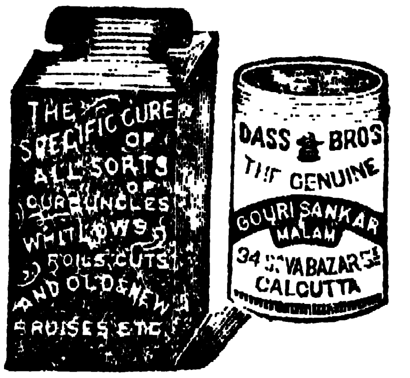

মহাপুরুষ প্রদত্ত
আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায় !!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ।৹ ছোট শিশি ।৹ আনা।

কবিরাজ [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা [illegible]) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর শ্রী [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট"

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। বিদেশী [illegible] জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] প্রদর্শন [illegible]।

[illegible] ছাত্রগণের [illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] দেওয়া হয়।

[illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট [illegible] পোঃ [illegible], নদীয়া।

কবিরাজ [illegible] কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] অকাল মৃত্যু [illegible] নূতন ও পুরাতন [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] মূল্য ছোট [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। [illegible]।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১২ বামন গৌরাব্দ ৪৯১, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৮৪, ৫ই জুলাই ইং '৭৭, সোমবার | ১০৮তম সংখ্যা

ধামে কীর্ত্তন

গত ২৭শে জুন রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন,—"আমরা ভক্তিপথ গ্রহণ করিবার অভিনয় করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেকেই ভক্তিবিষয়ে বিজ্ঞান লাভ করি নাই। ভক্তি কাহাকে বলে, এবিষয়ে ভালভাবে অনুধাবন করা দরকার। ভোগ-মোক্ষাকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে যে আদৌ নাই একথা বলা যায় না। নিজসুখে জলাঞ্জলি দিতে কেউ সহসা চায় না। শুদ্ধভক্ত সঙ্গ হইলেই আমাদের এইরূপ দুর্বুদ্ধি বা দুরাশা আর থাকে না। আমরা অনেক সময়ে প্রাকৃত উদ্দেশ্য লইয়া সাধুর নিকট হরিকথা শুনি কিন্তু নিজে সংশোধিত হইবার চেষ্টা করি না। এইরূপ শ্রবণে কোন লাভ হয় না। জিনিষটি গ্রহণ করা দরকার। তাহাই ঠিক শ্রবণ।

বৈষ্ণবের আদর অপেক্ষা শাসনই ভাল তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। বেশী আদর পাইয়া আমরা অনেক সময়ে উদ্দেশ্যটা ভুলিয়া যাই। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা স্নেহ ও শাসন উভয়কেই গুরু বৈষ্ণবের কৃপা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সেবায়ত থাকেন।

ভক্তির লাইন আলাদা। সেইটি বুঝিতে না পারিলেই অসুবিধা। সেইজন্য মনোযোগ সহকারে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করা বিশেষ আবশ্যক। হরিকথায় উদাসীন হইলে মঙ্গল হওয়া কঠিন। আমরা যেমন সঙ্গ করিব, তেমনই ফল পাইব। নির্জ্জনে মালা টানার প্রশ্রয় শ্রীল প্রভুপাদ দেন নাই। শুদ্ধানুগত্যে সাধুসঙ্গে হরিনামানুশীলনের কথাই তিনি আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আশ্রয়বিগ্রহের অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া বিষয়বিগ্রহের—শ্রীনাম প্রভুর সেবা কখনও শুভফলদায়ক হয় না।"

[illegible]পাদ অপ্রাকৃত প্রভুর নিকট পত্র

মিসেস্, সি, বাউটেলএর লিখিত

(বঙ্গানুবাদ)

১০৫ ড্রালস্টনলেন,
হ্যাকনি, ই ৮
লণ্ডন, মে ১০মে, ৭৭

প্রেমময় প্রভো,

অতি অল্পদিন হইল 'আলবার্ট'হলে যে সোসাইটীর একটী অধিবেশন হইয়াছিল, যাহাতে আপনি ও আমি যোগদান করিয়াছিলাম সেই সোসাইটীর নিকট এইমাত্র লিখিবার জন্য একখানি পত্রের মুসাবিদা লিখিতেছি। এই সোসাইটীর মঞ্চ হইতে আপনার বক্তৃতা প্রদান সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট সগৌরবে উপস্থিত হইবার আমার সময় আসিয়াছে। তাকে পাঠাইবার পূর্ব্বে এই মুসাবিদাটী আপনার অনুমোদনের জন্য আপনার নিকট আমি বুধবারে আমার সহিত লইয়া আসিব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশে আপনার মত ব্যক্তির প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। অহো! আপনার অবস্থা কিরূপ—অসুবিধা-জনক ৫টী বিভিন্ন দিক হইতে আপনাকে আকর্ষণ করিতেছে। পাশ্চাত্য ভাগ প্রতীচ্যে আপনার অনেক কাজ করিবার আছে। [illegible] ঘটনাবলী আপনার কার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া উঠিতেছে। সাক্ষাতে আপনার নিকট এ সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে।

আগামী সোমবারে "[illegible]" আপনার উপস্থিতি সম্বন্ধে Miss Beach কোন ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য আমি উৎসুক আছি। আপনি দেখিতে পাইবেন [illegible] ওড়। [illegible] আবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ সকল বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত [illegible] "[illegible] বিচার নাই"—[illegible] ভেদ বিচার নাই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে [illegible]গণের সমষ্টি বলিয়া আমরা যাহা মনে করিতেছেন বস্তুতঃ তাহা তাহা নহে; পরন্তু উহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ।

বুধবারে বাড়ী ফিরিবার পর আমি শ্রীবিগ্রহের নিকট কিছু সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম এবং রাত্রি টার পূর্ব্বে নিদ্রা যাই নাই। শ্রীবলরামকৃষ্ণ সুন্দর নীল [illegible] পোষাকে সজ্জিত অবস্থায় অতি মনোরম [illegible]পে দৃষ্ট হন [illegible] শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটী [illegible] করিতে আমাকে কিছু সোনালী কাগজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

আপনার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে? আপনার কার্য্য যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে আছে, তাহা চিন্তা করিলে আমি বেদনা অনুভব করি। হাঁ, আমার ইচ্ছা হয় যে আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি যদি আরও কিছু পারিতাম! কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী সুবিধাজনক অবস্থার পরিস্থিতি শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইবে।

প্রিয় প্রভো, এইখানেই পত্র শেষ করিলাম। ভগবানের সর্ব্বোত্তম আশীর্ব্বাদ সতত আপনার পরিচর্য্যা করুক—ইহাই আমার দৈনন্দিন [illegible] বিষয়।

আপনার অতি স্নেহের

—বীণা

দ্রষ্টব্য—মিসেস বাউটেলকে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু 'বীণা' নাম দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শুধু 'বীণা' নামের পরিবর্ত্তে "বিনোদবীণা দাসী" নাম দিয়াছেন।

গত ১লা জুলাই অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী [illegible] সাধু সমাগমে কতিপয় সজ্জন ও মহিলাদিগের নিকট সাধু ও অসাধু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরু[illegible] জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] বামন [illegible] গৌরাব্দ [illegible]

শ্রীগৌরাঙ্গ

([illegible])

[illegible] সচ্চিদানন্দবিগ্রহ [illegible]। শ্রীগৌরাঙ্গকে [illegible] পাবেন। [illegible] প্রবৃত্তি [illegible] দগ্ধ কালকূট, [illegible] ও [illegible]। [illegible] ও বৈকুণ্ঠে। পাঠক, [illegible] মিলাইবেন না। [illegible] নাই।

শ্রীকৃষ্ণাচৈতন্যের একমাত্র [illegible] বস্তু গৌরসুন্দর [illegible] হয়ে [illegible] তাদৃশ অক্রুরের [illegible] বিশ্বাসী [illegible] শুদ্ধভক্তগণ [illegible] করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় [illegible] ঘটনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [illegible] করিয়াছেন [illegible] আছে। [illegible] বিপ্র [illegible] পণ্ডিত [illegible] মধ্যে [illegible] যে চেষ্টা করিয়াছিলেন [illegible] দামোদরস্বরূপ কিরূপে [illegible] নিম্নোক্ত [illegible] করেন।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে॥

* * *

সবেই জানয়ে নাটক 'পরম উত্তম'।

* * *

স্বরূপের ঠাঞি আগে [illegible] নিবেদন।

* * *

স্বরূপ কহে—'তুমি গোপ পরম উদার।
যে-[illegible] শুনিতে [illegible] উপজে তোমার॥
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস [illegible] নাটক [illegible]।
ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] ভাবি॥

* * *

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥

* * *

কৃষ্ণ করে [illegible] সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥

* * *

[illegible] দেহ [illegible] মন॥
[illegible] করিল বর্ণন।
[illegible] আপনার [illegible]।
[illegible] তোর নাহিক বিশ্বাস॥

* * *

[illegible]।
[illegible]॥

* * *

[illegible] বিস্ময়,
[illegible] কিছু নাহি কয়॥

* * *

[illegible]।
[illegible]॥
চৈতন্যের [illegible] নিত্য কর সঙ্গ।
[illegible]॥

* * *

সেই কবি [illegible] রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে?

[illegible] পূর্বরঙ্গবাসী কবির [illegible]। [illegible] গৌরকৃষ্ণ [illegible] নিত্য [illegible] প্রবেশ করেন। সেই শুদ্ধভক্তি [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন [illegible] করেন।

[illegible] কবির [illegible] বলিলেন—গৌর-[illegible] কৃষ্ণ [illegible] মহাপ্রভু [illegible] প্রেমসেবা [illegible] প্রয়োজন [illegible] উপায় কি, [illegible] বর্ণন করিলেন। [illegible] প্রভু কিন্তু [illegible] তাঁহার নাম [illegible]।

[illegible]।

([illegible])

[illegible] এই [illegible] সুখ।

[illegible]

* *

[illegible] অপরাধ [illegible]।
[illegible] পাইল [illegible]॥

পাঠক, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্যরস-বিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্যরসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণধর। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্লভ কৃষ্ণমাধুরী জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত ধন দৌলত, কালকূট, আপাতমধুর বস্তু প্রদান করে, গৌরাঙ্গ তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উদারের নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

অন্যান্য দাতৃগণের দানসমূহে কাপট্য আছে, সর্বাদি গৌরের দানে তাদৃশ কথা নাই। [illegible] পুরুষের [illegible] শক্তির তুলনা চতুর্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী [illegible], অপরের দয়ায় মন্দ উদয় করায় [illegible] গৌরচন্দ্রের দয়া অমন্দোদয়া [illegible] প্রেমভক্তি উদয় করায়। অন্য চতুর্দশ-ভুবনের দয়ার গৌরকৃপার নিকট তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তগণের [illegible] বিপাকক্রমে [illegible] বিচরণ করেন তিনি ভক্তি-বিমুখ জন।

[illegible] ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন [illegible]। অমনে [illegible] যত্ন করিয়া তিনি গৌরপ্রেম-বিমুখ [illegible] হীন আত্মবঞ্চক কদর্য [illegible] কৃতকার্য হন না। শ্রীগৌরের নাম স্বয়ং চৈতন্য, গৌরের রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরের গুণ মহাবদান্যময়। এক্ষণে গৌরলীলার কথা শুনুন। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণভক্ত। সর্বাবতারে [illegible] কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্যবস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার লীলা। নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটিতে [illegible] প্রাকৃত বস্তু মাত্রে আছে, অপ্রাকৃত শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] তাঁহাতে ঐ চারিটী অপ্রাকৃতভাবে অবস্থিত। অক্ষজ প্রাকৃত [illegible] তাঁহাকে [illegible] পারে না। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা কেহই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও [illegible] করিতে সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণাচৈতন্য [illegible] মহিমা জীবের [illegible] প্রকটিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম [illegible], গৌরকৃপা কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় [illegible] কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। ভগবদ্-বহির্মুখ হইলে জীব নির্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে ত্যাগ করিয়া গৌরবিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ পথ ত্যাগ করিয়া আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঁই,

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হওয়া দুর্বল॥

রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাতি-বৈষ্ণব, গোসাঁই, স্মার্তিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক, শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিপ্রচারের সর্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপের পথ অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। সাধনভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল বস্তু রতি, প্রেমভক্তির মূল বস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থান লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে চেষ্টা থাকিলে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করুন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ পন্থার সহিত অপর মতবাদের [illegible] খুঁজিবার চেষ্টা না [illegible] করুন নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য [illegible] নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌরবস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

(সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)

দৃশ্য ও দ্রষ্টা

(শ্রী [illegible])

শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা না বুঝিতে পারার দরুণই আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ধাবিত হই, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করি। জগদ্বৈচিত্র্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের সর্বপ্রধান বস্তু দর্শন করিয়া ফেলিব, ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া আগেই ঘাস খাইয়া ফেলিব, এই প্রকারের অপরাধাভিমূলক ও অনুগত্যবিহীন ভোগময়ী প্রবৃত্তির উদ্দীপনা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে উঁকি মারে; কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা ভক্তিচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন তখন আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি যে, জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের দাস—সেবক—দৃশ্য। দাস্য বা সেবা করা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের কার্য আমাদের নিরুপাধিক চিন্ময় স্বরূপে নাই। দাস বা সেবক কখনও ভোক্তা বা প্রভু নহে। কাজেই প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাস জীবের কোনও স্বতন্ত্র

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।

ইচ্ছা হওয়া উচিত নয়; পরন্তু সতত তাঁহার ইচ্ছার অধীন থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

তটস্থা শক্তির পরিচয়ে জীবকুলের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও সেই স্বতন্ত্রতা যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছার অনুকূলে নিযুক্ত হয় তখনই তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয়; আর শ্রীভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে হইলে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই হইয়া পড়ে। তাহাতে ভববন্ধন বাড়িয়াই যায়। "নিজ ভাবে মত্ত [illegible] চলে ভাসি যায় [illegible]"। যেখানে শ্রেষ্ঠের আনুগত্য সেইখানেই [illegible]। ইহার অভাব যেখানে সেইখানেই কষ্ট। সুতরাং শ্রীভগবানের ইচ্ছার অনুকূলে সমস্ত প্রচেষ্টা না হইলে বিড়ম্বনা — [illegible] সার হইবে। কাজেই শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে হইলে তাঁহার অন্তরের ইচ্ছাটী কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লওয়া দরকার; নতুবা আমরা ও তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে চেষ্টা করিতে পারিব না। এই কারণে বস্তু দর্শন করিতে হইলে শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে শ্রীভগবানের [illegible] কি

সঙ্গে আমি কি প্রকার সম্বন্ধে [illegible] তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। [illegible] বান যদি আমাকে দর্শন করিতে না চাহেন, আমাকে দর্শন করিলে যদি তাঁহার অতৃপ্তি হয় তাহা হইলে আমি দর্শন করিতে চাহিলেও তাঁহার দর্শন পাইব না। কারণ, তিনি ত' আমার খানাবাড়ীর [illegible] নহেন। অধিকন্তু স্বাধীনতা করিয়া তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িব।

[illegible] কৃপাবিশিষ্ট হইলে তাঁহার নয়নানন্দ বিধান হয় বলিয়া সকল সময়ে [illegible] করেন, যে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলে তিনি আনন্দের সহিত [illegible] দর্শন দিয়া থাকেন, [illegible] হইলে তাঁহার [illegible] হইবে, তিনি জানিয়া জানিয়া আমাকে কাছে ডাকিয়া আমাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, সেই প্রকার সেবাময় ক্রিয়া ও অলঙ্কারে বিভূষিত না হইয়া উদ্ধার মত ভাব লইয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে ধাবিত হওয়ার প্রবৃত্তি ভগবদ্বাণী-শ্রবণের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সশ্রদ্ধ হইয়া বাণীসুধা বা ভগবানের মনোহভীষ্টের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হইলে এই উদ্ভট কোনদিনও ঘটে না। এই কারণেই পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন — "কাণদ্বারা বস্তু দর্শন করিতে হয়; [illegible] সঙ্গে দেখা হইবার অন্য কোনও রাস্তা নাই একমাত্র কাণ ছাড়া।"

এই শ্রীপাদের সিদ্ধান্ত যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহারাই মনে করেন, শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ফেলিবার মালিক আমি নিজে; আমি খুব বড় একজন দর্শন করনেওয়ালা লোক; শ্রীভগবানের ন্যায় সর্ব্বৈশ্বর্য্য [illegible] অধোক্ষজ প্রভুকে আমি ইচ্ছামাত্রেই দর্শন করিয়া ফেলিতে পারি, শ্রীভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বুঝিবার আমার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবানের অনুগামী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার কোন দরকার দেখি না।

শ্রীভগবান্ সাধুদের মহিমা [illegible] [illegible] আনন্দভরে [illegible] বলিয়াছেন যে, আমার পূজা অপেক্ষা, আমার সেবা অপেক্ষা, আমার আনুগত্য [illegible] আমার ভক্তের পূজা, আমার ভক্তের সেবা, আমার ভক্তের আনুগত্য বিধান অনেক শ্রেষ্ঠ। যথা—

'[illegible] মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা [illegible]'
'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।'
'[illegible] বেদে বাখানয়

পদম।

তস্মাৎ পরতরা দেবী তদীয়ানাং

সমর্চ্চনম্॥"

ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ অধীন হইয়া বলিয়া থাকেন যে আমি একমাত্র ভক্তেরই অধীন, ভক্ত আমায় যেখানে নিয়ে যায় আমি সেখানেই [illegible] [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible], সেই সমস্ত [illegible] ভুবনপাবন বৈকুণ্ঠ [illegible] সর্বভক্তদের পিছনে পিছনে না চলিয়া, তাঁহাদের শরণাগতি অবলম্বন না করিয়া নিজের খেয়ালমত [illegible] ছুটাছুটি করিয়া কাজ হাসিল করিবার [illegible] ভাবিয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাওয়া যায় এই প্রকার আনুগত্যবিহীন [illegible] অসম্ভব [illegible] পোষণ করা, [illegible] সাধুবর্গবিগলিত বাণাবলী [illegible] শ্রবণের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব যে, আমরা যেমন প্রভু নহি পরন্তু দাস, সেব্য নহি পরন্তু সেবক, ভোক্তা নহি পরন্তু ভোগ্য সেই প্রকার আমরা কোনদিনই দ্রষ্টা নহি পরন্তু দৃশ্য। তিনি একমাত্র ভোক্তা, স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় সেব্য প্রভু, তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় দ্রষ্টা আর কেহ নাই। সেই চিন্ময় [illegible] মদনমোহনই একমাত্র [illegible] দর্শক, আর সব তাঁহার দৃশ্য, তাহা ইন্দ্রিয়ের স্পর্শবিষয়ক উপকরণমাত্র, তাঁহার অপ্রাকৃত সেবোপযোগী উপকরণ। তিনিই একমাত্র পুরুষ আর সবই তাঁহার প্রকৃতি।

'কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।'

জীব স্বরূপতঃ দ্রষ্টা নহে বলিয়া যে যে প্রতিষ্ঠাশা [illegible] থাকিলে তাহা [illegible] নহে। তাঁহার স্বরূপে [illegible] নাই [illegible] স্বামী অধোক্ষজ [illegible] [illegible] কথামাত্র। স্বয়ং [illegible] ঠাকুর সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদিগের নিত্যকাল আছে ও থাকিবে। আমি জোর করিয়া তাঁহাকে [illegible] করিতে চাহিলেও তাহা [illegible] কেন? [illegible] সম্বন্ধ [illegible] নহে যে, আমি দর্শক, [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] নিজে নিজে [illegible] দর্শক [illegible] দেখিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের [illegible]

[illegible] ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইন [illegible] সেই [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া, [illegible] করিয়া শ্রীভগবানের [illegible] [illegible] শ্রুত্যা [illegible] [illegible] নিরাপদ [illegible] ধাবিত হওয়া। তাঁহার দর্শনলোভে আমাদের মত [illegible] তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হয়। তখনই আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব যে শ্রবণ ভক্তি [illegible] [illegible] হইলে আমরা শ্রীভগবানের দৃশ্য হইয়া পড়িব, আর দ্রষ্টা বা ভোক্তাভিমান থাকিবে না। শ্রীভগবানের দৃশ্য হইয়া পড়িলে, তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনালোকে আমাদের [illegible] নয়ন উন্মীলিত হইলে আমরা ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য পাইব। তখন তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে পারিব। তখনই বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে, [illegible] কোথায় প্রণালী সম্বন্ধ [illegible] কেন বলিয়াছেন—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রহ্মসংহিতা)

তখনই আমরা [illegible] [illegible] পারিব যে, আমরা যেমন ভোক্তা নহি, সেব্য নহি, প্রভু নহি সেই প্রকার দ্রষ্টা [illegible] [illegible] শ্রীভগবানের দৃশ্য [illegible] আমাদের পরম সৌভাগ্যের ও পরম ভরসার বিষয়।

"জীবনান্তে গোধূলি ঘনায়"

(শ্রীঅমলা দেবী)

বর্ষ গত হ'ল দীরে, আসিল প্রভাত
নূতন বরষে এ'বে কবে দেখা'তে
স্বপ্ন মধুপথে। গাহিছে কল্যাণ গান
[illegible] দেবী, নববর্ষ, সানন্দের গান।
[illegible] তুমি আজ, দেখ চাহি'
[illegible] [illegible]
[illegible] মহামহোৎসবে। যাহে সবে
[illegible] পকটাপাত্র; [illegible]
[illegible] সুশিক্ষাবলী সুদর্শনে,
উৎসবে [illegible] পাশরে।
[illegible] মন্দির [illegible]
[illegible] [illegible] পরাভূত

[illegible]
হে [illegible], কত কাল নট সাজি'
রহিবে মজিয়া মায়ার অঙ্গনে হেলা
[illegible] সম্মুখেতে ফেলি
কালের পাঞ্জা পড়ি। দিনমান যায়
[illegible] — [illegible] সে আসে পুনরায়।
কালের সাগরে [illegible] একবার
নিমগ্ন হইলে কি কোন দিন আর
ফিরিয়া আসিতে পারে? আয়ুঃ গতপ্রায়
ধীরে ধীরে জীবনান্তে গোধূলি ঘনায়,
[illegible] কাল-যবনিকা
[illegible]! [illegible] চাহ প্রসাদ-কণিকা
[illegible] মন্দিরে [illegible] লাগি।
[illegible] মন [illegible] [illegible]
মহাজন [illegible]। যদি পথ নাহি জানি
[illegible] তাঁর বাণী
[illegible] রবে। বৃথা কোলাহল
[illegible] [illegible] ভণ্ডামি
[illegible] দ্বার খোলে। [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] হইল ভ্রমর
[illegible] সময়
[illegible] উজ্জ্বল
[illegible] মোহ-মায়া-জাল
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] দূর [illegible]।
[illegible] আমার মন,
[illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible] সময়,
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] করিন, স্বগন
[illegible] কর কুসুম চয়ন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১০ [illegible] রোড, বাগবাজার, [illegible] ১১১৪ [illegible] শ্রী[illegible] শ্রী[illegible] [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] শ্রী[illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মা ভক্তি[illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

শ্রীনামাচার্য্য[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক —শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারা (শ্রী[illegible]র পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস [illegible]।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) সুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক —শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]তলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]নারায়ণপুর, ই-ই, পি

রক্ষক —শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শিবরাম হাউস, [illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ই-ই, পি)

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক —শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক —শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অনন্তানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক —শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬[illegible]) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এম বি সরকার ও সন্স

সন্স অফ্ লেট্ বি সরকার

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতা

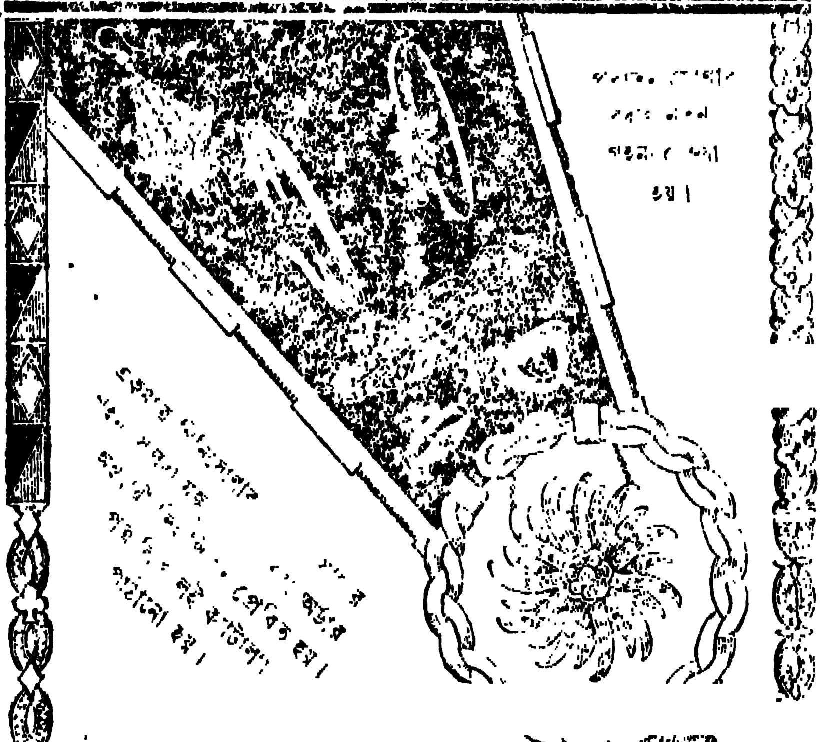

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার　টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৩,১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিকলমে প্রতি লাইনের [illegible]	[illegible]	।০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১।০	১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি মাসে প্রতি ইঞ্চি ৬

" সিকি কলম [illegible]

" অর্দ্ধ কলম [illegible]　১৮

" এক কলম [illegible]

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুল সমেত)

বার্ষিক　৫৲

ষান্মাসিক　"　২৸০

মাসিক　"　১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার [illegible] মূল্য।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা উৎকৃষ্ট [illegible] আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] [illegible] ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগরে হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

জ্বরে

[illegible]

সর্দি

[illegible] কাশিতে

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

সেবন করুন

B.3

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৬ই জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১০৯]

বিবিধ সংবাদ

রুশ-জাপান বিরোধ

পিকিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আমুর নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপের মালিকানা লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জটিলতা এখনও দূর হয় নাই।

প্রকাশ যে, সেজন্য দ্বীপের অদূরে আরও পাঁচখানি সোভিয়েট গানবোট দেখা দিয়াছে। যে দুইটী দ্বীপের মালিকানা লইয়া সোভিয়েট ও মাঞ্চুকোর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তাহাদের অনুক্রম।

সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে আমুর নদীতে প্রায় ৫০ খানি ক্ষুদ্র সোভিয়েট রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গত ১লা জুলাই জাপানী মন্ত্রিসভার কোনও জরুরী অধিবেশন হয় নাই বটে, তবে প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব, সমরসচিব ও নৌ সচিব মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং ঘটনার অধিকতর পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে; অধিকন্তু মস্কো নগরীতে যে জাপ দূত আছেন, তাঁহার মারফতে পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য রুশিয়ার সাথে কূটনৈতিক আলোচনা চালাইতে হইবে।

ইতালীতে বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্য

ইতালীর সংবাদপত্রে ব্রিটেনের বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্য চালাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ব্রিটেন স্পেনের বিদ্রোহিদিগকে সাহায্য করিয়াছে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছে। মিনর গায়দা লিখিয়াছেন যে, ব্রিটেন স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আনিবার জন্য যেসকল ব্রিটিশ-জাহাজ স্পেনে গিয়াছিল তাহারা ৩টি নূতন ব্যাটারি লইয়া গিয়াছিল এবং লণ্ডন এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কোম্পানী বাস্ক-গবর্ণমেণ্টের নিকট চারিটি হকার 'ফিউরি' বিমানপোত বিক্রয় করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।

লণ্ডন এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কোম্পানী একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে মিনর গায়দার অভিযোগ সত্য নহে। কোম্পানী স্পেনে এম্বুল্যান্স বিমানপোত সরবরাহ করিতে পারে কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কোম্পানী উত্তর দিয়াছেন যে, যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া যায়, তবে তাহাদের সরবরাহ করিতে আপত্তি নাই। তবে যতটা বুঝা যাইতেছে নিরপেক্ষতা কমিটির মত এই যে, স্পেনীয় যুদ্ধে অনেক চুক্তি ভঙ্গ হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
২০শে আষাঢ়, ১৩৪৪

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন :—

আগামী ২৫শে আষাঢ় ৯ই জুলাই, শুক্রবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীকুঞ্জে সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, সেবা পূজা, ভোগ রাগ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইবে।

মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনিশিথ চ সান্যাল
(সম্পাদক)
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান,
গৌড়ীয়-মিশন গভর্ণিং বডি।)

সরকারী সৈন্যদলের বিজয় অভিযান

দক্ষিণ স্পেনে সরকার পক্ষের সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে গিয়া বিদ্রোহী পক্ষে অনুমান ৮০০ শত লোক নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা যাহারা সরকার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিহত হইয়াছে। সরকার পক্ষের সৈন্যবাহিনী কর্ডোভার ২০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দেশরক্ষাসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার পক্ষীয় বোমারু বিমান বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাটি সেভিলের বিমানঘাটির উপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে বিদ্রোহীদের কয়েকটী বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ অন্ধকার

সরকারী দপ্তর দার্জ্জিলিং হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীরা চলিয়া গিয়াছেন। আনুষঙ্গিক সকলেই চলিয়া আসিয়াছেন। কাজেই দার্জ্জিলিং এখন অন্ধকার নিরানন্দ। গতপরশু বিজলী কারখানায় যেন হঠাৎটি বিকল হওয়ায় সন্ধ্যায় রাত্রিতে সহরের সমস্ত আলো বন্ধ ছিল। এই বিজলী কারখানা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার মিলে, এখন যাহাতে হঠাৎ ঠিক করা যায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

মন্ত্রীরা চলিয়া যাওয়ার পরই অকস্মাৎ সহরে এইরূপ একটা নিরানন্দ অন্ধকার দেখিয়া স্থানীয় লোক মনে করিতেছে যে, অতঃপর ভবিষ্যতে দার্জ্জিলিং সহর এইরূপ অন্ধকারেই থাকিবে হয়ত তাহারই সূচনা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

1। [illegible] ৮০
[illegible] ১১
[illegible]
২। [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪
৫। [illegible]
[illegible] ২য় খণ্ড—৮০
[illegible]
৬। [illegible]
[illegible] ৩য় খণ্ড ।০
৭। [illegible]
৮। [illegible]
[illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible] ১॥০
১৩। [illegible] ৮০
১৪। [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] কৃষ্ণমাহাত্ম্য (বাঁধাই) ১॥০
২১।
২২।
২৪। [illegible] ১॥০
২৫। [illegible] ১॥০
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৮০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] ৮০
৩৪। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ।০
৩৫। [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৫০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
৩৯। [illegible] ।০

৪২। [illegible] ৴০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। [illegible] ৴০
৪৬। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৭। [illegible] ৵১০
৪৮। [illegible] (১ম খণ্ড) ৩৲
৫০। [illegible] ।০
৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৮০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ৫০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
৬৭। [illegible] ৫০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ॥০
৬৯। [illegible] ॥০
৭০। [illegible] ৵০
৭১। [illegible]
[illegible] ।০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। [illegible]
[illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১২৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।
৮১। [illegible] ।
৮২। [illegible]
৮৩। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

[illegible] ৴০
৬১। [illegible]
৪০। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ২৲

[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST [illegible] গোস্বামী [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক [illegible] কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

[illegible] শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে [illegible] পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৭৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

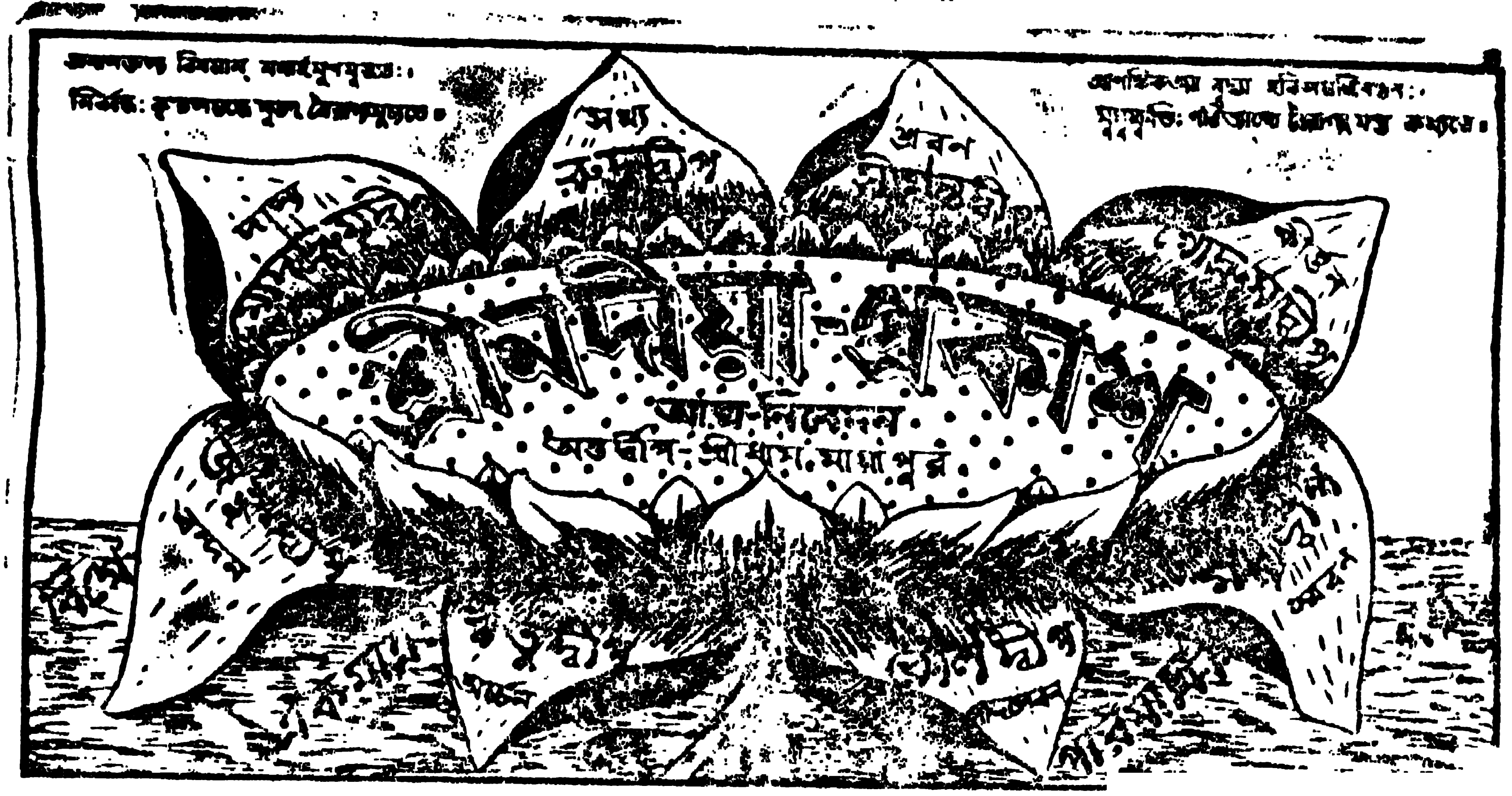

১২শ বর্ষ { ১৩ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার ১০২তম সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অপ্রকটতিথি-পূজা

---::(*)::---

গোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে মহামহোৎসব

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বয় উপস্থিতিতে ও তদীয় নিয়ামকত্বে এবং কখনও বা তদীয় নির্দ্দেশমত তাঁহার নিজজন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রতি বৎসর গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের অপ্রকট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবৎসর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটে তদীয় স্থলাভিষিক্ত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশমত গভর্ণিংবডির মেম্বরগণের পরিচালনাধীনে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতৎসম্পর্কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহকারী সম্পাদক মিশনের গভর্ণিংবডির অন্যতম সদস্য শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় গত ৩রা জুলাই শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে আগমন করিয়াছিলেন। এবার দিবসদ্বয়ব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। পূর্ব্বদিবস হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ঠাকুরের মহিমা ও অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনা এবং সংকীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইবে। পরদিবস ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি ও সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

লণ্ডনে রাজকীয় ভোজ-সভায় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু

———::*::———

ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন

শ্রীনদীয় প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ২২শে জুন মঙ্গলবার গৌড়ীয় মিশনের সুযোগ্য প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় রয়েল গার্ডেন পার্টিতে মহামান্য ভারতসম্রাট, মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ও রাজমাতা মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াছেন। উক্ত রাজকীয় ভোজসভায় ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৮০০০ আট হাজার সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট গণ্যমান্য রাজা-মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামীজী তথায় উপস্থিত রাজন্যগণের নিকট পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী, গৌড়ীয় মিশনের প্রচার্য্য অমল প্রেমধর্ম্মের কথা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবমঙ্গলবিধায়ক মহাবদান্যতার বিষয় প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল যাবৎ অনর্গল কীর্ত্তন করিয়াছেন। রয়েলপার্টিতে উপস্থিত জয়পুরের মহারাজা, কুচবিহারের মহারাজা, কচ্ছের মহারাজা, খয়রার মহারাজা ও লর্ড জেটল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ আগ্রহভরে গোস্বামীজীর হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকাসমূহে গোস্বামীজীসহ মহামান্য সম্রাট্‌দম্পতি, মহামান্যা রাজমাতা মেরী ও রয়েল পার্টিতে উপস্থিত রাজন্যবর্গের ফটো প্রকাশিত হইয়াছে।

গোস্বামীজী আগামী ১৪ই জুলাই লণ্ডনের একটী বড় সভায় পরমার্থ-বিষয় অবলম্বনে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন এবং ১৪শে জুলাই অক্সফোর্ডে একটী বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছে; বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে। গোস্বামীজী আমেরিকা হইতেও বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র মনোহভীষ্ট শ্রীহরিকীর্ত্তনে উৎসাহিত করিতেছেন।

গত ২৪শে জুন বৃহস্পতিবার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ যাবৎ পরমার্থের বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রদ্ধাভিনন্দন

(এক প্রার্থনা পত্র)

সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাই আপনার আচার্য্যত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়। আপনি আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা [illegible] কেন না, কোন জন্মে আমরা আপনার নিজজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার সুশীতল পাদপদ্মছায়ায় স্থান লাভ করিবার অধিকারী হইব। আমরা অজ্ঞ, পারমার্থিক বাক্যে আমরা নিতান্ত পঙ্গু। আপনি পরম করুণাময়, আপনি [illegible] মনোভীষ্ট-পরিপূরণ। [illegible] নিজজন-বৈষ্ণবগণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যজ্ঞের [illegible] প্রতি অসীম দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও [illegible] আমাদিগকে স্বকীয় চরণছায়ায় স্থান দান করিয়া আপনার [illegible] করুন, ইহাই আপনার [illegible] আমাদের একান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদের নিঃ দাসাভিলাষী [illegible]—

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ব্রহ্মচারী
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নিউ দিল্লী

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"ভোগপ্রবৃত্তি আসক্তি। কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা উদিত হইলেই ভজন-রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়; ভোগ বা ত্যাগ-পথে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বামন শুক্ল [illegible] গৌরাব্দ [illegible]

ভক্ত

যাঁহারা সমস্ত [illegible] ভগবানের সেবা করেন, ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] কোন কথা নাই, [illegible] সন্তোষিণ, কৃষ্ণকাম [illegible] যাঁহাদের হৃদয় [illegible] ভক্ত। ভক্তের বা [illegible] শক্তি বা বিশ্বাস [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি [illegible] প্রেমে [illegible] হয়।

[illegible] থাকিবে এমন কোনও [illegible] বস্তুতঃ সকলের [illegible] সেবা-নিষ্ঠার [illegible] আমরা [illegible] ও [illegible] করি। [illegible] আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে [illegible] পুষ্টিক [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] কথা করিব। নচেৎ আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র মালিক; আমরা সকলেই তাঁহার গোলাম। এই [illegible] যখন আমাদের নাই, তাই আমরা [illegible] ছাড়িয়া অন্য কাজে ব্যস্ত আছি—নিজের সুখ-দুঃখ [illegible] হইয়া পড়িয়াছি। [illegible] কামনাকে [illegible] হইতে [illegible] দরকার। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের [illegible] হইতে মুক্তি লাভ হইবে, [illegible] আমাদের [illegible] আমরা [illegible] আমাদিগকে [illegible] না।

আমাদের [illegible] ভগবানের [illegible] নিত্যসঙ্গী [illegible] আমাদের সকলকে [illegible] নিজজন [illegible]

[illegible] নাই।

[illegible] কোন

[illegible]

[illegible] সুতরাং [illegible] অবশ্যম্ভাবী। [illegible] সুতরাং আমরা [illegible] স্থান না [illegible]

[illegible] মনুষ্যজন্ম লাভ [illegible] মহাজনগণ [illegible] নাই। সুতরাং [illegible] না করিয়া [illegible] ভগবানের [illegible] কৃপা [illegible] না করিলে [illegible]

[illegible] মূল [illegible] আমাদের নিকট [illegible] এই মহামায়ার [illegible]

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ ভক্তিকর বল।

পারমার্থিক সংবাদ-পত্র কি অসত্য-বাহক ?

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের বিঘ্নদমনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষক ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু সজ্জনতোষণী' নামক 'সজ্জনতোষণী' বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহরূপে প্রকটিত করেন।

তৎপর সেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের [illegible] হয় এবং [illegible] সৌভাগ্য সংঘটিত হয়, সেই অভিপ্রায়ে [illegible] চূড়ামণি [illegible] নদীয়া [illegible] প্রথমে গৌড়ীয়-সজ্জনোজ্জ্বলকারী বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহরূপে 'গৌড়ীয়' আর নদীয়াপ্রকাশ নবদ্বীপচন্দ্র [illegible] সুন্দরের বার্ত্তারূপ 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রকটিত করেন।

বৈকুণ্ঠ—[illegible] বৈকুণ্ঠবার্ত্তা [illegible] মায়া [illegible] অসত্যের স্থান নাই,

[illegible] নৌকাস্বরূপ। শ্রীগুরু [illegible] কর্ণধার। এই [illegible] অনুকূল বায়ুদ্বারা [illegible] একরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত [illegible] আমরা সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করি, শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] নিরন্তর তাঁহার সেবায় ব্যস্ত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় আত্মঘাতী আর কে?

জগতের সমস্ত [illegible] যখন ভগবানের, [illegible] প্রীতি করিলে [illegible] হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। যাঁহারা [illegible] সমস্ত বস্তুকে ভগবানের সেবায় [illegible] আছেন, তাঁহাদের [illegible] লাভ করিতে [illegible] নাই। [illegible] ইঁহাদের শোক, মোহ, ভয় বা অন্য কোনও অনর্থ নাই। ইঁহাদের অনুগমন [illegible] আমাদের আর অন্য কোনও চিন্তা নাই। [illegible] আমাদের [illegible] পাইবার আর অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং আমরা যেন [illegible] না করিয়া তাঁহাদের [illegible] থাকিতে পারি [illegible] ও শ্রীভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

তাহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। বৈকুণ্ঠেরই অন্য নাম সত্য, সনাতন ইত্যাদি। সত্য যাহা, তাহা নিত্যকাল সত্য। সত্য যদি কোন প্রাকৃতিক বা যৌগিক কারণে তাহার মৌলিকতা হইতে চ্যুত হইবার যোগ্যতা পায়, তবে তাহা সত্যরূপ মাত্র। এমন তথাকথিত সত্যাশ্রয়ে কোন জীবেরই কোন দিন কল্যাণ হয় নাই, আর হইবেও না।

কত অনন্ত কোটী জন্ম এইরূপে অসত্যকে সত্য মনে করিতে করিতে কাটিয়া গিয়াছে। তাই আমাদের নিত্য পতনোন্মুখ দশা দর্শন করিয়া পতিতপাবনাচার্য্যগণ সাময়িক [illegible] মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা পারমার্থিকপত্রসমূহ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা বাহকরূপে আমাদিগের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়া কত না কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

যদিও শ্রীল প্রভুপাদ লোক-লোচনে অপ্রকটিত, তথাপি এখনও আমরা গৃহে বসিয়া পারমার্থিক পত্রিকা মুখে শ্রীগুরু-[illegible] শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করিবার সুযোগ পাইতেছি। নতুবা এই [illegible] বৈষ্ণবাপরাধ, আচার্য্যাবজ্ঞা, গুরু-নিন্দা [illegible] হইতে কে রক্ষা করিতেন? [illegible] প্রচার-বৈশিষ্ট্য বা কিরূপে সংরক্ষিত হইত?

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূর্ণ [illegible] প্রদান করিয়া পারমার্থিক পত্রিকার সম্পাদক পরিচালক [illegible] পরিচালন করিতেছেন এবং [illegible] ও [illegible] হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকটিত থাকিয়া সেই বৈকুণ্ঠ [illegible] একমাত্র খাঁটী সত্য-বাণী বলিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি প্রদান করিতেছেন।

আমরা যতদিন বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস করিব, সেই বাণী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুকীর্ত্তনরূপা সেবার সুযোগ গ্রহণ করিব, ততদিন মায়ার [illegible] আস্ফালন আমাদিগের চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিতে পারিবে না। স্বয়ং প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—মায়া সাধুবেশে, গুরু-সাজে, [illegible] আমাকে নানা প্রকার মনঃকল্পিত [illegible] বুলিয়া একটা চাঁদের হাট সাজাইতে চায়। কপট লোক [illegible] আপাত মনোমোহন চাকচিক্য [illegible] অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এহেন কুহকিনীর কুহক হইতে মুক্ত থাকার একমাত্র পন্থা—বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ও সজ্জনতোষণীর শ্রবণ কীর্ত্তনরূপা সেবা। [illegible]

ব্যতীত আত্মমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

আমরা উহাই জানিয়া লইব, পারমার্থিক পত্রের বাস্তবসত্য বাণীকে সত্য বলিয়া অবধারণের সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পারমার্থিক-পথের পথিক। তদ্ব্যতীত আর সব সত্যবিরোধী, বিপথগামী। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য বাণীতে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং অতিমর্ত্ত্য শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্যামিত্ব বা হৃদয়ে সদ্রূপ প্রেরণা-প্রদান-সম্বন্ধে যিনি নিঃসন্দিগ্ধ, তিনি কখনই পারমার্থিক-পত্রিকা গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ও সজ্জনতোষণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহে অশ্রদ্ধাগণই কুম্ভীপাকে নিপাতিত হইবেন। লোককথা ছাড়িয়া তর্কবুদ্ধি বা গুরুবৈমুখ্যে সন্দেহ পড়িত সবই কৃপা বাঞ্ছিতের লক্ষণ। বস্তু সম্বন্ধ বাস্তব জ্ঞানই বস্তুর রূপ প্রমাণ করে।

সেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহেণ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিস্তারে যাঁহাকে [illegible] আশ্রয় বলিয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র পাথেয় দাতা; নিখিল বিশ্ববাসী আমরা সকলেই তাঁহার শ্রীপদাশ্রিত। ইহা অপ্রাকৃত প্রমাণের অভ্রান্ত নিদর্শন। আমরা যদি নিজ কল্যাণকে বিন্দুমাত্রও ভরসা রাখি, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহরূপ পারমার্থিকপত্র গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ ও সজ্জনতোষণীর বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইব। কারণ তাঁহারাই জগতে একমাত্র সত্যবাণী-প্রচারক, তাঁহারা অসত্যবাদক নহেন। এই বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহগণ জগতে সর্ব্বতোভাবে পরিব্রজন করিয়া বর্তমান গৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণের আশ্রিতাবর্গের মঙ্গলকামী জীবমাত্রের একান্ত ও অবশ্য করণীয়। তদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড —৷৷০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৷০ ৪র্থ খণ্ড —৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বনামাভিষিক্ত যোগ্যতমোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাম্নায় শ্রীচৈতন্যমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে

শ্রদ্ধাভিনন্দন

—::*::—

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব! গোলোকগত গৌরকিশোরজী প্রভুপাদ [illegible] সরস্বতী গোস্বামী, যখন অপ্রকট লীলা-প্রকাশ পর যখন [illegible] অপ্রকটলীলায় অবস্থান করিতে-ছিলেন [illegible] আমাদের প্রতি যে করুণা করিয়াছেন তাহা আমরা অনন্তকাল [illegible] পারিব না। আমি নিজ সাধনের [illegible] [illegible]।

হে করুণাময়! গৌড়ীয় গৌরব [illegible] [illegible] দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার উপক্রম হইল, তখন প্রভুপাদের অপ্রকট-প্রসঙ্গে যখন নানাদিক হইতে [illegible] প্রভুপাদের উদয় হইল, [illegible] সুধীবর্গ অস্থির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, [illegible] ভাবিয়া [illegible] [illegible] করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন কে আজ এ শ্রীগুরুগৃহের সমস্ত [illegible] ভক্তগণের মঙ্গল সাধন করিবে, সেবার [illegible] দিকে প্রদান করিলেন, কই বা নিষ্কপট [illegible] হইতে [illegible] করিয়া কোটি [illegible] নিত্যানন্দের [illegible] দান করিবেন, সেই সময় আপনি [illegible] হইয়া গৌড়ীয় [illegible] সকল [illegible] পরমানন্দ প্রদান করিয়াছেন। হে আচার্য্যদেব! আপনার দয়া [illegible]—[illegible]; আপনি [illegible]।

হে শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীল প্রভু [illegible] পতাকা [illegible] প্রভুর [illegible] [illegible] নামে [illegible] হইয়া [illegible] পালিত করিবার উপযুক্ত সুযোগ দান করিয়া স্ব স্ব [illegible] [illegible]

[illegible] নিজ নিজ স্বরূপের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল, যখন [illegible] [illegible] বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যখন [illegible] কামিনী কাঞ্চনের [illegible] [illegible] রাবণের ন্যায় [illegible] নামে [illegible]

[illegible] [illegible] প্রচারকগণ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছিল [illegible] করিবার পর [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী [illegible], অপ্রাকৃতরূপের কথায় বলি [illegible] যখন [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] [illegible] জানাইয়াছেন যে, [illegible] হে আচার্য্যদেব! শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] বর্তমান; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আজ গৌড়ীয়গণের [illegible]। [illegible] পুনঃ পুনঃ আপনার শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিতেছি।

হে [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরম [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

একমাত্র আপনাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। শরণাগতের পালক শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলায় তদীয় শ্রীমুখে আপনার ভাবনাদাচার্য্যের শুভবাণী শ্রবণ সৌভাগ্য আমাদের অনেকবার হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আপনাকে সাক্ষাৎভাবে বলিয়াছিলেন—"ইনি একদিন সমস্ত জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিবেন।" শ্রীল প্রভুপাদের ও বাণী—"বাসুদেবানন্দ-দাসো থাকিয়া ও নাহি লয় নাম।" মহাজনগণের এই মঙ্গলময় আদেশের অনুসরণ করি। যেন আমরা নিষ্কপটভাবে দৈন্য লাভ করিতে পারি, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আপনার বিজয় হউক। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও অকপট হৃদয়ে বলিতেছি যে, আপনিই একমাত্র আমাদের নিত্যকাল বাস্তব বস্তুর সেবা-পথ প্রদর্শক। শ্রীল প্রভুপাদের ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিবার পর হইতেই আমরা [illegible] আপনার আবির্ভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ বিশুদ্ধ [illegible] আপনার আত্মপ্রকাশ জগদ্বাসীর নিত্যমঙ্গলের জন্য।

হে বাণীনিষ্ঠ প্রভো! আপনার [illegible] অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে কি প্রকার [illegible] উপস্থিত হইয়াছে—সমগ্র জগদ্বাসীর নিষ্কপট [illegible] শ্রবণের যে মহান্ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার [illegible]। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহসেবার অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমাদের অনেকবার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, আপনি [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ পালন করিয়া থাকেন।

হে [illegible]! [illegible] শ্রীল [illegible] প্রভুপাদের [illegible] আপনার একমাত্র [illegible], [illegible] আপনার [illegible] লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী হইতে আমরা জানিতে [illegible], [illegible] একমাত্র [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের পর [illegible] আপনাতেই [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বের

অপরাংশ অপর পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্য-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... শ্রীল গৌরকিশোর ...

... মঠ

রক্ষক ...

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর ... আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রী... অধিকারী

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী... দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন ও সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী... বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭) ... সমাধি-পাট

শ্রীপাচীন মায়াপুর, ... (নদীয়া)। ইহা ... শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রী...দাস বাবাজী।

(৮) অমৃতকুণ্ডসমানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি...কমল ... মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও ... শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী...বানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীল দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রী...দাস অধিকারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (নদীয়া)

শ্রীমন্নিত্যানন্দের বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রী...দাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী...রূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) গুপ্তবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউনীয়া (... নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী...অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী...দাস অধিকারী।

(১৮) ...

রক্ষক শ্রী...

(১৯) ...

গোবিন্দপুর, পোঃ ...

রক্ষক শ্রী...

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী... মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমদ্ ...নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা মহোপদেশক শ্রীমদ্ ...নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী...ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ ভক্তিশাস্ত্রী ... এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

শ্রী...মোহন দাসাধিকারী

(২৮) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ... সারস্বতপুর, চট্ট, পি

রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ বাঁকীপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী...গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী...কুমার ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা ..., গয়া

রক্ষক—শ্রী...বিহারী ... বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

... কাশীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ ..., ... কট, পি

রক্ষক—শ্রী...গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

... পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী... মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী

৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী...দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—... পোঃ ..., জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৪৮) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী...গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

... রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং ... ৭

রক্ষক—শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ... স্বামী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক-পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রী...নন্দ অধিকারী

(৫৬) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁকাবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রী... মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী...কৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

... নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি... গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ ... ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ... সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
রাজশানি	৮৷৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫.
কাটারীভোগ	৭.–৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
দাদখানি নূতন	৭৵০
ঐ পুরাতন	৫.
রেঙ্গুন কোম্পানি	৪.
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০
আতপ —	
নূতন আতপ	৪.—৪৷৷০
দেশোয়ারী	১০.—১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫ ৫৷০
পাটনাই আতপ	৫৷—৫৷০
কাটারীভোগ	৭.
ঐ রেঙ্গুন	৩৸০

চিনির দর

বিক্টোরিয়া, টিটাগড়	১০৷৵০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মাদ্রাজী সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷০—৮.

সোনা রূপার দর।

	পাঃ ভরি
টাকশালের বার	৩৫৷৷০
গিনি	২২.
চাঁদির বার	৫৯৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
মধ্যম—	৬০৸০
উচ্চতম —	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১.

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট মধ্যে পাঃ মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬.—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵০ ৫৸০
সুজী	
আটা (ব)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৵০—৫৷০
আটা (এস)	৫.—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০ ৪৸০
আটা নং (৩)	৩৷৷০—৩৷৷০
পোলাউ	১৷৷৵০ ৸০
ভূষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭.
মণিপুরী	৫৭.
ভুবনেশ্বরী	৪০.
লক্ষ্মী	৪৫.
পাঞ্জাব	৪৭৷০
ভাব	৪৬.
কাবুলে	৩৯.
বাঙ্গলা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

বিলাতি লৌহ—	দর পাঃ হন্দর
লোহার কড়ি জয়েষ্ট বা বীম	
	মোটা ৮৸৵০—৯৷০
ঐ গোলাকার ফ্ল্যাট	৭৸৵০ ৮৷০
ঐ বিলাতি চ্যানেল ও পরিমাণ সাইজ	১০
ঐ ইস্পাত	১০৷০
দেশী লৌহ	৮৸৵০ ৯৷০
দেশী লোহার কোণা	৮৸০—৯.
বিলাতি গ্যালভানাইজড টিন।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৪.
২৮ গেজ—	১৫৷০
বিলাতি প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০
ইংলিশ গ্যালভানাইজড করগেট।	
২৬ গেজ—	১৫৷০
গ্যালভানাইজড মোটা ২৪—৩০ গেজ	
	শীট ৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৷৸০
প্লেন তার কাঁটা তার প্রতি মণ	৩৷৷০—৬.
	পেরেক
	৭৷০ ৮. হন্দর
গোল বড় কাটা পেরেক ১—৩ইঞ্চি ৯.—১০.	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
জিংক শিট, গোল্ডেন ব্র্যান্ড	৮৷০—৯৷০
গোল বড় বিলাতি কংক্রিট	
	ছড় ৮৸০—১১.
কুচ ইস্পাত আসল ৩২৩.,	নকল ২২.
টিকলের রানিগঞ্জ ৫৵০, পাটের রানিগঞ্জ ৩৷০	
ত্রুপার কাঠ ৪৸০	

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

৬ ও ৭ নং জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফলে এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৷৷০ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ ক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা শহর) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিবলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

অবস্থিত

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তদ্ব্যতীত খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭. টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রত্যেক সেক্শনের প্রথম ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] আমরা [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথার সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—[illegible] কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—— :(:*:): ——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৫৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲			৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১	১২৲
অর্দ্ধকলম ১৪৲	১৮৲
এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাপ্তাহিক (৫ম সংখ্যা হইতে)	
ষাণ্মাসিক "	
মাসিক "	২৸০
প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	১৲

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

— — :(০): — —

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে জগতের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বহু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাশ্রিত আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৭ই জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৫০]

বিবিধ সংবাদ

——:(○):(✽):(○:——

মিঃ এটলীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ইডেন

গত ২রা জুলাই প্রাতঃকালে কমন্স সভার অধিবেশনে বিরোধীদলের নেতা মিঃ এটলী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে জাম্মাণী ও ইতালী স্পেনীয় দরিয়ায় পাহারা দেওয়ার সংক্রান্ত কার্য্য ত্যাগ করায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিয়া স্পেনীয় উপকূলে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন কি না এবং স্পেন হইতে বিদেশী যোদ্ধাদের অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রস্তাব করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন কি না। তদুপরি মিঃ এটলী এই সব বিষয়ে একটা সন্তোষজনক রফা না হইলে স্পেন সরকারকে পূর্ণমাত্রায় সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে কি না তাহাও জানিতে চাহেন।

উত্তরে মিঃ ইডেন বলেন, "মিঃ এটলীর প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, মিঃ এটলী হয়তো অবগত আছেন যে, নিরপেক্ষতা কমিটির বিগত অধিবেশনে লর্ড প্লিমাউথ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটী বিবৃতি দিয়াছিলেন। উক্ত বিবৃতিতে স্পেনীয় দরিয়ায় পাহারা দেওয়ার পরিকল্পনা সংশোধনের জন্য যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষতা কমিটির অদ্যকার অধিবেশনে ইতালী ও জাম্মাণ প্রতিনিধিগণ ঐ সব প্রস্তাব সম্পর্কে তাহাদের স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের মত জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

"মিঃ এটলীর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সব সময়ই বিদেশী যোদ্ধাদিগকে স্পেন হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য চাপ দিয়া আসিতেছেন ও ঐরূপ করিবার জন্য চাপ দিতে থাকিবেন। প্রশ্নের তৃতীয় অংশ সম্বন্ধে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, স্পেনীয় দরিয়ায় পাহারা দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে যদি কোন সন্তোষজনক রফা না হয়, তাহা হইলে একটা নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এবং বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে কোন বিবৃতি দিতে অক্ষম।"

রথযাত্রা

পুরীর রথযাত্রা কোন তারিখে হইবে? গত ২০শে আষাঢ় হইবে, না ২৩শে হইবে এই বিষয় লইয়া উড়িষ্যার পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। কটকের অধ্যাপকের প্রেস যে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ২০শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই তারিখে রথযাত্রা হওয়া উচিত। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ঐ তারিখই সমর্থন করেন। উড়িষ্যার বিশিষ্ট জ্যোতিষী স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সামন্ত মহাশয় 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' অনুসারে গণনা করিতেন। এই প্রণালীতে গণনা করিলে ৯ই জুলাই রথযাত্রার দিন পড়ে। কিন্তু কোন কোন পঞ্জিকায় ১০ই জুলাই রথযাত্রার তারিখ ধার্য্য হইয়াছে। এবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গত ২৯শে জুন পুরীর সিংহদ্বারে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিহর দাস মহাপাত্র আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হয় যে এবিষয়ে উড়িষ্যার গবর্ণর ও পুরীর রাজাসাহেবের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণ করা হইবে। ডেপুটেশনের মারফতে এই অনুরোধ জানান হইবে যে, ৯ই জুলাই ২৩শে আষাঢ় তারিখে যেন রথযাত্রার দিন নির্দ্ধারণ করা হয়।

নথীপত্র চুরি

গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের আলমারী হইতে ছয় বাণ্ডিল নথীপত্র চুরি গিয়াছে। আলমারীর এক দিক ভাঙ্গা ছিল।

গত শুক্রবার বেলা ১০টার সময় ঐ চুরি ধরা পড়ে। একজন ঝাড়ুদার নিয়মিতভাবে ভোরে এজলাস ঘর ঝাড়ু দিতে আসিয়া আদালতের কেরাণীদিগকে সংবাদ দেয় যে, পানি নামক জনৈক ভিস্তিওয়ালা একজন 'কুলী' ভোর ৮টার সময় ছয় বাণ্ডিল রেকর্ড লইয়া গিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, আদালতের একজন কেরাণী তাহাকে তাহার (কেরাণীর) বাড়ীতে ঐ রেকর্ড লইয়া যাইতে বলিয়াছে। পানিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হেয়ার ষ্ট্রীট থানার পুলিশ তদন্ত করে এবং পানির বিবৃতি অনুসারে মাণিকলাল নামক একজন উকীলের কেরাণীকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোন তদন্ত চলিতেছে। চোরাই নথীপত্রের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সীমান্তে অশান্তি

গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:

গত ৩০শে জুন রাত্রিকালে তালিন চৌকীর নিকটস্থ ঘাটীর উপর কয়েকটী গুলীবর্ষণ হয়। বান্নু ও কোহাটের এর মধ্যে যে অস্থায়ী টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করিতেছে। ১লা জুলাই রাজমাক ও বান্নু হইতে সৈন্য ওয়াজিরিস্তান ডিভিসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদলের উপর কয়েকটী গুলি বর্ষিত হয়। উক্ত সেনাদল শিবিরের দিকে প্রস্থান করার সময় প্রতিপক্ষ আর গুলীবর্ষণ করে নাই। গত কয়েকদিনের মধ্যে স্থানে স্থানে চোরা গুলীবর্ষণ ও তার কাটার খবর পাওয়া গিয়াছে। টোরিখেল ওয়াজিরীরা নিজেদের দাবীর প্রাপ্যের জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া তাহাদের নিজ করিবার এবং নিরুপদ্রব অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য সন্তোষজনক উদ্যম উপজাতীয়রা ঐরূপ করিতেছে।

সোয়াট রাজ্যে গোলযোগ

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে সম্প্রতি সোয়াটে গোলমাল বাধিয়াছে। গত ২৯শে জুন সোয়াটের ওয়ালী (স্থানীয় শাসনকর্ত্তা) বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সাত হাজার সৈন্য সমাবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে অন্য খবরে প্রকাশ উহাই গোলযোগ বাধিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পেশাবর হইতে জনৈক সংবাদদাতা সোয়াটের ওয়ালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তিনি কতিপয় অধিবাসীর শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিতে অসন্তুষ্ট হইলেও পশ্চিমে উহারা সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমান্ত ও আফগানিস্থানের সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল "উপজাতীয় অঞ্চল" বলিয়া পরিচিত। বৃটিশ সরকার ঐ অঞ্চলের শাসনপ্রণালী ও মধ্যস্থতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]

[illegible]

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার

১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২

১২। শ্রীমদ্ভাগবত (বাঁধা) ২

১৩। হরিনাম চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ১

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিবৃত তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। ঈশোপনিষদ ।০

১৮। দ্বাদশ আলবর ।০

১৯। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপামাধুরী (বাঁধা) ১

২০। গৌড়ীয় গৌরব

২১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা সহ) ২

২৫। [illegible] ২৲

২৬। [illegible] ।০

২৭। প্রাকৃতিক [illegible]

২৮। [illegible] ।০

৩১। [illegible]

৩২। [illegible]

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা

৩৪। ভক্তিরত্নাকর [illegible]

৩৫। গীতমালা

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য

৩৭। শ্রী [illegible]

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়[illegible]

৪০। [illegible]

৪১। [illegible]

৪২। শ্রী[illegible]

৪৩। [illegible]

৪৪। [illegible] ।০

৪৫। নবদ্বীপশতক ।০

৪৬। [illegible] ।০

৪৭। [illegible] ।০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ।১০

৪৯। [illegible] ।১০

৫০। [illegible]-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲

৫১। [illegible] ।০

৫২। [illegible] (সানুবাদ) ।০

৫৩। [illegible] ৸০

৫৪। [illegible] ।০

৫৫। [illegible] ।০

৫৬। [illegible] ৷৹

৫৭। [illegible] ।০

৫৮। [illegible] ৷৹

৫৯। [illegible] ৷৹

৬০। [illegible] ।০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার: ॥০

৬২। [illegible] ।০

৬৩। [illegible] ।০

৬৪। [illegible] ।০

৬৫। [illegible] ॥০

৬৬। [illegible]

৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible]

৬৯। [illegible]

৭০। [illegible]

৭১। [illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible]

৭৪। [illegible]

৭৫। [illegible]

৭৭। [illegible]

৭৮। [illegible] ২।

৭৯। [illegible] ১৫

[illegible] অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]

৮১। [illegible]

৮২। [illegible]

৮৩। [illegible]

৮৪। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST -- প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত — হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন -- মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন চরিত

ইহাতে গুম্ফিত করা

হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠে [illegible]

পাঠে [illegible] সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব [illegible] রয়েল ৮ পেজী

আকারে [illegible] কাগজে উত্তমরূপে

মুদ্রিত। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

[illegible] ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

আছে। ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

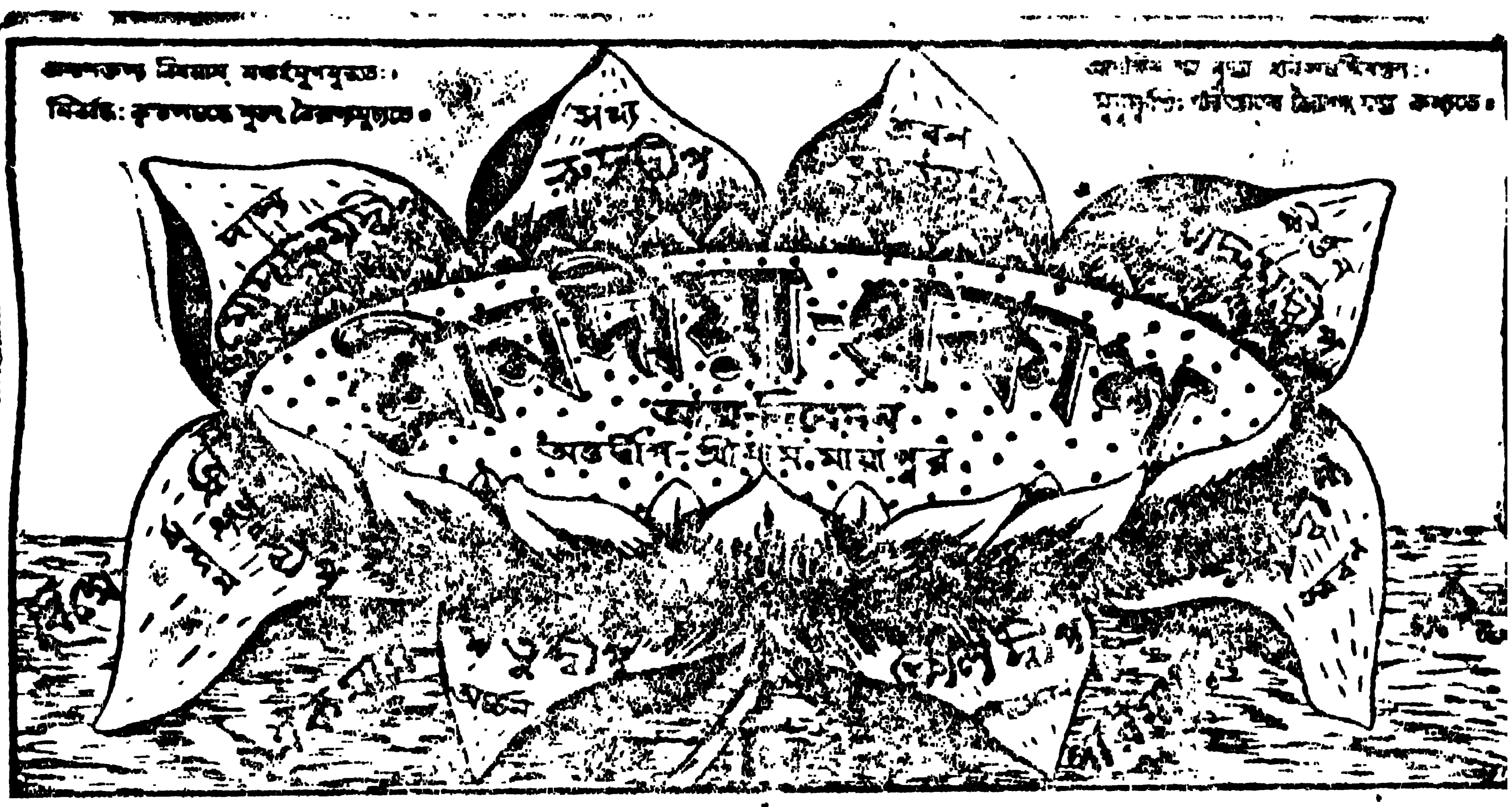

১২শ বর্ষ | ১৪ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই জুলাই ইং ১৯৩৭, সোমবার | ১০ম সংখ্যা

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর হরিকথা

গত ২রা জুলাই শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীনাটমন্দিরে বহু মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন যে,—যাঁদের বয়স অধিক হ'য়েছে, বেশীদিন যাঁদের আশা নেই, তাঁদের পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। আর যাঁদের বয়স অল্প তাঁদেরও প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ স্মরণ করা দরকার; কারণ মৃত্যু কখন আসে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁ'র জীবনের সাত দিন সময় অবশিষ্ট আছে অবগত হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমরা ত' তাহাও অবগত নই। সর্ব্বদাই আমাদের হরিকথার আলোচনা ক'রতে হ'বে, সর্ব্বক্ষণ গুরু-সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে, ইতরকথা ছেড়ে দিতে হ'বে; হরি গুরু-বৈষ্ণব যা'তে প্রীত হন সেই চেষ্টা করতে হ'বে। নিজের সুখের জন্য একটুও চেষ্টা ক'রতে হবে না। যে জিনিষে আমার সুখ হয়, তাহাই বিষয়। বিষয় ভোগ ক'রলেই সর্ব্বনাশ। "বিষয়ের দুর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।" বিষয় ভোগে কৃষ্ণবিমুখতা ঘটে, কৃষ্ণবিমুখের অধোগতি লাভ হয়। তা'র ফলে অনন্ত দুঃখ ভোগ ক'রতে হয়। এদেহ যদি গুরু সেবা করে, তবে এর যত্ন নিতে হ'বে, গুরুদেবের প্রসাদান্নে তাঁ'রই সেবনোপযোগী দেহ রক্ষা ক'রতে হ'বে, নচেৎ এ যুগে একদানাও দিতে হ'বে না। সেবাবিমুখ-দেহ রক্ষায় বিপদ।

> "শৈশবে যৌবনে জড়সুখ-সঙ্গে
> অভ্যাস হইল মন্দ।
> নিজ কর্ম্মদোষে এদেহ হইল
> ভজনের প্রতিবন্ধ।"

নিজের ভোগ হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'বে, ঘর-সংসার ছেড়ে এসে মঠ-মন্দিরে থেকেও সর্ব্বনাশ হ'বে। পৃথিবীর সকল জিনিষের নিম্নদিকে গতি। ঢেলাটা উপরদিকে ছুঁড়ে দিলে নীচে এসে পড়ে। গাছের ফল বৃন্তচ্যুত হ'লেই নীচে এসে পড়ে। আমরাও এখানে চিরদিন থা'কতে পারিনে, ক্রমশঃ নিম্নগামী হ'য়ে চলেছি। উপরে উঠা দরকার। শক্তিমানের আশ্রয় না নিলে উপরে উঠা যায় না। জলাশয়ে নিমজ্জমান ব্যক্তি সন্তরণপটু ও সন্তরণকৌশলাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় না করলে উদ্ধার লাভ ক'রতে পারে না। এই দেহ নশ্বর; এই নশ্বর দেহের উপর, আর এর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তু ও ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রীতি ক'রলে পরিণামে এই অনিত্য বস্তুগুলি নষ্ট হ'য়ে গেলে কেবল দুঃখই পেতে হ'বে।

দেহের সুখ সাময়িক। ভাল খাওয়া দাওয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা নয়। হরি-গুরুবৈষ্ণব যা'তে সন্তুষ্ট হন তাই ক'রতে হ'বে।

এ দেহ নশ্বর আজ অথবা একদিন অবশ্যই যা'বে। তা'র জন্য অনর্থক চেষ্টা না ক'রে, সুকৌশলে ক'রে যা'তে এর হাত থেকে মুক্তিলাভ করা যায় তাই করা দরকার।

গুরুদেবের আদেশ পালন ক'রলে আমাদের মঙ্গল হ'বে। তাঁ'র আদেশ যদি কাহারও বিবেচনায় অনুচিত বোধ হয় তাহ'লেও তাতেই পরম মঙ্গল জেনে সেই কাজই ক'রতে হ'বে। তাঁ'র আদেশে আমাদের কোন চিন্তা ক'রতে হবে না; তাঁ'র বিচার ঠিক আছে। যদি তিনি কোন [illegible] ক'রবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, আর সেই [illegible] থাকে [illegible] আমার মঙ্গল হ'বে। গুরু-বৈষ্ণব যদি আমাকে [illegible] করেন [illegible] [illegible] [illegible] মনের [illegible] বলিয়া

(ক্রমশঃ [illegible])

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
২০শে আষাঢ়, ১৩৪৪

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন :—

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই, বুধবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠাদ্যাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজের [illegible] শ্রীগৌড়মণ্ডলান্তর্গত শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীকুঞ্জে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, সেবা পূজা, ভোগ রাগ, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইবে।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন)
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(চেয়ারম্যান,
গৌড়ীয়-মিশন-গভর্ণিংবডি)

[illegible] বস্তুতে [illegible] না করিয়া [illegible] নিযুক্ত করিবে [illegible] কোন [illegible]

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

[illegible] তিন প্রকার বস্তু [illegible] দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] জীবের [illegible]

[illegible] আমরা [illegible] কৃষ্ণ [illegible] না হইয়া [illegible]

[illegible] আমরা জানি, কিন্তু [illegible] লোকের নিকট [illegible]

[illegible] নিকট [illegible] শ্রবণ করা [illegible] Excellent [illegible] আমার [illegible]

[illegible] Pure unalloyed conscience [illegible] approve [illegible] transcendental knowledge [illegible]

অসুবিধা হইবে। আমরা যে কোন [illegible] মনে করিব না। কেহ যদি আমাকে উদ্ধার করিতে না পারেন তবে তিনি [illegible] হইলেন না। [illegible] যদি [illegible] করেন তবে গুরু হইতে পারেন।

আমরা শাস্ত্র হইতে গুরুপরম্পরার [illegible] কথা অবগত হই। [illegible] থাকে। আমরা [illegible] লাভ করি [illegible] শিষ্যপরম্পরায় [illegible] আরম্ভ হয়।

মাপের যন্ত্র

(শ্রীল প্রভুপাদ)

[illegible] আমরা যে [illegible] আমরা [illegible] না। [illegible]

কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু নহেন, তাহা আমরা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর কৃপায় জানিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন—

> 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
> গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
> সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
> স্ফুরত্যদঃ॥'

আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বস্তুই মাপিতে বা দেখিতে যাই না কেন, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হইয়া যায়; কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবেরা ভোগ্যবস্তু নহেন, তাঁহারা আমাদের সেব্য বস্তু, সর্বাপেক্ষা বড় বস্তু। তাঁহারা দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য। আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে বা মাপিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা আমাদের [illegible] কোথায় [illegible] পারেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব [illegible] [illegible]

[illegible] কৃপা [illegible] কোনও কালেও [illegible] হইবেন না। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'কে তারে জানিতে পারে, যদি না জানায়।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৫১ বার্ষিক শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মহোৎসব উপলক্ষে

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

পরমারাধ্য জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] বাণীর [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] অধিকারী, [illegible] ও [illegible] শ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান [illegible] গৌড়ীয় সম্প্রদায় সংরক্ষক, [illegible] আচার্য্যদেব! আপনি নিত্য [illegible] 'শ্রীঅনন্তবাসুদেব' নাম [illegible] অবিকৃত [illegible] চির [illegible] করিয়া নিত্য বিরাজিত রহুন।

শ্রীগুরু মনোহভীষ্ট প্রচারক [illegible] [illegible] শ্রীমদ্[illegible] [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আচার্য্যের [illegible] পাদ [illegible] আচার্য্য [illegible] [illegible] শিক্ষাগুরু! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মানন্দের [illegible]।

হে পরমদয়াল আচার্য্যদেব! [illegible] অকৈতব দয়া ও [illegible] [illegible] আশ্রয়[illegible] গৌরব [illegible] যে—

(ক) "[illegible] 'মহাপ্রভুর বাদ' [illegible], [illegible] 'এক জগদ্গুরুবাদ' অর্থাৎ [illegible] পরে আর কেহ জগদ্গুরু আচার্য্য [illegible] পারিবে নাই, [illegible] নাই কারণ [illegible] সম্মুখে [illegible] 'মহাপ্রভুর' একটি [illegible], [illegible] কর্ণের [illegible] [illegible] [illegible] পারিবে নাই [illegible] [illegible] পারিবে না।"

(খ) "[illegible] ও আচার্য্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আচার্য্যের নিত্য আবশ্যক।

(গ) "আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ, [illegible] [illegible] 'গুরুপাদ' বোলা যায়। [illegible] [illegible] [illegible] শুদ্ধভক্তি-[illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃত [illegible]।"

[illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] প্রবর্ত্তিত। শ্রীমদ্[illegible] [illegible] [illegible] পরমহংস [illegible]। তাঁহার [illegible]

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ।"

আপনার অযোগ্য দাসানুদাস
[illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী-[illegible] [illegible]
[illegible] চিরপ্রার্থী নিবেদক
সম্পাদক শ্রী[illegible]নাথ মহাপাত্র
২৯।২।৩৭

ভুক্তিকামী ও ভক্তিকামী

([illegible])

কোথা ভুক্তিকামী আর কোথা [illegible]!
[illegible] কামাসক্ত এক শুদ্ধ [illegible] মন॥
[illegible] [illegible] ভুবনপাবন।
কায় মনোবাক্যে করে [illegible] সেবন॥
ভুক্তিকামী [illegible] লোকে করয় [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] আপনার কায়ে।
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া
[illegible] [illegible] [illegible]।
ভুক্তিকামী [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
কে কেন মানব আছে, এই চরাচরে।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] পুরস্কার।
[illegible] [illegible] চরাচর

সবে মিলে এক হই [illegible]
মহান মহানিধি॥
[illegible] সেই মহানিধির
[illegible] কি [illegible] পারে।
[illegible] [illegible]
[illegible] করিবারে॥
[illegible] যদি সকল সাধন
হয় [illegible] একাকার।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]॥
বাসুদেবের সেবা সাধন
[illegible]।
[illegible] [illegible]
[illegible]॥
বাসুদেবের [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] নিশান [illegible]
চল্‌রে মায়াপুর॥
—শ্রী[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড [illegible]; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

মায়াজয়ের উপায়

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible]
([illegible])

[illegible] [illegible]
[illegible]।

শ্রীপাদ গোবিন্দ প্রভুর হরি-কথা

([illegible])

শ্রীমহাপ্রভু [illegible] আদেশ [illegible], [illegible] আমার [illegible] [illegible] আমার পরম [illegible] আছে [illegible] আমাকে করতে হবে।

বৈষ্ণবদের মধ্যে [illegible] ও অপরের নিন্দা ক'রলে [illegible] [illegible] ক'রলে [illegible] বলেন যে, প্রকৃত বৈষ্ণবদের মধ্যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

১। শ্রী[illegible]

[illegible]

(৩) গোয়াড়ী[illegible]পুর [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] ভবন [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] ভক্ত মহাভাগবত।

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমন্[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন [illegible]

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

[illegible] বামনপুকুর, [illegible] (নদীয়া)।

ইহা [illegible] চাঁদকাজীর

সমাধি। রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) অপ্রকট [illegible] শ্রীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]ভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] ([illegible])।

[illegible] স্থান।

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক [illegible]।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নিকটবর্ত্তী।

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible] মাইক।

(২২) পুড়া [illegible]

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক — মহা[illegible]

[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) ময়মনসিংহ গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ., বি. এল

২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) নারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]পুর, ই, বি

রক্ষক — শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] পোঃ মথুরা

রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রী[illegible]চৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক— [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক— শ্রীলাল। মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(৬০) অমানি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬[illegible]) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৫

আড়তের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দাম, মণ
বালাম	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
দাউদখানি	৫॥০
নাগরা নতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রূপেশ্বরী কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
দাউদখানী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

বিলাতী, টাইপ	১০॥৶
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাদরাজা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০-৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৶০—৮৲

সোণা রূপারদর।

	দাম ভরি
টাকশালের বার	৩৬॥০
সভারেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫১৷০

পাটের দর

আপ্তের—	৪০৸০
নিম্নগম—	৪০৸০
উৎকৃষ্ট	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময় —	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা ২॥৩ মণ	৬৷০—৬৷৶
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৸
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸
সুজী	৬৲—৬৸
আটা (২)	৫৸০—৫৸৶
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴
আটা (এস)	৫৲—৫৲
আটা (কে)	৪৸০—৪৸০
আটা নং (৩)	৩॥০ ৩॥০
পোলাড্	১॥৶০ ৸০
ভুষি	১॥৶০—৸০

ঘৃতের দর

অজয়া	৲
মাখনিয়া	৲

ভুবনেশ্বরী	২০৲
লক্ষ্মী	৪২৲
পাতাকেম	৪৲৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর পাত হন্দর

(লোহার কড়ি ও কাঠের বরগা)

মাকা ৮৸০-৯৷০

ঐ দে মার্কা ও মুকা শুকন ৭৸৶০ ৮৷০

ঐ টিটি টেসটেড কয়েন্স বায়মন হাইকা ১০৲

ঐ ইঞ্জিন কম্প্রে (প্রাম ৭৷০

নগ ৭ টি আবরণ ৮৸৶০

থ্রেল আয়রণ কোনা ৮৸০—

টিন গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টিট গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫॥০
	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

দাম ৷৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ২৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩॥০—৪৲

পাটী কাটি ৬—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল বড় কাটি, লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ফুট ৯৷০—১০৷০

ছিল পাতী, গোল্ড পাতা ৮৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইন ফোর্স ড কংক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

বুং ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

টিকলের চালনম ৫৵০, গাটের চালমণ ৬॥০

দলার চালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

১৮-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, পাথুরিয়া ঘাটা, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত
আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, শূল, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ১৲ ছোট শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা শ্রাবণ) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। উপযুক্ত খোরাক ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঁচবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্রী গৌর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রোগী পল্লীবাসীর ... একমাত্র উপায় ... কাটিয়া ... আমরা ... ইহা ... করিতে ... এই ঔষধ সেবন করিয়া ... ছোট শিশি ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা ... পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

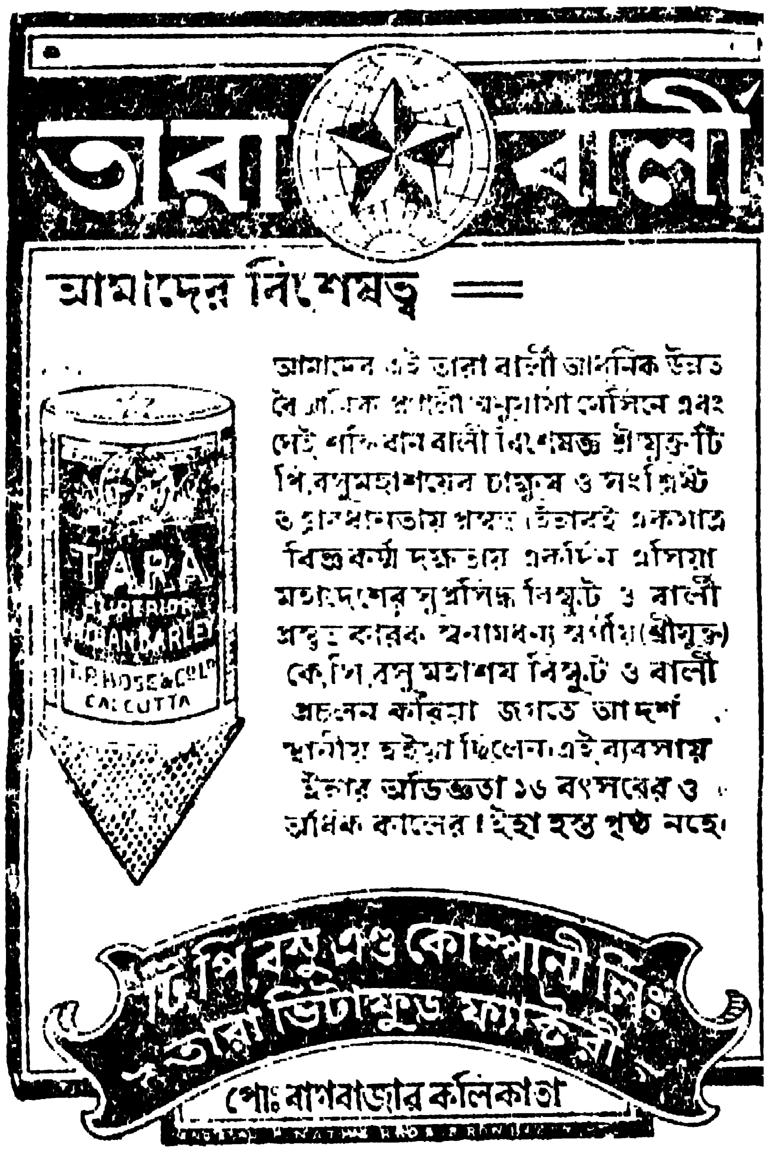

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে ৫ লাইন ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৬৲	৩৲	
" " অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসিক প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা, কিম্বা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাঁদহাটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবরপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রী বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৮ই জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১১১]

বিবিধ সংবাদ

উত্তর মেরুতে সোভিয়েটের জয়-পতাকা

পৃথিবীর শীর্ষে [illegible] তুষারের দেশ উত্তর মেরু। এই উত্তর মেরুকে সোভিয়েট জয় করিয়াছে। গত [illegible] বিখ্যাত সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্মিড আরও দশ জন সহকর্মী সহ উত্তর মেরুতে নিরাপদে পৌঁছান এবং ভাসমান বরফের উপর উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করেন। পাঁচটি তাঁবু, একটি বেতার স্টেশন ও একটি বিমানঘাঁটি উত্তর মেরু উপনিবেশের এক প্রধান উপাদান। শুধু এই সময় হইতেই উত্তর মেরু পৃথিবীর [illegible] সহিত সম্পর্কিত মনুষ্যাবাসে পরিণত হইয়াছে।

নাঙ্গা পর্ব্বত দুর্ঘটনা

নাঙ্গা পর্ব্বত দুর্ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য গঠিত জার্ম্মাণ সাহায্যকারী দলের ডাঃ বাউয়ের ও ডাঃ [illegible] সঙ্গে আর একজন ব্যক্তি যোগ দিয়াছেন। উঁহারা আর এক বিমানে চালনা [illegible] অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের চার দিন সময় বাঁচিবে। তাহার পর দুর্ঘটনা যে স্থানে ঘটিয়াছে সাহায্যকারী দল তদভিমুখে রওনা হইবেন। যাহাতে অনাবশ্যক বিলম্ব না ঘটিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সাহায্যকারী দল তাহাদের মালপত্রের মধ্যে একগাছি দড়ি লইয়াছে। ইহার সাহায্যে নাঙ্গা পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে আরোহণের সুবিধা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের দলিল

"হিন্দু" পত্রিকা অবগত হইয়াছেন—পার্লামেন্টের আইনজ্ঞগণের একজন [illegible] ভাবে আলোচনা করিবেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সিমলায় পৌঁছিবেন। প্রকাশ যে, দেশীয় নৃপতিগণের জন্যই [illegible] দলিলের খসড়া তৈয়ারী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য [illegible]। [illegible] দেশীয় নৃপতিগণের [illegible] ব্যাপারে পার্লামেন্টের [illegible]। অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

১৫০ জন কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার

[illegible] পোলাণ্ডের কোনও সংবাদপত্রের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

সোভিয়েট সৈন্যদলের সেনানায়কগণকে গুলী করিয়া হত্যা করার পর পোলাণ্ডের [illegible] কমিউনিষ্টদের জন্য পোলাণ্ডের [illegible] আশ্রয় লইবে এবং ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বেলজিয়ান ছিলেন; পোলাণ্ডের [illegible] মাত্র [illegible] আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক টাকা পাওয়া যায়। [illegible] মার্শাল টুকাচেভস্কি ও অন্যান্য সেনানায়কদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে কমিউনিষ্টদিগকে দলে টানিবার উদ্দেশ্যে তিনি পোলাণ্ডে আসিয়াছিলেন। পোলাণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, সোভিয়েট সৈন্যদলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পোলাণ্ড ও রোমানিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উহাদের কয়েকজনকে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

আয়র্লাণ্ডে নূতন নির্ব্বাচন

নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর আয়র্লাণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতেছে। এই উপলক্ষে নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত [illegible] জুলাই পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন ক্রমে ক্রমে ভোটগণনার [illegible] হইতেছে। [illegible] নির্ব্বাচনের [illegible] প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা, [illegible] মাক্‌এন্টি, [illegible] পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত ইনাম বিলের নূতন সংস্করণ

ইংল্যাণ্ডে একটি বিলের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] ১৯৩৭ সালের [illegible] লোয়ার নামে পরিচিত [illegible] বিল, [illegible] পার্লামেন্টের প্রথম [illegible] উপস্থিত করিবেন। [illegible] নূতন সংস্করণ। [illegible] এই বিল পাশ হইবার পর [illegible] করেন। [illegible] কয়েকটি সংশোধন সহকারে এই বিল পাশ হয়। এই বিলে কোন [illegible] "ইনাম" জমির [illegible] প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা করের প্রতিবাদ

গত [illegible] জন [illegible] বাঙ্গালা ও [illegible] শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাথমিক শিক্ষা-করের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে শিক্ষা কর রহিত করার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ও [illegible] নিকট টেলিগ্রাম দ্বারা প্রার্থনা জানান হউক।

ভাওয়াল মামলার পুনরভিনয়

আবার [illegible] ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার ন্যায় একটী মামলা দায়ের হইয়াছে। বালকাদের [illegible] তেলাব অন্তর্গত [illegible] একটি [illegible] এবং একজন লোকের স্বামীত্ব দাবী করিয়াছে। [illegible] যিনি মালিক ছিলেন তাঁহার পুত্রের [illegible] উক্ত লোকটির বিবাহ হইয়াছিল।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে, উহার মালিকের পুত্র [illegible] বিবাহের পর বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পর [illegible] বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করিবার সময় ধরা পড়ে। [illegible] অবস্থায় [illegible] লোকটীকে দেখে, এবং [illegible] লোকটীর [illegible] সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে [illegible] লইয়া আসে।

১৯৩৩ সালে আর এক ব্যক্তি আসিয়া দাবী করে যে, সেই [illegible] প্রকৃত [illegible] অবস্থায় [illegible] আর এক ব্যক্তি [illegible] সম্পত্তির মালিকানা [illegible] করিয়া এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছে। তাহাকে নিজ [illegible] আবেদন করা হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]
প্রথম [illegible]
[illegible] ২৲
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৳০, ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৶০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড—[illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৶০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৳০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। দ্বাদশ আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ের [illegible] ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রী[illegible] ও
শ্রী[illegible] (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূলের ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৳০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৳০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। [illegible]
৪২। শ্রী[illegible]মণ্ডল পরিক্রমা
৪৩।
৪৪।
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৳০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-[illegible] ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়দর্শনবিচারঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ [illegible] অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল্ [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভলুম ওয়ান। ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible] ৷০
৮১। সাধন পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST** প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

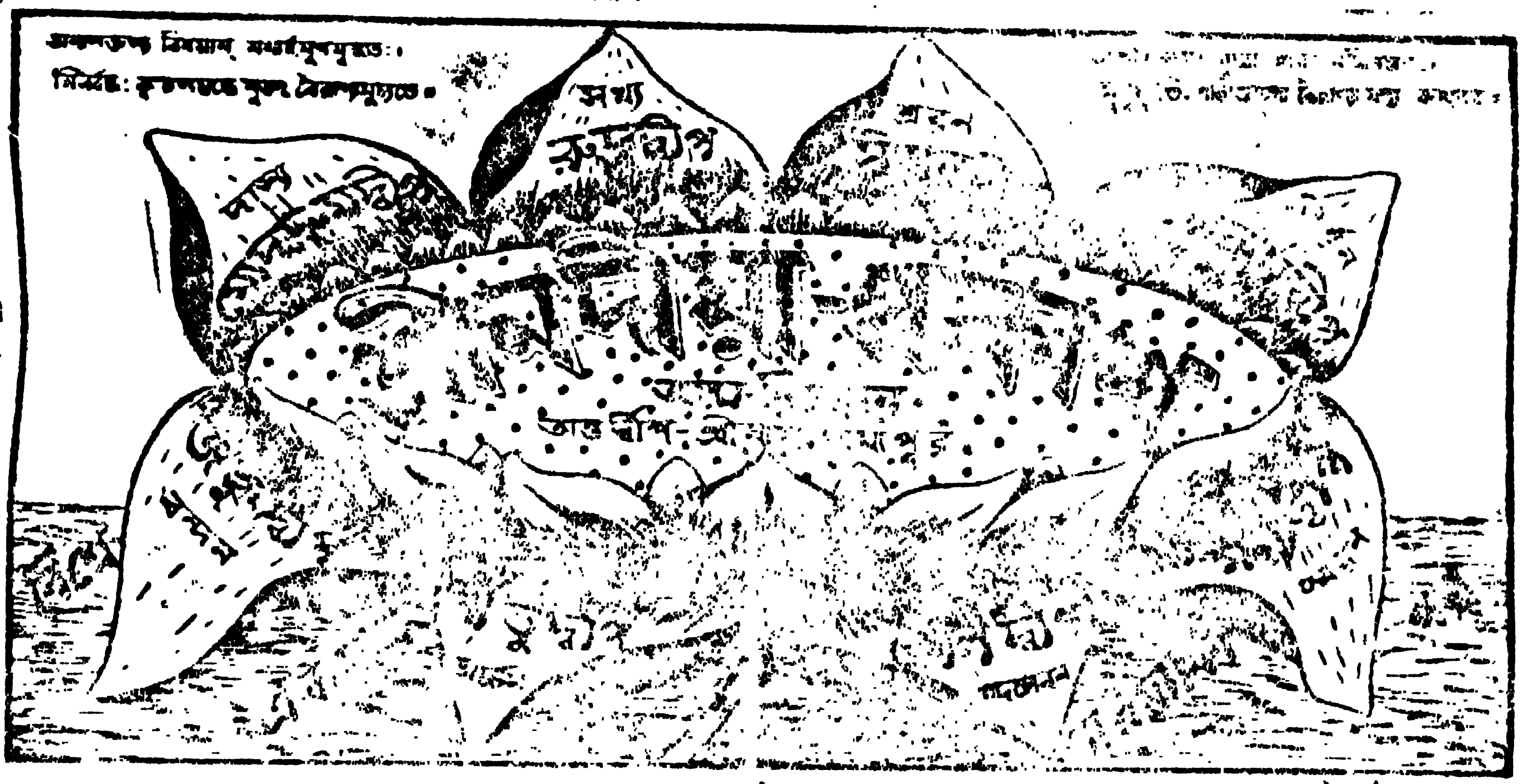

[illegible] ২৪শে [illegible] ... [illegible] সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অনন্তকালী শ্রীগৌরবিনোদ [illegible] ঠাকুর শ্রীল [illegible] [illegible] পূজা দিবস। [illegible] মঠসমূহেই আজ শ্রীল আচার্যদেবের [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবং ঠাকুরের [illegible] গোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে আজ বিশেষ সমারোহের সহিত [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে [illegible] শ্রীধামে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ কর্তৃক ঠাকুরের জীবনী [illegible], পাঠ ও কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। বহু [illegible] শ্রবণের জন্য [illegible] আগমন করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত আগন্তুক সকলকে মহাপ্রসাদ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] বিগলিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুখরিত।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব কলিকাতায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট—শ্রীহরিকথা-কীর্তন করিতেছেন। আচার্যদেবের নির্দেশমত [illegible] পরিচালনাধীনে যাবতীয় মঠের কার্যাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। [illegible] উপদেশক পণ্ডিত [illegible] বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু

[illegible]

[illegible] কার্য্য [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] প্রচার

[illegible] মহারাজ, [illegible] প্রকাশক [illegible] প্রভৃতি [illegible] কলিকাতা [illegible] হইয়া তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

[illegible] মহারাজ [illegible] স্বামী [illegible] কলিকাতা [illegible] পরমহংস [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] শ্রবণ করিবার জন্য [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠের [illegible] মহাজন পদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে;

ARTHUR LAWSON (?) LOOKING ROUND IN TOWN TO DAY

(The Star, Monday, J[illegible] 21.

Well now King George and Queen Elizabeth pleased to command Lord Chamberlain, [illegible] invite to Buckingham Palace, my friend, Mahatma [illegible] A. [illegible] Goswami, Missionary in charge, Gaudiya Mission, London. T[illegible] presented to Marquis of Zetland, [illegible] of State for India.

শ্রী [illegible] বন্দনা

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করুণাকর।

[illegible] শরণাগতের!!

[illegible], কেন উজ্জ্বল।

[illegible] বন্দন [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীদাম [illegible] ব্রহ্মচারী

[illegible]

"[illegible] বস্তুতে [illegible] না করিয়া [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible]"

(শ্রী [illegible])

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি

([illegible] গোস্বামী মহারাজ)

শ্রীমহাপ্রভু [illegible] কালে কালে অলৌকিক [illegible] বৈষ্ণবগণকে জগতে প্রেরণ করেন। [illegible] দের অভাবের [illegible] দূরে যায় [illegible] গণেরও অনেক সময় [illegible] হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] বিনোদ স্বয়ং প্রভুর [illegible] প্রভুর নিকট [illegible] জ্ঞানহীন বৈষ্ণব [illegible] না পারে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাধারণের [illegible] বিশ্বাস তাঁহার [illegible] ভাবে সমাধিক [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ঘটনাবলী শুদ্ধবৈষ্ণব [illegible] আদর্শ, সুতরাং তাঁহার [illegible] শুদ্ধভক্ত [illegible] বৈষ্ণব জগতের প্রকৃত মঙ্গল [illegible]

* * * [illegible] [illegible] তাহা [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

[illegible] শ্রবণ করেন, [illegible] ইহার আবশ্যক কি? [illegible] [illegible] কি? [illegible]

এই সকল [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীনবদ্বীপধাম, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] প্রচারের [illegible] [illegible] উদাহরণ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ। তাঁহার জীবনে যুগপৎ আচার ও প্রচার যুগ্মভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য' এই সনাতন বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ আমাদের নিত্যপূজ্য গৌর-বাণী-নিষ্ঠ জন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ। ভগবদ্ভক্ত তাঁহাতে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। তিনি গৌর ও কৃষ্ণের অমন্দোদয় দয়ার [illegible] অবতার। আমাদের স্থায় পতিত জীবের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় তাঁহার এ জগতে আগমন। তাঁহার কৃপাই গৌরকৃষ্ণ [illegible] লাভের একমাত্র উপায়। পরমকরুণাময় [illegible] সেবানিষ্ঠ দাসত্ব আমাদের [illegible] [illegible] করুন, যাহাতে তাঁহার [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] না।

'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের নিত্যদাস্য [illegible] স্বাভাবিক ভজন' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণীই গৌরসুন্দর-[illegible] নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি [illegible] ছিলেন না, তিনি ছিলেন—[illegible] প্রবরের পরম [illegible] [illegible] প্রচারকেরই [illegible] আদর্শ [illegible] মঙ্গল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভুক্ত একটী [illegible] [illegible] প্রয়াস পাইতেছি।

[illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শুদ্ধভক্তির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা [illegible] ভক্তির [illegible] কেন [illegible] নহে, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে [illegible] অধিক প্রমাদ-লাভের সুযোগ [illegible]

([illegible])

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবক্ষেত্র ও লীলাভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা (বর্ত্তমান বীরনগর) নামক একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে গৌরাব্দ ৩৬২, বঙ্গাব্দ ১২৪৫, ১৮ই ভাদ্র রবিবার শুভ [illegible] তিথিতে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। তিনি যে গৃহে অবতীর্ণ হন, সে গৃহের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশে কেন—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ও নানাবিধ পুণ্যাদি কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিলেও বৈদিক বৈষ্ণবতা বিষয়ে [illegible] ছিলেন। কিন্তু ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ কৃপাপূর্ব্বক সেরূপ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ [illegible] পরিচয় প্রদান করেন।

[illegible] অসাধারণ বুদ্ধি ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ পায়। তাঁহার [illegible], বাঙ্গালা, [illegible] [illegible] [illegible] ভাষায় [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] করিয়াছে। তিনি বাল্যকাল হইতেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তিনি [illegible] শুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ভাবে নানা [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল, সেই [illegible] তিনি এই [illegible] [illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] আমরা [illegible] সন্ধান এবং [illegible] [illegible] [illegible] সৌভাগ্য পাইয়াছি। তিন [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] কৃপা-[illegible]

আজ শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কথা [illegible] করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইলাম মাত্র।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তি বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে [illegible] দুর্ব্বল॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শন কি আমার হইয়াছে ?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু, সম্পাদায় বৈষ্ণবাচার্য্য)

নিরপেক্ষ সত্যপ্রাণ সজ্জনগণের ভাবানুসরণ ক'রলে আমি বলিতে বাধ্য হই যে, "নিশ্চয়ই আমার গুরুপাদপদ্ম-দর্শন হয় নাই।" তারপর নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু হইয়া আপন মনে অন্তরের অন্তস্থল প্রত্যেক পদার্থ আড়ালে অনুসন্ধান করিলেও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, "না, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শন আমার হয় নাই।" আমার অনর্থরাশি আমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে অনুপরিমাণেও উদ্ধার হইতে পারি নাই। অনর্থরাশি থাকিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হওয়ার পক্ষে সর্বত্র অনর্থরাশি সুদূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, ইহা চিরসত্য ও প্রমাণিত।

আমি যে কুটিনাটি মায়া পদাশ্রিত করলে—মায়িকার আড়ালে শৃঙ্খলিত কঠোর শাস্তিপাশ্ব আমাদিগকে করে [illegible] আবদ্ধ রহিয়াছি। এরূপভাবে মায়ার জেলখানার থাকিয়া আমার ন্যায় সুশীল কয়েকজন অপরাধী ব্যতীত মুক্ত কাহারও শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার শক্তি আমার মোটেই নাই। মায়া-কারাগারে, মায়ানিগড়ে আবদ্ধ থাকাকাল পর্যন্ত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। ইহা দোষ-ত্রুটিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

শ্রীশ্রীরাধারাণী শ্রীপাদপদ্মই অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-পাদপদ্মের সহিত নিত্যলীলা বিলাসে নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলবিগ্রহের শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলায় একই পদে অবস্থান করিয়া অহঃকাল সেবায় নিত্য বিরাজমান। সুতরাং শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শনেই শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলচরণ দর্শন লাভ, ইহা ধ্রুব সত্য। সত্য নিত্য। অতি [illegible] দর্শন দুর্লভ। [illegible] দর্শন আচার্য্যপ্রীতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমার গুরুদর্শনে যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্ম দর্শন হয় নাই, তখন আমি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি, ইহাই আমার অযোগ্যতা বাচক প্রাণের সত্য কথা।

অযোগ্য আমি, অধীর, অশান্ত আমি আমার সম্বন্ধজ্ঞান দাসাভিমানমাত্রই জন্মে নাই, তথাপি কেন আমার অভিমান হয়—আমি শ্রীগুরুদেবের একজন সেবক! আমি জগদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত! আমি মনে করি সেবক হইলে আমার সম্মান অনেক বেশী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু তথাকথিত একান্ত ভক্তগণ অপেক্ষা আমি সমধিক প্রাধান্য, আমি জগদ্গুরুর অনুগত অভিমানী। তবে কি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা—"আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি।" "অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে" প্রভৃতি একেবারে চিরকালের জন্য বিস্মৃত হইয়াই থাকিলাম ? আমি কি এই কাল শ্রীল প্রভুপাদের কাছে সাধনরাজ্যের অভিনয়ই করিয়াছিলাম ?

আমিই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শুনি বুঝিয়াছি বাহ্যতঃ কাঠিন্যভাবে কাজ করিয়া সাধনের [illegible] [illegible] করিয়া প্রতিষ্ঠা বা করুণা সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কোথায় বা বাকচাতুরী লাভ করিয়া "বেশ কথা কহ", "বেশ [illegible]" করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের বদলে আমার লাভ [illegible] বরিয়াছিলাম। বুকে হাত দিয়া সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা ছাড়া আর কিছুই আমার উদ্দেশ্য নহে। [illegible] আর কিছু দেখা যায় না। নিজের সত্যকথা মানপূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিয়াছি, কেবল প্রতিষ্ঠাশায় পতিত হইয়াছি। "কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব"। অতএব প্রভুর [illegible] করেন [illegible] অহং কনকই আবার আনন্দজনক, মানব নিজ [illegible] সামগ্রী। কামিনী আমার কাম [illegible], নিজের প্রতিষ্ঠার মজলী, প্রতিষ্ঠা আমার ইহ পরকালের অভিন্ন বন্ধু হইয়াছে। মায়ার দেবী আমার প্রতিষ্ঠাকে যোগদান করে, ইহাই আমার কামনার বিষয় হইয়াছে। এমন কি আমি কনককামিনী সব ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাইলে আমার আর অন্য কিছুই চাই।

অমানী শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। [illegible] এই প্রকার প্রত্যাশার কাতর পরিবেশ [illegible] শিক্ষা [illegible] "গুরুদেবের নিষ্ঠা"। গুরুদর্শন ব্যতীত সেবা হয় না, সেবা না করিলে কিসের লোক ? সে ত' বক—বক-ধার্মিক। মান [illegible] আছে মনের [illegible] [illegible]। এই প্রকার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমি পাপপ্রণয়ে [illegible] [illegible] নিজের [illegible] কাটাইলাম। [illegible] অপরাধ হইয়া [illegible] নিষ্কপটে গুরুসেবা না করায় অপরাধের সঞ্চয় হইয়াছে। আমিত কপট ও অপরাধীর আবর্জ ছবি। আমির শ্রীগুরুদেবের সেবক, এই অভিমান পোষণ করায় আমি নিজেই অপরাধী হইলাম এবং আমাকে দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করিয়া অনেকে আমার ন্যায় বঞ্চিত হইলেন। এরূপ বঞ্চনায় কেবল আমার মনস্কামনাই লাভ হইল। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলায় আছেন, সুতরাং মনে করিতেছি আমার বিচারক আমিই। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমাণ দিয়াছেন, এই আত্ম-প্রতারণাই আত্মবিনাশের মূল-কারণ। যতদিন শ্রীগুরুদেবকে তাঁহাদের বাহ্যের একজন লোক বলিয়া মনে মনে করিবেন, তখনই শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্য অভক্তগণের পাপের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু নিষ্কপট সেবকগণের কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে নাই বরং তাঁহারা আরও নিকটতর আপন প্রভুর সেবা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তৎসেবক আমার বাহ্যিক কোন আত্মীয় নহেন; শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তৎসেবকগণ আমার আত্মার একমাত্র উপকারী নহেন, তাঁহারা [illegible]। [illegible] বাঞ্ছিকতা বা কপটতার আবরণ উন্মোচন করিয়া আমার কোন প্রকার অপরাধের প্রশ্রয় প্রদান না করিয়া, তাঁহারাই আমাকে গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরু-[illegible] আমাকে [illegible] আত্মাভিমানে সেই অমানী লক্ষ-রূপ অপরাধফলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে, আর রক্ষা নাই। হে শ্রীগুরুসেবকগণ! এখন আপনারাই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা। আমাকে রক্ষা করুন। আপনাদের কৃপামুদ্রা [illegible] করুন। এমন কি সেবাবাই অপরাধের পালা ঘুচাইতে অক্ষম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলায় প্রবেশ করায় আমার সম্মুখে ভীষণ ঝড়-তুফান উপস্থিত। এখন আপনারাই আমার রক্ষাকর্তা। আমার হৃদয়ে সন্দেহের [illegible] দিন। আমাকে আরও অধিক [illegible] করিবেন না, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে অনুরোধ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বন্দনা

(১)

ভক্তি-ধারার ওহে ভগীরথ !
বিরহ-ক্লিষ্ট বাসরে আজ।
অতি কাঁদে প্রাণ, [illegible]
জীবন মরণ তোর' [illegible] ॥

(২)

শ্রী[illegible] শক্তিস্বরূপ
কৃপাপুঞ্জের ভক্তিবিনোদ !
ভক্তি-ধারার [illegible] বারোধী
প্রভাতি প্রকাশ ক'রেছিলা রোদ।

(৩)

তোমারি বাণীর মরমের সাড়া,
জীবের [illegible] জাগাইলেন।
গোলোকধামের [illegible] উদ্ধারে
[illegible] "ভুবন পাবন" ॥

(৪)

ভুবনের যত মহ মহ জন
বিফল [illegible] যাঁহাদের অভায়।
মরমে মরিয়া, [illegible]
হ'য়ে [illegible] তাঁহারে সভায় ॥

(৫)

সে জন দানের, সে [illegible]-কৃপার
মহতী মহিমা কেমনে গাই।
অতুলনীয় ও অনুভর্ষণীয়
তোমার তুলনা উপমা নাই ॥

(৬)

[illegible]
অনেক যে এর কৃপার দান।
পেয়ে, ক'রেছিল পরম রতন
কাক ক'রেছিল [illegible] সমান ॥

(৭)

কেউটি সুধারূপে [illegible] হয়,
সেবন-শাস্ত্র [illegible] আমার।
যাঁহার চরণে চিরবাস হয়
তাঁদের দিলে তুমি [illegible] সংসার ॥

(৮)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু
[illegible] মানিক মণ্ডায়।
প্রকটিয়া এ ধরণীতে [illegible]
বহু দিন পরি' [illegible] ॥

(৯)

এ ধরণীর প্রাণ [illegible]
[illegible] তুমি [illegible] দিতে।
কিন্তু জগৎ চিনিল না, হায়রে,
তাঁহা হ'তে হিত লইল নিতে ॥

(১০)

না চেয়েছিল তাঁ'র পাবন দর্শন,

[illegible] তাঁ'র [illegible]
না দিল [illegible] ॥

(১১)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(১২)

পুনরপি [illegible]
[illegible] পুনঃ।
[illegible]
[illegible]

(১৩)

তোমার ছায়ায় [illegible]
ক'ল ক'ল করে কাতর কেতনে।
জানে না তাহারা [illegible]
[illegible] না লয় চরণে ॥

(অবশেষ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ

(২) ... মঠ

(৩) ... শ্রীমন্দির

রক্ষক — ...

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — ...

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — ...

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — ...

(৮) ... শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — ...

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ ...

... ঠাকুরের সমাধি, ... শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরগণের ... প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক — ...

(১২) ... গৌড়ীয়মঠ

... শ্রী... স্থান।

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ... নবদ্বীপ

রক্ষক — ...

(১৪) ... গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — ...

(১৫) ... গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — ...

(১৬) ... গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(১৭) ... মঠ

রক্ষক — ...

(১৯) ... মঠ

রক্ষক — ...

(২০) ... পাট

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(২১) ... গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(২২) ... গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — ...

(২৩) ... গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, ... ঢাকা।

রক্ষক — ...

(২৪) গোপালগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — ... অধিকারী।

(২৫) ... গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — ...

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)।

(২৮) ... গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

... দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ...

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩২) ... গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক — ...

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৪) ... গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক — ...

(৩৫) ... গৌড়ীয়মঠ

(৩৬) ... মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী... গৌড়ীয়মঠাশ্রম

... মথুরা

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

... বৃন্দাবন

(৪০) ... কুঞ্জ

রক্ষক — ...

(৪১) কৃষ্ণবিহারী মঠ

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

রক্ষক — ...

(৪৪) ... বিহারী মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৫) ... গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৪৬) ... গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — ...

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ — ...

পোঃ ... (পাঞ্জাব)।

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(৪৮) ... গৌড়ীয়মঠ

... কপাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

... রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫০) গৌর গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গনগর ... রোড, ...

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৫১) ... গৌড়ীয় মঠ

... শ্রীরাধাগোবিন্দ ... সেবা

রক্ষক — ...

(৫২) বামনদেব গৌড়ীয়মঠ

... (মাদ্রাজ)

... সেবা ... নবরক্ষক — পণ্ডিত ...

(৫৩) ... গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (পুরী)

... শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

... পোঃ ..., উড়িষ্যা

রক্ষক — ...

(৫৫) ভক্তিকুটী ..., পুরী

রক্ষক — ...

(৫৬) ... গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহোপদেশক ...

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক — ...

(৫৯) ... মঠ

রক্ষক — ...

(৬০) ... গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী।

(৬১) ... প্রপন্নাশ্রমমঠ

রক্ষক — শ্রী... ব্রহ্মচারী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী,

(৬৩) ... গৌড়ীয়মঠ

..., পোঃ ... (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী... অধিকারী।

৬। রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

... নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক — ...

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

... রোড,

...

লণ্ডন, ...

রক্ষক — মহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম ... প্রকাশ ... শ্রী ... প্রভৃতি ... সম্পাদিত ও
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	ফাঁজ মণ
দাদখানি	৬৷৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
বাগবা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারী ভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিক্রাইন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫১৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম –	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০— ৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলাউ	১৷৷৵০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৵০

ঘৃতের দর

আজমা	৫৭৲
রাধনীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
শালিগ্রাম	৪৬৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গান্ধারী	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৭৸৵০—৮৷০
ঐ টাটা স্টেনডার্ড জয়েষ্ট বীমগাব সাইজ	১০৲
ঐ ভারি জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯৷০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ –	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৸/১০—৮০
বাগান বেড়া কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ „	৯৷০—১০৷০
ষ্টীল পাটী, বোল্ট্ সমেত	৮৷০—৯৷০
গোল ৫৬ রি-ইনফোস ও কংক্রিটের	
	ডজ ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

ঢটকলের তালমণ ৫৵০, গাটের তালমণ ৬৷০

তুলার তালমণ ৪৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত
পারিবারিক দৈব মহৌষধ
আগ্নেয় ভস্ম
প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায়!!
কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, শূলিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।
লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।
বড় শিশি ৷০ ছোট শিশি ।০ আনা।
কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।
(ঢাকা জন্দার) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।
১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে
— ::*:: —
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।
মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা
পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।
সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় ব্যক্তি পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় [illegible] অভাব আছে। [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সফল হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড কলিকাতা।
শাখা: [illegible]

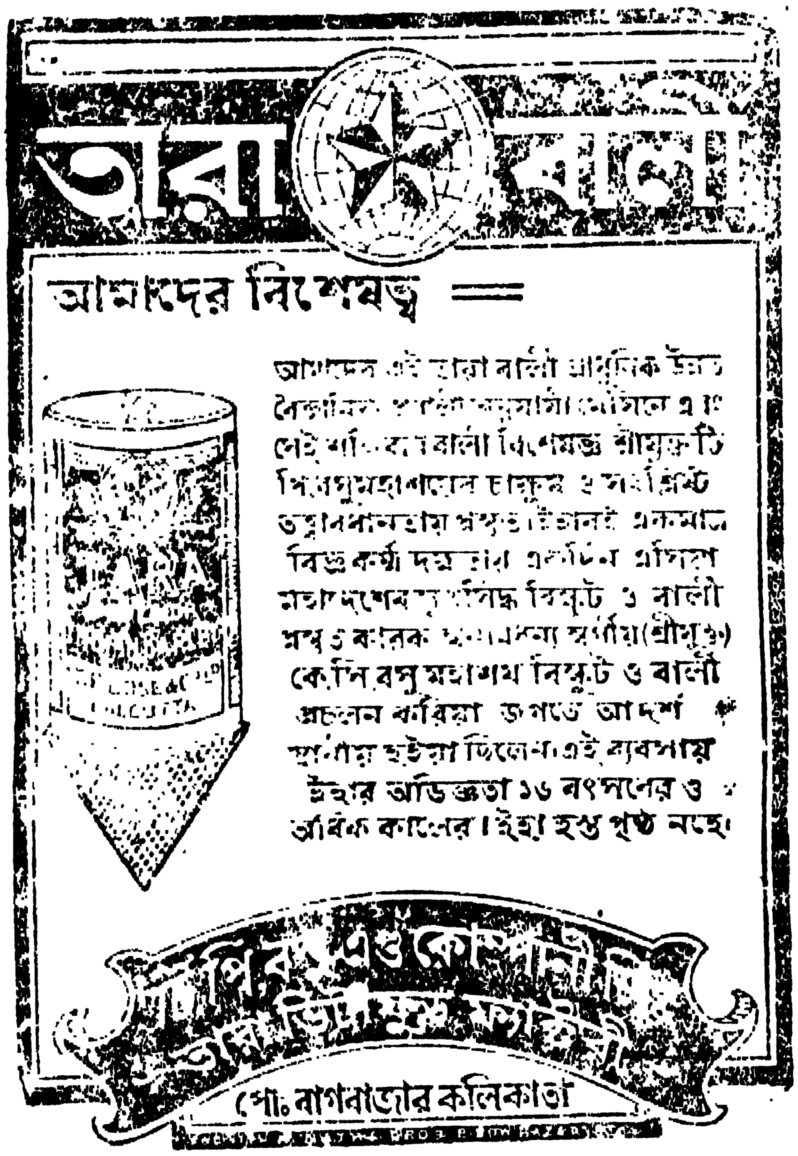

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ০॥০	।০	।৵০		।০
ঐ ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০		
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪॥০
ঐ সিকি কলম ২০৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
ঐ এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুল সমেত)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(*):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1544

THE [illegible]

ভারতের সর্বত্র [illegible] প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ৯ই জুলাই, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১১২]

বিবিধ সংবাদ

'এডুভান্স' রাজদ্রোহ মামলার রায়

বরিশালের [illegible] ম্যাজি[illegible] [illegible] রাজদ্রোহ মামলার [illegible] ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর [illegible] ছয় মাস [illegible] ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো [illegible] মাস [illegible] করিয়াছেন। গত [illegible] যে [illegible] 'এডভান্স' প্রকাশিত [illegible] [illegible] সম্পাদকীয় [illegible] এক অভিযোগ আনা হইয়াছিল। [illegible] বিতীয় শ্রেণীর [illegible] সুপারিশ করা হইয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] রায় দিয়াছেন, তিনি তাঁহার রায়ে বলেন যে, এই প্রবন্ধ দ্বারা [illegible] আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে [illegible] বিদ্বেষ [illegible] সরকার অভিযোগ আনিয়াছেন।

— —

প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী গভর্ণরের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। পদত্যাগপত্রে কোন তারিখ দেখা নাই। গভর্ণর পদত্যাগ-পত্র এখনও গ্রহণ করেন নাই। সরকারী মহল [illegible] সম্পর্কে [illegible] অপেক্ষা করিতেছেন। [illegible] অবশ্য [illegible] প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ [illegible]

গ্রহণ করা হইবে। [illegible] বিশ্বস্তসূত্রে [illegible] কংগ্রেস [illegible] অধিবেশন [illegible] কিছু করিবেন না।

ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ অধিবেশন

[illegible] সভা [illegible] অধিবেশন আরম্ভ হয়। [illegible] মহাত্মা [illegible] [illegible] বক্তৃতা [illegible] [illegible] নূতন [illegible] [illegible] কার্যতঃ [illegible] করেন। [illegible] নিমন্ত্রণ [illegible] সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশ যে, ঐ দিবস [illegible] হইবে [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] মহাত্মা গান্ধী [illegible] আলোচনা হইয়াছে, তাহা [illegible] গান্ধীজী [illegible] গান্ধীজী যখন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আসিবেন তখন তিনি [illegible] সঙ্গে আনিবেন।

[illegible] প্রধান প্রশ্ন অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই [illegible] ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

সীমান্তে মন্ত্রিমণ্ডল-গঠনে চুক্তি

সীমান্তের মন্ত্রিমণ্ডল-গঠন সম্পর্কে [illegible] পার্টির [illegible] হিন্দু-শিখ [illegible] দলের যে চুক্তি হইয়াছে, [illegible] কর্তৃক [illegible] মন্ত্রী হইয়াছেন। [illegible] ঐক্যবদ্ধ দল [illegible] ভাহা [illegible] নির্ধারিত [illegible] [illegible] উক্ত দলের [illegible] কার্যকরী কমিটির সদস্য [illegible] বর্তমানে শিক্ষা [illegible] প্রকার [illegible]

[illegible] কোন [illegible] করিবে না, (২) এই প্রদেশে [illegible] রাজনৈতিক ও [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] [illegible] শিখ সম্প্রদায়ের [illegible] প্রতিনিধিদের [illegible] করিয়া [illegible] হইবে [illegible] [illegible] উপস্থিত না থাকিলে উক্ত সম্প্রদায়ের [illegible] কোন [illegible] প্রদান করা হইবে না, [illegible] পঁচিশ [illegible] আছে, [illegible] মধ্যে [illegible] শিখের [illegible] দখলে [illegible]

নামজাদা প্রতারকের সাজা

[illegible] ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] [illegible] [illegible] ছয়টা [illegible] অভিযোগে [illegible] আট বৎসর সশ্রম [illegible] ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] আমাদের [illegible] আগামী [illegible] [illegible] [illegible] আগামী [illegible] বাংলা [illegible] করিবেন।

খনি-দুর্ঘটনার জের

[illegible] [illegible] নিয়াছে।

প্রথম [illegible] পর [illegible] [illegible] তিনি [illegible] সম্পর্কে [illegible] সম্পর্কে [illegible]

হিন্দী প্রচারের জন্য দান

[illegible] হিন্দী [illegible] [illegible] টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

— —

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]

প্রথম [illegible] দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৮

৩ [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮

৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৮

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড [illegible]; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা

৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরত তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০

১৮। দ্বাদশ-স্তোত্র ৷০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০

২২। ভজন রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচরিত ও শ্রীনবদ্বীপপরিক্রম [illegible] ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। শ্রীগৌর কেবল মায়া [illegible] ৷০

২৭। যুক্তিমালিকা ও গৌরভক্ত [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ত-[illegible] (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

[illegible]

৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) [illegible]

৩৫। [illegible] ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০

৪০। [illegible]

৪১। [illegible]

৪২। [illegible] পরিক্রমা

৪৩। [illegible]

৪৪। [illegible] ৴০

৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০

৪৬। অর্চ্চনশতক ৴০

৪৭। [illegible] ৴০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। [illegible] ৴১০

গৌড়ীয়মঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। [illegible] নির্ণয় ৷০

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶

৫৭। ঈশোপনিষদ ([illegible]) ৷০

৫৮। শ্রী[illegible] ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। [illegible]-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০

৬৪। [illegible] ৷০

৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ

৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷০

৭০। [illegible] ৴০

৭১। [illegible]—টমস্ মরকণ্ডী য়্যান্ড [illegible] ৷৷০

৭২। [illegible] ওয়ার্ডস ৶০

৭৩। লাইফ য়্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবাচার্য্য ৷০

৭৫। শ্রীমঠ গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০

৭৬। দি [illegible] ৷০

৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল [illegible] য়্যান্ড [illegible] ৷০

৭৮। [illegible] ২৷৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

হিন্দুস্থানী অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৮৩। [illegible] ৴০

৮৪। [illegible] ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত

ইহাতে গুম্ফিত করা

হইয়াছে।

নিম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ

পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল

লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী

আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে

মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র

ইহাতে সংযোজিত

আছে। ভিক্ষা

৪৲ টাকা।

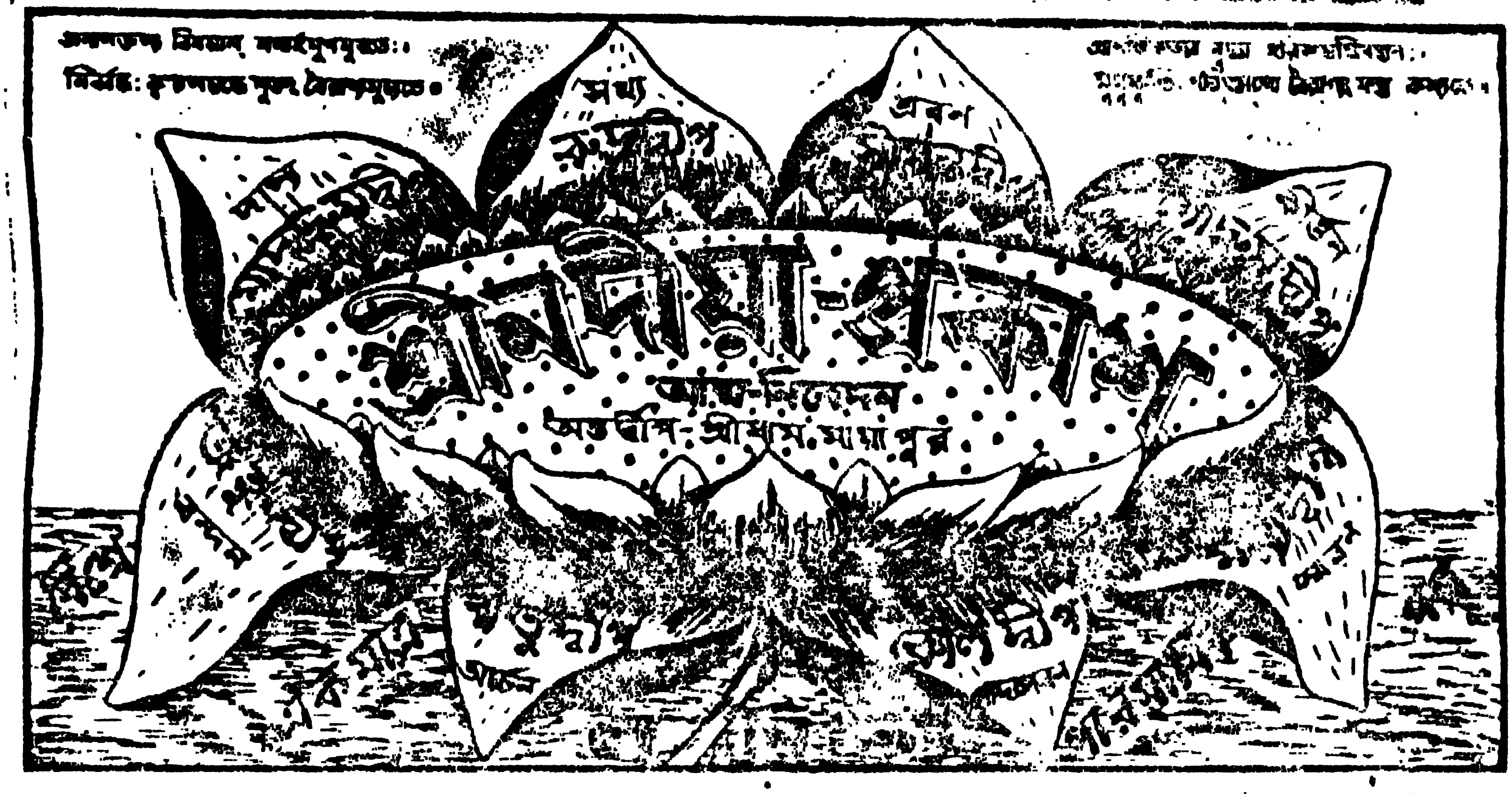

১২শ বর্ষ ১৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই জুলাই ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১১২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সম্বেদনম্

(১)

বাহ্লীক-ধর্ম্ম-সংমদ স্বকপোলকল্পিতানাম্ ।
ব্রহ্মাদি-কীট-পর্য্যন্ত-জীবানাং লক্ষবর্ত্মনাম্ ॥
তাপত্রয়াভিতপ্তানাং মঙ্গলায় দয়ানিধেঃ ।
উদ্ধর্ত্তা ভক্তিবৃন্দস্থ ব্যাখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
শ্রীগৌর-শক্তি রূপস্থ শ্রীরূপানুগজ্জীবনম্ ।
হা হন্ত কুত্র গতোঽসি ভক্তিবিনোদ মে প্রভো ॥

(২)

গৌড়ীয়-গুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্টপ্রপূরকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তি-গঙ্গে শ্রী ভগীরথঃ প্রথাগ্রণীঃ ॥
শ্রীমন্মহাপ্রভোর্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহাক্রতোঃ ।
প্রবর্ত্তকবরো দাস্তঃ সজ্জনানাং সদা প্রিয়ঃ ॥
অমন্দোদয় দয়ার্দ্রঃ শিক্ষামৃতবিশারদঃ ।
কিন্দদ্রবিতা কাচং পাদাব্জে দুর্লভম্ ॥

(৩)

নামাপরাধযুক্তং যন্নাম তন্নামিনোঽপরম্ ।
অবিজ্ঞাতমিদং তত্ত্বং নিখিলবিশ্বাসিনাম্ ॥
সম্যক্ প্রকাশতাং নীতং কারুণ্যঘনমূর্ত্তিনা ।
নামচিন্তামণিঃ দত্তা যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥
সোঽয়ং শ্রীসচ্চিদানন্দো ভক্তিবিনোদঠক্কুরঃ ।
কিং কচিন্নষ্টদৃশোর্মে দৃষ্টিপথাগতো ভবেৎ ॥

শ্রীচরণকৃপাভিলাষি—
শ্রীনরোত্তমদাস ব্রহ্মচারিণঃ

শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ৩রা জুলাই শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীভগবৎপার্ষদ গৌরগতপ্রাণ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ কর্ত্তৃক পাঠ, ব্যাখ্যা ও উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনাদিমুখে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণবাগতীর্থ, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুপ প্রভুর মুখপাত্রকত্বে বহু মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠমুখে ও তদবলম্বনে শ্রীবাস-পণ্ডিতের অদ্ভুত চরিত্র, তাঁহার অগাধ গৌরনিষ্ঠা এবং গৌরভক্ত শ্রীবাসের সঙ্গ ও সেবাফলে শ্রীবাসের গৃহের দাস-দাসীর পর্য্যন্ত দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ অচিন্ত্যমঙ্গলপ্রদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদ-পদ্মরূপ পরমধনলাভ প্রভৃতি বিষয় একঘণ্টা কাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে যে 'আনন্দ মোদন' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

উৎসবোপলক্ষে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবলাম ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যপুরাণ-বাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রামদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিমৌলি, শ্রীপাদ শ্রীধামদাস দাসাধিকারী কৃতিকমল, শ্রীপাদ রাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীপাদ শাস্ত্রেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি এ, শ্রীযুক্ত বনবিহারী দাসাধিকারী প্রভৃতি বহু ভক্ত ও সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২০শে আষাঢ় রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীল জগদ্গুরু-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় "... ও মহাপ্রভু" সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি বৈষ্ণবনামধারী অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্যক্তি বহির্ম্মুখ পাণ্ডিত্যাভিমানের চিন্তাধারার তর্পণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথিত semitesদের এক-জগদ্গুরুবাদ অর্থাৎ জগদ্গুরুবাদ, হাবভাবচেষ্টিত পিতরম্, ব্যাপ্তাঙ্গিনিয়মম্ বিষ্ণু, বিভিন্নিষ্ঠানম্, ইত্যাদি প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহের পুনঃপ্রচারিত বিচার সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচার বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিমাইচাঁদের উদ্ভাবিত কল্পিত হইয়া এবং তাহাদের চিন্তাস্রোতের মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হওয়ার দরুণ তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব আচার্য্য ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ভগবান অপেক্ষা সম্প্রদায়ের অন্ধ মামলা কল্পনারূপ অপরাধ স্পর্শ করিতেছে; ইহারা প্রসাদভোগী ও গুরুগণের চিন্তাস্রোতে বিপ্রলিপ্সু ও একেবারে দাম্ভিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহারা মহাপ্রভুর আচার্য্য অভিজ্ঞানের একমাত্র অধিকারী বলিয়া কায়কে অপ্রাকৃত দূষিত কলঙ্কিত মহাজনগণের সহিত সমান—ইহা প্রচার করিয়া গুরুবর্গকে বুঝাইয়া মহাপ্রভুদের বংশ-পরিবারকে পাণ্ডিত্য ও অশুদ্ধতা করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্যকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের মত আধ্যাত্মিক কাণ্ডারীর আসনে মনে করিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীগুরুদেবের বাণী—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবদভিন্নবিগ্রহ। তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিলে তাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে।

"ভোগবুদ্ধিই আসক্তি। কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার রহস্য অবগত হইলেই, ভজন-রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। ভোগ বা ত্যাগ-পথে শরণাগতের কোন কথা নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ বামন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীশঠকোপ

অনেকে মনে করেন যে, কলির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির সহিত বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৌদ্ধ-বিপ্লবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ বৈদিককর্ম্মের [illegible] হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের [illegible] সাধনে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কর্ম্মী কুমারিল ভট্ট ও জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ [illegible] ভক্তগণের [illegible] করিত। বেদের পারমার্থিক [illegible] মর্য্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। [illegible] প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা বৈদিক [illegible] প্রচারের জন্য দ্রাবিড় ভাষায় মন্ত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্তে যখন বৌদ্ধমতবাদ [illegible] ব্যাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ [illegible] হইল। [illegible] দক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হইয়াও [illegible] হইল না, দাক্ষিণাত্য [illegible] পরপারে সিংহল দ্বীপ বৌদ্ধবাদে [illegible] হইল।

ভারতের এই বিষম [illegible] কৃপাপরবশ হইয়া ভগবদ্ভক্তের জন্ম [illegible] করিলেন। তাঁহার [illegible] বৌদ্ধমত, [illegible] ও মায়াবাদ [illegible] প্রভৃতি লোকদের [illegible] বিচ্ছিন্ন হইবার [illegible] বিশেষতঃ [illegible] কলিযুগের [illegible] এই [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তের [illegible] দাক্ষিণাত্যের [illegible] একটি তারকা উদিত হইল। উহাই কাল সহকারে [illegible] রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণবজগতের [illegible] সাধনে সমর্থ হইলেন।

কাবেরীর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নামী পুণ্য-সলিলা [illegible] পাণ্ড্যদেশের [illegible] করতঃ [illegible] নিক্ষিপ্ত [illegible] কুরুকা নাম্নী পুরী। [illegible] নামক এক [illegible] বাস করিতেন।

[illegible] পুত্র [illegible] কারি [illegible] শঠকোপ দাসের পিতা। [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] বক্ষে [illegible] মহেন্দ্র পর্ব্বত [illegible] বাস করেন। সেই কাল হইতে [illegible] বংশের বাস [illegible] কলির [illegible] বৈষ্ণবদের [illegible] করেন। [illegible] শঠকোপ [illegible] করেন। শঠকোপ দাস শঠারি, কারিমারণ, বকুলাভরণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

শঠকোপ বাল্যকাল হইতে [illegible] ছিলেন। [illegible] দৃষ্টিশক্তিরও বিকাশ ছিল না। [illegible] চিন্তাস্রোতের [illegible] সাতুল বয়ঃকাল [illegible] অতিবাহিত করিলেন। [illegible] তিনি [illegible] পর্য্যালোচনা করিয়া [illegible] নিবিষ্ট থাকিতেন। সাধারণ লোকে শঠকোপকে জড়বুদ্ধি জ্ঞান করিত।

শঠকোপের [illegible] থাকিলেও তাঁহার [illegible] জ্যোতিঃ ছিল। সেই তেজঃ সামান্য প্রাকৃত তেজের সহিত তুলনার নহে। দাক্ষিণাত্যের [illegible] বাস করিয়াও [illegible] শঠকোপের তেজোরাশি [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তে [illegible] তাঁহাকে [illegible] পারে নাই। [illegible] জ্যোতিঃ [illegible] নহে।

মধুর নামক এক দ্রাবিড় পণ্ডিত-প্রবর [illegible] সমাপনান্তর তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন। এক সময় তিনি অযোধ্যানাথ দর্শনে সাকেতপুরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থানকালে দাক্ষিণদিকে তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করতঃ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অনুসন্ধানে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। মধুর যতই দক্ষিণাভিমুখে গমন করুন না কেন, তেজও তাঁহার সহিত ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে যাইতে থাকে। অবশেষে তিনি তাম্রপর্ণী তটাবলম্বিনী কুরুকা নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তেজের আকর তিন্তিড়ীমূলাশ্রিত শঠকোপকে দর্শন করিলেন। শঠকোপকে নিরীক্ষণ করতঃ প্রথমতঃ তাঁহার [illegible] বিস্ময়াবিষ্ট হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শঠকোপের [illegible] জন্য এক দৃঢ় প্রস্তরখণ্ড তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রস্তর-পতন শব্দ শ্রবণ করতঃ শঠকোপ সহসা তাঁহার দুইটি নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখস্থ প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুরকবি [illegible] লাভ করিলেন। তাঁহার [illegible] পরিমাণ করিবার মানসে মধুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—[illegible] কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, কোথায় পুরুষ অবস্থান করেন। শঠকোপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, [illegible] ভক্ষণ করিয়া তথায় বাস করে। এই প্রশ্নের মীমাংসা অবগত হইয়া মধুর [illegible] বুঝিতে পারিলেন এবং কারিমারণের চরণাশ্রয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিছুকাল গুরুর নিকট অবস্থান কালে একদা গরুড়বাহন ভগবান তাঁর [illegible] বকুলাভরণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

[illegible] দ্রাবিড়-ভাষায় রচনা করিয়া [illegible] প্রকাশ করেন। এইরূপে শঠকোপ দ্রাবিড় ভাষায় বেদের [illegible] প্রকটিত করিলেন। মধুর কবি [illegible] বেদার্থ অবগত হওয়া [illegible] বেদ চতুষ্টয়ে পারঙ্গত হইলেন। শঠকোপ-রচিত গাথার [illegible] ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কারিমারণ দাক্ষিণাত্যের বহু [illegible] স্তব রচনা করিলেন। ঐ স্তবগুলি রচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত উপকার করতঃ [illegible] লীলা সমাপ্ত করেন। শঠকোপের দেহাবসানের পর তদীয় শিষ্য মধুর তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন ও যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শঠকোপের পাণ্ডিত্য অচিরেই দিগ্দিগন্ত [illegible] হইল। অনেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শঠকোপ-সূক্ত নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, শঠকোপ-দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলিয়া বিখ্যাত।

শঠকোপদাস-প্রণীত গ্রন্থনাম শ্রীবৃত্তাখ্য নামে অভিহিত হইল। উহাতে একশত গাথার সন্নিবেশ ছিল। যজুর্ব্বেদার্থ সাতটি গাথায় সম্পূর্ণ ও অর্থবাখ্য নাম ধারণ করিল। অথর্ব্ববেদ ৮৭টী গাথা ও সামবেদ সহস্র গাথায় সম্পূর্ণ। এই বেদার্থচতুষ্টয় দ্বারা শ্রীশঠকোপ দাস জগৎকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

গীতার কর্ম্ম

ভগবদ্বিশ্বাসী মানবমাত্রেই গীতার আদর করিয়া থাকেন। এই গীতাগ্রন্থ-খানি কোনও মনুষ্যের রচিত নহেন। ইহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর দ্বারা গ্রথিত। যাহা আমরা গীতা মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।"

অষ্টাদশ অধ্যায় লইয়া এই গীতার গান সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীভগবান অর্থাৎ মানবের চিত্তবৃত্তি কোন্ কোন্ বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। [illegible] শিশুসন্তানকে কুচ্যের লোভ দেখাইয়া ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ পরম [illegible] গীতার প্রাথমিক-অধ্যায়ে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ প্রাথমিক-আজ্ঞা সকলই [illegible] হওয়ায় আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। [illegible] আর [illegible] অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না। ইহাও যেন 'শ্বশুর আবাদ'! একবার পা করিলে আর নড়ন না। কারণ যতই অগ্রসর হইতে হইবে ততই কঠিন [illegible]। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান্, তাহারা [illegible] ক্লাসে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। আর যাহারা অত্যধিক মেধাবী, তাহাদের এক এক করিয়া ক্লাস উত্তীর্ণ হইতে হয় না। একেবারেই উচ্চ প্রমোশন পাইয়া থাকে।

পূর্ব্ব আজ্ঞা আমরা যাহা গ্রহণ করিয়া ছ বলিয়া মনে করি, তাহাকেও সম্যগ্ভাবে গ্রহণ বলা যায় না। গীতার কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া নিজ প্রয়োজন লাভে বঞ্চিত হই।

'পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা—বলবান্॥'

ইহা আমাদের স্মরণ থাকিলে পারলৌকিক লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। আমরা গীতা-পাঠ করিয়া কর্ম্মাদি সম্বন্ধে যাহা বুঝি, গীতার প্রকৃত মতও সেখানে তাহা নহে। আমাদের দেহে রোগ হইলে যেরূপ নিজে রোগ চেনা যায় না এবং আমাদেরই মতন আর এক ব্যক্তি রোগ ধরিয়া দিতে পারে না, কিম্বা যেমন তেমন চিকিৎসক রোগ চিনিতে পারে না, কিন্তু সদ্বৈদ্যের শরণাগত হইলে সহজেই কঠিন রোগও ধরা পড়িয়া যায়। সেইরূপ গীতার মর্ম্মার্থও আমরা সদ্গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত বুঝিতে সমর্থ হই না।

গীতায় যে কর্ম্ম, জ্ঞানাদির উপদেশ আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধ-রহিত যে-কোনও কর্ম্মই হউক না কেন, তাহা শবদেহে অলঙ্কার পরাইয়া সাজাইবার ন্যায় অশোভনই হইয়া থাকে। বদ্ধ জীবের মানবের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না বলিয়াই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র

মোহিতাঃ।

তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা

মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

(গীতা ৪।১৬)

কাহাকে কর্ম্ম ও কাহাকে অকর্ম্ম বলে, তাহা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ কর।

ভগবদ্ভোগ্য এই বিশ্বকে এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে আমরা নিজ ভোগ্য জ্ঞান করায় আমাদের যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিজের জন্য হয় কিম্বা বড় জোর দেশের জন্য, কি দশের জন্য হইয়া থাকে। আমাদের নিজ নিজ কৃত কর্ম্ম যত আড়ম্বরযুক্তই হউক, তাহা কামনামূলে হইবেই বদ্ধ। সকল কর্ম্মের মূলেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ফলাকাঙ্ক্ষা ও আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি রহিয়াছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে যাইতেছি তাহাতে নিজে না বুঝিতে পারিলেও স্বরূপে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হইতেছে। আমাদের এইরূপ কর্ম্মের ফলে যথার্থ কর্ম্ম না হইয়া কর্ম্মবন্ধনই মাত্র লাভ হইতেছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং

কর্ম্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ

সমাচর॥"

(গীতা ৩।৯)

ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যাহা করা যায় তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়কেই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, গীতাতে ভগবান্ কর্ম্ম করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, অতএব আমরা সংসারে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। সংসারাদি-সম্বন্ধে যে কর্ম্ম, ইহা করিতে করিতেই ভগবান্‌কে লাভ করা যাইবে। শাস্ত্র কিন্তু আমরা ঠিক ইহার বিপরীত দেখিতে পাই।

চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

একসময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গাদি কামনায় এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে না হইলে সেই কর্ম্মের নিরর্থকতা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ সেইসময়ে নিজের জন্য কিছু অন্ন সংগ্রহ করিতে গোপবালকগণকে সেই যজ্ঞস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বর্গাদি ক্ষুদ্র ফলের আশায় বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণগণ গোপবালকগণের মুখে ভগবানের অন্ন যাচ্ঞা শুনিয়াও শুনিলেন না। গোপবালকগণ ফিরিয়া গেলে ভগবান্ ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি পুনরায় গোপবালকগণকে বিপ্রপত্নীদিগের নিকট অন্ন-যাচ্ঞা করিতে পাঠাইলেন। বিপ্রপত্নীগণ সানন্দে যাবতীয় চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় অন্ন-সামগ্রী ভোজনপাত্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন যাজ্ঞিক বিপ্রগণ নিজ নিজ পত্নীদিগের কৃষ্ণ-সেবাদর্শনে নিজ নিজ কর্ম্মের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং

ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।

ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে

ত্বধোক্ষজে॥

(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

আমরা অধোক্ষজ ভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং 'কর্ম্ম নৈপুণ্য' সমস্তই ধিক্!!

শ্রীসান্ত্বনা দেবী।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড —।০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —।০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক স্বরূপরূপানুগধর্ম্মপালক-প্রবর শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনাম্বয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর পাদপদ্মে প্রদত্ত

ভক্তাভিনন্দন

——:০:——

হে সকলমঙ্গলনিলয় আচার্য্যদেব! আপনিই জড়বিজ্ঞানানুশীলন ও অবিদ্যাবৃত্তি-সমাচ্ছন্ন বিশ্বের সম্মুখে বিদ্বদ্রূঢ়-বৃত্তির প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যাবিনোদ-বিলাসের ভাব উন্মুক্ত করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে আমাদের যে অমলপ্রেমবারি আমাদের কৃপাপূর্ব্বক বিতরণ করিয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। ও আপনিই মঙ্গলময় প্রভুর সেই কৃপাবারি সঞ্চয় করিয়া তাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বিতরণ পূর্ব্বক সুধীমণ্ডলীকে আনন্দিত করিতেছেন। আপনিই একমাত্র আমাদের প্রকৃত পরমার্থ-পরিচালক।

হে মহাভাগবতপ্রবর! পণ্ডিত্য আপনার দাস,—আপনার জ্ঞানই বিদ্যার চরম। আপনি সেই ভাগবতের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় এই বিদ্যানগরে বিদ্যা-বিলাসের অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই বিদ্যাপীঠে বিদ্বন্মণ্ডলী বিদ্যাবিনোদনের নিত্যাবিভাবের কথা আপনার কৃপায় প্রকটিত হউক। হে বিদ্যাপীঠ সার্ব্বভৌম বাসুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ-প্রচার পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা বা ভাগবতী বিদ্যার আশ্রয়ে বিদ্যাবিনোদের সেবা করিয়াছিলেন, আজ সেই বিদ্যাপীঠ শ্রীরূপ রঘুনাথের বাণীদ্বারা বিদ্যাবিনোদের উজ্জ্বলপথ প্রকাশ করিয়া অন্যান্যকে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম আচার্য্যরূপে আপনার শুভ অভ্যুদয়।

হে সর্ব্বমঙ্গল দুঃখকৃশ-পক্ষ আচার্য্যদেব! এই জন্মাষ্টমীতে পুনঃকালে তোমায় পরব...

তিনি তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে ভাগবতী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তের সেই উক্তি রক্ষা করিতে স্বয়ং আপনি বৈষ্ণবদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ও অসংখ্য-শাস্ত্রে দক্ষ শিক্ষক আপনাকে আচার্য্যরূপে পাইয়া সেই কথা আমাদের হৃদয়পটে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে।

হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও পরমকারুণিক প্রভো! আপনি জগতের প্রত্যেকেরই একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আপনার অনন্ত গুণরাশি ও অহৈতুকী করুণা নিশ্চয়ই সকল সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণের প্রাণের গভীরতম স্থানটিকে স্বভাবতঃ আকর্ষণ করিয়াছেন।

হে সাধুসেবা-শিক্ষকবর! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা উচ্চ সংস্কারে বঞ্চিত না হইয়া আপনার অনুগত শুদ্ধ সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যাবিনোদনের সেবায় সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া পূর্ণ সেবা লাভ করিতে পারি।

হে দীনতারণ প্রভো! আপনি নিজগুণে দয়া করিয়া কৃপা করুন, যেন আমাদের এই অপরিস্ফুটিত জীবন-পুষ্প আপনার কৃপাকিরণে প্রস্ফুটিত হইয়া আপনারই শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। ... আজ আপনার শ্রীচরণে আমরা আন্তরিক প্রার্থনা।

আপনার শ্রীচরণের ... দাস—

শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠের

সেবকবৃন্দ

সারকথা

——০——

শ্রীনাম-গ্রহণের প্রণালী কি?

...

আপনি নিরভিমান হ'য়ে দিবে মান॥

উত্তম হঞাও বৈষ্ণব হবে...

...কাকে কিছু না বলিবে॥

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।

শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়।

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।

অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে।

সদা নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ।

এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥

(চৈঃ চঃ)

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ?

ভক্ত বাঢ়াইতে ... সে জানে।

কি না করে, কি না করে ভক্তের কারণে॥

...

...কিঙ্কর হয় আপনি ইচ্ছায়॥

...

ভক্তের সমান নাহি অন্য ...॥

(চৈঃ ভাঃ)

গৌড়ীয়-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ

[illegible] নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] [illegible] রহিয়াছে।

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালী [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা। [illegible] ১৯১৩ [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল দেবশর্ম্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর। নদীয়া। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

রক্ষক [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible]

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের [illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]খালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য [illegible]

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) [illegible]মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম এ, বি এল।

২৭) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible]পাড়া (আসাম)

শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]পুর, ই, বি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible]পুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], [illegible] সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible]পুর ই, বি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবনবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং, বোম্বে ৭

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণ স্বামী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী [illegible], পুরী

রক্ষক [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালুবাজার, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) [illegible]শ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

টুংরকুল্লা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৩।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ক্লেয়ারভিল রোড,

গ্লষ্টেকেনসি টন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও [illegible]দেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাকি মণ
বাদশাহি	৬৷৹
রাজা চাল	৫৷৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৷৹
নাগরা নূতন	৪৷৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সাবেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেঙ্গুন	৩৷৹
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷৹
পেশোয়ারী	৹৲-১৹৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৹
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৷৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹—৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেঙ্গুন	৩৷৹

চিনির দর

বিকাইন, টিপপ	১৹৷৷৹
মণিপুর ১০০০ নং	১৹৷৹
মারচোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৷৹
কানপুর লাল	৭৷৷৹—৮৲

সোণা রূপারদর।

	পাকি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷৹
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪৹৷৹
নিম্নতম—	৪৹৷৹
উচ্চতম —	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময় —	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷ —৬৷৹
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৷৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৹—৫৷৹
সুজী	৬৲—৬৷৹
আটা (বি)	৫৷৹—৫৷৹
আটা নং (২	৫৷৹—৫৷৹
আটা (এস)	৫৲—৫৷৹
আটা (কে)	৪৷৹—৪৷৹
আটা নং (৩)	২৷৷৹— ২৷৷৹
পোলার্ড	১৷৷৹— ৷৹
ভুষি	১৷৷৹—১৷৷৹

ঘৃতের দর

আভরা	৫৭৲
রামসীং	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
শালিগ্রাম	৪৭৷০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাথরা	৪১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	দর পাকি হন্দর
টাটার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৷৹—৯৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৹—৮৷৹
ঐ টাটা টেস্টেড ওয়েষ্ট বীমসন সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৷৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৹—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ-	১৫৷৷০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৷০
গ্যাঃ মটকা ২৪— ৩০ গেজ	
পীস	৷৹—৷৹
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	৯৷০
প্লেট কাটিং বা ডিউ কাটা মণ	৩৷৹— ৪৲
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯ —১০	
ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০	
ষ্টিল পাটী, বোল্টু প্রভৃতি	৮৷০ ৯৷০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিট	
	ঐ ৮৷৹- ১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

টিকলের হাফমণ ৫৷৹, গার্টের হাফমণ ৬৷০

তুলার হাফমণ ৪৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত

পারিবারিক দৈব মহৌষধ

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায় !!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এইরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৷৹ ছোট শিশি ।৹ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা তেবার) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দীর্ঘ শীর্ণকায় নরনারীর একমাত্র উপায় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

তারা বার্লি

আমাদের বিশেষত্ব —

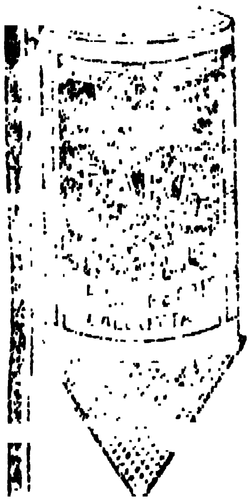

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী যৌগনে এবং সেই প্রণালীর বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যসম্মত প্রস্তুত হইতেছে। ইনিই একমাত্র বিস্কুট দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুতকারক অনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কেদার বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পুষ্ট নহে।

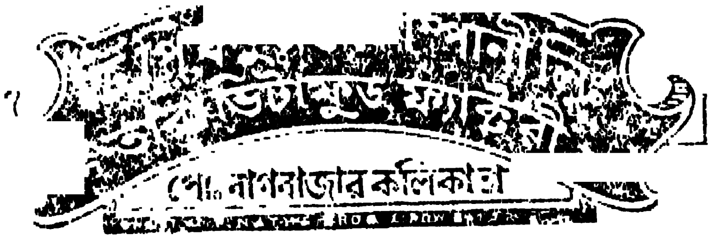

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আর কিছুকাল ১২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইন [illegible] ॥০	।০ ০	।০ ০	।০
" [illegible] ২,	১॥০	১॥০	১,
সিকিকলম ৪,	৪,	৪,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,		৬	
এক কলম ১০,			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible]	৪॥০
" [illegible] ১ ,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
" এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাক মাশুল সহ)	
ষাণ্মাসিক "	৪,
ত্রৈমাসিক "	২৬০
মাসিক "	১,
[illegible] বিশেষ সংখ্যা, বিনা মূল্যে।	

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" এবং গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১০ই জুলাই, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১১৩]

বিবিধ সংবাদ

--:(•):(•):(•):--

মন্ত্রি-প্রশ্নের মীমাংসার সম্ভাবনা

গত ৭ই জুলাই প্রাতে ঠিক ৮টার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম হইতেই মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের বিষয় আলোচিত হইতে থাকে। প্রকাশ যে, গান্ধীজী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বিভিন্ন বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির কথা বিশ্লেষণ করেন। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা দ্বারা তিনি যে মতামত গঠন করিয়াছেন, তাহার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ সকলেই গান্ধীজীর মতামত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। গান্ধীজীর বিবৃতির সারমর্ম্ম এখনও জানা যায় নাই। তবে মনে হয় যে, মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রশ্নটিকে তিনি সকল দিক হইতেই বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া বৈকাল ৫-১৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইতে বাহির হইয়া আসেন। তিনি পুনরায় আসিয়া অধিবেশনে যোগদান করিবেন। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলে।

আমুর নদীর ঘটনা

রেঙ্গুনস্থ জাপানী কনসাল এক বিবৃতিতে বলেন, আমুর নদীর সেনানফু দ্বীপের নিকট যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, গত ৩০শে জুন টোকিওতে জাপানী গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারে তাহার নিম্নলিখিত প্রকৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"গত ৩০শে জুন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় যে স্থানে সোভিয়েট রাশিয়ার তিনটি গানবোট ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সিমোনভস্কি লিটভিনভ চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট সৈন্যদের পক্ষেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা ছিল। এই চুক্তি দ্বারা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সৈন্যদল এই স্থান হইতে সরাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সোভিয়েটের এত কপট আচরণের জন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুঃখিত এবং তাঁহারা আশা করেন যে পুনরায় যাহাতে এইরূপ ঘটনা না ঘটে এবং অবস্থা আরও খারাপ না হইয়া পড়ে তজ্জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাঁহাদের সৈন্যদল সরাইয়া লইবেন।"

তিনজন সাধুকে বিষপ্রয়োগ

কান্দোয়া জিলার মান্ধাতা সাকেলে গোপালের মহান্তের তিন চেলা মনোহর গিরি, নির্ম্মল পুরী ও বিহারীপুরীকে অচৈতন্য অবস্থায় চিকিৎসার্থ খান্দোয়া বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তাহাদের পাকস্থলীতে বিষমিশ্রিত খাদ্য পাওয়া গিয়াছে। চিকিৎসকদের চেষ্টায় সাধু তিনজনেরই প্রাণরক্ষা হইয়াছে। প্রকাশ, গুরু নামে যে সাধু ঘটনার দিন পাচকের কাজ করিয়াছিল, প্রচুর অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া সে ইতোমধ্যে উধাও হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

আম্বালায় কুস্তি-প্রতিযোগিতা

সোলনের দুর্গা মন্দিরের উৎসব উপলক্ষে বাঘাটের মহারাজা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আম্বালার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। অনুষ্ঠানের কার্য্য-তালিকার মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাই জনতার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। আমেরিকার বিখ্যাত মল্লবীর হ্যানসনের সহিত পাঞ্জাবের বিখ্যাত কুস্তীগীর জিন্নাবেদের মল্লযুদ্ধ হয়। জিন্নার এই আমেরিকান মল্লবীরকে চিৎ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। বৈদেশিক মল্লবীর প্রথমে যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকেন, তাহাতে দর্শকগণ মনে করেন হয়তো বা জিন্না তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। হঠাৎ জিন্না ঐ বৈদেশিক মল্লবীরকে ভূমিসাৎ করিয়া চাপিয়া ধরেন। বৈদেশিক মল্লবীর জিন্নার বজ্র বেষ্টন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। দুই মিনিট অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, হ্যানসন চিৎ হইয়া গিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার পর গামা, রুস্তম প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লবীরগণ প্রদর্শনী মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বাঘাটের মহারাজা জিন্নাকে এই বিজয়ের জন্য অর্থ ও রৌপ্যাধার (কাপ) উপহার দিয়াছেন।

ইনসিনে শোচনীয় দুর্ঘটনা

বৈদ্যুতিক তারে হস্ত স্পৃষ্ট হওয়ার ফলে

মা সেন টিন নামক ৩৭ বৎসর বয়স্কা একটি বর্ম্মী স্ত্রীলোক তাহার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ইনসিন আসে। তাহার ভাই ইনসিনের একজন কনষ্টেবল এবং ইনসিনের পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেছে। সন্ধ্যাবেলা সে যখন তাহার ছেলে মেয়ে সহ পুলিশ কোয়ার্টারে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র টিন খ একটি বৈদ্যুতিক তার ছুঁইয়া ফেলে। সে বিষম আঘাত পায় কিন্তু তার হইতে কিছুতেই হাত ছাড়াইতে পারে না। ইহা দেখিয়া তাহার ছয় বৎসরের বোন তাহাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে সেও আটকাইয়া যায়, ইহাতে তাহাদের মাতা সন্তানদিগকে তার হইতে ছাড়াইতে যায়। কিন্তু ফল এই হইল—মাতা, পুত্র ও কন্যা তিনজনই তারে আটকাইয়া গেল। তাহাদের চীৎকারে সেখানে বহু লোক উপস্থিত হইল। একজন কনষ্টেবল ব্যাপার কি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সুইচ টিপিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলে ইহাদের হাত তার হইতে বিচ্যুত হয়। স্ত্রীলোকটি ও তাহার ছেলে মেয়েকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। ইতোমধ্যে স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয় হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাঁচ হাজার টাকার জামানত দাবী

সোনিয়া নাকভী মন্দির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এবং যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর কর্ত্তৃক ধার বরাদ্দের সমালোচনা করিয়া "মাতৃভূমি" পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ এবং লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের মন্তব্য সম্পর্কে "নব রাজস্থান" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ফলে [illegible] প্রিণ্টিং [illegible] র মালিকের নিকট হইতে দুই হাজার টাকার জামানত চাহিয়া এক নোটীশ জারী করা হইয়াছে। পত্রিকা দুইখানির মধ্যে এক হাজার টাকার জামিন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

"মাতৃভূমি" সম্পাদক হইতেছেন মিঃ পি, সি, ঘোষ, এম. এল, এ এবং রাজস্থান প্রেসের মালিক হইতেছেন মাননীয় ব্রজলাল বিয়ানী।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] ৩০
কাগজ [illegible]
[illegible]
২। [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪৲
৫। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। [illegible]
১ম খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৸০
৭। [illegible] ১০
৮। [illegible]
টীকা ১০
৯। [illegible] ১
১০। [illegible] ২৲
১১। শ্রী[illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক [illegible] (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ৷০
২২। ভজন রহস্য ১০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও [illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। [illegible] কোন পথের পথিক ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ১০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। [illegible] দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেম[illegible] ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। [illegible] ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ১০
৫০। [illegible] (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রী[illegible] ॥০
৬২। [illegible] ৷০
৬৩। সটীক [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। [illegible] ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অনটোলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য ৷০
৭৪। বৈষ্ণবইজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। থিয়েষ্টিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড [illegible] ৷০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিষ্ণুপাদ [illegible] ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

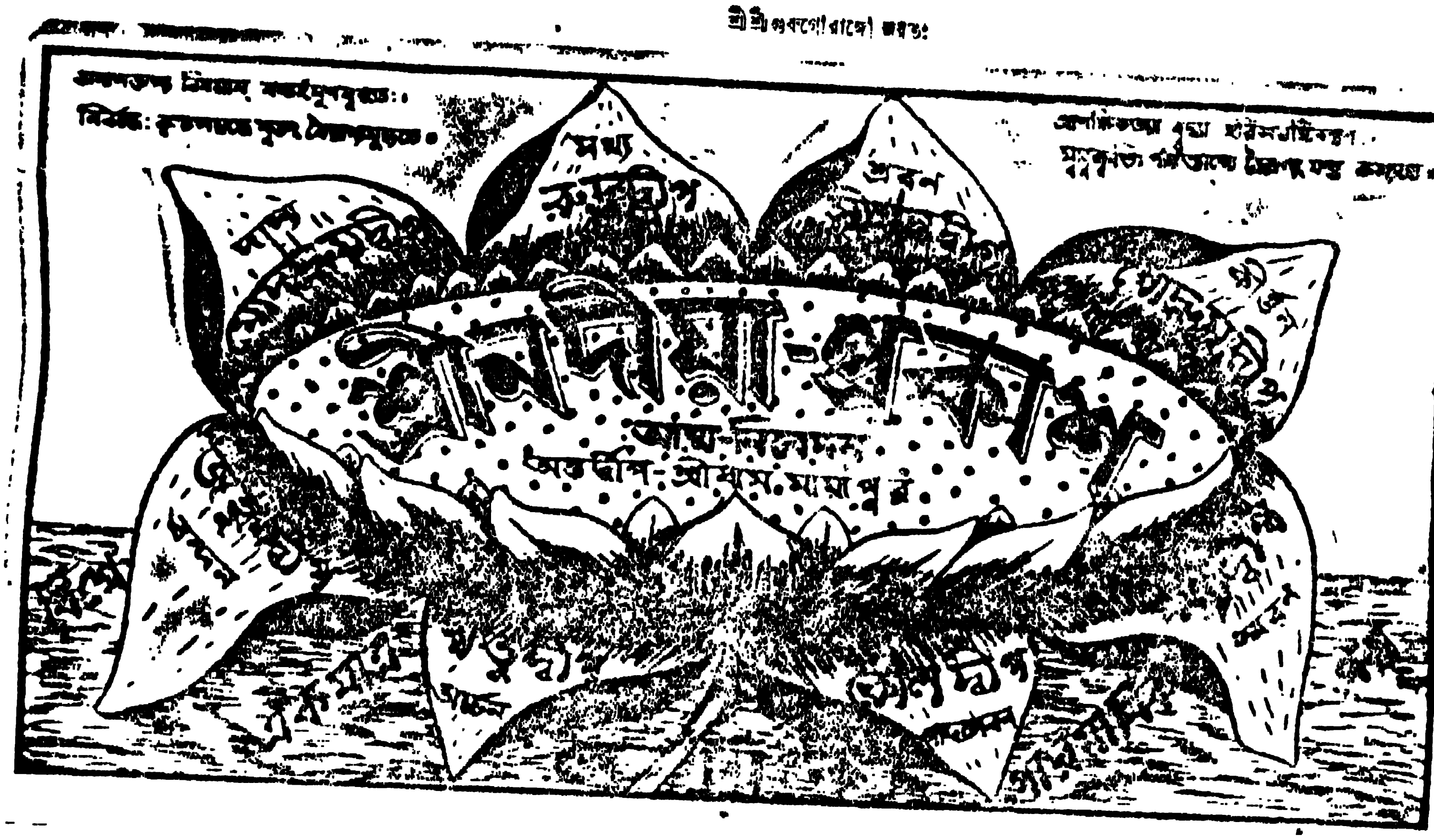

১২শ বর্ষ | ১৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই জুলাই ইং ১৯৩৭, শনিবার | ১১৩তম সংখ্যা

ঠাকুরের বিরহোৎসব

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহমহোৎসব এবার স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের চারিদিবস পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ তথায় গমন করিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

গত ৫ই জুলাই সোমবার প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় হইতে গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবিকার, পড়ুয়াগণের নিকট যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণতাৎপর্য্যপরতা ব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দজী তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

৬ই জুলাই মঙ্গলবারও পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর ঠাকুরের বিরচিত বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী সুললিত কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ মুখে শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণকর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-প্রেম বর্ণন, তচ্ছ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আনন্দ ও আবিষ্টচিত্তে সকলের নিকট স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন এবং সকল ভক্তের একত্রে কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নানাভাবে সেবাদর্শ প্রদর্শন, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববিদ্বেষী ও নিন্দক-পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্যের কথা ভক্তগণের মুখে শ্রবণে প্রভুর ভক্তগণকে আশ্বাস প্রদান ও পাষণ্ডগণের প্রতি ক্রোধাবেশ, একদা প্রভুগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রভু-শরীরে মহাশক্তিযোগ-লক্ষণ-দর্শন, তদুক্তি শ্রবণে শ্রীবাসকে প্রভুর আলিঙ্গন, ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ও বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকারাবেশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট গয়া হইতে প্রত্যাগমনকালে তমাল-শ্যামলকান্তি, নবঘনবর্ণ কিশোর-দর্শন-বর্ণন, বর্ণনকালে প্রেমে মূর্চ্ছা, বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলে ভক্তগণের প্রভুকে একত্রে প্রশংসা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

৭ই জুলাই বুধবার কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন। কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিপাদগণী গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভৃতি এবং শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিগৌরব প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। ঐদিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঠাকুরের ভক্তিমহতী জীবনী ও জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অসীম করুণার কথা উল্লেখ করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ-গোপাল ভক্তিমধুর ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকুঞ্জটী সর্ব্বক্ষণ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠীমুখে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী, জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অমন্দোদয় করুণা, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুরের অগাধ স্নেহ প্রীতি, শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীনাম প্রচারের জন্য নানাভাবে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়।

সাধ্য ও সাধন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা বদ্ধজীব, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নীচু জায়গা হইতে উপরে উঠিতে হইলে একটু একটু করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। একেবারে লাফ দিয়া উঠা যায় না। আমরা বর্ত্তমানে সাধনপথে পতিত। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে আমাদিগকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুযায়ী ক্রমপন্থা ধরিয়া চলিতে হইবে। নতুবা অধৈর্য্য হইয়া ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিলে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এ সম্বন্ধে বহু উপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা-সহকারে নিরন্তর শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিতে থাকিলে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না।"

চাতকপক্ষী যেরূপ বারিবিন্দু পাত হউক বা না হউক নিরন্তর ফটিকজল ফটিক-জল করিতে থাকে, সেইরূপ আমরাও গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে নিরন্তর নিরপরাধে নাম করিতে থাকিব ভগবানের কৃপাবারি বর্ষণ হউক বা না হউক তাঁহার অধীন। শ্রদ্ধাই সকল অনুষ্ঠানের মূল। শ্রদ্ধা না থাকিলে সবই বিফল হয়।

"যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্ত শ্রদ্ধায়।
যে করে তাহার শীঘ্র সাধন ভজন হয়॥"

সাধু, গুরু ও শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

বদ্ধজীবের প্রতি সদয় হইয়া কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ সাধকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ নামে রতি ও বিশ্বাস হইল না। শিশু যেরূপ হাটিতে শিখে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িলে আবার মাটি ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ হরিনামে রুচি না থাকিলেও বিশ্বাস রাখিয়া নাম করিতে থাকিলে একমাত্র উপায় ও ইহাতে আমাদের মনোনিবেশ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"....................প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"ভোগ্যবিষ্ট আসক্তি। কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার বুদ্ধি অবগত হইলেই, ভজন-রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। ভোগ বা ত্যাগ-পথে ভগবদ্ভক্তের কোন কথা নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বামন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

অত্যাহার

ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট সাধকের ছয়টী দোষ অবশ্য বর্জনীয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।'

এই ছয়-দোষ থাকাকালে ভক্তিসাধন সর্বদা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইকালে সাধক কোনরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাপ্রবৃত্তি-বলে বলীয়ান হইয়া এই ছয় দোষ নিরাশ করিতে হইবে। অকপটভাবে চেষ্টা করিয়া ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া উচিত। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ হইয়াছেন, তিনি অনায়াসে ইহাদিগকে বর্জন করিতে পারেন। যাঁহারা ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিষ্কপটে সাধুগুরুপদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে। তাহাদের ভক্তিমার্গে সম্যক শ্রদ্ধার অভাব আছে। নচেৎ শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইত। ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে এই অনর্থগুলি আর থাকিত না, নিবৃত্ত হইত। ছয় দোষ থাকিতে ভজন শুরু হয় না। ভজন শুরু হইলে ছয় দোষ থাকে না। ভজন-সৌধ ও ছয় দোষ নাশ পরস্পর সাপেক্ষ। দৃঢ় করিয়া সাধুগুরুর চরণাশ্রয় ধরিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, এ দোষগুলি যাইতেছে কি না? যদি আছে দেখা যায়, তবে সাধকগণের চেষ্টা আরও দৃঢ় করিতে হইবে—ইহাই ছয় দোষ ত্যাগের উপায়। ছয় দোষ ত্যাগ করিতে করিতে ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথম দোষ অত্যাহার। ভোজনপ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার জিহ্বাবেগ ও উদরবেগ অত্যন্ত প্রবল। সে তাহার জিহ্বা এবং উদর বেগের দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে। সুতরাং সে আর কৃষ্ণদাস্য করিবার অবসর কোথায় পাইবে? সে ভজন করিবার যোগ্য নহে। যখনই সে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবার জন্য কোন উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবে তখনই সে তাহার নিজ জিহ্বার বশ হইয়া তাহা আহারের জন্য লালায়িত হইবে। তাহা ঠাকুরমন্দিরে রাখিয়া দেখিলেও বস্তু বা সে আর ভগবৎসেবা করিতে পারিল না, সে কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয়সেবার জন্যই উন্মত্ত, ভগবৎসেবায় সে মনোনিবেশ করিতে পারিল না, তাহার ভজন হইল না। লোকের নিকট সে নিয়ম রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ভজন হইল না, সে ভক্তির অভিনয়ে পরাভূত হইল। আবার যদিও বা কোন প্রকারে সে রক্ষা পায়, কিন্তু বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিবার কালে তাহার লোভ অদম্য প্রবল হয়। তখন সে কেবল নিজের কম পড়িবে এই চিন্তায় আকুল। দুই বা বৈষ্ণবগণ সমস্ত লইয়া ফেলেন বা তাহার জন্য অতি সামান্যই থাকে, সে দুঃখ উদয় করিয়া সুস্বাদু মহাপ্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে—সর্বদা এইরূপ আশঙ্কা তাহার মনকে উদ্বেলিত করায় সে বৈষ্ণবসেবায় সুখ পাইল না; তাহার ভক্তের অঙ্গ সাধন হইল না। সে নিজের সেবার জন্যই ব্যস্ত, হরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় তাহার সময় হইতেই পারে না, সুতরাং তাহার ভক্তি নষ্ট হয়। যেটুকু করে, সে কেবল লোককে দেখাইয়া ভক্ত সাজিবার জন্য কপটতা মাত্র; মূলে তাহার আদৌ ভক্তি নাই। আহার-সংগ্রহে অত্যাগ্রহী হইলে আহার-পদার্থের হরিগুরুতে সম্বন্ধিত হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকাশ্যে ও গোপনে ঠিক মত ভজন হইয়া উঠে না।

কিরূপে এই দোষের পরিহার হয়? সাধুগুরুর চরণে শরণ হইয়া সদ্গুরুকরণে ভজনক্রিয়া আরম্ভ করিয়া নিজেই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদে [illegible] সে কোন প্রলোভন হয় না। সুতরাং জিহ্বাবেগ ও উদরবেগ কোনটিতে প্রভাবিত হয় না। বস্তুতঃক্রমে আহার্য প্রসাদকে যথায় নিবেদিত স্থানে নিজ ভোগবস্তু জ্ঞান না করিয়া গ্রহণ করিলে প্রসাদ সেবা হয়—আহার্য ভোগ হয় না। প্রসাদ-সেবা কারণে জিহ্বোদর বেগের প্রাবল্য আর থাকে না, তদ্দ্বারাই আমাদের ভক্তিবৃত্তি উন্নতি লাভ করে। যিনি প্রসাদ সেবন করেন তিনি উপাদেয় আস্বাদ-গ্রহণে ইন্দ্রিয় তর্পণজনিত আনন্দে বিভোর হন না; তবে ভগবান উত্তম আস্বাদ করিয়াছেন, এই জ্ঞানে সেবকোচিত অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। আর কৃত্রিমভাবে পরিমাণাদি কমাইলে তাহাতেও পরমার্থ-বিচ্যুতি ঘটে। চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতমাঙ্গ 'যাবন্নির্বাহ-প্রতিগ্রহ' নির্দেশকালে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

'অধিকো ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।'

অত্যাহার যেমন দোষ, অল্পাহারও তাহাই। নরতনু ভজনের মূল। এই শরীর অনর্থক শীর্ণ করাতে ভজন-সমৃদ্ধি হয় না, বরং ভজনের উপায়স্বরূপ এই শরীরকে অনর্থক ক্লিষ্ট করিয়া ভজনের বাধাই করা হয়। অতএব প্রসাদ গ্রহণের মাত্রার অল্পতা সাধন বা পুষ্টিকর স্বাস্থ্যপোষক প্রসাদ বস্তুর বর্জনে ভক্তিসাধনের প্রাতিকূল্য জানিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া উচিত।

'আহার' অর্থে আহরণও বুঝিতে হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর সংগ্রহে ভক্তিহানি হয়। কৃষ্ণের সংসার নির্বাহ জন্য যে পরিমাণে যে যে বস্তুর আবশ্যক তাহার সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণসেবা করায় ভক্তি ঠিক প্রাপ্য হয়। কিন্তু অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ সঞ্চয়শীলতার পরিচায়ক। সঞ্চয়শীলতা ভক্তির অনুকূল নহে। তাহাতে ভগবচ্চরণে শরণাগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি শরণাগতিমূলা। ইহা দ্বারা অহংগ্রহোপাসনা বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে। সুতরাং অত্যাহরণ একটী প্রধান দোষ। আবার অল্পাহরণও সেইরূপ। অকিঞ্চনাধিকারী ব্যক্তি অন্যের জন্য আবশ্যকীয় সকল বস্তুর আহরণ না করিলে তাহাতে আলস্য দোষ হয়। ভক্তিমার্গে আলস্য বা উৎসাহের অভাব একটি প্রধান দোষ। শ্রীল শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু উৎসাহের প্রথম স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আর উচ্চাধিকারীর বাহ্যক্রিয়ার সঙ্কোচের অনুকরণফলেও অধিকার উল্লঙ্ঘন-দোষ ঘটিয়া যায়। সুতরাং এস্থলেও 'অধিকো ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।' এই উপদেশ পালনীয়।

মূলকথা, যুক্তবৈরাগ্যই হরিভক্তির সহায়। অত্যধিক উপভোগ করিলে তাহা ভোগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্যবসিত হয়, আবার অত্যল্প গ্রহণে মর্কটবৈরাগ্য হয়, উভয়েতেই ভক্তিসাধনের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনাসক্তভাবে বিষয়সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করিয়া যথাযোগ্যভাবে গ্রহণই ভক্তিবৃত্তির উন্মেষক।

শ্যামানন্দ-গোষ্ঠী

(শ্রীভূদেব দাস অধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

গৌরমনোভীষ্ট-প্রপূরক শ্রীল রূপ-গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের অপ্রকটের পর নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়গগনে আচার্য-ভাস্কররূপে স্বয়ং উদিত এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া যাবতীয় শ্রীবৃন্দাবনবাসী, শ্রীক্ষেত্রবাসী ও শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের একমাত্র রক্ষক, আশ্রয় বা আচার্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অভয় পাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া গৌড়ীয়গণ মায়াবাদ-তাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্মার্ত সমাজ-বক্ষে নির্ভয়ে গৌর নিত্যানন্দের জয়গান করিয়া বেড়াইতেন; কারণ দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিতগণ তাঁহার সূর্যসম প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের নিকট খদ্যোতের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিলেন।

আচার্যপ্রবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিস্রোত সুদূর ভবিষ্যতে প্রবাহমান জনগণের জন্য শুদ্ধসত্ত্বময় সেবা-পথাবলম্বী অনুকূল-কৃষ্ণ কীর্তনরত ভক্তবৃন্দের মধ্য দিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত করিবার মানসে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে গৌরবাণী দ্বারা বাহিত এবং লক্ষ লক্ষ গোস্বামী গ্রন্থানুশীলন দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌড়মণ্ডলে ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু উৎকলে গৌরবাণী প্রচার করিয়া ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর সোপান উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রথমে সখ্যরসরসিক দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন; পরে মধুর-রসাশ্রয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব বা রসিকমুরারি। ইনি কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুমনোভীষ্ট-প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যগণ শ্যামানন্দী নামেও অভিহিত হন। উৎকল প্রদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৫৫২ শকাব্দার আষাঢ়ী পূর্ণিমার শেষে অর্থাৎ কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তিনি অপ্রকটের পূর্বে সমস্ত শ্যামানন্দী-গণকে শ্রীরসিকানন্দের আশ্রয়ে থাকিতে অনুরোধ ও আদেশ করেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

আপনি বুঝিয়া কর সবারে কহিল।
শ্যামানন্দ-মণ্ডলীতে টীকা সে সারিল॥
রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্ব্বজন।
সবাকারে রসিকেন্দ্র করিবে পালন॥
রসিকের আজ্ঞা কেহ না করিবে ভঙ্গ।
রসিক বিমুখ যে, সে নহে আমা সঙ্গ॥
(রসিকমঙ্গল)

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর অপ্রকটে ভক্তগণ অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। শ্রীল রসিকানন্দের বিলাপ বর্ণনাতীত। আদর্শ গুরুসেবকের বিলাপে পাষাণ বিগলিত হয় এবং শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা জগতে প্রচার হয়। ব্যাঘ্র বিলাপে অজ্ঞগণ মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাতে রুষ্ট হন। কপট বিলাপেরই নামান্তর ব্যাঘ্র-বিলাপ।

শ্রীশ্যামানন্দ বিরহে রসিকের বিলাপ

অষ্টাদশ বৎসরের যখন সে আমি।
তখন দর্শন দিলা শ্যামানন্দ স্বামী॥
বিংশতি-বৎসর সেবা করিনু চরণে।
এবে একা করি' প্রভু গেলা নিজধামে॥
যাঁহার পরশে হৈলা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি।
যাঁহার দর্শনে সবে হৈলা শুদ্ধমতি॥
যাঁহার কৃপায় হইল অবিদ্যা খণ্ডন।
যাঁহার অনুগ্রহে ভববন্ধ-বিমোচন॥
যাঁহার প্রসাদে হৈল, পুলক, স্বেদাদি।
ছাড়ি' নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদি॥
হেন প্রভু ছাড়ি' গেলা, না দেখিব আর।
এবে শূন্য হৈল মোরে সকল সংসার॥
কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গ দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া॥
কার সঙ্গে করিব মুঁই তীর্থ-পর্যটন।
কে মোরে সঙ্গেতে লইয়া যাবে বৃন্দাবন॥
আর না দেখিব সেই চরণদুখানি।
এত বলি' রসিকেন্দ্র পড়িলা ধরণী॥
কাহারও প্রবোধে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নিশি দিশি ধারা বহে সে দুই নয়নে॥
রসিকের অনুরাগ কহনে না যায়।
শ্যামানন্দ-বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয়॥
(রসিকমঙ্গল)

গুরুদেবের মনোভীষ্ট-প্রচারের জন্য তাঁহাকে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে হইল। শ্যামানন্দিগণের নিকট গুরুদেবের শেষবাণী প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্যামাপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গদাসী এই তিন ঠাকুরাণীকে শ্যামসুন্দরপুরে একত্র থাকিবার জন্য গুরুর আদেশ নিবেদন করিলেন।

শুনিয়া সবার বাক্য শ্যামাপ্রিয়া মাতা।
রসিকের সুখ যাতে সে মোর উচিত॥
শ্যামানন্দ-গোষ্ঠীর সে কুলদীপ্ত চন্দ্র।
আর সব অধিকার দিল শ্যামানন্দ॥
তাঁহার বচন আমি ভাঙ্গিব কেমনে।
চল যাব সেই স্থানে রসিক-বচনে॥
(রসিকমঙ্গল)

এই তিন ঠাকুরাণী শ্যামসুন্দরপুরে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন বড় ঠাকুরাণী রসিকানন্দকে বলিলেন,—"বৎস! আমাদের জন্য এই গ্রামে তিনখানি বাসভবন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। আমরা একত্রে থাকিলে পরস্পরে বিবাদ হইতে পারে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "গুরুর আদেশ— আপনারা পরস্পরে বিবাদ করিবেন না। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিলে বা অন্যত্র গমন করিলে শ্যামানন্দিগণ কেহই আপনাদের সেবা করিবে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্যামাপ্রিয়া ঠাকুরাণী রসিকেন্দ্রের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া একটি দল সৃষ্টি করতঃ ইহাদের বিরুদ্ধে শ্যামানন্দিগণের নিকট এক প্রতিবাদ-পত্র উপস্থিত করিলেন। তাহাতে শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু-পরিবারে ও রসিক-উপাসিত সম্প্রদায়ে মহাদুর্যোগ উপস্থিত দেখিয়া রসিকানন্দের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। এমন কি, দুর্জ্জন তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিল।

ঈশ্বর হৈলা অন্তর্দ্ধানে অলক্ষণে।
এখানে রহিতে আর নাহি লয় মনে॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে মহোৎসব হৈবে।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠী আর এথা না আসিবে॥
এ সব বিরোধী প্রভু গেলা রাজস্থানে।
কহিল সকল প্রভু রাখিয়া নিয়মে॥
রামচন্দ্র ধল শুনি' করিল হেলন।
কোধন্দ এথা হৈতে করিল গমন॥
শ্যামানন্দ-পাট ভঙ্গ হৈল [illegible]।
প্রাণ লৈয়া টানাটানি দেশত্যাগ হবে॥

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পাট কলঙ্কিত করিবার জন্য দুষ্টগণ বহু চেষ্টা করিতেছে। শ্যামানন্দী বলিয়া পরিচয় দিলেও যাহারা শঠ, দুষ্ট এবং গুরুদ্রোহী; এই কথা রামচন্দ্র ধল শুনিল না, সুতরাং তাহার সমস্ত গর্ব্ব নষ্ট হইবে। দুষ্ট-সমর্থনকারী রামচন্দ্র ধল বিচার করিল, শ্যামানন্দ প্রভুর দুই অঙ্গ স্বরূপ দুইপক্ষ; এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার করা উচিত নহে। এ সময় কোন পক্ষ অবলম্বন না করাই শ্রেয়ঃ। দেখা যাক্ কোন পক্ষের জয় হয়।

শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু তাঁহার রাজ্যের মধ্যে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না; ভক্তের অপমানে বড়ই ব্যথিত হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের অপমান সহ করেন না। পাপিষ্ঠ রামচন্দ্র ধলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল; তাহা দেখিয়া তাহার পুত্র শ্রীল রসিকানন্দ-চরণে পিতৃ অপরাধ স্মরণ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহতের চরণে অপরাধ হইলে নিস্তার পাইবার আশা নাই, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। যেখানে স্ত্রী-নায়ক, বেত নায়ক ও বাল বা মূর্খ নায়ক সাধুগণ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দরপুর পরিত্যাগ করিয়া গোপী-বল্লভজীর মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান করিলেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শিষ্য কিশোর-দাস। তিনি [illegible] শেষে দুষ্ট লোকের [illegible] রসিকের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। মৃত্যুকালে কিশোরদাস নিজে যে শ্রীল রসিকের চরণে অপরাধী, তাহা সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিলেন এবং রসিকানন্দের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া শান্তিতে মৃত্যু বরণ করিলেন। শ্রীল রসিকানন্দের প্রধান শিষ্য নয়নানন্দ, তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধামোহন, [illegible] গোবিন্দ-নারায়ণ, শ্রীমদ্ [illegible] বিদ্যাভূষণ প্রভু। এই শ্যামানন্দী গোষ্ঠীর [illegible] অপরাধিগণ আপনাদিগকে শ্যামানন্দী বলিয়া প্রচার করিলেও তাহারা নারকী ও গুরুদ্রোহী।

সাধ্য ও সাধন

(শ্রীমতী সুষমা দেবী)

আমরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সাধ্য ও সাধনের নির্ণয় করিতে গিয়া প্রকৃত বস্তুর নির্ণয় হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকি। প্রাচীন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে [illegible] নামক এক [illegible] ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে সাধ্য এবং সাধন তাহা জানিতেন না। প্রতিদিন তিনি নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন কিন্তু কলিযুগে সাধনের প্রধান অঙ্গই যে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহা তিনি যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি সাধনের অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করিয়াও চিত্তে শান্তি পাইতে-ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সাধ্য সাক্ষাৎকার অভাবের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত হইয়া অশান্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি নিজে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতে-ছিলেন না, পরন্তু এমন কোনও লোক দেখিতেছিলেন না, যাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় ছেদন করিতে পারেন।

এইরূপভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, এক দেবমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন,—"হে বিপ্র তুমি চিন্তা না করিয়া নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর। তিনি মনুষ্য নহেন—সাক্ষাৎ ভগবান্; [illegible] জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার শরণ লইলে তিনি তোমাকে সাধ্য-সাধন-বিষয়ে উপদেশ দিবেন।" স্বপ্নে মহাপ্রভুর বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট গমন করিয়া অতি দীনভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন "তুমি কৃষ্ণ-ভজন করিতে চাহিতেছ, ইহা তোমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু ভগবদ্ভজন নিজ চেষ্টায় করা সম্ভব নহে। সর্ব্বদা যুগানুসারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ ভক্তকে যুগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। চারিযুগে চারিপ্রকার বিধান দেখা যায় সত্যযুগে ধ্যানযোগীদের দ্বারা ভগবানের আরাধনা হইত, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণু উপাসনার বিধি ছিল, দ্বাপরে ভক্তগণের দ্বারা ভগবৎ-উপাসনা অর্চ্চন হইত কিন্তু কলিকালে একমাত্র হরিনামসঙ্কীর্ত্তনই সাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া ভাগবতাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং, কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি পায় পার॥

গুরুপ্রেমী ব্রাহ্মণ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে সাধ্য সাধন-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া পরম কৃতার্থ হইলেন। আমরা অনেক সময় আমাদের স্বভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামই যে সাধনের প্রধান অঙ্গ, তাহা শুনিয়াও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের যে একমাত্র হরিনামই সাধ্য ও সাধন তাহা জানাইয়া দিতেছেন, তবুও আমাদের চিত্ত সাধনের নানারূপ কর্ম্ম প্রণালী গ্রহণের জন্য ধাবিত হয়। আমরা সমস্ত দিবস বৃথাকথা এবং গ্রাম্য-বার্ত্তায় দিন অতিবাহিত করিয়া দিনান্তে দুই একবার মালা ফিরাইয়াই হরিনামকে কৃতার্থ করিয়া দেই এবং নামে দোষারোপ করিয়া বলি, কৈ, এতদিন ধরিয়া হরিনাম করিতেছি কৈ আমার উপকার তো কিছু হইল না। অনর্থপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে আত্ম-বঞ্চনা [illegible] পাপ থাকায় আমরা পরোক্ষ কামনায় [illegible] আমাদের প্রীতি হইতেছে কিনা তাহা না দেখিয়া নিজের কোন সুবিধা হইতেছে কিনা তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সাধনের অভাবে অনর্থগুলি যেরূপ সাধ্যাপ্ত হইতেছে, হরিনাম-সাধন কিন্তু ঐরূপ নহে। [illegible] সাধনে অঙ্গ হইতে অঙ্গের পৃথক্ সত্ত্বা নাই। সাধ্য ও সাধন একই বস্তু। কলিকালে নিরন্তর জপ করিয়া [illegible] করিয়া, ঐরূপ [illegible] হইতে সতর্ক করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"[illegible] 'নামে' সাধন-বুদ্ধি করি'।
[illegible] অপরাধে মরি॥"

([illegible])

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]
[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রক্ষক [illegible]

(২ শ্রীগৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। [illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] দেবশর্মা [illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) [illegible] পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া। ইহা [illegible] শ্রী[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ
শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] নদীয়া)
এখানে [illegible] ঠাকুরের [illegible] শ্রীমাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

শ্রীনাথদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীমায়াপুরের পূর্ব্ব নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible]

(১৯ একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible], ঢাকা।
[illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible] (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক—[illegible] অধ্যাপক [illegible] বি, এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম
[illegible] (আসাম)
শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ [illegible], ই, বি, পি
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড
(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা
রক্ষক শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।
রক্ষক শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল [illegible]

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক শ্রী[illegible] ভক্তিরত্ন

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়
৩৩নং [illegible] রোড,
[illegible]টন
লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রাকৃত [illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible] সম্পাদিত ও
মহোপদেশক [illegible] শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁক তুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ইকাইন, টাইপ	১০॥/০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible]রেতোরা সাদা	৯.০
[illegible]নপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৭।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
স্পাঙ্কোহেন ঐ	৬৲—৬৵০
হাইমণোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলার্ড	১॥৵০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

[illegible]ভগা	৫৭৲
[illegible]মসাতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
[illegible]ষা	৪৫৲

দার্জিলিং	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাবরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাঝারি	৮৸৵০—৯।০
ঐ বেশ মাঝারি : ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৮৸৵০—৯।০
এক্সেল আয়রণ কোনা	৮৸০—৯

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ ঝটক ২৪—৩০ গেজ

শীস	৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৮৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাটী, বোল্ট গরাদে	৮।০—৯।০
গোল বড় রি-রোলড ও কনক্রিটের জন্য	৮৸০—১১৲

মুঃ ইস্পাত আসল ৩১৲, নকল ২২৲

দস্তিকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৩॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৬৲
বিটিস আদেন করকচ	৪০৲
কর্ণাটি প্রবাদিন ফাইন	৪৩৲
চাষগা লাগা	৫৭৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকা মাল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুট পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত
পরীক্ষিত দৈব মহৌষধ।

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, শূলবেদনা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৷৷০ ছোট শিশি ৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাব্যভূষণ।

(ঢাকা ফরাস) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাতবৎসরও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বালকবৃদ্ধ সকলের পক্ষে ... আবশ্যক। ... বাজারের এবং ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের আতঙ্ক রয় কিনা। ... বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভবানীচরণ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের অভ্যুদয় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থের ক্রমানুসার শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] ইংরেজী ভাষায় [illegible] ... [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] এবং [illegible] ... [illegible] এই বিরাট [illegible] ... [illegible] ... [illegible] আলোচনা। [illegible] ... [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত [illegible] (Foreward), [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), [illegible] ... Index Glossary [illegible] গ্রন্থখানি [illegible] ভিক্ষা—১২, পনর টাকা [illegible] গোস্বামী [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
[illegible]	৷৵০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চ ২৲	১৷০	১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৪৷০
" সিকি কলম ১[illegible]৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক [illegible]

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর-পালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible] একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১২ই জুলাই, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১১৪]

বিবিধ সংবাদ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট

ফুটবল খেলায় প্রতিযোগিতা

[illegible] ইংরেজী [illegible] 'Thakur Bhakti Vinode Institute League running Cup" খেলা আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত Running Cup ইংরেজী ১৯৩৫-৩৬ সালের বা বর্ত্তমান দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। একমাত্র এই বিদ্যালয়ের কয়টী ছাত্রদলেরই খেলা হইবে। এই বিদ্যালয়স্থ শ্রেণীসমূহের মধ্যে পরস্পর এই প্রতিযোগিতা হইবে।

বিভিন্ন দলের খেলার তারিখ গত ৬ই, ৭ই, ৯ই, ১১ই, ১৩ই ও ১৪ই জুলাই। বিশেষ বিবরণ যথাসময়ে জানান হইবে।

বিনীত নিবেদক—

৭ই জুলাই } সম্পাদক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
শ্রীমায়াপুর } ইন্ষ্টিটিউট, ফুটবল লীগ।
নদীয়া

ইউরোপে শান্তির আশা

গত ৭ই জুলাই কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরকালে মিঃ ইডেন বলেন যে, শুক্রবারে নিরপেক্ষতা কমিটির বৈঠকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নূতন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন না। এই কথার অর্থ হইতেছে এই যে, বৃটেনের প্রস্তাব জার্ম্মাণী অগ্রাহ্য করিয়াছে, কাজেই বৃটেন অন্য কেহ নূতন প্রস্তাব আনে কি না তাহাই লক্ষ্য করিবে। বর্ত্তমানে চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। [illegible] অপসারণের প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে, [illegible] কোন শক্তিই [illegible] অবলম্বন করিবে [illegible] বলিয়া মনে হয় না। [illegible] বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে [illegible] স্থাপিত হইয়া [illegible] [illegible] চালাইতেছেন [illegible] [illegible]।

রয়েল কমিশনের সুপারিশ

গত ৭ই জুলাই রয়েল প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে রয়েল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় [illegible] অবস্থায় [illegible] হইবে [illegible] [illegible] অবলম্বন করা হইয়াছিল। [illegible] কয়েক দিন ধরিয়া যে [illegible] উত্তেজনা [illegible] বাড়িয়া চলিয়াছে, [illegible] চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। [illegible]

করিলে তাহার [illegible] প্রতিরোধ করিতে পারে, এই সম্ভাবনা [illegible] দুটি বাহিনী [illegible] পুলিশ বাহিনীর [illegible] [illegible] সুযোগ দেওয়া হয়। [illegible] আরব [illegible] পুলিশকে [illegible] থাকিবার [illegible] আদেশ দেওয়া হয়।

রয়েল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়া [illegible] গত ৭ই জুলাই এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা বেতারযোগে দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করা হয়।

'রিয়াসৎ' পত্রিকার জামিন বাজেয়াপ্তের আদেশ

লাহোর গবর্ণমেন্ট 'রিয়াসৎ' পত্রিকার ৩ হাজার টাকা এবং রিয়াসৎ প্রেসের ১ হাজার টাকা জামিন বাজেয়াপ্তের আদেশ দিলে উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারী [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেন। উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] হাইকোর্টে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বৃদ্ধি

[illegible] খবর প্রকাশ যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী সেনাদের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। মাদ্রিদের [illegible] সরকারী সেনাদল যখন [illegible] নিকটে অগ্রসর হইতেছিল [illegible] বাধার সৃষ্টি। সরকারী সেনাদল [illegible] বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] অবস্থা [illegible] অস্থির হইয়াছে।

[illegible] যে, তাহারা মাদ্রিদ, [illegible] এবং [illegible] দক্ষিণদিকে [illegible] নূতন স্থান দখল করিয়াছে। [illegible] [illegible] বিমানে বিমানে [illegible] প্রবল [illegible] আক্রমণ [illegible] হইয়াছে।

স্যার ফিরোজ শেঠনার প্রতিবাদ

আন্তর্জাতিক [illegible] কংগ্রেসের সভাপতির নিকট [illegible] ছাত্রদের [illegible] [illegible] স্যার ফিরোজ শেঠনা [illegible] [illegible] [illegible] সমালোচনা করিয়া এবং ঐ প্রকার [illegible] [illegible] বন্ধ করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

[illegible] ছাত্রদের [illegible] [illegible] [illegible] অভিনন্দন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই সকল [illegible] [illegible] [illegible] সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া মনে হয় না। [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছে, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

উপসংহারে স্যার ফিরোজ শেঠনা লিখিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত দেশের [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়, [illegible] [illegible] দৃষ্টি দিবেন বলিয়া স্যার ফিরোজ শেঠনা আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ৯০
প্রথম [illegible] পঞ্চম স্কন্ধ [illegible] — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। [illegible] ৬
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible]; ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড— ৷৵০
৪র্থ খণ্ড— ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড— [illegible] ৩য় খণ্ড [illegible]
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible] ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible] ১৲
১৩। হরিনাম চিন্তামণি [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ।০
১৬। [illegible] ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible]
১৮। দ্বাদশ আলবর
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি [illegible]
২০। [illegible] গৌরব ।০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।০
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
২৪। গীতা ([illegible])
২৫। গীতা ([illegible])
২৬। [illegible]
২৭
২৮। ভক্তমাল ([illegible])
২৯। প্রেমবিবর্ত [illegible]
৩০। [illegible]
৩১ [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]
৩৪। [illegible]
৩৫। শ্রীহরিনাম [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ [illegible] খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমের কলিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক '০
৪৬। অর্থপঞ্চক '০
৪৭। [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী ([illegible]) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
[illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible] ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য [illegible] ।০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ॥০
৬৬। গৌড়ীয় [illegible] ⁄
৬৭। [illegible] ৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
৭৪। বৈষ্ণবধর্ম
[illegible]
৭। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১২৲

[illegible] প্রকাশিত

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮০ [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শ্রীচৈতন্য [illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন —[illegible] শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে প্রকাশিত করা
হইয়াছে।

—১৯২—

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
৬৲ টাকা।

১২শ বর্ষ | ১৯ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই জুলাই ইং ১৯৩৭ | সোমবার | ১১৮তম সংখ্যা

গোদ্রুমে মহামহোৎসব

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিরহতিথি-পূজা

গত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ত্রয়োবিংশ বিরহ-মহামহোৎসব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতমাধস্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সপার্ষদ সাক্ষাদ্ উপস্থিতিতে এবং তদীয় কৃপানির্দ্দেশে মহাসমারোহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস ঊষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গদাধর গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমামুখে শ্রীগুরুবন্দনা, 'গুর্ব্বষ্টকম্' প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলে পর উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার মহোদয় 'উদিল অরুণ পূরবভাগে' গীতিটি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী গায়কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ দশকম্", 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর', 'কিরূপে পাইব সেবা' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরমপ্রিয় 'প্রভুপাদ-পাদপীঠ'-কাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'বিরহ ও বন্দনা' বিষয়ে আবেগময়ী ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎ-সম্পর্কে তিনি স্বানন্দসুখদকুঞ্জ কি, ধামবাস ও কৃষ্ণনাম কাহাকে বলে, শুদ্ধভক্ত ও মিছাভক্তের পার্থক্য, শ্রৌতপথের অনাদরকারীর ঠাকুরের দর্শন ও কৃপা লাভে অসামর্থ্য, নবধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বোপরি আত্মনিবেদনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, আত্মনিবেদন ব্যতীত শ্রবণ হয় না, শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন হয় [illegible] আত্মনিবেদন-কারীই নবধাভক্তির যাজন করিতে পারেন, ঠাকুরের বাণী ও ঠাকুরকে যাহারা [illegible] দৃষ্টিতে দেখে, তাহারা ঘোর নারকী, গুরুদেব ও তাঁহার সেবককে হিংসা করিলে তাহার নরকপাত অবশ্যম্ভাবী, গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনকারী অপরাধী, সুতরাং তাহার মুখে শ্রীনাম উদিত হন না, গুরুদ্রোহী, বৈষ্ণবাপরাধী ও পাষণ্ড ব্যক্তিকে যে বৈষ্ণব বলে, দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে তাহার সঙ্গ যে পরিত্যাগ না করে, সেই ব্যক্তিও নারকী ও বৈষ্ণবাপরাধী। বক্তৃতার মধ্যে "যশোমতীনন্দন"-পদটী কীর্ত্তিত হয়; বক্তৃতান্তে পঞ্চতত্ত্বের নাম-কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ ভক্তিসুধাকর প্রভু, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন অবসর-প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতরত্ন, শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র বসু প্রভৃতি সহ কলিকাতা হইতে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুভ-পদার্পণ করেন। মৃদঙ্গ করতালের উচ্চ ধ্বনি, আচার্য্যপাদপদ্মের জয়ধ্বনি ও সমবেত শত শত ভক্ত ও সজ্জনের উৎকণ্ঠাযুক্ত প্রতীক্ষার মধ্যে গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শুভাগমন করিলেন। 'স্বানন্দসুখদকুঞ্জ' রক্ষক শ্রীপাদ ভগবদ্দাস ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকুঞ্জপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তদাদেশানুসারে ভক্তগণ 'পঞ্চতত্ত্ব' নাম কীর্ত্তন করেন। তদীয় আজ্ঞাক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমণ হয়। অতঃপর তিনি প্রাঙ্গণে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোর-সিদ্ধান্তসরস্বতীর সহজাবস্থায় স্থিত হইয়া শ্রীল ঠাকুরের বিরহাত্মক-গীতি 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী [illegible] কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর তিনিই 'রাধিকাচরণপদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম' পদটীও কীর্ত্তন করেন। তদীয় কৃপানির্দ্দেশে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাবিকারানন্দজী "রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা" এবং শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী 'হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন। বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ" গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

এদিকে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণ মিলিত হইয়া নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির্গত হন। সংকীর্ত্তনবাহিনী পথমধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমামুখে গোদ্রুমস্থ গোলোকগত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিস্থল, অতঃপর 'সুবর্ণবিহার' এর অন্তর্গত পথসমূহ পরিক্রমাক্রমে ১১॥ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ রাধানাথ ও রাগালঙ্কার প্রভু নগরকীর্ত্তনের মূলগায়ক ছিলেন। ১১॥—১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু ভোগারাত্রিক গীতি কীর্ত্তন করেন। ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৬।৭ শত ভক্ত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের আরাত্রিক ও পরিক্রমান্তে ৭॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। রাত্রি ১০—১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের হরিকথা কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হয়। উৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ অন্নদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে এবং শ্রীপাদ শ্রীদামদাস অধিকারী ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবানুকূল্যতায় উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

উৎসবোপলক্ষে যে সকল ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী [illegible] ভক্তিময়ূখ, শ্রীপাদ [illegible] গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ [illegible] কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃতিরত্ন,

অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

পাঞ্চরাত্রিক অধিকারী

[illegible]

এবং পঞ্চম [illegible] জ্ঞান। বাস্তবিক জ্ঞান [illegible] নহে এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান [illegible] নহে।

[illegible]

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-চিহ্ন ধারণ এবং [illegible] উক্ত [illegible] পুণ্ড্র ধারণ করিয়া তিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস [illegible] অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণু-[illegible] বৈষ্ণব [illegible]। অর্চনের মধ্যম বৈষ্ণব-[illegible] —

[illegible] নাম মন্ত্রো

[illegible] পঞ্চমঃ।

[illegible] ॥

[illegible] নাম, বিষ্ণুমন্ত্র, ও বিষ্ণুযাগ এই [illegible] বৈষ্ণব [illegible] একান্তিক মহাভাগবত [illegible] মধ্যম বৈষ্ণব [illegible]। [illegible] বলেন,—

[illegible] কামকঃ।

[illegible] ॥

[illegible] নাম, মন্ত্র [illegible] এবং [illegible] বৈষ্ণব [illegible] সম্পাদন করিয়া [illegible] করিতে [illegible] এক [illegible] সমর্থ হন। [illegible] —

মহাভাগবত [illegible]

[illegible]।

[illegible]

হরিঃ॥

[illegible]

[illegible]॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]।

[illegible]

[illegible]

মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্ব্বযজ্ঞেষু

দীক্ষিতঃ।

[illegible] ॥

[illegible] বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।

[illegible]

বৈষ্ণবঃ॥

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে মহেন্দ্র কল্পের একপ [illegible] উদ্ধার করিয়াছেন।

[illegible] যোগো [illegible]

[illegible] ভক্তিলক্ষণং [illegible]॥

ভগবদারাধনেচ্ছায়া নবধা ভজতে শুচি।
নবকর্ম্মবিধানেন বিপ্রঃ [illegible] শুচি॥

১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নাম-সংকীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবপূজা। হে শুভে! এই নবটীকে ইজ্যা বলে। এই নবকর্ম্ম-বিধানে ভগবদর্চ্চন ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা নিত্য জানিতে হইবে। শ্রীজীবপ্রভু অর্থ-পঞ্চক ব্যাখ্যায় একপ লিখিয়াছেন।

অর্থপঞ্চকচিহ্নঃ—উপাস্য শ্রীভগবান, [illegible] জীবাত্মা [illegible]। তত্ত তন্মধ্যে [illegible] এক [illegible] পুরুষোত্তমবিশেষাস্ক-[illegible] ॥ বৈকুণ্ঠাদিপতিদেবো বা [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] সংজ্ঞান্তঃ [illegible] সচ্চিদানন্দরূপঃ। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শাস্ত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

[illegible]

যদা যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥
ভক্তিরেষৈব হ্যেষা যস্মিন্ শ্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥

সুতরাং উভয়তোই পারমার্থিক অধিকারের সংরক্ষণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পারমার্থিক মহাভাগবত [illegible] সাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসম্মত, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা বলেন না।

কবে এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিবে

(শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী।)

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত [illegible] বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মালিক [illegible] স্ত্রী, পুত্র, পশু, পক্ষী, গ্রাম, [illegible] [illegible] অধ্যাসে [illegible]

অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরির সেবা। ভোক্তার যত্ন আরাম নাই। সেখানে স্ত্রীপুরুষ বা [illegible] [illegible] নাই। সেখানে সকলেই একজাতীয়, প্রকৃতি বা সেবা। [illegible] সকলের [illegible] [illegible] মূঢ় জীবকুলকে [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ পরিচয় দিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-
র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-
র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

যুগযুগান্তরের স্বরূপভ্রষ্ট জীব এক মহাভুলের জন্য কর্মের নাগরদোলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কতই না কষ্ট পাইতেছে। প্রতি জন্মে, জন্ম ও মরণ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আদি বিবিধ জ্বালায় জর্জরিত হইতেছে। অথচ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মুক্তির জন্য প্রাণ তাহার কতই না ব্যাকুল করিয়া উঠিতেছে। মহতের কৃপালিঙ্গ না হওয়ার দরুণ সে যতই নূতন নূতন পন্থার আবিষ্কার করুন না কেন, শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও এই ত্রিতাপ জ্বালার হস্ত হইতে মুক্তির কোন সন্ধানই পায় না। আরোহবাদের প্রণালীতে চেষ্টা করার ফলে সব চেষ্টাই তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়।

মুক্তির দ্বিতীয় কোন রাস্তাই নাই, নিখিল রসামৃত শ্রীভগবানের সেবা করা ভিন্ন। এই নিত্য [illegible], আমার নিত্য প্রভুর। আমি যে মহা [illegible] আকার হইয়া পড়িয়াছি, ইহার মূল কারণই হইয়াছে প্রভুর [illegible] চাকর হইয়া, [illegible] করিয়া ফেলিয়াছি, এখনও করিতেছি। কত যে ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু রোগ নিরাময় হওয়ার পরিবর্তে বাড়িয়াই চলিল। ইহা স্বাভাবিক, কারণ ব্যাধি [illegible] [illegible] যাহা ইচ্ছা তাহা একটি [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিলে [illegible] লাভ [illegible] হইবে। তাই সাধুর আমাদিগকে [illegible], রোগের মূল কি তাহা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible], যে সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] বস্তু হলেও [illegible] কর্ম মনসা গিরা।
[illegible] স্বস্থাবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

[illegible] [illegible] [illegible] উক্তি [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] হইলে আর চিরকালই [illegible] থাকিবে, মুক্তির কোন রাস্তা [illegible] পাইবে না।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] মুক্তা হি মতঃ।"

[illegible]

[illegible] দয়াময়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বরূপের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তস্করের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। মুখে কিন্তু কপটতা করিয়া বলিয়া বেড়াই, সদ্গুরুর চরণাশ্রিত হইয়াও আমার সুবিধা হচ্ছে না কেন? কিন্তু একথা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না যে, সদ্গুরু আমাকে কোনদিনই বলেন নাই বা বলিবেন না—'তুমি তস্করের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীভগবানকে পাইবে। ভগবান্ পাড় দিতে সমর্থ হইবে'।

দয়াময় [illegible] [illegible] কথা দূরে থাকুক, আমি যখন যখন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মালিকের বস্তু [illegible] [illegible] [illegible] নিজভোগে লাগাইবার [illegible] মালিকের পকেট হাত দিতেছি এই প্রকারে [illegible] পকেটমারের মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমি মনে মনে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাপড়, পকেটমারের কার্যকে [illegible]

[illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible]

আগুনের কাছে জল চাওয়ার ন্যায় অন্যাভিলাষ ও [illegible] [illegible] [illegible] থাকিয়াই মুক্ত বা স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইব ভাবিতেছি। কৃষ্ণের বস্তুকে মধ্যপথে আত্মসাৎ বা পকেটস্থ করিয়া ফেলি। তাহাদের রক্ষক নিজের মাথাতে তুলিতেছি, পিতা, বন্ধু, ভাই, পুত্র, পতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বাধিত হইতেছি; শুধু সাজিতেই সাধ্য হইতেছে না, চিরকাল জন্মজন্মান্তর ঐ মোহজালেই আবদ্ধ থাকিব মনে ভাবিতেছি।

[illegible] [illegible] যখন ভাগ্যক্রমে তাহার ভুল বুঝিতে পারে তখন তাহা সংশোধন করিবার জন্য [illegible]। কিন্তু আমার এই মহাভুল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এতে এতই [illegible] [illegible] আছে যে মনে হয় এই মোহনিদ্রা [illegible] থাকিলে যেন যুগযুগান্তর কাটিয়া যায়। [illegible] মহাজনী ভাষায় [illegible] না করিয়া স্বপ্নের [illegible] জীবনটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—'স্বপন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃপা ভিখারী হইয়া [illegible] পারিবে—

"[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] সময়।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥"

কবে তোমার সেই সুদিন হইবে!
কবে তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিবে!

সোদপুরে মহামহোৎসব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপাদ কৃষ্ণকারণ [illegible] ভক্তিমণ্ডল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিকমল, [illegible] [illegible] দাসাধিকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাসাধিকারী [illegible], [illegible] [illegible] দাসাধিকারী, [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] দাসাধিকারী [illegible], [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম. এ., শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী [illegible], শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] চৌধুরী [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধারমণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রতিপাদকরে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে। রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)। এখানে ঔ বিধু ... শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিদাস অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১২) মোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক শ্রীজয়গোপাল দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হিন্দীতে পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীপাদ ... চরণ রায় ভক্তিবিজয়।

শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল অধিকারী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্পৎ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপালি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পালংগ্যাট, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীনরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮২নং ক্ষরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীবনীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীমাধবজী ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ.

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডাব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ও মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এতোয়েজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাদ্রাজ	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴০
মরিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারকোরা সাদা	৯৷০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

পাতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫ ৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম –	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রাপ্ত মণ	৬৷০—৬৷৶০
স্নোফেক ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এম)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৯৷০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাবরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর পাতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৮৸৶০—৯৷০
ঐ বে মাকা হালকা ওজন	৭৸৶০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বা মসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৬—৩০ গেজ

পীস	৷৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাটা তার (বাণ্ডিল	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৫৲

পাটী কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
টিন পাটী, বোল্টু পেরেক	৮৷০—৯৷০

গোল রড বি-টিনড্রোস ও কনকেটিন

ঐ ৮৸০—১১৲

[illegible] আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৯০

তুলার হালমণ ৪৸০

তুলার দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন গোল্ডার সাইন	৫৪৲
লিট্ল আমেন ক'রক্স	৪০৲
কবাটন সুরমিল ফাইন	৬৩৲
হাম্বার্গ লম্বা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা ২৬শে জুন,

	পাতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১১
কাটা সুপারী	১০॥০ ১১৷০
শুটি পরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট পোস্টাফিস, বড়বাজার

কলিকাতা

মহাপুরুষ প্রদত্ত

আগ্নেয় ভস্ম

প্রত্যক্ষ ফল এক মাত্রায়!!

কলেরা, অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, গ্রহণী, সূতিকা ও শূল প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ার এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ আশ্চর্য্য ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগী নিরাময় হইতেছে।

বড় শিশি ৸০ ছোট শিশি ৷০ আনা।

কবিরাজ শক্তিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবিভূষণ।

(ঢাকা তবার) জ্যোতিঃ ঔষধালয়।

১০ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। দূরবর্ত্তী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

কেশতৈল [illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible]

[illegible] একমাত্র উপায় [illegible]

[illegible] ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং [illegible] কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাক মাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ফোনঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1844

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৩ই জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১১৫]

বিবিধ সংবাদ

——:(•):(•):(•):——

ওয়াজিরিস্থানে যুদ্ধবিগ্রহ

ওয়াজিরিস্থানে বিদ্রোহী উপজাতিদের সহিত লড়াইয়ে মোট ১৬৩ জন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান নিহত ও ৪৪০ জন আহত হইয়াছে।

এই লড়াইয়ে প্রত্যহ একলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রায় ৮ মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে। অবস্থার একণে অনেকটা উন্নতি হইলেও সম্পূর্ণ শান্তি হেমন্তকালে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়: ইপির ফকিরের আর কোন দলবল নাই বলিয়াই মনে হয় এবং তিনি একণে খয়শোর উপত্যকায় নাই। তবে তাঁহার আন্দোলন এখনও বন্ধ হয় নাই। সীমান্ত সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করিতে গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া মনে হয়। উপজাতীয় জির্গার গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মীমাংসার সর্ত্তসমূহ ঘোষণা করিবেন।

জাপানী মন্ত্রি-সভার আপোষ-রফার ইচ্ছা

সাংহাই এর এক সংবাদে প্রকাশ, ফাং-টাইএ চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিয়াছিল গত ৮ই জুলাই রাত্রে পুনরায় তাহা বন্ধ হয় এবং রাত্রি ১টার সময় জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে, সব চুপ চাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাইপিং এর এক সংবাদে প্রকাশ উভয় পক্ষের সৈন্য সরাইয়া লইবার যে চুক্তি হইয়াছিল, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারার পূর্ব্বেই এ দিবস প্রত্যূষে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ওয়াংপিং জঙ্গলে কামানের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন শুনা যায়। যাহা হউক, এই যুদ্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। এই সংঘর্ষের জন্য উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতেছে। ভোর ৪টার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি হয় এবং তদনুসারে জাপানী সৈন্যগণ ইউং টিং নদীর বাম তীরে ও চীনা সৈন্যগণ দক্ষিণ তীরে সরিয়া যায়। তাহার পর কর্তৃসম্পন্ন অফিসারগণ আসিয়া গোলাবর্ষণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। স্বেচ্ছাসৈন্যগণ চীনাসৈন্যগণের পরিত্যক্ত সহরগুলি দখল করিয়াছে। টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানী মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর চীনে একটা আপোষ রফার জন্য চেষ্টা করিবেন।

পোলাণ্ডে রাজা ক্যারল

পোলাণ্ডের একজন আর্কবিশপ রুমানিয়ার রাজা ক্যারলকে ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর মার্শালপিলসুডস্কির সমাধি-মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে না দেওয়ায় পোলাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সক্লডকবাস্কি পদত্যাগের প্রস্তাব করেন।

রাজা ক্যারল ইদানিং পোলাণ্ডে আসিতেছেন। তিনি ক্রেকাও গির্জ্জায় পিলসুডস্কির সমাধি মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ক্যারল গ্রীক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ক্রেকাও গির্জ্জা ক্যাথলিক ধর্ম্ম মন্দির। ক্রেকাওর আর্কবিশপ ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ প্রিন্স এডাম সেপিহা দেখিলেন, তিনি যাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া মনে করেন এমন একজন রাজাকে ক্যাথলিক নৃপতির যোগ্য অনুষ্ঠানাদি দ্বারা অভিনন্দন করিতে হইবে। তিনি তাহা করিতে অসম্মতি জানান

আর্ক বিশপের কার্য্যের প্রতিবাদে প্রধান মন্ত্রীর জেনারেল সক্লডকবাস্কি প্রেসিডেণ্ট মোস্কিকিকে লিখেন যে, তিনি সমগ্র মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করিতে চাহেন।

প্রেসিডেণ্ট মোস্কিকি এই প্রতিবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলেও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

এখানে কাণাঘুষা শুনা যাইতেছে যে, এই বিশ্রী অবস্থা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় নির্দ্দেশের জন্য পোপকে অনুরোধ করা যাইতে পারে।

দুইটী ষ্টীমারের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের জের

গত শুক্রবার করোণার মিঃ এ, সি, দত্ত জুরীসহ 'পালনপুর' নামক ষ্টীমলঞ্চের ইঞ্জিন-ড্রাইভার গোলাম রহমানের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করেন। করোণারের জুরী এই রায় দেন যে, গোলাম রহমান জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে; কিন্তু সে কিরূপে জলে নামিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গত ৬ই জুন রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময় বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিপরীত দিকে গঙ্গাবক্ষে 'পালনপুর'এর সহিত বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর ষ্টীমলঞ্চ 'হোমফিল্ড'র (৫,৩২৪ টন) সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সময় 'পালনপুর' হইতে উক্ত ড্রাইভার নিখোঁজ হয়।

প্রকাশ যে, ঘটনার ছয় দিন পরে গোলাম রহমানের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। তাহার দেহ পচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মৃতে গোলামহোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র উক্ত মৃতদেহ গোলাম রহমানের বলিয়া সনাক্ত করে। ডাঃ এ, কে মুখার্জ্জি মামলা করেন। তিনি বলেন যে, গোলাম রহমানের মৃতদেহ গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার মতে গোলাম রহমান জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল। কারণ তাহার শ্বাসনালীর মধ্যে কাদা পাওয়া গিয়াছিল

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বজয়ী কে?

'রয়টারের' লণ্ডনস্থিত ৮ই জুলাই এর সংবাদে প্রকাশ যে, সমস্ত বিতর্কের অবসান করিয়া আগামী ২৬শে আগষ্ট নিউইয়র্কে আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই'এর সহিত ইংলণ্ডের টমি ফারের মুষ্টিযুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় জেতাকে বিশ্বজয়ী আখ্যায় ভূষিত করা হবে।

ইতোপূর্ব্বে জো লুই ম্যাক্সস্মেলিং এর নিকট পরাজিত হন, ব্রাডককে পরাজিত করিবার পরও এই কারণে জো লুই এর দাবী অস্বীকার করিয়া, স্মেলিং ও ফারের বিজয়ীকে বিশ্বজয়ী আখ্যা পাইবার, ন্যাশনেল বক্সিং বোর্ড অনুমোদন দিয়াছিলেন। প্রবল প্রতিবাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত টিকে নাই এখন দেখা যাইতেছে জো লুই এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ স্থির হইয়াছে যে, টমি ফার লুই এর বিপক্ষে জয়ী হউন বা না হউন, লণ্ডনে তিনি ম্যাক্স স্মেলিং এর সহিত প্রতিযোগিতা করিবেন।

ভূমিকম্প

গত ৯ই জুলাই নিউজীল্যাণ্ডে ভূমিকম্প হইয়াছে। বড় বড় সহরে কম্পন অনুভূত হয়। ওয়েলিংটন [illegible] ও পামারষ্টোন নর্থ [illegible] লোক কম্পনের ফলে জাগিয়া উঠে এবং রাস্তায় [illegible] প্রাণ-রক্ষার জন্য রাস্তায় ছুটিয়া যায়। কম্পন প্রায় এক মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কোনও ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডে ভূমিকম্প কচিৎ হইয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, - সমগ্র ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ—— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড — ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ স্তোত্র ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় .... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ...
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষা ।০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ দিগ্দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ..
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ..
৪৩। সাধ্যবস্তু /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংস্কারদীপিকা /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। মায়াবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয় ...... পরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাৎসারনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত— ইট্স মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। শ্রীভাগবত ।০
৭৭। থিয়িষ্টিক প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২০ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১১৫তম সংখ্যা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ঢাকা, ৯ই জুলাই

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে গতকল্য শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ শিবদাস(?) দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় ঠাকুরের অলৌকিক জীবনী সম্বন্ধে বহুজনসমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা হইতেও বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি অন্তে সমাগত সকলকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

(সংবাদদাতার তার)

পুরী, ৯ই জুলাই

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশমত গতকল্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহামহোৎসব শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের পরিচালনে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চটক-পর্ব্বত, টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দির, ভক্তিকুটী, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-পীঠ, সাতাসন মঠ, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, কাশী-মিশ্রের আলয়, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থলী, জগন্নাথবল্লভ প্রভৃতি স্থান ও সহরের প্রধান(?) উচ্চকীর্ত্তনরোলে মুখরিত করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্ত(?) গৌরব(?) ভক্তিবৈভব(?) প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণের মূল গায়কত্বে সমস্ত দিবস-ব্যাপী শ্রীমঠে কীর্ত্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে আহূত একটী বিরাট সভায় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ

নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ

কটক

২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৪

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের** আনুগত্যে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের বাস্তব(?) প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয়ের সবান্ধবে শ্রীমঠে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(ভক্তি-সারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী সভাপতি গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যকরী-সমিতি)

শ্রীমণিকান্ত সান্যাল

(ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যকরী সমিতি)

...দেশীয় প্রভু ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ...কুমার দাসাধিকারী মহোদয়গণ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রাবলী ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাঠ অনুশীলনের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় এমার মঠের মোহান্ত মহারাজ, জমিদার হনুমান প্রসাদ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সজ্জন লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি অন্তে উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ-দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দিরাদি অতি উজ্জ্বলরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

মিশনের কার্য্যাদি পরিদর্শনে শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ... শ্রীমায়াপুরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমঠসমূহের ... ব্যবস্থা ... প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ... সেবাকার্য্যাদি পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে ... গৌড়ীয় মঠের সেবা-কার্য্যাদি পরিদর্শন ... সুব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন।

"যাঁহারা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবগত নহেন। শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রবণবিষয় কীর্ত্তন হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] গৌরাব্দ ৪৪

কীর্ত্তনে ঔদাসীন্য

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ইহজগতে তিন শ্রেণীর লোক আছেন—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। তন্মধ্যে যাঁহারা নিবৃত্ততর্ষ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—যেমন নারদাদি ঋষিগণ, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরিকথা গান করেন, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারাও ভবরোগের ঔষধ জানিয়া হরিকথা সেবন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারাও কর্ণ ও মনের আনন্দপ্রদ বলিয়া হরিকথা শ্রবণ ও অনুশীলন করিয়া থাকেন। আমরা বিবিধ ক্লেশপূর্ণ সংসার রোগে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া এতকাল যাতনা ভোগ করিলাম, যখন সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসকরাজ প্রেমময় অখিল রসেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি স্বয়ং আমাদের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া অপূর্ব্ব হরিনামামৃতরূপ মহৌষধ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি?

এখন কোন্ নরাধম এই মহৌষধ-সেবনে পরাঙ্মুখ হইবে? এই হরিনামামৃত পান করিলে ভুক্তিবাসনা অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভোগ বাসনা ও মুক্তিবাসনারূপ তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিবে। এই তৃষ্ণাই দুঃখদায়িনী ও সংসার-শোকসিন্ধুর অনন্ত-প্রবাহরূপিণী। এই তৃষ্ণাকে জয় করিতে পারিলে সংসারকে জয় করা যায়। এই তৃষ্ণা-জরা যে পর্য্যন্ত এই চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি নাই। তৃণাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিলেও ভুক্তির তৃষ্ণা-রাক্ষসীর উদরপূর্ত্তি হয় না।

এই সংসারে বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত মনুষ্যসকলের মধ্যে ভগবন্নাম-বর্ণনে কে কাহারও ত' কখনও অনিচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিনামই জীবের উপাস্য বস্তু, যেহেতু নাম ও নামী অর্থাৎ কৃষ্ণ অভিন্ন। বিষয়ী ব্যক্তি হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ধন-জন পুত্রাদি সকলের অনিত্যতা দিন দিন অনুভব করিয়া মুক্তি কামনা করে। মুমুক্ষু ব্যক্তিও হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে মুক্ত অবস্থা লাভ করে। মুক্ত পুরুষগণ আবার হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হন এবং চরমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মুক্তপুরুষগণের অনবরত প্রেমময় নাম শ্রবণে চিত্তপটে ভগবদ্গুণের এমনই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে যে, চিত্ত কখনও আনন্দহারা হয় না। তাদৃশ মুক্তপুরুষগণ চেতক ও মুমুক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—তোমরা আমাদের ন্যায় নাম রসে নিমগ্ন হও, অনায়াসে এই ভব-দুঃখ হইতে নিস্তার লাভ করিবে।

যাঁহারা নিতান্ত পশুহিংসক কিরাত অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, কেবল তাঁহারাই এই মধুর নাম রসে বঞ্চিত হয়। জীবের আত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ স্বীয় আত্ম-স্বরূপ ঘোর অজ্ঞানে আবৃত করিয়া যাহারা অন্ধতম নরকে [illegible], তাহারাও শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে বঞ্চিত হয় এবং সেইসকল ব্যক্তিই কেবল শ্রীহরিকথায় বিরক্ত হইয়া থাকে।

স্নেহ-সেবা

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবগণের সেব্য-সেবকরূপ সম্বন্ধ। স্বরূপ প্রাপ্ত জীব নিজেকে চিন্ময় বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারেন না বলিয়াই বহির্জ্জগতে বিরূপের দাস্যে ধাবিত হন। স্বরূপের ধর্ম্মের নাশ নাই। তবে সেবার তারতম্য অনুসারে বৈচিত্র্য আছে। অপ্রাকৃত রাজ্যই বিচিত্রতার মহা মহোৎসবে মুখরিত। বিচিত্রতাবিহীন বস্তুর অপ্রাকৃত রাজ্যে স্থান নাই।

"বৈচিত্র্য হীন হ'লে নির্ব্বিশেষ কয়।
কাল-সীমাকুলা সেই অপ্রাকৃত নয়॥"

সেবা—অপ্রাকৃতরাজ্যের চিন্ময়ী বৃত্তি। তাহা শুদ্ধ-চেতনের নিজস্ব বস্তু। সেব্যবস্তুও চিদানন্দময়, নিত্যসুখবোধতনু—অপ্রাকৃত মদনমোহন। এই সেবা বা দাস্য গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি রূপ ধারণ করে। তরলরস অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যেমন গুড়, শর্করা, অতঃপর মিছরীখণ্ডে পরিণত হয়, সেইপ্রকার সেবা স্নেহে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না। সেবা যেখানে দাস্যতেই শুদ্ধ সেখানে ঐশ্বর্য্যের প্রাবল্যহেতু শ্রীভগবানের সম্যক তৃপ্তি নাই।

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ-মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥"

শ্রীভগবানের সেবাতে চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হইলে তাহা স্নেহভাবে বিগলিত হওয়া দরকার। স্নেহবিগলিত-ভাবময়ী সেবার দ্বারাই কৃষ্ণ প্রীত হন। যথা

"স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ স্নেহের কাঙ্গাল তাঁহারা গৌরবের ভিখারী নহেন। পরম গৌরবে শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত করিতে চাহিলেও তাঁহারা মনে করেন, শ্রীভগবান্ বুঝি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন। যে-প্রকারের স্নেহ-সেবাদ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হইয়া অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন সেই প্রকারের সেবার বুঝি বা অভাব ঘটিয়াছে! তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রেমেরই কাঙ্গাল। সেবার বিনিময়ে সেব্যের নিকট হইতে তাঁহারা কিছুই কামনা করেন না। মহাপ্রভুর সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহারা একমাত্র প্রার্থনা করেন,—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥"

—ইহাই একান্ত সেবকের প্রাণের কথা। অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের এই সুরই উঠিতে থাকে। সেবা-প্রবৃত্তি যাহাদের নাই, সেবার ঠাটমাত্র আছে, তাহারাই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইয়া বঞ্চিত হইতে চাহে। শ্রীভগবান বা শ্রীগুরুদেবও তাহাদিগকে ঐ প্রকারে পূজা ও সম্মানের মন্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক বঞ্চনা করেন। বঞ্চন-লীলা তাঁহার স্বভাবে আছে।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

মহাপ্রভু সনাতনের কণ্ডুরসযুক্ত দেহ পুনঃ পুনঃ স্নেহভরে আলিঙ্গন করায় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সনাতন একদিন জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাপ্রভুর কৃপা-আলিঙ্গনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি? পণ্ডিত তাঁহাকে মহাপ্রভুর নিকট হইতে দূরে বৃন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দিলেন। অতঃপর সনাতন একদিন প্রভুর নিকট বিদায় মাগিলেন ও বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি চাহিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সরলভাবে তাঁহার প্রতি জগদানন্দের উপদেশের কথা উল্লেখ করিলেন। তাহাতে জগদানন্দের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে॥
"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল?
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য॥"

সেবক নামধারী অভিমানিকুল কিন্তু এই প্রকার প্রতিষ্ঠা পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন। জগদানন্দ অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অভিমানীর ভিতর অন্য কোন বস্তুই দেখিতে পান না। স্নেহের ভিখারী সনাতন কিন্তু ইহার ভিতর জগদানন্দের প্রতি ভালবাসার গাঢ়তাই লক্ষ্য করিলেন এবং সাক্ষাদ্ভাবেই মহাপ্রভুকে অভিমানভরে বলিলেন যে, জগদানন্দকেই তিনি একান্ত আপন মনে করেন আর তাঁহাকে (সনাতনকে) প্রতিষ্ঠা ও পূজা-সম্মান দিয়া বঞ্চনা করিতে চাহেন। যথা,—

শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব নিশিন্দারস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥

শুদ্ধ-স্নেহের কাঙ্গাল সনাতনের নিরাড়ম্বর হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা জানিয়া মহাপ্রভু আদরের সঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন যে, বহিরঙ্গজ্ঞানে তাঁহাকে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা দিয়া বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রকারে স্তুতি করেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে জগদানন্দের অপেক্ষা তিনিই (সনাতনই) তাঁহার প্রিয়। তবে মর্য্যাদালঙ্ঘন তিনি মোটেই পছন্দ করেন না বলিয়া তাঁহার ঐ প্রকার উক্তি।

শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে।
জগদানন্দ-প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥

কাঁহা তুমি,—প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ !
কাঁহা ভগা,—কালকার বটু নবীন !
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাএছ ব্যবহার-ভক্তি ॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব প্রভু আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥
বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন ॥"
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥

সনাতনের এই প্রীতিই স্নেহ-সেবার উদাহরণ। এই সেবার দ্বারাই শ্রীভগবান্ বশীভূত হইয়া স্বয়ং ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্নেহে বিগলিত নিষ্কিঞ্চন সেবকগণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা কামনাবিহীন, প্রভুর আদরক স্নেহ ও প্রীতিকামনায় তাঁহারা সতত্‌ই ব্যাকুল। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ সেখানে নাই। প্রভুর অপার করুণা, তাঁহার ভক্তবাৎসল্য, তাঁহার প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তির চিন্তা প্রভৃতি সেই সব হৃদয়ে ভরপুর। তাঁহারা নিজেদের অনুপযুক্ততা ও যোগ্যতার কথা কল্পনা করিয়া সর্ব্বদাই অতৃপ্ত। কি ভাবে প্রভুর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবেন—কি প্রকারে সজ্জিত হইলে প্রভুর অত্যন্ত স্নেহভাজন হইবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়; ইহাই প্রকৃত প্রেম। চরিতামৃত যাহার কথা বলিয়াছেন,—

'প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥'

অতি মন্দভাগ্য ব্যক্তি কৃপাপুষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াও প্রভুর পার্ষদগণের এই মধুর স্নেহসেবার অনুসরণ না করিয়া প্রভুর বঞ্চনামূলা স্তুতি আকর্ষণ করিতে ধাবিত হয়; তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজে যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া প্রভুর নিকট হইতে কনক, কামিনী লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা দোহন করিয়া লইতে ভালবাসে, যাহার চরমে আত্মবঞ্চিত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আশ্রয়

(শ্রীসাধনা দেবী)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—
"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

আশ্রয় ত' তিনি লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয় লইব কাহার? অনিত্য বস্তুর আশ্রয় লইব, কি নিত্যবস্তুর আশ্রয় লইব, তাহাই চিন্তার বিষয়। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যবস্তু জানিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলাম, তাঁহার অপ্রকটে কি অনিত্য বস্তুর আশ্রয়ের ন্যায় আবার আশ্রয়হীন হইলাম? তিনি ত' নিত্যকালই 'গুরু' রূপে, 'আচার্য্য'-রূপে, নিরাশ্রয় জীবের আশ্রয়দাতারূপে প্রকট আছেন, কিন্তু আমার দেখিবার চক্ষু নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥

দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যের দর্শনে যেরূপ সাক্ষাৎ হরি বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরুদেবও দীক্ষা-গুরুদেব হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণন করিয়াছেন। স্বয়ংই গুরুরূপ ধরিয়া ভগবান্ জীবকে কৃপা করেন। আবার শিক্ষাগুরুদেবও কৃষ্ণের স্বরূপ। রূপ ও স্বরূপে তাঁহাদের বৈষম্য না থাকায় দীক্ষাগুরুদেবের অপ্রকটে শিক্ষাগুরুদেব আশ্রয় লইবার সুযোগ দান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব সাধককে নিরাশ্রয় করিয়া কোনদিন যান না। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে আমাদের চিত্তমধ্যে সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না, তজ্জন্য তিনি শিক্ষাগুরু ও মহান্ত গুরুরূপে বাহিরে প্রকাশিত থাকেন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥

গুরুরূপে কৃষ্ণ ভক্তগণকে কৃপা করেন, আবার আমার ন্যায় অভক্ত পতিতাধমকেও তিনি তাঁহার দিক্ হইতে কৃপাপ্রকাশের ত্রুটী করেন না। কিন্তু করিলে কি হইবে? বেনা-বনে মুক্তা ছড়াইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝিবে কে? তাই আমার দুরবস্থা দেখিয়া কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—

আপনে যতন ক'র ধন তেয়াগিয়া।
'আপন করম-দোষে আপনি ডুবিয়া ॥'

সাধারণতঃ আশ্রয় ব্যতীত মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিও থাকিতে পারে না। তাহারাও বৃক্ষকোটরাদি স্থানে আশ্রয় লইয়া বাস করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকলও বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য-জীবনের বিশেষত্ব এই যে, সে শাস্ত্রবাক্যে ও সাধুসঙ্গে নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারে এবং আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। পশু পক্ষী যেরূপ বৃক্ষাদিতে আশ্রয় লইয়া থাকে, আবার ঝড়-বাতাসে বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়া গেলে তাহারা আশ্রয়হীন হয়, পুনরায় ঐরূপ অনিত্য বস্তুর আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, আবার কখনও কখনও প্রাণ হারায়। মনুষ্যজাতিও তদ্রূপ অনিত্য ধনজনের আশ্রয় আশ্রিত অভিমানী হইলে গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিতে পারে না। মানুষ নিজ স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া অনিত্য ধন, জন, পুত্রাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে ঐ পশু-পক্ষীর ন্যায় কখনও ভূমিকম্প হইয়া পুত্রাদি-পতনে, কখনও বা বন্যা প্রভৃতিতে আশ্রয়হীন হইয়া পুনরায় ঐ অনিত্য ধনজনেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। এইসকল আশ্রয় ও ঠাকুর নরোত্তমের—'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে' এক বস্তু নহে। আমরা স্বরূপজ্ঞানাভাবে জগতের অনিত্য বস্তুসকলের আশ্রয়ে নিজকে আশ্রিত জ্ঞান করিয়া মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকি। অনিত্য দেহ গেহাদির উপর আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, নিত্যবস্তু ভগবান্ বা গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও থাকিলে কোটিচন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দ-পদ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিতাম।

এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়
কবে বা মিনতি করি ॥

(শরণাগতি)

শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

তোমার ৩।৭।৩৭ তারিখের পত্র পাইলাম।

*　　*　　*

তোমার নানা-প্রকার উদ্বেগের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তুমি পূর্ব্বেও অনেক উদ্বেগ সহ্য করিয়াছ; তবে হরিভজন করিতে হইলে নানা প্রকার উদ্বেগ আসিয়া সাধককে পরীক্ষণ করে, ইহাও ভগবানের পরীক্ষা। গোপনে আমরাও নানা প্রকার উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। কিন্তু শ্রীগুরুসেবার জন্য অন্যথা উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হইলেও শ্রীগুরুসেবকগণ তাহা আনন্দসহকারে শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে কোনদিনই বিচলিত হ'ন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশে আমরা দেখিতে পাই "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।' কারণ, তাহাতে অবিদ্যা-দুঃখ নষ্ট হইয়া আত্মকল্যাণ সাধিত হয়। সাধকের গুণের মধ্যে সহিষ্ণুতা একটী গুণ। সরলতা, নিষ্কপটতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সাধকের মঙ্গল বিধান করে। জাগতিক বিচারে বহু প্রকার লাভ-ক্ষতি আছে, সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ আছে উহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্যই আত্মনিয়োগ করিয়াছি, সুতরাং, তাঁহাদের সেবার জন্য আমরা সর্ব্বদা কায়মনো-বাক্যে ... করিব। তজ্জন্য যতপ্রকার প্রতিকূল-অসুবিধা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে করুক, তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ঐরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই শ্রীগুরু সেবকের কর্ত্তব্য।

সারকথা

—(৩)—

শরণাগতের বিশ্বাস কি?

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অদ্ভুত।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলায় সকল ॥

(চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভুর শিক্ষা কি?

কৃষ্ণ ভজিবারে যাঁর আছে অভিলাষ।
সে ভজুক বৈষ্ণবের চরণ-বিশ্বাস ॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥
গালি দেহ, মুণ্ড দেহ, লজ্জা নাহি করে।
সংসারে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে ॥

(চৈঃ ভাঃ)

নিত্য সত্য কি?

জগতে যতেক দেখ, 'মিছা' করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা' বিনে যতেক সব
মিছা ক'র করহ গেয়ান ॥
মিছা সুত-পতি নারী, পিতা-মাতা যত করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিনা, আর ত' কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাঁহার ॥
কিবা নারী, পুরুষ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে হ'য়ে ভ্রষ্ট।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥
এতেক বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১; ৩য় খণ্ড—৮০, ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
—চৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। রক্ষক - [illegible] গোস্বামী মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪১১ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে শ্রীমন্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] রক্ষক [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] রক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] দাস বাবাজী মহারাজ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীমন্[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তম[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৭) কাজি [illegible] সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর [illegible] [illegible] নদীয়া। [illegible] গৌরকৃষ্ণ [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক - শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - শ্রীমদ্[illegible] [illegible] গোস্বামী মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক - শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক -- শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৪। জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক -- শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible] [illegible] নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক - [illegible] অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক - [illegible] বিনোদ অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক - [illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক - মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম, এ, বি, এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)

রক্ষক - শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], [illegible], জি, পি

রক্ষক - [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মন্দির রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর [illegible], পি।

রক্ষক - শ্রী[illegible] গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] [illegible]

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক - শ্রী[illegible] [illegible] মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, [illegible]।

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোপীবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গৌরবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীগুরু [illegible] গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]নন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

রক্ষক [illegible] চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী [illegible]

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক - শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীরেবতীকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্ল্যাডষ্টোন রোড, [illegible]

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাগবতশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৪

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাপানি	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নতুন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারের কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৴
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাইন, টাইপ	১০॥/০
পুর ১০০০ নং	১০/০
রতোরা সাদা	৯০
নপুর সাদা	৮।০—৯৵০
নপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

কশালের বার	৩৪॥০
রেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫০।০

পাটের দর

রত্তে—	৪০৸০
ত্তম—	৪০৸০
চলম -	৪১।০
বার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

টেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
গ্যাঙ্কোহেন ঐ	৬৲—৬৵০
টমসোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
টা	৬৲—৬৵০
টা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
টা নং (২	৫/০—৫।/০
টা (এস)	৫৲—৫।০
টা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
টা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
লাউ	১॥৶০ - ১৸০
	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

রা	৫৭৲
গীতা	৫৭৲
নম্বরী	২০৲
	৪৫৲

পাতিয়াম	৪২।০
ভার	৭৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ নটকা ২৪—১০ গেজ

পীস	।৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোলট্ গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের জন্য ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৮২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটন আবেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরমিদ ফাইন	৪৩৲
চাষাগ লাখা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০ ১১।০
খুটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲ - ১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

ঠাকুর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গতবৎসরও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ নম্বরের বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	[illegible]	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	১০-৩	১২ ১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব মোচন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ড চায়না বাজার রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে গ্রন্থের বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(:*:):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
সিকি কলম ১ ৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্র আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্র বেদান্তাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিবা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অঙ্কিত ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত অবতরণিকা (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সূচিপত্র (Index Glossary). এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৬।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৪ই জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১১৬]

বিবিধ সংবাদ

নদীয়ায় হাসপাতাল

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দাঁতহাট মেটিয়াড়ীতে নদীয়া জেলা-বোর্ড একটী হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। গত রবিবার নদীয়া-জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ

পোর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে খৃষ্টীয় ১৭৪৩ সনে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামক একটি পুস্তক (পাদ্রী মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও কর্ত্তৃক রচিত) মুদ্রিত হইয়াছিল। বাংলা হরফের প্রবর্ত্তন তখন পর্য্যন্ত না হওয়াতে উহা রোমান অক্ষরেই ছাপা হয়। বাংলা গদ্যের ইহাই আদিমতম গ্রন্থ। কোম্পানীর কানকাল, এডমনষ্টোন ও এচ, পি, ফরষ্টার-অনূদিত চারখানি আইনের বহি যথাক্রমে ১৭৮৫, ১৭৯১, ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত অন্য কোনও বাংলা গদ্যগ্রন্থের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ১৮০১ খৃঃ রামরাম বসু প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ইহারও ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল—পলাশীর যুদ্ধ ঘটিতে তখনও ১৪ বৎসর বাকী ছিল।

বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রথম এই গদ্যগ্রন্থ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার ভাওয়াল ২৪-পরগণার নাগরী নামক স্থানে লিখিত হয়। পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রী মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁউ সঙ্কলিত হইলেও এখন জানা যাইতেছে যে, কোনও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ভাওয়াল পরগণার কথিত ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালী সাধারণ পাঠকের ধারণা টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রণীত ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথম কথিতভাষা ব্যবহৃত হয়। উইলিয়ম কেরী সঙ্কলিত 'কথোপকথন' ১৮০১ সালে মুদ্রিত হয়, ইহা [illegible]-প্রচলিত কথিত ভাষায় রচিত, কিন্তু 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' আরও ৬৭ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। সমগ্র পৃথিবীতে এই পুস্তকের একটিমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিলিপির অস্তিত্ব জানা গিয়াছে; এত দিন তাহা পোর্ত্তুগালের এভোরা শহরের লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল—সম্প্রতি সেখান হইতে এই পুস্তক লিসবন শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার আর একখানি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে। ১৯১৪ সালের Bengal: Past & Present Vol. IX Part I এর ৬০ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় পণ্ডিত এইচ, হষ্টেন এই পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"I shall even suggest that the only known copy. No. 2 (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) ...ought to be ceded or loaned to the Trustees of the Victoria Memorial. It is a curiosity, a rarity ...The proper place for it is a Museum."

বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

স্পেনীয় সমস্যা সম্পর্কে বর্ত্তমান অচল অবস্থায় 'ব্রটেনকে মধ্যস্থের কার্য্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, নিরপেক্ষতা-কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে হল্যাণ্ড প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড প্লিমাথকে ব্রিটিশ-প্রতিনিধি হিসাবে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করা হয়। আরও প্রকাশ, ফরাসী প্রতিনিধি বলেন যে, স্পেনীয় নৌবহর পাহারাকার্য্য হইতে জার্ম্মানী ও ইটালী তাহাদের জাহাজ সরাইয়া লওয়ার ফলে যে সমস্ত স্থান ফাঁকা হইয়া গিয়াছে শীঘ্র যদি তাহা পূর্ণ করা না হয় বা ব্রিটিশ পর্য্যবেক্ষকগণ পুনরায় পর্ত্তুগীজ সীমান্তে তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজ সীমান্তে আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যবেক্ষকদের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। এখন পর্য্যন্ত আপোষ রফার কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

তিন হাজার সৈন্য নিহত

বিদ্রোহীদের এক বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, মাদ্রিদ সরকারপক্ষে লড়িবার সময় আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর তিন সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা আরও পাঁচ-শত গজ অগ্রসর হইয়াছে। সরকার পক্ষ আক্রমণের চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন।

আইন ব্যবসায়ী সম্মেলন

শ্রীযুক্ত [illegible] টিকাদার ভবের এক সংবাদে জানা গিয়াছে—

বাংলাদেশীয়-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে গোলযোগের ফলে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম নেতা [illegible] সম্পাদক ও সেক্রেটারী এবং অভ্যর্থনা সমিতির আরও ১৫ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য সদস্যের অনেকে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই ব্যাপারে কুমিল্লায় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

স্পেনের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ

[illegible] তিন ঘণ্টা ধরিয়া নিরপেক্ষতা কমিটির অধিবেশন হয় এবং তারপর আগামী [illegible] পর্য্যন্ত আলোচনা মূলতুবী থাকে। প্রধান আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং সম্প্রতি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া আশাও করা যায় না। ফরাসী প্রতিনিধি মঃ করবিন নাকি বলেন যে, জার্ম্মানী ও ইটালী স্পেনীয় নৌবহর পাহারাকার্য্য হইতে তাহাদের জাহাজ সরাইয়া লওয়ার ফলে যে সমস্ত স্থান ফাঁকা হইয়া গিয়াছে ফরাসী সরকারের মতে তাহা আর বেশীদিন ফাঁকা রাখা যাইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, এই ফাঁকা স্থান যদি পূর্ণ করা না হয় এবং পর্ত্তুগীজ সীমান্তে ব্রিটিশ পর্য্যবেক্ষকদের সাময়িক কার্য্য স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে ফরাসী সীমান্তে আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যবেক্ষকদের সাময়িক কার্য্যও স্থগিত রাখা হইবে এবং ফরাসী ও জার্ম্মানী পুনরায় প্রস্তাব করে যে, স্পেনের উভয়পক্ষকে যুদ্ধমান জাতির অধিকার প্রদান করিয়া নিরপেক্ষতা কমিটির নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অবশিষ্ট অংশ কার্য্যকরী করা হউক। [illegible] প্রতিনিধি বলেন যে, [illegible] দিতে প্রস্তুত [illegible] সমর্থন করেন এবং মিঃ [illegible] উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। অন্যান্য দেশ আগামী অধিবেশনে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিবে। সেই সময় ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — [illegible]
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —
দশম খণ্ড —
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]

[illegible]

১ম খণ্ড — [illegible] — ২য় খণ্ড — ৬০
[illegible]
৮। [illegible]
[illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১ [illegible] বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২
১৩। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৬০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। [illegible] ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০ [illegible] ।০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২
২৫। গীতা ([illegible] টীকা সহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (অনুবাদ) ২
২৮। [illegible] (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৬০
৩০। দ্বীপ [illegible] ৩০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম [illegible] ৬০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৩০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী ৴
৪২। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ৮
৪৩। সাধন [illegible]
৪৪। প্রেম[illegible] ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। [illegible] ৴০
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৷১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-খণ্ড) ১
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরাঙ্গ[illegible] ৬০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ৫০
৫৯। [illegible] ৫০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ৶০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible] ৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ॥
৬৯। [illegible] ॥
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible] ॥০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible]
৮১। সাধন [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। [illegible]
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তি ও অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — [illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — [illegible] মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন — মহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় বার্ষিক সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উদ্গীত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

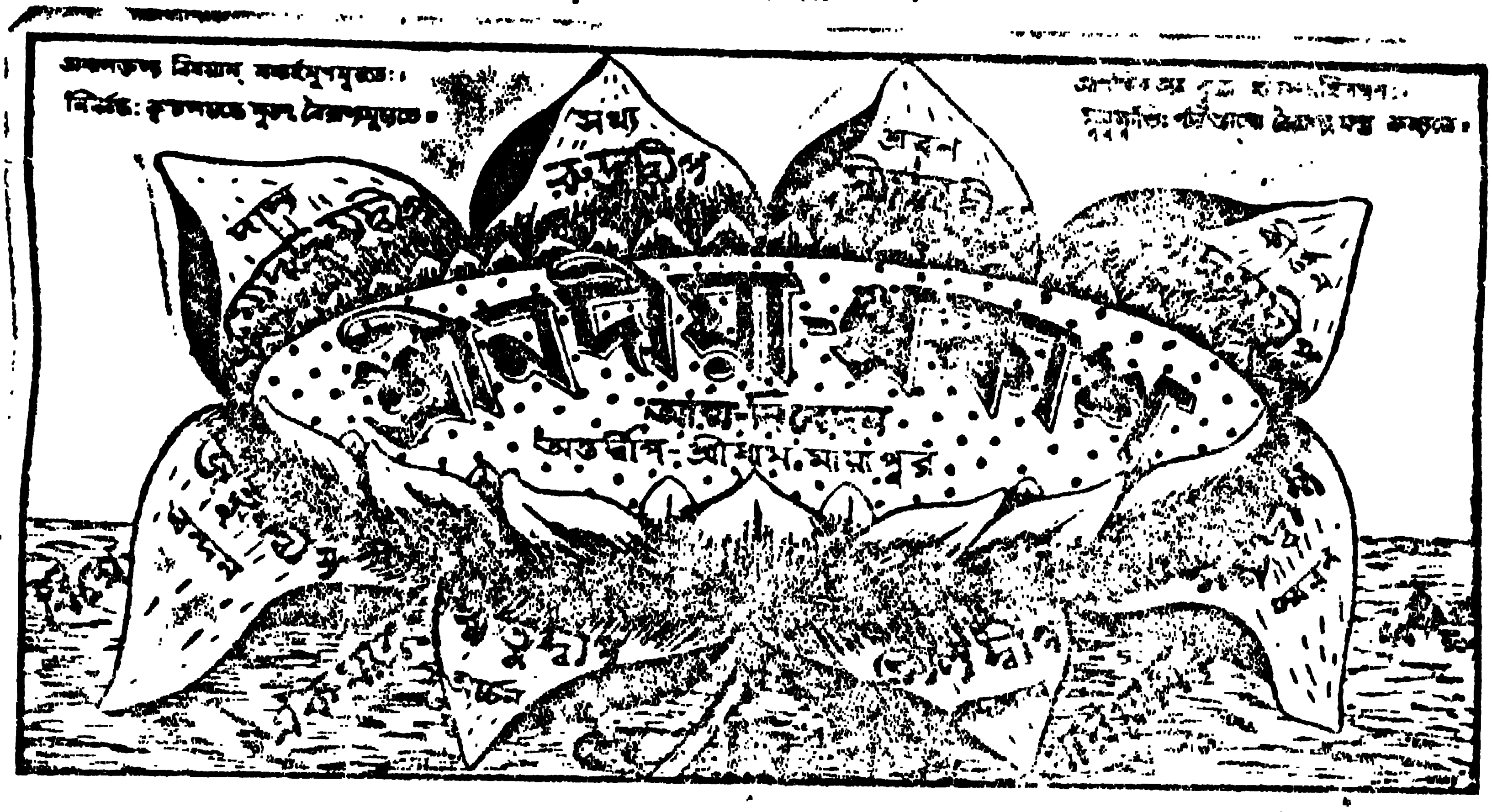

১২শ বর্ষ } ২১ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই জুলাই ইং ১৯৩ বুধবার { ১১৩তম সংখ্যা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

গত ২৪শে আষাঢ় ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহামহোৎসব বর্তমান আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীগুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, উষঃকীর্তন, বিরহসূচক কীর্তন ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর ভোগারাত্রিক ও [illegible]দিগের অপর্যাপ্ত [illegible], অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ঠাকুরের অলৌকিক জীবনী, ভগীরথের ন্যায় তাঁহার মর্ত্ত্যে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহিতকরণ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া পাঠমুখে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

(সংবাদদাতার তার)

মাদ্রাজ, ৯ই জুলাই

গতকল্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের বিরহমহোৎসব মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্তৃক বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দির অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। উৎসবের সংবাদ স্থানীয় সকল পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটি বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয় এবং মঠোৎসবের পণ্ডিত শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যানন্দ প্রভু ঠাকুরের অলৌকিক-চরিতাবলী ও শিক্ষা এবং জগতের প্রতি তাঁহার অবদান ও করুণার কথা উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে ইংরেজী ও তেলেগুভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ব্যারিষ্টার, অ্যাডভোকেট, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা এবং কীর্তনাদির অন্তে উপস্থিত সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী [illegible], শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ও শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যানন্দ প্রভৃতি মঠসেবকগণ সকলেই বিভিন্ন সময়ে কীর্তন এবং নানাভাবে সেবা করিয়া উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্তন

গত ২৫শে আষাঢ় শুক্রবার শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থলী শ্রীযোগমায়াপুর-পীঠে কলিকাতা হইতে আগত বোম্বাই প্রদেশের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে রাত্রি ৮॥—৯॥ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে "শ্রীসনাতন শিক্ষা" পাঠ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রযুক্তিসহ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রথমে বলেন যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী [illegible] পুর নিবাসী [illegible] পণ্ডিত, তাঁহার [illegible] স্বরূপতঃ [illegible] মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই [illegible] জীবের মঙ্গলের জন্য নিজ [illegible] সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। "প্রভুর [illegible] প্রশ্ন করে সনাতন।" [illegible] সেবক যে সর্বতোভাবে [illegible] পরিপূরণ করেন এবং সেবক তাঁহার যাবতীয় যোগ্যতাই যে নিত্যপ্রভু কৃষ্ণের বলিয়া জানেন, তাহা বিশেষভাবে জানান।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর দৈন্য [illegible] তাঁহার দৈন্যের অনুকরণ করিলে জীবের [illegible] হয়। সনাতন গোস্বামী প্রভু [illegible] শ্রীচৈ[illegible] বিস্মিত [illegible] নিজকে "নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী", প্রভৃতি বলিয়াছেন। [illegible] আত্মজ্ঞান [illegible] কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না এবং নিষ্কপট না হইয়া পর্যন্ত [illegible] কৃপা করেন না, তাহা জানাইলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সকল [illegible] হইয়া [illegible] শিক্ষা [illegible] হয়। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] প্রয়োজনীয়। শ্রীগুরুদেবে [illegible] নারকীর কথা। জড়জগতের পাণ্ডিত্য গ্রাম্য পাণ্ডিত্য, আর বৈষ্ণবগণের পাণ্ডিত্যই যথার্থ পরপাণ্ডিত্য। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" প্রভৃতি [illegible] ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] প্রভু "[illegible]" ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক, [illegible] ছাত্রবৃন্দ এবং স্থানীয় বহু ভক্ত পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২০শে আষাঢ় রবিবার হরিবাসর-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে অপরাহ্ণ [illegible] ঘটিকা পর্যন্ত পাঠ ও কীর্তন হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড ১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের মিলন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] পাঠের আদি ও অন্তে [illegible] মহাশয় "[illegible]" গীত ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"যাঁহারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে উঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবগত নহেন। শ্রীপাদপদ্ম হইতে তাঁহাদিগের বিচ্যুতি হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বামন, [illegible], অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫১

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতি মাধব-তিথি পালন যেরূপ কৃষ্ণপ্রীতিপ্রদ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালনও সেইরূপ কৃষ্ণানন্দদায়ক। নিত্যমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই এই ব্রত যথাবিধি পালন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ অকরণে প্রত্যবায় আছে। আগামী ৩রা শ্রাবণ ২০শে জুলাই সোমবার আষাঢ়ের শয়ন-একাদশী হইতে শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইবে। আবার কেহ কেহ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া রাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করেন। সেইমতে আগামী ৭ই শ্রাবণ ২৪শে জুলাই শুক্রবার পূর্ণিমা হইতেও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইবে। যাঁহারা শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিবেন, উত্থান একাদশীতে তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে। কেহ কেহ আবার আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাস চতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—সকল আশ্রমের পক্ষেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগের কোনও কথা নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভার আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা গৃহস্থধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাসকাল কৃষ্ণ-প্রীতি উদ্দেশে ভোগত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরি-কীর্ত্তন ও হরি অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাসকাল সম্পূর্ণভাবে ভোগ হইতে বিরত হইয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহিত একত্রাবস্থানে বাস করিবেন। এই জন্যই চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা।

যিনি অপরিহার্য্য কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ চারিমাসকাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে উর্জ্জাব্রত বা কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করা উচিত। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনে অসমর্থতাপক্ষে কেবলমাত্র কার্ত্তিক ব্রত পালন করা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধান-মাত্র। বিবিধ শাস্ত্রে বাধ্যতার বৈষ্ণবগণ অনেক সময় চাতুর্ম্মাস্যব্রতাদি পালন করেন না বলিয়া তাহা বৈষ্ণবের আমাদের অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিতে গেলে অপরাধ ও অমঙ্গল হয়। চারি মাসে নিয়মাদির দ্বারা সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সদ্গুরু বৈষ্ণবগণ আদর্শস্বরূপ হইয়া চাতুর্ম্মাস্য পালন বিষয়ে উদাসীন হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। সুতরাং তাঁহাদের জীবের জন্য লোকশিক্ষা করিয়া নিয়ত হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা বৈষ্ণবের অনুকরণে চাতুর্ম্মাস্য পালন না করেন, সেসকল ব্যক্তি শাস্ত্র ও সাধুর অনুগত হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ ও তদনুগত অন্যান্য মঠবাসিগণ সকলেই নিয়মিতভাবে নিরন্তর হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-কীর্ত্তনমুখে এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন। আশা করি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সজ্জন-গৃহস্থ ভক্তগণও তাহার অনুকরণে ব্রত পালনে যত্নপর হইবেন। ভক্তিকামী, সদ্গুরু চরণাশ্রিত কোন ব্যক্তিই উক্ত ব্রত পালনে পরাঙ্মুখ না হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কারণ, ব্রত বিনা কি কৃষ্ণ মিলে?

জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ও শ্রীল রূপসনাতনাদি প্রভু প্রমুখ গৌরপার্ষদগণ সকলেই লোকশিক্ষার্থ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়াছেন। সুতরাং গৌর ও গৌরজনগণের অনুগমনকারী আমাদের প্রত্যেকেরই উহা পালন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য নহে কি?

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বুল, রক্তমূলিকা, মসুর প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য বর্জ্জনীয়। এই ব্রত-পালনকালে মধুকর যেমন একেবারেই নিষিদ্ধ। হরিশয়নে শীম, বরবটি, অলাবু (লাউ), পটল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে। সাদা বেগুন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এককথায় সমর্থপক্ষে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যত ত্যাগ করিতে পারা যায় ততই ভাল। তবে আমরা যেন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অসমর্থের ভাণ করিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন না করি।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সমর্থপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন। প্রাতঃস্নান করিবেন, হবির্নিষ্ঠ হইবেন এবং চারি মাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরিশয়নকালে বিলাসশয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশয্যায় শয়নই শ্রেয়ঃ। সমর্থবান্ ব্যক্তি লবণ, তৈল, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি বস্তু উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। পক্বান্ন গ্রহণ করিবেন না। হবিষ্যান্নে কোন বাধা না হইলে দধি, দুগ্ধ ও তক্রাদি পরিত্যাগ করা উচিত। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থপক্ষে একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস বিধেয়। হরিশয়নে নখ, লোমাদি কর্ত্তন বা ক্ষৌরকর্ম্মাদিতে বিলাসিতা বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং উহাও বর্জ্জনীয়। চারিমাসকাল মৌনব্রত অবলম্বন করিলে কেবল অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্রান্তরিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হীনতাবোধের দৈন্য উপস্থিত হয়। অতএব এই সকল চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের অনুকূল জানিতে হইবে। অতএব সকলেরই চাতুর্ম্মাস্য নিয়মরূপে পালনীয়। নিরন্তর হরিসেবামুখে সাধুসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিলে পারলৌকিক লাভ হয়, হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মে এবং ইহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার অপসারিত হওয়ার ন্যায় কৃষ্ণ-সেবোদয়ে অন্ধকাররূপ পাপাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের ফল লাভ হয়। এতদুপলক্ষে ভগবৎপ্রীতি-সাধনই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। যাঁহারা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় রত থাকিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে শাস্ত্রমতে বৈষ্ণবব্রতাদি পালন করিলে শুভক্ষণে মঙ্গল হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

সারকথা

(১)

বৈষ্ণবনিন্দকের গতি কি?

মদ্যপের উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভিপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ ভাঃ)

আচার্য্য-বিরোধের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ, ভক্তিসুধাকর)

অমুক ব্যক্তি আচার্য্য, অমুক ব্যক্তি আচার্য্য নহেন ইহা অবশ্য কেহ কাহাকেও যুক্তি দ্বারা সম্যক্ বুঝাইতে পারে না। সুতরাং কেহই আচার্য্য নহেন, অথবা সকলেই আচার্য্য এই প্রকার উভয়বিধ তর্ক সহজেই উত্থিত হইতে পারে। আচার্য্য-বিরোধী একবার বলিতেছে—কেহই আচার্য্য নহেন এবং পরক্ষণেই ঘোষণা করিতেছে যে, সকলেই আচার্য্যের কার্য্য করিবার উপযুক্ত। একই ব্যক্তির পক্ষে এই উভয়বিধ মত পোষণ করা উচিত নহে। যদি তাহারা মনে করে যে কেহই আচার্য্যের উপযুক্ত নহেন, তাহা হইলে উহা স্পষ্টরূপে বলা এবং তদনুসারে সরলভাবে কার্য্য করা তাহাদের কর্ত্তব্য। যদি তাহারা মনে করে যে, সকলেই আচার্য্য, তাহা হইলে সকলকেই আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করাও তাহাদের কর্ত্তব্য। যদি তাহাদের বিচার হয় যে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজে নিজে আচার্য্য, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে তাহা স্পষ্টরূপে বলা আচার্য্যোচিত কার্য্য করা এবং আচার্য্যোচিত সম্মান স্বীকার করাও কর্ত্তব্য।

কেহই আচার্য্য হইবার উপযুক্ত নহেন,—ইহা অবশ্য শাস্ত্র কিংবা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে। কারণ, আচার্য্য কিংবা গুরুর অভাব স্বীকৃত হইলে জগতে পরমমঙ্গল লাভের উপায়ের অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকৃত হয়। আচার্য্য বিরোধী-দলের কথা দ্বারা অনেক সময়ে মনে হয় যে, তাহারা কেবল পূর্ব্বাচার্য্য-কেই আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহাদের প্রকৃত মতবাদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। আচার্য্যবিরোধী দলে সকল প্রকার নাস্তিক্য মতেরই সমাবেশ আছে। তাহাদের চরমপন্থিগণ পারমার্থিক আচার্য্য কিংবা গুরু একেবারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকেও সেই সম্প্রদায় ব্যক্তি মতবাদ-বিশেষ বলিয়াই ধারণা করে। তাহাদের যাহারা কেবল পূর্ব্বাচার্য্যকে মুখে মানে তাহারা সিদ্ধান্ত চিন্তা-প্রসূত একরূপ পাদ-গুরুপাদের পক্ষপাতী হওয়ায় তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীগুরু-পরম্পরা কর্ত্তৃক আচরিত এবং প্রচারিত আম্নায়ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্তই অস্বীকার করিতেছে।

অদ্যতন আচার্য্যকে পূর্ব্বাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত স্বীকার করিতে যাহারা প্রস্তুত

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল

নহে। এরূপ অসম্মত ধারায় আচার্য্যপারম্পর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ অস্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদের এবম্বিধ কুযুক্তি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভেদ কল্পনাও সুতরাং অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আচার্য্যকে কৃষ্ণশক্তির প্রকাশবিগ্রহরূপে স্বীকার করিলে আচার্য্যচরণগণের পরস্পরের ভেদ কল্পনার আবশ্যক হয় না। বহু আচার্য্য অর্থে বহু শক্তিমান্ তত্ত্ব বুঝিলে এইরূপ ভ্রম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে আচার্য্যবিরোধীদলের আচার্য্যদের ধারণা কর্তৃত্বাভিমানপ্রসূত অশাস্ত্রীয় প্রলাপমাত্র বিচার করাই সঙ্গত।

ভোটের দ্বারা আচার্য্য নির্ব্বাচন হয় না, কারণ আচার্য্যকে স্বীকার কিম্বা অস্বীকার করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার আচার্য্যত্ব প্রমাণিত কিম্বা অপ্রমাণিত হয় না। কিন্তু আচার্য্যকে স্বীকার করা এবং ভোট দেওয়া কিম্বা canvass করা একই ব্যাপার নহে। পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই আচার্য্যের অর্থাৎ সদ্গুরুর অন্বেষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আচার্য্যের নিষ্কপট সেবারূপ কৃপাপ্রার্থীর হৃদয়ে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যের স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তখনই তাদৃশ ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত আচার্য্যচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করা সম্ভব ও সার্থক হয়।

যাঁহারা আচার্য্যের সন্ধান-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভগবৎ-কৃপায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক আচার্য্যসেবায় সাধনক্রম শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য কিম্বা আচার্য্যপদদাস। আচার্য্য নিজেকে আচার্য্য বলিয়া কদাপি অভিমান করেন না। একমাত্র আচার্য্যই সম্যগ্ভাবে শিষ্য অভিমানে প্রতিষ্ঠিত এবং তত্ত্বজ্ঞ গুরু তাঁহাকে আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তদ্দ্বারা গুরুর স্বায়ম্ভুবংশ অর্থাৎ আচার্য্যপারম্পর্য্য সংরক্ষিত হয়। বহু ব্যক্তি যদি নিষ্কপটে প্রকৃত আচার্য্যপাদপদ্মের আশ্রয় প্রার্থী এবং শরণাগত হন, তাহা হইলে আচার্য্যের আনুগত্যে তাঁহাদেরই নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়, তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা কিম্বা শরণাগতি দ্বারা আচার্য্যের আচার্য্যত্ব স্থাপিত কিম্বা উন্নত হয় না। যাঁহাদের বিশ্বাস যে আচার্য্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন না, তাঁহারা আবার আচার্য্যসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে এত অধিক আগ্রহবিশিষ্ট কেন, ইহাও সহজেই অনুমেয়।

বৈষ্ণবাপরাধ দুই প্রকারের। কপটতাপূর্ব্বক বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচার এবং তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন না করা, এক প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ। কপটতাপূর্ব্বক অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করা এবং অবৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও আনুগত্যের আতিশয্য প্রদর্শন,—দ্বিতীয় বৈষ্ণবাপরাধ। আচার্য্যবিরোধী দল বৈষ্ণব অপরাধের স্বরূপ বিচারলাভে বঞ্চিত হইয়া একাধারে বৈষ্ণবনিন্দা ও অবৈষ্ণবের কপট-প্রশংসা প্রচাররূপ দ্বিবিধ বৈষ্ণবাপরাধ আবাহনের পূর্ণতা প্রদর্শন করিতেছে।

"কেহ কাহারও ভক্তি চা'নিতে পারে না"—ইত্যাদি লোকমতানুসারে অশিক্ষিত দুর্জ্জন জনসম্মিলনে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যে প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভু আমাদিগকে অনুক্ষণ সতর্ক করিতেছেন,—

সে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিবে যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইবে তবে॥

আচার্য্য কে ইহা জানা আবশ্যক নাই, কিন্তু একজন অবৈষ্ণব আচার্য্য হইলে সে কিরূপ মাহাত্ম্যে তাহার দল লোভে বঞ্চিত হইবে, কেবল বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা অধিকন্তু তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। এই সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার একটি সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

আচার্য্যের আনুগত্য সর্ব্বাত্মকরূপে স্বীকার দ্বারা শুদ্ধ পারমার্থিক সেবালাভ সম্ভব। আচার্য্যের আনুগত্য পরিত্যাগ দ্বারা লৌকিকতা, ভণ্ডামি, ভোগ ও ত্যাগের কপট অভিনয় মাত্র সম্ভব। আচার্য্যের ঐকান্তিক আনুগত্যই ভক্তির স্বরূপ, আর সমুদয়ই ভক্তির প্রতিকূল-লক্ষণ মাত্র। আচার্য্যের আনুগত্যের প্রতিকূল-লক্ষণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণটী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের গীতে সুপ্রকাশিত রহিয়াছে,—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠাবাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যাঁ'রে সেই ত' বৈষ্ণব।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ধন, বিদ্যা, কুল, মান ইত্যাদি জড়াভিমানের তীব্র গর্হণ করিয়াছেন এবং ত্যাগীর অধিকতর নিন্দনীয় কপটতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিদ্যাকে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্বধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।
ভক্তিবাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব॥

যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, আচার্য্যবিরোধী দল তাঁহাদের এক ব্যক্তিকেও কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা আমরা পদে পদে লক্ষ্য করিতেছি। যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভের অসদভিপ্রায়ে গৌরবিনোদ-বাণী শ্রবণের লৌকিকতা পালনরূপ অভিনয়মাত্র করিয়াছে, তাহারাই বঞ্চিত হইয়াছে। আচার্য্যবিরোধের অন্য শাস্ত্রসঙ্গত উদ্দেশ্য কিম্বা পদ্ধতি সম্ভব নহে। অবৈষ্ণব ব্যক্তিকর্ত্তৃক বৈষ্ণবতার নামে লৌকিকতা, নীতি এবং সাধারণ শিষ্টাচার লঙ্ঘনের দাম্ভিকতা ও পশুত্বতা সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব কখনও কাহারও ব্যবহারিক মর্য্যাদা কিম্বা নীতি লঙ্ঘন করিয়া নির্লজ্জভাবে চলিতে প্রস্তুত হন না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে

"দীনের অঞ্জলি"

দীনতারণ মহারাজ আচার্য্যদেব! আমরা কোচবিহারবাসী দীনহীন কাঙ্গাল। আমাদিগের কোন প্রকার যোগ্যতা নাই জানিয়া পতিতপাবনাবতার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার দীনতারণ ও অহৈতুকী করুণার পরিচয়। কিন্তু আমাদিগের দুর্দ্দৈববশতঃ অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলাম। জানি না কোন্ ভাগ্যে আপনাকে আচার্য্যরূপে লাভ করিলাম। বোধ হয় আমাদিগের উদ্ধারার্থেই শ্রীল প্রভুপাদ নিজশক্তি দান করিয়া আপনাকে পাঠাইলেন; নতুবা আমাদের গতি কি হইত, ভাবিয়া পাই না।

অন্যে যাহাই বলে বলুক, যে যাহা মনে করে করুক, আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি—মহাপুরুষ আপনি, বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আপনি, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিস্তারকারী আপনি, কলির কলুষ-দ্বিরদ-বিনাশক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সিংহনাদে কীর্ত্তনকারী আপনি, আপনার দর্শনে সেবোন্মুখ জীবের সেবাপ্রবৃত্তি লাভ হয়, আপনার নিরপেক্ষ জ্ঞান দর্শনে কলিকাল দূরে পলায়ন করে, আবার ও পাদে আপনি অমায়া ও সর্ব্বলোকাকর্ষক অনুভব। আপনার অশেষ গুণ, যাহা আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর যাবৎ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা সামান্য কয়েকটি শব্দদ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

আপনি স্বয়ং বৈষ্ণব সদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীশিক্ষাকারে নিরপেক্ষভাবে অমায়ায় সর্ব্বত্র শ্রীবাণী প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাহাই অসংখ্যমানবের অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদের গণমধ্যে সর্ব্বাধিক গুণ যাঁহার আপনি তাঁহাদের অগ্রণী। আপনি সর্ব্বস্ব ত্যাগের স্বতঃসিদ্ধরূপে যেরূপ গৌরবান্বিত, তাহাতে আপনার সঙ্গে তুলনার পাত্র অনুসন্ধান করিলে আপনি ভিন্ন অপর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদকে যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন তাহা আপনিই, শ্রীল প্রভুপাদের বাণীময় লীলার নিত্য-সহচর আপনি, শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য অনুগত হইয়া নিষ্কপটে পালনকারী একমাত্র আপনিই।

হে ভক্তবৎসল আচার্য্য কেশরিন্! আমরা অতি ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র ও দীনাতিদীন। এ জগতে আমাদিগকে ত্রাণ করিবার মত একমাত্র আপনি আছেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; সুতরাং আমরা কায়মনোবাক্যে আপনারই শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া থাকিলাম। আপনি নিজ দাসানুদাস জানিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

আপনার শ্রীশ্রীচরণে শরণাগত
শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সেবক-
কোচবিহারের সেবকবৃন্দ—

স্বাক্ষর—
Surammubandva Dasadhikary.
শ্রীরূপ-রঘুনাথ দাস অধিকারী।
Dr. Sreekant Das.
Monomohan Roy (Hd. Master)
শ্রীবৈদ্যনাথ দাস
শ্রীকৃষ্ণমোহন বর্ম্মণ
শ্রীদেবগোবিন্দ সরকার
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বর্ম্মণ
শ্রীহরেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বর্ম্মণ (সাং বামনীয়া)
শ্রীরঘুনাথ দেব
শ্রীমথুরানাথ সরকার
Paresh Nath Banerjee
শ্রী[illegible]নাথ বর্ম্মণ
Radha Charan Das
Pyari Mohan Roy Sarkar
শ্রীমুরলীধর রায় সরকার
শ্রীঅবিনাশমোহন অধিকারী।
কুচবিহার, দেওয়ানগঞ্জ।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible] [illegible]পুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible]

[illegible] [illegible] আসিয়া

[illegible] [illegible]

শ্রী[illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible]।

([illegible] [illegible]মঠ

১৬০ [illegible] [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার,

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] আসনে

[illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible] [illegible]

[illegible] রক্ষক — [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক — শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন বামনপুকুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অমৃতকুণ্ড কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যা[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাইগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীনামাচার্য্যের মহৎ ভবনের স্থান।

রক্ষক — শ্রীউপেন্দ্রবিহারী অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন [illegible])

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৭ [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ [illegible]।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র, [illegible] মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীবাট গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রীভক্তি[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌, [illegible] এল।

২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আগুরাঙ্গিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) নৈমিষ্য গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible]পুর, ইউ, পি

[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক — [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible]পুর [illegible] ইউ, পি

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], মথুরা

রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — শেরগড়,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ [illegible]নন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীআলালনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক — শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক — [illegible]নন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক — শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌ এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible]পিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত

(৬০) অমসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমসি, মেদিনীপুর

রক্ষক — শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক — শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড, [illegible] লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মঃ
বালাম	৬৷৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৸৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাদেশ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৷০
দাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৵
মরিপুর ১০০০ নং	১০৴
মারচোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵
কানপুর লাল	৭৷৷৴০—৮

সোণা-রূপার দর।

পাঃ ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩।

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম —	
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
ডাউসফোর্ড ঐ	৫৷৷৵ ৫৸০
সুজী	৬৲
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলাউ	১৷৷৴০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিবাম	৪৬৷০
ডাব	৪৯৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর পাঃ হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

যাকা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে নাকা হালকা ওজন	৭৸৵০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ কর গেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ —	১৫৷০

গ্যাঃ প্লেন ২৪—৩০ গেজ

শীট	৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	২৸০
প্লেট কাটা বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷০—৭৲

পাটী কাটা ৮—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০ ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটা লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০

স্প্রিং পাটী, বোল্টু গরাদে ৮৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

রঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

ছটকলের হালমণ ৫০ গাটের হালমণ ৬॥

তুলার হালমণ ৪৸০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৭০
লিভারপুল আদেন করকচ	৬০৲
করাচি গুঁড়া ফাইন	৪৩৲
হামবার্গ লম্বা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন

পাঃ মণ

পার্ল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০ ১১৷০
শুঁঠ অরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] ও [illegible]। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

আগামী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৭,	১০—৩১,	১৩—[illegible]	১৭—৩৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—[illegible]	১৮ ৯,	[illegible]—[illegible]
[illegible]ঘাট	পৌঃ	৭—[illegible]	১১ ১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাজ জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] জ্বর কাটিতে অদ্বিতীয়। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাল, [illegible]।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা; ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রী চেতনা"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কালেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] আস্বাদন করিবার [illegible] জীবনচরিত-সহ [illegible] এক বিরাট, [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত [illegible] (Foreward), [illegible] ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] সূচী এবং Index Glossary। [illegible] ভিক্ষা—১২, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

[illegible]

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২্ স্থলে মাত্র ৬্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:•:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চ ২্	১॥০	১॥০	১্
সিকিকলম ৫্	৪্	৪্	৩্
" অর্দ্ধকলম ৮্	৬্		৫্
" এক কলম ১২্	১০্	১০্	৮্

এক বৎসরের জন্য চুক্তি

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১	১২্
" অর্দ্ধকলম ২৪্	১৮্
" এক কলম ৩৬্	৩০্

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯্
ষাণ্মাসিক	"	৫্
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১্

প্রতি সংখ্যা ।০; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ [illegible]
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৫ই জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১২৭]

বিবিধ সংবাদ

নদীয়ার ফসল

এ বৎসর সময়মত বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠের সমস্ত ফসল "নাবি" হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর ইতোমধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় প্রায় সমস্ত গ্রামেরই ধান, পাট প্রভৃতি ফসল অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। জলঙ্গী নদীতে বন্যা নামিতে সুরু করিয়াছে। এবৎসর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক সার্কুলার জারী করিয়া খালের মুখে বাঁধ বাঁধিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; কারণ তাহারা মনে করিতেছে, সময়ে খালের মুখে বাঁধ দিয়া বন্যার জলের গতিরোধ করিতে না পারিলে সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু এবারকার মাঠের ফসলের বৃদ্ধি যেরূপ পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কৃষকমণ্ডলের এ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

আবার যুদ্ধ বাধিল

চীন সরকার পিপিংএর নিকটে ওয়াংপিংএ যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলেই প্রথম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। উক্ত অঞ্চলকে জাপানীরা "ভীষণভাবে আক্রান্ত নগরী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সহরটী পূর্ব্বে চীনা সৈন্যদের হাতেই ছিল। জাপ-পররাষ্ট্র-বিভাগের মুখপাত্র জাপানের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জাপানী সৈন্যদের উত্তর চীনের যে জায়গায় ইচ্ছা সেই জায়গাতেই কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দিবার অধিকার আছে। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের মহড়া দিবার পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ মহড়া উপলক্ষেই [illegible] এর ব্যাপারের সৃষ্টি হয়। উক্ত ঘটনা যখন ঘটে তখন জাপানী সৈন্যদের প্রত্যেকের একটীর বেশী বুলেট ছিল না। সাময়িক প্যারেডের পূর্ব্বে জাপ সেনাগণ যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছিল মাত্র। চীনা সৈন্যগণ গুলী চালানোর পর জাপ সেনানায়ক ফেংটাই সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন।

পিপিং এর খবরে প্রকাশ যে, উত্তর-চীনে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। জাপানী ও চীনা সৈন্যগণ সরিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্র উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ বা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য নাম রেজেষ্টারী করিবার উদ্দেশ্যে ১২ই জুলাই সোমবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস, সায়েন্স, কমার্স এবং টেকনোলজীর বিভাগের গ্রাজুয়েটদের নাম তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। একটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিজ্ঞানের বাছাই করা আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের নামও তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। শেষোক্ত বালকদের জন্য কারিগরী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাইস চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে ব্যবসা-শিক্ষা-পরিকল্পনা গত বৎসর জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় গৃহীত হয়- ইহা তাহারই ফল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই করা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়াই এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ নিজেরা ছোট ছোট ব্যবসা চালাইতে পারে বা কোনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগে থাকিতে পারে, তজ্জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভাইস চ্যান্সেলারের এই পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিবার জন্য সম্প্রতি "এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড" নামে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নাকি ইতোমধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে ৬০ জন শিক্ষার্থী ছেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাটকল, পাটের গাঁট বাঁধা, কাপড়ের কল, তুলার গাঁট বাঁধা, নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিষ্ট, মাল-বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানি, বীমা, ব্যাঙ্ক, হিসাব-রাখা, ষ্টক ব্রোকার, কোম্পানীর কেরাণী-গিরি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

প্রেসিডেন্টের দণ্ড

খুশাব মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করিয়া সারগোধা জেলার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঞ্জাবের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী এই মর্ম্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, খুশাব মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট লালা [illegible] ৩ বৎসরের মধ্যে আর কখনও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য হইতে পারিবেন না।

প্রেসিডেন্ট লালা কাশীরাম ও সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হইয়াছিল যে, (১) তাঁহারা রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া আদায় করেন এবং (২) তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল- [illegible] স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

অবৈধ জনতা সৃষ্টি করায় দণ্ড

[illegible] নামক এক ব্যক্তি ও অপর [illegible], মহরমের সময় অবৈধ জনতা সৃষ্টি করিয়া দোকানদারদিগের কতক জনকে মারপিট করার অভিযোগে আদালতের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাদের কাহারও প্রতি এক বৎসরের, কাহারও প্রতি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সকলেই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত মহরমের সময় [illegible] কয়েকজন লোক [illegible] মারপিট করিয়াছিল এবং [illegible] কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হয়। সেই সম্পর্কে [illegible] যুক্ত হইয়াছিল।

মহরমের সময় দাঙ্গা [illegible] অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানেরা [illegible] ফেলিয়া চলিয়া যায়। পরদিন, কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহারা [illegible] বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হয়। আসামীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহারা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং, তাহারা অপর পক্ষকে আক্রমণ করে। [illegible] আক্রমণ করে। থানার পুলিশ সুপার ও ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। [illegible] তখন [illegible] আহত হইতে হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড-
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৲
৯। বৈষ্ণবস্মৃতি ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। দ্বাদশ আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ৵০
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।৹
২৭। মুক্তাফলটীকা শ্রীগুণ্ডিচাভক্তঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দ্বীপ দিগ্‌-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমপ্র[illegible]কা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৷০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনর‍্যাপ্রেয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

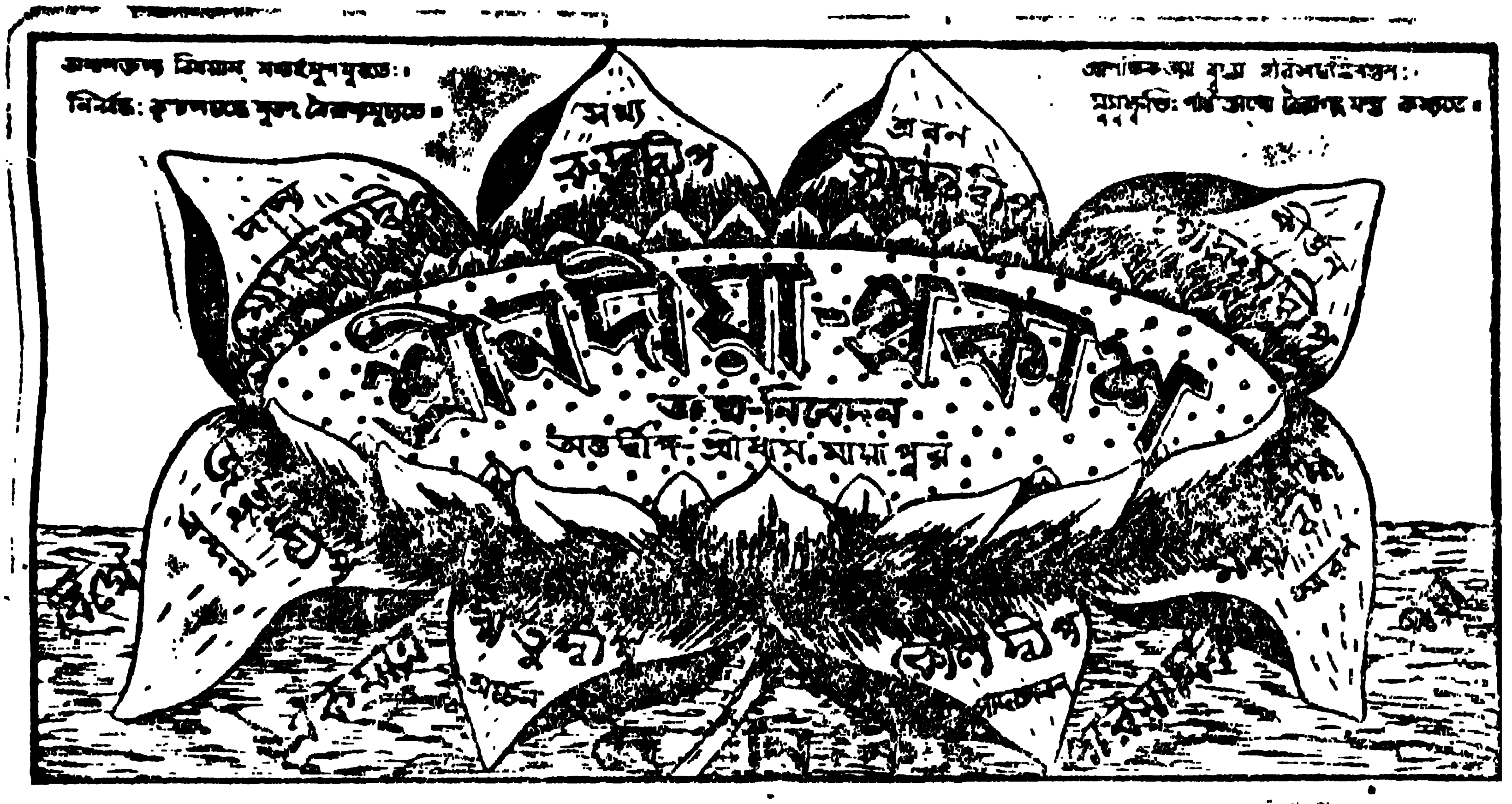

১২শ বর্ষ | বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১১৭তম সংখ্যা

আচার্য্যপ্রসঙ্গ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসবোপলক্ষে গত ৮ই জুলাই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম শ্রীমঠের মন্দিরের অঙ্গনস্থিত উপবিষ্ট হইয়া উৎসবোপলক্ষে আগত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসন্ন সেন বি-এল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রভৃতি বহু বৈষ্ণববৃন্দের নিকট নিত্যগোলোক-বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও তাঁহার শ্রীধামপ্রীতির কথা উল্লেখ করিয়া বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন শ্রীগোদ্রুমে অবস্থানকালে ঠাকুর কখন কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাহিরে যাইতেন শ্রীনাম-কীর্ত্তনকালে শ্রীধামে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের যাবতীয় রোম খাড়া হওয়া উঠিত এবং সকল অঙ্গে পুলকাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত।

ঠাকুরের জীবনের আর একটী অলৌকিক ঘটনা উল্লেখে আচার্য্যদেব বলেন একবার ঠাকুরের কলিকাতায় রামবাগানে অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তিনি স্বপ্নে দর্শন করেন। স্বর্গে [illegible] সভায় উপস্থিত হইয়াছেন দেবতাগণ [illegible] সমবায়ে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করিয়া একটী উচ্চাসনে উপবেশন করান। এই সময় দেবতাদের মধ্যে গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" এই শ্লোকের আলোচনা হইতেছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে [illegible] উপস্থিত হইয়াছিল "ভজতে মামনন্যভাক্" এবং "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" এই দুইটী কথার [illegible]। যিনি অনন্যভাবে ভজন করেন তিনি সুদুরাচার কিরূপে হইতে পারেন?—এই প্রশ্নে দেবতাগণ মীমাংসার জন্য ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ঠাকুর বলেন, "যিনি অনন্যভাবে ভজন করিতেছেন তাঁহাতে দুরাচার থাকিতে পারে না এবং তিনি যে সাধু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই প্রকার অনন্য-ভজনকারীর আচরণে যিনি দুরাচারত্ব দর্শন করেন না তিনিই সাধু বলিয়া বিবেচিত হন।" ঠাকুরের এই প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া দেবমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

[illegible] বিশোর নাম বাবাজী মহারাজের, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির প্রতি প্রেম সেবার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবসই অপরাহ্নে মোটরযোগে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দত্ত, শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সহ শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করেন এবং তথা হইতে পরদিবস শ্রীমঠে পুনঃ উপস্থিত হন।

প্রকৃত উন্মত্ততা কাহার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পাইয়া বসিল, রামকান্তের উন্মত্ততার চেয়েও অধিক উন্মত্ততার পরিচয় দিয়া বসিল। শাস্ত্রবচনে নিরপেক্ষ থাকায় রামকান্তের উন্মত্ততা বরং কিছু কম ও মার্জ্জনীয়। শাস্ত্রবিচার উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে, শ্রীভগবান্ ও আচার্য্যবৃন্দের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া নাস্তিক সাজিতে যাইতে হওয়ায় আমার উন্মত্ততা রামকান্তের অপেক্ষাও অধিক দোষাবহ ও অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়িবে।

আমাদেরই যে মহা উন্মত্ততা—মহাবাদ—মহাভুল অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সে বিষয়ে একটু বিচার করিলে আর রামকান্তের উন্মত্ততায় আমাদের কারণ হইতে হইবে না। তখন স্বতঃই পোলের [illegible] ভেদ করিয়া বাহির চীৎকার উঠিবে—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' আমাদের বর্ত্তমান উন্মত্ততার একটু দিগ্দর্শন করা যাইক। বিরজার ওপারে ব্রহ্মলোক-তদুপরি পরব্যোম—তদুপরি গোলোক। সেই গোলোক বৃন্দাবনের নিত্য চিদানন্দ-সেবা-প্রাপ্ত্যধিকারী ভাগ্যবান জীব আজ বিরজার এপারের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সত্য মহঃ জন তপাদির নিম্নে কি এই ভূলোকের ক্ষুদ্রপল্লীর কুটীরে পড়িয়া আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণকালে বিপদজালে জড়িত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। চিন্ময়স্বরূপ জীবাত্মা করুণাকারুণিক মহাপ্রভুর নিত্য কিঙ্কর জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে নিজকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া এই জড় শরীরকে আমি বলিয়া একটী জড় মাংসপিণ্ড মনে করিয়া পুত্র-কলত্রাদির জন্য কত না কষ্ট পাইয়া পরম উন্মত্ততার পরিচয় দিতেছে। সকল বৈভবপূর্ণ চিদ্ধামের দ্বার আজ এককালে [illegible] দেবীধামের দুর্গতে লুটিয়াপড়া পাইতেছে। চেতনের অধিকৃত জীব আজ দারিদ্র্য, শোক ও মায়ার দাস। সুখ নিত্য [illegible] চিন্ময়ধাম চিদ্গতের সেবাবিলাস-প্রাপ্য বস্তু আর আজ দেহ বিকৃত প্রাকৃত ফলের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ অবিদ্যার মায়ার কারাগারে দণ্ডনীয়। স্বরূপেতে যাহার প্রভুর সেবা ছাড়া আর কিছুই নাই, সে স্বর্গ-মর্ত্যাদির পিছনে সুখ পাইবার আশায় যে প্রভুকেই বাদ দিয়া প্রভুত্বোগে বস্তুগুলি ভোগ করিবার জন্য ছুটিতেছে। বস্তুতঃ সেবক দাস আজ মহানন্দে পণ্ডিত হইয়া ভোক্তা, প্রভু, পালক বা ছোটখাট ভগবান্ সাজিতে ছুটিয়াছে—যাহার মাথাই নাই সে মাথা ব্যথায় অস্থির হইতেছে—অমৃতের পুত্র আজ নিজকে মরণের আসামী অভিমান করিতেছে!

এই সমস্ত কথা একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিলে, সাধুগুরুর আনুগত্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলে, বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের সার-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচারপূর্বক ভজন করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিত্যানন্দ শ্রীমন্নিত্যানন্দ আমাদের কত বড় বন্ধু। তখন বুঝিতে পারব কত বড় উন্মত্ততার হস্ত হইতে দুটি পার করিবার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই গৌরকরুণার প্রয়াস: তখনই বুঝিতে সমর্থ হইব যে প্রকৃত উন্মত্ততা কাহার।

"যাঁহারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবগত নহেন। শ্রীপাদপদ্ম হইতে শাস্ত্রবিষয় কীর্ত্তন হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বামন, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

পথ দ্বিবিধ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ কথা অনেক সময় প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত জনগণের রঞ্জন না হইতে পারে। কিন্তু শ্রেয়ঃ-কথা সকল সময়েই উপকারক। শ্রোতা অনেক সময় মনে করেন, "আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বাহির হউক"; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, "আপাততঃ আমার অপ্রিয়কর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।" মানুষের কত রকম রকম। আমরা যে রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিব এবং সেই বস্তু গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাত রমণীয় প্রেয়ঃপথ-গ্রহণই মানব জীবনের কর্ত্তব্য তাহা নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি প্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পাইবার জন্য ভোগ করিয়াও শ্রৌতপন্থীর শরণ করিব।

গুরু কখনও প্রেয়ঃপন্থা স্বীকার করেন না। তিনি শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। যদি কেহ বলেন— 'গুরুদেব, আমি মদ খাইতে চাই,' গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহাকেই আমরা গুরুপদে বরণ করি।

আমাদের সত্য জানিবামাত্রই তাহাতে নিযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্বাঙ্গরাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অর্থাৎ মাত্র মুহূর্ত্তকালটী হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যদি আমরা বলি—আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য বাকী রহিল, কিন্তু "বিনা সাধুসঙ্গে নাহি"। অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু ভাবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না।

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে মঙ্গল হইবে না। যে গুরুদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁর অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

কপটতা

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী, ভক্তিসুধাকর।

পারমার্থিক জীবনের প্রধান এবং একমাত্র অন্তরায় কপটতা। কিন্তু কপটতার স্বরূপ কপট ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অমায়ায় দয়া করিয়া কপটতা-দুষ্ট বদ্ধজীবকে কপটতার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছেন:—

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি এই সব।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।"

আইন-অমান্যকারী আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া—আইন-ভঙ্গজনিত রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পায় না। যাহারা অধিক কপট, তাহারা অজ্ঞানতার দোহাই দিয়া আইনভঙ্গ করিয়া থাকে। ইহা আইন প্রণয়নকারী ভালরূপেই অবগত আছেন এবং এজন্যই সমাজে আইনের অজ্ঞতা সকলের পক্ষে সমভাবে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

অজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন—অজ্ঞানকৃত ও জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য একই প্রকার দণ্ড ব্যবস্থা সঙ্গত নহে। এপ্রকার আপত্তির উত্তরে সাধারণতঃ ইহাই বলা হয় যে, যদি একজন অজ্ঞ বা অক্ষমতাবশে দণ্ডিত হইলেও মোটের উপর উক্ত আইন দ্বারা সমাজ ও জগতের অমঙ্গল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং দেশের ও দশের হিতের জন্য অজ্ঞানকৃত আইনভঙ্গ-অপরাধের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধানই সঙ্গত।

পারমার্থিক বিষয়ে অজ্ঞানতা ও অজ্ঞানতার ভাণের নাম কৈতব বা কপটতা। আমি কর্ম্মবীর। যদি আমি বলি যে, আমি জানি না যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের আইন লঙ্ঘিত হয়; শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভগবানের পক্ষ হইতে তাহার উত্তরে বলিবেন,—"তুমি কপট, তুমি জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজিয়াছ। তোমাকে জ্ঞানকৃত শাস্তি দিলে জ্ঞানকৃত অপরাধীর প্রতি কি শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরাং উহা সঙ্গত হইবে।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অপরের কিম্বা দশ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য একজন নিরপরাধীকেও দণ্ডিত করিবার প্রস্তাব করেন নাই।

শ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্রে আমরা পাই—
"ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা অন্ধীকৃত আমাদিগের চক্ষুতে শলাকা দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রলেপ প্রযুক্ত করিয়া আমাদের মুদিত চক্ষু খুলিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা আবৃত থাকে। তখন আমরা প্রকৃতই অন্ধ। সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় আমরা যে সমুদয় কার্য্য করি তাহা আবার কিরূপে কপটতা হইতে পারে?

নিজের সুখের জন্য কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম কর্ম্ম। কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি সম্ভাবনা জীবের গঠনে নিত্যকাল আছে। সুতরাং উহা জীবের অজ্ঞাত নহে। যখন জীব জানিয়া শুনিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন হইতেই তাহার অজ্ঞানতা প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত হয়। নিজ সুখেচ্ছা ও অজ্ঞানতা একই ব্যাপার এবং উহা জীবের নিত্য-পারিজাতবৃক্ষ। জীব স্বেচ্ছায় নিষ্কপট কিংবা অজ্ঞানতার আবাহন করে। অজ্ঞানতার অনুশীলনের নাম কর্ম্ম। যেখানে অজ্ঞানতার অনুশীলন, সেখানে জ্ঞানের স্থান অপ্রাপ্ত। আবার যেখানে জ্ঞানের অনুশীলন সেখানে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতার অপসারণ। জ্ঞানানুশীলনের অপর নাম কৃষ্ণানুশীলন কিংবা কৃষ্ণের সুখের জন্য সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা। কৃষ্ণের সুখের জন্য কার্য্য করিলে অজ্ঞানতা অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ অর্থাৎ কপটতাচরণ, সুতরাং পরিত্যক্ত হয়। নিষ্কপটতা আচরণ ভিন্ন কপটতা পরিহারের অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমাদের কপটতার স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় সর্ব্বাগ্রে আমাদের কৃষ্ণানুশীলন-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয় এবং তাহার ফলে অজ্ঞানতারূপ কপটতা পরিত্যক্ত হয়।

মোক্ষকামী অজ্ঞানতার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু ভগবৎসেবা-প্রার্থী নহে। কৃষ্ণসেবায় অবস্থিতই একমাত্র অজ্ঞানমুক্ত অবস্থা—ইহা মোক্ষকামী বুঝিতে পারিয়াও স্বীকার করে না। কর্ম্মের সহচর যে অজ্ঞানতা তাহাকেই মোক্ষকামী জ্ঞান-বিচার করিয়া অজ্ঞানতার অনুশীলন দ্বারা চেতনের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে অজ্ঞানমুক্তি কল্পনাপূর্ব্বক আত্মবিনাশ সাধনের প্রার্থনা করে। ইহাই জ্ঞানকৃত অপরাধের চরম অবস্থা। ইহাও সম্ভব। কারণ, কর্ম্মের প্রচুর অনুশীলনের ফলে তখন ভূতে পাওয়া লোকের ন্যায় অবস্থা হয়।

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

ত্রিতাপ মৃত্যুর কিঙ্কর। অজ্ঞানতাই জীবের প্রকৃত মৃত্যু। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই অজ্ঞানতা। নিজের সুখেচ্ছাই আত্মার পক্ষে একমাত্র ক্লেশ ও মৃত্যু। কৃষ্ণসুখেচ্ছাই আত্মার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও নিত্য অমৃত। সাধু-গুরুর আনুগত্য দ্বারা এই তত্ত্ব বস্তুতঃ অবগত হওয়া যায়। সাধু-গুরুর সেবা দ্বারা কৃষ্ণসেবা সম্ভব হয়। কৃষ্ণসেবা দ্বারা কপটতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়।

প্রকৃত উন্মত্ততা কাহার?

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীসনাতন শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ। যুগযুগান্তরের স্বরূপবিস্মৃত জীবকুলকে নিত্যস্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মোহগ্রস্ত মহ-উন্মত্ত আমাকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে—মহা-উন্মত্ততার হস্ত হইতে চির নিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীভগবানের চরণতলে উপনীত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই তিনি জগন্মঙ্গলকর অভিনব প্রশ্ন করিলেন—'কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়?' আমার ন্যায় মূর্খ কিন্তু তখন মনে করিয়া বসিল যে, সনাতন কি উন্মাদ! জগতে কত ভাল ভাল জানবার প্রশ্ন থাকিতে যে প্রশ্ন পাঁচ বৎসরের শিশুও উত্থাপন করার আবশ্যক মনে করে না, যাহা অশিক্ষিত শিশুও সকলেই-গম্যের বিষয়, মহাপ্রভুর পাদপদ্মকে উপস্থিত হইয়া সেই অতি সহজ ও একান্ত সরল বিষয়েই নিজের মহা অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন! যাহার প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তাসম্বন্ধে মহাজনগণ বলিতেছেন,—"রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি"। সেই বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ সনাতনের এরূপ

বাতুলতা! গোড়াতেই ত' দেখিতেছি ইহার এক বিষম গলদ (?), গোড়াতেই যাঁহার এত গলদ—তাঁহার যাঁহার এত কাঁচা, তিনি আবার কি প্রকারে হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব এতকাল করিলেন? তিনি কি করিয়া অতুল ধনরত্ন উপার্জ্জন করিলেন? কি করিয়াই বা অপ্রতিহত গৌরবে জগৎসভায় গৌরবান্বিত হইলেন?

কিন্তু যদি খুব সুস্থির চিত্তে শাস্ত্রযুক্তির অনুগত হইয়া আমরা একটু চিন্তা করিবার অবকাশ পাই, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে, সনাতন উন্মাদ নহেন; পরন্তু উন্মাদ আমরা, যাহাদের প্রাণে কোন দিনও এই সনাতন-প্রশ্নের উদয় হয় না, তাহারা। যাঁহারা জগতে নিজকে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-অভিমানে বৈদিক, শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক, শ্রেষ্ঠ আরও কত কি ভাবিয়া মনস্থ করিয়া স্ফীত হওয়ার দরুণ মাটিতে পা দিতে চাহেন না অথচ মূলে হাড়-মাসের একটা জড় থলেকেই 'আমি' বলিয়া মহাভুল করিয়া বসিয়া আছেন, প্রকৃত উন্মাদ তাঁহারাই। যাহাদের সমস্ত চিন্তাস্রোতই এই দেহটিকে কেন্দ্র করিয়া, সেই সমস্ত বিজ্ঞানাভিমানী দল অধ্যাত্মচেতনকে সুস্থ অনুমান করে, অসুস্থগণকে—মহা ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদকুলকে নিস্তার করিবার অভিপ্রায়েই বৈকুণ্ঠদূত, কপট-মানব, দয়ালের শিরোমণি সনাতনের শ্রীভগবানের নিকট এই মঙ্গলবিধায়ক এই মহা কল্যাণপ্রদ 'কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়' প্রশ্নের উত্থাপন। মহা উন্মাদ আমরা নিজের নিজের মহোন্মত্ততার কথা বুঝিতে পারি না। সনাতন দয়া করিয়া না বুঝাইলে কি কোন দিনই এ মহাউন্মত্ততা ঘুচিত? ইঁহাদের এই নিদারুণ উন্মত্ততার বিষয় সহজ-বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে আমরা একটা রূপকের অবতারণা করিতেছি।

রামকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন হঠাৎ নিজকে 'ঘোড়া-কান্ত' বলিয়া ভুল করিয়া ঘোড়ার ধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। চিঁহি চিঁহি করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, কাঁচাঘাস দেখিলেই ভক্ষণাশায় সেইদিকে ছুটিতে লাগিলেন, তাঁহার আত্মীয়স্বজন নিরুপায় হইয়া হাতে বেড়ী লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি? গোলমাল কিসের?" তখন তাঁহার আত্মীয়গণ বিষণ্ণ অথচ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"রামকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উন্মত্ততা কিন্তু নিতান্ত শিশুরও সহজ উপলব্ধির বিষয়। কারণ, এ উন্মত্ততায় জীবের তত বেশী ক্ষতি নাই, কাজেই মায়াদেবী এখানে অত্যন্ত উদার, এখানে তিনি কাহারও বুদ্ধি ভেদ করেন না—চক্ষু আচ্ছন্ন করেন না। কিন্তু নিউটনের মত মনীষী, নেপোলিয়নের মত বীর, বৃহস্পতি-তুল্য বুদ্ধিমান্ আমি আজ যে মহা উন্মত্ততা-ব্যাধিতে আক্রান্ত, যাহা রামকান্তের উন্মত্ততা হইতে কোটী কোটী গুণে বেশী, যে উন্মত্ততা আমার চেতনের বৃত্তিকে চিরতরে অন্ধ করিয়া দিয়া আমাকে বৃক্ষ ও প্রস্তরে পরিণত করিয়া দিতে ছুটিয়াছে, দিব্য নয়ন নিমীলিত ও মায়ার কারাগারে শৃঙ্খলিত বলিয়া তাহার বিষয় আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! দুই বৎসরের শিশু ত' দূরের কথা, শতবর্ষ বয়স্ক প্রৌঢ় শত শত জন্মে এ রোগের পাদপ্রান্তে অভিবন্দনা করিয়া পর্য্যন্ত এই প্রহেলিকা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। মায়াদেবী কিন্তু এখানে বড়ই নিষ্ঠুর অত্যন্ত অনুদার। সত্যই আমার বুদ্ধি ভেদ করিতেছেন, চক্ষু আচ্ছন্ন করিতেছেন। তাঁহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মাংসপিণ্ডময় নিজকে আমি পরম সুস্থ ত' মনে করিতেছি! বেদান্তাদি শাস্ত্র আমার এই রোগনির্ণয় করিয়া বজ্রনির্ঘোষে আমার অন্তরে দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা স্বরূপ জানাইয়া দিতেছেন, আমার আমিত্বকে—আত্মস্বরূপকে চিনাইয়া দিতেছেন। যথা—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশো-
ষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং
সনাতনঃ॥"
গীঃ ২।২৩)

মহাবদান্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তারস্বরে আমরা বস্তুতঃ কি, আমাদের স্বরূপের প্রকৃত ও নিত্য পরিচয় কি, এই সমস্ত বিষয় কত না প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন! নিজের পরিচয়দান-চ্ছলে আমাদের উন্মত্ততা-বিমুক্ত ব্যাধিহীন সুস্থ অবস্থার কথা জনে জনে উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিতেছেন। যথা

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-
র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-
র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-
পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো-
র্দাসদাসানুদাসঃ॥"

কিন্তু হায়! এই সমস্ত বজ্রনির্ঘোষ বাণীর শ্রবণে চির উদাসীন থাকিয়া মহা উন্মত্ত আমি জন্মমরণশীল পরিণাম দুঃখময় শুক্রশোণিতময় ঘৃণ্য হাড়-মাসের একটা থলেকে চিরকাল 'আমি' সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া নিজে পরম সুস্থ আছি বলিয়াই রামকান্তের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেছি এবং শ্রীসনাতনকে বাতুল মনে করিতেছি। বড় দুঃখেই তুলসীদাসের দোঁহা মনে পড়ে—'মঙ্গা কাঁপ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে অউর হাঁস।'

রামকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তথাকথিত উন্মত্ততা ও স্বরূপহারা জীবমাত্রেরই উন্মত্ততা এবং আমার প্রকৃত মহা উন্মত্ততা একটু পরিমাপ যন্ত্রে মাপিয়া লওয়া হউক, দেখা যাউক কাহার উন্মত্ততা অধিক।

(ক) রামকান্ত মহাশয় এতদিন শুক্রশোণিতজাত চতুষ্পদ না হইয়া যেন থলিবিশিষ্ট মানুষের খোসাকে শ্রীভগবানের অংশ নিত্যশুদ্ধ সনাতন জীব—সেটা যতটা সত্য, রামকান্ত মনে করিলেন। নিত্যস্বরূপ ও মন-বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ আবরণকারী স্থূল উপাধিক একটা মায়িক দেহকে তিনি চিরদিন আমি মনে করিয়া আসিয়াছেন। আজও তিনি চরম অস্থায়ী দেহের একটা অবস্থান্তর ঘটায় আর একটা শুক্রশোণিতজাত ঘোড়ার দেহ খুলে—নিত্যস্বরূপ ও সূক্ষ্মদেহ আবরণকারী স্থূল উপাধিক দেহকেই আমি মনে করিতেছেন। সেদিকে তিনি উভয়তঃ ঠিকই আছেন তবে পূর্ব্বে মানুষের মায়িক নশ্বর খোসাটাকে 'আমি' বলিয়া ভুল করিতেন, এখনও ঘোড়ার খোসাকে 'আমি' বলিয়া ভুল করিতেছেন। বস্তুতঃ কিন্তু সবই ভুল; সবই উন্মত্ততা। মহাভুলকে কেন্দ্র করিয়া সুস্থ, অসুস্থ, ভুল, শুদ্ধ, ভাল, মন্দ, ভদ্র, অভদ্র, যত যাহা কিছু সবই ভুল। যাহারা আবার নিজদিগকে রামকান্তের সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, আত্মীয় অভিমানে বেড়ী লইয়া রামকান্তের পিছনে পিছনে ধাবিত হইতেছেন তাহাদের বিচারের প্রকৃত স্বরূপ আর একটী রূপকদ্বারা বুঝান যাইতেছে।

এক মূর্খলোক প্রশস্ত একটী নদীর পাড়ে বসিয়া জলের একটী আলোক দেখিয়া টাকা ধরাইবার জন্য বৃথাই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকায় তাহার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"দূর মূর্খ! হাত অতটুকু বাড়াইলে কি আর টাকা ধরে? আর একটু বাড়াইয়া দিতে হয়—এমনি করিয়া"—এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাত ঐ টাকাটি ধরিবার জন্য আর একটু প্রসারিত করিয়া দিলেন। উভয়ের চেষ্টাই কিন্তু অজ্ঞানের সমমূল্য চেষ্টা। উভয়েই জলের আলোকে টাকা ধরাইতে চাহেন। কিন্তু একজন অভিমান করিতেছেন অপর ব্যক্তি মূর্খ, তিনি বুদ্ধিমান, অপর ব্যক্তি উন্মাদ, তিনি প্রকৃতিস্থ। বস্তুতঃপক্ষে কিন্তু সবারই ভুল, সবারই মূর্খতা, সবারই উন্মত্ততা। স্বরূপহারা মায়াপিশাচী-কবলিত উন্মত্ত জীবগণ আচার্য্যগণের চরণধূলিতে অভিষিক্ত হইয়া আত্ম বা স্বরূপে উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত নিজকে যতই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মনে করুন না কেন বস্তুতঃপক্ষে সবই ভ্রমপ্রমাদময়ী চেষ্টা—উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র। ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রের সনাতনী বাণী।

"দেহেতে আত্ম-অভিমান সব মনোধর্ম্ম।
এই জ্ঞান এই মন [illegible]॥"

সুতরাং রামকান্ত ভট্টাচার্য্য ত' চিরদিনই তাহার আত্মীয় স্বজনের মত উন্মাদ আছেই, আজ না হয় সেই উন্মত্ততা একটু রকমারিতে পরিণত হইল এইমাত্র পার্থক্য।

(খ) রামকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাকৃত বিচারে আর এক ভুল করিতেছেন। তিনি অন্ন ছাড়িয়া ঘাস খাইতে ছুটিতেছেন ও একবারে মুখে 'চিঁ হিঁ' করিতেছেন; পশুর কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও নূতন কিছুই ত' হয় নাই। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়—মানুষ চেতনের সন্ধান না নিয়া কেবল—আত্মবিদগণের নিকট চিকিৎসিত না হওয়ার জন্য জন্মবন্ধন বাদ দিয়া খোলসে 'অবুঝ' থাকায় মানবের প্রকৃত পরিণাম না যাজন করায় পূর্ব্বেও তিনি পশুপদবাচ্যই ছিলেন। তবে তখন ছিলেন দ্বিপদ পশু, এখন না হয় চতুষ্পদ পশু অভিমানকারী। বস্তুতঃপক্ষে সবই পশুধর্ম্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" "শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥" যেহেতু গুরুর দয়া মনুষ্য অভিমান থাকিলেও রামকান্তের নাই, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়দেরও নাই। মায়িক অভিমানে সকলে সমান, সবাই ভুলের মধ্যে, সবাই মহা পশুত্বে। রামকান্ত একটা অবস্থা হইতে অন্যের পিছনে ছুটিয়াছেন, এইমাত্র ভেদ। কিন্তু পরিবর্তন তাহার ত' কিছুই হয় নাই। মায়াদেবী পিশাচী দেখা লোকের নিকটে তিনি উন্মত্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও আত্মীয়দের নিকটে তিনি 'দিব্য সুখী' আছেন। শাস্ত্রের বিচার—আত্মীয়ের বিচার—জগতের বিচার—শ্রীভগবানের বিচার এ সব পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি নিজের চক্ষু নিজের দিককেই অনুমান করি তাহা হইলে আমি উন্মত্ততার আর এক পক্ষ

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

[illegible]—মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible]

পীঠ, [illegible]

চতুর্দশ [illegible] [illegible]

[illegible] আছে।

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,

কলিকাতা। [illegible] ৪১১৫

কলিকাতার [illegible] শ্রী[illegible]

শ্রীম[illegible]

প্রেম[illegible]

প্রভৃতি [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র

[illegible]

প্রকাশিত হয়। [illegible] শ্রীপাদ

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible] ভবন বা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীমন্[illegible] দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া

[illegible]

[illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৮) অমুকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও

শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরধাম [illegible] প্রতিষ্ঠিত

শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন

অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক [illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাড়গাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান

শ্রীবাসদেবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীমুরারি গুপ্তের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনন্দরাম অধিকারী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ডাঙ্গাপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-

মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আপার [illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্ম[illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যগোপাল ব[illegible]

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীযুক্তকৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ই, আই, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী [illegible] বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ কোটোন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম

[illegible], বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible]

ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের

সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা।

রক্ষক—শ্রীগোপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

৫৫) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী

(৫৬) ত্রিলিঙ্গ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস [illegible] ভক্তিব্রত

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুলুরকুপা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্লেনথর্ণ রোড,

[illegible]

লণ্ডন, ডাব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
মোটা চাল	৫৷৵০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶
ঐ পুরাতন	৫৲
রামশালি কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিক্রাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাধবোয়া সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৷৵০
নিম্নতম—	৪০৷৵০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
স্নোফ্লেক্ ঐ	৬৲—৬৵০
ডাউসগোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৷৵০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৷৵০—৫৷৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৷৵০—৪৷৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৶০— ৷৵০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

ভজন	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৮।০
স্টার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৷৵০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৷৵০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৷৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৵০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৷৵০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—৷৵০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৷৵০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ১—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, গোলটু গবাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৷৵০—১১৲

স্বঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৷৵০

জুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কণ্টাদি গুরদিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বাগি কাথা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন.

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

::০::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জিহ্বার প্রীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাফল্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] গ্রন্থে [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:॰:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
সিকি কলম ৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] এই বিরাট, [illegible] Foreward, [illegible] Prefaces, [illegible] Contents [illegible] Index Glossary [illegible] ভিক্ষা—১৫, [illegible] প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩২শে আষাঢ়, ১৩৪৪, ১৬ই জুলাই, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১১৮]

বিবিধ সংবাদ

——:০:০:(*):(০:——

পুরীর আবহাওয়া ও রথযাত্রা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

পুরীতে গত কয়েক দিবস ধরিয়া আকাশ নির্ম্মল ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-নিচয় নিয়ত তীরভূমিকে আঘাত করিতেছিল। সর্ব্বক্ষণ দক্ষিণ দিক হইতে নির্ম্মল অফুরান বাধা শূন্য বায়ু সমবেত যাত্রীগণ ও স্থানীয় অধিবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। রথযাত্রার পূর্ব্বরাত্রি হইতে পরদিবস পর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বায়ু-প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে গন্ধকের উৎপাত ও অত্যধিক গ্রীষ্মে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল। সমুদ্র প্রায় নিস্তব্ধ অবস্থায় বিশাল হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সৌভাগ্যক্রমে রথযাত্রাদিনে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া সমস্ত স্থান শীতল হইয়া গিয়াছে। কলেরার প্রকোপও বন্ধ হইল বলিয়া আশা করা যায়। মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থায় পুরীর সর্ব্বত্র জলের কলে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা জল সমভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রথযাত্রায় অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

আকাশ মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। সমুদ্রগর্জ্জন ও বায়ু প্রবাহ প্রায় পূর্ব্ববৎ আরম্ভ হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী দত্তপুলিয়া ডিস্পেন্সারীর বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় চিকিৎসক শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায় গত ১২ জুলাই তারিখে দিবা চার ঘটিকার সময় সাইকেলযোগে একটি নামক গ্রাম হইতে এক রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় পুস্করের মাঠের মধ্যে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। একজন কৃষক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হয়। মৃত্যুকালে ডাক্তারের বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল।

ছাত্র সমাজের বাণী

গত ১৩ই জুলাই নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রেমনারায়ণ ভার্গব স্পেনের ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সভাপতির নিকট নিম্নলিখিত বাণী পাঠাইয়াছেন—"স্পেনের গণতন্ত্রকে সমর্থন করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনের মারফত তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। আমরা সমগ্র দেশে—কি সহরে—কি পল্লীতে সমগ্র স্পেন বাসীদের সহিত আপনাদের সহানুভূতি গ্রহণ করিয়াছি। ভারতীয় জনগণের কণ্ঠস্বর, লাহোরে ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায়ের সম্মেলন নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে স্পেনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আপনাদের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের বাণী বৃথা যাইবে না। আমরা এক দিকে ... জাতীয় সংগ্রামে ব্যস্ত রহিয়াছি— অপর দিকে আমরা আপনাদের স্বাধীনতা এবং বিশ্বের গণতন্ত্রের জন্য দাঁড়াইতেছি।"

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ বাণিজ্য চুক্তি

ফ্রান্স জার্ম্মাণ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিটি ৩০ বৎসর কাল বহাল থাকিবে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বর্ত্তমানে দেনা-পাওনা পরিশোধের যে ব্যবস্থা আছে তাহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণী ও ফেঞ্চ ...ধ্যে যে ধরণের দেনা-পাওনা শোধের ব্যবস্থা আছে তাহাই প্রবর্ত্তন করা হইবে।

জার্ম্মাণী কেবলমাত্র কাপড়ের কাঁচা মালই ক্রয় করিবে না, জার্ম্মাণীতে যে সব ফরাসী মাল রপ্তানি হইবে তাহারই শতকরা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট অংশের তৈয়ারী মালের একাংশ জার্ম্মাণী লইবে। চুক্তিতে জার্ম্মাণ দের পররাষ্ট্র বিভাগের আদানপ্রদানের জন্য ১১ কোটী ... পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে।

বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা

উত্তর চীনের অবস্থা এখন গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছে। পিপিং এর পশ্চিমে প্রান্তে, অবরুদ্ধ হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে একটা মৌখিক চুক্তি হইয়াছিল এবং চীনা গবর্ণমেন্ট এই মর্ম্মে একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

গত ১১ই জুলাই জাপানীমন্ত্রীসভা তাঁহাদের বৈঠকের পর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া চীনের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের দোষারোপ করিয়াছেন। চীনে আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে এবং উত্তর চীনে জাপ বাহিনীর একজন নূতন কমাণ্ডার-ইন চীফ নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। এই নূতন সমরনায়ক বিমানযোগে উত্তর চীনে চলিয়া গিয়াছেন।

লোকে ... নিরপেক্ষ-পর্য্যবেক্ষকগণ আশঙ্কা করেন যে, চীন-জাপানের মধ্যে এক বৃহৎ যুদ্ধ আসন্ন। জানা গেল যে, মাঞ্চুরিয়ার জাপানী-বাহিনীর প্রথম দল শানহাই-কোয়ান হইতে চেটাই যাত্রা করিয়াছে। চেটাই পিপিং এর বাহিরে একটি রেলওয়ে-জংশন।

প্রকাশ, উত্তর চীনে বৃহৎ যুদ্ধ বাধিয়া গেলে জাতীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ণশক্তি লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সংকল্প করিয়াছেন। সাংহাইতে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, পিপিং এ জাপানীরা যেরূপ চুক্তির প্রস্তাব করিতেছে, সে ধরণের কোন চুক্তি চীনা-গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিবেন না।

মন্ত্রীরা মান-পত্র পাইবেন না

মন্ত্রীদিগকে মানপত্র দেওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনার জন্য দালালুদ্দিন আমেদ নামক জনৈক ছাত্র গত শনিবার ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। প্রকাশ, মেডিক্যাল স্কুলের মাত্র কয়েকজন মুসলমান ছাত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সভা আহ্বান করা হয়। স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লওয়ায় সেই সভা আর হইতে পারে নাই।

উহার পর স্কুলের ডেপুটিসুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি লইয়া গত ১২ই জুলাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ছাত্রদের একটি সভা আহূত হয়। তদনুসারে মিঃ দালালুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে ১২ই জুলাই সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিষম তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। একঘণ্টা আলোচনার পর সভায় স্থির হয় যে, বর্ত্তমানে মন্ত্রী দলকে মানপত্র দেওয়া যাইতে পারে না। মান-পত্র না দেওয়ার প্রস্তাব ৩০০—১০ ভোটে গৃহীত হয়।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —
দশম স্কন্ধ
২। [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৪৲
৫। [illegible]
১ম খণ্ড ..., ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড
৬। [illegible]
১ম খণ্ড ..., ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড— ৷৷০
৮। [illegible]
দীপিকা
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। বৈষ্ণব-[illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। [illegible] ৷০
১৮। দ্বাদশ আদর্শ ৷০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঙ্গলা) ১৲
২০। [illegible]
২১। [illegible] ৷০
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
শ্রী[illegible] (বাংলা) ১
২৪। গীতা (শ্রী[illegible] টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) ২
২৬। [illegible] ৷০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। [illegible] (বাংলা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। [illegible]
৩৬। [illegible] মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। [illegible] ৵০
৪১। [illegible] ৵০
৪২। শ্রী[illegible] পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ১
৫৩। [illegible] ৷৷
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible]
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible]
৬২। [illegible] ৷০
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵০
৬৫। [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
শ্রী[illegible] ৷০
৭৪। [illegible] ৷০
৭৫। [illegible] ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল্‌ [illegible]
[illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷০
৮১। [illegible] ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু
৮৩। [illegible]
৮৪। [illegible]

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

মঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

—————

নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভুপাদ-বন্দনা[illegible]
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্টরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ { ২৩ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ৩২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১১৮তম সংখ্যা

ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

—(১)—

শ্রীশ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৯শে আষাঢ় ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি প্রবাহের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথি-পূজা মঠরক্ষক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভুর ঐকান্তিক সেবাচেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রত্যূষে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়গান … মহাজন পদাবলী ও … হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে বিচিত্র পুষ্প ও বৃক্ষরচিত কুঞ্জ মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিগ্রহ বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়া দর্শকবৃন্দের নয়নানন্দ বিধান করিতেছিলেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' বিরহাত্মক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর একটী বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে মঠসেবক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারীজী বিরহতত্ত্ব সম্বন্ধে একঘণ্টা যাবৎ আলোচনা করিয়া গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম তাঁহাদের নিত্যবিরহে উদ্দীপিত হইবার জন্য অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করেন। মঠরক্ষকপ্রভু … সংস্কৃতপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কাম সেবার ঠাকুরের অনন্য আদর্শ ও বর্ত্তমান যুগীয় বাস্তবসত্যের পথহারা জীবগণের প্রতি অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়ার পরিচয়ের কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা সভার কার্য্য সম্পূর্ণ হইল সমাগত বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীমহেশপণ্ডিতের পাটে

গত ৮ই জুলাই ২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার চাকদহে শ্রীমহেশপণ্ডিতের শ্রীপাটে বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষ হইতে মঙ্গলারাত্রিক, গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক এবং মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকাদি কীর্ত্তনান্তে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় মঠরক্ষক প্রভু সমাগত বহু সজ্জনের নিকট গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকা পাঠমুখে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে

গত ২৬শে আষাঢ় (১৩৪৪) বৃহস্পতিবার দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য শ্রীমূর্ত্তি সুবর্ণ মঞ্চোপরি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া স্থাপন করা হয়। তৎকালে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহযুগলের শৃঙ্গারশোভা অপূর্ব্ব হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ দীনশরণ ব্রহ্মচারীজী গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীযুক্ত … নাথ … মহাশয় 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই বিরহসূচক গীতটী কীর্ত্তন করিলে মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁহার মহাবদান্যভাব ও অসীম করুণার কথা প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত সকলকেই চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কার্য্যকরী বিচার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা সকট দায় ও দাক্ষ্যের ন্যায়ের কথা শুনিতে পাই। সাধন মার্গাবলম্বিগণ ভগবানের কৃপাকেই আবশ্যকতা-বোধে সাধন পথ্যোজনীয়তা অস্বীকার করেন। আর মর্কট-ন্যায়াবলম্বিগণ ভগবৎ-কৃপার প্রতি উদাসীন হইয়া সাধনের দ্বারাই ভক্তি লাভ হয় মনে করেন। এই উভয় বিচারই শুদ্ধ নহে। আবার নিষ্কপটরূপ সাধন এবং ভগবৎ-কৃপা এই উভয়েরই দরকার—উভয়েই মহৎপ্রয়োজন 'শক্তি'। উহার একটির অভাব হইলে ফললাভ হওয়া কঠিন। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ গুরুবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়া থাকেন। গুরুবৈষ্ণবের কৃপার বিশেষ আবশ্যক। কৃপাই বলবতী। কৃপা না হইলে ভক্তি ত' দূরের কথা, অনর্থ-নিবৃত্তিও হইবে না।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী কৃপা পাইবেই। কৃপা নিত্যা। যেখানে আনুগত্যের অভাব অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা বা দম্ভ পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে কৃপার পরিবর্ত্তে বঞ্চনাই লাভ হয়। আমরা যদি নিষ্কপট কৃপা চাই, তাহা হইলে করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। এক অযোগ্যতাই আমাদের ভরসা। কারণ তাঁহারা পতিতপাবন ও দয়াময়। কৃপা যে কাহার প্রতি কখন হইবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং কাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দেখা উচিত নয়। আমার ন্যায় অযোগ্য আর কেহ নাই, এই বিচারই গ্রহণীয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"যাঁহারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবগত নহেন। শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রবণবিষয় কীর্ত্তন হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বামন, নিদি গঙ্গোদেশপ্রাপ্তী গৌরাব্দ ৪৪১

অনর্থ-জননী

কপটতা সকল অনর্থের জননী। ঐহিক বা পারত্রিক কোন কার্য্যেই অনর্থজননী এই কপটতার আশ্রয় করা উচিত নহে। যাহাতে পরিণামে বিশেষ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয়। এজন্য সাধক ভক্তমাত্রেরই এই অনর্থ-প্রসূ কপটতা ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া দরকার।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় চিত্তমার্জ্জন লীলাদ্বারা আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুপাদ ও ... শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহার যে রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় "শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জন স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টিকে নির্ম্মল, শান্ত ও উজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমদেবতা ভগবানকে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা অনর্থগুলি অহঙ্কার, কর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। * * অনেক সময় কর্ম্ম জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি শব্দে কাপট্য, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে নির্জ্জন ভজনাদি বা বৃত্তক্রমী দ্বারা নিজেকে লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক ইত্যাদিরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা, জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তি প্রচারে বিরত বা কৃপণতা, মায়াবাদী কর্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের মন রাখিয়া কথা বলা, লাভ-পূজা শব্দে ধর্ম্মের নামে ধনিবিষয়-মঠ-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা জনপ্রাপ্তি, নিষিদ্ধাচার শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কৈতব অর্থে কপটতা। শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় তদীয় রচিত ভজনামৃত-গ্রন্থে লিখিয়াছেন —

প্রকটযোগিনশ্চাপরে কেচিদ্বেশধারিণঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাদৌ চাকচিক্যপ্রকটনে নানা-সুখবিলাসকপটোপায়প্রাপ্তিবাঞ্ছাবিহারৈঃ পাকচক্রৈঃ সমানং প্রাকৃতজন ন ভ্রাময়ন্তি। কিন্তু তেষাং কপটসুখবিলাস-বিনোদেন লোকান্ ... এবং তেষাং বিলাসাদিবিশেষেণ তেষাং বেশধারিণো ধঃপতন্তি। নিরন্তরং তেষাং বিষয়রসেন বিষয়িনামপি বিষয়িনো ভবন্তি। বৈষ্ণবাভিমানেন তেষাং শুদ্ধভক্তাঃ ন সংগচ্ছন্তি। কুগ্রামবাসিনঃ প্রাকৃতলোকাশ্রয়ং ভজন্তে। প্রাকৃতজনানামেব সঙ্গং কুর্ব্বন্তি। কদাচিৎ কৃষ্ণগুণমহিম্না বিনৈবাশ্রুরাগেণ পুলকপ্রেমাদিকং রাগরসেন নর্ত্তকানামিব কুর্ব্বন্তি। তথাপি দিনে দিনে বিলাসং যান্তি। বৈষ্ণবানাং তে পতিতা ভবন্তি। তস্মাদ্বৈষ্ণবসদাচারাদিবিমুখানাং যানি সাত্ত্বিকানি বিক্রিয়াভূষিতানি। তেষাং বঞ্চনভূমিকা অপি গতশ্রীকাঃ সৎসঙ্গহীনা সর্ব্বেষাং লক্ষণানি ইতি পরীক্ষা। এতেন তু কেবলং। যে তু চতুরাঃ গম্ভীর-ভাগবতাস্তে তাসাং প্রীতিমায়য়া তাং সম্যক্ যত্না উপাসনং পাত্রান্তি। তু সমুপবনে ধাতুঃ। যস্মা লোকেষু সর্ব্বং বোধয়ন্তি। তস্যা এব সঙ্গে প্রবর্ত্তন্তে কুটিমতেন।

ঐ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদঃ —

কেবল-বেশধারিগণ কপটঃ পরকোষের বেশ ধারণ করিয়া জগদ্বঞ্চনা করে। কপটতাদ্বারাই তাহারা জীবন ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মাৎসর্য্য বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করে। হরিকীর্ত্তনই কৃষ্ণ-ধর্ম্ম। অতএব কপটভাবে কীর্ত্তনধর্ম্মের প্রকটন দ্বারা পরকোষীদের ন্যায় কর্ম্মধর্ম্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশপূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপাদন করে। তাহাতে তাহাদের ফল এই হয় যে, যে সকল সুখবিলাস বিনোদ-দ্বারা লোকদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে সেই সকল বিলাস দ্বারা ঐ সকল বেশধারীদিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কাতরাদিতে কপট রোদন-মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দ্বারা তাহারা বিষয়ীদিগের বিষয় হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব বেশ তিলকমালাদি লক্ষণ গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিমান জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট যাইতে পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাকৃতজনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ গুণ-মহিমশূন্য হইয়াও কপট অনুরাগ লক্ষণে নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলকপ্রেমাদি রসভাব প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস স্বরূপ হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে তাহারা পতিত। বৈষ্ণব সদাচারবিমুখদিগের যে সমস্ত বিক্রিয়াভূষিত অনুভাবক্রিয়া বাহ্যদৃষ্ট মাত্র। সৎসঙ্গশূন্যহীনতা এবং শ্রীহীনতাই তাহাদের লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে যে, এইসকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা এরূপ কেন না, ইহারা বাস্তব মরকতের আছেন। তাহাদিগের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গম্ভীর, শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট-প্রীতি হইতে কেবল উপদেশ লওন মাত্র নয়, কিন্তু তাহাদের কপটতা হইতে বিরত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্য-নিবারককারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভ করা—ইহা বিধেয়।

কপটতার বিপরীত ভাব সরলতা। এই সরলতা-দেবীর আশ্রয় করিলেই কপটতা-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। তাই পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ প্রভু প্রেমবিবর্ত্তে লিখিয়াছেন—

গৌরার আমি গৌরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গৌরার আচার গৌরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
লোকদেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র
ধরে॥
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি ভাববে গোরা সরল কর মন।
কুটিনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে কি?
কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
গোরা বলে আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর যদি চাহ হিত॥

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবতীয় এই শ্লোকের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে পারেন। তাঁহাদের কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি নাই।

আমার মন

(শ্রীপাদ গোকুলদাস ব্রহ্মচারী)

মন! একবার পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত কর। বর্ত্তমানে উচ্চুঙ্খল ঘোটকারোহণ করিয়া কোথায়—কোন্ জাহান্নামের অভিমুখে ছুটি চলিয়াছ?

একবারও কি তোমার মনে হয় না যে—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং
দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

এই আশী লক্ষবার সাপ, ব্যাঙ, জোঁক, পোকা, পশু, পক্ষী কত কিছু হইয়া তাহার পর এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছ? তাহাও আবার বিভিন্ন অযোগ্য যোনিতে চারি লক্ষবার ভ্রমণ করিয়া পরে এই ভারতবর্ষে ভজনানুকূল দেহ লাভ করিয়াছ। একবারও কি তুমি ভাবিবে না

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

ভগবৎকৃপানুকূল-পবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য উপায়স্বরূপ এই নরদেহরূপ তরণীটী মধ্যপথে জীবন-নদীর-তটে লগ্ন হইয়াছে। এই দারুণ অনর্থ-বন্যা উদ্বেলিত ভয়ঙ্কর সঙ্কুল অর্ণবে একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই যে এই তরণীর কর্ণধার তাহা ভুলিয়া গিয়া শয়তানের প্ররোচনায় কেন তুমি প্রতিকূল বায়ুতে পাল চড়াইলে? এখন কে তোমায় রক্ষা করিবে? ঐ দেখ তোমার পরিণতির পূর্ব্বাভাসরূপে শত শত

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হঞা দুর্ব্বল।

কাতর-কণ্ঠে সুতীব্র এবং সাগ্রহ দৃষ্টি সহকারে তোমার দিকে চাহিয়া আছে। তাই বলি মন, ক্ষান্ত হও, আত্মহত্যা করিও না; এখনো প্রতিনিবৃত্ত হও।

মন! তুমি খুব বুদ্ধিমান্, একটী পয়সা ব্যয় করিতে হইলে দেশ কাল, পাত্র, কত কিছু বিচার বিবেচনা করিয়া থাক, কিন্তু এহেন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া তুমি এমন কিছু লাভ করিতে পারিতে যাহা পাইলে আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না, এমন কিছু জানিতে পারিতে—যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকী থাকে না এমন কি যাহাদ্বারা তুমি দেবগণেরও নিত্যারাধ্য শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে সেবা করিতে সমর্থ হইতে, সেই অমূল্য জীবনটি কেবলই ছাই এর বিনিময়ে বিলাইয়া দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিতেছ না, এ তোমার কেমন বিচার? অথচ যে ছাই পাশ কুড়াইতে গিয়া নষ্ট করিতেছ সেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সমস্ত সকল যোনিতে পাওয়া যাইবে; এক চৌরাশী লক্ষ যোনির ভিতর যে কোন স্থানে পুরীষের কীট হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে-কোন জন্মে তাহা সমানভাবেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু গুরু বৈষ্ণব সেবার এই সুবর্ণ-সুযোগটি একবার নষ্ট হইলে আর পাওয়া যাইবে কি? তুমি কি শুন নাই—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

মন! তোমার পরামর্শে আপন ভাবিয়া কামাদি রিপুগণের কত অন্যায় ও অসঙ্গত আব্দার আমি নির্লজ্জের মত পূরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা কি এখন আমাকে বন্ধু বলিয়া গণিয়াছে বা তাহাদের কুকর্মের নিষ্পেষণ হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছে? পরন্তু "কতিধা রুষ্ণবর্ত্মের" তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

জিহ্বৈকতোহচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোহন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোহন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
(ভাঃ ৭।৯।৪০)

মন! তথাপি বড় আশা ছিল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আশ্রয় করিবে যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-
স্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥"
(শিক্ষাষ্টক)

কিন্তু তাহাও অসম্ভব! কারণ তুমি এ বিষয়ে একেবারে পরাঙ্মুখ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"
(ভাঃ ১০।১।৪)

তাই বলি মন! আত্মহত্যা করিও না; ক্ষান্ত হও। সর্ব্বনাশ করিও না, আর কেবল অপরাধ করিও না। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া উদাম-গতিতে উঁহাদের পশ্চাতে কোথায় ছুটিয়াছ জান? তোমার ঐ অহঙ্কার মোহময় রঙ্গিন চশমাটী খুলিয়া একবার চাহিয়া দেখ—মাত্র আর একটী পদবিক্ষেপের অপেক্ষা—তারপরই নিবিড় অন্ধকার অন্তরালে সর্ব্বনাশের অতলস্পর্শী বিশাল সমুদ্র দীন-হীনভাবে তোমার এই চিত্তবৃদ্ধিবৃত্তিকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করিতেছে, দেখিতে পাইবে। হে মন, তুমি ইন্দ্রিয়গণের নিকট এতই বিকাইয়া গিয়াছ? মায়াকর্ষিণীর গর্জনে এতই বধির হইয়াছ যে, অন্তরীক্ষে বাহিত গগনবিদারি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণী—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩০)

—তোমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না!

মন! জীবনমরণ-সমস্যার চরমমুহূর্ত্তে আমার অনুরোধ—তোমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটু চিন্তা কর। সময় নাই মনে করিয়া অস্থির হইতে হইবে না।

"অপারে সংসার … কেবা।
জীবের ভরসা … নৌকা॥"

এই শেষ মুহূর্ত্তেও যদি জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে কোন নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত কৃপা সঙ্গ দান করেন, আর তুমি সকপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের নির্বুদ্ধিতা অকপটে স্বীকার করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার, তবেই মঙ্গল; তবেই দেখিবে, নিরাশার ঘনকুহেলী ভেদ করিয়া আশালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে—তবেই চিরবাঞ্ছিত অবিদ্যা বধির এই কর্ণে সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিনামগাথা অমৃত বর্ষণ করিবে। তখন জন্ম জীবন সফল হইবে—কোটী কোটী জন্মে যাহা কল্পনা করাও সম্ভব হয় নাই এক মুহূর্ত্তেই তাহা প্রত্যক্ষ সংঘটিত হইয়া যাইবে। আর তাহা না হইলে আত্মহনন-

যৎকিঞ্চিৎ

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, অর্থ, মেধা বা পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা অথবা ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ ব্যতীত আরও যে অসংখ্য প্রকার ভক্ত্যঙ্গ আছে, সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিজে নিজে যতই সুন্দরভাবে যাজন কর না কেন, কৃষ্ণে মতি বা ভক্তি আমাদের কিছুতেই হইবে না। "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা সহজেই মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি সুলভ হয়, কিন্তু কৃষ্ণে প্রেমভক্তি সুদুর্লভা। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও উহা সহজে লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনের সহিত আরও কিছু চাই—শুদ্ধভক্তের দয়া ও সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, যাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়। এই শুদ্ধভক্তের দয়া বা আনুগত্যের অভাব যেখানে, সেখানে ভক্তিলাভ সুদূরপরাহত।

'কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥'

শৌক্রপন্থা শ্রেয়ঃপন্থা। এই শ্রৌত পন্থা আনুগত্যময়ী। এই পথেই নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। এই আনুগত্যের পথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িলে মঙ্গলের আশা নাই। সেইজন্যই শাস্ত্র আদৌ সদ্গুরুচরণাশ্রয় ও দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরুসেবা এবং নিরন্তর

চার, গুরু, বৈষ্ণব—এই তিনটিই আমাদের সেব্য। আমরা উঁহাদের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য। উঁহারা প্রভু-সেব্য, আমরা—সেবক। সেবক হইয়াও আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ সেবা-বঞ্চিত। তাঁহারা স্বতন্ত্র। আমাকে সেবা দেওয়া না দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছা। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে সেবা দেন তাহা হইলেই আমার ভাগ্যে সেবা-লাভ ঘটে অর্থাৎ আমার ভক্তিলাভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের সেবা অর্থাৎ ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। সুতরাং আমরা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের দেশনাকারী অথবা তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইব। তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ করিতে করিতেই আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইবে এবং তখনই আমরা শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া

কল্পে স্বকপোলকল্পিত যাহাই কর না কেন, ফলে যে স্তরের তুমি সে স্তরেরই পাইবে।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

আমাদের নিত্য বৃদ্ধি ভক্তিপথের সৌভাগ্য পাইব।

এই সেবাদ্বারের আনুগত্যই আমাদের একমাত্র কৃত্য। যে-কোন উপায়েই হউক তাঁহাদিগের … করিতেই হইবে। যদি আমি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে নিজের নিজ ইন্দ্রিয়সুখের দিকে তাকাইলে চলিবে না। স্বপ্নেও … দিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য তাঁহাদের নিকট বিনীত পশুর ন্যায় থাকিতে হইবে। 'কৃপা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর' এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সেবাদান বা আমাদিগকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করার নামই কৃপা। সেই ইচ্ছাময়-গণের ইচ্ছাক্রমে গোলামী করিতে পারিলেই—চিরকাল তাঁহাদিগের জন্য নফর থাকিতে পারিলেই কাম্য সিদ্ধি হয়। তাঁহারা দয়াময়। আমাদের আর্ত্তি, ব্যাকুলতা, নিষ্কপট প্রার্থনা ও উৎকণ্ঠা দেখিলেই তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। সুতরাং সেবা লাভ করিতে হইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া সেবাপ্রদের আনুগত্যে থাকিতে হইবে। আনুগত্য ছাড়িয়া নিজ চেষ্টার দ্বারা কোন মঙ্গল হইবে না। কারণ, হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে চেতনের বৃদ্ধি এই আনুগত্যেই ভক্তি, আনুগত্যেই মুক্তি, আনুগত্যে সঙ্গ এবং এই আনুগত্যই সব।

শ্রীগুরুদেবের কৃপা বা সেবাদ্বারাই কৃষ্ণ-লাভ হয়। আবার ভক্ত বা গুরুদেবের প্রিয়তম জনের কৃপা হইলেই গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ গুরুদাসগণের আনুগত্যে গুরুবৈষ্ণবের সেবাপ্রয়াসী হন। যেখানে গুরুদাসকে বাদ দিয়া গোড়া কাটিয়া ঘাস খাইবার চেষ্টা দেখা যায় সেখানে সেবাসিদ্ধ হয় না, সেবাপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই লাভ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

শুদ্ধ ভকত- চরণ রেণু
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল॥

আমরা সাধক—সেবোন্মুখ, সেবালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এমতাবস্থায় আমাদিগকে সকল কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। আমরা সেবোন্মুখ হইয়া সতত তাঁহাদের কৃপা প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব। তাঁহারা দয়াময়। আমরা কৃপাপ্রার্থী হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমরা কি সুখ বা দুঃখ সকল অবস্থাতেই ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিতে শিক্ষা করিব।

(অবশিষ্ট ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] পীঠ, শ্রীরাধামাধব, শ্রীগৌর [illegible] চতুর্দ্দশ বিগ্রহ [illegible] সেবা [illegible] পরিচালনা আছে।

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪৯১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীমৎ [illegible], শ্রীসজ্জনতোষণী, নদীয়াপ্রকাশ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] অধিকারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাদেবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

[illegible]—শ্রী[illegible]বিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) স্বানন্দ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীমাজিদাপুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল অধিকারী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible]পাল, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ মেদিনীপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক—শ্রীগৌরবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ কোসী, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক—শ্রীসুন্দরানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬০) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঝুমরকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্লেন্ডাওয়ার রোড, গ্লষ্টেরসাউথ, লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲—৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৴

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, ঢেঁপ	১০॥৴
…পুর ১০০০ নং	১০৴
…দোবা সাদা	৯
…পুর সাদা	৮।০—৯৵০
…পুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনির বার	৩৭॥০
…বণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫।০

পাটের দর

…ম—	৪০৸
	৪০৸০
…ম –	৪১।০
…র বস্তের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

…ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
…ফোহন ঐ	৬৲—৬৵০
…েন্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
	৬৲—৬৵০
(…র)	৫৸০—৫৸৵০
নং (২	৫৴০—৫।৴০
(এম)	৫৲—৫।০
(কে)	৪৸০— ৪৸৵০
নং (৩)	২॥০— ২॥৵০
…ট	১॥৴০ — ১৸০
	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

	৫৭৲
	৫৭৲
…রী	২০৲
	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মাকা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বামসর সহিত	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
…ঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲
টিন গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ —	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০
টিন গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ –	১৫॥০
২৮ গেজ —	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ —	১৫।০
গ্যাঃ প্লেন শীট ২৪—১০ গেজ	
শীস	।৵১০—৮৲
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	৯৸
স্ক্রু কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৫৲
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১— …টে	৯৲—১০৲
	৩—১০ ঐ ৯।০—১০
ষ্টীল পাতি, বোল্ট্ পরাদে	৮।০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৲

মঃ ইস্পাত আসল ৮২৩৲, নকল ২২৲

…টকলের হাপমণ ৫৵০, পা…টির হাপমণ ৬॥০

ভুলার হাপমণ ৸৸০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার ফাইন	৫৮৲
লিভারপুল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি মুরিদ ফাইন	৪৩৲
বোম্বাই দানা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাল্ল	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০ — ১১।০
জুটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক,

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

— ::০:: —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

দরিদ্র ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬- ৫৬,	১০—৩১,	১৩—১১	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭ - ৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহাজ্বরী পাচন।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্ত্তি জগতে অক্ষয়। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপবাদ সাধিত হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বোড়াল, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" টাকা ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলিকাতা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] আচার্য্য [illegible]। বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অনুকরণ [illegible] একাধারে বর্ণন এবং [illegible] এই বিরাট [illegible] গ্রন্থ [illegible]। [illegible] পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ [illegible] তুলনা-মূলক [illegible] সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় [illegible] (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] গৌড়ীয় [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা নদীয়া।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে
মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীমায়াপুরধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৭ই জুলাই, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১১৯]

বিবিধ সংবাদ

উড়িষ্যার কংগ্রেসী দলপতি গবর্ণর-সমীপে আহূত

কটক, ১২ই জুলাই

উড়িষ্যার গবর্ণর উড়িষ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসীদলের নেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসকে পুরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বর্ত্তমানে বহরমপুরে আছেন, ঐ দিবস সন্ধ্যায় তিনি কটকে পৌঁছাইবেন। আগামীকল্য পুরীতে তিনি গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

উড়িষ্যা মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগ

পুরী, ১৩ই জুলাই

অদ্য সকালে উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল লাটের নিকট তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন।

উড়িষ্যা-লাট এই সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইয়াছেন। উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণর কংগ্রেস দলপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসকে অবিলম্বে পুরী আসিবার জন্য তার করিয়াছেন।

বিহারের মন্ত্রিসভা

পাটনা, ১২ই জুলাই

জানা গেল, বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় মোট পাঁচ জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে একজন হইবেন মুসলমান, একজন তপশীল-ভুক্ত জাতির প্রতিনিধি এবং বাকী তিন জন সবর্ণ হিন্দু। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ-নারায়ণ সিং, শ্রীযুক্ত বলদেব সহায় এবং তপশীলভুক্ত জাতির নেতা শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম, এই কয়েকজন মন্ত্রিসভায় থাকিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

বিহার পরিষদের কংগ্রেসী দলপতির গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ

রাঁচি, ১২ই জুলাই

বিহার পরিষদের কংগ্রেসী দলপতি শ্রীকৃষ্ণ সিং মন্ত্রীমণ্ডলী-গঠন সম্পর্কে গবর্ণরের আমন্ত্রণে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজ বৈকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আগামীকল্য সকাল ১০টার সময় তিনি গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে, আগামীকল্য তিনি মন্ত্রীদের নাম গবর্ণরের নিকট দাখিল করিবেন। তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করিতে রাজী হন না। প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ জানান যে নূতন মন্ত্রীদের জন্য পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী সকল নিয়োগ করা হইবে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে মন্ত্রীমণ্ডলী-গঠন সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত তিনি আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

সাংহাইএ 'সাজ সাজ' রব

পিপিংএর অল্প মাইলের মধ্যে পুনঃ যুদ্ধ চলিতেছে। চীনা সৈন্যেরা সংখ্যায় অধিক হওয়ায় জাপ সৈন্যদল সুবিধা উঠিতে না পারিয়া হটিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-চীনে জাপ বিরোধী আন্দোলন প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া জাপ গবর্ণমেণ্ট ১৩শ ও ১৬শ নৌবাহিনীর রণ তরীসমূহকে দক্ষিণ চীনের বন্দরসমূহে যাইবার আদেশ দিয়াছেন। ইতোমধ্যে আময়, সোয়াটো ও ফুচাও বন্দরে জাপানী রণতরী সমূহ পৌঁছিয়াছে। সে.টাং-এ ও পিপিং নগরীর পশ্চিমে বিশ সহস্র জাপানী সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। সাংহাইতে 'সাজ, সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। উত্তরাঞ্চলগামী ট্রেণগুলিতে ক্রমাগত সৈন্য চলাচল করিতেছে। লণ্ডনস্থ চীনা দূতাবাস হইতে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে চীনের উপর কেহ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে চীন সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিবে।

রথযাত্রায় দুর্ঘটনা

বর্দ্ধমান হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে কাঞ্চননগরে রথযাত্রা হয়, তাহাতে এই বৎসর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজ-কাছারীর একজন পিয়ন হঠাৎ রথের চাকার নীচে পড়িয়া আহত হয় এবং পরে মারা যায়।

ভিড়ের চাপে তিনজন স্ত্রীলোক এবং একটি শিশু আহত হইয়াছে, বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। চিকিৎসার পর স্ত্রীলোক তিনজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু শিশুটিকে হাসপাতালে রাখিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত গরমে এবং ভিড়ের চাপে নাকি কয়েকজন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

ইপির ফকিরের বক্তৃতা

সরকারী বিবরণীতে ইপির ফকিরের গতি বিধি সম্পর্কে কিছু প্রকাশিত হইতেছে না, কিন্তু জানা গিয়াছে যে, ফকির এখন মাসুদদের এলাকায় থাকিয়া দল বল সংগ্রহের চেষ্টায় আছে, গত শুক্রবার দাম্বার নমাজের পর সে নাকি এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছে, সভায় তিন হাজারের অধিক লোক ছিল। ফকির বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছে, স্বাধীনতায় উপজাতিদের জন্মগত অধিকার, যাহারা তাহাদের এই অধিকারে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, উপ-জাতিরা যেন তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়। সে নাকি শ্রোতাদিগকে উত্তেজিত করিয়া আরও বলিয়াছে যে, পরাধীনেরা কখনও মুসলমান নয়।

সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থা

গজনীখেল, টাঙ্ক ও মিরাজীখেল রাস্তায় এখনও সর্ব্বসাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ আছে। পিসোয়ান হইতে বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, শেষোক্ত রাস্তায় পাহারার দল মোতায়েন করা হইয়াছে। মোটিকদী শ্রমিকেরা রাস্তায় কাজ আরম্ভ করিয়াছে। উপজাতিরা সম্প্রতি যে সকল সেতু ধ্বংস করিয়াছিল উহাদের সংস্কার করা হইয়াছে। আজকাল বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত ছাড়াও রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ী, ডাকের গাড়ী চলাচল করিতেছে। প্রকাশ, শীঘ্রই ঐ রাস্তায় জনসাধারণকে চলাচল করিতে দেওয়া হইবে।

মণিপুর রাজ্যের আয়-কর

গত ৬ই জুলাই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে রাজ-দরবারে গৃহীত এবং প্রস্তাব অনুসারে মণিপুর-রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করেন, তাঁহাদের উপর আয়-কর ধার্য্য হইবে এবং এই বৎসর হইতে ঐ কর আদায়ের ব্যবস্থা হইবে। এই আয় করের পরিমাণ হইবে বটিশ প্রজার দেওয়া আয় করের শতকরা ৭৫ ভাগ।

দোকানদারের মাহাদের নিজস্ব রাস্তায় দোকান লোকান আছে, যাহারা ঠিকাদার, কাবলা উপনিবেশকারী এজেণ্ট, কারখানার মালিক, আমদানী ও রপ্তানি কার্য্যে লিপ্ত ব্যবসায়ী এই সকল লোকের নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ করা হইবে।

ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অণিপুর-রাজ্যবাসী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কোনও প্রকার 'লাইসেন্স ফি' গ্রহণ করা হইবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
প্রত্যেক
২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। প্রবন্ধাবলী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। শ্রীব্রহ্মসংহিতা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। জৈব ধর্ম্ম ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৷০
২১। গৌড়ীয় ৷৷০
২২। ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) ২৲
২৬। পাষণ্ডে কেবল মাধ্ব ভাষা ৷০
২৭। মুণ্ডকোপনিষদ গুণগৌরব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দর্শন ৷৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৷০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকল্প
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংগ্রহতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভজনরহস্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সারসংগ্রহ ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। নৈতিক শিক্ষাদশকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বত্রয় ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵
৬৭। সারাৎশরণম্ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৷
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**- প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পূর্ণিমা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০।

৪। **পরমার্থী** -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** - মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ২৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ১লা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৭ই জুলাই ১৯৩৭, শনিবার | ১১৯তম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

গত ২০শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণীপ্রচারক গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব বিরহমহামহোৎসব পাঠকীর্ত্তনাদিমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। সকলেই ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। পাঠ কীর্ত্তনাদি অন্তে উৎসবোপলক্ষে সমাগত সকলকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গয়া গৌড়ীয়মঠে

গত ২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিরহ-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য চরিত, নির্ব্বিশেষের কথা, ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাব, তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ, আচার ও প্রচার, শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয়মঠের পরিকল্পনা এবং বর্ত্তমানেও সেই ধারায় অবিরত গৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত শ্রীচৈতন্যবাণীর নির্য্যাসস্বরূপ 'দশমূল' শ্লোকদশক ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতান্তে "যে আনিল প্রেমধন" গীতিটী কীর্ত্তিত হইবার পর সমাগত সকলকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গয়ায় প্রচার

গত ১৮ই আষাঢ় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গয়াস্থিত গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু যশোদানন্দ(?) মহাশয়ের বাড়ীতে গীতার ১২শ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্নানযাত্রা পূর্ণিমা (১৯শে আষাঢ়) এডভোকেট শ্রীযুক্ত জগদেব সহায়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২০শে আষাঢ় তারিখে ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মিত্র(?) মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মুচুকুন্দের ভগবৎস্তুতি পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে 'প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন' কীর্ত্তনটী শ্রোতৃগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

গত ২৬শে আষাঢ় স্বামীজী গয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বাবু বিশ্বম্ভর নাথ সিংহ(?) নামক জনৈক বিহারী ভদ্রলোকের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত বহু ভদ্রলোকের মধ্যে কতিপয়ের নাম উল্লিখিত হইল,—

শ্রীযুক্ত হরিনন্দন সহায়, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সহায় মোক্তার, বাবু কেদারনাথ মোক্তার, রায় সাহেব বানারসি লাল অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্স্পেক্টার, শ্রীযুক্ত শিবনন্দন প্রসাদ, বাবু ছোটন প্রসাদ, বাবু নন্দনন্দন প্রসাদ, নন্দকিশোর লাল, কমলাপ্রসাদ, বাবু চণ্ডিকা প্রসাদ, বাবু বলদেব নারায়ণ মোক্তার, বাবু রঘুবীর(?) লাল, মাধুরী লাল, পণ্ডিত দশরথ পাঠক(?), বাবু দুর্গা লাল ইত্যাদি। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ জগদাধরদাস(?) ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাজেন্দ্রদাস অধিকারীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৭শে আষাঢ় স্বামীজী গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গুণ্ডিচামার্জ্জন রহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গত ২৭শে আষাঢ় শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ মহোদয় রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বর্ত্তমানে স্বামীজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় গয়া গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বালেশ্বর জেলায় প্রচার

গত ২৮।৬।৩৭ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বালেশ্বর রাজবাটীতে উপনীত হইয়া রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তির নিকট হরিকথামৃত বিতরণ করিয়াছেন। প্রশ্নপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহাদের বহু পারমার্থিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন।

গত ৩০।৬।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী কর (ডেপুটী সাব রেজিষ্ট্রার) মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি সম্বন্ধতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব এবং জীবগণের প্রাপ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব এবং তৎপ্রসঙ্গে সাধক ও অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। পাঠ শ্রবণের জন্য তথায় বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদি ও অন্তে সময়োচিত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১।৭।৩৭ তারিখে উক্ত শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবুর অনুরোধে তাঁহার ভবনে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সৎকিঞ্চিৎ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কাহারও মনঃকল্পিত গুরুকে আমি গুরু করি নাই। আমার গুরুই জগতের গুরু। 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ' ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সদ্গুরু প্রদান করিয়াছেন এবং এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য গুরুনিন্দকগণের দ্বারাই অধিকতর ভাবে আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। কপাল খুব ভাল না হইলে গুরুনিন্দকগণের সঙ্গ লাভ হয় না। কিন্তু যাহা বহু চেষ্টা করিয়াও পাওয়া যায় না, গুরুদেবের কৃপায় তাহা অনায়াসে লাভ হইয়াছে। আজ প্রভুর অপ্রাকৃত গুরুনিন্দকগণ স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া আজ আমাদের বরণীয় সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সৌভাগ্য দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 'আমাদের চিন্তামণি বিধি মিলাইল আনি।'

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"[illegible] আমার [illegible] মহিমা অবগত না হইয়া [illegible] সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible] অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন [illegible] সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা [illegible] নহেন। [illegible] কীর্ত্তন হইতে আমাদের [illegible] সাধিত হইবে।"

([illegible])

[illegible]

[illegible]

শ্রীল [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বামন, [illegible] পৌষ ৪৪৩

সংস্থা

আজকাল অনেকেই সমন্বয় [illegible] পাই। কিন্তু [illegible] বিষয়ে অনেকেই [illegible] মনোবৃত্তি, [illegible] অনেক [illegible] ধর্ম [illegible] বাণী বলিয়া থাকেন [illegible] একটি পথ মাত্র, কিন্তু [illegible] এক; [illegible] বলিয়া [illegible] থাকেন [illegible] কেহ [illegible] তবে [illegible] তাহার [illegible] আছে, [illegible] করিলেই [illegible] যদি [illegible] কথা [illegible] অনেকেই [illegible] [illegible] দুই [illegible] থাকেন। [illegible]

[illegible] ভক্তি [illegible] পাইবে [illegible] তবে [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] তাঁহার [illegible] কারণ, [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] আছে। [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible]

[illegible] কৃষ্ণভক্তি [illegible] একমাত্র [illegible] [illegible]

[illegible] ইহার [illegible] বলেন। [illegible] এই [illegible] কৰিবেন। [illegible] [illegible] ভক্তি [illegible] প্রদান করেন।

একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গীন [illegible] তাঁহাদের [illegible] বেদের [illegible] নিরসন [illegible] সম্ভব। তিনি নাস্তিক বৌদ্ধদের উচ্ছেদক ও [illegible] শঙ্করাচার্য্যকে [illegible] বলিয়া স্বীকার করিলেন। শঙ্করাচার্য্য অসুর মোহনকল্পে ভগবানের আদেশে মায়াবাদ প্রচার করেন। [illegible] আত্মারাম-সেবা [illegible] এবং পরবর্ত্তী [illegible] আচার্য্যগণের [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। [illegible] [illegible] মধ্ব [illegible] এবং [illegible] [illegible] নাম [illegible] [illegible] মায়াবাদ [illegible] অদ্বৈত [illegible] [illegible] [illegible] বিরাজমান। [illegible] অর্থাৎ [illegible] অর্থাৎ একই [illegible] [illegible] নিম্বার্ক, শ্রীধর, [illegible]

এই [illegible] স্বীকার [illegible] মুক্তির প্রদান [illegible]

[illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] বলিয়া [illegible] অর্থাৎ [illegible] দ্বারা [illegible] ভক্তির [illegible] অর্থাৎ কোন [illegible] [illegible]

গীতোপনিষদের "[illegible]", "[illegible] জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" জীব [illegible], জীব [illegible] অংশ এবং [illegible] বাক্যের অবমাননা করা হয়। সুতরাং কলিযুগপাবনাবতার [illegible] বেদের ও বেদান্ত শাস্ত্রের সমস্ত [illegible] উপদেশ সমন্বয় করিয়া [illegible] অভেদ এবং পরিণাম-[illegible] সম্বন্ধ [illegible] প্রতিষ্ঠা করিলেন [illegible] অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা বেদের "[illegible]", ব্রহ্ম [illegible] "[illegible]" ইত্যাদি বাক্যের [illegible] করিলেন।

[illegible] মুক্তি ও [illegible] এক [illegible] সমন্বয় করা বলে না। [illegible] তাঁহাকে সেই [illegible] [illegible] যখন [illegible] তখন [illegible] কর্ত্তা, [illegible] থাকে। [illegible] [illegible] একরূপ [illegible] আমাদের [illegible] করে। [illegible] [illegible] কালী, [illegible] শ্রীমন্মহা-[illegible] [illegible] মনে [illegible] স্থাপন [illegible] শ্রীগৌর [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] অদ্বয়জ্ঞানে [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] বিশেষ [illegible] আছে তাহা প্রদর্শন না করিলে [illegible] না। শ্রীমন্মহা-প্রভু [illegible] রাম কি তত্ত্ব, নারায়ণ কি তত্ত্ব, বিষ্ণু কি তত্ত্ব, অবতারা-[illegible] কি তত্ত্ব, [illegible] কি তত্ত্ব, তাঁহাদের [illegible] অবস্থান কি কি, সমস্তই [illegible] সকল [illegible] যথার্থ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। শ্রাদ্ধোপ-[illegible] সমন্বয় [illegible] নহে। [illegible] আবির্ভূত হন নাই। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম সারগ্রাহী হইয়া যথার্থ সাধুসঙ্গে বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাই উহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ [illegible] বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল।

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা

(শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী)

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে ব'লেছিলেন—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ হ'তে উদ্ধার ক'রব, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কথা শ্রবণ ক'রে তখন অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে দাম্ভিক মনে ক'রে তাঁর সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছিলেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম প্রেম প্রচার ক'রেছেন কেন, এই নাম প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা কলিযুগবাসী [illegible] ক'রেছেন কি? [illegible] নাম—শব্দরূপ নাম-নামী অভিন্ন। [illegible] বিচার ক'রে দেখলে দেখতে পা'বে, নাম ছাড়া অন্য গতি নাই। এই পবিত্র[illegible] একমাত্র শব্দের উপর আছে, [illegible] শব্দের অভাব [illegible]

[illegible]

হৃৎ-[illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

[illegible]

বন্দে গুরূন্ [illegible]

[illegible]

(বিস্তৃত বিবরণ বেদ কল্পে দ্রষ্টব্য)

মায়ারে পিছনে রাখি [illegible] নাম লয় । [illegible] কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। [illegible]

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]

পীঠ, [illegible]

চতুর্দ্দিকে [illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, [illegible] রোড, বাগবাজার,

কলিকাতা। [illegible]

[illegible]

শ্রীম [illegible]

[illegible]

[illegible]

ও [illegible]

প্রকাশিত হয়। [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] পীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবেণুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]

সমাধি। রক্ষক- শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমাধব অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীনামহট্টের [illegible] বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীঋষিকেশ [illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক —শ্রীমঙ্গলরূপ ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্ভক্তিপ্রতাপ গৌড়ীয় মঠ

বাটী [illegible] (জলঙ্গী নদীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকালিদাস অধিকারী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত [illegible]

পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible] ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ [illegible]

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক —শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গ প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীরামানন্দদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল

২৭। গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক - শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীমনঃকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক —শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ মেদিনীপুর, চব্বি, পি

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবিনোদ [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ দানাপুর [illegible], বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক — শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ [illegible]

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

রক্ষক — শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক - শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক — শ্রীব্রজবিহারীদাস বাবাজী

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক- শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৪৮) বানগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক —শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible]

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, বন্দর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক- শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

রক্ষক- অমৃতানন্দ অধিকারী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক —শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৫৯) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক -শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬০) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক — শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

৬) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ক্লেয়ারভোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডাব্লিউ ১৪

রক্ষক —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রাণ ও ভাক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাখানি	৬॥৹
বাঁকা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥৹
বাঁকতুলসী	৫॥৹
নাগরা নূতন	৪৵৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲--৪॥৹
পেশোয়ারী	১০৲-১০।৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫।৹-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫।৹-৫॥৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৴৹
মুর্শিদপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মারহোরা সাদা	৯।৹
কানপুর সাদা	৮।৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭॥৴৹—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥৹
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫১।৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸৹
নিম্নতম—	৪০৸৹
উচ্চতম —	৪১।৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৲ -৬।৵৹
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵৹
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৴৹
আটা (বি)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৴৹—৫।৴৹
আটা (এস)	৫৲—৫।৹
আটা (কে)	৪৸৹— ৪৸৵৹
আটা নং (৩)	২॥৹—২॥৵৹
পোলাউ	১॥৴৹—১৸৹
ভূষি	১॥৵৹—১॥৴৹

ঘৃতের দর

অন্নপূর্ণা	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিয়াল	৪৬।৹
ভার	৪৬৲
কাবুলে	
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৮৸৵৹—৯।৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵৹—৮।৹
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।৹
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵৹—৯।
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।৹
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।৹

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।৹
২৬ গেজ—	১৫॥৹
২৮ গেজ —	১৫॥৹

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৫।৹

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৵১০—৸৹

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸৹
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩।৹—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥৹—৮৲ হন্দর

গোল বড় কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।৹—১০।৹

ষ্টিল পাটী, বোল্ট গরাদে ৮।৹—৯।৹

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸৹—১১৲

যঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵৹, গাটের হালমণ ৬॥৹

তুলার হালমণ ৪৸৹

চুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরানিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্গ সাদা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮।৹
সুপারী দেশী	১৬।৹—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥৹—১১।৹
গুটি খয়িদমণ	১৫।৹—১৭।৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

ঃঃ৽ঃঃ

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর---গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই তাহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবরত সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচী এবং Index Glossary। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি [illegible] ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর ও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:*:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৮৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1541

... ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকল্যমরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৯শে জুলাই ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১২০]

বিবিধ সংবাদ

উত্তর চীনে সঙ্গীন অবস্থা

উত্তরচীনের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে টিয়েনসিনে প্রায় ৩০ হাজার জাপানী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জাপ দূতাবাস হইতে চীনা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তর-অঞ্চলে চীনা সৈন্য প্রেরণ করিলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। নানকিং-গবর্ণমেণ্ট নানক বিদেশীদের পিপিং ত্যাগের নির্দ্দেশ দিবার জন্য বৈদেশিক দূতগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এদিকে চীনের ২৯শ বাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। একদল আপোষ রফার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দেশরক্ষায় চীনের পণ

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, নানকিন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে ২৯শ-সংখ্যক সেনাদলের সাহায্যার্থে যাত্রা করিবার জন্য স্থল ও বিমান-বাহিনী প্রস্তুত হইয়া আছে।

টোকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ সমরবিভাগ জাপান হইতে উত্তর-চীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাপ সামরিককর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, উত্তর চীনে জাপ বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য হইল উত্তর চীন হইতে আইন ও শৃঙ্খলার শত্রু ২৯শ-সংখ্যক সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়ন করা।

বৃটিশ-জাহাজ ধৃত

নৌ-সচিব মিঃ ডাফ্‌কুপার কমন্স সভায় সংক্ষেপে বলেন যে, একটী বৃটিশ জাহাজ গত ১৫ই জুলাই প্রভাতে সান্তান্দারে প্রবেশের চেষ্টা করিবার সময় ধৃত হইয়াছে।

নৌ-বিভাগ হইতে পরে ঘোষণা করা হয় যে, স্পেনীয় উপকূলের তিন মাইলের মধ্যে বৃটিশ-জাহাজ "মোলটন"কে বিদ্রোহী ক্রুজার "আলমিরান্তে সারভেরা" থামিবার জন্য হাঁকডাক করে এবং দুইবার গোলাবর্ষণ করিয়া সতর্ক করিয়া দেয়। "মোলটন" ক্রুজারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভিন্নপথ গ্রহণ করে।

নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা

কয়েক দিবস ধরিয়া বড়লাটের সহিত সীমান্তের গবর্ণর স্যার রজ্ কানিংহাম ও উত্তর-পশ্চিমের প্রধান সেনাপতি স্যার জন কোলরিজের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে তাহার ফলে সীমান্ত সম্পর্কে নূতন নীতির প্রবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এই সকল উচ্চ-পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সিমলা আগমন সম্পর্কে সরকারী মহল কোন কথাই বলিতেছেন না। এক্ষণে সকলের ধারণা এই যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়াজিরিস্তানের উপজাতীয় সর্দ্দারদের সঙ্গে মীমাংসার সূত্র সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর উপজাতীয়দের দমনকল্পে সামরিক অভিযানের ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে, এই বিবেচনায় স্থায়ীভাবে কি প্রকারে উপজাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ সেই বিষয় ভাবিতেছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

বোম্বে মন্ত্রিমণ্ডলীর পদ-ত্যাগ

গত ১৫ই জুলাই বেলা ১২টার সময় পুণায় বোম্বাইয়ের ঠিকা মন্ত্রিমণ্ডলী গবর্ণরের নিকট পদ-ত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে গবর্ণর এই সকল পদ-ত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের শ্রীযুক্ত খেরকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব গণেশখিণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত খের শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পুণা যাত্রা করেন। বেলা ১১টার সময় তিনি তথায় পৌঁছিয়া অপরাহ্ণে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নূতন পরিকল্পনা

নিরপেক্ষতা-কমিটির অনুরোধে স্পেনের ... বৈদেশিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কমিটির চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যান্য ২৬টী দেশের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধিদিগকে জানানো হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, স্পেন গামী জাহাজসমূহে বৈদেশিক পর্য্যবেক্ষক রাখার ব্যবস্থা বজায় রাখা হউক; কিন্তু জাহাজী পাহারার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হউক এবং তাহার পরিবর্ত্তে উভয়পক্ষের সম্মতি ক্রমে স্পেনীয় বন্দরসমূহে পর্য্যবেক্ষক রাখার ব্যবস্থা করা হউক।

স্থলপথে যে সমস্ত মালপত্র স্পেনে প্রবেশ করে তৎসম্পর্কে স্থল-সীমান্ত সমূহে অবিলম্বে পর্য্যবেক্ষক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্পেনের উভয়পক্ষকে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তে যুদ্ধরত জাতির অধিকার দেওয়ার জন্যও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু স্পেনের কোন পক্ষকে টেকনিক্যাল ভাবে যুদ্ধরত জাতির স্বীকৃতি দিবার পূর্ব্বে কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভলাণ্টিয়ার অপসারণের ব্যাপার সন্তোষজনকভাবে অনু-মোদন করিতে হইবে এবং অপসারণ কার্য্য যে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে একমত হইতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশের সরকারী মনোনয়ন

গত ১৫ই জুলাই কংগ্রেসী মহলে প্রচার হইয়াছে যে, যুক্ত প্রদেশ-ব্যবস্থা-পরিষদের সরকারী মনোনয়ন সম্পর্কে পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ পুনরায় গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং এ বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পণ্ডিত পন্থ এখন এ বিষয়ে কংগ্রেসের মনোভাব গবর্ণরকে জানাইতে পারিবেন। মন্ত্রিমণ্ডলী-গঠন-ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত কিছু হয় নাই তথাপি জানা গিয়াছে যে, পণ্ডিত পন্থ সম্ভবতঃ শীঘ্র গবর্ণরের নিকট মন্ত্রিমণ্ডলীর তালিকা দাখিল করিতে সক্ষম হইবেন। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রথার ব্যাপারে পণ্ডিতজীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেসী-মহল এতদিন যেভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করিতেছে, তবে এখনও কোনো বেলা এই ... করেন নাই, ... সমস্ত ... সন্তুষ্ট ... করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্য গঠন সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, মিঃ কিদোয়াইকে মন্ত্রি-সভায় স্থান গ্রহণের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে এ নির্দ্দেশ পালন করিতেই হইবে, কাজেই মন্ত্রিসভায় তাঁহার স্থান গ্রহণ একরূপ নিশ্চিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible]র প্রকাশিত

১।	[illegible]	৪০
প্রথম খণ্ড	[illegible]	২৮
দশম খণ্ড		২
	[illegible]	৩
	[illegible]	
	[illegible]	৪
	[illegible]	
	১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড ১ ৩য় খণ্ড—৮০	
৪র্থ খণ্ড	[illegible]	
৬।	[illegible]র সাধাবলী	
	১ম খণ্ড [illegible] খণ্ড—[illegible] ৩য় খণ্ড—৮০	
৭।	[illegible]	১
৮।	[illegible] ও সংস্কার	
		৵০
৯।		
১০।	[illegible]	
১১।	[illegible] টীকা)	
১২।		১
১৩।	হরিনাম[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৮০
১৪।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	
১৫।	বৈষ্ণব[illegible] বিবর্ত্ত তত্ত্ব	
১৬।	[illegible]	
১৭।	[illegible]	।০
১৮।	[illegible]	।০
১৯।	[illegible] কুসুমাঞ্জলি (বোম্বা)	১
২০।	[illegible]	।৵০
২১।	[illegible]	।৵০
২২।	[illegible]	।০
২৩।	[illegible]	
২৪।	[illegible] ([illegible] টীকা সহ)	২
২৫।	[illegible] ([illegible] টীকা সহ)	২
২৬।	[illegible] কেবল [illegible]	।০
২৭।	[illegible]	১
২৮।	[illegible] ([illegible])	।০
২৯।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	৮০
৩০।	[illegible]	৵০
৩১।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	০
৩২।	[illegible]	।০
৩৩।	[illegible] গ্রন্থমালা	৮০
৩৪।	[illegible] পরিক্রমা	⁄০
৩৫।	[illegible]	৵০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	
৩৭।	শ্রী [illegible]	
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপ [illegible]	৵০
৩৯।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]দর্পণ	।০
৪০।	[illegible]	৵০
৪১।	[illegible]	৵০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৮০
৪৩।	[illegible]	⁄০
৪৪।	[illegible]	⁄০
৪৫।	নবদ্বীপ[illegible]	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	⁄০
৪৮।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	
৪৯।	[illegible]	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (১ম ৪খণ্ড)	৩
৫১।	[illegible]	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (অনুবাদ)	।০
৫৩।	[illegible]দয়ঃ	৮০
৫৪।	[illegible] নির্ণয়	।০
৫৫।	[illegible] বা [illegible]	।০
৫৬।	[illegible] ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	[illegible] ([illegible])	।০
৫৮।	[illegible]	
	[illegible]	৵০
	[illegible]	

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬০।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	॥০
৬২।	[illegible]	।০
৬৩।	[illegible]	
৬৪।	[illegible]	
৬৫।	[illegible]	॥৵০
৬৬।	গৌড়ীয়[illegible]	
৬৭।	[illegible]	

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	[illegible]	॥০
৬৯।	[illegible] বেদান্ত	॥০
৭০।	[illegible]	⁄০
৭১	[illegible]—[illegible] যাও	
৭২।	[illegible]	৵০
৭৩।	[illegible] অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪।	[illegible]	।০
৭৫।	[illegible]	⁄০
৭৬।	[illegible]	।০
৭৭।	[illegible]	
	[illegible]	।
৭৮।	[illegible]	২৷৷
৭৯।	[illegible] ([illegible])	১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	[illegible]	
৮১।	[illegible]	।০
৮২।	[illegible]	⁄
৮৩।	[illegible]	
৮৪।	[illegible]	

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	২

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন — [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত্র
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

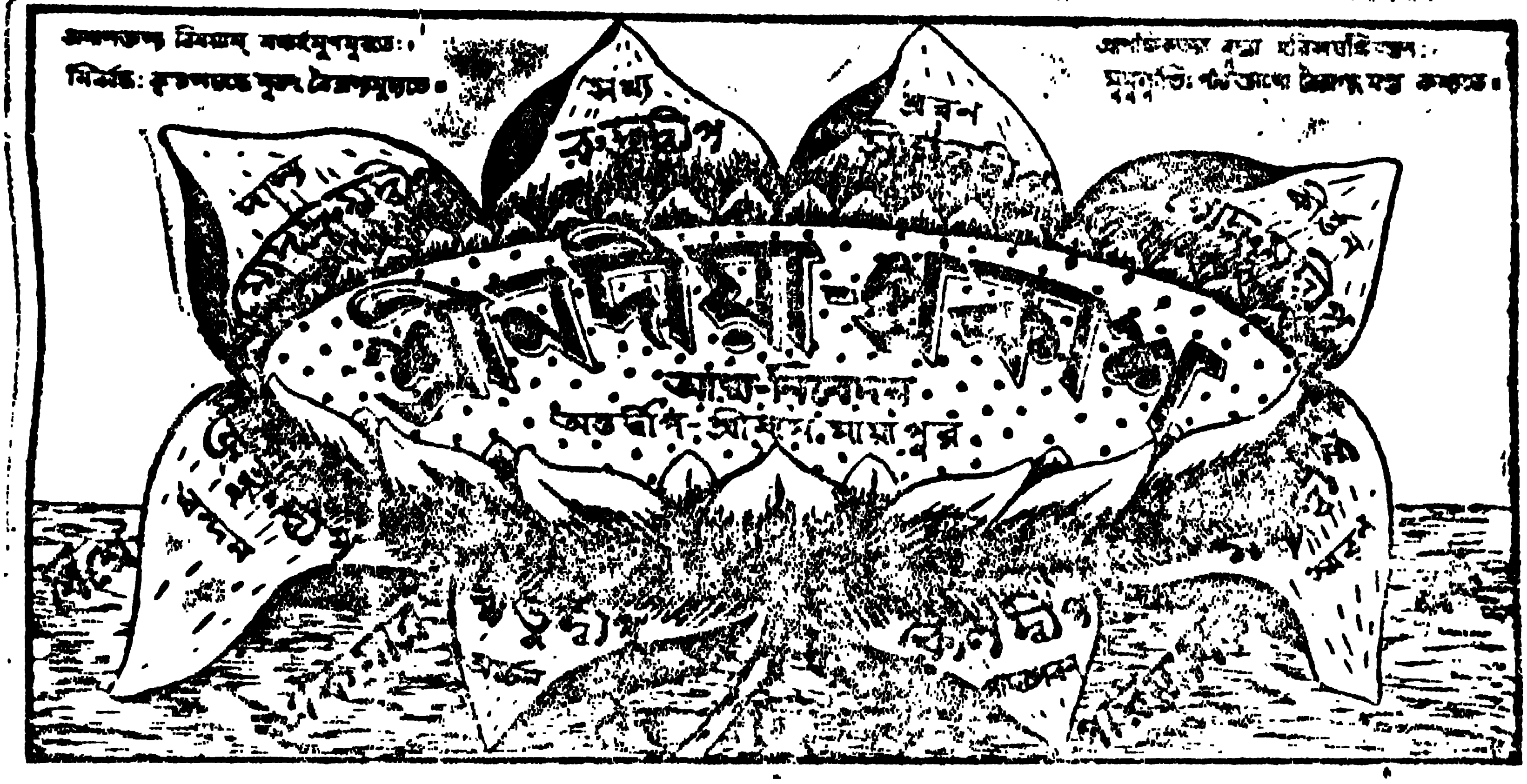

১২শ বর্ষ } ২৬ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ৩রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১১০তম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব

— ::*:: —

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

গত ৮।৭।৩৭ তারিখে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁহার অমন্দোদয়দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়া ভগবদধিষ্ঠান-স্থান হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অনর্থাদি নির্ম্মুক্তির উপায় প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই গীতিটী কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে সমবেত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারীজী এতদুপলক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের সন্দেহাদি নিরসনে যত্নপর হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

নির্য্যাণ

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীপাদ জগদ্গোপাল দাসাধিকারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৩১শে আষাঢ় (১৩৪৪), ১৫ই জুলাই (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২-১৫ মিনিটের সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে বৈষ্ণববৃন্দের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনামরজঃ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; তিনি বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন-প্রণালী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেবাকার্য্যে তাঁহার কোন দিনই অলসতা দৃষ্ট হয় নাই। যে সেবাকার্য্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইত প্রবল উৎসাহে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহা সম্পাদনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া তথাকার অফিস-সংক্রান্ত বহুবিধ সেবা, সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ও গ্রন্থবিভাগের নানাবিধ সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন; তদ্ব্যতীত শ্রীপুরুষোত্তমে ও শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠেও তিনি বহুদিন যাবৎ নানাভাবে সেবা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে 'কিছুদিন যাবৎ' তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অক্লান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায় তাঁহার সেবাকালে শ্রীযোগপীঠের সেবার নানাবিধ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার সেবোৎসাহ দর্শন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনেও তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল। তিনি বহু ব্যক্তির নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের অমল শুদ্ধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল মধ্যেই তিনি হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সংসারাশ্রমে হরিভজনানুকূলতার অভাব দর্শন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মঠবাসী হইয়া ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হন। অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স চত্বারিংশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। এই অপ্রাপ্ত বয়সেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সঙ্গচ্যুত হইয়া আমরা গভীর বিরহ অনুভব করিতেছি।

———

ত্যাগীর দেহচর্য্যা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সখিবা সংযুক্ত সখাভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব, দেহকে অহংজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে; আর একজন মায়াধীশ অর্থাৎ ঈশ্বর তিনি ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া মায়ামোহিত অবস্থায় স্বদেহকেই আত্মবুদ্ধিজন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের মহিমার অনুশীলন করেন।

এস্থানে শ্রুতি যে দুইটী পক্ষীর কথা বলিতেছেন, তন্মধ্যে একটী জীব অপরটি ঈশ্বর। তাঁহারা উভয়ে একটী বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ঐ বৃক্ষটীই দেহ; ঐ দেহসংক্রান্ত সুখ-দুঃখাদিতে সেই কর্ম্মফলভোক্তাটীর অভিনিবেশ আছে; কিন্তু ঈশ্বরের নাই। তাই যদি কোনও জীবের দেহচর্য্যার দ্বারা সুখ উৎপাদন করা যায়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সেবা হইতে পারে না, কারণ, তিনি দেহসংক্রান্ত সুখদুঃখাদিতে পরমোদাসীন, কেবল সাক্ষিস্বরূপ। পরন্তু উহার দ্বারা জীবের সেবাও সম্পন্ন হয় না, উহা কেবল দেহসেবা। [illegible] [illegible] দেহকে [illegible] মনে করে, তথাপি উহা বস্তুতঃ জীবের স্বরূপ নহে। জীবকে [illegible] উহা দেহেরই সুখ উৎপাদন করিবার জন্য হয়। সুতরাং দেহের [illegible] সম্বন্ধ এবং দেহাবসানে উহার অবসান। তাই উহা— দেহচর্য্যা মাত্র।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"যাঁহারা আমার শিক্ষাগুরুপাদপদ্মের মর্য্যাদা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বা আমার [illegible] সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ হইতে বর্জ্জিত হইবেন। শ্রীপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত জীবন হইতে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৬০

সজ্জন—মানদ

(ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

সজ্জন বা বৈষ্ণব বলিতে বলিলে, মানদাতা ও মানগ্রহীতা দুইটী বস্তু এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মানের আদান ও প্রদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মান দাতৃত্ব এবং অবৈষ্ণবের বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ দেখা যাইতেছে কথা। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব যে বিষয়ে প্রাকৃত দাম্ভিক হইলে আমরা দেখিতে পাই না, বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ, যেহেতু যাঁহারা বৈষ্ণব হইবে সেইরূপ মান প্রদান করতঃ উহার বুদ্ধি বৃত্তি বৈষ্ণব মানদতার পরিচয় হয়। কিন্তু বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে তিনি উঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব লোকের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া উঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের প্রদত্ত মান [illegible] আনুকূল্য ধর্ম বলিয়া বিচারিত হয় নাই।

মান দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যখন মানের প্রার্থী হন তখন হইতে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না; সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাঁহারা মানের ভিক্ষু, বা অন্যান্য তাঁহারা অবৈষ্ণব বা অধম। [illegible] প্রাকৃত মান দিতে সমর্থ। এই বৈষ্ণব [illegible] বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়াও তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক সেই মানে আপনাকে প্লাবিত মনে করিয়া আত্ম বিনাশ করেন। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব-সমাজ কেবল অপরাধ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তাহা আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়াও তাহা গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন। এইরূপে বর্ত্তমানকালে বাহ্যতঃ লৌকিকমাত্র দৃষ্টিতে কি প্রকার পরমহংস বৈষ্ণবের শুদ্ধ পদবী অধঃপাতিত হইতেছে তাহা দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই।

বৈষ্ণবকে মানদের গুরু বলিবার পরিবর্তে শ্রীগুরুদেবকেও বৈষ্ণবের গুরু বলিতে অনেকে নারাজ। পরন্তু বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ জুতোর দান করিয়া অপমান করে এবং ইহাতে অবৈষ্ণবগণই নিরস্ত্যে হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশ্বাসকারী উত্তম লৌকিকের মধ্যে শূদ্র চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বলিয়া অভি-মানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পারমহংস্য-ধর্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে লৌকিকের বিদ্বেষকারী অবৈষ্ণবেরা হীন ও উন্নত বলিয়া অপমান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ ও সন্ন্যাস আশ্রম—বর্ণ ও আশ্রমের সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বৈষ্ণবকে পরমহংস বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্ম-জ্ঞানী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সম্প্রদায় [illegible] [illegible] তাঁহাকে কোন [illegible] মর্য্যাদা প্রদান করেন না, কিন্তু তাঁহার [illegible] হইতে তাঁহাদের মুক্তি হয় না। পরমহংস বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে লৌকিক ব্যবহারে [illegible], কখনও অপরকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, [illegible] বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। [illegible] নিকট [illegible] মানদ-[illegible] বৈষ্ণব [illegible] পরম সুহৃৎ মানদধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেও বাকী থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দর চাঁদ কাজীর জন্য [illegible] আসিয়া [illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যাক্ত হয় নাই বা পরম পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম উপেক্ষা অনুগামীদের এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধভক্ত মধুর রসে প্রাপ্ত হইলে বর্ণ-মিশ্র ভাব ও আশ্রমমাত্র অভিমান মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশিত নাই একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীবস্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণা-শ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম এরূপ পাগলা ভাবের কথা তাহাও শ্রীগৌরসুন্দর প্রচার করেন নাই।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা গৃহস্থকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহাপ্রভুর তিনি [illegible] বাক্যে সর্ব্বদা নতুভাব হইয়া অনুকূল বাক্যদ্বারাই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদধর্ম্ম। আবার শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। [illegible] ঋষি অম্বরীষের পাদ প্রক্ষালনকালে অম্বরীষ রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরুপদব যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ যদি মানদধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত তাহা হইলে পরমভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। স্বরূপদামোদর গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না। গুরুদাসান বৈষ্ণব, গৃহীত-বিধানী হইয়া শিষ্যকে অবাঞ্ছন বলিয়া মানদধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যজ্ঞ যজ্ঞকর্ম্ম লোকিক" শ্লোক "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু; কিন্তু শিষ্যের অগ্রজ লৌকিকভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রকৃতস্থিত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যের মানদধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরু-পরম্পরা বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ায় উচ্চাসন গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। "সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে" জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্য জনে প্রাকৃত মান দিলে তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না; সুতরাং তাঁহারা বঞ্চনার্থে দণ্ড করাই হইবে।

(সজ্জনতোষণী দ্বাবিংশ খণ্ড ১ম, ২য় সংখ্যা)

দয়া

(শ্রীঅক্ষয়গোবিন্দ দাসাধিকারী)

'দয়্' ধাতু ভাবে ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয়-যোগে 'দয়া' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। দয়া শব্দের অর্থ কৃপা, পরদুঃখ-মোচনের ইচ্ছা। মানবের মানসক্ষেত্রে যে সদ্গুণাবলী প্রকাশিত হইয়া মানবকে মানব নামের যোগ্য করিয়া তোলে, দয়া তাহাদের মধ্যে অন্যতম। দয়াগুণদ্বারাই মানবের মানবতার অভিব্যক্তি। যাঁহার হৃদয় দয়াসিক্ত তিনি কত মহান্! তিনি যে-কোন বংশে, যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সমস্ত জগদ্বাসী তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। তিনি জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ। তিনি জগতের রত্নস্বরূপ; সেরূপ ব্যক্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবী কৃতার্থা ও ধন্যা হন। লোকে তাঁর পাণ্ডিত্যের দিকে, পদমর্য্যাদার দিকে তাঁহার কুলের দিকে না তাকাইয়া তাঁহার দয়াশীলতায় অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। পুণ্যচেতা-পাপ পরায়ণ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার স্তাবক হইয়া থাকেন; এমনকি পশুপক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তদনুগত হইয়া পড়ে; এমনি দয়ার শক্তি! দয়া মানবের একটী মহদ্ গুণ। অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি যদি দয়াল না হন তাহা হইলে তিনি লোকের চিত্ত সম্যক্‌রূপে আকৃষ্ট করিতে পারেন না। মহাধনশালী ব্যক্তির হৃদয়ে যদি দয়া না থাকে তাহা হইলে কোন ব্যক্তি সহসা তাঁহার নিকট যাইতে চায় না। দয়া এমনই জিনিষ যে উহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেও সজীব করিয়া তোলে।

যাঁহার হৃদয়ে দয়া নাই তিনি নির্দ্দয়, কঠিন হৃদয়, পাষাণবৎ নীরস। পাষাণে যেমন কোনও প্রকার উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হইতে পারে না সেইরূপ দয়াহীন সেই ব্যক্তির নিকট হইতে কাহারও কোন প্রকার মঙ্গলের আশা করা যায় না। স্বার্থপরায়ণ নিষ্ঠুর ও প্রভুত্বকামপূর্ণ জল্লাদের সহিত তাঁহার অন্তঃকরণের তুলনা করা যাইতে পারে। এই নির্দ্দয় ব্যক্তি নিতান্ত স্বার্থপর। পরোপকার-চেষ্টা তাঁহার হৃদয়ে আদৌ জাগে না। এইরূপ ব্যক্তি জগতের কণ্টকস্বরূপ। তিনি জগতের বহু অমঙ্গল আনয়ন করেন। তিনি অন্তরে কোনও প্রকার সুখ অনুভব করেন না। তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ অশান্তিপূর্ণ তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দয়া যে কি জিনিষ তাহার কিছু প্রাকৃত পরিচয় দেওয়া হইল এখন আমরা দয়ার শ্রেণী-বিভাগে রত হইব।

এই জগতে, শুধু এই জগতে কেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত সাধু, বা ভাগবত বিরাজ করিতেছে তাঁহার পরিচয়

শ্রীভগবান্ ব্যাসরূপে সাত্বত-শাস্ত্রের দ্বারে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। সেই ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত বাণী হইতে আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি যে, দয়া দ্বিবিধা—অমন্দোদয়-দয়া ও মন্দোদয়-দয়া। এই জগতে যে অমঙ্গল-উদয় দয়ার বিকৃত প্রতিফলন অনুভূত হয় তাহা মন্দোদয় দয়া। মন্দোদয় দয়া এই কথাটী অনেকের শ্রুতিপ্রদ হইবে না; কারণ, দয়া ত' মঙ্গল-প্রসবিনী, শুভদায়িনী, তাহা আবার ঐরূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবে কেন? যাঁহারা দয়ার সুখাদুঃখ অবগত নহেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইবার যোগ্য। যাঁহারা দয়ার বাস্তব স্বরূপ অবগত নহেন তাঁহারা যদি দয়াল সাজিয়া লোকের প্রতি দয়া দেখাইতে যান তাহাতে জগতের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। পরদুঃখ-মোচনের বাসনা দয়া। এই জগতে লোকের জাগতিক দুঃখমোচনের যে কামনা তাহা কখনই প্রকৃত দয়া পদবাচ্য নহে। উহা আবার দুঃখ-মোচন ত' দূরের কথা, পক্ষান্তরে অনন্ত দুঃখের আবাহন করা হয়। পরমদয়াল শ্রীভগবান যে আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এই বিচার যাঁহাদের নাই তাঁহারাই এই তথাকথিত 'দয়া' দয়াতে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে নারাজ।

যে ভগবানের চিন্তা হইতে সমস্ত অশুভ, সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া যায়, তাহা হইতে যাহারা বঞ্চিত করে, তাহারা কখনই দয়ালু নহে, পরন্তু তাহারা মহাহিংস্র, অশান্তি ও অনর্থের কারণ। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই এ সকল অসুবিধা আমাদিগকে গ্রাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মহাজন গাহিয়াছেন—

'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥'

কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতে যত অসুবিধা, যত অমঙ্গল, যত অশুভ, যাহা কিছু মন্দ সমস্তই জীবকে কবলিত করিয়াছে; যাহা কিছু শুভ সবই জীবকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা 'ভাল লোক' এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা জীবের এই অসুবিধা বা দুঃখমোচনে কখনও সমর্থ নহেন, এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাঁহাদেরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়া থাকে। তাঁহারা উভয়েই ক্রমশঃ বেশী অসুবিধার মধ্যে পতিত হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বাহির করেন। এমনি মায়ার খেলা! ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবীর এমনি চাতুরী! তাহার গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া জীবের যে অবস্থা হয় তাহা অত্যন্ত শোচনীয়; একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা অবগত আছেন, অন্য কেহ তাহা জানেন না।

জীবের এই অনন্ত দুঃখ দর্শন করিয়া বৃন্দাবননাথের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাই তিনি জীবের দুঃখ মোচন করিবার মানসে তাহাদিগকে নিত্যানন্দপ্রদানের জন্য সাধুগুরু-বেশে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া তাঁহার জীব-উদ্ধারলীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারই নিজজনগণ রূপানুগ, জগৎপাবক আচার্য্যগণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বাহকরূপে বা বাণীবিগ্রহরূপে মদ্গুরু জগদ্গুরু আমার নিত্যারাধ্য 'নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ' তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। জীব যদি শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রবণপুটে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বাস্তবিক দুঃখ দূর হইবে, জীব নিত্যমঙ্গললাভে সমর্থ হইবে, ও নিত্যমঙ্গল [illegible] বাস্তবিক দয়ার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবে, নিষ্কপট জগতের দুঃখমোচন হইবে।

এ জগতে প্রকৃত দয়াল কেহই নাই, প্রকৃত দয়ার সন্ধানও কেহ রাখেন না। কার্ষ্ণগণই একমাত্র অহৈতুক করুণাময়-দয়ার বারিধি। তাঁহারা নিত্যগোলোক-বৃন্দাবনবাসী হইয়াও অনন্তকৃপা-নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডে [illegible] আমাদের দুঃখ দূরীকরণোদ্দেশ্যে তাঁহারা ইহলোকে অবতরণ। তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। তাঁহারাই ইহজগতে একমাত্র দয়াল।

উপসংহারে আমার প্রার্থনা—আমি যেন আমার নিত্যারাধ্য অভিন্নগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস প্রাণাপ্রাণ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পাদপদ্মে চরণ নিত্য অনুগত থাকিয়া ভক্তিবিনোদগৌর বাণীর সুশীল সেবকরূপে কৃপা [illegible] তাহা শ্রবণ করিয়া 'নষ্টপ্রভু'ও অনন্তকোটি বদ্ধ জীবকে জানাইয়া নিজজীবন ধন্য করিতে পারি; কারণ আমার মত পাষণ্ডেরও আজ তাঁহার আশা লালা।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্ মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥
(বিলাপকুসুমাঞ্জলি)

[যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি বহু যত্নের সহিত অন্ধপ্রায় আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সমুদ্র শ্রীরূপ সনাতন প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।]

ত্যাগীর দেহচর্য্যা

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সুবিধা সংগ্রহের সুযোগ-সন্ধানপুষ্ট সকলে সর্ব্বতোভাবে সংসারীরে মর্ম্মে দুষ্ট হয়। আমরা দেহ, মন এবং ইহাদের নিয়ামক বুদ্ধি—এই ত্রয়ের সঙ্গে সংকল্প-বিকল্প এবং ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মায়াবদ্ধ জীব উক্ত দেহ-মনের সুখকেই 'সুবিধা' বলিয়া মনে করে। আবার ঐ বিভিন্নধর্ম্মী দেহ মনের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ সংকল্প বিকল্প ও [illegible] সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রতি জীবের সুবিধার স্বরূপ পৃথক পৃথক। তাই প্রাণিগণের প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়। যিনি মনে করেন সুস্বাদু ভোজনই যাবতীয় সুবিধার চরম, তাহা করিতে গিয়া [illegible] তিনি [illegible] চেষ্টায় নিরত থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন সুখাভিলাষীর ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সকল লোক বিভিন্নপ্রকারের ভোগ্য লোককেই সুবিধা বলিয়া বেশ করিয়া লয়। এই প্রত্যক্ষলোকই তাঁহাদের অদূরদর্শী বিচারদৃষ্টিতে সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর একটী দল আছে, যাহারা এই প্রত্যক্ষ জগতে "কমলে কণ্টক"র ন্যায় নানাবিধ অসুবিধা আছে বুঝিয়া পরলোকে [illegible] আশা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ইহাদের ভোগবুদ্ধি প্রখরতর। ভোগের কাম্যবস্তুর অন্বেষণে ইহারা প্রত্যক্ষ ভোগের মধ্যে বহু অসুবিধার বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিয়া উহার উপর একটা আপাত ত্যাগের ঢাকনা টানিয়া দেয়। এই [illegible] সেই ত্যাগবাদের আরও কএকটী নব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা [illegible] কার্য্যে ব্রতী হয়। [illegible] লাভ করিয়া পরলোকের ভাবী সুখের আশায় [illegible] কিন্তু এই নূতন সম্প্রদায়ের [illegible] প্রত্যক্ষ ভোগকেও বাদ দিতে না, বরং বুদ্ধির সাহায্যে বিপুলভাবে প্রত্যক্ষভোগকে আবৃত বা নিবন্ধন করিয়া লইয়াছে। নিবন্ধন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যক্ষভোগে যে অসুবিধা আছে, এই নূতন সম্প্রদায় [illegible] সেই সকল অসুবিধা [illegible] তাহাদিগকে সংসারাদি [illegible] বহু লোকই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত বুদ্ধিমান ত্যাগিক [illegible] বালাই নাই! বরং বালাই [illegible] আছে

[illegible] সুবিধা সুযোগ; অথচ ঐ ত্যাগিকুলকে [illegible] বিত্তোপার্জন, আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ প্রভৃতি করিতে হয় না। বরং দেহ [illegible] সম্বন্ধে নিজের [illegible] অসমর্থ হইলেও ত্যাগিকুলের ঐ কামনা অন্যায় অভাব পূরণ করে। স্থূল কথায় স্ত্রী পুত্র বা বিত্ত-পরিজনাদি [illegible] আছে, তাহা হইতে ঐ ত্যাগিগণকে বঞ্চিত থাকিতে হয় না, কিন্তু সংসারের অসুবিধাগুলির কোনটাই ইহাদের গায়ে লাগে না। কৌশলে ইহাদের ত্যাগের বাহাদুরী বজায় থাকে সর্ব্বকাল।

সুতরাং ঐ ত্যাগিকুলের সাংসারিক চিন্তা বা চাকরীর চিন্তা নাই। কিন্তু সংসারের ভোগের উপাদানগুলি অব্যাহত [illegible] ইহাদিগকে নিরন্তর ভোগযুক্ত করিয়া রাখে, অধিকন্তু সংসারের প্রত্যক্ষ ভোগের [illegible] প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় [illegible] সর্ব্বদিক দিয়াই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ইহাদের কতকগুলি [illegible] অনুষ্ঠান আছে। [illegible] বলিয়া একটী অনুষ্ঠানই আচার আলোচ্য। ইহারা মানুষকে শিখাইয়াছেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'; 'আগে শরীর রক্ষা কর পরে ধর্ম্ম দেখিও'। সুতরাং উক্ত উপদেশ অনুযায়ী নিজ নিজ শরীরপালন এবং অপরের শরীরপালনের প্রচেষ্টাই ধর্ম্ম বা জীবসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ [illegible] নাম 'দরিদ্রসেবা' এবং 'শিব-সেবা'।

[illegible] —[illegible] কোন কথাই [illegible] সুতরাং [illegible] পারে? [illegible] এই [illegible] অর্থ [illegible] ভাগবতে একটী শ্লোক আছে—

যা দুস্ত্যজং স্বজন [illegible]
[illegible] পরিবর্জ্জয়েৎ॥
[illegible]
[illegible]॥
সম্যক্ ন [illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]॥

(ক্রমশঃ)

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মন্দির

শ্রীধাম নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬। কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] [illegible] [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক— শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উহা [illegible] [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অমৃতকুণ্ডকান্দুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক— শ্রী[illegible] [illegible]।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible] [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বাটগাছি, পোঃ [illegible] ([illegible])

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক — শ্রীভক্তিবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়িগাছি (শ্রী[illegible] ভজন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) জ্ঞানিক আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিপদ্ম

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীচাঁদকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদপুর পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

২৩) নাম্বগৌড়ীয়মঠ

না[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মঠ মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) নারায়ণগঞ্জ-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টা ভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিয়াব, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক - শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক --শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] মদনপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক— শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক-- শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক -- শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক— শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —ভক্ত শ্রীগোপীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ মথুরা।

রক্ষক - শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিদম্ভ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশুক্লগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক— শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

রক্ষক - শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াপন্দি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক-- শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]নদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমার্শি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্শি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকড় (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক-- শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১০০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক - শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদক

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
দাদখানি	৬৷৹
মোটা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৹
বাঁকতুলসী	৫৷৹
নাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
আকারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵৹

আতপ

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৹
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷৹ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵৹
পাটনাই আতপ	৫৷৹-৫৷৹
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵৹

চিনির দর

বিস্কাইম, টিকপ	১০৷৴৹
মণিপুর ১০০০ নং	১০৴৹
মারহোরা সাদা	৯৹
কানপুর সাদা	৮৷৹—৯৵৹
কানপুর লাল	৭৷৴৹— ৮৲

সোনা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৬৷৹
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫১৷৹

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸৹
নিম্নতম—	৪০৸৹
উচ্চতম	৪১৷৹
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা পাঃ মণ	৬৷৹—
সুপারফাইন ঐ	৬৲
ডাইমণ্ড ঐ	৫৷৵৹—৫৸৹
সুজী	৬৲—৬৵৹
আটা (ব)	৫৸৹—৫৸৵৹
আটা নং (২	৫৴৹
আটা (এস)	৫৲
আটা (কে)	৪৸৹—
আটা নং (৩)	২৷৹
পোলাড	৩৷৹
ভুষি	১৷৵৹—

ঘৃতের দর

আড়ঙ্গা

রামসীতা

ভুবনেশ্বরী

লক্ষ্মী

শান্তিরাম	৪৲৷৹
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর পাঃ হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

সাদা	৮৸৵৹—৯৷৹
ঐ বে সাদা তালুক ২০০	৭৸৵৹—৮৷৹
ঐ টাটা টিসকো জয়েষ্ট বাজার সাইজ	৯১০৲
ঐ ইংলিশ কাং (বীম)	১০৷৹
বরগা টী আয়রণ	৮৸৵৹—৯৷৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৹—৯৲

টাটা গ্যাল্‌ভ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷৹
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷৹

টাটা প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷৹
২৬ গেজ—	১৫৷৹
২৮ গেজ—	১৫৷৹

বিলাতী গ্যাল্‌ভ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸৹
২৬ গেজ—	১৫৷৹

গ্যাস নটক ২৮—৩০ গেজ

সীস	৷৵১০—৬৷৹
বাজার দেশী কাঁচি শিট বান্ডিল।	৯৸৹
প্রতি কাটি বা টিন কড়া মণ	৩৷৹—৲
পটী কাটি ৩—৯ ফুট	
	৭৷৹—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটি লম্বা —৩টা	৯৲—১০
ঐ ৩—১০ ঐ	৯৷৹—১০৷৹
টিন প্লেট, বোর্ড দরাজ	৮৷৹—৯৷৹
পোল্ড ষ্টিল ইন ক্যাস ও ইস্টিন	
	৯৷ ৮৸৹ ১১৲
দস্তা ইংলিশ ২৭৲,	নকল ২২৲
টিক্যাল বাজিমণ ২৵৹, সাটির হালমণ ৬৷৹	
তুলার হাজামণ ৬৸৹	

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আলেক্‌ষ্টোর ফাইন	৫৬৲
লিভারপুল ফাইন	৬০৲
করাচি মিহি ফাইন	৬০৲
সাম্বার লাহা	৫০৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন

প্রতি মণ

লঙ্কা মাঝ	৮৲
লঙ্কা দেশী	১৬৷৹—১৭
বাটা সুপারী	১০৷৹ ১১৷৹
হাটি মাদারপুর	১৫৷৹—১৭৷৹
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এগ্রো সাপ্লাইং

৩৫ জগন্নাথ ঘাট রোড, নতুনবাজার

কলিকাতা।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর ও নবদ্বীপঘাট যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৩৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—১,	২০—০৫
শান্তিপুর	পৌঃ	৭—৫৪	১১—২০,	১৪—৩	১৮—১৯,	২০—২

নবদ্বীপঘাট মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৮-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
শান্তিপুর	ছাঃ	৫-৫৫	৮-৩৯	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-১৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	৯-০৬	১২ ১৮	১৬ ৩০	

কবিরাজ শ্যামাভূষণ কাব্যকণ্ঠভূষণের

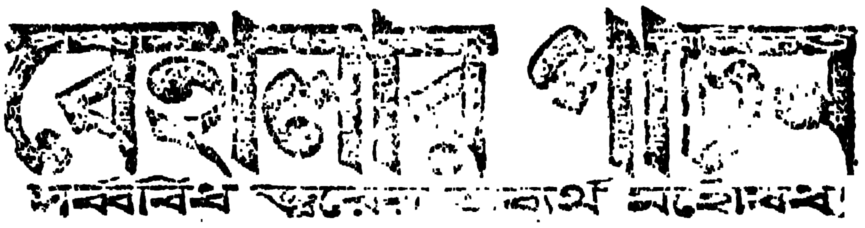

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শরীরের ম্যালেরিয়ার পালাজ্বর একবারে অল্প বয়সেই ৫।৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়। তাহার ঔষধ সেবন করিলে এবং পথ্য ও পরিমিত আহার করিবার বিধান মাত্র যেমন যে পালাজ্বর ছাড়িলে সাধক ৬ দিন। ছোট শিশি ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ ভেরামারা জেঃ নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:●:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৶০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১[illegible]৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাংবৎসরিক (ডাক মাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অধিকারে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। [illegible] বেদ, [illegible] বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(●):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" এবং গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1641

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২০শে জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১২১]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

নিয়োগ ও বদলী

২৪পরগণার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মিঃ বি, এম, মিত্র আই-সি-এস্ নদীয়ার জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নদীয়ার জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এ, এম, আমেদকে হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মামুদ আমেদকে ময়মনসিংহ জেলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

চীন-জাপান যুদ্ধ-বিরতি

৪৮ ঘণ্টারও অধিক কাল আর কামান গর্জ্জন শোনা যায় নাই। এক্ষণে পিপিংএ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। নামমাত্র সামরিক আইন জারী করা আছে। তিয়েনসিন পর্য্যন্ত পুনরায় ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। তিয়েনসিনের আলোচনার কি ফল হয় এবং নানকিং সরকার কি বলেন তাহা জানিবার জন্ম পিপিংএ সকলেই উদগ্রীব ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। চীনা মহল বলিতেছেন যে, জাপানের যে সকল নূতন দাবী উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে প্রথমতঃ হোপেই-এর উত্তরাংশ ও সমগ্র চাহারের সহিত পূর্ব্বহোপেই যোগ করিয়া নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব আছে। তিয়েনসিন উক্ত রাষ্ট্রের রাজধানী হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তিয়েনসিনের নিকটে টাকুতে জাপ-নৌবহরের ঘাটি স্থাপন করিতে দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, পিপিংকে অ-সামরিক অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, জাপানীদের রক্ষার জন্ম পিপিংএ জাপ-সৈন্য রাখিতে দিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, নবগঠিত রাষ্ট্রকে জাপ-সৈন্য সমাবেশের [illegible] করিতে হইবে।

তিয়েনসিনে আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু উক্ত দাবীগুলি সম্পর্কে পাকা খবর পাওয়া যায় নাই, তবে ১৯৩৫ সালে জেনারেল দোইহারা যে সকল দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন উক্ত দাবীগুলিও অনেকটা সেই প্রকারের।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক ক্যাম্বেল [illegible] বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কেবল মুসলমান [illegible] কয়েকজন হিন্দু ছাত্র কলেজে উপস্থিত ছিল। যে কয়জন হিন্দু ছাত্র উপস্থিত ছিল তাহারা সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যাহারা কলেজে উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে একটি ঘরে নিয়া বসান হয়। প্রধান মন্ত্রীকে সেখানে লইয়া গেলে তিনি ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ দেখিয়া খুব খুসী হন। তিনি কিন্তু জানিতে পারেন না যে, অধিকাংশ ছাত্রই কলেজে উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্ব দিনই কলেজের ছাত্রেরা একটি সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, প্রধান মন্ত্রী কলেজে আসিলে তাহারা কলেজে অনুপস্থিত থাকিবে। সে যাহাই হউক, ছাত্রদের তরফ হইতে প্রধান মন্ত্রীকে একখানি [illegible] মানপত্র দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এই বলিয়া খুসী হইয়া চলিয়া যান যে, এখানে মানপত্র দেওয়া লইয়া কোন গোলমালের সৃষ্টি হয় নাই।

এডভান্স পত্রিকার জামানত

'এডভান্স' পত্রিকার ১২ই মে তারিখের সংখ্যায় "করোনেশন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় জরুরী প্রেস আইন অনুসারে বাঙ্গলা সরকার "এডভান্সের" নিকট হইতে যে জামানত দাবী করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী "এডভান্সের" সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত [illegible] ও সাধন প্রেসের (এই প্রেসে 'এডভান্স' ছাপা হয়) রক্ষক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্তগুপ্ত কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] গুপ্তের নিকট প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা করিয়া জমা দেন।

মুলতুবী প্রস্তাব

গত ১৪ই জুলাই কমন্স সভায় শ্রমিক দলপতি মিঃ সি, আর এটলি বলেন, "বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, স্পেনের বিদ্রোহী-দলের অধিনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে যুদ্ধ-নিরত অন্যতম পক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব "নিরপেক্ষতা কমিটির" নিকট উপস্থিত করিবেন। আমরা উহার প্রতিবাদ করি। আমাদের বক্তব্য এই যে প্রথমতঃ স্পেন হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যকে সরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। সমস্ত বিদেশীরা চলিয়া গেলে, পর বোঝা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে স্পেনের অধিবাসী [illegible] লোক জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করে কিনা। এবিষয়ে নিশ্চয় হইবার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মর্য্যাদা স্বীকারের প্রশ্ন বিবেচিত হইবে। আমরা এই পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এন্টনি ইডেনকে অনুরোধ করি, তিনি যেন আগামী নিরপেক্ষতা কমিটির সভায় জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে মর্য্যাদা দানের প্রস্তাবটি উপস্থিত না করেন।"

উত্তরে মিঃ ইডেন বলেন, "নিরপেক্ষতা-কমিটির সভায় এই সকল প্রস্তাব প্রথমতঃ বিবেচিত হইবে। এতদ্রূপ বিবেচনার পূর্ব্বে প্রস্তাবগুলি সংশোধনের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।"

আন্তর্জাতিক নির্দ্দেশ পালনের কথা স্মরণ করিয়াই উপরোক্ত প্রস্তাব গুলি উপস্থিত করা হইতেছে,—এই যুক্তির উপর জোর দিয়া মিঃ এন্টনি ইডেন বলেন,—"আমি আশা করি যে, কমন্সসভা এমন কোন ব্যবস্থা করিবেন না, যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের পথে গোড়াতেই বিঘ্ন ঘটিতে পারে।"

মিঃ এটলি এই উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট হন। তিনি এই জটিল প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সভা মুলতুবীর প্রস্তাব আনয়ন করেন।

মিঃ এটলীর তীব্র নিন্দা

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় পুনরায় বিতর্ক আরম্ভ হয়। নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রমিক দলের নেতা মিঃ সি. আর এটলী অভিমত প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবগুলি "অন্যায়, অসমীচীন ও বিপজ্জনক" এবং উহা দ্বারা উদ্দিষ্ট ফল লাভ হইবে না। যে সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান অ[illegible] মিঃ ইডেন উহাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। ফলে কার্য্যতঃ তিনি [illegible] শক্তিগুলির দাবীই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—যাহারা শুধু এই কারণেই নিরপেক্ষতা চায় যে, উহার আড়াল হইতে তাহাদের হস্তক্ষেপের সুবিধা হইবে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—সম্পূর্ণ ৪৲
[illegible] ৬৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] ৭৲
৩। [illegible] ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম [illegible] খণ্ড—[illegible] ৩য় খণ্ড—৸০
৭। [illegible] ১৲
৮। [illegible] ও সংস্কৃত টীকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত ও [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা
২৭। মুক্তাফল [illegible] (সানুবাদ)
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ)
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
৩০। [illegible] দর্শন
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। নামমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible] ।০
৪৫। নবদ্বীপশতক ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। [illegible] ।০
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ।১০
৪৯। [illegible] ১০
৫০। বৈষ্ণব-সেবা-সমাজ [illegible] (১ম-৩য় খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। প্রভু [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্ত [illegible] ৶০
৬০। [illegible] ।০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ [illegible] ৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ।০
৬৭। মায়া [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ভ্যাট্ টম্ জন্ বেদাঙ্গ ৷০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—[illegible] অব [illegible]
[illegible] ৷০
৭২। [illegible] ৶০
৭৩। [illegible] প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ।০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল্স [illegible] আনন্দ [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২৷০
৭৯। [illegible] (ভলুম্ [illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৮৩। গীতাবলী ।০
৮৪। শরণাগতি ।০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ।০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্র একাদশাব্দে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——০ঃ০——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত [illegible] ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ২৭ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে জুলাই ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | [illegible]তম সংখ্যা

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন

— ::*:: —

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে ও অনুগমনে গত ১৯।৭।৩৭ তারিখে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে অভিন্ন বৃন্দাবন শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনার্থ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠ হইতে গুণ্ডিচামন্দিরদ্বারে উপস্থিত হন। তথায় সমবেত শত শত যাত্রিসমক্ষে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনপ্রণালী ও তদ্রহস্য সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু উক্ত বিষয়ে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলে সমবেত যাত্রিমণ্ডলী মঠসেবকগণের আনুগত্যে গুণ্ডিচাগৃহে প্রবেশ করেন। তথায় উচ্চ নৃত্যকীর্ত্তনযোগে মূলমন্দির পরিক্রমণ করিয়া সকলে সম্মার্জ্জনী ও জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া মন্দিরের বিভিন্নস্থান মার্জ্জন ও পরে ধৌত করিয়া স্ব-স্ব বস্ত্রাঞ্চল এবং নূতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্থানগুলি মুছিয়া পরিষ্কার করেন। চতুর্দ্দিকে অগণিত যাত্রীর মন্দির-মার্জ্জন ও পরিষ্করণাদি বস্তুতঃই অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিল। শ্রীমঠসেবকগণ অতঃপর কীর্ত্তনমুখে নিকটস্থ শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানাদি করিয়া অপরাহ্ণে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরথযাত্রায় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠসেবকগণ

গত ১০।৭।৩৭ তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-দিনের প্রাতঃকৃত্য হইতে শ্রীমঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক ও উচ্চকীর্ত্তনাদি শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহারা সিংহদ্বারসন্নিধানে উপনীত হন। সময়োচিত সুললিত সঙ্কীর্ত্তনপদাবলী শ্রবণ করিয়া বহু ব্যক্তি [illegible] পতাকাতলে সমবেত হইলেন। শ্রী বলদেবপ্রভু, শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তখন রথারোহণে অবস্থান করিতেছিলেন। বহু যাত্রীর দর্শন-বন্দনাদির পর শ্রীভগবানের বাল্যভোগ, আরতি ও প্রস্তুতির পর রথ সারথি-আরোহণ ও অশ্বাদি যোজন করিলে বহু বাদ্যধ্বন্যাদি বাদিত হইল এবং বা [illegible] জয় ও হুলুধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর রথ চলিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের নিকট আসিয়া রথচক্র আর কিছুতেই ঘুরিল না। তৎপরে বহু যাত্রীর সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভুর মুখ [illegible] গাহিতে মধুর-স্বরে [illegible] কীর্ত্তন শ্রবণে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই অদ্ভুত কীর্ত্তন শ্রবণে নিকটস্থ বলদেব প্রভুর রথ হইতে প্রধান [illegible] তুলসীমাল্য ও মহাপ্রসাদ, একটী অপূর্ব্ব আজ্ঞামালা উপর হইতে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী মধ্যে প্রক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তিসৌরভ প্রভু সেই মালা উদ্ধারে [illegible] করিয়া নিজের [illegible] উপস্থিত সেবকবৃন্দের মস্তকে [illegible] বহুঃ শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। অতঃপর কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভু বলাবলোকে অগ্রসর হইলেন। পরে শ্রী [illegible] সম্বন্ধ প্রভু

মঠসেবকগণ শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর মূলগায়কত্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনকালীন পদাবলী তাঁহার অনুগত্যে সময়োচিত আখরাদি আস্বাদনে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। [illegible] ও আজ্ঞাম [illegible] দর্শনে [illegible] কীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ কেহ বা [illegible] কেহ বা পুষ্পবৃষ্টি, কেহ বা [illegible] প্রদান, কেহ বা [illegible] লাগিলেন। এই সময় [illegible] প্রায় [illegible] হইল, সমস্ত [illegible] সেবকগণ বৃষ্টিতে স্নাত হইলেও প্রবল উৎসাহে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর [illegible]

[illegible]

আমার মন [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] এ [illegible] কীর্ত্তন হইলে [illegible] শ্রী [illegible] প্রভু, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথ [illegible] কিছু [illegible]

সেবকগণ [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের, [illegible] শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের ও দর্শন প্রদান করিতে করিতে [illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [illegible] এ [illegible] সময়ের বহু [illegible] ভক্তমণ্ডলীকে [illegible] [illegible]

[illegible]

এই শ্রীপাদ [illegible], শ্রীপাদ [illegible] দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী ও [illegible] শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদের কায়মনোবাক্যে [illegible]।

সমন্বয়বাদীর মতমত

[illegible]

[illegible]

"আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ অনুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] গাছ। [illegible] পাইয়াছি [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

বিস্মরণ

আমরা হরি-বিস্মৃত হইয়া, তাহাই আমাদের রোগ। কিন্তু [illegible] আজ আমরা প্রাণহীন [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এই মঙ্গলময় আমাদের মঙ্গল [illegible] [illegible] সুব্যবস্থা, [illegible] [illegible] অসম্ভব। [illegible]

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিন্তামণি বল।

ভূতযাজীর ভাবষ্যৎ

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

আজকাল প্রামাণিক ও শাস্ত্রজ্ঞাশয় অনেকে অপ্রিয় দেখিলে অস্বীকার করেন। কিন্তু জানি না, কি ভুলবশে এ যুগের মানব মনীষায় [illegible] অসমোদ্ধ প্রামাণিকত্বের কথা প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য এই স্বীকৃত অনেকস্থলে লৌকিক ও উদ্দেশ্যাত। কারণ [illegible] প্রামাণিকতা মনে স্বীকার করিয়াও অনেকে [illegible] সিদ্ধান্তবিশেষকে অস্বীকার করেন। কিন্তু [illegible] সাধুগণ এই উদ্দেশ্যাত বা লৌকিক স্বীকৃতির সুযোগ লইয়াই মানব-সমাজে [illegible] সত্য [illegible] প্রবণ করাইবার অবসর লাভ করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ভবতি কর্মজা॥

[illegible] [illegible] বিমূঢ়াঃ [illegible]

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
—(গীতা ৭।২০-২৩)

* * *

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্
যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি
মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥
—(গীতা ৯।২৫)

—নানা বিষয়ক কামনাদ্বারা অপহৃত [illegible] স্ব স্ব মনোবৃত্তিবশে চালিত হইয়া [illegible] দেবতার আরাধনা করে। [illegible] শ্রদ্ধাপূর্বক [illegible] আমার [illegible] আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, [illegible] আমিই তাহাদিগকে [illegible] শ্রদ্ধা প্রদান করি।

[illegible] সেই সেই নিজ কামনা পূরণ

[illegible] [illegible] করিয়া লয়, তৎসমুদয় কামাবস্তুগুলি আমারই প্রদত্ত। ইহারা অল্পবুদ্ধি; তাই ঐরূপ দেবার্চনা করে এবং বিনশ্বর ফল প্রাপ্ত হয়। দেবযাজী বিনশ্বর দেবলোক, পিতৃযাজী বিনশ্বর পিতৃলোক, ভূতযাজী বিনশ্বর ভূতলোক প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্ত মন্নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভূতের সেবা অথবা পরোপকার করা যদি অবাঞ্ছিত ভূতলোকে গত্যাগতির কারণ হয়, তবে পরোপকার করিবার জন্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উপদেশ কেন দেওয়া হইয়াছে? তদুত্তরে বলা যায় যে, ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় জীবের স্বরূপোদ্বোধনের সহায়রূপ উপকার সাধন করিলে সেইপ্রকার উপকারের দ্বারা ভগবৎপ্রীতি উৎপাদিত হয়; এইরূপ বিচারে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য যে পরোপকার চেষ্টা, ভগবদুপাসনার উপদেশ-প্রদাতা শাস্ত্রসমূহ সেইরূপ পরোপকারই করিতে বলিয়াছেন। জীবকে বা নরকে নারায়ণ জ্ঞানে যে নরনারায়ণের (?) বা দরিদ্র-নারায়ণের (?) দৈহিক সুখোৎপাদনচেষ্টা তাহা ভূতযাজন বলিয়া শাস্ত্রীয় জীবেদয়া-কার্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। পরন্তু এই ভূতযাজন বা তদন্তর্ভুক্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবা (?) যদি প্রকৃত নারায়ণ যাজন হইত, তাহা হইলে "[illegible]" শ্লোকে ভূতযাজন ও কৃষ্ণভজন এই দুইটির পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু ঐরূপ ভূতযাজনই যে বৈধ ভগবদ্যাজন এবং তাহার ফল যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাও ভগবান্ বিশেষভাবে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

সুতরাং ভূতযাজন বা 'দরিদ্রনারায়ণ-সেবা' (?) অথবা আধুনিক জীবসেবা (?) এবং শাস্ত্রীয় পরোপকার বা 'জীবে-দয়া' এক কথা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু "জীবে দয়া কৃষ্ণ-নাম সর্বধর্মসার" বলিয়া যে জীবে-দয়ার কথা উপদেশ করিয়াছেন অথবা "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার" ইত্যাদি বাক্যে যে পরোপকার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এ ভূতযাজনের অন্তর্ভুক্ত নহে, পক্ষান্তরে কৃষ্ণভজনেরই অন্তর্ভুক্ত।

জীব আত্মগত বস্তু। আত্মার একমাত্র গতি পরমাত্মার প্রতি। তাই যদি কেহ পরমাত্মার প্রতি জীবের বর্তমানের [illegible] উন্মুখ করিয়া দেন, তাহাই জীব-দয়া। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠানেই জীবে দয়া নাই। অন্য অনুষ্ঠান সমস্ত দেহ বা মনের সেবা পর্যন্ত হইতে পারে।

বাঙ্গালী ভক্তের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, তিনি [illegible] ঈশ্বরারাধন হইতে স্খলিত হইয়া জীব-সেবায় (?) মনোনিবেশ করায় ঈশ্বর-

[illegible] হইতে [illegible] শ্রবণ-কীর্তনাদি [illegible] তাহাই [illegible]। [illegible] প্রধান, [illegible] অর্থ বা [illegible] একমাত্র। [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] শ্রবণ করিতে [illegible] শ্রবণ উচিত হয়। শ্রবণই [illegible] প্রথমাঙ্গ। শ্রবণ হইলে কীর্তন অবশ্যই হইবে এবং [illegible] স্মরণ অবশ্যম্ভাবী।

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল

নিবৃত্তি ও জীবাসক্তিনাশঃ "ভুতানি যান্তি ভূতেজ্যা" বাক্যের উদাহরণস্থল হইয়াছিলেন এবং ঈশ্বরপুরী ভক্তমালমূলে রন্তিদেবের "জীবে-দয়া" কৃষ্ণভজনরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ভূতকে ঈশ্বরজ্ঞানে যে ভজনাকারী ভজনা সেই ভূতোপাসীর যে ভবিষ্যৎ কিরূপ তাহা সহজে অনুমেয়।

— —

সমন্বয়বাদীর 'যত মত তত পথ'

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীভগবান ও তাঁহার সম্বন্ধীয় যত কিছু সমস্তই নিত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য স্বরূপের যে অপরিবর্তনীয় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহাও একমাত্র সেব্যসেবক বা দাসদাস্য সূত্রে গ্রথিত। জীবের স্বরূপের ঐ একটিই ধর্ম, দ্বিতীয় ধর্ম তাহাতে নাই। মায়াদেবীর কারাগারে প্রাক্তন বিক্ষেপাত্মক স্বরূপহারা জীবাত্মার সৌভাগ্য প্রবল না হওয়া পর্যন্ত সে এক শুদ্ধ নির্মল সনাতন সেবা-ধর্মের সন্ধান পাওয়ার তাহার পক্ষে কোনই আশা নাই। অবিদ্যার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন জীবকুল যখন অন্যাভিলাষ বশতঃ প্রাকৃত হইবার দুর্ভাগ্য প্রবল থাকে তখন বহুশাখা-উৎকণ্ঠা চেষ্টাপরায়ণ হইয়াও, বিভিন্ন প্রকারে মানবের কাছে কাটিবার নিজকে আত্মহত্যায় বুঝিতে না পারায় আত্মার স্বরূপস্থ সেবা-ধর্মের একায়নপন্থার সন্ধান পায় না। তখন মনোধর্মের খেয়ালদ্বারা চালিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথের আবিষ্কার করিয়া বসাই তাহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি প্রবল না হওয়া পর্যন্ত একায়নপন্থার পথপ্রদর্শক অবঞ্চক সাধুর সঙ্গে বা গুরুর সঙ্গে দেখা হয় না।

'সংসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ

পূর্বসঞ্চিতৈঃ।'

দুর্ভাগ্য প্রবল থাকা পর্যন্ত অবিদ্যা ব্যাধিতে আক্রান্ত সাধুনামধারী বঞ্চকদলের সঙ্গেই আমাদের দেখা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকেই সাধু বলিয়া আমরা ভুল করিয়া বসি।

একে আমি যুগযুগান্তরের পথহারা, বুদ্ধিভ্রষ্ট, ভবসাগরে নিমজ্জিত, মায়ার নফর, ক্ষুদ্র জীবাধম-কূল পাইবার আশায় যাহা পাই তাহাই ব্যাকুল আগ্রহে আলিঙ্গন করিবার জন্য সতত উন্মুখ, তদুপরি যদি সাধুবেশধারী কপট দরদীকুলের মিথ্যা বাগাড়ম্বরে জানিতে পারি যে, আমি যেটিকে আশ্রয়রূপে ধারণ করিতে যাইতেছি সেটি সত্য সত্যই অলীক মরীচিকা নহে, পরিণামে আমার অসুবিধায় পতিত হইবার কোনই ভয় নাই, নির্ভীকচিত্তে ও নিঃসঙ্কোচভাবে আমি অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে আমি যে প্রশান্তমনে সেই দিকে ছুটিব ইহা আর আশ্চর্য কি? একেই বদ্ধজীব নিজের নিজের খেয়াল অনুযায়ী শান্তি ও মুক্তি পাইবার আশায় যে সমস্ত পথ আবিষ্কার করিয়া বসে তাহা তাহার নিত্য স্বরূপের বিরোধী বলিয়া অশান্তি ও বন্ধভূমিকার অভিমুখেই তাহাকে টানিয়া লয়, তাহার উপর ঐ ভ্রান্তপথে চলাকেই যথার্থ মত বলিয়া উৎসাহিত করিবার জন্য মাঝপথে যদি অনেক বঞ্চক জুটিয়া যায় তাহা হইলে উপনিষদ যে অন্যাপন্থার সন্ধান দিবার উদ্দেশ্যেই 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' উদ্ঘোষ করিয়াছেন সেই সুমহান একায়নেরই পথের সন্ধান পাইতে আমি যে চিরবঞ্চিত থাকিব সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে?

কাজেই সন্তাপ লাভ সঙ্গলোভী হইলে যাহাকে তাহাকে উপদেষ্টা ও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে সব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, উপদেষ্টার ব্যক্তিগত আচরণ কিরূপ এবং তিনি কি পথে চলিয়া কতটুকু লাভবান হইয়াছেন। হুজুকের পিছনে ছুটিলে, গড্ডলিকার খেয়ালীমতের পথ অনেক হইলে আমার কৃষ্ণপদ-মোচনের সুবিধা কোনদিনই হইবে না, বরং দৌড়িতে দৌড়িতে মানবজীবনের অন্তিম যবনিকা সম্মুখের পথ রোধ করিয়া দিবে। একবার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম হারাইলে এবং পুনরায় আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণের ধাক্কায় পড়িয়া গেলে আর কাঁদিয়াও কূল পাওয়া যাইবে না। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝিলে অনুতাপ করাই সার হইবে। হুজুক বা মনোধর্মের খেয়ালের পিছনে দৌড়ান মরুভূমির জলের ন্যায় চলিতে পারিবে, কিন্তু একবার মনুষ্যজীবন ভিন্ন পথে সংস্কারের কারণে ও সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রন্দন করিলেও আর কিছুতেই জীবাত্মার মুক্তি পাওয়া যাইবে না। সুতরাং যেন পারলৌকিক বিষয়ে যদি একটু সূক্ষ্ম বিচারপরায়ণ না হই তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

জীবকুলের নিত্যবন্ধু একান্ত নিষ্কপট করুণাময় ভাবের সদা প্রভু জগদ্গুরু এবং ধরাধামে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া যুগ-যুগান্তরের পথভ্রান্ত স্বরূপবিস্মৃত দীনাতিদীন মহাদারুণ জীবকুলকে তাহার নিত্য স্বরূপের, নিত্য স্বদেশের, স্বরূপপ্রাপ্তির, একায়ন পন্থার সন্ধান দিয়া থাকেন। জীবকুল এ ঘোর অন্ধকারে পতিত, সাধুত ত্যাগী একায়ন পন্থা। পথিক না হইয়া পারায় যে তাহার কোন গত্যন্তর নাই, তদুপরি সদৃশ দুর্গতিক্রম সেই দুর্গম পথের যাত্রীদিগকে বঞ্চিত করিয়া ক্রমশঃ অন্ধকূপে ডুবাইয়া দিবার জন্য যে সৈন্য ও দস্যু পথপার্শ্বে সন্ত্রস্ত সাধুর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একায়ন পন্থার নিরবচ্ছিন্ন পাশে ওৎ পাতিয়া লুক্কায়িত আছে, সে কথা জানাইয়া দিয়া আর তাদের পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেও প্রকৃত সাধুগণ কখনই না ত্রুটি করিয়া থাকেন। কিন্তু কে কার কথা শুনে? একান্ত অসাম্প্রদায়িক নিষ্কপট বন্ধুকে আমরা সাম্প্রদায়িক ও পক্ষপাতী বোধে নিন্দায়ই চতুর্দিকে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার দুর্নিন্দা টানিয়া দুর্ভাগ্য ও কাপট্যদোষ দুষ্টের পরিচয় দিয়া বসি।

ভাগ্যহীন আমি একান্ত বন্ধুকে চিনি না। পিত্তদোষগ্রস্ত রসনায় মিশ্রখণ্ড যেমন তিক্ত বোধ হয়, তেমনই বহু জন্মের বহির্মুখতা দোষে পরীক্ষিত আমার নিকট সদ্গুরুর নিষ্কপট একান্ত নির্মৎসর বাক্যসমূহের বাণী—আমার স্বপক্ষের একান্ত হিতবাক্যের কথা বিষসদৃশ বোধ হয়। বরং বিজ্ঞাপনে সুখকর, মনোধর্মের খেয়ালী কীর্তন আমি মনোধর্মের খেয়ালের পোষকতাকেই সাধুত্বের প্রকৃত লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করি। একান্ত রুচির যোগানদার বাঞ্ছিত আপনাকে না দেখিতে পাইলে আমার ভাল লাগে না। বঞ্চকদের দলভারী। অতএব আমাকে আবরণকারী চঞ্চল মনের খেয়াল অনুসারে তাহারা বিশৃঙ্খলতার আবাহন করিতে থাকে। বঞ্চকদের রুচির যোগানদার সেই গোষ্ঠীগণও তখন মায়াবী মূর্তির মত দেখাইয়া কতই না মনভুলান বক্তৃতাপ্রলোভন সাধুকীর্তন আসনে চাপিয়া বসেন ও বিভিন্ন মতাবলম্বীকে এক একটা নূতন পথ নবরূপে করিয়া গুড়াগ করিয়া দেন। ইহার, এত সরল যে, এদের ভাকিতেও হয় না, আপনই আসেন। অবিদ্যার গভীর অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলেও কোনও না কোনও দিন পথের সন্ধান পাইবার আশা নষ্ট হয় না, কিন্তু এই সকল অতিকুহক জ্ঞানী সাজা (?) সাধুবৃন্দের কবলে একবার পড়িলে তাহাদের সেই চক্রে এমন এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকূপে পতিত হইতে হয়, যেখানে আর পথ পাইবার কোন আশাই থাকে না। এই সমস্ত বঞ্চকবৃন্দের খামখেয়ালী ধারণার মনোধর্মের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। পথের অন্ত নাই, সংখ্যাও নাই। সকলই সমান। সুতরাং মুক্তি, অগম্য, বিষম, গোলোকের পথ, নরকের পথ সবই এক। মুক্তিমার্গ, নরক সবই সমান! চৌদ্দভুবন একাকার!

ইহারা এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহেন যে, বলী মতে পাণ্ডিত্যের [illegible]

করিয়া যেখানে যাইবেন, [illegible] বিপরীত আচরণ হইলেও সেখানেই [illegible] অন্যান্য সেইরূপ আর একটি [illegible] ঠাকুর মত অনুযায়ী তাঁহারা এক একটি পথ দেখাইয়াছেন এই মাত্র সেই। [illegible] একাকার। [illegible] তাহারা [illegible] সাধারণ [illegible] তিনি [illegible] সেইরূপ একচেটিয়া খামখেয়ালীর [illegible] দাস [illegible] তাহারা আত্মসম্মানকে [illegible] পোষণ করিবেন। নিজেরাও [illegible] চালাইতে কিছুতেই রাজী নহেন। [illegible] নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া [illegible] হইলে কেবল [illegible] স্বাধীন, স্বতন্ত্র, একমাত্র ভোক্তা, একমাত্র সেব্য, একমাত্র প্রেমাস্পদ, একমাত্র [illegible] একমাত্র জ্ঞেয়, নিষ্কাম চিন্ময় শ্রীভগবান তিনি সর্বশক্তির সেবকগণের নিকট [illegible] তাহার [illegible] যাঁহারা [illegible] তাহাদিগকে [illegible] করিতে [illegible] কিন্তু সেকথা অবজ্ঞা করিয়া [illegible] সেইখানেই খামখেয়ালী চালাইয়া বলিবে ইহা তাহারই সেবা করা হউক। যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই চলা হউক, সবই সমান, সবই একাকার। এই সেই না গুরু [illegible] প্রভৃতি [illegible] উড়াইতে চাহেন। [illegible] বুদ্ধিমানেরা [illegible] দিয়া থাকি। [illegible] আলোচনা-সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই আমরা [illegible] নিষ্কপট, নিরপেক্ষ থাকিয়া [illegible] যে যাহা হউক একটা বুঝিয়া [illegible] হইল। [illegible] বাস্তব সত্য [illegible] তাহাদের নিজের পূর্ব করাইয়া [illegible] এক প্রকার [illegible] পূর্বের [illegible] কাহারও [illegible] যাইবে [illegible] চাপিয়া বসা [illegible] সমান; [illegible] সন্দেহ নাই [illegible] বলিয়া থাকেন, সকল [illegible] নহে। [illegible] প্রকৃত [illegible] অথবা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ [illegible] স্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক – [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক – শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] বামনপুকুর (নদীয়া)

[illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) শ্রীশ্রীনৃসিংহপল্লী [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ

[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক – শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

[illegible], পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] রক্ষক— শ্রীহরিমাধব [illegible]

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক— [illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীবামনাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক – শ্রীচৈতন্যবিলাস অধিকারী।

(১৩) ক্ষেত্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক – শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক – শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) প্রদ্যুম্নকুঞ্জ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক – শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীনিত্যানন্দের প্রাচীন নিকটবর্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী [illegible] বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক – শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চট্টগ্রাম পরগণা

রক্ষক — শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মানসগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীমদ্বনানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক – শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) বালিয়াটি গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক – মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রীমদ্ [illegible] এম, এ, বি, এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক – শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক – শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক শ্রী [illegible] বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বিষ্ণুপদ রোড, গয়া

রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ফরিদপুর, বেনারস সিটি

রক্ষক – শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক – শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপাঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক— শ্রীপ্রিয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক – শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরাঙ্গিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক – মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক— পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক – শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী – স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) শ্রীলাকুটী

রক্ষক – শ্রীভক্তিগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক – মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চৈতন্যপুর, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক – শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক – শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েস্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক – মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক – শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মাঝা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০—১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	
পাটনাই আতপ	৫।০—৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ত্রিকাটন, টাইপ	১০॥/০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৷০
নিম্নতম—	৪০৷০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
কাউনপোর্ট ঐ	৫॥৶০—৫৷০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৷০—৫৷৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৷০—৪৷৶০
আটা নং (৩)	৩॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৷০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

গাজিপুর	৪৬।০
তার	৪৯৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৷৶০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৶০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০,
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৷৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করোগেট টীন।

২২ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ বাটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৶১০—৷০
গ্যালভানাইজড কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৷০
প্লেন কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ফ্লাট পাটী, বোলটু গরাদে ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৷০—১১৲

ষ্টীল ইস্পাত আসল ২২৩৲, নকল ২২৲

টকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৷০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আমেন করকচ	৪০৲
কমাণ্ডা পুরাণো ফাইন	৪৩৲
[illegible]	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পার্ল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
সুটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:::—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুযোগ

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৯,	১০—৩১,	১৩—২২,	১৭—৩৮	২১—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের ও ব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃত আক্রান্ত এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের কথা সত্য কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, [illegible]।

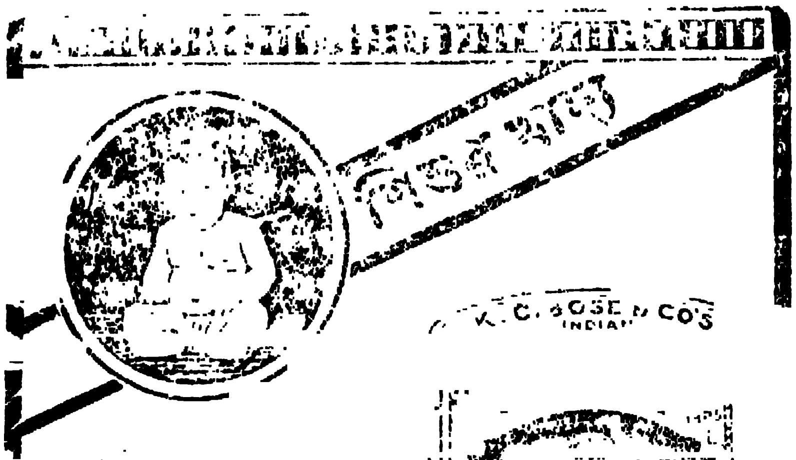

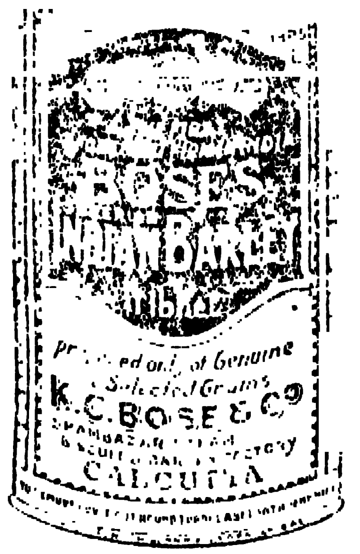

দেশী বিদেশী সকল প্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্ত্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

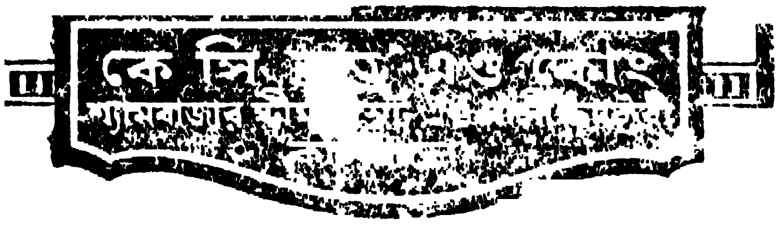

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:✱:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	৮৲	৭৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৬৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

সাপ্তাহিক (ডাকমাশুলসহ)	৩৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১৫; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত শ্লোকের বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——— :(০): ———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
ADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২১শে জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১২২]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

পুরাদ্রব্য আবিষ্কার

দুর্গাপুরের (আসানসোল) নিকট দামোদর নদের তীরে একস্থানে কতকগুলি বাটখারা, পাথর, ছুরি, মুদ্‌গর, তীরের ফলক মূল্যবান গুটী, বিভিন্ন আকারের পাইপ, শিলমোহর ও নিত্যব্যবহার্য্য অন্যান্য বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি গত এপ্রিল মাসে কলিকাতা মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে প্রাচীন-স্মৃতি-রক্ষা-আইন অনুসারে ঐ স্থানটি সংরক্ষিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, আগামী শীতকালে খনন-কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রস্তর নির্ম্মিত বাড়ী, প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মহেঞ্জোদারোর ন্যায় ঐ স্থানেও এমন আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার হইবে, যাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল

কতিপয় শ্রমিকের সহিত গোলযোগ হওয়ায় কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। নদীয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১১ই জুলাই কুষ্টিয়া যাইয়া মিলের ম্যানেজারকে মিলটি খুলিবার জন্য অনুরোধ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রমিক-সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। মিলের ম্যানেজার বলেন যে, পূজার বাজার এবার মিলের পক্ষে মাটি হইয়াছে, এখন মিল খুলিয়া ফল নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, এই মিলের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যাহা লইয়া কলহ চলিতেছে, তাহা এত সামান্য যে অনায়াসেই আপোষ হইতে পারে। অধিকন্তু পূজার বাজার পাইতে মিল কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বেগ পা[illegible] বলিয়া মনে করেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ডিক্রী

কলিকাতা ৯নং জগন্নাথ ঘাটের শিব কিষণ দাস দাগা ফার্ম্ম ভূতপূর্ব্ব অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এস, ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে ২০১২৸৹ আনার দাবীতে যে মামলা আনয়ন করিয়াছিল বিচারপতি প্যাঙ্করিজ তাহার রায় দিয়াছেন। বাদী পক্ষের উকিল মিঃ এন, এন ঘোষ জানান যে বিবাদী ফার্ম্মের এটর্ণীর নিকট এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

বিচারপতি ঐ এক হাজার টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রি দিয়াছেন। বিবাদীকে ১৫দিনের মধ্যে ডিক্রির টাকা ও মামলার খরচ দাখিল করিতে আদেশ করা হইয়াছে। মিঃ এন, এন, ঘোষ বাদীপক্ষ সমর্থন করেন এবং মিঃ পি, এন, মল্লিক বিবাদীপক্ষ সমর্থন করেন।

বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব

বৃটিশ ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উত্তর চীনের ঘটনাবলী নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতেছেন। উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে জাপানী গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে চীন ও জাপানের মধ্যে প্রথমে যে সঙ্ঘর্ষ হয় তাহা খুবই সামান্য ব্যাপার এবং তাহার জন্য বিরোধের বিস্তার ঘটাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উভয়পক্ষের যে কেহ যদি এই ঘটনাকে জাতীয় মর্য্যাদার বিষয় বলিয়া বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা গভীর উদ্বেগের বিষয় হইবে।

টোকিও হইতে লণ্ডনে সর্ব্বশেষ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা যদিও আশাপ্রদ নহে এবং চীনা জনমতের দ্বারা মার্শাল চিয়াংকাইসেক কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারেন বলিয়া যদিও আশঙ্কা করা হইতেছে, তথাপি এই সমস্ত ঘটনা পূর্ব্বপরিকল্পিত নহে বলিয়া জাপান যে আশ্বাস দিয়াছে, তাহা হইতে লণ্ডনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, জাপানী গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে মীমাংসার বিলম্ব ঘটাইতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতা করিবার প্রস্তাব করার কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসোলিনীর অভিযোগ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে পোপোলোদ্-ইতালিয়া পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সিনর মুসোলিনী বলিতেছেন— স্বেচ্ছাসেবক সরাইয়া আন—এই উক্তি কূটনীতিজ্ঞ বৃটেনের একটী চাল ছাড়া আর কিছু নহে।

এই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনের নিরপেক্ষকমিটি স্থির করিলেন, স্পেনে যেন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত না হয়। ইটালী কিন্তু সেই হইতে এই উক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। কেডিজ, মালাগা অথবা অন্য কোথাও আর ইটালীর স্বেচ্ছাসেবক গিয়া পৌঁছায় নাই। ফ্রান্স কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধীয় এই নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলে নাই। আজও মার্সেলিসে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ চলিতেছে।

মুসোলিনী আর একটী কথা বলিয়াছেন — বৃটেন বলে স্বেচ্ছাসেবক সরাইয়া আনিলেই যুদ্ধ শান্ত থামিবে। ইহাপেক্ষা ছেলেমানুষী আর কি হইতে পারে? তিন লক্ষ লোক যেখানে যুদ্ধে মাতিয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে মাত্র ২০।২৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সরাইয়া আনিলেই কি, আর না আনিলেই কি আসে বা যায়? মোটের উপর তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবকগণকে সরাইয়া আনা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পাঠায় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আসিতেও বলিবে না। সেখানে যাওয়ার পর তাহারা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যাহা খুসী করিতে পারে।

যে নিরপেক্ষতার কথা বলিতেছে তাহার মূল্য সকলেরই জানা আছে। মোটের উপর ভ্যালেন্সিয়ার বোলশেভিষ্টগণকে জয় করিবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। এদিকে স্পেনের আগুন যাহাতে আর ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তাহার জন্যও ইটালী ও জার্ম্মাণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ সমাপ্তি নির্ভর করিতেছে গোলাগুলির উপরে। ভূমধ্যসাগরে আক্রমণে বোলশেভিষ্ট-চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে। লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে। ইউরোপের সভ্যতায় বোলশেভিজম্ বিরোধ জাগাইয়া তোমার পক্ষে এই অবস্থাটী খুবই সুবিধাজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৮০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। ভৈবদগ্ধ ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় পত্রিকা ।৶০
২২। জৈব ধর্ম্ম ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীগৌর কেবল মাধব ভাষা
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপথ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। বৈদিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। স্তবম
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শিনম

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ রিভিউ অব ৩ স অন্ বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। বিদেটেড অ্যাডেস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপটস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়রেটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া শ্রীগৌড়ীয়াশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-লিপ্সু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

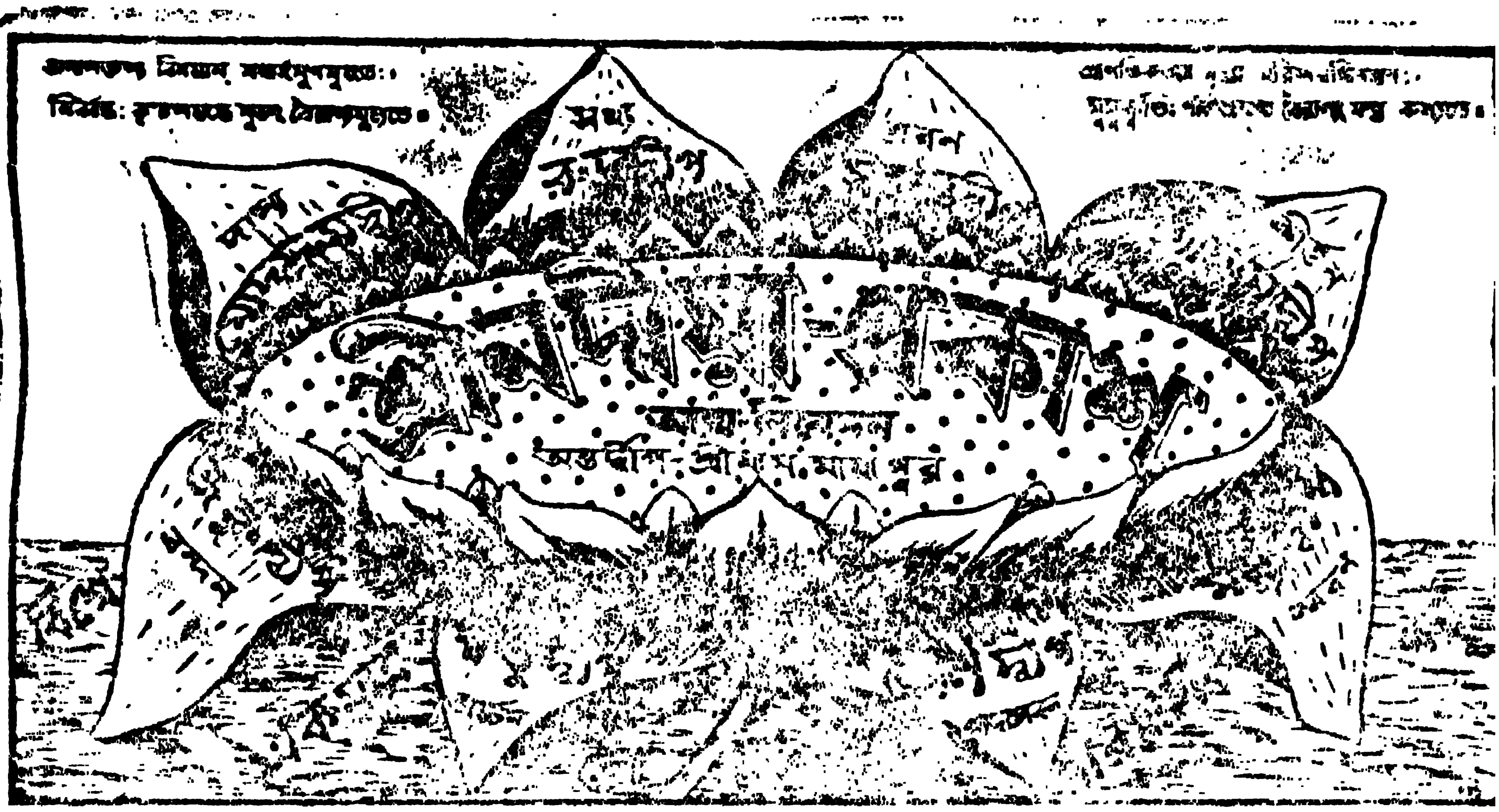

১২শ বর্ষ } ২৮ বামন গৌরাব্দ ৪৫১ ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে জুলাই বুধবার } ২৫শ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের বিরহোৎসব

দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠে

গত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকান্তে সকলে সমবেত হইয়া আচার্য্য-বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, [illegible], পঞ্চতত্ত্ব, উষঃকীর্ত্তন, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা ও ভোগারাত্রিকান্তে ১২ ঘটিকা হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষ সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকায় [illegible] বহু বহু কাঙ্গালীকে আকণ্ঠ-পুরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সহরের বহু ভদ্রলোক অফিসার, ব্যবসায়ী, মাষ্টার, ছাত্র ও ডাক্তারগণ আগমন করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪।৫ শতেরও অধিক লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের সাজ-সজ্জা-দর্শনে প্রত্যেকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বহু সজ্জন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বাঙ্গালী এবং নেপালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, পাহাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অত্র উৎসবে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ দাস অধিকারী ও শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

হায়দ্রাবাদে

গত ২৫।৬।৩৭ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধ্যাপক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় (E. G. Schulze) হায়দ্রাবাদস্থ "মাবাহলে" 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা পূর্ব্বেই স্থানীয় সংবাদ-পত্রসমূহে প্রচারিত হয়। সহস্রাধিক উচ্চ-শিক্ষিত নাগরিক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। গীতার শিক্ষা বুঝিতে হইলে যে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর যে বর্ত্তমান-জগতে একমাত্র সদ্গুরু তাহা তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ৯ই [illegible] ৮।৩০ মিনিটে হায়দ্রাবাদস্থ ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে 'The Principal of spiritual Education' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত কলেজ ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর এম. এ, পি এইচ্ ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু উচ্চ-শিক্ষিত অধ্যাপক ও ছাত্র ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য উক্ত সভায় যোগদান করেন। সকলেই ব্রহ্মচারীজীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন,—'গৌড়ীয়মঠই জগতের প্রকৃত মঙ্গলদাতা। আমরা যদি এই গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের উপদেশমত আমাদের জীবনকে গঠিত করিতে পারি ও গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।'

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে গভানার রাজাসাহেব

গত ১১।৭।৩৭ তারিখে গভানার রাজাসাহেব রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর তাঁহার ভক্তিমতী বৃদ্ধা জননী, পুত্র ও কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন এবং প্রায় একঘণ্টাকাল [illegible] মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] মহোদয়ের [illegible] চিত্ত দ্রবীভূত [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং পরদিবসও উক্ত রাজমাতাকে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও ধর্ম্ম-প্রাণতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধ্যাপক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী গত ১৩।৭।৩৭ তারিখে হরিকথা-প্রচারের জন্য কলিকাতা হইতে [illegible] দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। উক্ত ব্রহ্মচারীজীর আগমনবার্ত্তা দিল্লী হইতে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। সংবাদ পাইয়া দিল্লী নগরের বহু ভদ্রলোক প্রত্যহ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহোদয় বহু গণ্যমান্য পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে হরিকথা

গত [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] ভক্তগণের নিকট [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] শ্রীমঠে আরাত্রিক [illegible] নিকট সন্ধ্যায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ অনুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কিছু করি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বামন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

অনর্থ নিবারণ করিতে করিতেই যেন আমাদের দিন ফুরাইয়া না যায়, অর্থ-প্রবৃত্তির দরকার। অর্থে প্রবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থে প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ নিবৃত্তি গৌণ হইয়া পড়ে—অর্থ প্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলে হইবে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট ভজনের মুখে কতটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা দেখিতে হইবে।

কার্ত্তিক মাসে নিয়ম করিয়া ভজনের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিয়মের আগ্রহ করিয়া যদি হরিসেবার মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, অথবা নিয়মের কোন অভাব করিয়া গুরুসেবায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে এরূপ কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হইবে না।

কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আমাদের গুরুবর্গ। তাঁহাদিগকে সংশোধন করিবার বুদ্ধি আমাদের নাই। তবে যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব না হইয়া ইঁচড়ে পাকা বৈষ্ণব সাজিয়াছেন, বাহ্যে আকুলি-বিকুলি ভাব দেখাইয়া অন্তরে সংগোপনে প্রতিষ্ঠা-বিশিষ্ট, তাঁহাদের মঙ্গল সকল সময় না হইলেও সৎসম্প্রদায়ানুগত্যে ও অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অকপট ও নির্ভীকভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবে দয়ার পরিচয় দিতে হইবে। ঐরূপ সম্ভোগবাদী বা বৈষ্ণবসজ্জনকে কপটতা করিয়া 'সাধু', 'বৈষ্ণব' বলিলে আমাদেরও অসামঞ্জস্য হইয়া যাইবে। নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে নির্ভীক সত্য প্রচার করা যায় না। বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় ও অন্তরে পূর্ণসম্ভোগবাদরূপ কপটতা মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে।

নামসংকীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হয়। পূর্ণ প্রস্ফুটিত নামই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। নামকীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবাপ্রাপ্তি হয় না। নামাপরাধ-কীর্ত্তন নাম কীর্ত্তন নহে। নামরূপ কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে হইতেই রূপাদি নিত্যকাল বিকশিত হন। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফূর্ত্তি কালতায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। নাম কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্য নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।

যিনি অকপটে প্রচার করিবেন, তাঁহারই মর্য্যাদা হইবে। যিনি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কোণে ভজন করিবেন, বসিয়া বসিয়া নাক টিপিবেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গুরুর কার্য্য করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। কেবল শিষ্য (?) হইয়া জগত হইতে চলিয়া গেলে সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুরোহিতপ্রবর অর্থাৎ গুরুবর্গ বা কীর্ত্তনকারী না হইলে আপনাকে ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমি অস্বচ্ছ গুরুর কথা বলিতেছি না। অস্বচ্ছগুরু মায়াপথে কৃষ্ণের দ্রব্য অপহরণ করিয়া ব্যাপারী করেন। আমি সে শ্রী-প্রচারক নিজ দেহের বা কোন গৃহ পুত্র পালনে ব্যস্ত, কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক। তাহারা কখনই হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতেই সমস্ত যোগ্যতা ও কৃপালাভ হয়; শব্দব্রহ্ম হইতে সব হইবে। ঐ শব্দব্রহ্ম হরিনাম সদ্গুরুর নিকট হইতে লাভ হয়। নাম করা মানে—to stretch hand and to approach. মুক্তপুরুষগণ যে হরিনামের অনুষ্ঠান করেন তাহা পদে পদে অপ্রাকৃত রসবিশেষ উদয়ের জন্য। আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের যে হরিনামানুষ্ঠান নিয়ম তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত।

প্রকৃত বান্ধব

(শ্রীকনকলতা দেবী)

বন্ধুর কার্য্য যিনি করেন, তিনি প্রকৃত বান্ধব। কিন্তু বন্ধু কে এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি, এই সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রাকৃত-জগতের যে সব বান্ধব আখ্যাধারী, তাঁহারা কতখানি বন্ধুর কার্য্য করেন, তাহা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনের বিবেচনার বিষয়। জাগতিক জ্ঞানের মাপকাঠিতে যাঁহাদিগকে বান্ধব বলিয়া জানা যায়, তাঁহারা দেহমনের বন্ধন যোগাইয়া প্রকৃত বান্ধব বলিয়া অভিমান করেন।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে পিতা, মাতা, ভাই, বোন এবং দেহসম্বন্ধীয় নিকটতম আত্মীয় স্বজনকেই পরমবান্ধব বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারাও মনে করেন আমরাই পরম বান্ধব। বস্তুতঃ ইঁহারা কেহই প্রকৃত বান্ধব নহেন। কারণ, এ জগতের বান্ধবগণ মায়িক দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট; সুতরাং এই জড়দেহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই তাঁহারা করেন। জড় দেহমন নশ্বর, অতএব তাহার নিত্যসৌখ্য বা মঙ্গলবিধান হইতে পারে না। দেহ ও মন জীবের স্বরূপের আবরণমাত্র। দেহমনের বন্ধনের যোগানদার হইয়া কেবল আত্মার বন্ধন বা অমঙ্গলই তাঁহারা আনয়ন করেন। আত্মোপলব্ধি তাঁহাদের নাই, কিরূপে তাঁহারা প্রকৃত বান্ধব হইবেন?

প্রকৃত বান্ধব কে, তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু হইয়া সাধু এবং শাস্ত্রের শরণাগত হইলে সাধু এবং শাস্ত্রের কৃপায় আমরা গুরুবৈষ্ণবকেই প্রকৃত বান্ধব বলিয়া জানিতে পারি। ইঁহারাই জগদ্বন্ধু এবং জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। [illegible] আমাদের হিতকামনা ইঁহারাই করেন এবং নশ্বর দেহমনের মঙ্গলকে নিত্যমঙ্গল বলিয়া ভোগা দেন না। আত্মমঙ্গললাভের পথের সন্ধান দেওয়া বা দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত করা ইঁহাদের কার্য্য এবং একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভের সহায়তাও ইঁহারাই করেন। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এত বড় বান্ধব আমাদের আর কেউ নাই।

ভগবান্ পরমমঙ্গলময়, জীবের কল্যাণ-কামনায় তিনি এজগতে তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদবৃন্দের একটি লীলা আবিষ্কার করান। আমাদের মত বদ্ধজীবকে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হাত হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র ভগবৎ-পার্ষদগণই সমর্থ। তাঁহারা আত্মবন্ধু, তাঁহারা নিখিল জীবাত্মার একমাত্র আত্মীয়। তাঁহারা যে স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্ব্বক্ষণ আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন, এ জগতের কোটি কোটি পিতামাতার স্নেহ, সেই স্নেহের সমান ত' দূরের কথা, তাহা হইতে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এহেন পরমবান্ধব-গণের সঙ্গ আমাদের অনেক জন্মের সুকৃতির পর লাভ হয়।

এই প্রকৃত বান্ধবগণ "জীব যে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সেবা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের একমাত্র কৃত্য এবং সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়া হয় না" এই নিত্যমঙ্গলময়ী ও চেতনময়ী বাণী সর্ব্বক্ষণ আমাদের শুনাইতেছেন। গুরু-বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত করুণাময়; কোনও না কোন জন্মে তাঁহাদের কৃপালাভ করতঃ আমরা অনর্থমুক্ত হইয়া স্বরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারিব। সম্পদে বিপদে, সুখে-দুঃখে প্রকৃত এবং নিত্য বান্ধবের নিত্য-জ্ঞান যখন স্থিরভাবে উপলব্ধির বিষয় হইবে, তখনই তাঁহাদের স্নেহ-প্রীতি নবনবায়মানভাবে অনুভবনীয় হইবে।

সংসারসমুদ্রে পতিত বদ্ধজীব আমি, এই দুর্দ্দিনে একমাত্র ত্রাণদাতা পরমকারুণিক শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বাণী স্মরণপথে উদিত হইতেছে,—

যেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥

ভাগবতধর্ম্ম ও 'যত মত তত পথ'

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী)

শ্রীভগবান্ যুগে যুগে সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবদ্ধর্ম্মের নিত্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজেই একায়ন-পন্থার পথিক সাজিয়া জীব-কুলকে উন্নতোজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবীর ক্ষমতাই বা কম কিসে? বহির্ম্মুখ জনমণ্ডলীকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া সাত্বত শাস্ত্রবিরোধী মতবাদ তিনিই বিস্তার করিয়া থাকেন। ভুক্তি মুক্তিকে প্রেম-ভক্তির সঙ্গে একাকার করিয়া বিমুখ জীবকুলকে তিনি ঠকাইয়া থাকেন। তাঁহার দোষ নাই, তিনি যে শ্রীভগবানের ব্যতিরেক-সেবিকা।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৮)

একায়নপথাবলম্বী শুদ্ধভক্তগণ পরমার্থ-রাজ্যের পথিকগণের সুবিধা ও অসুবিধার সকল গুহ্য সংবাদ অবগত আছেন, তাঁহাদের নিজেদের কোনও অসুবিধা নাই। কোমলশ্রদ্ধ বিপথচালিত ঠগ-দস্যুকুলের কবলিত ব্যতিরেক-সেবিকার বাক্যবিন্যাসে বিমুগ্ধ জীবকুলকে সুপথের সন্ধান দিয়া

শরামৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের এত দীনবৎসলা চেষ্টা অনাদিকাল হইতে শ্রৌতপন্থায় সদ্‌গুরুপরম্পরা ধারায় প্রবাহিতা; মহান্তগুরুর—গোস্বামী আচার্য্যের এই নির্ম্মৎসর পরোপকারের প্রয়াস সনাতনী। মায়ার ব্যভিচারী চেষ্টার বিরুদ্ধে আচার্য্যকেশরী চিরকালই সিংহ-হুঙ্কার করিয়া থাকেন। মায়ার চর কলির দূতগণ, শ্রীভগবান, দ্বাদশ-মহাজন এবং কলিযুগ-পাবনাবতারী মহাবদান্য-শিরোমণি মহাপ্রভুর অপেক্ষাও জীবদুঃখে অধিক দুঃখী, মহা-উদার অবতার সাজিয়া 'যত মত তত পথের' পশরা লইয়া কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত-ভাবে বঞ্চবৃত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ফেরি করিতে থাকেন।

আত্মার স্বরূপের ধর্ম্মে অকৈতব সেবাধর্ম্ম আছে। বিরূপের ধর্ম্মে বা ভোক্তার ধর্ম্মে অবস্থিত থাকাকাল পর্য্যন্ত, উপাধিনাহত শুদ্ধচেতনের সহজ ধর্ম্ম না জাগা পর্য্যন্ত জীবের পরিত্রাণ নাই এই একান্ত নিষ্কপট সত্য কথা জানাইতে শ্রীভগবান নিজে ও তাঁহার নিজজনগণ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; পরন্তু বিরূপের ধর্ম্ম হইতে বা ভোক্তার ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন নূতন মতের আবাহনকারী দুর্ভাগাকুলকে কায়মনোবাক্যে পন্থার বিরোধী নূতন নূতন পথ দেখাইয়া স্তব্ধ করিয়া রাখিতে, সেবাধর্ম্ম হইতে বিপথে চালিত করিতে এবং শ্রীভগবান্ ও ভাগবত ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ও অনুদার বোধে নিম্ন আসনে বসাইয়া দিতে কখনও বা উপহাস, শ্লেষ আদি দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে এই সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী বঞ্চককুলের আবির্ভাব হয়।

যুগযুগান্তরের পথশ্রান্ত ক্লান্ত জীবকুল অশান্তির অনলে জর্জ্জরিত হইয়া, আর্ত্ত-বেদনায় ব্যথিত হইয়া, কখনও কখনও বা পথ পাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের চরণে বেদনাপ্লুত অশ্রু উপহার দিয়া থাকেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তখনই তাহার কোটী কোটী জন্মের সংসার-নাগর-দোলায় ভ্রমণ শেষ হইয়া আসে তখনই তাহার প্রকৃত সুদিনের উদয় হয়। কিন্তু মাঝপথে যখনই এই সব নব-অবতারের প্রচারক, সাম্যবাদের ধ্বজাধারী, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রবর্ত্তক, নবযুগের অগ্রদূত শ্রীভগবান্‌কে ও তাঁহার বিমল সেবাধর্ম্মকে আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত, সতী-অসতী, বিষ্ঠা-চন্দন, মুড়ি মিশ্রি, দয়া সেবা, গৃহব্রত-গৃহস্থ, মুক্ত-বদ্ধ, চিৎ-জড়, দেহ-আত্মা, ইত্যাদি সব একাকারকারী জীবদ্রুহগণের (?) সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ দেখা হইয়া বসে তখনই তাহার ব্যাকুলতা, শরণাগতি ও অস্থিরতা চিরতরে ঠাণ্ডা হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়, সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পথ তখনই চিরতরে কণ্টকরুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা হয়।

মূঢ় জীব প্রথম অবস্থায় কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, ইহারা তাহার কেমন বন্ধু। রুচির অনুকূল বাক্যাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া সে পথসম্মুখে বড়ই আশ্বস্ত হয়। নবযুগের অভূতপূর্ব্ব নূতন অভয়বাণী, 'চিত্ত-চমকপ্রদ সংবাদসুধা (?) তাহার প্রাণে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছুকাল ঐ প্রকারে খামখেয়ালীর রাস্তায় চলিয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং ভাগ্যক্রমে বুঝিতে পারে যে, নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে কত পিছনে হটিয়া আসিয়াছে, তখন আর কাঁদিয়াও কূল পায় যায় না। হিমালয় অভিমুখে গমনেচ্ছু, কোন পথিককে যদি কেহ মনোমোহিনী কথায় ভুলাইয়া অশেষ কৃপা (?) প্রদর্শনপূর্ব্বক অতি যত্নে নিজের মোটরে চাপাইয়া সোজাসুজি বঙ্গোপসাগরের কূলে আনয়নপূর্ব্বক নিরাশ্রয়ভাবে তাহাকে পরিত্যাগান্তর অদৃশ্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি ঐ পথিকের যে প্রকার বন্ধু, ধর্ম্মপথের সন্ধানপদাতারূপে প্রেয়োপথের পরিচালক পরোপকারী (?) বন্ধুগণও সেই প্রকারের বন্ধু। আপাততঃ এ সমস্ত কিছু বুঝিতে না পারিলেও একদিন বুঝা যাইবে। তখন আর সময় থাকিবে না, কাঁদিয়াও কূল পাওয়া যাইবে না; সুতরাং সময়ে সাবধান হওয়া ভাল।

জীব স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য বস্তু। তাহার একমাত্র স্বভাবই হইতেছে বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা করা। কিন্তু মায়াকবলিত জীব যখনই নিজকে জড়দেহ মনে করিয়া বিরূপের ধর্ম্মের পিছনে ছুটিতে থাকে, তখন হইতেই তাহার দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। সেবক জীব যখনই নিজকে সেব্য ভাবিয়া, ভোগ্যজাব নিজকে ভোক্তা মনে করে [illegible] নিজকে দ্রষ্টা মনে করিয়া, [illegible] একটি দেহ মনে করিয়া বিষ্ণুর সেবা ভুলিয়া বিশ্বের প্রভু হইবার জন্য ছুটিতে ব্যস্ত হয়, তখনই তাহার স্বরূপের শুদ্ধ নির্ম্মল, নিত্য প্রবৃত্তি একমাত্র বিমল সেবাধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া অন্য উপাধিতার আশ্রয়ে নানাপ্রকারের মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মরূপ রকমারী অসতী ভোগধর্ম্মের আবির্ভাব হয়।

চেতনের ধর্ম্ম অদ্বিতীয়। সেখানে সেব্যের প্রতি সেবকের স্বাভাবিকী সেবনমুখ-বৃত্তি। কিন্তু অচেতনের ধর্ম্ম বহুমুখী। সেখানে সেবক জীব সেব্যের আসনে বসিয়া বিশ্বভোগে ব্যস্ত। নিত্যপিতাকে নির্ব্বাসন দিয়া নিজে পিতার আসনে চাপিয়া বসিয়া অথবা অপর লোককে পিতার প্রতীকমাত্র খাড়া করিয়া পিতার ভোগ্যবস্তুগুলি নিজেই ভোগ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। তখনই তাহার বহু প্রাপ্যে নৈসর্গিক রুচি উৎপন্ন হয়। তখনই 'যত মত তত পথে'র জন্ম হয়। জীবের পক্ষে 'যত মত তত পথ' আবিষ্কৃত হওয়া যে অসম্ভব তাহা নহে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, স্বরূপহারা জীব যখনই পুনরায় সেবাধর্ম্মের দিকে অভিযান করেন অর্থাৎ আচ্ছাদিত-স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তির একায়নপথটী পুনঃপ্রাপ্ত হন তখন তিনি সেই পথটীর নিত্য বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সেই সুনির্ম্মল কণ্টকবিহীন উজ্জ্বল একায়ন-পন্থায়ও কিন্তু রসবৈচিত্র্য অনুসারে এবং সেবার তারতম্য অনুসারে বহু বৈচিত্র্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পথহারা ভ্রান্ত জীব সেই শ্রেষ্ঠ-পথের সন্ধানপ্রাপ্ত হইয়া অনুকূলতার সহিত শ্রেষ্ঠপন্থার অনুসরণে শ্রেষ্ঠ-সেবাবিলাস লাভ করিতে পারেন। অচেতন জীবকুলের ভ্রান্ত ধারণা বিকল্পের দৃষ্টান্ত বহু পথকে পথ [illegible] ধরা চলে না। যে পন্থায় অভিযানের ফলে কণ্টকাকীর্ণ গভীর অরণ্যানিতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং ভীষণ অজগরাদির কবলগ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার প্রবল সম্ভাবনা, যে পথে চলিলে বস্তু লাভ ত দূরের কথা যক্ষ-রক্ষের কবলে পড়িয়া প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়, সে পথ আবার একটা পথ কিসের? মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে উদ্দেশ্য করিয়া পথের সন্ধান জানাইয়াছেন,—

বাপের ধন আছে, জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে, আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান,
যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৬)

মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট অপথ, কুপথগুলিকেও সুপথ বলিয়া স্থাপন করা বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী অসুরকুলেরই কার্য্য। 'যত মত তত পথ' বাদীরে নকল স্কুলে পড়া ছাত্র আসল স্কুলের ছাত্রগণেরই ন্যায় সমান অধিকারী নিজদিগকে বিবেচনা পূর্ব্বক যখন শ্রীভগবানের উপদিষ্ট 'সচ্চানাং শ্রেয়সাং রেচে' উদ্দিষ্ট উচ্চ শ্রেণীতে বসিবার অভিপ্রায়ে মেকী সার্টিফিকেট লইয়া বড় আশায় উৎফুল্ল হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে বোধ নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইবেন, তাহাদিগকে তখন ঐ মেকী সার্টিফিকেটের কোনই মূল্য নাই, ইহা তাহা দিগকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উপদেশ দিবেন এবং পরম করুণাভরে পুনরায় সর্ব্ব 'নিম্ন শ্রেণী' হইতে পড়িয়া পাশ করিয়া আসল বিদ্যালয়ের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে উপদেশ দিবেন। সে তখন বুঝিতে পারিবে যে আত্মধর্ম্ম আর মনোধর্ম্ম আকাশপাতাল প্রভেদ। মনোধর্ম্মের উচ্চ শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া আত্মধর্ম্মের নিম্নশ্রেণীতেও ইচ্ছামাত্র ভর্ত্তি হওয়া যায় না। আনুগত্য সহকারে আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্মের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া চরমোন্নতি পর্য্যন্ত জন্ম জন্ম ধরে অভিযান না করিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হবে না, শ্রীকৃষ্ণের মদেশ্বর্য্যও উপলব্ধির বিষয় হইবে না। তাই সুবিজ্ঞ, সর্ব্বদা কৃপাদান করিবার যোগ্যমান প্রভু [illegible] মায়া দ্বারা আকৃষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য জীবদুঃখ-দুঃখী মহাপ্রভুর উদার শ্রীমুখবাণী জগৎকে জানাইয়াছেন,—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"
* *
"চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"
* * *
"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"।

(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর এই সমস্ত শ্রীমুখবাণী যখন তাঁহাদের বোধগম্যের বিষয় হয় তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মেকি গুরুর মেকি কথায় কাণ দিয়া নিজের কি সর্ব্বনাশই করা হইয়াছে। অনেক কিছু পড়িয়া ফেলিয়াছি মনে করিলেও বস্তুতঃপক্ষে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের পথে 'অ', 'আ'র পড়া হয় নাই। ছাইতে ঘৃত ঢালাই সার হইয়াছে।

অনেক সময়ে অনেকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এই ভাগবদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ বড়ই অসামাজিক ও একগুঁয়ে। এই মহা উদার সমন্বয়বাদের যুগে পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনে (?) [illegible] একপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া নিজদিগকে কৃতার্থ করিতে তাঁহারা মোটেই রাজী নহেন কেন? অথচ সমাজ ও মহা উদারতা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সসম্মানেই আলিঙ্গন করিতে সতত প্রস্তুত আছে; কিন্তু তাঁহাদের চিরকালই কি এক একগুঁয়ে অসামাজিক (?) আচরণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড –৮০; ২য় খণ্ড ১, ৩য় খণ্ড –৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

[illegible]-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

[illegible]

(২) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible]

(৩) যোগমায়াপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]

এই স্থানে [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রী[illegible] এবং [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন গ্রাম [illegible]পুর, বামনপুকুর [illegible] ইহা [illegible] শ্রীল [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অমুকূলকৃষ্ণ[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ

(৯) শ্রী[illegible]-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রী[illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রী[illegible] ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible]দেবের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিবাসন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])।

শ্রী[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

গৌড়ীয় মঠসমূহ

১৫ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীঈশোদ্যান গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নিকটবর্ত্তী

[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭

১৮।

রক্ষক [illegible] ভক্তিময়

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাধাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible] মল্লিক।

(২২) পল্লী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মা[illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible]। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রী[illegible] বি, এ

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২৫) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] কাব্য[illegible], বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধা[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)।

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], পোঃ [illegible]পুর, ২৪, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ।

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বেহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪০নং কালীপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপাঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

৪৫ নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিরাজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible]গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানিধি

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌর[illegible]দেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) [illegible]কুটী

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্শি গৌড়ীয়

পোঃ অমর্শি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকড় (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮৩৪০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম [illegible]পুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত মহোপদেশক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৷৷০
বাঙ্গা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
দাদখানি	৫৷৷০
নাগরা নতুন	৯৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
কাজাবেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
দাদখানি আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

ডিক্কাউন, টাইপ	১০৷৷/
মরিশপুর ১০০০ নং	
মারহেরা সাদা	
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷ -৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৭৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম —	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলার্ড	[illegible]/০—১৸০
ভুষি	১৷৷৵০—১৷৷/০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাকিরাম	৪৬৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা পাখরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (অয়েষ্ট বা নাম)	
মার্কা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড অয়েষ্ট বামসন সাইজ	১৲
ঐ ইংলিশ অয়েষ্ট (নীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করুগেট টীন।	
২৪ গজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৷০
গ্যাঃ ঢাকনা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷০—৪৲
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৭৷৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ছিল পাটী, বোল্টু গয়ালে	৮৷০—৯৷০
গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৲

ষ্টঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

পটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আবেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আবেন ওরফে	৪০৲
করাচি পুরানিয় ফাইন	৪৩৲
চাপাগী মোটা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারক সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭.
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
গুটি খয়েরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ঃ০ঃ —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিরীহ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়।

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬ ৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—[illegible]	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৩	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার খ্যাতির অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা যকৃৎ বাড়িলে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর সারে কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডক্টরস্ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলুড়, ২৪ পরগণা।

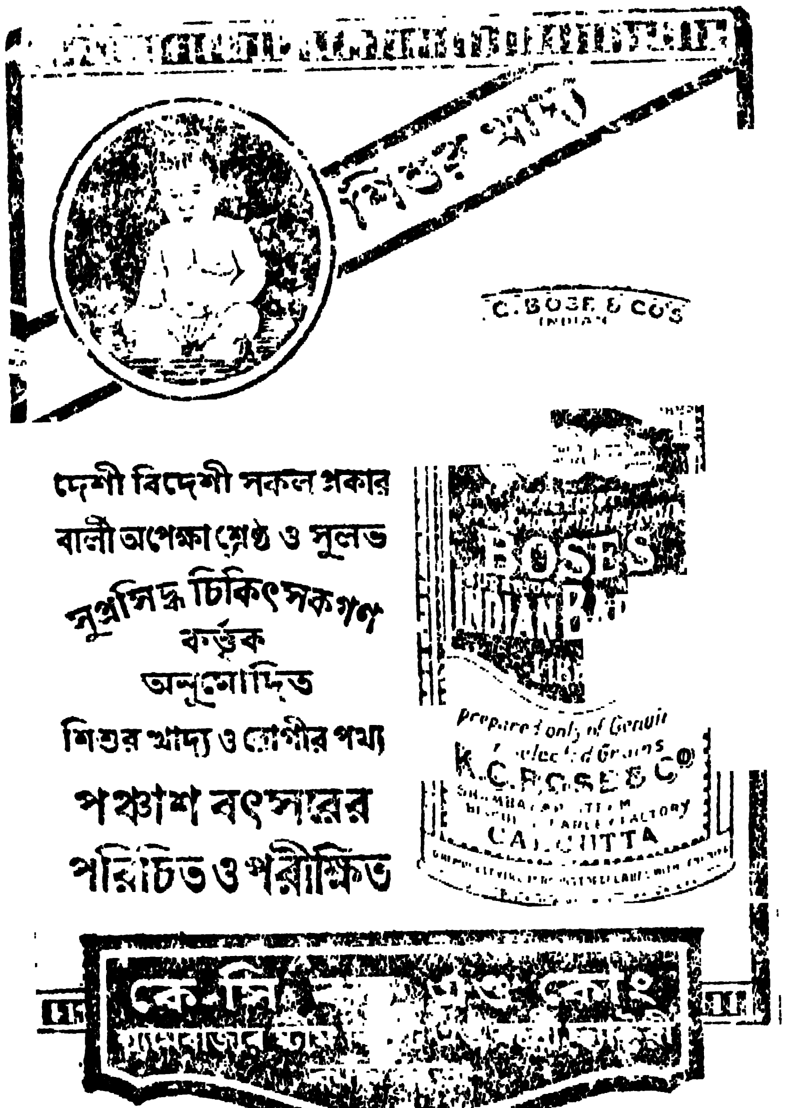

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬		৪॥০
" " সিকি কলম ১৫৲		১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲		১৮৲
এক কলম ৩৬৲		

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে উহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কালকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকুমারব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২২শে জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১২৩]

বিবিধ সংবাদ

বিহিটায় ভীষণ দুর্ঘটনা

গত ১৭ই জুলাই প্রাতে বিহিটা ষ্টেশনে এক নিদারুণ রেল দুর্ঘটনার ফলে শতাধিক লোক নিহত এবং প্রায় দুইশত লোক আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার ন্যায় গুরুতর ট্রেনদুর্ঘটনা খুব বেশী হয় নাই বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

পাঞ্জাব-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের মোট নয়খানা বগীর মধ্যে চারখানি বগী একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। এত জোরে ধাক্কা লাগিয়াছিল যে, একখানি বগী আর একখানির উপর দিয়া গিয়া তৃতীয়খানির মধ্যে প্রবেশ করে। তিনখানি বগী রেল লাইনের উপর দাঁড়াইয়া ছিল।

নিহত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২৬। একটী মালগাড়ী করিয়া পাটনায় ৯৭টী মৃতদেহ আনা হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও ৫টী মৃতদেহ আছে। সেগুলি সরানো হইতেছে। ভর্ত্তি হইবার পর দানাপুর হাসপাতালে দুইজন এবং পাটনা জেনারেল হাসপাতালে তিনজন মারা গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১২৬ জন মারা গিয়াছে।

নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছয়জন স্ত্রীলোক এবং ছয় মাস বয়সের একটি শিশুও আছে। ইউরোপীয়ান যাত্রিগণ ও রাণিংরেলওয়ে-ষ্টাফের (গার্ড, ক্রু, ইত্যাদি) লোকেরা নিরাপদ রহিয়াছেন।

রেলওয়ে এবং কংগ্রেসের প্রেরিত কর্ম্মীদলগুলি যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। বে-সরকারী ডাক্তারগণও তথায় গিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের এজেণ্ট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

উত্তরচীনে ঘনঘটা

একটি চীনা সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "সম্পূর্ণ বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত" কয়েকটী রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটের উদ্ভব হইবার পর পাঁচটী ডিভিসনে মোট এক লক্ষ জাপানী সৈন্য জাপান হইতে চীন যাত্রা করিয়াছে। উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আরও বলে যে, এই সমস্ত সৈন্যের অধিকাংশকেই সরাসরি উত্তর চীনে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকি সৈন্যগণ কোরিয়া হইতে আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। কোরিয়াস্থ স্থায়ী জাপানী সৈন্যদলকে উত্তর চীনে পাঠাইতে হইলে পাছে আশঙ্কায় কোরিয়ার সকল জাপানী রিজার্ভ সৈন্যদিগকে অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আরও বলেন যে, জাপান হইতে চীনে সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ৩১টী জাহাজ ভাড়া লইয়াছেন।

নানকিং-সৈন্যগণের হোপেই যাত্রা

বিশ্বস্ত বৈদেশিকসূত্রে জানা গেল যে, নানকিং-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ হোপেই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাওটিংফু পৌঁছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু উহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে পাওটিংফুর উত্তরে অগ্রসর না হইবার জন্য নানকিং-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট যদি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত না হইতেন তবে উত্তর চীনে সৈন্য প্রেরণ করিতেন না; কারণ ইতঃপূর্ব্বে জাপানীগণ সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, চীন যদি এইরূপ করে তাহা হইলে টাংকু যুদ্ধবিরতি-চুক্তি লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়াই জাপান মনে করিবে।

জাপানের আপোষ চেষ্টা

উত্তর চীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে এখানে অবস্থার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস যে, আপোষ মীমাংসার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উত্তর চীনস্থ জাপানী সেনাপতির নিকট নূতন নির্দ্দেশ প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, জাপানী রাষ্ট্রনায়কগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, একবার যুদ্ধ বাধিলে তাহা সীমাবদ্ধ রাখা অত্যন্ত দুষ্কর হইবে।

আটলাণ্টিক মহাসাগর আক্রমণ

গত ১৬ই জুলাই মার্কিন ও বৃটিশ বিমান দুইটী পুনরায় আটলাণ্টিক ক্রস করিয়াছে। মার্কিন বিমান "ক্লিপার" ফোয়েন্স হইতে রওনা হইয়া ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট পরে বোটউডে অবতরণ করে। বৃটিশ বিমান "ক্যালেডোনিয়া" বোটউড হইতে রওনা হইয়া ১২ঘণ্টা ৭ মিনিটে ফোয়েন্সে পৌঁছায়। "ক্যালেডোনিয়া" নির্দ্দিষ্ট সময়ের আট মিনিট পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে।

সাতজন সশস্ত্র লোক গ্রেপ্তার

আলীপুর গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারগণ টালীগঞ্জের অন্তর্গত গরিফার সাতজন লোককে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে বড় ছোরা, তরবারি, লাঠি ও টর্চলাইট পান। প্রকাশ যে, সন্দেহ ক্রমে ধৃত ব্যক্তিগণ স্থানীয় কোন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার মতলব করিয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারগণ পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানের উপর নজর রাখেন এবং উপরোক্ত সাতজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন। ধৃত ব্যক্তিদিগকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজন নাকি অপরাধ- [illegible] অনুযায়ী রেজিষ্টারী-ভুক্ত [illegible]।

নোট জালের অভিযোগ

দুর্গাচরণ দাস ও অপর [illegible] জন লোক নোট জাল করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, একটী ট্যাক্সির অনুসরণ করিয়া বেহালায় খানাতল্লাসী করা হয়। ফলে কতকগুলি জাল নোট ও নোট জাল করিবার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। অতঃপর আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। চারিজন আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীদিগকে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৩১শে জুলাই শুনানী হইবে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর গৌরীপ্রসাদ দাস সরকার পক্ষে এবং মিঃ বি, কে, ঘোষ প্রভৃতি আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ৭০৲
প্রথম [illegible] দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮
দশম স্কন্ধ— ১৲
২। [illegible] শ্রী[illegible] ৬
৩। [illegible] শ্রী[illegible] ৬
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রী[illegible]
১ম খণ্ড ১৲; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদ[illegible]
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় [illegible] —১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] ১৲
৮। [illegible]
[illegible] ১।০
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। ব্রাহ্মণ আলবর ।৹
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব [illegible]
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৹
২২। [illegible] ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) [illegible]
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।৹
২৭। মুকুন্দমুক্তাবলী গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) [illegible]
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
৩০। দ্বীপ দিগ্ দর্শন [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) [illegible]
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) [illegible]
৩৫। গীতমালা [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনকণ্ঠ /৹
৪৪। [illegible] /৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। [illegible] /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১৹
৪৯। [illegible] [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৫৫। ভ্রমকাহিনী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ [illegible]
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। [illegible]
[illegible] সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
[illegible] সারস্বতবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। ভক্তিস্তবম ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬[illegible]। সারাংশবর্ণনম [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible] ৷৹
৭০। নামভজন /৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। শ্রীধাম[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোসন ।৹
৭৮। [illegible] ২৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণকল্পতরু /১৹
৮৩। গীতাবলী [illegible]
৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST - প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - তিলিঙ্গ ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৹

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন - মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া তপোবনপ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উৎকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

ঃ০ঃ———

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ ক'রতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

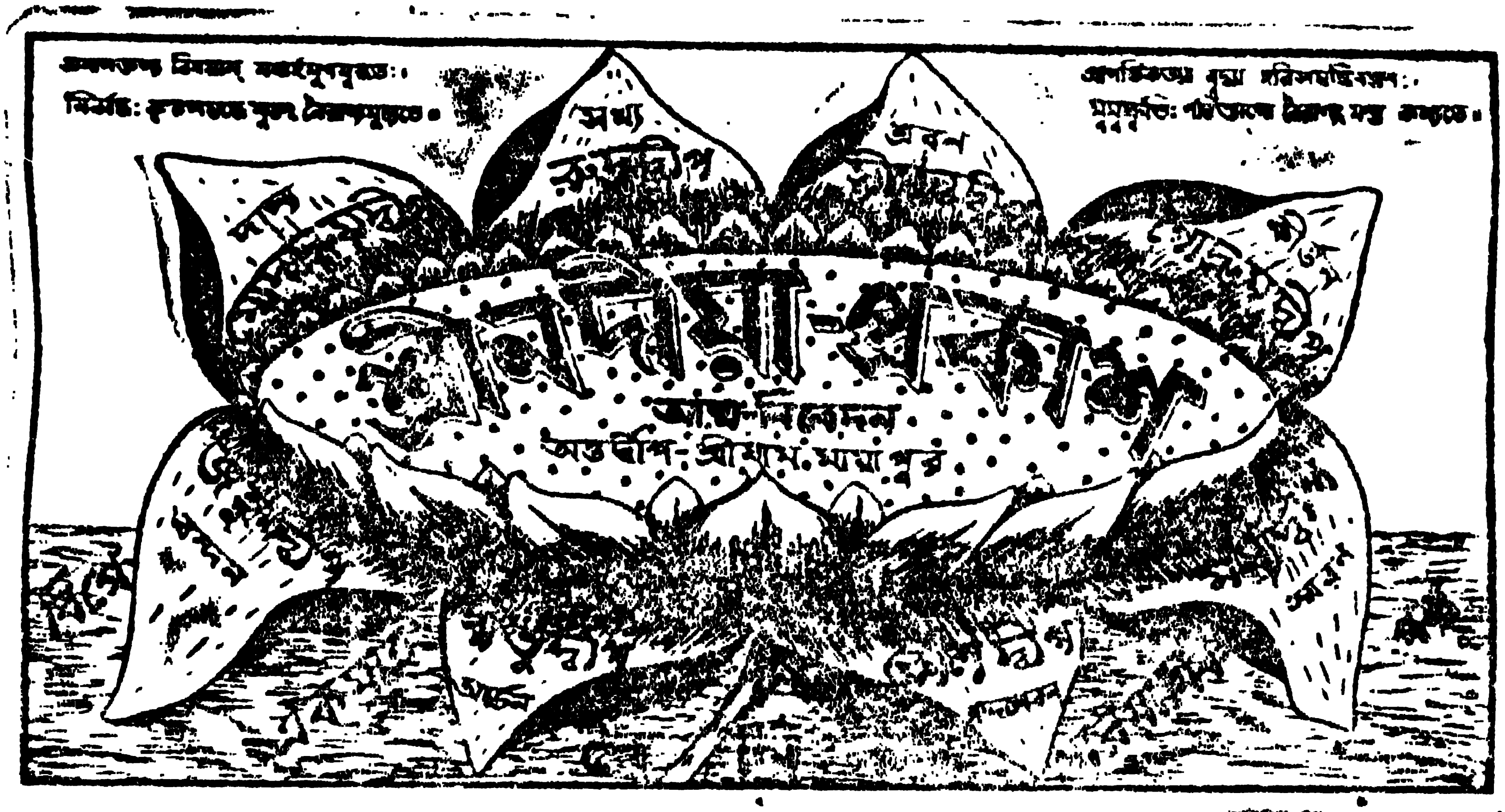

১২শ বর্ষ | বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২২শে জুলাই ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ২৩তম সংখ্যা

সিটি-টেম্পল্‌এ অপ্রাকৃত গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা

পাদ ভক্তিশশাঙ্ক প্রভুর বিরহ-সভা

শ্রীগুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ, নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশশাঙ্ক, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২-১৫ মিনিটের সময় শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবস্তুঃ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন একনিষ্ঠ গুরুসেবককে হারাইয়া শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দ অতিমাত্রায় বিরহ কাতর হইয়া গত ১৯শে জুলাই সোমবার শয়নৈকাদশী দিবসে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃরূপ শ্রবণসদনে শ্রীপাদ ভক্তিশশাঙ্ক প্রভুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে একটা বিরহ-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীধামের সকল মঠবাসী এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিষ্কপট আদর্শ-চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলী কীর্তনমুখে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ কাব্য-পুরাণতীর্থ, শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিশেখর ও শ্রীপাদ অধদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশশাঙ্ক প্রভু উক্ত সভায় শ্রীপাদ ভক্তিশশাঙ্ক প্রভুর আদর্শ গুরুসেবা-নিষ্ঠা, ঐকান্তিক সেবাপ্রাণতা, নিষ্কপট, নিষ্কিঞ্চন অমায়িক ব্যবহার, অনাড়ম্বর জীবনযাপন

ওয়ার্ল্‌ড্ ফেলোশিপ অব ফেইথ্‌স্‌এর সেক্রেটারী কর্তৃক ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিমন্ত্রিত

লণ্ডনের সুবিখ্যাত সিটি টেম্পল্‌এ ফেলোশিপ ওয়ার্শিপ সম্বন্ধে ২০০০ বিশিষ্ট শ্রোতার সমক্ষে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা

লণ্ডনের International Assembly World Fellowship of Faiths-এর General Secretary মহাশয়ের আহ্বানে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক ও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৭।৭।৩৭ তারিখ বুধবারে বিখ্যাত "City Temple"এ সন্ধ্যা ৮॥০ ঘটিকার সময় "Fellowship worship" সম্বন্ধে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দুই সহস্রাধিক বিশিষ্ট শ্রোতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার পর ঐ একই বক্তৃমঞ্চ (Platform) হইতে উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা বক্তৃগণ বক্তৃতা দিয়াছেন,—

(1) Dr. Frank Buchanon (Founder of the Oxford Movement), (2) The Rt. Hon. Lord Melchett (Author & Banker), (3) Madame Clarence Gasque (International Director), (4) Sir Mahammed Zafrullah Khan (Member of the Viceroy's Executive Council, Indian representative to the King's Coronation)

প্রণালী, অন্যতম বৈষ্ণবোচিত, অতুলনীয় সংস্কৃত। অমানী ও মানদত্ব প্রভৃতি তাঁহার অনন্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া দুই ঘণ্টার অধিককাল পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। ... লোকের শোকসভা ও বৈষ্ণবগণের বিরহ সভার বৈশিষ্ট্য সভায় কীর্তন করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী "যে আনল প্রেমের বন্যা প্রভু" এই গীতটি কীর্তন করেন এবং বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ... নন্দ ব্রহ্মচারীজী "হরি হরি, কবে মোর হবে হেন দিন। বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ" এই মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন। বৈষ্ণবগণের ... সভার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আসানসোলে প্রচার

গত ২২শে জুন তারিখে গৌড়ীয়াচার্য্যবর পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আসানসোলে পৌঁছিয়া তথাকার নানাস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যান এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীলীলা ও মহাপ্রভুর লীলার চিত্র প্রদর্শন করিয়া শ্রোতাদের অন্তরবর্ণনাদি রসপ্রবাহের অধিককাল এই নগরের সমস্ত বিশিষ্ট সজ্জনের বাটীতে বহু শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকদিনের একটী সংক্ষিপ্ত সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

... জুন—নগরের প্রসিদ্ধ ধনিক শ্রী ... মহাশয়ের নাট্যমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে বৃন্দাবনলীলা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

... জুন—স্থানীয় ... উদ্যোগে স্থানীয় ... শ্রীকৃষ্ণ ...।

... ই, আই, আর,-এর ... পরম শ্রদ্ধালু শ্রীযুক্ত ... মহাশয়। ... শ্রীচৈতন্য ... ব্যাখ্যা করা হয়

(অবশিষ্টাংশ ... পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

"আমার গুরুপাদপদ্মের আদেশ অনুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কিছু করি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বামন, আদি কাশ্যপেশ্বরী গৌরাব্দ ৫৫

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

চরমে হিতকর বস্তুই শ্রেয়ঃপদবাচ্য এবং আপাতমধুর বা ক্ষণিক প্রীতিদায়ক বস্তু প্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত। জীবের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে শ্রেয়ের প্রকারও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দার্শনিকগণের শ্রেয়োবিচারে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর করেন। শূন্যবাদিগণ শূন্যে-পরিণতি বা নির্ব্বাণকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করেন। অহংগ্রহোপাসকগণ স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়াকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু আস্তিক ভাগবতগণ ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিকেই ... শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন ... শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ... চন্দ্রিকা-বিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-
স্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্॥

পর ... দ্বারা অভ্যুদয়, কর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনই জীবের পরমশ্রেয়োবিধায়ক, ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দ মুখে জীবের শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিয়াছেন—

'শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ
জীবের হয় সার ?'
'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥'

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভই জীবের একমাত্র চরমকল্যাণের সোপান। নিমেষকালমাত্র ভগবৎ সঙ্গীর সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ, জ্ঞানফল মোক্ষ বা মর্ত্ত্যজীবের আকাঙ্ক্ষিত তুচ্ছ রাজ্যাদির কিছুমাত্র তুলনা হয় না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের অপরিহার্য্য বস্তু। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই উভয় বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্ বিচার করিয়া প্রেয় হইতে শ্রেয়ঃকে পৃথক্ করিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদির বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়ঃকে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের বন্ধনের কারণ হইতে পারে। শ্রেয়ঃ যে প্রকার ক্ষণিক ভোগ প্রদান করিয়া জীবের আত্মোন্নতির অন্তরায়স্বরূপ হয়, শ্রেয়ঃও তদ্রূপ আত্মার চরম-প্রয়োজনের জন্য উদ্দিষ্ট না হইলে আত্মবিনাশের হেতু বলিয়া জীবের বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্মই চরমশ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়সম্ শব্দবাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥'

জীব লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বহু সুকৃতিবলে অপ্রত্যাশিতভাবে পরম প্রয়োজন-সাধক এই অনিত্য ও মনুষ্যজন্ম লাভ করে। কিন্তু তাহাও আবার চিরস্থায়ী বা বহুদিনস্থায়ী নহে, ... জলের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। মৃত্যু প্রতিক্ষণ জীবকে গ্রাস করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অতএব যিনি বুদ্ধিমান হইবেন, তিনি অল্পকাল বিলম্ব না করিয়া অন্যান্য অনিশ্চিত তুচ্ছ শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত যত্ন না করিয়া একমাত্র নিশ্চিত শ্রেয়োলাভে যত্ন করিবেন। কারণ, ...

... বিষয়াদির নিশ্চয়তা আছে, কিন্তু মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে শ্রেয়োলাভ হয় না। শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবের সংখ্যা অতি অল্প।

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥' (কঠ)

বহুসংখ্যক ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আবার অনেকে শ্রবণ করিয়াও প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতার অভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের কীর্ত্তনকারী তত্ত্ববিৎ আচার্য্য দুর্লভ এবং প্রপন্ন শিষ্যও খুব বিরল। প্রপন্ন বা শরণাগতজনই একমাত্র শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন।

গীতায় দেখিতে পাই— ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুন লোকশিক্ষার্থে বদ্ধজীব মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া নিজে নিজে কত প্রকার শ্রেয়ঃ কল্পনা করে তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জ্জুন গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্ষাত্রধর্ম্ম—যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক বৃত্তি ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাপন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন যে, তাঁহার স্বকপোলকল্পিত শ্রেয়োদ্বারা শান্তি পাইতেছেন না, তখন তিনি ভগবানে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসু হইলেন—

'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥'

হে ভগবন্! আমি তোমাকে এতদিন সখা-বুদ্ধি করিয়া তোমাতে প্রপন্ন না হইয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আপনার প্রপন্ন শিষ্য হইলাম, আমাকে নিশ্চিত শ্রেয়ো বিষয় শিক্ষাদান করুন।

অজ্ঞজনের সাহায্যে আরোহবাদী হইয়া শ্রেয়োনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের নিঃশ্রেয়সম্ লাভ হইবে না। হয় আমরা প্রেয়ঃকে লাভ করিয়া ভোগবাদী হইব, না হয় প্রতিবাদী হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিব। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

উত্তমশ্রেয়-জিজ্ঞাসুগণ ভগবৎ শাস্ত্রে ও পরতত্ত্বে নিষ্ণাত সেবাপরায়ণ বৈষ্ণব গোস্বামী শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইবেন। সদ্গুরু ব্যতীত অসদ্গুরু কখনও শ্রেয়োদান করিতে পারে না। অসদ্গুরু ভুক্তি ও মুক্তিকামী, সুতরাং আত্মবস্তুর পরিবর্ত্তে দেহ ও মনোধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। সুতরাং শ্রেয়ঃ-জিজ্ঞাসু-ব্যক্তি উক্ত বিবিধ লক্ষণোপেত সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত হইবেন।

ভাগবতধর্ম্ম ও 'যত মত তত পথ'

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২২ সংখ্যার পর)

একথা সকলেই বেশ অবগত আছেন যে, 'অ', 'আ' ক্লাসের কচি খোকা তাহার মুক্তা-নিবন্ধন 'এম-এ' ক্লাসের ছাত্র তাহার বড় ভাইকে গিয়া যদি বলে—'দাদা আমি ও তুমি কিন্তু সমান বিদ্বান', তাহা হইলে বড় ভাই তাহাকে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সরাইয়া দিয়া থাকেন, অথবা বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ধমক দিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য করেন। ইহা তাহার স্বাভাবিক ব্যবহার; ইহাই দাদার তরফের সুশোভন সুসভ্য ব্যবহার। অন্যরূপ ব্যবহার অস্বাভাবিক ও বঞ্চনাময়। অজ্ঞ লোকে কিন্তু দাদার এই ব্যবহার বড়ই বিসম-দর্শন ও অনুদারতার পরিচায়ক-বোধে নিজের ন্যায় অজ্ঞকুলের নিকট ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ভরে দাদার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ করিয়া থাকে, দাদা কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ছোট, ছোট থাকিয়াই বড়র সঙ্গে সমান অভিমানে নিজকে কৃতার্থ-বোধ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বড় কেন তাহার বড়-আসন হইতে নামিয়া আসিয়া ছোটর সঙ্গে একাকার হইয়া সাম্যবাদের ধ্বজা উড়াইবেন ?

ভাগবতধর্ম্ম অনেক উচ্চের—অনেক বড় অবস্থান কথা। নিত্য বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় ভাগবদ্ধর্ম্মের একায়নত্বীতার কথা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, ভাগবত সকলই তার স্বরে কীর্ত্তন করিয়া জানাইতেছেন। অতি নিম্নস্তরের মতাবলী ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পন্থাবলী ভাগবতধর্ম্মকে সম আসনে টানিয়া আনিয়া একাকার করিতে চাহিলে তাহাদের বড় হইবার সুবিধা আছে সত্য, কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম কখনও যত মত তত পথের'ই অন্যতম একটী পথ-বিশেষে পরিণত হইবে—নিজের অত্যুচ্চ আসন হইতে নামিয়া আসিয়া সমন্বয়বাদিগণের হাস্যরসপূর্ণ বন্দ যোগাইবেন না। স্বতঃপ্রোজ্জ্বল ভাগবতধর্ম্মসূর্য্য নিজের উজ্জ্বল কিরণ-প্রভায় 'যত মত তত পথ'কে ম্লান করিয়া স্ব-মহিমায় চিরদিন গৌড়ীয় গগন আলোকিত করিয়া রাখিবেন। গগনচুম্বনকারী বাগ্বিতণ্ডা শত সহস্র বুদ্বুদপ্রলাপ অরণ্যে রোদনে পরিণত হইবে। সময় থাকিতে পথপ্রদর্শক 'যত মত তত পথ'বাদিগণ যাহাতে নিজেদের ত্রুটি বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই বৈষ্ণবগণের এত চেষ্টা ও যত্ন, নতুবা দেহধর্ম্মী, মনোধর্ম্মী ও যথেচ্ছধর্ম্মীদিগের সঙ্গে পাল্লা দিয়া মঠ-মন্দির ও প্রচারাদি করিবার দুর্ব্বুদ্ধি মুকুন্দ-পদারবিন্দের মকরন্দলোভী ভাগবতবৃন্দের কখনই হয় না।

বস্তুতপক্ষে শ্রীভগবানে ও সাত্বত শাস্ত্রে যাঁহাদের আস্থা আছে তাঁহারা কেন

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

বিরূপের মধ্যে অবাস্তব অচেতন জীবাগমের উচ্ছ্বাসময়ী প্রলাপকে বহুমানন করিয়া অপথে, কুপথে, বিপথে পড়িয়া প্রাণ হারাইবেন ? শ্রীচৈতন্যদেব নিখিল চেতনের পরম বন্ধু, জীবাধম আমাদের জীবনের জীবন। আমাদিগকেই তিনি পথের সন্ধান দিবার জন্য ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহাকে সম্প্রদায় বিশেষের প্রভু মনে করিয়া তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধ-ভাগবতধর্মের আক্রমণকারী মতগুলিকেই ভাল পথ মনে করিলাম! অচৈতন্য বিশ্বকে চৈতন্য দান করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চেতনপ্রদ হইয়াছ ত' আজ আমরা জীবন্মৃত মরা!

"চৈতন্যবিহীন প্রাণ শুষ্ক-কাষ্ঠসম।
জীবন্তেই মৃত সে যে, মৈলে দণ্ডে যম॥"
(চৈঃ ভাঃ)

কিন্তু কত বড় অনুশোচনার বিষয় যে, এই সমস্ত অচেতন জীবন্মৃতের চীৎকার আজ শ্রীচৈতন্যদেবের চেতন-বাণীর সঙ্গেও কক্ষা করিতে সাহসী হইল! 'যত মত তত পথে'র মনোমোহিনী মূর্ত্তি মানব মনীষাকে একেবারেই গ্রাস করিল! শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের প্রত্যেকেরই নিত্যপ্রভু, কোন্ নিষ্কপট পথপ্রদর্শক। কত বড় কথা তিনি জগতে দিতে আসিয়াছিলেন, কত বড় বস্তুর সন্ধান ও সরল সহজ সুন্দর উজ্জ্বল পথের উদ্দেশ দিতে তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারত ভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের নয়নের মণি, ভারতের গৌরব, গৌড়ীয়ের প্রাণ, প্রেমের ঠাকুরকে দেখিবার সৌভাগ্য হইল না! তাঁহার আবির্ভাবের অব্যবহিত কাল পরেই বাজে লোকের বাজে চীৎকারে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল! প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কত বড় অনুভূতির প্রেরণায় দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পায়ে পড়িয়া গললগ্নকৃতবাসে ব্যাকুল নিবেদন জানাইয়াছেন—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

দুর্ভাগা আমরা, তাঁহার এই দীনবৎসলা উক্তিকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করিলাম! আমাদের পাষাণ প্রাণ একটুও গলল না! বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যের উপদেশের ভিতর কোন বিশেষ বস্তু আছে কি না জানিবার জন্য একবারও আমরা একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম না; আমরা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের বাতুল মনস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম! প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সর্ব্বস্বের বিনিময়েও জগতের সমস্ত বাজে কথা, বাজে প্রলাপ শ্রবণে রুচি আমাদের আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় কাণ দিবার মত স্পৃহা আমাদের নাই! অথচ বারো-মিশালী মতের সঙ্গে তাঁহার মতকে একাকার করিয়া মায়াবাদের ধ্বজা উড়াইবার রুচি খুবই আছে। কখনও বা প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকে কৃতার্থ (?) করিয়া দিতে যাইয়া ভ্রমবোধে চুণকালীই খাইয়া বসি। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা আদি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট হইতে চৈতন্যবাণী বুঝিতে গিয়া 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া পড়ি। 'আমার পোড়া কপাল, তাই চৈতন্যদাস নামধারী ও সজ্জাধারী ভণ্ড ও যাত্রার দলের সাজা নারদকুলের সঙ্গে দেখা হইয়া বসে, শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ-সৌভাগ্য হয় না। তাই অধীর হইয়া তখনই ডিগ্রি ডিসমিস করিয়া দিই এবং যত মত তত পথে'র দলে নাম লেখাইয়া বসি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'যার যেই মত সেই সর্ব্বোত্তম'। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম ::' এই শ্রৌতবাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ হইয়াছি। শ্রীল রায় রামানন্দ শাস্ত্রযুক্তি ও সৎসিদ্ধান্ত বিচারমুখে সাধ্যশিরোমণি তত্ত্বাবলী নির্দ্ধারণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য—আগে কহ আর' 'এহো হয়—আগে কহ আর।' এই সমস্ত বাণী দ্বারা জগদ্বাসীকে কত বড় বস্তুর সন্ধান জানাইয়াছেন। কেন একপাদবিভূতি অপেক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণ, তদপেক্ষা রামসীতা, তদপেক্ষা দ্বারকানাথ বড়ৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ, তদপেক্ষা গোপীজনবল্লভ বৃন্দাবন-যামুনচারী কৃষ্ণ, তদপেক্ষাও বংশীবটতটস্থিত রাস-রাসকরসময় কৃষ্ণ, তদপেক্ষা গোবর্দ্ধনচারী, তদপেক্ষাও রাধাকুণ্ডতটবিহারী রাধানাথ কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব, 'বলাৎকৈশিক্য' সিদ্ধান্তস্থলে নির্ণয় করা হইয়াছে, কেন শান্ত অপেক্ষা দাস্য, তদপেক্ষা সখ্য, তদপেক্ষা বাৎসল্য, তদপেক্ষা মধুর এবং মধুরস্থ স্বকীয় অপেক্ষা পারকীয় রসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সে সমস্তের কোন সন্ধান না রাখিয়া "আদৌ শ্রদ্ধা" ...

শ্রী কোন্ কৃ... সত্য ভজনপথের প্রথমেই যে 'শ্রদ্ধা' তাহার চৌকাঠও না মাড়াইয়া অনাবৃষ্টি তে গর্ত্তে অবস্থিত থাকিয়াই নববিধান-প্রদাতা হইয়া চীৎকার করিতেছি—

"ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথ
কিন্তু এক গম্য-স্থান।
যেভাবে যে পারে ট্রেণে, ষ্টীমারে
হোক সেথায় আগুয়ান॥
'ঢেঁকি চ'ড়ে যদি এই ভবনদী
পার হ'তে পার বঁধু।
লোকের কথায় কিবা আসে যায়
পিবে সুখে প্রেমমধু॥"

পথ ও মত বহু হইলেও যে পথে শুদ্ধ ভক্তির কোনও কথা নাই, অথবা শুদ্ধভক্তির দিকে অভিযানের কোন চেষ্টাই নাই সে সব পথ মরণের পথ। শুদ্ধা ভক্তির পথকেই পথ বলিয়া স্বীকার করা হইলেও ভক্তি যেখানে গাঢ়তা-প্রযুক্ত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়াদি রূপ ধারণ করে, তখন তাহার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আরও বাড়িয়া যায়। এই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। কপট অস্বাভাবিক সমন্বয়বাদের ঘরপালানী এখানে চলে না। সতী যেমন লম্পটকদের শত চীৎকার সত্ত্বেও পর-রতার অজুহাতে নিজ-পতিকে অন্যান্য পতিগণের সঙ্গে সমান করিতে রাজী নয়, তেমনই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম নিখিল জীবকুলের আত্মধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত সার্ব্বজনীন হইলেও অন্যান্য অবৈধ্যুত বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়বিশেষের ... উদ্ধত হৃদয়কে তাহার সমান আসনে বসাতে দিতে কখনও প্রস্তুত নহেন। ইহাই তাঁহার পাতিব্রত্য—ইহাই তাঁহার পরম অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা।

যৎকিঞ্চিৎ

বোকা লোক গুরুকে কত কি মনে করে। লোকে যেই যা বলুক, আমি জানি আমার গুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমার গুরুদেব কাহারও পুত্র বা শিষ্য নহেন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই শিষ্য। তিনিই সকলের পিতা বা পালক, তবে লোক-শিক্ষার্থ তিনি মহাজনের অনুগত বলিয়া অভিনয় করেন মাত্র। গুরুছাড়া গুরুদাসের আর কেউ নাই। গুরুপাদপদ্মে শুদ্ধ গুরুদাসের যোল আনা অধিকার, অন্যের ইহাতে একতিলও অধিকার নাই। তাই তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই গুরুসেবায় ব্যস্ত। কে গুরুসেবা করিবে, না করিবে, তাহা চিন্তা করিবার সময় তাঁহার নাই, তবে সকলে গুরুসেবা করুক ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। যদি কেহ আমার গুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন, তিনি আমার পূজ্য, তিনি আমার আত্মীয়, আমরা এক পিতার পুত্র। গুরুদাস কখনও দাম্ভিকতা করিয়া গুরুতে আমার যোল আনা অধিকার আছে, আমি খুব গুরুসেবা করিতে পারি, একথা বলেন না। আমি গুরুসেবা করিতে পারিলাম না, আমি অযোগ্য, ইহাই তাঁহার কথা। তবে এরূপ ধরণের একান্তিকতা ও দৃঢ়তা তাঁহার হৃদয়ে আছে। কারণ তিনি যে গুরুদেবতাত্মা, গুরু যে সর্ব্বস্ব এইরূপ একান্ততা বিশেষ আবশ্যক। একান্ত না হইতে পারিলে সেবা শুদ্ধ হয় না।

আমরা যে যেখানেই থাকি, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করিব, এতদ্ব্যতীত আর আমাদের কোনই কৃত্য নাই। গুরুবৈষ্ণবের অনুগ ব্যক্তিগণই ভগবদ্ভজনের অধিকারী। আমরা অনর্থগ্রস্ত জীব ... না দিয়া আসিয়া আমাদিগকে সতত ... করিতেছে। নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, সুতরাং 'যদি বদ স্বভাব ভাতু ভগবান:' এই বাক্যকে কণ্ঠহার করিয়া আমরা তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষায় সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিব। 'ভক্তিকল্পলতা' শ্লোক সমূহ স্মৃতিপটে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবের আনুগত্যে ভজনপথে অগ্রসর হইলে সিদ্ধি আমাদিগের করতলগত হয়। অনেকের ধারণা শ্রীল প্রভুপাদের পদারবিন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুমোদন নাই; এই সব কপালপোড়া লোকের গুরুতে বিশ্বাস হয় নাই, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি যায় নাই, গুরু কাহাকে বলে, একথা জানিবার সৌভাগ্য তাহাদের হয় নাই, ইহারা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হন নাই, ইহারা গুরুদ্রোহী গুর্ব্ববজ্ঞাকারী, ইহারা অপরাধী পাষণ্ডী। ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

"শ্রীগুরু বৈরাগী জনার মুখ না দেখিব।"

আসানসোলে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১লা জুলাই পুরাতন ষ্টেশন ব্লকের অষ্টম রেলওয়ে কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে গীতার উদ্দিষ্ট বিষয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের সহজাবস্থা প্রভৃতির আলোচনামুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অসামঞ্জস্য ও অমল পুরাণত্ব আলোচনা হইয়াছিল।

২রা জুলাই—চেলিডাঙ্গা পল্লীতে প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের উদ্যোগে ক্লাবগৃহে মানবজন্মের শ্রেষ্ঠতার কারণাদি গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয়ের প্রমাণসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। এইস্থানে সরকারী বিচারকগণ ও বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারিবর্গের বিশুদ্ধ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল।

৩রা ও ৬ঠা জুলাই পুনরায় শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মুন্সী মহাশয়ের আবাসে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনার সহিত শ্রীনামপ্রভুর স্বরূপ কৃপাবতরণ-বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৭ই জুলাই - বুধাডাঙ্গা কোয়ার্টারের কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু যুবকের সাগ্রহ অহ্বানে তাঁহাদের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যের দানের বৈশিষ্ট্য শ্রীচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীপাদ মাধব রূপপাদের শ্রীচৈতন্য-লীলা প্রকাশ লীলা দ্বারা বিশদীকৃত হইয়াছিল।

৮ই জুলাই—নকেল রোডে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত কালীচরণ রায় মহাশয়ের আবাসবাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারবিষয় সংক্ষেপভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।
রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক — শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক — শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক — শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক — [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)।

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

ধাটিভাঙ্গা (শ্রীধাম প্রভুর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আশ্রম

পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)।
রক্ষক — শ্রীবনমালী [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক — [illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক — [illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক — মহা-মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলপুর পোঃ ঢাকা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক — মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)।
রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, [illegible] পুর, ইউ, পি
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক — শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক — শ্রীভক্তি[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপাঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ — সেবাকুঞ্জ,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ পাণেশ্বর, কনাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,
রক্ষক — শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক — শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক — মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক — পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)।
শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সাক্ষিগোপাল

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক — শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)।
রক্ষক — মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible]মোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড় (হাওড়া)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।
রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৩০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক — শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড, [illegible]
লণ্ডন, [illegible]
রক্ষক — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় [illegible]

রক্ষক — [illegible] ব্রহ্মচারী

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৲ ৪॥০
পেশোয়ারী	৲
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাবভোরা সাদা	৯৲
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

গিনি ও কম্পানের বার	৩৬।০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৲।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
মধ্যম—	৪০৸০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।
স্পাকোডন ঐ	৬৲—৬৶০
চাউসলোঙ্গ ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পেয়লাউ	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
দধী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৭।৫
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ —	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১০ ৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৯৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, বোল্টু গয়রহ ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০ —১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬১৩৲, নকল ২২৲

পিতলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৮৸০

সুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আমেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরনিদ ফাইন	৪৩৲
চাষার্গ কাথা	৫৯৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পার্ল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি পরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲ - ১৮॥০

সন্তোষ কুমার কাল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃঃ০ঃঃ—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বোর্ডিং খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠ্যবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৮—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই তার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অন্যান্য সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা ... জিজ্ঞাসা করুন	

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন।
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে ক্রমানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্‌গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীকৃষ্ণভক্তধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE ADI -PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আচার্য্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৩শে জুলাই ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১২৪]

বিবিধ সংবাদ

——:০:(*):০:——

বিহিটা দুর্ঘটনা

পাটনা হইতে ১৮ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ,

"গত ১৭ই জুলাই বেলা অনুমান ৪ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থল হইতে ৮৮টী মৃতদেহ পাটনায় আনা হইলে দেহগুলি গাড়ী হইতে একে একে বাহির করিয়া প্লাটফরমের উপর রাখা হয়। ইহাতে যে দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যেমন হৃদয়বিদারক তেমনই মর্ম্মন্তুদ। কোন দেহের নিম্নাঙ্গ ভাগ আবার কোন দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ ভাগ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কোনও দেহে হস্ত নাই, কোনও দেহে মস্তক নাই কোনও দেহ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুটীকে দৃঢ়বন্ধনে এরূপভাবে বুকের কাছে বাঁধিয়া দিয়াছে যে, সে বন্ধন খুলিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। উহা দেখিবার জন্য ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে গমন করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রেল-লাইন খারাপ ছিল,—দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

আহতদের পরিচয়

বিহটা ট্রেণ দুর্ঘটনায় যাহারা আহত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে :—

নূর মহম্মদ—ফুলপুর, আজিমগঞ্জ; মোহনলাল—অমৃতসর; সুজন সিং এবং তাহার স্ত্রী—অমৃতসর; মিসেস্ কেশব (গোপাল সিং-এর স্ত্রী)—অমৃতসর; সাদাউর-সিং—দিল্লী; মিসেস আমাউরা, তাহার শিশু পুত্র ও শাশুড়ী—মিন্টন রোড, কলিকাতা, রাম আহীর—গোণ্ডা জেলা; প্রতাপ সিং—লাহোর; দলীপরাম, তাহার স্ত্রী, কন্যা এবং শিশু পুত্র—ফয়জাবাদ; অমর সিং মিস্ত্রী এবং তাহার শিশুপুত্র—গুরুদাসপুর; গুরুদাস চক—গাজীপুর; রমলা বাঈ—লাহোর; দাশাই আহির—গোণ্ডা; মিসেস আলিজান, তাহার পুত্র ইব্রাহিম, কন্যা নুরজাহান এবং আত্মীয় মহম্মদ ইসাক—বামুনগাছি, হাওড়া; মহাদেও সিং—জামসেদপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, বিহারী রাজ মন্দিরের একজন ভৃত্য; মোহন টাণ্ডন—লক্ষ্ণৌ; লাল বাহাদুর এবং তাহার নেপালী বন্ধু—খড়্গপুর; সেলবোরিয়ো চৌচড়ী—চম্পারণ; রাজেন্দ্র মিশ্র—পূর্ণিয়া; মোলা সিং—হোসিয়ারপুর; ভাগো—খড়্গপুর; অমর সিং—গুরুদাসপুর; রামচাঁদ—অমৃতসর; সর্দ্দার সিং—পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা; আত্মা সিং—ফিরোজপুর; রবীন্দ্রনাথ সেন—কলিকাতা; গজেন্দ্রনাথ দত্ত—কলিকাতা।

সশস্ত্র ডাকাতি

গত ১৭ই জুলাই রাত্রে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অধীন কাড়াপাড়া গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ডাকাতেরা অনুমান রাত্রি দেড়টার সময় দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামী মুরারিমোহন বসুকে বাঁধিয়া মারপিট আরম্ভ করে এবং চাবি কোথায় জানিতে চাহে। মুরারি বাবুর ভ্রাতা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কোন রকমে ঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রামে যাইয়া সকলকে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী শৈলেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, রাখালচন্দ্র কর্ম্মকার, সচ্চিদানন্দ ঘোষ, নরেন্দ্র বসু এবং আরও কয়েকজন লোক মুরারি বাবুকে সাহায্য করিতে আসেন। ডাকাতদল উঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। এই সংবাদ পাইয়া কাড়াপাড়ার জমিদার শ্রীযুত প্রণব কুমার রায় চৌধুরী নিরাপত্তার জন্য ক্রমাগত গুলী চালাইতে থাকেন। সকলে জমিদার বাবুর বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া উক্ত জমিদার বাবুর বাড়ী যায়। ডাকাতেরা এই অবসরে নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৭ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। গুলী লাগিয়া শৈলেশ বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে তিনি এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। তাঁহাকে খুলনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপর কয়েকজনকে বাগেরহাট হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

স্বর্ণ রপ্তানি

গত ১৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭১৲ টাকা মূল্যের সোণার বাট ও গিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৪ হাজার ৩৭১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ "নারকুণ্ডা" জাহাজযোগে কলম্বো গিয়াছে। কলম্বোয় সম্ভবতঃ এই প্রথম রপ্তানি হইল।

প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ আর একটি প্রাচীন মূর্ত্তি সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি জৈন মূর্ত্তি এবং উহা মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলার সিওনী তহসিলের অন্তর্গত ঘানোরী গ্রামে অবস্থিত।

মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে বৃহৎ আকারের এবং ইহার মস্তকের উপর কতকগুলি সর্পের ফণা বিস্তৃত। অশিক্ষিত গ্রামবাসী তাই এই মূর্ত্তিটিকে কোন নাগ-দেবতা বলিয়া মনে করিত এবং উহাকে "নাগবাবা" নামে অভিহিত করিয়া উহার পূজা অর্চনা করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মূর্ত্তিটি জৈনদের ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের। তাঁহার মস্তকের উপর যে বিস্তৃত ফণাগুলি আছে ইহার সহিত একটি কাহিনীও জড়িত আছে। গ্রামবাসিগণ এই "নাগ-বাবাকে" সন্তুষ্ট করিবার জন্য ছাগবলি দিয়া পূজা করিতে [illegible]। কিন্তু যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে [illegible] ছিল, তাঁহারা মূর্ত্তির সম্মুখে [illegible] আপত্তি করেন। অতঃপর সিওনীর জৈনঅধিবাসিগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই অভিযোগ লইয়া [illegible] হন। উহাতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ [illegible] মনুমেন্টস এক্ট অনুসারে উহা [illegible] নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে আনিয়া এই বিষয়ের মীমাংসা করেন। তাঁহারা এই মূর্ত্তিটি নিউ করিয়ে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। ইহাতে স্থানীয় পূজারিগণ আপত্তি করিয়া উহাকে ঐ স্থানেই রাখিতে অনুরোধ করেন এবং উহার সম্মুখে ছাগবলি দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। পরে স্থির হইলে ধর্ম্মী জৈন সম্প্রদায় এই প্রতিশ্রুতির যথোপযুক্ত সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেও পারেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ মূর্ত্তির অসম্মান-জনক কোন অনুষ্ঠান না হয় তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, — সমগ্র ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮,
একাদশ স্কন্ধ — ৯,
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬,
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬,
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪,
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২,
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ।০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১,
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সভ্যতা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২,
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩,
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতসারঃ ৷৷০
৬২। সিদ্ধ ও সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্যপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয় ড স অন্ বেদান্ত ৷৷০
৭০। নাম ভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থেয়িষ্টিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালেজড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম্ ওয়ান) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক ৫ পাতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গুম্ফীত করা হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪, টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
[illegible]

[illegible]
[illegible]

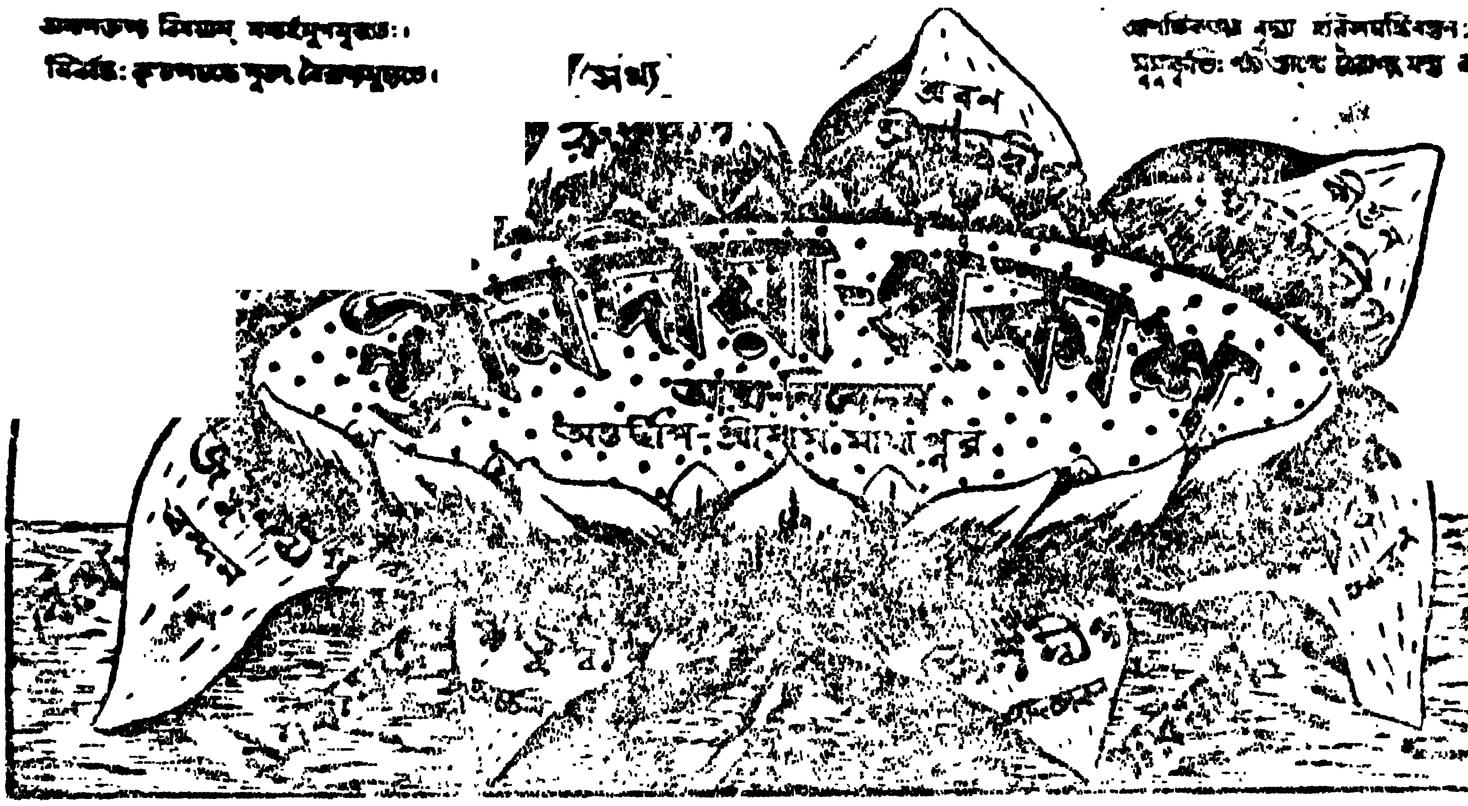

১২শ বর্ষ { ৩০ বামন গৌরাব্দ ৪৫১, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১২৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, মহোৎসব ও উৎসবোচিত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহোপদেশক [illegible] দাসাধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভু সকলের [illegible] আলোচনা করিয়া শ্রোতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় [illegible] ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] মহারাজের আনুগত্যে একটী নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। [illegible] প্রভুর মূলগায়কত্বে [illegible] ভক্তবৃন্দ ও [illegible] নর্ত্তন করিতে করিতে [illegible], শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির, শ্রী[illegible]দেবের মন্দির, [illegible] মন্দির, শ্রীপার্ব্বতীদেবীর মন্দির, শ্রীগোপালিনীদেবীর মন্দির ও শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির পরিক্রমা করিয়াছিলেন। [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরে [illegible] শ্রীবৃন্দাবনের [illegible] গৌরপদাঙ্কিত [illegible] শ্রীভুবনেশ্বরের বিবরণ ও শ্রী[illegible] [illegible] গ্রন্থ [illegible] মহাপ্রভুর লীলাকথা বর্ণনা করেন। শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর নীলাচল [illegible] করিয়াছেন।

গত ১৬ই জুলাই [illegible] শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু শ্রী[illegible] পাঠ ও [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

[illegible] জুলাই [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মঠ নামক [illegible] শ্রী[illegible] নাগাদান করিয়াছেন। [illegible] বৃহস্পতিবার [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রচারের [illegible] করিবার [illegible]।

গত ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ [illegible] [illegible] গৌড়ীয়মঠের উপদেশের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] করিয়াছেন।

আলালনাথের মন্দির সংস্কার

আলালনাথ পুরুষোত্তমের লীলানিকেতন শ্রীপুরীধাম হইতে প্রায় চৌদ্দক্রোশ দূরবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি [illegible] অবস্থিত। [illegible] বিপন্ন [illegible] অনবসরকালে [illegible] আলালনাথে অবস্থান করিতেন [illegible] শ্রী[illegible] ও [illegible]

[illegible] অন্যতম তীর্থ [illegible]। [illegible] পরলোক ও [illegible] বৈষ্ণব[illegible] [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] এবং [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] শ্রী[illegible] নিয়োজিত রহিয়াছেন।

[illegible] তারিখে [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] সেবা-কার্য্যের [illegible] শ্রী[illegible] গত ১০ই [illegible] শ্রী[illegible]

[illegible] জুলাই [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] নামক [illegible] প্রভৃতির [illegible]

[illegible] শ্রী[illegible] পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া [illegible] [illegible] ছেন। শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পাত্র, শ্রীযুক্ত [illegible] গ্রাম ও অন্যান্য [illegible] [illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] [illegible] হইয়া ছেন। আমরা [illegible] ও সেবাপরায়ণ [illegible] শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

বেজওয়াদায় প্রচার

বেজওয়াদা প্রচারকেন্দ্র [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে নিরত আছেন। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন করিতেছেন।

চয়ন

[illegible] কলিকাতার [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] সম্বন্ধে গত ১৬ই জুলাই ১৯৩৭, তারিখের "[illegible]" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন।—

GAUDIYA MATH

[illegible] the direction of Srimad [illegible] Vasudev Goswami [illegible] following programme is observed everyday at the Sree Gaudiya Math, Baghbazar. Morning [illegible] Explanation of Sri Chaitanya Charitamrita. Noon [illegible] Religious discourses. Afternoon [illegible] Explanation of Srimad Bhagabad Gita. Night [illegible] Explanation of Srimad [illegible] Chaitanya [illegible]mangala.

"আমার গুরুপাদপদ্মের আদেশ অনুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কিছু করি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ বামন, নিধ সৌরাঙ্গাব্দ ৪৪৩

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি

সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা; তিনি কাহারও ভোগ্যবস্তু নহেন। কৃষ্ণের নিত্য ভোগের জন্য তাঁহা হইতে অনন্ত পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছেন। পরিকরবৈশিষ্ট্যের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কোনও কৃত্য বা উদ্দেশ্য নাই।

কৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার ভোগ্যবস্তুগুলিও নিত্য। কৃষ্ণ—পরমেশ্বর। অন্যান্য ঈশ্বর সকল তাঁহার দাস; তাঁহারা তাঁহাদের সকল বস্তুসহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

কৃষ্ণ বহুটী আনন্দের আস্বাদনকারী অর্থাৎ রসময়। সেই রস নিত্য, অখণ্ড ও চিন্ময়। তিনি সচ্চিদানন্দ বা জ্ঞান। আনন্দময় এবং তাঁহার জ্ঞেয়। রসাস্বাদন-ধর্ম্ম নিত্য। তাঁহাকে নশ্বরতা বা কালের কোন আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। অন্তরমোচনের জন্য—নিত্যবোধের বৃদ্ধিনাশের জন্য তিনি তাঁহার মায়াশক্তিতে ত্রৈ শ্রেণীর বুদ্ধি সম্পাদিত করিয়াছেন।

অসুরের ধর্ম্ম কৃষ্ণবিমুখতা বা ভোগ দাস্য। কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি মায়া আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে বহির্মুখ জীবকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিমুখ করেন ও তাঁহার নিত্য হরিসেবা বৃত্তিকে আবরণ করেন। জীব তখনই অন্তরের ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া হরির ন্যায় উদ্দেশে বা ভোগ প্রমত্ত হইয়া সকল বস্তুকেই ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। মায়াশক্তি-প্রভাবে ভোগ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাকারে ভোগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। মায়াশক্তিই জীবের ইন্দ্রিয়গুলিতে ভোগবস্তু গ্রহণের উদ্দেশে লইয়া হরিবিমুখ হইবার সুবিধা করিয়া দেন। বদ্ধজীব কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে এরূপ অবিদ্যার মধ্যে পতিত হন যে, ভোগ ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। যদি কেহ কৃষ্ণকথা বলিতে থাকেন, তিনি সেই হরিকথাকেও নিজ-ভোগ্য বিবেচনায় কৃষ্ণকেও ভোগ করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু এরূপ ভোগের সুযোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে তাদৃশ চেষ্টায় বিফলমনোরথ হন।

কৃষ্ণ মায়াশক্তি-পরিণামে বদ্ধ জীবে আবৃত ও বিক্ষেপ বুদ্ধি দেওয়ায় জীব ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পড়েন। জীবের নিত্য হরিসেবায় অবস্থিত অবস্থায় তিনি হরিদাস্য করিবার পরিবর্তে কৃষ্ণকে ভৃত্য করিবার সঙ্কল্পে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু কৃষ্ণ ভোক্তা জীবের দাস হইবার যোগ্য না হওয়ায় পরিশেষে জীবের সেই উদ্ধত বুদ্ধি বৃথা হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় অনুগবর্গ কৃষ্ণকে সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভোগী জীব শাস্ত্র বুঝিয়া নিজ কামনার বস্তুকে কৃষ্ণের সেবা বলিয়া ব্যস্ত হইতেছেন। জীবগণ কেবল যে আচার্য ও উপদেশকের সম্বন্ধে কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এরূপ নয়; বাহ্যতঃ জীবকে মোহিত করিয়া আত্মিক বুদ্ধির হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া ভোগে প্রমত্ত হইতেছেন এবং অপরকে ভোগে কমাইয়া সেই প্রকারে কৃষ্ণবিমুখ করাইতেছেন। রসবৈমুখ্যকেই শক্তি বলিয়া সাধারণ লোককে ধারণা করাইতেছে। তাহাদের ভোগময়ী ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইলে অনুক্ষণ হরিকীর্তন আবশ্যক। কিন্তু আমরাও এক্ষেত্রে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের ন্যায় উপদেশক সাজিয়া মহৎ হরিকীর্তন করিতেছি না, হরিবিমুখ হইয়া ভোগবুদ্ধি করিয়া বসিয়াছি এবং বিষয়ে আসক্ত হইতেছি। শুদ্ধ-ভক্তগণ আচার্য্যরূপে সাংসারিক বুদ্ধির বশে কৃষ্ণকে ভোগবিষয় জ্ঞানে প্রচার করে না; আত্ম কল্পিত ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রয়াস ইহারা করেন না। এই অভক্তগণকে মায়াশক্তি-ভোগের কারণ বলা যাইতে পারে। তাহাদের ভক্তিসম্পত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের হরিসেবায়ও থাকিতে পারে না; যেহেতু, ভোগীদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনাগণ যাহাতে উপদেশক আচার্য্যের কার্য্য না করিতে পারেন তজ্জন্য প্রত্যেক 'নিজ-কল্যাণ-প্রার্থী' ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

ভোগবস্তুকে কৃষ্ণজ্ঞান করিলে কখনই ভোগবস্তু ভোক্তাকে ছাড়িবে না এবং পরস্পরের কেহ কোনদিনই বিনষ্ট হইবে না। হরি সেব্যবস্তু। তাঁহাকে সেবা করিতে গেলেই নিজের ভোগ থাকিতে পারে না। সেবার অন্তরেই ভোগের উদয়। যে বস্তু কৃষ্ণ নহে, তাহাকে জীব ভোগ করে, সুতরাং বাসনার ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ভগবদ্বস্তুর জ্ঞানে হরিসেবাকে কখনও মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবা আত্মবৃত্তি। উহা অনাত্ম বস্তু ভোগের সহিত এক নহে। ইহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও বৈশিষ্ট্য নিত্য।

সৎ ও অসৎসঙ্গ

(শ্রীসাধনা দেবী)

'সৎ' বলিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দময় নিত্যবস্তু ভগবান্, তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তদ্ভক্ত সাধুগণ এবং ভগবানের সেবোপকরণ রূপে যে-সকল বস্তু গৃহীত হয় তাহাকেই বুঝায়। 'অসৎ' বলিতে অচিৎ, নিরানন্দময় অনিত্য বস্তুসকলেই বুঝাইয়া থাকে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণ-সেবোপকরণরূপ যে সমস্ত দ্রব্য, তাঁহাকে সদ্বস্তু জানিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ঐ সকল সদ্বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে আত্মমঙ্গললাভের সম্ভাবনা থাকে। সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গই যে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের একান্ত প্রয়োজন, তাহা অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সৎসঙ্গ করিতে গিয়া আমাদের ন্যায় অনাদিবহির্মুখ সেবাবিমুখ পতিত জীব সতের নিকট হইতে নিজের কিছু সুবিধা দোহন করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিলে ঐ অসৎ-স্পৃহা অন্তরে থাকার দরুণ সতের নিকটে বাস করিলেও সৎসঙ্গ না হইয়া অসৎসঙ্গই হইয়া যায়। যেরূপ ধামবাস করিতে গেলেও সেবাবুদ্ধি না থাকার দরুণ অনেক সময় বাহ্যতঃ ধামবাস করিয়াও কাহারও গ্রামবাসই হইয়া থাকে। বেগুণ গাছে বেগুন ধরিলে তাহা নিজের ভোগে লাগিবে, এই বুদ্ধি থাকাকালে ঐ বেগুণ গাছে শত শত ভার জল ঢালিলেও তাহাকে তুলসী-বৃক্ষসেবা বলা যাইবে না; আবার সেই বেগুণ গাছে জল ঢালাকেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিভজন বলিয়া জানাইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

যাহা নিজ-ভোগ্য, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী তাহাই অসৎ, আর যাহা ভগবদ্ভোগ্য, ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী তাহাই সৎ। ভগবান্ ভোক্তা, জগতের যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য। ভগবদ্ভোগ্য-বস্তুতে মাঝপথে বাটপাড়ি করিয়া নিজে কিছু আত্মসাৎ করাই অসৎ চেষ্টা। সাধু, গুরু, শাস্ত্র সর্বদাই এই সৎ ও অসতের পার্থক্য জানাইয়া দিলেও আমাদের বহির্মুখ চিত্তবৃত্তি সতের দিকে অগ্রসর না হইয়া সতত অসতের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরকে যেরূপ ষোড়শোপচারে খাওয়াইলেও সে ঐ বিষ্ঠায় মুখ না দিয়া থাকিতে পারে না, আমাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সৎ ও অসতের পার্থক্য শতবার শুনিয়াও অসৎসঙ্গের জন্য সর্বদাই চিত্ত লুব্ধ হয়। আমাদের এহেন অবস্থা দেখিয়াই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

"সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগিল মোর কর্মবন্ধ ফাঁস॥"

সাধুগণ নিজেরা সৎ, কাজেই তাঁহারা আমাদের ন্যায় সদা বাস্তব অসৎসঙ্গ করেন না। এ স্থানে আমরা বলিতে পারি—তাঁহারাও আমাদের ন্যায় দালান-কোঠায় বাস করেন, বনে-জঙ্গলে থাকেন না, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় খাওয়া দাওয়া করেন, তৃণ, পত্র, বায়ু আদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন না, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় জামা-কাপড় পরেন, গাড়ী ঘোড়ায় চড়েন, নেংটী পরিয়া গায়ে ভস্মাদি মাখিয়া বসিয়া থাকেন না, তবে তাঁহারাই বা কিসে সৎ হইলেন, অসৎ সঙ্গ করিলেন না, আর আমরাই বা কিসে অসৎ হইলাম আর অসৎসঙ্গ করিলাম? এস্থানে বক্তব্য এই যে, যেখানে গুরু-কৃষ্ণ-সেবার অনুকূলতা সেখানে তাঁহারা মুমুক্ষুর ন্যায় ফল্গুবৈরাগ্য অবলম্বন করেন না; আবার যেখানে কেবল নিজের কিম্বা অপরের ভোগের কথা, হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার কথা নাই, সে স্থানের সঙ্গ করিয়া তাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য দেখান না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বিন্দুমাত্রও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা থাকিবে, ততক্ষণ আমরা সৎ ও অসতের পার্থক্য বুঝিতে পারিব না। কখনও ভগবৎসেবোপকরণ বস্তুসমূহে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া নিজে ভোক্তা সাজিব, আবার কখনও ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার না জানিয়া ত্যাগী সাজিয়া বসিব। এ হেন ভোগ ও ত্যাগরূপ অসৎসঙ্গ হইতে একমাত্র সাধুসঙ্গই আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ। তদ্ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। সৎপ্রবৃত্তি যাঁহার ভিতরে নিষ্কপট-ভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিই সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারেন; আর যাঁহার ভিতরে অসৎপ্রবৃত্তি কপটতার রূপ ধরিয়া আছে, অথচ বাহিরে সতের ভাণ করিতেছে, তাহার ভাগ্যে অসৎসঙ্গই লভ্য হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহার দুধের দরকার, সে গোয়ালার নিকটে যাইবে, আর যাহার গাঁজার দরকার, সে গাঁজার দোকানে যাইবে। যাহার গাঁজার দরকার সে কিছু দুধের দোকানে যাইবে না, আর যাহার দুধের প্রয়োজন, সে কিছু গাঁজার দোকানে যাইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্যধন
ভক্তি-অনুকূল, কর্ম্ম প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ-বিসর্জ্জন ॥
ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥
গর্হিত-আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ
ল'য়ে সাধুবেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও ভক্তিসদাচার এই ছয় গুণের একটী গুণও যদি আমার মধ্যে না থাকে, তবে সৎসঙ্গ হইবে কি করিয়া? নিজে সদ্বৃত্তি অবলম্বন না করিলে অপরকে সদুপদেশ দান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। এবিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "আচার না করিয়া প্রচার করিতে গেলে তাহা কর্ম্মেরই অন্তর্গত হইবে।" শ্রীভগবান অন্তর্যামী; তিনি নিষ্কপট ব্যক্তিকে সৎসঙ্গ লাভ করিবার জন্য সুবুদ্ধি দান করিয়া থাকেন, আবার কপট ব্যক্তির সহিত তিনিও কপটতা করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। কাজেই এস্থলে দেখা যায়, নিষ্কপট শ্রেয়ঃপন্থী-মানবের সৎসঙ্গে বঞ্চিত হইবার কথা নাই। কিন্তু প্রেয়ঃপন্থী কপট ব্যক্তির অসৎসঙ্গে পদে পদেই বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

জীবচিত্ত দর্পণ-সদৃশ। শুদ্ধচিত্তে জীবস্বরূপ প্রতিফলিত হয়। তাই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যই একমাত্র কৃত্য জানিয়া তাহা আশ্রয় করেন। কিন্তু যেকালে জীববৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা জীবচিত্ত আবৃত থাকে, তৎকালে স্বরূপজ্ঞানহীন হইয়া কৃষ্ণবিমুখ তাহারা নিজসুখপর-স্বভাববশে মায়িক সত্ত্বরজস্তমো-গুণনিগড়সমূহ দ্বারা কবলিত হয়; সেকালে তাহারা কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তরোত্তর কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকে। এই দুঃখ ভোগের উপযুক্ত দুইটী দেহও তখন জীবের লাভ হয়। দশমূল-শিক্ষার সপ্তমশ্লোকে বর্ণিত আছে,—

"স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্ হরের্ম্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি। তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥"

—স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্য জীব সকলকে মায়াশক্তি সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণনিগড়সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দ্বিবিধাবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

এইরূপ দুঃখের কারণ, জীবের চিত্ত অন্যাভিলাষযুক্ত। যাঁহারা কৃষ্ণাসক্তচিত্ত তাঁহারা দুঃখপ্রাপ্ত হ'ন না। বাহ্যদর্শনে তাঁহাদের ব্যবহারিক-দুঃখ দৃষ্ট হইলেও, বস্তুতঃ তাঁহারা পরানন্দসুখপাথারেই নিরন্তর ভাসমান। সুতরাং পরানন্দসুখের অন্তরায়স্বরূপ অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেই নিত্যসুখ করতলগত হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

অন্যাভিলাষই চিত্তমল। তাহা দূর হয় কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা। চিত্তমল দূর হইলে শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, ইহা ভাগবতপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং চিত্তশুদ্ধি নিত্যানন্দলাভের কারণ এবং চিত্তশুদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহা ভ্রান্তমত। শাস্ত্র বলেন—'হস্তীস্নানমিবৈব তৎ।' কেন না, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল নষ্ট হইলেও পাপবীজ অবিদ্যা নষ্ট হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রারব্ধাপ্রারব্ধ সকল কর্ম্ম ফলই বিনষ্ট এবং অবিদ্যা সমূলে নষ্ট হয়। এমন কি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারাও যে প্রারব্ধের ফল হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ বলেন,—নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সেই প্রারব্ধও বিনষ্ট হইয়া থাকে। নামাষ্টকে শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

"যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥"

—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম, জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করেন।

আবর্জ্জনা যেকোনও প্রকারে অগ্নিস্পৃষ্ট হইলেই যেমন বিদগ্ধ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা মলিনচিত্তের মালিন্য অবশ্যই নষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥

সুতরাং চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করিবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শুদ্ধচিত্তই ভগবদ্‌সদ্ভাবস্থল। কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন [illegible] হইলে সমস্ত অভদ্ররাশি বিনষ্ট হয় এবং হৃদয় বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যায়। তাদৃশ শুদ্ধচিত্তেই ভগবান্ বাসুদেবের নিত্যাবির্ভাব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শুদ্ধমনই বৃন্দাবনসদৃশ, যথায় কৃষ্ণ নিত্যানন্দীর দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত হন।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি ॥

তাই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবস্থল হৃদয়ক্ষেত্র পরম নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন অত্যাবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা অভিনয়পূর্ব্বক জগৎকে এই চিত্তশুদ্ধির উপদেশ করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষ কণ্টকময় তৃণের ন্যায় জীবের সুকোমল হৃদয়ভূমিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ দান, যজ্ঞ, দশ, [illegible] ইত্যাদি চিত্তের ধূলিসদৃশ। নির্ব্বিশেষবাদ, কৈবল্য যোগ বা জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা চিত্তে কঙ্করের মত স্থান লাভ করে। এইগুলি চিত্তের মল স্থানীয়, ইহা কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা দূরীভূত হয়। আবার ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মমল কুটিনাটি, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা প্রভৃতিরূপে চিত্তে স্থান লাভ করে। [illegible] কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই [illegible] হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ[illegible] দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয় এবং তথায় নামী শ্রীনামী কৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব হয়। [illegible] শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সর্ব্বতোভাবে জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী ॥

আমার প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'নিষেধ'

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

১। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ধ্যানীর সঙ্গ।

২। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ-চেষ্টা।

৩। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাকামীর সঙ্গ।

৪। নামাপরাধ ও নামাপরাধীর সঙ্গ।

৫। স্মার্ত্তবিধিমতে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি।

৬। প্রাকৃত-সহজিয়া বা ভ্রষ্ট বাউলের সঙ্গ।

৭। গুরুবজ্ঞাকারীর সঙ্গ।

৮। গুরু সেবকের লঙ্ঘনকারীর সঙ্গ।

৯। বৈষ্ণব সদাচারে উদাসীনের সঙ্গ।

১০। অনিবেদিত দ্রব্য অন্ন ভক্ষণ।

১১। অনিবেদিত পান ও অন্ন ভক্ষণকারীর উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ।

১২। ভূতক ও দেবলের সেবা।

১৩। বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত সম্ভাষণাদি।

১৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দে ভেদবুদ্ধিকারীর সঙ্গ।

১৫। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ নামে কল্পিতগানের সঙ্গ।

১৬। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন-বিরোধীর সঙ্গ।

১৭। আচার-প্রচারে নিরত আচার্য্যের অবমাননাকারীর সঙ্গ।

১৮। স্বমনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে গুরুবৈষ্ণবের শিক্ষা লঙ্ঘনকারীর সঙ্গ।

১৯। গুরু বৈষ্ণব বিরোধী হইয়া অন্যকে প্রোরোচনাদাতার সঙ্গ।

২০। অভিমানী, ভক্তিহীন, দীনজনের সঙ্গ।

২১। শ্রীবিগ্রহে কাঠ পাথর বুদ্ধিকারীর সঙ্গ।

২২। দেবস্থ অপহারীর সঙ্গ।

২৩। ভোগী ও ত্যাগীর সঙ্গ।

২৪। শ্রীগুরু বৈষ্ণবপাদত্রাণ পাদুকা পাদ ব্যবহারকারীর সঙ্গ।

২৫। শুদ্ধভক্ত মঠ (যথা হরিকীর্ত্তনাশ্রম) ও তদপেক্ষা মঠে মর্য্যাদা।

২৬। মঠ (ভজনাগার) ও গৃহ (ভোগাগার) এক বুদ্ধি।

২৭। গুরুকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র মতবাদ-কারীর সঙ্গ।

২৮। সেবকজ্ঞানে সর্ব্বাদি [illegible] সেবা গ্রহণ।

২৯। শ্রীগুরুদেবের নামে স্বমত স্থাপন-চেষ্টা।

৩০। অন্যাভিলাষী, কপটীর সঙ্গ।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-[illegible]

শ্রীধাম নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী [illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible]

(৩) গোপীনাথপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]

এই স্থানে [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪) শ্রী[illegible] ভজন

পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভজন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) [illegible] পাট

রক্ষক—[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—[illegible]

(৯) [illegible] কুঞ্জ

শ্রী[illegible]

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর [illegible]-মঠ

[illegible]

[illegible] সেবা রক্ষক—শ্রী[illegible]

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(১২) [illegible]

[illegible]

শ্রীরামানন্দের ঠাকুর [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনরহরি গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (নিকটবর্তী)

[illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] বাবাজী।

(১৭) [illegible]

[illegible]

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] গোস্বামী

(২০) সত্যানন্দ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠ[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহা[illegible]

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

[illegible] অধ্যাপক

শ্রী[illegible] এম এ, বি এল

(২৭) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], ই, বি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], ই, বি।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপাঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) [illegible]কুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ [illegible] অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্[illegible] গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহী	৬৷৷০
মাজা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
দাদখানি নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲--৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৶
ঐ মাঝারি	৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিক্রীন, টাইপ	১০৷৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাদ্রাজী সাদা	৯.০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাঁকশালের বার	৩৪৷৷০
গিনি সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম --	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲--৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পোলাউ	১৷৷৶০—১৸০
ভূষি	১৷৵০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

আজমা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ---	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ৷৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৯৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩৷৷০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা ৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০

টিন পাটী, বোল্টু গরাদে ৮৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের জন্য ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন পোলার ফাইন	১৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	১৲
হামবার্গ ভাঙ্গা	১৩৲
ঐ ফাইন	৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
শুটি খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲--১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আকর্ষক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সম্ভ্রান্ত বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়.

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবার সাধ্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তে প্রমাণ [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলিকাতা [illegible] প্রধান [illegible] অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গবেষণা এবং [illegible] লেখনীর [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-সাহিত্যে [illegible] এই বিরাট [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreward), [illegible] (Prefaces), [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible]। ভিক্ষা—১৫, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্র[illegible]

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।√০	।√০	।০
" ইঞ্চি ২	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা [illegible] ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—— •:• ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গিক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৪শে জুলাই. ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১২৫]

বিবিধ সংবাদ

——:(॰):(॰):(॰:——

জেনারেল চিয়াংকাইশেকের বিবৃতি

জেনারেল চিয়াংকাইশেক গত ১৯শে জুলাই এক বিবৃতিতে জাপানের সহিত আপোষ আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনের চারিটী সর্ব্বনিম্ন দাবী বিবৃত করেন। তাঁহার প্রথম দাবী এই যে কোনরূপ আপোষ-মীমাংসা দ্বারাই চীন-রাজ্যের অখণ্ডতা ও তাহার সার্ব্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হোপেই চাহার পলিটিক্যাল কাউন্সিলের যে "ষ্টেটাস্" স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার কোনরূপ বে-আইনী পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে না; তৃতীয়তঃ—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত স্থানীয় অফিসারদিগকে বাহিরের চাপে সরাইয়া লওয়া হইবে না; চতুর্থতঃ—২৯নং সৈন্যদল যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তৎসম্পর্কে কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে না।

জেনারেল চিয়াংকাইশেক বলেন, "আমরা শান্তির জন্য উদগ্রীব, কিন্তু যে কোন মূল্যে শান্তি চাহি না। একবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শান্তি চাওয়ার অর্থ হইবে জাপানের বশ্যতা স্বীকার করা এবং চীন জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা।

তিনি আরও বলেন, লুকাওচিয়াও-এর ঘটনা যে আকস্মিক ব্যাপার নহে ইহা সুস্পষ্ট। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের সম্পর্কে অপর পক্ষের একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে; সুতরাং সহজে শান্তি মিলিবে না। আমরা যদি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক লুকাওচিয়াও অধিকার করিতে দেই, তাহা হইলে তাহার ফলে আমাদের প্রাচীন রাজধানীও বিদেশীর হস্তগত হইবে। পিপিং [illegible] মুকদেনে পরিণত হইবে এবং উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ চতুষ্টয়ের যে অবস্থা হইয়াছে হোপেই ও চাহারের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। আমরা যুদ্ধ চালাইতেছি না; নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমরা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাইতেছি।"

———

জাপানের 'চরম পত্র'

গত ১৮ই জুলাই জাপ-প্রতিনিধি চীনের পররাষ্ট্র সচিবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রকে "চরম পত্র" আখ্যা দেওয়া চলে। পত্রে বলা হইয়াছে যে, লুকাওচিয়াও সংঘর্ষের মিটমাটের জন্য উত্তর চীনে স্থানীয়ভাবে কোন চুক্তি হইলে চীন-গবর্ণমেণ্ট যেন [illegible] প্রতিবন্ধকতা করার চেষ্টা না [illegible]। জাপানের বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য উক্ত পত্রে দাবী জানানো হইয়াছে। সোমবার রাত্রি ১১টা ৩০ মিঃ মধ্যে উত্তর চাওয়া হইয়াছিল এবং উত্তর না পাওয়া গেলে "গুরুতর ও কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটিতে পারে" বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে। এদিকে চীনা-সৈন্যদল ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছে। তাহারা অপমানকর কোন আপোষ রফা মানিয়া লইবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। জাপানের "চরমপত্র" অগ্রাহ্য করিয়া চীনা-গবর্ণমেণ্ট উত্তর চীনে সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন বলিয়া জাপানী সমর-দপ্তর খবর পাইয়াছেন। চরমপত্রের উত্তর দিবার সময় উত্তীর্ণ হইবার পর তুইটী জাপ-বিমান হোপেই, হোনান প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কিনহান রেলপথের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

মিঃ ইডেনের মন্তব্য

মিঃ ইডেন বলেন, জাপান ও চীন এই "উভয় গবর্ণমেণ্টের সহিতই আমাদের সম্পর্ক সম্ভাল। সুদূর প্রাচ্যের এই দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষের কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। গত কয়েক বৎসর [illegible] চীন তাহার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমরা সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিতেছি। এই সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্বন্ধেও আমরা অবহিত আছি। উভয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের [illegible] দূর করিবার জন্য একটি ব্যাপক আপোষ রফা করিতে আন্তরিক চেষ্টা করিবে, এরূপ আশা করা কি অন্যায়?

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনের গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করিয়া মিঃ [illegible] বলেন যে, স্পেনের যুদ্ধ ইউরোপীয় [illegible] হোক, এরূপ কেহই চান না। [illegible] সকল জাতি যদি [illegible] তাঁহাদের [illegible] ভিত্তিতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে আমরা ইউরোপীয় যুদ্ধের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিব।

———

ভূমধ্যসাগরের প্রশ্ন

মিঃ ইডেন বলেন, ভূমধ্যসাগর ও অন্যত্র নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে বৃটেন সর্ব্বদা প্রস্তুত; কিন্তু অন্যান্য জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার কোন ইচ্ছা তাহার নাই। ইতালীর সহিত ভূমধ্যসাগরীয় চুক্তি আমরা ক্ষুণ্ণ করি নাই। ভূমধ্যসাগর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রপথ, কিন্তু উহাতে সকলের জন্যই যথেষ্ট স্থান আছে। বৃটিশ-পররাষ্ট্র নীতি কখনও প্রতিশোধ স্পৃহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবেনা। 'ভেনডেটা' বা প্রতিহিংসা শব্দের কোন ইংরাজী প্রতিশব্দ নাই। তাহারা ভূমধ্যসাগরে তাঁহাদের প্রতিবেশিগণের সহিত শান্তি ও সৌহার্দ্দ্যে বাস করিতে চান।

লোহিত সমুদ্র সম্বন্ধে এ কথা খাটে। বরাবর বৃটেনের একটি প্রধান নীতি এই যে, কোন বৃহৎ শক্তি লোহিত সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে ঘাটী করিতে পারিবে না, বৃটেনও নয়।

———

দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত

বিহারের গবর্ণর স্যার মরিস্ হ্যালেট ২০শে জুলাই [illegible] রেল দুর্ঘটনার স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছেন। পাটনা হইতে তিনি দলবলসহ স্পেশ্যাল ট্রেনে ঘটনাস্থলে গমন করেন। তিনি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ধ্বংসস্তূপ অবলোকন করেন। যে বগীগুলি চুরমার হইয়া শতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কাছে যাইয়া তিনি তাহা আগ্রহের সহিত দেখেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রবার্টসন এবং দানাপুরের ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হজেস্ গবর্ণরকে সব বুঝাইয়া দেন। গবর্ণর ফিরিবার পথে দানাপুরে নামেন এবং রেল হাসপাতালে আহতদিগকে দেখেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্ট কলিকাতা গিয়াছেন। অন্যান্য উচ্চ রেল কর্ম্মচারীরা ঘটনাস্থলে তদন্তকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। [illegible] দুর্ঘটনার কারণ জানা যায় নাই, [illegible] কাজ করিতেছে, [illegible] ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। ইঞ্জিন অনেক মাটির নীচে। আটকাইয়া গিয়াছে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত লাইনের নীচেকার মাটীর অবস্থা জানা যাইবে না।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ ... ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা
দীপিকা
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় ... ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড /০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। [illegible] /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০
১২
৫৮। [illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৭। সাবাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন্‌ বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। বিশেটিজ ওয়ার্ল্ড স
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম প্রথম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ } ১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৪শে জুলাই ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১২৫তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে চাতুর্ম্মাস্য

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্র আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখামঠসমূহে কোথায়ও গত শয়নৈকাদশী-তিথি হইতে এবং কোথায়ও গত পূর্ণিমা তিথি হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভের শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী মঞ্চাদি কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা হইতেছে। পরিক্রমান্তে বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের নেতৃত্বে শ্রীল প্রভুপাদ-গৌরকিশোর ভক্তি-বিনোদ জগন্নাথবন্দনানন্তর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। আবার বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন সময়ে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের হরিকীর্ত্তনে যোগদান করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আসানসোলে প্রচার

গত ১০ই জুলাই আসানসোলের ই, আই, আর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহোদয়ের আহ্বানে তদীয় আবাসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শ্রীচৈতন্যকথার আলোচনামুখে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও ষড়্‌গোস্বামীর প্রচারিত বিমল ভাগবত-ধর্ম্মের বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ১২ই জুলাই চেলিডাঙ্গা পল্লীর সুপ্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নবনির্ম্মিত সুরম্য বাসভবনে স্বামীজী আহূত হইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজীর নাম, নামাভাস, নামাপরাধ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সকলের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

নগরের সমুদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবার গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ায় আরও অধিক শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। স্বামীজীর পূর্ব্ব বক্তৃতাদির ব্যবস্থা থাকায় এবারে আর অধিকদিন এই স্থানে অবস্থান ঘটিল না। বারান্তরে পুনরায় সজ্জনগণের শ্রদ্ধা সাধক করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বামীজী বিষ্ণুপুর-অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থানে ছায়াচিত্র-প্রদর্শন-বিষয়ে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত সেবাচেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত একনিষ্ঠ স্নিগ্ধ গুরু সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয়ের হরিকথা-প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহই আসান-সোলের অধিবাসিবৃন্দকে মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের কথা শ্রবণের সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিয়াছে। তাঁহার এই আন্তরিক সেবাচেষ্টা সকলেরই আদর্শস্থানীয়।

— —

দিল্লীতে প্রচার

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আদেশানুসারে ও সম্পূর্ণ আনুগত্যে উক্ত মঠের রক্ষক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান, শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মহাব্রত দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠসেবকগণ দিল্লীর নাগরিকগণের দ্বারে দ্বারে গমন করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার কথা, শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রদান করিতেছেন। দৈনন্দিন সেবাকার্য্য এবং পাঠ-কীর্ত্তনও যথারীতি সুসম্পন্ন হইতেছে।

কয়েকদিন যাবৎ মঠরক্ষক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী শ্রোতাদের উপস্থিত অনুসারে যথাক্রমে হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মঠরক্ষক প্রভু অজামিলের মুক্তি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে,—অজামিল দাসীর অসৎসঙ্গ প্রভাবে নানা-প্রকার অসৎকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ও ইহ জন্মে সৎসঙ্গে বাস ও সদ্‌গুরুর সেবারূপ সুকৃতিই মুক্তির কারণ হইয়াছিল; কেন না অজামিল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া যমদূতগণের বিকট রূপ দর্শন করিয়া মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার অত্যাসক্তির বস্তু কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, তখনও যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পান নাই; কিন্তু যখন আত্মকৃত অপরাধের চিন্তা করত অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন, তখনই উক্ত সাধুসঙ্গাদি সুকৃতিপ্রভাবে একমাত্র মুক্তিদাতা শিব বিরিঞ্চি আরাধিত সর্ব্ব-লোকপালক, সর্ব্বাশ্রয় শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের নাম স্মরণ হওয়া মাত্রই নামাভাসের ফলে চারিজন বিষ্ণু-দূত আসিয়া যমদূতগণকে তাড়াইয়া দিয়া অজামিলকে রক্ষা করেন। যমদূতগণ বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও পরাস্ত হইয়া পরম-বৈষ্ণব যমরাজ-সমীপে আবেদন করিলে যমরাজ দূতদিগকে নানাপ্রকার শাসন-বাক্যের দ্বারা সুস্থ করতঃ বলিলেন যে, "তোমরা যাঁহাদের দ্বারা তাড়িত হইয়াছ, তাহারা আমার প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের অনুচরবর্গ। হে দূতগণ, আরও বলিতেছি শ্রবণ কর, স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল ও মনু প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজন ও এই মহাজনগণের অনুগ সম্প্রদায়বর্গ একান্ত বিষ্ণুভক্তগণের শাসনের মালিক আমি নহি। তাঁহাদের নিকট তোমরা কখনই যাইবে না। হে দূতগণ! যে-সমস্ত জীবের জিহ্বা হরির নাম গুণাদির কীর্ত্তন করে না, যাঁহাদের মন শ্রীহরির চরণ-দ্বয় স্মরণ করে না, ও তাঁহার অভয় পাদপদ্মে যাঁহাদের শির প্রণত হয় না, সেই সমস্ত বিষ্ণুভক্তিরহিত নরাধমসকল আমার বধ্য। অতএব, তাহাদিগকে তোমরা উন্মুখ শাস্ত্র দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসিবে এবং শাস্তি প্রদান করিবে।"

"আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ অনুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থ তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কিছু করি না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি ঠাকুর প্রবর্ত্তিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ শ্রাবণ অবতার শ্রীরামদশমী গৌরাব্দ ৪৫৯

বিচার

জীব ভগবানের নিত্য সেবক; ভগবৎ-সেবাই তাহার একমাত্র কৃত্য। পরম কল্যাণাকর পরমাশ্রয় শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইলে শ্রীভগবান্ কি বস্তু, কি করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়, ভগবৎ-সেবকগণের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা উচিত। সেব্য-সেবক সেবা সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান লাভ না করিয়া যদি কেহ ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যে ভগবানের সেবা লাভ করিবেন, এ আশা সুদূর পরাহত।

শাস্ত্রে সেব্য সেবক-সেবা সম্বন্ধে প্রচুর কথা লিখিত আছে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "বিচারমূলক" ... নিষ্ঠ ভগবৎ-পরায়ণ শুদ্ধ সাধুর শ্রীমুখে সাত্বত শাস্ত্রের কথা আদরের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে, মনোযোগসহকারে গুরু প্রণালী পাঠ করিতে হইবে এবং সহানুভূতির সহিত বিচার করিতে হইবে।

স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হইলে আমরা সে আলোক বা ভগবৎ-সেবা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকের নিকট শুদ্ধ শাস্ত্রের কথা শুনিতে হয়। বদ্ধজীবের বুদ্ধি—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়যুক্ত মলিন বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে বস্তুতঃ সর্ব্ববোধের স্থায় প্রকৃত অর্থের স্থানে বিপরীতার্থ গৃহীত হইয়া যায়। শাস্ত্র অনন্ত; একটা ক্ষুদ্র জীবনে শেষ হইবার নহে এবং জীবের অধিকার ভেদে নানারূপ উপদেশে পরিপূর্ণ থাকায় শুদ্ধ মলিন বুদ্ধির দ্বারা সমন্বয়ের অযোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমন্বয় অসমর্থ হওয়ায় অনেকেই নাস্তিক বা তার্কিক হইয়া ... সরল মানব জীবনকে তাহারা কুটবুদ্ধির দ্বারা আবদ্ধ করে ... কল্যাণের পথে যাইতে দেন না।

নিজ চেষ্টায় শাস্ত্রজ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করা যায় না বলিয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন-
স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সাধু-গুরুর নিকট হইতে বিচার করিতে হইবে। ... আমাদের জন্য আদর্শ ... করিতে হইবে। এই উপদেশ অনুসারে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব নিকট আমার ... নিকট। তাঁর ... আচরণশূন্য ... তত্ত্বশিক্ষা দিবার যোগ্য আচার্য্য হইবার অযোগ্য।

এক অন্ধ অন্য ... দেখাইতে পারেন না, ... পথের কোন সন্ধান নাই, তিনি পথের বিষয় বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন না। ঐরূপ অন্ধের নিকট তত্ত্বকথা শুনিলেও বিশেষ কোন লাভ হয় না।

জগতে অন্ধলোকের সংখ্যা অসংখ্য ... কর্ত্তব্যের অধিকার ... বিচারের অভাব। ... প্রাণেষু দোষ আছে, তাহার স্বভাব এই যে, ইন্দ্রিয়গত লোককে বঞ্চিত করা এবং যে লোক তাহার অধীনতা স্বীকার করে তাহাকেও বঞ্চিত করা। ইন্দ্রিয়বিহীন জ্ঞানবলে এক কাজের চর্চ্চাদির ... সকলের প্রত্যেক আত্মসম্বন্ধ ... বাদেরও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বিচার শাস্ত্রমূলক হওয়া আবশ্যক। সাংসারিক জীবনে ঐ বিচারশক্তি না থাকিলে ঠিক পথে চলিবার যোগ্যতা নাই। ... বিচার ... প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব বিচারের আবশ্যকতা নাই বলেন, তাঁহারা বিবেকশূন্য লোক। অতএব জ্ঞান চক্ষু না থাকায় পার-মার্থিক। ... জ্ঞানদাতার জন্য যে বিচার তাহা শাস্ত্রানুমোদিত।

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্

(শ্রীপাদকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন। 'ভব' অর্থাৎ সংসার, ইহা নিবিড় অরণ্যভাগরে 'মহাদাবাগ্নি'-সদৃশ। মহাদাবাগ্নি বলিবার তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে বলা যাইতে পারে যে, অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়, তাহা সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে না কিন্তু এই ভব-মহাদাবাগ্নির যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপসমূহরূপ অগ্নি ইহা সর্ব্বদা প্রবলরূপে প্রজ্বলিতই থাকে। সুতরাং ইহা মহাদাবাগ্নি। দাবানল যেরূপ অরণ্য দগ্ধ করে, এই সংসার-মহাদাবানল সেইরূপ জীবহৃদয় দগ্ধ করে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়কে উক্ত ভবমহাদাবানলের তিনটী লেলিহান শিখাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই মহাদাবানল সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত থাকে বলিয়া মানব উক্ত দাবানলের মধ্যে পড়িয়া কখনও দহন-দুঃখের শেষ পায় না এবং উক্ত ভবে শান্তি তাহাদের লাভ হয় না। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটী সুন্দর কীর্ত্তন আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। উক্ত মহাদাবানলে পতিত জীব কেবল দগ্ধীভূত হয়—"বিষয় দাবানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে।"

পক্ষান্তরে যদি কেহ নিত্যসুখ কামনা করেন বা এ সংসার-মহাদাবানল-দহনভীত হইয়া ইহা হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি পাইতে চাহেন, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বাবাজী মহাশয় তাহাকে এই কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। কারণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত এই ভবমহাদাবাগ্নির আত্যন্তিক নির্ব্বাপণে অন্য কোনও উপায় পুরাণাদি দৃষ্ট হয় না।

ভবমহাদাবাগ্নি বলিবার আরও একটী কারণ এই হইতে পারে যে, দাবানল একবার অরণ্যকে দগ্ধ করিয়া অতঃপর স্বয়ং নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, এই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। পরন্তু দহন বিষয়ের দ্বারাই দহনশক্তি আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ অনলে অনল বা বাড়াই চলে। তাই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

যেখানে সিদ্ধান্ত উচ্চসীমায় উপনীত, সেইখানেই পরতত্ত্বের ধারণা সুনিশ্চল ও অপসিদ্ধান্ত-দোষশূন্য। সেই ব্যক্তিই সেব্য, সেবক ও সেবাবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

"বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়ে অনল"।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—"বিষয়ের স্বভাব এই হয় মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥" অর্থাৎ যাহাতে যাতনা আরও বাড়িয়া যায়, এরূপ ভাবে তাহাতে নিযুক্ত করাই বিষয়ের স্বভাব।

সাধারণ দাবানল অপেক্ষা এই ভব মহাদাবাগ্নির আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, দাবানল যেমন সদসৎ নির্ব্বিচারে অরণ্যের মধ্যস্থ সকল বস্তুকে দগ্ধ করে অর্থাৎ অরণ্যের যে মূল্যবান্ বৃক্ষাদি তাহাও যেমন দগ্ধ করে, আবার অরণ্যমধ্যে যে হিংস্রজন্তু বা বিষাক্ত-বৃক্ষ এবং কণ্টকবৃক্ষও তেমনি নির্ব্বিচারে দগ্ধ করে, কিন্তু জীবহৃদয় মধ্যস্থ এই ভবমহাদাবাগ্নিরূপ তাপত্রয় তদ্রূপ জীবহৃদয়ের সদ্বুদ্ধি, শান্তি, সচ্চিন্তারূপ সদ্বস্তুকে যেরূপ নির্ম্মমভাবে দগ্ধ করে, অসদ্বুদ্ধি, অসচ্চিন্তা, অশান্তিরূপ অসদ্বস্তু বা কাম-ক্রোধাদিরূপ হিংস্রজন্তুগুলিকে সেরূপ দগ্ধ করে না; পরন্তু তাহা বাড়িতেই থাকে।

বদ্ধজীব মাত্রেই এই ভবমহাদাবানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। কোনও মহাজন তাহা হইতে ত্রাণের যে একমাত্র পথ, তাহা অতি সংক্ষেপে জানাইয়াছেন,—

"এ ভবসংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম
অনলে পড়য়ে জল॥
নিতাই চৈতন্য চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই।
কৃষ্ণদাস কহে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই॥"

সুতরাং এই ভবমহাদাবানল হইতে ত্রাণ পাইবার ইচ্ছা থাকিলে আমরা নিরপরাধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই নিস্তার হইবে। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ কিভাবে তাহা করিতে হয়, তাহা আমাদের জানা নাই। কারণ, একমাত্র সাধুগুরুই সেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একমাত্র গায়ক। তাঁহারা ব্যতীত সেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণালী আর কেহই অবগত নহেন। তাই ভবমহাদাবাগ্নি দহনরূপ দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে হইলে আমাদিগকে আনুগত্য সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে দীক্ষিত হইতে হইবে। তবেই আমরা দাবাগ্নিদহন হইতে মুক্তি এবং শাশ্বত

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

শান্তি লাভে অধিকারী হইব। বস্তুতঃ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যেহেতু একমাত্র শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিতে পারেন, অতএব সংসারদাবানল দগ্ধ জীব-কুলকে রক্ষা করিতেও একমাত্র তিনিই সমর্থ, আর কেহই তাহা করিতে পারেন না। তাই গুর্ব্বষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

সংসার দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সংসার-দাবানলদগ্ধ লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি। তাই ভবমহাদাবাগ্নিদহনে দগ্ধ হইয়া যাঁহারা ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, সেই মুমূর্ষু জীবগণের কি উপায়ে শান্তিলাভ হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত, যাঁহারা স্বর্গমোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন সাধ্যসাধন বলিয়া নির্ণীত আছে। আমরা সেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়নীয় শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—

চেতো-ভবদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চেতোনির্ব্বৃত॥

— —

বাণীবিলাস

(শ্রীপাদ অনুপানন্দ সেবাবিলাস)

'বাণী' শব্দের অর্থ সাহিত্য। এই বাণীই সকল মঙ্গলের মূল। বাণী কর্ণপথে প্রবেশ করে। বাণী বিশ্বকে চালনা করিতেছে; পরস্পর ভাব বিনিময় বাণীদ্বারাই হইতেছে। বাণী-বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের জ্ঞান, বিজ্ঞান দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও স্বাধীনতা প্রচারিত হয়। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বার্ত্তা জানাইতে পারে। বাণী চক্ষু কর্ণনাসিকা জিহ্বা-ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে, দূরের ঘটনা নিকটবর্ত্তী করিতে পারে, দূরের দৃশ্য মুক্ত করিতে পারে, শর অপেক্ষা তীব্র হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হইতে পারে, তড়িৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। বাণী হিংস্র হৃদয়কে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে বলদান করিতে পারে, বিশ্বকে জয় করিতে পারে।

অক্ষজবৃত্তি দ্বারা যখন বাণী পরিচালিত হয়, তখন তাহার অর্থ-বিভ্রাট ও অপব্যবহারফলে জগৎ ধ্বংসের দিকে ছুটিতে থাকে, তাহার কবলে পড়িয়া কত দুর্ব্বল জীবের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাহা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
শ্রীহরিভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

ত্রিতাপজনক জনার উক্ত্যাদির মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে কতই না কষ্ট দিতেছে। বঞ্চনা ও কপটতাকে আশ্রয় করিয়া অচৈতন্যবাণী বিশ্বের সমূহ-অমঙ্গল সাধিত করিতেছে। অচৈতন্য বাণী আমাদেরকে চিরনির্ব্বাসিত, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার প্রভৃতি করিতে চাহে; তাহার কবলে পতিত জীবকে ভবসমুদ্রে ফেলিয়া হাবু-ডুবু খাওয়াইতে পারে।

আবার ভাগবতীয় চৈতন্যবাণীর অনুকরণে কত যে হলাহল আধুনিক জগতে বহুল-প্রচারিত হইয়া কত হতভাগ্য জীবের যে সুকোমল বুদ্ধিসমূহ চিরতরে বিনষ্ট করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিকে অমঙ্গলবাণী মানুষকে অতিবিলাসের পথে টানিতে ডাকিয়া আনিয়া অবিমৃষ্যকর লালসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছে, অপর দিকে মতবাদীর মুখোস পরিয়া অচৈতন্যবাণী মানুষকে নিছক নীতি চৈতন্য-কথা হইতে বিপথগামী করিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে।

জগতের এক সম্প্রদায় মতবাদীর নামে অসৎ কথা, পাষণ্ড-কথা-কোলাহল ছড়াইতেছে, আর এক সম্প্রদায় মতবাদীর প্রচার বন্ধ করিয়া মূক বা নির্জ্জন-ভজনানন্দীর প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; অচৈতন্যবাদীর বিশ্ব আজ অজ্ঞানচক্ষু মানিকাবদ্ধ, চৈতন্যবাণীর ভক্তিকে প্রার্থী হউক। এ জগৎ অচৈতন্যবাণীর বিলাস-ভূমিকা।

নির্ব্বিশেষবাদে বিলাস নাই, সেখানে রাহিত্যভাব। বিরাগ জিনিষটা শুষ্ক, রসাল নহে। বাণীবিলাস রসের খনি। সেখানে 'বিরাগ' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট রাগ বা প্রকৃত বৈরাগ্য, সেখানে বিলাস আছে, সেইটাই প্রকৃত বাণী বিলাস। শুষ্ক বৈরাগ্য হইতেছে একটা বাহাদুরী। ভিতরে পুঞ্জীভূত পাপ জুগুপ্সার ভোগলিপ্সার প্রতিক্রিয়ার শুষ্ক উদ্গার। উহা নির্ব্বিশেষবাদীদের আরাধ্য। সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসকগণই শুষ্ক বৈরাগী; তাহা বাণীবিলাস রাহিত্য। কনক কামিনী-লোলুপের প্রতিষ্ঠা কোনদিন বাণীর রূপ হইতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠাকামীর প্রতি বাণীর কৃপা হওয়া সুদূরপরাহত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীই ফল্গু-বৈরাগী বা জড়-প্রতিষ্ঠাকামী। সেখানে অভিধবাণী বা বাণীর বিরুদ্ধ বিলাস-রাহিত্য অবস্থা। সেখানে জীব-ব্রহ্মের ধারণা বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদ—সেখানে ত্রিপুটী বিনাশ, সেখানে সবই ব্রহ্ম। সুতরাং সেখানে আবার চিদ্বিলাস কোথায়?

একমাত্র বাসুদেব-বিহারে কিছু বিলাসের কথা আছে বটে, কিন্তু সেখানে কেবল বিষয়ের অবস্থান ভক্ত আশ্রয়ের পদানতীয়কার প্রকাশমাত্র, সেখানে বিলাসের সঙ্কীর্ণতা। লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনায় অধিকতর বিলাস আছে বটে, কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদন বিলাস-চমৎকারিতাকে পরিস্ফুট হইতে দেয় না। সীতারামের উপাসনায় লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা হইতে অধিক মাত্রায় বিলাস থাকিলেও তাহাতে একপত্নীব্রতবদ্ধ থাকায় বিলাসের পূর্ণতা সাধিত হয় না।

দ্বারকায় সত্য-রাম-সেবা অপেক্ষা অধিক বিলাস-বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র। মথুরানাথে ততোধিক বিলাস আছে সত্য, কিন্তু বিলাসস্ফূর্ত্তি সেখানেও সম্প্রকাশিত নয়। বৃন্দাবনে বাণীর চরম [illegible] পরিপাক [illegible] অবাধ, অপ্রাকৃত লীলা। যেখানে রসের চমৎকারিতা সেখানেই বিলাসের বাণীর উন্মুক্ত। সেই বাণী-বিলাস পূর্ণতম হয় না। ক্রীড়া-মাধুরী বেণু-মাধুরী, বিগ্রহ মাধুরী যেখানে, সেখানেই বাণী-বিলাসের মূল-প্রস্রবণ সহস্রধারে নিঃসৃত। বেণুরবে বাণীবিলাস সাগরের বান ডাকে, কৈশোর-যৌবন বিগ্রহ-মাধুরী অপ্রাকৃত সচ্চ-বাণী-বিলাসের অভিনয় আবিষ্কার করে। ক্রীড়ামাধুরী বাণীবিলাসের কৌস্তুভ মণির নব নব গান প্রকটিত করে, প্রেমমাধুরী বাণীবিলাস-সাম্রাজ্য-বিস্তার করে। তরুণ কিশোর-কিশোরী যেখানে বাণীর বিলাস সেখানে। কদম্ব-কেতকী-কুসুম-কিশলয় যেখানে, বাণীর বিলাস সেখানে। কালিন্দীকুঞ্জ, কোকিলের কাকলী, শিখির কেকা যেখানে বাণীর বিলাস সেখানে। সেখানকার মাটি, বৃক্ষ, লতা, জল বায়ু, গমনাগমন সবই বাণীর বিলাস। সেইখানে সবই বাণীবিলাস।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নব কিশোর নটবর সেই বাণী-বিলাসের অধিনায়ক নায়ক, আর বাণীবিলাসের সারসর্ব্বস্ব—'কিশোরী-শিরোমণি, যাঁর চিত্তপ্রফুল্লকারী, যাঁর প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি হাব ভাব, প্রতি বাক্যস্ফূর্ত্তি পূর্ণতম, সুমধুর বাণীবিলাস, বাণী [illegible] করে। জগতে বহু তরুণ-তরুণী বাণীর বিকৃত বিলাস বিবর্ত্ত উৎপাদন করে। কিন্তু সেখানে এক কিশোরই কান্ত, কিশোরী কুলকান্তা, এক কিশোরের সেবা-বিলাস অসংখ্য সেখানকার মূল।

বাণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক স্বরাট্ বাণী যদ্দ্বারা মানুষকে সত্য সত্য স্বরাট করিতে পারে, তাহাকে অপ্রাকৃত বাণী বলা হয়। আর একটী বিরাট বাণী এটী স্বরাটের বাহ্যরূপ [illegible] মনোমোহকর একটা প্রাকৃত প্রতিবিম্ব। এই বিরাট বা প্রকৃতি হইতে [illegible] সকল বাণী বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকেই জড়া সরস্বতী বা প্রাকৃত বাণী বলা হয়। এখানকার বাণী স্বরাট্ বাণী [illegible] বিকৃত আভাস মাত্র। এখানকার বাণীর নায়ক অনেক। কিন্তু স্বরাট্ বাণী বিলাসের নায়ক একমাত্র সর্ব্বজীব-সর্ব্বস্ব এক স্বয়ংরূপ ব্রজরাজ।

যেখানে নায়ক অনেক, সেখানে নিত্যতা নাই বা একনিষ্ঠতাও নাই। ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠতা যেখানে সেখানে [illegible] এখানেই বাণীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। এ জগতের বাণীর নায়কগণ ও নায়িকাগণ [illegible] এখানকার মাটি, বৃক্ষ, জল চিন্ময় নয়, এখানকার ফুল [illegible] নয়—এখানে নায়ক-নায়িকাগণ কাণ দিয়া অপূর্ণ কথা শুনে [illegible] কাণ দিয়া কথা বলিতে পারে না। কিন্তু স্বরাট্ বাণীর নায়ক নায়িকাগণ কাণ দিয়া যেমন কথা শুনিতে পারেন তেমনি কাণ দিয়া কথা বলিতে পারেন—তাঁহাদের সকল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে, তাই তাঁহাদের প্রতি অঙ্গ [illegible] বাণীর বিলাস।

যে বাণীতে অপূর্ণতা আছে, [illegible] আছে, আপাত উত্তেজনা আছে কিন্তু সঞ্জীবনী শক্তি নাই, যাহা [illegible] আলেয়ার মত ছলনা করিয়া [illegible] আবদ্ধ করিয়া দেয়, প্রকৃতির [illegible] লইয়া চলিতে চলিতে বিপরীত দিকে [illegible] পথ হারাইয়া ফেলে, [illegible] করিয়া, [illegible] অতীত স্বরাটের [illegible] উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, [illegible] যে বাণী বিশ্বকে অমর করিয়া দিতে [illegible] অচৈতন্যের [illegible] চেতন করিয়া দিতে পারে যে বাণী বিশ্বচেতনকে [illegible] সেই বাণীর [illegible] চৈতন্যবাণী। [illegible] বাণী। [illegible] স্বরাটের বাণী [illegible] বিলাস [illegible] স্বরাট্ [illegible] সমস্তই সেই বাণী-বিলাস।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬এ [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] শ্রীম[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর।

এই স্থানে শ্রী[illegible] মিশ্রের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব [illegible] মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

[illegible] ও [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন [illegible]।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবতত্ত্ব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নিকটবর্ত্তী

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

১৭ কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবনমালী [illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]ানন্দ [illegible] বি, এ

(২৪) গোপালজীউর মঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বনবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিং

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীনন্দকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ ডাক্তার, [illegible], ২৪ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ,

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

২৩নং কালভৈরব, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]লাল ব্রহ্মচারী

৩৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপাঠ

[illegible], বৃন্দাবন

৪০। শ্রীকৃষ্ণানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং রোড ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

নিমসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

ঠাকুরপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১৮ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং কেমারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় [illegible]ালয়

রক্ষক—শ্রীদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
মহোপদেশক ডাঃ শ্রী[illegible]কান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
রামশাল নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০
আতপ—	
নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫, ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

চিকাটন, টাইপ	১০॥/০
মতিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারহোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

গাওয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲
পাতিরাম,	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাঙ্গা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নরগা (টি আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৬।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০.
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোলটু গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের

জন্ত ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৩২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

জুমের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আসেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরদিস ফাইন	৪৩৲
হামবার্গ খাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাতল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:*:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:*:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১৩

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনুরাগ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোক্ত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গবেষণা ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র ও শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	৷০
" ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪॥০
সিকি কলম	১০৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	,,	২॥০
মাসিক	,,	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৬শে জুলাই, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১২৬]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

কলিকাতা, ১৪নং কলেজ স্কোয়ারস্থিত এলবার্ট হলে আগামী ৭ ও ৮ই আগষ্ট শনিবার ও রবিবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বিশেষ সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিখিলবঙ্গ-প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মেলনের একটী অধিবেশন হইবে।

১। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার
২। খাঁ বাহাদুর আজিজুলহক।
৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভাপতি।
৪। স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি।
৫। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় চৌধুরী।
৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭। শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার।

——

নবদ্বীপে গভর্ণমেণ্ট অধ্যাপক

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের পরলোক গমনের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ন্যায়-তর্কতীর্থ গবর্ণমেণ্ট ন্যায় শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ হইতে প্রথম অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় দ্বিতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন

——

বঙ্গবাণী বালিকাবিদ্যালয়

গত ১৭ই তারিখে নবদ্বীপে আসিয়া ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপ-বঙ্গবাণী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়টী মিউনিসিপ্যাল সাহায্য পায়; কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে বা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পায় না। কয়েকজন যুবক স্বার্থত্যাগ করিয়া ইহা পরিচালনা করেন। এইরূপ জানাগিয়াছে যে সুনীতিবাবু নাকি বলিয়াছেন যে, মেয়েদের শিক্ষকরূপে অবিবাহিত যুবকগণের থাকা সঙ্গত নহে।

——

ইতালী সরকারের জিদ

গত শনিবার জুলাই অপরাহ্ণ ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় নিরপেক্ষতা-সাব কমিটির সভা স্থগিত রাখা হয়।

প্রকাশ, ইতালীয় প্রতিনিধি অনুরোধ করিয়াছেন যে, স্পেনের উভয়পক্ষকে যুদ্ধরত দলের অধিকার দানের পূর্ব্বে যেন বিদেশী স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা না হয়। কার্য্য-ক্রমসম্বন্ধে মতৈক্য না হওয়ার ফলে সভা স্থগিত রাখা হয়; আবার কবে বৈঠক হইবে তাহার কোন তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

আবার অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে বলিয়া এখন মনে হইতেছে।

——

মাদ্রিদের পশ্চিমে ভীষণ যুদ্ধ

মাদ্রিদের পশ্চিমে বিদ্রোহিগণের আক্রমণের ফলে ১৮ই জুলাই তারিখে ভীষণ সংগ্রাম বাধে। এত বড় সংগ্রাম আর এপর্য্যন্ত স্পেনে হয় নাই। প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য এই সংগ্রামে যোগ দেয়। গত ২০শে জুলাই মাদ্রিদ হইতে খবর আসে যে, ঐ যুদ্ধ এখন থামিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ ১৫দিন আগে যে সব সহর দখল করে, সেগুলি অধিকারের জন্য বিদ্রোহীদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বিদ্রোহী-পক্ষে ২ হাজার লোক শুধু নিহত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, সালামাঙ্কা হইতে এরূপ সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে যে, গত দুইদিন মাদ্রিদের পশ্চিমে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। আন্তর্জাতিকবাহিনীর সৈন্যগণ বহুক্ষণ বাধা দেয়, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত মুরগণ হাতা-হাতি লড়িয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে। বিদ্রোহিগণ ৪ মাইলের বেশী অগ্রসর হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট পক্ষের ৮ হাজার লোক হতাহত করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

——

চিয়াংকাইশেকের অভিযান

৩৭ সংখ্যক সৈন্যদল সরিয়া যাইতে অস্বীকার করায় আবার বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। "প্যাং পিং পবিত্র স্থান, আমরা কখনই উহা ত্যাগ করিব না"—উখাকার সৈন্যের অধিনায়ক কথা বলেন। অপরাহ্ণে সৈন্যগণ তাহাদের পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নূতন পরিখা খনন করে এবং সন্ধ্যাকালে তাহাদের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। প্যাংপিং যানে আনুমানিক পাঁচ হাজার সৈন্য দশ মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গন অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পাংহাই হইতে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জেনারেল চিয়াং কাইশেক তাঁহার নিজ সৈন্যদলের চারটী ডিভিসনকে হোপেই যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন

দলাই লামার খোঁজ মিলিল

গত ১০ মাস কাল অনুসন্ধান করিবার পর ককনোরের গোচারণ ভূমিতে দলাই লামার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, এই সংবাদ সরকারীসূত্রে সমর্থিত হইয়াছে। এই দলাই লামা তিব্বতের ধর্ম্মগুরু এবং সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা।

জনৈক দরিদ্র পরিবারের দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকেই দলাই লামার নবরূপ অবতার বলিয়া মনে করা হইতেছে। প্রকাশ যে, স্বর্গীয় দলাই লামা তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইতে পরবর্ত্তী দলাই লামার জন্ম, জন্মের তারিখ, আকৃতি প্রকৃতি ও মুখাবয়ব ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, এই শিশুটির বেলায় তাহা মিলিয়া গিয়াছে।

——

ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বহুলোক আহত

রাঁচির সন্নিকটস্থ মোরবী নামক গ্রামের একজন পুরুষ এবং ২জন স্ত্রীলোক বাঘ কর্ত্তৃক গুরুতররূপে জখম হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন উক্ত গ্রামের সেজুর, সাকলা নামক একটা কুঁড়ে ঘরে বাঘ প্রবেশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সে চীৎকার করিয়া ঘরের শিকল লাগাইয়া দেওয়ায় বাঘ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়। গ্রামস্থ এক শিকারী সংবাদ পাইয়া আসে। তাহার আদেশে ঐ ঘরের "খাপরা" খুলিয়া দেওয়া মাত্র বাঘ খাপরার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া শিকারীকে আক্রমণ করে এবং পরে নিকটস্থ এক [illegible] চলিয়া যায়। শিকারীকে [illegible] [illegible] লোক কোদাল [illegible] [illegible] পুনরায় আসিয়া [illegible] [illegible] করে। ঐ সময় শিকারী গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

শিকারী গুরুতররূপে আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। অপর ব্যক্তিদিগের আঘাত গুরুতর।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible]

১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। প্রাকৃত আবরণ ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।০

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০

২৭। মুক্তামল্লিকা গুণলেশসুখদ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০

৩০। শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ⁄১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণখণ্ড

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি

৪১। গীতাবলী

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনকল্প

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০

৪৯। [illegible] ⁄১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।০

৫৩। গোবিন্দভাষ্য ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০

৫৭। উপদেশামৃত (অমৃতাদিসহ) ।০

৫৮। [illegible] ৶০

৫৯। [illegible] ৶০

৬০। [illegible]

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ॥০

৬২। সিদ্ধান্ত [illegible] ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০

৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম ॥৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] ⁄০

৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০

৭০। নামভজন ⁄০

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০

৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তধর্ম

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০

৮৩। গীতাবলী ⁄০

৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, সাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তেলিঙ্গ ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে।

———:০:———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ ক'রতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র ইহাতে সংযোজিত আছে; ভিক্ষা ৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

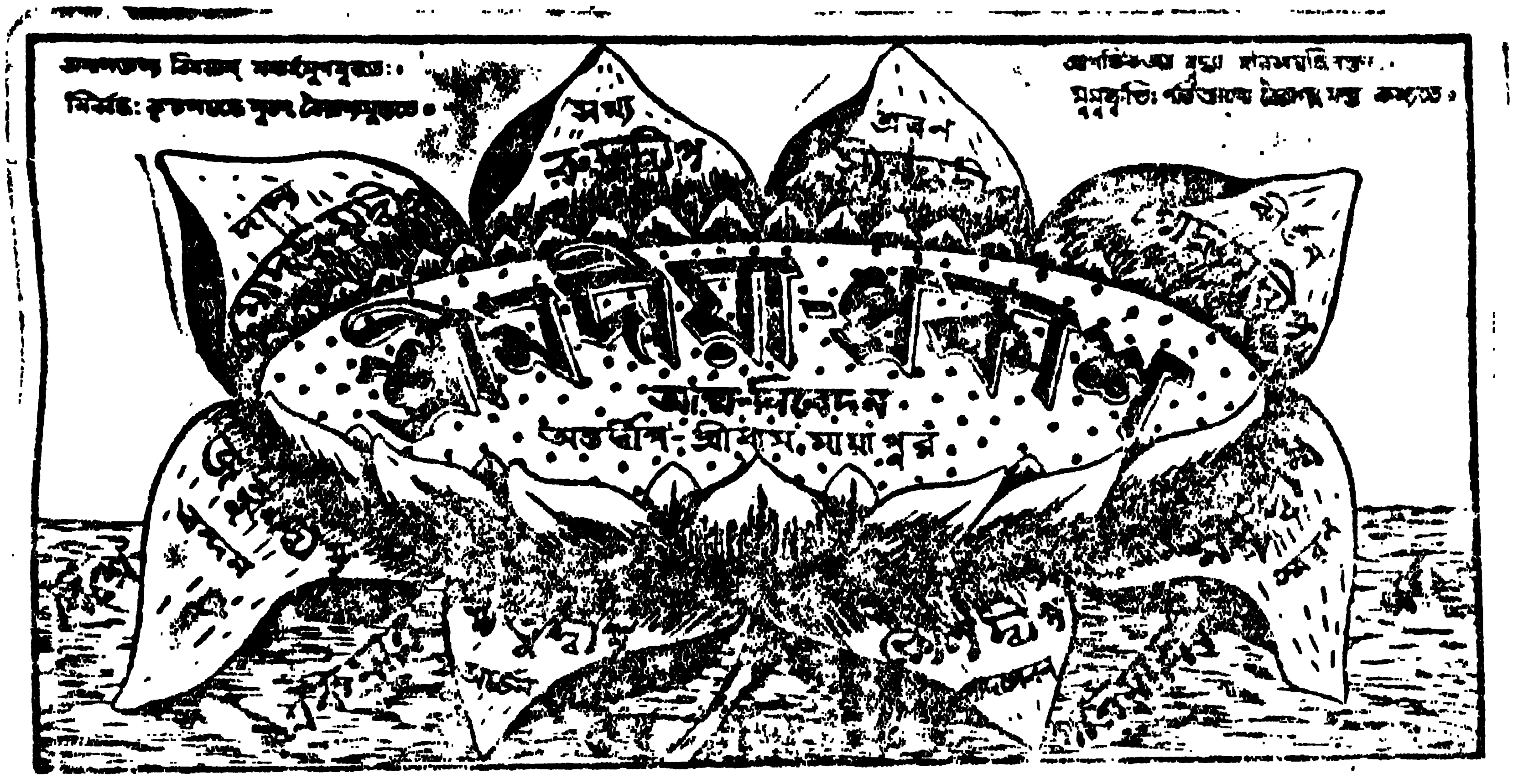

১২শ বর্ষ { শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১২৬তম সংখ্যা

কটকে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী ঠাকুর কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন জন্য গত ১৪শে জুলাই শনিবার কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেলে কটকে শুভবিজয় করিয়াছেন। উৎসব সম্পাদনান্তে আগামী কল্য ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার পুনরায় তিনি কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীল [illegible] ও [illegible] ব্রহ্মচারী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

গত ৮।৭।৩৭ তারিখে শ্রীমঠের সেবকগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পদ-বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ও নির্দ্দেশক্রমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক পাঠান্তে, 'উদিল অরুণ' ও শ্রীল ঠাকুরের রচিত পদাবলী বহুক্ষণ যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুরের রচিত ভুবনমঙ্গল পদাবলীসমূহ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত প্রায় একশত সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

যে-সকল সজ্জন উৎসবে যোগদান ও আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী বাবু, [illegible], কামেশ্বর রাও বাবু, [illegible] মাষ্টার; [illegible] বাবু; উকীল [illegible] লাইডু, প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীময়মনসিংহ গৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১৮ই জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু "গুরু ও শিষ্য-সম্বন্ধ" বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

সাম্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

খুলনা জেলার [illegible] গ্রামনিবাসী গুরুভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের মহোদয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে গত ১৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বাদপাতে সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে গত ২০শে জুলাই শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠে বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশে তিনি একটী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। গ্রামনিবাসী বৈষ্ণববৃন্দ ও বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত ও আগন্তুক ব্যক্তি এই উৎসবে বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে [illegible], শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ছই বৎসর পূর্ব্বে সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ভুবনমঙ্গল-সেবাচেষ্টা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-রাগ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সম্বন্ধে

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী (B. H. Bon Goswami) প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ লণ্ডন মিশনারী ইনচার্জ (London Missionary-in-charge) করিয়া লণ্ডনে পাঠান। ডাঃ এস দাস (Dr. S. Das) উক্ত গোস্বামী প্রভুর সম্পাদক (Secretary) রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্যে [illegible] না পাওয়ায় [illegible] তারিখে Dr. S. Das-কে শ্রীমদ্[illegible] দাস অধিকারীকে) সম্প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং লণ্ডন গৌড়ীয়মিশনের (London Gaudiya Mission) [illegible] প্রেরণ করিতে (Goswami) এ, বি, গোস্বামী মহোদয়ের নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

নদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে

গ্রাহকগণ সজ্জনগণকে জানান যাইতেছে যে, এখন হইতে দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের জন্য যাবতীয় অর্থাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অন্য নামে অর্থাদি পাঠাইলে তজ্জন্য নদীয়াপ্রকাশ-কার্য্যালয় দায়ী হইবে না।

বাণীবিলাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কার পূজিক [illegible] করা;
আমরা [illegible] অনুগত হইয়া সেই বাণীর সেবা করিতে পারি, কৃষ্ণের সঙ্গে বাণীর মিলন করানই সাধন [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

অন্তর্দ্বীপ *

[[illegible] গোস্বামী লিখিত]

[illegible] অন্তর্দ্বীপ [illegible] মায়াপুর [illegible] সেই গ্রাম মহাপ্রভুর প্রকট কালের [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] পূর্বকালে এই গ্রামখানি ছিল। কালক্রমে [illegible] আমগাছির কথা এক্ষণে কাহারও কেহই অবগত নহেন। শ্রীব্রজমণ্ডলীয় বরাহ গোবর্দ্ধন-ভজন অভ্যাসে [illegible] এই মায়াপুর গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে [illegible] করেন। [illegible] হইতে অন্তরের কথা [illegible] এবং প্রকটকালে এইখানে নাটকলে [illegible] করিয়া হরিদাস-সহিতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা [illegible] গমন করিবেন [illegible] করেন। [illegible] অন্তরের কথা [illegible] গ্রামের নাম [illegible] ইহাই প্রাচীন আখ্যায়িকা। ইহা শ্রীভক্তিরত্নাকর-শ্লোক [illegible] নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা নামক [illegible] করিয়াছেন। শ্রীনিবাস [illegible] শ্রীনবদ্বীপ [illegible] এই অন্তর্দ্বীপ [illegible] কোন [illegible] বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মায়াপুরের [illegible] সুবর্ণবিহার [illegible] অন্তর্দ্বীপের [illegible] দ্বীপ [illegible] বাহিরের দ্বীপের মধ্যের [illegible] কুলিয়ার [illegible] বলিয়া [illegible] দ্বীপের মাত্র [illegible]

[illegible]

অন্তর্দ্বীপের মাত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে প্রকৃত প্রস্তাবে মূল নবদ্বীপ বা প্রাচীন নিজ নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপেরই মধ্যে। শ্রীমায়াপুরই নবদ্বীপের নামান্তর ছিল। আজকাল মায়াপুরের প্রকৃত সীমা কয়েকটী কারণে সঙ্কোচ লাভ করিয়াছে। [illegible] নামক [illegible] প্রদেশ [illegible] মায়াপুরের যে অংশে [illegible] ছিল ঐ অংশ [illegible] গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া [illegible] মায়াপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মায়াপুর [illegible] লাভ করিয়াছে। আবার [illegible] এখানে গঙ্গা-প্রবাহ [illegible] কিছুকালের জন্য [illegible] মায়াপুর, [illegible] ও [illegible] [illegible] টোটা, [illegible] প্রভৃতি গ্রাম [illegible] হইয়াছিল। [illegible] মায়াপুরের [illegible] হইয়াছিল। এক্ষণে উহা পুনরায় মায়াপুরের সহিত [illegible] হইয়াছে। এক্ষণে [illegible] গঙ্গার পশ্চিমপারে [illegible] স্থির করিয়া বর্ত্তমানে [illegible] পূর্ব্বপারে [illegible] বলিয়া [illegible] করিতেছেন। সম্প্রতি রুদ্রপাড়া গঙ্গার পূর্ব্বপারে [illegible] নূতন চর রুদ্রপাড়া

অন্তর্দ্বীপে গঙ্গাধারা :— শ্রীচৈতন্য চতুর্দ্দশশতাব্দী [illegible] গঙ্গার ধারা [illegible] প্রবাহমানা [illegible] ছিলেন না। [illegible] কুলিয়ার [illegible] নামক স্থানে [illegible] প্রবাহমান [illegible] [illegible] পূর্ব্বে [illegible] অন্তর্দ্বীপের [illegible] [illegible] [illegible] কুলিয়াপাহাড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রুদ্রপাড়া, [illegible] মায়াপুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিক্রমায় [illegible] [illegible]

বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বিল্বপুষ্করিণীকে রুদ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুর সময় ও অব্যবহিত পরে মায়াপুর ও কুলিয়ার মধ্যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিত, মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। কুলিয়ার গঞ্জের পশ্চিম দিয়া [illegible] নামক এক বদ্ধধারা-প্রবাহ পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বের মানচিত্রে দেখা যায়, ঐ ধারা শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের দেড়শত বৎসর পরে লুপ্ত হইয়াছে। [illegible] ডোবা প্রভৃতি বিল সকলই প্রাচীন গঙ্গাধারার নিদর্শন। [illegible] ও মায়াপুর [illegible] মধ্যে পড়িয়া না থাকায় এই সকল গ্রামে সর্ব্বদা মহাপ্রভু যাতায়াত করিতেন।

ভক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত প্রাচীন বাক্য

দেখ মধ্যস্থান শ্রীনবদ্বীপাখ্যক।
[illegible] নিত্য, [illegible]॥
[illegible]
[illegible]
মায়াপুরস্য মধ্যে [illegible] শ্রীভগবদ্গৃহম্।"
"গঙ্গাপূর্ব্বে [illegible] দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।

*　　*　　*

কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিম পার॥"
গঙ্গাপূর্ব্বে [illegible] গ্রাম হয়।

*　　*　　*

এই [illegible] পূর্ব্বে [illegible] নাম।

*　　*　　*

গ্রাম লুপ্ত হইল এবে আছে মাত্র নাম।
[illegible] গ্রামেতে বাস হৈল।

*　　*　　*

[illegible]
[illegible] মহাপ্রভুর স্থান।
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান।
মায়াপুর হৈতে [illegible] আসিয়াপুরে।

*　　*　　*

[illegible] লুপ্ত হইল এই গ্রাম।

*　　*　　*

পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল যাহার॥
(ভক্তিরত্নাকর [illegible])

চৈতন্যভাগবতে :—

গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য ক'রে।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা [illegible]॥
বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গাপাড়ে [illegible]॥

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।

*　　*　　*

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তবায়ের নগরে॥
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে।

*　　*　　*

জলপানে শ্রীধরে অনুগ্রহ ক'রে।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
সকল নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা, মাজিদা [illegible] যায়॥

'নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া' এই চৈতন্যভাগবতোক্তি হইতে মায়াপুরের সীমা জানা যায়। কান্তকৌস্তুভ নামক ১৭৫১ সালের মুদ্রিত গ্রন্থে (বল্লাল সেন রাজাদের প্রাসাদ মায়াপুর রাজধানীতে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ৭১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আবার [illegible] সাহেবের [illegible] সালিমাবাদের অধীন বৈঁচিবাবড়া পরগণা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান জেলার সীমার নিকটে মায়াপুর [illegible] সমাধি আছে। এই সকল হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান মায়াপুরে যেটুকু ভূমি আছে উহা পূর্ব্বকার সীমা হইতে অনেক কম। [illegible] গ্রামের নাম [illegible] হয় নাই। [illegible] নাম [illegible] দেখা যায় মাত্র। বস্তুতঃ উহা'ও মায়াপুরেরই অন্তর্গত। নদীয়া রাজের [illegible] ও [illegible] পরগণা একাকে ছিল তৎকালে জনৈক স্থানীয় মুসলমান [illegible] মৌজা মায়াপুর সমেত [illegible] দেওয়া হয় এবং [illegible] মায়াপুরের একাংশ সেন রাজাদের পুরাতন বাটী [illegible] দেওয়া হয়। কালে মায়াপুরের কিয়দংশ [illegible] হইয়া থাকিবে। [illegible] শ্রীমায়াপুর শব্দ গ্রামের নামে উল্লেখ আছে, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' থাকায় হয়ত অন্য গ্রাম অপেক্ষা [illegible] আছে। বর্ত্তমানের যে মুসলমানগণ এই গ্রামে বাস করিয়াছে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ [illegible] মণ্ডল [illegible] হইতে [illegible] বৎসরের মধ্যে এখানে আসিয়া [illegible] মাত্র। শ্রীজগন্নাথ গোস্বামীর এক [illegible] আছে। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান উহা [illegible] আছেন। তিনি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার নিকট কর গ্রহণ করেন।

চৈতন্যভাগবতের "[illegible] গঙ্গা নবদ্বীপ কে [illegible]" [illegible] গঙ্গা [illegible]

চরিত কাব্যোক্তিতে ও ভক্তিরত্নাকরের লিখায় জানা যায় যে, নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর সময় গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন। বিশেষতঃ এক্ষণে কুলিয়ার গঞ্জ নামক পাড়া, কুলিয়ার দহ নামক পূর্ব্ব গঙ্গাখাত কুলিয়া গ্রামের নির্দ্দেশক। আবার পক্ষান্তরে সেনরাজাদিগের প্রাসাদ, দীর্ঘিকা, নগরোপ শিমুলিয়ার নিকট বামনপুকুর গ্রাম প্রভৃতি সকল কথা হইতেই নবদ্বীপ মায়াপুরের বর্ত্তমান সংস্থিতি সুপ্রমাণিত হয়।

ভক্তিরত্নাকরের উক্তিতে মায়াপুর ও আতোপুর হইতে সুবর্ণবিহার দুই হয়, এই কথার সার্থকতা অন্য কোথাও মিল হয় না। চৈতন্যভাগবতের কীর্ত্তন পথ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ আতোপুর ও মাধাইগঞ্জ ও মায়াপুর বলিয়া ভ্রম করেন। এদিক হইতে কাজীর পথ ধরিলে পথ পর্য্যন্ত মিলিল না হওয়ায় ঐরূপ ভ্রমের উদয় হয়। অন্য হইতে বামনপুকুর পর্য্যন্ত মায়াপুর মনে করা অত্যন্ত ... প্রকাশ হয় কেন না ব্যবধান ... হইবে। বামনপুকুর বেলপুকুর হইতে ... সৌভাগ্যের মাধ্যাহ্নিক লীলা সংঘটনের সামঞ্জস্য কম।

ভক্তিরত্নাকর লেখক নবদ্বীপ যে কালে স্বচক্ষে মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন, সেকালে বর্ত্তমান স্থান মায়াপুরে আসে নাই। পুন ... নামে অন্য বা মিলক মোনা পাড়া নামক সুপ্রাচীন স্থানও পরিষ্কার হয় নাই। বল্লালঢিবির দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরের উত্তরে আবদ্ধ বা খাড়ুয়া নদী অথবা ... স্রোত। সুতরাং ভক্তিভাঙ্গা হইতে যাইতে নদী পার নাই। মায়াপুর হইতে ... যাওয়া পার হয়।

বর্ত্তমান শ্রীরামপুর ও ভাকইডাঙ্গার মধ্য দিয়া তৎকালে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় এবং ... নিকট গাড়া ... মিলন হওয়ায় মায়াপুরের অভাবে 'কৃষ্ণ' নিবেদ ... ভাকইডাঙ্গা অবস্থিত ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১—১ম খণ্ড—৮০, ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

বাণীবিলাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৫ সংখ্যার পর)

এক চৈতন্যবাণী প্রথমে স্বয়ং সরস্বতী-পতি স্বরাট্-সুন্দর আদিকবি ব্রহ্মার হৃৎ ... প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বাণী-সাম্রাজ্যের সিংহাসনের কৌস্তভমণি চতুঃশ্লোকী। সেই বাণীর বিলাস নারদের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। নারদের বীণা হইতে বাদরায়ণের সমাধিতে সঞ্চারিত হয়। বাদরায়ণ হইতে শুকদেবের রসনায় রসামৃত রসায়ন রচিত হইল। সেই বাণীরসামৃত 'পরম্পরা' ... লোমহর্ষণকে সুধায়িত করিয়া নৈমিষারণ্যে কাননে শত ... শৌনকাদি ষাট্ হাজার ... ঋষিকে অবগাহন করাইয়াছিলেন। সেই বাণীধারা ক্রমে মায়াবাদ ... আনন্দতীর্থের পাদপদ্মের নন্দন বনে দক্ষিণ পথের মুক্তির পদধ্বনি ... সহস্রধারায় প্রবাহিত, মাধ্বী লতার মধুগুঞ্জন ... প্রবেশ করিয়া গৌড়পুরে আসিয়াছিলেন। তখনই গৌড়দেশের ... গৌরাঙ্গের আগমন ... করিয়াছিলেন। যখন শ্রীমাধব মিশ্র-পুত্র ... নাথ গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বাণীবিলাস-স্রোতের উদ্দাম শতসহস্রধারে উৎসারিত হইল। বাণী বিলাসস্বরূপিণী স্বয়ং বাণীবিলাস নায়কের সহিত মিলিত হইয়া গোলোক হইতে ভূলোকে ... হইতে ... অবতরণ করিলেন। তখন সমগ্র বিশ্বে বাণীর বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। সেই ধারা ভগবানের সনাতন প্রকাশে **নামবিলাস**, রূপপ্রকাশে **রূপবিলাস**, গোপালভট্ট প্রকাশে **গুণবিলাস**, রঘুনাথভট্ট প্রকাশে **পরিকরবিলাস**, জীবপ্রকাশে **লীলাবিলাস**, দাস গোস্বামী প্রকাশে **বিপ্রলম্ভবিলাসের** অবতরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী ... 'ষট্সন্দর্ভ' আবিষ্কার করিয়া ... অন্তর্গত হইতে ... পৃথক বৈষ্ণববিধি বাণী স্বরূপ প্রদান করিলেন। গৌড়ীয়বাণী ত্রিধার ধারায় হইল—সম্বন্ধবাণী, অভিধেয়বাণী ও প্রয়োজনবাণী। রূপ রঘুনাথের অনুগত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়বাণীর গৌরবধারারূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সম্পুট রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাহারই অন্য ঠাকুর নরোত্তম গৌড়ীয়বাণী ... ধারা সর্ব্বলোকে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত সেই বাণীবিলাসের পাদপদ্ম নীরাজন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সেই বাণীধারাতে স্নাত হইয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অধস্তনসূত্রে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, গৌড়ীয়গৌরব-চূড়ামণি পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ উক্ত বাণীধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই বাণীধারার স্রোত বিপুলভাবে প্রবাহিত করাইবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেই বাণীপ্রবাহকে উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বকে সেই বাণীবিলাসের বন্যায় ভাসাইবে। সমস্ত সম্প্রদায়কে প্লাবিত ... করিয়া ... মত ... সাড়া দিয়া, মধ্য মিলনের ... নিযুক্ত করিয়া ... করুণাশক্তিরূপে, রূপানুগপ্রবর আচার্য্যভাস্করকে ... কালে উদিত হইয়াছিলেন প্রভুপাদ শ্রবণ-শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়। বর্ত্তমানে তাঁহার ... পরিব্রাজক ... পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব ... গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা সেই বাণীধারা জগতে প্রবাহিত হইতেছে। এ বাণীধারার ধারা ... হইবে না।

রূপানুগগণ স্বয়ংই গৌড়ীয়বাণী। শীতল, প্রত্যেকের জীবন বাণীর এক একটী প্রস্রবণ। তাঁহাদের জীবন ও বাণী এক, তাঁহাদের জীবনই যেন তাঁহারা বাণীরূপে বাহিরে প্রকাশ করেন। রূপানুগগণের বাণী অমৃত; সে বাণী রূপ ধারণ করিয়া কথা কহিতে পারে,—সে বাণী অপরকে অমৃত করিতে পারে—রূপদান করিতে পারে। সে রূপ, সে বাণী ভুবনমোহন স্বরাট্ সুন্দরের সম্মুখে ... বিস্তার করিতে পারে। রূপানুগ গৌড়ীয়বাণী এত বড় জিনিষ।

... গৌড়ীয়বাণীর বিলাস অপ্রাকৃত রাজ্যের মহামরকত স্বরূপ। ... বাণীবিলাস ... বিরাজিত আছেন। ... উক্ত ... কতিপয় ... উল্লেখ করা যাইতেছে। ... শ্রীমদ্ভাগবতই সেই বাণী-সম্পুটের কিরীট।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দবিরুদাবলী প্রভৃতি, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত; শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ষট্সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ; শ্রীল রঘুনাথদাসের স্তবাবলী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট প্রভুর ... শ্রীল রঘুনাথ ... শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীকৃত হরিভক্তিবিলাস, ... কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কবিরাজ গোস্বামী কৃত গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ... কৃষ্ণভাবনামৃত, প্রেমসম্পুট; শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, লোচন দাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল ... মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীল নরহরি দাস ... ভক্তিরত্নাকর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ... প্রেমপ্রদীপ, ... কল্যাণকল্পতরু, গীতমালা প্রভৃতি।

এ যুগের শ্রীগৌরসুন্দরের ... গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বাণী জগতের একমাত্র ... সাময়িক পত্র "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্রখানির গুরুত্বের আসন অধিকার করিয়াছে। ... প্রবর্ত্তন, সম্প্রদায় ... এবং ... বাণী-প্রচারে, ... এক একটি বাণী ...

বর্ত্তমান কীর্ত্তনধারায় ... বিষ্ণুপাদ ... প্রভুপাদের পূ... প্রাণ ... প্রিয় ... শ্রীভক্তিবিনোদ লেখনী প্রসূত ... সেই গৌড়ীয়বাণীবিলাস বিশ্বে বিতরিত হইতেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'গৌড়ীয়বাণী-প্রচারক' ... শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য্য ... ভক্তি সুধাকরের ... উদ্দীপ্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া Harmonist বা সজ্জনতোষণী বাণী বিলাসের নিকট বৈষ্ণবী মুদ্রা পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি গৌড়পুরের সাধনপীঠ হইতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" সেবাপুষ্পে সম্পৃক্ত হইয়া শ্রুতগোস্বামনোভীষ্ট পরিপূরণ করিতে প্রত্যহ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বাণীবিলাসের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

উৎকল ও উড়িয়া ভাষায় 'পরমার্থী' ও 'নদীয়া' পত্রিকাদ্বয় ... গোস্বামী ঠাকুরের বাণীবিলাসের ... ঘোষণা করিতেছে। ... ও ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ... গোস্বামিপ্রবরের প্রবর্ত্তিত বাণীবিলাসের ভূমিকা।

বাণী ভাবের কর্ণপথে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সকল আবর্জ্জনা, কামনা বাসনাকে পরিষ্কার করে ... করে, বিশুদ্ধ ভূমিকায় বাণীর বিলাসের যোগী ... করিয়া ... করাইতে সমর্থ হয়।

বাণী ... বাণীর ভোক্তা ... সেবা ... শ্রীকৃষ্ণ। গৌড়ীয় রূপানুগের ভজনপ্রণালী আর উহা নহে ... গৌড়ীয় বাণী বলাদেব' ... বা ... বাণীবিলাস ...

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(২) শ্রী[illegible]মঠ

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রী[illegible] মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] জন্ম মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পো: শ্রীমায়াপুর

রক্ষক— শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পো: শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭ কাজি সমাধি-পাট

[illegible], শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, নদীয়া। ইহা [illegible] শ্রী[illegible] সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্‌[illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ [illegible] কুঞ্জ

[illegible], পো: স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে [illegible] শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ

[illegible], পো: [illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বর্দ্ধমান।

১২ [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বর্দ্ধমান।

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পো: [illegible], নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপুর (শ্রী[illegible] নিকটবর্ত্তী)

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পো: কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পো: [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পো: চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পো: ওয়ারি, ঢাকা।

পুরীদেবের সেবার কেন্দ্র। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রী[illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পো: ঢাকা

রক্ষক —শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) সদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পো: [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পো: ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পো: গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পো: [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারঙ্গ[illegible]গৌড়ীয়মঠপীঠ

পো: [illegible], [illegible], ইষ্ট, বি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পো: বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক— শ্রী[illegible] বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পো: দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] কালিপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫ । শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পো: নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পো: মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পো: রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫ নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পো: নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পো: বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পো: হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পো: থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ুমান রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক— শ্রীঅখিলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পো: মায়লাপোর, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পো: কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীবনগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পো: পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রীমাধব দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দামাকুটী

রক্ষক শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পো: ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনিচক, পো: কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীপাদ মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পো: বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রীভগবানদাস ভক্তবান্ধব ভক্তিব্রত

(৬১) অমঘি গৌড়ীয় মঠ

পো: অমঘি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পো: মাকড়দহ হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পো: রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পো: চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্‌ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ক্লেয়ারভোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

[illegible] শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
বালাম	৮।০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৬৴০
ঐ পুরাতন	৫৲
আতপ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৴০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৴
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৴০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৴০

চিনির দর

রিফাইন, টিটপ	১০॥৴০
মাণপুর ১০০০ নং	১০৴০
আবহোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৴০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম —	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৴০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৴০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৴০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৴০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৴০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৴০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৴০
পোলাউ	১॥৴০—১৸০
ভূষি	১॥৴০—১॥৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬।
ভার	৪৯.
কাবুলে	৩৯.
রাজা গান্ধী	৪১৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টিটাগ তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৴০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৴০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীমগন সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টি আয়রণ	৮৸৴০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ কোনা	৮৸০—৯৲

টিনের গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৬—৩০ গেজ

পীস ।৴১০—৸০

নাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল ৯৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ষ্টিল পাটী, বোলট্ সমেত ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের

ওজন ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের চালমণ ৫৴০, পাটের চালমণ ৬॥০

তুলার চালমণ ৪৸০

চুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন পোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	[illegible]
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্স পাথা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকল সাগু	৮.০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি পরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৯,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—০৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	[illegible]	[illegible]	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	[illegible]	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	[illegible]		১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	[illegible]	১২-১৮	১৬-২০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible] মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] তাহার ক্ষতিও অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] কিনা। এক ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতায়া, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহাতে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আনন্দে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) [illegible] ছাপা [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। [illegible] গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] প্রধান ও প্রধান [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন [illegible] হইল। এই বিরাট [illegible] সম্বন্ধে [illegible] যাবতীয় প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনামূলক [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] (Foreword), প্রকাশক ও [illegible] (Prefaces) [illegible] (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] বাগবাজার, কলিকাতা; [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, [illegible]—নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আর কিছুদিন ১২৲ স্থলে

মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(*):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
[illegible] ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১[illegible]	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬৷এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবরপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৭শে জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১২৭]

বিবিধ সংবাদ

— —:(০):(*):(০):—

ব্যবস্থা পরিষদের মুসলমান সদস্যদের বিবৃতি

গত ২৩শে জুলাই প্রাতে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন মুসলমান-সদস্যের একটী বৈঠক হয়। বৈঠকে কংগ্রেসীদলের সহিত মুসলমান সদস্যদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মৌলানা হুসেন আহম্মদ বৈঠকে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। বৈঠকের পর সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়:—

"মুসলীম-লীগ স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের সঙ্ঘ এবং মুসলীম-লীগ কখনও স্বার্থপর ধনিকদের সমর্থন করিবে না ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবে না—ইহা বুঝিয়াই আমরা মুসলীম-লীগের পার্লামেণ্টারী বোর্ডে যোগ দিয়াছিলাম এবং উক্ত লীগের প্রার্থী হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম। ঐ সকল কথা জানাইয়াই আমরা আমাদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ভোট চাহিয়াছিলাম, কিন্তু গত কয়েকমাস যাবৎ মুসলীম-লীগ যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন তাহাতে আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা আর কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতে পারি না। বহু আলোচনা সমাপ্ত করার পর এবং দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর আমরা লীগ-পার্লামেণ্টারী-বোর্ডের সদস্য পদে ইস্তফা দিতেছি।"

বৈঠক শেষ হইলে নিম্নলিখিত চারিজন মুসলমান সদস্য কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন:—আবদুল হাকিম (বস্তি), সুলেমান আনসারি (গোরক্ষপুর), সৈয়দ উদ্দীন (প্রতাপগড়) ও আকবর হুসেন (আজমগড়)। সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন মুসলমান সদস্য শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দিবেন বলিয়া মনে হয়।

ওয়াজিরিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে নারঙ্গের উক্তি

বাঙ্গোরগ্রামের চারবাগ পল্লীতে প্রায় বিংশ সহস্র শ্রোতার এক সভায় ইউনিয়নিষ্ট দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তোরা-গাজি অঞ্চলের হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর নারঙ্গ এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

"ওয়াজিরিস্থান অঞ্চলের জটিল অবস্থা, বিশেষতঃ হিন্দু অপহরণসম্পর্কে লাহোরের এক মুসলিম দৈনিক সংবাদপত্রে আমার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে আমাকে নানা জনে নানারূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলকে আমি সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করি না। চিত্রল হইতে হবাকের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদকে আমি একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মনে করি।"

"হিন্দুদিগকে অপহরণ করা ওয়াজিরিস্থান অঞ্চলের আদিম এক প্রধান বিশেষত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্ত উপজাতীয়দিগের এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল সংঘর্ষ বাধিয়াছে, তাহাতে হিন্দু অপহরণের কথা শুনা যায় নাই। হিন্দুদিগকে অপহরণ করা সম্বন্ধে আমি বিশেষ জোরের সহিত এই বলিতে চাই যে, মানবতার দিক দিয়া নর হরণ একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এরূপ পাপাচরণ সম্প্রদায় ও সদস্যমুসলমানগণ কোনক্রমেই করিতে প্রস্তুত হইবেন না। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে, এই প্রকার নরহরণের সহিত ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের উপজাতিদিগের কোনই সম্বন্ধ নাই। সীমান্ত বহির্ভূত অঞ্চলের বাসিন্দাদের সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। ওয়াজিরিস্থানের প্রধানগণ এই আন্দোলনের প্রকৃত বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। যে কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা অবগত আছেন। ভারতের বিভিন্ন বাসিন্দাদের দ্বারা গঠিত একটি কমিশন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে ওয়াজির স্থান পরিদর্শনে আগমন করিয়া উপজাতিদিগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করুন এবং তাঁহারা বুঝুন যে, ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে সত্য সত্য কোনও প্রমাণ আছে কিনা।"

—

অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে আন্দোলন

আইরিশ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা [illegible] আন্দোলন চালাইবেন, অস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা করিবেন ও সম্মিলিত নিরাপত্তা সমর্থন করিবেন এবং আইরিশদের নেতাদের উপর [illegible] করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, আয়ারল্যাণ্ড [illegible] না [illegible] সহিত [illegible] দিয়া থাকেন তবে তাঁহারা তাহা [illegible] করিবেন।

—

চীন সৈন্যের ২৭নং ডিভিসন

জাপানের যে সৈন্যদল ইতিপূর্ব্বে ফেংটাই নামক স্থানে হটিয়া গিয়াছিল, সেই সৈন্যদল এখনও ঐ স্থানেই রহিয়াছে। তাহারা যে স্থলে আছে, সেই স্থল হইতে আক্রমণ চালান খুবই সহজসাধ্য।

চীনের ২৯নং বাহিনীর অন্তর্গত ১৩২তম ডিভিসন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৩৭নং ডিভিসনের স্থান গ্রহণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা

[illegible] চীন ও জাপান কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে [illegible] হইলেও তাহা না জানায় নানকিন গবর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, ২৯নং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সুংচেইয়ুয়ান কেন্দ্রীয় সরকারকে উক্ত চুক্তির সর্ত্ত সমূহের বিষয় জানাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নানকিন সরকারের [illegible] করিয়াছেন।

—

অভিযোগ

[illegible] বর্ত্তমানের বড় বড় সংবাদপত্রে [illegible] পর প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ-[illegible] প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible]

—

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮
একাদশ স্কন্ধ — ৯
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৩। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১০; ৩য় খণ্ড ৮০
৪র্থ খণ্ড ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড —; ৩য় খণ্ড ৮
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১
৯। [illegible] ২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ের কর্তব্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকা-সহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূলের ভাষা ।০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবং (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তত্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ-দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible] ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকথা ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। শ্রুতিকল্পতরু বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। জ্ঞানতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব ৷০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্য
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৷

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। বিদ্রেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। শ্রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যাডেপ্টেড রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধনপথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত - হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিম্নৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পত্রিকার প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

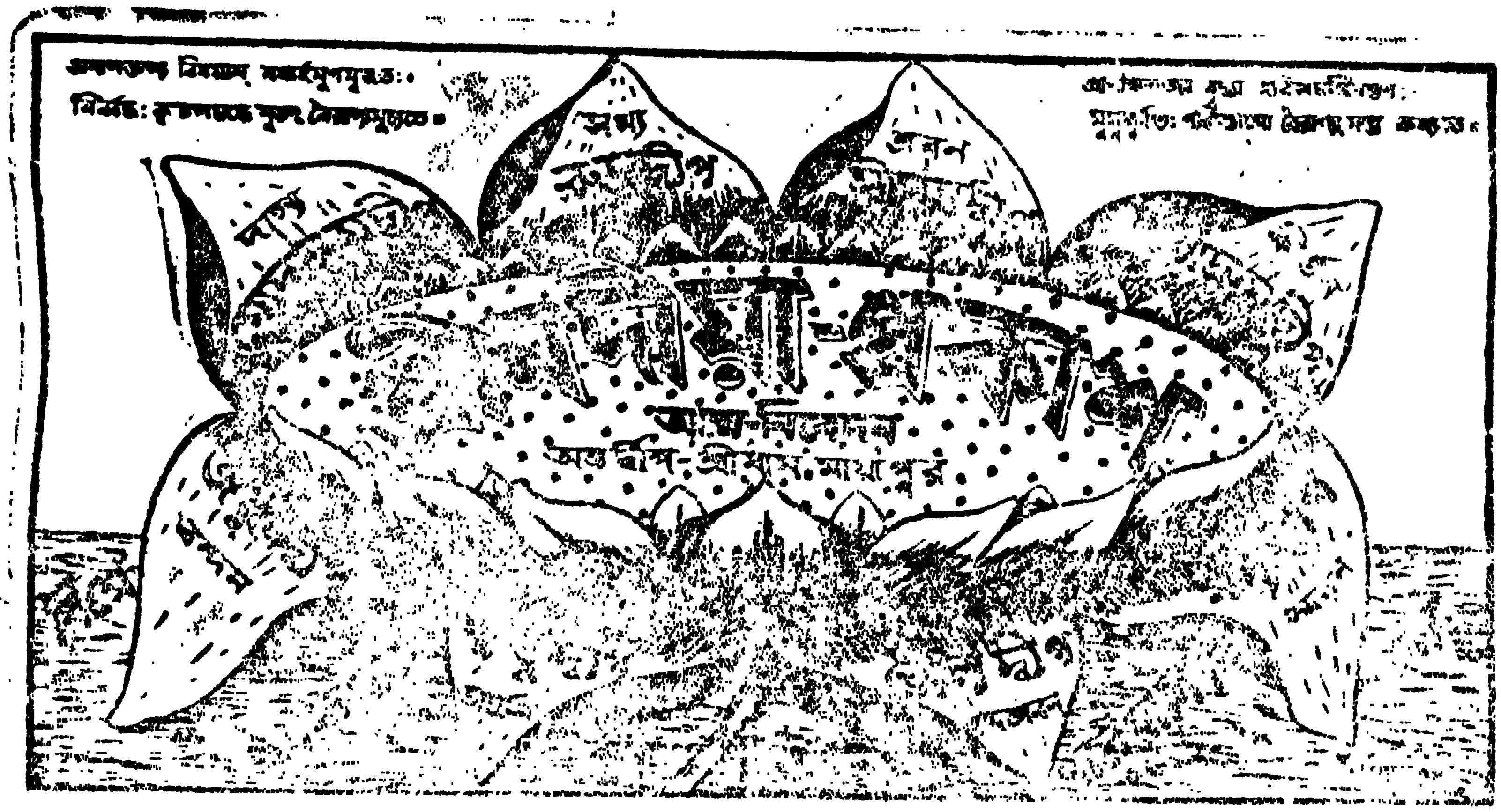

১২শ বর্ষ   শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৭শে জুলাই ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার   ১২৫তম সংখ্যা

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের

বার্ষিক উৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] মহোদয় গত ৭ই জুলাই প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে শ্রীমঠে শুভ পদার্পণ করেন। উক্ত উপলক্ষে [illegible] মঠসেবকগণ [illegible] সজ্জন মাত্রই [illegible] পরমোৎসাহে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মনোহভীষ্ট সেবা-কার্য্যে রত আছেন।

উক্ত দিবস [illegible] শ্রীপাদ [illegible] বৈখানস মহারাজ "[illegible]" উৎকল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" মহাজনপদাবলীটী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে উক্ত গীতিটীর "তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে" এই পদটী শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু বিশেষ করিয়া সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার অমিয় বাণীধারা কর্ণপুটে পান করিয়া সকলে পরম প্রীত হন। তিনি বলেন—"আমি মনে করি, আমরা বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু কথাটী আদৌ অত সহজ নয়। আমরা বৈষ্ণব চিনিতে পারি নাই। বৈষ্ণবের [illegible] চেহারাখানি দেখা হয় না। অজ্ঞ জনের প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়া [illegible] হইতেছি। বৈষ্ণব কৃষ্ণকে দেখাইতে পারেন, তাঁহার এ যোগ্যতা আছে। তিনি সত্ ভক্তিকারী বস্তু; আমরা সে কথা আদৌ [illegible] করি না। [illegible] বা [illegible] ব্যস্ত হইয়াছি। [illegible] মনে করি [illegible] করিলাম, আর [illegible]—[illegible] হইতেছে, [illegible]; উভয়েরই সমান মূল্য। আমাদের আর একটি বড় অসুবিধার কথা কীর্ত্তনের "স্বর"এর প্রাধান্য লইয়া। যেখানে [illegible] সেখানে আত্মপ্রিয়-তর্পণের কথা আসিয়া [illegible], [illegible] হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কীর্ত্তন তাহাকে বলা চলে না। [illegible] সেবা [illegible] করিতে হইবে। বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমিক, আমরা বিষয়প্রেমিক। বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তম [illegible] পদাশ্রয়, তাই তাঁর চরণে বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধার প্রার্থী হইয়া কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছি। 'আমার প্রভু শ্রদ্ধা লাভ করিতেছে, সুতরাং এই দেহের কাহারও সঙ্গে দেখিবার প্রয়োজন নাই,' এরূপ [illegible] সর্ব্বনাশের মূল। কোন একটি বস্তু-ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া [illegible] কি বস্তু কি [illegible] নিয়মিত পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন, তাঁহার আশা আমাদের অপেক্ষা [illegible]। তিনি জানেন—'আমি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারি নাই'। 'বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি' জানিলে পাঠ-কীর্ত্তনের [illegible] আর অধিকার থাকে না। 'অমুক পাঠ করিতেছেন—তিনি আমা অপেক্ষা বড়, আমি তাঁহাকে [illegible] করিতে পারি, [illegible] এক কথায় তিনি আমার [illegible] অপেক্ষাপরায়ণ পাঠক নহেন'; কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি একরূপ অথবা অন্যরূপ করা ভাল কথা নহে। যেখানে 'বিশ্বাস—অমুক লোকটি অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ,' সেখানেই বিপদের কথা! আমি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বৈষ্ণব-সাহিত্যে বুদ্ধির কথা নাই। পাঠক ও কীর্ত্তনকারী শুদ্ধ বৈষ্ণবের আদেশে পাঠ করিবেন, নিজের বাক্জাল বাহাদুরী-বিস্তারের ব্যাপার নহে, উক্ত সকলের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গুরু-দেবের শ্রীপাদে [illegible] কিছু দিবেন [illegible] দেখা যায় তাহাই [illegible] হউক তাহাতেই তাঁহাদের আরতি হবে। গুরুর মহত্ত্ব বিস্তারকল্পে সরলভাবে মঠের অযোগ্যতা আপনি কেহ টলিতে পারেন না। কেবল যে আসনে বসিয়া এতদিন নিষ্কপটে পালনীয় তাহা নহে, প্রতি দ্বারে গিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এই নিষ্কপটে [illegible] পালনীয়। ইহাতে বক্তা ও শ্রোতার পরম মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তিনি প্রত্যেক মঠসেবককে পুনঃ পুনঃ বলেন—ঐ প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে মঠে আনয়ন করিতে হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া হরি মহাপ্রসাদ পাওয়াইতে হইবে—ইহাই নাম মহোৎসব।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আপনার পরম কৃপার পাত্র। [illegible] দয়াল প্রভো! আমরা [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং তাঁহার [illegible] আমরা আরও পূর্ব্বেই [illegible] তিনি আমাদের [illegible] কিন্তু অনাথ অবস্থায় [illegible] করিয়া যান নাই। পরন্তু আমাদের ন্যায় অনুচরগণ [illegible] আনুকূল্য করিবার মহান সুযোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। [illegible] আমাদের! আপনার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। [illegible] আমাদের আর কেহ নাই। [illegible]

[illegible] সেবকবৃন্দ

"কাজ্যাং অসংসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গ ও [illegible] অভক্তের সঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ [illegible] ক "যোগেনসুখে হি [illegible] প্রবণে" বাণী [illegible] [illegible] বঞ্চনা [illegible] করিতে হইবে। [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] বরিতে হইবে।"

([illegible])

[illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

লৌল্য

লৌল্য শব্দের অর্থ চঞ্চলতা, [illegible] বাসনা। চাঞ্চল্য [illegible] [illegible] ও বুদ্ধিচাঞ্চল্য। [illegible] মনোবৃত্তি [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] [illegible] চিত্তচাঞ্চল্য।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] [illegible] মন বিচরণ করে, [illegible] তাহার [illegible] করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাধ্য হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইলে [illegible]

গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তির আজ্ঞা [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা [illegible] [illegible] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকার—[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible] সমস্ত মনোবৃত্তি [illegible] কামকে [illegible]

পরিত্যাগ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন এবং সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বর্জিত হন তখন তিনি স্থিতধীঃ মুনি হইতে পারেন। এই উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সংবরণ ব্যবস্থা আছে; আবার গীতার এই শ্লোকে [illegible]।

এখন জানা এই যে, বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্-বিচার করে তাহা এক প্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ [illegible] আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে সেবুদ্ধি অন্য প্রকার [illegible]।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

গীতা—[illegible]

জড়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কেননা, [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়সকল কার্য করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। [illegible] আত্মা [illegible] [illegible] নিয়ন্তা বা প্রভু, কেবল [illegible] [illegible] স্বীকার করে। কারণ [illegible] [illegible] থাকিলে বুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ।

[illegible] আপনাকে শুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] বাস্তব [illegible] থাকে না।

[illegible]

[illegible] মন [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়সকলকে [illegible] [illegible] বৃত্তিসকলকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

"[illegible]"

([illegible])

কেবল [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়-রস বা বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম

রসরূপ চিন্ময় বিষয়ে নিযুক্ত করিলে সেই রস বিষয়-বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তে এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রাখা যায়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি চাঞ্চল্য ও চিত্ত চাঞ্চল্যরূপ বিষম লৌল্য দূর হয়। বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না; কখন কর্মমার্গে, কখনও যোগমার্গে, কখন অষ্টাঙ্গযোগমার্গে, কখন বা [illegible] জ্ঞানমার্গে, চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। বুদ্ধিকে চঞ্চলতা [illegible] ভক্তিতে স্থির হইবার জন্য [illegible] হইয়াছে,—

[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥
[illegible]

[illegible]

[illegible] কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

([illegible])

[illegible] কর্মদ্বারা [illegible] [illegible] বিভূতি [illegible] লাভ হয়, [illegible] ও সংসার-[illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] আছে, [illegible] কিছু শুভ কর্মদ্বারা [illegible] কিছু আশা করা যায়, সে সমস্তই আমার [illegible] [illegible] [illegible] সহজে লাভ করেন। কর্মদ্বারা যে [illegible] [illegible] জ্ঞান-বৈরাগ্যাদ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে, কিন্তু [illegible] ইচ্ছা করিলে সেই

লাভ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] বা অপুনর্ভব বাঞ্ছা করেন না। [illegible] [illegible] তাঁহারা স্বভাবতঃ [illegible]।

এই সমস্ত বিচার করত ভক্তিসাধন-[illegible] চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিষ্ঠা [illegible] লাভ করেন।

লৌল্য শব্দের অর্থ লোভ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোককে [illegible] [illegible] নিযুক্ত করা কর্তব্য। বিষয়ভোগ হইতে লোককে [illegible] উপায় দ্বারা নিবৃত্ত করিতে হইবে। [illegible] [illegible] কাম-লোভযুক্ত ব্যক্তিগণ যমাদিযোগপ্রক্রিয়ায় [illegible] মুক্ত হইতে পারেন না যেরূপ কৃষ্ণসেবা দ্বারা [illegible] পারেন।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা স্বষ্ঠুরূপে যোগ সাধিত হইলেও সাধকের চিত্ত কাম-লোভাদি দ্বারা সর্বদা হত হওয়ায় সম্যক্-রূপ শান্তি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণসেবা-পদ্ধতি আর পনিক পালন করিলে আত্মা অনতিবিলম্বে শমদমকে অবলম্বন করেন। কেন না—'শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধিঃ'। কৃষ্ণসেবা গোষ্ঠসেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। রাগানুগদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোকের ন্যায় রাগমার্গে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ কমিয়া যায়। সাধারণ ভোজন, পান, শয়ন ও বৈধ আমোদাদি সেবায় লোভ থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সংকুচিত। অপর [illegible] কামিনীর লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাঁহারা কৃষ্ণকথাদির বাহিরে থাকে, তাহারা অচিরেই ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন। ধামবাসরূপ [illegible] পুণ্যময় নিকেতন হইক, ইতর লোভ [illegible] কেবল কৃষ্ণসেবার লোভ [illegible] কৃষ্ণকথার মহত্ত্বে [illegible] লোভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মঃ [illegible] উত্তমশ্লোককর্ম্মে।
[illegible] শ্রদ্ধাঞ্জলি, [illegible] পদে পদে॥
(ভাঃ [illegible])

হে দেব! [illegible] উত্তমশ্লোক কৃষ্ণলীলাকথন-শ্রবণে আমরা তৃপ্তিলাভ করি না, কেন না, তাহাতে রস লাভ করত আমাদের লোভ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহা আমরা যত [illegible] পদে পদে আমাদের শান্তি বোধ হইতেছে। এই জগতে লোভের অর্থ নাম আনন্দ।

[illegible] অর্থ বাসনা। বাসনা [illegible]—[illegible] ও [illegible]। বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্ত্যানন্দ হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা এই দুইটী পিশাচী। ইহারা যে-পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হয় না।

ভোগ বা ভুক্তি দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক। ধন, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, জল, সুখাদ্য ভোজন, সুকোমল শয্যা শয়ন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কামনা সম্ভোগ, লোকের সম্মান এবং অন্যান্য প্রকার বিলাস সমস্তই ঐহিক ভোগ। স্বর্গে গমন ও তথায় অমৃতাদি সেবন এবং অন্য অবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবন ইত্যাদি সমস্তই পারত্রিক ভোগ। হৃদয়ে ভোগবাঞ্ছা থাকিলে হৃদয় নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণভজন করিতে পারে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে উৎপাটিত না করিতে পারিলে ভক্তিসাধনে বিশেষ বাধা হয়। ইহাতে একটী কথা এই যে, এ সমস্ত বিষয় ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয় তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্কপটভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সেস্থলে ঐ ঐ ভোগকে ভোগ বলা যায় না, কিন্তু সাধক জীবনোপায় বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়। ভাগবত বলিয়াছেন—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিলাভো জীবেত যাবতা।
[illegible]॥

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।
[illegible] ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে কাম ও কামের ফল ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়প্রীতি লাভ। কিন্তু অপবর্গরূপ একই ধর্ম্ম যে অর্থ হয় এবং অর্থে যে কাম হয় সে সমস্তই এই কৃষ্ণপ্রেমের অনুকূল হইয়া থাকে, যেহেতু কৃষ্ণকাম ধর্ম্ম ও অর্থের তাৎপর্য্য এবং কৃষ্ণকামের ফল জিজ্ঞাসা। এই ধর্ম্মের অন্যতম নাম পুরুষার্থ।

মোক্ষ-বাসনাও নিতান্ত হেয় ও পরিত্যাজ্য। মোক্ষ পঞ্চপ্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভক্তি-সাধকের পক্ষে সাযুজ্য বড়ই ঘৃণিত। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইহারা প্রেমবাঞ্ছাশূন্য হইলেও শুদ্ধভক্তি নয়। জীবাত্মা ভক্তবলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্যফল নয়। মুক্তপুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন তাহাই সাধনভক্তির মুখ্যফল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন;—

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের ছায়া ভক্তের যে ভক্তিবাঞ্ছাসুখচ্ছেদনরূপা মুক্তি হয় তাহা ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন। উহাদের স্পৃহা করিয়া ভক্তিচেষ্টাকে দূষিত করা উচিত নয়।

বহির্মুখ লোকের বিশেষ যত্নের সহিত ত্যাগ করাই ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য।

— —

আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম হংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে ভাগবতাচার্য্যপাদপদ্ম! নিখিল ভাগবতগণ বাহার উপর ছলনা সকল কৈতবধর্ম্মের বিনাশের জন্য আপনার শুভ উদয়ে [illegible] আমাদের ন্যায় অসংখ্য লোকের মঙ্গলকর সাধন কর[illegible]।

আপনার [illegible] পাণ্ডিত্যের [illegible] আমাদের [illegible] তাহাদের চোখ ধাঁধা, [illegible] সম্প্রদায় [illegible] হইতেছে। [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ কৃপালোকোদ্ভাসিত [illegible] আচার্য্যদেব আপনার অন্তর [illegible] আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞের [illegible] শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় [illegible] সম্প্রদায়ের গৌরব লাভ করিয়াছে। মঠ ও [illegible] আপনি, আপনার এই [illegible] আমাদের [illegible] আমরা [illegible] প্রবেশ [illegible] আপনার এই মঙ্গলময় [illegible] অভিনন্দন করিতেছি।

হে শ্রীরূপানুগবরেণ্য! আপনি ভক্তিসিদ্ধান্তসেবায় সর্ব্বাধিক পারদর্শী। আপনি [illegible] শ্রীগুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয়তম ও অভিন্নস্বরূপ। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের কথা[illegible] [illegible] প্রভুপাদের কৃপাপাত্র [illegible] হইয়া আপনিই একমাত্র পরিবারের [illegible] স্বরূপ।

হে আচার্য্যপ্রবর! হে ভাগবত[illegible]! আপনার [illegible] আচার্য্যলীলায় [illegible] পর্ট [illegible] সমস্ত আদর্শ উদ্ভাসিত হইতেছে। আমরা শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] —

"যাহার [illegible] [illegible] কীর্ত্তনে [illegible]"

অর্থাৎ তিনি [illegible] আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক অনন্যভাবে হইতে পারেন, তখন [illegible] আপনার প্রাপ্য হন, [illegible] কীর্ত্তনীয়া হইতে [illegible] আপনার [illegible] আমরা দেখিতে পাই, আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] মনোভাব [illegible] অঙ্গীকার [illegible] আপনার [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, —"আপনি [illegible] কথাটা প্রচার করিবেন।" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের আমরা দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন—

'প্রাণ আছে যাঁর সেই হেতু প্রচার।' [illegible] প্রভুপাদের বাণীর [illegible] [illegible] আপনাকে [illegible] আপনার [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] আচার্য্য [illegible] পাদপদ্মে [illegible] প্রভুপাদের [illegible] আপনি [illegible] অভিজ্ঞ [illegible] সকলেই আপনার পাদপদ্মে [illegible] এবং [illegible] আপনার [illegible] কৃপালোকে [illegible]।

হে আচার্য্যদেব! [illegible] আপনাকেই পূর্ণভাবে পরিচালক [illegible] প্রভুপাদের [illegible] সম্প্রদায়ের অনুকূলকারী [illegible] নিরপেক্ষভাবে ও [illegible] আপনার শিক্ষার [illegible] আমরা [illegible] পাই।

আপনি [illegible] অনভিজ্ঞদের জ্ঞানানন্দ-বিধায়ক ও [illegible] নিরাকরণ করিতেছেন।

হে পরমকরুণ আচার্য্যদেব! আমরা দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আপনিই [illegible] ভক্তগণের একমাত্র পরম রক্ষক ও পরামর্শদাতা। আপনি [illegible] সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরুরূপে [illegible] সকলেরই সর্ব্বশিক্ষার নিয়ন্তা [illegible]। আমরা দেখিয়াছি—আপনি উপস্থিত থাকিলে কোনও সিদ্ধান্তের মীমাংসা ও কোনও শিক্ষার সারনির্ণয়ের জন্য কেহ কখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপ গমনে [illegible] হইতেন না। আবার আপনার [illegible] সিদ্ধান্ত ও শিক্ষাই [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমানন্দদায়ক হইত।

হে [illegible] [illegible] আপনি [illegible] [illegible] স্বীকার করেন। [illegible] প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"[illegible] না"। [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible]।

[illegible] আপনি যে [illegible] বলিয়াছেন, [illegible]।

হে [illegible] দান, [illegible] ও [illegible] সুন্দর

(অংশের অবশিষ্টাংশ পর সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

— —

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

[illegible]

১। শ্রী[illegible]

[illegible]

(২) [illegible] মঠ

[illegible]

(৩) [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]

এই স্থানে [illegible]

শ্রীমন্[illegible]

রক্ষক—[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ [illegible]

এই স্থানে [illegible]

সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible]

ইহা [illegible] শ্রীচৈতন্যের

সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ

৯। [illegible]-কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible]

এখানে [illegible]

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও

শ্রীরাধা[illegible] সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) [illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]।

গৌরসুন্দর [illegible]

শ্রী[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]

[illegible]।

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

শ্রী[illegible] ঠাকুর [illegible] স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রী[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—[illegible]

১৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (মিউনিসিপ্যাল)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৭। [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ভক্তিরত্ন।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠিপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ অধিকারী।

(২৩) ঢাকাগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক [illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] এম্ এ, বি এল।

(২৭) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible]

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি এল।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] ক্যাণ্টনমেণ্ট [illegible]

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] কুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠালয়

[illegible], মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) বঙ্গগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) [illegible]কুটী—[illegible], পুরী

(৫৬) [illegible]কুঞ্জ

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) [illegible]নন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) [illegible]পাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

[illegible] পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড, [illegible]

লণ্ডন, [illegible] ১৪

রক্ষক—[illegible] পণ্ডিত শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদ[illegible] চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুন, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
একারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

বিকাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারচোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৴০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৭।০
ভার	৫৬৲
কাবুলে	৭৮৲
রাজা গালরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ সে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা লিমিটেড ওয়েষ্ট বীমসন সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৶১০—৸
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	৯৸
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাটী, গোলটু গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য	৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬।০

তুলার হালমণ ৪৸০

লুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ ভাঙ্গা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—:(*):—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অমায়িক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তদ্ব্যতীত খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৮৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible] মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। জ্বরের প্লীহা, যকৃৎ, কামলাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] হয় কিনা। মূল্য: ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ও কৃষ্ণপ্রেম সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এই অপূর্ব্ব লেখনীর অমৃত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি ও ইতিহাসের [illegible] মুগ্ধ হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ [illegible]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থশেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সূচী ও [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, [illegible], মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:*:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চি	৬	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৬৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক	৫৲
	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

১

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্ম্মপালক

সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের স্বহস্তাভিষিক্ত

আকরমঠরাজ

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব

পরবিদ্যাভূষণ

প্রভু কর্ত্তৃক

পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৮শে জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১২৮]

বিবিধ সংবাদ

——:(∘):(∗):(∘):——

চীন-জাপান-সঙ্ঘর্ষের ঢেউ

গত ২৩শে জুলাই উত্তর চীনে যে সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছে, সিঙ্গাপুরেও তাহার ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে চীনারা জাপানী জেলেদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের মালপত্র কাড়িয়া লইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যাপারের পর এক ইস্তাহার জারী করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, উত্তর চীনে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারাও যাইয়া গোলমাল বাধাইবেন। তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট চীনা ও জাপানী সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকদের উত্তর চীনের ঘটনা সম্পর্কে সংযতভাবে মন্তব্য করিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট সামরিক উদ্দেশ্যে কোন পক্ষকে অর্থ সংগ্রহ করিতে দিবেন না।

গোলাবারুদ সংগ্রহ

চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদল ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা হোপেই নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে।

মহারাষ্ট্র নেতার মুক্তি

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আদেশক্রমে হিণ্ডলগাঁ জেল হইতে মহারাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত বি, এম, বাপৎ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩১ সাল হইতে জেলে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে এবং আরও অনেক বন্ধু জেলগেটে যাইয়া শ্রীযুক্ত বাপৎকে সম্বর্দ্ধিত করেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উহাতে যোগদান করিবার পর শ্রীযুক্ত বাপৎ ঐ দিবস সন্ধ্যায়ই পুণা যাত্রা করিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে ভাগবাঁটোয়ারা

সিরিয়ার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এক পত্রদ্বারা ফরাসী হাইকমিশনারকে জানান হইয়াছে যে, সিরিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্যালেষ্টাইন-সংক্রান্ত পরিকল্পনায় সুখী হইতে পারেন নাই; তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করেন এবং প্যালেষ্টাইনবাসী আরবগণের যুক্তিই সমর্থন করেন। সিরিয়ার গবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, এই মতামত উল্লেখ করিয়া জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট পত্র লেখা আবশ্যক।

প্রেসের স্বত্বাধিকারী দণ্ডিত

নূতন নামজারী না করিয়া সহরের অন্যত্র প্রেস স্থানান্তর করার অপরাধে সুন্দরবন্ধু প্রেসের স্বত্বাধিকারী মিঃ সুন্দরলাল আবস্থিকে জব্বলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, দ্বিবেদী ২৫৲ জরিমানা করিয়াছেন।

আদর্শ প্রেসের কিপার মিঃ অজিত কুমার জৈন, রামকৃষ্ণ প্রেসের মালিক পণ্ডিত রামলাল গোস্বামী এবং শ্রীরাম প্রেসের মালিক বেণী মহারাজকেও উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, সম্প্রতি ডাঃ অভয়কুমার জৈন ও তাঁহার ভাই মিঃ অজিতকুমার জৈনকে প্রেস-আইন অনুসারে ২৫৲ জরিমানা করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, জব্বলপুর হইতে 'আদর্শ' নামক একখানি সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তাহাতে প্রিণ্ট লাইন ছাপান ছিল না।

ইতালীর মনোভাব

চেয়ারম্যানের সাব্‌কমিটির আগামী সভায় কার্য্যক্রম সম্পর্কে বিটেনের নূতন প্রস্তাব আলোচনা হইবে। কাজেই তাড়াতাড়ির জন্য লর্ড প্লীমাথের আবেদন সত্ত্বেও মূল প্রস্তাবগুলির আলোচনায় আরও বিলম্ব ঘটিবে বলিয়াই মনে হয়।

লণ্ডনস্থ ইতালীয় মহলসমূহ বলেন যে, ভলাণ্টিয়ার অপসারণ সম্পর্কে আলোচনায় অসম্মত হইবার ইতালীর কোনই ইচ্ছা নাই এবং প্রকাশ, কাউণ্ট গ্রাণ্ডি, মিঃ এণ্টনী ইডেনকে জানাইয়াছেন, ইতালীর মনোভাবের কারণ এই নহে যে, সে ভলাণ্টিয়ার অপসারণের প্রশ্ন ধামাচাপা দিতে চাহে।

ইতালীয় মহলসমূহ বলেন যে, স্পেনের উভয় পক্ষকে যুদ্ধরত জাতির অধিকার দানই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার উপায়। কাজেই ভলাণ্টিয়ার অপসারণের প্রশ্নের আলোচনার পূর্ব্বে সেই বিষয়েরই আলোচনা হওয়া দরকার কিন্তু তাহা হইলেও ইতালীর অভিমত এই নহে যে, এবিষয়ে কোনও আপোষরফা সম্ভবপর নয়।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মিঃ মেহের আলী

গত ২৩শে জুলাই "মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমাজতন্ত্রিগণ ও অপরাপর কংগ্রেসীদের পক্ষে যতই নৈরাশ্যজনক হউক না কেন, ওয়ার্কিং-কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপাততঃ ঐ বিরক্তিকর প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রশ্নের খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্ম্মী-হিসাবে সংখ্যা গরিষ্ঠের নির্দ্দেশ তাহার অপ্রীতিকর হইলেও আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে, সমররত যোদ্ধার ন্যায় নায়কের বিরূপ সিদ্ধান্তও আমাদিগকে অবনত শিরে মানিয়া লইতে হইবে।" কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের মনোভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এক জনসভায় ইউসুফ মেহের আলী ঐরূপ উক্তি করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপের প্রতি আমরা সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য রাখিব। সহানুভূতি এই জন্য যে, কংগ্রেসী হিসাবে আমাদের সহানুভূতি তাহারা দাবী করিতে পারেন। তাহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিব এই জন্য যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দোষ-ত্রুটির প্রতি যদি আমরা কড়া নজর না রাখি তাহা হইলে দেশের জনসাধারণের এবং কংগ্রেসের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমাদের ত্রুটি হইবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেন তৎপ্রতি অবহিত থাকেন এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে তীব্র সমালোচনা আসিলেও যেন অসহিষ্ণু হইয়া না উঠেন।

জাপ-পররাষ্ট্র দপ্তরের অভিমত

জাপ-পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, উত্তর-চীনে স্থানীয়ভাবে যে আপোষরফা হইয়াছে, নানকিন সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সরকারীভাবে কোন সংবাদ পান নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০.
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮.
দশম স্কন্ধ—
২। ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত
৩। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। সরস্বতী শতক ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১ ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পদ্যকথা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। বৃক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আম্নায়সূত্র /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮
৫৪। প্রেমার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। দশমূলাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। থিয়েটিভ ওয়ার্ক্স ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব চৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিশ্রেয়সর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

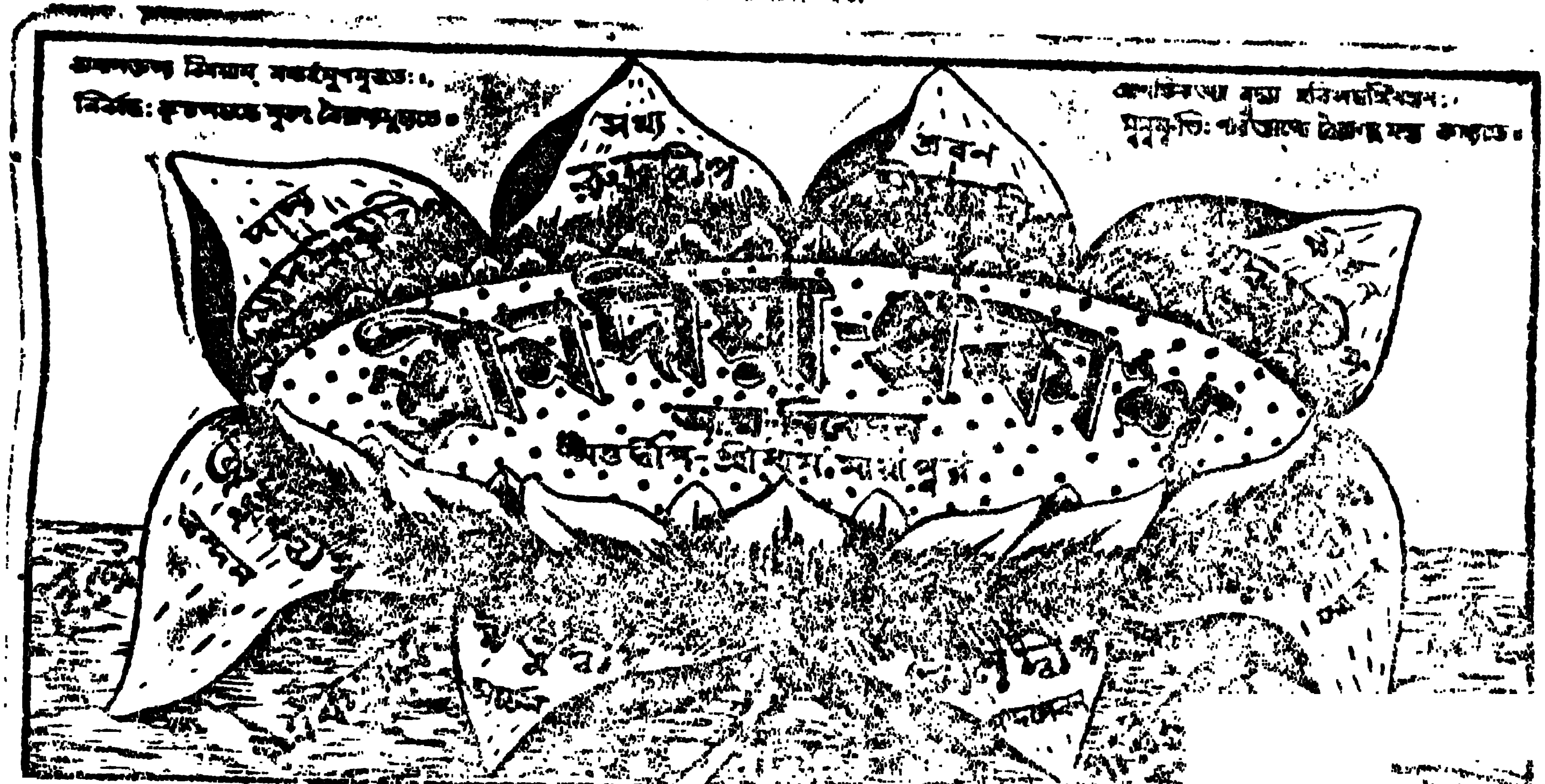

১২শ বর্ষ { শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৮শে জুলাই ইং ১৯৩৭, বুধবার } ২৮তম সংখ্যা

কটকে শ্রীল আচার্য্যদেব

রেলওয়ে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

সুবৃহৎ জনসভায় মঠবাসী ও নগরবাসিগণ কর্তৃক আচার্য্যচরণে অভিনন্দন-প্রদান

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ

(সংবাদদাতার তার
কটক, ২৬শে জুলাই

গতকল্য প্রাতে আচার্য্যদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদে মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন। কটক ষ্টেশনে শ্রীল সচ্চিদানন্দমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থভক্তগণ এবং বিশিষ্ট নগরবাসিগণ বিপুল সংকীর্ত্তনসজ্জ সহ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থিত করেন। আচার্য্যবিজয়ো সংক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকার মধ্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দমঠে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত মঠবাসী ও উড়িষ্যা-দেশের বিভিন্ন স্থানের গৃহস্থভক্তগণ বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন প্রদান করেন। তাহার প্রত্যুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষ' সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত অ্যাডভোকেট; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীধর মহান্তি, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিশ্র; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বোস, রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন; মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ; শ্রীপাদ ভবনন্দ-চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এল প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবস শ্রীমঠে সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় একটী সুবৃহৎ সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ "শ্রীসচ্চিদানন্দের সহিত ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের সম্বন্ধ" বিষয়ে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় ৭০০ শতেরও অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব অদ্য রাত্রে এক্সপ্রেসে কলিকাতায় শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তাহা হইলে কি আমি শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি অবৈদিক নাস্তিক হইলাম, সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।"

(বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড)

"Flatterers (তোষামদকারী গুরু নহে—প্রচারক নহে। যাঁ'রা Popular হ'বার জন্য, যারা কথা কহে কহবার জন্য জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি বোগি-কলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চলছেন, সে-সকল লোক গুর্বানুধাবী নহেন—গুর্বানুধাবার বিরুদ্ধভাবলম্বী।"

(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-শিরোমণি বর্ত্তমান আচার্য্যের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যবিরোধী দল গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ছল চাতুরী অবলম্বন করিতেছে, কেহ কেহ স্থূল শরীর দেখাইয়া নিজেই স্বয়ংসিদ্ধ আচার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং বক্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত উদ্-ধরণের বাদনবাদ্যাদি দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের মনো-রঞ্জন বা লোকসংগ্রহকেই গৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় বলিয়া মনে করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অকালপক্ক কপট ব্যক্তি ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর অভিমানে ভোগ কুঞ্জের খোড়াবন্ধনের জন্য বৈষ্ণবোচিত বেশ এবং চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের প্রাবল্য দেখাইতেছেন। সেইরূপ অবৈষ্ণবোচিত বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারকে মায়া চাপা দিয়া নিজেকে গৌড়ীয়মঠের সেবক বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। উহাদিগকে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বলিলে সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া থাকিতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রাণ শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববাসীকে মায়াকারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের স্বভক্তিশ্রীরূপ উজ্জ্বলোজ্জ্বল-রস জগতে বিলাইয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রকটলীলাকে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক নামধারী আচার্য্যবিরোধিদলের কপট সাধুর বেশ বা আধুনিক আত্মিক চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি ভিক্ষু অভিজ্ঞ বলে আচার্য্যানুগত শুদ্ধ গৌড়ীয়মঠের প্রচারককে তাহাদেরই ন্যায় মনে করেন তাহা হইলে তিনি সত্য হইতে বিবর্জ্জিত হইবেন। তত্ত্বমুক্তা, প্রকৃতি, সহিষ্ণুতা, সরলতা এবং নিষ্কপট ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি সত্য ও অসত্য নির্ণয়ের অনুকূল। গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের আদর্শ প্রভুপাদ [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সত্য [illegible] হয়,

"[illegible] [illegible] মহাজন [illegible] পথ [illegible] মূর্খ [illegible] সত্য [illegible]।"

"[illegible] সকলের বিচার দুর্বার।

[illegible]।"

[illegible] [illegible] পুনঃ পুনঃ।

[illegible]।"

"কাড়া ও অসৎসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গ ও কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণী সর্ব্বক্ষণ চিত্তপটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে। তাড়োর প্রশ্রয় দিলে চিত্ত দূষিত হইবে। দূষিত চিত্তে হরিনাম হয় না—নামাপরাধ হয় মাত্র; সুতরাং অন্যান্য বিসর্জ্জন দিয়া সতর্কতার সহিত হরিসেবা ও হরিনাম করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামিঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ শ্রীধর ৩৩ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫১

কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একান্ত শুদ্ধসেবক-গণ জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের শ্রীচরণধূলিই আমার নিত্যসম্বল হউক। তাঁহাদের জুতা-বরদার হইয়া থাকিবার আশা ও পিপাসা আমার হৃদয়ে তাঁহাদের কৃপায় স্থান লাভ করুক্ ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার একান্ত প্রার্থনা!

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং" শ্লোকে আমরা নবধা ভক্তির সন্ধান পাই। তন্মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
অপ্রাকৃত নামে নাম-অপরাধ যায়।
তাতে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
নিরবধি নাম লয় অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায়, নাম ফল ধরে॥
অপরাধ-গতে শুদ্ধনামের উদয়।
শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময়॥

ভগবন্নাম, রূপ ও গুণময় শব্দ সকলের জিহ্বা স্পর্শের নাম কীর্ত্তন। কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম সাধারণতঃ বর্ণন, শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অপরকে শুনান ও গীত দ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি—এই সকল কীর্ত্তনের প্রকার। অন্যসকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এই হরিকীর্ত্তনই কেবল যুগধর্ম্ম। শাস্ত্র বলেন,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার এইজগতে ও স্বধামে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্য কোন উপায় বা উদ্দেশ্যের মধ্যে নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্ব্বশুভোদয় হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকে জানাইয়াছেন, শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সকলপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান এবং তদ্দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বলিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। হরিকীর্ত্তনে যেরূপ চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হয় এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না।

ভগবানই কীর্ত্তনীয় বস্তু; ভগবদিতর বস্তু আমাদের কীর্ত্তনীয় নয়। এই ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণ সম্বন্ধতত্ত্ব রসের উপাস্য বস্তু। আর শ্রীকৃষ্ণ রসপঞ্চকের ভজনীয় ধন। ইনিই পরতমতত্ত্ব। এই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নিত্য উপাস্য ও নিত্য কীর্ত্তনীয় বস্তু। ইনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর-পরমেশ্বর। ইঁনি সকল অবতারের অবতারী, শ্রীনারায়ণেরও অংশী।

শ্রবণই প্রথম ভক্ত্যঙ্গ। কেহ কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং ভজনের প্রবেশ পথে শুদ্ধ হরিকথা-কীর্ত্তন-কারী মহাপুরুষের সঙ্গ একান্ত আবশ্যক। যিনি কৃষ্ণকে জানেন না কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। গোমুখী দিয়া যেরূপ হিমালয় হইতে গঙ্গা নির্গত হয়, আচার্য্যের অনুরূপ দিব্য সেইরূপ বৈকুণ্ঠ বিষয়ক বাস্তবজ্ঞান দ্বারা নির্গলিত হইয়া থাকে। এই আচার্য্যই ভগবানের সংবাদ-বাহক। তিনিই কৃপাপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত দেশের সংবাদ আমাদের নিকট আনিয়া দেন। শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণে সেই হরিকথামৃত-পানের সৌভাগ্য হইলেই আমাদের সর্ব্ব শুভোদয় হয়। এই ভগবদ্ভক্তজনগণই হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠজগৎ হইতে যিনি না আসিয়াছেন তিনি যদি হরিকথা বলিতে যান, তাহা হইলে তাহাতে ভ্রম প্রবেশ করিবে এবং সেরূপ কথা শুনিলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। সেই-জন্যই শাস্ত্র আমাদিগকে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠাগত মহাজনের শ্রীমুখে অথবা তাঁহার অনুগত ও কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্যদেবই কীর্ত্তন-বিগ্রহ আর আমরা তাঁহার অযোগ্য ভৃত্যাভি-মানী অনুকীর্ত্তনকারী মাত্র। আমরা হরিদাস-গণের জুতা-বরদার। আমাদের নিজের কোন বিদ্যাবুদ্ধি নাই, গুরুদাসানুদাস বা শ্রীআচার্য্য-ভৃত্যানুভৃত্যরূপে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথাই লোকের নিকট বলিয়া থাকি। আমরা নূতন কিছু আবিষ্কার করি না। ইহঃ ঐ একমাত্র সত্যকে পাইবার জন্য তদনুকূলে যেসকল কথা আছে, সেই সকল কথা গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে বলিবার চেষ্টা করি মাত্র। ইহাই শ্রৌতপন্থা আমাদের কীর্ত্তন।

ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্যই কীর্ত্তন; নিজের কোন কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যে কীর্ত্তনে ভগবৎ-সুখবিধানের পরিবর্ত্তে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা কীর্ত্তন নহে, কীর্ত্তনাপরাধ বা চীৎকার মাত্র; ঐরূপ কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হয় না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

* * *

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

* * *

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

যিনি সাধুমুখে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই কীর্ত্তন করিতে পারেন। তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ জড়াভিমানশূন্য, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। এই কীর্ত্তন আনুগত্যময়। আনুগত্যের অভাব যেখানে সেখানে কীর্ত্তনের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণমাত্র নৃত্য এবং প্রতিষ্ঠাশা অপরিহার্য্য।

অপ্রাকৃত শব্দই সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিতই সঙ্গ হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সম্যগ্ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফললাভ চেষ্টা এবং ফলপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য উভয় কালেই অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মের উচ্চারণ অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বাচার্য্য শিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা আচার্য্য বা গুরুদেবের কথা ব্যতীত আর কাহারও কথা শুনিব না এবং তাঁহারই সম্মত তদ্ভৃত্যসূত্রে সকলের নিকট কীর্ত্তন করিব। ইহাই শ্রৌতপন্থার বিচার। শুদ্ধদাসাভিমান হৃদয়ে না জাগিলে কীর্ত্তন হয় না। এ কীর্ত্তন সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা; ইহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। যেখানে শুদ্ধ কীর্ত্তন সেইখানেই শুদ্ধ হরিস্মরণ এবং সেইখানেই শুদ্ধ ভক্তি। এই আনুগত্যময় কীর্ত্তনে অনর্থনিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। এই শরণাগত কীর্ত্তনই নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায়।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনায় আমরা বহু ধর্ম্মপ্রচারকের কথা দেখিতে পাই। কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ধর্ম্ম-প্রচারকের নাম ধারণ করিয়া সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর নৈতিকতার আশ্রয়ে ইহজগতের দেহমনের শান্তিবিধানকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করত লোকসংখ্যা গণনের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। কেহ কেহ মৃত্যুর পরে বহুবর্ষব্যাপী ভোগাশাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকেন, আবার কোনও ধর্ম্মপ্রচারক ভোগে অতৃপ্ত হইয়া ত্যাগের বেশ ধারণ পূর্ব্বক আত্মার চেতন সত্ত্বাকে লোপ করিয়া আনন্দ-প্রাপ্তির কল্পনায় আনন্দ, আনন্দপ্রদাতা ও আনন্দাস্বাদকের অস্তিত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক মায়াপথে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে আত্মবিনাশ করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। আজ পর্য্যন্ত তথাকথিত ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে যে-সমস্ত প্রচারকের কথা জানিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই কেহ বা প্রত্যক্ষ, কেহ বা পরোক্ষ আবার আবার কেহ বা অপরোক্ষ চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের মত প্রচার করিয়াছেন। প্রাগুক্ত প্রচারকগণ কোনও বিশেষ দেশ-কালের মধ্যে মঠ ও মিশনাদি গাড়িয়া তুলিয়া ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার (?) করত কতকগুলি লোককে স্ব স্ব মতে আনয়ন

পূর্ব্বক এক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাসে যুগে যুগে বাদ-প্রতিবাদের সঙ্ঘর্ষ, রক্তা-রক্তি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি শত শত বিবাদ, বিপ্লব, ঝঞ্ঝা দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের লোককে তাঁহার মতে টানিয়া আনিবার জন্য বহুবিধ প্রলোভন দেখাইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু তাহাতেও তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে বিবিধ শাস্তি প্রদান করিয়া ভয় প্রদর্শন করে। এমনকি, কখনও কখনও কাহারও হস্তের অঙ্গুলির অগ্রে সূচ বিদ্ধ করিয়া, কাহাকেও বা অগ্নিগর্ভতলে নিক্ষেপ করিয়া আবার কখনও বা শূলে চড়াইয়া দিয়া জীবনান্ত করার সংবাদও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যানুবর্ত্তী অসুর-মোহিনী মায়াদেবীর এমনি বক্তব্য যে, তাঁহারা সেই অকথ্য ও পাশবিক অত্যাচারকেও তাঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ স্থির করিয়া নিজদিগকে মহাধার্ম্মিক মনে করে। আবার আজকালের এক নবীনসভ্য গণমতের নিকট্‌বেশী করিয়া বাহবা কুড়াইবার জন্য "সকল ধর্ম্মই সমান" এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের একটি অভিনব পথ আবিষ্কার করিয়া ভুঁইফোড় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন।

এবম্বিধ বিভিন্ন প্রকারের তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই দেবীধামে দিনের পর দিন বহুরূপী সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। মায়াদেবী সত্যবস্তুকে এইরূপভাবে জটিল আবরণে আবৃত বা সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, বাস্তব-সত্যের একটা আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময়ী যবনিকা আমাদিগের সত্যানুসন্ধানকেও বিপ্লবী সমস্যার অন্তরালে প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে 'সত্যনিষ্ঠা' বলিয়া একটা শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর অপরদিকে সত্যের বাহ্যিক ভাব-ভাষার অনুকরণে প্রতিযোগিতাময় আসুরিক প্রতিষ্ঠান —কলির বাতিরেক সেবার মোহনকুঞ্জ। একদিকে অনাকাঙ্ক্ষিত নিষ্কপট, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ভগবৎপ্রেরিত গোলোকদূত জগদ্‌গুরু আচার্য্যপাদপদ্মে স্বাভাবিকী নিষ্ঠা বা আত্মনিবেদন, অপরদিকে বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা আচার্য্যানুগত্য পরিত্যাগ করত সাধুশাস্ত্রবাণী লঙ্ঘন করিয়া অসত্য বা কল্পিত মতকে 'পরমসত্য' বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঞ্চিত, কপট, অন্যাভিলাষী মৎসর ব্যক্তিগণের সত্য বা ধর্ম্মের নামে অসত্য বা অধর্ম্মের প্রচার অভিযান।

অবশ্য আমাদের জানা আছে যে, এই দেবীধামের প্রচারকগণ মায়াদেবীর চরানুচর-রূপে ধর্ম্মপ্রচারের দোহাই দিয়া আব্রহ্ম-স্তম্বের সকলকেই ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত করিবার জন্য বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। তজ্জন্য এখানকার সকলেই ভগবদ্বহির্ম্মুখতার প্রতি রুচিসম্পন্ন। কাজেই এখানে বহির্ম্মুখতার যুক্তিসিদ্ধান্ত, আলাপ ও আলোচনা গণমত বা মিছাভক্তের মুখে যতদূর রুচিকর বা সমর্থনযোগ্য হইবে একান্ত ভগবৎসেবানিষ্ঠ বা ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম গুরুনিজজনের সিদ্ধান্ত কিছুতেই ততদূর রুচিকর বা সমর্থিত হইতে পারে না। গণমত অথবা ভক্তের বেশে সজ্জিত রাবণাসুরের কালনেমির অনুগত জনগণ ভগবৎ-সেবা বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার ছলনায় যে-সকল রুচি, ভাবভাব, চালচলন, বেশভূষা বা প্রচারবৈভব প্রদর্শন করে, সেইগুলি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের গুপ্ত অভিসন্ধি বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বা গুরুদ্রোহিতারই প্রকারবিশেষ। সুতরাং এখানকার বা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু প্রচারকের বহুমানন না করিয়া সত্য ও সত্য-প্রচারকের অনুসন্ধানই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সমস্যা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে সত্যের অনুসন্ধান একদিকে যেরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে আবার অপরদিকে সেইরূপ সত্যের প্রতি নিষ্কপট, স্বাভাবিকী আর্ত্তির আকর্ষণে সত্যসূর্য্যের অরুণোদয় বা স্বয়ংপ্রকাশ নশ্বর মধুর সম্ভাষণে সহজ মিলনের বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। অবশ্য এখানকার কৃষ্ণবিস্মৃত আমরা সকলেই মায়াবদ্ধ; তন্মধ্যে যাঁহাদের চেতনবিকাশের মূলে সুকৃতি রাণীর শুভদৃষ্টিতে এক-প্রকার ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসার বা স্বরূপোদ্বোধের প্রারম্ভিক যুগ আসিয়াছে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই আমরা কিছু আলোচনা করিতেছি। ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যকে বিবদমান তরঙ্গসঙ্কুল মনে করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলে সত্যরাজ্যে পৌঁছিবার ব্যাঘাত আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য প্রথমমুখেই সহিষ্ণু হওয়া প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুরই বিশেষ প্রয়োজন।

কোন্ উপায়ে বিরাট্ সংশয়-সমুদ্রের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সত্যের অনুসন্ধান মিলিবে তৎসম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন-সমস্যার মীমাংসক শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
(ভাঃ ১।২।২১)

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্
বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

আত্মার আত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার বা আত্মদর্শন হইলে ভগবত্তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কারাদি-রূপ মনের সমূহ শৃঙ্খল ও অসম্ভাবনাদি-রূপ সকল সন্দেহরজ্জু বিনষ্ট ও ছিন্ন হইয়া এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সকল সংশয়-সমস্যার অবসান করে। কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করিলে পরমাত্মা বা আত্মদর্শন হইবে? আরোহপথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা অনুগত হইয়া শুদ্ধসাধুগুরুর শ্রীমুখে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে হৃদয়ের সমূহ সংশয় ও পাপ-বাসনামল বিদূরিত হইয়া যায় এবং নির্ম্মল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে নিত্য সেবানন্দরসধামে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-মাধুরী হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক এই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে যথাসম্ভব করিয়া বাণীপেঠ-রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বজীবকে বিরাটের জ্যোতির্ম্ময় দর্শন হইতে মুক্ত করিয়া স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্দেশ্যে স্বরাটের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য আহ্বান করিতেছেন। একদিকে তাঁহারা যেমন কৃষ্ণপ্রিয়া পরা বিদ্যা বাণীসরস্বতীর চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানাজ্ঞানের কবল হইতে বিশ্বজীবকে উদ্ধার করিয়া অধোক্ষজ গোলোকরাজ্যে নিত্য অদ্বিতীয় সেবা-সেবা-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য চৈতন্যবাণী-সরস্বতী-স্রোতঃ প্রবাহ করিয়াছেন। এই স্রোত সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাগরের আলিঙ্গন-সেবায় অনিরুদ্ধ-গতিতে অনুগধারায় বা আম্নায়ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। গৌড়ীয়মঠের প্রচারক সেই স্রোতে নিজেকে নিয়ামকের অধীনে ভাসাইয়া দিয়া মায়ামোহগ্রস্ত বিশ্ববাসীর আত্মমঙ্গলকামনায় আচার প্রচারের মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে চৈতন্যবাণী চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ ও অমল কিরণ বিতরণ করিতেছেন। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্ তাঁহারাই সেই আলোকদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সুদুর্লভ মানবজীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন বা করিতেছেন।

একণে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক কে,

আলোচনা প্রয়োজন। যেখানে গৌড়ীয়-নাথের বাণী কীর্ত্তিত হন সেই জনমন্দিরই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীচৈতন্যমঠ। কিন্তু যাঁহারা চৈতন্যবাণী-সরস্বতীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিয়া গৌড়ীয়মঠসেবকের অভিনয় মাত্র করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শুদ্ধ গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বা সেবক বলিলে বাস্তব গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বা সেবকের চরণে অপরাধী হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও লীলাবৈচিত্র্যকে বিকৃত করিয়া যে সমস্ত আউল বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া নেড়ী সখীভেকী রসিক-ভাগবতোপাসক প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকামী সম্প্রদায়িদলের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সমূলে বিনাশ করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপনের জন্য গৌড়ীয়মঠের প্রচারক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রেম ও কাম, ভক্তি ও অভক্তি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সুষ্ঠু সীমানির্দ্দেশ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শত শত গ্যালন চিৎ-শোণিত ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু যাহারা আচার হইতে একেবারে পেন্সন লইয়া কেবল লোকমনোরঞ্জনকার্য্যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য গৌড়ীয়মঠের কুপাটিয়া পাখার ন্যায় মুখস্থ করিয়া শব্দাদির কসরৎ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক নহে, তাহারা গৌড়ীয়মঠ-দ্রোহী (?) বা পাষণ্ড। গণ-মতের প্রশংসা পাইলে এবং প্রচুর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ দেখিলে সেই সমস্ত প্রচারকের হরিকথা (?) কীর্ত্তন করিবার পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। যে মহাজনপদটী যিনি সুর-তাল লয়-মানে মিশাইয়া মধুরস্বরে গাহিতে পারেন, শ্রোতার সংখ্যাধিক্যে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশা থাকিলে তিনি সেই পদটী কীর্ত্তন করিবার জন্য গলা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। সেই সমস্ত প্রচারক সেবার ছলনায় কিছু অর্থসংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাহার মূলে প্রচ্ছন্ন স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাসনা প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকায় তাহা আত্মমঙ্গলপ্রসূ হয় না। তাঁহারা অনেক সময় বহির্ম্মুখসমাজের মনস্তুষ্টির জন্য ভক্তির সহিত অভক্তির একটা গোঁজামিল রফা-দফা করিয়া দেলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "বাহিরে প্রচার করিতে গিয়া সত্যকথা বলা যায় না, সত্যকথা বলিলে লোক চটিয়া যাইবে।" উহা পুস্তক-পত্রিকাদিতে লিখা থাকুক।

এই সমস্ত ভণ্ড প্রচারক বা প্রচ্ছন্ন দলের মতবাদ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্য বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়, এই ভয়ে আমি যদি সত্যকথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি

(পর ৫৪৫ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:*:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা[শ]" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা[হে] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা[র]মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থা[কে]। ১৬।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[য়া] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়া[র] একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞণধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গভক্তিসিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২৯শে জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১২৯]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার স্যার জন এণ্ডারসন পৌরোহিত্য করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চান্সেলার মিঃ এ, এফ, রহমানকে ডক্টর অব ল ও মিঃ প্রকাশ-চন্দ্র লাহিড়ীকে পি, এইচ, ডি, এবং কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট উপাধি প্রদান করেন।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে ফজলুল হক ছাত্র সম্ভাষণ করেন। মিঃ সুরাবর্দ্দি, ঢাকার নবাব বাহাদুর, মিঃ নৌসের আলি, মিঃ এন, আর সরকার ও মিঃ এম, বি, মল্লিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অভিধান

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস একটি বাঙ্গালা অভিধান আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা হেন্‌রী পিটস ফরস্টারের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানের যাহা এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অভিধান বলিয়া জানা গিয়াছে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। এই আবিষ্কৃত অভিধানের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শুধু খাঁটি বাঙ্গালা ভাষাই সন্নিবেশিত হইয়াছে, সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত শব্দই বর্জ্জিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা-কার্য্যে ইহা অনেক সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভা

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় কে-কে থাকিবেন তাহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে মন্ত্রিসভার মোট ছয় জন সভ্যের মধ্যে দুইজন মুসলমান ও চারিজন হিন্দু থাকিবেন এবং মহম্মদ ইব্রাহিম অন্যতম মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। মহম্মদ ইব্রাহিম সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালেই মুসলমান মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করার কথা ছিল, কিন্তু মৌলানা আবুলকালাম আজাদ আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত ঘোষণা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এলাহাবাদ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেই নাম ঘোষণা করা হইবে।

সীমান্ত গান্ধীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

প্রত্যেক প্রদেশেই নূতন শাসনতন্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া দেশবাসীকে এক একটা নূতনতর আশা দেখাইয়া জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতেছে। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সিকন্দার হায়াৎ খাঁ সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে পাঞ্জাবে আসা নিষেধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। উক্ত প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে যে ছয়জন রাজবন্দী আছেন তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজনকে তিনি মুক্তি দিতে রাজী আছেন যদি তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী আন্দোলনে ভবিষ্যতে নিযুক্ত থাকিবে না।

সামরিক আইনে দণ্ডিত সকল কয়েদী মুক্তি পাইয়াছে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন কয়েদী মাত্র আছে তাহার সম্বন্ধে শীঘ্রই বিবেচনা করা হইবে। সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ২৭ জন দণ্ডিত হইয়াছে। অনেককেই ছাড়িয়া দিয়া বাকী যে ৪ জন আটক আছে তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। তবে তাহারা মুক্তি পাইবে কি না সন্দেহ। মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি আইনানুমোদিত ভাবে আন্দোলন চালায় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না কিন্তু যেই তাহারা বে-আইনী কার্য্য করিবে গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

বার্সিলোনার উপর গোলাবর্ষণ

বার্সিলোনার এক সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২১শে জুলাই সমুদ্র হইতে ঐ সহরের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়।

অপর একটী সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ জাহাজ 'মাকগ্রেগর' যখন মার্সেলিস হইতে দুই হাজার আশ্রয়প্রার্থী লইয়া যাইতেছিল তখন বিদ্রোহী ক্রুজার "আলমিরান্তে সারভেরা" উহাকে থামিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া তিনবার সতর্কতাসূচক গোলাবর্ষণ করে, কিন্তু জাহাজটী থামিতে অসমর্থ হয়। স্পেনীয় উপকূলের তিন মাইল সীমানা পার হইয়া গেলে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজকে উহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়।

———

১৪৪ধারার আদেশ প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ

জামসেদপুরের টাটা নগরে সাউড়ারাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যে ১৪৪ ধারার আদেশজারী করা হইয়াছিল, বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এই মর্ম্মে উহা প্রত্যাহারের আদেশ দিয়াছেন—কেবলমাত্র যে সকল পিকেটিংকারী বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদের উপর ১৪৪ ধারার উক্ত আদেশ কার্য্যকরী হইতে পারিবে।

হত্যার ষড়যন্ত্র

আবিসিনিয়ার নারী কর্ত্তৃক আদ্দিস-আবাবাস্থিত ইতালীয় রাজপ্রতিনিধিকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়াছে। বাহিরের লোক এমন কি সিনর মুসোলিনি পর্য্যন্ত যাহাতে ও সংবাদ জানিতে না পারেন সেজন্য ফ্যাসিস্ত সংবাদ সরবরাহ সংকোচ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবিসিনিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল আজও ইতালীর অধিকৃত হয় নাই সেই সমস্ত স্থানে এখনও ইতালীর সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। আবিসিনিয়ার প্রায় ৪ হাজার সৈন্যের সহিত ইতালীয় বাহিনীর যুদ্ধ চলিতেছে। ফ্যাসিস্তারা যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহার পরেও আদ্দিসআবাবায় প্রায় এক হাজার নারীকে তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। অন্ততঃ বহু নারীকে সিটি গেটে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। বল প্রয়োগ করিয়া আবিসিনিয়দিগকে জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায় ফ্যাসিস্তারা মুসোলিনির নাম দিয়া একখানি ইস্তাহার প্রচার করিয়া দলপতিদিগকে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ—আমরা সকলেই এক উদার তাহারই প্রমাণ আপনাদিগকে দেখাইতে চাই; মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বাহু বাড়াইয়া দেন, আমরাও তেমনি আপনাদের মঙ্গলের জন্যই অগ্রসর হইয়াছি।

———

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড—৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১.০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-পঞ্চতত্ত্ব
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।
২৭। মুক্তিমঞ্জরিকা গুণলেশসূচকঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। সাধনপথ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। কল্যাণকালী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণানেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। দি ভিডিক ওয়ার্ড স অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবাঙ্কম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST** ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ৷॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা, সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১২৯৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সনাতন-গৌড়ীয়মঠে বিরহ-তিথি পূজা

গত ৭ই শ্রাবণ ২৩শে জুলাই শুক্রবার শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থলী নারায়ণগঞ্জ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি তাঁহার শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণে ঐকান্তিকী আসক্তি এবং যুক্ত-বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রভৃতি ও মহান্ সদ্গুণপূর্ণ পরমপূত চরিত্রের আলোচনা ও বিরহসূচক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয়ের অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ভবরোগের পথ্যস্বরূপ শ্রীমহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমাগত বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিত্য সুকৃতি লাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। বিরহ-তিথির উপায়ন সংগ্রহে, নৈবেদ্য প্রস্তুত-কার্য্যে, সমাগত সজ্জনগণের প্রতি সুসম্ভাষণে, শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর পরমপূত চরিত সুধা-সরিৎবর্ষণে—তিথিবরায় পূজায় শ্রীপাদ মঠরক্ষক প্রভুর সেবার উৎসাহ আদর্শস্থানীয়। মঠ-সেবক শ্রীপাদ হরিদাস দাসাধিকারী ও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণসুন্দরের সেবা-চেষ্টাও প্রশংসার্হ। স্থানীয় গৃহস্থ—পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ উৎসবে সেবানুকূল্য প্রদান এবং নানাভাবে উৎসবকার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

সচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য ও নির্দ্দেশমত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তন ও নানাভাবে সেবকগণকে সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ প্রভৃতির কটক সহরের প [ ] গমন করিয়া তাঁহাদের নিকট গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিবাণীর সন্ধান প্রদান এবং অন্যান্য সেবকগণের বিবিধ সেবাচেষ্টায় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব-সমাপ্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতি ও তাঁহার শ্রীমুখে চেতনোন্মেষিণী নিত্যকল্যাণপ্রদায়িনী বীর্য্যবতী ভাগবতী বাণী শ্রবণসুযোগমূলে মহোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন; সম্প্রতি তিনি শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে ধানবাদে শুভাগমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গয়া হইয়া ধানবাদে প্রচারে গিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক হইয়া ময়ূরভঞ্জের বারিপদা স্থানে প্রচারে নিযুক্ত আছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমলস্থ গিরি মহারাজ কলিকাতার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি ধানবাদে উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রচারকগণ আসানসোল হইয়া জামতাড়া ও ধানবাদ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক সমাগত শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের নিকট নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজও শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মসমীপে থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

আমার প্রতি গুরুপাদপদ্মের নিষেধ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

১১। শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ বলিয়া শ্রীএকাদশীতে কিছু গ্রহণ।

১২। চাতুর্ম্মাস্য ও উর্জ্জাব্রতাদি পালন না করা।

১৩। পুণ্যকামনায় গঙ্গাস্নানাদি।

১৪। সেবাকার্য্যে বাধাপ্রদানকারীকে ভক্তদ্বেষী বলিয়া জ্ঞান না করা।

১৫। ভজনের প্রকারভেদমাত্র না জানিয়া ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রীতি করা।

১৬। সেবা-বিরোধী ভক্তদ্বেষীর প্রতি ভক্তের ক্রোধ ও অপরের ভোগোত্থ ক্রোধে সমজ্ঞান।

১৭। গৃহস্থ বা ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের অশৌচ গ্রহণে শ্রাদ্ধতর্পণাদি।

১৮। লোক-ব্যবহারের জন্য মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ত্যাগ।

১৯। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া অনেকের সহিত ঝগড়া করা।

২০। ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা।

২১। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান লাভ, এক মনে করা।

২২। নিম্নাধিকারে থাকিয়া উচ্চাধিকারের রাগানুগা ভক্তি ও ব্রজ-রসাদির কথা আলোচনা করা।

২৩। বস্তুতত্ত্ব-নির্দ্দেশের পূর্ব্বে লীলা-রস বুঝিবার প্রয়াস।

২৪। স্বয়ং ভজনচতুর না হইয়া অপরের মঙ্গলবিধান চেষ্টা।

২৫। বৈষ্ণব-শাসন-বিধি ও মর্য্যাদা-পথের উল্লঙ্ঘন।

২৬। বৈধী ভক্তি, বৈধাচার ও শিষ্টাচার প্রভৃতি অবজ্ঞা।

২৭। মঠে গৃহারোপ ও গৃহে মঠারোপ।

২৮। বৈষ্ণবের প্রতি বর্ণাশ্রম বিচার।

২৯। এক গুরুবাদ, শ্রৌতধারায় আচার্য্যাদি অস্বীকার।

৩০। কালনেমি, ধর্ম্মধ্বজী, কৌপীনপরা পাষণ্ডগণের সহিত বাক্যালাপ, এমনকি, তাঁহাদের দর্শনাদি, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করা।

"ভাড়া ও অসৎসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গ ও [illegible] সঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্বক "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণী [illegible] চিরপথে সংরক্ষণ পূর্বক নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে। জড়ের প্রতি দিকে চিত্ত ধাবিত হইবে। [illegible] চিত্তে হরিনাম হয় না—নামাপরাধ হয় মাত্র; সুতরাং অন্যান্য বিষয় [illegible] দিয়া যত্নসহকারে [illegible] হরিনাম করিতে হইবে

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী

সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্তন তাহার 'সংকীর্তন' অথবা 'সম্যক্ কীর্তন' অর্থাৎ সংকীর্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথা কীর্তন। নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর[illegible] কীর্তনের নাম 'সংকীর্তন'। শ্রীমদ্ভা[illegible] আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম[illegible] কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। [illegible] প্রকার ভক্তের মধ্যে শ্রীনাম[illegible] কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। নাম [illegible] সকল মঙ্গল [illegible] হয়। [illegible] শ্রবণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্ত [illegible] অন্তর্ভুক্ত। [illegible] বেদান্ত-সিদ্ধান্ত [illegible] জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] এই যে, 'শ্রীনাম-সংকীর্তন' একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন, তাঁহার সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্তন করিবেন, তাঁহার পক্ষে [illegible] আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সকল প্রকার সাধন [illegible] তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, [illegible] বলিয়াছেন,

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণম্

(শ্রীনামব্রহ্ম ব্রহ্মচারী)

[illegible] দুই প্রকার বিষয় [illegible] আলোচ্য হইয়া থাকে। শ্রেয়ঃ [illegible] মঙ্গলদায়ক, কিন্তু প্রেয়ঃ আপাত [illegible] দ্বারা আমাদিগকে আকৃষ্ট [illegible] অসমর্থ পাইলেই তাহার [illegible]। কিন্তু [illegible] লোক [illegible] সেই প্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন।

আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, [illegible] অনুকূল নহে। শ্রেয়ঃ আমাদের

[illegible] সাধন-সিদ্ধি। [illegible] সাধন [illegible]। [illegible] হয়। [illegible] পূর্ণ হয় না, [illegible] মনুষ্যজন্ম [illegible] লাভ হয়। [illegible] সর্বাপেক্ষা। একান্ত [illegible] সার্থক হয়।

[illegible] শ্রীনামে নাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য না। [illegible] শ্রীনাম সংকীর্তন ব্যতীত অন্য [illegible] নাই। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-[illegible] অন্য কোন কৃত্য নাই।

[illegible] বিষয় নাম-সংকীর্তন। [illegible] সংকীর্তন-

শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible] যিনি কহিতে 'আমি [illegible] সংকীর্তন [illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়াছেন, [illegible] করি, এবং [illegible]

[illegible] কীর্তন [illegible]

[illegible] আমরা যদি [illegible] কীর্তনকারীর মধ্যে [illegible] সংকীর্তন [illegible]। [illegible] কীর্তনকারীর সাহিত যেকাল পর্য্যন্ত [illegible] না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করিয়া থাকে।

এই অবস্থায় ভাল লাগে না অর্থাৎ শ্রেয়ঃ আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রেয়োরূপে স্থান লাভ করে নাই। শ্রেয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে নানারূপ বাধাবিপত্তি আছে। কিন্তু শ্রেয়ঃ প্রথমেই সুধাজ্ঞান প্রদান করে। আমরা অজ্ঞানবশে বর্তমানে অদূরদর্শী, সুতরাং পরিণাম চিন্তায় অসমর্থ। তাই প্রেয়ের প্রাথমিক আপাতসুখে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রাপ্তি আরম্ভ হই, কিন্তু তাহার ভয়ানক পরিণাম আমাদের অজ্ঞানার-অপ নয়ন দর্শনের দৃষ্টিতে দেখিতে পাই না, পক্ষান্তরে শ্রেয়ঃ প্রথম দৃষ্টিতে প্রদানের দ্বারা শ্রেয়ঃকামীর ধৈর্য্য পরীক্ষা করেন বলিয়া আমরা শ্রেয়োলাভের পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই [illegible] পরিত্যাগ করি, কিন্তু শেষের যে মধুময় পরিণাম তাহা আমাদের অজ্ঞতার যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যায়। তাই সে-পথে আমরা অগ্রসর হই না।

প্রেয়োবিষয় ভোগ করিয়া আমরা পরিণামে পীড়িত হই। কিন্তু তাহাতে চৈতন্যোদয় হয় না, আমরা আবার [illegible] পুনরায় [illegible] চর্বিত বিষয় চর্বণে রত থাকি অর্থাৎ পুনরায় প্রেয়োবিষয়ের ভোগবাসনা প্রদর্শন করি। আমরা শ্রেয়োময় ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্য জানি না, তাই বারবারের বর্তমান করিয়া বারবার প্রেয়ের ক্লেশপ্রদ পরিণামের দ্বারা ক্লিষ্ট হই। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা

[illegible]

মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং

পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং

দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।

অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-

স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

([illegible])

গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত স্বতঃ, অপরের উপদেশে, আপনা হইতে, কিংবা পরস্পর আলাপ দ্বারা কোন প্রকারেই কৃষ্ণোন্মুখ হয় না। তাহারা অদান্তেন্দ্রিয় সুতরাং বারবার এই দুঃখময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্বিত বিষয় চর্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয়সমূহকে বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যাহা নিত্য শ্রেয়ঃ) শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধকর্তৃক চালিত হইয়া গর্তে পতিত হয়, তদ্রূপ কর্মিগণ (প্রেয়ঃ-প্রার্থী) ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুতে, ব্রাহ্মণাদি নাম-রূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্মে (প্রেয়ঃপ্রাপ্তির কার্য্যে) নিযুক্ত হয়।

জড়বিষয় আমাদের প্রেয়ঃ। কিন্তু বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন শ্রেয়োরূপ কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন। বর্তমানে আমাদের জিহ্বায় পিত্তের প্রভাব আছে তাই শ্রেয়োদায়ক নাম রূপ মিশ্রি স্বাদু বোধ হয় না, পরন্তু অতি তিক্ত বলিয়া লাগে। তাই আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে রুচি লাভ করিতেছি না।

আমরা বর্তমানে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা লাভ করিয়াছি, তাহা সমস্তই প্রেয়ঃ-প্রার্থনার সহায়ক। আমরা জড়ের সংস্পর্শে আছি এবং একমাত্র চৈতন্যানুশীলন ব্যতীত এই জড়ের মধ্যে শ্রেয়ের স্থান নাই বলিয়া আমরা কোন প্রকারেই শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জড়ের মধ্যে মনের প্রভাব সমধিক। অথচ সেই মনই সর্বাপেক্ষা বড় প্রেয়ের দালাল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

আমরা (প্রেয়োময় জড়জগৎ ব্যতীত) গুণাতীত জগতের বিষয় করিবার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি প্রাকৃত জগতের বস্তুগ্রহণের উপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মাকড়সার জাল [illegible] চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্বে শোনা আছে, তাতেই আমাদের রুচি হয়। যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তাতে আমাদের রুচি হয় না। (অর্থাৎ প্রেয়ঃপ্রদ বিষয় কথায় রুচি হয়, শ্রেয়ঃপ্রদ হরিকথায় রুচি হয় না)।

বর্তমানে নিত্য আনন্দ: ইন্দ্রিয়সমূহ বা পারিপার্শ্বিক [illegible] শ্রেয়োলাভের সহায়ক, [illegible]। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের [illegible] সমূহের যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারা অর্থাৎ ইহাদিগকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পারি। শব্দ ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাগত হইলে আমরা এই ইন্দ্রিয়গুলি এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির যথাযথ নিয়োজন দ্বারা এই জন্মেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হই—ইহাই ভাগবত সিদ্ধান্ত।

শ্রেয়োলাভের পথ কোটিকণ্টকাকীর্ণ হইলেও পরিণামে অশোক, অভয়, অমৃতময়। গীতা বলেন, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ শ্রেয়ঃসুখের প্রাক্কাল বিষবৎ মনে হইলেও পরিণামে একমাত্র তাহাই অমৃতোপম। পরন্তু অন্য সুখের অর্থাৎ প্রেয়ের পরিণাম উগ্রবিষময়।

ত্রিগুণময় জগৎ প্রেয়ঃ-পরিবৃত। গীতা ১৮।৪০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন জীব নাই, যিনি প্রকৃতিজ গুণ হইতে মুক্ত। সুতরাং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা প্রেয়ের দ্বারা কবলিত। এমন কি, জ্ঞানী ও কর্ম্মিসকলও এই প্রেয়োময় প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া প্রেয়ের প্রার্থী; কিন্তু ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রাদির জন্য প্রকৃতিজ গুণকে স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রেয়োময় স্বার্থগতি বিষ্ণু ব্যতীত বহিরর্থের বহুমানন করেন না।

ত্রিগুণময় ভোগরাজ্যে প্রেয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য মায়া নানাপ্রকারের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। যিনি ভোগরাজ্যের কোন বস্তুর প্রতিই প্রলুব্ধ হইয়া ভোগ না করিবেন, তিনিই প্রেয়ঃপথ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপথে "অন্তঃ ওঁঃ প্রবিশত" বাক্যের আদর্শস্থানীয় হইবেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই প্রেয়ের চাতুরী এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কৌশল সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ভোগরাজ্যে প্রেয়ঃসমূহ জীবকে আকর্ষণ কচ্ছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ কচ্ছে, যাঁ হাঁ-না ছাঁ-না বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত করবার মত যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ ক'রছে। অসদ্বস্তুকে সদ্বস্তু জ্ঞান ক'রে তাতে উপকার হ'বে মনে ক'রে জীব দৌড়চ্ছে। মায়া সুন্দরীকে রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা করবার জন্য। জগতে যা' কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়শী। যে ভোগী হ'বে সে বঞ্চিত হ'বে বিদ্ধ হ'বে। খাবে দাবে নরকে যাবে এই বুদ্ধি মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি?

"এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা করবার জন্য Sugar-coating দিয়ে quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। ইতরযোনির অসৎ-শব্দ মনুষ্যকে সর্ব্বদা ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে। এই শব্দটাই যত গোলমাল কচ্ছে। মানব এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হচ্ছে। তাই গৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তান মান-লয় সংযোগ ক'রে 'জিলেটিং' দিয়ে 'কুইনাইন' খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য, তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গারণ করবেই করবে।"

সুতরাং শ্রেয়ঃকামিগণের পক্ষে প্রথমতঃ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন রুচিকর না হইলেও সাধুসঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচিবর্দ্ধনের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রেয়োলাভের গত্যন্তর নাই। তাই গৌরসুন্দর বলিয়াছেন, কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন—"শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্॥" সুতরাং আমরা সেই শ্রেয়ঃপদ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের জয়গান গাহিব—

শ্রেয়ঃকুমুদবিধু জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিলাস॥

অনুকম্পা

(শ্রীসান্ত্বনা দেবী)

সাধারণ বিচারে দেখা যায়, আপাত সুখ বা প্রেয়ঃ যাহা, তাহার ইন্ধন পাইলে আমরা তাহাকেই আমাদের পক্ষে ভগবানের অনুকম্পা বলিয়া গ্রহণ করি। প্রেয়ঃ-পথের প্রতিকূল যাহা, তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকি এবং উহার অবলম্বনে যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধায় না পড়িতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবিশিষ্ট হই। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভিন্ন পথ। প্রেয়ঃ পথ, যাহা আমাদের আপাত অনিত্য দেহ-ইন্দ্রিয়ের সুখকর, আর শ্রেয়ঃপথ যাহা আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাই জীবের নিত্যকাল নিত্যানন্দদায়ক। জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতার দরুণ নিজ স্বরূপের নিত্যপ্রয়োজন ভুলিয়া জগতে ভোগোন্মুখী সরলতা একরূপ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার দরুণ সাধুশাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার বর্ত্তমান এবং অতীতের কৃতকার্য্যের পরিণামফল শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া জানাইয়া দিলেও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না বা বুঝিলেও গ্রহণ করিতে রাজী হয় না।

জড় উদাহরণেও দেখিতে পাওয়া যায়, লৌহ একটী কঠিন বস্তু, কিন্তু আগুনে পোড়া হইলে সেই কঠিন বস্তুও সরল হইয়া তাহা দ্বারা ইচ্ছানুরূপ গঠনকার্য্য সম্ভব হয়। তদ্রূপ ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের জন্য শ্রেয়ঃপথের নির্দ্দিষ্ট যে দণ্ড বা শাস্তি, তাহাও ভগবানের অনুকম্পা এবং তাহা দ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবগণকে ভগবদুন্মুখ করাইয়া আত্মমঙ্গল ও জগন্মঙ্গলকার্য্যে সুযোগ দান করা। বর্ত্তমানে আমরা দেহাদির কারাগারকে আমাদের নিত্য বাসস্থান বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছি এবং নানাকার ভোগোপকরণ আহরণ করিয়া সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া জানার জন্য কখনও সুখের আভাসমাত্র আসিলেই নিজেকে খুব সুখী মনে করিতেছি, আবার কখনও দুঃখ আসিলে তাহা দ্বারা মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছি। বস্তুতঃ এখানে যাহা সুখ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই প্রকৃত দুঃখ। কারণ, এখানে সুখ বলিয়া যাহা মনে করা যায়, সেইটী আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাহাতে বিভোর হইয়া আমাদের ভগবদ্‌বিস্মৃতি আসিয়া যায়; কিন্তু দুঃখে ততখানি ভগবদ্বিস্মৃতির উদয় না হয়। এজন্যই শ্রীকুন্তী দেবী ভগবানের নিকট নিরন্তর দুঃখকেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এজগতের দুঃখই ভগবানের অনুকম্পা বলিয়া জানিতে না পারিয়া ভগবানের বিচার ঠিক নয় বলিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের আসামী করিয়া বসি! অনাদিকালের নিজ কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ আমাদের সুখ ও দুঃখ জীবের ভাগ্যে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র মনুষ্যজন্মেই ভগবানের অনুকম্পা বুঝিবার সুযোগ লাভ ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীতে আমরা জানিতে পারি,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

জীব স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐ সকল নিজকৃত কর্ম্মফল ভগবানেরই অনুকম্পা, এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্মলাভের অধিকারী।

সোনাকে যেরূপ আগুনে পোড়াইলে তাহার উজ্জ্বলতা অধিক বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ ভগবৎ-স্মৃতিহীন মানবের মলিনচিত্তকে উজ্জ্বল করিতে দুঃখই একমাত্র সমর্থ। এ জগৎ পরজগতের বিকৃত প্রতিফলন। ঈশ্বর, দুঃখপ্রদ হইলেও মনুষ্য এখানে তাহার উদ্দিষ্ট জন্মের সার্থকতা, সদ্গুরুপাদপদ্ম নিষ্কপট স্বরূপ, জগতের স্বরূপ জানিতে পারিয়া অনিত্য সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া না জানিয়া নিত্য সুখবোধতনু ভগবানের সুখ-সেবাকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া জানিতে পারে। অনিত্য তৎপাদ তদনুকূল জানিয়া ভগবানের অনুকম্পা বলিয়া দুঃখকেও সাদরে তাহাই মাথায় গ্রহণ করেন। আমরা অনেক সময়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলেই ভগবানের সেবা করিব, আর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাহা হইতে বিরত হইব এইরূপ বুদ্ধিপর হইয়া থাকি কিন্তু সংসারে অভাব, অশান্তি, দুঃখাদি দিয়াই ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কাজেই এখানে যত দুঃখ, যত অশান্তিই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, তাহা ভগবানেরই অনুকম্পা জানিয়া তাহাতে দুঃখ বোধ না করিয়া ভগবানের সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহবিশিষ্ট হওয়াই ভগবৎ-কৃপা-প্রার্থী জীবের কর্ত্তব্য। তখনই আমরা ভগবানের অনুকম্পা বুঝিতে সমর্থ হইব যখন—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥"

—এই শ্লোকের অর্থবোধে সমর্থ হইব। চাতক পক্ষী যেমন তৃষ্ণায় বক্ষপাত হয় জানিয়াও এ মেঘের নিকটই নিরন্তর জল যাচ্ঞা করিতে থাকে, তথাপি ভূমিস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে না; কিন্তু আমরা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া ও অনিত্য সুখাদিকেই প্রকৃত সুখ মনে করিয়া মরীচিকা জলভ্রমের ন্যায় তাহার দিকেই ছুটিয়া যাইতেছি। উষ্ট্র যেরূপ কাঁটা ঘাস খাইয়া মুখ দিয়া রক্তপাত হইতেছে তথাপিও ঐ কাঁটা ঘাসেই মুখ না দিয়া থাকিতে পারে না, আমাদের ঐরূপ প্রবৃত্তি থাকাকাল পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে ও দুঃখ কাহাকে বলে এবং মঙ্গলময় ভগবানের অনুকম্পা কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হই না। নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা ভগবানের অনুকম্পা উপলব্ধি করাইতে পারেন, তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে সম্ভব নহে।

আমার প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষেধ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

১। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর আশা।

২। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাকৃত জ্ঞান।

৩। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগের ব্যবহারে আদর।

৪। শ্রীনাম-গ্রহণকালে জড়-চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা।

৫। হরিগুরু-বৈষ্ণবকে তত্ত্বের ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না দিয়া শুধু পবিত্রাপবিত্র বিচার।

৬। রজস্তমোগুণে পবিত্রতা আছে, এরূপ জ্ঞান।

৭। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রজস্তমোগুণজাতদ্রব্য ভগবানে অর্পণ।

৮। অন্যের দত্ত দ্রব্য শ্রীভগবানে নিবেদিত বলিয়া গ্রহণ।

৯। অদীক্ষিত, স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবব্রুবের নিবেদিত দ্রব্য প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ।

১০। লক্ষনাম-গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তির কোন দ্রব্য শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন বলিয়া বিশ্বাস।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ-শ্রীধাম

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী[illegible]

কলিকাতা। [illegible] ১১১৬

কালকাতার [illegible]

শ্রীমন্ [illegible]

প্রকাশ[illegible]

শ্রেষ্ঠ সমাজ [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

ও [illegible]

প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible]

সর্বাচরণ রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। উক্ত গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

[illegible]—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কাশ্যপ, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাস [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীনারায়ণ[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীশ্রীমজ্জর মজ্জার নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচাঁদকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগনা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীমৎকুঞ্জবিহারী [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅভয় ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং হরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরা,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনিত্যগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভাক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুলাই, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥/০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
...রহোরা সাদা	৯।০
...নপুর সাদা	৮।০—৯৶০
...নপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

...কশালের বার	৩৪॥০
...রেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৩।০

পাটের দর

...রেজ—	৪০৸০
...ত্তম—	৪০৸০
...চ্চতম —	৪১।০
...জার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
...উমহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
...জী	৬৲—৬৶০
...টা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
...টা নং (২	৫/০—৫।/০
... (এম)	৫৲—৫।০
...ক্রী (কে)	৪৸০—৪৸৶০
...টা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
...লাউ	১॥/০—১৸০
	১॥৶০—১॥/০

ঘৃতের দর

...য়া	৫৭৲
...তা	৫৭৲
...নেশ্বরী	৫০৲
...য়া	৪৫৲

পাড়িরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸/০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸/০—৮।০
ঐ টাটা টেগটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ-	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০- ৭৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোলটু গরাদে	৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০ ·১১৲

পুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

ফটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৮৸০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি পুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাথাগ ভাথা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
খুটি খদিরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

:(:•:):

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

——::•::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে (খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়) এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৮—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৭—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেমলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর পত্র লিখুন।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলতলা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসমাজের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের আবশ্যক এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের [illegible] লিখিত [illegible] আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন [illegible] মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব [illegible] যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] মুখবন্ধ (Foreword) [illegible] (Prefaces) [illegible] (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] বাগবাজার, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], কটক ও শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(:৹:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
একবারে প্রতি লাইনে	॥০		।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲		১৷৷০	১৲
সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস্

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন
আকুমারব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৩০শে জুলাই, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১২০]

বিবিধ সংবাদ

—:(০):(*):(০):—

প্রভুপত্নী হত্যার জের

জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ বি, এম, মিত্র আই-সি-এস, কমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া সেণ্ট্রাল-কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সুপারভাইজার নরেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে কমলাকান্ত পাচকের কার্য্য করিত। গত সেপ্টেম্বর মাসে নরেশবাবুর অনুপস্থিতিতে একদিন রাতে উক্ত কমলাকান্ত রন্ধনশালার মধ্যে নরেশ বাবুর স্ত্রীকে গলাটিপিয়া মারিয়া ফেলে এবং তাঁহার গায়ের গহনা লইয়া পলাইয়া যায়। পরদিন অপরাহ্ণে আড়ংঘাটা রেল ষ্টেশনের প্লাটফরমে ষ্টেশন মাষ্টার কর্ত্তৃক কমলাকান্ত গ্রেপ্তার হয়। কমলাকান্তের নিকট গহনাগুলি পাওয়া যায়।

এই ঘটনার তদন্তকালে জানা যায় যে, উক্ত কমলাকান্ত একজন মুসলমান, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া সে পাচকের কার্য্য যোগাড় করে।

———

দিনাজপুরে ভীষণ রাহাজানি

গত ২৫শে জুলাই দিনাজপুরে ঢাকা সহরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাল-গোলার সোণা রূপার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অবনীনাথ দাস ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সোণা (চারশত তোলা) ও রূপার (এগার শত তোলা) বাট ছিল। অক্‌ল্যাণ্ডরোড দিয়া যখন গাড়ী যায় তখন বিপরীত দিক্ হইতে সাইকেলে চড়িয়া চা'রজন যুবক উহার সম্মুখীন হয়। তাহারা দুইখানি সাইকেলে (প্রত্যেক সাইকেলে দুইজন করিয়া) আসিতেছিল। যে দুইজন যুবক পিছনের দিকে ছিল তাহারা লাফাইয়া গাড়ীর উপর উঠে এবং ছুরি দেখাইয়া গাড়োয়ানের মুখ বন্ধ করে। অবনী দাসকে ছোরা দেখাইলে তিনি বাধ্য হইয়া সমস্ত সোণা (চারশত তোলা) আক্রমণকারীদের হাতে দেন। তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ সাইকেলযোগে পলায়ন করিতেছিল, তখন রাস্তার লোকজন ধাওয়া করে এবং একটি সাইকেলের দুই যুবককে ধরিয়া ফেলে। অপর দুইযুবক লুণ্ঠিতদ্রব্যসহ সরিয়া পড়িয়াছে। গত ২৬শে জুলাই প্রাতে এই সম্পর্কে সহরের কয়েকস্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছে। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুধীর বসু, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ধৃত যুবকগণের মধ্যে দুইজন সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত রাজবন্দী

———

চীনের অবস্থা

তিয়েনসিনের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ-সৈন্যবাহিনীকে লুকাওচিয়াও হইতে মঙ্গলবার বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে এবং পিপিং ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে বুধবার বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে সরাইয়া লইবার দাবী করিয়া জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কাটস্কি চীনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সুংচে ইউয়ানের নিকট যথারীতি চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই দাবী রক্ষা না করা হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া পত্রে বলা হইয়াছে।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ—

লাংফাংএ আট ঘণ্টাকাল ধরিয়া চীনা সৈন্যদল ও জাপ-বাহিনীর মধ্যে সংগ্রাম চলে। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়। যুদ্ধের সময় জাপানীরা দিবারাত্র বিমান আক্রমণ চালায় এবং চীনা সৈন্যরা লাংফাং হইতে ওয়াংসানে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর জাপানীরা লাংফাং অধিকার করে। চীনাদের পক্ষে কয়েক শত লোক নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন অসামরিক অধিবাসীও আছে।

———

সাংহাই এ প্রবল উত্তেজনা

মিয়াজাকি নামক জনৈক জাপানী নাবিকের অপহরণের সংবাদে গত ২৪শে জুলাই সন্ধ্যায় সাংহাইয়ের একটি অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। প্রকাশ যে, তিনজন জাপানী নাবিক ও চীনাদের মধ্যে মারামারি হয় এবং তাহার পর চীনাগণ মিয়াজাকিকে একটী মোটর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। জাপানী শত্রুগণ দক্ষ-বর্গ মাইল স্থান ঘেরাও করিয়া মিয়াজাকি ও তাহার অপহরণকারীদিগকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহারা স্থানে স্থানে মেসিনগান বসায় এবং সমস্ত পথিকের শরীর তল্লাসী করে।

অনুমান যে, রাত্রিকালে প্রায় বিশ হাজার চীনা হংটার গোলমাল সেটেলমেণ্টে আশ্রয় লইয়াছে। এদিকে মিয়াজাকির অপহরণের ব্যাপার রহস্যাবৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে অসামরিক জাপানী অধিবাসী এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া দাবী করিয়াছিল, সে মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে এবং মিয়াজাকির সঙ্গী বলিয়া যাহারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছে তাহারাও সেই ব্যক্তি কে তাহা বলিতে পারে নাই।

আর একজন মুসলমান মন্ত্রী

বোম্বাই মন্ত্রিসভায় আর একজন মুসলমান সদস্য গ্রহণ করায়, মিঃ জিন্না ছাড়া প্রকাশ করিয়া একজন মুসলমান এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এতদ্বারা মুসলমানদের সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। ইহার ফলে কংগ্রেসের সহিত মুসলমানদের অধিকতর সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হইল। তাঁহারা মৌলানা আবুলকালাম আজাদকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদেরকে একজন যোগ্য মুসলমানকে উক্ত মন্ত্রিপদ দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

———

আসামের দাবী

গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথ্‌গো আসাম পরিদর্শনে আসিলে আসাম উপত্যকার নেতৃস্থানীয় লোকদিগের তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা এই দাবী উত্থাপন করিবেন যে, শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম হইতে পৃথক্ করিতে হইবে এবং আসাম প্রদেশের সীমানা এমন ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে আসাম একই ভাষাভাষী ও একই কৃষ্টির সম্পন্ন একটি প্রদেশে পরিণত হইতে পারে। আসাম উপত্যকার অধিবাসীরা মনে করেন যে, বাঙ্গালাভাষাভাষী শ্রীহট্ট জেলা আসামের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই আসাম উপত্যকার উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এই বিঘ্ন অতীতে যেমন ছিল, নূতন শাসনতন্ত্রের আমলেও তেমন রহিয়াছে। অতএব শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম হইতে পৃথক্ করা আবশ্যক।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible]

[illegible]

৯। শ্রী[illegible]দেবের [illegible]বলী
১ম খণ্ড—[illegible]; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible]দীপিকা [illegible] টীকা
১০। [illegible] কর্ণহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷৹
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ৷৹
১৮। প্রার্থনা-আবেদন ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৶৹
২২। [illegible] রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভ (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible]তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৹
৩০। [illegible] ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। [illegible] ৵৹
৪১। [illegible] ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷৹
৪৩। [illegible] ৵৹
৪৪। [illegible] ৵৹
৪৫। [illegible] ৵৹
৪৬। [illegible] ৵৹
৪৭। [illegible] ৵৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরবক্রোশামৃত ৷৷৹
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷
৫৫। [illegible]মকালী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷
৫৬। [illegible] ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
[illegible]
৫৯। [illegible] ৶৹
৬০। [illegible] ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃত[illegible] ৷৷৹
৬২। [illegible] ৷৹
৬৩। সটীক [illegible]
৬৪। [illegible] ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৷৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। [illegible] ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷৹
৬৯। এ [illegible] অব্ বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। [illegible] ৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৪। [illegible] ৷৹
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ৷৹
৭৮। [illegible] ২৷৷৹
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮১। [illegible]
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, [illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক [illegible] ভিক্ষা ৪৷৷৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible]ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত ইহাতে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

——:০:——

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রপাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র [illegible] সংযোজিত আছে। ভিক্ষা ৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩০শে জুলাই ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৩০তম সংখ্যা

পাবনা জেলায় প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীপাদ সুধন্যকুমার দাসাধিকারী সহ পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বেড়াবন্দরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুগন্ধ পুষ্পমালাদি দ্বারা অভিনন্দন করিয়া বিবিধ চিত্রিত পতাকাসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহকারে তাঁহাদিগকে শ্রীযুত অনাথবন্ধু দাসের বাড়ীতে লইয়া যান। শ্রীযুত অনাথবন্ধু দাসের বাড়ীতে ৪দিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া প্রচারকগণ জগন্নাথপুরস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া বহু বহু সজ্জন-সমক্ষে শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার করেন। গত ২৪শে আষাঢ় উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটীতে তাঁহারা ভক্তগণসহ ভক্তিবিনোদ বিরহ-তিথি-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে প্রাতঃ ৭৷৷০ টায় একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমস্ত গ্রামটি পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে 'শ্রীগৌড়ীয়' পত্রিকাদি পাঠ এবং ঠাকুরের অপ্রকট চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন করা হয়। উচ্চ মঞ্চোপরি ঠাকুরের আলেখ্য বিবিধ পুষ্পপত্র, কিশলয়াদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। পাঠ কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিবিধ বিচিত্র প্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। ডাঃ বাবু উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করেন। শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুত বসন্তকুমার দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুত মদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুত রাধাবল্লভ দাস অধিকারী, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাস ও শ্রীযুত অনাথবন্ধু দাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে উৎসবটী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা নাকালিকায় প্রচার করিয়া সাহাজাদপুরের ভক্তগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রচার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। সেখানে স্থানীয় বাজারের প্রশস্ত হলঘরে ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতা হয়। স্থানীয় ভদ্রবৃন্দের আহ্বানে একদিন কাছারীতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। ধুবুড়িয়া বেড়ার শ্রীযুত নরহরি দাসের একান্তিক আগ্রহে সেখানেও দুই দিবস প্রচার হয়। শ্রীযুত সুমন্তদাসের বাটীতেও দুই দিন থাকিয়া তাঁহারা নিকটস্থ স্থানসমূহে প্রচার করেন। ঐ সময় শ্রীপাদ নিগমমূর্ত্তি দাসাধিকারী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, শ্রীযুত সদানন্দ দাস ও শ্রীযুত অনাথবন্ধু দাস বেড়া ও জগন্নাথপুর হইতে আসিয়া প্রচারকার্য্যে যোগদান করেন। ঐ সমস্ত স্থানে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া প্রচারকগণ পোরজনার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর বাটীতে থাকিয়া প্রচার করিয়াছেন। নিকটস্থ জামিরতা, পাঁলা, নাগরা ইত্যাদি স্থানে প্রচার করিয়া প্রচারকবৃন্দ সত্বরই সিরাজগঞ্জে যাইবেন। সাহাজাদপুর ও নিকটস্থ স্থানে প্রচারকালে শ্রীযুত রাধাবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীযুত রাধারমণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত রামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুত কালীচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত নরহরি দাস ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয় ডাঃ বিধুভূষণ ঘোষ, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়গণ প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

গয়ায় প্রচার

গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত পূর্ণিমা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালনে উদ্যোগী হইয়া নিয়ম-সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। মঠের দৈনন্দিন সেবাকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সেবকবৃন্দ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত আছেন। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজ দাসাধিকারী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের আরতি ও কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ সুরু করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের ও কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ গোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও শরণাগতি কীর্ত্তন করিয়া সজ্জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

গত পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপরম্পরা, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি বিরহগীতি ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-সূচক কীর্ত্তন হইয়াছে।

সভায় কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর পূতজীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তিসিদ্ধান্তের পারদর্শিতার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বারাণসীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহ মিলন, তাঁহার প্রশ্নোত্তর ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সভায় বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গুরুদেবের উক্তবাক্যের কিঞ্চিন্মাত্র কম নয়।

[illegible]

[illegible]

"[illegible] অসৎসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গ, [illegible] অভক্তের সঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণী সর্ব্বক্ষণ [illegible] সংরক্ষণ পূর্ব্বক [illegible] করিতে হইবে। [illegible] দিলে [illegible] হইবে। [illegible] চিত্তে [illegible] না—[illegible] হয় মাত্র। [illegible] দিয়া [illegible] করিতে হইবে।"

([illegible] প্রভুপাদ)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

• শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০ [illegible]

গুরুবিদ্বেষী কে?

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] প্রভুপাদের [illegible] সপ্তাহ [illegible] অবগত আছেন। তাঁহার [illegible] এবং [illegible] সর্ব্বদা [illegible] তাহা বোধ হয় আর বেশী [illegible] হইবে না। [illegible] জীব [illegible] তাঁহার আনন্দ [illegible] [illegible] কৃপাদৃষ্ট। [illegible] তাঁহার কৃপায় [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি যে, [illegible] কৃপাপাত্র, [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] গোলোকগত [illegible] ভগবানের সহিত এক [illegible] [illegible] সেবক [illegible] ভগবানের [illegible] গৌরাঙ্গকে [illegible]।

আমরা অনেকেই এই জগদ্গুরুবরের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু [illegible] আমরা কয়জন তাঁহার [illegible] অবগত হইয়াছি, কয়জন [illegible] গ্রহণ করিয়া তাঁহার কৃপায় [illegible] বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহা ভগবানই জানেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] অভিন্ন বলিয়া জানিবার [illegible] পারি নাই, তাহারা [illegible] তাহাতে আর [illegible] কি?

[illegible] সচ্চিদানন্দবিগ্রহ [illegible]। তিনি কোন জাতির অন্তর্গত [illegible] ভগবানের ন্যায় তাঁহার [illegible] ভগবানের [illegible] বলিয়াছেন। [illegible]

[illegible] নরক [illegible] হইবে না। [illegible] তিনি [illegible] কোন কথাই নাই [illegible] পাপ [illegible]

মহাপরাধ তাহা বহু বৎসর ধরিয়া বলিয়া বা লিখিয়াও শেষ করা যায় না। এইরূপ মহাপরাধী গুরুদ্রোহীগণ আজ নিজকে গুরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া জাহির করিবার পাষণ্ডতা করিয়াছে। ধন্য কলি! ধন্য মায়াদেবী!! ধন্য তোমার খেলা!!!

গুরু সাজের আবরণে যে এত বড় পাষণ্ডতা করিতে পারে তাহার মত গুরুদ্রোহী বা গুরুবিদ্বেষী জগতে আর যে একটিও নাই তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। নিজের স্বার্থ বা [illegible] জন্য [illegible] দেখাইয়া গুরুকে শূদ্র, অব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত করিবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যে পাষণ্ড অপরাধী, সেই শূদ্র [illegible] মুখদর্শন করা কি [illegible] সজ্জনগণের উচিত? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিন বলিয়াছিলেন যে, আমার গুরুদেবকে [illegible] সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ [illegible] কিছু বলেন, তাহা হইলে তাহার মুখদর্শন করিবার ইচ্ছা যেন আমার [illegible] না হয়। [illegible] পাদপদ্মের [illegible] মহিমাপ্রচারকারী শ্রীশ্রীল [illegible] লোকের [illegible] হীন করিবার পাষণ্ডতা যেখানে, সেখানে [illegible] নাহি। গুরুবিদ্বেষ আছে আর কোথায়? এই [illegible] কর, [illegible] বিনাশ [illegible]। [illegible] আমরা আমাদের দুঃখের কথা কেবল [illegible] ভগবানের নিকট [illegible] ছাড়া আমাদের আর কি সম্বল আছে? ভগবানই [illegible] শাস্তি দিবেন। [illegible]

[illegible] করিতে [illegible] করিবেন না? [illegible] পারে, [illegible]

[illegible] আর কি বলিব? [illegible] কি [illegible] হইবে? প্রভুর [illegible] আমাদিগকে কি এরূপ [illegible] জীবন কাটাইতে [illegible] করে নাই।

এরূপ পাষণ্ডতা আর কতদিন [illegible]? দীনদয়াল! এসকল কথা আপনি [illegible] আর কাহাকে বলিব? আমার [illegible] আপনারই [illegible]! তাই পুনঃ পুনঃ আপনার [illegible] এসকল দুঃখের কথা জানাইতেছি। গুরুদেব! এ দুর্দ্দিনে আপনি ছাড়া আর কে আছে? গুরুবিদ্বেষ বা আচার্য্য-বিদ্বেষের কি ভয়াবহ পরিণাম! হায় কলি! ধন্য তোমার প্রতাপ!

কৃষ্ণগুণ

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

শ্রীনারদ ও শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ গুরুবর্গ আমায়মূল শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য মাহাত্ম্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারক। গুরুবর্গের মধ্যে শ্রীনারদ ও ব্যাসদেবই সর্ব্বপ্রধান প্রচারক। ইঁহাদের প্রচার-প্রসঙ্গ আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রপুরাণাদির আলোচনায় অবগত হই, কিন্তু ইঁহারাও কৃষ্ণগুণপারাবারের পার প্রাপ্ত হন নাই। তাই আমরা ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম প্রভুর বর্ণনায় পাঠ করি—

অনন্ত কৃষ্ণের নাম, অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥

এই গুরুদ্বয়ের [illegible], রচনা [illegible], পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, [illegible] উঁহাদেরই রচিত গ্রন্থালোচনায় জানা যায়। শ্রীনারদ নিবৃত্ততর্ষ ও [illegible] হইয়াও কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে অতৃপ্ত তৃষ্ণ ও আকুলমানস। শ্রীনারদ নিজ জীবনচরিত বর্ণনায় ব্যাস-সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৩-৩৪)

—আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত সপ্তস্বরে স্বাভাবিক [illegible] এই বীণা [illegible] দ্বারা আলাপ করিতে করিতে হরিনামগুণ কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করি।

তীর্থপাদ উত্তমশ্লোক শ্রীহরি তাঁহার বীর্য্য-গুণলীলাদি গান করিবার সময় আমার হৃদয়-মধ্যে যেন আহূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দর্শন দান করেন। সুতরাং [illegible] নিবৃত্তিকামগণের নিত্যকীর্ত্তনীয় [illegible] কৃষ্ণগুণগান হইতে [illegible] কোন [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ-গুণমাহাত্ম্য অনুশীলন সেবনে নিযুক্ত হইলাম।

কৃষ্ণ আনন্দময়। সকলকে আকর্ষণ করত নিজানকট [illegible] প্রদান করিয়া পাদপদ্মমধু পান করানই সেই আনন্দময়ের স্বভাব। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত। সেই সমস্ত গুণ কেবলই আকর্ষণতৎপর। সেই নিখিল কৃষ্ণগুণরাজি নিরন্তর নিখিল প্রাণীকে আকর্ষণ করে। আকৃষ্ট করিয়া আনন্দপ্রদানই একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আকৃষ্টের যোগ্যতাবিচার থাকায় সকলে তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। যাহারা কৃষ্ণের গুণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য তাহারা অচিরাৎ কৃষ্ণ-কৃপায় নিত্যানন্দ-

সেবা অবশ্যই লাভ করেন। পাপ,পুণ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি কৃষ্ণাকর্ষণ-বিরোধী আবরণ যে সকল জীবোপরি পতিত হইয়াছে,তাহারা কৃষ্ণের অশেষবিধ অতুল অনন্তগুণাকর্ষণ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগকেও নানাভাবে আকর্ষণযোগ্য করিয়া নিজান্তঃপুরে স্থানপ্রদানে সচেষ্ট। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—

কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ
তারে কৃষ্ণ করুণাসাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥

[illegible] কৃষ্ণের অনন্তগুণ অনন্তভাবে নিত্য জনকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু যেই আকর্ষণবিরোধী যে পাপ, পুণ্য বা মুমুক্ষা, মুমুক্ষাদি দূর হইলেও কৃষ্ণের সাক্ষাৎকৃপায় অথবা পরোক্ষকৃপায় অর্থাৎ গুরুকৃপায় মুক্তি লাভ হয়।

[illegible] দলনে, কাঁরো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১২২)

ঐহিক সুখের হেয়তা প্রাকৃত-বোধ্য। আত্যন্তিক সুখের কথায়ও শাস্ত্র 'আবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্' বলিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণগুণেরই হয় যে 'প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানং আনন্দং এব তু'। বস্তুতঃ কৃষ্ণের সকলই মধুর—মধুরাতিমধুর। তাই অন্যান্য সুখপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও কৃষ্ণগুণ দ্বারা হৃত হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

ভক্তের স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইয়া হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥

অর্থাৎ ভক্তদেহ-প্রাপ্তির আগে কর্ম্মবীরত্ব, জ্ঞানবীরত্বাদি থাকিতে পারে। তদবস্থাকে ভক্তদেহ বা কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইবার উপযুক্ত অবস্থা বলা যায় না।

নিসর্গপ্রাপ্ত বদ্ধজীব কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট না হইলেও তাহাদের অবিকৃত স্বভাবে একমাত্র কৃষ্ণগুণারই হওয়ার কথাই শাস্ত্র বলেন। সেই স্বভাবের দ্বারা হারাইয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি বরণ করতঃ জীব জীবত্বতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ সকলজীবকে গুণাকর্ষণে আকৃষ্ট করত নিজের পরানন্দস্বরূপের আস্বাদন করান, তাহাই জীবের চরম সার্থকতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥

অবশ্য এই কৃষ্ণগুণের অনুশীলন ক্রমপন্থায় শ্রবণাদি ভজনাঙ্গসমূহে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। ক্রমভঙ্গ পূর্ব্বক সোপানিকা পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলে তদ্দ্বারা অমঙ্গল প্রসূত হয়। এতাদৃশ পতনের আদর্শ আধুনিক জগতে বিরল নহে। তাই ভক্তিশাস্ত্র প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাম, পরে শুদ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের রূপসম্বন্ধীয় শ্রবণ, এইরূপে ক্রমনির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় বর্ণিত হইয়াছে—

"তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। [illegible] শ্রবণে [illegible] ক্রমঃ [illegible]।"

শ্রীভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দ সমূহ শ্রবণপথগত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ, তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপ সম্যক্ উদিত হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের সেবা-বৈচিত্র্য এবং তৎসহ লীলা-বৈশিষ্ট্য স্ফূর্ত্ত হয়। তদনন্তর নাম রূপ গুণ পরিকরাদির স্ফুরণে তাঁহার লীলা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে স্ফুরিত হন।

শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ আছে মাত্র। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের কথা আছে; মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির চেষ্টায় সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে যে কেহ কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তাঁদেরও ন্যায় ইন্দ্রিয়চালনা ও নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি চেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তাহা অনভিজ্ঞজন-সমস্ত দৃষ্টির বিবর্ত্তমাত্র। যাহা যাহা দ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে। মঠবাসিগণের সেবা ক'রলেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুর সংকীর্ত্তনকারিসত্তের বিহারস্থল শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চনের পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে হরিসেবা ক'রছেন। তাঁদের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁদের 'ভক্তজন' ব'লে উপলব্ধি নাই, তাঁদের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন।

যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরাও যদি নিজ হরিভজন দ্বারা গৃহ প্রতীতি হ'তে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অন্তঃপুরে বাস ক'রতে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্ত্রীপুত্র ভোগ্যোপকরণ-রূপে না জেনে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানতে পারেন, তবে তাঁদেরও মঙ্গল হ'বে।

[illegible] যদি বাড়ীতে [illegible] নিযুক্ত রাখি, তবে নাম পরায়ণ হ'তে পারব না। আমাদিগকে নামপরায়ণ করবার জন্য সাক্ষাৎ [illegible] শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

আমরা যখন আদর্শ-পালন যদি [illegible] পারি, তা' হ'লেই বাস্তব সমাজের অবিদ্যা-প্রণোদিত [illegible] হ'তে মুক্ত হ'তে পারব। সংসারের জীব আমরা [illegible] ব্যস্ত। কর্ম্মজড়বাদী অনেকেই নানা বিদ্যা লাভ করেন যাহাতে হরি সেবা হ'চ্ছে না। সংসারের 'আমদানী রপ্তানি' বা 'বঙ্গজ্ঞাতি' ভাবনেন। ক্ষণিক প্রাপ্তি লাভই বল, জাগতিক লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাই বল, এসব আমদানী আমরা চিরকাল রেখে দিতে পা'র না। কৃষ্ণ ও [illegible] ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী স্বার্থপর। কুকর্ম্মী ও অভক্ত পাষণ্ড। সংকর্ম্মীর পুণ্যফলোদয় পুরস্কার এক প্রকার দণ্ড—তাহা মর্ত্ত্যের দণ্ডমাত্র। অভক্ত রূপবান হওয়া, অধিক অর্থবান হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া এক একটা নরকেরই প্রকারভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ড ভোগকালে হয় ব'লে তখন বুঝা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৶৹; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড ৶৹ ৪র্থ খণ্ড—৶৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

গত ১৭ই আষাঢ় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে প্রসাদ-সম্মান করিবার কালীন শ্রীপাদ বিনোদবিহারী দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট প্রশ্ন করেন—শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর মধ্যে কাহার উচ্চ আসন দেওয়া কর্ত্তব্য? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে [illegible] তিনি অনেক কথা বলেন। [illegible] গুরু এবং শিষ্যের আনন্দের সীমা থাকে না—এক কৃষ্ণভক্তাভিমানী আমার সম্মুখে [illegible] কথার [illegible] কথা কিছু নাই। [illegible] পদধূলি [illegible]। যেখানে আমরা ভাব লইয়া [illegible] সেবাচলনায় ব্রতী করিয়াছি সেখানেও [illegible] সমস্যা মহা গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। [illegible] চেষ্টাও [illegible]। আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] তাহার নিজজনকে [illegible] দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার [illegible] তাহার নিজজনই [illegible] করিয়া প্রভুপাদের পৌঁছিবার পথে সংযোজন। [illegible] প্রভু তাহাতে আমাদের প্রতি [illegible] করিতে পারেন না। আর যেখানে আমার ধারণায় মঠাদিতে প্রভুর জয়—সেখানে প্রভুর [illegible] অপরাধের [illegible]। নিজেকেই বলা। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আমার এতদূর ভক্তি থাকিলে তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইতেন না। এখনও আর ছলনা করিবার [illegible] নাই। এখন এরূপ কপটতার আশ্রয়ে দিন দিন আমার অবনতি [illegible] বিষয়। [illegible] আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম [illegible]।

একদিন একজন শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেন—শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর জন্মস্থান জানিয়া [illegible] অলৌকিক বিগ্রহের উপর [illegible] করিলেন কেন [illegible]? প্রভুপাদ বলিলেন, [illegible] তাঁহার [illegible] আনন্দ হয় না, [illegible] ঐ কথা বলিয়া [illegible]। শ্রোতাগণ [illegible] ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিলেও কিছু যায় আসে না। কৃষ্ণ অপেক্ষা

(অপরাংশ ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা [illegible] চতুর্দ্দশ বিগ্রহ [illegible] শ্রী[illegible] [illegible] রক্ষক — [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬। কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় [illegible] শ্রী[illegible] পত্রিকা। [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] আলোচনা এবং [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক — [illegible] শ্রীপাদ [illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] জন্মস্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] উড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) অমুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] উড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক — শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান।

রক্ষক— [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

বাটগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশনের স্থান

রক্ষক — শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গাঙ্গপুর, রক্ষক শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

উঁচাহাটী (নির্দ্দিষ্ট স্টেশনের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক - মহামহোপদেশক শ্রী[illegible]ানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible]কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হবিবপুর, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক - শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকীপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক— শ্রী[illegible]বিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক - শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক - শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক — শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ— শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক — ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক — শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক — শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক— মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক - পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌরাঙ্গনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক— শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক - শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক - শ্রীভক্তি[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক —মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক— শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাস্তু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুন্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুলাই, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৬৲-৭॥০
দাঁকতুলসী	৫॥০
পাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
ক্যাবেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
দাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

[illegible]কোইন, টাইপ	১০॥/০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible]রোয়া সাদা	৯৲
[illegible]মপুর সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible]মপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

কমলের বার	৩৫॥০
[illegible]করেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]উত্তম—	৪০৸০
[illegible]উত্তম —	৪১।০
জার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
[illegible]কাইন ঐ	৬৲—৬৶০
[illegible]ভিসলোজ ঐ	৫॥৶০—৫৸০
[illegible]জী	৬৲—৬৶০
[illegible]টা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
[illegible]টা নং (২	৫/০—৫।/০
[illegible]টা (এম)	৫৲—৫।০
[illegible]টা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
[illegible]টা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
[illegible]লাভি	১॥৶০ - ১৸০
	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

[illegible]জয়া	৫৭৲
[illegible]নীতা	৫৭৲
[illegible]নেশ্বরী	৫০৲
[illegible]দ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৬৬।০
ভার	৪৯৲
কাবুলে	৩৮৲
রাজা গান্ধা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০ —৯।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
নবগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০ —৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল ৯৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, বোলটু গরাদে ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৬৸০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরমিদ ফাইন	৪৩৲
হাম্বার্গ দানা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খয়ের মণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲ - ১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

:::

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড় শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৫	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই তার কাটতি খুব অধিক। প্লীহার প্রীহা যকৃৎ ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনায়াসে সারিবে কি না। মূল্য ছোট বোতল ৮৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর পত্র।

ঠিকানা—১১নং ডালীটোলা রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতানা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদানুবাদ যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] সান্যাল ও [illegible] সম্প্রদায় [illegible] গৌড়ীয়গণের [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] দর্শন [illegible] ভগবানের [illegible] হইল। [illegible] বিরাট [illegible] মানচিত্র ও [illegible] চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রামাণিক দর্শনের সহিত তুলনা, [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), লেখকদ্বয় [illegible] (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ [illegible]। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(✽):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনের	॥০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চ	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চ	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দিষ্ট
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৩১শে জুলাই, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১০১]

বিবিধ সংবাদ

——:(০):(*):(০):——

উত্তর চীনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

তিয়েনসিনের সংবাদে প্রকাশ, চীনা অফিসারগণ মনে করেন যে, পিপিং-এর পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক,—যদিও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ায় পিপিং-কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের চরম-পত্র সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, জাপানীগণ টুং চাও-এর চীনা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাতে বাধা দেয়। ফলে জাপানীদের আক্রমণে চার শ' হইতে পাঁচ শ চীনা সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

জাপানী সৈন্যগণ চীনা সৈন্যদের উপরে মেসিনগান চালায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানী বিমানসমূহ উহাদের উপর বোমাবর্ষণ করে।

টুং চাও পিপিং হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

গত ২৮শে জুলাই মধ্যরাত্রিতে অকস্মাৎ দেখা গেল যে, নানকিং ও পিপিং-এর মধ্যবর্ত্তী টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ফলে এই আশঙ্কাই প্রবল হইয়াছে যে, ইতোমধ্যে তথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পিপিং হইতে টিয়েনসিনে যে, টেলিগ্রাফলাইন গিয়াছে তাহা ছাড়া পিপিং-এর আর সমস্ত টেলিগ্রাফ লাইনই বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। টেলিফোন লাইন-ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র পুনরায় সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। পিপিং-এর পশ্চিম দিকস্থ প্রাচীরের ঠিক বাহিরে সহরতলীর একটী রেলওয়ে ষ্টেশনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। জাপানী সৈন্যগণ ষ্টেশনটী অধিকার করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু চীনা প্রহরিগণ তাহাদিগকে হটাইয়া দেয়।

বিহিটা দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য মিঃ এ, ই, টিলডেন বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শন করিয়া গত ২৮শে জুলাই সিমলা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি রেলওয়ে লাইনের অবস্থা বেশ ভালই দেখিয়া আসিয়াছেন। ধ্বংসস্তূপ সমস্ত অপসারিত না হইলে ঘটনাস্থলের রেলফিসপ্লেট ও স্লীপারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে দুর্ঘটনার কারণ জানা যাইবে না। বিভাগীয় তদন্ত কমিটীর তদন্ত কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বলিয়া তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে এবং স্যার গুথ্রীন আমেদ ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে স্থির হইবে প্রকাশ্য তদন্ত প্রয়োজন কি না। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও ঐ সিদ্ধান্তের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, যদি ক্ষতিপূরণ দান করিতে না-ও হয় তাহা হইলেও সমবেদনা ও অনুকম্পার দিক হইতে কিছু কিছু দেওয়ার বিষয় বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে।

———

লীগসভায় মারামারি

গত ২৭শে জুলাই রাত্রে পাঞ্জাব মুস্লিম লীগের উদ্যোগে লাহোর মোচি গেটের বাহিরে উদ্যানে প্যালেষ্টাইন কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, গণ্ডগোল ও মারামারির জন্য সভার কাজে বাধা ঘটে। ডাঃ আলম উক্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করায় মুসলমান যুবকগণ ইহার প্রতিবাদ করে। এই ব্যাপার হইতে ক্রমশঃ দুই দলে মারামারি আরম্ভ হয়। উভয় দল পরস্পরের প্রতি জুতা, লাঠি, ইটপাটকেল ছুঁড়িতে থাকে এবং কয়েকজন আহত হন। সভায় পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাহারা চারিজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর উক্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন-সভায় প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি যে কতক উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে নানাস্থলে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে এবং তৎপ্রতি মিঃ হকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থনে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অসামঞ্জস্য মূলক বলিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ।

মাদ্রিদে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মাদ্রিদের পশ্চিম দিকে সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে বিদ্রোহী পক্ষের মোট ২০,০০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

সালামাঙ্কার একটি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ব্রুনেট রণক্ষেত্রে বিদ্রোহী সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত লক্ষ্যস্থানই অধিকার করিয়াছে। সরকার পক্ষ মরিয়া হইয়া প্রতি আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতিকার যুদ্ধে সরকার পক্ষের ৫০টীর উপর ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। ব্রুনেট রণক্ষেত্রে সরকার পক্ষের সৈন্যগণের যে সমস্ত মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, গত তিন সপ্তাহে সরকার-পক্ষের বহু বিমান ভূপাতিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিদ্রোহীদের বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সমস্ত বিমানের অধিকাংশই যোদ্ধ-বিমান। উহাদের ৩১টীকে বিমান যুদ্ধে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে।

মাদ্রিদের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম রণাঙ্গনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো যে প্রকাণ্ড সৈন্যদল জড় করিয়াছেন তাহারা গত ২৮শে জুলাই সমস্ত সকাল ধরিয়া ভিল্লান্যুয়েভা দেলা কানাডা নামক ক্ষুদ্র সহরের দক্ষিণ দিকে সহর রক্ষীসৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ চালায়। ব্রুনেটের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই সহরটী কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

বিদ্রোহীদের পদাতিকসৈন্যগণ ছোট ছোট ট্যাঙ্ক লইয়া বার বার আক্রমণ করে; কিন্তু প্রত্যেক বারই তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। সরকারী সৈন্যগণ এক্ষণে ভিল্লানুয়েভার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে তাড়াতাড়ি পরিখা খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্রোহিগণ ৮টি বিমান লইয়া দিনের বেলায় আক্রমণ চালায়। সরকার পক্ষের বিমানধ্বংসী কামান ও যোদ্ধ-বিমানসমূহ উহাদিগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। ফলে বিদ্রোহীদের চারিটি বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্য[illegible] — [illegible]
[illegible] ২,
[illegible] ৬,
৬,
৫,
[illegible] খণ্ড— ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—৷৹, ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] ২৲
৮। [illegible] সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] কড়চার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ
১৮। [illegible]
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। [illegible] ৴০
৪৫। [illegible] ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। [illegible] ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণব[illegible] (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। [illegible] ।০
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] মায়াবাদ[illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ [illegible] অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজী
৭২। [illegible]
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। [illegible] ২॥০
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৴০
৮৩। [illegible] ৴০
৮৪। [illegible] ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৩৲ ভিক্ষা মাত্র কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্কের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

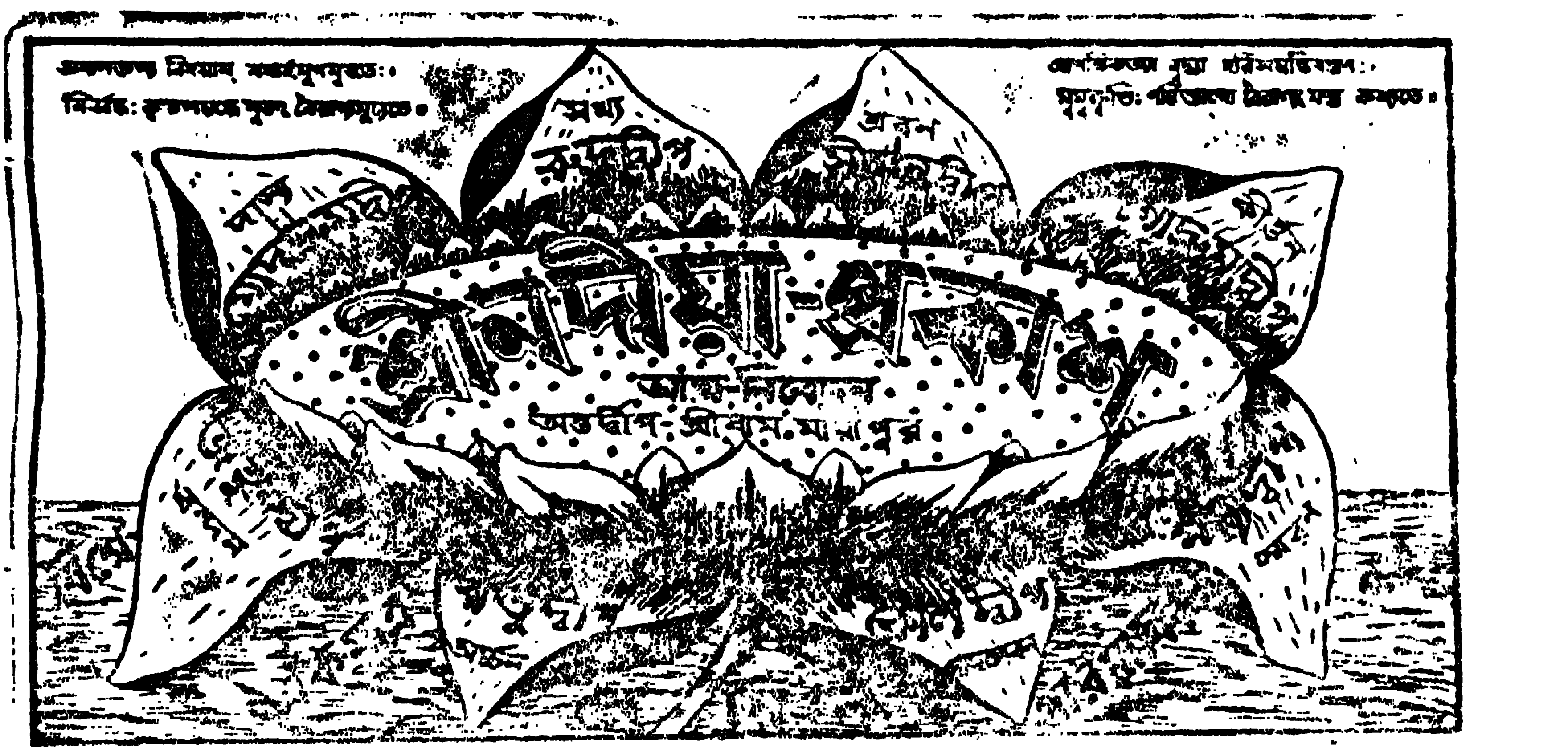

১২শ বর্ষ { ৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩১শে জুলাই ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৩১২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ৩১শে আষাঢ় বুধবার শ্রী শ্রীগৌড়ীয় [illegible] সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক :—

"[illegible] কর্ম্মণা।
[illegible]
[illegible]"

পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠপ্রসঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের [illegible] সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন — আমরা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কর্ম্মের আবর্ত্তে [illegible] আছি, সুতরাং পূর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়ার্থে কর্ম্ম করিতে যাইয়া আবার নূতন কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইতেছি। এইভাবে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ হওয়ার কোনও উপায় দেখা যাইতেছে না। আমরা যে যতই ধনী, বিদ্বান্, মহাকর্ম্মী, মহাবীর হই না কেন এবং সৎকর্ম্মাদিদ্বারা কর্ম্মিগণের লোভ্য স্বর্গলাভ করি না কেন, কর্ম্মের ফল [illegible] আমাদিগকে ছাড়িতেছে না। যদিও দুঃখের ক্ষণিক অভাবকে আমরা সুখ বলিয়া মনে সোয়াস্তি বোধ করি, তবুও তাহার পিছনেই অনন্ত দুঃখ-ক্লেশ বিদ্যমান। কারণ, স্বর্গের দেবতারাও এমন কি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও সতত সন্ত্রস্ত, কে কখন স্বর্গরাজ্য বা সিংহাসন কাড়িয়া লয়! অতএব সর্ব্বোত্তম কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে যাইয়াও নিশ্চিন্ত সুখপ্রাপ্তির আশা নাই।

এবম্বিধ কর্ম্ম যাহা আত্মসুখার্থে নিয়োগ করিয়া সৎ ও অসৎকর্ম্মের আবাহন করিতে হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাহা কখনও [illegible] [illegible] নহে। ইহা আমাদিগকে জানাইবার জন্য এবং সৎ ও অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধানার্থেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্যরূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বলোকের [illegible] ও মঙ্গলবিধায়ক।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, —তোমরা যাহা করিবে সবই যেন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হয়। সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হও, তবেই তোমাদের অসৎ কর্ম্মের স্রোত [illegible] হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত সর্ব্বোত্তম সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি—সেবা প্রবৃত্তি উদিত হইবে। আত্মসুখ-বর্জ্জিত হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে যে শুভদ কর্ম্ম, তাহাই সুখদ সেবা। সেবাই সর্ব্বদুঃখহারী। আমার দুঃখনিবৃত্তি হউক এই বুদ্ধিতে যে সেবা তাহা শুদ্ধা সেবা নহে। আমার সুখ-দুঃখ সবই সেব্য বস্তু শ্রীহরিপাদপদ্মের সেবার জন্য পরিত্যক্ত হউক, ইহাই শুদ্ধা সেবা। সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষাও আত্মসুখবাঞ্ছা মধ্যে গণ্য। আমার নিষ্কপট সেবোন্মুখতাতে শ্রীহরি স্বতঃই প্রকটিত হইবেন, পৃথক্‌ভাবে দর্শন প্রয়োজন নাই। আমি দ্রষ্টা নহি, আমি দৃশ্য বস্তু, সেব্য বস্তুই দ্রষ্টা হইয়া আমাকে ভোগ করেন।

এ সকল কথা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারি। আচার্য্যপারম্পর্য্যে শ্রৌতধারায় আমাদের কল্যাণার্থ এই বাণী নিত্যকাল প্রকটিত আছেন। "[illegible]" ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' গীতোক্ত এই সিদ্ধান্ত বাণীই তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। আচার্য্য স্বয়ং আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা প্রদান না করিলে আমরা কর্ম্মভোগী, মোক্ষভোগী, জ্ঞানভোগী ও বৈষ্ণব-দ্রোহী অসৎকর্ম্মী হইয়া পড়ি।

উক্ত বিষয় আলোচনার পর "কিরূপে পাইব সেবা" গানটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর নদীয়া প্রকাশের ৩০শে আষাঢ় বুধবার প্রকাশিত সাময়িক প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে জগদ্গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে গত ২রা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই রবিবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে একটী বিরাট মহামহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র চৈতন্যমঙ্গল আচার ও প্রচারপ্রণালী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। নিম্নে মাত্র কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল,—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, ডাঃ পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দাস [illegible], শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

এই উৎসবটী শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ ভক্তিহৃদয় মহোদয়ের পূর্ণানুকূল্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালন-বিধি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

৮। সন্ধ্যা ৭টা [illegible] মধ্যে ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন।

৯। সন্ধ্যা ৭॥টা —রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

১০। রাত্রি ৮—৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

১১। রাত্রি ৯টা—৯॥টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

১২। রাত্রি ৯॥টা ১১টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ-সেবা, শ্রীনামিকায় হরিনাম গ্রহণ।

মন্তব্য—কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে বা [illegible] [illegible] থাকিলে প্রত্যেক [illegible] [illegible] মঙ্গলারাত্রিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণের উপস্থিত চাতুর্ম্মাস্যের অবশ্য [illegible] নিয়মাবলী প্রত্যেক মঠ-সেবকই যথাযথ পালন করিবেন।

"দাড়া ও অসৎসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গ ও কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণী সর্ব্বক্ষণ চিত্তপটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে। [illegible] প্রবৃত্ত দিলে চিত্ত [illegible] হইবে। [illegible] নামাপরাধ হয় মাত্র, সুতরাং অন্যাভিলাষ বিসর্জ্জন দিয়া হরিসেবাকালে হরিসেবা। ও হরিনাম করিতে হইবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ শ্রীধর [illegible] ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

দুই একটী কথা

আমরা রসাস্বাদক জীব; তাই স্বরূপ-কামনা আমাদের অতি স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ভগবদ্ভক্তদের সুসংস্কারের অভাবে আমাদের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধুগণ আমাদের নিকট প্রতিদিন নিত্য সেবানন্দের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের তাহাতে রুচি হইতেছে না। পশুদের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া অন্য কোন কার্য্যই নাই, সেইজন্যই তাহারা পশু। তাহাদের সুদর্শন নাই। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা পশুবৃত্তিকেই বরণ করিতেছি; তাই মনুষ্যত্বের সার্থকতা চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতেছি না। সেইজন্যই আমরা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা ছাড়া অন্য ভাল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা আমাদের নিকট চারি রকমে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণসেবা নয়। [illegible] কোন সুখ হয় না। ধর্ম্মবাঞ্ছা, অর্থবাঞ্ছা, ও কামবাঞ্ছা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির এই প্রথম তিনটী রূপ। ইহাদের অপর নাম ভুক্তি। আর আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের [illegible] প্রবল [illegible]—

এ জগৎ জানেনা। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সবই পরিণামবিশিষ্ট। এই চতুর্দ্দশ ভুবন মানুষকে কোন সুখ দিতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন সুখের সন্ধান নাই, সর্ব্বত্র কেবল ভোগসমাপ্তিতাপ। নির্ব্বিশেষবাদী ব্রহ্মলোকের অধোক্ষজের সেবা নাই; পরব্যোমেই সেবানন্দের কথা। এ জগৎ অনিত্য সুখ দুঃখ ভরা। এখানে [illegible] কারাগার-সদৃশ। নরকাদিতে কেবল দুঃখ, আর স্বর্গে সুখের কথা শুনা যায়। দুঃখ কমিতে কমিতে সুখ আসে। আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসার নাম মুক্তি—যেমন ভোগ-পিপাসা। মুক্তিকামিগণ 'শিবোহং' 'ব্রহ্মোহং' করে। তাহারা ভগবানের সেবা করে না। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই [illegible]। [illegible] তাহারা নিজেই; তাহারা সকলে ভগবানকে দেখে না। কিন্তু ভক্তগণের তাহা কিছু নহে [illegible] ভগবানের ভক্ত; এখানে [illegible] মুক্তিকামিগণ [illegible] ভোগের চেয়ে খারাপ। তাহারা মহা অপরাধী। [illegible] তাহাদের [illegible] নষ্ট করিয়া দেন এবং অধঃপাতে প্রেরণ করেন। আবার সেখান থেকে অধঃপাতে ফেলিয়া দেন। মুক্তিকামিদের

আমরা অর্থের কাঙ্গাল। আমরা দরিদ্র জাতি। কিন্তু আমাদের বাস্তবিক কিসের অভাব, তাহা আমরা জানি না। তাই অনিত্য অর্থের জন্য অমূল্য মানব জীবন ও সময় নষ্ট করি। অনেকে বলেন, আমাদের সময়ই অর্থ; এরূপ বিচার ভাল। কিন্তু সময়কে কেবল অর্থ না করিয়া পরমার্থ করা দরকার। জাগতিক নানা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থের দিকে মনোযোগ দেওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের [illegible] একটা কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই শান্তিও পাই না।

অর্থ ভাল বটে, কিন্তু [illegible] উপার্জ্জিত অর্থ যদি পরমার্থে নিযুক্ত না হয়, যদি হরিকীর্ত্তনের সহায়ক না হইয়া আমার ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করে তাহা হইলে সে অর্থ দ্বারা ত' আমার সর্ব্বনাশই হইল, নিজেই নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হইল। সেই অর্থ ত' আমাদিগকে নরকের পথেই লইয়া যায়। সুতরাং [illegible] আমরা [illegible] অর্থ সঞ্চয় করিতেছি, তাহা কি আমরা চিরকাল রাখিতে পারিব? [illegible] আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থ নিশ্চয়ই আমার বংশধরগণ [illegible] মধ্যেই নিঃশেষিত করিয়া দিবে। অর্থের সদ্ব্যবহার না করিলে অর্থাৎ অর্থকে ভগবানের সেবায় না লাগাইলে অর্থের একরূপই অপব্যয়

নিত্যবদ্ধ জীবের আত্মকাহিনী

(শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি-এ)

আমি অনাদিকৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীব। শ্রীপাদ 'বন্ধুধামা' আমার যথার্থ স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছেন—

"অবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ"।

অর্থাৎ ভগবানের বিমুখমোহিনী মায়া দ্বারা আমার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আবৃত; যত প্রকার ক্লেশ (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) আছে আমি তাহাদের আকর অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল। সরল ভাষায় বলিতে গেলে আমি একটি পাকা বদমাইস। ইহলোক ও পরলোকে আমি বদমাইসি ভিন্ন কিছু করি নাই, করি না ও করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমার মাতৃগর্ভে স্তন পান বদমাইসির জন্য, স্কুলে অধ্যয়ন বদমাইসির জন্য, অর্থ উপার্জ্জন বদমাইসির জন্য, বিবাহ বদমাইসির জন্য, গুরুপাদপদ্মাশ্রয় বদমাইসির জন্য, দণ্ডত্যাগ বদমাইসির জন্য। আমার প্রত্যেকটি চিন্তা,

প্রত্যেকটী কথা ও প্রত্যেকটি কার্য্য কেবল বদমাইসির জন্যই কৃত হয়।

আমি কেন অনন্তকাল হইতে বদমাইসির অনুশীলন করিতেছি, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ধরিয়া ফেলিয়াছেন—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম" অর্থাৎ কাম-রসপান। কখনও 'ভোক্তা' অভিমান, কখনও আমার 'ত্যাগী' অভিমান। আমি অত্যন্ত রসিক, সর্ব্বদা রসপানে প্রমত্ত। এই রসাস্বাদনের প্রধান করণ দুইটী—জিহ্বা ও উপস্থ। অন্যান্য করণসমূহও রসস্রোতে সর্ব্বদা নিযুক্ত। আমি যে রসাস্বাদ করি তাহা আমার নিকট এতই উপাদেয় বোধ হয় যে, এতদ্ব্যতীত আর কিছু আস্বাদনীয় থাকিতে পারে ইহা আমার ধারণাতীত। এই রসকে কেহ কেহ জড়-রস বলিয়া থাকেন। এই রসের স্বরূপ একজন রসতত্ত্ববিদ আমাকে জানাইয়াছেন; তাহা এই—যত পচা নরকে যত পচা মল মূত্রের স্রোত প্রবাহিত হয় তাহার সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা হইতে যে নির্য্যাস তৈয়ারী হয় তাহাই আমার আস্বাদ্য রস! এই রস আস্বাদনে মাতিতে আমার দিন দিন উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উৎসাহদাতা বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। জড়সাহিত্যিকগণ প্রত্যহ সহস্র সহস্র নাটক, নভেল, কামশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন—যাহাতে এই সুমধুর অর্থাৎ পচা বিষ্ঠারসপানে আমার কখনও অরুচি না হয়। যাত্রা, থিয়েটার, ভাড়াটিয়া কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি শ্রবণে আমার এই পচা রসাস্বাদনের স্পৃহা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হয়। পচা-রক্ত-মাংসের গন্ধে আমার বড়ই আনন্দ!

বৈকুণ্ঠ হইতে আগত একজন বৈদেশিক বেপমক বলেন যে, আমি যে রস আস্বাদন করি তাহা নাকি অতি জঘন্য, ঘৃণ্য, হেয়, অনুপাদেয় ইত্যাদি। তিনি বলেন,—বৈকুণ্ঠে নাকি এমন একটি রস আছে যাহা শব্দ হইতে অভিন্ন ও কর্ণের দ্বারা আস্বাদ্য। আর সেই রস আস্বাদন করিলে নাকি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিজিত হয়। তিনি উহা এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(ভঃ রঃ পূঃ লঃ)

অর্থাৎ 'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

আমি আবার স্বদেশবাসী সকলের নিকট এই কথা যাচাই করিলাম। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আমাকে উপদেশ প্রদান

হয়। আমরা এমন সুন্দর মনুষ্য জন্ম পাইয়া সেবা না করিয়া জীবন বৃথাই কাটাইতেছি। তাই আমাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের পদসঙ্গবিমুখ যাহারা, তাহারা সমস্ত দিন নিজ সুখের জন্য ইন্দ্রিয়কে চালনা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বিশ্রামের জন্য নিদ্রিত রাত্রিকালেও তাহাদের বিশ্রাম ঘটে না, নানা সঙ্কল্পবিকল্প উত্থিত হয়, বিভীষিকা প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত করিয়া দেয়। দেবতারা পর্য্যন্ত আর ঋষিগণ মৌন বা নিবৃত্ত। কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলে উভয়েই মনো-দেবের দাস। মনটাই বেশী পাজী। ইহা বড়ই চঞ্চল। ভোগ এবং ত্যাগই তাহার ধর্ম্ম। তাই সে স্বভাবতঃ কখনও ভোগে আবার কখনও ত্যাগে প্রমত্ত থাকে। সুতরাং আমরা এই চঞ্চল মনের অনুগত হইব না, মনোধর্ম্মী না হইয়া বা মনের কথা না শুনিয়া আত্মধর্ম্মী হইব—গুরুবৈষ্ণবের উপদেশকেই শিরোধার্য্য করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইব। এই শ্রৌতবিচারের অভাব যেখানে, সেখানে বিপদ্ পদে পদে।

করিলেন—"সাবধান বিদেশীর কথায় ভুলিও না। আমরা এতকাল ধরিয়া যে রস কখনও স্ত্রীদেহ, কখনও পুরুষ-দেহ দ্বারা গোপনে ও প্রকাশ্যে সম্ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহা হইল কিনা—জঘন্য রস"! আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত হইলাম যে, আমার বদমাইসি পরিত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু এ-দিকে নূতন রসাস্বাদনের স্পৃহাও ত্যাগ করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠবাসীর নিকট তদুপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিলেন তাহা আমার নিকট মৃত্যুতুল্য বোধ হইল। তিনি বলিলেন, প্রথমেই জড়রসাস্বাদন, এমন কি, তচ্চিন্তাও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আমার কর্ণ দুইটি অর্পণ করিতে হইবে—এবং তদ্দ্বারা কেবল বৈকুণ্ঠবার্ত্তার সেবা করিতে হইবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পচা রক্তমাংসের রস ও চিন্ময়নামের রস মিশ্রিত করিয়া পান করা যাইতে পারে কি না? তিনি বলিলেন—"No compromise. চিন্ময়-নাম-রস যদি আস্বাদন করিতে চাও, তবে পচারসপান ত্যাগ করিতেই হইবে, অন্য উপায় নাই।" আমি তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিলাম ও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অনেক কথা মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। তৎপর প্রচারকের বেষ গ্রহণ করিয়া সেই সব শেখা বুলি তোতাপাখীর ন্যায় আওড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ফল হইল আশাতীত। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সাগরে আমি ডুবিয়া গেলাম। বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করিতে যাইয়া অভাবনীয়ভাবে আমি আমার বদমাইসিতে সিদ্ধিলাভ করিলাম। আমি নিঃসন্দেহ হইলাম যে, পচা বিষ্ঠামূত্রের রসই বাস্তববস্তু ও চিন্ময়-নাম-রস শুধু মায়ামরীচিকা—আকাশ-কুসুম—অলীক কল্পনা। আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম যে, সোজাসুজি বদমাইস বলিয়া পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলে বদমাইসি প্রবৃত্তি যত সহজে পূর্ণ হয় তত আর কিছুতেই নহে। সুতরাং আমার মত পাকা বদমাইস যে এইরূপ সুবর্ণ-সুযোগ পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আমি আমার বদমাইসি বজায় রাখিবার জন্য বৈকুণ্ঠবাসীদেরও বদমাইস আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত নহি আমি এরূপ বদমাইস চিরকাল বদমাইসি করিব, পচা বিষ্ঠামূত্রের নির্যাস পান করিব ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। হায় চৈতন্যদেব! কি আর বলিব! সবই কপালের দোষ! কপটতার ইহাই পরিণাম!

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের গ্রন্থবাক্যি শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থসমূহ পড়িলে শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশলাভ হয়। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলীর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে living Source হইতে কথা শোনা চাই। Living Source হইতে না শুনিলে কিছু বুঝা তো দূরের কথা, গ্রন্থের তাৎপর্যও উল্টা বুঝা যায়। বৈষ্ণব-অধ্যাপকের নিকট গ্রন্থাদি পড়িলেই আমরা আসল জিনিসটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

এই প্রাকৃত জগতে ভগবানের Representation কেবলমাত্র দুইটী আছে। তাহা (১) অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাস-সম্বন্ধের রূপের অর্চাবতার। আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে পৌঁছিতে পারি না, সে বস্তুকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, নাসিকেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন London townকে এখানে বসিয়া দেখিতে পারি না, ঘ্রাণ করিতে পারি না, আস্বাদন করিতে পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না। এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ই কালদেশদূরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেবলমাত্র কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারাই দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। London-এর বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি। "টরে টক্কা" টেলিগ্রাফের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ পাইতে পারি। পুস্তকে লণ্ডনের যে সকল কথা পড়ি, তাহা Visualised sounds মাত্র। Scriptures are but the visualised revealed trancendental Sounds (শাস্ত্রসমূহ অপ্রাকৃত শব্দের অক্ষর।) সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা যুগযুগান্তরের পূর্ব্বে সাধুগণ যে সকল শাস্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই। সুতরাং লেখনী বা গ্রন্থসমূহ—শব্দের অংশ। তবে উভয় সোমকাত শব্দ, যেমন—'London' শব্দটী লণ্ডন হইতে পৃথক্। 'London' শব্দে ও তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়ে ব্যবধান আছে। 'London' শব্দটী উচ্চারণমাত্রেই কিছু আমাদের লণ্ডনপ্রাপ্তি ঘটে না। কারণ, এটী মায়িক জগতের শব্দ। এখানে মায়ার ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম মায়িক জগতের উৎপন্ন শব্দ নহে, উহা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিত Communion (সঙ্গ) হয়।

যাহাতে ভগবানের কোন interest (প্রয়োজন বা স্বার্থ) নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক অপূর্ণ স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই 'in vain' বলে। যেমন খাওয়ার জন্য ভৃত্য যদি প্রভুকে ডাকে, কাহারও সুখের জন্য স্ত্রী পুত্রাদি যদি তাহাকে ডাকে, তাহা কি in vain? এরূপ না ডাকাই বরং in vain. ভগবানের ভক্তগণ ভগবানকে নাম সংকীর্ত্তন-সহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য, ভগবানের সেবার জন্য, তাঁহাদের নিজের কোন কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য নহে।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

'গৌড়ীয়' বা 'নদীয়াপ্রকাশ' কাহারও প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কখনও দোষারোপ করেন না, নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন। অসৎ নিন্দক ব্যক্তির তাহাতেই আপত্তি হয়। তাঁহারা বলেন, আপনারা লেখেন—ব্যভিচার করিতে নাই, এ গালি নিশ্চয়ই আমাকে দিয়াছেন, যেহেতু কথাগুলি আমার আচরণের সহিত ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। কেহ বলিবেন, মশায়, চোর সাধুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিলেও সাধুর কৃত্য তাহার প্রতিবাদ না করিয়া চোর হওয়া চুরি করা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এ উভয়ের কোন্ পক্ষের লোক আপনি? তিনি বলিবেন, আমি পক্ষ নিরপেক্ষ—আপনারা চোরের নিন্দা করিবেন চোর আপনাদের নিন্দা করিবে—ইহা ভাল কথা নয়, তাই নিরপেক্ষভাবে উপদেশ দিতে আসিয়াছি। এরূপ ব্যক্তি হয় একজন পাকা চোর, না হয় তাঁহার চুরি করিবার প্রবল মতলব আছে। নচেৎ সাধু এবং অসাধুর মধ্যে differentiate করাই যে সাধনাঙ্গের প্রধান অঙ্গ, এই সহজ কথাটী তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন। চোর সাধুর নিন্দা করিতেছে আর সাধু তৎপ্রতি তোষামোদের প্রশ্রয় না দিয়া ঐ মোহজাল হইতে নিস্তার পাইতে বলিতেছেন—ইহা তাঁহার নিন্দা বা পরচর্চ্চা বলিয়া ধারণা যিনি যে পাকা চোর চোরের দালাল, ইহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য আমি কাহারও নিন্দা দূরের কথা, প্রশংসাও করিতে যাইব না, কেন না, বিচারহীন প্রশংসা করিবার বাকাবেগ ও নিন্দার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমি একমাত্র গুরুবৈষ্ণব পরচর্চায় অবহেলা করিব না—তাঁহাদের প্রভাব হইতে নিস্তার পাইবার শক্তি আমার নাই। সাধু এবং শাস্ত্রের সম্বন্ধে আমাকে যাহা যাহা বলা আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অপাপবিদ্ধ বাণী শুনিয়া তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা জানাইব—এমন অবস্থা কখনও যেন আমার না হয় এবং সাধুর গুণাবলী শুনিয়া তাহাতে দোষারোপ করিব—এইটি যেন আমার না হয়। অসাধুর ভক্তসঙ্গ কাঁদিয়া শুনিয়া আশ্রয় দিলে বা উদাসীন থাকিবার ভান করিলে দশ অপরাধের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। এই কপটতার ফল মাৎসর্য্যের পুরস্কার নরকভোগ। সাধুনিন্দা ভীষণ অপরাধ। সুতরাং সাধক সাধু ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত চলিবেন। তাঁহারা সামান্য মনুষ্য মাত্র বা পুস্তকমাত্র নহেন—তাঁহাদের কিছুমাত্র ঠকাইবার মতলব নাই। তাঁহারা পরম কারুণিক। কল্যাণ-সাধনের ইচ্ছা থাকিলে সরলতা পূর্ব্বক তাঁহাদের উপর টেক্কা দিয়া নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে হইবে না।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন-বিধি

(ইং ১৯৩৭ সাল, বাং ১৩৪৪ সন, আষাঢ়া পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল অভয়বাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভুবরের কৃপানির্দেশানুসারে ও একান্ত আনুগত্যে ঢাকা শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠসেবকগণ এবৎসর নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতেছেন—

১। ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক—৪টা—৪॥ টার মধ্যে সম্পন্ন।

২। উষঃকীর্ত্তন—প্রাতঃ ৪॥টা—৫টা।

৩। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ—প্রাতঃ ৫টা—৫ ঘটিকা।

৪। মহামন্ত্র কীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির-পরিক্রমা—৫-৫৩মি—৬টা।

৫। প্রাতঃ ৬টা—বেলা ২॥টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক মঠ-সেবকের নিজ নিজ দৈনন্দিন সেবাকার্য্য, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ এবং মহাপ্রসাদ সেবা প্রভৃতি।

৬। বেলা ২॥টা—৩॥টা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী—প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী, গৌড়ীয়ের বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ আলোচনা।

৭। অপরাহ্ণ ৩॥টা—সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সেবকগণের নিজ নিজ দৈনন্দিন সেবাকার্য্য।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

[illegible] নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible]

(৩) গোদ্রুমদ্বীপে [illegible] শ্রীমন্দির

পোঃ [illegible]

এই স্থানে শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] মহাপ্রভুর।

রক্ষক—শ্রী[illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক

(৭) কাজির সমাধি পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া।

[illegible] শ্রী[illegible]

[illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক [illegible] মহারাজ

(৯) [illegible] কুঞ্জ

[illegible] পোঃ [illegible]

[illegible]

ঠাকুরের সমাধি, শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা বর্তমান। রক্ষক

শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর [illegible]-মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible] রক্ষক—শ্রী[illegible]

[illegible]

(১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) [illegible]দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জম্বুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible] শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] নায়ক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

[illegible] রক্ষক [illegible]

মহোপদেশক শ্রী[illegible]নন্দ [illegible] বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible]।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক [illegible] অধ্যাপক

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল।

(২৭) গোয়াল পাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা কামরূপ (আসাম)

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) নাহরগড় গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি, এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible]নং কারণপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

রক্ষক—[illegible] শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ [illegible], জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীননগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস

বিল্ডিং রোড ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব

ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেঃ গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের

সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের

সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস

ভক্তিসুধাকর এম, এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (হাওড়া)

রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড,

ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

২৬শে জুলাই, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৷৮০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নতুন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৶
ঐ মাঝারি	
পাটনাই আতপ	
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

[illegible]ক্রাইন, টাইপ

[illegible]পুর ১০০০ নং

[illegible]রোরা সাদা	৯.
[illegible]নপুর সাদা	৮৷০—৯৶০
[illegible]নপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপারদর

প্রতি ভরি

কলাদের বার	
গিনি	
চাঁদিরবার	৫১৷০

পাটের দর

[illegible]—	৭০৷৮০
[illegible]—	৪০৷৮০
[illegible] —	৪১৷০
[illegible]চার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

[illegible]টেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০ -৬৷৶০
[illegible]কাইন ঐ	৬৲ -৬৶০
[illegible]সোল্ড ঐ	৫৷৷৶০ - ৫৷৮০
[illegible]টা	৬৲ -৬৶০
[illegible] (বি)	৫৷৮০—৫৷৮৶০
[illegible] নং (২	৫/ —৫৷/০
[illegible] (এম)	৫৲—৫৷০
[illegible] (কে)	৪৷৮০—৪৷৮৶০
[illegible] নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৶০
[illegible]গাউ	১৷৷৶০— ১৷৮০
	১৷৷৶০—১৷৷৶০

ঘৃতের দর

	৫৭.
	৫৭.
[illegible]দেশরী	৫০৲
	৪৫৲

গাজিরাম	৪৬৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৷৮০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৷৷৶০—৯৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৷৷৶০—৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৷০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৷৷৶০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৮০—৯৲

টাটা গ্যাং করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাং প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাং করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৷৮০
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাং মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	৷৶১০—৷৮০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৷৮০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ষ্টিল পাটী, দোপট্টি গরাদে	৮৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৷৮০—১১৲

খাঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

পটকলের চালমণ ৫৶০, গাটের চালমণ ৬৷৷০

তুলার চালমণ ৪৷৮০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৫০৲
করাচি খুবসিদ ফাইন	৪৩৲
হামবার্গ ভাঙ্গা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭.
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
শুটি খয়েরমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট পোস্তাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম–মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচারিত। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭. টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫		১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০		১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গের পল্লীবাসীর পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক অধিক। জিহ্বার প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব মোচন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা হইল। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ইতিহাস পাঠের ... মুগ্ধ হউন। এই বিরাট অখণ্ড ... বিশেষ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ... প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা দ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমিক ... সূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৹	।৵৹	।৵৹		।৹
" ইঞ্চি ২৲	১॥৹	১॥		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম ১৮৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগগণপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কার্ষ্ণিক আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ২রা আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৩২]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ১ম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১০।৮।৩৭

(১)

৬৫৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৫।১৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ কার্ত্তিক চন্দ্র দে সাং বড় ইটনা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বড়ইটনা গ্রামে ডিঃ সং ৮২নং খং ২-০ শতক জমির ৪৫/১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৭০১ খাংজারি ৩৭ দাবী ১১।৩৯

ডিঃ মেসার্স এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোং

দেঃ গয়ানাথ বিশ্বাস দিং সাং তেজনগর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বাগ্ তেজনগর গ্রামে ডিঃ সং ৯৯নং খং ২৩ শতক জমির ১৷৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

৭০২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬৪॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্মথ বিশ্বাস দিং সাং তেজনগর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে বাগ্ তেজনগর গ্রামে ডিঃ সং ৬৮নং খং -৯৯ শতক জমির ৮।৵৭॥ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৪)

৭২২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩১০২।৵৯

ডিঃ রমানাথ গোস্বামী

দেঃ জ্যোতিপ্রসাদ মল্লিক দিং সাং জগদ্বীপ পোঃ কাটোয়া

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দলুইপুর গ্রামে ডিঃ সং ৬নং খং ও ৭নং খং উক্ত পত্তনি স্বত্বের বার্ষিক ৫৬৮৵ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০০৲

(৫)

৭৩০ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৭৩॥৶৩

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী

দেঃ সরোজিনী দেবী দিং সাং বোদরা থানা ও পোঃ ভাঙ্গড় (২৪পরগণা)।

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ সং ৪২৯৫।১নং ও তদধীন ৪২৯৬নং হইতে ৪৩০১নং খং ২৮-১৮ শতক জমির ৫৫৲ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(৬)

৮৬০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৭৮৸

ডিঃ অমিয় পাল চৌধুরী

দেঃ শরদিন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তোলাপাড়া, ১০নং তোলার লেন বালিগঞ্জ কলিকাতা

থানা তেহট্ট মৌজে সরস্বতী গ্রামে ডিঃ সং ৪নং খং ও ৯নং খং উক্ত সেতাই ছিটপুর মৌজার ও ৮নং খং কড়ইগাছি গ্রামে ও ১০নং খং চক বল্লালির ৭নং খং থানা মেহেরপুরের উচ্চানাদের অধীন ও ৮নং খং রকমে মোট ১০৭।৵ আদায় দখলিকার আছে উক্ত বাকীপড়া জমার মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৬০৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩৮৸৵৯

ডিঃ উপেন্দ্র নাথ সাধু খাঁ দিং

দেঃ রামকৃষ্ণ সাঁতরা জোয়ালিয়া কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে বোয়ালিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২১৮নং খং ২-২৷ শতক জমির ৬৲ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(৮)

৫২৮ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৯৸৵৯

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ দিং সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মিড়াগ্রামে ডিঃ সং ৪১৫নং খং ২-১০ শতক জমির ১৸৵১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

৫২৪ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৭৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হেকমতুল্লা দিং সাং মিড়া পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মীড়া গ্রামে ডিঃ সং ৪৩২নং খং ৬-৮৭ শতক জমির ১৯৶২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

৫৯৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ৬০।৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং

দেঃ পাঁচু গোপাল বন্দোপাধ্যায় দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ৬১৮নং খং ১২-৫৭ শতক জমির ১৭।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

৫২১ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৮৸৶৩

ডিঃ ক্ষেত্র নাথ গাঙ্গুলী দিং

দেঃ গিরিবালা দেবী দিং সাং ঘুর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে রাধানগর গ্রামে ডিঃ সং ২৪নং খং -০৭ শতক জমি যাহা নিলামক্ত হইয়াছে উক্তমত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫।০

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১০৫ নং খং ১৪ শতক জমির ১। জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৩০৲

(১২)

৫২০ খাংজারি ৩৭ দাবী ৪৲

ডিঃ হরেরাম গঙ্গোপাধ্যায় দিং

দেঃ বসন্ত কুমার কর সাং ঘুর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে ঘুর্ণী গ্রাম মধ্যে ডিঃ সং ৩৬১৩নং খং -২৭ শতক জমির ৭৷৷ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৲

(১৩)

৫১৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৩৸০

ডিঃ রাম রঞ্জন মল্লিক

দেঃ পাঁচু গোপাল মিত্র সাং মাদার গ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাধবপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২৯নং খং ৭ তদধীন ২৭নং খং ১৮৯ শতক জমির ২৷৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

৫১৬ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৫০।৮

ডিঃ ঐ

দেঃ উজ্জার সেখ সাং হিজুলী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ সামিল হিজুলী গ্রামে ডিঃ সং ৮নং খং ৭ তদধীন ১০নং, ২—৫, ৩০, ১৩৭নং খং উক্ত ও ৩৫ শতক জমির ২৩৶৭ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

৬৮০ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৫৬৶৯

ডিঃ রাজকুমারী প্রাণবল্লভী দাসী দিং

দেঃ বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর পোঃ কোতয়ালী

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ডিঃ সং ৯০৮নং খং ১-১২ শতক জমির মকানের পাকাঘর, ছাদ, জানালা, কড়ি বরগা, ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

১০৯ থাংজারি ৩৭ দাবী ২০৫৷৩

[illegible] ভট্টাচার্য্য

দেঃ [illegible] সেখ দিং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে শোমরাই গ্রামে ডিঃ সং ১০০৭নং [illegible] খং ১৭ শঃ শতক জমির ৪॥/১১ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১২ থাংজারি ৩৭ দাবী ৪২॥/৩

ডিঃ [illegible] দাস দিং

দেঃ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য দিং সাং [illegible] পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মহাম্মদপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৯৪ ও [illegible] ২৯৭৷১নং খং ৩ [illegible] শতক জমির ৬/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১৩১ থাংজারি ৩৭ দাবী ২২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] মুখোপাধ্যায় দিং সাং মহাম্মদপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে মহাম্মদপুর গ্রামে ডিঃ সং ৩০৭নং খং ১-৩০ শতক জমির ৩৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১৩১ থাংজারি ৩৭ দাবী ১১৷/০

ডিঃ ঐ

দেঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ২২১২ নং খং ৬, ১৫০ শঃ জমির [illegible] জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

৮১১ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৪৶৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

দেঃ [illegible] সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে দোগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৫৮৩ নং খং ১-১৯ শঃ জমির ৩৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৭১১ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৯৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জাহাতন বিবি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে জালালখালি গ্রামে ডিঃ সং ৫৫৩ নং খং ৩ ৩৫ শঃ জমির ৸১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০

(২২)

৭১২ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৮/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর আলি মণ্ডল দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ সং ২১১ নং খং ২ ১৭ শঃ জমির ৪৲ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

৬৫৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৭৷৯

ডিঃ নীলকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় দিং

দেঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ সং ১১২৬ নং খং ১৯-৬০ শঃ জমির ২৩৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

৭২৪ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৪৶০

ডিঃ বলরাম গড়াই দিং

দেঃ অভিভূষণ ভট্টাচার্য্য দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভিজেল গ্রামে ডিঃ সং ৩০৪৷১০৫ নং খং ৩-৮২ শঃ জমির নিস্কর ব্রহ্মোত্তর; উক্ত ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫

(২৫)

৬১৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৮৩৸

ডিঃ কুমারেশ চন্দ্র মোদক দিং

দেঃ ফকির সর্দ্দার সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ সং ৭৯১ন খং ৩-৪৮ শতক জমির ১৪৶১০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০

(২৬)

৬৮১০ থাংজারি ৩৭ দাবী ৮০৶৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ বৈদ্যনাথ রায় দিং সাং কড়কড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কড়কড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩৭৮।৫১৫নং খং ২-৩১ শতক জমির ১৫৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

৬১৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ১২৸৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

দেঃ মানিক সেখ মণ্ডল দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে দোগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৫৪৮ নং খং ১-২০ শঃ জমির ৪৲১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

৩৪৭ থাংজারী ৩৭ দাবী ৪৩/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছমরত সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি মৌজে বাকইদা গ্রামে ডিঃ সং ২০৮—২.০ খং ২-১০শঃ জমির ৬৲ টাকা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ১১।৮।৩৭

(২৯)

৬৮৫ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩২৸৯

ডিঃ শিবকুমারী দাসী

দেঃ তারকচন্দ্র ঘোষ সাং ঝাড়লপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ৬০৫নং খং ১-৮৮শঃ জমির ৪৸৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

৬৮৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ২২৸৩

ঐ

দেঃ হেমচন্দ্র মোদক সাং ঝাড়লপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ৫৫৩ নং খং ৭৯ শঃ জমির ৩৷০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

৬৮৭ থাংজারী ৩৭ দাবী ৩৪॥/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মুকুন্দ ঘোষ ওরফে নেংটী ঘোষ দিং সাং ঝাড়লপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নলদহ গ্রামে ডিঃ সং ৫৫৫।৬২৬ নং খং ১-৫৮ শতক জমির ৫।৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৩২)

৫৩ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৭৪৷৶

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ দুর্গাদাসী দেবী সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাটগাছার সামিল ডিঃ সং ৮৭ নং খং ২৪-৯৬ শঃ জমির ৭৪৸৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

৩৯০ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৯॥/৬

ডিঃ এরফান আলি মণ্ডল মাওলালি

দেঃ মাহিরণ নেছা বিবি সাং জাহাঙ্গীরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে জাহাঙ্গীরপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২নং খং ২৩-১১ শতক জমির ২৮।৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৩৪)

৫৮৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩১৶৯

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ বিষ্ণুপদ কপালী সাং পূর্ণবাবুর চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ সং ৩০নং খং ২/৪৸ বিঘা জমির ৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৫)

৫৮৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৪৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী সাং রাধানগর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৩৪।১২নং খং ৲/০ বিঘা জমির ৫৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২

(৩৬)

৫৮৮ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৯৸৶

ডিঃ অমিয় পাল চৌধুরী

দেঃ নিবারণ কপালী সাং পূর্ণবাবুর চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ৪নং গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে ডিঃ সং ৬৭নং খং ২।৪ বিঘা জমির ৬৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৫৯০ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৩/

ডিঃ ঐ

দেঃ রতিকান্ত কপালী সাং পূর্ণবাবুর চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে ডিঃ সং ১০৬নং খং ১০।০ কাঠা জমির ১০/ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৫৯১ থাংজারি ৩৭ দাবী ১০১৶৬

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ কালিপদ ঘোষ দিং সাং বাবলাড়ী পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলাড়ী গ্রামে ডিঃ সং ৮১নং খং ১-৩৯ শতক জমির ৩৮৶ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

১২শ বর্ষ   ১০   শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩৮, সোমবার   ২৯২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বে সত্যধর্ম্ম প্রচারের মূল কেন্দ্র আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ উচ্চসংকীর্ত্তন সহযোগে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমায়াপুরাদি পরিক্রমণ, তদনন্তর বর্ত্তমান আচার্য্যদেব, শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুবর্গ বৈষ্ণব-বন্দনাস্তব প্রণতি কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ভাগবততীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠান্তে পুনরায় কীর্ত্তন হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে প্রত্যেক শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডি ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মানিকানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রথম হইতে নিয়মিতভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে বিভিন্ন ভক্ত কর্ত্তৃক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে বহু বিষয়ের সুমীমাংসা হইতেছে। সন্ধ্যায় উচ্চ সংকীর্ত্তন-সংযোগে প্রতি মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকান্তে সকল শ্রীমন্দির ও তুলসীমঞ্চাদি পরিক্রমা করিবার পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কখনও কখনও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাবলম্বনে বহু উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তথাতীত স্বামীজী ইষ্টগোষ্ঠী মুখে প্রত্যহই বহু বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনও নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যমঠে হইতেছে। গত ২৪শে জুলাই রবিবার অপরাহ্নে সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু "জীবের আত্মধর্ম্ম"-সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ ভাষায় বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা সকলেরই পরিতোষপ্রদ হইয়াছিল। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতোপলক্ষে নিয়মিতভাবে পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে। তদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহের রবিবারে এমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া থাকে। এই অধিবেশনে সহরের বিশিষ্ট সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতেছেন। গত ২৪শে জুলাই রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "শ্রীগুরুভক্তি"-সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই শ্রীগুরুভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অবগত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের যুগ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

উপদেশ মাত্রে 'দাগা বেগা' লোক অচিরেই কাটিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব সহাস্য হইয়া বলিলেন যে, শ্রীনামে শ্রীধামের নামশক্তি বর্ত্তমান এবং নামাপরাধেই সম্ভব পাপবৃদ্ধি হয়। এখন যদি শ্রীগুরুদেবের ঐ সার্টিফিকেট পাইয়া নামবলে পাপ করিতে থাকি, তবে কে অপরাধী হইবে না? সেইপ্রকার যদি শ্রীগুরুদেবের কোন সার্টিফিকেট বা পাশ সাপ্তাহিক অর্থ পাইয়া সেই সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা তাঁহার পাত্রের অবমাননা করি বা তৎপ্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করি, বা তাঁহার অনুসরণ না করিয়া নিজেদিগকে গুরু বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা অন্যান্য ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচারের বিরোধী হই, তবে কি গুরুদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইব না? শ্রীগুরুদেবের অর্থ লইয়াও কি গুরুত্যাগ নিত্যাচার্য্যবাণী-বিনাশের! অপরাধে অনন্ত নরকে চলিয়া যাইব না? ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাশ লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিলে কি তৎফলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইব না?

এই বলিয়া মন! তুমি স্থির হও। গভীরভাবে চিন্তা কর। সার্টিফিকেটের বিজ্ঞাপন জাহির করিবার পূর্ব্বে একবার উহার অন্তর্নিহিত গুরু উদ্দেশ্য আলোচনা কর, উহার বাহ্য আবরণ দেখিয়া উন্মত্ত হইও না। তুমি নিজে গুরুত্যাগ রোগী তাহা আগে ঠিক কর।

শ্রীগুরুদেব সার্টিফিকেটরূপে বিজ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে নিজের অন্তর [illegible] অনুসন্ধান করিলে দেখ যে, শ্রীগুরুদেবের [illegible] তোমার কতটা বোধোদয় হইয়াছে। মাদৃশ 'আমার' [illegible] [illegible] কিন্তু তাহা [illegible] [illegible] মনে করা উচিত নয়। [illegible] [illegible] হইও না। [illegible] [illegible] [illegible] হইও না, [illegible] লইয়া [illegible] [illegible] না। গুরুকৃত সার্টিফিকেটের [illegible] নিজের অবস্থা [illegible] করিতে হইবে না। তাহাতে [illegible] ও [illegible]

[illegible]

'এখান থেকে সেখানে [illegible] জিনিষ যেতে দেওয়া যেতে পারে না। অথচ তার ভাবটা যদি নিই, আর সেইটু[illegible] [illegible] নিয়ে গোঁজামিল দিই, তা'হলে [illegible] হ'ল। [illegible] তিনি না আসলে [illegible] [illegible] এর প্রবেশ [illegible]

([illegible] প্রভুপাদ)

[illegible]

শ্রীল [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] গৌরাঙ্গ [illegible]

সজ্জন—গম্ভীর

[illegible] পরমহংস [illegible] ভক্তি [illegible] গোস্বামী [illegible]।

[illegible] আত্মবিদ্ [illegible] সর্বদা [illegible] আশ্রয় করেন [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] মনের বিক্ষিপ্ত [illegible] আত্মাকে বিচলিত করিতে [illegible]। আত্মার যে [illegible] এই [illegible] সমর্থ নহে।

মনের সাহায্যে মায়াবাদী [illegible] আত্ম[illegible] করেন [illegible] তাঁহার মায়াবাদ [illegible] পূর্ণে বর্তমান ছিল না। [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] একদা [illegible] [illegible] বাধা[illegible]কারক। মায়াবাদী [illegible] [illegible] আত্মধর্মের [illegible]

[illegible] সজ্জনগণকে [illegible] আত্মার নিত্য [illegible] চাঞ্চল্য দেখাইতেন না। মায়াবাদীর [illegible] পূর্ণ [illegible] মধ্য [illegible] অন্তর্নিহিত মধ্যে [illegible] হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্বদা নিত্য [illegible] [illegible] হইয়া নিত্য [illegible] নিযুক্ত, সুতরাং মানসিক [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] হইতে [illegible] [illegible] করেন না।

কর্মকাণ্ডীগণের [illegible] [illegible] কর্মকাণ্ডের পরিচালক। তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] কর্মকাণ্ডের [illegible] করিয়া [illegible] ফল [illegible] করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফল লাভের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করেন না। [illegible] তাঁহার আর কোন [illegible] নাই।

[illegible] কোন অনিত্য [illegible] করেন না। আত্ম[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] মায়ায় [illegible] [illegible] কাম [illegible] অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অনিত্য [illegible] আত্মার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন [illegible] [illegible] আত্মার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সজ্জন বা বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible]

আমাদের [illegible] প্রবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]

সজ্জন [illegible] [illegible] [illegible] সজ্জন [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মায়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন নাই। এই সকল [illegible] সজ্জনের [illegible] পরিচয়।

[illegible]

বিজ্ঞাপনের যুগ

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন [illegible] বি-এল)

বর্ত্তমানে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার [illegible] ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার আবহাওয়া [illegible] দশের লোকের [illegible] মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে [illegible] [illegible]। ভিতরে যত গলদই থাকুক না কেন, বাহিরের আবরণটা চাকচিক্যময় করিতে না দেখাইতে পারিলেই আমাদিগের পক্ষে [illegible] ঘটে না। এখন বাহিরের চটকেরই বেশী, সাজান গোছান চ'কেরই আদর অধিক, ভিতরে আমার যাই থাকুক না কেন, সে ত' আর কেহ দেখিতে যাবে না। তাই আমরা কাপড়চোপড় [illegible] জন্যই খুব [illegible]। পাশ্চাত্য দেশে শোনা যায় যে, Tailors beauty'র যথেষ্ট আদর আছে; [illegible] [illegible] আসিয়া পড়িয়াছে।

এক শ্রেণীর লোক ভিতরকার [illegible] [illegible] বাহিরে, আবার এক শ্রেণীর লোক [illegible] [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমকক্ষ করিয়া দেখাইবার জন্য [illegible] বিজ্ঞাপনের বহর দিতে থাকিবে। আর যাহার [illegible] আছে, সে ব্যক্তি তাহার বিজ্ঞাপন না দিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। যেখানে বিজ্ঞাপনের জোর বেশী, সাইনবোর্ড চটক বেশী, জাহির করিবার চেষ্টা বেশী, সেখানে বোকা লোক [illegible] [illegible] প্রতারিত হইবে। কিন্তু [illegible] নিকট তাহা ধরা পড়িয়া [illegible] বিজ্ঞাপন-দাতাদের সুবিধা এই। [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিজেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্রয় করিবার [illegible], তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] না।

বর্তমান ব্যবসায়ী জগতে (commercial world এ) [illegible] [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপনের (advertisement এর) বিশেষ আবশ্যকতা আছে। [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপনের আদর [illegible] [illegible]। উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, কবিরাজ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলেরই কমবেশী বিজ্ঞাপন আছে। সাধারণ [illegible] বিজ্ঞাপনের হাটে, মাঠে, ঘাটে, [illegible], [illegible], বিজলী আলোর [illegible] টেলিগ্রাফের খুঁটিতে, রেলগাড়ীতে, মোটর-বাসে, বিজলী-বাতির সাহায্যে, [illegible] [illegible], গরুর গাড়ীর উপর, [illegible] চতুর্দ্দিকেই ছড়াছড়ি। রেলগাড়ীতে উঠিলে ত' বিজ্ঞাপনের চীৎকারে কান ঝালাপালা। আমরাও কিন্তু বিজ্ঞাপন পড়িয়াই জিনিষ কিনিতে দৌড়াই। বিজ্ঞাপনের মোহে জিনিষ কিনতে যাওয়া আর পরের চক্ষু দিয়া দেখা বা পরের মুখ দিয়া খাওয়া প্রায়ই এক কথা। চানাচুর ভাজা কড়মুড় ভাজা প্রভৃতি আসলে [illegible] উপাদেয় হউক আর নাই হউক বিজ্ঞাপনের বহর শুনিলেই জিহ্বায় জল আসিয়া যায় এবং ট্যাঁক হইতে পয়সা বাহির করিয়া লয়।

এই বিজ্ঞাপনের যুগে যেখানে যাহার যত ভেজাল বা মেকী মাল আছে, যদি চালাইতে চান তবে [illegible] বিজ্ঞাপনের পারিপাট্য যদি দেখাইতে পারেন, তবে আর ঐ সব মাল কাটাইবার ভাবনা নাই। ছারপোকা নিবারণের ঔষধ বাহির হইল, তা'র বিজ্ঞাপনেরই বা বাহারটা কি! শিশির উপর কত রকমের লেবেল, সোনালী পাত দিয়া মোড়া ও পরদাক্রমে শিশির ভিতর ঔষধ (?)। মোড়ক খুলিতে খুলিতে যেন [illegible] সব ছাড়াইয়া [illegible] যেমন কা'ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রকার ঔষধ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষে একটি মোড়ক খুলিয়া দেখা গেল যে, তাহার মধ্যে এক টুকরা কাগজে [illegible] লেখা আছে—"ছারপোকা ধর, আর মার"। বিজ্ঞাপনের জোরে এ রকম ছারপোকার ঔষধও কাটতি হ'য়ে গেল। মানুষ ঠকিয়া পরে সাবধান হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতা কিছু মোটামুটি উপার্জ্জন ত' করিয়া লইল।

তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের যদি ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, ভাল ভাল ছবি প্রভৃতিতে [illegible] অর্থব্যয় করিতে পারা যায় তবে সাধারণ লোকের একটি স্বাভাবিক বিশ্বাস হয় যে, যখন জিনিষটার জন্য এত অর্থ বিজ্ঞাপনে ব্যয় হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জিনিষটা খাঁটি [illegible] [illegible] টাকা ব্যয় করিতে পারে? বিজ্ঞাপনদাতাগণও সরল লোকের সরল বিশ্বাসের উপর এইভাবে বাণিজ্য চালাইয়া মাল কাটতি করিয়া লইতেছে। এইরূপভাবে কারবার চালাইয়া কত সামান্য সামান্য ঔষধ-প্রস্তুতকারিগণ বিজ্ঞাপনের জোরে লক্ষপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই চালবাজ [illegible] ইহা একটা কৌশল বটে। ইহাতে লোক ঠকে ঠকুক, তাতে আমার কি? আমার [illegible] হইলেই হইল! আজকাল election ব্যাপারেও যে কি প্রকার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি চলিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, তাহাতে যে কাজ হয় না, এমন নয়।

আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশিষ্ট নামজাদা ব্যক্তিগণের নামসম্বলিত বিজ্ঞাপন

জাহির করিতে পারা যায় তাহা হইলে সোণায় সোহাগা। দেখা যায় যে, একচেটিয়া ব্যবসা বাদে বাকী প্রায় সব জিনিষেরই কাটতির জন্ম কমিবেশী বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি চলিতেছে। মানুষের নিজের ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায়, বিজ্ঞাপনকে মূলমন্ত্র করিয়া ব্যবসাদারগণ তাহাদের ভেজাল বা মেকী জিনিষ চালাইয়া লোক বঞ্চনা করিতেছে। তাই বলিয়া মনে করিতে হইবে না—যেহেতু খাঁটি জিনিষ অপেক্ষা মেকীর কাটতি অধিক, অতএব খাঁটি অপেক্ষা মেকিরই আদর বেশী। কলি-প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ের অধিক আদরকারী হইয়া অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইতে থাকায় মহাত্মা তুলসী দাসের খেদোক্তি অনুসারে "গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়। সত কলিযুগ কেরী তামাসা দুখ লাগে আউর হাসি!" দুগ্ধ অপেক্ষা আজ সুরার আদর অধিক হইয়াছে এবং খাঁটি দুগ্ধের বিজ্ঞাপন জাহির করিতে হইয়াছে কিন্তু সুরার কোন বিজ্ঞাপন দরকার হইতেছে না। ইহা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সন্দেহ নাই।

ঘৃণ্য ও কলুষিত জীবনযাপনকারী বার বনিতাগণও বিজ্ঞাপনের জোরে তথা বেশ-ভূষা, রং, নাচ, গান, হাব-ভাব প্রভৃতির দাপটে তাহাদের ভোগ্য পুরুষ ও অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রচুর পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতার সহায়কারিগণও যে ঐ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খোঁড়া মানুষেরই কৃত্রিম কাঠের চরণ দরকার হয়, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা যেখানে সেখানেই চশমার দরকার হয়, অন্ধকার যেখানে সেখানেই আলোকের দরকার হয়, রোগ যেখানে সেখানেই ঔষধের দরকার হয়। প্রভাতকে, সন্ধ্যাকে, পুষ্পকে বিজ্ঞাপনের দ্বারা জাহির করিবার দরকার হয় না। তাহারা নিজের গন্ধ [illegible] করিলেও আপনা আপনি বিজ্ঞাপিত হইয়া যায়। কর্ম্মীর, জ্ঞানীর, দানীর, যোদ্ধার ও ভক্তের যশঃ-সৌরভ আপ[illegible] পড়ে, বিজ্ঞাপনদ্বারা তাহা জাহির করিতে হয় না। 'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।"

প্রকৃত বলবান ব্যক্তি নিজ শক্তির, প্রকৃত গম্ভীর ব্যক্তি নিজ গাম্ভীর্য্যের, প্রকৃত গুণী নিজ গুণের, প্রকৃত সাধু নিজ সাধুত্বের বিজ্ঞাপন জাহির করিতে চাহেন না, তাঁহাদের দৈন্য স্বাভাবিক। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'Empty vessels sound much'—খালিরা ঢোকের আওয়াজ বেশী। পুঁটিরা বড় হইতে যাওয়ার চেষ্টা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। ব্যবহারিক জগতে ঐ সকল চেষ্টার আদর থাকিলেও পরমার্থ ব্যাপারে উহার আদর অন্ধ কদর্থকতা, অধিকন্তু ঐরূপ চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ঘৃণ্য ও গর্হণীয়। পরমার্থ-জগতে সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই আত্মশ্লাঘার পরিপন্থী। তাঁহারা বলেন, "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি নিজে বিজ্ঞাপিত হইবার ভয়ে একস্থান হইতে [illegible] পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যদি সেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের [illegible] করিয়া 'এক্ষেত্রে সেই আত্মবিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য [illegible] হই, তাহা হইলেই যে আমরা কত দূর শ্রীগুরুদেবের অনুগতাকারী বা প্রকৃত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব তাহা সুধীমণ্ডলীই বিচার করিবেন। বিজ্ঞাপনের জোরে আপাততঃ বোকা লোককে কিছু সময়ের জন্য ঠকাইতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু [illegible] আমাদের পরিণত করা যায় না, পাথরকে সোনা করা যায় না, লোহাকে সোনা করা যায় না, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীকে ভক্তের আসনে দেখাইতে পারা যায় না। সাধুদের কষ্টিপাথরে পড়িলেই তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া যায়।

'বিজ্ঞাপন' একদিকে যেমন বোকা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সন্দেহ উদয় করাইয়া দেয়। অতএব বিজ্ঞাপন [illegible] সন্দেহ আনিয়া দেয়। যেমন [illegible] বলা যাইতে পারে যে কোন গ্রামে একটা চুরি হইয়াছে, এবং রামা বাগদি সর্ব্ব সময়েই ঐ চুরি করিতেছে। রামা যদি চুপ চাপ করিয়া থাকে, তবে কোন গণ্ডগোল হয় না। কিন্তু সে যদি বিজ্ঞাপন করিতে থাকে যে, যে যাহাই বলুক না কেন, আমাকে আদৌ সন্দেহ করিতে পারিবে না। তবে রামার ঐরূপ বিজ্ঞাপনে সন্দেহ উঠিতে থাকে এবং তাহার বিপদ ঘটিয়া যায়।

যেখানে সহজ স্বাভাবিকত্ব বর্ত্তমান, সেখানে আবার বিজ্ঞাপনের দ্বারা উপকার না হইয়া অপকারই ঘটিয়া থাকে। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যদি কেহ নিজের প্রীতি ও ভালবাসা বিজ্ঞাপনের দ্বারা জাহির করিতে প্রয়াস করেন, তবেই না একজন আর একজনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকিবেন। অসতী রমণীগণই স্বামীর প্রতি মমতা ও ভালবাসা বাক্যাবলীদ্বারা জাহির করে। সতী রমণীগণ তাঁহাদের এই গুপ্তধন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত রাখেন, জগৎকে জানিতে দেন না।

বিজ্ঞাপন, প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেটের মূল্য যদি কেবল শব্দগুলি দেখিয়াই বিচার করিতে যাওয়া যায়, তবে অনেক সময় বঞ্চিতই হইতে হয়। সার্টিফিকেটদাতার অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি কেবল তাঁহার ভাষার (vocabulary-র) উপর বিশ্বাস গ্রহণ করিতে যাওয়া যায়, তবে অনেক সময় বঞ্চিত হইতে হয়। প্রবাদ আছে, 'All that glitters is not gold' উজ্জ্বল জিনিষমাত্রেই স্বর্ণ নহে। উড়িবার [illegible] বস্তু—যথা—আরশুলা, এরোপ্লেন, [illegible] সকলই পক্ষী নহে। 'স্যর' (Sir) উপাধিধারী ব্যক্তিমাত্রেই Sir John Anderson নহে। শাস্ত্রের অনুবাদ [illegible] বা ব্যক্তির পরিভাষায় (vocabulary) শব্দের গুঢ় উদ্দেশ্য নহে। যেমন শাস্ত্রের গুঢ় উদ্দেশ্য জানিতে হইলে বৈষ্ণব বা ভক্তের নিকট যাইতে হয় সেই প্রকার সার্টিফিকেটের মর্ম্ম [illegible] করিয়া সার্টিফিকেটদাতার অন্তরের উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়। নতুবা বঞ্চিত হইতে হয়।

পারমার্থিক দীক্ষা বিষয়ে অসাধারণ ব্যক্তিকে যোগ্যতা, প্রণালীর উদ্দেশ্য [illegible] গুরুকর্তৃক উপনয়ন সংস্কার ও দীক্ষাদির ব্যবস্থা আছে। ঐরূপ উপনয়ন বা দীক্ষা পারমার্থিক গুরুদত্ত সার্টিফিকেট; কিন্তু ঐরূপ সার্টিফিকেট পাইলেমাত্রই কি শিষ্য যোগ্য হইয়া যায়? গুরুদেবের সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ পরিগ্রহকরণের দুই প্রকার রূপ দেখা যায়। একটি অন্তরের আর অন্যটি বাহিরের [illegible]। [illegible] যখন তাঁহারা বাহিরের কৃপা করেন, তখন তাহা বঞ্চনার প্রকার ভেদ। আর অন্তরের কৃপাই বাস্তব কৃপা। ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বৈষ্ণবগণ কাহাকে বাস্তবিক অন্তরঙ্গ কৃপা করেন, কাহাকে কঠোর শাসন করেন, কাহাকে উপেক্ষা করেন; আর কাহাকে বঞ্চনা করেন—কাহাকে 'বঞ্চন' [illegible] সার্টিফিকেট দিয়া বিদায় দেন। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়'। [illegible] যদি ঐরূপ বঞ্চনামূলক সার্টিফিকেট [illegible] ধারণা করিয়া মনে করেন যে, তিনি সদ্গুরুর অনুকম্পিত না হইলে কি সাধু তাঁহাকে এ প্রকার [illegible] দিয়াছেন? কিন্তু [illegible] বিষয় যে, যে সাধু কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা [illegible] নরকের দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আজ যদি [illegible] সেই [illegible] আমাকে দান করেন, তবে তাহা আমার প্রতি কৃপা না বঞ্চনা, এ কথাটি কি আমার মনে উদিবে না?

[illegible] প্রবেশাধিকার [illegible] 'সিদ্ধান্ত-বৈজয়ন্তী', [illegible] প্রভৃতি বহু উপাধি [illegible] দিয়াছেন। [illegible] না বুঝিয়া যদি আমি ঐ সকল সার্টিফিকেটের বলে সাধারণের নিকট আত্মপ্রচার করিতে যাই, অর্থাৎ আমাকে একজন [illegible] জাহির করিতে যাই, তবে [illegible] কি [illegible] হইবে না? শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] 'বাগানবাগান' [illegible] Morphology [illegible] Ontology [illegible] না।

[illegible] pamphlet) মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে চাহেন না। [illegible] বলেন, "আমাদিগের বড় বলে, বড় সেই নয়। লোকে যারে বড় বলে বড় [illegible]" [illegible] "If you want to command, learn first to obey." [illegible] তবে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]

(অবশিষ্ট [illegible] পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য।)

[illegible] মঠসমূহ

১। শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৩) [illegible]পুর পাঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে [illegible]
শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]
রক্ষক - [illegible] মহারাজ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর [illegible]
সেবা বর্তমান। রক্ষক - [illegible]

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible]
[illegible] শ্রীশ্রী[illegible]
[illegible]। রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক - শ্রী[illegible] মহারাজ

৯। স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের [illegible], শ্রীগৌর[illegible] ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
[illegible]
[illegible] সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible]
[illegible]।

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)
[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible]।

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক — [illegible] অধিকারী।

(১৩) ব্রুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক - [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক — [illegible]।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible]দেবের [illegible] নিকটবর্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক—[illegible], বাবাজী।

১৭। [illegible]

[illegible]
রক্ষক— [illegible] অধিকারী।

১৮। [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক — [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক - শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক - শ্রী[illegible]।

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাদগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
[illegible] প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক মহো-
[illegible]

(২৪) গোপালজীউ মঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]
রক্ষক [illegible] অধ্যাপক
[illegible]

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)
রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (আসাম)
রক্ষক শ্রী[illegible]

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক - শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি
রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ, পি)
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা
রক্ষক— শ্রী[illegible]

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) [illegible] সুখদকুঞ্জ

[illegible] (মথুরা)
রক্ষক - শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।
রক্ষক — শ্রী[illegible] প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রী[illegible]বিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক – শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস
বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]গিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible]
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]-গিরিধরের
সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের
সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক — শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক— শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস
ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক — শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক - শ্রীভগবানদাস [illegible] ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক —শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)
রক্ষক —শ্রী[illegible] দাস [illegible]

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক— শ্রী[illegible] দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ [illegible], (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং [illegible] রোড,
[illegible]
লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪
রক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রী[illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক - [illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নীলাম ইস্তাহার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

(৩৯)

৬২৭ থাংজারি ৩৭ দাবী ১০০৵

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ তারাপদ মণ্ডল সা. বড়ইটনা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বড়ইটনা গ্রামে ডিঃ সং ৮০ নং খং ১-৯৩শঃ জমির ১৬৷৵২॥ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৪০)

৭০০ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৮/০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং

দেঃ ননীগোপাল সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে শঙ্করপুর মধ্যে ডিঃ সং ১৫৫নং খং ১-৩ শঃ জমির ৭৸১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

৬৭২ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৪॥৶০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল

দেঃ গোপেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাং হরিনাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে অনন্তপুর গ্রামে ডিঃ সং ৮৬নং খং ও তদধীন ৮৭।৮৮নং খং ২-৮৫ শঃ জমির ১৸/২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৬৲

(৪২)

৬৫০ থাংজারি ৩৭ দাবী ১১॥৵৬

ডিঃ নবিছন নেছা বিবি

দেঃ ইছাহক মণ্ডল দিং সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ সং ৩৭১ নং খং-৬৫ শঃ জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

৮১০ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৯/৩

ডিঃ খোন্দকার মহম্মদ হোসেন দিং

দেঃ ছলিম সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৯৯৩ নং খং -৪২ শঃ জমির ২।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

৮২০ থাংজারি ৩৭ দাবী ২৯৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কালিকুমার ঘোষ দিং সাং বল্লালদিঘী পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বল্লালদিঘী গ্রামে ডিঃ সং ৪২৬ নং খং ২-৪৮ শঃ জমির ৪।৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৫)

৮২১ থাংজারী ৩৭ দাবী ১৬।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রসুল সেখ দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ সং ৪৭৯ নং খং -২৬শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

৮৩৬ থাংজারি ৩৭ দাবী ৩৪/৬

ডিঃ গোপেশ্বর মোদক দিং

দেঃ অতুল্য মল্লিক সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ সং ৪৬৬নং খং ১-৩৯ শঃ জমির ৫।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৩৫৯ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৯৬৪।৶০

ডিঃ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর দিং

দেঃ রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক সাং ও পোঃ রাণাঘাট

১। থানা রাণাঘাট মৌজে ঐ ডিঃ সং ৩৫০ নং খং ১১ শঃ জমির ।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৩৫১ নং খং ১৮শঃ জমির ।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৪১৪ নং খং ১-৩৩শঃ জমির ।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০.

(৪৮)

৪২৪ থাংজারী ৩৭ দাবী ২৪৸৶৯

ডিঃ নিলকান্ত বন্দোপাধ্যায় দিং

দেঃ তারাপদ গড়াই দিং সাং গহড়াপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজে গহড়াপোতা গ্রামে ডিঃ সং ১৫০৪ নং খং ২-২৩ শঃ জমির ২৸৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ১৫০ নং খং ১-৫৫ শঃ জমির ২৮৶১৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত মূল্য আঃ আঃ ৫

(৪৯)

১৪২০ থাংজারি ৩৭ দাবী ১৫।/৬

ডিঃ ম্যানেজার অগ্রদ্বীপ ওয়ার্ডস্ ষ্টেট্

দেঃ বৈদ্যনাথ মল্লিক দিং সাং মাঝেরগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে সরিষা গ্রামে ডিঃ সং দেঃ নামার ১।৶৬ ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

নীলামের দিন ১২।৮।৩৭

(৫০)

৩৩২ মনিজারি ৩৭ দাবী ৯৬৸৶৬

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ দাস

দেঃ সুধাকান্ত গড়াই সাং কৃষ্ণনগর আমিন বাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর আমিনবাজার মধ্যে ডিঃ সং ২১৭২নং খং -১৯শঃ জমির ২৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

৫৩০ মনিজারি ৩৭ দাবী ৫৮॥৵৬

ডিঃ নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ দিং

দেঃ তাজ্ সেখ দিং সাং চুপিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে চুপিপোতা গ্রামে ডিঃ সং ১৩৭নং খং ৪-৫৭শঃ জমির ২১॥৯০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

১৬১ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৩৫৩।৬

ডিঃ অতুলচন্দ্র প্রামাণিক

দেঃ শেখ আবদুল লতিফ কানাকার দিং সাং ও পোঃ শান্তিপুর

থানা শান্তিপুর মৌজে রতনপাড়া মধ্যে ডিঃ সং ৫৪৯নং খং -২১শঃ জমির ৩/৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫৩)

৩৪৯ মনিজারি ৩৭ দাবী ৩৭৯৸৵৩

ডিঃ দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ নায়ক দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ডিঃ সং ১৪২নং খং -২৬শঃ জমির ১।৵২ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭২নং খং -৫১শঃ জমির ও তদধীন -৯ শঃ জমির ১১৸৶০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৮০০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭৭নং খং -৯২শঃ জমির ২॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৭৬নং খং ৩৯শঃ জমির ৭।০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৪)

৪৭২ মনিজারি ৩৭ দাবী ২৭৸০

ডিঃ নন্দকুমার সরকার

দেঃ হরিগোপাল মজুমদার দিং সাং বাবলাড়ী পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে বাবলাড়ীগ্রামে ডিঃ সং ২০২নং খং -২৮শঃ জমির ১০৶৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৫)

৪৩৮ মনিজারি ৩৭ দাবী ৯৯৷৩

ডিঃ শরৎচন্দ্র সাহা দিং

দেঃ পাগল চন্দ্র ঘোষ দিং সাং ভুরকুন্ডিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে ভুরকুন্ডিয়া গ্রামে ডিঃ সং ২১৬ নং খং ৩ ৭৭শঃ জমির ২০।/৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৪৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৮৩নং খং ১-৮০শঃ জমির ৪৸১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫-

(৫৬)

৪৬৫ মনিজারি ৩৭ দাবী ১৩৩।৫৯

ডিঃ হাজারিলাল হালদার

দেঃ নক্সি বিবি দিং সাং দোগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দোগাছিয়া গ্রামে ডিঃ সং ৬৪নং খং ও তদধীন ৬৭৮-৬৫ নং খং ১৭১৮ শতক জমির ৪।৶৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০

৪৭২ মনিজারি ৩৭ দাবী ২৭৮।৶

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

দেঃ শৈলেন্দ্র নাথ সেন দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর মৌজে গোয়াড়ী সড়ক মধ্যে ডিঃ সং ৭০৩ নং খং -১৪ শতক জমির ৬৸৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৮)

৩৭০ [illegible] ৩৭ দাবী ৪৪৬।০

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible]

পাণ্ডুবেড়া পোঃ কালীগঞ্জ

[illegible]

ডিঃ ১

বা যক

[illegible]

[illegible] ৩৭

[illegible]

ডিঃ ১

৩য় মঃ

[illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible]

পোঃ [illegible]

১। থানা [illegible]

গ্রামে ডিঃ সঃ ২৪০নং [illegible]

জমির ২৬/০ ৩য়, মায় [illegible]

আওলাত দরবস্ত হক মূল্য [illegible]

২। ঐ থানা ঐ মৌজে

[illegible] খং ৩১ শতক জমি [illegible] কোফল

জোত আছে উহার যোল আনা একন [illegible]

মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

৪৪৬ দেক্রোরি ৩৭ দাবী ২৬৮।৶

ডিঃ [illegible] চন্দ্র ঘোষ

দেঃ মনোরমা দেবী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ সঃ ১০৭২নং খং [illegible] দখলী জমি [illegible], [illegible] মায় [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত [illegible] আঃ ৮৭।০ ১৪

(৬২)

৩২৮ দেক্রোরি ৩৭ দাবী ২০৩৭।৶

ডিঃ হেমনলিনী দাসী

দেঃ গোকুল চন্দ্র সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ সঃ ১৩৮নং খং ২ শতক জমির ১৶ অংশ, মায় [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত হক মূল্য আঃ ২৫০৲

(৬৩)

৩৬২ দেক্রোরি ৩৭ দাবী ২৬৭৩।৶

ডিঃ সুবালা প্রামাণিক

দেঃ আনন্দ সুন্দরী দাসী দিং সাং ও পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা স্বরূপগঞ্জ মৌজে [illegible] ওয়ার্ড বহির্ভূক [illegible] মধ্যে ডিঃ সঃ ৭২৭নং খং ৩ শতক জমির [illegible] মোকররী রায়ত [illegible] মায় [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত হক মূল্য আঃ ১০০০৲

(৬৪)

৩৭৮ দেক্রোরি ৩৭ দাবী ১১৭২৶

ডিঃ [illegible] চন্দ্র সাহা

দেঃ সতীশচন্দ্র নাথ সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ঐ মধ্যে ডিঃ সঃ [illegible] খং [illegible] শতক জমির ৩৲ অংশ, মায় [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত হক মূল্য আঃ ৭০০৲

কলিকাতার বাজার দর

১লা আষাঢ়, ১৩৩৬

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মঃ
বাদশাভোগ	৬।৷০
[illegible]	৫৮।০
ঐ [illegible]	৫৲
কাটি বালাম	৭৲—৭।০
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৪৬০
[illegible]	৫৲
[illegible] কোয়ালিটি	৮৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪।০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪।০ ৪।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৪।০০—৪।০
কাটি বালাম	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩।৶০

চিনির দর

দিল্লী দানা, টাইপ	১০।০
মাধবপুর ১০০০ নং	১০
[illegible] দানা	৯
কানপুর দানা	৮।০—৯৶
কানপুর দানা	৭৷৶০—৮

সোণা-রূপার দর।

পাঃ দর

টাকশালের বার

দক্ষিণের

টিপবার

পাটের দর

[illegible]—	৪০।৷০
নিম্ন [illegible]—	৪০৷০
[illegible]	৪১।০
বাজার [illegible] সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন্স এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্ম্মাতা

পুরাতন সোণার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী সুলভ
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ [illegible] গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর [illegible] পাঠান হয়। [illegible] নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।
ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়্যান্টস্
১২৪;১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—১,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৩,	২০—৪১

মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৭	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৭	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
বেহালার পাঁচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] অব্যর্থ আরোগ্যকারক। [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible] নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট [illegible] ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৩৬]

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর, ২য় মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১৩।৮।৩৭

(১)

৬১৭ খাংজারী ৩৭ দাবী ২৭।৵৯

ডিঃ বলহরি ঘোষ দিং

দেঃ ছোবান শেখ দিং সাং ও পোঃ হাতীশালা

থানা চাপড়া মৌজে হাতিশালা গ্রামে ডিঃ সং ৪২৬ নং খং -৮৪ শঃ জমির ৩।/১০ জমা, তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৫৭৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৩৸৵০

ডিঃ নেকজান বিবি দিং

দেঃ এতরালি মণ্ডল দিং সাং বাহির-গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ সং ৪৪৮, ৬৫০ নং খং -৩ শঃ জমির ১৷৶৩ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

২৫৩ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৬৬৸৵০

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং

দেঃ ছোবান বিশ্বাস দিং সাং কালিয়া-দহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়া মৌজে কলিয়াদহ গ্রামে ডিঃ সং ১১৮ নং খং ও তদধীন ১২৫।১২৬। ১২২ নং খং ভুক্ত ৭-০৫ শঃ জমির ২০৲ টাকা জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আও-লাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

৩২১ খাংজারী ৩৭ দাবী ১৯৮৵৬

ডিঃ হরিনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী দিং

দেঃ দয়ালকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী দিং সাং রাণিয়া পোঃ তেহট্ট

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে পারকুলা গ্রামে ডিঃ সং ১৯৮নং খং ৭-৮৬ শঃ জমীর ১১।/৪ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

৪১৬ খাংজারী ৩৭ দাবী ২১১৸৶

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

দেঃ বাহার মল্লিক দিং সাং আরিজ-নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৬ নং খং ৫৯ ৬৭ শঃ জমির ২।৵১৭॥ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬)

৪৯৮ খাংজারী ৩৭ দাবী ৩০॥৵৯

ডিঃ রাজেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং

দেঃ রাখাল ঘোষ দিং সাং ও পোঃ হাতীশালা

থানা চাপড়া মৌজে হাতীশালা গ্রামে ডিঃ সং ১১৭৪নং খং ও তদধীন ১২০৭ নং খং -৫২ শঃ জমির ৪৷৫ জমা, মায় তদুপরি-স্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক

নীলামের দিন ১৪।৮।৩৭

(৭)

৬৫৫ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪৭৶৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং

দেঃ আবজান বিবি দিং সাং বেত-বাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ সং ৩০২ নং খং ২-৮৬ শঃ জমির ৭৷০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

৬২১ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪৭৷৯

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং

দেঃ রবাবালি মণ্ডল দিং সাং আমরুপী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আমরুপী গ্রামে ডিঃ সং ১১৩ নং খং ১-৬১ শতক জমির ৫॥৵০ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আও-লাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

৬২০ খাংজারী ৩৭ দাবী ৬৬৶১০॥

ডিঃ ঐ

দেঃ হারু বিশ্বাস দিং সাং আমরুপী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আমরুপী গ্রামে ডিঃ সং ৯৯ নং খং ৫ ৯১ শতক জমির ১০॥৭ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আও লাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৬১৯ খাংজারী ৩৭ দাবী ৪১৮/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুল মণ্ডল দিং সাং আমরুপী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে আমরুপী গ্রামে ডিঃ সং ৯৩ নং খং ৫-৯৬ শঃ জমির ১০/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

৬৫৯ খাংজারি ৩৭ দাবী ১২৮/১

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

দেঃ ছকাই সেখ সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর মধ্যে ডিঃ সং ১০৭৪নং খং ৩।৭৮ বিঘা জমির ৩।১৫ জমা, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৫৫২ খাংজারি ৩৭ দাবী ৫৪.৬

ডিঃ মণীন্দ্র কুমার বিশ্বাস দিং

দেঃ উপগার মল্লিক দিং সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিঃ সং ১৫১নং খং ৮-০০ শতক জমির ১৬৸/৩ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

৬৪৫ খাংজারি ৩৭ দাবী ১৪৩।৵৯

ডিঃ রায় হরেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর ষ্টেট্‌স লিঃ

দেঃ কালিচরণ মণ্ডল দিং সাং দহকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দহকুলা গ্রামে ডিঃ সং ৫৫৩নং খং মধ্যস্থ চিরস্থায়ী মোকররী স্বত্বে দেনাদারগণের ১০-৬৭ শতক জমির ২৬ ৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

৬৬৬ খাংজারি ৩৭ দাবী [illegible]

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী

[illegible] আশুতোষ বিশ্বাস দিং সাং তিলকপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২৪ নং খং ১৫০০ বিঘা জমির ১৯৸৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

৬৬৭ খাংজারি ৩৭ দাবী ৩০৭। ৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মফিরদ্দি মণ্ডল দিং সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিঃ সং ২২০০ বিঘা জমির ৫।১৫ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৬)

৬৬৩ খাংজারি ৩৭ দাবী ২৫৮।০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেঃ ভট্টু সেখ দিং সাং বাগানপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া মৌজে কাচ-কুলী গ্রামে ডিঃ সং ৬৫১নং খ ২১ শতক জমির ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ৫১০ নং খ ৩১ শতক জমির ৮০/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ১৫৲

নীলামের দিন ১৫।৮।৩৭

(১৭)

১৭৬ ডেক্রীর ৩৭ পাবী ১৮৬/৩

ডিঃ নিতাই চাঁদ গড়াই দিং

দেঃ ভূপতি ভূষণ দত্ত সাং বাগানপুর পোঃ বাগানপুর

থানা চাপড়া মৌজে মাখিয়া দিগনগর গ্রামে ডিঃ সং ১৬নং খ ১-৮৭ শতক জমির ৮।/৯ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৮৭৭ ডেক্রীর ৩৭ দাবী ৬৫১৷০/৩

ডিঃ রামপদ চট্টোপাধ্যায় দিং

দেঃ রাখাল দাস বিশ্বাস দিং সাং কামারহাটী পোঃ কোতয়ালী

১। থানা চাপড়া মৌজে তিলকপুর গ্রামে ডিঃ সং ২৭৩৮নং খং ৫৬৮।৷০ বিঘা জমির ২০৴১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ৫০

২। ঐ থানা মৌজে মহেশপুর গ্রামে ডিঃ সং ৫৪৫৭নং খং ২৮-৩৮ শতক জমির ৪৮।/ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

৭৯২ ডেক্রীর ৩৭ দাবী ৩৮।/৩

ডিঃ প্রমিলা বালা সমাদ্দার দিং

পুর পোঃ বাগানপুর

১। থানা চাপড়া মৌজে মাধবপুর গ্রামে ডি. সং ১৮৪নং খং ৭ এবং ১৮৫নং খং ৩৯ ১১-৩৪ শতক জমির ১৭।/৪ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ডিঃ সং ২৩৫ নং খং ৮০ শতক জমির ১৮০/ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ১৫৲

নীলামের দিন ১৬।৮।৩৭

( )

দাবী ২২১/৩

খাস

নাজির ঘোষাল সাং বেলুয়া পোঃ বাগানপুর

থানা চাপড়া মৌজে দামুদরখালি ডি. সং ৩৭নং খং ১০ ৬৭ শতক জমির ১৮৬/৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ১৫৲

(২১)

৩৯১ ডেক্রীর ৩৭ দাবি ৯২০/৬

ডিঃ পদ্মলোচন প্রামাণিক দিং

দেঃ রামকৃষ্ণ দাঁ সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে মাচপোতা গ্রামে ডি. সং ২৮২নং খং ১১-৮৯ শতক জমির ১৮।১১ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত তক্‌ক মূল্য আঃ ২৫৲

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬।৷০
মাঝারি	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭।৷০
বাঁকতুলসী	৫৷০
নাগরা নতুন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
কলাকে কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲--৪।৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫।৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

ফ্রিজ নং, টাইপ	১০।৷/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাহেতোড়া দানা	৯০
কানপুর দানা	৮।০---৯৶০
কানপুর লাল	৭।৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪।৷০
গিনি	২।
চাঁদিবার	৫২।০

পাটের দর

আসাম—	৪০৸০
সিরাজগঞ্জ—	৭০৸০
ডিক্রো—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ডেভিড ময়দা প্রতি মণ	৬।০---৬।৶০
পূর্ণচন্দ্র ঐ	৬৲—৬৶০

আতপ—

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৪২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩০	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি বাড়িয়া যাইতেছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেথুয়া, ২৪ পরগণা।

১২শ বর্ষ | ১১ | শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার | ১৩৩তম সংখ্যা

সিলিয়া বাউটেলের পত্র

——::(*)::——

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট লিখিত

All Clory to Siee Guru & Gauranga

135 Dalston Lane,
Hackney, London, E. 8,
July 19th, 1937

Dear Prabhuji,

* * This evening (19th July, 1937) I attended his lecture at whitefields Institute which was highly praised by one and all present. I may say, this lecture surprised all his others and caused somewhat of a sensation. The audience was greatly impressed by his powerful words that they appealed to the Chairman to allot him longer time to speak and so enable them to hear more of his teachings, but unfortunately time would not permit as there were other speakers to follow. At the close of the meeting many people wanted to know my affectionate Master's address in order that they might be allowed to call upon him for further enlightenment and the Chairman desired him to attend the Institute the following morning for discussion. * *

With my humble Dandabats
I am,
Your affectionate and faithful servant,
Celia Bowtell.

— —

বঙ্গানুবাদ

অদ্য ১৯শে জুলাই সায়াহ্নে আমি (লণ্ডনের) হোয়াইটফিল্ডস ইনষ্টিটিউটে তাঁহার (পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর) বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় সমবেত সকলেই বক্তৃতাটীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, এই দিনকার বক্তৃতাটী তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতা হইতে অনেক ভাল হইয়াছিল—তাহার ফলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার বীর্য্যবতী বাণীতে শ্রোতৃমণ্ডলী আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার জন্য তাঁহাকে আরও সময় দিতে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য বক্তা ছিলেন বলিয়া তাহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সভান্তে বহু সজ্জন যাহাতে এই বিষয়ে আরও অধিক জানিতে পারেন এইজন্য আমার স্নেহময় গুরুদেবের (গোস্বামী প্রভুর) ঠিকানার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সভাপতি মহাশয় পরদিন প্রাতে এই বিষয় আলোচনার জন্য তাঁহাকে ইনষ্টিটিউটে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

——

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই জুলাই রবিবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন ও আচার্য্য-বন্দনাদির পর মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ মহোদয় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপাপ্রকাশ প্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

সার্ব্বভৌমের অগাধ পাণ্ডিত্যের এক কণের সদ্ব্যবহারে মহাপ্রভুর সেবা-সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মহাপ্রভুর উন্মত্ততায় বিরক্ত হইয়া পড়িছাগণ বেত্রহস্তে ছুটিয়া আসিল। মন্দিরের মধ্যে আইনভঙ্গকারী শাসক তাহারা কিন্তু বর্ত্তমানে যিনি আসামী, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতই তাঁহাকে আইনভঙ্গের প্রশ্রয় দিলেন। অস্বাভাবিক ভাবের কথা তাঁর কিছু কিছু জানা ছিল। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের অলৌকিক বৈক্লব্য তাঁহার পণ্ডিত মস্তককে আলোড়িত করিল। তিনি শাস্ত্র-কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া জানিলেন—ইহা মহাভাব। সেই সঙ্গেই বিচার আসিল—আমি ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র; ইনি মহামানব। ক্ষুদ্র মানবের কখনও এত বড় অবস্থা হয় না। নিজের আসন নম্র করিবার ফলে মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। সেই সঙ্গে সেবা-প্রবৃত্তি জাগরিত হইল। সসম্ভ্রমে তিনি তাঁহাকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন, পরমাদরে নানাপ্রকার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। সেবার ফলে ক্রমশঃ প্রীতি জন্মিল, সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা আসিল—দৈন্য আসিল, ক্রমে ফলে তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইল!

পাণ্ডিত্য বা আত্মগরিমায় মহাপ্রভুর স্বরূপ ও স্ব-স্বরূপের উপর আবরণ পড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে ঐতিহাসিকে নূতন করিয়া প্রমাণ বা নজির দেখান অনাবশ্যক। সার্ব্বভৌমের তুলনায় অতি মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী লোকগণ এখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"ইনি প্রথমে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, সত্য কথা; কিন্তু পরে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; ইহার ফলে এবং বহুদিন শাস্ত্রালোচনার অভাবে সবই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। "হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি যে পয়ার মুখস্থ ছিল তাহাই বলিয়া নাচিয়া কাঁদিয়া সময় ক্ষয় করিতেন।" এই বিকৃতমস্তিষ্ক-গুলির পাণ্ডিত্যবাদ এবং হরিনামব্যবসায়কারী ভোজনপ্রিয় আর কতকগুলি 'ং' 'ঃ'র ফেরিওয়ালা বিকৃতমস্তিষ্ক! এক অন্ধ অন্য অন্ধের নিকট রূপের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে। মহাপ্রভু ইহাদের উদ্ধারের জন্য ইহাদের সম্মুখে সার্ব্বভৌমের চিত্রখানি ধরিয়াছেন। সরল হইলে ইঁহারা বুঝিয়া দেখিবেন—এত বড় পণ্ডিত [illegible] লুটাইয়া পড়িলেন—সেই অবস্থাটাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভাল কথা নহে। সাধু, মেধাবী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন এককথায় সকল জীবের ভবরোগের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ছেদন [illegible] কারণ, [illegible] অবস্থা হইতে [illegible] সকল জীবগণের

(অতঃপর ৫২ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

"এখান থেকে সেখানকার জিনিষ মেপে নেওয়া যেতে পারে না। অথচ তার ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে গোঁজামিল দিই, তা'হ'লে বিপ্রলিপ্সা হ'ল। বৈকুণ্ঠ-বস্তু হ'তে যিনি না আসিয়াছেন তিনি যাহা কথা বলেন তাহা হইলে তা'তে ভ্রম প্রবেশ ক'রবেই ক'রবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৩

বাধা

আত্মা নিত্য। আত্মবৃত্তিও নিত্য। এই আত্মা [illegible] ভগবানের [illegible]। কিন্তু তিনি যখন স্বরূপের অপব্যবহার করেন, আত্মবিস্মৃত হন তখনই তাঁহার বৃত্তিনিচয়ের অভাব ঘটে, তখনই [illegible] বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেখানে শ্রীরাধা বা শ্রীগুরুর আনুগত্য [illegible], সেখানে বাধা নাই। কিন্তু নাই, সেখানে আছে কেবল [illegible] সেবানন্দ। আর যেখানে তাহার অভাব সেই স্থানেই বাধা বা নিরানন্দ। নিত্যানন্দের অভাবে জগদাসক্ত থাকে। আর এই অভাব অধিক হইলে অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া মদ্য-মাংস-কাম-ক্রোধ-বাঞ্ছাকল্প কেবল আশ্রয় করি। এইভাবেই আমাদের ক্রমশঃ পতন হইতে থাকে। তাই আমরা অনেকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের সেবা ছাড়িয়া অন্য অন্য স্বভাব অনুসরণ [illegible] করিতে উদ্যত হই। শুদ্ধভক্তি বিশুদ্ধ পুরাই বৈদিক মত, তাহা সুসংবাদপূর্ণ(?) আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে। এইখানে সবই অনর্থ বা বাধা।

বস্তুতঃ আমরা শত সহস্র অসুবিধা, অপরাধ, অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কবলে [illegible]। আমরা এখন সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়া [illegible]। এখন আমাদের [illegible] শক্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমরা বোকা হইয়া [illegible]। কেবল বিপদাপদই আমাদের একমাত্র [illegible]—কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ পূর্বক অন্যান্য [illegible] বাধা [illegible]

লোকাদির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করত নিত্য কৃষ্ণসংসারে পাইব হওয়া। মুকুন্দ-সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই, তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণ করিলেই এই অসুবিধা বা বাধার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। [illegible] এক অসংখ্য বাধা কাটাইয়া উঠা অসম্ভব।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—"সর্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্ আর সেই ভগবানের পূজারী যে প্রেমময় প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। ভগবান্ তাঁর পূজা ক'রে থাকেন, সুতরাং তাঁর পূজা নিশ্চয় সব চেয়ে বেশী বড়। আমার গুরু—সমস্ত জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমস্ত জগতের প্রভুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগতের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—ভগবানের বিদ্বেষী। এই শ্রীগুরুদেবের সেবার চাইতে এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের সেবা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাধনা বড়, এই প্রণালী ছাড়া অন্য কোন পথার [illegible] সৎকার্য্য বা গুরুদেবের আনুগত্য হয় না—আমরা জানি, তিনি আমাদের পালক, এ নিয়ম হয় না।" যখন আমরা মনে করি অন্য প্রকার ভাবের [illegible] আমাদের [illegible] তখন আমরা মহান্ত পুরুষদিগের গুরুত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি লোক বলেন,—ভগবদ্ভক্ত একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হইয়াছিলেন। এরূপ বিচার ভ্রমাত্মক। কারণ, আমার যোগ্যতা অনুসারে, আমার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনানুসারে যদি জগদ্গুরু মহান্ত এরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমার নিকট কৃপা বিতরণ না করেন, তা'হ'লে আমি কত দিন পূর্ব্বেকার বাক্যের আদর্শ, আমার [illegible] ধরতে পা'ব না—'মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই শ্লোকোক্ত মহাজনের গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে ছিন্নমূল বিঘ্নাদির কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না।"

এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা বা কৃষ্ণ দান করেন। তিনি আমাদিগকে [illegible] হইতে রক্ষা করিয়া নিত্য জীবন দান করেন। আমরা বদ্ধজীব, কিন্তু তিনি ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বর হইয়াও ভগবানের সেবকরূপে নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দেন। এই শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই আমাদের সমস্ত বাধা দূরীভূত হইতে পারে। তাঁহার আনুগত্য বাদ দিলে বাধা কোনকালেই

যায় না, কৃষ্ণসেবা লাভ কখনই হয় না। আমরা অযোগ্য জীব। সুতরাং ভগবানের নিকট দয়া-ভিক্ষা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও সম্বল নাই। সেই কৃপাপ্রদাতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সম্বল।

শ্রীগুরুদেব—সাক্ষাৎ হরি। ভগবানের চিদ্বিলাসের আশ্রয়। ভগবানই চিদ্বিলাসের বিষয় আর চিদ্বিলাসের আশ্রয়গণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এই মকরন্দপায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরু পাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য এবং তাঁহার সেবা নিত্য। সুতরাং নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী গুরুদাসগণের আর চিন্তা কি? যাঁহাদের এত আশা-ভরসা তাঁহারা আবার ভয় করেন? শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহাদের সব অমঙ্গল বা বাধা কাটিয়া যাইবে এবং তাঁহারা গুরুদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ভগবৎ সেবানন্দে কৃত-কৃতার্থ হইবেন; শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত অসমোর্দ্ধ মহিমা! কিন্তু আমি যদি শ্রীগুরু-দেবকে প্রাকৃত বা মানুষ বলিয়া মনে করি, তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করি, তাহা হইলে কোথা আমার বা গুরুদেবের?

ভগবান্ একজন। কিন্তু ভগবৎ-পরিকর বা ভাগবত অসংখ্য। এই ভগবদ্ভক্তগণই আমাদিগকে কৃষ্ণ দেন। সুতরাং ভক্ত বা সেবককে ভগবান্ বা সেবা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া তাঁহাকে অসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা উচিত নয়। কারণ, ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণ-পরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র। তাঁহাদের একজনকে আর একজন হইতে পৃথক করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ বলিয়া আর কোন বাস্তব বস্তু থাকেন না। ভক্ত পূজা বাদ দিলে ভগবানের পূজা বলিয়া কোন ব্যাপারই হইতে পারে না। সুতরাং ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়ার ন্যায় ভক্ত-সেবায় উদাসীন হইয়া ভগবানের সেবার ছলনা দাম্ভিকতা বা প্রবঞ্চনা মাত্র। এই ভক্ত-আনুগত্য স্বীকার না করাই হরি-ভজনের প্রধান অন্তরায় ও কণ্টকস্বরূপ; অন্যান্য বাধা-বিঘ্ন ইহারই অন্তর।

আমাদের দুর্দ্দৈব প্রবল থাকায় সাধারণতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীগুরুসেবা প্রণালী, গুরু-সেবৈকপ্রাণ গুরুনিষ্ঠমহাজনগণের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সহসা হইতে চাহে না। ফলে তাঁহাদের আনুগত্য, সঙ্গ বা সেবাও সুষ্ঠুভাবে হইয়া উঠে না। ইহা ভক্তির পথে মহা-বাধা। সুতরাং যে-কোনও উপায়ে হউক এই বাধা অতিক্রম করিতেই হইবে এবং তজ্জন্য গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণে নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য লাভের সৌভাগ্য হইলে কোন বাধাই আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। এই মূলসূত্রটী সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। হরিসেবাভিলাষী আমরা এজগতে নানা বিষয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকি, এমন কি, দেবতাগণও আমাদিগকে নানাভাবে বাধাপ্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। যখন জীব ভগবানের আরাধনা দ্বারা দেবগণের পদ অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার পরমপদ পাইতে চেষ্টা করেন, সেইসময় হরিবিমুখ দেবতাগণও স্বভাবতঃ তাঁহাদের উপাসনায় নানারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবৎ-সেবাবঞ্চিত হওয়ায় ভগবান্ ও বৈষ্ণবগণের স্বরূপ জানিতে পারেন না। ভক্তগণের হৃদয়ে স্বর্গাদিভোগেচ্ছাদি আদৌ নাই। তাঁহারা সেবা-রসে মগ্ন থাকায় তাঁহাদের নিকট কৈবল্য নরকতুল্য এবং স্বকাম স্বর্গাদিভোগজনের বাঞ্ছিত অমরপুরী স্বর্গ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক মনে হয়। তাঁহারা ভগবৎ-সেবা-নন্দে এত বিভোর! কিন্তু দেবতাগণ তাঁহাদের এইরূপ হরিসেবোন্মুখতা বা তাঁহাদের হরিরস-মদিরামদোন্মত্ততা জানিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে ইতর কর্ম্ম-ফলসেবী মানবজ্ঞানে তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিজ নিজ অংশ গ্রহণে ব্যস্ত হন, এমনি তাঁহাদের অজ্ঞানতা!

এই দেবতাগণ জীবগণকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অভিভূত করে, শীতোষ্ণ-বর্ষণা-দিতে ক্লেশ দেয়, জিহ্বা-উপস্থাদি বেগবিধান দ্বারা নানাপ্রকারে জীবের ইন্দ্রিয়দমনে বাধা দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে যাহারা বলি বা পূজোপহার প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন বিঘ্নোৎপাদন না করিয়া তাঁহাদের ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূজার দ্বারা জীবের ভোগবন্ধনই হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃতি-সম্বর্দ্ধনরূপ বাধাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই দেবতাগণ ভক্তগণের সেবায় বাধা উৎপাদন করেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন না। কারণ, ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদগণই তাঁহাদের সহায় ও একমাত্র বন্ধু। কাজেই দেবাদির অনুষ্ঠিত বিঘ্নসমূহদ্বারা তাঁহাদের ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় চিদ্বল লাভ করত যাবতীয় বিঘ্নের মস্তকে নির্ভয়ে পদবিন্যাস করিয়া সকল বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

আমাদের অনর্থের বা বাধার শেষ নাই। সুতরাং এত বাধা না ঝামেলা কাটাইয়া হরিভজন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ছাড়া আমাদের আর গতি নাই। সুতরাং কৃপা-প্রার্থনাই আমাদের একমাত্র সম্বল

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশ

১। সেব্য-সেবকের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানে সেবা হয়।

২। ইষ্টগোষ্ঠীর সময় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় পাঠ করিতে হইবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের সেবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কাহারও কোন প্রকার প্রশ্ন থাকিলে অন্য সেবকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইবে।

৩। ঠাকুরশয়নের সময় তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তনাদি করিলে ঠাকুরের বিশ্রামে কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় না। কারণ, তাহাতে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ আনন্দই হইয়া থাকে। বরং আমরা কীর্ত্তনাদি না করিয়া যদি মনেও অন্য ভোগের চিন্তা করি তিনি অন্তর্যামী বলিয়া তাঁহার বড়ই নিরানন্দের কারণ হয়।

৪। এ জগতে পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্ময় ধামে সেবার পর বিশ্রামের আবশ্যক হয় না। অতএব যখন আমাদের সেবার পর বিশ্রামের আবশ্যক হইতেছে তখন আমাদের সেবা হয় নাই জানিতে হইবে।

৫। পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিতে মোটেই কোন প্রকার আদেশ করিতে হইবে না। যদি কেহ কাহারও কোন প্রকার সেবা শৈথিল্য দেখেন তবে তিনি নিজেই তাঁহার নিকট হইতে মাগিয়া নিয়া উহা করিতে চেষ্টা করিবেন এবং ঐ সেবা আমি করিবার সুযোগ পাইলাম বিচার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিলে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সেবাতে খুব আদর থাকিবে এবং উহাই প্রকৃতপক্ষে সেবা হইবে।

৬। যদি একান্তই কোনও সেবা নিজে একাকী অসমর্থ বিধায় আমাদের কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করেন তবে আমাদের সর্ব্বাগ্রে সেই সেবা করিবার জন্য বিচার ঠিক রাখিতে হইবে এবং তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আদেশ করায় আমি খানিকটা সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিলাম তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। এই প্রকার করিলে কেহই খুব বিচার না করিয়া কাহাকেও কোন প্রকার আদেশ করিবেন না।

৭। অত্যন্ত অসদাচারপরায়ণ ব্যক্তির আচার শুদ্ধ করিবার জন্য অর্চ্চাবিগ্রহ কৃপা পূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কর্ণ ও জিহ্বা ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও যে সেবা হয় তাহাও অর্চ্চা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গুলি যদি বাণীর দ্বারা শাসিত না হয় অর্থাৎ আমরা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ বিচারে অবস্থান করিতে না পারি তবে তাহা দ্বারা কোনও প্রকার সেবা হয় না। কৃষ্ণ জগতের ভাল বা মন্দ কোন প্রকার দ্রব্যই গ্রহণ করেন না, মাত্র ভক্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ দুর্য্যোধন বিদুর। আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন অর্থাৎ কর্ণ ও জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেবা করিব বিচার করি, তাহা হইলে উহাও তোতা পাখীর বুলি মুখস্থ করার ন্যায় প্রাণহীন হইয়া যাইবে। তাহাদ্বারা নিজের কোনই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না।

আমাদের আসক্তির দ্রব্যগুলি যতক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিতে না পারিব ততক্ষণ সেই সেই বস্তুর আকর্ষণের হাত হইতে আমরা কিছুতেই নিস্তার লাভ করিতে পারিব না। হরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপা পূর্ব্বক কাহারও কোন উত্তম বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া বা শুনিয়া যদি আমার আনন্দ হয় তবেই আমার সেই বস্তুর আকর্ষণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হইবে।

৮। গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের প্রচারপ্রসঙ্গ-পাঠে বহু স্থানে যে হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা হইতেছে, উহা শ্রবণ করিয়া আমাদের সেবানন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যদি তাহাতে আমার আনন্দ না হয় তবে আমার সেবা হইতেছে না জানিতে হইবে; কারণ, সমস্ত মঠগুলিই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব।

৯। অর্চ্চন করিবার সময় যদি গুরু বৈষ্ণব উপস্থিত হন তবে ঠাকুরের সেবা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়াও গুরু-বৈষ্ণবের সেবা আগে করা কর্ত্তব্য। কারণ, 'ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে বড়' ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। তাহার প্রমাণ শুক্লাম্বরমিশ্র ও শ্রীনকেতনরামদাস। ভুবনেশ্বরে কোনও শিষ্যের ঠাকুরঘরে চন্দন সেবার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রকারে সম্মান না করায় অপরাধী।

১০। প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ অনুসারে করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমরা কেহই যেন নিজ নিজ খেয়াল মত গায়কের বাদ্য, জয়ধ্বনি প্রভৃতি তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত করিবার জন্য ব্যস্ত না হই। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ব্যতীত যাহা কিছু করা যাইবে সমস্তই কর্ম্ম হইয়া যাইবে।

১১। শুধু প্রসাদ-সেবার সময় কিছু প্রসাদের গুণ-কীর্ত্তন করিলেই প্রসাদ সেবা হইবে না। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন তাঁহারই প্রসাদ-সেবা হইতে পারে। কারণ, সম্বন্ধজ্ঞান উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়া বিষয়রূপে আমাদিগকে ভোগ করায়। তখন আমরা সেবা-বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত হই। জগতের লোক ভাল ভাত খাইয়া নরকে যায়, কিন্তু মঠে থাকিয়াও যদি প্রসাদে এবং কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিতে আমরা ভোগবুদ্ধি করি তবে আমরা আরও অধম অবস্থা প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

১২। পরমহংস-পুরুষগণ যদি তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। কারণ, তাঁহারা 'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম' এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যের লীলা করেন তবেই আমরা তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারি এবং সেই লীলার সন্ধান আমরা গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

১৩। সতী নারীর আচরণ যেমন দোষশূন্য সেই প্রকার যাঁহারা হরি-গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ বাস করেন তাঁহাদেরও কোন প্রকার দোষ নাই জানিতে হইবে।

১৪। অর্চ্চনাঙ্গের দ্বারা কীর্ত্তন কোনও প্রকারে বাধা প্রাপ্ত না হয় এবিষয়ে সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যখন কোনও বৈষ্ণব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি কীর্ত্তনাঙ্গ যাজন করেন, সেই সময় অর্চ্চনাদি বন্ধ করিয়াও তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ, কীর্ত্তন-শ্রবণের দ্বারাই অর্চ্চন আবার সুষ্ঠুভাবে হইয়া থাকে।

১৫। নববিধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্যই দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র নাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। এইজন্য তিনি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই উপদেশ করিয়া আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাসম্পন্ন, অমানী ও মানদ হইতে বলিয়াছেন।

"দৈন্য দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥
বিনোদ-সেবক বলেন প্রভু-পায়।
কবে হেন কৃপা দিবে হে আমায়॥"

সাময়িক প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সম্মুখে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনার্থ উপযোগী আদর্শও সেই সঙ্গে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দয়ার তুলনা হয় না। তাঁহার দয়ার দান 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। এই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থখানি গৌড়বাসিমাত্রে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এক সম্প্রদায় ধুয়া উঠাইয়াছেন, 'পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে' সুতরাং কেবল মালা টানিতে হইবে, এই কুধারণাই তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। ইহারা সাধনাঙ্গের পালনে বাকী রাখে, এই সব গ্রন্থ পড়িতে গেলে নানাপ্রকার আইনকানুন স্বীকার করিতে হয় ইহারা তাই ছাড়ে থাকিবার মতলবই ভাল বলিয়া ঠিক করিয়াছে। সিদ্ধান্ত গ্রন্থ পড়িলে শুনিলেই পাকা বৈষ্ণব হওয়া যায়, ইহা নহে।

একদিন প্রভুপাদের নিকট কয়েকজন ভদ্রলোক গিয়া বলিলেন, "আপনি জগতের অনেক উপকার করিয়াছেন, যদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা প্রণয়ন করেন, তবে আমাদের বড়ই সুবিধা হয়।" আর একজনও ঐ সঙ্গে কিছু সংযোগ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "আমার পেশা কেবল আমি লিখিতে থাকি, আর আপনাদের কাজ জ্ঞানবেগ চরিতার্থ করিতে উহা জীবন ভরিয়া কেবল পড়িতেই থাকুন। ইহার মধ্যে অনুমাত্রও মঙ্গলের কথা নাই।" তাঁহার কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় বলিলেন,— "রন্ধন-প্রণালী" পড়িয়া ফেলিলেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সম্মুখে হাজির হইয়া যায় না, কিন্তু "রন্ধনপ্রণালী" স্পর্শ না করিয়াও অভিজ্ঞের নিকট Process টা জানিয়া অগ্নিতাপ যোগ করিয়া রন্ধনে যত্নপর হইলে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। অমুক কেতাব সুতরাং তাহার রান্না গ্রন্থ নয়, এ কথা নহে, এবং Practical man এর সঙ্গ লাভে আমাপেক্ষা সকলে অধিক আদর করিবে। তবে যেখানে পাঠ এবং ক্রিয়াশীল দক্ষ ব্যক্তির আনুগত্য যুগপৎ চলিতে থাকে সেখানে খুবই সুবিধার কথা।" পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-মঠ ...

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। এখানে শ্রী... ও ... প্রকাশ্যবিদ্যালয় আছে। রক্ষক শ্রী... গোস্বামী ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ ..., শ্রীমঠ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... শ্রীমদ্ভাগবত ... আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' ... ও ... পাক্ষিক ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ ... ভক্তিবান্ধব ...

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবনমালী গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—... ব্রহ্মচারী

(১২) মামগাছি গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীকমলাপ্রভঞ্জন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

... পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

... (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮ ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী... বক্‌বাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী... নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চাঁদপাড়া ...

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) মদনাট গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দ. অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী...কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড রোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী...ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিহার, ... পুর, ই-আই, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরত্নেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

...নং ... পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী...ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ই-আই, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তি ... আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—চিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরপুরী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মায়লেপুর, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী - স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীগোপালানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু। হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ স্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যযুক্ত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। কৈবল্যম্ ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপদ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় গল্পতত্ত্ব
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা। ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাম্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ গিড্ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবাচার্য্যম ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

—০—

নিষ্ক্রংসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

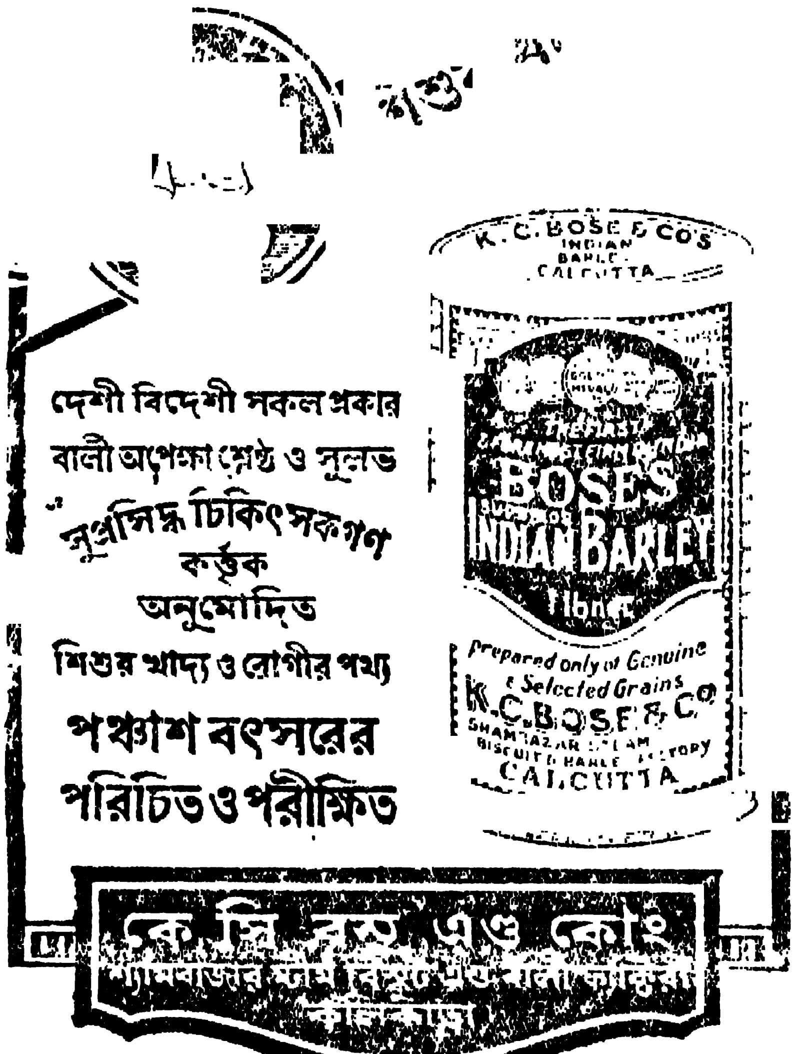

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

-প্রকা

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৵০	।৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৪৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যা ... ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৩৮]

বিবিধ সংবাদ

—— ([illegible]) ——

দামোদরের নদে প্রবল বন্যা

গত ৩০শে জুলাই শনিবার বর্দ্ধমান হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

দামোদরে প্রবল বন্যা হইয়াছে। উৎসদিগন্ত হইতে জলরাশি তুমুল ভাসাইয়া চলিয়াছে। গত রাত্রি হইতেই জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দক্ষিণ তীরে বিখ্যাত নাকরা থানার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রায়না, দক্ষিণ কুল, বরো, বালাগড় থানার মধুবন, তুলসীনবাগান, সনকোণা, কামারগড় প্রভৃতি ২০ খানি গ্রামে জল প্রবেশ করিয়াছে; বহু গ্রামের শস্যক্ষেত্র ভাসিয়া গিয়াছে।

মোহনপুর থানা-বাঁধের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণপুরের নয়টি থানা দিয়া জল প্রবেশ করিয়া নাকরা থানার জলের সহিত মিশিয়াছে।

ঘোর দেখা বন্ধ বলিয়া কুলিরকোণা ও বিবিরবাধা থানা বাঁধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। যদি বস্তুতঃ ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা হইলে রায়না ও খণ্ডঘোষ থানার আরও বহু গ্রাম জলময় হইবে।

ধ্বংসস্তূপ হইতে শিশু উদ্ধার

বিহটাদুর্ঘটনায় গাড়ীখানিতে জগৎসিং নামক একজন পাঞ্জাবী, তাহার স্ত্রী ও তিন বৎসর বয়স্ক তাহার শিশুটী আসিতে ছিল। জগৎ সিং বি, এন, রেলওয়ের খড়্গপুর ওয়ার্কসপের মিস্ত্রী। জগৎ সিং ও তাহার স্ত্রী দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল এবং ধ্বংসস্তূপে ছিল বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ধারণা করা হয়। জগৎ সিংহের স্ত্রী হাসপাতালের পথে মারা গিয়াছে এবং সে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি শিশুটিকে ধ্বংসস্তূপ হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। শিশুটীকে খড়্গপুরে আনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে ভাল আছে।

সচিবের অভিমত

ভারত সরকারের রেলওয়ে ও বাণিজ্য সচিব স্যার সুলতান আমেদ ঐ দিবস সকালে গয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি তথায় সারাদিন থাকিয়া রাত্রে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়া যাইবেন।

স্যার সুলতান বিহটা-দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার জানা গিয়াছে যে, সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টারগণ তাঁহাকে ঘটনার কারণ বুঝাইয়া দিলে তিনি উহা যৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন যে, কোন দুষ্ট লোকের কারসাজিতে এই প্রকার দুর্ঘটনা হয় নাই, রাস্তার ত্রুটি অথবা ইঞ্জিনের গণ্ডগোলের দরুণই এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

হত্যার জের

পয়গম্বর সম্পর্কে কুৎসিৎ উক্তি করিবার অভিযোগে সপ্তাগং উৎপল নামক এক হিন্দু দোকানদারকে হত্যা করিবার অপরাধে গত ৩০শে জুলাই সিলামের দায়রা জজ গোলাম মহম্মদ নামক একটী বাইশ বৎসর বয়স্ক মুসলমান যুবকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। গত ৩০শে মে আসামী উৎপলের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে। প্রকাশ, দোকানে প্রবেশ করিয়া সে উৎপলের নিকট কাপড় খরিদ করিতে চাহিলে উৎপল তাহাকে নানা রকমের কাপড় দেখাইতে থাকিলে আসামী গোলাম মহম্মদ অতর্কিতে ছোরা বাহির করিয়া উৎপলের ঘাড়ে বসাইয়া দেয়। রায় দিবার কালে আদালতের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা মোতায়েন রাখা হইয়াছিল।

২৯নং সৈন্যদলের ক্ষতি

পিপিং এর নূতন মেয়র [illegible] চাং ঘোষণা করিয়াছেন যে তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বর্ত্তমান সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পর ২৯নং সৈন্যদলের ১৫,০০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

কমন্স সভায় মিঃ ইডেনের বিবৃতি

বিগত [illegible] ৩০শে জুলাই কমন্স সভায় পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এন্টনী ইডেন সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন।

মিঃ ইডেন বলেন, আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ঐ দিবস সারাদিন ধরিয়া পিকিংএর চতুর্দ্দিকে প্রধানতঃ উহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যুদ্ধ চলে এবং বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করা হয়। জাপানী বিমানসমূহ সহরের বাহিরে যুদ্ধ চালায়।

বিদেশীয়গণ সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সারাদিন ধরিয়া দূতাবাস মহল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে; [illegible] সহরের অধিকাংশ রাস্তায়ই যুদ্ধের জন্য অবরোধ নির্ম্মাণ করা হয় এবং বেলা বাড়িবার সঙ্গে [illegible] চলাচল কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে থাকে। বৃটিশ প্রজাদের অধিকাংশই দূতাবাস মহল্লায় আশ্রয় লয় এবং তাহাদের প্রায় সকলকেই বৃটীশ দূতাবাসে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

নামজাদা ডাকাত গ্রেপ্তার

[illegible] সিং এবং বিজয়সিং নামক দুইজন নামজাদা ডাকাতকে [illegible] থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। প্রকাশ, [illegible] পুলিশ [illegible] জানিতে পারে যে, ডাকাত দুইজন [illegible] এক পাড়াতে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ যাইয়া [illegible] ঘরে আটক করিয়া ফেলে। ডাকাত দুইজন গঙ্গার দিকে ছুটিতে থাকে। পুলিশ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে এবং পরে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনেকদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা ঐ এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

বৃটিশ [illegible] বিভিন্ন দেশ যে আপোষ [illegible] করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য গত ৩০শে জুলাই নিরপেক্ষতা সমিতির এক অধিবেশন হয়। [illegible] বলেন যে, স্পেনের উভয় পক্ষকে যুদ্ধরত জাতির অধিকার দিতে সরাসরি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া বৃটিশ প্রস্তাবকে ধ্বংস করিয়াছে। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ দেশের উক্ত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কোনই লাভ নাই। এই নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে [illegible] অবলম্বনের [illegible] অবশ্য রাখিবেন। [illegible] বলেন, "আমরা, [illegible], বহুদিন হইতেই জানি যে, সোভিয়েট রাশিয়া কারসাজি না করিলে কখনই স্পেনে গৃহ-যুদ্ধ হইত না।"

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —[illegible]
প্রথম [illegible]
[illegible]
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। [illegible]
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম [illegible] ৩য় খণ্ড ৷০
[illegible]
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা [illegible]
দীপিকা
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible]-আদর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। [illegible] ৷৵০
২২। [illegible] রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। [illegible] কেবল মাধব ভাষা ৷০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible]দর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ৷৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপটস অব [illegible] মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। এরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড অনয়্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব[illegible] ভিক্ষা ৪৷৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় - মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত - হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷৷০।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

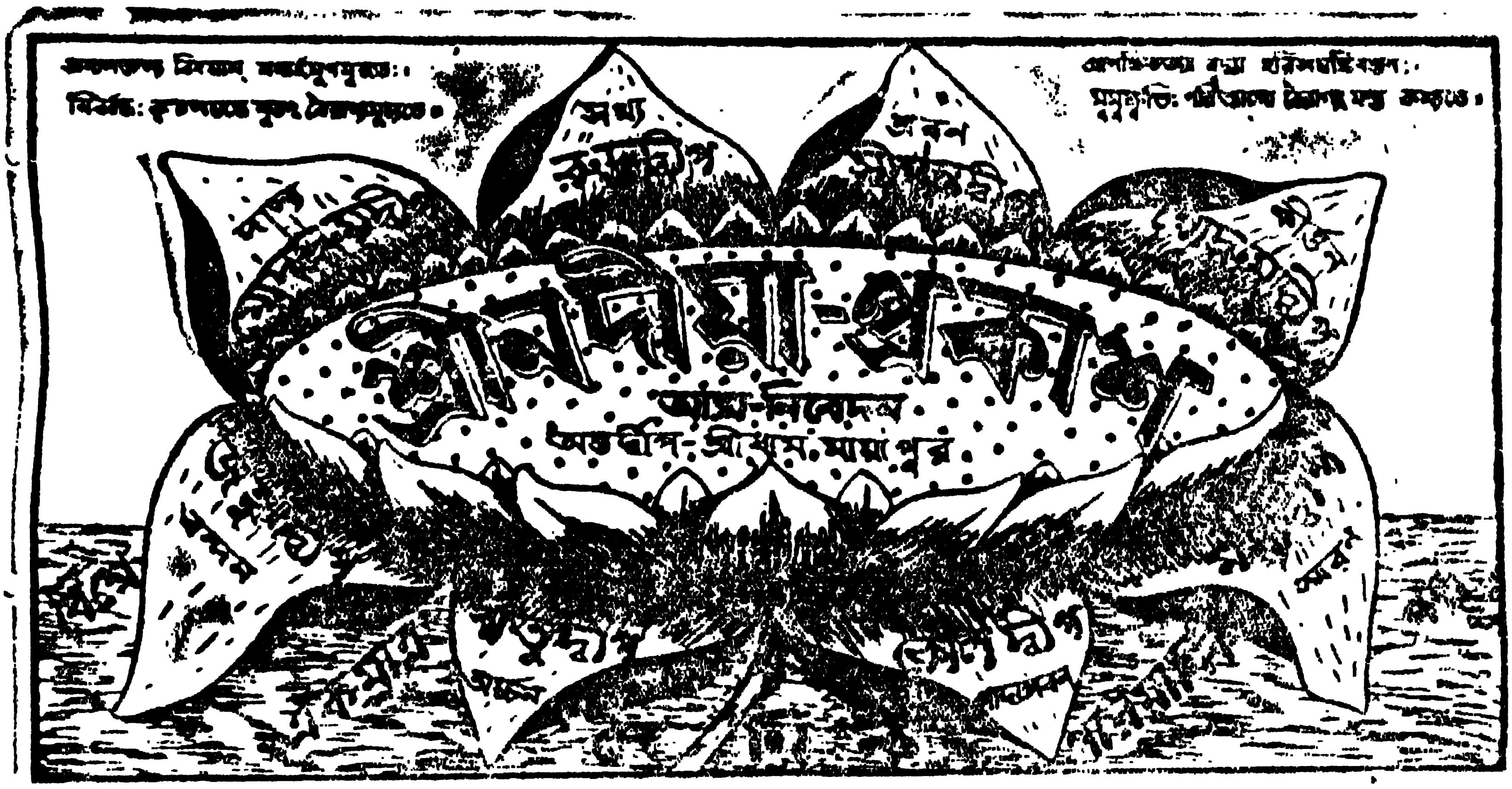

১২শ বর্ষ { ১২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ১০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৪ঠা আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৩৪তম সংখ্যা

লণ্ডন বিশ্বধর্ম্মমহাসভায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

——::(*)::——

লণ্ডন, অক্সফোর্ড টাউনহলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় (World Congress of Faiths) গৌড়ীয় মিশনের প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৪শে জুলাই ১৯৩৭, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একটী সুগবেষণাময়ী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতা মাত্রেরই প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল। বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ২৫শে জুলাই রবিবার গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় শ্রী গৌ ড়ী য় ম ঠে র "সারস্বত-শ্রবণসদনে" "হরিভজনের অন্তরায় ও গুরুকৃপা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

তৎপরদিবসও শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দ্বারা বর্জ্জিত শ্রীরামচন্দ্র পুরী ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রকৃত শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পার্থক্য সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতা-শ্রবণে পারিয়াছেন। 'সম্পাদকের শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকলেই শ্রীগুরুকৃপার প্রকৃত স্বরূপ ও অপরাধের ফল কি ভীষণ, তাহারও নিদর্শন প্রকৃত শিষ্য ও শিষ্যব্রুবের আচরণের প্রদান করিয়াছিলেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২২ বামন, ১১শে আষাঢ় (১৩৪৪)

১৫ জুলাই (১৯৩৭)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দেশানুসারে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়

(সহকারী সভাপতি, গভর্ণিং বডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীনলিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্ন্যাল (এম, এ)

(সম্পাদক, গভর্ণিং বডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীসখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক

ধানবাদে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় আচারবান প্রচারক গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের নির্দেশ বর্ত্তমানে ধানবাদে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। গত ৩০শে আষাঢ় শুক্রবার বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ধানবাদ টাউন-হলে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত সজ্জনের নিকট একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় আকৃষ্ট হন। গত [illegible] ১১ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত স্বামীজী তথাকার হরিমন্দিরে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ১১ই শ্রাবণ গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট হলে "Message of Lord Sree Chaitanya" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক দিন বক্তৃতায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়া মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তথাকার প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া সম্প্রতি [illegible] হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"এখান থেকে সেখানে [illegible] জিনিষ নিয়ে নেওয়া যেতে পারে না। অথচ তার ভারটা বদলি দিই, আর সেই ভাব নিয়ে গোস্বামী দিই, তাহলে বিপ্রলিপ্সা হ'ল। বৈকুণ্ঠ থেকে যিনি না আসিয়াছেন [illegible] তাহলে [illegible] পরিবেশ [illegible]।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] ৪৫১

ত্রিদণ্ডী

বদ্ধজীব ষড়্‌বেগের দাস; [illegible] দাস-[illegible] [illegible] হইতে হয়। [illegible] গোস্বামী, [illegible] এই ষড়্‌বেগকে সম্যক্‌রূপে দমন করিতে সমর্থ। [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদের [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

ষড়্‌বেগ নিগ্রহ যে ভক্তি-সাধন তাহা নহে, তবে উহা ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতা-সাধন মাত্র। ইহাকে [illegible] স্বরূপের [illegible] বলা হয়। ইহাতে অমনোযোগী হইলে [illegible]দোষের প্রাচুর্য্যে ভক্তির [illegible] থাকে না। কৃষ্ণনাম-রূপ-[illegible] কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি [illegible]। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলে শুদ্ধভক্তসঙ্গ-[illegible] এই সকল প্রতিবন্ধকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বাক্‌বেগ দ্বিবিধ—বাক্ বাগ্‌বেগ ও [illegible]। শ্রীকৃষ্ণের কথা ও [illegible] কথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথা [illegible] নাম বাক্‌বেগ। আবার অজ্ঞদের [illegible] বাক্য-রূপ [illegible] বাক্‌বেগ। যে [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন করে তাহার সহিত; [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন করে না, সে [illegible] তাহার সত্তার নাই। [illegible] বাক-[illegible] প্রবৃত্তি বেগসকলের ফল। উহা [illegible] নহে। সুতরাং আমরা ইতর কথা [illegible] না থাকিয়া 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই মহাবাক্যকে মনে ধারণপূর্ব্বক সতত হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিয়া বাক্যকে ভগবৎ কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিব, তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। [illegible] ভক্তিময়—[illegible] অনুসরণ করিলে আমাদের জীবনও কৃষ্ণসেবাময় হইয়া উঠিবে।

মনের বেগ দুই রকম—পরস্পর প্রণয় ও পরস্পর বিরোধ; প্রীতিবেগ ও বিরোধ-বেগ। আমরা [illegible] প্রীতি ও বিরোধ-যুক্ত কোন মনের [illegible] দ্বিবিধ বেগের বশীভূত। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"মায়াবাদীর [illegible] প্রীতি, কর্ম্মবাদীর [illegible] অভাব [illegible]—এই তিন প্রকার অবিদ্যার প্রীতি। [illegible] চেষ্টা দেখিয়া [illegible] মনের সম্যক্ অবিরোধ [illegible]। [illegible] অতএব ভজ, [illegible]

[illegible] মানসদেব, [illegible] 'উহা মানসদেব নহে।'" "[illegible] মন [illegible]" যে কোন উপায়ে হউক মনকে [illegible] নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতেই [illegible]। [illegible] কৃষ্ণচিন্তা আপনা হইতেই [illegible] হইবে। তখন মন আর অন্য চিন্তা করিবে না। [illegible] ভগবানের নিত্য [illegible] বিষয় হইবে। এই মন বড় চঞ্চল। বিশেষ যত্নসহকারে তাহাকে স্থির করিতে হইবে। কারণ, মনোবেগ হইতেই যত অসৎক্রিয়ার উদয় হয়। মনের বেগ যে অনর্থ তাহা রহিত হইলেই নেত্রবেগ, ঘ্রাণবেগ ও শ্রবণবেগ নিয়মিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> যাদৃশমানঃ মনো যদি [illegible]।
> অভক্তি:[illegible]রোধেন মার্গেণা[illegible]
> নয়েৎ॥
> (ভাঃ ১১।২০।১৯)

> বাসাম[illegible]মনক্লো [illegible]জিতেন্দ্রিয়ঃ।
> প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা [illegible]
> [illegible]তে॥
> (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উ[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায় ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন যে,—

"মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। [illegible] মন [illegible] হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে [illegible]মার্গে তাহাকে আয়ত্ত করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ [illegible] হইয়া যেরূপ তাহাকে কৌশলে [illegible] লয়, সেইরূপ কামদান্তি মনকে একটু [illegible] পথ দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই কৌশলটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।"

"[illegible] ব্যক্তির পুনঃ[illegible] অজিতেন্দ্রিয় মন কিছুদিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি-প্রাবল্য [illegible] বৃদ্ধি হয় তত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তি-প্রবণতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। তবে যে কাহারও কাহারও পতন হয়, সে কেবল কপটতার ফল।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—"বিষয়রসে বদ্ধজীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি থাকায় মনের চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। [illegible] বিদ্যমান অবলম্বন পূর্ব্বক মানসিক [illegible] নিজ ভোগের পথে চালনা না করিয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিলেই ক্রমশঃ ভগবদনুশীলনক্রমে মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া উহা একমাত্র ভগবৎ সেবাপর হয়।"

"যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়সমূহে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিলেও যদি ভগবানের সেবানুষ্ঠানকামী হন অর্থাৎ সাধনভক্তি ও তৎপর ভাবভক্তির কথায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কখনও ভোগ্য বিষয় তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না।"

শারীর বেগ ত্রিবিধ—জিহ্বা-বেগ, উদর-বেগ ও উপস্থ-বেগ। ষড়্‌রসের কোন রস-লালসায় উত্তেজিত হইয়া অমেধ্য দ্রব্য বা শাক, দুগ্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিই জিহ্বার বেগ। মধুর, অম্ল, কটু প্রভৃতি ষড়্‌বিধ রস এবং তাম্বূলাদি সেবন জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। মহাপ্রসাদ ও মহামহা-প্রসাদ গ্রহণদ্বারা শুদ্ধজীব এই জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদসেবীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে; কিন্তু ভগবদ্‌ভোগ্য উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। [illegible] [illegible] দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য সুস্বাদু উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত। জিহ্বাবেগ-দমনের চেষ্টা করা সাধক-জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

> জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
> শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
> ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
> হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
> (চৈঃ চঃ)

উদরবেগ অনেক সময়ই এই জিহ্বা-বেগেরই সহচর। উদরবেগ যাহাদের বেশী অর্থাৎ যাহারা অধিক ভোজন করিয়া থাকে তাহারা অধিকাংশ সময়েই রোগাক্রান্ত হয়। আবার এই অতি-ভোজিগণকে অনেক সময় উপস্থবেগের দাস হইতেও দেখা যায়। মহাপ্রসাদ সেবা, একাদশ্যাদি পালন এবং কৃষ্ণসেবা প্রভৃতি উদরবেগ দমিত হয়।

বেশী খাইতে হইবে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আবশ্যকমত আহার কমাইয়া দেওয়াও অনুচিত। তাহাতে হরিভক্তি হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

> "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি-
> যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।
> আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে
> পরমার্থতঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বেশী বাড়াবাড়ি বা অতিক্রম করিলে মঙ্গল হবে না। অতি ভোজন ও অনাহার দুইটিই রোগ। ত্যাগটা অতিভোজনের পর একটা অনাহারের প্রবৃত্তির মত। উহা অতিভোজনের প্রতিক্রিয়ামাত্র। আবার অনাহারের পর অতিভোজনের অত্যন্ত স্পৃহা!—ত্যাগের পর ভোগ, উহা অনাহারের প্রতিক্রিয়া। ভগবৎ-সেবায় এইরূপ কোনও কথা নেই। ভোগ ও ত্যাগ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে নিত্য বদ্ধ জীবকুল ক'রছে, কিন্তু তথাপি তাঁদের আশা মিটছে না। ভোগ

ও ভোগ প্রবৃত্তি বদ্ধজীবের প্রবৃত্তিত্রয়; কিন্তু হরিসেবা বৃত্তি—মুক্ত জীবের বৃত্তি।"

উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। গৃহস্থাশ্রমিগণ বৈধ চেষ্টাদ্বারা উপস্থবেগ সংযত করেন।

কৃষ্ণের সংসারে যে দাম্পত্যধর্মে থাকে।
অসৎ বলিয়া শাস্ত্র না বলে তাহাকে॥
অধর্ম-সংযোগে আর স্ত্রৈণভাবে রত।
যোষিৎসঙ্গী জন দুষ্ট, শাস্ত্রের সম্মত॥

(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগমন, অষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়সুখপিপাসা—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ (দর্শন), গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি; কৃত্রিম মিথ্যাচার ও অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়-প্রীতিচরিতার্থতা প্রভৃতি। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় প্রেমবিবর্ত্তে লিখিয়াছেন,—

"বৈরাগি ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রীসম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ এই ষড়্‌বেগী বা গোস্বামী সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

(উপদেশামৃত)

ক্রোধের কথা বাগ্‌বেগ তা'র নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগ-দাস।
অতিরিক্ত ভোজনে সেই উদরেতে আশ॥
যোষিতের সুখ হৈল কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্প তৎপর॥
এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়।
সে জন গোস্বামী, করে পৃথ্বী বিজয়॥

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৴০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৴০ ৪র্থ খণ্ড—৷৴০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

শ্রীল আচার্য্য-প্রণতিঃ

নমঃ পরমহংসায় ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রকাশিনে।
অনন্তবাসুদেবায় অষ্টোত্তরশতশ্রিয়ে॥
নমঃ শ্রীরাধিকাদেবীদয়িতাত্মস্বরূপিণে।
তত্ত্বাবধৃত্ত্বমুখ্যানাং সমাগধারধারিণে।
স্বর্দেবীস্বতত্ত্বসঙ্গসাধ্যসবিলাসিনে।
আদর্শবৃত্তবৈরাগ্যবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তসত্কাব্যশ্রিতমূর্ত্তয়ে।
লোকমঙ্গলকারুণ্যচেতসে প্রভবে নমঃ॥
বিজাতীয়সমাশ্লিষ্টকৃতানুকূলশীলনম্।
দিশতে পরমশ্রেষ্ঠগৌরপ্রেষ্ঠায় তে নমঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণতিঃ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবী দেবী দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-প্রণতিঃ

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রণতিঃ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল জগন্নাথ-প্রণতিঃ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রণতিঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

অথবা কাঞ্চন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাল, মান ও সুর সংযোগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের অভিনয় সংকীর্ত্তন নহে—উহা মায়ার কীর্ত্তন বা ভূতের কীর্ত্তন।

কলিকালে কলিহত জীবের মলিন দশা অবলোকন করিয়া পতিতপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগজ্জীবগণের জন্য বেদগুহ্য, ব্রহ্মাদির পরম দুর্লভ বস্তু, শ্রীকৃষ্ণনাম জগতে প্রচার করিয়াছেন। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ও ধার্ম্মিকগণ বহুল সার, সমগ্র বেদ ও অঙ্গের সার যে একমাত্র শ্রীভগবানের নামই, তাহা তিনি জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। যজ্ঞাদি, জ্ঞান, বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও সাত্বিক প্রভৃতি সকলের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তিনি কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(বৃহন্নারদীয়)

"কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফলবস্তু লাভ হয়, কেবল কলিকালে শ্রীহরির নামই একমাত্র প্রদান করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

শ্রীনামপ্রভু কোটি অশ্বমেধ, কোটি গোদান প্রভৃতি ফলের আকাঙ্ক্ষাকেও তুচ্ছ করিয়া, স্বর্গের সুখ, মোক্ষের আশা, ব্রহ্মার প্রভুত্ব প্রভৃতিকে নিন্দিত করিয়া, তাঁহার মহিমা যে কত বড় তাহা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভিতর দিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে

"ধন্য ধন্য কর তুমি সর্ব্বলোকে মান।"

"কথা আছে কেহ হরিনামকে কোটি কোটি কোন ক্রিয়াকলাপাদির সমান জ্ঞান করিয়া শ্রীনামাপরাধে পতিত হয়, ... শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, প্রভু কৃপা করিয়াছেন ...

"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥"

(ক্রমশঃ)

প্রকৃত সংকীর্ত্তন কি?

(শ্রীশৈলেশ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী)

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহু লোক একত্র হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহার নাম "সংকীর্ত্তন"। এখানে বহু লোক মিলিত হইয়া বিষয়-চিন্তা, দেহ-গেহ কলত্রাদি-চিন্তা, আত্মীয়স্বজনগণের ভরণ-পোষণের চিন্তা, দৌরাত্ম্য ও দম্ভের সেবার জন্য 'হৈ চৈ' করিয়া বৃথা বাক্যালাপ করা প্রকৃত সংকীর্ত্তনকে উদ্দেশ করে না, পরন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ ও হরিবিমুখতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে তবে কাহার কীর্ত্তন করিব? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা ও পরিকরাদির সম্যক্‌ভাবে কীর্ত্তন করিলে জীবের সমস্ত অনর্থ নাশ হইয়া যায় ও প্রাকৃতের অতীত সকল সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে লভ্য হয়। তবে ওলাউঠা, বিসূচিকা, মহামারীর উপশম, প্রতিষ্ঠা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর, [illegible] নদীয়া।

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৯৩, বাগবাজার স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরগদাধর [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রী[illegible]সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন [illegible]

(১১) সার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

(১২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীশ্যাম বংশীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible]

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীজগদানন্দের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭। কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরূপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ী

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

২৩। মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর [illegible] এম এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৩২নং [illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ই, আই, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ওঁ শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরা,

পোঃ [illegible], জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রী[illegible]গোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশুকগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিকমলাক্ষী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাগবত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়ু। ভাণ্ডা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন

লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রুপালী কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৲—৪॥০
পেশোয়ারী	৲ ১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-।৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০॥৵০
মণিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মারকোবা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪॥০
সভরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫৲।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬। ৬।৵০
স্নুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
ভোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

ঘৃতের দর

আতশা	৫৭৲
গ্রামলীলা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৩।০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাঙ্গরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	৮০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ছিল পাটী, বোল্টু গরাদে ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ড কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

শুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৩॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরনিদ ফাইন	৪৩৲
হাবার্ট ভাবা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

আশুতোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

— ::•::

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::•::——

মিডল ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড় শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫	১১—১৩,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা নাশক, কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অমঙ্গল সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ভবানীচরণ দত্তের লেন (?) রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

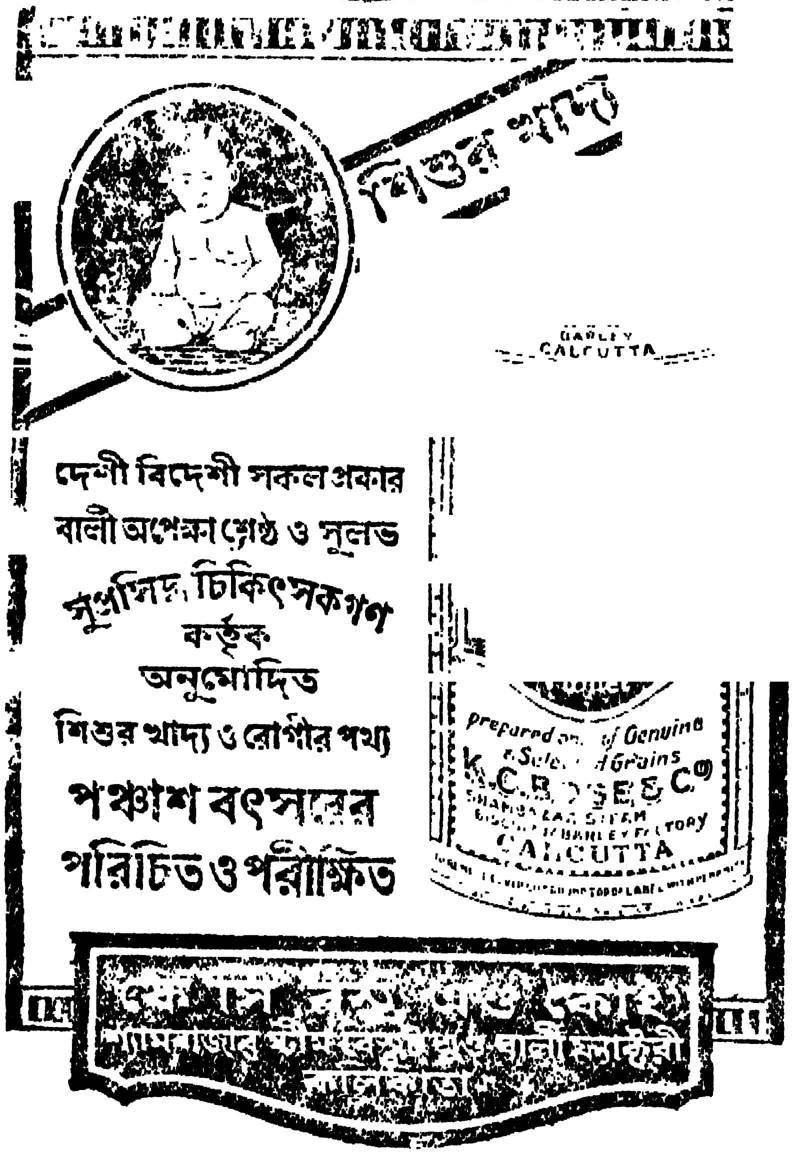

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:*:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।৵০	।৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
সিকিকলম ৪৲		৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৭৲
ষাণ্মাসিক "	৪৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য এবং উভয়ের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত গ্রন্থ ও বর্ণানুসার শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

——:(:*:):——

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাতাপাড়াতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্গপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৩৫]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

গত ৩০শে জুলাই "নিচি নিচি শিম্বুন" পত্রিকায় প্রকাশ টুংচাওয়ে তিনশত জাপানী [illegible] হত্যা করা হইয়াছে। পত্রিকা আরও বলেন যে, জেনারেল খিন-ঝুকেং অপহৃত হইয়াছেন।

বিদেশীদের রক্ষার ব্যবস্থা

সঙ্কটকালে বিদেশী অধিবাসীদের রক্ষার জন্য পিপিংএ যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, জনৈকা মার্কিণ মহিলা তাহার এক জলন্ত বর্ণনা দেন। পিপিংএ কয়েক বৎসর অবস্থানের পর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই বাস করিতেছেন।

পিপিংএর দূতাবাসমণ্ডলীর ব্রিটিশ, মার্কিণ, ফরাসী ইতালীয়, স্পেনীয় ও জাপানী দূতাবাসসমূহ অবস্থিত। চীনা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মণ্ডলটী দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল ও প্রস্থে তিন পোয়া মাইল। ইহা ৪০ হইতে ২০ ফুট উচ্চ একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর এত পুরু যে উহার উপর দিয়া পাশাপাশি দুইখানি মোটর গাড়ী পরিচালিত হইতে পারে। মণ্ডলটী আক্রান্ত হইলে যাহাতে গোলাবর্ষণের কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য প্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে ২০০ গজ স্থান খালি রাখা হইয়াছে। এই খোলা স্থানে একটী মাত্র গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতেছে পিকিংএর হোটেল; কিন্তু এই সর্ত্তে হোটেল-কর্ত্তৃপক্ষকে গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, দূতাবাস-মণ্ডলী আক্রান্ত হইলে প্রয়োজন হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।

নরীমান প্যাটেল-বাদানুবাদ

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতৃ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে "শোচনীয় বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে" তাহা আলোচনার উদ্দেশ্যে গত ৩১শে জুলাই অপরাহ্ণে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটী মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত বাদানুবাদের উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নরীমান সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার করিয়া একটী বিবৃতি প্রকাশের জন্য কয়েকজন বক্তা শ্রীযুক্ত নরীমানকে অনুরোধ করেন।

উত্তরে শ্রীযুক্ত নরীমান বলেন যে, গত মার্চ্চ মাসে কংগ্রেস ও ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন, তাহা তিনি মানিয়া লইয়াছেন। সর্দ্দারজী ঐ সকল অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটি সর্দ্দারজীর উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরীমান ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং পুনরায় বিবৃতি প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই।

প্রস্তাবক অতঃপর মুলতুবী প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

চাঞ্চল্যকর চুরি

লক্ষ্মীচাঁদ জয়পুরিয়া মিলের স্বত্বাধিকারী রায় সাহেব রামকুমার জয়পুরিয়ার ভ্রাতা মদনগোপালের গৃহ হইতে নগদে ও অলঙ্কারে লক্ষ টাকা চুরি গিয়াছে। রায়সাহেব তাঁহার পরিবারবর্গসহ গত ৩০শে জুলাই রাত্রে তাঁহার ভ্রাতা মদনগোপালের বাড়ী হইতে সত্যনারায়ণের বাড়ীতে যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান যে, গৃহের তালা ভাঙ্গিয়া অর্থালঙ্কারে লক্ষ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

লবঙ্গ আইন

গত ৩০শে জুলাই জাঞ্জিবারের লবঙ্গ আইন সম্পর্কে উপনিবেশ বিভাগ ও জাঞ্জিবারের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা আপোষ রফা হইতে পারে বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। ভারতীয়গণ এই সর্ত্তে আপোষটা মানিয়া লইবে যে, লবঙ্গ-ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রণয়ন হইবে।

জাঞ্জিবার ইণ্ডিয়ান-ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি মি. বি. এস. অনন্তানন্দের সহিত রয়টারের প্রতিনিধি এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, এইরূপ আপোষ রফার সম্ভাবনা যখন রহিয়াছে, তখন সম্প্রতি যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আয়োজন করা হইয়াছে, তাহা স্থগিত রাখাই ভারতীয়দের পক্ষে উচিত; কারণ তাহাতে সকল পক্ষেরই ক্ষতি হইবে।

গবেষণা

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ফ্রেডারিক টিলনি প্রাণিতত্ত্ববিদগণের এক সভায় বলিয়াছেন যে মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ বানর নহে কিন্তু এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ যে বন-মানুষ এই প্রতিষ্ঠিত মতের প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ টিলনি বলেন যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ক্রসোপটেরিজিয়ান নামক পদবিশিষ্ট এক প্রকার মৎস্য হইতে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মৎস্যগুলি জল হইতে স্থলে উঠিয়া আসিত এবং ক্রমে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তাহার পরিবর্ত্তনেই মানব শ্রেণীর উৎপত্তি। ডাঃ টিলনি আরও বলেন মানবের দেহ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া মস্তক ক্রমশঃ বড় হইতে থাকিবে।

মোহিনী মিল ধর্ম্মঘট

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট উক্ত মিলের শ্রমিক-দের নিকট এক পত্রে আপোষ করিবার ৩টি সর্ত্ত দিয়াছেন যে, শ্রমিকগণ যদি এই সর্ত্তসমূহে সম্মত হয়, তবে মিলে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। এই মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করায় মিল কর্ত্তৃপক্ষ গত ৩রা জুলাই হইতে মিল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি মিলের কার্য্য বন্ধ আছে। গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণে মোহিনী মিলের [illegible] ক্লাবে উক্ত মিলের হেড [illegible] আদি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মিলের শ্রমিকগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় আড়াই হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল। কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ডাঃ [illegible] বিশ্বাস ও সেক্রেটারী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পাল মিল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সকল সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সব সর্ত্তে সম্মত হইয়া কাজে যোগদান করিলে উহা শ্রমিকগণের পক্ষে অসম্মানজনক হইবে। অতঃপর প্রকাশ যে শ্রমিকগণের আর একটি সভা হইবে। তাহাতে এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে।

মোহিনীমিল বন্ধ করিয়া দেওয়াতে এই মিলের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের এবং উক্ত মিলের শ্রমিকগণের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম [illegible] ৬০
প্রথম [illegible] দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কং [illegible] ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড [illegible] ৩য় খণ্ড— [illegible]
৪র্থ খণ্ড [illegible]
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড [illegible] ২য় খণ্ড—[illegible] ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible] ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] ১৲
১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। [illegible] ।৶০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য [illegible] ও [illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৮০
৩০। [illegible] দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) [illegible]
৩৩। [illegible] গ্রন্থমালা ৮০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৮০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible] /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৮০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। [illegible] ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ [illegible]
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থবর্ষিণম

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। [illegible] য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য [illegible] ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল্‌স য্যাণ্ড আনপ্যারালেলড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক [illegible] ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

১২শ বর্ষ { ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৩৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কুচবিহার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠে একাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় অষ্টম শ্লোক,—

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।

বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্'

'আলো' মহারাজ "কং পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজন সেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করুন।

এস্থলে, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছেন, "কৃষ্ণ-চিত্তজনগণ স্বজন; ব্রহ্মজ্ঞগণ জড়ভোগে উদাসীন হইয়া কৃষ্ণানুগত জনগণের পক্ষগ্রহণই করিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষ্ণবংশে বিপ্রশাপের কারণের অবকাশ হইতে পারে না। "যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। তথাপি জানিবে তাঁরে বৈষ্ণবের প্রায়॥" এই বাক্যেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মণ্যের আদরকারী জনমাত্রই প্রকৃত কৃষ্ণভক্তশব্দবাচ্য হইতে পারেন না। জাগতিক নীতিপরায়ণতা দেখিয়াই অনেকে মনে করেন,—দ্বিজসেবানিরত, পূজার প্রতি মানদ জনগণই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু নিষ্কপট কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত সকল সময় সকল ব্যক্তিতে ঐ সদ্গুণসমূহ বর্ত্তমান থাকে না।

নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষে বিষ্ণুভক্তের প্রতি নিন্দা ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য, বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। স্বজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্গুণের সংহারক। যে স্থানে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সে স্থলে ভগবান তাঁহার আত্মীয়ের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন। "বিষ্ণু বংশ" বলিবার ছলনায় যদি বৈষ্ণববিদ্বেষ করা হয়, তাহা হইলে 'বিষ্ণুবংশোদ্ভব' বলিয়া পরিচয় মাত্র দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া পাওয়া যায় না।"

সেই প্রকার, আমরা যদি শ্রীল প্রভুপাদের অতি প্রিয় সেবক, অন্তরঙ্গ সেবকাভিমানে বাস্তব গুরুসেবকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অবজ্ঞা ও উপহাসাদি করি বা মৎসরতাবশে হিংসা-দ্বেষাদি করি, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিশ্চয়ই আমাদিগের ধ্বংসসাধনের ব্যবস্থা করিবেন, ইহা ধ্রুবনিশ্চিত।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল স্বীয় গুরুত্বে পূর্ণতম। তাঁহাতে লঘুত্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। জগতে যদি কেহ তাঁহার দ্বারা শাসিত হইবার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ নাও করে, অথবা তিনি যদি কাহাকেও শিষ্য না করেন, তথাপি তিনি 'গুরু', আমরা বদ্ধজীব, লঘুবস্তু। লঘুর সমষ্টি লইয়া গুরু হন না; বরং লঘুরা শরণাগত হইলে গুরুত্বের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রকৃত গুরুদেবগণ এইরূপে গুর্ব্বভিমানে সহস্র সহস্র লঘুদিগকে [illegible] হইতে রসাতলের অতলতলে পতিত হইতেছে। তাহারা লঘুতম সন্দেহ নাই।

প্রকৃত সংকীর্ত্তন কি?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

লাভেচ্ছায় আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের নিকট গমন করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবোন্মুখী বৃত্তিতে তাঁহাদের নিকট শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি সম্বন্ধে কোনকিছুই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন তাঁহার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রৌতপথ অবলম্বনের জন্য সদ্গুরুসমীপে যাইতে হইবে। কারণ, সদ্গুরু ও বৈষ্ণব মনোধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রৌতপথ-বিরোধী বা হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী বৈষ্ণবব্রুবের কীর্ত্তিত কোন ছড়াদি কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দেন না, পরন্তু গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত নাম-নামী অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন।

নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে তাঁহারা কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন—আমরা কি জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছি, আমাদের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, আপন বলিয়া এত ভালবাসার ফলেও যখন জগতে স্ত্রী-পুত্রাদি থাকিতেছে না তখন কোন্ নিত্যবস্তুর প্রতি প্রীতি রাখার দরকার এবং এখানে আমার কর্ত্তব্য কি আছে। আরও বলেন,—শাস্ত্রপাঠ ও বিদ্যাদি লাভের সফলতা ও মানবজীবনের সার্থকতা হয় তখন, যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র তাবের প্রতিপাদ্য-বিষয় বলিয়া অনুভূতি হয়।

'সাধু' বলিতে যেন আমরা জটাজুটধারী জীবন-কায় গেরুয়াবস্ত্র পরিধানকারীকে না বুঝি; আবার অনেকের সুশ্রী চেহারা দেখিয়া সাধু বলিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হই। এ সকল ব্যক্তি রাবণের সাধুবেশ লইয়া সীতাহরণের জন্য প্রয়াসী ও ভণ্ডমাত্র। এ সকল ব্যক্তির সঙ্গ যেন আমরা ভুলক্রমে স্বপ্নেও না করি। যিনি প্রকৃত সাধু, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবাছাড়া অন্য কোন কার্য্যে আসক্ত হন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিগুণানুবাদে মত্ত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। এইরূপ সাধু মহাত্মার সঙ্গলাভ দুর্লভ হইলেও একান্ত অনুসন্ধানে কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির নিকট ভগবৎকৃপায় সুলভ হইয়া থাকে।

আমরা যদি এইরূপ মহাজনের আনুগত্যে ভগবানের অমল কীর্ত্তিসমূহ সেবোন্মুখ কর্ণ লইয়া নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

(ভাঃ ১।২।১৭)

অতএব দেখা যাইতেছে সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। আমাদের ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] একমাত্র সাধু। [illegible] সমস্ত শাস্ত্রই সমস্বরে বলিতেছেন,—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

সাধুরাই এই প্রনামের অনন্ত গুণাবলীর বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। ইঁহারা প্রেমসেবায় কেহই সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। তিনি অখণ্ড বস্তু। শিব ও নারদাদি মহাত্মাগণ ইহার অন্ত পান নাই। অন্যের বদ্ধজীবের ত' কা কথা!

"এখান থেকে সেখানকার জিনিষ মেপে নেওয়া যেতে পারে না। অথচ ভাব ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে গোঁজামিল দিই, তাহ'লে বিপ্রলিপ্সা হ'ল। বৈকুণ্ঠ-রাজ্য হ'তে যিনি না আসিয়াছেন তিনি যদি কথা বলেন তাহা হইলে তাঁতে ভ্রম প্রবেশ ক'রবেই ক'রবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর আদি কার.গাদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

নিশ্চয়

——:::০:::——

কৃষ্ণসেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ, কৃষ্ণসেবায়ই সমস্ত মঙ্গল হয়—এইরূপ নিশ্চয়তা, একমাত্র ভক্তিপথই অবিচলিত মার্গ—এইরূপ স্থির বিশ্বাস বা অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য প্রদর্শন না করা রূপ ধৈর্য্য, যে-যে কার্য্যে কৃষ্ণের সুখ উৎপন্ন হয় সেই সকল কার্য্য সাধন, যোষী, জ্ঞানী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ পরিবর্জ্জন, সাধুগণের সদাচারের অনুবর্ত্তন—এই ছয় প্রকার ভক্তির অনুকূল কার্য্যের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধি হয়। একথা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

(উপদেশামৃত)

আমরা আজ উপরিউক্ত উপদেশে নিশ্চয় হইবার কথাটী আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। শ্রদ্ধা—বিশ্বাস—স্থিরতা বা নিশ্চয়তাই সকল মঙ্গলের মূল। ইহার অভাব যেখানে সেখানেই যত বিপদ্, যত অসুবিধা। যেখানে নিশ্চয়তা নাই, সেখানে সংশয় না থাকিয়া পারে না। সেইজন্য নিশ্চয়তাহীন ব্যক্তিমাত্রই অ [illegible] এবং সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্ত অনুসন্ধিৎসা জন্মাইতে পারে না কিরূপে হইবে? গীতা বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং
সংশয়াত্মনঃ।"

(গীঃ ৪।৪০)

সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোক কোন সুবিধা নাই ... তাহাদের কোনও সুখলাভ হয় না, কারণ, সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদের শান্তি নাশ করে।

দৃঢ় বিশ্বাসের অপর নাম শ্রদ্ধা; সুতরাং যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তিনি যে পরমার্থে নিশ্চয় হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্ত দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই সংশয়হীন বা নিঃসংশয়।

ভগবত্তত্ত্ব অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্যবিষয়ে তর্ক যোগ করিলে অনর্থ আসিয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে তর্ক অচল। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে সংশয় থাকা কিছু বিচিত্র নহে। আবার সংশয়ই সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এই সংশয় হইতে দূরীভূত হইতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নচেৎ তর্কবিতর্ক দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হইতে থাকে। এ সকল সন্দেহ নিরাকৃত করিবার জন্য নিরন্তর ভগবৎসেবাপরায়ণ ভাগবতভক্তগণের সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়া সেবাবৃত্তি সহকারে পরিপ্রশ্ন করিলে তাঁহারাই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা আমাদের সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিবেন। শ্রীগুরুমুখে প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সংশয় দূর হইয়া দৃঢ়বিশ্বাস উদয় হইবে। তখনই জীব নিঃসংশয় হইয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে নচেৎ পদে পদে বাধা পাইবে। ভাগবতভক্তের সঙ্গ ব্যতীত এই বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্য কোনও উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডক)

"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
[illegible]
[illegible] ছন্দি [illegible]"

(ভাঃ ১১।২০।২৮)

আমরা পাপমলিন চিত্ত। আমাদের হৃদয় পাপের দ্বারা মলিন থাকায় সহসা আমাদের সাধু-শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। সেইজন্যই আমরা তাঁহাদের আদেশ যুক্তভাবে পালন করিতে বা যথাযথভাবে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারি না। ইহারই নাম দক্ষতা। এই দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

[যেকাল হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, ততকাল শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।]

হরি-গুরু-বৈষ্ণবে দৃঢ় বিশ্বাস, অনুরাগ বা দৃঢ় নিশ্চয়তা মুক্ত জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি; বদ্ধজীবের এ সৌভাগ্য নাই। কিন্তু বদ্ধজীবেরও এখন কর্ত্তব্য তাঁহাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকা এবং তাঁহাদের সেবায় নিশ্চয়া-শ্রদ্ধা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া—একলক্ষ্য বা একনিষ্ঠ হওয়া। যেখানে বদ্ধজীব সাধুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারই নাম সাধন ভক্তি। কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে এই ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেকস্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ দেখিতে প্রায় একই প্রকার। সেই সকল অঙ্গ যখন অভিলাষযুক্ত হয়, তখনই তাহা কর্ম্মাঙ্গ, আর যখন শুদ্ধ ব্রহ্মানুসন্ধানযুক্ত তখনই তাহাকে জ্ঞানাঙ্গ বলা হয়। যে কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুরাগ তাহাই ভক্তির অঙ্গ। যে কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখভোগ, তাহাই কর্ম্ম। আর যে কর্ম্ম সাযুজ্য-মুক্তি-উদ্দেশক তাহাই জ্ঞান।

বিধির বাধ্য হইয়া ভক্তের যে সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় তাহা বৈধ-সাধন-ভক্তি। সাধুগুরু-কৃপায় কৃষ্ণানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই রাগ-ভক্তি। এই রাগানুগা সাধনভক্তি সর্ব্বদা বলবতী। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তি যাইতে পারিলেই তথায় রাগানুগা-ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। মর্য্যাদা মার্গ ও রাগমার্গ বলিয়া দুইটী পন্থা সকল সময়ই আছে। রাগমার্গ ব্যতীত গোপীগণের নিজের সেবা হয় না। বিধিমার্গে আমরা দ্বারকেশের সেবা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারি। এই রাগমার্গে প্রবেশ-লাভ গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়ই সম্ভব।

সাধুসঙ্গই সকল মঙ্গলের মূল, ইহাতে উদাসীন থাকিলে কোন কালেই সংশয় যাইবে না। নিঃসন্দিগ্ধ সাধুর সঙ্গ, সাধুর উপদেশ, সাধুর চরিতাদি দ্বারাই আমাদের সমস্ত সংশয় নিরাকৃত হইয়া যায়। তবে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা চাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা
যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন।
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রের কথা শুনিয়া চলিতে হইবে। নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া নিজ মহাজনের কথা শুনিয়া চলিতে হইবে। হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে সাধুগুরুর নিকট তাহা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। হৃদয়ের মলিনতার আধিক্য ও দৌর্ব্বল্যবশতঃ যদি তাহাতেও সন্দেহ নিরাকৃত না হয়, তাহা হইলে সন্দেহকে কোনমতেই প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা বল দিবেন। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের সংশয় আছে, তাঁহারা ভজনীয় যোগ্য নন। সংশয় চিত্তকে চঞ্চল করিয়া বিকৃত করে, অশান্তিকে দুর্দমিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করতঃ সর্ব্বনাশ করে। অতএব যাঁহাদের বিশুদ্ধ ভজনস্পৃহা আছে—যাঁহারা হরিভজনে উৎসুক সেই নিষ্কপট ব্যক্তিগণের পক্ষে সুদৃঢ় নিশ্চয়তাযুক্ত হইয়া হরিভজন করাই উচিত। যেখানে দৃঢ়নিশ্চয়তা সেখানে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

প্রকৃত সংকীর্ত্তন কি?

(২)

শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে জাতিকুলাদির বিচার নাই। শাস্ত্রে পাওয়া যায়—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে
বিপ্র বিপ্র নহে—যদি অসৎ পথে চলে॥
মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥"

হরিনামে কোন কালাকালের বিচার নাই—কিছুর অপেক্ষা নাই—জাতি, কুল, মান, শীলের অপেক্ষা নাই; যে কেহ—স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, মূর্খ পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পুণ্যবান্, পাপী ও তাপী সকলেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিতে পারেন

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

(চরিতামৃত)

নিম্নে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক পর্য্যালোচনে অবগত হইতে পারা যায়, যিনি ভগবানের অভয়-অশোক পদযুগল আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহার সর্ব্বদা ও

সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ বাসুদেবেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ ও অর্চ্চন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যথা

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্
সাত্বতাং পতিঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ
পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"
(ভাঃ ১।২।১৪)

"তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো
হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥
(ভাঃ ২।১।৫)

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো
ভগবান্ নৃণাম্ ॥"
(ভাঃ ২।২।৩৬

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া অচৈতন্য বিশ্ববাসীকে শুদ্ধ চৈতন্যময় শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনরসে মগ্ন থাকিবার জন্য কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন—

"সংকীর্ত্তন আনন্দ [illegible] ধরি'।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ ক'রি'।"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও বিদ্যাদি অর্জ্জনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র সার বস্তু। বিদ্যালাভের মুখ্য ফলস্বরূপ অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ মার্জ্জন, মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃকুমুদ-জ্যোৎস্না-বিতরণ, পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন অনুশীলনই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণনাম ভগবানের বাচকবিগ্রহ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের তাৎপর্য্য এই—শ্রী অর্থাৎ সকললক্ষ্মীগণের অংশিনী রাধিকা ও কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ গিরিধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন। অর্থাৎ রাধিকার সহিত বিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম রাধা-কৃষ্ণমিলিত-বিগ্রহকে উদ্দেশ করিতেছেন। জাগতিক লোক জড় কর্ণেন্দ্রিয় ও রসনার তৃপ্তিহেতু প্রাকৃতজনের নামগ্রহণে তাহাদের পুত্র-কন্যাদির নাম রাখিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হয়। সেই কল্পিত শ্যাম,মধু প্রভৃতি অনিত্যদেহধারী জীব-বিশেষ। ইহাতে অনিত্য ধর্ম বিরাজমান্। কিন্তু শ্রীনাম নিত্যবস্তু; ইহা কোনরূপ কল্পিত বস্তু নহে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পারকরবৈশিষ্ট্য এই পাঁচটী বস্তু লইয়া শ্রীনাম। শ্রীনাম পূর্ণ চেতন। ইহাতে অচৈতন্যতা বা জড়তার কোন নাম-গন্ধই নাই। ইনি জীবের বোধগম্য বস্তু নহেন। অচিন্ত্য ও অগম্যত্ব ভাব ইঁহার মধ্যে বিদ্যমান্। শাস্ত্র বলেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ ॥

শুদ্ধচৈতন্যময়বিগ্রহ শ্রীনাম শব্দব্রহ্মরূপী অবতার। শ্রীনাম সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। এই নামসংকীর্ত্তন হইতে সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক নামী বস্তুটিকে পাওয়া যায়। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকেশব গোবিন্দের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। পরম প্রয়োজন চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা কীর্ত্তিত না হইলে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণপর যে ভোগচেষ্টা তাহা কখনই নিবৃত্ত হইবে না। ধর্ম্মের নামে বহু ক্রিয়া-কলাপাদি চলিলেও তাহার ফলে যে কৃষ্ণভক্তি লাভ তাহা সংকীর্ত্তন ব্যতিরেকে কোনদিনই সম্ভব হইবে না। সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই মনোধর্ম্ম বা ছলধর্ম্মমাত্র। ইহা ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই ধর্ম্মনামে অভিহিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ বলেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥

শাস্ত্রে বহু প্রকার সাধনভক্তির কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রীনামসংকীর্ত্তন সকল ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান ও উহাই যে একমাত্র সাধ্যসাধন তত্ত্ব তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই উক্তি। মনে মনে ও উচ্চৈঃস্বরে এই দুই প্রকারেই শ্রীনামসেবা সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম মনে মনে জপ করিলে মননকারীই সিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারী উভয়েরই যুগপৎ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। মনে মনে জপকালীন অন্যান্য কুচিন্তা বা অন্যাভিলাষাদি আমাদের মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু উচ্চরবে হরিনাম-সংকীর্ত্তনে এগুলি কিছুতেই মনে স্থান পাইতে পারে না। ইহার দ্বারা চিত্তের যত কিছু আবিলতা সবই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ও কৃষ্ণদাস্যরূপ আমাদের স্বরূপ-প্রতীতিটী প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা আবৃত ভক্তিপথটী আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন না। কৈতব-রহিত ভক্তি যাজন করিতে হইলে কলি-কালে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল। শাস্ত্রও বলেন—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"

শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই মুখ্য রতি পাঁচটীর যেটী আত্মার বৃত্তিতে যাহার যেরূপভাবে নিহিত আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জীবমাত্রেরই মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে পর মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, প্রস্তরাদি সকলেরই তাঁহার কৃপায় তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মহাবদান্য গৌরসুন্দরের এই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সুযোগ দানই জগতে তাঁহার মহাবদান্যতার পরিচয়। জগৎকে নামাভিন্ন নামী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্যই তাঁহার এই লীলা। এই দানটী অপরিমিত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ভিতর একপ পরমমঙ্গলদায়ক বস্তু আর নাই। ইনি সকল কল্মষ বিনাশ করিয়া আমাদের হৃদয় শুদ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া দেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাবলীতে বলিয়াছেন—

জীবের কল্যাণ সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম
অবিদ্যা-তিমির- তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে।

এই শ্রীনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বদোষ, সর্ব্বাধি-রাশি, সমস্ত বাধা বিপত্তি দূরীভূত হইয়া যায়। ইনি প্রকৃত আনন্দ সর্ব্বজীবকে বিতরণ করিয়া থাকেন।

ইঁহার বিগ্রহ চিদ্ঘনানন্দময়। 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া বেদ তারস্বরে তাঁহার মহিমা গান করিয়া থাকেন। ইঁহার উদয়ে প্রারব্ধাপ্রারব্ধ সর্ব্বকর্ম্ম দূর হইয়া যায় এবং অনায়াসে ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। মদীয় আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন—

"শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই"।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন করার অভিনয় করা ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বিষয়াদি গ্রহণ নারকীর কার্য্য। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ
প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ
পরস্মৈ নিবেদনম্।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন একটী সামান্য বস্তু নন। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নিহিত আছে। মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত তাঁহার নাম গুণাবলী অনায়াসেই কীর্ত্তন করিতে পারে। বিবিধ প্রকার সেবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-সেবাই পরম উপাদেয়। এইরূপ সুযোগ কোন যুগেও দৃষ্ট হয় নাই। আচণ্ডাল পর্য্যন্ত উদ্ধারের সুলভ পন্থা আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক যুগের দিক্ দিয়াও একটা অত্যাশ্চর্য্য বিষয়। জাগতিক বিজ্ঞানাগারের সূক্ষ্ম মেধা দ্বারা সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুই অনিত্য, কিন্তু উহা প্রকৃত নিত্যসিদ্ধ বস্তু। শ্রীভগবানের মুখ্য নাম শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যেরূপ ফলোদয় হয়, গৌণ নামে তাহা হয় না। দেহ মনের স্বাস্থ্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। শুদ্ধসংকীর্ত্তনে লাভ, প্রতিষ্ঠাদি ও [illegible] ভুক্তির কোন কথাই নাই। [illegible] মুক্তি [illegible] উদয় হয়। [illegible] কৃপা করিয়া [illegible] করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। [illegible] কথায় [illegible]।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া কর বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

নিহিত আছে তাহার ফল কি করিয়া উদিত হইবে? হরিনামের প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহা কি বস্তু, কিরূপে লইতে হয়, কাহার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় এবং [illegible] নাম [illegible] প্রকৃত ফল পায় না কেন তাহাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়।

[illegible] প্রাকৃত জীবের প্রবৃত্তি [illegible] সেবোন্মুখী হওয়া আবশ্যক [illegible] প্রাকৃত বস্তু [illegible] [illegible] সেবোন্মুখতা [illegible] হয়, [illegible] তাঁহার শুদ্ধনাম গ্রহণে অধিকার জন্মে। দেহের শক্তি ও বুদ্ধি দিয়া অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ শ্রীনামব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে পারা যায় না; ভগবৎ-সেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বায় কৃপা করিয়া শ্রীনাম প্রভু স্বতঃই উদিত হন! এইজন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

সেবোন্মুখ না হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন ও জপাদি করিবার অভিনয় করিলেও অপরাধ-যুক্ত হইয়া ঘোর সংসারপঙ্কে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

দুর্দ্দান্ত পাপিষ্ঠ অজামিল মৃত্যু সময় তাহার পুত্রের নামানুসারে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিলে [illegible] নামাভাস [illegible] বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন।

[illegible] হরিনামকে [illegible] তাহাতে অবাধ ও অবিকৃত [illegible] আমরা [illegible] শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী হইয়া পড়ি। [illegible] ফলে আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি [illegible] [illegible] [illegible] লাভ [illegible] না। [illegible] মনঃ [illegible] কীর্ত্তন করিলে [illegible] নামাপরাধ [illegible] মুক্ত হইতে পারি না [illegible] কোন পথ অবলম্বন শ্রেয়ঃ ইহা বিচার্য্য নহে কি? বাসনাযুক্ত হইয়া আত্মমঙ্গল-

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-আসন-প্রাপ্তিক [illegible] মায়াপুর [illegible]

শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

শ্রী [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর মঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] ভজন [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ কেশব ঋদ্ধোম মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবারুণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

শুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

[illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ কেশব ঋদ্ধোম মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিক্রুপদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভক্তবান্ধব ব্রহ্মচারী

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমোহন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরবিগ্রহ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী।

(১৪) স্বরূপ দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীরূপানন্দ কেশরী।

(১৫) উদ্ধারিকার-গৌড়ীয়মঠ

মোদদ্রুম, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

চাটগাঁও (শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘাটের নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বনবেরা।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রভু বিলাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ইটাগাছি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

বাঁশবেড়িয়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীপূর্ণচন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পূর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ

দক্ষিণ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীলক্ষণদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমহিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়দাবাড়, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীননীকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডরোড, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চারহাট, ভাগলপুর, ইট, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীভুবনেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাধব অধিকারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মনোহর রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকপিলবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৬৫নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযামুনানন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইষ্ট, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যারত্ন

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং গ্লেডহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
বালাম	৮॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ বেগুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ বেগুণ	৩৶০

চিনির দর

বিকাইন, টাইপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মাবরোবা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি (স্বর্ণ)	২২৲
চাঁদির বার	৫০।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৪৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩॥০—৩॥৶০
ভোসাউ	১॥৶০ ১৸০
ভূষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

আগ্রা	৫৭৲
বাগমারী	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

গালিবাম	৫৭।০
ভার	৪৬৲
আগুলে	৩৬৲
বাকা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ নে মার্কা হালকা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বামসন সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮।০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৬ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
৭॥০—৮৲ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাতী, পোলটু গবাদে	৮।০—৯।০
গোল গেলি-ইনফোর্স ড কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৲
সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲,	নকল ২২৲
ষ্টীলের চালমণ ৫৶০, গাটের চালমণ ৬॥০	
তুলার চালমণ ৪৸০	

সূতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিট ল আমেন কয়কচ	৪০৲
করাচি থুবনিধ কাইন	৪৩৲
চাবাগ লাঘা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,
প্রতি মণ

পাতল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্ক নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

ফিমেল হাই ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্রস্থ খোরাক ও বেতনাদি বাবদ মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় বৃত্তিদান

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডলহৌসি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

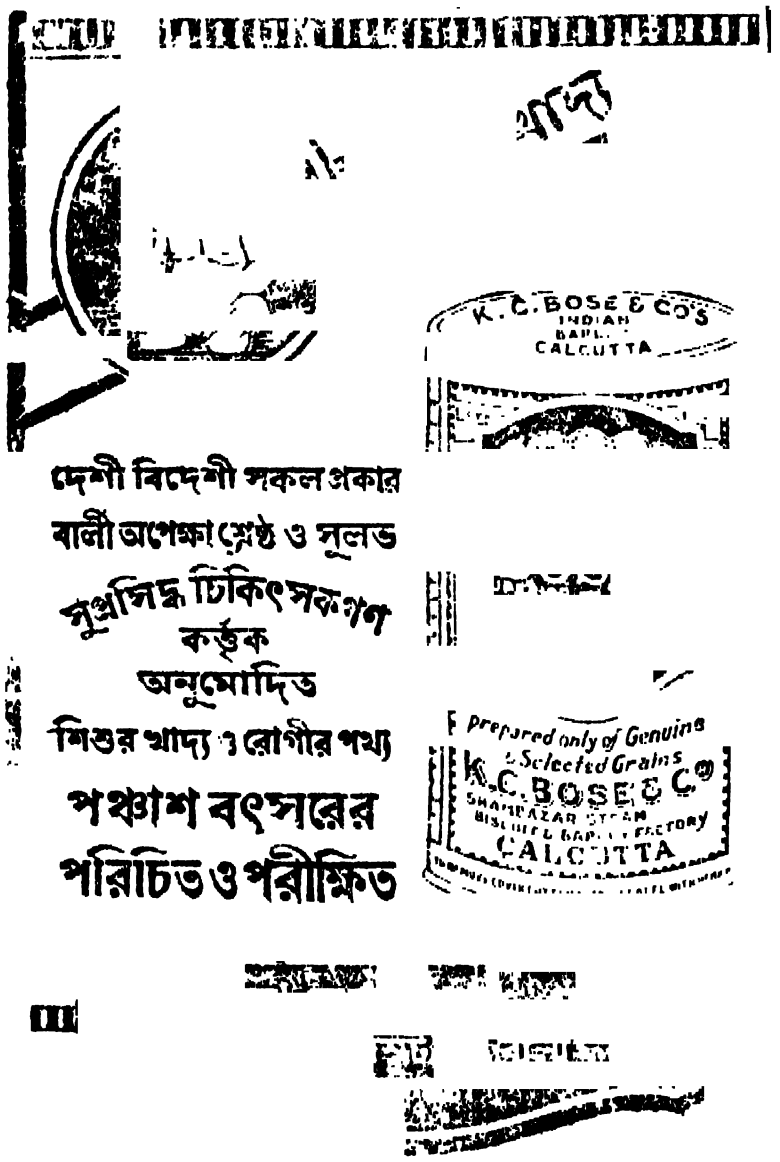

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(:o:):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ‖০	।৵০	।৵০	।০
„ „ ইঞ্চ ২৲	১৸০	১‖০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৷০	৪৲	৩৲
„ অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬৲	৪‖০
„ সিকি কলম ১০৲	১২৲
„ অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
„ এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক „	৫৲
ত্রৈমাসিক „	২৷৷
মাসিক „	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যা ত্রিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(o):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক হরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৯১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই প্রয়োজন। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থোদ্ধৃত শ্লোকসমূহের শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

——(:o:)——

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৩৬]

বিবিধ সংবাদ

——(*(*:*)*)——

মাদাম চিয়াং-কাই-সেকের আবেদন

মাদাম চিয়াং কাই সেক গত ২রা আগষ্ট নারীদের যুদ্ধসাহায্য-সমিতির উদ্বোধন-সভায় এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা একটী মহাযুদ্ধের বিভীষিকা-ময় ছায়াতলে সমবেত হইয়াছেন। জাতিকে পরাজয় ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্ম নারীদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

মাদাম চিয়াং-কাই-সেক আরও বলেন, "আমরা এতদিন ধরিয়া দিনের পর দিন যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি, জাতির চরম বিজয় (তাহা কত বিলম্বে আসিবে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না) তাহার স্মৃতি চিরদিনের জন্ম মুছিয়া দিবে এবং বৎসরের পর বৎসর যে দুঃখভারে আমাদের মস্তক অবনত ও চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে তাহা দূরীভূত করিবে।"

চীনের অবস্থা

৩১শে জুলাই তারিখে উত্তর চীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে উচ্চপদস্থ চীনা অফিসারদের অভিমত এই যে, গত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত আছে; কিন্তু তাহা ঝড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুর্য্যোগসূচক শান্ত অবস্থা মাত্র।

উত্তর চীনের যুদ্ধে হতাহতদের সংখ্যা জানিয়া সমগ্র চীনে ক্রোধের ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

চীন গবর্ণমেণ্টের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলেন, "জাপানী সৈন্যগণ যতদিন চীনা অঞ্চল অধিকার করিয়া রহিয়াছে ততদিন জাপানের মুখে শান্তির কথা অর্থহীন। লুকাওচিয়াওএর ঘটনার পূর্ব্বে তাহারা যে স্থানে ছিল সেই স্থানে তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলেই শুধু শান্তির কথা উঠিতে পারে।"

২৯নং সৈন্যদল এক্ষণে পাওটিংফুর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে জড় হইতেছে এবং উহাকে নূতন করিয়া গঠন করা হইয়াছে।

সাফ জবাব

গত ২রা আগষ্ট সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের জরুরী প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিম উদ্দীন বলেন,—গত ২৪শে জুলাই হইতে আন্দামানের কতিপয় বন্দী অনশনধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের যে ইস্তাহার বাহির হইয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি। বন্দীগণ যে আবেদন করিয়াছিলেন আমি তাহার সমগ্র প্রতিলিপি দেখি নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহারের মধ্যেই বন্দীগণের দাবীগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। আন্দামান-বন্দীগণের দাবী পূরণের জন্ম অথবা তাহাদের অভিযোগ দূরীকরণের জন্ম বাঙ্গলা-গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই এবং এবিষয়ে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবেনও না।

বিহিটা দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিগণ

বিহিটা রেল দুর্ঘটনায় আহত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, উহারা দুর্ঘটনার ফলে কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া একটি রিপোর্ট তৈয়ারী করিতেছেন। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ বিহার ও বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে একটি আবেদন করা হইয়াছে যে, দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রেরণ করাইয়া তাঁহারা যেন কমিটির সহিত সহযোগিতা করেন।

দুর্ঘটনার ফলে নিহত বহু লোকের ফটোগ্রাফ এখনও সনাক্ত হয় নাই।

কমিটি এই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন যে, নিহত লোকদের অনেকেরই নাম গ্রামে এবং তাহাদের পরিজনবর্গ এখনও শোনে নাই। সুতরাং সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস কমিটির উচিত দুর্ঘটনার সংবাদ নানাস্থানে প্রচার করা এবং যাহাতে ফটোগুলি সনাক্ত হইতে পারে এইরূপ সংবাদ জানা।

নিহত লোকদের কোন আত্মীয় যদি পাটনায় আসিয়া থাকেন এবং এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে কমিটি তাহাদের এখানে থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

নিষেধাজ্ঞা

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারের বাজেট ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু "রাজবন্দী দিবস" সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া প্রেসঅফিসার সংবাদপত্র-সমূহের উপর যে আদেশ জারী করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী যে মূলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন, তাহার আলোচনাতেই ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। মূলতুবী প্রস্তাবটী শুধু আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়।

উক্ত নোটিশ সম্পর্কে স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, প্রেস অফিসার সাধারণ কর্ত্তব্য কাজ হিসাবে সংবাদপত্রের মঙ্গলের জন্ম এই নোটিশ জারী করিয়াছিলেন। মন্ত্রীমণ্ডল এই আদেশের জন্ম দায়ী নহেন। আর এই আদেশ বে-আইনীও নহে, কারণ নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যে-সব আইন পাশ হইয়াছে, তাহা এখনও বলবৎ আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, অধুনা রাজবন্দীদের সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে, তাহার ফল অতি ভীষণ হইবে। কোন গবর্ণমেণ্টই এইরূপ প্রচারকার্য্য ও আন্দোলন—যে আন্দোলনের ফল পরিণামে ভীষণ হইতে পারে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কংগ্রেসপক্ষ রাজবন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা-পরিষদে যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন, তাহা আলোচিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট এই নোটিশ সম্পর্কে কি করা যায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও "রাজবন্দী দিবস" সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষেধ প্রেস-অফিসারের নির্দ্দেশ সম্পর্কে একটী মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উক্ত প্রস্তাব ৩২—১২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

ডাকাতি মামলা

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible], আর সিংহের এজলাসে সম্প্রতি একটী ডাকাতি মামলার শুনানী চলিতেছে। এই মামলায় ৪১জন আসামী রহিয়াছে। ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তাহারা ৪৩টী ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible] —সরস্বতী

৬৲

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৫৲

ভক্তিগ্রন্থাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড ৬৲, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৬০

৮।	শ্রীচৈতন্যভাগবত	১৲
৯।	শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-দীপিকা	যন্ত্রস্থ
	[illegible]	১।
৯।	[illegible]	১
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৬০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	প্রাকৃত আগমর	।০
১৯।	ভক্তিবিবেক কৃষ্ণমাহাত্ম্য (বাঁধা)	১৲
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৴০
২১।	গৌড়ীয়-[illegible]	।৴০
২২।	[illegible] রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম বাঁধা ।	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬।	গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য	।০
২৭।	শ্রীকৃষ্ণমল্লিকা গুণপরিচয় (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৴০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ	
৫৭।	ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণভজন[illegible]	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাধনাবলী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	৷০
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৷৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	সারাৎসারনির্ণয়	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	৷
৭০।	নামভজন	৴
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অন্টলজি	৷০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৵০
৭৩।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২৷০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গ্রন্থিত করা
হইয়াছে।

—:০:—

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ | ১৪ | শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৩৬৩তম সংখ্যা

উড়িষ্যায় প্রচার

——:o:——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বারিপদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ২৩শে জুলাই তারিখে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসবে যোগদান করেন। তিনি উক্ত মঠে অবস্থান করিয়া কটক সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৩০শে জুলাই সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত সংবাদী সেনাপতি মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজী পাঠপ্রসঙ্গে অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনে হরিভজনই যে একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা প্রাঞ্জলভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভুর মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্বামীজী গত ৩১শে জুলাই ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে হরিবিমুখের উচ্চারিত প্রাকৃত শব্দের সহিত অপ্রাকৃত অনুভূতিতে প্রকাশিত শব্দব্রহ্মের পার্থক্য বর্ণন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেবের কৃপাই যে শব্দব্রহ্ম উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ঝুলনযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া
১লা আগষ্ট ১৯৩৭

যথাবিহিত-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদন—

আগামী ১৭ই আগষ্ট ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে পাঁচদিন যাবৎ গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব শৃঙ্গার, ঝুলন ও সর্থিগণের বিবিধ সেবাবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইবে। মহাশয়, সবান্ধবে এই ঝুলনযাত্রা দর্শন করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। শ্রীজন্মাষ্টমীদিবসও ভগবানের বিচিত্র লীলা প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আরতির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে।

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী
শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী

সমাগত বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজনের নাম মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রায়সাহেব রজনীকান্ত নাগ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার পাল (পি, ডব্লিউ, ডি), শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী; শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার; শ্রীযুক্ত এস, সি, ঘোষ; শ্রীযুক্ত এ, কে, রায়; শ্রীযুক্ত এইচ, মহান্তে; শ্রীযুক্ত এ, কে, সরকার; শ্রীযুক্ত বি নাগ; শ্রীযুক্ত এস, কে, চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত এস, সি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জে, সান্যাল ইত্যাদি।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ বর্ত্তমানে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্নস্থানে উৎকলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ১।৮।৩৭ তারিখে পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র রায় (ল এণ্ড কমার্স এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী) এবং ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্‌স্ জজ মিঃ অঘোর নাথ ব্যানার্জ্জি মহোদয়ের নিকট প্রায় তিন ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামীজীর মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় অবগত হইয়া মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

———

দিল্লীতে বক্তৃতা

গত ২৪ই জুলাই গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় "Principle of unalloyed Devotion in General and in Comparision with Christianity in special" সম্বন্ধে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রায় একঘণ্টাকাল একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য পাশ্চাত্ত্যদেশীয় জনৈক ভদ্রমহিলা Mrs. G. Guner (London) ও বহু ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ই জুলাই শুক্রবার ব্রহ্মচারীজী "The Theory of Creation, nature and purpose of this world according to different religions" সম্বন্ধে শ্রীমঠে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য মঠে পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা অধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ২৭ই জুলাই ব্রহ্মচারী মহোদয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর "The Psychology of man according to scriptures and modern science" সম্বন্ধে মঠপ্রাঙ্গণে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত দিবসও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা বহু সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বিত ধর্ম্মের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত সিদ্ধান্তের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে পারিয়াছেন।

"এখান থেকে সেখানকার জিনিস মেপে নেওয়া যেতে পারে না। তবে তার ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে যোগাযোগ মিল দিই, তা'হলে নিপ্রমিলেশা হ'ল। বৈকুণ্ঠ-বস্তু হইতে যিনি নেমে আসিয়াছেন তিনি যদি কথা বলেন তা'হলে তাঁহাতে শ্রবণ প্রবেশ ক'রবেই ক'রবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবানের রূপ দর্শন করিতে হইলে নিজের রূপাবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার রূপ দর্শন ক'রতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রূপাবরণ হওয়া চাই, যেন তিনি তাহাতে প্রীতি লাভ করেন। আমি দেখে আমার রূপ, আমা দেখে প্রভুর রূপ—ইন্দ্রিয়ের রূপদর্শন প্রীতি। আমরা যদি ভাল হই তাহা হইলে ভগবানের রূপ উপলব্ধি করিতে পারিব।

এই জগতে ভগবানের নাম ভগবানের রূপ গুণ লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে সুপ্রাপ্য হয়, তজ্জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—নামশ্রবণ একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয় দ্বারাই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই।

অনর্থ থাকাকালে অনর্থের নাম-গ্রহণ হয় না। অনেকস্থলে 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হয়। 'অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। নামীকে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ দূর হয়, অনর্থমুক্ত হইলে নামীর রূপ গুণ-লীলা স্বতঃই প্রকাশ হয়। অমিত [illegible] প্রার্থী হয়ে 'বৈকুণ্ঠ-বস্তু' ও 'উদ্ধবদাসমানী' পাদে ঐ [illegible] আবেশে লাভ করিতে পারে।

'ভবদীয় বার্ত্তা' অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ না করা পর্যন্ত জীবের মঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয় এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটাজুট ধারণ ক'রলে, গেরুয়া সাজলে বা বড় গৃহস্থ হ'লেই তাঁকে সাধু বলা যায় না, সর্বক্ষণ ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বাগ্রে কামের অনুসন্ধানের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে।

ভগবান বস্তুকে লাভ করার অর্থ—ভক্তভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত হওয়া। কৃষ্ণ একটি স্থূল পদার্থ নহেন। যে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা চক্ষু দিয়ে স্থূল নষ্ট করিয়া দেখিয়া [illegible] তিনি, সেই প্রাকৃত চক্ষু দিয়া কি অলৌকিক বস্তুকে দেখা যায়? যে বস্তু অবাঙ্মনসগোচর—যাঁহাকে বাক্য মন দ্বারা পাওয়া যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে দেখাইয়া দেয়, সেই লোক এবং সেই ছবি পাওয়া যায়—এই উভয়ই অজ্ঞানীর বস্তু ও ভক্তের দর্শনের প্রতিবন্ধক।

বৈকুণ্ঠবাসীদের রূপা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন? অতএব কিরূপে তাঁহাদের দর্শন করিব? আমরা যে মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছি, তাই ব্রজবাসিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—অনুরাগী না হওয়ার দরুণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট যে-সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সহিত কথা বলিবেন? তাঁহারা আমাদিগকে বলেন,—"তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর; কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন?"

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর আনুগত্যে ব্রজে বাস করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা অনুসারে কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুস্মরণ-ক্রমে সেবা ও সেবোপকরণের অভেদ হওয়া, মনকে নিয়ত চিত্তকে সংযত করিয়া, ব্রজজনের কোন এক ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান পূর্বক আজীবনকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার। 'অনুগামী' বলিতে চিন্ময় ব্রজবাসীজন ইহাদের পশ্চাতেই বুঝায়; হরিবিরোধী হইলে লোকটিকে লক্ষ্য করে না।

যদি চিত্রক, পত্রক, বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত' ব্রজবাস হইল না, অনুরাগ হইল না। 'আমি ভোগ করিতেছি, দৃশ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে'—ইহার নাম জড়ভোগ বা কৃষ্ণের সেবাবৈমুখ্য। দাস্যরসের আশ্রয় চিত্রক-পত্রক-রক্তক, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম সুদাম, বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদা এবং মধুররসের আশ্রয় শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী।

গৌড়ীয়

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

সাপ্তাহিক পত্ররূপে 'গৌড়ীয়' এ বৎসর ষোড়শবর্ষে প্রবেশ করিয়া অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত-বাণীর চন্দ্রিকা বিতরণের জন্য পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণাবলে [illegible] হইয়া আজ 'গৌড়ীয়' পূর্ণ কৈশোর বয়সে কিশোরীকিশোরের সেবা-সম্পদলাভের জন্য প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন। গৌড়ীয়কে [illegible] শ্রীরূপানুগবাণীর প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। গৌড়ীয় প্রকাশারম্ভের প্রাক্কালে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা প্রদর্শনের জন্য গৌড়ীয়—গৌড়ীয়বাণীবিগ্রহ হয় পৃথিবীতে সমাজে সেবা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া বিশ্বজগৎকে সেবা সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। আবার অপরদিকে আচার্য্যবিরোধী মৎসর সম্প্রদায় নিকটবর্ত্তী বলপূর্বক গৌড়ীয়ের অমল প্রভা দর্শন করিতে না পারিয়া ঘোলাজলের অন্ধকারে প্রবেশ করিবার জন্য বিবিধ কৌশলজাল বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে; গৌড়ীয়ের বেশ, গৌড়ীয়ের ভাষা, গৌড়ীয়ের চালচলন অনুকরণ করিয়া নিত্যপ্রবাহিত গৌড়ীয়ধারাকে রুদ্ধ করিবার জন্য আকাশকুসুম কল্পনায় মত্ত হইতেছে। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অন্তরালে লোলুপতা রাখিয়া গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ গৌড়ীয়সেবকাভিমানের ছলনায় আচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়ের অনুকরণে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিজদিগকে সম্পাদক ও নিয়ামক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গৌড়ীয়-বিরোধী বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আসুরিক উদ্যম দেখাইতেছে। এই সত্যের আত্ম-কল্পিক প্রতিযোগিতার যুগে 'গৌড়ীয়'র ও 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ'র পাঠক, গ্রাহক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণ বিশেষ সাবধান না হইলে অসত্যকে সত্য মনে করিয়া তৃষ্ণাপিপাসু ব্যক্তির চুণগোলা জল পানের ন্যায় তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন, সন্দেহ নাই। তবে শুদ্ধ পাঠকের নিকট অসতের ছলচাতুরী আত্মগোপন করিতে পারিবে না—ইহা দৃঢ়-নিশ্চয়।

জগতের বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকাসমূহকে মানবজাতির রুচির অনুকূলে ভোগের ইন্ধন যোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ দেখিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধ ভাগবতবাণীপ্রচারার্থ 'গৌড়ীয়' এবং গৌড়ীয়াভিন্ন 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ' ও অন্যান্য পারমার্থিক পত্রিকাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়া জীবের আত্মমঙ্গলের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌড়ীয় যে সময় কুসিদ্ধান্তধ্বান্তভাস্কররূপে উদিত হইয়া অমল ভাগবত-কিরণমালা বিতরণ করিতে লাগিলেন তৎকালে গৌড়ীয়কে স্বল্পবয়স্ক শিশুরূপে পাইয়া বিনাশ করিবার জন্য মৎসর সম্প্রদায় বিপুল চেষ্টা করিয়াছে। বর্তমান কালেও কাল-স্বরূপ গৌড়ীয়সেবকাভিমানী আচার্য্যবিরোধী ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই কুচেষ্টার পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে। কিন্তু সুদর্শনরক্ষিত 'গৌড়ীয়' তাঁহাদের আসুরিক চেষ্টার প্রতি দৃকপাত না করিয়া [illegible], মায়াবাদ, ছদ্মবেশ, কপটধর্ম্মের কুসিদ্ধান্ত নিরাস করত শুদ্ধ হরিভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রচার করিতেছেন। ইহারই নাম সত্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রকাশকতা বা সত্যপ্রচারে নির্ভীকতা।

অদ্যাবধি গৌড়ীয়পত্রাগারে যে অমূল্য ও অপূর্ব সিদ্ধান্তমালা প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালার পারমার্থিক ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। যাঁহারা পরমার্থ-জিজ্ঞাসু ভগবৎকথামৃতপিপাসু, তাঁহারা গৌড়ীয়জ্ঞানবিজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া যুগপৎ স্বাভাবিক পুলক বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন ও হইবেন। গৌড়ীয়ের শুদ্ধ বেদান্তব্যাখ্যা, গৌড়ীয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের পার্থক্য, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচারের বৈশিষ্ট্য মাধুর্য্য, গৌড়ীয়ের পরমার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, দর্শন, নীতি, কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির সুষ্ঠু সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সমালোচনা ও মীমাংসা সন্দর্শন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু কোন পাঠক ও কোন লেখকই চমৎকৃত ও পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। যাঁহারা ভবিষ্যতে যুগে যুগে সৎ আচার্য্যকে অগ্রণী করিয়া গৌড়ীয়ের সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ের প্রতি বাক্যে, প্রতি ছন্দে, প্রতি শব্দে, প্রতি অক্ষরে এক অতিমর্ত্ত্য চেতনাবর্ণিনী বাণীবীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইবেন। কেহ সৌভাগ্যক্রমে যদি গৌড়ীয়ের কৃপায় গৌড়ীয়-শব্দ-ভাবগ্রাহ্য উপলব্ধি করিতে পারেন, অভিন্ন শব্দ-শব্দীর লীলামাধুরী, ভুবনমোহনমনোমোহিনীর

অপ্রাকৃত গীতিসুধারস কর্ণপুটে পানাভিলাষে তৎপাদপদ্মে আবদ্ধ হইবার সৌভাগ্য পান, তাহা হইলে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বাতুলের ন্যায় অন্তরের স্বাভাবিক আকর্ষণে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবেন—"কোথায় হে গৌড়ীয়ের প্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যদেব! কোথায় হে গৌড়ীয়-সরস্বতি, হে গৌড়ীয় বাণীবিগ্রহ আচার্য্যগণ, আপনারা কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে প্রকটিত হউন, আমার অজ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বিনষ্ট করিয়া অপ্রাকৃত গৌড়ীয়চরণ-তলে দাসানুদাসরূপে নিত্য আশ্রয় প্রদান করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জগতের প্রাকৃত সহযোগে বর্ত্তমানের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং অন্যান্য অভিলাষকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন গৌড়ীয়বাণী কীর্ত্তন করত: প্রকৃত মনুষ্যজীবনের সার্থকতা করিতে পারি।"

'গৌড়ীয়' শ্রীল প্রভুপাদের যে কিরূপ প্রাণের প্রিয় বস্তু, তাহা যাহারা তাঁহার নিয়ত হৃদয়ে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার অপ্রকট-লীলায়ও তিনি নিত্যকাল ভক্তহৃদয়ে প্রকটিত থাকিয়া গৌড়ীয় বাণীর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক তৃষ্ণা ও নিত্যপ্রকাশ-ভক্তগণমুখে বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয় বাণীর প্রচার করাইতেছেন।

'গৌড়ীয়'-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গৌড়ীয় আজ জাড্যরূপী ভগবৎ-সেবাবিমুখতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বরং নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বাস্তব বিরহেরই পরিচয় প্রদানের জন্য ...

"চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণে আরম্ভ আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অবস্থা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মাশ্রিতা শ্রীমতী রাধারাণী। সেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি আবার আকর্ষককে আকর্ষণ বিস্তার এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আরও এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি সেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম। এজগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তমতর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায় আবার 'তর' ও 'তম' প্রত্যয়কে এইরূপ অনুবর্ত্তভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণ বিস্তার দিগ্দর্শন মাত্র হয়, তাহাই বিরহের সামান্য বাস্তব পরিচয়।

"এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে। সেখানে বিরহ—সেবার প্রগাঢ়তা, বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা, বিরহ—পূর্ণতম সেবার মূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ন্যায় শক্তিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহই কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছেন।"

এই বিরহ কি? গৌড়ীয়ের প্রাণ শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"সম্ভোগ ও বিরহ খণ্ডকালস্রোতে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখের কারণ হয়। অখণ্ডকালে সম্ভোগ ও বিরহ যুগপৎ অবস্থিত। অখণ্ডকালে সুখাবস্থান ধর্ম্ম অথবা সুখের হ্রাস না থাকায় তাহার বিপরীত দুঃখ-তারতম্য ধর্ম্ম নাই। যে বিপ্রলম্ভের অনুভূতির কথা অখণ্ডকালের ভূমিকায় দৃষ্ট হয়, উহা সম্ভোগের উৎকর্ষ জ্ঞাপক। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ভাবদ্বয় ভেদজগতের ভিত্তিমূলে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আপাত দর্শনে অভিন্ন সমুদ্রদের সেবক। ক্রমিক বা উৎকর্ষের অপকর্ষের তারতম্য আনন্দদায়ক বলিয়া তথায় ব্যাপারাত হইবার অবসর নাই।"

এ বিরহের বাস্তব পরিচয় বা স্বরূপ কি, বিরহের পাত্র এবং বিরহীর সহিত বিরহের কি সম্বন্ধ এবং সম্ভোগ ও বিরহের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ কেহ প্রাকৃত বুদ্ধিতে সাময়িক মনশ্চাঞ্চল্য বা শোককেও বিরহ মনে করিতেছে, আবার কেহ কেহ বড় ভক্ত সাজিয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ভাবুকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আচার্য্যবিরোধী দলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের সেবার দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারপ্রমত্ত জনে জনে আচার্য্য বা গুরু হইবার বাসনা যাহা তাঁহার (শ্রীল প্রভুপাদের) প্রকটকালের বহু পূর্ব্ব হইতেই আচার্য্যবিরোধী দল অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল তাহা আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পাছে 'গৌড়ীয়'কে স্বীকার করিলে সেবার তুলনায় আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা চলিবে না, জনে জনে 'জগদ্গুরু' বা 'গুরু' হওয়া যাইবে না, এই আশঙ্কায় ইহারা গৌড়ীয়বিরোধী হইয়া ভক্তিবিনোদধারা রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে লিপ্সাযুক্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় সেই আচার্য্যবিরোধীদলের কুমতবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া মুক্তিদাতাবিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের মহিমা কোটি-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদের অসম্যগ্বাদকে নিরাস করিয়া গৌড়ীয় সবিশেষ সাত্বতের বাণী লইয়া আকুমারিকা হিমালয় ও তাহার বাহিরে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন। এবার বৎসরে গৌড়ীয় বাহিরেক সেবাভক্তের উপদেশপ্রদানমুখে অপর সেবারাজ্যে ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর লীলাবর্ণনায় রূপ রঘুনাথ বাণীকীর্ত্তন রতী হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের পরিচয়প্রদান-মুখে গাহিয়াছেন—"গৌড়ীয়—সৎ ও নিম্বৎ-সরস্বতের পরম ধর্ম্মের বক্তা। সেই পরম-ধর্ম্মের প্রাপ্য ভূমিকা চতুর্ব্বর্গ নহে, পরন্তু প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম। হরিপ্রেমা পঞ্চমপুরুষার্থ নহে, তাহা আত্মবিৎ নিত্য হরিজনগণেরই একমাত্র প্রাপ্য। এই পরম প্রাপ্যের উদ্দেশে গৌড়ীয় অনুষ্ঠান ভগবৎ-সেবা এবং স্ব-স্বরূপের উদ্বোধনী ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি নিত্য সেবক স্বরূপের নিত্যোদ্বোধনী।"

গৌড়ীয় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিয়া নিত্যকাল আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন

শব্দ ও প্রাণবাক্য করিয়া গৌড়ীয় গাহিতেছেন—"বেদান্তের প্রাথমিক মন্ত্রানুসারে যে 'জিজ্ঞাসার' উদয় হয় সেই জিজ্ঞাসার প্রতিপাদ্য বস্তুই বৈকুণ্ঠ শব্দ। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দের ঘন ঘন আবৃত্তিই জগতের পুনরাবৃত্তি রাহিত্যের একমাত্র কারণ।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই বাণী অনুসারে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বলে বলীয়ান না হইলে গৌড়ীয়ের সেবাপ্রবৃত্তি কখনও লোককল্যাণে প্রকাশিত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা গৌরবসাক্ষী গৌড়ীয় পুনরায় লোককে বিমুগ্ধ করায় অভিষিক্ত করুন। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীরূপ গৌড়ীয়ের কীর্ত্তনে সম্প্রকাশিত হইলেই গৌড়ীয়ের সার্থকতা। গৌড়ীয়ের পূর্ণ কৈশোর বয়সে প্রবেশকালে শুভ মঙ্গল আরতি কীর্ত্তনের জন্য আমরা শ্রীগুরুবর্গের বাণী শ্রীমতী বাণীদেবী ও তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদ্ভক্তজনগণের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড—।০, ২য় খণ্ড—।০, ৩য় খণ্ড—।০ ৪র্থ খণ্ড—।০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

ভক্তের ভগবান্

(শ্রীমদ্ ... পত্রালয়ে প্রকাশিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তের বঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট অর্পিত শ্রীশ্রীবাসুদেবের ...)

অপূর্ব্ব করুণা তব হে করুণাময়!
পতিতপাবন নামে হইয়ে উজ্জ্বল।
ভকতের যেমন ক্ষমায় সকল
ভক্তিহীন তব পাশে আছে বসিয়া॥

তোমার অতুল গুণ সাধ্য কাহার,
ভকতের সেবা দেখে দিয়াছে সীমা।
কেমন সেবায় দিয়ে হে পুনঃ হরে।
এক-অক্ষরে তুমি রহেন বাহিরিয়া।
অক্ষর দেখিয়া তুমি বর্ণ নব বেশ
পিতার বলায় সেবা রাখে লুকাইয়া॥

ইন্দ্রিয় অনাথ তুমি তিন গুণাতীত,
অপ্রাকৃত ভকতের সেবায় লাগিয়া।
ইন্দ্রিয়-বিলাস করে কার কালক্ষেপ,
ভক্তজন সব আসে বড় প্রতীক্ষায়॥

ভকত সদন, কত অভক্ত কত
নিম্নেতে রহিছে দাস বিবরণ নয়ন,
সবার সম্মুখে প্রভু প্রকাশ করায়,
ভকতের সেবা নব আপন বাঁধিয়া।
এ সমস্ত দেখি মনে হয় পায়,
আনন্দে এক নাচে শ্রীকৃষ্ণ রায়॥

অক্রোধে আমি নাম বারবার,
অপূর্ব্ব অথৈ প্রাণ করণ করে,
অপ্রাকৃত এক সম্পাদ দিয়া,
শ্রীপাদপদ্ম দেন যদি দয়া প্রকাশিয়া॥

বিনোদ-সিদ্ধান্ত বাণী জানাও তাহে
জীবের প্রতি প্রাণ ...
বাণীর অন্তর্জ্জ্যোতিঃ তাহার কৃতিতে
অতুলিত একটি দান তব নিত্য সেবা॥

এ প্রাণমাঝে প্রাণ হতেও অধিক
অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হন তাঁর নিত্য
নমস্কার আরতি ভকত প্রাণে
অহৈতুকী সেবায় মন লাগিয়া॥
দীনের প্রতি কর কৃপায় তাহে
অনাথের প্রভুরূপে দিলেন না যাহা॥

বাণী কোমল প্রাণপূর্ণ ভকত জনে
নামহীন দুঃখ যে না আসে কখন
অপূর্ব্ব এ নব লীলা সেবার লাগে,
এক্ষণে সাথে শিক্ষা দিয়া কাঁদিয়া,
বাহিরেতে নাই যেথা উনারে চলে
ভক্তকৃপা আশে দেন রাখি গৌড়ীয়।

শুদ্ধ ভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible]

শ্রীল [illegible]

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রী [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান; রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তিসোম মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]গাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] ([illegible]দেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

বাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র; রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রী[illegible]কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরাজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীবৃন্দাবন [illegible]

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং মদনপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনিতাইগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভাক্তবত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাকু (হাবড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়

৩৩নং ফেয়ারহোম রোড, ওয়েষ্টকেনসিংটন লণ্ডন, ডব্লিউ ১৪

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ফাইন, টাইপ	১০॥/০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible]রচোরা সাদা	৯।০
[illegible]নপুর সাদা	৮।০—৯৶০
[illegible]নপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৭॥০
গিনি / রুবেল	২২৲
চাঁদির বার	৫১।০

পাটের দর

আবগ্রে—	৪০৸০
[illegible]ম—	৪০৸০
[illegible]—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০ -৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲ -৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০ -৫৸০
সুজী	৬৲ -৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০— ৫।/০
আটা (এম)	৫৲ —৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলাউ	১॥৶০— ১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥/০

ঘৃতের দর

অজবা	৫৭৲
শ্যামলীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
[illegible]	৪৫৲

পাতিরাম	৪৮।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।	
২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৬৸০
২৬ গেজ—	১৫।০
গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ	
পীস	।৶১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, গোলটু গরাদে	৮।০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের	
জন্য	৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

নটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোণার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪৩৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৫৩৲
চাষার্গ আধা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
ছাঁট খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—— ::•:: ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—— ::•:: ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবনব্যয় প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—২৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্তিত প্রভাব অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলোড়া, ২৪ পরগণা।

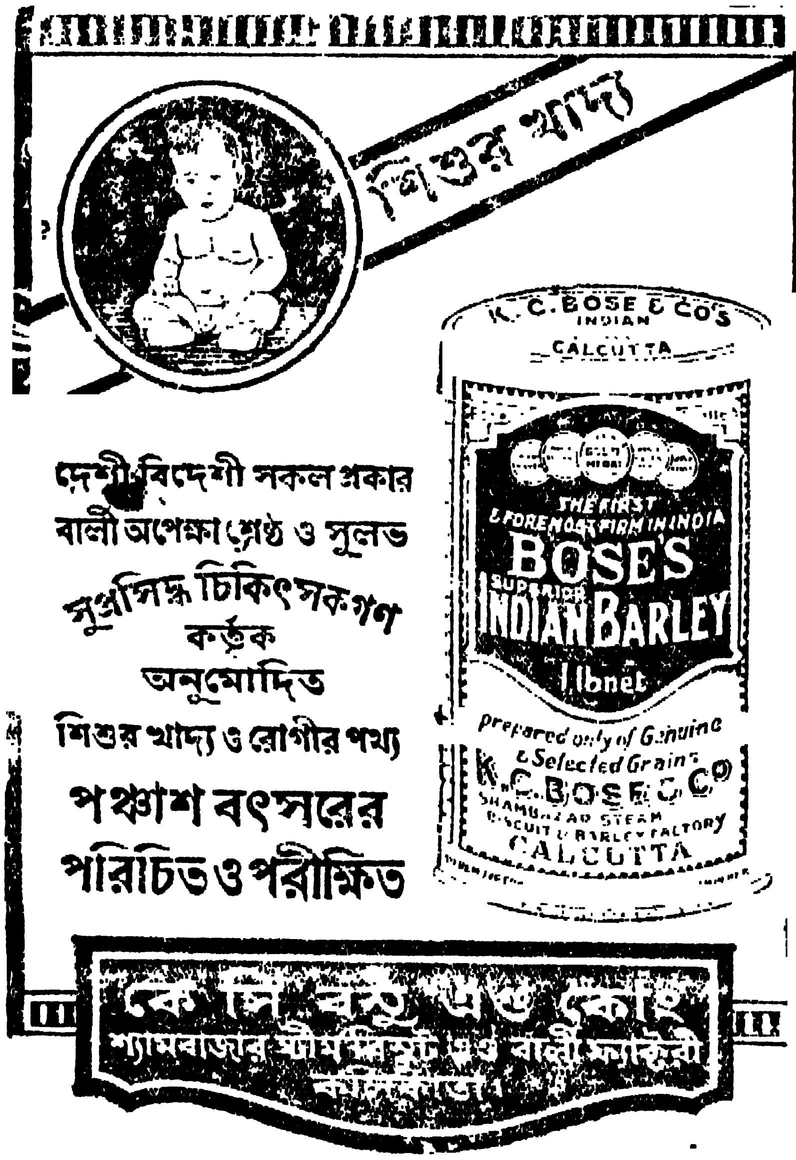

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(:*:):

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" " সিকি কলম	১২৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ,,	২৸০
মাসিক ,,	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৩ ; নমুনার সংখ্যা ৵ টিকিট পাঠাউন।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য আচার্য্যগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাকার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকা ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পা মার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ১৪১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হ থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়ি একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৩৭]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

বাজেট সমালোচনা

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয়ব্যবস্থা-পারষদে বাঙ্গলা-সরকারের বাজেট সম্বন্ধে আলোচনাকালে অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বাজেটী বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে।

অনেকেই বলিয়াছেন, শ্রীযুত সরকারের লিখিত বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাহাতে অনর্থক সাহিত্য ফলাইয়াছেন; উহাতে সারবস্তু কিছুই নাই, শুধু আছে জনসাধারণের কল্যাণের অছিলায় বড় বড় ফাঁকা বুলি।

শ্রীযুত সরকার বাজেটে যে ৩৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন, তাহাকে অনেক সদস্য "জনসাধারণকে উপবাসী রাখিয়া টাকা বাঁচান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর একজন সদস্য বলেন যে, শ্রীযুত সরকারের বাজেট ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব স্যার জন উড্‌হেডের বাজেটের নকল মাত্র; কারণ শাসনতন্ত্রের ব্যয়বাহুল্য পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান রহিয়াছে, পুলিশের ব্যয় অণুমাত্রও কমে নাই; কৃষকের উপর যে করভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎই থাকিবে, করভারহ্রাসের কোন আশা নাই।

বহু মুসলমান সদস্য বলিয়াছেন যে, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য টাকার সংস্থান অবশ্যই করিতে হইবে। টাকা নাই, এই অজুহাতে আর দেশবাসীকে ভুলান যাইবে না।

শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বলেন যে, শ্রীযুত সরকারের বাজেট পড়িলে ইহাই মনে হইবে যে, দেশবাসী এখনও পুলিশ রাজত্বেই বাস করিতেছে—পুলিশের উদ্ধত ভঙ্গি এখনও উদ্যত—তবে পার্থক্য এই যে, এখনকার বজ্রমুষ্টি "ভেলভেটে মোড়া।" শ্রীযুত সরকার তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন কি না, তাহা দেশবাসীকে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

চীন-জাপান-সংবাদ

জাপান যে সব জরুরী ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাতে ব্যাপক চীন-জাপান সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। চীনের ব্যাপার সম্পর্কে জাপান ১০ কোটী ইয়েন ব্যয়-বরাদ্দ করিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও ৩০ কোটী ইয়েন ব্যয়-বরাদ্দ করিবে। উত্তর-চীনে ক্রমাগত জাপানী সৈন্যবাহিনী আসিতেছে এবং জাপানে ১ লক্ষ ৬০ হাজার রিজার্ভ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সমস্ত জাপানী দৌত্য-বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। চীনের বিভিন্ন স্থান হইতে জাপ-প্রজারা চলিয়া যাইতেছে এবং জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ চীনে জাপানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারবার গুটাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছে। সাংহাই ও সিংতাওতে জাপানী কাপড়ের কারখানাগুলিকে আপনা সৈন্যাবাসে পরিণত করা হইয়াছে। যে সকল জাপ-অধিবাসী চলিয়া যায় নাই তাহারা মিলিয়া একটি "স্পেশাল সার্ভিস কোর" গঠন করিতেছে।

তিয়েনসিনে জাপানের ধ্বংসলীলা

গত ২রা আগষ্ট কলিকাতার চীনা কন্সাল জেনারেল তারযোগে এই শেষ খবর পাইয়াছেন:—

ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়ান ও রাশিয়ান "কনসেশন" দখল করিয়া লওয়ায় এখন জাপান সমগ্র তিয়েনৎসিন অধিকার করিয়াছে। গত দুই দিন ব্যাপক বোমাবর্ষণের ফলে মানুষের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি অজস্রভাবে নষ্ট হইয়াছে। সহরের চীনা অংশ একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সমস্ত রাস্তা অসামরিক অধিবাসীদের মৃতদেহে আকীর্ণ হইয়াছে। অগ্নিপ্রদানের ফলে অনেক সরকারী ভবন এখনও ধূমায়মান। ঐ দিবস জাপানীরা তেল ঢালিয়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে নাকাই বিশ্ববিদ্যালয় ভবন অন্যতম। এই অট্টালিকার উপর প্রথমে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহার কাঠামো ইটের বলিয়া ধ্বংস হয় নাই; তখন তেল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতেও ঐভাবে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়।

২৯নং বাহিনীর সরকারী নায়ক তুং লিকু ও ১৩২নং ডিভিসনের নায়ক চাও তেং ইউ তুয়ানহোতে যুদ্ধ পরিচালনা কালে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃতদেহ গতকল্য পিপিং এ আনা হইয়াছে। সমগ্র দেশ তাঁহাদের জন্য শোকমগ্ন।

আসাম গবর্ণমেণ্টের বাজেট

আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে স্যার মহম্মদ সাদুল্লাহ ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট পেশ করেন। আনুমানিক আয় ২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় ২ কোটী ৮২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই টাকার অধিকাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। শিক্ষা বিভাগ কয়েকটি নূতন পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের বাজেট

গত মঙ্গলবার সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব স্যার গোলামহোসেন হেদায়েতুল্লা সিন্ধু-গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৬-৩৭ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। রেভিনিউ একাউণ্টে এই বৎসর আয় ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ব্যয় ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা; সুতরাং বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত ৪৯ হাজার টাকা হইবে।

গণ-পরিষদের দাবী

গত ৩রা আগষ্ট এই প্রকার জানা গিয়াছে, উড়িষ্যা মন্ত্রিসভা-পরিষদের আগামী অধিবেশন ভারত-শাসন-আইন বাতিলের জন্য সুপারিশ করিয়া একটা প্রস্তাব আনা হইবে এবং ভারত-রাষ্ট্রীয় মহাসভার ফৈজপুর-অধিবেশনের প্রস্তাবানুযায়ী প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার ও যৌথনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে গণ-পরিষদের দাবী করা হইবে।

[illegible]

[illegible] জেলার পক্ষ হইতে মিঃ নবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যা পরিষদের আগামী অধিবেশনের জন্য দুইটী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। একটি প্রস্তাবে গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতবাসীদিগকে তাহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত-শাসন প্রত্যাহারের দাবী করা হয় এবং অপর একটী প্রস্তাবে উড়িষ্যার যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্বারা জাতীয়তার ধ্বংস করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
দীপ-দিগ্-দর্শন
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থখণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব চৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪ বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যা আনয়্যালয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সঙ্কলিত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শ বর্ষ } ১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৩৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে গত ৩রা আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যা-হরণ নাটমন্দিরে একটী সভা আহূত হইয়াছিল; উক্ত অধিবেশনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা বলীর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বাবস্থান হইতেই যে মনুষ্যদেহধারী ব্যক্তিমাত্রই ভগবৎসেবা-সুযোগ লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের জীবন ধন্যাতিধন্য হইতে পারে, ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১লা আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে শ্রীমঠে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে আনুগত্যই বৈষ্ণবতা, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের ফলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি, স্বয়ংরূপা শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ংরূপের সাক্ষাৎ সেবা করিয়াও আনুগত্যের শিক্ষাদাত্রী, আলবন্দার ঋষির "স্বভক্তাকৃত্যপারার্থিক-কৃত্য" শ্লোক, গীতার 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোক, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর 'সদা দম্ভং হিত্বা' প্রভৃতি শ্লোকও আলোচনা করেন। অতঃপর "গৌড়ীয়" ১৬শ বর্ষের ২য় সংখ্যা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলে শ্রী

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২২ বামন, ৩১শে আষাঢ় (১৩৪৪)

১৫ই জুলাই (১৯৩৭)

বিপুল-সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়

(সহকারী সভাপতি, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্, এ)

(সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীসতীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক।

প্রভুপাদ কি প্রকার শাসন করিবেন অথচ অনুতপ্ত হইয়া ভাল হইবার জন্য পরিচ্ছি-বিশিষ্ট হইলে ভাল হইবার কি প্রকার সুযোগ দিবেন ইহাও আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

দেবের অতিমর্ত্ত্যত্বের খর্ব্ব করার প্রচেষ্টা ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দোষানুসন্ধানমূলে যে হরিসংকীর্ত্তনের ছলনা বর্ত্তমান সময়ে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হরিসংকীর্ত্তন-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে সম্মত আছেন বা হইবেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে বিশ্ববহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আত্মাকে তাপিত করে না বরং আত্মার সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্মরূপ মলিনাবরণ মুক্ত হওয়ায় শুদ্ধদেহের অন্যাভিলাষিতা, জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ আবিলতাকে বিধৌত করিয়া মনের, স্বরূপের উদ্বোধনে শুদ্ধ অতাকারের (কৃষ্ণদাসোঽহমিতি) সর্ব্বোৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু সেই প্রকার কীর্ত্তন আমাদের হয় কই? আমরা কীর্ত্তনের ভাণ দেখাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা মাগিয়া বসি, ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব! শ্রীল প্রভুপাদের সতর্ক বাণী আমাদের অনুক্ষণ স্মরণীয় হউক—

"প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী নির্জ্জনতা জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।"

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"এখান থেকে সেখানকার জিনিষ মেপে নেওয়া যেতে পারে না। অথচ তার ভারটা যদি নিই, আর সেই ভার নিয়ে গোঁজামিল দিই, তা'হলে বিপ্রলিপ্সা হ'ল। বৈকুণ্ঠ-রাজ্য হ'তে যিনি না আসিয়াছেন তিনি যদি কথা বলেন তাহা হইলে তা'তে ভ্রম প্রবেশ ক'রবেই ক'রবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ শ্রীধর অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫:

ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁ'র রূপ॥
জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥

বস্তুতত্ত্ব-বিচারে ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, কিন্তু বস্তুসাক্ষাৎকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যমণ্ডল ও সবিগ্রহ সূর্য্য। পৃথিবীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে কিরণময়, তদুপরি অবস্থিত ব্যক্তি সূর্য্যকে মণ্ডলবিশিষ্ট ও সূর্য্যলোকে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট দেখিতে পান, বাস্তবিক সূর্য্যের কিরণমণ্ডল, বিগ্রহ একই বস্তু, প্রতীতি ভিন্ন। বাক্যাবাক্যের অবিশেষ ও নির্বিশেষে বর্ত্তমান। বিশেষ যেখানে সামঞ্জস্য লাভ করে সেই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানই অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব। ভক্তিযোগে ভক্তগণ ভগবানের পূর্ণানুভূতি লাভ করেন নির্বিশেষ-ব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত চিদংশেরই অন্যতম আবির্ভাব, সুতরাং অসম্যক্। জ্ঞানিগণের অসম্যক্ জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু ব্রহ্ম। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু অস্ফুটবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব।" অর্থাৎ সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড ও অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞান ভগবানের সম্বিৎ-শক্তির প্রকারভেদ হইলেও ভগবজ্জ্ঞানই সম্বিতের সার। "সম্বিতের সার ভগবজ্জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদি সব তাঁ'র পরিবার।" অর্থাৎ সম্বিতের বিভিন্ন প্রকাশমালায় ভগবজ্জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান তদাতিরিক্ত নহেন। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব ভগবান্ পূর্ণাপূর্ণবিচারে পরমাত্মজ্ঞান অপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সান্দ্রানন্দবিচারে অস্ফুট বা তরল।

ব্রহ্মনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাতোদক সম॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ-লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

চারিতামৃতের এই বাক্যগুলি আলোচনা করিলে ভগবজ্জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদীয় চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি॥

ব্রহ্মোপাসক মায়াবাদী ভগবানের চিচ্ছক্তি-প্রকটিত সবিশেষ অবহেলা করিয়া নির্বিশেষ হন। তাঁহাদের বিচার সুষ্ঠু নহে — মণ্ডলস্থ সূর্য্যকে অস্বীকার করিয়া তদ্গত রশ্মিকে মণ্ডলস্থ বলিয়া ধারণা করিলে অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়। শাস্ত্র ব্রহ্মকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতায়,—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

— তাৎপর্য্য এই যে, মায়াপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ড নিচয় গোবিন্দের একপাদ বিভূতি,—তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই গোবিন্দের ত্রিপাদবিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকার-স্বরূপ জ্যোতির্বিশেষ। মায়াবাদিগণ সেই জ্যোতিরন্ধকারের অন্ধকার-সদৃশ মায়ার সহিত সাম্যজ্ঞান করিয়া অজ্ঞানের পরিচয় দেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর দৈত্যবুদ্ধি প্রবল বলিয়া অদ্বয়জ্ঞানের আবির্ভাবত্রয়ে ভেদবুদ্ধি করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রীল মধ্বমুনি অদ্বয়কে 'অসমোর্দ্ধ' বলিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার সমান বা অধিক কিছু নাই — সেইরূপ অদ্বয়জ্ঞানের অসম্যক্ আবির্ভাব হইলেও দ্বৈত প্রপঞ্চের অধীন নহেন; তাদৃশ ব্রহ্মকে মায়ারচিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম জ্ঞান মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বেদ "ব্রহ্মে বৃহত্ত্বের ও বৃংহণত্বের অধিষ্ঠান আছে" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সহিত তদিতর বস্তুর পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ ও তদিতর বস্তু অণু; ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্মেতর বস্তু মায়ার সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অধীন; ব্রহ্মবস্তু মায়াতীত। মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ॥

অর্থ বিনা অর্থপ্রতীতি বুঝাইতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর অবতারণা —"যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ। প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকম্।" অর্থাৎ মায়াবাদী বলেন, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই—জ্ঞানই তাহার স্বরূপ; তাদৃশ জ্ঞানময় বস্তু মায়াধীশ হইয়াও যখন অবিদ্যাগ্রস্ত হন, তখন জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এরূপ বিচার অর্থাৎ মায়াধীশতত্ত্বকে মায়াবশযোগ্য মনে করা নিজ শিরশ্ছেদের কল্পনার সহিত উদাহৃত হইতে পারে। যেরূপ আমাদের অভিজ্ঞতায় অপর ব্যক্তি আমার ন্যায় শিরোবিশিষ্ট তাহার শিরশ্ছেদ হইতে পারে আমার শিরশ্ছেদের অসম্ভাবনা নাই। আমার শিরশ্ছেদ আমার অনুভূতির বিষয় না হইলেও স্বপ্নে তাহার ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বপ্নে বাস্তবিক কাহারও শিরশ্ছেদ হয় নাই, হইলে তাহার প্রতীতিরও সঙ্গে সঙ্গে অভাব ঘটে। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা করাই অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতি। বাস্তববস্তুর জ্ঞানে উদাসীন হইয়া বস্তুকে অবস্তুজ্ঞান এবং অবস্তুর সহিত বাস্তববস্তুর সাম্যজ্ঞান অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতির উদাহরণ। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবত টীকায় এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিচার অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তি প্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি" অর্থাৎ শক্তিবর্গই ব্রহ্মের লক্ষণ, কিন্তু জ্ঞানাতীত তাহাতে শক্তিসমূহের ধর্ম্ম অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই অনুভব করেন। ঐ জ্ঞানই ব্রহ্মনামে কথিত। যোগীরা কেবল-জ্ঞানের সহিত যে নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন তাহাই পরমাত্মা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

(ভাঃ ২।২।৮)

কোন কোন যোগিপুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। মায়াশক্তিপরিণত জগতে ব্যাপকরূপে অন্তর্যামিসূত্রে পরমাত্মার অধিষ্ঠান, তাহা ভগবানের একদেশ ঐশ্বর্য্য মাত্র। ভগবান্ কেবল মায়াশক্তির অধীন নহেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অধীশ্বর; সুতরাং পরমাত্মা ভগবানের আংশিক আবির্ভাব মাত্র।

পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। ভক্তগণের পূর্ণানুভূতিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মানুভূতির অভাব নাই, যেহেতু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। যথা ভাগবত-সন্দর্ভে "ব্যক্তিতে ভগবত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যক্তিতে স্বয়ং" অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব ব্যক্তিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে; অতএব 'ভক্ত' বলিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতিক্রমে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করত প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিলে জীব 'ভক্ত' সংজ্ঞা লাভ করেন। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেবন-ধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় যোগী এবং সেবারহিত হইলে নির্বিশেষ জ্ঞানপর 'ব্রাহ্মণ', পরে অবনত হইয়া তাঁহার সগুণ ব্রাহ্মণতা নির্বিশেষ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহার যোগী বা ভক্ত হইবার সুযোগ কোন দিনই হয় না। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ সচ্চিদানন্দ ভগবানের পরম ভাব জানিতে পারেন না। কেবল জ্ঞানবাদীর নিন্দা বেদেও শ্রবণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত-বচন হইতে জানা যায়, পূর্ব্বে মুনিগণ এরূপ আংশিক ও অসম্যক্ জ্ঞানে আবদ্ধ না থাকিয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুগমনে রুচিবিশিষ্ট না হইলে চরম কল্যাণ লাভ হয় না।

'ভগবান্' বলিলে কি বুঝায়? ভগবান্ কে? ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তদিতর কি না; এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা নিম্নলিখিত তত্ত্বসন্দর্ভোদ্ধৃত বাক্যটী আলোচনা করিতে বাধ্য হই-

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি
চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব
মায়াং পুমাংশ্চ।

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স কৃষ্ণ বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ অংশে মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার নারায়ণ নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ এজগতে তাঁহার পাদপদ্মসেবী ভক্তগণকে নিজ প্রেম অর্পণ করুন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মস্বরূপে যিনি সকল চিন্তার অতীত হইয়াও সচ্চিদানন্দরূপে জীবের ভক্তিবৃত্তির গম্য তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। শ্রীকৃষ্ণ=শ্রী+কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন বুঝায়। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহু লোকে একত্র মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন তাহারই নাম সংকীর্ত্তন। শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয়া সাধুসঙ্গে হরিসুখের জন্য যে কীর্ত্তন তাহাই হরিসংকীর্ত্তন। লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানে কীর্ত্তনের অভিনয় তাহা হরিকীর্ত্তন নহে—মায়ার কীর্ত্তন। এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের সাধন, ইহাই জীবের সাধ্য। কীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গযাজন সুফলপ্রদ হয় না। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা। তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব"।

সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রশ্রুত্যুক্ত সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টি প্রকার ভক্তির অঙ্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত বা করতলগত হয়। এই সংকীর্ত্তনে মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়গত অভিপ্রায়। আমরা যদি শুদ্ধ হরিসংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের সেবায় বিমুখ থাকি তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কোনকালেই হইবে না। সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন। অন্যান্য সাধন যদি সংকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় না হয়, তবেই সেগুলি সাধন বলিয়া স্বীকৃত নহে, সাধনের ব্যাঘাতকারক বলিয়া পরিত্যাজ্য।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান কেন? শিব-বিরিঞ্চ্যাদি-প্রণম্য শ্রীহরিই একমাত্র পরতমতত্ত্ব। চিল্লীলা মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই শ্রীহরি। শ্রীহরি বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব অণুত্বপ্রযুক্ত দুর্ব্বল; সুতরাং বিবিধ-বিকারযোগ্য। জীব অনন্ত। ঈশবৈমুখ্য হেতুই জীবের মায়াবন্ধন এবং তৎসাম্মুখ্যলাভেই জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মাবরণরূপ দ্বিবিধ উপাধি হইতে মুক্তি বা স্বরূপের সাক্ষাৎকার। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনপ্রভাবে নিষ্কপট কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের অণুচৈতন্যস্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় দেহাদি প্রকাশ পায়। পরেশ পাদপদ্ম-বিস্মৃতির ফলে সেই শুদ্ধ অণুচৈতন্য বহিরঙ্গা মায়া বা অবিদ্যামলদ্বারা দূষিত হইয়াছে। আবর্জ্জনাযুক্ত হইলে দর্পণ যেমন সাময়িকভাবে দর্শনক্রিয়ায় অনুপযোগী হয়, আমাদের চিত্তদর্পণও সেইরূপ অবিদ্যামলাচ্ছাদিত হওয়ায় আত্মদর্শনের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগই সেই ত্রিবিধ অবিদ্যামল। হ্লাদিনী-সারভূতা ভক্তি যখন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হয়েন আমাদের শ্রীনামশ্রবণ ও কীর্ত্তনে লালসা জন্মান তখনই আমাদের সমস্ত অবিদ্যামল চিত্তদর্পণ হইতে অপসৃত হইতে থাকে। তখনই আমরা স্বরূপের সন্ধান পাই; আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম যে ভগবদ্দাস্য তাহা তখনই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। তখনই গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় আমাদের বহির্ম্মুখতা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ—ভগবৎ-সেবোন্মুখ হয়। 'ভব' অর্থে সংসার। ইহা কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে সংশোধিত করিবার কারাগারসদৃশ। এই প্রপঞ্চ অনিত্য। এই দুঃখময় প্রপঞ্চে চিরকাল অবস্থান বাঞ্ছনীয় নহে। এই অবরজগতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ উপলখণ্ড সংগ্রহের অসতী চেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে আমাদের স্বরূপোপলব্ধি বা শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের জন্মমরণ-মালারূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার জন্য অকপট চেষ্টা আবশ্যক। দাবাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবার বাসনা নির্ব্বোধ পতঙ্গকুলেরই অভিপ্রেত হইতে পারে; কিন্তু শ্রেয়োহন্বেষী ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তির তাদৃশী ইতর বাসনা থাকা মঙ্গলপ্রদ ও সমীচীন নহে। কি উপায় অবলম্বনে আমাদের ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে? আমরা মহাজনগণের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতে পাই, বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"; কিন্তু সেই কীর্ত্তনের সম্যক্ অধিকারী কে? স্বরূপবিভ্রান্ত, কৃষ্ণবিমুখ, নিজসুখপর, মর্য্যাদাপ্ত, মাদৃশ কোন দাম্ভিক, না, তৃণাদপি সুনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু, অমানি-মানদ মুক্তকুল?

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকুলেরই একমাত্র কীর্ত্তনীয়; তবে আমার মত পতিত দুরাচারের শোধনের উপায় কি? উপায়—কপটতাশূন্য হইয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে শরণ লওয়া। বৈষ্ণবগণ অতীব বদান্য, তাঁহারা অযোগ্যকে যে-কোন অবস্থায় যোগ্যতা-দানে সমর্থ। বৈষ্ণবগণ আমাকে অত্যন্ত কপট, শ্রীহরিসেবাবিমুখ, নিজসুখপর জানিয়াও নিজগুণে 'আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উপদেশচ্ছলে 'আমাকে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ পরমমঙ্গলময় মার্গ বরণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমি তাঁহাদের মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণ করিতেছি কৈ? সে পিপাসা আমার জাগিতেছে কৈ? সেইজন্যই মনে হয় আমার ন্যায় আত্মবঞ্চিত আর কে?

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী বিষয় আমাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। এই দুইটী বিষয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই দুইটীর মধ্যে শ্রেয়ঃই মুক্তির কারণ। 'মুক্তি' বলিতে মায়ার সেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবানন্দ প্রাপ্তি। অপরটি অর্থাৎ প্রেয়ঃ বন্ধনের কারণ, ইহাই মহাজনগণের অভিমত। "শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্ শ্রেয় কৈরবঃ কুমুদং তৎপ্রকাশিকা ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি"। অর্থাৎ চন্দ্রিকা যেরূপ কুমুদকে প্রকাশিত করে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে পরম শ্রেয়ঃ ভাবভক্তির উদয় করান। শুদ্ধভক্তিলব্ধ ব্যক্তির কখন স্বরূপোপলব্ধি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের বিদ্যাবধূজীবনত্ব সম্পাদিত হয়। ভগবচ্ছক্তি বস্তুতঃ কেবলা, কিন্তু তাঁহার বৃত্তি দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তিতে যোগমায়া ও অবিদ্যাবৃত্তিতে জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপগুণাবরণকারিণী জড়মায়া-রূপে উভয়ে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রভাবে যখন আমাদের শুদ্ধভক্তি লাভ হয় তখন অবিদ্যা দূর হইয়া পরা বিদ্যার উদয় হয়। সেই পরবিদ্যার উদয়ে আমাদের স্থূললিঙ্গময় ঔপাধিক দেহদ্বয়ের সম্যক্ বিনাশ সাধিত হয়। সেই সময় অধিকার-ভেদে ও শুদ্ধ চিদ্দেহগত মধুর রসাস্বাদনের যোগ্য গোপিকা দেহের প্রকাশ হয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবন, ইহাই প্রমাণিত হয়।

এই জড়জগতে প্রাকৃতেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদনে যে আনন্দাভাস আমরা অনুভব করি তাহা হেয় ও অনুপাদেয়। কারণ, তাহা আভাস অর্থাৎ আনন্দের বিরূপ হওয়ায় নিত্যানন্দের পূর্ব্বাভাস। স্বরূপোপলব্ধির পর নিত্যশুদ্ধ চিদ্দেহে যে আনন্দের উপলব্ধি হয় তাহাই অবিমিশ্র আনন্দ; স্বরূপানন্দরাগানুযায়ী তাহা নিত্য নব ও অপরিতুল্য নিরবচ্ছিন্নশীল। অধিকন্তু শ্রীনাম উচ্চারণে জিহ্বায় অমৃত ক্ষরিত হয়; তখন অযুত জিহ্বায় আস্বাদন করিতে উৎকণ্ঠা জাগে, "নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী" এই শ্লোকের যাথার্থ্য উপলব্ধি বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা লাভ হয়। আমাদের সত্তায় সেই আনন্দসাগরে স্নাত হইয়া স্নিগ্ধতা লাভ করে।

এই জগতে একজনের গুণানুবাদে মৎসরতা-কবলিত অপর ব্যক্তি এত ক্ষুব্ধ হয় যে, গুণানুবাদকারীদের ও গুণি-ব্যক্তির ধ্বংস সাধনে অক্ষম হইলে নিজের ধ্বংস সাধনের জন্য নরহত্যার হইতে পশ্বাচার অবলম্বনেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেস্থানের যে-কোন ভক্তের একের গুণকীর্ত্তনে সকলের প্রীতিবিধান হয়। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রধানতঃ প্রভু, প্রভুপ্রেষ্ঠ ও তৎসেবক এই তিনটী তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে প্রভুর, প্রভুপ্রেষ্ঠের ও প্রভুসেবকের অর্থাৎ শ্রীহরির, শ্রীগুরুদেবের ও পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দের প্রীতিবিধানে যুগপৎ সমুক্তভক্তের প্রীতি বিহিত হয়। বৈষ্ণবের প্রীত্যুৎপাদন না করিয়া শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা যায় না, আবার শ্রীগুরুদেবের সম্যক্ আনুগত্যময়ী সেবা সম্পাদন ভিন্ন শ্রীহরির সন্তোষবিধানে সমর্থ হওয়া খপুষ্পবৎ অসম্ভব।

তাহাই শ্রীহরিসংকীর্ত্তন—যাহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ বৃদ্ধি হয়। গুরু ও বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন ভিন্ন শ্রীহরিকীর্ত্তন কিংবা বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের গুণানুবাদ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীগুরু-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য ... বিগ্রহ
... শ্রীগৌর ... অধ্যক্ষ
... গ্রন্থ
... আছে।
... শ্রীল

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

... উল্টাডিঙ্গী ... রোড, বাগবাজার, ... কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ... শ্রীমঠে পাঠ, ... কীর্ত্তন, ... আলোচনা ... গৌড়ীয় ... পাক্ষিক ইংরেজী ... প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক ... ভক্তিপ্রদীপ ...।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজেশগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

রক্ষক — ... ব্রহ্মচারী

(১২) ... গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ..., (বর্দ্ধমান)

শ্রীগোদাবরীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) কুলিয়া-দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী...নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাজাপুর—(শ্রীসুরেশ্বরের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীহরিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগরীডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চৌবাগ, ... সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ ডোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅদ্বিতীয় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, গ্লাউনরোড

আর্লস্‌কোর্ট লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

বিহারীন, টাইপ	১০॥৵০
আতিপুর ১০০০ নং	১০৵০
মায়হোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥৵০—৮৲

সোনা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
লণ্ডরেণ	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (২	৫৵০—৫।৵০
আটা (এল)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অওধা	৫৭৲
ছাপলীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
গাভী	৪৫৲
পাতিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৵০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৵০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸৩—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টিন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪ ৩০ গেজ

পীস ।৵১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ৯৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ষ্টিল পাটী, বোল্টু, গরাদে ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোস ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

চটকলের ছালমণ ৫৵০, পাটের ছালমণ ৬॥০

তুলার ছালমণ ৪৸০

জুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
ছাবার্গ ভাখা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাবনা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খরিদমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৩৬-২ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

হাই ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৫,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাফল্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ১৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(:*:):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———(:::::)———

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়পালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্যবর্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

NADIA PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বধামপ্রাপ্তির পর
আচার্যত্রিক
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য
শ্রীশ্রীমদ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ৯ই আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৩৮]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম

[১৯৩৭]

৯টী প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ২০৲ হিসাবে—

(১) রামকৃষ্ণ ঘোষ, সালকিয়া এ. এস স্কুল, হাওড়া।

(২) সুকুমার দত্ত, তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুল, মেদিনীপুর।

(৩) হরিপ্রসাদ দেব, বগুড়া করোনেশন ইনষ্টিটিউশন।

(৪) হরিকিঙ্কর নন্দী, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন (মেন)।

(৫) অজিতকুমার সিংহ, জঙ্গীপুর হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ।

(৬) মোহনচাঁদ মিত্র, হেয়ার স্কুল।

(৭) অনলকুমার দাশগুপ্ত, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল।

(৮) শেখরেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ইনষ্টিটিউশন।

(৯) কানাইলাল ঘোষ, সারদাবাদ হাই স্কুল, ২৪পরগণা।

৩৩টী দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে :—

কলিকাতায় ৬ জন; প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৬ জন; বর্দ্ধমান বিভাগে ৬ জন; ঢাকা বিভাগে ৫ জন; চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন; রাজসাহী বিভাগে ৬জন;

৬৩টি তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১০ হিসাবে—

কলিকাতায়—১২ জন; ২৪পরগণায়—২ জন; যশোহরে—২জন; খুলনা—৩ জন মুর্শিদাবাদ—২ জন;

নদীয়ায়—১ জন, সুধীরকুমার কাপুরিয়া, নবদ্বীপ বকুলতলা; সেখ নকফল আবেদ, কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল; শরৎপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মাজদিয়া রেলবাজার হাই স্কুল।

বাকীগুলি অন্যান্য জেলায়।

অর্থ সচিবের মন্তব্য

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট সমালোচনা শেষ করেন। ক্রমাগত ৪ দিন বাজেটের আলোচনা হয়; শতাধিক সদস্য বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

শাসন তন্ত্রের ব্যয়-বাহুল্যের নিন্দা, অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী কৃষকের করভার হ্রাস—এই-সব মামুলী সমালোচনা—এই সমালোচনা পূর্ব্বের আমলাতান্ত্রিক আমলেও শুনা যাইত। অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার-বর্ণিত 'আর্থিক-স্বাতন্ত্র্য' দিনেও সেই সব সমালোচনাই শুনা গিয়াছে। একজন মুসলমান সদস্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল বড় আশাভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু বাজেট দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন।

অর্থ-সচিব শ্রীযুত সরকার বৃহস্পতিবার বাজেটের সমালোচনার জবাব দেন; জবাব দেওয়ার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তিনি কাঁপিতে থাকেন।

শ্রীযুত সরকার বলেন যে, ব্যয়সঙ্কোচ করা যায় কি না গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা-আইনও অবিলম্বে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইবে; তবে তাঁহার মতে "সেস্" ধার্য্য না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না।

সমর-নায়কদের বৈঠক

শান্তির পথ সম্পূর্ণ বন্ধ না হইলেও জাপানী রাজদূত কাওয়াগোর সহিত আলোচনায় সাফল্যের আশা খুবই কম। প্রকাশ যে জাপান যদি উত্তর চীন ত্যাগ করিয়া দেয় ও উত্তর চীনের শাসন সম্বন্ধে চীন সরকারের শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মানিয়া লইতে সম্মত হয় তাহা হইলে চীন গবর্ণমেণ্ট জাপানী রাজদূতের সহিত বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

জাপানী প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জাপান বোধ হয় দাবী করিবে যে, পিপিং—তিয়েনসিন অঞ্চলকে নিরস্ত্রীকৃত ও মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকার করিতে হইবে। রাজনৈতিক মহলের অভিমত এই যে, এইরূপ দাবী যে অগ্রাহ্য হইবে ইহা অবধারিত।

ইতোমধ্যে বহু চীনা সমরনায়ক নানকিনে সমবেত হইয়াছেন এবং প্রকাশ যে, আলোচনা ব্যর্থ হইলে সম্মিলিত ভাবে বাধাদানের জন্য তাঁহারা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

মার্শাল চিয়াং কাইসেকের সতর্কতা

'নিউ জিউ' পত্রিকার সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, চীনা সরকারী সৈন্যদল ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, পীত নদের ওপারে যাহাতে সৈন্যদল আর অগ্রসর না হয়, সেজন্য মার্শাল চিয়াং কাইসেক নানা সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন। তিনি নাকি ইউরোপ হইতে নূতন অস্ত্রশস্ত্র এবং জার্ম্মাণ এবং আমেরিকান সৈনিকগণের (স্বেচ্ছাসেবক) আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সীমান্ত সংঘর্ষ

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাহাদুর ও জানাটা ঘাটিতে শত্রুপক্ষ গোলা গুলী বর্ষণ করে; ফলে সাউথ ওয়াজিরিস্তান-স্কাউটের একজন ভারতীয় অফিসার আহত হইয়াছে। সাউথ ওয়াজিরিস্তান-স্কাউট বাহিনী সহ বায়ু বিভাগ এলাকার অধিকৃত পর্যবেক্ষণ করা চালায়। সৈন্যদল যখন ফিরিয়া আসে তখন ৩০।৪০ জন শত্রু তাহাদের অনুসরণ করে। ঐ সময় সংঘর্ষের ফলে সাউথ ওয়াজিরিস্তান স্কাউট বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়। সৈন্যদল অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বান্নুকে ফিরিয়া যায়। বান্নু জিলার বাইয়াখেলা হইতে আগত অশ্বারোহী বাহিনীর উপর শত্রুপক্ষ থানাবান্দের নিকটে গুলী চালায়। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সংঘর্ষের ফলে একজন শত্রু নিহত হয়। অশ্বারোহী বাহিনীর কেহ নিহত হয় নাই অন্যান্য অঞ্চলে কোন গোলমাল হয় নাই।

আটক আফগানগণ

ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের সর্দার মহম্মদ ওমর খাঁ ও শেরোয়ান খাঁ তালিবাল ভারত-আফগান সীমান্তে আটক আছেন। প্রকাশ, তাঁহাদিগকে সাধারণ কয়েদীর মত বন্দী করিয়া দৈনিক মাত্র বার আনা করিয়া ভাতা দেওয়া হয় বলিয়া তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা গত এক মাস হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ, আপোষের জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে দৈনিক ২ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মাসিক ১০০ টাকা হইতে কাটিয়া লইবে বলিয়া জানানো হয়। কিন্তু তাঁহারা ঐ সর্ত্তে সম্মত হন নাই।

প্রকাশ, পরিবার প্রতিপালনের জন্য ভাতা, পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যয়, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি সম্পর্কেও তাঁহারা দাবী জানাইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]

[illegible]

[illegible]

৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible]

১০। [illegible] দীপিকা [illegible]

১১। [illegible] বাঁধা)

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] (বাঁধা)

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। অবতারিতত্ত্ব বিবর্ত্ত তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৮০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন ।০

১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি বাঁধা ১৲

[illegible] গৌরব ।৶০

২১। [illegible] ।৵০

২২। [illegible] রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক [illegible] ২

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

২৬। [illegible] কেবল মাধুর ভাষা ।০

২৭। [illegible] (অনুবাদ) ২৲

২৮। [illegible] (অনুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০

৩০। [illegible] ৵০

৩১। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০

৩৩। [illegible] গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৷১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৷

৪১। গীতাবলী ৷০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। [illegible] ৷০

৪৪। [illegible]

৪৫

৫০। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷১০

৫১। [illegible] ৷১০

৫২। [illegible] (১ম খণ্ড) ৩৲

৫৩। [illegible] ।০

৫৪। [illegible] (অনুবাদ) ।০

৫৫। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৬। পুরুষার্থ নির্ণয় ।

৫৭। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।

৫৮। [illegible] ৶

৫৯। [illegible] ([illegible]) ।০

৶০

৬১ ৶০

৬০ ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬০। [illegible] ।০

৬১। সিদ্ধান্ত [illegible] ।০

৬২। সটীক-[illegible] ।০

৬৩

৬৪। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০

৬৫। গৌড়ীয়মঠ[illegible] ৷০

৬৬। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।০

৬৯। [illegible] ॥০

৭০। [illegible] ৷০

৭১। বৈষ্ণব—[illegible] ॥০

৭২। [illegible] ৵০

৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তসূত্রম্ ।০

৭৫। গোয়াটি, গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৷০

৭৬। [illegible] ।০

৭৭। [illegible] ।০

৭৮। [illegible] ২॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷০

৮৩। গীতাবলী ৷০

৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এক গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

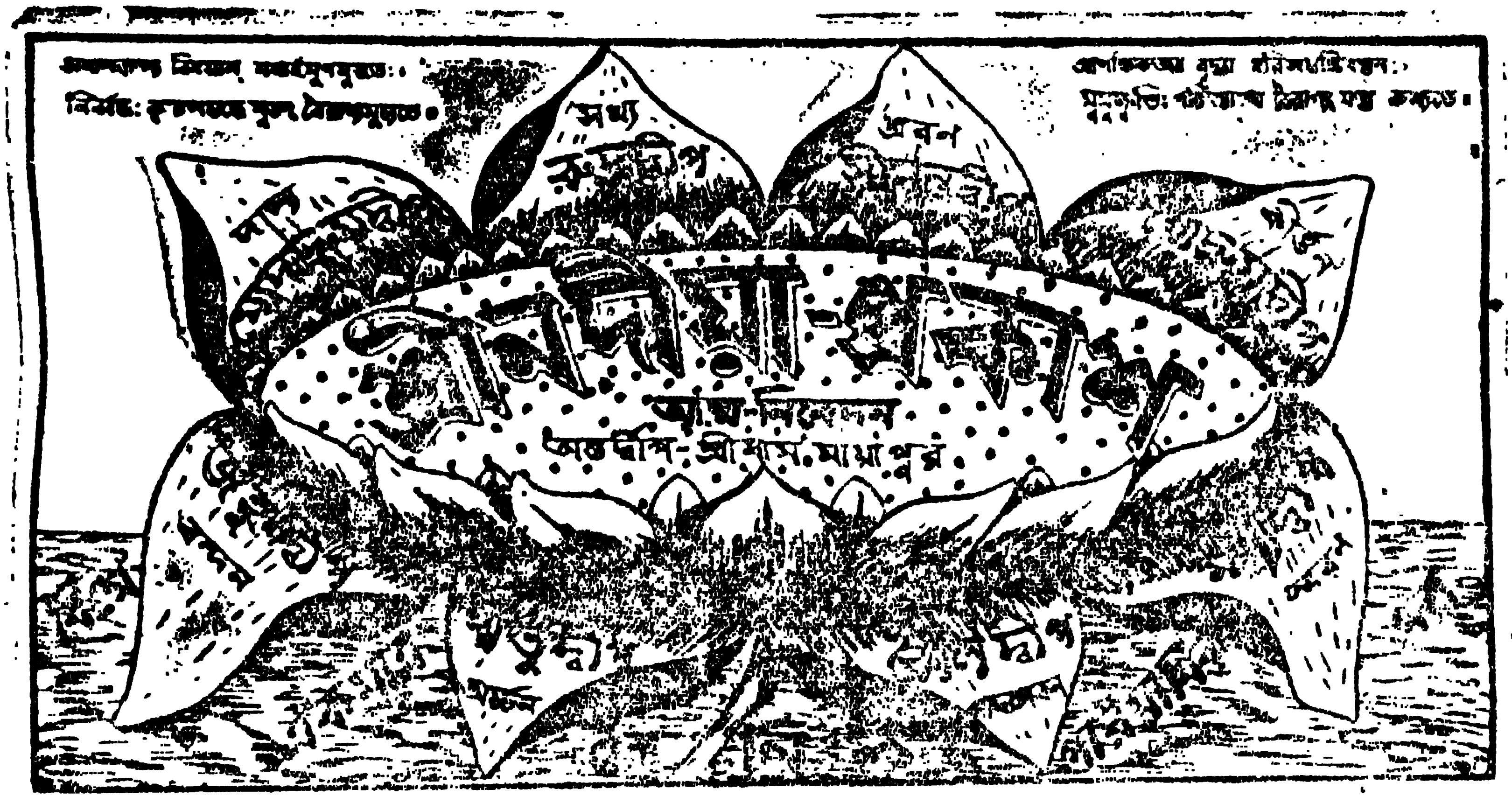

১২শ বর্ষ { ১৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, সোমবার } ১৩২৬তম সংখ্যা

ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব

—:::—

ধামবাসী ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা

গৌড়ীয়মণ্ডলের আচার্য্যদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী ঠাকুর গত ৭ই আগষ্ট (১৯৩৭) শনিবার আসামমেলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে অবতরণ করেন। তথা হইতে মোটরযোগে নবদ্বীপঘাট হইয়া নৌকাযোগে শ্রীধাম পুরে সন্ধ্যায় শুভপদার্পণ করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের সঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যশোদাদুলাল ভক্তিবান্ধব বি এ. হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ ও শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ভক্তিকাঞ্চন শ্রীধামে আগমন করেন।

ধামবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন সহ নৌকাযোগে অগ্রসর হইয়া আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও উচ্চসংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব যোগপীঠের নিকট নৌকা হইতে অবতরণ করিলে শ্রীপাদ ভুতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভু আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন; যোগপীঠে পৌঁছিলে শ্রীপাদ মৃগাঙ্ক ব্রহ্মচারী আচার্য্যদেবকে পুষ্পমালা দ্বারা অভ্যর্থিত করেন। সংকীর্ত্তন-বাহিনীর মধ্যে আচার্য্যদেব অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তথাকার কিউরেটর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ তাঁহাকে পুষ্পমালা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পরিশেষে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিলে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু আচার্য্যদেবের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পরিক্রমা করেন। পরে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির এবং আচার্য্যদেব শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম করেন ও কক্ষে উপবেশন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শেষোক্ত সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের পুনঃ পুনঃ আলোচিত 'যৎ শ্রীমচ্চরণ-কমলে' শ্লোকটী ব্যাখ্যামুখে গোস্বামিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথা উপদেশ করেন।

———

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুরের বিভিন্ন মঠসমূহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত প্রত্যহই পাঠ, কীর্ত্তন ও হরিগোষ্ঠী বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গত ২রা আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন শিক্ষা পাঠ করেন। পাঠ-প্রসঙ্গে স্বামীজী কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সহিত ভক্তির পার্থক্য এবং কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণের সঙ্গে ভক্তের আচরণের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সূক্ষ্ম বিচারসমূহ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর বিচার-নৈপুণ্য ও ব্যাখ্যাকৌশল শ্রোতামাত্রেরই হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছিল।

শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ প্রভুর হরিকথা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নিজের রুচি অনুযায়ী কখনও হরিকথা-প্রচারের ধারা নির্ণয় হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মধ্যম পছন্দ রাখিয়া নিজেদের মনোমত কীর্ত্তন হয়। তাহাতে শ্রোতার selection ও আমার বক্তৃতা না বাছিয়া নিলে তাহার মতই আমাদের অমঙ্গল উৎপাদন করিবে। কথাটি অতি সহজ কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য হরিকথা বলিবার জন্য আমরা আসে করি না।

সাক্ষাৎ প্রভুপাদের নিকট দাঁড় করাইয়া অন্তটা পোড়া দেখা যাবে,—তোমরা কি আমাকে ভজন হইতে চ্যুত কর! এরূপ হলে অত্যন্ত অভিমান না হইলে মন বুঝাইবে,—প্রভুপাদ একদিন আমাকে চিনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিচার আসবে—তাঁহার অনুগামিদের অভাব আছে, মধ্যে মধ্যে এইরূপে নিজেকে না জানাইতে পারিলে তিনি আমাকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না—সত্য সত্যই আমি উহাদের হরিকথা বলিতে পারি এবং অন্যের মঙ্গল করিয়া দিবার ক্ষমতাও আমার মত আর কাহারও নাই এরূপ ভাবও কত না কত প্রকার দুর্ব্বাসনা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া নিরয়গামী হইতে যাইবে।

যেখানে আমার জ্ঞান, আমি অকর্ম্ম অপেক্ষা ভাল করিয়া গুছাইয়া হরিকথা বলিতে পারি, সেখানে সেটাও ত আত্মবিনাশের কথা। 'হরিকথা' মানে যেমন বাবা সাধের কাকতাল্য বাণীর নয়।

একদিন পুরীতে একজন আসিয়া বলিলেন, আমি গোস্বামি-গৃহে জন্মেছি না—এবং ও উপনয়ন হইতে আমাকে আপনাদের মত সংস্কার কিছু অনাদিতে বিশ্বাস করিতে পারি। পরে নিত্যানন্দ বংশধরী (স্বধর্ম)। তাঁহাদের কিছু গুনাহবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার মধ্যে শ্রীল বাসুদেব প্রভু আসিলেন। তিনি তাঁহার মনোভাব জানিয়া বলিলেন, "ইহাকে কিছুতেই বলা হইবে না।" লোকটি তাঁহার কথা শুনিয়া [illegible] আর [illegible] করিল। আমি পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে যাচ্ছি। করিতেছিলাম এখনও শ্রীল বাসুদেব প্রভু আমাকে নিরস্ত করিয়া পুনরপি বলিলেন—"কিছুতেই বলা হইবে না"! পূর্ব্বপক্ষ ক্রমশঃ অধিক নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিল; কিন্তু শ্রীল বাসুদেব প্রভু ঐ একই কথা—"কিছুতেই বলা হইবে না।" শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] ... "কম বলা হইবে? কিছুতেই বলা হইবে না।" লোকটি [illegible] হইয়া চলিয়া গেলেন এবং [illegible] নিরস্ত হইলেন।

[illegible] ঐ লোকটী হরিনাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫১

সজ্জন—শান্ত

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী ঠাকুর)

শুদ্ধবৈষ্ণব বা সজ্জনই প্রকৃত শান্ত। অসজ্জন হইতে কেহই [illegible] কিন্তু [illegible] অপরাধী হইয়া [illegible] তার অশান্ত নাম [illegible] হয়। [illegible] হইতে বুদ্ধি বা [illegible] অহঙ্কারের উদয়। [illegible] বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে অপ্রাকৃত-দর্শন-বিমুখ হইয়া প্রাকৃত রূপ-রসাদি [illegible] থাকায় তাঁহার সংস্কারের [illegible] হয়। তিনি সেই [illegible] হইয়া অশান্ত হন [illegible] অহঙ্কারান্ধ-ভাবিষ্ণু [illegible] তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি কোন দিন সজ্জন, শাস্ত্রের আদর্শ দেখিবার লক্ষ্য [illegible] হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, সজ্জনই কেবল শান্ত আর সকলে, [illegible] বৈষ্ণব [illegible] সকলেই কেবল অশান্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্যক-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

তাহারা [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক সজ্জন-বৈষ্ণব-পদে [illegible] করে এবং [illegible] হইতে স্বীয় স্বভাবগ্রামে দূরে অবস্থান করে, তাহাদের অনন্ত কোটি জীবনেও অপরাধ ছাড়ে না। তাহারা চিরদিনই অপরাধী ও অশান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ [illegible] বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিবার বাসনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে [illegible] , কেহ বা নব [illegible] [illegible] অধিকার [illegible] হয়। [illegible] সকলেই [illegible] উপেক্ষা করে, [illegible] বৈষ্ণবগণের অশান্ত হইয়া [illegible]

[illegible] বৈষ্ণবগণের অপরাধে মগ্ন থাকে। [illegible] হইতে [illegible] অপরাধী [illegible] নিন্দা করে। কোটি কোটি [illegible] জন্ম [illegible] শুভদায়ক [illegible] লাভ করিয়া [illegible] হয়। [illegible] কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। [illegible] শান্তি [illegible] করে। [illegible] উপলব্ধ হয়, যেহেতু [illegible] স্বরূপ [illegible] হয়, [illegible] অহঙ্কারী [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] অশান্ত, অহঙ্কারী, [illegible] বিশেষ বলিয়া চিৎকার করে। শুদ্ধবৈষ্ণবের [illegible] অসম্মান, অশান্ত, তাহাকে কেবল নিন্দা করে। [illegible] ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহোদয় [illegible] অশান্ত, অহঙ্কারী জাতিগণের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে প্রত্যেক বৈষ্ণব [illegible] অনুগমন আদর্শ দিয়া। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] করিবেন না [illegible]

মহাজন [illegible] শ্লোকের [illegible] বিচার করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। [illegible] ব্যাখ্যা এবং [illegible] গৌরসুন্দর স্বয়ং [illegible] ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের ভক্ত স্বরূপ আস্বাদন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তময় দশা অপগত হইবে। [illegible] নিকার [illegible] অসৎ [illegible] সজ্জন হইতে পারিবেন।

[illegible] বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান, উপহাস, হিংসা, তাড়না ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করেন। কোন সময় ত্রিদণ্ডীকে ধৃত করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু ফেলেন, প্রহার করিয়া দেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভজনে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডী দুর্জ্জনের কথায় আর [illegible] না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ্য করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, [illegible] ক্রুদ্ধ না হন এরূপ সাধু জগতে বিরল [illegible] নিষ্ঠুর বাক্যবাণ অপেক্ষা, কেবল হরিভক্তি থাকিলে তিনি সহ্য করিতে সমর্থ। অবন্তীদেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধনসঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার কৃপণ স্বভাব ও লোভবশতঃ গ্রামবাসিগণ, দেবগণ এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন। এই [illegible] তিনি সকল প্রকার বিষয় হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের উপলব্ধি করিলেন। বৈরাগ্য উদয় হওয়া মাত্র তিনি বলিলেন যে, [illegible] নিষ্কপট কল্যাণের উদয় হইয়াছে। তিনি [illegible] নিত্য কল্যাণ জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ত্র্যাশ্রম সংস্কার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, যেহেতু [illegible] এক ব্যক্তি অপরকে দিতে অসমর্থ এবং কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে [illegible] গ্রহণ করিতেও অসমর্থ। সন্ন্যাসগ্রহণকালে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতি কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু তাদৃশ আদর্শের [illegible] করণে [illegible] নিকট হইতে গৃহীত বৈরাগ্য গ্রহণ-পদ্ধতিই যে সমীচীন এরূপ সজ্জনগণ বলেন না। ত্রিদণ্ড বা বেদ সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য থাকা আছে। আবন্তিক ভিক্ষু মনে মনে লৌকিক নিজ ভোগ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়া যখন ভিক্ষান্নোদ্দেশে স্বীয় [illegible] সমীপে উপস্থিত হইলেন তখন গৃহমেধী অশান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বৃদ্ধ, যুবক ও বালক হইয়া তাঁহার নিকটে টান মারাইলেন, তাঁহার কমণ্ডলু, কন্থা, [illegible], মালিকা কাড়িয়া লইতে লাগিলেন, [illegible] পুরস্কার ও [illegible] ফেলিয়া দিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য মস্তকে পদাঘাত করিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, "এই ত্রিদণ্ডী চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন, লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধ, ইঁহাকে সকলে মিলিয়া বধ কর, ইঁহার সন্ন্যাসের দ্রব্যগুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্ম্মধ্বজী এবং শঠ, মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় কপটাচারী।" এইরূপ দুর্ব্বাক্য বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিতে থাকিল। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু আপনাকে এই অকথ্য বাক্যবাণে অথবা জগতের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সন্তপ্ত মনে না করিয়া সাত্ত্বিকী বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই, যে সকল অনর্থযুক্ত অর্ব্বাচীন বিষয়মদে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে তাহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাহাদের ধর্ম্ম, বাক্য ও আচরণ পরিবর্ত্তিত করাইয়া আমি কোন [illegible] চাই না, যেদিন তাহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিবে সেইদিন তাহাদের ঐ প্রকার অসদ্‌বুদ্ধি আপনা হইতে নিরস্ত হইবে। আমি কেন উহাদের পাষণ্ড বর্ব্বরের প্রতিবাদক হই! উহারা যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস তখন তাহাদের প্রচণ্ড বিক্রম একদিন না একদিন থামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমান কালে আমার ভজননিষ্ঠা ছাড়িয়া উহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিব অথবা তাহাদের জিজ্ঞাসাত্মক কৌতূহল পরিতৃপ্তির ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাহারা অজ্ঞ, কোন কথা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারে না। আমি ত্রিদণ্ডী ভাগবত [illegible] সুতরাং [illegible] তাহাদিগকে কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বৈষ্ণব মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া এই ধূর্ত্তগণের চতুরতারূপ অভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের বিচরণ করিব না। সজ্জন শান্তগণ যে ঐকান্তিকভাবের আশ্রয় করিয়া সমগ্র জাগতিক [illegible] ছাড়িয়া হরিভজন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমি [illegible] হিংসা-বর্জ্জন ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তাহাদের অশান্তির বৃদ্ধি করাইব না।

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন তদনুসরণেই প্রাচীন বেদ-পদ্ধতিতে ত্রিদণ্ডগ্রহণের ব্যবস্থা নিরূপক আছে। "[illegible] গৌরাঙ্গের" সেবক গৃহমেধী ব্যক্তিদের ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে এই সকল কথা কোনদিন প্রবেশ করিবে না। তাহারা সংকীর্ণ [illegible] আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই প্রেম বলিয়া জাহির করিবে। কিন্তু শান্ত সজ্জনগণ এরূপ দুর্গত বৈধাবৈধ দুই প্রকার প্রাকৃতসহজিয়াবাদকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করিয়া শ্রীব্রজবাসী গোস্বামিবর্গের নির্দ্দিষ্ট শ্রীরূপানুগ ভজনমার্গে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা সহজিয়াদিগের ঘৃণিত জড়ভোগময়ী [illegible] প্রতিবাদকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

(শ্রীসজ্জনতোষণী একবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে

সশ্রদ্ধাভিনন্দন

হে শ্রীল প্রভুপাদাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব! অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রকটলীলা সংবরণ করিলে পর শ্রীপুরুষোত্তমমঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ আমাদিগকে হতাশা ও দুঃখসাগরে মুহ্যমান দেখিয়া দয়ার সাগর আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যরূপে গৌড়ীয়গগনে সম্প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে অপ্রাকৃত 'মাভৈঃ' বাণীতে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। আমরা আপনার আচার্য্যপ্রকাশ-লীলাকে সশ্রদ্ধভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর প্রকাশমূর্ত্তে! সাত্বত শাস্ত্র-বাণীতে আমরা দেখিতে পাই, সাত্বত আচার্য্যগণ শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতেই বিশ্বে সাত্বত শাস্ত্রবাণী প্রচার করিবেন। গত বর্ষে আপনি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর শ্রীসারস্বতাসনে মঙ্গল আরতির মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রভুপ্রিয়জনগণের বা শ্রীভক্তিসুধাকরের অপ্রাকৃতানুভূতিপ্রসূত লেখনী কিরণে সাত্বতাচার্য্যবিগ্রহরূপে প্রকাশিত ও বিঘোষিত হইয়া জগজ্জীবের ভাগ্যে আবার মহা সৌভাগ্য দিবসের অরুণোদয় করিয়াছেন। যখন প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষবাদী কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধান্তের দৌরাত্ম্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আবার আবরিত হইয়াছিল, বহুরূপী 'নির্ব্বিশেষবাদ পুরুষোত্তম বিলাস অস্বীকার করিয়া স্বরূপবিস্মৃতিরূপে আত্মঘাতকেই ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার উপায় বলিয়া বরণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনি ত্রিগুণের মায়াবশ্য বৈতরণী বা বিরজা পার হইয়া জ্ঞানমার্গীয় ভুবননাথের সেবকাভিমানী নির্ব্বিশেষবাদীর রাজ্য অতিক্রমান্তে সবিশেষ মাধুর্য্য অনন্তবাসুদেব, পুরুষোত্তম এবং ক্রমপর্য্যায়ে আনন্দরনাথজীকে গৌড়ীয়গণের প্রয়োজনবিগ্রহ গোপীনাথের সেবার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ কীর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছেন।

হে ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ! শ্রীপুরুষোত্তম-প্রকাশ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপার্ষদরূপে আপনি তৎসান্নিধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বা কেবল-বিলাসবাণীর গূঢ়রহস্য সহজোপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় যেরূপ নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু তৎসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থাদি রচনার দ্বারা এবং শ্রীচৈতন্যবাণী সাক্ষাৎ শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়া অভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টধারার শ্রেষ্ঠ পরিপূরকরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনের নিরবচ্ছিন্ন যাজন, ভক্তিগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি রচনায় কায়মনোবাক্যে—যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক নিত্য পারলৌকিক প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার প্রকটলীলার শেষ আশীর্ব্বাদ বা মনোহভীষ্ট-সেবা পরমহংসসোপান্য ভাগবতধর্ম্ম বা রূপ-রঘুনাথবাণী প্রচারে আচারের সহিত সহজভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আপনার তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরিব সহিষ্ণুতা, অমানি মানদত্ব এবং নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ-কথা আপনার আচার্য্যত্বের মঙ্গল আরতি করিতেছে।

হে কুসিদ্ধান্তধ্বান্ত ভাস্কর! শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় কুমতবাদ-খণ্ডনে সিংহবিক্রম আমরা একমাত্র আপনার মধ্যেই লক্ষ্য করিতেছি। আপনি অসৎসিদ্ধান্তখণ্ডনবিগ্রহরূপে গৌড়ীয়সিদ্ধান্তধারায় পুনর্ব্বার বহুত হইয়া শুদ্ধসিদ্ধান্ত পুনঃ স্থাপনানন্তর "ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কখন রুদ্ধ হইবে না"—শ্রীল প্রভুপাদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর নিত্য সত্যতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হে শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবর্য্য! আপনি আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যলীলায় 'নিত্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিবর্জ্জিতহৃদয়ে শান্ত-ভাবে সুযোগ্য শিষ্যরূপে আমাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। "বাসুদেবানন্দদাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—এই বাণীতে এবং আরও বহুস্থলে শ্রীল প্রভুপাদ আপনার গুরুপ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া আপনার আনুগত্য করিবার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হে গৌড়ীয়বৈষ্ণবশিরোমণি! আপনিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা চটকপর্ব্বতে রাধাভাবাস্বাদনকারী বিপ্রলম্ভরসমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর সম্ভোগময় বিগ্রহের অধোক্ষজ লীলা-স্ফূর্ত্তিতে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন বা হইতেছেন। এই গোবর্দ্ধনের গূঢ় সেবার রহস্য শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ বা অভিন্নবিগ্রহরূপে আপনার হৃদয়ে নব নব ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আপনি শ্রীল প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ ও তাঁহার প্রিয়তম অন্তরঙ্গপার্ষদ। আপনার আনুগত্য-সেবায় অবস্থান করিবার সৌভাগ্য হইলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের সেবালাভের অধিকার যেদিন আমাদিগকে প্রদান করিবেন সেইদিনই আমরা শ্রীপাদপদ্ম-সেবার যোগ্যতা লাভ করিব।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা

উচ্চপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু বিশেষ করিয়া উপদেশ করেন। তিনি বলেন,—উচ্চপ্রতিষ্ঠ বাক্যাবেশ নিরস্ত হয় এবং সকলপ্রকার অন্যের মঙ্গল উৎপাদিত হয়। সাধক ও পাঠকের তাহা হইতে নিকৃতি না পাইলে জোর করিয়া অধিক দিন কালযাপন করা যায় না, কারণ তাহা গুরুসেবা ও নামকে হয়ে পড়িতে হয়। সামান্য সমাজ তথা সম্পাদনের জন্য মানুষ কত চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে, "মহৎ সঙ্গ কিম্বা কপট মহিমা" হইতে নিকৃতি হইতে একটুও বিচলিত হয় না। কথাটি খুবই সত্য ও আমাদের সর্ব্বপ্রথম অবশ্য পালনীয় ইহাই প্রভুপাদের পরীক্ষা। জীবনের এক মহত্ত্ব ... না ... কত দিন চলিবে না।

[illegible] কথা ... [illegible] মত্ত না থাকিয়া, ... প্রভুপাদ ... অন্তরে মায়ার বাস থাকিলে বাহিরে 'গুরুদাস' অভিমান করিয়া আর লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার আসন জমাইও না।

যিনি সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন শুদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে রাখেন একটী জন্মের জন্য উপর ন্যস্ত করিতে পারেন; তিনি পারেন আর না পারেন, যদি মনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অবনতমস্তকে সে আদেশ শিরোধার্য্য করেন, তবে তাঁহার আনুগত্য দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা Transparent, opaque নন। অন্তরে কোন প্রকার আশা ঠকবার ভয় নাই।

"নদীয়া প্রকাশ" ও "গৌড়ীয়" আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। উহা প্রত্যেক দিন দেখিতে ... [illegible]

করিয়া লইবে ... ... সবার ... করিতে হইবে; তাহা হইলে 'কাঙ্গাল' বাবে

আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী ও অযোগ্য সেবক। আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন আপনার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা করিবার দাম্ভিকতায় পতিত না হই। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আপনি জয়যুক্ত হউন।

ভবদীয় দাসানুদাস—
শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ

কমলা নেবুর, ইহা আর কত অসুবিধা উৎপাদন করে না; সেদিন হইতে ঐ সম্বন্ধে আমাদের শাসন দিচ্ছি। ... একটু কষ্ট হবে, কিন্তু এই সামান্য কষ্ট বরণ করিতে না পারিলে কৃষ্ণভজন করিতে পারিবে না।

একদিন পুরীতে শ্রীল আচার্য্যদেব একজন নব শিক্ষার্থী ভুল দেখাইলে তিনি নানা প্রকার যুক্তি দিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই কাটিয়া গেল। অবশেষে আচার্য্যদেব বলিলেন—"তুমি শাস্ত্র মন্থন করিয়া দেখিলেও এমন একটু ফাঁক আছে যাহা তোমার আত্মবল নহে, সেটা সম্পূর্ণ ভগবানের বস্তু, সেটাকে কখনও অবহেলা করিও না; তুমি যত নিজেকেই অধিক পাণ্ডিত্যশালী মনে করিবে ততই পারিবে না। মহাজনদের অনেকেরই এক জায়গায় দুঃখ আছে, যদি তুমি সমস্ত শিক্ষাগ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারো, কিন্তু শ্রীগুরু পরমার্থ সম্পত্তি এক ... ... [illegible] নাই। তুমি তাঁদের অনুকরণ করিও না—এখনও সাবধান হও।"

(একজন ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া)

"তাহার তোমাদের মত চাঞ্চল্য নাই, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে ... আদেশ মস্তক না পাইলেও ... নব সব বুঝিয়া লইলেও এমন একটু ব্যবধান থাকিয়া যায় যেটা আর নিজের সম্পদ মনের বস্তু নহে। বস্তুতঃ কথাটিও তাই। Freedom of will-এর wrong use করিলেই at once degradation. ইহার উপর আর কোন শক্তি বা ... চালাইবার কিছু নাই, যিনি যত উচ্চে উঠিয়াছেন তাঁর পতন তত বেশী বিষম! তিনি তত বেশী বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইবেন তত বেশী দ্রুত নিরয়গমনে ছুটিবেন—ইহা ধ্রুব সত্য।"

একবার এক ভদ্রলোক আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি, আপনারা ... মঠে School, ... দেখি, ... শিক্ষক কোথায়?" তো কি বলা শক্তির ... কিন্তু, ... [illegible] ... মহারাজের ... দেন। ... তিনি ... করিয়া ... করিলেন; নিজের প্রতিপন্ন করিয়া ... আবার ... পড়িয়া লইতে চাই, ... নিকট ... আমরা ... [illegible]

একবার ... [illegible]

... বলিলেন, আপনি যদি ইহাকে ... আমাদের ... ভাল পড়াইতে পারি। বোধ হয় কেবল ... আমি ... প্রভুপাদের ... জোরে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য[illegible]

পোঃ [illegible] নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৫১১৫

[illegible]

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক - শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক- শ্রীগোকুলদাস ব্রজবাসী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক- শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক —শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

৯। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

১০। গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)।

শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমোহন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible] গৌড়ীয়মঠ

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫। সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] মন্দিরের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। [illegible]কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) [illegible] আসন

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহংসকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনবীনদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দাৰ্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকীপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীরামেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং [illegible]পুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

৩৫। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) [illegible]কুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগোবিন্দ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিলিঙ্গ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু

(৬১) অমধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড়্ (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	লাভ মণ
বালাম	৬॥০
বাঁকা দাদ	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
দাদখানি	৫॥০
মাগধা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্কাবেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০।০
দাদখানি আতপ	৫।০-৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

জিস্কাইন, টাইপ	১০॥৴০
কাশিপুর ১০ নং	১০৴০
কাবরেলা দানা	
চাঁদপুর দানা	৮।০—৯৵
জামপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
রূপার বার	৫২।০

পাটের দর

আবন্ধে—	৭০৮০
ট্রুমা—	৪০৮০
টিকন্ম—	৪১।০
ঢাকার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
গরকোটন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৮০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৮০—৫৮৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৮০—৪৮৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাও	১॥৵০—১৮০
ভূষি	১॥৵০—১॥৴০

ঘৃতের দর

চতরা	৫৭
মানীগড়	৫৭॥
ফিরোজাবাদী	৫০৲
কুষ্টা	৪৫৲

পাতিরাম	৪২।০
ভার	৪০৲
কাবুলে	৩৮৲
বাজা গাওয়া	৪১৮০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৮৮৵০—৯।০
ঐ মো মার্কা হালকা ওজন	৭৮৵০—৮।০
ঐ টাটা টেস্টেড কয়েষ্ট বীমসন সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা টী আয়রণ	৮৮৵০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৮০—৯৲
টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০
টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।	
২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০
ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৮০
২৬ গেজ—	১৫।০
গ্যাঃ মটকা ২৮—৩০ গেজ	
পীস	।৵১০—৮০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৮০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা	
	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
টিন পাটী, বোনটু গরাদে	৮।০—৯।০
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিট	
	ক্ষণ ৮৮০—১১৲

মুঃ ইস্পাত আসল ৬২১৲, নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৮০

নূনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুর্বিদ্দ ফাইন	৪৩৲
চালাণ জাহাজ	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারস ফাঁক	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৮—৫১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	৯—৩	১৬—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৬—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৭	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

রত্নাবলী

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় রত্নাবলী জ্বর কাটাইতে অদ্বিতীয়। প্লীহার ইহা সম্যক ভাবেও এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সহায়ক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ১৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডচাইনিজ রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলোলা, ২৪ পরগণা।

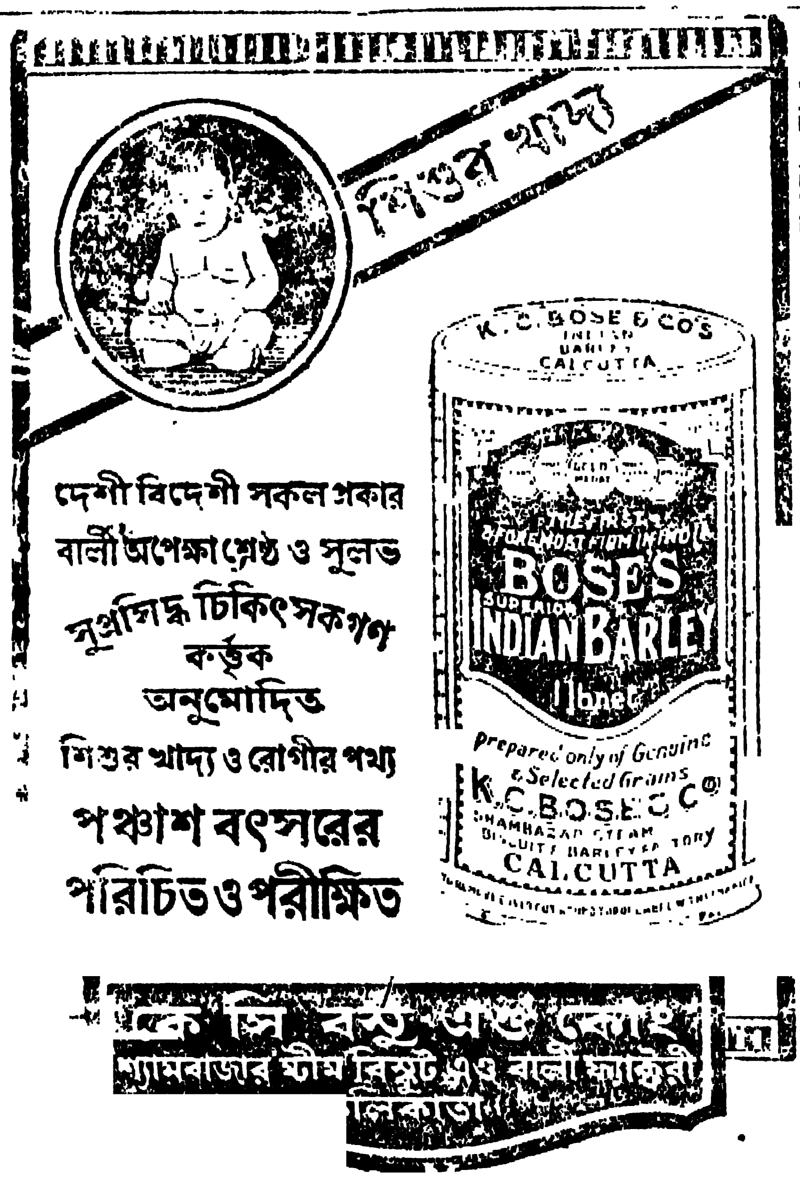

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থান্তর্গত শ্লোকসমূহের শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———:(০):———

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিলাইনের প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲	
" সিকিকলম ৪৲	৪৲	৮৲		
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
" এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১০৲	
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

———

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রী ভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৩৯]

বিবিধ সংবাদ

—(স্বদেশ)—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে সভা

বিজয়িগণকে কাপ ও পদক প্রদান

শ্রীমায়াপুর, ৮ই আগষ্ট

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের উদ্যোগে সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রগণ বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের উদ্যোগে একটী 'র‍্যাপিং কাপ' ঘোষণা ও অদ্যকার ফুটবল ক্রীড়ার অনুষ্ঠানাদি বিষয় আলোচনা করেন। পরিশেষে প্রধান শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক বিজয়ী ছাত্রগণকে কাপ ও পদক প্রদান করা হয়।

সমরায়োজন

জাপানীপররাষ্ট্র সচিব মিঃ [illegible] প্রতিনিধি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, জাপান চীনকে যে সমস্ত প্রস্তাব জানাইয়াছেন তাহার প্রধান কথা হইতেছে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। তাঁহার বিশ্বাস যে, চীনের উগ্রপন্থীদিগকে, বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্টদিগকে যদি কার্য্যকরীভাবে দমন করা যায়, তাহা হইলে চীন ও জাপানের সহযোগিতা সম্ভবপর।

তিনি আরও বলেন যে, জাপান গবর্ণমেণ্ট উত্তর চীনের ঘটনার মীমাংসা করিতে এবং সেই সঙ্গে নূতন করিয়া মূলতঃভাবে চীন-জাপান সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইচ্ছা করেন।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চীনা অফিসারগণ স্বীকার করেন যে, চীন গবর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে সামরিক আয়োজন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা বলেন, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই তাঁহারা তাহা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চীন চিরদিনই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষপাতী এবং এখনও সে উক্তরূপ সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও মীমাংসা না-হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাহার সর্ত্তসমূহ যথাযথ পালিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের আয়োজন চালাইতেই হইবে।

নানকিং-এ চীনা সমর নায়কদের সমাগম

চীনা কমান্ডার-জেনারেল সম্প্রতি নানকিং হইতে নিম্নলিখিত তারটী পাইয়াছেন:—

মার্শাল চিয়াং কাইশেকের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্দেশ লইবার জন্য নানকিং-এ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক নেতাগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বাধিতে পারে

লিয়াং-সিয়াং এর উপর আক্রমণে যে পাঁচটী জাপানী বিমান যোগদান করিয়াছিল, উহাদের একটিকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে এবং একটী জাপানী সাঁজোয়া গাড়ী ধৃত হইয়াছে। জাপানী বিমানসমূহ প্রতিদিনই বিভিন্ন সহরে আসিয়া দেখা দিতেছে। কিন্তু চীনা সৈন্যগণ তাহাতে মোটেই ভীত নহে; কারণ যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে এবং সাধারণ সাজ-সরঞ্জাম লইয়া যুদ্ধ করিতে তাহারা অভ্যস্ত।

প্রতিনিধি সভার প্রস্তাব

চীনের যে জাপ-বিরোধী নীতি আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট করিতেছে, তা অগ্রাহ্য করিয়া পুনঃ নিয়ম অনুসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া প্রতিনিধিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। চীন জাপানের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে অভিযোগ করিয়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জাপান ভূখণ্ড চাহে না—সহযোগিতা কামনা করে।

স্বরাষ্ট্রসচিবের উক্তি

বাঙ্গলার বহুসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী আন্দামানে অনশন-ধর্ম্মঘট করার ফলে যে গুরুতর অবস্থা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শুক্রবার একটী মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুলতুবী প্রস্তাবটি আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, বাপ মা ছেলেকে মারিলে যদি ছেলে রাগ না থাকিতে চায় তবে বাপ-মা কি ছেলের দাবী মানিয়া লয়? যে বাপ মা ছেলের দাবী মানিয়া লয়, তাহাদের ছেলে 'বদ' হইয়া যায়। আন্দামানের অনশনকারী রাজবন্দীদের সম্পর্কেও, তাঁহার মতে, এই উপমা প্রযোজ্য।

স্যার নাজিমুদ্দিন এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, বন্দীদের দাবী ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের দাবী নহে, তাহাদের দাবী বিষয়ের বিচারকর্ত্তা হইতেছেন গবর্ণমেণ্ট বা ব্যবস্থা-পরিষদ—রাজনৈতিক বন্দিগণ নহে। আন্দামানের বন্দীদের ফিরাইয়া আনার প্রশ্ন ব্যবস্থা-পরিষদে বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগকে ফিরাইয়া আনার অর্থ হইতেছে, বন্দীদের নিকট গবর্ণমেণ্টের আত্ম সমর্পণ।

শুক্রবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রথম ভাগে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বাজেটের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার খাঁ বাহাদুর আজিজল হক শুক্রবার আন্দামানের অনশন সম্পর্কে আলোচনার সময় গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধী লিনলিথগো আলোচনা

"টাইমস" পত্রিকা বলেন, বড়লাট ও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গত সাড়ে পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে বিচ্ছেদ চলিয়াছিল গান্ধী-লিনলিথগো-আলোচনার ফলে তাহার অবসান হইল। যে দূরত্ব পরিবেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ও সর্ব্বপ্রধান ভারতীয়দলের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না, যাহার একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতে আমরা নিষ্কৃত হইলাম।

"নিউজ ক্রনিকল" বলেন, আজ বোধ হয় গত লর্ড লিনলিথগো ভারতের বড়লাট হইয়াছেন; কিন্তু গতকল্য মাত্র তিনি মিঃ গান্ধীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইলেন। কাজেই লর্ড লিনলিথগো তাড়াতাড়ি কিছু করিতে পারিলেন এ অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে মোটেই আনা যায় না বরং তিনি যে দেশ শাসন উদ্দেশ্যে প্রধান নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করা যাইতে পারে। কারণ ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যাপারে যে বিরাট পরীক্ষাকার্য্য চলিয়াছে এরূপ যোগাযোগের দ্বারাই শুধু তাহাকে সফল করা যাইতে পারে।

সদ্ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ২৲
দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-গাম্ভীর্য্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম ।০
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব ...)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিত্র গুণসৌরভঃ (বাঁধা) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপথ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। জগন্নাথাষ্টক ৵০
৪৭। মনঃশিক্ষা ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভাক্রপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলা ... ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠশ্চ ...
৬৭। সাবরণবর্ণনম্ ৫

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজী য্যাণ্ড অন্টোলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। ...শ্লোকম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫৲ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৵০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

———:০:———

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে ; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগৌর গদাধরৌ জয়তঃ

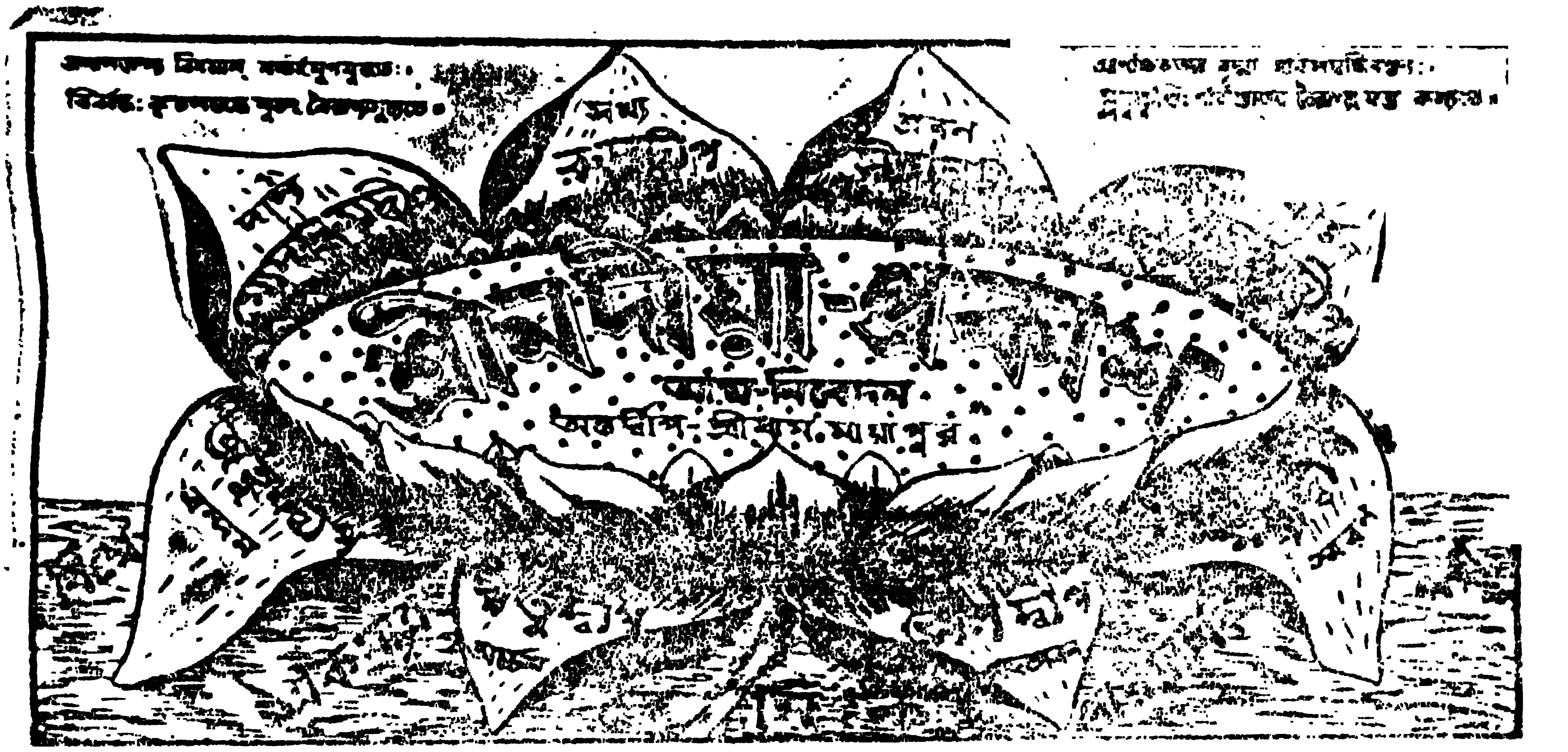

১২শ বর্ষ ১৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার ১৩০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব গত ৭ই আগষ্ট শনিবার শ্রীধামে আগমন করিয়া তথাকার সেবাকার্য্য পরিদর্শন ও সেবকগণকে উৎসাহিত করিয়া পুনরায় গত ৮ই আগষ্ট রবিবার শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অধরমন ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রসূন, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী ও শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতায় শুভবিজয় করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠের হরিস্মরণ মহামহোৎসব

গৌড়ীয়গণের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের স্বয়ং উপস্থিতিতে পরিচালনে ও তত্ত্বাবধানে এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসবের বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবার কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমঠের সেবাসৌষ্ঠব-বৃদ্ধি ও হরিস্মরণ কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের উদ্যোক্তৃগণকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে উৎসব-সম্পাদনের জন্য নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। গৌড়ীয়ের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই কেন্দ্র করিয়া গৌড়ীয়গণের যাবতীয় অনুষ্ঠান। উৎসবকালে শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান প্রভৃতি হরিকথা-প্রসঙ্গ মুখরিত থাকিবে। মধ্যে মধ্যে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সুবৃহৎ নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাণী-বন্যায় প্লাবিত করিবেন।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

গত ২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যাকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-প্রসঙ্গে বলেন,—চাতুর্ম্মাস্যের বিধি নিষেধ সকলের মধ্যে সাধুসঙ্গে হরিসংকীর্ত্তনই প্রধান বিধি এবং হরিসেবোন্মুখ যাবতীয় প্রতিকূল-চেষ্টা পরিহার করাই নিষেধ। প্রতিকূল-চেষ্টার মধ্যে প্রজল্প বা অসদালাপ বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—"কৃষ্ণেতর কথা বল বেলা দাও তাঁর নাম।" শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু
কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।"

—এইসকল মহাজন-বাক্য বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়। শুদ্ধভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হন। শ্রীশ্রীঅধোক্ষজবিগ্রহ, শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহ ও শ্রীশ্রীশেষশায়ি বিগ্রহের আবির্ভাব প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং"—বাক্যানুসারে অভক্ত গুরুবৈষ্ণবাপরাধী জনগণ যখন কপটতা ও মাৎসর্য্যকবলে দিন দিন নৈরাশ্যের অকূল সাগরে ডুবিতে থাকে, তখন প্রকৃত ভাগবতগণ অধিকতর ভগবানের সেবার সুযোগ পাইয়া অধিকভাবে তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন ও সেবানন্দ লাভ করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণ নরকের পথে গমন করে, আর ভক্তগণ তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু-সম্পন্ন হইয়া কৃষ্ণের নাম, ধাম ও কামের পরিপূর্ত্তি-সেবা করিতে করিতে গোলোক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। চণ্ডীদাসে—"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥"—এই শ্রেষ্ঠ সাধন পঞ্চাঙ্গের পরিপূর্ণভাবে যাজন বিধেয়। সর্ব্বোপরি সাধুসঙ্গ অবলম্বন করুন।

গত ২৯শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীযোগপীঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশোধ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কারামুক্তিকাহিনী, ভৃত্য ঈশানকে বিদায়দান, হাজীপুরে চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভের আশায় অবস্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ করেন। "বহিঃসঙ্গত্যাগ" বাক্য সনাতন প্রভুর কারারক্ষকের বক্তৃতা, "সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম।"—শ্রীকান্তের উক্তি, "গোটা নাহি ভোট মাগ্‌ তুমি দেহ" "চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক যাবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশাপেক্ষায় সনাতনের দ্বারদেশে অবস্থানের তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য ও অনুগমন তাঁহার ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার পাঠ শ্রবণে পরমানন্দিত হন। পরে হরি ও নাম সংকীর্ত্তনানন্তর কীর্ত্তন হয়। বিশেষ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্রভাকর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণ দাসাধিকারী বিনোদবিহারী শ্রীমন্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীপাদ গোস্বামী অধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

অজ্ঞ ও বিজ্ঞ

(বম্বে হইতে)

আসল ও নকল হইতে পরীক্ষা করিতে হইলে যেরূপ জহুরী ব্যতীত অপরের দ্বারা সম্ভব হয় না, অজ্ঞ লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইলে ঠকিতে হয়, তদ্রূপ ... সম্ভব হয়। নিত্যকৃষ্ণদাস অজ্ঞ জীব আমরা ভগবানের স্বরূপ জানিব কি করিয়া? তবে নিজ নিজ অস্মিতা পরিত্যাগ করিয়া মহতের পদাশ্রিত হইলে ... আমাদের অজ্ঞতা নিরসন হইতে পারে। শ্রীভগবানের স্বরূপ ... গুরু বিজ্ঞ গৌরভক্তগণ ব্যতীত অজ্ঞ লোক নির্ণয় করিতে পারে না। ... এবম্ বিজ্ঞ গৌরপার্ষদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল নরোত্তম দাস ...

"অজ্ঞ দেবপূজক, ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম দুঃখ, শোক,
যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥"

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্বেষী।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গোখরত্বের পরাকাষ্ঠা

অনেক বর্ণাশ্রমাভিমানী গৃহব্রত কর্মজড় স্মার্ত্তগণের পদলেহী পাককর্ত্তাদিগকে, অজ্ঞ-জ্ঞানমদমত্ত, আনন্দ বেশধারী-বৈষ্ণববিদ্রোহী ব্যক্তি বৈষ্ণবের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া [illegible] অভিনয়মাত্র স্বীকার করিয়া, অপ্রাকৃত বস্তুগণ প্রাকৃত ভাবিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় তর্পণার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া বিষ্ণু অর্চ্চা অর্চ্চাবিগ্রহে ধাতু বা শিলা বুদ্ধি, বৈষ্ণবীয় গুরু পরমহংস বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, পরমহংস শিরোমণি রথপ্রবর্ত্তক সেবক-ভগবান চিদ্বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অনন্ত রৌরবে নিত্যকালের জন্য স্থান পাইবার নিমিত্ত চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহাদের আর কারণে পারে এমন কোন কাল চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে বা তাহার অতীত কোন রাজ্যেও আছে কিনা, তাহা চিন্তার অতীত।

জড়সুখসর্ব্বস্ব জড়েন্দ্রিয়তর্পণকামী বুদ্ধিগণ এই প্রকার লোকের পরিচয় প্রদান-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকারে দিয়াছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, জড়সুখ-প্রাপক স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমতাবুদ্ধি, মৃন্ময় ও জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু নিত্যকল্যাণপ্রাপক ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গরুগণের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

গোখরসঙ্গ ও তৎসঙ্গি-সঙ্গপ্রভাবেই মানবদিগের বুদ্ধি এরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্র এই প্রকার অসৎসঙ্গ হইতে গুরুবৈষ্ণব-কৃপাভিলাষী ব্যক্তিকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিতে বলিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গপ্রভাবে জীবের কিরূপ অধোগতি হয় তাহা ভাগবত আমাদিগকে জানাইতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গপ্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমার্থবিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট শোচ্য, যোষিৎক্রীড়ামৃগ অসাধুদিগের সঙ্গ করিবে না।

এই প্রকার যোষিৎক্রীড়ামৃগগণ এরূপ প্রাপ্ত হয় যে, তাহারা সর্ব্বলোকেশ্বর-শ্রীহরি, [illegible] নিত্যকল্যাণনিলয় সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র কাণ্ডারী [illegible] শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে সাধুমুখে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের মাহাত্ম্য শ্রবণসত্ত্বেও নিজ আত্মাভিমানের জন্য জাতিবুদ্ধি করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। যাহারা বৈষ্ণবকে এবং গুরুদেবকে তাহাদেরই ন্যায় গোখরবুদ্ধিজাত বিচারের আশ্রয় মনে করে, শ্রীব্যাসদেব ইহাদিগকে নরকভাক্ বলিয়া জানাইয়াছেন।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদ-
তীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি অর্চ্চ্যবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মর্ত্ত্যনরবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষনাশী বিষ্ণুনাম মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র বলিয়াছেন, যাহার কর্ণকুহরে কখনও শ্রীভগবান্ এবং তদ্ভক্তের গুণগ্রামাদির কথা প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর-বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার জীবন অতিশয় ঘৃণিত। কিন্তু বহুবৎসরব্যাপী গুরু-বৈষ্ণব সঙ্গ সুযোগ লাভ করিয়া ও তাঁহাদের শ্রীমুখে অজস্রবারে হরিকথা শ্রবণের সুবিধা পাইয়াও যদি কাহারও গোখরত্ব না ঘুচে, পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট নিত্যচিদ্বিলাসপরায়ণ গোস্বামিকুলচূড়ামণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণকে আমারই ন্যায় কাম-ক্রোধ বেগপীড়িত মর্কটসদৃশ গোদাস বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা নরকপ্রাপক মহাপরাধময় হীনতম পশুকুলদিগেরও অকারী ঘৃণ্য আচরণ যে আর কি থাকিতে পারে, তাহা মানব চিন্তার অগম্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি বস্তু, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। তিনি বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও [illegible] বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে মর্ত্ত্যপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত। তিনি প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্যবস্তু। তিনি নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকরূপে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। **অভেদবিচারে তিনি উপাস্য পরাকাষ্ঠাতত্ত্ব।** পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত; তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত। সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাও আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অভয়ভাবে তাঁহারাও আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভক্তোপদেশের সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলাপ-[illegible]-শ্রবণে ব্যস্ত।"

এহেন দেবের পরাকাষ্ঠা, গৌরের পরিপূর্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ, পরমপতিতপাবনাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যিনি পতিতজনকে অযাচিত অমন্দোদয়করুণা বিতরণ করিয়া হাতে ধরিয়া এই অবনী হইতে পরব্যোমধাম, নিত্যনবনবায়মান শ্রীগোলোকবৃন্দাবনে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অনন্তমাধুর্য্যগুণখনি শত-[illegible] রাসরসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে স্থান দান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি—জাতিবুদ্ধি সেই গোখরদের নিত্য আবাসস্থল কোন্ নরকে তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস আচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের
শ্রীশ্রীচরণকমলে

"ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি"

আচার্য্যবর্য্য গোস্বামিপ্রভো! এ অযোগ্য সেবকগণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আমরা পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে আদিষ্ট হইয়া, ভারতের উত্তরপ্রান্ত হিমালয়-প্রদেশে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহরূপ মহাবজ্র উপস্থিত হইল।

আমরা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি দেখিয়া দয়াময় শ্রীগুরুদেবই আপনাতে সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিয়া জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে প্রেরণ করিলেন। এখন আপনিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা, রক্ষক ও পালক।

আমরা জগতে কাহারও অপেক্ষা রাখি না, শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্ন, আমাদের নিত্য শিক্ষাগুরু, সেবা-শিক্ষা-প্রদাতা। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও আমরা আপনার অহৈতুকী কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আপনাকে পাইয়া আজ আমরা নিশ্চিন্ত।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, গুরুতত্ত্ব নিত্যকালই গুরু, তাঁহাতে লঘুত্ব বা অপ্রাকৃতশীলাদির অবকাশ কোনকালেও নাই। বিশ্ববাসী গুরু স্বীকার করুক বা না করুক, গুরুতত্ত্ব লঘু বা বদ্ধ জীবকে আশ্রয় দানরূপ শিষ্য করুন বা না করুন তথাপি তিনিই বাস্তবিক শ্রীগুরুদেব।

অন্যাভিলাষী, আত্মসুখকামী বদ্ধজনচয় লঘু। লক্ষ লক্ষ বদ্ধজীব সেই লঘু বস্তুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনি গুরু হইতে পারেন না; বরং অপরাধফলে নরকপথের যাত্রী হইয়া পড়েন। ইহজগতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও বিন্দু বিন্দু বারি-সহযোগে বিশাল পৃথিবী ও অপার বারিধির সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, ইহাই প্রাকৃত জগতের ব্যষ্টিগত সমষ্টির গুরুত্ব; অপ্রাকৃত ধামের ব্যাপারে নিত্যত্ব থাকায় তথায় এরূপ নৈমিত্তিক ব্যাপারের অবকাশ নাই। সেখানে সংখ্যাধিক্য লাঘব সহযোগে অপ্রাকৃত গরিষ্ঠের গঠন হয় না। সুতরাং হে অদোষদর্শিন্ আচার্য্যদেব! আপনি নিত্যপ্রকাশতত্ত্ব। আপনার গুরুত্বের গৌরব আপনাতেই সম্ভবে; আমরা আপনাকে আচার্য্য বলিয়া বরণ করিলেও আপনার গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে যাহাতে স্থান না

পায়, তজ্জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রৌতপন্থায় বা আম্নায়ধারায় আচার্য্য-স্বীকারই শ্রীরূপানুগ-ভজনমার্গ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অসংখ্য পার্ষদ ও ভক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরূপপাদকেই শক্তিসঞ্চার করিয়া রসভজন-শিক্ষাগুরুরূপে রাখিয়া যান; তাই মহাজনগণ শ্রীরূপানুগ ভজনেরই আনুগত্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরূপপাদকেই সকলে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন এবং যিনি যাহা করিয়াছেন, এক শ্রীরূপপাদের আনুগত্যেই করিয়াছেন, তাই কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। আনুগত্যই ভজন, সুতরাং আপনি আমাদিগকে আত্মসাৎ করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই আনন্দের গতি। আপনার শ্রীপাদপদ্ম মহিমা কীর্ত্তনই আমাদের শুভপ্রদ। আমাদের স্বতন্ত্রতা আপনার আনুগত্যধর্ম্মে মিশিয়া যাউক, ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও আপনার শ্রীচরণকমলে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীচরণ যুগত—

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২২ বামন, ৩১শে আষাঢ় (১৩৪৪)

১৫ই জুলাই (১৯৩৭)

বিপুল-সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উপাধ্যক্ষ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দোপাধ্যায়

(সহকারী সভাপতি, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্, এ)

(সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীমণীন্দ্রচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক।

অজ্ঞ ও বিজ্ঞ

(শ্রীমান্না দেবী)

জগতে বিজ্ঞ ও অজ্ঞ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশী, তাহাকে সেই বিষয়ে বিজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। আবার যে ব্যক্তির যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম, তাহাকে সেই বিষয়ে অজ্ঞ বলা যাইতে পারে। দুই ব্যক্তি কিম্বা বহু ব্যক্তি একই বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত হইলেই যে সকলেই সেই বিষয়ে বিজ্ঞ হইতে পারেন, এরূপ নহে। একই স্থানে বহু ডাক্তার অবস্থান করিলেও অজ্ঞ ও বিজ্ঞের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বাহ্য-বিচারে দেখা যায়, সকলেই যখন ভগবানের সেবার অনুষ্ঠান করিতেছে, তখন সকলের পূজাই ভগবান্ গ্রহণ করিতেছেন। এ কথা যে একেবারে অলৌকিক তাহাও নহে। কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥

তাৎপর্য্য এই যে,—আমাকে যে যে-ভাবে ভজন করিয়া থাকে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজিয়া থাকি। সাধারণতঃ দেখা যায়, বদ্ধজীবের চিত্ত নানারূপ কামনা-বাসনার দ্বারা পরিপূরিত। ধর্ম্মকাম, অর্থকাম, কাম-কাম, মোক্ষ-কাম ইত্যাদি বহু বহু কামনার দ্বারা চালিত হইয়া সেই কাম-চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অনেকেই ভগবজ্-জ্ঞানে নানা দেব-দেবীর পূজায় নিযুক্ত হইয়া অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। এবং উহাই ভগবানের পূজা কিম্বা ভগবদ্-ভজন বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীগীতা বা শ্রীভাগবতে ভগবানের বাক্য হইতে জানিতে পারি,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥"

শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যাঁহারা ভগবজ্-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না। ভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত শ্রীউদ্ধব; যাঁহার বিষয়ে ভগবান্ বলিতেছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥"

তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা নিজ স্বরূপও তাদৃশ প্রিয়তম নহে। এতাদৃশী পরমবিজ্ঞ ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় একদিন লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মবাদীগণ বিবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সমস্তগুলিই প্রধান, কি একটীই প্রধান, তাহা বর্ণন করুন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে উহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে ভগবানের সেই বাণী ব্রহ্মা হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে নিত্যকাল শ্রীমঙ্গলাপে জগতে প্রবাহিত আছে। আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে এই শ্রুতির গান শুভাগ্যক্রমে যাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তাহারাই জগতে নানামতবাদদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যাহা ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ-সেবা নহে তাহাকেই ভগবৎসেবা জ্ঞান করিয়া নিজেরা বঞ্চিত হয় এবং অপরকেও বঞ্চনা করিয়া থাকে। এক অন্ধের দ্বারা অন্য অন্ধ চালিত হইতে গেলে যেরূপ উভয়েরই পতনের সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ বিজ্ঞের দ্বারা অজ্ঞ চালিত না হইয়া অজ্ঞের দ্বারা অজ্ঞ চালিত হইতে গেলে ঐরূপ অবস্থা লাভ ঘটে।

ব্রহ্মা হইতে নারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতি আচার্য্যগণের শ্রীমুখ হইতে এ ভাগবত-বাণী জগতে অবতরণ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র ভাগবতধর্ম, সনাতন ধর্ম বা জৈবধর্ম। এতদ্ব্যতীত যে প্রকার ধর্ম্ম জগতে অজ্ঞ লোকের দ্বারা ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, আসিতেছে ও আসিবে তৎসমস্তই লোকবঞ্চনা বা মায়া। ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি॥"

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, মানবগণ আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রুচি কর্ম্ম ভেদে নানাবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপর মায়ার বিক্রম প্রচুর পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে তাহারাই 'যত মত তত পথ' জগতে প্রচার করিয়া প্রকৃত সৎপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া অনর্থজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য এসকল কথা নিরপেক্ষ না হইলে মনুষ্যজাতির মস্তকে প্রবিষ্ট হইবার নয়।

"ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃত-
চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন
বিধীয়তে॥"
(গীতা ২।৪৪)

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না।

সংসারে একপ্রকার অজ্ঞ লোক দেখা যায়, যাহারা জগতে নিজ ভোগসুখকেই চরম সুখ বলিয়া কাণ্ডাকাণ্ডবিবেকরহিত হইয়া তাহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে যে চরমে তাহাই প্রাপ্য ফল হয় তাহা বুঝিতে পারে না। সেইরূপ শ্রীভগবন্মুখ-নিঃসৃত গীতা বা ভাগবতের বাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা যাহার যেই মত সেই মতই ঠিক না তাহা দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় এইরূপ বিচারবিশিষ্ট, তাহাদের গতি সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্প-
মেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি
মামপি॥"
(গীতা ৭।২৩)

অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য; যেহেতু দেবতা প্রাপ্ত হয় সেই সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে। আমার ভক্তগণ নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই বিবাদময় কলিযুগে শুদ্ধভক্তিপথ কণ্টকাকীর্ণ হইলেও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব পরমকরুণাপরবশ হইয়া জগতে অবতরণ করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যবাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ প্রভৃতি বহুবিধ অপসিদ্ধান্ত সমূলে ধ্বংস করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আম্নায় আচার্য্যধারায় এই শুদ্ধভক্তিস্রোত প্রবাহিত আছে; নতুবা তাহা এতদিন বিকৃত হইয়া যাইত। এখন জিজ্ঞাস্য-বিষয় এই হইতে পারে যে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ আমরা চিনিব কি করিয়া?

অতঃপর ৫৯ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] পীঠ, [illegible] চতুর্দ্দশ [illegible] শ্রী [illegible] অবস্থিত আছে। রক্ষক শ্রী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রী [illegible] শ্রীমদ্ [illegible], সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ [illegible] বক্তৃতা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পত্রিকা [illegible] পত্র প্রকাশিত [illegible]। মঠরক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] [illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজির সমাধি। রক্ষক—শ্রীবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীগৌরগদাধর [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] [illegible]।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইতারা (শ্রীদাস ভদের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মদনগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগাইটিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ চরিবার, [illegible] সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীসত্যেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীব্রজমদনমোহন ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮১নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক শ্রীঅকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কেশীরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরপারী,

পোঃ ঢোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্‌ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তশ্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫[illegible]) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাড় (চাকড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাঃ মণ
দাদখানি	৬৷০
ঝাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
একারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৭৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

রিফাইন, টাইপ	১০৷৷৴০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০৴০
মারহোনা সাদা	৯৲০
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
কানপুর লাল	৭৷৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	
গিনিসোণা	২২৲
চাঁদির বার	৫৲৷০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৷৸০
মধ্যস্থলে—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৴
স্নোফ্লেক ঐ	৬৲—৬৵
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এল)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷০—২৷৷৵০
পোলাউ	১৷৷৵০—১৸০
ভূষি	১৷৷৵০—১৷৷৴০

গুড়ের দর

ভেলী	৫৭
	৫৭৲
কুলবেলিয়া	৫৬৲
কুঁদো	৪৫৲

	৪৬৷০
দোর	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
সাদা গাওরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট বা নম্বর)

মাকা	৮৸৵০—৯৷০
ঐ বে মার্কা ডাক্তা ওজন	৭৸৵০ ৮৷০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট নাম্বার মার্কা	১০৲
ঐ ইংলিশ ওয়েষ্ট (সীল)	১০৷০
নরম (টি আয়রণ)	৮৸৵০—৯৷০
বেঙ্গল আয়রণ (কালা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন সীট।

২৪ গেজ—	১৫৷০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫৷০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

সীস	৷৵১০—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ ,, ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ষ্টিল পাটী, গোলটু গবাদে	৮৷০—৯৷০

গোল রড রি-ইনফোর্স ড কর্নকটের

ঐ ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲. নকল ২২৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাড়ীর হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

চুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসেন গোলার ফাইন	৫৪
লিট্‌ল আসেন করকচ	৫৬৲
করাচি খুবলিধ ফাইন	৪৩৲
চাবাগী জাম্বা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পারল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০-১১৷০
গুটি খরিদমণ	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর

—"ঠাকুর [illegible] ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] ঠাকুর—[illegible] বিদ্যালয় [illegible] চারিদিক খোলা। [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সকল [illegible] বৎসর [illegible]

সেবাশ্রমী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রকৃত সচ্চরিত্র [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর [illegible] ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭	১১—৩	১৪	১৮-৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৯	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৭	১২ ১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাটিতে অদ্বিতীয় সাধক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় [illegible] সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-[illegible] [illegible] পক্ষে [illegible] এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible] ব্রাহ্মণের [illegible], ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, [illegible] লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের [illegible] সম্বন্ধ, [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] ও মাহাত্ম্য, [illegible] পরস্পর [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] এই গ্রন্থখানি [illegible] [illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] অক্ষর (প্রমাণাদি [illegible] [illegible]) [illegible] সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত [illegible] [illegible] শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রী[illegible], [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"[illegible] চৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহামহোপদেশক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিরাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারিত সিদ্ধান্ত সম্যক্ আলোচনা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমদ্[illegible] [illegible] [illegible] (Foreword) [illegible] [illegible] Prefaces [illegible] (Contents) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Index (Glossary) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] [illegible], [illegible]; শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], [illegible]; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা,—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

আগামী [illegible] ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(•):

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
[illegible] [illegible] [illegible] ৷৹	৷৶৹	৷৶৹	৷৹	
" " [illegible] ২৲	১৷৹	১৷৹	১৲	
সিকিকলম ৪৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible] প্রতি [illegible] ৬	৪৷৹
" সিকি কলম ১[illegible]৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা [illegible] [illegible]

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
[illegible] সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-রাজরাজৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্যবর্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1546

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৪০]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

চীন-জাপান সংবাদ

জাপানীসংবাদপত্রসমূহে নানকিং ও তিয়েনসিন হইতে যে সমস্ত তার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ ক্রমশঃই পিপিং-তিয়েনসিন অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। "আসাহি সিম্বুন" পত্রিকার নানকিনস্থ সংবাদদাতা অনুমান করেন যে, হোপেই ও চাহারে এক্ষণে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদের বিশটীরও বেশী ডিভিসন রহিয়াছে।

গত ৯ই আগষ্ট প্রতিনিধি সভায় জেনারেল সুজিয়ামা বলেন যে, চীনা সৈন্যগণ যদি পিপিং তিয়েনসিন অঞ্চলকে বিপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে জাপগবর্ণমেণ্ট প্রত্যুত তাঁহাদের অনাক্রমণাত্মক-নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

উত্তর চীন অভিযান সম্পর্কে ৪১ কোটী ইয়েন ব্যয় বরাদ্দ ও বর্ত্তমান সভায় দ্বিতীয় অতিরিক্ত বাজেট বিল গৃহীত হয়।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক হ্যাংকো ত্যাগ পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। প্রকাশ যে, দশ হাজার চীনা সৈন্য জাপানীমণ্ডলটী ঘিরিয়া থাকে এবং ৮ই আগষ্ট প্রভাতে তিনটী চীনা বিমান উহার উপর উড়িতে থাকে।

...

জাপানী সৈন্যদের হ্যাংকো ত্যাগ

গত ৮ই আগষ্ট দ্বিপ্রহরের মধ্যে সমস্ত জাপ সৈন্যগণ হ্যাংকো হইতে সরিয়া যাইবে বলিয়া জাপানী গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেওয়ায় এখানে সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে।

স্থির হইয়াছে যে, চীনা কর্ত্তৃপক্ষ জাপানী কনসালের ভার গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, স্থায়ীভাবে উহা চীন গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করা হইল।

হ্যাংকোর এক হাজার আমেরিক অধিবাসীর অধিকাংশকেই সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাকি যাহারা ছিল তাহারাও হ্যাংকো ত্যাগ করিতেছে।

— —

ব্রিটিশ ও ইতালীয় জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ

জিব্রাল্টারের এক সংবাদে প্রকাশ, ৬০০০ টন মালবাহী ইতালীয় জাহাজ মোন্ফিয়োরিয়ার উপর কয়েকটী অজ্ঞাত পরিচয় বিমান বোমাবর্ষণ করে। জিব্রাল্টারের নৌ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, ব্রিটীশ তৈলবাহী জাহাজ 'ব্রিটীশ কর্পোরালের' উপর ভূমধ্যসাগরের যে অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল এই ব্যাপারও সেই স্থানের নিকটেই ঘটে।

আলজিয়ার্সের এক সংবাদে প্রকাশ যে, "মোন্ফিয়োরিয়ার" কাপ্টেন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হইতেছে। বেলা নয় ঘটিকার সময় জাহাজটি যখন আলজিয়ার্স হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকে ছিল তখন উহার উপর বোমবর্ষণ করা হয়।

———

স্পেনীয় জাহাজে ফরাসী পুলিশ

বিলবাওএর "আরনোমেণ্ডি" নামক জাহাজের মাস্তুলে একটী আদেশপত্র আটকাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফরাসী সশস্ত্র পুলিশ সেই জাহাজে উঠিতে চেষ্টা করিলে জাহাজের নাবিকগণ সিড়ীর উপর একটি স্পেনীয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফরাসীপুলিশকে ত্যাগ পদদলিত করিতে আহ্বান করে।

উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর একজন ফরাসীপুলিশ সাদাদস্তানা পরিয়া তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা পতাকাটি সরাইয়া লয়; তাহার সঙ্গীগণ তরবারি খুলিয়া অভিবাদন করে এবং নাবিকগণ সোস্যালিষ্ট সঙ্গীত করে। অতঃপর পুলিশ জাহাজে উঠিয়া জাহাজটী যাহাতে চলিয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য উহার একটী প্রয়োজনীয় যন্ত্র সরাইয়া লয়।

বোমাবর্ষণ

বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজ "বৃটিশ-কর্পোরাল" বিপদজ্ঞাপক তার প্রেরণ করিয়া জানায় যে, তাহার উপর বোমাবর্ষণ করা হইতেছে এবং তাহার শব্দগ্রাহক যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জাহাজটী অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করিতে বলে এবং জানায় যে উত্তর আফ্রিকা হইতে ৫০ মাইল দূরে আলজিয়ার্সের নিকট বিপরীত দিকে জাহাজটী অবস্থান করিতেছে। পরে আবার রেডিওযোগে জাহাজটি জানায় যে, সাহায্যের প্রয়োজন নাই এবং তাহার শব্দগ্রাহক যন্ত্র মেরামত হইয়া গিয়াছে। ইহাও জানায় যে, জাহাজটী আলজিয়ার্সের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজটী আবাদান হইতে স্থাণ্ডসেণ্ডে যাইতেছে।

———

প্রবল বন্যা

কটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, গত ৮ই আগষ্ট অপরাহ্নে কটক সহর হইতে ৮ মাইল দূরে কাঠজুড়ী নদীর দক্ষিণধারে ওরাবাদ নামকস্থানের নিকট বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভগ্নস্থান প্রায় ৪০ ফুট হইবে। সেখানকার জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস হইতে সাহায্যকারী দল ও একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

কটক হইতে ৫ মাইল দূরে উরালীর নিকট আর এক স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াও কটকে সংবাদ আসিয়াছে। নৎকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

কটকের নিকট মহানদী ও কাঠজুড়ী নদীর জল দ্রুত বাড়িতেছে।

———

কয়লার খনিতে দুর্ঘটনার তালিকা

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস, সি, চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ এইচ এস, সুরাবর্দ্দী বলেন, ১৯৩৩, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য কয়লার খনিতে যথাক্রমে ১১৬, ১৩১ ও ১৪৮টি দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং ঐ সকল দুর্ঘটনায় যথাক্রমে ১২৪, ১৫৭ ও ১৬৭ জন হতাহত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

—

আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন কালে উভয় গ্যালারী জনপূর্ণ হইয়া যায়। প্রশ্নোত্তরকালে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। মন্ত্রীদের প্রস্তাবে কর্ত্তিত করা হয়। মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী আসাম লোকাল বোর্ডস (সংশোধন) বিল উত্থাপন করেন এবং গবর্ণমেণ্ট উহার বিরোধিতা করেন। অনেকক্ষণ আলোচনার পর ভোট লওয়া হয়। মন্ত্রী রোহিণী চৌধুরী ডিভিসন দাবী করেন। পরে উহা লইয়া তিনি আর চাপাচাপি না করায় প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। বাবু রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের আসাম মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম খণ্ড ৪০
প্রথম ৬৫৫০ পৃষ্ঠা মূল্য সহায়ক — ১০
প্রথম খণ্ড
২। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। বেদব্যাসী কথাৰ্চ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। সাধুচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা, ও সংস্কার দীপিকা
৯। দৈবতম ২৲
১০। গৌড়ীয়
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। দ্বাদশ আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷০
২১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ৷০
২২। ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধব ভা ৷০
২৭। মুক্তাফলিকা গুণগৌরব ... (বাঁধা) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৶০
৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। ভক্তিনবক ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। উপদেশামৃত (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গোপালতাপনী ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভক্তিমঞ্জরী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। জীবনবন্ধ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (অবাধ্যায়) ৷০
৫৮। প্রেমপ্রদীপ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম:
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সচিত্র নিত্যদেবম্
৬৪। ভক্তগুরুত্তম ৷০
৬৫। সাধনাদি শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারস্বতবদনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২ ... ওয়ার্ল্ড
৭৩। দি ... অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। রেয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷
৭৭। থিওরেটিক ফিলোসফি অব আনন্দ ... ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধনপথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি ... প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪৷০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এইগ্রন্থ পাঠে বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জীর প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৬৲ টাকা।

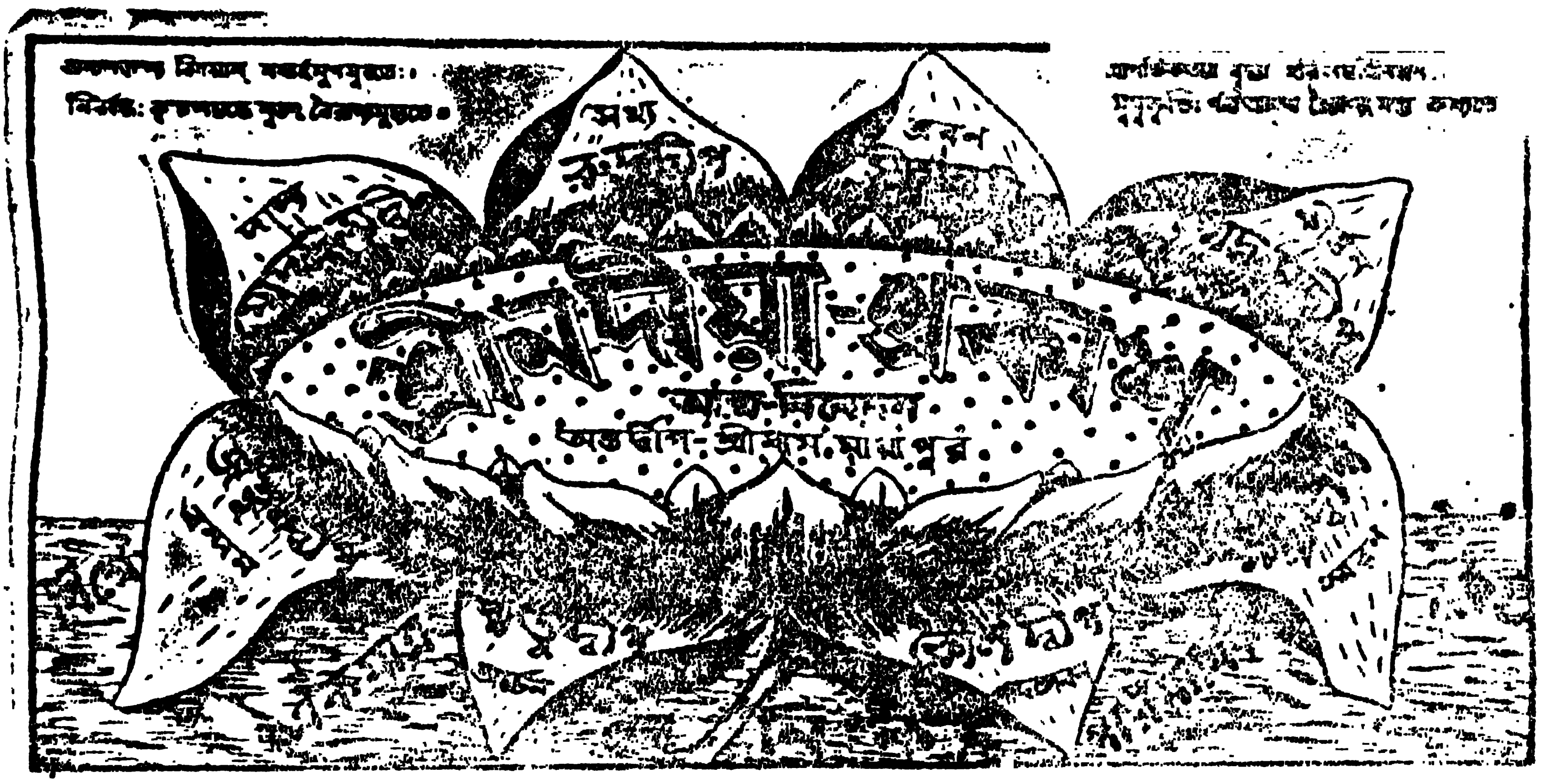

১২শ বর্ষ | শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫২, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, [illegible] আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বুধবার | [illegible] সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

———:*:———

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ গত ২রা আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। পাঠপ্রসঙ্গে স্বামীজী [illegible] [illegible], মানসিক ও [illegible] বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিসমন্বিত ব্যাখ্যা করেন। জগতের বর্ত্তমান [illegible] দয়ার নামে কিরূপে [illegible] চলিতেছে তাহা বর্ণন করিয়া মনোজ্ঞভাষার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অমন্দোদয়া দয়ার পার্থক্য কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারীজীর সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৎপর দিবস ৩রা আগষ্ট হরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত রামাক্ষ সিংহ মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠ প্রসঙ্গে হরিবাসরতিথির মাহাত্ম্য 'উপবাস' শব্দের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ জ্ঞানগর্ভী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাঠে বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল;—অধ্যাপক এন এম, দে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শূর, শ্রীযুক্ত রামচরণ দে, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সান্যাল, শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার শূর ইত্যাদি।

বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী

মহামহোৎসব-উপলক্ষে

বিরাট

নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

তারিখ

১৫ই আগষ্ট ৩০শে শ্রাবণ রবিবার

সময়

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের

শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবেন

পথ

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

———:*:———

আগামী ২২শে আগষ্ট রবিবার এবং [illegible] সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

কটক সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible]প্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী সহ ভদ্রকসহরে পৌঁছিয়াছেন। সহরের বিভিন্নস্থান হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য আহ্বান করিতেছেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে স্বামীজী ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] এম, বি, বি, এস মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। পাঠপ্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন [illegible]

হইয়াছিল। পাঠে উপস্থিত স্থানীয় সজ্জন [illegible] কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

শ্রীযুক্ত [illegible] মন্মথনাথ বসু (এম, বি, [illegible]); শ্রীযুক্ত [illegible] মহান্তি (ষ্টেশন অফিসার); শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] (উকীল); শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র (উকীল); শ্রীযুক্ত [illegible] দাস (টেলিগ্রাফ মাষ্টার) প্রভৃতি।

— —

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ [illegible] বিভিন্ন স্থানে হরিকথা [illegible] [illegible] আগষ্ট বুধবার [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

— — —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ [illegible] প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া [illegible] [illegible] গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় [illegible] প্রভৃতি স্থানে [illegible] গমন করিয়াছেন। স্বামীজী তথা হইতে [illegible] কলিকাতায় আসিয়া [illegible] মহামহোৎসবে যোগদান করিবেন।

—

ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

[illegible] শ্রী[illegible]মঠে এবার সুদীর্ঘ ও [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] হরিকথা শ্রবণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

———

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্বেষী।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রী

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ভাদ্র ও ২১ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪১

বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধি !

লোক বৈষ্ণবের জাতিবিচারকে পাপ বলে, আর পারমার্থিক জীবের বিচারকে অপরাধ বলে। এই অপরাধ পাপাদির ন্যায় সহজনাশ্য নহে, পরন্তু মহাবিপজ্জনক ও আত্মবিনাশকর। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানকে প্রাকৃত কোন কিছুর মধ্যে টানিয়া আনিয়া মনকল্পিত বিচার যেখানে সেইখানেই অপরাধের আবাহন। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত মনে করা, শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করা, বৈষ্ণবে জাতি সামান্যবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবাচার্য্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা জাতিবুদ্ধি করার ন্যায় মহদপরাধ আর নাই। এই মহাপরাধিগণের শাস্ত্রযুক্তির বিচারে অনন্তকাল নরকবাস এবং তদপেক্ষাও কঠিন দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী।

বৈষ্ণবাচার্য্য বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমের অতীত অপ্রাকৃত বস্তু। কৃষ্ণের বড় আদরের বস্তু তাঁহারা। তাঁহারা কার্ষ্ণ—বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁহারা প্রাকৃত বস্তু নহেন। দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য এবং স্থাবরাদিরূপে অবতীর্ণ ভগবানের ন্যায় তাঁহারাও কেবলমাত্র লোকোদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের অনুধানক্রমে স্বেচ্ছাবশতঃ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের উপর দেহ-বিশেষে গ্রহণ-জনিত দোষ-গুণাদির আরোপ করা অন্যায় ও অপরাধবাচক। ভগবান যেরূপ স্বীয় অভিলষিত কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বরাহ কূর্ম্ম মৎস্য প্রভৃতি ভাবে এবং বিভিন্ন যোনিতে অবতীর্ণ হন, সেইরূপ স্বীয় উপদিষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয়-সংকারে নিরতিশয় কারুণিক মহাজনগণ সংসার উদ্ধার করিতে পারেন, এবং জ্ঞাপনের অন্যই বিবিধ প্রকার মহাজনগণ যে কোন কুলে আবির্ভূত হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতিজনাদিগের বক্ষা সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যকে জাতিবুদ্ধি করিয়া মহাপরাধের আবাহন করা যে কিরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত ও অন্যায় কার্য্য তাহা বোধ হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ব্যক্তিমাত্রকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

"বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা" এই নামান্তর-বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—"দেবতাগণ যে, লোকের পুণ্যদর্শন সম্বন্ধ হন তাহার কারণ শ্রবণ কর। তিনি ক্ষমাশীল, শান্ত, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাকে যোগী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করে, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

"হে রাজন! জাতি কখনও অদৃত হয় না, পরন্তু গুণসকলই কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে। কেবল সদাচারসম্পন্ন চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হইয়া থাকে।"

উক্ত গ্রন্থের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"আমাতে ভক্তিদ্বারা শূদ্রগণের অভিমানভাব সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

"শূদ্র ভাগবত—এরূপ উক্তি নিরর্থক মাত্র, যেহেতু ভাগবতগণ শূদ্র নহেন। পরন্তু ভাগবতগণ বিপ্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন।"—এরূপ ভগবদ্দর্শনদ্বারা এবং 'ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা হীনজাতিতে উৎপত্তি-নিবন্ধন পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় চণ্ডালও বুধজনগণের পূজনীয় হইয়া থাকেন, পরন্তু অবৈষ্ণব ব্যক্তি পূজ্য নহেন।—এই বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের অষ্টম অধ্যায়স্থ বচন দ্বারা এবং—"যে সকল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বশতঃ ইহলোকে নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, পরন্তু তাঁহারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের জাতির বিচার করিবে না।"—এইরূপ ভরদ্বাজ সংহিতার 'ন্যাসোপদেশ'-নামক প্রথম অধ্যায়স্থ বচনদ্বারা ভগবং-ভক্তপ্রবর নীচ বর্ণজাত পুরুষগণেরও জাতিগত প্রভৃতির অনাদর পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব-লক্ষণই কথিত হইয়াছে।

আমাদের গুরুপরম্পরাগত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে কাহারও নীচবর্ণে উৎপত্তি হইলেও তাঁহাদের জ্ঞানবিশেষ শ্রীমন্নারায়ণের পরম জ্ঞান ও পরমভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত বলিয়া উহা হীনবর্ণে জন্মগ্রহণজনিত দোষগন্ধ-সম্পর্কশূন্য হইয়া প্রাকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণত্বাদি-গুণ উৎকর্ষের সাধক হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণরাশি দ্বারা প্রসিদ্ধ। সুতরাং আমাদের গুরুপরম্পরায় জাতিবিচারের লেশমাত্র অবলম্বন উচিত নহে।

লক্ষপতির যেমন হাজার টাকা আছেই সেইরূপ বৈকুণ্ঠগণগুরু বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব যে অন্তর্গত আছেই তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অবতার। মায়ার সহিত বা এ জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহাদের জন্ম বলিয়া কোন কথাই নাই। সুতরাং যাঁহাদের জন্ম বলিয়া কোন কথাই নাই সেই বৈকুণ্ঠাবতীর্ণ মহাজনগণকে কোনও জাতিবিশেষের অন্তর্গত করিতে যাওয়া যে কিরূপ অমঙ্গলজনক ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। শূদ্রকুলোদ্ভূত কোন কণ্টকজনবাধা জীবও যদি এই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কৃপালাভ করিবার সৌভাগ্য পান তবে তিনিও ভক্তিবলে বর্ণাশ্রমের অতীত হইয়া—বৈষ্ণবতার প্রথম সোপান ব্রাহ্মণতা অতিক্রমপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবক বা বৈষ্ণব হইয়া সেবাপথে অগ্রসর হ'ন। যাঁহার সঙ্গফলে জীবের এই মহাসৌভাগ্য উদিত হয়, সেই জগদ্বন্দ্য জগদ্গুরুবরকে শূদ্রাদি বলিতে গিয়া ধৃষ্টতা করা কি সমীচীন? ইহা কি অজ্ঞতা বা অবৈষ্ণবতার পরিচায়ক নহে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল কথা বিচার করিবেন।

বৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, গুরুই গুরুর সন্ধান জানেন। গুরুবৈষ্ণব চিনিবার ক্ষমতা অবৈষ্ণবের নাই। গুরুবৈষ্ণবকে জাতিবুদ্ধি বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা আত্মবঞ্চক জীবের এ স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহা এইবার ধরা পড়িয়াছে। এতদিনের গুপ্ত অসদ্বৃত্ত আজ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শরণাগতের এ সকল বালাই নাই। গুরুকৃপাই তাঁহাদিগকে এই ভীষণ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে। কপটেরই যত বিপদ্। সেই কপটগণ কৃপাবঞ্চিত, এই নিজ স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় না থাকায় অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা বশতঃ পরমপূজ্য শ্রীঝড়ু ঠাকুরকে ভূঁইমালী, বলদেবাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মৈথিল বিপ্র, ব্রহ্মার অবতার শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে চতুর্ব্বর্ণবহির্ভূত অব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধী হয়। গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত গুর্ব্বপরাধ, আচার্য্যাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর চিত্তবৃত্তি তাহাকে বৈষ্ণব-পূজা করিতে দেয় না এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি উৎপাদন করায়; এমনি দুর্দ্দৈব!

পরমারাধ্যতম শ্রীপাদপদ্মের জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগতাভিমানী কতিপয় শিষ্যব্রুব বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধিরূপ মহাপরাধ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে জানিয়া আমরা আজ মর্ম্মাহত ও দুঃখিত। গুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের এই দুর্ম্মতি পরিবর্ত্তন করিয়া সুমতি দেন, তাহারা আচার্য্যানুগত্যে গুরুগৌরাঙ্গের সেবালাভের সৌভাগ্য লাভ করুন, ইহাই গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের একান্তিক প্রার্থনা।

আমাদের কি তাতিবে না ?

গোলোকগত শ্রীশ্রীভীমভৈমীর ঠাকুর জগদ্গুরু পরমারাধ্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যখন ১৯৩৫ সালে নিয়মসেবার সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করিতেছিলেন তখন শ্রীল প্রভুপাদ এক ব্যক্তির নিকট শুনিতে পাইলেন যে, কোন এক ব্যক্তি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে জাতিবুদ্ধি করিয়া অমর্য্যাদাসূচক কুবাক্য বলিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তখন অপরাহ্ণকালীন প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতেছিলেন, ইহা শুনিয়া আর তাঁহার প্রসাদ পাইতে যাওয়া হইল না, অমনি এক হিরণ্যকশিপুদলনকারী নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমাদের কি কোন লোক নাই, রাধাকুণ্ডে কি কোন গৌড়ীয়বৈষ্ণব নাই, যিনি ঐ পাষণ্ডের জিহ্বা স্তম্ভন ক'রতে পারেন?" শ্রীল প্রভুপাদকে অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত দেখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান কুঞ্জবাবু বলিয়াছিলেন,—"লোকে কত কি বলে, লোকের কথা ছাড়িয়া দিন।" ইহা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"গুরুর নিন্দা শুনিলে আপনাদের তাতিতে না পারে; জানেন, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর চরণে জাতিবুদ্ধি করায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গুরুভ্রাতার আমি আর মুখ দর্শন করি নাই? এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভুকে আম্নায়পারম্পর্য্যে গ্রহণপূর্ব্বক সেই আম্নায় ভজনভবনে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কি জন্য এই সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া বসিয়া রহিয়াছি, কি জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে বালিঘাই সভাতে গিয়াছিলাম, কিজন্য তাঁহার আজ্ঞায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাবিত্র্যসংস্কার প্রদান ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন-চেষ্টা করিয়াছি? যে নারকিগণ আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল নরোত্তম প্রভৃতিকে জাতিবুদ্ধি করে,—শূদ্রজ্ঞান করে, সেই সকল পাষণ্ডীকে দলন করিবার জন্যই আমার দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পুনঃসংস্থাপনকার্য্য। সমস্ত মঠমন্দির বিক্রয় করিয়াও আমার গুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিকারী ঐ ব্যক্তিকে যদি দমন করিতে হয়, তবে তাহাও করিব। যদি না পারি তবে নিজের গলা কাটিব। আপনাদের যদি ইহাতে না তাতে, তাহা হইলে আমিও আপনাদের মুখ দর্শন করিব না। আপনাদের চিন্তাস্রোতঃ হইতে আমি সর্ব্বদা পৃথক্ আছি। আপনারা প্রতীপাপ্রিয় * * দল। সেই পাষণ্ড, নারকী আমার গুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধি করিয়াছিল।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী শুনিয়া মাত্র রাখিলে চলিবে না—এককাণে ঢুকাইয়া অন্য কাণ দিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। হে পরমপূজ্যপাদ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ—আমাদের অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে যশোহর চাচুড়ি পুরুলিয়া গ্রামনিবাসী কুঞ্জবিহারী সাহা ওরফে কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী (বিদ্যাভূষণ?) 'শূদ্র' বলিয়া কৃষ্ণনগর জজকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যশোহর চোরশাল গ্রামনিবাসী পঞ্চানন সমাদ্দার ওরফে পরমানন্দ ব্রহ্মচারী (?) (বর্ত্তমানে দাসাধিকারী) আমাদের শ্রীল প্রভুপাদকে জাতিবুদ্ধি করিয়া "শূদ্র" বলিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে পুনঃ পুনঃ সত্যপাঠ করিয়াছেন। কুঞ্জবাবু ঐ দরখাস্তকে আবার সমর্থন করাইয়াছেন তাঁহার একজন খাতককে দিয়া—যে ব্যক্তি ঢাকার জে, বি, ডি কোম্পানীর কালি পেন্সিলের এজেন্ট ছিলেন। কাজেই জে, বি, ডি'র বিষয়রক্ষক ও আমমোক্তার উক্ত খাতককে দিয়া—যাহার নাম হরানন্দ নাথ ওরফে হরিবিনোদ দাসাধিকারী, তাহাকে দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের সেসেন মোকদ্দমাতে তাঁহার (নিজের) উক্তির প্রতিধ্বনি করাইয়াছেন। ইহাদের পরত দীক্ষা হয় নাই বলিয়া ও নিজেদের শূদ্র অভিমান পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই কি ইহারা প্রাকৃত শূদ্রোচিত শ্রাদ্ধশ্রাদ্ধ, বিবাহাদি করিয়াছে এবং শেষে অতিমর্ত্ত্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে 'শূদ্র' বলিয়া গুর্ব্বপরাধের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে?

হে সতীর্থভ্রাতৃগণ! শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি এই পাষণ্ডতার কি প্রতিকার হইবে না? এরূপ গুরুনিন্দা শুনিয়া কি আমাদের ভাতিবে না? এখন হইতেই সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, যে পর্য্যন্ত না এই পাষণ্ডতার প্রতিকার করিতে পারিবেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের প্রতিকার করিতে না পারিবেন, সেই পর্য্যন্ত উহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সেই সকল গুরুনিন্দক ও গুরুতে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের অকস্মাৎ মুখদর্শন হইলেও সচেল গঙ্গাস্নান করিবেন, শাস্ত্রাদেশ অনুসারে অসম্ভাষ্য-জ্ঞানে উহাদের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ করিবেন না, উহাদের কোন কথা ভাবিবেন না, উহাদের ছায়া দর্শন করিবেন না, অন্যথা করিলে আমাদিগকেও পূর্ব্বপিতৃপুরুষগণের সহিত অনন্ত রৌরব নরকে যাইতে হবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। গুরুদেবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের স্তোকবাক্যে ভুলিবেন না, কপট চায়, পুষ্পায়, পানতোয়া দ্বারা উদরপূরণের সমাদরে-আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া গুরুনিন্দাকারীর প্রশ্রয় দিবেন না। ইহারা গণমতের খিদমদগার হইয়া গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আজ হৃদয়ে আমরা বড়ই আঘাত পাইয়াছি। গুরুতে জাতিবুদ্ধিকারী, মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণ শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে ও গৌড়ীয়মিশনের প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে বড়ই ব্যথা দিয়াছে। হায়, হায়! অবশেষে গুরুতে মাটিয়া বুদ্ধি! গুরু শূদ্র!! ইহার জন্যই কি শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমে আবির্ভাবের সঙ্গেই সহজ উপবীত ধারণ করিয়া অতিমর্ত্ত্য ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠতা নিত্যসিদ্ধ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্রাহ্মণোত্তমতা নিঃসন্দেহ। হায় হায়! কি নারকীয় চিন্তাস্রোত! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শূদ্র, শ্রীল প্রভুপাদ শূদ্র, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শূদ্র, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শূদ্র, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শূদ্র ইঁহাদিগকে শূদ্র করিতে পারিলেই অর্থ ও স্বার্থলাভ হইবে! গুরুদ্রোহীগণের ধ্বংস অনিবার্য্য।

পূজ্যপাদ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ! হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এই কথাগুলি জানাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্মরণ করুন—"**শ্রীগুরুনিন্দা শুনিলে আপনাদের না ভাতিতে পারে**"। শ্রীগুরুনিন্দা শুনিয়া যেন আমরা নীরব নিথর হইয়া না থাকি। মঠস্থ হই, আর গৃহস্থ হই, যেখানে আমরা যে আছি সকলে সমবেত হইয়া বৈষ্ণবসভা আহ্বান করুন, সেই সভায় এই পাষণ্ডতার কি প্রতিবাদ ও প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে তজ্জন্য আজই ব্যবস্থা করুন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সত্য স্থাপনের জন্য ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করুন। আমরা গুরুতে জাতিবুদ্ধিকারিগণের মিথ্যা পাঠকে পরিবর্জ্জন করিয়া পুনরায় সত্যপাঠ করিয়া নিত্যসিদ্ধ সত্যের মর্য্যাদা স্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব। আমাদের গুরুদেব লোককর্ত্তা, বিষয়-মদান্ধ, জাতিবুদ্ধিকারী নারকিগণের কথিত শূদ্র নহেন; তিনি ব্রাহ্মণ শিরোমণি—তিনি অভিন্ন নিত্যানন্দ। আবার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় সমবেতকণ্ঠে বলিব—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

ভাগবত পড়িয়াও কা'র বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪২)

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
(চৈ. ভাঃ ম।২২৫)

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটি অতি অযোগ্যতম শিষ্যাভিমান বটে, আমি শ্রীগুরুদেবের কোন উচ্চকথা বুঝি নাই বটে, তবে এই স্পষ্ট কথাটি তাঁহার মুখে অসংখ্যবার শুনিয়াছি যে, প্রাকৃত শূদ্র কখনও বৈষ্ণব নহেন, গুরুদেব কখনও শূদ্র নহেন।

শ্রীগুরুতে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের দুঃসঙ্গ বর্জ্জনকারী সতীর্থগণের চরণরেণু-ভিখারী অশূদ্রপ্রতিজ্ঞার্থী—

শ্রীশঙ্করনাথ দেবশর্ম্মা, মুখোপাধ্যায়

ছিন্নবীণা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

অনেক কষ্টের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবী মায়া বল করে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
(ঠাকুর মহাশয়)

হায়! হায়!! একি হইল!!! আমার হৃদয়-তন্ত্রী, হৃদয়বীণা আজ বুঝি সব তারই ছিন্ন হইয়াছে! নহিলে সে বীণা আর বাজে না কেন? হায়! হায়! নিশ্চয়ই তার ছিন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয়সাহিত্যকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর বিলাসপক্ষী, সে কোকিল-কাকলী, সে মধুর গুঞ্জন ঐকতানে আর হয় না কেন?—বুঝিলাম, সব সবাই তার ছিন্ন হইয়াছে। একি! স্বপ্ন না প্রলাপ! না, না, সত্য সত্যই এ হৃদয়কুঞ্জ অন্ধকার হইয়াছে, আর আশার আলোক নাই; কলিঘোর তিমিরে এ হৃদয় দারুণ অন্ধকার আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল।

এ হৃদয়-কুঞ্জে যে শ্রীকৃষ্ণবিহারীর সেবা, বাণীবিলাসের সেবার স্থান আর নাই। একে একে যে মায়া সবই হরণ করিয়া ফেলিল! হরি! হরি! মায়া-পিশাচীর কি তাণ্ডব নৃত্য! এ হৃদয় যে ভূমিকম্প সদৃশ অস্থির হইয়াছে, শান্তিময়ের সহিত সম্বন্ধচ্যুতির ফলেই বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় আমার বর্ত্তমানে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। করুণাময় শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণ, আমাকে কৃপা করুন, যেন আমি এই দারুণ মোহান্ধকার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ শ্রীহরি-কীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারি। নতুবা আমার ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙ্গেছে পরাণ; এ দুঃখ আর বলিব কাহাকে? সংসারে এমন বান্ধব আর কে আছে যে, যাহাকে আমার এই অনন্ত দুঃখের কথা কহিব? হে গুণাকর! করুণাময় অপ্রাকৃত শিল্পিগণ! আমার এ হৃদয়ের ছিন্ন তার যোজনা করুন, পুনর্ব্বার যেন এই বীণাযন্ত্রে শ্রীনারদের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম গান করিতে পারি। এ হৃদয়-কুঞ্জে কৃষ্ণ-বিহারীর বাণী-বিলাসের গান করিতে পারি। সাধুগুরু-মুখে শুনিয়াছি—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যাঁর নাহিক সম্বন্ধ।
জ্ঞানের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥'

সত্য সত্যই আমি সেইরূপ অন্ধ হইয়াছি, হৃদয়ে নানাবিধ রাগ-রাগিনী, সেই উন্মাদনা, সেই মূর্চ্ছনা আর নাই। সবই অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার!! এ হৃদয় যে অন্ধকারে তানটি বাঁধিয়া গেল। হৃদয় শূন্য, সব শূন্য, শূন্যময় দেখি ধরাতল। হায়! হায়!! হৃদয়ের সব তারই বুঝি একে একে ছিন্ন হইয়া গেল! তবে কি আর আশা নাই?

হে শ্রীগুরুদেব! তবে কি আর এ কুঞ্জে পুনরায় বিনোদ-বাণীর ঝঙ্কার উঠিবে না? বেসুরই বাজিবে? আপনার কৃপা কি হইবে না? সজীব অমানিশার অন্ধীকৃত রজনীর ন্যায়, শ্মশানের মত এ হৃদয় কি সব দেশের বিভীষিকার ন্যায় সকলেরই ভীতি সঞ্চার করিবে? হায়! হায়!! একি হইল, এ শ্মশানাস্থিত শবের ন্যায় আমার বাণীমন্ত্র যে নীরব হইতে চলিল, একে একে সব আশা ভরসা যে ফুরাইয়া গেল।

হে নীরদ! হে ইন্দ্রনীলকান্তি শ্যামলকান্তি! তুমি তৃষিত চাতকরূপ সাধু-সজ্জনের প্রতি অমৃতবারি বর্ষণ কর বটে, কিন্তু আমি মহাপাপী, আমার পাষাণতুল্য হৃদয় ভেদ করিতে তোমার কি একটীমাত্রও অশনি নাই যে এই হৃদয় ভেদ করে?

এ হৃদয়ে আর সে আনন্দময় উচ্ছ্বাস নাই! সে উদ্যম, সে বল আর নাই, যেন ইহা প্রেতভূমি সদৃশ শয়তানের আবাসস্থলী হইয়া উঠিয়াছে। আমার পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। এ ঘোর দুর্দ্দিনে দয়াময় হে বৈষ্ণব ঠাকুর! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!! আপনারা ভিন্ন রক্ষা করিবার এ মরজগতে যে আর কেহই নাই। পদপ্রান্তভূমি ভিন্ন যে আর দাঁড়াবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীগুরুদেব! শ্রীগুরুদেব!! শ্রীগুরুদেব!! কোথায় আপনি? আপনি বাণীরূপে বর্ত্তমান নিত্যবস্তু, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ। কিন্তু হতভাগ্য পাষণ্ড আমি আজ আপনাকে জাতিসামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি, এ মহাপাপে আমার কোন্ ঘোর নরকে স্থান হইবে, কোন অজানা অচেনা ভীষণতম কুম্ভীপাক, মহারৌরবে স্থান হইবে, তাহা অদারুণ মায়া-নেশার ঘোরে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না: আমাকে এ ভীষণ বিপদ্ হইতে বলপূর্ব্বক কেশে ধরিয়া উদ্ধার করুন, নতুবা আর কোন উপায় দেখিতেছি না। হে শ্রীগুরুদেব! আপনি অন্তরালে থাকিয়া অন্তর্যামিরূপে ত' সবই দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন আমি কাহার দাস। না—না, প্রভু আর পরীক্ষা করিবেন না, আমি যে ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, মায়ার দাস, এ ক্ষুদ্রের প্রতি আপনি দয়া করুন, এই ভীষণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য আমার নাই। আমি অতি দীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অধম,—আর আপনি অহৈতুক-করুণানিদান। আমি যে জন্মে জন্মে আপনারই কাঙ্গাল দাস। আমাকে রক্ষা করুন, আপনার অভিন্নদেহ বৈষ্ণববৃন্দ আমায় রক্ষা করুন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী আমাদের শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু আমায় রক্ষা করুন। আপনাদের শ্রীচরণতলে আমার এই কাতর প্রার্থনা। হে গুরুদেব! "করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর"।

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

শ্রীধাম [illegible] মায়াপুর, শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পীঠ, [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা [illegible] ১৫

শ্রী [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] আচার্য্য [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) যোগপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

[illegible] শ্রীগৌর-গদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিমাধব অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীধাম বৃন্দাবন [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীমতি চৈতন্য পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্ভব

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাম্বুলি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর ব্রহ্মচারী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ অধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীভক্তিস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

[illegible], পোঃ [illegible], চট্ট, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] প্রসাদ বি-এল

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি।

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেখপুরা,

পোঃ ভোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিদেব ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) সিদ্ধাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তি[illegible] অধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতভজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউন রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	পাইকারী মণ
বালাম	৬॥০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
দাদখানি নূতন	৪৷০
ঐ পুরাতন	৫৲
একাবেক কোরা'নটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৷০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵

চিনির দর

দিকাটন, টাইপ

[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
মাদ্রাজী সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

পাত

টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৭।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা পাত মণ	৬।০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲ -৬৵০
[illegible] ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (০)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৵০—১৸০
ভুষি	১॥৵০—১॥৵০

গুড়ের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
[illegible]	৪৪৲

[illegible]	৬৷১০
ভাল	৪৬৲
কাবুলি	৩৬৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর পাই হন্দর

লোহার কড়ি (ওয়েষ্ট বা বীম)

সাদা	৮৸৵০—৯।০
ঐ [illegible]	[illegible]—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড ওয়েষ্ট বীমস্‌ব সাইজ	১০৲
ঐ ইংলিশ আয়রণ (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ [illegible] শীট।

২৪ [illegible]	১৫।০
২৬ [illegible]	১৫॥০
২৮ [illegible]	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

প্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	১৵১০—৸০
[illegible] কাটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
[illegible] কাটা বাংছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটা ৩—৯ ফুট লম্বা

	৭॥০— ৮৲ হন্দর
গোল বড় কাটা লম্বা ১—৩ফুট	৯ —১০
ঐ ,, ৩—১০	ঐ ৯।০—১০।০
টিন পাটী, সেলিট্ট সবুজে	৮।০—৯।০

গোল বড় বি-ইনকোম ও কনকিটের

	৮৸০—১১৲

স্ঃ ইস্পাত আসল ৬১৩৲, নকল ২২৲

ষ্টকলের চালমণ ৫৵০, পাটের হাঃমণ ৬॥০

তুলার চালমণ ৪৸০

তুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আমেল সোলার কাইন	৫৪৲
[illegible] আমেল করকচ	৪০৲
করাচি গুবরিল কাছন	৪৩৲
[illegible]	৫০৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
[illegible]	৮০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
[illegible] লিঃ
[illegible] খাট পোস্তাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] চারিদিক খোলা। [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] বোর্ডিং [illegible] মাসে [illegible] টাকা [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] পরীক্ষায় [illegible]

[illegible]

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] ছাত্রগণকে [illegible] দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬ ৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	[illegible]—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭	১১—৩	১৪—[illegible]	[illegible]	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—[illegible]	১১—[illegible],	১৪—[illegible]	১৮—১৯	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	[illegible]-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	১০-০	১২-১৩	১৬ ৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কাটিতে [illegible]। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার [illegible]। [illegible] বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—[illegible] রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাম, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণের [illegible] যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও [illegible] মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-[illegible] জানিতে উৎসুক তাঁহাদের [illegible] এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। [illegible] গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে [illegible] অক্ষরে (পাদটীকা সহ [illegible]) অতি সুন্দর ছাপা। [illegible] পৃষ্ঠায় সমাপ্ত [illegible] গ্রন্থে [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক [illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] সম্প্রদায় [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] হউন। এই বিরাট [illegible] [illegible]। যাবতীয় [illegible] দর্শনের [illegible] সহিত [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী [illegible] মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের নিবেদন (Prefaces) বিষয় [illegible] (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; [illegible], বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা,—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(o):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ।৹		১৵০	১৵০	।
" " ইঞ্চি ২৲		১॥০	১॥০	১৲
সিকিকলম ৪৲		৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৬৲		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲		১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪॥০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(o):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বাভিন্নবিগ্রহ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

[illegible] সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৪১]

বিবিধ সংবাদ

——(*:*:*)——

নেপালের রাণার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মিঃ এফ, এল, মেরা নামক জনৈক ব্যক্তির আবেদনক্রমে গত জুন মাসে প্রতারণার অভিযোগে নেপালের রাণা গোবিন্দ সমশের জঙ্গ বাহাদুরের নামে সমন জারি [illegible]। গত শনিবার রাণা বাহাদুর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আর [illegible] এজলাসে হাজির হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ২০০০ টাকার জামিনে রাণা বাহাদুরকে মুক্তি দিয়াছেন। আগামী ১৬ই আগষ্ট মকদ্দমার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

মিঃ মেরার অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ,—মিঃ মেরা [illegible] কলিকাতায় [illegible] কাজ করেন। ১৯৩৬ সালে রাণা বাহাদুর তাঁহাকে দার্জ্জিলিং এ [illegible] কোম্পানি, ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করেন। নেপালের [illegible] অঞ্চলের জঙ্গলে শাল-গাছ কাটিবার কন্ট্রাক্ট দেওয়ার জন্য রাণা বাহাদুর দরখাস্তকারীকে কোনও লোক ঠিক করিতে অনুরোধ করেন এবং শালগাছ বিক্রয়ে যে আয় হইবে, তাহার শতকরা ৫ টাকা হিসাবে দরখাস্তকারীকে প্রদান করিবেন বলিয়া রাণা বাহাদুর প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে মিঃ মেরা কলিকাতার [illegible] এক্সচেঞ্জ [illegible] মেসার্স [illegible] আন্ধা [illegible] ম্যানেজার [illegible] খরিদ্দার ঠিক করেন। মিঃ মেরা পুনরায় [illegible] রাণাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাণাবাহাদুরের চুক্তিনামাখানি ফেরৎ চান এবং বলেন, উক্ত চুক্তিপত্র তাঁহার মাতাকে দেখাইয়া অভিযোগকারীর পাওনা মিটাইয়া দিবেন।

মিঃ মেরা বলেন,—রাণা বাহাদুর ঐ চুক্তিপত্র তাঁহাকে আর ফিরাইয়া দেন নাই এবং [illegible] তাঁহাকে কোনও কমিশন প্রদান করেন নাই।

মিঃ কে, সি, [illegible] ও মিঃ এইচ কে বসু অভিযোগকারীর পক্ষে এবং কৌঁসুলী মিঃ এস, কে সেন ও এটর্ণী [illegible] মিঃ কে সি, এস, ও [illegible] মুখার্জ্জি রাণা বাহাদুরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

রাওলপিণ্ডি মোটর ধর্ম্মঘট

গত ৭ই আগষ্ট মোটর ধর্ম্মঘটের প্রথম দিবসে সহরের [illegible] মোটর একেবারে ও [illegible] স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুলিশকে [illegible] করিয়াছে। [illegible] কতকগুলি [illegible] কোম্পানির মোটর [illegible] নাই। প্রকাশ, মোটর [illegible] যাবৎ ধর্ম্মঘট চালাইতে মনস্থ করিয়াছে।

মন্ত্রী [illegible] কোনও মোটর [illegible] না [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] থাকিয়া [illegible] করিতেছেন। [illegible] যুক্তপ্রদেশের [illegible] মোটরমালিক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] চড়িয়া [illegible]। মোটর [illegible] আপোষ [illegible] তাহার জন্য অনুরোধ জানাইতে [illegible] ও স্থানীয় বাসমালিকদের একদল [illegible] কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মানপত্র গ্রহণে অসম্মতি

[illegible] স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যে সকল অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, সরকারী প্রচার বিভাগের মন্ত্রী গত [illegible] এক ইস্তাহারে এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন যে,

"মন্ত্রিগণ মফঃস্বলে গেলে, কেহ যেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য কোনও অর্থ ব্যয় না করেন, [illegible] মানপত্র [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] না করেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট মন্ত্রীদের অনুরোধ [illegible] অনুষ্ঠানগুলি বর্জ্জন করেন। যদি তাঁহাদের কিছু জানাইবার থাকে, যদি [illegible] অবশ্যই গ্রহণ করিবেন এবং তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। মন্ত্রীদিগকে মানপত্র প্রদানের [illegible] অনুরোধ [illegible] করেন যে, [illegible]

[illegible] নাগরিকগণের সম্পর্কে [illegible]

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা ও ইহুদী কংগ্রেস

ইহুদী কংগ্রেস ২৯৮-১৫৮ ভোটে স্থির করিয়াছেন যে, উহার [illegible] আলোচনা [illegible] হইবে। তদনুসারে [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইবে।

[illegible] হইবে না। [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে।

ডক্টর [illegible] বলেন, [illegible] বলা হইয়াছে যে, [illegible] ডাঃ [illegible] যে প্রস্তাব [illegible] করিয়াছেন কংগ্রেসকর্ত্তৃক তাহা হয়ত গৃহীত হইবে।

ধর্ম্মের দোহাই

বিহার ব্যবস্থা-পরিষদের উত্তর মুঙ্গের মুসলমান কেন্দ্রের নির্ব্বাচিত সদস্য চৌধুরী নৈমিয়ল হাসানের নির্ব্বাচন নাকচের প্রার্থনা জানাইয়া ব্যারিষ্টার খানবাহাদুর [illegible] মিঃ [illegible] যে মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ রায় বাহাদুর অমরনাথ চাটার্জ্জী অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ [illegible] ও হাইকোর্টের জজ মিঃ [illegible] লইয়া গঠিত এক ট্রাইবুনালে তাহার শুনানীর পর উহা ডিস-মিস করিয়া দিয়াছেন। খান বাহাদুরের অভিযোগ ছিল চৌধুরী নৈমিয়ল [illegible] ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নির্ব্বাচনে [illegible] নির্ব্বাচন বিধিসঙ্গত হয় নাই।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ৩রা [illegible] সকালে কালিম্পং [illegible] পথে [illegible] মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। ফলে ৫ জনের মৃত্যু ও ১ জন আহত হইয়াছে। [illegible] হঠাৎ [illegible] রাস্তার [illegible] প্রায় ২৫ [illegible] পড়িয়া যায়।

ইতালী ও বৃটেনের মনোমালিন্য হ্রাস

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] সংবাদপত্রে [illegible] সরকারী [illegible] হইয়াছে।

[illegible] মাসে [illegible] প্রবল আকার ধারণ করে; ফলে সমস্ত ইংরাজী [illegible] সংবাদপত্রের ইতালী প্রবেশ [illegible] হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]

[illegible] ৬

[illegible] ৬

[illegible] ৪

[illegible]

[illegible] ৮

৬। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]

[illegible] ৮০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]

৮। [illegible] ও [illegible]

[illegible]

৯। [illegible]

১০। গৌড়ীয় [illegible] ২৲

১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹

১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৲

১৭। বৈষ্ণবাচারদর্পণ ১৲

১৮। প্রাকৃত আদর্শ ১৲

১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵

২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৹

২২। ভজন রহস্য ।৹

২৩। [illegible]

[illegible] (বাঁধা) ২৲

২৪ ([illegible] টীকা-সহ) ২৲

২৫ ([illegible] টীকার) ২৲

২৬। [illegible] কেবল [illegible] ।৹

২৭। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] (সাধুর্বাদ

[illegible] ([illegible]

প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹

[illegible]

৩০। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹

৩১। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।৹

৩২। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹

৩৩। [illegible] ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹

৩৪। [illegible] ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]

৩৭। শ্রী [illegible] ৵৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।৹

৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] দর্পণ ।৹

৪০। শরণাগতি ৴৹

৪১। গীতাবলী ৴৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। সাধনকল্প ৴৹

৪৪। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ৴৹

[illegible] ৴৹

[illegible] ৴৹

[illegible] ৴৹

কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চনকণ

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲

৫১। [illegible] ।৹

৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।৹

৫৩। গোবিন্দলীলামৃত ৸৹

৫৪। [illegible] ।৹

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬। [illegible] ৵৹

৫৭। [illegible] ।৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹

৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ॥৹

৬২। সিদ্ধান্ত [illegible] দিগ্বিজয়ঃ ।৹

৬৩। [illegible] ।৹

৬৪। [illegible] ।৹

৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵৹

৬৬। গৌড়ীয় [illegible] ৴৹

৬৭। [illegible] ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।

৬৯। [illegible] ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ॥

৭

৭১। বেদান্ত —ইটস মরফলজী য়্যাণ্ড [illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible] য়্যাণ্ড [illegible] অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

৭৪। বৈষ্ণবাচার্য ।৹

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹

৭৬। [illegible] ।৹

৭৭। [illegible] পিলগ্রিম য়্যাণ্ড [illegible] ।৹

৭৮। [illegible] ২॥৹

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (নতুন [illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹

৮১। সাধন-পথ ।৹

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৮৩। গীতাবলী ৴৹

৮৪। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা, সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৷৹।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে সুকীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

———৯০৷———

নিখিল শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

১২শ বর্ষ | ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১২ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১৪১৩তম সংখ্যা

বঙ্গে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত আনুগত্যে বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতেছেন।

তদুপলক্ষে দৈনিক প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকালে বর্ত্তমান আচার্য্যদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনাদিস্তব গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হইতেছে। সন্ধ্যাকালেও শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিনোদানন্দজীউর সন্ধ্যারাত্রিকালে মঠসেবকগণ উপরিউক্ত ক্রমপর্য্যায়ে বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক এবং গৌরবিহিত পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন ও পাঠ করিতেছেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাবস্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-দিবসে শ্রীমঠে একটী সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য এবং জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিরহসূচক পদসমূহ কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

গত ১২ই শ্রাবণ বুধবার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে মঠসেবকগণ পাঠ কীর্ত্তনমুখে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ তিথি সম্মান করেন। এই দিবস স্থানীয় "হ্যানো-আয়ুর্বেদিক" হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ও কতিপয় ভদ্রমহোদয় দ্বিপ্রহরে শ্রীমঠে আগমন করেন। শ্রীপাদ [illegible]চৈতন্যদাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের নিকট শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বর্ত্তমান মঠাচার্য্যদেবের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। ইঁহারা বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বর্ত্তমান মঠাচার্য্যের [illegible] শ্রবণে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল,—

ডাঃ পি, জি, [illegible] এল, সি, পি, এস, বৈদ্যকলানিধি; ডাঃ কে, বি, রায় এল, এম, পি; ডাঃ আর, এস, নাগ ভিষগ্‌রত্ন; মিঃ কে, বি, তাহা ম্যানেজার হ্যানো আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল; শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ পিল্লা; শ্রীযুত বিশ্বনাথ পিল্লা; শ্রীযুত সুব্রহ্ম পিল্লা এবং মিস্ কাটিকেল [illegible]। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নপূর্ণ দাসাধিকারী; শ্রীমান্ প্রয়াগ রাজ দে, শ্রীমান্ মথুরা প্রসাদ দে এবং সপরিবারে মিঃ ডি, এস, দালাল (জনৈক পার্শী ভদ্রলোক) ইঁহারা সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৫ই শ্রাবণ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কীর্ত্তনমুখে উক্ত তিথির সম্মান করেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকালে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে [illegible] বক্তৃতা দেন।

গত ১৬ই [illegible] চৈতন্য ব্রহ্মচারীজী [illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির পরস্পর পার্থক্য সম্বন্ধে [illegible] ভাষায় প্রায় [illegible] একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে [illegible] পাঠ করিতেছেন এবং [illegible] পূর্ব্বোক্ত [illegible] হাসপাতালের চিকিৎসকগণের বিশেষ আগ্রহে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত মঠের সেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া বর্ত্তমান শ্রীল আচার্য্যদেবের, গৌড়ীয় মিশনের এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অনেক সুধী ব্যক্তিগণের নিকটও তাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রতীপের পরিণাম

(শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

এক পদে অগ্রসরি' অন্য পদে ভর করি'
সুধীজনে পথ চলি' যায়।
না দেখিয়া পরস্থান, কি ভাবে পূর্ব্বস্থান,
তাহে পদ স্খলিত না হয়॥

(২)

তেমতি জীবনপথে, চলিবারে বিধিমতে,
সাধুশাস্ত্রে করে উপদেশ।
ত্যজি' মোহ, মায়াময়, কল্পনার সমাশ্রয়,
সাধুর স্মরণ [illegible]।

(৩)

[illegible] তেয়াগিয়া,
সাধুসঙ্গে সদা রব ভোর।
[illegible] ভক্তি যদি কৃপা নাহি ভক্তি,
মায়া ত্যাগ [illegible] মোর॥

(৪)

কে তিনি! [illegible]॥
কেন কভু [illegible]
[illegible]?
[illegible] অবিরত,
[illegible]॥

(৫)

[illegible] কেলি
কেন কর রে মন দুর্জ্জন!
কত দিন [illegible] আচরিলি,
এ কি তোর [illegible]?

(৬)

[illegible] হয় নষ্ট,
[illegible] বৃন্দাবন।
[illegible] তাহা হয়,
[illegible]॥

(৭)

[illegible] কার গিয়ে,
[illegible]।
[illegible],
[illegible] মানবায়॥

(৮)

শ্রীধর — [illegible],
[illegible]।
[illegible],
[illegible]॥

(৯)

[illegible] তার সাথে,
[illegible]।
[illegible],
[illegible] কোটী [illegible]॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্বেষী।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ শ্রীধর [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

রূপ-কবিরাজী মত

শ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালের ১৮ চৈত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিষ্যগণের এক ব্যক্তিকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—

"অতিবাড়ী নামক একটি রূপক বাউল সম্প্রদায়ের দুর্গন্ধ বীজ কালক্রমে আপনাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত হইবে এবং আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধকোটিকে ভক্তিশূন্য করিবে, ইহা সকলের আবাসস্থলী করিয়া ফেলিবে, তাহা শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমার নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন"।

এই রূপকবিরাজী মত সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার বিবরণে নির্দেশ করিয়াছেন,—

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যকন্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী রূপ কবিরাজ নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। তদবধি সেই রূপ কবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে ত্যাগী ব্যক্তিই একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে আচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার্য্যবংশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্যগণ এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণের [illegible] গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামী' উপাধি প্রদান ও গ্রহণ করা শিষ্যগণের যে উচিত নহে, এই কথা রূপ-কবিরাজ প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অবস্থান গৃহস্থ সন্তানের পক্ষেও আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে বলিয়া প্রমাণ করেন"।

এই রূপ কবিরাজী মতের পুনঃ সংস্করণ-রূপে [illegible] উদ্ভাবিত হইয়াছে। "গৃহস্থগণের কোন যোগ্যতা নাই,"—"ব্রহ্মচারীর সেবাধিকার পরমহংস [illegible] করিতে পারেন না এবং ব্রহ্মচারীর [illegible] বার সম্ভাবনা নাই"!

"আচার্য্য ত্রিদণ্ডী-বিশেষ"। [illegible] মত অতিবাড়ীগণের বিচার আছে সত্য কিন্তু উহার মতে [illegible]—শ্রীকৃষ্ণ নিঃসঙ্গবর্জ্জিত। যাঁহ আচার্য্যের উপেক্ষিত ও অসম্মানিত, [illegible] এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন।

[illegible] ভাগবত অর্থাৎ টিকিধারী করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম বৃত্তি অবাধে চালাইবার ও অনধিকারী দল ভক্ত হইল জনে 'পরিত্যাগেন আচার্য্য' (?) সাজিবার সঙ্কল্প মাত্র। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অপ্রকটের পর এইরূপ অতিবাড়ী মত প্রচারিত হইয়াছিল।

[illegible] নিষ্কিঞ্চন ও মানহীন সম্প্রদায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের গুরুপরম্পরা বিচ্ছিন্ন, সুতরাং "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—এই ন্যায় অনুসারে গুরুপরম্পরাবিহীন স্বতন্ত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সাহিত্য চতুঃসম্প্রদায়ের বহির্ভূত এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য, পণ্ডিত-কুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন। তৎকালে গোস্বামিগণ আপনাদিগের শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত বিশ্রুত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পারম্পর্য্য বিস্মৃত হওয়ায় বৈষ্ণব-সমাজে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ জন্যই শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' রচনা করিতে বাধ্য হন এবং এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত্ব করণকার্য্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। [illegible] ঠাকুরের বৈষ্ণবসম্প্রদায় [illegible] নিবন্ধ; বিশেষতঃ গোস্বামী [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্যের কতৃক [illegible] অনুমানের ইহাই জলন্ত দৃষ্টান্ত"। (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] ভূমিকা)

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিত্যক্ত রূপ কবিরাজের মতে গৃহস্থের আচার্য্য অস্বীকারের [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, পাষণ্ড রূপ কবিরাজ বৈষ্ণব বা আচার্য্যকে গৃহস্থ বা শূদ্রাদি প্রাকৃত বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত মনে করিয়াছিল। তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরও তদুপেক্ষিত পাষণ্ডসম্প্রদায় আচার্য্যকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা শূদ্রাদি বিচার করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় পাষণ্ড সম্প্রদায় জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে সহপাঠ করিয়া 'শূদ্র' বলিয়াছে। প্রতীপ পিয় * * দলও এক সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আচার্য্য, গুরু, বৈষ্ণব বা পরমহংস বলিতে দ্বেষিয়া আস্ফালিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাহা সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। "History repeats itself" পাশ্চাত্য মনীষার এই বাক্য খুব সত্য।

যাহারা আম্নায়ের অবিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাগবত পারম্পর্য্য প্রচারক ও কবির গুপ্তচর। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারা এই প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষমত নিরাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদও প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ও কলির গুপ্তচরগণের এবং উপেক্ষিত রূপ-কবিরাজী দলের ঐ সকল পাষণ্ডমত গৌড়ীয় সুদর্শনের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন।

দুর্ব্বুদ্ধি

(শ্রীকনকলতা দেবী)

বর্ণপরিচয় হওয়ার সাথে সাথে বড় বড় সাহিত্য, কাব্যের বই নিয়া টানাটানি করা যেমন অনধিকার-চর্চ্চা এবং অশোভন, পারমার্থিক জগতে প্রবেশমুখেই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ দাম্ভিকতাসহকারে "পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান সবই আমার আয়ত্ব" এইরূপ বলা বা চিন্তা করা শুধু অপরাধ সঞ্চয় মাত্র

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অজ্ঞাত-সুকৃতির সুযোগে এজন্মে সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যদি নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা সে বিষয়ের সম্যক্ রূপ অনুশীলন না করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত আশ্রয় লাভ না হইয়া অভিনয় মাত্র হইবে। সংসার সাগর উত্তরণের ভেলাস্বরূপ সদ্গুরু জগতে কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বদাই প্রকট থাকেন; তাঁহার দর্শনলাভ জীবের নিজ নিজ অর্জ্জিত জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতিসাপেক্ষ। সদ্গুরু-পদাশ্রয় তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই বিষয়ের অনুকূল অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কূপে পতিত ব্যক্তিকে রজ্জু নামাইয়া টানিয়া উঠান যায়, যদি সে দুই হস্তদ্বারা রজ্জুকে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। আমরা সংসার কূপে নিমজ্জিত অনাদি বহির্ম্মুখ জীব; শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপারজ্জু দৃঢ়ভাবে অবলম্বন না করিলে কোনদিনই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই। এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন পাইয়াও যে শ্রেয়োলাভে যত্নশীল না হয়, সে আত্মঘাতী। সুতরাং সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করত তাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া আনুগত্য সহকারে সতত শ্রবণ করিলে, ক্রমে সদ্গুরুর কৃপায় পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করা যায়।

মায়াদেবীর কারাগারের কয়েদী হওয়ার দরুণ আমরা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ এবং অনর্থ-যুক্ত, আপাতমনোহর বহির্জগতের বিষয়-ভোগে প্রমত্ত থাকায় সেই সেই চিন্তা-স্রোতেই সতত ভাসমান; জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও শ্রীর অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত। এইরূপ বিশ্ববিমোহিনী মায়ার কবলে কবলিত থাকা পর্য্যন্ত অনর্থমুক্ত হওয়া যায় না এবং ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতির অন্তর্গত জিনিষের প্রতি আসক্ত বলিয়া অত্যন্ত বলবান; অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় তাহাদিগকে বশীভূত করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একমাত্র দিব্যজ্ঞানদাতা মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই আশ্রয়স্থল। শ্রীগুরুদেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক যে জ্ঞান দান করেন তাহাই পারমার্থিক জ্ঞান বা নিত্য জ্ঞান। এই নিত্য এবং অনন্ত জ্ঞানের মালিক একমাত্র তিনি। দেহধারী জীব দাম্ভিকতা ও মূঢ়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক এই নিত্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত অশুভ এবং অনর্থের হাত হইতে জীবকে ছুটি করাইয়া দেন এবং তাঁহার পাদপদ্ম-আশ্রয়কারী সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সেবোন্মুখ-চিত্তে জিজ্ঞাসু হইয়া কৃপা যাচ্ঞা করিলে অধিকারিভেদে ভজনরাজ্যের বিষয় ক্রমশঃ তিনি জানাইয়া দেন। ভজন-রাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তুর উপলব্ধি ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা ও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যই পরম মঙ্গলকর। নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠবস্তু। সর্ব্বক্ষণ তিনি বৈকুণ্ঠবার্ত্তা কীর্ত্তন দ্বারা কর্ম্মফলভোগী জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। অপ্রাকৃত ভূমিকায় তাঁহার অবস্থান; প্রাকৃত জগতের কোন বিষয় লইয়া তিনি আসেন নাই। তিনি কীর্ত্তন-বিগ্রহ এবং মহাবদান্য। তিনি মূককে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করাইতে পারেন। তিনি প্রসন্ন হইলেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি এবং তাঁহার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। মাদৃশ পতিতাধম নিত্যবদ্ধ জীবের এমন কোন যোগ্যতা নাই যদ্দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের একবিন্দু গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি।

দুর্ব্বুদ্ধি এবং মূঢ়তা বশতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বের অভিনয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃণাদপি সুনীচ

হইয়া, কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করত নিষ্ঠাবান্ হইয়া অনন্যমনে প্রত্যেকেই যেন নিত্যারাধ্য অভিলষিত বস্তুর সেবা-যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, অভয়, অশোক এবং অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্মে ইহাই আমাদের একমাত্র কামনার বিষয় হউক।

আমি মানি কা'রে ?

(শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

যিনি আমার মনের মত, আমি তাঁহাকেই মানি। এই বৈচিত্র্যময় সংসারকারাগারে আমরা অনেক প্রকারের কয়েদী রহিয়াছি। সকলেই একই প্রকার অপরাধ করিয়া— ভগবৎ-সেবা বিস্মৃত হইয়া, ভোগবুদ্ধিতে ভগবৎ-সেবোপকরণ মাঝপথে আত্মসাৎ করিয়াছি বলিয়াই মায়া-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ভব-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু অপরাধ এক প্রকার হইলেও তর তম-অনুসারে বিবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়া হেয়, হেয়তর, হেয়তম বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। সেই সেই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। এমতাবস্থায় আমার বিষয়-ভোগ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি বিষয়-ত্যাগের ভাণ করিয়া যতই না জীবন্মুক্তাভিমান করি না কেন, আমার হেয় বৃত্তি কিন্তু আমাকে আদৌ ছাড়িয়া দিতেছে না।

আমার দেহ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম-নির্ম্মিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়দ্বারা আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ সঞ্জীবিত। সুতরাং দেহ থাকিতে, দেহে 'আমি' বুদ্ধি থাকিতে, দেহস্মৃতি থাকিতে, আমার বিষয়-স্পৃহা, বিষয়-ভোগবাসনা আমাকে ছাড়িয়া কোথায় স্থান পাইবে? ইহাই দেহধারী জীবের ভবব্যাধি বা ভীষণ রোগ।

এ বিষয়-বিষময় জগতে এ রোগের ঔষধ কোথায়? প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত ব্যাধি প্রাকৃত ঔষধে বা প্রাকৃত নিয়মে চিকিৎসা হয়; কিন্তু এ ব্যাধি প্রাকৃত চিকিৎসার বাহিরে। ইহার চিকিৎসকও প্রাকৃত ধামের -দেবী ধামের বাহিরের। সেইজন্যই আমার ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বীয় চেষ্টায় যতই চিকিৎসার আয়োজন করিলাম, তাহাতে রোগ নিরাময় না হইয়া আরও মজ্জাগতই হইয়া পড়িল। এখন বৈদ্য ও ঔষধ উভয়ের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছি।

এমন বিষয়মদান্ধ আমি, বর্ত্তমানে আমার হিতাহিত বোধ আমাকে একেবারে বর্জ্জন করায় আমি বিবেকহীন হইয়াছি। আমার হৃদয়টি ঊষর ভূমির ন্যায় নীরস হইয়াছে। দয়া, বিনয়, সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজি কোনকালেই আমার চিত্তরাজ্যের বহিঃসীমা অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিতে ত' পারেই নাই, এমন কি সাধারণ মানবোচিত কর্ত্তব্যগুলিও বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

হায় রে হায়! বিষয়স্পৃহা এমনি দুর্দ্দমনীয়া! এখন আমার স্বভাবের অভাবে এমন একটি পতিত ভূমিকায় উপস্থিত হইয়াছি যে, আমার মনের মত না হইলে যিনি যত বড়ই হউন না কেন, আমি তাঁহাকে মানি না?

এমন যে একটি আত্মতৃপ্ত আমি, দুর্দ্দান্ত, দুর্জ্জয়, দুর্বুদ্ধি আমি—আমাকেও শাসন করিবার কেহ নাই। আমার জীবনপণ, আমি কখনও শাস্ত্র মানিব না, শাস্ত্রদ্বারা শাসনকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দ্বারা শাসিতও হইব না, শিষ্যও হইব না। আমি নিজেই সর্ব্বজ্ঞাতা শাস্ত্রজ্ঞ, নিজেই নিজের শাসক বা শিষ্য; আমি আবার কাহার অনুগত থাকিব? তবে আমার মনের মত যদি কেহ থাকেন তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানি বা মানিব। নতুবা আমি আমাকেই মানি না বা বিশ্বাস করি না।

এখন কথা এই—মানা ও না মানার বিচারের ভার যদি আমিই গ্রহণ করিলাম, তবে আর আমার চিরন্তন অভ্যাস গেল কই? বিষয়গ্রাহী আমি, দ্রষ্টাভিমানে যাহাই দর্শন করি, তাহাই প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যতদিন ইন্দ্রিয়-সেবার উপকরণ থাকিবে ততদিন আমার মৌখিক মানা আর না মানার মূল্যই বা কি?

এ দুনিয়াতে ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াই আর অনুসন্ধান করি, কে আমার মনের মত কথা বলে, মনের মত চলে, মনের মত আহারাদি করে, মনের মত কপটতায় পটু, সে নাস্তিক হউক, পাষণ্ড হউক, গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন বিরোধী হউক, গুরুবর্গ (?) মনে করিয়া সেই মনের মত ব্যক্তিকেই আমি মানি।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২২ বামন, ৩১শে আষাঢ় (১৩৪৪)

১৫ই জুলাই (১৯৩৭)

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়

(সহকারী সভাপতি, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীবিনোদকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্, এ)

(সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন)

শ্রীসখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক।

উৎসব-পঞ্জী

মঙ্গলবার	১লা ভাদ্র	১৭ই আগষ্ট		শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা; একাদশীর উপবাস।
বুধবার	২রা "	১৮ই		শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিতের অভিধান; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
রবিবার	৬ই	২২শে	"	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব।
রবিবার	১৩ই	২৯শে	"	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
সোমবার	১৪ই	৩০শে	"	শ্রীনন্দোৎসব।
বুধবার	১৬ই	১লা সেপ্টেম্বর		শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
শুক্রবার	২৫শে	১০ই	"	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
রবিবার	২৭শে	১২ই	"	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
সোমবার	২৮শে	১৩ই	"	শ্রীরাধাষ্টমী।
বৃহস্পতিবার	৩১শে	১৬ই	"	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস।
শুক্রবার	১লা আশ্বিন	১৭ই		শ্রীবামন-দ্বাদশীর ব্রত ও উপবাস।
শনিবার	২রা	১৮ই		শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব **(সাধারণ মহামহোৎসব)**।
রবিবার	৩রা	১৯শে		শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অভিধান।
সোমবার	৪ঠা	২০শে	"	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

ঊষঃকালে	...	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	...	দ্বাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্ণে	...	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	...	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে	...	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা
সন্ধ্যায়	...	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে		কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড ১০ ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

রক্ষক

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হয়। মঠরক্ষক—শ্রী[illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃষ্ণ [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

শ্রীগোদ্রুমপতি ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) স্বর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

[illegible] রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible] বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. বি. এল।

(২৭) [illegible] প্রপন্নাশ্রম

পোঃ [illegible] (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], [illegible], [illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর [illegible]

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—[illegible] শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখুপুরী,

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গব্রত ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গৌরাদিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণভবন বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীপ্রেমপ্রদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্দ (তাণ্ডা)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	দর প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁশফুলী	৫৷৷০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
রূপশালী কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৸০

আতপ—

দুধকমল আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	০৲-১০।০
বাঁশফুলী আতপ	৫।০ ৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

বিস্কুট, টপ	১০৷৷/০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
কাঁকুড়গাছি সাদা	৯৲
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৪৷৷
গিনি	২১৲
রূপা	
চাকিবার	৫৩।০

পাটের দর

মিডল—	৪০৸০
মিডিয়ম—	৪০৸০
উৎকৃষ্ট—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶
কুপারস্ফ্লাওয়ার ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৷/০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	৩৷৷০—৩৷৷৶০
পোলার্ড	৩৷৷৶০—৩৸০
ভূষি	৩৷৷৶০—৩৷৷/০

ঘৃতের দর

আকড়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাঙ্খাম	৩৫৸০
তার,	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
মোটা পাখরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা লিমিটেড জয়েষ্ট বীমসন মার্কা	১০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫৷৷০
২৮ গেজ—	১৫৷৷০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—২০ গেজ

পীস ।৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল) ২৸০

প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ ৩৷৷০—৪৲

পাটী কাটিং ৭—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, পেটি সমেত ৮।০—৯।০

গোল রড বি-ওনকোস ও কর্ণকাটের

ঐ ৮৸০—১১৲

মুঃ ইস্পাত আসল ৬২৲, নকল ১২৲

চটকলের হালমন ৫৶০, পাটের হালমণ ৬৷৷০

তুলার হালমণ ৬৸০

ফুলের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আসেন সোনার দাইন	৫৪৲
লিটল আসেন ওরফে	৫০৲
করাচি ধুরান্ধর ফাইন	৪৩৲
চাম্পাগ দানা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাকল মাল

সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
ফুটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

গুপ্ত সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

৺৺৺

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম অতীব মনোহর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আবাসিক বিদ্যার্থী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুযোগ

পরীক্ষায় যাহারা প্রতি শতকরা ৬০ নম্বর পাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রকে বিনা বেতনে এবং ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৯,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	২১—৪১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৭৫	৮-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৮-৩৩	১১-৭৮	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ!

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহাতে কুইনাইন আর্সেনিক প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ নাই, লিভার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জীবনের সার্থক হইবে। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

[illegible] সংস্করণ

[illegible] সকলেরই [illegible] ব্রাহ্মণে [illegible]

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible]

[illegible] (Foreword), [illegible] (Contents) [illegible] (Index Glossary) [illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

[illegible] ভিক্ষা — আরও কিছুকাল ২৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—— :(:০:): ——

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও [illegible] দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম [illegible] দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইন [illegible]	।৵০	।৵০	।০
৪ ইঞ্চি ২৲	১।০	১।।০	১৲
সিকিকলম ৪৲	৪	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম [illegible]	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible] প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১ [illegible]	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪	১৮৲
" এক কলম ৪৮৲	

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষান্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

[illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible] মূল্য স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন।

ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত

হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি

অতি সুন্দরভাবে ইহাতে

সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ণাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৪২]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

২৫৯০০৲ টাকার কারেন্সী নোট অপহৃত

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মৃত মোহিনীমোহন দত্তের কৃষ্ণনগরস্থ গৃহ হইতে ১৯১১ সালে অপহৃত ২৫ হাজার ৯ শত টাকার নোট সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকা ও উত্তরাধিকারিণী মিসেস্ সুনীতি ভট্টাচার্য্যের দাবী সাব্যস্ত করিতে কারেন্সী অফিসার মিঃ এস, গুপ্ত ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর স্যার জেমস্ টেলরকে নির্দ্দেশ দিবার প্রার্থনা জানাইয়া হাইকোর্টে যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, বৃহস্পতিবার বিচারপতি রেমফ্রি তাহার শুনানী শেষ করিয়া দরখাস্ত মায় খরচা ডিস্‌মিস করিয়াছেন।

প্রকাশ, মোহিনীমোহন দত্ত কারেন্সী নোটগুলি অপহৃত হইবার পর যথাসময়ে কারেন্সী অফিসে দাবী পেশ করিয়াছিলেন, কারেন্সী অফিস উক্ত দাবীর দরখাস্ত গ্রহণ করিলেও এতদিনের মধ্যে দাবীর কোনও মীমাংসা করেন নাই। ১৯৩৫ সালের ২রা নভেম্বর মোহিনীমোহন দত্তের মৃত্যু হইলে তাহার উইল সম্মত উত্তরাধিকারিণী তত্ত্বাবধায়িকা হিসাবে মিসেস ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত নোট সম্পর্কে দাবী জানাইয়া কারেন্সী অফিসার মিঃ গুপ্তের নিকট দরখাস্ত করেন। মিঃ গুপ্ত তাহার জবাবে ১৯৩৭ সালের ৭ই জানুয়ারী দরখাস্তকারিণীকে জানাইয়াছেন, রিফাণ্ড রুলের ১৫এ নিয়ম অনুসারে তাঁহার দাবী প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর স্যার জেমস্ টেলরের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল, কারেন্সী অফিসারের সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া তিনিও তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

মিঃ গুপ্ত হাইকোর্টে তাঁহার লিখিত জবানবন্দীতে জানাইয়াছেন, পেপার কারেন্সী ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম অনুসারে ১৯১৪ সালে মোহিনী দত্ত মহাশয়ের দাবীর কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে দাবী সম্পর্কে কারেন্সী ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। মিসেস ভট্টাচার্য্যের সলিসিটরকে একথা কারেন্সী অফিস হইতে যথাসময়ে জানানো হইয়াছিল। এ অবস্থায় বিচারপতি রেমফ্রি দরখাস্তের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক দরখাস্ত ডিসমিস্ করিয়াছেন।

মিঃ সুধীর রায় দরখাস্তকারিণীর পক্ষে এবং মিঃ ক্লাফ প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

কাঁঠালের ক্রিয়া ও গুণ সম্বন্ধে গবেষণায় উপাধি লাভ

বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র নাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি, এস, সি, (D. Sc.) উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি কাঁঠাল ফলের ক্রিয়া ও গুণ সম্পর্কে এক গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া এই উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। মুন্সেন নগরীর ভিল্যাণ্ড সাহেব, গোটিঙ্গেনের উইণ্ডজ সাহেব এবং জুরিখের রুজিকা সাহেব—এই তিনজন বিজ্ঞানাচার্য্য তাঁহার নিবন্ধ পরীক্ষা করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ

গত ৭ই আগষ্ট আসাম ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত বাজেট দেখাইয়াছেন; কিন্তু অনেক সদস্য বলেন যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে একটি ঘাটতি বাজেট, কারণ ভূমি-রাজস্ব ও পাট বাবদ গবর্ণমেণ্ট যে আয় হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত ললিতমোহন দাস, মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার দাস এবং আরও অনেক সদস্য বিতর্কে যোগ দেন। শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্ম্মা বাজেট নৈরাশ্যজনক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বর্ণনা করেন।

মধ্যপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও কৃষির জন্য আবশ্যক পশু সংরক্ষণ সংক্রান্ত এক ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, শিক্ষামন্ত্রী এই মাসে বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিবেন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, শিক্ষকগণ এবং বে-সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনা করিবেন।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে সমগ্র বঙ্গদেশে কোন্ ব্যাধিতে কত লোক মারা গিয়াছে, বঙ্গীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ তাহার নিম্নরূপ হিসাব প্রদান করিয়াছেন :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় ২২০ জন, বসন্তে ৪১২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪৪৪ জন, ও মেনিঞ্জাইটিসে ১৮ জন আক্রান্ত এবং কলেরায় ১০৫ জন, বসন্তে ১২৭ জন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১০ জন ও মেনিঞ্জাইটিসে ১১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে কলেরায় ২৩১ জন, বসন্তে ৪০৪ জন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪২০ জন, ও মেনিঞ্জাইটিসে ১৪ জন, আক্রান্ত হয় এবং কলেরায় ১১১ জন বসন্তে ১১৩ জন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১১ জন ও মেনিঞ্জাইটিসে ৬০ন লোক মারা যায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বাংলার কোন্ জেলায় কোন্ ব্যাধিতে কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব এই—

কলেরায়—বর্দ্ধমানে ৭ জন, বীরভূমে ২ জন, বাঁকুড়ায় ৪ জন, মেদিনীপুরে ৬ জন, হুগলীতে ৭ জন, হাওড়ায় ২জন, ২৪পরগণায় ৬ জন, কলিকাতায় ৪ জন, মুর্শিদাবাদে ৩ জন, খুলনায় ১২ জন, রাজসাহীতে ১ জন, দিনাজপুরে ৩ জন, বাখরগঞ্জে ১ জন, চট্টগ্রামে ২২ জন, ত্রিপুরায় ১ জন এবং নোয়াখালিতে ১৭ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বসন্তে—বর্দ্ধমানে ৪ জন, হুগলীতে ২জন, হাওড়ায় ৪ জন, ২৪পরগণায় ৩ জন, মুর্শিদাবাদে ২ জন, যশোহরে ১ জন, রাজসাহীতে ৫ জন, দিনাজপুরে ৮ জন, পাবনায় ১৫ জন, মালদহে ১২ জন, ঢাকায় ৭ জন, ময়মনসিংহে ১৫ জন, ফরিদপুরে ১ জন, বাখরগঞ্জে ১ জন, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে ২৪ জন, ত্রিপুরায় ৭ জন এবং নোয়াখালিতে ৫ জন লোক মারা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় ২৪পরগণায় ১ জন ও কলিকাতায় ৯ জন এবং মেনিঞ্জাইটিসে কলিকাতায় ১১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই দুই ব্যাধিতে অন্য কোথাও কেহ মারা গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৬৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ।৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বারণ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-গলহস্ত ।৵৹
২২। ভজন-রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার [illegible] মাধ্ব ভাষ্য ।৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-[illegible]-দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল বিক্রমাদর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। প্রেমকুসুমাঞ্জলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩ সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪ তত্ত্বসূত্রম ৶৹
৬৫ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থবর্ষিণম ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥৹
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাঞ্চ[illegible] প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪॥৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জগৎকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে উল্লীত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৬৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে। ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

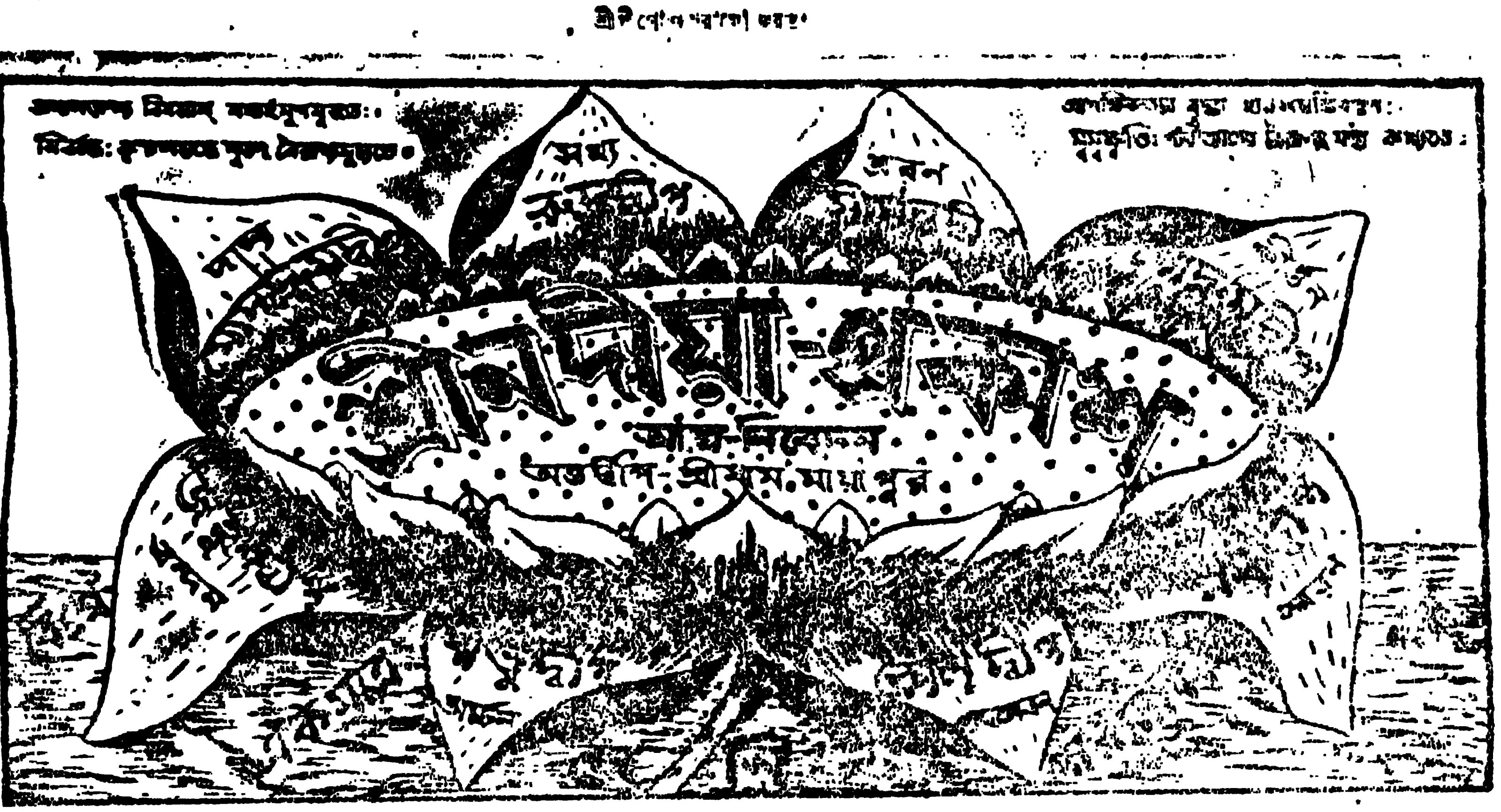

১২শ বর্ষ { ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } [illegible]তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও তাঁহার কার্ত্তিক-পরিচালনাধ্যক্ষতায় বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। এখন হইতেই বিভিন্নস্থান হইতে প্রচারকগণ ও মঠসেবকগণ শ্রীমঠে আসিয়া উৎসবের বিভিন্ন সেবায় যোগদান করিতেছেন।

উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ অকিঞ্চন ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ধানবাদে প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

আগামী পরশ্ব শ্রীমঠ হইতে যে বিপুল নগরসংকীর্ত্তনবাহিনী বাহির হইবে, অদ্য হইতেই তাহার বিরাট আয়োজন হইতেছে।

জামসেদপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১লা আগষ্ট হইতে জামসেদপুরের পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত (Personal Asst to Genl. supdt), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া, শ্রীযুক্ত পাচুগোপাল রায় প্রভৃতির গৃহে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় 'গরুমাইথানা ক্লাবে', শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মহান্তি (পুলিশ অফিসার) এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের ভবনে নিয়মিতভাবে ভাগবত-ধর্ম্মের অমল বাণী, বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যেক স্থানে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইতেছেন।

বিগত ২০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

"স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১।৬-৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-লোক-লাবণ্য-বিজয়িনী স্বীয় অঙ্গপ্রভা দ্বারা মানবগণের নয়ন স্বীয় বাক্য সমূহের দ্বারা উক্ত বাক্য-সমূহস্মরণকারী জনগণের চিত্ত এবং ইতস্ততঃ অঙ্কিত পদচিহ্নসমূহের দ্বারা দর্শক জনগণের অত যাবতীয় ক্রিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক অর্থাৎ তদানীন্তন লোকসমূহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার একমাত্র নিজের [illegible] স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে স্বকীয় সুনাম বিস্তার পূর্ব্বক 'এই কীর্ত্তি অবলম্বনে মানবগণ অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে' এইরূপ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জগতের নিজস্বরূপে বিশ্বাস সৌন্দর্য্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনগণকে [illegible] অন্যত্র [illegible] হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার অলৌকিক বাক্যাবলী মনোধর্ম্মী জীবকে অস্মিতাভিনিবেশ হইতে পরিত্রাণ করেন, স্বীয় চিন্ময় পদ দর্শনকারী জনগণকে জড় স্বস্থানযোগী [illegible] কর্ম্মিগণের ক্রিয়াচেষ্টা হইতে ভগবদনুশীলনের [illegible] দেখাইয়া [illegible] কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় অজ্ঞান হইতে তাঁহাদিগকে নির্ম্মুক্ত করেন এবং স্বীয় অলৌকিক রূপ, বাক্য ও বিক্রম সমূহ কৃষ্ণেতর বস্তুর সহিত বহির্দৃষ্টিতে সমভাবে দৃষ্ট হইলেও তাহা ভোগদর্শন হইতে বাহাকে অপসারিত করিয়া আপনাকে স্বরূপতঃ কাহারও নিয়ামকরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার অনন্যাশ্রিত্বতা অপনোদন করেন।

কোন ভাগ্যে মানব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে জড়ে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার অসমোর্দ্ধ চিন্ময় রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট এবং শব্দের বিবর্ত্তিতে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মী, থর্ব্বোষ্টি, সাবর্ণ্য ও পুরুষাদি জাগতিক ভোগস্পৃহা-দ্যোতক পদার্থ হইতে বিমুক্ত হন।

মুক্তজীবকুল মনে করেন যে, কৃষ্ণভক্ত স্বরূপসিদ্ধ ভাগবতগণ ইহলোকে নানাপ্রকার [illegible] মায়াবাদ [illegible] লাভ করিতে পারেন না।

[illegible] কল্যাণার্থই [illegible] প্রকটিত হইয়াছিলেন, [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] স্থান ও কাল [illegible] আবার মহাজনগণের [illegible]

[illegible] ভাগবতী [illegible]

[illegible] অনুসরণ করেন। আমরা যতদিন শ্রীনামাভাস [illegible] অনধিকারী থাকিব, বিশুদ্ধ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] হইবে না।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আহ্বান পূর্ব্বক মহাবাণী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদ্বাসের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যজাতেরই বিদ্বেষী।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামিঠাকুর প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ শ্রীধর [illegible]

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উৎকল দেশে কোন বৈশ্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পরে দৈক্ষ্যাদিবংশে গৃহীত হইয়া সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বে ইঁহার দামোদর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহা প্রথমতঃ চিল্কাহ্রদের তীরবর্ত্তী স্থানে ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, ষড়দর্শন ও সঙ্গীত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বিরক্তভাবে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করত তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ব্রজমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। এই সময় জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায় ও শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গোলযোগ বাধে। গোলযোগের কারণ এই যে, মির্জাখাঁর অত্যাচারে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউকে জয়পুরাধিপ আপন রাজ্যে লইয়া যাইলেন এবং গৌড়ীয়দের পার বাবের পূজারিগণকে তাঁহার সেবা-নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন গল্তা গদীর শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ সেখানে উপস্থিত পূজারীদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কোন সম্প্রদায়ের?" পূজারিগণ উত্তর করিলেন,—"আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়।" ইহা শুনিয়া শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ বলিলেন—"শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায় সুবিখ্যাত; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় আবার কোথা হইতে আসিল? অতএব, তোমরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়-বহির্ভূত; অতএব তোমাদের সংসর্গ ত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য; তোমরা গোবিন্দজীউর সেবাধিকারে সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

এই বলিয়া শ্রীসম্প্রদায়িগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিল। মহারাজ যদিও শ্রীসম্প্রদায়ের শিষ্য কিন্তু নিজে পরম ভাগবত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই সব কথা শুনিয়া তিনি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগকে রাজসভায় সকলের সাক্ষাতে পূজারীদিগকে পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে পূজারিগণ "আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়" উত্তর করিলে, সভাস্থ সমস্ত শ্রীসম্প্রদায়িগণ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলে একমত হইয়া মহারাজকে বলিলেন, "যখন ইহারা শাস্ত্রসম্মত সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন তখন ইহাদিগকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য।" মহারাজ একথা স্বীকার করিলেন। ইহাদের দ্বারা শ্রীগোবিন্দজীউর সেবা অনুচিত বিবেচনায় শ্রীসম্প্রদায়িগণকে পূজারী নিযুক্ত করিলেন। এদিকে গৌড়ীয় পূজারিগণ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া প্রধান প্রধান স্থানে গোস্বামিগণের নিকট সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, শ্রীক্ষেত্র ও গৌড়মণ্ডলে এই সমাচার প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন স্থান হইতে কেহই জয়পুর গিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন না। পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সমুদয় গোস্বামী মহান্ত অধিকারী ও বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া বিদ্যাভূষণকে উক্ত সিদ্ধান্তবিষয়ে উপযুক্ত স্থির করিয়া জয়পুরে যাইতে অনুরোধ করিলে প্রথমতঃ তিনি দৈন্য করিয়া বলেন,— "শ্রীমদ্‌গুরুদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিদ্যমান আছেন, আমার ন্যায় কি যে আমি গিয়া তাঁহাদের সমক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত করি?" ইহা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন তুমি নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্ব্বাদে জয়ী হইবে—শীঘ্র গমন করত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মান রক্ষা কর। অনন্তর তিনি যাইতে সম্মত হইলে সকলে মিলিয়া তাঁহার রাজসভায় গমনোপযোগী বেশভূষা প্রদান করত তাঁহাকে জয়পুরে পাঠাইলেন।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু জয়পুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করিতে গেলেন। ঐ সময়ে মহারাজও শ্রীগোবিন্দজীউকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথোচিত আত্মপরিচয় দিলেন। মহারাজ স্বয়ং পরম পণ্ডিত। বিদ্যাভূষণকে পণ্ডিত বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য জানিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দিয়া তাহার উত্তর করেন। মহারাজা বলিলেন, আমি বেদের প্রমাণ ভিন্ন মানিব না। বিদ্যাভূষণ বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমবেদ ও চারি বেদের ফলস্বরূপ। সুতরাং তাহা না মানিলে নাস্তিক হইতে হইবে। যদি শ্রীমদ্ভাগবত না মানেন তবে বেদ মানিবারও প্রয়োজন নাই। বিদ্যাভূষণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মহারাজ ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে এত বড় কথা বল, কে আছ, ইহাকে এই দণ্ডে জয়পুর হইতে বাহির করিয়া দাও।" ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। বিদ্যাভূষণ এইরূপে বিতাড়িত হইলে পর মহারাজ মনে মনে ভাবিলেন, পণ্ডিতটীর বিদ্যাবল না থাকিলে সে কখনই আমার প্রতি এরূপ উক্তি প্রয়োগ করিত না। যাহা হউক তাঁহাকে পুনরায় আনাইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা ঐ পণ্ডিতকে সসম্মানে ফিরাইয়া আন। তিনি যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসেন আমি জল গ্রহণ করিব না। ভৃত্যগণ আজ্ঞামাত্র বিদ্যাভূষণকে ফিরাইয়া আনিল ও মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মহারাজ তাঁহাকে পুনরাগত দেখিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনি উচিত বলিয়াছেন, আমি না বুঝিয়াই অবজ্ঞা করিয়াছি, অতএব ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া তাঁহার বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বাসস্থানে গিয়া আহারাদি সমাপন করিতে বলিলেন। মহারাজও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজা আহারাদি সমাপনান্তে সভাস্থলে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বান করত বিদ্যাভূষণকে ডাকাইলেন। সকলে সভাস্থ হইয়া উপবেশন করিলে, মহারাজা বিদ্যাভূষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত সিদ্ধান্ত করুন।" বিদ্যাভূষণ কহিলেন—"আমি একা কিরূপে আপনার সভাস্থ সহস্র পণ্ডিতের সহিত বিচার করিব। বিশেষতঃ বিচারস্থলে মধ্যস্থের প্রয়োজন। যদি কেহ মধ্যস্থ হন এবং এক এক জন করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে বিচার করিতে প্রস্তুত আছি। যে পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি পরাজিত না হন সে পর্য্যন্ত অন্য কেহ কোন কথা বলিতে পারিবেন না।" মহারাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন, "আমিই মধ্যস্থ হইব। আপনি এক এক জনের সহিত বিচার করুন।"

পরদিবস হইতে বিচার আরম্ভ হইল। বিদ্যাভূষণ উপাস্য, উপাসনা সাধ্য ও সাধনা বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত হইতে নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া নানা শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা নিজ মত স্থাপন করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধ্যানুসারে তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে একে একে পরাজয় স্বীকার করিলেন। এইরূপে পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইয়া সকলে একমত হইয়া বিদ্যাভূষণকে কহিলেন, আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ। কিন্তু প্রথমে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার ভাষ্য করিয়া নিজ মত স্থাপন করেন। পরে শ্রীরামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য ঐ তিন গ্রন্থের ভাষ্য করিয়া নিজ নিজ মতের দৃঢ়তা বিধান করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আপনি ঐ তিন গ্রন্থের ভাষ্য দেখাইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়কে পঞ্চম সম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।" মহারাজও ঐ কথায় সায় দিলেন। বিদ্যাভূষণ শুনিয়া অসন্তুষ্ট মনে করিলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যরূপে শ্রীগোবিন্দস্মরণ করিয়া কহিলেন,—"আমি বহু দিবস হইতে এসমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া পীড়িত হইয়াছি; অতএব কিছুমাস অবসর না দিলে আমি ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না।" মহারাজও বলিলেন—"বাস্তবিক ইনি যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে পীড়িত হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব ইঁহাকে তিন মাসের অবসর দেওয়া হউক।" মহারাজার এই মতে সম্মত হইয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজাও অন্তঃপুরে গেলেন। বিদ্যাভূষণ রাজসভা হইতে উঠিয়া বাসায় গিয়া আহারাদি না করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে গমন করত তথায় শ্রীগোবিন্দজীউর শরণ লইতে লাগিলেন। কতকদিন গত হইলে একদিন শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ আজ্ঞা করিলেন—'কুরু কুরু'। এইরূপ অস্পষ্ট আজ্ঞায় বিদ্যাভূষণের সংশয় মিটিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ তথায় পড়িয়া থাকিলেন। আবার আজ্ঞা হইল "কুরু তব ভাবমাতি"। এবারেও তাঁহার সন্দেহ ত্যাগ হইল না। তিনি পুনঃ সেইরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শরণ লইতে লাগিলেন। এইবারে আজ্ঞা হইল "ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচক্ষ্ব, ত্বয়া তে সেৎস্যতি।" বিদ্যাভূষণ এবারে স্পষ্টতঃ আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে শ্রীগোবিন্দভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কতক দিবসে উক্ত ভাষ্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীভগবদ্গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য লিখেন।

অনন্তর উক্ত গ্রন্থত্রয় লইয়া রাজসভায় গমন পূর্ব্বক সভামধ্যে ভাষ্যত্রয় প্রকাশ করায় সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চম বৈষ্ণবসম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিলেন। এবং পূর্ব্বতন পূজারিগণকে পুনরায় শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই বিদ্যাভূষণকে জয়পুরাধিপতি বহু সম্মানের সহিত "শ্রীবলদেব

বিদ্যাভূষণ" নাম প্রদান করেন। কথিত আছে যে, উল্লিখিত বিচার আরম্ভকালে জয়পুরের পণ্ডিতগণ প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন—পরাস্ত হইলে বিদ্যাভূষণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন। এক্ষণে পরাজিত হইয়া শিষ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিদ্যাভূষণ বিনয়নম্রভাবে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া "গোপালজীউর আরাত্রিক অগ্রে হইবে" কেবল এইমাত্র স্ব লেখা স্থায়ী রাখিলেন।

অতঃপর মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সকলের নিকট আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় সকলে বিদ্যাভূষণকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীপাট গোপীবল্লভ-পুরের গোস্বামীজীউর আজ্ঞামতে উক্ত গোস্বামীর সেবা শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ-জন্য মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় ও ইতঃপূর্ব্বে তিনি সিদ্ধান্তরত্নমালা, ভাষ্য প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক, ঈশাদি টীকা, শব্দপুরাণী, নিত্যপাঠক, সহস্রনামভাষ্য, স্তবমালা-টীকা, লঘুভাগবতামৃত-টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে যে গুলি ইতঃপূর্ব্বে (অর্থাৎ জয়পুর-সভা-জয়ের পূর্ব্বে) রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে দামোদর বিরচিত বলিয়া লিখিত আছে। ইহা ছাড়া বিদ্যাভূষণ শ্রীভাগবতেরও একটী টীকা করিয়াছিলেন। ষট্সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভের টীকা করিতেছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার তিরোভাব হইল।

ভ্রান্তবাণী

অর্চ্চা আট প্রকারের হয়—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্র-পটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী। ভগবৎ-স্বরূপ-বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্যামিস্বরূপ ও অর্চ্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ কাষ্ঠের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহকে অন্যরূপ বিচার করবার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথগ্-বুদ্ধি করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্যবস্তু।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহান্তগুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

শ্রীচৈতন্যাষ্টক

(শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকৃত
"কলৌ যং"এর পদ্যানুবাদ)

রাধিকার কান্তি উছলিয়া উঠি' ঢাকিয়াছে যাঁ'র কৃষ্ণবরণ।
কলিতে তাঁহারে পণ্ডিত সব কীর্ত্তনযোগে করেন ভজন॥
তুরীয়াশ্রম সেবিতগণের উপাস্য যাঁহার রাতুল চরণ।
চৈতন্যমূরতি সেই প্রভু মোর কর কৃপা ত্বরা লইনু শরণ॥ ১॥
চরিত-মাধুরী মিশ্রবরের আনন্দ-সাগর ক'রছে মগন।
বিজয় ঘোষণা করিয়া যাঁ'র শচীদেবী শোক ক'রেছ হরণ॥
কটিবাস যাঁ'র মনোহর, কিবা নবোদিত রবি লোহিত বরণ।
চৈতন্যমূরতি হায়! প্রভু মোরে কৃপা কর ত্বরা, লইনু শরণ॥ ২॥
কৌতুকী রক্ষ প্রণয়ীজনের রসের সিন্ধু করিয়া স্বাদন।
অপার মধুর-রসের বিশেষ ভাবের মানসে ক'রয়া গোপন॥
আপন কান্তে; হইল প্রকট রাধিকার কান্তি করিয়া গ্রহণ।
চৈতন্যমূরতি দেবতা! আমারে কৃপা কর ত্বরা লইনু শরণ॥ ৩॥
পূজিতে না পারি আমরা বিকশিত মতি সাধ যাঁ'রা চরণে মগন।
তিন ভুবনের প্রণয়ীজনের আদিদেবরূপে বিরাজিত হন॥
সহজানন্দ মধুর শ্রীমান অজস্র হয় যুক্তাভরণ।
চৈতন্যমূর্ত্তি দেবতা আমারে কৃপা কর, আজি লইনু শরণ॥ ৪॥
গৌড়ীয়পতি, নবদ্বীপধাম-মহিমা প্রকট করিল যেজন।
জন্ম তাঁহার ভুবনপূজ্য শ্রোত্রিয়কুল দিয়াছে ভূষণ॥
পরমহংসপদবী পাবন করিল কৃপায় করিয়া গ্রহণ।
চৈতন্যমূর্ত্তি পরমদেবতা! কৃপা কর মোরে, লইনু শরণ॥ ৫॥
অতি সুমধুর নামরসের সুখসেবা যিনি করেন পোষণ।
ঘন বাষ্পনীর-কণেতে আবার নয়নের পথে করেন রমণ॥
উল্লসিত যাঁ'র তনু মনোহর, ধরা পরে প্রেম ক'র' বিতরণ।
চৈতন্যমূরতি সেই প্রভু মোর। কৃপা কর আজি লইনু শরণ॥ ৬॥
প্রকাশে লীলায় অতি মনোহর কনকের কান্তি শোভিত বরণ।
কিঙ্কিণী শোভে কটিতে যাঁহার, মত্তগজ জিনি' যাঁহার চলন॥
আপনার মালা প্রিয়জনে দিয়া শিখান তাঁ'দের করিয়া যতন।
চৈতন্যমূর্ত্তি সেই দেব আজি কৃপা কর মোরে লইনু শরণ॥ ৭॥
হাস্যযুক্ত যাঁ'র দৃষ্টি মনোহর, জগতের শোক ক'রছে হরণ।
কুশলবল্লী পল্লবিত হয় আভাসেতে শুনি' যাঁহার বচন॥
চরণকমল নিত্য যাঁহার প্রেম-সুধারাশি ক'রছে স্যন্দন।
চৈতন্যমূর্ত্তি হে দেব আমার! কৃপা কর ত্বরা লইনু শরণ॥ ৮॥

জগতে যত প্রকার পূজনীয়ের পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ভগবান, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী।

'তদীয়' বলতে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। সমগ্র জগদ্বাসী আমার নমস্য—এই বিচার না আসলে আমি গুরু-পাদপদ্মে নমস্কার করতে পারি না।

সেতার শেখাবার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ক'রাবার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি সেই জনকজননী গুরু—ইঁহারা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে নিত্যকাল আমার গুরু প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেবার সেবোপকরণ,—সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরু-সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ে বিচার হয় না, আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে ক'রি অন্য প্রকার আকার হ'তে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হ'বে তখন আমরা মহান্ত পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি নাস্তিক বলেন,—জগদ্গুরু একজন, তিনি কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার পাত্রত্বের তারতম্যানুসারে যদি জগদ্গুরু তত্ত্ব মহান্ত গুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা'হ'লে আমি বহুদিন পূর্ব্বে প্রকট কিরূপ আদর্শ অনুসরণ করতে পারি না—'সর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ' এই শ্রুতিবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দিব্যজ্ঞান-লাভের কাল হ'তে উদ্ধার পেতে পারি না, আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করলে আমি নির্ভয়, নিত্য ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপট শরণাগত আশীর্ব্বাদ পেতে চাই, তা'হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সর্ব্বদা মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর বন্ধু, নিত্য বন্ধু। গুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, সুতরাং কত আশা ভরসা আমাদের; মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না, নিত্য জীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁদের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম থেকে রক্ষা ক'রেছেন, আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়াছেন, তিনই পূর্ণ ও নিত্যগুরু। তিনি আমাদের সংশয়নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের আশ্রয়—বস্তু, তিনি [illegible] স্বয়ং ভগবান হ'য়েও ভগবানের সেবকরূপে আমাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে পাপনা প্রভৃতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা তুচ্ছাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন,—"আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান্, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমার মত, আমার ভায়া তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ ক'রবো।" এই ব'লে তিনি তাঁদের ভগবদ্ভক্তের বাণীরূপ অনর্থনাশক বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীপাট

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible] পীঠ, [illegible] শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible]

রক্ষক [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬। কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায়, [illegible] শ্রীমন্ [illegible] প্রেস [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] এবং [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible] প্রভৃতি নিৰ্বাহ করিতেছেন।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানেও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)।

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বৰ্দ্ধমান)।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রী[illegible] পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক শ্রী[illegible]দাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৯) একায়নমঠ

[illegible]পুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়াড়ী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক [illegible]নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস ব্রজবাসী।

(২৫) সদাত-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

রঘুনাথপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহাটিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible]প্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকাশীনাথ ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible] মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিদন্ত ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লালাকুটী

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রী[illegible] মদনমোহন।

(৬০) ভাগবত জনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।১০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসদয় গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
দাদখানি নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারী আতপ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

রিফাইন, টাটপ	১০॥৴০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০৴০
আরকোরা সাদা	৯।০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥৴০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	৩৬॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫২।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
ডাউনগোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫৴০—৫।৴০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অওয়া	৫৭৲
গ্রামবাস্তা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
কাঁথী	৪৫৲

পাতিরাম	৪৬৷০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৮৸৶০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৭৸৶০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	৯০৲
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০।০
বরগা (চা আয়রণ)	৮৸৶০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৸০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট-টীন।

২৪ গেজ—	১৩।০
২৬ গেজ—	১৫৲
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৫।০
২৬ গেজ—	১৫॥০
২৮ গেজ—	১৫॥০

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৫।০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস ।৶১০—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	৯৸০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটিং মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ „ ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, গোলটু গবাদে ৮।০—৯।০

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৮৸০—১১৲

সুঃ ইস্পাত আসল ৬২৩৲, নকল ২২৲

ষ্টকলেস হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আরেন গোলার কাটন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
কর্‌চি পুরানিদ কাটন	৪৩৲
চাম্পাই খাম্বা	৫৩৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

প্রতি মণ

পাবনা সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

ধাম-মায়াপুরে

— - ঃ০ঃ — —

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও সদাচারী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংএর খরচ মাসে মাত্র ৭৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬ ৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সাধন হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডলহৌসি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহাতে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আবশ্যক এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে [illegible] শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা [illegible] ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক [illegible] [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] আস্বাদন করিতে [illegible] পাঠে [illegible] হইবে। এই বিরাট [illegible] সংস্করণ। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible]। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:o:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইন ॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চ ২৲	১॥০	১॥০	১৲
[illegible] কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ ৬	৪॥০
" [illegible] কলম ১[illegible]৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] ; বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি অতি সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(o):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬এ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হই[য়া] থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৪৩]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)—

বঙ্গীয় পরিষদে মন্ত্রিদিগের বেতন নির্দ্ধারণ প্রশ্ন

গত মঙ্গলবার ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কিত বিলের আলোচনা হয়। বেতন ছাটাইয়ের জন্য মোট ১৭টি সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের বেতন ৫০০ টাকা করিবার জন্য মিঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জী একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

প্রজা পার্টির তরফ হইতে বেতন ১০০০৲ টাকা করিবার জন্য সংশোধন প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মঙ্গলবার কোন সংশোধন প্রস্তাবেরই মীমাংসা হয় নাই; বুধবার এই বিষয়ে পুনরালোচনা হয়।

বেতন সম্পর্কে জনৈক মুসলমান সদস্য বলেন যে, মন্ত্রীদের পেট ঠাণ্ডা রাখিলেই তাঁহারা ভাল কাজ করিতে পারিবেন; তারপর এই দেশের টাকা যখন বারো ভূতে লুটিয়া খাইতেছে, তখন মন্ত্রীদের মোটা মাহিয়ানা দিলে প্রজার কিছু ক্ষতি হইবে না।

মৌলবী ফজলুল হক বলেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় প্রজা পার্টির নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ

আলজিকাসের নিকট বৃটিশ, ইতালীয় ও ফরাসী জাহাজের উপর বোমাবর্ষণের জন্য স্পেন গবর্ণমেন্টের বিমান-বাহিনীর উপর দোষারোপ করিয়া সালামাঙ্কাস্থ বিদ্রোহী এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত জাহাজ তিনটির উপর যখন বোমাবর্ষণ করা হয়, তখন বিদ্রোহী পক্ষের কোন বিমান সমুদ্রের উপর উড়িতেছিল না। আক্রান্ত জাহাজগুলির মধ্যে যে একটি ইতালীয় জাহাজও রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহী বৈমানিকগণ যে এই কার্য্য করে নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ।

অপর পক্ষে, ইতালীয় জাহাজ "মার্জিয়ো-ইয়া"তে নিরপেক্ষতা কমিটির যে পর্য্যবেক্ষক ছিলেন, তিনি বলেন যে, বিদ্রোহী পক্ষের তিন ইঞ্জিনযুক্ত একটি সী-প্লেন উক্ত জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল।

"মোর্জিয়াইয়া"র কাপ্টেন বোমাবর্ষণের সময় গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। গত ৭ই আগষ্ট তিনি মারা গিয়াছেন। জাহাজটি পালেমো হইতে ফিলাডেলফিয়ায় যাইতেছিল।

বিদ্রোহীপক্ষের সংবাদে প্রকাশ যে, সান্তান্দার রণক্ষেত্রে তাহারা ভীষণ আক্রমণ চালাইয়াছে এবং রাশিয়া হইতে নবাগত তেরটি বিমানের মধ্যে বারটিকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। বিদ্রোহীরা আরও বলে যে, বিদ্রোহী ক্রুজার "আলমিরান্তে সারভেরা" একটি গান-বোটের সহযোগে স্যান্তোনা উপকূল ও উত্তর উপকূলের অন্যান্য স্থানে গোলাবর্ষণ করে। তেরুয়েল রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা দেলাগ্রজ পর্ব্বতশ্রেণী দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। সামরিক দিক হইতে এই পর্ব্বতশ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বোমা বর্ষণে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিবাদ

গত সপ্তাহে বৃটিশ জাহাজ "কর্পোরাল" এর উপর বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিকট প্রতিবাদ জানাইবার জন্য হেণ্ডেস্থিত বৃটিশ রাজদূতকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভূমধ্য সাগরের এবং উপকূল ঘাটির সমস্ত বৃটিশ জাহাজকে বেতারযোগে সকল বৃটিশ বাণিজ্যপোতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সালামাঙ্কার ফরাসী রাজদূতকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আল-জিয়ার্সের নিকটে "জেরেল আমুর" জাহাজের উপর বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানান হউক।

কাণপুরের ধর্ম্মঘটের অবসান

গত ১০ই আগষ্ট কাণপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, যে ঐ দিবস বৈকালের এক সভায় শ্রমিক ও কংগ্রেসী নেতারা শ্রমিকদের কাজে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা দেন। উহার পর শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিবে বলিয়া স্থির করে এবং দলে দলে 'মিল গেটের' সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু ষ্টীম প্রস্তুত না থাকায় কল চালানো সম্ভব হয় নাই। মিল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে যোগদান করা সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে কোন সংবাদ না পাওয়ায় ষ্টীম প্রস্তুত রাখা সম্ভব হয় নাই।

জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতায় দুর্ঘটনা

বিখ্যাত মোটর সাইকেল রেসার জেমস্ গাথারি হোহেনষ্টাইনে জার্ম্মাণ "গ্রাণ্ড প্রাইজ" প্রতিযোগিতায় মোটর সাইকেল চালাইতে গিয়া নিহত হইয়াছেন। জেমস গাথারি ইতিপূর্ব্বে ছয় বার "আইল অব ম্যান" রেসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ইহার আগে পর পর দুইবার এই জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন।

গাথারি এবারকার রেসের সময় অন্যান্য প্রতিযোগিদের আগে আগে যাইতেছিলেন এবং এবার জিতিবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু একটা বাঁকের মুখে আসিয়া তাহার সাইকেল উল্টাইয়া যায়, ফলে তাঁহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় এই আঘাতের ফলে কিছু পরে তিনি মারা যান।

মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল।

'সোডা য়্যাস' উৎপাদনের কারখানা

"সোডা য়্যাস" উৎপাদন জন্য টাটা কোম্পানী একটি নূতন কারখানা খুলিতেছেন। অনেক শিল্পেই বিশেষ করিয়া কাচ শিল্পে সোডা য়্যাসের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং ইহা একমাত্র বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করিতে হয়।

টাটা কোম্পানী "সোডা য়্যাস" উৎপাদন জন্য ওখা লবণ কারখানা কিনিয়া লইবেন। ঐ স্থানে "সোডা য়্যাস" উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা উপাদান পাওয়া যাইবে।

টাটার জনৈক ডিরেক্টার বর্ত্তমানে লণ্ডনে থাকিয়া বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। ওখা লবণের কারখানা বরোদা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট লবণের খনি। এই কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ হয়। বরোদার মহারাজা কারখানার কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে সুবিধা দিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ১ম খণ্ড ৭০
প্রথম [illegible] খণ্ড [illegible] — ১৮০
[illegible] ৬০
[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
সংস্করণ [illegible] ৭০
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬০; ২য় খণ্ড ১২; ৩য় খণ্ড ৬০
৪র্থ খণ্ড — ।০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৬০; ২য় খণ্ড—১২; ৩য় খণ্ড—৬০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১২
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণব [illegible]
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১২
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৬০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৬০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। শ্রীনাম-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১২
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।০০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাত্র ছায়া ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী [illegible] (সানুবাদ) ২
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৬০
৩০। শ্রীপ দিগ্-দর্শন
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৬০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্শ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৬০
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। [illegible] ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩ সম্পূর্ণ ৩
৫১। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। সাধনবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিবন্ধঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] ৴০
৬৭। [illegible]-স্তবনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ মিউ গ্লান্স অন্ বেদান্ত ।০
৭০। নাম-ভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন লণ্ডন ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। থিওরেটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আন্‌আদারাইজড্ রিলিজন ।০
৭৮। [illegible] ২।।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিখিলের শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্র
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পঞ্জের প্রথমখণ্ড ডবল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪ টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তঃ

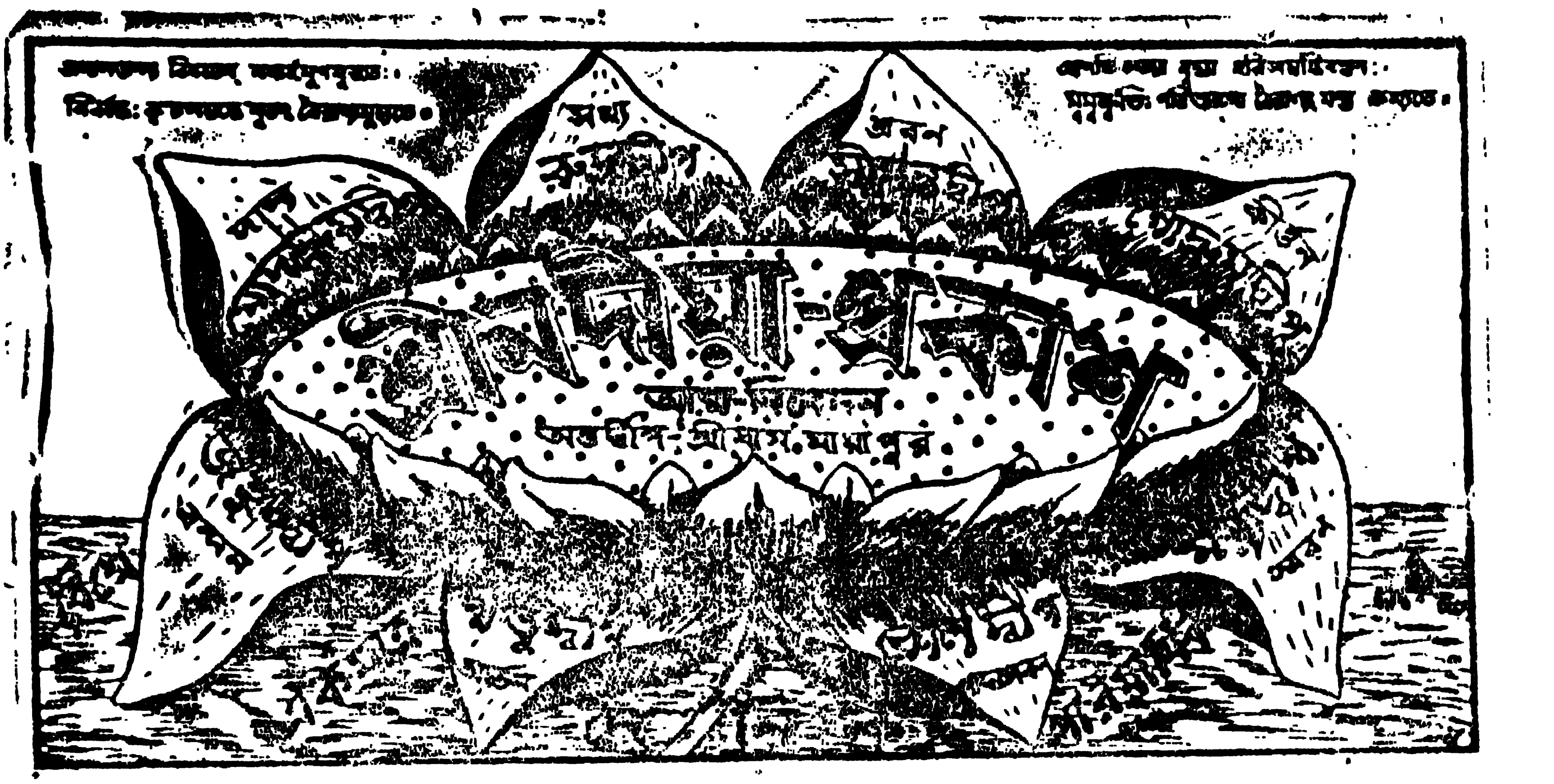

১২শ বর্ষ { ২২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৪ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শনিবার } ১৪৩৬তম সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনের মিশনারী ইন-চার্জ্জ (লণ্ডন ও আমেরিকা) মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু লণ্ডনে White Fields Instituteএ (Tottenham Court Road, London, W. I) "The World Fellowship of Faiths" এর International Assemblyতে গত ১৪ই জুলাই (১৯৩৭) অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় (লণ্ডন সময়ের) "World Peace through Divine Love" সম্বন্ধে যে একটি সুন্দর গবেষণাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন, নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

উক্ত World Fellowship of Faiths (বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলন) এর International Assemblyতে (আন্তর্জাতিক সম্মেলনে) আমেরিকা হইতে ১৮জন, ব্রিটীশ দ্বীপসমূহ হইতে ১৯ জন, কানাডা হইতে ১জন, সিংহল হইতে ১জন, জার্ম্মাণী হইতে ২ জন, হাঙ্গেরী হইতে ১ জন, হল্যাণ্ড হইতে ১জন, ভারত হইতে ৯ জন এবং মেক্সিকো হইতে ১ জন সর্ব্বসাকল্যে ৫৪ জন প্রসিদ্ধ বক্তা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। উক্ত সভার ব্রিটিশ প্রেসিডেণ্ট দি রাইট অনারেব্‌ল লর্ড ল্যান্সবেরি এম্‌-পি ; ভারতীয় চেয়ারম্যান —স্যর পি সি রায় পি-এইচ ডি, সি-আই ই, এফ-সি-এস্‌ ; আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট দি অনারেব্‌ল হার্বার্ট হুভার (The Hon. Herbert Hoover), আমেরিকান চেয়ারম্যান—বিশপ ফ্রান্সিস্‌ জে ম্যাক্‌কনেল (Bishop Francis J. Mc Connell) সেক্রেটারী—ম্যাদাম ক্লেয়ারেন্স গ্যাস্ক (Madame Clarence Gasque) এবং জেনারেল সেক্রেটারীদ্বয়—মিঃ কেদারনাথ দাস গুপ্ত, মিঃ চার্লস ফ্রেডারিক ওয়েলার (Mr. Charles Frederick Weller)। ইঁহাদের ব্রিটিশ হেড্‌কোয়াটার — Hotel Savoy, London W. C. 2. শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা সম্বন্ধে ইঁহারা বক্তার নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বক্তৃতা বিষয়-তালিকার মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

"Pandit A. B. Gosvami, Bhakti Shastri... ...'World Peace through Divine Love'.—Of India From the powerful Gaudiya Mission, Calcutta. Missionary in charge of their London Branch".

বাগ্মিপ্রবর শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ২৪শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৮-৩০ ঘটিকায় (লণ্ডন সময়ের) লণ্ডন অক্সফোর্ড টাউন হলে "The World's need of Religion" সম্বন্ধে দি রাইট অনারেব্‌ল ... একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বিষয়ের তিনিই প্রধান বক্তা। বক্তৃতাটি বিশেষ সারগর্ভ ও ... অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায়ও গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। উহা অক্সফোর্ড-কংগ্রেস হইতে সাধারণে বিতরিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব-পঞ্জী

মঙ্গলবার	১লা	ভাদ্র	১৭ই	আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ; একাদশীর উপবাস।
বুধবার	২রা	"	১৮ই	"	শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীমদ্‌ গৌরীদাস পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান ; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
রবিবার	৬ই	"	২২শে	"	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্‌ বলদেবের আবির্ভাব।
			২৯শে		শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
সোমবার	১৫ই	"			শ্রীনন্দোৎসব।
বুধবার	১৭ই	"	১লা	সেপ্টেম্বর	শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।
শুক্রবার	২৫শে	"	১০ই		... শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
রবিবার	২৭শে	"	১২ই	"	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
সোমবার	২৮শে	"	১৩ই	"	শ্রীরাধাষ্টমী।
বৃহস্পতিবার	৩১শে	"	১৬ই	"	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস
শুক্রবার	১লা	আশ্বিন	১৭ই	"	শ্রীবামন-দ্বাদশীর ব্রত ও উপবাস।
শনিবার	২রা	"	১৮ই	"	শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহামহোৎসব)।
রবিবার	৩রা		১৯শে	"	শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান।
সোমবার	৪ঠা		২০শে	"	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

ঊষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	দ্বাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ; নগরকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্ণে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
মধ্যাহ্নে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা
অপরাহ্ণে	
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী জগদ্গুরুর বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্বেষী।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীনিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ শ্রীধর অব্দ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৫১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

'নিহ' অর্থে—ভগবৎ সেবোন্মুখতা ভগবানের ভক্তবাৎসল্য লীলা আর 'অনিহ' অর্থে—ভগবৎ সেবাবিমুখতা, বদ্ধজীবের ভোগ বা ত্যাগ। সচ্চিদানন্দের বিচিত্র বিলাসের নাম 'লীলা'। আর অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দের ইন্দ্রিয় বিলাস—'ক্রিয়া'। লীলা—নিত্য আর ক্রিয়া অনিত্য, তাহা 'সুকর্ম্ম' ও 'বিকর্ম্ম' পর্য্যায়।

স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাই আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের হেতু। যদি অকপট আদর্শ চরিত্র ও অনৈতিক চরিত্রের দ্বারা একটী জগতের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলবিধানের পথ নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম লাভ।

অপ্রেষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছেন না; সর্ব্বশ্রেষ্ঠগণই কৃপা পূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাতীত বৈষ্ণব লোককল্যাণ ও লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। যিনি বৈষ্ণব, তিনি অব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণো তাঁহাতে আনুষঙ্গিকভাবে অবস্থিত হইয়া আছেই। বৈষ্ণব যে অবৈষ্ণবের ও আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, পারমার্থিক সম্বন্ধরূপে বা শিক্ষায় উদ্দেশ্যে আত্মাভিমানে তা নয় জেনে হবে ও তাঁহার অহৈতুকী দয়া—তিনি দয়া করিয়া অনেক নীচে নামিয়া আসেন।

বৈষ্ণবের ক্বাপি অবৈষ্ণবের প্রতি বা বৈষ্ণবের সেবা ও নাম কাজ। গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা-ব্যাপারে কোন প্রাকৃতবুদ্ধি নাই—

তর্কৈষণা

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ব্রহ্মচারী)

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, অসংখ্যবার বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করার পর শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপা বলে জীব মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই মানবযোনিতে জীব চারি প্রকার অনুসরণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—"দুর্ল্লভো মানবো দেহঃ।" আর দেবতাদেরও মানবদেহই যে ভজনের অনুকূল।

যাহা কিছু বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবগণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠাশূন্য কিন্তু বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবগণকে সুকৃতিসম্পন্ন ও বৈষ্ণবগণকে সেবা করিতে প্রবৃত্ত। বৈষ্ণব কখনও হিংসা করেন না। তিনি সর্ব্বদাই ভজন করিয়া থাকেন।

গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই মন্দিরে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন। ভগবান্ আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা মনঃকল্পিত যেখানে সেখানে আছেন—তাহা নহে, তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। গুরুদর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়; ভগবদ্ভক্ত-দর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভজন আরম্ভ হইবে না—যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়-বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনধিকার। শ্রীগুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণা-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আশ্রয়-বিগ্রহের নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হয় না।

অধোক্ষজ-সেবায় অনর্থনিবৃত্তি। এক কৃষ্ণ অধোক্ষজ—চতুর্ভুজ। তিনি তাঁহার সমস্ত অঙ্গের দ্বারা জীবের অনর্থনিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ বস্তুতে মর্য্যাদা বিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই, সম্যক্ অনর্থনিবৃত্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়; অপ্রাকৃত দ্বিভুজমুরলীধর। তিনি নিজজনের সহিত সেবা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস—এই বিচারে পরতত্ত্ব একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। পরতত্ত্বেই অপ্রাকৃত শব্দ প্রযোজ্য, ব্রহ্ম ও বৈকুণ্ঠতত্ত্বে—অধোক্ষজ শব্দ, অন্তর্যামিতত্ত্বে অধোক্ষজ এবং অন্যান্যতত্ত্বে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শব্দ প্রযোজ্য।

———

একথা বলা যায় না; তবে চেতনের বিকাশের তারতম্য অনুসারে ভগবদ্বিশ্বাস প্রভৃতি সদবৃত্তির ক্রমবিকাশ মানবে পরিদৃষ্ট হয়। চেতন-বিকাশের স্বল্পতা নিবন্ধন অসভ্য বন্যজাতির মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাস বা ঐ প্রকার কোন উচ্চবৃত্তির নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহাদের বৃক্ষ প্রস্তরাদি দেবতা পূজাই মানববুদ্ধি জীবের নিত্য-কৃষ্ণদাস্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মানবেতর জীবনে চেতনের বিকাশ অস্ফুট। সেইজন্য বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি গতি-প্রাপ্ত জীবনিচয়কে আচ্ছাদিত-চেতন এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পশুপক্ষীদিগকে সঙ্কুচিত-চেতন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। মানবজীবনে চেতনের বিকাশ তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মানবগণ মুকুলিত-চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতন এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন।

মনুষ্যজীবন-যাপন কালে মানব সাধারণতঃ স্বকপোলকল্পিত নানাবিধ জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকে এবং এই আলোচনাকালীন উপস্থিত তর্কের মীমাংসা করিতে না পারিয়া কেহবা নাস্তিক হইয়া পড়ে, কেহ বা জড়বাদ, নির্ব্বিশেষবাদ অথবা সমন্বয়বাদ ইত্যাদি মনঃকল্পিত বাদসমূহের কোন একটীকে অবলম্বন করত তর্কের একটা আপাততঃ মীমাংসা

জড়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রকারে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

(কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়িণী বুদ্ধি তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না।

যেহেতু জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সুতরাং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবদাস্যেই তাহার আত্মবৃত্তি; তর্কৈষণা স্বরূপের বৃত্তি নয়। কিন্তু তটস্থ অবস্থায় বিরুদ্ধ স্বভাব আশ্রয় বা বাহ্যাড়ম্বরকে এক বলা যায়। ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা জড়চক্ষুর বস্তুবিশেষ নহেন। কারণ, তিনি "অধোক্ষজ" — অধঃকৃত, অতিক্রান্ত, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যেন যা। এক কথায় আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানঘটিত ব্যাপার। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

পরমাত্মবস্তুকে জড়বুদ্ধি অথবা জড় পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা জানা যায় না। জড় আমাদের প্রাকৃত মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারপ্রসূত। সুতরাং এই প্রাকৃত মনবুদ্ধির কসরতের ফলে যাহারা অধোক্ষজবস্তুর তত্ত্ব আবিষ্কারে রত, তাহাদের অবস্থা ঠিক

"প্রাংশুলভ্যে ফলে যথা উদ্বাহুরিব বামনঃ।"

অথবা তাহা হইতেও হাস্যকর বা শোচনীয়।

মদীয় পরমগুরুদেব গৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"যাঁরা challenging mood নিয়ে Absolute Truthকে আক্রমণ করতে যা'ন, তাঁ'রাই তর্কপন্থী। তর্কপথ হ'চ্ছে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এই বিচারের বিরুদ্ধ পন্থা। একটা হ'চ্ছে বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ক'রবো এবং তাঁ'র সম্মুখ হওয়ার চেষ্টা ক'রব—এরূপ বিচার, আর একটা হ'চ্ছে আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানবলে অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্যকে 'মা'পে নেব, মেপে নেব' এরূপ বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় প্রারম্ভে শ্রৌতপথ ও তর্কপথের কথা ব'লেছেন। অবরোহভাবে যেটা গৃহীত হ'চ্ছে, সেটা শ্রৌতপথ, আর আরোহভাবে যেটা গ্রহণ করা যায়, সেটাই তর্কপথ। পাঁচটী দর্শনই তর্কপথে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র বেদান্তদর্শন শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'রেছেন। আচার্য্য শঙ্কর লোকমোহনের জন্য শ্রৌতপথের নাম ক'রে বেদান্তদর্শনে তর্কপথের পরিচালনা ক'রেছেন।

"আধ্যক্ষিকজ্ঞান বৰ্দ্ধিত ক'রে তর্কপথ লাভ হয়। যেস্থলে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান শ্রুতির বাহন, অর্থাৎ শ্রুতিকে approach করবার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান অনুসরণ করা হ'চ্ছে, সেটা একটা জিনিষ, আর শ্রুতিকে বিপর্য্যস্ত করবার জন্য যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অসদ্ব্যবহার, সেটা আর একটা জিনিষ—তাহাই তর্কপন্থার সেনাদল।

"মানব যে কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শনলাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তবসত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উদিত হয়, তাই তর্কপথ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিছু অসত্য মিশ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলো বাছিয়ে নেবো,—এরূপ বিচারের নাম তর্কপথ। যাঁ'রা তর্কপন্থী, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'রতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠান নাই।

"আম্নায়পথে শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ ভক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

যে বিচারপ্রণালী তাঁতে সর্ব্বজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য এ সকল কথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে বিচার ক'রতে হ'বে।"

কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে যেমন দুগ্ধের ধবলিমা উপলব্ধি কস্মিন্ কালেও সম্ভব হয় না—শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মুখে যদিও বা "সাদা" বলে কিন্তু অন্তরে "দুধ-সাদা মানে—ইহাও এক রকম কালই" এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার ধারণা করিয়া বসে বা এইরূপ ধারণা করা ভিন্ন তাহার আর উপায় থাকে না। তদ্রূপ জড়স্বভাব ব্যক্তিগণও ভগবান্‌কে জানিতে গিয়া তাঁহাকে তাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বা তথা-কথিত যুক্তি-তর্ক সংযোগে মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া স্বকীয় কল্পনানুরূপ তৈয়ারী (?) করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা ভাবে না যে, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" তাই, অচিন্ত্য বিষয় কখনও মানব-বুদ্ধির ক্রীড়নক-বিশেষ নহেন। দোষচতুষ্টয়যুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা জাগতিক বিষয়সমূহের মত অপরিমেয় ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের নিমিত্তও যদি এইরূপ পরিমেয় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলে বঞ্চিতই হইব। তাই মহর্ষি বেদব্যাস "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" বলিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

জড়সম্বন্ধ বদ্ধজীব আমরা নিসর্গতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত ও তার্কিক। সুতরাং আমাদের ভগবৎপাদপদ্মলাভে প্রত্যাশা কি একেবারেই দুরাশা? তা' বৈ কি! জড়মনোবুদ্ধিযোগে তাঁহাকে জানিয়া লইবার প্রচেষ্টা শুধু দুরাশা নয়—দুরাশাই বটে। তবে আমরা যদি স্বকীয় অস্মিতাটাকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রপন্ন হইয়া শুশ্রূষুভাবে তাঁহাদের আদেশ নির্দেশাদি প্রতিপালনে যত্নপর হই তাহা হইলে আর আমাদের অসুবিধার কথা কিছুই থাকে না। কিন্তু এবম্বিধ মনোবৃত্তি-লাভও বহু সৌভাগ্য এবং সুকৃতিসাপেক্ষ। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

তথাপি এই কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, তিনি স্বরাট্—তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র,—তিনি ইচ্ছাময়—তিনি নিরঙ্কুশ,—তিনি কাহারও বাধ্য নহেন, তিনি প্রভু—তিনি Absolute, তিনি পরিমেয় বা পণ্য নহেন। তাই আমার জড় ক্ষুরধার বুদ্ধি তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য
মনসা সহ।"

তাই আমার জন্ম-জন্মান্তরার্জ্জিত যাগ-যজ্ঞাদিপ্রসূত অনন্তপুণ্য—নিরন্তরাচরিত ধ্যান-ধারণা জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চিত ফল অথবা নানারূপ তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধন ইহার কোনটীই ভগবৎকৃপালাভের পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয় অথবা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পরন্তু এই ভগবানই আবার—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ।"

ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু তিনি অপ্রমেয় অতএব আমার দিক্ হইতে নির্দ্দিষ্ট কোনপ্রকার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বা নির্দ্দিষ্ট এমন কোন কিছুই নাই যদনুষ্ঠানফলে আমি ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইতে পারি।

ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার যদি নির্দ্দিষ্ট বা পরিমিত কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে এমন নির্ব্বুদ্ধি কে আছে যে, ইতর বিষয়ে যত্নশীল হয় অথবা ভগবৎপ্রাপ্তি না হইলেও জীবনধারণ করে? তিনি অধোক্ষজ—মানবের ভাবচেষ্টার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তাই না কতকগুলি লোক Grapes are sour বলিয়া একপাশে সরিয়া পড়িয়াছে। একদল খানিকটা 'পুষ্প অর্চ্চন বা দিন কতক 'নাকটেপা' টিপ করিলেই ভগবান এসে হাজির হন' বলিয়া মনে মনে 'মন-কলা' খাইতেছে। আর একদল চতুর (?) শেষ পর্য্যন্ত কোন কূল-কিনারা না পাইয়া নিজেকেই "সোঽহম্" বলিয়া জাহির করিয়া দিয়া মানব-মনীষার একান্ত অনুপাদেয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন।

তবে একমাত্র আশাবন্ধ এই যে, কৃপা করিয়া তিনি নিজে বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তদীয় সারার্থ-বর্ষিণীতে লিখিয়াছেন—

"স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপি অধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেকদেয় মদেক গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ।"

স্বয়ং স্বরাট্ পরমপুরুষ যাহাকে কৃপা করিবেন কেবল সেই ভাগ্যবানই তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি করিতে বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইতর ব্যক্তির সর্ব্ববিধ চেষ্টা, উদ্যোগ বা আচার আচরণ সব পণ্ডশ্রম। উপর্য্যুক্ত শ্লোকে আরও একটি লক্ষিতব্য বিষয় এই যে—'যাহারা অন্তরের সহিত নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন কেবল তাহাদিগকেই তিনি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়রূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন',—ইহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, নিরন্তর ভজনের বিনিময়ে এই বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু এবম্বিধ সেবালাভেচ্ছু ভজনশীল ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভজনানুগত্যে সেবাসাধন করিতে করিতে ভগবৎকৃপালাভের আশা করিতে পারেন মাত্র। কৃপা করা না করা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর প্রতি তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে, ইহাই ভরসা।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥
এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
তাঁ'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার

শ্রীভগবান্ অতীন্দ্রিয় বস্তু। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা তর্কচেষ্টা তাঁহাতে কিরূপে প্রযোজ্য হইবে? ইন্দ্রিয় যদি নিজ চেষ্টায় অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সে-চেষ্টা ব্যর্থই হয়। কারণ, সীমাবদ্ধ অক্ষজ জ্ঞান অপারে পৌঁছিবে কি করিয়া? ইহারই নাম আরোহবাদ। এই আরোহপথাবলম্বনে অপ্রাকৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব স্বতঃ তাদৃশ চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়—যখন ভগবান্ বা ভগবন্নিজজনগণ কৃপা পূর্ব্বক পরজগৎ হইতে এ জগতে আসিয়া আমাদিগকে সে জগতের সন্ধান দেন এবং যখন আমরা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে সেই সকল অপ্রাকৃত পরম প্রয়োজনীয় কথা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করি, তখন সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয়বিষয় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। সুতরাং তর্কপথ বা আরোহপথ ছাড়িয়া শ্রৌতপথ বা অবরোহপথ স্বীকার করা সকলেরই যে উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, অন্য কোন উপায়ে ভগবদ্বস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলি, সাধু সাবধান!

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

সারকথা

---::(*)::---

প্রকৃত শাস্ত্র কাহাকে বলে?

প্রভু বলে আমি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ড পলায়॥
(চৈঃ ভাঃ)

কেবল বিষ্ণুপূজক কি শুদ্ধবৈষ্ণব?

মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
(চৈঃ ভাঃ)

অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায় কি?

আর যদি নিন্দাকর্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব নির্যাণোৎসব সেবার ফল কি?

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হবে কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
(চৈঃ চঃ)

ভাগ্যবান্ কে?

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্॥
(চৈঃ চঃ)

কনিষ্ঠ ভক্ত

সেই ত' প্রাকৃত ভক্ত [illegible]।
কৃষ্ণার্চ্চন করে [illegible]॥
উত্তম মধ্যম ভক্ত না করে বিচার।
ভক্ত ভক্তে সমাদর না হয় তাহার॥
(চৈঃ ভাঃ)

মধ্যম ভক্ত

কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা আর।
কৃষ্ণদ্বেষী জনে উপেক্ষা তাহার॥
নিশ্চয় ত' শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধক মধ্যম।
অতি শীঘ্র কৃষ্ণপদে হইবে উত্তম॥
(চৈঃ ভাঃ)

৬

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রী [illegible]।

শ্রী[illegible]

পীঠ, [illegible]

চতুঃ [illegible]।

[illegible]

রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬০ [illegible] ইট, বাগবাজার,

কলিকাতা। [illegible] ৬১১৫

[illegible]

শ্রীঃ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—[illegible]

[illegible] রায় [illegible]।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীভগবান [illegible] ভবন বা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

বল্লালদীঘি শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) চম্পহট্ট গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কালনা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কল্যাণপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীমদনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমৎ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]মোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহণ্ডিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) হরিদ্বার-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, [illegible] সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

[illegible] কালিদহপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকারী,

পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াবাবু টাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিরাজ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) দালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়—

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা দাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৷৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেক কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

বিস্কোটন, টাইপ	১০॥/০
কাশীপুর ১০০০ নং	১০/০
দাবরোয়া দানা	৯০
কানপুর দানা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি সোনা	২২৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আরেঞ্জ—	৪০৸০
মিডিয়ম—	৪০৸০
ক্রিকেট—	৪১।০
ঢাকার বাঞ্চল সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৵০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এম)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলাউ	১॥৶০ — ১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

গুড়ের দর

আকন্দ	৫৭৲
রামনীক্ষা	৫৭৲
কৃষ্ণবেলগুরী	৫০৲
ধলুয়া	৪৫৲

দাতিরাম	৪১।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাবরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮।০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৭॥০
২৬ গেজ—	১৫।/০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ —	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

বীম	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (পার্থিব)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৮—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ইং ৯৲—১০

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

টিন পাটী, বোলট্ট গরাদে ৮৲ ৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্য ৯৸০—১২৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

দটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৮শে জুন,

আরেম সোনার ফাইন	৫৪
লিটল আরেন করকচ	৪০৲
কবাদি পুরানিয় ফাইন	৪৩৲
চাষার্থ কাপা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

মেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পারল সাগু	৮৲০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
শুটি খদিরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲ -১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট গোলাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

সংবাদ —

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রত্যেক সেক্‌শনের [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৯,	১০—৩১	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৫—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৯,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	১১-৪০	১৬-৩	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	১১-৫৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	১২-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশোলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাং [illegible] মধুর [illegible] প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কালাজ্বর নাশক। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরবায় নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওল্ডকোর্টহাউস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের আনন্দের [illegible] এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা হইল। ইহা [illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থশেষে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(*):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে প্রতি লাইনে ৷৷০	।৵০		।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷৷০	১৲
সিকিকলম ৪৲	৬·		৬৲	৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲			১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷৷০
" সিকি কলম ১০৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] অত্যাশ্চর্য্য [illegible] প্রকাশিত [illegible]। এক বিরাট [illegible]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] ব্যাপী। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] ভূমিকা (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহারাজ গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, [illegible]; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা,—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগবাজার, কলিকাতা।

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৬।১এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাশ্রিত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪৪, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার [সংখ্যা ১৪৪]

বিবিধ সংবাদ

——।※(※:।※)——

দার্জ্জিলিং শৈলবিহারে কাহারা যাইতে পারেন ?

গত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন, নিম্নলিখিত এই সকল কর্ম্মচারীর সরকারী দপ্তরের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইবার অধিকার আছে :—

(১) মন্ত্রীগণ, (২) ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, (৩) ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার (৪) গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীগণ, (৫) স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী অথবা ডেপুটী সেক্রেটারী, (৬) কাউন্সিল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী—নিজব্যয়ে বৎসরে ছয় সপ্তাহের জন্য, (৭) পরিষদ বিভাগের সেক্রেটারী—নিজ ব্যয়ে বৎসরে ছয় সপ্তাহের জন্য (৮) রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর—নিজ ব্যয়ে।

এই সকল কর্ম্মচারীরাও নিজ নিজ বিভাগের মন্ত্রীদের অনুমতিক্রমে নিজ ব্যয়ে ছয় সপ্তাহকাল (একবারে বা একাধিকবারে) দার্জ্জিলিং-এ থাকিতে পারেন :—

আবগারী ও লবণের কমিশনার, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর, ল্যাণ্ড রেকর্ড বিভাগের ডিরেক্টর, স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর, কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের রেজিষ্ট্রার, সিভিল ভিটেরিনারী, সার্জ্জন জেনারেল, পূর্ত্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার।

প্রজাদের কয়েকটি সুবিধা দান

বিহার গবর্ণমেণ্ট গত ১১ই আগষ্ট নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :-

"বিহার প্রজাস্বত্ব-আইনের ১১২ ধারা অনুসারে পাটনা, গয়া, সাহাবাদ এবং মুঙ্গের জেলায় বর্ত্তমানে যে সমস্ত মকদ্দমা চলিয়াছে, তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—(ক) ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের স্থানে ১৯১৫ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত খাজনার হার বেআইনী বৃদ্ধির জন্য খাজনা হ্রাসের জন্য দরখাস্ত করা চলিবে ; এই সম্পর্কে পরে নোটিশ দেওয়া হইবে। (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাসের সময় অল্প বিবেচিত হওয়ায় ঐ দরখাস্ত পেশ করার সময় তিনমাস করার ব্যবস্থা হইবে। (গ) কোর্ট ফি আইনের ৩৫ ধারানুসারে ঐ দরখাস্ত পেশ করার কোর্ট ফি ১২ আনার স্থলে চারি আনা করা হইবে। (ঘ) রাজস্ব সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা মহকুমা অফিসে দরখাস্ত গ্রহণ না করিয়া থানায় থানায় উহা গ্রহণ করিবেন।

শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা

শিল্পের উন্নতির জন্য যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ এল, এম, শাহ একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই একটি সরকারী ডাইরেক্টর পদ সৃষ্টি করা হইবে। সমগ্র শিল্পকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে (১)—বড় কলকারখানা, (২) মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প, (৩) কুটীর শিল্প।

বড় বড় শিল্প উৎপাদনের জন্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়, সরকারী সাহায্যদান, শিল্পব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, শিল্পকেন্দ্র সংগঠন, কারখানা ও গবেষণাগার-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজ করা হইবে।

কুটীর শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইবে। কি করিয়া ছোটখাট জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পল্লীতে পল্লীতে লোকজন প্রেরিত হইবে। কুটীরজাত দ্রব্যাদি যাহাতে বিক্রী হয়, তদুদ্দেশ্যে মেলা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইবে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কারিগরী ও ব্যবসা-শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যাহাতে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হয়, সরকার সেই দিকে অবহিত হইবেন। সরকার চামড়া পরিষ্কার ও মাছের চাষের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবেন।

প্রকাশ যে, সরকার এই প্রদেশের খনিজ-সম্পত্তি-নির্দ্ধারণ করিতে ও চেষ্টা করিবেন এবং এই প্রদেশের শিল্প ও কলকারখানার একটা হিসাব তৈয়ারী করিবেন।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে আড়াই হইতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

রাজনৈতিক বন্দিনী

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস, সি, চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, গবর্ণমেণ্টের কাজের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক বন্দিনীদিগকে বাঙ্গলার নানা জেলে রাখা হয়। উহাদের কাহারও কাহারও জেলে ওয়ার্ডে নিঃসঙ্গ থাকিতে হয়, এই কথা সত্য নহে। তাঁহাদের সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ; কিন্তু সকলেরই জীবনযাত্রার মান সমান নহে।

বিস্ফোরণে হতাহত

ঝাঁসী হইতে কয়েক মাইল দূরে বাবিনা গ্রামের নিকট প্রাপ্ত বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর একজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে সৈন্যরা মাঠে গোলাবর্ষণ অভ্যাস করার সময় যে সকল গোলা ছুঁড়িয়াছিল তাহারই একটা নাকি ফাটিয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। বৃষ্টির জলে মাটি ধুইয়া গিয়া গোলাটী বাহির হইয়া পড়ে এবং পরে রৌদ্রের তাপে উহা শুকাইয়া যায়। দুইজন কৃষক ঐ মাঠে গিয়া চাষ আরম্ভ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা যেখানে ঐ গোলাটী পড়িয়াছিল সেখানেই মাটি খুঁড়িতে যায়, ফলে গোলাটী ফাটিয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। একজন কৃষক নিহত হয় তাহার দেহ সম্পূর্ণ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, গাছের উপরেও তাহার দেহের কয়েক টুকরা পাওয়া যায়। আর একজন কৃষককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। লাঙ্গলটী টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বিস্ফোরণের পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

———

ঘুষ লওয়ায় অভিযোগ

নিদিষ্ট কোর্ট ঘুষ গ্রহণের অপরাধের অভিযোগে জনৈক দারোগা একজন কনেষ্টবলসহ গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া মোরাদাবাদ হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উভয়কেই পদচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২০৲
দশম স্কন্ধ— ৩৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। চৈতন্যমঙ্গল ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ।০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। [illegible] /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাবতরঙ্গ ও ভক্তিরূপণ ।/০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] /০
৬৭। সারাৎ-শরণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য্যাণ্ড অন্টলজি ১।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড আনওয়ালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
[illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বা ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সারস্বত জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরো জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ ২৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, সোমবার } ২৪৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৮ই আগষ্ট রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীমঠে “গুরুতত্ত্ব” সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরুসেবায় যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই সেবোপযোগী শক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যদি ‘কর্ত্তাহম্’ বুদ্ধি আসিয়া আমাদের স্বরূপভ্রান্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিতজী আরও বহু উপদেশপূর্ণ কথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কলকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ২১শে শ্রাবণ শুক্রবার যাত্রা করিয়া গত ২২শে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করেন। ঐদিবস স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে “বন্দে গুরূন্ ঈশভক্তান্ ঈশং” শ্লোক হইতে ‘গুরুত্ব’ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন—নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তিমাত্রেই নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবই গুরু। শব্দব্রহ্মানভিজ্ঞ অসদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুপদ-বাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অগ্নি আছে সেখান হইতে অগ্নি গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ধের জন্য অন্ধ গ্রহণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। লৌকিক বা কৌলিক গুরু জাগতিক সম্বন্ধে গুরু হইলেও তাঁহারা আংশিক গুরুমাত্র; সুতরাং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তি তাঁহাদিগকে গুরুত্বে বরণ না করিয়া পরমার্থী মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুর পাদ-পদ্মাশ্রয়ে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবেন। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুভেদে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-দ্বয়ের বিচার আছে। শিক্ষাগুরু বহু মূর্ত্তিতে শিষ্যকে কৃপা করেন। একাধিক দীক্ষাগুরু-গ্রহণপ্রণালী শাস্ত্রে নিষেধ আছে। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে অভেদ-দৃষ্টিই শিষ্যের পক্ষে সমীচীন। দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাই দীক্ষাগুরুর কার্য্য এবং উহার বিশেষ পুষ্টি সাধনোদ্দেশেই শিক্ষাগুরুর লীলা। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের জীবকল্যাণার্থে পরমমুক্ত করুণাবতার। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে জীবের কোন প্রকারেই শুভোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

স্বামীজী মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণু উপাসনাদ্বারা জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করেন। দেবতাগণ [illegible] বিষ্ণুই জগতের অধীশ্বর। ধর্ম্মার্থকাম-কামী হইয়া জীব যথাক্রমে সূর্য্য, গণপতি ও শক্তির উপাসনা করে। মোক্ষকামিগণ শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। এ সকল কামনা মায়ার ব্যাপার এবং অনিত্য সুখপ্রদ [illegible] কল্যাণের [illegible] করিবার বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে মূলগ্রন্থরূপে জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ মোক্ষকেও কৈতব বলিয়াছেন। সেখানেই আত্মসুখকামনা [illegible]। এবং তাহার [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

এই সকল বাঞ্ছা লইয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিতে গেলে সকল দেবতার উপাসনার [illegible] হইয়া যাইবে। কামনারহিত নির্গুণ বিষ্ণুভক্তিই জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের রাজ্যে লইয়া যায়।

অতঃপর শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ
নারিন্দা, ঢাকা
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ সন

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৫ই ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিন শ্রীমঠে শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর এবং ফরিদপুর শ্রীগোপালদেবের মঠে শ্রীশ্রীগোপালদেবের হিন্দোলযাত্রা মহোৎসব ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইবে। আপনি সবান্ধবে এই উৎসবে যোগদান করিলে ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিবেন। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কটক
৭।৮।৩৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বিকেয়ম্

শ্রীপাদ * * প্রভো,

আপনার পত্র পাইলাম। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু অভিন্ন। প্রকট আচার্য্যের আনুগত্য না হইলে অপ্রকট গুরুপাদপদ্মের নিকট অবস্থিতি সম্ভব নহে। ইহাই আম্নায়ধারার বৈশিষ্ট্য। এই আম্নায়-পরম্পরা না মানিলে সেবাই সম্ভব হয় না। প্রথমে শ্রীল [illegible] প্রভুর [illegible] না দিলে [illegible] হয়। [illegible] শ্রীল [illegible] হইতে [illegible] না হইয়াও [illegible] হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নাম আগে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]। * * ইতি—

দাসাধম
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"অশুদ্ধ ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তা'র নীচু উঁচু জাত দেখতে হ'বে। তা'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। বাইরের তিলক বা বাইরের আস্ক দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা আন্তরিক আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য তা' দেখে পাকা বৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিনতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ শ্রীধর সর্বাণি সম্বৎ গৌরাব্দ ৪৫১

দ্বিতীয়াভিনিবেশ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রয়োজনীয় আবাহন ক'রবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয় অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারাবেশে প্রবেশ করাইয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়া-রূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিদ্বস্তুর উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ জীবগণকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদাশ্রয়গণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহ-রূপ স্বরূপ তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যাভিলাষে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিদ্যমান শক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেমনয়ন খুলিতে দেয় না। ধর্মার্থকামের অপ্রীতি আদৃত অবলোকন করিয়া জীব ভগবদ্বিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্য মাধুর্যের বিলাস বিক্রমে উদাসীন্য প্রকাশ করায় তাঁহার দণ্ড হইয়া পড়ে। এই বহির্মুখতার অপস্থাপক মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃত স্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়, সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগ-প্রবৃত্তি বশে ধর্মার্থকাম-লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুকুন্দপাদপদ্মের "মধুর সুধা" প্রভৃতি মঙ্গলময় ভজনে অধিকার করিবার ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে কাঁচাবস্থ জীব ভগবদ্ভক্ত আশ্রয় জাতীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্মজ্ঞান-নির্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ সেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিমুখতারূপ অস্বাস্থ্য বা আময় নির্মুক্ত হইয়া প্রাকৃত জগতেও ভগবৎ সেবোপকরণস্থানে তাঁহাদের অপ্রাকৃত-রূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের রূপ-রসাদি বিষয়ামৃত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌষ্ঠব সমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লক্ষ্মী সুদুর্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্মলা উপদেশ প্রবণ হইয়া অন্তঃকরণে বিবর্ণ-জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলে বহির্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে—প্রয়োজন-তত্ত্ববিদ্যায় এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সকল অশ্রৌত তর্ক-পথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতক, ব্যভিচারপরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি—এ কথা বুঝিতে না পারিয়া ... প্রভৃতি নানা মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূত-পূজার আবাহন ক'রে থাকে। উহাতে ভোগ মাত্র লাভ। এই সকল কর্মীর নিকট প্রেম সুদূর ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম লাভকারী জনগণের কেবল তাঁহার মায়ার বুদ্ধিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠপ্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বি-মুখতারূপ কর্তৃাভিনিবেশ তরুরূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে অপসারিত মধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীরস্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব পুরুষোত্তম সেবার প্রণালীসমূহ নিজের পুরুষবর স্বয়ং-প্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিতা-রূপ দিব্যজ্ঞান উন্মুখ জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণী বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি বিদ্যা-বধূজীবনের সেবারত হরিনাম ভজনকারীকে মঙ্গলময় ভূলোকে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ অলৌকিকত্বের দ্বারা অপ্রাকৃত সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণপুরুষের পুরুষোত্তমতা পরে পরার অভ্যন্তরে বা সম্বন্ধীয় আশ্রয়-প্রকাশ ও জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠু সম্পাদন করিয়া শত সহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাব-তারের মূল বৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্যময়ত্ব প্রদর্শন করে।

আশ্রয়

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিসার)

বালাগ্র শতভাগের শতাংশ সদৃশ জীব আমরা স্বরূপতঃ অতি অণু না ক্ষুদ্র। এতাদৃশ অণুত্ব, ক্ষুদ্রত্ব বা হীনতা নিবন্ধন কৃষ্ণদাস জীব আমরা আজ মহামায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া তৎকবলে কবলিত। আমরা সত্ত্ব রজস্তমোগুণজালে আবদ্ধ হইয়া নানা প্রকারে অনন্ত যাতনা ভোগ করিতেছি। কামনা-বাসনার দাস হইয়া তৎপরিপূরণার্থ কখনও বা সুখে বিভোর হইতেছি, আবার কখনও বা দুঃখে আত্মহারা হইতেছি। এইরূপ কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরা-কীর্ণ ভবার্ণব, সুদুর্লভ ক্ষুদ্র ভবরোগগ্রস্ত জীব আমাদের মহতের আশ্রয় না লওয়া পর্যন্ত—মহতের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ না করা পর্যন্ত উদ্ধারের কোন উপায় নাই—রোগনিবারণের অন্য পন্থা নাই। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এই দুর্বিতর্ক্য মায়া অতিক্রম করা যাইবে না—স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব না—ভোগ-ত্যাগ বা আকর্ষণ-বিকর্ষণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না।

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব বা সাধু-মহাজনগণ এ জগতের কোন স্তর বস্তুবিশেষ নহেন, জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন, তাঁহারা অধোক্ষজ বস্তু। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে ইঁহারা পরজগৎ হইতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই মর্ত্যধামে অবতরণ করেন মাত্র। সেবক জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, সুখাকর নিত্যপ্রভুর কথা ভুলিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে রত হয়, তখন করুণাময় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ জীবের মহা অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান—জীব ব্রজের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস জড়জগতে পাইবে না বলিয়া, রূপ-রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শ বা কাম-ক্রোধাদির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না বলিয়া অহৈতুক করুণাময় তাঁহারা তাঁহাদের অচিন্ত্য লীলা-বিলাস এই প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন।

এই জগৎ—জড়জগৎ। জীব চেতন। চেতন জীব কিছু না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সে হয় নিজের জন্য অথবা পরের জন্য কিছু না কিছু করিবেই করিবে। জীব যখন বদ্ধ তখন অহংমম-ভাবে বা দেহাত্মবুদ্ধির প্রাবল্যবশতঃ সে যাহা কিছু করিবে সবই নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। আর মুক্তজীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত, তিনি যাহা করিবেন সকলই ভগবৎ-সেবার জন্য—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সন্তোষ-বিধানের জন্য। ইহাদের মধ্যে একটি কর্ম আর একটি সেবা, একটি নিজেন্দ্রিয়তর্পণ আর একটি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ—গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধান। একটি অন্ধকার আর একটি আলোক, একটি স্বরূপবিস্মৃত হইয়া মায়ার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইবার পন্থা, আর একটি স্বরূপা-বস্থানের—আনন্দময়ের আনন্দাগারে প্রবেশের উন্মুক্ত সরণি।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কাম অন্ধতমঃ—প্রেম নির্মল ভাস্কর॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যাহা করা যায় তাহার নাম ভক্তি বা সেবা। আর সুখই হউক বা দুঃখই হউক ফলটা আমি পাব এই কামনামূলে যাহা করা যায় তাহারই নাম কর্ম। কর্মের ফল পাপ বা পুণ্য। 'সু' হইলে পুণ্য আর 'কু' হইলে পাপ, এত দুইটাই ক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল—নাগর-দোলার মত। ইহারই নাম সংসার-ভ্রমণ বা মায়াবন্ধন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

জীব অপরাধী হইয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছে। "আমি কৃষ্ণদাস",—এই কথা বিস্মৃত হওয়াই তাহার মূল অপরাধ। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা বিনা জীবের এই অপরাধ যায় না—

সংসার-নিবৃত্তি হয় না—মায়াপাশ ছিন্ন হয় না।

আলো, আর অন্ধকার দুইটীই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তু। একটীর উদয়ে অন্যটীর অস্ত, একটীর প্রবেশে অপরটীর প্রস্থান। এই দুইটীর পরস্পর কোন সংমিশ্রণ নাই। "যথা কৃষ্ণ তথা নাই মায়ার অধিকার।" গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ। সাধু-গুরুর হরিকথা রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে। তাঁহারা সেই তীব্র হরিকথাস্ত্রের দ্বারা জীবের রূপ রসাদি ভোগ বা ভোগ-স্পৃহারূপ হৃদ্‌-গ্রন্থিগুলি ছেদন করিয়া দেন।

মায়াবদ্ধজীবের এই সংসার-মুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যদা ভ্রমং ভ্রমং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্
রুচিরং।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশা
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স
কুরুতে॥

কর্ম্মের নাগর-দোলায়—সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ভোগ করিতে করিতে সংসারের উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রাম্যমান অবস্থায় কত পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের হরিভজনোপ-যোগী মানবজন্ম লাভ হয়। সংসারের নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে ভোগের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া জীব প্রকৃত উপায় অনু-সন্ধান করে—সাধু-গুরুর সন্ধান পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। করুণাময় ভগবান্ এই রূপ নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী জীবের নিকট গুরু রূপে আসিয়া তাহার প্রকৃত মঙ্গলের পথের কথা জানাইয়া দেন। তিনি কৃপা করিয়া সেই সকল সৌভাগ্যবান্ জীবকে বলেন,—

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

আরও বলেন,—

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে।
এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদাসুত
চরমে পড়িবে লাজে।

মায়াবদ্ধ অযোগ্য দুর্ব্বল জীব আমাদের শ্রীভগবানের সেবা করিবার কোন যোগ্যতা নাই—ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোনও পন্থা নাই, সামর্থ্য নাই—একমাত্র অভয়-প্রদান-কারী অভিজ্ঞ শ্রীগুরুকর্ণধারের চরণাশ্রয় ব্যতীত। কোনও মহাজন বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণরেণু ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করে যেই মহাশয়
তাঁরে মুই যাঁও বলিহারী॥

শ্রীগুরুদেব মনুষ্য নহেন, তিনি নরবন্দ্য। শুধু মনুষ্য কেন, ব্রহ্ম-শিবাদি অনন্ত কোটি দেবতাবৃন্দেরও নিত্যোপাস্য তিনি। তিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-সেবক। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-বিগ্রহ। ভগবান্ হইয়াও তিনি ভগবদ্‌-ভোগ্য। একজন আস্বাদক, আর একজন আস্বাদ্য। শ্রীগুরুদেব ভগবানের নয়নের মণি, প্রাণের প্রাণ। শ্রীগুরুদেব ভগবানের আকর্ষণী শক্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। এমন কি ভক্তপ্রেমবশ্য স্বয় ভগবানও তাঁহার সেবার জন্য—সন্তোষ-বিধানের জন্য সতত ব্যস্ত। এত তাঁহার অলৌকিক ও অসমোর্দ্ধ মহিমা! শাস্ত্র বলেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে 'সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ (ভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-প্রকাশবিগ্রহ) শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আশ্রয়-জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মঙ্গলে দয়া করিবার জন্য উপস্থিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ একটা, আর আশ্রয়জাতীয় একটা। একত্বে বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা সমূহে যে আশ্রয়জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করতে হবে দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরু-পাদপদ্ম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয়। আশ্রয়েরই অপর নাম শরণাগতি বা সমর্পণ। ভক্তিপথের প্রথম সোপান—শরণাগতি বা সর্ব্বস্বসমর্পণ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে। আশ্রয়েরই আশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম। "গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।" হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া ছলেবলে শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাঁহার আশ্রিত হইতে হইবে।

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

এই শরণাগতি ছয় প্রকার—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পূর্ণ আশ্রিত হওয়াই জীবের হরিভজন। শরণাগতের ভয় নাই, আশ্রিতের বিনাশ নাই। যদি কাঁহারও চিন্তাধারা গুরু-পাদপদ্মের চিন্তাধারার সঙ্গে মিশিয়া যায়, কেহ যদি গুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারেন, তাঁহার তর্কবিচার নৈপুণ্য থাকুন আর নাই থাকুন তাহাতে কোন যায় আসে না—এইটাই দরকার, এইটাই জীবের হরিভজন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা বা অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞান লাভ হয়। গুরুদেব শুশ্রূষু শিষ্যকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। শুশ্রূষু নামই শিষ্য ও আশ্রিত, আর শুশ্রূষু না হওয়াই স্বতন্ত্র বা শিষ্যব্রুব হইয়া যাওয়া। শুশ্রূষু না হইলে শিষ্যাভিমান করিয়াও আমরা শিষ্যব্রুব—অনাশ্রিত বা বিষয়ী মায়া-বদ্ধ জীব।

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ

ভব সংসার উত্তোরণের আশ্রয় একমাত্র কর্ণধার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনিই অসহায় আমাদের একমাত্র সহায়—একমাত্র বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। শ্রীনাম-ভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। এই প্রণালী শ্রীগুরুদেব শুশ্রূষু শিষ্যকে প্রদান করেন। অন্য কাহারও এই প্রণালী শিক্ষা দিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যে মুহূর্ত্তে এই আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরু দেবকে ভুলিয়া যাইব—যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষক থাকিবে না, সেই মুহূর্ত্তে আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইব—সংসারের নানা আবিলতা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা অসহায় হইয়া পড়িব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। শ্রীভগবান্ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীভগবানের সেবায় শ্রীগুরুদেবেরই একচেটিয়া অধিকার, অন্যের তাহাতে এক কাণাকড়িও দাবী নাই। তিনিই ইচ্ছা করিলে কৃপা করিয়া অন্য কাহাকেও তাঁহার সেব্যের সেবায় অধিকার দিতে পারেন। কৃষ্ণ-বিরহের একমাত্র বিষয়ী তিনি। জগতের রতন, কৃষ্ণসেবাধন তিনিই তাঁহার একান্ত আশ্রিত শরণাগতজনকে কৃপা করিয়া দিতে দিতে পারেন। কৃষ্ণ স্বয়ং যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, সেই দানের মধ্যেও অপূর্ণতা বর্ত্তমান থাকে। কারণ, তিনি ভক্তপ্রেমবশ্য—তিনি ভক্তপরাধীন। ভক্ত তাঁহাকে বিলাইতে পারেন। ধনীই ধনকে সম্যগ্‌ভাবে দান করিতে সমর্থ। তাই পতিতপাবন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

* * *

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসজ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

হায় মন! তুমি মনকলা খাইয়াই থাকিবে! দেহ গেহ পরিজন লইয়াই ভবকূপে ডুবিলে! মহামহাবদান্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কাতর ক্রন্দন তোমার শ্রবণ-বিবরে পৌঁছিল না। কৃষ্ণচিত্তবশকারী গুরুদেবের নাম-রূপ গুণ লীলা-বিলাসাদির কথা তোমার হৃদয়ে একটুও স্থানও পাইল না? তোমার জন্যই তিনি এই দুঃখ-কষ্ট রোগ শোক-পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যজগতে আসিয়াছিলেন, তোমার জন্যই তিনি কত দুঃখকষ্ট, কত অপমান, অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলে না; তিনি বড় দুঃখেই এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেও তিনি মহাকরুণাময় মহাবদান্য; তাই তোমার জন্যই তাঁহার প্রেষ্ঠজনকে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই আজ অসহায়ের একমাত্র কর্ণধার, নিরাশ্রয় আমাদের একমাত্র আশ্রয়—জগদ্‌গুরু শ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়তম শ্রীচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ দেব-অবিজ্ঞাতুরূপ গাহনা ঠাকুর।

শ্রীল প্রভুপাদের

বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১—১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৮০ ৪র্থ খণ্ড—৮০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, ঈশোদ্যান, নদীয়া। [illegible]

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগৌর, শ্রীমদ্ভাগবত আদি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] [illegible] আছে।

রক্ষক— [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] ৪২১৫ [illegible] [illegible] [illegible] আছেন। [illegible], সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—উপদেষ্টা শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার [illegible] [illegible] [illegible]।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক —শ্রীবৃন্দাবনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপাপাত্র চাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক —শ্রীঅক্ষয়কুমার ব্রহ্মচা

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরী (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক —শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, রক্ষক – শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] – (শ্রীবাস অঙ্গন পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরাধাকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক —শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ঢোলাভাব, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগ্রহায়ণ, দার্জ্জিলিং

রক্ষক —শ্রী[illegible]ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীকেশবপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক —শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বনগু রোড, গয়া

রক্ষক —শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং গোবিন্দপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক —শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক— শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক— শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ –শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক —ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী;

রক্ষক— শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅবিষয় ব্রহ্মচারী।

(৫১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬ লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক —শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক —শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক —শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম্‌খানি	
মোটা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁশফুলী	৫৷০
পাটনাই নূতন	৬৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
ভাবেক কোম্পানি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৸০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁশফুলী আতপ	৫৷০ ৫৸০
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৸০

চিনির দর

চিনি হৰ, টাইপ	১০৷৵০
মানিপুর ১০০০ নং	১০৴০
মাঃকোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
নপুর লাল	৭৷৴০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৬৷০
মকরেল	৩২৲
চাঁদির বার	৫২৷০

পাটের দর

আগের—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৫১৷০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০
সুপারফাইন ঐ	৬৲
হাউসহোল্ড ঐ	৫৷৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫৴০—৫৷৴০
আটা (এস)	
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৵০
সোনাউ	১৷৴০—১৸০
জাব .	১৷০—১৷৴০

ঘৃতের দর

অন্তরা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাতিরাম	১২৷০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৮৲
রাঙা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার।

টাটার তৈয়ারী—	দর প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (কয়েন্ট না দাম)	
টাকা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮৷০
ঐ টাটা টেমপেটড কয়েন্ট বীমসহ সাইজ	৯০॥
ঐ ইংলিশ কয়েন্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টি আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০—৯৲
টাটা গাঃ করগেট টীন।	
২৪ গেজ—	১৭৷০
২৬ গেজ—	১৫৷০
২৮ গেজ—	১৫৷০
টাটা গাঃ প্লেন সীট।	
২৬ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	
২৮ গেজ—	১৫৲
ইংলিশ গাঃ করগেট।	
২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৮৸০
গাঃ মটক, ২৪—৩০ গেজ	
সীস	১৸০—৮৲
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১২৷০
গড় কাটিং বা চিটা কাটিং মণ	৩॥০—৪৲
পেটী কাটিং ৬—৯ ইঞ্চি লম্বা	
৭৷০ ৮৲ হন্দর	
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ হন্দ ৯৲—১০৲	
ঐ ,, ৬—১০ ফিট ৯৷০—১০৷০	
স্টিল শাট, বোলট্ ইত্যাদি	৮৲ ৯৲
গোল রড বি-ইন্‌ফোর্স কনক্রিট	
হন্দর	৯৸০—১২৲

মুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১

টিকলের হালমণ ৫৵০, প্যাটেন্ট হালমণ ৬৷

ভুপার হালমণ ৬৸০

সুদের দর

কলিকাতা ২৫শে জুন,

আবেন সোণার কাইন	৫৫৲
লিটিল আবেন গরকচ	৬০৲
কলাপি খুরা যা কাইন	৪৯৲
চাঁদপুর সাধ	৫৫৲
ঐ কাইন	৫১৲

মেদেনি মসলা

কলিকাতা, ২৫শে জুন,

	প্রতি মণ
পানের মাশা	৮৲০
সুপারী দেশী	১৩৷০—১৭
কাটা সুপারী	১৭৷০—২১৷০
শুঠ খরিদমণ	৪৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্‌ লিঃ

৮৫ জগন্নাথ ঘাট সোনাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স্

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি সোণার অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসন নির্মাতা

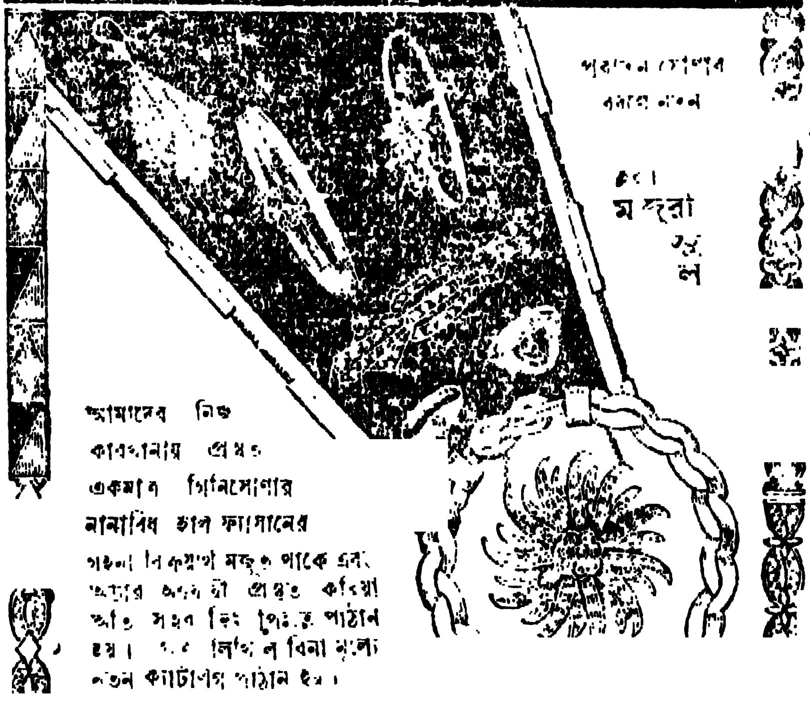

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনিসোণার নানাবিধ হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। ... লিখিলে বিনা মূল্যে নূতন ক্যাটালগ পাঠান হয়।

ফোন ১৭৩১ বড়বাজার টেলি-ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪, ১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৯,	৮—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
স্বরূপগঞ্জ ঘাট	পৌঃ	৭—৫৫	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

স্বরূপগঞ্জ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৮-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৮-৩৭	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-১০	১০-০	১২-১৮	১৬-৭০	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যতীর্থের

কেশরঞ্জন

সর্ব্ববিধ কুন্তলের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ!

... একমাত্র উপায় ...

ঠিকানা—১২৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব =

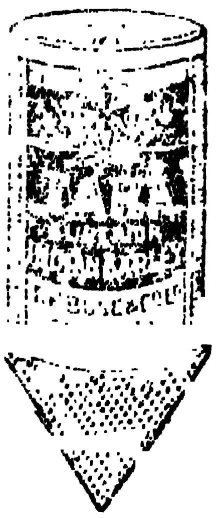

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই পদ্ধতিতে বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের চালনে ও সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ইনিই একমাত্র বিস্কুটকর্ম্ম দক্ষ তাঁর একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কে, পি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় উহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত স্পৃষ্ট নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ইহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও তাহাদের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রত্যেক গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] বাগবাজার

[illegible] রোড, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিলাইনে প্রতি লাইন ৷৷০	।৵০	।৶০	।০	
" ইঞ্চ ২৲	১।০	১৷৷০	১৲	
সিকিকলম ৪৲	৪.	৮৲	৩৲	
অর্দ্ধকলম ৬৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১১৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপন প্রতি ইঞ্চ ৬	৪৷৷০
" সিকি কলম ১৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৬৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা ভিক্ষা [illegible]।	

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
[illegible]
সন্নিবেশিত হইতেছে

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১৮২ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'নদীয়াপ্রকাশ'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবরাপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1844

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের পদাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার [সংখ্যা ১৪৫]

বিবিধ সংবাদ

——(•:•:•)——

কলিকাতা পুলিশের কর্ম্মচারীর মোটসংখ্যা ও বাঙ্গালীর সংখ্যা

গত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন, কলিকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদের কর্ম্মচারীদের মোটসংখ্যা ও বাঙ্গালীদের [illegible] জুলাই তারিখের সংখ্যা [illegible] ডেপুটী কমিশনার মোট ৭—বাঙ্গালী [illegible], অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার মোট ১০ বাঙ্গালী ৬, ইন্সপেক্টর মোট ৯৯—বাঙ্গালী ৩০, সাব ইন্সপেক্টর মোট ১১৬—বাঙ্গালী ১৪, [illegible] মোট ২১৬—বাঙ্গালী নাই; [illegible] সাব-ইন্সপেক্টর মোট ৫ [illegible] ১৪.. হেড কনেষ্টবল মোট [illegible] ২১ [illegible]; কনেষ্টবল মোট ৫৭২—বাঙ্গালী ২৫৬, সিপাহী মোট ৮২৪—বাঙ্গালী নাই; লরী ড্রাইভার মোট ১২—বাঙ্গালী নাই; [illegible] মোট ২৮—বাঙ্গালী দুই, মাঝি মোট ২—বাঙ্গালী নাই; ষ্টিম লঞ্চের কর্ম্মচারী মোট ৪৯—বাঙ্গালী ৮; বিউগলার মোট ২—বাঙ্গালী নাই।

আইন-সদস্যের বেতন বৃদ্ধি

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উভয় আইন-সভার সদস্যদের বেতন সম্পর্কিত বিলটি গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট (মন্ত্রিসভা) স্বয়ং বলে সদস্যদের যে পরিমাণ বেতন নির্দ্ধারণ করেন, তদপেক্ষা বেশী বেতন দাবী করা কোয়ালিশন পার্টি হইতে প্রস্তাব করা হইলে মন্ত্রিগণই পুনরায় তাহা সমর্থন করেন। এইরূপ ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্তের অবসান করেন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক; তিনি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেন। তিনি সভায় জানান যে, ব্যবস্থা পরিষদে বিলটি উপস্থাপিত হওয়ার পর কোয়ালিশন পার্টির এক সভা হয়; ঐ সভায় বেতন লইয়া মতভেদ দেখা দেয় ও পরে স্থির হয় যে, সদস্যদের বেতন বাড়াইয়া ১৫০ টাকা করিতে হইবে।

শুধু তাহাই নয়, সদস্যদের দৈনিক ভাতা গবর্ণমেণ্ট ৬ টাকা প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু পরে কোয়ালিশন পার্টির প্রস্তাবক্রমে তাহাও বাড়াইয়া ১০ টাকা করা হয়। পরিষদের সদস্যদের বেতন বাবদ গবর্ণমেণ্টের বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

সরকারী রেলসমূহের আয়

বর্ত্তমান ১৯৩৭ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত চার দিনে গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীন রেলসমূহে সর্ব্বসমেত ২৪০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ চারিদিনে যে আয় হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা ১৩লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত সরকারী রেলসমূহের মোট আয় ৩১কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর ঐ সময় যে আয় হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা ২কোটী ১৫লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন দাবী করিয়া পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল আনয়নের প্রস্তাব হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব এই বিলটী আনিতেছেন। আইন-সভা দ্বিতীয় সদস্যগণকে যাহাতে হাইকোর্টের জুরী হইতে না হয়, সংশোধন-প্রস্তাবে তাহারও একটী ধারা প্রণয়নের কথা হইয়াছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ

আন্তর্জ্জাতিক এলাকার উত্তর দিকে চীনা ও জাপানী সেনাদলের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষ হইয়া যাইবার পর উভয় পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতেছে। হ্যানকাওতে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর চীনা সৈন্যেরা হটিয়া গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ-বিরতি কমিশনের সভায় চীনা প্রতিনিধিগণ জানাইয়া দিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক এলাকার অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। উহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক এলাকায় যুদ্ধ বিস্তার লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ায়, চীনা রাজস্ব-সচিব একদিনের জন্য ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখার আদেশ দিয়াছেন। সহস্র সহস্র চীনা নরনারী উপদ্রুত অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক এলাকায় প্রবেশ করিতেছে। একটী জাপ-রণতরী গোলা বর্ষণ করিয়া [illegible]-এর নবনির্ম্মিত জেটি ধ্বংস করিতেছে।

ওয়ার্দ্ধায় নেতৃ-সমাগম

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ওয়ার্দ্ধায় শেঠ যমুনালাল বাজাজের বাস-ভবনে কমিটির বৈঠক বসিবে। পণ্ডিত জওহরলাল, বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বি, জি, খের, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্দ্ধায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন না। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ "ইউনাইটেড প্রেসের" প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী-লিনলিথগো সাক্ষাৎকার বা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন আলোচনা হইবে না।

পুলিশের লাঠি চালনায় ৩৬জন আহত

জম্মু হইতে প্রকাশ, একদল শোভাযাত্রাকারীর উপর পুলিশ লাঠি চালনা করায় বহু লোক আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রা এবং কোনরূপ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা অমান্য করিয়া পাঁচশত পুরুষ ও প্রায় একশত মহিলা একটি শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তখন পুলিশ শোভাযাত্রায় বাধা দেয় এবং শোভাযাত্রাকারীদের চলিয়া যাইতে বলে। শোভাযাত্রাকারীরা পুলিশের কথা না শুনিয়া ধর্ণা দিয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকে। পুলিশ তখন জনতার উপর লাঠি চালাইয়া শোভাযাত্রা হটাইয়া দেয়। ২৪জন পুরুষ ও ১২জন স্ত্রীলোককে হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকসহ গুরুতররূপে আহত আরও ছয়জন লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। আহতদের মধ্যে সেবা-সমিতির ছয়জন স্বেচ্ছাসেবকও আছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, একজন স্বেচ্ছাসেবক, একজন স্ত্রীলোক এবং [illegible]-পুর হইতে আগত একজন শিখ-দর্শকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	২৮৲
	দশম স্কন্ধ	২৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১॥০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	আদন-আলবর	।০
১৯।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।০/০
২১।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	।০/০
২২।	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (বলদেব-টীকা সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	২৲
২৬।	গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য	।০
২৭।	মুক্তামালিকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্‌-দর্শন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।০/০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৫।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬।	অর্থপঞ্চক	৴০
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১৩
৪৯।	অর্চ্চনকণ	১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড)	৩৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬।	ভারতবর্ষে ভক্তিপথ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসারঃ	
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সনিক শিক্ষোপদেশমূলম্	
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৸৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	
৬৭।	সারার্থবর্ষিণম্	৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	॥০
৬৯।	এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ গৌড়ীয়া	॥০
৭০।	নামভজন	৴০
	বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফোলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি	॥০
	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড	
৭২।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭৪।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৫।	সোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুই	
৭৬।	দি ভাগবত	
৭৭।	ইম্পর্ট্যান্ট প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড আনসার্স টু কোয়েশ্চেন	।০
৭৮।	[illegible]	
৭৯।	শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ কল্পতরু	৴১
৮৩।	গীতাবলী	৴
৮৪।	শরণাগতি	৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তি অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পাক্ষিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফীত করা
হইয়াছে।

—:o:—

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে পুরাণ, বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১২শ বর্ষ { ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, মঙ্গলবার } ১৭৫তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৫।৭।৩৭ তারিখে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অ্যাসিষ্টাণ্ট পোষ্টমাষ্টার মহোদয় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি সমুপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রে স্বামীজী মহারাজ সদলে ময়ূরভঞ্জাভিমুখে প্রচারার্থ গমন করেন।

গত ১৬।৭।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ বারিপদায় বালেশ্বর মঠপালরক্ষক শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায় ও স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহাদেবের দায়াধিকারী মহাশয়গণের ভবনে উপস্থিত হন। ঐ দিবস ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভুও স্বামীজী মহারাজের সহিত মিলিত হন। স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ রাজকীয় ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন।

গত ১৭।৭।৩৭ তারিখে বারিপদা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম-শ্রুতি ও শ্রবণের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শমীকঋষির অভিশাপ, বিভিন্ন ঋষিগণের বিভিন্ন ঋষির মহারাজের মঙ্গলার্থ উপদেশ প্রদান; শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে শ্রেষ্ঠ ঋষি-সমূহের সমুপস্থিতি, শুকমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে তাঁহাদের আনন্দ প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রায় দেড়ঘণ্টাধিককাল কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

গত ১৮।৭।৩৭ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নির্দেশে উপদেশক আচার্য্য ভক্তি সৌরভ ভক্তিসারের প্রভু বারিপদা ময়ূরভঞ্জ রাজবাটীতে মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর ভক্তিসিদ্ধান্তরক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরচরিত্র পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করেন। আদি ও অন্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তিসিদ্ধান্তের পরিবেশন হয়। শ্রীগোকুলদাস ব্রহ্মচারীজী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর পাঠ-কীর্ত্তন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-মন্দির পরিক্রমণকালে ময়ূরভঞ্জের রাজী বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেও, কে, সি, আই, ই মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা,
৮ই আগষ্ট, ১৯৩৭

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন —

আগামী ২৩শে ভাদ্র ২২শে আগষ্ট রবিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস উপলক্ষে শ্রীমঠে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তসম্মেলন, রাত্রি ১২টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি হইবে।

তৎপর দিবস সোমবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক দর্শন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহোৎসব ইত্যাদি হইবে।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত অনুষ্ঠানসকলে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে।

আগামী ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব হইবে।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)
সম্পাদক।
শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী
মঠরক্ষক।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমানহীন ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তাঁর নীচ উচ্চ জাত দেখ্‌তে হ'বে। তাঁদিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। বাইরের বিন্যাস বা বাইরের আস্ফালন দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা আর্তি আমাদের, কতটা ঐকান্তিকী সেবাবুদ্ধি তা' দেখে পরেও দেখলেই বৈষ্ণব চিনতে পারেন

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামি ঠাকুর-প্রবর্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ শ্রীধর মঙ্গলবার ২ শ্রাবণ গৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীগুরুদেব কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

—আলোচনা—

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

মর্ত্ত্য বা মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা গুরুর অসূয়া করিবে না; অর্থাৎ গুরু আমারই ন্যায় অজ্ঞানান্ধ, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়গ্রস্ত মনুষ্যাদিবৎ, তিনি আমারই ন্যায় বদ্ধ ও অন্ধ, তিনি যাহা উপদেশ করেন তাহা আমার বিচারাধীন এবং তাহার বিচার দ্বারা আমরা সর্ব্বতো মঙ্গল জানিয়া তৃতীয় নামাপরাধ গুর্ব্ববজ্ঞা প্রায় সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। এরূপ নামাপরাধ করিতে থাকিলে আমাদের অনর্থনিবৃত্তিরূপ আনুষঙ্গিক ফলেরও উদয় হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন যে, গুরু অধোক্ষজ—আমিই অর্থাৎ ভগবান্‌ই মদভিন্ন, এইরূপ জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ-প্রদানকালে বলিয়াছেন,—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন যে, গুরুতে ভক্তির দ্বারা সকলের জয় হয়। তিনিও ত' মনুষ্য, মনুষ্যে ভক্তি করিলে কি সুবিধা হইবে, এই আশঙ্কায় এই শ্লোকের অবতারণা। জ্ঞানদীপপ্রদাতা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে, তিনি মনুষ্য এই বুদ্ধি যিনি করেন, তাঁহার শাস্ত্র শ্রবণাদি সমস্তই হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ।

এই 'সাক্ষাৎ' শব্দের দ্বারা 'সাক্ষাৎ ভগবান্' সম্বন্ধে কি বুঝাইতেছে আলোচনা করিব। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তে সমস্ত শাস্ত্রই শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াছেন। ...

পদ্মপুরাণ

শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমলনাশন পদ্মতীর্থজলের সাধারণ জলবুদ্ধি যাঁহাদের হয় তাঁহারা নরকগামী। সাধারণ মনুষ্য ও ভগবানের নিত্যসেবক শ্রীগুরুদেবের প্রভেদ সম্যগ্‌রূপে নরকের পথ। শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ভক্তির্যথা হরৌ মেহস্তি তদ্বরিষ্ঠা
গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু
মে হরিঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

হরিতে ভক্তির ন্যায় গুরুতে যদি ভক্তি থাকে, তবে হরি দর্শন দিতে পারেন। এসকল উপদেশ একযোগে পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই। তিনি শ্রীভগবানের ন্যায় পূজ্য। শ্রীগুরুদেবের কলেবর অপ্রাকৃত। কেন না, তিনি নিরন্তর ভগবৎসেবারত, উঁহারও অহং কোন জন্মপ্রাকৃত অভিমান নাই, তাঁহার ... ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে নিরাজমান। তিনি ... কখনও ... শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ... "জানেরাং মুকুন্দ ... নিরমল ... " শ্রীগুরু ... স্মরণ করিতে

ভাগবতের দীপিকাদীপন টীকায় বলিয়াছেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ, ... বিজানীয়াৎ, ... মাং মদভিন্নং বিজানীয়াৎ"।

সৎ-চিৎকাস্বরূপে আমারই মত জানিবে শ্রীভগবানের উক্তির এই মর্ম্ম। এই নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব আশ্রয় অর্থাৎ সেবকজাতীয় ভগবান, আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয় বা সেব্যজাতীয় ভগবান্। শ্রীগুরুকৃষ্ণে অভেদ হইলেও বিষয়-আশ্রয় বা সেব্য-সেবক-ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। তজ্জন্যই পরম কারুণিক অবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মায়া শিক্ষা যেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বপুষ্টি। "আমি গুরুগিরি করিতে গিয়া ব্রহ্ম হইলাম সেবকত্ব লুপ্ত হইল; ভোক্তা হইলাম, ইহা অপেক্ষা গাঢ়তর মায়াভিনিবেশ আর নাই। এরূপ ব্যক্তি কখনও গুরু হইতে পারেন না। "আমি গুরু অতএব ব্রহ্ম, হে শিষ্যগণ, তোমরা যে যেখানে আছ সকলে নানাভাবে আমার সেবা কর, এরূপ বুদ্ধি অপ্রাকৃত গুরুদেবের নাই। এই সব প্রাকৃত গুরুবেশধারী ব্যক্তি মাত্র। অপসম্প্রদায়ের লোকেরা নানাভাবে ... গুরুর পায়ে পড়িয়া কখনও আউল, কখনও বাউল, কখনও কর্ত্তাভজা, কখনও সাঁই, কখনও প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতি অসৎ দল পুষ্ট করিতেছেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

ইহার মর্ম্ম না বুঝিয়া চৈতন্যদাসত্ব দূরে ফেলিয়া দিয়া কর্ত্তা, চৈতন্য, স্বয়ং কৃষ্ণ সাজিতে বসিয়াছেন, কেবল মুখে 'চৈতন্যের দাস' এই পরিচয় দিতেছেন। হায়, হায়! এঁদের আশ্রয় লইয়া কত সহস্র সহস্র নিরীহ লোক যে নিজ নিজ সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীগুরুতত্ত্ব অবিচিন্ত্য, পাছে আমরা তাঁহার অমর্য্যাদা করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি করি এই জন্য সাক্ষাৎ ভগবান হইতে তাঁহার যে অভিন্নত্ব তাহা নিরপেক্ষভাবে হৃদয়ে অনুভব করিতে শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আদেশ। কিন্তু তজ্জন্য আশ্রয়-বিষয়ভেদে তাঁহার নিত্যবৈশিষ্ট্য নিরাকৃত হয় নাই। কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমরা যে, তাহার মর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরমার্থ-চেষ্টায়ও নিজেদের ভোগবুদ্ধি স্থাপন করি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা সেবক, শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং, ভগবান্ তাঁহাকে জীবকে সেবকত্বে আমাদের অহংকারের বিনাশ প্রভৃতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা তুচ্ছাকাঙ্ক্ষারূপ সংশোধন নিরাস করেন। গুরু, আশ্রয় বস্তু ভগবান বিষয় হইতে অভিন্নবিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান হইয়াও ভক্ত

নমুনা বাহির হইয়াছে!

(শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

কোন একটা জিনিষ বাজারে প্রথম আমদানী হইবার পূর্ব্বে যদি কেবলমাত্র তাহার উপকারিতা, উপযোগিতা ও গুণাবলী-সমন্বিত বিজ্ঞাপন মাত্র বাহির হয় বা জাহির করা হয়, তবে সাধারণ লোক হঠাৎ তাহা গ্রহণ বা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হয় না। তখন পদে পদে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সাধারণের হৃদয়ে অধিকার করিয়া থাকে। জিনিসটা বাজারে আমদানী না হওয়া পর্য্যন্ত এবং গ্রাহকগণের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের মহিমা জাহির হয় না। বিজ্ঞাপনের বহর দেখিলেও সাধারণ লোক উহার নমুনার জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতে থাকে। অন্ততঃ নমুনাটা যদি ভাল হয়, তাহা হইলেও জিনিষটার কিছু না কিছু কাটতি হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু নমুনা খারাপ হইলে আর রক্ষা নাই, বাজারে একদম দুর্নাম রটিয়া যায় এবং অচিরাৎ ঐ জিনিষ চালান খুবই দুরূহ হইয়া উঠে।

কলিকাতার 'গুরুপ্রেষ্ঠ'র বিজ্ঞাপন যখন বাজারে প্রথম বাহির হইয়াছিল বা জাহির করা হইয়াছিল তখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ও অননুগত ব্যক্তিগণ ঐ জিনিসটির আদর বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য, উপোদ্ঘাত-লেখক নানিরূপ লিখিতে গিয়া উহা বাজারে চালাইবার জন্য বহু রকমের কেরামতি দেখাইয়াছেন; এমন কি বলিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের 'বাণী' ও প্রতি প্রবন্ধ আস্বাদন করিয়া নিরপেক্ষভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক সহজ অভিধা দ্বারা ঐ জিনিসটির সাহায্যে অনুধাবন করিলে উহার সত্যতা অভিজ্ঞান হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, লৌকিক ও সামাজিক সঙ্গের প্রভাবে অধিগত ও গঠিত সংস্কার বা মেধা ও প্রতিভা দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর বা ব্যক্তির সম্বন্ধে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সঙ্গতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া যে সিদ্ধান্ত, তাহা অধিকাংশ সময়েই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব গোলোক-বৈকুণ্ঠ পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ দোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের বাণীকেই কষ্টি-পাথর করিয়া নিজ নিজ চিন্তাধারাকে পরীক্ষা করিয়া বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিলে আর কোন ভুল হইতে পারে না।

লেখক মহাশয়, ঐ বিনামূল্যে উপদেশ-গুলির বেশ দিয়াছেন! কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ কষ্টিপাথরখানি কি আপনারই একচেটিয়া সম্পত্তি? শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সমর্থিত 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'সেবার খতিয়ান,' 'আমি বাঞ্চিত হইব কেন', 'গুরু কে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি কি

আপনার কথিত বিষয়-সংশয় প্রভৃতি উক্তি সমূহের শেষ সঙ্গতি নহে? গীতা-পাঠকারীর জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি শিক্ষার পূর্ব্বক ভক্তিযোগই কি গীতার সঙ্গতি বা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সকল কি এই কথাই আমাদিগকে জানাইয়া দেন নাই? গুরুপ্রেষ্ঠকে যাচাই করিবার জন্য আপনি যে কষ্টিপাথরখানি আমদানী করিয়াছেন, তাহা খুব চমৎলা (?) হইলেও পরমার্থের বাজারে অচল, আদর নাই। আপনি উহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "সমীণা ভক্তির্ বৈ' বিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বুক ঠুকিয়া উঁচু গলায় বলিয়াছেন, "আমরা কোনরূপ অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বা উৎকোচে প্রলুব্ধ হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করত অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আদৌ প্রয়াসী হই নাই বা হইব না।"

বলি, লেখক মহাশয়, কথাগুলি ত খুব লম্বা চওড়া বলিয়া খরিদ্দার ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও নিজ মাহাত্ম্য জাহির করিয়াছেন। এমন বদন আর কথাগুলি কি একবার মিল করিয়া দেখিলে ভাল হয় না? 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকটী কি একবারে পোড়াইয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন, অথবা হজম করিয়া দিয়াছেন? শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একবার গোলোক বৈকুণ্ঠাগত পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদরূপে বর্ণন করিয়া আবার তাঁহাকে কাগজে কলমে ধর্ম্মাধিকরণের খাতায় 'শূদ্র' বলিয়া বর্ণনা ও সত্যপাঠটা কোন অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বা উৎকোচ প্রলুব্ধ হইয়া করিয়াছেন কি না। অথবা ঐরূপ উক্তিদ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে কোন অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের যাত্রী হইয়াছেন কিনা, তাহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রকাশ্য ভাবে জানাইলে আমরাও আলোকিত হইতে পারি এবং সেই আলোকে গুরুপ্রেষ্ঠের (?) স্বরূপটিও অবগত হইতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'শূদ্র' আখ্যায় আখ্যাত করিতে যাওয়ার মূলে কোন শিষ্যাভিমানীর অবান্তর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন পারমার্থিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কিনা, তাহা একজন সামান্য বালকেরও বোধগম্য হইতে পারে। স্ব স্ব অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য ভবিষ্যতে শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াইবে বা নিজকে এতটা সাধারণের চক্ষে হেয় ও অধঃপাতিত করিতে হইবে, ইহা বোধ হয় কি লেখক বা স্বয়ং গুরুপ্রেষ্ঠেরও মগজে তখন ঢুকিবার অবকাশ হয় নাই।

একটা চলিত কথায় বলে 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল' অর্থাৎ মদ্যবিক্রেতার সাক্ষীর আবশ্যক হইলে মদ্যসেবনকারী ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যের অভাব হয় না। যিনি বা যাঁহারা আজ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যজীব ও শূদ্র বলিয়া জাহির করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না, তাঁহাদেরও সহায়কারী ব্যক্তিগণের অভাব হয় নাই। যাহারা অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগুরুদেবের বক্ষে বজ্রাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না তাঁহাকে লোকচক্ষে হীন, নীচ ও ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, তাহারা গুরুপ্রেষ্ঠ হইবে না ত হইবে কে? শ্রীল প্রভুপাদ অলক্ষ্যে থাকিয়া গুরুপ্রেষ্ঠের (?) এইসকল উক্তিতে না জানি কতই আনন্দলাভ (?) করিতেছেন ও আশীর্ব্বাদ (?) করিতেছেন! যেখানে 'গোরার আমি' বা 'গুরুর আমি' নহে, কেবল 'টাকার আমি' সেখানে কার্য্য উদ্ধারের জন্য সবই করিতে হয়, উহাতে দোষ ধরিতে যাইলে ব্যবহারিক জগতে বাস করা চলে না; যাহারা সে কার্য্যে অপটু তাহারা গুরুপ্রেষ্ঠ (?) হইবার যোগ্য নহে।

'যে মানে না আপনি মোড়ল'। তোমরা মান আর নাই মান, আমি ছাড়া আর গুরুপ্রেষ্ঠ কেহই হইতে পারে না। তা'র সাক্ষী দেখ না, শ্রীল প্রভুপাদের যথাসর্ব্বস্ব আমারই হস্তগত হইয়াছে। তবে যদি বল, গৌড়ীয়মঠ ছাড়িলে কেন? মঠে আর আছে কি? কেবল ছোবড়া লইয়া কি কাজ? সাঁসটা লইয়াই দরকার। তবে গুরুপ্রেষ্ঠের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। পিতা যদি পণ্ডিত হন, আর পুত্র যদি মূর্খ হয় তবে পুত্র পিতার প্রতি কোন কুবাক্য প্রয়োগ করিলেও, স্নেহ ও প্রীতিবশে পিতা পুত্রের এরূপ কার্য্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন। যেহেতু দেখা যায় যেখানে, সেখানে ঐরূপ অপরাধ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। আমরা জানি না, গুরুপ্রেষ্ঠ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে ঐরূপ অপরাধ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যাহা হউক, তিনি তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা সাধারণের প্রতি এক মহদুপকার করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকগণ যাহারা 'গুরুপ্রেষ্ঠে'র ভণিতাতে কিংবা ভ্রান্ত ও প্রলুব্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদেরও চক্ষু ফুটিয়া গেল। বিনা কষ্টিপাথরেই তাহারা গুরুপ্রেষ্ঠের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখিয়া লইল এবং সাবধান হইতে পারিল, ইহা ছাড়া সুখ আর কি হইতে পারে? 'বেদান্তসূত্রে'র বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্য রচিত হওয়ায় বিপদ্ হইয়াছিল। কিন্তু 'বেদান্তসূত্রে'র রচয়িতা স্বয়ং শ্রীল ব্যাসদেব যখন উহার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন, তখন ঐ সূত্রের মর্ম্ম সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সেই প্রকার ১১।১২ জন মিলিয়া গুরুপ্রেষ্ঠের (?) ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বহু তর্ক বিতর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গুরুপ্রেষ্ঠ (?) স্বয়ং যখন নিজের স্বরূপ নিজেই প্রকাশ করিলেন, তখন সমস্ত সন্দেহ নিরাস হইয়া গেল, সকলেই আশ্বস্ত হইলেন! তাই বলিতেছিলাম, বন্ধুবর্গ, এখন গুরুপ্রেষ্ঠের (?) নমুনা বাহির হইয়াছে। গ্রাহকগণ সতর্ক হউন, গ্রহণ করিবেন কি পরিত্যাগ করিবেন।

—

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়

(শ্রীযুত সত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী বি এ)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

আমি নিরাশ্রয়। আশ্রয়হীনের যে অবস্থা হইয়া থাকে আমারও অবস্থা তদ্রূপই। কোন গৃহপালিত পশু প্রভুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতে থাকিলে তাহার দ্বারা লোকে যেমন স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করাইয়া লয়, তাহার প্রতি কোন মমতা করে না, আমার অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় নহে কি? তাহাদের প্রতি বরং কাহারও কাহারও কিছু দয়ামায়া থাকে কিন্তু আমার ন্যায় যথেচ্ছাচারী স্বাধীনস্মন্য নরপশুর প্রতি কাহারও কোন প্রকার করুণার লেশ মাত্র নাই। কারণ, পশু দ্বারা যখন কেহ কার্য্য করাইয়া লয়, তখন সে তাহার প্রতি বিচার করে। কিন্তু হায়! আমি যাহাদের ক্রীতদাস, তাহারা অতি নিষ্ঠুর, পশু হইতেও নিষ্ঠুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। ব্যাধ নিষ্ঠুর। কেননা, সে হরিণকে তীর বিদ্ধ করিয়া যাতনা দিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু আমি যাহাদের গোলাম, সেই কাম-ক্রোধাদি প্রভুগণ আমাকে সহসা মারিয়া না ফেলিলেও শুধুই বিদ্ধ করে, নিয়তই যন্ত্রণা দেয়। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে যন্ত্রণা অতি তীব্র হয় সেজন্য ক্ষণেক বিরাম দেয়, এবং পুনরায় বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করে। তাহারা ৮৪ লক্ষ যোনি নামাবদ্ধ বলদের ন্যায় আমাকে কেবল সংসারচক্রে ঘুরাইতেছে। বহু যত্ন করিলেও তাহাদিগকে সন্তোষ করা যায় না। তাহারা বিশ্বাসঘাতক, অতিশয় ক্রূরপ্রকৃতি, একটুও দয়া নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে সাধুগণ, কবে আমি আপনাদের ন্যায় বিগতস্পৃহ হইয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে পারিব,—হে যদুপতে! আমি আর কামাদির দাস্য পালন করিব না, আমার জ্ঞান হইয়াছে, তোমার অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিলাম। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ কর; মায়ার দাস্য আর করিব না, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার আর কেহ নাই, পিতা মাতা ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি জগতের যাহাকেই পরমাত্মীয় বলিয়া বরণ করি না কেন, সকলেই আমাকে ঐ পিশাচী মায়ার দাস্যে নিযুক্ত করিবে। কারণ, তোমার পাদপদ্মসেবার মকরন্দপানবিমুখ সকলেই মায়ার দাস। মায়া তাহাদের প্রভু। তাই ঐ সমস্ত দুর্জ্জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণ লইলাম। আমায় কৃপা কর! কারণ, তোমার কৃপা ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই। তুমি যাহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ কর, যাহাকে দাস বলিয়া স্বীকার কর, সেই ব্যক্তিই সংকীর্ত্তন।

তোমার মহাবদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়া কোনও সজ্জন গাহিয়াছেন,—

"পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি।
জগাই মাধাই ছিল গো পাতকী।
উদ্ধার নাথ মায়াজাল হ'তে
এ দাসেরে কেশে ধ'রে॥"

কিন্তু জগাই মাধাই হইতেও আমি এতই ঘৃণ্য যে আমার ন্যায় জঘন্য জীবের সহিত জগাই মাধাইয়ের তুলনা করিলে আমার পক্ষে মহা-অপরাধ হয়। আমার অসীম পাপ ও অপরাধের কথা বর্ণনায় প্রকাশ করিবার মত সুযোগ্য ভাষা নাই, আমার শোচনীয় দুরবস্থা কোনরূপে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করে মাত্র। উপরিউক্ত সজ্জনের ভাষায় আমার অশেষ দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি,—

"কি গতি হইবে কখন ভাবি না,
হরিজনের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত,
আমাতে সব আছে॥"

হে কাঙ্গালের ঠাকুর! তুমি আমায় আশ্রয় দিবে?

"আমি অতি হীন, দীন অকিঞ্চন,
অপরাধ-শিরে দাও গো চরণ,
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি॥"

আমার শরণাগতি নাই, কিন্তু হে প্রভো! যে তোমার একান্ত শরণাগত নিষ্কপট কৃপালিপ্সু তাঁহার পাদপদ্মের ধূলি আমায় দাও, যেন মুহূর্ত্তের তরে তাঁহার সঙ্গবিচ্যুত না হই। পরমদয়াল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট কাতর প্রার্থনা এই, যেন তাঁহার নিত্যানুগত্যে অকপটহৃদয়ে সেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের নিত্যকীর্ত্তন করিতে পারি—

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্য-[illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে [illegible]। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, [illegible] চতুর্দশ বিগ্রহ [illegible]। [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] রক্ষক—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রিট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং [illegible] কলিকাতায় শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীমঠ [illegible], সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] প্রচার [illegible] এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক [illegible] [illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরমণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রী [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক [illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জন্মদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] [illegible]।

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর: পোঃ চাকদহ?, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

বাঁশবেড়িয়া?, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রী[illegible]কুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক শ্রীনন্দলাল ব্রজবাসী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅখিলজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমধি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাসু? (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
লালখানি	৬॥০
বালাম চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
রেঙ্গুন কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০ ৫।৵
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৵০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

বিকাউন, টাটপ	১০॥/০
মণিপুর ১০০০ নং	১০/০
মায়কোরা সাদা	৯
কানপুর সাদা	৮।০—৯৵০
কানপুর লাল	৭॥/ ৮৲

সোণা রূপার দর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২১৲
চাঁদিরবার	৫১।০

পাটের দর

আবজে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৵০
স্নোপারকাচল ঐ	৬৲—৬৵০
চাউসজোড় ঐ	৫॥৵০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২)	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৵০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভূষি	১॥৵০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অম্বয়া	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৪৫৲

পাঁকিগ্রাম	৪৬।০
তাঁর	৪৬৲
কাবুল	৩৬৲
রাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ সে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০॥
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
নরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৪৵০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বান্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ষ্টিল পাটী, বোলট্ গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স কনক্রিটের

ঐ ৯৸০—১২

স্বঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৯॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

নুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোনার ফাইন	৫৪৲
লিট্ল আদেন কর্কচ	৫০৲
করাচি খুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্পাগী কাথা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাহাড় সাগু	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
ছুটি পরিষ্কার	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:!:•:!:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::•::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	১০—৪১,	১৩—২২	১৭—০৮	১৯—৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। প্লীহা ও লিভার কাটিতে অদ্বিতীয় সাধক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বর নাশক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৬০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

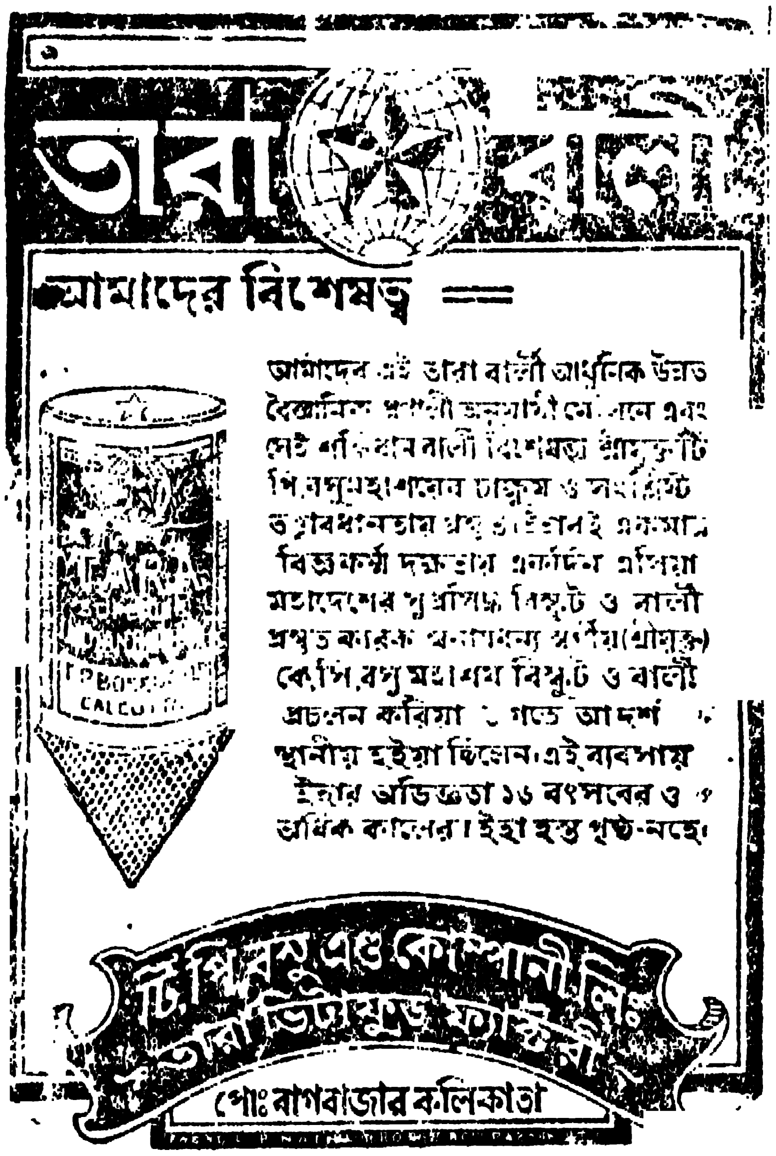

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(•):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতি লাইন ।৹	।৶০	।৵০	।০
" ইঞ্চি ২,	১৷০	১৷০	১,
সিকিকলম ৫,	৪,	৪,	৩,
অর্দ্ধকলম ৮,		৯,	৫,
এক কলম ১২,		১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপন প্রতি ইঞ্চি ৪,	৪।০
" সিকি কলম ১২,	১২,
" অর্দ্ধকলম ২৪,	১৮,
" এক কলম ৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১,

প্রতি সংখ্যা [illegible] ; বিশেষ সংখ্যা [illegible] ভিক্ষা মূল্য।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
[illegible] সুবন্দোবস্তে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বন্দ্বের যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের [illegible], ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণ লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও [illegible] মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আনন্দে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে [illegible] সুন্দর ছাপ। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থে [illegible] শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

আগামী [illegible] ভাদ্র হইতে [illegible] বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে দেশের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটকসহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৭, বুধবার [সংখ্যা ১৪৬]

বিবিধ সংবাদ

——(সংকলন)——

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত শুক্রবার ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৩০ ১৫ মিনিটের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ৪০ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র [illegible] ঘোষণা করেন যে, [illegible] [illegible] ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে [illegible] [illegible] [illegible]। ঐ [illegible] [illegible] ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধি[illegible] বেশন সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; [illegible] বেসরকারী [illegible] আলোচনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিযোগ [illegible] [illegible] এ বিষয়ে গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়া বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য আরও একটি দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় ২৩ জন সদস্য রাজবন্দীর মুক্তি-দাবী করিয়া বে-সরকারী প্রস্তাবটি আগামী সোমবার আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। তদনুসারে সোমবার এই বিষয়ে আলোচনা হইবে। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, বিনা বিচারে এবং অন্তরীণে আবদ্ধ সমস্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়া হউক এবং বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন ও বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন-আইনে আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হউক।

গবর্ণমেন্ট পক্ষের প্রস্তাব অনুসারে [illegible] সদস্য লইয়া একটী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(১) ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, (২) মন্ত্রীদের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রায় চৌধুরী, (৩) [illegible] [illegible], (৪) শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], (৫) [illegible] [illegible] [illegible], (৬) শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], (৭) [illegible] [illegible], (৮) [illegible] [illegible] [illegible] করিম, (৯) শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার।

বোম্বাইয়ে মন্ত্রীদিগের বেতনের খসড়া

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রীগণের এবং স্পীকার ও প্রেসিডেন্টের বেতনের [illegible] [illegible] পেশ করা হইবে প্রকাশ। উক্ত বিলের খসড়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ বিলে প্রত্যেক মন্ত্রীর বেতন মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা এবং বাড়ী ভাড়া ও মোটর গাড়ীর বাবদ মাসিক ২৫০ আড়াই শত টাকা হিসাবে বরাদ্দ হইয়াছে।

বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, স্পীকার ও প্রেসিডেন্টের বেতন একই হইবে। সেই জন্য বিলে মাসিক ৫০০ টাকা হিসাবে তাঁহাদের বেতন ধরা হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারীদের অযোগ্যতা দূরীকরণের বিলের খসড়া এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের বেতন সম্পর্কিত বিলের খসড়া—উভয়ই প্রস্তুত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ পূর্ব্বে যে হারে দৈনিক ভাতা পাইতেন, বিলে তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। বিলের প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক সদস্য দৈনিক ৫ টাকা হিসাবে ভাতা এবং মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন।

গবর্ণরকে খদ্দরের 'স্যুট' উপহার

মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible] গত ১৩ই আগষ্ট প্রাতে গবর্ণর স্যার হাইড গোয়ানকে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের স্মারক হিসাবে একটি [illegible] ও একটি সাধারণ খদ্দরের 'স্যুট' উপহার দিয়াছেন।

পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সুবিধা

একটী সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সরকারী পেন্সন প্রাপ্ত [illegible] [illegible] [illegible] হইতে আইনসঙ্গত ভাবে গঠিত [illegible] [illegible] রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য [illegible] [illegible] হইতে পারিবেন, যে কোন পার্লামেন্টারী দলের সদস্যরূপে তাঁহারা স্থানীয় [illegible] [illegible] বা আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে পারিবেন।

তুলসীঘাট সংস্কারে ২৫ হাজার টাকা দান

বিখ্যাত হিন্দী কবি তুলসীদাসের নামে গঙ্গায় যে তুলসীঘাট আছে, [illegible] [illegible] সাধনের জন্য বারাণসী মিউনিসিপ্যাল [illegible] ২৫ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তুলসীঘাট একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উক্ত ঘাট সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি কিছু চাঁদাও তুলিয়াছে। শীঘ্রই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইবে।

ষড়যন্ত্র-মামলায় ১৩জন [illegible] যুক্ত

ফরিদপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এজলাসে [illegible] [illegible] আগ্নেয় অস্ত্র-আইন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৩ জন যুবকের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১০ই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পাওয়া যায়। আসামী অনন্ত চৈতন্যের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াও কিছু [illegible] পাওয়া যায়। নয়জন আসামী স্বীকারোক্তি করে এবং তাহাদের মধ্যে [illegible] পরে উহা প্রত্যাহার করিয়াছে। [illegible] রাজসাক্ষী হইয়াছে।

মোটর ডাকাতি

গত বুধবার রাত্রিতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মোটর [illegible] সম্পর্কে বড়বাজারের পুলিশ [illegible] রোড ও বড়তলা ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানি মোটর [illegible] দিয়াছে। জনৈক [illegible] [illegible] [illegible] বুধবার রাত্রিতে [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম্মচারীর সহিত [illegible] সময় [illegible] মোটর ডাকাতি হয়। [illegible] [illegible] ও তাহার কর্ম্মচারীকে [illegible] [illegible] হইতে আক্রমণ করিয়া কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দেড় হাজার টাকার একটি থলিয়া ছিনাইয়া লইয়া নিকটেই [illegible] একখানা মোটরে করিয়া চম্পট দেয়। [illegible] সম্পর্কে পুলিশ মোটরখানি উক্ত দুই মোটরখানার চালক ও মালিকসহ মোট [illegible] লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্রিটিশ জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ

[illegible] কর্পোরেশন ও অপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] দায়িত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] অধ্যাপকের নিকট একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমেরিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] হয় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গান্তব্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সৎপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। মনঃশিক্ষা ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। বৃহন্নারদীয় ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও বিক্রম ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সাংখ্যদর্শন ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বত্রয় ।০
৬৫। সাধ্যসাধন শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। বিদেহিক ব্যালেন্স ৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনরাভেলড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

গ্রন্থ ও অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী ... মাসে প্রকাশিত হয়। সডাক ব ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজার ... মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক ... শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নিঃসংশয় শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ ২৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বুধবার } ১৪৬তম সংখ্যা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

এবৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম-প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনান্বয়বর গৌড়ীয়বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি গৌরবাণীনিকেতন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় শ্রদ্ধান্বিত গৌড়ীয়গণ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সমারোহের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহামহোৎসব গত ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার পবিত্রারোপণী একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটি বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিতে কলিকোলাহলপ্রমত্ত মহানগরীকে মুখরিত করতঃ কালিপ্রসাদ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া নাগরিকগণ পরমানন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছেন।

মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ পাঠ-কীর্ত্তন বক্তৃতাদি হইতেছে। বিভিন্ন স্থানে ভক্তবৃন্দ হরিকথা আলোচনা করিতেছেন; আবার কেহ বা সজ্জনবৃন্দের সংশয়-নিরসনে ব্যস্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং আচার্য্যদেবও সর্ব্বক্ষণ [illegible] শুদ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের নিকট নিরন্তর শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বমঙ্গল বিধান করিতেছেন। সারস্বত বাণীমন্দির শ্রীগৌড়ীয়মঠে আজ শুদ্ধবাণীকীর্ত্তন মুখরিত হইতেছে দেখিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা। শ্রীল প্রভুপাদ উপদিষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী [illegible] নিত্যানন্দাশ্রিতবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শুদ্ধভাবে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদনুগতজনের প্রতি সানন্দে অজস্র কৃপাশীষ বর্ষণ করিতেছেন। এই উৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও গুরুবর্গের কৃপায় মাসাধিককালব্যাপী মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। চেতনময়ী হরিকথা-কীর্ত্তন জগৎকে প্লাবিত করাই এই হরিস্মরণ মহোৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিষ্কপট ব্যক্তিগণই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু "অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।"

শ্রীধামে শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু

বিশ্বে একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীমঠের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ গত ১৩ই আগষ্ট শুক্রবার রাত্রে শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ প্রভু সহ শ্রীধামে শুভাগমন করেন। শ্রীমঠের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া পণ্ডিতজী গত ১৫ই আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী বিরাট্ হরিস্মরণ মহামহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক তথাকার সেবাকার্য্যের সুবন্দোবস্তাদি করিতেছেন।

— —

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু গত ১৫ই আগষ্ট রবিবার শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু সহ রওনা হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীধামে ঝুলনযাত্রা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গত ১লা ভাদ্র হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহই বহু যাত্রী ঝুলনযাত্রা দর্শন করিবার জন্য শ্রীধামে আগমন করিতেছেন। বন্যার জল শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটার নিকটে আসায় যাত্রিগণের শ্রীধাম-দর্শনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠসেবকগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীমন্দিরটী অতি সুন্দরভাবে নানাবিধ কারুকার্য্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও দৃশ্যাদি অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসবে [illegible] ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস [illegible] অক্লান্ত সেবোৎসাহ দিতেছেন।

বারিপদায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার প্রভু এবং [illegible] ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গত ১৯ ও ২০।৭।৩৭ তারিখে স্থানীয় "বাহুড়ারথ" বা বারিপদায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে বহু পতাকা পরিশোভিত একটি বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবী ও শ্রীশ্রীবলদেবের পশ্চাতে প্রায় [illegible] সমাগত জনতার [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি-গ্রন্থাদি হইতে আহরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনকালে রাজপুরোহিত মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া রথ হইতে আজ্ঞামালা আনিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর গলদেশে পরাইয়া দেন। ভক্তগণ মহানন্দে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীজীর মুখপদ্ম হইতে "আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব মীন। নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন" এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২।৮।৩৭ তারিখে বারিপদা সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তি-[illegible] হইতে "ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে" [illegible] শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] করেন। [illegible] এই প্রকার প্রচারকার্য্যের বহুল-প্রচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

— —

"অন্তরঙ্গ বহির্ভূত বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তা'র নীচ উচ্চ জাত দেখলে হ'বে। তাঁদিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরি জনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে

আজ কাল দেশে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিজনদের কথা কতটা আমি [illegible] আর্জি, ক'রে একটি বৈষ্ণবতা [illegible] দেখে প্রাকৃত বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব চিনতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ শ্রীধর [illegible], অনিরুদ্ধ গোস্বামী [illegible]

আমাদের অবস্থা

আমরা অনেকেই হরিভজন করি [illegible] কেহ কেহ [illegible] আকাট [illegible] চাকরী [illegible] বাস্তববাদী বুদ্ধের একান্ত [illegible] গুরু [illegible] ছিলাম এবং [illegible] গুরু, [illegible] আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি, তাঁহাদের আনুগত্য [illegible] হ'য়েছি। তবে ইহার মধ্যে কেহ কেহ যে আমাদের ভয়ে [illegible] একটিকে [illegible] হইয়া [illegible] প্রপীড়িত হয়, [illegible] একটিকে গৌড়ীয়মঠের [illegible] উজ্জ্বল [illegible] বাঙ্গালীর [illegible] অকিঞ্চিৎকর [illegible] ভাবিয়াছি, [illegible] নিজের কোন-না-কোন [illegible] প্রভুর, [illegible] নিজেকে কোন [illegible] ভাবিতে [illegible] দিয়াছে না ছিল, [illegible] আমরা কেহ কেহ একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

কোন প্রকার [illegible] জানাইয়া, [illegible] অভক্তগণের [illegible] [illegible]

ঘরে চালা রাখিয়া তাহারা আছি আছিলাম, [illegible] দেখিলাম, অন্যান্যদের [illegible] কেহ মাঝে মাঝে মুখ ঢাকিয়া মঠেও নিজের অপরাধ [illegible] করিয়া লয়, [illegible] দেখিলাম, [illegible] 'অনর্থ' [illegible] অনেক কিছু [illegible] [illegible]

[illegible] বলিয়া এক [illegible] কোনও [illegible] [illegible] অনেক [illegible] করিলাম। কেহ বা [illegible] নিজের মত [illegible] করিতে [illegible] হইতে লাগিলাম। কেহ বা [illegible] আমাদের মত কেহ [illegible] গুরুদেবও [illegible] না, কেহ বা [illegible] লোক [illegible] আর কেহ পারে [illegible] গুরুদেবের [illegible] হইবে— একপ [illegible] গুরুদেবের [illegible] করিয়া দিলাম কিন্তু [illegible] গুরুদেবের [illegible] [illegible] রাখিলেন।

অনেকেই [illegible] গুরুদেবের [illegible] না, কিন্তু [illegible] আমাকে [illegible] করিলেন, কিন্তু [illegible] প্রভুপাদের শিষ্য। [illegible]

ক'রিয়া দিলাম বেশিগুলি, কাহারও ছেলেপিলের আদর করিয়া গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিলাম দেখিয়া গৃহিণীর পরামর্শে গৃহকর্তা শিষ্য হইয়া গেল, সকলকে জানাইলাম ইঁহারা প্রভুপাদের শিষ্য; কিন্তু বস্তুতঃ আমিই ইঁহাদের অন্যাভিলাষের তোষামোদকারী [illegible] শিষ্য হইয়া পড়িলাম। এই [illegible] আমাদের গুরুপাদপদ্মে যে সকল অন্যাভিলাষি সম্প্রদায় আমার ভবিষ্যত দল [illegible] 'প্রভুপাদের শিষ্য' নাম ক'রিয়া আমার কল্পনার মধ্যে [illegible] হইতে লাগিলেন, [illegible] ক্রমে ক্রমে আমাকে [illegible] ডুবাইবার সাহায্য করিলেন। প্রতিষ্ঠার [illegible] কনক কামিনী-[illegible] হইতে থাকিল। আবার [illegible] প্রতিষ্ঠাশা [illegible] অমনই ক'রিয়া পড়িল। [illegible] ক্রমে [illegible] সম্বোধন [illegible] [illegible] পথে—আমার [illegible] প্রতি মৎসরতার [illegible] করাইল। [illegible] মৎসরতাকীট প্রবেশ করিল। তাহাদের [illegible] হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, [illegible] দল উদিত হইয়া প্রহ্লাদাদিগণকে, [illegible] বিনাশ [illegible] করিবার চেষ্টা হইল। বৈষ্ণব [illegible] উদিত শ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] পদ্মের [illegible] আমাদের [illegible] বৈষ্ণবনিন্দা, আচার্য্য [illegible] অন্ধকার [illegible] আমাদের চতুর্দিক [illegible]।

এইরূপ অবস্থার সূচনা দেখিয়া শ্রীল গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি ক'রে রাজ্যের যে গোলোকের প্রেমধন অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহা আবার স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন ক'লের দ্বারা আত্ম ক'রবার ইচ্ছা পোষণ করিলে [illegible] আত্মবঞ্চনা-কারিগণকে [illegible] দ্বারা বঞ্চনা করিয়া, কাহাকেও বা প্রকটকালেই রামচন্দ্রপুরীর আদর্শের ন্যায় "দূর হ পাপী" বলিয়া বর্জ্জন করিয়া একটি [illegible] ক'রলেন এবং নেপথ্যে থাকিয়া, আমাদিগকে পরে উড়াইয়া পৃথক্ করিবার এক কৌশল প্রকাশ করিলেন। [illegible] ও আসন, [illegible] ও [illegible], [illegible] স্বরূপ সহজেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদল বলিল—আমরা [illegible] প্রথম প্রতিজ্ঞা যে আচার্য্যানুগত্য তাহা স্বীকার করি না, আমাদের আচার্য্য [illegible] দেবতা, তিনি কথা বলিবেন না, আমাদিগকে শাসন ক'রতে পারিবেন না,

কিন্তু আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া পৈতা চুরি, নৈবেদ্য চুরি করিতে পারিব ও তাঁহাকে ভুড়ি করিয়া আমাদের ভোগের বাদাম ভাজিব। আর একশ্রেণী বলিলেন,—আমরা গুরু-দাসের আনুগত্যে গুরুসেবা করিব,মহান্ত আচার্য্য—যিনি সাক্ষাদ্ভাবে আমাদিগকে সংশোধন ক'রতে পারেন, তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া আত্মমঙ্গল সাধন ক'রব, শ্রেয়কে শ্রেয়ঃ করিয়া লইব, প্রেয়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ক'রব না। আমরা আচার্য্যকে আচার্য্যোচিত সম্মান করিব, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী মাত্র ব'লব না। বৈষ্ণবের অপর নাম 'পরমহংস,' শ্রীগুরুদেবের বাণী অনুসারে ইহাই জানিব। যাঁহাকে আমরা বরণ ক'রতে পারি, তিনি আমাদের আচার্য্য হ'তে পারেন না, শ্রীগুরুদেবের এই শিক্ষা মানিব। এইরূপে এক সঙ্গেই শিষ্যের অবস্থা বিবেচন ও প্রকৃত শিষ্য দেবতাদের [illegible] দুইটি বিভাগ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। অদৈব ও দৈবগণের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণের অস্ত্র কোন অস্ত্র নাই, তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সুদর্শন; আর অদৈবগণের অনেক [illegible] অস্ত্র আছে। তাহারা প্রথমেই আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে বোঝা [illegible] ক'রবার চেষ্টা করিল। উহা [illegible] পরাজিত হইল দেখিয়া তাহার [illegible] ন্যায় সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহাভাগবতকে বোকা ও পাগল বলিতে লাগিল। সুদর্শনের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—কেবল শাস্ত্রের [illegible] চিড়া ভিজিবে না, আমরা প্রাকৃতই কেবল মানি। আচার্য্যের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রাকৃতসহজিয়া ও [illegible] গোস্বামীর শিষ্যগণের ন্যায় মঠসেবকগণের রুটী বন্ধ করিবার চেষ্টা ক'রল, তাহাদের কন্যার অন্তর্গত যে কএকটী অন্যাভিলাষী সমশীল বিষয়ী আছে তাহাদিগের দ্বারা সুদর্শন গৌড়ীয়ের ভিক্ষা অর্থাৎ কায়মনোবাক্য-সমর্পণ-রূপ [illegible] বন্ধ করিল, মৎসরতানুষ্ঠান দ্বারা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বন্ধ করাইল, শ্রীমাধ্বাশ্রিতের পদলেহন করিয়া সর্ব্বোত্তম [illegible] চরিত্র পরমহংস আচার্য্যশ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে অলীক কথা প্রচার করিল, মৎসর রামচন্দ্র খাঁ ও রামচন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তির আদর্শ দেখাইল; সরল, নিষ্কপট, [illegible] আচার্য্যানুগত্যকারী দরিদ্র-ব্রাহ্মণের নামে আদালতে মিথ্যা অভিযোগ ক'রিয়া নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব ও মৎসরতাচণ্ডালীর স্বভাব পাশাপাশি ফুটাইয়া তুলিল, আচার্য্যপক্ষীয় গুরুনিষ্ঠাজ্ঞকারী গৃহস্থগণের রুটী বন্ধ

করিবার জন্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের মনিবগণকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল, জগতের লোকদিগকে দাঙ্গাবাজী দিয়া জনমতকে দৈবপক্ষগণের প্রতি উত্তেজিত ও নিজ পক্ষের প্রতি অনুকূল করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিল; কোমলশ্রদ্ধদিগকে ভাঙ্গাইবার জন্য গ্রামাগ্রামান্তরে ঘুস দিয়া প্রচারিত কুৎসায় লালকালির দাগ দিয়া মিশনের পয়সা খরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করিল। দৈবগণ "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এই বিচারাবলম্বনে ধর্ম্মগণের গলা সুদর্শনাস্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই পরাভূত করিলেন। অদৈব পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বনমানুষ, মেয়েমানুষ স্ত্রী-নায়ক, বনুনায়ক, শিশুনায়ক প্রভৃতি লইয়া শুদ্ধভক্তকে উৎসাদিত করিবার জন্য অদৈব তপস্যা আরম্ভ করিল; কিন্তু—

"প্রতিষ্ঠাশার, জড়মায়ামৃগ,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।"

কপট-বিদ্বান্ বেশী ছায়াসীতাহরণকারী রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুগসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুঝিয়া কিছুতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না, কেবল মায়াবশীভূতের জন্য বৃথা শক্তি-ব্যয় করিয়া নিরিশেষগতি লাভ করিল।

অদৈবগণ তাঁহাদের বিমর্ষ দালালদিগকে প্রাকৃতসহজিয়াগণের ন্যায় পরামর্শ দিল—যখন আমরা গঙ্গার পারে থাকিলাম, কিছুতেই শুদ্ধভক্তিসদ্ধারামে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, তখন তোমরা চাঁদা বন্ধ করিয়া শুদ্ধভক্তগণের সেবকগণের কর্ম্ম ও প্রচার বন্ধ করিয়া দাও। তাহা হইলে আমরা আচার্য্যাভিমানীর দ্বারা মিশন চালান গেল না, আমরা ছাড়া মিশন চলিবে না, প্রচার চলিবে না, টাকাই কৃষ্ণভক্তের নিয়ামক ও পোষক, আমরাই কর্ত্তা, লোভ-তাড়িত দৈবগণকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া হাতে তালি দিতে পারিব; কিন্তু দৈবপক্ষীয়গণ সুদর্শনাস্ত্রের সেবক বলিয়া তাঁহারা এ সকল নাস্তিকতার অস্ত্রে ভীত হইলেন না। তাঁহারা জানেন—গুরু, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ নিত্যবস্তু "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁ'র প্রবর্ত্তন ... ব পালক কৃষ্ণই,—বনমানুষ, মেয়েমানুষ টাকা বা দাঙ্গাবাজী প্রচারক নহে। সকলের উপায় কৃষ্ণ। মামলা মোকদ্দমারা জয় করা যায় না, সত্য জয় করা যায় না, অর্থ বা অনর্থের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয় না। পরমার্থ বা কৃষ্ণাকৃষ্ণতা ভিক্ষা প্রদান হয়।

যখন মিশনের এইরূপ একটি অবস্থায় আমরা উপস্থিত হইলাম, তখনও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কোমলশ্রদ্ধ, আর কতকগুলি অদৈব-পর্ষদের চক্রান্তের প্রভাবে কবলিত বা ব্যবসায়ি লৌকিকগুরুদের প্রাকৃত-সাহজিক অনুরাগিব্রুবের ন্যায় নানা-প্রকার অন্যাভিলাষের মোহে মুগ্ধ ও আবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল "কোন্ পক্ষে সত্য আছে, তাহা কিরূপে বুঝিব? তাহাদিগকে দেখিয়াই ত' আমরা আসিয়াছি, তাহারাই ত' আমাদিগকে আনিয়াছে, তাহাদের ভ্রমসঙ্গের মোহ পরিত্যাগ করিব কিরূপে? তাহারা আমাদের অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় দেয়, ছেলেপিলেদিগকে আদর করে, আমাদের গৃহিণীগণের মনোরঞ্জন করে, ছেলে না হইলে ছেলে হওয়ার আশীর্ব্বাদ করে, রোগ হইলে তাকে চরণতুলসী পাঠায়, নিকটে আসিলে পুষ্পার, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ায়, তাহাদিগকে ছাড়িব কিরূপে? যাহাই হউক, তাহারাও ত' গুরুদেবেরই শিষ্য, তাহারাই ত' নানাবিধ প্রচারক তাহাদিগকে ছাড়িলে মিশন কিরূপে চলিবে? গুরুদেবই বা তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই কেন?"

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী নহেন, যাঁহারা অংশুক্ত বা হরিকথা শুনিবার কোন ধারই ধারেন না, লোকরঞ্জনকারী কথাকেই হরিকথা মনে করেন, যাঁহারা অন্যাভিলাষের টোল পড়ুয়া দীক্ষা-শিক্ষার অভিনয় করায় শ্রীচৈতন্যবাণীকে আদৌ দর্শন করেন নাই, তাঁহার সম্মুখেও আসিতে পারেন নাই, শ্রীচৈতন্যবাণীর কোন কথাই যাঁহাদের কাণে যায় নাই, যাঁহার মঠের সাধু-সন্ন্যাসীর আদর বড়, লৌকিকতা ও সামাজিকতাকেই শুরু করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে আত্মসংশোধন ও আত্মমঙ্গলের সূত্রও আসিবার প্রণালী ... প্রভুপাদের লীলা সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশিত সৎ ও অসৎ সঙ্গকে, আসল ও মেকীকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না—শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করিতেছেন না। শ্রীগুরুকৃপায় অতি স্পষ্টভাবে আজ স্বরূপে আজ মেকী ও আসল ধরা পড়িয়াছে। একদিকে আত্মমঙ্গলকামী বলির ন্যায় নিষ্কপট আত্মবিসর্জ্জনকারী, আনুগত্য ও আশ্রয়ের জন্য চাতকের ন্যায় পিপাসু, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী প্রচারে রত, সুনির্ম্মল পারত্রিক অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলশিরোমণি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ জনম যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থগণ, যাবতীয় মহামহোপদেশক, যাবতীয় সেবাবিগ্রহ, যাবতীয় সিদ্ধান্তবিদ্, ভক্ত প্রতিষ্ঠানাধ্যাপকগণ; আর একদিকে নিতান্ত মঙ্গল-সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু সাময়িক-স্বার্থ-সাধনের জন্য সম্মিলিত মুষ্টিমেয় অগ্রাভিলাষী মৎসর ব্যক্তি, যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন ধার ধারে না, যাহারা কাহাকে শ্রীরূপানুগত্য বলে, কাহাকে রূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচার বলে, কাহাকে আনুগত্য বলে, কাহাকে আচার্য্য বলে, কাহাকে সেবা বলে, উহার কোন খবরই রাখে না,—এইরূপ কতকগুলি অপস্বার্থপর পাষণ্ড ব্যক্তি। একদিকে নির্ম্মৎসরতা ও আত্মমঙ্গল এবের আনুগত্যের জয় দেখ, আর একদিকে মৎসরতা ও স্বয়ংসিদ্ধ বড় সাজিয়া গুরু সাজিবার জন্য দাম্ভিকতা! সঙ্গের দ্বারাই সব পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ দিকে "অত্যাতশত্রু" শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণকারী মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকর প্রভু, মহামহোপদেশক ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, কোন্ দিকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের একান্ত অনুগতকারী বিদ্যাভূষণপাদগণ প্রমুখ ত্রিদণ্ডী গোস্বামী, ভক্তিরক্ষক শ্রীধরস্বামী, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, কোন্ দিকে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসি পারমার্থিকগণ গৌরভজনকারিগণ; আর কোন্ দিকে আত্মম্ভরি জগদ্গুরুর পাদপদ্ম-ত্যাগবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণ, নারকীগণ, মৎসরগণ, গুরুদ্রোহিগণ, গুরুত্যাগিগণ ও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় Commercial interest বা ব্যবসায়ের গোলামী ও চাটুকারিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ? কাজেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলায় সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গকে অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন "সবংশো ভজন্ত বৈ।" কপালে ভাল থাকিলে, হৃদয়ে অন্যাভিলাষ না থাকিলে, অন্ততঃ অন্যাভিলাষ ছাড়িবার নিষ্কপট স্পৃহা থাকিলে আমরা অবশ্যই সৎসঙ্গ বরণ করিয়া লইব।

—

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শনপথে না আসে।

বৈষ্ণবের 'ছিদ্র' কা'রা অন্বেষণ করে?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যাঁ'দের বাহ্য বিষয় প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি মঙ্গল—যারা ভজনবিমুখ!

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ সেবা বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধান আরম্ভ হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না।

নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণবস্তুর নিকট আবেদন পৌঁছে না। তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে, তাকার সঙ্গে যদি গুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না।

নারকী

(শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ব্রহ্মচারী)

(১)

বদ্ধজীবে দয়া করি, করুণাসাগর হরি
অর্চ্চারূপে ভবে আসি' কত কৃপা করিল।
হেন অপ্রাকৃতরূপে, ডুবিয়া মায়ার কূপে,
যেবা শিলাবুদ্ধি করে, নারকী সে হইল।

(২)

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অনাথজনের বন্ধু
কৃষ্ণসেবা শিখাইতে মর্ত্ত্যেতেই আসিল।
হেন কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠজনে, সামান্য মানবজ্ঞানে,
যে করয়ে অনাদর, সে নারকী হইল॥

(৩)

বিষ্ণুভক্ত যে যে কুলে, আসি' দিয়ে কুতূহলে,
নিজপ্রাণনাথে সেবে শাস্ত্র ইহা কহিল।
হেন জনে জাতিবুদ্ধি, করিলে না পায় সিদ্ধি,
অপরাধ-ফলে সেই নরকে ত' রহিল॥

(৪)

বৈষ্ণবের পদজল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
যথা 'দশমূলাদিক সাধুশাস্ত্র গাহিল।
হেন যে প্রসাদ বরে, সেবা জলবুদ্ধি করে,
সেই সে করম দোষে অধোগতি লভিল॥

(৫)

হেন বৈষ্ণব অপরাধে, যাইবে নরক মাঝে,
মন দিয়া শুন ওহে পামর দুর্জ্জন।
এখনও সময় আছে, থাকিয়া আচার্য্য কাছে
অনুগত হ'য়ে কর শ্রীগুরুসেবন॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :—১ম খণ্ড—৷৵০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০ ৪র্থ খণ্ড—৷৵০
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীনবদ্বীপ অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর, শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল চতুর্ব্যূহ বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন গ্রন্থ [illegible] সংরক্ষিত আছে। রক্ষক - শ্রী[illegible] মহারাজ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা। উল্টাডাঙ্গা [illegible] ১১১ [illegible] শ্রীমঠ [illegible] প্রচার [illegible] শ্রীগৌড়ীয় পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক— [illegible] শ্রীপাদ [illegible]চরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক – শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক -শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক— শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

রক্ষক--শ্রীমহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ মাজদিয়া

শ্রীগোপালবার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক —শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

রক্ষক – শ্রীরমণবিহারী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী।

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীশ্রীরাম চন্দ্র পণ্ডিতের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীকৃষ্ণকানাই ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি, (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপলি. পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক — শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক —শ্রী মুকুন্দনাথ মল্লিক।

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র। রক্ষক -মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক — শ্রীমাধবকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক —মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীনিত্যবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক — শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জগচ্ছীবিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক--শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক — শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট, বিহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বণপা রোড , গয়া

রক্ষক -শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮১নং ফকিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক— শ্রীবাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক — শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক— শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী

৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক —শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরশাহী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক —শ্রীনন্দগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিলডিং বোম্বে ৭

রক্ষক--শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক —শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী

রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক— শ্রীকৈবল্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাণপলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক-- শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক---শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক— শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভূমরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক— শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।২০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নভালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৫

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
রাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
বালাম নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্সট্রা কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৶০

চিনির দর

বিকানের, টাইপ	১০॥/০
মরিশাস ১০০০ নং	১০/০
মাধবেয়া শাদা	৯।
কানপুর শাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
টাকশালের বার	৩৪॥০
গিনি	২২৲
চাঁদিরবার	৫৲।০

পাটের দর

জাবক—	৪০৸০
বি-মুতন—	৪০৸০
উচ্চতম—,	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
স্পারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
পোলার্ড	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অশ্বা	৫৭৲
রামসীতা	৫৭৲
কৃষ্ণসেবা	৫০৲
দাদী	৪৬৲

শান্তিরাম	৪৬।০
ভার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
রাজা গাঙ্গা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০॥
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ).	৮৸০—৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৫৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

শীস	।৶৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭॥০ - ৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯।০—১০।০

ষ্টিল পাটী, গোলটু গরাদে ৮৲ -৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্ম ৯৲০—১২৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

পটকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুদের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার কাটন	৫৪৲
সিটি ন আদেন ওরক্চ	৪০৲
করাচি সুরশিদ কাটন	৪৩৲
হাফ্‌শী বাঘা	৫২৲
ঐ কাটন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পান মাও	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০॥০—১১।০
গুটি খয়িরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, হরকুমার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

বিশেষ সুবিধা: ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬-৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

প্রসিদ্ধ

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। এলিজর ওর কার্টিং পড়ায় আছে। প্লীহার পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

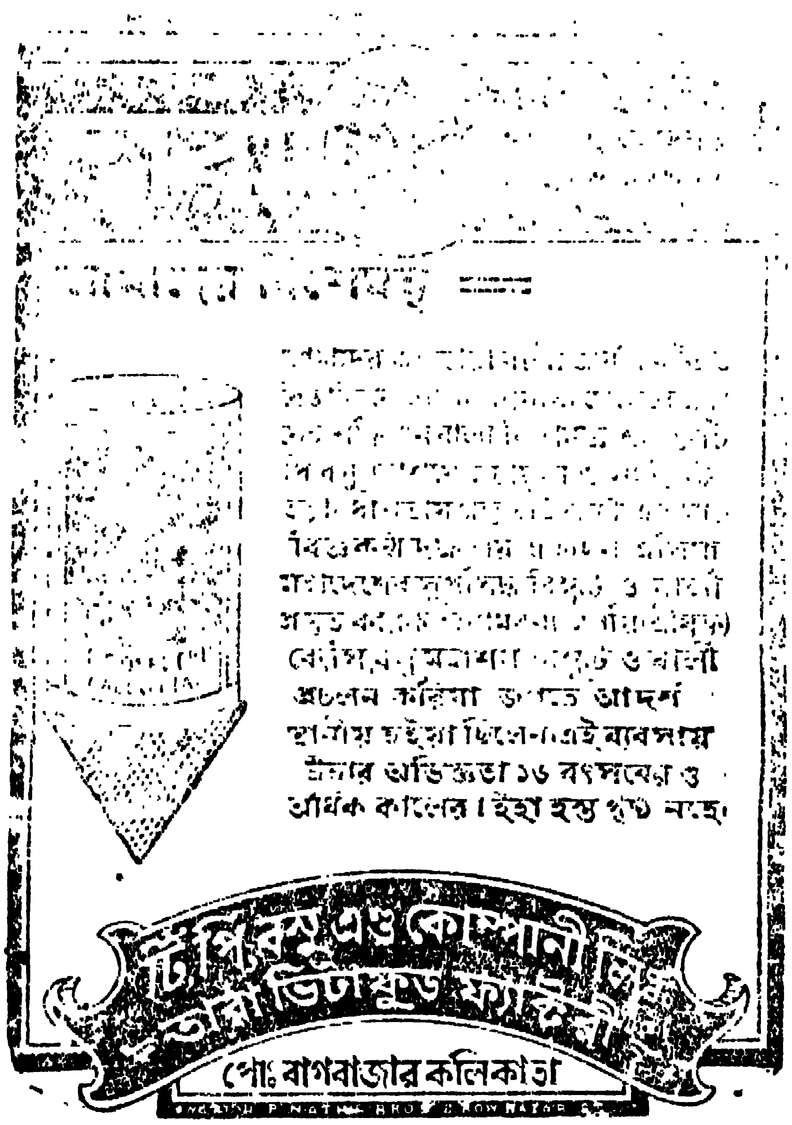

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

[illegible]

বর্তমান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই ... [illegible] ... ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, ... [illegible] ... এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। ... বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা অক্ষরে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ... গ্রন্থে ... শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ... আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

আগামী ... হইতে ... কলিকাতা বাগবাজার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ...

আরম্ভ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible]	।৵০	।৵০	।০
[illegible] ১৲	১॥০	১॥০	১৲
[illegible] ২৲	৪৲	৪৲	৩৲
[illegible]	৬৲	৬৲	৫৲
[illegible]	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

[illegible]	৪॥০
[illegible]	১২৲
[illegible]	১৮৲
[illegible]	৩০৲

চাঁদার হার

[illegible]	৮৲
[illegible]	৫৲
[illegible]	২৸০
[illegible]	১৲

[illegible]

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

... একটী অমূল্য রত্ন ... শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় অনুবাদাদি ... সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(•):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে ... একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও ... প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক ... সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়" এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া ... বিধান করিতেছে। ... পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ... এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িয়ার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর।

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা ভাদ্র, ১৩৪৪, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার [সংখ্যা ১৪৭]

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা-সমস্যা

নিখিল ভারত 'আন্দামান দিবস' উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত শনিবার কলিকাতার নানা অঞ্চল হইতে শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের বিদ্যালয় কার্য্যালয় ও [illegible] বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কলিকাতার অধিকাংশ বে-সরকারী স্কুল ও কলেজের ছাত্র [illegible] হয় নাই। অপরাহ্ন প্রায় ছয়টার সময় ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা [illegible] ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ের নিকট আসিলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ ছাত্রদিগকে বলে যে, তাহারা যদি পতাকা অবনমিত রাখিয়া প্রতি দলে দশ দশজন করিয়া যাইতে চাহে, তবে তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে, নতুবা নয়। কিন্তু ছাত্রেরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহারা রাস্তায় ট্রাম ও গাড়ী চলাচলের [illegible] রাখিয়া শুইয়া পড়ে। পুলিশ ১৬জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করে।

মধুবনীতে বন্যার প্লাবন

দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। জল অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গত ১১ই আগষ্ট বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা গত ১৩ই আগষ্ট জল আরও ৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রবল স্রোতের জন্য নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া অসম্ভব হয়। চাকদা, বস্তী, মুসাতা, টোল, টোটরাহা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামে লোকের ঘর বাড়ী পড়িয়া যাইতেছে। প্রবলবেগে অবিরাম বৃষ্টি চলিতেছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কাহারও আশ্রয় বা খাদ্য নাই। মধুবনী সহরে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া আশ্রয় লইতেছে।

চীন জাপ সংগ্রাম

সাংহাইতে পাকাপাকি যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। চীনা বিমানবাহিনী বার বার জাপ [illegible] গুলিকে আক্রমণ করে। অতঃপর জাপানীরা বিমানধ্বংসী কামান চালায়, ফলে একটী চীনা বিমান ধ্বংস হয়। সহরের জনপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে বোমা পড়িয়া অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছে। [illegible] থাকায় যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জাপ-বিমানবাহিনী আক্রমণ চালাইতে পারে নাই। ঐ সুযোগে চীনা সৈন্যগণ জাপানীদের কারখানা [illegible] আক্রমণ করে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুমান তিন হাজার লোক [illegible] দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে। গোয়েন্দা গিরির অভিযোগে তিনজন চীনাকে গ্রেপ্তার এবং চারজন জাপানীকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। সাংহাইর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বহু সন্দেহভাজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জাপানীরা চীনাদের বিমান আক্রমণের ভীষণ প্রতিশোধ লইবে বলিয়া আভাষ দিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্ম্মী ভাষা বাদ

ইউনিভার্সিটি কলেজ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল দেশীয় ভাষা গ্রাহ্য করিয়াছেন—তাহার মধ্য হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষা বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আলোচনা হইবার পর নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গ্রাহ্য দেশীয় ভাষার তালিকা হইতে বর্ম্মী ভাষা বাদ পড়িয়াছে। শোনা যাইতেছে যে, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশনে বর্ম্মী ভাষা অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ম্মী ভাষা বাদ দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা হইতে উক্ত বিধি করা হইয়াছে বলিয়া এই সভা অভিমত প্রকাশ করিতেছে। এই সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন গ্রাহ্য দেশীয় ভাষার মধ্যে বর্ম্মী ভাষাকে স্থান দেন।

যুক্তপ্রদেশের অভাব-অভিযোগ

তদন্তের ব্যবস্থা

পুলিশ ও [illegible] বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রীদের নিকট নানা রকম অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। মন্ত্রীদের নিকট 'টেলিগ্রাম' প্রেরিত হইতেছে এবং বহু [illegible] মন্ত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

অভাব-অভিযোগের জন্য আবেদন গ্রহণের জন্য কংগ্রেস দল স্বতন্ত্র একটী কার্য্যালয় স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যালয় [illegible] সকল অভিযোগ পৌঁছিবে, মন্ত্রীদের নিকট তাহা পেশ করিবার পূর্ব্বে [illegible] কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর তাহার তদন্তভার প্রদান করা হইবে।

জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন।

তিলচাষের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি ডিরেক্টর বাঙ্গলা দেশে তিল চাষের পূর্ব্বাভাষ প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছেন যে, এবার মোট ১৩৮৮০০ একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১২১৮০০ একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। প্রতি একরে ৩ মণ ২ সের তিল উৎপন্ন হইবে, এইরূপ আনুমানিক হিসাবে ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ৩৫৮০১ টন তিল বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। গত বৎসর ২৯০০০ টন তিল হইয়াছিল।

বিগত ১৯৩৬ এর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র বৃটিশ ভারতে যত জমিতে তিলের চাষ হয়, তাহার শতকরা ২.৮ ভাগ জমি বাঙ্গলা দেশে আছে।

পেশোয়ারে সীমান্ত রাজনৈতিক সম্মেলন

[illegible] সভাপতিত্বে পেশোয়ারের [illegible] সীমান্ত প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হইবে। [illegible] ঐ সম্মেলন [illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছে [illegible] বিরুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতিকে সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সম্মেলনে যোগদান করিবেন, ঐ কারণে [illegible] লোকেরা যাহাতে সম্মেলন অধিবেশনে আসিতে পারেন [illegible] এই নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড— ৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড— ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ২।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। শ্রীকৃষ্ণের কেবল মাধুর্য্য লীলা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ত[illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রী [illegible]-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাদশকম্ ।০
৬৪
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বাবিষ্কারঃ /০
৬৭। [illegible] শরণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।।
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড্‌স অন বেদান্ত ।।
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ।।০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। রোড্ টু গৌড়ীয়মঠ ইজ ভুইং /০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। থীইষ্টিক প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনয়্যাপ্রোয়েড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।।
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম্ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ৫ ভিক্ষা ৪।।০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
বিশ্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে গুম্ফিত করা
হইয়াছে।

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তি পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-খণ্ডের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এণ্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ } ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১৯শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার } ১৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই আগষ্ট পাবনাস্থ গৌড়ীয়বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহামহোপদেশক অধ্যাপক [illegible] শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় কটক হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচারবর্ত্তিক দেশবিশ্রুত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিরতি, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ প্রচারকগণ কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসেবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ পুরী, কটক, ভদ্রক, আনন্দপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া গত ১৪।৮।৩৭ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া মহানগরীর নানাস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বসুমতীর প্রতিবাদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

উক্তবিধ ভক্তরূপ করার লিপ্সা অভিনয়ে কৌতুকবশে আমাদের অনুযুক্ত করা হয়। তাঁহার একমাত্র দোষ তিনি শ্রীল ব্যাসদেব প্রভৃতির অনুসৃত পথ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, গত ৫ই আগষ্ট আদালত উক্ত মহোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

আমরা সুধী জনসাধারণকে এই অংশটুকু বিশেষ বিচার করিতে প্রার্থনা করি যে, কেন একপক্ষে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শচরিত্র অধিকাংশ সন্ন্যাসীবৃন্দ, বানপ্রস্থ শিষ্যগণ, ভারতীয় মহামহোপদেশক, অন্যান্য পণ্ডিতের অধিকাংশ মঠ কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীদের ভয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ৬৪টী মঠের সেবা, শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য রক্ষা করিতেছেন, আর একপক্ষে কেন অতি মুষ্টিমেয় কতকজন ব্যক্তি বড়ুয়াদি লইয়া কলিকাতার প্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবৈধভাবে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-এর তাঁহার অভীষ্ট প্রচার ও বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, উহার গূঢ় রহস্য কি তাহা আমরা সুধী জনসাধারণকে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে প্রার্থনা করি।

শ্রী[illegible] দে

সম্পাদক, 'স্বায়ত্তশাসন', ঢাকা

শ্রীযুক্ত মাখনবাবুর স্বহস্তে লিখিত পত্রের অবিকল নকল —

(১)

শ্রী

11A Scott Lane

৩রা আষাঢ়, ১৩৪৪,

পূজনীয় শ্রীমদনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সমীপেষু—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

অসংখ্য দণ্ডবৎ-পূর্ব্বক সবিনয় সশ্রদ্ধ নিবেদন—

* * * শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে আপনার অমত ছিল না। বরং আপনাদের উভয়পক্ষের মিলন হয়, সে সম্বন্ধে আপনার আন্তরিকতার পরিচয়ই পাইয়াছিলাম। * * *

আশা করি, বর্ত্তমানে আপনি সুস্থ হইয়াছেন। মীমাংসা সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় যদি পূর্ব্ববৎই থাকে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন * * তাহা হইলে একটী দিন ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। কুঞ্জবাবুর আপনাদের ওখানে যাইতে কোন অমত নাই।

* * * ইতি—

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী

শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস

(২)

Ram Niwas,

11A Scott Lane

৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

পূজনীয় শ্রীমদনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রভু সমীপেষু,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

অসংখ্য দণ্ডবৎ সশ্রদ্ধ সবিনয় নিবেদন, গতকল্য আপনার সহিত সাক্ষাতের পর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথাবার্ত্তায় তাঁহার মতামত যাহা বুঝিতে পারিলাম তাহা আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি।

১। মঠে একজন আচার্য্য থাকিবেনই আপনাদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। তিনি বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছা ও আদেশের মধ্যে আচার্য্য-নির্ব্বাচনের বা আবশ্যকতার কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই।—সুতরাং উহাই প্রধান আলোচ্য-বিষয়।

২। * * * মঠে যাইয়া আপনার সহিত আলোচনা করা সঙ্গত মনে করেন না। * * *

এরূপ অবস্থায় আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হওয়া সম্ভব কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। * * শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন।

ইতি—

ভবদীয় কৃপাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস

"অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তাঁ'র নীচু উঁচু জাত দেখ্তে হ'বে। তাঁ'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। বাহিরের বিচার বা বাহিরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অনুরাগ আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিনতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

সজ্জন—অমানী

বৈষ্ণব সকলের সম্মানদাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী। জগতের জীবগণ অজ্ঞানে কত প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ও নানাপ্রকারে অভাব বিশিষ্ট। অপরের মান গ্রহণ না করিলে তাঁহার পিপাসা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিতে স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে বৈষ্ণবকে সম্মান প্রদান করা তাঁহার যোগ্যতায় কুলায় না। বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান করেন তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন।

আমরা জগতে নানাবিধ অভিমান [illegible]। বদ্ধজীবের অভিমানে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় [illegible] বলিয়া প্রাকৃত [illegible] স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে [illegible] আধান। তিনি সম্পূর্ণ অমানী [illegible] ভ্রান্ত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় [illegible] আবৃত থাকে। তখন কেবল অভিমানের অন্ধকার বিরাজমান। কৃষ্ণ[illegible] [illegible] আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের [illegible] তথায় থাকিতে পারে না। যেখানে

হরিকথা সেখানে [illegible], যেখানে [illegible] অভিমান বা অহঙ্কার। [illegible] ভক্তিদেবী থাকিতে পারে না, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় [illegible] [illegible], নশ্বর জড়ের [illegible] নিজ সম্মান প্রদানে অমানী, যে কিছু প্রাকৃত মান [illegible] তাঁহার [illegible] তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা নশ্বর অনিত্যের সম্পত্তি বলিয়াই জানেন। অতএব মান সজ্জনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

বসুমতীর প্রতিবাদ

গত ১৭ই শ্রাবণ (১৩৪৪) তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে ১১ এ স্কটলেন কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস 'গৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষদের কলহ' শীর্ষক সূত্রে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রতিবাদযোগ্য।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোধানের পর তাঁহার চরম পত্র ও চরম বাণী অনুসারে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত এবং মঠের গুরু ও আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমি উক্ত চরম পত্রের বিষয় ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছি। গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠে [illegible] গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ যাঁহারা ইহা অনুমোদন করেন নাই বলিয়া মাখনবাবু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুমান প্রকাশ করিয়াছেন), আবালবৃদ্ধ সহস্র সহস্র লোক সমক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে গত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন প্রাতে ও বৈকালে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের আচার্য্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমরা শত শত ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শী ও [illegible] হইয়াছিলাম। উক্ত মাখনবাবু তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তিনি যদি ঐ ঘোষণার বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বয়ং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও নিজ হস্তাক্ষরে লিখিত [illegible] হইয়া নিজ নামে স্বাক্ষর করিয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে 'Acharyya or Spiritual Head of the Mission in succession to His Divine Grace' রূপে স্বীকার করিয়া সংবাদপত্রে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পত্র আবিষ্কার 'তাঁহার পুত্র কর্তৃক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক ও গোস্বামী মহারাজের শেষ ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাচিত গৌড়ীয়-মিশন-গভর্ণিংবডির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, মহাশয়কে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) নিম্নলিখিত পত্রটী লিখেন এবং সেদিনই উক্ত অধ্যাপক মহাশয়কে একটি টেলিগ্রামও করেন। অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় আচার্য্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কুঞ্জবাবুর মত জানিতে চাহিলে তিনি একই দিনে ঐ পত্র ও টেলিগ্রামটী তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রানুসারে আচার্য্য অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় ঢাকার [illegible] সভায় শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে 'আচার্য্য' বলিয়া প্রচার করেন। কুঞ্জবাবুর পত্রটী এই,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Tele { Gram "Gaudiya"
Phone : B B. 4115

16 A. Kaliprasad Chakravarty Street
P. O. Baghbazar, Calcutta
9. 2. 1937.

শ্রীশ্রীমদ্ভগবচ্চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বকেয়ম্—

পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভো,

আপনার ৪ঠা ও ৮ই ফেব্রুয়ারীর কৃপা-পত্র মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলাম।

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে।

* * আমি ব্যক্তিগতভাবে স্থির করিয়াছি, শ্রীমায়াপুরে [illegible] তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানকালে শ্রীআচার্য্য-[illegible] প্রকাশ করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট কালের সময় হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর বিচারের বিরুদ্ধে কেহ চলিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না এবং এরূপ কোন সংবাদও আমার নিকট আসে নাই। অন্যান্য কথা রবিবার প্রাতে আপনার সহিত আলাপ ক'রব।

দাসাভাস

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সহস্র সহস্র সজ্জন ও ভক্তলোকের সম্মুখে মহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যমঠের 'কীর্ত্তন সৌধ' শ্রীল বাসুদেব প্রভুর প্রকোষ্ঠে এবং অপরাহ্নে বিরাট সভায় **"আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—যিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে অদ্য আচার্য্য বলিয়া বৃত হইয়াছেন"**—এই বাক্য বলিয়া শ্রীযুক্ত বন মহারাজ এবং **"আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি"**—এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদকে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত করেন; ইহা কি তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন? অথচ তাঁহারা সংবাদপত্রের মারফতে সম্পূর্ণ এক ছল উঠাইয়াছেন যে, তাঁহারা সেই শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে সভাপতি বরণ করিয়াছিলেন, আচার্য্যরূপে বরণ করেন নাই। পুনঃ পুনঃ সেই সভায় শ্রীযুক্ত বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নামের পূর্ব্বে 'পরমপূজ্যপাদ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য' শব্দটী আমাদের শত শত ব্যক্তির সম্মুখে, মহাপ্রভু ও প্রভুপাদের আলেখ্যের সম্মুখে বলিয়াছেন।

"লৌকিকভাবে গুরুকরণ এবং পুরাতন মঠাদিতে যেরূপ গদিনসীন মোহান্ত অভিষিক্ত করা হয়, প্রতিষ্ঠাতা গোস্বামী মহারাজ উহার বিরুদ্ধে বরাবর উপদেশ দিয়া আসিতেছেন"—এইরূপ একটী উক্তি গোস্বামী মহারাজের প্রচার ও বিচারকে বিকৃত করিবার মতলবে সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ যে গৌড়ীয়মঠ লৌকিক ও [illegible]-গুরুবাদের বিরুদ্ধে প্রচারক, সেই গৌড়ীয়-**মঠের আচার্য্যত্ব কখনই লৌকিক গুরুবাদ বা গদিনসীন মোহান্তবাদ নহে,—ইহা স্পষ্টরূপে জানিয়াই** উক্ত কুঞ্জবাবুর পত্রাযোগে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে বরণ এবং **সেই দিনই স্বয়ং কুঞ্জবাবু বহু সভ্য [illegible] ও বিষ্ণুপাদ** শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দ্বারা **পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত** ও নামাশ্রিত করাইয়াছেন। সেই দিনই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিনামাশ্রিত ময়মনসিংহের অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়-চৌধুরী, বিহার ও উড়িষ্যার অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন প্রমুখ শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা ও মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ চিরদিনই গুরুপরম্পরা ও আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, পত্র, গ্রন্থ ও নিজ আচরণ ইহা প্রমাণ করিতেছে। তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বেও জানাইয়াছেন,—**"ভক্তিবিনোদধারা রুদ্ধ হইবে না,** অচিরেই পঞ্চাশ সহস্র সত্যানুরাগী লোক আসিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বন-মহারাজ গৌড়ীয়মঠের গুরু ও আচার্য্য হইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। ঢাকায় ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অজ্ঞাতসারে কতিপয় স্ত্রীলোককে হরিনাম (?) দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ উঁহাদের জপের মালিকা ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া মালা ও হরিনাম প্রদান করেন। শুনা যায়, শ্রীযুক্ত বন মহারাজ বিলাতে গমন করিয়া সন্ন্যাসোচিত সদাচার ও দণ্ডাদি পরিত্যাগ করায় ও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অর্থাদি-সংগ্রহ-কার্য্যের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ অপ্রীতি অর্জ্জন করায় শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত বন মহারাজের স্থলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাশ্চাত্য প্রচারকরূপে প্রেরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের সময় বন মহারাজকে এইজন্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থাপিত করা হয় নাই, পাছে তাঁহাকে দেখিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অসুস্থাবস্থার মধ্যে আরও অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এই সংবাদটী গৌড়ীয়মিশনের অনেকেই জানেন। উঁহাতে বন মহারাজের গুরু হইবার সম্ভাবনা নাই বিচার করিয়া তিনি ভারতী মহারাজকে গুরু করিবার জন্য ব্যাসপূজার সময় ঢাকায় আসিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। কিন্তু অনেকেই ভারতী মহারাজের পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত থাকায় এবং ভারতী মহারাজ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কালে সংগৃহীত টাকা নিজনামে রাখিবার চেষ্টা করায় দরুণ শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন হওয়ায় বিশেষতঃ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদর্শ, যুক্তবৈরাগ্য, সুনির্ম্মল চরিত্র, ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ-পাণ্ডিত্য, ভক্তিসিদ্ধান্তে শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় সহজ পারঙ্গতি ও সর্ব্ববিষয়ে আচার্য্যোচিত যাবতীয় গুণ থাকায় এবং তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে যাবতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের শাসক শিক্ষকরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসায়, এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর দ্বারা শ্রীযুক্ত ভারতী ও বন মহারাজকে সময় সময় নানাভাবে কৃপা-শাসনাদি করায় এবং শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণীতে ও বহু লেখনীর মধ্যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে আচার্য্যরূপে বরণ করার কথা থাকায় তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের বিরাট মিশনগুলীর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্য-ঘোষণার প্রায় দুই মাস পরে মাত্র কএকজন মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ব্যক্তি কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ ও বিভিন্ন মঠের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া অবৈধভাবে নানা কথা প্রচার করিতেছে,—ইহাই প্রকৃত রহস্য। বস্তুতঃ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অধ্যক্ষতায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ৬৪টী মঠের সেবা, পূজা, প্রচার ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশকার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হইতেছে। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আনুগত্যে বিলাতে সুষ্ঠু ও বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের বিপুল আয়োজন এবার শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মাখনবাবু গৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষকে যুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাহচর্য্যে মিলন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ঘরে তাঁহার সঙ্গে মাখনবাবুর সাক্ষাৎকারই শেষ সাক্ষাৎকার। তৎপূর্ব্বেও তিনি দুইবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেকবারই এবং বিশেষতঃ শেষবারে অমূল্যবাবু ও তিনি উভয়েই শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আন্তরিকতায় অতীব মুগ্ধচিত্তে বিদায়গ্রহণকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বলিয়া যান "অতি চমৎকার কথা, ইহার উপর আর কোন কথা নাই। অতঃপর দেখুন ঐ পক্ষীয়গণ, কুঞ্জবাবু ও তাঁহার দল কি বলেন। তাহার কদিনপরেই তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবকে শেষ পত্র লেখেন। প্রত্যেকবারই মাখনবাবু শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সহিত আলাপে দৃঢ় বুঝিয়া ও প্রকাশ্যে বহুলোক সমক্ষে স্বীকার করিয়া যান। উভয়পক্ষের মধ্যে মূলতঃ কেবলমাত্র পারমার্থিক-বিচারের আকাশ-পাতাল ভেদ,—স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ের প্রভুত্ব লইয়া ভেদ বা মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং public বা জনসাধারণ উভয় পক্ষের পারমার্থিক বিচারের ভেদ মীমাংসা করিতে আদৌ যোগ্য বা সমর্থ নহেন। কিন্তু আমি জানি, মাখনবাবু শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, ইহারই বা রহস্য কি? বিভিন্ন তারিখে লিখিত সেই পত্রগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আগরতলা ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুকে একত্র মিলিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের মীমাংসার যে-সকল প্রস্তাব দিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও তাঁহার পক্ষীয়গণ তাহাতেও স্বীকৃত হন নাই। আর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহস্র সহস্র শিষ্য আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুযোগ্য সাধুচরিত্র ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি আছেন; তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আভ্যন্তরীণ বিষয়ও অবগত আছেন। তাঁহাদের বিচার কুঞ্জবাবু, বন মহারাজ ও ভারতী মহারাজের পক্ষীয় মুষ্টিমেয় কএকজন লোক বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেছেন না কেন? ইহারই বা রহস্য কি? বাহিরে বিশিষ্ট লোক যতই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বলিয়া গণিত হউন, তাঁহারা গৌড়ীয়মিশনের অভ্যন্তরের সমস্ত কথা, বিশেষ বিচার ও সিদ্ধান্ত জানেন না, কেবল কিছু সময়ের জন্য কতকগুলি আংশিক কথা শুনিয়া তাঁহারা একটি অদ্বিতীয় শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারমার্থিক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন,—এরূপ প্রস্তাবও রহস্যজনক এবং **শ্রীল প্রভুপাদের বিচার, আদেশ, উপদেশ ও আচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।** জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ বিচারকগণ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীকে 'পরমহংস', 'আচার্য্য,' 'জগদ্গুরু' প্রভৃতি বলিয়া বিচার করেন, মহাভাগবতে প্রাকৃতবুদ্ধি করেন, সিদ্ধভক্তকে 'ভাক্ত' বলেন, পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত সিদ্ধবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' মনে করেন; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের কথিত শ্রীমায়াপুর ব্যতীত অন্য স্থানকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলেন, প্রাকৃতসহজিয়াকে বৈষ্ণব বলেন, লৌকিক গোস্বামিনামধারীকে প্রভুপাদ বলেন, ইঁহাদের অনেকেই কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও উত্তমাধিকারের বিচার-তারতম্য বোঝেন না, সাধারণ লোকগুলিকে তাঁহারা বৈষ্ণবতা ও ভক্তির মাপকাঠি বলেন, দরিদ্রকে 'নারায়ণ', মেথর-মোক্ষদাসকে 'হরিজন', মনুষ্যের জন্মতিথিকে 'জয়ন্তী' প্রভৃতি বলেন, জাগতিক নিষ্ঠাকে হরিসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ বা তুল্য মনে করেন। এরূপ বিচারকগণ কি করিয়া গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক বিষয়ের মীমাংসা করিবেন?

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত অপরপক্ষের যে গোলমাল চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে অনেকে মধ্যস্থতার জন্য আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাহা আদৌ স্বীকার করেন নাই। কিবা কোন ব্যাপারে [illegible] নাত করিয়া অথবা [illegible] লোকদের মধ্যস্থতায় পারমার্থিক বিষয়ের মীমাংসা হয়—এই মতের তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহার কথা ছিল—

'Vox populae is not Vox Dei'. জনসাধারণের নিকট গৌড়ীয়মঠ যে আম্নায়-পারম্পর্য্যগত শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই জনসাধারণের প্রতি গৌড়ীয়মঠের বিশেষ দান। কিন্তু জনসাধারণের আধ্যক্ষিকতা দ্বারা গৌড়ীয়মঠকে মাপিবার চেষ্টা গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ ও বিচারকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা।

পারমার্থিক-বিচারের মীমাংসা আদালতের সিদ্ধান্ত বা জনমতের সিদ্ধান্ত কোনটী দ্বারাই হইতে পারে না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে পরমার্থ-বিষয়ে—'মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ'।

এই সকল কথা কুঞ্জবাবুর পক্ষীয়গণ জানিয়াও লোকদেখান সাফাই গাহিবার জন্য কুঞ্জবাবুর শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মিক একব্যক্তির বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত মাখনবাবুর দ্বারা 'বিশিষ্ট' নাগরিকগণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের গোলযোগের মীমাংসার আপাত শ্রুতিমধুর আমন্ত্রণের মধ্যে টানিয়া আনিবার কৌশল বিস্তার করিয়াছে।

বস্তুতঃ যিনি যে অধিকারের বিচারক, তাঁহার সেই অধিকারের বিচারের যোগ্যতা আছে। এক সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের নীতির বিরুদ্ধে শ্রীযুত বন মহারাজ তাঁহার অধিকার বহির্ভূত রাজনীতি-সম্বন্ধে যে-সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের জনসাধারণের চিত্তে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪২ সনের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে **'স্বামিজী (বি-এইচ. বন) নিজেই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনাভিজ্ঞ ও অনধিকারচর্চ্চা বুঝা** যায়' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। জাগতিক বিচারকগণ জগতের বিষয় সমালোচনা করুন, মীমাংসা করুন; আর পারমার্থিকগণ পরমার্থের বিচার করুন। এইজন্যই আমাদের বাংলার সর্ব্বজনপূজ্য বৈষ্ণবকবি শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

(পরমার্থবিষয়ে) "মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ"।

মাখনবাবু বোধ হয় জানেন যে, শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আচার্য্যপদ [illegible] কেহ পূর্ব্বে আ[illegible] এ আসন গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] পদের একান্ত অতি [illegible] স্বভাব, [illegible] প্রভৃতি শ্রবণ [illegible] শিষ্য শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ-নাথ [illegible] এ, বি, টি, কেশরীর

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ-মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] বিগ্রহ [illegible]। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা। [illegible] শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান; রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। শ্রীল গৌরসুন্দর [illegible] কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

৯। স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, [illegible] শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। [illegible] শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রী[illegible] অধিকারী।

১১ সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসু দত্তের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীরামপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

১৫ সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] নিকটবর্ত্তী। পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭। কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

১৮। ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গো বল্লভপুর, পোঃ চাঁদপাড়া (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) সকেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)।

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভক্তিকেতন নায়ক।

(২২) পুর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ

চৈতন্য পল্লী

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি, এ

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীনয়নলাল বর্ম্মচারী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক [illegible] অধ্যাপক

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীমনকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অশ্বিনী ভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিনাভি, [illegible] সাহাবাদ, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুঁয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রী[illegible] বি, এ।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

মদনমোহন, বৃন্দাবন সিটি

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীসনাতনদেব ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

৪১। কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠপাটী

রক্ষক—শ্রী[illegible]

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেরগড়ী,

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪ নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীআদিদেব ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ালবরনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুঞ্জ

রক্ষক—শ্রীকিশোরী দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্, এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ

রক্ষক—শ্রীমদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) বালিঘাই প্রপন্নাশ্রমমঠ

বালিঘাই, পোঃ [illegible] (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবুরকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট্ নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, কাব্যশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম খানি	৬৷৷০
রাজা চাল	৫৮০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০-৫৷৵
ঐ মাঝারি	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৵০

চিনির দর

কাশীর, টাইপ	১০৷৷/০
নপুর ১০০০ নং	১০/০
বেতোরা সাদা	৯০
নপুর সাদা	৮৷০—৯৵০
নপুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোণা-রূপার দর।

	প্রতি ভরি
কশালের বার	৩৬৷৷০
গিনি	২১৲
চাঁদির বার	৫৭৷০

পাটের দর

বস্তে—	৪০৮০
উত্তম—	৪০৮০
মধ্যম—	৪১৷০
জার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

ষ্টেট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
আরকাদন ঐ	৬—৬৵০
ইউলো ঐ	৫৷৷৵০—৫৮০
সুজী	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৮০—৫৮৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৮০—৪৮৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
পাসাউ	১৷৷৵০—১৮০
বি	১৷৷৵০—১৷৷/০

ঘৃতের দর

নম্বরা	৫৭৲
মসীতা	৫৭৲
মনোহরী	৫০৲
সী	৪৫৲

পাতিহাস	৪৬৷০
জাব	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাকা গাবরা	৪১৮০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৮০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৮০—৮৷৷০
ঐ টাটা ষ্টেনডেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৮০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৮০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩৷৷০
২৬ গেজ—	১৫৵০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৮০
২৬ গেজ—	১৪৮০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৮০
২৬ গেজ—	১৪৮০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পীস	।৵৪—৮০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ,	৩৷৷০—৪৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

	৭৷৷০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯৷০—১০৷০
ষ্টিল পাটী, গোলটু গরাদে	৮৲—৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্ত	৯৮০—১১

সুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, পাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৪৮০

চুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন সোলার ফাইন	৫৪৲
লিটল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি খুরশিদ ফাইন	৪৩৲
চাখ্যা শাম্বা	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রাঃ মণ
পাবল সাগু	৮৷০
সুপারী দেশী	১৬৷০-১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০-১১৷০
গুটি খয়েরমণ	১৫৷০-১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲-১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক
এণ্ড সন্স লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোকাপটী, বড়বাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৭,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-১৮	১৬-৩৮	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বেহালার পাচন ... অভাব নাশক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার লাঘব হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

দোকান—১১নং ক্লাইভ রো রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

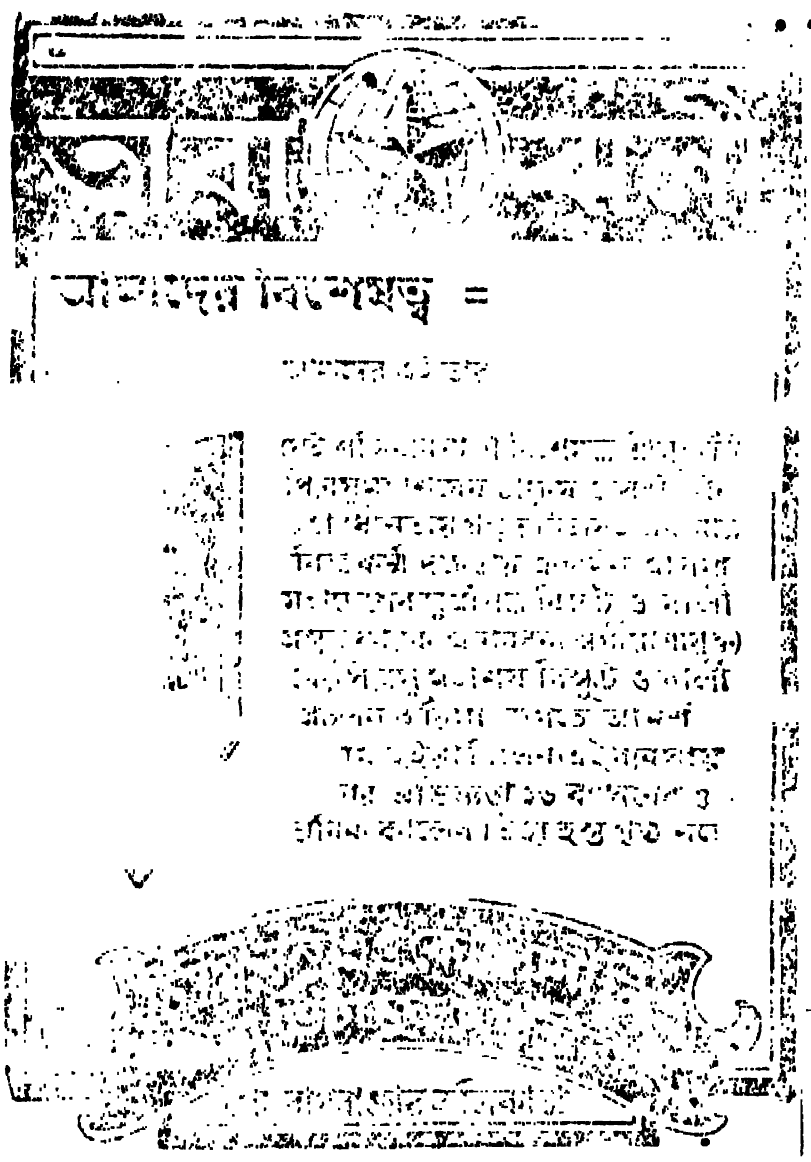

[illegible]কাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৹	।৵৹	।৵৹	।৹	
" " ইঞ্চি ২৲	১॥৹	১॥৹	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲	
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸৹
মাসিক	

প্রতি সংখ্যা ।৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের তত্ত্ব, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্যই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌরাঙ্গ লাইব্রেরী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী [illegible]

[illegible]

[illegible]

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

REG NO C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

শ্রীরূপানুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকমুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৪, ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৭, শুক্রবার [সংখ্যা ১৪৮]

বিবিধ সংবাদ

——(*(:*:)*)——

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

গত ১৭ই আগষ্ট, মঙ্গলবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। ঐ দিন কংগ্রেসী মন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও সদস্যদের বেতন ও ভাতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া এবং তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশে (যে যে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে) সম্পূর্ণরূপে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের বেতন মাসিক ৭৫৲ টাকার বেশী হইতে পারিবে না এবং মন্ত্রীরা বেতন ও ভাতার বাবদ মোট ৭৫০৲ টাকার অধিক লইতে পারিবেন না।

ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা বেশী, সেই সকল প্রদেশের আইন সভায় গণ পরিষদে আহ্বানের দাবী করিয়া প্রস্তাব আনয়ন করা হইবে।

আন্দামানের বন্দীদের দাবীর অনুকূলে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মঘট ঘোষণার প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তৎসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করিয়া কমিটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

——

আন্দামানে অনশনব্রতীর সংখ্যা-বৃদ্ধি

আন্দামানের অনশনব্রতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ২২৬ হইয়াছে। [...]দ্বারা তজ্জন কাজ বন্ধ করিয়াছেন। জানা গেল, দেউলী বন্দিনিবাসের অনশনব্রতীরা বন্দিনিবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, যদি কোন অনশনব্রতী দেখেন যে, অনশনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহা হইলে তিনি অনশন ধর্ম্মঘট[...]

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১৮ই আগষ্ট

কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূরে বজবজ লাইনে এক ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ১২ জন লোক আহত হইয়াছে। দুইজনের অবস্থা গুরুতর। সন্তোষপুর ষ্টেশনে একটি ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কলিকাতা হইতে আর একটী ট্রেণ উক্ত ট্রেণের উপর গিয়া পড়ে। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। কিছুক্ষণ পরেই রিলিফ ট্রেণ আসিয়া পৌঁছায়। যাত্রী গাড়ীটীর সন্তোষপুরে থামিবার কথা ছিল, কাজেই গাড়ীটী মন্দগতিতে ষ্টেশনে প্রবেশ করে। ঐ কারণেই অধিক লোক আহত হয় নাই। একটী ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

——

গো হত্যা মামলার প্রতিবাদে ১৫ হাজার শোভাযাত্রাকারী

গো-হত্যা সম্পর্কে হাইকোর্ট যে নির্দ্দেশ দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদে হিন্দুরা যে আন্দোলন করিতেছে, ক্রমশঃই তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

কাশ্মীরের কাচা চৌনীতে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। গত ১৩ই আগষ্ট বেলা পাঁচটার সময় পুলিশ এক হিন্দু শোভাযাত্রাদলের পথ রুদ্ধ করে। তাহারাও রাস্তার মধ্যে বসিয়া পড়ে। অন্যান্য দিনের মত শোভাযাত্রীরা পরে চলিয়া না গিয়া সমস্ত রাত্রি তথায় বসিয়া থাকে। তৎপরদিবস রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তাহারা একাদিক্রমে ২৮ ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে, আদৌ স্থান ত্যাগ করে নাই।

সত্যাগ্রহীদিগকে সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চাঁদোয়া খাটান হইয়াছিল। ঐ দিবস দুপুরবেলা পুলিশ চাঁদোয়া সরাইয়া লয়। পরদিবস দারুণ গ্রীষ্ম গিয়াছে। ১৫০০০ সত্যাগ্রহীর মধ্যে ৫০০০ মহিলা আছেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নের খরকিরণ উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন।

নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের একটি প্রতিনিধি-দল প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

কয়েকজন মহিলা অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সত্যাগ্রহীরা পরদিবসও সমস্ত রাত্রি রাস্তার মধ্যে বসিয়া থাকিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ

গত ১৪ই আগষ্ট আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে অযোগ্যতা দূরীকরণ বিল গৃহীত হইয়াছে। সরকার পক্ষ ৬০—৩৭ ভোটে জয়লাভ করিয়াছে এই আইনানুযায়ী মৌজাদার, সরকারী উকিলগণ আইন সভার নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবেন এবং পরিষদের সদস্যকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা যাইবে।

পরিষদে আসাম স্পীকার বেতন বিল, আসাম ডেপুটি স্পীকার বেতন বিল, আসাম মন্ত্রী বেতন বিল, আসাম প্রেসিডেণ্ট বেতন বিল, আসাম ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট বেতন বিল ও আসাম কোর্ট অব ওয়ার্ডস সংশোধন বিল উপস্থিত করা হইয়াছে

শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বড়ুয়া উত্তর লখিমপুরে প্লাবনের ফলে জনসাধারণের দুর্দ্দশার বিষয় উল্লেখ করিলে সরকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

মিঃ মনোয়ার আলি আইন-পেশা তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন এই সম্পর্কে সরকার তদন্ত করিবার জন্য কমিটী গঠনের আশ্বাস দিলে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে চাহেন, কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে আপত্তি করেন। উহা ৬৩—৩৪ ভোটে গৃহীত হয়।

——

চীন-জাপ সংবাদ

জাপ নৌ-বিভাগের একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপ বিমান ও নৌ-বাহিনীর আক্রমণের ফলে ৭২টী চীনা সামরিক বিমান এবং ১৭টী বিমান রাখিবার স্থান ধ্বংস হইয়াছে। জাপানীদের আটটী বিমান ধ্বংস হইয়াছে। একটী বিদেশী জাহাজযোগে জাপ দূত, তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং বহু সংবাদপত্রের সংবাদদাতা গত ১৬ই আগষ্ট নানকিং ত্যাগ করিয়াছেন। উহার ফলে চীনের সহিত জাপানের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল কি না, এই প্রশ্ন করা হইলে পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র কোন পরিষ্কার উত্তর দেন নাই

বীমার টাকার লোভে পুত্রহত্যা

মজঃফরপুর জেলা জজ চিখনগাঁও নামক স্থানের গনপৎ সখারাম আড়ে নামক এক ব্যক্তিকে তাহার ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে হত্যা করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, পুত্রের জীবনবীমার টাকার লোভে বৃদ্ধ [illegible] গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲ ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-শান্ত্বনা ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ।০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা
৫২ মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬৪। গুরুস্তবম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। গৌরাঙ্গবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোসন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভ্যল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪॥০ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
সর্ব্বকল্যাণকর জীবন-চরিত
ইহাতে কীর্ত্তিত করা
হইয়াছে।

——:০:——

নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্তি-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই
এই গ্রন্থ পাঠে যুগপৎ বহুশাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈভব-পর্ব্বের প্রথমখণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উত্তমরূপে
মুদ্রিত। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং,
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ ২৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২০শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শুক্রবার } ১৭৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৩রা আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর দিবসে আসানসোল প্রবাসী জাগানন্দের রিটায়ার্ড ওভারসিয়ার শ্রীরাধানাথ গোস্বামিক মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহক্রমে বীরভূম জেলায় রামপুরহাট মহকুমার বিষ্ণুপুর নামক গ্রামবাসী তদীয় অগ্রজ আত্মীয়গণ শ্রীভগবৎকথা প্রচারোদ্দেশে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রভুপাদ পরম হংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পূর্ণানুগত্যে শ্রীমায়াপুর মঠের প্রচারভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে লইয়া শুভবিজয় করেন। শ্রীযুক্ত রাজেন বাবু উঁহাদের সর্ব্বভাবে সেবা এতাদৃশ বৃদ্ধবয়সে দৈহিক নানাবিধ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় ৫ দিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে সর্ব্বতোমুখী সহায়তা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুর গ্রামবাসী শুক্লগৌরাঙ্গসেবাপর ভ্রাতৃত্রয় শ্রীযুক্ত ননীগোপাল, বেণুধর ও অমৃতলাল মণ্ডল মহাশয়গণ শ্রীমন্মহারাজকে শ্রীহরিকথাপ্রচারে সমাগত দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যবান্ জ্ঞানে তদীয় বৈষ্ণবোচিত অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়ন সহিত কয়েকদিন সেবা করিয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। উঁহারা ঐ স্থানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও সম্মানিত বহুপরিবার গৃহস্থ। সুতরাং ঐদিন হইতে প্রত্যহ সায়ংকালে উঁহাদের বৌদিক শ্রীবিগ্রহের নাটমন্দিরে মহতী সঙ্কীর্ত্তন সভার অনুষ্ঠান করেন। প্রত্যহ দুই তিন শত গ্রামবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ বর্ষাকালের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও বাহ্যিক অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান মহারাজ উপদেশী প্রাণস্পর্শী বাক্যামৃত অগ্রাহ্য না করিয়া আগ্রহ সহকারে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আরও শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন।

১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার স্বামীজী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গের গুণাবলী প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাখ্যানের পর শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের শ্রীকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কয়েকটী লীলা সংক্ষেপে

৪ঠা আগষ্ট বুধবার প্রাতঃকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনকে অনুগমন, নৃত্যগীত, শঙ্খাদির মাঙ্গলিক ধ্বনি ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়োচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছেন।

ঐ দিবস সায়াহ্নে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীনাম মাহাত্ম্য বক্তৃতামুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তদুপযোগী চিত্রসমূহ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করায় উঁহাদের শ্রবণাগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

গত ৮।৮।৩৭ তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ভদ্রক সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে শুভপদার্পণ করেন।

উক্ত তারিখে স্বামীজী শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন দত্ত মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠপ্রসঙ্গে স্বামীজী প্রাকৃত-সহজিয়া মিছাভক্তের সহিত শুদ্ধভক্তের আচার ব্যবহার, চালচলন ও বেশভূষা যাবতীয় কার্য্যের আকাশ পাতাল পার্থক্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

———

গত ৯।৮।৩৭ তারিখে স্বামীজী স্থানীয় দক্ষিণপাড়ার হরিসভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের উদ্ধার-লীলা-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

———

গত ১০।৮।৩৭ তারিখে স্বামীজী মহারাজ উকিলবাবু শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠে বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। উঁহারা সকলেই স্বামীজীর বাগ্মিতার প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সুমধুরকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

———

আর কতদিন কত?

(বৈষ্ণবদাসানুদাস)

পরম যতনে, ভগবান্ জনে,
সাধনে বরণ কৈল॥
কেন অবতারে, নিজ কর্ম্মফেরে,
না বরিয়া মুই তাঁরে।
হা হুতাশ করে, বড় দুঃখ ভরে,
(এবে) পড়িনু দর্পণাগারে॥
চারিদিক্ হ'তে, উচ্চ কলরবে,
হইতেছে বিঘোষিত।
গৌড়ীয়গগন চির অন্ধকারে,
হয় বুঝি আচ্ছাদিত॥
এ মন্দ সময়, মেঘ মাতঙ্গের প্রায়ে
(গুপ্ত) দুর্যোধন আদি সব।
করে কত ফন্দ, না মানয়ে সন্ধি,
ক্রমে বাড়ে অহিনব॥
মামা শকুনির, সুযোগ হ'য়েছে,
কুরুবংশ ধ্বংসিবারে।
তাই দুর্য্যোধন ক'রতেছে পণ
যমালয়ে যাইবারে॥
এত দেখে শুনে, বড় ক্ষুদ্রপ্রাণে,
ডেকেছিনু মুই যবে।
হে গুরুদেব, কি করিব আর,
সহিতে না পারি এবে॥
শুনেছি পুরাণে, সাধু-গুরু স্থানে,
সদা-সাধিক ভবে যবে।
কৃষ্ণ আসি তবে, অবতার হবে,
অধর্ম্ম বিনাশ পাবে॥
তাই সকাতরে, ডাকি বারে বারে,
নিজগুণে কৃপা কর।
আর কত দিন, (প্রভু) কাজ্ক্ষেসি জনে
(বধি) পৃথিবী উদ্ধার কর॥
হে প্রভুপাদ,
সকলেরে যবে, তব শ্রীচরণে,
ভিক্ষা মাগি অনুক্ষণ।
ভক্তজনাভুর ধরি "বাসুদেব-দাস্য করি",
থাকি যেন সর্ব্বক্ষণ॥

"অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তা'র নীচু উঁচু জাত দেখ্‌তে হ'বে। তা'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরি-জনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। 'বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট নৈরন্তর্য্য তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিনতে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ শ্রীধর নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৬১

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—— ::০:: ——

ভগবান্ যেরূপ সেবা, তদপেক্ষা অধিক সেবা ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়। যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণ-সেবার সহিত আত্মপ্রীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ক'রবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সম্পাদন শ্রীগুরুদেবের সেবা। সম্পাদন গুরু-সেবা না হ'লে আত্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রীতির অভাবে, নিষ্কপট সম্পাদন গুরুপাদপদ্ম পূজার অভাবে, তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেইরূপ শুধু উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় শব্দাশব্দ, কথা বলি, কিন্তু ঐ তার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—ঐ তার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না, আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রাকৃতের অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করলে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা'হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই দৈন্য আর সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নামই দম্ভ।

গৌরসুন্দরের শিক্ষাবিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র দাস-সেবক, নামসেবক, কামসেবক যখন এ জগতে আসেন, তখন তাঁ'রা ধাম প্রচারিণী-সভা-প্রকটে উদ্যোগী হন। তাঁ'দেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্রূপবৈভব চিন্ময়ধামের প্রচার-সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যাবে সেখানে সেখানে কাষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণদাস্য উদিত হ'য়েছে।

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই! কিন্তু বাস্তবিক বলবান্ আশ্রিত বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বল দেব-নিত্যানন্দ-চরণপাদপদ্ম-সেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা ধৌত হ'ন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নিষ্কলঙ্ক, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো-কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদপদ্মরেণু রেখে যান সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ ক'রতে পা'রব। সুতরাং আমরা যেন কাষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

'অচিদ্বাদ' বা জড়বাদ—স্বর্গের ইন্দ্র হ'ব, জগতে সুখভোগ ক'রব, চার্ব্বাকের ন্যায় ঋণ করিয়া ঘৃত পান করব, পরে আর ঋণশোধের আবশ্যকতা নাই; ইহজগতে থাকিবার সুযোগ সুবিধা করিয়া লইব, অধিকমাত্রায় ভোগী হ'বার জন্য স্বাস্থ্য-সম্পত্তি অর্জ্জন ও সংরক্ষণ করব, মৎস-মাংস ভোজন ক'রবো কুক্কুরদন্তের সদ্ব্যবহার করিব, সুরাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব ইত্যাদি, ইত্যাদি। অচিদ্বাদ বা জড়বাদের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং চেতনতা বা অস্তিত্বের জন্যই নানাবিধ অবজ্ঞাবিদ্ধ দর্শন ক'রে চেতনতার চির-বিলুপ্তি সাধনের চেষ্টার নাম 'অচিন্মাত্রবাদ'। জগতে যখন অস্তিত্বই ক্লেশের নিদান, তখন অস্তিত্ব বা চেতনতার চিরবিলুপ্তিই শ্লাঘ্য। শাক্যসিংহ কাপিলাদি এই মতের প্রবর্ত্তক; আর ব্রহ্মে একীভূত হ'য়ে অণু-চেতনত্ব বা জীবত্বকে ধ্বংস ক'রবার চেষ্টা "চিন্মাত্রবাদ" নামে পরিচিত শঙ্করাচার্য্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তিকালে দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই মতবাদের প্রচারক। আর পরিপূর্ণ-চেতনের বিভিন্ন অণুচেতনাংশ বিভুচেতনে নিত্যকাল আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের চেতনবৃত্তির বিচিত্রতাদ্বারা পূর্ণচেতনকে যেভাবে আকৃষ্টি বা অনুরাগ প্রদর্শন

মনের কথা গোরা জানে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিস্তম্ভ)

আমি বাহিরে লোকদেখানো আচার-প্রচারের যতই ঠাটবাট দেখাই না কেন, আমার অন্তরের অন্তস্তলের অধিষ্ঠাতা চেতনপ্রভু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সকলই জানেন। তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, তাঁহার দর্শনে বাধা দিবার সাধ্য আমার নাই। তিনি বিশ্বচক্ষু, অন্তর্যামী, সকলই দেখেন ও সকলই জানেন। তথাপি অল্পবুদ্ধি জনমণ্ডলীর চক্ষে ধূলি দিয়া আমার প্রাণহীন প্রচারের দৈর্ঘ্য-বিস্তার যাহাতে প্রশস্ত হইতে পারে, প্রতিষ্ঠাকামী আমি সে বিষয়ে পটু আছি।

এই সময় একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল; একসময় কোন গৃহস্থের বাড়ীতে তস্করের উৎপাত হয়। গৃহপতি হঠাৎ জাগিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গৃহে তস্কর আসিয়াছে তিনি তৎক্ষণাৎ "ঐ চোর

করেন, তাহাই চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য। এ স্থানে আত্মা পূর্ণভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে অচিদ্বাদের ন্যায় আত্মার আবৃতাবস্থা, অচিন্মাত্রবাদের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার লোপ-চেষ্টা, চিন্মাত্রবাদের ন্যায় আত্মহত্যা

পরমাত্মা ও আত্মার পূর্ণবিকাশ—পূর্ণ-সৌন্দর্য্য—পূর্ণমিলন।

খৃষ্টধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী সোপানের আংশিক পরিচয়। অধিকারবিচারে খৃষ্টধর্ম্মে যাহা কথিত হয় নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মে এরূপ অনেক অধিক কথা আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র চরম ধর্ম্ম বা সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মসকল বা উহার সোপান, কেহ বা বিকৃত। সোপানস্থলে কোন কোন অধিকারীর জন্য আদরণীয়। খৃষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের অংশকলাস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্ত্যাবেশ অবতার। কোন দেশ বা সমাজ-বিশেষের বিশেষ উপযোগিতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের তত্টুকু মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু কোন মহত্তম জীবে তাঁহার কিঞ্চিৎ শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র যীশুরূপে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং তিনি পরিপূর্ণতত্ত্ব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের চিদ্বিলাসের পূর্ণতম মাধুর্য্য—যাহা একমাত্র অখিলরসামৃতসিন্ধু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, সেই উন্নতোজ্জ্বল রস প্রকাশ করিবার অধিকারসম্পন্ন ছিলেন না। শিব-দল বৈকুণ্ঠের প্রথমভাগের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠরাজ্যের অধিকারিগণও কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

—

যায় ঐ চোর যায়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে চোরের পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকেন; চেঁচামেচি শুনিয়া আরও ১০।৫ জন পাড়াপ্রতিবেশী ঐ দলে যোগ দেয়। তস্কর তাহারা দেখিল, ভারী বেগতিক! তখন অনন্যোপায় হইয়া সব তস্করই গৃহের মালিক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া "ঐ চোর যায়, ঐ চোর যায়" বলিয়া আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইল। তস্করগণ মনে ভাবিল, "বাঃ! এ ত বড় ভাল ফন্দী! চুরি করিয়াও চোর তাড়া, করিবার ভাণ ক'রতে পারিলে আর ভয় থাকে না।" এই বিচারে পুনরায় অন্য আর এক দিবস একটী বিচক্ষণ গৃহস্থের গৃহে হানা দিয়া বসিল। সে দিবসও এ পন্থা অনুসৃত হইল বটে, কিন্তু শঠের শাঠ্যবিশারদ গৃহপতির চোখে ভেল্কা লাগানো অসম্ভব হইল। তিনি চোর ধরিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের প্রয়াসে জানা গেল, ইহারা সকলেই দাগী; কারাগার ফেরৎ আসামী।

আমার চরিত্রের সংশোধন হয় নাই, তবুও আমি প্রচারক। আমি স্বয়ং যে-সকল দোষে দোষী, আমার যে সমস্ত দোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি পরের সেই সকল দোষ দেখিয়া থাকি এবং দেখাইয়া দেই, সংশোধনের উপদেশ দেই ইত্যাদি।

শ্রীনাম গ্রহণকালে দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনের কথা শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। তাহার প্রথমেই "সতাং নিন্দা" অর্থাৎ যথার্থ সাধুনিন্দা। তবে কি সাধু নিন্দাই প্রচার্য্য বিষয়? নিজে সাধুনিন্দারূপ আচরণে আচার্য্য হইয়া সাধু-নিন্দা প্রচারই কি ধর্ম্ম-প্রচার? যদিও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও পর্দ্দার আড়ালে সাধুনিন্দার অসদ্ব্যবহার ছিল, তবে তাহা আপনাপন অন্তরঙ্গ সতীর্থ ভ্রাতাদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সর্ব্বসাধারণের অকল্যাণ হইবার অবকাশ ঘটে নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই আগ্নেয়গিরির ন্যায় আমার হৃদয়রূপ ভূগর্ভ হইতে সাধুনিন্দারূপ রাশি রাশি অগ্নি উদ্গারণ হইয়া সারা দেশকে ভস্মে পরিণত করিতে বসিয়াছে।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞাও নামাপরাধ। শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন কি গুরুঅবজ্ঞা নহে? নিজের সুখ-সুবিধার জন্য গুরু গৃহ মঠমন্দিরাদি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া এবং শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চাবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহদেবের অর্চ্চনাদির ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেওয়া কি অবজ্ঞা নহে? ভাই ভাই কলহ করিয়া পৈত্রিক ভবন পরিত্যাগ করত পিতৃসেবা ত্যাগ করা কি পুত্রের পক্ষে সমীচীন? না, ইহা

কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল।

অন্যায়। যিনি পিতৃসেবায় ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার আনুগত্যই পিতৃসেবা। আমার এই আত্মসুখবাঞ্ছাই সর্ব্বোপরি গুর্ব্ববজ্ঞারূপ নামাপরাধ।

নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি একপ্রকার নামাপরাধ। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবার অছিলায় মিথ্যা, ধূর্ত্তামি, প্রবঞ্চনা, অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ প্রভৃতি ভূনী'ও আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীনামপ্রভুর প্রতি শব্দসামান্যবুদ্ধি হওয়ায় নামে বিশ্বাস নাই, লোক দেখানো নাম-ভজনের ছলনা করিতেছি মাত্র। ইহাই নামাপরাধ।

যে মুখে পঞ্চমুখ হইয়া যে বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেই মুখে সেই বৈষ্ণবের প্রতি মৎসরতাবশে অবৈধ নিন্দনীয় বিষয় গায়ের জোরে চাপাইয়া দিয়া নিন্দা-প্রচার করা কি প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যাপার, তাহা কি আমি বুঝি না? অবশ্য বাহ্যমূর্খগণ হাসিবে। সজ্জনগণ মর্ম্মবেদনায় ছটফট্ করিতেছেন। কিন্তু আমার সে দিকে দৃক্‌পাত কই? আমি দেখিতেছি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে নিযুক্ত নির্দ্দিষ্ট সেবা-কার্য্যকরগণই বিরোধী আর আমি প্রভুপাদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সেবা-ছাড়িয়াও সেবক। হায়! কলিকাল, তুমি ধন্য! 'চোরকে ছোড় সাধকো বাঁধ, পাথককে লাগাও ফাঁস'!

সেদিন কোন একটী কাগজে দেখিলাম, কোনও ব্যক্তির নামের সঙ্গে "মহামহোপদেশক" শব্দ যোজনা করা হইয়াছে। সন্দেহ হওয়ায় শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫২এর শ্রীশ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকায় শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ-পঞ্জী অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তিনি "মহোপদেশক"। এখন জিজ্ঞাস্য এই, "মহা" শব্দটী কি নিজেই যোজনা করিয়া, নাপরস্ত যাজিত হইয়া গুরুলঙ্ঘন ও তৃণাদপি সুনীচতার চরম আদর্শ প্রদর্শনের প্রচারক হইয়াছেন?

আমি যদি কেবল বাস্তব সাধুদের অনুকরণে তাঁহাদের সুরে তালে সুরতান মিলাইতে চেষ্টা করি তবে তাহা কখনও মিশিবে না; কারণ, আমার জড়তাযুক্ত কণ্ঠস্বরে বেসুর ও জড়তাময় হস্তে বে-তাল হইবেই হইবে। আমার চিরন্তন স্বভাবগত সুর-তাল আমারই কৃতিত্বের পরিচয় দিবে, যতকাল পর্য্যন্ত না বাস্তব কীর্ত্তনীয়ার আনুগত্যে সুরতাল শিক্ষা করিব।

অতএব মন! তুমি যাহা লও, তাহার পরিচয় দিয়া ধর্ম্ম-প্রচারক সাজিয়া প্রতারক হইও না। বৈষ্ণবনিন্দাকে মুখে মাত্র নিন্দা বলিয়া নিজে নিন্দা হইতে মুক্তাভিলাষে বৈষ্ণব অভিমানে বাস্তব সাধুনিন্দক হইও না! স্ত্রীসঙ্গীকে ঘৃণার ভাব দেখাইয়া নিজে স্ত্রীসঙ্গী নহ পরিচয়ে প্রগতিশীল নারীসঙ্গের অবাধ পল্লীবিহার করিয়া অধোগতিশীল হইও না। তোমার বিষয়-স্পৃহা নাই, 'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব' বলিয়া জনসাধারণকে ভোগা দিয়া তাহাদের কষ্টার্জ্জিত ধন হরিসেবার নামে আহরণ করিয়া নিজের ভোগে লাগাইয়া নরক-ভোগের ব্যবস্থা করিও না। প্রতিষ্ঠাশূকরের বিষ্ঠা বলিয়া সাধারণকে ভোগা দিয়া তাহাদেরই ত্যক্ত প্রতিষ্ঠা-শূকরের বিষ্ঠা কুড়াইতে যাইও না। যদি তুমি তাহাই কর, তবে জানিও, তুমিও 'ঐ চোর যায়, ঐ চোর যায়' বলিতে বলিতে একদিন গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িবে। তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবকগণ তাঁহাদের রোজনামচা দেখিয়া তোমার নামে লাল কালি দিয়া ফেলিবেন। অতএব সাধু সাবধান! "মনের কথা গোবা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে"?

ঢাকায় গুরুদ্রোহের প্রতিবাদ সভা

২২৩ লালমোহন সাহ শঙ্খনিধিষ্ট্রীট,
ঢাকা,১৪-৮-৩৭

'নদীয়া প্রকাশে'র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

গতকল্য ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহার অবিকল নকল অত্র সঙ্গে পাঠান হইল। উহা আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি।

নিবেদক
স্বাঃ—শ্রীব্রজগোপাল সাহ বণিক

অদ্য ১৩।৮।৩৭ তারিখে অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ঢাকা নগরীর জনসাধারণ ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত মঠস্থ ও গৃহস্থ অসংখ্য ভক্ত তথা শ্রীগোস্বামী মহারাজের আশ্রিত মহিলাভক্ত সমবেত এক সভায় বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ আলোচনান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব—

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে তাঁহার কতিপয় শিষ্যব্রুব নিজ-স্বার্থসিদ্ধি ও বিষয়ের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন বিচারালয়ে এফিডেভিট্ ক্রমে তাঁহাকে 'শূদ্র' আখ্যায় অভিহিত করায় তাহাদের উক্তরূপ উক্তি সর্ব্বশাস্ত্র ও মহাজন-বিগর্হিত ভীষণতম অপরাধজনক একান্ত পরমার্থবিরোধী বলিয়া এই সভা তাহাদেরই উক্ত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ ও উহাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

প্রথম প্রস্তাবের অবিকল নকল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, বিভিন্ন পত্রিকাতে ও বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহ বণিক্য মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তি মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,-

শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ (জমিদার বারদি), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার শূর বি-এ (সেক্রেটারী, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী), শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল সাহ বণিক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ পাল, শ্রীযুক্ত উমানাথ চাকলাদার (মোক্তার) শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যামিনী-মোহন সরকার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার লাহা, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চন্দ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস, শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত অহিভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম পাল, শ্রীযুক্ত রেবতী-মোহন পাল, শ্রীযুক্ত গৌরহরি পাল, শ্রীযুক্ত রবতীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বসাক, শ্রীযুক্ত সুধাংশু চন্দ্র ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে (সম্পাদক, 'স্বায়ত্তশাসন'), শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্ এ, বি-এল, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠরক্ষক ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক), শ্রীনবীন-কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রজবাসী (কমলাপুর গোপালজী মঠরক্ষক), শ্রীযুক্ত মদনমোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জনতোষণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত লালতাপ্রিয় দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরক্ষপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস, ও ভক্ত বিধুভূষণ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভক্ত সজ্জন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত ও সাধারণ ঢাকাবাসী উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে কতকটী নাম প্রকাশিত হইল,—

শ্রীযুক্তা সুষমা দেবী, শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা শশীকুন্তলা দত্ত, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহোদয়ের পত্নী, শ্রীবীণাপাণি বিশ্বাস, শ্রীপরিমলসুন্দরী নাগ, শ্রীগায়ত্রী দেবী, শ্রীগীতা দেবী, শ্রীনরমা রায়, শ্রীশিশুবালা দে, শ্রীগৌরদাসী বিশ্বাস, শ্রীমিষ্টবালা পাল, শ্রীকিরণশশী পাল, শ্রীমন্দাকিনী পাল, শ্রীযামিনী পাল, শ্রীগঙ্গা-ময়ী দাসী, শ্রীকুলকুমারী পাল, শ্রীঅম্বিকা-বালা দত্ত, শ্রীমনোরমা দেবী, শ্রীসরস্বতী মালাকার, শ্রীপ্রমীলা দাস, শ্রীরেণুবালা দাস, শ্রীতিলোত্তমা দেবী, শ্রীকুসুমকুমারী দাস, শ্রীরাধাদাসী দেবী, শ্রীপুষ্প লতা, কমলাপুরবাসিনী, নারায়ণগঞ্জবাসিনী ও পরিপার্শ্বিক বহুস্থানের মহিলাবৃন্দ।

আর সহিব কত?

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস)

সংসার-যাতনা, অগ্নি ভীষণা,
সব জান প্রভু তুমি।
সহিতে না পারি, সদা দুঃখে মরি,
কি জানাব আর আমি॥
যে দিকে তাকাই, শুধু দুঃখ পাই,
দুঃখেতে সদা বিভোর।
সুখ নামে দুঃখ, আসে অনিবার,
দেয় মোরে ব্যথা ঘোর॥
মনে পড়ে সেই, অতীতের কথা,
জননীগর্ভেতে যথা।
কৃমিকুলে বেড়, দংশে কুণ্ডলী,
মরমে পাইনু ব্যথা॥
ক্ষণে জ্ঞানহারা, ক্ষণে পাই সাড়া,
ডাকি তবে প্রাণপণ।
কোথা দয়াময়, শ্রীমধুসূদন,
রক্ষা কর এইক্ষণ॥
ভূমে পড়ি যবে, আনন্দেতে তবে,
কোলে ক'রে লয় মাতা।
কত স্নেহভরে, সন্দর্শন করে,
আপনে ভুলয়ে পিতা॥
এদিকেতে হায়, কি করি উপায়,
তৃষ্ণায় কাতর চিত।
মধু দিয়া মুখে, মাতা অতি সুখে,
হয় কত উল্লসিত॥
ক্রমে দিনে দিনে, বয়সের সনে,
দুঃখ আসে নব নব।
তাই বলি হায়, কি করি উপায়,
কিরূপে উদ্ধার পাব॥
বহু ভাগ্যফলে, কৃষ্ণ কৃপা ক'রে,
'গুরুরূপে' এসেছিল।
কত যত্ন ক'রে, সুমধুর স্বরে,
"কৃষ্ণনাম" সবে দিল॥
শ্রুতিবেদবাণী, "সঙ্কীর্ত্তন" খানি,
আমারে ডাকি দিল॥

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

[illegible]-মঠসমূহ

(১) শ্রী[illegible]

নদীয়া।

শ্রী[illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] নদীয়া [illegible] আছে।

রক্ষক [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible] 'নদে' [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible],

[illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible]

[illegible] [illegible] শ্রীপাদ

[illegible]।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি; রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীশ্যামলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনরহরির পাটের নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

১৭ কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁপাহাটি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

রক্ষক—শ্রীভুবনেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদমণ পরগণা

রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

রক্ষক—শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

রক্ষক—শ্রীনীলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীবক্তার ভক্তিশাস্ত্রী এম.এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ডভিলা, দার্জ্জিলিং

রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

কদমকুয়া

পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)

রক্ষক—শ্রীবঙ্কেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেণ্ট, বেহার

রক্ষক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বদলা রোড, গয়া

রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফকিরপুরা, বেনারস সিটি

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)

রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা মথুরা।

রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লালাকুটী

রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

রক্ষক—শ্রীফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫৯) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

রক্ষক—শ্রীলালা মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ

ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ মাজু (হাওড়া)

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়

১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়

রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৭

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নতুন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭॥০
বাঁকতুলসী	৫॥০
মাগরা নূতন	৪৶০
ঐ পুরাতন	৫৲
ভাতারেজ কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪॥০
পেশোয়ারী	১০৲-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৫।০-৫।৶
ঐ মাঝারি	৫৲-৫৶০
পাটনাই আতপ	৫।০-৫॥০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুণ	৩৶০

চিনির দর

ডকাইন, টাটপ	১০॥/০
কাশিপুর ১০০০ নং	১০/০
মারকোরা সাদা	৯০
কানপুর সাদা	৮।০—৯৶০
কানপুর লাল	৭॥/০—৮৲

সোণা-রূপারদর।

	প্রতি ভরি
কলাদের বার	৩৪॥০
গিনি	১২৲
চাঁদিরবার	৫৩।০

পাটের দর

আরম্ভে—	৪০৸০
নিম্নতম—	৪০৸০
উচ্চতম—	৪১।০
বাজার বন্ধের সময়—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬।০—৬।৶০
সুপারফাইন ঐ	৬৲—৬৶০
হাউসহোল্ড ঐ	৫॥৶০—৫৸০
সুজী	৬৲—৬৶০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৶০
আটা নং (২	৫/০—৫।/০
আটা (এস)	৫৲—৫।০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৶০
আটা নং (৩)	২॥০—২॥৶০
গোলাউ	১॥৶০—১৸০
ভুষি	১॥৶০—১॥৶০

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৭৲
রামগীতা	৫৭৲
ভুবনেশ্বরী	৫০৲
লক্ষ্মী	৬৫৲

পাতিখাম	৪৬।০
তার	৪৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাজা গাওয়া	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৯৸০—৯।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৮৸০—৮॥০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীমসব সাইজ	১০॥
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸০
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯।০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৮॥০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টীন।

২৪ গেজ—	১৩॥০
২৬ গেজ—	১৫০৶০
২৮ গেজ—	১৫।০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ শীস ।৶৫—৸০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০।০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩॥০—৪৲
পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা	৭॥০—৮৲ হন্দর
গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট	৯৲—১০৲
ঐ „ ৩—১০ ঐ	৯।০—১০।০
ছিল পাটী, গোলটু গরাদে	৮৲—৯৲
গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের জন্য	৯৸০—১২৲

সুঃ ইস্পাত আসল ২৩৲, নকল ২১৲

টিকলের হালমণ ৫৶০, গাটের হালমণ ৬॥০

তুলার হালমণ ৪৸০

সুনের দর

কলিকাতা ২৬শে জুন,

আদেন গোলার ফাইন	৫৪৲
লিট্‌ল আদেন করকচ	৪০৲
করাচি গুরসিদ ফাইন	৪৩৲
চাম্বার্স লাম্প	৫৩৲
ঐ ফাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৬শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকে সাজ	৮।০
সুপারী দেশী	১৬।০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০।০—১১।০
গুটি খয়েরমণ	১৫।০—১৭।০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮॥০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার।
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

:(:০:):

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

"উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়"

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৫৬,	৯—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৫	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-৪০	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-৪৮	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-১৮	১৬-৩৩	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্লীহা যকৃৎ কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

প্রকাশ

-:(:❀:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।।০	।৶০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲	১।।০	১।।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর.

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।।০
সিকি কলম ১:	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲
মাসিক "	২।৶০
প্রতি সংখ্যা ০/৫ ; বিশেষ সংখ্যা, ভিক্ষা স্বতন্ত্র।	১৲

বিরাট্ সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। ভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অকারাদি শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রী মায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ১লা ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার
শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব
আরম্ভ হইবে।

পোঃ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম'—শ্রীমায়াপুর

শ্রীরূপানুগবর্য্যপালক
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG NO C 1544

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের স্বলাভিষিক্ত
আকরমঠরাজ
শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ
প্রভু কর্ত্তৃক
পরিচালিত

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[১২শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই ভাদ্র, ১৩৪৪, ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৭, শনিবার [সংখ্যা ১৪৯]

বিবিধ সংবাদ

——(*:*:*)——

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী আই-এ; আই এস-সি, ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি-এ, বি-এস-সি, পরীক্ষা যথাক্রমে ১৯৩৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৫ই মার্চ্চ এবং ২৮শে মার্চ আরম্ভ হইবে। পরীক্ষার আবেদন পত্র যথাক্রমে ৭ই জানুয়ারী, ১৭ই জানুয়ারী এবং ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

পাঁচ হাজার জাপানী সৈন্য নিহত

ক্যানকাং-এ চীনা সৈন্যদল বিপুল জয়লাভ করিয়াছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে পাঁচ হাজার জাপানী সৈন্য নিহত হইয়াছে। গত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিকালে জাপ-বিমানী-বাহিনী সর্ব্বপ্রথম সাংহাই-এর উপর বোমা-আক্রমণ চালাইয়াছে। চীনের সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইতেছে। এদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাংহাই-এর চতুর্দ্দিকে একটী নিরপেক্ষ অঞ্চল সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ চীন সরকার উহা অগ্রাহ্য করিবেন।

জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে তুমুল সংগ্রাম

সাংহাইতে তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে। যুগপৎ নৌ, বিমান ও স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। চীনারা ৮টী জাপানী [illegible] ভূপাতিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। "রাজপুতানা" জাহাজে করিয়া সাংহাই হইতে দুই হাজার ইংরাজ নারী ও ৬০টী ইংরাজ শিশুকে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

চাপেইতে ১৩টী জাপানী বিমান বার বার চীনা সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়।

উড়িষ্যার প্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য

বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে কি ধরণের সাহায্য করা হইবে এবং কোথায় কোথায় অবিলম্বে সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইবে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনার জন্য ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যায় কংগ্রেস কার্য্যালয়ে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। কটক জেলায়—গোবিন্দপুর, অম্বগ্রাম, [illegible], কামস্যা, [illegible] পাহিয়া এবং পুরী জেলায়—কাকটপুর, বালি পাটনা, [illegible] এবং আরও কয়েকটি স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সাহায্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতকগুলি কলিকাতার মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটী, কতকগুলি কটক হিন্দী সাহিত্য মন্দির রিলিফ সোসাইটির, কতকগুলি রামকৃষ্ণ মিশন এবং কতকগুলি কংগ্রেস পরিচালিত করিবে।

স্থির হইয়াছে যে, বেকারদিগকে গ্রামের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, স্কুলঘর তৈয়ার, ভাঙ্গা-বাঁধ সংস্কার প্রভৃতি কাজ দিয়া সাহায্য করা হইবে, [illegible] বিক্রয়ের জন্য দুই তিনটি দোকান খোলা হইবে। বিধবা এবং অপারগদিগকে খয়রাতি দেওয়া হইবে।

গোবিন্দপুরে একটী সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং গত ১৫ই আগষ্ট পাটে মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির কর্ম্মিগণসহ হিন্দী সাহিত্য মন্দির রিলিফ সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে পটিয়াতেও একটি সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার রাজধানী সমস্যা

উড়িষ্যার রাজধানীর স্থান নির্ব্বাচন সম্পর্কে উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের একাধিক সদস্য প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। কটকের পাঁচজন ও এবং আরও কতিপয় সদস্য কটকে রাজধানী স্থাপন অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত দিবাকর পট্টনায়ক (কংগ্রেস) জেলা কমিটি অনুমোদিত [illegible] রাজধানী প্রতিষ্ঠার দাবী করিবেন। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০টী প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে।

পতাকা ও খদ্দরের উনিফরম

কাটনী মিউনিসিপ্যালিটিতে সমস্ত মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং এ কংগ্রেস পতাকা উড্ডীন ও মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীদের জন্য খদ্দরের 'ইউনিফরম' প্রবর্ত্তন করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারে ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে অভিনন্দন করিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সীমান্তে আবার ৫জন হিন্দু অপহৃত

নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত ৫ই আগষ্ট শেষরাত্রে সীমান্তের অপর পার হইতে একদল উপজাতি আসিয়া টাঙ্ক মহকুমার অন্তর্গত [illegible] হইতে দুইটী বালিকা, দুইটী বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। অপহৃত ব্যক্তিগণ সকলেই হিন্দু। একটি দোকান ভস্মীভূত ও আর কয়েকটী দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে [illegible] হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া টাঙ্ক হইতে ফ্রন্টিয়ার কনষ্টেবুলারী দল ও মানজাই হইতে সৈন্যদল ঘটনাস্থলে যায়; কিন্তু উপজাতীয়েরা তৎপূর্ব্বেই পলায়ন করে।

ফ্রান্স ও আরব সমস্যা

প্যালেষ্টাইনের প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থায় ফরাসী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বিষয়টি বর্ত্তমানে উত্থাপিত হওয়ায় পুনঃ ফ্রান্স এ সম্পর্কে বৃটেনের সহিত আলোচনা করার সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে। সিরিয়ায় ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার আছে এবং ফ্রান্সে বহুসংখ্যক ইহুদীর বাস আছে, এতদ্ব্যতীত উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের কয়েকটি উপনিবেশও আছে। ঐ কারণে নূতন ব্যবস্থা দ্বারা ফ্রান্সের স্বার্থ কোন কোন দিক দিয়া [illegible] হইতে পারে, তাই ফ্রান্স পরিষ্কার করিয়া লইতে চায়।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে, কোনও একটী রাষ্ট্রের আবেদন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে অবিলম্বে সমগ্র আরব জগতে তাহার প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং ফ্রান্স চায় যে আরব সমস্যা সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের মনোভাব যেন ভিন্ন না হয়। [illegible] হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে জার্ম্মাণ দল

জার্ম্মাণ কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্য্যবেক্ষক দল ৫ই আগষ্ট তারিখে দার্জ্জিলিং পৌঁছেন। উক্ত দলের অধিনায়ক [illegible] একটি পার্টির [illegible] গত ১৫ই আগষ্ট [illegible] করিয়া [illegible] অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবতের বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
[illegible] ৬৲
৪। [illegible] ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸৹
৪র্থ খণ্ড ৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবদর্শ
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷৹
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। দ্বাদশ-আদেশ ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৵৹
২২। ভজন রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷৹
২৭। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলা গুণমোদিনী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৹
৩০। [illegible]-নির্ণয় ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনতত্ত্ব
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। একাদশীতত্ত্ব ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। প্রমাণ বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভাগবতম্ ও ভক্তিকণা ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাধ্যসাধন ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীকদশমূলম্ ৷৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৫। সাত্ত্ববাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। গাথারশতকম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷৹
৭২। থিয়েটিক ওয়ার্ডস ৵৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ৷৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপ্‌লস য়্যাণ্ড আনয়্যালয়েড ডিভোশন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধনপথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। সডাক ২ ভিক্ষা ৪৷৷৹ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

সরস্বতী-জয়শ্রী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
জীবকল্যাণকর জীবন চরিত
ইহাতে প্রকাশিত করা
হইয়াছে।

—— —— ০ ——

নিষ্কপট শুদ্ধভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই
এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত মঙ্গল প্রাপ্ত
হইবে ও বহু সাধুসঙ্গের ফল
লাভ করিতে পারিবেন।
বৈষ্ণব-দর্শনের প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেজী
আকারে এন্টিক কাগজে উজ্জ্বলরূপে
মুদ্রিত। ৬৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
বিস্তৃত সূচীপত্র ও বহু চিত্র
ইহাতে সংযোজিত
আছে; ভিক্ষা
৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ | ২৯ | শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৫১, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ২১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৭, শনিবার | ১৪৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী অনুষ্ঠিত বিরাট্ হরিস্মরণ-মহা-মহামহোৎসব এবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের উপস্থিতিতে, পরিচালনে ও আনুগত্যে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহ পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে।

গত ১৬ই আগষ্ট সোমবার প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, রাগালঙ্কার প্রভু ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৭ই আগষ্ট প্রাতে শ্রীমন্দিরের একস্থানে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ করেন। ঐ দিবসই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ আবেগভরে শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" শ্লোকটি বহুক্ষণ যাবৎ বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমক্ষে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্ এ মহোদয় শ্রীহরিনাম গ্রহণের প্রণালী, শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহাদের আদেশ-পালন-রূপ সেবাকার্য্যের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের ফলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ— —ইহাই হরিনাম গ্রহণ ইত্যাদি বহু বিষয়, ইষ্টগোষ্ঠীরূপে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শুদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ দিবসই মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ মাদ্রাজ হইতে আসিয়া শ্রীমঠের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীধামমায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীচৈতন্যমঠের আবিদ্যাহরণ-শ্রবণ-সদনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত স্কুলের হেড্ পণ্ডিত উপদেশক শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ছাত্র, শিক্ষক ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ব্যাস-নারদ সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতজীর পাঠশ্রবণে সমাগত সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মঙ্গলাচরণে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত ২২।৭।৩৭ হইতে ২৪।৭।৩৭ তারিখ পর্য্যন্ত দিনত্রয় বারিপদায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সহিত জনৈক স্বামিনামধারী গুরুবিরোধীর "আচার্য্য-প্রসঙ্গ" লইয়া বিশেষভাবে শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল। শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ সেই পাষাণ হৃদয় কালাপাহাড়ের ছলচাতুরী ও যাবতীয় কূট তর্ক যথাযথ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া গৌড়ীয়-আচার্য্যধারার অক্ষুণ্ণতা, আচার্য্যলক্ষণ, সদ্‌গুরুর কথা, অসৎসঙ্গ ও দুঃসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া হরিভজনের পরিণাম, মৎসরতামূলে সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক বিরতি, বদ্ধজীবের ভ্রম প্রমাদাদি দোষ-প্রাবল্য, গুরু হইবার আকাঙ্ক্ষা ও একনিষ্ঠ শিষ্যের গুরুদেবের মনোভীষ্ট-পালনে দার্ঢ্য এতদুভয়ের পার্থক্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রীয় লক্ষণ, শ্রীবিগ্রহ ও মহাদিতে মাৎসর্য্য বা অন্যাভিলাষিতামূলে কাণ্ডপত্তরাদি-বোধে ত্যাগকারিগণের স্বরূপনির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া সমাগত শুদ্ধসজ্জনগণের যাবতীয় সন্দেহ নিরাস করিয়াছেন। সভায় উপস্থিত শ্রীযুক্ত মহামহেশ্বর দাসাধিকারী (পুলিস ইনস্পেক্টর) শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায়, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, সম্পাদক "পরমার্থী", শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দেবশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যশোদাদুলাল দাসাধিকারী (মোক্তার), শ্রীযুক্ত রমানন্দ দাসাধিকারী (মাষ্টার), শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাসাধিকারী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীর সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। এবং বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের জয়গান করেন।

বারিপদায় প্রচারকার্য্যে শ্রীযুত লালা মদনমোহন রায় ও শ্রীযুত মহামহেশ্বর দাসাধিকারী প্রমুখ আদর্শ গৃহস্থগণের সেবাচেষ্টা ও সৎসাহস বিশেষ প্রশংসার্হ।

আত্মতত্ত্বপ্রান্তে শ্রাদ্ধ

গত ২২শে শ্রাবণ (১৩৪৪) শনিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গাপাড়া নিবাসী পরলোকগত শ্রীযুত নরহরি দাসাধিকারী মহোদয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসাধিকারী মহোদয় অগ্নি শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বতস্মৃতি-বিধান অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস সন্ধ্যায় গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শ্রাদ্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য ও কল্পজড় স্মার্ত্তপদ্ধতি ও বৈষ্ণব-স্মৃতির পার্থক্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া যাত্রার উদ্দেশ্য, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান, বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধাদির অপ্রয়োজনীয়তা, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন; সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

গত ১৭ই আগষ্ট অধিবাসন দিবস হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝিলোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। দর্শনার্থ বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাত্রীর সমাগম হইতেছে। তাঁহারা শ্রীমঠের শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন শ্রবণে পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইতেছেন।

"অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তা'র নীচু উঁচু জাত দেখ্‌তে হ'বে। তা'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। বাহিরের বিরাগ বা বাহিরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিন্‌তে পারেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

গোস্বামি-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ শ্রীধর অবাঃ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫১

বলদেব

আমরা মুক্তিকে আনন্দের সন্ধান; অমৃত আমাদের অধিকার আছে, শুধু অধিকার মাত্র নয়—সম্পূর্ণ [illegible] স্বভাবতঃ আমরা সেই অনেক [illegible]—আমরা ভগবানের নিত্যদাস, এত অভিমান টুকু ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অভাব! এত অসুবিধা! এত দুঃখ আমাদের শোক মোহ ভয়! দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃই—কৃষ্ণ বহির্মুখতার হেতুই আজ আমাদের এত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। পরমাত্মা বিষ্ণু অমৃতস্বরূপ। আমরা সেই অমৃতের সেবক—তাঁহার, আমাদের নিত্য ধন—সেই অমৃতের সেবা, কিন্তু আমি যে বড় দুর্বল। সুতরাং সেই অমৃতের সন্ধান কি করিয়া পাইব? শাস্ত্র ব'লিয়াছেন, বলবান ব্যক্তি সেই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সুতরাং দুর্বল আমার গতি কি হইবে? হায়! হায়! আমি এত দুর্বল কেন হইলাম? বলদেবের অকৃপা হেতু আমার এই দুর্দৈব ঘটিয়াছে। এই দুর্বলতা বা সবলতা দৈহিক বা মানসিক কোন ব্যাপার-বিশেষ নহে। ইহা হৃদয়দৌর্বল্যরূপ অনর্থ ও চিদ্বল। শ্রীবলদেব ব্যতীত এই দুর্বলতা [illegible] সমর্থ নহেন। সুতরাং দুর্বল আমাদের বলদেবের নিকট চিদ্বলভিক্ষাই একমাত্র সম্বল। তাই আজ আমরা শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র জগদ্বাসীকে চিদ্বল অর্জনের একমাত্র উপায় শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি আগামীকল্য শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথিতে জগদ্বাসী বন্ধুবর্গ সকলেই আমাদের সহিত যোগদান করিয়া আমাদিগকে সেবোৎসাহিত করিবেন।

শ্রীশ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবান্ বাসুদেব ও বলদেব বসুদেবে প্রকটিত। শ্রেয়ঃপথিগণ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ। যাঁ'রা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ বাসুদেব ও বসুদেবতনয় বলদেবের নিকট যেতে চায় না, তা'রা প্রেয়ঃ'র্থী। গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না ক'র্‌লে মঙ্গল হ'বে না। যে বলদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। যখন আমরা গুরুদেবের সঙ্গে তর্কপথ অবলম্বন করি, যখন আমরা নিজেদের অধঃজ্ঞানে গুরুকে শোধন বা দোরস্ত ক'রবো, কেবল তাঁ'র কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে নেব, তাঁ'র অনুসরণ ক'রবো না, তখন আমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্তে অশ্রৌতপথ বা তর্কপথ আহূত হ'য়ে যায়। এই সকল দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তাঁ'র চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথানুসরণেই আমাদের মঙ্গল লাভ হয়। বলদেব প্রভুর বল যদি সংগ্রহ ক'রতে পারি তবে আমাদের মঙ্গল হ'বে,—তবে আমাদের প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্যধর্মের সার্থকতা হ'বে।"

শ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণ-শেষাবতার। এই শেষোক্ত সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের এক পার্শ্বে একটি সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ ক'রয়াছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবতার। সনকাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ ভাগবত শ্রবণ করেন।

লোকের হৃদয়-দৌর্বল্যরূপ অনর্থের বিনাশপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বৃত্তি উৎপাদন করেন বলিয়া [illegible] 'বলরাম' নামে খ্যাত। মর্যাদামার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রীতি উদয় হইতে পারে না। এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

'হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।'

আমাদের পরমপরমারাধ্য গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্যভাগগত স্বরূপকে তত্তৎ রসসেবীদিগের আদর্শস্থল করিয়া আত্মলীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক—ইঁহারা ভক্তপ্রেমগত ভগবানের সেবকভাববিশেষ। ইঁহাদের মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভাগবিশেষ, অন্যান্য রসে বলদেবই সেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভাগ। তাঁহার অনুব্যূহস্বরূপ শ্রীনন্দ যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে।"

বলদেবের মত মহাবলী আর কোথায়ও নাই। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"বলোদ্রেকাৎ বলভদ্রঃ" অর্থাৎ বলাধিক্য বশতঃই তাঁহার নাম বলভদ্র। তিনি নিখিল চিদ্বলের মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত মূর্তি। তিনি স্বয়ং ভগবান্। এই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশরূপ তত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশ-গুণ, প্রকাশ-পরিকর বৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময়। সুতরাং তাঁহার ভজনে কৃষ্ণভজন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ রসময়; সুতরাং সকলরসের একমাত্র আশ্রয়বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের একমাত্র বিষয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ংরূপ। এই স্বয়ংরূপ রসেন্দু পূর্ণতমেরই বলদেব, অংশ—কারণোদশায়ী ভগবান্, কলা—গর্ভোদশায়ী ভগবান্, বিকলা ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্। এই শ্রীবলদেবই সকল অবতারের আকর বস্তু। তাঁহারই অংশাংশ ক্ষীরোদশায়ী [illegible] হইতে [illegible] বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি অবতারগণ [illegible] হইয়া থাকেন। এই শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ। শ্রীকৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় [illegible] মূলপরিপাটী [illegible] রসাশ্রয় বর্ত্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ এই শ্রীবলদেব প্রভু অংশরূপে মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলাংশরূপে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণ গর্ভ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥"

এই শ্রীবলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা, দশ দেহে অর্থাৎ মর্য্যাদামার্গে সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব। তিনি—

আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেইজনে।

(চৈঃ চঃ আ'দি ১৪৫)

এই বলদেব প্রভু হইতে সকল সত্তার প্রকাশ, তাঁহার নামাভাস-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই সর্বার্থনাশ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য অনন্তবদন। এই শ্রীবলদেব প্রভুই দুর্বল আমাদের একমাত্র বল ও আশ্রয়। সুতরাং বলদেবের পূজা যে নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবমাত্রেরই একান্ত ধর্ম্ম, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে এই চিদ্‌-বল-প্রদাতা শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা তদনুগত জনের আনুগত্যে আগামীকল্য সুষ্ঠুরূপে পালনে যত্নপর হইব। এতদ্ব্যতীত দুর্বল আমাদের সবল হইবার—সেবাবল লাভ করিবার বা কৃষ্ণের সন্ধান পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

নীলাচলে রথযাত্রায় শ্রীগৌরসুন্দর

(শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা)

যিনি জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগতের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্য দেখিয়া জগন্নাথদেবেরও বিস্ময় হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক।

শ্রীগৌরসুন্দর ৪৮ বৎসর প্রকটিত ছিলেন। ২৪ বৎসর গৃহস্থলীলা প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। অবশিষ্ট বৎসরের মধ্যে—

"* * * ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥"

(চৈঃ চঃ)

কাজেই প্রভুর নীলাচল-স্থিতির ইতিহাস যে একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য-বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে আমি নীলাচলের অজানা পরম আস্বাদনীয় বিষয়ের আলোচনা করিব না। কেবল রথযাত্রাকালে তিনি এই পুরুষোত্তম-ধামে কি প্রকারে থাকিতেন, তাহাই বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। জীবের অপার কল্যাণকামী চৈতন্যচরিত-বর্ণনাকারী মনীষীদের নিকট নিয়তই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা এই অজ্ঞানান্ধ পামরকে হাতে ধরিয়া সেই পরম জ্ঞাতব্য বস্তুর সন্ধান

মিলাইয়া দেন। যাহা হউক উক্ত চরিত-প্রণেতাগণের সাহায্যে ও কৃপায় যাহা জানিয়াছি ও যেটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিব। বক্তব্য-বিষয় বলিবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পৌরাণিকী বার্ত্তা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এই পৌরাণিকী বার্ত্তা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে এইভাবে পাওয়া যায়,—

"একদিন দ্বারকাধামে সত্যভামা তদীয় প্রাণপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার বৃন্দাবন লীলা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হন নাই কিন্তু প্রিয়ার অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে শেষে বলিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিতে উদ্যত হওয়ামাত্রই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপসিদ্ধ যোগ-ঋষি বাঞ্ছিত সেই গোপী-প্রেমের কথা মনে পড়িল। স্মরণ হইল সেই অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী গোপাঙ্গনাদের কথা, মনে পড়িল তাঁহাদের সহজ সরল মধুর ব্যবহার, মনে হইল তাঁহাদের কুলমান-অনপেক্ষিনী ব্যাকুলতার কথা, আত্ম-ত্যাগ, আত্মসমর্পণের কথা, বিরহ বিধুরা আভীর-ললনাদের অশ্রুপূর্ণ অরুণ-নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতির কথা, মনে হইল কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের কৃষ্ণ-মিলনে অপার আনন্দ,সেই সুখানুভূতির কথা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাখাল-সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে-মাঠে ধেনু-চারণের কথা, কান্ধে চড়া কান্ধে করার কথা, এক কথায় যাবতীয় বৃন্দাবন-লীলাটি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর-পটে আলেখ্যের মত যুগপৎ চিত্রিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে—অত্যন্ত শুদ্ধ ভক্তগণের ভগবানের জন্য যে অবস্থা হয় সেই সব লক্ষণ দেখা দিল তাঁহার শরীরে, তাঁহার প্রেমাশ্রুপূর্ণ শ্রীনেত্র রাধার জন্য। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যেরও শ্রীকৃষ্ণ বিরহাদিতে এইপ্রকার ভাব হইত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—

'স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও শুদ্ধভক্তগণের এই প্রকার অবস্থা হয় লিখিত আছে।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্-
নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪০)

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল অবশ হইয়া গেল, হস্ত-পদাদি, খর্ব্ব ও সূক্ষ্ম হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অগ্রজ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার দশার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহারও ঐ বৃন্দাবন-লীলা মনে পড়িতেই তিনিও ঐরূপ হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া গেলেন শেষে ভগ্নী সুভদ্রা অগ্রজদের দেখিতে আসিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি মনে পড়িতেই ঐ দশা প্রাপ্ত হইলেন। এতক্ষণ সত্যভামা বজ্রাহতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই সব দেখিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি মনঃসংবরণ করিয়া প্রতিকার-মানসে উদ্ধবকে সংবাদ দিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন, যখন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির বৃন্দাবনের জন্য এত প্রবল অনুরাগ, আপনি অদ্যই এই দ্বিতীয় ত্রিমূর্ত্তি রথে করিয়া ইহাদিগকে বৃন্দাবনে দিয়া আসুন। আমাদের নিমিত্ত আমি ইঁহাদের এই প্রকার তীব্র মনোকষ্টের কারণ হইব কেন? মহামতি উদ্ধবও তাহাই সমীচীন মনে করত হাত ধরাধরি করিয়া জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে রথে উঠাইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন" এই ধরাধরি করিবার উঠানর ব্যাপারটী চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছেন রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীবিগ্রহকে সকলে ধরাধরি করিয়া রথে তোলেন। এই উৎসবকে "পাণ্ডু বিজয়" বলা হয়। "পাণ্ডু" উড়িয়া "পাহাণ্ডি" শব্দের অপভ্রংশ অর্থ—ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া।

যাহা হউক এই পৌরাণিকী বার্ত্তার সহিত পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানাদির সংমিশ্রণে নীলাচলে এই রথযাত্রা। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান গুণ্ডিচা। কিংবদন্তী আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মহিষীর নাম ছিল গুণ্ডিচা। তাঁহারই নাম অনুসারে এই রথযাত্রার অপর নাম হয় গুণ্ডিচা-যাত্রা। শ্রীমন্দিরের নাম গুণ্ডিচা-মন্দির। এই গুণ্ডিচা রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া সপ্তাহকাল গুণ্ডিচায় অবস্থিতি করেন। অধুনা প্রচলিত রথযাত্রা ও গুণ্ডিচাযাত্রা একই বিষয়।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তগণকে অনেক বলিয়া কহিয়া নীলাচলে চলিয়া আসিলেন—

প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন॥
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস॥
বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
(চৈঃ চঃ)

এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সপরিকর সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে রথোৎসব দর্শন করিতেন। যাত্রার পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে গৌরের একান্ত অনুগত জনগণ আসিয়া জড় হইতেন। স্নান-উৎসবের দিন—

'স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু পাইল বড় সুখ

স্নানযাত্রার দিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে নিজ-পরিজন গৌড়ীয়-ভক্তবৃন্দের সঙ্গে অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডব অথচ অতি অভিনব ভাব-ভঙ্গিমায় অপূর্ব্ব "বেড়া কীর্ত্তন" করিতেন। সে কীর্ত্তন-বন্যায় তখন সে দেশ প্লাবিত হইত—

ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনাবসানে নিজ আত্মীয় গোষ্ঠীসঙ্গে আপনাদের বাসস্থানে আসিলেন। প্রায় বৎসরই তাঁহারা কাশী-মিশ্র মহাশয়ের বাড়ী থাকিতেন। সেই কাশী মিশ্র, নীলাচলের প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত (শেষে শ্রীগৌরের প্রধান ভক্ত হন) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুশিষ্য ও সর্ব্বোপরি উৎকলাধিপতি মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র সপারিষদ গৌরসুন্দরের পরিচর্য্যা করিতেন। গৌরাঙ্গের অত্যদ্ভুত, অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য,অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শনে সেখানকার সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন,—

সম্প্রতি দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল, তুমি ব্রহ্ম সচল॥
(চৈঃ চঃ)

যাত্রার পূর্ব্বদিন গুণ্ডিচা মন্দির ধুইয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। প্রভু একবার কাশী-মিশ্র, পড়িছা (তত্ত্বাবধায়ক ভৃত্য), সার্ব্বভৌম ভট্ট প্রভৃতির কাছে গুণ্ডিচা-মন্দির - মার্জ্জনের অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা তো শুনিয়াই অবাক, কারণ, এ কাজ পড়িছারাই করিয়া থাকে। কি করা যায়! প্রভুর যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন কে তাঁহাকে বারণ করিবে? বিশেষতঃ, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশ আছে যে, প্রভুর যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেই ইচ্ছামত মন্দিরাদির যাবতীয় কার্য্য বহন করিতে হইবে, তাহাতে যত অর্থ বা যত লোক লাগুক। সুতরাং প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই হইবে স্থির হইল। প্রভু সপারিষদ মন্দির ধুইবেন, কাজেই তখনই একশত কলসী, একশত সম্মার্জ্জনী আনান হইল। প্রভু স্বজন সমভিব্যাহারে মন্দির মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—

"প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
(চৈঃ চঃ)

প্রত্যেকের কাজ ও পরিশ্রমের পরিমাণ করা হইবে তাঁহাদের সঞ্চিত আবর্জ্জনার পরিমাণানুসারে। তাই সকলে নিজ নিজ আবর্জ্জনার স্তূপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকলের চেয়ে প্রভুর আবর্জ্জনা অধিক হইল। সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যাহা হউক, সকলে মহাপ্রভুর উপদেশমত মহাসুখে শ্রীমন্দির, ভোগমণ্ডপ, নাটশালা,চত্বরপ্রাঙ্গণ,পাকশাল, মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রভৃতি সমস্তই ধুইয়া নির্ম্মল করিলেন। জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলা দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরম সেব্য ভগবান্‌কে তথায় বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ চেষ্টা প্রভৃতি।

রথযাত্রার দিন গৌরসুন্দর সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা দেখিতে গমন করিলেন। প্রথমে 'পাণ্ডুবিজয়" দেখিলেন। জগন্নাথদেবাদি বিগ্রহগণকে দয়িতারা (পাণ্ডারা) সকলে ধরাধরি করিয়া রথে তুলিলেন। জগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রথে উঠিলেন। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডারা রথের সঙ্গে উত্তম রজ্জু-বন্ধন করিয়া সেই রজ্জু ধরিয়া টানিতেই রথ চলিতে লাগিল। রথ চলিল। গৌড়ীয়গণ সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বহু খোল-করতাল লইয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া রথের পুরোভাগে কীর্ত্তন করিয়া চলিলেন। গৌড়ীয়েরা সাত দলে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রত্যেক দল দেখিতে লাগিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের দলের মধ্যে বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গৌরকে ঘিরিয়া আরও প্রবলভাবে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই হইল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনিলেন যে, প্রভু আদেশ করিতেছেন—সাত দলের এক হইয়া কীর্ত্তন করা হউক—প্রভুর ইচ্ছায় সকলে একত্র হইয়া অতি উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিতে লাগিলেন সে কীর্ত্তন যে কি অপূর্ব্ব, কি তাহা বর্ণনাতীত। সকলের নয়ন-যুগলে বক্ষ অশ্রু-প্লাবিত,সকলেরই গাত্র শিমুল বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকিত, সকলেই বাহ্যজ্ঞানহীন, এই ভাব বড়ই অদ্ভুত, বড়ই চমৎকার; এইভাবে নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে পথ চলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাঙ্গ আচার্য্যচতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব-পত্রিকা 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রণালয় আছে।
রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬।১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৭১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীনাম-ভজন-সেবাসহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র হারমনিষ্ট নামক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়। মঠরক্ষক—শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ। রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
রক্ষক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
রক্ষক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরিসাধন অধিকারী।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমিহিরকুমার ব্রহ্মচারী

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান
রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস অধিকারী।

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
রক্ষক—শ্রীমনঃপ্রাণভজন ব্রহ্মচারী।

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়
রক্ষক শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিময়ূখ

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন
রক্ষক—শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(২২) সুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা
রক্ষক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা
রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)
রক্ষক—শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ
রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)
রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)
রক্ষক—শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অগষ্টাভিলা, দার্জ্জিলিং
রক্ষক—শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠপীঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি
রক্ষক—শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
কদমকুঁয়া।
পোঃ বাঁকিপুর (পাটনা)
রক্ষক—শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল।

(৩২) দানাপুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, বিহার
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বরণা রোড, গয়া
রক্ষক—শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি, এ।

(৩৪) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি
রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ
রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩৬) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ, পি)
রক্ষক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩৭) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা
রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৪০) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)
রক্ষক—শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(৪১) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪২) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী
রক্ষক—ভক্ত শ্রীবেণীমাধব

(৪৩) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৪) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা মথুরা।
রক্ষক—শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,
পোঃ ভোডোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)
রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।
রক্ষক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী

(৫০) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণদাস বিল্ডিং বোম্বে ৭
রক্ষক—শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা
রক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(৫২) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ

(৫৩) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)
শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।
রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫৪) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(৫৫) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৬) লীলাকুটী
রক্ষক—শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী

(৫৭) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী
রক্ষক—শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৫৮) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঁশগলি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)
রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপাঠ
রক্ষক—শ্রীলাল মদনমোহন।

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর
রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

(৬২) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ
ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাড়ু (হাওড়া)
রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রজবাসী

(৬৩) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী

(৬৪) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা অধিকারী।

(৬৫) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠালয়
১৮০।৫০ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।
রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট-নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫
রক্ষক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

(৬৭) গৌড়ীয় কার্য্যালয়
রক্ষক—শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতার বাজার দর

১লা আগষ্ট, ১৯৩৮

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
বাঁকা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৲
কাটারীভোগ	৭৲-৭৷০
বাঁকতুলসী	৫৷৷০
নাগরা নূতন	৪৵০
ঐ পুরাতন	৫৲
বালাম কোয়ালিটি	৪৲
সিদ্ধ রেঙ্গুন	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৲—৪৷৷০
পেশোয়ারী	১০৲ ১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৫৷০ ৫৷৵
ঐ মাদ্রাজ	৫৲ ৫৵০
পাটনাই আতপ	৫৷০-৫৷৷০
কাটারীভোগ	৭৲
ঐ রেঙ্গুন	৩৵০

চিনির দর

কাশীপুর, টাউন	১০৷/০
[illegible]পুর ১০০০ নং	১০/০
[illegible] দানা	৯৲
[illegible]পুর দানা	৮৷০—৯৵০
[illegible]পুর লাল	৭৷৷/০—৮৲

সোনা-রূপার দর।

প্রতি ভরি

গিনি সোনার বার	৩৪৷৷০
গিনি	১২৲
চাঁদির বার	৫০৷০

পাটের দর

[illegible]—	৪০৸০
[illegible]—	৪০৷৷০
[illegible]—	৪১৷০
[illegible]র বস্তার সর্ব্ব—	৪১৲

আটা ও ময়দার দর

টেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৬৷০—৬৷৵০
[illegible] ঐ	৬৲—৬৵০
[illegible] ঐ	৫৷৷৵০—৫৸০
[illegible]	৬৲—৬৵০
আটা (বি)	৫৸০—৫৸৵০
আটা নং (২	৫/০—৫৷/০
আটা (এস)	৫৲—৫৷০
আটা (কে)	৪৸০—৪৸৵০
আটা নং (৩)	২৷৷০—২৷৷৵০
[illegible]পাউ	১৷৷৵০—১৸০
ঐ	১৷৷৵০—১৷৷০

ঘৃতের দর

[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫৭৲
[illegible]	৫০৲
ঐ	৪৫৲

পাতিলেবু	৪৯৷০
তার	৭৬৲
কাবুলে	৩৬৲
বাঁকা পাথরা	৪১৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী— দর প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৯৸০—৯৷০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৮৸০—৮৷৷০
ঐ টাটা টেসটেড জয়েষ্ট বীম সব সাইজ	১০৷৷
ঐ ইংলিশ জয়েষ্ট (বীম)	১০৸৩
বরগা (টী আয়রণ)	৮৸০—৯৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৮৷৷০—৯৲

টাটা গ্যাঃ করগেট টিন।

২৪ গেজ—	১৩৷৷০
২৬ গেজ—	১৫৵০
২৮ গেজ—	১৫৷০

টাটা গ্যাঃ প্লেন শীট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০
২৮ গেজ—	১৫৲

ইংলিশ গ্যাঃ করগেট।

২৪ গেজ—	১৩৸০
২৬ গেজ—	১৪৸০

গ্যাঃ মটকা ২৪—৩০ গেজ

পাত	।৵৫—৸০
বাগান ঘেরা কাঁটা তার (বাণ্ডিল)	১০৷০
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা মণ	৩৷৷০—৫৲

পাটী কাটিং ৩—৯ ফুট লম্বা

৭৷৷০—৮৲ হন্দর

গোল রড কাটিং লম্বা ১—৩ফুট ৯৲—১০৲

ঐ ,, ৩—১০ ঐ ৯৷০—১০৷০

ষ্টিল পাটী, সোনালী গরাদে ৮৲ ৯৲

গোল রড রি-ইনফোর্স ও কনক্রিটের

জন্ত ৯৸০—১১৲

সুঃ উপাক আসল ২৩৲, নকল ২১৲

চটকলের হালমণ ৫৵০, গাটের হালমণ ৬৷০

তুলার হালমণ ৫৸০

সুতের দর

কলিকাতা ২৯শে জুন,

আরেন সোনার কাইন	৫৪৲
লিটল আদেন ওরকচ	৪০৲
কলি মুর্শিদ কাইন	৪৩৲
ঢাকা শাখা	৫৩৲
ঐ কাইন	৫১৲

বেনেতি মসলা

কলিকাতা, ২৯শে জুন,

	প্রতি মণ
পাকা মাল	৮০
সুপারী দেশী	১৬৷০—১৭৲
কাটা সুপারী	১০৷৷০—১১৷০
গুটি খয়ের	১৫৷০—১৭৷০
লঙ্কা নূতন পাটনাই	১৭৲—১৮৷৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

৬-৫ [illegible] ঘাট লোহাপটী, [illegible]বাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬ ৫৮	১০—৩১	১৩—[illegible]	১৭—০৮	১৯—[illegible]
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৭	১০—৩	[illegible]	১৮ [illegible]	[illegible]—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৪৫	১১—[illegible]	১৪—[illegible]	১৮—১৮	২০—[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	[illegible]	১১-৪০	১৬-০	[illegible]-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৩	[illegible]	[illegible]১-৯৮	[illegible]৬-৮	[illegible]-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	[illegible]	১২-১৮	[illegible]	

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গ বাঙ্গালার পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জ্বরের প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া, নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইল কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
পাঁচলাইনে ৫ লাইনের ৷৹	।৶৹	।৶৹	৷৹	
" " ইঞ্চ ২	১৷৹	১৷৹	১৲	
সিকিকলম ৪৲	৪৲	৪৲	৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে কভার ইঞ্চি ৬"	৪৷৹
সিকি কলম ১০	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা।৹ বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

বিরাট সংস্করণ

শ্রীভক্তিরত্নাকর

ছাপা হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজের ইহা একটী অমূল্য রত্ন
ইহা ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে
শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত
হইবে।
যাবতীয় সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-অনুবাদাদি
অতি সুন্দরভাবে ইহাতে
সন্নিবেশিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের অন্ধকারময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য এবং উভয়ের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অধ্যায়ের শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ১৩ই ভাদ্র হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট কলিকাতা

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক উড়িষ্যায় একমাত্র পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।